ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রণীতম্



Shri KESHABJI GOUDIYA MATH
Mathura (U.P)
4 JUN 1999
Mathura (U.P)

শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত-ভাবার্থদীপিকয়া টীকয়া,
শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিকৃত-সারার্থদর্শিন্যা টীকয়া চ সমেতম্।

শ্রীখগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রিকৃতান্বয়ানুবাদাভ্যাসো-

দ্ধৃত টিপ্পনী সমেতঞ্চ।

দশম স্কন্ধঃ—পূর্ব্বার্দ্ধ।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিণা প্রকাশিতম্।
ভবানীপুর, ৩৭নং বলরাম বসুর ঘাট রোড
কলিকাতা।

মূল্য ৫৸০ টাকা।

দশমস্কন্ধের পূর্ব্বার্দ্ধের সূচীপত্র।

প্রথমাধ্যায়ে দেবকীপুত্র হইতে আপনার মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভীতচিত্ত পৃষ্ঠা।
কংস কর্ত্তৃক দেবকীর ছয়টী সন্তানের বধ ১

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেবকীর গর্ভে শ্রীহরির আবির্ভাব ও ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক ভগবানের স্তব ও দেবকীর প্রতি তাঁহাদের সান্ত্বনা বাক্য বর্ণিত হইয়াছে ... ৫২

তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। দেবকী ও বসুদেবকৃত স্তব এবং বসুদেব কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের গোকুলে প্রণয়ন ৯৩

চতুর্থ অধ্যায়ে চণ্ডিকাবাক্যে কংসের ভয় ও দুর্ম্মন্ত্রিগণের মন্ত্রণায় বালক-বিনাশের উদ্যোগ ১৪৯

পঞ্চম অধ্যায়ে পুত্রের জন্মোৎসব সমাপনান্তর রাজকর প্রদানার্থ নন্দের মথুরায় গমন ও তথায় বসুদেব-সমাগমে কথোপকথন ১৬৪

ষষ্ঠাধ্যায়ে বসুদেবের বাক্যানুসারে নন্দের গোকুলে প্রত্যাগমন এবং পথিমধ্যে পুতনার মৃতদেহ দর্শনে ও মরণবৃত্তান্ত শ্রবণে নন্দের বিস্ময় ১৮৩

সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিপর্য্যস্তভাবে শকটের পাতন, তৃণাবর্ত্তের বধ এবং মুখমধ্যে বিশ্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের লীলাবর্ণন ২১১

অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ এবং বাল্যলীলা-কৌতূহলে মৃদ্ভক্ষণাভিযোগে জননীকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন ২৩৩

নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ দধিভাণ্ড ভগ্ন করায়, যশোদা কর্ত্তৃক তাঁহার দাম বন্ধন ... ২৮০

দশম অধ্যায়ে উদূখলাকর্ষণে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক যমলার্জ্জুনের নিপাতন এবং তত্রস্থ কুবের-পুত্রদ্বয় কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব ২৯৯

একাদশ অধ্যায়ে বালকগণে পরিবৃত হইয়া বৃন্দাবনে বৎস-চারণকালে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক বৎসাসুর ও বকাসুরের নিধন বৃত্তান্ত ৩২৭

দ্বাদশ অধ্যায়ে অঘাসুরের সর্পবপু ধারণ ও শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক তাহার বধ ... ৩৫৫

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক গোবৎসও বালকগণের হরণ এবং শ্রীকৃষ্ণ তৎ তৎ রূপ ধারণপূর্ব্বক সম্বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ ক্রীড়া করেন ৩৮৯

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে তদ্দর্শনের কারণ-নিশ্চয়ের অভাবে ব্রহ্মা বিমোহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেন ৪৪৫

পঞ্চদশ অধ্যায়ে ধেনুপালন কালে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ধেনুকাসুরের বধ ও কালিয়বিষে বিনষ্ট গোপ বালকগণের রক্ষা বর্ণিত হইয়াছে... ... ... ৫৪১

ষোড়শ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক কালিয়ের নিগ্রহ এবং তৎপত্নীগণের স্তবে তৎপ্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ ৫৭২

সপ্তদশ অধ্যায়ে নাগাবাস হইতে কালিয়ের কালিন্দি-হ্রদে আগমনের কারণ ও শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিদ্রিত গোপগণের দাবানল হইতে পরিত্রাণ ৬২৮

অষ্টাদশ অধ্যায়ে বসন্তগুণলক্ষিত গ্রীষ্মসময়ে প্রলম্ব-স্কন্ধে বলরামকে আরোহণ করাইয়া তৎকর্ত্তৃক প্রলম্বের নিধন-সাধন ৬৪২

উনবিংশ অধ্যায়ে মুঞ্জাটবীগত গাভী ও গোপালগণকে দাবানল হইতে রক্ষা ... ৬৬০

বিংশাধ্যায়ে বর্ষা ও শরৎ ঋতু বর্ণনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রাবিট্‌কালীন ক্রীড়া বর্ণন ... ৬৬৯

একবিংশাধ্যায়ে শরৎকালীন রম্য বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ এবং তদীয় বংশীধ্বনি শ্রবণে গোপীদিগের প্রেমগীত বর্ণন ... ... পৃষ্ঠা। ৭০৫
দ্বাবিংশ অধ্যায়ে বস্ত্রহরণলীলা দ্বারা গোপকন্যাগণকে শ্রীকৃষ্ণের বরদান ও তদনন্তর যজ্ঞশালায় গমন ৭৩৩
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা ও তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণপত্নীগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ এবং ব্রাহ্মণগণের অনুতাপ ৭৬৬
চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে হেতুবাদ দ্বারা ইন্দ্রযজ্ঞের নিবারণ ও গোবর্দ্ধন-মহোৎসবের প্রবর্ত্তনা ৮০৬
পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে ক্রোধপুরঃসর ব্রজ বিনাশার্থ ইন্দ্রকর্ত্তৃক বারিবর্ষণ এবং গোবর্দ্ধন-ধারণে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক গোকুল রক্ষা ৮৩২
ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণবীর্য্যে বিস্মিত গোপগণের সন্নিধানে গর্গোক্তির উল্লেখ-পূর্ব্বক নন্দ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বর্ণন করিয়াছেন ৮৪৯
সপ্তবিংশ অধ্যায়ে সুরেন্দ্র ও সুরভী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক ও গোবিন্দ এই নাম করণ ৮৬৫
অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক বরুণালয় হইতে নন্দের প্রত্যানয়ন ও তৎপ্রসঙ্গে গোপগণকে বৈকুণ্ঠপ্রদর্শন বৃত্তান্তের বর্ণন ৮৮৯
ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে রাসমণ্ডলস্থ গোপিকাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের উক্তি প্রত্যুক্তি এবং অন্তর্ধানাদি কৌতুকবর্ণন ৯০৮
ত্রিংশ অধ্যায়ে বিরহ-সন্তপ্ত গোপিকাগণের বনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ ... ৯৯৫
একত্রিংশ অধ্যায়ে নিরাশা গোপিকাগণ যমুনার পুলিনে সম্ভ্রেত হইয়া কৃষ্ণ গুণ গান করত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা ১০৪৩
দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে বিরহসন্তপ্ত গোপিকাগণের বিলাপ শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের তথায় আবির্ভাব এবং তৎকর্ত্তৃক প্রেমবিহ্বলা গোপিকাগণের সান্ত্বনা ... ১০৭৭
ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে গোপীমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীগণ সহ যমুনোপবনে জল ক্রীড়াদি রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে ১১০৭
চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সর্পগ্রস্ত নন্দ এবং শাপগ্রস্ত সুদর্শন বিদ্যাধরের মোচন এবং শঙ্খচূড়ের বধ বর্ণিত হইয়াছে ১১৫২
পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ে গোচারণোপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনকালে বিরহাতুরা গোকুল-যোষিৎগণ যুগ্মশ্লোকে যেরূপ তাঁহার গুণবর্ণন করেন, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে... ১১৬৫
ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ে অরিষ্টবধ এবং নারদবাক্যে রামকৃষ্ণকে বসুদেবপুত্র বলিয়া অবধারণ পূর্ব্বক কংসকর্ত্তৃক তদীয় বধের মন্ত্রণা ও তাঁহাদের আনয়নার্থ অক্রূরের প্রতি আদেশ প্রদান ১১৯৫
সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক কেশি ও ব্যোমাসুরের নিধন এবং নারদকৃত তদীয় সংস্তুতি ১২১৫
অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ে অক্রূর গোকুলে গমনকালে মনে মনে যেরূপ প্রার্থনা করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাহার পূরণ করেন, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে ১২৩৬
ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়ে অক্রূর সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় যাত্রা, গোপীগণের খেদোক্তি এবং যমুনায় অক্রূরের বিষ্ণুস্বরূপ-দর্শন বর্ণিত হইয়াছে ১২৬৮

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

দশমস্কন্ধঃ।

প্রথমাধ্যায়ঃ।

ওঁ নমো ভাগবতে বাসুদেবায়॥

শ্রীধরস্বামী।

ওঁ নমঃ কৃষ্ণায়।
বিশ্বসর্গবিসর্গাদি-নবলক্ষণ-লক্ষিতং।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ॥
দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং॥
ক্রীড়দ্যদুকুলাম্ভোধৌ পরানন্দমুদীর্য্যতে।
দশমে কৃষ্ণসৎকীর্ত্তিবিতানায়ানুবর্ণ্যতে॥
ধর্ম্মগ্লানিনিমিত্তস্তু নিরোধো দুষ্টভূভুজাং।
প্রাকৃতাদিশ্চতুর্দ্ধা যো নিরোধঃ সতু বর্ণিতঃ॥
তত্তৎপ্রসঙ্গতঃ সৃষ্টিসংহারাদিনিরূপণৈঃ।
কৃতা নবতিরধ্যায়া দশমে কৃষ্ণকীর্ত্তয়ে॥
আদ্যৈশ্চতুর্ভিরধ্যায়ৈর্ব্রহ্মপ্রার্থনয়াবনেঃ।
ভারং হর্ত্তুং হরের্জন্ম সপ্রসঙ্গং নিরূপ্যতে॥
গোকুলে মথুরায়াঞ্চ দ্বারবত্যাং ততঃ ক্রমাৎ।
কৃষ্ণলীলা ত্রিধা প্রোক্তা তত্তদ্ভেদৈস্ত্বনেকধা॥
সপঞ্চত্রিংশতাধ্যায়ৈর্বৃহদ্বৃন্দাবনাদিষু।
গোকুলে বসতো লীলা বর্ণ্যতে সুরদুষ্করা॥

শ্রীধরস্বামী।

একেন যমুনাবারিণ্যক্রূরেণ কৃতা স্তুতিঃ।
একাদশভি রাখ্যাতা লীলা মধুপুরে কৃতা॥
শেষে দ্বারবতীলীলা তন্নির্ম্মাণাদি বর্ণ্যতে।
এবং নবভিরধ্যায়া দশমে বিশদঃকথাঃ॥
তত্র তু প্রথমে কংসঃ স্বমৃত্যুং দেবকীসুতাৎ।
শ্রুত্বা ভীতোঽবধীত্তস্যাঃ ষড়্গর্ভানিতি বর্ণ্যতে॥
কৃষ্ণাবতার-চরিত-শ্রবণামৃতনির্বৃতঃ।
উক্তানুবাদেনৌৎসুক্যাদ্রাজা পৃচ্ছতি তৎ পুনঃ॥০॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নিত্যানন্দঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোঽদ্বৈতঃ পৃথ্যামেধয়ন্ প্রেমসিন্ধুং।
তপ্তস্তপ্তং স্তেময়ং শ্চেতয়ন্মাং ধিন্বন্ ভূয়াং স্বৈঃ কৃপারশ্মিলেশৈঃ॥ ১॥
শ্রীমদ্গাদাধর মমো নৃহরে নমস্তে শ্রীরামরায় নম এব নমঃ স্বরূপ।
শ্রীরূপ সানুগ নমোঽস্তু নমোঽস্তু তুভ্যং শ্রীমৎসনাতন নমোঽস্তু নমো নমোঽস্তু॥ ২॥
শ্রীমদ্ভাগবতীয়দিব্যদশমস্কন্ধামৃতাম্ভোনিধৌ
খেলন্ যঃ স্বকরোদ্ধৃতৈ রসকণৈরাদ্রাংস্তটস্থানপি।
চক্রে যস্য মহত্ত্বমীলিতমহঃ শ্রীরূপবিখ্যাপিতৈঃ
সর্ব্বৈর্দৃশ্যত এব নাটকবরে সাশ্চর্য্যমেতদ্ যথা॥ ৩॥
বক্তুং পারমহংস্যপদ্ধতিমিহ ব্যক্তিং গতানাং হি যঃ
সিদ্ধানাং ভুবনে বভুব সনকাদীনাং তৃতীয়ঃ পুরা।
সাঙ্গং ভক্তিরসং রহস্যমধুনা ভক্তেষু সঞ্চারয়-
ন্নেকঃ সোঽবততার বিশ্বগুরবে শুদ্ধায় তস্মৈ নমঃ॥ ৪॥
ব্যাখ্যা বৈষ্ণবতোষণী প্রকটিতা যেনৈব যস্যা রসঃ
প্রাপদ্যাতি চমৎকৃতীঃ সহৃদয়ানাহ্লাদয়ন্ ভ্রাজতে।
তস্মাদ্বিত্রকণা স্তদীয়-মুখতো যে নিঃসৃতাঃ স্বাদিতা
স্তানাচিত্যকৃতার্থয়ানি জনুরিত্যাশা বরীবর্ত্তি মে॥ ৫॥
গোপালভট্টরঘুনাথপদাব্জরেণূন্ শ্রীলোকনাথচরণানথ জীবপাদান্।
বন্দে যদীয় করুণা সুরদীর্ঘিকায়াং স্নাতো ধৃতাবততিরীহিতমাপ্নুমীশে॥ ৬॥
তমশ্ছন্নদৃশাং যৈ র্নঃকৃতে ভাবার্থদীপিকা।
কৃতা কৃপালবস্তেঽত্র শ্রীধরস্বামিনো গতিঃ॥ ৭॥
ব্যাখ্যা লেখ্যা তদীয়া যা ভক্তচিত্তপ্রমোদনী।
বাচিং প্রভুনাং কাচিত্তু শ্রীমদ্গুরুকৃপোদিতা॥ ৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

প্রণম্য শ্রীগুরুং ভূয়ঃ শ্রীকৃষ্ণং করুণার্ণবং ।
লোকনাথং জগচ্চক্ষুঃ শ্রীশুকং তমুপাশ্রয়ে ॥ ৯ ॥
গোপরামাজনপ্রাণপ্রেয়সেঽতিপ্রভুষ্ণবে ।
তদীয় প্রিয়দাস্যায় মাং মদীয়মহং দদে ॥ ১০ ॥
দশমেঽমুক্রমপ্রাপ্তং নিরোধং পরিহায় যৎ ।
আশ্রয়ং বক্তি মুনিরাট্ তেনেদং প্রতিপদ্যতে ॥ ১১ ॥
প্রথমঃ পীঠতাং স্কন্ধদ্বয়ং চরণযুগ্মতাং ।
চতুর্থাদি কটীনাভি বক্ষোদোর্যুগকণ্ঠতাং ॥ ১২ ॥
দ্বাদশৈকাদশং শীর্ষভালাদিত্বমগাৎ ক্রমাৎ ।
শ্রীভাগবতকৃষ্ণস্য দশমো মঞ্জুহাস্যতাং ॥ ১৩ ॥
ধেয়সর্ব্বাঙ্গমুখ্যংযদ্ধাস্যং নাস্তেঽস্য সংস্থিতিঃ ।
যথা তথাশ্রয়ঃ স্কন্ধো নৈবাস্তে স্থাতুমর্হতি ॥ ১৪ ॥
অতঃ শ্রীদশমে ব্রহ্মপরমাত্মাদিনামভাক্ ।
আশ্রয়ো বর্ণ্যতে কৃষ্ণো নবলক্ষণলক্ষিতঃ ॥ ১৫ ॥
ঈশানুবর্ত্তিনামম্বরীষাদীনাং কথোদিতা ।
নবমে দশমে সাক্ষাদীশস্যৈব কথোচ্যতে ॥ ১৬ ॥
সচেশ্বরো গোপএব কৃষ্ণঃ পূর্ণতমো ব্রজে ।
পুরদ্বয়ে পূর্ণতরঃ পূর্ণঃ ক্ষত্রিয় উচ্যতে ॥ ১৭ ॥
এবং স্থূলস্য ত্রৈবিধ্যাল্লীলাস্য ত্রিবিধোদিতা ।
বাল্যাদিতত্তদালম্বি ভক্তভেদাৎ সহস্রধা ॥ ১৮ ॥
আদ্যৈঃ পঞ্চভিরধ্যায়ৈ র্জন্ম প্রাসঙ্গিকী কথা ।
জন্ম চাস্য ততো বাল্যলীলা নবভিরীরিতা ॥ ১৯ ॥
ষড়্ভিঃ পৌগণ্ডলীলাস্তু কৈশোররসচর্চ্চিতা ।
ততঃ কৈশোরলীলোনবিংশত্যা ব্রজমণ্ডলে ॥ ২০ ॥
একেন স্তুতিরক্রূরকৃতৈকাদশভিস্ততঃ ।
লীলা স্যান্মাথুরী শেষৈর্দ্বারকায়াং নিরূপিতা ॥ ২১ ॥
তদেবং দশমেঽধ্যায়ৈ র্নবত্যা বর্ণিতা হরেঃ ।
লীলা নিত্যকিশোরস্য নিখিলাকর্ষিণী ক্ষিতৌ ॥ ২২ ॥
তত্রতু প্রথমে শ্রোতৃবক্তৃোরাগাতিমাধুরী ।
দেবাজ্ঞাকাশবাক্ কংসাদ্দেবক্যাঃ ষট্ সুতাত্যয়ঃ ॥ ২৩ ॥

রাজোবাচ।

কথিতো বংশবিস্তারো ভবতা সোমসূর্য্যয়োঃ।
রাজ্ঞাঞ্চোভয়বংশ্যানাং চরিতং পরমাদ্ভুতং ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।

রাজা উবাচ। ভবতা সোমসূর্য্যয়োঃ চন্দ্রস্য সূর্য্যস্য চ বংশবিস্তারঃ পুত্রপৌত্রাদিক্রমঃ কথিতঃ তথা উভয়বংশ্যানাং চন্দ্রসূর্য্যবংশোদ্ভবানাং রাজ্ঞাং পরমাদ্ভুতং চরিতং চ কথিতম্ ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কথিতো বংশবিস্তার ইতি ॥ ১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বাচয়িতব্যেষ্বর্থেষু বক্তুরুৎসাহং বর্দ্ধয়িতুং তদুক্তমভিনন্দতি কথিত ইতি। ব্রহ্মপ্রপৌত্রাৎ মরীচ্যাৎ ব্রহ্মপৌত্রত্বেন ব্রহ্মাংশত্বেন মনোঽধিষ্ঠাতৃত্বেন স্বয়ং ভগবদঙ্গীকৃতবংশ্যতাকত্বেন চ সোমস্যাভ্যর্হিতত্বাৎ পূর্ব্বনিপাতঃ। স্বায়ম্ভুবমনো স্তদ্বংশ্যানাঞ্চ পরমাদ্ভুতচরিত্রাণাং তৃতীয়াদিষু কথিতত্বেঽপি তস্য বংশো ন পর্য্যবসানমধুরঃ। সোমসূর্য্যয়োর্বংশস্য শ্রীকৃষ্ণরামচরিত্রান্তিমত্বাৎ পর্য্যাবসানমধুর ইতি তয়োরুৎকর্ষেণোল্লেখঃ। যদোশ্চরিতং কথিতং তস্য পিত্রাজ্ঞালঙ্ঘিত্বেঽপি শুদ্ধভক্তিমত্বাৎ নিতরাং ধর্ম্মশীলত্বং নবমে ব্যাখ্যাতমেকাদশে ব্যাখ্যাস্যতে চ। মুনিসত্তমেতি মুনিত্বাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বং ভক্তমুখ্যত্বাৎ ভক্ত্যুৎকর্ষস্থাপকত্বমিত্যুভয়ং ত্বয্যেব দৃষ্টমিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন, আপনি চন্দ্র ও সূর্য্যবংশের বিস্তৃত বিবরণ বর্ণন করিয়াছেন, সেই উভয় বংশের রাজাগণের অদ্ভুত চরিত্রও বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ১ ॥

আভাস।

ওঁ নমঃ কৃষ্ণায়। স্কন্ধস্বরূপ দ্বাদশ অবয়বে পরিপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধই মনোমোহনকারী মুখস্থানীয়! প্রথমাবধি নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত অম্বরীষ, প্রহ্লাদ ও ধ্রুবাদি ভক্তগণের বৃত্তান্ত বর্ণনার দ্বারা যাঁহার অসীম মহিমা ও ভক্তবাৎসল্যের পরিচয় দিয়াছেন, এক্ষণে দশম স্কন্ধে ভক্তানুরোধে সেই ভগবানের আবির্ভাব বিষয়ের বর্ণনার দ্বারা ভক্তহৃদয়ে পরম প্রীতি ও আশার সঞ্চার করিতেছেন।

এই দশম স্কন্ধে নবতি সংখ্যক অধ্যায় আছে; এবং এই সমস্ত অধ্যায় দ্বারা বাসুদেবের ত্রিবিধ লীলা প্রকটিত হইয়াছে। প্রথম দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ে ব্রজলীলা, একাদশ অধ্যায়ে মাথুরী লীলা এবং ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়ে দ্বারকালীলা বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমাবধি অধ্যায়ত্রয়ে ব্রহ্মার প্রার্থনায় ধরণীর ভারাপনোদনার্থ শ্রীহরির জন্মপ্রাসঙ্গিক কথা, বিশেষত প্রথমে আকাশবাণীর দ্বারা কংস নিজের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে উৎকণ্ঠিত

যদোশ্চ ধর্ম্মশীলস্য নিতরাং মুনিসত্তম।
তত্রাংশেনাবতীর্ণস্য বিষ্ণোর্বীর্য্যাণি শংস নঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।

হে মুনিসত্তম মুনিশ্রেষ্ঠ! নিতরাং ধর্ম্মশীলস্য যদোঃ বংশবিস্তারঃ চ কথিতঃ। তত্র যদুবংশে অংশেন অবতীর্ণস্য বিষ্ণোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বীর্য্যাণি চরিতানি নঃ অস্মান্ শংস কথয় ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অংশেনেতি প্রতীত্যভিপ্রায়েণোক্তম্ ॥ ২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তত্রাবতীর্ণস্য বীর্য্যাণি কথয়। কস্য অংশেন বিষ্ণো র্যঃ খল্বংশেন বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর্ভবতি যস্যৈকাংশো বিষ্ণুস্তস্য পূর্ণস্যেত্যর্থঃ। যদ্বা অংশেন শংস। সামস্ত্যেন বক্তুং ন কস্যাপি শক্তিরিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পরম ধর্ম্মশীল যদুর বংশ এবং তাঁহাদিগের চরিত্রও বর্ণন করিয়াছেন। সেই বংশে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অংশের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহার চরিত্র কীর্ত্তন করুন! ২ ॥

আভাস।

হইয়া আত্মরক্ষার্থে স্বীয় ভগিনী দেবকীর একে একে ছয়টী সন্তান বধ করেন, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে।

রাজা পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপানলে পরিদগ্ধ হইয়াও, যে অমৃতপানের প্রত্যাশায় এতদিন অপেক্ষা করিতেছিলেন, এক্ষণে নবম স্কন্ধের অবসানে রাজা ও রাজন্যবর্গের বিস্তৃত বংশাবলীর বর্ণন শ্রবণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণচরিত্র শ্রবণার্থ কিছু উৎকণ্ঠিত হইলেন। যেমন সুমিষ্ট ইক্ষুরস পান করিবার ইচ্ছা হইলে, কঠিন ইক্ষুদণ্ড আনয়ন করত বিশেষ পরিশ্রম সহকারে দন্তের দ্বারা চর্ব্বণ করিতে হয়, তবেই অমৃতোপম রস প্রচুর পরিমাণে পান করা যায়; তখন তাদৃশ কঠিন ও বিস্বাদ পদার্থে যে ওরূপ সুমিষ্ট ও দ্রব পদার্থ রস কিরূপে রহিল তাহার বিচারের অসম্ভাবিতা দ্বারা চিত্ত বিমোহিত হয় না; কারণ প্রত্যক্ষই তাহার প্রমাণ। ময়ুর-পুচ্ছের বর্ণনা যতই করা যাউক না কেন, অন্ধ তাহার কিছুতেই মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির নিকট বর্ণনার অপেক্ষা থাকে না, সে দেখিবা মাত্র তাহার রূপে চমৎকৃত ও আনন্দিত হয়। প্রত্যক্ষের দ্বারা অনুভূত পদার্থের মহিমা প্রত্যক্ষে দর্শনকারীই বুঝেন। প্রথমাবধি নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত কর্ম্মীর নিত্য নৈমিত্তিক উপাসনা ও প্রাণায়ামাদি, জ্ঞানীর আত্মা ও অনাত্মাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের বিচার এবং অকিঞ্চন ভক্তের অন্ধ বিশ্বাসের সহিত নির্ভর বুদ্ধির কথা, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভাবে এবং ইতিহাসাদি বর্ণনাচ্ছলে যথেষ্ট বর্ণন করা হইয়াছে; এক্ষণে দশম স্কন্ধে চর্ব্বণানন্তর রস

অবতীর্য্য যদোর্বংশে ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
কৃতবান্ যানি বিশ্বাত্মা তানি নো বদ বিস্তরাৎ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।

ভূতভাবনঃ জীবপ্রতিপালকঃ বিশ্বাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ যদোঃ বংশে অবতীর্য্য যানি কর্ম্মাণি কৃতবান্, তানি কর্ম্মাণি নঃ অস্মান্ বিস্তরাৎ বদ ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নন্বু উক্তানি জাতো গতঃ পিতৃগৃহাৎ ব্রজমেধিতার্থ ইত্যাদিনা সত্যং, পুন র্বিস্তরেণ যদেত্যাহ অবতীর্য্যেতি। ভূতানি ভাবয়ন্তি পালয়ন্তীতি তথা ॥ ৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্বু জাতো গতঃ পিতৃগৃহাদ্ব্রজমেধিতার্থ ইত্যাদিনা অংশেনোক্তান্যেব সত্যং সামস্ত্যেন তদ্বীর্য্যাণি সংক্ষিপ্তীকৃত্যাপি বক্তুমশক্যান্যেব। ত্বয়াত্বংশেন যান্যুক্তানি তান্যপি সংক্ষিপ্তী-কৃত্য শ্লোকাভ্যামুক্তান্যতো বহুভিঃ শ্লোকৈস্তান্যেব বিস্তৃতীকৃত্য ব্রূহীত্যাহ অবতীর্য্যেতি। ভূতানি ভাবয়ন্তি প্রেমবন্তি করোতীতি প্রয়োজনমুক্তং নৃলোকং রময়ামাস মূর্ত্ত্যা সর্ব্বাঙ্গ-রম্যয়েতি। অবিতৃপ্তদৃশাং নৃণামিতি স্বমূর্ত্ত্যা লোকলাবণ্যনির্ম্মুক্ত্যেত্যাদিভ্যস্তথৈবাবগমাৎ। যতো বিশ্বাত্মা দেহজীবাভ্যাং সকাশাদপি পরমাত্মা প্রেমাস্পদীভবিতুমর্হত্যেবেতি ব্রহ্মস্তবান্তে ব্যক্তীভবিষ্যতি। বিস্তরাৎ অস্মদাদিমন্দবুদ্ধিসুগম্যার্থং বিস্তরং শব্দবাহুল্যং প্রাপয়েত্যর্থঃ। বিস্তরো বিগ্রহো ব্যাসঃ সচ শব্দস্য বিস্তর ইত্যমরঃ ॥ ৩ ॥

ভূতভাবন বিশ্বাত্মা ভগবান্ বাসুদেব যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া যে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন! ॥ ৩ ॥

আভাস।

প্রাপ্তির ন্যায়, কর্ম্মীর কর্ম্মফলদাতা, জ্ঞানীর পূর্ণব্রহ্ম ও ভক্তের ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবাদি লীলারসময় চরিত্র শ্রবণাভিলাষে শুকদেবকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন, আপনি চন্দ্রবংশীয় ও সূর্য্য বংশীয় নরপতিবর্গের ইতিহাস ও বংশনির্ণয় যথেষ্ট কীর্ত্তন করিয়াছেন। বিশেষত যযাতিপুত্র যদু শুক্রশাপে জরাগ্রস্ত পিতার অনুরোধ উপেক্ষা করায় অভিসন্তপ্ত হইলেও, কেবল ভক্তির প্রভাবে যিনি ভগবানের দয়া লাভ করিয়া ধর্ম্মশীল বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন, তাঁহার বংশও বর্ণন করিয়াছেন; এক্ষণে অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই বংশে অবতীর্ণ ভগবানের লীলা ব্যাখ্যা করিয়া, এই সন্তপ্ত হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ করুন! ॥ ১ ॥ ২ ॥

সেই অদ্ভুতলীল ভগবানের কথা পূর্ব্বে সংক্ষেপে বর্ণিত হইলেও, আদ্যোপান্ত সমস্ত শ্রবণ করাই পরীক্ষিতের অভিপ্রায়; কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের কথা দূরে থাকুক, ভিন্ন ভিন্ন বিচার ও বহু আয়াসাধ্য তপস্যার দ্বারা বহুকালেও যাঁহার অন্ত না পাওয়ায় চিত্ত মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়ে, ভূতভাবন সেই ভগবান্ ভক্ত মানুষ-হৃদয়ে

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।

অন্বয়ঃ।

অপশুঘ্নাৎ আত্মঘাতিনঃ অথবা পশুঘ্নাৎ পশুঘাতিনঃ বিনা কঃ পুমান্ নিবৃত্ততর্ষৈঃ বিষয়তৃষ্ণাশূন্যৈঃ উপগীয়মানাৎ ভবৌষধাৎ শ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ

শ্রীধরস্বামী।

অত্র লোকে ত্রিবিধা জনাঃ, মুক্তা মুমুক্ষবো বিষয়িণশ্চ তেষাং মধ্যেঽত্র ন কস্যাপ্যাদরঃ প্রত্যুত ইত্যাহ নিবৃত্ততর্ষৈরিতি। গততৃষ্ণৈর্মুক্তৈরপীত্যর্থঃ। মুমুক্ষূণাময়মেবোপায় ইত্যাহ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শ্রীধরস্বামিভিঃ শ্রীমৎপ্রভুভিশ্চ সনাতনৈঃ। ঋজুত্বাত্তাক্তমুচ্ছিষ্টং ভুজিষ্যোঽহমুপাদদে। অস্মদাদয়স্তু সংসাররোগগ্রস্তাঃ পরমভাগ্যলব্ধৈ র্ভিষক্‌শিরোমণিভিস্তত্রভবদ্ভির্দীয়মানাৎ কৃষ্ণলীলামৃতমহৌষধাৎ কথং বিরক্তা ভবিতুমর্হন্তীত্যাহ নিবৃত্তেতি। ভবৌষধাৎ সংসারব্যাধেরৌষধরূপাৎ নিবৃত্ততর্ষৈর্যদেব নিষেব্য বিগততৃষ্ণাব্যাধিভি স্তৃষ্ণৈব সংসারস্তস্মাম্মুক্তৈ র্জ্ঞানাদিভ্যোঽপি উপ আধিক্যেন গীয়মানাৎ ভো ভো বয়মিব এতন্নিষেব্যৈব নিরাময়া ভবেতেত্যুচ্চৈরুপদিশ্যমানাৎ, অন্যৌষধবন্নাস্য কট্বাদিরসত্বমিত্যাহ শ্রোত্রমনঃসুখপ্রদাৎ শ্রোত্রমনোভ্যামেবৈতদৌষধং পীয়ত ইতি ভাবঃ। পশুঘ্নঃ স্বর্গসুখাভিলাষী কর্ম্মী তস্মাদ্বিনা সএব বিরজ্যেত নান্যঃ। যদুক্তং ত্রৈবর্গিকাস্তে পুরুষা বিমুখা হরিমেধসঃ কথায়ামিত্যাদি যদ্বা অত্র বক্তৃশ্রোত্রো রুভয়রেবানন্দ ইত্যাহ নিবৃত্তেতি। উত্তমঃশ্লোকস্য গুণানামনুবাদাৎগুরোর্মুখাদাকর্ণ্য

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরিতামৃতই ভবরোগের মহৌষধ! ইহা শ্রবণ করিলে সকলেরই মন আর্দ্র হইয়া, আনন্দ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া যায়; এই নিমিত্ত মুমুক্ষু লোকেরাও বিষয়-তৃষ্ণা পরিত্যাগ করত, তাঁহার চরিত্র গান করিয়া

আভাস।

কেবল প্রেম ও শান্তি বিতরণের জন্যই তাদৃশ অনুপম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহা পরীক্ষিতের কেবল কল্পনা নহে; কারণ ব্রহ্মার স্তবেও প্রকাশ হইবে যে, তিনি বিশ্বাত্মা। অর্থাৎ দেহ ও জীবের অতীত, অথচ সকলের অন্তর্য্যামী থাকিয়া এতদুভয় অপেক্ষাও পরম প্রেমময়। তাদৃশ ভগবানের পরিচয় বাহুল্যভাবে না হইলে, সামান্যবুদ্ধি মানবের বুঝিবার সুবিধা হয় না ॥ ৩ ॥

আমরা বিবিধ ক্লেশপূর্ণ সংসার-রোগে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া, এতকাল যাতনা ভোগ করিলাম; যদি সৌভাগ্য-ক্রমে চিকিৎসক-রাজ আপনি স্বয়ং এই অপূর্ব্ব হরিনামামৃত মহৌষধি লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন আর আমাদের ভয় কি? এখন কোন্ নরাধম এই মহৌষধি অনবরত সেবনে পরাঙ্মুখ হইবে! সূর্য্যোদয়ে অমানিশার ন্যায়, এই অমৃতসেবনে তমোরূপা পাপতৃষ্ণা দূরে পলায়ন করে। এক তৃষ্ণাই দুঃখদায়িনী ও সংসার-স্রোতস্বতীর অনন্ত প্রবাহরূপিণী। তৃষ্ণাকে জয় করিতে পারিলে, সংসারকে পরাজয় করা যায়। তৃষ্ণা-জয়ী যে পর্য্যন্ত এই

ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনাপশুঘ্নাৎ ॥৪॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণগুণানুকীর্ত্তনাৎ বিরজ্যেত বিরক্তঃ ভবেৎ ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ভবৌষধাদিতি। বিষয়ীণাং পরমো বিষয়োঽয়মেবেত্যাহ শ্রোত্রমনোঽভিরামাদিতি। অপগতা শুক্ শোকো যস্মাৎ তমাত্মানং হন্তীতি অপশুগ্ন স্তস্মাৎ পশুঘাতিন ইতি বা ॥ ৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পশ্চাদনুকীর্ত্তনাৎ কঃ পুমান্ বক্তা বিরজ্যেত ন কোঽপি যতো নিবৃত্ততর্ষৈ রুপগীয়মানাৎ। কৃষ্ণস্য গুণানামনুকীর্ত্তনমপি উপ সর্ব্বাধিক্যেন গীয়তে কিং পুনস্তেষামাস্বাদনমিতি ভবাদৃশো বক্তা তেষামাস্বাদকোঽপীতি ভাবঃ, অত্র বর্ত্তমানপ্রয়োগাদাধিক্যবাচকোপশব্দোপন্যাসাচ্চ নিবৃত্ততর্ষ-শব্দেন শুদ্ধভক্তা এব ব্যাখ্যেয়া নতু জ্ঞানিনঃ। তেষাং নিদিধ্যাসনস্যৈব শাশ্বতিক স্তুতিদৃষ্টে র্নত্বনুকীর্ত্তনস্য। তথৈব গুণানুবাদং প্রাপ্য কঃ খলু মাদৃশঃ সাংসারিকঃ শ্রোতা বিরজ্যেত যতো ভবৌষধাৎ দ্বয়োরেব বিরাগাভাবে হেতুঃ শ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ কথঞ্চিদ্ধনাদিকামনয়া যদি কর্ম্মী বক্তা শ্রোতা বা স্যাত্তদা স বিরজ্যেদেবেত্যাহ পশুঘ্নাদ্বিনা ॥ ৪ ॥

থাকেন। যে সকল লোক আত্মঘাতী (বা পশুঘাতী), তাহারাই তাঁহার চরিত্র শ্রবণে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে; তদ্ব্যতীত আর কেহই তাঁহার লীলা শ্রবণে বিরক্ত হয় না ॥ ৪ ॥

আভাস।

চিত্তকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই শান্তি নাই! তৃণাদি হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত লাভ করিলেও, দুষ্পূরা তৃষ্ণার উদরপূর্ত্তি হয় না। কালক্রমে সকলেরই আপনা আপনি ক্ষয় হইয়া থাকে; কিন্তু এক তৃষ্ণাজরা কিছুতেই ক্ষীণ হইয়া চিত্তকে পরিত্যাগ করে না! এই আনন্দক্ষয়কারী ঘোররূপা তৃষ্ণাব্যাধির একমাত্র মহৌষধই ভগবন্নাম কীর্ত্তন। সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বানন্দপ্রদ সর্ব্বকারুণিক ভূতভাবন ভাবগ্রাহী ভগবানের চিত্তানুকারী চরিত্রের বর্ণনা শ্রবণ করিলে, ভক্তের হৃদয়-সরোবরে মৃদুমন্দ আশ্বাস-সমীরণ প্রবাহিত হইতে থাকে; সেই মানস-সরোবরের বিকসিত কমলগন্ধে দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত হইয়া, ভক্তের ইন্দ্রিয় সকল অপহৃত ধনের পুনঃপ্রাপ্তি নিমিত্তক সুখে পুলকিত হইয়া উঠে। আর কিছু নূতন পাইবার জন্য যত্ন করে না। আর বিষয়-সন্নিধানে ভিখারীর বেশে কিছুর প্রত্যাশীও হয় না। বিষয়ীর বিষয় সম্ভোগে যে সমস্ত প্রীতি, ভগবন্নাম-মাহাত্ম্যে হৃদয়াকাশে সে সমস্তই উপভুক্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। এই সংসারে সাধারণতঃ তিন প্রকার মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়; বিষয়ী, মুমুক্ষু ও মুক্ত। কিন্তু ভগবন্নাম বর্ণনে, কৈ? কাহারও ত কখন অনাস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলেই স্ব স্ব রুচি অনুসারে বিবিধ অনুপান সহ এই মহৌষধই সেবন করিতেছেন।

পিতামহা মে সমরেঽমরঞ্জয়ৈ র্দেবব্রতাদ্যাতিরথৈ স্তিমিঙ্গলৈঃ।

অন্বয়ঃ।

মে মম পিতামহাঃ যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ মৎপ্রবাঃ যং শ্রীকৃষ্ণং সমাশ্রিতাঃ অমরঞ্জয়ৈঃ

শ্রীধরস্বামী।

কিঞ্চাস্মৎকুলদৈবতং শ্রীকৃষ্ণ অতস্তৎকথৈব নিত্যং শ্রোতব্যা ইত্যাশয়েনাহ পিতামহা ইতি। অমরান্ জয়ন্তি যে তৈঃ। দেবব্রতো ভীষ্মঃ তদাত্মৈরতিরথৈ স্তিমিঙ্গিলতুল্যৈর্দুরত্যয়ং দুস্তরং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মৎকুলদৈবতত্বেনাপি কৃষ্ণস্য কথা মম শ্রোতব্যেত্যাশয়েনাহ পিতামহা ইতি অমরান্ জয়ন্তীতি তৈঃ। দেবব্রতো ভীষ্মঃ। তিমিঙ্গিলতুল্যৈঃ। দুরত্যয়ং দুষ্পারমপি বৎসপদমিব কৃত্বা

আর দেখুন! কৌরবদিগের সৈন্যসকল অপার সমুদ্রের ন্যায় অনন্ত, তাহাতে আবার সর্ব্বগ্রাসী তিমি মৎস্য সদৃশ অমরবিজয়ী ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহারথিগণ তাহার অন্তরে বাস করত সতত রক্ষা করিতেছিলেন।

আভাস।

অথচ সকলেই কৃতার্থ হইতেছেন। বিষয় সম্ভোগজনিত প্রীতি অনুভব করিতে হইলে বিষয়ের অর্জন ও রক্ষণাদি নিমিত্ত কত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়; কিন্তু এই অমৃতোপম নিরাশচিত্তের উৎসাহপ্রদ লীলাব্যঞ্জক ভগবন্নামরসামৃত পানে কোন ক্লেশই নাই; যেহেতু "শ্রোত্রমনোঽভিরাম্যাৎ।" চর্ব্বণাদি-জনিত কোন ক্লেশ করিতে হয় না, বা ত্বক্ অষ্ঠ্যাদির ন্যায় ইহার কোন অংশ বাদ দিতেও হয় না। আচার্য্যের প্রসাদে কর্ণকুহরে ইহা প্রবেশ করিলেই একটী অপূর্ব্ব ও অশ্রুত আনন্দ ভাব উদ্ভাসিত হইয়া, কর্ণকে পবিত্র করে। আবার হৃদয়ে তাহার আলোচনা করিয়া, ঘোর বিষয়ীও সংসারের অনিত্যতাদি বিবিধ-দোষ দর্শনে তৃষ্ণার হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে চেষ্টা করেন; তখনই তিনি মুমুক্ষু পদ বাচ্য। জীবন্মুক্ত পুরুষের যে পর্য্যন্ত চিত্ত থাকে, সে পর্য্যন্ত বিদেহ-কৈবল্য লাভ হয় না। চিত্তই তৃষ্ণার বীজ বা আকর-স্থান। কারণ চিত্ত যখন আত্মস্বরূপের আনন্দলাভে অসমর্থ হয়, তখনই বাহ্য বস্তুর দ্বারা বিমোহিত হইতে অগ্রসর হয়; সেই অবস্থা বা সামর্থ্যোদয়ের নামই তৃষ্ণা। কিন্তু অনবরত প্রেমময় নাম শ্রবণে চিত্তপটে ভগবদ্ভাবের এমনই স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে যে, চিত্ত কখন আনন্দহারা হয় না। তাদৃশ মুক্ত পুরুষগণ উচ্চকণ্ঠে মুমুক্ষুকে সম্বোধন করত বলিয়া থাকেন, তোমরা আমাদের ন্যায় নামরসে নিমগ্ন হও! অনায়াসে এই ভবদুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে। যাহারা নিতান্ত দুর্ভাগ্য পশুহিংসক কিরাত, (বিনা পশুঘাৎ) তাহারাই এ রসে বঞ্চিত হয়। জীবের আত্মা প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্তস্বরূপ; তাদৃশ স্বীয় আত্মস্বরূপকে ঘোর অজ্ঞানে আবৃত করিয়া, যাহারা অন্ধতম নরকে গমন করিতে উদ্যত, তাহারাই শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তনে বঞ্চিত থাকে ॥ ৪ ॥

দুরত্যয়ং কৌরবসৈন্যসাগরং কৃত্বাতরন্ বৎসপদং স্ম যৎপ্লবাঃ ॥ ৫ ॥
দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্টমিদং মদঙ্গং সন্তানবীজং কুরুপাণ্ডবানাং।
জুগোপ কুক্ষিং গত আর্ত্তচক্রো মাতুশ্চ মে যঃ শরণং গতায়াঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।

তিমিঙ্গিলৈঃ তিমিঙ্গিলমৎস্যসদৃশৈঃ দেবব্রতাদ্যাতিরথৈঃ ভীষ্মাদিভিঃ মহারথৈঃ দুরত্যয়ং দুষ্পারং, কৌরবসৈন্যসাগরং বৎসপদং কৃত্বা অতরন্ স্ম ॥ ৫ ॥

যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ আর্ত্তচক্রঃ ধৃতচক্রঃ এব শরণং গতায়াঃ শরণাপন্নায়াঃ, যে মম মাতুঃ উত্তরায়াঃ কুক্ষিং গর্ভং, গতঃ সন্ কুরুপাণ্ডবানাং সন্তানবীজং বংশস্য নিদানং, দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্টং অশ্বত্থামাস্ত্রৈঃ দগ্ধং ইদং মদঙ্গং জুগোপ রক্ষিতবান্ ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কৌরবসৈন্যসাগরং বৎসপদমিবাত্যল্পং কৃত্বা তুচ্ছীকৃত্যাতরন্ স্ম। যঃ শ্রীকৃষ্ণ এব প্লবো নৌকা যেষাং তে, তস্য বীর্য্যাণি বদন্বেতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ ॥ ৫ ॥

ন কেবলং পাণ্ডবানেবারক্ষৎ ইদং মম শরীরমপি যো রক্ষিতবানিত্যাহ দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্টমিতি।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অতরন্ যতো যঃ শ্রীকৃষ্ণ এব প্লবো যেষাং তে যং সমাশ্রিতা ইত্যর্থঃ। তথাহি সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবমিত্যত্র ভবাম্বুধির্বৎসপদমিতি। তস্য বীর্য্যাণি বদন্বেতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ ॥ ৫ ॥

মদেকরক্ষকত্বেনাপি তৎকথা অবশ্যশ্রোতব্যেত্যাহ দ্রৌণ্যস্ত্রেণ বিপ্লুষ্টং দগ্ধং ইদমিতি

কিন্তু যুধিষ্ঠিরাদি আমার পিতামহগণ যাঁহাকে তরণি পাইয়া, কৌরব সৈন্য-সমুদ্র গোষ্পদের ন্যায় সামান্য বিবেচনা করিয়া, অনায়াসে পার হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

আমার এই শরীর কুরু ও পাণ্ডব বংশের সন্তান-বীজ। অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা আমার এই শরীর দগ্ধ করিতেছিল। আমার মাতা উত্তরা নিরুপায়

আভাস।

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ জগজ্জীবন এবং সর্ব্বসাধারণের পূজ্য বলিয়াই যে আমার উপাস্য, এমত নহে। তিনি আমার কুলদেবতা। অতএব তাঁহার বিষয় শ্রবণ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ অমরবিজয়ী ভীষ্মাদিরূপ ঘোর নক্রাদি সমাকীর্ণ অপার কৌরব-সৈন্যসাগরে নিপতিত হইয়া, আমার পিতামহগণ যে শ্রীকৃষ্ণকে তরণী মাত্র অবলম্বনে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, আজ আমি কি ভব-সমুদ্রের কর্ণধার সেই বাসুদেবের চরণে চিত্ত সমর্পণ করিয়া এই সামান্য পাপ পঙ্ক হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব না ? ॥ ৫ ॥

হে ব্রহ্মন্! সেই পাণ্ডব-নাথ যে কেবল তাঁহাদিগকেই রক্ষা করিয়াছিলেন, এমত নহে! অহো! গর্ভ-বাস-কালে যে হৃদয়বল্লভ প্রশস্ত হৃদয়ে আমার উদ্বনকে বেষ্টন করত অশ্বত্থামা

বীর্য্যাণি তস্যাখিলদেহভাজামন্তর্ব্বহিঃ পুরুষকালরূপৈঃ।
প্রযচ্ছতো মৃত্যুমুতামৃতঞ্চ মায়ামনুষ্যস্য বদস্ব বিদ্বন্॥ ৭॥

অন্বয়ঃ।

হে বিদ্বন্! অন্তর্বহিঃ অন্তর্বহির্দৃষ্টীনাং অখিলদেহভাজাং সকলশরীরধারিণাং পুরুষকালরূপৈঃ পুরুষরূপৈঃ অমৃতং মুক্তিং, কালরূপৈঃ শমনরূপৈঃ চ মৃত্যুং সংসারং প্রযচ্ছতঃ দদতঃ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বীর্য্যাণি বদস্ব॥ ৭॥

শ্রীধরস্বামী।

দ্রৌণেরস্ত্রাগ্নো ব্রহ্মাস্ত্রেণ দগ্ধমিদং মচ্ছরীরং কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ সন্তানস্য নিদানং, মে মম মাতুঃ কুক্ষৌ প্রবিষ্টো যো ধৃতচক্রো জুগোপ॥ ৬॥

অখিলদেহভাজাং সর্ব্বপ্রাণিনাং অন্তশ্চ বহিশ্চ পুরুষরূপেণ কালরূপৈশ্চ। আংশাভিপ্রায়েণ বহুবচনং। মৃত্যুং সংসারং উত অপি অমৃতমপি প্রযচ্ছতো বীর্য্যাণি বদস্ব ব্রূহি। অয়ং ভাবঃ অন্তর্য্যামিরূপেণান্তর্দৃষ্টীনাং মুক্তিং বহির্দৃষ্টীনাঞ্চ কালরূপেণ মৃত্যুং দদাতি যতঃ অতো-হন্তর্দৃষ্ট্যা তদ্বীর্য্যাণ্যেব শ্রোতব্যানীতি॥ ৭॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তর্জ্জন্যা স্ববক্ষঃ স্পৃশতি। আত্তচক্রশ্চক্রধারী। অস্ত্রতেজঃ স্বগদয়া নীহারমিবগোপতিরিতি প্রথমোক্তে গদয়ৈব জুগোপ। চকারাম্মাতুরঙ্গঞ্চ জুগোপ॥ ৬॥

সর্ব্বগতিপ্রদত্বেনাপি শ্রোতব্যানীত্যাহ বীর্য্যাণীতি। অখিলদেহভাজাং মধ্যে যে অন্তরঙ্গা ভক্তাঃ যেচ বহির্বহিরঙ্গাঃ ভক্তদ্রোহিণঃ তেভ্যোঽমৃতং মৃত্যুঞ্চ প্রযচ্ছতস্তস্য বীর্য্যাণি বদস্বেত্যন্বয়ঃ। তত্রান্তরঙ্গেভ্যো বসুদেবাদিভ্যঃ পুরুষরূপৈশ্চতুর্ভুজদ্বিভুজপুরুষা-কারৈরমৃতং পরমানন্দং বহিরঙ্গেভ্যঃ কংসাদিভ্যঃ কালরূপৈঃ কালোঽয়মিতি বিহ্বল ইতি

ভাবিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হইলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্র গ্রহণ করিয়া, আমার মাতৃগর্ভে প্রবেশ করত মাতাকে ও আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন॥ ৬॥

সেই ভগবান্ পুরুষরূপে সকলের অন্তরে মোক্ষস্বরূপ অমৃত প্রদান করিয়া থাকেন এবং তিনিই কালরূপে সকল বাহ্য জগতের পরিবর্ত্তনকারী মৃত্যুরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। আপনি সেই মায়ামনুষ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বর্ণন করুন!॥ ৭॥

আভাস।

নিক্ষিপ্ত অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্রও নিজ বক্ষে উপশমিত করিয়া, এই নিঃসহায় পাণ্ডব-বংশধরকে রক্ষা করিয়াছিলেন, আজ কি তিনি আমার এতাদৃশ দুর্দ্দশা দর্শনে পরিত্যাগ করিবেন? কখনই নহে! আপনি তাঁহারই বিষয় কীর্ত্তন করুন!॥ ৬॥

রোহিণ্যাস্তনয়ঃ প্রোক্তো রামঃ সঙ্কর্ষণস্ত্বয়া।

অন্বয়ঃ।

সঙ্কর্ষণঃ রামঃ বলরামঃ রোহিণ্যাঃ তনয়ঃ ইতি ত্বয়া প্রোক্তঃ পূর্ব্বং কথিতঃ। দেহান্তরং

শ্রীধরস্বামী।

নন্থ বলং গদং সারণঞ্চ দুর্ম্মদং বিপুলং ধ্রুবং। বসুদেবস্তু রোহিণ্যাং কৃতাদীনুদপাদয়ৎ ইতি রোহিণ্যা স্তনয়ো রামঃ প্রোক্তঃ। বসুদেবস্তু দেবক্যামষ্টপুত্রানজীজনৎ। কীর্ত্তিমন্তং সুষেণঞ্চ ভদ্রসেনমুদারধীঃ। ঋজুং সম্মর্দ্দনং ভদ্রং সঙ্কর্ষণমহীশ্বরং অষ্টমস্তু তয়োরাসীৎ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মৃত্যুর্ভোজপতে রিত্যাদ্যুক্তরীত্যা মৎস্তণ্ডিকাখণ্ডৈঃ পিত্তদূষিতরসনয়া তিক্তরসৈরিব সাক্ষান্মারকত্বেন ভাতৈর্মৃত্যুং উত অনন্তরং অমৃতং মোক্ষং চ প্রযচ্ছত ইতি বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানত্বং। কিম্বা লীলায়া নিত্যত্বজ্ঞাপনার্থং বর্ত্তমানপ্রয়োগঃ। মায়য়া স্বরূপেণৈব মনুষ্যস্য। স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ। অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি মনীষিণ ইতি মাধবভাষ্যপ্রমাণিতশ্রুতেঃ॥ ৭॥

অত্র বিশেষং পৃচ্ছতি রোহিণ্যা ইতি চতুর্ভিঃ। প্রোক্তো নবমস্কন্ধে। সঙ্কর্ষণমহীশ্বর মিতি দেবকীপুত্রেষ্বপি তস্যৈব সঙ্কর্ষণস্য দেবক্যা গর্ভসম্বন্ধশ্চ উক্ত স কুতো ঘটতে

আপনি বলিয়াছিলেন, সঙ্কর্ষণাবতার বলরাম রোহিণীর তনয়; আবার বলিয়াছিলেন, তিনিও দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেহান্তর

আভাস।

যিনি সর্ব্বজীবের গতি প্রদান করিয়া থাকেন, কি ভক্ত? কি অভক্ত? কাহাকেও যিনি কখন বিস্মৃত হন না; তবে কর্ম্মানুরূপ অন্তরঙ্গ বসুদেবাদি ভক্তগণকে চতুর্ভুজাদি আনন্দময় মূর্ত্তিতে অমরত্ব এবং বিদ্বেষী কংসাদি অভক্তগণকে সাক্ষাৎ কালস্বরূপে মৃত্যু প্রদান করিয়াছিলেন, সেই মোক্ষ ও মৃত্যুদাতা ভগবানের গুণানুবাদে যত্নবান্ হউন! এই বিষম ফল পাত্রানুসারেই কল্পিত হইয়া থাকে। যেমন পিত্তদূষিত রসনায় সুমিষ্ট মৎস্তণ্ডিকা (মিছরি) খণ্ডও তিক্ত বলিয়া বোধ হয় এবং রোগী তাহা দূরে নিক্ষেপ করে, সেইরূপ অজ্ঞানাবৃত জীবও পরমানন্দ-স্বরূপ ভগবানকে শত্রুজ্ঞানে দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া আপনার মৃত্যু আপনিই আহ্বান করিয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃত মনুষ্য নহেন; তিনি কেবল মায়া-বলেই মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া, লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র॥ ৭॥

হে ব্যাসনন্দন! আপনি পূর্ব্বে বসুদেবের পত্নী রোহিণীর গর্ভে বল, গদ, সারণ, দুর্ম্মদ, বিপুল, ধ্রুব ও কৃতাদি নামক পুত্র কএকটীর উৎপত্তি-কথা বর্ণন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, অপর পত্নী দেবকীর গর্ভে কীর্ত্তিমন্ত, সুষেণ, ভদ্রসেন, ঋজু, সম্মর্দ্দন ও ভদ্র নামক ছয়টী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পরে আবার রোহিণী-পুত্র বলদেবকেই দেবকীর সপ্তমপুত্র সঙ্কর্ষণ

দেবক্যা গর্ভসম্বন্ধঃ কুতো দেহান্তরং বিনা ॥ ৮ ॥
কস্মান্মুকুন্দো ভগবান্ পিতুর্গেহাদ্ব্রজং গতঃ।
ক্ব বাসং জ্ঞাতিভিঃ সাকং কৃতবান্ সাত্বতাং পতিঃ ॥ ৯ ॥
ব্রজে বসন্ কিমকরোন্মধুপুর্য্যাঞ্চ কেশবঃ।
ভ্রাতরঞ্চাবধীৎ কংসং মাতুরদ্ধাতদর্হণং।

অন্বয়ঃ।

বিনা দেবক্যাঃ গর্ভসম্বন্ধঃ কুতঃ ঘটতে ॥ ৮ ॥

ভগবান্ মুকুন্দঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, পিতুঃ বসুদেবস্য, গেহাৎ কস্মাৎ ব্রজং নন্দগোপবাসস্থানং গতঃ। সাত্বতাং যাদবানাং পতিঃ ক্ব কুত্র জ্ঞাতিভিঃ সাকং সহ বাসং কৃতবান্ ॥ ৯ ॥

কেশবঃ ব্রজে মধুপুর্য্যাং মথুরায়াং চ বসন্ কিং অকরোৎ। অতদর্হণং বধস্য অযোগ্যং, মাতুঃ ভ্রাতরং মাতুলং কংসং চ অদ্ধা সাক্ষাৎ (কথং) অবধীৎ।

শ্রীধরস্বামী।

স্বয়মেব হরিঃ কিলেতি। পুনর্দ্দেবক্যা গর্ভসম্বন্ধ স্তস্যৈবোক্তঃ স কুতো ঘটত ইত্যা-ক্ষেপঃ ॥ ৮ ॥

কস্মাদিতি ভগবতঃ কংসভয়শঙ্কয়া অসম্ভবাদিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইত্যাক্ষেপঃ ॥ ৮ ॥

পিতুর্বসুদেবস্য গেহাদ্ব্রজং মহাবনং গতঃ। ব্রজং গতোঽপি পিতুর্নন্দস্য গেহাৎ জ্ঞাতিভির্গোপৈঃ সাকং ক্ব বাসং কৃতবান্ ॥ ৯ ॥

মধূনাং পুর্য্যাং মথুরায়াঞ্চ দ্বারকায়ঞ্চ। মাতুর্ভ্রাতরং কংসং কস্মাদবধীৎ অতদর্হণং অতদর্হণমাতুলত্বাৎ বধানর্হং। বৃষ্ণিভিঃ সহ কতি বর্ষাণি অবাৎসীৎ। বর্ষাণি কথম্ভূতানি

ব্যতীত এক দেহে ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? ॥ ৮ ॥

ভগবান্ মুকুন্দ কি জন্য পিতৃ-ভবন হইতে ব্রজধামে গমন করিয়াছিলেন; সেই সাত্বতপতি জ্ঞাতিদিগের সহিত কোন্ কোন্ স্থানে বাস করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

ব্রজপুরে ও মথুরাতে বাস করিয়া, তিনি কি কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন? কংস তাঁহার মাতুল, সে কখন বধ্য নহে; তবে কি জন্য তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহাকে বধ করিয়াছিলেন?

আভাস।

বলিয়া উল্লেখ করত, অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এস্থলে সপ্তম গর্ভ সঙ্কর্ষণের দেহান্তর ব্যতীত, দেবকীর উদর হইতে রোহিণীর গর্ভে জন্ম

দেহং মানুষমাশ্রিত্য কতি বর্ষাণি বৃষ্ণিভিঃ।
যদুপুর্য্যাং সহাবাৎসীৎ পত্ন্যঃ কত্যভবন্ প্রভোঃ।
এতদন্যচ্চ সর্ব্বং মে মুনে কৃষ্ণবিচেষ্টিতং।
বক্তুমর্হসি সর্ব্বজ্ঞ শ্রদ্দধানায় বিস্তৃতং ॥ ১০ ॥
নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং তক্তোদমপি বাধতে।

অন্বয়ঃ।

মানুষং দেহং আশ্রিত্য বৃষ্ণিভিঃ জ্ঞাতিভিঃ সহ যদুপুর্য্যাং দ্বারকায়াং কতি বর্ষাণি অবাৎসীৎ। প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য কতি পত্ন্যঃ স্ত্রিয়ঃ অভবন্।

হে সর্ব্বজ্ঞ মুনে! এতৎ অন্যৎ চ সর্ব্বং কৃষ্ণবিচেষ্টিতং শ্রীকৃষ্ণস্য কর্ম্ম, শ্রদ্দধানায় শ্রদ্ধাবতে মে মহ্যং বিস্তৃতং বক্তুং অর্হসি ॥ ১০ ॥

অতিদুঃসহা এষা ক্ষুৎ ক্ষুধা ত্যক্তোদং পরিত্যক্তজলং, অপি ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং তব

শ্রীধরস্বামী।

মাতুর্ভ্রাতরং কংসং তস্মাৎ বধার্হং অদ্ধা সাক্ষাৎ কস্মাদবধীৎ ॥ ১০ ॥

নৈষেতি ত্যক্তোদকস্যাপি মম জীবনং হরিকথামৃতপাননিমিত্তং তদুপরমে সদ্য এব

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মানুষং দেহমাশ্রিত্য বর্ত্তমানানীত্যর্থঃ। ততশ্চ মানুষমানেন কতি বর্ষাণীত্যর্থঃ ফলিতঃ। পরমাত্মা নরাকৃতিরিতি নরাকৃতি পরং ব্রহ্ম ইতি গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গমিত্যাদিভিঃ মনুষ্যত্বস্যৈব স্বরূপলক্ষণত্বাৎ ব্যাখ্যান্তরং ন ঘটতে ॥ ১০ ॥

ক্ষুধাতৃষাব্যাকুলত্বং ক্ষণং বিশ্রাম্যেতি মাবাদীরিত্যাহ নৈষেতি। যা ক্ষুৎ ব্রহ্মণ্যমপি মাং মুনিগলে সর্পং ন্যধাপয়দিতি ভাবঃ। ত্যক্তোদং সম্প্রতি তু ত্যক্তজলমপি তস্যা অপি

তিনি মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া, জ্ঞাতিদিগের সহিত কত বৎসর দ্বারকাতে বাস করিয়াছিলেন? তাঁহার স্ত্রীগণের সংখ্যাই বা কত ছিল? হে মুনে! এই সকল ও অন্যান্য সমগ্র কৃষ্ণ-চরিত্র আমার নিকটে বর্ণন করুন? আমি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করিতেছি ॥ ১০ ॥

আমি জলপানও পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র আপনার মুখপদ্ম

আভাস।

কিরূপে সম্ভব হয়? এই সংশয় ছেদন করত, অন্যান্য বিষয়েরও সদুত্তর প্রদানে আমাকে কৃতার্থ করুন! ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! আমাকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর বিবেচনা করিয়া, ক্ষণকাল বিশ্রামার্থ সময় উপেক্ষা করিবেন না। কারণ, যে বিবেকহারিণী তৃষ্ণা এক সময়ে আমাকে এত অধীর করিয়াছিল যে, তাহার বশবর্ত্তী হইয়া, ইষ্টদেবতার ন্যায় পূজনীয় ব্রাহ্মণেরও

পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতং ॥ ১১ ॥

সূত উবাচ ॥

এতন্নিশম্য ভৃগুনন্দন সাধুবাদং বৈয়াসকিঃ স ভগবানথ বিষ্ণুরাতং।

অন্বয়ঃ।

মুখপদ্মবিনিঃসৃতং হরিকথামৃতং পিবন্তং মাং ন বাধতে ॥ ১১ ॥

হে ভৃগুনন্দন শৌনক। অথ ভগবান্ ভাগবতপ্রধানঃ ভগবদ্ভক্তেষু শ্রেষ্ঠঃ বৈয়াসকিঃ

শ্রীধরস্বামী।

জীবিতং ন স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বাধাভাবে হেতুঃ পিবন্তমিতি। বর্ত্তমাননির্দ্দেশেন ক্ষণমপি পানবিগমে সৈব বিবেকহারিণী ক্ষুধা প্রাদুর্ভবিষ্যতীতি জ্ঞাপয়তি। অত্রাম্ভোজপদেন কথামৃতস্য মধুত্বমারোপিতং। তেনচ তস্য মাদকত্বমভিব্যজ্য স্বস্য মত্তত্বাদেব বিপ্রশাপাদিসর্ব্বদুঃসহদুঃখবিস্মারকত্বং ধ্বনিতং। যদ্বা অমৃতপদেন মুখাম্ভোজস্য চন্দ্রত্বমারোপিতং। তেন মুখস্যাম্ভোজত্বাৎ সৌরভ্যং চন্দ্রত্বাদাহ্লাদকত্বং সর্ব্বশ্রোতৃজনতমোহারিত্বং স্বস্য চ চকোরত্বং ব্যঞ্জিতং। সর্ব্বথৈব কথায়াং গাঢ়াসক্তির্দ্যোতিতা ॥ ১১ ॥

হে ভৃগুনন্দন শৌনক। কলৌ জনিষ্যমাণানামপি কল্মষং সংসারদুঃখং হন্তীতি তৎ। যদ্বা কলিরূপং কল্মষং হন্তীতি বিষ্ণুরাতবিশেষণমপি ভাগবতেষু প্রধান ইতি পুংস্ত্বমার্ষং।

বিনিঃসৃত হরিকথামৃত পান করিতেছি। এই জন্য পিপাসা ও ক্ষুধা অতিদুঃসহা হইলেও, আমাকে পীড়া দিতে পারিতেছে না ॥ ১১ ॥

সূত বলিলেন; হে শৌনক! ভাগবতপ্রধান ভগবান্ ব্যাসনন্দন এই সাধু প্রশ্ন শ্রবণে রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিয়া কলিপাপ-বিনাশক

আভাস।

গলদেশে মৃতসর্প অর্পণ পূর্ব্বক অপমান করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে সে তৃষ্ণা কোথায়? এবং তজ্জনিত কাতরতাই বা কোথায়? তদবধি এ পর্য্যন্ত একবিন্দু জলও যদি পান করি নাই বটে, কিন্তু তোমার মুখপদ্মবিনিঃসৃত এই হরিকথামৃত অনবরত পান করিয়াই আমার তৃষ্ণা দূরে গিয়াছে। আহা! নামরসে আমার চিত্ত এতই মত্ত হইয়াছে যে, ওরূপ প্রাণ-শঙ্কট বিপ্রশাপাদি মহাদুঃখকর ব্যাপার সমূহও একবার আমার চিত্তপটে আবির্ভূত হইতেছে না। যেমন পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে জগৎবাসিগণের তমঃ নিবারণ হয় এবং তৃষ্ণার্ত্ত চকোরও সুধা পান করিয়া আনন্দে তৎসমীপে নৃত্য করিতে থাকে, আপনার মুখ চন্দ্র-প্রচারিত নির্ম্মল নামামৃত জ্যোৎস্নায় শ্রোতৃবর্গের সন্দেহ দূরে গেল? আমারও হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে? ॥ ১১ ॥

প্রত্যর্চ্চ্য কৃষ্ণচরিতং কলিকল্মষঘ্নং ব্যাহর্ত্তুমারভত ভাগবতপ্রধানঃ ॥১২॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

সম্যগ্ব্যবসিতা বুদ্ধিস্তব রাজর্ষিসত্তম।
বাসুদেবকথায়ান্তে যজ্জাতা নৈষ্ঠিকী রতিঃ।
বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃং স্তৎপাদসলিলং যথা ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ।

শুকদেবঃ, এতং সাধুবাদং সাধুপ্রশ্নং নিশম্য শ্রুত্বা বিষ্ণুরাতং পরীক্ষিতং প্রত্যর্চ্চ্য সভাজয়িত্বা, কলিকল্মষঘ্নং কলিপাপনাশকং কৃষ্ণচরিতং ব্যাহর্ত্তুং বক্তুং আরভত ॥ ১২ ॥

হে রাজর্ষিসত্তম নৃপশ্রেষ্ঠ! তব বুদ্ধিঃ সম্যগ্ ব্যবসিতা কৃতনিশ্চয়া। যৎ যতঃ বুদ্ধেঃ বাসুদেবকথায়াং শ্রীকৃষ্ণচরিতে তে তব নৈষ্ঠিকী আত্যন্তিকী রতিঃ অনুরাগঃ জাতা। তৎপাদসলিলং যথা শ্রীকৃষ্ণপাদনিঃসৃতং সলিলং (গঙ্গা) ত্রিভুবনং ইব বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃন্ ত্রীন্ পুরুষান্ পুনাতি হি ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

এতং সাধুবাদং সমীচীনং প্রশ্নং। ভাগবতপ্রধানঃ ভাগবতেষু শ্রেষ্ঠঃ ॥ ১২ ॥

ব্যবসিতা কৃতনিশ্চয়া। যৎ যতঃ বুদ্ধেঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যদ্বা ভাগবতা এব মান্যত্বেন প্রধানানি যস্য সঃ ॥ ১২ ॥

সম্যগ্ব্যবসিতা সম্যক্‌নিশ্চয়া। যদ্‌যতোবুদ্ধেঃ। রাজর্ষিসত্তমেতি। ভো মহামানদ মুনিসত্তমেতি ত্বয়া সম্বোধিতাস্মত্তোঽপি ত্বয়ি রাজন্যমধিকমস্তীতি জ্ঞাপয়তি। শ্লেষেণ তু রাজদন্তাদিত্বাৎ ত্বং ঋষীণাং সত্তমানাং চ রাজা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমত্বাদেব যতো জন্মমরণকালয়োর্ব্রহ্মতেজোঽপি ব্যর্থীকরোষীত্যর্থমপ্যন্তরূপচিক্ষেপ ॥

তৎপাদসলিলং শ্রীশালগ্রামাদিচরণামৃতং ত্রীন্ পুরুষান্ সেক্তারং সিঞ্চমানং তদুভয়সঙ্গিনশ্চ পুরুষান্। যদ্বা গঙ্গা যথা ত্রীন্ ঊর্দ্ধমধ্যাধোলোকান্ পুনাতি তথৈব বক্ত্রাদীন্ ত্রীন্ পুরুষান্ যথাপূর্ব্বং শ্রৈষ্ঠ্যং ॥ ১৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১২ ॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজর্ষিসত্তম! তোমার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, সেই জন্যই বাসুদেবের কথাতে তোমার অত্যন্ত অনুরাগ জন্মিয়াছে। তাঁহার পাদপদ্ম-বিনিঃসৃত সলিল গঙ্গাদেবী যেমন ত্রিভুবন পবিত্র করিয়া থাকেন, বাসুদেবের নানাবিষয়িণী কথার প্রশ্ন সকলও সেইরূপ প্রশ্নকর্ত্তা, বক্তা ও শ্রোতা এই ত্রিবিধ ব্যক্তিকে পবিত্র করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই ॥ ১৩ ॥

ভূমি র্দৃপ্তনৃপব্যাজ-দৈত্যানীক-শতা-যুতৈঃ।
আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ ॥ ১৪ ॥
গৌ র্ভূত্বাশ্রুমুখী খিন্না রুদন্তী করুণং বিভোঃ।
উপস্থিতান্তিকে তস্মৈ ব্যসনং স্বমবোচত ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।

ভূমিঃ পৃথিবী দৃপ্তনৃপব্যাজদৈত্যানীকশতাযুতৈঃ অহঙ্কৃতরাজাপদেশদৈত্যসৈন্যবহুশতৈঃ, ভূরিভারেণ আক্রান্তা সতী ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ ॥ ১৪ ॥

খিন্না দুঃখিতা, করুণং রুদন্তী, অশ্রুমুখী সাশ্রুনয়না (ভূমিঃ) গৌঃ ভূত্বা বিভোঃ ব্রহ্মণঃ অন্তিকে সমীপে উপস্থিতা সতী তস্মৈ স্বং ব্যসনং দুঃখং অবোচত কথয়ামাস ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তত্র তাবৎ প্রথমং ভগবদবতারকারণমাহ ভূমিরিত্যাদিভি র্নবভিঃ শ্লোকৈঃ। দৃপ্তা নৃপব্যাজা যে দৈত্যা স্তেষামনীকশতানামযুতৈ র্যো ভূরিভার স্তেনাক্রান্তা ॥ ১৪ ॥

বিভোরন্তিকে উপস্থিতা সতী ॥ ১৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তত্র তাবদ্ভগবদবতারে প্রসিদ্ধং কারণমাহ ভূমিরিতি। দৃপ্তনৃপব্যাজাঃ দিতিবংশত্বাভাবেঽপি কর্ম্মণৈব যে দৈত্যা স্তেষামনীকশতানামযুতৈ র্যো ভূরিভার স্তেনাক্রান্তা ব্রহ্মাণং স্বমেরুমূর্দ্ধস্থিতমেব নতু সত্যলোকস্থং কৃষ্ণাবতারাদতিপূর্ব্বমেব ককুদ্মিনা রেবত্যাঃ কন্যায়াঃ সম্প্রদানপ্রশ্নার্থং তত্র গতবতা তেন সহিত এব ক্ষণানন্তরং ব্রহ্মা তং প্রত্যাহ সম্প্রত্যবতীর্ণায় বলদেবায় কন্যা দীয়তামিত্যত স্তস্য তন্মধ্যে ক্ষীরোদতীরাগমনং ন বৃত্তং। জগাম ধরণী মেরোঃ সমাজে ত্রিদিবৌকসামিতি পরাশরেণাপ্যুক্তং ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

দৈত্যগণ দ্বাপরযুগে নরপতিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; পৃথিবী সেই নৃপরূপধারী গর্ব্বিত দৈত্যগণের অসংখ্য সৈন্যভারে নিতান্ত ভারাক্রান্তা হইয়া ব্রহ্মার শরণাগত হইয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

দুঃখিতা পৃথিবী গাভীরূপ ধারণ করত, সাশ্রুনয়নে রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আপনার দুঃখসকল তাঁহাকে নিবেদন করিলেন ॥ ১৫ ॥

আভাস।

ভগবদাবির্ভাবের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, যদিও দিতিনন্দন অসুরগণ প্রকৃত পৃথিবীর ভারস্বরূপ হয় নাই বটে, কিন্তু কর্ম্মে দৈত্য-স্বরূপ ধর্ম্মবহির্ম্মুখ নৃপতিবৃন্দের সৈন্য-সমূহের ভার ধরিত্রীর পক্ষে সহ্য হয় নাই; তিনি দুঃখিতচিত্তে মেরুশিখরস্থিত ব্রহ্মার শরণাগত হইয়া, আত্মবেদন নিবেদন করিলেন ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মা তদুপধার্য্যাথ সহ দেবৈ স্তয়া সহ।
জগাম সত্রিনয়ন স্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ।
তত্র গত্বা জগন্নাথং দেবদেবং বৃষাকপিং।
পুরুষং পুরুষসূক্তেন উপতস্থে সমাহিতঃ॥ ১৬॥

অন্বয়ঃ।

অথ সত্রিনয়নঃ মহাদেবসহিতঃ ব্রহ্মা তৎ দুঃখং অবধার্য্য জ্ঞাত্বা, দেবৈঃ সহ ভয়া পৃথিব্যা চ সহ ক্ষীরপয়োনিধেঃ ক্ষীরসমুদ্রস্য তীরং জগাম।

তত্র ক্ষীরসমুদ্রতীরে গত্বা সমাহিতঃ অনন্যমনাঃ সন্ দেবদেবং বৃষাকপিং সর্ব্বকামপ্রদং, সর্ব্বক্লেশাপহরং চ পুরুষং নারায়ণং পুরুষসূক্তেন সহস্রশীর্ষেত্যাদিভিঃ বেদোক্তমন্ত্রৈঃ, উপতস্থে তুষ্টাব॥ ১৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তদুপধার্য্য অথ জগামেত্যথশব্দাধিক্যাদিদং লভ্যতে। বিশ্বসৃষ্টিরেব মৎকর্ম্ম। পালনং তু বিষ্ণোরেব কর্ম্ম। স চ বিষ্ণুঃ ক্ষীরাব্ধিস্থ ইতি তত্রৈব গন্তব্যং নিবেদনীয়মিতি পরামমর্শ। ততো জগামেতি। তত্র কার্য্যদ্বয়মুপস্থিতং পৃথ্বীপালনং দৈত্যসংহরণঞ্চ তত্র প্রথমার্থং দেবেন্দ্রং বা আজ্ঞাপয়েৎ দ্বিতীয়ার্থং রুদ্রং বেতি দেবসাহিত্যং ত্রিনয়নসাহিত্যঞ্চ কৃতং।

জগন্নাথমিতি তত্র গমনে ন্যায়ঃ। দেবদেবমিতি স্বেষাং বিজ্ঞাপনে চাধিকারঃ। বৃষাকপিমিতি বর্ষতি কামান্ আকল্পয়তি ক্লেশানিতি প্রয়োজনকোক্তং॥ ১৫॥

ব্রহ্মাও তাঁহার দুঃখ অবগত হইয়া, দেবাদিদেব মহাদেব এবং অন্যান্য দেবগণ ও ধরণী সকলে একত্রিত হইয়া, ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরে গমন করিলেন।

ব্রহ্মা তথায় গমন করিয়া, সমাহিত-চিত্তে পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা দেবদেব সর্ব্বকামপ্রদ ও সর্ব্বক্লেশহর ক্ষীরোদশায়ী মহাপুরুষ নারায়ণের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১৬॥

আভাস।

ব্রহ্মা পৃথিবীর রোদন শ্রবণে ভাবিলেন, "আমি সৃষ্টির অধিপতি! পালন কার্য্যটী বিষ্ণুর; তিনি এক্ষণে ক্ষীরোদ সমুদ্রে শয়ান আছেন। এ বিষয়টী তাঁহাকে অবগত করা কর্ত্তব্য, তিনিই ইহার শ্রেয়ো বিধান করিবেন। এখানে প্রথম কার্য্য পৃথিবী পালন, দ্বিতীয় কার্য্য দৈত্য সংহার মনে করিয়া, তিনি সংহারকর্ত্তা মহাদেবকে সঙ্গে লইয়া, ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইলেন এবং পুরুষসূক্তের দ্বারা জগন্নাথের স্তব করিলেন। কারণ ভগবান্ বিষ্ণু সমস্ত দেবতাগণের শ্রেষ্ঠ; দেবতাগণও তাঁহার নিকট হইতে ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া, জগতের মঙ্গলাদির বিধান করিয়া থাকেন। ভগবান্ অধোক্ষজ ভব ব্রহ্মাদিরও ইন্দ্রিয়াতীত, তাহারই পরিচয় দিলেন যে, ব্রহ্মা তখন আকাশবাণী শ্রবণে দেবতাগণকে বলিলেন, জগতের

গিরং সমাধৌ গগণে সমীরিতাং নিশম্য বেধা ত্রিদশানুবাচ হ।
গাং পৌরুষীং মে শৃণুতামরাঃ পুনর্বিধীয়তামাশু তথৈব মাচিরং ॥ ১৭ ॥
পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরো ভবদ্ভিরংশৈ র্যদুষূপজন্যতাং।
স যাবদুর্ব্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ স্বকালশক্ত্যা ক্ষপয়ংশ্চরেদ্ভুবি ॥ ১৭-১ ॥

অন্বয়ঃ।

বেধাঃ ব্রহ্মা গগণে আকাশে সমীরিতাং ভগবতা উচ্চারিতাং, গিরঃ বাচং, সমাধৌ যোগে, নিশম্য শ্রুত্বা, ত্রিদশান্ দেবান্, উবাচ হ। হে অমরাঃ দেবাঃ মে মৎসকাশাৎ পৌরুষীং মহাপুরুষ-কথিতাং, গাং বাচং, আশু শীঘ্রং, শৃণুত মাচিরং অবিলম্বিতং, এব তথা বিধীয়তাং ॥ ১৭ ॥

পুংসা হরিণা, ধরাজ্বরঃ ভূতাপঃ, পুরা এব অবধৃতঃ জ্ঞাতঃ। সঃ ঈশ্বরেশ্বরঃ যাবৎ

শ্রীধরস্বামী।

পৌরুষীং পুরুষস্য ভগবতো গাং বাচং মে মত্তঃ আশু শৃণুত, মাচিরং অবিলম্বিতং তথৈব বিধীয়তাংকেতি ॥ ১৭ ॥

বিজ্ঞাপনাৎ পুরৈব পুংসা ঈশ্বরেণ অবধৃতো জ্ঞাতঃ। ধরায়া জ্বরস্তাপঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সমাধৌ তত্রাপি গগণে সমীরিতামিতি ক্ষীরোদনাথস্যাপি ব্রহ্মণাপি দুর্ল্লভদর্শনত্ব-মভিব্যজ্য ভদাদি পরমাংশিনঃ সাক্ষাৎ পুরুষোত্তমস্য কৃষ্ণস্যাগ্রে প্রাপঞ্চিকলোকমাত্র-দৃশ্যত্বে তদীয়কৃপাতিশয় এব হেতু র্ব্যঞ্জিতঃ। পৌরুষীং পুরুষস্য ক্ষীরোদনাথস্য গাং বাচং ॥ ১৬ ॥

পুরুষস্য বাচমেবানুবদতি পুরৈবেতি চতুর্ভিঃ বিজ্ঞাপনাৎ পূর্ব্বমেব। পুংসা, কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যঃ ইত্যনুসারাৎ স্বয়ং ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেনেত্যর্থঃ অবধৃতঃ জ্ঞাতঃ। অংশৈস্তদংশভূতপার্ষদৈরুদ্ধবসাত্যক্যাদিভিঃ সহ মিলিতীভূয় যদুষিত্যুপলক্ষণং কুরুষপি। ক্ষীরোদনাথাদয়ো বয়মীশ্বরা অস্মাকমপীশ্বরঃ ॥ ১৭-১ ॥

ব্রহ্মা যোগাবলম্বনে আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া দেবতাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন। হে অমরবৃন্দ! তোমরা আমার মুখে মহাপুরুষের বাক্য শ্রবণ কর! এবং অবিলম্বে তদনুষ্ঠানে যত্নবান্ হও! ॥ ১৭ ॥

সেই মহাপুরুষ পূর্ব্বেই পৃথিবীর দুঃখ অবগত হইয়াছেন। তিনি স্বীয় কালশক্তি দ্বারা পৃথিবীর ভার হরণ করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ

আভাস।

নিতান্ত সৌভাগ্যের উদয় হইতেছে! লোকনাথ বিষ্ণু দেহ ধারণে জগতে আবির্ভূত হইতেছেন ॥ ১৬। ১৭ ॥

বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ।
জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তুমরস্ত্রিয়ঃ ॥ ১৭-২ ॥

অন্বয়ঃ।

স্বকালশক্ত্যা উর্ব্ব্যাঃ পৃথিব্যাঃ ভরং ক্ষপয়ন্ বিনাশয়ন্ ভুবি চরেৎ তাবৎ ভবদ্ভিঃ অংশৈঃ যদুষু যদুবংশেষু উপজন্যতাং। ভগবান্ পরঃ পুরুষঃ হরিঃ বসুদেবগৃহে সাক্ষাৎ জনিষ্যতে। অমরস্ত্রিয়ঃ তৎপ্রিয়ার্থং ভুবি সম্ভবন্তু ॥ ১৭-২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সুরস্ত্রিয় স্তৎপ্রিয়াংশভূতায়া উপেন্দ্রাদিমন্বন্তরাবতারস্ত্রিয় স্তাএব তৎপ্রিয়াণাং সখ্যার্থং কৃতচরতদ্ভজনপ্রভাববশাৎ পৃথগ্ ভূতা স্তৎপ্রিয়সখ্যো ভবন্তু। যদুক্তমুজ্জ্বলনীলমণৌ। নিত্যপ্রিয়াণামংশাস্তু যা জাতা দেবযোনয়ঃ। তা অংশিনীনামেবাসাং প্রিয়সখ্যোঽভবন্ ব্রজে ইতি ॥ ১৭-২ ॥

হইবেন, তোমাদিগকেও আপন আপন অংশে যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে ॥ ১৭-১ ॥

সেই পরমপুরুষ স্বয়ং বসুদেবগৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন, সুরসুন্দরীদিগকেও তাঁহার সন্তোষার্থ জন্মগ্রহণ করিতে হইবে ॥ ১৭-২ ॥

আভাস।

ভগবান্ বিষ্ণু আবির্ভাবের পূর্ব্বে স্বীয় পার্ষদস্বরূপ ভক্ত বসুদেবাদির ও ভক্তদ্বেষী কংসাদির মোহনার্থ যোগমায়াকে আদেশ করিয়াছেন। ভগবতী মহামায়াও প্রভুর নিদেশমাত্রে স্বকীয় কলাসমূহে পরিবৃতা হইয়া ভগবানের কার্য্যসিদ্ধার্থ আবির্ভূত হইবেন। রোরুদ্যমানা পৃথ্বীও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় দেবতাগণের আশ্বাস প্রদানার্থ ব্রহ্মা সেই অনন্তদেবের অনন্তশক্তির পরিচয়চ্ছলে বলিলেন, "যয়া সংমোহিতং জগৎ"। যে অনন্তশক্তি সম্পন্না যোগমায়া স্বীয় অনন্ত প্রভাব বলে এই ব্রহ্মাণ্ডকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, কিম্বা প্রাকৃত (প্রকৃত্যোৎপন্ন স্থাবর ও অপ্রাকৃত প্রকৃতির অতীত চৈতন্যাত্মক পুরুষ স্বরূপ) কার্য্য কারণ ভেদে অনবরত পরিবর্ত্তনশীল জগৎকে যে বৈষ্ণবীশক্তি স্বয়ং ও সঞ্চারীশক্তি দ্বারা অনবরত মোহিত করিতেছেন; নারদ পঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসংবাদে উক্ত হইয়াছে যে, যে অদ্বিতীয়া পরা প্রকৃতি স্বীয় কান্তের স্বরূপ অবগত আছেন; তিনিই দুরিতহারিণী ব্রহ্মময়ী দুর্গা। আদ্যা মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী পরমারাধ্যা দেবী প্রসন্না হইলে, সাধকের আর কিছুরই অপেক্ষা থাকে না; তিনি পতির পতি, দেবগণের পরম দেবতা এবং চেতন পদার্থ সমূহের চৈতন্যপ্রদ পরমাত্মার স্বরূপলাভে সমর্থ। সেই অদ্বিতীয়া মহাশক্তিই গোকুলে প্রেমসর্ব্বস্বরূপিণী গোকুলেশ্বরী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ইনিই অখিলেশ্বর দেবদেবকে উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত আছেন। এই অনির্ব্বাচ্যা ব্রহ্মশক্তি আবরণ ক্রিয়া ও বিক্ষেপ ক্রিয়া ভেদে প্রথমতঃ দ্বিধা পরিলক্ষিত হন। তৎপরে তাহাদিগেরও

বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্।
অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ১৭-৩ ॥

অন্বয়ঃ।

বাসুদেবকলা হরেঃ অংশঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্ দেবঃ অনন্তঃ হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া অগ্রতঃ পূর্ব্বতঃ ভবিতা ॥ ১৭-৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্বেন ভ্রাত্রা কৃষ্ণেন সহ রাজত ইতি স্বরাট্ দেবো বলদেবঃ। অগ্রতঃ প্রথমমাবির্ভবিষ্যতি। য এবাংশেন সহস্রবদনোঽনন্তঃ যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগন্তি জগতঃ পতে ইতি বক্ষ্যমাণাৎ যোঽনন্তো বাসুদেবস্য কলা ॥ ১৭-৩ ॥

সেই বাসুদেবের অংশ-সমুৎপন্ন সহস্রবদন বিরাট্পুরুষ অনন্তদেবও ভগবান্ শ্রীহরির প্রিয়কার্য্য সম্পাদনার্থ অগ্রে জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ১৭-৩ ॥

আভাস।

অবান্তর ক্রিয়াবিশেষে অনন্তরূপা হইয়া, জগতের অনন্ত কার্য্য সাধন করিতেছেন। এখানে একরূপে বিক্ষেপ শক্তির বিস্তারে দেবকীর সপ্তম গর্ভ আকর্ষণ করিয়া, রোহিণীতে সঞ্চারিত করিয়াছেন; অপর পুত্র ও কন্যার আদান প্রদানার্থ আবরণ শক্তির বিস্তার করত যশোদাদিকে মূর্চ্ছিত করিয়াছেন। এতদুভয় কার্য্যই সামান্য মায়ায় হইতে পারে না। কারণ অনন্তশক্তিস্বরূপ অনন্তদেবকে আকর্ষণ করা, সামান্য মায়ার কার্য্য নহে; এবং সিদ্ধভক্ত যশোদাদিরও তাদৃশ রজোগুণবিজৃম্ভিত স্বপ্নাদির সম্ভব হয় না। কারণ ইহাও প্রকাশ আছে যে, হরিপ্রিয়া সিদ্ধভক্তগণ জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির পর চতুর্থ মূর্চ্ছাদশাকেও অতিক্রম করিয়া, পঞ্চম প্রেমময়ী অবস্থাতে নিরন্তর বাস করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়ত দেবকীর কন্যারূপে যে কংসবঞ্চনাদি কার্য্য, তাহাও মহামায়ার নহে; তাহা সামান্য মায়ারই বলিতে হইবে। কারণ কংসের ন্যায় তাদৃশ দুষ্ট লোকের ভাগ্যে এরূপ শুভদর্শন কখন সম্ভবপর নহে। এবং কংসহস্ত হইতে নির্গত হইয়া, তিনি আকাশপথে আরোহণ করত বিন্ধ্যবাসিনী প্রভৃতি বহুনামে বহুরূপে ও বহুস্থানে আবির্ভূত হইয়া মর্ত্ত্যভূমে বহুকার্য্য সমাধা করিয়াছেন। সুতরাং এই সমস্ত ব্যাপার সামান্য মায়ারই কার্য্য জানিতে হইবে; এইরূপে সর্ব্বত্রই ভগবদভিমুখে উন্মুখী ভক্তগণের মোহনশক্তিই যোগমায়া এবং ভগবানের বিমুখী অভক্তগণের বিমোহনশক্তিই মায়া বলিয়া বিচারিত হইয়াছে। কিন্তু বাৎসল্যাদি মহাপ্রেমবিশিষ্ট যশোদাকে বিশ্বরূপ এবং নন্দরাজকে বরুণলোক দর্শন করাইবার পরও যে শ্রীকৃষ্ণের মহাবাৎসল্যভাবের স্ফূর্ত্তি হেতু অনন্ত ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের অনুসন্ধান না থাকা, কেবল প্রেমের কার্য্য মাত্র। এখানে মোহ বা আবরণ রূপ, যোগমায়া বা সামান্য মায়ার কার্য্য নাই। যে অনির্ব্বচনীয় প্রেমভাবে চিত্ত এতই আকৃষ্ট হয় যে, ভগবানের ঐশ্বর্য্যের প্রতি

বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ।

অন্বয়ঃ।

যয়া মায়য়া জগৎ সংমোহিতং সা ভগবতী বিষ্ণোঃ মায়া প্রভুণা আদিষ্টা সাপি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কিঞ্চ স্বলীলাপরিকরাণাং ভক্তানাং ভক্তদ্বিষাং কংসাদীনাঞ্চ মোহনার্থং যোগমায়াং মায়াঞ্চাদিশদিত্যাহ বিষ্ণোর্মায়াং যোগমায়াং সমাদিশদিত্যগ্রিমোক্তেঃ। প্রভুণা কৃষ্ণেন আদিষ্টা সতী অংশেন সহ স্বাংশভূতবহিরঙ্গমায়াসহিতৈব কার্য্যার্থে প্রাদুর্ভবিষ্যতি। যয়া জগৎ সংমোহিতং স্বাংশভূতমায়য়েত্যর্থঃ। যদ্বা জগৎ অপ্রাকৃতং প্রাকৃতঞ্চ স্বেন স্বাংশেন চ সংমোহিতং মায়য়া যোগমায়াংশত্বং দৃষ্টং নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসংবাদে। জানাত্যেকা পরা কান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা। যা পরা পরমা শক্তি র্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী। যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ। মুহূর্ত্তাদ্দেবদেবস্য প্রাপ্তি র্ভবতি নান্যথা। একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরী। অন্যা শ্রীলক্ষ্মী জ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ। অস্যা আবরিকা শক্তি র্মহামায়াখিলেশ্বরী। যয়া মুগ্ধং জগৎসর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিন ইতি। একা একবিধৈব একানংশাপরপর্য্যায়েত্যর্থঃ। কার্য্যার্থে ইতি। কার্য্যমত্র দ্বিবিধং প্রথমং দেবকীসপ্তমগর্ভাকর্ষণ-যশোদাস্থাপনাদি। তদ্ধি যোগমায়ায়া এব কার্য্যং নতু মায়ায়াঃ। স্বনিয়ন্তৃ বলভদ্রস্যাকর্ষণে প্রভুত্বাভাবাৎ। যশোদাস্থাপনস্য রাজসত্বাভাবাচ্চ যদুক্তং। ব্যতীত্য তুর্য্যামপি সংশ্রিতানাং তাং পঞ্চমীং প্রেমময়ীমবস্থাং। ন সম্ভবত্যেব হরিপ্রিয়াণাং স্বপ্নো রজোবৃত্তিবিজৃম্ভিতো য ইতি। তাদৃশসিদ্ধভক্তেষু মায়ায়াঃ প্রভবিতুমশক্যত্বাচ্চ। দ্বিতীয়ং তু দেবকীকন্যারূপেণ যৎকংসবঞ্চনং তন্মায়ায়া এব কার্য্যং নতু যোগমায়ায়া স্তাদৃশ দুষ্টলোকেষু তস্যা অনুপযোগাদেব সৈব কংসহস্তাদাকাশমুৎপ্লুত্য বিন্ধ্যবাসিন্যাদিরূপেণ বহুনামনিকেতেষু বহুনামা বভূব হ। যদুক্তং স্বয়মেব মায়য়া। বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে। নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা। ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনীতি। তথা রাসলীলাদিসিদ্ধ্যর্থং ভগবৎপ্রেয়সীনাং পতিস্বশ্রাদিমোহনং যোগমায়ায়া এব কার্যং নতু মায়ায়াঃ। তেষাং ভগবদ্বৈমুখ্যাদর্শনাৎ। মায়ামোহিতত্বে তদ্বৈমুখস্যাবশ্যম্ভাবাৎ। যোগমায়ামুপাশ্রিত ইতি তত্রোক্তেশ্চ। দুর্য্যোধনাদিশাল্বাদ্যসুরেষু বিশ্বরূপগরুড়বাহনাদিতদর্শিষ্বপি নায়মীশ্বরঃ কিন্তু দুষ্টো যাদব

আর যে মহামায়া এই সমগ্র জগৎকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, প্রভু সেই মায়া দেবীকে জন্ম গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছেন; তিনিও

আভাস।

কিছুমাত্র কটাক্ষ থাকে না; কেবল চিন্ময় মমতারজ্জু দ্বারা প্রেমের আধার শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিয়া প্রতিক্ষণে তাঁহাতেই অধিকতর স্নেহরস বৃদ্ধি করত অনবরত সেই মাধুর্য্যময় প্রেমের

আদিষ্টা প্রভুনাংশেন কার্য্যার্থে সংভবিষ্যতি ॥ ১৭-৪ ॥
ইত্যাদিশ্যামরগণান্ প্রজাপতিপতির্বিভুঃ।
অশ্বাস্য চ মহীং গীর্ভিঃ স্বধাম পরমং যযৌ ॥ ১৮ ॥
শূরসেনো যদুপতি র্মথুরামাবসন্ পুরীং।
মাথুরাঞ্ছূরসেনাংশ্চ বিষয়ান্ বুভুজে পুরা।

অন্বয়ঃ।

অংশেন সম্ভবিষ্যতি ॥ ১৭ ৪ ॥

বিভুঃ প্রভুঃ প্রজাপতিপতিঃ ব্রহ্মা ইতি অমরগণান্ দেবগণান্ আদিশ্য গীর্ভিঃ বাগ্‌ভিঃ মহীং আশ্বাস্য চ পরমং উত্তমং স্বধাম ব্রহ্মলোকং যযৌ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

দেবকীগর্ভসঙ্কর্ষণযশোদামোহনাদিকার্য্যার্থে যশোদায়াং সংভবিষ্যতি ॥ ১৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইতি মোহনং মায়য়ৈব নতু যোগমায়য়া তেষাং ভগবদ্বৈমুখ্যাদর্শনাদিত্যেবং বিমুখমোহনং মায়য়া উন্মুখমোহনং যোগমায়য়েতি ব্যবস্থিতিঃ। যত্তু বাৎসল্যাদিমহাপ্রেমবত্তাং শ্রীযশোদা-নন্দাদীনাং বিশ্বরূপবরুণলোকাদিদর্শনান্তে যাৎসল্যাদিভাবাধিক্যাত্তৈশ্বর্য্যজ্ঞানেঽপ্য-সংভ্রমাদৈশ্বর্য্যানুসন্ধানলক্ষণং মোহনং তৎ ন যোগমায়য়া নাপি মায়য়া কিন্তু প্রেম্ণ এব স্ব স্বভাবঃ যঃ খলু ভগবদৈশ্বর্য্যজ্ঞানমাবৃণ্বন্ চিন্ময়মমতারসনয়া শ্রীকৃষ্ণং নিবধ্য প্রতিক্ষণং তস্মিন্ স্নেহাধিক্যমুৎপাদয়ন্ তন্মাধুর্য্যাস্বাদমহোদধৌ ভক্তজনং নিমজ্জয়তীত্যসাধারণলক্ষণ-জ্ঞাপ্যোঽভবদিত্যত এব তত্রোক্তং বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুরিতি পুত্রস্নেহ-ময়ত্বং বাৎসল্যপ্রেম্নোঽসাধারণং লক্ষণং। মোহনত্বেন মায়া সাধর্ম্ম্যান্মায়ামিতি ॥ ১৭-৪ ॥

ইতি শ্রী বিষ্ণুদেশানুবাদপ্রকারেণ ॥ ১৮ ॥

বাসুদেব গৃহে জন্ম বক্ষ্যং স্তদুপযোগিনীং কথামাহ; শূর ইতি। বিষয়ান্ দেশান্ ॥

নিত্যং সন্নিহিত ইত্যনেন স্বয়ং ভগবান্ পরিপূর্ণঃ কৃষ্ণস্তত্র স্বধামনি সদা বর্ত্তমান

আপন সমগ্র শক্তি সহকারে জন্ম গ্রহণ করিবেন ॥ ১৭-৪ ॥

শুকদেব বলিলেন, প্রজাপতি ব্রহ্মা দেবগণকে এই প্রকার আদেশ করিয়া এবং পৃথিবীকে সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বাস প্রদান করত, স্বীয় ধাম ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ১৭ ॥

আভাস।

মহাসমুদ্রে ভক্তগণ নিমগ্ন হয়। এই নিমিত্ত স্থানে স্থানে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্ পুত্রস্নেহময়ী বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার করিলেন। সে মায়ায় ভক্তের কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই ॥ ১৮ ॥

রাজধানী ততঃ সাভূৎ সর্ব্বযাদবভূভুজাং।

অন্বয়।

পুরা যদুপতিঃ শূরসেনঃ মথুরাং পুরীং আবসন্ বাসং কুর্ব্বন্, মাথুরান্ শূরসেনান্ চ বিষয়ান্ দেশান্ বুভূজে শশাস। ততঃ (আরভ্য) সা মথুরা সর্ব্বযাদবভূভুজাং সর্ব্ব-

শ্রীধরস্বামী।

ভোজেন্দ্রবন্ধনাগারেঽবতারায় প্রস্তাবকথনমাহ শূরসেন ইত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তি।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

এবং বিভূর্য়, প্রপঞ্চগোচরীভবতি নতু কুতশ্চিৎবৈকুণ্ঠাদিভ্য আগত্যাবতরতীতি ব্যঞ্জিতং। কিঞ্চ তদাবির্ভাবসময়ে বৈকুণ্ঠশ্বেতদ্বীপাদিভ্যস্তদংশা আগত্য তত্র মিলিতীভবন্তি লীলান্তে

পূর্ব্বকালে শূরসেন নামে এক রাজা যদুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি মথুরা পুরিতে বাস করত, মাথুর ও সুরসেন প্রভৃতি বহুতর দেশ

আভাস।

বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীপতি ভোজেন্দ্র-কারাগৃহে অবতীর্ণ হইবেন এই প্রস্তাবিত বিষয়ের অবতারণার্থ তাঁহার আবির্ভাবের স্থান নির্ণয় করিলেন মথুরা; অর্থাৎ যিনি ত্রিলোক-তারণ ও পতিতপাবন তাঁহার মনোহর মূর্ত্তির প্রকটন কিছু সর্ব্বত্র সম্ভব নহে। সূর্য্য উদয় হইয়া সর্ব্বত্র সমভাবে আলোক দান করেন বটে, কিন্তু কৃপাণ বা দর্পণাদি স্বচ্ছ পদার্থে যেমন তাঁহার প্রতিবিম্ব স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়, অন্য মৃণ্ময়াদি অপরিষ্কৃত পদার্থে সেরূপ লক্ষ্য হয় না। ভগবান্ অনন্তদেব সর্ব্বব্যাপী হইলেও, সর্ব্বত্র তাঁহার স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হয় না। জীবিত পুরুষের চৈতন্যসাহায্যে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ক্রিয়াবান্ থাকিলেও, সত্ত্বগুণ-প্রধান চিত্তেই চৈতন্যের পূর্ণবিকাশ হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণসূর্য্য প্রেমদানে সর্ব্বত্র উজ্জ্বল করিলেও, এক বিদ্যাপুরী মথুরাভূমেই উদিত হইয়াছিলেন। গোপালতাপনী শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তিযোগ যে বিদ্যাভূমিকা হইতে উদয় হইয়া বিষয় উপবন মথিত করত সংসার হইতে জীবকে অব্যাহতি প্রদান করে, সেই সাক্ষাৎ বিদ্যাই এখানে মথুরা নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রশ্নোপনিষদেও শ্রুত হইয়াছে যে, দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি! অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। যে বিদ্যা-বলে পরাৎপর পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষত উপলব্ধি করিতে পারা যায়, তাহাই প্রকৃত বিদ্যা; তদ্ভিন্ন যাবতীয় শাস্ত্রজ্ঞানই অপরা বিদ্যা মধ্যে গণ্য। যে স্থানের পবিত্র সত্ত্বগুণের মাহাত্ম্যে অন্যান্য রজোগুণ ও তমোগুণ নিবারিত হইয়া যায়, কমলের মধ্যস্থ কর্ণিকার ন্যায় তত্রস্থ স্থান সকল সম্পূর্ণ সুশোভিত করে; যেখানে ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যে সুশোভিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন এবং ইচ্ছাধীন শুদ্ধ সত্ত্বময় দেহ পরিগ্রহ করিয়া, ভক্ত সন্নিধানে উপস্থিত হন; অন্য কোন বৈকুণ্ঠাদি স্থান হইতে আসিবার অপেক্ষা থাকে না। সেখানে আবির্ভূত হইলে,

মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ।

যদুকুলরাজানাং রাজধানী অভূৎ। যত্র মথুরায়াং হরিঃ নিত্যং সন্নিহিতঃ (অস্তি) ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

মথুরাং আবসন্ মথুরায়াং বসন, বিষয়ান্ দেশান্ ॥ ১৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তএব পুনস্তত্র তত ধাস্তীতি তেষামেব বৈকুণ্ঠাদিভ্যোঽবতরণং বৈকুণ্ঠাদ্যারোহণং চেতি প্রসিদ্ধি জ্ঞেয়া। পরাবরেশো মহদংশযুক্তো হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিরিত্যাদিষু তৃতীয়ে তথা ব্যাখ্যানাৎ ॥ ১৯ ॥

শাসন করিতেন; তদবধি মথুরা যদুবংশীয় নৃপতিগণের রাজধানী বলিয়া প্রথিত। সেই মথুরাতে ভগবান্ শ্রীহরি সতত সন্নিহিত আছেন ॥ ১৯ ॥

আভাস।

বৈকুণ্ঠ ও শ্বেতদ্বীপাদি নিত্যধাম হইতে ভগবৎশক্তি আগমন করত তথায় মিলিত হন এবং লীলার অন্তে সেই সমস্ত শক্তি স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করেন; তাহাই প্রকৃত মথুরা। ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী! তাঁহার আর গমন ও আগমন কখন সঙ্গত নহে। তবে স্থান বিশেষে বৈকুণ্ঠাদি লোক হইতে তাঁহার শক্তির অবতরণের নামই ভগবানের অবতরণ এবং তাঁহার শক্তির আরোহণের নামই তাঁহার বৈকুণ্ঠে আগমন। মথুরা যে ভগবানের নিত্যধাম, তাহাও অনেক স্থানে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

শ্রীমথুরায়াং ভগবদবতরণং বক্ষ্যমাণো তৎ কারণমাহ শূরসেন ইতি দ্বাভ্যাং। মথুরাং, মথ্যতেচ জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা। তৎ সারভূতং যৎ যস্যাং মথুরা সা নিগদ্যতে ॥ ইতি আথর্ব্বণিকগোপালতাপনীশ্রুতৌ যেন ব্রহ্মজ্ঞানেন, বা শব্দস্য সমুচ্চয়ার্থত্বাদ্ভক্তিযোগেন বা সর্ব্বং জগন্মথ্যতে তজ্জ্ঞানিনাং তদ্ভক্তিযোগিনাঞ্চ বিলাপ্যতে তৎ যৎ প্রসিদ্ধং জ্ঞানাদিরূপং স্বয়ং ভগবৎ শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠত্বাৎ সারভূতং যস্যাং বর্ত্ততে সা মথুরা নিগদ্যতে ইত্যর্থত্বান্মথ্যাভি সর্ব্বং তদিতরং খণ্ডয়তীতি তন্মণ্ডলং তত্রাপি পুরীং তন্মধ্যস্থ কমলকর্নিকাশ্রিতাং মাথুরান্মথুরামণ্ডলসম্বন্ধিনঃ তদ্দক্ষিণভাগানুগতান্ শূরসেনাংশ্চ তত্তন্নামৈব প্রসিদ্ধান্ দেশান্ বুভুজে। যত্র যস্যাং ভগবান্ স্বয়ং ভগবত্তয়া বিলক্ষণসর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্তঃ হরিঃ মাধুর্য্যেণ সর্ব্বমনোহরো যঃ স শ্রীকৃষ্ণোঽপি সন্নিহিতঃ তল্লত্যানাং নিকটে তিষ্ঠতি। তত্রচ মথুরেত্যেব হেতু জ্ঞেয়ঃ। তয়া তস্যাপি মনোবিলোড়নাৎ। নিত্যমিতি কালাদিদোষেণাস্তত্রৈবান্তর্দ্ধানং নিরস্তং। অস্যাশ্চ নিত্যত্বমানীতং যথা চ পাদ্মে নির্ব্বাণখণ্ডে শ্রীভগবদ্বাক্যং। অহো ন জানন্তি নরাঃ দুরাশয়াঃ পুরীং মদীয়াং পরমাং সনাতনীং। সুরেন্দ্রনাগেন্দ্রমুনীন্দ্রসংস্তুতাং মনোরমাং তাং মথুরাং পরাকৃতিং ॥ ১৯ ॥

তস্যাং তু কর্হিচিচ্ছৌরি র্বসুদেবঃ কৃতোদ্বহঃ।
দেবক্যা সূর্য্যয়া সার্দ্ধং প্রয়াণে রথমারুহৎ ॥ ২০ ॥
উগ্রসেনসুতঃ কংসঃ স্বসুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।
রশ্মীন্ হয়ানাং জগ্রাহে রৌক্মৈ রথশতৈর্বৃতঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ।

তস্যাং মথুরায়াং কর্হিচিৎ কদাচিৎ কৃতোদ্বাহঃ কৃতবিবাহঃ শৌরিঃ বসুদেবঃ সূর্য্যয়া নবোঢ়য়া দেবক্যা সার্দ্ধং সহ প্রয়াণে গৃহগমনায়, রথং আরুহৎ ॥ ২০ ॥

উগ্রসেনসুতঃ কংসঃ রৌক্মৈঃ স্বর্ণনির্ম্মিতৈঃ, রথশতৈঃ বৃতঃ সন্ স্বসুঃ ভগিন্যাঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া হয়ানাং ঘোটকানাং রশ্মীন্ প্রগ্রহান্ জগৃহে জগ্রাহ ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সূর্য্যয়া নবোঢ়য়া, প্রয়াণে প্রয়াণার্থং ॥ ২০ ॥

রশ্মীন্ প্রগ্রহান্ ॥ ২১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সূর্য্যয়া নবোঢ়য়া। প্রয়াণে বিবাহোত্তরদিবসে নিজগৃহং প্রযাতুং ॥ ২০ ॥

ভগ্ন্যা ইত্যপি পাঠঃ। ভগ্নীং ভগিনীং চেতি দ্বিরূপকোষঃ। রশ্মীন্ প্রগ্রহান্ ॥ ২১ ॥

কিছুকালের পর শূরবংশীয় বসুদেব মথুরাতে দেবকীর পাণিগ্রহণ করিলেন এবং স্বীয় গৃহে আসিবার জন্য নবপরিণীতা বনিতার সহিত রথে আরোহণ করিলেন ॥ ২০ ॥

উগ্রসেনের পুত্র কংস সুবর্ণরচিত রথে পরিবৃত হইয়া, সেই স্থানে উপস্থিত হইল; এবং ভগ্নী দেবকীর সন্তোষার্থ সারথিরূপে রথে আরোহণ করত, স্বয়ং অশ্বরজ্জু গ্রহণ করিলেন ॥ ২১ ॥

আভাস।

দুষ্ট ব্যক্তিকে কখন বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। নানাবিধ গুণে ভূষিত হইলেও, সে আপনার স্বভাবসিদ্ধ কুটিলতা প্রকাশে কখনই বিরত থাকে না। কালসর্প উজ্জ্বল মণির দ্বারা ভূষিত হইলেও, যেমন কখন শ্রদ্ধার পাত্র হয় না, উগ্রসেন-তনয় কংস রাজপুত্র হইলেও, নিজ প্রকৃতির অনুসারে কখন সম্মানের পাত্র হইলেন না। কসি ধাতুর অর্থ হিংসা করা; অতএব হিংসার স্বভাবেই কংসের জন্ম; হিংসার স্বরূপই কংস। তিনি নিতান্ত স্নেহ প্রদর্শন করত স্বীয় ভগিনী দেবকীর রথে আরোহণ পূর্ব্বক শ্বশুরালয়ে নয়ন মানসে স্বয়ং অশ্বের বল্গা ধারণ করিলেন এবং নিরভিমানী ভাবে কতই স্নেহের পরিচয় প্রদর্শন করাইলেন। কিন্তু অকস্মাৎ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া, সে সমস্ত তাঁহার ভাব দূরীভূত হইয়া গেল। কংস

জগদ্ধিংস্যা কংসনাম্না প্রসিদ্ধোঽপি কসি ধাতোঃ শাতনার্থত্বাৎ ॥ ২১ ॥

চতুঃশতং পারিবর্হং গজানাং হেমমালিনাং।
অশ্বানামযুতং সার্দ্ধং রথানাঞ্চ ত্রিষট্ শতং।
দাসীনাং সুকুমারীণাং দ্বে শতে সমলঙ্কৃতে।
দুহিত্রে দেবকঃ প্রাদাদ্ যানৈ র্দুহিতৃবৎসলঃ।
শঙ্খতূর্য্যমৃদঙ্গানি নেদু র্দুন্দুভয়ঃ সমং।
প্রয়াণপ্রক্রমে তাত বরবধ্বোঃ সুমঙ্গলং॥ ২২॥

অন্বয়ঃ।

দুহিতৃবৎসলঃ দেবকঃ হেমমালিনাং সুবর্ণমালাবিভূষিতানাং গজানাং হস্তিনাং চতুঃশতং অশ্বানাং অযুতং, রথানাং ত্রিষট্ শতং, সমলঙ্কৃতে অলঙ্কারৈঃ অলঙ্কৃতে সুকুমারীণাং দাসীনাং দ্বেশতে, ইতি পারিবর্হং উপস্করং প্রীতিদেয়ং প্রাদাৎ।

হে তাত বৎস পরীক্ষিৎ! বরবধ্বোঃ প্রয়াণপ্রক্রমে গমনোদ্যোগে শঙ্খতূর্য্যমৃদঙ্গানি দুন্দুভয়ঃ চ সুমঙ্গলং যথা তথা সমং যুগপৎ নেদুঃ॥ ২২॥

শ্রীধরস্বামী।

পারিবর্হং উপস্করং॥ ২২॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পারিবর্হং উপস্করং। যানে প্রয়াণসময়ে॥ ২২॥

দেবকীর পিতা দেবক স্বীয় কন্যাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন; তিনি প্রয়াণকালে সুবর্ণ মালায় বিভূষিত চারি শত গজ, পঞ্চদশ সহস্র ঘোটক, ও অষ্টাদশ শত রথ, এবং বিবিধ স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত দুই শত সুকুমারী দাসী, স্বীয় কন্যাকে যৌতুকস্বরূপ প্রদান করিলেন।

বরবধূর গমন সময়ে তাঁহাদিগের মঙ্গলার্থ ভুরি ভূরি শঙ্খ, তুর্য্য, মৃদঙ্গ এবং দুন্দুভির ধ্বনি হইতে লাগিল॥ ২২॥

আভাস।

শুনিলেন যেন আকাশপথ হইতে অনির্দ্দেশ্য ভাবে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কে বলিল, "রে মূর্খ! তুমি যাহাকে এত আদর করিয়া স্বয়ং ভর্ত্তৃগৃহে লইয়া যাইতেছ, তাহার অষ্টম গর্ভ হইতে তোমার মৃত্যু অবধারিত আছে।" এই আকাশবাণী শ্রবণ করাইয়া বেদব্যাস প্রচার করিলেন যে, করোতু নাম নীতিজ্ঞঃ ব্যবসায়মিতস্ততঃ। ফলং পুন স্তদেব স্যাদ্-যদ্বিধে র্মনসি স্থিতং॥ ঈশ্বরের নির্ব্বন্ধ অনিবার্য্য। নীতিশাস্ত্র অনুসারে যথাবিধানে উদ্যোগ করত অতন্দ্রিতভাবে কার্য্য করিলেও, অবশ্যম্ভাবী ফলের ব্যতিক্রম ঘটে না। গর্ভ শব্দটী পুত্র ও কন্যা উভয়কেই বুঝায়। অর্থাৎ কংসের ন্যায় প্রবল পরাক্রম সহায়সম্পন্ন রাজার নিকট নিঃসহায়া দুর্ব্বলা ও একান্ত শরণাগতা দেবকীও প্রবলা হইলেন;

পথি প্রগ্রহিণং কংসমাভাষ্যাহাশরীরবাক্।
অস্যা স্ত্বামষ্টমো গর্ভো হন্তা যাং বহসেঽবুধ ॥ ২৩ ॥
ইত্যুক্তঃ স খলঃ পাপো ভোজানাং কুলপাংসনঃ।

অন্বয়ঃ।

পথি অশরীরবাক্ দৈববাণী প্রগ্রহিণং গৃহীতাশ্বরজ্জুং, কংসং অভাষ্য সম্বোধ্য, আহ। হে অবুধ মূঢ়! ত্বং যাং দেবকীং বহসে, অস্যাঃ দেবক্যাঃ অষ্টমঃ গর্ভঃ গর্ভোৎপন্নঃ বালকঃ ত্বাং হন্তা হনিষ্যতি ॥ ২৩ ॥

ইতি উক্তঃ দেববাণ্যা কথিতঃ খলঃ দুর্জ্জনঃ পাপঃ ভোজানাং কুলপাংসনঃ কুলকলঙ্কঃ,

শ্রীধরস্বামী।

আভাষ্য রে রে কংসেতি সংবোধ্য। হন্তা হনিষ্যতি ॥ ২৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রগ্রহিণং গৃহীতাশ্বপাশং। আভাষ্য অরে কংসেতি সংবোধ্য পুত্র ইত্যুক্ত্বা গর্ভপদোপন্যাসোঽষ্টম্যাং কন্যায়াং দৃষ্টায়ামপি কংসস্য সন্দেহাভাবায়। দেবক্যাং স্বজনন্যাস্তিস্নেহবন্তং কথং ভগবান্ হন্যাদিতি চিন্তাব্যগ্রাণাং দেবানাং তস্যাং কংসস্যাপরাধোৎপাদনার্থমিয়মাকাশেঽদৃষ্টশরীরাণাং তেষাং বাণী জ্ঞেয়া। স্বজন্মনি আনকদুন্দুভিঘোষং স্বস্মাদ্ভাবি-ভগবদবতারসূচকং মাত্রাদিমুখাৎ শ্রুতবতো বসুদেবস্য তদর্থনিশ্চয়ার্থং। বসুদেবমুখাৎ শ্রোষ্যন্ত্যা দেবক্যাশ্চ হন্ত মৎকুক্ষৌ ভগবান্ জনিষ্যত ইত্যানন্দার্থং মরীচিসুতানাং যত্নাৎ কংসহন্তবধেন শাপোদ্ধারার্থঞ্চ ॥ ২৩ ॥

কুলং পাংসুং করোতীতি কুলপাংসনঃ কুলদূষণ ইত্যর্থঃ। আরব্ধ ইত্যাদি কর্ত্তরি ক্তমপি চেতি ক্তঃ। কচেঽগ্রহীদিতি যেনৈব বামহস্তেন ভগিন্যাঃ প্রীত্যতিশয়ার্থং রথবাহকাশ্বপাশং জগ্রাহ তেনৈব হস্তেন সহসা তদৈব ভগিন্যা বধার্থং তস্যাঃ কেশপাশং জগ্রাহ। এবং প্রতোদং ত্যক্ত্বা দক্ষিণপাণিনা খড়্গং জগ্রাহেত্যহো খলজনস্নেহস্য

কংস অশ্বরজ্জু গ্রহণ করিয়া রথ চালাইতেছিলেন; এমন সময়ে পথিমধ্যে দৈববাণী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অরে মূর্খ! তুই যাহাকে বহন করিতেছিস্ ইহার অষ্টম গর্ভোৎপন্ন সন্তান তোমাকে বিনাশ করিবে ॥ ২৩ ॥

খলস্বভাব ও অতি পাপাত্মা কংস এই কথা শুনিবামাত্র সেই ভগ্নীকে বধ

আভাস।

কংস স্বীয় প্রচুর যত্ন ও অধ্যবসায় সত্ত্বেও দেবকীর গর্ভজাতপুত্র শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

কংস আকাশবাণী শ্রবণ করিবামাত্র স্তম্ভিত হইলেন। তিনি যে করে অশ্বের রজ্জু ধারণ করিয়া এত সরলহৃদয়ে ভগিনীর প্রতি স্নেহ দেখাইতেছিলেন, সেই করে দেবকীর কেশাকর্ষণ

ভগিনীং হন্তুমারব্ধঃ খড়্গপাণিঃ কচেঽগ্রহীৎ ॥ ২৪ ॥
তং জুগুপ্সিতকর্ম্মাণং নৃশংসং নিরপত্রপং।
বসুদেবো মহাভাগ উবাচ পরিসান্ত্বয়ন্।

অন্বয়ঃ।

খড়্গপাণিঃ গৃহীতখড়্গঃ, সঃ কংসঃ ভগিনীং হন্তুং আরব্ধঃ সন্ কচে কেশে, অগ্রহীৎ ॥ ২৪ ॥

মহাভাগঃ বসুদেবঃ জুগুপ্সিতকর্ম্মাণং গর্হিতকর্ম্মকারিণং, নৃশংসং নিষ্ঠুরং, নিরপত্রপং নির্লজ্জং, তং কংসং পরিসান্ত্বয়ন্ উবাচ।

শ্রীধরস্বামী।

কুলপাংসনঃ কুলদূষণঃ। আরব্ধ উদ্যুক্তঃ। কচে কেশবন্ধে ॥ ২৪ ॥

নৃশংসং ক্রূরং। মহাভাগ ইত্যয়ং ভাবঃ স্বজন্মনি হর্ষেণ দৈবতৈরাণকদুন্দুভিরোষেণা-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

লোকলজ্জাধর্ম্মভয়নিরপেক্ষমেব ঘাতুকত্বমিতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

নৃশংসং ক্রূরং! মহাভাগ ইতি স্বসাক্ষাদেব স্বভার্য্যাং হন্তুং প্রবৃত্তমপি তং প্রতি ক্রোধানুদয়াৎ ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্য ক্ষমাচাতুর্য্যাদিগুণসমুদ্রত্বাচ্চ। যদ্বা নন্থ তাদৃশো মহাক্রূরঃ কথং তস্য সান্ত্বনং শৃণুয়াত্তত্রাহ মহাভাগ ইতি ভাগ্যবতো জনস্য প্রাতিকূল্যং ব্যাঘ্রসর্পাদিরূপি নৈব করোতীতি ভাবঃ ॥

সম্বন্ধলাভাবুপকৃত্যভেদৌ গুণকীর্ত্তনমিতি প্রথমং পঞ্চবিধং সামাহ শ্লাঘনীয়েতি। গুণকীর্ত্তনং ভোজেতি সম্বন্ধঃ। ভগিনীমিত্যভেদঃ স্বহন্তৃজনন্যা অপি স্ত্রিয়া অবধেন

করিবার অভিপ্রায়ে দক্ষিণ হস্তে খড়্গ উত্তোলন পূর্ব্বক বাম হস্তে দেবকীর কেশাকর্ষণ করিল ॥ ২৪ ॥

কংস অতিশয় নিষ্ঠুর স্বভাব; এই জুগুপ্সিত কর্ম্ম করিতে তাহার কিছুমাত্র লজ্জা বোধ হইল না। মহাভাগ বসুদেব তাহাকে সামাদি বিবিধ উপদেশ বাক্যে সান্ত্বনা করত বলিতে লাগিলেন।

ওহে কংস! তুমি জন্মগ্রহণ করাতে ভোজবংশের গৌরব বর্দ্ধিত

আভাস।

পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে তরবারি ধারণ করত তাঁহার মস্তকচ্ছেদনে কৃতনিশ্চয় হইলেন ॥ ২৪ ॥

মহাভাগ বসুদেব কুলকলঙ্ক কংসকে পাষণ্ডের ন্যায় লোকলজ্জা ও ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া তাদৃশ নিষ্ঠুর কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া সম্বন্ধ, লাভ, উপকার, অভেদ ও গুণকীর্ত্তন এই পাঁচ প্রকার সামবাক্যের দ্বারা প্রবোধ দানে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। বসুদেব বলিলেন, বৎস! তুমি শ্লাঘনীয়গুণঃ শূরৈঃ গুণবান্! বীরপুরুষগণ সতত তোমার শ্লাঘা করিয়া থাকে; তোমার কি, সামান্য নির্গুণ পুরুষের ন্যায় কার্য্য করা উচিত? বিশেষত যাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছ, তিনিও তোমার ভোজবংশে (সম্বন্ধ) জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন! তাঁহার

শ্লাঘনীয়গুণঃ শূরৈর্ভবান্ ভোজযশস্করঃ।
স কথং ভগিনীং হন্যাৎ স্ত্রিয়মুদ্বাহ পর্ব্বণি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ।

শূরৈঃ বীরৈঃ শ্লাঘনীয়গুণঃ ভোজযশস্করঃ ভোজবংশপ্রদীপঃ যঃ সঃ ভবান্ কংসঃ উদ্বাহ-পর্ব্বণি বিবাহমহোৎসবে স্ত্রিয়ং তথা ভগিনীং কথং হন্যাৎ ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

স্মর্ত্তাবি-ভগবদবতারেণ শক্যপ্রতীকারত্বা সন্তবিষ্যতীতি পরিসান্ত্বয়ন্ স্তুত্যা কৃপাবিষয়ত্বে-নোপপত্তিভিশ্চ সামমার্গেণ সম্বোধয়ন্ ॥ ২৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ধার্ম্মিকত্বযশোলাভঃ মম স্বভার্য্যাপ্রাপ্ত্যা পরোপকারঃ। স্ত্রিয়ং তত্রাপি ভগিনীং তত্রাপ্যুদ্বাহ-পর্ব্বণি তত্রাপি ভবান্ মহাযশস্বীতি হননে ঐহিকং দুর্যশঃ পারত্রিকং নরকঞ্চেতি দৃষ্টাদৃষ্টভয়-লক্ষণো দ্বিবিধো ভেদশ্চ দর্শিতঃ! বাস্তবার্থস্তু বিপরীতলক্ষণয়া। যদ্বা শ্লাঘনীয়েষু মধ্যে গুণঃ ন্যূনঃ। ভোজাঃ কলহবত্ত্বেন প্রসিদ্ধা স্তেষাং যশঃ কলহাধিক্যং স কথমেকাং ভগিনীং হন্যাৎ অপিতু সর্ব্বমেব কুলং ॥ ২৫ ॥

হইয়াছে; প্রধান প্রধান বীরেরা তোমার গুণ গরিমার প্রশংসা করিয়া থাকে, তখন এই বিবাহ মহোৎসবে কি প্রকারে স্ত্রীহত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছ? বিশেষত এই বালিকা তোমার স্নেহাস্পদ ভগ্নী ॥ ২৫ ॥

আভাস।

বিনাশে তোমার স্বীয় কুলেরই উচ্ছেদ করা হইবে। আবার দেখ, তিনি তোমার অন্য কেহ নহেন, (অভেদ) ভগিনী! তুমি একজন বীর পুরুষ হইয়া, যদি প্রাণভয়ে একটী দুর্ব্বলা স্ত্রীকে বধ কর, তাহা হইলে তোমার অপযশের সীমা থাকিবে না! অতএব এরূপ কুৎসিত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকিলে, বীরোচিত যশোলাভ হইবে; সন্দেহ নাই। আবার দেখ, ইহাতে পরস্পরের যথেষ্ট উপকারও আছে; কারণ ইহাকে যখন পাত্রস্থা করিয়াছ, তখন

বসুদেবঃ সাম্না কংসং পরিসান্ত্বয়ন্ উবাচ। তত্র পঞ্চবিধং সাম ভেদশ্চ দ্বিবিধং, তথা চোক্তং সম্বন্ধলাভাবুপকৃত্যভেদৌ গুণকীর্ত্তনং। সাম পঞ্চবিধং ভেদো দৃষ্টাদৃষ্টভয়ং বচ ইতি।

পঞ্চবিধেন সাম্না প্রবোধয়তি যথা। শ্লাঘনীয়েতি গুণকীর্ত্তনং। ভোজেতি সম্বন্ধঃ। ভগিনীমিতি অভেদঃ। কথং হন্যাৎ ইতি স্ত্রীবধনিবৃত্ত্যা যশোলাভঃ। উদ্বাহেতি সন্ততি-বৃদ্ধ্যোপকারঃ। শ্লেষেণ শূরৈর্যে শ্লাঘনীয়া তেভ্যো গুণো গৌণঃ নিকৃষ্ট ইত্যর্থঃ! যদুষু ভোজা অপি ভদ্রাঃ কিন্তু তেষ্বয়মেবৈকাকী পাপিষ্ঠ ইতি কিম্বদন্ত্যা তেষাং যশস্করঃ। স কথং ভগিনীং তন্মাত্রং হন্যাৎ অপিতু সর্ব্বমপি স্বকুলং হন্যাদেবত্যর্থ ইতি বৈষ্ণব-তোষণী ॥ ২৫ ॥

মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ।

হে বীর! মৃত্যুঃ জন্মবতাং জীবানাং দেহেন সহ জায়তে! অদ্য বা অব্দশতান্তে শতবৎসরান্তে বা প্রাণিনাং মৃত্যুঃ বৈ ধ্রুবঃ নিশ্চিতঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

মরণভয়েন হন্মীতি চেৎ তথাপি মরণস্যাপরিহরণীয়ত্বাৎ দেহান্তরস্যচ অবশ্যম্ভাবিত্বাৎ তত্রাপিচ ভোগপ্রেমাস্পদত্বাদীনামবিশেষাৎ তদ্ভয়েন পাপাচরণমযুক্তমিত্যভিপ্রেত্যাহ মৃত্যুর্জন্মবতামিত্যাদি। দেহেন সহেতি বিধাত্রা ললাটে লিখিতত্বাৎ ইতি। তথাপি কালবিলম্বার্থং হন্মীতি চেত্তত্রাহ অদ্য বেতি। অবশ্যম্ভাবিনি মরণে বিলম্বমাত্রায় পাপাচরণমযুক্তমিতি ভাবঃ ॥২৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তদপ্যনিবৃত্তং তং যুক্ত্যা প্রবোধয়ন্ ভো রাজন্ মৃত্যুভয়েনেমাং হংসি চেৎ স মৃত্যুরপরিহার্য্য এবেত্যাহ মৃত্যুরিতি। বস্তুতস্তাবজ্জীবানাং জন্মমৃত্যূ নৈব স্তঃ। তদপি দেহেন স্থূলদেহসম্বন্ধেনৈব হেতুনা জন্মবতাং স প্রসিদ্ধেঽস্পষ্টমেব মৃত্যুর্জায়তে। কদা অদ্য বা অব্দশতান্তে বা। বা শব্দাভ্যাং সর্ব্বথৈব কালনিশ্চয়াভাবে অব্দশতমধ্যে বেত্যর্থঃ। তত্র প্রমাণমাহ মৃত্যুর্বৈ ইতি। জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্যচ। তস্মাদপরিহার্য্যে ঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসীতি শাস্ত্রং স্মারয়ন্তি হে বীরেতি। ত্বং তু তস্মাদ্বিভেতুং নৈবার্হসীতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

হে বীর! মৃত্যুকে তোমার কখনই ভয় করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ দেহী যখন জন্মগ্রহণ করে, মৃত্যু তাহার দেহের সঙ্গের সাথী হইয়া বাস করে; অদ্যই হউক্ বা শতবর্ষান্তেই হউক্, নিশ্চয়ই প্রাণিদিগের মৃত্যু হইবে ॥ ২৬ ॥

আভাস।

সন্ততিবৃদ্ধির দ্বারা উভয়কুলেরই উপকার হইবে। অতএব হে রাজেন্দ্র! তুমি এরূপ যশের হানিকর কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও! ॥ ২৫ ॥

হে রাজন্! যদি এক মৃত্যুভয়েই কাতর হইয়া তুমি ইহাঁকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া থাক, বধের পূর্ব্বে তোমার বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, দেবকীর বধসাধনে তুমি চিরজীবী হইবে কি না? কিন্তু দেখ! বিধাতা দেহের সঙ্গেই মৃত্যু ললাটে লিখিয়া দিয়াছেন। প্রত্যক্ষই দেখা যায় যে, জন্মাইলেই মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর জন্ম জন্মান্তর পরিগ্রহ করিতে হয় এবং কর্ম্মানুরূপ সুখ দুঃখাদিও ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। অতএব অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর ভয়ে এরূপ পাপাচরণ করা কদাপি শ্রেয়ঃ নহে। আপাততঃ দেবকীর বধে যদি

দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্ম্মানুগোঽবশঃ।
দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ।

দেহে পঞ্চত্বং মৃত্যুং আপন্নে প্রাপ্তে সতি দেহী জীবঃ কর্ম্মানুগঃ স্বকর্ম্মবশবর্ত্তী, সন্ দেহান্তরং অন্যং দেহং অনু প্রাপ্য প্রাক্তনং পূর্ব্বগৃহীতং, বপুঃ দেহং ত্যজতে। ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কিঞ্চ অস্মিন্ দেহে গতেঽপি যদি দেহান্তরং ন স্যাৎ তদা যুজ্যেত পাপেনাপি তৎপালনং, নতু তদস্তীত্যাহ দেহে পঞ্চত্বমাপন্ন ইতি। আপন্নপ্রায়ে কর্ম্মবশাদযত্নত এব প্রথমং দেহান্তরং প্রাপ্য পশ্চাৎ পূর্ব্বং বপু স্ত্যজতি ॥ ২৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দেহপ্রাপ্তিত্যাগাবেব জীবস্য জন্মমৃত্যূ তৌ স্বাবশ্যকাবেবত্যাহ দেহে পঞ্চত্বং মৃত্যুং আপন্নে আপন্নপ্রায়ে দেহান্তরং প্রাপ্য অনু পশ্চাৎ প্রাক্তনং বপুস্ত্যজতি নচ বিষয়ভোগসাধনমেব দেহো মে নক্ষ্যতীতি বিষীদিতুমর্হসীত্যাহ কর্ম্মানুগ ইতি। যদি তব সুখভোগাদৃষ্টমস্তি তর্হি তত্রৈব প্রাপ্তব্যে দেহ এব ভোগো ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। তস্মাদিদং স্ত্রীবধলক্ষণং পাপং দুঃখভোগসাধনং মাকার্ষীরিতি দ্যোতিতং ॥ ২৭ ॥

মৃত্যু উপস্থিত হইলে, দেহী স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে অন্য একটী দেহ আশ্রয় করিয়া, পূর্ব্ব দেহটী পরিত্যাগ করে ॥ ২৭ ॥

আভাস।

তুমি কিছুকাল নিশ্চিন্তভাবে থাকিতে পারিবে মনে করিয়া থাক, তাহাও সত্য নহে; কারণ জগতে অনেক বিষয়ের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কতক পরিমাণে নির্দ্দিষ্ট করিতে পারা যায়; কেবল জীবনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোন স্থিরতা নাই। যথেষ্ট বলবান্ যুবা পুরুষও অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়; আবার নিতান্ত দুর্ব্বল প্রাচীন ব্যক্তিও অনেক দিন জীবিত থাকে। তোমার মৃত্যু অদ্য বা শত বৎসর পরে হইবে, ইহার কিছুই নিশ্চয় নাই ॥ ২৬ ॥

আবার দেখ! যদি মৃত্যুর পর পুনর্ব্বার দেহ ধারণের সম্ভাবনা না থাকিত, তাহা হইলেও পাপাচরণ দ্বারা বর্ত্তমান দুর্লভ দেহ রক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহাও নহে। জীব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মানুরূপ দেহ প্রাপ্ত হইয়া, এই জগতে কর্ম্ম করে; এবং পুনরায় ইহ জন্মার্জ্জিত কর্ম্মভোগের অনুরূপ দেহ অবলম্বন করিয়া, এই দেহ ত্যাগ করে। আমার সুখময় পদার্থ সম্ভোগ করা হইল না, মনে করিয়া ক্ষুণ্ণ হওয়া উচিত নহে; কারণ সুখভোগের কর্ম্ম করিলে, জন্মান্তরে তাদৃশ দেহ ও তদুপযোগী ভোগ সকল আপনা হইতেই উপস্থিত হয়; তজ্জন্য বিশেষ প্রয়াসের প্রয়োজন করে না। অদৃষ্টে ভোগ না থাকিলে, কিছুতেই তাহার সংঘটন সঙ্গত নহে ॥ ২৭ ॥

ব্রজং স্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি।
যথা তৃণজলৌকৈবং দেহী কর্ম্মগতিং গতঃ ॥ ২৮ ॥
স্বপ্নে যথা পশ্যতি দেহমীদৃশং মনোরথেনাভিনিবিষ্টচেতনঃ।

অন্বয়ঃ।

ব্রজন্ গন্তা পুরুষঃ একেন পদা তিষ্ঠন্ একেন এব যথা গচ্ছতি এবং দেহী জীবঃ তৃণজলৌকা যথা তথা কর্ম্মগতিং গতঃ সন্ বপুঃ ত্যজতি ॥ ২৮ ॥

দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং দর্শনেন শ্রবণেন চ মনসা অনুচিন্তয়ন্ মনোরথেন অভিনিবিষ্টচেতনঃ

শ্রীধরস্বামী।

অত্র দৃষ্টান্তঃ ব্রজন্নিতি। একেন অগ্রতো নিহিতেন পদা তিষ্ঠন্ ভুবমবষ্টভ্য দেহং বিভ্রৎ পশ্চাদন্যেন পূর্ব্বপ্রদেশাদুৎপাট্য পুরো নিহিতেন গচ্ছতি যথা তদ্বৎ। অত্রচ স্বীকারপরিত্যাগৌ নাত্যন্তভিন্নবিষয়াবিতি স্পষ্টং দৃষ্টান্তান্তরমাহ যথা তৃণজলৌকেতি। সাহি তৃণান্তরমবষ্টভ্য পূর্ব্বতৃণং ত্যজতি এবং কর্ম্মপথে বর্ত্তমানো জীবোঽপি ॥ ২৮ ॥

দেহিবিষয়াবেব স্বীকারপরিত্যাগৌ দর্শয়িতুং দৃষ্টান্তান্তরমাহ স্বপ্ন ইতি। দৃষ্টং রাজাদিদর্শনং শ্রুতং ইন্দ্রাদিশ্রবণং তাভ্যামাহিতসংস্কারেণ মনসা তদেবানুচিন্তয়ন্ ঈদৃশং জাগ্রদ্দৃষ্টশ্রুতসদৃশং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

উত্তরদেহপ্রাপ্ত্যনন্তরমেব পূর্ব্বদেহত্যাগে দৃষ্টান্তঃ। ব্রজন্ গন্তা পুরুষঃ যথা একেনাগ্রতো নিহিতেন পদা উত্তরপ্রদেশে তিষ্ঠন্নেব পূর্ব্বপ্রদেশাদুৎপাট্য পুরোনিহিতেনৈকেন গচ্ছতি নতু যুগপদ্ভাভ্যামেব পদ্ভাং পূর্ব্বপ্রদেশং পরিত্যজ্যৈব উত্তরং প্রদেশং গচ্ছতীত্যর্থঃ। তত্র প্রাপ্তি-ত্যাগৌ বস্তুতঃ পৃথিব্যা একস্যা এবেত্যপরিতুষ্যন্ দৃষ্টান্তান্তরমাহ যথা তৃণজলৌকেতি। সাহি তৃণান্তরমবষ্টভ্যৈব পূর্ব্বং তৃণং ত্যজতি জলূকেতি ষষ্ঠস্বরমধ্যোঽপি পাঠো জ্ঞেয়ঃ ॥ ২৮ ॥

জীবত্যপি দেহে প্রতিদিনং দেহপ্রাপ্তিত্যাগাবনুভবেন দর্শয়তি। স্বপ্নে যথা ঈদৃশং জাগ্রদ্দেহতুল্যং দেহং পশ্যতি। স্বপ্নং বিনাপি দর্শয়তি মনোরথেন মনোরথেনেত্যর্থঃ।

পুরুষ গমনকালে যেমন একটী পদ অগ্রে স্থাপন করিয়া, পরে পশ্চাতের পদ উত্তোলন করত গমন করে, যেমন জলৌকা (জোঁক) একটী তৃণ অবলম্বন করিয়া, পরে আশ্রয় তৃণ পরিত্যাগ করে; দেহীও সেইরূপ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে অন্য দেহ অবলম্বন পূর্ব্বক পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

আভাস।

এই অনন্ত কর্ম্মপথের পথিক জীব কখন কোন সময়ে নিরাবলম্বনে ও ভোগ ব্যতীত সুস্থ ভাবে থাকিতে পারে না। যেমন লোকে গমনকালে একটী পদ অগ্রে ক্ষেপণ করিয়া পরে অন্য পদ উত্তোলন করে, জোঁক যেমন একটী তৃণ অবলম্বন করিয়া, পরে আশ্রয়তৃণ পরিত্যাগ করে, জীবও সেইরূপ অপর দেহ অবলম্বন করিয়া, পূর্ব্ব দেহ পরিত্যাগ করে ॥২৮॥

দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং মনসানুচিন্তয়ন্ প্রপদ্যতে তৎ কিমপীহ্যপস্মৃতিঃ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ।

আহিতচিত্তঃ পুরুষঃ যথা স্বপ্নে ঈদৃশং কিমপি অনির্ব্বাচ্যং দেহং পশ্যতি দৃষ্ট্বাচ তৎ এব অহমিতি প্রপদ্যতে মন্যতে তথা প্রাকৃতদেহাৎ অপস্মৃতিঃ অত্যন্তবিস্মরণং এব মৃত্যুঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

দেহং রাজাদিরূপং কিমপি অনিরুক্তং পশ্যতি ক্ষণান্তরেচ তদেবাহমিতি প্রপদ্যতে মন্যতে ততশ্চ জাগ্রদ্দেহাদপগতস্মৃতি র্ভবতি পুরুষো যথেতি। জাগ্রতোবং দর্শয়িতুং দৃষ্টান্তান্তরমাহ মনোরথেনেতি। অত্রাপি দৃষ্টশ্রুতাভ্যামিতি সর্ব্বং যোজ্যং, তথাচ বক্ষ্যতি, জন্তোর্বৈ কস্যচিদ্ধেতোর্মূর্তিরন্যান্তবিস্মৃতিঃ। জন্মবাত্মতয়া পুংসঃ সর্ব্বভাবেন ভূরিদ। বিষয়স্বীকৃতিঃ প্রাহু র্যথা স্বপ্নমনোরথঃ। স্বপ্নং মনোরথঞ্চেচ্ছন্ প্রাক্তনং ন স্মরত্যসাবিত্যাদি তদ্বদত্রাপি কর্ম্মবশাৎ দেহান্তরং প্রাপ্য প্রাক্তনং বপু স্ত্যজতীতি ॥ ২৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কঃ পশ্যতীত্যত আহ অভিনিবিষ্টা অভিনিবেশবতী চেতনা যস্য সঃ। যদ্বা মনোরথেন বিষয়বাঞ্ছয়া চিত্তাভিনিবেশাধিক্যবান্ পুরুষঃ স্বপ্নে ঈদৃশং দেহং পশ্যতি অভিনিবেশপ্রকারমাহ দৃষ্টং রাজাদি শ্রুতং ইন্দ্রাদি তাভ্যামভ্যস্তাভ্যাং জনিতসংস্কারবতা মনসা অনুচিন্তয়ন্ তৎকিমপি রাজাদিরূপমেব প্রপদ্যতে রাজাদ্যুচিতবিষয়ভোগবদ্দেহমাত্মানং পশ্যতীত্যর্থঃ। অপস্মৃতিঃ বাস্তবদেহস্মরণশূন্যঃ ॥ ২৯ ॥

মানব যেমন জাগ্রতকালে বিবিধ বিষয় দর্শন ও অপূর্ব্ব মনোমোহন পদার্থ শ্রবণ করিয়া এতই আকৃষ্টচিত্ত হয় যে, স্বপ্নকালে সেই সমস্ত কাল্পনিক পদার্থকে প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভব করে; এমন কি! আপনার প্রকৃত অবস্থা ও দেহাদি বিস্মৃত হইয়া, আসক্তির অনুরূপ দেহ ধারণে স্বপ্নকালীন বস্তু সম্ভোগ করে, তদ্রূপ জীবও কামনা অনুসারে পূর্ব্ব দেহ বিসর্জ্জন করিয়া, দেহান্তর লাভ করে ॥ ২৯ ॥

আভাস।

এতদ্সম্বন্ধে একটী সহজবোধ্য ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন, মৃত্যুতে দেহান্তর অনুভব করিবার কথা দূরে থাকুক, এই দেহেই প্রতিনিয়ত দেহান্তর অনুভব করা যায়; তদ্বিষয়ে আর কাহারও সাক্ষ্যের প্রয়োজন করে না। যেহেতু জাগ্রৎকালে যে সকল সুখসেব্য পদার্থ দর্শন বা ভোগ করা যায় এবং যে সকল মনোহর স্বর্গাদি ভোগ ও ইন্দ্রাদি দেবতার কথা শুনা যায়, চিত্তের আসক্তি বশত সেই সমস্ত বিষয়ই আবার স্বপ্নে অনুভূত হইতে থাকে। এমন কি! নিজেই ইন্দ্রাদি রাজা হইয়া তদুচিত সুখ ও দুঃখাদি সম্ভোগে মন ব্যাপৃত হয়, প্রকৃত দেহ বা ভোগ বিস্মৃত হয়; কিন্তু স্বপ্ন ভঙ্গে আবার যে সেই হইতে হয়। অতএব যেমন স্বপ্নাবস্থায় অন্ততঃ ক্ষণকালের

যতো যতো ধাবতি দৈবচোদিতং মনো বিকারাত্মকমাপ পঞ্চসু।
গুণেষু মায়ারচিতেষু দেহ্যসৌ প্রপদ্যমানঃ সহ তেন জায়তে ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ।

দৈবচোদিতং প্রারব্ধা কর্ম্মণা প্রেরিতং, বিকারাত্মকং মনঃ মায়ারচিতেষু পঞ্চসু গুণেষু মধ্যে যতঃ যতঃ ধাবতি যং যং অভিনিবেশেন আপ প্রাপ্নোতি অসৌ দেহী প্রপদ্যমানঃ তদেবাহমিতি মন্যমানঃ, তেন সহ জায়তে ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নন্বু বিচিত্রদেহস্য হেতূনাং কর্ম্মণাং কৃতত্বাৎ দেহবিশেষপ্রাপ্তৌ কিং কারণমিত্যত আহ যতো যত ইতি। দেহস্য পঞ্চত্বসময়ে পঞ্চসু গুণেষু ভূতেষু মায়ারচিতেষু মায়য়া নানাদেহরূপেণ রচিতেষু মধ্যে দৈবেন ফলাভিমুখেন কর্ম্মণা চোদিতং নানাবিকারাত্মকং মনো যং যং দেহং দেবতির্য্যগাদিরূপং প্রতি ধাবতি ধাবচ্চ সৎ যদ্‌যদ্রূপমাপ অভিনিবেশেন প্রাপ্তং তত্র তত্র অসৌ দেহী জায়তে। নন্বু মনসঃ কর্ত্তৃত্বাৎ তদেব জায়তাং নত্বকর্ত্তা আত্মা ইত্যত আহ প্রপদ্যমান ইতি। তদেবাহমিতি প্রপদ্যমানস্তেন সহ জায়ত ইতি ॥ ৩০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্বু দৃষ্টঃ শ্রুতশ্চ বিষয়ো দৈবপ্রেরিতেন মনসা স্মর্য্যমানত্বান্মনস এবাস্তু। ততো ভিন্নেনাত্মনা স্বভোগার্থং স কথং লভ্যতাং তত্রাহ যত ইতি। পঞ্চসু বিষয়েষু মধ্যে যতো যতো যত্র যত্র বিকারাত্মকং মনো ধাবতি ধাবচ্চ সৎ আপতস্তং বিষয়মেব প্রাপ্তং ভবতি। অসৌ দেহী জীবঃ তেন বিষয়াভিনিবিষ্টেন মনসা সহ সাহিত্যাদ্ধেতো স্তং বিষয়ং প্রপদ্যমানো জায়তে ভুঞ্জানো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

বাসনাময় চিত্ত নানাপ্রকার সংস্কারে পরিপূর্ণ থাকিলেও পঞ্চত্বকালে ফলোন্মুখী কর্ম্মের দ্বারা যেরূপ অভিমত বিষয়ে ধাবিত হয়, তাদৃশ পাঞ্চভৌতিক গুণময় পদার্থে আত্মভাবনা দ্বারা অভিনিবেশ করাতে, দেহী জীব তদনুরূপ জন্ম পরিগ্রহ করে ॥ ৩০ ॥

আভাস।

জন্তুও জীব জাগ্রদ্দেহ বিস্মৃত হয় এবং জাগ্রৎকালে স্বপ্নদেহ বিস্মৃত হয়, তদ্রূপ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া অপর দেহে সম্পূর্ণ আসক্ত হইবার নামই মৃত্যু। অধিক কি! অনন্যমনে অভীষ্ট বস্তুর প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হইলেও, লোকে পূর্ব্বাবস্থা ভুলিয়া যায়; সেই প্রকার একটী প্রধান বিষয় দেহকে বিস্মৃত হইয়া, অপর দেহকে আত্মবোধে গ্রহণ করাই মরণান্তর জন্ম ॥ ২৯ ॥

অন্যত্র মন যেমন স্বাধীনভাবে বিষয় গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিতে পারে, মৃত্যুতে সেরূপ অভিলষিত দেহ ইচ্ছাধীন ধারণ ও ত্যাগ করিতে পারে না। সেখানে পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্ম ও কর্ম্মফলদাতার অপেক্ষা থাকে। অর্থাৎ নানাবিধ সংস্কারে চিত্ত পরিপূর্ণ থাকিলেও, যে

জ্যোতির্যথৈবোদকপার্থিবেষ্বদঃ সমীরবেগানুগতং বিভাব্যতে।

অন্বয়ঃ।

উদকপার্থিবেষু জলযুক্তঘটাদিষু তৈলাদিষু বা (প্রতিবিম্বত্বেন স্থিতং) অদঃ জ্যোতিঃ

শ্রীধরস্বামী।

নন্বু সত্যং ভবিষ্যত্যেব কিমপি দেহমাত্রং তথাপ্যস্যাতিপ্রিয়স্য রাজদেহস্য রক্ষণার্থম-কার্য্যমপি ক্রিয়ত ইতি চেত্তত্রাহ জ্যোতিরিতি। অদশ্চন্দ্রাদি জ্যোতিঃ উদকযুক্তেষু পার্থিবেষু ঘটাদিষু যদ্বা উদকেষু পার্থিবেষু তৈলঘৃতাদিষু চ প্রতিবিম্বত্বেন স্থিতং সমীরস্য বায়োর্বেগমনুগতং কম্পাদিযুক্তং প্রতীয়তে যথা এবং স্বাবিদ্যারচিতেষু দেহেষু অসৌ রাগেণানুগতঃ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ততশ্চ মনঃসহিতস্য জীবস্য মনোধর্ম্মপ্রাপ্তিং সদৃষ্টান্তমাহ। জ্যোতিশ্চন্দ্রসূর্য্যাদিকিরণঃ উদকেষু পার্থিবেষু তৈলঘৃতাদিষুচ প্রতিবিম্বরূপেণ স্থিতং সমীরবেগানুগতং সৎ বিভাব্যতে বিবিধং কম্পবশাদ্দীর্ঘহ্রস্বাদিরূপং ভাব্যতে ভাবিতং ভবতি এবমেব স্বে স্বীয়াশ্চ তে মায়া রচিতাশ্চেতি স্বমায়ারচিতাস্তেষু গুণেষু দেহেষু পুমান্ জীবঃ রাগানুগতঃ রাগো বিষয়-ভোগেচ্ছালক্ষণো মনোধর্ম্ম স্তমনুগতো বিমুহ্যতি তদীয়বিষয়ভোগেচ্ছাব্যাপ্যো ভবতি তেন

যেমন বায়ুবেগে আলোড়িত জলের কম্পন অনুসারে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রকেও কম্পিত বলিয়া প্রতীত হয়, বস্তুত চন্দ্রের কম্পনাদি কিছুই নাই; সেইরূপ

আভাস।

কর্ম্ম প্রবল হইয়া ফল প্রদানে উন্মুখী হয়, তদনুরূপ দেহ ও ভোগ জীব পাইয়া থাকে। ত্রিগুণময়ী মায়া, তাঁহার গুণের তারতম্যে পঞ্চভূতাত্মক দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদি অনন্ত দেহ গঠন করিয়া রাখিয়াছেন; মন স্বীয় কর্ম্মের ফলে নিজের অধিকারানুরূপ দেহ সম্মুখে প্রাপ্ত হইয়াই তাহাতে অবশ ভাবে আসক্ত হয়, এবং কর্ম্মফলদাতা ভগবানও সেই দেহের ভোগোপযোগী ভোগ্য বস্তু সকল সংমিলিত করিয়া দেন ॥ ৩০ ॥

জল-প্রবাহে পতিত কীট ভিন্ন ভিন্ন কত প্রকার যে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আবর্ত্তের অন্তর্গত হইয়া ঘূর্ণায়মান হইয়া থাকে, তাহা কীট জানে না; তদ্রূপ কর্ম্মপ্রবাহে পতিত জীবও প্রাপ্তব্য ভিন্ন ভিন্ন অপূর্ব্ব দেহেরও ইয়ত্তা করিতে পারে না। কর্ম্মের স্বরূপ অনুসারে দেহের রূপ গঠিত হইয়া থাকে। যে কোন দেহই লাভ হউক না, কীটের আবর্ত্তে পতনের ন্যায়, আপেক্ষিক সুখপ্রদ ব্যতীত কখনই জীব তৃপ্তি পায় না; তথাপি যখন যে কোন দেহ প্রাপ্ত হয়, তখন সেই দেহেই আত্মভাবনার দ্বারা এতই মোহিত থাকে যে, তাহাকেই দুর্ল্লভ জ্ঞানে কিছুতেই ত্যাগ করিতে চাহে না। এমন কি! মনুষ্য দুর্ল্লভ দেবদেহ লাভ করিয়া পরিহার কালে যেমন ক্লেশ বোধ করে, তাহার পরজন্মে কর্ম্মানুসারে যদি শূকরযোনিও প্রাপ্ত হয়, তৎপরিত্যাগ কালেও তদপেক্ষা কিছু ন্যূন দুঃখ অনুভব করে

এবং স্বমায়ারচিতেষ্বসৌ পুমান্ গুণেষু রাগানুগতো বিমুহ্যতি ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ।

চন্দ্রাদিকং, যথা সমীরবেগানুগতং বায়ুবেগেন কম্পাদিযুক্তং বিভাব্যতে প্রতীয়তে, তথা অসৌ দেহী জীবঃ, স্বমায়ারচিতেষু গুণেষু দেহেষু রাগানুগতঃ সন্ বিমুহ্যতি ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রবিষ্টো মুহ্যতি অভিনিবেশং প্রাপ্নোতি। অয়ং ভাবঃ আত্মনস্তাবদ্দেহাদ্যধ্যাসেন জন্ম উক্তং সহ তেন জায়ত ইতি ততশ্চান্যোন্যধর্ম্মাধ্যাসাৎ যথা দেহাদিধর্ম্মাঃ কার্শ্যাদয় আত্মনি প্রতীয়ন্তে এবমাত্মধর্ম্মাঃ প্রেমাস্পদত্বাদয়োঽপি দেহাদিষ্বিতি রাজশূকরদেহয়ো বিশেষাভাবাদ্ ব্যর্থো মৃত্যুপ্রতীকার ইতি ॥ ৩১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ত্বমপি তথাভূত এব জীবঃ স্বীয়বিষয়সুখভোগসিদ্ধ্যর্থং যদেতাং হংসি তদ্ব্যর্থমেব দেহনাশেঽপি স্বদীয় শুভাদৃষ্টস্যানশ্বরত্বাদ্দেহান্তরস্য সুলভত্বাচ্চ তত্রৈব তে তোগঃ সেৎস্যতি স্ত্রীবধেতু প্রত্যুত দেহান্তরে দুঃখমেব ভোক্তব্যং স্যাৎ কিঞ্চ কর্ম্মণঃ প্রবলত্বাদাকাশবাণ্যুদ্দিষ্টো মৃত্যুর্দেবকীজন্মান্তরপুত্রাদপ্যবশ্যম্ভাবীত্যতো বরং মৃত্যুপ্রতীকারার্থং মার্কণ্ডেয়েনেব সৎকর্ম্মৈব ক্রিয়তামিতি দ্যোতিতম্ ॥ ৩১ ॥

জীবাত্মা স্বমায়া-রচিত দেহাদিতে অনুরাগ বশতঃ মুগ্ধ হইয়া, অভিনিবেশ প্রাপ্ত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে জীবাত্মার জন্ম মরণ প্রভৃতি কিছুই নাই ॥৩১॥

আভাস।

না। অর্থাৎ চৈতন্য সংসর্গে দেহাদি স্পষ্ট অচেতন পদার্থও যেমন চৈতন্য ধর্ম্মলাভে চেতন-রূপে প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ মনের সাহচর্য্যে জীবাত্মারও মনোধর্ম্ম প্রাপ্তিপূর্ব্বক যেরূপে তৎস্বরূপ হয়, এই শ্লোকটী দ্বারা তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। স্থিরপ্রতিষ্ঠ ও কম্পাদি-বিবর্জ্জিত সূর্য্য বা চন্দ্র যেমন প্রতিবিম্বভাবে পুষ্করিণীর জলে প্রতীয়মান হয়, অথচ জলের চাঞ্চল্য অনুসারে তাহাদেরও চাঞ্চল্য পরিদৃষ্ট হয়; তদ্রূপ পূর্ব্বসঞ্চিত ফলাভিমুখী কর্ম্মের দ্বারা আনীত তদুচিত ভোগ-নিষ্পাদক দেহে প্রবিষ্ট হইয়া, জীব ও বাসনাবায়ুর অনুরূপ ভোগেচ্ছায় প্রবর্ত্তিত হইয়া, আত্মভাব বিস্মৃত হয় এবং উপস্থিত দেহরক্ষার্থ বিশেষ যত্ন করিয়া থাকে। এখানে বসুদেবের বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বিষয়াসক্তিই পুনর্জ্জন্মের কারণ। আসক্তির তারতম্যে দেহাদি বিষয়েরও তারতম্য ঘটে। জন্ম কখন জন্মের কারণ নহে। ভোগই জন্মের মুখ্য কারণ। বসুদেব বলিলেন, হে রাজন্! নরপতিরূপে জন্মগ্রহণ করত অতুল সুখভোগ জন্য আপনি মনে করিবেন না যে, এই দেহ থাকিলেই আপনার ভোগ রক্ষিত হইল; বরং সুখভোগের উপযোগীতা থাকিলেই তদুপযুক্ত দেহ রক্ষিত হইবে বা তদবসানে তদনুরূপ দেহলাভও হইবে ॥ ৩১ ॥

তস্মান্ন কস্যচিদ্দ্রোহমাচরেৎ স তথাবিধঃ।
আত্মনঃ ক্ষেমমন্বিচ্ছন্ দ্রোগ্ধুর্বৈ পরতো ভয়ং ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ।

তস্মাৎ তথাবিধঃ সঃ আত্মনঃ ক্ষেমং শুভং অন্বিচ্ছন্ কস্যচিৎ দ্রোহং ন আচরেৎ। (যতঃ) দ্রোগ্ধুঃ দ্রোহকারিজনস্য, পরতঃ যমাদিভ্যঃ ভয়ং (বিদ্যতে) ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

এবমুক্তং সামোপায়মুপসংহরন্ ভেদমাহ তস্মাদিতি। পরত ইতি দ্রুহ্যমাণাৎ তৎসম্বন্ধিনশ্চ যমাদপি ইহামুত্রচ ভয়মিতি ভেদো দর্শিতঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স তথাবিধঃ অবিদ্যাবৃতঃ দ্রোগ্ধুর্দ্রোহকর্ত্তুঃ পুংসঃ পরতো যমাদিভ্যো যস্মাদ্ভয়ং তস্মাদিতি ভেদো দর্শিতঃ ॥ ৩২ ॥

অতএব এরূপ অবস্থায় আপনার মঙ্গল কামনা করিতে হইলে, কাহারও প্রতি বিদ্রোহাচরণ করা কর্ত্তব্য নহে। পরাপকারী ব্যক্তির ইহলোকে ও পরলোকে কোথায়ও নিস্তার নাই ॥ ৩২ ॥

আভাস।

বসুদেব বলিলেন, হে নরনাথ! তুমি মনে করিও না যে, আমিও তোমার ন্যায় অজ্ঞানতা-নিবন্ধন প্রেমমোহিত হইয়াই দেবকীর জীবন-রক্ষার্থ এত প্রয়াস করিতেছি; তোমারই হিত-কামনায় আমি যত্ন করিতেছি। যখন সৎকর্ম্মের দ্বারাই পরিণামে মঙ্গল-বিধান হইয়া থাকে, অবিদ্যার তারতম্যেই যখন উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট দেহ লাভ হইয়া থাকে, তবে তুমি কি নিমিত্ত এই ভয়ঙ্কর কলুষপ্রদ মোহে মুগ্ধ হইয়া, পরের দ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইতেছ? পরিতাপিত ব্যক্তি নিজের সামর্থ্যাভাবে যদিও নিগ্রহকারীর কোন অনিষ্ট করিতে পারে না বটে, কিন্তু সর্ব্ব-দমনকারী একজন যমদণ্ড সদৃশ কালদণ্ড উত্তোলন করত সতত সকলের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিতেছেন। তিনি নিরপেক্ষ ভাবে শুভ কর্ম্মের বিচার করত দণ্ড বা পুরস্কার প্রদানে যখন উদ্‌যোগী হইবেন, তখন তোমার কোনরূপ বল বিক্রমের পরিচয় থাকিবে না; তুমি

নন্বু যতো যত ইত্যত্রাভিপ্রেতং তাদৃশং কর্ম্ম দুষ্করং, তথা তাদৃশং জ্ঞানঞ্চেত্তবতোঽস্তি তর্হি কথং ভবানস্যা দেহ-রক্ষার্থং প্রযততে তাদৃশাত্মানুভবজ্ঞানাভাবাদিতি চেৎ মমাপি তদ-ভাবাৎ স্বদেহরক্ষার্থোঽয়ং প্রযত্নো যুক্ত এবেত্যাশঙ্ক্যাহ তস্মাদিতি। যস্মাৎ সৎকর্ম্মৈব শ্রেয়ঃ সাধনং, যস্মাদ্দেহাবেশোঽপ্যাবিদ্বত্ক এব তস্মাৎ স তথাবিধঃ পূর্ব্বোক্তপ্রকারাৎ তয়োঃ কৃতত্যাগো কর্ত্তুমশক্নুবন্নপি তদ্বিপরীত পরদ্রোহন্তু ন কুর্য্যাৎ। কিমর্থং ইহামুত্রচ আত্মনঃ ক্ষেমং অন্বিচ্ছন্। যতঃ দ্রোগ্ধুরিতি এবং দৃষ্টাদৃষ্টভয়প্রদর্শনেন দ্বিবিধো ভেদঃ ॥ ৩২ ॥

এষা তবানুজা বালা কৃপণা পুত্রিকোপমা।
হন্তুং নার্হসি কল্যাণীমিমাং ত্বং দীনবৎসলঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ।

এষা তব অনুজা কনিষ্ঠা বালা কৃপণা দীনা, পুত্রিকোপমা তব কন্যাসদৃশী; দীনবৎসলঃ ত্বং ইমাং কল্যাণীং হন্তুং ন অর্হসি ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

পুনঃ সামাহ এষেতি পুত্রিকোপমা দারুময়ী বা অচেতনপ্রায়া ॥ ৩৩।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তদপ্যনিবৃত্তং তমত্যাগ্রং স্তুতিভিরিতি ন্যায়েন পুনঃ সামাহ এষেতি। পুত্রিকোপমা অনুকম্পনীয়পুত্রীতুল্যা পুত্তলিকাবদ্ভয়েনাচেতনা বা বাস্তবার্থে তু শিরশ্চালনে নঞ্ দীনাদপি-দরিদ্রাদপি বৎসমপি রাজকরত্বেন লাসি গৃহ্নাসীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

হে কংস! তুমি দীনহীনদিগের প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাক! এই দেবকী তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী, সুতরাং কন্যাস্থানীয়া; এই নিরপরাধিনী বালিকাকে হত্যা করা তোমার কোন প্রকারে উচিত নহে ॥ ৩৩ ॥

আভাস।

অবশ ভাবে তাঁহার প্রদত্ত ফলই ভোগ করিবে। অতএব যদি নিজের মঙ্গল প্রার্থনা কর, তাহা হইলে কখন কাহারও অনিষ্টাচরণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। পরপীড়কের কখন পরিণামে শ্রেয়োলাভ হয় না ॥ ৩২ ॥

এবম্প্রকারে ঐহিক ও পারমার্থিক উভয়বিধ ভয় প্রদর্শন করাইলেও দুর্মতি কংস স্বাভিপ্রেত সাধনে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হওয়ায়, বসুদেব পুনরায় সামবৃত্তি অবলম্বনেই তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন, কংস! তুমি দীনজনের দুঃখহন্তা হইয়া, এই নিরপরাধিনী বালিকার প্রতি কিরূপে নিষ্ঠুরাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছ। আহা! এই সরল-হৃদয়া ভাল মন্দ কিছুই বুঝেন না, তোমার দারুণ ব্যবহারে ভীত হইয়া অবিরল-ধারে অশ্রু বিমোচন করত নিরীহ পুত্তলিকার ন্যায়, তোমার পানে দৃষ্টি করিতেছেন। তাঁহাকে অবলোকন করিয়া, তোমার হৃদয়ে কেন দয়ার উদ্রেক হইতেছে না? এখানে দীনবৎসল শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, তুমি এতই হীনচেতা যে, নিতান্ত দীন

অত্যগ্রে সংস্তুতি সামৈবোচিতমিতি পুন স্তদেবাহ এষেতি নবোঢ়া কৃপণা ভয়েন রোদনাদিপরা দীনস্বভাবা বা পুত্রিকোপমা পুত্রীতুল্যা স্নেহং জনয়তি। যদ্বা পুত্তলিকা সদৃশী অচেতনা ভদ্রাভদ্রানভিজ্ঞেত্যর্থঃ। ইমামেনাং অতএব কল্যাণীং নিরপরাধাং। দীনবৎসল ইতি শ্লেষেণ দীনং মৃত্যুপ্রায়ং বৎসমেব লাতি বিপ্রেভ্যো দদাতি। যদ্বা দীনাদপি বৎসমপি লাতি রাজকরত্বেন গৃহ্নাতীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

এবং স সামভির্ভেদৈশ্চোদ্যমানোঽপি দারুণঃ।
ন ন্যবর্ত্তত কৌরব্য পুরুষাদানুব্রতঃ ॥ ৩৪ ॥
নির্ব্বন্ধং তস্য তং জ্ঞাত্বা বিচিন্ত্যানকদুন্দুভিঃ।
প্রাপ্তং কালং প্রতিব্যোঢ়ুমিদং তত্রান্বপদ্যত ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ।

হে কৌরব্য পরীক্ষিৎ! পুরুষাদান্ দৈত্যান্ অনুব্রতঃ অনুসৃতঃ দারুণঃ সঃ কংসঃ সামভিঃ সান্ত্বনাবাক্যৈঃ ভেদৈঃ ভয়প্রদবাক্যৈঃ চ এবং চোদ্যমানঃ উপদিশ্যমানঃ, অপি ন ন্যবর্ত্তত ॥ ৩৪ ॥

আনকদুন্দুভিঃ বসুদেবঃ তস্য তং নির্ব্বন্ধং আগ্রহং জ্ঞাত্বা বিচিন্ত্য প্রাপ্তং কালং প্রতিব্যোঢ়ুং যাপয়িতুং তত্র ইদং অন্বপদ্যত নিশ্চিতবান্ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

চোদ্যমান ইত্যুপদিশ্যমানঃ স্বয়ং দারুণঃ পুনশ্চ। পুরুষাদান্ দৈত্যান্ অনুসৃতঃ ॥ ৩৪ ॥

আনকদুন্দুভিরিতি মহাভাগ ইত্যত্রোক্তাভিপ্রায়ং প্রতিব্যোঢ়ুং, প্রতিকর্ত্তুমিত্যর্থঃ। ইদং বক্ষ্যমাণং অপত্যার্পণং অন্বপদ্যত জ্ঞাতবান্ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

চোদ্যমান উপদিশ্যমানঃ। পুরুষাদান্ দৈত্যান্ ॥ ৩৪ ॥

আনকদুন্দুভিরিতি মজ্জন্মনি দেবৈ র্দুন্দুভিবাদনাদিদমমঙ্গলং ন মে ভবিষ্যতীতি নিশ্চিন্বন্ প্রতিব্যোঢ়ুং যাপয়িতুং ইদং অন্বপদ্যত পরামমর্শ ॥ ৩৬ ॥

শুকদেব বলিলেন। হে কৌরব্য পরীক্ষিৎ, দৈত্যমতাবলম্বী দারুণ কংস এইরূপ সামাদি ভেদবাক্যে উপদিষ্ট হইলেও কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না ॥৩৪।

তখন বসুদেব তাহার নির্বন্ধাতিশয় জানিতে পারিয়া, উপস্থিত বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইবার মানসে, মনে মনে এইরূপ পরামর্শ করিলেন ॥ ৩৫ ॥

আভাস।

দুঃখী করপ্রদানে সম্পূর্ণ অসমর্থ প্রজার নিকট হইতেও রাজ-করের জন্য যখন বৎস পর্য্যন্ত (লাসি) কাড়িয়া লহ, তাহাদের সেই বজ্রভেদী আর্ত্তনাদেও তোমার হৃদয় ব্যথিত হয় না, তখন তুমি ইহাকে বধ করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি! ॥ ৩৩ ॥

বসুদেব এই প্রকার বিবিধ উপায় অবলম্বনে কংসকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহার সকল উপায় নিষ্ফল হইল। যখন তিনি দেখিলেন, খল কখন উপদেশে শুদ্ধচারী হয় না, তখন তিনি ব্যাকুল না হইয়া ভগবানের উপর নির্ভর দিয়া ভাবিলেন, আমার জন্মকালে যখন স্বর্গ হইতে মঙ্গল সূচক দুন্দুভিধ্বনি হইয়াছিল, তখন আমার বিবাহ উৎসবে

মৃত্যুর্বুদ্ধিমতাপোহ্যো যাবদ্বুদ্ধিবলোদয়ং।
যদ্যসৌ ন নিবর্ত্তেত নাপরাধোঽস্তি দেহিনঃ ॥ ৩৬ ॥
প্রদায় মৃত্যবে পুত্রান্ মোচয়ে কৃপণামিমাং।
সুতা মে যদি জায়েরন্ মৃত্যুর্বা ন ম্রিয়েত চেৎ।

অন্বয়ঃ।

বুদ্ধিমতা জনেন যাবদ্বুদ্ধিবলোদয়ং বুদ্ধিবলানুরূপং, মৃত্যুঃ অপোহ্যঃ নিবর্ত্তনীয়ঃ। যদি অসৌ মৃত্যুঃ ন নিবর্ত্তেত দেহিনঃ প্রাণিনঃ অপরাধঃ ন অস্তি ॥ ৩৬ ॥

মৃত্যবে মৃত্যুস্বরূপায় কংসায় পুত্রান্ প্রদায় কৃপণাং দীনস্বভাবাং, ইমাং দেবকীং মোচয়ে। যদি মে সুতাঃ জায়েরন্, মৃত্যুঃ কংসঃ, চেৎ বা ন ম্রিয়েত।

শ্রীধরস্বামী।

ননু খলোঽয়ং এতন্ন মন্তেতেত্যাশঙ্ক্যাহ স্বয়মেব মৃত্যুরিতি ॥ ৩৬ ॥

তস্মাদুপেক্ষাদোষপরিহারায় এবং করিষ্যামীত্যাহ প্রদায়েতি মৃত্যবে কংসায়। নন্বিদমপি নৈব ন্যায্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ সুতা ইতি। অস্যাং যদি মে সুতা জায়েরন্ তদা যদ্যপি তদ্ভবতু জীবনন্তু তাবদস্যা ভবেদেব। তদন্তরা যদ্যয়মেব ম্রিয়েত তদা ন কিঞ্চিদন্যায্যং। যদিচ সুতা

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অপোহ্যঃ প্রতিকার্য্যঃ। যাবান্ বুদ্ধিবলয়োরুদয়ো যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা অস্মাৎ কংসহস্তা-ন্মৃত্যুপ্রতীকারে মম তু বলস্যোদয়ো বিফল এব বুদ্ধেরুদয়স্তু সফলো ভবিতুমর্হতীতি ভাবঃ। অসৌ মৃত্যুঃ ॥ ৩৬ ॥

তত্রৈবং করিষ্যামীতি স্বগতমাহ মৃত্যবে কংসায় নন্বিদমপ্যনুচিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ সুতা ইতি যদি ন জায়েরংস্তদা ন কাপি চিন্তা যদি জায়েরন্নথচ মৃত্যুঃ কংস স্তাবত্তা কালেনাপি ন ম্রিয়তে তদা অনুচিতং স্যাদেব দেবকী তু সম্প্রতি জীবেৎ যদিচ তাবত্তা কালেন কংসো

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আপনার বুদ্ধি ও বল অনুসারে মৃত্যু নিবারণের চেষ্টা করিবেন! তাহাতেও যদি মৃত্যু নিবারিত না হয়, তবে আর তাঁহার অপরাধ নাই ॥ ৩৬ ॥

এদিকে যদি আমার অনেকগুলি পুত্র জন্মে, অথচ মৃত্যুস্বরূপ কংসও জীবিত থাকে, তবে এই কংসের হস্তে পুত্রদিগকে অর্পণ করিবার প্রতিজ্ঞা

আভাস।

কখনই এরূপ অনিষ্টপাতের সম্ভব নাই। তবে উপস্থিত বিপদে আকুল না হইয়া, এই অশুভ ব্যাপারে কাল-হরণের চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। যতদূর পারা যায়, ছলে বলে ও কৌশলে খলনির্য্যাতন করত প্রাণরক্ষায় যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য; যদি নিতান্তই দেবকীর প্রাণরক্ষায় অসমর্থ হই, তবে আর আমি দোষী হইব না ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥

বিপর্য্যয়ো বা কিং ন স্যাদ্ গতি র্ধাতু র্দুরত্যয়া।
উপস্থিতো নিবর্ত্তেত নিবৃত্তঃ পুনরাপতেৎ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ।

বিপর্য্যয়ঃ বৈপরীত্যং বা অথবা কিং ন স্যাৎ। যতঃ ধাতুঃ বিধাতুঃ গতিঃ দুরত্যয়া দুরতিক্রমণীয়া। উপস্থিতঃ দেবকীমৃত্যুঃ নিবর্ত্তেত। নিবৃত্তঃ অনুপস্থিতঃ কংসস্য মৃত্যুঃ আপতেৎ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ভবিষ্যন্তি ন চায়ং ম্রিয়েত তদা মৎপুত্রাদেবাস্য মরণমিতি বিপর্যয়ো বা কিং ন স্যাৎ। নন্বু প্রৌঢ়স্য কংসস্য তব বালকাৎ কথং মৃত্যুঃ স্যাত্তত্রাহ গতিরিতি ধাতুঃ। অস্যা স্তামষ্টমো গর্ভো হন্তেত্যুক্তবতঃ। অত ইদানীমপত্যার্পণপ্রতিজ্ঞৈব মন্ত্রঃ। তথা সতি উপস্থিতো মৃত্যুরয়ং তাবন্নিবর্ত্তেত। নিবৃত্তঃ পুনঃ কালান্তরে আপতেচ্চেৎ তদা নাপরাধো মমেত্যর্থঃ। অথবাস্য মৎপুত্রাদুপস্থিতো যো মৃত্যুরস্যা বধান্নিবর্ত্তেত অন্যথা স্যাৎ, তদা স পুনরনেন মন্ত্রেণ নিবৃত্তোঽপ্যাপতেৎ ভবেদেবেতি তদিষ্টমিত্যর্থঃ। যদ্বা গতির্ধাতু র্দুরত্যয়েত্যেতস্য প্রপঞ্চ উপাত্ত ইতি ॥ ৩৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ম্রিয়তে তদা ন কাচিদপি চিন্তা বিপর্য্যয়ো বেতি। ময়া তদানীমস্মৈ পুত্রে সমর্প্যমাণে সতি স পুত্র এব সদ্যঃ প্রবলীভূয় কংসমিমং বধিষ্যতে বেত্যর্থঃ। নন্বু প্রৌঢ়স্য কংসস্য তব বালকাৎ কথং বধঃ সম্ভবেত্তত্রাহ গতিরিতি। অস্যাস্তামষ্টমো গর্ভ ইত্যুক্তবতো ধাতুঃ। এবঞ্চ সাত্ত উপস্থিতঃ কংসস্য হস্তাদ্দেবকীমৃত্যু র্নিবর্ত্তেত। তথা মৎকর্ত্তৃক পুত্রার্পণপ্রতিজ্ঞয়া নিবৃত্তোঽপি কংসস্য মৃত্যুঃ পুনরাপতেৎ প্রাপ্তো ভবেৎ ॥ ৩৭ ॥

করিয়া, এক্ষণে এই দীনা দেবকীর প্রাণ রক্ষা করি। পরে কি হইবে কে বলিতে পারে! হয় ত আমার পুত্রের হস্তেই এই কংসের মৃত্যু হইতে পারে। বিধাতার নির্দিষ্ট মার্গ কেহই অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে। যাহা ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, তাহাও ঘটে না; আর যাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, তাহাও আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ৩৭ ॥

আভাস।

অতএব ইহার গর্ভজাত যাবতীয় বালকগণকে এই কংসের হস্তে সমর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া উপস্থিত দেবকীর প্রাণরক্ষা করা যাউক্! পরে যদি আকাশবাণী কেবল কল্পনা মাত্র হয় এবং দেবকীর গর্ভে মোটেই সন্তান না জন্মে, তাহা হইলে ইঁহার প্রাণ সহজেই রক্ষিত হইল। যদি প্রকৃতই আমার অনেকগুলি বালক জন্মে, তখন অবশ্য পিতা হইয়া স্বহস্তে তাহাদিগকে মৃত্যুগ্রাসে নিক্ষেপ করিতে হইবে বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে যদি কংসের মৃত্যুই হয়, তাহা হইলে সকল দায় হইতে মুক্তি লাভ হয়। আর যদি সে নিতান্তই জীবিত থাকে, কে

অগ্নের্যথা দারু-বিয়োগ-যোগয়ো রদৃষ্টতোঽন্যন্ন নিমিত্তমস্তি।
এবং হি জন্তোরপি দুর্ব্বিভাব্যঃ শরীর-সংযোগ-বিয়োগ-হেতুঃ ॥৩৮॥
এবং বিমৃশ্য তং পাপং যাবদাত্মনিদর্শনং।

অন্বয়ঃ।

অগ্নেঃ (বৃক্ষান্ দহতঃ) বহ্নেঃ, দারুবিয়োগযোগয়োঃ বৃক্ষদহনাদহনয়োঃ, অদৃষ্টাৎ অন্যৎ নিমিত্তং যথা ন অস্তি এবং হি জন্তোঃ দেহিনঃ অপি শরীরসংযোগবিয়োগহেতুঃ জীবিতমরণ-কারণং, দুর্ব্বিভাব্যঃ ॥ ৩৮ ॥

শৌরিঃ বসুদেবঃ যাবৎ আত্মনিদর্শনং যথাজ্ঞানং বিমৃশ্য বিচার্য্য বহুমানপুরঃসরং যথা তথা তং পাপং কংসং পূজয়ামাস ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রাণিনামদৃষ্টঞ্চ দুর্বিতর্ক্যমিতি সদৃষ্টান্তমাহ অগ্নেরিতি। বনেষু বৃক্ষান্ প্রদহন্ বহ্নিঃ সন্নিহিতানপি বৃক্ষান্ পরিত্যজ্য কদাচিদ্দূরস্থানপি দহতি গ্রামে গৃহান্ বা এতস্য প্রাণাদৃষ্টব্যতিরেকে-নান্যৎ কিঞ্চিন্নিয়ামকং নাস্তি যথা এবং জন্তো র্জন্মমরণয়োরপি হেতুর্দুর্বিভাব্যঃ অচিন্ত্যঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মচ্চিন্তিতমেতন্নাসম্ভবং। যতঃ প্রাণিনামদৃষ্টং দুর্বিতর্ক্যমিতি সদৃষ্টান্তমাহ। অগ্নের্বনে বৃক্ষান্ প্রদহতো দারুণো যৌ বিয়োগযোগৌ কদাচিৎ সন্নিহিতস্যাপি বিয়োগঃ কদাচিদ্বি-প্রকৃষ্টস্যাপি যোগঃ তয়োরদৃষ্টতোঽন্যন্নেতি বৃক্ষাণাং দুঃখাদৃষ্টমেব কারণমিত্যর্থঃ। এবমেব শরীরাণাং সংযোগবিয়োগয়ো র্জন্মমরণয়ো র্হেতু র্দুর্বিভাব্যোঽবিচিন্ত্যঃ ॥ ৩৮ ॥

যাবৎ যৎ প্রমাণকং আত্মনা বুদ্ধ্যা নিদর্শনং জ্ঞানং যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা বিমৃশ্য তং

যেমন দাবানল বনমধ্যে প্রজ্বলিত হইয়া সম্মুখস্থ কোন কোন বৃক্ষকে স্পর্শ না করিয়াও যে, দূরবর্ত্তী বৃক্ষকে দগ্ধ করে, তাহা কোন অনির্দ্দিষ্ট হেতু ব্যতীত অন্য কোন প্রত্যক্ষ কারণ প্রতীত হয় না; সেইরূপ প্রাণীসকলের জন্ম ও মৃত্যু অদৃষ্টবশেই ঘটিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

শৌরি বসুদেব নিজ বুদ্ধির সামর্থ্যানুসারে এইরূপ বিচার করিয়া,

আভাস।

জানে যে, সে আমার শিশু পুত্রেরই হস্তে নিধন লাভ করিবে না? কারণ বিধাতার বিধি অলঙ্ঘনীয়! কে তাহার নিশ্চয় করিতে পারে। এক্ষণে পুত্রার্পণ প্রতিজ্ঞামাত্রেই কংস হইতে দেবকীর রক্ষা হয় এবং হয় ত কংস বিশ্বস্তভাবে নিবৃত্ত হইলেও, কালক্রমে কংসই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে! ॥ ৩৭ ॥

জীবের ভাগ্যে ভবিষ্যৎ গর্ভে যে কি আছে, কে তাহার নির্ণয় করে! শাস্ত্রকারগণ এই ফলপ্রদ পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মকে অদৃষ্ট নামে অভিহিত করিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥

পূজয়ামাস বৈ শৌরি র্বহুমান-পুরঃসরং ॥ ৩৯ ॥
প্রত্যগ্রবদনাম্ভোজ স্তং ক্রূরং নিরপত্রপং।
মনসা দূয়মানেন প্রহসন্ পুনরব্রবীৎ ॥ ৪০ ॥
ন হ্যস্যাস্তে ভয়ং সৌম্য যদ্যাগাহাশরীরিণী।

অন্বয়ঃ।

বসুদেবঃ দূয়মানেন দুঃখিতেন, চেতসা মনসা (যুক্তঃ বহিঃ) হসন্ অতএব প্রত্যগ্র-বদনাম্ভোজঃ প্রফুল্লমুখঃ সন্ ক্রূরং নিরপত্রপং নির্লজ্জং, কংসং পুনঃ অব্রবীৎ ॥ ৪০ ॥

অশরীরিণী বাক্ দৈববাণী যৎ আহ তদনুসারেণ হে সৌম ভদ্র কংস! অস্যাঃ দেবক্যাঃ

শ্রীধরস্বামী।

যাবদাত্মনিদর্শনং স্বপ্রজ্ঞাবধি বিচার্য্য ॥ ৩৯ ॥

তস্য বিশ্বাসায় বিকসিতমুখাম্ভোজঃ প্রহসন্নব্রবীৎ ॥ ৪০ ॥

যদ্‌যথা অশরীরিণী বাগাহ তথাহি নিশ্চিতং অস্যাঃ সকাশাত্তে ভয়ং নাস্তি যতঃ যেভ্যঃ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পাপং কংসং পূজয়ামাস বহি স্তুষ্টাব ॥ ৩৯ ॥

স্বান্তংপ্রসাদজ্ঞাপনার্থং প্রত্যগ্রং স্নিগ্ধীকৃতং বদনাম্ভোজং যেন সঃ দূয়মানেন সন্তাপপীড্যমানেন মনসা যুক্তঃ ॥ ৪০ ॥

অস্যাঃ সকাশাত্তে ভয়ং নাস্তি কিন্ত্বস্যা অষ্টমাৎ পুত্রাৎ যদ্‌যথা। অহন্তু পুত্রানষ্টাবেব

যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক কংসের সম্বর্দ্ধনা করিলেন ॥ ৩৯ ॥

বসুদেবের হৃদয় দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছিল; তথাপি বিকসিত কমলের ন্যায় প্রফুল্লবদনে হাস্য করিতে করিতে, সেই নির্লজ্জ ক্রূরমতি কংসকে পুনর্ব্বার তিনি বলিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

হে সৌম্য! আকাশবাণী অনুসারে এই দেবকী হইতে তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই! দেবকীর গর্ভোৎপন্ন পুত্র হইতেই যদি তোমার মৃত্যু

আভাস।

বসুদেব নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনা অনুসারে মনোগত ভাব গোপন করত, প্রকাশ্যে প্রসন্নবদনে হাস্য করত কংসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেবকী হইতে তোমার কোন ভয় নাই। আকাশবাণী অনুসারে ইহাঁর অষ্টম সন্তান হইতেই তোমার বিপদের আশঙ্কা, কিন্তু যেমন প্রথমটী হইতে গণনা করিলে শেষজাতটীও অষ্টম হয়, আবার শেষজাত হইতে গণনা করিলে প্রথমটীও অষ্টম হয়; এইরূপে সকল সন্তান হইতে গণনা করিলে সকল সন্তানই অষ্টম হয়; যদি তুমি এই আশঙ্কাও কর! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি! জন্মাইবা

পুত্রান্ সমর্পয়িষ্যেঽস্যা যতস্তে ভয়মুত্থিতং ॥ ৪১ ॥
শ্রীশুক উবাচ ॥
সুহৃদ্বধান্নিবব্রুতে কংস স্তদ্বাক্যসারবিৎ।
বসুদেবোঽপি তং প্রীতঃ প্রশস্য প্রাবিশদ্ গৃহং ॥ ৪২ ॥
অথ কাল উপাবৃত্তে দেবকী সর্ব্বদেবতা।
পুত্রান্ প্রসুষুবে চাষ্টৌ কন্যাঞ্চৈবানুবৎসরং।

অন্বয়ঃ।

তে তব ভয়ং নহি আস্তে। যতঃ যেভ্যঃ পুত্রেভ্যঃ তে ভয়ং উত্থিতং অস্যাঃ দেবক্যাঃ তান্ পুত্রান্ তে সমর্পয়িষ্যে ॥ ৪১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ। তদ্বাক্যসারবিৎ কংসঃ সুহৃদ্বধাৎ নিবব্রুতে। বসুদেবঃ অপি প্রীতঃ সন্ কংসং প্রশস্য গৃহং প্রাবিশৎ ॥ ৪২ ॥

অথ কালে প্রসূতিকালে উপাবৃত্তে উপস্থিতে, সর্ব্বদেবতা দেবকী অষ্টৌ পুত্রান্ একাং কন্যাং চ এব অনুবৎসরং প্রসুষুবে।

শ্রীধরস্বামী।

পুত্রেভ্যঃ তে ভয়মুত্থিতং অষ্টমো হন্তেত্যুক্তেঃ অন্যোন্যাপেক্ষয়া সর্ব্বেঽপ্যষ্টমা ভবেযুরিত্যদ্ভুতান্ তান্ অস্যাঃ পুত্রান্ সমর্পয়িষ্যে ॥ ৪১ ॥

নিবব্রুতে নিবৃত্তঃ। তদ্বাক্যে সার উপপত্তিস্তদ্বিৎ ॥ ৪২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সমর্পয়িষ্যে যতঃ পুত্রাত্তে ভয়মুত্থিতং স বা বধ্যতামষ্টাবেব বা বধ্যন্তামিতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

বাক্যস্য সারঃ সত্যত্বং, বসুদেবো মিথ্যা ন ব্রূতে ইতি সর্ব্বথা জানাতীত্যর্থঃ। তবেদং ধর্ম্মশীলত্বং ভুবি প্রকটীভূতমিতি প্রশস্য ॥ ৪২ ॥

সর্ব্বেষাং দেবাদীনামপি দেবতা ভগবন্মাতৃত্বাৎ পূজ্যা কন্যাং সুভদ্রাং অনুবৎসরমষ্টসু বৎসরেষিত্যর্থঃ বিভক্ত্যর্থেঽব্যয়ীভাবঃ। কন্যাঞ্চ কালে প্রতিবর্ষমিতি বীপ্সা তু ন ব্যাখ্যেয়া

ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, ইহার পুত্রদিগকে জন্মিবামাত্র তোমার করে আমি সমর্পণ করিব ॥ ৪১ ॥

শুকদেব বলিলেন, কংস বসুদেবের বাক্য যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া, ভগিনীবধ হইতে নিবৃত্ত হইল। বসুদেবও প্রীতমনে তাহার প্রশংসা করত স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪২ ॥

আভাস।

মাত্রই ইঁহার যাবতীয় সন্তানই তোমার করে সমর্পণ করিব। তুমি যথারুচি কার্য্য করিবে ॥ ৪১ ॥

কীর্ত্তিমন্তং প্রথমজং কংসায়ানকদুন্দুভিঃ।
অর্পয়ামাস কৃচ্ছ্রেণ সোঽনৃতাদতিবিহ্বলঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ।

অনৃতাৎ মিথ্যাবচনাৎ অতি বিহ্বলঃ অতি ভীতঃ সঃ আনকদুন্দুভিঃ বসুদেবঃ, প্রথমজং প্রথমজাতং কীর্ত্তিমন্তং তন্নামানং পুত্রং কৃচ্ছ্রেণ কংসায় অর্পয়ামাস ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রসূতিকালে প্রাপ্তে সর্ব্বাত্মা ভগবান্ দেবতা যস্যাঃ সা তথা সর্ব্বদেবতাময়ীতি বা ভগবদাশ্রয়ত্বাৎ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

একৈকস্মিন্ বর্ষ এবাষ্টপুত্রোৎপত্তিপ্রসক্তেঃ। অত্রকারণমগ্রে ব্যাখ্যাস্যতে ॥
কীর্ত্তিমন্তমিতি জন্মদিন এব কৃতনামকরণমিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

অনন্তর যথাকালে গর্ভধারণ করত সর্ব্বদেবতাস্বরূপা দেবকী প্রতি বৎসরে এক একটী করিয়া আটটী তনয় ও একটী তনয়া প্রসব করিলেন। বসুদেব মিথ্যাকে অতি ভয় করিতেন। এক্ষণে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া, প্রথমজ পুত্র কীর্ত্তিমান্‌কে অতি কষ্টে কংসের হস্তে সমর্পণ করিলেন ॥ ৪৩ ॥

আভাস।

কংস বসুদেব-বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া ভগ্নীহত্যা হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং পুত্রের অপেক্ষায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রসূতিকাল উপস্থিত হইলে, সর্ব্বদেবময়ী দেবকী প্রতি বৎসরে এক একটী করিয়া আটটী পুত্র এবং সুভদ্রা নামে একটী কন্যা প্রসব করিলেন। কিন্তু সত্যসন্ধ বসুদেব জাতমাত্র প্রথম বালকের কীর্ত্তিমন্ত এই নাম-করণ করিয়াই কংস সমীপে সমর্পণ করিলেন ॥ ৪৩ ॥

সমদর্শী সাধুগণ সকলই সহ্য করিতে পারেন! তাই আজ সত্যমন্তি বসুদেব পুত্রস্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া, সদ্যোজাত একমাত্র পুত্র বক্ষে করিয়া, সাক্ষাৎ কালস্বরূপ কংসের সমীপে আনয়ন করিলেন। অধিক কি! ইহলোকে গৃহীর সার রত্নই পুত্র! কিন্তু তিনি ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অতলস্পর্শ মহাহ্রদে অবগাহন করিয়া, জগতে কিছুরই অপেক্ষা করেন নাই। তিনি কংসের প্রার্থনার পূর্ব্বেই, একে একে সকল পুত্রই নিধনার্থ কংস-করে সমর্পণের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কেবল সত্য প্রতিপালনার্থ স্বীয় পুত্র ক্রোড়ে করিয়া স্বয়ং বসুদেব মৃত্যুমুখে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত দেখিয়াও দুর্মতি পাপ কংসের কিছুমাত্র চিত্তবৈকল্য ঘটে নাই। কারণ কদর্য্য জনের কিছুই অকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াও, বসুদেব যে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য অবলম্বনে গার্হস্থ আশ্রম পরিত্যাগ করেন নাই, তাহার কারণ কেবল ভগবৎ-সন্দর্শনার্থ উৎকণ্ঠা মাত্র। ভগবান শ্রীহরি পুত্ররূপে আমার গৃহে অবতীর্ণ হইবেন, ককে-

কিং দুঃসহং নু সাধূনাং বিদুষাং কিমপেক্ষিতং।
কিমকার্য্যং কদর্য্যাণাং দুস্ত্যজং কিং ধৃতাত্মনাং।
দৃষ্ট্বা সমত্বং তচ্ছৌরেঃ সত্যে চৈব ব্যবস্থিতং।
কংস স্তুষ্টমনা রাজন্ প্রহসন্নিদমব্রবীৎ।

অন্বয়ঃ।

সাধূনাং কিং নু দুঃসহং। বিদুষাং বা কিং অপেক্ষিতং। কদর্য্যাণাং কিং অকার্য্যং, ধৃতাত্মনাং ধীরাণাং বা কিং দুস্ত্যজং অস্তি।

হে রাজন্ পরীক্ষিৎ! কংসঃ শৌরেঃ বসুদেবস্য, তৎ সমত্বং সত্যে ব্যবস্থিতিং চ দৃষ্ট্বা এব তুষ্টমনাঃ প্রহসন্ সন্ ইদং অব্রবীৎ।

শ্রীধরস্বামী।

মৃত্যবে পুত্রং কথমর্পিতবানিত্যপেক্ষায়ামাহ কিং দুঃসহং নু ইতি। সাধূনাং সত্যসন্ধানাং পুত্রলালনসুখাপেক্ষা কথং ত্যক্তেত্যত আহ বিদুষামিতি ভগবানেব তত্ত্বং নান্যদিতি জানতামিত্যর্থঃ। নন্বু স্বয়ং নীতে সতি কথং বালং হন্যাদিতি মত্বা নীতবান্

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্বনৃতাদ্বিভেতুতমাং নাম স্বসাক্ষাদেব পুত্রবধঃ কথং সোঢ়ব্যস্তত্রাহ কিং দুঃসহমিতি। নন্বষ্টমমেকং পুত্রং স্বভার্য্যাপ্রাণরক্ষার্থং সমর্পয়তুতমাং নাম পুত্রান্ সমর্পয়িষ্যেঽস্তা ইতি নিখিলপুত্রার্পণপ্রতিজ্ঞাং তদা কংসস্যাজ্ঞাং বিনৈব কথমকরোৎ গৃহস্থস্য তস্য পুত্রমাত্রোপেক্ষা ন যুজ্যতে তত্রাহ। বিদুষামিতি বাসুদেবঃ খলু কর্ম্মিলোক ইব নাবিদ্বানতো ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যমহোদধেস্তস্য কিং পুত্রৈরিতি ভাবঃ। নন্বেতাদৃশস্য স্বয়মেব বধার্থমানীতপুত্রস্য তস্য কংসঃ

কারণ সাধুদিগের দুঃসহ কিছুই নাই। পণ্ডিতেরা কোন বস্তুরই অপেক্ষা করেন না! কদর্য্য মনুষ্যদিগের অকার্য্যও কিছুই নাই। আর যাঁহারা ভগবান্ হরিতে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সংসারে সমস্ত বস্তুই পরিত্যাগ করিতে পারেন।

হে রাজন্! কংস বসুদেবের সত্যনিষ্ঠতা ও সাধুতা দর্শনে অতিশয় প্রীত হইয়া, সাহাস্য-বদনে এই কথা বলিলেন, তোমাদিগের অষ্টম পুত্র হইতেই

আভাস।

সেই মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া কৃতার্থ হইব! এই প্রত্যাশায় একান্তঃকরণে সেই সময়ের প্রতীক্ষায় কালাতিপাত করিতেছিলেন। অষ্টম গর্ভে তিনি জন্মিবেন বলিয়া, তদ্গতপ্রাণ হইয়া, অগ্রজাত সাত পুত্রের উপর তাঁহার কোন মায়াই ছিল না। অষ্টম গর্ভের সময় শীঘ্র উপস্থিত হউক্! এই উৎকণ্ঠায় প্রতি বর্ষেই এক এক গর্ভ ধারণ ও অপর সন্তানের প্রাণবধের অনুমোদন জন্য পাপেও তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই॥ ৪৩—১॥

প্রতিযাতু কুমারোঽয়ং নঽস্মাদস্তি মে ভয়ং।
অষ্টমাদ্‌যুবয়োঃ পুত্রান্মৃত্যুর্মে বিহিতঃ কিল।
তথেতি সুতমাদায় যযাবানকদুন্দুভিঃ।
নাভ্যনন্দত তদ্বাক্যমসতোঽবিজিতাত্মনঃ ॥ ৪৪ ॥
নন্দাদ্যা যে ব্রজে গোপা যাশ্চামীষাঞ্চ যোষিতঃ।

অন্বয়ঃ।

অয়ং কুমারঃ প্রতিযাতু, অস্মাৎ কুমারাৎ মে ভয়ং নহি অস্তি। যুবয়োঃ অষ্টমাৎ পুত্রাৎ মে মৃত্যুঃ কিল বিহিতঃ।

আনকদুন্দুভিঃ বসুদেবঃ তথা ইতি তথা অস্তু ইত্যুক্ত্বা সুতং পুত্রং আদায় যযৌ। অবিজিতাত্মনঃ অবশীকৃতেন্দ্রিয়স্য অসতঃ কংসস্য তৎ বাক্যং ন অভ্যনন্দত ॥ ৪৪ ॥

ব্রজে যে নন্দাদ্যাঃ নন্দপ্রভৃতয়ঃ গোপাঃ, যাঃ অমীষাং গোপানাং যোষিতঃ স্ত্রিয়ঃ (যেচ)

শ্রীধরস্বামী।

নেত্যাহ কিমকার্য্যমিতি। নন্বু দেবকী পুত্রং কথং তত্যাজ ইত্যত আহ দুস্ত্যজমিতি চিত্তে ধৃত আত্মা হরির্যৈ স্তেষাং ॥ ৪৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কথং পুত্রং হন্তুমর্হতু কিমত্রাপ্যার্দ্রচিত্তো ন ভবেৎ তত্রাহ কিমকার্য্যমিতি। নন্বু তর্হি সর্ব্বদোষপরিহারায় বসুদেবো গার্হস্থ্যমেব কিং ন তত্যাজ তত্রাহ দুস্ত্যজমিতি। তেন তদ্‌গার্হস্থ্যমপি ত্যক্তুং শক্যমেব কেবলং মৎপুত্রত্বং প্রাপ্স্যতো হরে র্মুখং কদা দ্রক্ষ্যামীতি মনোরথেনৈব গৃহে স্থীয়তে। অতএব ধৃত আত্মা হরিঃ পুত্ররূপী যৈ স্তেষাং তেনৈব হেতুনা পুত্রান্তরেষ্বপি ন স্নিহ্যতে স্ম। অষ্টমপুত্রস্য সময়ঃ শীঘ্রং ভবত্বিত্যুৎকণ্ঠয়ৈব প্রতিবর্ষমেকৈকো গর্ভ আধীয়তেস্ম। বালবধে স্বস্যানুমন্তৃত্বলক্ষণপাপস্বীকারশ্চেত্যাদি তত্ত্বমবধেয়ং ॥

সমত্বং পুত্রেঽপি মমত্বাভাবাৎ সর্ব্বত্র সাম্যং ॥ ৪৪ ॥

নন্দাদ্যা ইতি শ্রীশুকোক্তিঃ। যদ্বা শ্রীনারদোক্তি স্তথাহি অবতরিষ্যতঃ স্বাভীষ্টদেবস্য শীঘ্রদর্শনেন স্বমানন্দয়িতুং শীঘ্রং তৎপ্রাদুর্ভাবকারণং কংসকর্ত্তৃকবৈষ্ণবদ্রোহং প্রবর্ত্তয়ন্ দেবানানন্দয়িতুং তেন ভক্তদ্রোহেণৈব কংসঞ্চ ঘাতয়িতুং কংসদাস্যমানখেদানামপি তেষা-

---

আমার মৃত্যুভয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে; এই বালক হইতে আমার ভয়ের কোন সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে এই কুমার গৃহে প্রত্যাগমন করুক্!

বসুদেব তদনুসারে পুত্রটী লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন বটে, কিন্তু অব্যবস্থিতচেতা দুর্ম্মতি কংসের বাক্যে তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা না হওয়ায়, তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না ॥ ৪৪ ॥

নন্দ প্রভৃতি গোপগণ, তাহাদিগের স্ত্রীগণ, বসুদেব প্রভৃতি যাদবগণ ও

বৃষ্ণয়ো বসুদেবাদ্যা দেবক্যাদ্যা যদুস্ত্রিয়ঃ ॥ ৪৫ ॥
সর্ব্বে বৈ দেবতাপ্রায়া উভয়োরপি ভারত।
জ্ঞাতয়ো বন্ধু-সুহৃদো যেচ কংসমনুব্রতাঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ।

বসুদেবাদ্যাঃ বৃষ্ণয়ঃ বৃষ্ণিবংশসম্ভূতাঃ। যে চ দেবক্যাদ্যাঃ যদুস্ত্রিয়ঃ যদুকুলনার্য্যঃ ॥ ৪৫ ॥

হে ভারত পরীক্ষিৎ যে চ কংসং অনুব্রতাঃ অনুগতাঃ উভয়োঃ যদুগোপকুলয়োঃ অপি জ্ঞাতয়ঃ বন্ধুসুহৃদঃ সর্ব্বে বৈ নিশ্চিতং দেবতাপ্রায়াঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কংসস্য শান্তির্দেবকার্য্যানুগুণ্যা ন ভবতীতি নারদস্য প্রত্যবস্থানং তদাহ নন্দাদ্যা ইতি ত্রয়েণ ॥ ৪৫ ॥

উভয়োর্ব্বসুদেব-নন্দকুলয়োঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মদ্ভিন্নভক্তানাং ভগবদাবির্ভাবনিশ্চয়জ্ঞাপকায় স্বস্মৈ প্রীত্যতিশয়মাপ্নুবঃ সহস্রঞ্চ দাস্যমানানাং ভগবদ্দিদৃক্ষানন্দঞ্চ প্রবর্দ্ধয়ন্ হরির্নৌ পুত্রো ভবিতা নবেতি সন্দিহানৌ দেবকীবসুদেবৌ সন্দেহোচ্ছেদনেনানন্দসিন্ধুষু মজ্জয়ন্ তেনৈব বন্ধনক্লেশোৎকর্ষমপি হর্ষবিশেষং মানয়ন্ সূচকেঽপি স্বস্মিন্ সন্তোষয়ন্ মিথ্যাসৌহার্দ্দাবিষ্কারেণ সানুগকংসমপি স্বানুকূলীকুর্ব্বন্নারদো মুনিরাগত্য কংসং প্রতি রহস্যমাহ নন্দাদ্যা ইতি দ্বাভ্যাং ॥ ৪৫ ॥

কেষাঞ্চিদ্দৈত্যত্বাৎ প্রায়শব্দপ্রয়োগঃ। ভা তামসী কান্তির্যস্যাং রতেতি কংসসম্বোধনং। উভয়োর্বসুদেবনন্দকুলয়োঃ শংসয়ামাস শশংস ॥ ৪৬ ॥

দেবকী প্রভৃতি যদুকুলের স্ত্রীগণ, ইহারা প্রায় সকলেই দেবতা ॥ ৪৫ ॥

আর নন্দ ও বসুদেবের যে সকল জ্ঞাতি, বন্ধু ও সুহৃদ্‌গণ কংসের অনুগত হইয়া রহিয়াছে, তাহারাও সকলে দেবতাংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৪৬ ॥

আভাস।

এদিকে ভগবদ্ভক্ত নারদ ভগবৎ সন্দর্শনার্থ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। মৃতবৎসা অতি সত্বর গর্ভধারণ করেন, অতএব পূর্ব্ববর্ত্তী গর্ভ কয়েকটী নষ্ট হইলে, ভগবানের আবির্ভাব অতি সত্বর ঘটিবে; এবং বৈষ্ণববিদ্বেষী করিতে পারিলে, কংসনিধনেরও কোন সন্দেহ থাকে না; এই মানসে কপট সৌহার্দ্দ অবলম্বনে ঋষি কংস-সন্নিধানে গমন করিয়া, আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। অর্থাৎ কংস যে পূর্ব্বজন্মে কালনেমি ছিলেন এবং বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন, এ জন্মে কংসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হইলেও, পূর্ব্বশত্রুতা নিবন্ধন দেবরক্ষক বিষ্ণু স্বয়ং দেবকীর উদরে জন্ম পরিগ্রহ

এতৎ কংসায় ভগবান্ শংসয়ামাস নারদঃ।
ভূমের্ভারায়মাণানাং দৈত্যানাঞ্চ বধোদ্যমং।
ঋষে র্বিনির্গমে কংসো যদূন্ মত্বা সুরানিতি।
দেবক্যা গর্ভসম্ভূতং বিষ্ণুঞ্চ স্ববধং প্রতি।
দেবকীং বসুদেবঞ্চ নিগৃহ্য নিগড়ৈ র্গৃহে।
জাতং জাতমহন্ পুত্রং তয়োরজনশঙ্কয়া ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ।

ভগবান্ নারদঃ ভূমেঃ ভারায়মাণানাং ভারভূতানাং দৈত্যানাং বধোদ্যমং চ এতৎ কংসায় শংসয়ামাস কথয়ামাস।

ঋষেঃ নারদস্য, বিনির্গমে প্রয়াণে সতি কংসঃ যদূন্ সুরান্ দেবান্, ইতি তথা বিষ্ণুং স্ববধং প্রতি দেবক্যাঃ গর্ভসম্ভূতং ইতি চ মত্বা, দেবকীং বসুদেবং চ গৃহে নিগড়ৈঃ শৃঙ্খলৈঃ নিগৃহ্য বদ্ধা, অজন-শঙ্কয়া বিষ্ণুশঙ্কয়া, তয়োঃ বসুদেবদেবক্যোঃ জাতং জাতং পুত্রং অহন্ হন্তিস্ম ॥ ৪৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বধোদ্যমং দেবকৃতমিতি শেষঃ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিষ্ণুঞ্চ স্ববধং প্রতীতি পূর্ব্বশক্র র্বিষ্ণুর্দেবক্যামাবির্ভূ য় ত্বাং বধিষ্যতীতি নারদেনোক্তং তত্তৎ সর্ব্ব এব শুশ্রূষুশ্চেত্যপি জ্ঞেয়ং। অজনো বিষ্ণুস্তচ্ছঙ্কয়া ॥ ৪৭ ॥

ভগবান্ নারদ এই সমস্ত কথা কংসকে অবগত করাইলেন এবং আরও বলিলেন যে, পৃথিবীর ভারভূত দৈত্যগণের বিনাশের জন্যই দেবগণ এত উদ্‌যোগ করিতেছেন।

দেবর্ষি নারদ এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলে, কংস যদুবংশীয় বীরগণকে দেবতা এবং স্বয়ং বিষ্ণুই তাঁহার বধের উদ্দেশ্যে দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইবেন বলিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল।

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, কংস, বসুদেব ও দেবকীকে নিগড়বদ্ধ করত কারাগারে নিক্ষেপ করিল এবং তাঁহাদিগের পুত্র জন্মিবা মাত্র বিষ্ণুর আশঙ্কায় বধ করিতে লাগিল ॥ ৪৭ ॥

আভাস।

করিতেছেন এবং নন্দ, বসুদেব, যশোদা ও দেবকী প্রভৃতি দেবতাগণ ভগবৎ কার্য্যসিদ্ধ্যর্থ মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এমন কি! ব্রজবাসী গোপ গোপী সকল বা বৃষ্ণিবংশীয় স্ত্রী ও পুরুষগণ সকলেই দেবাংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, অসুর-নিসূদনার্থ বিষ্ণুপক্ষ আশ্রয়

মাতরং পিতরং ভ্রাতৃন্ সর্ব্বাংশ্চ সুহৃদঃ সখীন্।
ঘ্নন্তি হ্যসুতৃপো লুব্ধা রাজানঃ প্রায়শো ভুবি।
আত্মানমিহ সংজাতং জানন্ প্রাগ্বিষ্ণুনা হতং।
মহাসুরং কালনেমিং যদুভিঃ স ব্যরুধ্যত।

অন্বয়ঃ।

অসুতৃপঃ স্বপ্রাণান্ তর্পয়ন্তঃ, লুব্ধাঃ রাজানঃ ভুবি মাতরং পিতরং ভ্রাতৃন্ সুহৃদঃ সর্ব্বান্ সখীন্ চ প্রায়শঃ ঘ্নন্তি।

প্রাক্ বিষ্ণুনা হতং মহাসুরং কালনেমিং ইহ অস্মিন্ বংশে সংজাতং স্বয়ং আত্মানং চ জানন্ সঃ যদুভিঃ সহ ব্যরুধ্যত বিরোধং কৃতবান্।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কংসাদীনাং দুর্জ্জনানামেতন্ন চিত্রমিত্যাহ মাতরমপি কিমুত পিতরমিত্যেবং যথাপূর্ব্বং গুরুত্বাধিক্যং॥

জানান্ নারদবচনাৎ॥

এই পৃথিবীতে ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র কামাত্মা রাজাগণ স্বীয় সুখ-সম্ভোগার্থ মাতা, পিতা, ভ্রাতা, সুহৃদ্ এবং সখাদিগকেও বধ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না।

পূর্ব্বে বিষ্ণু কালনেমি নামক মহাসুরকে নিধন করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই অসুরই কংসরূপে জন্মগ্রহণ করত, আপনার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া, যদুদিগের সহিত বিরোধ করিতে আরম্ভ করিল।

তাহার পিতা উগ্রসেন যদু, ভোজ ও অন্ধকদিগের অধিপতি ছিলেন; কংস এক্ষণে তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া, শূরসেন প্রভৃতি প্রদেশ

আভাস।

করিয়াছেন। আরও তাহাকে বলিলেন, যে অষ্টম গর্ভই যে তোমার হন্তা বলিয়া আকাশ-বাণী উল্লেখ করিয়াছেন, ও কেবল তোমাকে নিশ্চিন্তভাবে প্রতীকারে পরাঙ্মুখ হইয়া কালাতিপাতের জন্য নিরস্ত করা মাত্র। কিন্তু অষ্টম অর্থে গর্ভ গণনা দ্বারা প্রত্যেকটীই অষ্টম হইতে পারে। যেমন দ্বিতীয় হইতে আরম্ভ করিলে, গণনায় প্রথমটী অষ্টম হয়; আবার তৃতীয় হইতে আরম্ভ করিলে, দ্বিতীয়টী অষ্টম হয়। এইরূপে যখন দেবকীর আটটী সন্তান পরস্পরের গণনায় প্রত্যেকটীই অষ্টম বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে পারে; অতএব আপনার প্রাণরক্ষার্থ কংসের বিশেষ বিবেচনার সহিত কার্য্য করা কর্ত্তব্য, ইহাই তাঁহাকে উপদেশ দিয়া, নারদ প্রস্থান করিলেন॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥

উগ্রসেনঞ্চ পিতরং যদুভোজান্ধকাধিপং।
স্বয়ং নিগৃহ্য বুভুজে শূরসেনান্ মহাবলঃ ॥ ৪৮ ॥
॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥ * ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥
প্রলম্ব বক চানূর তৃণাবর্ত্ত মহাশনৈঃ।
মুষ্টিকারিষ্ট দ্বিবিদ পূতনা কেশি ধেনুকৈঃ।

অন্বয়ঃ।

মহাবলঃ কংসঃ যদুভোজান্ধকাধিপং পিতরং উগ্রসেনং চ নিগৃহ্য কারাগারে বদ্ধা শূরসেনান্ শূরসেনসংজ্ঞকান্ দেশান্ স্বয়ং বুভুজে শশাস ॥ ৪৮ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ঃ।

প্রলম্ব বক চানূর তৃণাবর্ত্ত মহাশনৈঃ মুষ্টিকারিষ্টদ্বিবিদপূতনাকেশিধেনুকৈঃ বাণভৌমা-

শ্রীধরস্বামী।

নিগড়ৈঃ শৃঙ্খলৈঃ। অজনো বিষ্ণু স্তচ্ছক্তয়া ॥ ৪৮ ॥

ইতি দশমে প্রথমঃ ॥ * ॥

দ্বিতীয়ে কংসঘাতায়, দেবক্যা গর্ভগো হরিঃ।
ব্রহ্মাদিভিঃ স্তুতঃ সাচ সান্ত্বিতেতি নিরূপ্যতে ॥ * ॥

যদুভিঃ স ব্যরুধ্যতেত্যুক্তং, তমেব বিরোধং প্রপঞ্চয়তি। ত্বরয়া দেবকীগর্ভস্থাশুক্র

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শূরসেনান্তর্গতত্বান্মাথুরানপি ॥ ৪৮ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
দশমে প্রথমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥ ১ ॥ * ॥

গর্ভং সঙ্কার্য্য রোহিণ্যাং দেবক্যা যোগমায়য়া।
তস্যাঃ কুক্ষিং গতঃ কৃষ্ণো দ্বিতীয়ে বিবুধৈঃ স্তুতঃ ॥

যদুভিঃ স ব্যরুধ্যত ইত্যুক্তং তমেব বিরোধং প্রপঞ্চয়তি প্রলম্বেতি সার্দ্ধত্রয়েণ।

সকল আপনি ভোগ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪৮ ॥

ইতি দশম স্কন্ধে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

শুকদেব কহিলেন। মগধরাজ জরাসন্ধের একান্ত আশ্রিত মহাবল পরাক্রান্ত কংস প্রলম্ব, বক, চানূর, তৃণাবর্ত্ত, অঘাসুর, মুষ্টিক, অরিষ্ট (বৃষাসুর),

অন্যৈশ্চাসুরভূপালৈর্বাণভৌমাদিভির্যুতঃ।
যদূনাং কদনং চক্রে বলী মাগধসংশ্রয়ঃ।
তে পীড়িতা নিবিবিশুঃ কুরু পাঞ্চাল কেকয়ান্।
সাল্বান্ বিদর্ভান্ নিষধান্ বিদেহান্ কোশলানপি ॥ ১ ॥
একে তমনুরুন্ধানা জ্ঞাতয়ঃ পর্য্যুপাসতে ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।

দ্বিবিঃ অন্যৈঃ অসুরভূপালৈঃ চ যুতঃ বলী (কংসঃ) মাগধসংশ্রয়ঃ জরাসন্ধং আশ্রিতঃ সন্ যদূনাং কদনং পীড়নং, চক্রে ॥ ১ ॥

তে যাদবাঃ পীড়িতাঃ সন্তঃ কুরুপাঞ্চাল-কেকয়ান্, সাল্বান্, বিদর্ভান্, নিষধান্, বিদেহান্ কোশলান্ দেশান্ অপি নির্বিবিশুঃ নিবাসং চক্রুঃ। একে কতিপয়াঃ জ্ঞাতয়ঃ তং কংসং অনুরুন্ধানাঃ অনুবর্ত্তমানাঃ পর্য্যুপাসতে ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সঞ্চারেণ ভগবতঃ প্রবেশং বক্তুং প্রলম্বেত্যাদিনা সার্দ্ধত্রয়েণ। মহাশনঃ অঘাসুরঃ ॥ ১ ॥
অনুরুন্ধানাঃ অনুবর্ত্তমানাঃ ॥ ২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মহাশনোঽঘাসুরঃ ॥ ১ ॥
একেঽক্রূরাদয়ঃ শ্রীকৃষ্ণাবতারদর্শনোৎকণ্ঠাবন্তঃ তং কংসমনুরুন্ধানা তদাজ্ঞাবর্ত্তিনঃ ॥ ২ ॥

দ্বিবিদ, পূতনা, কেশি, ধেনুক, বাণ এবং নরকাসুর প্রভৃতি অসুর-ভূপতিগণের সহায়তায় যাদবদিগকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল।

যাদবগণ উদ্বেজিত হইয়া কুরু, পাঞ্চাল, কেকয়, সাল্ব, বিদর্ভ, নিষধ, বিদেহ এবং কোশল প্রভৃতি দেশে পলায়ন পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিল ॥১॥

কতকগুলি জ্ঞাতি কংসের অনুবর্ত্তন করিয়া, তাহারই সেবা করিতে লাগিল ॥ ২ ॥

আভাস।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কংস একে একে দেবকীর ছয়টী গর্ভ ধ্বংস করিলে, অষ্টম গর্ভে বাসুদেব আবির্ভূত হইলেন; তখন ব্রহ্মাদি দেবতাগণ তথায় একত্র হইয়া ভূতভাবন ভগবানের স্তব করত দেবকীকে আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন, ইহাই বর্ণিত আছে।

এদিকে কংস আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ জরাসন্ধাদি যাবতীয় অসুর নরপতিগণে সংমিলিত হইয়া, শত্রুপক্ষ যদুগণের উপর নিতান্ত অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। যদুবংশীয়গণ কংসের উৎপীড়নে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া প্রাণভয়ে অন্যান্য নৃপতির শরণাগত হইয়া, কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে নিতান্ত ভক্ত অক্রূরাদি কয়েকজন মাত্র সত্বর ভগবৎসন্দর্শন

হতেষু ষট্‌সু বালেষু দেবক্যা ঔগ্রসেনিনা।
সপ্তমো বৈষ্ণবং ধাম যমনন্তং প্রচক্ষতে।
গর্ভো বভূব দেবক্যা হর্ষশোকবিবর্দ্ধনঃ।
ভগবানপি বিশ্বাত্মা বিদিত্বা কংসজং ভয়ং।
যদূনাং নিজনাথানাং যোগমায়াং সমাদিশৎ।
গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কৃতং ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।

ঔগ্রসেনিনা কংসেন দেবক্যাঃ ষট্‌সু বালেষু পুত্রেষু হতেষু সৎসু, বৈষ্ণবং ধাম বিষ্ণোঃ অংশঃ হর্ষশোকবিবর্দ্ধনঃ দেবক্যাঃ সপ্তমঃ গর্ভঃ বভূব, যং বিষ্ণোঃ অংশং অনন্তং প্রচক্ষতে আহ।

বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিঃ অপি নিজনাথানাং স্বাশ্রিতানাং যদূনাং কংসজং ভয়ং বিদিত্বা যোগমায়াং সমাদিশৎ আদিষ্টবান্। হে ভদ্রে দেবি! গোপগোভিঃ অলঙ্কৃতং ব্রজং গচ্ছ ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ধাম কলা তদেব সপ্তমো গর্ভো বভূব। কিং তদ্ধাম ইত্যত আহ যমনন্তমিতি, হর্ষশোকবিবর্দ্ধনঃ আনন্দরূপস্যাবতীর্ণত্বাৎ হর্ষঃ, পূর্ব্বগর্ভসাধারণদৃষ্ট্যাচ শোকঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সপ্তমো গর্ভো বভূব যং গর্ভমনন্তং প্রচক্ষতে। কীদৃশং বৈষ্ণবং ধাম কৃষ্ণস্যাংশমিত্যর্থঃ। সাক্ষাদানন্দস্য কুক্ষিগতত্বাদ্ধর্ষঃ, কংসো বধিষ্যতীতি বুদ্ধ্যা শোকঃ ॥ ৩ ॥

কংস দেবকীর ছয়টী পুত্র বিনাশ করিলে, বৈষ্ণবাংশ অনন্তদেব সপ্তম গর্ভে প্রবেশ করিলেন; সেই গর্ভ দর্শনে দেবকীর হর্ষ ও শোক উভয়ই যুগপৎ উদিত হইল।

যাদবগণ ভগবানের নিতান্ত আশ্রিত ভক্ত। বিশ্বাত্মা ভগবান্, কংস হইতে তাহাদিগের ভয় জানিতে পারিয়া, যোগমায়াকে আদেশ করত বলিলেন, হে ভদ্রে! গোপ ও গো সমূহে পরিশোভিত ব্রজভূমে তুমি সত্বর গমন কর ॥ ৩ ॥

আভাস।

লাভের প্রত্যাশায় কংসের আজ্ঞাবহ হইয়া, অতিশয় হীনবেশেই তথায় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন ॥ ১ । ২ ॥

বসুদেব-পত্নী দেবকী একে একে ছয় বৎসরে যে ছয়টী সন্তান প্রসব করিলেন, ক্রূরকর্ম্মা কংস প্রাণভয়ে ভীত হইয়া নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায়, জাতমাত্রেই একে একে সেই ছয় পুত্রকে সংহার করিল। তাঁহারা ছয়জন মরীচির পুত্র দেবতা; পূর্ব্বে ব্রহ্মা কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া,

রোহিণী বসুদেবস্য ভার্য্যাস্তে নন্দগোকুলে।
অন্যাশ্চ কংসসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।

নন্দগোকুলে নন্দগোপরাজস্য গোকুলাখ্যে বাসস্থানে বসুদেবস্য ভার্য্যা রোহিণী আস্তে প্রতিবসতি। অন্যাঃ বসুদেবভার্য্যাঃ চ কংসসংবিগ্নাঃ কংসভীতাঃ সত্যঃ বিবরেষু অলক্ষ্যস্থানেষু হি বসন্তি ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নন্বু সা গোকুলে কিমিত্যাস্তে, অত আহ অন্যাশ্চেতি, ন কেবলং, সৈব অন্যা অপীতি, বিবরেষু অলক্ষ্যস্থানেষু ॥ ৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইদানীং স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণোঽপি যোগমায়াং বিমলাদীনাং চিচ্ছক্তিবৃত্তীনাং পঞ্চমীং ॥

নন্দগোকুলে রোহিণ্যাস্তে ইতি যজ্ঞগর্ত্তবধানন্তরং রোহিণ্যা অপি জাতং গর্ত্তমালক্ষ্য রহসি লোকদ্বারা বসুদেবেনৈব সা প্রেষিতা কংসাৎ সংবিগ্না ভীতাঃ বিবরেষু রহস্যস্থলেষু ॥ ৪ ॥

বসুদেবপত্নী রোহিণী গোকুলে নন্দগৃহে বাস করিতেছেন। বসুদেবের অন্যান্য পত্নীগণও কংসভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া, পর্ব্বত-গহ্বরাদি প্রচ্ছন্ন স্থানে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৪ ॥

আভাস।

অসুর কালনেমির ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু পূর্ব্ব শাপ বশত কাতর হইয়া, অসুরজন্মেও ব্রহ্মার উপাসনায় রত হন। তাহাতে হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহাদিগকে পিতৃহন্তে নিধন হইবেন বলিয়া অভিসম্পাত করেন। এক্ষণে কংসরূপী পিতা কালনেমির হস্তে তাঁহারা নিহত হইয়া, শাপ বিমুক্ত হইলেন। সপ্তম বারে অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণের বাস মন্দির পরিষ্কার উপলক্ষে দেবকীর উদরে প্রবিষ্ট হইলে, তাঁহার সপ্তম গর্ত্ত বলিয়া পরিলক্ষিত হইল। দেবকী সাক্ষাৎ আনন্দমূর্ত্তি অনন্তদেবকে কুক্ষিতে ধারণ করত, আনন্দের চরম সীমায় উপনীত হইলেন বটে, কিন্তু দুর্দ্দান্ত কংসের দুরাচার স্মরণ করিয়া, পুনরায় শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। মনে মনে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীনিবাসের শরণাপন্ন হইয়া, কতই আত্মবেদনা নিবেদন করিলেন। কিন্তু ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু পূর্ব্বেই তাহার আয়োজন করিয়াছেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মাদি দেবতাগণকে আদেশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে স্বভক্ত যদুগণকে কংসভয় হইতে উদ্ধার করিবার মানসে স্বকীয় বৈষ্ণবী শক্তি যোগমায়াকে আদেশ করিলেন যে, তিমি ব্রজে গমন পূর্ব্বক দেবকীগর্ত্ত হইতে অনন্তদেবকে আকর্ষণ করত, রোহিণীর উদরে সংস্থাপন করেন। যে মহামায়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মারও মোহ উৎপাদন করত, সম্বৎসর পর্য্যন্ত বৎস বালকাদি রচনা দ্বারা ক্রীড়া করাইয়াছিলেন, তাঁহার সমক্ষে সামান্য সৃষ্ট কংসের আর কতই পরাক্রম সম্ভব হইবে! ৩ ॥ ৪ ॥

দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকং।

অন্বয়ঃ।

দেবক্যাঃ জঠরে (সন্তং) তৎ শেষাখ্যং শেষনামকং মামকং ধাম মদংশভূতং গর্ভং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মামকং ধাম মদংশভূতং বলদেবস্বরূপং কীদৃশং শেষ ইত্যংশেন আখ্যা যস্য যস্যৈ-কাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতে ইত্যগ্রিমোক্তেঃ। অতএব তস্য রোহিণী নিত্যমাতৃক-ত্বেঽপি দেবক্যা গর্ভে মৎপ্রবেশানুরোধেনৈব প্রথমং তেন প্রবিষ্টং ততঃ স্বাংশং মন্নিবাস-শয্যাসনাদ্যাত্মকং শেষং তত্র দেবকীগর্ভে স্থাপয়িত্বৈব স্বমাতুঃ রোহিণ্যা গর্ভে যিয়াসদিত্যর্থঃ। নন্থ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপায়াং ভগবৎপ্রকাশিকায়াং মহাশক্তৌ দেবকীদেব্যাং প্রাকৃতানাং ষড়্গর্ভাণাং কথং প্রবেশঃ সমুচিতীভবতি, সত্যং শুদ্ধসত্ত্বরূপে শ্রীভগবতি সমষ্টিব্যষ্টীনাং প্রবিষ্টত্বেঽপি যথা ন তদ্‌যোগস্তথৈব দেবক্যামপি ষড়্গর্ভাণামিত্যর্থঃ। যদুক্তং। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ। নচ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরমিতি। কিন্তু জনেষু ভক্তিপরিপাটীপ্রদর্শনার্থমেবেয়ং লীলাবগম্যতে। তথাহি ভক্তজনে শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণা ভক্তি স্তিষ্ঠতি তদ্‌গর্ভ এব তদানুসঙ্গিকফল-ভূতত্বাৎ ষড়্‌বিষয়ভোগাশ্চ তিষ্ঠন্তি হন্ত এতেরেব সংসারান্ধকূপে পতিষ্যামীতি ততঃ প্রকটীভূতাদ্ভয়াৎ কালেন তে নিবর্ত্তন্তে চ। ততো

আমার অংশ অনন্তদেব দেবকীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছেন; তাঁহাকে আকর্ষণ

আভাস

ভগবান্ সপ্তম গর্ভকে "মামকং শেষাখ্যং ধাম" বলিয়া নির্দ্দেশ করায়, বলদেবকে নিজ শক্তি স্বরূপ বলিয়া প্রকাশ করিলেন। অর্থাৎ যে শক্তিতে নিজে সতত প্রতিষ্ঠিত আছেন, স্থূল ভূত হইতে মহত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ড উপাদানের অন্ত হইলেও, অবশেষে যে শক্তি অচিন্ত্য অনির্ব্বাচ্যভাবে নিত্য বিরাজ করিতেছেন; মুনিগণ ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া, তদ্গতপ্রাণে যোগে আরোহণ করিলে, যে শক্তি সঞ্চারে অণিমাদি অষ্ট প্রকার বিভূতিতে বিভূষিত হইয়া দেবাদির বাঞ্ছনীয় বৈভব প্রকাশে সমর্থ হন, অবসানের অবসানরূপে যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছেন, সেই ভুবনাধার অনন্তদেবই এস্থলে শেষ শব্দের বাচ্য। তাঁহার প্রকাশের আধার দেবী রোহিণী বিদ্যমান থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশানুরোধে দেবকীর গর্ভ সংস্কারার্থই তথায় তাঁহার প্রবেশ হইয়াছিল। যেমন ভৃত্য প্রভুমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বামীর ব্যবহারোপযোগী শয়নাসনাদি আবশ্যক সামগ্রী যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াই প্রস্থান করে, স্বয়ং কিছু সে সমস্ত ব্যবহার করে না, সেইরূপ অনন্তদেবও শ্রীকৃষ্ণের বাসমন্দির সম্মার্জিত করিয়াছিলেন মাত্র।

ঋষিগণ জন্ম জন্মান্তরের পুণ্যফলে যোগে প্রবৃত্ত হইয়া, বহুকালের সাধনায় সিদ্ধ হইয়া যে কৃষ্ণধন কেবল মাত্র চিত্তে অধিষ্ঠিত দেখিতে পান, সামান্য মাত্র বিষয়-সম্ভোগ-বায়ুর উদ্দীপনেই যিনি হৃদয় হইতে অন্তর্হিত বোধ হয়, সেই বিভু বিগ্রহ ধারণে যেখানে আবির্ভূত

তৎ সংনিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সংনিবেশয় ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।

সংনিকৃষ্য রোহিণ্যাঃ উদরে সংনিবেশয় স্থাপয় ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

জঠরে সন্তং ননু গর্ভ আকৃষ্যমানঃ কথং জীবেদিত্যত আহ মামকং ধামেতি তত্ততঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভগবদ্‌যশঃশ্রবণকীর্ত্তনপরিচর্য্যাদিময়ী ভক্তিরতিপ্রবৃদ্ধা ভবতি, তস্যাং চ ভগবান্ রূপগুণ-মহোদধিঃ প্রাদুর্ভবতি ভক্তের্ভগবৎপ্রকাশক-শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপত্বাৎ ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তীতি শ্রুতেঃ। এবমেব মরীচির্মনসোঽভবদিতি শ্রবণান্মরীচের্মনোঽবতারত্বং তৎপুত্রাণাং যণ্ণাং শব্দাদিতি ষড়্‌বিষয়াবতারত্বং দেবক্যা ভগবৎপ্রাদুর্ভাবকত্বাদ্ভক্ত্যবতারত্বং। ভয়াৎ কংস ইতি শ্রবণাদ্ভয়ময়ত্বেন কংসস্য ভয়াবতারত্বং। অতো ভক্তিগর্ভগতানাং ষড়্‌বিষয়াণাং-যথা সংসারভয়মেব নিবর্ত্তকং তথৈব দেবকীষড়্গর্ভাণাং কংসো হন্তা বিষয়নিবৃত্তৌ সত্যাং যথা ভক্তিগর্ভে ভগবদ্‌যশঃপরিচর্য্যাদিময়ী প্রেমভক্তিরেব ভবেৎ তথৈব দেবক্যাং ষড়্গর্ভ-নিবৃত্ত্যানন্তরং সপ্তমো গর্ভো ভগবদ্‌যশোনিবাসশয্যাসনচ্ছত্রাদিরূপোঽনন্তঃ। ততঃ প্রেম-ভক্ত্যাবির্ভাবানন্তরং যথা ভগবৎসাক্ষাৎকারো ভক্তেরষ্টমো গর্ভস্তথৈব দেবক্যাশ্চাষ্টমো গর্ভো ভগবানিতি তত্ত্বং দ্রষ্টব্যং ॥ ৫ ॥

করিয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিতে হইবে ॥ ৫ ॥

আভাস।

হইবেন, সেই বাসুদেবের আধাররূপা দেবকী একজন সামান্য মানবী বলিয়া কখনই পরিগণিতা নহেন। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা ভগবৎপ্রকাশিকা মহাশক্তিই এখানে দেবকীরূপে আগমন করিয়াছিলেন। অতএব এস্থলে বক্তব্য এই যে, তাদৃশ দেবকী দেবীতে প্রাকৃত ছয়টী গর্ভের প্রবেশ কখনই সঙ্গত নহে। যেমন শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানে সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে সমগ্র জগৎ প্রবিষ্ট হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে সেখানে কোন ভাবান্তর ঘটে না, গীতা বাক্যেও উক্ত হইয়াছে "মৎ স্থানীতি" সমস্ত বস্তুই ভগবানের আশ্রয়ে আছে, কিন্তু তিনি কিছুতেই লিপ্ত নাই, ইহাই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব; সেইরূপ দেবকীর ছয়টী গর্ভ কেবল নাম মাত্র; তাহাতে দেবকী স্বরূপের কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। কেবল ভক্তির পারিপাট্য প্রদর্শনার্থই এই লীলা প্রকটিত হইয়াছে। এক ভক্তিতেই ভগবৎপ্রাপ্তি হয় বটে, কিন্তু তন্মধ্যে আনুসঙ্গিক ষড়্‌বিধ বিষয় সম্ভোগও হইয়া থাকে। কিন্তু ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "তে সমাধা-বুপসর্গাঃ ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ"। এই সকল সম্ভোগ ভোগদশার সিদ্ধি বলিয়া পরিগণিত বটে, কিন্তু ভক্ত যোগীর হেয়। কারণ ভোগে চিত্ত আসক্ত হইলে, ঈশ্বর-লাভের বিলম্ব হয়। অতএব ভজন-মার্গে অগ্রসর হইলে, যে ষড়্‌বিধ ভোগ আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়, ভগবৎপ্রাপ্তির ব্যাঘাত ভয়ে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করত আশ্বস্তচিত্তে ভগবদ্ভাবের শুভ

অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।

অন্বয়ঃ।

হে শুভে মায়ে, অথ অহং অংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং প্রাপ্স্যামি। ত্বং সন্দপত্ন্যাং

শ্রীধরস্বামী।

কিমর্থমেবং কার্য্যং ইত্যত আহ অথেতি, অনন্তরমেবেত্যর্থঃ। অংশভাগেনেতি অংশৈঃ শক্তিভি র্ভজতেঽধিতিষ্ঠতি সর্ব্বান্ ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তান্ ইতি অংশভাগঃ, তেন পরিপূর্ণেন রূপেণেত্যর্থঃ। যদ্বা অংশৈ জ্ঞানৈশ্বর্য্যবলাদিভি র্ভাজয়তি যোজয়তি স্বীয়ানিতি তথা তেনেতি। যদ্বা অংশেন পুরুষরূপেণ মায়য়া ভাগো ভজনং ঈক্ষণং যস্য তেন।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অংশৈ র্জ্ঞানবলাদিভি র্ভজন মনুবর্ত্তনং ভক্তেষু যস্য তেন সর্ব্বথা পরিপূর্ণস্বরূপেণেতি ভাবার্থদীপিকায়াং অংশানাং ভাগঃ প্রবেশো যত্র তেন পূর্ণেন স্বরূপেণেতি। অংশানাং ব্রহ্মাদীনাং ভাগেন ভাগধেয়েন হেতুনেতি। ত্বয়ং বৈষ্ণবতোষণ্যাং। যদ্বা অংশভাগেন অংশাংশেন পুত্রতাং পুত্রভাবং প্রাপ্স্যামি নতু সর্ব্বাংশেনেত্যতঃ সা দেবকী ময়ি

আমিও অংশভাগ ক্রমে (পূর্ণরূপে) দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার

আভাস।

আগমনের প্রতীক্ষা করা কর্ত্তব্য। তখন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয়ের ন্যায় পরিচর্য্যাজনিত প্রেমভক্তির প্রাচুর্য্যে হৃদয়মন্দিরে ভগবদ্‌যশোরাশির বিকাশ হইয়া, সাধক পবিত্র হন; পরক্ষণেই রূপগুণের মহাসমুদ্রস্বরূপ ঈশ্বর হৃদয়ে উদয় হইয়া সাধককে কৃতার্থ করেন। এবং "মরীচি র্মনসোঽভবৎ" এই শ্রুতি অনুসারে, মরীচিই মনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; ভক্তির পরিচর্য্যায় মনের ছয়টী ভোগ্য বিষয়কেই এখানে মরীচির ছয় পুত্র বলিয়া লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ দেবকী দেবীতে ভক্তির মাহাত্ম্যে একে একে মনোনিষ্ঠ ছয়টী গর্ভকে ভয়স্বরূপ কংস কর্ত্তৃক নিবারণ করাইয়া, সপ্তম গর্ভে ভগদদৈশ্বর্য্য অনন্তদেবের আবির্ভাব হইল। অনন্তর ভক্তির অষ্টম দশা ভগবৎ সাক্ষাৎকারের ন্যায় দেবকীর অষ্টম গর্ভে বাসুদেব জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। ইহাই গ্রহণীয় গূঢ় তাৎপর্য্য ॥ ৫ ॥

ভগবান্ মহামায়াকে বলিলেন আমি, অংশভাগে (পূর্ণরূপে) দেবকীর পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিব; অথচ বাৎসল্য সুখ যশোদাকে প্রদান করিব। তুমি যশোদা-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে মাত্র, পরে সকলের অলক্ষিতভাবে ব্রজে থাকিবে; সুতরাং কন্যা লালন পালন জনিত আনন্দ তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিবে না। এখানে "অংশ ভাগেন" অর্থে শ্রীধরস্বামী অনেক প্রকার ভাব উদ্ভাবন করিয়াছেন। প্রথমতঃ অংশ শব্দের অর্থ শক্তি। স্বকীয় অংশ নামক শক্তিসমূহ দ্বারা ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুতে যিনি অধিষ্ঠান করিতেছেন। অর্থাৎ পূর্ণরূপে। কিম্বা যিনি (অংশৈঃ) জ্ঞান ঐশ্বর্য্য ও বলাদি দ্বারা স্বীয় ভক্তগণকে যিনি পুষ্ট করিয়া থাকেন; অথবা (অংশেন) পুরুষরূপে মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করত যিনি জগতের

প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি ॥ ৬ ॥
অর্চ্চিষ্যন্তি মনুষ্যা স্ত্বাং সর্ব্বকামবরেশ্বরীং।
নানোপহারবলিভিঃ সর্ব্বকামবরপ্রদাং।

অন্বয়ঃ।

যশোদায়াং ভবিষ্যসি ॥ ৬ ॥

মনুষ্যাঃ সর্ব্বকামবরেশ্বরীং সর্ব্বকামানাং নিয়ন্ত্রীং সর্ব্বকামপ্রদাং সর্ব্বেষাং অভিলাষপ্রদাত্রীং ত্বাং নানোপহারবলিভিঃ নানাবিধপূজাদ্রব্যৈঃ অর্চ্চিষ্যন্তি।

শ্রীধরস্বামী।

যদ্বা অংশেন মায়য়া গুণাবতারাদিরূপা ভাগা ভেদা যস্য তেন, যদ্বা অংশা এব মৎস্যকূর্ম্মাদিরূপা ভজনীয়া নতু সাক্ষাৎ স্বরূপং যস্য তেন, যদ্বা অংশৈর্জ্ঞানবলাদিভি র্ভজনং অনুবর্ত্তনং ভক্তেষু যস্য তেন সর্ব্বথা পরিপূর্ণেন রূপেণেতি বিবক্ষিতং। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যুক্তত্বাৎ। তাং প্রোৎসাহয়তি ত্বং যশোদায়ামিত্যাদি সার্দ্ধচতুষ্টয়েন ॥ ৬ ॥

সর্ব্বান্ পুত্রাদীন্ কাময়ন্তে যে তেষাং বরাং ঈশ্বরীং শ্রেষ্ঠাং নিয়ন্ত্রীং অর্চ্চকানাং সর্ব্বান্

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বাৎসল্যমৈশ্বর্য্যভাবময়ং করিষ্যতীত্যর্থঃ। তেন ভাবান্তরশূন্যং সম্পূর্ণমেব বাৎসল্যসুখং শ্রীযশোদায়ামেব প্রাপ্স্যামীতি দ্যোতিতং। ত্বন্তু যশোদায়াং ভবিষ্যসি উৎপৎস্যসে মাত্রং যশোদায়াং পুত্রীত্বং সমবাপ্স্যসীত্যনুক্তে ত্বয়ি সুতায়ামপি সা বাৎসল্যং ন করিষ্যতে। অলক্ষ্যবিগ্রহত্বেনৈব তব ব্রজে বর্ত্তিষ্যমাণত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

তবাংশভূতাং মায়ান্তু বসুদেবেনানেষ্যমাণাং কংসং বঞ্চয়িত্বা বিন্ধ্যাদি-স্থানেষু প্রভবীষ্যন্তীং নরা আরাধয়িষ্যন্তীত্যাহ অর্চ্চিষ্যন্তীতি। যতঃ সর্ব্বকামানাং লোকানাং বরাং শ্রেষ্ঠামীশ্বরীং ॥

পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব। তোমাকেও নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে ॥

যে সকল ব্যক্তি কামনা পূর্ব্বক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তুমি ঈশ্বরীরূপে তাহাদিগের সকল কামনা প্রদান করিয়া থাক; এইজন্য মনুষ্যেরা

আভাস।

সৃষ্টি করিয়া থাকেন; কিম্বা (অংশেন) বিচিত্রমায়া বশত যিনি বিবিধ অবতার গ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহার মৎস্য কূর্ম্মাদি অংশাবতারকেই পূজা করিয়া থাকে, সাক্ষাৎ স্বরূপ যাঁহাকে কেহ কখন দেখে নাই। ভগবদ্ভক্তের কোন আশঙ্কা নাই। ভগবান্ নিজ বল ও ঐশ্বর্য্যে পরিবৃত থাকিয়া নিরন্তর ভক্তের অনুগমন করিয়া থাকেন। স্বামী এই সকল প্রকার অর্থেই পূর্ণরূপের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

নামধেয়ানি কুর্ব্বন্তি স্থানানিচ নরা ভুবি।
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ।
কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ।
মায়া নারায়ণীশানা শারদেত্যম্বিকেতি চ ॥ ৭ ॥
গর্ভসংকর্ষণাত্তং বৈ প্রাহুঃ সঙ্কর্ষণং ভুবি।
রামেতি লোকরমণাৎ বলভদ্রং বলোচ্ছ্রয়াৎ ॥ ৮ ॥
সংদিষ্টৈবং ভগবতা তথেত্যোমিতি তদ্বচঃ।

অন্বয়ঃ।

নরাঃ ভুবি দুর্গা ইতি, ভদ্রকালী ইতি, বিজয়া, বৈষ্ণবী ইতি চ কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা ইতি চ, মায়া, নারায়ণী, ঈশানা, শারদা ইতি, অম্বিকা ইতি চ নামধেয়ানি স্থানানি কামরূপাদীনি চ কুর্ব্বন্তি ॥ ৭ ॥

গর্ভসংকর্ষণাৎ তং শেষাখ্যং গর্ভং ভুবি সংকর্ষণং বৈ প্রাহুঃ বদন্তি। লোকরমণাৎ রামেতি। বলোচ্ছ্রয়াৎ সামর্থ্যাধিক্যাৎ বলভদ্রং প্রাহুঃ ॥ ৮ ॥

ভগবতা হরিণা ইত্যেবং সংদিষ্টা মায়া ওম্ ইতি তথা অস্তু ইতি তদ্বচঃ প্রতিগৃহ্য

শ্রীধরস্বামী।

কামবরান্ প্রদদাতি যা তাং ॥ ৭ ॥

দ্বিকর্ষণেনচ তস্য ব্যপদেশা ভবিষ্যন্তি ইত্যাহ গর্ভসঙ্কর্ষণাদিত্যাদিনা। রামেতি সম্বোধনং করিষ্যন্তি। তয়া সংকৃষ্টেন তেন লোকস্য রমণাৎ রত্যুৎপাদনাৎ ॥ ৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কুর্ব্বন্তি করিষ্যন্তি তদেবমিদানীং মদবতারেণ ত্বদবতারেণ চ লোকাঃ কেচিদ্বৈষ্ণবাঃ কেচিচ্ছাক্তাশ্চ ভবিষ্যন্তীতি ভাবঃ ॥

রামেতি সহ সুপেতি সমাসঃ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

নানাবিধ পূজোপহার এবং বলি প্রভৃতি দ্বারা তোমাকে অর্চ্চনা করিবে।

মনুষ্যেরা পৃথিবীর নানাস্থানে দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা চণ্ডী, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা ও অম্বিকা প্রভৃতি নানা নামে ও নানাস্থানে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিবে ॥৭॥

সেই সপ্তম গর্ভস্থ শিশু গর্ভাকর্ষণ হেতু সঙ্কর্ষণ নামে, লোকরমণ হেতু রাম নামে এবং বলাধিক্য হেতু বলভদ্র নামে প্রসিদ্ধ হইবেন ॥ ৮ ॥

ভগবান্ এইরূপ আদেশ করিলে, যোগমায়া তথাস্তু বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন এবং পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া, তদনুসারে সমস্ত কার্য্য

প্রতিগৃহ্য পরিক্রম্য গাং গতা তত্তথাকরোৎ ॥ ৯ ॥
গর্ভে প্রণীতে দেবক্যা রোহিণীং যোগনিদ্রয়া।

অন্বয়ঃ।

স্বীকৃত্য, পরিক্রম্য গাং পৃথিবীং গতা সতী তৎ হরিবচনং তথা অকরোৎ ॥ ৯ ॥
যোগনিদ্রয়া দেবক্যাঃ গর্ভে রোহিণীং প্রণীতে প্রাপিতে সতি অহো গর্ভঃ বিস্রংসিতঃ

শ্রীধরস্বামী।

তথেতি পুনরপি ওমিতি অত্যাদরেণ প্রতিগৃহ্য গাং পৃথ্বীং ॥ ৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তথেতি পুনরপ্যোমিতি অত্যাদরেণ তদীয়ং বচঃ প্রতিগৃহ্য গাং পৃথিবীং তত্তদনন্তরং ॥ ৯ ॥
বিস্রংসিতঃ কংসেনৈব কেনচিন্মন্ত্রৌষধাদ্যুপায়েনেত্যর্থঃ। বিচুক্রুশুঃ দেবক্যাং স্নেহবত্ত্বয়া

সম্পাদন করিলেন ॥ ৯ ॥

যোগনিদ্রা দেবকীর গর্ভ রোহিণীর উদরে সংস্থাপিত করিলে, পুরবাসীগণ

আভাস।

ভগবতী যোগমায়া নিদ্রার দ্বারা অভিভূত করিবার ন্যায়, জনসাধারণের বোধ হরণ করত সকলকেই বিস্ময়-সলিলে নিমগ্ন করিয়াছিলেন। গর্ভপ্রচ্যুতি নিমিত্ত দেবকীর বিষাদ, রোহিণীর বিস্ময় এবং সাধারণের তদুপপত্তি ইহার কিছুই লক্ষ্য হইল না। শ্রীহরিবংশে উল্লেখ আছে যে, বসুদেব স্বীয় পত্নী রোহিণীকে গর্ভবতী লক্ষ্য করিয়া, কংসের ভয়ে গোকুলে প্রেরণ করেন। তথায় নন্দরাজ মিত্রভার্য্যা রোহিণীকে যথেষ্ট যত্নের সহিত রক্ষা করিতেন। যোগমায়া সপ্তম মাসে সেই গর্ভ অপসৃত করিয়া, দেবকীর সপ্তমাসিক গর্ভ অলক্ষিত ভাবে আকর্ষণ করত রোহিণীর উদরে নিহিত করিলেন। এতৎসম্বন্ধে সেই স্থানেই এইরূপ বর্ণিত আছে যে, একদিন নিশীথ সময়ে রোহিণী ঘোর নিদ্রায় অভিভূতা ছিলেন, এমন সময়ে গর্ভ পতিত হওয়ায়, আপনাকে রজস্বলা অনুভব করিলেন এবং মুহূর্ত্তকাল ব্যথিত হইতে না হইতে, পুনরায় গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া ধরণীপৃষ্ঠে পতিত হইলেন;

যোগমায়ৈব যোগনিদ্রা, নিদ্রাবৎ সকললোকবোধহরণাৎ তয়া প্রকর্ষেণ নীত ইতি দেবক্যা দুঃখাদিকং রোহিণ্যাশ্চ বিস্ময়াদিকং গোকুলবাসিনাঞ্চ তজ্জ্ঞানাদিকং কিমপি নাভূদিতি বোধিতং। তত্রচ শ্রীহরিবংশাদ্যুক্তানুসারেণৈব জ্ঞেয়ং। প্রাগেব শ্রীবসুদেবাহিতগর্ভায়াঃ শ্রীরোহিণ্যাঃ পশ্চাদ্গোকুলং গতায়াঃ সপ্তমে মাসি তং গর্ভমপসার্য্য দেবকীজঠরাৎ সাপ্তমাসিকং গর্ভমলক্ষিতমাকৃষ্য রোহিণ্যুদরং নীত ইতি। তথাচ। সপ্তমো দেবকীগর্ভো যোঽংশঃ সৌম্যো মমাগ্রজঃ। স সংক্রাময়িতব্যস্তে সপ্তমে মাসি রোহিণীমিতি। তন্নয়নপ্রকারাশ্চ, সার্দ্ধরাত্রে স্থিতং গর্ভং পাতয়ন্তী রজস্বলা। নিদ্রয়া সহসাবিষ্টা পপাত ধরণীতলে। সা স্বপ্নমিব তং দৃষ্ট্বা স্বগর্ভে গর্ভমাহিতং। অপশ্যন্তী চ তং গর্ভং

অহো বিস্রংসিতো গর্ভ ইতি পৌরা বিচুক্রুশুঃ ॥ ১০ ॥
ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়প্রদঃ।
আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ।

কংসেন পাতিত', ইতি পৌরাঃ বিচুক্রুশুঃ বিলেপুঃ ॥ ১০ ॥

ভক্তানাং অভয়প্রদঃ বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিঃ অপি অংশভাগেন সর্ব্বৈশ্বর্য্যেণ সহিত এব আনকদুন্দুভেঃ বসুদেবস্য মনঃ আবিবেশ মনসি আবির্বভুব ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বিস্রংসিতঃ বিস্রস্ত ইত্যর্থঃ। ইতি বিচুক্রুশুঃ নতু তদ্বিদুরিত্যর্থ ॥ ১০ ॥

মন আবিবেশ মনস্যাবির্বভুব জীবানামিব ন সত্যধাতুসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিলেপুঃ ॥ ১০ ॥

বিশ্বাত্মা বিশ্বস্যৈব প্রেমাস্পদীভবিষ্যন্ অংশেন পুরুষাদ্যবতারবৃন্দেন সহ ভাগেন ভগসমূহেন ষড়ৈশ্বর্য্যেণ সহিত এব মন আবিবেশ মনস্যাবির্বভুব। পরাবরেশো মহদংশযুক্তো হ্যতোঽপি জাত ইতি তৃতীয়োক্তেঃ ॥ ১১ ॥

গর্ভস্রাব হইল বলিয়া, বিলাপ করিতে লাগিল ॥ ১০ ॥

ভক্তের অভয়প্রদ বিশ্বাত্মা ভগবান্ বিষ্ণু এদিকে বসুদেবের মনোমধ্যে অংশভাগে আবির্ভূত হইলেন ॥ ১১ ॥

আভাস।

এবং স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় তৎকালে স্বীয় উদরে পূর্ব্ব গর্ভের পরিবর্ত্তে অন্য গর্ভ নিহিত অনুভব করিলেন। সেই নৈশ অন্ধকারে কে যেন তাঁহাকে বলিল, "হে রোহিণি" গর্ভ পতন জন্য দুঃখিত হইও না। তোমার উদরে এক্ষণে যে, গর্ভ প্রদত্ত হইল, তাহাতে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহার নাম সঙ্কর্ষণ রহিল। বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে যে, পুরবাসীরা দেবকীর তাদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া, সকলেই পরস্পর বলিতে লাগিলেন, দুর্মতি কংস কোন প্রকার মন্ত্রৌষধির বলেই হউক বা নিতান্ত পাষণ্ডের ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করাতেই দেবকীর গর্ভ পতিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই ॥ ১০ ॥

মুহূর্ত্তং বাধিতাভবৎ। তামাহ নিদ্রাসংবিগ্নাং নৈশে তমসি রোহিণীং। কর্ষণেনাস্য গর্ভস্য স্বগর্ভে চাহিতস্য বৈ। সঙ্কর্ষণো নাম গুভে তব পুত্রো ভবিষ্যতীত্যাদি অহো আশ্চর্য্যে খেদে বা দেবক্যা গর্ভো স্রংসিতঃ বিস্রস্তঃ কংসভয়াদিতি। তথা চ বিষ্ণুপুরাণে। সপ্তমো ভোজরাজস্য ভয়াদ্রোধোপরোধতঃ দেবক্যা পতিতো গর্ভো ইতি লোকো বদিষ্যতীতি। যদ্বা কংসেনৈব কেনচিদুপায়েন পাতিত ইত্যর্থঃ। তেন বিচুক্রুশুরিতি তোষণী ॥ ১০ ॥

স বিভ্রৎ পৌরুষং ধাম রাজমানো যথা রবিঃ।
দুরাসদোঽতিদুর্দ্ধর্ষো ভূতানাং সংবভূব হ ॥ ১২ ॥
ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী।

অন্বয়ঃ।

সঃ বসুদেবঃ পৌরুষং ধাম বিভ্রৎ রবিঃ সূর্য্যঃ ইব রাজমানঃ শোভমানঃ সন্ ভূতানাং প্রাণিনাং দুরাধর্ষঃ দুরাসদঃ অনভিগম্যঃ অতি দুর্দ্ধর্ষঃ অনভিভবনীয়ঃ চ সংবভূব হ ॥ ১২ ॥

ততঃ দেবী দেবকী শূরসুতেন বসুদেবেন সমাহিতং দীক্ষয়া অর্পিতং জগন্মঙ্গলং সর্ব্বাত্মকং ধাম শ্রীমূর্ত্তিং ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

জগন্মঙ্গলং অচ্যুতাংশং চ্যুতিরহিতা অংশা ঐশ্বর্য্যাদয়ো যস্য তং। যদ্বা অচ্যুতস্য অংশ ইব অংশস্তং ভক্তানুগ্রহায় পরিচ্ছিন্নমিব বপুরিত্যর্থঃ। সমাহিতং সম্যগ্ভূতমেবাহিতং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পৌরুষং ধাম পুরুষোত্তমস্য প্রাদুর্ভাবং দধানঃ স্বস্মিন্ প্রাদুর্ভূতং কৃষ্ণং পশ্যন্নিত্যর্থঃ। ধাম দেহে গৃহে রশ্মৌ স্থানে জন্মপ্রভাবয়োরিতি বিশ্বঃ। দুরাসদং প্রাণিভিরাসন্নীভবিতুমশক্যঃ, অতএবাতিদুর্দ্ধর্ষঃ কংসাদিভি রপ্যভিভবিতুমশক্যঃ ॥ ১২ ॥

ততো ভগবাংস্তদ্দেহাদ্দেবকীদেহে প্রবিষ্ট ইত্যাহ তত ইতি। জগতাং মূর্ত্তিমন্মঙ্গলং চ্যুতিরহিতা অংশা নারায়ণনৃসিংহাদয়ো যত্র তং। সর্ব্বেষাং ভক্তানাং সর্ব্বস্য শস্তোর্বা

বসুদেব সেই পৌরুষিক তেজ লাভ করিয়া দিবাকরের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিলেন; লোকসকল তাঁহার অনুপম তেজে অভিভূত হইতে লাগিল ॥ ১২ ॥

বসুদেব বেদ-দীক্ষাক্রমে সেই জগন্মঙ্গল অচ্যুতাংশ দেবকীতে সমর্পণ

আভাস।

নিখিল জগদানন্দৈকমূর্ত্তি বিশ্বজনীন প্রেমাধার ভগবান্ শ্রীহরি পুরুষাদি অবতার সমূহ সমভিব্যাহারে, ষড়ৈশ্বর্য্যরূপ ভগাদিতে পরিবৃত হইয়া, আনকদুন্দুভি বসুদেবের মনোমন্দিরে আবির্ভূত হইলেন। সামান্য প্রকৃতিকে জীবের ন্যায়, তাঁহার ধাতুসম্বন্ধে জন্ম কখনই সঙ্গত নহে ॥ ১২ ॥

সেই ভয়ের ভয়স্বরূপ চেতনের চৈতন্যপ্রদ, প্রেমানন্দের আকর মধুর বিষ্ণুমূর্ত্তি হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া বসুদেব মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের ন্যায়, অতুল তেজস্বী ও সর্ব্বভূতের দুরাসদ হইয়া উঠিলেন। ভগবদাবেশে মন ভগবচ্ছক্তিসম্পন্ন হইল ॥ ১২ ॥

অনন্তর মূর্ত্তিমান্ মঙ্গলস্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণু সমস্ত ঐশ্বর্য্যাদি সমূহে পরিপূর্ণ হইয়া, বসুদেবদেহ হইতে দেবকীদেহে প্রবেশ করিলেন। এতদ্দ্বারা জীবের ন্যায় জননী জঠরে

দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ ॥ ১৩ ॥
সা দেবকী সর্ব্বজগন্নিবাস নিবাসভূতা নিতরাং ন রেজে।

অন্বয়ঃ।

আত্মভূতং অচ্যুতাংশং কাষ্ঠা দিক্ আনন্দকরং চন্দ্রং ইব মনস্তঃ মনসা এব দধার ধৃতবতী ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বজগন্নিবাসনিবাসভূতা সর্ব্বাশ্রয়ং হরিং গর্ব্ভে ধারয়ন্তী সা দেবকী ভোজেন্দ্রগেহে

শ্রীধরস্বামী।

বেদদীক্ষয়া অর্পিতং, দেবী দ্যোতমান. শুদ্ধসত্ত্বেত্যর্থঃ, সর্ব্বাত্মকং সর্ব্বস্যাত্মানং অতএব আত্মভূতং স্বস্মিন্নাদাবেব সন্তং মনস্তঃ মনসৈব দধার ধারণয়া ধৃতবতী। অত্রানুরূপং দৃষ্টান্তমাহ যথা কাষ্ঠা প্রাচী দিক্ আনন্দকরং চন্দ্রমিতি ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বজগন্নিবাসস্য নিবাসভূতা সত্যপি নিতরাং সর্ব্বজনাহ্লাদকতয়া ন রেজে কিন্তু স্বয়মেব আনন্দয়তঃ কংসস্য গৃহে রুদ্ধা অন্যৈ র্ন দৃশ্যতে ঘটাদিষু রুদ্ধাগ্নিশিখেব তথা সতী

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

আত্মনো মনসঃ কং সুখং যত্র তৎ আত্মভূতং আত্মনৈব ভূতং স্বয়মাবির্ভূতং নতু যোগিবদ্‌যত্নেন ধারণয়া মনস্যানীতং মনস্তো মনসা দধার তেন জীববজ্জননীজঠরসম্বন্ধো বারিতঃ। অতএবানুরূপং দৃষ্টান্তমাহ। কাষ্ঠা প্রাচী দিক্ আনন্দকরং চন্দ্রং যথেতি কিয়দ্দিনানন্তরং তন্তু সা স্বকুক্ষিমধ্যেঽপি কৃষ্ণং পশ্যন্তী বভূবেতি জ্ঞেয়ং। দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমানিত্যগ্রিমোক্তেঃ ॥ ১৩ ॥

প্রাকৃতাপ্রাকৃত সর্ব্বজগন্নিবাসস্য শ্রীহরের্নিবাসরূপা সত্যপি নিতরাং সর্ব্বজনস্যাহ্লাদকতয়া ন রেজে কিন্তু তত্রত্য স্বান্তরঙ্গদ্বিত্রজনসহিতস্য স্বস্যৈবেত্যর্থঃ। যতঃ কংসস্য গৃহে রুদ্ধা অগ্নিশিখা ইবেতি সা যথা গৃহে রুদ্ধা নগরং ন প্রকাশয়তি কিন্তু রহস্থিতবস্ত্বো,

---

করিলেন। দেবকীও আত্মস্বরূপ বিষ্ণুমূর্ত্তি মনোমন্দিরে ধারণ করিয়া, পূর্ণচন্দ্র শোভিত পূর্ব্বাকাশের ন্যায়, শোভা ধারণ করিলেন ॥ ১৩ ॥

যেমন জ্ঞানখল ব্যক্তিতে বিদ্যার কোন শোভা থাকে না, রুদ্ধ অগ্নিশিখা

আভাস।

প্রবেশপূর্ব্বক গর্ব্ভবাস সম্বন্ধ কখনই সঙ্গত নহে। যেহেতু বসুদেবের ন্যায়, দেবকীর চিত্তমধ্যেও তিনি স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়া স্বরূপে প্রতীয়মান হইলেন। যেমন পূর্ণচন্দ্র উদয়াচলে বাস করিলেও কিরণজালে জড়িত হইয়া উদয় হইলে, পূর্ব্বদিকের আর সৌন্দর্য্যের সীমা থাকে না, সেইরূপ অন্তর্যামিভাবে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত ভগবান্ বিষ্ণু ঐশ্বর্য্যময়ীমূর্ত্তি ধারণে দেবকীর অন্তরস্থ হইলে, তাঁহারও তাদৃশ সৌন্দর্য্যের পরিসীমা ছিল না ॥ ১৩ ॥

পৌরুষং ধাম ভাগবতং বপুঃ ইতি ক্রমসন্দর্ভঃ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

ভোজেন্দ্রগেহেঽগ্নিশিখেব রুদ্ধা সরস্বতী জ্ঞানখলে যথা সতী ॥ ১৪ ॥

তাং বীক্ষ্য কংসঃ প্রভয়াজিতান্তরাং বিরোচয়ন্তীং ভবনং শুচিস্মিতাং।

অন্বয়ঃ।

কংসকারাগারে রুদ্ধা সতী (ঘটাদিরুদ্ধা অগ্নিশিখা ইব) জ্ঞানখলে জ্ঞানবঞ্চকে জনে সতী শোভনা সরস্বতী যথা নিতরাং ন শুশুভে ॥ ১৪ ॥

কংসঃ অজিতান্তরাং গর্ভে বিষ্ণুং ধারয়ন্তীং, প্রভয়া ভবনং বিরোচয়ন্তীং দীপয়ন্তীং শুচিস্মিতাং

শ্রীধরস্বামী।

শোভনা সরস্বতী জ্ঞানখলে জ্ঞানবঞ্চকে রুদ্ধা যথা অন্যেষামনুপকারিণী ন রাজতে তদ্বৎ ॥ ১৪ ॥

প্রভয়া ভবনং বিরোচয়ন্তীং অজিতঃ অন্তরা কুক্ষিমধ্যে যস্যাস্তাং। এষ বিরোচমানঃ ধ্রুবং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তথা স্বসমীপবর্ত্তিনাং দিব্রজনানাং শীতাদিনাশিকা চ তথৈবেত্যর্থঃ। যথা চ সা প্রবলা সতী রোধকস্য গৃহং দহতি, তথৈব দেবক্যপি কংসস্যৈশ্বর্য্যং ধক্ষ্যতীত্যর্থঃ। জ্ঞানখলে জ্ঞানবঞ্চকে রুদ্ধা সরস্বতী সর্ব্বলোকানুপকারিণী সতী যথা ন রাজতে পাপাতিশয়েন স্বরোধকঞ্চ কালেন যথা নাশয়তি তথৈব স্বাপরাধেন কংসমপি দেবকী নাশয়িষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

প্রভয়া ভবনং বিরোচয়ন্তীং, অজিতঃ অন্তরে কুক্ষিমধ্যে যস্যাস্তাং। শুচি স্বাভাবিক-

---

কোনরূপে শোভা প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ দেবকী জগদাধার ভগবানের নিবাসভূতা হইলেও, কংস-কারাগারে রুদ্ধা থাকায় প্রকাশ্যে কোন শোভা লাভ করিতে পারিলেন না ॥ ১৪ ॥

প্রফুল্লাননা দেবকীর গর্ভে অজিত বিষ্ণু বাস করাতে তাঁহার প্রভা আভাস।

ব্যবহারের দোষে অমৃতহ্রদ হইতেও গরলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ভক্ত-সহবাসে নিতান্ত মূঢ় জনেরও পরা নির্বৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভক্তের শুভাগমনে সেই স্থানটী পর্য্যন্ত পবিত্র হইয়া অপুণ্যবানেরও পুণ্য-সঞ্চয় হইয়া থাকে। কিন্তু দেবকী শ্রীকৃষ্ণের পরম রমণীয় সর্ব্বজগদানন্দকর দুর্ল্লভ প্রেমময়ী মূর্ত্তি স্বরূপত ধারণ করিলেও, তাদৃশ শোভাশালিনী হইয়া ভোজপতির কোন মঙ্গল সাধন করেন নাই। বরং জ্ঞানবঞ্চক পণ্ডিতের নিকট আবদ্ধ হইয়া, দেবী সরস্বতী যেমন অপর কাহারও উপকার করেন না, অথচ পণ্ডিতেরই বিদ্যাভিমান উদ্রেক করত অনিষ্ট করিয়া থাকেন; অগ্নি যেমন আলোক প্রদানে সম্মুখস্থ সমস্ত পদার্থকে উজ্জ্বল করিলেও অতি রুদ্ধা হইলে গৃহ পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া ভস্মাবশেষ করিয়া ফেলে; দেবকীও কারাগৃহে রুদ্ধ থাকিয়া, নিকটস্থ দুই একজন ব্যতীত বাহিরে কাহারও প্রীতিদায়ক হন নাই; বরং কালক্রমে রোধকর্ত্তার নৈকট্যবশত উপকার না করিয়া, পরিণামে জীবন পর্য্যন্ত ধ্বংস করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

আহৈষ মে প্রাণহরো হরির্গুহাং ধ্রুবং শ্রিতো যন্ন পুরেয়মীদৃশী ॥ ১৫ ॥
কিমদ্য তস্মিন্ করণীয়মাশু ময়ার্থতন্ত্রো ন বিহন্তি বিক্রমং।

অন্বয়ঃ।

তাং দেবকীং বীক্ষ্য আহ, মে প্রাণহরঃ এষঃ হরিঃ গুহাং গর্ভং নূনং শ্রিতঃ প্রবিষ্টঃ, যৎ যস্মাৎ ইয়ং দেবকী পুরা ঈদৃশী তেজঃসম্পন্না ন আসীৎ ॥ ১৫ ॥

অদ্য তস্মিন্ ময়া আশু কিং করণীয়ং, যতঃ অর্থতন্ত্রঃ স্বার্থপরঃ, পুমান্ বিক্রমং ন নিহন্তি

শ্রীধরস্বামী।

হরিরেব যদ্‌যস্মাদীদৃশীয়ং পূর্ব্বং নাসীৎ ॥ ১৫ ॥

নন্থ সন্তি সামাদয় উপায়াঃ। নেতি স্বয়ং আহ অয়মর্থতন্ত্রো দেবকার্য্যপ্রধানঃ বিক্রমং ন বিহন্তি ন নাশয়তি মদ্বধে পরাক্রমং করিষ্যত্যেবেত্যর্থঃ। যদ্বা তর্হি ইয়মিদানীমেষ হন্যতা-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মানন্দোত্থং নতু পূর্ব্ববদ্বঞ্চনার্থং সকপটং স্মিতং যস্যাস্তাং বীক্ষ্য স্বগতমাহ মে মতঙ্গজস্য হরিঃ সিংহঃ যদ্‌যস্মাদীদৃশী পূর্ব্বং নাসীৎ ॥ ১৫ ॥

স্পষ্টমন্যাহ, তস্মিন্ মদ্বৈরিণি আশু ইদানীং কিং করণীয়ং গর্ভস্থমেব তমিমং হন্যাং চেন্ন যদ্‌যস্মাদর্থতন্ত্রঃ স্বার্থপরোঽপি লোকঃ বিক্রমং ন বিনাশয়তি সম্প্রত্যস্য বধে মম বীরত্ব-ব্যঞ্জকো বিক্রমো নঙ্ক্ষ্যতি, তস্মাজ্জাত-প্রবৃদ্ধতরুণীভূতেনানেন সহ সংগ্রামে জয়ে পরাজয়ে

চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। কংস তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রভা দর্শনে মনে মনে বিবেচনা করিলেন, শ্রীহরি আমার প্রাণ হরণ করিবার নিমিত্ত নিশ্চয়ই ইহার গর্ভে অধিষ্ঠান করিতেছেন ॥ ১৫ ॥

এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য? লোকে নিতান্ত স্বার্থপর হইলেও কখন আপনার বিক্রম বিনষ্ট করিতে চাহে না। এই দেবকী একে ত স্ত্রীজাতি অবধ্য,

আভাস।

ভোজপতি দেবকীর সেই অলোক-সামান্য রূপ-লাবণ্য ও অকপট আনন্দজ্যোতি মুখ-মণ্ডলে নিরীক্ষণ করিয়া, মনে মনে চিন্তা করিলেন, এবার আর আমার রক্ষা নাই! আমি যেমন মদমত্ত কুঞ্জরের ন্যায় নিতান্ত বলোন্মত্ত হইয়া বিচরণ করি, আমার দর্পখর্ব্ব-কারী তাদৃশ বীরকেশরী শ্রীহরিও নিশ্চয় এই দেবকী-গুহায় বসতি করিতেছেন। দেবকীর দেহে তাঁহারই জ্যোতির পরিচয় পাইতেছি! ইহা দেবকীর স্বকীয় রূপ কখনই সম্ভব নহে ॥ ১৫ ॥

এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করত, কংস আপনার প্রাণপরিরক্ষণার্থ একান্ত উৎকণ্ঠিত হইল। সে মনে মনে ভাবিল, স্বার্থপর হইলেও, লোকে নিজ নিজ বিক্রম প্রদর্শন করাইতে কখন ত্রুটি করে না। যদি এই গুর্ব্বিণী স্ত্রীকে বধ করিয়া, আপনার প্রাণরক্ষণে অগ্রসর

স্ত্রিয়াঃ স্বসুঃ গুরুমত্যা বধোঽয়ং যশঃ শ্রিয়ং হন্ত্যনুকালমায়ুঃ ॥ ১৬ ॥
স এব জীবন্নপি সংপরেতো বর্ত্তেত যোঽত্যন্ত নৃশংসিতেন।
দেহে মৃতে তং মনুজাঃ শপন্তি গন্তা তমোঽন্ধং তনুমানিনো ধ্রুবং।

অন্বয়ঃ।

ন নাশয়ন্তি। গুরুমত্যাঃ গর্ভধারিণ্যাঃ স্বসুঃ ভগিন্যাঃ স্ত্রিয়ঃ অয়ং বধঃ অনুকালং সর্ব্বদৈব যশঃ, শ্রিয়ং, আয়ুঃ চ হন্তি ॥ ১৬ ॥

যঃ অত্যন্ত-নৃশংসিতেন ক্রূরকর্ম্মণা বর্ত্তেত সঃ জনঃ জীবন্ অপি সংপরেতঃ মৃতঃ (স্যাৎ)। মনুজাঃ তং নৃশংসং শপন্তি সাক্ষেপং আক্রোশন্তি। দেহে মৃতে সতি তনুমানিনঃ পাপিনঃ, অথবা তনুমানিনঃ স্বতনুং পালয়তঃ অস্য দেহে মৃতে সতি ধ্রুবং অন্ধং তমঃ স গন্তা গমিষ্যতি।

শ্রীধরস্বামী।

মিতি বিচিন্ত্যাহ অর্থতন্ত্রোঽপি পুমান্ বিক্রমং ন বিহন্তি ন নাশয়তি। স্ত্রীবধে তন্নাশং স্যাদিতি ভাবঃ। তদেবাহ স্ত্রিয়া ইতি গুরুমত্যা গর্ভধারিণ্যাঃ ॥ ১৬ ॥

কিঞ্চ সএব জীবন্নপি মৃতঃ স্যাৎ। নৃশংসিতেন ক্রৌর্য্যেণ যো বর্ত্তেত, তং জীবন্তমেব

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বা মম বিক্রমস্তু স্থাস্যত্যেব। গর্ভবধে তু কো বিক্রমঃ ইতি ভাবঃ। ন কেবলং বিক্রমহানিরেব ধর্ম্মাদিহানিরপীত্যাহ স্ত্রিয়া ইতি। গুরুমত্যা গুর্ব্বিণ্যাঃ। অত্র ভয়েনৈব যং স্বদৌরাত্ম্যং স্তব্ধং তত্তু মদ্বিবেকেনৈব ইতি স্বস্মিন্নভিমানসুখং কল্পিতং কংসেনেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৬ ॥

গর্ভং হন্তবতো মম জীবিতব্যমপি ধিক্ তমেবেত্যাহ স ইতি। নৃশংসিতেন ক্রৌর্য্যেণ। দেহে মৃতে সতীতি জীবতি তু যদ্যপি তস্মাদ্বিভ্যতি তদপীতি ভাবঃ। শপন্তি রে পাপিন্

তাহাতে আবার অন্তর্ব্বত্নী, বিশেষতঃ আমার ভগিনী, ইহাকে হত্যা করিলে আমার যশঃ, শ্রীঃ ও আয়ুঃ, অচিরে বিনষ্ট হইবে ॥ ১৬ ॥

যে ব্যক্তি অত্যন্ত নৃশংস কর্ম্ম দ্বারা জীবন যাপন করে, সে জীবন সত্ত্বেও মৃত মধ্যে পরিগণিত হয়; মৃত্যুর পরও লোকেরা তাহাকে অভিশাপ প্রদান করিয়া থাকে, এবং দেহাত্মবাদীদিগের গন্তব্য অন্ধতমঃ নামক ভয়ানক নরকে সে গমন করিয়া থাকে।

আভাস।

হই, তাহা হইলে লোক-সমাজে আমার আর নিন্দার সীমা থাকিবে না; এবং পরকালেও প্রচুর অধর্ম্ম সংগৃহীত হইবে। আর যদি এই বালককে প্রসবের পর পরিবর্দ্ধিত করত যুবা বয়সে উপনীত হইলে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া প্রাণসংহার করি, তবেই বীরোচিত ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি স্থাপিত থাকে ॥ ১৬ ॥

ইতি ঘোরতমাদ্ভাবাৎ সন্নিবৃত্তঃ স্বয়ং প্রভুঃ।
আস্তে প্রতীক্ষংস্তজ্জন্ম হরে র্বৈরানুবন্ধকৃৎ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।

প্রভুঃ কংসঃ ইতি ঘোরতমাৎ ভাবাৎ স্বয়ং সন্নিবৃত্তঃ। বৈরানুবন্ধকৃৎ শত্রুতানির্ব্বন্ধপরঃ সন্ হরেঃ তৎ জন্ম প্রতীক্ষন্ আস্তে ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

মনুজাঃ শপন্তি দুর্ব্বাক্যৈ র্ধিক্ কুর্ব্বন্তি। সচ দেহে মৃতে তনুমানিনঃ পাপিনো নরকং গমিষ্যতি, অথবা শাপপ্রকারমাহ তনুমানিনোঽস্য দেহে মৃতে ধ্রুবমন্ধন্তমো গমিষ্যতীতি ॥ ১৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কুম্ভীপাকে পতেতি সাক্ষেপমুচ্চৈরাক্রোশন্তি। ততশ্চ তনুমানিনঃ প্রাণ্যন্তরহিংসয়া স্বতনুং মানয়তো লালয়তো জনস্য ভোগ্যং যদন্ধং তমস্তৎ ধ্রুবমেব গন্তা গচ্ছতি গমিষ্যতি ॥ ১৭ ॥

কংস ক্ষমতা সত্বেও এইরূপ চিন্তা করিয়া, সেই ঘোরতর ভ্রূণহত্যা ব্যাপার হইতে স্বয়ং প্রতিনিবৃত্ত হইলেন; এবং ভগবান্ হরির উপর বৈরানুবন্ধন স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার জন্মের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

আভাস।

ভ্রূণহত্যা করিয়া এই জীবন রক্ষা করা অপেক্ষা আমার পক্ষে মৃত্যুই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ; কারণ আপনার প্রাণরক্ষার্থ যাহারা পরের জীবন বিনাশ করে, তাহারা জীবিতাবস্থায় লোকের নিতান্ত ঘৃণার ভাজন হয় এবং দেহান্তে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন নরকার্ণবে নিপতিত হইয়া থাকে; সন্দেহ নাই। এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া, কংস স্বয়ংই ভ্রূণহত্যা হইতে নিবৃত্ত হইল। বিধির নির্ব্বন্ধ কে উপেক্ষা করিতে পারে! যে কংস প্রাণভয়ে ভীত হইয়া দেবকীর উপর্য্যুপরি ছয়টী সন্তান নিহত করিয়াছে, অদ্য প্রকৃত সেই প্রাণহন্তা অষ্টম গর্ভ দেখিয়াও নৃশংসাচরণে সে যে কেন প্রতিনিবৃত্ত হইল, তাহা ঈশ্বরই জানেন। কংসের সচিবগণও দেবকীর সাতটী সন্তান বিনষ্ট হওয়ায়, নিতান্ত দুঃখিত ছিল; এক্ষণে অষ্টম গর্ভের কথা শুনিয়াই অতি যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিতে লাগিল। বিধাতা অনুকূল হইলে, শত্রুও অজ্ঞাতসারে মিত্রের কর্ম্ম করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

অস্য হরের্জন্ম প্রতীক্ষ্যমাণ আস্তে বভূবেত্যর্থঃ। তৎপ্রতীক্ষায়াঞ্চ বিশেষঃ শ্রীহরিবংশে সচিবান্ প্রতি কংসোক্তৌ। মাসান্ বৈ পুষ্যমাসাদিন্ গণয়ন্তু মম স্ত্রিয়ঃ। পরিণামেতু গর্ভস্য শেষং জ্ঞাস্যামহে বয়ং। অতস্তত্রৈব। যদর্থং সপ্ত তে গর্ভাঃ কংসেন বিনিপাতিতাঃ। তন্তু গর্ভং প্রযত্নেন ররক্ষু স্তস্য মন্ত্রিণ ইতি বস্তুতস্তু তত্র তত্রান্তর্য্যামিবশ এব স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

আসীনঃ সংবিশংস্তিষ্ঠন্ ভুঞ্জানঃ পর্য্যটন্ পিবন্।
চিন্তয়ানো হৃষিকেশমপশ্যৎ তন্ময়ং জগৎ ॥ ১৮ ॥
ব্রহ্মা ভবশ্চ তত্রেত্য মুনিভির্নারদাদিভিঃ।

অন্বয়ঃ।

আসীনঃ সংবিশন্, তিষ্ঠন্, ভুঞ্জানঃ, পর্য্যটন্, পিবন্ হৃষীকেশং বিষ্ণুং চিন্তয়ানঃ কংসঃ জগৎ তন্ময়ং বিষ্ণুময়ং অপশ্যৎ ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মা, ভবঃ রুদ্রঃ চ নারদাদিভিঃ মুনিভিঃ, সানুচরৈঃ দেবৈঃ চ সাকং সহ গীর্ভিঃ বাগ্‌ভিঃ

শ্রীধরস্বামী।

সংবিশন্ শয়ানঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বৈরানুবন্ধজনিতেন ভয়েন কংসস্য চিন্তাবেশং বিবৃণোতি আসীন ইতি। সংবিসন্ শয়ানঃ। চিন্তয়ানঃ চিন্তয়ন্ হৃষীকেশং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিষয়ীভূতং তন্ময়ত্বদর্শনং প্রেম্না পরমানন্দজনকং ভয়েন তু পরমদুঃখজনকমিতি ভক্তবৈরিণো তন্ময়ত্বদর্শনস্য ভেদো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ১৮ ॥

বৃষণং লীলামৃতবর্ষিণং কৃষ্ণাখ্যুদং। ব্রহ্মা ভুবনচতুর্দ্দশকেদারমহাকৃষীবল ইব ভবশ্চোল্লাসিত

প্রাণভয়ে ভীত হইয়া উপবেশন, শয়ন, অবস্থান, ভোজন, ভ্রমণ এবং পানাদি সকল কর্ম্মে ও সকল সময়েই হৃষীকেশকে চিন্তা করাতে, কংস কৃষ্ণময় জগৎ দর্শন করিতে লাগিল ॥ ১৮ ॥

আভাস।

বৈরানুবন্ধে ভীত হইয়া কংসের যেরূপ চিত্তাবস্থা হইয়াছিল, তাহাই এস্থলে বর্ণিত হইয়াছে! তিনি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া এতই উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন যে, তাঁহার কোন কর্ম্মেই আস্থা ছিল না। জলমগ্ন ব্যক্তির জলময় ভাব অনুভব করার ন্যায়, কংস সর্ব্ব কর্ম্মে ও সর্ব্বক্ষণে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া জগতের সর্ব্ববিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিচ্ছায়া অবলোকন করিতে লাগিলেন। তিনি যেন সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান বাসুদেবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অন্তরেই বাস করিতেছিলেন। একাগ্রতা সহকারে তীব্র সংবেগ হেতু কংসের শ্রীকৃষ্ণরূপে তন্ময় হইয়াছিল। ভগবানে তন্ময়ত্ব লাভ যোগীগণেরও দুর্ল্লভ! কেবল প্রেম ও ভক্তি দ্বারাই সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু কংস সম্পূর্ণরূপে ভক্তিহীন ও প্রেমবর্জ্জিত হইলেও উৎকট ভয়ে তীব্র চিন্তনহেতুই সেই যোগিদুর্ল্লভ তন্ময়ত্ব লাভ করিলেন। নিতান্ত সদোষ হইয়াও অন্তে নিষ্কলঙ্ক ও নিরাময়ের গতি প্রাপ্ত হইবেন ॥ ১৮॥

যদ্যপি তন্ময়ত্বদর্শনং যোগিনামপি সুদুর্ল্লভং প্রেমভক্তানামেব সুখেন সম্পদ্যতে, তথাপি তেষু পরমানন্দময়ত্বেন অস্মিংস্তু পরমদুঃখময়ত্বেনেতি ভেদ ইতি তোষণী। আসীন ইতি। যেনান্তে সদোষোঽপি তদ্রূপং যাস্যতীতি ভাব ইতি ক্রমসন্দর্ভঃ ॥ ১৮ ॥

দেবৈঃ সানুচরৈঃ সাকং গীর্ভির্বৃষণমৈড়য়ন্ ॥ ১৯ ॥
সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।

অন্বয়ঃ।

বৃষণং কামবর্ষিণং, বিষ্ণুং ঐড়য়ন্ তুষ্টুবুঃ ॥ ১৯ ॥

সত্যব্রতং সত্যপরং, ত্রিসত্যং কালত্রয়ে ঽপি সত্যং সত্যস্য ক্ষিত্যাদীনাং যোনিং

শ্রীধরস্বামী।

রমাভি গীর্ভি বৃষণং কামবর্ষিণং ঐড়য়ন তুষ্টুবুঃ ॥ ১৯ ॥

প্রতিশ্রুতং সত্যং কৃতমিতি হৃষ্টাঃ প্রথমং সত্যত্বেন স্তবন্তি সত্যব্রতমিতি, সত্যং ব্রতং সংকল্পো যস্য, সত্যং পরং শ্রেষ্ঠং প্রাপ্তিসাধনং যস্মিন্ তং ত্রিসত্যং ত্রিষ্বপি কালেষু সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং প্রলয়ানন্তরং স্থিতিসময়েচ সত্যং অব্যভিচারেণ বর্ত্তমানং, তদেবাহুঃ সত্যস্য যোনিমিতি সচ্ছব্দেন পৃথিব্যপ্তেজাংসি ত্যচ্ছব্দেন বায্বাকাশৌ এবং সচ্চ ত্যচ্চ সত্যং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সাধুপ্লক্ষো নৃত্যবিনোদী মহানীলকণ্ঠ ইব নারদাদিভি স্তদেকজীবনৈ র্মহাসোৎকণ্ঠচাতকৈরিব দেবৈঃ কংসজরাসন্ধাদিদাবানলাবৃতৈ র্মহামতঙ্গজৈরিব সহ ঐড়য়ন্ ঐড়য়ত তুষ্টুবুরিতি যাবৎ বহুবচনমার্ষং ॥ ১৯ ॥

ত্বমেব বাস্তবং বস্তু সংসারেঽস্মিন্নবাস্তবে। ত্বং ভক্তৈর্গম্যসে নান্যৈরিতি স্তুত্যর্থ ঈক্ষিতঃ। স্বভক্তপালনৈকব্রতত্বান্নিত্যসত্যত্বাচ্চ ত্বমেব প্রপত্যাই ইত্যাহুঃ। সত্যং ব্রতং যস্য তং। সকৃদেব প্রপন্নো য স্তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মমেতি ত্বদুক্তেঃ। নচ স্বভক্তপালকদেবতান্তরবৎ ত্বমনিত্যোঽল্পোৎকৃষ্টশ্চেত্যাহ। সত্যং

এই সময় নারদাদি মুনিগণ ও অনুচর-পরিবৃত দেবগণের সমভিব্যাহারে ভগবান্ ব্রহ্মা এবং রুদ্রদেব সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক সর্ব্বকামপ্রদ ভগবান্ হরিকে বিবিধ স্তুতিবাক্যে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৯ ॥

আভাস।

দাবানল-পরিদগ্ধ মাতঙ্গগণ প্রাণরক্ষার্থ, চাতক তৃষ্ণা নিবারণার্থ, কৃষক শস্য প্রাপ্তি প্রত্যাশায়, উৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে নীরদের নিকট যেমন নীর প্রার্থনা করিতে থাকে, এবং জলদের শুভাগমনে আনন্দপ্রোৎসাহিত হইয়া কতই গগনভেদী স্তুতিকথা বলিয়া থাকে, সেইরূপ এদিকে কংস জরাসন্ধাদি দাবানলে উত্তপ্ত মাতঙ্গস্থানীয় দেবতাগণ আত্মরক্ষার্থ, চাতক সদৃশ নারদাদি ভক্তবৃন্দ হৃদয়ের তৃপ্তি-লাভার্থ এবং এই চতুর্দ্দশ ভুবন ক্ষেত্রের কৃষক স্বীয় শ্রমসার্থক করিবার প্রত্যাশায়, ইহারা সকলে একত্রিত হইয়া, ভুবন-সন্তাপহারী সর্ব্বকামবর্ষী শ্রীকৃষ্ণ-বারিদকে লীলামৃতবর্ষণার্থ উদিত হইতে দর্শন করিয়া; আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং জলদ দর্শনে নৃত্যকারী নীলকণ্ঠের ন্যায়, তাণ্ডবকারী মহাদেবের সহিত একত্রিত হইয়া, সকলেই ভগবানের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৯ ॥

সত্ত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ।

কারণং, সত্ত্যে পৃথিব্যাদিষু নিহিতং অন্তর্য্যমিতয়া স্থিতং, সত্ত্যস্য পৃথিব্যাদীনাং সত্যনাশেঽপি অবশিষ্যমাণং ঋতসত্যনেত্রং ঋতসত্যয়োঃ প্রবর্ত্তকং, সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ প্রাপ্তাঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

পঞ্চকং তৎ সত্ত্যমিত্যাচক্ষতে ইতি শ্রুতেঃ, তস্য য়োনিং কারণং অনেন সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং বর্ত্তমানতোক্তা, তথা সত্ত্যে তস্মিন্নেব নিহিতং অন্তর্যামিতয়া স্থিতং। অনেন স্থিতিসময়েঽপি সত্যত্বমুক্তং। তথা সত্ত্যস্য সত্যং তস্যৈব সত্ত্যস্য সত্যং পারমার্থিকং নাশেঽপ্যবশিষ্যমাণং রূপং অনেন প্রলয়েঽপ্যবধিত্বেন সত্যত্বং দর্শিতং এবং ত্রিসত্যত্বমুপপাদিতং। তথা ঋত-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সর্ব্বকালদেশবর্ত্তী পরঃ শ্রেষ্ঠশ্চ ত্বং। যদ্বা। সত্যং সত্যনামানং। সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতং। সত্যাৎ সত্যোহি গোবিন্দ তস্মাৎ সত্যোহি নামত ইত্যুদ্যমপর্ব্বোক্তেঃ পরং পরমেশ্বরং ত্বদ্বুদ্ধিবলাদয়োঽপি সত্যা এবেত্যাহুঃ। তিস্রঃ জ্ঞানবলক্রিয়াশক্তয়ঃ সত্যা যস্য তং। ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বলক্রিয়া চেতি শ্রুতেঃ। ত্বদংশা অপি সত্যা ইত্যাহুঃ সত্যস্য মৎস্যকূর্ম্মাদ্যবতারবৃন্দস্য যোনিমুদ্গমস্থান মবতারিণ

তাঁহারা বলিলেন হে ভগবান্! আপনার সংকল্প সকলই সত্য, কখন মিথ্যা হইবার নহে; সত্য পথ অবলম্বন করিলে, আপনাকে লাভ করিতে পারা যায়। এই প্রপঞ্চ সৃষ্টির পূর্ব্বে, বর্ত্তমানকালে এবং প্রলয়ে আপনিই সত্যরূপে বিরাজ করিতেছেন! পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব আপনা হইতে সমুত্থিত হইয়াছে; আপনি সেই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে অন্তর্যামিরূপে সতত বিরাজ করিতেছেন। এবং সেই পঞ্চতত্ত্বের লয় হইলে, আপনিই অন্তে অবশিষ্ট থাকেন। সুনৃতা বাণী ও সমদর্শন আপনা হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; আপনি সত্যময়! সর্ব্বতোভাবে আমরা আপনার শরণাগত হইলাম! ॥ ২০ ॥

আভাস।

দেবতাগণের স্তবের তাৎপর্য্যই এই যে, হে ভগবন্! এই অসার সংসারে আপনি এক মাত্র সার ও নিধিস্বরূপ। ভক্তগণ কেবল ভক্তির বলে আপনাকে লাভ করিয়া থাকেন তদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এবং ভক্তি-প্রতিপালন করাই আপনার প্রধান কর্ম্ম। ভগবান্ যে সর্ব্ব প্রকারে সত্যস্বরূপ তাহারই প্রকাশ মানসে তাঁহারা প্রথম সত্যব্রত নামে ভগবানকে অভিহিত করিলেন। সত্যই আপনার ব্রত (সঙ্কল্প);

শ্রীধরস্বামী।

সত্যনেত্রং ঋতঞ্চ সুনৃতা বাণী সত্যঞ্চ সমদর্শনং, তথা ভগবতা ব্যাখ্যাস্যমানত্বাৎ, সত্যঞ্চ সমদর্শনমিতি, ঋতঞ্চ সুনৃতা বাণী কবিভিঃ পরিকীর্ত্তিতা ইতি, তয়োর্নেত্রং নয়নসাধনং নেতারং প্রবর্ত্তকমিতি যাবৎ। এবং সর্ব্বপ্রকারেণ সত্যাত্মকং ত্বাং বয়ং শরণং প্রপন্না ইত্যর্থঃ॥ ২০॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ঋতমিত্যর্থঃ। ত্বদ্ধামাপি নিত্যমিত্যাহুঃ। নিহিতং সন্নিহিতং স্থিতমিত্যর্থং। সত্যে মথুরা-বৈকুণ্ঠাদিলোকে। কিঞ্চ সারস্য সার ইতিবৎ সমস্তচিদ্বস্তুসারস্বমেবেত্যাহুঃ, সত্যস্য সত্য-মিতি। যদ্বা সত্যস্য যৎকিঞ্চিৎকালবর্ত্তিনো মায়িকপ্রপঞ্চস্য প্রকাশকত্বাৎ সত্যং সর্ব্বকাল-বর্ত্তিনং চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমিতিবৎ। সত্যং হেবেদং বিশ্বমসৃজতেতি মাধ্বভাষ্য প্রমাণিত শ্রুতেঃ। হে ঋত নিত্যসত্যস্বরূপ। সত্যং নেত্রং সর্ব্বেন্দ্রিয়োপলক্ষকং নয়নেন্দ্রিয়ং যস্য তৎ সত্য আত্মা শ্রীবিগ্রহো যস্য তৎ॥ ২০॥

আভাস।

আপনি ভক্তকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক যে বলিয়াছিলেন, "সকৃদেব প্রপন্নো য তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম"॥ যে ব্যক্তি অনন্যমনে আমার শরণাগত হইয়া একবার মাত্র বলে, হে ভগবন্! আমি আর কাহারও নহি, আমি তোমার, সদা সর্ব্বক্ষণ তাহাদিগকে অভয় প্রদান করাই আমার ব্রত। আজ তাহা যথার্থ সিদ্ধ হইল। আপনি মুমুক্ষু ও ভক্তগণের বিবিধ যাতনা নিবারণ করত অভয় প্রদানার্থ দেবকীর উদরে আবির্ভূত হইয়া প্রতিজ্ঞা সফল করিয়াছেন। ত্বৎপ্রাপ্তির জন্য অন্য কোন আয়োজনের ও প্রয়োজন নাই; সত্যই তোমাকে প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। তুমি সত্যপরং, অনুগত ব্যক্তিকে সকল দেবতাই আশ্রয় প্রদান পূর্ব্বক রক্ষা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহাও কিয়ৎকালের নিমিত্ত মাত্র; কারণ সকলেই অনিত্য; কাল সহকারে সকল দেবতারই ধ্বংস হইয়া থাকে, কেবল তোমারই ধ্বংস নাই। তুমি "ত্রিসত্যং" সৃষ্টির পূর্ব্বে, সৃষ্টির মধ্যে ও প্রলয়াবসানে তুমিই জাজ্বল্যরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছ। কোন কালে তোমার অস্তিত্বের প্রতিবন্ধক ঘটে না। অথবা সত্যপরং শব্দে সত্যঃ অর্থাৎ সর্ব্বকালদেশব্যাপী, পরঃ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠঃ। সৎ শব্দবাচ্য ক্ষিতি, অপ্ ও তেজ এবং ত্যৎ শব্দবাচ্য বায়ু ও আকাশ; শ্রুত্যনুসারে এই ভূতপঞ্চক তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে আপনিই সৎস্বরূপে বিদ্যমান ছিলেন। উৎপত্তির পর ঘট ও সরাবাদিতে মৃত্তিকার অনুগমনের ন্যায়, সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থে সাররূপে আপনার অস্তিত্বেরই উপলব্ধি হইয়া থাকে। আপনি অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বভূতে বিরাজ করিতেছেন। "সত্যস্য সত্যং," প্রলয়কালে ক্ষিতি জলে লীন হয়, জল তেজে, অগ্নি বায়ুতে ও বায়ু আকাশে এবং আকাশ সর্ব্বাধারভূত পরমাত্মাতে প্রলীন হইয়া থাকে। পরমাত্মাস্বরূপ তোমার আর অন্য কোথায়ও লীন হইবার

একায়নোঽসৌ দ্বিফল স্ত্রিমূল শ্চতুরসঃ পঞ্চবিধঃ ষড়াত্মা।

অন্বয়ঃ।

(কিঞ্চ হে কৃষ্ণ!) অসৌ (সংসারঃ) আদিবৃক্ষঃ (এব যতঃ অয়ং) একায়নঃ (প্রকৃত্যাশ্রয়ঃ) দ্বিফলঃ (সুখদুঃখফলঃ) ত্রিমূলঃ (গুণত্রয়মূলঃ) চতুরসঃ (ধর্ম্মার্থাদিরসঃ) পঞ্চবিধঃ পঞ্চেন্দ্রিয়জ্ঞান-প্রকারঃ, ষড়াত্মা (শোকমোহজরামৃত্যুক্ষুৎপিপাসাসমাবৃতঃ) সপ্তত্বক্ ত্বগাদিসপ্তধাতুত্বক্)

শ্রীধরস্বামী।

ননু ভবন্তোঽপি লোকেশ্বরা মত্তুল্যা এব কিমিতি মাং শরণং প্রপদ্যন্তে নৈবং বাচ্যং ত্বমেবৈকঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বসৃষ্ট্যাদি-কারণত্বাৎ বয়ন্তু ত্বদেকশরণা এব। লোকাদিরূপং দ্বৈতঞ্চ সর্ব্বং তদ্ব্যতিরেকেণ নাস্তীতি বক্তুং দ্বৈতপ্রপঞ্চং বৃক্ষরূপেণ নিরূপয়ন্তি একায়ন ইতি। অসৌ প্রপঞ্চ আদিবৃক্ষঃ বৃশ্চ্যতে ইতি বৃক্ষঃ। সমষ্টিব্যষ্টিদেহরূপঃ কথংভূতঃ একায়নঃ একা প্রকৃতিরয়নমাশ্রয়ো যস্য। দ্বিফলঃ দ্বে সুখদুঃখে ফলে যস্য সঃ। ত্রয়োগুণা রজঃসত্ত্বতমাংসি মূলানি যস্য সঃ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাশ্চত্বারো রসা যস্য সঃ। পঞ্চেন্দ্রিয়াণি ত্বক্ চক্ষু র্নাসিকা

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ননু যদি দেহেন্দ্রিয়ধামাদিবিশিষ্টোঽহমেব সত্যস্তর্হি জগদিদং কিমসত্যং তত্র জগতঃ সত্যত্বেঽপি কালচ্ছেদ্যত্বং তব তু তদভাব ইত্যাহুঃ। একায়ন ইতি। অসৌ প্রপঞ্চ আদিবৃক্ষো ভবতি। প্রথমন্ত এব প্রবৃত্তত্বাদাদিঃ বৃশ্চ্যতে কালেন ছিদ্যতে ইতি বৃক্ষঃ। সমষ্টি-ব্যষ্টি-দেহরূপঃ। একা প্রকৃতিরয়নমাশ্রয়ো যস্য সঃ। দ্বে সুখদুঃখে ফলে যস্য সঃ। ত্রয়োগুণা মূলানি যস্য সঃ। চত্বারো বর্ণধর্ম্মা আশ্রমধর্ম্মা বা রসা যস্য সঃ। পঞ্চ ইন্দ্রিয়াণি

হে শ্রীকৃষ্ণ! এই সংসারকে অনাদিকালপ্রসূত অথচ অনবরত ছিদ্যমান বৃক্ষের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। এই সংসার-বৃক্ষটী মূলা প্রকৃতি হইতে জন্ম পরিগ্রহ করত, সুখ ও দুঃখরূপ দুইটী ফল ধারণ করিয়া থাকে। সত্ত্ব রজ ও তম নামক গুণত্রয়কে মূলত্রয়রূপে অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চারি প্রকার রসই স্বীয় দেহে প্রবাহিত রাখিতেছে; পঞ্চ ইন্দ্রিয় জ্ঞান সাধনের উপায়, ষট্ ঊর্ম্মি সদৃশ শোক মোহ জরা মৃত্যু ক্ষুধা ও পিপাসা

আভাস।

স্থান নাই। তৎকালে সকল বস্তুর অভাবে হে প্রভো! তোমারই কেবল সদ্ভাব থাকে। তুমিই সত্যকারী ও সত্যদর্শী। হে স্বামিন্! তুমিই সর্ব্বতোভাবে সত্যস্বরূপ! আমরা আপনার শরণ লইলাম॥ ২০॥

হে সর্ব্বাশ্রয়! আমরা এক এক জনে সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনের কর্ত্তা হওয়াতে লোক-সমীপে পূজিত হইলেও, আপনার সেই সেবক মাত্র। কারণ আপনি একাই সকলের আশ্রয়; এবং আমরা সকলে আপনার নিতান্ত অনুগত ও আশ্রিত। দ্বৈতভাবে দৃশ্যমান

সপ্তত্বগষ্টবিটপো নবাক্ষো দশচ্ছদী দ্বিখগশ্চাদিবৃক্ষঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ।

অষ্টবিটপঃ (ভূতপঞ্চকমনোবুদ্ধ্যহঙ্কারশাখঃ) নবাক্ষঃ (নবদ্বারচ্ছিদ্রঃ) দশচ্ছদী (দশপ্রাণপর্ণঃ) দ্বিখগঃ (জীবেশ্বরপক্ষিসহিতঃ) চ প্রতীয়তে ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

জিহ্বাশ্রোত্রসংজ্ঞকানি বিধা জ্ঞানপ্রকারা যস্য সঃ। ষট্ ঊর্ম্ময়ঃ শোক-মোহ-জরামৃত্যুক্ষুৎপিপাসা কোষা বা আত্মানঃ স্বভাবা যস্য সঃ। সপ্তত্বগসৃক্ মাংসমেদোঽস্থিমজ্জাশুক্রাণি ধাতব ত্বচো যস্য সঃ। পঞ্চভূতানি মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারাশ্চ এবমষ্টৌ বিটপা যস্য সঃ নব দ্বারাণি অক্ষাশ্ছিদ্রাণি যস্য সঃ। দশ প্রাণাশ্ছদাঃ পত্রাণি বিদ্যন্তে যস্য সঃ দশচ্ছদী দ্বৌ জীবপরমাত্মানৌ খগৌ যস্মিন্ সঃ দ্বিখগঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিধা জ্ঞানপ্রকারা যস্য সঃ। ষট্ ঊর্ম্ময়ঃ আত্মানঃ স্বভাবা যস্য সঃ। অত্র শোকমোহ জরামৃত্যুক্ষুৎপিপাসাঃ ষড়ূর্ম্ময়ঃ। সপ্তধাতবঃ ত্বচো যস্য সঃ। ত্বগসৃঙ্মাংসমেদোঽস্থি-বসাশুক্রাণি ধাতবঃ। অষ্টৌ পৃথিব্যপ্তেজোবায্বাকাশমনোবুদ্ধ্যহঙ্কারা বিটপাঃ শাখা বিস্তারা যস্য সঃ। নব দ্বারাণি অক্ষাশ্ছিদ্রাণি যস্য সঃ। দশ প্রাণাশ্ছদাঃ পত্রাণি বিদ্যন্তে যস্য সঃ দশচ্ছদী। দ্বৌ জীবেশ্বরৌ খগৌ যস্মিন্ সঃ ॥ ২১ ॥

নামক কোষ দ্বারা অনবরত সমাচ্ছন্ন ; ত্বক্ অসৃক্ মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্ররূপ সপ্ত ত্বকে আবৃত এবং পঞ্চভূত, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আটটী ইহার শাখাস্থানীয় ; নয়টী দ্বারই ইহার নব ছিদ্র ; প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এবং নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই দশবিধ প্রাণই এই বৃক্ষের পত্র। জীব ও ঈশ্বর এই বৃক্ষের পক্ষী! এই পক্ষীদ্বয়ই এই বৃক্ষে সদাকাল বসতি করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

আভাস।

এই প্রপঞ্চ ব্রহ্মাণ্ড কভু ঈশ্বর হইতে অতিরিক্ত নহে ; সেই হেতু সংসারকে বৃক্ষরূপে নির্ণয় করত ভগবানেরই মহিমা প্রকাশ করিতেছেন। দুইটী পক্ষী এক বৃক্ষে বাস করিতেছেন বলায়, পক্ষিদ্বয় যে বৃক্ষ হইতে পৃথক্, তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে ; অর্থাৎ সৃষ্ট জগতের অতীত জীব এবং ঈশ্বর। ইহা শ্রুতিতেও স্পষ্ট প্রকাশ আছে ; যদিও একত্র বাস করা উপলক্ষে

দ্বিখগ ইত্যধিষ্ঠাতৃত্বমাত্রবিবক্ষয়া সাম্যেনৈব নির্দ্দেশঃ, বিশেষস্তু তয়োরেকঃ খাদতি পিপ্পলান্নং অন্যোঽনশ্নন্নভিচাকশীতি। এবমনয়ো বৃক্ষাদত্বাভাবাৎ প্রপঞ্চাতীতত্বং দর্শিতং ইতি তোষণী ॥ ২১ ॥

ত্বমেক এবাস্য সতঃ প্রসূতি স্ত্বং সন্নিধানং ত্বমনুগ্রহশ্চ।
ত্বন্মায়য়া সম্বৃতচেতস স্ত্বাং পশ্যন্তি নানা ন বিপশ্চিতো যে ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ।

অস্য সতঃ (সংসারবৃক্ষস্য) ত্বং একঃ এব প্রসূতিঃ জন্মকারণং) ত্বং সন্নিধানং (লয়-স্থানং) ত্বং অনুগ্রহঃ (পালকঃ) তন্মায়য়া সম্বৃতচেতসঃ ত্বাং ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাঃ ইতি নানা পশ্যন্তি, যে বিপশ্চিতঃ তে তু তথা ন পশ্যন্তি ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

এবংরূপস্য সংসারবৃক্ষস্য সতঃ কার্য্যস্য ত্বমেক এব প্রসূতিঃ প্রকর্ষেণ সূতি র্জন্ম যস্মাৎ স কারণমিত্যর্থঃ। ত্বমেব সন্নিধানং সংনিধীয়তেঽস্মিন্নিতি লয়স্থানং ত্বমেবানুগ্রহশ্চ অনুগৃহ্নাতি যঃ সঃ পালকঃ। নন্বু ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রা এবংভূতাঃ প্রসিদ্ধাঃ কথমহমিতি চেত্তত্রাহুঃ ত্বন্মায়য়েতি সংবৃতং পিহিতং চেতো জ্ঞানং যেষাং তে ত্বামেব নানা পশ্যন্তি যে তু বিপশ্চিতো বিদ্বাংসঃ তে তথা ন পশ্যন্তি ॥ ২২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তচ্ছক্তিকার্য্যত্বাদৃক্ষোঽয়ং ত্বদীয় এবেত্যাহুঃ। ত্বমেব অস্য প্রপঞ্চবৃক্ষস্য সতঃ সত্যস্য এক এব প্রসূতি রুৎপাদকঃ। সন্নিধানং লয়স্থানং, অনুগ্রহঃ পালকঃ। ভাবপ্রধাননির্দ্দেশেন তত্তদাধিক্যমভিপ্রেতং। নন্বু ভবদাদয়ো ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রা এবম্ভূতাঃ প্রসিদ্ধাঃ কথমহমিতি চেত্তত্রাহুঃ। ত্বন্মায়য়া অসম্বৃতচেতসঃ অনাবৃতজ্ঞানা ত্বাং নানা ন পশ্যন্তি যে বিপশ্চিত স্তে। ব্রহ্মাদীনাং ত্বদবতারত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

হে ভগবন্! এই কার্য্যরূপে প্রতীয়মান সংসার-বৃক্ষের উৎপত্তি, লয় ও পালন এক তোমা হইতেই হইতেছে; মায়াচ্ছন্নদৃষ্টি মানবগণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও

আভাস।

উভয়কেই সমান বলা হইল, কিন্তু ফলত অনেক পার্থক্য আছে। এক পক্ষী জীব বাস করত বৃক্ষের ফলস্বরূপ সুখদুঃখাদি ফল অনুভব করত তাদাত্ম্যভাবে তাহাতেই নিমগ্ন হন, অপর

এবং সর্ব্বেষাং ভগবদ্রূপাণামভিন্নত্বং চাভিপ্রেতং। একস্যৈব ভগবদ্বিগ্রহস্য স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা নানারূপতাসমাবেশাৎ। উপাসনাভেদেনৈব দর্শনভেদাচ্চ। যথোক্তং নারদপঞ্চরাত্রে। মণির্যথাবিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ। রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুত ইতি। মণিরত্র নানাচ্ছবিধারী বৈদূর্য্যাখ্যো জ্ঞেয়ঃ। যদ্বা সংবৃতচেতসঃ স্বল্পবুদ্ধয় স্বদীয়য়া মায়য়া এব পূর্ব্বোক্তং নানাবিধং ত্বাং পশ্যন্তি। তয়ৈব নানাত্বং অসৌ প্রাপ্নোতি ইতি মন্যন্ত ইত্যর্থঃ। যে বিপশ্চিত স্তেতু তয়া তথা ন মন্যন্তে। কিন্তু স্বাভাবিকশক্ত্যৈব ইত্যর্থঃ। এবং সর্ব্বেষামেব শ্রীভগবদ্রূপাণামমায়িকত্বং সচ্চিদানন্দঘনরূপত্বোক্তং ইতি তোষণী ॥ ২২ ॥

বিভর্ষি রূপাণ্যববোধ আত্মা ক্ষেময়া লোকস্য চরাচরস্য।

অন্বয়ঃ।

(এবংভূতঃ) অববোধঃ আত্মা সচ্চিদানন্দঘনৈকমূর্ত্তিঃ ত্বং, চরাচরস্য লোকস্য ক্ষেমায়

শ্রীধরস্বামী।

নন্থ দেবকীসুতং মাং কথমেবং বর্ণয়থেতি চেত্তত্রাহুঃ বিভর্ষীতি। অববোধরূপ আত্মা ত্বং রূপাণি মূর্ত্তী বিভর্ষি ধৎসে নতু ত্বং কস্যাপি পুত্র ইত্যর্থঃ। ক্ষেমায় পালনায় সতাং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অন্যেঽপি মৎস্যকূর্ম্মাদয়ো বহবস্ত্বদবতারাঃ সন্তীত্যাহুঃ বিভর্ষীতি। অববোধঃ

রুদ্ররূপ বহুদেবতার কল্পনা করে, কিন্তু জ্ঞানিগণ সকল দেবে এক তোমাকেই নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

প্রভো! আপনি সচ্চিদানন্দৈকমূর্ত্তি! চরাচর লোকসমূহের মঙ্গল

আভাস।

ঈশ্বর সর্ব্বান্তর্যামী ও সাক্ষিরূপে তথায় কেবল অবস্থান করেন মাত্র; জীবের ন্যায় কিছুতেই তিনি লিপ্ত নহেন ॥ ২১ ॥

ভগবদ্রূপে কখন বৈলক্ষণ্য ঘটে না। এক সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহের অচিন্ত্য শক্তি দ্বারাই তাঁহাকে নানারূপে প্রতীয়মান করে। ভেদদৃষ্টির মূল কারণই উপাসনার বিচিত্রতা। নারদপঞ্চরাত্রেও উক্ত হইয়াছে যে, নানারঙ্গবিশিষ্ট বৈদূর্য্যমণিকে ভিন্ন ভিন্ন দর্শক দৃষ্টির তারতম্যে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণবিশিষ্ট বলিয়া উপলব্ধি করে। কিন্তু মণিজ্ঞ ব্যক্তি অন্যের কথিত বর্ণবিচিত্রতানিবন্ধন কোন তর্কের উদ্ভাবন করেন না; মণি চিনিয়াই ক্ষান্ত হন। সেইরূপ অজ্ঞানী নরগণ ভগবানকেই বহুরূপধারী বিবেচনা করেন, কিন্তু জ্ঞানিগণ ঐ সমস্ত রূপকে তাঁহার শক্তিরই বিচিত্র বিকাশজ্ঞানে তাঁহার সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহে পরিতৃপ্ত থাকেন ॥ ২২ ॥

সচ্চিদানন্দৈকমূর্ত্তি ভগবান্ বাসুদেব দেবকীগর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করায়, তাঁহার স্বরূপের কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার জন্ম বা দেহান্তর প্রাপ্তি নাই। তিনি দেবকী নাম্নী সাত্ত্বিকী ঐশী শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করত, লোকদৃষ্টিতে জাত বলিয়া প্রতীত হইয়াছিলেন মাত্র। সুতরাং বাহ্যদৃষ্টিতে দেবকীনন্দন হইলেও, তাঁহার চিন্ময়স্বরূপের কোন বৈপরীত্য ঘটে নাই। জগতে মঙ্গলের নিমিত্তই তিনি সাত্ত্বিক মূর্ত্তি ধারণে আবির্ভূত হন। রঙ্গোপযোগী বেশ ধারণ করিলেও, নট যেমন স্বকীয় রূপ পরিত্যাগ করে না; তবে দর্শক সমীপে বেশান্তরের দ্বারা প্রচ্ছন্ন রাখে মাত্র, সেইরূপ ধর্ম্মের মর্য্যাদাকারী সাধুগণের হিতের জন্য এবং ধর্ম্মলোপকারী অসজ্জনকে নিগ্রহ দ্বারা অসৎ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করত সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে তিনি রূপান্তর গ্রহণে আবির্ভূত হন। এস্থলে পূজ্যপাদ শ্রীসনাতন গোস্বামী তাঁহার বৈষ্ণবতোষিণী টিপ্পনীতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, পূর্ব্ব শ্লোকে দেবগণ "ত্বমেক" এই ত্বং শব্দের প্রয়োগ করিয়া, দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই সৃষ্টি, স্থিতি ও

সত্ত্বোপপন্নানি সুখাবহানি সতামভদ্রাণি মুহুঃ খলানাং ॥ ২৩ ॥
ত্বয্যম্বুজাক্ষামলসত্ত্বধাম্নি সমাধিনাবেশিতচেতসৈকে।

অন্বয়ঃ।

সতাং সুখাবহানি খলানাং অভদ্রাণি (বিঘ্নকরাণি) সত্ত্বোপপন্নানি (সাত্ত্বিকানি) রূপাণি মুহুঃ বিভর্ষি ধারয়সি ॥ ২৩ ॥

হে অম্বুজাক্ষ পদ্মপলাশলোচন! অমলসত্ত্বধাম্নি ত্বয়ি একে আবেশিতচেতসা সমাধিনা

শ্রীধরস্বামী।

ধর্ম্মবর্ত্তিনাং সুখকরাণি খলানাং অভদ্রাণি নাশকরাণি ॥ ২৩ ॥

ন কেবলমেতাবদ্ভক্তানাং মোক্ষার্থমপীত্যাহুঃ ত্বয়ীতি। ত্বয়ি সমাধিনা আবেশিতচেতসা নিমিত্তেন তৎপাদপোতেনাশ্রিতেন একে মুখ্যা বিবেকিনঃ মহদ্ভিঃ কৃতেন সেব্যতয়া সম্পাদিতেন যদ্বা ইদমপি মায়াময়মিত্যনাদরং পরিত্যজ্য ইদমেব মহৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টমিতি মনসি কৃতেন

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

চিদ্ঘনরূপঃ। সত্ত্বোপপন্নানি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপাণি খলানাং অভদ্রাণি অভদ্রকরাণি ॥ ২৩ ॥

ক্ষেমায়েত্যুক্তং। তদেব ক্ষেমং বাস্তবমভিব্যঞ্জয়তি ত্বয়ীতি খিলং নিকৃষ্টং সত্ত্বং গুণাত্মকং অখিলসত্ত্বং বিশুদ্ধসত্ত্বং নির্গুণং ধাম স্বরূপং যস্য তস্মিন্। অমলসত্ত্বেতিচ পাঠঃ সমাধিনা

বিধানার্থই ধার্ম্মিক জনগণের সুখপ্রদ এবং খলদিগের নিগ্রহকর বহুবিধ সাত্ত্বিক বিগ্রহ সময়ে সময়ে পরিগ্রহ করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

হে অম্বুজাক্ষ! মহাপুরুষগণ তোমার নির্ম্মল সত্ত্বোপপন্ন রূপে চিত্ত সমর্পণ

আভাস।

প্রলয়ের অধীশ্বর এবং ব্রহ্মাদি সর্ব্বদেবময় বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। এবং পর শ্লোকে যখন প্রকাশ করিয়াছেন যে, হে দেব! যত রূপই তুমি ধর না, কোনটাই প্রাকৃতিক নহে। অতএব স্বয়ং ভগবান্ বাসুদেব-বিগ্রহে চিদ্ঘনৈকমূর্ত্তি সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ বা বিচার নাই ॥ ২৩ ॥

হে সর্ব্বাশ্চর্য্যময় পরমশোভন দেব! প্রকৃতির অতীত বিমল সত্ত্বোপহিত রূপ গ্রহণে আপনার আবির্ভাব হইলে, তাৎকালিক জীব যে মুক্ত হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি!

বিভর্ষি লোকদৃষ্টিং প্রতিধৎসে প্রকটয়সীত্যর্থঃ। অতো দেবকীলক্ষণনিজশক্তিদ্বারা তব প্রাকট্যেন তৎপুত্রত্বেঽপি তাদৃশত্বং ন ব্যাহতমিতি ভাবঃ। ইতি সন্দর্ভঃ। লোক-ক্ষেমার্থত্বে হেতুঃ সুখেত্যাদি। সৎপালন-খলদণ্ডাভ্যামেব তৎসিদ্ধেঃ, খলানামপি দুষ্ট-কর্ম্মতো নিবৃত্তেঃ। সন্তোঽত্র ধর্ম্মমর্য্যাদাকারকাঃ খলাস্তল্লোপকা ইতি। যদ্বা ত্বমেক এবাস্মেত্যাদাবেব শ্রীদেবকীনন্দনরূপস্যৈব তস্য তাদৃশত্বং নির্দ্ধার্য্যেদমেবাবতার্য্যং তেষাং নানারূপাণাং প্রয়োজনমাহুঃ বিভর্ষীতি তদেবং সর্ব্বেষামেব তদ্রূপাণাং তাদৃশত্বে সিদ্ধে কিমুত স্বয়ং ভগবত্তস্তব ইতি তোষণী ॥ ২৩ ॥

ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন কুর্ব্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিং ॥২৪॥
স্বয়ং সমুত্তীর্য্য সুদুস্তরং দ্যুমন্ ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ।

অন্বয়ঃ।

মহৎকৃতেন ত্বৎপাদপোতেন ভবাব্ধিং গোবৎসপদং কুর্ব্বন্তি ॥ ২৪ ॥

কিঞ্চ, হে দ্যুমন্ স্বপ্রকাশ! অদভ্রসৌহৃদাঃ তে ভীমং সুদুস্তরং ভবার্ণবং স্বয়ং সমুত্তীর্য্য

শ্রীধরস্বামী।

বহুমতেনেত্যর্থঃ। ভবাব্ধিং তুচ্ছং কুর্ব্বন্তি অনায়াসেন ভজমানানাং নিষ্কামাণাং মুক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

নন্থ তেন পোতেন চেৎ পূর্ব্বে পারং গন্তাঃ তর্হীদানীন্তনানাং কা গতি স্তত্রাহুঃ স্বয়মিতি। অয়মর্থঃ হে দ্যুমন্ স্বপ্রকাশ ত্বৎপাদপোতসামীপ্যমাত্রেণ ভবাম্বুধৌ বৎসপদমাত্রে জাতে তত্র স্তন্নিরপেক্ষা স্বয়মেব অন্যেষাং ভীমং সুদুস্তরমপি ভবার্ণবং সমুত্তীর্য্য ভবৎপদাম্ভোরুহরূপাং নাবং অত্রৈব নিধায় ভক্তিমার্গসম্প্রদায়ং প্রবর্ত্ত্যেত্যর্থঃ পারং যাতাঃ তৎ কিং যতঃ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সমাধিনা পৃথিব্যামবতীর্ণস্য তব রূপগুণলীলাদিধ্যানাতিশয়েন ত্বয্যাবেশিতং যচ্চেত স্তেন হেতুনা প্রাপ্তেন ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন মহদ্ভির্ভবাব্ধেঃ পোততুল্যীকৃতেনেত্যর্থঃ। গোবৎসপদং কুর্ব্বন্তি ভবাব্ধেরস্তিত্বমপি ন জানন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

কিঞ্চ ত্বৎপাদপোতাশ্রয়ণমাত্রেণৈব ভবাব্ধৌ গোষ্পদতুল্যে জাতে বৈষ্ণবা ভবাব্ধিমজনান্ত এব পদ্ভ্যামেবোল্লঙ্ঘয়ন্তীত্যাহুঃ। স্বয়মিতি তরণসাধননিরপেক্ষমেব অন্যৈঃ সুদুস্তরমপি ভীমমপি সমুত্তীর্য্য যাতাঃ। দ্যুমন্ হে সূর্য্য ইতি ত্বং যেষামন্তঃকরণে নোদেষি তেষামেব তমঃ পুঞ্জরূপঃ সংসারোঽর্ণবতুল্যো ভীমো দুস্তরশ্চ ভবতি। প্রেমভক্ত্যুদয়পর্য্যন্তে ত্বয্যুদিতে তু সমস্ততমসি স্বয়মেব নষ্টে সতি স্বয়মেব সংসারতরণং ভবেদতো ভবৎপদা-

---

করিয়া থাকেন; এবং তোমার চরণকমলে ধ্যানের একাগ্রতা বশত গোষ্পদের ন্যায় ভব-জলধিকে তুচ্ছ করত অনায়াসে তাহা উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

হে সর্ব্বপ্রকাশিন্! আপনি সাধুগণের হিতকারী ও সর্ব্বভূতানুকম্পী;

আভাস।

মহাপুরুষগণ সমাধিযোগে তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করিয়াই এই অপার ভব-সাগর পারের দুর্ল্লভ তরণী লাভ করিয়াছেন; অধিক কি। তোমার চরণচিন্তনের আনন্দে এতই নিমগ্ন থাকেন যে, গোবৎসপদস্থ সলিলের ন্যায় ঘোর সংসার বারিধির অস্তিত্ব তাঁহারা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হন ॥২৪॥

অস্তু তাবৎ তদ্রূপাবির্ভাবসমবগতানাং তেষাং বার্ত্তা, অন্যদাপি মনোমাত্রেণাপি লব্ধতদাশ্রয়াণামনায়াসেনাখিলসংসারদুঃখনাশঃ পরমসুখরূপতৎপ্রাপ্তিশ্চ ভবতি, তৎপ্রসঙ্গেনান্যেষামপি তাদৃশত্বং সম্পদ্যতে ইত্যাহুঃ ত্বয়ীতি। গোবৎসপদং কুর্ব্বন্তি, তদানন্দেন তদস্তিত্বমপি ন জানন্তীতি ॥ ২৪ ॥

ভবৎপদাম্ভোরুহ-নাবমত্র তে নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ।

ভবৎপদাম্ভোরুহ-নাবং ত্বৎচরণপোতং অত্র লোকতারণার্থং নিধায় (সংস্থাপ্য পারং) যাতাঃ। যতঃ ভবান্ হি সদনুগ্রহঃ ভক্তানুগ্রহকারী ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অদভ্রসৌহৃদাঃ সর্ব্বভূতেষ্বতিপ্রীতিযুক্তাঃ অতস্তেষাং তরণায় নিধায়েতি। কথং মৎপদাশ্রয়ণমাত্রেণ তীর্ণা অত উক্তং ভবান্ সদনুগ্রহঃ সন্তো ভক্তাননুগৃহ্ণাতীতি ॥ ২৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্তোরুহনাবমত্রৈব কুলে নিধায়ৈব ভক্তিমার্গ-সম্প্রদায়ং প্রবর্ত্ত্যৈব যাতা স্তে যথান্যেপ্যেবং তরেয়ুরিত্যভিপ্রায়েণেত্যুৎপ্রেক্ষতে ইতি ভাবঃ। অত্র সংসারস্য সামস্ত্যেন নষ্টত্বেঽপি বয়ং সংসারিণ এবেতি ভক্তানাং মিথ্যাভিমান এব গোবৎসপদাকারঃ সংসারঃ। যথা চ গোবৎসপদজলং পাষনং শ্লাঘনীয়ঞ্চ ভবেৎ তথৈব তেষাং সোঽভিমানোঽপ্যন্যেষাং ভক্তমানিনামভিমানরোগহরোঽভিজ্ঞজনৈঃ শ্লাঘনীয়শ্চ ভবতীতি ভাবঃ। যতঃ সৎসু বৈষ্ণবেষেব অনুগ্রহ এতাদৃশো নান্যেষু যস্য সঃ ॥ ২৫ ॥

ভক্ত সাধকগণ আপনার চরণ-সামীপ্য লাভ করিয়া এতই কৃতার্থ হইয়াছেন যে, পারের তরণী তোমার চরণকমল এই পারে রাখিয়াই, তাঁহারা এই ভয়ানক দুরতিক্রমণীয় সংসার-জলধি অনায়াসে অতিক্রম করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

আভাস।

পারের তরণী আপনার চরণ দুইখানির কি অপূর্ব্ব মহিমা! এ তরীতে আরোহণের কথা দূরে থাকুক্! অবলম্বন পর্য্যন্ত করিবার অপেক্ষা থাকে না। তোমার চরণপোতের সমীপবর্ত্তী হইবা মাত্রই এই ভীষণ দুরতিক্রমণীয় ভব-সাগর একটী সামান্য গোবৎস-পদতুল্য হইয়া যায়। হে সর্ব্বপ্রকাশিন্! যাহাদিগের হৃদয়াকাশে শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যের উদয় হয় নাই, তাহাদিগের সমক্ষে তমঃ পুঞ্জ পুঞ্জ থাকে এবং সংসারও অর্ণব-সদৃশ ভয়াবহ ও দুরতিক্রমণীয় হয়; কিন্তু যাহাদিগের প্রেম ও ভক্তি নামক উদয়াচলে আপনি উদিত হন, তাহাদের সমস্ত অন্ধকার দূরে যায়; তাঁহারা চক্ষুর নিমেষ মাত্রে সংসার-জলধি অতিক্রম করিয়া থাকেন। অতএব তোমার চরণতরণী তাঁহারা এই কূলেই রাখিয়া গিয়াছেন। হে দুর্ব্বলচেতা মানবগণ! এই অবসরে যেন পারের তরীর কথা ভুলিবেন না! কর্ম্ম, জ্ঞান ও উপাসনা এই ত্রিবিধ মার্গের কথাই বেদাদিতে বর্ণিত আছে। কিন্তু তিনেতেই বিলক্ষণ পরিশ্রম; পুরুষকার ও কালের অপেক্ষা! সুতরাং সংসার দুরতিক্রমণীয়। সাধক ভক্তগণ যথেষ্ট পরিশ্রম ও বিচারবলে সকল পথেই পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলেন যে, অনন্যশরণে ভগবচ্চরণে আশ্রয় করাই প্রধান কর্ম্ম; তাহাতে আর পরিশ্রম বা ভ্রম হইবার সম্ভব নাই; ভগবানও নিজ ভক্তকে কখন বিসর্জ্জন করেন না। এস্থলে শাস্ত্রকার ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

যেঽন্যেরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।

অন্বয়ঃ।

হে অরবিন্দাক্ষ! ত্বয়ি (অস্তমস্তয়ঃ ভক্তিহীনাঃ অপিতু) বাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ (তর্কনিপুণাঃ

শ্রীধরস্বামী।

নন্বু বিবেকিনাং কিং মদ্ভজনেন মুক্তা এব হি তে তত্রাহুঃ যেঽন্যে ইতি বিমুক্তমানিনঃ বিমুক্তা বয়মিতি মন্যমানাঃ ত্বয়ি অস্তো নিরস্তো যো ভাব স্তস্মাত্তেষামভাবাদিত্যর্থঃ। ন বিশুদ্ধা বুদ্ধির্যেষাং তে তথা যদ্বা ত্বয়ি অস্তত্বা ইতি ছেদঃ অস্তমস্তয়ঃ বাদেষেব বিশুদ্ধ-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বৈষ্ণবানামেব ভবার্ণবো গোষ্পদীভবতি যে তু তব বিশুদ্ধসত্ত্বময়বপুষি মায়াভানবন্তো জ্ঞানিন স্তেষান্তু সুদুস্তরো ভীম এব কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবার্ণবমপ্লবেশঃ ষড়্বর্গনক্রমসুখেন তিতীর্ষন্তি। তত্ত্বং হরের্ভগবতো ভজনীয়মল্পিং কৃত্বোড়ুপং ব্যসনমুত্তর দুস্তরার্ণমিতি যথা সনৎকুমারেণোক্তং। ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামিতি যথা ভগবতাপি নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাব-বর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনমিতি। যথা নারদেনাপি তথৈব দেবা অপ্যাহুঃ। যে ইতি। অন্যে উক্তলক্ষণেভ্যস্ত্বদনুগৃহীতেভ্যঃ সন্তোঽভিন্নাঃ। অরবিন্দাক্ষেতি ত্বৎকৃপা-বলোকনমাধুর্য্যানুভবিন ইতি ভাবঃ। বিমুক্তমানিন ইতি ত্বদ্ভক্তা যথা সংসারোত্তীর্ণা-অপি সংসারিমানিন স্তথৈবৈতে সংসারমধ্যপতিতা অপি বিমুক্তমানিনস্তত্র হেতুঃ ত্বয্যর-বিন্দাক্ষে মধুরাকারে অস্তভাবাৎ মায়াশাবল্যমননেন প্রীত্যভাবাৎ। অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতমিতি ভগবদুক্তে মৌঢ্যাদবিশুদ্ধজ্ঞানাঃ কামাদিনির্জ্জয়মূলকান্তঃকরণঃ শুদ্ধিমত্ত্বাদুৎপন্নমপি জ্ঞানং ন বিশুদ্ধমিত্যর্থঃ। তদপি কৃচ্ছ্রেণ তপঃশমদমাদিকৃচ্ছ্র জনিতেন বিজ্ঞানেন পরং পদং জীবন্মুক্তদশা মারুহ্যেত্যেষাং গুণীভূত-ভক্ত্যা যুক্তত্বং জ্ঞেয়ং ত্বাং বিনা পরমপদারোহাসম্ভবাৎ শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো। ক্লিশ্যন্তীত্যাদে ত্বাং বিনা জ্ঞানস্য মরীচিকাজলায়মানত্বাৎ ততোঽধঃ পতন্তি। নন্বু ভক্তিসত্ত্বে কথমধঃ পতন্তি তত্রাহুঃ। ন আদৃতৌ মায়িকত্ববুদ্ধ্যা যুষ্মদজ্ঘ্রী যৈস্তে। অয়মর্থঃ জ্ঞানিনাং জ্ঞানাঙ্গভূতা

হে কমলাক্ষ! যে সকল ব্যক্তি কেবল বাদাদি শাস্ত্রীয় বিচারে বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া আপনাদিগকে মুক্ত বলিয়া অভিমান করে, সেই সমস্ত ভক্তিহীন

আভাস।

ভক্তিশূন্য জ্ঞান ও কর্ম্ম তাদৃশ ফলপ্রদ হয় না। ভক্ত বৈষ্ণবের সমীপেই ভয়ঙ্কর ভব-সমুদ্র গোষ্পদ তুল্য হইয়া থাকে; কিন্তু যে সমস্ত শুষ্কতর্কপটু বিজ্ঞানাভিমানী মানবগণ বিচারবলে ভগবদ্বিগ্রহকে মূর্ত্তি ও মায়াময় বলিয়া মীমাংসা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না, তাদৃশ মহাজ্ঞানবান্ ব্যক্তিরও সংসার দুষ্পরিহর। যেমন সমুদ্র অতি বিস্তীর্ণ ও নক্রাদি ভয়ঙ্কর প্রাণীসঙ্কুল হওয়াতে অতীব ক্লেশপ্রদ হয়, সেইরূপ ভক্তিহীন জ্ঞানীর সংসার-সমুদ্রও অতিশয় ভীষণ ও দুরতিক্রমণীয় হয়, সন্দেহ নাই। সনৎকুমার বলিয়াছেন,

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধো নাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥২৬॥

অন্বয়ঃ।

অতএব) বিমুক্তমানিনঃ যে অন্যে ন আদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ (ত্বদ্ভক্তিশূন্যাঃ তে) কৃচ্ছ্রেণ পরং মোক্ষসন্নিহিতং, পদং আরুহ্য ততঃ অধঃ পতন্তি ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বুদ্ধয়ঃ কৃচ্ছ্রেণ বহুজন্মতপসা পরং পদং মোক্ষসন্নিহিতং সৎকুলতপঃশ্রুতাদি আরুহ্য পতন্তি বিঘ্নৈরভিভূয়ন্তে ন আদৃতৌ যুষ্মদঙ্ঘ্রী যৈস্তে ॥ ২৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভক্তি র্দ্বিবিধা। ভক্তিং বিনা জ্ঞানং ন সিদ্ধ্যেদিতি শাস্ত্রাজ্ঞয়ৈব কিঞ্চিন্মাত্রা ক্রিয়মাণা ভজনীয়-ভগবদ্বিগ্রহাদিষু মায়িকবুদ্ধ্যা মায়াবুদ্ধ্যা বা অনাদররতী অনাদররহিতা চ; আশ্রয়া তেষাং তপঃশমদমাদিমতাং বহুকালেনাবিদ্যানিরসিনীং বিদ্যামুৎপাদ্য ব্রহ্মভূতত্বদশামুৎপাদ্য চ সহসৈবান্তর্দ্ধীয়ন্তে তে বিমুক্তমানিন এবোচ্যন্তে নতু বস্তুতো জীবন্মুক্তাঃ। ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য ইতি ভগবদুক্তের্ভক্তিং বিনা তৎপদার্থস্যাপরোক্ষানুভবালাভাৎ ভগবদপরাধসম্ভবাচ্চ দগ্ধানামপি কর্ম্মণাং পুনঃ প্ররোহাদধঃ পতন্তি চ। যদুক্তং। রথযাত্রাপ্রসঙ্গে বিষ্ণুভক্তি-চন্দ্রোদয়ধৃতং পুরাণবচনং। নানুব্রজন্তি যো মোহাদ্ভ্রজন্তং পরমেশ্বরং। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাপি স ভবেদ্ব্রহ্মরাক্ষস ইতি। বাসনাভাষ্যোত্থাপিতং পরিশিষ্টবচনঞ্চ জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ। যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিন ইতি। দ্বিতীয়য়া তু তেষাং ব্রহ্মভূতত্বদশামুৎপাদ্য অবিদ্যাবিদ্যয়োরুপরামেঽপ্যনুপরমন্ত্যা তৎপদার্থসাক্ষাৎকারমনুভাব্যমানা জীবন্মুক্তাঃ সিদ্ধাএব স্যুঃ। যদুক্তং ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরমিতি ॥ ২৬ ॥

মানবগণ বহু জন্মার্জিত তপস্যার বলে মুক্তি-দ্বারে উপস্থিত হইয়াও, এক ভবদ্বৈমুখ্যদোষে পুনরায় অধঃপতিত হয়, সন্দেহ নাই ॥ ২৬ ॥

আভাস।

মানবগণ এমন সুগম উপায় থাকিতে, কেন বৃথা পণ্ডশ্রম করিয়া ব্যথিত হইতেছে! ভগবান্ শ্রীহরির পরম কমনীয় সুপ্রসিদ্ধ চরণ-পল্লবকে আশ্রয় করুক, এই দুস্তর সংসার-জলধি অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। এখানে জ্ঞানাভিমান-রূপ দুর্জ্জয় চৌরের গমনাগমন নাই। শ্রীকৃষ্ণ গীতাবাক্য দ্বারাও উপদেশ দিয়াছেন যে, "ক্লেশোঽধিকতর স্তেষামব্যক্তা-সক্তচেতসাং" শুদ্ধ জ্ঞানী ব্রহ্মোপাসকগণের ক্লেশ অতিশয়। নিরঞ্জন অমল জ্ঞানও যদি অচ্যুত-ভক্তিশূন্য হয়, তবে তাহারও কোন বিশেষ শোভা থাকে না। এই শুষ্ক জ্ঞান অপেক্ষা ভগবদ্ভক্তির প্রাধান্য অনেক স্থানেই বিবৃত হইয়াছে। এই শ্লোকে "অন্যে" শব্দের লক্ষ্য ঈশ্বরানুগৃহীত সাধু ভিন্ন অভক্তগণ। অরবিন্দাক্ষ শব্দের দ্বারা সম্বোধন করিবার

তথা ন তে মাধব তাবকঃ ক্বচিদ্ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।

অন্বয়ঃ।

হে মাধব! ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ প্রেমযুক্তাঃ তে তাবকাঃ বৈষ্ণবাঃ, তথা মার্গাৎ ক্বচিৎ ন

শ্রীধরস্বামী।

ত্বদীয়াস্তু ন কদাচিদপি পতন্তীত্যাহুঃ তথা নেতি। বিনায়কা বিঘ্নহেতবঃ তেষামনীকানি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্থ জ্ঞানিন এব কেবলং কিমিত্যাক্ষিপ্যন্তে ভরতেন্দ্রদ্যুম্নচিত্রকেত্বাদিদৃষ্ট্যা ভক্তা অপ্যাক্ষিপ্যন্তামিত্যত আহুঃ তথেতি। যথা বিমুক্তমানিনোঽধঃ পতন্তি তথা তাবকা মার্গাদ্ভক্তিযোগান্ন ভ্রশ্যন্তি কিমুত মৃগ্যাত্বত্ত ইত্যর্থঃ। যদি বা ভ্রশ্যন্তি তদাপি ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদা এব ভবন্তি। চিত্রকেতু ভরতেন্দ্রদ্যুম্নাদীনাং ভ্রংশে সতি বৃত্রাদিত্বে প্রেম্নঃ শতগুণীভাবদর্শনাৎ ভক্তানাং ভ্রংশোঽপি প্রেমাধিক্যহেতুরেব দৃষ্টঃ। যদ্বা। তথা ন ভ্রশ্যন্তি যতো ভ্রষ্টত্বেঽপি

কিন্তু হে মাধব! ত্বদীয় প্রেমিক ভক্তগণ কখন বিপথে গমন করেন না। আপনি তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন। তাহাদের বিপদের

আভাস।

উদ্দেশ্য এই যে, হে ভগবন্! তুমি কৃপা বিতরণ করিবার পূর্ব্বে একবার কৃপা দৃষ্টি করিলেই জীব কৃতার্থ হয়! পদ্মের মনোহর শোভা দর্শনের ন্যায়, আপনার অলৌকিক স্নেহময় দৃষ্টি নিরীক্ষণ করিয়াই ভক্ত প্রফুল্ল হয় এবং কৃপামাধুর্য্য অনুভবে চিরসুখী হইয়া থাকে। যেমন ভক্ত ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করাতে প্রকৃত প্রস্তাবে মুক্ত হইলেও আপনাদিগকে সংসারী বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন, জ্ঞানাভিমানী তার্কিকগণও সেইরূপ প্রকৃত প্রস্তাবে অভিমানে অন্ধ হইয়াও, আপনাদিগকে জীবন্মুক্ত জ্ঞান করিয়া থাকেন। বহু আয়াস-সাধ্য কৃচ্ছ্র তপস্যা ও শমদমাদির দ্বারা বিশুদ্ধ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; এবং তৎফলে জীবন্মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু এস্থলে ফল্গু নদীর স্রোতের ন্যায়, তৎসঙ্গে ভক্তি-প্রস্রবণের ভাব নিতান্তই প্রয়োজন; নতুবা কোন ক্রমে পরম বিষ্ণুপদ লাভ হয় না। যেমন মরিচীকাতে জল-প্রতীতি দ্বারা পথিকের জীবন নাশের সম্ভাবনা ঘটে, তেমনই ভক্তিসরোবর শূন্য জ্ঞান-মরুভূমে সাধকের অধঃপতনের নিত্যই সম্ভাবনা। অবশ্য ভক্তি মূলে না থাকিলে, জ্ঞান বা তদুপকারক শমদমাদির জন্মই হয় না; অতএব ভক্তিহীন জ্ঞানী বা ধার্ম্মিক এ কথাই কখন সঙ্গত নহে; সুতরাং জ্ঞানীর অধঃপতনের সম্ভাবনা কোথায়? এরূপ আশঙ্কা করা কর্ত্তব্য নহে। জ্ঞানাঙ্গভূতা ভক্তি দুই প্রকার; আদরবতী ও অনাদররহিতা। ভক্তি না থাকিলে, কখনই জ্ঞানলাভ হয় না, এই শাস্ত্র-বাক্য শিরে ধারণ করত, নামান্ত ভক্তি-সহকারে যাহারা ধর্ম্মানুশীলনে অগ্রসর হন, অথচ চতুর্ভুজাদি ভগবদ্বিগ্রহকে মায়ারচিত জ্ঞানে অনাস্থা প্রদর্শন করেন, তাহাদিগের বহুকাল-সাধ্য তপঃ ও শমদমাদির দ্বারা বহুকালে অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া, বিদ্যার উদয় হয় বটে, কিন্তু পূর্ণানন্দ ব্রহ্মভাব আনয়ন করিয়াই মূলা ভক্তি অন্তর্হিতা হয়। তাদৃশ

ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রুতন্তি; (অপিতু) ত্বয়া অভিগুপ্তাঃ সমন্তাৎ পরিরক্ষিতাঃ (অতএব) নির্ভয়াঃ সন্তঃ বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু বিঘ্নগণেশ-সৈন্যপানাং মস্তকেষু পদং দত্বা বিচরন্তি ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

স্তোমাস্তানি পান্তি যে তেষাং মূর্দ্ধসু বিচরন্তি বিঘ্নান্ জয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ। ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতীতি প্রতিজ্ঞাতবতা মমোপকরিষ্যতৈব মৎপ্রভুণা মমায়ং ভ্রংশঃ কৃত ইতি ত্বয়ি দৃঢ়বিশ্বস্তমনস্কয়ঃ। অতশ্চাভিতস্তয়া রক্ষিতা বিনায়কানাং বিঘ্নকারিণাং অনীকানি স্তোমাস্তানি পান্তি যে তেষামপি মূর্দ্ধসু বিচরন্তি তানভিভবন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা তচ্চরণাংস্তেঽপি ভক্ত্যা স্বমূর্দ্ধসু ধারয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

কথা দূরে থাকুক্! আপনার বলে বলী হইয়া, তাহারা বিঘ্নদাতাগণেরও মস্তকে পদার্পণ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে ॥ ২৭ ॥

আভাস।

অবস্থায় যাহারা আপনাদিগকে মুক্ত বলিয়া অভিমান করে, তাহারা প্রকৃত বদ্ধ। ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন, "আমি ভক্তের ধন! এক ভক্তির দ্বারাই সাধক আমাকে বন্ধন করিতে পারে। ভক্তি ব্যতীত তৎপদার্থের অপরোক্ষানুভূতি ঘটে না; অপরোক্ষ জ্ঞান ব্যতীত ভগবানে কাল্পনিক জ্ঞান দ্বারা অপরাধী হইতে হয়। সেই অপরাধে সঞ্চিত কর্ম্মবীজ দগ্ধ হইলেও, পুনর্ব্বার অঙ্কুরিত হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং অধঃপতন অনিবার্য্য"। রথ-যাত্রা-প্রসঙ্গে বিষ্ণুভক্তি-চন্দ্রোদয়ে উদ্ধৃত পুরাণ-বচনেও কথিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি জ্ঞানের মোহে মত্ত হইয়া, রথারূঢ় বামনের অনুগমন না করেন, তিনি জ্ঞানবিশুদ্ধচিত্ত হইলেও, ব্রহ্মরাক্ষস নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ব্যাসনাভাষ্যের পরিশিষ্ট-বচনেও উক্ত হইয়াছে যে, অচিন্তাশক্তিসম্পন্ন ভগবানের নিকট অপরাধী হইলে, জীবন্মুক্ত পুরুষও পুনরায় বন্ধনগ্রস্ত হন, সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহারা ভগবদ্বিগ্রহে অনাদর না করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তি সহকারে শমদমাদি তপস্যা দ্বারা ক্রমশ অগ্রসর হন, তাঁহারা জ্ঞানের চরম

মাধব হে লক্ষ্মীকান্ত! তাবকাস্তদ্রূপোপাসকাস্তু আত্মতত্ত্বাদিজ্ঞানাভাবেঽপি স্বধর্ম্ম-পরিত্যাগেঽপি কথঞ্চিৎপাতকাপাতেঽপি ত্বচ্চরণাশ্রিতত্বাৎ কদাচিৎ ক্বচিদপি মার্গাদপি ন পতন্তি প্রত্যুত ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ প্রাপ্তনিশ্চলপ্রেমাণঃ ভবন্তি। ত্বয়া অভিতো গুপ্তা তেষাং স্বত্ত এব সর্ব্বসম্পৎসিদ্ধিরপ্যভিপ্রেতা। তে বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু বিশেষেণ চরন্তি নির্ভয়ত্বেন তানেব বিঘ্নবর্গেশান্ বিঘ্নকরণার্থমাগতান্ সোপানানীব কৃত্বা শ্রীবৈকুণ্ঠপদমারোহন্তি তেষাং ভক্তিবিঘ্নে হন্তুতাপঃ স্যাৎ তেন চ শ্রীভগবতো মহতী কৃপা স্যাদিতি ॥ ২৭ ॥

সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ শরীরিণাং শ্রেয় উপায়নং বপুঃ।

অন্বয়ঃ।

এবম্ভূতঃ ভবান্ (অস্ত) স্থিতৌ শরীরিণাং শ্রেয়ঃ উপায়নং কর্ম্মফলপ্রদং, বিশুদ্ধং সত্ত্বং

শ্রীধরস্বামী।

সতাং সুখাবহানি রূপাণি ধারয়সীত্যুক্তং বিভর্ষি রূপাণীতি। তৎ কেন প্রকারেণ সুখাবহত্বমিত্যপেক্ষায়ামাহুঃ সত্ত্বং বিশুদ্ধমিতি। সত্ত্বং বপুঃ শ্রয়স্ত ইত্যন্বয়ঃ। শ্রেয় উপায়নং কর্ম্মফলদাতৃ কথং যেন বপুষা জনস্তবার্হণং পূজাং সমীহতে করোতি। কৈঃ বেদশ্চ ক্রিয়া-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তদেবং বিভর্ষি রূপাণীত্যনেন শুদ্ধসত্ত্বাত্মকশরীরাণাকরাচরলোকে প্রাকট্যমুক্তং। ক্ষেমায়েতি তৎপ্রয়োজনং ক্ষেমঞ্চ ভক্তেঃ কৈবল্যং ত্বয্যম্বুজাক্ষেতি চতুর্ভি র্বিবৃতং তন্মধ্য এব যেঽন্যেরবিন্দাক্ষেত্যনেন ভক্তেগুর্ণভাবশ্চ মোক্ষফলকো ভগবচ্চরণাদরে সতি ধ্বনিতঃ ইদানীং ভক্তেঃ প্রাধান্যমপি প্রয়োজনং শুদ্ধসত্ত্বাত্মকং বপুঃ প্রাকট্যাস্তেত্যাহুঃ সত্ত্বমিতি

এই ব্রহ্মাণ্ডের পালনার্থ এবং জীবকে কর্ম্মানুরূপ ফলপ্রদানার্থই আপনি

আভাস।

সীমায় আরোহণ করত ব্রহ্মভূত দশা প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়ই বিনিবৃত্ত হইলেও, ভগবৎ-প্রেমের অবসান হয় না। তখন সেই প্রেমের বলে তাঁহারা তৎশব্দবাচ্য পরম ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়া, জীবন্মুক্তি লাভ করেন। গীতাতেও উক্ত হইয়াছে যে, প্রসন্নহৃদয় ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তির কোন শোক বা আকাঙ্ক্ষা নাই! তাঁহার সকল জীবে সমান জ্ঞান হয়; তিনি ভগবদ্বিষয়ক উৎকৃষ্ট ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন এবং এক ভক্তি-সম্বলেই ভগবানের স্বরূপ অবগত হন ও তাঁহাতে প্রলীন হইতে পারেন ॥ ২৬ ॥

হে শ্রীপতে! ভবদীয় শ্রীমূর্ত্তির উপাসক হইয়া, ভক্তগণ জগতে তোমার বলিয়া গণ্য। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানিগণের ন্যায় তাহারা কখন বিপথে পতিত হয় না। হে লক্ষ্মীকান্ত! তাহাদের যদি আত্মতত্ত্ব বিচারের সামর্থ্য না থাকে, বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া, কথঞ্চিৎ পাপেও যদি তাহারা কখন লিপ্ত হয়, তথাপি তোমার চরণাশ্রয়ের মাহাত্ম্যেই অধঃপতনের কথা দূরে থাকুক্, তাহারা কখন বিপথেও গমন করে না। হে ভক্তজীবন! তুমি সতত তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাক; তাহাদের আর ঐশ্বর্য্যের অভাব কি! তাদৃশ ভক্তগণ ভক্তিপ্রহরী সঙ্গে লইয়া, তোমার অভিমুখে যাত্রা করিয়া থাকে। কি আশ্চর্য্য! সানুচর বিঘ্নদানবগণ তৎকালে তাহাদের অনুকূল কার্য্যেরই সাধন করিয়া থাকেন; কারণ বিঘ্ন প্রদানের অভিপ্রায়ে বদ্ধপরিকর প্রেমোন্মত্ত ভক্তগণের সম্মুখীন হইয়াই, তাহারা সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করে! সেই অবসরে তোমার ভক্তগণ তাহাদের মস্তককেই সোপান করিয়া, তোমার বৈকুণ্ঠধামে আরোহণ করেন। জ্ঞানী ব্যতীত যদিও কখন কখন ভরত, ইন্দ্রদ্যুম্ন, ও চিত্রকেতু প্রভৃতি ভক্তগণেরও সময়ে সময়ে বিঘ্ন পরিদৃষ্ট হইয়াছিল বটে, সে

বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভি স্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে ॥ ২৮ ॥
সত্ত্বং নচেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেদ্বিজ্ঞান মজ্ঞানভিদাপমার্জনং।

অন্বয়ঃ।

বপুঃ শ্রয়তে, যেন বপুষা জনঃ বেদক্রিয়াযোগসমাদিভিঃ তব অর্হণং পূজাং, সমীহতে করোতি ॥ ২৮ ॥

হে ধাতঃ ইদং সত্ত্বং চেৎ (তব) নিজং বপুঃ ন ভবেৎ, তর্হি অজ্ঞানভিদাপমার্জ্জনং

শ্রীধরস্বামী।

যোগশ্চ তপশ্চ সমাধিশ্চ তৈঃ চতুরাশ্রমধর্ম্মৈরিত্যর্থঃ। বপুষোঽনাশ্রয়ণেঽর্হণাসম্ভবান্ন-কর্ম্মফলসিদ্ধিঃ স্যাদিতি ॥ ২৮ ॥

তথ্যমুজাক্ষেত্যাদিনা শ্লোকত্রয়েণ ভগবদ্ভক্তানামেব মোক্ষো নান্যেষামিত্যুক্তং। তত্র কর্ম্মফলং হি ভক্তিং বিনা মাভূৎ মোক্ষস্তু তু জ্ঞানৈকসাধ্যত্বাৎ কিং ভক্তেতি সানুশয়ান্ প্রত্যাহুঃ সত্ত্বং নচেদিতি। হে ধাতঃ ইদং সত্ত্বং নিজং তব বপু র্ন ভবেচ্চেৎ তর্হি বিজ্ঞানং বিশিষ্ট মপরোক্ষং জ্ঞানং ন ভবেদিত্যনুষঙ্গঃ। কথং ভূতং অজ্ঞানভিদাপমার্জনং অজ্ঞানঞ্চ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিশুদ্ধং মায়াতীতং সত্ত্বং চিন্ময়ং বপুর্ভবান্ শ্রয়তে। কীদৃশং স্থিতৌ পালনসময়ে শ্রেয়সাং-উপ আধিক্যেন অয়নং প্রাপ্তি র্যত স্তচ্ছ্রেয় এবাহুঃ বেদাদিভিশ্চতুর্ভি শ্চতুরাশ্রমধর্ম্মৈঃ সহ অর্হনং ঈহন্তে যেন বপুষেতি। বপুসোঽনাশ্রয়ণেঽর্হণাসিদ্ধেঃ ॥ ২৮ ॥

নন্থ কেচিদ্দার্শনিকা মদ্বপুঃ প্রাকৃতসত্ত্বময়মেব মন্যন্তে তত্রাহুঃ। সত্ত্বমিতি হে ধাতঃ ইদমিতি তর্জন্যা গর্ত্তং লক্ষ্যীকুর্ব্বন্তি তব বপুরিদং নিজং সত্ত্বং শুদ্ধং সত্ত্বং ন ভবেচ্চেৎ কিন্তু প্রাকৃতমেব সত্ত্বং ভবেৎ। তদা বিজ্ঞানং তথাভূতত্বেন সতামনুভবঃ মার্জনং লোপং আপ প্রাপ্তং। মদনুভব এবাত্র প্রমাণমিত্যর্থঃ। বিজ্ঞানং কীদৃশং অজ্ঞানভিৎ অজ্ঞান-

---

বিশুদ্ধ সত্ত্বতনু ধারণ করিয়া থাকেন; মানবগণ বেদোক্ত ক্রিয়াযোগ ও সমাধি দ্বারা ঐ দেহের পূজা করিয়াই, আপনার পূজা করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

আভাস।

কেবল তোমার প্রতি তাহাদের প্রেমবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে মাত্র। কারণ আপনি স্বয়ংই বলিয়াছেন যে, আপনার ভক্তের কখন ভ্রংশ হয় না ॥ ২৭ ॥

হে ভগবন্! আপনি মায়াতীত বিশুদ্ধ সত্ত্বময় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জগতের অপূর্ব্ব মঙ্গলেরই বিধান করিয়াছেন! নতুবা মূর্ত্তিপ্রিয় মানবগণ হৃদয়-মন্দিরে কোন্ মূর্ত্তি ধারণা করত আপনার পূজা করিত? আশ্রম-চতুষ্টয়প্রোক্ত বেদ ক্রিয়াযোগ তপঃ ও সমাধি অবলম্বনে ধর্ম্মাচরণ দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলই বা কিরূপে প্রাপ্ত হইত? হে সচ্চিদানন্দ নারায়ণ! আপনি শুদ্ধ সত্ত্বময় দেহ ধারণ করিয়াই শাস্ত্র, ক্রিয়া, ফল ও কর্ত্তা এই সকলেরই মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্ প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ।

ভ্রমপ্রমাদনিবর্ত্তকং বিজ্ঞানং ন ভবেৎ। যস্য চ (সম্বন্ধিত্বে) যেন (বা প্রমাত্রা) গুণঃ বুদ্ধ্যাদিঃ প্রকাশতে (সঃ) ভবান্ গুণপ্রকাশৈঃ (সর্ব্বসাক্ষী ইতি) অনুমীয়তে ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তৎকৃতা ভিদাচ তয়োরপমার্জ্জনং নিবর্ত্তকং। যদ্বা অজ্ঞানং ভিনত্তি অজ্ঞানভিৎ বিজ্ঞানং মার্জ্জনং আপপ্রাপ্তমেবেতি। নন্থ জড়ানাং বুদ্ধ্যাদীনাং যতঃ প্রকাশঃ তদ্ব্রহ্মেতি জ্ঞানং ভবেদেব গুণপ্রকাশৈ র্গুণাবচ্ছিন্নৈঃ প্রকাশৈঃ ভবান্ সর্ব্বসাক্ষী পরিপূর্ণঃ কেবলমনুমীয়তে কল্প্যতে নতু সাক্ষাৎ ক্রিয়তে ইত্যর্থঃ। অনুমানপ্রকারমাহুঃ প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণ ইতি। যস্য সম্বন্ধী অয়ং বুদ্ধ্যাদি র্গুণঃ প্রকাশতে যো গুণসাক্ষীত্যেবং যেন বা বুদ্ধ্যারূঢ়েন প্রমাত্রা বাহ্যো গুণঃ প্রকাশতে ইত্যনুমীয়তে ইত্যর্থঃ। শুদ্ধসত্ত্ববপুষি ত্বয়ি সেব্যমানেতু ত্বদাকারেঽন্তঃকরণে ত্বৎপ্রসাদেন সাক্ষাৎকারো ভবেদেব ইতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নিবর্ত্তকমিতি শুদ্ধবপুষো বিশুদ্ধসত্ত্বেন বিজ্ঞানমাত্রাদেব সংসারো নিবর্ত্তত ইতি তাদৃশ বিজ্ঞানস্য প্রামাণ্যং নাশঙ্ক্যমিতি ভাবঃ। কিঞ্চাত্র প্রমাণান্তরমপ্যস্তীত্যাহুঃ। গুণপ্রকাশৈ র্গুণস্থাত্তিতেজস্বিত্বাদস্মদাদিসর্ব্বমনঃপ্রসাদকত্ব-প্রেমপ্রদত্বাদেঃ প্রকাশৈরেব ইদং বপুর্ভবানেব ন মায়েত্যনুমীয়তে সম্প্রত্যস্মাভীরপীত্যর্থঃ। তথাহি। যস্যচ যস্যৈব গুণঃ প্রকাশতে চিন্ময়ত্বাৎ ন প্রকৃতে র্জাড্যাৎ। প্রকাশেঽপি প্রযোজকসাপেক্ষত্বাচ্চ। যেন বা শুদ্ধসত্ত্বেনৈব হেতুনা প্রকাশতে নতু প্রাকৃতত্বেন। অতএব বক্ষ্যতে যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ। তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈ র্বীর্য্যৈ র্দেহিষ্বসঙ্গতৈরিতি। যদ্বা ইদং নিজং সত্ত্বং শুদ্ধসত্ত্বাত্মকং তব বপুর্ন ভবেন্নাবির্ভবেচ্চেৎ তদা অজ্ঞানভিৎ বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভবো মার্জ্জনং আপ নাশমেব প্রাপ্নুয়াদিত্যর্থঃ। কিন্তু তদা গুণানাং বুদ্ধ্যাদীনাং প্রকাশৈ র্ভবানেবানুমীয়তে। কেবল-মনুমীয়েতৈব অনুমান-প্রকারমাহুঃ। যস্য গুণঃ প্রকাশতে যেন বা বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রা হেতুনা বাহ্যো গুণঃ প্রকাশতে স ঈশ্বর ইতি ॥ ২৯ ॥

হে বিধাত! যদি বিশুদ্ধ সত্ত্ব তোমার নিজের দেহ না হইত, তবে অজ্ঞান ও তন্নিবন্ধন প্রমাদাদির নিবর্ত্তক বিজ্ঞানের কখনই সম্ভব হইত না। যে বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে জড় বুদ্ধ্যাদি প্রকাশ পাইতেছে এবং অচেতন হইয়াও সচেতনের ন্যায়, বস্তুসকল প্রকাশ করিতেছে, সেই সর্ব্বসাক্ষী আপনিই বুদ্ধি প্রভৃতির অধিষ্ঠাতারূপে প্রতীয়মান হইতেছেন ॥ ২৯ ॥

আভাস।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকত্রয়ে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত অন্যে কখনও মোক্ষ লাভ করিতে পারে ন, ইহা সঙ্গত নহে; ভক্তির ফলে কর্ম্মফল লাভ হয়, হউক্! মোক্ষের সহিত

ন নামরূপে গুণকর্ম্মজন্মভি র্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ।

অন্বয়ঃ।

তস্য সর্ব্বস্য সাক্ষিণঃ মনোবচোভ্যামনুমেয়বর্ত্মনঃ তব গুণকর্ম্মজন্মভিঃ নামরূপে ন

শ্রীধরস্বামী।

এবং তাবদ্ভক্তানাং অভ্যুদয়াপবর্গার্থং রূপাণি বিভর্ষীত্যুক্তং তানপি ভজনীয়ানি কেবলং নতু জ্ঞাতুং শক্যন্তে অনন্তত্বাৎ অতর্ক্যত্বাচ্চ মনোবচসোরগোচরত্বাদিত্যাহুঃ ন নামরূপে ইতি। গুণাশ্চ কর্ম্মাণিচ জন্মানিচ তৈ নিরূপিতব্যে নিরূপণার্হে ন ভবতঃ কুতঃ অনুমেয়ং বর্ত্ম মার্গো যস্য তবেতি তত্রাপি হেতুঃ তস্য সাক্ষিণ ইতি। নহি সাক্ষিণ স্তবং মনোবচোঽ-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ন কেবলমেতদ্রূপমেব তে বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মকমপি ত্বেতস্য বাচকং নামাপি। তে চ নামরূপে ভক্ত্যৈবানুভবিতুং শক্যে নান্যথেত্যপীত্যাহুঃ। নেতি গুণৈঃ শ্যামসুন্দর কৃপার্দ্রলোচনেতি কর্ম্মভি র্গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ ত্রিভঙ্গললিতেতি। জন্মভি র্নন্দনন্দন বসুদেব-নন্দনেতি যে তব নামরূপে তে যদ্যপি যথা কথঞ্চিদ্বাচ্যধ্যেয়ে ভবত স্তদাপি সাক্ষিণো বিষয়দ্রষ্টুর্জীবস্য নিরূপিতব্যে সাক্ষাদনুভবনীয় মাধুর্য্যেণ ভবতঃ; তয়ো র্মাধুর্য্যানুভব এব তদনুভবঃ। যথা

হে অবাঙ্‌মনস-গোচর সর্ব্বসাক্ষিন্ ভগবন্! গুণ, কর্ম্ম বা জন্মের দ্বারা

আভাস।

তাহার কোন সম্পর্ক নাই। এক জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি সাধিত হইয়া থাকে; এই আশঙ্কা দূরীকরণার্থ বলিলেন, হে বিধাত! যদি আপনি এই সত্ত্বময় দেহ ধারণ না করিতেন, তাহা হইলে অজ্ঞান নাশকারী বিজ্ঞানের কখন উদয় হইত না। এই বিজ্ঞান প্রকৃত সত্ত্ব নহে; ইহা মায়াতীত বিশুদ্ধ চিন্ময় বস্তু। ইহার সন্দর্শনই বিশিষ্ট অপরোক্ষ জ্ঞান। যোগবলে বিজ্ঞান দ্বারা প্রকৃত সত্ত্বকে ধারণা করা যায়, কিন্তু তদীয় চিন্ময় দেহ যোগের অধীন নহে, কিন্তু ভক্তিলভ্য। গুণময় বুদ্ধি ও অহঙ্কারাদি বস্তু অচেতন ও জড় হইলেও, যাঁহার সান্নিধ্য লাভে সচেতন ও পরপ্রকাশক হয়, তিনিই ব্রহ্ম বলিয়া শাস্ত্রাদিতে নির্ণীত হইয়াছেন। অতএব জড় গুণাদির প্রকাশক সর্ব্বসাক্ষী পরিপূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ আপনিই সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান, ইহা স্পষ্টই অনুমিত হইয়া থাকে। আপনাকে এইরূপ কেহ কখন সাক্ষাৎ করিতে পারে না। কিন্তু হে দেব! তোমার এই শুদ্ধ সত্ত্বময় দেহতে যে ব্যক্তি প্রাণ সমর্পণ করিতে পারে, তুমি তাহাকে এই অনুগ্রহ কর যে, তোমার প্রসাদে সে স্বীয় চিত্ত-সরোবরে তোমার অপূর্ব্ব রূপ অবলোকন করিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

ভক্তগণের শ্রীবৃদ্ধি ও মুক্তি প্রদানের জন্য ভগবান্ যে বামন, নৃসিংহ ও বসুদেব নন্দনাদি রূপ এবং গোবর্দ্ধনধারী, শ্যামসুন্দর, কেশীনিসূদন প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়াছিলেন, এই সমস্ত নাম ও রূপ কেবল পরিজ্ঞাত হইবার বিষয় নহে; এ সমস্ত ভজনের বস্তু। কারণ বাক্য মনের অগোচর কেবল অনুমানের দ্বারা নির্ণীত সর্ব্বসাক্ষীর আর অপর জ্ঞাতা বা

মনোবচোভ্যামনুমেয়বর্ত্মনো দেবক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি ॥৩০॥
শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্ নামানি রূপাণিচ মঙ্গলানি তে।

অন্বয়ঃ।

নিরূপিতব্যে, (তথাপি) হে দেব! উপাসকাঃ ক্রিয়ায়াং ত্বাং প্রতিযন্তি সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্তি ॥ ৩০ ॥
কিঞ্চ হে কৃষ্ণ তে তব মঙ্গলানি নামানি রূপাণি চ শৃণ্বন্ গৃহ্ণন্ উচ্চারয়ন্, সংস্মরয়ন্

শ্রীধরস্বামী।

গোচরমিত্যর্থঃ। হে দেব বহুধা দ্যোতমান তথাপি ক্রিয়ায়াং উপাসনাদিলক্ষণায়াং ত্বাং প্রতিযন্তি উপাসকাঃ সাক্ষাৎ পশ্যন্তি হি প্রসিদ্ধং ॥ ৩০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পিত্তদূষিতরসনজনেন চর্ব্বিতস্যাপি মৎস্যণ্ডিকাখণ্ডস্য স্বাদালাভাদনুভব এব। এবঞ্চ ভক্তিরহিতজীবকর্ত্তৃকানুভবাশক্তেরেব হেতো র্নামরূপয়ো র্দ্বয়োরপি বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মকত্বমবগতমিতি ভাবঃ। যদ্বা সাক্ষিণ ইতি তুবেত্যস্য বিশেষণং নামরূপয়োঃ স্বরূপভূতত্বাৎ। ন হি সাক্ষিণঃ স্বরূপং সাক্ষাৎ জ্ঞাতুং শক্নুবন্তীতি ভাবঃ। হে দেব অথাপি ক্রিয়ায়াং ত্বদীয়শ্রবণকীর্ত্তনাদিভক্তৌ সত্যাং প্রতিযন্তি নামরূপে সাক্ষাদনুভবন্তিচ। তেষামনুভবস্তুন্যৈরনুমানজ্ঞেয় ইত্যাহুঃ। মনসা ক্ষান্তিমানশূন্যত্বাদিলিঙ্গেন বচসা মনোহরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বামিত্যাদ্যনুরাগব্যঞ্জকবাক্যেন অনুমেয়ং বর্ত্ম প্রেমভক্তিযোগো যস্য তস্য ॥ ৩০ ॥

কিঞ্চ নামরূপয়োঃ শ্রবণাদিভিরভ্যাস এবানুভবে কারণমিত্যাহুঃ। শৃণ্বন্নিতি ক্রিয়াসু

কখন আপনার নাম বা রূপের কল্পনা হয় না; তথাপি উপাসকগণ ক্রিয়া ও সমাধিযোগে আপনাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করে, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে ॥ ৩০ ॥

ফলত হে কৃষ্ণ! যে সকল ব্যক্তি আপনার পরম মঙ্গল নাম ও রূপ সকল শ্রবণ কীর্ত্তন আলাপন, স্মরণ ও অনবরত চিন্তা করত উপাসনাদি ক্রিয়াযোগে আপনার চরণারবিন্দে নিবিষ্টচেতা হন, তাঁহাদের আর পুনঃ

আভাস।

সাক্ষির সম্ভাবনা নাই। হে দেব! আপনি বহুভাবে ও অনন্তরূপে বিরাজমান থাকিলেও, সাধকের উপাসনাদি ক্রিয়ার উপলক্ষে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাক। সাধক ইচ্ছা করিলে, তোমাকে মদনমোহনরূপে বা ভীষণ নৃসিংহ মূর্ত্তিতে অবলোকন করিতে পারে ॥ ৩০ ॥

ভগবানের নাম ও লীলা শ্রবণাদি জীব-নিস্তারের প্রধান উপায় নির্দ্দিষ্ট হইলেও, মানবগণ বহুকাল-সঞ্চিত নানা দোষদূষিত বাসনা-জালে এতই জড়িত যে, তাহারা কোন ক্রমে সহজে এই জাল ছিন্ন করিতে পারে না। কিন্তু অনবরত শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদিই বাসনা-চ্ছেদনের একমাত্র উপায়। এমন কি! দেহযাত্রা নির্ব্বাহার্থ বহুবিধ সাংসারিক কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও, যদি সর্ব্বদুঃখহর ও পরম সুখস্বরূপ মঙ্গলময় নামাদি অনবরত শ্রবণ

ক্রিয়াসু যুষ্মচ্চরণারবিন্দয়োরাবিষ্টচিত্তো ন ভবায় কল্পতে ॥ ৩১ ॥
দিষ্ট্যা হরেঽস্যা ভবতঃ পদোভুবো ভারোঽপনীত স্তব জন্মনেশিতুঃ।
দিষ্ট্যাঙ্কিতাং ত্বৎপদকৈঃ সুশোভনৈর্দ্রক্ষ্যাম গাং দ্যাঞ্চ তবানুকম্পিতাং ॥৩২॥

অন্বয়ঃ।

চিন্তয়ন্ চ ক্রিয়াসু উপাসনাসু যুষ্মচ্চরণারবিন্দয়োঃ আবিষ্টচিত্তঃ জনঃ ভবায় সংসারায় ন কল্পতে যোগ্যঃ ন ভবতি ॥ ৩১ ॥

হে হরে! দিষ্ট্যা (ভাগ্যেনৈব) ঈশিতুঃ তব জন্মনা ভবতঃ পদঃ ভুবঃ পাদভূতায়াঃ অস্যাঃ পৃথিব্যাঃ ভারঃ অপনীতঃ তথা দিষ্ট্যা এব, সুশোভনৈঃ ত্বৎপদকৈঃ পদলাঞ্ছিতধ্বজাদিভিঃ অঙ্কিতাং তব ত্বয়া গাং পৃথ্বীং দ্যাং স্বর্গং চ অনুকম্পিতাং দ্রক্ষ্যামঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তস্মাত্তত্ত্যৈব মোক্ষ ইত্যুপসংহরন্তি শৃণ্বন্নিতি অন্যানপি-সংস্মারয়ন্ ॥ ৩১ ॥

বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণাবতারমভিনন্দন্তি দিষ্ট্যেতি দিষ্ট্যা ভদ্রং তব পদঃ পাদভূতায়াঃ ঈশ্বরস্য তব জন্মমাত্রেণাপনীত এব কিঞ্চ ত্বৎপদকৈঃ কোমলৈঃ পদৈঃ সুশোভনৈঃ বজ্রাঙ্কুশাদিশুভ-লক্ষণৈঃ গাং পৃথ্বীং দ্যাং স্বর্গঞ্চ তব ত্বয়ানুকম্পিতাং ॥ ৩২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্বদৈহিকব্যাপারেষু বর্ত্তমানোঽপি ন ভবায় কল্পতে কিন্তু ভবদনুভবায় কল্পতে ॥ ৩১ ॥

ভারাবতরণমবশ্যকর্ত্তব্যমিতি ভঙ্গ্যা জ্ঞাপয়ন্তি— দিষ্ট্যেতি, পদঃ পদজন্যায়াঃ পদ্ভ্যাং ভূমিরিতি শ্রুতেঃ। ভারোঽপনীতঃ অধুনৈব কংসজরাসন্ধাদীন্ হতান্ জানীম ইতি ভাবঃ। পদকৈঃ সুকুমারৈঃ পদৈঃ সুশোভনৈ ধ্বর্জবজ্রাদিমঙ্গলচিহ্নবদ্ভিঃ। গাং পৃথিবীং দ্যাং স্বর্গঞ্চ ॥ ৩২ ॥

সংসারের সম্ভাবনা থাকে না ॥ ৩১ ॥

হরি হে দীনবন্ধো! আজ ধরণীর বড়ই সৌভাগ্য যে, সাক্ষাৎ পরমেশ্বর।

আভাস।

কীর্ত্তন করাতে ত্বৎপাদপদ্মে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, তবেই যথার্থ পুরুষার্থ সাধন হয়। নতুবা শ্রম মাত্র ॥ ৩১ ॥

নন্থ তৎক্রিয়া চেত্তদনুভবস্য হেতু স্তর্হি কথং প্রথমত এব স ন স্যাৎ। উচ্যতে অন্যত্র নানাপরাধময়ী সংসারবাসনা প্রতিবন্ধিনী, সাচ তদাবৃত্ত্যৈব অপগচ্ছতীত্যাহুঃ শৃণ্বন্নিতি শ্রবণাদীনাং বিকল্পো জ্ঞেয়ঃ। মঙ্গলানি সর্ব্বদুঃখনিবর্ত্তকত্বাৎ পরমসুখাত্মকত্বাচ্চ। ক্রিয়াসু নিজাশেষকর্ম্মসু বর্ত্তমানোঽপি আবিষ্টচিত্তো ভূত্বা। যদ্বা ত্বচ্চরণারবিন্দয়োঃ ক্রিয়াসু শ্রবণাদিকর্ম্মসু। যদ্বা ক্রিয়াসু তত্তল্লীলাসু ॥ ৩১ ॥

নতেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে।
ভবো নিরোধঃ স্থিতিরপ্যবিদ্যয়া কৃতা যতস্ত্বয্যভয়াশ্রয়াত্মনি ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ।

বত হে ঈশ! অভবস্য অসংসারিণঃ তে ভবস্য জন্মনঃ কারণং বিনোদং ক্রীড়াং বিনা ন তর্কয়ামহে, (কিমু বক্তব্যং যতঃ জীবাত্মনঃ) ভবঃ নিরোধঃ (লয়ঃ) স্থিতিঃ অপি অভয়াশ্রয়াত্মনি ত্বয়ি (বিষয়ে) এব যা অবিদ্যা তয়া এব কৃতা ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নন্থ তব জন্মনা ভারোঽপনীত ইত্যুক্ত্যা মমাপি কিং জীববৎ সংসার উক্তঃ নহি নহীত্যাহুঃ নেতি বত হে ঈশ অভবস্য অসংসারিণস্তে জন্মনঃ কারণং ক্রীড়াং বিনা ন তর্কয়ামঃ। কিঞ্চ হে অভয়াশ্রয় ন ভয়ং আশ্রয়ন্ত ইতি তথা তৎসম্বোধনং হে নিত্যমুক্তেত্যর্থঃ তব জন্মকারণং নাস্তীতি কিং বক্তব্যং যতো জীবাত্মনঃপি তবাদয়স্ত্বয়ি বিষয়ে যা অবিদ্যা তয়া কৃতা ন পরমার্থতঃ সন্তীতি ॥ ৩৩।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অস্মদ্বিজ্ঞাপিতঃ অস্মদাদিপালনার্থমবতীর্ণোঽসীত্যস্মাকমভিমান এব কেবলং বস্তুত স্বং স্বৈরজন্মকর্ম্মলীলোঽসীত্যাহুঃ নেতি। অভবস্য অজন্মনঃ ভবস্য প্রাদুর্ভাবস্য যত আশ্রয়াত্মনি ত্বয়ি ত্বামাশ্রিত্য বর্ত্তমানা যা অবিদ্যা মায়া তয়ৈব ভবাদয়ো জগৎসৃষ্ট্যাদয়ঃ কৃতা ইত্যর্থঃ। নাস্তি ভয়ং যত ইতি তৎস্মরণাদেব কংসাদ্যসুরভয়ং নিবর্ত্ততে। তদ্বধার্থং তব স্বয়মেবাবির্ভূয়োদ্যমো ন ঘটত ইতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

আপনি স্বকীয় পাদপীঠ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া, তাহার ভার অপনয়ন করিলেন। আমাদেরও বড় সৌভাগ্য যে, অদ্য আপনার পাদলাঞ্ছিত ধ্বজ, বজ্র ও অঙ্কুশাদি চিহ্নে সুশোভিত স্বর্গ ও ভূমিকে দর্শন করিলাম ॥ ৩২ ॥

হে পরমেশ! আপনার জন্ম ও মৃত্যু নাই, তথাপি যে জন্ম পরিগ্রহ করিতেছেন, ইহা কেবল আপনার ক্রীড়া মাত্র। অধিক কি! জীবাত্মার স্বরূপ যে জন্ম, মোক্ষ ও স্থিতি, তাহাও কেবল ত্বদ্বিষয়ক অজ্ঞান নিবন্ধন অবিদ্যা দ্বারাই রচিত হইয়া থাকে। আপনি অভয়েরও আশ্রয়দাতা ॥ ৩৩ ॥

আভাস।

শ্রুতিতে প্রমাণ আছে যে, পৃথিবীই আপনার চরণস্থানীয়, অহো! আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সেই পূর্ণব্রহ্ম আপনি রূপধারণে জগতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে পবিত্র করিতেছেন। অদ্য আমাদের চক্ষু সফল হইল। ধরিত্রীও তোমার পাদচিহ্নে ভূষিতা হইয়া কৃতার্থ হইলেন; সহসা দৈত্যগণের ভারে ইনি আর অভিভূতা হইবেন না ॥ ৩২ ॥

মৎস্যাশ্বকচ্ছপবরাহনৃসিংহহংসরাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনস্তে ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ।

হে ঈশ! মৎস্যাশ্ব, কচ্ছপ, বরাহ, নৃসিংহ, হংস, রাজন্য, বিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ ত্বং নঃ অস্মান্ ত্রিভুবনং চ (অন্যদা যথা) পাসি তথা আধুনাপি ভুবঃ ভারং হর! হে যদূত্তম! তে তুভ্যং বন্দনং শিরোভিঃ প্রণামঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রস্তুতং প্রার্থয়ন্তে মৎস্যেতি। নোঽস্মান্ ত্রিভুবনঞ্চ অন্যদা যথা পাসি তথাধুনা পাহীতি। বন্দনং তে ইতি বদন্তঃ সর্ব্বে শিরোভিঃ প্রণমন্তি ॥ ৩৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তদপাস্মাকমধীরাণাং বহুধৈবাবগতচরং বৈকল্যমবগম্যান্তঃ চেত্যাহুঃ। মৎস্যাশ্বেতি। তথৈব ভুবো ভারং হরেতি ভূভারহরণমেব সম্প্রত্যস্মাকং পালনমিতি ভাবঃ। বন্দনস্তে ইতি বদন্তঃ সর্ব্বে শিরোভিঃ প্রণমন্তি ॥ ৩৪ ॥

হে জগৎপতে! আপনি মৎস্য, অশ্ব, কচ্ছপ, বরাহ, নৃসিংহ, হংস, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও দেবাদি বিবিধ যোনিতে অবতার গ্রহণ পূর্ব্বক আমাদিগকে ও ত্রিভুবনকে যেরূপ প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, এক্ষণে এই ক্ষিতির ভার অপনয়ন করিয়াও সেইরূপ রক্ষা করুন্। হে যদুশ্রেষ্ঠ! আপনাকে আমরা অবনত মস্তকে বন্দনা করি ॥ ৩৪ ॥

আভাস।

হে ভগবন্! জীবের ন্যায় পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মজনিত আপনার এই জন্ম ও কংসঘাতনাদি কর্ম্ম নহে; এবং সৃষ্টি স্থিতিও পালনের ভার আমাদের উপর ন্যস্ত থাকাতেও আমরা আপনাদিগকে সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া অভিমান করি না! কারণ আমরা যে অকুতোভয়, সে কেবল আপনার কৃপাতে মাত্র; অভয়ও আপনাতে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। হে নিত্যমুক্ত! আপনার জন্ম কর্ম্মাদির কারণ দূরে থাকুক, জীবও বদ্ধ হইত না; শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও সত্য স্বরূপেই চিরকাল বিরাজ করিত, যদি ত্বদ্বিষয়ক ভ্রম-যবনিকা তাহাদের মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া ত্বৎপ্রতীতিতে ব্যাঘাত না জন্মাইত ॥ ৩৩ ॥

হে কৃষ্ণ! যেমন পূর্ব্ব পূর্ব্ব নৃসিংহাদি অবতারে হিরণ্যকশিপু ও কালনেমি প্রভৃতি অসুরগণের নির্য্যাতন দ্বারা জগতের মঙ্গল বিধান করিয়াছেন, এক্ষণে এই মদন মোহন শ্যামসুন্দর মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া উপস্থিত বিপদ্ হইতে ধরণীকেও উদ্ধার করুন! তাহা হইলে, আমরাও বিপন্মুক্ত হই। আমরা সকলে অবনত মস্তকে আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ৩৪ ॥

দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমানংশেন সাক্ষাদ্ভগবান্ ভবায় নঃ।
মাভূদ্ভয়ং ভোজপতে র্মুমূর্ষো র্গোপ্তা যদূনাং ভবিতা তবাত্মজঃ ॥ ৩৫ ॥
ইত্যভিষ্টূয় পুরুষং যদ্রূপমনিদং যথা।

অন্বয়ঃ।

হে অম্ব দেবকি! দিষ্ট্যা ভাগ্যাদেব, নঃ অস্মাকং ভবায় সাক্ষাৎ পরঃ পুমান্ ভগবান্ এব অংশেন তে তব কুক্ষিগতঃ। (অতঃ) মুমূর্ষোঃ ভোজপতেঃ কংসাৎ ভয়ং মাভূৎ। তব আত্মজঃ এব যদূনাং গোপ্তা ভবিতা ভবিষ্যতি ॥ ৩৫ ॥

যথা অনিদং যদ্রূপং পুরুষং ইতি অভিষ্টূয় ব্রহ্মেশানৌ পুরোধায় পুরতঃ কৃত্বা দেবাঃ

শ্রীধরস্বামী।

দেবকীং প্রত্যাহুঃ দিষ্ট্যেতি নোঽস্মাকং ভবায় উদ্ভবায় সাক্ষাৎ পরঃ পুমান্; তে কুক্ষিগতঃ অতো ভয়ং মাভূদিতি ॥ ৩৫ ॥

যস্য রূপমনিদং সর্ব্বপ্রত্যক্ষভূতং যথা যথাবৎ অস্মান্ বঞ্চয়িত্বা এতাবিহ স্থাস্যত ইতি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দেবকীং স্তবন্ত আশ্বাসয়ন্তি দিষ্ট্যেতি। অংশেন বসুদেবেন সহ কুক্ষিং গতঃ। যদ্বা। যোঽংশেন পরঃ পুমান্ প্রকৃতীক্ষণকর্ত্তা ভবেৎ, স সাক্ষাদ্ভগবানিত্যর্থঃ। ভবায় ভূত্যৈ ॥ ৩৫ ॥

যস্য রূপং অনিদং প্রপঞ্চাতীতং চিন্ময়মিত্যর্থঃ। অস্মান্ বঞ্চয়িত্বা এতাবিহ কিমপি

হে মাতঃ দেবকি! অদ্য সৌভাগ্যক্রমে আমাদের হিতের নিমিত্তই পরম পুরুষ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেবই অংশে আপনার কুক্ষিস্থ হইয়াছেন। আসন্ন-মৃত্যু কংস হইতে আর কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই। আপনার এই পুত্রই যদুগণের সর্ব্বাচ্ছাদক হইবেন ॥ ৩৫ ॥

এ জগতে যাঁহার রূপের তুলনা নাই, অথচ যিনি সকলেরই হৃদয়মন্দিরে নিত্য উদিত আছেন, সেই সর্ব্বরূপাধার বিশ্বব্যাপী ভগবানকে এইরূপ স্তব

আভাস।

একে গর্ভধারণহেতু বাহ্যদৃষ্টিতে গুরুমতী, তাহাতে আবার দুষ্ট কংসের দুর্ব্বৃত্তাচরণে নিতান্ত ক্ষিপ্না রোরুদ্যমানা দেবকীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, হে মাতঃ! আর তোমার কোন ভয়ের কারণ নাই। যিনি এই ত্রিভুবনের নিবাসস্থান, সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় শ্রীহরিই অনুগ্রহের সমতিব্যাহারে তোমার এই গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছেন। হে জননি! ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সমগ্র আমাদের কেন! আজ বিশ্বম্ভরের জননী হইয়া বিরাজ করিতেছ! এখন আর কংসভয়ে ভীতা হইতে হইবে না। তাহার মৃত্যু নিতান্তই নিকটবর্ত্তী; এই বালকই সকলকে রক্ষা করিবেন সন্দেহ নাই ॥ ৩৫ ॥

ব্রহ্মেশানৌ পুরোধায় দেবাঃ প্রতিযযু র্দিবং ॥ ৩৬ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ২ ॥ * ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

অথ সর্ব্বগুণোপেতঃ কালঃ পরমশোভনঃ।

অন্বয়ঃ।

দিবং স্বর্গং প্রতিযযুঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি দশমে দ্বিতীয়ঃ।

শ্রীশুকঃ উবাচ। অথ যদা সর্ব্বগুণোপেতঃ অতএব পরমশোভনঃ শুভকালঃ আসীৎ

শ্রীধরস্বামী।

মন্যমানা ব্রহ্মেশানৌ পুরোধায় পুরতঃ কৃত্বা যযুঃ ॥ ৩৬ ॥

॥ * ॥ ইতি দশমে দ্বিতীয়ঃ ॥ * ॥

॥ * ॥ তৃতীয়ে নিজরূপেণ সম্ভূতশ্চ হরিঃ স্বয়ং।

পিতৃভ্যাং সংস্তুতো নীতঃ পিত্রা ভীতেন গোকুলং ॥ * ॥

অথেতি মঙ্গলার্থং। যর্হি সর্ব্বগুণোপেতঃ কালো বভূব তদা দেবক্যাং বিষ্ণুরাবিরাসীদিত্য-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

রহস্যং অদ্ভুতং দ্রক্ষ্যত ইতি মন্যমানা ব্রহ্মেশানৌ পুরতঃ কৃত্বা ॥ ৩৬ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থ-দর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।

দ্বিতীয়ো দশমেঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

তৃতীয়ে দেশকালাদৌ প্রসন্নে শ্রীহরের্জনিঃ।

পিতৃভ্যাং সংস্তুতিঃ প্রাপ্তি র্যশোদাসূতিকাগৃহে ॥ * ॥

যর্হে বাজনস্ত প্রাকৃতজন্মরহিতস্ত ভগবতো জন্মনক্ষত্রমভূৎ। অথ তদৈব সর্ব্ব-

---

করিয়া দেবতাগণ ব্রহ্মা ও ত্রিলোচনকে অগ্রসর করত স্বর্গাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৬ ॥

ইতি দশমে দ্বিতীয় ॥

আভাস।

হে রাজন্! জগতে যাঁহার রূপের তুলনা নাই, সেই সর্ব্বরূপাধার ভগবান্ বিষ্ণু আজ রূপধারী হইয়া আমাদিগকে ছলনা করিতেছেন মাত্র। পরস্পর এইরূপ বলিয়া ব্রহ্মা ও ত্রিলোচন সমভিব্যাহারে দেবতাগণ স্বর্গাভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

যর্হ্যেবাজনজন্মর্ক্ষং শান্তর্ক্ষগ্রহতারকং ॥ ১ ॥
দিশঃ প্রসেদুর্গগনং নির্ম্মলোড়ুগণোদয়ং।

অন্বয়ঃ।

তথা যর্হি শান্তর্ক্ষগ্রহতারকং উগ্রদৃষ্টিত্বরাহিত্বাদিনা অজনজন্মর্ক্ষং রোহিণীনক্ষত্রং শুভফলপ্রদং এব আসীৎ ॥ ১ ॥

যদাচ দিশঃ প্রসেদুঃ প্রসন্নাঃ বভূবুঃ গগনং চ নির্ম্মলোড়ুগণোদয়ং উজ্জ্বলনক্ষত্রশোভিতং

শ্রীধরস্বামী।

ষষ্ঠশ্লোকগতেনান্বয়ঃ। পরমশোভনত্বমেবাহ যর্হীত্যাদিনা অজনাম্নারায়ণাজ্জন্ম যস্য প্রজাপতেস্তস্য ঋক্ষং রোহিণীনক্ষত্রং কথম্ভূতং শান্তানি ঋক্ষাণিচ অশ্বিন্যাদীনি গ্রহাশ্চ তারকাশ্চ যস্মিন্ তৎ। যর্হীতি সর্ব্বত্রানুষজ্যতে ॥ ১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

গুণোপেতঃ কালোঽভূদিত্যন্বয়ঃ। শ্লেষেণ জন্মর্ক্ষনামাপ্যাহ। অজানাম্নারায়ণাজ্জন্ম যস্য সোঽজনজন্মা প্রজাপতিস্তস্য ঋক্ষং রোহিণী নক্ষত্রমিত্যর্থঃ। শ্লিষ্টত্বেনোক্তি র্জন্মর্ক্ষং ন প্রকাশয়েদিতি নীতিশাস্ত্ররীত্যা গোপনার্থা। কীদৃশং শান্তানি ঋক্ষাণ্যশ্বিন্যাদীনি গ্রহাশ্চ তারকাশ্চ যস্মিং স্তৎ ॥ ১ ॥

সর্ব্বগুণোপেতত্বমাহ দিশ ইতি। বর্ষাস্বপি শরদোগুণ উক্তঃ তত্র সর্ব্বাণি তত্বানি

শুকদেব বলিলেন, অনন্তর যখন সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম-রমণীয় কাল উপস্থিত হইল, রোহিণী আদি নক্ষত্র, গ্রহ ও তারকাগণ উগ্রদৃষ্টি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল ॥ ১ ॥

আভাস।

তৃতীয় অধ্যায়ে সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ শ্রীহরির দেবকী-গর্ভে জন্ম, পিতা ও মাতাকৃত স্তব এবং কংসভয়ে ভীত পিতা বসুদেব কর্ত্তৃক তাঁহার গোকুলে গমন-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

যিনি কখন জন্মিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই, যাঁহার আবির্ভাব বা কৃপাদৃষ্টির কথা দূরে থাকুক, নাম গ্রহণ মাত্রেই সমস্ত বিপদ্ বিদূরিত হইয়া শুভ মঙ্গল চিহ্ন সকল উপলক্ষিত হইয়া থাকে, সেই জগজ্জীবন মঙ্গল-নিকেতন ভগবান্ বিষ্ণুর আবির্ভাব-সময়ে নৈসর্গিক ভাব সমুদায়ের মঙ্গলরূপতাই এই কএকটী শ্লোক দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন।

প্রথমতঃ কালের শুভপ্রদত্ব, সুতরাং জন্মনক্ষত্রাদির শুভদৃষ্টির পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

অথ যর্হি যদা অজনস্য কদাপি অন্যদা জাতত্বেনাশ্রুতস্য। তস্মিংস্তু রোহিণীদিনে সর্ব্বেষামৃক্ষাদীনামুগ্রদৃষ্টিত্বরাহিত্বাদিনা শুভদৃষ্টিত্বং শুচিতং। অত্র বিশেষশ্চ্যোক্তঃ ধর্মাণিক্যনাম্নি জ্যোতির্গ্রন্থে। উচ্চস্থাঃ শশিভৌম-চান্দ্রিশনয়োঃ লগ্নং বৃষো লাভগো জীবঃ সিংহতুলালিষু ক্রমবশাৎ পুষোশনোরাহবঃ। নৈশীথঃ সময়োঽষ্টমী বুধদিনং ব্রহ্মর্ক্ষমত্র ক্ষণে শ্রীকৃষ্ণাভিধমম্বুজেক্ষণমভূদাবিঃ পরং ব্রহ্ম তদিতি ॥ ১ ॥

মহী মঙ্গলভূয়িষ্ঠপুরগ্রামব্রজাকরা ॥ ২ ॥
নদ্যঃ প্রসন্নসলিলা হ্রদা জলরুহশ্রিয়ঃ।
দ্বিজালিকুলসন্নাদস্তবকা বনরাজয়ঃ ॥ ৩ ॥
ববৌ বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবহঃ শুচিঃ।

অন্বয়ঃ।

অসীৎ, মঙ্গলভূয়িষ্ঠপুরোগ্রামব্রজাকরা মঙ্গলপূর্ণ গৃহপুরাদিবিশিষ্টা মহী আসীৎ ॥ ২ ॥

যদা প্রসন্নসলিলাঃ স্বচ্ছজলাঃ নদ্যঃ, জলরুহশ্রিয়ঃ পদ্মশোভিতাঃ হ্রদাঃ দ্বিজালিকুল-সন্নাদস্তবকাঃ পক্ষিভৃঙ্গসমূহানাং শব্দেন আনন্দময়াঃ তথা পুষ্পগুচ্ছবিশিষ্টাঃ বনরাজয়ঃ বনপংক্তয়ঃ আসন্ ॥ ৩ ॥

যদা পুণ্যগন্ধবহঃ শুচিঃ নির্ম্মলঃ সুখস্পর্শঃ শৈত্যাদিগুণবিশিষ্টঃ বায়ুঃ ববৌ, তথা

শ্রীধরস্বামী।

নির্ম্মলানামুড়ুগণানামুদয়ো যস্মিন্ তৎ। তথা মঙ্গলেন ভূয়িষ্ঠাঃ পুরাদয়ো যস্যাং সা তথা ॥ ২ ॥

জলরুহৈঃ শ্রীঃ শোভা যেষাং তে দ্বিজালিকুলানাং সন্নাদো যেষু তে তথা স্তবকা যাসু তাঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রসন্নানি তত্র মহাভূতস্যোর্দ্ধস্থস্য প্রসাদমাহ গগনমিতি অধস্থস্য প্রসাদমাহ মহীতি ॥ ২ ॥

মধ্যস্থানাং ত্রয়াণাং প্রসাদমাহ দ্বাভ্যাং নদ্য ইতি। জলরুহশ্রিয় ইতি রাত্রাবপি দিবসস্য গুণঃ দ্বিজালিকুলানাং সংনাদঃ স্তবকাশ্চ যাসু তা ইতি। বর্ষাস্বপি বসন্তস্য গুণ উক্তঃ ॥ ৩ ॥

সুখস্পর্শ ইতি শৈত্যং পুণ্যেতি সৌরভ্যং। পুণ্যন্তু চার্বপীত্যমরঃ। শুচি নির্ম্মল ইতি ধূল্যাদ্যসম্বন্ধেন মান্দ্যমুক্তং। শান্তানির্ব্বাণপ্রায়া অপি সমিদ্ধস্য অড়াগমাভাব আর্ষঃ

দিক্ সকল প্রসন্ন ও নভোমণ্ডল তারকাজালে মণ্ডিত এবং পুর, গ্রাম, গোচারণ স্থান ও আকর প্রভৃতি পৃথিবীর সর্ব্বত্র মঙ্গল পরিপূর্ণ পরিলক্ষিত হইল ॥ ২ ॥

নদী সমূহের জল স্বচ্ছ, হ্রদ সকল প্রফুল্ল কমলশোভায় সুশোভিত দৃষ্ট হইতে লাগিল ; বিহঙ্গম-কুলের কলরবে ও অলি-কুলের ঝঙ্কারে পুষ্পরাজি-বিরাজিত উপবন সকল নিনাদিত হইতে লাগিল ॥ ৩ ॥

আভাস।

পরে আকাশস্থ ও পৃথিবীস্থ দর্শনীয় সুমঙ্গল রূপের বর্ণনা। অধিক কি, বর্ষাকালেও শরৎকালীন ভাবের উদয় হইল। মহাভূত সকল প্রসন্ন ও ঊর্দ্ধস্থ নভোমণ্ডলেরও পবিত্র ভাব তৎকালে দৃষ্টিগোচর হইল ॥ ২ ॥

অগ্নয়শ্চ দ্বিজাতীনাং শান্তাস্তত্র সমিন্ধত ॥ ৪ ॥
মনাংস্যাসন্ প্রসন্নানি সাধূনামসুরদ্রুহাং।
জায়মানেঽজনে তস্মিন্ নেদুর্দুন্দুভয়ঃ সমং।
জগুঃ কিন্নরগন্ধর্ব্বা স্তুষ্টুবুঃ সিদ্ধচারণাঃ।
বিদ্যাধর্য্যশ্চ ননৃতুরপ্সরোভিঃ সমং মুদা
মুমুচুর্মুনয়ো দেবাঃ সুমনাংসি মুদান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।

দ্বিজাতীনাং শান্তাঃ অগ্নয়ঃ সমিন্ধত সম্যক্ প্রদীপ্তাঃ বভূবুঃ ॥ ৪ ॥

যদা চ অসুরদ্রুহাং অসুরোদ্বেজিতানাং অপি সাধূনাং মনাংসি প্রসন্নানি আসন্ তস্মিন্ সময়ে অজনে শ্রীকৃষ্ণে জায়মানে সতি (দিবি) দুন্দুভয়ঃ সমং নেদুঃ ॥

কিন্নরগন্ধর্ব্বাঃ জগুঃ, সিদ্ধচারণাঃ তুষ্টুবুঃ অপ্সরোভি সমং বিদ্যাধর্য্যঃ চ ননৃতুঃ, মুনয়ঃ দেবাঃ চ মুদান্বিতাঃ হৃষ্টাঃ সন্তঃ সুমনাংসি পুষ্পানি মুমুচুঃ ববৃষুঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সমিন্ধতেতি আর্ষত্বাদড়াগমাভাবো দ্রষ্টব্যঃ। সমিন্ধতেতি সম্যক্ দীপ্তা বভূবুরিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

অসুরদ্রুহাং দেবানাং কংসাদিব্যতিরিক্তানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং অজনে জায়মানে আসন্নপ্রসবে তস্মিন্ সময়ে ॥ ৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সম্যগ্দক্ষিণাবর্ত্তেন উদ্দীপ্তা বভূবুরিতি দ্বাপরেঽপি ত্রেতায়া গুণ উক্তঃ ॥ ৪ ॥

মনাংসি মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াদীন্যপি তত্রানীত্যর্থঃ। অসুরদ্রুহামিত্যসুরকর্ত্তৃকদ্রোহবত্ত্বেন সাধূনামপি মনাংসি পূর্ব্ব অপ্রসন্নান্যেবাসন্নিতি ভাবঃ। জায়মানে আসন্নপ্রাদুর্ভাবে অজনে শ্রীকৃষ্ণে ॥ ৫ ॥

শৈত্যাদি-গুণসম্পন্ন সমীরণ পবিত্র গন্ধ বহন পূর্ব্বক মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল; ব্রাহ্মণগণের হোমাগ্নি প্রশান্ত মূর্ত্তিতে প্রদীপ্ত হইতে লাগিল ॥ ৪ ॥

এবং অসুরগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইলেও সাধুগণের চিত্ত নির্ব্বৃতি লাভ করিল। আজ শ্রীহরির জন্ম পরিগ্রহ-চ্ছলে অবতীর্ণ হইবার তাদৃশ সময়ে আকাশপথে যুগপৎ দুন্দুভি সমূহের ধ্বনি হইয়া উঠিল ॥

আভাস।

ভগবানের আবির্ভাবে পার্থিব সকল বস্তুরই মালিন্য বিদূরিত হইয়া যে অভিনব মনোহর মূর্ত্তির প্রকাশ হইয়াছিল, সেই সময় তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল ॥ ৪ ॥

শান্তাঃ প্রদক্ষিণাবর্ত্তাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

অসুরদ্রুহাং সর্ব্বপ্রাণিনাং বা। অজনে জায়মানে তৎসন্নিহিত-সময়ে ॥ ৫ ॥

মন্দং মন্দং জলধরা জগর্জ্জুরনুসাগরং।
নিশীথে তম উদ্ভূতে জায়মানে জনার্দ্দনে ॥ ৬ ॥
দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ।

অন্বয়ঃ।

তমঃ উদ্ভূতে ঘনতমসি, নিশীথে রাত্রৌ, জনার্দ্দনে জায়মানে সতি জলধরাঃ মেঘাঃ, অনুসাগরং সাগরে মন্দং মন্দং জগর্জ্জুঃ ॥ ৬ ॥

প্রাচ্যাং দিশি পুষ্কলঃ পূর্ণঃ, ইন্দুঃ ইব তদা সর্ব্বগুহাশয়ঃ সর্ব্বভূতহৃদয়চারী, বিষ্ণুঃ

শ্রীধরস্বামী।

অনুসাগরং সাগরে গর্জ্জন্তি সতি তমসা উদ্ভূতে ঘনতমসি নিশীথে ॥ ৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অনুকৃতঃ সদৃশীকৃতঃ সাগরঃ সাগরগর্জ্জনং তদ্‌যথাস্যাত্তথা ॥

নন্থ দিশঃ প্রসেদুরিতি গগণং নির্ম্মলোড়ুগণোদয়মিতি পূর্ব্বোক্তে জলধরাঃ খলু কদা জগর্জ্জুরিত্যপেক্ষয়ামাহ নিশীথ ইতি, তমসা উৎকর্ষেণ ভূতে ব্যাপ্তে ইতি নিশীথ এব মধ্যে গগণং মেঘথণ্ডোদ্গমদ্ভূপ্রাপ্তাবিত্যস্য রূপং। জনানাং সর্ব্বজ্ঞভক্তমুনিদেবাদীনাং অর্দ্দনে ভগবান্। আবির্ভাবসময়োঽয়মিতি যাচনে জায়মানে সতি ॥ ৬ ॥

দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুরূপিণ্যামিতি চ পাঠঃ। দেবস্য বিষ্ণোরিব রূপং সচ্চিদানন্দঘনং বর্ত্ততে যস্যাস্তস্যাং আবিরাসীৎ প্রকটীবভূব। সর্ব্বাসু গুহাসু গুহাবদগম্যস্থানেষু মথুরাবিকুণ্ঠাদিষু জীবাস্তঃকরণেষু চ সর্ব্বজনপরোক্ষত্বাচ্ছেতে ইতি সঃ। অন্যো বালকো যথা গর্ভাদ্‌যন্ত্রিতঃ

কিন্নরগণ ও গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিলেন; সিদ্ধ ও চারণগণ স্তব আরম্ভ করিলেন, বিদ্যাধরী ও অপ্সরাগণ একত্রে মিলিত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং দেবতাগণ আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন ॥ ৫ ॥

ঘোর তমসাচ্ছন্ন নিশীথ সময়ে জনার্দ্দনের জন্ম পরিগ্রহ কালে জলধরগণ সাগরাভিমুখে মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥

যেমন আকাশপথে পূর্ণচন্দ্র পূর্ব্বদিকেই প্রথম প্রকাশ পান, সেইরূপ

আভাস।

অসুরভারে নিতান্ত ক্ষিণ্ণা ধরণী ও তত্রত্য সাধুগণের আর আনন্দের সীমা ছিল না। স্বর্গবাসী কিন্নরাদি দেবগণ ভগবানের জন্ম প্রতীতি করিয়া, পরমানন্দে নিমগ্ন হইলেন এবং হর্ষোৎফুল্ললোচনে ভগবদুদ্দেশে পুষ্পবর্ষণাদি আরম্ভ করিলেন ॥ ৫ ॥

চেতনের কথা দূরে থাকুক, অচেতন মেঘ ও সমুদ্র ভগবদাবির্ভাবের সময়ে আনন্দে পুলকিত হইয়াই যেন মৃদুমন্দ গর্জ্জনচ্ছলে পরস্পরের আনন্দ ভাব প্রকাশ করিতেছিল ॥ ৬ ॥

আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।

দেবরূপিণ্যাং শুদ্ধসত্ত্ববৃত্তিরূপায়াং, দেবক্যাং আবিরাসীৎ প্রাদুর্বভূব ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যথা যথাবৎ ঐশ্বরেণৈব রূপেণ ॥ ৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সন্নিঃসরতি তথা নেত্যত্র দৃষ্টান্তঃ যথেতি। কিঞ্চ দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়ো র্যুগপদেবাবির্ভাবমাহ তদ্দিনে নিশীথে প্রাচ্যাং দিশি অষ্টম্যা ইন্দুরপুষ্টোঽপি মদ্বংশং মৎপ্রভুর্জন্মনা অলঙ্করোত্যা-নন্দোদ্রেকেণ পুষ্কলঃ পূর্ণিমায়া ইন্দুরিব পুষ্কলঃ সন্ যথা আবিরাসীত্তথৈব দেবক্যাং বিষ্ণুরপি সর্ব্বাংশকলাপরিপূর্ণ আবিরাসীদিত্যন্বয়ঃ। আবির্ভাবশ্চ কংসবঞ্চনার্থমষ্টমে মাসি, যদুক্তং হরিবংশে। গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ দেবকীচ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদেতি। খমানিক্যনাম্নি জ্যোতির্গ্রন্থে জন্মপত্রী চোক্তা। উচ্চস্থাঃ শশিভৌমচান্দ্রিশনয়ো লগ্নং বৃষো লাভগো জীবঃ সিংহতুলালিষু ক্রমবশাৎ পূষোশনোরাহবঃ। নৈশীথঃ সময়োঽষ্টমী বুধদিন ব্রহ্মর্ক্ষমত্র ক্ষণে শ্রীকৃষ্ণাভিধমম্বুজেক্ষণমভূদাবিঃ পরং ব্রহ্ম তদিতি ॥ ৭ ॥

সর্ব্বহৃদয়চারী ভগবান্ বিষ্ণু শুদ্ধসত্ত্বময়ী দেবরূপিণী দেবকীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন ॥ ৭ ॥

আভাস।

পূর্ণিমার নিশীথে পূর্ণচন্দ্র আকাশেই উদিত থাকেন বটে, কিন্তু প্রথম উদয়কালে পূর্ব্বদিক্‌কে যেমন অনুপম শোভায় শোভিত করেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বজীবের হৃদয়ে সতত অচ্যুতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও, বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপা দেবকী হইতে স্বীয় জন্ম স্বীকার করিলেন। যেমন দর্পণের মালিন্য অপনয়ন না করিলে, সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিলেও প্রতিবিম্বের লেশ মাত্রও অনুভূত হয় না, আবার পরিষ্কার করিলে সেই দর্পণেই নিজ প্রতি-মূর্ত্তি স্পষ্টত উপলব্ধ হয়, সেইরূপ হৃদয় সরোবরের তীরস্থ বাসনা-কণ্টক-বৃক্ষ সকল সমূলে উৎপাটন না করিলে, মেহভরে আহ্বানকারী অথচ সম্মুখে দণ্ডায়মান পিতার ন্যায় ভগবানকে পাইয়াও লাভ পায় না। যেন দূরদেশে অপগত স্বজনের ন্যায়, বৃথায় অন্বেষণ করে বা মৃত বলিয়া পরিতাপ করিতে থাকে। কিন্তু রাজন্! একবার হৃদয়-সরোবর পরিষ্কৃত করিয়া দেখ, তোমার ভগবৎ-সূর্য্য তোমার হৃদয়েই উদিত আছেন। তখন শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা দেবজননী দেবকীর ন্যায় তোমার হৃদয়-কমল কৃষ্ণপ্রভায় বিকশিত হইয়া, পরমানন্দ লাভ করিবে। অন্য বালক গর্ভের প্রসব-ধর্ম্মেই নিঃসৃত হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কেবল কংসকে বঞ্চনার্থই তাদৃশ নিশীথকালে যোগমায়ার জন্মের সমকালেই জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। তৎকালে গর্ভের অষ্টম

তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধং।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগং॥
মহার্হ-বৈদূর্য্য-কিরীট-কুণ্ডল-ত্বিষা পরিষ্বক্ত-সহস্র-কুন্তলং।
উদ্দাম-কাঞ্চ্যঙ্গদ-কঙ্কণাদিভি র্বিরোচমানং বসুদেব ঐক্ষত॥ ৮॥

অন্বয়ঃ।

বসুদেবঃ চ তং অম্বুজেক্ষণং পদ্মলোচনং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাদ্যুদায়ুধং শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং কৌস্তুভকণ্ঠং, পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োধ-সৌভাগ্যং মেঘাভং, মহার্হবৈদূর্য্যকিরীট-কুণ্ডলত্বিষা পরিষ্বক্তসহস্রকুন্তলং স্ফুরৎকেশং, উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কনাদিভিঃ বিরোচমানং তং অদ্ভুতং বালকং ঐক্ষত দদর্শ॥ ৮॥

শ্রীধরস্বামী।

তমদ্ভুতং বালকং বসুদেব ঐক্ষেতেতি দ্বিতীয়শ্লোকেনান্বয়ঃ। অদ্ভুতত্বে হেতুগর্ভবিশেষণানি অম্বুজেক্ষণমিত্যাদীনি শ্রীবৎসলক্ষণং গলেন শোভতে গলশোভী সঃ কৌস্তুভো যস্মিন্ তং। পরিষ্বক্ত সহস্রকুন্তলং কিরীটকুণ্ডলানাং ত্বিষা স্ফুরদপরিমিতকেশমিত্যর্থঃ॥ ৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তমদ্ভুতং বালকং বসুদেব ঐক্ষত ইতি দ্বিতীয়েনান্বয়ঃ। অদ্ভুতত্বে হেতুগর্ভাণি বিশেষণানি অম্বুজেক্ষণমিত্যাদীনি। বৈদূর্য্যং নীলপীতরক্তচ্ছবিরত্নং তদ্যুক্তং কিরীটং ত্রিকোণপত্রাবলীরূপং॥ ৮॥

তৎকালে বসুদেবও সেই পদ্মপলাশলোচন চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদাপদ্মধারী শ্রীবৎস-বক্ষ কৌস্তুভ-মণি গলদেশে দোদুল্যমান পীতাম্বরপরিহিত জলদ-শ্যামবর্ণ কিরীট ও কুণ্ডলস্থ মহামূল্য মণির শোভায় সুশোভিত, কেশরাজি-বিরাজিত এবং উৎকৃষ্ট মেখলা, বলয় ও কঙ্কণাদি আভরণে অলঙ্কৃত অদ্ভুত-দর্শন বালক অবলোকন করিলেন॥ ৮॥

আভাস।

মাস মাত্র কাল উপস্থিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্যে পূর্ণ হইয়া, পূর্ণকলা শশীর ন্যায় প্রভীয়মান হইলেন। এদিকে তৎসমকালেই গোকুলে যশোদা কন্যারূপিণী যোগমায়াকে প্রসব করিলেন॥ ৭॥

এই শ্লোকে শুকদেব হীনবুদ্ধি অজ্ঞানী বিষয়াসক্তচিত্ত মানবগণের চিত্ত আকর্ষণার্থ পার্থিব সৌন্দর্য্যের দ্বারা ভগবানের সৌন্দর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। শিষ্যের বোধানুরূপ উপদেশই হৃদয়-গ্রাহী হইয়া থাকে, সেই হেতু জগৎস্রষ্টা হরির ঐশ্বর্য্য-বোধনার্থ তাঁহাকে কিরীট ও কুণ্ডলাদির দ্বারা শোভিত করিতে হইয়াছে॥ ৮॥

স বিস্ময়োৎফুল্লবিলোচনো হরিং সুতং বিলোক্যানকদুন্দুভিস্তদা।

অন্বয়ঃ।

হরিং (কংসাদীনাং সর্ব্বজ্ঞানহরং ভগবন্তং) সুতং (পুত্রতাং প্রাপ্তং) বিলোক্য (সাক্ষাদ্দৃষ্ট্বা) বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ আনন্দবিকসিতনেত্রঃ আনকদুন্দুভিঃ কৃষ্ণাবতারোৎসবসম্ভ্রমঃ

শ্রীধরস্বামী।

বিস্ময়েন উৎফুল্লে বিশিষ্টে লোচনে যস্য সঃ। গবামযুতং অস্পৃশৎ মনসা দত্তবান্

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স বিস্ময়েত্যহো মহামুক্তমুনীন্দ্রাণামপি দুর্ল্লভদর্শনঃ পরমেশ্বরো মম পুনরবিদ্যাবদ্ধ জীবস্যাবিদ্যাবদ্ধজীবেন কংসেনাপি বহিরপি বদ্ধস্য গৃহেঽবতীর্য্য দৃশ্যো বভূবেত্যেকো বিস্ময়ঃ। সর্ব্বব্যাপকং পরং ব্রহ্মাপি মানুষগর্ভাদজনিষ্টেতি দ্বিতীয়ঃ। বিবিধাস্ত্রবস্ত্র-কটককুণ্ডলকিরীটাদ্যলঙ্কারবিশিষ্ট এব বালকো গর্ভান্নিষ্ক্রান্ত ইতি তৃতীয়ঃ। সাক্ষান্মহা-ভয়স্যাপি ভীষণ আদিপুরুষো ভগবানপি কংসভয়ভীতং মাং স্বপিতৃত্বেনাঙ্গীচক্রে ইতি

ভগবান্ শ্রীহরিকে পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া, বসুদেবের আর আনন্দের সীমা রহিল না; পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহার নয়নদ্বয় আনন্দে

আভাস।

এ দিকে বসুদেব অষ্টম গর্ভস্থ পুত্রের জন্মে যেমন আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন তেমনই কংসকৃত কর্ম্ম স্মরণ করত, বিষাদের অতলস্পর্শ গহ্বরে প্রবেশ করিলেন। পিতা পূর্ব্বজাত পুত্রগণের শোকে কাতর হইলেন; কিন্তু দৈববাণী স্মরণ করত পুত্রমুখ নিরীক্ষণার্থ সূতিকা-গারে উপস্থিত হইয়া, বালকের তাদৃশ অপরূপ রূপ ও অলৌক-সামান্য জ্যোতি দর্শনে মনে মনে নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন যে, ভগবান্ শ্রীহরিই পুত্ররূপে তাঁহার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তখন তাঁহার নয়ন-যুগল আনন্দে বিকসিত হইয়া উঠিল। তিনি আনন্দের চরম সীমায় উত্তীর্ণ হইয়া, একে একে অবস্থাগুলি পর্য্যালোচনা করত নিতান্তই বিস্মিত হইলেন। প্রথম ভাবিলেন, কি আশ্চর্য্য! জীবন্মুক্ত মুনীন্দ্রগণও সহজে যাঁহার দর্শন পান না, তিনি অন্তরে মায়াবদ্ধ এবং বাহিরে ঘোর সংসারী কংসের কারাগারে গূঢ় নিবদ্ধ আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়া বিগ্রহ ধারণে অক্ষিগোচর হইতেছেন! ভক্তবাঞ্ছা পূরণার্থ ভগবান্ কি এতই করেন? যিনি সর্ব্বব্যাপী সনাতন ব্রহ্ম, তিনি আজ মানবগর্ভে জন্ম ধারণ করিলেন! গর্ভ হইতেই অলঙ্কৃত হইয়া ত কখন কোন বালককে প্রসূত হইতে দেখি নাই। কিন্তু আমার এই বালক বিচিত্র বসনে পরিবেষ্টিত এবং নানাবিধ অস্ত্র করে ধারণ পূর্ব্বক বলয় ও কুণ্ডলাদি নানা আভরণে ভূষিত ও মস্তকে কিরীট ধারণ করত গর্ভ হইতে নিঃসৃত

স পরমভাগ্যবান্ হরিং কংসাদীনাং সর্ব্বজ্ঞানহরং ভগবন্তং সুতং পুত্রতাং প্রাপ্তং বিলোক্য অস্পৃশৎ অস্পর্শয়ৎ দানায় সংকল্পমকরোৎ। নমু কংসেন পীড়িতস্য হৃতসর্ব্বস্ব

কৃষ্ণাবতারোৎসবসংভ্রমোঽস্পৃশন্মুদা দ্বিজেভ্যোঽযুতমাপ্লুতো গবাং ॥৯॥
অথৈনমস্তৌদবধার্য্য পূরুষং পরং নতাঙ্গঃ কৃতধীঃ কৃতাঞ্জলিঃ।

অন্বয়ঃ।

(কৃষ্ণপ্রাদুর্ভাবোল্লাসেন উৎকলিতহৃদয়ঃ (অতএব) মুদা হর্ষেণ আপ্লুতঃ স্নাতঃ সন্ তদা তৎক্ষণমেব গবাং অযুতং দ্বিজেভ্যঃ অস্পৃশৎ মনসা দদৌ ॥ ৯ ॥

হে ভারত! কৃতধীঃ প্রভাববিৎ বসুদেবঃ অথ স্বরোচিষা স্বকীয়প্রভয়া, সূতিকাগৃহং বিরো-

শ্রীধরস্বামী।

কংসনিগৃহীতস্য দানাসম্ভবাৎ বিস্ময়ে হেতুঃ। কৃষ্ণাবতারেতি মুদা আপ্লুতো ব্যাপ্তঃ স্নাত ইতি বা ॥ ৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

চতুর্থঃ। হরিং সুতং বিলোক্যেতি তস্মিন্ স্বেষ্টদেবত্বপুত্রত্বয়ো র্ভাবনা যৌগপদ্যেনৈব তস্যাভূদিতি ভাবঃ। কৃষ্ণাবতারেত্যহো সামান্যবালকস্যাপি জন্মনি পিতা দানধ্যানাদ্যুৎসবং করোতি মম তু কৃষ্ণ এব পুত্রত্বেনাবতীর্ণঃ সম্প্রত্যহং কমুৎসবং করোমীতি প্রাপ্তসম্ভ্রমঃ মুদা আপ্লুতঃ আনন্দসমুদ্রে নিমজ্জিতঃ সন্নস্পৃশৎ মনসা দদৌ। বিশ্রাননং বিতরণং স্পর্শনং প্রতিপাদনমিত্যভিধানাৎ স্পৃশি দানার্থকোঽপি জ্ঞেয়ঃ ॥ ৯ ॥

কৃতধীস্তস্মিন্নেব যৌগপদ্যেন কৃতৈশ্বর্য্যবাৎসল্যবুদ্ধিঃ। গতভীঃ প্রভাববিদিতি। হন্ত

বিস্ফারিত হইল; শ্রীকৃষ্ণের অবতার উৎসবে তাঁহার হৃদয় এত সম্ভ্রম-বিশিষ্ট হইল যে, তিনি তদবস্থাতেই মনে মনে দশ সহস্র গাভী ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন।

আভাস।

হইলেন। এতদ্দর্শনে নিশ্চয়ই অনুমান হইতেছে যে, কংসাদি অসুরকুলের দর্পহারী মধুসূদনই আবির্ভূত হইয়াছেন। তবে তাঁহার এ মায়া কেন? তিনি দুর্দ্দান্ত কংসের ভয়ে ভীত হইয়াই কি আমার নিকট পুত্ররূপে লালিত ও পালিত হইতে আসিয়াছেন? সে যাহা হউক, তাঁহার মায়া বুঝা দায়! তিনি পুত্রভাবে আগমন করিলেও, আমার ইষ্টদেবতা বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। বসুদেব স্বীয় ইষ্টদেবতাকে পুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করিতে দেখিয়া, এতই আনন্দে আপ্লুত হইলেন যে, নিজের বন্ধন জনিত দুর্দ্দশা বিস্মৃত হইলেন এবং এই উৎসব উপলক্ষে মনে মনে দশ সহস্র পয়ঃস্বিনী গাভী ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন ॥ ৯ ॥

বন্ধস্য সংকল্পোঽপি কথং ঘটতে, কথং বা স্নানং বিনৈব দানং, তত্রাহ কৃষ্ণপ্রাদুর্ভাবস্বভাবেন য উৎসব উল্লাস স্তেন সম্ভ্রমো মনস্বরা যস্য সঃ। ততো বিচারমপি ন কৃতবান্ ইতি ভাবঃ। মুদা স্নাতঃ সন্ ইতি তোষণী ॥ ৯ ॥

স্বরোচিষা ভারত সূতিকাগৃহং বিরোচয়ন্তং গতভীঃ প্রভাববিৎ ॥ ১০॥

অন্বয়ঃ।

চয়ন্তং এনং বালকং পরং পুরুষং অবধার্য্য গতভীঃ, নতাঙ্গঃ নতকন্ধরঃ সন্ কৃতাঞ্জলিঃ ভূত্বা অস্তৌৎ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কৃতধীঃ শুদ্ধবুদ্ধিঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হন্তাস্মিন্নপাঙ্গে কংসঃ সহসাগন্ত্যাস্থং প্রযোক্ষ্যতীতি পুত্রবুদ্ধ্যা যদ্ভয়মুদ্বভূব তদৈশ্বর্য্যবুদ্ধ্যা প্রভাবজ্ঞানেন গতমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

হে ভরতবংশাবতংস পরীক্ষিৎ! শুদ্ধমতি প্রভাবজ্ঞ বসুদেব, স্বকীয় প্রভায় সূতিকাগার আলোকিত করত, প্রসূত সন্তানকে পরমপুরুষ লোকনাথ বলিয়া নিশ্চয় করিলেন এবং কংস-ভয়কে উপেক্ষা করত, বিনম্র-কন্ধরে কৃতাঞ্জলি হইয়া, তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

আভাস।

বসুদেব পুত্রমূর্ত্তি ভগবানকে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়াদি সমর্পণ করিয়া, কৃতার্থ হইলেন। তখন তাঁহার হৃদয়ে পরিপূর্ণ পরমাত্মভাবের উদয় হইল। তিনি দেখিলেন যেন, একসঙ্গে কোটি ভানুর উজ্জ্বল প্রভা ও কোটি চন্দ্রের রমণীয় শোভা উদিত হইয়া, তমসাচ্ছন্ন সূতিকা-গৃহ আলোকিত করিয়াছে; অথচ বাহিরে তাহার কিছুই প্রকাশ পায় নাই। এই অপরূপ ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া, ভগবানকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিলেন, প্রহরিগণের কথা দূরে থাকুক, এক্ষণে কংস স্বয়ং আসিয়া কি করিতে পারে? যদি সেই দুষ্ট অবিবেচনা পূর্ব্বক নিতান্তই আগমন করে, পতঙ্গের বহ্নি প্রবেশের ন্যায়, নিশ্চয় বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। আমি ভগবানকে সম্মুখে পাইয়াছি, একবার হৃদয় ভরিয়া উচ্চকণ্ঠে স্তব করিয়া লই। এই শ্লোকে শুকদেব "ভারত" এই পদ প্রয়োগের দ্বারা বসুদেবের

পুরুষং পরমেশ্বরং তত্রাপি পরং পরিপূর্ণতয়া অবতীর্ণং অবধার্য্য নিশ্চয়েন জ্ঞাত্বা কৃতধীঃ ন্যস্তচিত্তঃ, ততশ্চ কৃতপ্রণামানি অঙ্গানি যস্য স সাষ্টাঙ্গং প্রণম্য ইত্যর্থঃ। স্বীয়েনাসাধারণেন মনোনয়নাহ্লাদকেন মিলিতার্কেন্দুকোটীতুল্যেনাপি রোচিষা তমোব্যাপ্তং সূতিকাগৃহমেব নতু তদ্বাহ্যং বিরোচয়ন্তং প্রকাশয়ন্তং। এবং একস্যৈব যুগপন্নিজতেজসঃ কচিদ্বিস্তারেণ কচিচ্চ সম্বরণেন পরমৈশ্বর্য্যশক্তি র্দ্যোতিতা। গতভীঃ অপগতকংসভয়ঃ সন্। নন্থ স্তবশব্দং কংস-প্রহরিকাঃ শ্রোষ্যন্তীতি ভয়হেতু স্তুত্যৈব তত্রাহ প্রভাববিৎ। কিং করিষ্যন্তি এতে বরাকাঃ সোঽপি বা ইতি ভাবয়িত্বা ইতি ভাবঃ। হে ভারত ইতি শ্রীবসুদেব ভাগ্যভরেণ প্রীত্যা সম্বোধয়তি। শ্লেষেণ ভাঃ শ্রীকৃষ্ণস্য কান্তিঃহেতুগর্ভস্ত এব তস্যাং রত ইতি ॥ ১০ ॥

বসুদেব উবাচ ॥

বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ।

বসুদেবঃ উবাচ। হে ঈশ! যঃ ত্বং প্রকৃতেঃ পরঃ সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্ সর্ব্বান্তর্যামী কেবলানুভবানন্দঃ পরব্রহ্মাখ্যঃ আত্মা সঃ পুরুষঃ ভবান্ সাক্ষাৎ ময়া বিদিতঃ অসি ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

পুত্রবুদ্ধ্যা পশ্যন্ তাং পরিতজ্যাহ অহো বিদিতোঽসি কথং বিদিতোঽস্মি ভবান্ প্রকৃতেঃ পরঃ পুরুষ ইতি নন্থ কিমত্রাশ্চর্য্যং পুরুষস্য প্রকৃতেরন্যত্বাদেবেত্যত আহ সাক্ষাদিতি প্রত্যক্ষত ইত্যর্থঃ। নন্বক্ষিসন্নিকৃষ্টং প্রত্যক্ষত উপলভ্যতে কিঞ্চিত্রমিত্যত আহ কেবলেতি। কেবলশ্চাসাবনুভবশ্চ আনন্দশ্চ স এব স্বরূপং যস্য সঃ কিঞ্চ সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্ নহেবংভূতো দৃশ্যো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হে ভগবং ত্বং মামেবং নিজস্বরূপং যদ্দর্শয়সি তস্যায়মভিপ্রায়ঃ মৎ পিতা মদর্থং কংসাদ্বিভেতি তন্মামীশ্বরং প্রতীত্য নির্ভয়ো ভবত্বিতি তৎ সত্যং ত্বয়ীশ্বরত্বেন মম প্রতীতি র্জাতেবেত্যাহ। বিদিতোঽসি। কীদৃশত্বেনেতি চেদত আহ যঃ প্রকৃতেঃ পরঃ পুরুষ স্তদীক্ষণ কর্ত্তা স ভবানেব যঃ কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরব্রহ্মাখ্য আত্মা স ভবান্ যঃ সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্ সর্ব্বান্তর্যামী সো অপি ভবান্ সাক্ষাদেব স্বয়ং ভগবত্বেনৈব ইতি সর্ব্বমহং জানাম্যেবেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

বসুদেব বলিলেন, হে জগৎপতে! যে আপনি প্রকৃতির অতীত সর্ব্বান্তর্যামী আত্মা, কেবল অনুভবানন্দ স্বরূপ বলিয়াই বেদাদিতে যাঁহার বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই আপনি বিগ্রহ ধারণে আমার সমক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ১১ ॥

আভাস।

অনুপম ভাগ্যোদয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াই সম্বোধন করিয়াছেন। অথবা বলিয়াছেন, হে রাজন্! আর বিমর্ষভাবাপন্ন হইবেন না। সেই দীননাথ আপনার প্রতিও প্রসন্নআছেন; এই দুর্দ্দিনে তিনি আপনাকে কখন পরিত্যাগ করিবেন না। কারণ আপনি স্বীয় মাতৃগর্ভে বাস কালেই সেই অনাথনাথ বাসুদেবের (ভাঃ) কান্তি দর্শনে প্রাণ মন সমর্পণ করত তাহাতেই (রতঃ) আসক্ত আছেন ॥ ১০ ॥

তখন বসুদেব পুত্রবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া পরম পুরুষজ্ঞানে ভগবানকে বলিলেন হে দীনশরণ! তুমি কেবল অনুভবের বিষয় যোগিগণের হৃদয়চারী আনন্দময় মূর্ত্তি হইয়াও

স এব স্বপ্রকৃত্যেদং সৃষ্ট্বাগ্রে ত্রিগুণাত্মকং।
তদনু ত্বং হ্যপ্রবিষ্ট প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ।

সঃ এব ত্বং স্বপ্রকৃত্যা বৈষ্ণবীশক্ত্যা অগ্রে ত্রিগুণাত্মকং ইদং জগৎ সৃষ্ট্বা তদনু অপ্রবিষ্টঃ অপি প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে লক্ষ্যসে ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নন্বু দেবকীজঠরপ্রবিষ্টস্য কিমিয়মতিস্তুতিঃ ক্রিয়তে অত আহ স এবেতি। স এব উক্তস্বরূপ এব ত্বং ন দেবকীজঠরে প্রবিষ্ট ইত্যর্থঃ। নন্বু বিশ্বং সৃষ্ট্বা তদনুপ্রবিষ্টস্য কিমেতদ্বহু। অত আহ স্বপ্রকৃত্যেতি স্বমায়য়া ইদং সৃষ্ট্বা তদনু ত্বমপ্রবিষ্ট এব। নন্বু কথং তর্হি শ্রুত্যোচ্যন্তে তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদিত্যত আহ প্রবিষ্ট ইবেতি ভাব্যসে নিরূপ্যসে প্রত্যক্ষতো বা সদ্রূপেণ প্রবিষ্ট ইব লক্ষ্যসে ॥ ১২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্বু ভো স্তাত ত্বদ্গৃহে প্রবিষ্টং মাং পরিচ্ছিন্নমেব জাতমেব জানাসি। অতঃ কিমপি মে তত্ত্বং ন জানাসীত্যাশঙ্ক্য স্বজ্ঞানমাবিষ্কুর্ব্বন্নাহ স এব উক্তস্বরূপ এব ত্বং স্বপ্রকৃত্যা স্বীয়প্রধানশক্ত্যা ইদং জগৎ সৃষ্ট্বা তদনু অপ্রবিষ্ট ইব প্রবিষ্ট ইব চ ভাব্যসে নিরূপ্যসে। জগত্যোঽন্তরুপলভ্যমানত্বাৎ অপ্রবিষ্ট ইব নত্বপ্রবিষ্টঃ বহিশ্চোপলভ্যমানত্বাৎ প্রবিষ্ট ইব নতু প্রবিষ্ট ইত্যর্থঃ। এবমেব সর্ব্বত্র বর্ত্তমান ত্বং মদ্গৃহে প্রবিষ্ট ইব নতু প্রবিষ্টঃ সর্ব্বদৈব বর্ত্তমান ত্বং জাত ইব নতু জাতস্তেন চ সর্ব্বব্যাপকমূর্ত্তেস্তব কংসঃ কিমপি কর্ত্তুং ন শক্নুয়াদিতি জানাম্যেবেতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

আপনি গুণত্রয়সমন্বিত এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়া, সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবে অবস্থিতি করিলেও, সৃষ্ট জগতের প্রতিস্তরে আপনাকে প্রবিষ্ট অনুভূত হয়, তখন দেবকীগর্ভে প্রবিষ্ট হইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি! ॥ ১২ ॥

আভাস।

যে নিজ স্বরূপ আমার সমক্ষে প্রকাশ করিলেন, ইহা কেবল আমাকে কৃতার্থ করিবার জন্যই মাত্র। হে প্রভো! জগতে যখন আমি তোমার পিতা বলিয়া বিখ্যাত, তখন আর যম-কিঙ্করের ভয় করি না! কিন্তু পাছে দুর্মতি কংসের ভয়েই উদ্বিগ্ন হই, এই নিমিত্তই এই অতুলনীয় স্বকীয় ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া, আমাকে আশ্বাস প্রদান করিতেছ! তুমি যে সর্ব্বকারণকারণ সর্ব্বমঙ্গলসাধন নিত্যরঞ্জন পরম পুরুষ তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি! আপনি জগৎ-প্রসবিনী প্রকৃতির অতীত এবং সর্ব্ব জীবের হৃদয়মন্দিরে অন্তর্যামিরূপে বিরাজ করিতেছেন। পুত্ররূপে আমার প্রত্যক্ষ গোচর হইলেও, আপনি সাধারণ বস্তু নহেন। আপনি কৃতার্থ যোগিগণকেই স্বীয় আনন্দময় স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ দেবকীজঠরে প্রবেশ পূর্ব্বক জীবের ন্যায় জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, অতএব

যথেমেঽবিকৃতা ভাবা স্তথা তে বিকৃতৈঃ সহ ।
নানাবীর্য্যাঃ পৃথগ্ভূতা বিরাজং জনয়ন্তি হি ॥

অন্বয়ঃ ।

ইমে অবিকৃতাঃ ভাবাঃ (মহদাদয়ঃ) যথা তথা তে বিকৃতৈঃ ষোড়শবিকারৈঃ সহ নানাবীর্য্যাঃ (পরস্পরবিসদৃশস্বরূপাঃ অপি) পৃথগ্ভূতাঃ অপি সন্নিপত্য মিলিত্বাভূয়, বিরাজং

শ্রীধরস্বামী ।

অত্র দৃষ্টান্তঃ যথেতি । ইমে অবিকৃতা ভাবা মহদাদয়ো যথা তথেতি দৃষ্টান্তং বিবৃণোতি তে বিকৃতৈরিতি তে হি বিকৃতৈঃ ষোড়শবিকারৈঃ সহ সন্নিপত্য মিলিত্বা বিরাজং ব্রহ্মাণ্ডং জনয়ন্তি সন্নিপতনে হেতুঃ যতঃ পৃথগ্ভূতাঃ সন্তঃ নানাবীর্য্যা বিশিষ্টকার্য্যসমর্থা ন ভবন্তি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

অত্র দৃষ্টান্তঃ । যথা ইমে অবিকৃতা ভাবা মহদাদয়ো ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্টা অপি ন প্রবিষ্টাঃ তত্র পুন র্জাতবৎ প্রতীতা অপি ন জাতা স্তথৈব ত্বমিত্যর্থঃ । দৃষ্টান্তঃ বিবৃণোতি তে অবিকৃতাঃ বিকৃতৈঃ ষোড়শবিকারৈঃ সহ নানাবীর্য্যাঃ পরস্পরবিসদৃশস্বরূপা অপি পৃথগ্ভূতাঃ

যেমন জগৎকারণ মহত্তত্ত্বাদি অবিকারী বস্তু, পরস্পর ভিন্ন ও বিসদৃশ গুণাক্রান্ত ষোড়শ বিকারের অন্তরে অন্বয়ভাবে অবস্থিতি করত পরস্পরের মিলনে বিরাট্ জগতের উৎপাদন করিলেও, অবিকারী মহত্তত্ত্ব ষোড়শ বিকারের

আভাস ।

তাঁহার ঈশ্বরত্ব কোথায়? এরূপ আশঙ্কা করা কর্ত্তব্য নহে। বসুদেব সৃষ্টির প্রণালী প্রদর্শন-চ্ছলে ভগবানের স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন।

বিশ্ব সংসার-কারিণী সর্ব্বমূলভূতা প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমো-গুণের একাকারে অবস্থানই প্রকৃতির স্বরূপ। অতএব প্রকৃতি-উপাদানে যে কোন পদার্থের উৎপত্তি হয়, সমস্তই ত্রিগুণময়। প্রকৃতি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান-স্থল; অতএব সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই গুণময়। এক প্রকৃতির অতীত ঈশ্বরই নির্গুণ; সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। প্রকৃতি তাঁহার ঐশী বা মানসী শক্তি মাত্র। বাহিরে কোন অভিলষিত পদার্থ না থাকিলেও, ভাবুক চিন্তাসাগর উদ্বেলন করত মনে মনে কতই কল্পনা করে; চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কল্পনা-স্রোতে ভাসিয়া যায়। কত সুখ, কত দুঃখ, কত প্রণয়, কত বিরোধ সৃষ্টি করে। জীব ঐশ্বর্য্যহীন; তাহাদের ইচ্ছাশক্তি থাকিলেও কার্য্যে তাহা স্ফূর্ত্তি পায় না। তাহাদের চিত্তে কথঞ্চিৎ আকার গঠিত হইয়াই, আপনা হইতেই বিলীন হয়; মূর্ত্তিধারণে আর বাহিরে প্রকাশ পায় না। যোগিগণ সাধনাবলে ঐশ্বর্য্য লাভ করেন। ঐশ্বর্য্যের স্ফূর্ত্তিতে তাঁহাদের চিত্ত এতই প্রশস্ত হয় যে, ভূত ভৌতিক যে কোন পদার্থে তাঁহারা একাগ্রচিত্তে যে রূপ বাসনা করেন, তাহারা সেইরূপেই পরিণত হয়। মনের উপরই

সন্নিপত্য সমুৎপাদ্য দৃশ্যন্তেঽনুগতা ইব।
প্রাগেব বিদ্যমানত্বান্ন তেষামিহ সম্ভবঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ।

জনয়ন্তি। সমুৎপাদ্য চ (তত্র) অনুগতাঃ ইব প্রবিষ্টাঃ ইব দৃশ্যন্তে (অপি তু প্রাগেব বিদ্যমানত্বাৎ ইহ তেষাং সম্ভবঃ ন ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অতঃ সন্নিপত্যেতি। এবং সমুৎপাদ্যানুগতাঃ প্রবিষ্টা ইব দৃশ্যন্তে ন পুনঃ প্রবিষ্টাঃ। কুতঃ উৎপত্তেঃ প্রাগেব কারণতয়া বিদ্যমানত্বাৎ ন তেষামিহ সৃষ্টে কার্য্যে পশ্চাৎ সম্ভবঃ প্রবেশ ইতি ॥ ১৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পরস্পরমিলিতা অপি সন্নিপত্য চৈতন্যপ্রেরণবশান্মিলিতীভূয় বিরাজঃ জনয়ন্তি। ততশ্চ বিরাজঃ সমুৎপাদ্য অনুগতা ইব তত্র প্রবিষ্টা ইব দৃশ্যন্তে নতু প্রবিষ্টাঃ। তদ্বহিরপি তেষাং বর্ত্তমানত্বাদিত্যর্থঃ। তথা তত্র বিরাজি সমুদ্ভূতা ইব দৃশ্যন্তে নতু সমুদ্ভূতাস্তত্র হেতুমাহ প্রাগেবেতি। ইহ বিরাজি সম্ভব উৎপত্তিঃ ॥ ১৩ ॥

অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, একথা কখন সঙ্গত নহে, কারণ বিকার জন্মাইবার পূর্ব্বেও মহত্তত্ত্ব ছিল এবং সৃষ্টির পরও বিকারাতিরিক্ত আছে ॥ ১৩ ॥

আভাস।

ঐশ্বর্য্যের বিকাশ। যোগশাস্ত্রাদিতে প্রকাশ আছে যে, জীবন্মুক্ত যোগী শত জন্মে বা শত বৎসর ভোগ দ্বারা ক্ষয় হইতে পারে, এরূপ নিজের প্রারব্ধ কর্ম্ম বিদ্যমান দেখিলে, এক ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে কায়ব্যূহ রচনা করেন। অর্থাৎ এক সঙ্গে এক জাতীয় বহু দেহ সৃজন করিয়া, অল্প সময়ের মধ্যে সেই দীর্ঘ প্রারব্ধভোগের সমাপন করেন। অধিক কি! মানবী ইচ্ছা-শক্তির বিকাশও জগতে সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তবে সে ইচ্ছাশক্তি আকার ও ইঙ্গিত ব্যতীত বাহিরে কোন প্রকার রূপ ধারণ করে না। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে পুত্র পিতার,, স্ত্রী স্বামীর, ভৃত্য প্রভুর অনুগমন করে। অথচ ইচ্ছা ইচ্ছাকর্ত্তা ব্যতীত পৃথক্ নহে; অনিচ্ছাকালে একাকারে ইচ্ছা কর্ত্তাতেই বিলীন থাকে। যাঁহাতে ইচ্ছাশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব আছে; তিনিই ঈশ্বর। সাধারণ মানবের ন্যায়, তাঁহার ইচ্ছা অতি মৃদু; কেবল মনোনিষ্ঠ ভাবে এবং যোগীর ন্যায় অতি তীব্র ভাবে আকার ধারণ করত বাহিরে প্রকাশ পায়। তাঁহার ইচ্ছাশক্তির বিকাশই জগৎ। ইচ্ছা যেমন ইচ্ছাকর্ত্তারূপ আশ্রয় ব্যতীত প্রকাশ পায় না, জগৎরূপে পরিণতা বৈষ্ণবী ইচ্ছাশক্তি প্রকৃতিও অধিষ্ঠান-স্বরূপ ভগবদাশ্রয় ব্যতীত কখন উদিত থাকে না। কল্পনার প্রতিগৃহে কল্পনাকারী বাস করিলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি কল্পনার অনুগত নহেন; সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ, জগৎ ও দেবকী প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীব নিচয়ের সৃষ্টি করিয়া দেহাগর্ভে প্রবিষ্ট হইলেও, তাঁহার প্রবেশ নহে; কারণ তিনি সর্ব্বত্রই বিরাজমান।

এবং ভবান্ বুদ্ধ্যনুমেয়লক্ষণৈ র্গ্রাহ্যৈ র্গুণৈঃ সন্নপি তদ্‌গুণাগ্রহঃ।

অন্বয়ঃ।

এবং ভবান্ গ্রাহ্যৈঃ গুণৈঃ বিষয়ৈঃ সহ সন্ বর্ত্তমানঃ অপি বুদ্ধ্যনুমেয়লক্ষণৈঃ

শ্রীধরস্বামী।

দার্ষ্টান্তিকে অতিদিশতি এবং ভবানিতি। নন্থ যদ্যহমপ্রচ্যুতস্বরূপ এব কারণতয়া কার্য্যেষু বর্ত্তে তর্হি তেন্দ্রিয়ৈ র্গৃহ্যমানেষু মম গ্রহণং কিং নাস্তি তত্রাহ বুদ্ধ্যনুমেয়লক্ষণৈরিতি। বুদ্ধ্যা রূপাদিজ্ঞানেনানুমেয়ং লক্ষণং স্বরূপং যেষাং তৈর্গুণৈরিন্দ্রিয়ৈর্গ্রাহ্যৈ র্গুণৈ র্বিষয়ৈঃ সহ সন্নপি বর্ত্তমানোঽপি তদ্গুণাগ্রহঃ তৈর্গুণৈঃ সহ ন গৃহ্যতে ভবান্। অয়ং ভাবঃ। নহি গ্রাহ্যসত্তাবমাত্রং গ্রহণে কারণং কিন্তু ইন্দ্রিয়াণাং শক্তিঃ সাচ কার্য্যৈকসমধিগম্যা যথাকার্য্যমেব কল্পতে অতো যথা চক্ষুষা রূপগ্রহণে রসাদিগ্রহণং নাস্তি তথৈব বিষয়গ্রহণে ত্বদগ্রহণমপীতি। অবিষয়ত্বেনচ গ্রহণানর্হত্বমুক্তমেব সর্ব্ববুদ্ধিদৃগিত্যত্র এবং তাবৎ প্রাগেব বিদ্যমানত্বাৎ প্রবেশো নাস্তীত্যুক্তং। কিঞ্চ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কিঞ্চেমে তদ্গুণৈ র্লিপ্তা এব। ভবাংস্তু কারণত্বেন প্রবিষ্টোঽপ্যলিপ্ত এবেত্যাহ। এবং ভবান্ স্বপ্রকৃত্যা সৃষ্টে জগতি প্রবিষ্টোঽপি বুদ্ধ্যা অনুমেয়মেব লক্ষণং যেষাং তৈঃ স্বপ্রকাশাখণ্ডজ্ঞানানন্দাদিভি র্গ্রাহ্যৈঃ স্বোপাদেয়ৈ র্গুণৈঃ সহ সন্নপি সদা বিরাজমনোঽপি তদ্গুণাগ্রহঃ। তস্যাঃ প্রকৃতে র্গুণান্ লেপকান্ দুঃখাত্মকান্ আনন্দৈকময় স্ত্বং ন গৃহ্ণাসি। কুতঃ অনাবৃতত্বাৎ। যো হি প্রকৃতি গুণৈরাবৃতো ভবতি স এব তান্ গৃহ্ণাতি লিপ্যতে চ ভবতি

সেইরূপ আপনিও এই প্রতীয়মান বিশ্বসংসারের অন্তরে বর্ত্তমান থাকিলেও, গ্রহণসমর্থ ইন্দ্রিয় আপনার রূপ নিরূপণে সমর্থ হয় না। সৃষ্টির

আভাস।

জন্ম গ্রহণ করিয়াও, জাত নহেন; কারণ তিনি চিরবিদ্যমান। সেইজন্য বসুদেব বলিয়াছিলেন, হে দেবদেব! কংস তোমার কি করিতে পারে? ॥ ১২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের অপ্রবেশ সম্বন্ধে একটী শাস্ত্রীয় যুক্তি নির্দ্দেশ করিতেছেন; যেমন মৃত্তিকা দ্বারা ঘট সরাবাদি প্রস্তুত হয়, অথচ ঘটে মৃত্তিকা প্রবেশ করিয়াছে, একথা কখন সঙ্গত নহে। কারণ ঘট ব্যতীতও সর্ব্বত্রই মৃত্তিকা আছে। ঈশ্বরশক্তি প্রকৃতি বিকৃত হইয়া, এক দশমাংসে, কিঞ্চিৎ স্থূল হয়; সেই স্থূলরূপের শাস্ত্রীয় নাম মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি। এই মহত্তত্ত্বের ঐরূপ পরিণত দশমাংশে অহঙ্কার তত্ত্ব উৎপন্ন হয়; এবং অহঙ্কার তত্ত্বের ঐরূপ পরিণত অংশ হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র সৃষ্ট হইয়া থাকে। এই পঞ্চ তন্মাত্রের পঞ্চীকরণাদি মিশ্রণে এই পঞ্চভূতাত্মক ত্রিগুণময় সংসারের রচনা হইয়া থাকে। কারণের গুণ অনুসারেই কার্য্যের উৎপত্তি হয়। মূল কারণ প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী; অতএব সর্ব্ব সংসার ত্রিগুণাত্মক। মৃত্তিকার দ্বারা ঘট প্রস্তুত করিলে, সেই ঘট মৃন্ময় ব্যতীত কখন সুবর্ণময় হয় না। প্রকৃতিস্থানীয় অহঙ্কারাদি উপাদানে জগৎ গঠিত

অনাবৃতত্বাদ্বহিরন্তরং ন তে সর্ব্বস্য সর্ব্বাত্মন আত্মবস্তুনঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ।

রূপাদিজ্ঞানজনিতানুমেয়স্বরূপৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ তদ্ গুণাগ্রহঃ গুণৈঃ সহ ন গৃহ্যসে। তথা সর্ব্বস্য সর্ব্বাত্মনঃ আত্মবস্তুনঃ তে অনাবৃতত্বাৎ বহিরন্তরং ভেদঃ ন বিদ্যতে ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

পরিচ্ছিন্নস্য নীড়ে পক্ষাদেরিব প্রবেশো ভবেৎ। তব ত্বনাবৃতত্বাদপরিচ্ছিন্নত্বেন বহিরন্তরভেদো নাস্তি কুতঃ প্রবেশ ইত্যাহ অনাবৃতত্বাদিতি। অনাবৃতত্বে হেতুমাহ সর্ব্বস্যেতি। নহি সর্ব্বস্বরূপস্য অন্যদাবরকমস্তি সর্ব্বাত্মনঃ নহ্যেকেনাবৃতোঽন্যস্তাত্মা ভবেৎ আত্মবস্তুন ইতি আত্মনো বস্তুনশ্চেতি হেতুদ্বয়ং অন্ত সাততত্যগমনে ইত্যস্মাৎ অততি ব্যাপ্নোতীতি আত্মা নহি ব্যাপকস্যাবরণং ঘটতে তথা বস্তুনঃ পরমার্থস্য বস্তুনশ্চাবরণং ন ঘটত ইত্যর্থঃ। তস্মাত্তবান্তর্য্যামিতয়া প্রবেশো ন মুখ্যোঽস্তি কুতস্তরাং গর্ভে প্রবেশঃ অতঃ কেবলানুভবানন্দস্বরূপ এব ত্বং বিদিতোঽসীত্যাশ্চর্য্যং মম ভাগ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যথা জীব ইতি ভাবঃ। অতস্তব বহিরন্তরং ব্যাপ্য তে প্রকৃতে গুণা ন সন্তি। যথা জীবস্য বহিঃ শব্দস্পর্শাদয়ঃ। অন্তশ্চ শোকমোহাদয় ইতি ভাবঃ। সর্ব্বাত্মনঃ সর্ব্বান্তর্য্যামীতরা প্রবিষ্টস্যাপি। কিঞ্চ কেবলং ন তবৈব অপি তু আত্মবস্তুনঃ তব স্বীয়পদার্থস্য সর্ব্বস্য কৃৎস্নস্যাপি লীলাবিলাসধামভক্তাদে র্বহিরন্তরঞ্চ ব্যাপ্যতে লেপকাঃ প্রকৃতিগুণা ন সন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

পূর্ব্ব হইতে আপনি আছেন, তখন সৃষ্টির অন্তরে আপনার প্রবেশ কখনই সঙ্গত নহে। হে সর্ব্বময়, সর্ব্বস্বরূপ সর্ব্বান্তর্য্যামিন্! আবরণাভাবে আপনার অন্তর বাহির ভেদই বা কোথায়? ॥ ১৪ ॥

আভাস।

হওয়ায়, জগৎ অহঙ্কারাত্মক ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এস্থলে জগতে তাদাত্ম্যভাবে অহঙ্কারের প্রবেশ থাকিলেও, অহঙ্কার জগতে প্রবিষ্ট, একথা অসম্ভব নহে। কারণ অহঙ্কার যেমন অভ্যন্তরে, তেমনই তাহার দশ গুণ বাহিরে বর্ত্তমান। ঈশ্বর ইচ্ছাশক্তিময়ী প্রকৃতির সৃষ্ট জগতের অণু পরমাণুর অন্তরে অধিষ্ঠানভাবে বিদ্যমান থাকিলেও, জগতে প্রবিষ্ট বলা যায় না। শ্রুতিতেও উক্ত আছে, "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্য স্বয়ংপ্রভুঃ"। ভগবানের একপাদে মাত্র জগৎ রচিত হইয়াছে; বক্রী তিন পাদে, তিনি স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এস্থলে অংশ নির্ণয়, কেবল অংশজ্ঞানবিশিষ্ট শিষ্যের প্রবোধনের নিমিত্ত মাত্র ॥ ১৩ ॥

ভগবান সংসারের পরম কারণ বলিয়া, ইহাতে তাঁহার প্রবেশ বা স্পর্শ সঙ্গত নহে। তবে বিগ্রহ ধারণে প্রকাশ কেবল বসুদেবের প্রতি তাঁহার নিরুপম প্রসন্নতার পরিচয় মাত্র।

য আত্মনো সন্নিতি ব্যবস্যতে স্বব্যতিরেকতোঽবুধঃ।

অন্বয়ঃ।

আত্মনঃ স্বস্য দৃশ্যগুণেষু অনুভবনীয়-দেহাদিপদার্থেষুঃ স্বব্যতিরেকতঃ (দ্রষ্টুর্ব্যতিরেকেণাপি পৃথক্ত্বেন অয়ং দেহাদিঃ) সন্ (উত্তমঃ) ইতি যঃ ব্যবস্যতে নিশ্চিনোতি, সঃ পুমান্

শ্রীধরস্বামী।

নন্বেতদ্ধেতুচতুষ্টয়ং প্রপঞ্চস্যাবস্তুত্বে ঘটেত ভস্তু ন সন্তবন্তি সত্ত্বেন প্রতীতেরিত্যাশঙ্ক্যাহ য ইতি। আত্মনো দৃশ্যেষু গুণেষু দেহাদিষু স্বব্যতিরেকতঃ আত্মব্যতিরেকেণ পৃথক্ সন্নয়ং দেহাদিরিতি ব্যবস্যতে নিশ্চিনোতি যঃ পুমান্ সোঽবুধঃ অবিদ্বান্ ব্যতিরেকদর্শনাৎ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্বু লেপকা অপি প্রকৃতিগুণাঃ কেচিৎ সুখদা ভদ্রা এবেত্যত আহ য আত্মনঃ স্বস্য দৃশ্যগুণেষু ভোগ্যস্রক্চন্দনবনিতাদিষু সন্নিতি উত্তমোঽহং পদার্থ ইতি ব্যবস্যতে নিশ্চিনোতি স অবুধঃ কুতঃ। স্বব্যতিরেকতঃ স্বস্মিংস্তেষাং সদা সংযোগাভাবাৎ ততশ্চ শোকমোহাদি

চৈতন্যস্বরূপ আত্মা দ্বারাই দেহাদি দৃশ্য পদার্থ সমূহ অনুভূত হইয়া থাকে; কিন্তু যে ব্যক্তি সেই প্রধান আত্মচৈতন্যকে উপেক্ষা করত দেহাদি

আভাস।

পূর্ব্বশ্লোকে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া, এই শ্লোকের দ্বারা উদাহৃতে নিয়োজিত করিতেছেন। ঈশ্বর সৃষ্টির অভ্যন্তরে নিবিষ্ট থাকিলেও নিবিষ্ট নহেন। তিনি ইন্দ্রিয়ের অতীত। পাঞ্চভৌতিক পদার্থের ন্যায়, ইন্দ্রিয়সমূহ স্থূল বস্তু নহে; এবং বাহ্য বস্তুর ন্যায় প্রত্যক্ষে গ্রাহ্য হয় না। চক্ষু শক্তিই ইন্দ্রিয়; অক্ষিগোলক ইন্দ্রিয় নহে। কারণ চক্ষুস্থান অক্ষিগোলক থাকিতেও অনেকে দেখিতে পায় না। অতএব দেহের এক একটী ইন্দ্রিয়স্থানে সেই সেই ইন্দ্রিয়শক্তির উদয়ে, যখন যখন বিষয়-সম্বন্ধ ঘটে এবং তজ্জনিত এক একটী বিষয়নিষ্ঠ জ্ঞান হয়, তবেই সেই ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। বিষয়জ্ঞান না হইলে, কিছুতেই তদুপায়ভূত ইন্দ্রিয় উপলব্ধ হয় না। এই নিমিত্ত শাস্ত্রে ইন্দ্রিয়জ্ঞানসম্বন্ধে "সামান্যস্ত প্রতীতিই" উপলব্ধির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইন্দ্রিয় পঞ্চভূত অপেক্ষা সূক্ষ্ম, সুতরাং তদপেক্ষা স্থূল জগৎকে গ্রহণে সমর্থ হইলেও ঈশ্বরকে গ্রহণ করিতে পারে না। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, পরম কারণ। চক্ষুর বিষয় রূপ। কিন্তু রূপের সহ গন্ধ মিলিত থাকিলেও চক্ষু তাহা গ্রহণে সমর্থ নহে। সেইরূপ ভগবান্ সৃষ্টির অভ্যন্তরে থাকিলেও, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন; কারণ তিনি ইন্দ্রিয়েরও ইন্দ্রিয়। তিনি সর্ব্বময় ও সকলের অন্তরাত্মা। পক্ষী পরিচ্ছিন্ন বস্তু, কোটরে প্রবেশ তাহার অনায়াসে সঙ্গত। কিন্তু তিনি যুগপৎ সর্ব্বহৃদয়-কোটরে প্রবেশ করিয়া, অভিরাম মূর্ত্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন; তাঁহার আবার গর্ত্তে প্রবেশ কিরূপে সম্ভব? তাঁহার প্রবেশ বা অপ্রবেশ দুই সমান। তাঁহাকে আবরণ করিবার দ্বিতীয় পদার্থ নাই; তিনিই সমস্ত॥ ১৪॥

বিনানুবাদং ন চ তন্মনীষিতং সম্যগ্‌যতস্তত্ত্যজমুপাদদৎ পুমান্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।

(অবস্তুত্বেন বেদৈঃ) ত্যক্তং বাধিতং বস্তু, উপাদদৎ স্বীকুর্ব্বন্, অবুধঃ মূর্খঃ (এব) যতঃ তন্মনীষিতং তেন বিচারিতং, অনুবাদং বাচারম্ভণং, বিনা ন সম্যক্ সমীচীনং ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

দর্শনাং ক্ষিঞ্চ মনীষিতং তৎ দেহাদি সর্ব্বং যতঃ বিনানুবাদং বাচারম্ভণমাত্রং বিনা সম্যঙ্ ন ভবতি অতোঽবস্তুত্বেন ত্যক্তং বাধিতমেব বস্তুবুদ্ধ্যা উপাদদৎ স্বীকুর্ব্বন্ অবুধ ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দুঃখপ্রদত্বাৎ সংসারপ্রবাহপ্রাপকত্বাচ্চেতি ভাবঃ। নন্বসৌ মীমাংসকো ভোগ্য স্রগাদিঃ সন্নিতি বদন্ মনীষিণমেবাত্মানং মন্যতে। তত্রাহ বিনেতি নু নিশ্চিতমেব বাদং বিনা। তন্মনীষিতং ন সম্যক্ মনীষিত্বং তত্র প্রবাদ এব নতু স মনীষীত্যর্থঃ। যতস্ত্যক্তমেব স্বদীয়জনৈর্ঘৃণাস্পদত্বেন যৎ তদেব উপ আধিক্যেনাদদৎ স্বীকৃতবান্ হ্যস্বতন্ত্রার্থং ॥ ১৫ ॥

দৃশ্যজাতকে সৎরূপে আদর করে, সেই প্রকৃত মূর্খ! কারণ বেদবহির্ভূত এইরূপ মীমাংসা নিতান্ত অমূলক ও অপসিদ্ধান্ত মাত্র ॥ ১৫ ॥

আভাস।

ভগবানের কোন আবরণ নাই; বাহ্যাভ্যন্তরে তিনি আবরণশূন্য, সর্ব্বময় সর্ব্বসার ও সর্ব্বান্তর্যামী। ঈশ্বরের এই লক্ষণচতুষ্টয়ের দ্বারা প্রপঞ্চ জগৎকে অবস্তু বলিয়া জ্ঞান হয়। কিন্তু প্রতীয়মান জগৎকে অবস্তু বলিয়া অনুমান করা কল্পনা মাত্র; মহাজ্ঞানবান্ পণ্ডিতগণও জগৎকে সৎ বলিয়া মীমাংসা করিয়া থাকেন; ইত্যাদি আশঙ্কা উত্থাপন করা কর্ত্তব্য নহে। ভোগায়তন সুন্দর দেহ, ভোগকরণক ইন্দ্রিয় এবং ভোগ্য স্রক্ চন্দন বধূ বস্ত্র ও গৃহ ক্ষেত্রাদি সুখসেব্য বস্তুকেই যাহারা সত্য বলিয়া মীমাংসা করত অন্ধের ন্যায় তাহারই অনুসরণ করে, অথচ সর্ব্বপ্রকাশক সকলের জ্যোতিঃপ্রদ আত্মচৈতন্যের প্রতি একবার কটাক্ষও করে না, তাহারা মহামূর্খ ও নির্ব্বোধ। পরমাত্ম-চৈতন্যই সর্ব্বমূল। শ্রুতি বলিয়াছেন, "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্ব মিদং বিভাতি ॥ সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারকা নক্ষত্র ও বিদ্যুতাদি যাবতীয় জ্যোতিষ্কগণই জ্যোতিহীন। অধিক কি অগ্নিরও স্বীয় দাহিকা বা প্রকাশিকা শক্তি নাই। ইহারা সকলেই সেই ভগবান্ হইতে সামর্থ্য প্রাপ্তে তৎ তৎ রূপে উজ্জ্বল হইয়া, স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে। অতএব যাহারা সর্ব্ব সংসৃষ্ট ঈশ্বরকে একমাত্র সৎ না বলিয়া, অন্যান্য বস্তুকে সদ্বোধে বাক্যজাল বিস্তার করত মীমাংসায় অগ্রসর হন, তাঁহাদের বাগাড়ম্বর করা হয় মাত্র। পূর্ব্ব শ্লোকে ভগবানকে যেমন উপাদান

ত্বত্তোঽস্য জন্মস্থিতি সংযমান্ বিভো বদন্ত্যনীহাদগুণাদবিক্রিয়াৎ।

অন্বয়ঃ।

হে বিভো! (রজ আদি ত্রৈগুণ্যসম্বন্ধাভাবে) অগুণাৎ, (স্বরূপান্যথাভাবে) অবিক্রিয়াৎ, (নিমিত্তহেতু বহিরন্তশ্চেষ্টাভাবে) অনীহাৎ, ত্বতঃ এব অস্য জগতঃ, জন্ম স্থিতি সংযমান্

শ্রীধরস্বামী।

এবং পরমেশ্বরে দৃশ্যস্য তদ্ব্যতিরেকেণাসত্ত্বমুক্তং পরমেশ্বরোপাদানত্বাদপি তদ্ব্যতিরেকেণাসত্ত্বমিত্যাহ ত্বত্তোঽস্যেতি। নচৈবং সত্যপি বিকারিত্বমিত্যাহ অনীহাদিতি। অগুণত্বাদনীহত্বং ততোঽবিকারিত্বমিত্যর্থঃ। নন্বু অনীহত্বে কথং কর্তৃত্বং কর্তৃত্বে কুতো বাবিকারিত্বং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্বু স এব স্বপ্রকৃত্যোদং সৃষ্ট্বেত্যাদি ত্বদুক্তে গুণময়প্রকৃতেশ্চ মচ্ছক্তিত্বেনাভেদাৎ গুণময়জগদুপাদানস্য মম কথমন্তর্বহির্গুণযোগাভাব স্তত্রাহ ত্বত্ত ইতি। নন্বু জগৎসৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃঃ কুতোঽনীহত্বাদিতি সন্তবেৎ তত্রাহ ত্বয়ীশ্বরে ব্রহ্মণি ন বিরুধ্যন্তে ত্বয়ি ব্রহ্মত্বান্তথানুপপত্ত্যেশ্বরত্বেঽপ্যনীহত্বাদিকমভ্যুপগম্যমেব স্বরূপদ্বয়াভাবাদিতি ষষ্ঠোক্তেরিত্যর্থঃ। নন্বেতেন বিরোধো নাপযাতীত্যত্র আহ তদাশ্রয়ত্বাদিতি গুণৈঃ কুর্ব্বন্তস্ত্বয়ি সৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্বমুপচর্য্যতে গুণাশ্রয়ত্বাৎ যথা ভৃত্যকৃত্যং রাজনীত্যতঃ প্রকৃতৈস্ত্বচ্ছক্তিত্বেঽপি বহিরঙ্গতেন ত্বৎস্বরূপত্বাভাবাদন্তর্বহিস্তব তদ্গুণযোগাভাব উপপাদিতঃ। যদ্বা নন্বু ত্বৎপুত্রস্য চতুর্ভুজস্য মম কথং ব্রহ্মত্বং

হে বিভো! আপনি গুণাতীত অবিক্রিয় ও নিশ্চেষ্ট। তথাপি আপনা হইতেই যে জগতের উৎপত্তি, পালন ও সংহার হয়, একথা নিতান্ত অসঙ্গত

আভাস।

কারণ রূপে নির্ণয় করা হইয়াছিল, এই শ্লোকে তাঁহাকে আবার সর্ব্বপ্রকাশক ও সাক্ষিভাবে নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

ঈশ্বর-প্রকাশিত বস্তু ব্যতীত বস্তু নাই; এবং ঈশ্বরোৎপন্ন পদার্থ ব্যতীত পদার্থ নাই, এরূপ মীমাংসায় ঈশ্বরকে জগতের উপাদান কারণ, নিমিত্তকারণ ও প্রকাশকারণ বলিয়া নিরূপিত করা হয়। অথচ পরিণাম-বাদ ঘটে না। কারণ তিনি নির্ব্বিকারী ও নিরঞ্জন। এই বিরোধ নিরাকরণার্থ তিনটী পদ প্রয়োগ করিয়াছেন যথা, অনীহাৎ, অগুণাৎ অবিক্রিয়াৎ। কারণ ব্যতীত বা প্রয়োজন ব্যতীত কেহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না; প্রয়োজনই কর্ত্তাকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করায়। কিন্তু ভগবান্ পূর্ণকাম! তাঁহার কিছুরই অপেক্ষা নাই। অতএব তাঁহাতে চেষ্টা, বাঞ্ছা বা উদ্যম-শব্দবাচ্য কোন ভাবেরই উদ্রেক হয় না; তিনি অনীহ। যেমন দুগ্ধ পরিণত হইয়া, দধিরূপ ধারণ করে; সেইরূপ ভগবান্ স্বরূপ বিসর্জ্জন করিয়া, কোন রূপান্তর প্রাপ্ত হন না; অতএব তিনি নির্ব্বিকার। তৃণ হইতে মহত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত বস্তু প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। সুতরাং সকল বস্তুই ত্রিগুণাত্মক। ভগবান্ প্রকৃতির অতীত; সুতরাং নির্গুণ। তবে যে সৃষ্টির উপাদান কারণরূপে ভগবানকে নির্ণয় করা, সে কেবল উপচার মাত্র। যেমন সৈন্যগণের জয় বা

ত্বয়ীশ্বরে ব্রহ্মণি নো বিরুধ্যতে তদাশ্রয়ত্বাদুপচর্য্যতে গুণৈঃ ॥ ১৬ ॥
স ত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে স্বমায়য়া বিভর্ষি শুক্লং খলু বর্ণমাত্মনঃ।

অন্বয়ঃ।

বদন্তি (ইতি নির্ব্বিকার পরমানন্দৈকরূপে) ব্রহ্মণি সর্ব্বাচিন্ত্যশক্তৌ ঈশ্বরে ত্বয়ি ন বিরুধ্যতে (যতঃ) তদাশ্রয়ত্বাৎ গুণৈঃ (ত্বয়ি) উপচর্য্যন্তে এব) ॥ ১৬ ॥

সঃ প্রসিদ্ধঃ ত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে স্বমায়য়া শুক্লং খলু আত্মনঃ বর্ণং সর্গায় রজসা উপ-

শ্রীধরস্বামী।

শুক্লাহ। ত্বয়ীশ্বর ইতি। ব্রহ্মত্বাদবিকারিত্বং ঈশ্বরত্বাচ্চ কর্তৃত্বমিতি। নন্থ এতদপি বিরুদ্ধমেব নেত্যাহ তদাশ্রয়ত্বাদিতি। গুণৈঃ কুর্ব্বদ্ভিঃ ত্বয়ি সৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্বমুপচর্য্যতে গুণাশ্রয়ত্বাৎ যথা ভৃত্য-কৃত্যং রাজনীতি ॥ ১৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কথং বেশ্বরত্বং সম্ভবেদিতি চেৎ সত্যং, ত্বং ন ব্রহ্ম নাপীশ্বরঃ কিন্তু ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতি ত্বত্তক্তে রাজ্ঞোহবতারঃ পুরুষঃ পরস্ত্বেতি ব্রহ্মোক্তেশ্চ তয়োঃ রাশ্রয়ত্বং ভবসীত্যাহ তদাশ্রয়ত্বাৎ তয়োর্ব্রহ্মেশ্বরয়োরপ্যাশ্রয়ত্বাদ্গুণৈ রুপচর্য্যত ইতি সৃষ্ট্যাদিগুণনিবন্ধনোপচারাদাশ্রিতধর্ম্মমা-শ্রয়োঽপি ধত্ত ইতি পুণ্যশ্লোকোঽয়ং দেশ ইতিবদ্ব্রহ্মপি ব্রহ্ম ঈশ্বরশ্চ ভবসীত্যর্থঃ। উক্তিরিয়ং রসরীত্যৈব যদুক্তং। রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতি রিতি বস্তুতস্তু ব্রহ্ম ঈশ্বরঃ কৃষ্ণ একএব, স্বরূপদ্বয়াভাবাদিতি ষষ্ঠোক্তেঃ ॥ ১৬ ॥

নন্থ ব্রহ্মাদিভ্যোঽপ্যস্য সৃষ্ট্যাদি প্রসিদ্ধং কথং ত্বত্ত ইতি ব্রূষে সত্যং ব্রহ্মাদয়োঽপি তবৈব রূপাণীত্যাহুঃ স প্রসিদ্ধ স্ত্বমেব স্বমায়য়া স্বরূপেণৈব শুক্লং শুদ্ধমিত্যর্থঃ। জগৎ-পালকস্য বিষ্ণোঃ শ্যামবর্ণত্বাৎ। জনান্তায়ে জন সংহারায়েত্যর্থঃ। অত্র রজসোপবৃংহিতং রক্তমিতি বৎ তমসোপবৃংহিতং কৃষ্ণমিতিবৎ সত্ত্বেনোপবৃংহিতং শুক্লমিত্যনুক্তে ব্রহ্মরুদ্রয়ো রজস্তমোযোগ ইব বিষ্ণো র্ন সত্ত্বেন যোগঃ। সত্ত্বস্যাবরণবিক্ষোপাভাবাদৌদাসীন্যরূপত্বেন

নহে; কারণ অচিন্ত্য-শক্তি-সম্পন্ন নির্ব্বিকার পরমানন্দৈক মূর্ত্তি আপনাতে আশ্রিত গুণের দ্বারাই এই সমস্ত উপচরিত হয় মাত্র ॥ ১৬ ॥

আপনিই ত্রিভুবন পালনার্থ সত্ত্বাত্মক শুক্লরূপ, সৃষ্ট্যর্থ রজোগুণাত্মক রক্তরূপ

আভাস।

পরাজয়, রাজাকেই স্পর্শ করে; ভগবানে আশ্রিত গুণের ক্রিয়াও তাঁহাতেই উপচরিত হয় মাত্র; তিনি চিরকালই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রকৃতি তাঁহার শক্তি; প্রকৃতিশক্তির যাবতীয় ক্রিয়া প্রধান শক্তিমান্ ঈশ্বরেই সুস্পষ্ট উপলক্ষিত হয় ॥ ১৬ ॥

সর্গায় রক্তং রজসোপবৃংহিতং কৃষ্ণঞ্চ বর্ণং তমসা জনাত্যয়ে ॥ ১৭ ॥
ত্বমস্য লোকস্য বিভো রিরক্ষিষু র্গৃহেঽবতীর্ণোঽসি মমাখিলেশ্বর।
রাজন্যসংজ্ঞাঽসুরকোটিযূথপৈ র্নির্ব্যূহমানা নিহনিষ্যসে চমূঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।

বৃংহিতং রক্তং (তথা) জনাত্যয়ে তমসা উপবৃংহিতং কৃষ্ণং চ বর্ণং বিভর্ষি ॥ ১৭ ॥

হে বিভো! অস্য লোকস্য রিরক্ষিষুঃ ত্বং মম গৃহে অবতীর্ণঃ অসি। হে অখিলেশ্বর! রাজন্যসংজ্ঞাসুরকোটিযূথপৈঃ নির্ব্যূহ্যমানাঃ চাল্যমানাঃ চমূঃ নিহনিষ্যসে ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নয়নার্থমিতি জ্ঞাতমিত্যাহ স ত্বমিতি শ্লোকদ্বয়েন ॥ ১৭ ॥

রক্ষিতুমিচ্ছুরবতীর্ণোঽসি কৃষ্ণেন বর্ণেন অতঃ সাধূনাং সংরক্ষণার্থং রাজন্যসংজ্ঞা যেঽসুর-কোটিযূথপাস্তৈ র্নির্ব্যূহ্যমানাঃ ইতস্ততশ্চাল্যমানাঃ চমূং নিহনিষ্যসে সংহরিষ্যসি ॥ ১৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শুদ্ধসত্ত্বে পরমেশ্বরে সান্নিধ্যমাত্রং নতু স্পর্শঃ। অতএবোক্তং ত্রিদেবীপরীক্ষায়াং হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাদিতি সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশ ইতি সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চেতি শ্রুতিশ্চ ॥ ১৭ ॥

ভোস্তাত সত্যং ত্বয়াহং বিদিততত্ত্ব এবাস্মি ত্বদ্গৃহে কিমর্থমবতারমিত্যপি জানাসি চেৎ ব্রূহি ইত্যত আহ ত্বমিতি। অস্য লোকস্য ইমং লোকং অতঃ সাধূনাং রক্ষণার্থং রাজন্যসংজ্ঞা যেঽসুরকোটিযূথপাস্তৈর্নির্ব্যূহ্যমানাঃ ইতস্ততশ্চাল্যমানাশ্চমূঃ সেনাঃ ॥ ১৮ ॥

এবং সংহারার্থ তমোগুণময় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

হে বিভো! এই জগতীতলের রক্ষাবিধানার্থ অদ্য আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন! হে অখিলপালক! আপনি এই অবতারেই যে, কোটি কোটি অসুরদলনেতা রাজচিহ্নধারী অসুরগণের চালিত সৈন্যগণকে নিপাতিত করিবেন, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি ॥ ১৮ ॥

আভাস।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব এই দেবতাত্রয়ই যে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার ক্রিয়ার কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, সে কেবল নাম মাত্র। পরমেশ্বরই গুণত্রয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া ত্রিবিধরূপে ও ত্রিবিধ নামে স্বয়ংই অভিব্যক্ত হইয়াছেন ॥ ১৭ ॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং! ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। এই গীতাবাক্য স্মরণ করিয়া, বসুদেব বলিলেন, হে ভগবন্! এই আবির্ভাবে আপনার নিজের কোন প্রয়োজন নাই। সাধুগণের পরিত্রাণ ও অসাধু ব্যক্তিদিগের নিবৃত্তি এবং ধর্ম্মের সংস্থাপনার্থ যেমন যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, এবারেও সেইরূপ

অয়ন্ত্বসভ্য স্তব জন্মনো গৃহে শ্রুত্বাগ্রজাংস্তেঽভ্যহনৎ সুরেশ্বর।
স তেঽবতারং পুরুষৈঃ সমর্পিতং শ্রুত্বাধুনৈবাভিসরত্যুদায়ুধঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ।

হে সুরেশ্বর! অয়ং অসভ্যঃ খলঃ কংসঃ (নঃ অস্মাকং) গৃহে তব ভাবিজন্মনো বার্ত্তাং শ্রুত্বা তে অগ্রজান্ অভ্যহনৎ অভ্যহন্। অধুনা পুরুষৈঃ সমর্পিতং কথিতং তে অবতারং জন্ম শ্রুত্বা উদায়ুধঃ গৃহীতাস্ত্রঃ এব অভিসরতি আগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কিন্তু তথাপ্যপ্রমত্তেন ত্বয়া ভাব্যমিত্যাহ অয়ন্ত্বিতি। অসভ্যঃ খলঃ। সমর্পিতং কথিতং ॥ ১৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অত স্বৎকৃপয়া তব সর্ব্বমৈশ্বর্য্যমহং জানাম্যেব তদপ্যবিবেকসমুদ্রো ময়া দুস্তর এব যতঃ সাম্প্রতিকস্য মহাদুষ্টকংসস্য দৌরাত্ম্যং ত্বাং জ্ঞাপয়ামীত্যাহ অয়ন্ত্বিতি। ননু মমৈতদলৌকিকরূপমাধুর্য্যাস্বাদনিমগ্নো মাং ন প্রহরিষ্যতি প্রত্যুত প্রীণয়িষ্যতীতি তত্রাহ অসভ্যঃ রসাস্বাদহেতুর্হি সভ্যত্বমেবেতি ভাবঃ। হিংসায়াং কৈমুত্যমাহ তবেত্যাদি। সমর্পিতং কথিতং অভিমুখমেব সরতীতি তমাগতপ্রায়মহং পশ্যামীত্যতোঽধুনৈব রূপমিদমুপসংহর। তস্মিন্নাগতে তূপসংজিহীর্ষাতঃ পূর্ব্বং কিং ভারয়তীতি মে মহাকম্প ইতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

তথাপি দুষ্ট কংসের প্রতি লক্ষ্য করিবেন। সেই দুরাত্মা, অপানি আমাদিগের গৃহে অবতীর্ণ হইবেন এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াই আপনার অগ্রজ আমাদের ছয়টী পুত্র নিধন করিয়াছে; এবং রক্ষক-মুখে আপনার আবির্ভাব সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াই বোধ হয়, সশস্ত্রে আগমন করিতেছে ॥ ১৯ ॥

আভাস।

আবির্ভূত হইয়াছেন; অধিকন্তু আমাকে কৃতার্থ করিলেন এবং আপনার প্রতিজ্ঞা সফল করিলেন ॥ ১৮ ॥

ভক্তকে ভগবানের অদেয় কিছুই নাই! জ্ঞানী যোগী ও কর্ম্মীর অভিপ্রেত নিতান্ত দুর্ল্লভ বিষয় ঈশ্বরসন্দর্শনানন্দ ও পুত্রলাভানন্দ, ভক্ত বসুদেব একসঙ্গে উভয় রসই যুগপৎ প্রতীতি করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ইষ্টদেবতা জানিয়া স্তব করিতে করিতে পুত্রপ্রেমে মুগ্ধ হইলেন এবং পাছে কংস স্বয়ং বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের কোন অহিতাচরণ করে, এই আশঙ্কায় কৃষ্ণ সন্নিধানেই তদুপায়ের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বলিলেন হে প্রভো! আপনার কৃপাবলেই আমি আপনার ঐশ্বর্য্য পরিজ্ঞাত হইয়াছি, কিন্তু সম্মুখবর্ত্তী অবিবেক-সমুদ্র অতি বিস্তীর্ণ। এখনও ইহাকে উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই।

শ্রীশুক উবাচ ॥

অথৈনমাত্মজং বীক্ষ্য মহাপুরুষলক্ষণং।
দেবকী তমুপাধাবৎ কংসাদ্ভীতা সুবিস্মিতা ॥ ২০ ॥

দেবক্যুবাচ ॥

রূপং যত্তৎপ্রাহুরব্যক্তমাদ্যং ব্রহ্মজ্যোতি র্নির্গুণং নির্ব্বিকারং।

অন্বয়ঃ।

শ্রীশুকঃ উবাচ। অথ কংসাদ্ভীতা দেবকী মহাপুরুষলক্ষণং এনং আত্মজং বীক্ষ্য সুবিস্মিতা যথা তথা তং উপাধাবৎ তুষ্টাব ॥ ২০ ॥

দেবকী উবাচ। (হে ভগবন্! বেদাঃ) অব্যক্তং নির্গুণং নির্ব্বিকারং নিরীহং

শ্রীধরস্বামী।

উপাধাবৎ অস্তৌৎ ॥ ২০ ॥

ত্বয়ি ভয়শঙ্কা তাবন্নাস্তীতি শ্লোকচতুষ্টয়েনাহ দেবকী কিঞ্চিৎ বিজ্ঞাপয়িতুং রূপমিতি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অথ পত্যুর্ভয়ং দৃষ্ট্বা উপ সমীপং ভীতেতি স্বরূপমনুপসংহরন্তঃ স্মরমানং তমালক্ষ্য পরমেশ্বরত্বাহঙ্কারেণ কংসময়ং ন গণয়তি তদহং হন্ত কিং করোমীত্যতিবিহ্বলেত্যর্থঃ। সুবিস্মিতেত্যস্য পরমেশ্বরস্যাগ্রে কংসঃ খলু কো বরাকস্তদপ্যাবয়োর্ভয়ং বর্দ্ধত এবেতি কোঽয়মবিবেকো দুস্তর ইতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

কিঞ্চ ভক্তাঃ খলু স্তুত্যা ভগবন্তমপি বশীকুর্ব্বন্তীতি প্রসিদ্ধেরেনং মহাহঠিনং স্তুত্যৈব

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! তখন কংসভয়ে ভীতা দেবকীও তনয়ের তাদৃশ মহাপুরুষের লক্ষণ সমস্ত অবলোকন করিয়া বিস্ময়ান্বিত-চিত্তে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২০ ॥

আভাস।

পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া কংসের নিমিত্ত আমি অতি ভীত হইয়াছি। সে অতি দুষ্ট। আপনার এই অদ্ভুত ও অলোক-সামান্য সৌন্দর্য্য-রসের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারিবে না; সুতরাং নৃশংসাচরণেও নিবৃত্ত হইবে না। আমার অনুমান হয়, সে ইত্যবসরে রক্ষকগণের মুখে তোমার জন্মসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, অস্ত্র উত্তোলন করিয়াই আগমন করিতেছে। এই অপূর্ব্ব রূপ উপসংহার করুন! পাছে সেই দুরাত্মা আপনাকে এই অবস্থাতেই দেখিতে পায়, এই ভয়ে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে ॥ ১৯ ॥

ভক্তিবলে, "স্ত্রিয়ো বৈশ্যোঽথবা শূদ্রা স্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং॥" এই ভগবদ্বাক্য অনুসারে, দেবকী, স্ত্রী হইলেও পূর্ণজ্ঞানের অধিকারিণী। বসুদেবের ন্যায় তিনিও ভগবন্মহিমা পরিজ্ঞাত হইলেন এবং ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্টা মহাপ্রেমিকার ন্যায় তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন ॥ ২০ ॥

সত্তামাত্রং নির্বিশেষং নিরীহং স ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ।

নির্বিশেষং আদ্যং সত্তামাত্রং যৎ ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রাহুঃ তৎ (বস্তু) অধ্যাত্মদীপঃ স্বয়ংপ্রকাশঃ, সাক্ষাৎ বিষ্ণুঃ সঃ ত্বং এব ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যত্তৎ কিমপি রূপং বস্তু প্রাহু র্বেদা কিং তদ্বস্তু তদাহ অব্যক্তং তত্র হেতুঃ আদ্যং কারণং কিং পরমাণবঃ ন ব্রহ্ম বৃহৎ কিং প্রধানং ন জ্যোতিশ্চেতনং কিং বৈশেষিকাণামিব জ্ঞানগুণং ন নির্গুণং কিং মীমাংসকানামিব জ্ঞানপরিণামি ন নির্ব্বিকারং কিং ভাস্করীয়াদীনামিব শক্তিবিক্ষেপেণ পরিণামি ন সত্তামাত্রং তর্হি কিং সামান্যং ন নির্বিশেষং তর্হি কিং কারণত্বাৎ সক্রিয়ং ন নিরীহং সন্নিধিমাত্রেণ কারণং। এবম্ভূতং কিমপি কার্য্যকল্পং যদ্বস্তু সএব সাক্ষাৎ ত্বং বিষ্ণুরিতি অপরোক্ষশ্চেত্যাহ অধ্যাত্মদীপ ইতি বুদ্ধ্যাদিকরণসংঘাতপ্রকাশক

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বশীকৃত্য স্ববচনে স্থাপয়ামীতি মনসি বিমৃশ্য ভোঃ পরমেশ্বর আবয়োঃ প্রতিক্ষণমেবাতিভয়ে বর্দ্ধমানেঽপি তব ভয়শঙ্কৈব নাস্তীত্যাহ চতুর্ভিঃ। রূপমিতি যদ্যস্য তব তৎপ্রসিদ্ধং রূপমাকারং নারায়ণ রাঘব হয়শীর্ষাদিকং অব্যক্তং সর্ব্বেন্দ্রিয়াগোচরং আদ্যং অজন্যং প্রাহুর্বেদাঃ। তথা নির্গুণং নির্ব্বিকারং ব্রহ্ম যস্য তব জ্যোতিঃ প্রাহুঃ। যস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি শ্রুতেঃ। সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনমিত্যগ্রিমোক্তেঃ। তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ। মমৈব তদ্বনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারতেত্যর্জ্জুনং প্রতি হরিবংশে ভগবদুক্তেঃ। যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটিকোটিষ্বশেষবসুধাদি বিভূতিভিন্নং। তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামীতি

দেবকী বলিলেন, হে ভগবন্! বেদ সকল যাঁহাকে অনির্ব্বাচ্য গুণাতীত নির্ব্বিকার নির্বিশেষ আদিভূত সত্তামাত্র ও স্বয়ংজ্যোতি সনাতন ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণন করেন, সেই সর্ব্বাত্মপ্রকাশক বিষ্ণুই আপনি ॥ ২১ ॥

আভাস।

দেবকী অষ্টম গর্ভের সন্তানকে প্রসব করিলেন বটে, কিন্তু ক্রূর কংশের অত্যাচার স্মরণ করত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখন সতৃষ্ণনয়নে বালকের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন যে, এতদিনে দুর্বৃত্ত কংস-হস্ত হইতে আমাদের মুক্ত হইবার উপায় হইল। ভবসাগরের মুক্তিদাতা সাক্ষাৎ ভগবান্ আমার পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। আমি শুনিয়াছি, ভক্তিরজ্জু ব্যতীত ভগবানকে আপনার করিবার কোন উপায় নাই; অতএব এই অবসরে ভক্তি পূর্ব্বক স্তব করিয়া যদি এই পরমারাধ্য ধনকে অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও আপনার করিতে পারি, এই চিন্তা করিয়া শ্লোক চতুষ্টয়ের দ্বারা তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, হে ভগবন্! আমরা কংসভয়ে

শ্রীধরস্বামী।

ইত্যর্থঃ। অথবা অব্যক্তং ন কেনাপি প্রকারেণ ব্যজ্যত ইতি অব্যক্তং কথমুৎপত্ত্যা ভাবন্ন ব্যজ্যত ইত্যাহ আদ্যং সর্ব্বস্য কার্য্যস্য আদ্যমনাদীত্যর্থঃ। তথা ব্রহ্মজ্যোতির্নির্গুণং নির্ব্বিকারং ইতি চতুর্ভিঃ পদৈঃ দেশেন প্রকাশেনচ গুণেনচ বিকারেণচ ব্যক্তিং নিরাকরোতি। তথা সত্তামাত্রমিতি বিশেষেণ নির্ব্বিশেষমিতি সামান্যেন নিরীহমিতি ক্রিয়য়াচ ব্যক্তিং নিরাকারোতি। অন্যৎ সমানং এবম্ভূতস্য তব ন ভয়শঙ্কেতি ভাবঃ॥ ২১॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ব্রহ্মসংহিতোক্তেঃ। ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিত্যত্র স্বামিচরণৈস্তথা ব্যাখ্যানাচ্চ বিভূতিপ্রসঙ্গে বিকারঃ পুরুষোহব্যক্তং রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরমিত্যত্র পরমিতি শব্দস্য ব্রহ্মেতি তৈর্ব্যাখ্যানাচ্চ। মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতমিতি মৎস্যদেবোক্তেশ্চ। পরাৎপরং ব্রহ্ম চ তে বিভূতয় ইতি যামুনাচার্য্যস্তোত্রাচ্চ। তদ্ব্রহ্ম কৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাযুজোরিতি ভক্তিরসামৃতাচ্চ। তথা যস্য তব সত্তামাত্রং শুদ্ধসত্ত্বসামান্যং শুদ্ধসত্ত্ব শক্তিবিলাসভূতমিতি যাবৎ স্ববিগ্রহধাম ভক্ত পরিকরাদিকং নির্বিশেষং বিশেষাৎ প্রপঞ্চান্নির্গতং প্রাহুঃ। অতএব নিরীহং স্বতঃ পরিপূর্ণত্বেন বিতৃষ্ণং যদ্বা সকামভক্তানপি নিরীহয়তীতি নিরীহং। কিম্বা নিঃশেষেণ হরতি স্বমভিলাষয়তীতি নিরীহং স্পৃহেহা ঈতৃড় বাঞ্ছেত্যমরঃ। স ত্বং বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ সর্ব্বতত্ত্বপ্রকাশক ইত্যবিজ্ঞায় অপি মম মনসি যথা স্ফোরয়সি তথাহং বচ্মীতি ভাবঃ॥ ২১॥

আভাস।

যদিও প্রতিক্ষণ ব্যাকুল হইতেছি, কিন্তু আপনি আমাদের শিশু পুত্র হইয়াও কিছুমাত্র ভীত নহেন। কারণ আপনাতে কোন ভয়ের আশঙ্কা পর্য্যন্ত নাই। বেদ যে রূপের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া ইন্দ্রিয়ের অগোচর হেতু অব্যক্ত এই বিশেষণ পদটী প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই রূপশালীই আপনি। ঐ অব্যক্ত রূপই ব্যক্ত জগতের আদি কারণ। পরমাণুবাদীর পরমাণু নহেন, কারণ সকলকে পোষণ করেন; অতএব বৃহৎ ব্রহ্ম এবং নিত্য চৈতন্যবিশিষ্ট এই নিমিত্ত স্বয়ংজ্যোতিঃ বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকেন। এ জ্যোতি কোন গুণপদার্থ নহে; কারণ আপনি গুণের অতীত। হরিবংশে অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের উক্তিতে উক্ত হইয়াছে, "যে পরমব্রহ্ম এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিতেছেন, সেই ব্রহ্মস্বরূপ আমার ঘনীভূত তেজোরাশিকে হে অর্জ্জুন! তুমি বিশেষরূপে লক্ষ্য কর।" ব্রহ্মসংহিতাতেও উক্ত হইয়াছে যে, "যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটিকোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নং। তদ্ব্রহ্ম নিষ্কল মনন্ত মশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামীতি"। যাঁহার প্রভায় ঔজ্জ্বল্যেই এই কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রথম রচিত হইয়াছে, আবার তন্মধ্যে বসুধাদি কোটি কোটি বিবিধ ভাবে স্থান ও পদার্থ সকলের রূপ পরিলক্ষিত হইতেছে, সেই নিরঞ্জন নিষ্কল পরমজ্যোতি ব্রহ্মই আদিপুরুষ গোবিন্দ। সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শরণাগত হওয়াই প্রয়োজন।" তিনি কেবল সন্নিধি মাত্রেই প্রকৃতির প্রেরক হইয়া জগতের কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হন। হে ভগবন্!

নষ্টে লোকে দ্বিপরার্দ্ধাবসানে মহাভূতেষ্বাদিভূতং গতেষু।

অন্বয়ঃ।

দ্বিপরার্দ্ধাবসানে মহাপ্রলয়কালে, লোকে নষ্টে সতি, (তৎ যথা) মহাভূতেষু ক্ষিত্যাদিষু আদিভূতং অহঙ্কারং গতেষু প্রাপ্তেষু, তথা ব্যক্তে অহঙ্কারে কালবেগেন অব্যক্তং প্রধানং

শ্রীধরস্বামী।

কিঞ্চ মহাপ্রলয়েঽপ্যবশিষ্যমাণস্য কুতো ভয়মিত্যাহ নষ্টে লোক ইতি চরাচরে লোকে মহাভূতেষু লীনেষ্বপি আদিভূতং ভূতসূক্ষ্মং প্রবিষ্টেষু তস্মিন্নপি ব্যক্তেঽব্যক্তং প্রধানং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কিঞ্চ মহাপ্রলয়েঽপ্যবশিষ্যমাণস্য তব কুতো ভয়মিত্যাহ নষ্টে চরাচরে লোকে মহাভূতেষু লীনে সতি তেষ্বপ্যাদিভূতমহঙ্কারং গতেষু সৎসু তস্মিন্নপ্যহঙ্কারে ব্যক্তে ব্যক্তং প্রবিষ্টে সতি। তস্মিন্নপি ব্যক্তে মহত্তত্ত্বেঽব্যক্তং প্রধানং প্রাপ্তে সতি একো ভবানেব শিষ্যতেঽ-

---

দ্বিপরার্দ্ধের অবসানে মহাপ্রলয়কালে সমগ্র লোকের নাশ উপস্থিত হইলে, যখন কালের প্রবল স্রোতে পঞ্চ মহাভূত সকল আদিভূত অহঙ্কারতত্ত্বে

আভাস।

স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা এবং রোম, রক্ত ও মাংস, এই ষট্‌গুণ গ্রহণে যে আবির্ভাব, সে কেবল আপনার কৃপার বিকাশ মাত্র। আপনার কর চরণাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অভিব্যক্তি ও মানবের ন্যায় চেষ্টা, ইহা কেবল স্বধর্ম্মের প্রকাশ মাত্র। (আপনি সৎ ও চৈতন্যস্বরূপ!) আপনি অণু হইতেও অণু এবং মহৎ হইতেও মহান্। জন্মাদি ষড়্‌ভাব বিকার আপনার নাই। সৃষ্টি করিয়াও নির্লিপ্ত এবং পোষণ করিয়াও নির্ব্বিকারী। আপনি বুদ্ধ্যাদি প্রকাশ করত জ্ঞাতারূপে অবস্থিত থাকাতে স্বয়ংপ্রকাশরূপেই পরিচিত হইতেছেন। যে আত্মবাদী জ্ঞানিগণ সমস্ত তত্ত্ব অগ্রাহ্য করত আত্মাবলম্বনে প্রমোদী হওয়ায় আত্মারাম বলিয়া প্রথিত হন, আপনিই সেই পরমানন্দ রস দানে তাঁহাদিগের আত্মাকে উল্লসিত করিয়া থাকেন। অতএব কংস হইতে আর আপনার ভয়ের আশঙ্কা কোথায়?॥ ম১॥

নমু সারাংশবিবেকে সতি জগদপি ব্রহ্মত্বেনোপলভ্যেত। তর্হি কেন বিশেষ স্তত্রাহ সাক্ষাদিতি। মায়ানাবৃতত্বেনেত্যর্থঃ। তস্মাদিদং ব্যক্তত্বং ষাড়্‌গুণ্যং কৃপাবিকারিত্বং। অঙ্গ প্রত্যঙ্গবিশেষত্বং করচরণাদিচেষ্টাসৌষ্ঠবমপি স্বরূপধর্ম্মবৈভবমেব। অতঃ সত্তামাত্রং কেবলধর্ম্মরূপং জ্যোতিঃ স্বপ্রকাশচৈতন্যং ব্রহ্ম সর্ব্বতোঽপি বৃহৎ। আদ্যং জন্ম-রহিতং দৃষ্টদোষপ্রাকৃত তত্তদ্ধর্ম্মনিরাসেন। জ্ঞানিনঃ প্রতি প্রকাশমানং তদ্বস্তু যদ্রূপং শ্রীবিগ্রহং প্রাহুঃ তদ্রূপ এব ভবান্। ন চৈতদপি তদ্দোষার্হং ভবেৎ অদৃষ্টদোষত্বাৎ বিদ্বদনুভবার্থঃ। শাস্ত্রে নিরাকৃতত্বাচ্চেত্যভিপ্রেত্য স্বয়মপি নিরাকরোতি। জন্মরাহিত্যং

ব্যক্তেঽব্যক্তং কালবেগেন যাতে ভবানেকঃ শিষ্যতেঽশেষসংজ্ঞঃ ॥২২॥
যোঽয়ং কাল স্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধো চেষ্টামাহু শ্চেষ্টতে যেন বিশ্বং।

অন্বয়ঃ।

যাতে প্রাপ্তে সতি অশেষসংজ্ঞঃ অনন্তনামকঃ, একঃ ভবান্ এব শিষ্যতে ॥ ২২ ॥
হে অব্যক্তবন্ধো! যঃ অয়ং (সর্ব্বসংহারকঃ) নিমেষাদিঃ বৎসরান্তঃ (তথা বৎসরাবৃত্ত্যা)

শ্রীধরস্বামী।

প্রাপ্তে অশেষাত্মকে প্রধানে সংজ্ঞা প্রজ্ঞা যস্য এবং ময়ি লীনমিদমস্তি পশ্চাদেবমুদ্বোধনীয়মিতি সঃ অশেষসংজ্ঞঃ শেষসংজ্ঞ ইতি বা ॥ ২২।
কিঞ্চ এবং প্রলয়হেতুর্যোঽয়ং কালঃ এবং হে অব্যক্তবন্ধো প্রকৃতিপ্রবর্ত্তক তস্য প্রলয়া-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বশিষ্টো ভবতীতি পূর্ব্বশ্লোকোক্তলক্ষণং ভবত একস্যৈব রূপং জ্যোতিঃ সত্তামাত্রঞ্চ শিষ্যত ইতি সপরিবারস্থানপরিচ্ছদস্যৈব তস্য নিত্যত্বমভিপ্রেতং। অতঃ শেষসংজ্ঞঃ শেষনামা শিষ্যত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা ভবান্ শেষ উচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥
কালবেগেনেত্যুক্তা প্রাপ্তং কালস্যাপি স্বাতন্ত্র্যং বারয়ন্তী সর্ব্বভীষণাৎ কালাদপি যদ্ভয়ং

নিবিষ্ট হয়, এবং এই ব্যক্ত অহঙ্কারতত্ত্বও পুনঃ মূলা প্রকৃতিতে প্রলীন হয়, তখন অনন্তদেব নামে এক আপনিই অবশেষে বিদ্যমান থাকেন ॥ ২২ ॥
হে প্রকৃতিনায়ক! নিমেষাদি বৎসরান্তের পরিবর্ত্তনে পরিমিত কাল,

আভাস।

মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে, 'স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথা রূঢ়োঽভিনিবেশঃ।"। মহাজ্ঞানী পণ্ডিতগণেরও মৃত্যুকালে যাতনাজনিত ভয়ের উদয় হয়। জীব সকল কষ্ট অবলীলা-ক্রমে সহ্য করিতে পারে, এক মৃত্যুই ভয়ানক; তজ্জন্যই সকলে কাতর। আপনার সে ভয় নাই। প্রলয়কালে সকলেরই অন্ত হয়। এমন কি, অনুলোম গমনের দ্বারা উৎপত্তি-ক্রমের বিপর্য্যয়ে, সকল বস্তুই নিবৃত্তি-পথ অবলম্বন পূর্ব্বক স্ব স্ব কারণে বিলীন হয়। কাল-সহকারে একবার প্রকটিত এবং কালের অনুসারেই আবার প্রলীন হয়। পরিণামে মূলা প্রকৃতিতে সকলের নিবৃত্তি ঘটে; প্রকৃতি-শক্তিও আশ্রয় পুরুষ অবলম্বনে সুস্থ হয়; তাঁহার আর নিজের পৃথক সত্তা থাকে না। তখন এক আপনি মাত্র সুখে বিরাজ করেন। আপনার আর অবস্থান্তর বা অন্যথাভাব নাই; সুতরাং নির্ভয় ॥ ২২ ॥

সাক্ষাদিত্যনেনৈব নিরাকরোৎ তত্তন্নিজপরিচ্ছদবতা স্বস্বরূপেণৈব প্রাকট্যাৎ পরি-চ্ছিন্নত্বং নিরাকরোতি বিষ্ণুরিতি ব্যাপকমূর্ত্তিরিত্যর্থঃ। ব্যক্তত্বং অধ্যাত্মদীপ ইতি প্রত্যু-ভাস্বাকং বুদ্ধ্যাদিকমেবেদং প্রকাশতে। ততো ব্রহ্মবৎ স্বয়মেব প্রকাশতে। ততশ্চ-

নিমেষাদির্ব্বৎসরান্তো মহীয়াংস্তন্ত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্যে ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ।

মহীয়ান্ (দ্বিপরার্দ্ধরূপঃ) কালঃ যেন চ কালেন, বিশ্বং চেষ্টতে, বেদাঃ তং কালং, তস্য তাদৃশস্য তে তব, চেষ্টাং আহুঃ। (অতএব) ঈশানং সর্ব্বেশ্বরং, ক্ষেমধাম অভয়স্থানং, তং ত্বা ত্বাং প্রপদ্যে শরণং ব্রজে ॥

শ্রীধরস্বামী।

বধিভূতস্য তে তব চেষ্টাং লীলাং বিপরিবর্ত্ততে পুনঃ পুনর্বৎসরাবৃত্ত্যা মহীয়ান্ দ্বিপরার্দ্ধরূপঃ যস্য চেষ্টামাহুঃ তং ত্বাং ক্ষেমধাম অভয়স্থানং প্রপদ্যে শরণং ব্রজে। ২৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নাস্তি অত্র হেতুমাহ। যোঽয়ং সর্ব্বসংহারকঃ কালস্তমপি তস্য তব চেষ্টামাহুঃ। হে অব্যক্তবন্ধো প্রকৃতিপ্রবর্ত্তক। যেন ত্বচ্চেষ্টারূপেণ কালেনৈব বিশ্বং চেষ্টতে। স এব কালঃ কস্তত্রাহ নিমেষেতি। মহীয়ান্ পুনঃ পুনর্বৎসরাবৃত্ত্যা দ্বিপরার্দ্ধরূপঃ। ত্বা ত্বাং প্রপদ্যে যথা ত্বং নির্ভয়স্তথৈব স্বমাতরং মামপি নির্ভয়াং কুর্ব্বিতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

যাহার প্রবল বেগে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, সেই সর্ব্বসংহারক কালকেও আপনার চেষ্টা বলিয়া বেদাদিতে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। হে সর্ব্বেশ্বর! আপনিই মঙ্গলের আস্পদ, আমি এক্ষণে আপনার শরণাগত হইলাম ॥ ২৩ ॥

আভাস।

কাল একটী ভিন্ন বস্তু নহে। ঈশ্বর শক্তির বিকাশই কাল। স্বয়ং কালের কোন রূপ নাই; বস্তুর পরিণামেই কাল অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। নিমেষ, ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, দিন, মাস ও সংবৎসর, সকলই বস্তুর পরিবর্ত্তনে পরিচিত হইয়া থাকে। এবং সেই কালবেগে সকলই ধ্বংস হয়। কালের উপর কাহারও অধিকার নাই, অথচ কাল সকলের উপরই আধিপত্য করে। এই ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা কালকে জয় করিয়া চিরকাল সমানভাবে বিদ্যমান থাকে। বলবত্তর সঙ্গা এক কালকেই পণ্ডিতগণ প্রদান করিয়াছেন। বস্তুর পরিণাম প্রকৃতির দ্বারাই সংঘটিত হইতেছে। ভগবান্ সেই প্রকৃতির নেতা; অতএব ভগবানই পরিণামের কর্ত্তা। সুতরাং ভগবদিচ্ছাশক্তিই কাল। সুতরাং দেবকী কালকে তৃণজ্ঞান করিয়া অভয়দাতা ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন ॥ ২৩ ॥

কেনাপি ব্যঞ্জিত ইতি। শব্দশ্লেষেণ চ আত্মানং অধিকৃত্য বর্ত্তমানা অধ্যাত্মান আত্মারামাঃ তানপি দাপয়সি পরমানন্দেনোল্লাসয়সি ইতি ব্রহ্মতোঽপি পরমাবির্ভাবত্বং দর্শিতং সাক্ষাদিত্যনেনচ তথৈব ব্যঞ্জিতং ইতি ক্রমসন্দর্ভঃ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

মর্ত্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্ লোকান্ সর্ব্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি ॥ ২৪ ॥
স ত্বং ঘোরাদুগ্রসেনাত্মজান্ন স্ত্রাহি ত্রস্তান্ ভৃত্যবিত্রাসহাসি।

অন্বয়ঃ।

হে আদ্য! (অয়ং) মর্ত্ত্যঃ মরণধর্ম্মশীলঃ মৃত্যুব্যালভীতঃ সংসার-সর্প-ভীতঃ সর্ব্বান্ লোকান্ পলায়ন্ সন্ নির্ভয়ং (স্থানং) ন অধ্যগচ্ছৎ প্রাপ। (ততঃ) যদৃচ্ছয়া তৎপাদাম্বুজং প্রাপ্য স্বস্থঃ শেতে। (যতঃ) অস্মাৎ পাদাব্জাৎ মৃত্যুঃ অপৈতি অপগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

যতঃ ভৃত্যভয়হারী অসি অতঃ সঃ ত্বং ঘোরাৎ মহাভীষণাৎ উগ্রসেনাত্মজাৎ কংসাৎ

শ্রীধরস্বামী।

ক্ষেমধামত্বমাহ মর্ত্ত্য ইতি। লোকান্ প্রতি যদৃচ্ছয়া কেনাপি ভাগ্যোদয়েন। হে আদ্য ॥২৪॥
প্রস্তুতং বিজ্ঞাপয়তি স ত্বমিতি। ভৃত্যানাং বিত্রাসং হন্তীতি ভৃত্যবিত্রাসহা ভৃত্যবিদিতি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ত্বচ্চরণাশ্রিতোঽপি নির্ভয়ঃ কিমুত ত্বমিত্যাহ মর্ত্ত্য ইতি সর্ব্বান্ লোকান্ প্রতি পলায়ন্ নির্ভয়ং ভয়াভাবং ন প্রাপ। যদৃচ্ছয়া যাদৃচ্ছিকমহৎকৃপালব্ধভক্ত্যেত্যর্থঃ। ত্বৎপাদমেবাব্জং ধ্বন্বন্তরিং প্রাপ্য অব্জোঽস্ত্রী শঙ্খে না নিচুলে ধ্বন্বন্তরৌচ হিমকিরণ ইতি মেদিনী। হে আদ্য তেন ত্বত্তোঽপি ত্বয়া মাতৃত্বেন স্বীকৃতাপি কংসাদপি কেবলমহমেব মহাভয়বিহ্বলেতি ভাবঃ ॥২৪॥
ত্বং ত্বদীয়শ্চ নির্ভয়ঃ কথমাবামেব মহাভয়গ্রস্তৌ করোষীত্যাহ স ত্বমিতি। ঘোরাদিতি

হে আদিভূত সনাতন! মর্ত্ত্য জীব, কালস্বরূপ মরণভয়ে ভীত হইয়া অভয় লাভার্থে বিশেষ সতর্কতা সহকারে সমস্ত লোক পর্য্যটন করিলেও মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি পায় না; কিন্তু সৌভাগ্য বশত যদি কোন গতিকে আপনার পাদপদ্ম সন্নিধানে একবার অগ্রসর হইতে পারে, তবেই সে সুখে নিদ্রা যায়। কারণ আপনার চরণকমলই মৃত্যুর মৃত্যুস্বরূপ ॥ ২৪ ॥

হে ভৃত্যভয়হারি ভগবন্! আমরা দারুণ কংসভয়ে নিতান্তই ভীত

আভাস।

ভগবৎ সাক্ষাৎকারের কথা দূরে থাকুক, তাঁহার চরণাশ্রিত ব্যক্তিও কালকে জয় করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন, "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। মাং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥" ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত যাবতীয় বস্তুই পরিণামশীল। সুতরাং সমস্ত ভোগ্য স্বর্গাদি লোকই ক্ষয়শীল ও তত্রত্য জীবও মৃত্যুর অধীন। কেবল ভগবান্ চিরকাল সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার আশ্রিত ভক্তগণও মৃত্যুর করাল কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া চিরসুখে বিশ্রাম করে ॥ ২৪ ॥

রূপঞ্চেদং পৌরুষং ধ্যানধিষ্ণ্যং মা প্রত্যক্ষং মাংসদৃশাং ভোঃ কৃষীষ্ঠাঃ ॥২৫॥
জন্ম তে ময্যসৌ পাপো মা বিদ্বান্মধুসূদন।
সমুদ্বিজে ভবদ্ধেতোঃ কংসাদহমধীরধীঃ।

অন্বয়ঃ।

ত্রস্তান্ ভীতান্ নঃ অস্মান্ ত্রাহি। ভোঃ ভগবন্ ইদং ধ্যানধিষ্ণ্যং ধ্যানগোচরং পৌরুষং ঐশ্বরং রূপং মাংসদৃশাং মাংসচক্ষুষাং অজ্ঞানাং প্রত্যক্ষং মা কৃষীষ্ঠাঃ কুরু ॥ ২৫ ॥

হে মধুসূদন! ময়ি তে জন্ম অসৌ পাপঃ যথা ন বিদ্যাৎ তথা কুরু, যতঃ অধীরধীঃ অহং ভবদ্ধেতোঃ কংসাৎ সমুদ্বিজে বিভেমি ॥

শ্রীধরস্বামী।

বা চ্ছেদঃ। পৌরুষং ঐশ্বরং ধ্যানাস্পদং মাংসদৃশাং মাংসচক্ষুষাং প্রত্যক্ষং মাকৃথাঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মহাভীষণত্বং। উগ্রেতি পিতা নোগ্রঃ সেনাচ নোগ্রা কিন্ত্বাত্মজ এবোগ্র ইতি ভয়েনৈব সাক্ষাত্তন্নামাগ্রহণং কিঞ্চ ভৃত্যানাং বিবিধং ত্রাসং হংসি পিত্রোরাবয়োঃ কিমন্তর্ভয়ং ন হরসীতি ভাবঃ। ভো মাতঃ কংসাদিবধার্থমেবাবতীর্ণোঽস্মি আয়াতু কংসস্তমধুনৈব বধিষ্যামি চক্ষুর্ভ্যাং পশ্যেতি তদুক্তিমাশঙ্ক্য বর্দ্ধিষ্ণুনা পুত্রভাবেন তস্মাৎ কংসবধমসম্ভাবয়ন্তী প্রত্যুত কংসাদেব তদনিষ্টমাশঙ্কমানা মহাভয়কম্পিতসর্ব্বাঙ্গী হন্ত হন্ত পরমেশ্বরত্বাদহঙ্কারবতি পুত্রেঽস্মিন্ ভেদাদয় উপায়া ন ঘটন্ত ইত্যতঃ সাম্নৈব স্বকৃত্যং সাধয়ামীতি মনসি বিমৃশ্য তদ্রূপমুপসংহারয়িতুং যুক্তান্তরমুত্থাপয়তি রূপমিতি পৌরুষমৈশ্বরং ধ্যানধিষ্ণ্যং ধ্যানাস্পদং মাংসদৃশাং মাংসচক্ষুষাং প্রত্যক্ষং মাকৃথাঃ ॥ ২৫ ॥

হইয়াছ; আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন! হে ভগবন্! এই ধ্যানধ্যেয় অনুপম ঐশ্বরিক রূপ আর সাধারণ চর্ম্মচক্ষু অজ্ঞানী মানবের প্রত্যক্ষগোচর করিবেন না ॥ ২৫ ॥

আভাস।

দেবকী কংসভয়ে এতই ভীত যে, তাহার নাম পর্য্যন্ত গ্রহণেও শঙ্কিত। সে দুরাত্মা ঐশ্বর্য্য-সম্ভোগার্থ স্বীয় জনক উগ্রসেনকেও সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিল। সে আর কোন সম্ভ্রমের অনুরোধে দুর্ব্বৃত্তাচরণে কখনই নিবৃত্ত থাকিবার সম্ভব নহে; এই আশঙ্কায় তিনি চতুর্ভুজ অপরূপ মূর্ত্তি তাঁহাকে প্রদর্শন করাইতে ভগবানকে নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, হে ভগবন্! যেমন "পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনং ॥" ক্রূর সর্পকে অমৃততুল্য দুগ্ধ পান করাইলেও কোন উপকারের প্রত্যাশা করা যায় না, বরং দুগ্ধের আনুকূল্যে তাহার বিষই পরিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ এই হৃদয়শান্তিকর মনোহর মূর্ত্তি দর্শনে কংস কখন ক্রূরতা পরিহার করিবে না, বরং সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব আমার উদরে আবির্ভূত হইয়াছেন জানিয়া, আমার প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যাতনাই প্রদান করিবে, সন্দেহ নাই ॥ ২৫ ॥

উপসংহর বিশ্বাত্মন্নদো রূপমলৌকিকং।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মশ্রিয়াজুষ্টং চতুর্ভুজং ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ।

হে বিশ্বাত্মন্! শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শ্রিয়া জুষ্টং অলৌকিকং চতুর্ভুজং অদঃ রূপং উপসংহর গোপয় ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ভবত এব হেতো র্নিমিত্তভূতাৎ কংসাৎ সমুদ্বিজে বিভেমি যতঃ অধীরচিত্তো ॥ ২৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভো মাত র্যদীদং রূপমন্তর্দ্ধাপয়সি তদা কংস আগত্য গর্ভস্তে ক্ব গত ইতি গর্ভচৌর্য্যাপরাধেন ত্বামধিকং তাড়য়িষ্যতীতি চেত্তত্র মম কা শঙ্কা ইত্যাহ জন্মেতি। মাবিদ্যাত্মা জানাতু। মধুসূদনেতি মধুদৈত্যং হতবতো মম কংসবধে কঃ প্রয়াস ইতি মামংস্থা স্তদানীন্তনাৎ মধোরপ্যয়মিদানীন্তনঃ কংসঃ কোটিগুণিতবলাধিক ইতি ভাবঃ। ভবদ্ধেতোরিতি মদপরাধং প্রকল্প্য মত্তাড়নবন্ধাদিকং কুর্য্যাচ্চেৎ করোতু। কেবলং ভবতঃ কল্যাণমাশাসে ইতি ভাবঃ। নন্থ তর্হি রূপং যত্তদিত্যনেন নষ্টে লোকে ইত্যনেন মদৈশ্বর্য্যং বৃথৈব কিমবাদীঃ সত্যং পুত্র ভবন্মাতাহমেবমধীরবুদ্ধীরেব মাখিদ্যস্ব মমৈব দোষোঽয়ং নির্ম্মঞ্জনং তে যামি মাতৃবাৎসল্যেনাপি রূপমিদমুপসংহরেতি ভাবঃ ॥

বিশ্বাত্মন্নিতি বিশ্বমধ্যেঽহমপ্যস্মি ভন্মমান্তর্মধ্যে স্থিত্বা কথমেবমধীরাং ধিয়ং প্রবর্ত্তয়নীতি তবৈবায়ং দোষ ইতি ভাবঃ। অলৌকিকমিতি লৌকিকনরবালকাকারো ভব। যথা ঝটিতি ত্বামহং ক্বাপি গোপয়ানীতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

হে মধুসূদন! আপনার জন্য আমি কংস কর্ত্তৃক অতিশয় উদ্বেজিত হইয়াছি; আমার চিত্ত নিতান্তই অস্থির হইয়াছে। আমার গর্ভে আপনার জন্ম হইয়াছে, ইহা ঐ পাপিষ্ঠ যাহাতে না জানিতে পারে, ইহার কোন উপায় নির্দ্ধারণ করুন; এবং শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মশোভায় সুশোভিত অলৌকিক এই চতুর্ভুজ মূর্ত্তির উপসংহার করুন ॥ ২৬ ॥

আভাস।

হে ঈশ! এক্ষণে আপনি অন্তর্হিত হইলেও আমার রক্ষা নাই; গর্ভচৌর্য্যাপরাধে অধিকতর দণ্ডিত হইব। যদি এই রূপ সম্বরণ করেন, তবে সামান্য বালক বোধে উপেক্ষা করিলেও করিতে পারে। পূর্ব্বে আপনি মধুকৈটভ নামে অসুরদ্বয়কে নিপাতিত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু আমার বোধ হয়, কংস তদপেক্ষাও কোটিগুণ শ্রেষ্ঠ। সে যাহাই হউক, হে দীননাথ! আপনাকে পাইব বলিয়া এতকাল অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছি; এক্ষণে আপনাকে প্রাপ্ত হইলাম, ইহা যেন অন্তে না বুঝে; তাহা হইলে আর দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না ॥২৬॥

বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌ নিশান্তে যথাবকাশং পুরুষঃ পরো ভবান্।

অন্বয়ঃ।

যঃ পরঃ পুরুষঃ নিশান্তে প্রলয়ান্তে এতৎ যৎ বিশ্বং স্বতনৌ স্বকীয়দেহে, যথাবকাশং

শ্রীধরস্বামী।

কিমিত্যুপসংহর্ত্তব্যং এবম্ভূতেন পুত্রেণ ময়া তব মহতী শ্লাঘা স্যাদিতি তত্রাহ বিশ্বমিতি।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্থ কিমিত্যুপসংহর্ত্তব্যং ময়া পরমেশ্বরেণ পুত্রেণ তব মহতী প্রতিষ্ঠৈবাস্ত্বিতি চেন্নাহং প্রতিষ্ঠামাশাসে ইত্যাহ বিশ্বমিতি। নিশান্তে মন্দিরে। নিশান্ত বস্ত্য সদন ভবনাগার মন্দিরমিত্যমরঃ। স্বতনুমন্দিরে যথাবকাশমসঙ্কোচতঃ। নৃলোকস্য মানুষ্যা মম বিড়ম্বনমেব তদিদং অয়ি মূঢ়ে কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহো ভগবাংস্তব মানুষপুত্র্যা গর্ভে স্থিতোঽভূদিতি বক্তুমভিমন্যমপি কিং ন লজ্জসে ইতি প্রতিবেশিন্যো মামুপহসিষ্যন্তীতি প্রত্যুত্তাপ্রতিষ্ঠৈব মম স্যাদিতি ভাবঃ। নন্থ পরব্রহ্মমূর্ত্তে র্ভগবতঃ সাক্ষাদপরোক্ষানুভবিনো দেবকী-বসুদেবয়োরপি কিমিদমঘটমানমাবিষ্কৃতং ভয়শোকাদিকং মৈবং বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং বহিরঙ্গাভ্যাং পরভূতা খলু যান্তরঙ্গা স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিস্তস্যা অপি সারবৃত্তিরূপো যঃ প্রেমা তদ্বিলাসভূতমেবেদং ভয়শোকাদিকমাবিষ্কৃতত্বপ্রবাদপাত্রীভবিতুং নৈবার্হতি। প্রেম্নো মায়াতীতত্বে কিং প্রমাণমিতি চেৎ ভগবতঃ প্রেমবশ্যত্বান্যথানুপপত্তিরেব মায়াময়ত্বে তস্য মায়াবশ্যত্বমাপদ্যতেতি। কিঞ্চাত্র চান্যত্র ব্যুৎপত্ত্যর্থমিদমভ্যস্যতে। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ভক্ত্যাহ-মেকয়া গ্রাহ্য ইতি ভগবদুক্তেস্তস্য স্বরূপং ভক্ত্যৈব গম্যমিত্যবসীয়তে। সা চ ভক্তি স্ত্রিবিধা গুণীভূতা প্রধানীভূতা কেবলাচ তাসাঞ্চ ক্রমেণ জ্ঞানং জ্ঞানময়ী রতিঃ প্রেমা চেতি ফলানি তত্র জ্ঞানেন কেবলং চিৎসুখৈকময়ং ব্রহ্মস্বরূপমেব জ্ঞানময়রত্যা চিদৈশ্বর্য্যময়ং ভগবৎস্বরূপমেব প্রেম্না তু মাধুর্য্যময়ং কৃষ্ণরামাদিস্বরূপমেবাস্বাদ্যতে। স্বরূপস্য বস্তুত ঐক্যেঽপ্যাস্বাদনভেদাত্তেদাভি-ধেশঃ। তচ্চ মাধুর্য্যং শ্রীবিগ্রহনিষ্ঠরূপাদিপঞ্চকস্য ভক্তবাৎসল্যস্য লীলায়াশ্চ ইতি সপ্তবিধং ব্রজস্থস্য তস্যতু বৈশ্বৈশ্বর্য্যয়োরাধিক্যান্নবিধং যদুক্তং চতুর্দ্ধা মাধুরী তস্য ব্রজ এব বিরাজতে। ঐশ্বর্য্য ক্রীড়য়োর্বেণোস্তথা শ্রীবিগ্রহস্য চেতি প্রেমাচ দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যোজ্জ্বল-ভেদাচ্চতুর্ব্বিধঃ। তেষ্বপি মধ্যে বাৎসল্যপ্রেম্না স্বস্বভাবমহিম্নৈব কৃষ্ণমনুকম্পাত্বেন মমত্বাতিশয়-বিষয়ীকৃত্য স্পষ্টমপ্যৈশ্বর্য্যং স্বয়মনুভূয়মানত্বং প্রাপ্তমপি তথা আচ্ছাদয়তি যথা

এই রূপ মনুষ্যলোকের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ, প্রলয়ের অবসানে যে পরম পুরুষ আপনি এই বিরাট্ বিশ্বকে স্বীয় দেহে বিনা সংকোচে আশ্রয়

আভাস।

আপনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব, আমার উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণই আপনার এই অপূর্ব্ব ঐশ্বরিক মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি প্রদর্শন করাইয়া আমি জগতে

বিভর্ত্তি সোঽয়ং মম গর্ব্ভজোঽভূদহো নৃলোকস্য বিড়ম্বনং তৎ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ।

অসঙ্কোচতঃ এব বিভর্ত্তি সঃ অয়ং ভবান্ মম গর্ব্ভজঃ অভূৎ অহো তৎ নৃলোকস্য বিড়ম্বনং উপহাস্যতা এব ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নিশান্তে প্রলয়বসানে যথাবকাশং অসঙ্কোচতঃ। অসম্ভাবিতত্বাৎ উপহাস্যতৈব স্যাদিত্যর্থঃ ॥২৭॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তন্মমতারসনয়া নিবদ্ধো বশীভূয় স কৃষ্ণঃ স্বমাধুর্য্যমপারমনন্যাস্বাদ্যং বাৎসল্যপ্রেমবজ্জনমাস্বাদয়ন্তি। জ্ঞানেন বা জ্ঞানময়রত্যা বা সচ্চিদানন্দাত্মকবস্তূনাং য আস্বাদস্তস্মাৎ কোটিকোটিগুণিতং মমতা হেতুকমাস্বাদং প্রেমা প্রবর্ত্তয়তি। তথাহি সর্ব্বসন্তাপনিবর্ত্তকাৎ পরমাহ্লাদকাৎ দৃশ্যমানাচ্চন্দ্রাদপি সকাশাৎ সর্ব্বগুণহীনোঽপি কালত্বাদিদোষযুক্তোঽপি দৃশ্যমানঃ স্বপুত্রো যৎ সুখমধিকং দত্তে তত্র মমতৈব যদি কারণং সর্ব্বগুণমণ্ডিতে স্বভাবাদেব নিরবধিকসুখপ্রদে শ্রীকৃষ্ণে পুত্রীভূতে নিরবধিকৈব সা মমতা প্রেমনিষ্ঠা কিমুতেতি জ্ঞানপ্রেম্নো র্ভেদো বিবৃতঃ। যথা হ্যবিদ্যা স্ববৃত্ত্যা মমতয়া জীবং দুঃখয়িতুমেব বধ্নাতি তথৈব প্রেমা স্ববৃত্ত্যা মমতয়েশ্বরং সুখরূপমপ্যতি-সুখয়িতুং বধ্নাতি। যথা দণ্ডনীয়জনস্য গাত্রবন্ধনং রজ্জুনিগড়াদিনা। মাননীয়জনস্যাপি গাত্রবন্ধনমনর্ঘ-সুগন্ধ সূক্ষ্ম-শ্লক্ষ্ণ-কঞ্চুকোষ্ণীষাদিনেত্যবিদ্যাধীনো জীবো দুঃখী। প্রেমাধীনঃ কৃষ্ণোঽতিসুখীতি। কিঞ্চ যথৈবাবিদ্যয়া স্বতারতম্যেন জ্ঞানাবরণতারতম্যাজ্জীবস্য পঞ্চবিধ-ক্লেশতারতম্যং বিধীয়তে। তথৈব প্রেম্নাঽপি স্বতারতম্যেন জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদ্যাবরণতারতম্যাৎ স্ববিষয়াশ্রয়য়োরনন্তপ্রকারং সুখতারতম্যং বিধীয়ত ইতি তত্র কেবলঃ প্রেমা শ্রীযশোদাদিনিষ্ঠঃ স্ববিষয়াশ্রয়ৌ মমতারসনয়া নিবধ্য পরস্পরবশীভূতৌ বিধায় জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিকমাবৃত্য যথাধিকং সুখয়তি ন তথা দেবক্যাদিনিষ্ঠৈশ্বর্য্যজ্ঞানমিলিতত্বেন প্রাবল্যাভাবাৎ তত্তৎ প্রেম্নস্তথা তথাভূতত্বে কারণন্তু নান্বেষ্টব্যং। তাসাং যশোদাদি দেবক্যাদীনাং নিত্যসিদ্ধত্বাদেব তত্তদ্ভাবাদৃশপ্রেমবিশেষাণা-মপি নিত্যসিদ্ধত্বাদিতি সর্ব্বং নিরবদ্যং ॥ ২৭ ॥

দিয়া থাকেন, সেই আপনি আমার গর্ব্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন, ইহা কেবল নরলোকের বিড়ম্বনা মাত্র ॥ ২৭ ॥

আভাস।

সুখ্যাতির ভাজন হইতে প্রত্যাশা করি না। কারণ যাঁহার উদর মধ্যে ত্রিভুবন বিলীন হইতেছে এবং যাঁহার দেহে অবলীলাক্রমে এই কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার হইতেছে, সেই আপনি আমার উদর মধ্যে বাস করিয়াছিলেন, ইহা জনসমাজে প্রতীয়মান করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। লোকে আমাকে কেবল উপহাস করিবে ॥ ২৭ ॥

ভগবানুবাচ ॥
ত্বমেব পূর্ব্বসর্গেঽভূঃ পৃশ্নিঃ স্বায়ম্ভুবে সতি।
তদায়ং সুতপা নাম প্রজাপতিরকল্মষঃ ॥ ২৮ ॥
যুবাং বৈ ব্রহ্মণাদিষ্টৌ প্রজাসর্গে যদা ততঃ।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং তেপাথে পরমং তপঃ ॥
বর্ষবাতাতপহিমঘর্ম্মকালগুণানন্ু।
সহমানৌ শ্বাসরোধবিনির্ধূতমনোমলৌ।

অন্বয়ঃ।

ভগবান্ উবাচ। হে সতি! স্বায়ম্ভুবে মন্বন্তরে পূর্ব্বসর্গে পূর্ব্বজন্মনি ত্বং পৃশ্নিঃ নাম অভূঃ, তদা অয়ং বসুদেবঃ অকল্মষঃ রাগদ্বেষাদিরহিতঃ প্রজাপতিঃ সুতপা নাম আসীৎ ॥ ২৮ ॥

যদা প্রজাসর্গে সন্তানোৎপত্তৌ ব্রহ্মণা বৈ যুবাং আদিষ্টৌ ততঃ ইন্দ্রিয়গ্রামং সংনিয়ম্য পরমং উৎকটং তপঃ তেপাথে ॥

বর্ষাবাতাতপহিমঘর্মকালগুণান্ অনুসহমানৌ, শ্বাসরোধবিনির্ধূতমনোমলৌ প্রাণায়াম-বিগতচিত্তমলৌ, শীর্ণপর্ণানিলাহারৌ গলিতপত্রবায়ুজীবিনৌ মত্তঃ পুত্রভূতাৎ কামান্

শ্রীধরস্বামী।

চতুর্ভুজরূপেণাবির্ভাবে কারণং তাবদাহ ত্বমেবেত্যাদি চতুর্দ্দশভিঃ। পূর্ব্বসর্গে প্রথমজন্মনি অভূঃ আসীঃ পৃশ্নির্নাম স্বায়ম্ভুবে মন্বন্তরে অয়ং বসুদেবঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভো মাত র্ন কেবলমস্মিন্নেব জন্মনি ত্বদ্গর্ভগতোঽহমপিতু জন্মান্তরেষ্বপ্যতস্ত্বং কিমিতি স্বদৈন্যং মন্যসে ন ত্বং প্রাকৃত্যেব মানুষীত্যাহ ত্বমেবেত্যাদি চতুর্দ্দশভিঃ। অভূঃ আসীঃ স্বায়ম্ভুবে মন্বন্তরে সতি বর্ত্তমানে অয়ং বসুদেবঃ ॥ ২৮ ॥

তখন ভগবান্ দেবকীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে সাধ্বি! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পূর্ব্বজন্মে তুমিই পৃশ্নি নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে এবং এই বসুদেবই তৎকালে সুতপা নামে প্রজাপতি ছিলেন ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্মা তোমাদিগকে সন্তানোৎপাদনার্থ আদেশ করিলে, তোমরা উভয়ে ইন্দ্রিয় সংযম করত উৎকট তপস্যায় নিরত হইলে। এবং বর্ষা, বাত,

আভাস।

দেবকীর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইবার কারণ নির্দ্দেশ করিলেন। হে জননি! তুমি আমার এই শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্মধারী চতুর্ভুজ ঐশ্বরিক মূর্ত্তি দর্শনে কুণ্ঠিতা হইও না। এই জন্মেই যে আমি তোমার পুত্র হইয়াছি, এমত নহে;

শীর্ণপর্ণানিলাহারাবুপশান্তেন চেতসা।
মত্তঃ কামানভীপ্সন্তৌ মমারাধনমীহথুঃ ॥ ২৯ ॥
এবং বাং তপ্যতো ভদ্রে তপঃ পরমদুষ্করং।
দিব্য বর্ষসহস্রাণি দ্বাদশেয়ু র্মদাত্মনোঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ।

জনভাবোচিতসুখানি অভীপ্সন্তৌ যুবাং উপশান্তেন চেতসা নির্বৃতান্তঃকরণেন মম আরাধনং ঈহথুঃ কৃতবন্তৌ ॥ ২৯ ॥

হে ভদ্রে এবং পরমদুষ্করং তপঃ তপ্যতোঃ আচরতোঃ মদাত্মনোঃ মচ্চিত্তয়োঃ বাং যুবয়োঃ দ্বাদশদিব্যবর্ষসহস্রাণি ঈয়ুঃ গতানি ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তেপাথে তপঃ কৃতবন্তৌ ॥ ২৯ ॥
তপ্যতোঃ আচরতোঃ ঈয়ুর্গতানি মদাত্মনোঃ মচ্চিত্তয়োঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

আতপঃসৌরকিরণোত্থস্তাপঃ ঘর্ম্মো নিদাঘোত্থঃ ॥ ২৯ ॥
মদাত্মনোর্মচ্চিত্তয়োঃ ॥ ৩০ ॥

আতপ, হিম, রৌদ্র ও ঋতুপর্য্যায়ে কালের ধর্ম্ম সকল ক্রমান্বয়ে সহ্য করত প্রাণায়ামাদির দ্বারা বিশুদ্ধ-চিত্ত হইলে এবং কেবল গলিত পত্র ও বায়ু মাত্র আহার করিয়া অভিলষিত বর প্রার্থনায় নিরুদ্বেগে আমার আরাধনায় নিযুক্ত হইলে ॥ ২৯ ॥

হে ভদ্রে! আমার উদ্দেশে এই কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া তোমাদের দেবপরিমাণে দ্বাদশসহস্র সম্বৎসর অতীত হইল ॥ ৩০ ॥

আভাস।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেও তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করত মাতৃ সম্বোধনে তোমাকে কৃতার্থ করিয়াছি। তুমি সামান্যা মানবী নহ, এবং বসুদেবও সামান্য মানব নহেন। তোমরা উভয়ে এই তিন বার পতিপত্নীরূপে জন্মগ্রহণ করত আমাকে তিন জন্মেই অপত্যরূপে প্রাপ্ত হইয়াছ। আমাকে চিত্তে ধারণ মাত্র করাই কত সুকৃতির কর্ম্ম তাহা বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র সমুদায়ে বিশেষ বিবৃত আছে; আর সেই আমি স্বীয় ঐশ্বর্য্য ও পরিজনে পরিবেষ্টিত হইয়া তোমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছি, ইহা অকস্মাৎ বা তোমাদের অপরিজ্ঞাতে কখনই সম্ভব নহে।

প্রথম জন্মে তুমি পৃশ্নি নামে স্ত্রী ও বসুদেব সুতপা নামে পুরুষ হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিলে, ব্রহ্মা তোমাদিগকে সন্তানোৎপাদনের নিমিত্ত আদেশ করিলেন; তোমরা তখন দুষ্কর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলে। সাক্ষাৎ ভগবানের নিকট হইতে অভীপ্সিত বর প্রার্থনায় উপর্য্যুপরি দেবপরিমিত দ্বাদশসহস্র বৎসর নিরতিশয় ভক্তি ও অচলা শ্রদ্ধা সহকারে আমার আরাধনা

তদা বাং পরিতুষ্টোঽহমমুনা বপুষানঘে।
তপসা শ্রদ্ধয়া নিত্যং ভক্ত্যা চ হৃদি ভাবিতঃ।
প্রাদুরাসং বরদরাড় যুবয়োঃ কামদিৎসয়া।
ব্রিয়তাং বর ইত্যুক্তে মাদৃশো বাং বৃতঃ সুতঃ ॥ ৩১ ॥
অজুষ্টগ্রাম্যবিষয়াবনপত্যৌ চ দম্পতী।

অন্বয়ঃ।

হে অনঘে নিষ্পাপে! বাং যুবয়োঃ, তপসা শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা চ নিত্যং হৃদি ভাবিতঃ (অতঃ) তদা পরিতুষ্টঃ সন্ যুবয়োঃ কামদিৎসয়া অভিলষিত-প্রদানার্থং বরং ব্রিয়তাং ইতি উক্তে (ময়ি) বাং যুবাভ্যাং অনপত্যাভ্যাং মাদৃশঃ সুতঃ বৃতঃ। অতঃ বরদরাট্ অহং অমুনা বপুষা প্রাদুরাসম্ ॥ ৩১ ॥

অজুষ্টগ্রাম্যবিষয়ৌ বিষয়সম্ভোগনিবৃত্তৌ পুত্রহীনৌ, দম্পতী যুবাং মম মায়য়া (পুত্রস্নেহ-

শ্রীধরস্বামী।

অমুনা বপুষা প্রাদুর্ভূতোঽস্মি বরদরাট্ বরদেষু শ্রেষ্ঠঃ ইত্যনেন সকৃদ্বরণেচ বারং বারং আবির্ভাবে কারণমুক্তং। কামস্য দিৎসয়া দাতুমিচ্ছয়া মাদৃশঃ মৎসদৃশঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

মদীয়ব্রতরূপতপঃশ্রদ্ধাভক্তিপূর্ব্বকং নিরন্তরং মদ্ধ্যানমেব মৎপরিতোষে কারণমিত্যাহুঃ তদেভি। অমুনা অনেন চতুর্ভুজেন ভক্ত্যেতি শ্রদ্ধয়েতি নিত্যমিতি ভাবিত ইতি পদত্রয়াধিক্যেন নেয়ং তপো যোগাঙ্গভূতা ভক্তির্ব্যাখ্যেয়া সা তু মদাত্মনোরিত্যেতাবন্মাত্রেণৈব সিদ্ধ্যেদতস্ততঃ পৃথগ্ভূতা প্রেমহেতুভূতৈব ততশ্চ তপোযোগোবেবাধিকাবনয়োরৈশ্বর্য্যজ্ঞানহেতু জ্ঞেয়াবিতি কেচিদাহুরন্যেতু নিত্যসিদ্ধয়ো দেবকীবসুদেবয়োঃ প্রেমাপ্যৈশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রো নিত্য এব তদংশয়োঃ পৃশ্নি-সুত-পসোর্জ্ঞানযোগৌ ত্বংশিনোস্তয়োরকিঞ্চিৎকরাবিত্যাহুঃ। অত্র চিন্তিত ইত্যুক্ত্বা ভাবিতো ভাববিষয়ীকৃত ইত্যনেন রাগভক্তিরবগম্যতে ॥ ৩১ ॥

মায়য়া পুত্রস্নেহময্যা বৈষ্ণবীং ব্যতিনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভূরিত্যুপরিষ্টাদুক্তেঃ

তৎকালে হে অনঘে! তোমাদের তপস্যা, শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে নিরন্তর হৃদয়ে চিন্তনে, আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বরপ্রদানার্থ উপস্থিত হইলে, তোমরা অনপত্যনিবন্ধন আমার সদৃশ পুত্র প্রার্থনা করায়, আমি বরদশ্রেষ্ঠ স্বয়ং তোমাদের এই পুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি ॥৩১॥

আভাস।

করায় আমি প্রসন্ন হইয়া অভিলষিত বর প্রদানের জন্য তোমাদের সমীপে দেখা দিই। তোমরা আপনাদিগকে কৃতার্থজ্ঞানে সন্তুষ্ট হইয়া মুক্তির প্রার্থনা কর নাই; প্রেমের তরে

ন বব্রাথেঽপবর্গং মে মোহিতৌ মম মায়য়া ॥ ৩২ ॥
গতে ময়ি যুবাং লব্ধ্বা বরং মৎসদৃশং সুতং।
গ্রাম্যান্ ভোগানভুঞ্জাথাং যুবাং প্রাপ্তমনোরথৌ।
অদৃষ্ট্বান্যতমং লোকে শীলৌদার্য্যগুণৈঃ সমং।
অহং সুতো বামভবং পৃশ্নিগর্ভ্ভইতি স্মৃতঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ।

মদ্যাকৃপয়া এব) মোহিতৌ (তৃপ্তৌ) অপবর্গং মুক্তিং ন বব্রাথে বৃতবন্তৌ ॥ ৩২ ॥

ময়ি গতে অন্তর্হিতে, যুবাং মৎসদৃশং সুতং বরং লব্ধ্বা প্রাপ্তমনোরথৌ সন্তৌ যুবাং গ্রাম্যান্ ব্যবায়াদীন্ ভোগান্ অভুঞ্জাথাং ॥

শীলৌদার্য্যগুণৈঃ সমং সমতুল্যং অন্যং লোকে অদৃষ্ট্বা পৃশ্নিগর্ভ্ভঃ ইতি স্মৃতঃ এব অহং বাং যুবয়োঃ সুতঃ অভবং জাতঃ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

মে মত্তোঽপি যুবামপবর্গং ন বব্রাথে বৃতবন্তৌ ॥ ৩২ ॥
বরং দত্ত্বা ময়ি গতে ॥ ৩৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মায়য়া পুত্রস্নেহময্যা বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুরিত্যুপরিষ্টাদুক্তেঃ পুত্রস্নেহোঽপি মায়াশব্দেনোচ্যতে। মোহিতৌ তদাস্বাদানন্দেন বিচিত্রীকৃতৌ ॥ ৩২ ॥

গ্রাম্যান্ ভোগানিতি তাদৃশপুত্রোৎপত্তীচ্ছয়েতি ভাবঃ। ব্যবায়ো গ্রাম্যধর্ম্মশ্চেত্যমরঃ ॥

পৃশ্নিগর্ভ্ভ ইতি সোঽয়ং ত্রেতাযুগাবতারোলক্ষ্যতে। বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ। পৃশ্নিগর্ভ্ভ ইত্যেকাদশে তৎপ্রাসঙ্গিকোক্তেঃ ॥ ৩৩ ॥

তোমরা গ্রাম্য সম্ভোগাদিতে সম্পূর্ণ বিতৃষ্ণ হইলেও নিঃসন্তান বশতঃ দেবমায়ায় মোহিত হইয়া পুত্রকামনায় আমার নিকট মুক্তি পর্য্যন্ত প্রার্থনা কর নাই ॥ ৩২ ॥

বরদানানন্তর অন্তর্হিত হইলে, তোমরা আমার সদৃশ পুত্র প্রাপ্ত হইব'র প্রত্যাশায় লব্ধমনোরথ হইয়া সম্ভোগাদিতে প্রবৃত্ত হইলে; এবং আমিও তোমাদের তুল্য শীল ও ঔদার্য্যাদিগুণবিশিষ্ট অন্য কাহাকেও জগতে না দেখিয়া তোমাদের পুত্ররূপেই অবতীর্ণ হইয়াছি। এবং তদবধি আমি পৃশ্নিগর্ভ্ভ বলিয়া জগতে প্রথিত হইলাম ॥ ৩৩ ॥

আভাস।

মুগ্ধ হইয়া জন্ম জন্মান্তরে আমাকে পুত্ররূপে লাভ কর, এই তোমাদের নিতান্ত বাসনা প্রকাশ করিয়াছিলে। তোমাদের ন্যায় ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণার্থ আমি এই তিন বার জঠরে প্রবিষ্ট হইলাম ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

তয়োর্বিং পুনরেবাহমদিত্যামাস কশ্যপাৎ।
উপেন্দ্র ইতি বিখ্যাতো বামনত্বাচ্চ বামনঃ।

অন্বয়ঃ।

অদিত্যাং অদিতিগর্ভে কশ্যপাৎ পিতুঃ (যঃ) পুত্রঃ উপেন্দ্রঃ আস, বামনত্বাৎ বামনঃ চ ইতি বিখ্যাতঃ (সঃ অহং) পুনঃ তয়োঃ প্রসিদ্ধয়োঃ বাং যুবয়োঃ এব আসম্॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অদিত্যাং কশ্যপাদ্বামন আসেতি যত্তদপি তদ্রূপয়োর্যুবয়োরহমেব পুনরাসমিত্যর্থঃ॥

তবে জন্মনি তেনৈব চতুর্ভুজেন অহং জাত ইতি প্রথমে জন্মন্যহং পৃশ্নিগর্ভঃ দ্বিতীয়ে-ঽহং বামনঃ তৃতীয়েঽস্মিন্নহমহমেবেত্যস্মচ্ছব্দমাত্রবাচ্যত্বেন মমৈব পূর্ণত্বং তয়োর্মদংশত্ব-মিতি বোধিতং এবং ত্বমেব পূর্ব্বসর্গেঽভূঃ পৃশ্নিরিতি। নতু পৃশ্নিরেব ত্বমিত্যুক্ত্যা

তৎপরে অদিতির গর্ভে উপেন্দ্র নামে যিনি কশ্যপের পুত্ররূপে সমুদ্ভূত হন, আমিই সেই খর্ব্বাকারবিশিষ্ট বামনদেব! তোমাদেরই সন্তানরূপে দ্বিতীয় বার জন্মগ্রহণ করি। এবং এই তৃতীয়বার আমি তোমাদেরই সেই অপত্য-আভাস।

ভগবান্ যে অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন, "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥" এই কর্ম্মভূমি মনুষ্যদেহে জন্মগ্রহণ করিয়া, কর্ম্মত্যাগী নিরীহের ন্যায় কালাতিপাত করা কর্ত্তব্য নহে। এই জন্মে সমস্ত আয়োজন ভগবান্ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন; পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে তাহাদিগকে সৎপথে নিয়োজিত করিলেই শুভ ফল পাওয়া যায়, সন্দেহ নাই। মোদককর, দুগ্ধ, ঘৃত, শর্করা ও গোধূম-চূর্ণ সম্মুখে দেখিয়াও যদি বৃথা কালক্ষেপ করে, সংগৃহীত দ্রব্যের উপযুক্ত ব্যবহার না করে, পরিণামে ক্লেশ সহ্য করে; সন্দেহ নাই। ক্রেতা উপস্থিত হইলে আর প্রস্তুত করিবার সাবকাশ পায় না এবং বিলম্ব হেতু বিক্রয়ার্থ দ্রব্যাদিও উপযুক্তরূপ প্রস্তুত হয় না। ভগবান্ জীবকে শত সহস্র সহস্র বৃত্তি ও সহস্র বৃত্তির ভোগ্য বিষয় দিয়াছেন। একটী চক্ষু দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, অপর চক্ষুর দ্বারা তাঁহার সৃষ্ট ভোগ্য বিষয়গুলিকে ভোগচ্ছলে বিচার করিতে হইবে। এইরূপ বিচারবলে সর্ব্ববাধা নির্ম্মুক্ত হইয়া নির্ব্বিশেষ ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। যদি এই ভোগ্য বিষয় গুলিকে ভোগ না করিয়া তুচ্ছ করা যায়, তাহা হইলে ভগবৎপ্রাপ্তির ব্যাঘাত হয় সন্দেহ নাই। কারণ ভগবান যেমন ভোগ্য বিষয় ও ভোগী জীবকে রচনা করিয়াছেন, তৎসঙ্গে সঙ্গেই ভোগ-সম্পাদক আসক্তিরও সৃষ্টি করিয়াছেন। আসক্তি জীবের নিজের সম্পত্তি নহে; ইহা ঈশ্বর-প্রদত্ত। আসক্তি না থাকিলে, কেহ কাহারও প্রতি রত হইত না; সকলেই উদাসীন

তৃতীয়েঽস্মিন্ ভবেঽহং বৈ তেনৈব বপুষাথ বাং।
জাতোভূয়স্তয়োরেবং সত্যং মে ব্যাহৃতং সতি ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ।

হে সতি! (অধুনা) অস্মিন্ তৃতীয়ে ভবে জন্মনি, অপি তেন এব বপুষা (পুত্ররূপেণ) তয়োঃ বাং যুবয়োঃ এব অথ ভূয়ঃ জাতঃ ইতি মে ব্যাহৃতং বচঃ সত্যং জানীহি ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অদিত্যাং কশ্যপাদ্বামন আসেতি যত্তদপি তদ্রূপয়োর্যুবয়োরহমেব পুনরাসমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যুবামিতি পুত্রভাবেন নরাকৃতিপরব্রহ্মভাবেন বা কৃতস্নেহৌ সকৃদেব বা চিন্তয়ন্তৌ পরাং প্রকটলীলাত উত্তরামপ্রকটলীলাং পৃশ্ন্যাদীনাং অংশত্বং দেবকীবসুদেবয়োরংশিত্বঞ্চ। সতি হে কোবিদে। সন্ সুধী কোবিদো বুধ ইত্যমরঃ ॥ ৩৪ ॥

ভাবে পুনঃ উপস্থিত হইয়াছি। হে সতি! আমার এই সংবাদ সমস্তই সত্য বলিয়া প্রণিধান কর! ॥ ৩৪ ॥

আভাস।

ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সংসারজ্বালা অতিক্রম করিতে পারিত। পক্ষিশাবক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আহারাদি সংগ্রহে সমর্থ হইলেই আর পিতা মাতার নিকটে থাকে না এবং পরে আহারাদি প্রদানে পিতামাতারও কখন কোন দুঃখ নিবারণের জন্য যত্ন করে না এবং পিতা মাতাও মনুষ্যের ন্যায় স্বীয় সন্তানের নিকট সেরূপ প্রত্যাশা করে না; কিন্তু যে বৃত্তির প্রভাবে পক্ষী স্বয়ং নিরপেক্ষ হইয়াও অকৃতজ্ঞ সন্তানের জন্য প্রাণপনে ভোজন সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করে এবং তৎকালে আপনাদের জীবনের উপরও কিছুমাত্র যত্ন করে না, তাহাই প্রকৃত আসক্তি। ইহা ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু। এই আসক্তি সম্বন্ধে যতদূর বিচার করিতে পারা যায় তাহাতে বোধ হয় যে, আসক্তির এক অঙ্গ ভোগ্য বস্তুতে রূপাদিরূপে পরিণত ও এক অঙ্গ ভোক্তা জীবে প্রয়োজনাদিরূপে নিহিত রহিয়াছে। এই উভয় অঙ্গের একত্র ভাবই ভগবানের ইচ্ছা। অতএব ভোগও ভগবানের ইচ্ছা; নতুবা সৃষ্টির মর্য্যাদাই থাকে না। বিচার বুদ্ধিতে সম্ভোগও ভগবল্লাভের সরল উপায় এবং বিচার হীন হইয়া ত্যাগ করিলেও ত্যাগের ফল জন্মে না; বরং বাধা উৎপন্ন হয়। কারণ অবিচারপূর্ব্বক ত্যাজ্য ঈশ্বরসৃষ্ট পদার্থের আসক্তি তীব্র ভাবে উৎপন্ন হইয়া সাধককে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণিত বন্ধন করে সন্দেহ নাই। বসুদেব ও দেবকী প্রথম সুতপা ও পৃশ্নিরূপে জন্ম গ্রহণ করিলে, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে পুত্রোৎপাদনার্থ আদেশ করেন। জন্মের পর প্রথম ভোগ্য বস্তু পুত্র তাঁহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে; কিন্তু সংসারভয়ে ভীত হইয়া,

এতদ্বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্‌জন্মস্মরণায় মে।
নান্যথা মদ্ভবং জ্ঞানং মর্ত্যলিঙ্গেন জায়তে ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ।

প্রাগ্‌জন্মস্মরণায় এতৎ রূপং মে ময়া বাং যুবাভ্যাং দর্শিতং অন্যথা মদ্ভবং মদ্বিষয়কং জ্ঞানং নির্ণয়ঃ মর্ত্যলিঙ্গেন যুবয়োঃ মনুষ্যরূপেণ ন জায়তে। বা মদ্ভবং মম জন্মসম্বন্ধীয়ং, জ্ঞানং প্রতীতিঃ মর্ত্যলিঙ্গেন দ্বিভুজত্বাদিনা গূঢ়েন নরাকৃতিপরমব্রহ্মরূপেণ, ন জায়তে ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রাক্ প্রথমং তাবদেতদ্রূপং মে জন্ম ইতি স্মরণায় জ্ঞানায় দর্শিতং মদ্ভবং মদ্বিষয়কং অনন্তরং ত্বনিচ্ছয়া বালোঽপি ভবিষ্যামীতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ময়ি ভবতীতি মদ্ভবং মদ্বিষয়ং মর্ত্যলিঙ্গেন মেয়েত্যহন্তা স্বয়ং পরিপূর্ণ স্বরূপোমর্ত্যলিঙ্গো দ্বিভুজ এব নরাকৃতিপরব্রহ্মত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

হে সতি! কেবল পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করাইবার জন্যই তোমাদিগকে আমার এই অপূর্ব্ব রূপ প্রদর্শন করাইলাম, নতুবা মানবদেহ অবলম্বনে আমার স্বরূপের প্রকটন হয় না এবং সংসারপ্রবাহে পতিত মানবেরও মদ্বিষয়কজ্ঞান নিতান্তই দুর্ল্লভ ॥ ৩৫ ॥

আভাস।

পুত্রোৎপাদনার্থ যত্ন না করিয়া, তাঁহারা ভব-বন্ধন ছেদী ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বহুকালের কঠোর তপস্যায় ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া বরদানার্থ উপস্থিত হইলে অতৃপ্ত পুত্রপ্রেম তাঁহাদের হৃদয়ের কেন্দ্রস্থান হইতে প্রচ্ছন্ন ভাবে দেখা দিতে লাগিল। এদিকে পুত্রপ্রেম ওদিকে ঈশ্বরপ্রেম; বসুদেব ও দেবকীর হৃদয়ে এই প্রেমদ্বয়ের দ্বন্দ উপস্থিত হইল। অবশ্য ভগবৎপ্রেমের প্রভাবে পুত্রপ্রেম অভিভূত ও বিনষ্ট হইতে পারিত বটে, কিন্তু অপরিতৃপ্তি নিবন্ধন পাছে পুত্রপ্রেমের আবাসভূমি ভক্তহৃদয় এই উপদ্রব উপলক্ষে মর্দ্দিত ও ব্যথিত হয়, ভগবান স্বয়ং এই দুই রূপেই আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে উভয় প্রেমেই কৃতার্থ করিলেন। ৩৪ ॥

তিনি দেবকী ও বসুদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি আমার স্বরূপের পরিচায়ক নহে; কারণ ইহাও আংশিক নরাকার মূর্ত্তি। তবে তোমাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া যে রূপ অবলম্বনে আবির্ভূত হইয়া বর প্রদান করিয়াছিলাম এবং উপর্য্যুপরি তিন বার তোমাদের পুত্ররূপে যে, আমিই জন্মগ্রহণ করিলাম তাহার পরিচয় স্বরূপেই এই চতুর্ভুজ বরদাতার মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছি।

যুবাং মাং পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন বা সকৃৎ।
চিন্তয়ন্তৌ কৃতস্নেহৌ যাস্যেথে মদ্গতিং পরাং।
শ্রীশুক উবাচ॥
ইত্যুক্ত্বাসীদ্ধরিস্তূষ্ণীং ভগবানাত্মমায়য়া।
পিত্রোঃ সংপশ্যতোঃ সদ্যোবভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ॥ ৩৬॥

অন্বয়ঃ।

হে পিতরৌ মাং ব্রহ্মভাবেন সকৃৎ বারমেকং চিন্তয়ন্তৌ বা পুত্ররূপেণ সকৃত স্নেহবন্তৌ যুবাং পরাং সংসারাতীতাং মদ্গতিং বৈকুণ্ঠাখ্যাং যাস্যেথে॥ শ্রীশুক উবাচ। ভগবান্ হরিঃ ইতি উক্ত্বা তূষ্ণীং নিস্তব্ধঃ বভূব (তথা) পিত্রোঃ সংপশ্যতোঃ সদ্যঃ তৎক্ষণং (এব) প্রাকৃতঃ শিশুঃ বভূব॥ ৩৬॥

শ্রীধরস্বামী।

নন্থ ত্বয়ি প্রসন্নেঽপি কথমাবয়োঃ পুনঃ পুনর্জন্মেতি অতঃ পরং ন ভবিষ্যতীত্যাহ যুবামিতি॥ ৩৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

এবং স্বপিতৃত্বাৎ স্বমন্ত্রোপাসনাপটলোক্তবসুদেবাদিধ্যানপূজাদীনাং সার্ব্বকালিকত্ব-প্রদর্শনমপ্যন্যথানুপপত্তিসিদ্ধং তয়োর্নিত্যসিদ্ধত্বং সংগোপ্য প্রেমবর্দ্ধনার্থং সাধকত্বমেব খ্যাপয়ন্ সিদ্ধিং প্রতিশ্রুত্য তাবানন্দয়তি। যুবা মতি। বস্তুতশ্চায়মর্থঃ। মম প্রথমা গতিরদ্যতনী গোকুলং প্রতি যাত্বেকাদশে বর্ষে মথুরাং প্রতি পুনর্ভাবিনী তাং পরাং মদ্গতিং যুবাং যাস্যেথে প্রাপ্স্যথঃ যস্যথ ইত্যর্থঃ। সাম্প্রতন্তু ময়া সহ যুবয়োর্বিচ্ছেদে এব ভবতীত্যর্থঃ॥

আত্মমায়য়া আত্মমায়া তদিচ্ছাস্যাদগুণমায়াজড়াত্মিকেতি মহাসংহিতাবচনাদাত্মেচ্ছয়া প্রাকৃতঃ প্রকৃতিশ্চ স্বরূপঞ্চ স্বভাবশ্চেতি পর্য্যায়াৎ প্রকৃতিসিদ্ধমিদং হি মহাত্মনামিতি শিষ্টপ্রয়োগাচ্চ স্বভাবসিদ্ধ ইত্যেবার্থঃ। অর্থান্তরস্য ন চাস্য র্নবহির্যস্যেত্যাদ্যে ববন্ধ প্রাকৃতং যথেত্যগ্রিমে বাক্যে দার্ষ্টান্তিকদৃষ্টান্তাভ্যাং নিরসনীয়ত্বাৎ॥ ৩৬॥

হে তাত! হে মাত! আপনারা যদি আমাকে একবার মাত্র ব্রহ্মভাবে চিন্তা করেন, বা পুত্রভাবে যদি স্নেহ করেন তাহা হইলেই সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া উৎকৃষ্ট মদীয় বৈকুণ্ঠে আরোহণ করিবেন, সন্দেহ নাই।

শুকদেব বলিলেন, ভগবান হরি জনক জননীকে এইরূপ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করত ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইলেন এবং তাঁহাদের সমক্ষেই স্বকীয় রূপ সম্বরণ পূর্ব্বক প্রাকৃত শিশুরূপ ধারণ করিলেন॥ ৩৬॥

আভাস।

পুত্র প্রেমের অনুরোধে তোমাদের কোন দুর্গতির সম্ভাবনা নাই। কারণ প্রেমের আধার এক আমিই। জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক যদি কেহ

ততশ্চ শৌরি র্ভগবৎপ্রচোদিতঃ সুতং সমাদায় স সূতিকাগৃহাৎ।

অন্বয়ঃ।

ততঃ ভগবৎপ্রচোদিতঃ শ্রীকৃষ্ণেন আজ্ঞপ্তঃ, শৌরিঃ বসুদেবঃ, যদা সুতং সমাদায় গৃহীত্বা, সূতিকাগৃহাৎ বহিঃ গন্তুং ইয়েষ ঐচ্ছৎ, তদা চ যা অজা জন্মরহিতা, যোগমায়া

শ্রীধরস্বামী।

যদি কংসাদ্ভীতোঽসি তর্হি মাং গোকুলং নয় যশোদায়াশ্চ কন্যাং মন্মায়ামানয়েতি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভগবতা প্রচোদিতঃ। যদি বিভেষি তর্হি মাং গোকুলং নয় যশোদায়াশ্চ তাং কন্যাং মন্মায়ামানয়েত্যাদিষ্টঃ স বসুদেবঃ স্বপাদনিগড়ং স্বয়মেব স্রস্তং বীক্ষ্য যদা গন্তুমৈচ্ছৎ তদা সা নন্দজায়য়া নিমিত্তভূতয়া অজনি জাতা। কিঞ্চ গর্ভকালে ত্বসংপূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ। দেবকি চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদেতি হরিবংশবাক্যে সমং সহ সমকালমেব সুষুবাত ইতি তত্রাবগমাদত্র তু দেবকী প্রসবোত্তরকাল এব যশোদা প্রসবদর্শনা-

---

তখন বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় অনুসারে স্থানান্তরিত করিবার মানসে পুত্র লইয়া যেমন সূতিকাগার হইতে বহির্গত হইতে ইচ্ছা করিলেন,

আভাস।

বিষমোদক ভোজন করে, বিষের ধর্ম্মে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইবে সন্দেহ নাই; সেইরূপ আমাকে যে যে ভাবেই চিন্তা করুক না, ঈশ্বর চিন্তার ফল তাহাকে পাইতে হইবে সন্দেহ নাই। তোমরা আমাকে পুত্রভাবে স্নেহ কর বা ব্রহ্মভাবে চিন্তা কর এই জন্মেই পুত্রপ্রেমে পরিতৃপ্ত হইবে; আমার পরমা গতি বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইবে; আর জন্মান্তর অনুভব করিতে হইবে না॥ ৫৬॥

ভগবান্ বসুদেবকে বলিলেন, যদি কংসভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া থাক, তবে আমাকে গোকুলে লইয়া চল! তথায় আমাকে রাখিয়া, যশোদার গর্ভজাত কন্যাকে এখানে আনয়ন কর! যাঁহাকে স্মরণ করিলে বা যাঁহার নাম গ্রহণ করিলে ভববন্ধন-মোচন হয়, সেই স্বয়ং বিষ্ণু পুত্ররূপে তাঁহার গৃহে অবতীর্ণ, সামান্য লৌকিক বন্ধনে তাঁহার কি হইতে পারে! বসুদেব প্রেমের আধার, ভক্তির পুত্তলী কৃষ্ণরত্নকে বাহুযুগলে আলিঙ্গন করত যেমন বক্ষে উত্তোলন করিলেন, অমনি তাঁহার পাদসংলগ্ন শৃঙ্খল আপনি খুলিয়া গেল; তিনি নিরুদ্বেগে গোকুলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে, শ্রীকৃষ্ণজন্মের সমকালেই অযোনিসম্ভবা যোগমায়া যশোদাকে উপলক্ষ করিয়া, আবির্ভূত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মসম্বন্ধে কোন টীকাকার এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, হরিবংশের উক্তি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ দেবকী ও যশোদা এই উভয়ের গর্ভ হইতেই সমকালে জন্মগ্রহণ করেন। হরিবংশে উক্ত হইয়াছে যে, "গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ। দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা"।

যদা বহির্গর্ভনিমেষ তর্হ্যজা যা যোগমায়াঽজনি নন্দজায়য়া ॥ ৩৭ ॥
তয়া হৃতপ্রত্যয়সর্ব্ববৃত্তিষু দ্বাঃস্থেষু পৌরেষুচ শায়িতেষথ।

অন্বয়ঃ

সা নন্দজায়য়া নিমিত্তভূতয়া যশোদয়া, অজনি জাতা ॥ ৩৭ ॥

অথ তয়া যোগমায়য়া, হৃতপ্রত্যয়সর্ব্ববৃত্তিষু সমাচ্ছাদিতেন্দ্রিয়বৃত্তিষু দ্বাঃস্থেষু দ্বারপালেষু

শ্রীধরস্বামী।

প্রথমমেব ভগবতা প্রচোদিতো বসুদেবো যদা গন্তুমৈচ্ছৎ তদৈবচ যা অজাপি যোগমায়া সা নন্দজায়য়া নিমিত্তমাত্রভূতয়া অজনি জাতা ॥ ৩৭ ॥

হৃতাঃ প্রত্যয়ার্থাঃ সর্ব্ববৃত্তয়ো যেষাং অথবা হৃতাঃ প্রত্যয়া অন্যাশ্চ সর্ব্বা বৃত্তয়ো যেষাং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

উভয়োরেব শাস্ত্রবাক্যয়োরতিপ্রামাণ্যাদেবমবসীয়তে। যদৈব দেবকী কৃষ্ণং সুষুবে তদৈব যশোদাপি কৃষ্ণং সুষুবে তদনন্তরসময়ে যোগমায়াঞ্চ সুষুবে ইতি কালভেদেন তস্যা দ্বিঃ প্রসব এবেত্যত এব অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্টমহাভুজেতি বক্ষ্যতে। কিঞ্চ যশোদা-প্রসূতস্য কৃষ্ণস্য চতুর্ভুজত্বাভ্যুপগমেনারাকৃতিপরব্রহ্মত্বাচ্চ দ্বিভুজত্বমেব বুদ্ধ্যেত ইতি ॥ ৩৭ ॥

তয়া যোগমায়য়া হৃতাঃ যস্য জ্ঞানস্য সর্ব্বা বৃত্তয়োযেষাং তেষু দ্বাঃস্থেষু দ্বারপালেষু শায়িতেষু স্বংস্থিতি জ্ঞানহরণং যোগমায়াংশভূতায়া মায়ায়াঃ কার্য্যং। যা দ্বারঃ

তৎসময়েই অযোনিসম্ভবা যোগমায়া নন্দপত্নী যশোদার গর্ভ হইতে সমুৎপন্ন হইলেন ॥ ৩৭ ॥

সেই মহামায়ার প্রভাবে কংস কারাগারের প্রহরী ও নিকটস্থ পুরবাসী

আভাস।

গর্ভকাল সম্পূর্ণ না হইলেও দেবকী ও যশোদা এই উভয় স্ত্রী অষ্টম মাসে এক সময়ে প্রসব করিলেন। কিন্তু এখানে উক্ত হইয়াছে যে, বসুদেব যখন কৃষ্ণকে ক্রোড়ে করত গোকুলে যাইবার উদ্যম করিলেন, সেই সময়ে যশোদা যোগমায়াকে প্রসব করিলেন। এতদবস্থায় সমকালে প্রসব কিরূপে সম্ভব হয়? অতএব উভয় প্রামাণ্য শাস্ত্রের অনুরোধে এরূপ মীমাংসা করা যায় যে, দেবকী যে সময়ে কৃষ্ণকে প্রসব করিলেন, তৎসমকালে যশোদাও কৃষ্ণ প্রসব করিলেন; তৎপরে যশোদা আবার যোগমায়াকে প্রসব করিলেন। ইহাতে যশোদার দুইবার প্রসব করা হইল। এবং ভাগবতে পরে কথিত 'অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্টমহাভুজা" শ্রীকৃষ্ণের অনুজা (কনিষ্ঠা ভগ্নী) যোগমায়া গগনে দিব্যাস্ত্রধারিণী অষ্ট-ভুজারূপে প্রতীয়মানা হইলেন; এই শ্লোক অনুসারে যোগমায়াকে কনিষ্ঠা ভগ্নী বলাও সঙ্গত হয়। দেবকীর কৃষ্ণ চতুর্ভুজ মূর্ত্তিবিশিষ্ট; যশোদর কৃষ্ণ সম্বন্ধে তৎকালে কোন রূপের নির্ণয় না থাকাতে, নরাকৃতি পরব্রহ্ম দ্বিভুজ বলিয়াই জানিতে হইবে। এই টীকা-কারের অভিপ্রায় সম্বন্ধে পূর্ব্বাপর্য্য সমন্বয়ের দ্বারাই তাৎপর্য্য অবধারণ বিধেয় ॥ ৩৭ ॥

দ্বারশ্চ সর্ব্বাঃ পিহিতা দুরত্যয়া বৃহৎকবাটায়সকীলশৃঙ্খলৈঃ ॥ ৩৮ ॥
তাঃ কৃষ্ণবাহে বসুদেব আগতে স্বয়ং ব্যবর্য্যন্ত যথা তমো রবেঃ।

অন্বয়ঃ।

পৌরেষু শায়িতেষু মোহাধিক্যাৎ নিদ্রিতেষু সৎসু বৃহৎকবাটায়সকীলশৃঙ্খলৈঃ চ পিহিতাঃ রুদ্ধাঃ দুরতিক্রমনীয়াঃ সর্ব্বাঃ দ্বারাঃ ॥ ৩৮ ॥

রবেঃ সূর্য্যস্য (উদয়ে) তমো যথা তথা কৃষ্ণবাহে কৃষ্ণবাহকে বসুদেবে আগতে তাঃ সর্ব্বাঃ

শ্রীধরস্বামী।

জাগ্রতামপি তথা ভূতেষু দ্বারপালেষু সৎসু বৃহৎসু কবাটেষু লৌহকীলকযুক্তশৃঙ্খলৈ র্বৃহদ্ভিঃ কবাটাদিভি র্দুরত্যয়া ইতি বা ॥ ৩৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পিহিতাস্তাব্যবর্য্যন্ত ব্যব্রিয়ন্ত বিবৃতা ইত্যর্থঃ। বৃহৎ কবাটগতৈরায়সকীলশৃঙ্খলৈ-র্দুরত্যয়াঃ দুরতিক্রমাঃ ॥ ৩৮ ॥

রবের্নিমিত্তাৎ। উপাংশু মন্দ মন্দং গর্জ্জিতং যস্য সঃ। ফণৈশ্ছত্রীকৃতৈরিত্যর্থঃ।

সকল অচেতনপ্রায় হইয়া তৎকালে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। লৌহময় শৃঙ্খল ও অর্গলে দৃঢ় আবদ্ধ বৃহৎ বৃহৎ কবাট সমূহ উত্তমরূপে রুদ্ধ থাকায় সকলের দুরতিক্রমনীয় হইলেও ॥ ৩৮ ॥

দিবাকরের সন্দর্শনে নৈশ অন্ধকারের ন্যায়, বালরূপধারী স্বয়ং বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিয়া বসুদেবের সমীপাগমনেই দ্বার সকল আপনা আপনি উদ্ঘাটিত হইয়া গেল ॥ ৩৮ ॥

যোগমায়া আবির্ভূত হইয়া কৃষ্ণকার্য্যেই নিযুক্তা হইলেন। কংস কারাগারের প্রহরী কংসভয়ে বিলক্ষণ সতর্কতার সহিত প্রসব কালের প্রতীক্ষা করিলেও মহামায়ার প্রভাবে তাহারা সকলে সেই সময় নিদ্রায় অভিভূত ও হতচেতন হইয়াছিল। ভগবানকে যে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে তাহার মনোভীষ্টপূর্ণ সম্বন্ধে জগতে কোন বাধাই থাকে না, ভগবান্ নিজেই তাহার আয়োজন করিয়া থাকেন। এখানে ভক্তের অনুরোধে ভগবান্ প্রাকৃত শিশু হইলেন; পিতৃভয়ের অনুকরণে ভীতের ন্যায় গোকুলে গমন করিলেন। মনুষ্যের ইচ্ছায় কি হইতে পারে? ভগবদিচ্ছায় গমনের প্রতিবন্ধক তাদৃশ লৌহ শৃঙ্খল ও কীলক-বিশিষ্ট দুরতিক্রমনীয় বৃহৎ কবাট সকল আপনিই উদ্ঘাটিত হইয়া গেল ॥ ৩৮ ॥

"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দোণশ্চনির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥" "কৃষি" অর্থে (ভূঃ) সত্তা, এবং "ণঃ" নির্বৃতি। এই উভয়ের ঐক্য সদানন্দ চৈতন্যঘন ব্রহ্মই কৃষ্ণ শব্দের লক্ষণ। অতএব সর্ব্বচিত্তাকর্ষক পরমানন্দ মূর্ত্তিই শ্রীকৃষ্ণ। অথবা সংসার বন্ধনকে যিনি কর্ষণ অর্থাৎ হরণ করেন, তিনিই কৃষ্ণ। বসুদেব তাদৃশ জগতের

ববর্ষ পর্জন্য উপাংশু গর্জ্জিতঃ শেষোঽন্বগাদ্বারি নিবারয়ন্ ফণৈঃ ॥ ৩৯ ॥
মঘোনি বর্ষত্যসকৃদ্ যমানুজা গম্ভীরতোয়ৌঘ-জবোর্ম্মি-ফেণিলা।
ভয়ানকাবর্ত্তশতাকুলা নদী মার্গং দদৌ সিন্ধুরিব শ্রিয়ঃপতেঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ।

দ্বারঃ, স্বয়ং এবং ব্যবর্য্যন্ত বিবৃতাঃ বভূবুঃ। পর্জ্জন্যঃ মেঘঃ উপাংশুগর্জ্জিতঃ মন্দগর্জ্জিতঃ ববর্ষ, (তদৈব) শেষঃ অনন্তঃ ফণৈঃ বারি নিবারয়ন্ অনু পশ্চাৎ অগাৎ গতবান্ ॥৩৯॥

মঘোনি ইন্দ্রে, অসকৃৎ বর্ষতি সতি গম্ভীরতোয়ৌঘজবোর্ম্মিফেণিলা প্রচুরজলপ্রবাহ-জন্যতরঙ্গফেণবিশিষ্টা, ভয়ানকাবর্ত্তশতাকুলা নদী যমানুজা যমুনা শ্রিয়ঃপতেঃ সীতাপতেঃ সিন্ধুঃ ইব মার্গং দদৌ ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

স্বয়মেব ব্যবর্য্যন্ত বিবৃতা ইত্যর্থঃ। ব্যব্রিয়ন্তেতি বক্তব্যে গুণশ্ছান্দসঃ। রবেনিমিত্তাৎ ॥৩৯॥

গম্ভীরো যস্তোয়ৌঘস্তস্য জবেন যে উর্ম্ময়স্তৈঃ ফেণিলা ফেণব্যাপ্তা ভয়ানকৈরাবর্ত্তশতৈ-র্ব্যাপ্তাপি শ্রিয়ঃপতে সীতাপতেঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শয্যাশনপরীধানপাদুকাছত্রচামরৈঃ। কিং নাভূত্তস্য কৃষ্ণস্য মূর্ত্তিভেদৈশ্চ মূর্ত্তিমিতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণাৎ ॥৩৯॥

তোয়ৌঘ স্তোয়সমূহঃ। শ্রিয়ঃপতেঃ সীতাপতেঃ ॥৪০॥

হইতে উন্মোচিত হইয়া গেল। ধীর ও গম্ভীর ভাবে গর্জ্জন করত বারিবাহ বারি বর্ষণ করিতে লাগিল; অনন্তদেব বসুদেবের উপরে ফণা বিস্তার-পূর্ব্বক বৃষ্টি নিবারণ করত তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন ॥ ৩৯ ॥

ইন্দ্রদেবের প্রচুর বর্ষণে গম্ভীরতোয়া যমুনা প্রবলবেগ ধারণ করত তরঙ্গমালায় উচ্ছলিত হইয়া, প্রবাহিত হইতে লাগিল; কিন্তু সীতাপতির শুভাগমনে সিন্ধুর ন্যায় কৃষ্ণবাহী বসুদেবকে অতিক্রমণার্থ যমুনা পথ প্রদান করিলেন ॥ ৪০ ॥

আভাস।

শরণ্য দীননাথকে আজ বক্ষে করিয়া গমন করিতেছেন দেখিয়া, প্রাকৃতিক জগৎও আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। দেবেন্দ্র, আনন্দমকরন্দ হরির সন্দর্শনে পুলকিত হইয়া, শ্যামল জলদরাশি বিকীরণ করত, মৃদুমন্দ গর্জ্জনচ্ছলে অস্ফুট স্তব করিতে করিতে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তদেব অবসর বুঝিয়া ভক্ত ও ভগবান্ উভয়ের মস্তকো-পরি ফণা বিস্তার পূর্ব্বক ছত্রের কার্য্য করিতে লাগিলেন ॥৩৯॥

নন্দব্রজং শৌরিরুপেত্য তত্র তান্ গোপান্ সুষুপ্তানুপলভ্য নিদ্রয়া।
শিশুং যশোদাশয়নে নিধায় তৎসুতামুপাদায় পুনর্গৃহানগাৎ ॥ ৪১ ॥
দেবক্যাঃ শয়নে ন্যস্য বসুদেবোঽথ দারিকাং।
প্রতিমুচ্য পদো র্লৌহমাস্তে পূর্ব্ববদাবৃতঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ।

ততঃ শৌরিঃ নন্দব্রজং গোকুলং উপেত্য তত্র তান্ গোপান্ নিদ্রয়া সুষুপ্তান্ উপলভ্য জ্ঞাত্বা, যশোদাশয়নে শিশুং নিধায় সংস্থাপ্য তৎসুতাং উপাদায় পুনঃ গৃহান্ অগাৎ ॥৪১॥

অথ বসুদেবঃ দেবক্যাঃ শয়নে শয্যায়াং, দারিকাং, কন্যাং, ন্যস্য স্থাপয়িত্বা, পদোঃ পাদয়োঃ, লৌহং নিগড়ং প্রতিমুচ্য বদ্ধা, পূর্ব্ববৎ আবৃতঃ আস্তে স্ম আস ॥৪২॥

শ্রীধরস্বামী।

নিদ্রয়া অজয়া ॥৪১॥

প্রতিমুচ্য বদ্ধা, পদোঃ পাদয়োঃ, লৌহং নিগড়ং, আস্তে স্ম ॥৪২॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তৎসুতামুপাদায়েতি কংসাৎ স্বপুত্রস্য রক্ষণং মিত্রপুত্র্যা বধং জানতোঽপি পরম-ধার্ম্মিকস্যাপি বসুদেবস্যায়মন্যায়ো ন দূষণং প্রত্যুত ভূষণমেব পুত্রীভূতে ভগবতি বর্দ্ধিষ্ণু-স্নেহেনৈব তাদৃশবিবেকাপহারাৎ ॥৪১॥

প্রতিমুচ্য বদ্ধা পদয়োর্লৌহং নিগড়ং আবৃতঃ আস্তে স্ম ॥৪২॥

অনন্তর শূরবংশাবতংস বসুদেব নন্দরাজের গোকুলে প্রবেশ পূর্ব্বক নিদ্রাভিভূত গোপগণের অজ্ঞাতসারে যশোদার শয্যায় নিজ পুত্রকে সংস্থাপিত করিলেন এবং তদীয় কন্যা গ্রহণ করিয়া স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪১ ॥

গৃহে উপস্থিত হইয়া, দেবকীর শয্যায় কন্যাটী রাখিয়া স্বীয় চরণে পূর্ব্বের ন্যায় শৃঙ্খল বন্ধন করিয়া রহিলেন ॥ ৪২ ॥

আভাস।

বস্তুত নৈসর্গিক জগৎ ভক্তের ঐশ্বর্য্য দর্শনে আপনাদের অকৃতার্থতা নিবন্ধনই ঈদৃশ বিকট মূর্ত্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক বসুদেবের আতঙ্ক উত্থাপন করিয়াছিল; কিন্তু পরিণামে সে সকলই তাঁহার অনুকূল সাধন করিল। মেঘের উদয়ে ঘোর অন্ধকার, বারিবর্ষণ ও যমুনায় প্রবল বেগ এই সমস্ত দুর্য্যোগ সহায়ে অন্যের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে কৃষ্ণকে গোকুলে লইয়া গেলেন। ইহারা কেহই তাঁহার প্রতি বন্ধক হইল না ॥৪০॥

পরম ধার্ম্মিক বসুদেব স্বীয় পুত্রের প্রাণ-রক্ষার্থ তাঁহাকে গোপনে গোকুলে রাখিয়া আসিলেন এবং কংস হস্তে কোনমতে অব্যাহতি নাই জানিয়াও, কি প্রকারে মিত্র নন্দরাজের কন্যাকে কালস্বরূপ কংসের হস্তে সমর্পণার্থ আনয়ন করিলেন? ইহাতে কি তাঁহার ধর্ম্মবিরুদ্ধ

যশোদা নন্দপত্নী চ জাতং পরমবুধ্যত।

অন্বয়ঃ

পরিশ্রান্তা নন্দপত্নী যশোদা জাতং এব পরম্ কেবলং ন তল্লিঙ্গং (পুত্রঃ কন্যা বা ইতি)

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পরং কেবলং জাতমবুধ্যত নতু পুত্রঃ কন্যা বেতি। তস্য জাতস্য চিহ্নং। তত্র হেতুঃ পরিশ্রান্তা অতিসৌকুমার্য্যাৎ প্রসবোত্থশ্রমযুতা প্রসবান্তে চ'নন্দেন শ্রমোপশান্ত্যা চ নিদ্রয়েতি। কিঞ্চাত্র চকার উক্তসমুচ্চয়ে। যথা বসুদেবপত্নী তথা নন্দপত্নী চ জাতং স্বগর্ভাদুৎপন্নমপত্যং পরং সর্ব্বোৎকৃষ্টং অবুধ্যত তন্মাধুর্য্যাস্বাদশক্ত্যৈব তদ্দত্তয়া তদীয়-স্বরূপভূতানন্দমনুভবগোচরী চকারেত্যর্থঃ। কিন্তু তস্য লিঙ্গং পরমেশ্বরোঽয়মেবেতি লিঙ্গং বিশেষং ন অবুধ্যতেতি ভেদঃ। নমু তস্যা গর্ভজঃ কৃষ্ণ ইতি ন প্রসিদ্ধং তত্রাহ যশোদা তদ্যশো দদাতি দেবক্যৈ সখীভাবাৎ। দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ। অতঃ সখ্যমভূত্তস্যা দেবক্যা শৌরীজায়য়েত্যাদি পুরাণবচনাবগতাদিত্যর্থঃ। ব্যাখ্যানমিদং

এদিকে নন্দপত্নী যশোদা পরিশ্রান্ত ও মায়াবিমোহিত হইয়া প্রসবের পরই নিদ্রিত হইলেন। এমন কি, প্রসব করিয়াছেন মাত্র; কিন্তু পুত্র কি কন্যা,

আভাস।

ঘোর স্বার্থপরতার পরিচয় হয় নাই বলিয়া, সন্দেহ করা উচিত নহে। কারণ লৌকিক ব্যবহারে দূষণীয় হইলেও, পারমার্থিকভাবে ইহা তাঁহার গুণেরই পরিচায়ক। ভক্ত বসুদেব ভগবানকে পুত্ররূপে লাভ ক'রয়া এতই প্রেমে মগ্ন হইয়াছিলেন যে, চির অভীষ্ট প্রাণ অপেক্ষা অধিক আদরণীয় ধর্ম্মের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে পারেন নাই। কারণ তাঁহার পক্ষে এ জগতে তাদৃশ পুত্রস্নেহের তুলনা ছিল না।৪১।

শ্রীকৃষ্ণপুত্র প্রসবে নন্দরাজেরও ব্রজভূমের কীর্ত্তি ও যশঃ বিস্তার করিবেন বলিয়াই তন্মাতা যশোদা নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, এবং তাদৃশ পুত্র উৎপাদনে জগৎকে আনন্দরসে প্লাবিত করিবেন বলিয়া, পিতা নন্দ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যশোদার অপর নাম ছিল দেবকী; সুতরাং বসুদেব পত্নী দেবকীর সহিত তাঁহার সখীভাব সংস্থাপিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভজাত সন্তান বলিয়া জনসমাজে পরিচিত ছিলেন না, যশোদা-নন্দনরূপেই পরিজ্ঞাত ছিলেন; কিন্তু যশোদা হৃদয়ের মণি, প্রাণের প্রাণ পুত্র রতন দেবকীকে সমর্পণ করত জগতে তাঁহার বিপুল যশঃ বিস্তার করিয়াই যশোদা নাম ধারণ করেন। তাঁহারা উভয়েই প্রসবকালে পরিশ্রান্ত হয়েন এবং প্রসবের পর অপূর্ব্ব নিধি লাভ করিয়াছি জানিয়াই, যোগমায়ার প্রভাবে নিদ্রিতা হইয়া পড়েন; কি প্রসব করিলেন, পুত্র কি কন্যা, তাহার কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। পূর্ব্বে কেবল মাত্র পরমানন্দ মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে জানিয়াছিলেন, পুত্র কন্যা আদান প্রদানের

নতল্লিঙ্গং পরিশ্রান্তা নিদ্রয়াপগতস্মৃতিঃ ॥ ৪৩ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণাবতারস্তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ৩ ॥ * ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

বহিরন্তঃপুরদ্বারঃ সর্ব্বাঃ পূর্ব্ববদাবৃতাঃ।

ততো বালধ্বনিং শ্রুত্বা গৃহপালাঃ সমুত্থিতাঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।

অবুধ্যত, যতঃ নিদ্রয়া অপগতস্মৃতিঃ স্মরণরহিতা আসীৎ ॥৪৩॥

ইতি দশমে তৃতীয়ঃ ॥

শ্রীশুক উবাচ। (যদা) সর্ব্বাঃ বহিরন্তঃপুরদ্বারঃ পূর্ব্ববৎ আবৃতাঃ লগ্নাঃ বভূবুঃ ততঃ গৃহপালাঃ বালধ্বনিং (জাতমাত্রস্য স্বভাবতো রোদনশব্দং) শ্রুত্বা সমুত্থিতাঃ লব্ধসংজ্ঞাঃ জাতাঃ ॥১॥

শ্রীধরস্বামী।

জাতং কিঞ্চিদিতি কেবলং অবুধ্যত নতু পুত্রঃ কন্যা বা ইতি নিদ্রয়া চ মোহিতেতি ॥৪৩॥

॥*॥ ইতি দশমে তৃতীয়ঃ ॥*॥

চতুর্থে চণ্ডিকাবাক্যমাকর্ণ্যাতিভয়াকুলঃ। দুর্ম্মন্ত্রিভির্হিতং মেনে কংসো বালাদিহিংসনং ॥১॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভাগবতামৃতবৈষ্ণবতোষণ্যানন্দবৃন্দাবনাদিসংমত্যৈবেতি নোপেক্ষণীয়ং ॥৪৩॥

॥*॥ ইতি সারার্থদর্শিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।

তৃতীয়ো দশমে স্কন্ধে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥*॥

মায়াবাক্যেন কংসস্যানুতাপো দেবকীক্ষমা।

দুর্ম্মন্ত্রিভির্মন্ত্রণা চ চতুর্থে কথ্যতে কথা ॥*॥

বালধ্বনিং জাতমাত্রবালকরোদনশব্দং। গৃহপালাঃ শ্বান ইব ॥১॥

তাহাও তাঁহার তখন জ্ঞান ছিল না ॥ ৪৩ ॥

ইতি দশমে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥

শুকদেব বলিলেন, এদিকে যখন বহির্দ্দেশস্থ ও অন্তঃপুরস্থ দ্বার সকল আভাস।

পর তাঁহাদের সংজ্ঞা হইল; তখন স্ব স্ব পুত্র ও কন্যা লাভে অতীব হৃষ্টচিত্তা হইলেন ॥৪৩॥

ইতি দশমে তৃতীয় ॥

চতুর্থ অধ্যায়ে কংস চণ্ডিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ে নিতান্তই অভিভূত হইয়াছিলেন

তে তু তূর্ণমুপব্রজ্য দেবক্যা গর্ভজন্ম তৎ।
আচখ্যু র্ভোজরাজায় যদুদ্বিগ্নঃ প্রতীক্ষতে ॥ ২ ॥
স তল্পাত্তূর্ণমুত্থায় কালোঽয়মিতি বিহ্বলঃ
সূতীগৃহমগাচ্ছীঘ্রং প্রস্খলন্মুক্তমূর্দ্ধজঃ।

অন্বয়ঃ।

তে তু তূর্ণং সত্বরং উপব্রজ্য সমীপং গত্বা দেবক্যাঃ তৎ অষ্টমং গর্ভজন্ম ভোজরাজায় কংসায় আচখ্যুঃ বিজ্ঞাপয়ামাসুঃ; যদুদ্বিগ্নঃ যস্মাৎ উৎকণ্ঠিতচিত্তঃ সন্ (সঃ) প্রতীক্ষতে ॥২॥

সঃ কংসঃ, অয়ং এব কালঃ (হননাবসরঃ বা মৃত্যুস্বরূপঃ) ইতি চিন্তয়িত্বা বিহ্বলঃ ভয়ব্যাকুলঃ সন্ তূর্ণং শীঘ্রং তল্পাৎ শয্যায়াঃ, উত্থায় প্রস্খলন্মুক্তমূর্দ্ধজঃ বিকীর্ণকেশজালঃ যথা তথা সূতীগৃহং শীঘ্রং অগাৎ।

শ্রীধরস্বামী।

তৎ অষ্টমং জন্ম ॥ ২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তদষ্টমং গর্ভজন্ম ॥ ২ ॥

কালঃ বালকং হন্তুময়মেব সময় ইতি। যদ্বা মন্মৃত্যুরিতি ভয়েন ॥

পূর্ব্বের ন্যায় পুনঃ রুদ্ধ হইল, তখন গৃহপালগণ ক্রমশঃ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল। তাহারা জাতমাত্র বালকের স্বভাবত রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিদ্রা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিল ॥ ১ ॥

এবং ত্বরিত বেগে কংসসমীপে গমন করত দেবকীর অষ্টম গর্ভের জন্মবার্ত্তা প্রদান করিল। ঐ দুরাত্মাও উৎকণ্ঠিতহৃদয়ে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল ॥ ২ ॥

মৃত্যুভয়ে ব্যাকুলচিত্ত কংস তখনই উপযুক্ত অবসর মনে করিয়া, তৎক্ষণাৎ শয্যা হইতে উত্থিত হইল এবং শিখা বন্ধনার্থ ক্ষণকালও বিলম্ব না করিয়া আলুলায়িত-কেশে সূতিকা গৃহে আগমন করিল।

আভাস।

এবং অসৎ মন্ত্রিগণের দুষ্টমন্ত্রণায় বালকবধই শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছিল, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে ॥

কংসনিযুক্ত প্রহরিগণ দেবকীর প্রসবকাল হইতে বসুদেবের প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত নিদ্রায় অচৈতন্য ছিল; পরে দ্বার সকল পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় রুদ্ধ হইলে তাহারা জাগ্রত হইল এবং প্রসূত বালকের রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া স্বপ্রভু কংসরাজকে বিজ্ঞাত করিল। কংসরাজ যখন শ্রবণ করিলেন যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভ প্রসূত হইয়াছে, তখনই তিনি

তমাহ ভ্রাতরং দেবী কৃপণা করুণং সতী।
স্নুষেয়ং তব কল্যাণ স্ত্রিয়ং মা হন্তু মর্হসি।
বহবো হিংসিতা ভ্রাতঃ শিশবঃ পাবকোপমাঃ।
ত্বয়া দৈবনিসৃষ্টেন পুত্রিকৈকা প্রদীয়তাং ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।

কৃপণা ভয়ব্যাকুলিতচিত্তা সতী দেবকী তং কংসং ভ্রাতরং করুণং (কাতর্য্যেণ) আহ, হে কল্যাণ! ইয়ং (মম কন্যা) তব স্নুষা পুত্রবধূঃ (ভবিষ্যতি অতঃ স্নেহার্হা, বিশেষতঃ) ত্বং স্ত্রিয়ং হন্তুং মা ন অর্হসি ॥

হে ভ্রাতঃ! দৈবনিসৃষ্টেন কালপ্রেরিতেন ত্বয়া পাবকোপমাঃ মে বহবঃ শিশবঃ হিংসিতাঃ হতাঃ, একা পুত্রিকা কন্যা, প্রদীয়তাং ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কালো মৃত্যুঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দেবী স্বপুত্রস্য গোপিতত্বাদন্তর্দ্যোতমানা। সখ্যাঃ কন্যেয়মপি জীবত্বিতি কৃপণা সতী তৎপ্রতারণে কোবিদা। স্নুষা তব ভাবিনঃ পুত্রস্যেয়ং বধূর্ভবিষ্যতীতি বুদ্ধ্যা। তদপি বলাদাচ্ছিদ্য জিঘৃক্ষন্তং তমাহ স্ত্রিয়ং পশ্যেয়মবলা হে কল্যাণেতি স্ত্রীবধোত্থপাপেন তবাকল্যাণং মা ভবত্বিতি ভাবঃ ॥

বহব ইতি। নির্দ্দয়ত্বমুক্ত্বা শঙ্কমানাহ দৈবেতি। মমৈবৈতদ্দুরদৃষ্টং তব কো দোষ ইতি ভাবঃ। প্রদীয়তামিত্যনেন ত্বয়াপি মাং শূন্যক্রোড়াং মাকুর্ব্বিতি দৈন্যং ॥ ৩ ॥

শোকসন্তপ্তা দেবকী ভ্রাতাকে আগত দেখিয়া অতি কাতরভাবে ও করুণবচনে বলিতে লাগিলেন। হে আয়ুষ্মন্! এই আমার কন্যা ভবিষ্যতে তোমার পুত্রবধূ হইবে; অতএব স্নেহের পাত্রী এই অবলা কন্যাকে বধ করা তোমার কোন মতে সঙ্গত নহে ॥

হে ভ্রাতঃ! তুমি কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই, জাজ্বল্যমান পাবকের ন্যায় দীপ্তিশালী আমার অনেকগুলি পুত্র নিহত করিয়াছ! এবারে এই একটীমাত্র কন্যা আমাকে প্রদান কর! ॥ ৩ ॥

আভাস।

মনে ধারণা করিলেন যে, এ বালক নহে! তাঁহার যম! হস্ত প্রসারণ করত তাঁহাকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইয়াছে। তখন মৃত্যুভয়ে নিতান্ত বিহ্বল ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইলেন; পরে প্রাণরক্ষার প্রত্যাশায় মনে করিলেন, আর কাল অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য নহে। বালক বড় হইলে আর তাঁহার কিছুতেই অব্যাহতি নাই, যদি এই বেলা প্রস্তুত অবস্থাতেই সন্তানকে নিধন করিতে পারেন, তবেই মঙ্গল! এই চিন্তা করিয়া

নন্বহং তেঽবরজা দীনা হতসুতা প্রভো।
দাতুমর্হসি মন্দায়া অঙ্গ মে চরমাং প্রজাং ॥ ৪ ॥
শ্রীশুক উবাচ ॥
উপগুহ্যাত্মজামেবং রুদন্ত্যা দীনদীনবৎ।
যাচিতস্তাং বিনির্ভর্ৎস্য হস্তাদাচিচ্ছিদে খলঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।

নন্থ হে প্রভো! হতসুতা নষ্টপ্রজা, দীনা অহং তে অবরজা কনিষ্ঠা ভগিনী। হে অঙ্গ মন্দায়াঃ মে ইয়ং চরমাং শেষভূতাং, প্রজাং কন্যাং, দাতুং অর্হসি ॥ ৪ ॥

শ্রীশুক উবাচ। আত্মজাং কন্যাং উপগুহ্য স্বক্রোড়ে স্বদেহেনৈব আচ্ছিদ্য, দীনদীনবৎ অতীবদুঃখিতা ইব রুদন্ত্যা দেবক্যা এবং যাচিতঃ প্রার্থিতঃ (অপি সঃ) খলঃ কংসঃ তাং দেবকীং বিনির্ভর্ৎস্য তিরস্কৃত্য হস্তাৎ (কন্যাং) আচিচ্ছিদে বলাৎ জগ্রাহ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অঙ্গ হে ভ্রাতঃ ॥ ৪ ॥

দীনদীনবৎ দীনাদপি দীন ইব নতু তথা পুত্রস্যান্যত্র নীতত্বাৎ সা চ যোগমায়েতি জ্ঞাতত্বাৎ যাচিতোঽপি খলঃ আচিচ্ছিদে আকৃষ্য জগ্রাহ ॥ ৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অঙ্গ হে ভ্রাতঃ ॥ ৪ ॥

এবমনেন প্রকারেণাত্মজাং স্বকন্যামিবেত্যর্থঃ। দীনদীনবৎ দীনাদপি দীনজন ইব নতু তথা তস্যাঃ স্বাপত্যত্বাভাবাৎ। তাং দেবকীং। আচিচ্ছিদে আকৃষ্য জগ্রাহ ॥ ৫ ॥

হে প্রভো! আমি তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী; পুত্রগণের শোকে আমার হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়াছে। এই আমার শেষ সন্তান কন্যাধনে আপনি এই হতভাগিনীকে আর বঞ্চিত করিবেন না ॥ ৪ ॥

শুকদেব রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেবকী এই প্রকার বলিয়া স্বীয় অঙ্ক মধ্যে কন্যাটীকে লুক্কায়িত করত রোদন করিতে লাগিলেন; কিন্তু পাপিষ্ঠ কংস তাঁহার ক্রন্দনে কর্ণপাতও করিল না; বরং দেবকীকে তিরস্কার করত তাঁহার হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক কন্যাটী কাড়িয়া লইল ॥ ৫ ॥

আভাস।

অকস্মাৎ শয্যা ত্যাগ করিয়া সূতিকা গৃহে উপস্থিত হইলেন। আসিবার সময় কোন অস্ত্র গ্রহণ করেন নাই; কারণ ভাবিলেন, যদি চক্রপাণি স্বয়ং হননার্থ আগমন করিয়া থাকেন, তখন আর তৎসমক্ষে অস্ত্রধারণ করা বৃথা; আর যদি প্রাকৃত বালক হয়, তবে তাহাকে বধ করিবার জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়া, জগতে অখ্যাতির ভাজন হইবেন না। এদিকে দেবকী

তাং গৃহীত্বা চরণয়ো র্জাতমাত্রাং স্বসুঃ সুতাং।
অপোথয়চ্ছিলাপৃষ্ঠে স্বার্থোন্মূলিতসৌহৃদঃ ॥ ৬ ॥
সা তদ্ধস্তাৎ সমুৎপত্য সদ্যোদেবাম্বরং গতা।
অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্টমহাভুজা।
দিব্যস্রগম্বরালেপ-রত্নাভরণভূষিতা।
ধনুঃ শূলেষু-চর্ম্মাসি-শঙ্খচক্র-গদাধরা।

অন্বয়ঃ।

স্বার্থোন্মূলিতসৌহৃদঃ স্বার্থেন ত্যক্তস্নেহঃ কংসঃ স্বসুঃ ভগিন্যাঃ, তাং জাতমাত্রাং গর্ভজলাদিক্লিন্নাং, সুতাং চরণয়োঃ গৃহীত্বা শিলাপৃষ্ঠে অপোথয়ৎ বলেন চিক্ষেপ ॥ ৬ ॥

বিষ্ণোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য অনুজা সা কন্যা তদ্ধস্তাৎ সমুৎপত্য নির্গত্য সদ্যঃ দেবী ভূত্বা অম্বরং গতা (সতী তত্র) সায়ুধা ষ্টমহাভুজা অদৃশ্যত ॥

তথা দিব্যস্রগম্বরালেপরত্নাভরণভূষিতা অপূর্ব্বমাল্য-বসন-গন্ধমণি-কাঞ্চনাদিভূষিতা, ধনুঃশূলেষু-চর্ম্মাদি-শঙ্খ-চক্র-গদাধরা সায়ুধাষ্টকরাম্বুজা।

শ্রীধরস্বামী।

অপোথয়ৎ বলেন চিক্ষেপ ॥ ৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অপোথয়ৎ বলেন চিক্ষেপ ॥ ৬ ॥

সমুৎপত্য অধঃক্ষিপ্যমাণাপি বলাদুৎপ্লুত্য। কংসাসুরস্যোত্তমাঙ্গে পাদং দত্ত্বা গতা-

---

এবং স্বার্থে অন্ধ হইয়া গর্ভজলাদি ক্লেদবিশিষ্ট সদ্যোজাত কন্যার পাদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক যেমন প্রস্তরোপরি নিক্ষেপ করিতেছিল ॥ ৬ ॥

অমনি সেই কৃষ্ণভগিনী যোগমায়া কন্যা কংসহস্ত হইতে পরিচ্যুত হইয়া গগনাভিমুখে আরোহণ পূর্ব্বক অস্ত্র শস্ত্র পরিশোভিতা অষ্টভুজা দেবীরূপ ধারণ করিলেন ॥

এবং দিব্য বসন, ভূষণ গন্ধ মাল্য ও আভরণাদিতে সুসজ্জিত হইয়া ধনুঃ, শূল, বাণ, চর্ম্ম, অসি, শঙ্খ, চক্র ও গদা প্রভৃতি অষ্টভুজে ধারণ করিয়াছিলেন ॥

আভাস।

মাংস লোলুপ হিংস্র শ্বাপদের ন্যায় আক্রমণার্থ সমাগত নরপিশাচ ভ্রাতাকে অবলোকন করিয়া, নানা প্রকার বিনয় ও নম্র বচনে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিলেন। পুত্রের পরিবর্ত্তে কন্যা জন্মিয়াছে, অতএব দৈববাণীরও বৈপরীত্য ঘটিয়াছে; এই যুক্তি প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু দুরাত্মা কংসের হৃদয়ে তাহার কিছুই স্পর্শ করিল না। সে ভগিনীস্নেহে ও তদপত্যস্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া কন্যাবধে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫ ॥

সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বৈরপ্সরঃকিন্নরোরগৈঃ।
উপাহৃতোরুবলিভিঃ স্তূয়মানেদমব্রবীৎ ॥ ৭ ॥
কিং ময়া হতয়া মন্দ জাতঃ খলু তবান্তকৃৎ।
যত্র ক্বচিৎ পূর্ব্বশত্রুর্মা হিংসীঃ কৃপণান্ বৃথা ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ।

উপাহৃতোরুবলিভিঃ, দত্তবলিভিঃ, সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বৈঃ অপ্সরঃকিন্নরোরগৈঃ স্তূয়মানা (সা) ইদং অব্রবীৎ ॥৭।

হে মন্দ নির্দ্দয়! ময়া হতয়া কিং? তব অন্তকৃৎ বিনাশকারী পূর্ব্বশত্রুঃ যত্র ক্বচিৎ অনির্দ্দিষ্টপ্রদেশে, খলু নিশ্চয়ঃ, জাতঃ। কৃপণান্ নিরপরাধান্, শিশূন্ বৃথা মা ন, অহিংসী ঘাতয় ॥৮॥

শ্রীধরস্বামী।

সদ্য এব দেবী ভূত্বা ॥ ৭ ॥

কৃপণানিতি অন্যান্ শিশূন্ হনিষ্যতীতি জ্ঞাত্বা বারয়তি। কৃপণামিতি পাঠে মা মাং কৃপণাং বৃথাঽহিংসীঃ হিংসিতবানসীতি। যদ্বা কৃপণাং দেবকীং ॥ ৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দিবমিতি ভবিষ্যোত্তরং। অনুজা বিষ্ণোরিতি কৃষ্ণস্য যশোদাগর্ভজত্বং সূচয়তি। সায়ুধাষ্টেত্যাদি কংসস্য ভীষণার্থং। স্ববাচি বিশ্বাসোৎপত্ত্যর্থঞ্চ ॥ ৭ ॥

ময়া হতয়া কিমিতি যস্মাহং হতাপ্যভবিষ্যমিত্যর্থঃ। যত্র ক্বচিৎ বক্তুমনর্হে দেশে ইত্যর্থঃ। কৃপণাং দেবকীং। কৃপণানিতি পাঠে অন্যান্ শিশূন্ ॥ ৮ ॥

সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরঃ, কিন্নর ও উরগগণ বিবিধ উপহার আনয়ন করত, তাঁহাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিল। হে রাজন্! তখন ঐ দেবী কংসকে সম্বোধন করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিলেন ॥ ৭ ॥

অরে মূর্খ! আমাকে বধ করিলে, তোমার কি উপকার হইবে! যিনি তোমাকে নিধন করিবেন, তোমার সেই পূর্ব্বশত্রু ইহার মধ্যেই কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে নিরপরাধী শিশুগণকে আর বৃথা ধ্বংস করিও না! ॥ ৮ ॥

আভাস।

হিতাহিত বিবেচনা-শূন্য কংস স্বার্থে অন্ধ হইয়া, কন্যারূপধারিণী জগন্মোহিনী যোগমায়ার উভয় চরণ ধারণ করত, তাঁহার হনন মানসে যেমন শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিতেছিল, অমনি সেই সদ্য প্রসূতা গর্ভজলাদি ক্লেদবিশিষ্টা কন্যারূপা জগদম্বা কংস-হস্ত হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, তাহার মস্তকে পদাঘাত করত গগনে উত্থিতা হইলেন। এবং কংসের ভয় ও বিশ্বাস উৎপাদনার্থ স্বয়ং অষ্টভুজা

ইতি প্রভাষ্য তং দেবী মায়া ভগবতী ভুবি।
বহুনামনিকেতেষু বহুনামা বভূব হ ॥ ৯ ॥
তয়াভিহিতমাকর্ণ্য কংসঃ পরমবিস্মিতঃ।
দেবকীং বসুদেবঞ্চ বিমুচ্য প্রশ্রিতোঽব্রবীৎ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ।

ভগবতী দেবী মায়া তং কংসং, ইতি এবং, প্রভাষ্য আদিশ্য, ভুবি বহুনামনিকেতেষু কামরূপাদিস্থানেষু বহুনামা (নানানামত্বেন পূজ্যা) বভূব হ ॥ ৯ ॥

তয়া দেব্যা অভিহিতং উক্তং, আকর্ণ্য শ্রুত্বা, পরমবিস্মিতঃ কংসঃ দেবকীং বসুদেবং চ বিমুচ্য প্রশ্রিতঃ নম্রঃ সন্ অব্রবীৎ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বহুনামসু নিকেতেষু বারাণস্যাদিস্থানেষু ॥ ৯ ॥
পরমবিস্মিতঃ কথং দৈবী বাক্ অনৃতা জাতেতি ॥ ১০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বহু নাম নিকেতেষু বারাণস্যাদি স্থলেষু ॥ ৯ ॥
পরমবিস্মিতঃ কথং মানুষ্যা দেবক্যা গর্ভে দুর্গাদেবী জাতা কথং বা দৈবী বাগনৃতা-ভূদিতি ॥ ১০ ॥

সর্ব্বৈশ্বর্য্যস্বরূপিণী দেবী যোগমায়া কংসকে ঐরূপ বলিয়া (বারাণস্যাদি) বিবিধ ক্ষেত্রে বিবিধনামে অধিষ্ঠিতা হইলেন ॥ ৯ ॥

কংস দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, নিতান্তই বিস্ময়াপন্ন হইল; তখন দেবকী ও বসুদেবকে নিগড়নির্ম্মুক্ত করিয়া বিনীতভাবে বলিতে লাগিল ॥ ১০ ॥

আভাস।

মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া বলিলেন, রে অল্পবুদ্ধে! আমাকে বধ করিয়া তোমার কি ফল হইবে? তোমার সংহারকারী মধুসূদন ইহার মধ্যেই কোন স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বিধাতার নির্ব্বন্ধ অলঙ্ঘনীয়। তুমি আর বৃথা দেবকীকে পীড়ন বা অন্যান্য শিশুগণের বধসাধনে কলঙ্কিত হইও না ॥ ৮ ॥

অনন্তর কংস মহামায়ার বাক্যে দৃঢ়প্রত্যয় করিয়া, দেবকী ও বসুদেবকে কারাগার হইতে নির্ম্মুক্ত করিল এবং মনে মনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, উপায়ান্তর চিন্তনে প্রবৃত্ত হইল। সে ভাবিল পূর্ব্বে রাক্ষসেরা আপনার সন্তানকে আপনি বিনষ্ট করিত; কিন্তু একদিন এক রাক্ষসীকে স্বীয় অপত্যভোজনে উদ্‌যোগিনী দেখিয়া, মহাদেবী তন্নিবারণার্থ রাক্ষস-শিশুকে বর প্রদান করেন যে, অদ্যাবধি রাক্ষসবালক জন্ম হইতেই প্রচুর সামর্থবান্ ও বৃহৎকায়-বিশিষ্ট হইবে। সদ্যপ্রসূতা কন্যার আকাশে উৎপতন দর্শনে ও বালকহত্যা-প্রযুক্ত নিজের

অহো ভগিন্যহো ভাম ময়া বাং বত পাপ্মনা।
পুরুষাদ ইবাপত্যং সুহৃদো হিংসিতাঃ সুতাঃ।
স ত্বহং ত্যক্তকারুণ্য স্ত্যক্তজ্ঞাতিসুহৃৎ খলঃ।
কান্নু লোকান্ গমিষ্যামি ব্রহ্মহেব মৃতঃ শ্বসন্।
দৈবমপ্যনৃতং বক্তি ন মর্ত্ত্যা এব কেবলং।
যদ্বিস্রম্ভাদহং পাপঃ স্বসু র্নিহতবান্ শিশূন্॥ ১১॥

অন্বয়ঃ।

হে ভগিনি হে ভাম ভগিনীপতে! বত খেদে পুরুষাদঃ রাক্ষসঃ (স্বং) অপত্যং ইব (যথা হিনস্তি তথা) পাপ্মনা পাপিষ্ঠেন, ময়া সুহৃদোঃ স্বজনয়োঃ, বাং যুবয়োঃ, সুতাঃ হিংসিতাঃ বিনষ্টাঃ॥

সঃ ত্যক্তকারুণ্যঃ নির্দ্দয়ঃ, ত্যক্তজ্ঞাতিসুহৃদ্ স্বজনবান্ধবদ্বেষ্টা, খলঃ ক্রূরমতিঃ, অহং ব্রহ্মহা ইব মৃতঃ (ইমং দেহং পরিত্যজ্য) শ্বসন্ (দেহান্তরং উপলভ্য) কান্ অন্ধতমান্ লোকান্ গমিষ্যামি ইত্যহং ন জানে॥

(যতঃ) কেবলং মর্ত্ত্যাঃ মানবাঃ এব ন, দৈবং অপি অনৃতং ব্যক্তি। যদ্বিস্রম্ভাৎ (যতঃ দৈববাণীং বিশ্বস্য এব) পাপঃ অহং স্বস্যুঃ ভগিন্যাঃ, সুতান্ নিহতবান্॥ ১১॥

শ্রীধরস্বামী।

হে ভাম ভগিনীভর্ত্তঃ পুরুষাদো যথা স্বাপত্যমপি হিনস্তি তদ্বৎ॥ ১১॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভাম হে ভগিনীপতে। পুরুষাদো রাক্ষসো যথা স্বাপত্যং হিনস্তি তদ্বৎ॥ ১১॥

হে ভগিনি ও ভগিনীপতে! ইহা অতীব দুঃখের বিষয় যে, রাক্ষস যেমন নির্দ্দয়তা প্রযুক্ত স্বীয় অপত্যের প্রাণ বধ করিয়া থাকে, দুর্ম্মতি পাপাত্মা আমিও সেইরূপ তোমাদের ন্যায় স্বজনের পুত্রগণকে অনায়াসে নিহত করিয়াছি!!

ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তির ন্যায়, জ্ঞাতি সুহৃদ্গণের দ্রোহকারী নির্দ্দয় ক্রূরমতি আমার ন্যায় ব্যক্তির মৃত্যুর পর যে, দুঃখসঙ্কুল কোন্ ভয়ানক নরকার্ণবে নিপতিত হইতে হইবে, তাহা কিছুই বুঝিতেছি না!॥

মর্ত্ত্য মানবেরাই মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমার প্রতিকূলাচরণ করিবার নিমিত্ত, দেবতাও মিথ্যা প্রয়োগ করিলেন! কারণ

আভাস।

পূর্ব্বকৃত অপরাধ স্মরণ করিয়া, সে আপনাকে রাক্ষস বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিল এবং নিজের অপরাধ ক্ষমাপণার্থ ভগিনী ও ভগিনীপতির সান্ত্বনায় যত্নবান্ হইল॥ ১০॥

মাশোচতং মহাভাগাবাত্মজান্ স্বকৃতং ভুজঃ।
জন্তবো ন সদৈকত্র দৈবাধীনাঃ সহাসতে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ।

হে মহাভাগৌ? যুবাং স্বকৃতভুজঃ স্বাদৃষ্টফলভাগিনঃ আত্মজান্ পুত্রান্ মা ন, অশোচতং (যতঃ) দৈবাধীনাঃ জন্তবঃ সদা একত্র সহ ন আসতে ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

হে মহাভাগৌ স্বকৃতংভুজঃ স্বারব্ধকর্ম্মভোক্তৃন্ কিঞ্চ জন্তবঃ প্রাণিনঃ সদা নাসতে কিন্ত্বল্পকালমেব, তত্রাপি একত্র নাসতে কিন্তু বিযুজ্যন্তে যতো দৈবাধীনাঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভুজ ইতি ক্বিবন্তং, স্বকৃতমিতি ষষ্ঠ্যভাব আর্ষঃ। মহাভাগাবিতি দুর্গাদেব্যেব আবয়োরাত্মজাভূৎ কিমন্যৈঃ সুতৈঃ স্বকৃতভুগ্‌ভিরিতি বিমর্শেন মাশোচতং। কিঞ্চ বিমর্শান্তর মপ্যাহ জন্তব ইত্যাদি ॥ ১২ ॥

"দেবকীর অষ্টম গর্ভ তোমার হন্তা" এই আকাশবাণীকে কেবল বিশ্বাস করিয়াই ভগিনীর পুত্রগণের বধরূপ এতাদৃশ পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম ॥ ১১ ॥

সে যাহাই হউক্, তোমরা অতি ভাগ্যবান্! স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ ফলভোগী আত্মজগণের জন্য আর শোক করিও না! দেখ! সকলেই দৈবের অধীন; তদধীনে কোন জীবই বহুকাল একত্র অবস্থিতি করিতে পারে না ॥ ১২ ॥

আভাস।

দেবকী ও বসুদেবকে প্রিয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক কংস বলিল, যেমন আমি তোমাদিগের পুত্র বিনাশ করিয়া তোমাদিগকে অতুল দুঃখসাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়াছি, সেই পাপে আমারও নিস্তার নাই! সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, দেখা যায়; কিন্তু নিরপরাধ বালকদিগকে বধ করাতে আমি যে, কোন্ নরকার্ণবে নিপতিত হইব! তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। কারণ নরকভোগ দ্বারা পাপীর প্রায়শ্চিত্ত হয়; কিন্তু আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, আমার এ পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। ঐহিক নিন্দা বশত আমার জীবনেও শান্তি নাই এবং মরণেও অনন্ত নরক।

আমি যে কেবল নিজবুদ্ধিদোষে নষ্ট হইলাম, এমত নহে; দেবতাগণও আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান; নতুবা মানবেই প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে জানি; দেবতারাও আমার নিমিত্ত দৈববাণী ছলে মিথ্যা কথায় আমাকে বঞ্চনা করিলেন! ॥ ১১ ॥

অতএব ভগিনি! তোমাদের পুত্র নিধনের কারণ কেবল একক আমি নহি! দেবতাগণও তোমাদের বিরূপ। কিন্তু আমি তোমাদিগকে পরম ধার্ম্মিক বুদ্ধিবিশিষ্ট ও নিতান্ত সৌভাগ্যবান্ বলিয়াই জ্ঞান করিতেছি। নতুবা তোমরা এরূপ কন্যাকে কখন উদরে ধারণ করিতে পারিতে না। সে যাহাই হউক্, দৈবের নিয়তি অখণ্ডনীয়। অল্পবুদ্ধি মানব

ভুবি ভৌমানি ভূতানি যথা যান্ত্যপযান্তি চ।
নায়মাত্মা তথৈতেষু বিপর্য্যেতি যথৈব ভূঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ।

ভুবি পৃথিব্যাং আশ্রিতানি ভৌমানি (ঘটাদীনি) যথা আয়ান্তি উৎপদ্যন্তে, অপযান্তি, নশ্যন্তি চ ভূতানি দেহাঃ (অপি তথা; কিন্তু) যথা ভূঃ (অপরিণম্যতয়া অবতিষ্ঠতে) তথা এব এতেষু দেহেষু (বর্ত্তমানঃ) অয়ং আত্মা ন বিপর্য্যেতি (জন্মাদিবিক্রিয়াং ন প্রাপ্নোতি॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সদা নাসত ইতি যদুক্তং জন্মমরণাদি তদপি দেহানামেবমাত্মন ইত্যাহ ভুবীতি। ভূতানি দেহা এব আয়ান্তি অপযান্তি চ ভবন্তি ন ভবন্তি চেত্যর্থঃ। যথা ভুবি ভৌমানি ঘটাদীনি তদ্বৎ। এতেষু ভূতেষু জন্মাদিভির্বিক্রিয়মাণেষ্বপি অয়মপরোক্ষতয়াভিজ্ঞায়মান আত্মা ন বিপর্য্যেতি বিপর্য্যয়ং ন প্রাপ্নোতি একরূপ এব বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। ভৌমেষু বিক্রিয়মানেষু যথা ভূস্তথেতি ॥ ১৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

আত্মানাত্মবিবেকেনাপি মাশোচতমিত্যাহ ভুবি ভূমৌ আশ্রিতানি ভৌমানি ঘটাদীনি আয়ান্তি জায়ন্তে অপযান্তি নশ্যন্তি চ। যথা তথৈব ভূতানি দেহা এব জায়ন্তে নশ্যন্তি চ। তথা এতেষু ভূতেষু দেহেষু বিপরিষৎসু জন্মাদ্যনেকবিকারং প্রাপ্নুবৎস্বপি অয়মপরোক্ষতয়া জ্ঞায়মান আত্মা ন বিপর্য্যেতি জন্মাদিবিকাররূপং বিপর্য্যয়ং নাপ্নোতি একরূপ এব বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। যথৈব ভূ র্ন বিপর্য্যেতি ভৌমেষু ঘটাদিষ্বনেকবিপর্য্যয়ং প্রাপ্নুবৎস্বপীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

যেমন পার্থিব পদার্থের উৎপত্তি বা বিনাশে পৃথিবীর কিছু যায় আসে না, ধরিত্রী সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ ভাবে চিরকাল বিদ্যমান থাকেন; সেইরূপ দেহাদি প্রাকৃতিক পদার্থের পরিণামে চৈতন্যাংশ আত্মার কোন বিপর্য্যয় ঘটে না ॥ ১৩ ॥

আভাস।

কিছুতেই দৈবের প্রতিকূলাচরণ করিতে পারে না। তোমরা মহাজ্ঞানী; তত্রাচ উপস্থিত প্রবোধার্থ আমি যতদূর অবগত হইয়াছি, তোমাদিগকে নিবেদন করিতেছি; শ্রবণ কর। জীবগণ পূর্ব্বজন্মার্জিত স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া দেহ আয়ুঃ ও ভোগ প্রাপ্ত হয়; প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয়ে ভগবৎপ্রদত্ত দেহাদি বিসর্জ্জন করত, পুনঃ সঞ্চিত বা কৃত কর্ম্মানুসারে আবার দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া, পরলোকে তদুপযোগী ফলভোগে নিয়োজিত হয়। সুতরাং কেহই চিরস্থায়ী নহে। সকলে অদৃষ্টের বশবর্ত্তী হইয়া জন্মমৃত্যুর প্রবাহে যাতায়াত করিতেছে ॥ ১২ ॥

এক আত্মাই অপরিণামী ও অক্ষয়। দেহাদিতেই অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে; আত্মার কখন নাশ বা উৎপত্তি সম্ভবে না। যেমন পৃথিবী হইতে কত শত সহস্র ঘট সরাবাদি

যথানেবংবিদাং ভেদো যত আত্মবিপর্য্যয়ঃ।
দেহযোগবিয়োগৌ চ সংসৃতি র্ন নিবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ।

যথা অনেবংবিদাং (দেহেষু বিক্রিয়মাণেষু অয়ং একরূপঃ আত্মা ন বিপর্য্যেতি ইতি অজ্ঞানতাং পুংসাং) আত্মবিপর্য্যয়ঃ দেহাত্মবুদ্ধিঃ (ভবতি) যতঃ ভেদঃ তস্মাৎ চ দেহযোগ-বিয়োগৌ জন্মমরণে এব, অতঃ সংসৃতিঃ ন নিবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

এবং বিচার্য্যমাণে সতি ন শোকাস্পদমস্তি অজানতাস্তু ন নিবর্ত্তত ইত্যাহ যথেতি যথা যথাবৎ অনেবংবিদাং এবমজানতাং আত্মবিপর্য্যয়ঃ দেহে আত্মবুদ্ধি র্ভবতি যতো বিপর্য্যয়াৎ ভেদো ভবতি দেহাহঙ্কারেণ আত্মনি পরিচ্ছিন্নে সতি ইদমহঙ্কারাস্পদং ভিন্নং ভবতি যতো ভেদাৎ পুত্রাদিদেহৈর্যোগশ্চ বিয়োগশ্চ ততঃ সংসৃতিঃ সুখদুঃখে ইতি যাবদজ্ঞানং ন নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অনেবম্বিদ এব আত্মতত্ত্বমজানতঃ শরীরমেবাত্মত্বেন জানত ইত্যর্থঃ। যথা যথাবদেব প্রথমং ভেদো ভবতি পৃথক্ পৃথক্ শরীরাণ্যেব পৃথক্ পৃথগাত্মান ইতি ভেদজ্ঞানং ভবতীত্যর্থঃ যতো ভেদাদেব আত্মনো বিপর্য্যয়ঃ জন্মাদিবিকাররূপবিপর্য্যয়প্রাপ্তিঃ। দেহজন্মমরণা-ভ্যামেবাত্মা জাতো মৃত ইতি জ্ঞানং ভবতীত্যর্থঃ। ততশ্চ দেহৈরেব পুত্রাদিভি র্যোগঃ সুখকারণং বিয়োগে দুঃখকারণঞ্চ ইয়মেব সংসৃতিঃ ॥ ১৪ ॥

যাহাদের এইরূপ বিচারবুদ্ধি নাই, তাহারাই কেবল দেহাদিকে আত্মা বলিয়া বিবেচনা করে; সুতরাং জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার-প্রবাহ তাহাদিগের পক্ষে দুস্পরিহরণীয় ॥ ১৪ ॥

আভাস।

প্রস্তুত হইয়া, নাম ও রূপাদিতে পরিলক্ষিত হইতেছে; আবার ভগ্ন হইয়া, অবশেষে মৃত্তিকাতেই পরিণত হয়; তাহাতে পৃথিবীর কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না; সেইরূপ জীব যত প্রকার দেহ যখন যখনই অবলম্বন করুক্ না, দেহের ক্ষয়ে বা ব্যয়ে জীবস্বরূপের কোন বৈপরীত্য কখন ঘটে না ॥ ১৩ ॥

কেবল দেহযোগে জীবচৈতন্যের একটী সম্পর্ক ঘটে। এই সম্পর্কের অনুরোধে, যে জীব আপনার চৈতন্যস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া, আসক্তি বশত দেহকে আত্মা বলিয়া অনুমান করে এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণেই প্রতিনিয়ত যত্নবান্ হয়, তাহারাই এই অনন্ত সংসার স্রোতে ভাসমান হইয়া, বারংবার দেহ ধারণে মৃত্যুর কবলে কবলিত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

তস্মাদ্ভদ্রে স্বতনয়ান্ময়া ব্যাপাদিতানপি
মানুশোচ যতঃ সর্ব্বঃ স্বকৃতং বিন্দতেঽবশঃ ॥ ১৫ ॥
যাবদ্ধতোঽস্মি হন্তাস্মীত্যাত্মানং মন্যতেঽস্বদৃক্।

অন্বয়ঃ

অতঃ হে ভদ্রে! তস্মাৎ ময়া ব্যাপাদিতান্, বিনাশিতান্ অপি স্বতনয়ান্ মা অনুশোচ; যতঃ সর্ব্বঃ প্রাণী অবশঃ সন্ স্বকৃতং পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম বিন্দতে ভজতে ॥ ১৫ ॥

অহং (পরেণ) হতঃ (অন্যস্য) অহং হন্তা বিনাশকারকঃ ইতি আত্মানং যাবৎ মন্যতে

শ্রীধরস্বামী।

এবমুক্তপ্রকারেণ ন তে তব তনয়াঃ। অহঞ্চ তান্ ন ঘাতিতবান্ তথাপ্যজ্ঞানদৃষ্ট্যা স্বতনয়ান্ ময়া ব্যাপাদিতানপি মানুশোচেতি সান্ত্বয়তি তস্মাদিতি। অজ্ঞানাশ্রয়মেব কর্ম্মবাদমাহ যত ইতি ॥ ১৫ ॥

কথং তর্হি ব্রাহ্মণাদিহন্তু স্তদ্ধতস্য চ প্রায়শ্চিত্তশ্রবণং অজ্ঞানমূলমেবেত্যাহ যাবদিতি।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তনয়ান্ দেহানামনাত্মত্বাৎ তনয়বুদ্ধ্যা তান্ বহির্দৃষ্ট্যা ময়া হতানপি মানুশোচেত্যর্থঃ। ময়া পঞ্চভূতাত্মকা দেহা এব হতা ইত্যতো ময্যপি দোষদৃষ্টি ন কার্য্যেতি ভাবঃ। মমৈবমাত্মতত্ত্বজ্ঞানং নাস্তীতি চেৎ তদপি মানুশোচেত্যাহ যত ইত্যাদি অজ্ঞানাশ্রয়ে কর্ম্মবাদেঽপ্যেবং বিচারেণ ন শোকাবকাশ ইতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

মম তু ত্বৎপুত্রহন্তৃত্বমেব তাবন্নাস্তি জ্ঞানিত্বাদিত্যাহ। যাবদিতি অস্বদৃক্ ন স্বমাত্মানং

অতএব হে ভদ্রে কল্যাণি! যদিও আমি তোমার পুত্রগণকে নিহত করিয়াছি সত্য! কিন্তু তাহাদিগের জন্য তোমার শোক করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে; তখন তাহার পরিহারের কোন উপায় নাই ॥ ১৫ ॥

আভাস।

অতএব তোমরা যাহাদিগকে তনয় বলিয়া প্রাণতুল্য প্রেম করিয়াছ এবং তাহাদের দেহ প্রাপ্তে আপনাদিগকে কত সুখী জ্ঞান করিয়াছ, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা দেহ নহে। দেহাতিরিক্ত বস্তু। সেই চৈতন্য বস্তুর কখন ধ্বংস হয় না; দেহই ধ্বংসের অধীন। যাহা ধ্বংসের অধীন, অদ্যই হউক্ বা দুই দিন পরেই হউক্! তাহার নিশ্চয়ই ধ্বংস হইবে। সেই ধ্বংসশীল দেহই আমি বিনষ্ট করিয়াছি মাত্র। তাহাতে যাহারা তোমাদের পুত্ররূপে আগমন করিয়াছিল, তাহাদের কোন ক্ষতি হয় নাই। কেবল তোমরা, যে নশ্বর দেহকে চিরস্থায়ী জ্ঞানে ভাল বাসিতে, সেই সমস্ত ক্ষণভঙ্গুর দেহেরই অপলাপ করা হইয়াছে মাত্র। তাহাদের মৃত্যুতেই বা আমার ক্ষমতা কি? সকলেই যখন স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে, তখন তাহাদেরও এমন কোন সঞ্চিত কর্ম্ম ছিল, যাহার প্রভাবে আমা কর্ত্তৃক তাহারা নিহত হইয়াছে। দেখ! সকলেই অদৃষ্টের অধীন! ॥ ১৫ ॥

তাবত্তদভিমান্যজ্ঞো বাধ্যবাধকতামিয়াৎ ॥ ১৬ ॥
ক্ষমধ্বং মম দৌরাত্ম্যং সাধবো বন্ধুবৎসলাঃ।
ইত্যুক্ত্বাশ্রুমুখঃ পাদৌ শ্যালঃ স্বস্রোরথাগ্রহীৎ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।

তাবৎ অস্বদৃক্ অনাত্মদর্শী তদভিমানী দেহাত্মজ্ঞানী অজ্ঞঃ অনভিজ্ঞঃ সঃ বাধ্যবাধকতাং বন্ধনদশাং ইয়াৎ ব্রজেৎ ॥ ১৬ ॥

হে বন্ধুবৎসলাঃ সাধবঃ! যূয়ং মম দৌরাত্ম্যং ক্ষমধ্বং ইতি উক্ত্বা শ্যালঃ কংসঃ অশ্রুমুখঃ সন্ স্বস্রোঃ দেবকীবসুদেবয়োঃ পাদৌ অথ অগ্রহীৎ ববন্দ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অস্বদৃক্ দেহাভিমানীতি তদভিমানী তস্য দেহস্য হননমাত্মনঃ অভিমন্যমান ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

শ্যালঃ কংসঃ স্বস্রোরিতি স্বসৃশব্দেন দ্বিবচনানুপপত্ত্যা মিথুনগণদ্বারা মিথুনলক্ষণয়া স্বসৃতৎপত্ত্যোরভিধানং লিঙ্গসমবায়ন্যায়েন প্রাণভৃত উপদধাতীতিবৎ দেবকীবসুদেবয়োঃ প্রত্যেকং পাদমগ্রহীদিত্যর্থঃ। শ্যালশব্দেন বা কথঞ্চিদ্বসুদেবাভিধানং ॥ ১৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পশ্যতি কিন্তু দেহমেব পশ্যত্যতোঽজ্ঞঃ। তেন মম দেহাভিমানাভাবাৎ। হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যত ইতি বচনান্ন ত্বংপুত্রহন্তৃত্বং নাপি বন্ধ ইতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

তদপি ময়ি পুত্রহন্তৃত্বমারোপ্যাধিকং চেদ্রোদিষি তর্হি সত্যমহং দুষ্ট এব বুদ্ধিপূর্ব্বকং পাপমকরমেব তত্র নিষ্কৃতির্যুষ্মৎকৃপৈবেত্যাহ ক্ষমধ্বমিতি। শ্যালঃ কংসঃ স্বস্রোরিতি দ্বিবচনানুপপত্ত্যা স্বসৃশব্দেন স্বসৃপতি র্লক্ষ্যতে ইত্যেকঃ স্বসৃশব্দো লক্ষকঃ অন্যো বাচকঃ তয়োরেকশেষাৎ স্বস্রো র্বসুদেবদেবক্যোঃ পাদৌ প্রত্যেকং পাদমগ্রহীদিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

দেহাভিমানী অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যৎকালে আমি হত বা হননকারী বোধে দেহনিষ্ঠ কার্য্য চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে আরোপ করে, তখনই কল্পনাজালে জড়ীভূত হইয়া, অজ্ঞানতা-নিবন্ধন পাপী ও পাপানুমোদীর রূপে অধঃপতিত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

কিন্তু দেখ! তোমরা সাধু ও বন্ধুগণের হিতকারী; আমার সেই সমস্ত অপারধকে তোমরা মার্জ্জনা কর! এই কথা বলিয়া কংস অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন করত ভগিনী ও ভগিনীপতির চরণ ধারণ করিল ॥ ১৭ ॥

আভাস।

দেহে অভিমান বশত আমি নিহত হইলাম বা অন্যকে বধ করিলাম এরূপ বোধ যাহাদের জন্মায়, তাহারাই সংসারী ও সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট অনুভব করিয়া থাকে। আমি আত্মস্বরূপ বিশেষ অবগত আছি। জ্ঞানের আলোকে তোমার পুত্রহন্তৃত্ব অপরাধ আমাকে কোনক্রমে স্পর্শ করে নাই ॥ ১৬ ॥

মোক্ষয়ামাস নিগড়াদ্বিস্রব্ধঃ কন্যকা-গিরা।
দেবকীং বসুদেবঞ্চ দর্শয়ন্নাত্মসৌহৃদং।
ভ্রাতুঃ সমনুতপ্তস্য ক্ষান্ত্বা রোষঞ্চ দেবকী।
ব্যসৃজদ্বসুদেবশ্চ প্রহস্য তমুবাচ হা
এবমেতন্মহারাজ যথা বদসি দেহিনাং।
অজ্ঞানপ্রভবাহংধীঃ স্বপরেতি ভিদা যতঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।

ততঃ কন্যকাগিরা ভগবতীবাণ্যা বিশ্রব্ধঃ বিশ্বস্তঃ সন্ আত্মসৌহৃদং সৌজন্যং দর্শয়ন্ দেবকীং বসুদেবং চ নিগড়াৎ লৌহশৃঙ্খলাৎ, মোক্ষয়ামাস ॥

দেবকী সমনুতপ্তস্য সম্যক্ অপরাদ্ধস্য ভ্রাতুঃ কংসস্য (অপরাধং) ক্ষান্ত্বা উপেক্ষ্য রোষং (শোকং) ব্যসৃজং তত্যাজ, বসুদেবঃ চ প্রহস্য তং হ স্ফুটং উবাচ ॥

হে মহারাজ! দেহিনাং (সম্বন্ধে) যথা বদসি এতৎ এবং এব। অজ্ঞানপ্রভবা ভ্রান্তিমূলা এব অহংধীঃ যতঃ অহংজ্ঞানাৎ হেতোঃ স্বঃ পরঃ ইতি ভিদা ভেদঃ জায়তে ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

আত্মসৌহৃদং প্রিয়বাদাদিনা দর্শয়ন্ ॥ ১৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নিগড়াৎ লৌহশৃঙ্খলতঃ ॥

ভ্রাতুরপরাধং ক্ষান্ত্বা রোষং শোকঞ্চ ॥

যতো হ্যহংধিয় এব হেতোরয়ং স্বঃ অয়ং পর ইতি ভিদা সহ সুপেতি সমাসঃ ॥ ১৮ ॥

তিনি গগনগামিনী কন্যার কথায় বিশ্বাস করিয়া, প্রিয় সম্ভাষণাদির দ্বারা সৌহার্দ প্রদর্শন পূর্ব্বক বসুদেব ও দেবকী উভয়কেই শৃঙ্খলমুক্ত করিল ॥

দেবী দেবকী অগ্রজকে আপনার ন্যায় সমান অনুতপ্ত মনে করিয়া, তাহার প্রতি রোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎকৃত সমস্ত অপরাধের মার্জ্জনা করিলেন; বসুদেবও ক্ষমা প্রদর্শন পূর্ব্বক সহাস্যবদনে কংসকে বলিলেন ॥

হে মহারাজ! দেহীর সম্বন্ধে তুমি যাহা বলিলে, ইহার সকলই সত্য! অজ্ঞানপ্রসূত অহংবুদ্ধি হইতেই আত্মীয় ও পর এই ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হয় ॥১৮॥

আভাস।

তবে যদি অজ্ঞানতা নিবন্ধন তোমাদের পুত্রহন্তা বলিয়া নিতান্তই নির্ণয় কর এবং তজ্জন্যই তোমাদের এত ক্রন্দন ও মনোমালিন্য উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমাকে ক্ষমা কর! আমি বুদ্ধিপূর্ব্বক পাপ করিয়াছি, তোমরা ক্ষমা করিলেই আমি নিষ্কৃতি পাই; এইরূপ অভিবাদন পূর্ব্বক প্রাণভয়ে ভীত কংস ভগিনী ও ভগিনীপতির চরণ ধারণ করিল ॥ ১৭ ॥

শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা দেবকীর হৃদয়ে কোন কপটভাব ছিল না। তিনি ভ্রাতার ক্রন্দন দেখিয়া, পুত্রশোকও বিস্মৃত হইলেন এবং সেই পুত্রহন্তা নরপিশাচকে আবার আদর পূর্ব্বক সম্ভাষণ

শোকহর্ষভয়দ্বেষলোভমোহমদান্বিতাঃ।
মিথো ঘ্নন্তং ন পশ্যন্তি ভাবৈর্ভাবং পৃথগ্দৃশঃ ॥ ১৯ ॥
শ্রীশুক উবাচ ॥
কংস এবং প্রসন্নাভ্যাং বিস্রব্ধং প্রতিভাষিতঃ।
দেবকীবসুদেবাভ্যামনুজ্ঞাতোঽবিশদ্গৃহং ॥

অন্বয়।

শোকহর্ষভয়দ্বেষলোভমোহমদান্বিতাঃ পৃথগ্দৃশঃ জনাঃ (নিমিত্তভূতৈঃ) ভাবৈঃ মিথঃ পরস্পর ভাবান্ ঘ্নন্তং সংহরন্তং ভাবং পরমেশ্বরং ন পশ্যন্তি (কিন্তু অহমেব হন্তা হতশ্চেতি মন্যন্তে) ॥১৯॥

শ্রীশুকঃ উবাচ। প্রসন্নাভ্যাং দেবকীবসুদেবাভ্যাং এবং বিস্রব্ধং (অকপটং যথা স্যাং তথা) প্রতিভাষিতঃ অনুজ্ঞাতঃ চ কংসঃ গৃহং স্বপুরং অবিশৎ জগাম ॥

শ্রীধরস্বামী।

স্বপরভেদদর্শনে কিং ভবতি তদাহ শোক ইতি। ভাবৈরেব নিমিত্তভূতৈ র্মিথো ভাবান্ ঘ্নন্তং ভাবমীশ্বরং পৃথগ্দৃশন্তে ন পশ্যন্তি কিন্ত্বহমেব হন্তা হতশ্চেতি মন্যন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মিথঃ পরস্পরং ভাবৈ নৃপব্যাঘ্ররোগাদিভি র্ভাবং মনুষ্যগবাশ্বাদিকং ঘ্নন্তমীশ্বরমিতি শেষঃ। পথগ্দৃশো বহির্দৃষ্টয়ঃ ॥ ১৯ ॥

এইরূপে ভেদদর্শী মানবগণ হর্ষ, শোক, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ ও মদাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া, পরস্পর পরস্পরকে বধ করিতেছে, এই মাত্র দর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু নিমিত্ত সকলের প্রযোজক যে ঈশ্বর, তাহা তাহারা ধারণা করিতে পারে না ॥ ১৯ ॥

শুকদেব বলিলেন, দেবকী ও বসুদেবকে এই প্রকারে বিবিধ প্রিয় আলাপে কংস পরিতুষ্ট করিল এবং সন্তোষ বাক্যে সম্ভাষিত হইয়া, তাঁহাদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক, নিজ মন্দিরে প্রবেশ করিল ॥

আভাস।

করিলেন। বসুদেবও তাঁহাকে ক্ষমা প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা বলিলেন, সকলই সত্য! মোহান্ধ মানবগণ অদৃষ্টের বশবর্ত্তী হইয়া, ফলাফল ভোগে পরিতৃপ্ত হয়; কিন্তু ফলদাতা ভগবানকে লক্ষ্য করে না ॥ ১৮ ॥

হে মহারাজ! অজ্ঞানাভিভূত মানবগণ মনে করে যে, বাহ্য বা আভ্যন্তরিক কারণ উপলক্ষেই জীবের মৃত্যু আদি ঘটনা উপস্থিত হয়; কিন্তু যিনি অন্তরালে বিদ্যমান থাকিয়া, সমস্ত কারণকে কার্য্যে পরিণত করান, সেই সর্ব্বকারণকারণ বিশ্বনিয়ন্তা ভগবানের প্রতি ভ্রমেও একবার দৃষ্টি

তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং কংস আহূয় মন্ত্রিণঃ।
তেভ্য আচষ্ট তৎ সর্ব্বং যদুক্তং যোগনিদ্রয়া ॥ ২০ ॥
আকর্ণ্য ভর্ত্তুর্গদিতং তমূচুর্দ্দেবশত্রবঃ।
দেবান্ প্রতি কৃতামর্ষা দৈতেয়া নাতিকোবিদাঃ ॥ ২১ ॥
এবঞ্চেত্তর্হি রাজেন্দ্র পুরগ্রামব্রজাদিষু।
অনির্দ্দশান্নির্দ্দশাংশ্চ হনিষ্যামোঽদ্য বৈ শিশূন্।

অন্বয়ঃ

(ততঃ) তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং গতায়াং সত্যাং সঃ মন্ত্রিণঃ আহূয়, যোগনিদ্রয়া যৎ উক্তং তৎ সর্ব্বং তেভ্যঃ আচষ্ট কথয়ামাস ॥ ২০ ॥

দেবান্ প্রতি কৃতামর্ষাঃ দেষবুদ্ধয়ঃ, ন অতিকোবিদাঃ অদীর্ঘদর্শনাঃ, দেবশত্রবঃ তে দৈতেয়াঃ অসুরাঃ, ভর্ত্তুঃ কংসস্য, গদিতং ভাষিতং আকর্ণ্য শ্রুত্বা, তং ঊচুঃ ॥ ২১ ॥

হে রাজেন্দ্র এবং চেৎ তর্হি পুরগ্রামব্রজাদিষু স্থিতান্ অনির্দ্দশান্ দশদিননূন্যনবয়স্কান্, নির্দ্দশান্ কতিপয়দিনাধিকবয়স্কান্ চ শিশূন্ অদ্য বৈ এব, হনিষ্যামঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বিস্রব্ধং যথা ভবতি ॥ ২০ ॥

নাতিকোবিদাঃ দৃষ্টমাত্রমতয়ঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিশুদ্ধমকপটং যথা স্যাৎ বিস্রব্ধমিতি পাঠে সবিশ্বাসং ॥ ২০ ॥

নাতিকোবিদা ন কোবিদা ইত্যর্থঃ। অতি ইত্যনধিকার্থং ॥ ২১ ॥

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইবা মাত্র মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া, যোগমায়া কর্ত্তৃক কথিত যাবতীয় বৃত্তান্ত তাহাদিগকে বর্ণন করিল ॥ ২০ ॥

অদীর্ঘদর্শী ঈর্ষাপূর্ণ দেবদ্বেষী দৈত্যমন্ত্রিগণ প্রভু কংসের বাক্যাবসানে তাঁহাকে বলিতে লাগিল ॥

হে রাজেন্দ্র! যদি এইরূপই হইয়া থাকে, তবে পুর, গ্রাম ও ব্রজাদি স্থলে যেখানে যত শিশু জন্মিয়াছে, তাহাদের মধ্যে দশ দিবসের কয়েক দিবস ন্যূন বা অধিক বয়স্ক সমস্তকেই অদ্য বধ করা যাউক্ ॥

আভাস।

নিক্ষেপ করে না। ভগবান্ বলিয়া একজন আছেন, ইহা তাহারা কিছুতেই ধারণা করিতে পারে না। উৎকট পীড়ার যন্ত্রণায়, রাজার পীড়নে, হলাহল পানে, ব্যাঘ্রের আক্রমণে বা সর্পের দংশনে মানব অকালে কালগ্রস্ত হইয়াছে ভাবিয়াই নিশ্চিন্ত হয়, কিন্তু এই সমস্ত নিমিত্তের যোজক যে ঈশ্বর, তাহা তাহারা বিবেচনা করিতে অক্ষম ॥ ১৯ ॥

কিমুদ্যমৈঃ করিষ্যন্তি দেবাঃ সমরভীরবঃ।
নিত্যমুদ্বিগ্নমনসো জ্যাঘোষৈর্ধনুষস্তব ॥ ২২ ॥
অস্যতস্তে শরব্রাতৈর্হন্যমানাঃ সমন্ততঃ।
জিজীবিষব উৎসৃজ্য পলায়নপরা যযুঃ।
কেচিৎ প্রাঞ্জলয়ো ভীতা ন্যস্তশস্ত্রা দিবৌকসঃ।
মুক্তকচ্ছশিখাঃ কেচিদ্ভিতাঃ স্ম ইতি বাদিনঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ।

তব ধনুষঃ জ্যাঘোষৈঃ গুণশব্দৈঃ, নিত্যং উদ্বিগ্নমনসঃ উৎকণ্ঠিতাঃ সমরভীরবঃ যুদ্ধবিমুখাঃ দেবাঃ উদ্যমৈঃ কিং করিষ্যন্তি ॥ ২২ ॥

অস্যতঃ বিধ্যতঃ, তে তব শরব্রাতৈঃ বাণসমূহৈঃ সমন্ততঃ ইতস্ততঃ হন্যমানাঃ জিজীবিষবঃ জীবিতুং ইচ্ছবঃ দেবাঃ (রণং) উৎসৃজ্য পলায়নপরাঃ যযুঃ ॥

তত্র কেচিৎ ভীতাঃ দিবৌকসঃ দেবাঃ, ন্যস্তশস্ত্রাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ কেচিৎ মুক্তকচ্ছশিখাঃ সন্তঃ (বয়ং) ভীতাঃ স্ম ইতি বাদিনঃ (স্যুঃ) ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ন নির্গতানি দশদিনানি যেষাং তানন্যাংশ্চ ॥ ২২ ॥
অস্যতঃ বিধ্যতঃ সতঃ। উৎসৃজ্য রণং ত্যক্ত্বা ॥ ২৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অনির্দশান্ দশদিনেভ্যো ন নির্গতানির্গতাংশ্চ ॥ ২৩ ॥
অস্যতঃ বিধ্যতঃ সতঃ। উৎসৃজ্য রণং ত্যক্ত্বা ॥ ২৩ ॥

দেবতাগণ সমরভীরু ; আপনার ধনুকের টঙ্কার শব্দ শ্রবণ করিলেই যাহারা উদ্বিগ্নচিত্ত হয় ; তাহারা আপনার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া, কি করিতে পারে ? ॥ ২২ ॥

আপনার নিক্ষিপ্ত শরজালে প্রপীড়িত হইয়া, যাহারা রণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবন রক্ষার্থ প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিয়াছিল।

কোন কোন দেবতা আলুলায়িত কেশে ভয়ে অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর-জোড়ে আপনার সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়াছিল, "আমি ভীত ও শরণাগত ! আমাকে আশ্রয় প্রদান করুন্" ? ॥ ২৩ ॥

আভাস।

সাধুজনে পরিবেষ্টিত পাপিষ্ঠ, বা নিকৃষ্টগণে বেষ্টিত উৎকৃষ্ট ব্যক্তি প্রায় কখনই দেখা যায় না। কারণ সংসর্গের দোষ ও গুণ সংসর্গীকে তীব্রভাবে স্পর্শ করে। পরস্পরের মধ্যে বৃত্তির তারতম্য থাকিলেও, কালক্রমে সমতুল্য হইয়া যায় ; এবং নিতান্ত বিসদৃশ

ন ত্বং বিস্মৃতশস্ত্রাস্ত্রান্ বিরথান্ ভয়সংযুতান্।
হংস্যন্যাসক্তবিমুখান্ ভগ্নচাপানযুধ্যতঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ।

ত্বং তু বিস্মৃতশস্ত্রাস্ত্রান মূর্চ্ছিতান্ অন্যাসক্তবিমুখান্ অন্যেন সহ যুদ্ধে পরাঙ্মুখান্, ভগ্নচাপান্ ভয়সংযুতান্ অযুদ্ধতঃ (ন যুদ্ধতঃ) বিরথান্ (পলায়নপরান্ দেবান্ তদা) ন হংসি (ধার্ম্মিকত্বাৎ ন ব্যাপাদিতরান্ অসি) ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অন্যাসক্তান্ বিমুখাংশ্চেতি ন হংসি ন হিংসসি ॥ ২৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তব ধার্ম্মিকত্বমেব তেষাং বৃদ্ধৌ হেতুরিত্যাহুঃ। নত্বমিতি। তেনাতঃপরং ধার্ম্মিকত্বং ত্যজ্যতাং। ধর্ম্মস্য নায়ং কাল ইতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেই যাহাদের ধনুঃ ভঙ্গ হয়, যাহারা যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া ভয় প্রযুক্ত অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক, এমন কি ! রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পলায়ন করে, আপনি নিতান্ত ধার্ম্মিক বলিয়াই কেবল তাহাদিগকে বিনাশ করেন নাই ॥ ২৪ ॥

আভাস।

ব্যক্তির একত্র মিলন অধিক কাল থাকে না ; অল্পের মধ্যেই সৌহার্দ্দ ভঙ্গ হইয়া, উভয়ের বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। কংস যেমন পরাপকারী, তাহার পারিষদবর্গও তদনুরূপ। তাহারা তাহার পাপ প্রবৃত্তির উত্তেজনাতেই উদ্যোগী। কংস কন্যাবাণী শ্রবণ করিয়া, কথঞ্চিৎ পাপাচরণে নিবৃত্ত হইবার অভিলাষী হইলেও, অনুচরগণের উত্তেজনায় অধিকতর দৌরাত্ম্যে প্রবৃত্ত হইল। দুরাত্মাগণ তাহার পূর্ব্ব পরিচিত শৌর্য্য বীর্য্যাদির উল্লেখ করত, অভিমানেরই পোষণ করিল ; এবং অপেক্ষাকৃত পাপাচরণে উপদেশ দিল ॥ ২০ ॥ ২৩ ॥

দেবদ্বেষী দৈত্যগণ নিতান্তই অদূরদর্শী এবং অভিমানী। তাহারা কংস সমীপে দেবগণকে হেয়, যুদ্ধে অসমর্থ ও একান্ত অপদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান করাইলেও, কংসের ভয় দূর হয় নাই। তখন কংস পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্বপ্নের ন্যায় স্মরণ করিয়া ব্যথিত হইলে, সেই পামরেরা তাহাকে সামান্য বালকের ন্যায় প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিল। বিপদ্ উপস্থিত হইলে ধৈর্য্য সহকারে সৎপথ অবলম্বনেই প্রতীকারের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আসন্ন বিপদ্ দেখিয়াও তাহারা মিথ্যা অভিমানের উদ্রেক করত, কংসকে বিপথেই চালিত করিল। দোষজনিত দুঃখ ও গুণজনিত সুখ ইহাই সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বিপদের আশঙ্কা দেখিলেই, অতি সতর্কিত ভাবে পরাভবের একমাত্র হেতু স্বীয় দোষ সমূহকে পরিবর্জন করত, তদ্বিপরীত সদ্‌গুণ সমুদায়কে অবলম্বন পূর্ব্বক বিপদ্-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। কিন্তু তমোগুণাবলম্বী নিকৃষ্ট

কিং ক্ষেমশূরৈর্বিবুধৈরসংযুগবিকত্থনৈঃ।
রহোজুষা বা হরিণা শম্ভুনা বা বনৌকসা।
কিমিন্দ্রেণাল্পবীর্য্যেণ ব্রহ্মণা বা তপস্যতা ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ।

অসংযুগবিকত্থনৈঃ (স্ত্রীপার্শ্বাদিস্থলে বিক্রমবদ্ভিঃ) ক্ষেমশূরৈঃ নির্ভয়স্থানে বীরত্ববিশিষ্টৈঃ বিবুধৈঃ কিং, রহোজুষা একান্তবাসিনা হরিণা বা বনৌকসা, বনবাসিনা শম্ভুনা বা কিং? বা অল্পবীর্য্যেণ ইন্দ্রেণ, বা তপস্যতা ধ্যানাধিষ্ঠেন ব্রহ্মণা বা কিং? ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ক্ষেমে নির্ভয়ে দেশে শূরৈঃ সংযুগাদন্যত্র বিকত্থনং প্রৌঢ়বাদো যেষাং তৈঃ। নন্থ হরেঃ কিংভেমি শম্ভোশ্চেতি চেত্তত্রাহুঃ রহোজুষেতি সর্ব্বস্যান্তঃ প্রবিষ্টেন ক্বচিদপি বহির্নদৃষ্টেনেত্যর্থঃ। পুরুষপ্রবেশরহিতমিলাবৃতবনমোকো যস্য তেন শম্ভুনা ॥ ২৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বয়ন্তু তেভ্যঃ কদাপি ন বিভীম ইত্যাহুঃ। ক্ষেমে নির্ভয়ে দেশে শূরৈঃ সংযুগাদন্যত্রৈব বিকত্থনং প্রৌঢ়িবাদো যেষাং তৈঃ। নচ হরেঃ শম্ভো র্বা ভেতব্যং তয়োরপি ত্বত্তুল্য বলত্বাভাবাদিত্যাহুঃ। রহোজুষেতি। যদি বলং স্যাত্তদা কিমিতি প্রকটীভূয় ন যুধ্যতে কিমিতি-লোকানামন্তঃকরণেষু প্রবিশ্য নিহ্নুয়ত ইতি ভাবঃ। বনৌকসা পুরুষপ্রবেশরহিতমিলাবৃতবনমোকো যস্য তেন ॥ ২৫ ॥

তাহারা নির্ব্বাদ স্থলেই বীর, এবং শান্তিময় স্থলেই সৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় দিয়া থাকে; তাদৃশ অমর হইতে আপনার কি হইতে পারে! তবে বিষ্ণু; তিনি ত কখন প্রকাশ্য স্থানে থাকিবেন না! চিরকাল নির্জ্জনেই রহিলেন; মহাদেব বনে বনেই বিচরণ করেন; এই দুই জন হইতে আপনার কোন ভয়ের কারণ দেখিতেছি না। অমরপতি ইন্দ্র আপনার সম্বন্ধে নিতান্তই হীন-বীর্য্য; এবং কমলযোনিও ধ্যাননিমগ্ন। সুতরাং ভয়ের কোন আশঙ্কাই দেখা যায় না; ॥ ২৫ ॥

আভাস।

নির্ব্বোধেরাই অভিমানের বশে স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করত, অচিরে অধঃপতিত হয়; সন্দেহ নাই। কংসের প্রকৃতি তমঃপ্রধান। সে সৎসঙ্গের গুণে সৎপথ দর্শন করিলেও, আবার অসৎসংসর্গে স্বীয় স্বভাবানুরূপ উপদেশেরই বশবর্ত্তী হইল। মহামায়ার পবিত্র জগন্মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, ক্ষণকালের জন্যও তাহার হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছিল। সে নিরাপরাধ বালকগণকে বধ করাতে আপনাকে অপরাধী বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিল; এবং স্বীয় পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার প্রত্যাশায় বসুদেব ও দেবকীকে কারামুক্ত করিল এবং আত্মগ্লানি বশত বিষণ্ণ বদনে পাপোন্মোচনের উপায় অবধারণ মানসে

তথাপি দেবাঃ সাপত্নান্নোপেক্ষ্যা ইতি মন্মহে।
ততস্তন্মূল-খননে নিযুঙ্ক্ষ্বাস্মাননুব্রতান্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ।

তথাপি সাপত্নাৎ বিপক্ষত্বাৎ দেবাঃ ন উপেক্ষ্যাঃ বর্জনীয়াঃ ইতি মন্মহে। ততঃ অনুব্রতান্ চিত্তানুকারিণঃ, অস্মান্ তন্মূলখননে দেবমূলোৎপাটনে নিযুঙ্ক্ষ্ব প্রযোজয়! ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যদ্যপ্যুদ্যমে দেবাঃ কিঞ্চিদপি কর্ত্তুং ন সমর্থাঃ তথাপি নীতিরনুসর্ত্তব্যা ইত্যাহুস্তথা-পীতি ॥ ২৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তদপি ক্ষুদ্রা অপি শত্রবো নোপেক্ষণীয়া ইতি নীতিশাস্ত্ররীতি রনুসরণীয়েবেত্যাহুস্তথা-পীতি ॥ ২৬ ॥

তথাপি দেবতাগণ চিরশত্রু; আমাদের মতে তাহাদিগকে কখনই উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। আমরা আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী ভৃত্য; আমাদিগকে অনুমতি করুন! আমরা দেবগণের মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া দিই ॥ ২৬ ॥

আভাস।

আপনার বিশ্বস্ত অমাত্যবর্গকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু প্রয়োজনানুরূপ ফল অতি বিরল। মন্ত্রিগণ কংসকে বলিল, আপনি যখন তাদৃশ পরাজিত ও নিরস্ত্র দেবগণকে হস্তগত পাইয়াও অবলীলাক্রমে বিনাশ করেন নাই, তখন আপনার ন্যায় ধার্ম্মিক ও সহৃদয় মহাত্মা ত নয়নগোচর হয় না! অবশেষে তাহারা বিপদভঞ্জনের প্রত্যাশায় বিপদহারী ভগবানকেও তৃণতুল্য জ্ঞান করত অধিকতর দুষ্কর্ম্মেই অগ্রসর হইতে পরামর্শ দিল। তাহারা প্রকাশ করিল যে, দেব-গণ হইতে কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই। তাহারা কেবল বাক্যে বীর, কার্য্যে কাপুরুষ। স্ত্রীর পার্শ্বে এবং বীর শূন্য প্রদেশেই বীরোচিত স্পর্দ্ধা প্রয়োগ করিয়া থাকেন; আপনাকে অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত দেখিলে, তাঁহারা ভয়েই পলায়ন করিবেন। যদি বিষ্ণু বা মহাদেব হইতে আপনার ভয়ের আশঙ্কা হইয়া থাকে, তাহাও ভ্রম। কারণ তাঁহারাও অন্যান্য দেবতার ন্যায় নিতান্ত দুর্ব্বল জানিতে হইবে। অমর মধ্যে প্রধান বলিয়া তাঁহাদের যশঃ আছে বটে, কিন্তু আপনার সহিত সংগ্রামে পাছে তাঁহাদের সেই যশের লোপ হয়, এই ভয়ে বিষ্ণু সতত লুক্কায়িত ভাবে নির্জ্জনেই বসতি করিতেছেন। এমন কি? পাছে বুদ্ধি দ্বারা তাঁহার বাসস্থান আপনি নির্ণয় করেন, এই ভয়ে বুদ্ধিরও অন্তর্গূহায় নিয়ত বাস করেন; কখন লোকালয়ে বাহির হন না। মহাদেব আপনার ভয়ে নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইলাবৃত অগম্য গহন বনেই জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। যদি ইন্দ্রকে শত্রু জ্ঞান হয়, তাহা হইলেও তাঁহার তাদৃশ বীর্য্য নাই। এবং তপোনিরত ব্রহ্মার দ্বারাও তাঁহার কোন সহায়তার সম্ভব নাই ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

যথাময়োঽঙ্গে সমুপেক্ষিতো নৃভি র্ন শক্যতে রূঢ়পদশ্চিকিৎসিতুং।
যথেন্দ্রিয়গ্রাম উপেক্ষিত স্তথা রিপুর্মহান্ বদ্ধবলো ন চাল্যতে ॥ ২৭ ॥
মূলং হি বিষ্ণু র্দেবানাং যত্র ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
তস্য চ ব্রহ্মগোবিপ্রা স্তপো যজ্ঞাঃ সদক্ষিণাঃ।

অন্বয়ঃ।

যথা অঙ্গে সমুপেক্ষিতঃ আময়ঃ রোগঃ, রূঢ়পদঃ বদ্ধমূলঃ, সন্ নৃভিঃ চিকিৎসিতুং ন শক্যতে যথা উপেক্ষিতঃ ইন্দ্রিয়গ্রামঃ বা তথা (উপেক্ষিতঃ) মহান্ রিপুঃ বদ্ধবলঃ (চেৎ) ন চাল্যতে অভিভূয়তে ॥ ২৭ ॥

(হে প্রভো), দেবানাং মূলং হি বিষ্ণুঃ; যত্র সনাতনঃ অনাদিসিদ্ধঃ ধর্ম্মঃ (তত্রৈব বিষ্ণুঃ বর্ত্ততে)। তস্য ধর্ম্মস্য (মূলং) ব্রহ্মগোবিপ্রাঃ তপঃ তথা সদক্ষিণাঃ যজ্ঞাঃ চ ॥

শ্রীধরস্বামী।

রূঢ়পদো বদ্ধমূলঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

রূঢ়পদো বদ্ধমূলঃ ॥ ২৭ ॥

ধর্ম্মঃ সমাতন ইতি ধর্ম্ম এব তং জীবয়ংস্তস্য মূলমিত্যর্থঃ। তস্য ধর্ম্মস্য মূলং বেদাদয়ঃ।

দেখুন! যেমন দেহে একটী রোগ জন্মিলে তৎক্ষণাৎ তাহার চিকিৎসার আয়োজন করিতে হয়; কারণ প্রথমত উপেক্ষা করিলে, কালক্রমে সে এতই প্রবল হয় যে, চিকিৎসার অসাধ্য হইয়া উঠে। যেমন বাল্যকাল হইতেই ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করিতে হয়; নতুবা পরে ইন্দ্রিয়জয়ী হওয়া যায় না, সেইরূপ শত্রুকে উপেক্ষা করিলে, কালক্রমে সে এত প্রবল হয় যে, পরে তাহার ধ্বংসের কথা দূরে থাকুক্, স্থানচ্যুত করাও নিতান্ত অসম্ভব ॥ ২৭ ॥

এই দেবতাগণের মূলই বিষ্ণু। বিষ্ণুর মূলই বেদপ্রসিদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম এবং সেই ধর্ম্মের মূল বেদ, গাভী, ব্রাহ্মণ, তপস্যা ও সদক্ষিণ যজ্ঞ ॥

আভাস।

এতদবস্থায় যদিও আপনার উপস্থিত কোন বিপদের আশঙ্কা নাই সত্য, কিন্তু শত্রুকে অবসর দেওয়া কোন মতে যুক্তিসিদ্ধ নহে রোগের ন্যায়, কালক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া শত্রু বিপক্ষ দলনে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই; অতএব বিষ্ণু যখন সম্প্রতি বালক হইয়া কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই বেলা প্রবল না হইতেই, তাঁহার নিধনার্থ আমাদিগকে নিয়োগ করুন! ॥ আমরা বিষ্ণু বধের উপলক্ষে দেবতাগণের মূল পর্য্যন্ত উৎপাটনে যত্নবান হইব; আপনিও চিরকালের জন্য নির্বৃতি লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। এই মূল উৎপাটনের প্রধান উপায় পরস্পরের আশ্রয় নষ্ট করা। আশ্রয়হীন হইলে পোষণাভাবে আপনারাই বিনষ্ট হইবে ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মবাদিনঃ।
তপস্বিনো যজ্ঞশীলান্ গাশ্চ হন্মো হবির্দুঘাঃ।
বিপ্রা গাবশ্চ বেদাশ্চ তপঃ সত্যং দমঃ শমঃ।
শ্রদ্ধা দয়া তিতিক্ষাচ ক্রতবশ্চ হরেস্তনূঃ।
সহি সর্ব্বসুরাধ্যক্ষো হ্যসুরঘ্নিড্ গুহাশয়ঃ।
তন্মূলা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সেশ্বরাঃ সচতুর্মুখাঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ।

তস্মাৎ হে রাজন্! ব্রহ্মবাদিনঃ বেদপারগান্ তপস্বিনঃ যজ্ঞশীলান্, ব্রাহ্মণান্ হবির্দুঘাঃ যজ্ঞোপকারিণ্যঃ গাঃ চ সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বতোভাবেন (বয়ং) হন্মঃ ॥

কিঞ্চ বিপ্রাঃ গাবঃ চ বেদাঃ চ তপঃ সত্যং দমঃ শমঃ শ্রদ্ধা দয়া তিতিক্ষা চ ক্রতবঃ চ এতে হরেঃ তনূঃ অবয়বঃ এব ॥

সঃ হি অসুরঘ্নিট্ দৈত্যারি, গুহাশয়ঃ হরিঃ এব সর্ব্বসুরাধ্যক্ষঃ; তন্মূলা বিষ্ণুমূলাঃ, এব সর্ব্বাঃ সচতুর্মুখাঃ ব্রহ্মাদ্যাঃ, সেশ্বরাঃ লোকপালাদ্যাঃ দেবতাঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

দেবানাং মূলং বিষ্ণুঃ। সচ যত্র ধর্ম্মস্তত্রাস্তে। ধর্ম্মস্য মূলং বেদাদয়ঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তেষামপি মধ্যে ব্রাহ্মণবধেনৈব সর্ব্বে নঙ্ক্ষ্যন্তীত্যাহুঃ। তস্মাদিতি কিঞ্চ যজ্ঞানাং কারণং হবি স্তস্য গাব ইতি তাশ্চ বধ্যা ইত্যাহুর্গাশ্চেতি ॥

ব্রাহ্মণবধ এব তস্য শরীরপাতো ভাবীত্যাহুঃ বিপ্রাইতি ॥ ২৮ ॥

অতএব যে কোন উপায়েই আমরা এই বেদজ্ঞ তপোনিরত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণকে এবং হোমীয় ঘৃতদাত্রী গোসমূহকে নিধন করিব ॥

ব্রাহ্মণ, গাভী, বেদ, তপস্যা, সত্য, দম, শম, শ্রদ্ধা, দয়া, তিতিক্ষা ও যজ্ঞ এই সমস্তই যখন হরির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

এবং গুহাচারী অসুরদ্বেষী সেই হরিই সমস্ত সুরগণের নায়ক। এবং সমস্ত ব্রহ্মাদি ও লোকপালাদি দেবতাগণ এক বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়া আছেন ॥ ২৮ ॥

আভাস।

যেমন বৃক্ষের মূলদেশ উত্তমরূপে সিঞ্চিত থাকিলে সে বৃক্ষে আর ফল পুষ্পাদির অনাটন থাকে না, সেইরূপ এক বিষ্ণু যদি নির্ব্বিবাদে বাস করিতে পারেন, তবে আর দেবগণের কোন বিড়ম্বনা ঘটে না। অতএব সর্ব্বদেবময় বিষ্ণুর বিলক্ষণ ব্যাঘাত উৎপাদন করা

অয়ং হি তদ্বধোপায়ো যদৃষীণাং বিহিংসনং।

শ্রীশুক উবাচ॥

এবং দুর্ম্মন্ত্রিভিঃ কংসঃ সহ সংমন্ত্র্য দুর্ম্মতিঃ।
ব্রহ্মহিংসাং হিতাং মেনে কাল-পাশাবৃতোঽসুরঃ।
সন্দিশ্য সাধুলোকস্য কদনে কদনপ্রিয়ান্।
কামরূপধরান্ দিক্ষু দানবান্ গৃহমাবিশৎ॥ ২৯॥

অন্বয়ঃ।

হি যতঃ অয়ং এব তদ্বধোপায়ঃ যৎ ঋষীণাং বিহিংসনং। শ্রীশুকঃ উবাচ। এবং ইতি দুর্ম্মতিঃ কংসঃ দুর্ম্মন্ত্রিভিঃ সহ সংমন্ত্র্য॥

কালপাশাবৃতঃ সঃ অসুরঃ কংসঃ ব্রহ্মহিংসাং (আত্মনঃ) হিতাং শ্রেয়স্করীং মেনে অবধারয়ামাস। তথা সাধুলোকস্য কদনে পীড়নে বিনাশনে, কদনপ্রিয়ান্ দ্রোহকারিণঃ কামরূপধরান্ দানবান্ দিক্ষু সন্দিশ্য গৃহং আবিশৎ যযৌ॥ ২৯॥

শ্রীধরস্বামী।

কিঞ্চ যস্মাৎ বিপ্রাদয়ো হরেরেব তনব স্তস্মাদয়মেবোপায় ইত্যাহ অয়মিতি॥ ২৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ঋষীণাং বিহিংসনমিতি সর্ব্বমূলস্য বিষ্ণোরপি মূলত্বাদি ত ভাবঃ॥ ২৯॥

তখন ঋষিগণের নিধনই ইহাদিগকে বধের একমাত্র উপায়। অপরিহার্য্য কালপাশে বদ্ধ থাকিয়াই সেই মহাসুর পাপাত্মা কংস দুষ্ট মন্ত্রিগণের কুমন্ত্রণায় ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধাচরণই নিজ মঙ্গলকর স্থির করিল; এবং কামরূপধারী হিংসাপ্রবল দৈত্যগণকে সাধু-বিনাশার্থ আদেশ প্রদান পূর্ব্বক গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল॥ ২৯॥

আভাস।

প্রয়োজন। কিন্তু সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ বিষ্ণুর স্বরূপের প্রতিবন্ধক করা নিতান্ত সহজ নহে; কারণ নানা উপায়ে তাঁহার আত্মৈশ্বর্য্যের বিকাশ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ যদি সেই উপায় সমূহের বিঘ্ন উৎপাদন করা যায়, তবেই মঙ্গল; কিন্তু তাহা অতি সহজ। বেদজ্ঞ তপোনিরত যজ্ঞশীল ব্রাহ্মণ, হোমীয় হবিপ্রদা গাভী, বেদ, তপস্যা, সত্য, দম, শম, শ্রদ্ধা, দয়া, তিতিক্ষা এবং যজ্ঞ, ইহারা দেহরূপে বিষ্ণুকে নিয়ত রক্ষা করিতেছে। যেমন দেহের অভাবে জীবের কোন উদ্দেশও পাওয়া যায় না, সেইরূপ এই সমস্ত অবয়বের অভাবে বিষ্ণুর স্বরূপেরও লক্ষণ থাকিবে না। সেইহেতু পূর্ব্বোক্ত উপায় সমূহকে অগ্রে বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে প্রধান উপায়ই ব্রাহ্মণ ও গাভী; এই দুই নষ্ট করিতে পারিলে

তে বৈ রজঃপ্রকৃতয় স্তমসা মূঢ়চেতসঃ।
সতাং বিদ্বেষমাচেরু রারাদাগতমৃত্যবঃ ॥ ৩০ ॥
আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এবচ।

অন্বয়ঃ।

আরাৎ আগতমৃতবঃ সমীপং প্রাপ্তমৃত্যবঃ, তমসা অজ্ঞানেন মূঢ়চেতসঃ অবিবেকিনঃ (যতঃ) রজঃপ্রকৃতয়ঃ তে দৈত্যাঃ বৈ সতাং বিদ্বেষং বিরুদ্ধং, আচেরুঃ চক্রুঃ ॥ ৩০ ॥

(নিশ্চিতং) মহদতিক্রমঃ শ্রেষ্ঠাবমাননাদিঃ এব পুংসঃ আয়ুঃ, শ্রিয়ং, যশঃ, ধর্ম্মং লোকান্

শ্রীধরস্বামী।

আরাৎ সমীপমাগতো মৃত্যু র্যেষাং তে ॥ ৩০ ॥

এদিকে ঘোর অজ্ঞানী কোপনস্বভাব দৈত্যগণের মৃত্যু নাকি নিতান্তই নিকট, তাই তাহারা সাধুজনের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৩০ ॥

কারণ সাধুনিগ্রহে পুরুষের কেবল আয়ুঃ কেন? শ্রীঃ, যশঃ, ধর্ম্ম, স্বর্গাদি সুখময় লোক, বিবিধ মঙ্গলসাধন নিমিত্তসকল বিনষ্ট হইয়া থাকে; সন্দেহ

আভাস।

দানবারিগণ সদলে নির্ম্মূল হইবে। ভগবান বেদব্যাস দৈত্যগণের এই উক্তি দ্বারা তদ্বিপরীত ভগবল্লাভের ও তৎসঙ্গে সর্ব্বৈশ্বর্য্য-প্রাপ্তির নিশ্চয় উপায়ও বর্ণন করিয়াছেন। অর্থাৎ সাধক পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত উপায় সমূহের ক্রমান্বয়ে এক একটীর শরণ গ্রহণে বিশেষ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে, ঈশ্বরলাভের আর বিলম্ব থাকে না। তখন দেহাদি সমস্ত সুগঠিত হইয়াছে, কেবল ভক্তিমাত্র প্রাণপ্রতিষ্ঠার অপেক্ষা। পূজারম্ভ হইলেই ইঙ্গিত মাত্রেই পূজোপকরণ সংগ্রহ এবং বাদ্যাদি আনন্দ-ধ্বনিতে দিক্‌দিগন্ত পরিপূর্ণ হয়, পূজকের আর স্বয়ং কোন প্রয়াস পাইতে হয় না; সাধকের হৃদয় মন্দিরে ভগবানের স্ফূর্ত্তি হইবা মাত্র সমস্ত দেববৃন্দ বিবিধ উপহাররূপ ঐশ্বর্য্য হস্তে করিয়া সাধকের হৃদয়মন্দিরের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া সাদরে ভগবানের পাদপদ্মে ঐশ্বর্য্যের অঞ্জলি প্রদান করেন। ভগবানের নির্ম্মাল্য লাভে ভক্তের কোন অভাব থাকে না ॥ ২৮ ॥

অনন্তর দুষ্ট মন্ত্রিদিগের কুপরামর্শে কংস ব্রহ্মহিংসাই ইষ্টকর জ্ঞানে মায়াবী ক্রূরকর্ম্মা দানবগণকে সাধুনিগ্রহে অনুমতি প্রদান করিল, ইহা শুনিয়া পাছে রাজা পরীক্ষিতের মনে নিতান্তই ক্লেশ হয়, তজ্জন্য আশ্বাস বাক্যে শুকদেব তাঁহাকে বলিলেন, মহারাজ! চিন্তা করিবেন না। সাধুর অনিষ্টসাধন করিলে কখনই শ্রেয়ো লাভ হয় না। যাহাদের মৃত্যু আগতপ্রায় তাহারাই এই প্রাণনাশক ও নিরয়োৎপাদক কার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকে। ইহা সেই কোপনস্বভাব ও মহা-অজ্ঞানী দৈত্যগণের সর্ব্বনাশের পূর্ব্বচিহ্ন মাত্র। মানীর মান হনন কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে; তাহাতে মানীর কেবল এক বিষয় মাত্র নষ্ট হয়, কিন্তু

হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥ ৩১ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধেঽসুরমন্ত্রণং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ * ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ।
আহূয় বিপ্রান্ বেদজ্ঞান্ স্নাতঃ শুচিরলঙ্কৃতান্।

অন্বয়ঃ।

স্বর্গাদীন্, আশিষঃ মঙ্গলানি, সর্ব্বাণি শ্রেয়াংসি চ হন্তি ॥ ৩১ ॥

ইতি দশমে চতুর্থঃ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ। আত্মজে সুশ্রীভূতে শ্রীকৃষ্ণে তু উৎপন্নে জাতে সতি জাতাহ্লাদঃ

শ্রীধরস্বামী।

সতাং বিদ্বেষো ন মৃত্যুমাত্রহেতুঃ কিন্তু বহ্বনর্থকারীত্যাহ আয়ুঃ শ্রিয়মিতি ॥ ৩১ ॥

॥*॥ ইতি দশমে চতুর্থঃ ॥*॥

পঞ্চমে জাতকং নন্দঃ সুনোঃ কৃত্বা মহোৎসবং।
গত্বাথ মথুরাং প্রাপ বসুদেবাগমোৎসবং ॥*॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভীতং রাজানমাশ্বাসয়তি আরাদিত্যাদিনা ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

॥*॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
দশমস্য চতুর্থোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥*॥
কৃষ্ণজন্মোৎসবো দাতুং করং শ্রীমথুরাগমঃ।
নন্দস্য বসুদেবেন সংলাপঃ পঞ্চমে হ্যভবৎ ॥

নন্দস্বিতি তুকারেণ বসুদেব আত্মজে উৎপন্নে জাতাহ্লাদোঽপি কংসভয়াৎ সঙ্কুচিতমনা

নাই ॥ ৩১ ॥

ইতি দশমে চতুর্থ ॥

শুকদেব বলিলেন, জনার্দ্দন পুত্ররূপে জন্মপরিগ্রহ করিলে মহামনা

আভাস।

হননকারীর যাবতীয় ঐশ্বর্য্যই বিনষ্ট হয়; সন্দেহ নাই ॥ ২৯ ॥ ৩১ ॥

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমাধ্যায়ে পুত্রের জন্মোৎসব সমাপনান্তর রাজকর প্রদানার্থ নন্দের মথুরায় গমন ও তথায় বসুদেবের সমাগমে পরস্পরের কথোপকথন বর্ণিত হইয়াছে।

বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং জাতকর্ম্মাত্মজস্য বৈ।

অন্বয়ঃ।

মহামনাঃ শ্রীকৃষ্ণাবিষ্টচিত্তঃ নন্দঃ স্নাতঃ শুচিঃ সন্ অলঙ্কৃতান (বস্ত্রাভরণাদি দানেন) বেদজ্ঞান্ বিপ্রান্ আহূয়।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

জাতকর্ম্মাদিকং কর্ত্তুং ন প্রাভূৎ। নন্দস্তু আত্মজে উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ অতি-বিস্মিতমনাঃ স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং জাতকর্ম্ম কারয়ামাসেতি তুকারাদেবৈতন্মাত্রে বসুদেবাদ্ভেদে প্রাপ্তে নন্দগৃহেঽপি কৃষ্ণস্যোৎপত্তিঃ শ্রীমন্মুনীন্দ্রাভিপ্রেতাবগম্যতে। গর্ভকালেত্বসম্পূর্ণে ইতি পূর্ব্বোক্তে বৈশম্পায়নসম্মতাপি। নচ তুকারোঽত্র পাদপূরণার্থ ইতি বাচ্যং। নন্দ আত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনা ইতি বিনাপি তুকারেণ পাদপূর্ত্তেঃ। নচ তদপি তুকারোঽনর্থক এব। আত্মনো জাত আত্মজ স্তস্মিন্নিতি জনিধাতু প্রয়োগাদেবাভীপ্সিতসিদ্ধেরিতি বাচ্যং। উপগুহ্যাত্মজামেবমিত্যত্রানোরসাপত্যেঽপ্যাত্মজশব্দপ্রয়োগাৎ। কিঞ্চ নাড়ীচ্ছেদাৎ পূর্ব্বমেব জাতকর্ম্মোপক্রমশ্রবণাৎ। নাড়ীচ্ছেদশ্চ গর্ভজত্বং বিনা কথং সম্ভবেৎ। কিঞ্চ কৃষ্ণস্য নন্দপুত্রত্বে খলু নৈকদ্বাঃ প্রয়োগঃ কিন্তু বহব এব; ন তে সর্ব্ব এবামুখ্যার্থীভবিতুমর্হন্তি। তথাহি অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোরিতি। প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজ ইতি। নৌমীড্য ত ইত্যাদৌ পশুপাঙ্গজায়েতি। দেহিনাং গোপিকাসুত ইতি। গৌতমীয়ে বল্লবীনন্দনং বন্দে ইতি। ক্রমদীপিকায়ামপি দেবতা সকললোকমঙ্গলো নন্দগোপতনয়ঃ সমীরিত ইতি। মন্ত্রেঽপি নন্দপুত্রপদং ঙেঽন্তমিত্যাদয়ঃ। কোচত্তু কৃষ্ণস্য বসুদেব-

---

নন্দরাজের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না; তিনি ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করত স্নান করিয়া পবিত্র হইলেন এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করত তাঁহাদিগকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত করিলেন।

আভাস।

যিনি ভগবানের বাল্যলীলার অমৃত-স্রোত পান করাইয়া জগৎকে পরমানন্দরসে সংসিক্ত করিয়াছিলেন, সেই জন্যই সেই গোপরাজ নন্দনামে অভিহিত হইয়াছিলেন। নন্দঃ তু এই তুশব্দের প্রয়োগে প্রকাশ পায় যে, বসুদেব নিজ তনয়ের জন্মে অতীব হৃষ্ট হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু দুরন্ত কংসের ভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া কোন প্রকার আনন্দোৎসব করিতে পারেন নাই; কিন্তু পুত্রোৎপন্নে নন্দ যেমন আনন্দিত হইলেন, তৎসঙ্গে পুত্রের জাতকর্ম্মাদিও সম্পাদন করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মসম্বন্ধে নন্দ ও বসুদেব এতদুভয়ের মধ্যে এইমাত্র পার্থক্য; নতুবা শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবগৃহের ন্যায় নন্দগৃহেও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ পূজনীয় কোন কোন টীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, এস্থলে তু শব্দটী পুত্রোৎপত্তি সম্বন্ধে নন্দ ও বসুদেবের এক জাতীয় কার্য্য প্রকাশ করা ব্যতীত কখনই নিরর্থক

কারয়ামাস বিধিনা পিতৃদেবার্চ্চনং তথা ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।

তৈঃ স্বস্ত্যয়নং বাচয়িত্বা আত্মজস্য জাতকর্ম্ম তথা বৈ বিধিনা পিতৃদেবার্চ্চনং কারয়ামাস ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

মহামনা উদারচিত্তঃ ॥ ১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পুত্রত্ব-বিজয়সখত্ব-রুক্মিণীকান্তত্বাদিভ্যোঽপি প্রেমমিশ্রসম্বন্ধমূলকেভ্যঃ সকাশাৎ নন্দপুত্রত্ব-সুবলসখত্ব-গোপীকান্তত্বানি প্রেমৈকমূলকানি কৃষ্ণস্য নন্দাদ্যতিবশত্ব ব্যঞ্জকান্যার্ষবচন-পরঃশতেন মহানুভাবসহস্রানুভবেনচ পরমোৎকৃষ্টানীত্যত স্তাদৃশভাবতারতম্যেনৈব তত্তদ্ব্যপদেশতারতম্যমন্যথা বরাহদেবস্য ব্রহ্মপুত্রত্বং কৃষ্ণস্য চোত্তরাগর্ভগতত্বেনোত্তরা-পুত্রত্বমপি প্রসিদ্ধ্যেতেতি ব্রুবাণা যশোদা গর্ভজাতত্বাভাবমেব স্বাভীষ্টসাধকং মন্যন্তে নচ নন্দযশোদয়োঃ কৃষ্ণে স্বপুত্রত্ববুদ্ধ্যৈব তত্রাপি সম্বন্ধস্যোপাধিত্বং বাচ্যং। নহি বস্তুশক্তি-র্বুদ্ধ্যা পরাহন্যত ইতি ন্যায়াৎ। নহি নির্হেতুকঃ প্রেমা হেতুবুদ্ধ্যৈব সহেতুকো ভবতি নহীশ্বরে জীববুদ্ধ্যেবেশ্বরো জীবো ভবতি কিন্তু কৃষ্ণস্য মৃত্তক্ষণাদাবনৃতভাষণস্যাপি সত্য-ত্বমেব কৃষ্ণপ্রিয়পরিকরাণামপি জ্ঞানভাষণাদেবানৃতস্যাপি সত্যত্বমাত্মারামৈরপ্যুপাদেয়ত্ব-মুপাস্যত্বং প্রেমদত্বঞ্চেতি সিদ্ধান্তঃ। জাতাহ্লাদ ইতি পুত্রেণ সহাহ্লাদোঽপি জাত ইতি সহোক্ত্যলঙ্কারঃ পুত্রব্যাজেনাহ্লাদ এব জাত ইত্যুৎপ্রেক্ষাচ। কারয়ামাসেত্যাহ্লাদোত্থ-জাড্যেন স্বয়ং করণাসামর্থ্যাৎ ॥ ১ ॥

স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক তনয়ের জাতকর্ম্ম সমাপন করাইলেন। পরে পিতৃলোক ও দেবতাগণের যথাবিধি অর্চ্চনা করাইলেন ॥ ১ ॥

আভাস।

বা পাদপূরণের জন্য ব্যবহৃত হয় নাই; কারণ "নন্দ আত্মজ উৎপন্নে" এই প্রয়োগেও কোন ছন্দ পতন হয় না। আরো বিশেষত আত্মজ শব্দের প্রয়োগ থাকায় নন্দের ঔরস-জাত বলিয়াই কৃষ্ণকে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ আত্মা হইতে জন্মায় বলিয়াই ঔরসজাত পুত্রের নাম আত্মজ। যদিও যশোদাগর্ভজাতা কন্যাকেও দেবকীর আত্মজা বলিয়া গ্রন্থকার প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু তৎকালে কন্যার নাড়ীচ্ছেদ হয় নাই। এদিকে নন্দগৃহে কৃষ্ণের নাড়ীচ্ছেদ হইবার পূর্ব্বেই জাতকর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছিল; পরে নাড়ীচ্ছেদ হয়। আর গর্ভজাত সন্তান ব্যতীত নাড়ীচ্ছেদ কিরূপে সম্ভব হয়। কৃষ্ণ নন্দের পুত্র তাহা কেবল দুই এক স্থানে নহে, ভাগবতে ও অন্যান্য অনেক স্থানে পশুপাঙ্গজ (গোপনন্দন), গোপিকা-সুত, বল্লবীনন্দনাদি বিবিধ শব্দ প্রয়োগ দ্বারা বারংবার উল্লেখ করা হইয়াছে। এতদ্বি-পক্ষে যদিও কোন বাদী প্রকাশ করেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণে ওরূপ শব্দ প্রয়োগ কেবল

ধেনূনাং নিযুতে প্রাদাদ্বিপ্রেভ্যঃ সমলঙ্কৃতে।
তিলাদ্রীন্ সপ্তরত্নৌঘ শাতকৌম্ভাম্বরাবৃতান্ ॥ ২ ॥
কালেন স্নানশৌচাভ্যাং সংস্কারৈস্তপসেজ্যয়া।

অন্বয়ঃ।

ততঃ নন্দঃ ধেনূনাং সমলঙ্কৃতে নিযুতে তথা রত্নৌঘশাতকৌম্ভাম্বরাবৃতান্ সপ্ততিলাদ্রীন্ বিপ্রেভ্যঃ প্রাদাৎ ॥ ২ ॥

(তত্র কারণং যতঃ) কালেন (ভূম্যাদি), স্নানশৌচাভ্যাং (দেহাদি, অমেধ্যলিপ্তাদি)

শ্রীধরস্বামী।

নিযুতে দ্বে দশলক্ষে। সপ্ত তিলপর্ব্বতাংশ্চ প্রাদাৎ। কথম্ভূতান্ রত্নৌঘৈ রত্নসমূহৈঃ শাতকৌম্ভাম্বরৈঃ সুবর্ণরসাক্তৈরম্বরৈশ্চ আবৃতান্ ॥ ২ ॥

দ্রব্যাণাং গোহিরণ্যাদীনাং তন্মধ্যে কিঞ্চিদ্দানৈ রেবশুদ্ধিঃ তথা দানাদিযুক্তজাতকর্ম্ম সংস্কারৈরেব গর্ভাণাং শুদ্ধিরিতি দর্শয়িতুং প্রতিনিয়তানি শোধকানি দৃষ্টান্তত্বেনোদাহরতি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নিযুতে বিংশতি লক্ষাণি। একং দশ শত সহস্রাণাযুতং প্রযুতাখ্য লক্ষমথ নিযুতমিতি ক্ষীরস্বামী। তিলাদ্রিপরিমাণমুক্তং ভবিষ্যোত্তরে। উত্তমো দশভির্দ্রোণৈর্মধ্যমঃ পঞ্চভির্মতঃ। ত্রিভিঃ কনিষ্ঠো রাজেন্দ্র তিলশৈলঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। দ্রোণসংখ্যাচ্চ খারী দ্রোণাঢ়কাঃ প্রস্থাঃ কুড়বঞ্চ পলং পিচুঃ। শাণকো মাষকশ্চেতি যথাপূর্ব্বং চতুর্গুণা ইতি ॥ ২ ॥

আবশ্যকস্য বিবিধদানাদিযুক্তজাতকর্ম্মনো গর্ভশোধকস্য প্রাক্ বালকস্য দৃষ্টান্তান্

তৎপরে বিংশতি লক্ষ অলঙ্কৃত ধেনু ও সুবর্ণখচিত বস্ত্রে আবৃত সাতটী তিলের পর্ব্বত ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন ॥ ২ ॥

আভাস।

ভক্তির বিবিধ উচ্ছ্বাসমাত্র। তাঁহার কার্য্যে উৎকর্ষ প্রদর্শন করান মাত্র। অর্থাৎ পরীক্ষিৎকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি উত্তরার গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেও যেমন উত্তরাগর্ভজাত-প্রকৃত পক্ষে বলা যায় না, সেইরূপ যশোদার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ দেখান হেতু তাঁহাকে যশোদানন্দন বলিয়া কখনই স্বীকার করা যাইতে পারে না। তদুত্তরে টীকাকারগণ বলেন যে, জ্ঞান কোন একটী উপাধি অবলম্বন করিয়াই উৎপন্ন হয়, জ্ঞান অবলম্বন কোন উপাধির উৎপত্তি ঘটে না। নন্দের পুত্রজ্ঞান অগ্রে, কি কৃষ্ণের পুত্র হওয়া অগ্রে? পুত্র না হইলে পুত্র বলিয়া কিরূপে জ্ঞান হইতে পারে; তাহা হইলে মানব ভগবানকে জীব বলিয়া জানিলে ভগবান কি সংসারী জীব হন? ॥ ২ ॥

তিল পর্ব্বতের প্রমাণ উত্তম মধ্যম অধম ভাবে তিন প্রকার। অর্থাৎ দশ দ্রোণ পরিমিত তিল-পর্ব্বত উৎকৃষ্ট, পঞ্চ দ্রোণে মধ্যম পরিমাণ এবং তিন দ্রোণে সর্ব্ব ক্ষুদ্র ॥ ২ ॥

শুদ্ধ্যন্তি দানৈঃ সন্তুষ্ট্যা দ্রব্যাণ্যাত্মাত্মবিদ্যয়া ॥ ৩॥
সৌমঙ্গল্যগিরো বিপ্রাঃ সূতমাগধবন্দিনঃ।
গায়কাশ্চ জগুর্নেদুর্ভের্য্যো দুন্দুভয়ো মুহুঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।

সংস্কারৈঃ (গর্ভাদীনি) তপসা (ইন্দ্রিয়াদীনি) ইজ্যয়া যজ্ঞেন (ব্রাহ্মণাদীনি) দানৈঃ (ধনাদীনি) সন্তুষ্ট্যা (মনঃ) আত্মবিদ্যয়া স্বরূপজ্ঞানেন আত্মা জীবঃ চ ইতি দ্রব্যানি শুদ্ধ্যন্তি ॥ ৩ ॥

ততঃ বিপ্রাঃ সূত-মাগধ-বন্দিনঃ সৌমঙ্গল্যগিরঃ স্বস্তিবাচনতৎপরাঃ বভূবুঃ গায়কাঃ, জগুঃ, ভেরীদুন্দুভয়ঃ চ মুহুঃ নেদুঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কালেনেতি। কালেন ভূম্যাদি, স্নানেন দেহাদি, শৌচেনামেধ্যলিপ্তাদি, সংস্কারৈর্গর্ভাদি, তপসেন্দ্রিয়াদি, ইজ্যয়া ব্রাহ্মণাদি, দানৈর্দ্রব্যাণি, সংতুষ্ট্যা মনঃ আত্মা আত্মবিদ্যয়া ॥ ৩ ॥

সৌমঙ্গল্যগিরঃ স্বস্তিবাচকাঃ বিপ্রাদয়ো বভূবুঃ। তত্র সূতাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তা মাগধা বংশশংসকাঃ। বন্দিনস্তুমলপ্রজ্ঞাঃ প্রস্তাবসদৃশোক্তয়ঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দীপকালঙ্কারেণাহ কালেনেতি। কালাদিভির্দ্রব্যাণি শুদ্ধ্যন্তি। তত্র কালেন বর্ষ্মাদীনি স্নানেন দেহাদীনি শৌচেনামেধ্যলিপ্তাঙ্গাদীনি সংস্কারৈঃ গর্ভাদীনি তপসা ইন্দ্রিয়াদীনি ইজ্যয়া ব্রাহ্মণাদীনি দানৈ র্ধনাদীনি সন্তুষ্ট্যা মনঃ। আত্মাত্মবিদ্যয়া পরমাত্মনঃ স্বরূপানুভবেন জীবঃ ॥ ৩ ॥

তদা বিপ্রাঃ সৌমঙ্গল্যং গীর্ষু যেষাং তে শুভাশীর্ব্বাদকা বভূবুঃ। সূতাদয়ো জগুঃ। সূতাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তা মাগধা বংশশংসকাঃ। বন্দিনস্তুমলপ্রজ্ঞাঃ প্রস্তাব-সদৃশোক্তয়ঃ ॥ ৪ ॥

কারণ নন্দ জানিতেন যে, কালক্রমে ভূমি, স্নান দ্বারা দেহ, ধৌতাদির দ্বারা অমেধ্য বস্তু, সংস্কার দ্বারা গর্ভ, তপস্যার দ্বারা ইন্দ্রিয়, যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ, দানে ধন, সন্তোষাবলম্বনে মন, এবং স্বরূপ জ্ঞান দ্বারা জীবাত্মা পরিশুদ্ধ হয় ॥ ৩ ॥

অনন্তর বিপ্রগণ এবং সূত, মাগধ ও বন্দিগণ মঙ্গল ধ্বনিপূর্ব্বক স্বস্তিবাচনে প্রবৃত্ত হইলেন। গায়কগণ গান করিতে আরম্ভ করিলেন; ভেরী ও দুন্দুভি সকল বারংবার বাদিত হইতে লাগিল ॥ ৪ ॥

আভাস

পুরাণ-পাঠকগণ সূত শব্দে অভিহিত; ইতিহাসবেত্তাকে মাগধ এবং প্রস্তাবানুরূপ কথককে বন্দীনামে প্রখ্যাত করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

ব্রজঃ সংমৃষ্টসংসিক্তদ্বারাজিরগৃহান্তরঃ।
চিত্রধ্বজপতাকাস্রক্‌চৈলপল্লবতোরণৈঃ ॥ ৫ ॥
গাবো বৃষাশ্চ বৎসাশ্চ হরিদ্রাতৈলরূষিতাঃ।
বিচিত্র-ধাতু-বর্হস্রক্‌বস্ত্রকাঞ্চনমালিনঃ।
মহার্হবস্ত্রাভরণকঞ্চুকোষ্ণীষভূষিতাঃ।
গোপাঃ সমাযযুঃ রাজন্ নানোপায়নপাণয়ঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।

সংমৃষ্ট-সংসিক্ত-দ্বারাজিরগৃহান্তরঃ সম্মার্জ্জিতসুধৌত-দ্বার-প্রাঙ্গণ-গৃহাভ্যন্তরবিশিষ্টঃ, ব্রজঃ নন্দাবাসঃ চিত্রধ্বজপতাকাস্রক্‌চৈলপল্লবতোরণৈঃ ভূষিতঃ (অভূৎ) ॥৫॥

গাবঃ বৃষাঃ চ বৎসাঃ চ হরিদ্রাতৈলরূষিতাঃ সন্তঃ বিচিত্রধাতুবর্হস্রক্‌বস্ত্রকাঞ্চন-মালিনঃ বিবিধময়ূরপুচ্ছপুষ্পমালাবস্ত্র-সুবর্ণ-হারাদিধারিণঃ বভূবুঃ ॥

হে রাজন্! মহার্হবস্ত্রাভরণ-কঞ্চুকোষ্ণীষভূষিতাঃ গোপাঃ চ নানোপায়নপাণয়ঃ বিবিধোপহারং করে গৃহীত্বা তত্র সমাযযুঃ ॥৬॥

শ্রীধরস্বামী।

সংমৃষ্টানি সংসিক্তানিচ দ্বারাণি অজিরাণি অঙ্গণানি গৃহান্তরাণি গৃহমধ্যানি চ যস্মিন্ স তথা চিত্রধ্বজেষু পতাকানাং স্রজশ্চৈলপল্লবতোরণানি চ তৈ র্ভূষিতঃ ॥৫॥

হরিদ্রাতৈলরূষিতা লিপ্তাঃ বিচিত্রা ধাতবঃ বর্হস্রজশ্চ বস্ত্রাণিচ কাঞ্চনমালাশ্চালঙ্কার-তয়া বিন্যস্তে যেষাং তে তথাভূতা গবাদয়ো বভূবুরিত্যর্থঃ ॥৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

আদৌ সম্যক্ মিষ্টানি পশ্চাৎ চন্দনপুষ্পাদিরসৈঃ সংসিক্তানি দ্বারাণ্যজিরাণ্যঙ্গণানি গৃহমধ্যানিচ যস্মিন্ সঃ। চিত্রধ্বজপতাকাভ্যাং তথা চিত্রাণাং স্রজাং চেলানাং চেল-খণ্ডানাং পল্লবানাঞ্চেতি ত্রিবিধৈ স্তোরণৈঃ বি র্ভূষিতো হভূদিতি শেষঃ ॥৫॥

রূষিতা লিপ্তাঃ ॥৬॥

ব্রজপুরীর সমুদায় দ্বার, চত্বর ও গৃহতল সম্মার্জিত এবং উত্তমরূপে জলসিক্ত হইল; বিচিত্র ধ্বজা, পতাকা, মালা ও বসন খণ্ড সমূহ তোরণাগ্রে বিন্যস্ত হওয়ায় ব্রজপুরী অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল ॥ ৫ ॥

গাভী বৃষ ও গোবৎস সমূহকে তৈল ও হরিদ্রার দ্বারা পরিলিপ্ত করিয়া বিবিধ ধাতু ময়ূরপুচ্ছ পুষ্পমালা বস্ত্র ও কাঞ্চনাদির দ্বারা বিভূষিত করা হইয়াছিল।

হে রাজন্! তৎকালে গোপগণ মহামূল্য বস্ত্র আভরণ কঞ্চুক (পোষাক) ও উষ্ণীষ ধারণে সুসজ্জিত হইয়া, বিবিধ উপহার হস্তে তথায় আগমন করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥

গোপ্যশ্চাকর্ণ্য মুদিতা যশোদায়াঃ সুতোদ্ভবং।
আত্মানং ভূষয়াঞ্চক্রুর্বস্ত্রাকল্পাঞ্জনাদিভিঃ ॥৭॥
নবকুঙ্কুমকিঞ্জল্কমুখপঙ্কজভূতয়ঃ।
বলিভিস্ত্বরিতং জগ্মুঃ পৃথুশ্রোণ্যশ্চলৎকুচাঃ ॥৮॥
গোপ্যঃ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলনিষ্ককণ্ঠ্য শ্চিত্রাম্বরাঃ পথি শিখাচ্যুতমাল্যবর্ষাঃ।

অন্বয়ঃ।

গোপ্যঃ চ যশোদায়াঃ সুতোদ্ভবং পুত্রজন্ম আকর্ণ্য মুদিতাঃ হৃষ্টাঃ সত্যঃ বস্ত্রাকল্পাঞ্জনাদিভিঃ অঙ্গরাগালঙ্কারাদিভিঃ আত্মানং ভূষয়াঞ্চক্রুঃ ॥৭॥

নবকুঙ্কুমকিঞ্জল্কমুখপঙ্কজভূতয়ঃ তদানীং অনুরাগাবেশেন অপূর্ব্বমুখশ্রীসম্পন্নাঃ পৃথুশ্রোণ্যঃ গুরুনিতম্বিন্যঃ চলৎকুচাঃ দ্রুতগমনাৎ চঞ্চলপয়োধরাঃ, তাঃ স্ত্রিয়ঃ বলিভিঃ উপহারৈঃ সহ ত্বরিতং জগ্মুঃ ॥৮॥

এবং নন্দালয়ং ব্রজতীঃ ব্রজস্ত্যঃ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলনিষ্ককণ্ঠ্যঃ মণিময়কুণ্ডলপদকধারিণ্যঃ, চিত্রাম্বরাঃ বিচিত্রবসনাবৃতাঃ শিখাচ্যুতমাল্যবর্ষাঃ দ্রুতগমনাৎ শিথিলকবরীচ্যুতপুষ্পাঃ

শ্রীধরস্বামী।

আকল্পাঃ অলঙ্কারাঃ ॥৭॥

নবকুঙ্কুমকিঞ্জল্কৈ র্মুখপঙ্কজেষু ভূতিঃ শ্রীর্যাসাং ॥৮॥

সুমৃষ্টানি উজ্জ্বলানি মণিময়ানি কুণ্ডলানি যাসাং নিষ্কাঃ পদকানি কণ্ঠেষু যাসাং তাশ্চ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

গোপ্যঃ শ্রীযশোদায়া যাতৃপ্রভৃতয়ঃ ॥৭॥

নবকুঙ্কুমকিঞ্জল্কাদপি মুখপঙ্কজে ভূতিঃ শোভা যাসাং তাঃ। বলিভিঃ স্বর্ণমুদ্রা রত্নহারানর্ঘ্যবস্ত্রনারিকেলাদিফলাক্ষতদূর্ব্বাচন্দনপুষ্পমালাদ্যৈঃ স্বর্ণপাত্রস্থৈঃ স্বর্ণরসরঞ্জিত বস্ত্রাচ্ছাদিতৈ র্বামপাণিগৃহীতৈঃ সহিতা ইত্যর্থঃ। পৃথুশ্রোণ্যাঽপি ত্বরিতং জগ্মু র্হর্ষোৎসুক্যাবেগবশাৎ ॥৮॥

বর্ণিতা অপি তাঃ পুন র্ভক্তিভরেণাতৃপ্ত্যা বর্ণয়তি গোপ্য ইতি। শিখা ধম্মিল্লাগ্রাণি।

গোপিকাগণও যশোদার পুত্র জন্মিয়াছে শ্রবণ করত, অতীব আনন্দিতা হইলেন; এবং দিব্য বসন ভূষণ ও অঞ্জনাদির দ্বারা আপনারা সজ্জিতা হইলেন ॥৭॥

সেই নবকুঙ্কুম ও পদ্মকিঞ্জল্কাভ অপূর্ব্ব মুখশ্রী সম্পন্ন কামিনীগণ নানাপ্রকার উপাদেয় সামগ্রী করে লইয়া নন্দগৃহাভিমুখে অতি দ্রুতবেগে আগমন করিতে লাগিল। সীমন্তিনীগণ যখন অনুরাগভরে অতি দ্রুতপদে গমন করিতেছিল, তখন গুরুনিতম্বদেশ ও কুচমণ্ডল চঞ্চল হইতে লাগিল ॥৮॥

ললনাগণ উজ্জ্বল মণিময় কুণ্ডল ও গলদেশে সুবর্ণপদক ধারণ পূর্ব্বক

নন্দালয়ং সবলয়া ব্রজতীর্বিরেজু র্ব্যালোলকুণ্ডলপয়োধরহারশোভাঃ ॥৯॥
তা আশিষঃ প্রযুঞ্জানাশ্চিরঞ্জীবেতি বালকে।
হরিদ্রাচূর্ণতৈলাদ্ভিঃ সিঞ্চন্ত্যোঽজনমুজ্জগুঃ।

অন্বয়ঃ।

ব্যালোলকুণ্ডলপয়োধরহারশোভাঃ (উৎকণ্ঠাতিশয়েন বেগগমনাৎ দোদুল্যমানকুণ্ডল-হারাভ্যাং চঞ্চলপীনোন্নতস্তনযুগলাভ্যাং চ শোভাশালিন্যঃ) সবলয়াঃ কঙ্কণভূষিতাঃ গোপ্যঃ পথি মার্গে এবং বিরেজুঃ শুশুভিরে ॥৯॥

চিরং জীব ইতি বালকে আশিষঃ আশির্ব্বাদং প্রযুঞ্জানাঃ তাঃ স্ত্রিয়ঃ হরিদ্রাচূর্ণ-তৈলাদ্ভিঃ (পরস্পরং) সিঞ্চন্ত্যঃ অজনং বিষ্ণুং, উজ্জগুঃ মঙ্গলগীতবন্ধেন বালকমঙ্গলার্থং উচ্চৈঃ অকীর্ত্তয়ন্॥

শ্রীধরস্বামী।

তাশ্চ শিখাভ্যশ্চ্যুতানি মাল্যবর্য্যাণি যাসাং তাঃ নন্দালয়ং ব্রজতী ব্রজন্ত্যঃ পথি বিরেজুঃ; সবলয়াঃ কঙ্কণভূষিতাঃ। ব্যালোলৈঃ কুণ্ডলাদিভিঃ শোভা যাসাং তাঃ ॥৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ব্রজতী ব্রজন্ত্যঃ ॥৯॥

সূতিকান্তর্গৃহং প্রবিশ্য চিরং পাহীতি রাজপুত্রত্বেন রাজা ভূত্বেতি ভাবঃ। জীবেতি পাঠে বাৎসল্য-কারুণ্যোদয়ঃ। ততো বহির্নিসৃত্য হরিদ্রাদিভিঃ পরস্পরং জনং সিঞ্চন্ত্য উচ্চৈর্জগুঃ॥

অবাদ্যন্তেতি ত্রিলোক্যামেব যতঃ কৃষ্ণে বিশ্বস্যৈবেশ্বরে তানি বাদ্যান্যনন্তান্যেব যতো ঽনন্তে ইতি ॥

বিচিত্র বসন পরিধানে যখন নন্দালয়ে গমন করিতেছিলেন, তৎকালে কবরী শিথিল হইয়া শিখাচ্যুত পুষ্প সকল বৃন্তচ্যুতের ন্যায় পথিমধ্যে বিকীর্ণ হইয়াছিল। সেই বলয়শোভিতা গোপিনীগণ যখন উৎকণ্ঠিতার ন্যায় পথে বেগে গমন করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদিগের প্রতিপদবিক্ষেপে দোদুল্যমান কণ্ঠের হার, কর্ণের কুণ্ডল এবং পীন ও উন্নত পয়োধরের চাঞ্চল্যে কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছিল ॥৯॥

তাঁহারা নন্দালয়ে উপনীত হইয়া বালককে "চিরজীবী হও!" বলিয়া আশীর্ব্বাদক রিনলে; এবং হরিদ্রাচূর্ণ ও তৈল পরস্পরের গাত্রে নিক্ষেপ করত, বালকের মঙ্গলার্থ মঙ্গলগীতাবলম্বনে নারায়ণের কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন ॥

অবাদ্যন্ত বিচিত্রাণি বাদিত্রাণি মহোৎসবে।
কৃষ্ণে বিশ্বেশ্বরে হনন্তে নন্দস্য ব্রজমীয়ুষি।
গোপাঃ পরস্পরং হৃষ্টা দধিক্ষীরঘৃতাম্বুভিঃ।
আসিঞ্চন্তো বিলিম্পন্তো নবনীতৈশ্চ চিক্ষিপুঃ ॥১০॥
নন্দো মহামনাস্তেভ্যো বাসোঽলঙ্কারগোধনং।
সূত-মাগধ-বন্দিভ্যো যেঽন্যে বিদ্যোপজীবিনঃ।

অন্বয়ঃ।

বিশ্বেশ্বরে সর্ব্বপ্রভৌ, অনন্তে স্বরূপৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যৈরপরিচ্ছন্নে, কৃষ্ণে জগচ্চিত্তাকর্ষকে, নন্দস্য ব্রজং ঈয়ুষি উদয়তি সতি (তত্র) মহোৎসবে বিচিত্রাণি বাদিত্রাণি অবাদ্যন্ত তানি স্বয়ং জনৈশ্চ বাদিতানি বভূবুঃ ॥

গোপাঃ হৃষ্টাঃ (সন্তঃ) দধিক্ষীরঘৃতাম্বুভিঃ পরস্পরং আসিঞ্চন্তঃ নবনীতৈঃ বিলিম্পন্তঃ চ মিথঃ চিক্ষিপুঃ ॥১০॥

মহামনাঃ অদীনাত্মা উদারচিত্তঃ নন্দঃ তেভ্যঃ গোপেভ্যঃ গোপীভ্যঃ চ তথা সূতমাগধবন্দিভ্যঃ বাসঃ অলঙ্কারগোধনং (প্রাদাৎ); অন্যে যে বিদ্যোপজীবিনঃ (তত্র আগতাঃ তান্

শ্রীধরস্বামী।

জনং সিঞ্চন্ত্যঃ; অজনং উজ্জগুরিতি বা ॥১০॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

চিক্ষিপুঃ প্রয়াসার্থং বলেন প্রচ্ছন্নতয়া পিচ্ছিলপঙ্কে স্খলয়ামাসুঃ ॥১০॥

মহামনাঃ মহোদারমনাঃ প্রাদাৎ যেঽন্যে তেভ্যোঽপি বিদ্যাঃ নৃত্যগীতবাদ্যশস্ত্রশাস্ত্রাদ্যাঃ তৈস্তৈরিতি যান্ যান্ অযাচন্তেত্যর্থঃ। যথোচিতং বিদ্যাগৌরবাদিকমনতিক্রম্যেত্যর্থঃ। দানাদেঃ ফলমাহ। বিষ্ণোরারাধনস্যার্থঃ বিষ্ণুসন্তোষ স্তস্মৈ তস্যাপি ফলং

যিনি বিশ্বসংসারের প্রভু, সর্ব্বচিত্তের আকর্ষক এবং যাঁহার ঐশ্বর্য্যের ও মাধুর্য্যের পরিসীমা নাই, সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নন্দরাজের ব্রজমণ্ডলে উদিত হইলে, নানাবিধ বাদ্য আপনা হইতে বাদিত হইতে লাগিল ॥

সেই মহোৎসবে গোপগণ আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া স্ব স্ব অঙ্গে নবনীত মর্দ্দন পূর্ব্বক দধি, ক্ষীর, ঘৃত ও বারি পরস্পরের গাত্রে সিঞ্চন করিতে লাগিল; এবং আনন্দের উচ্ছ্বাসে পরস্পরকে আলিঙ্গন করত স্নেহময় পঙ্কিল স্থানে পরস্পরকে স্খলিতপদ করিতে লাগিল ॥১০॥

উদারচেতা মহামনা নন্দ সেই সমস্ত গোপ গোপী এবং সূত, মাগধ ও বন্দিগণকে বস্ত্র, অলঙ্কার ও গোধনাদি দানে পূজা করিলেন। অন্য যে কোন বিদ্যোপজীবী সেই মহোৎসবে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, নন্দরাজ সকলকেই স্বাভিলষিত বস্তুদানে যথোপযুক্ত সম্মানিত করিয়াছিলেন।

তৈস্তৈঃ কামৈরদীনাত্মা যথোচিতমপূজয়ৎ।
বিষ্ণোরারাধনার্থায় স্বপুত্রস্যোদয়ায় চ।
রোহিণী চ মহাভাগা নন্দগোপাভিনন্দিতা।
ব্যচরদ্দিব্যবাসঃস্রক্‌কণ্ঠাভরণভূষিতা ॥১১॥

আভাস।

অপি) বিষ্ণোঃ আরাধনার্থায় স্বপুত্রস্য উদয়ায় মঙ্গলায়, যথোচিতং জাতিবয়োবিদ্যানুরূপং তৈঃ তৈঃ কামৈঃ যথা প্রার্থিতবস্তুদানৈঃ অপূজয়ৎ সম্মানিতবান্ ॥

নন্দগোপাভিনন্দিতা নন্দরাজেন সম্মানিতা মহাভাগা রোহিণী চ দিব্যবাসঃস্রক্‌কর্ণাভরণভূষিতা এব তত্র ব্যচরৎ ব্যাপারে বভ্রাম ॥১১॥

শ্রীধরস্বামী।

তেভ্যঃ প্রাদাদ্‌যথোচিতমন্যনপ্যপূজয়ৎ ॥১১॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্বপুত্রস্যাভ্যুদয়ঃ। অনেন দানাদিকর্ম্মণা বিষ্ণুঃ প্রসীদতু। বিষ্ণোঃ প্রসাদেন মৎপুত্রঃ কুশলী ভবত্বিতি সঙ্কল্পয়ন্নিত্যর্থঃ। চকারেণ নবগ্রহদিক্‌পালাদীনামপি স্বপুত্রং প্রতি প্রসাদার্থং ॥

মহাভাগা বসুদেবপত্নীভ্যঃ সর্ব্বাভ্যোঽপি শ্রীকৃষ্ণবাল্যলীলোৎসবলাভাদিতি ভাবঃ। নন্দগোপেন নন্দরাজেন গোপো ভূপেঽপীত্যমরঃ। অভিনন্দিতা ত্বদাগমনমঙ্গলেন এব মৎপুত্রোঽয়মভূদিতি। ব্যচরৎ সমাগতস্ত্রীজনসম্মাননার্থমিত্যর্থঃ। দিব্যবাস আদিভিঃ শ্রীযশোদানন্দাভ্যাং দত্তৈ র্ভূষিতা পত্যু র্বন্ধনাদি দুঃখং স্বস্য চ তদ্বিচ্ছেদাদি দুঃখং কৃষ্ণজন্মোৎসবানন্দেন বিস্মৃতৈবেতি ভাবঃ ॥১১॥

এদিকে বসুদেবপত্নী ভাগ্যবতী রোহিণীও নন্দরাজের অনুরোধে দিব্য বসন ভূষণ ও মাল্যাদি ধারণ করত উপস্থিত জনগণের অভিবাদনার্থ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥১১॥

আভাস।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসবে ব্রজপুরী ইন্দ্রপুরীর অপেক্ষা শোভাবিশিষ্ট হইল। সেই মহোৎসব উপলক্ষে গায়ক বাদক নর্ত্তক নর্ত্তকী বা অস্ত্র-শাস্ত্রাদিতে কুশলী যে কোন ব্যবসায়ী তথায় উপস্থিত হইয়াছিল এবং যে যাহা প্রার্থনা করিয়াছিল, নন্দরাজ সকলেরই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যা বয়স ও গুণপণা অনুসারে যথোপযুক্ত সকলেরই মান রক্ষা করিয়াছিলেন। নন্দের এই দানের প্রধান উদ্দেশ্যই ঈশ্বরপ্রীতি। যদি ভগবান্ প্রসন্ন হন, তবে আর কোন মতে সন্তানের অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই; এইরূপ চিন্তা করিয়া, নবগ্রহাদি সহ বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

বসুদেবের অন্যান্য বনিতার মধ্যে রোহিণীই যথার্থ ভাগ্যবতী! কারণ কেবল তাঁহার

তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্।
হরের্নিবাসাত্মগুণৈরমাক্রীড়মভূন্নৃপ ॥১২॥

অন্বয়ঃ।

হে নৃপ! হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য নিবাসাত্মগুণৈঃ বাসভূতগুণৈঃ নন্দস্য ব্রজঃ ততঃ আরভ্য সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্ অভূৎ ॥১২॥

শ্রীধরস্বামী।

হরে র্নিবাসেন যে আত্মনি গুণাস্তৈরমায়া আক্রীড়ং বিহারস্থানং।১২॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্থ কুবেরেণাপ্যশক্যং নরাণাং কামিতপূরণং শ্রীনন্দরাজেন কথং হৃতমিত্যত আহ তত ইতি। হরের্নিবাসভূতস্যাত্মনো গুণৈ ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমানেব সদা। তত আরভ্য তু রমায়াঃ সর্ব্ব সম্পত্তেরাক্রীড়ং ক্রীড়াস্পদমভূৎ। যদি সর্ব্বসম্পত্তিরেব নন্দভবনে ক্রীড়তু-মারেভে তদা তস্য দেয়বস্তুন স্তত্রাভাব ইতি ভাবঃ ॥১২॥

কিন্তু হে রাজন্! ব্রজভূমি শ্রীকৃষ্ণের নিবাসস্থল হওয়াতেই সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ক্রীড়ামান্দর জানিতে হইবে। এবং তদবধি নন্দাবাস সর্ব্ব সমৃদ্ধিতে নিয়তই সুসম্পন্ন থাকিত ॥১২॥

আভাস।

অদৃষ্টেই কৃষ্ণের বাল্যলীলার রসাস্বাদন ঘটিয়াছিল। নন্দ অতি বিনীতভাবে রোহিণী সমীপে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে অভিনন্দন পূর্ব্বক বলিলেন, অয়ি মহাভাগে! আপনার শুভাগমনে আমি কৃতার্থ হইলাম। এই স্থানে আপনার শুভ বাসফলে অদ্য আমি পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিলাম। তখন রোহিণী কৃষ্ণজন্মোৎসবের আনন্দে বসুদেবের বন্ধনাবস্থা বা পতির বিরহ-তাপ সমস্তই বিস্মৃতা হইলেন। তিনি নারীগণের অভ্যর্থনার নিমিত্ত নন্দপ্রদত্ত বেশভূষায় সুসজ্জিতা হইয়া, উৎসবের উপলক্ষে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥১১॥

অর্থপ্রয়াসী যাচকগণের কামনা কিছুতেই পূর্ণ হয় না। এমন কি! সাক্ষাৎ কুবেরও যদি নিজের সমগ্র ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া যাচককে বিলাইতে বসেন, তাহা হইলেও ক্রমোত্তরে বর্দ্ধিষ্ণু মানবতৃষ্ণা উত্তরোত্তর হ্রাস না হইয়া, ক্রমশই বৃদ্ধি হইতে থাকে; সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্রজপুরে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কারণ যে স্থানে সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব বিষ্ণু বাস করিতেছেন, সর্ব্বৈশ্বর্য্য-স্বরূপিণী লক্ষ্মী তথা হইতে আর অন্যত্র কোথাও গমন করিতে পারেন না। যেহেতু জনার্দ্দনের আবাস ভূমিই লক্ষ্মীর ক্রীড়া ভবন। অতএব সেই স্থিরা লক্ষ্মীর দৃষ্টিতে বর্ষাসিক্ত ভূমির ন্যায়, নন্দাবাস যেমন সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ হইয়াছিল, লোকের চিত্তও তৎকালের মাহাত্ম্যে সদানন্দে পূর্ণ হইয়াছিল; অভাব জ্ঞান তাহাদের চিত্তকে মোটে স্পর্শও করিতে পারে নাই। সুতরাং নন্দ যে কোন সামগ্রীর দ্বারা তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহাদের প্রচুর বলিয়া বোধ হইল ॥১২॥

গোপান্ গোকুলরক্ষায়ৈ নিরূপ্য মথুরাং গতঃ।
নন্দঃ কংসস্য বার্ষিক্যং করং দাতুং কুরূদ্বহ ॥৩৩॥
বসুদেব উপশ্রুত্য ভ্রাতরং নন্দমাগতং।
জ্ঞাত্বা দত্তকরং রাজ্ঞে যযৌ তদবমোচনং।

অন্বয়ঃ।

হে কুরূদ্বহ! (অথ একদা) নন্দঃ গোকুলরক্ষায়ৈ গোপান্ নিরূপ্য কংসস্য বার্ষিক্যং করং দাতুং মথুরাং গতঃ ॥১৩॥

ততঃ বসুদেবঃ ভ্রাতরং সখায়ং, নন্দং আগতং উপশ্রুত্য রাজ্ঞে কংসায় দত্তকরং চ জ্ঞাত্বা তদবমোচনং কৃতাবাসস্থানং, যযৌ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বার্ষিক্যং প্রতিবর্ষং দেয়ং ॥১৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

চিরাৎ সর্ব্বমনোহরপুত্রোৎপত্ত্যা প্রাপ্তমহানিধিরিব শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানীতি বিমৃশ্য শ্রীনন্দরাজো যথা দেবপিতৃদিক্‌পালগ্রহাদীন্ পূজাদিভিঃ প্রসাদয়ামাস তথা দেশাধ্যক্ষং দুষ্টনৃপং কংসমপি স্বর্ণমুদ্রারত্নবস্ত্রাদ্যুপহারেণ প্রসাদয়িতুং বার্ষিককরদানমিষেণ তৎসমীপং গন্তুং ন বিললম্বে ইত্যাহ গোপানিতি ॥১৩॥

ভ্রাতরং বৈশ্যকন্যায়াং শূরবৈমাত্রেয়ভ্রাতুর্জাতত্বাদিতি ভারততাৎপর্য্যে শ্রীমধ্বাচার্য্য-বচনৈরুক্তং ব্রহ্মবাক্যং তস্মৈ ময়' স বরঃ সংনিসৃষ্টঃ সচাস নন্দাখ্য উতাস্য ভার্য্যা। নাম্না যশোদা সচ শূরতাত সুতস্য বৈশ্যাপ্রভবোঽথ গোপ ইতি বৈশ্যাপ্রভব ইতি পিতামহা-স্তুজ্জাতিত্বাৎ। অতএব স্কান্দে। যাদবানাং হিতার্থায় ধৃতো গিরিবরো ময়েতি ভগবদ্বাক্যং।

হে কুরুবংশাবতংস! এক দিন নন্দরাজ গোকুল রক্ষার্থ গোপগণকে নিযুক্ত করিয়া, রাজা কংসকে বার্ষিক কর প্রদানার্থ স্বয়ং মথুরাতে গমন করিলেন ॥১৩॥

আভাস।

পূর্ব্বে নিঃসন্তান হেতু নন্দরাজের ধনাদিতে কোন প্রকার মমতা ছিল না; সুতরাং নরপতি কংস হইতে কোন ভয়ের আশঙ্কাও চিন্তা করিতেন না; সম্প্রতি সর্ব্বমনোরম পুত্র মহানিধি প্রাপ্ত হইয়া, প্রতিপদে তাহার রক্ষার্থ উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন। শ্রেয়ার্থে নানা বিপত্তি সর্ব্বদাই উৎপন্ন হইয়া থাকে. এই মনে করিয়া পুত্রের মঙ্গলকামনায় যেমন দেবতা, পিতৃলোক ও দিক্‌পালদিগকে পূজা ও অর্চ্চনাদি দ্বারা প্রসন্ন করিয়াছিলেন, এক্ষণে দুষ্ট কংসরাজকেও স্বর্ণ মুদ্রা বস্ত্র এবং বিবিধ উপহার প্রদানে পরিতুষ্ট করিবার বাসনায় বার্ষিক কর প্রদানের ছলে স্বয়ংই অবিলম্বে মথুরায় কংস সমীপে উপস্থিত হইলেন ॥১৩॥

তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় দেহঃ প্রাণমিবাগতং।
প্রীতঃ প্রিয়তমং দোর্ভ্যাং সস্বজে প্রেমবিহ্বলঃ।
পূজিতঃ সুখমাসীনঃ স্পৃষ্ট্বানাময়মাদৃতঃ।
প্রসক্তধীঃ স্বাত্মজয়োরিদমাহ বিশাম্পতে।

অন্বয়ঃ।

(নন্দঃ) তং বসুদেবং দৃষ্ট্বা আগতং প্রাণং লব্ধা দেহঃ ইব সহসা উত্থায় প্রীতঃ প্রেমবিহ্বলঃ প্রেমবিবশঃ সন্ প্রিয়তমং বসুদেবং দোর্ভ্যাং হস্তাভ্যাং সস্বজে আলিঙ্গিতবান্॥

হে বিশাম্পতে! ততঃ তেন পূজিতঃ অনাময়ং স্পৃষ্ট্বা আদৃতঃ সুখং আসীনঃ স্বাত্মজয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ, প্রসক্তধীঃ আকৃষ্টচিত্তঃ বসুদেবঃ ইদং আহ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যাদবেষু চ সর্ব্বেষু ভবন্তো মম বল্লভা ইতি তদ্ভ্রাতৃন্ প্রতি রামবাক্যঞ্চ। তদবমোচনং তস্য বসতিস্থানং॥

তং বসুদেবং সস্বজে নন্দঃ নতু নমশ্চকার বয়সা ততো জ্যেষ্ঠত্বাৎ॥

আহ বসুদেবঃ॥

তথায় বসুদেব প্রিয়সখা নন্দরাজের আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া এবং তদীয় কর রাজসমীপে প্রদান করা হইয়াছে জানিয়া, নন্দের আবাস-মন্দিরে আগমন করিলেন।

নন্দ মৃতদেহে প্রাণ প্রাপ্তের ন্যায় অকস্মাৎ বসুদেবকে সমুপস্থিত দেখিয়া, নিতান্তই আনন্দিত হইলেন এবং প্রেমে গদগদ হইয়া প্রিয়তম বসুদেবকে বাহুদ্বয়ে আলিঙ্গন করিলেন॥

হে নরনাথ! পরস্পরের মঙ্গলামঙ্গল প্রশ্নানন্তর অভ্যর্হিত ও সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া, পুত্রপ্রাণ বসুদেব তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন।

আভাস।

গোপরাজ নন্দ গোপজাতি হইলেও সম্পর্কে বসুদেবের পিতৃব্যপুত্র; অতএব ভ্রাতা। যেহেতু তিনি বসুদেবের পিতা শূরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু বৈশ্যানির গর্ভজাত বলিয়াই গোপজাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ বিষয় ভারততাৎপর্য্যে বিশেষ স্পষ্ট আছে॥

নন্দ বর্ণে নিকৃষ্ট কিন্তু বয়সে জ্যেষ্ঠ হওয়ায় বসুদেবকে প্রণাম করেন নাই; কেবল বাৎসল্যভাবে আলিঙ্গন করত বিশেষ আত্মীয়তারই পরিচয় দিয়াছিলেন।

পরস্পরের অনাময় প্রশ্নানন্তর বসুদেব নিশ্চিন্ত হইয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন এবং বিচিত্র আলাপ দ্বারা স্বীয় সন্তানগণের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। পূর্ব্বে অনেক

দিষ্ট্যা ভ্রাতঃ প্রবয়স ইদানীমপ্রজস্য তে।
প্রজাশায়া নিবৃত্তস্য প্রজা যৎ সমপদ্যত ॥ ১৪ ॥
দিষ্ট্যা সংসারচক্রেঽস্মিন্ বর্ত্তমানঃ পুনর্ভবঃ।
উপলব্ধো ভবানদ্য দুর্ল্লভং প্রিয়দর্শনং ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।

হে ভ্রাতঃ! অপ্রজস্য প্রবয়সঃ বৃদ্ধস্য, অতএব প্রজাশায়াঃ সন্তানলাভাকাঙ্ক্ষাবর্জিতস্য তে তব, ইদানীং সম্প্রতি, যৎ যস্মাৎ প্রজা সমপদ্যত জাতা, তৎ দিষ্ট্যা সৌভাগ্যেনৈব ॥১৪॥

অস্মিন্ সংসারচক্রে বর্ত্তমানঃ ভবান্ পুনর্ভবঃ পুনর্জাতঃ ইব ময়া অদ্য উপলব্ধঃ যতঃ দিষ্ট্যা এব তব ইদং দুর্ল্লভং পুত্রপ্রাপ্তিরূপং জাতং। বা অস্মিন্ সংসারচক্রে বন্ধনাদিক্লিষ্টস্য মম অয়ং বর্ত্তমানঃ পুনর্ভাবঃ পুনর্জন্ম এব অদ্য অভূৎ যতঃ দিষ্ট্যা এব দুর্ল্লভং প্রিয়দর্শনং ভবান্ অদ্য ময়া উপলব্ধঃ ॥১৫॥

শ্রীধরস্বামী।

ভ্রাতরং সখায়ং তদবমোচনং তস্য বসতিস্থানং ॥১৪॥

পুনর্ভবঃ পুনর্জাত ইব তত্র হেতুগর্ভবিশেষণং সংসারচক্রে বর্ত্তমান ইতি ॥১৫॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রবয়সো বৃদ্ধস্য পুত্রো জাত ইত্যুক্তে মিথোক্তিঃ কন্যেত্যুক্তে নন্দস্যাপ্রতীতিরতঃ প্রজেত্যপত্যবাচকশব্দপ্রয়োগঃ। মৎপুত্রন্যাসং স্বকন্যাচৌর্য্যঞ্চ কথঞ্চিন্নন্দো জানাতি নবেতি শঙ্কয়াপি তচ্ছব্দপ্রয়োগঃ ॥১৪॥

দিষ্ট্যেতি বন্ধনাদিক্লিষ্টস্য মম পুন র্ভবো বর্ত্তমানোঽয়ং পুনর্জন্মৈবাদ্যাভূদিত্যর্থঃ। যতো ভবানুপলব্ধ ইত্যেতাবৎকালপর্য্যন্তমহং ভবদনুপলম্ভান্মৃত ইবাসমিতি ভাবঃ ॥১৫॥

হে সখে! তুমি এতকাল নিঃসন্তান ছিলে; এবং বয়োধিক বশত তোমার পুত্রলাভেরও কোন প্রত্যাশা ছিল না। এক্ষণে তোমার সন্তান লাভ নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা, সন্দেহ নাই ॥ ১৪ ॥

এই দুর্ল্লভ সন্তানলাভ হওয়ায় আমার বোধ হইতেছে যেন, সংসার চক্রে পরিভ্রমণ করিতে করিতে তোমার পুনর্জন্ম হইল। দেখ বন্ধু! এই সংসারের বিবিধ যাতনা ভোগের পর তোমার ন্যায় দুর্ল্লভ প্রিয়সন্দর্শন লাভ করিয়া অদ্য আমারও পুনর্জন্ম বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ১৫ ॥

আভাস।

যাগ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়াও নন্দ পুত্ররত্নে বঞ্চিত ছিলেন; এক্ষণে এই প্রাচীন বয়সে সন্তান প্রাপ্ত হইয়া, নন্দ কিছু অধিক পরিমাণে স্নেহবিশিষ্ট হইলেন। এস্থানে পুত্র বা কন্যা কিছুই উল্লেখ না করিয়া সাধারণত উভয় অর্থদ্যোতক প্রজা-শব্দ প্রয়োগ

নৈকত্র প্রিয়সম্বাসঃ সুহৃদাং চিত্রকর্ম্মণাং।
ওঘেন ব্যুহ্যমানানাং প্লবানাং স্রোতসো যথা ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ।

হে প্রিয়! স্রোতসঃ ওঘেন বেগেন, ব্যুহ্যমানানাং বিবিধং নীয়মানানাং, প্লবানাং তৃণ-কাষ্ঠাদীনাং, যথা ইব, চিত্রকর্ম্মণাং সুহৃদাং একত্র সংবাসঃ স্থিতিঃ, ন স্যাৎ ॥১৬॥

শ্রীধরস্বামী।

দুর্ল্লভত্বমেবাহ নৈকত্রেতি। প্রিয়শ্চাসৌ সম্বাসশ্চেতি হে প্রিয়েতি বা স্রোতস ওঘেন নীয়মানানাং প্লবন্তীতি প্লবাঃ তৃণকাষ্ঠাদয় স্তেষাং যথা একত্র স্থিতি র্নাস্তি তদ্বৎ ॥১৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্বেবঞ্চেদাবামেকত্রৈব বসাব স্তত্রাহ নৈকত্রেতি হে প্রিয়। ওঘেন স্রোতসো বেগেন ব্যুহ্যমানানাং বিবিধং নীয়মানানাং প্লবন্তীতি প্লবা তৃণকাষ্ঠাদয় স্তেষাং ॥১৬॥

হে প্রিয়! অতি প্রবলবেগ জলস্রোতে নিপতিত তৃণ বা কাষ্ঠরাশি যেরূপ অতি অল্প-কালের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ চালিত হয়, পুনর্মিলনের কোন সম্ভাবনা থাকে না; সেইরূপ বিচিত্র ভোগবলে ইতস্ততঃ প্রধাবিত স্বজনগণের অধিক দিন একত্র সংস্থিতি কখনই সম্ভব নহে ॥ ১৬ ॥

আভাস।

করিয়াছেন। তিনি মনে ভাবিলেন যে, পুত্র তাঁহার; তিনি পুত্রটী নন্দগৃহে রাখিয়া কন্যাই আনয়ন করিয়াছিলেন। নন্দ যদি তাহা না জানিয়া পুত্রটী তাঁহার নিজের বলিয়া জানেন এবং প্রেম করেন, এক্ষণে বসুদেব তাহা ব্যক্ত করিলে পাছে নন্দ মনে কষ্ট পান, এই ভয়ে ঐ গুহ্য ব্যাপার আর প্রকাশ করিলেন না; বরং নন্দের সহানুভূতিই প্রকাশ করিলেন ॥১৪॥

প্রাচীন বয়সে অপূর্ব্ব সন্তান প্রাপ্ত হওয়ায় নন্দের সৌভাগ্য বর্ণন করিয়া, নন্দ-সমাগম হেতু বসুদেব আত্ম-সৌভাগ্যও বর্ণন করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, হে ভ্রাতঃ! তোমার সহিত সংমিলিত হইয়া, আমি যে অদ্য এরূপ প্রণয়ালাপ করিব, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর। দুষ্ট কংসের কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া হস্ত পদাদিতে শৃঙ্খলের কঠিন বন্ধনে ও বক্ষোপরি নিরূঢ় শৈলের গুরুভারে যে যন্ত্রনা ভোগ করিয়াছি, এক্ষণে তাহা হইতে অব্যাহতি পাইয়া যে, আবার বন্ধুসমাগমে মধুর আলাপ করিতেছি, ইহাতে আমার নব জীবন লাভের ন্যায় বোধ হইতেছে। এই সংসার-চক্রে প্রিয়সন্দর্শন নিতান্তই দুর্ল্লভ ॥১৫॥

কারণ জীব মাত্রেই পূর্ব্বার্জিত স্ব স্ব কার্য্যফলে অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয় সকল সম্ভোগ করিয়া থাকে। কাষ্ঠ খণ্ড সকল যেমন তীব্র জলস্রোতে পতিত হইয়া, স্রোত অনুসারে খরতর বেগে কোন্ খণ্ড কোন্ দিকে ভাসিয়া যায়, কে তাহার নির্ণয় করিতে

কচ্চিৎ পশব্যং নিরুজং ভূর্য্যম্বুতৃণবীরুধং।
বৃহদ্বনং তদধুনা যত্রাস্সে ত্বং সুহৃদ্বৃতঃ ॥ ১৭ ॥
ভ্রাত র্মম সুতঃ কচ্চিন্মাত্রা সহ ভবদ্ব্রজে।
তাতং ভবন্তং মন্বানো ভবদ্ভ্যামুপলালিতঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।

হে নন্দ যত্র সুহৃদ্বৃতঃ সপুত্রঃ ত্বং আস্সে বর্ত্তসে, তৎ বৃহৎ বনং বৃন্দাবনং, অধুনা পশব্যং পশুভ্যো হিতং, নিরুজং রোগশূন্যং, ভূর্য্যম্বুবীরুধং কচ্চিৎ ॥১৭॥

হে ভ্রাতর্! ভবদ্ব্রজে তদীয়াবাসে মাত্রা সহ ভবদ্ভ্যাং উপলালিতঃ মম সুতঃ রোহিণী-নন্দনঃ বলরামঃ ভবন্তং তাতং মন্বানঃ কচ্চিৎ সুখী আস্তে ॥১৮॥

শ্রীধরস্বামী।

কচ্চিদিতি পশব্যাদিরূপে তস্মিন্ বনে নির্দ্দোষ গোপয়োদধ্যাদি প্রভূতগোপিকাস্তন্যা-দিনা পুত্রক্ষেমবিবক্ষয়া পৃচ্ছতি প্রসক্তধীঃ স্বাত্মজয়োরিত্যুক্তত্বাৎ ॥১৭॥

ভবদ্ভ্যামুপলালিতঃ সন্ কচ্চিদ্বর্ত্তত ইতি শেষঃ ॥১৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পশুভ্যো হিতং পশব্যং। নীরুজং নিরুজং হ্রস্বত্বং ছন্দোঽনুরোধাৎ। রুজা টাবন্তঃ ॥১৭॥

মম সুতঃ সুখং বর্ত্ততে ইতি শেষঃ। মন্বান ইতি বর্ত্তমানসামীপ্যান্মংস্তমান ইত্যর্থঃ ॥১৮॥

হে নন্দ! এক্ষণে বল দেখি, যে বৃহৎবনে তুমি সুহৃৎগণে পরিবৃত হইয়া বাস করিতেছ, সেখানকার পশুগণ ত সুখে আছে? তথায় ত কোন রোগের প্রাদুর্ভাব নাই? এবং তৃণলতা ও বারি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় ত? ॥১৮॥

দেখ সখে! আমার পুত্রও তাহার জননীর সহিত তোমার ব্রজে বাস

আভাস।

পারে! এবং পরেও কোন সময়ে ঐ কাষ্ঠগুলির পুনর্মিলন যেমন নিতান্তই অসম্ভব, সেইরূপ কালজলে ভাসমান জীব সমূহও স্ব স্ব কর্ম্মস্রোতে নীত হয়; তাহার কিছুই স্থির থাকে না। সুতরাং পুনঃ সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনাই নাই। এতদবস্থায় আমাদের উভয়ের পুন-র্মিলন বা পুত্রপ্রাপ্তি, ইহা উভয়েরই পুনর্জ্জন্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥১৬॥

কৃষ্ণৈকচিত্ত বসুদেব মনে মনে বালকের হিতকামনায় তদীয় বাসভবন মথুরামণ্ডলের অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। অর্থাৎ বালকের উপজীব্যই দুগ্ধ; অতএব সেখানে দুগ্ধবতী গাভী যথেষ্ট আছে কি না? গাভীগণের আহার তৃণ গুল্মাদি ও জল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় কি না? এবং কোন রোগের উৎপাত আছে কি না? ॥১৭॥

পুংসস্ত্রিবর্গো বিহিতঃ সুহৃদো হ্যনুভাবিতঃ।
ন তেষু ক্লিশ্যমানেষু ত্রিবর্গোঽর্থায় কল্পতে ॥১৯॥

অন্বয়ঃ।

সুহৃদঃ বন্ধূন্ প্রতি অনুভাবিতঃ সম্পাদিতঃ পুংসঃ (যঃ) ত্রিবর্গঃ সঃ এব হি শাস্ত্রে বিহিতঃ যুক্তঃ; তেষু ক্লিশ্যমানেষু সৎসু সঃ ত্রিবর্গঃ অর্থায় প্রয়োজনায় সুখায় ন কল্পতে ভবতি ॥১৯॥

শ্রীধরস্বামী।

পুত্রাদর্শনক্লেশেনাহ পুংস ইতি। সুহৃদো বন্ধূন্ প্রত্যনুভাবিতঃ সম্পাদিতো যস্ত্রিবর্গঃ স হি পুংসো বিহিতঃ যুক্তঃ শাস্ত্রেণ বা প্রোক্তঃ। ন স্বমাত্রপর্য্যবসিতঃ। অতস্তেষু ক্লিশ্যমানেষু সুখায় ন ভবতীত্যর্থঃ ॥১৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মম তু গৃহাশ্রমো বিফল এবেত্যাহ। পুংসঃ সুহৃদঃ স্ত্রীপুত্রাদীন্ অনুলক্ষ্যীকৃত্য ত্রিবর্গঃ শাস্ত্রেণ বিহিতঃ। ভাবিতঃ স্বকর্ম্মভি র্নিষ্পাদিত স্তেষু সুহৃৎস্বিতি। স্ত্রীপুত্রয়ো র্মদ্বিচ্ছেদাৎ মম চ পুত্রলালনাদিসুখানবাপ্ত্যা ন অর্থায় ন প্রয়োজনায় ॥১৯॥

করিতেছে; তোমরা স্ত্রীপুরুষেই তাহাকে লালন পালন করিতেছ; সে তোমাকে পিতার ন্যায় মান্য করে ত? সেই বালক আমার মঙ্গলে আছে ত? ॥ ১৮ ॥

বন্ধুবর্গকে সুখে সচ্ছন্দে রাখিতে পারিলেই মানবের প্রকৃত ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গই সাধিত হয়; আর যদি স্বজনগণ অনবরত ক্লেশভোগ করে, তবে তাহার ত্রিবর্গ সাধনের ফল কি? ॥ ১৯ ॥

আভাস।

তোমরা আমার পুত্রের প্রতি কিরূপ আচরণ কর। তাহার পরিচয়ে পুত্রই বা তোমাদিগকে কেমন মান্য করে? ॥১৮॥

ক্রমশ হৃদয়ের বহ্নি বসুদেব আর প্রশমিত রাখিতে পারিলেন না। তিনি নন্দকে সম্বোধন করিয়া স্ত্রীপুত্রের অপালন হেতু নিজের নিতান্ত অকৃতার্থতার উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, স্ত্রী-পুত্রাদি স্বজনবর্গের হিতসাধনে মানবের ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ সাধিত হয়। যাহাদের স্বজনবর্গ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, তাহাদের ত্রিবর্গ কিরূপে সাধিত হইল! বরং তদ্দ্বারা ধর্ম্মের বিশেষ হানিই হইয়া থাকে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, "বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ'। অপকার্য্য শতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ" ॥ বৃদ্ধ পিতা মাতা, সাধ্বী স্ত্রী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের ভরণপোষণার্থ শত শত অকার্য্য করাও সঙ্গত; তথাপি তাহাদিগের লালন পালনে বিমুখ থাকা কোনমতে ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য নহে। দেখ ভ্রাতঃ! আমার এ জীবন বৃথায় অতিবাহিত হইল। এবং আমার গৃহস্থাশ্রমও নিষ্ফল! ॥১৯॥

নন্দগোপ উবাচ।

অহো তে দেবকীপুত্রাঃ কংসেন বহবো হতাঃ।
একাবশিষ্টাবরজা কন্যা সাপি দিবং গতা ॥ ২০ ॥
নূনং হ্যদৃষ্টনিষ্ঠোঽয়মদৃষ্টপরমো জনঃ।

অন্বয়ঃ।

নন্দগোপঃ বসুদেবং উবাচ। অহো তে বহবঃ দেবকীপুত্রাঃ কংসেন হতাঃ, অবরজা কনিষ্ঠা কন্যা একা অবশিষ্টা সা অপি দিবং গতা ॥২০॥

নূনং নিশ্চিতং অয়ং জনঃ অদৃষ্টনিষ্ঠঃ অদৃষ্টমূলঃ, অদৃষ্টপরমঃ, অদৃষ্টশেষঃ চ; যঃ আত্মনঃ

শ্রীধরস্বামী।

নন্দো বসুদেবং সান্ত্বয়ন্নাহ অহো ইতি ॥২০॥

নূনমিতি অদৃষ্ট এব নিষ্ঠা সমাপ্তি র্যস্য সঃ যদৈব পুত্রাদিসুখপ্রদমদৃষ্টং হীয়তে তদৈব তে পুত্রাদয়ো ন ভবন্তীত্যর্থঃ। তথা অদৃষ্টপরমঃ অদৃষ্টমেব পরমং যস্য সঃ। যদ্যপি পুত্রাদয়ো বিযুক্তা স্তথাপি তান্ অদৃষ্টমেব পুনঃ সঙ্গময়তীত্যর্থঃ। এবমদৃষ্টমাত্মন স্তত্ত্বমব্যভিচারি-কারণং সুখদুঃখয়ো র্যো বেদ স ন মুহ্যতি তস্মাদিদানীং ত্বয়া ন দুঃখং ভাবনীয়ং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ত্বৎপৃষ্টং মদ্ব্রজক্ষেমমস্তীতি কিং ব্রবীমি যদহং ত্বদ্দুঃখেনৈব মহাদুঃখীত্যাহ অহো ইতি। ততশ্চ মৎপুত্রন্যাসাদিকমস্য ন বিদিতমিতি জ্ঞাত্বা বসুদেবো গতাশঙ্কোঽন্তরানন্দিতো বভূবেতি জ্ঞেয়ং ॥২০॥

ভো ভ্রাতরয়ং দুষ্পারোঽপি বিপৎসিন্ধু র্বিবেকপোতেনৈব তীর্য্যতামিত্যাহ নূনমিতি। অদৃষ্ট এব নিষ্ঠা সমাপ্তি র্যস্য সঃ। যদৈব পুত্রাদি সুখপ্রদমদৃষ্টং হীয়তে তদৈব পুত্রাদয়ো ন ভবন্তীত্যর্থঃ। অদৃষ্টমেব পরমং মৃতবিযুক্তপুত্রাদীনামপি সঙ্গমকারণং যস্য সঃ।

তখন গোপরাজ নন্দ বসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, আহা তোমার কি দুর্ভাগ্য! তোমার দেবকীগর্ভজাত যাবতীয় সন্তানগুলিকেই পাপিষ্ঠ কংস ধ্বংস করিয়াছে; কেবল সর্ব্ব কনিষ্ঠা একটী মাত্র কন্যা অবশিষ্ট ছিল, ভাগ্যক্রমে সেটীও স্বর্গে গমন করিয়াছে ॥ ২০ ॥

দেখ! এই লোক অদৃষ্ট-মূলক এবং অদৃষ্ট অনুসারেই পর্য্যবসিত হইয়া

আভাস।

অনন্তর নন্দ বসুদেবের প্রশ্নের অনুকূল উত্তর প্রদান করিলে, তিনি মনে মনে আনন্দিত হইলেন এবং নন্দ যে পুত্র কন্যার পরিবর্ত্তন ব্যাপার কিছুই অবগত হইতে পারেন নাই, বুঝিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু নন্দ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার অভিপ্রায়ে

অদৃষ্টমাত্মনস্তত্ত্বং যো বেদ স ন মুহ্যতি ॥ ২১ ॥

বসুদেব উবাচ।

করো বৈ বার্ষিকো দত্তো রাজ্ঞে দৃষ্টা বয়ঞ্চ বঃ।

নেহ স্থেয়ং বহুতিথং সন্ত্যুৎপাতাশ্চ গোকুলে ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ প্রোক্তাস্তে শৌরিণা যযুঃ।

অন্বয়ঃ।

তত্ত্বং অদৃষ্টং, বেদ সঃ (সুখদুঃখাদিনা) ন মুহ্যতি মোহং ন প্রাপ্নোতি ॥২১॥

বসুদেবঃ উবাচ। হে নন্দ (ত্বয়া) রাজ্ঞে বার্ষিকঃ করঃ বৈ দত্তঃ। বঃ যুষ্মাভিঃ বয়ং চ দৃষ্টাঃ। ইতঃ পরং অত্র বহুতিথং বহুদিনং ন স্থেয়ং (যতঃ ইদানীং) গোকুলে উৎপাতাঃ চ সন্তি।

শ্রীশুকঃ উবাচ। শৌরিণা বসুদেবেন ইতি প্রোক্তাঃ তে নন্দাদয়ঃ গোপাঃ তং বসুদেবং অনুজ্ঞাপ্য তদনুজ্ঞাং আদায়, অনড়ুদ্‌যুক্তৈঃ বৃষভযোজিতৈঃ অনোভিঃ শকটৈঃ, গোকুলং

শ্রীধরস্বামী।

মৃতানামপি বিযুক্তানামপি চ কালান্তরে দর্শনযোগয়োঃ সম্ভবাৎ অস্মদাদিভিরপি কালান্তরে তদ্বিয়োগে সত্যপীতি নন্দস্য দৈবী বাগেষা ভাবি সূচিকা ॥২১॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

এবমদৃষ্টমাত্মনস্তত্ত্বং যো বেদেতি ত্বত্তুল্যঃ কোঽন্যে বিবেকীতি তব মাস্তু মোহ ইতি ভাবঃ ॥২১॥

জ্ঞাততত্ত্বো বসুদেবো যদ্বক্তুমাগত স্তদাহ কর ইতি। বৈ নিশ্চিতং বো যুষ্মাভিঃ।

থাকে। যে ব্যক্তি অদৃষ্টকে আপনার ভোগাভোগের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারে, সে আর কখন সুখদুঃখে মূর্চ্ছিত বা অভিভূত হয় না ॥ ২১ ॥

অনন্তর বসুদেব নন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, তোমার রাজকর প্রদান করা হইয়াছে এবং আমাদিগের সহিতও দেখা শুনা হইল, এক্ষণে আর অধিক দিন এখানে থাকা কর্ত্তব্য নহে; কারণ ব্রজে নানা প্রকার উৎপাত হইবার সম্ভাবনা ॥

শুকদেব বলিলেন, বসুদেব নন্দকে এইরূপ কহিলে, নন্দ প্রভৃতি গোপগণ বসুদেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, বলবান্ ও বেগশালী বৃষভযুক্ত শকটে আরো-

আভাস।

বলিলেন দেখ ভ্রাতঃ! এই বিপদ্ সাগরের পার নাই। যত্নের দ্বারা উত্তীর্ণ হইব মনে করা নিতান্ত দুরূহ। কেবল এক বিবেকরূপ তরণী সহায়ে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, সন্দেহ নাই ॥২০॥

অনোভি রনড়ুদ্‌যুক্তৈস্তমনুজ্ঞাপ্য গোকুলং ॥ ২২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে বসুদেব-নন্দ-সমাগমো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥*॥৫॥*॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

নন্দঃ পথি বচঃ শৌরে র্ন মৃষেতি বিচিন্তয়ন্।
হরিং জগাম শরণমুৎপাতাগমশঙ্কিতঃ।
কংসেন প্রহিতা ঘোরা পূতনা বালঘাতিনী।
শিশূংশ্চচার নিঘ্নন্তী পুরগ্রামব্রজাদিষু ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।

ঋষুঃ ॥২২॥

ইতি দশমে পঞ্চমঃ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ। নন্দঃ শৌরেঃ বসুদেবস্য, বচঃ ন মৃষা ইতি বিচিন্তয়ন্ উৎপাতাগমশঙ্কিতঃ সন্ পথি হরিং বিঘ্নহন্তারং শরণং জগাম ॥

এতর্হি ইত্যবসরে, কংসেন প্রহিতা প্রেরিতা, বালঘাতিনী পূতনা পুরগ্রামব্রজাদিষু শিশূন্ নিঘ্নন্তী সতী চচার ॥১॥

শ্রীধরস্বামী।

ত্বাং বুদ্ধা বসুদেবো দুঃখং ত্যক্ত্বা নন্দমাহ করো বৈ ইতি। বোযুষ্মাভিঃ ॥২২॥

॥*॥ ইতি দশমে পঞ্চমঃ ॥*॥

ষষ্ঠে সখ্যুর্গিরা নন্দো ব্রজং গচ্ছন্ মৃতাং পথি।
দৃষ্ট্বা তু রাক্ষসীং তস্যাঃ মৃত্যুং শ্রুত্বাচ বিস্মিতঃ ॥১॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বহুতিথং চিরকালং ॥২২॥

॥*॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
দশমে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥*॥
ষষ্ঠে সৌরূপ্যকৌরূপ্যে জীবন্মৃততনোরিহ।
নির্বর্ণ্যোক্তঃ পূতনায়া দাহো নন্দস্য চাগমঃ ॥১॥

হণ পূর্ব্বক গোকুলাভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ ২২ ॥

ইতি দশমে পঞ্চম ॥

শুকদেব বলিলেন, নন্দ আগমনকালে পথিমধ্যে গোকুলে উৎপাত সম্বন্ধে বসুদেবের কথা মিথ্যা নহে, এইরূপ চিন্তা করিয়া, ভয়োদ্বিগ্নচিত্তে মনে মনে

ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্ম্মসু।
কুর্ব্বন্তি সাত্বতাং ভর্ত্তু র্যাতুধান্যশ্চ তত্র হি ॥২॥

অন্বয়ঃ।

(হে নৃপ!) স্বকর্ম্মসু ইষ্টানিষ্টেষু, (বর্ত্তমানাঃ জনাঃ) যত্র সাত্বতাং ভক্তানাং ভর্ত্তুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য রক্ষোঘ্নানি শ্রবণাদীনি নামানি ন কুর্ব্বন্তি তত্র হি নিশ্চিতং যাতুধান্যঃ রাক্ষসাঃ, প্রভবন্তি ॥২॥

শ্রীধরস্বামী।

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে শঙ্কমানং রাজানং প্রতি অবিষয়ে প্রবৃত্তা সৈব মরিষ্যতীতি সূচয়ন্নাহ ন যত্রেতি। যত্র শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রবণাদীনি ন সন্তি তত্রৈব তাসাং শক্তিঃ। সাক্ষাত্তস্মিন্নেব সতি কা শঙ্কেতি ভাবঃ ॥২॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে শঙ্কমানং রাজানং প্রতি অবিষয়ে প্রবৃত্তা সৈব মরিষ্যতীতি সূচয়ন্নাহ নেতি। যত্র পুরাদিষু সাত্বতাং ভর্ত্তুঃ শ্রবণাদীনি দৃষ্টাদৃষ্টফলেষু স্বকর্ম্মস্বপি বর্ত্তমানা জনা ন কুর্ব্বন্তি তত্রৈব যাতুধান্যঃ প্রভবন্তীতি শেষঃ। কিমুত যত্র প্রাধান্যেন কুর্ব্বন্তি তত্র ন প্রভবন্তীতি কিমুততরাং যত্র কৈবল্যেন কুর্ব্বন্তি কিমুততমাং সাক্ষাদেব যত্র স প্রাদুর্ভূয়াস্তে ইতি ভাবঃ ॥২॥

ভয়নাশন ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন ॥

ইতি মধ্যে বালঘাতিনী পূতনা কংস কর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া পুর, গ্রাম ও ব্রজমধ্যে শিশু সন্তানগুলি নিহত করত বিচরণ করিতে লাগিল ॥১॥

হে নরনাথ! যখন ইষ্টানিষ্ট যাবতীয় কর্ম্মকালে যদি ভক্তবৎসল ভগবানের সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন নাম উচ্চারণ করা হয়, তখনই আর প্রেত পিশাচাদির ভয় থাকে না; তখন সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেবের আবির্ভাবে কি সামান্য দৈত্যগণের প্রতাপ থাকিতে পারে? ॥২॥

আভাস।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে সখা বসুদেবের বাক্যানুসারে নন্দরাজের ব্রজে আগমন, পথিমধ্যে রাক্ষসী পূতনার মৃতদেহ দর্শন ও মরণবৃত্তান্ত শ্রবণে বিস্ময়-বর্ণনা হইয়াছে ॥

নন্দ মথুরার কার্য্য সমাপন করিয়া ব্রজাভিমুখে যাত্রা করিলেন; কিন্তু কিয়দ্দুর গমনের পরই তাঁহার বসুদেবের কথা স্মরণ হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন বসুদেবের কথা মিথ্যা নহে। আমার ভাগ্যে বিপদ পদে পদেই আছে। না জানি! বালকের কোন অমঙ্গল না ঘটে! এই মনে করিয়া বিঘ্নবিনাশন ইষ্টদেবকে মনে মনে স্মরণ করিতে লাগিলেন ॥

এদিকে বালক বধার্থ কংস পূতনাকে প্রেরণ করিয়াছে। যদিও দৈত্যগণের মন্ত্রণায়

সা খেচর্য্যেকদোৎপত্য পূতনা নন্দগোকুলং।
যোষিত্বা মায়য়াত্মানং প্রাবিশৎ কামচারিণী ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।

সা খেচরী বিমানবিহারিণী, কামচারিণী স্বেচ্ছাচারিণী, পূতনা একদা মায়য়া আত্মানং যোষিত্বা নারীবেশং কৃত্বা, উৎপত্য আকাশমার্গেণ আগত্য, নন্দ-গোকুলং প্রাবিশৎ ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যোষিত্বা বেশতো বরাং নারীমিবাত্মানং কৃত্বা। নন্থ নির্লজ্জা নির্ব্বিশঙ্কাচ সতী কথং পরসদ্মনি প্রবিষ্টা অত আহ কামচারিণীতি। নহি কামচারিণীষ্বিদং চিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তদপি পূতনাবধলীলায়া আবশ্যকত্বাল্লীলাশক্তিপ্রেরণবশাদেব মৃত্যুনা নিমন্ত্র্যমাণৈব মর্ত্তুং গোকুলং জগামেত্যাহ সেতি। একদা রাত্রৌ আকাশমুৎপত্য গোকুলং প্রবিশ্য মায়য়া আত্মানং যোষিত্বা যোষিতং কৃত্বা নিজ লোপ আর্ষঃ। সৌন্দর্য্যেণ সর্ব্বজনান্ মোহ-

---

সেই খেচরী স্বেচ্ছাচারিণী পূতনা একদিন মায়ার দ্বারা অপূর্ব্ব রমণীবেশ ধারণ করত, শূন্যপথ দিয়া নন্দরাজের গোকুল মধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৩ ॥

আভাস।

প্রথম ঋষিহিংসাই শ্রেয়ঃ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল; তথাপি কংস প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারিল না। সে মনে করিল, এই প্রাণান্তিক নিজের বিপদে নিজেরই উদ্যোগ করা বিশেষ প্রয়োজন। এক্ষণে আর এক মুহূর্ত্তও বৃথা অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ ইহার পর, সেই শিশুরূপী প্রাণনাশন হরি বলবান্ হইলে, আর জীবন-রক্ষার সম্ভব নাই; এই ভাবিয়া সেই দুরাত্মা বালঘাতিনী পূতনাকে যাবতীয় শিশু হননের নিমিত্ত ব্রজপুরে প্রেরণ করিল। সমস্ত শিশু বিনষ্ট হইলে, তাহার প্রাণহননকারী হরিও নিশ্চয় ধ্বংস হইবেন, ইহাই তাহার বিবেচনা। তদনুসারে সেই ভয়ঙ্করী পূতনা স্বীয় স্তনযুগলে অতি তীব্রতেজ বিষ প্রলিপ্ত করত রাত্রিতে যে যে বালককে নিজ স্তন্য পান করাইতে লাগিল, সকলেই মুহূর্ত্ত মধ্যে কাল-সদনে নীত হইয়াছিল। এইরূপে সেই নিশাচরী ব্রজের অনেক বালককেই নিহত করিল ॥ ১ ॥

দুর্দ্দান্ত কংসের দুরন্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া, রাজা পরীক্ষিৎ নিস্তব্ধ হইলেন; তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পরিকর-স্থানীয় ব্রজের ঐশ্বর্য্যপ্রদ বালকগণের কি দশা ঘটিল? এই আশঙ্কায় সতৃষ্ণ-নয়নে শুকদেবের মুখপানে চাহিলে, মুনিবর তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, তাঁহাদিগের কোন ভয় নাই? এই বালক-বধ দ্বারা রাক্ষসী নিজ মৃত্যুর সূচনাই করিয়াছে। কারণ ইষ্টানিষ্ট যে কোন কর্ম্মে আসক্ত থাকিয়াও যদি মানব সেই ভক্ত-প্রতিপালক ভগবানের নাম উচ্চারণ করে, তবে আর কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না। আর এখানে সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম বিষ্ণু অবতীর্ণ হইয়াছেন, তথায় কি আর কোন

তাং কেশবন্ধব্যতিষক্তমল্লিকাং বৃহন্নিতম্ব-স্তন-কৃচ্ছ্র মধ্যমাং।
সুবাসসং কল্পিতকর্ণভূষণদ্বিষোল্লসৎকুণ্ডলমণ্ডিতাননাং ॥ ৪ ॥
বল্গুস্মিতাপাঙ্গবিসর্গবীক্ষিতৈ র্মনোহরন্তীং বনিতাং ব্রজৌকসাং।

অন্বয়ঃ।

কেশবন্ধব্যতিষক্তমল্লিকাং ধম্মিল্লসংসক্তমল্লিকাকুসুমাং, বৃহন্নিতম্বস্তনকৃচ্ছ্র মধ্যমাং গুরু-নিতম্বাং পীনপয়োধরাং তন্বঙ্গীং, সুবাসসং সূক্ষ্মবস্ত্রপরিদধানাং, কল্পিতকর্ণভূষণদ্বিষা আধেয় কর্ণাভরণশোভয়া উল্লসৎকুণ্ডলমণ্ডিতাননাং বিকাশমানালকাভিঃ রুচিরবদনাং ॥ ৪ ॥

বল্গুস্মিতাপাঙ্গবিসর্গবীক্ষিতৈঃ রম্যসহাস্যাপাঙ্গদৃষ্ট্যা ব্রজৌকসাং ব্রজবাসিনাং মনঃ হরন্তীং তাং বনিতাং (নারীবেশধরাং পূতনাং) অম্ভোজকরেণ পদ্মহস্তেন লক্ষণেন, পতিং

শ্রীধরস্বামী।

তাঞ্চ বনিতাং পতিং দ্রষ্টুং আগতাং অতিরূপবতীং শ্রিয়মিব গোপ্যোঽমংসত ইত্যুত্তর-শ্লোকেনান্বয়ঃ। শ্রীসাম্যার্থানি বিশেষণানি কেশবন্ধব্যতিষক্তমল্লিকাং ধম্মিল্লসংসক্ত-মল্লিকাকুসুমাং বৃহন্নিতম্বেন স্তনাভ্যাং চোভয়ত আক্রান্তমিব কৃচ্ছ্রং কৃশং মধ্যমং উদরং যস্যা স্তাং সুবাসসং রমণীয়ে বাসসী যস্যা স্তাং। কল্পিতয়োঃ কর্ণভূষণয়ো স্বিষা উল্লসদ্ভিঃ কুণ্ডলৈর্মণ্ডিতমাননং যস্যাস্তাং ॥ ৪ ॥

বল্গুস্মিতাপাঙ্গবিসর্গবীক্ষিতৈঃ বল্গু রম্যং স্মিতং যেষু তথাভূতা অপাঙ্গবিসর্গা যেষু তৈ বীক্ষিতৈ ব্রজৌকসাং মনোহরন্তীং অতো গোপা হৃতমনস্কেন তাং ন নিবারিতবন্ত

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্মিত্বা গৃহান্তঃপুরাদিষু সহসা প্রবেষ্টুমিতি ভাবঃ। যদ্যপি জগন্মোহিনী ভগবন্মায়াপি তান্ সিদ্ধভক্তান্ মোহয়িতুং নোৎসহতে তদপি কৃষ্ণলীলাশোভাসিদ্ধ্যর্থং ঐন্দ্রজালিকমায়েব তা পি পূতনাদিমায়া মোহয়তি ভগবদিচ্ছাবশাদিতি জ্ঞেয়ং ॥ ৩।৪ ॥

তাং শ্রিয়ং রূপিণীং মূর্ত্তিমতীং রত্নাদিধনসম্পত্তিমিব অম্ভোজকরেণ উপলক্ষিতাং। পতিং শ্রীব্রজরাজস্যেষ্টদেবং শ্রীনারায়ণং দ্রষ্টুমিবাগতাং অমংসতেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। বৃহত্তা

ঐ নিশাচরী যখন গুরুনিতম্বিনী পীনোন্নতপয়োধরা এবং তন্বঙ্গী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক উৎফুল্ল মল্লিকা মালা কবরীতে বিন্যস্ত করত কর্ণাভরণশোভায় দিক্ সকল আলোকিত করিয়া অলকাশোভিত বদনে ॥ ৪ ॥

ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে মনোহর অপাঙ্গ নিক্ষেপে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, তখন ব্রজবনিতাগণ তাহার রূপে এতই মোহিত হইয়াছিল যে, তাঁহারা মনে

আভাস।

বিপদ্ ঘটিতে পারে! তবে পূতনা যে সকল শিশু বধ করিয়াছিল, তাহারা ভগবদ্বিমুখ কংস-পক্ষীয় দৈত্য; তদ্দ্বারা ভগবান্ তাহাদিগকে নিহত করাইয়াছিলেন। ইহাতে কংসের হিতোদ্দেশে বিপরীত ফল-প্রাপ্তিই হইল ॥ ২ ॥

অমংসতাম্ভোজকরেণ রূপিণীং গোপ্যঃ শ্রিয়ং দ্রষ্টুমিবাগতাং পতিং ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।

লক্ষ্মীকান্তং দ্রষ্টুং আগতাং প্রাপ্তাং, রূপিণীং রূপধারিণীং, (সাক্ষাৎ) শ্রিয়ং রমাং, ইব তাং বনিতাং নারীবেশধরাং পূতনাং গোপ্যঃ অমংসত মেনিরে ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ইত্যুক্তং ভবতি। গোপ্যশ্চ শ্রিয়মিব মত্বা তুষ্ণীমাসন্ অতঃ কেনাপি অনিবারিতা সতী প্রবিবেশেতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নিতম্বেন স্তনাভ্যাঞ্চ উভয়ত আক্রান্তমিব কৃচ্ছ্রং কৃশং মধ্যমুদরং যস্যা স্তাং। বনিতাং অত্যনুরাগবতীং। বনিতা জনিতেত্যর্থানুরাগায়াঞ্চ যোষিতীত্যমরঃ। অহো রূপমহো-হনুরাগ ইতি ব্রজৌকসাং মনো হরন্তীং অতএবৈতে সহসান্তঃপুরং প্রবিশন্তীমপি ন নিবারয়া-মাসুরিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

করিলেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বুঝি! পতি অন্বেষণার্থ এই মনোহারিণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া লীলা-কমল হস্তে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন? ॥ ৫ ॥

আভাস।

পূতনার অসামান্য লাবণ্য ও বেশভূষাদির আয়োজন দেখিলে বোধ হয় যেন, সাক্ষাৎ কালই তাহাকে মরণের জন্য তথায় প্রেরণ করিয়াছেন। গোপ সকল অতি সাবধানে চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতেছিল; সুতরাং ঐ মায়াবিনী শূন্যপথ দিয়া ব্রজমধ্যে প্রবেশ করিল। এবং ব্রজবাসী কেহ তাহাকে কংস-চর বলিয়া পাছে অনুমান করে, এই আশঙ্কায় অপূর্ব্ব কামিনী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বেশ ভূষা ও সৌন্দর্য্যে সকলেরই মন হরণ করত, গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

জগন্মোহিনী যোগমায়াও প্রকৃত সিদ্ধ ভক্তগণের মোহ উৎপাদনে সমর্থা নন বটে, কিন্তু আনন্দ-বৃদ্ধির জন্য এবং শ্রীকৃষ্ণলীলা-রসের পুষ্টিসাধনার্থ ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার ন্যায়, পূতনামায়া সিদ্ধভক্তগণকেও মোহিত করিয়াছিল। পূতনার সৌন্দর্য্যে, এমন কি! যশোদা এবং রোহিণীরও বিস্ময় উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহারা নারীবেশধারিণী পূতনার হাব ভাব ও লাবণ্যে এতই চমৎকৃতা হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা পূতনাকে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিময়ী লক্ষ্মী লীলাকমল হস্তে করিয়া শ্রীপতির অন্বেষণ করিতেছেন বলিয়া মনে করিলেন। তাহার অঙ্গ-সৌষ্ঠবে ও রুচির গঠনে সকলেই এত বিমোহিত হইয়াছিলেন যে প্রায় প্রত্যেকে মুক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, আহা কিরূপ! কি লাবণ্য! এরূপ সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট নারী ত কখন নয়নগোচর করি নাই! সুতরাং গৃহমধ্যে প্রবেশ-কালে কেহই তাহাকে নিষেধ করিল না ॥ ৫ ॥

বালগ্রহস্তত্র বিচিন্বতী শিশূন্ যদৃচ্ছয়া নন্দগৃহেঽসদন্তকং।
বালং প্রতিচ্ছন্ননিজোরুতেজসং দদর্শ তল্পেঽগ্নিমিবাহিতং ভসি ॥ ৬ ॥
বিবুধ্য তাং বালকমারিকাগ্রহং চরাচরাত্মা স নিমীলিতেক্ষণঃ।

অন্বয়ঃ।

তত্র গোকুলে, শিশূন্ বিচিন্বতী মৃগয়মানা, বালগ্রহঃ পূতনা যদৃচ্ছয়া স্বৈরিতয়া (সহসা এব) নন্দগৃহে (আগত্য) ভসি ভস্মনি, আহিতং লুক্কায়িতং, অগ্নিং ইব প্রতিচ্ছন্ননিজোরুতেজসং তদাভিমুখ্যেন ছন্ননিজমহাপ্রভাবং, অসদন্তকং দুষ্টদমনকারিণং বালং বাল্যমাধুরীং আবিষ্কুর্ব্বন্তং, শ্রীকৃষ্ণং তল্পে শয্যায়াং, আহিতং শয়ানং দদর্শ ॥ ৬ ॥

চরাচরাত্মা সঃ হরিঃ বালকমারিকাগ্রহং তাং বিবুধ্য জ্ঞাত্বা, নিমীলিতেক্ষণঃ মুদ্রিত-

শ্রীধরস্বামী।

বালগ্রহঃ পূতনা অসদন্তকং বালং দদর্শ। নন্বু অসতামন্তকং দৃষ্ট্বা কিং ন বিভেতি স্ম ইতি চেত্তত্রাহ। প্রতিচ্ছন্ননিজোরুতেজসং বাল্যনাট্যেন প্রতিচ্ছন্নং তিরোহিতং নিজং উরু তেজো যেন তং কমিব ভসি ভস্মনি আহিতং অগ্নিমিবেতি ॥ ৬ ॥

চরাচরাত্মত্বাদেব তাং বিবুধ্য নিমীলিতেক্ষণঃ আস। স্বয়মনন্তং দুষ্টানামন্তকং সা অঙ্কমারো-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বালগ্রহঃ পূতনা অসদন্তকং স্বহন্তারমপি স্ববধ্যত্বেন প্রতীয়মানং বালং দদর্শ যতঃ প্রতি-চ্ছন্নেতি। ভসি ভস্মন্যাহিতমন্তরর্পিতং ভস্মাচ্ছাদিতমগ্নিমিবেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

চরাচরাত্মেতি দুষ্টাগমনকালে সর্ব্বজ্ঞতাশক্তেঃ সেবাবসরো দর্শিতঃ। তাং বিবুধ্য

বালঘাতিনী পূতনা ঐরূপ বেশ ধারণ পূর্ব্বক শিশু অন্বেষণ করত গোকুল মধ্যে বিচরণ করিতেছিল; এমন সময়ে সে ভস্মাচ্ছাদিত হুতাশনের ন্যায়, দুস্ট নিগ্রহকারী জনার্দ্দন স্বীয় অসামান্য বীর্য্য প্রচ্ছন্ন করত বালকরূপে শয্যায় শয়ান দেখিতে পাইল ॥ ৬ ॥

চরাচরের অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ দর্শনমাত্রেই পূতনাকে বালঘাতিনী বলিয়া

আভাস।

কিন্তু হে রাজন্! খলের অভিসন্ধি কখনই সিদ্ধ হয় না। কংস যে রাক্ষসীকে শিশু-বধার্থ প্রেরণ করিয়াছিল, সে স্বয়ংই মৃত্যুমুখে পতনোন্মুখ। শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে রাক্ষস-মায়া স্থান পাইল না। মায়াবিনী পূতনা বালকের নিকট সাক্ষাৎ যমস্বরূপ হইলেও কৃষ্ণ সন্নিধানে কীট অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইল। সে শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তির প্রেরণাতে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশের অধিকার পাইল এবং স্বীয় প্রাণহন্তাকেও সামান্য বালকরূপে শয্যায় শয়ান দর্শন করিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন বাল্যমাধুরী প্রকাশ পূর্ব্বক ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় অপেক্ষা করিতেছিলেন; সুতরাং সেই দুষ্টা অসন্নিগ্রহকারীকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াও, শঙ্কিত বা ভীত হইল না ॥ ৬ ॥

অনন্তমারোপয়দঙ্কমন্তকং যথোরগং সুপ্তমবুদ্ধিরজ্জুধীঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।

নগ্ননঃ, (আস); অল্পবুদ্ধিঃ জনঃ রজ্জুধীঃ সন্ যথা সুপ্তং নিদ্রিতং, উরগং সর্পং (গৃহ্লাতি) তথা (সা পূতনা) অন্তকং নিধনকারিণং, অনন্তং বিষ্ণুং, অঙ্কং আরোপয়ৎ উত্থাপয়ামাস ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

পয়ং বালং মত্বা যথোরগং সুপ্তং অবুদ্ধি শ্চাসৌ রজ্জুধীশ্চেতি সঃ অজ্ঞানতো রজ্জুবুদ্ধ্যা যথা গৃহ্লাতি তদ্বৎ ॥ ৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বাল্যস্বভাবেনৈব নিমীলিতেক্ষণ আস দিদীপে। নিজাত্যন্তবালত্বভীরুত্বজ্ঞাপনায় চ তাদৃশামঙ্গলদর্শনাভাবায় চ স্বদৃষ্টিস্বাভাবিকতদ্বিধধর্ষণাভাবায়চ মাতৃভাবদর্শিকায়াস্তস্যাঃ স্বকর্ত্তৃকবধে লজ্জানুৎপত্ত্যেচ তন্মরণবৈকল্যদর্শনাভাবায় চ মুদ্রিতনেত্রত্বং। ততশ্চানন্তং তমঙ্কমারোপয়ৎ। অন্তকং স্বস্যেতি সংহারিকাশক্তেঃ সেবাবসরঃ। যস্য দেশতঃ কালতশ্চ অন্তো নাস্তি তমনন্তমপি অঙ্কমারোপয়দিত্যর্থঃ। বিরোধেনাঙ্কুরসো বঞ্চিতঃ। অন্তকমনন্তমিতি শব্দবিরোধঃ। যথা সুপ্তমুরগং অবুদ্ধ্যা অল্পবুদ্ধ্যা হেতুনা রজ্জুধী র্জনো গৃহ্লাতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

নিশ্চয় করিলেন এবং যেন ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। মূর্খ ব্যক্তি যেমন রজ্জু-ভ্রমে নিদ্রিত সর্পকে আলিঙ্গন করে, ঐ স্বৈরচারিণীও তদ্রূপ সাক্ষাৎ অন্তক-স্বরূপ অনন্তদেবকে ক্রোড়ে উত্তোলন করিল ॥ ৭ ॥

আভাস।

বিশ্বব্যাপী ভগবানের কৃপার তুলনা নাই! তিনি বিশ্বসংসারের আত্মা? স্থাবর এবং জঙ্গম সকলেরই হিতকারী। তাঁহার নিকট যে ভাবেই অগ্রসর হওয়া যাউক্ না, কোন মতেই অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। তিনি মঙ্গলময়! তদভিমুখে আগত সকল জীবেরই মঙ্গল তিনি আপনি সাধিত করিয়া থাকেন। পূতনা জন্মত রাক্ষসী এবং কার্য্যেও বালঘাতিনী! স্পর্শমণি স্পর্শে কৃষ্ণকায় লৌহের সুবর্ণত্ব লাভের ন্যায়, পাপিয়সী পূতনাকে সদ্গতি প্রদানার্থ ভক্তোচিত সেবার অবসর দিলেন। প্রকাশ্যে স্নেহময়ী মূর্ত্তি অবলম্বনে আগত, অথচ অন্তরে হিংসাবৃত্তি পরিপূর্ণা অমঙ্গল-স্বরূপা সেই নিশাচরীকে দর্শন করিয়াই যেন বালস্বভাব প্রযুক্ত ভয়ে চক্ষু মুদিত করিলেন। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহা নহে। স্তন্য প্রদানার্থ মাতৃভাবে সমীপে আগমন করাতেই পূতনার সকল অপরাধ মার্জ্জনীয়। সুতরাং ক্রোধদৃষ্টি প্রচ্ছন্ন করত মাতৃবেশধারিণীকেও প্রাণে বধ করিতে হইবে, এই লজ্জাতেই যেন চক্ষু মুদিত করিলেন। যাঁহার দেশত, কালত ও বস্তুত অন্ত নাই, সেই অনন্ত বাসুদেব কেবল সেবা করিবার অবসর প্রদানার্থই ক্রোড় পাতিবা মাত্রই পূতনার অঙ্কে আরোহণ করিলেন ॥ ৭ ॥

তাং তীক্ষ্ণচিত্তামথ বামচেষ্টিতাং বীক্ষ্যান্তরা কোষপরিচ্ছদাসিবৎ।
বরস্ত্রিয়ং তৎপ্রভয়াবধর্ষিতে নিরীক্ষ্যমাণে জননী অতিষ্ঠতাং ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ।

অথ কোষপচ্ছিদাসিবৎ চর্ম্মাবৃতখড়্গঃ ইব তীক্ষ্ণচিত্তাং বহির্দৃষ্ট্যা তু বামচেষ্টিতাং প্রিয়কারিণীং বরস্ত্রিয়ং তাং অন্তরা গৃহমধ্যে বীক্ষ্য দৃষ্ট্বা তৎপ্রভয়া পূতনাসৌন্দর্য্যেণ অবধর্ষিতে অভিভূতে জননী জনন্যৌ (যশোদা রোহিণী চ) নিরীক্ষ্যমাণে সংপশ্যমানে এব অতিষ্ঠতাং (ন নিবারিতবত্যৌ) ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নন্থ যশোদারোহিণ্যৌ কথং তাং ন ন্যবারয়তাং তত্রাহ তামিতি। বামং বস্তু জনন্যা ইব চেষ্টিতং যস্যাস্তাং বরস্ত্রিয়ঞ্চ সহসৈব অন্তরা গৃহমধ্যে বীক্ষ্য অন্তস্তৈক্ষ্ণ্যে বহির্মার্দ্দবে চ দৃষ্টান্তঃ কোষপরিচ্ছদাসিবৎ মৃদু চিত্রং-চর্ম্মময়ঃ কোষঃ পরিচ্ছদ আবরণং যস্য অসেঃ খড়্গস্য তদ্বৎ তৎপ্রভয়াবধর্ষিতে অভিভূতে অহমস্য জননী ইয়ং বেতি মোহিতে তু সত্যৌ জননী জনন্যৌ নিরীক্ষ্যমাণে এব কেবলমতিষ্ঠতাং নতু নিবারিতবত্যৌ ॥ ৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্থ যশোদারোহিণ্যৌ কথং তাং ন ন্যবারয়েতাং তত্রাহ তামিতি। বামং বস্তু জনন্যা ইব চেষ্টিতং যস্যা স্তাং। অন্তরা গৃহমধ্য এব বীক্ষ্য অন্তস্তৈক্ষ্ণ্যে বহির্মার্দ্দবে চ দৃষ্টান্তঃ মৃদু চর্ম্মময়ঃ কোষঃ পরিচ্ছদ আবরণং যস্য তথাভূতমসিমিবেতি তস্যাঃ প্রভয়াবধর্ষিতে অভিভূতে মৎপুত্রস্যাভ্যুদয়ায় কিমিয়মম্বিকা কিমিয়মিন্দ্রাণী মূর্ত্তিমতী ত্রৈলোক্যসম্পত্তি র্বা বাৎসল্যেন স্তন্যং পায়য়তীতি মোহিতে সত্যৌ জননী জনন্যৌ নিরীক্ষ্যমাণে এব কেবলমতিষ্ঠতাং নতু নিবারিতবত্যৌ ॥ ৮ ॥

অতীব মসৃণ কোষ দ্বারা আবৃত তীক্ষ্ণধার তরবারির ন্যায়, তীব্র হননেচ্ছা অন্তরে লুক্কায়িত করত, বাহিরে জননীর স্নেহপূর্ণ ব্যবহার প্রদর্শন পূর্ব্বক নারী-বেশধারিণী পূতনাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়াও কেহ কিছু বলিতে পারিলেন না। এমন কি! যশোদা এবং রোহিণীও সেই কামচারিণীর রূপে মোহিত হইয়া, তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন; মুখে কোন প্রতিবন্ধক করিলেন না ॥ ৮ ॥

আভাস।

এদিকে মাতৃদ্বয় পূতনার বেশভূষা ও অঙ্গ-লাবণ্যেই মোহিতা হইয়াছিলেন। তাঁহারা কোষপরিচ্ছন্ন তীক্ষ্ণধার তরবারির ন্যায়, সেই নারী-বেশধারিণী রাক্ষসীর মনোগত ভাব বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা সৌন্দর্য্যে তাহাকেই কৃষ্ণের উপযুক্ত মাতা জ্ঞানে বরং আনন্দই প্রকাশ করিয়াছিলেন। অঙ্কে গ্রহণ কালে কোন প্রতিবন্ধক করিবার সাবকাশও পাইলেন না; কেবল তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়াই রহিলেন ॥ ৮ ॥

তস্মিন্ স্তনং দুর্জ্জরবীর্য্যমুল্বণং ঘোরাঙ্কমাদায় শিশো র্দদাবথ।
গাঢ়ং করাভ্যাং ভগবান্ প্রপীড্য তৎ প্রাণৈঃ সমং রোষসমন্বিতোঽপিবৎ ॥ ৯ ॥
সা মুঞ্চ মুঞ্চালমিতিপ্রভাষিণী নিষ্পীড্যমানাখিলজীবমর্ম্মণি।

অন্বয়ঃ।

তস্মিন্ স্থানে, অঙ্কং আদায় সা ঘোরা পূতনা শিশোঃ (মুখে) দুর্জ্জরবীর্য্যং তীব্রবীর্য্যং উল্বনং বিষং যস্মিন্ তৎ স্তনং দদৌ; অথ রোষসমন্বিতঃ ভগবান্ করাভ্যাং গাঢ়ং প্রপীড্য নিষ্পিষ্য প্রাণৈঃ সমং তৎ স্তন্যং, অপিবৎ ॥ ৯ ॥

ততঃ মুঞ্চ মুঞ্চ, ত্যজ ত্যজ, অলং (যথেষ্টং ত্বয়া পীতং) ইতি প্রভাষিণী ব্রুবতী যতঃ অখিলজীবমর্ম্মণি সমস্তজীবনাশ্রয়ে নিষ্পীড্যমানা নিহন্যমানা সা রাক্ষসী নেত্রে বিবৃত্য-

শ্রীধরস্বামী।

তস্মিন্ স্থানে দুর্জ্জরং বীর্য্যং বিষং যস্মিন্ তৎ স্তনং শ্রীকৃষ্ণমঙ্কমাদায় শিশোঃ তস্মৈ শিশবে দদৌ। অথ অনন্তরমেব প্রপীড্য কেবলং বিষমপথ্যমিতি মত্বৈব তস্যাঃ প্রাণৈঃ সহাপিবৎ ॥ ৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তস্মিন্নেব স্থানে দুর্জ্জরং বিষরূপং বীর্য্যং যস্য তৎ। ঘোরা পূতনা শিশোঃ শিশবে। গাঢ়ং প্রপীড্যেতি তয়া ত্যাজয়িতুমশক্যঃ সন্নিতি ভাবঃ। রোষসমন্বিত ইতি মদীয়ব্রজ-বালকানপীয়ং জিঘাংসতীতি রোষময়ী দুষ্টসংহারিকা শক্তিরেবাপবিত্রান্ প্রাণান্ স্তনঞ্চাপিব-দশোধয়ৎ নতু স ইতি কুঠারসমন্বিতো বৃক্ষমচ্ছিনদিতি বৎ ॥ ৯ ॥

তখন সেই দানবী বালককে ক্রোড়ে করিয়া অতি উৎকট বীর্য্যসম্পন্ন হলাহলে প্রলেপিত স্তন তাঁহার বদনে প্রদান করিল। তদ্দর্শনে ভগবান্ ক্রুদ্ধ হইয়া, দুই হস্তে তাহার সেই স্তন আক্রমণ করত তাহার প্রাণ পর্য্যন্ত পান করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

আভাস।

তখন পূতনা আর বিলম্ব না করিয়াই বালকের মুখে সেই বিষমিশ্রিত স্তন প্রদান করিল। বালক বধার্থ দম্ভ সহকারে আগত পূতনার প্রাণ দম্ভ সহকারেই হরণ করা কর্ত্তব্য, ইহাই প্রদর্শন বাসনায় কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক কৃষ্ণ গাঢ়ভাবে আক্রমণ করত স্তন পান করিতে আরম্ভ করিলেন। আপাতত লোকদৃষ্টিতে রোষ প্রকাশ বটে, কিন্তু পরিণামে কৃপা বিতরণ মাত্র। ভগবানে অর্পিত বিষও অমৃতে পরিণত হইল। তিনি বিষের অনুপানে সমর্পণকারীর প্রাণপর্য্যন্ত আত্মসাৎ করিলেন। অর্থাৎ যে তীক্ষ্ণা বৃত্তি শ্রীকৃষ্ণকে বিষ প্রদানে প্রবৃত্তি দিয়াছিল, পূতনার হৃদয় হইতে তাহা সমূলে উন্মূলিত করিলেন এবং অবশিষ্ট তাহার স্বরূপও আত্মস্বরূপে প্রলীন করত জননীর প্রাপ্য স্থান পূতনাকে প্রদান করিলেন; ইহা পরে স্পষ্ট করা হইবে ॥ ৯ ॥

বিবৃত্য নেত্রে চরণৌ ভুজৌ মুহুর্নিস্বিন্নগাত্রা ক্ষিপতী রুরোদ হ ॥ ১০ ॥
তস্যাঃ স্বনেনাতিগভীররংহসা সাদ্রি র্মহী দ্যৌশ্চ চচাল সগ্রহা।
রসা দিশশ্চ প্রতিনেদিরে জনাঃ পেতুঃ ক্ষিতৌ বজ্রনিপাতশঙ্কয়া ॥ ১১ ॥
নিশাচরীত্থং ব্যথিতস্তনা ব্যসুর্ব্যাদায় কেশাংশ্চরণৌ ভুজাবপি।

অন্বয়ঃ।

উন্মিল্য ভুজৌ চরণৌ চ মুহুঃ ক্ষিপতী ক্ষিপন্তী নিস্বিন্নগাত্রা ঘর্মাক্তকলেবরা সতী রুরোদ হ ॥ ১০ ॥

তস্যাঃ অতি গভীররংহসা প্রচণ্ডবেগেন স্বনেন চিৎকারধ্বনিনা, সাদ্রিঃ সপর্ব্বতা, মহী সগ্রহা গ্রহাদিসহিতা দ্যৌঃ অন্তরীক্ষঃ চ চচাল রসাঃ রসাতলানি দিশঃ চ প্রতিনেদিরে জনাঃ লোকাঃ বজ্রনিপাতশঙ্কয়া ক্ষিতৌ পেতুঃ ॥ ১০ ॥

হে নৃপ! ইত্থং ব্যথিতস্তনা নিশাচরী ব্যসুঃ বিগতপ্রাণা সতী (মুখং) ব্যাদায় ॥

শ্রীধরস্বামী।

চরণৌ ভুজৌচ মুহুঃ ক্ষিপন্তী নিস্বিন্নানি স্বেদযুক্তানি গাত্রাণি যস্যাঃ সা ॥ ১০ ॥
রসাঃ রসাতলানি চ ॥ ১১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নিষ্পীড্যমানা অর্থাদ্বালকেন চরণৌ ভুজৌ চ মুহুর্মুহু র্নিক্ষিপতী ॥ ১০ ॥
রসা রসাতলানি চ ॥ ১১ ॥

সমস্ত জীবনের আশ্রয়স্থানে নিপীড়িত হইয়া তখন ঐ রাক্ষসী "ওরে ছাড়্‌রে, ছাড়্‌রে, যথেষ্ট হইয়াছে" ? বলিয়া বারংবার চীৎকার করত মুহুর্মুহু হস্ত ও পদদ্বয় উৎক্ষেপন পূর্ব্বক চক্ষু উন্মীলন করত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল ॥ ১০ ॥

তাহার সেই গভীর গর্জ্জনে যেন ধরাধরসহিতা পৃথিবী এবং নক্ষত্র গ্রহাদির সহিত অন্তরীক্ষ লোক কম্পিত হইতে লাগিল। দিক্ সকল ও রসাতল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল এবং জনগণ বজ্রপতনের আশঙ্কায় ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল ॥ ১১ ॥

হে রাজন্! এই প্রকারে স্তনব্যথায় নিতান্ত কাতরা হইয়া পূতনা মুখ-

আভাস।

স্তন-পানের সহিত প্রাণ পর্য্যন্ত পানকালে পূতনা অধীরা হইয়া বারংবার ছাড়াইবার চেষ্টা করিলেও, কৃষ্ণ আর তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি তাহার মর্ম্মস্থান পর্য্যন্ত নিপীড়িত করিয়া, প্রাণপানে জীবদেহ পরিত্যাগ করাইলেন। পূতনা তখন আর মায়া দ্বারা আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারিল না। কারণ ভগবানের যতই নিকটবর্ত্তী হওয়া

প্রসার্য্য গোষ্ঠে নিজরূপমাস্থিতা বজ্রাহতো বৃত্র ইবাপতন্নৃপ ॥১২॥
পতমানোঽপি তদ্দেহ স্ত্রিগব্যূত্যন্তরদ্রুমান্।
চূর্ণয়ামাস রাজেন্দ্র মহদাসীত্তদদ্ভুতং ॥১৩॥
ঈশামাত্রোগ্র দংষ্ট্রাস্যং গিরিকন্দরনাসিকং।

অন্বয়ঃ।

বিবৃত্য, কেশান্ চরণৌ ভুজৌ অপি প্রসার্য্য বিস্তার্য্য, নিজরূপং স্বস্য উলূকীস্বরূপং, আস্থিতা অবলম্ব্য বর্ত্তমানা, সা বজ্রাহতঃ বৃত্রঃ (অসুরঃ) ইব গোষ্ঠে অপতৎ ॥১২॥

হে রাজেন্দ্র! পতমানঃ অপি তদ্দেহঃ ত্রিগব্যূত্যন্তরদ্রুমান্ ষট্‌ক্রোশমধ্যবর্ত্তিনঃ বৃক্ষান্ চূর্ণয়ামাস; তৎ মহৎ অদ্ভুতং আসীৎ ॥১৩॥

ঈশামাত্রোগ্রদংষ্ট্রাস্যং লাঙ্গলদণ্ডপরিমিততীক্ষ্ণদন্তবিশিষ্টং মুখং, গিরিকন্দরনাসিকং গিরিগুহাবৎ নাসাবিষ্টং গণ্ডশৈলস্তনং পর্ব্বতচূড়াদ্বয়সদৃশস্তনবিশিষ্টং রৌদ্রং প্রকীর্ণা-

শ্রীধরস্বামী।

ব্যাদায় মুখং বিবৃত্য নিজরূপমাস্থিতা মরণসময়ে কপটমযুক্তমিতি বা ॥১২॥

পতন্নপি তস্যাঃ দেহঃ ষট্‌ক্রোশমধ্যবর্ত্তিনো দ্রুমাংশ্চূর্ণীচকার ॥১৩॥

ঈশা লাঙ্গলদণ্ডঃ তৎপ্রমাণা উগ্রা দংষ্ট্রা যস্মিন্ তথাভূতমাননং যস্মিন্ তৎ তস্যাঃ কলেবরং বীক্ষ্য গোপা গোপ্যশ্চ সংতত্রসুঃ সংত্রস্তাঃ সংত্রাসহেতুত্বেন পুনরষ্টভিঃ পদৈ-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নিজরূপমাস্থিতা মৃত্যুপীড়িতয়া তয়া নিজমায়য়া রক্ষিতুমশক্যত্বাৎ ॥১২॥

পতমানঃ পীড়াবৈয়গ্র্যবশাদন্তঃপুরাত্তস্মাদুৎপ্লুত্য গ্রামমপ্যুল্লঙ্ঘ্য তদ্বহিঃপ্রদেশে পতন্নিত্যর্থঃ। অপিকারেণ ন কেবলং জীবন্ত্যেব সা জীবান্ জঘান অপিতু মৃতা অপীতি ভাবঃ। ষট্‌ক্রোশমধ্যবর্ত্তিনো দ্রুমান্ তাবতাং দ্রুমাণাং চূর্ণনং দ্রুমমাত্রচূর্ণনং গ্রামোল্লঙ্ঘনং চেত্যত্যদ্ভুতং দ্রুমাশ্চ তে কংসারামস্থা স্তদ্ভোগ্যফলা ইতি বৈষ্ণবতোষিণী ॥১৩॥

তস্যা কলেবরং বীক্ষ্য গোপাগোপ্যশ্চ তত্রসুঃ। ঈশা লাঙ্গলদণ্ড স্তৎপ্রমাণা উগ্রদংষ্ট্রা

ব্যাদন পূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিল; তৎকালে স্বকীয় উলূকীস্বরূপ ধারণে হস্ত পদ ও কেশরাশি ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত করত বজ্রাহত বৃত্রাসুরের ন্যায়, গোষ্ঠ মধ্যে পতিত হইল ॥১২॥

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! পতন কালেও ঐ নিশাচরীর দেহ তিন ক্রোশ ব্যাপ্ত স্থানের বৃক্ষসমূহকে চূর্ণ করিয়া পতিত হইল ॥ ১৩ ॥

তাহার সেই লাঙ্গল-দণ্ডের ন্যায় তীব্র দন্ত-পংক্তি-বিশিষ্ট করাল বদন,

আভাস।

যায়, কাপট্য তাঁহার নিকট হইতে ততই দূরে পলায়ন করে। তৎকালে সে নিজ বিকট মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া, আর্ত্তনাদে দিক্ দিগন্ত প্লাবিত করত ধরণীতে শয়ন করিল ॥১০॥১২॥

গণ্ডশৈলস্তনং রৌদ্রং প্রকীর্ণারুণমূর্দ্ধজং ॥ ১৪ ॥
অন্ধকূপগভীরাক্ষং পুলিনারোহ-ভীষণং।
বদ্ধসেতু ভুজোর্ব্বঙ্ঘ্রি শূন্যতোয়হ্রদোদরং ॥ ১৫ ॥
সংত্রস্তুঃ স্ম তদ্বীক্ষ্য গোপ্যঃ গোপ্যঃ কলেবরং।
পূর্ব্বন্তু তন্নিস্বনিত ভিন্নহৃৎ-কর্ণ-মস্তকাঃ।

অন্বয়ঃ।

কণমূর্দ্ধজং আলুলায়িতকেশজালং ॥১৪॥

অন্ধকূপগভীরাক্ষং পুলিনারোহভীষণং বদ্ধসেতুভুজোর্ব্বঙ্ঘ্রি শূন্যতোয়হ্রদোদরং ॥১৫॥

পূর্ব্বং তৎনিস্বনিত-ভিন্নহৃৎকর্ণমস্তকাঃ পূতনায়াঃ নাদেন ব্যথিতহৃৎকর্ণমস্তকাঃ গোপাঃ গোপ্যঃ চ (তদা) তৎ কলেবরং বীক্ষ্য সংতত্রস্তুঃ ভীতাঃ বভূবুঃ স্ম ॥

শ্রীধরস্বামী।

বিশিনষ্টি গিরিকন্দর ইব নাসিকে যস্মিন্ তৎ গিরেশ্চ্যুতৌ স্থূলোপলৌ তাবিব স্তনৌ যস্মিন্ তৎ। রৌদ্রং ঘোরং প্রকীর্ণা অরুণা মূর্দ্ধজা যস্মিন্ তৎ ॥ ১৪ ॥

অন্ধকূপাবিব গভীরে অক্ষিণী যস্মিন্ তৎ। পুলিনবদারোহৌ জঘনে তাভ্যাং ভীষণং বদ্ধাঃ সেতব ইব ভুজৌ উরু অঙ্ঘ্রী চ যস্মিন্ তৎ। শূন্যতোয়-হ্রদ ইব উদরং যস্মিন্ তৎ ॥ ১৫ ॥

পূর্ব্বমেব তস্যা শব্দেন ভীতাঃ পুনর্দর্শনেনাতিতত্রসুরিত্যাহ পূর্ব্বস্থিতি। তস্যা

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যস্মিং স্তদাস্যং যস্য। পুলিনবদারোহৌ জঘনং তেন ভীষণং। বদ্ধাঃ সেতব ইব ভুজাবুরু অঙ্ঘ্রী চ যস্মিন্ তৎ শূন্যতোয়হ্রদ ইব উদরং যস্মিন্ তৎ। পূর্ব্বন্তু তস্যাঃ শব্দেন ভিন্নানি বিদীর্ণানি হৃদাদীনি যেষাং তে তাশ্চ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

উরসি পর্ব্বতবদুত্তুঙ্গে ক্রীড়ন্তং। প্রবেষ্টুং সূতিকাগারমনীশানাং বনৌকসাং। দিদৃক্ষা

পর্ব্বত গুহার ন্যায় নাসারন্ধ্র, গিরিশিখরের ন্যায় উন্নত স্তনদ্বয়, ইতস্ততঃ প্রকীর্ণ অরুণাভ কেশজাল, অন্ধকূপের ন্যায় গভীর নেত্রদ্বয়, নদীতটতুল্য জঘনদ্বয়, বদ্ধসেতুর সম ভুজ, উরু ও পদদ্বয় এবং শূন্যজল হ্রদের ন্যায় উদর দর্শন করিয়া, লোক মাত্রেই বিমোহিত হইল ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

পূতনার ভীষণ আর্ত্তনাদে গোপ এবং গোপী সকলের হৃৎকম্প হইয়া কর্ণ বধির প্রায় এবং মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়াছিল; এক্ষণে তাহার সেই বিপুল মৃত দেহ অবলোকন করিয়া, সকলেই নিতান্ত ভীত ও সংত্রস্ত হইল ॥

অন্বয়ঃ।

হে রাজন্! পরের অনিষ্ট বাসনায় অস্ত্র ধারণ করিলে, সেই অস্ত্রে নিজেরই অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। ব্রজের অনিষ্ট উৎপাদনার্থ পূতনাকে প্রেরণ করায়, কংসানুচর

বালঞ্চ তস্যা উরসি ক্রীড়ন্তমকুতোভয়ং।
গোপ্য স্তূর্ণং সমভ্যেত্য জগৃহু র্জাতসংভ্রমাঃ।
যশোদা রোহিণীভ্যাং তাঃ সমং বালস্য সর্ব্বশঃ।
রক্ষাং বিদধিরে সম্যক্ গোপুচ্ছভ্রমণাদিভিঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ।

গোপ্যঃ সমভ্যেত্য নিকটং এত্য জাতসংভ্রমাঃ সংত্রস্তাঃ সত্যঃ তস্যাঃ পূতনায়াঃ উরসি বক্ষঃস্থলে অকুতোভয়ং যথা স্যাৎ তথা ক্রীড়ন্তং বালং চ তূর্ণং সত্বরং জগৃহুঃ ॥

তাঃ গোপ্যঃ যশোদারোহিণীভ্যাং সমং সর্ব্বশঃ সর্ব্বেষু অঙ্গেষু গোপুচ্ছভ্রমণাদিভিঃ বালস্য সম্যক্ রক্ষাং বিদধিরে চক্রুঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নিশ্বনিতঃ শব্দস্তেন নির্ভিন্নানি হৃৎ-কর্ণ-মস্তকানি যেষাং তে ॥ ১৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পূর্ব্বয় ইব নিষ্ক্রান্তং স্বপুরাদ্বহিঃ ॥ ১৬ ॥

তাঁহারা অতি সাবধানে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বালক কৃষ্ণ সেই দেহের উপর অকুতোভয়ে ক্রীড়া করিতেছেন। তখন তাঁহারা সত্বর অগ্রসর হইয়া, বালককে তুলিয়া লইলেন।

গোপিকাগণ সকলে যশোদা ও রোহিণীর সহিত একত্রিত হইয়া, গোপুচ্ছ সঞ্চালনাদির দ্বারা বালকের অঙ্গে রক্ষা বিধানে যত্নবতী হইলেন ॥ ১৬ ॥

আভাস।

বালক সকলই নিহত হইয়াছিল। আবার পূতনার সেই বিরাট্ মৃতদেহ কংসের ভোগ্য উপবনে পতিত হওয়ায়, তিন ক্রোশ ব্যাপী স্থান নিষ্পাদপ হইয়াছিল ॥ ১৩ ॥

এই শ্লোক দ্বয়ের দ্বারা পূতনার অদ্ভুত দেহের বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল যশোদারই হৃদয়ের নিধি ছিলেন, এমত নহে; সেই দর্শনীয়তম হৃদয়-চ্ছবিকে মুহূর্ত্তের জন্য আবৃত দেখিলে বৃন্দাবনের কোন প্রাণীই সুস্থ থাকিতে পারিত না। তাঁহার অবসন্ন ভাব বৃন্দাবনবাসিগণ মনে কল্পনা করিয়াও জগৎ অন্ধকার দেখিত। পূতনা রাক্ষসীর তাদৃশ বিকট বিস্তৃত কলেবরের উপর অঞ্চলের নিধি কৃষ্ণধনে নিরীক্ষণ করিয়া, যশোদা ও রোহিণী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা কৃষ্ণের মুখপানে অবলোকন করিয়া মনে মনে বলিলেন, পুত্র রে! তোমার রক্ষা সম্বন্ধে আমাদের ন্যায় মাতা নিরর্থক। তবে যে দেবতা তোমাকে এতাবৎ রক্ষা করিতেছেন, তিনিই তোমাকে এখনও রক্ষা করুন! এই বলিতে না বলিতে পুত্রপ্রেমে বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন। এদিকে গোপাঙ্গনা সকলে অপেক্ষা না করিয়াই, সেই শব-বক্ষঃ হইতে শিশুকে নামাইয়া লইলেন এবং শোককাতরা যশোদা ও রোহিণীকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বালকের রক্ষা বন্ধনে নিযুক্ত হইলেন ॥ ১৬ ॥

গোমূত্রেণ স্নাপয়িত্বা পুনর্গোরজসার্ভকং।
রক্ষাং চ চক্রুঃ শকৃতা দ্বাদশাঙ্গেষু নামভিঃ ॥ ১৭ ॥
গোপ্যঃ সংস্পৃষ্টসলিলা অঙ্গেষু করয়োঃ পৃথক্।

অন্বয়ঃ।

অর্ভকং বালকং, **পুনঃ** গোমূত্রেণ স্নাপয়িত্বা গোরজসা শকৃতা গোময়েন চ (ললাটাদি) **দ্বাদশাঙ্গেষু**। (কেশবাদি) দ্বাদশ নামভিঃ রক্ষাং চক্রুঃ ॥ ১৭ ॥

অতঃ গোপ্যঃ সংস্পৃষ্টসলিলাঃ সত্যঃ আচম্য আত্মনি অঙ্গেষু করয়োঃ পৃথক্ ন্যস্য

শ্রীধরস্বামী।

দ্বাদশাঙ্গেষু ললাটাদিষু কেশবাদি দ্বাদশনামভিঃ ॥ ১৭ ॥

অনাচান্তা এবং প্রথমমতিসম্ভ্রমেণৈবং রক্ষাং কৃত্বা কিঞ্চিল্লব্ধাশ্বাসাঃ পুনস্তাৎপর্য্যেণ বীজন্যাসমকুর্ব্বতেত্যাহ সংস্পৃষ্টসলিলা আচান্তাঃ আত্মনি প্রথমং অঙ্গেষু করয়োঃ পৃথক্

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

রক্ষাবিধানে যশোদা রোহিণ্যোরপ্রাধান্যং তয়োঃ শোকোত্থবৈয়গ্র্যাতিশয়েন। **সর্ব্বতঃ** সর্ব্বেষ্বঙ্গেষু। আদিশব্দেন সর্ষপ নির্মঞ্ছন সূর্পকোণস্পর্শনাদীনি ॥

শকৃতা গোময়েন, দ্বাদশাঙ্গেষু ললাটাদিষু নামভিঃ কেশবাদ্যৈঃ ॥ ১৭ ॥

প্রথমমনাচান্তা এবাতিসম্ভ্রমেণৈব রক্ষাং কৃত্বা পশ্চাল্লব্ধাশ্বাসা যথাবিধানমেব রক্ষাং চক্রুরিত্যাহ গোপ্য ইতি। সংস্পৃষ্টসলিলা আচান্তাঃ। আত্মনি আত্মনঃ অঙ্গেষু

প্রথমত গোমূত্রে স্নান করাইয়া গোধূলি ও গোময় ললাটাদি দ্বাদশাঙ্গে স্পর্শ করাইয়া কেশবাদি দ্বাদশ নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক রক্ষা বন্ধন করিলেন ॥১৮॥

অনন্তর যথাবিধি আচমন পূর্ব্বক স্বকীয় অঙ্গে ও করাঙ্গ অঙ্গুলি সমূহে

আভাস।

দেহের যে যে দ্বাদশ অঙ্গে ভগবানের দ্বাদশ নাম উল্লেখ করত ব্রজনারীগণ শ্রীকৃষ্ণের রক্ষা বিধান করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ বর্ণনা পাদ্মোত্তরখণ্ডে তিলকনির্ম্মাণ বিধিতে বর্ণিত আছে যথা; "ললাটে কেশব, উদরে নারায়ণ, বক্ষঃস্থলে মাধব, কণ্ঠকূপে গোবিন্দ, দক্ষিণ কুক্ষিতে বিষ্ণু, দক্ষিণ বাহুতে মধুসূদন, দক্ষিণ কন্ধরে ত্রিবিক্রম, বাম পার্শ্বে বামন, বাম বাহুতে শ্রীধর, বাম কন্ধরে হৃষীকেশ, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ এবং কটিদেশে দামোদর" চিন্তা

পাদ্মোত্তরখণ্ডে তিলকনির্ম্মাণবিধৌ।
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরেতু বামনং বামপার্শ্বকে।
পৃষ্ঠেতু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ।
বিধিঃ কৃতঃ ॥ ১৭ ॥
ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে।
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনং।
শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশন্তু কন্ধরে।
ইতি ভগবন্নামভিঃ দ্বাদশাঙ্গেষু এব রক্ষা-

ন্যস্যাত্মন্যথ বালস্য বীজন্যাসমকুর্ব্বত ॥ ১৮ ॥

অব্যাদজোঽঙ্ঘ্রিমণিমাংস্তব জানুথোরু যজ্ঞোঽচ্যুতঃ কটিতটং জঠরং হয়াস্যঃ।
হৃৎকেশব স্ত্বদুরং ঈশ ইনস্তু কণ্ঠং বিষ্ণুর্ভুজং মুখমুরুক্রম ঈশ্বরঃ কং ॥ ১৯ ॥

চক্র্যগ্রতঃ সহগদো হরিরস্তু পশ্চাৎ ত্বৎপার্শ্বয়োর্ন্নুরসী মধুহাজনশ্চ।

অন্বয়ঃ।

অঙ্গন্যাসং করন্যাসং কৃত্বা বালস্য বীজন্যাসং অকুর্ব্বত ॥ ১৮ ॥

তদাহ হে শ্রীকৃষ্ণ! অজঃ (তে) অঙ্ঘ্রী অব্যাৎ পাতু মণিমান্ তব জানু জানুনী, অথ যজ্ঞঃ উরূ, অচ্যুতঃ তব কটিতটং, হয়াস্যঃ হয়গ্রীবঃ (তে) জঠরং, কেশবঃ হৃৎ হৃদয়ং, ঈশঃ ত্বদুরঃ তব বক্ষঃ, ইনঃ সূর্য্যঃ তু কণ্ঠং, বিষ্ণুঃ ভুজং, উরুক্রমঃ মুখং, ঈশ্বরঃ তে কং মস্তকং, পাতু ॥ ১৯ ॥

চক্রী হরিঃ তে অগ্রতঃ অগ্রে অস্তু সহগদঃ হরিঃ পশ্চাৎ অস্তু, ধনুরসী মধুহা অজনশ্চ

শ্রীধরস্বামী।

অজাদ্যেকাদশবীজানাং মধ্যে করশুদ্ধৌ ত্রীণি করয়োঃ সন্ধিষু চত্বারি তথা অঙ্ঘ্র্যাদাবেকৈকস্মিন্নঙ্গে অজাদ্যেকৈকং বীজং নিধায় বালস্যাপ্যঙ্গেষু তথৈবাকুর্ব্বত। (১৮)॥

অঙ্ঘ্রি অঙ্ঘ্রী, জানু জানুনী, ভুজং ভুজৌ, কং শিরঃ ॥

তথা দিক্ষু রক্ষামকুর্ব্বন্নিত্যাহ চক্র্যগ্রত ইতি। চক্রসহিতো হরি স্ত্বাগ্রতোঽস্তু

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

করয়োশ্চ ন্যস্য অঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ কৃত্বেত্যর্থঃ। অথ অনন্তরং বালস্যাঙ্গেষ্বঙ্ঘ্র্যাদিষু বীজস্যাজাদিনামাদ্যৈকৈকাক্ষরস্য সানুস্বারস্য নমঃশব্দান্তস্য ন্যাসং। তেন অং নমোঽজস্তবাঙ্ঘ্রী অব্যাৎ মং নমো মণিমাং স্তব জানুনী অব্যাদিত্যেবং প্রয়োগঃ ॥ ১৮ ॥

ততশ্চ পঞ্চভিরেতৈ রক্ষাং চক্রুরিত্যাহ অব্যাদিতি, অঙ্ঘ্রি অঙ্ঘ্রী। মণিমান্ তন্নামা ভগবৎপ্রাদুর্ভাববিশেষঃ। জানু জানুনী জঙ্ঘে ঽচ্যুত ইতি সন্ধিরার্ষঃ। যজ্ঞোঽচ্যুত ইতি চ পাঠঃ। হৃৎ জীবাধারপদ্মং। উরো বক্ষঃ ॥ ১৯ ॥

যথারীতি ন্যাস করত, বালকের অঙ্গে বীজন্যাস আরম্ভ করিলেন ॥ ১৮ ॥

হে রাজন্! গোপীগণ বালকের বীজন্যাস কালে বলিয়াছিলেন, "ভগবান্ অজ তোমার পদদ্বয় রক্ষা করুন, মণিমান্ তোমার জানুদ্বয়, যজ্ঞরূপী হরি তোমার উরুদ্বয়, অচ্যুত কটিদেশ, হয়গ্রীব তোমার জঠর এবং কেশব তোমার হৃদয় রক্ষা করুন! ঈশ তোমার উদর, সূর্য্যদেব তোমার কণ্ঠদেশ,

আভাস।

করিয়া তিলক ধারণ করিতে হয়। এখানে গোপনারীগণও এই নিয়মানুসারে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে রক্ষা বন্ধন করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

কোণেষু শঙ্খ উরুগায় উপর্য্যুপেন্দ্র স্তার্ক্ষ্যঃ ক্ষিতৌ হলধরঃ পুরুষঃ সমন্তাৎ ॥ ২০ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হৃষীকেশঃ প্রাণান্নারায়ণোঽবতু।
শ্বেতদ্বীপপতিশ্চিত্তং মনো যোগেশ্বরোঽবতু ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ।

ত্বৎপার্শ্বয়োঃ, কোণেষু শঙ্খধরঃ উরুগায়ঃ, উপেন্দ্রঃ উপরি, তার্ক্ষ্যঃ তার্ক্ষ্যসহিতঃ হরিঃ ক্ষিতৌ পুরুষঃ পুরুষোত্তমঃ হলধরঃ তব সমন্তাৎ সর্ব্বদিক্ষু অস্তু ॥ ২১ ॥

হৃষীকেশঃ তে ইন্দ্রিয়াণি অবতু রক্ষতু, নারায়ণঃ প্রাণান্, শ্বেতদ্বীপপতিঃ চিত্তং (তথা) যোগেশ্বরঃ তে মনঃ অবতু ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সহগদো গদাসহিতো হরি স্তব পশ্চাদস্তু ত্বৎপার্শ্বয়োর্ধনুর্ধরো মধুহা অসিধরো হজনশ্চ আস্তাং শঙ্খধর উরুগায়ঃ কোণেষু ক্ষিতৌ হধস্তাং ॥ ২০ ॥

এবং বহিরক্ষাং কৃত্বা অন্তরঙ্গ-রক্ষাং কুর্ব্বন্নিত্যাহ ইন্দ্রিয়াণীতি ॥ ২১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তথা দিক্ষু রক্ষামকুর্ব্বন্নিত্যাহ চক্র্যগ্রত ইতি। চক্রসহিতো হরি স্তবাগ্রতোঽস্তু। সহগদো গদাসহিতো হরিস্তব পশ্চাদস্তু! ত্বৎপার্শ্বয়ো র্ধনুর্ধরো মধুহা অসিধরো হজনশ্চাস্তু। কোণেষু শঙ্খধর উরুগায়োঽস্তু উপর্য্যুপেন্দ্রোঽস্তু তার্ক্ষ্যঃ ক্ষিতাবধস্তাদস্তু। হলধরঃ পুরুষঃ সমন্তাদস্তু ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

বিষ্ণু তোমার বাহুদ্বয়, উরুক্রম মুখ এবং ঈশ্বর তোমার মস্তক রক্ষা করুন! ॥ ১৯ ॥

চক্রপাণি হরি তোমার অগ্রভাগে, গদাধারী তোমার পশ্চাৎভাগে, ধনুঃহস্তে মধুদৈত্যঘাতী এক পার্শ্বে এবং খড়্গহস্তে অজন তোমার অপর পার্শ্বে অবস্থিতি পূর্ব্বক তোমাকে নিয়ত রক্ষা করুন। শঙ্খধারী উরুগায় কোণ চতুষ্টয়ে, উপেন্দ্র ঊর্দ্ধদেশে, গরুড়বাহন অধঃদেশে এবং পুরুষোত্তম হলধর তোমার সর্ব্বদিকে বিরাজমান থাকিয়া, তোমাকে অনবরত প্রতিপালন করুন! ॥২০॥

হৃষীকেশ তোমার আভ্যন্তরীক ইন্দ্রিয়বর্গকে, নারায়ণ তোমার প্রাণ সমূহকে, শ্বেতদ্বীপপতি তোমার চিত্ত এবং যোগেশ্বর হরি তোমার মনকে রক্ষা করুন! ॥ ২১ ॥

আভাস।

প্রথমত ব্যস্ততা বশতঃ যথা নিয়মে রক্ষা বিধান করা হয় নাই জ্ঞানে যশোদাদি পুনরায় আত্মসংযমন পূর্ব্বক আপনাদের অঙ্গন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিয়া বালকের বীজন্যাস আরম্ভ করিলেন। অর্থাৎ নামের আদ্যক্ষর অনুস্বার সংযুক্ত করিয়া নমঃ শব্দের সহিত

পৃশ্নিগর্ভস্ত তে বুদ্ধিমাত্মানং ভগবান্ পরঃ।
ক্রীড়ন্তং পাতু গোবিন্দঃ শয়ানং পাতু মাধবঃ।
ব্রজন্তমব্যাদ্বৈকুণ্ঠ আসীনং ত্বাং শ্রিয়ঃপতিঃ।
ভুঞ্জানং যজ্ঞভুক্ পাতু সর্ব্বগ্রহভয়ঙ্করঃ।
ডাকিন্যো যাতুধান্যশ্চ কুষ্মাণ্ডা যেঽর্ভকগ্রহাঃ।
ভূতমাতৃপিশাচাশ্চ যক্ষরক্ষোবিনায়কাঃ।
কোটরা-রেবতী-জ্যেষ্ঠাপূতনা-মাতৃকাদয়ঃ।
উন্মাদা যে হ্যপস্মারা দেহপ্রাণেন্দ্রিয়দ্রুহঃ।

অন্বয়ঃ।

তে বুদ্ধিং তু পৃশ্নিগর্ভঃ, আত্মানং অহঙ্কারং, পরঃ ভগবান্ অবতু; ক্রীড়ন্তং ত্বাং গোবিন্দঃ পাতু, শয়ানং ত্বাং মাধবঃ পাতু॥

বৈকুণ্ঠঃ বৈকুণ্ঠনাথঃ ব্রজন্তং ত্বাং তথা আসীনং ত্বাং শ্রিয়ঃপতি অব্যাৎ, সর্ব্বগ্রহভয়ঙ্করঃ যজ্ঞভুক্ ভুঞ্জানং ত্বাং পাতু॥

ডাকিন্যঃ যাতুধান্যঃ কুষ্মাণ্ডাঃ যে চ অর্ভকগ্রহাঃ ভূতমাতৃপিশাচাঃ যক্ষরক্ষো বিনায়কাঃ।

কোটরা রেবতী জ্যেষ্ঠা পূতনা মাতৃকাদয়ঃ উন্মাদাঃ যে হি দেহপ্রাণেন্দ্রিয়দ্রুহঃ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রণয়রসনয়া যশোদা গৃহ এব বদ্ধাভিঃ। পায়য়িত্বেতি স্তনপানমেব বালানাং স্বাস্থ্য-

---

পৃশ্নিগর্ভ তোমার বুদ্ধির সহায় হউন, সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবান্ তোমার অহঙ্কারকে রক্ষা করুন; ক্রীড়াকালে গোবিন্দ এবং নিদ্রিতাবস্থায় মাধব তোমায় রক্ষা করুন।

গমনে বৈকুণ্ঠ, উপবেশনে শ্রীপতি, এবং সর্ব্বভূতাপহারী যজ্ঞাধিষ্ঠাতা বিষ্ণু তোমাকে ভোজনকালে প্রতিপালন করুন॥

ডাকিনীগণ, রাক্ষসীগণ, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি বালগ্রহসমূহ, ভূতগণ, মাতৃগণ, পিশাচগণ, যক্ষ, রক্ষ ও বিনায়ক প্রভৃতি॥

কোটরা, রেবতী, জ্যেষ্ঠা, পূতনা ও মাতৃকা প্রভৃতি উন্মাদ, অপস্মারগণ এবং যাহারা ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও দেহের বিঘ্ন করিয়া থাকে॥

আভাস।

প্রত্যেক নাম উচ্চারণ করত বীজন্যাস করিলেন; যেমন অং নমঃ অঙ্গঃ তব অঙ্ঘ্রী অব্যাৎ, মং নমো মণিমাং তব জানুনী অব্যাৎ। এই প্রকারে দ্বাদশ নাম পৃথক্ পৃথক্

স্বপ্নদৃষ্টা মহোৎপাতা বৃদ্ধবালগ্রহাশ্চ যে।
সর্ব্বে নশ্যন্তি তে বিষ্ণো র্নামগ্রহণভীরবঃ ॥ ২২ ॥
ইতি প্রণয়বদ্ধাভি র্গোপীভিঃ কৃতরক্ষণং।
পায়য়িত্বা স্তনং মাতা সংন্যবেশয়দাত্মজং।

অন্বয়ঃ।

স্বপ্নদৃষ্টাঃ মহোৎপাতাঃ যে চ বৃদ্ধবালগ্রহাঃ বিষ্ণোঃ নামগ্রহণভীরবঃ তে সর্ব্বে (রক্ষা বিধিনা) নশ্যন্তি নশ্যন্ত ॥ ২২ ॥

প্রণয়বদ্ধাভিঃ স্নেহপ্লুতাভিঃ গোপীভিঃ ইতি এবং প্রকারেণ, কৃতরক্ষণং আত্মজং স্তনং পায়য়িত্বা মাতা যশোদা সংন্যবেশয়ৎ শায়য়ামাস ॥

শ্রীধরস্বামী।

আত্মানং অহঙ্কারং ॥ ২২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

লক্ষণমিতি ভাবঃ। সংন্যবেশয়ৎ শায়য়ামাস ॥ ২২ ॥

অতি বিস্মিতাঃ কিং শক্রেণ ভ্রমাদ্‌চ্ছিন্নপক্ষঃ কোঽপি পর্ব্বতো নভোব্যাপিনোঽপ্যত্র-ত্যান্ মহীরুহাং শ্চূর্ণয়িত্বা পপাত। কিম্বা বয়মেব সাহজিক্যা ভ্রান্ত্যা কয়াপি যোগিন্যা

যাহারা স্বপ্নকালে বিকট বেশ ধারণে মহা উৎপাত উপস্থিত করায়, এবং যাহারা পরিণত শিশুরও বিপত্তিদায়ক সেই সমস্ত বিঘ্নকারী যেন এই রক্ষাবিধান অনুসারে বিষ্ণুর নাম গ্রহণেই ভয়ে ভীত হইয়া বিনষ্ট হয়" ॥ ২২ ॥

স্নেহপূর্ণা গোপিকাগণ এই প্রকারে রক্ষা বন্ধন করিলে, মাতা যশোদা তনয়কে স্তন পান করাইয়া শয্যায় শয়ন করাইলেন ॥

আভাস।

অঙ্গে ন্যাস করিলেন ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

অনন্তর দেহের পুষ্টি সাধনার্থ মাতা বালককে স্তন পান করাইয়া, শয্যায় শয়ন করাইলেন। এদিকে নন্দাদি গোপগণ মথুরা হইতে প্রত্যাগমনকালে সেই ভীষণ মৃতদেহ দর্শন করিয়া, বিস্মিত হইলেন। দেহ দেখিয়া তাঁহারা মনে করিলেন, ইন্দ্র বুঝি কোপ প্রকাশ করত কোন পর্ব্বতের শৃঙ্গ উৎপাটন করত এই গগন-স্পর্শী পাদপ সমূহকে বিচূর্ণ করিয়াছেন। কেহ বলিলেন বোধ হয়, "আমরা পথভ্রান্ত হইয়া কোন যোগিনীর বশে ভিন্নদেশে উপস্থিত হইয়াছি।" কেহ বলিলেন, বোধ হয় "কোন যাদুকর ইন্দ্রজাল বিদ্যার বলে অদ্ভুত ব্যাপার প্রতীয়মান করত, আমাদের গমনের ব্যাঘাত জন্মাইতেছে।" এইরূপ তাঁহারা নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক করত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, মূল কথা বসুদেব একজন প্রকৃত জ্ঞানী। যে বিপদ

তাবন্নন্দাদয়ো গোপা মথুরায়া ব্রজং গতাঃ।
বিলোক্য পূতনাদেহং বভূবু রতিবিস্মিতাঃ ॥ ২৩ ॥
নূনং বতর্ষিঃ সংজাতো যোগেশো বা সমাস সঃ।
স এব দৃষ্টো হ্যুৎপাতো যমাহানকদুন্দুভিঃ।

অন্বয়ঃ।

তাবৎ (কালেন) নন্দাদয়ঃ গোপাঃ মথুরায়াঃ ব্রজং গতাঃ এত্য পূতনাদেহং বিলোক্য দৃষ্ট্বা অতিবিস্মিতাঃ বভূবুঃ ॥ ২৩ ॥

(আহুঃ চ) বত বিস্ময়ে অহো নূনং নিশ্চিতং বসুদেবঃ ঋষিঃ সংজাতঃ সঃ যোগেশঃ জ্ঞানী বা সং সম্যক্ আস। যতঃ আনকদুন্দুভিঃ যং আহ সঃ এব হি উৎপাতঃ দৃষ্টঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সংজ্ঞাবেশয়ৎ শায়য়ামাস ॥ ২৩ ॥

বিস্ময়মেবাহ নূনমিতি। বত বিস্ময়ে সাম্প্রতং স ঋষিঃ তপঃপ্রভাববান্ যোগেশো

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বা দেশান্তরং প্রাপিতাঃ স্মঃ। কিম্বা কস্যাপ্যৈন্দ্রজালিকস্যেদং কর্ম্মেতি সন্দিহানা ইত্যর্থঃ ॥২৩॥

তত্র শ্রীব্রজরাজস্তু নিশ্চিনোতি নূনং নিশ্চিতমেব ঋষিরস্মৎকুলে বসুদেবঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদনুমীয়তে। যোগেশো হ্যষ্টাঙ্গযোগাভ্যাসী যোগজনেত্রেণ ভাবিবৃত্তদর্শিত্বাৎ সমাস সম্যগদীপ্যতে স্ম। অস দীপ্তৌ ॥

ইত্যবসরে নন্দাদি গোপবৃন্দ মথুরা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ব্রজমধ্যে পূতনার সেই বিপুল দেহ অবলোকন করিয়া সকলেই নিতান্ত বিস্মিত হইলেন ॥ ২৩ ॥

এবং পরস্পরে বলিতে লাগিলেন যে, বসুদেব একজন প্রকৃত ঋষি। তিনি জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, কারণ, যে উৎপাত তিনি পূর্ব্বে জ্ঞান চক্ষে সন্দর্শন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমরা তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি ॥

আভাস।

সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া ভীত ও শঙ্কিত হইতেছি বসুদেব তাঁহার দিব্য চক্ষে ইহা পূর্ব্বেই নিশ্চয় করিয়াছিলেন; নতুবা এত সত্বর আমাদিগকে ব্রজে পাঠাইবেন কেন? উৎপাত ঘটিবে তাহা তিনি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, এবং সেই উৎপাতই আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম ॥ ২৩ ॥

তাঁহাদের দ্বিতীয় বিস্ময়ের কারণ, তাঁহারা যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, ততই দেখিতে পাইলেন যে, উপনন্দাদি যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গোকুল রক্ষার্থ নিযুক্ত ছিলেন,

কলেবরং পরশুভিশ্ছিত্ত্বা তত্তে ব্রজৌকসঃ।
দূরে ক্ষিপ্ত্বাবয়বশো নির্দ্দহুঃ কাষ্ঠবেষ্টিতং ॥ ২৪ ॥
দহ্যমানস্য দেহস্য ধূমশ্চাগুরুসৌরভঃ উত্থিতঃ।
কৃষ্ণনির্ভুক্ত-সপদ্যাহতপাপ্মনঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ।

তে ব্রজৌকসঃ তৎ পূতনাকলেবরং দেহং পরশুভিঃ ছিত্ত্বা দূরে ক্ষিপ্ত্বা কাষ্ঠবেষ্টিতং কৃত্বা, অবয়বশঃ খণ্ডশঃ নির্দ্দহুঃ অদহন্ ॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণনির্ভুক্তঃ সপদ্যাহতঃ পাপ্মা যস্য তাদৃশস্য দহ্যমানস্য দেহস্য (দেহাৎ) অগুরুসৌরভঃ ধূমঃ উত্থিতঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

জ্ঞানী বা সম্যগাস যতঃ স এব দৃষ্ট ইতি ॥ ২৪ ॥

বিস্ময়ান্তরমাহ দহ্যমানস্যেতি। কৃষ্ণেন নির্ভুক্তঃ অতএব সপদ্যাহতঃ পাপ্মা যস্য ॥ ২৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ব্রজৌকসো হন্ত্যজা উপনন্দাদ্যাদিষ্টাঃ। নিঃশেষেণ দেহঃ পুন জীবনশঙ্কয়া বিষধর-জীবানাং দাহেনৈবোপশান্তেঃ ॥ ২৪ ॥

তদ্দেহস্য কৃষ্ণমুখস্পর্শোত্থং মহিমানমাহ, দহ্যমানস্যেতি। কৃষ্ণনির্ভুক্তেন কৃষ্ণকৃত-স্তন্যপানেন সপদ্যাহতঃ পাপ্মা যস্য তস্য ॥ ২৫ ॥

অনন্তর ব্রজবাসিগণ বহুসংখ্যক কুঠার দ্বারা পূতনার সেই শব দেহ খণ্ড খণ্ড ছেদন পূর্ব্বক অনেক দূরে বহন করিয়া লইল এবং এক একটী খণ্ড প্রচুর পরিমাণে কাষ্ঠের দ্বারা পরিবেষ্টিত করত দগ্ধ করিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শ্রীকৃষ্ণের স্তন পান ফলে তাদৃশ পাপীয়সীর দেহও পবিত্র বলিয়া পরিচিত হইল; কারণ দাহকালে সেই দেহ হইতে অগুরু সৌরভান্বিত ধূম উত্থিত হইয়াছিল ॥ ২৫ ॥

আভাস।

তাঁহারা সকলে উপস্থিত থাকিয়া ইতর লোক দ্বারা খণ্ডাকারে কর্ত্তিত দেহ কাষ্ঠ সংযোগে দগ্ধ করাইতেছেন। তাহার কারণ এই যে, সেই মায়াবিনীর দেহ কিছুতেই উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। পাছে পুনর্জ্জীবিত হইয়া আবার কোন উৎপাত ঘটায়, যেমন বিষধর সর্পকে দগ্ধ করিলে আর তাহার পুনর্জ্জীবিতের ভয় থাকে না, তদ্রূপ এই রাক্ষসীর দাহই তাঁহারা শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

তাহারা আরো নিকটস্থ হইয়া একটী সম্পূর্ণ অভিনব বিষয় অনুভব করিয়া নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সেই শব দেহ দাহন কালে পূতিগন্ধের পরিবর্ত্তে দিব্য অগুরু

পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিং ॥ ২৬ ॥
কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
যচ্ছন্ প্রিয়তমং কিং নু রক্তাস্তন্মাতরো যথা ॥ ২৬ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।

(জাত্যা) রাক্ষসী, (কর্ম্মণা) লোকবালঘ্নী, (স্বভাবেন) রুধিরাশনা পূতনা জিঘাংসয়া অপিহরয়ে (বিষমিশ্রিতং স্তনং দত্ত্বা) সদ্গতিং সতাং গতিং কৃষ্ণং আপ লেভে ॥ ২৬ ॥

কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া বিশ্বাসপূর্ব্বিকয়া, ভক্ত্যা প্রেম্না, পরমাত্মনে কৃষ্ণায় প্রিয়তমং যচ্ছন্ তন্মাতরঃ যথা তথা রক্তাঃ সদ্গতিং প্রাপ্নুবন্তি ইতি কিং বক্তব্যং ॥ ২৬ ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রসঙ্গাৎ কৈমুতিকন্যায়েন ভক্তিবৈভবমাহ পূতনেতি ॥ ২৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রসঙ্গাৎ কৈমুত্যন্যায়েন ভক্তে র্মহিমানমাহ পূতনেতি। জিঘাংসয়াপি কিমুতৌদাসীন্যেন কিমুততরাং শ্রদ্ধয়া কিমুততমাং শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যেত্যর্থঃ। হরয়ে ভগবৎপ্রাদুর্ভাবমাত্রায়া কিমুত কৃষ্ণায় পরমাত্মনে সর্ব্বপরমস্বরূপায়াবতারিণে। বিষস্তনমপি কিমুত বিষেতরদ্বস্তু কিমুততরাং প্রিয়ং কিমুততমাং প্রিয়তরং কিমুতাতিতমাংপ্রিয়তমং। পূতনা নাম্না প্রসিদ্ধা রাক্ষস্যপি কিমুত মানুষ্যঃ কিমুততরাং ভক্তাঃ কিমুততমাং রক্তা অনুরাগযুক্তাঃ। তত্রাপি কিমুততমাং তন্মাতরোঽতিবৎসলাঃ বৎসাহরণলীলা গতাস্তাস্বপ্যতিতমাং অনির্বাচ্যত্বাৎ শ্রীযশোদা তু দূরত এব প্রণতিপাত্রীকৃত্যৈব স্থাপিতা নতূল্লিখিতেতি করণসম্প্রদানকর্ম্মকর্ত্তৃপদেষু কৈমুত্যমণ্ডলী ॥

হে মহারাজ! পূতনা বালঘাতিনী রুধিরাশনা রাক্ষসী। কিন্তু হত্যা করিবার অভিপ্রায়েও ভগবান শ্রীহরিকে বিষমিশ্রিত স্তন পান করাইয়াই যখন সদ্গতি লাভ করিল ॥ ২৬ ॥

তখন নিরন্তর শ্রদ্ধা ও একান্ত প্রেম সহকারে সেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সাধন করিলে সেই মাতৃগণের ন্যায় নিতান্ত অনুরক্ত ব্যক্তিগণ যে দুর্ল্লভ সাধুগণোচিত গতি লাভ করিবেন, সে বিষয়ের আর সন্দেহ কি? ॥ ২৬ ॥ ১ ॥

আভাস।

সৌরভ বিশিষ্ট ধূম দেহ হইতে নির্গত হইতেছে তাহারা স্পষ্ট অনুভব করিয়া চমৎকৃত হইলেন ॥ ২৫ ॥

শুকদেব প্রসঙ্গক্রমে ভক্তের মহিমাই বর্ণন করিয়াছেন। যে জাতিতে রাক্ষসী, মানবগণের নিরপরাধ শিশুগুলিকে বধ করাই যাহার নিত্য ব্রত, প্রাণীশোণিতই যাহার

পদ্ভ্যাং ভক্তহৃদিস্থাভ্যাং বন্দ্যাভ্যাং লোকবন্দিতৈঃ।
অঙ্গং যস্যাঃ সমাক্রম্য ভগবানপিবৎ স্তনং ॥ ২৬ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।

লোকবন্দিতৈঃ ব্রহ্মাদিভিঃ বন্দ্যাভ্যাং ভক্তহৃদিস্থাভ্যাং পদ্ভ্যাং যস্যাঃ পূতনায়াঃ অঙ্গং সমাক্রম্য ভগবান্ স্তনং অপিবৎ ॥ ২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভগবতো নিষ্কারণককৃপাপ্রাপিতং পূতনায়াং সৌভাগ্যং তাবৎ পশ্যেত্যাহ পদ্ভ্যামিতি দ্বাভ্যাং। ভক্তহৃদিস্থাভ্যামিতি পূতনা ন ভক্তা নাপ্যভক্তা, কিন্তু তস্য বৈরিণীতে ভাবঃ। লোকবন্দিতৈ ব্রহ্মরুদ্রাদিভিরপি বন্দ্যাভ্যামিতি পূতনয়া তু পাদৌ ন বন্দিতৌ নাপ্যবন্দিতৌ কিন্তু মরণসময়ে স্বহৃদয়াৎ সকাশাৎ নিষ্কাসয়িতুং যতমানয়াপ্যশক্নুবত্যা স্বপাণিভ্যাং যাবদ্বলং তাড়িতৌ এবেতি ভাবঃ॥ সম্যগাক্রম্য নতু যথাকথঞ্চিৎ স্পৃষ্ট্বা স্বর্গং। ব্রহ্মাদয়ো লোকপালাঃ স্বর্ব্বাসং মেহভিকাঙ্ক্ষিণ ইতিবৎ। পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতেপি ব্রহ্মোক্তে বৈকুণ্ঠমেব নতু নশ্বরং স্বর্গং। তমপি কীদৃশং জনন্যাঃ শ্রীযশোদায়াঃ প্রকাশভেদেন গতি যত্র তমিতি শ্রীগোলোকমেব তস্যেহ স্বর্গপদেনোক্ত্যা সুখৈশ্বর্য্যো

সর্ব্বলোকে পূজনীয় ব্রহ্মাদি দেবতাগণ যে চরণকমল সতত পূজা করিয়া থাকেন, ভক্তগণ অনিমেষলোচনে যে পাদপদ্ম হৃদয়ে দর্শন করত ব্রহ্মাণ্ড বিস্মৃত হন, সেই চরণপল্লব দ্বারা পূতনার অঙ্গ আকর্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্তন পান করাতে ॥ ২৬ ॥ ২ ॥

আভাস।

উপজীবিকা তাদৃশ কপটী পূতনাও কেবল একবার মাত্র স্তন পান করাইয়াও ধাত্রীর প্রাপ্য সৎগতি লাভ করিল। না জানি, ভক্তিভরে প্রেমের উচ্ছ্বাসে গদগদ হইয়া বিষ স্তনের পরিবর্ত্তে অন্য কোন প্রিয় সামগ্রী প্রদান করিত তাহা হইলে কি গতিই যে প্রাপ্ত হইত তাহা বর্ণনার অতীত। বিশেষত যিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যে পূর্ণ হইয়া করুণাময় মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই পূর্ণ পরম পুরুষ বাসুদেবকে পূতনা রাক্ষসী না হইয়া যদি মানুষী হইত এবং শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আনুরক্তির সহিত হননাভিপ্রায়ের পরিবর্ত্তে পোষণ উদ্দেশে যদি অমৃতময় স্তন্য প্রদান করিত, তাহা হইলে অনুপম পরমোৎকৃষ্ট ফল লাভ করিত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ইহা দানদ্রব্যের ফল নহে। অধিকারীর বলে নহে বা সাধন প্রণালীর নৈপুণ্যেও নহে। ইহা ভক্তবৎসল ভগবানের কৃপাতিশয় মাত্র; এবং প্রিয় বুদ্ধিতেই হউক বা দ্বেষ বুদ্ধিতেই হউক সেই সর্ব্বেশ্বরের সান্নিধ্য লাভের ফল মাত্র॥

ভগবানের কৃপালাভের সূত্র অনুসন্ধান করা নিতান্ত দুরূহ। পূতনা যে কেন কৃপাপাত্রী, তাহা ঈশ্বরই জানেন। আমরা তাহার নিষ্কারণ কৃপা সৌভাগ্য অবলোকন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। ভক্তগণ কত যত্নে কত কালের পরিশ্রমে কেবল হৃদয় মন্দিরে

যাতুধান্যপি সা স্বর্গমবাপ জননীগতিং।
কৃষ্ণভুক্তস্তনক্ষীরাঃ কিমু গাবোঽনুমাতরঃ ॥ ২৬ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।

সা পূতনা যাতুধানী অপি জননীগতিং স্বর্গং (যতঃ) অবাপ কৃষ্ণভুক্তস্তনক্ষীরাঃ (কৃষ্ণেন ধৃতবৎসগোপালরূপেণ ভুক্তং স্তনসম্বন্ধি ক্ষীরং যাসাং তাঃ গাবঃ অনুমাতরঃ চ স্বর্গং প্রাপুবন্তি ইতি কিমু বক্তব্যং ॥ ৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্তরং সালোক্যমবাপ নতু প্রেমসেবোত্তরমিতি বুদ্ধ্যতে। জননাঃ সম্বন্ধিনীং গতিমিতি তু ন ব্যাখ্যেয়ং, রক্তা স্তন্মাতরো যথেতি পূর্ব্বত্র। কৃষ্ণভুক্তস্তনক্ষীরাঃ কিমু গাবো ঽনুমাতর ইত্যুত্তরত্র চ ততঃ সকাশাৎ তন্মাতৃণামপ্যন্যাসামপ্যাধিক্যপ্রতিপাদনাৎ বৈরিত্বেন কংসাদিসাম্যেঽপি যস্যাবেশভাবানুকরণ কারণাদেবৈতাবৎ কৃপাপাত্রী বভূব পূতনা তস্যাং শ্রীযশোদায়া গতিং প্রাপ্তুং যোগ্যতাং সা কথং ধত্তামিত্যেত এব লেভে গতিং ধাত্রচিতা-মিত্যুদ্ধবেনোক্তং। অত এবাত্রাপি জননীশব্দেন ধাত্র্যেব ব্যাখ্যেয়েতি কেচিৎ। তত্রাপি ধাত্র্যচিতেতি শব্দেন ধাত্রীসম্বন্ধিনী গতি র্ন লভ্যতে। মহারাজোচিতা সম্পদস্যেত্যুক্তে মহারাজ তুল্যৈব সম্পৎ প্রতীয়তে ন তু মহারাজসম্বন্ধিনীতি। তস্মাৎ সুখৈশ্বর্য্যোত্তরে গোলোকে ধাত্রী সারূপ্যং পূতনা প্রাপেতি সিদ্ধান্তঃ ॥

পূতনা রাক্ষসী হইয়াও যখন জননীর প্রাপ্য অপূর্ব্ব স্বর্গধাম লাভ করিয়াছিল, তখন গোপন বেশ ধারণ পূর্ব্বক তৎকালে যাহাদের স্তন্যামৃত ভগবান বাসুদেব পান করিয়াছিলেন সেই সকল গাভীগণ ও পোষণকারিণী মাতাগণ যে স্বর্গ লাভ করিবেন, সে বিষয়ে আর বক্তব্য কি ? ॥ ২৬ ॥ ৩ ॥

আভাস।

যাঁহার চরণপল্লব লাভ করিয়া সচকিত ভাবে অনবরত প্রতীক্ষা করিতে থাকে, পূতনা একবার মাত্র বালকের মুখে স্তন প্রদান করিয়াই জীবনসঙ্কট ক্লেশ দেখিয়া বারংবার দূরে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিলেও কৃষ্ণ তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি ভক্ত রঞ্জন চরণদ্বয় দ্বারা তাহার বক্ষঃ আক্রমণ পূর্ব্বক স্তনপান উপলক্ষে তাহার সর্ব্বস্ব পান করিয়াছিলেন। পূতনা ভক্ত নহে, অভক্ত ও নহে, বরং বৈরিভাবসম্পন্না। ভক্ত দুর্ল্লভ চরণ সে ফেলিতে চাহে, চরণ তাহাকে ছাড়ে না। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ যে চরণ বন্দনা করিয়া লোকপূজিত হইয়াছেন, পূতনা সে চরণ বন্দনার্থ ইচ্ছুক নহে; বরং মৃত্যুকালে উপস্থিত হইলে সম্পূর্ণ বলপূর্ব্বক প্রদত্ত চরণ নিক্ষেপার্থই যত্নবতী হইলেও ভগবান বল পূর্ব্বক তাহার হৃদয়ে চরণ প্রদান করিলেন এবং সামান্য নশ্বর স্বর্গ নহে স্বকীয় বৈকুণ্ঠ লোকে তাহাকে গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মার উক্তিতেও প্রকাশ আছে তিনি বলিয়াছেন হে ভগবান্! আপনার মহিমা অপার? ভক্তি না করিয়াও পূতনা কেবল বিষ স্তন প্রদান

পয়াংসি যাসামপিবৎ পুত্রস্নেহ স্নুতান্যলং।
ভগবান্ দেবকীপুত্রঃ কৈবল্যাদ্যখিলার্থদঃ ॥ ২৬ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।

কৈবল্যাদ্যখিলার্থদঃ ভগবান্ দেবকীপুত্রং যাসং গোগোপীনাং পুত্রস্নেহস্নুতানি পুত্রবুদ্ধ্যা ক্ষরিতানি পয়াংসি অপিবৎ পপৌ ॥ ৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্থ কিমু গাবো হনুমাতর ইতি কৈমুত্যেন মাতৃণামপি বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিরেব যত্তাভিপ্রেয়তে তর্হি বৈরভাববাৎসল্যভাবয়োস্তুল্যত্বাপত্তিঃ সাচ ভগবত্যবিবেচকত্বলক্ষণং দোষমেব সমর্পয়েৎ যদি চ যাতুধান্যপি সা বৈকুণ্ঠমবাপ কিমুতানুরক্তাঃ পরমবৎসলাঃ মাতরো গাবশ্চ কিন্তু তাস্ততো হপ্যুত্তমং ফলং লভন্তে স্মেত্যভিপ্রেয়তে তর্হি তদেবাভিব্যজ্যতাং কিন্তদিত্যপেক্ষায়ামাহ পয়াংসীতি। অন্যেভ্যঃ কৈবল্যাদাখিল ফলপ্রদোহপি যাসাং পয়াংসি অলং অতিশয়েন দুর্ল্লভবুদ্ধ্যা অপিবৎ। স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদেতি ব্রহ্মোক্তেশ্চ। তেন তাভ্যঃ কিময়ং বাঞ্ছিতং দাস্যতি প্রত্যুত তা এবাস্মৈ বাঞ্ছিতং দদতীতি স্ববাঞ্ছিত-পূরণযোগ্যতালক্ষণং ফলং গোগোপীভ্যঃ কৃষ্ণো দদাবিত্যর্থঃ আয়াতঃ ততশ্চ বৈকুণ্ঠস্থিতে গোলকস্থিতেশ্চ সকাশাত্তদ্রূপৈব স্থিতি স্তাসাং সর্ব্বোৎকৃষ্টেতি

কৈবল্যাদি নিখিল মঙ্গলদাতা দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে গাভী এবং গোপাঙ্গনাগণ পুত্রজ্ঞানে এতই প্রেম করিত যে, কৃষ্ণ দর্শন বা স্মরণ হইলে তাহাদিগের স্তন হইতে অবিরল ধারে ক্ষীর বিগলিত হইত; শ্রীকৃষ্ণও সেই দুগ্ধ পান করিতেন ॥ ২৬ ॥ ৪ ॥

আভাস।

করিয়াই নিজ কুল সহিত উদ্ধার পাইয়া আপনাকে লাভ করিয়াছে। দয়াময় জিজ্ঞাসা করি! যশোদাকে তবে কি দিলে। তিনি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়জ্ঞানে তোমাকে স্নেহ করিতেন তোমার বাল্য লীলার রসাস্বাদনে দুর্ল্লভ মানব জীবন সার্থক করিয়াছেন অন্তে তাঁহার তদুপযুক্ত তদুক্ত গতি প্রাপ্ত হওয়া উচিত। এবং সে গতি পূতনালব্ধ গতির সমতুল্য কখনই সম্ভব নহে। শ্লোকে প্রকাশ আছে যে, পূতনা জননীর গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে এরূপ প্রকাশ হয় না যে যশোদার যে গতি, পূতনারও সেই গতি। তাহা হইলে ভগবানের ভক্ত বৎসল নামের অর্থ পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ হয় না। মাতার সদৃশ ফল পাইয়াছে বলায় ফলের একরূপত্ব বলা হয় নাই; কেবল পূতনার গৌরব দেখান হইয়াছে মাত্র। অর্থাৎ বৈরি ব্যবহারে পূতনা কংসের সমতুল্য হইলেও কেবল ক্ষণকালের জন্য ভগবানকে স্তন্য পান করাইবার প্রবৃত্তি মনোমধ্যে উদিত হওয়াতেই কংসাপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট ফল পাইয়াছিল। পূতনা ভগবানের কৃপাপাত্রী হইয়াই জননীর ন্যায় উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হইয়াছে এস্থলে জননী শব্দে ধাত্রী লক্ষ্য করিতে হইবে। এবং ধাত্রীর

তাসামবিরতং কৃষ্ণে কুর্ব্বতীনাং সুতেক্ষণং ॥২৬॥ ৫॥
ন পুনঃ কল্পতে রাজন্ সংসারোঽজ্ঞানসম্ভবঃ।

অন্বয়ঃ।

হে রাজন্! কৃষ্ণে অবিরতং নিত্যং সুতেক্ষণং পুত্রজ্ঞানং কুর্ব্বতীনাং তাসাং অজ্ঞানসম্ভবঃ ভ্রমমূলঃ সংসারঃ জন্মান্তরপ্রাপ্তিঃ ন কল্পতে ॥ ৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সিদ্ধান্তোঽবগতঃ। দেবক্যাঃ পুত্রেঽপি তাসাং পয়াংস্যুলমপিবৎ নতু তস্যা ইতি ততোঽপি তাসামুৎকর্ষো ধ্বনিতঃ। নচ তাসাং সংসারধ্বংসলক্ষণং ফলমেব দাতব্যমস্বীতি বাচ্যং। সংসারো হি দেহগেহপতিপুত্রাদ্যাসক্তিরূপ স্তত্রাসাং দেহ সম্বন্ধি স্তন্যামৃতং কৃষ্ণঃ পিবতি। গেহে কৃষ্ণঃ খেলতি। পতিঃ কৃষ্ণস্য পিতা। পুত্রঃ স্বয়ং কৃষ্ণ এবেতি তদাদ্যাসক্তেঃ সংসারত্বং ন ঘটত ইত্যাহ তাসামিতি। সুতেক্ষণং সুতভাবং। নতু কল্পতে ন ঘটতে। অজ্ঞানসম্ভব ইতি জ্ঞানিনাং ব্রহ্মানুভব এব তাবৎ সংসারিত্বাভাব প্রতিপাদকঃ। ব্রহ্মানুভবাদপি শান্তভক্তানাং ব্রহ্মতয়া ভগবদনুভবঃ শ্রেষ্ঠঃ। ততোঽপি, দাস্যভাববতা ভগবতঃ প্রভুত্বেনানুভবঃ শ্রেষ্ঠ ইতি সংসারাভাবেঽপি কৈত্যং ভক্তিরসামৃতসিন্ধোরবগন্তব্যং ॥

হে রাজেন্দ্র? শ্রীকৃষ্ণে তাদৃশ পুত্র স্নেহবতী গাভী ও গোপনারীগণের আর অজ্ঞান মূলক সংসার কখন সঙ্গত নহে ॥ ২৬ ॥ ৫ ॥

আভাস।

উপযুক্ত বলিলে ধাত্রীর সহিত কোন সম্বন্ধ আছে একথাও বলা হয় না। যেমন কোন ব্যক্তির রাজোচিত ঐশ্বর্য্য আছে বলিলে, রাজ সম্বন্ধী বুঝায় না; তবে রাজার তুল্য মাত্র বলা হয়, সেইরূপ যশোদা ও পূতনা এই উভয়ের প্রাপ্য গতি এক নহে তবে তুল্য। অতএব সুখ এবং ঐশ্বর্য্যের অতীত গোলোকে পূতনা ধাত্রীর সারূপ্য পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহাই সিদ্ধান্ত।

কঠোরহৃদয়া বালঘাতিনী রাক্ষসী পূতনা যখন স্বর্গ লাভ করিল তখন "কিংউগাবো-ঽনুমাতরঃ" স্নেহময়ী মাতা বা পুত্র ভাববতী গাভীগণ যে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইবেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? এই বলিয়া যদি মাতৃগণ ও গাভীগণ পূতনার সহিত সমান ফল লাভ করে, তাহা হইলে নিতান্ত বৈষম্য প্রতিপাদিত হয়। বৈরভাব ও বাৎসল্য ভাবের একত্ব সমাধানে অবিবেচকত্বরূপ দোষ ভগবানে স্পর্শ করান হয়। এস্থলে মীমাংসা করিতে হইল যে, নিশাচরী পূতনা স্বর্গ লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু ভগবান পুত্রভাবসম্পন্না মাতা ও গাভীসমূহ তদপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। এই শ্লোকে মাতৃগতি সম্বন্ধেই বিচার করিবার অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন, "কৈবল্যাত্মখিলার্থদঃ"। যে ভক্তবৎসল দয়াল দেব ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণার্থ মনুষ্যরূপ ধারণ করত সামান্য গোধন রক্ষকের বেশে যাহাদিগের স্তন অতি প্রিয় ও দুর্লভ বোধে

কটধূমস্য সৌরভমবঘ্রায় ব্রজৌকসঃ॥ ২৬ ॥ ৬ ॥
কিমিদং কুত এবেতি বদন্তো ব্রজমাযযুঃ।
তে তত্র বর্ণিতং গোপৈঃ পূতনাগমনাদিকং ॥ ২৬ ॥ ৭ ॥
শ্রুত্বা তন্নিধনং স্বস্তি শিশোশ্চাসন্ সুবিস্মিতাঃ।

অন্বয়ঃ।

কটধূমস্য শ্মশানধূমস্য সৌরভ্যং সুগন্ধং অবঘ্রায় জিঘ্রন্ ব্রজৌকসঃ ইদং কিং কুতঃ এব ইতি বদন্তঃ ব্রজং আযযুঃ আজগ্মুঃ॥ ৬ ॥

তে নন্দাদয়ঃ গোপাঃ তত্র ব্রজে গোপৈঃ বর্ণিতং পূতনাগমনাদিকং তন্নিধনং শিশোঃ কৃষ্ণস্য চ স্বস্তি মঙ্গলং শ্রুত্বা সুবিস্মিতাঃ আসন্ বভূবুঃ। ৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রাসঙ্গিকং সিদ্ধান্তং সমাপ্য প্রস্তুতমাহ কটধূমস্যেতি। কটঃশ্মশানমিতি ক্ষীরস্বামী। কুতঃ কিমিদমিতি কিমেতাবানগুরুধূপধূম ইন্দ্রপুরাগ্নিঃসৃত্য ভূতলমপি ভিত্বা সুতলং প্রবেষ্টুমুৎসহতে। কিম্বা বলিসদ্মতো নিঃসৃত্যামরাবতীমধিরোহতি। কিমুদীচ্যাৎ কুবেরপুরাৎ কিম্বা প্রতীচ্যাদ্বরুণালয়াদিত্যেবং বহুধা সন্দিহানা ইত্যর্থঃ।

সুবিস্মিতা ইতি ধন্যো বসুদেবঃ সত্যমাহ ঈদৃশ্যামপি বিপত্তৌ শিশোঃ স্বস্তি নারায়ণং বিনা কঃ কুর্য্যাদিত্যুক্তবন্তঃ॥

অনন্তর ব্রজবাসীগণ শ্মশান ধূমের সৌরভ আঘ্রাণ করত বিস্মিত হইল এবং ইহা কি এবং কোথা হইতেই বা আসিল এইরূপ মনে মনে বিতর্ক করত ব্রজমধ্যে প্রবেশ করিল॥ ২৬ ॥ ৬ ॥

অনন্তর নন্দাদি সকলে ব্রজে আগমন পূর্ব্বক গোপগণের নিকট পূতনার আগমন, নিধন অথচ পুত্রের সম্পূর্ণ মঙ্গল বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নিতান্তই বিস্মিত হইলেন॥ ২৬ ॥ ৭ ॥

আভাস।

পান করিয়াছিলেন তাহাদিগকে তিনি যে কি ইষ্ট প্রদান করিবেন, তাহা তিনিই বিচার করিবেন। ব্রহ্মা স্তবকালে বলিয়াছেন ঠাকুর! "আপনি সংসারী জীবকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফলই প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু এই ভক্তের জীবন সর্ব্বস্ব রূপ ধারণ করিয়া এখন কি, ভক্তের দ্বারা নিজের অভাব পূরণ করিতেছেন! আপনি আকণ্ঠ ভরিয়া গোপীকার ও গাভীর স্তন্য পান দ্বারা যেন কতই তৃপ্তি অনুভব করিতেছেন, ইহা দর্শন করিয়া আমি প্রতিক্ষণেই বিমোহিত হইতেছি"। অতএব শ্রীকৃষ্ণ তাদশ স্নেহপূর্ণ ভক্তগণকে যখন ভগবদ্বাঞ্ছা পূরণের যোগ্যতা প্রদান করিয়াছেন তখন তাঁহাদিগের আর অধিক কি বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন ইহাই তাৎপর্য্য বক্তব্য। বৈকুণ্ঠে অবস্থান বা গোলোক প্রাপ্তি অপেক্ষা তাঁহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থাই উৎকৃষ্ট। শ্লোকে দেবকীপুত্রঃ "যাসাং (গোগোপীনাং) পয়াংসি অপিবৎ তাসাং সংসারঃ ন কল্পতে" দেবকীপুত্র বাসুদেব যে

নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রোষ্যাগত উদারধীঃ।
মূর্দ্ধ্যবঘ্রায় পরমাং মুদং লেভে কুরূদ্বহ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ।

হে কুরূদ্বহ পরীক্ষিৎ! প্রোষ্যাগতঃ বিদেশাৎ আগতঃ, উদারধীঃ সরলান্তঃকরণঃ, নন্দঃ স্বপুত্রং (অঙ্কে) আদায় মূর্দ্ধ্নি অবঘ্রায় পরমাং মুদং হর্ষং লোভে ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

শ্রদ্ধয়া আস্তিক্যেন ভক্ত্যা প্রেম্না রক্তাঃ স্নিগ্ধাস্তন্মাত্র ইতি বৎসাহরণলীলাভিপ্রায়েণ বহুবচনং গোগোপিকা স্তদাতু তন্মাত্ররোহভবন্নিতি ॥ ২৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রোষ্যাগত ইতি। হন্ত মৎপ্রবাসাদেবৈতাবাননর্থো জাত ইতি কিমহং মথুরামগচ্ছমিতি পশ্চাত্তাপঃ। উদারধীরিতি হন্ত নির্বুদ্ধয়ো দ্বারপালা অপি কেঽপি তাং পুরং প্রবেষ্টুং ন ন্তষিদ্ধান্নিতি সর্ব্বেষাং ধিয়ো নিনিন্দ ॥ ২৭ ॥

উদারচেতা নন্দরাজ প্রবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করত ক্রোড়ে বসাইলেন এবং মস্তক আঘ্রাণ করত, অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

আভাস।

সকল গোপী ও গাভীর স্তন পান করিয়াছিলেন, তাহাদিগের আর ভ্রান্তিমূলক সংসার কখন সম্ভবে না। এতদ্দ্বারা জানান হইল যে, দেবকীর গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন মাত্র, তাঁহাদের ন্যায় দেবকীর স্তনও তিনি পান করেন নাই। দেবকী অপেক্ষাও তাঁহাদের উৎকর্ষ অধিক। তাঁহারা যে মোক্ষরূপ ফলই কেবল প্রাপ্ত, তাহাও বলা উচিত নহে; কারণ দেহ, গেহ, পতি ও পুত্রাদিতে আসক্তির নামই সংসার। ইহার কোনটাই তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে নাই। দেহের স্তন্য কৃষ্ণ পান করিয়াছেন; কৃষ্ণ গৃহে ক্রীড়া করিতেছেন, কৃষ্ণের পিতাই পতি, এবং স্বয়ং কৃষ্ণই পুত্র; অতএব পূর্ব্বোক্ত কারণ-নিবন্ধন তাঁহাদের সংসার নিতান্তই দুর্ঘট। অজ্ঞানই সংসারের হেতু; অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে, সংসারের হেতু বিনষ্ট হইল; সুতরাং সংসারের ভয় থাকে না। জ্ঞানীর ব্রহ্মানুভবই অজ্ঞান এবং সংসার উচ্ছেদের মূল। শমগুণাবলম্বী ভক্তদিগের কিন্তু ব্রহ্মভাবের অপেক্ষা ভগবদনুভবই শ্রেষ্ঠ। তদপেক্ষা স্বয়ং দাস হইয়া, ভগবানকে প্রভুরূপে চিন্তা করাও অতীব মধুর। সুতরাং স্নেহময়ী জননীরূপা গো ও গোপীসকল যে সংসারনির্মুক্ত, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা নাই। ইহাই ভক্তিরসামৃতাদিতে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রসঙ্গাগত সিদ্ধান্তের সমাপন করিয়া মূল প্রস্তাব অনুসরণ পূর্ব্বক বলিলেন; ব্রজবাসিগণ শ্মশানোত্থিত শব-ধূমের সুগন্ধ আঘ্রাণ করত মনে মনে নানাপ্রকার তর্ক করিতে লাগিল। ভাবিল এ কি? অতি আশ্চর্য্য অগুরু গন্ধামোদিত ধূম! ইহা কোথা হইতেই বা আসিল! বোধ হয় যেন, ইন্দ্রপুরী হইতে আগমন করত ভূতল ভেদ পূর্ব্বক সুতলে প্রবেশ

য এতৎ পূতনামোক্ষং কৃষ্ণস্যার্ভকমদ্ভুতং।
শৃণুয়াৎ শ্রদ্ধয়া মর্ত্ত্যো গোবিন্দে লভতে রতিং ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে পূতনামোক্ষঃ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ৬ ॥ * ॥

অন্বয়ঃ।

যঃ মর্ত্ত্যঃ মরণধর্ম্মশীলঃ এতৎ অদ্ভুতং পূতনামোক্ষং কৃষ্ণস্য আর্ভকং বালকচরিত্রং শ্রদ্ধয়া শৃণুয়াৎ সঃ গোবিন্দে রতিং লভতে ॥ ২৮ ॥

॥*॥ ইতি দশমে ষষ্ঠঃ ॥*॥

শ্রীধরস্বামী।

এতদার্ভকমর্ভকচরিতং, কিং তৎ পূতনামোক্ষং। অদ্ভুতং দৈত্যকুলানীশঃ পূতনায়াং শিশুচ্ছলাৎ। স্তন্যাপোশানতঃ প্রাণৈঃ প্রাণাহুতিমকল্পয়ৎ ॥ ২৮ ॥

॥*॥ ইতি দশমে ষষ্ঠঃ ॥*॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

য এতৎ আর্ভকং অর্ভকচরিতং পূতনায়া অপি মোক্ষো যত্র তৎ, অতএবাদ্ভুতং শৃণুয়াৎ স রতিং লভতে। নিশম্যেতি পাঠে তুয্যেৎ তিষ্ঠেদিতি বাধ্যাহার্য্যং। যদ্বা যঃ শ্রদ্ধয়া নিশম্য রতিং লভতে স গোবিন্দে গোবিন্দবিষয়ক-রতিমান্ ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং ॥
ষষ্ঠোঽধ্যায়ো হত্র দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

যে মানব এই পূতনা-মোক্ষাদি শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত বাল্যচরিত্র শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রবণ করে, সে ভগবান্ গোবিন্দে রতি লাভ করে, সন্দেহ নাই ॥ ২৮ ॥

আভাস।

করিতেছে। নতুবা ভক্ত বলি-রাজার বাসস্থান হইতে নিঃসৃত হইয়া, অমরাবতীতে উত্থিত হইতেছে! অথবা উত্তরদিক্ কুবের-ভবন বা পশ্চিম দিক্ বরুণালয় হইতে এই ধূম আসিতেছে; এইরূপ নানা প্রকার সন্দেহ তাহারা করিতে লাগিল।

তাহারা সকলে বলিতে লাগিল, বসুদেবই ধন্য। তিনি যথার্থ বলিয়াছেন। দেখ এমন বিপদ কালে আমরা কেহই ত গৃহে ছিলাম না। কেবল ভগবানই আমাদের বালককে রক্ষা করিয়াছেন; নতুবা এ বিপদ হইতে রক্ষা করা, মনুষ্যের সাধ্য নহে। নন্দরাজ বলিলেন, আমার প্রবাসই এই অনর্থের মূল; কি আশ্চর্য্য! দ্বারপালগণও এই নিশাচরীর প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে নাই! এইরূপ বলিয়া তিনি গোকুলস্থ সকলের বুদ্ধিতে দোষারোপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত বাল্যলীলা, যাহাতে ভয়ঙ্করী পূতনাও মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহা যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করেন, তিনি গোবিন্দে রতি লাভ করেন ॥ ২৮ ॥

বিষ্ণুরাত উবাচ ॥

যেন যেনাবতারেণ ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
করোতি কর্ণ-রম্যাণি মনোজ্ঞানি চ নঃ প্রভো ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।

বিষ্ণুরাতঃ রাজা উবাচ। হে প্রভো শুকদেব! ভগবান্ ঈশ্বরঃ হরিঃ যেন যেন অবতারেণ নঃ অস্মাকং, কর্ণরম্যাণি শ্রবণ সুখকরাণি মনোজ্ঞানি প্রীতিপ্রদানি চ (কর্ম্মাণি) করোতি ॥ ১।

শ্রীধরস্বামী।

উৎক্ষিপন্ শকটং ব্যোম্নি তৃণাবর্ত্তমধঃক্ষিপন্।
দর্শয়ন্ বিশ্বমাস্যেচ কৃষ্ণঃ ক্রীড়তি সপ্তমে ॥ ০ ॥

কৃষ্ণার্ভকসুধাসিন্ধু-সংপ্লবানন্দনির্ভরঃ। ভূয়স্তদেব সংপ্রষ্টুং রাজান্যদভিনন্দতি। যেন যেনেতি। যেন যেন মৎস্যাদ্যবতারেণাপি যানি যানি কর্ম্মাণি করোতি তানি নঃ কর্ণসুখাবহানি মনঃপ্রীতিকরাণি চ ভবন্ত্যেব ॥ ১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্নাতঃ সুপ্তোত্থিতঃ কৃষ্ণঃ সপ্তমেঽন উদক্ষিপৎ।
তৃণাবর্ত্তমহন্নাস্যে বিশ্বং মাতরমৈক্ষয়ৎ।
রদচ্ছদবলং ব্যাপ্তং পূতনাস্তনচূষণে।
শকটে হ্যঙ্ঘ্রিবলং পাণ্যোস্তৃণাবর্ত্তবধে বলং।
বিশ্বরূপদ্বয়ে তাবদৈশ্বর্য্যং নিজমাতরি।
এবমাদি মমৈশ্বর্য্যযুগ্মং বাল্যে প্রদর্শিতং।

অহো ভগবদবতারান্তরলীলামাত্রস্যাপ্যস্মন্মনোহরত্বেঽপি শ্রীকৃষ্ণবাল্যলীলা মামতি-লোভয়ত্যতস্তামেব ক্রীত্যাশয়েনাহ যেন যেন মৎস্যাদ্যবতারেণাপি যানি যানি কর্ম্মাণি করোতি তান্যপি নঃ কর্ণাভ্যাং রস্যান্যাস্বাদ্যানি মনোজ্ঞানি মনোঽপ্যানন্দয়িতুং জানন্ত্যেব

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে প্রভো! বিশ্ব-বিধাতা ভগবান্ হরি যে যে রূপে অবতীর্ণ হইয়া, আমাদের শ্রবণ-সুখকর ও প্রীতিপ্রদ কর্ম্ম সকল করিয়াছেন ॥ ১ ॥

আভাস।

সপ্তম অধ্যায়ে একখানি শকটকে বিপরীতভাবে নিক্ষেপ, তৃণাবর্ত্তের বধ এবং মুখমধ্যে বিশ্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিয়াছিলেন ॥

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে ভগবন্! ভগবান্ বিষ্ণু যে যে অবতার গ্রহণ পূর্ব্বক যে যে লীলা করিয়াছেন, সে সকলই আমার শ্রবণসুখকর এবং নিতান্তই তৃপ্তিদায়ক; কিন্তু তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় আমার মন অতীব আকৃষ্ট

যচ্ছৃণ্বতোঽপৈত্যরতি র্বিতৃষ্ণা সত্ত্বঞ্চ শুধ্যত্যচিরেণ পুংসঃ।
ভক্তি র্হরৌ তৎপুরুষে চ সখ্যং তদেব হারং বদ মন্যসে চেৎ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।

(হে শুক) যৎ চরিতং শৃণ্বতঃ পুংসঃ অরতিঃ মনোগ্লানিঃ বিতৃষ্ণা বিবিধা বিষয়বাসনা অপৈতি অপগচ্ছতি (তথা) সত্ত্বং চিত্তং চ অচিরেণ স্বল্পকালেনৈব শুধ্যতি, হরৌ ভক্তিঃ তৎপুরুষে ভগবদ্ভক্তে চ সখ্যং মিত্রভাবঃ (ভবতি মাং চেৎ অধিকারিণং) মন্যসে তৎ এব হারং হারবৎ স্পৃহয়া হৃদি ধার্য্যং, চরিতং বদ ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তথাপি যৎ শৃণ্বতঃ পুংসঃ পুংমাত্রস্য অরতির্মনোগ্লানিঃ তন্মূলভূতা বিবিধা তৃষ্ণা চ অপগচ্ছতি। তথা সত্ত্বশুদ্ধিঃ হরিভক্তিঃ হরিদাসসখ্যানিচ ভবন্তি, তদেব হারং হরেশ্চরিতং মনোহরং বা বদ অনুগ্রহং যদি করোষি ॥ ২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কিন্তু তেষ্বপি মধ্যে যৎ শৃণ্বতঃ পুংসঃ পুংমাত্রস্যাপি অরতিঃ শ্রবণাদাবপ্রবৃত্তিরপৈতি নশ্যতি অনর্থনিবৃত্ত্যা নিষ্ঠোৎপদ্যত ইত্যর্থঃ। ততশ্চ বিতৃষ্ণা তত্র তৃষ্ণাভাবঃ অপৈতি রুচ্যুৎপত্ত্যা আকাঙ্ক্ষা জায়তে ইত্যর্থঃ। ততশ্চ সত্ত্বং চিত্তং শুদ্ধ্যতি দুর্ব্বাসনানিবৃত্ত্যা ভক্তিরসাস্বাদসমর্থং ভবতি। যথা পৈত্তিকরোগনিবৃত্ত্যা রসনা সিতামাধুর্য্যগ্রহণসমর্থা স্যাৎ আসক্ত্যুৎপত্ত্যা রতি র্জায়তে ইত্যর্থঃ। অচিরেণেতি সর্ব্বত্র যোজ্যং। ততশ্চ ভক্তিঃ প্রেমা স্যাৎ তৎপুরুষে বৈষ্ণবে সখ্যমিতি যদ্যপি ভক্ত্যারম্ভত এব বৈষ্ণবে সখ্যং বিহিতং তদপি প্রেম্নি সত্যেব বৈষ্ণবমাত্রে নিরুপধিকং সখ্যং ভবেদিত্যত্রৈবোক্তং। হারং হরেশ্চরিতং শ্লেষেণ হারমিব হৃদয়ে ধার্য্যং। যদ্যপি ভগবচ্চরিতমাত্রস্যাপ্যরতিনিবৃত্ত্যাদি প্রেমান্তবস্তুপ্রাপণে সামর্থ্যমস্ত্যেব তদপি শ্রীকৃষ্ণবাল্যাদি চরিতমচিরেণৈব তত্তং প্রাপয়তীত্যত্রৈবোক্তং। মন্যসে চেদিতি। যদি তবৈতৎ সম্মতং স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥ ২ ॥

হে শুকদেব! যে সকল লীলাবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে জীবের মনোগ্লানি এবং বিবিধ বিষয়বাসনা বিদূরিত হইয়া অতি অল্পকাল মধ্যেই চিত্ত পরিশোধিত হয়; হরিতে ভক্তি ও ভক্তগণে সখ্যতা জন্মে, সেই হৃদয়ের নিধিস্বরূপ ভগবদ্গুণানুবাদ শ্রবণে যদি আমার অধিকার আছে বিবেচনা করেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা কীর্ত্তন করুন! ॥ ২ ॥

আভাস।

হইয়াছে। দেখুন! তিনি মৎস্য, কূর্ম্মাদি অবতারে যে সমস্ত অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাতে সকলেরই মন সন্তুষ্ট ও আনন্দরসে আপ্লুত হয় বটে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ লীলা শ্রবণে মনুষ্যমাত্রেরই শ্রবণ-লালসা বৃদ্ধি হইয়া ভগবানে ভক্তি ও আসক্তির বৃদ্ধি করে। যেমন পিত্তজনিত রোগ প্রশমিত হইলে, জিহ্বা সর্ব্বপ্রকার স্বাদু রস গ্রহণে সমর্থ হয়,

অথান্যদপি কৃষ্ণস্য তোকাচরিতমদ্ভুতং।
মানুষং লোকমাসাদ্য তজ্জাতিমনুরুন্ধতঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।

অথ মানুষং লোকং আসাদ্য মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্য্য, তজ্জাতিং অনুরুন্ধতঃ অনুকুর্ব্বতঃ, কৃষ্ণস্য অন্যৎ তোকাচরিতং বাল্যলীলাং অপি (বদ) ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অত্যোৎসুক্যেন পুনর্বিশিনষ্টি অনুরুন্ধতঃ অনুকুর্ব্বতঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অত্যোৎসুক্যেন তদেব পুনঃ স্পষ্টয়তি। অথেতি। তজ্জাতিং মানুষজাতিং অনুরুন্ধত ইতি মানুষজাত্যনুরোধেনৈব ভূর্লোকে প্রাকট্যং। নন্থ দেবাদিজাত্যনুরোধেন দেবাদিলোক ইতি দেবাদিভ্যোঽপি মানুষাণাং সৌভাগ্যং দ্যোতিতং ॥ ৩ ॥

এই জীবলোকে অবতীর্ণ হইয়া, মনুষ্যের ন্যায় লীলা করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে সকল বাল্যলীলার আচরণ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত আমার নিকট বর্ণন করুন! ॥ ৩ ॥

আভাস।

এবং সুমিষ্ট রস প্রাপ্তির জন্য লালসা করে, সেইরূপ ভবরোগগ্রস্ত মানবের কর্ণবিবরে নিহিত কৃষ্ণলীলা-মৃতরূপ মহৌষধির প্রভাবে মহারোগের প্রধান নিদান বিষয়াসক্তি অন্তর্হিত হইয়া, চিত্ত ভক্তিরসে আপ্লুত হয় এবং ভগবানের প্রেম-রসাস্বাদনে উত্তরোত্তর আসক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং ভগবানে ভক্তি ও প্রেম যেমন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে, ঈশ্বর-প্রেমিক ভক্তগণেও সখ্যভাবের উদয় হয়। অবশ্য বিষ্ণুর লীলা মাত্রেই জীবের তৎপ্রতি অনাসক্তি বিদূরিত করিয়া, প্রেমভাব উদয় করে সত্য; কিন্তু কৃষ্ণের বাল্যলীলা সেই সমস্ত অচিরে আনয়ন করে; এবং আমার জ্ঞান হয়! যুবতীগণ সর্ব্বাঙ্গেই বিবিধ মনোহর অলঙ্কার পরিধান করে বটে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বহু মূল্যবান্ এবং সর্ব্বোজ্জ্বল আভরণটী কণ্ঠের হার করিয়া যেমন ধারণ করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা সর্ব্বাপেক্ষা মধুর, কণ্ঠের হার ও হৃদয়ের নিধিরূপে অতি যত্নের সহিত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। হে মহর্ষে! যদি আপনি আমার অভিপ্রায়ে সম্মতি প্রদান করেন, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন! ॥ ১ ॥ ২ ॥

তিনি দেবতাদিগকে কৃতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে দেবতারূপে আবির্ভূত হইয়াছেন; কিন্তু যখন মানবগণকে কৃতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে এই মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন সেই সমস্ত লীলা শ্রবণ করাই আমাদের বিধেয়। ইহা মনুষ্যগণের নিতান্ত সৌভাগ্যের উদয় জানিতে হইবে ॥ ৩ ॥

বাদরায়ণি রুবাচ ॥

কদাচিদৌত্থানিককৌতুকাপ্লবে জন্মর্ক্ষযোগে সমবেতযোষিতাং।
বাদিত্রগীতদ্বিজমন্ত্রবাচনৈশ্চকার সূনো রভিষেচনং সতী ॥ ৪ ॥

নন্দস্য পত্নী কৃতমজ্জনাদিকং বিপ্রৈঃ কৃতস্বস্ত্যয়নং সুপূজিতৈঃ।

অন্বয়ঃ।

বাদরায়ণিঃ ব্যাসনন্দনঃ উবাচ। কদাচিৎ ঔত্থানিককৌতুকাপ্লবে (দৈবাৎ ঔত্থানিকং শিশোঃ অঙ্গপরিবর্ত্তনজনিতং যৎ কৌতুকং বৃত্তং তস্যাপ্লবে ব্যক্তৌ সত্যাং তত্র এব) জন্মর্ক্ষযোগে (করণীয়স্ত্রীপ্রধানোৎসবাভিষেকে) সমবেতযোষিতাং মিলিতস্ত্রীণাং (মধ্যে) সতী যশোদা বাদিত্রগীতদ্বিজমন্ত্রবাচনৈঃ সূনোঃ পুত্রস্য, অভিষেচনং চকার ॥ ৪ ॥

ততঃ নন্দস্য পত্নী যশোদা, কৃতমজ্জনাদিকং অন্নাদ্যবাসঃস্রগভিষ্টধেনুভিঃ সুপূজিতৈঃ

শ্রীধরস্বামী।

ঔত্থানং শিশোরঙ্গপরিবর্ত্তনং তত্র করণীয়ে কৌতুকাপ্লবে উৎসবাভিষেকে তথা তস্মিন্নেব দিনে জন্মর্ক্ষস্যাপি যোগে অতি মহোৎসবে সমবেতযোষিতাং মিলিতপুরস্ত্রীণাং মধ্যে বাদিত্রাদিভিঃ শোভিতমভিষেচনং যশোদা চকার ॥ ৪ ॥

অন্নাদিভিঃ সুপূজিতৈ বিপ্রৈঃ কৃতমঙ্গলং সংজাতনিদ্রে অক্ষিণী যস্য তং অশীশয়ৎ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কদাচিন্মাসত্রয়বয়সি সতি ত্রৈমাসিকস্য চ পদা শকটোঽপবৃত্ত ইতি দ্বিতীয়োক্তেঃ মাসস্য চরণাবুদগিত্যত্র তু মাসাস্ত্রয়ঃ পরিচ্ছেদকা যস্য ইতি ব্যাখ্যেয়ং। উত্থানমুত্তানশায়িনঃ শিশোস্তির্য্যক্ শয়নসামর্থ্যোদ্গমঃ। তত্র ভবে কৌতুকাপ্লবে তদ্দ্রষ্টুং ব্রজবাসিনীনাং কুতূহলসমুদ্ভূতনিমজ্জনে সতীত্যর্থঃ। তস্মিন্নেব দিনে জন্মর্ক্ষস্যাপি যোগে সতি সমবেত-যোষিতাং মিলিতপুরস্ত্রীণাং মধ্যে বাদিত্রাদিভিঃ শোভিতং অভিষেচনং চকার ॥ ৪ ॥

শুকদেব বলিলেন, বালকের অঙ্গ পরিবর্ত্তনের সামর্থ্য হইলে নারীগণ মধ্যে যে মহৎ আনন্দোৎসব উপস্থিত হয়, তদুপলক্ষে অথচ জন্মনক্ষত্রযোগে একদিন ব্রজবনিতাগণে সংমিলিতা হইয়া যশোদা যথেষ্ট গীতবাদ্যাদি সহকারে এবং ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করাইলেন ॥ ৪ ॥

তিন মাস বয়ঃক্রম পূর্ণ হইলে, বালক পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে সমর্থ হয়; তদ্দর্শনে মাতা আনন্দিতা হইয়া প্রাচীন রীত্যনুসারে পুরবাসিগণকে আহ্বান করত যে উৎসব করিয়া থাকেন, তাহাকে ঔত্থানিক উৎসব বলা যায়। একদিন ঐ প্রকার বয়সে শ্রীকৃষ্ণ পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়াছেন দেখিয়া, মাতা যশোদার আর আনন্দের সীমা রহিল না। বিশেষতঃ উক্ত দিবসে জন্ম নক্ষত্রের যোগ থাকায়, তিনি পতিপুত্রবতী ব্রজবণিতাগণকে নিমন্ত্রণ করত গীতবাদ্যাদি পুরঃসর বালকের অভিষেক করিলেন ॥ ৪ ॥

অন্নাদ্যবাসঃস্রগভীষ্টধেনুভিঃ সংজাতনিদ্রাক্ষমশীশয়চ্ছনৈঃ ॥ ৫ ॥
ঔত্থানিকৌৎসুক্যমনা মনস্বিনী সমাগতান্ পূজয়তী ব্রজৌকসঃ।

অন্বয়ঃ।

বিপ্রৈঃ কৃতস্বস্ত্যয়নং কৃতমঙ্গলং সংজাতনিদ্রাক্ষং নিদ্রাবেশেন নিমীলিতনেত্রং পুত্রং শনৈঃ (নিদ্রাভঙ্গশঙ্কয়া শকটাধঃ এব প্রেঙ্খে দোলায়াং) অশীশয়ৎ শায়িতবতী ॥ ৫ ॥

ঔত্থানিকৌৎসুক্যমনা উৎসবোল্লাসিতহৃদয়া মনস্বিনী সহৃদয়া সা যশোদা সমাগতান্ উৎসবে প্রাপ্তান্, ব্রজৌকসঃ ব্রজবাসিনঃ জনান্ গন্ধমাল্যাভরণাদিভিঃ পূজয়তী সতী সুতঞ্চ

শ্রীধরস্বামী।

শায়িতবতী শকটস্যাধস্তাৎ প্রেঙ্খে ॥ ৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অন্নাদিভিরন্নাদিদানেন সুষ্ঠু পূজিতৈ বিপ্রৈঃ কৃতমঙ্গলং। সংজাতনিদ্রে অক্ষিণী যস্য তং বালং কৃষ্ণং শনৈরিতি নিদ্রাভঙ্গশঙ্কয়া ক্রোড়ে নিস্পন্দং ধৃত্বৈব স্বয়মপি শয়িত্বা অশীশয়ৎ। বৃহৎপ্রাঙ্গণৈকদেশস্থস্য শকটস্যাধঃস্থিতে পল্যঙ্কে নিশ্চলং নিঃশব্দঞ্চ শায়য়ামাস। ততশ্চ নিদ্রাপূর্ত্তিং জ্ঞাত্বৈব স্বয়মুত্তস্থাবিতি শনৈঃপদেনৈব দ্যোতিতং জ্ঞেয়ং ॥ ৫ ॥

ঔত্থানিকে উৎসবে ঔৎসুক্যযুক্তং মনো যস্যাঃ সা মনস্বিনী বস্ত্রালঙ্কারমাল্যগন্ধ-চন্দনতৈলসিন্দূরাদিকং দদানা ব্রজৌকসো মহোৎসবাগতনারীঃ। নৈবেতি ব্রজস্ত্রীজন-সম্মানন-বচন-প্রতি-বচনাদ্যাবেশবশাদিত্যর্থঃ। শুনার্থীতি নিদ্রান্ত এব ক্ষুধোদ্গমাদিতি

তিনি বালককে পবিত্র জলে স্নানাদি করাইয়া, ব্রাহ্মণগণকে ভোজন-দ্রব্য, উত্তম বস্ত্র ও দুগ্ধবতী গাভী প্রভৃতি অভিলষিত বস্তু দান করিলেন এবং যথেষ্ট সমাদর পূর্ব্বক সেই বিপ্রদিগের দ্বারা নিজ বালকের স্বস্ত্যয়ন করাইয়া নিদ্রাবশে মুদ্রিত-নয়ন শিশুকে লইয়া, অতি সাবধানে একটী বৃহৎ শকটের নিম্নদেশে দোলায় শয়ন করাইলেন ॥ ৫ ॥

এবং উৎসবে সমাগত পুরনারী সকলের অভ্যর্থনার জন্য গন্ধ মাল্য ও সিন্দূরাদি মাঙ্গল্য বস্তু প্রদানার্থ নিজে নিতান্ত ব্যস্ত থাকায়, নিদ্রাভঙ্গে বালকের রোদন

আভাস।

ব্রাহ্মণদিগকে উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী প্রদান পূর্ব্বক যশোদা তাঁহাদিগের দ্বারা বালকের মঙ্গলকর স্বস্ত্যয়নাদি সমাপন করাইলেন। পরে শিশু কৃষ্ণকে স্তন্যাদি পান করাইবার পর অঙ্কমধ্যেই নিদ্রাবশে নয়ন মুদিত অবলোকন করিয়া, অতি সন্তর্পণে স্বয়ং তৎপার্শ্বে শয়ন করত তাঁহাকে নিদ্রিত করাইলেন এবং ধীরে ধীরে বৃহৎ প্রাঙ্গণের একদেশে একটী শকটের অধোভাগে পালঙ্কোপরি শ্রীকৃষ্ণকে শয়ন করাইয়া নিজে উৎসবে ব্যাপৃতা হইলেন ॥ ৫ ॥

নৈবাশৃনোদ্বৈ রুদিতং সুতস্য সা রুদন্ স্তনার্থী চরণাবুদক্ষিপৎ ॥ ৬ ॥
অধঃশয়ানস্য শিশোরনল্পকপ্রবালমৃদ্বঙ্ঘ্রিহতং ব্যবর্ত্তত।

অন্বয়ঃ।

রুদিতং এব ন অশৃণোৎ; ততঃ স্তনার্থী কৃষ্ণঃ রুদন্ চরণৌ উৎ উর্দ্ধং অক্ষিপৎ চালিতবান্ ॥৬॥

অধঃ শয়ানস্য শিশোঃ কৃষ্ণস্য প্রবালমৃদ্বঙ্ঘ্রিহতং প্রবালবৎ অতি কোমলপাদেন

শ্রীধরস্বামী।

উদক্ষিপৎ উর্দ্ধং চালিতবান্ ॥ ৬ ॥

তদধঃশয়ানস্য শিশোরল্পকশ্চাসৌ প্রবালবন্মৃদুশ্চ যোঽঙ্ঘ্রিঃ তেন হতং শকটং ব্যবর্ত্তত বিপরীতমপতৎ, কথং বিধ্বস্তানি নানা রসবন্তি কুপ্যভাজনানি স্বর্ণরজতাতিরিক্তকাংস্যাদি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভাবঃ। মদীয়রোদনশব্দেন নাবদধাসি তিষ্ঠ ত্বদ্গ্রহ শকটস্ফোটনশব্দেনৈব ত্বামবধাপয়ানীতি মাত্রে কুপ্যন্নিব শকটভঙ্গার্থমেব চরণৌ উচ্চিক্ষেপেত্যুৎপ্রেক্ষা গম্যা ॥ ৬ ॥

অল্পকশ্চাসৌ প্রবালবন্মৃদুশ্চ যোঽঙ্ঘ্রিস্তেন হতমিতি তেন বামনাবতারস্য কটাহভেদার্থমিব শকটভঙ্গার্থং তচ্চরণযুগং ন বর্দ্ধিতং নাপি নৃসিংহাবতারস্য কঠোরহিরণ্যকশিপুবিদারণার্থমিব জাত্যৈবাতিকঠিনমিতি ভাবঃ। বাল্যাদিলীলামাধুর্য্যবিরোধ্যতিসুদুর্ঘটং ঐশ্বর্য্যমেতৎ কৃষ্ণস্য পূর্ণত্বপ্রতিপাদকং। ব্যবর্ত্তত বিপর্য্যস্তীভূয় অপতৎ। বিধ্বস্তানি নানারসবন্তি কুপ্যভাজনানি স্বর্ণরজতাতিরিক্তকাংস্যাদিময়ানি পাত্রাণি যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা ব্যত্যস্তানি বিপর্য্যস্তানি চক্রে চ অক্ষাশ্চ চক্রাক্ষাঃ ব্যত্যস্তাশ্চক্রাক্ষা যস্মিন্

ধ্বনি শুনিয়াও কিঞ্চিৎকাল উপেক্ষা করিয়াছিলেন। ইত্যবসরে বালক রোদন করিতে করিতে ঊর্দ্ধদিকে চরণ উত্তোলন করিলেন ॥ ৬ ॥

অধোদেশে শয়ান শ্রীকৃষ্ণের অতি সুকুমার প্রবালের ন্যায় অতি কোমল চরণাঘাতেই সেই বৃহৎ শকটখানি উলটিয়া পড়িয়া গেল। শকটখানি সম্পূর্ণ

আভাস।

মনস্বিনী যশোদা উৎসব উপলক্ষে নিতান্তই উৎসুক হইয়া সমাগতা নারীগণকে বস্ত্র, অলঙ্কার, গন্ধ, মাল্য, চন্দন, তৈল ও সিন্দূরাদি প্রদানে অভ্যর্থনাতেই অতিশয় ব্যস্ত থাকায় নিদ্রাভঙ্গে শিশুকে যে স্তন্য পান করাইতে হইবে, সে বিষয়ে তত মনোযোগী ছিলেন না। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রাভঙ্গে মাতাকে নিকটে না দেখিয়া, তাঁহার উদ্বোধনার্থ ঈষৎ কোপ প্রকাশ করত, শকট-ভঙ্গার্থ চরণদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে উত্তোলন করিলেন ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণাবতারে জনার্দ্দন যে পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রায় প্রত্যেক লীলাতেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্যান্য অবতারে ভগবান্ লীলা কার্য্যের অনুরূপ দেহের প্রকটন করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাবতারে যাবতীয় কার্য্য তিনি এক রূপ বেশেই সম্পাদন করিয়াছিলেন। বামনাবতারে ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞাচ্ছলে যখন বলিরাজের

বিধ্বস্ত-নানা-রসকুপ্য-ভাজনং ব্যত্যস্ত-চক্রাক্ষ-বিভিন্ন-কূবরং ॥ ৭ ॥
দৃষ্ট্বা যশোদাপ্রমুখা ব্রজস্ত্রিয় ঔত্থানিকে পর্ব্বণি যাঃ সমাগতাঃ।
নন্দাদয় শ্চাদ্ভুতদর্শনাকুলাঃ কথং স্বয়ং বৈ শকটং বিপর্য্যগাৎ।

অন্বয়ঃ।

অপি স্পৃষ্টং সৎ বিধ্বস্তনানারসকুপ্যভাজনং ব্যত্যস্ত-চক্রাক্ষ-বিভিন্ন-কূবরং অনঃ শকটং, ব্যবর্ত্তত বিপরীতং পপাত ॥ ৭ ॥

ঔত্থানিকে পর্ব্বণি সমাগতাঃ যাঃ যশোদাপ্রমুখাঃ ব্রজস্ত্রিয়ঃ নন্দাদয়ঃ চ সর্ব্বে (তৎ) দৃষ্ট্বা অদ্ভুতদর্শনাকুলাঃ ব্যাকুলচিত্তাঃ, (সন্তঃ) শকটং বৈ স্বয়ং কথং বিপর্য্যগাৎ ইতি ঊচুঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বয়ানি পাত্রাণি যথা ভবন্তি তথা চক্রে চ অক্ষাশ্চ চক্রাক্ষাঃ ব্যত্যস্তা শ্চক্রাক্ষা যস্মিন্। বিভিন্নঃ কূবরো যুগন্ধরো যস্মিন্ তচ্চ তচ্চ যথা ভবতি তথা ব্যবর্ত্তত ॥ ৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিদীর্ণঃ কূবরো যুগন্ধরশ্চ যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা। শকটাসুরভঞ্জন ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণাৎ অসুরাবেশেনৈব ভূমৌ প্রবিশচ্চক্রত্বাদুচ্চস্যাপি শকটস্য নিকটপ্রান্তত্বেন অল্পকেন চরণেন স্পর্শো জ্ঞেয় ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ॥ ৭ ॥

যশোদাপ্রমুখা যাশ্চ ব্রজস্ত্রিয়ঃ। পর্ব্বণি কর্ম্মণীতি চ পাঠঃ। বিপর্য্যগাৎ বিপর্য্যস্তং সদপতদিত্যুচুরিতি শেষঃ ॥

বিপরীতভাবে পতিত হওয়ায়, নিকটস্থ ঘৃতাদির পাত্র সকলও ভগ্ন হইয়া ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িল ॥ ৭ ॥

যশোদা প্রভৃতি সমবেত নারীগণ এবং নন্দাদি নরগণ সকলে এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষে অবলোকন করিয়া, নিতান্ত বিস্মিত ও ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন; এবং সকলেই পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে, শকট আপনি কেমন করিয়া উল্টাইল ॥

আভাস।

নিকট উপস্থিত হন, তখন বামনের ন্যায়ই চরণ ছিল; কিন্তু ভূমি-প্রতিগ্রহ কালে ঐ ক্ষুদ্র চরণের বিস্তার পূর্ব্বক ক্রমশ ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। এস্থলে তাঁহাকে কার্য্যোদ্ধারের জন্য যোগৈশ্বর্য্যের প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। দুর্বৃত্ত হিরণ্যকশিপুর কঠোর হৃদয় বিদারণার্থ তদনুরূপ ভক্তহৃদয়ের অসহনীয় করাল কাল-সদৃশ বিকট নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। অর্থাৎ যখন যেরূপ কার্য্যের প্রয়োজন, ভগবান্ তৎকালে তৎকার্য্যোচিত শক্তির বিকাশ করত আবির্ভূত হইয়াছিলেন; এবং সেইরূপে অন্য কোন অবতারোচিত ক্রিয়া নিষ্পাদন করেন নাই। কিন্তু এক শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহে

উচুরব্যবসিতমতীন্ গোপান্ গোপীশ্চ বালকাঃ।
রুদতানেন পাদেন ক্ষিপ্তমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥
ন তে শ্রদ্দধিরে গোপা বালভাষিতমিত্যুত।
অপ্রমেয়ং বলং তস্য বালকস্য ন তে বিদুঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ।

বালকাঃ (তু) রুদতা অনেন কৃষ্ণেন পাদেন এব এতৎ শকটং ক্ষিপ্তং তত্র সংশয়ঃ ন অস্তি ইতি অব্যবসিতমতীন্ সংশয়চিত্তান্ গোপান্ গোপীঃ চ উচুঃ ॥ ৮ ॥

তে গোপাঃ বালভাষিতং ইতি (মত্বা) ন শ্রদ্দধিরে বিশ্বাসং ন জগ্মুঃ; উত অপি ভোঃ তস্য বালকস্য অপ্রমেয়ং বলং তে ন বিদুঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অদ্ভুত-দর্শনেন আকুলা বভূবু স্তদেবাহ কথমিতি। বিপর্য্যগাৎ বিপরীতমপতদিতি ॥ ৮ ॥

ন শ্রদ্দধিরে বিশ্বাসং ন জগ্মুঃ উত অপি বালস্য এতন্ন সম্ভবতি এতেচ বালাঃ কিং জানন্তীতি ॥ ৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অব্যবসিতা কিং দৈত্যাদেঃ কিম্বা গ্রহাদেঃ কর্ম্মেদমিত্যনিশ্চিতা মতি র্যেষাং তান্ ॥ ৮ ॥

ন শ্রদ্দধিরে ন বিশ্বসন্তি স্ম। ৯ ॥

তৎকালে তত্রস্থ বালকগণ এই সন্দিগ্ধচিত্ত গোপ ও গোপীগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল যে, শিশু কৃষ্ণ রোদন করিতে করিতে কেবল পাদবিক্ষেপেই এই শকট উল্টাইয়া দিয়াছেন ॥ ৮ ॥

গোপগণ শিশুর অতুল বিক্রমে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; সুতরাং বালকদিগের বাক্যে তাহাদের প্রত্যয় জন্মিল না। ॥ ৯ ॥

আভাস।

ভগবান্ অন্য কোন বিশেষ ব্যাপক শক্তির প্রকাশ না করিয়া, সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। এইরূপে বিষ্ণুর সকল ঐশ্বর্য্যেরই বিকাশ হইয়াছে। কেবল তিন মাস মাত্র বয়ঃক্রম কালে পদ্মকিঞ্জল্ক সদৃশ কোমল চরণ উৎক্ষেপ করিয়াই বৃহৎ গুরুভার শকট বিপরীত-ভাবে পাতিত করিয়া ভগ্ন করিয়াছিলেন। তখন পাছে বাল্যাদি লীলা-মাধুর্য্যের ব্যাঘাত ঘটে, তন্নিমিত্ত পাদদ্বয়কে কোন মতে কঠিন বা বৃহৎ করেন নাই। এইরূপ সুদুর্ঘট ঐশ্বর্য্যের বিকাশ করায়, শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, এই শকট-ভঙ্গে শকটাসুরেরই নিধন সাধিত হইয়াছিল ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

অকস্মাৎ শকটপতনে যশোদা প্রভৃতি নারীগণ এবং নন্দাদি গোপগণ সকলে বিস্ময়াবিষ্ট-চিত্তে পরস্পরে শকটপতন সম্বন্ধে আন্দোলন করত, কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। কেহ ইহাকে কোন দৈত্যের দুষ্কর্ম্ম, কেহ বা দুষ্ট গ্রহের কুটিল দৃষ্টিতে সংঘটিত

রুদন্তং সুতমাদায় যশোদা গ্রহশঙ্কিতা।
কৃতস্বস্ত্যয়নং বিপ্রৈঃ সূক্তৈস্তনমপায়য়ৎ ॥ ১০ ॥
পূর্ব্ববৎ স্থাপিতং গোপৈ র্বলিভিঃ সপরিচ্ছদং।
বিপ্রা হুত্বার্চ্চয়াঞ্চক্রু র্দধ্যক্ষত-কুশাম্বুভিঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ।

গ্রহশঙ্কিতা যশোদা বিপ্রৈঃ (কর্ত্তৃভিঃ) সূক্তৈঃ রক্ষোঘ্নমন্ত্রৈঃ কৃতস্বস্ত্যয়নং রুদন্তং সুতং আদায় স্তনং অপায়য়ৎ ॥ ১০ ॥

বলিভিঃ বলবদ্ভিঃ গোপৈঃ অনঃ পূর্ব্ববৎ সপরিচ্ছদং স্থাপিতং। বিপ্রাঃ চ হুত্বাগ্রহাদিহোমং কৃত্বা দধ্যক্ষতকুশাম্বুভিঃ (অনঃ) অর্চ্চয়াঞ্চক্রুঃ পূজয়ামাসুঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

রক্ষোঘ্নৈঃ সূক্তৈঃ কৃত্বা ॥ ১০ ॥

ভগবৎ-প্রভাবানভিজ্ঞ-বিপ্রচেষ্টিতং বিতন্বন্নাহ পূর্ব্ববদিত্যাদিনা। বলিভিঃ শকৈঃ। যদ্বা অষ্টদিক্ষু বলিভিঃ সহিতং সপরিকরং যথাপূর্ব্বং স্থাপিতং বিপ্রা দধ্যাদিভি রর্চ্চয়ামাসুঃ হুত্বা গ্রহাদিহোমং বিধায় ॥ ১১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সূক্তৈ রক্ষোঘ্নমন্ত্রৈঃ কৃতং স্বস্ত্যয়নং যস্য তং ॥ ১০ ॥

বলিভি র্বলবদ্ভি র্গোপৈঃ পূর্ব্ববদেব শকটং স্থাপিতমিতি তস্য বৃহত্ত্বং ব্যঞ্জিতং। অর্চ্চয়াঞ্চক্রুরিতি গোপজাতীনাং তদাশ্রয়প্রধানত্বাৎ সঞ্চিতধনাস্পদত্বেন লক্ষ্যাধিষ্ঠানত্বাচ্চ ॥ ১১ ॥

তাঁহারা ইহাকে দুষ্ট গ্রহাদির অসদভিপ্রায় মনে করিয়া, ব্রাহ্মণের দ্বারা রাক্ষস-নাশন মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বালকের স্বস্ত্যয়ন করাইলেন এবং রোদন-পরায়ণ শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া, স্তন প্রদান করিলেন ॥ ১০ ॥

বলবান্ গোপগণ অনেকে মিলিত হইয়া, শকটখানিকে পূর্ব্ববৎ স্থাপিত করত সাজ সজ্জায় সুশোভিত করিল; ব্রাহ্মণগণ অগ্নিতে হোমীয় হবি প্রদানানন্তর শকটকে প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক দধি, আতপ তণ্ডুল ও কুশজলাদির দ্বারা পূজা করিলেন ॥ ১১ ॥

আভাস।

ইত্যাদি নানা তর্ক বিতর্ক মাত্র করিতে লাগিলেন; কিন্তু সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই কর্ম্ম ইহা বলিয়া কেহই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অবশেষে উপস্থিত বালকেরাই এই গূঢ় রহস্যের উদ্ঘাটন করিল। বালকগণ নিষ্পাপ ও ভগবানের প্রিয় পার্ষদ। তাহাদিগের নিকট কিছুই অজ্ঞাত ছিল না। বালকেরা মুক্তকণ্ঠে বলিল, ইহা শিশু কৃষ্ণেরই কর্ম্ম। তিনিই ক্রন্দন করিতে করিতে পাদবিক্ষেপে শকটকে বিপর্য্যস্ত ভাবে পাতিত করিয়াছেন ॥৭।৮॥

যিনি তর্কাদি প্রমাণের অতীত, তাঁহাকে অবগত হওয়া কিছু সামান্য সাধনের কর্ম্ম

যেঽসূয়ানৃতদম্ভের্ষা-হিংসামানবিবর্জ্জিতাঃ।
ন তেষাং সত্যশীলানামাশিষো বিফলাঃ কৃতাঃ ॥ ১২ ॥
ইতি বালকমানীয় সামর্গ্‌যজুরুপাকৃতৈঃ।
জলৈঃ পবিত্রৌষধিভি রভিষিচ্য দ্বিজোত্তমৈঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ।

কিঞ্চ, অসূয়ানৃতদম্ভের্ষাহিংসামানবিবর্জ্জিতাঃ যে, সত্যশীলানাং তেষাং আশিষঃ বিফলাঃ ব্যর্থাঃ ন কৃতাঃ ইতি অভিপ্রেত্য ॥ ১২ ॥

বালকং আনীয় দ্বিজোত্তমৈঃ সামর্গ্‌যজুরুপাকৃতৈঃ বেদমন্ত্রৈঃ অভিমন্ত্রিতৈঃ জলৈঃ পবিত্রৌষধিভিঃ চ অভিপ্রেত্য ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অসূয়া গুণেষু দোষাবিষ্করণ। ঈর্ষা অক্ষান্তিঃ। তেষাং আশিষঃ কৃতাঃ তৈঃ প্রযুক্তাঃ ॥ ১২ ॥

ইতি এবমভিপ্রেত্য সামর্গ্‌যজুভিরুপাকৃতৈঃ সংস্কৃতৈঃ পবিত্রা ওষধয়ো যেষু জলেষু তৈঃ কৃত্বা দ্বিজোত্তমৈঃ কর্ত্তৃভিঃ অভিষেচ্য অভিষেকং কারয়িত্বা ॥ ১৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শ্রীনন্দস্তু ব্রাহ্মণাশীর্ভিরেব মে বালকঃ কুশলীতি জানাতি স্মেত্যাহ য ইতি। মানো গর্ব্বঃ। তেষাং তৈঃ কৃতা আশিষো ন বিফলা ইতি বিশ্বস্যেতি শেষঃ ॥ ১২ ॥

উপাকৃতৈঃ সংস্কৃতৈঃ। পবিত্রা ওষধয়ঃ সর্ব্বৌষধিমহৌষধ্যাদয়ো যত্র তৈ র্জলৈঃ করণৈ দ্বিজোত্তমৈঃ কর্ত্তৃভিরভিষেচ্য অভিষেকং কারয়িত্বা হুত্বা হাবয়িত্বা। মহাগুণমতি-

---

কিন্তু অসূয়া, মিথ্যা, দম্ভ, ঈর্ষা, হিংসা এবং অভিমানে যাঁহারা সচ্ছন্দে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, তাদৃশ সত্যস্বভাব ব্যক্তিগণের আশীর্ব্বাদ কখন বৃথা হয় না, এই অভিপ্রায়ে ॥ ১২ ॥

বালককে আনয়ন পূর্ব্বক, শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ দ্বারা সাম, ঋক্, যজুঃ প্রভৃতি বেদমন্ত্রে পূত জল ও পবিত্র ওষধি দ্বারা পুত্রের অভিষেক করাইলেন ॥ ১৩ ॥

আভাস।

নহে। বিশেষত বাল্যলীলা প্রকটন করাই যাঁহার উদ্দেশ্য! তদবস্থায় জ্ঞানবিহীন গোপগণ কি প্রকারে তাঁহার সামার্থ্য সম্যক্ অবগত হইবে? সুতরাং বালকের কথায় তাঁহাদিগের বিশ্বাস জন্মিল না। তাঁহারা গ্রহশান্তির জন্য যত্নবান্ হইলেন ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

শকটপতনে পাছে বালকের বা গৃহের কোন অমঙ্গল হয়, এই ভয়ে যশোদা বলবান্ অনেকগুলি গোপদ্বারা সেই শকটখানিকে পূর্ব্বের ন্যায় স্থাপিত করত পুনরায় সজ্জিত করিলেন এবং পবিত্র দধি বারি প্রভৃতির দ্বারা পূজা করত শকটের প্রতিষ্ঠা করাইলেন ॥ ১১ ॥

বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং নন্দগোপঃ সমাহিতঃ।
হুত্বা চাগ্নিং দ্বিজাতিভ্যঃ প্রাদাদন্নং মহাগুণং ॥ ১৪ ॥
গাবঃ সর্ব্বগুণোপেতা বাসঃ স্রগ্‌ক্ষ্মমালিনীঃ।
আত্মজাভ্যুদয়ার্থায় প্রাদাত্তে চাম্বযুঞ্জত ॥১৫॥
বিপ্রা বেদবিদো যুক্তাস্তৈ র্যাঃ প্রোক্তা স্তথাশিষঃ।
তা নিষ্ফলা ভবিষ্যন্তি ন কদাচিদপি ধ্রুবং ॥১৬॥
একদারোহমারূঢ়ং লালয়ন্তী সুতং সতী।

অন্বয়ঃ।

স্বস্ত্যয়নং স্বস্তিবাচনং বাচয়িত্বা সমাহিতঃ নন্দগোপঃ অগ্নিং চ হুত্বা দ্বিজাতিভ্যঃ মহাগুণং অন্নং প্রাদাৎ ॥ ১৪ ॥

বাসঃ স্রগ্‌ক্ষ্মমালিনীঃ বস্ত্রমাল্যহেমমণ্ডিতাঃ সর্ব্বগুণোপেতাঃ পয়স্বিনীঃ গাবঃ চ অত্মজাভ্যুদয়ার্থায় পুত্রস্য সর্ব্বোপদ্রবশান্তয়ে প্রাদাৎ। তে (আশিষঃ) অন্বযুঞ্জত যুযুজুঃ ॥ ১৫ ॥

বিপ্রাঃ বেদবিদঃ বেদার্থাভিজ্ঞাঃ যুক্তাঃ সমাহিতাঃ ভক্তাঃ চ, তৈঃ বিপ্রৈঃ যাঃ আশিষঃ প্রোক্তাঃ তাঃ ধ্রুবং তথা এব বভূবুঃ কদাচিৎ অপি নিষ্ফলাঃ ন ভবিষ্যন্তি ॥ ১৬ ॥

একদা আরোহং উৎসঙ্গং আরূঢ়ং সুতং শিশুং লালয়ন্তী সতী যশোদা গিরিকূটবৎ

শ্রীধরস্বামী।

হুত্বা হাবয়িত্বা ॥ ১৪ ॥

গাবো গাশ্চ প্রাদাৎ অন্বযুঞ্জত আশিষো যুযুজুঃ ॥ ১৫ ॥

তাস্তথৈব বভূবু রিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

উৎক্ষিপ্য মৃদুপাদেন শকটং ব্যোম্নি লীলয়া। তৃণাবর্ত্তং পদাপীড্য ভুব্যপাতয়দর্ভকঃ।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্বাদামোদযুক্তং ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

গাবঃ গাঃ বহুগুণাঃ পয়স্বীত্যাদয়ঃ তে বিপ্রা অনু অনন্তরং অযুঞ্জত স্বীচক্রুঃ ॥ ১৫ ॥

তৈ র্যা আশিষঃ প্রোক্তা যে বিপ্রা যুক্তা যোগিন স্তা স্তথা বভূবুরিতি শেষঃ ॥ ১৬ ॥

এবং স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক অগ্নিতে হোম সমাপন করিয়া, নন্দরাজ সমাহিত-চিত্তে দ্বিজাতিগণকে উত্তম উত্তম ভোজন-সামগ্রী প্রদান করিলেন ॥১৪॥

সর্ব্বপ্রকার উপদ্রবের নিবৃত্তি পূর্ব্বক স্বীয় তনয়ের মঙ্গল-বাসনায় তিনি বস্ত্র, মাল্য ও সুবর্ণমণ্ডিত সর্ব্বগুণাক্রান্ত দুগ্ধবতী গাভী সকল ব্রাহ্মণ-গণকে দান করিলেন। ব্রাহ্মণগণও কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ॥১৫॥

হে রাজন্! বেদজ্ঞ নিষ্ঠাবান্ ভক্ত বিপ্রগণের আশীর্ব্বাদ অব্যর্থ; কখনই নিষ্ফল হয় না। তাঁহারা যেরূপ বলিয়াছিলেন, কার্য্যে তাহাই ঘটিয়াছিল ॥ ১৬ ॥

গরিমাণং শিশোর্বোঢ়ুং ন সেহে গিরিকূটবৎ ॥১৭॥
ভূমৌ নিধায় তং গোপী বিস্মিতা ভারপীড়িতা।

অন্বয়ঃ।

শিশোঃ গরিমাণং গুরুভারং ন সেহে ॥ ১৭ ॥

ভারপীড়িতা বিস্মিতা গোপী যশোদা তং পুত্রং ভূমৌ নিধায় স্থাপয়িত্বা, জগতাং

শ্রীধরস্বামী।

আরোহং উৎসঙ্গং ॥ ১৭ ॥

তৃণাবর্ত্তাৎ স্বমৃত্যুপরিহারায় শ্রীকৃষ্ণেনৈবাত্মন উৎসঙ্গাদুত্তারায় কৃতং ভারমজানতী

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

রাজত্যখিলসম্পত্তিপতৌ ময্যপি সঞ্চিতৈঃ। কিমেভি র্বস্তুভিরিতি স্বমনোঽভিনদীশ্বরঃ। একদা একাব্দবয়সি বৃত্তে সতি এক আসীনো স্ত্রিয়মাণো বিহায়সেত্যগ্রতনোক্তেঃ। আরোহমুৎসঙ্গমারূঢ়ং তং লালয়ন্তি ভুজাভ্যামুত্তোলনান্দোলনাদিভিরুল্লাসয়ন্তী গিরিকূটবৎ গিরিশৃঙ্গস্যেব শিশোর্গরিমাণং বোঢ়ুং ন সেহে। আগমিষ্যন্তং তৃণাবর্ত্তং সমাতৃকমেবামুং হরিষ্যন্তমালক্ষ্য মাতু র্যশোদায়াঃ ক্লেশো মাভূদিত্যৈশ্বর্য্যা এব শক্ত্যা তদুত্তারায় ভারং কল্পয়ামাসেতি জ্ঞেয়ং। কিঞ্চিদপ্যুপরি তোলয়ান্ব মাং ব্যোম্নি খেলিতুমনা যতো হস্ম্যহং। ইত্যমুষ্য কিল সত্যকামতৈবানয়তৃণবির্ত্তনামাসুরং ॥ ১৭ ॥

ভূমাবিতি সম্ভ্রমেণ বিস্মিতেতি। মচ্ছিশোরয়মাকস্মিকো ভারঃ কুতস্ত্যো ন জানে কস্ত-

---

একদিন যশোদা শিশু কৃষ্ণকে ক্রোড়ে বসাইয়া আদর করিতেছিলেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ শিশুকে তাঁহার এত ভারি বোধ হইল যে, গুরুভার পর্ব্বত-শিখরের ন্যায় বালকের ভার তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না ॥১৭॥

বালকের ভারে আপনার অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব হওয়ায়, অতি বিস্ময়

আভাস

গোপী যশোদা শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল-বিধানার্থ নানাবিধ দান ও স্বস্ত্যয়নাদি সমাপন করত অনবরত তাঁহার অভ্যুদয়ার্থ যত্নবতী রহিলেন। কিন্তু যিনি রাজত্বাদি অখিল সম্পত্তি প্রদানে কামী জীবের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন, তাঁহার আর ঐশ্বর্য্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন কি? তিনি সর্ব্বফলদাতা। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, কৃষ্ণের এক বৎসর বয়ঃক্রম কালে এক দিন যশোদা পুত্রকে অঙ্কে লইয়া মুখ চুম্বন, হেলন ও উত্তোলনাদি দ্বারা বালককে আদর করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে তৃণাবর্ত্ত নামে এক অসুর আকাশ মার্গে উত্তোলন করত শ্রীকৃষ্ণকে নিহত করিবার মানসে তথায় উপস্থিত হইল। মাতার ক্রোড়ে অবস্থান কালে দৈত্যাদি পিশাচগণ বালকের প্রতি আবিষ্ট হইতে পারে না, এই কারণ বশত; কিম্বা পাছে উক্ত অসুর মাতৃসহ তাঁহাকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করে, তাহা হইলে জননীর বিশেষ ক্লেশ হইবে, ইহা মনে করিয়া, ভগবান্ নিজ দেহকে নিতান্ত গুরুভার করিলেন। ভারে ক্লেশ বোধ হইলে, মাতা স্ব ইচ্ছায় তাঁহাকে অঙ্ক হইতে ভূমিতে

মহাপুরুষমাদধ্যৌ জগতামাস কর্ম্মসু ॥ ১৮ ॥

দৈত্যো নাম্না তৃণাবর্ত্তঃ কংসভৃত্যঃ প্রচোদিতঃ।

চক্রবাতস্বরূপেণ জহারাসীনমর্ভকং।

অন্বয়ঃ।

মহাপুরুষং ঈশ্বরং আদধ্যৌ শরণং যযৌ (তথা) কর্ম্মসু স্বস্ত্যয়নাদিরূপ-বাৎসল্যময়েষু আস বভূব ॥ ১৮ ॥

(তাবতা কালেন) নাম্না তৃণাবর্ত্তঃ কংসভৃত্যঃ দৈত্যঃ প্রচোদিতঃ প্রেরিতঃ সন্ চক্রবাত-স্বরূপেণ (এত্য) সর্ব্বং গোকুলং রেণুভিঃ আবৃণ্বন্ (তত্রত্যানাং) চক্ষুংষি চ মুষ্ণন্ অব-রোধয়ন্ তথা সুমহাঘোরশব্দেন প্রদিশঃ দিশঃ ঈরয়ন্ নাদয়ন্ আসীনং উপবিষ্টং অর্ভকং

শ্রীধরস্বামী।

উৎপাতশঙ্কয়া মহাপুরুষমাদধ্যৌ শ্রীকৃষ্ণোদরবর্ত্তিনাং জগতাং ভারেণ পীড়িতা বিস্মিতাচ সতী যদ্বা জগতাং মধ্যে কর্ম্মসু আস বভূব নতু জগদুদরং তং বেদ ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

চিদ্বালগ্রহস্যাবেশজনিতো বেতি শঙ্কয়া জগতাং মহাপুরুষং শ্রীনারায়ণমাদধ্যৌ। বৈকুণ্ঠ-দিশমূর্দ্ধ-মালোক্য ভগবংস্বয়ৈব দত্তোঽয়ং সুতস্তয়ৈব পালনীয় ইতি ধ্যানেনোবাচেত্যর্থঃ। ততশ্চ ব্যগ্রা তৎস্বস্ত্যয়নার্থং কর্ম্মসু বিপ্রাহ্বানাদিষু আস বভূব ॥ ১৮ ॥

তাবদেব দৈত্যো জহারেতি তন্নিরসনকালে ঐশ্বর্য্যা এব শক্ত্যা ভারলাঘবং কৃতমিতি

সহকারে বালককে ক্রোড় হইতে নীচে নামাইলেন; পুত্রহিতার্থিনী যশোদা সন্তানের মঙ্গলার্থ মহাপুরুষ সর্ব্বেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া, পুত্রের জন্য মাতার কর্ত্তব্য শুভ কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন ॥ ১৮ ॥

ইত্যবসরে তৃণাবর্ত্ত নামে এক দৈত্য কংসের নিয়োগানুসারে ঘূর্ণিত বায়ুরূপে তথায় উপস্থিত হইল; এবং ধূলি দ্বারা সমস্ত গোকুল আচ্ছন্ন করত, সকলের দৃষ্টিরোধ পূর্ব্বক দিক্ দিগন্ত ভীষণ বায়ুরবে নিনাদিত করিয়া উপবিষ্ট শিশু শ্রীকৃষ্ণকে

আভাস।

নামাইয়া দিলে কেবল তাঁহাকে মাত্র অসুর উত্তোলন করিবে, তখন জননীর আর ক্লেশের সম্ভাবনা থাকিবে না; অথচ অসুর সংহার অনায়াসেই হইবে ॥ ১৭ ॥

এই স্থির করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ দেহকে বিশাল পর্ব্বতশিখরের ন্যায় অত্যন্ত গুরুভার করিলেন। যশোদা ভারে নিপীড়িতা হইয়া, অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন; এবং অগত্যা বালককে নীচে নামাইয়া গ্রহাবেশভয়ে শঙ্কিতা হইয়া ভূতভাবন ভয়হারী ভগবানের শরণাগত হইলেন। তিনি পুত্রের শুভ-কামনায় ব্যস্ত হইয়া অন্যান্য আয়োজনের জন্য উদ্যোগ করিবার মানস করিতেছেন, ইতিমধ্যে কংসের অনুচর তৃণাবর্ত্ত ঘূর্ণিতবায়ুরূপে চতুর্দ্দিকে বালুকা বিকীরণ করত তথায় উপস্থিত হইল এবং উপবিষ্ট শ্রীহরিকে আকাশ মার্গে হরণ করিল।

গোকুলং সর্ব্বমাবৃণ্বন্ মুষ্ণংশ্চক্ষূংষি রেণুভিঃ।
ঈরয়ন্ সুমহাঘোর-শব্দেন প্রদিশো দিশঃ॥ ১৯॥
মুহূর্ত্তমভবদ্গোষ্ঠং রজসা তমসা বৃতং।
সুতং যশোদা নাপশ্যত্তস্মিন্ন্যস্তবতী যতঃ।
নাপশ্যৎ কশ্চনাত্মানং পরঞ্চাপি বিমোহিতঃ।
তৃণাবর্ত্তবিসৃষ্টাভিঃ শর্করাভিরুপদ্রুতঃ॥ ২০॥
ইতি খরপবনচক্রপাংশুবর্ষে সুতপদবীমবলাঽবিলক্ষ্য মাতা।

অন্বয়ঃ।

বালকং, জহার আকাশং নীতবান্॥ ১৯॥

মুহূর্ত্তং (স্বল্পকালেনৈব) গোষ্ঠং রজসা তমসা চ আবৃতং অভবৎ, যশোদা চ যতঃ যত্র বালকং ন্যস্তবতী স্থাপিতবতী তস্মিন্ স্থানে সুতং কৃষ্ণং ন অপশ্যৎ॥

(অপি চ) তৃণাবর্ত্তবিসৃষ্টাভিঃ দৈত্যবিকীর্ণাভিঃ শর্করাভিঃ রজোভিঃ উপদ্রুতঃ উৎপীড়িতঃ অতঃ বিমোহিতঃ সন্ কশ্চন জনঃ আত্মানং পরং চ ন অপশ্যৎ॥ ২০॥

ইতি খরপবনচক্রপাংশুবর্ষে তীক্ষ্ণবায়ুচক্রাং ধূলিবর্ষে সতি অবলা মাতা যশোদা, সুত-

শ্রীধরস্বামী।

ঈরয়ন্ নিনাদয়ন্নিত্যর্থঃ॥ ১৯॥

যতঃ যত্র ন্যস্তবতী তত্র স্থানে নাপশ্যৎ॥ ২০॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

জহ্রং। দিশো বিদিশশ্চ ঈরয়ন্ প্রতিধ্বনয়ন্॥ ১৯॥

যতো যত্র ন্যস্তবতী তস্মিন্ স্থলে॥

খরপবনচক্রাৎ পাংশুবর্ষে সতি অবিলক্ষ্য অদৃষ্ট্বা॥ ২০॥

আকাশপথে হরণ করিল॥ ১৯॥

মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে সমুদায় গোষ্ঠ ধূলি দ্বারা আবৃত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল। যশোদা স্বীয় পার্শ্বদেশে স্থাপিত শিশুকে আর দেখিতে পাইলেন না॥

তৃণাবর্ত্ত কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত বালুকারাশিতে লোকের দৃষ্টি এত সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল যে, কেহ আপনাকে বা অপর কাহাকেও আর দেখিতে পাইল না॥ ২০॥

ঘূর্ণিত বায়ুর খরবেগে প্রচুর পরিমাণে ধূলি—বর্ষণ কালে যশোদা ইতস্ততঃ

আভাস।

হরণকালে কৃষ্ণ আপনার ভার লঘু করিয়াছিলেন॥ ১৮॥ ১৯॥

অহো কৃষ্ণ-মাতা ব্রজেশ্বরীর ক্রন্দনে সকলেই আকুল হইয়া উঠিলেন এবং রোদনের কারণ জানিবার নিমিত্ত শোকসন্তপ্তচিত্তে অশ্রু বিসর্জ্জন করত সকলেই তথায় উপস্থিত

অতিকরুণমনুসংসরন্ত্যশোচদ্ভুবি পতিতা মৃতবৎসকা যথা গৌঃ ॥২১॥
রুদিতমনুনিশম্য তত্র গোপ্যো ভৃশমনুতপ্তধিয়োঽশ্রুপূর্ণমুখ্যঃ।
রুরুদু রনুপলভ্য নন্দসূনুং পবন উপারত-পাংশুবর্ষবেগে ॥২২॥
তৃণাবর্ত্তঃ শান্তরয়ো বাত্যারূপধরো হরন্।

অন্বয়ঃ।

পদবীং পুত্রমার্গং, অবিলক্ষ্য অনধিগম্য, মৃতবৎসকা গৌঃ যথা (তথা) অতিকরুণং অনুসংসরন্তী খেদং কুর্ব্বন্তী, ভুবি পতিতা অশোচৎ ॥ ২১ ॥

ততঃ পবনে বায়ৌ উপারতপাংশুবর্ষবেগে নিবৃত্তধূলিবিকীরণসামর্থ্যে, সতি (যশোদায়াঃ) রুদিতং অনুনিশম্য গোপ্যঃ তত্র অনুতপ্তধিয়ঃ দুঃখিতহৃদয়াঃ, অশ্রুপূর্ণমুখ্যঃ সত্যঃ তত্র নন্দসূনুং অনুপলভ্য অদৃষ্ট্বা রুরুদুঃ ॥ ২২ ॥

বাত্যারূপধরঃ চক্রবাতস্বরূপঃ, তৃণাবর্ত্তঃ কৃষ্ণং হরন্ নভোগতঃ সন্ (কৃচ্ছ্রাৎ) ভূরি-

শ্রীধরস্বামী।

খরপবনচক্রাৎ পাংশুবর্ষে সতি ॥ ২১ ॥

উপারতঃ পাংশুবর্ষস্য বেগো যস্মিন্ তথাভূতে পবনে সতি, তত্র তস্যা রুদিতমনুনিশম্য গোপ্যো রুরুদুঃ ॥ ২২ ॥

বাত্যা চক্রবাতঃ তদ্রূপধরঃ কৃষ্ণং হরন্ শান্তরয়ঃ কথঞ্চিন্নভোগতঃ ততঃ পরং গন্তুং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

উপারতঃ পাংশুবর্ষস্য বেগো যস্মিং স্তথাভূতে পবনে সতি ॥ ২১ ॥

তত্র ব্রজেশ্বর্য্যা রুদিতং নিশম্য অনু পুরাস্তরাদপি গোপ্য আগত্য তত্র রুরুদুঃ ॥ ২২ ॥

প্রথমং কৃষ্ণং বালকান্তরমিব হরন্ নভঃ অত্যূর্দ্ধং গতঃ ততশ্চ ভূরিভারভূদিতি তত্র

অনুসরণ করিয়াও পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি মৃতবৎসা গাভীর ন্যায়, ধরণীতে লুণ্ঠিতা হইয়া অতি কাতরকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন ॥২১॥

কিয়ৎকাল পরে বায়ুবেগ উপশমিত হইয়া ধূলি-বর্ষণ নিবৃত্ত হইলে, গোপীগণ যশোদার রোদন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, অতি ব্যগ্রতা সহকারে তথায় উপস্থিত হইলেন; এবং নন্দনন্দনকে তথায় অবলোকন না করিয়া, অবিরলধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করত শোকাকুলিত-চিত্তে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ॥২২॥

আভাস।

হইলেন। তাঁহারা সকলে তথায় গোবিন্দের অদর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া, উচ্চকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণং নভোগতো গন্তুং নাশক্নোদ্ভূরিভারভৃৎ ॥২৩॥
তমশ্মন্তং মন্যমান আত্মনো গুরুমত্তয়া।
গলে গৃহীত উৎস্রষ্টুং নাশক্নোদদ্ভুতার্ভকং।
গলগ্রহণনিশ্চেষ্টো দৈত্যো নির্গতলোচনঃ।
অব্যক্তরাবো ন্যপতৎ সহ বালো ব্যসুর্ব্রজে।

অন্বয়ঃ।

ভারভৃৎ (মহাভারবহনে সমর্থোঽপি) শান্তরয়ঃ নিবৃত্তবেগঃ সন্ (ততঃ) গন্তুং ন অশক্নোৎ ॥ ২৩ ॥

গুরুমত্তয়া অতিগৌরবত্বেন, অশ্মন্তং পর্ব্বতপ্রায়ং, মন্যমানঃ (দৈত্যঃ), আত্মনঃ স্বস্য গলে তেন গৃহীতং সন্তং অদ্ভুতার্ভকং তং বালকং উৎস্রষ্টুং ত্যক্তুং ন অশক্নোৎ ॥

গলগ্রহণনিশ্চেষ্টঃ (তেনৈব) নির্গতলোচনঃ তথা অব্যক্তরাবঃ অস্ফুটধ্বনিবিশিষ্টঃ (ততঃ) ব্যসুঃ মৃতঃ সন্ সহবালঃ ব্রজে ন্যপতৎ পতিতবান্ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নাশক্নোদিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

গুরুমত্তয়া অতিগৌরবেণ তং অশ্মন্তং অশ্মবন্তং পর্ব্বতপ্রায়ং মন্যমানঃ তেনৈবাত্মনো

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ঊর্দ্ধপ্রদেশে মহাভারং তং প্রতি বহন্ শান্তরয়ঃ ততশ্চ বোঢ়ুমসমর্থ এব ততো গন্তুং নাশক্নোৎ ॥ ২৩ ॥

ততশ্চ নিষ্পন্নস্বীয়-নভোবিহারাভিলাষো নিষ্পাদিতস্বর্গপুরপুরন্ধ্রীকর্ত্রীস্বদর্শনাভিলাষশ্চ বাঞ্ছঃ কৃষ্ণন্তং হন্তুং প্রববৃতে ইত্যাহ। তমিতি। আত্মনঃ সকাশাদপ্যতিগৌরবত্বেন তং অশ্মন্তং অশ্মবন্তং পর্ব্বতং মন্যমানঃ উৎস্রষ্টুং নিঃসারয়িতুং নাশকৎ। তত্র হেতুঃ

এদিকে চক্রবায়ুরূপধারী তৃণাবর্ত্ত দানব শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করত আকাশ-পথে উত্থিত হইল; কিন্তু গুরুভারে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া, আর গমনে সমর্থ হইল না ॥২৩॥

অনন্তর পর্ব্বতের ন্যায় অতিশয় গুরুভার বোধ করিয়া, বালককে পরিত্যাগের বাসনা করিল; কিন্তু সেই অদ্ভুত বালক এরূপ দৃঢ়ভাবে দৈত্যের গলদেশ ধারণ করিয়াছিলেন যে, যথেষ্ট যত্ন করিয়াও তাঁহাকে ছাড়াইতে পারিল না ॥

বরং গলদেশে দৃঢ় নিপীড়ন হেতু নিশ্চেষ্ট ও স্পন্দহীন হইয়া পড়িল; তাহার চক্ষু বহির্গত হইল; অবশেষে অস্ফুটধ্বনি করত নিহত হইয়া, বালক সহ ব্রজ মধ্যে নিপতিত হইল ॥

আভাস।

তৃণাবর্ত্ত দৈত্য প্রথমত অন্যান্য শিশুর ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করত অনায়াসে অতি উচ্চ আকাশে যখন আরোহণ করিল, তখন কৃষ্ণের ভার তাহার বিশেষরূপে অনুভূত হইতে

তমন্তরীক্ষাৎ পতিতং শিলায়াং বিশীর্ণসর্ব্বাবয়বং করালং।
পুরং যথা রুদ্রশরেণ ভিন্নং স্ত্রিয়ো রুদন্ত্যো দদৃশুঃ সমেতাঃ ॥২৪॥
আদায় মাত্রে প্রতিহৃত্য বিস্মিতাঃ কৃষ্ণঞ্চ তস্যোরসি লম্বমানং ॥২৫॥

অন্বয়ঃ।

তত্র সমেতাঃ শ্রীযশোদাপার্শ্বমিলিতাঃ রুদন্ত্যঃ স্ত্রিয়ঃ রুদ্রশরেণ ভিন্নং পুরং ত্রিপুরং, যথা (তথা) অন্তরীক্ষাৎ আকাশমার্গাৎ শিলায়াং পতিতং (অতএব) বিশীর্ণসর্ব্বাবয়বং চূর্ণিত-সর্ব্বাঙ্গং, করালং রৌদ্রং তং (তৃণাবর্ত্তং) অসুরং দদৃশুঃ ॥ ২৪ ॥

(ততঃ তাঃ) তস্য উরসি বক্ষসি লম্বমানং দোদুল্যমানং চ কৃষ্ণং আদায় গৃহীত্বা, মাত্রে যশোদায়ৈ প্রতিহৃত্য সমর্প্য বিস্মিতাঃ বভূবুঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

গলে গৃহীতঃ তং ত্যক্তুমিচ্ছন্নপি নাশক্নোদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

তস্যোরসি লম্বমানং কৃষ্ণমাদায় মাত্রে প্রতিহৃত্য সমর্প্য বিস্মিতাশ্চ বভূবুরিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

গলে গৃহীতঃ তেনৈব বাল্যলীলয়া স্বপতনভয়াদিতি ভাবঃ। অশ্মন্তমিতি যুবোরনাকা-বিতিবদ্বলোপ শ্ছান্দসঃ। অশ্মানমিতি পাঠে মতুব্লোপশ্চ। অশ্মার্ণমিতি পাঠে অশ্মার্ণবং শিলাসমুদ্রমিবেত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

তস্যোরসি লম্বমানং কৃষ্ণং আদায় মাত্রে প্রতিহৃত্য বিস্মিতা বভূবুঃ। উরসীতি কৃষ্ণস্য ব্যথা-ভাবঃ সূচিতঃ। অসুরস্য পৃষ্ঠপ্রদেশ এব শিলাপতিতত্বাৎ ॥ ২৫।

ব্রজবনিতাগণ যশোদার নিকট একত্র মিলিত হইয়া, কৃষ্ণের জন্য উচ্চ কণ্ঠে রোদন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহাদের সমক্ষে ঐ ভীষণ দৈত্য রুদ্রবাণে পরি-ভ্রষ্ট ত্রিপুরাসুরের ন্যায়, অকস্মাৎ অন্তরীক্ষ হইতে শিলাপৃষ্ঠে নিপতিত হইল এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল ॥২৪॥

নারীগণ শ্রীকৃষ্ণকে তাহার কণ্ঠধারণে দোদুল্যমান নিরীক্ষণ করিয়া, অতিশয় বিস্মিত হইলেন। তখন তাঁহারা বালককে তথা হইতে লইয়া যশোদাকে প্রদান করিলেন ॥২৫॥

আভাস।

লাগিল। ক্রমশ অতি গুরুভারে পরিশ্রান্ত ও বহনে অসমর্থ হইয়া, যখন বালককে পরিত্যাগের চেষ্টা করিল, শিশু তাহাকে ত্যাগ করিলেন না। বাসুদেব নভোবিহার সমাপন পূর্ব্বক স্বর্গবাসিনীগণের দর্শনেন্দ্রিয় চরিতার্থ করত দৈত্যবধের উদ্‌যোগ করিলেন। তিনি যেন পতনভয়ে ভীত হইয়াই, ঐ অসুরের গলদেশ এমন দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়াছিলেন যে, তাহাতেই ঐ দৈত্য পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া, ধরণীতলে পতিত ও চূর্ণিত-সর্ব্বাঙ্গ হইল। পতন-কালে উক্ত তৃণাবর্ত্তের পৃষ্ঠদেশই অধোদিকে থাকায়, বক্ষোপরি

তং স্বস্তিমন্তং পুরুষাদনীতং বিহায়সা মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তং।
গোপ্যশ্চ গোপাঃ কিল নন্দমুখ্যা লব্ধ্বা পুনঃ প্রাপুরতীব মোদং ॥২৬॥
অহো বতাত্যদ্ভুতমেষ রক্ষসা বালো নিবৃত্তিং গমিতোঽভ্যগাৎ পুনঃ।

অন্বয়ঃ।

বিহায়সা গগণমার্গেণ পুরুষাদ-নীতং দৈত্যাপহৃতং, অতঃ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তং তথাপি স্বস্তিমন্তং সুস্থং, তং পুনঃ লব্ধ্বা গোপ্যঃ নন্দমুখ্যাঃ গোপাঃ কিল অতীব মোদং হর্ষং প্রাপুঃ ॥২৬॥

(আহুঃ চ) অহো বত পরমবিস্ময়ে, এষঃ বালঃ রক্ষসা রাক্ষসেন নিবৃত্তিং মৃত্যুং, গমিতঃ

শ্রীধরস্বামী।

বিহায়সা গগণমার্গেণ পুরুষাদেন দৈত্যেন নীতং তথাপি মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তং পুন র্লব্ধা মোদং প্রাপুঃ ॥ ২৬ ॥

পরস্পরং হর্ষকথামাহুঃ অহোবতেতি। নিবৃত্তিং গমিতঃ মৃত্যুং প্রাপিতঃ। কোঽত্র

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিহায়সা গগণমার্গেণ পুরুষাদেন মনুষ্যভক্ষকেণ, নীতং অতএব মৃত্যো র্মুখাদিব মুক্তং ॥ ২৬ ॥

এবং বালত্বেঽপি মহাসুরহন্তৃত্বলক্ষণৈশ্বর্য্যেণ প্রকটোদ্ভূতনাপি তেষাং নন্দাদীনাং বাৎসল্যং ন জহ্রাস প্রত্যুতাবর্দ্ধতৈবেত্যাহ অহোবতেতি ত্রিভিঃ। অদ্ভুতাদপি যদদ্ভুতং তস্মাদপ্যদ্ভুতমেতৎ যদেষ বালো নিবৃত্তিং অমঙ্গলব্যঞ্জকত্বান্মরণনাশাদিশব্দেন বক্তু-

---

তাঁহারা অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, পরস্পরে বলিতে লাগিলেন যে, বালক ত দানব কর্ত্তৃক নিহতই হইয়াছিল; আবার যে পুনর্জীবিত হইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইল, ইহা অপেক্ষা আর কি আশ্চর্য্য আছে! দেখ? ঐ হিংসাপরায়ণ ক্রূরমতি দানব নিজ পাপেই বিনষ্ট হইল; এবং সাধু কৃষ্ণ কেবল সমত্ববলেই এই ভয়ানক বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইলেন ॥২৬॥

যখন দানব আকাশ-পথে বালককে অপহরণ করিয়াছিল, তখন মৃত্যুই অবধারিত ছিল; কিন্তু তাদৃশ মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত বালককে সুস্থ

আভাস।

লম্বমান বালকের কোন ক্লেশই অনুভূত হয় নাই ॥ ২৩ ॥ ২৫ ॥ ২৫।

যশোদাদি ব্রজনারীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে নিতান্তই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; তাঁহারা পরস্পরে বলিতে লাগিলেন যে, দেখ! নরশোণিত রাক্ষসের অতি উপাদেয় খাদ্য; তাহাতে আবার এই নব নলিনাভ সুকোমল শিশু প্রাপ্ত হইয়াও যে, রাক্ষস তাঁহাকে অক্ষত শরীরে পরিত্যাগ করিয়াছে এবং অতি উচ্চ প্রদেশ হইতে পতিত হইয়াও যে বালক জীবিত রহিয়াছে, তাঁহার কোন ক্লেশ হয় নাই, ইহা দর্শন করিয়া

হিংস্রঃ স্বপাপেন বিহিংসিতঃ খলঃ সাধুঃ সমত্বেন ভয়াৎ প্রমুচ্যতে ॥২৭॥
কিং ন স্তপশ্চীর্ণমধোক্ষজার্চ্চনং পূর্ত্তেষ্টদত্তং বত ভূতসৌহৃদং।
যৎ সংপরেতঃ পুনরেব বালকো দিষ্ট্যা স্ববন্ধূন্ প্রণয়ন্নুপস্থিতঃ।

অন্বয়ঃ।

প্রাপিতঃ, অপি পুনঃ অভ্যগাৎ অস্মদভিমুখং প্রাপ্তঃ (যতঃ) হিংস্রঃ খলঃ অসুরঃ স্বপাপেন বিহিংসিতঃ নষ্টঃ, সাধুঃ কৃষ্ণঃ সমত্বেন ভয়াৎ প্রমুচ্যতে রক্ষিতঃ ॥ ২৭ ॥

নঃ অস্মাভিঃ, কিং তপঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়নাদি চীর্ণং অনুষ্ঠিতং, অধোক্ষজার্চ্চনং বিষ্ণুসেবনং, পূর্ত্তেষ্টদত্তং বত ভূতসৌহৃদং (বা কৃতং) যৎ যস্মাৎ সংপরেতঃ মৃতঃ, এব বালকঃ (অস্মাকঃ) দিষ্ট্যা সৌভাগ্যেনৈব, স্ববন্ধূন্ অস্মান্ প্রণয়ন্ জীবয়ন্, উপস্থিতঃ সমীপং আগতঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বিস্ময়ো যুজ্যতে এবৈতদিতি। তেষ্বেব কেচিদাহুঃ হিংস্র ইতি ॥ ২৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মনর্হাং দশাং প্রাপিতোঽপি অভ্যগাৎ পুন র্বন্ধূনামাভিমুখং প্রাপ্তঃ। কোঽত্র বিস্ময়ো যুজ্যত এবেতি তেষ্বেব মধ্যে কেচিদাহুঃ হিংস্র ইতি। স্বপাপেন নিরপরাধ-নব-বালক-হরণ-লক্ষণেন সাধু র্বালকঃ সমত্বেন বালত্বাদেব শক্রমিত্রাদিষু তুল্য-বুদ্ধিত্বেন ॥২৭॥

শরীরে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া নন্দাদি গোপগণ ও গোপী সকলের আর আনন্দের সীমা ছিল না ॥২৭॥

তাঁহারা পরস্পরে বলিতে লাগিলেন, পূর্ব্বজন্মে আমরা যে কিরূপ তপস্যা, বিষ্ণুর আরাধনা, আচারাদির প্রতিষ্ঠা, যজ্ঞ, দান বা পরোপকার করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারি না ? কারণ তৎপুণ্যফলে অদ্য সৌভাগ্যক্রমে সন্তান যম-সদন হইতে প্রত্যাগত হইয়া, আমাদিগকে পুনর্জীবিত করত পুনরায় উপস্থিত হইলেন !

আভাস।

জীব মাত্রেই যে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিশেষত বালক নিজে হত হইবার কথা দূরে থাকুক, নিশাচর স্বয়ং নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত! কে তাহাকে নিধন করিল? যখন আমাদের জীবন-সর্ব্বস্ব কৃষ্ণধন উহার বক্ষোপরেও নিরুদ্বেগে ক্রীড়া করিতেছে, তখন ঐ শিশুই উহার মৃত্যুর কারণ। কি জানি! কোন অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে বালক উহাকে বধ করিয়াছে, তাহা ভগবান্ হৃষীকেশই অবগত। তিনি যেন তাঁহার ঐশ্বরী শক্তি সঞ্চালনে আমাদের হৃদয়-মণিকে সতত কুশলে রাখুন? এবং ঐরূপ শক্তি যেন বালকে চির-ভূষিত করুক! কেহ বলিলেন যে, দেখ! অন্তর্য্যামীর ক্রিয়া অন্তরীক্ষেই স্পষ্টত উপলব্ধ হয়। এই জগতেই ইষ্টানিষ্টকারীর ফল প্রত্যক্ষ। তৃণাবর্ত্ত মহাবিক্রমশালী মায়াপটু এবং আত্মরক্ষণে বিলক্ষণ সুচতুর; তাহাতে আবার

দৃষ্ট্বাদ্ভুতানি বহুশো নন্দগোপো বৃহদ্বনে।
বসুদেব-বচো ভূয়ো মানয়ামাস বিস্মিতঃ।
একদার্ভকমাদায় স্বাঙ্কমারোপ্য ভাবিনী।
প্রস্নুতং পায়য়ামাস স্তনং স্নেহপরিপ্লুতা ॥২৮॥

অন্বয়ঃ।

নন্দগোপঃ বৃহদ্বনে, বৃন্দাবনে, (তানি) অদ্ভুতানি চরিতানি বহুশঃ দৃষ্ট্বা বিস্মিতঃ সন্ বসুদেববচঃ ভূয়ঃ সত্যমিতি মানয়ামাস ॥

একদা ভাবিনী যশোদা, অর্ভকং কৃষ্ণং, আদায় গৃহীত্বা, স্বাঙ্কং নিজক্রোড়ং, আরোপ্য স্নেহপরিপ্লুতা সতী স্তন্যং পায়য়ামাস ॥২৮॥

শ্রীধরস্বামী।

নোঽস্মাভিশ্চীর্ণং কৃতং পূর্ত্তং বাপি কূপাদিনির্ম্মাণং ইষ্টং পঞ্চযজ্ঞাগ্নিহোত্রাদি দত্তং দানং যদ্‌যস্মাত্তপ আদেঃ প্রণয়ন্ হর্ষয়ন তৃণাবর্ত্তাবগমে দৃষ্টগৌরবাশঙ্কিনীং প্রস্নুং। বোধয়ন্ দর্শয়ামাস জৃম্ভমাণো মুখে জগৎ ॥২৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শ্রীনন্দাদয়স্তু যস্যস্য বালস্যামঙ্গলমভবিষ্যত্তদা সর্ব্বেবয়মমরিষ্যামৈবেত্যতোঽস্মাকমেবৈত বহুতরসুকৃতফলমিত্যাহুঃ কিমিতি। চীর্ণং কৃতং। পূর্ত্তং বাপ্যাদিনির্ম্মাণং। ইষ্টং পঞ্চযজ্ঞাদি। যৎ যস্মাৎ তপ আদেঃ। প্রণয়ন্ কুর্ব্বন্ সৃজন্ জীবয়ন্নিতি যাবৎ। প্রণয়বতঃ কুর্ব্বন্নিতি বা ॥২৮॥

নন্দগোপও বৃন্দাবন মধ্যে এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ অদ্ভুত চরিত্র অবলোকন করিয়া, অতি বিস্ময় সহকারে বসুদেবের কথাই সকলে সত্য বলিয়া মনে মনে ধারণা করিলেন।

একদিন যশোদা পুত্রস্নেহে পরিপ্লুতা হইয়া, বালককে ক্রোড়ে করত স্নেহভরে ক্ষরিত স্তন্য প্রচুর পরিমাণে পান করাইতেছিলেন ॥২৮॥

আভাস।

রাক্ষসদিগের বিহার-স্থান আকাশ-পথে অবস্থিতি করিয়াও যে, অসহায় কোমল-কলেবর বিপন্ন শিশুর হস্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, সে কেবল তাহার হিংসাদি পাপের প্রতিফল মাত্র; এবং তাদৃশ দারুণ হিংসকের হস্ত হইতে আমাদের কৃষ্ণের অব্যাহতি কেবল তাঁহার নিষ্কলঙ্ক পবিত্র চিত্তের পরিচয় মাত্র। শত্রু মিত্রাদি দ্বৈধভাব বালকের হৃদয়ে কখন স্পর্শও করে না ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

নন্দাদি গোপগণ মুক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, দেখ কৃষ্ণের যদি কোন অমঙ্গল ঘটিত, তাহা হইলে আমরা কেহই জীবিত থাকিতাম না। কৃষ্ণই আমাদের প্রাণ, মন ও দেহ। যেমন জীবন ব্যতীত মীনের জীবন কিছুতেই রক্ষিত হয় না, সেইরূপ কৃষ্ণ

পীতপ্রায়স্য জননী সুতস্য রুচিরস্মিতং।
মুখং লালয়তী রাজন্ জৃম্ভতো দদৃশে ইদং ॥২৯॥
খং রোদসী জ্যোতিরনীকমাশাঃ সূর্য্যেন্দুবহ্নিশ্বসনাম্বুধীংশ্চ।
দ্বীপান্নগাংস্তদ্দুহিতৃর্বনানি ভূতানি যানি স্থিরজঙ্গমানি।

অন্বয়ঃ।

হে রাজন্! জননী যশোদা পীতপ্রায়স্য প্রায়েণ পীতস্তন্যস্য (ততঃ) জৃম্ভতঃ মুখব্যাদানং কুর্ব্বতঃ, সতঃ সুতস্য রুচিরস্মিতং সহাস্যং মুখং লালয়তী লালয়ন্তী সতী মুখবিবরান্তঃ ইদং বক্ষ্যমাণরূপং দদৃশে অপশ্যৎ ॥২৯॥

(তদাহ) খং আকাশং, রোদসী দিবং ভূমিং চ, জ্যোতিরনীকং জ্যোতিশ্চক্রং, আশাঃ দিশঃ, সূর্য্যেন্দুবহ্নিশ্বসনাম্বুধীন্ চ দীপান্ নগান্ তদ্দুহিতৃর্বনানি ভূতানি যানি স্থিরজঙ্গমানি ॥

শ্রীধরস্বামী।

পীতপ্রায়স্য পীতঃপ্রায় স্তনো যেন তস্য ॥২৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পীতপ্রায়স্যেতি। পীতা গাবো বিভক্তা ভ্রাতর ইতিবৎ কর্ত্তরি ক্তঃ। স্তনং পীতবৎ-প্রায়স্যেত্যর্থঃ। মুখে মুখবিবরান্তঃ। দ্বিতীয়ান্তপাঠে মুখং লালয়ন্তী তদ্দ্বারা জঠরে দদর্শেবেতি জ্ঞেয়ং। কৃৎস্নস্য চান্তর্জঠরে জনন্যা ইতি ব্রহ্মস্তুতেঃ। ইদমস্মদ্দৃশ্যং বিশ্বমেব তদীয় বিগ্রহস্য মাতৃক্রোড়গতস্যাপ্যচিন্ত্যশক্ত্যা বিভুত্বেন সর্ব্বজগদধিষ্ঠানত্বাৎ। জৃম্ভত ইতি জৃম্ভণোচিতক্ষণেঽপি সবিশেষসর্ব্ববিশ্বদর্শনমচিন্ত্যশক্ত্যৈব নিষ্পাদিতং ॥২৯॥

নগান্ দ্বীপাখ্যাকরান্ জন্বাদিবৃক্ষান্ পর্ব্বতাংশ্চ তদ্দুহিতৃর্নদীঃ ॥

অনন্তর যথেষ্ট স্তনপান করান হইলে, পুত্রের সহাস্য বদন চুম্বনাদি দ্বারা যখন মাতা শিশুকে আদর করিতেছিলেন, হে মহারাজ! এমন সময়ে মুখব্যাদন পূর্ব্বক জৃম্ভন করায়, তন্মধ্যে জননী এই সমস্তই দর্শন করিয়াছিলেন ॥২৯॥

সেই হরিণ-নয়না পুত্রের মুখমধ্যে স্বর্গ, মর্ত্ত, অন্তরীক্ষ, নক্ষত্রচক্র, দিক্ সমূহ, চন্দ্র, সূর্য্য, হুতাশন, পবন, সমুদ্র, দ্বীপ, পর্ব্বত, নদী সমূহ, বন, স্থাবর ও জঙ্গম ভূতাদি ॥

আভাস।

বিরহে আমাদের জীবন রক্ষারও কোন উপায় দেখি না। জানি না জন্মান্তরে কিরূপ তপস্যাদি ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম বা ভক্তিভরে ভগবান্ ভূতভাবন শ্রীপতির শ্রীপাদপদ্মে প্রেম চন্দনে সম্পৃক্ত কতই শমাদি কুসুমাঞ্জলি সমর্পণ করিয়াছিলাম যে, সেই পুণ্যের ফলে অদ্য মৃত দেহে জীবন সঞ্চারের ন্যায় আমাদের জীবন সর্ব্বস্ব কৃষ্ণকে মৃত্যুমুখ হইতে পুনঃ প্রাপ্ত হইলাম ॥২৮॥

সা বীক্ষ্য বিশ্বং সহসা রাজন্ সংজাতবেপথুঃ।
নিমীল্য মৃগশাবাক্ষী নেত্রে আসীৎ সুবিস্মিতা ॥৩০॥

॥*॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে শকটভঞ্জনতৃণাবর্ত্তবধো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ৭ ॥ * ॥

অন্বয়ঃ।

সহসা বিশ্বং বীক্ষ্য মৃগশাবাক্ষী হরিণলোচনা, সা মাতা সংজাতবেপথুঃ কম্পিতকলেবরা সতী নেত্রে নিমীল্য হে রাজন্! সুবিস্মিতা আসীৎ ॥৩০॥

ইতি দশমে সপ্তমঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নগান্ গিরীন্ তদ্দুহিতৃন্ নদীঃ ॥৩০॥

॥*॥ ইতি দশমে সপ্তমঃ ॥*॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সহসা অকস্মাৎ যুগপচ্চ। সংজাতবেপথু রুৎপাতশঙ্কয়া। সংমীল্যেতি শ্রীবিষ্ণুধ্যানার্থং ভগবন্নারায়ণ রক্ষ রক্ষ মৎসুতমস্মাদুৎপাতাদিতি বিত্রস্তদৃষ্টিত্বাৎ মৃগশাবাক্ষী। পূতনাদিবধৈশ্বর্যং ন প্রেম সমচূকুচৎ। প্রত্যুতাবর্দ্ধয়ত্তস্মিন্নরিষ্টপ্রতিশঙ্কয়া। নন্দভাগ্যাদিহেতূনাং তত্রাভূদ্যদি কল্পনং। ততো নির্হেতুরেবেয়মৈশ্বরী শক্তিরাগতা। বিভুত্বদর্শিকা কৃষ্ণদেহস্য স্ফুটমেবহি। তথাপি বিস্মিতৈবাসীন্মৎপুত্রস্যেদমদ্ভুতং কিং। নত্বৈশ্বজ্ঞানসম্ভ্রান্ত্যা বাৎসল্যে শিথিলাভবৎ। নচাত্র সম্ভবেৎ কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববদ্ধেতু কল্পনং। তচ্চাপি বস্তুতো গাঢ়প্রেমোর্ম্মিময়মেব হি। ইতি নিষ্কম্পতা প্রেম্নঃ খ্যাপিতা স্যান্মুহুর্মুহুঃ। এবঞ্চ। প্রেমদেব্যা পরীক্ষার্থমাগচ্ছন্ত্যন্তরান্তরা। শক্তিরেষা হরেঃ কিন্তু তয়া দাসীকৃতা ভবেদিতি ॥৩০॥

॥*॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
দশমে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥*॥

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া, কম্পিত-কলেবরা হইলেন এবং দর্শনে আর সমর্থা না হইয়া, চক্ষু নিমীলন করত নিতান্ত বিস্মিতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৩০॥

ইতি দশমে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

আভাস।

নন্দরাজ পূর্ব্বোক্ত প্রকারের বিবিধ ঘটনা অনবরত বৃন্দাবনে ঘটায়, প্রতিক্ষণে বসুদেবের সত্যশীলতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। একদিন যশোদা কৃষ্ণকে স্তন পান করাইয়া অঙ্কোপরি গ্রহণ করত মুখ চুম্বনাদি দ্বারা আদর করিতেছেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ মুখব্যাদান পূর্ব্বক জৃম্ভণ করিলেন। জননী মুখ সমীপে অঙ্গুলি স্ফোটন পূর্ব্বক নিরীক্ষণ

বাদরায়ণিরুবাচ ॥

গর্গঃ পুরোহিতো রাজন্ যদূনাং সুমহাতপাঃ।
ব্রজং জগাম নন্দস্য বসুদেব-প্রচোদিতঃ।

অন্বয়ঃ।

বাদরায়ণিঃ উবাচ। হে রাজন্! যদূনাং পুরোহিতঃ সুমহাতপাঃ অনির্ব্বচনীয়-ভাগ্যবান্, গর্গঃ বসুদেব-প্রচোদিতঃ বসুদেবেন প্রেরিতঃ সন্ নন্দস্য ব্রজং গোকুলং জগাম ॥

শ্রীধরস্বামী।

অষ্টমে নামকর্ম্মাস্য বালক্রীড়াকুতূহলে।
মৃত্তক্ষণাভিযোগেচ বিশ্বরূপং নিরূপ্যতে ॥*॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অষ্টমে নামকরণং রিঙ্গণং গব্যমোষণং।
মৃত্তক্ষণং বিশ্বরূপ-দর্শনঞ্চ নিগদ্যতে ॥*॥

শুকদেব বলিলেন, যদুগণের পুরোহিত মহাতপস্বী আচার্য্য গর্গ বসুদেবের উপদেশ অনুসারে নন্দরাজের গোকুল-ভবনে উপস্থিত হইলেন ॥

আভাস।

করাতে বালকের মুখ-বিবরে সূর্য্যচন্দ্রাদি গ্রহগণ-পরিবেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ড ও তদন্তর্গত জীবনিচয় অবলোকন করিয়া, অদ্ভুত স্বপ্নদর্শনের ন্যায়, অতীব বিস্মিত হইলেন। তিনি ক্রোড়স্থিত শিশুকে বিশ্বের অধিষ্ঠাতা দর্শন করিয়া, আত্মহারা হইয়া পড়িলেন; অবশেষে আপনাকে ও পর্ব্বত, নদী, দ্বীপ প্রভৃতি তন্মধ্যে দর্শন করিয়া বিমোহিতার প্রায় হইলেন। তাঁহার কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, না জানি! আবার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়! যশোদা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া অর্দ্ধনিমীলিতলোচনে ভগবান নারায়ণের শরণ প্রার্থনায় বারংবার যাচঞা করিতে লাগিলেন যে, হে দীননাথ! আমার অন্ধের নয়ন-স্বরূপ এই পুত্রটীকে আপনি রক্ষা করুন! হরিণ-নয়না নন্দপত্নী তনয়ের মঙ্গল-কামনায় বারংবার ঊর্দ্ধে নিরীক্ষণ করত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি সম্বরণ করিলেন। লীলাচ্ছলে এই সমস্ত শক্তির বিলাস-হেতু মাতা আদি নন্দগোপগণেরও তাঁহার প্রতি বৎসল্য ভাবের হ্রাস হইয়া, ঐশ ভাবের বৃদ্ধি হয় নাই। বরং পূতনাবধাদি ঐশ্বর্য্য প্রকটনে তৎপ্রতি তাঁহাদিগের প্রেমভাবেরই বিশেষ পরাকাষ্ঠা লাভ হইয়াছিল। তপন-তাপিত ব্যক্তি আকণ্ঠজলে অবগাহন করিলে, তৃপ্তিলাভ করে বটে; কিন্তু তৎসঙ্গে উত্তপ্ত বায়ুর হিল্লোলে সমুৎপন্ন ঊর্ম্মির সমাগমে যেমন বিশেষ তৃপ্তি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে তনয়রূপে প্রাপ্ত হইয়া, অমৃত হ্রদাবগাহী অমরের ন্যায় নিত্যসুখ অনুভব করিবার মধ্যে কংসাদি অসুরগণের দুরভিসন্ধি দমনার্থ ঐশী শক্তির উচ্ছ্বাসে ব্রজবাসিগণ বিশেষ আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত ঐশ্বর্য্যের প্রকাশে তাঁহাদের কৃষ্ণপুত্র যে নিতান্তই দুর্ল্লভ

তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতঃ প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ।
আনর্চ্চাধোক্ষজধিয়া প্রণিপাতপুরঃসরং।
সুপবিষ্টং কৃতাতিথ্যং গিরা সুনৃতয়া মুনিং।
নন্দয়িত্বাব্রবীদ্ব্রহ্মন্ পূর্ণস্য করবাম কিং ॥১॥

অন্বয়ঃ।

পরমপ্রীতঃ (নন্দঃ) তং গর্গং দৃষ্ট্বা প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ সন্ অধোক্ষজধিয়া ঈশদৃষ্ট্যা, প্রণিপাতপুরঃসরং (প্রণম্য) আনর্চ্চ পূজয়ামাস ॥

সুপবিষ্টং (পাদপ্রক্ষালনাদিনা) কৃতাতিথ্যং (মধুপর্কান্নার্পণেন) মুনিং গর্গং, সুনৃতয়া গিরা মিষ্টালাপেন. নন্দয়িত্বা সম্ভাষ্য, হে ব্রহ্মন্ হে বেদার্থজ্ঞানেন বৃহত্তম, পূর্ণস্য শ্রীভগবদ্ভক্ত্যা সিদ্ধসর্ব্বার্থস্য, ভবতঃ কিং করবাম ইতি অব্রবীৎ উবাচ ॥১॥

শ্রীধরস্বামী।

বিশ্বরূপাদি বালস্য নিশম্যাশঙ্কিনঃ পিতুঃ। নামকৃদ্গর্গবাক্যেন নিজতত্ত্বমসূসুচৎ ॥১॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অসুরবধপ্রসঙ্গসঙ্গত্যৈব তৃণাবর্ত্তবধমুক্ত্বা তৎপ্রাচীনানি নামকরণাদীনি চরিতান্যনুস্মৃত্য বক্তুমুপক্রমতে। গর্গঃ পুরোহিত ইত্যাদিনা ॥১॥

নন্দ তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র প্রীত প্রফুল্লচিত্তে গাত্রোত্থান করত কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করিলেন এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বরজ্ঞানে তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন ॥

মুনিবর পাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক আসনে উপবেশন করিলে, নন্দ মধুপর্কাদি প্রদানে তাঁহার যথোপযুক্ত পূজা করিয়া অতি বিনীত বচনে সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভগবানে নিশ্চলা ভক্তির প্রভাবে আপনি পূর্ণকাম। এক্ষণে আজ্ঞা করুন! আপনার কি কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে ॥১॥

আভাস।

প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহাদের হৃদয়ে সেই ভাবেরই উদয় হইত এবং পুত্রে প্রেমভাব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে যে, প্রেমদেবী পরীক্ষার্থ বিকটবেশ ধারণ করত মধ্যে মধ্যে দেখা দেন। ইনিও শ্রীকৃষ্ণের এক শক্তি মাত্র। এই শক্তিবলে জীব যখন ভগবানের সম্পূর্ণ দাসভাবে পরিণত হয়, তখনই কৃতার্থ নতুবা সম্ভোগ দশায় অমৃতাস্বাদীর ন্যায়, পরিণামে অমৃতাভাবে ক্লেশভোগ করে, সন্দেহ নাই ॥২৯॥৩০॥

ইতি দশমে সপ্তম ॥

অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বাল্যলীলা কৌতূহলে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত হইলে, মুখ-প্রদর্শন-ছলে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন; তদ্দর্শনে পিতা নন্দ ভীত হইয়া গর্গবাক্য স্মরণ করত ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইলেন ॥

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাং।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ ॥২॥

অন্বয়ঃ।

হে ভগবন্ সর্ব্বজ্ঞ! মহদ্বিচলনং (ত্বাদৃশাং মহতাং অন্যত্র গমনং ন স্বার্থং কিন্তু) গৃহিণাং জায়াপুত্রাদিহিত-ব্যগ্রাণাং (অতএব) দীনচেতসাং কৃপণবুদ্ধীনাং নৃণাং নিঃশ্রেয়সায় সর্ব্বমঙ্গলায়, এব কল্পতে নিশ্চীয়তে অন্যথা ক্বচিৎ ন ॥২॥

শ্রীধরস্বামী।

পূর্ণশ্চেৎ কথং ধনিনাং গৃহমাগতঃ তত্রাহ মহদ্বিচলনমিতি। মহতাং স্বাশ্রমাদন্যত্র বিচলনং ন স্বার্থং কিন্তু গৃহিণাং মঙ্গলায়। নন্বু তর্হি তএব মহদ্দর্শনার্থং কিমিতি নাগচ্ছন্তি তত্রাহ দীনচেতসাং কৃপণানাং ক্ষণমপি গৃহং ত্যক্তুং অশক্নুবতামিত্যর্থঃ ॥২॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পূর্ণস্য তব কিং করবাম অপি তু ন কিমপি কর্ত্তুমর্হাম ইত্যর্থো বা। কিংশব্দস্য প্রশ্নার্থত্বাৎ পূর্ণস্য তব কিং অপেক্ষিতং বর্ত্ততে তদ্ ব্রূহি বয়ং করবামেত্যর্থো বা। আদ্যে মম ত্বদ্গৃহাগমনস্য বৈয়র্থ্যং। দ্বিতীয়ে পূর্ণত্বস্যেতি চেন্মৈবমুভয়ত্রাপ্যুভয়ং ন ব্যর্থং প্রত্যুতাভিনন্দনীয়ত্বাৎ পরমসার্থকং কৃপাপারবশ্যাৎ সনৎকুমারবামনাদীনাং পরমপূর্ণানামপি পৃথুবলিপ্রভৃতিগৃহাগমনস্য দৃষ্টত্বাদিত্যাহ মহতাং স্বাশ্রমাদন্যত্র বিচলনং গৃহিণাং নিঃশ্রেয়সায় পরমমঙ্গলায় কল্পতে সমর্থং ভবতি তদেব তেষামপেক্ষিতমপীত্যর্থঃ। নৃণামিতি গৃহিষ্বপি মধ্যে নৃণামেব নতু দেবাদীনাং এবং নৃষ্বপি মধ্যে গৃহিণামেব নতু ব্রহ্মচার্য্যাদীনাং। তত্রাপি দীনং তৃণাদপি তত্রাপি দীনং তৃণাদপি দুর্ভগম্মন্যং চেতো যেষামিতি তেষ্বেব মহৎকৃপাধিক্যসম্ভাবাৎ নতু হুমম্মন্যকঠোরবক্রচেতসামিত্যর্থঃ ॥২॥

হে ভগবন্! গৃহ ক্ষেত্র কলত্রাদিতে নিবিষ্টচিত্ত মাদৃশ সঙ্কীর্ণবুদ্ধি জনগণের গৃহে আপনার ন্যায় মহাপুরুষদিগের শুভাগমন কেবল জীবের মঙ্গলেরই জন্য, সন্দেহ নাই; ইহাতে আপনাদের কোন স্বার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না ॥২॥

আভাস।

শুকদেব অসুরবধের প্রসঙ্গ ক্রমে তৃণাবর্ত্তাদির বধ বর্ণন দ্বারা রাজা পরীক্ষিতের হৃদয় বীররসে মত্ত রাখিয়াছিলেন; কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তন করত মধুর বাল্যলীলা কীর্ত্তন প্রসঙ্গে গর্গাচার্য্যের আগমন বৃত্তান্ত ও তৎকৃত নামকরণাদি বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥১॥

নন্দগোপ গর্গাচার্য্যকে আগমন করিতে দেখিয়া যথেষ্ট সম্ভ্রম করত, প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার শুভাগমনে আমাদের দেহ ও গেহ পবিত্র হইল। এক্ষণে আজ্ঞা করুন! আমরা আপনার কোন্ কার্য্য সমাধা করিব। প্রথমত দেখিতেছি! আমাদের ন্যায় গৃহীর গৃহে আপনার আগমন নিষ্প্রয়োজন; কারণ আপনি আপনাতেই পূর্ণ; আপনার কোন অভাব নাই, যাহা পূরণার্থ ধনী প্রভৃতি গৃহীর

জ্যোতিষাময়নং সাক্ষাদ্‌যত্তজ্‌ জ্ঞানমতীন্দ্রিয়ং।
প্রণীতং ভবতা যেন পুমান্‌ বেদ পরাবরং ॥৩॥

অন্বয়ঃ।

অতীন্দ্রিয়ং ইন্দ্রিয়াগোচরং (অথচ) সাক্ষাৎ (ফলোপধায়ি) জ্ঞানং যৎ জ্যোতিষাং গ্রহাণাং, অয়নং (জ্ঞানপ্রতিপাদকং শাস্ত্রং) তৎ ভবতা প্রণীতং যেন শাস্ত্রেণ পুমান্‌ (পূর্ব্বাপর-জন্মবৃত্তং ফলঞ্চ) বেদ জানাতি ॥৩॥

শ্রীধরস্বামী।

ত্বয়া বালয়োর্নামকরণাদি করণীয়মিতি বক্তুং তস্য জ্ঞানাতিশয়মাহ জ্যোতিষাময়নমিতি যদতীন্দ্রিয়জ্ঞানসাধনং জ্যোতিষাময়নং তৎপ্রতিপাদকং জ্যোতিঃশাস্ত্রমিত্যর্থঃ। তৎ সাক্ষাৎ ভবতা প্রণীতং যেনান্যোঽপি পুমান্‌ পরাবরং পরং কারণং পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্ম, অবরং কার্য্যং অস্মিন্‌ জন্মনি ভাবি ফলং তদ্বেদ। উক্তঞ্চ জাতকে যদুপচিতমন্যজন্মনি শুভাশুভং তস্য কর্ম্মণঃ প্রাপ্তিং দর্শয়তি শাস্ত্রমেতত্তমসি দ্রব্যাণি দীপ ইবেতি ॥৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বালকদ্বয়নামকরণার্থং প্রার্থনাবীজং সৃজন্নাহ। জ্যোতিষাং গ্রহাদীনাং অয়নং জ্ঞাপকং জ্যোতিঃশাস্ত্রং যদ্‌যতঃ অতীন্দ্রিয়ং জ্ঞানং ভবেত্তত্তবতা জ্ঞায়ত ইতি কিং বক্তব্যং ত্বয়া প্রণীতং কৃতং যেনান্যোঽপি পুমান্‌ পরমুত্তরকালভাবি বস্তু অপরং পূর্ব্বকালভূতং বস্তু বেদ জানাতি তেন বার্দ্ধকে মম জাতস্য পুত্রস্য জন্মলগ্নাদিকং বিচার্য্য হস্তপাদাদিলক্ষণঞ্চ দৃষ্ট্বা ভদ্রাভদ্রাদিকং কথনীয়মিতি ভাবঃ ॥৩॥

হে প্রভো! ইন্দ্রিয়ের অগোচর অথচ সাক্ষাৎ ফলপ্রদ জ্যোতিঃশাস্ত্র আপনিই প্রণয়ন করিয়াছেন। এই শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিগণ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বৃত্তান্ত সমুদায় অনায়াসে অবগত হইতে পারেন ॥৩॥

আভাস।

অপেক্ষা; কিন্তু আপনার প্রয়োজন না থাকিলেও, আমার প্রয়োজনে আপনার শুভাগমন হইয়াছে। কারণ পূর্ব্বে সনৎকুমার ও বামনাদি পরম পূর্ণগণ পৃথুরাজ ও বলি প্রভৃতির গৃহে পদার্পণ করিয়া যখন তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন, তখন আমিও আজ ভবদীয় উপস্থিতিতে কৃতার্থ হইলাম। বিশেষত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ গৃহস্থদিগের পরম মঙ্গলসাধন মানসেই স্বকীয় আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া থাকেন। অতএব আমার ন্যায় দীনহীন তৃণাপেক্ষা লঘুচিত্ত জীবকে আপনিই কৃতার্থ করুন! ।২॥

জ্যোতিষাং গ্রহাণাং। অত্রায়নমিতি করণে ল্যুট্‌। অয়তে গত্যর্থতয়া জ্ঞানার্থত্বাৎ। করণস্যাপি হেতুত্বাৎ তৎপ্রতিপাদকমিত্যেবার্থঃ। তচ্চ প্রণীতমিত্যুক্ত্যা জ্যোতিঃশাস্ত্রমিত্যেব পর্য্যবসীয়তে। কীদৃশং তৎ জ্ঞানং জ্ঞানান্তরস্য সাধনং তথা অতীন্দ্রিয়ং ইন্দ্রিয়াগোচরজ্ঞান-জনকত্বাদতিক্রান্তং। তদেব বিশেষণদ্বয়স্য অতীন্দ্রিয়জ্ঞানসাধনমিত্যেবার্থঃ ইতি বৈষ্ণবতোষণী ॥৩॥

ত্বং হি ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠঃ সংস্কারান্ কর্ত্তুমর্হসি।
বালয়োরনয়োর্নৃণাং জন্মনা ব্রাহ্মণো গুরুঃ ॥৪॥

অন্বয়ঃ।

হি যতঃ ত্বং (মহাভাগবতোত্তমত্বাৎ) ব্রহ্মবিদাং জ্ঞানিনাং শ্রেষ্ঠঃ (অতঃ) অনয়োঃ বালয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ সংস্কারান্ (নামকরণাদিজাত্যানুরূপান্) কর্ত্তুং অর্হসি। (যতঃ) ব্রাহ্মণঃ জন্মনা জাত্যা, (এব) নৃণাং গুরুঃ ॥৪॥

শ্রীধরস্বামী।

বিবক্ষিতমাহ ত্বং হীতি। দৈবজ্ঞো মন্ত্রবিচ্চ ত্বং অতো নামকরণাদিসংস্কারান্ কর্ত্তুমর্হসীত্যর্থঃ। নন্বেতদ্গুরুণা করণীয়ং তত্রাহ নৃণামিতি ॥৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কিঞ্চ এতাদৃশমহানুভাবস্যাপি তব মদ্গৃহাগমনং মন্নিঃশ্রেয়সায়ৈব তচ্চ মম নিঃশ্রেয়সমৈহিকং পারলৌকিকঞ্চ। তত্রৈহিকং নিঃশ্রেয়সমস্য নিষ্পাদ্যমেকং ত্বচ্চরণেষু নিবেদয়ামি কৃপয়া শৃণ্বিত্যাহ ত্বমিতি। ন কেবলং জ্যোতির্বিদামেব ত্বং শ্রেষ্ঠ ইতি ভাবঃ। তেনোভয়গুণযুক্তত্বাত্ত্বমেব দৈবজ্ঞো মন্ত্রবিচ্চ কর্ত্তুমর্হসীত্যর্থঃ। নন্বু তদ্গুরুণা করণীয়মিতি চেত্তত্রাহ নৃণামিতি ॥৪॥

আপনি পরম ভক্ত ও জ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠ; অতএব কৃপা প্রকাশ পূর্ব্বক এই বালকদ্বয়ের নামকরণাদি সংস্কার সম্পাদনে কৃতার্থ করুন। হে ব্রহ্মন্! ব্রাহ্মণ জাতি অন্য সকল মানবেরই গুরু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন ॥৪॥

আভাস।

গর্গাচার্য্যের দ্বারা নিজ পুত্রের নাম করণাদি সংস্কার করাইবার অভিপ্রায়ে নন্দ প্রকাশ করিলেন যে, যে কার্য্য যাঁহার দ্বারা সুনিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব, সে কার্য্য তাঁহার দ্বারাই কর্ত্তব্য। আপনার জ্ঞানের পরিচয় এক জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিলক্ষণ পাওয়া যায়। গ্রহগণের গতি মানবেন্দ্রিয়ের অগোচর; অথচ তিথি বিশেষে তাহার ফল প্রত্যক্ষ। যে শাস্ত্রের অনুশীলনে পণ্ডিতগণ ইন্দ্রিয়ের অগোচর গ্রহাদি পৃথিবীর গতি অবগত হইয়া জীবের অতীত ও ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত সকল প্রত্যক্ষের ন্যায় জানিতে পারেন, সেই জ্যোতিঃশাস্ত্রই যখন আপনি প্রণয়ন করিয়াছেন, তখন আমার পুত্রের পূর্ব্ব জন্মাদি ও ভাবী ফল যে আপনি বিশেষ উপলব্ধি করিতে পারেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি! জ্যোতিঃশাস্ত্রে জাতক গণনার মধ্যে উল্লেখ আছে যে, পূর্ব্ব জন্মে যে সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্ম জীব সম্পাদন করিয়া থাকে, এই জন্মে তাহারই ফল প্রাপ্ত হয়; এবং এই শাস্ত্রে সেই সকল কর্ম্মাদির ও শুভাশুভ ফলের গণনা নিঃসন্দেহে সাধিত হয়। অতএব আমার প্রাচীন বয়সের শিশুর হস্ত পদাদির লক্ষণ দৃষ্টি করিয়া, ভাবী মঙ্গলামঙ্গল বিচারে আমায় চরিতার্থ করুন! ॥৩॥

গর্গ উবাচ ॥

যদূনামহমাচার্য্যঃ খ্যাতশ্চ ভুবি সর্ব্বতঃ।
সুতং ময়া সংস্কৃতং তে মন্যতে দেবকীসুতং ॥৫॥

অন্বয়ঃ।

গর্গঃ উবাচ। অহং যদূনাং আচার্য্যঃ সর্ব্বতঃ ভুবি খ্যাতঃ চ; ময়া সংস্কৃতং তে সুতং (কংসঃ) দেবকীপুত্রং (ইতি) মন্যতে (মন্যেত) ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অত্যুৎসাহিনং নন্দং প্রতি গুপ্তমেতৎ কার্য্যমিত্যভিপ্রায়েণ প্রত্যাচক্ষাণ ইবাহ যদূনামিতি। ভবতু তথাপি ত্বমত্রাগত ইতি কো বিদ্যাদিতি চেদত আহ খ্যাত ইতি। ততঃ কিমত আহ সুতমিতি কংসো মন্যতে মন্যেত কথয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্বয়ং বিভ্যদত্যুৎসাহিনং নন্দঞ্চ কংসাদ্ভীষমাণঃ সুগুপ্তমেবৈতৎ কারয়েত্যভিপ্রায়েণ প্রত্যাচক্ষাণ ইবাহ যদূনামিতি। তব যদুত্বেঽপি ক্ষত্রিয়ত্বাভাবান্ন যদুত্বখ্যাতিঃ। অহন্তু যদুপুরোহিতত্বেন খ্যাতঃ মৎকৃত্যমিদং ন গুপ্তং স্থাস্যতীতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

তখন আচার্য্য গর্গ নন্দকে বলিলেন, দেখ! আমি যে যদুদিগের আচার্য্য তাহা সকলেই বিদিত আছেন। এমন স্থলে, আমি তোমার পুত্রের সংস্কার কার্য্য সম্পাদন করিলে, কংস তোমার বালককে দেবকীতনয় বলিয়া মনে করিতে পারে ॥৫॥

আভাস।

আপনার ন্যায় মহানুভব ব্যক্তির মদীয় ভবনে আগমন, আমারই শুভার্থ সন্দেহ নাই। সেই মঙ্গল দ্বিবিধ; ঐহিক ও পারলৌকিক। তন্মধ্যে ঐহিক মঙ্গলসাধনে আমাকে কৃতার্থ করুন! এই প্রার্থনায় নিবেদন করিতেছি যে, আপনি যেমন জ্যোতির্বিদগণের অগ্রগণনীয়, মন্ত্রজ্ঞগণের মধ্যেও প্রধান; অতএব ব্রাহ্মণ মাত্রেই যখন অপর বর্ণ ত্রয়ের গুরু, তখন আপনিই আমার পুত্রদ্বয়ের নামকরণ সমাধা করুন! ॥ ৪ ॥

গর্গাচার্য্য এই কার্য্য অতি গোপনে সমাধা করা কর্ত্তব্য, কিন্তু নন্দকে অতি উৎসাহান্বিত অবলোকন করিয়া যেন প্রত্যাখ্যান করত বলিলেন, আমি যদুগণের আচার্য্য, তাহা সকলেই জানেন। আমি যদি তোমার পুত্রের নামকরণ করি এবং কংস তাহা শ্রবণ করে, তাহা হইলে তাহার মনে প্রকৃত প্রস্তাবে বালক তোমার আত্মজ কি না, এ বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিবে; সে দেবকীপুত্র বলিয়াও মনে করিতে পারে। আমি যখন পুরোহিত, এখানে আমার কার্য্যও গোপন থাকা সম্ভব নহে ॥ ৫ ॥

কংসঃ পাপমতিঃ সখ্যং তব চানকদুন্দুভেঃ।
দেবক্যা অষ্টমো গর্ভো ন স্ত্রীভবিতুমর্হতি।

অন্বয়ঃ।

দেবকীদারিকাবচঃ দেবক্যাঃ কন্যাবাক্যং শ্রুত্বা (উৎকণ্ঠিতঃ অতএব) দেবক্যাঃ অষ্টমঃ গর্ভঃ স্ত্রীভবিতুং ন অর্হতি ইতি সঞ্চিন্তয়ন্ তব আনকদুন্দুভেঃ সখ্যং চ জ্ঞাত্বা পাপমতিঃ দুর্বৃত্তঃ কংসঃ আগতশঙ্কঃ প্রাপ্তসন্দেহঃ সন্ অপিচেৎ হন্তা হনিষ্যতি, তৎ তর্হি নঃ অস্মাকং

শ্রীধরস্বামী।

নন্থ যদুকুমার ইতি কথঞ্চিজ্জানাতু যত্র বসুদেবস্য পুত্র স্তত্রাপি দেবক্যাং জাত ইতি কুতো জানীয়াৎ তত্রাহ পাপমতিরিত্যাদি। কিং ময়া হতয়া মন্দেত্যাদি দেবকীকন্যাবচঃ শ্রুত্বা দেবক্যা অষ্টমো গর্ভো ন স্ত্রীভবিতুমর্হতীতিচ নিত্যং সঞ্চিন্তয়ন্ সামান্যেন কচিদ-স্তীতি জ্ঞাত্বা যুবয়োশ্চ সখ্যং সঞ্চিন্তয়ন্ ত্বদ্গৃহে ভবেদিতি সংভাব্য মৎসংস্কারলিঙ্গেন

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সর্বতঃ সর্বস্যাং মন্যতে মংস্যতে নন্বেতাবৎ কোঽনুসন্ধাস্যতে তত্রাহ কংসস্তদপি ত্বয়িতু ব্রহ্মবাদিনি সোঽপি ন দ্রোহমাচরিষ্যতীতি চেদত আহ পাপমতিঃ। মাদৃশান্ জিঘাংসত্যেবেতি ভাবঃ। কিঞ্চ তবাপ্যবশ্যমপকরিষ্যত্যেবেত্যাহ সখ্যমিতি। বসুদেব-দ্রোহিণঃ কংসস্য বসুদেবসখে ত্বয্যপি দ্রোহসম্ভবাদিতি ভাবঃ। তত্রৈবং কুযুক্তিং স্রক্ষ্য-তীত্যাহ দেবক্যা ইতি দেবকীদারিকাবচঃ শ্রুত্বা অষ্টমো গর্ভো ন স্ত্রীভবিতু মর্হতীতি চিন্তয়ন্ ইত্যন্বয়ঃ। মচ্ছত্রু র্বিষ্ণুরেব দেবক্যা গর্ভে জাত এব কিন্তু বসুদেবশিক্ষয়া তস্য সখ্যুর্নন্দস্য গৃহে প্রবিষ্ট ইতি। দেবকীদারিকা বচ ইতি মদিষ্টদেবী দুর্গৈব দেবকী-দ্বারিকারূপা ভূত্বা যত্র কচিজ্জাত ইতি পদেন দেবক্যামপি জন্মসম্ভাব্য বিষ্ণুনিষেধ শঙ্কয়ৈব মাং স্পষ্টমনুক্ত্বা তমন্বিষ্য শীঘ্রং জহীতি মামভিব্যঞ্জয়ামাসেতি চিন্তয়ন্ তদন্বেষণে প্রবৃত্তো

দেবকী-তনয়ার বাক্য অনুসারে দেবকীর অষ্টম গর্ভ যে স্ত্রী হইতে পারে না, ইহা মনোমধ্যে বিচার করত এবং বসুদেবের সহিত তোমার বিশেষ

আভাস।

বসুদেবের সহিত তোমার সখ্যতা আছে, কংস তাহা বিলক্ষণ জানে। এই কার্য্যের দ্বারা সেই খল মনে করিতে পারে যে, বসুদেবের শিক্ষায় নন্দ দেবকীর অষ্টম-গর্ভ-জাত বালককে প্রতিপালন করিতেছে। কারণ আকাশবাণী অনুসারে দেবকীর অষ্টম গর্ভে কখন কন্যা হওয়া সম্ভব নহে। বিশেষত আমার ইষ্টদেবী সাক্ষাৎ দুর্গা আমার হিত-কামনায় দেবকীর কন্যারূপে আবির্ভূত হইয়া যখন আমাকে উপদেশ দেন যে, তোমার পূর্ব্ব শত্রু ইহার কোন স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; তুমি তাহার অনুসন্ধান করিয়া বধ কর! তখন পুত্রই জন্মিয়াছে এবং সে পুত্রই নন্দগৃহে প্রতিপালিত হইতেছে, অতএব ইহাকে হত্যা করা প্রয়োজন। কংস ইহা সাব্যস্ত করিলে, আমাদের আর জীবনের

ইতি সঞ্চিন্তয়ন্ শ্রুত্বা দেবকীদারিকাবচঃ।
অপি হন্তাগতাশঙ্ক স্তর্হি তন্নোঽনয়ো মহান্ ॥৬॥
নন্দ উবাচ ॥
অলক্ষিতোঽস্মিন্ রহসি মামকৈরপি গোব্রজে।
কুরু দ্বিজাতিসংস্কারং স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং।
শ্রীশুক উবাচ ॥
এবং সংপ্রার্থিতো বিপ্রঃ স্বচিকীর্ষিতমেব তৎ।
চকার নামকরণং গূঢ়ো রহসি বালয়োঃ।

অন্বয়ঃ।

মহান্ অনয়ঃ অশুভঃ স্যাৎ ॥ ৬ ॥

নন্দঃ উবাচ। (হে গর্গ ত্বং) অস্মিন্ গোব্রজে রহসি একান্তে, মামকৈঃ অপি অলক্ষিতঃ সন্ দ্বিজাতিসংস্কারং (কেবলং) স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং কুরু ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ। এবং সংপ্রার্থিতঃ বিপ্রঃ গর্গঃ গূঢ়ঃ সন্ স্বচিকীর্ষিতং স্বস্য অভিপ্রেতং এব তৎ নামকরণং বালয়োঃ রহসি নির্জনে চকার ॥

শ্রীধরস্বামী।

চাগতাশঙ্কঃ আগতা আশঙ্কা যস্য সঃ। অপি যদি হন্তা হনিষ্যতি তর্হি তন্নো মহান্ অনয়ঃ স্যাৎ ॥ ৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মন্নামকরণলিঙ্গেন আগতা নন্দগৃহং বসুদেবসুতোঽস্তীত্যাশঙ্কা যস্য তথাভূতঃ সন্নাগত্য যদি হন্তা হনিষ্যতি তর্হি নোঽস্মাকং মহান্ অনয়ঃ। যদীতি অপীতি চ পাঠঃ ॥ ৬ ॥

ভাগ্যবশাদেব মদ্গৃহমায়াতমীদৃশমাচার্য্যং কদা পুনর্বৃহং লপ্স্যে তস্মাদ্বাদিত্রাদ্যুৎসবাঙ্গং

সখ্যতা বুঝিয়া যদি পাপিষ্ঠ কংস এই পুত্রকেও বধ করে, তাহা হইলে আমাদের অতিশয় অমঙ্গল সাধিত হইবে ॥৬॥

এতৎশ্রবণে নন্দ গর্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন; আপনি আমার এই নির্জ্জন গোচারণ প্রদেশে অন্য কোন বিশেষ আয়োজন না করিয়া, কেবল স্বস্তিবাচনাদি পূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারাই দ্বিজাতি-বিহিত সংস্কারমাত্র সমাধা করুন! এস্থলে অপরের কথা দূরে থাকুক, আমার আত্মীয়গণও ইহা অবগত হইতে পারিবে না ॥

আভাস।

আশা নাই। সেই পাপাত্মা পূর্ব্বে বসুদেব ও দেবকীর প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছে তুমি বা আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া যে পরিত্যক্ত হইব, তাহা কখনই সম্ভব নহে। সে তাহার বিপক্ষ বোধে বালকের ও আমাদের সকলেরই প্রাণ বিনষ্ট করিবে, সন্দেহ নাই।

অয়ং বৈ রোহিণীপুত্রো রময়ন্ সুহৃদো গুণৈঃ।
আখ্যাস্যতে রাম ইতি বলাধিক্যাদ্বলং বিদুঃ ॥ ৭ ॥
যদূনামপৃথগ্‌ভাবাৎ সঙ্কর্ষণমুশন্ত্যপি ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ।

অয়ং রোহিণীপুত্রঃ গুণৈঃ বৈ সুহৃদঃ রময়ন্ আনন্দয়ন্ রামঃ ইতি আখ্যাস্যতে, বলাধিক্যাৎ বলং ইতি লোকাঃ বিদুঃ ॥ ৭ ॥

যদূনাং ভবদাদীনাং চ অপৃথগ্‌ভাবাৎ নির্ব্বিশেষপিতৃত্বাদিভাবাৎ (উভয়কুলস্যাপি আত্মনি অকর্ষণাৎ) সঙ্কর্ষণং অপি উশন্তি মন্যন্তে ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

দ্বিজাতিসংস্কারং দ্বিজাতীনাং অবশ্যকর্ত্তব্যং সংস্কারমাত্রং কেবলং স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং কুরু ॥ ৭ ॥

যদূনামপৃথগ্‌ভাবাৎ কুতশ্চিদ্ধেতো বিপ্রতিপদ্যমানানাং যদূনামপৃথগ্‌ভাবাৎ ভাবো

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দিনান্তরে সবিস্তারং করিষ্যে সাম্প্রতমস্য কেবলং শাস্ত্রীয়মাবশ্যকং কৃত্যমেবৈতদ্দ্বারা কারয়ামীতি মনসি বিভাব্যাহ অলক্ষিত ইতি। মামকৈ র্ভ্রাত্রাদিভিরপি গোব্রজে ইতি স্থানসংস্কারোঽপি নাপেক্ষ্যঃ। রহসীতি দিনে সপালানাং গবাং বনগমনাৎ। দ্বিজাতিসংস্কারং বালয়োরনয়োঃ ক্ষত্রবৈশ্যানুরূপ-নামকরণ-লক্ষণং। পুণ্যাহস্বস্তিঋদ্ধয়স্ত্রি-স্ত্রিরুক্ত্যা স্বস্তিবাচনং ভবেৎ তস্য সর্ব্বকর্ম্মস্বাবশ্যকত্বাৎ তৎপূর্ব্বকং ॥ ৭ ॥

যদূনাং বসুদেবাদীনাং ভবদাদীনাঞ্চ অপৃথগ্‌ভাবাৎ নির্ব্বিশেষপিতৃত্বাদিভাবাৎ

শুকদেব কহিলেন, নন্দ এইরূপ প্রার্থনা করিলে, গর্গাচার্য্য অতি গোপনে নিজের অভিপ্রেত সেই বালকদ্বয়ের নামকরণ নির্জনে সমাপন করিলেন ॥ ৭ ॥

আভাস।

গর্গবাক্যে নন্দ অতি ভীত হইয়া তাঁহার চরণ ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, আপনার ন্যায় আচার্য্যের, শুভাগমন আমার গৃহে আর কবে ঘটিবে? যখন আপনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন, তখন আপনার দ্বারাই নামকরণ অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে যাহাতে কেহ, এমন কি! আমার আত্মীয়গণও ইহা কোন মতে জানিতে না পারেন, এরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য। আপনি কেবল স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক বালকদ্বয়ের সংস্কার কার্য্যটী মাত্র সমাধা করুন! বাদিত্রাদির আয়োজনে জনসমাজে অন্য কোন উৎসবের পরিচয় প্রদান করিব না; বরং অন্য কোন দিবসে তাহা করা যাইবে। অতএব যখন গোপগণ গোধন লইয়া চারণার্থ অন্যত্র গমন করিবে, সেই অবসরে গোরক্ষার স্থানে আপনি নির্জনে কেবল মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক সংস্কার কার্য্য মাত্র সমাধা করুন! নন্দের বাক্যে গর্গাচার্য্য নিজ অভিপ্রেত সিদ্ধ হইল মনে করিয়া, তাহাই করিলেন ॥ ৭ ॥

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।

অন্বয়ঃ।

কিঞ্চ, অনুযুগং তনূঃ গৃহ্ণতঃ অস্য হি পুত্রস্য শুক্লঃ রক্তঃ তথা পীতঃ ইতি ত্রয়ঃ

শ্রীধরস্বামী।

ভাবনা তস্মাৎ অন্যোন্যশিক্ষয়া সর্ব্বৈকমত্যকরণাদিত্যর্থঃ। সম্যক্ কর্ষতি আকর্ষতি একীকরোতীতি সঙ্কর্ষণমপ্যাশংসন্তি মন্যন্তে বক্ষ্যন্তীত্যর্থঃ। গর্গসঙ্কর্ষণন্তু ন প্রকাশয়তি ॥ ৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্বস্মিন্নুভয়কুলস্যাকর্ষণাৎ। তচ্চ হরিবংশে। প্রত্যুবাচ ততো রামঃ সর্ব্বাংস্তানভিতঃস্থিতান্। যাদবেষ্বপি সর্ব্বেষু ভবন্তো মম বল্লভা ইতি তদ্বচনেনৈব ব্যক্তং। গর্গসঙ্কর্ষণন্তু ন প্রকাশয়তি ॥ ৮ ॥

তব পুত্রস্বয়ং কোঽপি মহাপুরুষ এব শ্রীনন্দং বোধয়ন্নাহ আসন্নিতি। প্রতিযুগং তনূর্গৃহ্ণতোঽস্য শুক্লাদয় স্ত্রয়ো বর্ণা আসন্। গৃহ্ণত ইতি স্বাতন্ত্র্যোক্ত্যা যোগপ্রভাবো

তিনি বলিলেন, এই রোহিণীর পুত্র সুহৃদ্‌গণের বিশেষ আনন্দ প্রদান করিবেন, এই নিমিত্ত ইহাঁর একটী নাম রহিল, রাম; প্রচুর বলশালী হইবেন, এই জন্য দ্বিতীয় নাম "বল"; এবং নিজ জন্মের দ্বারা যদুগণের সহিত তোমার বিশেষ সম্বন্ধ আকর্ষণ করায়, অপর আর একটী নাম সঙ্কর্ষণ রহিল ॥ ৮ ॥

অপর এই পুত্রটী ক্রমান্বয়ে শ্বেত, রক্ত ও পীত এই বর্ণত্রয় অবলম্বনে দেহ ধারণ

আভাস।

গর্গাচার্য্য রোহিণী-পুত্রের নাম রাখিলেন রাম; অর্থাৎ যিনি নিজগুণে সকল ব্যক্তিকে "রময়তি আনন্দয়তি" আনন্দিত করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত রামনামে তিনি অভিহিত হইলেন। দ্বিতীয় নাম বলদেব; অর্থাৎ অতুল বিক্রমশালী। তৃতীয় নাম সঙ্কর্ষণ;

এবং জন্মক্রমাপেক্ষয়াদৌ শ্রীবলদেবস্য নামানি ব্যজ্য শ্রীকৃষ্ণস্য নামানি প্রকাশয়ন্নাহ আসন্নিতি। তত্র প্রকটার্থোঽয়ং অনুযুগং যুগে যুগে বারং বারং তনূর্গৃহ্ণতোঽস্য শুক্লাদি বর্ণাস্ত্রয় আসন্। ইদানীং ত্বৎপুত্রত্বেতু জগন্মোহন শ্যামবর্ণতামেবায়ং গতঃ। এতদুক্তং ভবতি তনূর্গৃহ্ণত ইতি স্বাতন্ত্র্যোক্ত্যা যোগপ্রভাব ইবোক্তঃ। তত্রচ শুক্লাদিরূপগ্রহণেন শ্রীনারায়ণ স্বভাবস্য ব্যক্ত্যা তদুপাসনাযোগ এব পর্য্যবসায়িতঃ পূর্ব্বপূর্ব্বং তদংশভূত-শুক্লাদ্যুপাসনয়া তত্তৎসাম্যাদি প্রাপ্ত্যা শুক্লতাদিপ্রাপ্তিঃ। সম্প্রতি তু কৃষ্ণতাপ্রসিদ্ধসাক্ষান্নারায়ণোপাসনয়া তৎসাম্যপ্রাপ্ত্যা কৃষ্ণতাপ্রাপ্তিরিতি বক্ষ্যতে চ নারায়ণো সমো গুণৈ রিতি। ইত্থং পূর্ব্ববৃত্তমুক্তং পরমভাগবতঃ শ্রীনন্দশ্চ তোষিতঃ এবং পরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত্যৈতৎ স্বরূপনিষ্ঠত্বাৎ কৃষ্ণেত্যেব তাবন্মুখ্যং নাম জ্ঞেয়ং। অতো নাম্নাপি কৃষ্ণতাং গতঃ ইত্যর্থোঽপি জ্ঞেয় ইত্যভিপ্রায়ঃ। অপ্রকট বাস্তবার্থশ্চায়ং। অনুযুগং যুগে যুগে তনূর্গৃহ্ণতঃ প্রকটয়তঃ

শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ।

বর্ণাঃ আসন্ ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ অতঃ কৃষ্ণঃ ইতি নাম স্যাৎ ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অস্য তব পুত্রস্য অতঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যেকং নাম ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দর্শিতঃ। ইদানীং দ্বাপরান্তে কৃষ্ণতাং গত ইতি। সত্যাদ্যবতারাণাং চতুর্ণাং শুক্লাদীনামুপাসনাসিদ্ধত্বেন তত্তৎসারূপ্যপ্রাপ্তেরিতি ভাবো নন্দং বোধয়িতুমীপ্সিতঃ। বস্তুতস্তু

পূর্ব্বক যুগে যুগে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন এক্ষণে কৃষ্ণবর্ণ গ্রহণ করিয়াছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ নামেই বিখ্যাত রহিলেন ॥ ৯ ॥

আভাস।

কারণ দেবকীর গর্ভ হইতে সঙ্কৃষ্ট হইয়া, যোগমায়ার দ্বারা রোহিণীর গর্ভে স্থাপিত হইয়াছিলেন বলিয়াই, তিনি যদিও সঙ্কর্ষণ নামে পরিচিত, তথাপি এস্থলে গর্গাচার্য্য সে ভাবের উল্লেখ না করিয়া বলিলেন যে, যখন বলরাম উভয় যদুকুল ও ভবদীয়গণকে এক পিতৃত্ব সম্পর্কে একত্র আপনাকে আকর্ষণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি সঙ্কর্ষণ নামে অভিহিত হইবেন। ইহা হরিবংশে বিশেষরূপে প্রকাশ আছে। পরেও উক্ত হইবে যে, বলরাম স্বয়ং নন্দাদিকে বলিয়াছেন যে, সমস্ত যাদবগণের মধ্যে আপনারাই আমাদের বল্লভ। এখানে পাছে নন্দের নিরুৎসাহ হয়, সেই ভয়ে গর্ভ সঙ্কর্ষণ বৃত্তান্ত কিছুই উল্লেখ করা হয় নাই ॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ করিবার পূর্ব্বে নন্দসমীপে তদীয় পুত্রের মহাপুরুষত্বের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক গর্গমুনি বলিলেন যে, এই পুত্র সামান্য বালক নহেন। ইনি যুগে যুগে

ত্রয়ো বর্ণা আসন্ প্রকটা বভূবুঃ। তত্র যো যঃ শুক্লঃ প্রাদুর্ভাবঃ যো যো রক্তঃ যো যঃ পীতশ্চ উপলক্ষকাশ্চৈতে বর্ণান্তরবতাং স সর্ব্বোঽপীদানীমস্যাবির্ভাবসময়ে কৃষ্ণতামেতদ্রূপতামেতস্মিন্নন্তর্ভূততামেব গতঃ সর্ব্বাংশমেবাদায় স্বয়মবতীর্ণত্বাৎ অতঃ স্বয়ং কৃষ্ণত্বাৎ সর্ব্ব নিজাংশস্য কৃষ্ণীকর্ত্তৃত্বাৎ সর্ব্বাকর্ষকত্বাচ্চ মুখ্যং তাবৎ কৃষ্ণেতি নাম। অতঃ কৃষি র্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতি বাচকঃ। তয়ো রৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ইত্যাদিকা নিরুক্তিরপ্যন্তর্ভবতি। সর্ব্ব বৃহত্তমানন্দ এব সর্ব্বান্তর্ভাবাৎ। অতঃ স্বাভাবিকমেবৈতন্মহানাম যত্র প্রণবে বেদা ইব তান্যন্যান্যপি নামানি রূপে রূপাণীবান্তর্ভূতানি। যুক্তঞ্চ বিশেষ্য রূপস্য তস্যান্য নামগণবিশেষণকত্বাৎ। উক্তঞ্চ প্রভাসপুরাণে। মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানামিত্যাদৌ সকল নিগমবল্লী সৎফলমিত্যন্তে কৃষ্ণনামেতি। নাম্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপেতি চ। যস্যাস্য যশ্চ প্রথমমপ্যক্ষরং মহামন্ত্রত্বেন প্রসিদ্ধং। ইতি বৈষ্ণবতোষণী ॥ ৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অস্যাবতারিণ স্তত্তদ্বর্ণবন্তোঽবতারা অংশা এব ইদানীময়মবতারী পূর্ণঃ কৃষ্ণত্বং প্রাপ্তঃ। যদ্বা যঃ শুক্লঃ যো রক্তঃ যঃ পীতশ্চ। উপলক্ষণমেতৎ যো যো হন্যো মন্বন্তরাবতার লীলাবতার পুরুষাবতারাদিশ্চ স সর্ব্বোঽপি ইদানীমংশিনো হস্যাবতারসময়ে কৃষ্ণতামেতদ্রূপতামস্মিন্নন্তর্ভূততাং গতঃ সর্ব্বাংশমাদায়ৈবাবতীর্ণত্বাৎ। নন্থ কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুরিতি। ত্রেতায়াং রক্তবর্ণো হসাবিতি দ্বাপরে ভগবান্ শ্যাম ইতি। কলৌ কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণমিত্যেকাদশোক্তেঃ। কথ্যন্তে বর্ণনামভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ। রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলাবিতি ভাগবতামৃতোক্তেশ্চ। পীতো হয়ং কিংযুগীয়োঽবতারঃ নচ আসন্নিতি ভূতকালনির্দ্দেশেন ক্রমপ্রাপ্ত্যাপীতোঽপি দ্বাপরযুগাবতার ইতি বাচ্যং। যুগাবতারপ্রকরণগঠিতত্বাৎ নচ তত্রস্থ শ্যামপদস্য পীতার্থত্বমত্রস্থ পীতপদস্য বা শ্যামার্থত্বং কল্প্যমিতি তথা পীত ইত্যাকার প্রশ্লেষেণাপীতঃ শ্যাম ইতি বা বাচ্যং সর্ব্বথাপি ব্যাখ্যানে অনুযুগমিতি বীপ্সাপ্রয়োগাৎ তনূরিতি বহুবচনাচ্চ। বীপ্সয়া চৈকৈকস্মিন্নপি যুগে বর্ণত্রয়স্য প্রাপ্তেনাভিমতার্থলাভঃ। নচেদানীমিতিপদেন কলিযুগস্যাদিমোঽংশ এব বাচনীয় ইতি বাচ্যং। কৃষ্ণাবতারস্য দ্বাপরান্তর্ভবত্বেন প্রসিদ্ধেঃ। যস্মিন্নহনি যর্হ্যেব ভগবানুৎসসর্জ্জ গাং। তদৈবেহানুবৃত্তোঽসাবধর্ম্মপ্রভবঃ কলিরিতি প্রথমোক্তেশ্চ। কৃষ্ণাবতারান্তরমেব কলিযুগপ্রবৃত্তেঃ। তস্মাদেবমত্র ব্যাখ্যেয়ং। যত্তদো নিত্যসম্বন্ধাৎ যথা

আভাস।

দেহ ধারণ করত অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। জীবের ন্যায় কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন যোনি পরিভ্রমণ করেন না; স্বেচ্ছাক্রমে ইচ্ছাধীন বিগ্রহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক পূর্ব্বে শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; দ্বাপরের শেষে এই জন্মে যখন ইনি কৃষ্ণবর্ণে দর্শন দিয়াছেন, তখন কৃষ্ণ নামেই আখ্যাত হইবেন। শুক্লাদি বর্ণবিশিষ্ট সত্যাদি অবতার চতুষ্টয়ের উপাসনায়, জীবের সারূপ্যাদি পদবী প্রাপ্তির কথা শুনা যায় বটে, কিন্তু সকল অবতারের মূল অবতারী শ্রীকৃষ্ণ! তিনিই পূর্ব্বে সেই সেইরূপে অবতীর্ণ; এক্ষণে সর্ব্বৈশ্বর্য্যে পূর্ণ হইয়া এই পূর্ণ কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন; ইহাই বলিবার তাৎপর্য্য। কিম্বা যে সমস্ত শুক্ল বর্ণবিশিষ্ট মন্বন্তরাবতার, রক্তবর্ণ লীলাবতার এবং পীতবর্ণ পুরুষাবতার সে সমস্ত বর্ণ একত্র সমবেত হইয়া, এক কৃষ্ণ বর্ণেই অন্তর্ভূত হইয়াছে। ইনিই সকল অংশ আপনাতে সন্নিবেশিত করত, স্বয়ং পূর্ণস্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই জগন্মোহন শ্যামসুন্দর মূর্ত্তির উপাসনায়, সকল অবতারের উপাসনা করা হয়; ইনিই সাক্ষাৎ নারায়ণ। স্থানান্তরে এই বালক নারায়ণ-সমোগুণৈঃ বলিয়া উক্তও হইয়াছেন। গর্গের বচনানুসারে নন্দ পরিতুষ্ট হইয়া বুঝিলেন যে, ঋষি কোন কল্পিত নাম রাখেন নাই। স্বরূপ নামের ব্যক্ত করিয়াছেন মাত্র। স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া নিজ স্বরূপে শুক্লাদি যাবতীয় অবতার সমূহকে আকর্ষণ করত স্বস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন; অতএব তাঁহার মুখ্য নামই শ্রীকৃষ্ণ। কৃষি অর্থে (ভূঃ) সত্তা, বিদ্যমানতা অর্থাৎ সৎ স্বরূপ; ণঃ অর্থে নির্বৃতি। অর্থাৎ পরমা-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইদানীং দ্বাপরান্তে কৃষ্ণতাং গতঃ স্বয়ময়মবতারী তথা তেনৈব প্রকারেণ ইদানীং কলিযুগাদি-ভাগে পীত ইতি কিঞ্চিৎ স্থূলকালমবলম্ব্য ইদানীমিতি পদার্থ উভয়ত্রাপ্যন্বেতীতি। নন্থ তর্হি সাক্ষাৎ ক্রিয়মাণো হস্য কৃষ্ণো বর্ণঃ। কিং ইদানীন্তন এব কিম্বা পূর্ব্বমপ্যাসীদেব তস্যৈব প্রাকট্যমধুনেতি তত্র ন কেবলং কৃষ্ণবর্ণ এব পূর্ব্বমাসীৎ অপিতু অন্যেঽপি বর্ণা আসন্নেবেত্যাহ আসন্নিতি ত্রয়োঽপি বর্ণা যথাসম্ভবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে তদানীং দৃশ্যমানা-স্তত্তৎ পূর্ব্বমপি আসন্নেব নিত্যস্থানামেব তেষাং তদানীং তদানীং প্রাকট্যং। নন্থ তে তদানীমেবাপূর্ব্বা অভবন্নিত্যর্থঃ। অস্য কথম্ভূতস্য অনুযুগং তনূরবতারান্ গৃহ্ণতঃ। অবতারা হ্যসংখ্যেয়া ইতি স্মৃতোক্তেঃ। কাহো কথং বা কতিবেতি ব্রহ্মোক্তেশ্চ। এবঞ্চ বৈবস্বতমন্বন্তরগতাষ্টাবিংশচতুর্যুগীয়-দ্বাপর-কলিযুগয়োঃ স্বয়মবতারী কৃষ্ণঃ পীতশ্চ প্রাদু-র্ভবতি তদ্যুগদ্বয়াবতারৌ শ্যামকৃষ্ণৌ তদা তত্রৈবান্তর্ভূতৌ তিষ্ঠতঃ। তত্র পীতস্য সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ ইতি ভারতাদ্যুক্তত্বেঽপি বিশিষ্য স্পষ্টতয়া অন্যত্র ক্বাপ্যনুক্তিরতিরহস্যত্বাৎ। ছন্নঃ কলৌ যদভব স্ত্রিযুগোঽথ স ত্বমিতি সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদেনাপি ছন্নত্বেনৈবোক্তত্বাৎ ছন্নত্বঞ্চ স্বীয় বর্ণ-ভাবয়োরন্যদীয়বর্ণভাবাভ্যামাবৃতত্বেন তদানীন্তনজনৈঃ প্রায়ো দুর্লক্ষ্যত্বমেবেতি স্বস্য-দুর্লক্ষ্যত্বং চিকীর্ষা চ তস্য তস্য রহস্যবস্তুজাতব্যঞ্জকতাহেতুকৈবেতি গৌড়ীয়ভক্তসুধীভি

আভাস।

নন্দকে উপলক্ষিত হয়। এই কৃষিঃ এবং ণঃ যোগে যে কৃষ্ণ শব্দ লভ্য হয়, সদানন্দময় পর-ব্রহ্মেই তাহার অর্থ পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। যিনি সকলের অপেক্ষা বৃহৎ অথচ সকলকেই বৃংহণ অর্থাৎ পোষণ করিতেছেন, সকলের বিদ্যমানতা যাঁহার অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে; সর্ব্বফলের স্বাদদাতা রসের ন্যায়, যিনি সর্ব্বপদার্থ আনন্দরসে ব্যাপ্ত করিয়াছেন, সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরম ব্রহ্মই কৃষ্ণ-শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। যেমন সমস্ত বেদের সারই এক প্রণব; প্রণবেই বেদ চতুষ্টয় গ্রথিত রহিয়াছে, সেইরূপ অন্যান্য নাম শ্রীকৃষ্ণ নামে এবং অন্যান্য রূপ শ্রীকৃষ্ণের জগন্মোহন শ্যামরূপে নিহিত রহিয়াছে॥

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভগবান্ পীতবর্ণে কোন্ সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন? অবতার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, "কথ্যন্তে বর্ণনামভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ। রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ" এই ভাগবতামৃতোক্ত বচনানুসারে কথিত হইয়াছে যে, সত্যযুগে হরি শুক্লবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ, দ্বাপরে শ্যামবর্ণ এবং কলিতে কৃষ্ণবর্ণ রূপ ধারণে আবির্ভূত হইয়াছেন। কিন্তু পীতবর্ণ যে কোন্ যুগে তিনি ধারণ করেন; ইহাই জিজ্ঞাস্য। আসন্ এই অতীতার্থবাচী ক্রিয়াপদের দ্বারা ও ক্রম অনুসারে তিনি দ্বাপর যুগে যে, আবার পীতবর্ণে অবতীর্ণ হন, এমন কোন স্থির মীমাংসা হয় না। কারণ অবতার প্রকরণে সেরূপ উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না। কিম্বা শ্যাম শব্দের পরিবর্ত্তে এখানে পীত শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে বা পীত পরিবর্ত্তে একটী অকার পূর্ব্বে যোগ করিয়া "অপীত" শব্দ রক্ষা করিয়া

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

রবশ্যাবগম্যং তত এব তৎপ্রমাপক বচনস্য নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবিতি অথা শৃণু কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈ র্যজন্তি হি সুমেধস ইত্যস্য যুগাবতারপ্রকরণমধ্যপঠিতস্য তথৈব ছন্ন এবার্থো হবসীয়তে হর্থান্তরেণ। স যথা নানা কলৌ সর্ব্ব কলিযুগে অপিকারাৎ বৈবস্বতাষ্টাবিংশচতুর্যুগীয়কলাবপি তন্ত্র-বিধানেন তন্ত্রাখ্যন্যায়বিধিনা। শ্বেতো ধাবতীত্যাদিবৎ এক প্রযত্নোচ্চার্য্যেণ একদৈবার্থ-দ্বয়বোধকেন শব্দেনেত্যর্থঃ। শৃণ্বিতি শৃণ্বন্তমপি রাজানং প্রতি পুনঃ প্রেরণং রহস্যত্বেন তন্ত্রেণোচ্যমানমর্থং বিশিষ্যাবধারয়িতুং নানাতন্ত্রবিধানেনেতি কলৌ তন্ত্রস্য প্রাধান্যং দর্শিতমিতি ত্বর্থান্তরং তন্ত্রস্যাপ্যাচ্ছাদনার্থং জ্ঞেয়ং। কৃষ্ণেতি সর্ব্ব কলিযুগপক্ষে কৃষ্ণবর্ণং কৃষ্ণবর্ণদেহং রুক্ষত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণং ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলমিত্যর্থঃ। এক কলিযুগপক্ষে কৃষ্ণবর্ণং কিন্তু ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণং শুক্লরক্তশ্যামানামুক্তত্বাৎ পারিশিষ্যেণ পীতং অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরমিত্যর্থঃ। যদ্বা কৃষ্ণাবতার লীলাদি বর্ণনাৎ কৃষ্ণবর্ণং। সাঙ্গো-পাঙ্গেত্যাদিকমিত্যুভয়পক্ষেহপি স্পষ্টপ্রচ্ছন্নত্বাভ্যাং তুল্য এবার্থঃ ॥ ৯ ॥

আভাস।

তদ্দ্বারা শ্যামার্থ আকর্ষণ করা যাইতে পারে, এরূপ বলাও উচিত নহে। অনুযুগং প্রতিযুগে বলায়, একযুগেই তিন বর্ণ, তাহাও বক্তব্য নহে; এবং ইদানীং শব্দ প্রয়োগ করায়, কলিযুগও আদিযুগ নহে, তাহা স্পষ্ট প্রকাশ করা হইয়াছে। এদিকে দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভাগবতেও প্রকাশ আছে যে, ভগবান বাসুদেব যে দিন, যে মুহূর্ত্তে জগতের লীলা সম্বরণ করিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই কলি প্রবেশ করিল। অতএব কৃষ্ণাবতারের পর যখন কলিযুগ আরম্ভ হইল, তখন এরূপেও ব্যাখ্যা করা যায় যে, যেমন দ্বাপরান্তে কৃষ্ণাবতার, সেইরূপ এই উপস্থিত বা বর্ত্তমান কলিযুগে পীতবর্ণ রূপধারণে ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছেন। অর্থাৎ ("কৃষ্ণতাং গতঃ যঃ" যিনি পূর্ব্বে দ্বাপরান্তে কৃষ্ণ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, 'ইদানীং সঃ ভগবান্ পীতঃ যাতঃ" এই বর্ত্তমান কলিযুগে তিনিই পীতবর্ণে আবির্ভূত। তবে কৃষ্ণই যুগানুসারে শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ ও পীতরূপে অবতীর্ণ, ইহাই বৈষ্ণবগণের মীমাংসিত অর্থ। তিনি যে কেবল একবার মাত্র কৃষ্ণবর্ণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও নহে। ব্রহ্মাকৃত প্রশ্নের উত্তরে সূত প্রকাশ করেন যে, বৈবস্বত মন্বন্তরের মধ্যে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপর ও কলিযুগে ভগবান্, কৃষ্ণ ও পীত এই উভয়রূপে উভয় অবতারে আবির্ভূত হন। এই যুগ-দ্বয়ের শ্যাম ও কৃষ্ণ অবতার দ্বয়ের অন্তর্ভূত অবতারই শ্যাম কৃষ্ণ অবতার। সে স্থলে পীত শব্দের অর্থ সুবর্ণ হেমাঙ্গ বরণীয় চন্দনাঙ্কিত তনু। সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক শমগুণাবলম্বী হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠা ও শান্তি-পরায়ণ রূপে জগতে বিচরণ করিয়াছেন। ভাগবতাদিতেও উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান ঘোর কলিযুগ আরম্ভ হইলে, অতি গোপন-ভাবে বিচরণ করেন। গৌরাঙ্গদেবের অবতার সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা স্পষ্টভাবে অন্য কোথায়ও ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায় না; ও সম্ভব নহে। কারণ ইহা গোপনেরই বিষয়! প্রহ্লাদ-কৃত স্তবেও ব্যক্ত

প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাত স্তবাত্মজঃ।
বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সংপ্রচক্ষতে ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ।

তব অয়ং আত্মজঃ প্রাক্ ক্বচিৎ অন্যত্র বসুদেবস্য জাতঃ অতঃ শ্রীমান্ বাসুদেব ইতি অভিজ্ঞাঃ জনাঃ, ইমং সংপ্রচক্ষতে বদন্তি ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রাগয়মিতি সামান্যোক্ত্যা ঋষিবরং জন্মান্তরগতং নাম কথয়তীতি নন্দো মন্যতে স্ম অতএব এনং বাসুদেব ইতি সংপ্রচক্ষতে ॥ ১০ ।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রাক্ পূর্ব্বং বসুদেবস্য বসুদেবাত্তবাত্মজোঽয়ং ক্বচিদেকান্তস্থলে জাত ইতি প্রাক্ পূর্ব্বজন্মনি বসুদেবস্যাপি পূর্ব্বজন্মনি বাসুদেব ইত্যেব নামাসীদিতি নন্দো বুদ্ধ্যতে স্ম অভিজ্ঞা ইতি ন কেবলমহমেক এবেতি প্রামাণ্যং দর্শিতং ॥ ১০ ॥

তোমার এই পুত্র পূর্ব্বে কোথাও বসুদেবের ঔরসজাত হইয়া জন্মিয়াছিলেন; ইহা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা ইহাঁকে বাসুদেব বলিয়া সম্বোধন করিবেন ॥ ১০ ॥

আভাস।

আছে, হে ভগবন্! আপনি কখন কোন্ ভাবে কোথায় যে বিচরণ করেন, সামান্য জীব কেমনে তাহার নির্ণয় করিবে। কলিযুগে নিতান্ত অপ্রকাশ্য ভাবে আপনি অপর রূপে স্বীয়রূপ গোপন করত, লীলা করিবেন। এই সমস্ত ভগবানের অবতার সম্বন্ধীয় রহস্য গৌড়ীয় সুচতুর ভক্তগণ বিশেষ অনুমান দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। শাস্ত্রান্তরেও প্রমাণ আছে যে, "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ যজন্তিহি সুমেধসঃ॥" প্রধান ব্যক্তিগণ যজ্ঞের দ্বারা মদন-মোহন শ্যামসুন্দর নরদেহধারী বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন অকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ রূপ ধারণ করত, ধনুঃ আদি অস্ত্র ও ভক্ত পার্শ্বদগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কলিযুগ পক্ষে ভগবানের বর্ণ যদিও কৃষ্ণ, তত্রাচ ঔজ্জ্বল্যে অকৃষ্ণ ইন্দ্র-নীলমণি সদৃশ; শুক্ল রক্ত ও শ্যাম এই বর্ণত্রয়ের অন্তর্মেলন বশত পীতবর্ণের উচ্ছ্বাসই প্রতীয়মান হয়। অন্তরে কৃষ্ণ ও বাহিরে গৌর ইহাও সঙ্গত অর্থ। শ্রীকৃষ্ণের লীলাদি বর্ণনকালেও যেমন হরির প্রকৃত রূপ ও ভুজস্থিত অস্ত্র শস্ত্রাদি এবং বাহন ও পার্শ্বদগণের স্পষ্টত উল্লেখ কোথায় দেখা যায় না, গৌরাঙ্গ অবতারেও তদ্রূপ গণনা করিতে হইবে, ইহাই বৈষ্ণবগণের অভিপ্রেত অর্থ ॥ ৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যে বসুদেবের পুত্র তাহা নন্দ সমীপে স্পষ্টত প্রকাশ না করিয়া, গর্গ, কয়েকটী সন্দেহযুক্ত বাক্যে বলিলেন যে, কোন সময়ে এবং কোন স্থানে এই বালক বসুদেবের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন; তাহা কেবল আমি নহে, অনেকেই অবগত আছেন; এই জন্য সেই সমস্ত লোক তাঁহাকে বাসুদেব নামে অভিহিত করিবে ॥ ১০ ॥

বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে।
গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ॥ ১১॥
এষ বঃ শ্রেয়ঃ আধাস্যদ্গোপগোকুলনন্দনঃ।

অন্বয়ঃ।

তে তব সুতস্য গুণকর্ম্মানুরূপাণি বহূনি নামানি রূপাণি চ সন্তি; তানি অহং বেদ জনাঃ নো ন বিদুঃ॥ ১১॥

গোপগোকুলনন্দনঃ সর্ব্বেষাং আনন্দদায়কঃ এষঃ কৃষ্ণঃ বঃ যুষ্মাকং শ্রেয়ঃ মঙ্গলং,

শ্রীধরস্বামী।

গুণানুরূপাণি ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদীনি কর্ম্মানুরূপাণি। গোপতি গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ ইত্যাদীনি তানি সর্ব্বাণি অহমপি নো বেদ জনা অপি নো বিদুঃ॥ ১১॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বহূনীতি। ন কেবলং কৃষ্ণ ইতি নাম বাসুদেব ইতি নাম ময়ৈব কৃতমিতি ভাবঃ। রূপাণীতি ন কেবলং ময়োক্তানি শুক্লাদীন্যেব ইত্যর্থঃ। গুণকর্ম্মানুরূপাণীতি ভক্তবৎসল সর্ব্বজ্ঞ গোবর্দ্ধনধরাদীনি কৃষশব্দঃ সত্তার্থো ণশ্চানন্দাত্মকস্ততঃ কৃষ্ণঃ। ভক্তাঘাকর্ষণাদপি তদ্বর্ণত্বাচ্চ মন্ত্রময় বপুষ ইতি গোবিন্দো গোবিচারণাদপীতি কেশবাচার্য্যাদি ব্যাখ্যানাদিত্যর্থঃ। তান্যহং দৈবজ্ঞোঽপি ন বেদ জনা নো বিদুরিতি কিং পুনরিত্যর্থঃ। নন্দস্তু মৎপুত্রস্য মহাপুরুষত্বান্মানা জন্মগতমিদং সর্ব্বজ্ঞত্বাদয়ং বক্তীতি বুদ্ধ্যতে॥ ১১॥

আধাস্যৎ আধাস্যতি। গোপানাং গবাঞ্চ কুলং নন্দয়তীতি সঃ। তেষাং কুলস্য নন্দনঃ। ব্রহ্মমোহনে পুত্র ইতি বা। হে গোপেতি বা। অঞ্জঃ সুখেন সর্ব্বদুর্গাণীতি যদা

তোমার পুত্রের গুণ ওকর্ম্মের অনুরূপ অনন্ত নাম ও বহু রূপ আছে; অন্যে তাহা না জানিলেও, আমি সমস্ত অবগত আছি॥ ১১॥

এই কৃষ্ণ গোপগণ ও গোকুলবাসী সকলেরই আনন্দ বর্দ্ধন করত তোমা-

আভাস।

গর্গ আরো বলিলেন যে, হে নন্দরাজ! তোমার পুত্রকে কৃষ্ণনাম বা বাসুদেব নামে যে, আমিই আখ্যাত করিলাম, তাহা নহে; ইহাঁর অনন্ত নাম ও অনন্তরূপ; যদিও আমি অনেক জানি, সকলে তাহা অবগত নহে। ইনি নিজ গুণ ও কর্ম্মানুসারে ভক্তবৎসল, সর্ব্বজ্ঞ; ও গোবর্দ্ধনধারী প্রভৃতি এবং কৃষশব্দে সত্তা এবং ণঃ অর্থে পরমানন্দ অথবা ভক্তহৃদয় হইতে পাপ আকর্ষণ হেতু কৃষ্ণ, বৃন্দাবনে গোচারণ হেতু বা হৃদয়রূপ বৃন্দাবনে ইন্দ্রিয়-রূপী গোগণের নিয়ন্তা বলিয়া গোবিন্দ আদি নামে বিখ্যাত হইবেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, আমি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও সমস্ত পরিজ্ঞাত নহি। নন্দ স্বীয় পুত্রকে মহাপুরুষ মনে করিলেন এবং গর্গ একজন প্রধান দৈবজ্ঞ সুতরাং কৃষ্ণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনেক জন্ম বৃত্তান্ত অবগত আছেন, ইহাই জ্ঞান করিয়া, নিশ্চিন্ত হইলেন॥ ১১॥

অনেন সর্ব্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ ॥ ১২ ॥
পুরানেন ব্রজপতে সাধবো দস্যুপীড়িতাঃ।
অরাজকে রক্ষ্যমাণা জিগ্যুর্দস্যূন্ সমেধিতাঃ ॥

অন্বয়ঃ।

আধাস্যৎ বিধাস্যতি অনেন কৃষ্ণেন যূয়ং সর্ব্বদুর্গাণি অঞ্জঃ অনায়াসেন তরিষ্যথ ॥ ১২ ॥

হে ব্রজপতে! পুরা জন্মান্তরে অরাজকে ইন্দ্রস্য পদচ্যুতৌ সত্যাং, দস্যুপীড়িতাঃ দৈত্য-বিদলিতাঃ সাধবঃ দেবাঃ, অনেন রক্ষ্যমাণাঃ সমেধিতাঃ বর্দ্ধিতাঃ সন্তঃ দস্যূন্ জিগ্যুঃ পরাজিতবন্তঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

জাতক-ফলমাহ এষ ইতি। আধাস্যৎ আধাস্যতি ॥ ১২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যদোপদ্রব আয়াস্যতি তদা ত্বদিষ্টদেবেন শ্রীনারায়ণেনাবিষ্টোঽয়ং ত্বৎপুত্র এব। ত্বয়ায়মাশ্রয়িতব্য ইতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

পুরা জন্মান্তরে সাধবো দেবাঃ। অরাজকে ইন্দ্রস্য পদচ্যুতৌ ॥

দিগের বিশেষ শ্রেয়ঃ সাধন করিবেন। ইহাঁর আশ্রয়ে তোমরা সর্ব্ব প্রকার বিপদ্ হইতে অনায়াসে উদ্ধার পাইবে, সন্দেহ নাই ॥ ১২ ॥

হে ব্রজপাল! কৃষ্ণের বিষয় অধিক কি বলিব! পূর্ব্বে কোন সময়ে ইন্দ্র রাজ্যচ্যুত হইয়া পলায়ন করিলে, দৈত্যসমূহ দেববৃন্দকে নিতান্ত নিপীড়িত করে; তৎকালে ইহাঁরই সাহায্যে দেবগণ রক্ষিত ও পুনর্বর্দ্ধিত হইয়া, অসুরগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন ॥

আভাস।

ঋষি ইঙ্গিত পূর্ব্বক প্রকাশ করিলেন যে, যখন যে কোন বিপদে পতিত হইবে, তখন তোমার এই পুত্রের শরণাপন্ন হইও। তোমার ইষ্টদেবতা এই পুত্রে আবিষ্ট আছেন; তাঁহার প্রসাদে তোমাদের সকল উপদ্রব নিবারিত হইবে; এবং এই তনয় আপামর সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করত, ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল বিধান করিবেন, সন্দেহ নাই ॥ ১২ ॥

মানবের কথা আর কি বলিব! দেবতাগণ অসুর-নিপীড়নে যখন নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হন, এমন কি! পুরন্দর অমরাবতী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলে, ইনিই সেই অমরবৃন্দকে রক্ষা করত, তাঁহাদিগকে স্বীয় বীর্য্যদানে পরিবর্দ্ধিত করিয়া তদ্দ্বারা দৈত্যকুলের পরাজয়-সাধন করেন ॥

হে গোপপতে! তোমার ইষ্টদেব সুপ্রসন্ন হইয়া আপনার সমতুল্য পুত্র প্রদানে তোমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। অতএব মুকুন্দ, মধুসূদন ও নারায়ণাদি নামে ইহাঁকে সম্বোধন কর! কিন্তু সাবধান! শ্রেয়স্কর ব্যাপারে অনেক বিঘ্ন জড়িত থাকে। সর্ব্বসময়ে অতি সতর্কতার

য এতস্মিন্ মহাভাগে প্রীতিং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ।
নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ।
তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে নারায়ণসমো গুণৈঃ
শ্রিয়া কীর্ত্ত্যানুভাবেন গোপায়স্ব সমাহিতঃ॥ ১৩॥

অন্বয়ঃ।

যে মানবাঃ এতস্মিন্ মহাভাগে পরমপুণ্যবতি প্রীতিং কুর্ব্বন্তি, অসুরাঃ বিষ্ণুপক্ষান্ ইব এতান্ কৃষ্ণপ্রীতান্ অরয়ঃ (বাহ্যাঃ প্রতিপক্ষজনাঃ আন্তরাঃ কামাদয়ঃ চ) ন অভিভবন্তি॥

তস্মাৎ হে নন্দ! তে তব আত্মজঃ শ্রিয়া সম্পত্ত্যা, কীর্ত্ত্যা সৎখ্যাত্যা, অনুভাবেন প্রতাপেন, গুণৈঃ নারায়ণসমঃ (অতঃ ত্বং) সমাহিতঃ সন্ তং গোপায়স্ব প্রতিপালয়॥ ১৩॥

শ্রীধরস্বামী।

অনেন রক্ষ্যমাণাঃ সমেধিতাশ্চ দস্যূন্ জিগ্যুঃ॥ ১৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নারায়ণসম ইতি ত্বদিষ্টদেবেন সন্তুষ্টেন শ্রীনারায়ণেন স্বসমঃ পুত্রস্তুভ্যং দত্ত ইতি ভাবঃ। অতো মুকুন্দ-মধুসূদন-নারায়ণাদিনামভিরয়মপ্যভিধীয়তাং। কিন্তু শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানীতি বিভাব্য সুসাবধানঃ সন্ গোপায় প্রতিক্ষণং পালয়। রক্ষিতঃ পুত্রোঽয়ং তে নারায়ণ ইব সর্ব্বোপদ্রবেভ্যো রক্ষিষ্যতীতি ভাবঃ। গোপায়স্বেতি পাঠে আত্মনে পদমার্ষং। বস্তুতস্তু নারায়ণঃ সমো যস্য, তত্রাপি গুণাদিভিরেব নতু দৈত্যমোক্ষদত্ব-ভক্তমহাভাবপ্রদত্ব-লক্ষ্মীদুর্ল্লভ-শ্রীরাসবিহারিত্বাদিভির্মহাগুণাদিভিরিতি সর্ব্বোৎকর্ষ আত্যন্তিকঃ শ্রীনারায়ণাদপ্যস্য ব্যঞ্জিতঃ। গোপানাং অয়ে লাভে। অয়ে শুভাবলবিধৌ বা সু- সমাহিতঃ॥ ১৩॥

যে সমস্ত ব্যক্তি এই পরম পবিত্র কৃষ্ণে প্রীতি করেন, তাঁহাদিগের কোন বিপদের ভয় থাকে না। যেমন দেবারিগণ বিষ্ণুপক্ষীয় অমরবৃন্দের কোন অনিষ্টাচরণে সমর্থ হয় না, সেইরূপ বাহিরের শত্রুকুল, বা আভ্যন্তরীক কামাদি রিপুসমূহ উক্ত কৃষ্ণপ্রেমিককে কোন মতে অভিভূত করিতে পারে না॥

অতএব হে নন্দ! তোমার এই পুত্র ঐশ্বর্য্য, সুখ্যাতি ও প্রতাপাদি গুণগ্রামে নিশ্চয় নারায়ণের সমতুল্য; তুমি ইহাঁকে অতি সাবধানে রক্ষা কর! ॥ ১৩॥

আভাস।

সহিত এই বালককে রক্ষা করিও! এই বালককে রক্ষা করিতে পারিলে, ভগবান্ নারায়ণকে সুরক্ষিত করা হইবে এবং সকল বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। নারায়ণসমঃ এই শব্দের এরূপ ব্যাখ্যা হয় যে, নারায়ণ যাঁহার সমতুল্য; অর্থাৎ যিনি বিষ্ণুদ্বেষী

ইত্যাত্মানং সমাদিশ্য গর্গে চ স্বগৃহং গতে।
নন্দঃ প্রমুদিতো মেনে আত্মানং পূর্ণমাশিষাং ॥ ১৪ ॥
কালেন ব্রজতা তাত গোকুলে রামকেশবৌ

অন্বয়ঃ।

ইতি আত্মানং নন্দং সমাদিশ্য গর্গে স্বগৃহং গতে সতি নন্দঃ প্রমুদিতঃ সন্ আশিষাং পূর্ণং আত্মানং মেনে ॥ ১৪ ॥

হে তাত বৎস! কালেন ব্রজতা গচ্ছতা কালেন, গোকুলে রামকেশবৌ জানুভ্যাং

শ্রীধরস্বামী।

ইতি আত্মানং প্রতি সমাদিশ্য আত্মানং শ্রীকৃষ্ণং বা। আশিষাং আশীর্ভিঃ ॥ ১৪ ॥

বালক্রীড়াচমৎকারৈঃ কৃষ্ণো রামেণ সংযুতঃ। পরমানন্দমাধত্ত ব্রজে নন্দযশোদয়োঃ।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

আত্মানং স্বং প্রতি। প্রাণানাহৃত্য মৌগ্ধ্যেন দুষ্টয়োঃ পূতনানসোঃ। শিষ্টবর্গপ্রকৃষ্টস্য গর্গস্যাপি মনোঽহরৎ ॥ ১৪ ॥

কালেন ব্রজতেতি। ঐশ্বর্য্যমিশ্রা কৃষ্ণস্য প্রোচ্য বাল্যস্য মাধুরীং। কেবলামের তাং

পুরোহিত গর্গ নন্দকে এইরূপ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক নিজ আশ্রমে গমন ক । নন্দও তদবধি আপনাকে কল্যাণপূর্ণজ্ঞানে অতীব আনন্দিত হইলেন ॥ ১৪ ॥

কিছুদিন পরে রাম এবং কৃষ্ণ দুই ভ্রাতাই জানুদ্বয়ে ও হস্তদ্বয়ে নির্ভর

আভাস।

দৈত্যগণকেও মোক্ষপদ প্রদান করিয়াছেন এবং ভক্তগণকে মহাভাব প্রদানে কৃতার্থ করিয়াছেন; নারায়ণ অপেক্ষাও তাঁহার উৎকর্ষ অধিক। ইনিই পূর্ণ ॥ ১৩ ॥

এদিকে গর্গাচার্য্যও শ্রীকৃষ্ণের পূতনাবধ ও শকটাসুরের নিধন প্রভৃতি বাল্যলীলা শ্রবণে বিমোহিত হইয়াছিলেন। তিনি গোপনে সংস্কার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া, নন্দকে সমস্ত উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। নন্দও অতি আনন্দ সহকারে নিজ পুরোহিতকে আহ্বান করত অতি সম্ভ্রমের সহিত বালকদ্বয়ের নামকরণাদি সংস্কার কার্য্য পুনরায় প্রকাশ্যে নির্ব্বাহ করিলেন ॥ ১৪ ॥

এক্ষণে শুকদেব ভক্তগণের ভাবোদ্দীপনার্থ এবং উপাসকগণের সহজ উপায় বিধানার্থ ভগবান্ বাসুদেবের সুমধুর বাল্যমাধুরী একে একে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভক্তহৃদয়ে প্রেমবীজ পুষ্ট হইলে, আবরণ উৎকীরণ পূর্ব্বক অঙ্কুরিত হয় এবং উদ্গত অঙ্কুর যেমন প্রথমতঃ অতি কোমল ও মৃদুরূপে মৃত্তিকা সংলগ্ন থাকিলেও, নিকটস্থ তৃণাদি নিরসন পূর্ব্বক প্রতিক্ষণে আশাপ্রদ রূপধারণে কল্পতরুর ন্যায় নন্দন-কাননের উদ্যানরক্ষকের হৃদয়ে যেরূপ নিত্য নূতন আনন্দের উদয় করে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া আবরণ-রূপা মহামোহশক্তি পূতনা

জানুভ্যাং সহ পাণিভ্যাং রিঙ্গমাণৌ বিজহ্রতুঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।

পাণিভ্যাং চ সহ রিঙ্গমাণৌ বিজহ্রতুঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

পূর্ণত্বমেব দর্শয়ন্নাহ কালেনেতি ॥ ১৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রাহ নিত্যভাব্যামুপাসকৈঃ ॥ ১৫ ॥

করত (হামা দিয়া) গোকুল মধ্যে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

আভাস।

নিশাচরী ও তৃণাবর্ত্ত নামক আশাজঞ্জালরূপ ঈশ্বরলাভের মহাকণ্টককে নিবারণ করিয়া, কেবল নন্দ যশোদার কেন? সমস্ত বৃন্দাবনবাসিগণের মহাবিঘ্ন দূর করিয়াছিলেন। তত্রত্য জনগণের, বিশেষত নন্দ ও যশোদার পাদপশূন্য হৃদয়ক্ষেত্র নবকিশলয়-সমাচ্ছাদিত কল্পতরু সদৃশ নব নীরদশ্যাম মদনমোহন কৃষ্ণতরু ঈষৎ অঙ্কুরিত হইয়াই মহামোহপ্রভাবে উজাড় মরুভূম নাম পরিত্যাগ করিল। বীজ অঙ্কুরিত হইলেই, ক্ষেত্রে ফল প্রসবের নিশ্চয়তা সম্ভব নহে। কৃষককে অনেক বিঘ্ন ও ব্যাঘাত অতিক্রম করিতে হয়; নতুবা অঙ্কুর অকালেই নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু বৃন্দাবনের কৃষকগণকে অঙ্কুর-রক্ষার্থ নিজেদের কোন প্রয়াস পাইতে হয় নাই। অঙ্কুর স্বয়ং বদ্ধমূল হইয়া, বিঘ্নাপসারণ করত পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। বীজ অঙ্কুরিত হইবার প্রথম বিঘ্ন মৃত্তিকার উপরিস্থিত অনাকৃষ্ট কঠিন স্তর; তাহা ভেদ করিতে না পারিলে, বীজ অঙ্কুরভাবে পরিণত হইতে পারে না। দ্বিতীয় তৃণাদি পার্শ্বস্থ কণ্টক সমূহ; যাহার পরিঘর্ষণে অঙ্কুর, বৃদ্ধির ব্যাঘাতে ক্রমশ ম্লান শীর্ণও অবশেষে শুষ্ক হইয়া যায়। ভগবান্ বাসুদেব সামান্য বালকের ন্যায় নন্দালয়ে আনীত। যশোদাদি তখন তাঁহার ব্রহ্মণ্যদেবের কোন পরিচয় না পাইয়া, প্রাকৃতিক শিশুবোধে পুত্রপ্রেমাদি সংসারমোহের কঠিন স্তর দ্বারা হৃদয় আবৃত করতই বাস করিতেছিলেন। ভূত-ভাবন শ্রীহরি আপনিই ভক্তের শ্রম লাঘব করিয়া, শান্তভাবের উদয় করিলেন। মাতৃবেশধারিণী মহামোহরূপা পূতনার নিধনে যশোদাদি গোপিকাগণের জননীয়াচিত অভিমান দূরে গেল; অথচ পুত্রপ্রেমের সহিত একটী অপূর্ব্ব আনন্দভাব অঙ্কুরিত হইল। ভগবানে তাঁহাদিগের মন নিবিষ্ট হইল; ভগবান অমনি তাঁহাদিগের কামনা-তৃণকে সমূলে নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায়ে স্বয়ং গুরু হইয়া, পালনকর্ত্রীকে বুঝাইলেন যে, জননী পালনের ভারই যখন সহ্য করিতে পারিতেছেন না, তখন ভাবি ভাগ্যভার কিরূপে সহ্য করিবেন? কামনা বায়ু খরতর বেগে বহিয়ে, কামী জীব অন্ধের ন্যায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়; এবং মূল উদ্দেশ্যও হারাইয়া ফেলেন। যশোদা শ্রীকৃষ্ণের ভূতিকামনায় অগাধ চিন্তাসাগরে মগ্ন হইয়া, কত প্রকারই ভাবিতেছিলেন; অভীষ্ট দানে বিলম্ব দেখিয়া, ফলদাতা ভগবানকে মনে মনে কতই গুরুভাব জ্ঞান করিতে-

তাবঙ্ঘ্রিযুগ্মমনুকৃষ্য সরীসৃপন্তৌ ঘোষপ্রঘোষরুচিরং ব্রজকর্দ্দমেষু।

অন্বয়ঃ।

অঙ্ঘ্রিযুগ্মং অনুকৃষ্য দ্রুতাকর্ষণেন ব্রজকর্দ্দমেষু সরীসৃপন্তৌ চলন্তৌ, ঘোষপ্রঘোষরুচিরং কটিপাদভূষণশব্দেন রুচিরং যথা স্যাৎ তথা তন্নাদহৃষ্টমনসৌ তৌ রামকৃষ্ণৌ লোকং

শ্রীধরস্বামী।

অনুকৃষ্য পুনঃ পুনরাকৃষ্য সরীসৃপন্তৌ অতিশয়েন চলন্তৌ কথং ঘোষাঃ কটিপাদভূষণকিঙ্কিণ্যঃ তেষাং প্রঘোষেণ রুচিরং যথা ভবতি তেষাং ঘোষাণাং নাদেন হৃষ্টং মনো

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অঙ্ঘ্রিযুগ্মমনুকৃষ্যেতি। জানুভ্যাং সঞ্চলনেন অঙ্ঘ্র্যোরাকর্ষণাৎ সরীসৃপন্তৌ কুটিলং গচ্ছন্তৌ ব্রজকর্দ্দমেষু গোরসগোবৎসমূত্রাদিকর্দ্দমিতব্রজাঙ্গণেষু। ঘোষাণাং গোপগোপীনাং প্রঘোষে হো হো ইতি মুখকরতালিকোদ্ঘোষঃ। তেন রুচিরং যথা সাত্তথা

গোমূত্র জনিত কর্দ্দমমধ্যে রিঙ্গণ পূর্ব্বক (হামাদিয়া) গমন কালে হস্ত পদাদির চাঞ্চল্যনিমিত্ত কিঙ্কিণ্যাদি আভরণের ধ্বনিতে আপনার আনন্দে

আভাস।

ছিলেন। বালক কৃষ্ণের অদৃষ্ট আশানুরূপ সুপ্রসন্ন হওয়া সুকঠিন বলিয়া যশোদার মনে যেমন উদয় হইল, অমনি বালক তাহার নিকট অতিশয় গুরু বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; তৃণরূপ আশা সূত্রের ভয়ানক আবর্ত্ত স্বরূপ প্রবল ঝটিকার প্রভাবে বিঘ্ন ও বিপত্তিরূপ বালুকারাশিতে চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত হইয়া গেল; যশোদার কোন লক্ষ্যই স্থির রহিল না। এমন কি! যাঁহার উন্নতি প্রার্থনীয়, সেই বালক কৃষ্ণের প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি স্থির রহিল না; বালক অপেক্ষা বালকের উন্নতির প্রতিই লক্ষ্য। তিনি আশার তরঙ্গে একরূপ অন্ধ হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ আশার মূলতরঙ্গ স্বরূপ তৃণাবর্ত্তকে নিহত করিয়া, জননীকে বুঝাইলেন, আমি ব্যতীত তোমার অন্য কোন চিন্তার বিষয় নাই! আমার উন্নতি আমার নিকট প্রার্থনীয়। ভক্ত অনন্যভাবে কেবল আমাকে ভজনা করিলে আমি তাহার সকল আশা বিনা অনুরোধে পূর্ণ করি। আশা চিন্তনীয় নহে; ভগবানই পরিচিন্ত্য। ভক্তের ভাবনা, অনুসারে ভগবান দেখা দেন; ও হৃদয়ের কামনা পুর্ণ করেন। ভগবানের বাল্য, যৌবন, জরা বা বার্দ্ধক্য নাই; ভক্তের ভাবনাই ভগবানের দেহ। যেমন সূর্য্যদেবের বাল্য, যৌবন বা বার্দ্ধক্য কেবল মধ্যবর্ত্তী তুষারাদি জনিত দৃষ্টির তারতম্যে ঘটে, সেইরূপ ভগবানের বাল্যাদিও অন্তরালবর্ত্তী কামনাজনিত উপলব্ধির ন্যূনাতিরিক্ততা মাত্র। ঈশ্বর জীবের উদ্ধারার্থ বিবিধ আয়োজন করিয়াছেন। একবার মাত্র তাঁহাতে চিত্ত সংযত করিতে পারিলে তিনি বিবিধ উপায়ে ক্রমশ সেই ভক্তহৃদয়ে সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করত, কামনা তুষারাদি নিবারণ পূর্ব্বক যেরূপে কৃতার্থ ও আত্মসাৎ করেন, শ্রীকৃষ্ণ-লীলাই তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয়। তিনি ভক্তকে অভিলষিত বিষয়ের হরণজনিত কোন ক্লেশ দেন নাই। যেমন সুচিকিৎসক রোগীর রোগ নির্ণয় পূর্ব্বক, রুচিকর অথচ অনুকূল পথ্য ব্যবস্থা ও প্রকৃত ঔষধি প্রদানে অতি

তস্মাদদ্যৈষ্টমনসাবনুসৃত্য লোকং মুগ্ধপ্রভীতবদুপেয়তুরন্তি মাত্রোঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ।

(মাত্রাদি স্বজন বোধেন) অনুসৃত্য অনুগম্য, মুগ্ধপ্রভীতবৎ মাত্রোঃ অন্তি নিকটং, উপেয়তুঃ প্রাপতুঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যয়োস্তৌ লোকং ইতস্ততো গচ্ছন্তং জনং অনুসৃত্য ত্রিচতুরাণি পদানি অনুগম্য মুগ্ধবৎ প্রভীতবচ্চ মাত্রোরন্তি সমীপে উপেয়তুঃ উপজগ্মতুঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যতস্তস্মাদেত্যাদি। ঘোষাঃ কিঙ্কিণ্য ইতি স্বামিচরণাঃ। লোকং ব্রজপুরন্ধ্রীজনং কিঞ্চিদাগতং মুগ্ধবৎ মাতরং মত্বৈবানুসৃত্য পশ্চাদন্যং জ্ঞাত্বা মাত্রোরন্তিকমুপেয়তুরতিপ্রত্যয়াদ্-যথান্যো মুগ্ধাদিবালস্তথৈব লীলাবেশেনেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

আপনারা হৃষ্ট হইয়া, স্বজন বোধে যে কোন সম্মুখবর্ত্তী লোকেরই অনুগমন করিতেন। এইরূপ দুই চারি পদই যাইয়াই যেন মুগ্ধের ন্যায়, ভীত হইয়া পুনরায় জননীর সন্নিকটে উপস্থিত হইতেন ॥ ১৬ ॥

আভাস।

চতুরতার সহিত রোগীকে রোগ হইতে মুক্ত করেন, সেইরূপ এই ভবরোগগ্রস্ত জীবকে প্রতিপদে আনন্দপ্রদ ও রুচি উৎপাদক প্রেমসুধা পথ্যের ব্যবস্থা ও ভক্তি প্রদানে যে মুক্ত করেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক লীলাতেই তাহা স্পষ্টত উপলব্ধি করা যায়। সংসারধর্ম্মে পুত্রই রত্ন স্বরূপ। পুত্রের দ্বারা লোকে ঐহিকের কীর্ত্তি, যশঃ ও সুখ লাভ করিয়া থাকেন; এবং মৃত্যুর পর পরজীবনে যমযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পান। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "তেনাস্য দ্বিতীয়ো তৃতীয়ো জন্ম" পুত্র জন্ম দ্বারা জাত ব্যক্তিরও পুনর্ব্বার দুইবার জন্ম গ্রহণ করা হয়। সুতরাং সংসার বিষবৃক্ষের এক মাত্র সুপীযূষ-পূর্ণ ফলই পুত্র; জনক জননীর হৃদয় ও মর্ম্মভাগ! ভগবান বৃন্দাবনবাসিগণের সমীপে সেই পুত্ররূপে আবির্ভূত; সুতরাং তাহাদের সৌভাগ্যের আর তুলনা নাই। বেদান্তের জ্ঞানই সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহ ভগবান। সর্ব্ব জীবহৃদয়েই তিনি অন্তর্য্যামি রূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনি হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা, মনের প্রবর্ত্তক, ইন্দ্রিয়ের নেতা এবং জীবস্বরূপকে স্বসত্তায় জীবিত রাখিয়াছেন। তিনি সর্ব্বসাক্ষী চৈতন্যময়। জীব চৈতন্যবিশিষ্ট, সুতরাং সকলকেই উপলব্ধি করিতে পারে; কিন্তু যাঁহার চৈতন্যে চেতন, সেই পরমপুরুষকে চিন্তনেই নানা সন্দেহ বোধ করে। পরে যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগসাধনে বা কেবল ভক্তি অবলম্বনে ও ভগবৎপ্রেমবলে ক্রমশ তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারে। দেহাভিমানী জীব দেহকেই আত্মা বলিয়া যতদিন জ্ঞান করে, ততদিন তাহাদের সংসার অনিবার্য্য। দেহের অতীত চৈতন্যবোধই সংসার তরণের উপায় ॥

শ্রীকৃষ্ণ বাল্যলীলা প্রকটন করত ব্রজমধ্যে গোমূত্র ও গোময়পঙ্কিল কর্দ্দমে পরিষিক্ত

তন্মাতরৌ নিজসুতৌ ঘৃণয়া স্নুবন্ত্যৌ পঙ্কাঙ্গরাগরুচিরাবুপগৃহ্য দোর্ভ্যাং।
দত্ত্বা স্তনং প্রপিবতোঃ স্ম মুখং নিরীক্ষ্য মুগ্ধস্মিতাল্পদশনং যযতুঃ প্রমোদং ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।

ঘৃণয়া পুত্রবাৎসল্যোত্থকৃপয়া স্নুবন্তৌ দুগ্ধস্রাবিস্তনে সত্যৌ তন্মাতরৌ যশোদারোহিণ্যৌ পঙ্করাগরুচিরৌ কর্দ্দমশোভিতৌ নিজসুতৌ দোর্ভ্যাং হস্তাভ্যাং, উপগৃহ্য গৃহীত্বা, স্তনং দত্ত্বা প্রপিবতোঃ তনয়োঃ মুগ্ধস্মিতাল্পদশনং সুন্দরহাস্যবিশিষ্টাল্পদশনং মুখং নিরীক্ষ্য প্রমোদং হর্ষং যযতুঃ প্রাপতুঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তদাচ তন্মাতরৌ নিজসুতৌ দোর্ভ্যামুপগৃহ্য প্রমোদং যযতুঃ। কথং ভূতে ঘৃণয়া কৃপয়া স্নুবন্ত্যৌ পয়ঃপূরপয়োধরে সত্যৌ পঙ্কেন অঙ্গরাগেণ রুচিরৌ কথম্ভূতং মুখং নিরীক্ষ্য মুগ্ধং মন্দং স্মিতং যস্মিন্ অল্পা দশনাশ্চ যস্মিন্ তচ্চ তচ্চ ॥ ১৭ ॥

শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তদা চ তয়ো র্মাতরৌ নিজসুতৌ দোর্ভ্যামুপগৃহ্য প্রমোদং যযতুঃ। নিজ নিজেত্যুক্তত্বাৎ তৌ দ্বাবপি প্রতি তয়ো র্দ্বয়োঃ সুতবুদ্ধিঃ। তে দ্বে প্রত্যেব তয়োরপি মাতৃবুদ্ধি র্বুধাতে। ঘৃণয়া বাৎসল্যোত্থকৃপয়া স্নুবন্তৌ দুগ্ধস্রাবিস্তনে সত্যৌ। সুন্দরে কিং ন সুন্দরমিতি ন্যায়েন পঙ্ক এবাঙ্গরাগতুল্যস্তেনাপি রুচিরৌ। মুখমিত্যেকত্বং স্বস্বলাল্যমুখাপেক্ষয়া মুগ্ধং মনোহরং স্মিতং যত্র প্রমাণতঃ সংখ্যাতশ্চাল্পা দশনা যত্র তচ্চ তচ্চ ॥ ১৭ ॥

পুত্র স্নেহে স্নুতপয়োধরা জননীদ্বয় কর্দ্দমলেপনে বালকের একটী বিশেষ সৌন্দর্য্য প্রতীতি করিয়া, বাহুদ্বয়ে বালককে আলিঙ্গন করত ক্রোড়ে লইতেন; এবং মুখে স্তন প্রদান করিয়া, কেবল মাত্র উদ্গত দুই চারিটী দন্তে বিরাজিত ঈষৎ হাস্যবিশিষ্ট মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া কতই আনন্দ অনুভব করিতেন ॥ ১৭ ॥

আভাস।

হইয়া জানুগমনে অগ্রসর হইতেন; নিজের গাত্রাভরণের শব্দেই নিজে আনন্দিত এবং অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তিকে আত্মীয়বোধে তাহারই পশ্চাৎ গমন করিতেন; পরে অপর ব্যক্তি বুঝিয়া যেন ভীত ও আশঙ্কিত হইয়া, নিজ জননীর সন্নিধানে উপস্থিত হইতেন। ইহা দর্শনে অন্যান্য গোপী উচ্চ হাস্য ও হো হো রব করিয়া, কতই আনন্দ ও প্রীতি অনুভব করিতেন যে, তাহা বলা যায় না। গো শব্দে ইন্দ্রিয়; পী শব্দে বৃত্তি। গোপী শব্দে ইন্দ্রিয়-বৃত্তিকে বুঝায়। বৃন্দাবনের ন্যায় জীবের হৃদয়-বৃন্দাবনে চৈতন্যময় পরম পুরুষকে জীব কখন গোরূপী ইন্দ্রিয়ের মলমূত্রাদি রূপ ক্রিয়ার অন্তরে নিয়ন্তা ও সাক্ষিরূপে উপলব্ধি করিতে পারে, তখনই কৃতার্থতার সোপান দেখিতে পায়। শ্রীকৃষ্ণ সকল গোপীর আদরের ধন হইলেও, যশোদাতে নিতান্ত প্রসন্ন; চৈতন্য সকল বৃত্তিতে অনুগত হইলেও, মনোবৃত্তিতে প্রসন্ন ভাব লাভ হয় ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

যর্হ্যঙ্গনাদর্শনীয়কুমারলীলাবন্তর্ব্রজে তদবলা প্রগৃহীতপুচ্ছৈঃ
বৎসৈরিতস্তত উভাবনুকৃষ্যমাণৌ প্রেক্ষন্ত উজ্ঝিতগৃহা জহসুর্হসন্তঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।

যর্হি যদা অন্তর্ব্রজে ব্রজমধ্যে প্রগৃহীতপুচ্ছৈঃ বৎসৈঃ ইতস্ততঃ আকৃষ্যমাণৌ অঙ্গনা-দর্শনীয় কুমারলীলৌ উভৌ রামকৃষ্ণৌ প্রেক্ষন্ত্যঃ দৃষ্টবত্যঃ অতএব উজ্ঝিতগৃহা গৃহকর্ম্মনিবৃত্তাঃ হসন্ত্যঃ অবলাঃ গোপ্যঃ জহসুঃ হৃষ্টাঃ আসন্ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যর্হি অঙ্গনানাং দর্শনীয়ঃ কুমারলীলা যয়োস্তথাভূতৌ জাতৌ তদা অন্তর্ব্রজে ব্রজমধ্যে তদবলা ব্রজাঙ্গনাঃ তৌ প্রেক্ষন্ত্যঃ প্রেক্ষমাণাঃ বিস্মৃতগৃহকৃত্যা হসন্ত্যো জহসুঃ। কথম্ভূতৌ তাভ্যাং প্রগৃহীতানি পুচ্ছানি যেষাং তৈঃ বৎসৈরিতস্ততোঽনুকৃষ্যমাণৌ ॥ ১৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যর্হি কিঞ্চিদ্বলাধিক্যপ্রকটনে সতি অঙ্গনানাং আ সম্যক্ প্রকারেণ দর্শনীয়া অতি চিত্তাকর্ষিণী কুমারসম্বন্ধিনী লীলা যয়ো স্তথাভূতা বভূতাং তং তদা অবলা স্তৌ প্রেক্ষন্ত্যঃ প্রেক্ষমাণা জহসুঃ। কীদৃশৌ তাভ্যাং গৃহীতপুচ্ছৈ র্বৎসৈ রিতস্ততশ্চ আকৃষ্যমাণাবিতি। শয়ানানাং বৎসানাং পুচ্ছান্ জানুচংক্রমণেন প্রাপ্য কিমিদমিতি সাশ্চর্য্যং মৌগ্ধ্যেন যদা করতলেন মুষ্টীকৃত্য গৃহীত স্তদা বৎসৈ রুত্থায় পলায্যতে। ততশ্চ মৌগ্ধ্যেন মুষ্টিমত্যজন্তৌ প্রত্যুত ভয়েন দৃঢ়তরীকুর্ব্বন্তৌ ভূতলে ঘৃষ্যমাণৌ রুদন্তৌ বিলোক্য হস্তনাদ্বৎসাদপি দুর্ব্বলৌ যুবামিতি হসন্ত্যো যত্নেন পুচ্ছং ত্যাজয়ামাসতুরিতি জ্ঞেয়ং ॥ ১৮ ॥

রমণীগণের অতীব দর্শনীয় সেই মনোরম বাল্যলীলাকালে যখন রামকৃষ্ণ ব্রজমধ্যে গোবৎসের পুচ্ছ ধারণ করিতেন এবং বৎসগণ ভয়ে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিত, তাঁহারাও যেন ভয়ে পুচ্ছ পরিত্যাগ না করিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া আকৃষ্ট হইতেন, হে মহারাজ! ব্রজাঙ্গনাগণ সমস্ত গৃহকার্য্য বিস্মৃত হইয়া হাস্য সহকারে এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া কতই আনন্দ লাভ করিতেন ॥ ১৮ ॥

আভাস।

অন্য গোপীরা কর্দ্দমলিপ্তাঙ্গ পরের তনয়কে ক্রোড়ে না নিলেও পারেন, কিন্তু যশোদা সর্ব্বাভরণের ঔজ্জ্বল্য প্রদ জীবনসর্ব্বস্ব নীলমণিকে বক্ষে ধারণ করত মনে করিতেন, কর্দ্দম তুই ধন্য! নতুবা কৃষ্ণাঙ্গে কেন এত শোভা প্রদান করিবি! অতএব তুইও আমার প্রিয়। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের বদন কমলে হৃদয়ের স্তন্যদানে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। মনস্বী জীবও যখন রাগাদি মলদূষিত বৃত্তি সংমিলিত জ্ঞান-ভাগে ভক্তি-পীযূষ প্রদানে সমর্থ হয়, তখনই কৃতার্থ ॥ ১৭ ॥

কালক্রমে তাঁহারা ব্রজমধ্যে ক্রমশ বল ও বীর্য্যসম্পন্ন হইয়া অতি-মনোহর ক্রীড়া দ্বারা পুরন্ধ্রীগণের অতীব হর্ষ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। জানুবর্ষণে অগ্রসর হইয়া স্তন্যপানা-

শৃঙ্গাগ্নিদংষ্ট্রিজলদ্বিকণ্টকেভ্যঃ ক্রীড়াপরাবতিচলৌ স্বসুতৌ নিষেদ্ধুং।
গৃহ্যাণি কর্ত্তুমপি যত্র ন তজ্জননৌ শেকাতে অলমতীব মনসোঽনবস্থাং।
কালেনাল্পেন রাজর্ষে রামঃ কৃষ্ণশ্চ গোব্রজে।
অঘৃষ্টজানুভিঃ পদ্ভির্বিচক্রমতুরোজসা।

অন্বয়ঃ।

ক্রীড়াপরৌ অতিচলৌ চপলৌ স্বসুতৌ শৃঙ্গ্যগ্নিদংষ্ট্রাহিজলদ্বিজকণ্টকেভ্যঃ নিষেদ্ধুং বারয়িতুং যত্র যদা, তজ্জননৌ গৃহ্যাণি গৃহোচিতানি কর্ম্মাণি অপি কর্ত্তুং ন শেকাতে (তদা জননৌ) মনসঃ অলং অত্যন্তং অনবস্থাং দৌস্থ্যং আপতুঃ॥

হে রাজর্ষে অল্পেন কালেন রামঃ কৃষ্ণঃ চ গোব্রজে অঘৃষ্টজানুভিঃ জানুঘর্ষণং বিনা পদ্ভিঃ, এব ওজসা বেগেন বিচক্রমতুঃ বিজহ্রতুঃ॥

শ্রীধরস্বামী।

অতি চপলৌ তৌ শৃঙ্গ্যাদিভ্যো নিষেদ্ধুং গৃহোচিতানি কর্ম্মাণিচ কর্ত্তুং যত্র তদা

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অতিচলৌ তৌ শৃঙ্গাদীন্ ধর্ত্তু চলন্তৌ তৈঃ সহ ক্রীড়িতুমিচ্ছন্তৌ বা তৌ তেভ্যো নিষেদ্ধুং গৃহোচিতানি কর্ম্মাণি চ কর্ত্তুং যত্র যদা তজ্জননৌ ন শেকতু স্তদা মনসোঽনবস্থাং চাপল্যং বাৎসল্যস্থায়িপোষকসঞ্চারিভাবং [illegible]। তত্র শৃঙ্গিণো বৃষাদয়ঃ। দংষ্ট্রিণঃ বৃকুরাদয়ঃ। দ্বিজাঃ পক্ষিণঃ॥

তাঁহারা এত চপলতা পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেন যে, জননীদ্বয় বালকদিগকে অগ্নি, শৃঙ্গী, দংষ্ট্রী, সর্প, জল, হিংস্র পক্ষী ও কণ্টকাদি হইতে রক্ষা করিবার জন্য সততই ব্যতিবস্ত থাকিতেন; এমন কি? তাঁহারা রামকৃষ্ণের জন্য কোন গৃহকার্য্য করিতেই পারিতেন না॥

হে রাজেন্দ্র! ক্রমে অতি অল্পকাল মধ্যে উভয় ভ্রাতা জানু গমন পরিত্যাগ করিয়া ব্রজ মধ্যে বেগে পাদচারণেই বিচরণ করিতে লাগিলেন॥

অনুবাদ।

বসানে বিশ্রামকারী গোবৎসের পুচ্ছধারণ করিতেন। তখন বৎসগণ ভয়ে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ইতস্তত দৌড়াইতে থাকিলে রামকৃষ্ণও বেগ ভয়ে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলপূর্ব্বক পুচ্ছ ধারণ করিয়া থাকিতেন; সুতরাং বৎসগণের বেগে গমনে তাঁহারাও ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া বেগে আকৃষ্ট হইতেন। যুবতিগণ তদ্দর্শনে উচ্চ হাস্য করত রামকৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেন "রে পুত্র! তোমরা এখনও সামান্য গোবৎসকেও বলে অতিক্রম করিতে পার না।" এবং নিকটে আসিয়া হস্ত হইতে পুচ্ছ ছাড়াইয়া তাঁহাদিগকে বক্ষে উত্তোলন করিয়া লইলেন। জীবও যখন জ্ঞানবীজকে ক্ষিপ্রগতি ইন্দ্রিয়গণের অনুগমনে নিরীক্ষণ করিয়া বিষমগতি ইন্দ্রিয়গণ হইতে বিভক্ত করত শুদ্ধ চৈতন্যভাগকে

ততশ্চ ভগবান্ কৃষ্ণো বয়স্যৈর্ব্রজবালকৈঃ।
সহরামো ব্রজস্ত্রীণাং চিক্রীড়ে জনয়ন্মুদং।
কৃষ্ণস্য গোপ্যো রুচিরং বীক্ষ্য কৌমারচাপলং।
শৃণন্ত্যাঃ কিল তন্মাতুরিতি হোচুঃ সমাগতাঃ॥ ১৯॥

অন্বয়ঃ।

ততঃ সহরামঃ ভগবান্ কৃষ্ণঃ বয়স্যৈঃ ব্রজবালকৈঃ সহ ব্রজস্ত্রীণাং মুদং জনয়ন্ চিক্রীড়ে॥

কৃষ্ণস্য রুচিরং মনোহরং কৌমারচাপলং বাল্যচাঞ্চল্যং বীক্ষ্য শৃণন্ত্যাঃ শৃণ্বত্যাঃ তন্মাতুঃ (সমীপে) সমাগতাঃ সত্যঃ কিল ইতি হ উচুঃ॥ ১৯॥

শ্রীধরস্বামী।

তজ্জনন্যৌ ন শেকাতে যদা অলং মনসোঽনবস্থাং আপতুরিতি গৃহসৌখ্যস্য পরাকাষ্ঠা দর্শিতা॥ ১৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অঘৃষ্টানি ভূমিঘর্ষণমপ্রাপ্তানি জাগুনি যেষু তৈঃ পদ্ভির্জানুসংঘর্ষণংবিনৈবেত্যর্থঃ। ওজসা অঞ্জসেতিচ পাঠঃ॥

সহরাম ইতি গব্যমোষণাদিলীলায়াং কৃষ্ণস্যৈব প্রাধান্যাৎ॥ ১৯॥

অনন্তর ভগবান্ কৃষ্ণ, বলরাম ও সমবয়স্ক ব্রজবালকদের সহিত ক্রীড়া করত ব্রজস্ত্রীগণের বিশেষ আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন॥

গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যোচিত মধুর চপলতা সন্দর্শন পূর্ব্বক সকলে যশোদা সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শ্রবণ করাইয়া বলিয়াছিলেন যে। ১৯।

আভাস।

হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন তখনই গোবিন্দদেবের নিকটবর্ত্তী কৃপাপাত্র বলিয়া পরিজ্ঞাত হইবেন। ১৮॥

জানু গমনে সমর্থ হইয়াই রাম কৃষ্ণ ব্রজ মধ্যে এত চঞ্চল ও ধার্ষ্টতা সহকারে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন যে, জননীরা তাঁহাদের জন্য সর্ব্বদাই অতি ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহারা সাধারণ শিশুর ন্যায় বালোচিত ক্রীড়ার নিয়মানুসারে আত্মরক্ষায় দৃষ্টি না করিয়া, অগ্নি শৃঙ্গী প্রভৃতি অনিষ্টকর বস্তু ধরিতে সর্ব্বদাই অগ্রসর হইতেন; নিস্তব্ধ ভাবে ক্ষণকালও বিশ্রাম করিতেন না। সুতরাং যশোদা ও রোহিণী পুত্রের রক্ষার্থ সতত তাহাদের প্রতিই দৃষ্টি নিহিত রাখিতেন; ক্ষণকালের জন্যও দৃষ্টি ফেলনে সমর্থ হইতেন না। তাহারা গৃহকর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া পুত্রের জন্য সততই উদ্বিগ্ন থাকিতেন। বিবিধ বাল্যলীলার দ্বারা ব্রজবাসী সমস্ত লোকেরই আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন॥ ১৯॥

বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ক্রোশসংজাতহাসঃ
স্তেয়ং স্বাদ্বত্যথদধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ।
মর্কান্ ভোক্ষ্যন্ বিভজতি সচেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি
দ্রব্যালাভে স গৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ।

(অয়ং কৃষ্ণঃ) ক্বচিৎ কুত্রচিৎ অসময়ে অদোহনকালে বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্রোশসংজাতহাসঃ ভবতি (আক্রোশং দর্শয়িত্বা হসতি, গোপীনাং ক্রোশে সতি উচ্চৈঃ হসতি) কল্পিতৈঃ স্তেয়-যোগৈঃ চৌর্য্যোপায়ৈঃ স্তেয়ং চৌর্য্যার্জ্জিতং স্বাদু দধিপয়ঃ অত্তি খাদতি; ভোক্ষ্যন্ মর্কান্ মর্কটান্ বিভজতি (তত্র কোঽপি বানরঃ) ন অত্তি চেৎ ভাণ্ডং ভিনত্তি, দ্রব্যালাভে গৃহকুপিতঃ সন্ তোকান্ বালান্ উপক্রোশ্য রোদয়িত্বা সঃ যাতি পলায়তে ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কৃষ্ণচাপল্যচৌর্য্যাণি সহৈবাখিলসন্নতঃ। প্রজল্পন্ত্যঃ সমাগত্য গোপ্যো গোপ্যৈ মুদং দদুঃ। অসময়ে অদোহনকালে ক্রোশসঞ্জাতহাসঃ। স্তেয়ং চৌর্য্যার্জ্জিতং নতু দত্তং তত্রাপি স্বাদু নেতরৎ। দধিচ পয়শ্চ দধিপয়োঽত্তি, কিঞ্চ ভোক্ষ্যান্ মর্কান্ প্রতি বিভজ্য দদাতি তেষাং মধ্যে তৃপ্তত্বেন স কোঽপি নাত্তি চেৎ তর্হি ভাণ্ডং ভিনত্তি ক্বচিদ্ দ্রব্যসাভাবে সতি সঃ গৃহান্ ধক্ষ্যামীত্যেবং কুপিতো যাতি যদ্বা সগৃহা গৃহিণঃ তেভ্যঃ কুপিতশ্চেষাং তোকান্ পর্য্যঙ্কাদিষু সুপ্তানুপক্রোশ্য রোদয়িত্বা যাতীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ক্বচিরং সুখদং হন্তৈতাদৃশং সুখমস্মৎপ্রিয়সখ্যা শ্রীযশোদয়া ন প্রাপ্তং তদস্মচ্চাক্ষুষ-মেতত্তস্যাঃ শ্রাব মপ্যস্থিতি তত্র গত্বা শৃণুত্যা শৃণুন্ত্যৈ স্বপুত্রচরিত্রশ্রবণার্থং গৃহকার্য্যশতমপি ত্যজন্ত্যৈ তন্মাত্রে উপালম্ভনদানমিষেণ পরমানন্দমেব দাতুমিতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

তোমার এই গোপাল বড়ই অস্থির। এ কোথা হইতে আসিয়া গোদোহনের পূর্ব্বে যে বৎসগণকে রজ্জুমুক্ত করিয়া দেয়, আমরা তাহার কিছুই স্থির করিতে পারি না। তজ্জন্য যদি তাহাকে তর্জ্জন করা যায়, তাহা হইলে উচ্চ হাস্য করিয়াই পলায়ন করে। গৃহ মধ্য হইতে চুরি করিয়া সুমিষ্ট দধি দুগ্ধাদি ভোজন করে, আবার স্বয়ং ভোজন করিতে করিতে বানরগণকে প্রদান করে; যদি কোন বানর তদ্দত্ত সামগ্রী না খায়, ক্রোধে নিকটস্থ দধিভাণ্ডাদি

আভাস।

শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় জননীর ন্যায় যাবতীয় গোপীগণের এত উৎসাহ, হর্ষ ও প্রেম বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেকে আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। তাঁহারা ভাবিতেন যে, কৃষ্ণ তাঁহাদের সমীপে যেরূপ চপলতার সহিত ক্রীড়াদি করিতেন

হস্তাগ্রাহ্যে রচয়তি বিধিং পাঠকোলূখলাদ্যৈ
শ্ছিদ্রং হ্যন্তর্নিহিতবয়ুনঃ শিক্যভাণ্ডেষু তদ্বিৎ।

অন্বয়ঃ।

অথ যর্হি কালে গোপাঃ গৃহকৃত্যেষু ব্যগ্রচিত্তাঃ ভবন্তি তদা অন্তর্নিহিতবয়ুনঃ (অন্তরেব নিহিতং সংবৃত্তং ধৃতং বয়ুনং জ্ঞানং সর্ব্ববুদ্ধি র্যেন সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) ধান্যাগারে অন্ধকারাচ্ছন্নগৃহেঽপি, ধৃতমণিগণং মণিশোভয়া উজ্জ্বলং স্বাঙ্গং স্বীয় শ্যামকলেবরং অর্থ-

শ্রীধরস্বামী।

কল্পিতৈস্তেস্তেয়যোগৈ রিত্যুক্তং প্রপঞ্চয়তি হস্তাগ্রাহ্য ইতি। তুঙ্গশিকস্থ ভাণ্ডেষু অন্ত-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সখি যশোদে শৃণু স্বপুত্রস্য চৌর্য্যচাতুর্য্য মিত্যাহুঃ বৎসানিতি। এতৎ পুরেঽদ্য শূন্যগৃহেষু দধি চোরয়ামীতি মনসি কৃত্বা গত্বা গত্বা গৃহান্ জনশূন্যাংশ্চকার্ষুঃ ক্বচিদ্দিবসে অসময়ে অদোহকালে বৎসান্ মুঞ্চন্ ভবতি। ততশ্চেতস্ততো ধাবতো বৎসান্ পরাবর্ত্তয়িতুং তদনুপদং গৃহান্নিঃসৃত্য জনেষু ধাবৎসু ভগ্নগৃহান্ প্রবিশ্য দধি চোরয়িত্বা পলায়ত ইতি ভাবঃ। অন্যস্মিন্নহনি অরে দধিচোরঃ কৃষ্ণ আগত স্তদ্ধ্যতাং নহ্যতামিত্যাদি ক্রোশে আক্রোশে কৃতে সতি সঞ্জাতহাসো ভবতি। অথ তদনন্তরমেব মহামাদকহাস্যমধুপান-বৈবশ্যেন জড়ীভূতাস্বস্মাসু পশ্যতীষ্বপি নিষেদ্ধৃ মপারয়ন্তীষু দধিপয়োঽত্তি। তত্রৈবোষিত্বা ভুঙ্‌ক্তে নাপি পলায়তে অকস্মাৎ মোহিতীকৃতত্বাদিতি ভাবঃ। নন্বেরঞ্চেদ্দধিলম্পট মিমং প্রথমমেবোদরপূরং কথং ন ভোজয়ধ্বে তত্র ত্বয়াঽভীক্ষ্ণং ভোজিতস্যাস্য ন বুভুক্ষাদিকং কিন্তু স্তেয়ং তেন কর্ম্মৈব স্বাদু অতস্তোষিতমেব দধ্যাদিকমস্মৈ রোচতে নতু দত্তমিতি ভাবঃ। তদেবং পরোক্ষ মপরোক্ষঞ্চেতি দ্বিবিধং চৌর্য্যং বৎসমোচনহাস্যাভ্যাং জ্ঞাপিতং। এবং কল্পিতৈঃ স্ববুদ্ধ্যৈব রচিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ চৌর্য্যোপায়ৈরপরৈরপি লোষ্ট্রক্ষেপাদিভির-পরস্মিন্ পরস্মিন্নপি দিনে ভোক্ষ্যন্ স্বভোজনাৎ পূর্ব্বমেব মর্কান্ মর্কটান্ প্রতি বিভজতি অয়ময়ং ভবতাং প্রত্যেকং ভাগ ইতি বিভজ্য দদাতি। বহুত্র ভোজিতত্বনাতিতৃপ্তত্বাৎ তেষাং মধ্যে স একোঽপি মর্কটো নাস্তি চেত্তদা যুষ্মান্ বিনা কিংমে ভোজনেনাহপি

ভগ্ন করে। চুরি করিতে গিয়া যদি গৃহে কিছু না পায়, সেই গৃহের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া নিদ্রিত শিশুকে কাঁদাইয়া দিয়া পলায়ন করে॥ ২০॥

আভাস।

জননী সন্নিধানে সেরূপ করিতেন না। অন্যের নিকট ধাষ্টর্য্য হইলেও জননী সমীপে তাহা অতীব মধুর এই বলিয়া তাহারা যেন কৃষ্ণকে তাড়না করাইবার জন্যই একদিন যশোদার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার অলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগের সহিত যেরূপ প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়ের আকর্ষক লীলা দ্বারা চিত্ত বিমোহিত করিতেন, সেই সমস্ত বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

ধ্বান্তাগারে ধৃতমণিগণং স্বাঙ্গমর্থপ্রদীপং
কালে গোপ্যো যর্হি গৃহকৃত্যেষু ব্যগ্রচিত্তাঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ।

প্রদীপং (চৌর্য্যসাধনে পরিকল্প্য গৃহং প্রবিশতি তথা তত্র) হস্তাগ্রাহ্যে সতি পীঠকোলূখলাদৈঃ বিধিং গ্রহনোপায়ং, প্রকল্প্য তদ্বিৎ সর্ব্বজ্ঞঃ সঃ শিক্যভাণ্ডেষু উচ্চস্থপাত্রেষু (দ্রব্যলাভায়) ছিদ্রং রচয়তি ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নিহিত দধাদৌ বয়ুনং জ্ঞানং যস্য সঃ। ছিদ্রং রচয়তি তদ্বিৎ ছিদ্ররচনাবিৎ ধ্বান্তযুক্তে গৃহে সাঙ্গমেবার্থে প্রদীপং রচয়তি বিশেষতো ধৃতম ণিগণং যর্হি যস্মিন্ কালে ॥ ২১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ন ভুঙ্গে ইতি দুঃখেন ভাণ্ডং দধিপূর্ণং দিনন্তি কদাচিৎ শূন্যগৃহে প্রবিশ্য দধ্যাদিদ্রব্যালাভে সতি সগৃহায় গৃহসাইতজনায়ৈব কুপিতঃ তিষ্ঠ রে তিষ্ঠ শ্বঃ প্রাতর্জ্বলদ্দারমেকং গৃহীত্বৈব চৌর্য্যার্থমেষ্যামি যত্র দধি ন প্রাপ্স্যামি তদ্গৃহং সবালবৃদ্ধমেব ধক্ষ্যামীত্যুক্ত্বা তোকান্ বালাপত্যানি উপক্রুশ্য নখাদ্যাঘাতেন রোদয়িত্বা যাতি। কস্মিশ্চিদন্যস্মিন্ গৃহে প্রবিষ্টঃ সন্ হস্তেন গ্রহীতু মশক্যে দধিভাণ্ডে বিধিমুপায়ং রচয়তি। উপর্য্যুপরি নিহিতদ্বিত্র পীঠারোহণেন বা উদূখলারোহণেন বা বালস্কন্ধারোহণেন বেত্যর্থঃ। অতিতুঙ্গ শিক্যবর্ত্তি ভাণ্ডেষু অন্তর্নিহিতে দধ্যাদৌ বয়ুনং—জ্ঞানং যস্য স ভাণ্ডচৈক্যদর্শনেনৈবেতি ভাবঃ। অবরোপয়িতুমশক্তঃ সশল্যলগুড়েন ছিদ্রং রচয়তি তদ্বিৎ ছিদ্রং কর্ত্তুং ছিদ্রেন ধারাং পাতয়িতুং ধারয়া চ ব্যাদাতুং স্বস্য বালানাঞ্চ মুখং পূরয়িতুং বেত্তীতি সঃ। নচান্ধকারেঽপি চৌর্য্যাসামর্থ্যমিত্যাহুঃ। ধ্বান্তযুক্তেঽগারে স্বাঙ্গং স্বীয় শ্যামাঙ্গমপি অর্থপ্রদীপং রচয়তি। তত্রাপি ধৃতমণিগণমিতি কিমপ্যবিহিতং ন তিষ্ঠতীতি কথং সাবধানা ন তিষ্ঠতেতি চেত্তত্রাহঃ কালে ইতি। যদ্যপ্যস্য স্মিতকলভাষণমধুরচলনগাত্রলাবণ্যাদি মধ্যেব প্রত্যক্ষ চৌর্য্য নিষ্পাদিনী মোহিনী বিদ্যেবাস্তি তদাপি বাল্য মৌগ্ধ্যবশাৎ পরোক্ষ চৌর্য্য প্রিয় এবাসৌ বুধ্যত ইত্যত এব কা কুত্র কিং কুরুতে ইতি বালসহচরপ্রেষণাদিনা প্রতিক্ষণমনুসন্ধত্ত ইতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

অনন্তর গোপিকারা সকলে যখন গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকে, সেই সময় তোমার বালক অতি নিভৃত অন্ধকারময় গৃহ মধ্যেও স্বীয় মণিময় ভূষণবিশিষ্ট অঙ্গ-কান্তিতে আলোকিত করত গোপনে প্রবেশ পূর্ব্বক অতি উচ্চ শিক্যস্থ ভাণ্ড-

আভাস।

তাঁহারা বলিলেন সখি যশোদে! তোমার পুত্রের চৌর্য্যচাতুর্য্য বর্ণন করি শ্রবণ কর। কৃষ্ণ যে দিন মনে করিবে যে অদ্য এই গৃহে দধি আদি চুরি করিব, কাহার সাধ্য তাহারে প্রতিবন্ধক করে। প্রথমত বাটীতে প্রবেশ পূর্ব্বক গৃহটী জনশূন্য করিবার চেষ্টায়

এবং ধার্ষ্ট্যান্যুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ
স্তেয়োপায়ৈর্বিরচিতকৃতিঃ সুপ্রতীকো যথাস্তে।

অন্বয়ঃ।

উশতি হে কমনীয়ে যশোদে! এবং (প্রকারেন) ধার্ষ্ট্যানি প্রাগল্ভ্যানি তথা বাস্তৌ সুমার্জ্জিতে গৃহে মেহনাদীনি পুরীষোৎসর্গাদীনি, কুরুতে। স্তেয়োপায়ৈঃ বিরচিতকৃতি

শ্রীধরস্বামী।

রে রে চৌর ইত্যাকৃষ্টো জল্পতি ত্বমেব চৌর অহং গৃহস্বামী ইত্যাদীনি ধার্ষ্ট্যানি প্রাগল্ভ্যানি উশতি ভোঃ কমনীয়ে যশোদে যদ্বা উশতি বাস্তৌ স্বমার্জ্জিতে গৃহে মেহনাদীনি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ন কেবলং চৌর্য্যমেব কুরুতে ইত্যাহুঃ এবমিতি। উশতি হে কমনীয়ে স্বপুত্রগুণ শ্রবণেনানন্দিতে হে যশস্বিনি বাস্তৌ দেবপূজার্থমুপলিপ্তভূমৌ মেহনাদীনি মূত্রপুরীষোৎ স্বর্গাদীনি ধার্ষ্ট্যান্যুপদ্রবান্ পুরন্ধ্রীজনচেতোহরীয়াকর্ষণ বিবাহচিকীর্ষা পাদপ্রহারা-দীনি কিঞ্চ তবানেন তনয়েন মহতী সম্পত্তি র্ভাবিনীত্যাহ। স্তেয়রূপৈ রুপায়ৈ বিত্তার্জ্জনৈ বিশেষেণ রচিতা কৃতি র্ব্যাপারো যেন সঃ বাল্যে দধি চোরয়তি যৌবনে পরবিত্ত কলত্রাদীন্যপি চোরয়িষ্যতীতি ভাবঃ। ত্বৎসমীপে তু সুপ্রতীকঃ সাধুরিবাস্তে। তাসাং

মধ্যে যে কিছু থাকে, কি আশ্চর্য্য! কৃষ্ণ সমস্ত জানিতে পারে; এবং পীঠ ও উদূখলাদি উপর্য্যুপরি রাখিয়া তদুপরি আরোহণ করে দ্রব্য সামগ্রী গ্রহণ করে; আর যদি হস্ত দ্বারা নিতান্ত না পায়, তবে ভাণ্ডের অধোদেশে ছিদ্র করিয়া দেয় এবং পতিত নবনী প্রভৃতি ঊর্দ্ধে মুখ প্রসারণ পূর্ব্বক ভোজন করে॥ ২১॥

হে চারুশীলে! কৃষ্ণ এই প্রকার নানা ধৃষ্টতা করে; গৃহাদি উত্তম পরিষ্কৃত ও সম্মার্জিত দেখিলে তথায় মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করে। দেখ? তোমার অসাক্ষাতে এত উৎপাত করে, কিন্তু এখন কেমন সুবোধের ন্যায় তোমার নিকট উপস্থিত আছে। গোপিকাগণ তৎকালে

আভাস।

দোহনের পূর্ব্বেই গোবৎসগুলিকে গোপনে ছাড়িয়া দেয়। তখন বৎস সকল ইতস্তত ধাবিত হইলে গৃহস্থেরা বৎস ধরিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলে কৃষ্ণ শূন্যগৃহ পাইয়া দধি দুগ্ধাদি অপহরণ করত পলায়ন করে। অন্য দিন সেই গৃহে যাইতে দেখিলে যদি আমরা বলি, "ওরে সেই দধি চোর কৃষ্ণ আসিয়াছে; ভিতরে যাইতে দিও না," তাহা হইলে সে এরূপ হাস্য করে যে, আমরা সমস্তই ভুলিয়া যাই। দধি প্রভৃতি সাবধানে রাখা দূরে থাকুক আমাদের সমক্ষেই লইয়া সম্মুখেই খাইতে আরম্ভ করে। যদি

ইত্থং স্ত্রীভিঃ সভয়নয়নশ্রীমুখালোকিনীভি
র্ব্যাখ্যাতার্থা প্রহসিতমুখী ন্যহ্নুপালব্ধুমৈচ্ছৎ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ।

বিবিধকর্ম্মকারী কৃষ্ণঃ ত্বৎসমীপে যথা সুপ্রতীকঃ সাধুঃ ইব আস্তে। সভয়নয়নশ্রীমুখালোকিনীভিঃ স্ত্রীভিঃ ইত্থং ব্যাখ্যাতার্থা যশোদা প্রহসিতমুখী সতী (বালকং) উপালব্ধুং আক্ষেপ্তুং ন ঐচ্ছৎ ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

পুরীষোৎসর্গাদীনি কুরুতে এবং স্তোয়োপায়ৈ র্বিরচিতা কৃতিঃ কর্ম্ম যেন সঃ ত্বৎসমীপে সুপ্রতীকঃ সাধুরিব আস্তে। সভয়ে নয়নে যস্মিন্ তচ্চ তৎ শ্রীযুক্তং মুখঞ্চ তদালোকিনীভিঃ ব্যাখ্যাতার্থা প্রখ্যাপিতাত্মজকর্ম্মফলা উপালব্ধুং আক্ষেপ্তুং নৈচ্ছৎ ॥ ২২।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রেমবিশেষময়ফুৎকারফলমাহ সভয়নয়নং মাতা মাং তাড়য়িষ্যতীতি শঙ্কাব্যাকুলং শ্রীযুক্তং সচকিতবিহ্বলদৃষ্টিত্বলক্ষণশোভাবিশিষ্টং মুখমালোকয়িতুং শীলং যাসাং তাভি র্ব্যাখ্যাতোঽর্থঃ শ্রীকৃষ্ণদাষ্টর্ত্যদর্শনশ্রবণবিবিধভাবশোভিততন্মুখাবলোকনোত্থআনন্দো যস্যৈ সা। এতএব প্রহসিতমুখী তাসাং স্বস্য চানন্দেন প্রফুল্লিতমুখী উপালব্ধুমাক্ষেপ্তুং নৈচ্ছদিচ্ছামপি নাকরোৎ। মৎসুতধার্ষ্ট্যেনেমা আনন্দে নিমজ্জন্তু তত্তৎ সূচয়ন্ত্যো মামপি নিমজ্জয়ন্ত্বিত্যাকাঙ্ক্ষয়েতি ভাবঃ। ২২।

যেন শ্রীকৃষ্ণের সভয় নয়নের দিকে নিরীক্ষণ করত এই সমস্ত বলিলেন বটে, কিন্তু যশোদা তাহা শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে লাগিলেন; বালককে তিরস্কার করিতে পারিলেন না ॥ ২২ ॥

আভাস।

তুমি বল যে আমার কৃষ্ণ যদি এত দধিলোভী হয় তবে তাহাকে এক বার উদর পূর্ণ করিয়া খাওয়াইলেইত পার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইলে সে আর চুরি করিবে না; তাহা নহে। কারণ চুরি করিবার ক্ষুধাত নিবৃত্ত হইবে না। খাইতে দিলে সে খায় না। চুরি করা সামগ্রীই সে ভালবাসে। আমরা যদি অতি গোপন পূর্ব্বক কোন নির্জ্জন অন্ধকার গৃহে অতি উচ্চ শিক্যার উপর সর্ব্ব নিম্ন কোন ভাণ্ডে দধি লুকাইয়া রাখি, তোমার বালক যেন তাহা অগ্রেই জানিতে পারে। অন্ধকার গৃহে তাহার প্রবেশের কোন প্রতিবন্ধক নাই। কারণ সুবর্ণজড়িত মণিময় আভরণে শ্যামকলেবরে এতই জ্যোতি উৎপাদন করে যে, প্রবেশ মাত্র গৃহের সকল আঁধারই দূরে যায়; সে সকলই প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়। তৎপরে গৃহস্থিত কোন্ ভাণ্ডে যে কি আছে, তাহা সে অবলীলাক্রমে বুঝিতে পারে। পরে পীঠ ও উদূখলাদি উপর্য্যুপরি রাখিয়া তদুপরি আরোহণ পূর্ব্বক উচ্চস্থ ভাণ্ড হইতে দধি গ্রহণ করে। যদি শিক্যস্থ সর্ব্বনিম্ন ভাণ্ডে দধি রাখি, নিতান্তই হস্ত দ্বারা নামাইতে

একদা ক্রীড়মানাস্তে রামাদ্যা গোপবালকাঃ।
কৃষ্ণো মৃদং ভক্ষিতবানিতি মাত্রে ন্যবেদয়ন্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ।

অথ একদা ক্রীড়মানঃ তে রামাদ্যাঃ গোপবালকাঃ কৃষ্ণঃ মৃদং ভক্ষিতবান্ ইতি মাত্রে যশোদায়ৈ ন্যবেদয়ন্ অকথয়ন্ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কদাচিদপরাধান্তরে উপালভত তদা তু মহদাশ্চর্য্যমিদমিতি কথয়ন্নাহ একদেতি। ২৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পুরন্ধ্রীণাং সূচনায়াং বাৎসল্যরসাস্বাদফলকং সমাপ্য সহচরাণামপি সূচনং বিস্ময়রসাস্বাদোদর্কমাহ একদেতি। দধ্নঃ স্তেয়েঽনুপালম্ভং প্রোচুঃ প্রাহ মৃদোঽশনে। উপালম্ভং জনন্যেতি দ্বয়ে প্রেমিতি হেতুতাং। ২৩।

একদিন বলরাম ও গোপবালকগণ একত্র ক্রীড়া করিতে করিতে যশোদাকে আসিয়া বলিল, দেখ? তোমার গোপাল মৃত্তিকা খাইয়াছে ॥ ২৩ ॥

আভাস।

না পারে, তাহা হইলে লগুড়ের দ্বারা ভাণ্ডের নিম্নভাগে ছিদ্র করিয়া দেয়; তৎপরে নিজে ও বয়স্যগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক অধঃপতিত দধি ভোজন করে। একাকী ভোজন করিলেও ভাল, সে তাহা করে না; যেমন নিজে খায় আবার বানরগণকে সম্বোধন করিয়া অপহৃত দ্রব্য বিভাগ করিয়া দেয়; তখনও কোন তাড়না করিবার অধিকার নাই। কারণ বানরগণ তদ্ধৃত সামগ্রী যদি না খায়, তাহা হইলে ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক গৃহস্থিত যাবতীয় ভাণ্ড চূর্ণ করিয়া দেয় ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণজননি যশোদে! স্বীয় পুত্রের গুণ শ্রবণে আর হর্ষ প্রকাশ করিও না? কেবল চুরি করিয়া নিরস্ত থাকিলেও যথেষ্ট, তাহা নহে। সম্মার্জ্জিত গৃহাদি দেখিলে অগ্রে সেখানে যাইয়া মল মূত্র পরিত্যাগ করে যাহাই হউক তুমি কৃষ্ণের সহায়ে ভবিষ্যতে নিতান্ত সৌভাগ্যবতী হইবে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এক্ষণে কেবল দধি প্রভৃতিই চুরি করে, পরে যৌবনে পরবিত্ত ও কলত্রাদি হরণে তোমাকে যে নিতান্ত সৌভাগ্যশালিনী করিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঐ দেখ না! তোমার পার্শ্বে কেমন এক্ষণে সাধু ও নিতান্ত নিরীহের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে।

যশোদা গোপীমুখে কৃষ্ণের ধার্ষ্টতা সম্বন্ধ যতই শ্রবণ করিলেন বারংবার কৃষ্ণমুখ নিরীক্ষণ করত তিনি ততই আনন্দরসে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ রে! চাপল্য প্রকাশে তুমি যেমন সকলকেই সুখী কর, তৎসঙ্গে আমাকেও তৃপ্ত করিও ॥ ২২ ॥

পুরবাসিনীগণের বাৎসল্য রসাস্বাদনের কথা প্রকাশ করিয়া সহচর বয়স্যগণেরও আনন্দ সূচনার্থ বিস্ময়রসের কথা বর্ণনা করিতেছেন ॥ ২৩ ॥

সা গৃহীত্বা করে পুত্রমুপালভ্য হিতৈষিণী।
যশোদা ভয়সম্ভ্রান্তপ্রেক্ষণাক্ষমভাষত ॥ ২৪ ॥
কস্মান্মৃদমদান্তাত্মন্ ভবান্ ভক্ষিতবান্ রহঃ।
বদন্তি তাবকা হ্যেতে কুমারাস্তেঽগ্রজোঽপ্যয়ং ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ।

সা হিতৈষিণী যশোদা করে গৃহীত্বা উপালভ্য নির্ভর্ৎস্য ভয়সম্ভ্রান্তপ্রেক্ষণাক্ষং ভয়ব্যাকুলনয়নং পুত্রং অভাষত উবাচ ॥ ২৪ ॥

হে অদান্তাত্মন অনবস্থিত চিত্ত! কস্মাৎ ভবান্ রহঃ একান্তে, মৃদং ভক্ষিতবান্ ॥ এতে তাবকাঃ তৎপক্ষীয়াঃ কুমারাঃ বদন্তি তথা তে অয়ং অগ্রজঃ অপি তথা বদতি ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

উপালভ্য নির্ভর্ৎস্য ভয়েন সংভ্রান্তপ্রেক্ষণে চপলনিরীক্ষণে অক্ষিণী যস্য তং ॥ ২৪ ॥

অদান্তাত্মন্ চপলগাত্র। রহ একান্তে ॥ ২৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

করে গৃহীত্বেতি পলায়নাশঙ্কয়া উপালভ্য নির্ভর্ৎস্য। হিতৈষিণীত্যুপালম্ভতাড়নাদাবপি প্রেয়ঃ পোষ এব নতু তত্র দোষঃ। পুত্র মিতি মাতুরিয়ং রীতিরেব নত্বনীতিঃ। ভয়সম্ভ্রান্তেতি পরমেশ্বরস্যাপি তাদৃশত্বং প্রেমবশ্যত্বদ্যোতনয়া ভূষণমেব নতু দূষণমিতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

হে অদান্তাত্মন্ চঞ্চলগাত্র হে অনবস্থিতচিত্ত! মৃদমিতি মদগৃহে কিং সিতাদিকং ন প্রাপ্নোষীতি ভাবঃ। রহ ইতি মৎসাক্ষাদশক্তেঃ। বদন্তি তাবকা ইতি নায়ং মিথ্যাপবাদ ইতি ভাবঃ। মত্তাড়নাকাঙ্ক্ষিণ এতে মদ্বৈরিণ এবেতি চেত্তবাগ্রজো বলদেবোঽপীতি। অয়মিতি ত্বৎসাক্ষাদেবেতি নাত্র সন্দেহ ইতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

ইহা শ্রবণে হিতৈষিণী যশোদা তিরস্কার করাতে কৃষ্ণ যেন ভীতের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন; তখন তিনি বালকের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন ॥ ২৪ ॥

রে অস্থিরপ্রকৃতি! আজ তুমি গোপনে মৃত্তিকা খাইয়াছ কেন? অস্বীকার করিলে শুনিব না, এই তোমার সঙ্গী বালকগণ বিশেষত তোমার অগ্রজ বলরামও ঐ কথা বলিতেছে ॥ ২৫ ॥

আভাস।

শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকা ভোজন করিয়াছেন, সহচর বালকগণের মুখে শ্রবণ করিয়া জননী তিরস্কার করত কৃষ্ণের হস্ত ধারণ করিলেন। কৃষ্ণও ভীতের ন্যায় জননীর মুখপানে অবলোকন করিয়া রহিলেন। কি আশ্চর্য্য! যিনি জগতের পতি তিনি সামান্যা যশোদার তর্জ্জনে শঙ্কিত; ইহা কিছু দোষাবহ নহে। ভক্তের প্রেমে তিনি নিতান্তই বদ্ধ; ভক্তির পোষণই তাঁহার অভিপ্রেত ॥ ২৪ ॥

নাহং ভক্ষিতবানম্ব সর্ব্বে মিথ্যাভিশংসিনঃ।
যদি সত্যগিরস্তর্হি সমক্ষং পশ্যমে মুখং ॥ ২৬ ॥
যদ্যেবং তর্হি ব্যাদেহীত্যুক্তঃ স ভগবান্ হরিঃ।

অন্বয়ঃ।

ততঃ কৃষ্ণঃ আহ হে অম্ব মাতঃ, মৃদং নাহং ভক্ষিতবান্ (তে) সর্ব্বে মিথ্যাভিশংসিনঃ যদি তে সত্যগিরঃ তর্হি মে মুখং সমক্ষং প্রত্যক্ষং, পশ্য অবলোকয় ॥ ২৬ ॥

এবং চেৎ যদি তর্হি (মুখং) ব্যাদেহি প্রসারয়, (ইতি মাত্রা) উক্তঃ সঃ অব্যাহতৈশ্বর্য্যঃ

শ্রীধরস্বামী।

নাহং ভক্ষিতবানিতি ন বাহ্যং কিঞ্চিন্ময়া ভক্ষ্যতে মৎকুক্ষাবাদাবেব সর্ব্বমস্তীতি ভাবঃ সমক্ষং প্রত্যক্ষং ॥ ২৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কৃষ্ণ উবাচ নাহমিতি। বাল্যস্বভাবেন তাড়নভয়ান্মিথ্যোক্তি র্বাৎসল্যরসপোষিকা অতএব বাৎসল্যাদীনাং রসানাং প্রেমবিলসময়ত্বাৎ প্রেমবতাঞ্চ ভক্তত্বাৎ ভগবতশ্চ ভক্তবৎসলত্বাৎ। ভক্তবাৎসল্যস্যচ পৃথিব্যুক্ত সত্যশৌচদয়াদিনিত্যচিন্ময় সর্ব্বগুণগণ চক্রবর্ত্তিত্বাৎ ভক্তবাৎসল্যগুণাঙ্গভূতাচেত্যেবংভূতত্বে মিথ্যাদয়ো ভগবতি ন দোষায়ন্তে প্রত্যুত মহাগুণচূড়ামণী ভবন্তীতি বিবেচনীয়ং ॥ ২৬ ॥

ব্যাদেহি মুখং প্রসারয়। নন্থ মাতা মমাস্যাপরাধং মা পশ্যত্বিতীচ্ছয়ৈব তাড়নাস্তীতেন ভগবতামিথ্যোক্তং। মুখপ্রসারণে তু মৃত্তিক্কাভক্ষণলক্ষণব্যক্ত্যা সা তস্যেচ্ছা কথং সফলা স্যাদিত্যত আহ ন ব্যাহতং প্রেমমাধুর্য্যবত্ত্বেন নিজৈশ্বর্য্যানুসন্ধানাভাবেঽপি ন পরাহতং কিন্তু স্বকৃত্যাবসরে স্বয়মেব সাবধানমৈশ্বর্য্যং যস্য সঃ। সত্যসঙ্কল্পতাশক্ত্যা প্রেরিতা

তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, না মা! আমি মৃত্তিকা খাই নাই। উহারা সকলেই মিথ্যা বলিতেছে; যদি তাহারা সত্যবাদী বলিয়া মনে করিয়া থাক, তুমি আপনি আমার মুখ দেখ ॥ ২৬ ॥

যশোদা বলিলেন আচ্ছা! যদি তাহা হয়, তবে মুখ দেখাও। তখন

আভাস।

যশোদা তখন ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, কৃষ্ণ রে? তোমার কি কিছুতেই ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না! আমি এত দধি নবনী প্রভৃতি তোমাকে দিই, তত্রাচ তুমি গোপনে মৃত্তিকা ভোজন করিয়াছ? একথা ত কখন মিথ্যা নহে; তোমার অগ্রজ বলরামও তোমার সাক্ষাতে স্বীকার করিতেছে ॥ ২৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ মাতৃসন্নিধানে "আমি খাই নাই," যেন তাড়নাভয়ে বালোচিত বাক্য প্রয়োগে বাৎসল্যরসের স্ফূর্ত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। প্রেমিকহৃদয়ে পাছে প্রেমের ত্রুটি হয়, সেই জন্য ভগবান্ বাহ্য বস্তুর কোন অপেক্ষা নাই; আমাতেই সমস্ত নিহিত, মুখে একথা প্রকাশ করিলেন না ॥ ২৬ ॥

ব্যাদত্তাব্যাহতৈশ্বর্য্যঃ ক্রীড়ামনুজবালকঃ ॥ ২৭ ॥
সা তত্র দদৃশে বিশ্বং জগৎস্থাস্নুচ খং দিশঃ।
সাদ্রিদ্বীপাব্ধিভূগোলং সবায্বগ্নীন্দুতারকং।

অন্বয়ঃ।

সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণঃ ক্রীড়ামনুজবালকঃ লীলয়ৈব মানবকরূপধারী ভগবান্ হরিঃ (মুখং) ব্যাদত্ত প্রসারিতবান্ ॥ ২৭ ॥

ততঃ সা তত্র মুখে জগৎ জঙ্গমং, স্থাস্নু স্থাবরং, খং অন্তরীক্ষলোকং, দিশঃ সাদ্রিদ্বীপাব্ধি-ভূগোলং সবায্বগ্নীন্দুতারকং বিশ্বং দদৃশে ॥

শ্রীধরস্বামী।

ব্যাদেহি মুখং প্রসারয়েতি ব্যাদত্ত মুখং প্রসারিতবান্ ॥ ২৭ ॥

তত্র তস্মিন্ মুখে বিশ্বং দদৃশে দদর্শ। তৎ প্রপঞ্চয়তি। জগৎ জঙ্গমং স্থাস্নু স্থাবরং খং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ঐশ্বরী শক্তিঃ স্বয়মেব প্রকটীভূয় বিশ্বং দর্শয়িত্বা যশোদাং বিস্ময়রসনিমগ্নীকৃত্য পুত্র-ভর্ৎসনফলকোপং বিস্মারয়ামাসেতি ভাবঃ। নন্বলং ভগবতঃ প্রেমমাধুর্য্যাস্বাদেন যতো যশোদা ভর্ৎসন তাড়নাদিভ্যোঽপি তস্য ভয়ং স্যাৎ অত ঈশ্বরোঽহমিতি স্বয়মেব নিজৈশ্বর্য্যমনুসন্ধায় নির্ভয় এব কথং ন তিষ্ঠতীত্যত আহ ক্রীড়েতি। ক্রীড়াপ্রধানো মনুজ-বালক ইতি শাক পার্থিবাদিত্বান্মধ্যপদলোপঃ। শাক এব প্রধানং যস্য তথাভূতঃ পার্থিব ইত্যত্র পার্থিবো যথা নিজাস্বাদ্যেষু খণ্ডাদিবস্তুষু মধ্যে শাকমেব প্রধানং মন্যতে। তথৈ-বায়মীশ্বরো মনুজবালকঃ ক্রীড়ায়াং তাদৃশপ্রেমময়ীমেব প্রধানং মন্যতে নতু স্বীয় সর্ব্বেশ্বরতা-দিকমিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

তত্র মুখান্তর্জঠরে কৃৎস্নস্য চান্তর্জঠরে ইতি ব্রহ্মস্তবোক্তেঃ। জগৎ জঙ্গমং স্থাস্নু

সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ নরবেশধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মুখব্যাদান করিলেন ॥ ২৭ ॥

তখন যশোদা তাঁহার বদনাভ্যন্তর পরীক্ষা করিতে গিয়া স্থাবর, জঙ্গম, আকাশ, অন্তরীক্ষলোক, দশদিক্, নগ, দ্বীপ, সমুদ্রাদি সমগ্র ভূগোল এবং বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র ও তারকাবিশিষ্ট সমগ্র ভুবন তাঁহার বদনকমলে নিরীক্ষণ করিলেন ॥

আভাস।

জননী যখন বলিলেন, তবে মুখ দেখাও! তখন সত্যসংকল্পতা শক্তির উদয়ে যশোদাকে দেখাইলেন যে, আমি সামান্য মৃত্তিকাভোজী নহি। এই ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই আমার উদরমধ্যে নিবিষ্ট রহিয়াছে; সামান্য অপবাদে আমি দূষিত হই না। এস্থানে দুইটী ভাব একত্র উদয় হইয়াছিল। প্রথম, ভক্তের তাড়নাও তিনি সহ্য করেন; এই হেতু ভীতের ন্যায় তৎক্ষণাৎ মুখব্যাদান করিলেন। কিন্তু সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ, এই নিমিত্ত এক মুখমধ্যে

জ্যোতিশ্চক্রং জলং তেজো নভস্বান্ বিয়দেব চ।
বৈকারিকাণীন্দ্রিয়াণি মনোমাত্রা গুণাস্ত্রয়ঃ॥ ২৮॥
এতদ্বিচিত্রং সহ জীবকালস্বভাবকর্ম্মাশয়লিঙ্গভেদং।

অন্বয়।

তথা জ্যোতিশ্চক্রং জলং তেজঃ নভস্বান্ নভস্বন্তং বিয়ৎ এব চ বৈকারিকাণি দেবান্, ইন্দ্রিয়াণি মনঃ মাত্রাঃ তামসাঃ শব্দাদয়ঃ, ত্রয়ঃ গুণাঃ সত্ত্বাদীন্ ত্রীন্ (অপি দদর্শ)॥ ২৮॥

(অপি চ) জীবকাল-স্বভাব-কর্ম্মাশয়-লিঙ্গভেদং বিচিত্রং এতৎ বিশ্বং সহাত্মানং

শ্রীধরস্বামী।

অন্তরীক্ষলোকং সাদ্রিদ্বীপাব্ধিভূগোলং পর্ব্বত দ্বীপ সমুদ্র সহিত ভূর্লোকং বায়ুশ্চ প্রবহঃ অগ্নি বৈদ্যুতঃ ইন্দুশ্চ তারকাশ্চ তৎসহিতং জ্যোতিশ্চক্রং স্বর্লোকং বৈকারিকাণি দেবাঃ মন ইতি বৈকারিকশব্দেন গৃহীতমপি দেববৈলক্ষণ্যাৎ পুনরুক্তং। ইন্দ্রিয়াণি তৈজসানি মাত্রাঃ তামসাঃ শব্দাদয়ঃ। গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ॥ ২৮॥

এবমেতদ্বিচিত্রং বিশ্বং সহ একদৈব বীক্ষ্য। বিচিত্রতামাহ। জীবশ্চ গুণক্ষোভকঃ কালশ্চ পরিণামহেতুঃ স্বভাবশ্চ জন্মহেতুঃ কর্ম্মচ তৎসংস্কারঃ আশয়শ্চ এতে লিঙ্গানাং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্থাবরং যৎ ভূর্লোকং। সাদ্রীতি ভূগোলমিত্যস্য বিশেষণং। সবায়ুরিতি জ্যোতিশ্চক্রমিত্যস্য বায়ুঃ প্রবহঃ। অগ্নির্বৈদ্যুতঃ। নভস্বান্ নভস্বন্তং। বৈকারিকাণি দেবান্ গুণান্ সত্ত্বাদীন্ ত্রীন্। অত্র নিরাকারাণামপি দর্শনং তদধিষ্ঠাতৃদেবতানাং মূর্ত্তিমত্ত্বাৎ॥ ২৮॥

পুনশ্চ প্রপঞ্চয়তি। এতদ্বিশ্বং সহ যুগপদেব বীক্ষ্য জীবশ্চ, গুণক্ষোভকঃ কালশ্চ। পরিণামহেতুঃ স্বভাবশ্চ। জন্মহেতুঃ কর্ম্মচ। তৎসংস্কার আশয়শ্চ তৈ লিঙ্গানাং শরীরাণাং ভেদো যস্মিংস্তৎ। তনৌ কুক্ষৌ বিদারিতে প্রসারিতে আস্তে আস্যদ্বারা কুক্ষাবিত্যর্থঃ।

জ্যোতিশ্চক্র, স্বর্লোক; জল, বায়ু, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবগণ ও ইন্দ্রিয় সকল মন ও শব্দাদি মহাভূত, গুণত্রয়॥ ২৮॥

জীব, কাল, কর্ম্ম, স্বভাব, আশয়, চরাচর শরীরের ভেদ লক্ষণ প্রভৃতি

আভাস।

ব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন করাইলেন। ভয় প্রযুক্ত মুখ প্রসারণ না করিলেও পারিতেন; কিন্তু লীলা প্রকটন দ্বারা যখন প্রেম বিতরণই কার্য্য এবং ক্রীড়ার্থ মনুজবালক হইয়াছেন, তখন ক্রীড়া অর্থাৎ ভক্তসন্তোষণী লীলা বিস্তার পূর্ব্বক ঐশ্বর্য্য বিকাশই কর্ত্তব্য। যেমন শাকান্ন ভোজন করিতে হইবে বলিয়া আমন্ত্রণ করত প্রথমত ভোজনকালে প্রধানত শাক প্রদান পূর্ব্বক পরে নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রদান করিলে ভোজনকারীর যথেষ্ট তৃপ্তি সাধন করা হয়; তদ্রূপ ভক্তবৎসল ভাবের প্রকাশের পর পরমৈশ্বর্য্য প্রকটনে বিশেষ প্রেম ব্যঞ্জিত হয়, সন্দেহ নাই॥ ২৭॥

সূনোস্তনৌ বীক্ষ্য বিদারিতাস্যে ব্রজং সহাত্মানমবাপ শঙ্কাং ॥ ২৯ ॥
কিং স্বপ্ন এতদুতদেবমায়া কিংবা মদীয়ো বত বুদ্ধিমোহঃ।

অন্বয়ঃ।

স্বসহিতং ব্রজং চ বিদারিতাস্যে সূনোঃ পুত্রস্য তনৌ সহ একদা এব, বীক্ষ্য শঙ্কাং অবাপ বিবিধাং আশঙ্কাং অকরোৎ ॥ ২৯ ॥

(শঙ্কাং আহ) অহো এতৎ কিং স্বপ্নঃ উত বা দেবমায়া, বত খেদে, কিংবা মদীয়ঃ

শ্রীধরস্বামী।

চরাচরশরীরাণাং ভেদো যস্মিন্ তৎ তত্র চ ব্রজঞ্চ সহাত্মানং স্বসহিতং ক্বচিদ্বীক্ষ্য সূনোস্তনৌ অল্পে বিদারিতে আস্যে শঙ্কামবাপ ॥ ২৯ ॥

তামাহ কিং স্বপ্ন ইতি। পরিস্তো বিলোক্যাহ নায়ং স্বপ্ন তর্হি কিং দেবস্য হরের্মায়া তথাতস্তেঽপি কিং ন পশ্যন্তি মদীয় এব কশ্চিদ্বুদ্ধিমোহঃ বিপর্য্যাসঃ দর্পণে মুখবৎ এবং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সহাত্মানং আত্মপতিপুত্রাদিসহিতং ব্রজঞ্চ। যস্য কুক্ষাবিদং বিশ্বমিতি ব্রহ্মোক্তেরস্যৈব বিশ্বস্যান্তঃস্থিতত্ববহিঃস্থিতত্বে অচিন্ত্যযোগমায়য়া দর্শিতে। ততশ্চ কৃষ্ণশরীরস্য জগন্নধ্যবর্ত্তিত্বজগদ্ব্যাপকত্বাভ্যাং পরিচ্ছিন্নত্বাপরিচ্ছিন্নত্বে বাস্তবে এব ব্যঞ্জিতে। ঐশ্বর্য্যোপাসকানাং বিশ্বস্মিন্ ভগবদ্দর্শনং ভগবতি বিশ্বদর্শনং যদুক্তং তদেতদেব মাধুর্য্যোপাসকশিরোধার্য্য পদাম্বুজয়া শ্রীযশোদয়াপি দৃষ্টং। দৃষ্ট্বা চ শঙ্কাং পুত্রং প্রত্যনিষ্টাশঙ্কাং অবাপ ॥ ২৯ ॥

তাদৃশদর্শনস্য কারণং বিতর্কয়তি। কিং স্বপ্নঃ এতদ্দর্শনং কিং স্বপ্নহেতুকং নহি নহি নিদ্রাণস্য নয়নকালুষ্যাদ্যভাবাৎ। তৎ কিং দেবমায়া নহি নহি মম নিকৃষ্টায়া মোহনে

বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড, এমন কি! নিজেদের বাসস্থান ব্রজভূমি ও স্বয়ং আপনাকে ও সেই বালকের ক্ষুদ্র মুখ বিবরে অবলোকন করিয়া নিতান্ত বিস্মিতের ন্যায় মনোমধ্যে নানা প্রকার শঙ্কা চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

প্রথমত তিনি ভাবিলেন যে, "আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? কিংবা কোন দেবতার মায়া হইবে; না হয় আমার মতিভ্রংশ জন্মিয়াছে।" পরক্ষণেই

আভাস।

কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভোজন করিয়াছেন কি না! এই পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়া পুত্রবদনে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পাইলেন। অধিক কি স্থূল জগতেও যাহা দেখা যায় না, আজ যশোদা সেই সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত অতি সূক্ষ্মতম ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা নিরাকার দেবতাগণকেও মূর্ত্তিধারণে অবস্থিত দর্শন করিলেন। সংসারের যাবতীয় বস্তু কৃষ্ণ শরীরে বিদ্যমান থাকায় প্রকাশ হইল যে, ভগবান সংসারের অন্তরে লীলার্থ বিদ্যমান থাকিলেও তিনি সকলের অতীত ও সকলের আশ্রয়। কিন্তু তাঁহার কোন আশ্রয় নাই; তিনি স্বপ্রধান ॥ ২৯ ॥

অথো অমুষ্যৈব মমার্ভকস্য যঃ কশ্চনৌৎপত্তিক আত্মযোগঃ ॥ ৩০ ॥
অথো যথাবন্নবিতর্কগোচরং চেতোমনঃকর্ম্মবচোভিরঞ্জসা।

অন্বয়ঃ।

বুদ্ধিমোহঃ অথবা অমুষ্য মম অর্ভকস্য বালস্য কশ্চন যঃ ঔৎপত্তিকঃ স্বাভাবিকঃ আত্মযোগঃ ঐশ্বর্য্যং এব। ৩০।

অত চেতোমনঃকর্ম্মবচোভিঃ ন বিতর্কগোচরং সন্দেহাস্পদং, (অপি তু) যথাবৎ (যাথার্থ্যেন প্রতীতং জগৎ) যেন কর্ত্রা যতঃ হেতোঃ যদাশ্রয়ং যস্মিন্ আশ্রিতং অঞ্জসা

শ্রীধরস্বামী।

তর্হি অয়ং কৃষ্ণোঽপি কথং অন্তঃ প্রতীয়তে অন্তর্বহিশ্চৈকরূপেণ কথং জগৎ প্রতীয়তে তথা সতি বিম্বপ্রতিবিম্বয়োরিব পরস্পরং বৈপরিত্যেন প্রতীতিঃ স্যাদিত্যাসঙ্ক্যান্যথা বিতর্কয়তি অথো ইতি। অথবা মমামুষ্যার্ভকস্যাপি সতঃ যঃ কশ্চনাচিন্ত্য আত্মযোগঃ স্বীয়মৈশ্বর্য্যং ঔৎপত্তিকঃ স্বভাবিকঃ ॥ ৩০ ॥

চরমং পক্ষমাশ্রিত্য অয়মীশ্বর ইতি নিশ্চিত্যাহ অথো ইতি। চেতশ্চিত্তং চিত্তাদিভি র্নবিতর্কগোচরং জগৎ যদাশ্রিয়ং যদধিষ্ঠানং যেন করণাধিষ্ঠাত্রা যতো বুদ্ধিবৃত্ত্যাভিবক্তাৎ।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দেবানাং প্রয়োজনাভাবাৎ। তর্হি কিং মদীয় এব কশ্চিদ্বুদ্ধের্মোহঃ বিপর্য্যাসঃ। নহি নহি স্বাস্থ্য সময়ে সম্প্রতি মম বুদ্ধিমোহকারণাভাবাৎ। অথো অথবা অমুষ্য মম বালকস্য নারায়ণসমো গুণৈরিতি গর্গবর্ণিতমহাপ্রভাবত্বাৎ কশ্চনাচিন্ত্য আত্মযোগঃ আত্মীয়মৈশ্বর্য্যং ॥ ৩০ ॥

চতুর্থং তর্কমপি তত্র স্বপুত্রে ক্ষুৎপিপাসামোঘচাঞ্চল্যাদিদর্শনেনাসম্ভাব্যস্ববুদ্ধ্যা কমপি নিশ্চয়ং কর্ত্তুমশক্নুবতী সর্ব্বতর্কাগোচরস্যাপি বস্তুনো বস্তুতঃ কারণং ভগবানেবেতি সামান্যতো নিশ্চিন্বতী তৎপদাম্বুজং স্বতস্বস্তিকামা প্রণমতি। অথো ইতি যথাবৎ যাথার্থ্যেন

বুঝিলেন যে, কিছুই নয়! আমার বালকের নিজ স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যের বিকাশই সমস্ত ॥ ৩০ ॥

কারণ চিত্ত, মন, কর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সমস্তই উত্তমরূপ সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিতেছি। অতএব যাঁহার আশ্রয়ে যাঁহার প্ররোচনায়

আভাস।

যশোদা তাদৃশ অপূর্ব্ব ভাব দর্শনে বিমোহিতার ন্যায় মনোমধ্যে নানা তর্কাদির দ্বারা প্রকৃত অবস্থা অবগত হইলেন। প্রথমত দৃষ্টভাবকে স্বপ্ন বলিয়া সন্দেহ করিলেন; কিন্তু পূর্ব্বাপর চিন্তনে সে ভাব দূরীভূত হইয়া নিজের চিত্তের ভ্রম বলিয়া জ্ঞান হইল। পরক্ষণেই দেখিলেন সুস্থ শরীরে মোহের কোন কারণ নাই। পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের বিকাশ বুঝিয়া অতি গদগদ ভাবে বিনীত হইয়া ইষ্ট দেবের শরণাগত হইলেন ॥ ৩০ ॥

যশোদা কৃষ্ণের বদনে ব্রহ্মাণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া প্রথমত গর্গাচার্য্যের বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক

যদাশ্রয়ং যেন যতঃ প্রতীয়তে সুদুর্বিভাব্যং প্রণতাস্মি তৎপদং ॥ ৩১ ॥
অহং মমাসৌ পতিরেষ মে সুতো ব্রজেশ্বরস্যাখিলবিত্তপা সতী।

অন্বয়।

প্রতীয়তে সাক্ষাৎ অনুভূয়তে সুদুর্বিভাব্যং পরমাচিন্ত্যস্বরূপং তৎপদং তস্য দেবস্য পদং প্রণতাস্মি প্রণমামি ॥ ৩১ ॥

অহো যন্মায়য়া (যশোদা) অহং অসৌ নন্দঃ মম পতিঃ, এষঃ কৃষ্ণঃ, মম সুতঃ ব্রজেশ্বরস্য

শ্রীধরস্বামী।

নন্বু ইদমবিতর্ক্যং ভবতু তৎ পদং কীদৃক্ অত আহ সুদুর্বিভাব্যং ইদমত্যন্ত মচিন্ত্য মিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

এবং প্রপঞ্চপ্রতীত্যোল্লীতং তত্ত্বং পুনর্জীবসংসৃতিহেতুমায়াশ্রয়ত্বেনোররস্তাহ অহমিতি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নৈব বিতর্কস্য গোচরং। ক্লীবত্বমার্ষং। দৃশ্যমানমাশ্চর্য্যমিদং যদাশ্রয়ং যোঽস্যাধিষ্ঠানাং। যতঃ যশ্চাস্যোৎপত্তিহেতুঃ। যেন প্রতীয়তে যশ্চাস্য প্রতীতিহেতুঃ তৎপদং তস্য ভগবতঃ পদং চরণারবিন্দং। চেতশ্চিত্তং। তদাদিভিঃ প্রণতাস্মি সুদুর্বিভাব্যং মাদৃশীনাং ধ্যাতু-মশক্যমতঃ কেবলং প্রণমামি। সএবাস্য মৎসুতস্য সর্ব্বানিষ্টং প্রশময়তিতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

হন্ত হন্ত সএব সুতস্যাস্য দাতা সএব রক্ষিতাপি ভবেদেব তত্র মম পুনরজ্ঞায়াঃ কিমহঙ্কারমমকারাভ্যামিতি তৌ জিহাসন্তী শ্রীবিষ্ণুং প্রপদ্যমানা প্রাহ। অহমিতি। অখিলবিত্তপা নিখিলধনরক্ষণাভিমানবতীত্যর্থঃ। গোপ্যশ্চেতি গোপীনাং গোপানাং সর্ব্ব-গোধনাঞ্চাহমেব স্বামিণী মহারাজ্ঞীতরভিমাসো যথা কুমতি স্তথৈব লোকোত্তরস্যাস্য সর্ব্ব। ব্রজজনপ্রাণভূতস্য বালকস্যাহং মাতা অতএব পালায়িত্রী দানধ্যানাদিভি বিপ্রদেবাদ্যারাধনৈ

এবং যাঁহার ইচ্ছায় এই সমস্ত প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করিতেছি, সেই দুরারাধ্য ভগবানের পাদপদ্মে আমি প্রণাম করি ॥ ৩১ ॥

অহো! যাঁহার মায়ায় আমি যশোদা, নন্দ আমার পতি, শ্রীকৃষ্ণ আমার পুত্র, আমি ব্রজেশ্বর নন্দরাজের সর্ব্বসম্পদ্‌ভাগিনী প্রিয় বনিতা এবং এই

আভাস।

শ্রীকৃষ্ণেরই অদ্ভুত সামর্থ্য ও ঐশ্বর্য্যের পরিচয় বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ক্ষণকাল বাদে মনে করিলেন যে, যাহাকে ক্ষুধা নিবারণার্থ নবনী এবং রাত্রিতে জাগাইয়া স্তন্য পান করাই সেই আমার অঞ্চলের নিধি গোপালের কি এ সমস্ত সম্ভব। কিন্তু যাহাই হউক, আমি যাহা দেখিয়াছি তাহার কিছুই মিথ্যা বা সন্দেহযুক্ত নহে; সমস্তই সত্য ও প্রত্যক্ষ। অতএব যাঁহার শক্তিবলে ও আশ্রয়ে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়া সকলের প্রতীত হইতেছে, সেই ত্রৈলোক্যনাথ শ্রীপতিই সর্ব্বমূলাধার। কায়মনোবাক্যে তাঁহার শরণ লইতেছি; তিনি যেন আমার পুত্রটীকে মঙ্গলে রাখেন, এবং অমঙ্গল দূর করেন ॥৩১॥

গোপ্যশ্চ গোপাঃ সহ গোধনাশ্চ মে যন্মায়য়েত্থং কুমতিঃ স মে গতিঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ।

অখিলবিত্তপা সমস্তবিত্তাধিষ্ঠাত্রী অহং সতী জায়া, যে মদীয়াঃ গোপ্যঃ গোশাঃ সহ সর্ব্বে, গোধনাঃ চ ইত্থং কুমতিঃ আস সঃ মে গতিঃ শরণং, স্যাৎ ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যশোদা নামাহং অসৌ মম পতিঃ অমুষ্য ব্রজেশ্বরস্য অখিলবিত্তাধিষ্ঠাত্রী অহং সতী জায়া এষ কৃষ্ণো মম সুতো গোপ্যাদয়শ্চ মদীয়া ইত্থং কুমতি র্যন্মায়য়া আস এব মে শরণমিতি ॥৩২॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নিত্যং বিষ্ণুপূজনৈশ্চ সর্ব্বানিষ্টেভ্যো রক্ষামহমেব সততং কারয়ন্তী ভবামি ততোঽস্য স্বস্তীত্যভিমানোঽপি কুমতিঃ। এতাবতো গোকুলৈশ্বর্য্যস্য শ্রীবিষ্ণুনৈব দত্তত্বাত্তত্র যথা মমাভিমানানৌচিত্যং তথৈব তেনৈব কৃপয়া দত্তে পুতনাদ্যরিষ্টেভ্যঃ প্রতিক্ষণং পাল্যমানে চ পরমলোকত্তরেঽস্মিন্ সুতে লৌকিক্যা গোপজাতে নিকৃষ্টায়া অত্যযোগ্যায়া মম মাতৃত্ব-রক্ষয়ত্রীত্বাদ্যভিমানোপ্যনৌচিত্যাৎ কুমতিরেবেতি বিবেকজিঘৃক্ষৈব শ্রীযশোদায়াঃ ক্ষণিকায়ং নতু বিবেকঃ। যথা মহামোহান্ধানামপি ব্যাবহারিকলোকানাং কাদাচিৎক-পারমার্থিক-প্রসঙ্গভবা স্ত্রীপুত্রাদ্যাসক্তিজিহাসেতি জ্ঞেয়ং ॥ ৩২ ॥

সমস্ত গোপ, গোপী ও গোধন সকল আমারই অধিকারভুক্ত ইত্যাদি অভিমান-দ্যোতক কুবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই দেবাদিদেব শ্রীপতির চরণে শরণ লইলাম ॥ ৩২ ॥

আভাস।

পরক্ষণে যশোদার সে মতিও দূরে গেল। তিনি ভাবিলেন, আমি কি নির্ব্বোধ! এরূপ চিন্তাও আমার আত্মাভিমানের কর্ম্ম। অর্থাৎ আমি যে ভাবিতেছি, আমি শ্রীকৃষ্ণের জননী, নন্দরাজের প্রণয়িনী এবং বৃন্দাবনস্থ যাবতীয় সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী; আমার যত্নেই কৃষ্ণ পালিত ও রক্ষিত; এ সমস্ত বিশ্বাস ভ্রমমূলক। যে কৃষ্ণ ব্রজগণের জীবনসর্ব্বস্বরূপে জন্মিয়াছেন, পুতনাদি নিদারুণ রাক্ষসঘাতিনী হইতে সেই কৃষ্ণকে যিনি রক্ষা করিয়া গোকুলকে চির আনন্দে নিমগ্ন রাখিয়াছেন, তিনিই সমস্ত মঙ্গল বিধান করিবেন। আমার ন্যায় নীচবংশীয়া গোপকন্যার দ্বারা কোন্ কার্য্য সমাধা হইতে পারে? জগৎ আমার নহে; জগদীশ্বরের। ইহার সহিত আমার বলিয়া সম্বন্ধ করাই ভ্রম। কিন্তু যাঁহার মায়ায় লৌকিক বুদ্ধির ন্যায় আমার মতিও ঐ জাতীয় ভ্রমে নিপতিত হইয়াছে, তাঁহার শরণাগত হওয়াই কর্ত্তব্য; তিনি তাহার প্রতিবিধান করিবেন। এস্থলে যশোদা প্রকৃত বিবেকের উদয় বলা যায় না। সম্পূর্ণ মোহান্ধ ব্যক্তিরও যেমন সময়ে সময়ে ক্ষণিক বিবেকের উদয় হয়, স্নেহবতী যশোদারও ক্ষণিক জ্ঞান জানিতে হইবে। ৩২ ॥

ইত্থং বিদিততত্ত্বায়াং গোপিকায়াং স ঈশ্বরঃ।
বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুঃ॥ ৩৩॥
সদ্যো নষ্টস্মৃতি র্গোপী সারোপ্যারোহমাত্মজং।
প্রবৃদ্ধস্নেহকলিলহৃদয়াসীদ্ যথা পুরা॥ ৩৪॥

অন্বয়ঃ।

ইত্থং এবং বিদিততত্ত্বায়াং জ্ঞাততত্ত্বায়াং গোপিকায়াং সঃ বিভুঃ সর্ব্বজ্ঞঃ ঈশ্বরঃ কৃষ্ণঃ পুত্রস্নেহময়ীং বৈষ্ণবীং মায়াং ব্যতনোৎ বিস্তারয়ামাস॥ ৩৩॥

সদ্যঃ তৎক্ষণং এব, নষ্টস্মৃতিঃ বিস্মৃততত্ত্বা সা গোপী যশোদা আত্মজং পুত্রং আরোহং অঙ্কং, আরোপ্য পুরা যথা পূর্ব্ববৎ প্রবৃদ্ধস্নেহকলিলহৃদয়া প্রবলস্নেহব্যাপ্তান্তরা আসীৎ॥ ৩৪॥

শ্রীধরস্বামী।

বৈষ্ণবীং স্বীয়াং মায়াং॥ ৩৩॥

প্রবৃদ্ধেন স্নেহেন কলিলং ব্যাপ্তং হৃদয়ং যস্যাঃ সা পুরেবাসীৎ॥ ৩৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইত্থমনেন প্রকারেণ বিদিতং তত্ত্বং মমত্বজিহাসা যয়া তস্যাং যশোদায়াং সত্যাং তর্হি কা মাং লালয়িষ্যতি প্রতিক্ষণং কা পালয়িষ্যতীত্যতঃ পুত্রস্নেহময়ীং স্বরূপে ময়ৈ। পুত্রস্নেহরূপং প্রেমবিশেষং ব্যতনোদিত্যর্থঃ। মোহনসাধর্ম্ম্যান্মায়াং তেন চ তাং প্রেমান্ধাং চকারেত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

নষ্টস্মৃতিরিতি। যথা স্বপ্নদৃষ্টোঽর্থঃ কশ্চিৎকশ্চিদ্বিস্মর্য্যতে তথৈব সদ্য এব সা বিশ্বদর্শনাদিকং বিসস্মারেত্যর্থঃ। প্রবৃদ্ধেন সঙ্কোচকারণাপাদনৈপ্যশ্বর্য্যজ্ঞানাদসঙ্কুচিতেন প্রত্যুত প্রবলীভূতেন স্নেহেন কলিলং ব্যাপ্তং হৃদয়ং যস্যাঃ সা॥ ৩৪॥

এই প্রকার চিন্তা করত যশোদা হৃদয় মধ্যে সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইবামাত্র সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৎপ্রতি পুত্রস্নেহরূপ স্বীয় বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার করিলেন॥ ৩৩॥

অমনি যশোদার তাদৃশী বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি পুত্র কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহের আবেশে আর্দ্র হইয়া পড়িলেন॥ ৩৪॥

আভাস।

কারণ যশোদার ন্যায় অধিকারীতে স্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করানই ভগবানের উদ্দেশ্য। বিশুদ্ধতত্ত্বপ্রধানা যশোদাতে বৈরাগ্যের উদয় হইলেও ভগবান নিজেই তাহার প্রতিবন্ধক করিয়া পুত্র স্নেহময়ী মায়া বিস্তার পূর্ব্বক যশোদাকে আর্দ্র করিলেন। তিনি পুত্রপ্রেমে একেবারে অন্ধ হইয়া পড়িলেন॥ ৩৩॥

সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি যেমন জাগ্রতের জ্ঞানে অভিভূত হইয়া স্বপ্ন ব্যাপার বিস্মৃত হয়,

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিস্ত সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।

অন্বয়ঃ।

কিঞ্চ সা যশোদা ত্রয্যা বেদাদিভিঃ উপনিষদ্‌ভিঃ সাংখ্যযোগৈঃ সাত্বতৈঃ ভক্তৈঃ চ

শ্রীধরস্বামী।

মায়াবলোদ্রেকমাহ ত্রয্যা ইতি। ত্রয্যা ইন্দ্রাদিরূপেণ উপনিষদ্ভিঃ ব্রহ্মেতি সাংখ্যৈঃ

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

দেবক্যা অপি সকাশাৎ তস্যা উৎকর্ষমভিব্যঞ্জয়িতুমৈশ্বর্য্যদর্শনাদপি স্বীয় বাৎসল্যপ্রেম্নঃ সঙ্কোচাভাবমাখ্যাতৈশ্বর্য্যশ্রবণাদপ্যাহ [illegible]ত্রয্যা যজ্ঞপুরুষত্বেন উপনিষদ্ভি ব্রহ্মত্বেন সাংখ্যৈঃ পুরুষত্বেন যোগৈঃ পরমাত্মত্বেন সাত্বতৈঃ পাঞ্চরাত্রৈর্ভগবত্বেন ইত্যেবং কর্ম্মিপ্রভৃতিভিরুপগীয়মান মাহাত্ম্যং দেশকালানিয়মাত্তস্যাঃ সমক্ষমসমক্ষং বা উপ আধিক্যেন গীয়মানৈশ্বর্য্যং হরিং সা আত্মজমস্তুতেত্যস্মদভীষ্টদৈবতেনাবয়ো ব্রতনিয়মসংততপূজনাদিভিঃ সন্তুষ্টেন পর্জ্জন্যাভিধানমদীয়শ্বশুরকৃতনিরবদ্যবহুতপঃসন্তোষিতেন শ্রীনারায়ণেন কৃপয়া দত্তো লোকোত্তরঃ পুত্রোঽহং যৎ কর্ম্মিপ্রভৃতিভি স্ত্রয্যাদিপ্রতিপাদ্যত্বেন স্তূয়তে তত্র খলু নারায়ণসমো গুণৈরিতি সর্ব্বত্র গর্গেণ গীয়তয়া নারায়ণসাম্যপ্রথয়া অনুদ্ধরপুতনাদিবধানামেতৎকর্ত্তৃকত্বপ্রথয়া চায়মেব নারায়ণ ইতি তেষাং বিশ্বাস এব হেতুর্বস্তুতস্ত্বয়ং মৎপুত্র এব মাং মাতরং ক্ষণমপ্যদৃষ্ট্বা বিকলীভবত্যহঞ্চৈনং স্বনিমেষ ব্যবহিতং জ্ঞাত্বা বিহ্বলীভবামীত্যাবয়ো র্জন্মজনন্যোরনুভব এবাত্র প্রমাণমিতি মনসি সা সমাধত্তে। কিঞ্চ। কর্ম্মিপ্রভৃতয় স্ত্রয্যাদিভির্যথা হরিং যজ্ঞপুরুষাদিকং মন্যন্তে তথৈবেয়ং বাৎসল্য প্রেম্না হরিং

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! বেদাদি উপনিষদ সমূহ, সাংখ্য, যোগ এবং ভক্তগণ যাঁহার মাহাত্ম্য অনবরত কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে যশোদা

অভাস।

কৃষ্ণজননী সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া প্রবল স্নেহের আবেশে বিশ্ব দর্শনাদি সমস্ত বৃত্তান্তই বিস্মৃত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

বাৎসল্য প্রেমের তরঙ্গে ঐশ্বর্য্যদর্শনজনিত জ্ঞান ভাসিয়া গেল। শ্রুতি উপনিষদ্ সাংখ্য, যোগশাস্ত্র এবং ভক্ত শ্রেষ্ঠগণ এক বাক্যে যাহাকে পরম পুরুষ সর্ব্বমঙ্গলময় বিষ্ণু বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, যশোদার হৃদয়ে তাঁহাদের কোন কথাই স্থান পাইল না। তিনি শ্রীহরিকে আত্মজবোধে প্রেম করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, বর্ষাধারার ন্যায় অগণিত তপস্যাদি শুভ কর্ম্মের ফলে আমার শ্বশুরের উপর সন্তুষ্ট হইয়া এবং আমাদের ব্রত, নিয়ম ও পূজাদিতে পরিতৃপ্ত হইয়াই মদীয় ইষ্টদেবতা আমাদিগকে কৃষ্ণপুত্র প্রদান করিয়াছেন। কৃষ্ণকে ব্রহ্মবাদী কর্ম্মী সকল বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছেন; গর্গাচার্য্য "নারায়ণ সমো গুণৈঃ" বলিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞান করিয়া সর্ব্বত্র পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং তিনি সকলের দুঃসাধ্য

উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজং ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ।

উপগীয়মানমাহাত্ম্যং স্তূয়মানং হরিং শ্রীকৃষ্ণং আত্মজং স্বগর্ভোৎপন্নং তনয়ং অমন্যত অমংসত ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

পুরুষ ইতি যোগৈঃ পরমাত্মেতি সাংখ্যৈ র্ভগবানিতি উপগীয়মানং মাহাত্ম্যং যস্য তং ॥ ৩৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

আত্মজং মন্যতে তেভ্যস্তু তত্তদনুরূপং ফলং দদানস্তেষামনুগ্রাহকো বশয়িতা সন্নীষ্টে। অসৌ তু বাৎসল্যপ্রেমানুরূপং ফলং দাতুমসমর্থ ঋণী ভবন্নস্যা অনুগ্রাহ্যো বশ্য ঈশিতব্যত্বেন তিষ্ঠন্ সানন্দতুষ্টোঽপ্যস্যা স্তন্যামৃতার্থং রোদিতীত্যাদি বিশেষ উত্তরাধ্যায়ে স্পষ্টাভবিষ্যতি পদ্যমিদং কৃষ্ণলীলায়াং পরিভাষানুরূপং জ্ঞেয়ং। পরিভাষা হ্যেকদেশস্থা সকলং শাস্ত্রমভিপ্রকাশয়তি যথা বেশ্মদীপ ইতি। ইহো গুণবৃদ্ধী ইতি যত্র যত্র গুণবৃদ্ধী শ্রূয়েতে তত্র তত্র ইক্ পরিভাষোপতিষ্ঠতে যথা তথৈব কৌমারকৈশোরমাথুর-কুরুক্ষেত্রাদিগতলীলাসু যত্র যত্র ঐশ্বর্য্যপ্রসঙ্গস্তত্রেদমুপতিষ্ঠতে ইতি ॥ ৩৫ ॥

স্বগর্ভজাত সন্তানবোধে প্রেম করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

আভাস।

পুতনাদিগকে বধ করার জন্য দেবতা বলিয়া প্রথিত হইয়াছেন; বস্তুত এই সকল কারণ বশত তিনিই নারায়ণ ইহাই সকলের বিশ্বাস। আমি কিন্তু তাঁহাকে আমার পুত্র বলিয়াই জানিতেছি। কারণ আমি মাতা; কৃষ্ণ ক্ষণকাল আমাকে না দেখিলে আকুল হয় এবং আমিও তাহাকে না দেখিলে অতি নিমেষ মাত্র কালের মধ্যে বিহ্বল হইয়া পড়ি; এতদবস্থায় আমাদের উভয়ের মধ্যে যে জন্য জননী সম্বন্ধ তাহা আমরা উভয়েই অনুভব করি। যশোদা এইরূপ মীমাংসাই চিত্ত মধ্যে স্থির করিয়াছিলেন। কর্ম্মিগণ বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক যে বিষ্ণুকে যজ্ঞপুরুষাদি মনে করেন, যশোদা বাৎসল্য প্রেমে তাঁহাকেই পুত্রজ্ঞান করিয়াছিলেন। উভয়েই কর্ম্ম ফলের অধিকারী। তবে কর্ম্মী সকল কর্ম্মানুরূপ শ্রুত্যুক্ত উপযুক্ত ফল পান, কিন্তু বাৎসল্য প্রেমের অনুরূপ ফল না থাকায় শ্রীহরি সর্ব্ববশীকারক হইয়াও যশোদার নিকট ঋণী। সুতরাং সর্ব্ববশীকারক হইয়াও যশোদা সন্নিধানে বশ্য; তিনি প্রেমানন্দে পরিতুষ্ট হইয়া স্তন্যামৃতের জন্য অন্য ক্রন্দন করিতেছেন; ইহা পরে বিবৃত হইবে। কৃষ্ণলীলায় এই শ্লোকটী পরিভাষা স্থানীয়। প্রদীপ গৃহের একদেশে অবস্থিত থাকিয়াও যেমন সমস্ত গৃহকে আলোকিত ও সুস্পষ্ট করে। সেইরূপ কৌমার, কৈশোর মাথুর এবং কুরুক্ষেত্রাদিনিষ্ঠ কৃষ্ণলীলার মধ্যে যে যে স্থানে এইরূপ ঐশ্বর্য্যের প্রসঙ্গ আছে সেই সেই স্থলেই প্রকাশ ও সুস্পষ্ট আছে যে কেবল বাৎসল্যাদি প্রেমেই জগন্নাথ অধিক প্রসন্ন হন ॥ ৩৫ ॥

বিষ্ণুরাত উবাচ ॥

নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ং।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ। ৩৬।
পিতরৌ নাস্ববিন্দেতাং কৃষ্ণোদারার্ভকেহিতং।
গায়ন্ত্যদ্যাপি কবয়ো যল্লোকশমলাপহং ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ।

বিষ্ণুরাতঃ পরীক্ষিৎ উবাচ। হে ব্রহ্মন্! নন্দঃ এবং মহোদয়ং মহাফলদায়কং, কিং শ্রেয়ঃ মঙ্গলং, অকরোৎ তথা মহাভাগা যশোদা বা কিং কৃতবতী যস্যাঃ স্তনং হরিঃ পপৌ ॥ ৩৬॥

লোকশমলাপহং পাপনাশনং, যৎ কৃষ্ণোদারার্ভকেহিতং কৃষ্ণস্য অপূর্ব্ববাললীলাং কবয়ঃ অদ্যাপি গায়ন্তি তৎ পিতরৌ ন অস্ববিন্দেতাং এবং শ্রেয়ঃ তাভ্যাং কিং কৃতং ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অতি বিস্ময়েন পৃচ্ছতি নন্দ ইতি। মহানুদয় উত্সবো যস্য তৎ ॥ ৩৬ ॥

যয়োঃ প্রসয়োঽবতীর্ণঃ তৌ পিতরাবপি যন্নাস্ববিন্দেতাং ন প্রাপ্নুতাং কৃষ্ণস্যোদারং মহৎ অর্ভকেহিতং বাললীলাং যচ্চ কবয়ো গায়ন্তি তদ্‌যোঽবিন্দৎ স কিং শ্রেয়োঽরোৎ। ৩৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ঐশ্বর্য্যদর্শন শ্রবণাভ্যামপি তস্যাঃ প্রেমদার্ঢ্যমাকর্ণ্য কর্ম্মপ্রভৃতিভ্যো ভক্তেভ্যশ্চাভিব্যজ্যমানমুৎকর্ষঞ্চ জানন্নতিবিস্ময়েন পৃচ্ছতি নন্দ ইতি। মহান্ উদয়ঃ ফলং যস্য তৎ। মহাভাগেতি নন্দাদপি তস্যাঃ শ্রেয়োঽধিকমভিপ্রেতি ॥ ৩৬ ॥

নন্থ পীতশেষং গদাভৃত ইতি বচনাদ্দেবক্যা অপি স্তনং পপাবিত্যতআহ পিতরৌ অস্মৎ কুলে পিতৃত্বেন খ্যাতৌ দেবকীবসুদেবৌ কৃষ্ণস্য উদারমতিসুখপ্রদমতিস্নিগ্ধঞ্চ অর্ভকেহিতং বালচরিত্রং ন অস্ববিন্দেতাং চক্ষুরাদিভিরাস্বাদয়িতুং নালভতাং উদারপদেন রাম মাতৃত্বাভিমানিনী রোহিণী বৎসাহরণলীলাপ্রাপ্তমাতৃভাবা গোপ্যশ্চ ব্যাবৃত্তাঃ যৎ অর্ভকেহিতং ॥ ৩৭ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! নন্দ এরূপ মহাফলদায়ক কি শ্রেয়ঃ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং যশোদাই বা কি করিয়াছিলেন যে, ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহার স্তন পান করিলেন ॥ ৩৬ ॥

আভাস।

ঐশ্বর্য্যাদির বিষয় শ্রবণ ও সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াও যশোদার এবং নন্দের প্রেমভাবের বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য মনে করিয়া পরীক্ষিৎ বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! নন্দ বিশেষত যশোদা এমন কি পুণ্য করিয়াছিলেন যে, সাক্ষাৎ বিষ্ণুতে তাঁহাদের ওরূপ প্রেম অক্ষুণ্ণভাবে চিরকাল বিদ্যমান রহিল। কারণ এই সংসার স্রোতে পতিত জীবের পক্ষে এতদপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যের বিষয় ত আর কিছুই দেখিতে পাই না ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ॥

দ্রোণো বসূনাং প্রবরো ধরয়া ভার্য্যয়া সহ।

করিষ্যমাণ আদেশান্ ব্রহ্মণস্তমুবাচ হ।

জাতয়ো র্নৌ মহাদেবে ভুবি বিশ্বেশ্বরে হরৌ।

অন্বয়ঃ।

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ। বসূনাং প্রবরঃ দ্রোণঃ নাম ধরয়া ভার্য্যয়া, সহ ব্রহ্মণঃ আদেশান করিষ্যমাণঃ তং ব্রহ্মাণং উবাচ হ॥

যয়া লোকঃ অঙ্গ অনায়াসেন দুর্গতিং তরেৎ ভুবি জাতয়োঃ নৌ আবয়োঃ সতাঃ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কৃষ্ণাবতারস্য তদীয় বাল্যলীলানাঞ্চ নিত্যত্বাদেব নন্দযশোদয়ো নিত্যসিদ্ধত্বং স্পষ্টমিতি। নাপ্যেতাদৃশঃ প্রেমা সাধনসিদ্ধো ভবিতুমর্হতীত্যপি জানতোঽপি রাজ্ঞোঽস্য প্রশ্নোঽয়ং যথা ভক্তাব্যুৎপন্নস্যেত্যতস্তত্র মহাপ্যুত্তরং তাদৃশীভবিতুমর্হতীতি প্রষ্টরি রাজন্যুদাসীনমনা এবাহ দ্রোণ ইতি। আদেশান্ গোপালনাদিলক্ষণান্ তং ব্রহ্মাণং॥

জাতয়োরিত্যনেন ভাবিনি জন্মনীতি লভ্যতে। মহান্ দেবঃ ক্রীড়া যস্য তস্মিন্ ভুবি স্থিতো যে বিশ্বেশ্বরস্তস্মিন্ বিশ্বেঽপীশ্বরা যত্র তস্মিন্ পরাবরেশো মহদংশযুক্ত ইত্যুদ্ধাবাক্তেঃ পূর্ণে ইত্যর্থঃ। হরৌ আবয়ো র্মনশ্চোরে। পরমেতি ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে ইতি ন্যায়াৎ স্বহৃদয়বিচারিতা পিতৃত্বোচিতবাৎসল্যময়ীত্যর্থঃ। যয়াস্মদ্ভক্ত্যা ভবিষ্যন্ত্যা তচ্ছ্রবণ

জনগণের কলুষনাশিনী অতি মনোজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের লীলা গাথা কবিগণ অদ্যাপি সর্ব্বত্র গান করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়াও যে তাঁহারা তাঁহাকে লাভ করিলেন, এমন কি পুণ্য, তাঁহারা অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, আপনি তাহা বর্ণন করুন॥ ৩৭॥

শুকদেব বলিলেন; বসুপ্রধান দ্রোণ স্বীয় ভার্য্যা-ধরার সহিত একত্র ব্রহ্মার আদেশ প্রতিপালনে সম্মত হইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন যে॥

হে বিধাত! যে ভক্তির আশ্রয়ে জীব দুর্গতি হইতে নিস্তার পায়, আমরা উভয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া বিশ্বপতি দেবদেব বিষ্ণুতে যেন তাদৃশ

আভাস।

হে ব্রহ্মন্! যে বসুদেব এবং দেবকীর উপর প্রসন্ন হইয়া যথার্থ পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং দেবকীর স্তনও পান করিয়াছিলেন, সে জনক জননীও কৃষ্ণের এরূপ প্রেমরঞ্জক সাধুভক্তজন পরিকীর্ত্তিত অমৃতোপম মধুর লীলামৃতের আস্বাদ প্রাপ্ত হন নাই। শ্রীকৃষ্ণের বালচরিত্র অতীব অপূর্ব্ব। বলরামজননী রোহিণী ব্রহ্মমোহনকালের মাতৃত্ব-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু যশোদার ভাগ্যের পরিসীমা নাই॥ ৩৭॥

সাধনার দ্বারা কখন এরূপ প্রেম লাভ হয় না। শ্রীকৃষ্ণের সহিত নন্দযশোদার এই

ভক্তিঃ স্যাৎ পরমা লোকো যয়াঞ্জো দুর্গতিং তরেৎ ॥ ৩৮ ॥

অস্ত্বিত্যুক্তঃ স এবেহ ব্রজে দ্রোণো মহাযশাঃ।

জজ্ঞে নন্দ ইতিখ্যাতো যশোদা সা ধরাভবৎ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ।

মহাদেবে বিশ্বেশ্বরে হরৌ (সা) পরমা ভক্তিঃ স্যাৎ (ইতি অনুগৃহ্যাণ) ॥ ৩৮ ॥

সঃ এব মহাযশাঃ দ্রোণঃ অস্তু ইতি (ব্রহ্মণা) উক্তঃ সন্ ইহ ব্রজে নন্দঃ ইতি খ্যাতঃ জজ্ঞে; সা ধরা চ যশোদা অভবৎ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ব্রহ্মণ আদেশান্ গোপালনাদিলক্ষণান্ ॥ ৩৮ ॥

স এব দ্রোণো জজ্ঞে সচ নন্দ ইতি খ্যাতঃ সা ধরা যশোদা অভবৎ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কীর্ত্তনাদিনা অন্যোঽপি সর্ব্বো লোকঃ দুর্গতিং তরেদিতি শুদ্ধ প্রেমভক্তিপ্রার্থনয়া তজ্জন্মনি তয়োস্তদনুরূপা সাধনভক্তিরপ্যেকা শুদ্ধৈবাসীদিত্যবগম্যতে। নতু পৃশ্নিসুতপসোরিব ভক্তিস্তপোযোগৌ চেতি পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতমেব তৎপ্রসঙ্গে তৎফলং ॥ ৩৮ ॥

স এব দ্রোণোব্রজে ইহ নন্দ ইতি খ্যাতঃ। সা ধরৈবেহ যশোদেতি নিত্যসিদ্ধয়ো যশোদা-নন্দয়োঃ সাধনসিদ্ধৌ ধরাদ্রোণৌ প্রবিষ্টা বভূবেতার্থঃ। ৩৯ ॥

পরমা ভক্তি করিতে পারি, আমাদের প্রতি আপনি এই অনুগ্রহ করুন ॥ ৩৮ ॥

তদুত্তরে ব্রহ্মা তথাস্তু বলিলে, মহাযশা দ্রোণ নন্দ নামে এবং ধরা যশোদা নামে অভিহিত হইয়া এই ব্রজভূমে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৩৯ ॥

আভাস।

সম্প্রতি চির বিদ্যমান রহিয়াছে। কৃষ্ণের অবতার ও লীলা নিত্য, নন্দ যশোদাদিও পরিকর ভাবে নিত্যসিদ্ধ, এই অভিপ্রায় প্রকাশার্থ শুকদেব নন্দ যশোদার পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

নন্দ ও যশোদা পূর্ব্বে দ্রোণ ও ধরা নামে অভিহিত ছিলেন। ভগবান বিষ্ণুর লীলা সমাধানার্থ ব্রহ্মা সমস্ত দেববৃন্দকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া কার্য্য সৌকার্য্যার্থ আদেশ করেন। তদাদেশ কালে দ্রোণ ও তৎপত্নী ধরা ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করেন যে, হে ব্রহ্মন্! আপনার আদেশ অনুসারে আমরা গোপালনাদি কার্য্য সমাধা করিব, কিন্তু আপনি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন যে, যে মহাপুরুষে কণামাত্র ভক্তি করিয়া জীব দুর্গম সংসার হইতে অনায়াসে সৎগতি লাভ করিয়া থাকে, ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত হইলেও যিনি একমাত্র বিশ্বপতি; যিনি অবতীর্ণ হইয়া আমাদের চিত্ত হরণ করাতে হরি নামে বিখ্যাত; আমাদের সন্তান তাঁহার লীলা প্রসঙ্গেই জীব উদ্ধার লাভ করিবে, আপনার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যেন, তাঁহাতে আমাদের তৎকালে অচলা ভক্তির উদয় থাকে ॥ ৩৮ ॥

সেই নিত্যসিদ্ধ দ্রোণ ও ধরাই উপহিত নন্দ ও যশোদা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

ততো ভক্তি র্ভগবতি পুত্রীভূতে জনার্দ্দনে।
দম্পত্যো র্নিতরামাসী দ্গোপগোপীষু ভারত ॥ ৪০ ॥
কৃষ্ণো ব্রহ্মণ আদেশং সত্যং কর্ত্তুং ব্রজে বিভুঃ।
সহরামো বসংশ্চক্রে তেষাং প্রীতিং স্বলীলয়া ॥ ৪১ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে বালক্রীড়ায়ামষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ৮ ॥ * ॥

অন্বয়ঃ।

ততঃ হে ভারত! ভগবতি জনার্দ্দনে তয়োঃ পুত্রীভূতে সতি গোপগোপীষু (মধ্যে) তয়োঃ দম্পত্যোঃ নিতরাং ভক্তিঃ আসীৎ ॥ ৪০ ॥

ব্রহ্মণঃ আদেশং বরং, সত্যং কর্ত্তুং সহরামঃ বিভুঃ কৃষ্ণঃ ব্রজে বসন্ স্বলীলয়া তেষাং প্রীতিং চক্রে ॥ ৪১ ॥

ইতি দশমে অষ্টমঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

গোপগোপীনামপি তত্তৎস্বভাবাৎ অন্যেভ্য এব ভক্তিঃ তয়োঃ পুন র্নিতরামেব ॥ ৪০ ॥

স্বলীলয়া পুত্রভাবানুকারিণ্যা ॥ ৪১ ॥

॥ * ॥ ইতি দশমে অষ্টমঃ ॥ * ॥

জনার্দ্দনে গোপীজনান্ প্রেম্না পীড়য়তি নবনীত চৌর্য্যাদ্যাপত্রৈঃ উদ্বেজয়তীতি বা তত্তদ্বরং যাচমান ইতি বা গোপগোপীষু মধ্যে দম্পত্যো র্যশোদানন্দয়োর্ভক্তি নিতরামাসীদিতি গোপা গোপ্যশ্চাপি দ্রোণধরয়োরনুবর্ত্তন স্তাদৃশসাধনবন্তঃ পূর্ব্বজন্মন্যাসন্নিতি জ্ঞাপিতং ॥ ৪০ ॥

আদেশ পরমাভক্তিরস্বিতি বরং। প্রীতং চক্রে প্রেমাণমুৎপাদয়ামাস ॥ ৪১ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
দশমস্যাষ্টমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

হে ভরতবংশাবতংস! জনার্দ্দন পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইলে, অন্যান্য গোপ গোপীর অপেক্ষা তাঁহার প্রতি এই দম্পতির সমধিক ভক্তি জন্মিয়াছিল ॥ ৪০ ॥

লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার বাক্য সত্য করিবার মানসে, বলরাম সহ ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া সকলের যথেষ্ট প্রীতি বর্দ্ধন করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

ইতি দশমে অষ্টম অধ্যায় ॥

আভাস।

তাঁহাদের ভক্তিতে কোন সাধনের অপেক্ষা নাই; ধারাবাহীভাবে জন্মজন্মান্তরে এইরূপই ঘটিতেছে ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥

ইতি দশমে অষ্টম ॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ॥

একদা গৃহদাসীষু যশোদা নন্দগেহিনী।
কর্ম্মান্তরনিযুক্তাসু নির্ম্মমন্থ স্বয়ং দধি।

অন্বয়ঃ

একদা গৃহদাসীষু কর্ম্মান্তরনিযুক্তাসু নৈমিত্তকরূপে কর্ম্মান্তরে ব্যাপৃতাসু সতীষু নন্দগেহিনী যশোদা স্বয়ং দধি নির্ম্মমন্থ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নবমে পয়উৎসিক্তে গত্বা গোপ্যথ তৎকৃতং।
বিলোক্য ভাণ্ডভঙ্গাদি কৃষ্ণং দাম্না বধ্বন্ত তং।
তদুদরাশ্রিতং বিশ্বং দৃষ্ট্বা বিস্মিতচেতসঃ।
বন্ধনদ্যজুসাপূর্ত্ত্যা পূর্ণতামস্যদর্শয়ৎ ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নিষিদ্ধমন্থনং পীত্বা স্তনঞ্চাতৃপ্তিমান্ ক্রুধা।
ভাণ্ডং ভিত্ত্বা দ্রুতং মাত্রা নবমে বদ্ধ ঈশ্বরঃ ॥
চৌর্য্যক্রোধাদিমজ্জীবান্ গুণৈর্বদ্ধৈব রোদয়েঃ।
চৌর্য্যক্রোধাদিমান্ মাত্রা বুদ্ধস্ত্বং কৃষ্ণ রোদিষি।

অতিচমৎকারকস্যাসাধারণস্য শ্রীকৃষ্ণবিষয়কনন্দযশোদাশ্রয়বৎমহাবাৎসল্যপ্রেম্নঃ সাধনমপ্যসাধারণমপূর্বং শ্রেয়ো ভবিতুমর্হতীতি তদনাকর্ণিতবতঃ প্রশ্নকর্তুরাজ্ঞোঽপি চিত্তং নাতিপ্রসন্নমালক্ষ্য তত্র মুখ্যং সিদ্ধান্তমভিব্যঞ্জয়িতুং দিনান্তরগতাং দামবন্ধনলীলাং বক্তুমুপক্রমতে একদেতি। দীপমালিকামহোৎসবদিন ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষিণী অত্র শ্যামৈককর্ণতুরঙ্গমবৎ পরার্দ্ধসংখ্যাস্বপি গোষু মধ্যে ব্রজরাজস্য যাঃ পদ্মগন্ধিন্যাদ্যা অতিসুস্বাদু সুগন্ধি পয়সঃ সুগন্ধিতৃণমাত্রচারিণ্যঃ সপ্তাষ্টা এব গাবো বর্ত্তন্তে তাসামেব দুগ্ধদধ্যাদিকং মৎপুত্রস্য রোচকং ভবিষ্যতীতি বিচারয়ন্তী শ্রীযশোদা নির্ম্মমন্থ। স্বয়মিতি স্বপুত্ররোচনীয়নবনীতোৎক্রমণদুগ্ধাবর্ত্তনাদৌ বাৎসল্যপ্রেমোত্থঠাদেব দাসীনাং বিজ্ঞত্বমসম্ভাব্য অন্যারভ্য বালকস্য ভক্ষ্যনবীতদুগ্ধাদিকং সর্ব্বমহমেব সাধু সাধয়িষ্যামি যথা তত্তদেব রোচয়ন্ কৃষ্ণশ্চৌর্য্যার্থং পরগৃহং ন যাস্যতীতি ভাবঃ। দধীত্যনন্তানাং দধ্নাং মধ্যে যদেকং সারভূতং পূর্ব্বেদ্যুঃ স্বয়মেব সাধিতং তদেবেতি ভাবঃ। নির্ম্মমন্থেত্যুপলক্ষণং দুগ্ধমপ্যাবর্ত্তয়ামাস ॥

একদিন দাসীগণ উৎসব উপলক্ষে কর্ম্মান্তরে নিযুক্ত থাকায় নন্দপত্নী যশোদা শ্রীকৃষ্ণের ভোজনার্থ স্বয়ংই দধি মন্থন আরম্ভ করিলেন ॥

আভাস।

নবম অধ্যায়ে মাতা কৃষ্ণকে যথেষ্ট স্তনপান না করাইয়া চুল্লীস্থ দুগ্ধ অবতারণার্থ গমন করায় বালক ক্রোধে দধিভাণ্ড ভগ্ন করে এবং মাতা ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণকে রজ্জুবদ্ধ করেন।

যানি যানীহ গীতানি তদ্বাল চরিতানিচ।
দধিনির্ম্মন্থনে কালে স্মরন্তী তান্যগায়ত ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।

(তথা) যানি যানি তদ্বালচরিতানি ইহ গীতানি দধিনির্ম্মন্থনকালে তানি স্মরন্তী সা অগায়ত ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

স্বয়ং দধি নির্ম্মমন্থ তদা অগায়ত চেতি চকারস্বরসঃ ॥ ১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্বপ্রসিদ্ধো যো বালঃ কৃষ্ণ স্তস্য চরিতানি যানি গীতানি গীতচ্ছন্দসা কবিপুরন্ধ্রীভিঃ স্বয়ং বা নিবদ্ধানি তানি স্মরন্তী অনুসন্দধতী অগায়ত। গৃহান্তঃ শঙ্কিতকৃষ্ণাদর্শনোত্থস্য স্বান্তঃ ক্ষোভস্যোপশান্ত্যয়ে ইতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

হে রাজেন্দ্র! জননী মন্থনকালে কৃষ্ণের বাল্যচরিত্রঘটিত যে সকল গীত সর্ব্বদা সকলে গান করিত, তিনি সেই সমস্ত স্মরণ করিয়া গান আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥

আভাস।

পূর্ব্বাধ্যায়ে রাজা পরীক্ষিৎ মুনি সন্নিধানে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, নন্দ ও যশোদা এমন কি পুণ্য করিয়াছিলেন! যাহার ফলে এই জন্মে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের মাতা ও পিতা রূপে আবির্ভূত হন? শুকদেব যদিও নন্দ এবং যশোদার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত প্রকাশের দ্বারা বর্ণনা করেন যে, বাৎসল্য প্রেমের মহিমা অপার! এই উভয়ের কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম যে কিরূপ, তাহা বর্ণনাতীত; ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিলেও রাজার সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় নাই। সুতরাং এই অধ্যায় দ্বারা প্রকাশ করিলেন যে, ভগবান্ বিশুদ্ধ প্রেমিককে প্রেমানুরূপ ফল প্রদানে অসমর্থ, অতএব ঋণী; ইহাই স্পষ্ট প্রমাণার্থ দামবন্ধন লীলা বর্ণন করিলেন। যে অদ্বিতীয় শাসনকর্ত্তা দুর্দ্দর্শনীয় দণ্ড উত্তোলন পূর্ব্বক চৌর্য্যক্রোধাদি বিশিষ্ট জীবগণকে গুণবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া কাঁদাইয়া থাকেন, আজ মাতৃবন্ধনে স্বয়ং বদ্ধ হইয়া কাঁদিতেছেন। অহো! প্রেমের কি অপার মহিমা।

কৃষ্ণ গোপীগৃহে নবনী চুরি করেন, জননী কিছুতেই তাহা নিবারণে সমর্থ না হইয়া মনে করিলেন, গৃহে নবনীতাদি উত্তমরূপে প্রস্তুত না হওয়ায় বোধ হয়, শ্রীকৃষ্ণ উদর পূরিয়া গৃহে আহার না করিয়া পরগৃহে ভোজন করে। এই নিমিত্ত তিনি এই দশ সহস্র গাভীর মধ্যে কেবল তৃণমাত্রভোজী এবং অতি অপূর্ব্ব সুস্বাদু ও সুগন্ধ দুগ্ধবতী সাত আটটী গাভীর দুগ্ধ স্বয়ং রক্ষা করিলেন এবং পাছে ভৃত্যবর্গ অবহেলা করে, এই ভয়ে একদিন দাসগণ উৎসবকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকায় তিনি ভাবিলেন কৃষ্ণের ভোজন সামগ্রী আমি স্বয়ং প্রস্তুত করিলে অবশ্যই উত্তম ও রুচিপ্রদ হইবে। ইহা পাইলে আমার পুত্র আর পরগৃহে চৌর্য্যার্থ

ক্ষৌমং বাসঃ পৃথুকটিতটে বিভ্রতী সূত্রনদ্ধং
পুত্রস্নেহস্নুতকুচযুগং জাতকম্পঞ্চ সুভ্রুঃ।
রজ্জ্বাকর্ষশ্রমভুজচলৎকঙ্কণৌ কুণ্ডলে চ
স্বিন্নং বক্ত্রং কবরবিগলন্মালতী নির্ম্মমন্থ।

অন্বয়ঃ।

সুভ্রুঃ যশোদা, পৃথুকটিতটে সুন্দরমধ্যমাঙ্গে সূত্রনদ্ধং কাঞ্চীবদ্ধং, ক্ষৌমং (অতসীতন্তুখং বাদ্ধং সচিত্রং পীতং) বাসঃ বস্ত্রং, রজ্জ্বাকর্ষশ্রমভুজচলৎকঙ্কণৌ (কর্ণয়োঃ) চলন্তী কুণ্ডলে চ (অতএব দেহহেলনেন) জাতকম্পং পুত্রস্নেহস্নুতকুচযুগং তথা স্বিন্নং বক্ত্রং বিভ্রতী সা কবরবিগলন্মালতী সতী নির্ম্মমন্থ॥

শ্রীধরস্বামী।

সূত্রনদ্ধং কাঞ্চীবদ্ধং। রজ্জ্বাকর্ষণেন শ্রমো যয়োর্ভুজয়োশ্চলন্তৌ কঙ্কণৌ চ কবরা-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বাৎসল্যপ্রেম্না রূপ গুণাভ্যাং চ কৃষ্ণস্য যশোদৈবানুরূপা মাতেতি দ্যোতয়ন্ বাৎসল্য-রসোপাসকানাং অবশ্যকর্ত্তব্যং শ্রীকৃষ্ণমাতুর্ধ্যানমাহ ক্ষৌমমতসীতন্তুখং পীতচিত্রমতিসূক্ষ্মং ভবেৎ। তেনাস্যাঃ শ্যামবর্ণত্বং ক্রমদীপিকোক্তং ধ্বনিতং। সূত্রনদ্ধং নীব্যা নিবদ্ধং। পৃথুকটিতটে সুভ্রুরিত্যাভ্যাং সর্ব্বাঙ্গসৌন্দর্য্যত্বঞ্চ ব্যঞ্জিতং রজ্জোরাকর্ষেণ শ্রমো যয়োস্তয়োর্ভুজয়ো শ্চলন্তৌ কঙ্কণৌ বক্ত্রমিত্যন্তানাং বিভ্রতীত্যনেন সম্বন্ধঃ। মেঘতুল্যাৎ কবরা-বিগলন্তী জলবিন্দুশ্রেণীব মালতী যস্যাঃ সা। কপ্রত্যয়াভাব আর্ষঃ॥

যশোদা অতি সূক্ষ্ম বিচিত্র অম্বর পরিধান করায় এবং গুরু নিতম্বে কাঞ্চী সংলগ্ন থাকায়, কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছিলেন। মন্থনার্থ দণ্ডরজ্জু অনবরত দুই হস্তে আকর্ষণ করাতে হস্তের কিঙ্কিণী এবং কর্ণের কুণ্ডল প্রতি-বারেই দুলিতেছিল; পুত্রস্নেহে স্নুত পয়োধরযুগল ঈষৎ স্পন্দিত হইতেছিল, সেই সুভ্রুর বদনকমল বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মে পরিসিক্ত এবং বারংবার গাত্র-হেলনে কবরী হইতে মালতী পুষ্প সকল ইতস্তত বিকীর্ণ হইতে লাগিল॥

আভাস।

গমন করিবে না; এইরূপ চিন্তা করিয়া স্বয়ং দধি মন্থন করিতেছেন এবং পুরস্ত্রীগণ কৃষ্ণ-নামে যে সকল প্রবন্ধ গীতাদি রচনা করিয়াছিলেন সেই সমস্ত গান আরম্ভ করিলেন। ১॥

আধেয় জানিবার পূর্ব্বে আধার জানা উচিত। কৃষ্ণ মহিমা জানিতে উৎসুক ব্যক্তিগণের কৃষ্ণজননীর ধ্যান জানা প্রয়োজন, এই নিমিত্ত যশোদার তাৎকালিক সৌন্দর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি অতি সূক্ষ্ম বিচিত্র বর্ণ রঞ্জিত পরিধেয় বসন, উত্তরীয়, কটিদেশে অপূর্ব্ব চন্দ্রহার, কর্ণে কুণ্ডল, গলদেশে হার এবং হস্তে বলয়াদি আভরণ পরিধান করায় শ্যামবর্ণে অতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। অনবরত দুই হস্তে রজ্জু আকর্ষণ

তাং স্তন্যকাম আসাদ্য মথ্নতীং জননীং হরিঃ।
গৃহীত্বা দধিমন্থানং ন্যষেধৎ প্রীতিমাবহন্ ॥ ২ ॥
তমঙ্কমারূঢ়মপায়য়ৎ স্তনং স্নেহস্নুতং সস্মিতমীক্ষতী মুখং।

অন্বয়ঃ।

(তদা) স্তন্যকামঃ হরিঃ মথ্নতীং জননীং আসাদ্য দধিমন্থানং মন্থনদণ্ডং গৃহীত্বা করেণ ধৃত্বা প্রীতিং (চাতুর্য্যপ্রকাশেন আনন্দং) আবহন্ প্রাপয়ন্ তাং ন্যষেধয়ৎ নিবারয়ামাস ॥ ২ ॥

সস্মিতং সহাস্যং, মুখং ইক্ষতী যশোদা অঙ্কং আরূঢ়ং তং কৃষ্ণং স্নেহস্নুতং স্তনং

শ্রীধরস্বামী।

দ্বিগলদ্ভ্যো মালতীভ্যো যস্যাঃ সা ॥ ২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

আসাদ্য প্রাতরুত্থায় গৃহাৎ প্রবুদ্ধ্য বহি র্নিঃসৃত্য ক্ষুধা রুদন্মুখঃ সন্নিত্যর্থঃ। মন্থানং মন্থনদণ্ডং গৃহীত্বেতি মাত র্মা মথানেতি স্ববচনমমানয়িষ্যন্তীং মাতরমভিলাষয়েতি ভাবঃ অতস্তচ্চাতুর্য্যং জ্ঞাত্বা যা মাতুঃ প্রীতি স্তাং আবহন্ ॥ ২ ॥ চ

অহো বালস্যাস্য বুদ্ধিরিত্যুক্ত্বা মথনাদ্বিরমোপবিষ্টা স্বয়মেবাঙ্কমারূঢ়ং তং উৎসৃজ্য ইত্যত্র হেতুঃ জবেনেতি। তত্রাপি হেতুঃ। উৎসিচ্যমানে অতিতাপেনোচ্ছিচ্যমানে সতি পয়সি উত্তারণার্থমিত্যর্থঃ। অধিশ্রিতে চুল্লীমারোপিতে। নন্থ কৃষ্ণাদপি তস্যা

ইতিমধ্যে শ্রীহরি জননীকে মন্থন করিতে দেখিয়া স্তনপানার্থ নিকটে আগমন করিলেন এবং এক হস্তে মন্থন দণ্ড ধরিয়া বিশেষ চপলতা সহকারে মাতার মন্থন কার্য্য বন্ধ করিলেন ॥ ২ ॥

তখন যশোদা তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া দুগ্ধপূর্ণ স্তন মুখে প্রদান পূর্ব্বক পুত্রের সহাস্য বদনের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে চুল্লীর

আভাস।

করায় শ্রমহেতু ঈষৎ ঘর্মবিন্দু বদনমণ্ডলে পরিদৃষ্ট হইল এবং নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ কবরী হইতে মেঘ নির্ম্মুক্ত জলবিন্দুর ন্যায় মালতী পুষ্প সকল চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ পার্শ্বস্থ গৃহে নিদ্রিত ছিলেন; প্রত্যূষে মাতৃধ্বনি শ্রবণ করিয়াই তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া মাতৃসমীপে আগমন পূর্ব্বক স্তন্যপানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মাতার বিলম্ব দেখিয়া রোদন করিতে করিতে এক হস্তে মন্থনদণ্ড ও অপর হস্তে অঞ্চল ধরিয়া দধিমন্থনে ব্যাঘাত করিলেন। জননী তনয়ের তাদৃশ চাতুর্য্য দর্শনে মনে মনে নিতান্ত প্রীত হইয়া বালককে স্তন্য পান করাইতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

কৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিয়া স্তন পান করাইতে বসিয়াছিলেন মাত্র, এমন সময়ে অপর গৃহে চুল্লীর উপর আরোপিত ভাণ্ডস্থ দুগ্ধ অতি উত্তাপে উথলিতে দেখিয়া যশোদা অকস্মাৎ কৃষ্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুগ্ধ অবতারণার্থ তথায় গমন করিলেন। এখানে যশোদা কৃষ্ণকে

অতৃপ্তমুৎসৃজ্য জবেন সা যযাবুৎসিচ্যমানে পয়সি ত্বধিশ্রিতে ॥ ৩ ॥
স জাতকোপঃ স্ফুরিতারুণাধরং সংদশ্য দধ্নি দর্ধিমণ্ডভাজনং।
ভিত্ত্বা মৃষাশ্রু র্দৃশদশ্মনা রহো জঘাস হৈয়ঙ্গবমন্তরং গতঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।

অপায়য়ৎ; (ইত্যবসরে) তু অধিশ্রিতে চুল্লীমারোপিতে পয়সি উৎসিচ্যমানে "অতিতাপেন উদ্রিক্তমানে সতি" সা অতৃপ্তং বালকং উৎসৃজ্য ভূমৌ অবস্থাপ্য, জবেন বেগেন যযৌ ॥ ৩ ॥

(হেনৈব) জাতকোপঃ ক্রুদ্ধঃ, মৃষাশ্রুঃ কৃষ্ণঃ দন্তৈঃ স্ফুরিতারুণাধরং সংদশ্য দৃশদশ্মনা শিলাপুত্রেণ, দধিমণ্ডভাজনং ভিত্ত্বা অন্তরং গৃহান্তরং গতঃ সন্ রহঃ একান্তে, হৈয়ঙ্গবং সদ্যোজাতনবনীতং জঘাস ভক্ষিতবান্ ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অধিশ্রিতে চুল্লীমারোপিতে। উৎসিচ্যমানে অতিতাপেনোদ্বিজ্যমানে ॥ ৩ ॥
দৃশদশ্মনা শিলাপুত্রেণ অন্তরং গৃহমধ্যং গত একান্তে নবনীতমভক্ষয়ৎ ॥ ৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দুগ্ধমতিমমত্বাস্পদমভূৎ যদনুরোধেনাতৃপ্তঃ কৃষ্ণোঽপ্যুপেক্ষিতঃ সন্ত্যং। তদ্রক্ষাপেক্ষাদিষু কাপ্যপেক্ষ্যতা যথা পুনঃ সোঽপি সমেত্যুপেক্ষতাং। প্রেম্নো বিচিত্রা পরিপাট্যুদীরিতা বোধ্যা তথা প্রেমবতীভিরেব যৎ ॥ ৩ ॥

মৃষা বৃথাপি বাল্যস্বভাবাদেবাশ্রু যস্য সঃ। দৃশদশ্মনা শিলাপুত্রেণ নিঃশব্দচ্ছিদ্রার্থং তত্তলে ইতি জ্ঞেয়ং। অন্তরং গৃহাভ্যন্তরং হৈয়ঙ্গবং হ্যোগোদোহস্য সদ্যো নবনীতং ॥ ৪ ॥

উপর ভাণ্ডস্থিত দুগ্ধ অগ্নির উত্তাপে উথলিত হইতে দেখিয়া বালককে প্রচুর স্তন পান না করাইয়াই বেগে সেই দিকে ধাবিতা হইলেন ॥ ৩ ॥

এদিকে স্তন্যপানে অতৃপ্ত কৃষ্ণ ক্রোধে দশন দ্বারা কম্পিত অধর দংশন পূর্ব্বক কপট অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে একটী শিলার আঘাতে সেই দধির ভাণ্ড ভগ্ন করিলেন এবং অন্য গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সদ্যোজাত নবনী লইয়া ভোজন আরম্ভ করিলেন ॥ ৪ ॥

আভাস।

উপেক্ষা করত দুগ্ধের উপর যে অধিক যত্ন করিয়াছিলেন, তাহা সামান্য দুগ্ধের জন্য নহে; কৃষ্ণেরই প্রীতির জন্য। তাঁহার ভোজনার্থ অন্য স্বয়ং দুগ্ধাদি প্রস্তুত করিতে উদ্‌যোগী; পাছে কিছু নষ্ট হয়, ভোজনার্থ জীবনধন পুত্রের কোন ক্লেশ হয়, এই ভয়ে আপাতত কৃষ্ণের প্রতি উপেক্ষা করিয়াছিলেন; ইহাও প্রেমের বৈচিত্র্য মাত্র ॥ ৩ ॥

লীলাবিলাসী হরি প্রাকৃত শিশুর ন্যায় উপেক্ষা হেতু অভিমানে রোদন করত মাতার অজ্ঞাতসারে একটী ক্রীড়ার্থ প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা দধিভাণ্ডের নিম্নভাগে ছিদ্র করিয়া অন্য গৃহে পলায়ন করিলেন; এবং গৃহান্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক সদ্যোজাত নবনীতাদি অপহরণ

উত্তার্য্য গোপী সুশৃতং পয়ঃ পুনঃ প্রবিশ্য সংদৃশ্য চ দধ্যমত্রকং।
ভিন্নং বিলোক্য স্বসুতস্য কর্ম্ম তজ্জজ্ঞান তঞ্চাপি ন তত্র পশ্যতী ॥ ৫ ॥
উদূখলাজ্ঘ্রেরুপরি ব্যবস্থিতং মর্কায় কামং দদতং শিচিস্থিতং।

অন্বয়ঃ।

সুশৃতং সুপক্কং, পয়ঃ উত্তার্য্য গোপী যশোদা পুনঃ (মন্থনগৃহং) প্রবিশ্য দধ্যমত্রকং দধিপাত্রং ভিন্নং সংদৃশ্য স্বসুতস্য তং কর্ম্ম বিলোক্য তঞ্চাপি তত্র ন পশ্যতী সতী জজ্ঞাস ॥ ৫ ॥
উদূখলাজ্ঘ্রেঃ পরিবর্ত্তিতস্য উদূখলস্য উপরি ব্যবস্থিতং শিচি স্থিতং শিক্যস্থং, চৌর্য্যবং

শ্রীধরস্বামী।

সুশৃতং সুতপ্তং দধিমন্থনস্থানং প্রবিশ্য ভিন্নং সদৃশ্য দৃষ্ট্বা ॥ ৫ ॥
উদূখলাজ্ঘ্রেঃ পরিবর্ত্তিতস্যোদূখলস্যোপরি। শিচি শিক্যে। চৌর্য্যেণ বিশঙ্কিতং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সুশৃতং সুপক্কং। দধিমন্থনস্থানং প্রবিশ্য দধ্যমত্রকং দধিপাত্রং অতিচিক্কণত্বেন অতিদৃঢ়ত্বেনানুকম্পায়াং কন্ ভগ্নং বিলোকেতি বামতর্জ্জন্যা নাসাগ্রং স্পৃষ্ট্বেতি জ্ঞেয়ং ॥ ৫ ॥

দধিক্লিন্নচরণচিহ্নেন কিঙ্কিণীশব্দেন চ উচ্চালিতভাণ্ডাদিশব্দেন চ গৃহান্তঃস্থিতং নবনীতং ভুঞ্জানং অনুমায় হসন্তী কিঞ্চিদ্বিস্মৃত্য যাবত্তত্র যিষন্তত স্ব তাবদেব পক্ষদ্বারেণ নিঃসৃত্য বহিঃ প্রাঙ্গণান্তরে কাকাদিভয়াদধোমুখীকৃতোদূখলস্যোপরি কৃষ্ণে স্বস্তিকাসনেনোপবিষ্টে সতি যদদ্ভুতদদ। উদূখলেতি শিচি শিক্যে স্থিতং তত্তশ্চোদ্ধৃত্য আনীতমিত্যর্থঃ।

অনন্তর যশোদা সুপক্ক দুগ্ধ, চুল্লী হইতে নামাইয়া পুনরায় মন্থন স্থানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, দধিভাণ্ড ভগ্ন পড়িয়া রহিয়াছে অথচ কৃষ্ণ তথায় নাই; তখন তিনি ইহা নিজ পুত্রের কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন ॥ ৫ ॥

পরে গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ বির্যপ্যস্ত উদূখলের উপর উপবেশন করত শিক্যাস্থ সদ্যোজাত নবনীত নামাইয়া বানরগণকে প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিতেছেন এবং শঙ্কিতনয়নে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ

আভাস।

পূর্ব্বক গোপনে ভোজন আরম্ভ করিলেন ॥ ৪ ॥

অনন্তর যশোদা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে দধি ছড়াইয়া পতিত, দেখিয়া চমৎকৃতা হইলেন; এবং দধিসম্পৃক্ত চরণচিহ্ন, কিঙ্কিণীর শব্দ ও ভাণ্ডাদির আঘাতধ্বনি পার্শ্বস্থ গৃহে অনুমান করিয়া প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন কৃষ্ণ বিপরীত ভাবে রক্ষিত উদূখলের উপর উপবেশন করত শিক্যস্থ নবনীত সংগ্রহ পূর্ব্বক ভোজন করিতেছেন ॥ ৫ ॥

যশোদা গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র যেন অপরাধী সুতরাং ভীতের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ তথা

হৈয়ঙ্গবং চৌর্য্যবিশঙ্কিতেক্ষণং নিরীক্ষ্য পশ্চাৎ সুতমাগমচ্ছনৈঃ ॥ ৬ ॥
তামাত্তযষ্টিং প্রসমীক্ষ্য সত্বরস্ততোঽবরুহ্যাপসসার ভীতবৎ।
গোপ্যন্বধাবন্ন যমাপ যোগিনাং ক্ষমং প্রবেষ্টুং তপসেরিতং নমঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।

নবনীতং, মর্কায় বানরায় কামং যথেষ্টং দদতং চৌর্য্যবিশঙ্কিতেক্ষণং চৌর্য্যচপলনয়নং, সুতং নিরীক্ষ্য শনৈঃ পশ্চাৎ আগমৎ ॥ ৬ ॥

(কৃষ্ণস্তু) আত্তযষ্টিং ধৃতযষ্টিং, তাং প্রসমীক্ষ্য ততঃ উদূখলাৎ অবরুহ্য সত্বরঃ ভীতবৎ অপসসার অপলায়য়ৎ। তপসা ঈরিতং অতএব প্রবেষ্টুং ক্ষমং যোগিনাং মনঃ যং ন আপ তং কৃষ্ণং গোপী অনু পশ্চাৎ অধাবৎ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

চঞ্চলমীক্ষণং যস্য তং ॥ ৬ ॥

তপসা ঐকাগ্র্যেণ। ঈরিতং তদাকারতাং নীতং ক্ষমং যোগ্যং প্রবেষ্টুং মনোঽপি যং নাপ তং। অথবা অন্বধাবৎ কেবলং নত্বাপ যতো যোগিনাং মনোঽপি যং প্রবেষ্টুং ন ক্ষমমিতি ॥ ৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

চৌর্য্যাদ্ধেতো র্মাতৃতাড়নভয়াদ্বিশঙ্কিতে তদাগমনানুসন্ধানপরে ঈক্ষণে যস্য তং। গৃহান্তর্গতৈরতির্য্যগ্গ্রীবং নিরীক্ষ্য পশ্চাৎ তদ্দৃ। বঞ্চনার্থং তৎপৃষ্ঠতস্তং জিঘৃক্ষতস্তী শনৈরিতি স্বচরণশব্দাভাবার্থঃ ॥ ৬ ॥

পুত্রভীষণার্থমাত্তযষ্টিং ভীতবদিতি সাহজিকমাতৃস্নেহভরজ্ঞানেন তত্ত্বতোঽন্তর্ভয়াভাবাৎ। যদ্বা ভীতবদিতি মতুবন্তং ভয়যুক্তং যথা স্যাত্তথাপসসার দুদ্রাবেত্যর্থঃ। ভয়ভাবনয়া স্থিতস্তেতি কুন্তাক্তেঃ। গোপী যশোদা যোগঃ সমাধিস্তদ্বতাং মনঃ তপসা জ্ঞানেনেরিতমপি প্রবেষ্টুং ব্রহ্মণি লীনীভাবতুং ক্ষমমপি যং নাপ। নায়ং সুখাপ ইত্যাদৌ স্পষ্টীভাবাদ্বাৎ ॥ ৭ ॥

করত স্বয়ং ভোজন করিতেছেন। তখন তিনি ধীরে ধীরে তাঁহার পশ্চাৎভাগে অগ্রসর হইলেন ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণ তখন যষ্টিকরে মাতাকে সমীপে আগমন করিতে দেখিয়া ভীতের ন্যায় উদূখল হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সত্বর পলায়ন করিলেন; এবং যোগযুক্ত যোগীর মনও যাহাকে সহজে ধরিতে পারে না সেই বিষ্ণুকে ধরিবার নিমিত্ত যশোদা কৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিতা হইলেন ॥ ৭ ॥

আভাস।

হইতে পলায়ন করিয়া প্রাঙ্গনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। যোগীর দুর্লভ পরমদেবতা কৃষ্ণকে ধরিবার নিমিত্ত প্রেমে বিবশা গোপী পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন; এবং অতি

অন্বঞ্চমানা জননী বৃহচ্চলচ্ছ্রোণীভরাক্রান্তগতিঃ সুমধ্যমা।
জবেন বিস্রংসিতকেশবন্ধনচ্যুতপ্রসূনানুগতিঃ পরামৃষৎ ॥ ৮ ॥
কৃতাগসং তং প্ররুদন্তমক্ষিণী কষন্তমঞ্জন্মসিনী স্বপাণিনা।

অন্বয়ঃ।

অন্বঞ্চমানা তদনুগচ্ছন্তী, জবেন বেগেন, বিস্রংসিতকেশবন্ধনচ্যুতপ্রসূনানুগতিঃ কবরী স্খলিতপুষ্পশ্রেণীবিশিষ্টা সুমধ্যমা তন্বঙ্গী জননী বৃহচ্চলচ্ছ্রোণীভরাক্রান্তগতিঃ গুরুনিতম্ব-ভারেণ স্তব্ধগতিঃ সতী কৃচ্ছ্রতঃ তং পরামৃষৎ ধৃতবতী ॥ ৮ ॥

ততঃ কৃতাগসং সাপরাধং, প্ররুদন্তং ভয়বিহ্বলেক্ষণং তথা অঞ্জন্মসিনী কজ্জলব্যাপ্তে

শ্রীধরস্বামী।

অন্বঞ্চমানা এবং কৃষ্ণমনুগচ্ছন্তী বৃহত্যোশ্চলন্ত্যোঃ শ্রোণ্যোর্ভরেণাক্রান্তা স্তব্ধা গতি র্যস্যাঃ সা বিস্রংসিতাৎ কেশবন্ধাৎ চ্যুতৈঃ প্রসূনৈরনুগতিরনুগমনং যস্যাঃ সা। যদ্বা জবেনা কম্পিতাৎ কেশবন্ধাৎ পুরঃপতিতানি প্রসূনানি অনু পশ্চাৎ গতি র্যস্যাঃ সা পরামৃষৎ ধৃতবতী। ৮ ॥

অঞ্জন্মসিনী অঞ্জন্তী সর্ব্বতঃ প্রসরন্তী মসী যয়োঃ তে অক্ষিণী স্বপাণিনা কষন্তং মর্দ্দয়ন্তং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নচ যোগিদুষ্প্রাপং তমনুধাবনেন সা ন প্রাপেতি বাচ্যমিত্যাহ অন্বঞ্চেতি। বিস্রংসিতাৎ কেশবন্ধাৎ চ্যুতৈঃ প্রসূনৈরনুগতিরনুগমনং যস্যাঃ সা। পরা পৃষ্ঠতোঽমৃষৎ তং ধৃতবতী ॥ ৮ ॥

যোগিদুষ্প্রাপং তং ন কেবলং ধৃতবত্যেব কিন্তু ব্রহ্মরুদ্রাদিভিরনিশং স্তূয়মানং তম-র্ভংসয়ং অপি মহাকালযমাদীনামপি ভয়হেতুং তং যষ্টিমাত্রেণাপ্যতায়দপীত্যাহ কৃতাগস-মিতি অঞ্জন্মসিনী অঞ্জন্তী সর্ব্বতঃ প্রসরন্তী মসী যয়োস্তে অক্ষিণী স্বপাণিনা স্ববামপাণিপৃষ্ঠে-নৈব সংমর্দ্দয়ন্তং দক্ষিণপাণের্মাতৃগৃহীতত্বাৎ ভিষয়ন্তী ষষ্ঠ্যা ভায়য়ন্তী। হ্রস্বমুগাবার্ষৌ।

বালকের পশ্চাতে দ্রুতবেগে গমন করায় কবরী শিথিল হইয়া প্রসূন সকল পথি মধ্যে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। মন্থরগমনা তন্বঙ্গী যশোদার গুরুনিতম্বভারে গতি রুদ্ধ হইয়া আসিল; তিনি অতি কষ্টে পৃষ্ঠ হইতে বালককে ধরিলেন ॥ ৮ ॥

যশোদা ভয়বিহ্বলনেত্রে গোবিন্দের মুখপানে নিরীক্ষণ করত হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ভয় প্রদর্শন করিয়া তিরস্কার করাতে কৃষ্ণ আপনাকে অপরাধী দেখাইয়া

আভাস।

কষ্টে পশ্চাৎভাগ হইতে তাঁহাকে ধরিয়া বাৎসল্য প্রেমে রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণ যোগীর আরাধনার দুর্লভ হইলেও প্রেমের অতি নিকট। যোগাদিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা জ্ঞানরহিতা গোপী কেবল প্রেমের আকর্ষণে কৃষ্ণকে নিকটে পাইয়া অবলীলা-

উদ্বীক্ষমাণা ভয়বিহ্বলেক্ষণং হস্তে গৃহীত্বা ভিষয়ন্ত্যবাগুরৎ ॥ ৯ ॥
ত্যক্ত্বা যষ্টিং সুতং ভীতং বিজ্ঞায়ার্ভকবৎসলা।
ইয়েষ কিল তং বন্ধুং দাম্নাঽতদ্বীর্য্যকোবিদা ॥ ১০ ॥

অন্বয়।

অক্ষিণী স্বপাণিনা স্ববামকরপৃষ্ঠেন, কর্ষন্তং সংমর্দ্দয়ন্তং উদ্বীক্ষমাণা সা সুতং হস্তে গৃহীত্বা ভীষয়ন্তী ভয়ং উৎপাদয়ন্তী অবাগুরৎ অভর্ৎসয়ৎ ॥ ৯ ॥

অর্ভকবৎসলা পুত্রস্নেহবতী, যশোদা সুতং ভীতং বিজ্ঞায় যষ্টিং ত্যক্ত্বা অতদ্বীর্য্যকোবিদা কৃষ্ণপ্রভাবানভিজ্ঞা কিল তং বালং দামা রজ্জ্বা বন্ধুং ইয়েষ ঐচ্ছৎ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ভিষয়ন্তী। হ্রস্বশ্ছান্দসঃ। ভীষয়ন্তী ভয়মুৎপাদয়ন্তী অবাগুরদভর্ৎসয়ৎ ॥ ৯ ॥

ইয়েষ ঐচ্ছৎ। অতদ্বীর্য্যকোবিদা তৎপ্রভাবানভিজ্ঞা ॥ ১০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যদ্বা ভীষয়মাণা তদা হ্রস্বপ্রয়ৈপদে আর্ষে। অবাগুরৎ ভো অশান্তপ্রকৃতে বানরবন্ধো মন্থনীস্ফোটক অদ্য নবনীতাদিকং কুতঃ প্রাপ্স্যসি তথা বধ্নাম্যদ্য যথা সহচরবালকৈঃ সহ খেলিতুং নবনীতমপহর্ত্তুঞ্চ ন প্রভবিষ্যসি। ইদানীং যষ্টিতাড়নাৎ কিং বিভেষীতি তর্জ্জয়ন্তী যষ্ট্যুত্থানেন তাড়নোদ্যমং চকার নতু ততাড়। গুরী উদ্যমে ॥ ৯ ॥

মাতর্মা মাং তাড়য়েত্যুক্তে তাড়নে যদি অবাতিশয়া ভীস্তৎ কিমদ্য দধিভাণ্ডমভাঙ্ক্ষীঃ। মাতরেবমথ নৈব করিষ্যে পাতয়ন্ স্বকরতো বত যষ্টিমিতি পুত্রোক্তিকাতর্য্যবিক্লবমনা হস্ত কদাচিদয়ং মন্যুনা বনং প্রবিশেদিতি শঙ্কয়া তন্নিরোধার্থমুপায়ং নিশ্চিকায়েত্যাহ ত্যক্ত্বেতি। তদ্বীর্য্যস্য সর্ব্বব্যাপকত্বলক্ষণস্য তদৈশ্বর্য্যস্য ন কোবিদা। শুদ্ধতন্মাধুর্য্যৈকনিমগ্নত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

রোদন করিতে করিতে অপর হস্তে চক্ষুদ্বয় মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। অশ্রুজলে লোচনের অঞ্জন চতুর্দ্দিকে প্রলিপ্ত হইয়া গেল ॥ ৯ ॥

প্রেমবতী যশোদা পুত্রের ঐশ্বর্য্য অবগত ছিলেন না; তিনি পুত্রকে ভীত ও সংত্রস্ত মনে করিয়া যষ্টি পরিত্যাগ পূর্ব্বক রজ্জু দ্বারা বালককে বন্ধন করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ১০ ॥

আভাস।

ক্রমে ধরিলেন এবং আক্রোশ পূর্ব্বক বলিলেন, কৃষ্ণ রে! বনবাসী বানরের সহিত তোর এত সখ্যতা কিসে হইল? তোমারই নাম করিয়া নবনী রাখিয়াছিলাম, কিন্তু এখনও তো দিই নাই, তবে তুমি কোথায় পাইলে? তোমার উদ্দেশ্যে রাখিলেই কি তোমার হয়? তুমি একাকী খাও তাহাতে ক্ষতি নাই, এই বালক ও বানরগণকে দিয়া আমার পরিশ্রমের বস্তু নষ্ট করিতেছ কেন? ইহারা তোমার প্রিয়, আমার ত নহে। প্রেমময়ী যশোদা কৃষ্ণকে

ন চান্ত র্ন বহি র্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরং
পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্ত র্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ।

যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য (ব্যাপকত্বাৎ) অন্তঃ ন (অস্তি), বহিঃ ন (অস্তি), ন পূর্ব্বং নাপি চ অপরং যঃ কৃষ্ণঃ এব জগতঃ পূর্ব্বাপরং বহিঃ অন্তঃ চ যঃ (স্বয়ং কারণত্বাৎ) জগৎ এব ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অকোবিদত্বনেবাহ নচান্তরিতি পঞ্চভিঃ। বন্ধনং হি বহিঃ পরীতেন দাম্না অন্তরাবৃত-স্যৈব ভবতি তথা পূর্ব্বাপরবিভাগবতো বস্তুনঃ পূর্ব্বতো দামধৃত্বাৎপরতঃ পরিবেষ্টনেন ভবতি নত্বেতদস্তীত্যাহ নচান্তরিতি। কিঞ্চ ব্যাপকেন ব্যাপ্যস্য বন্ধো ভবতি তচ্চ বিপরীতমিত্যাহ পূর্ব্বাপরমিতি। কিঞ্চ তদ্ব্যতিরিক্তস্য চাভাবাৎ ন বন্ধ ইত্যাহ জগচ্চ য ইতি ॥ ১১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্তং স্বমায়াগুণৈ নিবরন্তমপি সর্ব্বব্যাপকমপি মহামহেশ্বরং তং প্রেম-বশাদেব পট্টনয়দাম্না ববন্ধাপীত্যাহ ন চেতি দ্বাভ্যাং। বন্ধনং হি বহিঃপরীতেন দাম্না আবৃতস্য পরিচ্ছিন্নস্য বস্তুনঃ সম্ভবতি যস্য তু বিভুত্বাদ্বহির্ন বিদ্যতে তৎপ্রতিযোগিত্বাদ-

---

কিন্তু হে রাজেন্দ্র! যাঁহার অন্তর ও বাহির বলিয়া কোন বৈশিষ্ট্য নাই এবং পূর্ব্ব ও অপর বলিয়া কোন সীমাও নাই, অথচ যিনি জগতের অন্তরে ও বাহিরে সতত বিদ্যমান রহিয়াছেন; জগতের পূর্ব্ব ও অপর সীমাতেও যিনি দণ্ডায়মান এবং সমগ্র জগৎ ও যিনি ॥ ১১ ॥

আভাস।

অহৈতুক প্রেম করিতেন। সহচররূপী ঐশ্বর্য্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। যাঁহারা ঐশ্বর্য্য-কামনায় ভগবানকে আরাধনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে পীঠাদি আবরণ দেবতার আরাধনা প্রয়োজন। আর যাঁহারা কেবল তাঁহাকে চাহেন, তাঁহারা ঐশ্বর্য্যের আবরণে নিতান্ত প্রিয় অভিষ্ট দেবতাকে আবৃত নিরীক্ষণ করিতে ইচ্ছা করেন না। আজ যশোদা বাৎসল্য প্রেমে অভিমানিনী হইয়া পরমগুরু বাসুদেবকে যষ্টি প্রদর্শন পূর্ব্বক তাড়না করিলেন। অভিপ্রায়, আমি তোমাকেই চাই; তোমার প্রিয় অন্য যেই হউক না, আমি তাহাদিগকে দেখিব না। তুমি আমার পুত্র; আমি তোমার মাতা; আমাদের উভয়ের এই সম্বন্ধ চিরস্থায়ী; ইহার অন্তরে আর অন্য কোন সম্পর্ক যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য কৃষ্ণ! অদ্য তোমাকে বন্ধন করিব। হে গোবিন্দ! তুমি যেন আমার নিকট হইতে আর দূরে পলায়ন করিতে না পার এবং অপর বালকের সহিত মিশিয়া আমাকে কৃষ্ণহারা করিতে না পার, ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা ॥৮।৯।১০॥

তংমত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজং।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ।

গোপিকা অব্যক্তং তং মর্ত্যলিঙ্গং নররূপধরং অধোক্ষজং ইন্দ্রিয়াতীতং ঈশং আত্মজং সুতং মত্বা প্রাকৃতং যথা তথা উলূখলে দাম্না ববন্ধ ॥ ১২॥

শ্রীধরস্বামী।

তং মর্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজং আত্মজং মত্বা ববন্ধ ॥ ১২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্তম্ভশ্চ ন বিদ্যতে তত্র ক্ব বা দাম্না স্থাতব্যং কিম্বা তেনাবরিতব্যমিতি ভাবঃ। সর্ব্বদেশ-ব্যাপকত্বমুক্ত্বা প্রসঙ্গাৎ সর্ব্বকালব্যাপকত্বমাহ ন পূর্ব্বং নাপি চাপরমিতি যস্মাৎ প্রাক্ পশ্চাৎ কালো ন স্ত ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ ব্যাপকেন ব্যাপ্যস্য বন্ধো ভবতি তচ্চাত্র বিপরীত-মিত্যাহ পূর্ব্বাপরমিতি। জগচ্চ য ইতি তচ্ছক্তিকার্য্যত্বাদিত্যর্থঃ। ততশ্চ সম্পূর্ণেন জগতাপি তদ্বন্ধো ন সম্ভবেৎ কিং পুন র্জগদংশাংশভূতেন দাম্নেত্যর্থঃ। নচ সাকারত্বেন তস্য বিভুত্বং সম্ভবেদিতি বাচ্যং সাকারস্যৈব তস্যোদরে সর্ব্বজগত ইদন্তাস্পদস্য যশোদয়া দৃষ্টত্বাৎ। তর্হি সা কথং ববন্ধ তত্রাহ তং আত্মজং মত্বা অসাধারণবাৎসল্যপ্রেমবিষয়ীকৃত্যেত্যর্থঃ। তস্য প্রেমাধীনত্বাৎ বিভুত্বেঽপ্যচিন্ত্যশক্ত্যৈব বন্ধনমিতি ভাবঃ। অব্যক্তং প্রেম-বশত্বাদেব প্রচ্ছন্নীভূতমহৈশ্বর্য্যং মর্ত্যলিঙ্গং মনুষ্যাকারং তদপ্যধোক্ষজমতীন্দ্রিয়ং। যথা প্রাকৃতং বধ্নাতি তথৈব চিৎপুঞ্জমপি তং ববন্ধেত্যহো প্রেমবলং তস্যা ইতি ভাবঃ ॥১১॥১২॥

সেই নরবেশধারী ইন্দ্রিয়ের অতীত সর্ব্বকারণকারণ ভগবান্ জনার্দ্দনকে গর্ব্ভোৎপন্ন তনয়জ্ঞানে প্রাকৃত শিশুর ন্যায় যশোদা উদূখলে বন্ধন করি-লেন:॥ ১২ ॥

আভাস।

প্রেমের কি অপার মহিমা! যে ভগবান শ্রীহরি ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমগ্র সৃষ্ট বস্তুকে স্বীয় অচিন্ত মায়াগুণে বন্ধন করত সংসারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, অথচ নিজে সর্ব্বব্যাপক সংসারের অতীত দেবাদিদেব সর্ব্বময় ঈশ্বর, তিনি যশোদার সামান্য পট্ট নির্ম্মিত রজ্জুতে বদ্ধ হইয়াছিলেন। হে রাজেন্দ্র! ইহা বাহিরের বন্ধন নহে। অন্তরে বদ্ধ ছিলেন বলিয়াই বাহিরের বন্ধন গ্রাহ্য করত জগৎকে দেখাইলেন যে, যোগ, যাগ, জ্ঞান ও কর্ম্মে আমি তাদৃশ প্রীত হই না, কিন্তু নিরভিমানী ভক্তের প্রেমে বদ্ধ হইয়া তাহার সকল আবেদন আমি মাথায় করিয়া বহন করি। নতুবা ইন্দ্রিয়ের অতীত যিনি, তিনি রজ্জুবদ্ধ! যশোদার প্রেমরজ্জু ভগবান ছেদন করিতে পারেন নাই ॥১১॥১২

তদ্দামরধ্যমানস্য স্বার্ভকস্য কৃতাগসঃ।
দ্ব্যঙ্গুলোনমভূত্তেন সন্দধেঽন্যচ্চ গোপিকা।
যদাসীত্তদপি ন্যূনং তেনান্যদপি সন্দধে।
তদপি দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনং যদ্ যদাদত্তবন্ধনং।

অন্বয়ঃ।

কৃতাগসঃ অতঃ তদ্দামবধ্যমানস্য স্বার্ভকস্য স্বতনয়স্য (বন্ধনে দাম) দ্ব্যঙ্গুলোনং দ্ব্যাভ্যাং অঙ্গুলিভ্যাং অপূর্ণং অভূৎ তেন হেতুনা গোপিকা যশোদা অন্যৎ দাম সন্দধে বন্ধনাভিনিবেশেন সন্ধানং কৃতবতী। যদ্দাম আসীৎ তৎ অপি ন্যূনং তেন হেতুনা অন্যৎ চ দাম সন্দধে, তৎ ইতি যৎ যৎ আদত্তবন্ধনং দাম তৎ অপি দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনং আসীৎ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রেম্না সম্ভবিষ্যত্যপি তস্য বন্ধনে প্রথমং তদাকারস্য মাতৃক্রোড়পরিচ্ছিন্নস্যাপি বিভুত্বমাহ ত্রিভিঃ। তদ্দামেতি। সহচরৈঃ সহ খেলনং পরগৃহেষু দধিচৌর্য্যকাবশ্যকং প্রাত্যহিকং কৃতং চিকীর্ষো র্মম বন্ধনং মা ভবদিতি তদিচ্ছায়াং জাতায়াং মৎপ্রভুং কা বন্ধীয়াদিতি তদীয়সত্যসঙ্কল্পতাশক্ত্যা প্রেরিতা বিভুতা শক্তিঃ সহসৈব তদ্দেহে প্রাদুরভূদিত্যাহ দ্ব্যঙ্গুলোনং দ্বাভ্যামঙ্গুলীভ্যামপূর্ণং। ততশ্চ তেন দাম্না সহ অন্যদ্দাম সন্দধে গ্রন্থিং দত্ত্বাজুগুম্ফেত্যর্থঃ॥

বধ্যতেঽনেনেতি বন্ধনং দাম॥

কিন্তু যশোদা বালককে অপরাধী জ্ঞানে বন্ধন করিতে গিয়া বন্ধন-রজ্জু দুই অঙ্গুলি কম দেখিলেন এবং অন্য রজ্জুর অনুসন্ধান করত পূর্ব্ব রজ্জুর সহিত মিলিত করিয়া বন্ধনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাও দুই অঙ্গুলী ক্ষুদ্র হইল; এইরূপে যত রজ্জুই সংগ্রহ করিলেন সকলেতেই দুই অঙ্গুলি কম পড়িল॥

আভাস।

যশোদা কৃষ্ণকে বন্ধন করিবার জন্য একগাছি রজ্জু আনয়ন করত বন্ধনার্থ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু রজ্জু কম পড়িল। তখন অন্য রজ্জু অন্বেষণে এদিক ওদিক নিরীক্ষণ করিলে, কোন গোপী অপর রজ্জু তাঁহাকে প্রদান করিলেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই প্রকারে যতই রজ্জু তাঁহারা একত্রিত করত কৃষ্ণবন্ধনে প্রয়াস করিলেন, তাঁহাদের সকল যত্নই বিফল হইল। অবশেষে গৃহস্থিত যাবতীয় রজ্জু একত্র করিয়াও বালক বন্ধনে সমর্থ হইলেন না; প্রতিবারেই দুই অঙ্গুলী করিয়া ন্যূন হইতে লাগিল। যশোদা মনে করিয়াছিলেন, "আমি কৃষ্ণের মাতা, কৃষ্ণের উপর আমার প্রভুত্ব আছে এবং কৃষ্ণ আমার পুত্র সে আমার বাধ্য"। এই অভিমানদ্বয় যে পর্য্যন্ত যশোদার হৃদয়ে ক্রীড়া করিতেছিল তাবৎ কৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন নাই; সুতরাং বন্ধনেও বদ্ধ হন নাই যখন গোপী নিজের সর্ব্বপ্রযত্নে বিফলমনোরথ হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, কৈ আমার প্রভুত্ব কোথায়?

এবং স্বগেহদামানি যশোদা সন্দধত্যপি
গোপীনাং সুস্ময়ন্তীনাং স্ময়ন্তী বিস্মিতাভবৎ।

অন্বয়ঃ।

সুস্ময়ন্তীনাং গোপীনাং (সমক্ষে) স্ময়ন্তী যশোদা এবং স্বগেহদামানি সন্দধতী অপি বিস্মিতা অভবৎ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

গোপীনাং গোপীষু প্রতিবেশিপুরন্ধ্রীষু সুস্ময়মানাসু সতীষু বিস্মিতেত্যহো মুষ্টিপরিমিতমন্যোদরং শতহস্তপরিমিতেন দাম্নাপি ন বেষ্ট্যতে। তত্রোদরং তিলমাত্রমপি ন বিপুলীভবতি দামাপ্যঙ্গুলিমাত্রমপি ন ন্যূনীভবতি তদপি বেষ্টনং ন পূর্য্যত ইত্যেকো বিস্ময়ঃ। প্রতিবারমেব বেষ্টনে দ্ব্যঙ্গুলন্যূনতৈব নতু ত্র্যঙ্গুল চতুরঙ্গুলাদি ন্যূনতেতি দ্বিতীয়শ্চ বিস্ময়ঃ॥

এইরূপে গৃহের যাবতীয় রজ্জু আনয়ন করিয়া বন্ধনার্থ চেষ্টা করিলেও যখন অকৃতার্থ হইলেন তখন বিস্মিতের ন্যায় অবলোকনকারিণী অন্যান্য গোপীর সহিত স্বয়ং ও বিস্মিত হইলেন॥

আভাস।

কৃষ্ণ ত বন্ধনযোগ্য নহেন। অমনি হৃদয়ের অভিমান দূরে গেল। কৃষ্ণ মাতাকে বলিলেন, এইবার আমাকে বন্ধন কর। কারণ অভিমানশূন্য হইয়া যেমন প্রার্থনাভাবের উদয় হইয়াছে যে, আমি বন্ধন করিতে ইচ্ছুক, তুমি আমার ইচ্ছা পূর্ণ কর! ভগবান ভক্তের সাধ মিটাইলেন। চুম্বক দূর হইতেই লৌহকে আকর্ষণ করে, নিকটে থাকিলে ত আর কথাই নাই; কিন্তু যদি অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রাদিও এতদুভয়ের মধ্যে রাখা যায়, তাহা হইলেই উভয়ের আকর্ষণ ভাব থাকে না; যেন অপরিচিত অজ্ঞাতের ন্যায় পৃথক্ ভাবে অবস্থিতি করে। আবার অন্তরালবর্ত্তী আবরণ অন্তর্হিত হইলেই, দুইই এক ও একত্র অবস্থিত হয়। ভগবান্ কৃষ্ণ ও ভক্ত যশোদা একত্র বাস করিলেও, লৌহদেহসমুদ্ভূত মলের দ্বারা চুম্বক অপসারণের ন্যায়, যশোদাহৃদয়স্থ অভিমানদ্বয় শ্রীকৃষ্ণকে কিঞ্চিৎ দূরে সরাইয়া ছিল। যেমন হৃদয়মল অন্তর্হিত হইল, অমনি শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্নিহিত হইলেন। যাঁহাকে সমস্ত রজ্জু একত্রিত করিয়াও বাঁধিতে পারেন নাই, এক্ষণে তিনি অতি ক্ষুদ্র রজ্জুতেই বদ্ধ। প্রেমের আড়ম্বরে ভগবানকে পাওয়া যায় না, আবার অতি স্বল্প প্রেমের উদ্গমেও ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। উদ্দেশ্য বিশিষ্ট বহু ভক্তিতেও ভগবান দূরে থাকেন, কিন্তু অহৈতুক স্বল্প প্রেমেও তিনি নিকট।

শ্রীকৃষ্ণের বন্ধনোদ্দেশে যশোদাকে বিফলপ্রযত্ন নিরীক্ষণ করিয়া, পুরবাসিনী যুবতীগণ যশোদাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, অয়ি ভাগ্যবতি! তুমি যখন এত প্রচুর পরিমাণ রজ্জু সংগ্রহ করিয়াও বালককে বন্ধন করিতে সমর্থ হইলে না, তখন আর বন্ধনের প্রয়াস পরিত্যাগ কর? বিধাতা এ বালকের ললাটে বন্ধন লিখেন নাই। যশোদা তৎকালে আসক্তির

স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ।

এবং স্বস্যাপরিচ্ছিন্নত্বং লীলয়া প্রদর্শ্য দয়ালুত্বং দর্শয়তি স্বমাতুরিতি। এবং স্বিন্নগাত্রায়াঃ ঘর্ম্মাক্তকলেবরায়াঃ, বিস্রস্তকবরস্রজঃ স্বমাতুঃ যশোদায়াঃ পরিশ্রমং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণঃ কৃপয়া প্রেম্না স্ববন্ধনে (দুর্ঘটে অপি) আসীৎ সংবদ্ধঃ বভূব ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

দ্ব্যঙ্গুলোনং দ্বাভ্যামঙ্গুলিভ্যামপূর্ণং ॥ ১৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ততশ্চাহো মুনিময়ানতিদীর্ঘকিঙ্কিণীবেষ্টিতাবলগ্নস্যাস্য গৃহস্থিতসর্ব্বদামভিরপি যদ্বন্ধনং ন নিষ্পাদ্যতে তদস্য শুভং যৎ বালকস্য ললাটপত্রে বিধাত্রা বন্ধনং ন লিখিতমিত্যনুমীয়তে, তদিত উদ্যমাৎ প্রিয়সখি যশোদে বিরম্যতামিতি পুরন্ধ্রীজনপ্রবোধিতয়াপি যশোদয়াত্ত সন্ধ্যাপর্য্যন্তমপ্যেতদপ্রাপ্তৈরপি দামভির্গ্রথিতৈরেতদুদরস্যাবধিরধিজগমিষণীয় ইতি প্রৌঢ়বাদবত্যা পুত্রাভিমত্যা পরমেশ্বরবন্ধনোদ্যমে কৃপরিত্যক্তে সতি ভক্তভগবতোর্মধ্যে ভক্তহঠ এব তিষ্ঠেদিত্যতো মাতুঃ শ্রমমালক্ষ্য মাতৃবৎসলো ভগবানেব স্বহঠং তত্যাজেত্যাহ স ইতি। স্বমাতুরিতি চ পাঠঃ। কৃপয়েতি সর্ব্বশক্তিচক্রবর্ত্তিনী পরমভাগবতী কৃপাশক্তিরেব ভগবচ্চিত্তং নবনীতমিব বিদ্রুতীকৃত্য তত্র স্বয়ং প্রাদুর্ভূয় পূর্ব্বোদ্ভূতে সত্যসঙ্কল্পতা বিভূতাশক্তী তত্র সহসৈবান্তর্দ্ধাপয়ামাসেত্যর্থঃ। অত্র পরিশ্রমমিতি কৃপয়েত্যাভ্যাং দ্ব্যঙ্গুলন্যূনতা সমাহিতা ভক্তনিষ্ঠা ভজনোত্থা শ্রান্তি স্তদ্দর্শনোত্থা স্বনিষ্ঠা কৃপা চেতি দ্বাভ্যামেব ভগবান্ বদ্ধো ভবেৎ। তে দ্বে যাবন্ন ভূতাং তাবদ্দ্ব্যঙ্গুলন্যূনতা আসীৎ। তয়োরুদ্ভূতয়োস্তু বদ্ধোঽভূদিতি প্রেম্না স্ববন্ধনপ্রকারঃ স্বমাতরি স্বয়মুদাহৃতো ভগবতেতি জ্ঞেয়ং ॥ ১৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখিলেন যে, জননী বন্ধনের প্রয়াসে নিতান্ত শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়াছেন; তাঁহার গলদেশের মালা স্খলিত হইয়া কোথায় পতিত হইয়াছে; কবরি শিথিল হইয়াছে এবং ঘর্ম্মে সমস্ত দেহ সম্পূর্ণ আপ্লুত, তখন প্রেমের ভরে বাধ্য হইয়া নিজেই রজ্জু বদ্ধ হইলেন ॥ ১৩ ॥

আভাস।

গৌরবে অভিভূত হইয়া গ্রামস্থিত যাবতীয় রজ্জু সন্ধ্যা পর্য্যন্তও সংগ্রহ করিয়া জগৎপতি কৃষ্ণকে পুত্র জ্ঞানে বন্ধন করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ভক্তের মান ভগবৎ সন্নিপে রক্ষণীয়; ইহাই দেখাইবার নিমিত্ত ভগবান্ শ্রমকর্ষিত জননীর করে বন্ধন স্বীকার করিলেন। অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরম প্রকাশস্বরূপা কৃপাশক্তিই ভগবানের চিত্তকে দ্রবীভূত করিলেন। বন্ধনকালে রজ্জু দুই অঙ্গুলি ন্যূন হইতেছিল; এতদ্বারা দেখান হইল যে, আকাঙ্ক্ষা মাত্রেই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভগবানকে লাভ করিতে হইলে তপস্যাদি

এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা ভক্তবশ্যতা।
স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ।

হে অঙ্গ নৃপ! ইদং সেশ্বরং সলোকপালং (বিশ্বং) যস্য বশে যদধীনং, স্ববশেন স্বতন্ত্রেণ, হরিণা ভক্তদুঃখনাশকেন কৃষ্ণেন, ভক্তবশ্যতা প্রেমাধীনতা এবং সন্দর্শিতা ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নচৈবং স্বাতন্ত্র্যভঙ্গ ইত্যাহ এবং সন্দর্শিতেতি। সেশ্বরমিদং বিশ্বং যস্য বশে যদধীনমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভগবতঃ পরম পারমৈশ্বর্য্যে সত্যপি প্রেমবশ্যতানিবন্ধনং বন্ধনমিদং পরমচমৎকারিত্বাদ্ভূষণমেব নতু দূষণমিত্যাহ এবং হরিণা স্বস্য আত্মারামত্বেঽপি বুভুক্ষয়া পূর্ণকামত্বেঽপ্যতৃপ্ত্যা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপত্বেঽপি কোপেন স্বারাজ্যলক্ষ্মীবত্বেঽপি চৌর্য্যেণ মহাকালযমাদিভয়দত্বেঽপি ভয়পলায়নাভ্যাং মনোগ্রহানত্বেঽপি মাত্রা বলাদ্গ্রহণেন আনন্দময়ত্বেঽপি দুঃখরোদনেন সর্ব্বব্যাপকত্বেঽপি বন্ধনেন ভক্তবশ্যতা স্বাভাবিক্যেব স্বস্য সম্যক্ দর্শিতা। অজ্ঞান্ প্রতি দর্শনায় উপযোগাভাবাৎ ব্রহ্ম-ভব-সনৎকুমারাদীন্ বিজ্ঞানপ্যতিচমৎকারং প্রাপয্যানুভাবিতেতি নেদমনুকরণমাত্রত্বেন ব্যাখ্যেয়ং দর্শয়ং স্তদ্বিদাং লোকে আত্মনো ভক্তবশ্যতানিত্যত্র তদ্বিদামিতি প্রয়োগাদিতি ভাবঃ। স্ববশেন স্বাধীনেনাপি, নন্থ তর্হি কুতঃ স্বাধীনত্বং তত্রাহ যস্যেতি চিচ্ছক্তিসারভূতেন প্রেম্নৈব তস্যানন্দাতিশয়ার্থমেব ভক্তবশত্বং নিষ্পাদ্যত ইতি প্রাক্ প্রপঞ্চিতং ॥ ১৪ ॥

কি আশ্চর্য্য! হে রাজন! লোকপালাদি সহিত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার অধীন, সেই ভক্ত-দুঃখহরণকারী শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে আপনাকে ভক্তাধীনভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

আভাস।

দ্বারা চিত্তকে বশীভূত করিতে হয়। ভক্তের ভজনাদি শ্রম দর্শনে ভগবানের কৃপাদৃষ্টি যখন ভক্তের উপর নিপতিত হয়, তখনই ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। ভক্তের ভজনা ও ভগবানের কৃপা এই দুইটী একত্রিত হইলেই, ভক্তহৃদয়ে ভগবদ্ভাব প্রগাঢ় ভাবে আবির্ভূত হয়। যে পর্য্যন্ত এই দুইয়ের অভাব থাকে, সে পর্য্যন্ত কৃষ্ণবন্ধনে যশোদার রজ্জু যেমন দুই অঙ্গুলি কম হইতেছিল, ভক্তহৃদয়েও প্রেমবন্ধন সেইরূপ শিথিল থাকে। সেই প্রেমরজ্জু ভজনা ও ভগবৎকৃপাতে পরিবর্দ্ধিত হয় ॥ ১৩ ॥

পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবান্ বাসুদেব প্রেমাধীনতা নিবন্ধন যশোদার সমীপে যে বন্ধনগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহা কখন দোষাবহ নহে; বরং গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। ঈশ্বর ভক্তের প্রতি এতই কৃপা বিতরণ করেন যে, ভক্তের হৃদয়ানুরূপই আশা পূরণ করেন।

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।

অন্বয়ঃ।

বিমুক্তিদাৎ মোক্ষপ্রদাতুঃ হরেঃ সকাশাৎ যৎ (যং) প্রসাদং গোপী যশোদা, (গোপেশ্বরী)

শ্রীধরস্বামী।

ভগবৎ প্রসাদমন্যেঽপি ভক্তা লভন্তে ইদন্তু চিত্রমিতি সরোমাঞ্চমাহ নেমমিতি।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভক্তবশ্যস্য তস্য ভক্তেষ্বপি মধ্যে ব্রজেশ্বর্য্যা আধিক্যমপারং বশ্যত্বাতিশয়দর্শনেন সরোমাঞ্চমাহ নেমমিতি। বিশিষ্টা মুক্তি র্বিমুক্তিঃ প্রেমা তৎপ্রদাদপি হরেঃ যৎ যং প্রসাদং গোপী শ্রীযশোদা প্রাপ তৎ তং প্রসাদং বিরিঞ্চো ভবঃ শ্রীরপি ন লেভিরে ন লেভিরে ন লেভিরে ইত্যন্বয়ঃ। নঞ্ত্রয়েণ লেভিরে ইত্যস্য ত্রিরাবৃত্ত্যা প্রাপ্যভাবাতিশয় উক্তঃ। যদ্বা বিরিঞ্চোভবঃ শ্রীরপি প্রসাদং ন লেভিরে অপি তু প্রসাদং লেভিরে এব। কিন্তু গোপী যং প্রসাদং প্রাপ ইমং ন লেভিরে ইত্যন্বয়ঃ। বিরিঞ্চঃ পুত্রোঽপি স আদিদেবো জগতাং পরো গুরুরিত্যুক্তের্ভক্তানামাদিগুরুরপি ভবঃ স্বাত্মাপি বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুরিত্যুক্তে

মোক্ষদাতা ভগবান্ শ্রীহরির নিকট হইতে গোপেশ্বরী যশোদা যেরূপ

আভাস।

শ্রীহরি ভক্ত যশোদার অনুরোধে ভক্তেচ্ছার অনুরূপ বেশ ধারণে নৃত্য করিয়াছেন। তিনি আত্মারাম হইয়াও স্তন্য পানার্থ মাতাকে নিজ ক্ষুধার পরিচয় দিতেন। পূর্ণকাম হইয়াও অতৃপ্ত, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপেও কোপভাব এবং সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী লক্ষ্মীর অধিশ্বর হইয়াও, গোপীগৃহে চৌর্য্যবৃত্তির পরিচয় দিতেন। অধিক কি? মহাকাল যমাদি যাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া সতত স্ব স্ব কার্য্যে অভিনিবিষ্ট থাকেন, অদ্য তিনি যশোদার তাড়নার ভয়ে পলায়ন করিতেছিলেন। যাঁহাকে বাক্য এবং মনও ধরিতে পারে না, যশোদা বলপূর্ব্বক তাঁহাকে আকর্ষণ করিলেন; এবং তিনি পূর্ণানন্দ স্বরূপ হইয়াও জননী সন্নিধানে রোদন এবং সর্ব্বব্যাপী হইয়াও পরিচ্ছিন্ন ও বদ্ধভাবে আপনাকে প্রদর্শন করত সাধু হৃদয়ে শান্তি প্রদান করেন। শুকদেব আরও প্রকাশ করিলেন যে, ভক্ত সমীপে ঈশ্বরকৃপার কোন সীমা নাই। সৃষ্ট জগতে সকল বস্তুই কোন একটী নিয়মে বদ্ধ; সে নিয়ম কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন না। এমন কি? ব্রহ্মা ও মহাদেবাদিও সেই নিয়মের বশীভূত। তাঁহারাও পরিমাণ মত ঈশ্বরকৃপা প্রাপ্ত হন; তদতিরিক্ত কখন সঙ্গত নহে। কিন্তু ভক্তপ্রেমে ভগবৎ কৃপার সীমা নাই; সে অর্থে ব্রহ্মা শঙ্কর ও হৃদয়বিলাসিনী চিরসঙ্গিনী লক্ষ্মী অপেক্ষাও যশোদা অধিক ভাগ্যবতী। কারণ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ ভগবান্ স্বতন্ত্র হইলেও, প্রাকৃতিক শিশুর ন্যায় দামবদ্ধ হইয়া অতি বিজ্ঞ ব্রহ্মা, শঙ্কর ও সনৎকুমারাদিরও বিস্ময় জন্মাইয়াছিলেন। আজ্ঞাবাহী পুত্রের পবিত্র কার্য্যে পিতা যেমন প্রীতি প্রকাশ করেন, ভগবান ও ভক্ত-[illegible] হন। তাহাতে তাঁহার পরাধীনতার কোন আশঙ্কা করা কর্ত্তব্য নহে॥ ১৪॥

প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।

প্রাপ তৎ (তং) ইমং প্রসাদং ন বিরিঞ্চঃ (পুত্রঃ) ব্রহ্মা, ভবঃ বৈষ্ণবাগ্রগণ্যঃ মহাদেবঃ, অঙ্গসংশ্রয়া (তদ্বক্ষোনিবাসা নিত্যপ্রেয়সী) শ্রীঃ লক্ষ্মীঃ অপি ন লেভিরে ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বিরিঞ্চঃ পুত্রোঽপি ভব আত্মাপি শ্রীর্জায়াপি ॥ ১৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্তুতোঽপ্যুৎকর্ষবানপি শ্রীর্জায়াপি অঙ্গসংশ্রয়েণ সখ্যভক্তিরসবত্ত্বাৎ দাস্যাদ্যাভ্যো-মুৎকর্ষবত্যাপি যস্যাঃ সকাশাৎ হেম্না ন্যূনা এব সা যশোদা ভ্রাধনসিদ্ধা পূর্ব্বজন্মনি ব্রহ্মদত্তবরা ধরা আসীদিতি মহানেবানয়ঃ। নহি ব্রহ্মণো বরদানলভ্যে আদৃশং প্রেমসৌভাগ্যং ভবিতু-মর্হতি স ব্রহ্মাপি তদূরি-ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যামিতি প্রার্থয়মানোঽস্যা ন্যূনাতিন্যূন-কক্ষায়ামেব গণ্যতে ইত্যতঃ শ্রুতি-স্মৃত্যাগমপ্রসিদ্ধে নিত্যসিদ্ধে এব নন্দযশোদে ত্বয়া ভেয়ে। নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ং। যশোদা বেত্যুক্তবিমর্শে স্বদীয় প্রশ্নে ময়াপি স্বল্পপ্রায়ং দ্রোণো বসূনাং প্রবর ইতি তদেকাংশাশ্রয়ং প্রত্যুত্তরং দত্তমিতি ভাবঃ। ১৫ ॥

অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেরূপ অনুগ্রহ ব্রহ্মা, মহাদেব, এমন কি। বক্ষস্থলবিলাসিনী নিত্যপ্রেয়সী লক্ষ্মীও লাভ করিতে সমর্থ হন নাই ॥১৫॥

আভাস।

শুকদেব যশোদার সৌভাগ্যাতিশয্য স্মরণ করত যেন রোমাঞ্চিত কলেবরে রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, যশোদার সৌভাগ্য বর্ণনাতীত! আদিদেব কমলাসন ব্রহ্মা সেই ভগবান্ হইতে সাক্ষাৎ জন্মগ্রহণ করিলেও এবং ভগবান্ ত্রিলোচন যোগাবলম্বনে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বলিয়া প্রথিত হইলেও, সর্ব্বসম্পদ্-স্বরূপিণী জায়া লক্ষ্মী ছায়ার ন্যায় নিয়ত ভগবানের অনুগামিনী থাকিলেও, গোপেশ্বরী নন্দগেহিনীর ন্যায় ভগবৎ-প্রসাদে অধিকারী হন নাই। সাধনে সিদ্ধ হইয়া পূর্ব্ব জন্মেই যশোদা ব্রহ্মার বরে পরিবর্দ্ধিত হন বটে, কিন্তু সে বর তাঁহার এতাদৃশ সৌভাগ্যের হেতু নহে। কারণ ব্রহ্মমোহনের অবসানে ভগবান্ বিরিঞ্চিও আপনাকে অতি তুচ্ছ ও অকৃতার্থ মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্বন্ধে, নন্দ, যশোদা গোপ, গোপী, পশু পক্ষী এমন কি! বৃন্দাবনীয় বৃক্ষ লতাদিকেও আপনার অপেক্ষা অধিককৃতার্থ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করেন। হে রাজেন্দ্র! নন্দ এবং যশোদা যে, কি প্রকারে এতাদৃশ ফলভাগী হইলেন; তাহা আমি বর্ণনা করিতে সক্ষম নহি। তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ বলিয়াই আপনি [illegible]

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥ ১৬॥

অন্বয়ঃ।

অয়ং গোপিকাসুতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ, আত্মভূতানাং (সংসার-বারিধৌ আত্মানং ভগবন্তং পোতরূপেণ অবলম্বিনাং) ভক্তিমতাং ইহ অস্মিন্ এব জন্মনি যথা সুখাপঃ অনায়াসেন লভ্যঃ, তথা (দেহাভিমানিনাং) দেহিনাং (বা আত্মভূতানাং জীবপরমাত্মনোঃ ঐক্যাবধারণেন) জ্ঞানিনাং মুক্তাভিমানিনাং চ ন॥ ১৬॥

শ্রীধরস্বামী।

ফলিতমাহ নায়মিতি। দেহিনাং দেহাভিমানিনাং তাপসাদীনাং জ্ঞানিনাং নিবৃত্তাভিমানানামপি॥ ১৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কিঞ্চ শ্রীভাগবতেঽস্মিন্ ভগবৎপ্রেমৈব সর্ব্বপুরুষার্থশিরোমণিত্বেনোদ্ঘুষ্যতে তস্য মূলভূতাশ্রয়াণাং ভক্তানাং মধ্যে নিত্যসিদ্ধত্ব এব তস্য নিত্যস্থিতিঃ সম্ভবেৎ, তেষ্বপি মধ্যে গোকুলবর্ত্তিন স্তন্মাত্রাদয় এব শ্রেষ্ঠা যেষাং বাৎসল্যাদিভাববিষয়ীভূতঃ কৃষ্ণস্তদনুগমন-ভক্তিমদ্ভিরেব সুলভো নান্যৈরিত্যাহ নায়মিতি। অয়ং গোপিকাসুতো ন সুখাপঃ কেষাং দেহিনাং দেহাধ্যাসবতাং ভক্তিমতাং জ্ঞানিনাং দেহাধ্যসরহিতানাং আত্মারামভক্তানাং

সংসার-স্রোত উত্তরণের একমাত্র পোত (নৌকা) জ্ঞানে ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা কালাতিপাত করেন, ভগবান্-গোপিকা-নন্দন তাদৃশ ভক্তজনের যেরূপ সুখলভ্য, দেহাভিমানী কর্ম্মী বা জীবপরমাত্মার ঐক্যাবধারণ পূর্ব্বক মুক্তাভিমানী জ্ঞানীর পক্ষে তাদৃশ অনায়াস-লভ্য নহেন॥ ১৬॥

আভাস।

যাবতীয় পুরুষার্থের মধ্যে ঈশ্বরপ্রেমই শীর্ষস্থানীয় বলিয়া, ভাগবতে বিবৃত হইয়াছে। সেই প্রেমের আশ্রয় ভক্ত; তন্মধ্যে নিত্যসিদ্ধগণেই এই প্রেমের নিত্য-স্থিতি; এবং তাহার মধ্যে আবার গোকুলবর্ত্তী জনন্যাদিই প্রেমে সকলকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। অতএব ইহার দ্বারা প্রতিবোধনীয় যে, ভক্তিমানগণ ভগবানকে যেমন অনায়াসে প্রাপ্ত হন, দেহাভিমানী কর্ম্মী সকল বা আত্মানাত্ম-বিচারকারী জীবন্মুক্তাভিমানী জ্ঞানিগণ সেরূপ সহজে লাভ করিতে সমর্থ হন না। "আত্মভূতানাং" স্থলে কোন পুস্তকে আত্মপোতা নাং পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। সেস্থলে আত্মা স্বরূপ শ্রীহরিকে যে সকল ভক্ত ভবজলধি তরণের এক মাত্র নৌকা জ্ঞানে অবলম্বন করেন, তাঁহাদের আর ঈশ্বর লাভের বিলম্ব হয় না। এই 'আত্মপোতানাং" শব্দটী "জ্ঞানিনাং" শব্দের বিশেষণ করিলে এই বুঝায় যে, যে জ্ঞানী বিচার পূর্ব্বক সমগ্র জগৎকে তুচ্ছ করত স্বীয় আত্মচৈতন্যকেই সংসারতরণের (পোত) উপায়রূপে নির্দ্ধারণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে ভগবান্ অতি দুর্লভ॥ ১৬॥

কৃষ্ণস্তু গৃহকৃত্যেষু ব্যগ্রায়াং মাতরি প্রভুঃ।
অদ্রাক্ষীদর্জ্জুনৌ পূর্ব্বং গুহ্যকৌ ধনদাত্মজৌ।
পুরা নারদ-শাপেন বৃক্ষতাং প্রাপিতৌ মদাৎ।
নলকূবর-মণিগ্রীবাবিতি খ্যাতৌ শ্রিয়ান্বিতৌ ॥ ১৭ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে উদূখলংবন্ধনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥

অন্বয়ঃ।

(অথ) প্রভুঃ কৃষ্ণঃ তু মাতরি গৃহকৃত্যেষু ব্যগ্রায়াং সত্যাং পূর্ব্বং ধনদাত্মজৌ কুবের-পুত্রৌ গুহ্যকৌ ইদানীং অর্জ্জুনৌ বৃক্ষবিশেষৌ সন্তৌএব অদ্রাক্ষীৎ ॥

শ্রিয়ান্বিতৌ নলকূবর-মণিগ্রীবৌ ইতি খ্যাতৌ (তৌ) মদাৎ হেতোঃ পুরা নারদশাপেন বৃক্ষতাং প্রাপিতৌ ॥ ১৭ ॥

ইতি দশমে নবমঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ভক্তের্বন্ধস্যাপি অন্যমোচকত্বং বক্তুমাহ কৃষ্ণস্ত্বিতি ॥ ১৭ ॥

॥ * ॥ ইতি দশমে নবমঃ ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তথাভূতত্বে সত্যেব প্রাপ্তিযোগ্যতায়াং নিষেধসত্ত্বাৎ আত্মভূতানাং পূর্ব্বশ্লোকনির্দ্দিষ্টানাং বিরিঞ্চ-ভবশ্রিয়াং, তত্র বিরিঞ্চভবয়োঃ স্বাবতারত্বেন লক্ষ্যাঃ স্বরূপশক্তিত্বেনাত্মভূতত্বং এবং ত্রিবিধজনানাং গোপিকাসুতো ভগবান্ ন সুখাপঃ। কিং তদিতি বিকুণ্ঠা কৌশল্যাদিসুত এব দুঃখমেবাভিব্যঞ্জয়তি। যথা ইহ শ্রীযশোদায়ামেতদুপলক্ষিতেষু বাৎসল্যসখ্যকান্ত-ভাবাশ্রয়েষু ব্রজলোকেষু যা ভক্তিঃ স্ত্রিয় .উরগেন্দ্রভোগ-ভুজদণ্ডেত্যাদিনা যথা তল্লোকবাসিন্য ইত্যাদিনা চ ব্যঞ্জিতা শ্রুত্যাদিভিরনুগতিময়ী তদ্বতাং যথা সুখাপস্তথা তে নেতি তেন গোপিকাদ্যনুগতিময়-স্বন্যূনতাদুঃখাঙ্গীকারস্ত বিরিঞ্চ-ভব-লক্ষ্যাদিভিরীশ্বরাভিমানিভিঃ স্বস্বলোকস্থিতৈ র্দুঃশক এব অন্যেষান্তু তাদৃশোপদেশস্যালাভাদরোচকত্বাদ্বা তদনুগত্যভাব এবেতি ভাবঃ। অত্র সুখাপদুষ্প্রাপশব্দাভ্যাং প্রাপ্ত্যপ্রাপ্তী এবোচ্যেতে ইতি কেচিদাহুঃ। ভক্তের্বন্ধস্যাপ্যন্যমোচকত্বং বক্তুমাহ কৃষ্ণস্ত্বিতি ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

ঋণিত্বাদেব বদ্ধোঽহং মাত্রা তদনৃণীভবন্।
কিং কুর্ব্বে ইতি সংচিন্ত্য মোচয়ত্তংপুরদ্রুমৌ ॥
॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
দশমে নবমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

অনন্তর জননী যশোদা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা হইলে, সেই সর্ব্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন-বৃক্ষরূপী কুবেরতনয় গুহ্যকদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

পরীক্ষিদুবাচ ॥

কথ্যতাং ভগবন্নেতত্তয়োঃ শাপস্য কারণং।
যত্তদ্বিগর্হিতং কর্ম্ম যেনাসীদ্দেবর্ষেস্তমঃ ॥

অন্বয়ঃ।

পরীক্ষিৎ উবাচ। হে ভগবন্! যেন হেতুনা দেবর্ষেঃ নারদস্য তমঃ ক্রোধঃ, আসীৎ তয়োঃ শাপস্য কারণং যৎ এতৎ বিগর্হিতং নিন্দিতং কর্ম্ম তৎ কথ্যতাং ॥

শ্রীধরস্বামী।

দশমে পাতয়দ্রিরন্তরা যমলার্জ্জুনৌ।
তত্র তাভ্যাঞ্চ দেবাভ্যাং কৃষ্ণঃ স্তুত ইতীর্য্যতে ॥*॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কুবেরাত্মজয়োঃ শাপকথাত্রোক্তা পুরাতনী।
তদ্বিমোচয়িতা কৃষ্ণস্তাভ্যান্তু দশমে স্তুতঃ ॥ * ॥

নলকূবর ও মণিগ্রীব নামে এই উভয় গুহ্যক কোন সময়ে ঐশ্বর্য্যমদে উন্মত্ত হওয়ায়, নারদের অভিসম্পাতে স্থাবর বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ১৭ ॥

ইতি দশমে নবম অধ্যায় ॥

পরীক্ষিৎ বলিলেন, হে ভগবন্! যাদৃশ কুৎসিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান হেতু ভাগবত-প্রধান দেবর্ষি নারদও ক্রোধোদ্দীপিত হইয়া অভিসম্পাত করেন, নলকূবর ও মণিগ্রীব এমন কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছিল? আপনি তাহা বর্ণন করুন ॥

আভাস।

সাধারণ জীব বন্ধনগ্রস্ত হইলে, পরের উপকার করা দূরে থাকুক্, নিজেই পরাধীন ও পরমুখাপেক্ষী হয়। ভগবান্ ভক্তের প্রেমে আবদ্ধ হইলেও, তাদৃশ ভাবান্তরগ্রস্ত হন না। ভক্তানুরোধে তিনি যে কোন ভাবেই পরিচিত হউন না, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না; তাহাই প্রদর্শন করাইবার অভিপ্রায়ে প্রাচীন ইতিবৃত্ত উল্লেখ করত পর অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাসুদেব এক জন ভক্তের নিকট বিলক্ষণ বদ্ধ থাকিয়াও পর-মোচনে সমর্থ। পরমার্থত তাঁহার বন্ধন ঘটে না। তিনি প্রাকৃতিক দৃষ্টিতে যশোদার দামে দৃঢ় বদ্ধ হইয়াও, অর্জ্জুন বৃক্ষরূপে স্থাবরযোনি প্রাপ্ত গুহ্যকদ্বয়কে তাদৃশ যোনি হইতেও নির্ম্মুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

ইতি দশমে নবম।

দশম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দামবদ্ধ হইয়া অর্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যদেশ দিয়া গমন করত, বৃক্ষদ্বয়কে নিপাতিত করেন এবং তত্রস্থ কুবের-পুত্রদ্বয় পূর্ব্বরূপ ধারণে নির্গত হইয়া, ভগবান্ বাসুদেবের স্তব করেন ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥
রুদ্রস্যানুচরৌ ভূত্বা সুদৃপ্তৌ ধনদাত্মজৌ।
কৈলাসোপবনে রম্যে মন্দাকিন্যাং মদোৎকটৌ।
বারুণীং মদিরাং পীত্বা মদাঘূর্ণিতলোচনৌ।
স্ত্রীজনৈরনুগায়দ্ভিশ্চেরতুঃ পুষ্পিতে বনে ॥১॥
অন্তঃ প্রবিশ্য গঙ্গায়ামম্ভোজবনরাজিনি।
চিক্রীড়তু র্যুবতিভি র্গজাবিব করেণুভিঃ ॥২॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীশুকঃ উবাচ। রুদ্রস্য মহাদেবস্য অনুচরৌ পার্ষদৌ (অতএব) সুদৃপ্তৌ অহঙ্কৃতৌ ধনদাত্মজৌ কুবেরসুতৌ নলকূবর-মণিগ্রীবৌ বারুণীং মদিরাং পীত্বা মদোৎকটৌ মদমত্তৌ মদাঘূর্ণিতলোচনৌ ভূত্বা রম্যে কৈলাসোপবনে মন্দাকিন্যাং (তৎসমীপে) পুষ্পিতে বনে অনুগায়দ্ভিঃ স্ত্রীজনৈঃ সহ চেরতুঃ বিজহ্রতুঃ ॥ ২ ॥

অম্ভোজ-বন-রাজিনি পদ্মবনশোভিতায়াং, গঙ্গায়াং অন্তঃ মধ্যে, প্রবিশ্য করেণুভিঃ সহ গজৌ ইব যুবতীভিঃ সহ চিক্রীড়তুঃ ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যদ্বিগর্হিতং কর্ম্ম যেন বা ভাগবতোত্তমস্যাপি তমঃ ক্রোধঃ তদেতৎ কথ্যতামিতি ॥ ১ ॥
গঙ্গায়ামন্তর্মধ্যে কথম্ভূতে অম্ভোজানাং বনানি তেষাং রাজয়ঃ তা বিদ্যন্তে যস্মিন্ ॥ ২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তয়ো র্বিগর্হিতং যৎ কর্ম্ম যেন বা কর্ম্মণা দেবর্ষেরপি তমঃ ক্রোধ এতত্তয়োঃ শাপস্য কারণং কথ্যতামিত্যন্বয়ঃ ॥ ১ ॥
গঙ্গায়াং চিক্রীড়তুঃ কিং কৃত্বা অন্ত র্মধ্যে প্রবিশ্য কীদৃশে অম্ভোজানাং বনরাজি র্যত্র তস্মিন্ ॥ ২ ॥

শুকদেব বলিলেন, ধনাধিপ কুবেরের এই দুই পুত্র রুদ্রের অনুচর হওয়ায়, নিতান্তই ঐশ্বর্য্যদৃপ্ত হইয়াছিল। একদিন তাহারা বারুণী মদিরা পান করত মদমত্ত ঘূর্ণিতলোচন হইয়া, কৈলাসের মনোহর উপবন মধ্যে মন্দাকিনী-তীরস্থ বিকসিত কাননে সঙ্গীতপরা ললনাজনে পরিবৃত হইয়া বিহার করিতেছিল ॥১॥

গজরাজ যেরূপ করিণীগণে পরিবৃত হইয়া ক্রীড়া করে, সেইরূপ এই প্রমত্ত গুহ্যকদ্বয় যুবতীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রফুল্ল কমলশোভিত গঙ্গাগর্ভে অব-

আভাস।

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবের সন্নিধানে কুবেরনন্দন নলকূবর ও মণিগ্রীবের কৃত তাদৃশ মহাভাগবত পরোপকারী শান্তিময় দেবর্ষি নারদেরও হৃদয়সন্তাপক নিতান্ত গর্হিতাচরণের

যদৃচ্ছয়া চ দেবর্ষি র্ভগবাংস্তত্র কৌরব।
অপশ্যন্নারদো দেবো ক্ষীবাণো সমবুধ্যত ॥৩॥
তং দৃষ্ট্বা ব্রীড়িতা দেব্যো বিবস্ত্রাঃ শাপশঙ্কিতাঃ।
বাসাংসি:পর্য্যধুঃ শীঘ্রং বিবস্ত্রৌ নৈব গুহ্যকৌ ॥৪॥

অন্বয়ঃ।

হে কৌরব! (তাবৎ) দেবর্ষিঃ ভগবান্ নারদঃ যদৃচ্ছয়া স্বৈরিতয়া, তত্র (প্রাপ্তঃ সন্) তৌ দেবৌ অপশ্যৎ ক্ষীবানৌ মত্তৌ চ সমবুধ্যত অবধারয়ামাস ॥ ৩ ॥

বিবস্ত্রাঃ দেব্যঃ তং নারদং দৃষ্ট্বা ব্রীড়িতাঃ লজ্জিতাঃ শাপশঙ্কিতাঃ সত্যঃ শীঘ্রং বাসাংসি পর্য্যধুঃ বিবস্ত্রৌ তৌ গুহ্যকৌ এব ন পর্য্যধত্তুঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অপশ্যৎ দৃষ্ট্বা চ ক্ষীবাণৌ মত্তৌ সমবুধ্যত ॥ ৩ ॥

কুত ইত্যত আহ তং দৃষ্ট্বেতি ॥ ৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দৃষ্ট্বা চ ক্ষীবাণৌ মত্তৌ সমবুধ্যতেতি মত্তয়োরনয়ো র্মম কৃপা ন ফলবতী ভবিষ্যতীতি তয়ো র্মদাপনোদনার্থং দধ্যাবিতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

গাহন পূর্ব্বক জলক্রীড়া আরম্ভ করিল ॥২॥

হে কৌরবকুলধুরন্ধর! এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ যথেচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় সমুপস্থিত হইলেন; এবং তাহাদিগের তাদৃশ অবস্থা অবলোকনে মদমত্ত বলিয়া নিশ্চয় করিলেন ॥৩॥

দেবীগণ নারদকে দেখিবা মাত্র লজ্জিতা ও শাপভয়ে ভীতা হইয়া তৎক্ষণাৎ স্ব স্ব বস্ত্র পরিধান করিলেন; কিন্তু গুহ্যকদ্বয় আর বস্ত্র পরিধান না করিয়া তাদৃশ উলঙ্গই রহিল ॥৪॥

আভাস।

কথা জিজ্ঞাসা করিলে ব্যাসতনয় নারদ-সমক্ষে তাহাদিগের মদিরোন্মত্ততাদি নিতান্ত কুৎসিত আচরণ সকল বর্ণনা করিলেন এবং তৎকালে নারদের হৃদয়বার্ত্তা উল্লেখ পূর্ব্বক বলিলেন, নারদ গুহ্যকদ্বয়ের তাদৃশ ব্যবহার অবলোকন করত মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন যে, এক্ষণে কোন্ উপায়ে এতদুভয়ের উপকার সাধন হয়। নির্ব্বোধ বালক যেমন লেখনী প্রস্তুতার্থ তীক্ষ্ণধার ছুরিকা প্রাপ্ত হইলেও, তদ্দ্বারা উপকারের পরিবর্ত্তে নিজ অঙ্গুলি প্রভৃতির কর্ত্তনাদিরূপ অপকারগ্রস্তই হয়। প্রয়োগের অজ্ঞানে উপকারক বস্তু দ্বারাও অপকার সাধিত হয়; এই অজ্ঞানান্ধ মদিরামত্ত ঘোর তামসপ্রকৃতি জীবের তমো নিবারণ করা ব্যতীত অন্য উপায়ান্তর নাই। প্রথমত কোন্ উপায়ে ইহাদের তমো মদ নিবারণ করা যায়? ১ ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

তৌ দৃষ্টামদিরামত্তৌ শ্রীমদান্ধৌ সুরাত্মজৌ।
তয়োরনুগ্রহার্থায় শাপং দাস্যন্নিদং জগৌ ॥ ৫ ॥
ন হ্যন্যো জুষতো জোষ্যান্ বুদ্ধিভ্রংশো রজোগুণঃ।

অন্বয়ঃ।

(অথ নারদঃ) মদিরামত্তৌ (যতঃ) শ্রীমদান্ধৌ (যতঃ) সুরাত্মজৌ কুবেরতনয়ৌ, তৌ দৃষ্ট্বা তয়োঃ অনুগ্রহার্থায় শাপং দাস্যন্ ইদং জগৌ কথিতবান্ ॥ ৫ ॥

(নারদঃ উবাচ)। জ্যোষ্যান্ প্রিয়বিষয়ান্ জুষতঃ সেবমানস্য পুংসঃ শ্রীমদাৎ অন্যঃ

শ্রীধরস্বামী।

অনুগ্রহার্থায় অনুগ্রহঃ মদনাশঃ অর্থশ্চ শ্রীকৃষ্ণদর্শনং তদর্থং ইদং বক্ষ্যমাণং নহ্যন্য ইত্যাদি ॥ ৫ ॥

জোষ্যান্ প্রিয়ান্ বিষয়ান্ জুষতঃ শ্রীমদাদন্য আভিজাত্যাদিঃ সৎকুলবিদ্যাদিজনিতো

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অনুগ্রহস্য অর্থঃ ফলং ভগবৎসাক্ষাৎকারস্তদর্থং শাপং দাস্যন্নিতি। যথা অতি-বৎসলঃ পিত্রাদিকোঽতিমধুরং ক্ষীরাদিকং ভোজয়িষ্যন্ পুত্রাদিকমতি নিদ্রাণমালক্ষ্য তন্নিদ্রাভঙ্গার্থং নখদ্বয়াঘাতং করোতি তদ্বদিত্যর্থঃ। জগাবিত্যন্যেঽপি শ্রুত্বা স্বহিতং জানন্তিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

জোষ্যান্ প্রিয়বিষয়ান জুষতঃ সেবমানস্য পুংসঃ শ্রীমদাদন্য আভিজাত্যাদি বুদ্ধি-ভ্রংশকো হি নিশ্চয়েন ন ভবতি। যথা শ্রীমদঃ অবশ্যমেব বুদ্ধিং ভ্রংশয়তীত্যর্থঃ। অভি-

তখন নারদ, একেত বারুণী মদ, তাহাতে আবার ঐশ্বর্য্য মদ, এই উভয় মদে মত্ত সেই কুবের-নন্দন-দ্বয়কে নিরীক্ষণ করত, তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবারই মানসে শাপ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন ॥ ৫ ॥

নিতান্ত বিষয়াসক্ত পুরুষের পক্ষে সৎকুলে জন্মজনিত এবং বিদ্যাদি অর্জন

আভাস।

দেবর্ষি নারদ গুহ্যকদ্বয়কে তাদৃশ মদমত্ত নিরীক্ষণ করিয়া, তাহাদের হিতকামনায় নানা প্রকার মত্ততার কারণ মনোমধ্যে আলোচনা করত অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, যাবতীয় ইষ্ট সাধনের মধ্যে ঈশ্বর সাক্ষাৎকারই জীবের পরম মঙ্গলকর। যে উপায়ে সেই দুর্ল্লভ ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা আপাতত নিতান্ত কষ্টকর বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, প্রার্থনীয়। বাহ্য দৃষ্টিতে নারদ গুহ্যক-দ্বয়কে স্থাবর যোনি প্রাপ্ত্যর্থে অভিসম্পাত করিলেন—বটে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের যথেষ্ট উপকার সাধনই করিলেন। কারণ বৃক্ষযোনি প্রাপ্তির সঙ্গে আশীর্ব্বাদ করিবেন যে, এতদবস্থায় তাহাদের যেন উপলব্ধির সামর্থ্য ও আভ্যন্তরিক জ্ঞানের কখন লোপ না হয়; তাহার বলে তাহারা পূর্ব্ব অবস্থা স্মরণ করত, অভিমান বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করিবে ॥ ৫ ॥

শ্রীমদাদাভিজাত্যাদি র্যত্র স্ত্রী দ্যূতমাসবঃ ॥ ৬ ॥
হন্যন্তে পশবো যত্র নির্দ্দয়ৈরজিতাত্মভিঃ।
মন্যমানৈরিমং দেহমজরামৃত্যুনশ্বরং ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।

আভিজাত্যাদিঃ রজোগুণঃ বুদ্ধিভ্রংশঃ বুদ্ধিনাশকঃ ন; যত্র শ্রীমদে, স্ত্রীঃ দ্যূতং আসবঃ চ ঘটন্তে ॥ ৬ ॥

যত্র শ্রীমদে ইমং দেহং অজরামৃত্যুনশ্বরং নাশাদিবর্জ্জিতং মন্যমানৈঃ অজিতাত্মভিঃ প্রমত্তৈঃ নির্দ্দয়ৈঃ পুংভিঃ পশবঃ হন্যন্তে ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

মদঃ অন্যো বা রজোগুণঃ রজঃকার্য্য-হাস্যহর্ষাদিরূপঃ নহি তথা বুদ্ধিভ্রংশঃ বুদ্ধিং ভ্রংশয়তীতি তথা কিন্তু শ্রীমদ এব তদাহ যত্রেত্যাদিভিশ্চতুর্ভিঃ। যত্র শ্রীমদে ॥ ৬ ॥

ইমং নশ্বরং দেহং অজরামৃত্যু অজরশ্চ অমৃত্যুশ্চ যথা তথা মন্যমানৈঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

জাতিঃ সৎকুলং তদুদ্ভবঃ। আদিশব্দাদ্বিদ্যাদি মদঃ। রজোগুণোদ্ভবত্বাদ্রজোগুণঃ শ্রীমদে সতি যথা পাপানি জায়ন্তে তথা নান্যত্রেত্যাহ যত্রেতি চতুর্ভিঃ ॥ ৬ ॥

জরামৃত্যুভ্যাং দৃষ্টাভ্যামপি ইমং দেহং ন নশ্বরং মন্যমানৈঃ ॥ ৭ ॥

হেতু যে কোন অভিমানহয়,অথবা রজোগুণসমুৎপন্ন যাবতীয় অন্যায় কার্য্যের মধ্যে ঐশ্বর্য্যমদের তুল্য বুদ্ধিভ্রংশকারী আর কেহ নাই। এক ঐশ্বর্য্যমদের প্রভাবে বারবিলাসিনী, দ্যূত ক্রীড়াও মদ্য এই তিনেরই একত্র সমাবেশ ঘটে ॥ ৬ ॥

ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া মানবগণ স্বীয় দেহকে অজর, অমর ও অক্ষয় জ্ঞানে প্রমাদ বশত তাহারই পরিতৃপ্তির জন্য ঘোর নির্দ্দয়তাপূর্ব্বক পশুগণকে নিহত করে ॥ ৭ ॥

আভাস।

যাবতীয় মদের মধ্যে ধনমদ জীবের অত্যন্ত অনিষ্ট সাধন করে। সকল অনিষ্টের মূলই ঐশ্বার্য্যাভিমান; ইহার প্রভাবে যাবতীয় দুষ্কর্ম্মের প্রশ্রয় হইয়া থাকে। অধিক কি। প্রধান অনিষ্ট কামিনীসংসর্গ, দ্যূতক্রীড়া এবং মদ্যসেবন এই তিনই এক ঐশ্বর্য্যমদ হইতেই উত্থিত হইয়া থাকে। নারী-সহবাসে জীবের দেহ, দ্যূতক্রীড়ায় ধন-সম্পত্তি এবং মদ্যসেবায় সাত্ত্বিকী বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া, জীব ঘোর অবনতিতে অবনত হয়। অতএব সকল অনিষ্টের কারণই এক ধনাভিমান ॥ ৬ ॥

ধনগর্ব্বে জীব এত গর্ব্বিত হয় যে, পরদ্রোহাচরণে অনায়াসে প্রবৃত্ত হয়। প্রত্যহ অন্যান্য জীবকে শমনের করাল কবলে নিপতিত হইতে দেখিয়াও আপনাকে চিরস্থায়ী,

দেবসংজ্ঞিতমপ্যন্তে কৃমিবিড্ ভস্মসংজ্ঞিতং।
ভূতধ্রুক্ তৎকৃতে স্বার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ ॥ ৮ ॥
দেহঃ কিমন্নদাতুঃ স্বং নিষেক্তু র্মাতুরেব বা।

অন্বয়ঃ।

(ইদং) দেবসঙ্গিতং নৃপাদিসঙ্গিতং, অপি অন্তে কৃমিবিড্ ভস্মসঙ্গিতং যৎ ভবতি তৎ-কৃতে (এবংভূতং দেহার্থং যঃ) ভূতধ্রুক্ প্রাণীপীড়কঃ (ভবতি), যতঃ (ভূতদ্রোহাৎ) নিরয়ঃ নরকঃ চ (ভবতি) সঃ (তাদৃশঃ হিংসাকারী) কিং স্বার্থং আত্মহিতং, বেদ জানাতি ? ৮ ॥

অয়ং দেহঃ কিং অন্নদাতুঃ বা নিষেক্তুঃ জনকস্য, মাতুঃ গর্ভধারিণ্যাঃ মাতুঃ, পিতুঃ

শ্রীধরস্বামী।

নরদেবভূদেবসংজ্ঞিতমপি শ্বাদিভি র্ভক্ষিতং বিট্ সংজ্ঞিতং দগ্ধং ভস্মসংজ্ঞিতং অন্যদা কৃমিসংজ্ঞিতং তদ্বৃতে তদর্থং যো ভূতধ্রুক্ ভূতদ্রোগ্ধা যতো ভূতদ্রোহাৎ নিরয়ো ভবতি স কিং স্বার্থং বেদ ন বেদেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নরদেবভূদেবসংজ্ঞিতমপি অন্তে মরণান্তরং শ্বাদিভিরভক্ষিতং পুত্রাদিভিরদগ্ধং চেৎ কৃমিসংজ্ঞিতং ভক্ষিতঞ্চেৎ বিট্ সঞ্জিতং দগ্ধঞ্চেৎ ভস্মসংজ্ঞিতং ভবেৎ তস্য দেহস্য বৃতে যো ভূতধ্রুক্ যতো ভূতদ্রোহাৎ ॥ ৮ ॥

দেহে মমতা নির্দ্ধারণমপি ন ঘটতে বহুবিপ্রতিপত্তেরিত্যাহ দেহ ইতি নিষেক্তুঃ পিতুঃ

কিন্তু সামান্য নর বা নরপতি দেহ হইলেও অন্তে যে তাহা কৃমি, বিষ্ঠা বা ভস্মে পরিণত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। তাদৃশ ক্ষণস্থায়ী দেহ রক্ষার্থ যাহারা প্রাণী সকলকে উৎপীড়িত করে, তাহরা কখনই নিজের মঙ্গল বিধানে সমর্থ নহে। কারণ জীব-হিংসাই নরক-গমনের প্রধান সোপান ॥ ৮ ॥

যাহার সংরক্ষণার্থ এত যত্ন করা যাইতেছে, সেই দেহ কি অন্নদাতার বা জন্মদাতার বা মাতার বা মাতামহের অথবা পোষ্যপুত্রকারী ক্রেতার বা

আভাস।

অজর ও অমর বলিয়া জ্ঞান করে; এবং ক্ষণধ্বংসী শরীরের জন্য নিরয়কারক জীবহিংসা করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না ॥ ৭ ॥

এই সংসারে উৎকৃষ্ট নরদেব বা নিকৃষ্ট তির্য্যগ্ যোনি বিভাসক যে কোন দেহই লাভহউক না কেন, অন্তে সকলেরই সমান গতি। মৃত্যুর পর দেহ অগ্নিযোগে ভস্ম, অন্য জীব কর্ত্তৃক ভোজনে বিষ্ঠায় বা অগ্রাহ্যভাবে পতিত থাকিলে যে, তাহা কৃমিতে পরিণত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐশ্বর্য্যমত্ত ব্যক্তি স্বীয় দেহের তাদৃশ পরিণাম চিন্তা করিতেও অসমর্থ ॥ ৮ ॥

মাতুঃ পিতুর্ব্বা ক্রেতুর্ব্বা বলিনোঽগ্নেঃ শুনোঽপি বা ॥৯॥
এবং সাধারণং দেহমব্যক্তপ্রভবাপ্যয়ং।
কো বিদ্বানাত্মসাৎকৃত্বা হন্তি জন্তূনৃতেঽসতঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ।

মাতামহস্য, বা ক্রেতুঃ (পুত্রিকাকরণে মূল্যং দত্ত্বা গ্রহীতুঃ) অথবা বলিনঃ রাজাদেঃ, (জীবনান্তে) অগ্নেঃ, শুনঃ কুক্কুরস্য, অপি বা স্বং ধনং (ইতি অনিশ্চিতমেব) ॥ ৯॥

এবং পূর্ব্বোক্ত-প্রকারেণ সাধারণং অনির্ণীতস্বামিকং, (অথচ) অব্যক্ত-প্রভবাপ্যয়ং উৎপত্তিবিনাশশীলং দেহং বিদ্বান্ জানন্, অসতঃ অজ্ঞান্, ঋতে বিনা কঃ (জনঃ তং দেহং) আত্মসাৎ কৃত্বা আত্মত্বেন অঙ্গীকৃত্য জন্তূন্ হন্তি ॥ ১০॥

শ্রীধরস্বামী।

নিষেক্তুঃ পিতুঃ-মাতুঃ পিতুর্মাতামহস্য বা পুত্রিকাকরণে ক্রেতুর্মূল্যং দত্ত্বা গ্রহীতুঃ ॥৯॥

অব্যক্তপ্রভবাপ্যয়ং অব্যক্তাৎ প্রভব স্তস্মিন্নেব অপ্যয়ো যস্য তং আত্মসাৎকৃত্বা। আত্মেতি মত্বা। অসতঃ মূঢ়াদৃতে ॥ ১০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্বং ধনং। মাতুঃ পিতুর্মাতামহস্য বা পুত্রিকাকরণে সতি। বলিনো বলাদিষ্ট্যর্থং গৃহ্নতঃ ॥ ৯ ॥

অব্যক্তাৎ প্রভবস্তস্মিন্নেবাপ্যয়ো যস্য তং। আত্মসাৎকৃত্বা আত্মত্বেনাঙ্গীকৃত্য অসতোঽজ্ঞান্ বিনা ॥ ১০ ॥

বলবান্ রাজাদি কিম্বা অগ্নি বা কুক্কুর ইহাদের মধ্যে যে কাহার সম্পত্তি তাহা কিছুই নির্ণয় করা যায় না !॥ ৯ ॥

অতএব অনির্ণীতস্বামিক অথচ উৎপত্তি-ধ্বংসশীল বলিয়া জানিতে পারিলে নিতান্ত মূর্খ ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি তাদৃশ দেহে আত্মজ্ঞান করত তন্নিমিত্ত জীবহিংসা করে ! ॥ ১০ ॥

আভাস।

তাহারা নিজের ও আত্মীয়বর্গের ভরণপোষণার্থ সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত। একবারও চিন্তা করে না যে, দেহের উপর তাহাদের কণামাত্রও অধিকার নাই। যেমন পরিণামে আয়ত্বাধীন নহে, উপক্রমেও তদ্রূপ। যাহাতে নিজের কোন অধিকার নাই, তাদৃশ দেহে মমতা প্রদর্শন করা যে, কতদূর কাপুরুষত্বের পরিচয়, তাহা তাহারা স্বপ্নেও অনুভব করিতে পারে না। নিজের অধিকার না থাকে, ক্ষতি নাই! যদি কাহারও অধিকার আছে এরূপ নির্ণয়ও হয়, তবুও মঙ্গল; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কাহারও যে ইহার উপর কর্তৃত্ব আছে; ইহা বলিয়াও নির্ণয় করা যায় না। মাতৃগর্ভে জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া, উপকার অনুসারে এক এক

অসতঃ শ্রীমদান্ধস্য দারিদ্র্যং পরমঞ্জনং।
আত্মৌপম্যেন ভূতানি দরিদ্রঃ পরমীক্ষতে ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীমদান্ধস্য ধনমদরোগগ্রস্তস্য, অসতঃ দুর্বৃত্তস্য দারিদ্র্যং এব পরং শ্রেষ্ঠং অঞ্জনং রোগনিবারকং ঔষধং (যতঃ) দরিদ্রঃ পরং কেবলং ভূতানি আত্মৌপম্যেন আত্মতুলনয়া, ঈক্ষতে পশ্যতি ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

এবং শ্রীমদবিচেষ্টিতমুক্ত্বা তৎপ্রতীকারং নিশ্চিনোতি অসত ইতি। পরং শ্রেষ্ঠং দারিদ্র্যমেব কেবলমিতি বা কুত ইত্যত আহ আত্মৌপম্যেনেতি। ততো ন দ্রহ্যতীতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমদরোগপ্রতীকারং নিশ্চিনোতি অসত ইতি। পরং কেবলং ॥ ১১ ॥

শ্রীমদান্ধ দুরাচারীর পক্ষে দরিদ্রতাই অঞ্জনস্বরূপ পরম উপকারী; কারণ, দীনহীন জনেরাই নিজ সুখ দুঃখাদি পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক অপরের অবস্থা অনুভব করে ॥ ১১ ॥

আভাস।

জনের অধিকার বিচার করিতে বসিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, জনক জননী, অন্নদাতা মাতামহ, অর্থদাতা, বলবান্ রাজা, অগ্নি ও কুক্কুর ইহারা প্রত্যেকে একে একে এই দেহের উপর অধিকার প্রকাশের অভিপ্রায় করিতেছে। কিন্তু ধনাভিমানী জীব এই সকলের অভিলাষ হরণ পূর্ব্বক নিজ অধিকার বিস্তারে নিতান্ত মোহিতের ন্যায় বিবিধ কুৎসিৎ আচরণ করত দেহরক্ষা করিতে যত্নবান্ হয় ॥ ৯ ॥

তখন কোন্ অচিন্ত্য অজ্ঞাত বীজরূপী কারণ হইতে এই দেহের উৎপত্তি হইল এবং পরিণামেই বা কোন্ অব্যক্ত সর্ব্বাধার কারণে বিলীন হইবে, একবারও তাহা মনে ধারণা করে না; এবং পণ্ডিতগণ যে, দেহকে তুচ্ছ জ্ঞান করত সম্পূর্ণ মমতাশূন্য হইয়া কালাতিপাত করেন এবং সকল জীবের প্রতিই আত্মদৃষ্টি করত কৃপা বিতরণ করেন, ধনাভিমানী মূঢ় ব্যক্তিগণই তাদৃশ দেহেতে আত্মজ্ঞান করত জীব সকলের প্রতি দ্রোহাচরণ করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

এই ঐশ্বর্য্যমদ কেবল বিচারে অপনোদিত হয় না। যেমন চক্ষু পীড়ায় অন্ধ ব্যক্তির অঞ্জন লেপনের বিশেষ প্রয়োজন; অঞ্জনের প্রভাবে চক্ষুরোগ উপশমিত হয়; সেইরূপ দারিদ্র্যাঞ্জন বুদ্ধিতে লেপন না করিলে, ধনমত্ততা অপসৃত হয় না। এই অপূর্ব্ব ঔষধি সেবনে ধনাভিমান বিনষ্ট হয় এবং নিঃস্ব হইয়া নির্ধনগণের মর্ম্মবেদনা মনোমধ্যে বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়; সুতরাং জীবের প্রতি দয়া করিবার অভ্যাস আপনিই উদিত হয় ॥ ১১ ॥

যথা কণ্টকবিদ্ধাঙ্গো জন্তো নেচ্ছতি তাং ব্যথাং।
জীবসাম্যং গতো লিঙ্গৈর্ন তথাঽবিদ্ধকণ্টকঃ ॥ ১২ ॥
দরিদ্রো নিরহংস্তম্ভো মুক্তঃ সর্ব্বমদৈরিহ।
কৃচ্ছ্রং যদৃচ্ছয়াপ্নোতি তদ্ধি তস্য পরং তপঃ।

অন্বয়ঃ।

যথা কণ্টকবিদ্ধাঙ্গঃ জনঃ, লিঙ্গৈঃ মুখম্লানাদিভিঃ, জীবসাম্যং (নিজদুঃখানুস্মরণাৎ কৃপোদয়েন তুল্যাবস্থত্বং) গতঃ প্রাপ্তঃ সন্ জন্তোঃ পরস্য তাং কণ্টকবেধননিমিত্তাং ব্যথাং ন ইচ্ছতি তথা অবিদ্ধকণ্টকঃ জনঃ ন ॥ ১২ ॥

এবং নিরহংস্তম্ভঃ নিরহংকারঃ, ইহ জন্মনি এব সর্ব্বমদৈঃ মুক্তঃ দরিদ্রঃ পুমান্ যদৃচ্ছয়া কৃচ্ছ্রং ক্লেশং, যৎ আপ্নোতি তৎ হি তস্য পরং তপঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি। মুখম্লানাদিলিঙ্গৈঃ সর্ব্বেষাং জীবানাং সুখদুঃখে সমে ইতি জ্ঞাতবানিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

কিঞ্চ দারিদ্র্যং মোক্ষমপি সাধয়তি ইত্যাহ দরিদ্র ইত্যাদি শ্লোকচতুষ্টয়েন। নিরহং-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

লিঙ্গৈর্মুখম্লানাদিভি র্দৃষ্টৈ র্জীবে পরস্মিন্ সাম্যং গতঃ। পূর্ব্বানুভূতস্বব্যথাসাদৃশ্যং তত্রানুমিমান ইত্যর্থঃ। অবিদ্ধকণ্টকঃ কণ্টকেনাবিদ্ধঃ। রাজদণ্ডাদি ॥ ১২ ॥

দারিদ্র্যে সতি মোক্ষসাধনানি স্বতএব ভবন্তীত্যাহ দরিদ্র ইতি ত্রিভিঃ। অহঙ্কারেণ

যাহার অঙ্গে একবার কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই কেবল পরদেহে তাদৃশ কণ্টকবেধনের যাতনা ঘটে এরূপ ইচ্ছা করে না; কিন্তু যে কণ্টক বিদ্ধ হইবার ক্লেশ নিজে কখন অনুভব করে নাই, পর দেহে তাহার যাতনা সে কিরূপে অনুভব করিবে? ১২ ॥

দরিদ্র ব্যক্তির কোন গর্ব্ব থাকে না। এই দেহেই তাহার সকল অভিমান নষ্ট হয়; এবং যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত দুঃখ সকল সহ্য করাতে, তাহার উৎকৃষ্ট তপোনুষ্ঠানের ফল আপনা হইতেই লাভ হইয়া থাকে।

আভাস।

দুঃখ ভোগের যাতনা স্বয়ং অনুভব না করিলে, পরের ক্লেশ ধারণা হয় না। দুঃখী জন পরদুঃখ বিশেষ উপলব্ধি করে; সুতরাং আপনার ন্যায় পরকেও গ্রহণ করে ॥ ১২ ॥

দরিদ্র ব্যক্তির অভিমান থাকে না; সুতরাং প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা অতি অল্প। বিশেষত দরিদ্রতা-নিবন্ধন নানা ক্লেশ সহ্য করায়, চিত্তনিগ্রহার্থ আর বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না। ইন্দ্রিয়াদি আপনা হইতেই নিগৃহীত হইয়া, তপস্যার ফল উৎপাদন করে।

নিত্যং ক্ষুৎক্ষামদেহস্য দরিদ্রস্যান্নকাঙ্ক্ষিণঃ।
ইন্দ্রিয়াণ্যনুশুষ্যন্তি হিংসাপি বিনিবর্ত্ততে ॥ ১৩ ॥
দরিদ্রস্যৈব যুজ্যন্তে সাধবঃ সমদর্শিনঃ।
সদ্ভিঃ ক্ষিণোতি তং তর্ষং তত আরাচ্চ সিধ্যতি ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ।

নিত্যং অন্নকাঙ্ক্ষিণঃ ক্ষুৎক্ষামদেহস্য ক্ষুধয়া পীড়িতস্য দরিদ্রস্য ইন্দ্রিয়াণি শুষ্যন্তি অতঃ হিংসাপি বিনিবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥

দরিদ্রস্য এব সমদর্শিনঃ সাধবঃ যুজ্যন্তে (সাধুসঙ্গো ভবতি) সদ্ভিঃ সাধুসংসর্গৈঃ তং অন্নাদ্যভাবনিমিত্তং তর্ষং তৃষ্ণাং (দরিদ্রঃ স্বয়ং এব) ক্ষিণোতি ত্যজতি ততঃ আরাৎ শীঘ্রং এব চ সিধ্যতি ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

স্তব্ধঃ নির্গতোঽহঙ্কাররূপস্তম্ভো গর্ব্বো যস্মাৎ সঃ ॥ ১৩ ॥

যুজ্যন্তে অতএব সংগচ্ছন্তে। তর্ষং তৃষ্ণাং ॥ ১৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ধনিত্বদিগর্ব্বেণ যঃ স্তব্ধঃ নম্রত্বাভাবঃ স নির্গতো যস্মাৎ সঃ। সর্ব্বমদৈ র্মুক্ত ইতি দরিদ্রস্য সর্ব্বৈরনাদৃতত্বাৎ সৎকুলমদাদয়োঽপি প্রায়ো নশ্যন্তীতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

নচ দরিদ্রস্যৈকা তৃষ্ণৈব সর্ব্বদোষময়ীতি বাচ্যং তস্য অপি প্রতীকারসম্ভবাদিত্যাহ দরিদ্রস্যৈবেতি। ধনিত্বদরিদ্রয়োস্তুল্যদর্শিত্বেনোভয়গৃহান্ কৃপয়া গচ্ছন্তোঽপি সাধবো দরিদ্রস্যৈব যুজ্যন্তে দরিদ্রেণৈব তদ্বন্দন-সম্ভাষণ-সম্বাদাদিসম্ভবাৎ তস্যৈব তে স্বয়ং সংযোগ-জনিতফলদায়কা ভবন্তীত্যর্থঃ। নতু ধনিনো মদান্ধস্য অত্রানয়োঃ সন্নিধৌ বর্ত্তমানোঽহমেব প্রমাণমিতি ভাবঃ। ততশ্চ সদ্ভিঃ সংসংযোগমহিম্নৈব তং তর্ষং তৃষ্ণাং দরিদ্রঃ স্বয়মেব ক্ষিণোতি ক্ষিপ্রীকরোতি। তৎকৃপালব্ধস্য ভক্ত্যমৃতস্য তৃষ্ণাহরস্বভাবত্বাৎ অতএব পূর্ব্ব-মুক্তং কৃচ্ছ্রং যদৃচ্ছয়াপ্নোতীতি কৃচ্ছ্রস্য যাদৃচ্ছিকত্বং নতু কর্ম্মজনিতত্বং ভক্তস্য কর্ম্মানঙ্গী-কারাৎ ॥ ১৪ ॥

কারণ অন্নের অভাবে দেহ ক্ষুধাজীর্ণই থাকে; তাহার ইন্দ্রিয়গণ সুতরাং সততই ম্লানভাবাপন্ন থাকায়, পরহিংসার নিমিত্ত উত্তেজিত হইতে পারে না ॥ ১৩ ॥

বিশেষত সর্ব্বভূতে সমদর্শী সাধুগণ দরিদ্রের নিকেতনেই বিচরণ করেন। সেই সাধুসংসর্গে দরিদ্রহৃদয়ে জাগরূক সূক্ষ্ম বিষয়-তৃষ্ণা সকল ক্রমশ

আভাস।

অন্নাদির অভাবে ইন্দ্রিয় জীর্ণ এবং দেহ শীর্ণ হইলে, আর হিংসাদিকরণে উত্তেজনা থাকে না ॥ ১৩ ॥

সাধূনাং সমচিত্তানাং মুকুন্দচরণৈষিণাং।
উপেক্ষ্যৈঃ কিং ধনস্তম্ভৈরসদ্ভিরসদাশ্রয়ৈঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।

মুকুন্দচরণৈষিণাং সমচিত্তানাং সাধূনাং অসদাশ্রয়ৈঃ ধনস্তম্ভৈঃ উপেক্ষ্যৈঃ অসদ্ভি ধনগর্ব্বিতৈঃ পুংভিঃ কিং ন কিমপি ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নন্থ সাধূনামপি ধনিক এব প্রিয়ঃ স্যান্ন দরিদ্র ইত্যত আহ সাধূনামিতি। ধনেন স্তম্ভে গর্ব্বো যেষাং তৈঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নচ সাধূনাং ধনোপাধিকো ধনিকসংযোগঃ সম্ভবতীত্যাহ সাধূনামিতি ধনেন স্তম্ভে গর্ব্বো যেষাং তৈঃ অসদ্ভিরবৈষ্ণবৈঃ অসদাশ্রয়ৈরবৈষ্ণবসেবিভিঃ। তেন গর্ব্বরহিতা দরিদ্রা বৈষ্ণবসেবিনো ধনিনোঽপি সাধুভিঃ সংযুজ্যন্ত এবেতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং দরিদ্রগণ অতি অল্পের মধ্যেই মোক্ষমার্গে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

মুকুন্দচরণ-সেবী নির্ম্মায়ী সাধুগণ ধনের আকাঙ্ক্ষা করেন না; সুতরাং ধনগর্ব্বিত অসৎসংসর্গী ক্রূরমনা ব্যক্তিদের নিকটেও তাঁহারা অগ্রসর হন না ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।

নিরভিমানী দরিদ্র নিকেতনে সাধুগণের যেমন সমাগম হয়, লোভী পার্ষদগণপূরিত ধনীসভায় তাহার কিছুমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। অকিঞ্চন সাধুগণ সৎপাত্রে মঙ্গল বিধানার্থ ইতস্ততঃ বিচরণ করেন। তাঁহারা কামিনী ও কাঞ্চনকে হেয় জ্ঞানে তুচ্ছ করিয়া থাকেন; সুতরাং ধনীর সাধুসমাগম দুর্ল্লভ। দরিদ্রের তাহা সহজে ঘটিয়া থাকে। অতএব সাধুসমাগম প্রাপ্ত হইলে, অন্তর্নিহিত বিষয়তৃষ্ণা দূরে যায়; দরিদ্র সহজেই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারে ॥ ১৪ ॥

অভাবে পতিত হইয়া তপোনুষ্ঠানের ন্যায়, দরিদ্রের দৈহিক ও ঐন্দ্রিয়িক অনেক উন্নতি লাভ হইলেও, মনের উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে; কারণ কেবল অভাবের দ্বারা ভোগাভিলাষ দূর হয় না; বরং উত্তরোত্তর তীব্র ভাব ধারণ করে। মনের উন্নতি না হইলে, দরিদ্রের দেহ ক্ষীণে ও ইন্দ্রিয় লীনে উন্নতি কোথায়? এই আশঙ্কার অপনয়নার্থ দেখান হইয়াছে যে, ভগবান্ দরিদ্রকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একটী প্রধান মঙ্গলের বিধান করিয়াছেন। ভগবান্ ধনীকে যেমন ধন দিয়াছেন, দরিদ্রকে তেমন সাধু ভক্ত দিয়াছেন। ধনের প্রভাবে জীবের যেরূপ অধোগতির সম্ভব, ভক্ত সাধুসঙ্গের মহিমায় দরিদ্রের সেইরূপ উন্নতি হওয়া সম্ভব। ধন লোভী, বিষয়লম্পট সভাসদগণকে সংগ্রহ করে; কিন্তু দারিদ্র্য

তদহং মত্তয়ো মাধ্ব্যা বারুণ্যা শ্রীমদান্ধয়োঃ।
তমোমদং হনিষ্যামি স্ত্রৈণয়োরজিতাত্মনোঃ ॥ ১৬ ॥
যদিমৌ লোকপালস্য পুত্রৌ ভূত্বা তমঃপ্লুতৌ।
ন বিবাসসমাত্মানং বিজানীতঃ সুদুর্ম্মদৌ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।

তৎ তস্মাৎ অহং বারুণ্যা মাধ্ব্যা মত্তয়োঃ শ্রীমদান্ধয়োঃ, স্ত্রৈণয়োঃ স্ত্রীলম্পটয়োঃ, অজিতাত্মনোঃ অসংযমিতমনসোঃ, (অনয়োঃ) তমোমদং অজ্ঞানজং মদং, হনিষ্যামি ॥ ১৬ ॥

যদি ইমৌ লোকপালস্য পুত্রৌ সুদুর্ম্মদৌ তমঃপ্লুতৌ মোহান্ধৌ ভূত্বা আত্মানং বিবাসসং বিবস্ত্রং (অপি) ন বিজানীতঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তমোমদং অজ্ঞানকৃতং মদং ॥ ১৬ ॥

তমঃপ্লুতৌ তমোব্যাপ্তৌ ॥ ১৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তদনয়ো র্গর্ব্বরোগস্য কাং চিকিৎসাং করোমীতি মনসি বিচার্য্য নিশ্চিনোতি তদহমিতি চতুর্ভিঃ। মাধ্ব্যা মধুসম্বন্ধাৎ। তমোঽজ্ঞানং ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

এই অসংযতচেতা স্ত্রীলম্পট ব্যক্তিদ্বয় ঘোর ঐশ্বর্য্যমদে একেবারে অন্ধ, তাহাতে আবার বারুণী মদিরাপানে অভিভূত; অতএব ইহাদের এই অজ্ঞানকৃত মদ যাহাতে বিনষ্ট হয়, তাহার উপায় আমার অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ১৬ ॥

ইহারা উভয়ে একজন শ্রেষ্ঠ লোকপালের তনয় হইয়াও যখন এরূপ দুর্বিনীত এবং তমোগুণে পূর্ণ যে, আপনারা লোকসমক্ষে বিবস্ত্র ইহাও অনুভব করিতে পারিতেছে না ॥ ১৭ ॥

আভাস।

ভোগবিমুখ ত্যাগী সাধুগণকে আনয়ন করে। ধনী বা দরিদ্র বলিয়া সাধুর নিকট কোন ভেদ না থাকিলেও এবং উভয় গৃহে সমান ভাবে গমন করিলেও, সাধুগণ দরিদ্র কর্ত্তৃক যেরূপ আদৃত ও বন্দিত হন, ধনীর গৃহে সেরূপ আদর ও বন্দনাদির প্রত্যাশা নাই; সুতরাং যাহাদের ধনাদি বিষয়সম্ভোগের কোন প্রত্যাশা নাই, তাদৃশ সাধুগণ দরিদ্র গৃহে উপনীত হন এবং উপদেশ প্রদানের দ্বারা দরিদ্রের হৃদয়স্থ অতি সূক্ষ্ম তৃষ্ণাস্রোত বিনষ্ট করেন। ঐরূপ সুবিধা ধনীর কখন সম্ভব নহে। কারণ তাহারা ভোগীর সংসর্গ যত প্রিয় ও হিতকর মনে করে, ত্যাগীর সঙ্গকে বরং সংসার পথের কণ্টক বোধে দূর হইতেই পরিত্যাগ করে; সুতরাং সাধুর সঙ্গ ধনীর দুর্ল্লভ ॥ ১৫ ॥

অতোঽর্হতঃ স্থাবরতাং স্যাতাং নৈবং যথা পুনঃ।
স্মৃতিঃ স্যান্মৎপ্রসাদেন তত্রাপি মদনুগ্রহাৎ।
বাসুদেবস্য সান্নিধ্যং লব্ধ্বা দিব্যশরচ্ছতে।
বৃত্তে স্বর্লোকতাং ভূয়ো লব্ধভক্তী ভবিষ্যতঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।

অতঃ স্থাবরতাং বৃক্ষযোনিং অর্হতঃ যথা এবং ঈদৃশৌ পুনঃ ন স্যাতাং (অতঃ তত্রাপি) মৎপ্রসাদেন স্মৃতিঃ পূর্ব্বজন্মস্মরণং স্যাৎ। তত্রাপি মদনুগ্রহাৎ ॥

দিব্যশরচ্ছতে দেবপরিমিতশতসংবৎসরে বৃত্তে অতীতে, সতি বাসুদেবস্য সান্নিধ্যং লব্ধ্বা লব্ধভক্তী সন্তৌ ভূয়ঃ স্বর্লোকতাং ভবিষ্যতঃ দেবত্বং প্রাপ্স্যতঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

শপতি অতোঽর্হত ইতি অনুগৃহ্ণাতি স্যাতাং নৈবমিত্যাদিনা মৎপ্রসাদেন স্মৃতিঃ স্যাৎ ॥ ১৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী;

স্থাবরতামিতি নিরাবরণয়োঃ শুদ্ধয়োরক্রবাণয়োরনয়োঃ স্থাবরত্বমেবোচিতমিতি ভাবঃ। স্থাবরত্বেঽপি মৎপ্রসাদেন স্মৃতিরস্তু। স্মৃতৌ সত্যামপি মদনুগ্রহাদিত্যাদি। দেবমানেন

তখন ইহারা স্থাবরযোনি প্রাপ্ত হউক! কিন্তু তন্মধ্যে এরূপ অজ্ঞানী না হইয়া সে অবস্থাতেও যেন ইহাদের স্মরণ থাকে, আমি প্রসন্ন হইয়া ইহাদিগের প্রতি এই অনুগ্রহ প্রকাশ করিলাম যে ॥

দেবপরিমাণে এইরূপ শতবর্ষ ভোগের পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সংসর্গ লাভে পূর্ব্বের ন্যায় ভক্তিমান্ হইয়া, পুনরায় স্বর্গলোকে গমন করিবে ॥১৮॥

আভাস।

অতএব এই ঐশ্বর্য্যান্ধ গুহ্যকদ্বয়ের তমোরোগের কিরূপ চিকিৎসা করিবেন মনে ভাবিয়া স্থাবরযোনি প্রাপ্তির নিমিত্ত অভিশাপ প্রদান করিলেন। এই শাপও তাহাদিগের মঙ্গলের কারণ ঘটিল। কারণ শাপ প্রদান কালে তিনি বলিলেন যে, অজ্ঞানভাবে স্থাবর যোনি ভোগ না করিয়া, যদি তখনও তাহাদের চিত্তে পূর্ব্ব বিষয়ের অনুস্মৃতি থাকে, তাহা হইলে তাহারা আর কখন এরূপ দুষ্কর্ম্মে অগ্রসর হইবে না। উপদ্রব নাশকারী শ্রীহরির সংসর্গে যখন তাহারা দেব পরিমিত শত সম্বৎসরব্যাপী মদীয় শাপ ভোগের পর এই বৃক্ষযোনি পরিত্যাগ করিবে, তখন ভগবৎপ্রসাদে পুনরায় ভক্তি লাভ করত স্বর্গী হইয়া বিচরণ করিবে ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

পূর্ব্ব বৃত্তান্তের কথা উল্লেখ করিয়া, শুকদেব উপস্থিত বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া, ভক্তের মান রক্ষা করিতে যত্নবান্ হইলেন। তিনি সংসারকে দেখাইলেন যে, তিনি অন্যের বন্ধনে বদ্ধ থাকিয়াও কাহার অধীন নহেন।

শ্রীশুক উবাচ ॥

স এবমুক্ত্বা দেবর্ষি র্গতো নারায়ণাশ্রমং।
নলকূবর-মণিগ্রীবাবাসতু র্যমলার্জ্জুনৌ ॥ ১৯ ॥
ঋষের্ভাগবতমুখ্যস্য সত্যং কর্ত্তুং বচো হরিঃ।
জগাম শনকৈস্তত্র যত্র স্তৌ যমলার্জ্জুনৌ ॥ ২০ ॥
দেবর্ষি র্মে প্রিয়োতমো যদিমৌ ধনদাত্মজৌ।

অন্বয়ঃ।

শ্রীশুকঃ উবাচ। সঃ দেবর্ষিঃ নারদঃ এবং উক্ত্বা নারায়ণাশ্রমং গতঃ নলকূবরমণিগ্রীবৌ যমলার্জ্জুনৌ সহজাতৌ অর্জ্জুনবৃক্ষৌ, আসতুঃ ॥ ১৯ ॥

হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ভাগবতমুখ্যস্য ভক্তশ্রেষ্ঠস্য ঋষেঃ নারদস্য বচঃ সত্যং কর্ত্তুং শনকৈঃ তত্র জগাম যত্র যমলার্জ্জুনৌ সহজাতবৃক্ষৌ স্তঃ আস্তাং ॥ ২০ ॥

দেবর্ষিঃ মে মম প্রিয়তমঃ তৎ তস্মাৎ তেন মহাত্মনা (মহানুভাবেন) যৎ গীতং কথিতং

শ্রীধরস্বামী।

স্বর্লোকতাং দেবত্বং পুনর্লব্ধ্বা তস্মিন্ মদনুগ্রহাৎ লব্ধভক্তী ভবিষ্যতঃ ॥ ১৯ ॥

প্রস্তুতমাহ ঋষেরিতি ॥ ২০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শরচ্ছতে বর্ষশতে বৃত্তে সতি বাসুদেবস্য সান্নিধ্যং লব্ধ্বা লব্ধভক্তৌ সন্তৌ স্বর্লোকতাং ভবিষ্যতঃ প্রাপ্স্যতঃ। ভূপ্রাপ্তৌ পরস্মৈপদমার্ষং ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

প্রস্তুতমাহ ঋষেরিতি ॥ ২০ ॥

যদ্যস্মাদ্দেবর্ষি র্মে প্রিয়তম স্তস্মাদিমৌ তথা সাধয়িষ্যামি যদ্‌যথা তেন মহাত্মনা

শুকদেব বলিলেন, দেবর্ষি নারদ এইরূপ বলিয়া, নারায়ণাশ্রমে গমন করিলেন। নলকূবর ও মণিগ্রীব নামক ঐ গুহ্যক দ্বয়ও যমজ অর্জ্জুন বৃক্ষদ্বয় রূপে পরিণত হইল ॥ ১৯ ॥

এখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভক্ত নারদের সেই বাক্য সত্য করিবার অভিপ্রায়ে সেই সহজাত অর্জ্জুন তরুদ্বয়ের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন ॥ ২০ ॥

আভাস।

তাদৃশ বন্ধন স্পর্শ করিলেও, অনেকে মুক্ত হয়। তিনি কটিসংলগ্ন যশোদার প্রদত্ত দামের স্পর্শে তাদৃশ শতবর্ষ বয়স্ক অতি প্রবল অর্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়কেও উৎপাটিত করত তথা হইতে নলকূবর ও মণিগ্রীব এই কুবের পুত্রদ্বয়কে ঘোর তমোযোনি হইতে উন্মোচন করেন এবং স্বীয় বৈকুণ্ঠধাম প্রদান করিলেন ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

তত্তথা সাধয়িষ্যামি যদ্‌গীতং তন্মহাত্মনা ॥ ২১ ॥
ইত্যন্তরেণার্জ্জুনয়োঃ কৃষ্ণস্তু যময়ো র্যযৌ।
আত্মনির্ব্বেশমাত্রেণ তির্য্যগ্‌গতমুদূখলং ॥ ২২ ॥
বালেন নিষ্কর্ষতাম্বগুদূখলং, তদ্দামোদরেণ তরসোৎকলিতাঙ্ঘ্রিবন্ধৌ।
নিষ্পেততুঃ পরমবিক্রমিতাতিবেপ-স্কন্ধপ্রবালবিটপৌ কৃতচণ্ডশব্দৌ ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।

যৎ যতঃ ইমৌ ধনদাত্মজৌ তৎ ততঃ তথা সাধয়িষ্যামি (স্থাবরযোনেঃ উদ্ধৃত্য পুনঃ স্বর্গং দত্বা পরমভক্তিমন্তৌ করিষ্যামি) ॥ ২১ ॥

ইতি (বিমৃষ্য) কৃষ্ণঃ তু যময়োঃ অর্জ্জুনয়োঃ অন্তরেণ যযৌ; আত্মনির্ব্বেশমাত্রেণ (কৃষ্ণস্য তন্মধ্যে প্রবেশমাত্রেণ) উদূখলং তির্য্যগ্‌গতং ॥ ২২ ॥

তদ্দামোদরেণ বালেন কৃষ্ণেন অন্বক্ তিরশ্চীনং উদূখলং তরসা বেগেন নিষ্কর্ষতা নীতা উৎকলিতাঙ্ঘ্রিবন্ধৌ উৎপাটিতমূলবন্ধৌ তৌ অর্জ্জুনৌ পরমবিক্রমিতাতিবেপস্কন্ধ-প্রবালবিটপৌ কৃতচণ্ডশব্দৌ ভূত্বা নিষ্পেততুঃ ॥ ২৩॥

শ্রীধরস্বামী।

কিমিতি সত্যং কর্ত্তব্যং তত্রাহ দেবর্ষিরিতি। যদ্‌যতঃ ততস্ততঃ ॥ ২১॥

যময়ো র্যমলয়োঃ সহজাতয়োঃ আত্মনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তন্মধ্যে প্রবেশমাত্রেণ ॥ ২২ ॥

অনু অঞ্চতীতি অন্বক্ তত্র হেতুঃ দামোদরেণেতি। উৎকলিতঃ উৎপাটিতঃ অঙ্ঘ্রি-বন্ধা যয়োস্তৌ পরমস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বিক্রমিতেনাতিবেপঃ কম্পো যেষু তে স্কন্ধপ্রবালবিটপা যয়োস্তৌ ॥ ২৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

গীতমিত্যন্বয়ঃ ॥ ২ ॥

ইতি বিচার্য্য যময়োঃ সহজাতয়োর্দ্বয়োরন্তরেণ মধ্যে যযৌ। ততশ্চ আত্মনঃ প্রবেশ-মাত্রেণ উদূখলং তির্য্যগ্‌গতং তিরশ্চীনমভূৎ ॥ ২২ ॥

তত্তিরশ্চীনমেবোদূখলং অন্বক্ স্বানুকূলং যথাস্যাত্তথা নিঃশেষেণ কর্ষতা বালেন উৎ-কলিতঃ উৎপাটিতোঽঙ্ঘ্রিবন্ধা যয়োস্তৌ। পরমবিক্রমিতেন অতিবলেনাকর্ষণেনাতিবেপা অতিকম্পমানাঃ স্কন্ধাদয়ো যয়োস্তৌ দামোদরেণেতি স চ তেনৈব নাম্না তু কৃষ্ণো বৈ দামবন্ধনাৎ।

এবং মনে মনে নিশ্চয় করিলেন যে, দেবর্ষি নারদ আমার নিতান্ত প্রিয়; সেই মহাত্মা স্বীয় প্রতিভা-বলে যেরূপ বলিয়াছেন, এই বৃক্ষদ্বয় হইতে কুবের-নন্দন-দ্বয়কে উন্মোচন করত আমি তাহারই প্রতিবিধান করিব ॥২১॥

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনদ্বয়ের মধ্য দিয়া যেমন যাইতে লাগিলেন, অমনি কটিসংলগ্ন রজ্জুতে নিবদ্ধ উদূখল বক্রভাবে তরুদ্বয়ে আটকাইয়া গেল ॥ ২২ ॥

তত্র শ্রিয়া পরময়া ককুভঃ স্ফুরন্তৌ সিদ্ধাবুপেত্য কুজরোরিব জাতবেদাঃ কৃষ্ণং প্রণম্য শিরসাখিললোকনাথং বদ্ধাঞ্জলী বিরজসাবিদমূচতুঃ স্ম ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ।

তত্র পরময়া শ্রিয়া ককুভঃ দিশঃ, স্ফুরন্তৌ বিরজসৌ নিরহংকারিণৌ নষ্টগর্ব্বৌ সিদ্ধৌ জাতবেদাঃ (পরস্পরমিলিতত্বাৎ একীভূয় অগ্নিরিব) কুজয়োঃ বৃক্ষয়োঃ সকাশাৎ উপেত্য নির্গম্য, বদ্ধাঞ্জলী সন্তৌ অখিললোকনাথং কৃষ্ণং শিরসা প্রণম্য ইদং ঊচতুঃ স্ম ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ককুভঃ প্রতি সর্ব্বতঃ স্ফুরন্তাবিত্যর্থঃ। যদ্বা দিশঃ প্রকাশয়ন্তাবিতি। কুজয়োর্বৃক্ষয়োঃ স্থিতোঽগ্নি র্যথা মূর্ত্তিমানুপৈতি তথোৎপত্য, বিরজসৌ নির্ম্মলৌ ॥ ২৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

গোষ্ঠে দামোদর ইতি গোপীভিঃ পরিগীয়ত ইতি হরিবংশোক্তা প্রসিদ্ধিঃ স্মারিতা ॥ ২৩ ॥

ককুভো ব্যাপ্য স্ফুরন্তৌ কুজয়োর্বৃক্ষয়োর্জাতবেদা অগ্নি র্মিথো জ্যোতির্মিলনাদেক এব জাতবেদা ইব স্ফুরন্তাবিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

এবং বালরূপী দামোদর বলপূর্ব্বক সেই উদূখল আকর্ষণ করায় বৃক্ষদ্বয়ের মূল উৎপাটিত হইল, এবং অতি প্রচণ্ড শব্দ পূর্ব্বক স্কন্ধ শাখা ও প্রশাখাদি সহ সম্পূর্ণ বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়া, অতি বেগে ভূমিতলে নিপতিত হইল ॥২৩॥

এবং জ্বলন্ত পাবকোপম দুই সিদ্ধ পুরুষ সেই বৃক্ষদ্বয় হইতে বিনির্গত হইলেন; তাঁহাদের রূপে দিক্ সকল আলোকিত হইল। তাঁহারা অতি বিনম্রভাবে মস্তক অবনত করত শ্রীকৃষ্ণকে করজোড়ে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

আভাস।

শাখা পল্লব ব্যাপ্ত প্রকাণ্ড বৃক্ষদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণে সমূলে উৎপাটিত হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইলে নলকুবর ও মণিগ্রীব নারদশাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইলেন। কৃষ্ণস্পর্শে তমোমূর্ত্তি পরিহার করত দিব্য দেবমূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেবকে গোপবালকের বেশে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া নতকন্ধরে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৪ ॥

তাঁহারা বলিলেন হে পুরুষোত্তম! আমরা মহাপরাধী হইলেও, আপনি আমাদের প্রতি যে যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কেবল আপনার নিজ পতিতপাবন নামের পরিচয়ে মাত্র। প্রথম কৃষ্ণ শব্দ উচ্চারণ করিয়া জিহ্বা পবিত্র করিলেন; পরে পরমানন্দের উদ্রেকে দ্বিতীয়বার নাম উচ্চারণের তাৎপর্য্য এই যে, হে ভগবন্! এক বার উদূখল আকর্ষণ করিয়া আমাদিগকে কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন বটে, কিন্তু আবার উদূখল আকর্ষণ পূর্ব্বক অন্যত্র যাইবেন না, ক্ষণকাল বাল্যচাপল্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিংস্ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ।
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রহ্মণো বিদুঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ।

হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ অচিন্ত্যপ্রভাব! ত্বং (প্রকৃতেঃ) পরঃ আদ্যঃ কারণভূতঃ পুরুষঃ! ব্যক্তাব্যক্তং স্থূলসূক্ষ্মং ইদং বিশ্বং ব্রহ্মণঃ তে তব রূপং বিদুঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

গোপবালকং মাং যুবাং দেবৌ কিমিতি প্রণতাবিতি চেত্তত্রাহতুঃ হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ অচিন্ত্যপ্রভাব ত্বং ন বালঃ কিন্তু পরঃ পুরুষঃ যতঃ আদ্যঃ কারণভূতঃ। তত্রাপি ন নিমিত্তমাত্রং কিন্তু উপাদানমপি ত্বমেব ইত্যাশয়েন তুষ্টুবতু র্ব্যক্তাব্যক্তমিতি স্থূলং সূক্ষ্মরূপমিদং তে রূপং বিদুঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

উদূখলে বদ্ধং গোপালবালং মাং যুবাং দেবৌ কিমিতি প্রণতাবিত্যত আহতুঃ। কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি দ্বিত্বং দ্বয়োরেব যুগপদুক্তেঃ। ত্বং পরঃ পুরুষো ভগবান্ তত্রাপ্যাদ্যঃ স্বয়ং ভগবান্ অতস্ত্বং গোপালবালো ভবস্তেবেতি ভাবঃ। হে মহাযোগিন্নচিন্ত্যপ্রভাব অস্মন্মোচকস্য তবৈতদ্বন্ধনকারণমতর্ক্যমিতি ভাবঃ। সর্ব্বস্বরূপস্য তব কেন বন্ধনং সম্ভবেদিত্যাহতুঃ। ব্যক্তাব্যক্তং কার্য্যকারণাত্মকং ॥ ২৫ ॥

হে অচিন্ত্য-প্রভাব মহাযোগিন্ কৃষ্ণ! আপনি প্রকৃতির অতীত আদিভূত সর্ব্বকারণ পুরুষ। হে ব্রহ্মণ্যদেব! এই স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে বিরাজিত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই আপনার পূর্ণব্রহ্মের পরিচয় ॥ ২৫ ॥

আভাস।

আমাদিগের অভিমুখে অবস্থিতি করুন! আর একবার জগন্মোহন রূপে আমাদের অন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক হৃদয়ের সন্তাপ আকর্ষণ করুন! অপনি মহাযোগী; সকল যোগেশ্বরগণের যোগফল আপনিই প্রদান করিয়া থাকেন; আপনার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই এবং হৃদয়ে চিন্তা করিয়া ইয়ত্তা করা যায় না। ঐশ্বর্য্যের স্বরূপই প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি আপনার আশ্রিতা; আপনি প্রকৃতিরও অতীত। প্রকৃতিকে আপনিই কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। যিনি প্রকৃতিনিয়ামক মহানারায়ণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, সেই মহাপুরুষ অংশুমালীর রশ্মি-কণার ন্যায়, আপনার একদেশ অংশ মাত্র। আপনি গোপবালক নন এবং যশোদার বন্ধনেও আপনার বন্ধন নহে! আপনি অদ্বিতীয় সনাতন ব্রহ্ম। আপনি যে কেবল সাক্ষীভূত চৈতন্যস্বরূপেই বিরাজ করিতেছেন এমন নহে। "ব্যক্তাব্যক্তং ইদং বিশ্বং তে রূপং" উর্ণনাভ দৃষ্টান্তে উপনিষদে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ "যথোর্ণনাভঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ, যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বং"। উর্ণনাভ যেমন নিজ

ত্বমেকঃ সর্ব্বভূতানাং দেহাস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ। ২৬॥
ত্বমেব কালো ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয় ঈশ্বরঃ।

অন্বয়ঃ।

একঃ ত্বং এব সর্ব্বভূতানাং দেহাস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ দেহপ্রাণাহঙ্কারাদীনাং ঈশঃ॥ ২৬॥

ত্বং এব ভগবান্ কালঃ প্রকৃতিক্ষোভকঃ, অব্যয়ঃ সনাতনঃ, ঈশ্বরঃ সর্ব্বক্ষমঃ, বিষ্ণুঃ সর্ব্বব্যাপী, ত্বং মহান্ মহত্তত্ত্বং, (ত্বং এব) রজঃসত্ত্বতমোময়ী ত্রিগুণাত্মিকা সূক্ষ্মা উপাদান-স্বরূপা প্রকৃতিঃ॥

শ্রীধরস্বামী।

নিয়ন্তাপি ত্বমেব ইত্যুচতুস্ত্বমেক ইতি দেহঃ অসবঃ প্রাণাঃ আত্মা অহঙ্কারঃ ইন্দ্রিয়াণি চ এতেষামীশ্বরঃ॥ ২৬॥

নন্বস্য কালো নিমিত্তং প্রকৃতিরুপাদানং প্রকৃতের্জাতো মহান্ বিশ্বাত্মতয়া পরিণমতে

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নচ ত্বদন্যো বন্ধকঃ কোঽপীশ্বরোঽস্তীত্যাহতুঃ ত্বমিতি। অসবঃ প্রাণাঃ আত্মা অহঙ্করঃ॥ ২৬॥

সর্ব্বাত্মকত্বাত্ত্বমেবৈক ঈশ্বর ইত্যাহতুস্ত্বমিতি। কালো নাম তব চেষ্টা মহান্ কার্য্যং

আপনি একাই সর্ব্ব জীবের দেহ, প্রাণ, অভিমানরূপ অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর॥ ২৬॥

আভাস।

উদরস্থ লালা দ্বারাই জাল প্রস্তুত করিয়া, তন্মধ্যে স্বয়ং উপবেশন করে; আবার উদ্দেশ্য সাধনের পর প্রকাশ্য জাল নিজ উদরেই সন্নিবেশিত করে। জীবদ্দশাতেই, দেহের কেশ লোম ও নখাদির উদ্গম হইয়া থাকে; এক পৃথিবী হইতেই ওষধি সকল উৎপন্ন হয়, আবার পৃথিবীতেই লীন হয়, সেইরূপ এক অক্ষর পরম পুরুষ হইতেই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়, আবার মহাপ্রলয়ে তাঁহাতেই বিলীন হয়। যেমন পৃথিবী হইতে উৎপন্ন যাবতীয় পদার্থেই পৃথিবীর সারূপ্য আছে, সেইরূপ হে ভগবন্! তদীয় শক্তি সঞ্চারে সৃষ্ট সমস্ত ভুবনে আপনার রূপেরই পরিচয় আছে। ইহার স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন ভাবেই আপনি আত্মস্বরূপের প্রকাশ করিতেছেন॥ ২৫॥

অথচ আপনি কেবল জড় পদার্থ নহেন। আপনি স্থূল সূক্ষ্মাত্মক জড় জগৎ বলিয়া পরিচিত হইলেও, চৈতন্যঘন-বিগ্রহ। যেহেতুক আপনি জীবের দেহ, প্রাণ, আত্মা ও ইন্দ্রিয় এই উত্তরোত্তর স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থ নিচয়কে যথা স্থানে নিবদ্ধ রাখিয়া কার্য্য চালাইতেছেন। যেমন জীবহৃদয়ের নেতা ও অন্তর্য্যামী হইয়া আপনি বিদ্যমান রহিয়াছেন, সেরূপ আপনার হৃদয়ের নেতা বা অন্তর্য্যামী বলিয়া অপর কেহ নাই। আপনিই স্বয়ং সিদ্ধ ও স্বপ্রকাশ॥ ২৬॥

ত্বং মহান্ প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা রজঃসত্ত্বতমোময়ী।
ত্বমেব পুরুষোঽধ্যক্ষঃ সর্ব্বক্ষেত্রবিকারবিৎ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ।

ত্বং এব সর্ব্বক্ষেত্রবিকারবিৎ অন্তর্য্যামী অধ্যক্ষঃ নিয়ন্তা, পুরুষঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

পুরুষঃ কর্ত্তা নিয়ন্তা চ কিমত্রাহং তত্রাহতুঃ ত্বমেব কাল ইত্যাদিনা সার্দ্ধেন। যতো ভগবানীশ্বরো বিষ্ণুস্ত্বং অতঃ কালো নাম তব লীলা। প্রকৃতিঃ শক্তিঃ। পুরুষোঽংশঃ। মহান্ কার্য্যং অতস্ত্বমেব সর্ব্বমিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রকৃতিঃ শক্তিঃ পুরুষোঽংশঃ কীদৃশঃ অধ্যক্ষোঽন্তর্য্যামী সর্ব্বেষু ক্ষেত্রেষু দেহেষু বিকারান্ মন আদীন্ বেত্তি অতো বিষ্ণুরীশ্বর একো ভগবাংস্ত্বমেব ॥ ২৭ ॥

অখণ্ড দণ্ডায়মান কাল আপনার চেষ্টার নামান্তর মাত্র। আপনিই সর্ব্বেশ্বর অনাদিনিধন ভগবান্ বিষ্ণু। হে ভগবন্! সত্ত্ব-রজ-স্তমোরূপা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা কারণস্বরূপা বিশ্বপ্রসবিনী প্রকৃতি আপনার আশ্রিতা শক্তি; এবং আদি সৃষ্ট (মহান্) মহত্তত্ত্ব আপনার কৃত কার্য্য মাত্র।

হে প্রভো! সমস্ত জীবদেহের অবস্থা-বিশেষ, কার্য্য-বিশেষ ও মন আদি বস্তু বিশেষের প্রত্যক্ষকারী অথচ সর্ব্বনিয়ন্তা পুরুষরূপে আপনিই বিদ্যমান রহিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

আভাস।

চার্ব্বাকাদি তর্কশাস্ত্রে কাল ও স্বভাবাদিকে জগতের পৃথক্ ও স্বতন্ত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; শাস্ত্রকার তাহার নিরাকরণ মানসে পূর্ব্বে ঈশ্বরকে উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলিয়া প্রকাশ করত সম্প্রতি যুক্তি দ্বারা নির্ণয় করিলেন যে, ভগবান্ ব্যতীত সৃষ্টি সম্বন্ধে নিমিত্তান্তর অনুভব-গোচর হয় না। যাহাকে অখণ্ড দণ্ডায়মান সর্ব্বকার্য্যক্ষম কাল বলিয়া মান্য করা হয়, ভাগবতে তাহাকেই ভগবানের ঈক্ষণক্রিয়ার চেষ্টা মাত্র বলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন। কারণ যাহাকে প্রচণ্ড সর্ব্বসংহারক বা সর্ব্ব-উৎপাদক বলিয়া নির্ণয় করিতে হইবে, অথচ তিনি চৈতন্যবর্জিত; তাদৃশ বস্তু বা শক্তির দ্বারা কোন কার্য্য হইতে পারে না, যদি চেতন নিয়মকারী অপর কেহ না থাকেন। কারণ সৃষ্টিকালে সংহার ও সংহারকালে সৃষ্টি এই বিসদৃশ ভাবের যুগপৎ উদয়ে বিভ্রাটই ঘটিবার সম্ভাবনা। যদি সর্ব্বশক্তিমান কালে চৈতন্য আছে স্বীকার করা যায়, তবে তাহাতে ঈশ্বর-লক্ষণের কোন বৈপরীত্য ঘটে না। শক্তিতে চৈতন্যের উদয় বা অনুদয় দেখা যায় না, চৈতন্যেই শক্তির উদয় বা অনুদয় অনবরত প্রতীতমান হইয়া থাকে। জীবিত ব্যক্তিই কখন জাগ্রত এবং কখন নিদ্রিত হইয়া থাকে, কিন্তু বাষ্পীয় পোতাদিতে

গৃহ্যমাণৈস্ত্বমগ্রাহ্যো বিকারৈঃ প্রাকৃতৈ গুর্ণৈঃ।

অন্বয়ঃ।

প্রাকৃতৈঃ প্রকৃতিজন্যৈঃ গৃহ্যমাণৈঃ দৃশ্যত্বেন বর্ত্তমানৈঃ বিকারৈঃ গুণৈঃ বুদ্ধ্যহঙ্কারে-

শ্রীধরস্বামী।

নন্বহমেব চেৎ সর্ব্বং ততোঽপি ঘটাদিজ্ঞানে মজ্জ্ঞানং কিং ন ভবতি, ভবতি চেৎ সর্ব্বোঽপি ব্রহ্মবিৎ স্যাৎ অত আহতুঃ। গৃহ্যমাণৈঃ ত্বমিতি। দৃশ্যত্বেন বর্ত্তমানৈঃ বুদ্ধি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ত্বৎকৃপয়ৈব ত্বং দৃশ্যসে বস্তুতস্ত্বমদৃশ্য এবেত্যাহতুঃ। গৃহ্যমাণৈ ত্বয়া দৃশ্যমানৈ বিকারৈ বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিভির্দ্রষ্টা ত্বং ন গৃহ্যসে কীদৃশৈঃ প্রাকৃতৈ গুণকার্য্যৈস্তেনাপ্রাকৃতৈর গুণকার্য্যৈ বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিভিঃ ত্বং দৃশ্যস এবেতি ভাবঃ। নন্বপ্রাকৃতত্বাজ্জীবো জানাতু

কিন্তু বিষয়প্রকাশের দ্বারস্বরূপ বুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয়গণ তদীয় শক্তি প্রকৃতির গুণেই সৃষ্ট; সুতরাং গুণাতীত আপনাকে তাহারা কেহই অবধারণে সমর্থ

আভাস।

ক্রিয়া শক্তির অনবরত উদয় থাকিলেও ক্ষণকালের জন্যও চৈতন্য ভাবের উদয় পরিলক্ষিত হয় না। অতএব শক্তিস্বরূপ কালের উদয় চৈতন্যস্বরূপ ভগবদঙ্গেই ঘটিয়া থাকে। সৃষ্টিও সংহার ক্রিয়া সম্বন্ধে নিমিত্ত কারণ কাল বলিয়া এখানে ভগবানকেই উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন এক রসই স্কন্ধ শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প ও ফলরূপে পরিণত হইয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষভাবে প্রকাশ পায়, সেইরূপ যে অনির্ব্বচনীয় সত্ত্বরজস্তমোময়ী প্রধান প্রকৃতির অঙ্গসংস্থানে বিশ্ব রচিত সেই আদ্যা জগৎপ্রসবিনী মায়াই ঈশ্বরের শক্তি। তিনিও স্বতন্ত্রা নহেন। যেমন ইচ্ছাশক্তির নিরোধ ইচ্ছাবান চেতন পুরুষেই সন্নিহিত থাকে, সেইরূপ প্রকৃতিও ভগবানের মুখাপেক্ষিণী; যেমন শক্তি ও শক্তিমানের অন্তরে কোন ভেদ নাই, সেইরূপ পুরুষ ও প্রকৃতি অভিন্ন; সুতরাং ভগবানকেও প্রকৃতি বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। সকলেরই উপচয় ও হ্রাস আছে, এক সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের হ্রাস বৃদ্ধি নাই; তিনি অব্যয় ও সর্ব্বব্যাপী।

এস্থলে দেখান হইল যে, নামরূপাত্মক বিশ্বই ভগবানের রূপ; কাল তাঁহার লীলা; প্রকৃতি তাঁহার শক্তি। তিনি বাহিরে যেমন সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, অন্তরেও অন্তর্য্যামী ও নিয়ন্তারূপে অধিরূঢ় আছেন। কি চেতন! কি অচেতন! তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বময় হইয়া বিরাজ করিতেছেন ॥ ২৭ ॥

ঈশ্বর কাহারও গোচরীভূত নহেন। বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ বিষয় ইহার উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম হইতে স্থূল ভাবেরই পরিচয় দেয়; ইহাদের মধ্যে সূক্ষ্মই নিজ অনুরূপ স্থূলকে গ্রহণ করে; স্থূল কখন সূক্ষ্মকে গ্রহণে সমর্থ হয় না। ইন্দ্রিয়গণ বিষয় গ্রহণে সমর্থ, কিন্তু মনকে ধারণ করিতে পারে না; অহঙ্কারই মনকে চিনিতে পারে, মন কখন অহঙ্কার সমীপে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে না। সুতরাং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা প্রকৃতি সকলের অধিকার

কো ন্বিহার্হতি বিজ্ঞাতুং প্রাক্‌সিদ্ধং গুণসংশ্রিতঃ ॥ ২৮ ॥
তস্মৈ তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে।
আত্মদ্যোতৈ গুণৈশ্ছন্নমহিম্নে ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ।

ইন্দ্রিয়াদিভিঃ ত্বং নির্ব্বিকারঃ দ্রষ্টা অগ্রাহ্যঃ। গুণসংশ্রিতঃ দেহাদ্যাশ্রিতঃ কঃ নু (জীবঃ) প্রাক্ সিদ্ধং স্বপ্রকাশতয়া বিদ্যমানং, ত্বাং বিজ্ঞাতুং ইহ সংসারে অর্হতি ॥ ২৮ ॥

(অতঃ) তস্মৈ (স্বয়ং) ভগবতে সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্নায় (মহানারায়ণায় বাসুদেবায় চতুর্ব্যূহ-প্রথমায়, বেধসে প্রাকৃতসৃষ্টিকর্ত্রে আত্মদ্যোতৈঃ স্বপ্রকটিতৈঃ গুণৈঃ ছন্নমহিম্নে আবৃত-স্বরূপায় ব্রহ্মণে পরমবৃংহতে তুভ্যং নমঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বিকারৈরিন্দ্রিয়াদিভি র্দ্রষ্টা ত্বং ন গৃহ্যসে ইতি ভাবঃ। নন্থ তর্হি জীবো জানাতু নৈবেত্যা হতুঃ কো ন্বিহেতি। জীবাদ্যুৎপত্তেঃ প্রাগেব স্বপ্রকাশতয়া সিদ্ধং ত্বাং কো বা জানাতি। গুণসংশ্রিতঃ দেহাদ্যাবৃতঃ ॥ ২৮ ॥

অতো দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ কেবলং প্রণমতস্তস্মৈ তুভ্যমিতি। আত্মনঃ স্বস্মাৎ দ্যোতঃ প্রকাশো যেষাং তৈ গুণৈশ্ছন্নো মহিমা যস্য অর্ত্তেরিব রবেস্তস্মৈ ॥ ২৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নৈবেত্যাহতুঃ কোঽন্বিহেতি। প্রাক্‌সিদ্ধমিতি ত্বদীয়তটস্থশক্তিবিলাসত্বাজ্জীবস্যাপি ত্বং কারণমিত্যর্থঃ। গুণসংবৃত ইতি গুণাতীতস্য স্বতস্তুক্ত্যা কথঞ্চিত্ত্বাং জানাতীতি ভাবঃ ॥২৮॥

অতো দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ কেবলং প্রণমতস্তস্মা ইতি। বেধসে বিশ্বকর্ত্রে। দুর্জ্ঞেয়ত্বস্য কারণং গুণসংবৃতত্বমুক্তমেব পুনরপি স্পষ্টয়তঃ। আত্মনা ত্বয়ৈব দ্যোতন্তে ইতি ত্বৎ-প্রকাশ্যৈ গুণৈশ্ছন্নো মহিমা যেষৈরিব রবের্যস্য তস্মৈ ॥ ২৯ ॥

নহে। অধিক কি! জীবও দেহাদির দ্বারা আবৃত হইয়া এত বাহ্য দৃষ্টি-বিশিষ্ট হয় যে, পূর্ব্ব হইতেই স্বপ্রকাশ পরম পবিত্র আপনার নিত্য সিদ্ধ স্বরূপকেও দর্শনে সমর্থ হয় না ॥ ২৮ ॥

হে বিশ্ববিধাত ভগবন্ বাসুদেব! আপনাকে প্রণাম করি। হে সর্ব্ব-পোষণকারি! আপনি নিজ ঐশ্বর্য্যছটাতেই আপনাকে আপনি আবৃত

আভাস।

বঞ্চনা করত সর্ব্বোচ্চে বিদ্যমান থাকেন। তখন প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা জগৎপতিকে সৃষ্ট জগতের কোন ইন্দ্রিয়াদি পদার্থের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না; অথচ তিনি সকলকেই প্রকাশ করিবার যোগ্যতা প্রদান করিয়াছেন। তিনি স্বপ্রকাশ। জীব যখন দেহাভিমান পরিত্যাগ করিয়া আত্মস্বরূপ চিন্তনে অধিকারী হয়, তখনই ভগবৎ স্বরূপে ভাসমান থাকে ॥ ২৮ ॥

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈ র্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ।

যস্য তব তৈঃ অনির্ব্বচনীয়ৈঃ অসাধারণৈঃ দেহিষু জীবেষু অসঙ্গতৈঃ অঘটমানৈঃ বীর্য্যৈঃ প্রভাবৈঃ শরীরিষু মৎস্যাদিজাতিষু বর্ত্তমানাঃ অপি অশরীরিণঃ তদ্ধর্ম্মরহিতাঃ অবতারাঃ জ্ঞায়ন্তে ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অহো অহমীশ্বর ইতি কুতো জ্ঞাতং তত্রাহতুঃ যস্যেতি ॥ ৩০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সত্যং পরমেশ্বর এবমুতো ভবত্যেব যুবাং তু মামেব পরমেশ্বরং কেন লক্ষণেন ব্রুবাথে তত্রাহতুঃ। যস্য তব অবতারা মৎস্যাদয়ঃ শরীরিষু মৎস্যাদিজাতিষু মধ্যে জ্ঞায়ন্তে অনুমীয়ন্তে অশরীরিণঃ প্রাকৃতশরীররহিতস্য তব তৈঃ দেহিষু জীবেষ্বসঙ্গতৈরঘটমানৈর্বীর্য্যৈঃ প্রভাবৈঃ স ভূমানবতারী খল্বেব ভবসি। হস্তিসহস্রেণাপি দুরুৎপাটনয়ো রাবয়ো রজ্জুনয়ো রজ্জুনসদৃশসো বাল্যলীলোদিতবললবেনাপ্যুৎপাটনাৎ রজ্জুলূখলয়োরপি তাদৃশশক্ত্যপর্ণাদিতি ভাবঃ। ভবায় ভূত্যৈ বিগতো ভাবো যস্মাত্তস্মৈ মোক্ষায় অংশভাগেন অংশাংশেন ব্রহ্মরুদ্রাদিনা আশিষাং সর্ব্বকামনানাং পতি র্দাতা যদ্বা এবেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

করিয়া বিরাজ করিতেছেন। আপনাকে প্রণাম করি ॥ ২৯ ॥

আপনি অশরীরী হইয়াও শরীরিগণের মধ্যে গুণাতীত রূপ ধারণে যে, অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, প্রাকৃতিক জীবদেহে নিতান্ত অসম্ভব অথচ অনির্ব্বচনীয় ও অলোকসামান্য বীর্য্যের দ্বারাই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

আভাস।

সেই অপ্রতর্ক্য অনির্দ্দেশ্য দুর্জ্ঞেয় ভগবানের সাক্ষাৎকারার্থ কায়মনোবাক্যে প্রণাম করাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। তিনি বিশ্বস্রষ্টা। জ্ঞানী প্রভৃতি ব্যক্তি যদি বিশেষ যত্ন ও ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে তাঁহাকে দেখিবার চেষ্টা পায়, তাহা হইলে প্রভাকরের প্রভা দর্শনেই যেমন সূর্য্য দর্শনের সাধ মিটিয়া থাকে, সেইরূপ ভগবদৈশ্বর্য্য নিরীক্ষণেই তৃপ্ত জীব অন্য বাহার অধিকারী হয়না। ভগবান্ নিজ ঐশ্বর্য্যেই আত্ম-সংগোপন রাখিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন বিগ্রহ ধারণে সর্ব্বলোকের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়াছিলেন এবং লীলাদ্বারা জীবমাত্রেরই চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন, তখন তিনি পূর্ণব্রহ্ম বা সামান্য দেহধারী জীব! তাহাতে গ্রন্থকার দেখাইতেছেন যে, দেহ ধারণ করিলেই যে, ঈশ্বরত্বের হানি হয়, এমত নহে। অনীশ্বর হইলে, দেহ ধারণে বাধ্য; কিন্তু দেহ ধারণে যে, অনীশ্বর হইতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। তাহা হইলে দেহীর মুক্তিলাভ কেবল

স ভবান্ সর্ব্বলোকস্য ভবায় বিভবায় চ।
অবতীর্ণোঽংশভাগেন সাম্প্রতং পতিরাশিষাং।
নমঃ পরমকল্যাণ নমস্তে বিশ্বমঙ্গল।
বাসুদেবায় শান্তায় যদূনাং পতয়ে নমঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ।

আশিষাং (ভক্তকামিতানাং সর্ব্বাসাং এব) পতিঃ পরিপূরকঃ সঃ ভবান্ সর্ব্বলোকস্য ভবায় বিভবায় ঐহিকামুষ্মিকাশেষসম্পত্যর্থং, সাম্প্রতং (গোকুলক্রীড়াসময়ে) অংশভাগেন বলরামাদিরূপৈশ্বর্য্যসহিতেন অবতীর্ণঃ অসি ॥

হে পরমকল্যাণ তে তুভ্যং নমঃ, হে বিশ্বমঙ্গল তে নমঃ; যদূনাং পতয়ে শান্তায় বাসুদেবায় তে নমঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ভবায় উদ্ভবায়, বিভবায় বিগতো ভবো যস্মিন্ তস্মৈ কৈবল্যায় ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পরমং কল্যাণং যস্মাত্তস্মৈ। হে স্বয়ঞ্চ পরমমঙ্গলস্বরূপ ॥ ৩১ ॥

অহো কি সৌভাগ্য! সেই নিত্যসিদ্ধ ভগবান্ অনন্তদেব আপনি জীবগণের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলবিধানার্থই সর্ব্বসম্পদ্‌প্রদ রূপে বলরামাদি সহ সম্প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥

আপনিই কল্যাণস্বরূপ ও বিশ্বের মঙ্গলদাতা; আপনি শান্তিময় বাসুদেব মূর্ত্তি অবলম্বনে যদুগণকে কৃতার্থ করিয়াছেন; আপনাকে প্রণাম ॥ ৩১ ॥

আভাস।

বিড়ম্বনা মাত্র। দেহাভিমানীর পক্ষে ঈশ্বরপ্রাপ্তি বড়ই দুর্ঘট বটে, কিন্তু যিনি বিশ্ব রচনা করিয়া, সৃষ্টির প্রতি স্তরে জাজ্বল্যমান রূপে বিদ্যমান থাকিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে একটী নির্দ্দিষ্ট রূপ ধারণে আত্মপ্রকাশ কিছু কঠিন নহে।

সৃষ্টির সর্ব্বত্রই সৃষ্টিকার্য্যের একটী নিয়ম আছে; যেখানে সেই নিয়ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কোন বিশেষ আতিশয্য ভাবের প্রকাশ হয়, সেই স্থানেই সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রায়, কার্য্য ও শক্তির পরিচয় অবশ্য বিজ্ঞেয়। সামান্য বালক হইয়া, কটিদেশসংলগ্ন তুচ্ছ রজ্জুদ্বারা তাদৃশ প্রকাণ্ড বৃক্ষদ্বয় উৎপাটন করা কখন সম্ভব নহে। যেখানে অসম্ভবের সম্ভব, সেই স্থানেই ভগবৎশক্তি, ইচ্ছা, কার্য্য ও বিগ্রহের প্রকাশ জানিতে হইবে। এবং এতাদৃশ লক্ষণেই মৎস্যাদিরূপে ভগবদ্‌বিগ্রহ পরিচিত হইয়াছিল এবং এখানেও শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহে পূর্ণ স্বরূপের পরিচয় ॥ ৩০ ॥

সৃষ্টির অন্তরে সৃষ্টিকর্ত্তার আবির্ভাব কখন সৃষ্টিকর্ত্তার নিজের প্রয়োজন নহে; সৃষ্ট জীবের উপকার সাধনের জন্যই, সন্দেহ নাই ॥ ৩১ ॥

অনুজানীহি নৌ ভূমংস্তবানুচরকিঙ্করৌ।
দর্শনং নৌ ভগবত ঋষেরাসীদনুগ্রহাৎ ॥ ৩২ ॥
বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়ো র্নঃ।

অন্বয়ঃ।

হে ভূমন্ পরমেশ্বর! তব অনুচরকিঙ্করৌ নৌ আবাং (প্রতি) অনুজানীহি আজ্ঞাং বিধেহি। নৌ আবাভ্যাং (তব) দর্শনং ভগবতঃ পরমদয়ালোঃ ঋষেঃ নারদস্য অনুগ্রহাৎ (এব) আসীৎ ॥ ৩২ ॥

হে হরে! নঃ অস্মাকং ইয়ং বাণী তব গুণানুকথনে অস্তু, শ্রবণৌ কথায়াং, হস্তৌ

শ্রীধরস্বামী।

নৌ আবাং। অনুচরঃ কুবেরঃ নারদো বা তস্য কিঙ্করৌ ভগবত স্তব দর্শনং ॥ ৩২ ॥

তত্র গতয়োঃ আবয়োঃ পূর্ব্বস্বভাবো মাভূৎ কিন্তু বাণী গুণানুকথন ইত্যাদি। নঃ অস্মদোর্ষষ্ঠ্যেতি দ্বিবচনস্থানে বহুবচনং অস্মৎসদৃশানাং সর্ব্বেষামপীতি বা। তব

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অনুচরস্য নারদস্য কিঙ্করৌ ॥ ৩২ ॥

তদনুচরকিঙ্করত্বাদেবাবয়োস্ত্বদ্বাৎসল্যাতিশয়মালক্ষ্যাস্মৈদুর্ল্লভমপীদং প্রার্থয়িতুমুৎসহাবহে ইত্যভিব্যঞ্জয়ন্তাবাহতুঃ বাণীতি। অত্রৈক এব চকার এবার্থকঃ প্রতিসপ্তম্যন্তং

হে পরমেশ্বর! আমরা উভয়ে আপনার অনুচর কুবেরের কিঙ্কর। পরম দয়ালু ভাগবতপ্রধান দেবর্ষি নারদের অনুগ্রহেই অদ্য আপনার দর্শন লাভ করিলাম। এক্ষণে আজ্ঞা প্রদান করুন? স্বস্থানে প্রস্থান করি ॥ ৩২ ॥

আভাস।

নলকূবর ও মণিগ্রীব ভগবদ্রূপ দর্শনে ঋষিশাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াও, আপনাদের ঐশ্বর্য্যমত্ততা নিবন্ধন পূর্ব্বকৃত অপরাধ স্মরণ করত, আত্মবুদ্ধিতে আর বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের মনে হইল, শাপপ্রভাবে অন্তঃসঙ্গা বিশিষ্ট স্থাবর যোনি বরং ভাল ছিল; কারণ তৎকালে আর কোন পাপ প্রবৃত্তির সম্ভাবনা ছিল না। এক্ষণে শাপনির্ম্মুক্ত হইয়া পুনরায় দেবত্ব লাভে স্বেচ্ছানুসারে বিচরণকালে পাছে পূর্ব্বের ন্যায় পাপপ্রবৃত্তির উদয় হয়, এই ভয়ে ভীত হইয়া ভগবানকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিত প্রার্থনা করিলেন, হে বিশ্বমঙ্গল! আপনি সর্ব্ব সংসারের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন। আপনি মানব বসুদেবেও আত্মপ্রকাশ করত তাঁহাকে চির কৃতার্থ করিয়াছেন। আপনাকে দর্শন করিলে, যাবতীয় পাপমতি প্রশমিত হইয়া যায়; আপনি শান্তির নিকেতন। এই পরম দয়ালু ঋষির অনুগ্রহে যখন অদ্য আপনাকে দর্শন করিলাম, তখন আমাদের প্রতি এই কৃপা বিতরণ করুন্ এবং সেই স্থানে গমনের আদেশ দিন যেন, আর কুপ্রবৃত্তি আমাদের চিত্তকে কলুষিত করিতে না পারে। আমরা আপনার দাসানুদাস; আমাদিগকে রক্ষা করুন? ॥ ৩২ ॥

স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাং ॥ ৩৩ ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

ইত্থং সঙ্কীর্ত্তিত স্তাভ্যাং ভগবান্ গোকুলেশ্বরঃ।
দাম্না চোদূখলে বদ্ধঃ প্রহসন্নাহ গুহ্যকৌ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ।

কর্ম্মসু, মনঃ তব পাদয়োঃ স্মৃত্যাং, তব নিবাসভূতজগৎপ্রণামে শিরঃ অস্তু, ভবত্তনূনাং অর্চ্চারূপাণাং বা নির্ব্বিশেষাণাং সতাং দর্শনে অস্তু ॥ ৩৩ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ। উদূখলে দাম্না বদ্ধঃ গোকুলেশ্বরঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ তাভ্যাং ইত্থং সঙ্কীর্ত্তিতঃ সন্ প্রহসন্ গুহ্যকৌ আহ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নিবাসভূতং যৎ জগৎ তস্য প্রণামে ত্বন্নিবাস ইতি বহুমানে জগতঃ প্রণামে শিরোঽস্ত্বিত্যর্থঃ। ভবত্তনূনাং ভবতো মূর্ত্তীনাং ॥ ৩৩ ॥

সঙ্কীর্ত্তিতঃ সংস্তুতঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যোজ্যঃ। তেন তব গুণানুকথন এব বাণী ভবতু ন ত্বন্যকথায়ামিত্যেবং সর্ব্বত্র ব্যাখ্যেয়ং নঃ আবয়ো র্মনস্বদীয়পাদয়োঃ স্মৃত্যাং। নিবাসভূতানাং জগতাং জঙ্গমানাং নারদাদি-ভক্তানাং প্রণামে শিরোঽস্তু। হে নিবাসজগদিতি সম্বোধনপদং বা। ভবত্তনূনাং ত্বন্মূর্ত্তিরূপাণাং ॥ ৩৩ ॥

সঙ্কীর্ত্তিতঃ সংস্তুতঃ। দাম্না চকারাৎ প্রেম্না চ বদ্ধঃ। প্রহসন্নিতি প্রহাসোঽয়মেতে উপদেবাদয়ো মন্মায়য়া বদ্ধা স্বমোচনার্থং যং মাং স্তুবন্তি সোঽয়ং যশোদাদিগোপীভি র্দাম্না প্রেম্না চ বদ্ধো হতীক্ষ্ণং ভৎর্সিতঃ স্নেহেন গোকুলে তিষ্ঠামি। অত্রত্যানাং তাসাং ভৎর্সনেনাহং যথা (প্রীতঃ) ন তথানয়োঃ স্তুত্যেতি বা জ্ঞাপয়তি ॥ ৩৪ ॥

হে করুণাময়! আমাদের প্রতি এই কৃপা-কটাক্ষ বিতরণ করুন যেন, পূর্ব্বের ন্যায় আমরা আর তমোমদে আক্রান্ত না হই। আমাদের বাণী তদীয় গুণ-কথনে, শ্রবণ আপনার লীলামৃত শ্রবণে, হস্ত ভবদীয় কার্য্যসাধনে, মন আপনার চরণ চিন্তনে, মস্তক আপনার নিবাসভূত জগৎকে প্রণাম ও নয়ন আপনার প্রতিমূর্ত্তি ও ভক্তজনদর্শনে যেন নিয়ত নিরত থাকে ॥ ৩৩ ॥

শুকদেব বলিলেন, রজ্জু দ্বারা উদূখলে বদ্ধ গোকুলপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গুহ্যক-দ্বয়ের স্তুতিকথা শ্রবণে হাস্য করত বলিলেন ॥ ৩৪ ॥

আভাস।

যতদিন যে স্থানে যে যোনিতেই পরিভ্রমণ করি না, আমার ইন্দ্রিয়নিচয় যেন ভগবৎ-কার্যসাধনে নিরন্তর নিযুক্ত থাকে; আর অন্য দিকে যেন কখনও চিত্ত ধাবিত না হয়।

শ্রীভগবানুবাচ ॥

জ্ঞাতং মম পুরৈবৈতদৃষিণা করুণাত্মনা।
যচ্ছ্রীমদান্ধয়োর্বাগ্ভির্বিভ্রংশোঽনুগ্রহঃ কৃতঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীভগবান্ উবাচ। শ্রীমদান্ধয়োঃ যুবয়োঃ বাগ্ভিঃ বিভ্রংশঃ অভিসম্পাতঃ এব অনুগ্রহঃ করুণাত্মনা ঋষিণা কৃতঃ এতৎ মম (ময়া) পুরা এব জ্ঞাতং ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বাগ্ভির্নর্হন্তো যুবতো জোষ্যানিত্যাদিঃ শ্রীবিভ্রংশরূপোঽনুগ্রহঃ কৃত ইতি ॥ ৩৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বাগ্ভির্নর্হন্তো যুবতো জোষ্যানিত্যাদিভিঃ শ্রীবিভ্রংশরূপোঽনুগ্রহ এব কৃত ইতি। ৩৫ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে বলিলেন যে, দয়ালু ঋষি যে, কেবল অনুগ্রহ করিয়াই তাদৃশ ঐশ্বর্য্যমত্ত তোমাদিগকে শাপ প্রদানচ্ছলে অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিয়াছি ॥ ১৫ ॥

আভাস।

যখন হৃদয় আপনাকে দর্শনের জন্য লালায়িত হইবে, তখন স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় বস্তুতে আপনাকে জাজ্বল্যমান অবস্থিত নিরীক্ষণ করিয়া আপনার উদ্দেশে সর্ব্ব জগৎকে প্রণাম করিতে আমার মস্তক যেন কখন পশ্চাৎপদ না হয় ॥ ৩৩

ভগবানের মহিমা অপার। তিনি যখন যে অবস্থায় ভক্তানুরোধে জগতের হিতার্থ বিচরণ করুন না কেন? জীবের ন্যায়, নিজস্বরূপের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না। তিনি যে রূপেই আবির্ভূত হউন, বাঞ্ছা পূরণে সর্ব্বদাই সমর্থ। কোথায় অমরেন্দ্র সদৃশ দিব্য দেহবান্ শঙ্করানুচর নলকুবর ও মণিগ্রীব দেবতাদ্বয় এবং কোথায় উদূখলে রজ্জুবদ্ধ গোপরূপী বালক কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ নিজ মহিমায় পরিপূর্ণ; তিনি তদবস্থাতেই নলকুবর ও মণিগ্রীবকে সহাস্যবদনে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন ॥ ৩৪ ॥

দেবর্ষি তোমাদের মঙ্গলই করিয়াছেন ঐশ্বর্য্যমদে উন্মত্ত হইয়া, তোমাদের সম্পূর্ণ অধঃপতনের উপক্রম হইয়াছিল; ভাগ্যক্রমে নারদের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তোমাদের মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। পুত্রবৎসল পিতা যেমন চিরকাল পুত্রের হিতসাধনে তৎপর হন; পুত্র অসৎ হইলেও পিতা কখন তাহার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করেন না; ছলে, বলে ও কৌশলে সন্তানের পরিণাম মঙ্গলেরই চেষ্টা করিয়া থাকেন, সেইরূপ সকল প্রাণীর হিতাভিলাষী ঈশ্বরপরায়ণ সাধু ব্যক্তিগণ হইতে কোন জীবের অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। তোমাদের উপেক্ষা ব্যবহারে নারদ আপনাকে অবমানিত বোধে ক্ষুণ্ণ হন নাই। তিনি কেবল তোমাদের অধঃপতন দর্শনে দুঃখিত হইয়া, কোন্ উপায়ে তোমাদের শুভ হয়, তাহাই চিন্তা

সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাং।
দর্শনান্নো ভবেদ্বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা ॥ ৩৬ ॥
তদগচ্ছতং মৎপরমৌ নলকূবর সাদনং।
সঞ্জাতো ময়ি ভাবো বামীপ্সিতঃ পরমোঽভবঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ।

সবিতুঃ সূর্য্যস্য উদয়ে অক্ষ্ণোঃ অদর্শনাভাবঃ যথা তথা সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাং ঈশ্বরার্পিতহৃদয়ানাং সাধূনাং দর্শনাৎ পুংসঃ জনস্য বন্ধঃ ন ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥

হে নলকূবর! ময়ি বাং যুবয়োঃ পরমঃ উৎকৃষ্টঃ অভবঃ সংসারবিরোধী ভাব প্রেমা জাতঃ তৎ তস্মাৎ মৎপরমৌ সন্তৌ সাদনং স্বস্থানং গচ্ছতং ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যুক্তমেবৈতৎ ইত্যাহ সাধূনামিতি। সাধূনাং স্বধর্ম্মবর্ত্তিনাং সমচিত্তানাং আত্মবিদাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাং ময্যর্পিতচিত্তানাং তেষাং কৃপাতিরেকাৎ সুতরামিত্যুক্তং। সবিতুর্দর্শনাদক্ষ্ণো যথা বন্ধো ন ভবেত্তদ্বৎ ॥ ৩৬ ॥

প্রাধান্যাদেকস্যৈব সম্বোধনং হে নলকূবর যুবাং তৎ তস্মাৎ সাদনং সদনং নিকেতনং মৎপরমৌ সন্তৌ গচ্ছতং যুবয়োরপেক্ষিতো ময়ি প্রেমা জাত এব। অতবো ন ভবো যস্মাদিতি সঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্বু তং দৃষ্ট্যপ্যসম্মানয়তোরাবয়ো স্তদনুগ্রহঃ কথং সম্ভবেত্তত্রাহ সাধূনামিতি। সমচিত্তানাং স্বমানাপমানাভ্যামক্ষুভ্যতাং সুতরামতিশয়েন ময্যেব কৃত আত্মা মনো যৈস্তেষাং। দর্শনান্তঃ দর্শনপর্য্যন্ত এব যদ্বা দর্শনেনান্তো নাশো যস্য সঃ সবিতুর্দর্শনাদক্ষ্ণো বন্ধস্থমঃ কৃতো যথা নশ্যতি তথেতি তেনান্ধানাং সবিতুর্দর্শনাদপি যথা তমো ন নশ্যতি তথৈব নানাপরাধমলীমসমানসানামসুরাণাং শ্রীনারদাদিদর্শনাদপি ন বন্ধক্ষয় ইতি বিজ্ঞাপিতং ॥ ৩৬ ॥

প্রাধান্যাদেকং সংবোধ্যাহ হে নলকূবর অহমেব পরমঃ সেব্যো যয়োস্তথাভূতৌ সন্তৌ। সাদনং সদনং। ন ভবঃ সংসারো যতঃ সঃ ॥ ৩৭ ॥

কারণ যেমন সূর্য্যোদয়ে অক্ষিসন্নিকৃষ্ট অন্ধকার থাকে না, সেইরূপ সর্ব্বভূতে সমদর্শী ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের সমাগমে জীবের অধঃপতন বা বন্ধন-কখনই সম্ভব নহে ॥ ৩৬ ॥

হে কুবের-নন্দন! আমাতে তোমাদের অতি অনুপম সংসারমোচক

আভাস।

করিয়াছিলেন; এবং পিতা যেমন দুর্বৃত্ত পুত্রের সংশোধনার্থ বেত্রাদি দ্বারা প্রহার করিতে ত্রুটি করেন না, ঋষিও সেইরূপ সৎপথে আনয়নার্থ তোমাদিগকে স্থাবর যোনি প্রাপ্তিরূপ অভিসম্পাত প্রদান করেন। প্রহারের পর পুত্রের কাতর ক্রন্দন দর্শনে পিতা যেমন পুত্রের

শ্রীশুক উবাচ ॥

ইত্যুক্তৌ তং পরিক্রম্য প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ।
বাদ্ধোলূখলমামন্ত্র্য জগ্মতুর্দিশমুত্তরাং ॥ ৩৮ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে যমলার্জ্জুনভঞ্জনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীশুকঃ উবাচ। শ্রীকৃষ্ণেন ইতি উক্তৌ কথিতৌ তৌ নলকূবরমণিগ্রীবৌ বদ্ধোলূখলং তং কৃষ্ণং পরিক্রম্য প্রদক্ষিণীকৃত্য পুনঃ পুনঃ প্রণম্য আমন্ত্র্য অভিবাদ্য, চ উত্তরাং দিশং জগ্মতুঃ। ৩৮ ॥

ইতি দশমে দশমঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বদ্ধোলূখলং বদ্ধমুদূখলং যস্মিন্ তং ॥ ৩৮ ॥

॥*॥ ইতি দশমে দশমঃ ॥*॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

উলূখলে বদ্ধং বদ্ধোলূখলং। আহিতাগ্ন্যাদিঃ ॥ ৩৮ ॥

॥*॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
দশমে দশমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

ভাবের উদয় হইয়াছে, এক্ষণে আমাতে চিত্ত সমর্পণ করত স্বস্থানে গমন কর ? ॥ ৩৭ ॥

শুকদেব বলিলেন, ভগবান্ তাহাদিগকে ঐরূপ বলিলে, ঐ অমরদ্বয় উদূখলে বদ্ধ বালরূপী হরিকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক বারংবার প্রণাম করিলেন এবং অভিবাদন করত স্বর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ ৩৮ ॥

ইতি দশমে দশমোঽধ্যায় ॥

আভাস।

আহত স্থলে স্বয়ংই ঔষধি প্রদান করেন, করুণাময় ঋষিও তোমাদিগকে অত্যুৎকৃষ্ট পরম গতি প্রদানার্থ চিরস্মৃতি প্রদান করিলেন এবং আরোগ্যকামনার ন্যায়, নিজ সঞ্চিত পুণ্য ও ভক্তিবলে আমার শরণাগত হইয়া স্থাবর যোনি হইতে তোমাদের মুক্তির কামনা করিয়াছেন। মুনি সমাগমেই এই দুর্ল্লভ ফল লাভ করিলে। নতুবা তাদৃশ অভিমানমত্ত জীবের পক্ষে ভগবদ্দর্শন কখনই সম্ভব হয় না। এস্থলে অক্ষিসন্নিকৃষ্ট সূর্য্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকাশ করা হইল যে, চক্ষুষ্মান ব্যক্তির সূর্য্য সন্নিধানে আর অন্ধকার যেমন থাকে না, ভগবদ্ভক্ত দর্শনে জীবের আর ভববন্ধন থাকে না। এমন কি ? ভক্তলাভে শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরও

বাদরায়ণিরুবাচ ॥

গোপা নন্দাদয়ঃ শ্রুত্বা দ্রুময়োঃ পততো রবং।
তত্রাজগ্মুঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নির্ঘাতভয়শঙ্কিতাঃ ॥ ১ ॥
ভূমৌ নিপতিতৌ তত্র দদৃশুর্যমলার্জ্জুনৌ।
বভ্রমুস্তদবিজ্ঞায় লক্ষ্যং পতনকারণং ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।

বাদরায়ণিঃ শুকঃ, উবাচ। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! নন্দাদয়ঃ গোপাঃ পততোঃ দ্রুময়োঃ রবং শ্রুত্বা নির্ঘাতভয়শঙ্কিতাঃ (মেঘংবিনা বজ্রপাতং অনুমত্য শব্দভীতাঃ সন্তঃ) তত্র আজগ্মুঃ উপতস্থিরে ॥ ১ ॥

তত্র ভূমৌ, জমলার্জ্জুনৌ নিপতিতৌ দদৃশুঃ, তৎলক্ষ্যং (লক্ষয়িতুং শক্যং অপি) পতনকারণং অবিজ্ঞায় (তে গোপাঃ) বভ্রমুঃ সন্দিদিহুঃ ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

একাদশে সমাগত্য বৃন্দাবনমথার্ভকৈঃ। বৎসান্ পালয়তা তেন হতৌ বৎসবকাসুরৌ ॥০॥
নির্ঘাতো বজ্রপাত ইতি ভয়েন শঙ্কিতাঃ ॥ ১ ॥
লক্ষ্যং প্রত্যক্ষতঃ পুরতো গতমপি পতনকারণমবিজ্ঞায় বভ্রমুঃ ॥ ২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

একাদশে হরে র্মোক্ষঃ কলক্রয়কথাদিকং। বৃন্দাবনাগমো বৎসাবনং বৎসবকার্দ্দনং ॥ ১ ॥ ২ ॥

শুকদেব বলিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! বৃক্ষদ্বয়ের পতনে বিনা মেঘে বজ্রনিপতনের ন্যায় প্রচণ্ড শব্দ শ্রবণ করিয়া, নন্দাদি গোপগণ অতিমাত্র ভীত হইলেন এবং সত্বর তথায় উপস্থিত হইয়া ॥ ১ ॥

আভাস।

অপেক্ষা থাকে না। কিন্তু সে কেবল সাত্ত্বিকগুণাবলম্বী মুমুক্ষুগণের পক্ষে মাত্র। অন্ধের যেমন রাত্রি দিবা উভয়ই সমান, অজ্ঞানান্ধ তামসপ্রকৃতি আসুরিক জনের ভক্তসমাগমে সেইরূপ কোন বিশেষ প্রতীকার ঘটে না।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তোমাদের শ্রবণকীর্ত্তনাদিজনিত নিজেদের ভক্তিসংগ্রাহক কোন কর্ম্ম না থাকিলেও, কেবল নারদের অনুগ্রহেই ভগবদ্ভক্তি লাভে কৃতার্থ হইয়াছ। আমাতে তোমাদের ঐকান্তিক প্রেম জন্মিয়াছে; প্রেম সহকারে আমাকে হৃদয়মন্দিরে ধারণা করত যেরূপ অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করা হউক না, পরিণামে অধঃপতনের সম্ভাবনা নাই ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

ইতি দশমে দশম অধ্যায়ের আভাস সমাপ্ত ॥

একাদশ অধ্যায়ে বালকগণে পরিবৃত হইয়া বৃন্দাবনে বৎসচারণকালে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বৎসাসুর ও বকাসুরের নিধন বর্ণন ॥

উলূখলং বিকর্ষন্তং দাম্না বদ্ধং স্ববালকং।
কস্যেদং কুত আশ্চর্য্যমুৎপাত ইতি কাতরাঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।

দাম্না রজ্জ্বা, বদ্ধং উলূখলং বিকর্ষন্তং স্ববালকং (লক্ষ্যং অপি) কস্য (কেন) ইদং আশ্চর্য্যং (কৃতং) (অহো) কুতঃ উৎপাতঃ জাতঃ ইতি কাতরাঃ ব্যাকুলাঃ বভূবুঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

লক্ষ্যং কারণং দর্শয়তি উলূখলমিতি। ভ্রমপ্রকারমাহ কস্যেদং রাক্ষসাদেঃ কর্ম্ম কুতো বা কারণং অহো আশ্চর্য্যমুৎপাত ইতি কাতরা ভীতাঃ সন্তো বভ্রমুরিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

তৎ তয়োঃ পতনকারণং বালকং লক্ষ্যং লক্ষয়িতুং শক্যমপি অবিজ্ঞায় প্রেম্না তাদৃশযোগ্যতাকত্বেনাসম্ভাব্য বভ্রমুঃ। ভ্রমমেবাহ কস্যেদং কর্ম্ম কুতো হেতোস্তস্মাদাশ্চর্য্যমেতদুৎপাত ইতি নিশ্চিত্য কাতরাঃ। ভাগ্যেন বিধাত্রা বালঃ কৃষ্ণো রক্ষিত ইতি ব্যাকুলা বভূবুঃ ॥ ৩ ॥

সহজাত অর্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়কে ভূমিতে নিপতিত অবলোকন করিলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াও বৃক্ষ-পতনের কারণ তাঁহারা স্থির করিতে পারিলেন না ॥ ২ ॥

পতিত তরুদ্বয়ের স্কন্ধান্তরে রজ্জু বদ্ধ নিজ বালক শ্রীকৃষ্ণ উলূখল আকর্ষণ করিতেছেন নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহারা ভয়ে কাতর হইলেন এবং এই দুরূহ কার্য্য কে করিল? কি আশ্চর্য্য! এই ঘোর উৎপাত কোথা হইতে উপস্থিত হইল? ইত্যাদি বিস্ময় সহকারে বারংবার বলিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

আভাস।

অর্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়ের পতনে অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রপতন ধ্বনি শ্রবণে নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া নন্দাদি গোপপতি সকলে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং পতিত দ্রুম শাখার অন্তরালে বালক কৃষ্ণ রজ্জুবদ্ধ থাকিয়া উদূখল আকর্ষণ করিতেছেন দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। প্রথমত তাঁহার কোন অনিষ্ট হইয়া থাকিবে এই আশঙ্কায় ভীত হইয়া বৃক্ষ পতনের হেতুর প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। যখন দেখিলেন বালক সুস্থই আছেন এবং উদূখল আকর্ষণ করিতেছেন, তখন বৃক্ষপতনের প্রকৃত কারণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও হৃদয়ে স্থান দিতে পারিলেন না। তখন বৃক্ষপতনের কারণ বিতর্ক করিয়া বলিলেন, কি বিষম উৎপাত!

তথাচ বিবৃতং তৎবাক্যং শ্রীহরিবংশে। কেনেমৌ পাতিতৌ বৃক্ষৌ ঘোষস্যায়তনোপমৌ। বিনা বাতং বিনা বর্ষং বিদ্যুৎপ্রপতনং বিনা। বিনা হস্তিকৃতং দোষং কেনেমৌ পাতিতৌ দ্রুমৌ ইতি ॥ ৩ ॥

বালা ঊচুরনেনেতি তিরশ্চীনমুলূখলং।
বিকর্ষতা মধ্যগেন পুরুষাবপ্যচক্ষ্মহি ॥ ৪ ॥
ন তে তদুক্তং জগৃহু র্ঘটেতেতি তস্য তৎ।
বালস্যোৎপাটনং তর্ব্বোঃ কেচিৎ সন্দিগ্ধচেতসঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।

(বৃক্ষয়োঃ) মধ্যগেন মধ্যগতেন, তিরশ্চীনং তির্য্যগ্‌গতং, উলূখলং বিকর্ষতা অনেন শ্রীকৃষ্ণেন (বৃক্ষদ্বয়ং উৎপাটিতং) (অপরঞ্চ বৃক্ষাভ্যাং বিনির্গতৌ) পুরুষৌ অপি বয়ং অচক্ষ্মহি দৃষ্টবন্তঃ ইতি বালাঃ ঊচুঃ ॥ ৪ ॥

তস্য বালস্য (বালেন কৃষ্ণেন) তৎ তর্ব্বোঃ বৃক্ষয়োঃ উৎপাটনং ন ঘটেত সম্ভবেত ইতি সন্দিগ্ধচেতসঃ কেচিৎ তে তদুক্তং বালভাষিতং ন সত্যং ইতি জগৃহুঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

মধ্যগেন বৃক্ষয়ো র্মধ্যগতেন। ন কেবলমেতাবদ্ বৃক্ষাভ্যাং বিনির্গতৌ দিব্যৌ পুরুষাবপ্যচক্ষ্মহি দৃষ্টবন্তৌ বয়মিতি ॥ ৪ ॥

কেবলং তার্কিকা ন জগৃহুঃ। অন্যে তু সন্দিগ্ধচিত্তা বভূবুঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অনেন কৃষ্ণেন বৃক্ষয়ো র্মধ্যগতেন তির্য্যগ্‌গতমুদূখলং বিকর্ষতেত্যেতন্মাত্রং ঊচুঃ। স্বপ্নান্তত্বেন পূর্ণবচনাশক্তেরেতাবৎপাটিতাবিতি তু নোচুঃ। অবিশ্বতস্তান্ পুনরূচুঃ। বৃক্ষাভ্যাং নির্গতৌ দ্বৌ পুরুষাবপ্যচক্ষ্মহি দৃষ্টবন্তৌ বয়মিতি ॥ ৪ ॥

তে নন্দাদয়ঃ। তস্মিন্নমতার্দ্রচিত্তত্বাৎ তৎপ্রভাবানানুসন্ধানাৎ তদুক্তং বালোক্তং ন জগৃহুঃ। কেচিদন্যে তু নারায়ণসমো গুণৈরিতি গর্গোক্তিস্মৃত্যা স্বাভাবিকপ্রেমোদয়েন চ সন্দিগ্ধচেতস এব বভূবুঃ ॥ ৫ ॥

সমবেত বালকগণ ইতিমধ্যে বলিয়া উঠিল যে, এই কৃষ্ণই উভয় বৃক্ষের মধ্যে গমন করিয়া, রজ্জু দ্বারা উদূখল আকর্ষণ করাতেই বৃক্ষদ্বয় উৎপাটিত হইয়াছে; বিশেষত তৎপরে এতদুভয় তরু হইতে দুই মহাপুরুষ নির্গত হইয়াছিলেন, আমরা তাহা প্রত্যক্ষে দর্শন করিয়াছি ॥ ৪ ॥

তাদৃশ পাদপদ্বয়ের উৎপাটন বালক কৃষ্ণ কর্ত্তৃক হওয়া নিতান্ত অসম্ভব মনে করিয়া, কেহ কেহ সন্দেহ করত বালকগণের বাক্যে প্রতীতি লাভ করিলেন না ॥ ৫ ॥

আভাস।

কোন ভয়ানক নিশাচর বা দানব এতাদৃশ অপৌরুষেয় কার্য্য সাধনে আমাদের অনিষ্ট আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল। নতুবা ঝড় নাই, বৃষ্টি নাই, বজ্রাঘাত নাই এবং কোন প্রবল মাতঙ্গের বেগ-তরঙ্গও পরিলক্ষিত হইতেছে না; অথচ বজ্রসার বিপুলস্কন্ধ পাদপদ্বয়ের পতনে কি কারণ সম্ভব হইতে পারে? ১ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

উলূখলং বিকর্ষন্তং দাম্না বদ্ধং স্বমাত্মজং।
বিলোক্য নন্দঃ প্রহসদ্বদনো বিমুমোচ হ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।

দাম্না বদ্ধং উলূখলং বিকর্ষন্তং স্বং আত্মজং বিলোক্য প্রহসদ্বদনঃ নন্দঃ (তং) বিমুমোচ হ ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ভগবন্মায়ামোহিতস্য নন্দস্যাচরিতমাহ উলূখলমিতি ॥ ৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিলোক্য বিশেষেণাঙ্গপ্রত্যঙ্গং নিবার্ধং দৃষ্ট্বা প্রহসদ্বদন ইতি মৎক্রোড়াদপি যস্যাঃ ক্রোড়ং ত্বমতিপ্রিয়ং মন্যসে সা ত্বজ্জননী ত্বামল্পাপরাধেনৈব বধ্নাতি স্ম তত্ত্বামহং কথং মোচয়ামীত্যুপালম্ভনদ্যোতকঃ প্রহাসঃ। ত্বং মায়য়ৈব জীবানাং বন্ধমোক্ষৌ যথা ব্যধাঃ তথা ত্বৎপিতরৌ তৌ তে প্রভোঃ প্রেম্ণৈব চক্রতুঃ ॥ ৬ ॥

এদিকে নন্দরাজ স্বীয় তনয়কে তাদৃশ রজ্জুবদ্ধ ভাবে উদূখল আকর্ষণ করিতে দেখিয়া, সহাস্য-বদনে তাঁহার বন্ধন রজ্জু মোচন করিয়া দিলেন ॥ ৬ ॥

আভাস।

নিকটস্থিত সরল-হৃদয় বালকগণ সহজজ্ঞানে প্রকৃত ঘটনা সকল তাঁহাদের সমীপে বর্ণন করিলেন বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। নন্দাদির হৃদয় নিতান্ত স্নেহপূর্ণ ছিল; সুতরাং বালক কৃষ্ণ কর্ত্তৃক এতাদৃশ অমানুষিক কার্য্য সাধিত হইয়াছে, ইহা তাঁহারা মনে স্থান দিতে চাহিলেন না। কেহ কেহ গর্গাচার্য্যের বাক্য স্মরণ করিয়াও, স্বাভাবিক প্রেমের ভরে শ্রীকৃষ্ণে বাৎসল্যভাব বিসর্জ্জন করত ভগবদ্ভাব চিন্তনে ইচ্ছুক হইলেন না ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

নন্দরাজ শ্রীকৃষ্ণকে বিনাক্লেশে সুস্থশরীরে দণ্ডায়মান অবলোকনে হাস্য করত বলিলেন, কৃষ্ণ রে! তুমি আমার হৃদয়ের মণি; তোমার ওরূপ বেশে দণ্ডায়মান থাকা কি সাজে! নন্দের হাস্য করিবার তাৎপর্য্যই এই যে, আমার ক্রোড়াপেক্ষা যাঁহার ক্রোড় তোমার অধিক প্রিয়? সেই স্নেহময়ী জননী তোমাকে সামান্য অপরাধে বন্ধন করিয়াছেন; আমি কি প্রকারে সে বন্ধন মোচন করি? এই বলিয়া হাস্য করিলেন। এবং বলিলেন তুমি মায়া দ্বারা জীবগণের বন্ধন এবং মুক্তির যেমন ব্যবস্থা করিয়া থাক, আজ পিতা মাতা সন্নিধানে সেই ক্লেশের কিঞ্চিৎমাত্র অনুভব কর? আমরা যে তোমাকে বন্ধন করি, তাহাও হে প্রভো! তোমার ভক্তবাৎসল্যের গুণে মাত্র ॥ ৬ ॥

বদ্ধস্য ভীতস্য বালস্যোল্লাসনার্থং প্রহসদ্বদনঃ সন্। প্রহসদ্বদনমিতি দ্বিতীয়ান্তপাঠো বা। তথা চ বিষ্ণুপুরাণে। নবোদ্গতাল্পদন্তাংশু স্মিতহাসঞ্চ বালকমিতি। তস্য প্রকটহাসশ্চ পিতৃতোঽপি শঙ্কমানস্য পিতৃসন্তোষার্থনিজভয়দুঃখাভাববোধনায় চ জাতঃ। তস্য তেজস্বিত্বস্বভাবাদেব ॥ ৬ ॥

গোপীভিঃ স্তোভিতোঽনৃত্যদ্ভগবান্ বালবৎ ক্বচিৎ।
উদ্গায়তি ক্বচিন্মুগ্ধ স্তদ্বশো দারুযন্ত্রবৎ ॥ ৭ ॥
বিভর্ত্তি ক্বচিদাজ্ঞপ্তঃ পীঠকোন্মানপাদুকৎ।
বাহুক্ষেপঞ্চ কুরুতে স্বানাঞ্চ প্রীতিমাবহন্!

অন্বয়ঃ।

গোপীভিঃ স্তোভিতঃ প্রোৎসাহিতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ বালবৎ ক্বচিৎ অনৃত্যৎ দারুযন্ত্রবৎ (সূত্রবদ্ধা পুত্তলিকেব) তদ্বশঃ গোপীবশঃ মুগ্ধঃ ইব ক্বচি উদ্গায়তি (স্ম) ॥ ৭ ॥

ক্বচিৎ (ঐশ্বর্য্যবীর্য্যজ্ঞাপনার্থং) আজ্ঞপ্তঃ সন্ পীঠকোন্মানপাদুকং বিভর্ত্তি তদ্বিদাং

শ্রীধরস্বামী।

জ্ঞাস্যন্তি মামিতি শঙ্কমানোঽতীব বাল্যমনুকরোতি স্ম তদাহ গোপীভিরিতি। স্তোভিতঃ করতালাদিনা প্রোৎসাহিতঃ ॥ ৭ ॥

ইদমানয়েত্যাজ্ঞপ্তঃ আনেতুমসমর্থ ইব বিভর্ত্তি কেবলং পীঠাদি। বাহুক্ষেপং করচালনঞ্চ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পিত্রোস্তয়োঃ সৌভাগ্যমহিমা কেন বক্তুং শক্যস্তদীয়ব্রজবাসিমাত্রস্যাপ্যতিমাত্রবশ্যো ব্রহ্মাদিবশীকর্ত্তাপি কৃষ্ণ ইত্যাহ সার্দ্ধত্রয়োদশভিঃ। স্তোভিতঃ যদি নৃত্যসি তদা তুভ্যং খণ্ডলড্ডুকং দাস্যামীতি প্রোৎসাহিতঃ। বালবৎ যথান্যঃ প্রাকৃতো বালস্তদ্বদেবেত্যর্থঃ। মুগ্ধস্তাসাং প্রেম্নৈব নিজৈশ্বর্য্যানুসন্ধানাৎ। দারুযন্ত্রং সূত্রপ্রোতপুত্তলিকা ॥ ৭ ॥

পীঠকেতি। কিয়দস্য বলমভূদিতি জিজ্ঞাসুভিঃ প্রথমং হে কৃষ্ণ পাদুকামানয়েতি ততস্ততোঽধিকভারমুন্মানমানয়েতি ততস্ততোঽপ্যধিকভারং পীঠকমানয়েত্যাজ্ঞপ্ত আদিষ্ট-

---

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সূত্রনিবদ্ধা দারুময়ী পুত্তলিকার ন্যায়, তাদৃশ অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যসম্পন্ন বালরূপী ভগবান্ কৃষ্ণ গোপীগণের উত্তেজনায় কখন নৃত্য ও কখন গান করিয়া তাহাদিগের প্রীতি বর্দ্ধন করিতেন ॥ ৭ ॥

এবং জনসমাজে নিজের ভৃত্যাধীনতার বিশেষ পরিচয় প্রদানার্থ গৌপিকা-

আভাস।

যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাদি দেবগণেরও বিধাতা তিনি ব্রজমণ্ডলে পুত্ররূপে অবতীর্ণ! ইহাতে কেবল পিতা মাতারই যে কেবল সৌভাগ্যাতিশয়, তাহা নহে; ব্রজবাসী মাত্রেরই অপূর্ব্ব সৌভাগ্য। তিনি বাল্যলীলাচ্ছলে সকলেরই চিত্তবিনোদন করিতেন। সামান্য বালকের ন্যায় গোপীগণের মনোরঞ্জনার্থ বালচেষ্টা প্রদর্শন পূর্ব্বক, কখন গীতাভিনয়, কখন নৃত্য ও বাহুক্ষেপণাদির দ্বারা ক্রীড়া করিতেন ॥ ৭ ॥

সূত্রসঞ্চারাদি শিল্পতো নৃত্যাদিপরা পুত্তলিকা তদ্বত্তাসাং গোপীনাং বশঃ অধীনঃ ॥ ৭ ॥

দর্শয়ং স্তদ্বিদাং লোকে আত্মনো ভৃত্যবশ্যতাং ॥ ৮ ॥
ব্রজস্যোবাহ বৈ হর্ষং ভগবান্ বালচেষ্টিতৈঃ।
ক্রীণীহি ভোঃ ফলানীতি শ্রুত্বা সত্বরমচ্যুতঃ।
ফলার্থী ধান্যমাদায় যযৌ সর্ব্বফলপ্রদঃ ॥ ক ॥

অন্বয়ঃ।

স্বানাং জ্ঞাতীনাং গোপজাতীনাং লোকে ভৃত্যবশ্যতাং ভক্তাধীনতাং, দর্শয়ন্ বোধয়ন্ প্রীতিং আবহন্ আনন্দং বর্দ্ধয়ন্, বাহুক্ষেপং করচালনং, চ কুরুতে ॥ ৮ ॥

ইত্থং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ বালচেষ্টিতৈঃ ব্রজস্য ব্রজবাসিনঃ হর্ষং বৈ উবাহ। (ইত্যবসরেণ) ভোঃ ফলানি ক্রীণীহি ইতি শব্দং শ্রুত্বা সর্ব্বফলপ্রদঃ অচ্যুতঃ ফলার্থী সন্ ধান্যং আদায় (ফলবিক্রয়িণ্যাঃ সমীপং) সত্বরং যযৌ ॥ ক ॥

শ্রীধরস্বামী।

তদ্বিদাঞ্চেতি চকারস্যান্বয়ঃ। তৎ ঐশ্বর্য্যং বিদন্তি যে তেষাং ॥ ৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্তত্তদানয়নং বিভর্ত্তি স্বমূরুজঠরোপরীত্যর্থঃ। বাহুক্ষেপং তত্র তত্র কর্ম্মণি ভুজৌ মুহুরুত্থাপ্য স্বপরাক্রমদর্শনাৎ স্বানাং জ্ঞাতীনাং ॥ ৮ ॥

ন কেবলং জ্ঞাতীনামেব অপি তু সর্ব্বেষামেব ব্রজবাসিনাং প্রীতিপ্রদো বশ্যত্বাদিত্যাহ দর্শয়ন্নিতি তদ্বিদাং তমৈশ্বর্য্যবিজ্ঞান্ ব্রহ্মাদীনিতি নৈতদনুকরণত্বেন ব্যাখ্যেয়ং ॥

তেষতিনীচানাং পুলিন্দজাতীনামপি প্রীতিপ্রদ ইত্যাহ ক্রীণীহীতি। অচ্যুতঃ পরিপূর্ণোঽপি ফলমাত্রার্থী সর্ব্বফলপ্রদোঽপি স্বয়ম্ পুরতঃ স্থিতধান্যমাত্রপ্রাপ্তেধান্যাঞ্জলিমাদায় যযৌ ॥ ক ॥

গণের অনুরোধে পাদুকা, দ্রোণ ও পীঠাদি বস্তু সমূহ স্বীয় উদরোপরি বহন করিয়া আনিতেন। সময়ে সময়ে জনন্যাদির প্রোৎসাহ বাক্যে বলবীর্য্যের পরিচয়-চ্ছলে বাহুদ্বয়কে উর্দ্ধে উৎক্ষেপণ করিতেন ॥ ৮ ॥

এইরূপে ভগবান্ বাল্যলীলা দ্বারা সমস্ত ব্রজবাসিগণের বিশেষ আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। একদিন কোন ফলবিক্রয়িণী "তোমরা কেহ ফল নিবি গো!" বলিয়া চিৎকার করে। সর্ব্বফলপ্রদ শ্রীহরি ফলগ্রহণ মানসে অঞ্জলিপূর্ণ ধান্য লইয়া তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন ॥ ক ॥

আভাস।

যিনি যন্ত্রীরূপে সমগ্র ভুবনকে এক করকমলে নাচাইতেছেন, কি আশ্চর্য্য! প্রেমের বশে অদ্য তিনি গোপিকাদের যেন আজ্ঞাবাহী হইয়াছেন। বালকের বল পরীক্ষার্থ তাঁহারা যেমন বলিলেন, কৃষ্ণ! ঐ পাদুকা আনয়ন কর! এইরূপ ক্রমশ তদপেক্ষা গুরু দ্রোণ বা পীঠাদি আনয়ার্থ বলিলে, শ্রীকৃষ্ণ সামান্য বালকের ন্যায় বাহু স্ফোটন করত ঐ

ফলবিক্রয়িণী তস্য চ্যুতধান্যকরদ্বয়ং।
ফলৈরপূরয়দ্রত্নৈঃ ফলভাণ্ডমপুরি চ ॥ খ ॥
সরিত্তীরং গতং কৃষ্ণং ভগ্নার্জ্জুনমথাহ্বয়ৎ।
নোপেয়াতাং যদাহূতৌ ক্রীড়াসঙ্গেন পুত্রকৌ।
যশোদাং প্রেষয়ামাস রোহিণী পুত্রবৎসলা ॥ গ ॥

অন্বয়ঃ।

ফলবিক্রয়িণী তস্য চ্যুতধান্যকরদ্বয়ং চ্যুতানি ধান্যানি যস্মাৎ তাদৃশং করদ্বয়ং রত্নৈঃ ফলৈঃ অপূরয়ৎ তদ্বিনিময়ে ফলভাণ্ডং অপি চতুর্বর্গফলৈঃ অপূরি চ ॥ খ ॥

অথ সরিত্তীরগতং ভগ্নার্জ্জুনং ভগ্নৌ অর্জ্জুনৌ যেন তং কৃষ্ণং জননী আহ্বয়ৎ। যদা আহূতৌ পুত্রকৌ রামকৃষ্ণৌ ন উপেয়াতাং তদা পুত্রবৎসলা রোহিণী যশোদাং প্রেষয়ামাস ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নচ তাবন্মাত্রমপি ধান্যং তয়া প্রাপ্তমিত্যাহ চ্যুতেতি। অভ্যন্তরান্ধরয়া বহির্নির্গমে বর্ত্মন্যেব সর্ব্বধান্যানি পতিতানি ততশ্চ দ্বিত্রমাত্রধান্যযুক্তে কেবলাঞ্জলাবেব নীয়তামিত্যুক্ত্বা ফলপাত্রে ন্যস্তে ফলবিক্রয়িণ্যাপ্যুদ্ভূতস্নেহা ফলৈঃ পীবাদিভিঃ সর্ব্বৈরেবাপূরয়ৎ ফলেষু তস্য জাতলোভত্বেন স্তোকেঽপি তৎকরতলদ্বয়ে তদীয়বৈভবশক্তেঃ সাহায্যাৎ। ততশ্চ রত্নৈরিতি তদীয়সর্ব্বফলপ্রদত্বশক্ত্যা তৎপ্রেমপর্য্যন্তা সর্ব্বৈব সম্পত্তিরভূদিতি জ্ঞেয়ং ॥ খ ॥

রোহিণ্যাঃ সকাশাদপি শ্রীযশোদায়ামতিবাৎসল্যবত্যাং রামকৃষ্ণাবতিস্নেহবশাবিতি দর্শয়ন্ যমলার্জ্জুনভঙ্গদিন এব লীলান্তরমাহ সরিত্তীরে খেলনার্থং গতং কৃষ্ণং রামঞ্চ উত্তরবাক্যানুরোধাৎ তদ্ভোজনসাধনাসক্তয়া শ্রীযশোদয়া প্রেষিতা রোহিণীতি কর্ত্তৃপদং জ্ঞেয়ং ॥

যশোদাং প্রেষয়ামাসেতি তস্যা এবাধিকবাৎসল্যবত্যাস্তদ্দ্বয়াকর্ষণসামর্থ্যনির্ণয়াৎ ॥ গ ॥

গমন কালে শ্রীকৃষ্ণের অঞ্জলি হইতে ধান্য বিগলিত হইতেছিল। তিনি ফলবিক্রয়িণী সমীপে উপস্থিত হইবা মাত্র ফলবিক্রয়িণী রত্ন সদৃশ সুমধুর ফল সমূহে তাঁহার অঞ্জলি পরিপূর্ণ করিয়া দিল এবং তদ্বিনিময়ে আপনার ফলভাণ্ড কৃষ্ণ-করতলস্থ অপূর্ব্ব ফলে পূর্ণ করিয়া লইল ॥ খ ॥

যমলার্জ্জুন ভগ্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত একত্র হইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে যমুনাতীরে উপনীত হন এবং জননীদ্বয় বারংবার আহ্বান করিলেও তাঁহারা প্রত্যাগমন না করায়, পুত্রবাৎসলা রোহিণী পুত্র আনয়ার্থ যশোদাকে তথায় প্রেরণ করেন ॥ গ ॥

আভাস।

সমস্ত দ্রব্য নিজ উদরোপরি উত্তোলন করত, একে একে আনয়ন করিতেন এবং নানাবিধ বাল্যক্রীড়া দ্বারা ব্রজবাসী সকলেরই মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। ইহা দ্বারা

ক্রীড়ন্তং সা সুতং বালৈরতিবেলং সহাগ্রজং।
যশোদাজোহবীদ্বীক্ষ্য পুত্রস্নেহস্নুতস্তনী ॥ ঘ ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণারবিন্দাক্ষ তাত এহি স্তনং পিব।
অলং বিহারৈঃ ক্ষুচ্ছ্রান্তস্তদ্ভবান্ ভোক্তুমর্হতি ॥ ঙ ॥
হে রামাগচ্ছ তাতাশু সানুজঃ কুলনন্দন।
প্রাতরেব কৃতাহারঃ ক্রীড়াশ্রান্তোঽসি পুত্রক ॥ চ ॥

অন্বয়ঃ।

পুত্রস্নেহস্নুতস্তনী সা যশোদা সহাগ্রজং বলরামসহিতং সুতং কৃষ্ণং বালৈঃ সহ অতিবেলং ক্রীড়ন্তং বীক্ষ্য অজোহবীৎ পুনঃ পুনঃ আজুহাব ॥ ঘ ॥

হে অরবিন্দক্ষে কৃষ্ণ! হে তাত কৃষ্ণ! ত্বং এহি স্তনং পিব; বিহারৈঃ অলং (অধুনা) ক্ষুচ্ছ্রান্তঃ ভবান্ ভোক্তুং অর্হতি ॥ ঙ ॥

হে কুলনন্দন তাত রাম! সানুজঃ আশু আগচ্ছ। হে পুত্রক! প্রাতর্ এব কৃতাহারঃ অতঃ অধুনা ক্রীড়াশ্রান্তঃ অসি ॥ চ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অজোহবীৎ পুনঃ পুনরাজুহাব নিকটগমনে পলায়নশঙ্কয়েতি দূরত এবেতি ভাবঃ ॥ ঘ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি বীপ্সা দূরতঃ শ্রবণায় ॥ ঙ ॥

ভোক্ষ্যমাণ ইতি যুবাং বিনা ভোক্তুমশক্তবন্তং তং স্বপিতরং কিং ক্ষুধয়া পীড়য়সীতি

পুত্রস্নেহে ক্ষরিতপয়োধরা যশোদা তথায় যাইতে যাইতে দূর হইতে বালকদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিলেন এবং অধিক বেলা পর্য্যন্ত কৃষ্ণ বলরামের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন অবলোকন করিয়া, সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ঘ ॥

রে কৃষ্ণ! রে পদ্মপলাশলোচন কৃষ্ণ! বাছা! আমার কাছে এস। স্তন পান কর। দেখ! ক্ষুধায় তোমরা কাতর, এক্ষণে ভোজনের সময় হইয়াছে; আর ক্রীড়ায় প্রয়োজন নাই ॥ ঙ ॥

আরে কুলতিলক বলরাম! তোমরা প্রাতঃকালেই আহার করিয়াছ; দেখ! ক্ষুধায় তোমাদের দেহ অবশ হইতেছে; এক্ষণে ক্রীড়ায় ক্ষান্ত হইয়া, অনুজ কৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া গৃহে ফিরিয়া আইস ॥ চ ॥

আভাস।

তিনি জগৎকে দেখাইয়াছেন যে, ভক্তের অনুরোধ তিনি মাথায় করিয়া বহন করেন ॥ ৮ ॥

গোপ জাতির কথা দূরে থাকুক? সামান্য পুলিন্দ জাতিরও তিনি যথেষ্ট তৃপ্তি সাধন করিতেন। পুলিন্দ প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতিগণ বৃন্দাবনের অনতিদূরেই বাস করিত এবং

প্রতীক্ষতে ত্বাং দাশার্হ ভোক্ষ্যমাণো ব্রজাধিপঃ।
এহ্যাবয়োঃ প্রিয়ং ধেহি স্বগৃহান্ যাত বালকাঃ ॥ ছ ॥
ধূলিধূষরিতাঙ্গস্ত্বং তাত মজ্জনমাবহ।
জন্মর্ক্ষং তেঽদ্য ভবতি বিপ্রেভ্যো দেহি গাঃ শুচিঃ ॥ জ ॥
পশ্য পশ্য বয়স্যাংস্তে মাতৃমৃষ্টস্বলঙ্কৃতান্।
ত্বঞ্চ স্নাতঃ কৃতাহারো বিহরস্ব স্বলঙ্কৃতঃ ॥ ঝ ॥

অন্বয়ঃ।

হে দাশার্হ! ভোক্ষ্যমাণঃ ব্রজাধিপঃ ত্বাং প্রতীক্ষতে (অত্র) এহি আগচ্ছ, আবয়োঃ প্রিয়ং ধেহি কুরু সাধয়। রে বালকাঃ স্বগৃহান্ যাত। ছ ॥

হে তাত! ধূলীধূষরিতাঙ্গঃ ত্বং মজ্জনং স্নানং আবহ বিধিবৎ কুরু। অদ্য তে তব জন্মর্ক্ষং ভবতি, শুচিঃ সন্ বিপ্রেভ্যঃ গাঃ দেহি ॥ জ ॥

মাতৃমৃষ্টস্বলঙ্কৃতান্ স্নানানন্তরং বেশভূষাদিনা সজ্জীকৃতান্ তে তব বয়স্যান্ পশ্য পশ্য। ত্বং চ স্নাতঃ কৃতাহারঃ স্বলঙ্কৃতঃ সন্ বিহরস্ব ॥ ঝ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভাবঃ। স্বগৃহান্ যাতেতি যুষ্মন্মাতাপিতরোঽপি বয়মিব ক্লিশ্যন্তি তান্ সুখয়েতি ভাবঃ। বস্তুতস্তু ক্রীড়াবিচ্ছেদ এব তাৎপর্য্যং ॥ চ ॥ ছ ॥

তদপ্যনায়ান্তং ক্রীড়োৎসাহাদ্বিরাময়িতুং দানোৎসাহমুৎপাদয়তি বিপ্রেভ্য ইতি। জ ॥

তদৈবাগতানন্যান্ বালান্ দর্শয়িত্বা মাৎসর্য্যং জনয়তি পশ্যেতি ॥ ঝ ॥

হে দাশার্হ! ক্ষুধাতুর নন্দরাজ ভোজন করিতে গিয়াও তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। এস বৎস! আর বিলম্ব করিও না। তোমাদের উভয়ের আগমনে আমাদের হৃদয় শীতল হয়। ওরে বালকগণ! তোমরা সকলে আপন আপন গৃহে যাও ত ॥ ছ ॥

কৃষ্ণ রে! আজ তোমার জন্মতিথি পূজা হইবে; তুমি শুচি ও পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণগণকে গাভী দান করিবে; অদ্য কি, এরূপ ধূলায় ধূষরিত হইয়া থাকা উচিত! সত্বর আসিয়া স্নান কর! ॥ জ ॥

দেখ দেখি! তোমাদের বয়স্য বালকগণ কেমন মাতার নিকট স্নান ও আহার করত দিব্য অলঙ্কারাদিতে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছে। এস বাছা! তোমরাও স্নান এবং আহার করত উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়া ক্রীড়া কর ॥ ঝ ॥

আভাস।

গ্রাম মধ্যে ফলাদি আনয়ন পূর্ব্বক বিক্রয় করিত। একদিন কোন ফলবিক্রয়িণী গ্রামে আসিয়া বিক্রয়ার্থ ধ্বনি করিলে, ফলপ্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন।

ইত্থং যশোদা তমশেষশেখরং মত্বা সুতং স্নেহনিবদ্ধধী র্নৃপ।
হস্তে গৃহীত্বা সহরামমচ্যুতং নীত্বা স্ববাটং কৃতবত্যথোদয়ং ॥ ৯ ॥
গোপবৃদ্ধা মহোৎপাতাননুভূয় বৃহদ্বনে।
নন্দাদয়ঃ সমাগম্য ব্রজকার্য্যমমন্ত্রয়ন্ ॥ ক ॥

অন্বয়ঃ।

হে নৃপ! স্নেহনিবদ্ধধীঃ স্নেহবিবশান্তঃকরণা যশোদা ইত্থং অশেষশেখরং অনন্তপূজিতং শ্রীকৃষ্ণং সুতং তনয়ং মত্বা সহরামং রামেণ সমং অচ্যুতং হস্তে গৃহীত্বা করে ধৃত্বা, স্ববাটং নিজমন্দিরং, নীত্বা অথ উদয়ং স্নপনভোজনালঙ্কারাদি মঙ্গলং, কৃতবতী ॥ ৯ ॥

নন্দাদয়ঃ গোপবৃদ্ধাঃ বৃহদ্বনে মহোৎপাতান্ অনুভূয় সমাগম্য সর্ব্বে মিলিত্বা, ব্রজকার্য্যং ব্রজহিতং অমন্ত্রয়ন্ পরামমশুঃ ॥ ক ॥

শ্রীধরস্বামী।

এবং ব্রজস্য হর্ষমুবাহেতি। রন্তুং বৃন্দাবনং গন্তুমন্তঃকৃষ্ণেন যন্ত্রিতাঃ। স্বতন্ত্রা ইব নন্দাদ্যা মন্ত্রমেতমমন্ত্রয়ন্ ॥ ৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তং অশেষস্য শেখরং চূড়ামণিং সুতং মত্বা নত্বশেষশেখরং মত্বেত্যর্থঃ স তু অশেষশেখরঃ সুতশ্চ ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা তং সুতং অশেষস্য স্বকুলস্য শেখরং মত্বা স্ববাটং নিজস্থানং। উদয়ং স্নপনভোজনালঙ্কারাদি মঙ্গলং ॥ ৯ ॥

মহাবনে বিদ্ধ্যত্যেবং বিজিহীর্ষা যদাজনি। বৃন্দাবনে হরেস্তস্মিন্নৌপনন্দী ররাজ গীঃ ॥ ক

পুত্রস্নেহে একান্ত নিবিষ্টচিত্তা যশোদা এই প্রকারে সর্ব্বশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণকে প্রকৃত পুত্রজ্ঞানে সম্বোধন করত, উভয় বালকেরই হস্ত ধারণ করিলেন এবং গৃহে আনয়ন করত স্নান ভোজনাদি সমাপন করাইলেন ॥ ৯ ॥

এদিকে নন্দাদি বৃদ্ধ গোপগণ বৃন্দাবনে নানা প্রকার ভয়ানক উৎপাত দর্শনে সকলে একত্র সমবেত হইয়া, ব্রজের মঙ্গলকামনায় কর্ত্তব্যবিধানের পরামর্শ করিতে বসিলেন ॥ ক ॥

আভাস।

যিনি সর্ব্বফলপ্রদ অচ্যুত তাহার ফল প্রার্থনা কেবল ফলবিক্রয়িণীকে কৃতার্থ করা মাত্র। তিনি গৃহাভ্যন্তর হইতে অঞ্জলি পূর্ণ করত ধান্য লইলেন বটে, কিন্তু দ্রুতগমনে সমস্ত ধান্যই ক্রমশ ভূমিতে পড়িয়া গেল; এবং যখন পথে ফলবিক্রয়িণী সমীপে উপস্থিত হইলেন, তখন মোটে দুই তিনটী ধান্য মাত্র হস্তে অবশিষ্ট ছিল; তাহাই ফলবিক্রয়িণীকে প্রদান করত ফল গ্রহণে বাসনা করিলেন। পুলিন্দ নারী সেই জলধরের ন্যায় রূপ, সহাস্য বদন অথচ কুটিলনয়নে ফলপ্রার্থনা প্রকাশ করিতে দেখিয়া, অপূর্ব্ব ফল সকল প্রদান করিলেন এবং তদ্বিনিময়ে যে কেবল দুই তিনটী ধান্য মাত্র পাইল, তাহা নহে; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ প্রাপ্তির সার প্রেম সম্পত্তি সেই ফল বিক্রয়িণী নিজ ভাণ্ডে পূর্ণ করিয়া চলিয়া গেল ॥ ৯ ॥

তত্রোপনন্দো নামাহ গোপো জ্ঞানবয়োঽধিকঃ।
দেশকালার্থ-তত্ত্বজ্ঞঃ প্রিয়কৃদ্রামকৃষ্ণয়োঃ॥
উত্থাতব্যমিতোঽস্মাভির্গোকুলস্য হিতৈষিভিঃ।
আয়ান্ত্যত্র মহোৎপাতা বালানাং নাশহেতবঃ॥

অন্বয়ঃ।

তত্র উপনন্দঃ নাম রামকৃষ্ণয়োঃ প্রিয়কৃৎ হিতকারী দেশকালার্থতত্ত্বজ্ঞঃ (দেশাদীনাং ত্রয়াণাং একৈকেষাং মিলিতানাং চ যত্তত্ত্বং জানাতি যঃ) জ্ঞানবয়োধিকঃ (জ্ঞানেন বয়সাচ অধিকঃ) কশ্চিৎ গোপঃ আহ॥

গোকুলস্য গোকুলবাসিনঃ হিতৈষিভিঃ অস্মাভিঃ ইতঃ স্থানাৎ উত্থাতব্যং অন্যত্র গন্তব্যং। যতঃ অত্র বালানাং নাশহেতবঃ মহোৎপাতাঃ আয়ান্তি॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

উপনন্দো নন্দরাজস্য জ্যেষ্ঠো মন্ত্রীতি প্রাঞ্চঃ॥

তন্মধ্যে উপনন্দ নামে একজন বিচক্ষণ বহুদর্শী প্রাচীন গোপ রামকৃষ্ণের হিতকামনায় সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন॥

দেখ! আমার অনুমান হইতেছে যে, যেমন উৎপাত সমস্ত ঘটিয়াছে, বালকের অনিষ্টকর তাদৃশ আরও অনেক উৎপাত এখানে হইবার সম্ভাবনা। আমার বিবেচনায়, যদি গোকুলের মঙ্গল প্রার্থনীয় হয়, তবে আর আমাদের এস্থানে বাস করা কোন মতে কর্ত্তব্য নহে॥

আভাস।

রোহিণী অপেক্ষা যশোদা পুত্রে অধিক প্রেমবতী। তাঁহারা ক্ষণকাল রামকৃষ্ণের অদর্শনেই ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। নয়ন-পুত্তলিকার ন্যায় উভয় বালকের সমাগম তাঁহাদের একান্ত প্রীতিপ্রদ হইত। একদিন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অন্যান্য গোপবালকের সহিত মিলিত হইয়া যমুনাতীরে ক্রীড়ার্থ গমন করিলে, যশোদার হৃদয়ে ধৈর্য্য ছিল না। তিনি প্রথমত রোহিণীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বালক আনয়নার্থ অনুরোধ করেন। পুত্রবৎসলা রোহিণী রাম-কৃষ্ণের নাম লইয়া বারংবার আহ্বান করিলেন; কিন্তু কোন উত্তর না পাওয়ায়, তিনি যশোদাকে ক্রীড়া স্থানে যাইতে অনুরোধ করিলেন। সম্ভ্রান্তা নন্দগেহিনী যশোদা পুত্রপ্রেমে অতীব নিমগ্না; তিনি বালককে আনয়নার্থ অন্য কোন ভৃত্যাদির উপর নির্ভর না দিয়া, স্বয়ংই রামকৃষ্ণের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন; এবং প্রেমের বলে বলশালিনী হইয়া, বিশ্বম্ভর দেব জনার্দ্দনের হস্ত পুত্রবোধে ধারণ করিলেন এবং নানা মিষ্টালাপে গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক রামকৃষ্ণ উভয় ভ্রাতার স্নান ও ভোজনাদি সমাপন করাইলেন॥ ৯॥

উপনন্দ নন্দের অগ্রজ ভ্রাতা এবং হিতকারী। তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত

মুক্তঃ কথঞ্চিদ্রাক্ষস্যা বালঘ্ন্যা বালকো হ্যসৌ।
হরেরনুগ্রহান্নন্দনশ্চোপরি নাপতৎ ॥ ১০ ॥
চক্রবাতেন নীতোঽয়ং দৈত্যেন বিপদং বিয়ৎ।

অন্বয়ঃ।

যতঃ অসৌ বালকঃ রাক্ষস্যাঃ বালঘ্ন্যাঃ পূতনায়াঃ সকাশাৎ কথঞ্চিৎ (কেনাপ্যনির্ব্বচনীয়েনৈব কারণেন ইত্যর্থঃ) হি মুক্তঃ; ততঃ অস্য উপরি অনঃ শকটঃ যৎ ন অপতৎ এতৎ হরেঃ অনুগ্রহাদেব ॥ ১০ ॥

অয়ং বালকঃ চক্রবাতেন তৃণাবর্ত্তেন দৈত্যেন বিপদং নিরাশ্রয়ং যথা স্যাৎ তথা বিয়ৎ

শ্রীধরস্বামী।

ব্রজকার্য্যং গোকুলস্য হিতং কৃত্যং ॥ ১০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

গোকুলস্য গোকুলবাসিমাত্রস্য ॥ ১০ ॥

চক্রবাতেন তৃণাবর্ত্তেন বিয়দাকাশং বিপৎপ্রাপকত্বাদ্বিপদং। সুরেশ্বরৈঃ সুরেশ্বরেণ

দেখ! এখানে উপদ্রবের ত আর অন্ত নাই। সম্প্রতি বালঘাতিনী পূতনা নিশাচরীর হস্ত হইতে কোন গতিকে আমাদের বালকটী রক্ষা পাইয়াছে। তাহার পর তাদৃশ বৃহৎ শকট যে কৃষ্ণের উপর পতিত হয় নাই, সে কেবল ভগবানের অনুগ্রহে মাত্র ॥ ১০ ॥

এই ক্ষুদ্র বালককে তৃণাবর্ত্ত দৈত্য ঘূর্ণিত বায়ুর রূপ ধারণ করিয়া, অতি উচ্চ আকাশে উঠাইয়াছিল; সেখানে কোন আশ্রয় ছিল না; পরে তথা

আভাস।

অবলোকন করিয়া পৈত্রিক সম্পত্তি গোকুলরাজ্য কনিষ্ঠ নন্দকেই অর্পণ করেন এবং নিজে তাঁহার নিতান্ত প্রিয়কারী মন্ত্রী হইয়া, কালাতিপাত করিয়াছিলেন। তিনি অতি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। বয়সে সর্ব্বাপেক্ষাই বড় এবং সকলেরই মাননীয়। উক্ত গোপসভায় তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া প্রস্তাব করিলেন যে, সম্প্রতি ব্রজে নানাপ্রকার বালকের অনিষ্টকর উৎপাত পরিদৃষ্ট হইতেছে। এবং এই সকল উৎপাত নিবারণেরও

বয়আধিক্যান্নামসাম্যাচ্চ শ্রীনন্দরাজস্যাসৌ উপনন্দঃ মন্ত্রী জ্যেষ্ঠভ্রাতা চেতি গম্যতে। এবং তাদৃশোক্তৌ যোগ্যতোক্তা। প্রিয়কৃৎ প্রকৃত্যৈবপ্রেম্না হিতকর্ত্তা। তত্র জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠতয়া নামবৈপরীত্যসম্ভবেঽপি স্বরসত এব পূর্ব্বং জ্যেষ্ঠস্য উপনন্দ ইতি নাম কৃতং। উপ সমীপে নন্দয়তীতি পশ্চাৎ তদনুগ্রহেণ কনিষ্ঠস্য নন্দেতি পিত্রা কৃতং। সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নত্বাদেব তস্মৈ কনিষ্ঠায় অপি পরমপ্রাজ্ঞেন জ্যেষ্ঠেনৈব স্বেচ্ছয়া গোকুলরাজ্যং সমর্পিতং বিবেচনীয়মিতি "তোষণী" ॥ ১০ ॥

শিলায়াং পতিতস্তত্র পরিত্রাতঃ সুরেশ্বরৈঃ ॥ ১১ ॥
যন্ন ম্রিয়েত দ্রুময়োরন্তরং প্রাপ্য বালকঃ।
অসাবন্যতমো বাপি তত্রাপ্যচ্যুতরক্ষণং ॥ ১২ ॥
যাবদ্ঔৎপাতিকোঽরিষ্টো ব্রজং নাভিভবেদিতঃ।

অন্বয়ঃ।

আকাশং নীতঃ, তথাপি ততঃ শিলায়াং পতিতঃ তত্র শিলাপৃষ্ঠে সুরেশ্বরৈঃ (অচ্যুতপার্ষদৈঃ) এব পরিত্রাতঃ রক্ষিতঃ ॥ ১১ ॥

দ্রুময়োঃ অর্জ্জুনয়োঃ অন্তরং মধ্যং প্রাপ্য অসৌ কৃষ্ণঃ অন্যতমঃ বালকঃ অপি বা যৎ ন ম্রিয়েত তত্র অচ্যুতরক্ষণং অচ্যুতেন বিষ্ণুনা রক্ষণং অপি কারণং আসীৎ ॥ ১২ ॥

ঔৎপাতিকঃ উৎপাতজঃ অরিষ্টঃ অনর্থঃ ব্রজং যাবৎ ন অভিভবেৎ নশ্যেৎ তাবৎ-

শ্রীধরস্বামী।

বিপদং বীনাং পক্ষিণাং পদং রিহারস্থানং বিয়ৎ আকাশং নীতঃ বিগতপ্রতিষ্ঠং বা ॥ ১১ ॥
অন্যতমো বা কশ্চিদ্বালঃ। অচ্যুতেনৈব রক্ষণমাসীৎ ॥ ১২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিষ্ণুনা। বহুত্বং গৌরবেণ। তত্রাপীত্যুত্তরবাক্যে অপিকারাৎ ॥ ১১ ॥

অসৌ কৃষ্ণঃ ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বমস্মিন্নগরে বিষ্ণুকথাকীর্ত্তন-দর্শন-পরিচর্য্যাদিকং বহুতরমাসীৎ। যাবন্নন্দস্য বালকোঽয়মভূত্তাবদাস্থান্যাদিষু সর্ব্বত্রাস্যৈব কথাকীর্ত্তন-দর্শনাদিকং প্রতীক্ষণং ভবত্যত-স্তাদৃশং চ কুতোঽস্মাকং সম্প্রতি তদ্ভজনং যেন সদা বিষ্ণুনৈব রক্ষা স্যাদতস্তদাদিষ্টনীতি-

---

হইতে শিলা পৃষ্ঠে পতিত হয়, অথচ অক্ষত-দেহ ; ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হয় যে, অচ্যুতের অনুচরবর্গই ইহাকে সর্ব্বত্র রক্ষা করিতেছেন ॥ ১১ ॥

আরও আশ্চর্য্য যে, এতাদৃশ সুবৃহৎ বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে দণ্ডায়মান কালেই বৃক্ষদ্বয় উৎপাটিত হইয়া পতিত হয় ; কিন্তু তাহাতে কৃষ্ণ বা অন্য কোন বালকের তদাঘাতে মৃত্যু বা কোন অনিষ্টই হয় নাই ; সে কেবল ভগবান্ রক্ষা করিয়াছেন মাত্র ॥ ১২ ॥

এই সমস্ত উৎপাতজনিত অমঙ্গলে ব্রজ সম্পূর্ণ অভিভূত হইবার

আভাস।

কোন প্রতীকার দেখা যায় না। বালঘাতিনী পূতনাদির অত্যাচারে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, গোপ প্রহরীর দ্বারা রাক্ষস-মায়া নিবারণ করা যায় না। উপর্য্যুপরি তৃণাবর্ত্তাদির বালক-হনন চেষ্টা হইতে কৃষ্ণের রক্ষা স্বয়ং ভগবানই করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

তাবদ্বালানুপাদায় যাস্যামোঽন্যত্র সানুগাঃ ॥ ১৩ ॥
বনং বৃন্দাবনং নাম পশব্যং নবকাননং।
গোপগোপীগবাং সেব্যং পুণ্যাদ্রিতৃণবীরুধং।

অন্বয়ঃ।

কালেন সানুগাঃ বয়ং বালান্ উপাদায় ইতঃ স্থানাৎ অন্যত্র যাস্যামঃ ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ বৃন্দাবনং নাম গোপগোপীগবাং সেব্যং সম্ভোগার্হং যতঃ পুণ্যাদ্রিতৃণবীরুধং পুণ্যাঃ প্রসন্নাঃ এবাদ্রয় স্তৃণা বীরুধশ্চ যত্র নবকাননং পশব্যং পশুভ্যোঃ হিতং, সর্ব্বোপদ্রবরহিতং বনং অস্তি।

শ্রীধরস্বামী।

অরিষ্টোঽনর্থঃ। ইতঃ স্থানাৎ ॥ ১৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শাস্ত্রমেবানুসরণীয়মিত্যাহ যাবদিতি ॥ ১৩ ॥

ন চাস্মৎপ্রাচীনরাজধানী নন্দীশ্বরো গন্তুং শক্যঃ যত্তয়ান্নন্দীশ্বরাৎ পলায্যাত্র মহাবনে বয়ং অবসাম তস্মাদিষ্টস্য সংপ্রত্যপি তত্রৈব স্থিতেঃ। ন চ ব্রজভূমেরন্যত্র যিযাসা সংভবেদরোচকত্বাদেব তস্মান্নন্দীশ্বরমহাবনয়ো র্মধ্যবর্ত্তি স্থানমেব বাসার্থং যুজ্যতে ইতি বিচার্য্যাহ বনমিতি। পশব্যং পশুভ্যো হিতং। নবানি কাননান্তরাণি যস্মিন্ তৎ।

পূর্ব্বেই সমস্ত বালক ও আত্মীয়গণকে সঙ্গে লইয়া, আমরা সকলে অন্যত্র গমন করিব ॥ ১৩ ॥

বৃন্দাবন নামে একটী অতি মনোহর প্রাণীমাত্রেরই সুখসেব্য উপবন-শোভিত স্বাস্থ্যকর বন আছে। তথায় গোবর্দ্ধন নামে একটি পর্ব্বত আছে। তথাকার তৃণ ও লতাদি অতি সুন্দর এবং স্বাস্থ্যকর। গোপ, গোপী এবং গাভী সকলের পক্ষেও ঐ স্থান যে সুখসেব্য হইবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই ॥

আভাস।

পূর্ব্বে এই স্থানে সতত বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তিত হইত; নন্দের এই পুত্রটীর জন্ম হইতে এই কৃষ্ণের কথাতেই সকলে নিমগ্ন; বিষ্ণুর নাম গ্রহণে লোকের তাদৃশ যত্ন দেখা যায় না। অতএব এস, সকলে আমরা অদ্য হইতে বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হই। তিনিই সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বপালক, তিনি ব্যতীত আমাদের রক্ষার অন্য কোন উপায় নাই। আর ইতিমধ্যে এই ব্রজ পরিত্যাগ করিয়া, আমরা অন্যত্র যাইবার চেষ্টা করি। এখানে আর বসতি করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ১৩ ॥

আমাদের প্রাচীন রাজধানী নন্দীশ্বর; সেখানেও সম্প্রতি যাওয়া কর্ত্তব্য নহে।

তত্তত্রাদ্যৈব যাস্যামঃ শকটান্ যুঙ্‌ক্তমাচিরং।
গোধনান্যগ্রতো যান্তু ভবতাং যদি রোচতে ॥ ১৪ ॥
তচ্ছ্রুত্বৈকধিয়ো গোপাঃ সাধু সাধ্বিতি বাদিনঃ।
ব্রজান্ স্বান্ স্বান্ সমাযুজ্য যযু রূঢ়পরিচ্ছদাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।

যদি ভবতাং রোচতে তৎ তদা অদ্যৈব তত্র যাস্যামঃ, চিরং মা বিলম্বেন অলং, শকটান্ যুঙ্‌ক্ত, গোধনানি অগ্রতঃ যান্তু ॥ ১৪ ॥

তৎ শ্রুত্বা সাধু সাধু ইতি বাদিনঃ একধিয়ঃ আপত্তিশূন্যাঃ গোপাঃ স্বান্ ব্রজান্ ব্রজবর্ত্তিগবাদীন্ সমাযুজ্য মেলয়িত্বা রূঢ়পরিচ্ছদাঃ রূঢ়াঃ পরিহিতাঃ পরিচ্ছদাঃ যৈঃ তে ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

পশব্যং পশুভ্যো হিতং। নবানি কাননাদি অবান্তরাণি বিদ্যন্তে যস্মিন্ ॥ ১৪ ॥

একধিয়ঃ বিপ্রতিপত্তিরহিতাঃ। ব্রজান্ শকটব্যূহান্। রূঢ়াঃ শকটান্তারোপিতাঃ পরিচ্ছদা যৈস্তে ॥ ১৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তত্তস্মাৎ। তত্র বৃন্দাবনে। ভবতাং ভবদ্ভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

ব্রজান্ ব্রজবর্ত্তিগবাদীন্ একত্র মেলয়িত্বা রূঢ়াঃ শকটান্তারূঢ়াঃ পরিচ্ছদা যেষাং তে ॥ ১৫ ॥

আপনাদের সকলের যদি অভিপ্রেত হয়, তবে অদ্যই চলুন? সকলে তথায় গমন করি। আর অধিক বিলম্ব না করিয়া, নিজ নিজ শকট যোজনা করা যাউক্ এবং সর্ব্বাগ্রে গোধন সকল আমাদের অগ্রসর হউক্? ॥ ১৪ ॥

উপনন্দের কথা শ্রবণে গোপগণ কেহ প্রতিবাদ না করিয়া, বরং আপনি হিতকর উপদেশ দিয়াছেন? বলিয়া তাঁহাকে সকলে সাধুবাদ দিতে লাগিলেন; এবং গোধনাদি স্ব স্ব সামগ্রী সমাহরণ পূর্ব্বক পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন ॥ ১৫ ॥

আভাস।

কারণ যে উৎপাত ভয়ে নন্দীশ্বর পরিত্যাগ করিয়া এই মহাবনে বাস করিতেছি এক্ষণে এই মহাবনেও সেই সমস্ত উৎপাত ক্রমশ দেখা দিতেছে; সুতরাং নন্দীশ্বরে এ জাতীয় বিপদ অবশ্যই আছে। অতএব নন্দীশ্বরও এই মহাবন এতদুভয়েরমধ্যবর্ত্তী বৃন্দাবনেই বাস করা কর্ত্তব্য। বিশেষত বৃন্দাবন বাসের পক্ষে অতীব মনোরম। বাসোপযোগী যাবতীয় বস্তুই বৃন্দাবনে সুলভ। তথায় পশুপালনের বিশেষ সুবিধা আছে। অতএব আমার বিবেচনায় বৃন্দাবনই সর্ব্বাংশে উত্তম; যদি তোমাদের সকলের অভিপ্রেত হয়, তবে আর কাল বিলম্ব না করিয়া, সত্বরই তথায় যাইবার জন্য সকলে প্রস্তুত হও?। ১৪ ॥

বৃদ্ধান্ বালান্ স্ত্রিয়ো রাজন্ সর্ব্বোপকরণানি চ।
অনঃস্বারোপ্য গোপালা যত্তা আত্তশরাসনাঃ।
গোধনানি পুরস্কৃত্য শৃঙ্গাণ্যাপূর্য্য সর্ব্বতঃ।
তূর্য্যঘোষেণ মহতা যযুঃ সহ পুরোহিতাঃ ॥ ১৬ ॥
গোপ্যো রূঢ়রথা নূত্নকুচকুঙ্কুমকান্তয়ঃ।
কৃষ্ণলীলাং জগুঃ প্রীতা নিষ্ককণ্ঠ্যঃ সুবাসসঃ।
তথা যশোদা-রোহিণ্যাবেকং শকটমাস্থিতে।
রেজতুঃ কৃষ্ণরামাভ্যাং তৎকথাশ্রবণোৎসুকে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।

হে রাজন্! গোপালাঃ যত্তাঃ কৃতপ্রযত্নাঃ, আত্তশরাসনাঃ আত্তং গৃহীতং শরাসনং যৈঃ গৃহীতাস্ত্রাঃ তে বৃদ্ধান্ বালান্ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বোপকরণানি চ অনঃসু শকটেষু আরোপ্য ॥ গোধনানি পুরস্কৃত্য সর্ব্বতঃ মহতা তূর্য্যঘোষেণ শৃঙ্গাণি চ আপূর্য্য সহপুরোহিতঃ পুরোহিতেন সহ যযুঃ ॥ ১৬ ॥

নিষ্ককণ্ঠ্যঃ পদকধারিণ্যঃ সুবাসসঃ নূত্নকুচকুঙ্কুমকান্তয়ঃ কুচযুগলে অভিনবকুঙ্কুমরাগরঞ্জিতাঃ রূঢ়রথাঃ রূঢ়াঃ রথাঃ যাভিঃ তাঃ গোপ্যঃ প্রীতাঃ সত্যঃ কৃষ্ণলীলাং জগুঃ গীতবত্যঃ ॥ তথা কৃষ্ণরামাভ্যাং সহ তৎকথাশ্রবণোৎসুকে যশোদারোহিণ্যৌ একং শকটং আস্থিতে সত্যৌ রেজতুঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যত্তাঃ কৃতপ্রযত্নাঃ ॥ ১৬ ॥

নূত্নৈঃ কুচগতৈঃ কুঙ্কুমৈঃ কান্তি র্যাসাং তাঃ। নূত্নেষু কুচেষু যৎ কুঙ্কুমং তেন কান্তি র্যাসামিতি বা ॥ ১৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যত্তা প্রযত্নবন্তঃ ॥ ১৬ ॥

একং শকটমিতি দ্বয়োরেব পুত্রদ্বয়বিরহসহনাশক্তেঃ ॥ ১৭ ॥

হে নরেন্দ্র! গোপগণ তৎকালে বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী ও যাবতীয় গৃহসামগ্রী শকটে আরোহণ করাইয়া, নিজ নিজ ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক সকলে গমনার্থ প্রস্তুত হইলেন ॥

পথে যাইবার সময় সর্ব্বাগ্রে গোধন সমূহ চালিত করত তুরি ও শৃঙ্গের উচ্চ রবে দিক্‌সকল প্রতিধ্বনিত করিয়া, পুরোহিত সমভিব্যাহারে তাঁহারা যাত্রা করিলেন ॥ ১৬ ॥

কুচমণ্ডলে অভিনব কুঙ্কুমরাগরঞ্জিতা গোপীগণ গলদেশে পদক ও উত্তম বেশভূষাদি ধারণ করত শকটে আরোহণ পূর্ব্বক কৃষ্ণলীলা গান করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন ॥

বৃন্দাবনং সংপ্রবিশ্য সর্ব্বকালসুখাবহং।
তত্র চক্রুর্ব্রজাবাসং শকটৈরর্দ্ধচন্দ্রবৎ।
বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনাপুলিনানি চ।
বীক্ষ্যাসীদুত্তমা প্রীতি রামমাধবয়ো র্নৃপ ॥ ১৮ ॥
এবং ব্রজৌকসাং প্রীতিং যচ্ছন্তৌ বালচেষ্টিতৈঃ।
কলবাক্যৈঃ স্বকালেন বৎসপালৌ বভূবতুঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ।

(তে সর্ব্বে) সর্ব্বকালসুখাবহং সর্ব্বেষু কালেষু সুখং আবহতি যৎ সর্ব্বর্ত্তু সুখপ্রদং বৃন্দাবনং সংপ্রবিশ্য শকটৈঃ অর্দ্ধচন্দ্রবৎ ব্রজাবাসং গোকুলবাসং চক্রুঃ ॥

হে নৃপ! বৃন্দাবনং, গোবর্দ্ধনং গিরিং, যমুনাপুলিনানি চ বীক্ষ্য রামমাধবয়োঃ বল-কেশবয়োঃ, উত্তমা প্রীতিঃআসীৎ ॥ ১৮ ॥

এবং বালচেষ্টিতৈঃ, বাল্যলীলাভিঃ কলবাক্যৈঃ মধুরভাষণৈঃ, ব্রজৌকসাং ব্রজবাসিনাং, প্রীতিং আনন্দং যচ্ছন্তৌ তৌ স্বকালেন উপযুক্তবয়সা বৎসপালৌ বভূবতুঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ব্রজাবাসং গোকুলবসতিস্থানং ॥ ১৮ ॥

স্বকালেন তদ্‌যোগ্যকালেন ॥ ১৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অর্দ্ধচন্দ্রবদিতি পশ্চাদ্ভাগে প্রতি স্বদ্রব্যস্থাপনার্থং অগ্রভাগে বিস্তীর্ণে গবাদিনাং সুখ-নির্গমার্থঞ্চ। শকটীবাটপর্য্যন্তশ্চন্দ্রার্দ্ধাকারসংস্থিতে ইতি বিষ্ণুপুরাণেচ এবং তদ্দিনে শকটৈরেব চক্রুঃ। দীনান্তরেতু যথা শ্রীহরিবংশে কণ্টকীভিঃ প্রবৃদ্ধাভি স্তথা কণ্টকীভি র্দ্রুমৈঃ। নিখাতোচ্ছ্রিতশাখাভিরভিগুপ্তং সমন্তত ইতি ॥ ১৮ ॥

যশোদা ও রোহিণী বিচিত্র বসনাদি পরিধান করিয়া রাম ও কৃষ্ণকে লইয়া একটী পৃথক শকটে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং গমনকালে পথে বালক-দ্বয়ের অভ্যুদয় ও ক্রীড়াকথা ব্যতীত তাঁহাদের মুখে আর অন্য কথাই ছিল না ॥১৭॥

তাহারা সকলে সেই সর্ব্বকাল-সুখপ্রদ বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া, অর্দ্ধ-চন্দ্রের ন্যায় শকটাকার গোকুল স্থানই আপনাদের বসতির স্থান নির্ণয় করিলেন ॥

হে নরনাথ! সেই বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত এবং যমুনা পুলিনাদি নিরীক্ষণ করত, বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ নিতান্তই আনন্দিত হইলেন ॥ ১৮ ॥

তাঁহারা বালকোচিত আচরণে এবং মধুর আলাপনে ব্রজবাসী জনমাত্রেরই বিশেষ প্রীতিবর্দ্ধন পূর্ব্বক অতি অল্প দিবস মধ্যেই বৎসপালকরূপে পরিচালিত হইয়া ॥ ১৯ ॥

অবিদূরে ব্রজভুবঃ সহ গোপালবালকৈঃ।
চারয়ামাসতু র্ব্বৎসান্নানাক্রীড়াপরিচ্ছদৌ ॥ ২০ ॥
ক্বচিদ্বাদয়তো বেণুং ক্ষেপণৈঃ ক্ষিপতঃ ক্বচিৎ।
ক্বচিৎপাদৈঃ কিঙ্কিণীভিঃ ক্বচিৎ কৃত্রিমগোবৃষৈঃ
বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরং ॥ ২১ ॥

অন্বয়।

নানাক্রীড়াপরিচ্ছদৌ ননাবিধাঃ বেণুবেত্রশৃঙ্গবীণাকন্দুকাদয়ঃ ক্রীড়ায়াঃ পরিচ্ছদাঃ সাধনানি যয়োঃ তৌ রামকৃষ্ণৌ গোপালবালকৈঃ সহ ব্রজভুবঃ অবিদূরে সমীপে আহ্বন-প্রাপ্যপ্রদেশে বৎসান্ চারয়ামাসতুঃ ॥ ২০ ॥

ক্বচিৎ কস্মিংশ্চিৎ কালে দেশে বা (তৌ) বেণুং বাদয়তঃ ক্বচিৎ ক্ষেপণৈঃ যষ্ট্যাদিভিঃ লোষ্ট্রাদিকং ক্ষিপতঃ ক্বচিৎ কিঙ্কিণীভিঃ কিঙ্কিণীযুক্তৈঃ পাদৈঃ (নৃত্যতঃ) ক্বচিৎ কৃত্রিম-গোবৃষৈঃ (স্ব স্ব যূথীকৃতৈঃ বালকৈঃ সহ স্বয়ং অপি) বৃষায়মাণৌ তদনুকৃতবন্তৌ নর্দ্দন্তৌ শব্দান্ কুর্ব্বন্তৌ (তথা) পরস্পরং যযুধাতে ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কৌমারলীলাং নিরূপয়তি অবিদূর ইত্যাদিনা ॥ ২০ ॥

ক্ষেপণৈ র্বিল্বামলকফলাদিভিঃ কিঙ্কিণীযুক্তৈঃ পাদৈঃ ক্ষিপতস্তাড়য়তঃ। বৎসপালা এব কৃত্রিমাঃ কম্বলাদিপিহিতা বৃষরূপমনুকুর্ব্বন্তি তৈঃ সহ স্বয়মপি তথৈব বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ তদনুকারিশব্দান্ কুর্ব্বন্তৌ যুযুধাতে ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অকালেন স্বোচিতসময়েন ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

ক্ষেপণৈ র্ডোরীযষ্ট্রৈ বিল্বামলকাদিকং ক্ষিপতঃ দূরে চালয়তঃ। কিঙ্কিণীযুক্তৈঃ পাদৈঃ ক্ষিপত স্তাড়য়তঃ। কৃত্রিমগোবৃষৈঃ কম্বলাদিপিহিতবালকৈ র্বৃষাকারৈঃ সহ স্বয়মপি তথৈব বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ তদনুকারিশব্দান্ কুর্ব্বাণৌ যুযুধাতে ॥ ২১ ॥

পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক ক্রীড়োপকরণাদি সংগ্রহ করত, বয়স্যগণের সঙ্গে ব্রজভূমের অনতিদূরে বৎস সমস্ত চারণ করাইতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

কখন কোথায়ও বেণুধ্বনি করিতেছেন, কোথায় বা কিঙ্কিণীযুক্ত চরণে নৃত্য করিতে করিতে পাদ দ্বারা বিল্ব আমলাকাদি ফল সমূহ ক্রীড়াচ্ছলে দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন; কখন বা আপনাদিগকে বৎসযূথের পতি বৃষরূপ কল্পনা করত গো ও বৃষের ন্যায় ধ্বনি করিয়া? পরস্পর যুদ্ধ করিতেছেন ॥ ২১ ॥

অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তূন্ চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা।
কদাচিদ্যমুনাতীরে বৎসাংশ্চারয়তোঃ স্বকৈঃ।
বয়স্যৈঃ কৃষ্ণবলয়োর্জিঘাংসুর্দৈত্য আগমৎ ॥ ২২ ॥
তং বৎসরূপিণং বীক্ষ্য বৎসযূথগতং হরিঃ।
দর্শয়ন্ বলদেবায় শনৈর্মুগ্ধ ইবাসদৎ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়।

প্রাকৃতৌ লৌকিকবালকৌ যথা তথা রুতৈঃ শব্দৈঃ জন্তূন্ হংসময়ূরাদীন্ অনুকৃত্য তদনুকারি শব্দান কুর্ব্বতৌ চেরতুঃ বিজহ্রতুঃ।

কদাচিৎ স্বকৈঃ প্রিয়তমৈঃ, বয়স্যৈঃ সহ যমুনাতীরে বৎসান্ চারয়তোঃ কৃষ্ণবলয়োঃ কৃষ্ণং বলরামং জিঘাংসুঃ হন্তুং ইচ্ছুঃ (কশ্চিৎ) দৈত্যঃ (তত্র) আগমৎ ॥ ২২ ॥

বৎসযূথগতং বৎসরূপিণং তং দৈত্যং বীক্ষ্য দৃষ্ট্বা (দুষ্টানাং প্রাণহরণাৎ শিষ্টানাং চ মনোহরণাৎ) হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ বলদেবায় দর্শয়ন্ সঙ্কেতেন জ্ঞাপয়ন্, স্বয়ং মুগ্ধঃ অজানন্ ইব শনৈঃ আসদৎ সমীপং জগাম ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

রুতৈঃ শব্দৈ জন্তূন্ হংসময়ূরাদীন্ ॥ ২২ ॥

মুগ্ধ ইব অজানন্নিব আসদৎ সমীপমাগমৎ ॥ ২৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

জন্তূন্ হংসময়ূরাদীন্ ॥

কৃষ্ণবলয়োরিতি ষষ্ঠী আর্ষী ॥ ২২ ॥

দর্শয়ন্ ভ্রূসংজ্ঞয়া বলদেবং জ্ঞাপয়ন্ মুগ্ধ ইব অজানন্নিব আসদৎ নিকটং প্রাপ ॥ ২৩ ॥

সামান্য বালকের ন্যায় কোথায়ও বা হংস ময়ূরাদির স্বর অনুকরণ করত বিচরণ করিতেন।

একদিন তাঁহারা প্রিয় বয়স্যগণে পরিবৃত হইয়া যমুনাতীরে বৎস চারণ করাইতেছেন, ইত্যবসরে একটা দৈত্য তাঁহাদের উভয়কে বিনাশ করিবার মানসে তথায় উপস্থিত হইল। ॥ ২২ ॥

এবং বৎসরূপ ধারণ করত বৎসযুথ মধ্যে প্রবেশ করিলে শ্রীহরি ইঙ্গিত দ্বারা বলদেবকে ঐ বিষয়টী জ্ঞাত করিয়া ধীরে ধীরে ঐ দৈত্য সমীপে অগ্রসর হইলেন ॥ ২৩ ॥

আভাস।

কৃষ্ণৈকান্তপ্রাণ সকল গোপগণেই উপনন্দের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রশংসা করিলেন এবং স্ব স্ব দ্রব্য সামগ্রী ও গোধনাদি সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন ॥

গৃহীত্বাপরপাদাভ্যাং সহ লাঙ্গূলমচ্যুতঃ।
ভ্রাময়িত্বা কপিত্থাগ্রে প্রাহিণোদ্গতজীবিতং।
স কপিত্থৈর্মহাকায়ঃ পাত্যমানৈঃ পপাত হ।
তং বীক্ষ্য বিস্মিতা বালাঃ শশংসুঃ সাধু সাধ্বিতি।
দেবাশ্চ পরিসন্তুষ্টা ববৃষুঃ পুষ্পসন্ততিং ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ।

তথা অচ্যুতঃ অপ্রচ্যুতস্বভাবঃ, শ্রীকৃষ্ণঃ (তস্য) অপরপাদাভ্যাং পশ্চাৎপাদাভ্যাং, সহ-লাঙ্গূলং যথা ভবতি তথা গৃহীত্বা ভ্রাময়িত্বা চ গতজীবিতং মৃতং তং কপিত্থাগ্রে প্রাহিণোৎ প্রাক্ষিপৎ ॥

পাত্যমানৈঃ কপিত্থৈঃ ফলৈঃ সহ সঃ মহাকায়ঃ দৈত্যঃ হ পপাত; বালাঃ তং বীক্ষ্য বিস্মিতাঃ সন্তঃ সাধু সাধু ইতি (কৃষ্ণং) শশংসুঃ প্রশংসাং চক্রুঃ দেবাঃ চ পরিসন্তুষ্টাঃ সন্ত পুষ্পসন্ততিং ববৃষুঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অপরপাদাভ্যাং সহ লাঙ্গূলং যথা ভবতি তথা গৃহীত্বা ॥ ২৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অপরাভ্যাং পাদাভ্যাং সহিতং লাঙ্গূলং তস্য গৃহীত্বা অচ্যুতঃ সংসারসিন্ধৌ চ্যুতিং তস্য দূরীকুর্ব্বন্। কপিত্থাগ্রে ইতি তদ্দেহেনৈব ক্রীড়োপযোগিকপিত্থফলপাতনার্থমিতি ভাবঃ। গতং জীবিতং যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা প্রাহিণোৎ।

স বৎসাসুরঃ ॥ ২৪ ॥

তিনি অকস্মাৎ ঐ অসুরের পশ্চাৎ পাদদ্বয় ও লাঙ্গুল ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে শূন্যে মণ্ডলাকার পরিভ্রমণ করাইয়া অতি প্রবলবেগে একটী কপিত্থ বৃক্ষের অগ্রভাবে নিক্ষেপ করিলেন এবং সেই পতনেই অসুর প্রাণ ত্যাগ করিল ॥

বৃক্ষাগ্রে সেই মহাকায় দৈত্যের পতনে বৃক্ষ সমূহ উৎপাটিত হইবার উপক্রম দর্শনে বয়স্য বালকগণ অতি বিস্মিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দেবতাগণ পরিতুষ্ট হইয়া আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

আভাস।

শ্রীহরিবংশে উক্ত বচনানুসারে কালিয় হ্রদের দক্ষিনাংশে আট ক্রোশ দীর্ঘ এবং চারি ক্রোশ প্রশস্ত স্থানই ব্রহ্মবাস বলিয়া বিখ্যাত। এই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ব্রজে উপনীত হইয়া স্থানীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে রামকৃষ্ণের চিত্ত অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছিল। তাঁহারা বালকোচিত ক্রীড়ার দ্বারা সমস্ত ব্রজবাসী ব্যক্তিরই চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন ॥

তৌ বৎসপালকৌ ভূত্বা সর্ব্বলোকৈকপালকৌ।
সংপ্রাতরাশৌ গোবৎসাংশ্চারয়ন্তৌ বিচেরতুঃ ॥ ২৫ ॥
স্বং স্বং বৎসকুলং সর্ব্বে পায়য়িষ্যন্ত একদা।
গত্বা জলাশয়াভ্যাসং পায়য়িত্বা পপু র্জলং।

অন্বয়ঃ।

সর্ব্বলোকৈকপালকৌ সর্ব্বেষাং লোকানাং ভুবনানাং একৌ এব পালকৌ মুখ্যপালকৌ (ইদানীং) বৎসপালকৌ তৌ রামকৃষ্ণৌ সংপ্রাতরাশৌ প্রাতর্ভোজনকারিণৌ সন্তৌ (প্রাতর্ভোজ্যমন্নং তৎসহিতৌ, তৎপূর্ব্বমিত্যর্থঃ) গোবৎসান্ চারয়ন্তৌ বিচেরতুঃ ॥ ২৫ ॥

স্বং স্বং বৎসকুলং পায়য়িষ্যন্তঃ সর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণাদয়ঃ একদা জলাশয়াভ্যাসং জলাশয়স্য (নন্দীশ্বরগিরেঃ পূর্ব্বতোস্থিতস্য) অভ্যাসং সমীপং, গত্বা (বৎসান্) জলং পায়য়িত্বা স্বয়ং জলং পপুঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সর্ব্বেষাং লোকানামেকৌ মুখ্যৌ পালকৌ ॥ ২৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

একপালকৌ মুখ্যপালকৌ। প্রাতরাশঃ প্রাতর্ভোজনং ॥ ২৫ ॥

সর্ব্বভুবনের একমাত্র প্রতিপালক রামকৃষ্ণ এক্ষণে বৎসপালক হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রাতঃকালেই ভোজনাদি সমাধা করিয়া সমস্ত দিবা বৎসচারণ করাইয়া বিচরণ করিতেন ॥ ২৫ ॥

স্ব স্ব বৎসযূথকে জল পান করাইবার অভিপ্রায়ে একদিন বৃহৎ জলাশয় সমীপে গমন করিয়া বৎসগণকে জল পান করাইলেন এবং নিজেরাও পান করিলেন ॥

আভাস।

কৃষ্ণের বাল্যলীলায় বৃন্দাবনীয় যাবতীয় প্রেমিক নন্দযশোদাদি ভক্তগণের উত্তরোত্তর প্রীতি এবং তত্রত্য অসুরগণের নিপাতন ইহাই বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যিনি সর্ব্বাধিপতি ভগবান পরমপুরুষ, যাঁহার কণা মাত্র ঈক্ষণে কত শত শত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইতেছে, তাঁহার চরিত্রে সামান্য অসুরবধার্থ ও তৎকালীন জনগণের তুষ্টিবিধানার্থ বিচিত্র কার্য্য বিবরণে প্রচুর ভগবচ্ছক্তির খর্ব্বতা করা হয় মাত্র; এরূপ সন্দেহ কখনই কর্ত্তব্য নহে। ভগবান বেদব্যাস তাদৃশ ব্যর্থ ভাব লিখিবার পাত্র নহেন। ব্রহ্মকোপানলে পরিদগ্ধহৃদয় রাজা পরীক্ষিৎ তাদৃশ উৎকট বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শান্তি কামনায় ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজনী শুকদেবের নিকট শরণাগত হন এবং তাঁহার সদুপদেশে মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশের ন্যায় কালুষ্যশূন্য হৃদয়ে পূর্ণচন্দ্র সদৃশ ভগবজ্জ্যোতিঃ অবলোকন করিয়া পরম

তে তত্র দদৃশুর্ব্বালা মহাসত্ত্বমবস্থিতং।
তত্রস্থু র্বজ্রনির্ভিন্নং গিরেঃ শৃঙ্গমিব চ্যুতং।
সবৈ বকো নাম মহানসুরো বকরূপধৃক্।
আগত্য তরসা কৃষ্ণং তীক্ষ্ণতুণ্ডোঽগ্রসদ্বলী ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ।

তে বালাঃ তত্র বজ্রনির্ভিন্নং বজ্রেণ নির্ভিন্নং ছিন্নং, চ্যুতং পতিতং, গিরেঃ পর্ব্বতস্য, শৃঙ্গং চূড়াং, ইব অবস্থিতং তং মহাসত্ত্বং দদৃশুঃ তত্রস্থুঃ ভীতাঃ, চ বভূবুঃ ॥

তীক্ষ্ণতুণ্ডঃ বকরূপধৃক্ বকোনাম মহান্ বলী সঃ বৈ অসুরঃ তরসা বেগেন আগত্য কৃষ্ণং অগ্রসীৎ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অভ্যাসং সমীপং ॥ ২৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বজ্রেণ নির্ভিন্নং ছিন্নং গিরিশৃঙ্গমিব ॥ ২৬ ॥

বালকগণ তথায় বজ্রপাতিত পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় বৃহৎকায় একটী পক্ষী অবস্থিতি করিতেছে দেখিয়া নিতান্তই ভীত হইল ॥

হে রাজন্! উহা প্রকৃত পক্ষী নহে। বক নামক এক অসুর ঐরূপ সুবৃহৎ বক পক্ষীর ন্যায় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বালকগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। ঐ বলবান্ অসুর কৃষ্ণকে দর্শন করিয়াই দ্রুতপদে তৎসন্নিধানে আগমন করিল এবং অতি তীক্ষ্ণ তুণ্ড্যাগ্রের দ্বারা তাঁহাকে গ্রাস করিল ॥ ২৬ ॥

আভাস।

নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঋষিবর তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, কদন্নভোজনে দেহ বিষদগ্ধের ন্যায় জর্জ্জরিত হইলে, প্রথমত লঙ্ঘনই পথ্য। তদ্দ্বারা দেহের রস পরিপাচিত হইলে অতি অল্পমাত্রায় ঔষধি সেবন করিলেই দেহ সুস্থ ও পবিত্র হয়। দেহে কুরস আমরস) সত্তে ঔষধি সহজে কার্য্যকারী হয় না। তিনি রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন হে রাজেন্দ্র! বিষয়সেবায় দেহে আমরসের ন্যায় আপনার চিত্তে বিবিধ গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, সেই গ্লানিই এই ব্রহ্মশাপের কারণ। শরীরে মান্দ্যভাব অল্পে অল্পে দেখা দিলেও যে পর্য্যন্ত একটী উৎকট পীড়া উপস্থিত না হয়, সে পর্য্যন্ত চিকিৎসার অধীন হইতে প্রায় কাহারও প্রবৃত্তি জন্মে না; আপনিও এই উৎকট ব্রহ্মকোপানল রোগগ্রস্ত হইয়াই তদুপশমনার্থ চিকিৎসিত হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনার সরল উপায়ই এই যে, অন্ততঃ ছয় দিবস বিষয় রস আস্বাদনে অপ্রবৃত্তিরূপ লঙ্ঘন দ্বারা ষড়্-বর্গ কামনা রসকে চিত্ত হইতে সম্পূর্ণ শুষ্ক করুন; সপ্তম দিবসে ঔষধি সেবনে চিরমুক্ত হইবেন। এ ব্যবস্থায় যদি আপনার চিত্ত ধৈর্য্য না মানে, তবে লঙ্ঘন ও ঔষধিসেবন

কৃষ্ণং মহাবকগ্রস্তং দৃষ্ট্বা রামাদয়োঽর্ভকাঃ।
বভূবুরিন্দ্রিয়াণীব বিনা প্রাণং বিচেতসঃ।
তং তালুমূলং প্রদহন্তমগ্নিবদ্গোপালসূনুং পিতরং জগদ্গুরোঃ।
চচ্ছর্দ্দ সদ্যোঽতিরুষাক্ষতং বকস্তুণ্ডেন হন্তুং পুনরভ্যপদ্যত ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ।

কৃষ্ণং মহাবকেন গ্রস্তং দৃষ্ট্বা রামাদয়ঃ (রামং বিনা তে) অর্ভকাঃ বালকাঃ প্রাণং বিনা ইন্দ্রিয়াণি ইব বিচেতসঃ বিমুগ্ধাঃ বভূবুঃ॥

তালুমূলং অগ্নিবদ্ প্রদহন্তং জগদ্গুরোঃ ব্রহ্মণঃ পিতরং জনকং, গোপালসূনুং গোপতনয়ং, তং শ্রীকৃষ্ণং অক্ষতং ক্ষতরহিতং, সদ্যঃ তৎক্ষণং, এব (সঃ) বকঃ চচ্ছর্দ্দ নিজমুখাৎ বহিঃ ববাম পুনঃ অপি তং তুণ্ডেন হন্তুং অভ্যপদ্যত উদ্যতোঽভূৎ ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

রাম আদি র্যেষাং তে নতু রামঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

রামাদয় ইতি রামস্য সর্ব্বজ্ঞস্যাপি তদ্বধসম্বন্ধস্যাপি মোহে ভ্রাতৃস্নেহ এব হেতু দ্রষ্টব্যঃ রুক্মিণীহরণেঽপি শ্রুত্বৈতদ্ভগবান্ রামো বিপক্ষীয়নৃপোত্তমমিত্যাদৌ তস্য তাদৃশত্বস্য তত্রক্ষ্যমাণত্বাৎ ॥

তং কৃষ্ণং প্রদহন্তমিতি তস্য নীলোৎপলসুকুমারশীতলস্যাপি স্পর্শো বহ্নেরিব বজ্রস্যেব তত্তালুদোষাদেব জাতো জিহ্বা দোষাৎ সিতায়া অপি তিক্তত্বমিবেতি জ্ঞেয়ং। অক্ষতং ক্ষতরহিতমিতি তত্র শ্রীকৃষ্ণগাত্রস্য বজ্রায়িতত্বং ধ্বনিতং ॥ ২৭ ॥

বলরামাদি বয়স্য বালক সমূহ শ্রীকৃষ্ণকে বিপুলদেহবিশিষ্ট বকের কবলে কবলিত সন্দর্শন করিয়া প্রাণহীন দেহে ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় সকলেই বিচেতনপ্রায় হইয়া পড়িল ॥

কিন্তু বকাসুর কৃষ্ণকে অধঃকরণ করিতে পারিল না। জগদ্গুরু ব্রহ্মার জনয়িতা গোপবালরূপী শ্রীহরিকে বকাসুর মুখমধ্যে গ্রাসার্থ গ্রহণ করিয়াছল বটে, কিন্তু জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় তদীয় অঙ্গ স্পর্শে তাহার তালুমূল একেবারে প্রদগ্ধের ন্যায় অনুভূত হওয়াতে সে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মুখ হইতে বাহিরে ফেলিয়া দিল; এবং অক্ষতদেহে বাহিরে দণ্ডায়মান দেখিয়া রোষে চঞ্চুাঘাতে বধ করিবার জন্য তৎপ্রতি দৌড়িয়া গেল ॥ ২৭ ॥

আভাস।

একত্রেই কর্ত্তব্য। কিন্তু ঔষধির ক্রিয়া সত্বর সাধিত হইল না কেন? বলিয়া সন্দেহ করা উচিত নহে। যেমন ক্রমশ রসের পরিপাকে ঔষধির প্রাবল্য হয়, সেইরূপ চিত্তবাসনার ক্রমশ দূরীকরণে ঈশ্বরভাব হৃদয়ে প্রকটিত হয়। আমি ও আমার, ইহাই সত্য; তদ্ব্যতীত

তমাপতন্তং স নিগৃহ্য তুণ্ডয়ো র্দোর্ভ্যাং বকং কংসসখং সতাং গতিঃ।
পশ্যৎসু বালেষু দদার লীলয়া মুদাবহো বীরণবদ্দিবৌকসাং ॥ ২৮ ॥
তদা বকারিং সুরলোকবাসিনঃ সমাকিরন্ নন্দনমল্লিকাদিভিঃ।
সমীড়িরে চানকশঙ্খসংস্তবৈ স্তদ্বীক্ষ্য গোপালসুতা বিসিষ্মিরে ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ।

দিবৌকসাং দেবানাং, মুদাবহঃ আনন্দপ্রদঃ, সতাং সাধূনাং, গতিঃ আশ্রয়ঃ, সঃ কৃষ্ণঃ, দোর্ভ্যাং হস্তাভ্যাং, তুণ্ডয়োঃ চঞ্চোঃ, নিগৃহ্য নিতরাং গৃহীত্বা, আপতন্তং অভিধাবন্তং, তং বকং, বীরণবৎ শরপত্রবৎ, লীলয়া অনায়াসেন, বালেষু পশ্যৎসু দদার বিদারয়ামাস ॥ ২৮ ॥

তদা সুরলোকবাসিনঃ দেবাঃ বকারিং কৃষ্ণং নন্দনমল্লিকাদিভিঃ নন্দনকাননস্য পুষ্পৈঃ সমাকিরণ্ ব্যাপ্তং চক্রুঃ আনকশঙ্খসংস্তবৈঃ আনকৈঃ শঙ্খৈঃ অন্যৈঃ সংস্তবৈঃ চ সমীড়িরে তুষ্টুবুঃ গোপালসুতাঃ তৎ বীক্ষ্য বিসিষ্মিরে মিত্রাভ্যুদয়জগরমানন্দময়ং বিস্ময়ং প্রাপুঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তুণ্ডয়োশ্চঞ্চ্বোঃ বীরণবৎ অগ্রন্থিতৃণবিশেষবৎ ॥ ২৮ ॥
সমীড়িরে তুষ্টুবুঃ আনকৈঃ শঙ্খৈঃ অন্যৈশ্চ সংস্তবৈঃ সহ ॥ ২৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তুণ্ডয়োশ্চঞ্চ্বোঃ নিগৃহ্য নিতরাং গৃহীত্বা মুদাবহঃ প্রকর্ষেণ আনন্দপ্রাপকঃ। উশীরং যস্য মূল্যং তদ্বীরণং তদ্বৎ ॥ ২ ॥
সমাকিরন্ সম্যগাকীর্ণং ব্যাপ্তং চক্রুরিত্যর্থঃ। সংস্তবৈঃ প্রাচীনৈঃ ॥ ২৯ ॥

দেবানন্দকারী ভক্তবৎসল ভগবান সেই বকরূপধারী মহান্ প্রচণ্ড অসুরকে হিংসাভিলাষে নিকট আগমন করিতে দেখিয়া বলপূর্ব্বক দুই হস্তে তাহার দুই চঞ্চু ধারণ করিলেন এবং শরপত্রের ন্যায় অবলীলাক্রমে সেই বালগণের সম্মুখেই মুখ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৮ ॥

বকাসুর নিহত হইলে স্বর্গবাসী দেবতাগণ নন্দনকানন হইতে বিবিধ কুসুম চয়ন করিয়া বকহন্তা কৃষ্ণের উপর বর্ষণ করত আনক ও শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি বিচিত্র ধ্বনি দ্বারা তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন। এতদ্দর্শনে গোপবালকগণের নিতান্ত বিস্ময় উপস্থিত হইল ॥ ২৯ ॥

আভাস।

পৃথক্ ঈশ্বর নাই এই মহামোহ ভাব যে পর্য্যন্ত জীবহৃদয় হইতে অন্তর্হিত না হয়, তাবৎ ঈশ্বর আছেন বলিয়া জ্ঞান জীবহৃদয়ে কিছুতেই উদয় হয় না। কিন্তু মহামোহ নিবারণে ভগবানের অস্তিত্ব জ্ঞান একবার উদয় হইলে কালক্রমে তাহার পরিপন্থী ভোগলিপ্সা ক্রমশ তিরোহিত হয়। এই তিরোধান যত্নমান ভক্তের পক্ষে অতি নিকট। আপনিও যত্ন-সহকারে চেষ্টা করিলে অন্তে প্রতিকার পাইবেন। গোপ, গোপী ও গোগণের সুখসেব্য

মুক্তং বকাস্যাদুপলভ্য দারকা রামাদয়ঃ প্রাণমিবেন্দ্রিয়োগণঃ।
স্থানাগতং তং পরিরভ্য নির্বৃতাঃ প্রাণীয় বৎসান্ ব্রজমেত্য তজ্জগুঃ ॥ ৩০ ॥
শ্রুত্বা তদ্বিস্মিতা গোপা গোপ্যশ্চাতিপ্রিয়াদৃতাঃ।

অন্বয়ঃ।

রামাদয়ঃ দারকাঃ বালাঃ, বকাস্যাৎ বকমুখাৎ, মুক্তং উপলভ্য দৃষ্ট্বা ইন্দ্রিয়োগণঃ স্থানাগতং স্বস্থানপ্রাপ্তং প্রাণং ইব কৃষ্ণং উপলভ্য পরিরভ্য সমালিঙ্গ্য, নির্বৃতাঃ সন্তঃ বৎসান্ প্রাণীয় (দিনান্তরবৎ কালমনপেক্ষ্য সর্ব্বান্ পরাবর্ত্ত্য ইতস্ততো গতান্ মেলয়িত্বা) ব্রজং এত্য প্রাপ্য তৎ বকবধং জগুঃ কথয়ামাসুঃ ॥ ৩০ ॥

অতিপ্রিয়াদৃতাঃ অতিপ্রিয়েণ কৃষ্ণেন আদৃতাঃ সম্মানিতাঃ গোপাঃ গোপ্যঃ চ তৎ শ্রুত্বা

শ্রীধরস্বামী।

স্বস্থানমাগতং প্রাণমিব কৃষ্ণং বা প্রাণীয় একীকৃত্য ॥ ৩০ ॥

অতিশয়েন প্রিয়েণ প্রীত্যা আদৃতাঃ সাদরাঃ। প্রেত্যাগতমিব লোকান্তরাদাগতমিব

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্বস্থানমাগতং প্রাণমিব কৃষ্ণং। প্রকর্ষেণেতস্ততঃ সকাশাদানীয় তৎ বৎসবকবধচরিত্রং জগুঃ কৃচ্ছৈঃস্বরেণোচুঃ। যদ্বা। স্বরতালাদিনা গীতং জগ্রহুঃ দিনান্তরেঽপি গানার্থমিতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

অতিপ্রিয়েণ শ্রীকৃষ্ণেন স্বদর্শনদানেনৈবাদৃতাস্তৃষিতান্তমুতং পিবন্তীবেক্ষণানি যেষাং

রামাদি বালকগণ তাঁহাকে বকাসুরের তাদৃশ করাল বদন হইতে অক্ষত দেহে বিনির্গত দেখিয়া প্রাণপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় সকলেই নিতান্ত হৃষ্ট হইল এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করত পরম প্রীতি অনুভব করিল। তাহারা আর বিলম্ব না করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত বৎস সমূহকে একত্রিত করিয়া বকাদির বধ সম্বন্ধে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে ব্রজাভিমুখে গমন করিল ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণান্তঃপ্রাণ গোপ ও গোপী সকল এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। প্রেমের ধন নন্দনন্দনকে সহর্ষে নিকটে সমাগত নিরীক্ষণ

আভাস।

আশ্রয়স্থলই বৃন্দাবন। ভগবান লীলার্থ তথায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং প্রথমত জন্ম হইতে বালক দশাতেই বৃন্দাবনের ব্যাঘাতকারী অসুরদলকে একে একে নির্ঘাতন করিয়াছিলেন, এই লীলা বিবৃত করিয়া শুকদেব পরীক্ষিৎকে ইঙ্গিত করিয়াছেন, যে হে রাজন্! আপনার সমস্ত দেহের মধ্যে হৃদয়ই বৃন্দাবন ধাম। গো শব্দে ইন্দ্রিয়, পী শব্দে বৃত্তিকে বুঝায়; অতএব গোপী শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়বৃত্তি। অতএব যে স্থানে ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়বৃত্তি ইন্দ্রিয়ের ভাব ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতাগণ নিত্য অনবরত পুষ্টিলাভ করে সেই হৃদয়

প্রেত্যাগতমিবৌৎসুক্যাদৈক্ষন্ত তৃষিতেক্ষণাঃ ॥ ৩১ ॥
অহো বতাস্য বালস্য বহবো মৃত্যবোঽভবন্।
অপ্যাসীদ্বিপ্রিয়ং তেষাং কৃতং পূর্ব্বং যতো ভয়ং ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ।

বিস্মিতাঃ তৃষিতেক্ষণাঃ অতৃপ্তনয়নাঃ প্রেত্যাগতং কালসদনাৎ পুনরাগতং ইব অত্যৌসুক্যাৎ শ্রীকৃষ্ণং ঐক্ষন্ত দদৃশুঃ ॥ ৩১ ॥

অহো আশ্চর্য্যে, বত খেদে, অস্য বালস্য বহবঃ মৃত্যবঃ মৃত্যুকারণানি অভবন্ অপি যতঃ ভয়ং পূর্ব্বং কৃতং চিন্তিতং তেষাং এব বিপ্রিয়ং অনিষ্টং আসীৎ ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তৃষিতানি অতৃপ্তানি অমৃতং পিবন্তীবেক্ষণানি যেষাং তে ॥ ৩১ ॥

অহো বতেত্যাদিশ্লোকত্রয়স্য ইতি নন্দাদয় ইত্যনেনান্বয়ঃ। অপি এবমপি তেষামেবানিষ্টমাসীৎ তৈ র্যতঃ পূর্ব্বমন্যেষাং ভয়ং কৃতং ॥ ৩২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তে ঐক্ষন্ত ক্ষতাদিশঙ্কয়া সর্ব্বাঙ্গেষু ন্যভালয়ন্ত ॥ ৩১ ॥

অত্র গোপানামন্যোন্যং বিস্ময়োক্তিমাহ ত্রিভিঃ। মৃত্যবো মৃত্যুহেতবঃ। ভয়ং কৃতং নিরাপরাধানামস্মাকং বালকস্যাস্য চ যস্মাদপকারঃ প্রথমং কৃতস্তস্মাৎ ॥ ৩২ ॥

করিয়া মৃত পুনর্জীবিত সন্তানের ন্যায় কৃষ্ণকে সমুৎসুকচিত্তে অনিমেষলোচনে অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

তাঁহারা সকলে বলিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! বালকের কত রকমই মৃত্যুর কারণ ঘটিল। কিন্তু যাবতীয় ভয়ের কারণ আপনা হইতেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ৩২ ॥

আভাস।

আপনার পরম মঙ্গলময় স্থান বৃন্দাবনের আস্পদ। ভগবান শ্রীহরি যে, কেবল একবার লীলা করিয়া গিয়াছেন এমত নহে; সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ যাবতীয় বিভূতিময় রূপে পরমগোলোকে, সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণরূপে শ্রীবৃন্দাবনে এবং সর্ব্বান্তর্য্যামিরূপে হৃদয়-বৃন্দাবনে নিত্যলীলা করিতেছেন। মনস্বিনী যশোদা প্রভৃতি ভক্তপরিবেষ্টিত পবিত্র বৃন্দাবনধামের অনুকূল তরঙ্গে অসুরগণ অতি অল্প চেষ্টায় যেমন নিবৃত্ত হইয়াছিল, তদ্রূপ সহকারে কেবল এক আস্তিকী বুদ্ধিপ্রভাবেই আপনার হৃদয় হইতে কুপ্রবৃত্তিরূপ অসুরবৃন্দ ক্রমশঃ অল্পে অল্পে নিঃশেষিত হইবে; সন্দেহ নাই। বালঘাতিনী পূতনাও আশাপাশ সদৃশ তৃণাবর্ত্তাদি অসুর সমূহের ধ্বংসের ন্যায় ভগবৎপ্রেমোদয়ে মহামোহের প্রধান অনুচর পরপ্রতারণা আপনার হৃদয়ে আর স্থান পাইবে না। বক হংসের

অথাপ্যভিভবন্ত্যেনং নৈবেতে ঘোরদর্শনাঃ।
জিঘাংসয়ৈনমাসাদ্য নশ্যন্ত্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ ॥ ৩৩ ॥
অহো ব্রহ্মবিদাং বাচো নাসত্যাঃ সন্তি কর্হিচিৎ।
গর্গো যদাহ ভগবানন্বভাবি তথৈব তৎ।

অন্বয়ঃ।

ঘোরদর্শনাঃ বিকটমূর্ত্তয়ঃ এতে এনং বালকং ন অভিভবন্তি অপিতু জিঘাংসয়া এনং আসাদ্য প্রাপ্য অগ্নৌ পতঙ্গবৎ নশ্যন্তি ম্রিয়ন্তে ॥ ৩৩ ॥

অহো ব্রহ্মবিদাং ব্রহ্মজ্ঞানিনাং বাচঃ কর্হিচিৎ অসত্যাঃ মিথ্যাঃ ন সন্তি ভবন্তি। যতঃ ভগবান্ গর্গঃ যৎ আহ তৎ তথৈব অনু পশ্চাৎ অভাবি ॥

শ্রীধরস্বামী।

অথ ঘোরদর্শনা অপি নাভিভবন্তি ন ধর্ষয়ন্তি ॥ ৩৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্বনেন বালকেন পূর্ব্বজন্মনি তেষাং বিপ্রিয়ং প্রথমং কৃতমতএব স্মিন্ জন্মনি হন্তুমেনং তে এবায়ান্তীতি কথং ন সম্ভাব্যন্তে তত্রাহুঃ। অথাপি যদ্যেবমপি স্যাত্তর্হি তৈরয়মভিভূয়েতৈবেত্যর্থঃ। কিন্তু তে নাভিভবন্তি অভিভবিতুং ন শক্নুবন্তি প্রত্যুত জিঘাংসয়েত্যাদি ॥ ৩৩ ॥

তত্র হেতুরস্য নারায়ণসমত্বমেবেত্যাহুঃ। অহো ইতি গর্গো যদাহ নারায়ণসমো গুণৈরিত্যাদি ॥

কি আশ্চর্য্য! যে যে হিংসার অভিপ্রায়ে বিকটবেশে ইহার বিপক্ষে অগ্রসর হইয়াছিল, হুতাশনে নিপতিত পতঙ্গের ন্যায়, তাহাদের সকলেরই বিনাশ হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥

অহো ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণের বাক্য কখন অন্যথা হয় না। গর্গাচার্য্য যেমন বলিয়াছিলেন, সে সমস্তই সত্য সত্যই ঘটিতেছে ॥

আভাস।

ন্যায় শুভ্র, আপাতত মৎস্য সমীপে নিশ্চেষ্ট ও হিতকারীর রূপ অবলম্বনে প্রতীক্ষা করিলেও অবসর মত মৎস্যের প্রাণ সংহারে বিলক্ষণ পটু; ভগবান্ বকরূপী মহাসুরের নিধন দ্বারা বৃন্দাবনস্থ প্রাণীবর্গের হিতসাধন করিয়াছিলেন, ব্যক্ত করিয়া শুকদেব রাজসমীপে এই পরিচয় দিয়াছিলেন যে, জীবহৃদয়ে ঈশ্বরপ্রেমের কণামাত্র উদয় হইলে এবং জীব যদি ভক্তি সিঞ্চনে সেই ভাবের পোষণ করেন, তাহা হইলে কেবল কংসরূপী মহামোহই যে, কেবল নিরাকৃত হয়, তাহা নহে; তৎ সঙ্গে সঙ্গে তাহার আনুসঙ্গিক ব্যাপার প্রতারণাদি কুপ্রবৃত্তি সমূহও আপনা হইতেই বিলীন হইয়া যায়। প্রতারণার প্রভাবে জীবকে আর কলুষিত

ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ কৃষ্ণরামকথা মুদা।
কুর্ব্বন্তো রমমাণাশ্চ নাবিদন্ ভববেদনাং ॥ ৩৪ ॥

॥*॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে বালক্রীড়ায়ামেকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥*॥ ১১ ॥*॥

অন্বয়ঃ।

ইতি মুদা হর্ষেণ কৃষ্ণরামকথাঃ কুর্ব্বন্তঃ পরস্পরং কীর্ত্তয়ন্তঃ তস্যাং কথায়াং রমমাণাঃ গোপাঃ ভববেদনাং ন অবিদন্ ॥ ৩৪ ॥

ইতি দশমে একাদশঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

গর্গো যদাহ। তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে নারায়ণসমো গুণৈরিত্যাদি। বৎসযূথগতং হত্বা বৎসদন্তাসুরং হরিঃ। আড়িযূথগতঞ্চাহন্নগ্রণ্যঃ দন্তিনাং বকং ॥ ৩৪ ॥

॥ * ॥ ইতি দশমে একাদশঃ ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কথাং কুর্ব্বন্তঃ আত্মান্যামুপবিশ্য বাল্যচাপল্যকথাং বৎসবকাদিবধকথাঞ্চ পুনঃ পুনঃ সংলপন্তঃ গীতপদ্যাদিভিরুপনিবধ্নন্তো বা ভবস্য সংসারস্য বেদনাং জ্ঞাপনং। ভো ব্রজরাজ বয়স্তাবদ্ভবতোঽর্দ্ধং ব্যতীতমেব অধুনাপি কথং পুত্রকলত্রকুটুম্বাদিকথাসু নিমজ্জথ; ঘোরঃ সংসারোঽয়ং বর্ত্ততে অস্মাদুদ্ধারার্থং জ্ঞানবৈরাগ্যতপোনারায়ণস্মরণাদিষু কথং ন যতধ্বে ইতি দেশান্তরাগতবৃদ্ধগোপাদিভিজ্ঞাপিতং। নাবিদন্ নৈবাবদধুঃ। ব্যাখ্যান্তরং ত্যাজ্যং। ন পুনঃ কল্পতে রাজন্ সংসারোঽজ্ঞানসম্ভব ইতি পূর্ব্বোক্তে স্তেষাং সংসারস্যৈব নিষেধাৎ কুতস্তদীয়পীড়াশঙ্কেতি ॥ ৩৪ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
একাদশোঽয়ং দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

নন্দাদি গোপগণ এইরূপ রামকৃষ্ণের লীলামৃত শ্রবণে ও কথোপকথনে অতীব আনন্দ ও প্রীতি লাভ করিতেন। সেই আনন্দ-সন্দোহে নিরন্তর ভাসমান থাকায়, তাঁহাদের আর ভব-বেদনা অনুভূত হইত না ॥ ৩৪ ॥

ইতি দশম স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

আভাস।

হইতে হয় না। ইহা ভগবানেরই মহিমা। তিনি যে হৃদয়ে বাস করেন, তাহাকে কোন প্রকারে আর বিপন্ন করেন না ॥

ইতি দশমে একাদশ অধ্যায়ের আভাস সমাপ্ত ॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ॥

ক্বচিদ্বনাশায় মনোদধদ্ব্রজাৎ প্রাতঃ সমুত্থায় বয়স্যবৎসপান্।
প্রবোধয়ন্ শৃঙ্গরবেণ চারুণা বিনির্গতো বৎসপুরঃসরো হরিঃ ॥ ১ ॥
তেনৈব সাকং পৃথুকাঃ সহস্রশঃ স্নিগ্ধাঃ সুশিগ্বেত্রবিষাণবেণবঃ।
স্বান্ স্বান্ সহস্রোপরিসংখ্যয়ান্বিতান্ বৎসান্ পুরস্কৃত্য বিনির্যযুর্মুদা।

অন্বয়ঃ।

শ্রীবাদরায়ণিঃ শুকঃ উবাচ। ক্বচিৎ বনাশায় বনে ভোজনং কর্ত্তুং, মনো দধৎ দৃঢ়েচ্ছাং কুর্ব্বন্ হরিঃ প্রাতঃ সমুত্থায় চারুণা মনোহরেণ শৃঙ্গরবেণ বয়স্যবৎসপান্ প্রবোধয়ন্ বৎসপুরঃসরঃ সন্ বিনির্গতঃ ॥ ১ ॥

(ততঃ) তেন কৃষ্ণেন এব সাকং সহ সহস্রশঃ স্নিগ্ধাঃ স্নেহযুক্তাঃ, সুশিগ্বেত্রবিষাণবেণবঃ সুরম্যং শিক্যং বেত্রং বিষাণং বেণুঃ (বাদ্যবিশেষঃ) যেষাং তাদৃশাঃ পৃথুকাঃ বালকাঃ, স্বান্ স্বান্ সহস্রোপরিসংখ্যয়ান্বিতান্ সহস্রাধিকসংখ্যাযুতান্ বৎসান্ পুরস্কৃত্য মুদা হর্ষেণ, বিনির্যযুঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

দ্বাদশে তু মহাদর্পবপুর্ধরমঘাসুরঃ। বৎসপালগিলং ক্রুদ্ধো গলেঽহন্নিতি বর্ণ্যতে ॥
মহাবক-গলক্রীড়া কেবলস্য ন কৌতুকং। ইতীবাঘাসুরমুখে সসখঃ প্রাবিশদ্ধরিঃ ॥ * ॥
ক্বচিৎ কদাচিৎ বনাশায় বনএব প্রথমভোজনং কর্ত্তুং ॥ ১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দ্বাদশে সখিভিঃ কেলিস্তন্মধ্যেঽঘস্য বর্ণনং।
বক্ত্রে হবিশংস্তে কৃষ্ণোঽন্তু প্রবিশ্যাহংস্তমেধিতঃ ॥ * ॥

ক্বচিদ্দিবসে বনাশায় বন এব প্রাতর্ভোজনং কর্ত্তুং। হরিরিতি বলদেবস্তু মাত্রা জন্মক্ষশান্তিকস্নানাদ্যর্থং গৃহ এব বলাদ্রক্ষিত ইতি জ্ঞেয়ং ॥ ১ ॥
পৃথুকা বালাঃ। শিক্যং শিক্যং। সহস্রস্যোপরিসংখ্যা অযুতাদি স্তয়ান্বিতান্ ॥

শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে নরনাথ! একদিন শ্রীকৃষ্ণ বনে ভোজন করিবার অভিলাষে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া মনোহর শৃঙ্গধ্বনিতে সমবয়স্ক রাখাল বালকদিগকে নিদ্রা হইতে প্রবোধিত করিলেন এবং নিজ বৎস সমূহকে অগ্রে করত নির্গত হইলেন ॥১॥

শৃঙ্গধ্বনিতে গোপবালকগণ সত্বর শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান

আভাস।

দ্বাদশাধ্যায়ে ভগবান্ বাসুদেব বয়স্য বালকগণে পরিবৃত হইয়া বন বিহার করিতেছিলেন; ইত্যবসরে সর্পরূপধারী অঘাসুর তাঁহাকে গ্রাস করিলে; তিনি স্বীয় দেহ বিস্তার পূর্ব্বক তাহার গলদেশ রুদ্ধ করিয়া নিহত করেন, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে ॥

কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈ র্যূথীকৃত্য স্বকান্ স্বকান্।
চারয়ন্তোঽর্ভলীলাভির্বিজহ্রুস্তত্র তত্র হ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।

অসংখ্যাতৈঃ কৃষ্ণবৎসৈঃ স্বকান্ স্বকান্ বৎসান্ যূথীকৃত্য একীকৃত্য, চারয়ন্তঃ, অর্ভলীলাভিঃ বাল্যলীলাভিঃ, তত্র তত্র বিজহ্রুঃ ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তেনৈব শৃঙ্গরবেণ শ্রীকৃষ্ণেন বা। পৃথুকা বালাঃ। স্নিগ্ধাঃ স্নেহযুক্তাঃ। শিক্ শিক্যং রম্যাঃ শিক্যাদয়ো যেষাং তে। সহস্রাধিকসংখ্যাযুক্তান্ বৎসান্ ॥ ২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কৃষ্ণস্য তু বৎসৈরসংখ্যাতৈরসংখ্যসংজ্ঞসংখ্যৈরিত্যর্থঃ। অসংখ্যসংজ্ঞা চ ক্ষীরস্বামিদৃষ্ট্যা জ্ঞেয়া। যথা। একং দশ শতসহস্রাণ্যযুতং প্রযুতাখ্যলক্ষমথ নিযুতং। অর্ব্বুদকোটির্ন্যর্বুদপদ্মে খর্ব্বং নিখর্ব্বমিতি দশভিঃ। গণনান্মহাব্জশঙ্খসমুদ্রমধ্যান্তমথ পরপরার্দ্ধং। তৎস্বহতং পরার্দ্ধমমিতং তৎস্বহতং ভূর্যতোঽসংখ্যমিতি। প্রযুতসংজ্ঞং লক্ষং অর্ব্বুদসংজ্ঞাকোটিরিত্যর্থঃ। পরার্দ্ধপর্য্যন্তাষ্টাদশসংখ্যাদশদশগুণিতা জ্ঞেয়াঃ। তত্রচ দ্বন্দ্বৈক্যান্মহাব্জাদিকং সংখ্যাপঞ্চকং জ্ঞেয়ং। স্বহতমিতি স্বেন গুণিতমিত্যর্থঃ ইতি জ্ঞেয়ং ততশ্চ কৃষ্ণবৎসৈর্মহাযূথৈঃ সহ স্বকান্ স্বকান্ পরার্দ্ধাদিসংখ্যান্ বৎসান্ পৃথক্ পৃথক্ যূথীকৃত্যেত্যর্থঃ। নচ ষোড়শক্রোশীমাত্রস্য বৃন্দাবনস্য প্রদেশে তাবন্তো বৎসা নৈব মান্তীতি বাচ্যং ভগবদ্বিগ্রহস্যৈব ধাম্নশ্চাস্য তথা পরিমিতত্বেঽপ্যচিন্তশক্ত্যা বিভুত্বাৎ তৎপ্রদেশৈকদেশেঽপি পঞ্চাশৎকোটিযোজনপ্রমাণব্রহ্মাণ্ডার্ব্বুদানাং ভগবতৈব ব্রহ্মণে এতদুত্তরাধ্যায়ে দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ। অত এবোক্তং ভাগবতামৃতে। এবং প্রভোঃ প্রিয়াণাঞ্চ ধাম্নশ্চ সময়স্য চ। অবিচিন্ত্যপ্রভাবত্বাদত্র কিঞ্চিন্ন দুর্ঘটমিতি ॥ ২ ॥

করিল এবং নিজ নিজ সুন্দর সিক্যা বেত্র বিষাণ ও বেণু প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া, আপনাদের সহস্র সহস্র বৎসকে অগ্রসর করত অতি প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে করিতে বনে যাত্রা করিল ॥

তাহারা শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য গোবৎসের সহিত নিজ নিজ বৎস সকলকে একত্র মিলিত করিয়া, বালকোচিত ক্রীড়া দ্বারা বনে বিহার করিতে লাগিল ॥ ২ ॥

আভাস।

এতদিন জননীগণ গৃহেই বালকদ্বয়ের ভোজনাদি সম্পাদন করাইতেন। একদিন শ্রীকৃষ্ণ বালকগণ সহ বনে ভোজন করিবার অভিপ্রায়ে গৃহে আহার না করিয়াই বনে গিয়াছিলেন। সে দিন বলরাম তাঁহার সঙ্গে ছিলেন না। কারণ উক্ত দিবসে তাঁহার জন্মতিথি পূজা, সুতরাং তাঁহাকে জননী বলপূর্ব্বকই গৃহে রাখিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

ফলপ্রবালস্তবকসুমনঃপিচ্ছধাতুভিঃ।
কাচমুক্তামণিস্বর্ণভূষিতা অপ্যভূষয়ন্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।

(মাতৃভিঃ) কাচমুক্তামণিস্বর্ণভূষিতাঃ স্বর্ণাদিভিঃ ভূষিতাঃ অপি (তে বালকাঃ) ফলপ্রবালস্তবকসুমনঃপিচ্ছধাতুভিঃ (ফলং আমলকাদি ধাতুর্গৈরিকং প্রবালস্তবকাঃ পুষ্পগুচ্ছাঃ, সুমনসঃ পুষ্পানি, তাভিঃ আত্মানং অভূষয়ন্ ভূষয়াঞ্চক্রুঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কাচাদিভিঃ পূর্ব্বং মাতৃভি র্ভূষিতা অপি ফলাদিভিরাত্মানমভূষয়ন্নিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কাচাদিভিঃ পূর্ব্বং মাতৃভি র্ভূষিতা অপি ফলাদিভি রাত্মানমভূষয়ন্নিত্যর্থঃ। তত্র কাচগুঞ্জে বালানামাগ্রহাৎ মণিস্বর্ণে মাতৃণামাগ্রহাদ্ভূষণে জ্ঞেয়ে ॥ ৩ ॥

জননীগণ বালক সকলকে কাচ, মুক্তা, মণি ও কাঞ্চনময় ভূষণে ভূষিত করিয়া দিলেও তাহারা বন্য ফল, মুকুল, পুষ্প, পুষ্পগুচ্ছ ও মনোহর গৈরিক রঙ্গে আপনাদিগকে সজ্জিত করিল ॥ ৩ ॥

আভাস।

শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব্ব বেণুধ্বনি করত বৎসগণকে সঙ্গে লইয়া বনে গমন করিলে, রাখাল বালকগণ আর বিলম্ব না করিয়া স্ব স্ব গোবৎস সঙ্গে লইয়া বনে তাঁহার সহিত মিলিত হইল। পরস্পরের মিলিত বৎস সংখ্যা এত অধিক যে, ষোড়শ ক্রোশ পরিমিত বৃন্দাবন প্রদেশে তত বৎসের সমাবেশ নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুগণ যেন সন্দেহ না করেন। কারণ ভগবানের লীলায় কিছুই অসম্ভব নাই। সামান্য মানব-বুদ্ধিতে অসম্ভব বোধ হইলেও, ভগবানের নিকট সকলই সম্ভব। তিনি যাহাতে যাহার সন্নিবেশ করিয়াছেন, প্রত্যক্ষবাদী জীব তদনুসারেই যুক্তির স্থির করিয়া থাকেন; তাঁহার কার্য্য অভিনব রূপ ধারণে প্রকাশিত হইলেও অসম্ভব বলিয়া যুক্তির কোলাহল হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও কার্য্যের সীমা বা অন্ত নাই। শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ শিশুরূপ ক্ষুদ্র কলেবরে ও নিতান্ত সীমাবদ্ধ বৃন্দাবন-ধামে অবস্থিত থাকিয়াও অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা ব্রহ্মাকে মহাবিভূতি প্রদর্শন কালে পঞ্চাশকোটীযোজন বিস্তৃত অর্ব্বুদসংখ্যক ব্রহ্মাণ্ড স্বীয় কলেবরে প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। পরমার্থত এই সমস্ত ব্যাপারের সম্যক্ সঙ্গতি হইলে, তাঁহার লীলায় অসংখ্য গোবৎসের সমাবেশ তত অসঙ্গত নহে। ভাগবতামৃতেও উক্ত হইয়াছে যে, পরাৎপর পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, তদীয় প্রিয়জন ও আনুসঙ্গিক কাল, এ সকলই আশ্চর্য্য ও অচিন্ত্যপ্রভাবসম্পন্ন। ইহাঁদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে কোন বিষয়ই দুর্ঘট নহে ॥ ২ ॥

মুঞ্চন্তোঽন্যোন্যশিক্যাদীন জ্ঞাতানারাচ্চ চিক্ষিপুঃ।
তত্রত্যাশ্চ ততো দূরাদ্ধসন্তশ্চ পুনর্দদুঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।

জ্ঞাতান্ অন্যোন্যশিক্যাদীন্ মুঞ্চন্তঃ চোরয়ন্তঃ, বালাঃ আরাৎ দূরাদেব, চিক্ষিপুঃ তত্রত্যাঃ (নিক্ষিপ্তস্থানহিতাঃ বালাঃ) চ পতিতশিক্যাদীন্ ততঃ স্থানাৎ দূরাৎ দূরে (নিক্ষিপ্য) হসন্তঃ চ পুনঃ অধিকারি-বালকেভ্যঃ দদুঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

মুঞ্চন্তশ্চোরয়ন্তঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মুঞ্চন্তশ্চোরয়ন্তঃ। শিক্যাদীনিতি শিক্যেভ্য উদ্ধার্য্য প্রথমমেবান্নাদিপাত্রাণি মুদ্রিত-মুখত্বাং পিপীলিকাদিদুঃপ্রবেশানি কুচিত্তরুতলে কণ্টকাদিভিরাবৃত্য স্থাপিতানীতি জ্ঞেয়ং। তানেব জ্ঞাতান্ সতঃ আরদ্দূরে চিক্ষিপুঃ। তত্রৈব বিক্রতা নেতুং প্রস্থিতে সতি তত্রত্যা বালাস্তেঽপি দূরাচ্চিক্ষিপুঃ। এবমনবস্থয়া স্বস্বদ্রব্যমপ্রাপ্নুবতো বালান্ রুদন্মুখানবলোক্য তে এব হসন্তো দদুঃ ॥ ৪ ॥

কোন বালক অপরের শিক্যাদি গোপনে লইত; জানিতে পারিলেই দূর হইতে তাহা নিক্ষেপ করিয়া দিত। যদি ইত্যবসরে অন্য বালক তাহার নিকটে দণ্ডায়মান থাকিত, সে তৎক্ষণাৎ প্রক্ষিপ্ত শিক্যাদি তথা হইতে উঠাইয়া অন্যত্র ফেলিয়া দিত ॥ ৪ ॥

আভাস।

ব্রজবনিতাগণ সুবর্ণজড়িত মণিময় ভূষণে বালকগণকে অলঙ্কৃত করিয়াও ক্ষান্ত হন নাই; বালকগণের উপরোধে গুঞ্জা ও কাচাদি শিশুর অভিমত সাজেও সজ্জিত করিতেন। কিন্তু সরল-প্রকৃতি বালকগণের কৃষ্ণসহবাসে বন্য বস্তুই ভাল লাগিত। তাহারা বনজাত ফলকুসুমে আপনাদিগকে অলঙ্কৃত করিত ॥ ৩ ॥

যাইবার সময় গোপনারীগণ স্ব স্ব বালককে শিক্যায় করিয়া যে সকল খাদ্যসামগ্রী দিতেন, বালকগণ তাহা লইয়া গিয়া, তরুমূলাদি কোন প্রচ্ছন্ন স্থানে কণ্টকাদির দ্বারা আবৃত করত গোপনে রাখিতেন। অন্য বালক তাহা জানিতে পারিয়া, গোপনে লইয়া লুকাইয়া রাখিত; পরে ভোজনকালে অন্বেষণ করিতে দেখিলে, দূরে সর্ব্বসমক্ষে শিক্যাসহ নিক্ষেপ করিত। যাহার দ্রব্য, সে গ্রহণার্থ তথায় দৌড়াইয়া গেলে, অপর বালক আবার তথা হইতে অন্যত্র ফেলিয়া দিত। এইরূপে নানা প্রকারে বালকোচিত ব্যবহারে তাঁহারা সকলেই বনবিহারে বিশেষ প্রীতি প্রাপ্ত হইতেন ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সকলেরই প্রিয়, এবং তাঁহারও কৃষ্ণের প্রিয়। জীবিত প্রাণীদেহে কোন প্রকার মনোবৃত্তিই যেমন অন্তর্য্যামী জীবচৈতন্য হইতে কদাচ পৃথক্ থাকে না,

যদি দূরং গতঃ কৃষ্ণো বনশোভেক্ষণায় তং।
অহংপূর্ব্বমহংপূর্ব্বমিতি সংস্পৃশ্য রেমিরে ॥ ৫ ॥
কেচিদ্বেণূন্ বাদয়ন্তো ধ্বান্তঃ শৃঙ্গাণি কেচন।
কেচিদ্ভৃঙ্গৈঃ প্রগায়ন্তঃ কূজন্তঃ কোকিলৈঃ পরে ॥ ৬ ॥
বিচ্ছায়াভিঃ প্রধাবন্তো গচ্ছন্তঃ সাধু হংসকৈঃ।

অন্বয়ঃ।

কিঞ্চ কৃষ্ণঃ বনশোভেক্ষণায় বনশোভায়াঃ ঈক্ষণায় দর্শনায় যদি দূরং গতঃ ভবেৎ তর্হি অহং পূর্ব্বং (ইতি উক্ত্বা) তং সংস্পৃশ্য রেমিরে ॥ ৫ ॥

কেচিৎ গোপবালাঃ বেণূন্ বাদয়ন্তঃ কেচন শৃঙ্গাণি ধ্বান্তঃ বাদয়ন্তঃ, কেচিৎ ভৃঙ্গৈঃ সহ প্রগায়ন্তঃ পরে কোকিলৈঃ সহ কূজন্তঃ ॥ ৬ ॥

কেচিৎ বিচ্ছায়াভিঃ বীণাং পক্ষিণাং ছায়াভিঃ প্রধাবন্তঃ কে চ হংসকৈঃ স্বরূপং সাধু গচ্ছন্তঃ বকৈঃ

শ্রীধরস্বামী।

যদি দূরং গতো ভবতি কৃষ্ণস্তর্হি ॥ ৫ ॥

ধ্বান্তো বাদয়ন্তঃ স্বভৃঙ্গৈঃ সহ ॥ ৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তং কৃষ্ণং সংস্পৃশ্যেতি অয়মহমিতি বিক্রম্য প্রথমং কৃষ্ণমস্পৃশং ন ত্বং নত্বমিতি কোলাহলং কুর্ব্বন্তঃ ॥ ৫ ॥

ধ্বান্তো বাদয়ন্তঃ ॥ ৬ ॥

যদি শ্রীকৃষ্ণ বনশোভা সন্দর্শনার্থ তাহাদিগের নিকট হইতে কখন দূরে গমন করিতেন, প্রত্যেক বালকেই "আমি অগ্রে, আমি অগ্রে" স্পর্শ করিব! এই বলিয়া বনে বিচিত্র ক্রীড়া করিত ॥ ৫ ॥

কোন বালক বেণু-ধ্বনি করিতেছে, কেহ বা শৃঙ্গ বাজাইতেছে; কেহ বা ভৃঙ্গের গুণ্ গুণ্ ধ্বনিতে নিজ স্বর মিলাইয়া গান করিতেছে; কেহ বা কোকিলের কূজনে নিজেই কুহু কুহু ধ্বনি করিতেছে ॥ ৬ ॥

আকাশপথে গৃধ্রাদি বৃহৎ পক্ষী সমূহ উড্ডীন হওয়ায়, রবিকিরণে আভাস।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদ্রূপ বৎস ও বালকগণকে পরিহার পূর্ব্বক কখনই পৃথক্ ভাবে অবস্থিতি করিতেন না। তবে দেহাদি ইন্দ্রিয়নিচয়ের কার্য্য সমস্ত যেমন কখন নির্ম্মনস্ক ভাবে সম্পাদিত বলিয়া ক্ষণিক উপলব্ধ হয়, সেইরূপ আত্মারাম পূর্ণকাম শ্রীকৃষ্ণ যদি কখন বনশোভা সন্দর্শনার্থ অন্যত্র গমন করিতেন, সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তির চৈতন্যকে স্পর্শ করিবার চেষ্টার ন্যায়, বালকগণ সকলেই বহুকাল অদর্শনে ব্যথিত হইয়া অগ্রে কৃষ্ণকে স্পর্শ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইত। এবং আমি অগ্রে স্পর্শ করিয়াছি বলিয়া, পরস্পরে কোলাহল করিত ॥ ৫

বকৈরুপবিশন্তশ্চ নৃত্যন্তশ্চ কলাপিভিঃ ॥ ৭ ॥
বিকর্ষন্তঃ কীশবালনারোহন্তশ্চ তৈ দ্রুমান্।
বিকুর্ব্বন্তশ্চ তৈঃ সাকং প্লবন্তশ্চ পলাশিষু ॥ ৮ ॥

অন্বয়।

বকাদৃশৈঃ উপবিশন্তঃ চ কলাপিভিঃ ময়ূরৈঃ চ নৃত্যন্তঃ ॥ ৭ ॥

(কেচিৎ) কীশবালান্ বানরশিশূন বিকর্ষন্তঃ কেচ তৈঃ পুচ্ছৈঃ (লাঙ্গূলং ধৃত্বা) দ্রুমান্ আরোহন্তঃ কেচ তৈঃ মর্কটৈঃ সহ বিকুর্ব্বন্তঃ (দন্তদর্শনাদিভিঃ) পলাশিষু বৃক্ষেষু শাখায়াঃ শাখান্তরং প্লবন্তঃ উদ্গচ্ছন্তঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বিচ্ছায়াভিঃ পক্ষিচ্ছায়াভিঃ। কলাপিভি র্ময়ূরৈঃ ॥ ৭ ॥

ক্বীশবালান্ বৃক্ষশাখাসু লম্বমানানি বানরলাঙ্গূলানি আকর্ষন্ত লাঙ্গূলমমুঞ্চন্তঃ তৈঃ সহ দ্রুমানারোহন্তঃ। বিকুর্ব্বন্তঃ দন্তদর্শনভ্রবিজৃম্ভাদিভিস্তৈঃ সহ বিকারান্ কুর্ব্বন্তঃ। পলাশিষু বৃক্ষেষু প্লবন্তঃ শাখায়াঃ শাখান্তরমুদ্গচ্ছন্তঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বীনাং পক্ষিণাং ছায়াভিঃ ॥ ৭ ॥

কীদৃশান্ বালান্ বৃক্ষশাখাসু লম্বমানানি বানরলাঙ্গূলানি। তৈরমুচ্যমানৈশ্চ লাঙ্গূলৈর্দৃঢ়ং ধৃতৈঃ দ্রুমানারোহন্তঃ। বিকুর্ব্বন্তঃ ভ্রূবিজৃম্ভাদি মুখবিকারান্ কুর্ব্বন্তঃ। তথা তৈঃ সহ পলাশিষু বৃক্ষেষু প্লবন্তঃ শাখায়াঃ শাখান্তরং গচ্ছন্তঃ ॥ ৮ ॥

তাহাদের গমনশীল ছায়া ভূমিতে নিপতিত দেখিয়া, এই দেখ! আমি গগনচারী পক্ষী স্পর্শ করিতেছি বলিয়া, সেই ছায়ায় পদার্পণ করত দৌড়াইতে লাগিল; কেহ বা মরালের মন্দ গমনকে নিন্দা করিয়া আপনার মরালগতির পরিচয় প্রদান করিত। কোন বালক ধার্ম্মিক বক হইয়াছি বলিয়া জলাশয় সন্নিধানে বকের অনুকরণ করত, উপবেশন করিত; অন্যে ময়ূরের ন্যায় আত্ম পরিচয় দিয়া নৃত্য করিত ॥ ৭ ॥

বানর শিশু বৃক্ষোপরি লাঙ্গূল ঝুলাইয়া বসিয়া আছে, দেখিয়া কোন বালক তাহার লাঙ্গুল আকর্ষণ করিত; কেহ বা ঐরূপ লাঙ্গূল ধরিয়া তদবলম্বনেই বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিত। বানরগণ তাহাদের ভয়ে পলায়ন করত এক শাখা হইতে যেমন শাখান্তরে গমন করে, বালকেরাও তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রতিশাখায় বিচরণে অপূর্ব্ব কৌতুক প্রদর্শন করিত ॥ ৮ ॥

সাকং ভেকৈর্বিলজ্জন্তঃ সরিতঃ স্রবসংপ্লুতাঃ।
বিহসন্তঃ প্রতিচ্ছায়াঃ শপন্তশ্চ প্রতিস্বনান্ ॥ ৯ ॥
ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।

অন্বয়।

(কেচিৎ) ভেকৈঃ সাকং স্রবসংপ্লুতাঃ স্রবেণ গির্য্যাদিনির্ঝরেণ সংপ্লুতাঃ পূরিতাঃ সরিতঃ বিলজ্জন্তঃ তত্র প্রতিচ্ছায়াঃ স্বপ্রতিবিম্বানি বিহসন্তঃ মুখবৈকৃত্যাদিপূর্ব্বকং অনুকুর্ব্বন্তঃ প্রতিস্বনান্ প্রতিধ্বনীন্ শপন্তঃ শ্লেষোক্তিভিঃ বর্ণয়ন্তঃ ॥ ৯ ॥

ইত্থং এবং কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ কৃতাঃ পুণ্যানাং পুঞ্জাঃ রাশয়ঃ যৈঃ তে গোপবালকাঃ সতাং জ্ঞানিনাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা ব্রহ্ম চ তৎসুখঞ্চ অনুভূতিঃ চ স্বপ্রকাশ-পরমানন্দ-স্বরূপেণ,

শ্রীধরস্বামী।

প্রতিচ্ছায়াঃ প্রতিবিম্বানি ॥ ৯ ॥

তানতিবিস্মিতঃ। শ্লোকদ্বয়েনাভিনন্দত ইত্থমিতি। সতাং বিদুষাং। ব্রহ্ম চ তৎসুখঞ্চ অনুভূতিশ্চ তয়া স্বপ্রকাশপরমসুখেনেত্যর্থঃ। ভক্তানাং পরমদৈবতেন আত্মপ্রদেন নাথেন

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্রবেণ নদ্যাদিতটেভ্যঃ পরিস্রুতজলেন সংপ্লুতাঃ পূরিতাঃ সরিতঃ সরিৎক্ষুদ্রধারাঃ। প্রতিচ্ছায়াঃ স্বপ্রতিবিম্বানি। ভূজোৎক্ষেপাদিভির্বিসহন্তঃ প্রতিস্বনান্ প্রতিধ্বনীন্ শপন্তঃ রে রে কস্ত্বং ব্রূষে ইতি স্বপ্রতিধ্বনি শ্রুত্বা কুপিতাঃ কিমরে মামেব রে রে কারেণাক্ষিপসি ত্বমদ্যৈব শীঘ্রং ম্রিয়স্বেতি পুনঃ পুনরনবস্থয়া আক্রোশন্তঃ ॥ ৯ ॥

এবং তেষাং ক্রীড়াং নির্বর্ণ্য ব্রজৌকসামিত্যুত্তরশ্লোকোক্ত্যা তদাদিব্রজবাসিমাত্রাণামেব সৌভাগ্যং সর্ব্বেভ্য এব সকাশাদধিকত্বেন স্তৌতি ইত্থমিতি। অত্র জগতি প্রায়স্ত্রিবিধা এব জনা গণ্যন্তে। জ্ঞানিনো ভক্তাঃ কর্ম্মিণশ্চ তত্র সতাং ভক্তিমত্ত্বেন সচ্ছব্দেনোচ্যমানানাং

পর্ব্বতাদির নির্ঝরে পরিপূরিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরোবরাদি জলাশয়ে ভেকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বালকগণও সন্তরণ দিত। জলসমীপে গমন করত জলে আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া মুখবিকৃতি করিত এবং সেই ভাব দর্শন করিয়া বয়স্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিত, এই দেখ! দুষ্ট বরুণানুচর আমাকে উপহাস করিতেছে। প্রতিধ্বনি শ্রবণে তদুত্তর প্রদান-ছলে নানা প্রকার তিরস্কার শব্দ প্রয়োগ করিত ॥ ৯ ॥

আভাস।

ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি সমূহ চৈতন্যের সহবাসে প্রত্যক্ষে পরিদৃশ্যমান বা অনুমান দ্বারা আনীত সুজাতীয় বা কুজাতীয় যে কোন পদার্থই হউক না কেন, তাহাই অবলম্বনে কিছু প্রীতি পাইবার প্রত্যাশা করে; বৃন্দাবনীয় বালকগণও শ্রীকৃষ্ণসহবাসে প্রত্যক্ষে দৃশ্যমান মর্কটাদি, বা ছায়া অবলম্বনে পক্ষী প্রভৃতি, প্রতিবিম্ব অবলম্বনে প্রমাদ এবং প্রতিধ্বনিতে বিকল্পাদি

মায়াশ্রিতানাং নরদারকেন সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ

দাস্যং গতানাং ভক্তানাং পরদৈবতেন সর্ব্বৈশ্বর্য্যরূপেণ ইষ্টদেবেন, মায়াশ্রিতানাং কর্ম্মিণাং নরদারকেণ প্রাকৃতমনুষ্যবালকতয়া প্রতীয়মানেন কৃষ্ণেন সার্দ্ধং সহ বিজহ্রুঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

মায়াশ্রিতানান্তু নরদারকতয়া প্রতীয়মানেন সহ বিজহ্রুঃ। কৃতানাং পুণ্যানাং পুঞ্জা রাশয়ো যেষাং তে ব্রহ্মবিদাং তদনুভব এব ভক্তানাং অতিগৌরবেণৈব ভজনং এতে তু তেন সহ সখ্যেন বিজহ্রুঃ। অহো ভাগ্যমিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

জ্ঞানিনাং। ব্রহ্মচ তৎসুখঞ্চ অনুভূতিশ্চ তয়া সহেতি কৃষ্ণশরীরস্যৈব ব্রহ্মসুখানুভূতিত্বং তেনৈব সহ তেষাং বিহারাৎ। তস্মাত্তদাকারস্য প্রাকৃতত্বমাচক্ষাণাঃ জ্ঞানিমানিনোঽন্যে সচ্ছব্দেনৈবোচ্যন্তে ইতি জ্ঞেয়ং। দাস্যং গতানাং কেবলভক্তিমতাং সতাং পরদৈবতেনেষ্টদেবেনেতি তদানীন্তনা ব্রজস্থজনভিন্নাঃ প্রায়োদাসভক্তা এবেতি ত এব নির্দ্দিষ্টাঃ। মায়াং বৈষয়িকং সুখমাশ্রিতানাং কর্ম্মিণাং নরদারকেণ প্রাকৃতমনুষ্যবালতয়া প্রতীয়মানেন কৃষ্ণেন সহেতি বিজহ্রুরিতি। জ্ঞানিনাং তদনুভব এব নতু তেন সহ বিহারঃ সম্ভবেৎ। ভক্তানাং গৌরবেণ তদ্ভজনমেব নতু বিহারযোগ্যতা। কর্ম্মিণান্তু ন তদনুভবঃ প্রীত্যভাবান্ন তদ্ভজনমপি কুতস্তেন সহ বিহার ইত্যেতে তু বিজহ্রুঃ বিহারৈস্তং স্বানন্দপরিপূর্ণমপি প্রেমবিলাসময়মানন্দবিশেষং প্রাপয়্যৈব স্বয়মপি সর্ব্বতো বিলক্ষণমানন্দুরিত্যর্থঃ। অতঃ সর্ব্বেভ্যঃ সকাশাদেতে এব কৃতপুণ্যা ইতি কিং বক্তব্যং কৃতপুণ্যপুঞ্জা এবেতি লোকপ্রতীত্যৈবোক্তির্নতু নিত্যসিদ্ধানাং তেষাং নিখিলেভ্যো জ্ঞানিভ্যো ভক্তেভ্যশ্চোৎকৃষ্টতমানাং ন তত্র প্রাচীনপুণ্যবত্ত্বং বস্তুতো হেতুরিতি জ্ঞেয়ং পুণ্যশব্দেন ভগবৎপ্রিয়াচরণং বা লক্ষণীয়ং তদ্বশীকারাতিশয়রূপপ্রয়োজনলাভায় ॥ ১০ ॥

হে রাজেন্দ্র! যিনি জ্ঞানীর সচ্চিদানন্দময় পরম ব্রহ্ম; নিতান্ত অনুগত দাসভাবে অবস্থিত ভক্তগণের পরমারাধ্য ইষ্টদেবতা এবং মায়াচ্ছন্ন ভোগাভিলাষী কর্ম্মীর কর্ম্মফলদাতা সেই অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যসম্পন্ন নরবেশধারী কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষে যে গোপবালকেরা ক্রীড়া করিয়াছিল, না জানি ইহা তাহাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কত পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্যেরই ফল হইবে! সন্দেহ নাই ॥ ১০ ॥

আভাস।

ভ্রম পর্য্যন্ত অবলম্বনে ক্রীড়া করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তিসমূহের নৃত্য যেমন কেবল চৈতন্যপ্রভাবে হয় মাত্র, সেইরূপ একমাত্র ভগবান হৃষীকেশের মাহাত্ম্যে বৃন্দাবনে সকলই অমৃতময় সাধারণ দৃষ্টির দোষও গুণে পর্য্যবসিত ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

যৎপাদপাংশুর্ব্বহুজন্মকৃচ্ছ্রতো ধৃতাত্মভি র্যোগিভিরপ্যলভ্যঃ।
নএব যদ্দৃগ্বিষয়ঃ স্বয়ং স্থিতঃ কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমহো ব্রজৌকসাং ॥১১॥

অন্বয়ঃ।

(কিঞ্চ হে রাজন্!) ধৃতাত্মভিঃ সংযতেন্দ্রিয়ৈঃ যোগিভিঃ বহুজন্মকৃচ্ছ্রতঃ বহুভিঃ জন্মভিঃ কৃচ্ছ্রতঃ কৃচ্ছ্রেণ ক্লেশসাধ্যযোগেন অপি যৎপাদপাংশুঃ যস্য পাদরেণুঃ অলভ্যঃ দুষ্প্রাপ্যঃ সঃ এব স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ যদ্দৃগ্বিষয়ঃ (মনোহরশ্যামসুন্দরমূর্ত্যা যেষাং নয়নগোচরঃ) তাদৃশানাং ব্রজৌকসাং ব্রজবাসিনাং দিষ্টং সৌভাগ্যং অহো কিং বর্ণ্যতে ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বহুভির্জন্মভিঃ কৃচ্ছ্রতঃ কৃচ্ছ্রেণ ধৃত আত্মা মনো যৈ স্তৈঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তেন সার্দ্ধং বিহারবার্ত্তা দূরে তাবদাস্তাং তৎসম্বন্ধিবস্তুস্পর্শমপি দুর্ল্লভমিত্যাহ যদিতি। পাংশুরেকোঽপি ধূলিকণঃ। যদ্বা। যস্য পাদপানাং বিহারাস্পদবৃন্দাবনীয়বৃক্ষাণাং অংশুরেকঃ কিরণোঽপি ধৃতাত্মভিরেকাগ্রীকৃতচিত্তৈ র্লব্ধুমনর্হঃ। নায়ং সুখাপো ভগবানিতি পূর্ব্বোক্তেঃ। স্বয়ং স্থিত ইতি স্বদর্শনসাধনমনপেক্ষ্যৈবেত্যর্থঃ। দিষ্টং ভাগ্যং। যদ্বা। দিষ্টমহঃ দিষ্টস্য তেজ উৎসবো বা ॥ ১১ ॥

সংযতচেতা যোগিগণ জন্মজন্মান্তরে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াও যাঁহার চরণের রেণুমাত্র পাইবার অধিকারী হন না, সেই নিখিলেশ্বর ভগবান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অনুপম শ্যামসুন্দরমূর্ত্তি অবলম্বনে যাহাদের সমক্ষে প্রত্যক্ষে দর্শন দিয়াছেন, সেই ব্রজবাসীগণের সৌভাগ্যবিষয় আর কি বর্ণনা করিব! ১১॥

আভাস।

ব্রজবালকদিগের ক্রীড়া বর্ণন করিয়া ব্রজবাসী মাত্রেরই অপূর্ব্ব সৌভাগ্য বর্ণন করিয়াছেন। এই জগতে তিন প্রকার মনুষ্য জীবমধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে; জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্ম্মী। জগত্তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব বিচার পূর্ব্বক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপে যাঁহাদের চিত্ত সদা নিমগ্ন থাকে, তাঁহারাই জ্ঞানী ও সৎ শব্দে উক্ত হইয়াছেন। যে সকল ব্যক্তি সুখসেব্য যাবতীয় সামগ্রী বা সংসার স্রোতের সমুদায় আশ্রয়কে অকিঞ্চিৎকর ও দুঃখপ্রদ জ্ঞানে ঐকান্তিক আগ্রহ-সহকারে সর্ব্বজগতের আশ্রয় সর্ব্বাধিপতি সর্ব্বকর্ম্মফলদাতা সর্ব্বমঙ্গলময় সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন সর্ব্বেশ ভগবানে মন, প্রাণ ও চিত্ত সমর্পণ করত তদুদ্দেশে কর্ম্ম করেন, তাঁহারাই পরম ভক্ত ও ভগবানের দাসপদ-বাচ্য। কর্ম্মিগণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করত বেদবিহিত কর্ম্মকলাপ ও যাগ যজ্ঞাদি সম্পাদন পূর্ব্বক পুণ্য সঞ্চয় করিয়া পরিণামে অতুল ভোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। জ্ঞানী অনুভব দ্বারা, ভক্ত ভজন দ্বারা প্রীতি প্রাপ্ত হন; কর্ম্মী কেবল ভোগ দ্বারা তৃপ্তি পাইয়া থাকেন। এই তিনের মধ্যে কেহই একত্রবিহার জনিত আনন্দ লাভে সমর্থ হন না। কেবল ব্রজবাসী জনগণই

অথাঘনামাভ্যপতন্মহাসুরস্তেষাং সুখক্রীড়নবীক্ষণাক্ষমঃ।

অন্বয়ঃ।

পীতামৃতৈঃ পীতং অমৃতং যৈঃ তাদৃশৈঃ অমরৈঃ অপি নিজজীবিতেপ্সুভিঃ সদ্ভিঃ যদন্তর্ যস্য অঘাসুরস্য অন্তর্ ছিদ্রং মারণোপায়ং নিত্যং প্রতীক্ষ্যতে অন্বিষ্যতে অথ সঃ অঘনামা

শ্রীধরস্বামী।

সুখক্রীড়নবীক্ষণে ন ক্ষমা যস্য সঃ কথম্ভূতঃ যস্য অন্তঃ অন্তরং ছিদ্রং পীতামৃতৈরপি ততো মৃত্যুভীতৈরমরৈঃ প্রতীক্ষ্যতে কথং মরিষ্যতি কদা বেতি। যদ্বা কথম্ভূতং সুখক্রীড়নং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

এবং তত্তদ্বিহারস্য প্রতিক্ষণপরমানন্দবর্দ্ধকত্বাৎ স্বতঃ সমাপ্ত্যসম্ভবমাকলয্য সমাপ্তিঞ্চ বিনা ভোজনপানাদিকং ন বিধ্যোদিতি প্রাত্যহিকভোজনসময়াত্যয়ঞ্চাবধার্য্য লীলাশক্ত্যৈব তদ্বিচ্ছেদার্থং দুষ্টসংহারস্যাপ্যবশ্যকর্ত্তব্যতয়া চ তদানীমেবান্তর্যামিপ্রেরণবশাৎ কশ্চিদঘাসুরো নাম তেষামভিমুখমানিন্যে ইত্যাহ অথেতি। সুখক্রীড়নস্য বীক্ষণমপি ন ক্ষমত

তৎকালে অঘনামে অত্যন্ত বলবান্ এক ভয়ানক অসুর বাস করিত। দেবতাগণ অমৃতপানে অমরত্ব লাভ করিয়াও, তাহার ভয়ে সতত ভীত থাকিতেন; এবং তাহার বিনাশ বাসনায় নিরন্তর রন্ধ্র অন্বেষণ করিতেন।

আভাস।

এই তিন জনের আরাধ্য ও শান্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের সহ বিহারে সমর্থ হইয়াছিলেন। এরূপ সৌভাগ্য যে, কেবল ভূরি পুণ্যের পরিচয় মাত্র তাহা নহে; কারণ পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য না করিলে, ভক্তি বা জ্ঞান-লাভ হয় না; এবং কর্ম্মেরও প্রবৃত্তি জন্মে না। কিন্তু ইঁহারা জ্ঞানীর পরমাত্মভাব, ভক্তের ভগবদ্ভাব, ও কর্ম্মীর ঈশ্বরভাব যে কৃষ্ণদেহে যুগপৎ বিরাজমান ছিল সেই বাসুদেবের সহিত সাক্ষাৎ বিহার লাভ করায়, পূর্ব্বোক্ত তিন জনকেই ফলে অতিক্রম করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ; কেবল ভগবানের অনুকম্পাতেই তাদৃশ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

ভগবৎসঙ্গ লাভে একত্র বিহারের কথা দূরে থাকুক, তৎসম্বন্ধী বস্তুমাত্রের লাভ ও জীবের পক্ষে নিতান্তই দুর্ল্লভ। এমন কি! তাঁহার চরণের একটীমাত্র ধূলিকণা বা বিহার-ভবন বৃন্দাবনের তরুলতাদির কণামাত্র জ্যোতির্লাভও একাগ্রচেতা যোগীর অদৃষ্টে সহজে ঘটে না। ভগবান্ গীতাবাক্য দ্বারা নিজেই বলিয়াছেন যে "বহূনাং জন্মনাং অন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥" জীবব্রহ্মের ঐক্য সমাধানকারী জ্ঞানীর পক্ষেও ভগবল্লাভ এক জন্মে দুর্ল্লভ। জ্ঞান-চর্চ্চায় বহু জন্মজন্মান্তর অতিবাহিত হইলে পর, বাসুদেব বিশ্বময় এই জ্ঞানের উদয় হয়। কিন্তু ব্রজবাসী জনের সৌভাগ্য-জ্যোতিঃ কি অনুপম! সংসারের সার নিত্য নিরঞ্জন শ্রীনিবাস নিয়ত তাঁহাদের নয়ন

নিত্যং যদন্তর্নিজজীবিতেপ্সুভিঃ পীতামৃতৈরপ্যমরৈঃ প্রতীক্ষ্যতে ॥১২॥

অন্বয়ঃ।

মহাসুরঃ তেষাং সুখক্রীড়নবীক্ষণাক্ষমঃ সুখক্রীড়নস্য বীক্ষণে (ঈর্ষয়া) অক্ষমঃ অসহিষ্ণুঃ সন্ অভ্যপতৎ অভ্যধাবত ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যদন্তর্হৃদয়ে অমরৈঃ প্রতীক্ষ্যতে বিচিন্ত্যতে পীতামৃতৈরপি পুনর্নিজজীবিতেপ্সুভিঃ। অয়মর্থঃ নামৃতপানমাত্রেণ জীবনং সফলং ভবতি কিন্তু ভগবৎলীলাস্মরণেনেতি তদেব নিত্যমন্তশ্চিন্ত্যতে ইতি ॥ ১২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইতি সর্ব্বসুখদমপি তেষাং ক্রীড়নং তস্য দুঃখদমভূদিতি ভাবঃ। যদন্তঃ যস্যাঘাসুরস্যান্তরং মরণসাধকচ্ছিদ্রং পীতামৃতৈরপি ততো মৃত্যুভীতৈরমরৈঃ কথং মরিষ্যতীতি প্রতীক্ষ্যতে। যদ্বা। যৎ সুখক্রীড়নং অন্তর্হৃদয়ে প্রতীক্ষ্যতে প্রতিক্ষণমীক্ষ্যতে চিন্ত্যত ইত্যর্থঃ পীতামৃতৈরপি কৃষ্ণলীলামৃতপানং বিনা জীবিতং বস্তুতো জীবিতং ন ভবতি যত স্তস্মান্নিজজীবিতেপ্সুভিরিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

গোপবালকে পরিবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সুখে বনবিহার করিতেছেন দেখিয়া, ঐ অঘাসুর আর সহ্য করিতে পারিল না। সে তাঁহাদের বিনাশ-মানসে দ্রুতবেগে তাঁহাদের সম্মুখে অগ্রসর হইল ॥ ১২ ॥

আভাস।

প্রহরী রূপে সম্মুখেই বিরাজমান ছিলেন ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণসহ বিহারে বালকদিগের পরমানন্দ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইত। সে আনন্দের আর বিরাম ছিল না। আনন্দের উচ্ছ্বাসে বয়স্য বালকগণের পাছে দৈনিক পান ভোজনেও সাবকাশ না হয়, এই অভিপ্রায়ে এবং তৎসঙ্গে দুষ্ট অসুরগণেরও দমন বাসনায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই অন্তর্য্যামিরূপে নিজ লীলার ব্যাঘাত উৎপাদন করত অঘাসুর নামক দৈত্যকে তথায় প্রেরণ করিলেন। বিকট-বেশ অঘাসুরের আগমনেই বালকগণের চিত্তে ব্যাকুলভাব দেখা দিল। খলের চিত্ত পাপপূর্ণ। তাহার উপস্থিতিতে সাধু ব্যক্তিরও চিত্ত বিচলিত হয়; সেও সাধু সমাগমে শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যেমন দুগ্ধপানে ভুজঙ্গের বিষ উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তাদৃশ বৃন্দাবনের অপূর্ব্ব জীবমাত্রেরই শান্তিপ্রদ বাল্যলীলা দর্শনে অঘাসুরের চিত্তে পাপভাবেরই উদয় হইল। ঐ অসুর এতই দারুণ যে, দেববৃন্দ অমৃতপানে অমর হইয়াও তাহার ভয়ে সদাই সশঙ্কিত থাকিতেন এবং একমনে ঐ অসুরের মৃত্যুকামনায় কেবল তাঁহার মারণোপায় চিন্তা করিতেন। এখানে টীকাকার অর্থের অন্যথাভাবও প্রদর্শন করিয়াছেন; যথা। বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলা

দৃষ্ট্বার্ভকান্ কৃষ্ণমুখানঘাসুরঃ কংসানুশিষ্টঃ স বকীবকানুজঃ।
অয়ন্তু মে সোদরনাশকৃত্তয়োর্দ্বয়োরথৈনং সবলং হনিষ্যে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ।

বকী-বকানুজঃ (বকী পূতনা, বকাসুরঃ, তয়োঃ অনুজঃ ভ্রাতা) কংসানুশিষ্টঃ কংসেন আজ্ঞপ্তঃ সঃ অঘাসুরঃ কৃষ্ণমুখান্ কৃষ্ণঃ মুখঃ প্রধানং যেষাং তান্ দৃষ্ট্বা অয়ং তু কৃষ্ণঃ মে মম সোদরনাশকৃৎ ভ্রাতৃহন্তা অতঃ তয়োঃ সহোদরয়োঃ বকীবকয়োঃ হন্তারং এনং কৃষ্ণং সবলং যথা স্যাৎ তথা অহং হনিষ্যে ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কৃষ্ণমুখানর্ভকান দৃষ্ট্বা স ইতি ব্যবস্য নিশ্চিত্য আজগরং বপুর্ধৃত্বা তেষাং গ্রসনাশয়া পথি ব্যশেতেতি তৃতীয়শ্লোকেনান্বয়ঃ। কংশেনানুশিষ্টঃ প্রহিতঃ। বকী পূতনা। কথং ব্যবস্য তদাহ অয়ন্ত্বিতি সার্দ্ধেন। মম তয়োর্দ্বয়োঃ সোদরয়োর্হন্তারং এনং কৃষ্ণং সবলং সসৈন্যং বৎসস্তৎপালসহিতং হনিষ্যামি ॥ ১৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কৃষ্ণমুখান্ কৃষ্ণাদীন্ দৃষ্ট্বা স অঘাসুরঃ ইতি ব্যবস্য নিশ্চিত্য তেষাং গ্রসনাশয়া পথি ব্যশেতেতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। বকী পূতনা। ব্যবসায়মাহ অয়ন্ত্বিতি সার্দ্ধেন॥ অয়ং কৃষ্ণঃ মম সোদরয়োর্নাশকৃৎ অথ অতএব তয়োর্দ্বয়োঃ পিণ্ডদানার্থমিতি শেষঃ উত্তরশ্লোকার্থদৃষ্ট্যা কর্ত্রাঃ। সবলং সসৈন্যং হনিষ্যামি ॥ ১৩ ॥

ঐ অঘাসুর পূতনা ও বকাসুরের অনুজ ভ্রাতা; কংসের আদেশ অনুসারে গোকুলে আগমন পূর্ব্বক বালকগণের সহ শ্রীকৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া, ভ্রাতৃশোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইল এবং মনে মনে বলিতে লাগিল, এই ব্যক্তিই আমার ভ্রাতা ও ভগ্নীকে নিহত করিয়াছে। সহোদরের ঋণ পরিশোধার্থ ইহাকে বৎস ও বৎসপালাদি সহ নিহত করাই কর্ত্তব্য ॥১৩॥

আভাস।

এতই মধুর যে, দেবতাগণও অনবরত ঐ লীলা হৃদয়মধ্যে ভাবনা করিতেন। তাঁহারা অমৃতপানে অমর হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাদৃশ রসময় লীলা-চিন্তন ব্যতীত জীবন সার্থক হয় না, এই জন্যই অমরলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃন্দাবনেই সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতেন ॥ ১২ ॥

অঘাসুর গোপবালকে পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াই তাহার পূর্ব্ব বৃত্তান্তের স্মরণ হইল। সে ভাবিল, এই কৃষ্ণই তাহার সহোদর বকাসুর ও সহোদরা পূতনার প্রাণ-বিনাশ করিয়াছেন; অতএব সহোদরের ঋণ পরিশোধার্থ কৃষ্ণকে সবলে নিধন করত তাহাদিগের তৃপ্তি-সাধন করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ১৩ ॥

এতে যদা মৎসুহৃদোস্তিলাপঃ কৃতাস্তদা নষ্টসমা ব্রজৌকসঃ।
প্রাণে গতে বর্ষ্মসু কা নু চিন্তা প্রজাসবঃ প্রাণভৃতো হি যে তে ॥ ১৪ ॥
ইতি ব্যবস্যাজগরং বৃহদ্বপুঃ স যোজনায়াম-মহাদ্রিপীবরং।

অন্বয়ঃ।

এতে কৃষ্ণাদয়ঃ বালাঃ যদা যতঃ) মৎসুহৃদোঃ বকীবকয়োঃ তিলাপঃ তিলযুক্তাঃ আপঃ কৃতাঃ নিরূপিতাঃ (তদা তয়োঃ দ্বয়োঃ নিমিত্তয়োঃ তদ্বৈরগ্রহণার্থং) ব্রজৌকসঃ নষ্টসমাঃ মৃতপ্রায়াঃ এব হি যতঃ যে তে প্রজাসবঃ প্রজাঃ পুত্রাঃএব অসব প্রাণাঃ যেষাং তাদৃশাঃ প্রাণভৃতঃ প্রাণান্ বিভ্রতি যে তে জীবাঃ। প্রাণে গতে সতি বর্ষ্মসু শূন্যদেহেষু কা চিন্তা ॥ ১৪ ॥

ইতি ব্যবস্য নিশ্চিত্য, সঃ খলঃ যোজনায়ামং যোজনবিস্তৃতং মহাদ্রিবৎ পীবরং স্থূলং, ব্যাত্তগুহাননং ব্যাত্তং প্রসারিতং গুহা ইব আননং মুখবিবরং যস্মিন্ তাদৃশং অদ্ভুতং

শ্রীধরস্বামী।

ননু তথাপি ব্রজস্থা অবশিষ্যেরন্ নেত্যাহ এত ইতি। তিলাপঃ কৃতা স্তিলোদকতয়া কল্পিতাঃ। বর্ষ্মসু দেহেষু। প্রজা এব অসবো যেষাং তে তথা ॥ ১৪ ॥

স যোজনায়ামং যোজনপ্রমাণেন দৈর্ঘ্যেণ যুক্তঞ্চ তৎ মহাদ্রিবৎ পীবরঞ্চ। ব্যাত্তং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

এতে কৃষ্ণাদয়ো বালা মৎসুহৃদোর্বকীবকয়ো র্যদি তিলাপঃ প্রেততর্পণার্থকতিলোদকরূপাঃ কৃতাঃ তিলোদকতয়া কল্পিতাঃ তদা ব্রজৌকসো নন্দাদয়ঃ। বর্ষ্মসু দেহেষু অনষ্টেষ্বপি কা চিন্তা ন কাপীত্যর্থঃ। যে প্রাণিনস্তে প্রজা অপত্যান্যেব অসবঃ প্রাণা যেষাং তে অতঃ স্বত এব মরিষ্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

যোজনায়ামং যোজনপ্রমাণেন দৈর্ঘ্যেণ যুক্তং মহাদ্রিবৎ পীবরং ব্যাত্তং প্রসারিতং

এই কৃষ্ণ যখন আমার সুহৃদগণের ভাগ্যে তিলোদকেরই ব্যবস্থা করিয়াছে, তখন ব্রজবাসিগণ যে সমূলে বিনষ্ট হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ জীবের প্রাণই সর্ব্বস্ব; প্রাণ স্বরূপ কৃষ্ণের অভাবে কেবল দেহধারণে তাহারা অবস্থিত থাকিবে; তখন আর বধের চিন্তা কি? ১৪ ॥

এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া ঐ দুষ্ট অসুর পর্ব্বতের ন্যায় স্থূল এবং যোজন পরিমাণে দীর্ঘ একটী সুবৃহৎ অদ্ভুত সর্পকলেবর ধারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ ও বালকগণকে গ্রাস করিবার মানসে গিরিকন্দরের ন্যায় মুখ ব্যাদান

আভাস।

যেমন দেহ হইতে প্রাণ নির্গত হইলে, শূন্যপ্রাণ দেহের আর কোন মর্য্যদা থাকে না, সেইরূপ এক কৃষ্ণের হননে কৃষ্ণপ্রাণ সমস্ত ব্রজবাসীরও এই উপলক্ষে সমূলে নির্ম্মূল সাধিত হইবে; সন্দেহ নাই ॥ ১৪ ॥

ধৃত্বাদ্ভুতং ব্যাত্তগুহাননং তদা পথি ব্যশেত গ্রসনাশয়া খলঃ ॥ ১৫ ॥
ধরাধরৌষ্ঠো জলদোত্তরোষ্ঠো দর্য্যাননান্তো গিরিশৃঙ্গদংষ্ট্রঃ।
ধ্বান্তান্তরাস্যো বিততাধ্বজিহ্বঃ পরুষানিলশ্বাসদবেক্ষণোষ্ণঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ।

অত্যাশ্চর্য্যং বৃহৎ আজগরং সার্পং বপুঃ দেহং ধৃত্বা গ্রসনাশয়া ভোজনেচ্ছয়া তদা পথি ব্যশেত অস্পন্দত্বাদিনা অশেত ॥ ১৫ ॥

কথম্ভূতঃ সঃ ধরাধরৌষ্ঠঃ ধরায়াং অধরৌষ্ঠঃ যস্য জলদোত্তরোষ্ঠঃ জলদেষু মেঘেষু উত্তরৌষ্ঠঃ যস্য, দর্য্যাননান্তঃ দর্য্যৌ গিরিকন্দরৌ ইব আননস্যান্তৌ স্যক্কণী যস্য, গিরিশৃঙ্গদংষ্ট্রঃ পর্ব্বতশৃঙ্গবৎ দন্তপংক্তি-বিশিষ্টঃ, ধ্বান্তান্তরাস্যঃ ধ্বান্তং তমঃ অন্তরাস্যে মুখবিবরে যস্য, বিততাধ্বজিহ্বঃ বিস্তীর্ণপথবৎ জিহ্বাবিশিষ্টঃ বিততা বিস্তীর্ণা অধ্ববৎ মার্গইব জিহ্বা যস্য, পরুষানিলশ্বাসদবেক্ষণোষ্ণঃ পরুষা-নিলবৎশ্বাসঃ তথা দাবাগ্নিবৎ ঈক্ষণং এতয়োঃ উষ্ণঃ ভাবঃ যস্য তাদৃশঃ সঃ পথি অশেত ইতি ॥১৬॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রসারিতং গুহাতুল্যমাননং যস্মিন্ তৎ ॥ ১৫ ॥

অদ্ভুতমিতি যদুক্তং তদ্দর্শয়িতুং বিশিনষ্টি ধরায়ামধর ওষ্ঠো যস্য সঃ জলদেষূত্তরোষ্ঠো যস্য দর্য্যাবিব আননস্যান্তৌ স্যক্কণী যস্য সঃ গিরেঃ শৃঙ্গাণীব দংষ্ট্রা যস্য সঃ। ধ্বান্তবৎ অন্তরাস্যং যস্য সঃ। বিততাধ্ববৎ জিহ্বা যস্য সঃ পরুষানিলবৎ শ্বাসো যস্য দববদীক্ষণয়োরুষ্ণঃ দাহকদৃষ্টিরিত্যর্থঃ। পরুষানিলশ্বাসশ্চাসৌ দবেক্ষণোষ্ণশ্চেতি স তথা ॥ ১৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

গুহাতুল্যমাননং যস্মিন্ তৎ ॥ ১৫ ॥

ধরায়ামধরোষ্ঠো যস্য সঃ। জলদে উত্তরোষ্ঠো যস্য সঃ। দর্য্যৌ কন্দরাবিবাননস্যান্তৌ স্যক্কণী যস্য সঃ। ধ্বান্তমন্তরাস্যে মুখমধ্যে যস্য সঃ। বিস্তৃতঃ পন্থা ইব জিহ্বা যস্য সঃ। পরুষানিলবৎ শ্বাসো যস্য স। দাবাগ্নিবদীক্ষণয়োরুষ্ণো যস্য সচ সচ সঃ ॥ ১৬ ॥

করত পথিমধ্যে শয়ান রহিল ।। ১৫ ।।

সে যখন মুখ ব্যাদান করিল, পৃথিবীতে অধর ওষ্ঠ এবং গগনে জলদ-রাশিকে উত্তরোষ্ঠ স্পর্শ করিল। গিরি-কন্দরের ন্যায় মুখপ্রান্ত অনুমান হইতে লাগিল ; পর্ব্বতের শৃঙ্গাবলির ন্যায় দন্তপংক্তি, ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখ-বিবর ; এবং প্রশস্ত পথের ন্যায় জিহ্বাভাগ পরিদৃষ্ট হইতেছিল। প্রচণ্ড ও রুক্ষ বায়ু অতি উষ্ণভাবে নাসারন্ধ্র হইতে বিগলিত হইতে লাগিল। তাহার চক্ষুর দীপ্তি জ্বলন্ত দাবানলের ন্যায় তৎকালে অনুভূত হইল ।। ১৬ ।।

দৃষ্ট্বা তং তাদৃশং সর্ব্বে মত্বা বৃন্দাবনশ্রিয়ং।
ব্যাত্তাজগরতুণ্ডেন হ্যুৎপ্রেক্ষন্তে স্ম লীলয়া ॥১৭॥
অহো মিত্রাণি গদত সত্ত্বকূটং পুরঃস্থিতং।

অন্বয়ঃ।

তাদৃশং অজগরং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে বালকাঃ বৃন্দাবনশ্রিয়ং বৃন্দাবনস্য ঐশ্বর্য্যং মত্বা ভ্রমেণ বুদ্ধ্বা লীলয়া নির্ভয়ং যথাস্যাৎ তথা ব্যাত্তাজগরতুণ্ডেন প্রসৃতমহাসর্পবদনেন সহ তং উৎপ্রেক্ষন্তে উপমীমতে স্ম।

অহো মিত্রাণি! গদত ব্রূত, পুরঃস্থিতং এতৎ সত্ত্বকূটং ন বা; অস্মৎসংগ্রসনব্যাত্তব্যাল-

শ্রীধরস্বামী।

বস্তুতোঽজগরমেব ব্যাত্ততুণ্ডং দৃষ্ট্বা বৃন্দাবনস্য শ্রীঃ সম্পদেষেতি ভ্রান্ত্যা মত্বা বিপরীতং ব্যাত্ত্যাজগরস্য সাদৃশ্যেন তং উৎপ্রেক্ষিতবন্তঃ ॥১৭॥

উৎপ্রেক্ষামেব প্রশ্নোত্তরাভ্যামাহ অহো ইতি। সত্ত্বকূটং সত্ত্বাভাবমিদং ন বা ভত্রাপি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তমঘাসুরং দৃষ্ট্বা মহাসর্পবুদ্ধ্যা কাংশ্চিৎপলায়মানানাশ্বাসয়ন্তঃ সর্ব্বেঽন্যে মত্বেতি নন্থ রে মূঢ়াঃ এতাবৎপ্রমাণঃ সর্পো ন সম্ভবতীত্যতো বৃন্দাবনশোভাবিশেষাবধায়কো জন্তুবিশেষো বিধাত্রৈব রচিতঃ কিন্তু মহাসর্প প্রসারিত তুণ্ডাকার ইতি নিশ্চিত্য ব্যাত্তং প্রসৃতং যদাজগরতুণ্ডং তেন সহ উৎপ্রেক্ষন্তে উপমীমতে লীলয়েতি ভয়াভাবঃ সূচিতঃ ॥১৭॥

কাংশ্চিন্মুখ্যান্ সখীন্ সম্বোধ্য স্বনিশ্চয়স্য প্রামাণ্যার্থং পৃচ্ছন্তি অহো ইতি। সত্ত্বকূটং নিশ্চলঃ প্রাণিবিশেষঃ। কূটোঽস্ত্রী নিশ্চলে রাশাবিতি মেদিনী। পূর্ব্বনিপাতাভাব আর্ষঃ। যদ্বা। গিরিশৃঙ্গবাচককূটশব্দেনোপমিতং ব্যাঘ্রাদিভিরিত্যনেন সমাসঃ। অস্মাকং সংগ্র-

---

বালকগণ তাদৃশ ঘোরদর্শন বিকটমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া, বৃন্দাবনের অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যবোধে প্রথমতঃ ভ্রান্ত হইল এবং নির্ভয়ে তৎসমীপে অগ্রসর হইয়া অজগর কলবরের সহিত তাহার তুলনা করিতে আরম্ভ করিল ॥১৭॥

তাহারা পরস্পরকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল; ওহে বন্ধুগণ! দেখ! দেখ! কি একটা বিপুল জীবদেহ আমাদের অগ্রে পতিত রহিয়াছে। বোধ হয়, যেন আমাদিগকে গ্রাস করিবার মানসেই এই ভয়ঙ্কর সর্পদেহের মুখ বিস্তার

আভাস।

অঘাসুরের তাদৃশ ভয়াবহ রূপ দর্শনে শঙ্কিত হইয়া, কোন কোন বালক তথা হইতে পলায়নে উদ্যত হইলে, অন্যান্য বালক তাহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইয়া প্রবোধ প্রদানে বলিল; এতদ্দর্শনে তোমাদের ভীত হইবার কোন কারণ দেখি না। ইহা শ্রীবৃন্দাবনের কোন অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যপ্রকাশক জীববিশেষ হইবে, সন্দেহ নাই। ইহাকে

অস্মৎসংগ্রসনব্যাত্তব্যালতুণ্ডায়তে ন বা ॥ ১৮ ॥
সত্যমর্ককরারক্তমুত্তরাহনুবদ্ ঘনং।
অধরাহনুবদ্রোধস্তৎপ্রতিচ্ছায়য়ারুণং ॥ ১৯ ॥
প্রতিস্পর্দ্ধেতে সৃক্কভ্যাং সব্যাসব্যে নগোদরে।

অন্বয়।

তুণ্ডায়তে অস্মাকং সংগ্রসনায় ব্যাত্তং প্রসারিতং যৎ ব্যালতুণ্ডং সর্পমুখং তদ্বৎ আচরতি ন বা ; ॥ ১৮ ॥

অহো মিত্রাণি! সত্যং এব অস্য উত্তরাহনুবদ্ উত্তরৌষ্ঠবৎ অর্ককরারক্তং রবিকিরণৈঃ রক্তিমাভং, ঘনং মেঘং তথা তৎপ্রতিচ্ছায়য়া অরুণং রোধঃ স্থলং, অস্য অধরৌষ্ঠবৎ পশ্যত ॥ ১৯ ॥

সব্যাসব্যে দক্ষিণবামপার্শ্বস্থিতে নগোদরে গিরিদর্য্যৌ অস্য সৃক্কভ্যাং ওষ্ঠপ্রান্তাভ্যাং প্রতিস্পর্দ্ধেতে তুল্যতয়া রূপ্যতে, এতাঃ তুঙ্গশৃঙ্গালয়ঃ উন্নতগিরিচূড়াশ্রেণীঃ অস্য দংষ্ট্রাভিঃ

শ্রীধরস্বামী।

অস্মৎসংগ্রসনায় ব্যাত্তং যদ্ব্যালতুণ্ডং তদ্বদাচরতি ন বা ॥ ১৮ ॥

নিশ্চিতং তথৈবেত্যাহুঃ সত্যমিতি। অর্ককরৈরারক্তং ঘনং উত্তরৌষ্ঠবৎ পশ্যত। তস্য ঘনস্য প্রতিচ্ছায়য়া অরুণং রোধঃ স্থলং অধরৌষ্ঠবৎ পশ্যতেতি সর্ব্বাত্রান্বয়েতি ॥ ১৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সনার্থমিব ব্যাত্তসর্পতুণ্ডবদাচরতি ন বা ॥ ১৮ ॥

সত্যমিতি যথা যূয়ং মন্যধ্বে তথৈবেতি তে প্রত্যাহুঃ। অর্ককরৈরারক্তং ঘনমেতস্যোত্তরোষ্ঠবৎ পশ্যত। তস্য ঘনস্য প্রতিচ্ছায়য়া অরুণং রোধঃ স্থলমধরোষ্ঠবৎ পশ্যত। হনোরুত্তরাধরত্বাসংভবাদত্র হনুশব্দেনোষ্ঠদ্বয়ং লক্ষ্যতে ॥ ১৯ ॥

সৃক্কভ্যামস্য ওষ্ঠপ্রান্তাভ্যাং প্রতিস্পর্দ্ধেতে তুল্যতয়া বর্ত্তেতে। নগোদরে গিরিদর্য্যৌ।

করত, আমাদের জন্যই কি প্রতীক্ষা করিতেছে ? ১৮।।

তদনন্তর নিশ্চয় করিয়া বলিতে লাগিল, হাঁ বটে ; ঐ প্রকারই সত্য ; ঐ দেখ! সূর্য্যকিরণে আরক্ত মেঘ ইহার উত্তর ওষ্ঠের তুল্য এবং ঐ মেঘের প্রতিচ্ছায়ায় অরুণিত স্থল ইহার অধর ওষ্ঠ সদৃশ প্রতীত হইতেছে। ।১৯।।

আর বাম ও দক্ষিণ দিকের দুইটা গিরিগুহা ওষ্ঠ প্রান্তভাগের সমান

আভাস।

বিশেষরূপ লক্ষ্য করিলে অনুমান হয়, যেন একটী বৃহৎ সর্প মুখ বিস্তার করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

তুঙ্গশৃঙ্গালয়োঽপ্যেতাস্তদ্দংষ্ট্রাভিশ্চ পশ্যত ॥ ২০ ॥
আস্তৃতায়ামমার্গোঽয়ং রসনাং প্রতি গর্জ্জতি।
এষামন্তর্গতং ধ্বান্তমেতদপ্যন্তরাননং ॥ ২১ ॥
দাবোষ্ণখরবাতোঽয়ং শ্বাসবদ্ভাতি পশ্যত।
তদ্দগ্ধসত্ত্বদুর্গন্ধোঽপ্যন্তরামিষগন্ধবৎ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ।

তুল্যাঃ পশ্যত ॥ ২০ ॥

অয়ং আস্তৃতায়ামমার্গঃ দীর্ঘপন্থা রসনাং প্রতি গর্জ্জতি স্পর্দ্ধতে, এষাং শৃঙ্গাণাং অন্তর্গতং এতৎ ধ্বান্তং অপি এতস্য আননং পশ্যত ॥২১ ॥

দাবোষ্ণখরবাতঃ দাবেন বনাগ্নিনা উষ্ণঃ অয়ং খরবাতঃ প্রখরবায়ুঃ শ্বাসবৎ ভাতি, তদ্দগ্ধসত্ত্বদুর্গন্ধঃ তত্র দগ্ধসত্ত্বদুর্গন্ধঃ অপি অস্য অন্তরামিষগন্ধবৎ ভাতি ইতি পশ্যত ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

দংষ্ট্রাভিঃ স্পর্দ্ধমানাঃ ॥ ২০ ॥

আস্তৃতায়ামমার্গঃ বিস্তৃতো দৈর্ঘ্যবান্ মার্গঃ প্রতিগর্জ্জতি প্রতিস্পর্দ্ধতে এষাং শৃঙ্গাণাং মধ্যগতমন্ধকারং অন্তরাননং আননমধ্যং প্রতিগর্জ্জতি ॥ ২১ ॥

দাবেন উষ্ণঃ খরবাতোঽয়ং। তেন দাবাগ্নিনা দগ্ধানাং সত্ত্বানাং যো দুর্গন্ধঃ সএব সর্পান্তর্গতস্যামিষ-গন্ধবদ্ভাতি ॥ ২২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

এতা ইতি তর্জ্জন্যা দর্শয়ন্ত স্তস্য সর্পতুণ্ডস্য দংষ্ট্রাভিঃ স্পর্দ্ধন্তে ॥ ২০ ॥ ॥
আস্তৃতায়ামঃ বিস্তৃতদৈর্ঘ্যঃ মার্গঃ পন্থাঃ। রসনাং জিহ্বাং প্রতি রসনয়া সহ গর্জ্জতি স্পর্দ্ধন্তে এষাং শৃঙ্গাণাং মধ্যগতমন্ধকারং কর্ত্তৃ এতদপ্যন্তরাননং এতস্যাননমধ্যং প্রতিগর্জ্জতি স্পর্দ্ধতে ॥ ২১

তেন দাবাগ্নিনা দগ্ধানাং সত্ত্বানাং যো দুর্গন্ধঃ স এব সর্পান্তর্গতদুর্গন্ধবদ্ভাতি ॥ ২২ ॥

পরিলক্ষিত হইতেছে, এবং এই অত্যুচ্চ পর্ব্বতের শৃঙ্গরাজী ইহার দন্ত-পংক্তির সমান অনুমান হইতেছে।

ঐ যে অতি সুন্দর প্রশস্ত পথ বলিয়া অনুমান হইতেছে, উহাই ইহার জিহ্বা এবং তৎপার্শ্বস্থ যে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রকাণ্ড বিবর বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা বিবর নহে; এই সর্পদেহেরই মুখের মধ্যভাগ ॥ ২১ ॥

বন ও বন্য পশুকুল পরিদগ্ধ করত অতি উষ্ণ ও প্রবলবেগে অভিমুখে প্রবাহিত বায়ু তাহার নাসারন্ধ্র হইতে নিঃসৃত শ্বাসের ন্যায়ই অনুমান হইতেছে। এবং প্রতিক্ষণে ঐ বায়ুতে আমিষ গন্ধ অনুভূত হইতেছে ॥ ২২ ॥

অস্মান্ কিমত্র গ্রসিতা নিবিষ্টানয়ং তথা চেদ্বকবদ্বিনঙ্ক্ষ্যতি।
ক্ষণাদনেনেতি বকার্য্যুশন্মুখং বীক্ষ্যোদ্ধসন্তঃ করতাড়নৈর্যযুঃ ॥ ২৩।

অন্বয়ঃ।

অত্র বিলে নিবিষ্টান্ কিং অয়ং গ্রসিতা গ্রসিষ্যতি তথা চেৎ অনেন কৃষ্ণেন তদা ক্ষণাৎ এব বিনঙ্ক্ষ্যতি ইতি উক্ত্বা বকার্য্যুশন্মুখং বকারেঃ কৃষ্ণস্য উশৎকমনীয়ং মুখং বীক্ষ্য দৃষ্ট্বা উদ্ধসন্তঃ উচ্চৈঃ হসন্তঃ করতাড়নৈঃ, করতালীঃ কৃত্বা, যযুঃ প্রবিবিশুঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

এবং সত্যমেবাজগরমস্মথোঽপ্রেক্ষ্য নির্ভয়া যযুঃ। কিং গ্রসিতা গ্রসিষ্যতি অনেন শ্রীকৃষ্ণেন হন্ত্রা বকারেঃ। উশৎ কমনীয়ং মুখং ॥ ২৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মিলিতাঃ সর্ব্বে কিঞ্চিৎ সভয়মাহুরস্মানিতি। অয়ং যদি সত্য এব সর্পঃ স্যাদিতি ভাবঃ। তন্মধ্য এব কেচিদাশ্বাসয়ন্ত আহুঃ তথা চেৎ ক্ষণমাত্রাদেব অনেন কৃষ্ণেন হন্ত্রা বক ইব বিনাশং প্রাপ্স্যতি ইত্যুক্ত্বা বকারে দূরস্থিতস্য মুখং বীক্ষ্যেতি অস্মদ্দৃষ্টিগোচর এব কৃষ্ণ আস্তে কা চিন্তেতি লব্ধবিশ্বাসা উদ্ধসন্ত ইতি এতদ্বিলমধ্যে কিমপ্যস্তি ভোঃ সখায়স্তদবশ্যং পশ্যাম ইতি বাল্যচাপল্যস্য কৌতুকোল্লাসাৎ। করতাড়নৈরিতি নিজ-নির্ভয়ত্ববীরত্বদ্যোতনায়। সর্পাপসারণার্থং বা যযুরধাবন্ বৎসা অপি পুচ্ছানুত্থম্য তানম্বধাবন্নিতি জ্ঞেয়ং ॥ ২৩ ॥

এই অপূর্ব্ব দেহরচনা নিরীক্ষণ করিয়া বালকগণ মনে মনে কত প্রকারই কল্পনা করিতে লাগিল। কেহ বলিল, এই প্রকাণ্ড সর্প শরীর কি সত্যই আমাদের গ্রাস করিবে? তাহা হইলে নিশ্চয়ই বকের ন্যায় প্রাণে বিনষ্ট হইবে। তবে ভাই! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই; এই বলিয়া পশ্চাৎভাগে অবলোকন করত বলিল "ঐ যে বকারি কৃষ্ণ আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন!' সহাস্য বদনে এই বলিয়া করতালি দিয়া, নৃত্য করিতে করিতে সেই মহাসর্পরূপী অঘাসুরের বদনে সকলেই প্রবেশ করিল ॥২৩॥

আভাস।

এতৎ শ্রবণে ভীত বালকগণ কতক আশ্বস্ত হইয়া বলিল হাঁ! ইহাকে দেখিয়া ঐরূপই অনুমান হয় বটে। তাহারা একে একে সমস্ত অঙ্গের উল্লেখ করিয়া একটী প্রকাণ্ড সর্প দেহেরই অনুমান করিল। তখন সকলেই ভীত হইয়া, পরস্পরে বলিল, তবে কি ইহা প্রকৃত অজগর! আমাদের সকলকে গ্রাস করিবার নিমিত্তই এখানে আগমন করিয়াছে? কোন কোন বালক বলিল যে, তাহা হইলেও আমাদের কোন ভয় করিবার কারণ দেখি না। বকও আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু সখা কৃষ্ণ অনায়াসে তাহার নিধন করিয়াছেন। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সকলে

ইত্থং মিথোঽতথ্যমতজ্ জ্ঞভাষিতং শ্রুত্বা বিচিন্ত্যেত্য মৃষা মৃষায়তে।
রক্ষো বিদিত্বাখিলভূতহৃৎস্থিতঃ স্বানাং নিরোদ্ধুং ভগবান্মনো দধে॥ ২৪॥

অন্বয়ঃ।

অখিলভূতহৃৎস্থিতঃ অখিলানাং ভূতানাং হৃদি স্থিতঃ পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ ইত্থং স্বানাং বয়স্যবালকানাং অতজ্ জ্ঞভাষিতং (ন তৎ জানন্তি ইতি অতজ্ জ্ঞাঃ তেষাং ভাষিতং অতএব) অতথ্যং অযথার্থং শ্রুত্বা যতঃ অমৃষা (সত্যং এব ব্যাত্তাজগরতুণ্ডমপি) মৃষায়ন্তে (বৃন্দাবনশ্রীত্বেন ভাসতে) ইতি বিচিন্ত্য (কিঞ্চ অঘনামা অয়ং) রক্ষঃ রাক্ষসঃ ইতি বিদিত্বা (তান্) নিরোদ্ধুং (যাবৎ, মনো দধে ইচ্ছাং অকরোৎ॥ ২৪॥

শ্রীধরস্বামী।

অমৃষা বস্তুতঃ সর্পবপুরসুর এব মৃষায়ন্তে স্বানাং সর্পাদৃশ্যগোচরত্বেন প্রতীয়ত ইতি তান্ নিরোদ্ধুং বারয়িতুং যাবন্মনো দধে তাবৎ প্রবিষ্টা ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ॥ ২৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মিথঃ পরস্পরং অতজ্ জ্ঞানাং ভাষিতং অতথ্যং অযথার্থং শ্রুত্বা। অমৃষা সত্যমেব সর্পতুণ্ডং হন্ত হন্তৈষাং মৃষায়ন্তে নেদং সর্পতুণ্ডং কিন্তু বৃন্দাবনশ্রীরিতি প্রতীতি র্ভবতীতি বিচিন্ত্য। কিঞ্চ ন কেবলং সর্পোঽপি কিন্ত্বঘনামকং রক্ষ ইতি বিদিত্বা। কুতঃ অখিল-ভূতহৃদি স্থিতঃ পরমাত্মত্বেন সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ স্বানাং স্বাংস্তান্ নিরোদ্ধুং বারয়িতুং মনো দধে॥ ২৪॥

নিখিল হৃদয়চারী শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, বালকগণ প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারে নাই; তাহারা যথার্থ সর্প দেহকে মিথ্যা বলিয়া অনুমান করিয়াছিল। অতএব এই রাক্ষসের গ্রাস হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য। এইরূপ চিন্তা করিতেছেন॥ ২৪॥

অভাস।

কহিতে লাগিল, তাদৃশ বলহন্তা কৃষ্ণ উপস্থিত থাকিতে কি, আমাদের কোন প্রকার ভয়ের সম্ভাবনা আছে! আমরা নির্ভয়ে বিচরণ করিব। এই সম্মুখবর্ত্তী বিলের মধ্যে কি আছে আমরা দেখিব; চল সকলে এই বিল মধ্যে প্রবেশ করি! এই বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে ও করতালি দিতে দিতে বালক সকল ঐ মহাসর্পের তুণ্ড মধ্যে প্রবেশ করিল। বৎসগণও বালক সকলের উচ্চ হাস্য এবং করতালি শ্রবণে যেন তাহাদের অনুগমনের ইঙ্গিত বুঝিয়া ঊর্দ্ধপুচ্ছ ও অধঃশিরা হইয়া বেগে বালকগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সর্প মুখে প্রবেশ করিল॥ ১৯॥ ২০॥ ২১॥ ২২॥ ২৩॥

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ দূর হইতেই রাখাল বালকগণের কথা শুনিতেছিলেন। তাহারা দেশ, কাল ও পাত্র বিচারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। ঐ গোপ-শিশুগণ আপনাদের পরমবন্ধু নন্দনন্দনের উপরই নির্ভর দিয়া, বনে যাবতীয় ক্রীড়াই করিতেন; মধ্যে মধ্যে বকাদি জন্তু যে সকল

তাবৎ প্রবিষ্টাস্ত্বসুরোদরান্তরং পরং ন গীর্ণাঃ শিশবঃ সবৎসাঃ।
প্রতীক্ষমাণেন বকারিবেশনং হতস্বকান্তঃ স্মরণেন রক্ষসা ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ

তাবৎ সবৎসাঃ শিশবঃ অসুরোদরান্তরং অঘাসুরবদনং, প্রবিষ্টাঃ পরং তু হতস্বকান্তঃ-স্মরণেন (নষ্টস্বজনৌ বকীবকৌ মনসি ভাবয়তা) অতএব বকারিবেশনং কৃষ্ণপ্রবেশং প্রতীক্ষমাণেন রক্ষসা ন গীর্ণাঃ মুখসঙ্কোচেন ন গিলিতাঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রবিষ্টা এব কেবলং নতু তেন গীর্ণা গিলিতাঃ জীর্ণা ইতি পাঠে সএবার্থঃ। কথম্ভূতেন হতস্বকয়োরন্তঃ স্মরতীতি তথা তেন অতএব বকারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রবেশঃ প্রতীক্ষমাণেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যাবন্মমো দধে তাবদসুরস্যোদরমধ্যং প্রবিষ্টাঃ কিন্তু ন গীর্ণা রক্ষসা ন গিলিতাঃ, জীর্ণা ইতি পাঠেঽপি স এবার্থ ইতি স্বামিচরণাঃ। কীদৃশেন হতৌ স্বকৌ বকীবকৌ অন্তরন্তঃকরণেন স্মরতীতি তথা তেন অতএব বকারেঃ কৃষ্ণস্য প্রবেশং প্রতীক্ষমাণেন। ন চাত্র ভগবতঃ সত্যসঙ্কল্পতা ব্যভিচরতিস্মেত্যাশঙ্কনীয়ং। অস্মান্ কিমত্র গ্রসিতা নিবিষ্টানয়ং তথা চেদ্বকবদ্বিনঙ্ক্ষ্যতীতি তদ্ভক্তসঙ্কল্পস্যাপ্যত্র বর্ত্তমানত্বাৎ মৎসঙ্কল্পমদ্ভক্তসঙ্কল্পয়ো র্মধ্যে মদ্ভক্তসঙ্কল্পস্যৈব গরীয়স্ত্বমিতি ভক্তবশ্যেন ভগবতৈব প্রাক্কৃতায়া মর্য্যাদায়া স্তথা লীলাশক্তেশ্চ সর্ব্বোপমর্দ্দিন্যাঃ সর্ব্বদা জাগরূকত্বাৎ ॥ ২৫ ॥

ইত্যবসরে বালকগণ বৎসসমূহকে সঙ্গে লইয়া, সেই অসুরের উদরমধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু ঐ রাক্ষস স্বীয় স্বজনবর্গের মৃত্যু একমাত্র কৃষ্ণ হইতে ঘটিয়াছিল, মনোমধ্যে এই চিন্তা করত, তাহার বদনে বকহন্তা কৃষ্ণের প্রবেশ প্রতীক্ষা করিয়া তদবস্থাতেই রহিল, বালকদিগকে উদরস্থ বা জীর্ণ করিবার কোন চেষ্টা করিল না ॥ ২৫ ॥

আভাস।

উৎপাত নিপতিত হয়, এক কৃষ্ণ সহায়ে তাদৃশ দারুণ বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়া তাহাদের মনের মধ্যে কৃষ্ণের প্রতি এত বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, জগতের কোন ভয়ানক ব্যাপারকেই তাহারা বিপদ্ বলিয়া মনে করিত না। তাহারা কৃষ্ণসহবাসে সমস্তই সম্পদ্পূর্ণ জ্ঞান করিত। কি সম্পদ্; কি বিপদ্; সকল অবস্থাতেই কৃষ্ণমুখ নিরীক্ষণ করিয়া বালকোচিত ব্যবহারে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইত। তাদৃশ ভীষণ সর্পতুণ্ড অবলোকন করিয়াও, তাহারা তাহাকে বৃন্দাবনের কোন ঐশ্বর্য্যবিকাশ মনে করিল। বিশেষত মনে মনে জানে, নন্দরাজের সেই বালকটী অনুকূল থাকিতে সকলে প্রতিকূল হইলেও কোন ক্ষতি নাই; এই জন্য বাল্যচাপল্য বশত সম্পদ অপেক্ষা বিপদকে অগ্রে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হইত কি আশ্চর্য্য; নির্ভয়চিত্তে সেই বিকটমূর্ত্তি সর্পতুণ্ডকেও যখন তাঁহারা অলীক ও ভ্রান্তি-

তান্ বীক্ষ্য কৃষ্ণঃ সকলাভয়প্রদো হ্যনন্যনাথান্ স্বকরাদপচ্যুতান্।
দীনাংশ্চ মৃত্যোর্জঠরাগ্নিঘাসান্ ঘৃণার্দ্দিতো দিষ্টকৃতেন বিস্মিতঃ ॥২৬॥

অন্বয়ঃ।

সকলাভয়প্রদঃ সর্ব্বভয়হারী কৃষ্ণঃ স্বকরাৎ নিজাভয়হস্ততঃ অপচ্যুতান্ দূরগতান্ (অতঃ) মৃত্যোঃ মৃত্যুতুল্যাঘসুরস্য জঠরাগ্নিঘাসান্ (জঠরাগ্নৌ অত্যন্তদাহ্যতামিব গতান্) দীনান্ বিপন্নান্ তথা অনন্যনাথান্ তদেকশরণান্ (বালকান্) বীক্ষ্য ঘৃণার্দ্দিতঃ কৃপান্বিতঃ বিস্মিতঃ কৃষ্ণঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

স্বকরাদপচ্যুতান্ বিনিঃসৃতান্। বিস্মিতঃ সন্ কৃত্যং কিমত্রেত্যাদি বিচিন্ত্য তত্রোপায়ং জ্ঞাত্বা স্বয়মপ্যবিশদিত্যন্বয়ঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্বকরাদিব মহামণীনিব অপচ্যুতান্। মৃত্যোরঘাসুরস্য জঠরাগ্নৌ ঘাসান্ তৃণবৎ পতনোন্মুখান্ বীক্ষ্য ঘৃণয়া কৃপয়া অর্দ্দিতঃ পীড়িতঃ দিষ্টকৃতেন লীলাশক্ত্যনুকূলকালকৃতেন তৎপ্রদেশকর্ম্মণা বিস্মিতঃ। কালোদিষ্টোঽপ্যনেহাপীত্যমরঃ। অহো ন ভাবদেষাং প্রারব্ধং কর্ম্ম সম্ভবতি নচ তদ্দিনাপাত্রকর্ম্মণ্যন্তর্যামী প্রবর্ত্তয়েৎ তস্য মৎস্বরূপত্বেন মৎপ্রাপ্তিকুল্যানর্হত্বাচ্চ তস্মান্মৎসহচরানপ্যেতাদৃশীং দুরবস্থাং দর্শয়ন্ত্যা মৎপ্রাপ্তিকুল্যেঽপ্যশঙ্কমানায়াঃ প্রেমপূর্ণং মাং করুণরসনিমগ্নীকর্ত্তুকামায়া মদীয়লীলাশক্তেরেবেদং কর্ম্ম ময়ি লীলাপুরুষোত্তমে রসময়মূর্ত্তৌ তস্যা এবৈতাবৎ প্রভবিষ্ণুত্বমিতি বন্ধুবিচ্ছেদশোকার্ত্তত্বেঽপি বিস্ময়েনেষৎস্মিতোঽভূদিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

ভক্তগণের অভয়দাতা হরি অনন্যশরণ বয়স্য দীন বালকগণকে নিজ হস্তের বাহিরে করাল কৃতান্তস্বরূপ অঘাসুরের জঠরাগ্নিতে প্রবিষ্ট হইতে নিরীক্ষণ করিয়া, যেমন দয়ার্দ্রচিত্ত হইলেন, তেমনই তাহাদের নির্ভয়চিত্ততার পরিচয়ে বিস্মিত হইলেন ॥ ২৬ ॥

আভাস।

মূলক বিবেচনায় পরস্পর আশ্বস্ত হইয়া যখন কথোপকথন করিতেছিল, শ্রীকৃষ্ণ তখনই তাহাদিগকে অঘাসুরের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবেন বলিয়াই মনোমধ্যে স্থির করিলেন। কিন্তু পাছে ভক্তের সকল সাধ না মিটে, এইজন্য যেমন ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, ইত্যবসরে বালক ও বৎস সকল অঘবদনে প্রবেশ করিল। কিন্তু অঘাসুর তখনও নিস্তব্ধ ছিল। কেবল বালকগণকে গ্রাস করাই তাহার উদ্দেশ্য নহে। তাহার সহোদর বক ও ভগ্নী পূতনাকে যিনি নিহত করিয়াছেন, সেই শ্রীপতিকে গ্রাস করাই আহার প্রয়াস অভিপ্রায়। বালক লাভে মুখ আকুঞ্চন করিলে, পাছে মায়াকার্য্য প্রকাশে উদ্দেশ্য সাধনে কোন প্রতিবন্ধক ঘটে, এইজন্য সেই মায়াপতি জগন্নাথের প্রবেশ কামনায় আসুরিক মায়া

কৃত্যং কিমত্রাস্য খলস্য জীবনং ন বা অমীষাঞ্চ সতাং বিহিংসনং।

অন্বয়।

অশেষদৃক্ সর্ব্বজ্ঞং হরিঃ, অস্য খলস্য অঘস্য জীবনং ন ভবেৎ তথা অমীষাং সতাং চ

শ্রীধরস্বামী।

কথং বিচিন্ত্য অস্য খলস্য জীবনং অমীষাঞ্চ বিহিংসনমিতি দ্বয়ং কথং বৈ নিশ্চিন্তং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অত্র সঙ্কটে কিং কৃত্যং অস্য খলস্য জীবনং ন স্যাৎ। বৈ নিশ্চিন্তং। অমীষাং বিহিংসনঞ্চ ন স্যাদিতি দ্বয়ং কথং স্যাদিতি সংবিচিন্ত্য তত্র সহসৈবোপায়ং জ্ঞাত্বা তুণ্ডম-

---

তিনি মনে মনে ভাবিলেন, এতদবস্থায় কর্ত্তব্য কি? এই দুষ্টের সংহার হওয়া নিতান্ত আবশ্যক অথচ; সাধু বালকদের কোন অনিষ্ট না হয়। এই

আভাস।

বিস্তারে সে তদবস্থাতেই নিশ্চেষ্টভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ভক্ত রক্ষার অভিপ্রায় ভগবানের হৃদয়ে থাকিলেও বালকগণ যে, অঘবদনে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাতে ঈশ্বরের সত্যসংকল্পতার কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। কারণ অঘাসুর যেমন গ্রাস করিবার অভিপ্রায় করে, বালকগণও মনোমধ্যে এই বাসনা করিয়াছিল যে, যদি এই মূর্ত্তি প্রকৃত সর্পই হয় এবং তাহাদিগকে গ্রাস করিতেই আসিয়া থাকে, তবে বকহন্তা কৃষ্ণের দ্বারা বকের ন্যায় নিধন প্রাপ্ত হউক। ভক্তের ইচ্ছা ভগবানের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়। তিনি নিজ উদ্দেশ্য লক্ষ্য রাখিয়াও, ভক্তের সাধ পূরাইলেন। তিনি ভক্তবাঞ্ছা পূরণে কল্পতরু সদৃশ। এবং এই অবতারে ভক্ত সাহায্যকারিণী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা শক্তির বিকাশে লীলা প্রকটন করিয়াছিলেন॥ ২৪॥ ২৫॥

হস্ত হইতে অতি আদরের মহামূল্য মণি অকস্মাৎ পরিচ্যুত হইয়া নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে, লোকের মনে যেরূপ উদ্বেগ উপস্থিত হয়, সেইরূপ নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজ প্রিয় বালকগণও সাক্ষাৎ কৃতান্তস্বরূপ অঘাসুরের বদনে প্রবেশ করিলে, শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে প্রথমত তাদৃশ উদ্বেগ উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদের তাদৃশ দুরাবস্থা হৃদয়ে পর্য্যালোচনা করত স্নেহ ও করুণায় পরিপূর্ণ হইলেন; এবং ভাবিলেন আমি অন্তর্য্যামী দণ্ডায়মান সত্ত্বেও, কোন প্রারব্ধ কর্ম্মবশে ইহারা এরূপ বিপদে পতিত হইল। ইহারা আমার পার্ষদ; কোন প্রারব্ধ কর্ম্ম ইহাদের থাকা সম্ভব নহে। অথচ ভবিষ্যতীত ফলপ্রাপ্তি কখন ঘটে না! কালই প্রারব্ধ কর্ম্মরূপে দেখা দেয়। তবে দেখিতেছি, এখানে আমার লীলাশক্তিই প্রধান। এক লীলাশক্তির বলে বালকগণ যেমন প্রারব্ধ-কর্ম্মের অজ্ঞাতেও ঈদৃশ ভোগের অন্তর্গত হইল, লীলা-শক্তিময় আমিও বন্ধুবিচ্ছেদ শোকে আপনাকে কাতরের ন্যায় অনুভব করিতেছি। ভগবানের নিকটে লীলাশক্তি বিশেষ আদরণীয়॥ ২৬॥

দ্বয়ং কথং স্যাদিতি সংবিচিন্ত্য জ্ঞাত্বাবিশত্তুণ্ডমশেষদৃগ্ঘরিঃ ॥ ২৭ ॥
তদা ঘনচ্ছদা দেবা ভয়াদ্ধাহেতি চুক্রুশুঃ।
জহ্নবু র্যে চ কংসাদ্যাঃ কৌণপাস্ত্বঘবান্ধবাঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ।

বিহিংসনং ন (ভবেৎ) অত্র কিং কৃত্যং করণীয়ং কথং দ্বয়ং উভয়ং স্যাৎ ইতি সংবিচিন্ত্য মনসি বিচার্য্য জ্ঞাত্বা (উপায়ং) চ তুণ্ডং অবিশৎ ॥ ২৭ ॥

তদা ঘনচ্ছদাঃ মেঘান্তরিতাঃ দেবাঃ ভয়াৎ হা হা ইতি চুক্রুশুঃ অঘবান্ধবাঃ কংসাদ্যাঃ যে কৌণপাঃ রাক্ষসাঃ তে তু জহ্নবুঃ মুমুদিরে ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ন স্যাদিতি ॥ ২৭ ॥

ঘনচ্ছদা মেঘান্তরিতাঃ কৌণপাঃ কুণপাশিনো রাক্ষসাঃ। কুণপো নির্ঋতি স্তদীয়া ইতি বা ॥ ২৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিশৎ। যস্তোহশেষদৃক্ এবংকৃত্তে সত্যেবং ভবিষ্যতীতি ভাবি সর্ব্বং পশ্যতীতি সঃ। স্বভক্তবিপদঃ খলজীবন-সংসারয়োশ্চ হরণাদ্ধরিঃ ॥ ২৭ ॥

ঘনচ্ছদা মেঘান্তরিতাঃ কংসস্যাঘস্য চ ভয়াৎ। হা হেতি ভগবান্ত্যনিষ্টাশঙ্কয়া। দেবানা-মৈশ্বর্য্যজ্ঞানেঽপি ভক্তত্বাৎ ভক্তেশ্চ প্রীত্যাত্মকত্বাৎ প্রীতেশ্চ বিবেকহরত্বভাবত্বাৎ কংসাদ্যা জহ্নবুরিতি চরদ্বারা সদ্যএব বার্ত্তাজ্ঞানাৎ। কৌণপা রাক্ষসাঃ অঘাসুরভ্রাতৃপুত্রাদয়ঃ ॥ ২৮ ॥

দ্বিবিধ বিপরীত কার্য্য কিরূপে এবং কোন্ উপায়ে সিদ্ধ করা যায়। এইরূপ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, সেই সর্ব্বদর্শী ভগবান্ শ্রীহরি উপায় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক স্বয়ং সর্পতুণ্ডে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৭ ॥

ভগবান্ অঘবদনে প্রবেশ করিলে, মেঘান্তরিত দেববৃন্দ আকাশে হাহাকার ধ্বনি করিয়া উঠিলেন; কিন্তু অঘাসুরের আত্মীয় কংসাদি অসুরকুলের আর আনন্দপ্রকাশের সীমা রহিল না ॥ ২৮ ॥

আভাস।

অঘাসুরের বদনে বালকগণ প্রবেশ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ উভয়-শঙ্কটে পতিত হইলেন। অঘাসুর অতি খল; তাহার নিধন নিতান্তই প্রয়োজন। অথচ তাহাকে বধ করিতে গেলে, তাহার উদরস্থ বালকগণও যাহাতে নিহত না হয়। অতএব বালকগণের উদ্ধার হয় এবং অসুরও নিহত হয়, এই উভয় কার্য্য কি প্রকারে সাধিত হইবে, ইহা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, সর্ব্বদর্শী ভগবান্ নিজেও অঘ-বদনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রবেশে যে কেবল রাখাল বালক সকলেই বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিল, এমত নহে; সেই খলজীবন অঘাসুরও

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ কৃষ্ণস্তু ব্যয়ঃ সার্ভবৎসকং।
চূর্ণীচিকীর্ষোরাত্মানং তরসা ববৃধে গলে ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ।

অব্যয়ঃ ভগবান্ কৃষ্ণঃ তু তৎ শ্রুত্বা সার্ভবৎসকং আত্মানং চূর্ণীচিকির্ষোঃ (মুখসম্বরণাদিনা চূর্ণং কর্ত্তুং ইচ্ছোঃ) অঘস্য গলে আত্মানং তরসা বেগেন ববৃধে ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

চূর্ণং কর্ত্তুমিচ্ছো স্তদা গলে আদাবেব তরসা ববৃধে অবর্দ্ধত ॥ ২৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তৎসাধুনাং শোকজন্মনমসাধুনাং হর্ষজন্মনঞ্চ শ্রুত্বা অর্ভৈর্ব্বৎসৈশ্চ সহিতমাত্মানং শ্যামসুন্দরস্বরূপং উদরস্থীকৃত্য চূর্ণীচিকীর্ষোরস্য গলে ববৃধে। তাবেব শোকহর্ষৌ বৈপরীত্যেন শ্রোতুমিতি ভাবঃ। নন্থ। শকটতৃণাবর্ত্তবধদামবন্ধনাদিলীলায়াং স্তোকেনৈব বাল-বপুষা কিঞ্চিদপ্যবর্দ্ধমানেন তত্তদ্ব্যাপ্তিচঞ্চোঃ স্বয়ং ভগবতো বিভোরস্য কিমঘাসুরকণ্ঠরন্ধ্র ব্যাপ্তিরশক্যা বতো ববৃধে ইত্যুচ্যতে সত্যং। তত্র তত্র নরবাললীলত্বলক্ষণমাধুর্য্যস্য বিস্ময়রসাধায়কস্য ভক্তজনলোচনাস্বাদ্যত্বাদলৌকিকং তাদৃশত্বমেব সমুচিতং। অত্র তু তাদৃশমাধুর্য্যগ্রাহকদ্রষ্টৃজনাভাবাৎ স্বয়ং ভগবতাপি তেন লৌকিক্যেব রীতিরালম্বে ইতি জানীমঃ ॥ ২৯ ॥

সনাতন শ্রীকৃষ্ণ অঘবদনে প্রবেশমাত্রে ঐ অসুর, বৎস ও বালকাদি সহ তাঁহাকে চূর্ণ করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আকাশপথে দেবতা ও অসুরবৃন্দের উভয়বিধ ধ্বনি শ্রবণ করিয়াই, সর্পের গলদেশে অবস্থান পূর্ব্বক নিজ দেহকে পরিবর্দ্ধিত করিলেন ॥ ২৯ ॥

আভাস।

শ্রীকৃষ্ণস্পর্শে সংসার-বিপদ হইতে নিঃশেষে উদ্ধারলাভে কৃতার্থ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই ॥ ২৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সর্পতুণ্ডে প্রবেশ করিলে যে সকল দেবতা কংসের ভয়ে ভীত হইয়া মেঘের অন্তরাল হইতে এই সকল বৃত্তান্ত অবলোকন করিতেছিলেন, তাঁহারা কৃষ্ণের অনিষ্ট আশঙ্কায় নিরাশ্বাসের সহিত হাহাকার ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। দেবতাগণ ভগবদৈশ্বর্য্যে অনভিজ্ঞ না হইলেও ভক্তিবলে তাঁহাদের চিত্ত প্রীতিপ্রবাহে এতই প্লবণ ছিল যে, প্রকৃত তত্ত্ব তাঁহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিত না; তাঁহারা প্রেমে আর্দ্র হইয়া পড়িলেন। এদিকে অঘাসুরের ভ্রাতুষ্পুত্রাদি রাক্ষসের দল ও কংসাদি অসুরবৃন্দ এই ব্যাপার শ্রবণে ও দর্শনে অতীব হৃষ্ট হইল ॥ ২৮ ॥

সাধুগণের শোক ও অসাধুগণের হর্ষবার্ত্তা শ্রবণ করিতে করিতে ভগবান্ শ্রীহরি বয়স্য বালকগণসহ নিজ শ্যামসুন্দর মূর্ত্তিখানি অঘাসুরের উদরস্থ করিলে, ঐ অসুর তখন

ততোঽতিকায়স্য নিরুদ্ধমার্গিণো হ্যুদীর্ণদৃষ্টের্ভ্রমতস্ত্বিতস্ততঃ।
পূর্ণোঽন্তরঙ্গে পবনো নিরুদ্ধো মূর্দ্ধন্ বিনির্ভিদ্য বিনির্গতো বহিঃ ॥৩০॥
তেনৈব সর্ব্বেষু বহির্গতেষু প্রাণেষু বৎসান্ সুহৃদঃ পরেতান্।

অন্বয়ঃ।

ততঃ অনন্তরং অতিকায়স্য (কায়ং অতীত্য বৃহৎসর্পদেহেন অবস্থিতস্য অঘাসুরস্য) নিরুদ্ধমার্গিণঃ (কণ্ঠস্থিতেন প্রবৃদ্ধকৃষ্ণদেহেন প্রতিরুদ্ধঃ বায়োঃ মার্গভূতঃ কণ্ঠঃ যস্য) অতএব হি উদ্গীর্ণদৃষ্টেঃ উদ্গীর্ণে বহির্নির্গতে দৃষ্টী লোচনে যস্য অতঃ ইতস্ততঃ (বৈচিত্র্যাৎ) ভ্রমতঃ অঘাসুরস্য পূর্ণঃ পবনঃ নিরুদ্ধঃ সন্ মূর্দ্ধন্ মূর্দ্ধনি ব্রহ্মরন্ধ্রং বিনির্ভিদ্য বহিঃ বিনির্গতঃ যাতঃ ৩০॥

তেন পবনেন সহ সর্ব্বেষু প্রাণেষু বহির্গতেষু সৎসু পরেতান্ মৃতান্, সুহৃদঃ বৎসান্ চ স্বয়া (অমৃতবর্ষিণ্যা) দৃষ্ট্যা উত্থাপ্য তদন্বিতঃ তৈঃ মিলিতঃ সন্ ভগবান্ মুকুন্দঃ বক্ত্রাৎ

শ্রীধরস্বামী।

নিরুদ্ধো মুখাদীনাং মার্গভূতঃ কণ্ঠো যস্যাস্তি তস্য উদ্গীর্ণদৃষ্টের্বহির্নির্গতলোচনস্য অন্তরঙ্গে দেহমধ্যে পূর্ণঃ পরিভূতঃ মূর্দ্ধনি ব্রহ্মরন্ধ্রং বিনির্ভিদ্য বহির্গত ইতি ॥ ৩০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নিরুদ্ধো মুখাদীনাং মার্গভূতঃ কণ্ঠো যস্যাস্তি তস্য উদ্গীর্ণদৃষ্টের্বহির্নির্গতলোচনস্য অন্তরঙ্গে দেহমধ্যে নিরুদ্ধঃ পবনঃ প্রাণবায়ুঃ নির্গমনাভাবাৎ পূর্ণঃ। মূর্দ্ধন্ মূর্দ্ধনি স্থিতং ব্রহ্মরন্ধ্রং নির্ভিদ্য বহির্গতঃ ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণশরীর দ্বারা ঐ ভয়ানক দেহধারী অসুরের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল; তাহার চক্ষুদ্বয় বাহিরে নির্গত হইবার উপক্রম হইল; সে দারুণ মর্ম্ম-যাতনায় চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু প্রাণবায়ু তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া নির্গত হইয়া গেল ॥ ৩০ ॥

অঘাসুরের প্রাণবায়ুর নিঃসরণের সঙ্গে সঙ্গে বৎস ও বালকগণেরও.

আভাস।

তাঁহাদিগকে চূর্ণ করিবার চেষ্টা করিল। দুষ্টের সাধ কখন পূর্ণ হয় না। তৎকালে শোক ও হর্ষের বৈপরীত্য ঘটিল। তিনি নিজ শক্তি দ্বারা দেহ বৃদ্ধি করিলেন এবং অঘাসুরের কণ্ঠরোধ করত তাহাকে নিধন করিলেন। শকট ও তৃণাবর্ত্তাদি অসুরের বধ বা দামবন্ধনাদি লীলা প্রকাশ কালে তিনি বাহিরে কোন শক্তির প্রকাশ করেন নাই, বাল্য মাধুরী রক্ষা করিয়া সামান্য উদ্যোগেই ঐ সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন; কিন্তু এখানে যে ঈদৃশ ভগবচ্ছক্তির প্রকাশ করিলেন, সে কেবল পূর্ব্বের ন্যায় মাধুরীগ্রাহক প্রেমিক ভক্তজনের অনুপস্থিতিতে মাত্র। যেরূপ সমাজ সেখানে সেইরূপ লীলাশক্তির প্রকাশ করা প্রয়োজন ॥ ২৯ ॥

দৃষ্ট্যা স্বয়োত্থাপ্য তদন্বিতঃ পুনর্ব্বক্ত্রান্মুকুন্দো ভগবান্ বিনির্যযৌ ॥৩১॥
পীনাহিভোগস্থিতমদ্ভুতং মহজ্জ্যোতিঃ স্বধাম্নোজ্জ্বলয়দ্দিশো দশ।
প্রতীক্ষ্য খেঽবস্থিতমীশনির্গমং বিবেশ তস্মিন্ মিষতাং দিবৌকসাং ৩২॥

অন্বয়ঃ।

পুনঃ বিনির্যযৌ ॥ ৩১ ॥

পীনাহিভোগস্থিতং স্থূলসর্পকলেবরস্থিতং অদ্ভুতং অনির্ব্বচনীয়ং মহজ্জ্যোতিঃ স্বধাম্না স্বেন তেজসা, দশ দিশঃ উজ্জ্বলয়ন্ প্রকাশয়ন্, ঈশনির্গমং কৃষ্ণনির্গমনং, প্রতীক্ষ্য খে আকাশে, অবস্থিতং সৎ মিষতাং পশ্যতাং, দিবৌকসাং স্বর্গবাসিনাং, (সমক্ষে এব) তস্মিন্ কৃষ্ণে, বিবেশ ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রাণেষু ইন্দ্রিয়েষু স্বয়া অমৃতবর্ষিণ্যা দৃষ্ট্যৈব ॥ ৩১ ॥

অহিদেহে স্থিতং শুদ্ধসত্ত্বময়ং জ্যোতির্নির্গতং খে অবস্থিতং তস্মিন্নীশে বিবেশ ॥ ৩২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পরেতান্ স্ববিরহ-তজ্জাঠরানলয়োর্জ্বালয়া মূর্চ্ছিতান্ দৃষ্ট্যা অমৃতবর্ষিণ্যা ॥ ৩১ ॥

জ্যোতিরহিদেহে স্থিতং শুদ্ধসত্ত্বময়মিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। তাদৃশদুষ্টস্যাপি তস্য মুক্তেঃ সর্ব্বলোকপ্রত্যায়নার্থং জীবস্য নিরাকারদেহেঽপি তৎকালপ্রাপ্তভগবচ্ছক্ত্যালিঙ্গিতত্বাত্তথা দৃশ্যত্বমিতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাদয়ঃ। পরব্রহ্মণো ব্যাপকমহাজ্যোতিঃ স্বরূপমিব জীবস্যাপি জ্যোতিঃস্বরূপং মায়িকলোচনাগম্যমপি তদানীং ভগবতা স্বেচ্ছয়ৈব স্বস্বরূপমিব স্বস্যাসুরমুক্তিপ্রদায়কত্বলক্ষণগুণস্য সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষীকরণার্থং দর্শিতমিত্যেকে। প্রাপাত্মসাম্যমিতি ভাগবতীং গতিমিত্যপরিষ্টাদুক্তে রঘাসুরঃ সারূপ্যমুক্তিং প্রাপ ন তু সাযুজ্যমিত্যত স্তৎক্ষণপ্রাপ্তস্তদীয়চিন্ময়দেহজ্যোতিরেব তৎ। দেহস্তু জ্যোতির্ভূয়স্ত্বাৎ দ্রষ্টুং শক্যো নাভূৎ। ভগবতি প্রবেশস্তু সাযুজ্যপ্রথাবতোঃ শিশুপালদন্তবক্রয়োরিব জ্ঞেয় ইত্যপরে। মিষতাং মিষৎসু সৎস্বপি অনাদরে বা ষষ্ঠী ॥ ৩২ ॥

প্রাণ বিনির্গত হইল; কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, নিজ সুহৃৎ ও বৎসগণকে ক্ষণমাত্রেই পুনর্জ্জীবিত করিলেন; এবং সকলে একত্র হইয়া ঐ সর্পবদন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন ॥ ৩১ ॥

সেই মহা স্থূল সর্প দেহ হইতে এক অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া দশ দিক্ আলোকিত করত, শ্রীকৃষ্ণের নির্গমনের জন্য বাহিরে আকাশ পথে প্রতীক্ষা করিতেছিল। কৃষ্ণ বাহিরে নির্গত হইবা মাত্র সমস্ত দেবতাগণের সমক্ষেই উক্ত জ্যোতিঃ কৃষ্ণশরীরে প্রবেশ করিল ॥ ৩২ ॥

আভাস।

অঘাসুরের প্রাণবায়ু নির্গত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, বয়স্য বালকগণও তৎসঙ্গে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়াছে। ঐ অসুরের জঠরানল ও তদীয় বিরহানল এই উভয় জ্বালায় তাহাদের এত-

ততোঽতিহৃষ্টাঃ স্বকৃতোঽকৃতার্হণং পুষ্পৈঃ সুরা অপ্সরসঃ সুনর্ত্তনৈঃ।
গীতৈঃ সুগা বাদ্যধরাশ্চ বাদ্যকৈঃ স্তবৈশ্চ বিপ্রা জয়নিস্বনৈ র্গণাঃ॥ ৩৩॥

অন্বয়ঃ।

ততঃ সুরাঃ পুষ্পৈঃ, অপ্সরসঃ সুনর্ত্তনৈঃ সুগাঃ গন্ধর্ব্বাদয়ঃ, গীতৈঃ, বাদ্যধরাঃ বাদ্যকৈঃ বিপ্রাঃ স্তবৈঃ, জয়নিস্বনৈঃ চ গণাঃ এতে সর্ব্বে অতিহৃষ্টাঃ সন্তঃ স্বকৃতঃ কৃষ্ণস্য অর্হণং পূজাং অকৃত॥ ৩৩॥

শ্রীধরস্বামী।

স্বকৃতঃ স্বকার্য্যকৃতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যার্হণমকৃত পূজামকুর্ব্বন্। সুগাঃ সুষ্ঠু গায়ন্তীতি গন্ধর্ব্বাদয়ঃ॥৩৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্বকৃতঃ স্বস্রষ্টুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য অর্হণং পূজাং অকৃত অকৃষত। সুষ্ঠু গায়ন্তীতি সুগা গন্ধর্ব্বাদয়ঃ। বাদ্যধরা বিদ্যাধরাদয়ঃ। বিপ্রা বশিষ্ঠাদয়ঃ। গণা গরুড়াদয়ঃ॥ ৩৩॥

সর্পবদন হইতে শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে নির্গত হইলে, আনন্দোৎসবে ভাসমান হইয়া দেববৃন্দ পুষ্পবর্ষণ দ্বারা, অপ্সরা সকল শোভন নৃত্য দ্বারা, গায়কগণ সুরম্য গীত দ্বারা, বাদকগণ সুমধুর বাদ্যসংযোগে, বিপ্রগণ তাঁহার স্তব করিয়া এবং গরুড়াদি পার্ষদবৃন্দ জয়ধ্বনি করত, সর্ব্বহিতৈষী বাসুদেবের পূজা করিতে লাগিলেন॥ ৩৩॥

আভাস।

দুরই দুরাবস্থা হইয়াছিল যে, তাহারা মৃতের ন্যায় পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কেবল অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই তাহাদিগকে জীবিত করিলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় নৃত্যপরায়ণ বয়স্যগণে পরিবৃত হইয়া, অঘবদন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন॥ ৩১॥

সেই পাপমতি ক্রূরকর্ম্মা অঘাসুরেরও মৃত্যু সাধারণ জীবের ন্যায় হয় নাই। তাহার জীবাত্মা শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি ধারণে শ্রীকৃষ্ণের নির্গমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। যেমন কৃষ্ণ নিষ্ক্রান্ত হইলেন, অমনি ঐ জ্যোতিঃ সর্ব্বসমক্ষেই কৃষ্ণাঙ্গে সম্মিলিত হইল। এই ব্যাপার দ্বারা তত্রত্য স্থানীয় লোক ও দেববৃন্দকে দেখান হইল যে, জীব সামান্য পাঞ্চভৌতিক দেহ নহে, তদতিরিক্ত চৈতন্যময় জ্যোতিঃস্বরূপ; এবং পরমব্রহ্ম অখণ্ড চৈতন্যময় ব্যাপক মহাজ্যোতিঃস্বরূপ। জীব অশেষ পাপের পাপী হইলেও, ব্রহ্মস্বরূপ ভগবানে একবার চিত্ত সংযত করিতে পারিলেই তাহার সর্ব্ব পাপ বিদূরিত হয়; সে মায়ানির্ম্মুক্ত হইয়া পরাৎপর সনাতন বিষ্ণুতে সম্মিলিত হইয়া, ভববেদনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। সর্ব্বসমক্ষে তাদৃশ পাপিষ্ঠ অসুরকে চিন্ময়দেহ জ্যোতিঃস্বরূপ সারূপ্য-মুক্তি প্রদান করিয়া, ভগবান্ আত্মৈশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদানে জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি কোনটী স্বতন্ত্র নহে। তিনি নিজেই স্বতন্ত্র। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ উপায়ের যথা যে কোন প্রকারে ভগবানে সম্মিলিত হইতে পারিলেই পরিণামে মঙ্গল। ইহা

তদদ্ভুতস্তোত্রসুবাদ্যগীতিকাজয়াদিনৈকোৎসবমঙ্গলস্বনান্।
শ্রুত্বা স্বধাম্নোঽন্ত্যজ আগতোঽচিরাদ্দৃষ্ট্বা মহীশস্য জগাম বিস্ময়ং ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ।

তৎ অদ্ভুতস্তোত্রসুবাদ্যগীতিকাজয়াদিনৈকোৎসবমঙ্গলস্বনান্ সুকুমারগীতবাদ্যাদিসহিত-বিবিধমঙ্গলোৎসবস্তবজয়াদিধ্বনীন্ স্বধাম্নঃ সত্যলোকস্য অন্তি সমীপে, শ্রুত্বা অজঃ ব্রহ্মা, অচিরাৎ আগতঃ সন্ ঈশস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মহি মহিমানং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং জগাম প্রাপ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কিঞ্চ তেষাং যানি অদ্ভুতস্তোত্রাদীনি নৈকোৎসবা অনেকোৎসবা যে মঙ্গলস্বনা স্তান্ স্বধাম্নো অন্তি সমীপে শ্রুত্বা অজো ব্রহ্মা অচিরাদাগত ঈশস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মহি মহিমানং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং প্রাপ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অদ্ভুতস্তোত্রাণিচ সুবাদ্যানিচ গীতিকাঃ সুকুমারা গীতয়শ্চ জয়াদয়শ্চ নৈকোৎসবা অনেকোৎসবা মঙ্গলস্বনাশ্চ তান্। স্বধাম্নঃ সত্যলোকস্য অন্তি নিকট এব শ্রুত্বেতি মহর্জন স্তপোলোকস্থা অপি পরস্পরয়ৈব শ্রুত্বা গীতাদিকং চক্রুরিতি জ্ঞেয়ং। শ্রুত্বা অজো ব্রহ্মৈব অচিরাৎ সদ্য এব অঘাসুরস্য জ্যোতির্বৈকুণ্ঠং প্রতি গচ্ছদেব ঈশস্য মহি মহিমানং দৃষ্ট্বা আগতো অন্যৈরলক্ষ্যমাণো বৃন্দাবনমেব তত্রচ ঈশস্য মহিমানং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং প্রাপ ॥ ৩৪ ॥

এদিকে ব্রহ্মা নিজ সত্যলোকের সমীপে তাদৃশ অদ্ভুত স্তোত্র, বাদ্য, সুরম্য গীত ও জয়াদি শব্দসংযুক্ত মনোহর মঙ্গলধ্বনি শ্রবণ করিয়া, সত্বর তথায় আগমন করিলেন, এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব যশোরাশি নিরীক্ষণ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

আভাস।

ঈশ্বরের অনুপম ঐশ্বর্য্যসামর্থ্য। প্রেম ও ভক্তি অবলম্বনে মিত্র ভাবেই হউক বা ক্রোধ হিংসাদি অহঙ্কারে দ্বেষভাবেই হউক, যে কোন উপায়ে ভগবানের সঙ্গ লাভ করিতে পারিলেই, মুক্ত; অতুবা শতজন্ম জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদির চর্চ্চায় প্রণিহিতমনা হইয়াও যদি পরম গুরু ঈশ্বরে চিত্ত নিবিষ্ট করিতে পারা না যায়, সকলই বৃথা। অথচ সামান্য তুচ্ছ উপায় অবলম্বনে চিত্ত সংযত করিতে পারিলে, এক জন্মেই সমগ্র ফল লাভ হয়। ইহাতে দেবতা বা ব্রাহ্মণাদি কোন বিশেষ জন্ম বা যোনির অপেক্ষা থাকে না ॥ ৩২ ॥

ভগবান্ জীবমাত্রেরই মঙ্গলদাতা। অঘাসুরের নিধনে মনুষ্য ও দেবতা এই উভয় লোকেরই উপকার-সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার লীলায় সকলেই তৃপ্তি লাভে স্ব স্ব সামর্থ্যানুসারে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই স্তবের ধ্বনি স্বর্গ, মর্ত্ত ও অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করত মহঃ, জন ও তপোলোক ভেদ করিয়া সত্যলোক স্পর্শ করিল। ব্রহ্মা নিজ

রাজন্নাজগরং চর্ম্ম শুষ্কং বৃন্দাবনেঽদ্ভুতং।
ব্রজৌকসাং বহুতিথং বভূবাক্রীড়গহ্বরং ॥ ৩৫ ॥
এতৎ কৌমারজং কর্ম্ম হরেরাত্মাহিমোক্ষণং।
মৃত্যোঃ পৌগণ্ডকে চাস্য দৃষ্ট্বৌচুর্বিস্মিতা ব্রজে ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ।

হে রাজন্! অদ্ভুতং (তৎ) আজগরং চর্ম্ম শুষ্কং সৎ বৃন্দাবনে ব্রজৌকসাং ক্রীড়া-গহ্বরং বহুতিথং বহুকালং বভূব ॥ ৩৫ ॥

মৃত্যোঃ সকাশাৎ আত্মাহিমোক্ষণং আত্মনাং অহেঃ চ মোক্ষণং হরেঃ কৌমারজং পঞ্চাব্দকৃতং কর্ম্ম দৃষ্ট্বা বিস্মিতাঃ বালাঃ অস্য পৌগণ্ডকে ষষ্ঠে অব্দে, অদ্যৈব তদ্বৃত্তং ইত্যূচুঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বহুতিথং বহুকালং ক্রীড়ার্থং মহাবিলং ॥ ৩৫ ॥

অন্যচ্চাতিচিত্রং বৃত্তমিত্যাহ এতদিতি। কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি। কৈশোরমাপঞ্চদশাদ্‌যৌবনন্তু ততঃ পরমিতি। হরেঃ কৌমারজং পঞ্চাব্দকৃতং কর্ম্ম তদৈব দৃষ্ট্বা পৌগণ্ডে ষষ্ঠেঽব্দে বালা অদ্যৈব তদ্বৃত্তমিত্যূচুঃ। কিং তৎ কর্ম্ম মৃত্যোঃ সকাশাৎ আত্মনা অহেশ্চ মোক্ষণং আত্মনাং প্রসিদ্ধান্মৃত্যোঃ অহেস্তু সংসারলক্ষণাৎ অঘাসুরজ্যোতিষঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রবেশমপি তদা দৃষ্টং কথিতবন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বহুতিথং বহুকালং। আ সম্যক্ ক্রীড়ার্থকগহ্বরং বভূব ॥ ৩৫ ॥

অন্যদপ্যাশ্চর্য্যমেকং শৃণ্বিত্যাহ। এতৎ হরেঃ কৌমারজং পঞ্চাব্দকৃতং কর্ম্ম দৃষ্ট্বা অস্য হরেঃ পৌগণ্ডকে বয়সি ষষ্ঠেঽব্দে বালা অদ্যৈব তদ্বৃত্তমিত্যূচুঃ। কিং তৎ আত্মনাং অহেঃ সকাশান্মোক্ষণং কুতঃ মৃত্যোঃ অহি-মরণাদ্ধেতোরিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

হে রাজেন্দ্র! সেই অদ্ভুত সর্পের চর্ম্ম শুষ্ক হইলে, বহুকাল পর্য্যন্ত বৃন্দাবনবাসিদিগের ক্রীড়াগহ্বর রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল ॥ ৩৫ ॥

পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে এই অঘাসুরবধ লীলা করিয়া, অঘবদন হইতে বালক ও আপনাকে রক্ষা করেন। কিন্তু যখন তাঁহার ষষ্ঠ-বর্ষ বয়ঃক্রম, তখন বালকগণ ব্রজে গিয়া তৎ কার্য্য দর্শনে বিস্মত হইয়া বলিল যে, অদ্য আমরা এই ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম ॥ ৩৬ ॥

আভাস।

ধামের সমীপে সেই বিশ্বব্যাপক জয়ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ সকলের অজ্ঞাতসারে বৃন্দাবনে সমুপস্থিত হইলেন এবং অঘাসুরের জীব-জ্যোতিঃ ভগবান্ বাসুদেবে সংক্রমিত হইতে দেখিয়া, বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন ॥ ৩৪ ॥

নৈতদ্বিচিত্রং মনুজার্ভমায়িনঃ পরাবরাণাং পরমস্য বেধসঃ।
অঘোঽপি যৎস্পর্শন-ধূতপাতকঃ প্রাপাত্মসাম্যং ত্বসতাং সুদুর্ল্লভং ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ।

হে নৃপ! মনুজার্ভমায়িনঃ মনুষ্যলীলয়া অবতীর্ণস্য পরাবরাণাং অংশিনাং অংশানাং চ সর্ব্বেষাং পরমস্য বেধসঃ তত্তদাবির্ভাবকর্ত্তুঃ, স্বয়ং ভগবতঃ এতৎ কার্য্যং ন বিচিত্রং আশ্চর্য্যং; যতঃ পাপঃ অপি অঘাসুরঃ যৎস্পর্শনধূতপাতকঃ যস্য কৃষ্ণস্য স্পর্শেন ধূতঃ ধৌতঃ পাতকঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্ অসতাং সুদুর্ল্লভং আত্মসাম্যং প্রাপ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নৈতদ্বিচিত্রং কিং তদিত্যপেক্ষয়ামাহ অঘোঽপীতি। আত্মসাম্যং স্বসমানরূপত্বং ॥ ৩৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মনুজার্ভ এব মায়া তদীয়স্বরূপং তত্বতঃ শ্রুতিপ্রসিদ্ধান্মায়াশব্দস্য স্বরূপবাচকত্বাৎ পরাবরাণাং সর্ব্বেষাম্ শানামংশিনামপি পরমস্য বেধসঃ। স্বেচ্ছাভিমতমেব কর্ত্তুঃ। এতদ্বিচিত্রং ন কিং তদিত্যত আহ অঘোঽপীতি। ধূতপাতক ইতি পাতকমিত্যুপলক্ষণং শরীরদৌর্গন্ধ্যাদেরপ্যপগম ইতি কিং বক্তব্যং পূতনাদৃষ্ট্যা শরীরসৌগন্ধ্যমপি ব্যাখ্যেয়ং। সপ্রিয়সখস্য কৃষ্ণস্য ক্রীড়াস্পদীভাবিত্বাৎ। আত্মসাম্যং স্বসমানরূপত্বং। অসতাং অসুরাণাং সাযুজ্যং দুর্ল্লভং সারূপ্যন্তু ভক্তসম্প্রদানীয়ত্বাৎ সুদুর্ল্লভং ॥ ৩৭ ॥

হে রাজন্! যিনি কেবল মায়াপ্রভাবেই মানবরূপ ধারণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, অধিক কি! অঘাসুরের ন্যায় মহাক্রূর পাপিষ্ঠও যাঁহার অঙ্গস্পর্শে পবিত্র হইয়া তাঁহার সারূপ্য লাভ করিয়াছে, সেই অসাধুগণের দুর্ল্লভ সর্ব্ববিধানকর্ত্তা পরাৎপর পরমপুরুষের পক্ষে ইহা কিছু বিশেষ বিচিত্র নহে ॥ ৩৭ ॥

আভাস।

শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধানে কিছুই আশ্চর্য্য নহে। তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে মানব নহেন; তিনি ভোক্তা জীব এবং ভোগপ্রদ ঈশ্বররূপী লোকপালগণেরও মূলীভূত পরম কারণ। কেবল মায়াবলে বালকমূর্ত্তি ধারণ করত সাধুগণের রক্ষা এবং অসাধুগণের নিগ্রহ করত জগতে ধর্ম্মের মর্য্যাদা প্রতিপাদন করিয়াছেন। নতুবা একেত পাপিষ্ঠ, তাহাতে আবার সর্পদেহ হইলেও মরণানন্তর যে, সে দেহেও কোন দুর্গন্ধাদি জন্মিয়াছিল তাহাও নহে; বরং প্রকাণ্ড বিলের ন্যায় ঐ সর্পদেহ ব্রজবাসী বালকগণ বহুকাল ক্রীড়া-ভবনরূপে ব্যবহার করিয়াছিল ॥ ৩৭ ॥

অসুরগণের ভগবৎপ্রাপ্তি নিতান্তই দুর্ল্লভ হইলেও অঘাসুর যে, সারূপ্য-পদবী লাভ করিয়াছিল, তাহার কারণই স্বয়ং ভগবান্। ভগবদ্গুণেই সে চরিতার্থ হইল; ইহাতে কোন যোগসাধন বা বৈরাগ্যাদির অপেক্ষা নাই। স্থানান্তরে প্রকাশ আছে যে, জগন্নাথাদি

সকৃদ্‌যদঙ্গ প্রতিমান্তরাহিতা মনোময়ী ভাগবতীং দদৌ গতিং।
সএব নিত্যাত্মসুখানুভূত্যভিব্যুদস্তমায়ঃ পরমোঽঙ্গ কিং পুনঃ॥ ৩৮॥

অন্বয়ঃ।

হে অঙ্গ শোভন! মনোময়ী যদঙ্গপ্রতিমা যস্য প্রতিকৃতিঃ সকৃৎ বারমেকং এব অন্তরাহিতা মনসি আনীতা সতী ভাগবতীং গতিং দদৌ নিত্যাত্মসুখানুভূত্যভিব্যুদস্তমায়ঃ আত্মনঃ নিত্যানন্দানুভবেন মায়ারহিতঃ পরমঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ সঃ সাক্ষাৎ অন্তর্গতঃ ততঃ পুনঃ কিং॥ ৩৮॥

শ্রীধরস্বামী।

যস্যাঙ্গং শ্রীমূর্ত্তিস্তস্য প্রতিমা প্রতিকৃতি স্তত্রাপি কেবলং মনোময়ী সাপি বলাদন্তরাহিতা সতী ভাগবতীং গতিং দদৌ প্রহ্লাদাদিভ্যঃ সএব সাক্ষাৎ স্বয়মন্তর্গতঃ কিং পুন র্নির্ত্ত্যা চাসাবাত্মসুখানুভূতিশ্চেতি তয়া। অভিতো ব্যুদস্তা মায়া যেন সঃ॥ ৩৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তৎপ্রাপ্তৌ কারণমাহ যস্য অঙ্গং মূর্ত্তিস্তস্য চ প্রতিমা প্রতিকৃতি র্জগন্নাথমদনগোপালগোবিন্দাদিরূপা। সাপি মনোময়ী মনসৈব ধ্যাতা তত্রাপি সকৃদেব অন্তরাহিতা সতী ভাগবতীং গতিং দদৌ খট্বাঙ্গাদিভ্যঃ, স এব সাক্ষাৎ নিত্যাত্মা নিত্যশরীরশ্চাসৌ সুখানুভূতিরূপশ্চ অভিব্যুদস্তমায়শ্চেতি সঃ। পরমঃ স্বয়মেবান্তর্গতঃ কিং পুনর্দদ্যাদেবেত্যর্থঃ। নন্বু খট্বাঙ্গাদীনাং তৎপ্রাপ্তৌ ভক্তিরেব কারণং অঘাদীনান্তু প্রাতিকূল্যাৎ ভক্ত্যভাব এব তৎপ্রাপ্তিপ্রতিবন্ধী। ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য ইতি ভগবৎকৃতনিয়মাৎ। সত্যং সচ নিয়মোঽস্তস্মিন্নেব সময়ে। কৃষ্ণস্যাবতারসময়ে তু পূর্ণায়া এব কৃপাশক্তেরুদয়োদ্রেকাৎ তৎসম্বন্ধমাত্রেণৈব তৎপ্রাপ্তি র্বক্ষ্যতে। কামং, ক্রোধং, ভয়ং, স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব বা। নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে। নচৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে। যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ইতি। কৃষ্ণস্য পূর্ণত্বে লক্ষণমিদমসাধারণং যদ্বৈরিভ্যোঽপি মোক্ষং দদাতীতি তেষামপি মধ্যে ব্রজৌকসাং বহুতিথং বভূবাক্রীড়গহ্বরমিত্যুক্তে রঘাসুরদেহস্য স্বক্রীড়াসুখপ্রদীভাবিত্বাৎ তাৎকালিকতৎপ্রাপ্তিকূল্যস্যা-

---

দেখুন! যদি কোন ব্যক্তি কেবল মানসী শক্তি-সহকারে ভগবানের প্রতিমা খানি একবার মাত্র হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে, মুকুন্দ তাহাকে নিজ ভাগবতী গতি যখন প্রদান করেন, তখন নিরঞ্জন পরমানন্দস্বরূপ সাক্ষাৎ বাসুদেবকে প্রত্যক্ষে হৃদয়মন্দিরে গ্রহণ করায়, অঘাসুরের যে বিমুক্তি হইয়াছে, তাহার আর সংশয় কি!॥ ৩৮॥

আভাস।

বিবিধ ভগবন্মূর্ত্তি কেবল মনোমধ্যে গঠন করত, যদি হৃদয়ে একবারও ধারণা করিতে পারা যায়; তাহা হইলেই বৈষ্ণবী গতি লাভের আর কোন প্রতিবন্ধক ঘটে না। অতএব

সূত উবাচ ॥

ইত্থং দ্বিজা যাদবদেবদত্তঃ শ্রুত্বা স্বরাতুশ্চরিতং বিচিত্রং।
পপ্রচ্ছ ভূয়োঽপি তদেব পুণ্যং বৈয়াসকিং যন্নিগৃহীতচেতাঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ।

সূতঃ উবাচ। হে দ্বিজাঃ যাদবদেবদত্তঃ যাদবদেবেন শ্রীকৃষ্ণেন উত্তরায়ৈ দত্তঃ পরীক্ষিৎ স্বরাতুঃ আত্মদাতুঃ, কৃষ্ণস্য বিচিত্রং চরিতং শ্রুত্বা যন্নিগৃহীতচেতাঃ যেন শ্রবণেন বশীকৃতচিত্তঃ সন্ তদেব পুণ্যং চরিত্রং বৈয়াসকিং শুকং ভূয়ঃ পুনঃ অপি পপ্রচ্ছ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

স্বরাতুঃ আত্মদাতুঃ। যেন শ্রবণেন নিতরাং গৃহীতং বশীকৃতং চেতো যস্য সঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্যানুকূল্যময়ভক্তিত্বমননাৎ তস্মৈ সারূপ্যমোক্ষং বৈকুণ্ঠ এব দদৌ নতু স্বধাম্নি বৃন্দাবনে তদ্ভক্তে স্তাদৃশবৈশিষ্ট্যাভাবাৎ ইতি জ্ঞেয়ং ॥ ৩৮ ॥

হে দ্বিজাঃ যাদব-দেবেন উত্তরায়ৈ যুধিষ্ঠিরায় বা দত্তঃ পরীক্ষিৎ স্বস্য রাতা গ্রহীতা যঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য যেন শ্রবণেন নিতরাং গৃহীতং বশীকৃতং চেতো যস্য সঃ ॥ ৩৯ ॥

তখন সূত শৌনকাদি ঋষিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে দ্বিজগণ! যাদবকুলচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরিত্রাত রাজা পরীক্ষিৎ এইরূপে নিজ রক্ষাকর্ত্তা বিষ্ণুর বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া, তৎপ্রতিই একাগ্রচিত্ত হইলেন এবং ব্যাসনন্দন শুকদেবের নিকট ঐ পবিত্র লীলা শ্রবণার্থ বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

আভাস।

সাক্ষাৎ মহাপুরুষ শুদ্ধ সত্ত্বময় বপুধারী শ্রীকৃষ্ণকে মুখমধ্যে গ্রহণ করত, অন্তরস্থ করায় অঘাসুরের কেন অনিষ্ট সাধন হইবে? তবে ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়ই ভক্তি। অঘাসুরে সেই ভক্তি না থাকায়, ব্যাঘাত ঘটিবারই সম্ভাবনা। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমি ভক্তির ধন, এক ভক্তিবলে জীব আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে;" কিন্তু এ সমস্ত সময়ান্তরের কথা। কৃষ্ণাবতারে কৃপাশক্তির পূর্ণ উদয়ে ভগবৎসঙ্গমাত্রেই জীব মুক্তিলাভ করিয়াছে। তৎসম্বন্ধে পরেও বর্ণিত হইয়াছে যে কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্যভাব ও সৌহার্দ্দ ইহার যে কোন ভাব অবলম্বনে ভগবানের সন্নিকর্ষ লাভ করা হউক্ তাহাতেই তন্ময়ত্ব-প্রাপ্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার প্রধান লক্ষণই এই যে, তিনি বৈরিভাবাপন্ন অঘবদলকেও সংসার-জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি প্রদানে নিজ সারূপ্য প্রদান করিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥

ইতি দশম স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ের আভাস সমাপ্ত ॥

রাজোবাচ ॥

ব্রহ্মন্ কালান্তরকৃতং তৎকালীনং কথং ভবেৎ।
যৎ কৌমারে হরিকৃতমূচুঃ পৌগণ্ডকেঽর্ভকাঃ।
তদ্ব্রূহি মে মহাযোগিন্ পরং কৌতূহলং গুরো।
নূনমেতদ্ধরেরেব মায়া ভবতি নান্যথা।
বয়ং ধন্যতমা লোকে গুরোঽপি ক্ষত্রবন্ধবঃ।
যৎ পিবামো মুহুস্তুত্তঃ পুণ্যং কৃষ্ণকথামৃতং ॥ ৪০ ॥

অন্বয়।

রাজা উবাচ। হে ব্রহ্মন্! কালান্তরকৃতং পূর্ব্বকালীনং কর্ম্ম তৎকালীনং সদ্যঃকালদৃষ্টং কথং ভবেৎ সম্ভবেৎ; যতঃ অর্ভকাঃ যৎ কৌমারে হরিকৃতং তৎ পৌগণ্ডকে ঊচুঃ ॥

হে মহাযোগিন্ গুরো! মে মম পরং কৌতূহলং যাতঃ তৎ ব্রূহি। নূনং নিশ্চিতং এতৎ হরেঃ মায়া এব অন্যথা ন ভবন্তি ॥

হে গুরো! ক্ষত্রবন্ধবঃ নিন্দিতক্ষত্রিয়াঃ অপি বয়ং লোকে ধন্যতমাঃ যৎ যস্মাৎ পুণ্যং পবিত্রং কৃষ্ণকথামৃতং ত্বত্তঃ ত্বৎসকাশাৎ মুহুঃ পিবামঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কালান্তরে কৃতং কৌমারে কৃতং, পৌগণ্ডকে কথং জ্ঞাত্বোচুঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কালান্তরকৃতং পূর্ব্বকালনিষ্পাদিতং কর্ম্ম তৎকালীনং সদ্যঃকালদৃষ্টং কথং ভবেৎ। যদিতি পৌগণ্ডকে অদ্যৈব হরিকৃতমিদং কর্ম্মেতি কথমূচুরিত্যর্থঃ ॥

মায়া দুর্ঘটঘটনাপটীয়সী শক্তিঃ। হরিরিত্যন্যমায়া নিরস্তা যোগমায়েত্যর্থঃ। তয়ৈব ভগবন্নিষ্ঠপরিজনানাং মোহনসম্ভবাৎ ॥

হে গুরো ইতি মম ত্বচ্ছিষ্যতাদ্ব্যুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুক্তেতি বিধেরবশ্য-বক্তব্যত্বং ব্যঞ্জিতং। পিবাম ইতি স্বশক্তিব্যঞ্জনয়া স্বস্য স্নিগ্ধত্বঞ্চ ॥ ৪০ ॥

রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! সময়ান্তরের ব্যাপার তাৎকালিক বলিয়া কিরূপে অনুভূত হইল? কারণ শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চমবর্ষ কুমারকালে আচরিত অঘবধ বালকগণ পরবর্ষে ব্রজে আসিয়া বলিল, এই ব্যাপার আমরা অদ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম ॥

হে মহাযোগিন্! ইহা শ্রীহরির মায়া ব্যতীত অন্য কিছুই নহে; ইহার তথ্য শ্রবণার্থ আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিতেছে; অনুগ্রহ পূর্ব্বক সবিশেষ কীর্ত্তন করুন! ॥

সূত উবাচ ॥

ইত্থং স্ম পৃষ্টঃ সচ বাদরায়ণি স্তৎস্মারিতানন্তহৃতাখিলেন্দ্রিয়ঃ।
কৃচ্ছ্রাৎ পুনর্লব্ধবহির্দৃশিঃ শনৈঃ প্রত্যাহ তং ভাগবতোত্তমোত্তম ॥৪১॥
॥*॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধেঽঘাসুরবধো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥*॥১২॥*॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীসূতঃ উবাচ। হে ভাগবতোত্তমোত্তম ভক্তপ্রধান শৌনক! তৎস্মারিতানন্তহৃতাখিলেন্দ্রিয়ঃ শ্রীহরিস্মরণেন আকৃষ্টসর্ব্বেন্দ্রিয়ঃ সঃ বাদরায়ণিঃ শুকঃ রাজ্ঞা ইত্থং পৃষ্টঃ সন্ কৃচ্ছ্রাৎ পুনঃ লব্ধবহির্দৃশিঃ বাহ্যসঙ্গাং প্রাপ্য শনৈঃ তং রাজানং প্রত্যাহ ॥ ৪১ ॥

ইতি দশমে দ্বাদশঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তেন যঃ স্মারিতোঽনন্ত স্তেন হৃতান্যখিলেন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ তথাভূতোঽপি কথঞ্চিল্লব্ধবহির্দৃষ্টিঃ। হে ভাগবতোত্তমোত্তম শৌনক ॥ ৪১ ॥

॥*॥ ইতি দশমে দ্বাদশঃ ॥*॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কৃচ্ছ্রাৎ উচ্চৈ র্ভগবন্নামকীর্ত্তনোদ্ঘোষৈ স্তত্রত্য নারদব্যাসাদিমুনিকৃতৈরতিযত্নভরাদিত্যর্থঃ হে ভাগবতোত্তমোত্তম শৌনক ॥ ৪১ ॥

॥*॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
দশমে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥*॥

হে গুরো! আমরা ক্ষত্রিয়াধম হইলেও জগতে ধন্য। যেহেতুক ভবদীয় মুখারবিন্দ বিনির্গত কৃষ্ণকথামৃত অনবরতই পান করিতেছি ॥৪০॥

সূত বলিলেন, হে ভাগবতোত্তম শৌনক! রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে শুকদেব উত্তর প্রদানার্থ কথঞ্চিৎ সংযত-চিত্ত হইবা মাত্র তাঁহার সমগ্র ইন্দ্রিয়-গ্রাম ভগবানে আকৃষ্ট হইল, এবং চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় তিনি অবস্থান করিতে লাগিলেন; পরে অতি কষ্টে বাহ্য-দৃষ্টি লাভ করিয়া, মহারাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥৪১॥

॥*॥ ইতি দশমে দ্বাদশ ॥*॥

শ্রীশুক উবাচ।

সাধু পৃষ্টং মহাভাগ ত্বয়া ভাগবতোত্তম।
যন্নূতনয়সীশস্য শৃণ্বন্নপি কথাং মুহুঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীশুকঃ উবাচ। হে মহাভাগ! হে মহাত্মন্ ভাগবতোত্তম! ভাগবতশ্রেষ্ঠ! ত্বয়া সাধু যথাস্যাৎ তথা পৃষ্টং জিজ্ঞাসিতং। যৎ যস্মাৎ ঈশস্য কথাং ভগবদ্গুণানুকীর্ত্তনং মুহুঃ পুনঃ পুনঃ শৃণ্বন্ অপি আকর্ণয়ন্নপি (অশ্রুতপূর্ব্বামিব) নূতনয়সি নবীকরোষি ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ত্রয়োদশেঽহরদ্ব্রহ্মা বৎসান্ পালাংশ্চ মায়য়া।
তদা তৎসর্ব্বরূপোঽন্যং কৃষ্ণঃ পূর্ব্ববদাচরৎ ॥ * ॥

নূতনয়সি নব্যবৎ করোষি ॥ ১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

জেমনং বৎসতৎপালহরণং ব্রহ্মমোহনং।
স্বভূতবৎসবিষ্ণ্বাদিপ্রাদুর্ভাবত্রয়োদশে।
বিশ্বস্য সৃষ্ট্যাদিবিমোহনায়ৈশ্বর্য্যংস্বদংশাংশংভবং স কৃষ্ণঃ।
বিষ্ণ্বাদিসৃষ্টিং বলদেবমোহং স্বৈশ্বর্য্যমৈক্যস্তাত্মযোনিং ॥ * ॥

হে ভাগবতেষূত্তম। কথং মে ভাগবতোত্তমত্বং তত্রাহ যদিতি। নূতনয়সি নূতনীকরোষি। শ্রুতাং মুহুরাস্বাদিতামপি কথামশ্রুতচরীমিব করোষীতি কথায়ামনুরাগো ব্যঞ্জিতঃ ॥১॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ব্রহ্মা নিজমায়া দ্বারা গোবৎস ও বালকগণকে হরণ করিলে, তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বরূপী হইয়া সম্বৎসর পর্য্যন্ত অবিকল পূর্ব্ববৎ আচরণ করেন ॥

শুকদেব কহিলেন। হে ভাগবতশ্রেষ্ঠ! অতি উত্তম বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তোমাকে সাধুবাদ প্রদান করিতেছি; যেহেতু তুমি ভগবানের কথা বারংবার শ্রবণ করিলেও, অশ্রুতপূর্ব্ব কৌতূহলোদ্দীপক অভিনব উপাখ্যানের ন্যায় নিত্যই আমার হৃদয়ে আনন্দবর্দ্ধন করিতেছ ॥ ১ ॥

আভাস।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে গোপ-বালকগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের বনভোজন এবং তদ্দর্শনে ব্রহ্মা ভ্রমবশত বৎস ও বৎসপালগণকে হরণ করত, পর্ব্বতগুহায় গোপনে রাখেন; শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে বৎস ও বৎসপালাদিরূপে প্রকাশ করত, সম্বৎসর ক্রীড়া করিয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মোহন করত, অখণ্ড এক রস অদ্বিতীয় পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপের পরিচয় প্রদান করেন; ইহাই বর্ণিত হইয়াছে ॥

সতাময়ং সারভৃতাং নিসর্গো যদর্থবাণীশ্রুতিচেতসামপি।
প্রতিক্ষণং নব্যবদচ্যুতস্য যৎ স্ত্রিয়াবিটানামিব সাধুবার্ত্তা॥
শৃণুষাবহিতো রাজন্নপি গুহ্যং বদামি তে।
ব্রুয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত॥

অন্বয়ঃ।

হে রাজন্! যদর্থবাণীশ্রুতিচেতসাং যদর্থানি ভগবদ্বৃত্তান্তপ্রয়োজনানি বাণীশ্রুতিচেতাংসি বাক্যকর্ণচিত্তানি যেষাং তেষাং সারভৃতাং সারগ্রাহিণাং, সতাং সাধূনাং, অয়ং নিসর্গঃ স্বভাবঃ, যৎ বিটানাং স্ত্রৈণানাং স্ত্রিয়াঃ কামিন্যাঃ, বার্ত্তা ইব অচ্যুতস্য সাধুবার্ত্তা প্রতিক্ষণং নিরন্তরং নব্যবৎ অভিনবানন্দবৎ ভবতি॥

অতঃ তে গুহ্যং অতিশয়গোপ্যং বদামি অবহিতঃ স্থিরচিত্তঃ সন্ শৃণুষ্ব। উত ভোঃ, গুরবঃ গুহ্যমপি স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য প্রিয়শিষ্যস্য (শিষ্যং শিষ্যায় বা) ব্রুয়ুঃ কথয়েয়ুঃ॥

শ্রীধরস্বামী।

তথাহি সারভৃতাং সারগ্রাহিণাং অয়ং নিসর্গঃ স্বভাবঃ কৌহসৌ অচ্যুতস্য বার্ত্তা প্রতিক্ষণং সাধু নব্যবদ্ভবতীতি যৎ সঃ। বিটানাং স্ত্রৈণানাং স্ত্রিয়াঃ কামিন্যা বার্ত্তেব

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সারভৃতাং সারগ্রাহিণামেয়ং নিসর্গঃ যদ্যতঃ অচ্যুতস্য বার্ত্তা প্রতিক্ষণং ক্ষণে ক্ষণে সাধু যথাস্যাত্তথা নব্যবদ্ভবতি। তৃষ্ণাধিক্যাদপূর্ব্ববজ্জায়তে। যদর্থানি অচ্যুতবার্ত্তাপ্রয়োজনানি

হে রাজন্! যেহেতু ভগবানের এই গুণানুকীর্ত্তনই যাঁহাদিগের বাক্য; কর্ণ এবং চিত্তের একমাত্র উদ্দেশ্য, সেই সারগ্রাহী সাধু পুরুষদিগের হৃদয়ে সুরসিক লম্পটসন্নিধানে রমণীবার্ত্তার ন্যায় অচ্যুতবাণী নিত্য অভিনব আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে॥

আচার্য্যগণ প্রিয় শিষ্যগণের নিকট গুহ্য বিষয়ও বর্ণন করিয়া থাকেন, অতএব তুমি অবহিত-চিত্তে ভগবৎকথা শ্রবণ কর॥

আভাস।

শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে ভাগবতোত্তমোত্তম বলিয়া সম্বোধন করিবার তাৎপর্য্যই এই যে, বিনা যত্নে বা বিনা পরিশ্রমে, নিতান্ত শৈশবাবস্থায় এমন কি! মাতৃগর্ভে শয়ানকালে যিনি ভগবানকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, দেহধারীর মধ্যে তদপেক্ষা আর অধিক শ্রেষ্ঠ বা ধন্য কে হইবে? মানবজন্ম ধারণের সার্থকতা এক তাঁহাতেই সুস্পষ্ট। বিশেষত ভূমিষ্ঠ হইয়া জীবমাত্রেই মহামায়ার মায়ায় মোহিত হইয়া, ভোগ্য বিষয়ের আড়ম্বরে আত্মজ্ঞান ও ঈশ্বরজ্ঞান এই উভয় জ্ঞানই হারাইয়া ফেলে; কিন্তু রাজা পরীক্ষিতের পূর্ব্বভাবের কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় নাই। তিনি প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট হইয়া

অথাঘবদনান্মৃত্যো রক্ষিত্বা বৎসপালকান্।
সরঃ পুলিনমানীয় ভগবানিদমব্রবীৎ ॥ ২ ॥
অহোঽতিরম্যং পুলিনং বয়স্যাঃ স্বকেলিসম্পন্মৃদুলাচ্ছবালুকং।

অন্বয়ঃ।

অথ ভগবান্ অচ্যুতঃ মৃত্যোঃ কালরূপিণঃ অঘবদনাৎ অঘাসুরমুখাৎ বৎসপালকান্ বৎসান্ গোপবালকান্ চ রক্ষিত্বা সরঃপুলিনং সরোবর-তটং আনীয় ইদং বক্ষ্যমাণং অব্রবীৎ অকথয়ৎ ॥ ২ ॥

হে বয়স্যাঃ বালাঃ! অহো স্বকেলিসম্পন্মৃদুলাচ্ছবালুকং ক্রীড়োপযোগিসামগ্রীবিশিষ্টং

শ্রীধরস্বামী।

কথম্ভূতানামপি সতাং যা অচ্যুতবার্ত্তৈবার্থো যেষাং তানি বাণীশ্রুতিচেতাংসি যেষাং তথা-ভূতানামপি ॥ ২ ॥

ভোজনবিহারায় পুলিনং স্তৌতি অহো ইতি। স্বীয়ানাং কেলীনাং সম্পদো বিস্তন্তে

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বাণীশ্রুতিচেতাংসি যেষাং তথাভূতানামপি তদেকলাম্পট্যাংশে দৃষ্টান্তঃ। বিটানাং কামুকানাং স্ত্রিয়া বর্ত্তেব কামিনীকথেব ॥ ২ ॥

ভোজনার্থং তদুচিতং স্থলং স্তৌতি অহো ইতি স্বকেলীনাং বহুপঙ্‌ক্তিমদ্ভোজনক্রীড়ানাং

অনন্তর ভগবান্ কৃষ্ণ মৃত্যুসদৃশ অঘাসুরের মুখ হইতে বৎস ও বৎস-পালদিগকে রক্ষা করিয়া, সরোবরের তটে আনয়ন পূর্ব্বক তাহাদিগকে বলিলেন ॥ ২ ॥

অহে বয়স্যগণ! এই কোমল এবং পরিষ্কৃত বালুকাময় পুলিন কি

আভাস।

ভগবদ্ভক্ত শুকদেবমুখে নিজ অভিষ্টদেবের অমৃতবর্ষিণী লীলাকথা যতই শ্রবণ করিতেছিলেন, বর্ষাগমে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে পরিদগ্ধ ক্রীড়াকাননের ন্যায় তাঁহার চিত্ত নিত্য নূতন ভাবে উদ্ভাসিত পরিলক্ষিত হইতে লাগিল ॥ ১ ॥

মধুকর যেমন বিচিত্র সৌন্দর্য্য-সাজে সুসজ্জিত বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট পুষ্পরাশিতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াও পুষ্পে আকৃষ্ট হয় না, কেবল মধু সংগ্রহ হইলেই সে সমস্ত হইতে প্রতি-নিবৃত্ত হয়, আর পুষ্পের দিকে ফিরিয়াও চাহে না, তদ্রূপ জগতে সারগ্রাহী মানবজীবনের প্রকৃতিই এই যে, তাঁহারা বিষয় সংসর্গে দূষিতের ন্যায় অবস্থিতি করিলেও, প্রত্যেক অবস্থা বা বস্তুর দ্বারা ভগবান্ অচ্যুতের বার্ত্তামাত্র সংগ্রহ করিয়াই বিষয়-রস হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকেন। মধুকরের মধুসংগ্রহের ন্যায়, ঈশ্বরকথায় তাঁহাদের বিতৃষ্ণা বা ঔদাসীন্য কখন ঘটে না। তাঁহাদের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারতত্ত্ব সকলে মিলিত হইয়া, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড হইতে এক ঈশ্বরবার্ত্তাই সংগ্রহ করে; এবং লম্পট ব্যক্তিগণ যেমন কামিনীর কথাতেই

স্ফুটৎসরোগন্ধহৃতালিপত্রিকধ্বনি প্রতিধ্বানলসদ্দ্রুমাকুলং ॥ ৩ ॥
অত্র ভোক্তব্যমস্মাভি-র্দিবা রূঢ়ং ক্ষুধার্দিতাঃ।
বৎসাঃ সমীপেঽপঃ পীত্বা চরন্তু শনকৈস্তৃণং ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।

পরিষ্কৃতবালুকাময়ং চ, স্ফুটৎসরোগন্ধ-হৃতালিপত্রিক-ধ্বনি-প্রতিধ্বান-লসদ্দ্রুমাকুলং বিকসিত-পদ্মগন্ধাকৃষ্টভৃঙ্গানাং গুঞ্জনেন প্রতিধ্বনিতসরোবরতটস্থপাদপং ইদং অতি মনোহরং পুলিনং দৃশ্যতে ॥ ৩ ॥

যতো দিবারূঢ়ং দিনমুচ্ছ্রিতং, ভোজনবেলা অতীতা, অতঃ বয়ং ক্ষুধার্দিতাঃ ততঃ অস্মাভিঃ অত্র পুলিনে এব ভোক্তব্যং বৎসাঃ অপঃ পীত্বা সমীপে এব শনকৈঃ তৃণং চরন্তু ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যস্মিন্ তৎ। মৃদুলা অচ্ছা বালুকা যস্মিন্ তৎ স্ফুটদ্বিকসৎ সরঃ সরোজবাহুল্যেনোপচারতঃ সর এব বিকসদিত্যুক্তং তস্য গন্ধস্তেন হৃতা আকৃষ্টা অলয়ঃ পত্রিণশ্চ যে তেষাং কে উদকে ধ্বনয়ঃ তেষাং প্রতিধ্বানা তৈর্লসন্তো দ্রুমাস্তৈরাকুলং ব্যাপ্তং ॥ ৩ ॥

দিবা রূঢ়ং বেলাতীতেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সম্পদো যত্র তদিতি স্থানবিস্তীর্ণত্বং। মৃদুলা অচ্ছা বালুকা যত্র তদিত্যুপবেশসুখং প্রফুল্ল-বহুলসরোজবত্ত্বাৎ স্ফুটন্তঃ সরস এব গন্ধেন হৃতা আকৃষ্টা অলয়ঃ পত্রিণশ্চ যে তেষাং কে উদকে ধ্বনয় স্তেষাং প্রতিধ্বানাস্তৈ র্লসন্তোদ্রুমাস্তৈ রাকুলং ব্যাপ্তমিতি ভোজনাপেক্ষণীয়ধূপাদি-সৌরভ্যবীণাদিবাদ্যসুবাসিতশীতলজলস্নিগ্ধচ্ছায়াদিসামগ্রী দর্শিতা ॥ ৩ ॥

দিবারূঢ়ং দিবাকর ঊর্দ্ধাকাশমারূঢ় ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

মনোহর! এস্থানে আমাদের ক্রীড়োপযোগী যাবতীয় সামগ্রীই পরিলক্ষিত হইতেছে। শীতল এবং স্বচ্ছজল সরোবরের প্রফুল্ল সরোজগন্ধে দিক্ সকল আমোদিত হইতেছে। অলিকুলের মধুর ঝঙ্কারে তটস্থ পাদপরাজী নিনাদিত হইতেছে ॥ ৩ ॥

এক্ষণে বেলা অধিক হওয়ায়, আমাদেরও ক্ষুধা-বোধ হইয়াছে; অতএব এস! আমরা এই স্থানেই ভোজন করি। বৎস সকল এখানে জলপান করিয়া, নিকটেই তৃণ-চারণ করুক্! ॥ ৪ ॥

আভাস।

দিনযামিনী সুখে অতিবাহিত করিতে পারে, কৃষ্ণৈকপ্রাণ সারগ্রাহী ভক্তগণও ঈশ্বরকথায় দিবারাত্রি সুখে অতিবাহিত করেন; তদ্বিষয়ে তাঁহাদের কখন অপ্রীতি বা বিরক্তির উদয় হয় না ॥ ২ ॥

তথেতি পায়য়িত্বার্ভা বৎসানারুধ্য শাদ্বলে।
মুক্ত্বা শিক্যানি বুভুজুঃ সমং ভগবতা মুদা ॥ ৫ ॥
কৃষ্ণস্য বিশ্বক্ পুরুরাজিমণ্ডলৈরভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজার্ভকাঃ।

অন্বয়ঃ।

তথা ইতি (কৃষ্ণোক্তিং মন্যমানাঃ) অর্ভাঃ বালকাঃ, বৎসান্ জলং পায়য়িত্বা শাদ্বলে হরিত-তৃণসঙ্কুলপ্রদেশে, আরুধ্য নিবেশ্য, শিক্যানি (স্বকীয়ানি) মুক্ত্বা ভগবতা কৃষ্ণেন, সমং মুদা হর্ষেণ, বুভুজুঃ ভোজনং চক্রুঃ ॥ ৫ ॥

অম্ভোরুহকর্ণিকায়াঃ কমলকর্ণিকায়াঃ, পরিতঃ ছদাঃ পত্রাণি, যথা তথা কৃষ্ণস্য বিশ্বক্ পরিতঃ; পুরুরাজিমণ্ডলৈঃ মণ্ডলাকারপংক্তিভিঃ, অভ্যাননাঃ অভিমুখবদনাঃ, ফুল্লদৃশঃ

শ্রীধরস্বামী।

আরুধ্য সংরুধ্য। শাদ্বলে হরিততৃণদেশে ॥ ৫ ॥

তদা তে বিরেজুঃ কৃষ্ণস্য বিশ্বক্ পরিতঃ মণ্ডলৈ র্বহুভিঃ পঙ্‌ক্তিমণ্ডলৈঃ সহ নৈরন্ত-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শাদ্বলে হরিততৃণবহুলদেশে আরুধ্যেতি তেষাং তত্তৃণলোভাদেবান্যত্র গমনাসমর্থমননাৎ ॥ ৫ ॥

তেষাং ভোজনোপবেশপরিপাটীমাহ। কৃষ্ণস্য বিশ্বক্ পরিতঃ পুরুরাজিমণ্ডলৈঃ সুপাংসুপ ইতি তৃতীয়া। বহুষু পঙ্‌ক্তিমণ্ডলেষিত্যর্থঃ। অভ্যাননা প্রেম্না সর্ব্বসাম্মুখ্যস্পৃহাবন্তো ভগবতঃ সত্যসঙ্কল্পতাশক্ত্যৈবোল্লাসিতেনাচিন্ত্যবৈভবেন নিষ্পাদিতাৎ মুখাদ্যঙ্গানাং সর্ব্ব-দিক্ষু প্রকাশাৎ। কৃষ্ণস্যাভিমুখে সন্নিহিতপঙ্‌ক্তৌ বয়মেব বর্ত্তামহে অন্যেতু ব্যবহিত-

---

বালকগণ তখন শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় অনুসারে, বৎসগণকে জলপান করাইয়া নিকটবর্ত্তী প্রচুর তৃণময় প্রদেশে চারণার্থ নিয়োজিত পূর্ব্বক, স্ব স্ব শিকা খুলিয়া কৃষ্ণের সহিত আনন্দে ভোজন আরম্ভ করিল ।। ৫ ।।

কমলকর্ণিকায় পরিবেষ্টিত পত্রের ন্যায়, উৎফুল্ললোচন বালকবৃন্দ কৃষ্ণের আভাস।

ভূতভাবন হৃষীকেশ বাল্যলীলাচ্ছলে বয়স্যগণের সহিত যথায় বনভোজন করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই স্থান নিতান্ত সামান্য বা অপরিষ্কৃত কখনই নহে। প্রকৃতি দেবী যেন ব্যতিব্যস্তা হইয়াই তাঁহার ভোজনস্থানের পারিপাট্যসমাধা করিয়াছিলেন। শুকদেব তাঁহার ভোজনোপযোগী স্থানের বিস্তৃতি ও সুখসেব্যত্ব বর্ণনার্থ বলিলেন, সেই বনৈক-দেশ অতি প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত। সুকোমল স্বচ্ছ বালুকা দ্বারা সমাচ্ছাদিত থাকায় বোধ হইতেছিল যে, প্রকৃতি দেবী স্বয়ংই সেই স্থানটী পরিমার্জ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিকটবর্ত্তী সরোবরের প্রফুল্ল কমলগন্ধে উন্মত্ত হইয়া, অলিকুল ব্যাকুলে গুণ্ গুণ্ ধ্বনি করত পাদপসমূহে উড্ডীন হইতেছিল। বালকগণ বহুমণ্ডলে মণ্ডলিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণকে

সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজুশ্ছদা যথাম্ভোরুহকর্ণিকায়াঃ ॥ ৬ ॥
কেচিৎ পুষ্পৈ র্দলৈঃ কেচিৎ পল্লবৈরঙ্কুরৈঃ ফলৈঃ।
শিগ্‌ভিস্ত্বগ্‌ ভির্ষণ্ডিশ্চ বুভুজুঃ কৃতভাজনাঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।

বিকসিতনয়নাঃ, সহোপবিষ্টাঃ একত্রাবস্থিতাঃ, ব্রজার্ভকাঃ ব্রজবালকাঃ বিপিনে বিরেজুঃ শুশুভিরে ॥ ৬ ॥

তত্র কেচিৎ পুষ্পৈঃ দলৈঃ পল্লবৈঃ অঙ্কুরৈঃ ফলৈঃ কেচিৎ শিগ্‌ভিঃ ত্বগ্‌ভিঃ বল্কলৈঃ, দৃষদ্ভিঃ পাষাণখণ্ডৈঃ কৃতভাজনাঃ ভোজ্যাদ্যাধারপাত্রাণি সংকল্প্য বুভুজুঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

র্য্যেণোপবিষ্টাঃ শ্রীকৃষ্ণাভিমুখানি আননানি যেষাং তে ফুল্লদৃশো বিকসিতনয়নাঃ। কমল-কর্ণিকায়াঃ পরিতঃ পত্রাণি যথেতি ॥ ৬ ॥

পুষ্পৈ স্তদ্দলৈরন্যৈশ্চ পত্রৈঃ কৃতানি ভাজনানি যৈ স্তে ॥ ৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পঙ্‌ক্তিষু পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চোপবিষ্টা ইতি সর্ব্বএবাভিমানবন্ত ইত্যর্থঃ। তেন চ, সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখমিতি শ্রুত্যর্থো দর্শিতঃ। সহনৈরন্তর্য্যেণোপবিষ্টাঃ। ছদাঃ পত্রাণি যথা কমলকর্ণিকায়াঃ পরিতো মিলিতীভূয় বহুপঙ্‌ক্তিষু তিষ্ঠন্তি তথেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

কেচিদিতি। পুষ্পাদিভিঃ স্বস্বভাজননির্ম্মাণং বালকানাং প্রত্যেকাপূর্ব্বরচনাকৌতুকে-চ্ছয়ৈবেতি জ্ঞেয়ং ॥ ৭ ॥

চতুষ্পার্শ্বে তদীয় অভিমুখে বহু মণ্ডলে মণ্ডলিত হইয়া, সেই বিপিনমধ্যে একত্র বিরাজ করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥

ভোজনার্থ বালকগণ কেহ পুষ্প, কেহ পত্র, কেহ দল, কেহ অঙ্কুর, কেহ ফল, শিকা, বল্কল বা পাষাণখণ্ডকে ভোজনপাত্র করিয়া তদুপরি আহার করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥

আভাস।

পরিবেষ্টন পূর্ব্বক উপবেশন করিলেও স্থানের কোন সঙ্কীর্ণতা অনুভব হয় নাই। নিকটে হরিতবর্ণ তৃণবহুল ভূমি সকলও দৃষ্ট হইয়াছিল ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বাল্যলীলার সময়েও প্রত্যেক কার্য্যে বিভুত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রত্যেক বয়স্য বালকের ইচ্ছা ছিল যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে তদভিমুখে উপবেশন করেন। কিন্তু প্রাকৃতিক নর-সম্বন্ধে এই অভিলাষ পূর্ণ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব হইলেও, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সকলের বাসনাই পূর্ণ করিলেন। পদ্মকর্ণিকা যেমন পরিবেষ্টিত পত্রাবলির অভিমুখেই প্রতীত হয়, শ্রীকৃষ্ণও ক্রমান্বয়ে বহুমণ্ডলে মণ্ডলিত বালকযূথের মণ্ডলের মধ্যে উপবিষ্ট থাকিয়া, সকলেরই সম্মুখীনরূপে প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। কেহ যে

সর্ব্বে মিথো দর্শয়ন্তঃ স্বস্বভোজ্যরুচিং পৃথক্।
হসন্তো হাসয়ন্তশ্চাভ্যবজহ্রুঃ সহেশ্বরাঃ ॥ ৮ ॥
বিভ্রদ্বেণুং জঠরপটয়োঃ শৃঙ্গবেত্রে চ কক্ষে,
বামে পাণৌ মসৃণকবলং তৎফলান্যঙ্গুলীষু।

অন্বয়ঃ।

সর্ব্বে সহেশ্বরাঃ কৃষ্ণসহিতাঃ তে বালকাঃ মিথঃ পরস্পরং স্বস্বভোজ্যরুচিং স্বস্বভোজ্যস্য স্বাদুত্বাবিশেষং পৃথক্ (মুখভঙ্গ্যাদিনা) দর্শয়ন্তঃ প্রকাশয়ন্তঃ (তেন) স্বয়ং হসন্তঃ অন্যান্ চ হাসয়ন্তঃ অভ্যবজহ্রুঃ বুভুজিরে ॥ ৮ ॥

যজ্ঞভুক্ যজ্ঞাধিষ্ঠাতা (অপি অধুনা) বালকলীলঃ কৃষ্ণঃ মধ্যে বালকানাং মধ্যস্থঃ সন্ জঠরপটয়োঃ উদরবস্ত্রয়োঃ মধ্যে বেণুং দধৎ, বামে কক্ষে শৃঙ্গবেত্রে দধৎ, বামে পাণৌ মসৃণ-

শ্রীধরস্বামী।

রুচিং স্বাদুবিশেষং। অভ্যবজহ্রুঃ বুভুজিরে। সহেশ্বরাঃ শ্রীকৃষ্ণসহিতাঃ ॥ ৮।

যজ্ঞভুগপি তেষু বুভুজে বালানামিব কেলির্যস্য সঃ তদাহ উদরবস্ত্রয়ো র্মধ্যে বেণুং বিভ্রৎ দধদিতি সর্ব্বত্র সম্বন্ধঃ। বাম ইতি কক্ষপাণ্যোর্বিশেষণং। মসৃণং স্নিগ্ধং। দধ্যোদনং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সহেশ্বরাঃ সকৃষ্ণা এব সর্ব্বে স্বস্বভোজ্যস্য স্বস্বগৃহানীতস্য ভক্ষস্যান্নব্যঞ্জনাদেঃ রুচিং রোচকত্বাং দর্শয়ন্তঃ স্বীয়বটকশাকরসালাদিকং স্বয়ং কিঞ্চিদ্ভুক্ত্বা আস্বাদবিশেষমনুভূয় ভোঃ সখে কৃষ্ণ ভোঃ শ্রীদামন্ ভোঃ সুবল পশ্যত পশ্যত মদীয়বটকাদিকং কীদৃশং স্বাদ্বিতি স্বভক্ষ্যপাত্রাত্তদ্গৃহীত্বা কৃষ্ণাদীনাং হস্তেষু দদানাস্তাং স্তদাস্বাদমনুভাবয়ন্ত ইত্যর্থঃ। হসন্তো হাসয়ন্ত ইতি জাতীমালত্যাদি-পুষ্পাণি বটকান্তরে বা অলক্ষিতমর্পয়িত্বা ভোঃ সখায়ঃ এতানতিস্বাদুতমান্ বটকানাস্বাদয়তে-ত্যুক্তিবিশ্বাসাৎ সস্পৃহং গৃহীত্বা তান্ ভুঞ্জানান্ কটুকৃতমুখান্ দৃষ্ট্বা হসন্তো হাসয়ন্তশ্চকারাত্তৈঃ সহর্ষকৌতুকং তাড্যমানাঃ পলায়মানাশ্চ ॥ ৮ ॥

তেষ্বপি মধ্যে কৃষ্ণস্য ভোজনলীলাং সর্ব্ববিলক্ষণামাহ বিভ্রদিতি জঠরপটয়োরুদরবস্ত্রয়ো-র্মধ্যে বেণুং বিভ্রৎ দধৎ দক্ষিণকুক্ষাবেবেতি শোভৌচিত্যাদিতি জ্ঞেয়ং। বামে কক্ষে শৃঙ্গবেত্রে

এবং স্ব স্ব ভোজনসামগ্রীর সুস্বাদু ভাব মুখভঙ্গির দ্বারা পরস্পরকে প্রকাশ করত, হাস্য কৌতুক পূর্ব্বক কৃষ্ণের সহিত তাহারা একত্র ভোজন করিতে লাগিল ॥ ৮ ॥

বালকের ন্যায় ক্রীড়াকারী যজ্ঞাধিষ্ঠাতা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ উদর ও কটি-

আভাস।

তাঁহার পশ্চাৎভাগে অবস্থিত এরূপ অনুমান করে নাই। বালক সকল স্ব স্ব শিক্কাস্থিত আহারের দ্রব্য সর্ব্বসমক্ষে বাহির করিল এবং ভোজন আরম্ভ করিয়া নানাপ্রকার মুখভঙ্গি দ্বারা স্বাদুবিশেষের পরিচয় দিয়া নানাবিধ হাস্য পরিহাসাদি করিতেছিল। কোন বালক

তিষ্ঠন্মধ্যে স্বপরিসুহৃদো হাসয়ন্নর্ম্মভিঃ স্বৈঃ
স্বর্গে লোকে মিষতি বুভুজে যজ্ঞভুগ্বালকেলিঃ ॥

অন্বয়ঃ।

কবলং দধ্যোদনগ্রাসং, তৎফলানি তদুচিতানি ফলানি অঙ্গুলীষু অঙ্গুলীসন্ধিষু ধৃত্বা স্বপরিসুহৃদঃ পরিবেষ্টিতান্ সখীন্ স্বৈঃ নর্ম্মভিঃ পরিহাসবাক্যৈঃ হাসয়ন্ আনন্দীকুর্ব্বন্ স্বর্গে লোকে স্বর্গবাসিনি জনে মিষতি পশ্যতি সতি বুভুজে ॥

শ্রীধরস্বামী।

কবলং তদুচিতানি পিল্বাদিফলানি অঙ্গুলীসন্ধিষু কর্ণিকেব স্বর্ব্বাভিমুখো মধ্যে তিষ্ঠন্ স্বস্য পরিত উপবিষ্টান্ সুহৃদঃ স্বৈর্নর্ম্মভিঃ পরিহাসবাক্যৈঃ স্বর্গে স্বর্গবাসিনি জনে আশ্চর্য্যেণ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিভ্রৎ। বামে পাণৌ মসৃণং স্নিগ্ধং বৃহদ্দধ্যোদনকবলং বিভ্রৎ। তৎফলানি তদুচিতানি সন্ধিত-করীর-লবল্যাদীনি অঙ্গুলীষু বামপাণ্যঙ্গুলিসন্ধিষু পাণে বিস্তারার্থমিতি ভাবঃ। যদ্বা। তৎফলানি তৎপ্রয়োজনীভূতান্ ক্ষুদ্রগ্রাসান্ দক্ষিণপাণ্যঙ্গুলিষু বিভ্রৎ মুখপ্রবেশযোগ্যান্ বহুন্তর-গ্রাসান্ তস্তঃ পৃথক্ কৃত্য গ্রহীতুমেব বামে পাণৌ বৃহৎ কবলগ্রহণং জ্ঞেয়ং ॥

বসনের মধ্যে বেণু সন্নিবেশিত করত, বাম কক্ষে শৃঙ্গ ও বেত্র, বাম করে দধিসংমিলিত অন্নকবল ও তদুপযুক্ত পিল্বাদি ফল সকল করাঙ্গুলী দ্বারা গ্রহণ করত, পরিবেষ্টিত বালকগণের মধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক পরিহাস বাক্যে তাহাদিগকে আনন্দিত করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। অধিক কি! স্বর্গবাসী দেবতাগণও অতি আশ্চর্য্য সহকারে তদীয় ব্যবহার নিরীক্ষণ করিতেছিলেন ॥

আভাস।

কিঞ্চিন্মাত্র ভোজন করিয়াই আগ্রহ সহকারে বলিয়া উঠিল, অহে সখা কৃষ্ণ! ওহে শ্রীদাম! সুবল, দেখ দেখ! আমার খাদ্য কি সুমধুর! কিঞ্চিৎ স্বাদ গ্রহণ কর! এই বলিয়া নিজ ভক্ষ্যপাত্র হইতে খাদ্যদ্রব্য লইয়া কৃষ্ণাদির হস্তে প্রদান করিল এবং শ্রীকৃষ্ণও অবলীলাক্রমে সেই ভক্ত গোপবালকগণের উচ্ছিষ্ট অন্ন অম্লান-বদনে ভোজন করিলেন। কোন বালক জাতী, মালতী আদি কুসুম গোপনভাবে বটকের (বড়ার) মধ্যে রাখিয়া অন্যকে খাইতে দিল। ভোক্তা যেমন তাহার কটুরস আস্বাদনে মুখ বিকৃত করিত, অমনি সকলে মহানন্দে হাস্য প্রকাশ করিত ॥ ৮ ॥

সেই সকল গোপবালকের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ভোজনব্যাপারে কিছু বিশেষত্ব ছিল; সৌন্দর্য্য, আকৃতি, প্রকৃতি ও ব্যবহারে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা পৃথক্। তিনি হস্তে অন্নকবল গ্রহণ করত, গোপবালকের বেশে এই মর্ত্ত্যধামে ক্রীড়া করিতেছেন দেখিয়া, স্বর্গবাসী দেববৃন্দ অতি আশ্চর্য্যসহকারে তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কারণ বিধিবিহিত

ভারতৈবং বৎসপেষু ভুঞ্জানেষ্বচ্যুতাত্মসু।
বৎসাস্ত্বন্তর্ব্বনে দূরং বিবিশুস্তৃণলোভিতাঃ ॥ ৯ ॥
তান্ দৃষ্ট্বা ভয়সংত্রস্তানূচে কৃষ্ণোঽস্য ভীভয়ং।

অন্বয়ঃ।

হে ভারত! অচ্যুতাত্মসু বৎসপেষু এবং ভুঞ্জানেষু সৎসু বৎসাঃ তৃণলোভিতাঃ সন্তঃ অন্তর্বনে বনমধ্যে দূরং বিবিশুঃ ॥ ৯ ॥

(অস্য বিশ্বস্য যা) ভীঃ (তস্যা অপি) ভয়ং যতঃ সঃ কৃষ্ণঃ ভয়সংত্রস্তান্ ভীতান্ দৃষ্ট্বা।

শ্রীধরস্বামী।

পশ্যতি সতি ॥ ৯ ॥

ভীভয়ং ভয়হেতুভ্যো ভয়ং অস্য অপাস্য। যদ্বা। অস্য বিশ্বস্য ভিয়োঽপি ভয়ং।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কর্ণিকেব সর্ব্বাভিমুখো মধ্যে তিষ্ঠন্ স্বৈ র্নর্ম্মভিরিতি ভোঃ ভৃঙ্গাঃ কিং মন্মুখাভিমুখং ধাবত সুকুমারং মধুমঙ্গলং পুরস্থিতং পিবত ভো বয়স্য ব্রাহ্মণকুমারং মাং কিং ভৃঙ্গৈঃ খাদয়সি মন্যে ব্রহ্মহত্যায়ামপি তে ন ভয়মিতি। ভো এতদ্বনস্থা বানরা যুষ্মাসু বুভুক্ষুষু জাগ্রৎস্বপি মৎপ্রিয়-সখাঃ নির্বিঘ্নং ভুঞ্জতে তদলক্ষিতং আগচ্ছতেতি তস্য নর্ম্ম সত্যসঙ্কল্পতাশক্তি লীলাশক্তিভ্যামপি স্বামিন্ প্রভো কৌতুকার্থং যদি ভোজনে বিঘ্নমীহসে তর্হি আবাভ্যাং তদর্থং ব্রহ্মা সংপ্রত্যেবা-নীয়ত ইত্যলক্ষিতমনুমোদিতমিতি জ্ঞেয়ং। স্বর্গে লোকে তদ্বাসিজনবৃন্দে মিষতি আশ্চর্য্যেণ পশ্যন্তি সতি ভুঞ্জভুক্ যজ্ঞেষ্বদেশমাত্রেণ সমর্পিতমনুপহৃতং মন্ত্রপূতমেব হবিঃ স্বীকারমাত্রেণৈব ভুঞ্জানোঽপি বালৈঃ সহ কেলির্মিথো ভুক্তান্নাদান প্রদানভোজনশ্লাঘননিন্দনাদিময়ী যস্য সঃ ॥ ৯ ॥

অস্য বিশ্বস্য যা ভিস্তস্যা অপি ভয়ং ভয়প্রদ ইত্যর্থঃ। হে মিত্রাণীতি স্নেহং সূচয়ন্তি।

হে ভরতবংশাবতংস! কৃষ্ণপ্রাণ গোপবালকগণ এইরূপে ভোজন করিতেছেন, ইত্যবসরে বৎস সকল তৃণলোভে চরিতে চরিতে ক্রমশ অতি নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৯ ॥

বৎসগণের অদর্শনে বালকগণকে ভীত ও ব্যাকুল দেখিয়া সর্ব্বভয়হারী ভগবান্ স্নেহবচনে তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে বন্ধুগণ!

আভাস।

বেদ মন্ত্রাদি উচ্চারণে যাঁহার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিয়া হবি প্রদান করিলে, যিনি তাহার কথঞ্চিৎ মাত্র স্বীকার করিলেই যজ্ঞ পূর্ণ হয়, সেই যজ্ঞপতি বিষ্ণু বাল্যলীলা করত, সাধারণ গোপবালকের সহিত একত্র উপবেশন পূর্ব্বক, ভোজন করিতেছেন দেখিয়া, স্বর্গবাসী মাত্রেরই বিস্ময় জন্মিয়াছিল ॥ ৯ ॥

মিত্রাণ্যাশান্মা বিরমতেহানেষ্যে বৎসকানহং ॥ ১০ ॥
ইত্যুক্ত্বাদ্রিদরীকুঞ্জগহ্বরেষ্বাত্মবৎসকান্।
বিচিন্বন্ ভগবান্ কৃষ্ণঃ সপাণিকবলো যযৌ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ।

তান্ উচে হে মিত্রাণি! আশাং ভোজনাং মা বিরমত বৎসকান্ অহং ইহ আনেষ্যে ॥ ১০ ॥

ইতি উক্ত্বা অদ্রিদরীকুঞ্জেষু পর্ব্বতগিরিগুহাসঙ্কটস্থানেষু বৎসকান্ বিচিন্বন্ অন্বেষয়ন্ সপাণিকবলঃ খাদ্যহস্তঃ এব কৃষ্ণঃ যযৌ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। আশাদ্ভোজনাং। অস্মিন্ পাদেঽক্ষরাধিক্যমার্ষং ॥ ১০ ॥

অদ্রিষু তদ্দরীষু কুঞ্জেষু লতাদিপিহিতোদরবিবরেষু গহ্বরেষু সঙ্কটস্থানেষু ॥ ১১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

আশাং ভোজনাং। শ্লোকোঽয়ং নবাক্ষরৈকপাদোঽনুষ্টুব্ভেদ ইতি প্রাঞ্চঃ ॥ ১০ ॥

সপাণিকবল ইতি বৎসান্বেষণসময়েঽপি কিঞ্চিদ্ভোক্তুমিতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

তোমরা ভোজনে বিরত হইও না। তোমরা ভোজন কর; আমি স্বয়ং গোবৎসগণকে অন্বেষণ করিয়া এখানে আনয়ন করিতেছি ॥ ১০ ॥

বালকগণকে এইরূপ বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভোজনাবশিষ্ট অন্নের গ্রাস হস্তে করিয়া গিরি-গুহা, লতাচ্ছন্ন গহ্বরদেশ ও অন্যান্য দুর্গমস্থান সকলে আপনাদের বৎসসকল অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

আভাস।

কি আশ্চর্য্য! যাহার দর্শনে নিখিল ভয় নিবারণ হয়, সেই বাসুদেব স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বালকগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, বৎসগণের জন্য তোমরা ভীত হইও না। তোমরা ভোজন কর। বৎস সকল বোধ হয় তৃণভোজনার্থ সমীপবর্ত্তী কোন বনে প্রবেশ করিয়াছে; আমি তাহাদিগকে অন্বেষণ করিয়া আনিতেছি ॥ ১০ ॥

জীবের মোহনার্থ ভগবান্ এতই ব্যস্ত যে, তিনি সর্ব্বপ্রকারেই বালকোচিত ভাবের পরিচয় দিয়াছেন। এমন কি! বৎস অন্বেষণার্থ গমনকালেও হস্তে ভোজনদ্রব্য লইয়াই প্রাকৃতিক বালকের ন্যায় ভোজন করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

ক্ষুদ্রকায় শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিপুলদেহ অঘাসুরের মোচন নিরীক্ষণ করিয়া, ব্রহ্মা বিস্মিত হইলেন এবং ভগবানকে পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে তৎকালে তথায় উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেও, এতাদৃশ আচরণে বিশেষ বিজ্ঞতার পরিচয় দেন নাই; তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইলেও অল্পজ্ঞের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহা কেবল তাঁহার নিকৃষ্ট স্থান হইতে জন্মেরই পরিচয় মাত্র। তিনি যদি জড় পদ্ম হইতে উৎপন্ন না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার

অম্ভোজন্মজনিস্তদন্তরগতো মায়ার্ভকস্যেশিতু
র্দ্রষ্টুং মঞ্জুমহিত্বমন্যদপি তদ্বৎসানিতো বৎসপান্।

অন্বয়ঃ।

হে কুরূদ্বহ! পুরা প্রভবতঃ কৃষ্ণাৎ অঘাসুরমোক্ষণং দৃষ্ট্বা পরং বিস্ময়ং প্রাপ্তঃ সন্ যে আকাশে এব অবস্থিতঃ যঃ সঃ অম্ভজন্মজনিঃ কমলযোনিঃ ব্রহ্মা মায়ার্ভকস্য ঈশিতুঃ ঈশ্বরস্য

শ্রীধরস্বামী।

অম্ভোজন্মনঃ পদ্মাৎ জনি র্জন্ম যস্য স ব্রহ্মা তদন্তরে তস্মিন্নবসরে গত আগতস্তচ্ছিদ্রং প্রাপ্তো বা অন্যদপি মহিত্বং মহিমানং দ্রষ্টুং তস্য বৎসান্ ইতঃ স্থানাৎ বৎসপাংশ্চান্যত্র

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অম্ভোজন্মনঃ কমলাজ্জনি র্যস্যেতি জড়বংশ্যত্বাৎ সচেতনোঽপি ব্রহ্মা জড়এব যদয়ং ভগবন্তং পরীক্ষিতুং মহামায়াবিন্যপি তস্মিন্ মায়াং বিততানেত্যাক্ষেপো ধ্বনিতঃ। অত্র বৎসান্ পুলিনমানিন্যে যথাপূর্ব্বসখং স্বকমিত্যুত্তরগ্রন্থবিরোধাৎ নিত্যবিজ্ঞানানন্দস্বরূপস্য ভগবতস্তৎপ্রিয়সখানাং বালকানাঞ্চ চতুর্মুখমায়য়া মোহনমনৌচিত্যান্ন ব্যাখ্যেয়ং। যত্তু-পূতনাদীনামপি মায়য়া ভগবন্মাত্রাদীনামপি মোহনং তৎ খলু বিস্ময়রসাধায়কতত্তল্লীলা-সিদ্ধ্যর্থং। লীলাশক্ত্যা অনুমোদনাদেব নতু স্বতঃ। অত্রতু ব্রহ্মমায়য়া কৃষ্ণসখানাং কেবলস্বাপনেন কা লীলাসিদ্ধিরত এষাং যোগমায়ৈব মোহনং কৃষ্ণমায়াহতাত্মনামিত্যগ্রিম-বাক্যাচ্চ জ্ঞেয়ং। নচ কৃষ্ণমায়ামোহিতানামেব তেষাং ব্রহ্মকর্ত্তৃকমন্যত্র নয়নং ব্যাখ্যেয়ং। উপরিষ্টাদিব এতেঽত্র কুত্রত্যা মন্মায়ামোহিতেতরে ইতি ব্রহ্মবাক্যানন্তরং সত্যাঃ কে কন্তরে

হে কুরুরাজ! কমলযোনি ব্রহ্মা ইতি পূর্ব্বে ভগবান্ কর্ত্তৃক অঘাসুরের মোচন নিরীক্ষণ করিয়া, অতি বিস্ময় সহকারে তত্রত্য আকাশপথেই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ বৎসান্বেষণ অবলোকন

আভাস।

এরূপ জড়বুদ্ধি হইত না। তিনি তথায় আগমন করিয়া প্রথমত বৎসগণ, পরে বালকগণকে হরণ করত, পর্ব্বতগুহায় সংমোহিত করিয়া রাখিলেন। এবং মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, বৎস ও বৎসপালের অভাবে শ্রীকৃষ্ণ কি প্রতিকার করেন, ইহা দেখা কর্ত্তব্য। তিনি বালকদিগকে স্বয়ং লইয়া আসেন, কি তাহাদিগকে পুনঃ প্রাপ্ত হইবার জন্য আমাকেই অনুরোধ করেন বা কিছুই না জানিতে পারেন, ইহা দেখা বিশেষ আবশ্যক। এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রহ্মা সেস্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ব্রহ্মার এই কার্য্য মায়া ব্যতীত কখন সঙ্গত নহে। এবং সেই মায়াও ঈশ্বরের মায়া; নতুবা ব্রহ্মমায়ার দ্বারা কৃষ্ণসখা বালক-গণের মোহ কখন সম্ভব নহে। পূতনাদি রাক্ষসীর মায়ায় কৃষ্ণজননীদের যে, মোহ জন্মিয়াছিল, সে কেবল বিস্ময়-রসোৎপাদক কৃষ্ণলীলার সাধনার্থ মাত্র। ভগবান্ লীলা-শক্তির অনুরোধেই সেই কার্য্যে অনুমোদন করিয়াছিলেন। এস্থলে ব্রহ্মমায়ায় কৃষ্ণ-

মীমাংস্যত্র কুরূদ্বহান্তরদধাৎ খেঽবস্থিতো যঃ পুরা।
দৃষ্ট্বাঘাসুরমোক্ষণং প্রভবতঃ প্রাপ্তঃ পরং বিস্ময়ং ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ

অন্যৎ অপি মঞ্জুমহিত্বং মনোহরমহিমানং দ্রষ্টুং তদন্তরগতঃ তস্মিন্নবসরে তত্র আগতঃ সন্ ইতঃ স্থানাৎ বৎসান্ বৎসপান্ চ অন্যত্র নীত্বা অন্তরধাৎ তিরোবভূব ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নীত্বা স্বয়ং তিরোবভূব। প্রভবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ॥ ১২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নেতি জ্ঞাতুং নেষ্টে কথঞ্চনেতি শ্রীশুকোক্তেঃ। নহি কৃষ্ণসখানামসত্যত্বং তেন বক্তুমুচিত মস্তো মায়িকানামেব বালবৎসানাং হরণং ব্রহ্মণা কৃতমিত্যেবমত্র ব্যাখ্যেয়ং। ব্রহ্মা তদন্তরে তস্মিন্নবসরে গত আগতঃ সন্ অন্যদপি মহিত্বং মহিমানং দ্রষ্টুং অর্ভকস্য ঈশিতুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বৎসান্ ইতঃ পুলিনাৎ বৎসপাংশ্চ অন্যত্র নীত্বা অন্তরধাৎ তিরোবভূব যৎ তৎ মায়া ভগবন্মায়াকারণকমেব তৎ সর্ব্বং মায়য়া মোহিত এব ব্রহ্মা মহিত্বং দ্রষ্টুং মায়াকল্পিতানেব বৎসান্ বৎসপানন্যত্রানয়দিত্যর্থঃ। অত্র ময়া মায়য়া মোহয়িষ্যামি চোরিতেষু বৎসবৎসপেষু কিময়মৈশ্বর্য্যং কিমপ্যদ্ভুতং করোতি জ্ঞাত্বা কিং স্বয়ং তানেবানেষ্যন্তি মদ্বহং প্রার্থয়িষ্যতে বা ন কিমপি জ্ঞাস্যতীতি বেতি বিচারো মায়য়া মোহনং বিনা তস্য ন সম্ভবেদত স্তস্মিন্ চোরয়িতুমুদ্যতে সতি যোগমায়ৈব সত্যান্ বৎসবালকানাচ্ছাদ্য বহিরঙ্গমায়াদ্বারা সদ্যঃকল্পিতানেব তাংস্তমদর্শয়দিতি জ্ঞেয়ং। প্রভবতঃ প্রভোঃ কৃষ্ণাৎ অঘাসুরস্য মোক্ষণং দৃষ্ট্বা যো বিস্ময়ং প্রাপ্তঃ ॥ ১২ ॥

করিয়া, তাঁহার গভীর মহিমাতত্ত্ব অবধারণার্থ মনে মনে সংকল্প করিলেন এবং এদিক হইতে বৎস অপর দিক হইতে বালকগণকে হরণ করত, স্বয়ং অন্তর্হিত হইলেন ॥ ১২ ॥

আভাস।

সখাগণের মোহবশে অভিভূত রাখায় লীলাকার্য্যে যে কিছু বিশেষ সাহায্য হইয়াছিল, তাহা নহে। বরং যোগমায়ার দ্বারা তাহাদিগের মোহনই যুক্তিযুক্ত এবং এই ভাবই পরে প্রকাশ হইবে। সুতরাং কৃষ্ণমায়ায় মোহিত বালকগণের ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অন্যত্র প্রেরণ নিতান্ত অযুক্ত। পরে ব্রহ্মা প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক যখন দেখিলেন যে, তিনি যে সকল বৎস ও বালকগণকে হরণ করত, অন্যত্র মোহিত রাখিয়াছেন, অনুরূপ সেই সমস্ত বৎস ও বালকগণ আবার শ্রীকৃষ্ণের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছে। এতদ্দর্শনে তিনি চমৎকৃত হইয়া মনে মনে বলিলেন, আমিত ইহাদিগকে মোহিত রাখিয়াছিলাম; আবার ইহারা কোথা হইতে আগমন করিল। অনন্তর দৃষ্টি পরিবর্ত্তন করত, নিজ আনীত বৎসগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভাবিলেন যে, তাহারা পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে; আবার ইহারা কোথা

ততো বৎসানদৃষ্ট্বৈত্য পুলিনেঽপিচ বৎসপান্।
উভাবপি বনে কৃষ্ণো বিচিকায় সমন্ততঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ।

ততঃ কৃষ্ণঃ (বনে) বৎসান্ অদৃষ্ট্বা পুনরপি তত্র পুলিনে এত্য বৎসান্ চ অদৃষ্ট্বা বনে সমন্ততঃ সর্ব্বত্র উভৌ বৎসান্ বৎসপাংশ্চ বিচিকায় অন্বেষয়ামাস ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

উভাবপি বৎসান্ বৎসপাংশ্চ বিচিকায় অন্বীক্ষিতবান্ ॥ ১৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অদৃষ্ট্বৈত্য নতু অপ্রাপ্যেত্যুক্তং। অতস্তত্র স্থিতান্ জ্ঞাতানপি অদৃষ্ট্বা অদর্শনমভিনীয়েত্যর্থঃ। মন্মায়য়া মোহিত এবায়মিতি ব্রহ্মাণং মিথ্যাভিমানং গ্রাহয়িতুমিত্থি ভাবঃ। ততশ্চোভাবপি বৎসান্ বালাংশ্চ বিচিকায় বিস্ময়বিষাদাদ্যভিনয়পূর্ব্বকং নটবত্তদন্বেষণমভিনিনায়েত্যর্থঃ তত্রোদ্ধ-হৎপশুপবংশশিশুত্বনাট্যমিত্যগ্রেতনোক্তেঃ ॥ ১৩ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বনমধ্যে বৎসগণকে না দেখিয়া, পুলিনে প্রত্যাগমন করিলেন; কিন্তু তথায় বালকগণকেও না দেখিয়া মুগ্ধ শিশুর ন্যায়, উভয় বৎস ও বালকগণকে বনমধ্যে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

আভাস।

হইতে আগমন করিল; অতএব এতদুভয়ের মধ্যে কোন্ গুলি সত্য এবং কোন্ গুলি মিথ্যা, ইহাতেও যখন তিনি পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই, তখন ব্রহ্মমায়ায় মোহিত বালকাদির মিথ্যাত্ব ব্যতীত কৃষ্ণ-সখাগণের মিথ্যাত্ব নিতান্তই অসঙ্গত। অতএব এস্থলে এইরূপই মীমাংসা বিধেয় যে, ব্রহ্মা যৎকালে কৃষ্ণমহিমা পরিজ্ঞাত হইবার প্রত্যাশায় তথায় উপস্থিত হইলেন, ইত্যবসরে স্বয়ং বৈষ্ণবীশক্তি যোগমায়া কৃষ্ণলীলার ঐশ্বর্য্যস্বরূপ বৎস ও বালকদিগকে ব্রহ্মার দৃষ্টিপথ হইতে প্রচ্ছন্ন করত তদনুরূপ বৎস ও বালকবৃন্দকে সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মার দৃষ্টিপথে সন্নিবেশিত রাখিলেন। ব্রহ্মা সেই সমস্ত মায়াচরিত বৎস ও বালকসমূহ হরণ করিয়াই অভিমানী হইলেন। এদিকে তাঁহার প্রস্থানের পর, ভগবান্ ব্রহ্মার অভিমুখ হইতে তাৎকালিক মায়াযবনিকা অপসারিত করিলে উভয় পক্ষে যখন তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল, তখন তিনি বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপ মীমাংসা করিলে উভয় পক্ষই রক্ষা হয়। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব-স্বরূপত্বের ব্যাঘাৎ ঘটে না; তিনি বালকাদিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, অথচ তাঁহার সখাগণের উপর ব্রহ্মার প্রতিপত্তি দেখান হয় না; এইরূপ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে পর শ্লোকের সহিত যেরূপ সঙ্গতি হয় ভক্তহৃদয়ে তাহাই গ্রহণীয় ॥ ১২ ॥

সর্ব্বজ্ঞ বাসুদেব অন্তরে সমস্ত জানিয়া এবং প্রজ্ঞাবলে সমস্ত দেখিয়াও, মুগ্ধ বালকের ন্যায় বনমধ্যে বৎসগণকে না দেখিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রমণের

ক্বাপ্যদৃষ্ট্বান্তর্বিপিনে বৎসান্ পালাংশ্চ বিশ্ববিৎ।
সর্ব্বং বিধিকৃতং কৃষ্ণঃ সহসাবজগাম হ ॥ ১৪ ॥
ততঃ কৃষ্ণো মুদং কর্ত্তুং তন্মাতৃণাঞ্চ কস্য চ।

অন্বয়ঃ।

বিশ্ববিৎ কৃষ্ণঃ ক্বাপি অন্তর্বিপিনে বৎসান্ পালাংশ্চ অদৃষ্ট্বা সর্ব্বং (এতৎ অপহরণং) বিধিকৃতং ব্রহ্মণা কৃতং ইতি সহসা এব হ অবজগাম জ্ঞাতবান্ ॥ ১৪ ॥

ততঃ বিশ্বকৃৎ ব্রহ্মাণ্ডরচনাকারী ঈশ্বরঃ কৃষ্ণঃ তন্মাতৃণাং বৎসবালকমাতৃণাং, কস্য

শ্রীধরস্বামী।

বিধিকৃতং ব্রহ্মণা কৃতং ॥ ১৪ ॥

উভয়ান্বিতং বৎসবৎসপালরূপেণ বর্ত্তমানমিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। যদি তূষ্ণীমাসে

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পুনঃ কিং কৃত্বা বিচিকায়েত্যত আহ ক্বেতি। বিশ্ববিদপি ক্বাপি শাদ্বলাদন্যত্রাপি বৎসান্ পুলিনাদন্যত্রাপি পালান্ অদৃষ্ট্বা বিচিকায়েতি পূর্ব্বৈণৈবান্বয়ঃ। নন্থ কৃষ্ণঃ কিং বৎসাদিচৌর্য্যক্ষণ এব বিবেদ তৎক্ষণানন্তরং বা কিঞ্চিদন্বিষ্য বা বিবেদেত্যত আহ সর্ব্বমিতি সহসা চৌর্য্যক্ষণ এব ব্রহ্মণা অতর্কিতমেবেত্যর্থঃ। অতর্কিতে তু সহসেত্যমরঃ ॥ ১৪ ॥

ততশ্চ ভগবন্মায়য়া মোহিতে ব্রহ্মণি মোহকন্মন্যে স্বভবনং গতে সতি স্বস্য ব্রহ্মমায়ামোহনাভাবমাত্রব্যঞ্জকঃ পূর্ব্ববৎ স্বীয়ৈর্বৎসবালকৈঃ সহ ভোজনাদিলীলাভি র্বিহারো নাতিবিচিত্রমিত্যতো মায়াতীতান্ বলদেবপর্য্যন্তানপি স্বপরীবারান্ মোহয়িত্বা লোকে স্বমায়াবলং দর্শয়িতুং পরমবৎসলানাং গোগোপীনাং স্বস্মিন্ পুত্রভাবমভিলষন্তীনাং মনো-

ক্রমশ সমস্ত বন অন্বেষণ করত বৎস ও বৎসপাল কাহাকেও অবলোকন না করিয়া, বিশ্বপতি সর্ব্বজ্ঞ হরি, এই সমস্ত ব্রহ্মারই কর্ম্ম বলিয়া সহসা বুঝিতে পারিলেন ॥ ১৪ ॥

কিন্তু পাছে ব্রহ্মার মনঃক্ষুণ্ণ হয়, এই নিমিত্ত সেই সমস্ত বৎস ও বালক গণকে পুনরানয়ন করিলেন না বটে, কিন্তু বয়স্যজননীগণ ও গাভীসমূহের

আভাস।

তাৎপর্য্যই এই যে, ব্রহ্মা তাঁহার মায়াতেই মোহিত হইয়াছেন; ব্রহ্মার সে অভিমান পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। ব্রহ্মাকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যই তিনি ঐরূপ অন্বেষণের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। নতুবা তাঁহার অন্বেষণের প্রয়োজন ছিল না; ব্রহ্মা যে মুহূর্ত্তে বৎস ও বৎসপালদিগকে হরণ করেন, ভগবান্ সেই মুহূর্ত্তেই তাহা অবগত ছিলেন। অধিক কি! এই কার্য্য করিবার অভিপ্রায় যখন ব্রহ্মার হৃদয়ে উদয় হয়, ভগবান্ তৎপূর্ব্বেই তাহা অবগত হইয়াছিলেন ॥ ১৩।১৪ ॥

উভয়ায়িতমাত্মানং চক্রে বিশ্বকৃদীশ্বরঃ ॥ ১৫ ॥
যাবদ্বৎসপবৎসকাল্পকবপুর্যাবৎকরাঙ্ঘ্র্যাদিকং
যাবদ্যষ্টিবিষাণবেণুদলশিগ্ যাবদ্বিভূষাম্বরং।

অন্বয়ঃ।

ব্রহ্মণঃ, চ মুদং হর্ষং কর্ত্তুং আত্মানং উভয়ায়িতং বৎসবৎসপাঃ চ ইত্যেবং স্বয়ং তদ্বদাচরন্তং চক্রে ॥ ১৫ ॥

তদাহ বৎসপবৎসকাল্পকবপুঃ যাবৎ করাঙ্ঘ্র্যাদিকং যাবৎ যষ্টিবিষাণবেণুদলশিগ্ যাবৎ বিভূষাম্বরং যাবৎ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তর্হি তন্মাতৃণাং বিষাদঃ স্যাৎ। যদি তানেবানয়ামি তর্হি ব্রহ্মণো মোহো ন স্যাৎ ইত্যুভয়-প্রীতয়ে তথা চক্রে ইতি ॥ ১৫ ॥

তদেব দর্শয়তি যাবদিতি। বৎসপানাং বৎসকানাঞ্চ অল্পকবপুঃ প্রমাণং অনতিক্রম্য। এবমুপর্য্যুপরি যোজ্যং। যদ্বা। যাবদ্বৎসপাদিবপু স্তাবৎ সর্ব্বরূপোঽজঃ শ্রীকৃষ্ণো বভাবিতি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

রথং পূরয়িতুং ব্রহ্মাণং মোহয়িত্বাপি পুনর্মহাবিস্ময়সমুদ্রে প্রক্ষেপ্তুং একস্মিন্নেব স্বাভীষ্টদেবে শ্রীভাগবতোপদেষ্টরি বাসুদেবে ভক্তিমন্তং খলু তং চ পরঃসহস্রান্ বাসুদেবান্ দর্শয়িতুং স্বয়মেব বৎসবালাদ্যাকারো বভূবেত্যাহ তত্র ইতি। কস্য ব্রহ্মণঃ। আত্মানং স্বয়মেব উভয়ায়িতং উভয়ং বৎসত্বং বালকত্বঞ্চ অয়িতং প্রাপ্তং বৎসবালরূপিণমিত্যর্থঃ। বিশ্বকৃতাং মহৎস্রষ্ট্রাদীনাম-প্যীশ্বর ইতি তত্র সামর্থ্যং দ্যোতিতং ॥ ১৫ ॥

তদেব প্রপঞ্চয়তি। যাবৎ যৎপরিমাণকং বৎসপানাং বৎসকানাঞ্চ অল্পকং বপুঃ। জাত্যপেক্ষয়া একবচনং। অত্যল্পানি কোমলানি বপূংষীত্যর্থঃ। এবমুত্তরত্রাপি বিহারাদি-

---

চিত্ত-বিনোদনার্থ সেই সমস্ত বৎস ও বালকাকারে স্বয়ং পরিণত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন ॥ ১৫ ॥

হে রাজেন্দ্র! সেই দিনই "বিষ্ণুময় জগৎ" এই বেদোক্ত মহাবাক্য সার্থক ও প্রত্যক্ষ বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। কারণ যেমন বৎসপাল বালক ও বৎসসমূহের ক্ষুদ্র দেহ তাহাদিগের হস্তপদ ও অঙ্গুল্যাদি যেরূপ এবং যাহার হস্তে যেরূপ যষ্টি, শৃঙ্গ, বেণু, দল বা শিকা, যে বালক যেরূপ ভাবে

আভাস।

ব্রহ্মা ভগবন্মায়ায় মোহিত হইলেও, আপনাকে মোহিতের ন্যায় মনে করেন নাই; তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বিপন্ন করিলেন, এই অভিমানে মত্ত হইয়া স্বভবনাভিমুখে গমন করিলে, ভগবান্ দেখিলেন যে, কেবল এতদবস্থায় মোহিত ভাব প্রকাশ করত লীলা করা কিছু

যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতির্বয়ো যাবদ্বিহারাদিকং
সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং গিরোঽঙ্গবদজঃ সর্ব্বস্বরূপো বভৌ ।। ১৬ ।।

অন্বয়ঃ।

তথা শীল গুণাভিধাকৃতিবয়ঃ যাবৎ যাবৎ চ বিহারাদিকং (সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ) ইতি গিরঃ বেদস্য অঙ্গবৎ অবয়ববৎ অজঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সর্ব্বস্বরূপঃ বৎসবৎসপাদি সর্ব্বরূপঃ বভৌ বিররাজ ॥ ১৬॥

শ্রীধরস্বামী।

উত্তরত্রাপ্যেবং। সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগদিতি প্রসিদ্ধা যা গীঃ তস্যা অঙ্গবৎ সা গীরেবার্থস্বরূপেণ প্রত্যক্ষা যথা তথা বভূবেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কমিত্যত্রাদিশব্দাৎ পিতৃমাত্রাদিষু ব্যবহরণং পূর্ব্বাচরিতস্মরণাদিকঞ্চ। অজঃ অজন্যতয়ৈব ভীতএব কৃষ্ণঃ সর্ব্বস্বরূপঃ তাবদ্বপুরাদিরূপঃ সন্ বভৌ সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগদিতি প্রসিদ্ধা যা গীস্তস্যা অঙ্গবৎ সা গীরেব মূর্ত্তা প্রত্যক্ষা যথা বভূবেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

অলঙ্কৃত; যে যেরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল; এমন কি! যাহার যেমন স্বভাব, যেমন গুণের উৎকর্ষ, যেমন নাম, আকৃতি ও বয়স; অধিক কি! যে বালক যেরূপ ক্রীড়াদি আচরণ করিত, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সকলের অভাবে আপনি একাকী সেই সকলরূপ ধারণ করত বিরাজ করিতে লাগিলেন।। ১৬ ।।

আভাস।

বিচিত্র নহে। তবে বালকাদির অভাবে নিশ্চেষ্ট থাকিলে, তাহাদিগের জননীগণের আর দুঃখের সীমা থাকিবে না; অথচ ব্রহ্মানীত বৎসাদিকে প্রত্যানয়ন করিলে, ব্রহ্মার তাদৃশ মোহনও জন্মে না। এই উভয় ভাব রক্ষার্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনি উভয় বৎস ও বৎসপাল-রূপে প্রতীয়মান হইলেন। ইহা দ্বারা গাভী ও ব্রজবনিতাগণের যে, কেবল দুঃখ নিবারণ করিয়াছিলেন তাহা নহে, মায়াতীত বলদেব পর্য্যন্ত স্বপরিবারবর্গকে স্বকীয় অপার মায়ৈশ্বর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক, পুত্রভাবপ্রার্থিনী পরমবৎসলা গোপীগণের বহুকালসঞ্চিত মনোরথ পূর্ণ করেন; এবং আপনি কৃষ্ণ অদ্বিতীয় ও নিরঞ্জন হইয়াও, সহস্র সহস্র ভাবে প্রতীয়মান হইলেন।

সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগদিত্যত্র প্রসিদ্ধা (সর্ব্বং বিষ্ণুময়মিতি) যা গিস্তস্যা অঙ্গবৎ সা গিরেব অর্থ-স্বরূপেণ প্রত্যক্ষা যথা তথা বভূবেত্যর্থঃ। যদ্বা গিরো বেদস্যাঙ্গবৎ অবয়ববৎ। যথা সর্ব্ববেদস্যাবয়বজাতং প্রণবরূপত্বাৎ বিষ্ণুময়ং তথা বৎসপালাদি সর্ব্বং বিষ্ণুময়মিত্যর্থঃ। এবমজঃ প্রণবো যথা সর্ব্বশব্দস্বরূপো ভাতি তথা বৎসপালাদিরূপং কৃষ্ণো বভাবিতি ভাবঃ। তথা শ্রুতিঃ। তদ্যথা শংকুলা সর্ব্বাণি পর্ণানি সংতৃণানি এবমোঙ্কারেণ সর্ব্বা বাক্ সংতৃণা ওঙ্কার এবেদং সর্ব্বমিতি ॥ ১৬ ॥

স্বয়মাত্মাত্ম-গোবৎসান্ প্রতিবার্য্যাত্মবৎসপৈঃ।

অন্বয়ঃ।

স্বয়মাত্মা হরিঃ এবং সর্ব্বাত্মা সর্ব্বরূপঃ সন্ আত্মবৎসপৈঃ আত্মস্বরূপৈঃ বৎসপৈঃ আত্ম-

শ্রীধরস্বামী।

এবং সর্ব্বাত্মা সন্ ব্রজং প্রাবিশৎ কথং স্বয়মাত্মৈব প্রযোজকঃ। আত্মরূপান্ গোবৎসানিতি কর্ম্মাপি স্বয়মেবেত্যুক্তং। আত্মস্বরূপৈ র্বৎসপৈঃ প্রতিবার্য্যেতি প্রযোজ্য-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ততশ্চ মধ্যাহ্নাপরাহ্ণয়োঃ পূর্ব্ববদেব ক্রীড়িতবত্তস্তস্য সায়ং গোষ্ঠপ্রবেশমাহ স্বমিতি পঞ্চভিঃ। এবং সর্ব্বাত্মা সন্ ব্রজং প্রাবিশৎ; কথং স্বয়মাত্মৈব প্রযোজকঃ আত্মরূপান্ গোবৎসানিতি কর্ম্মাপি স্বয়মেব আত্মরূপৈ র্বৎসপৈঃ প্রতিবার্য্যেতি প্রযোজ্যকর্ত্তাপি স্বয়মেব। আত্মবিহারৈঃ আত্মভিরাত্মভূতৈর্বালকৈঃ সহ যে বিহারা বেণুবাদনাদয় স্তৈক্রীড়ন্নিতি ক্রিয়াকারকাণ্যপি স্বয়মেবেত্যর্থঃ। অত্র পুলিনে বৎসপালা উপবিশ্য ভুঞ্জত এব শাদ্বলেষু বৎসা স্তৃণং চরন্ত্যেব তানন্বেষ্টুং কৃষ্ণো বিপিনে পর্য্যটত্যেব ক্ষণমাত্রায়মাণং বর্ষং ব্যাপ্যে-

---

আহা কি অপূর্ব্ব ব্যাপার! শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বৎসসমূহের রূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছেন, আবার স্বয়ংই বৎসপাল বালক হইয়া তাহাদিগকে চারণ

আভাস।

শ্রীকৃষ্ণ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। মহৎস্রষ্টা ব্রহ্মাদিরও জনয়িতা তিনি মাত্র; সুতরাং একা তিনি সেই বহুসংখ্যক বৎস ও বালকাদিরূপে আত্মপ্রকাশ করত অথচ স্বয়ং পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতি পূর্ব্বক যে লীলা করেন ইহা কিছু বিচিত্র নহে॥ ১৫॥

শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত বৎস ও বালকাদি প্রপঞ্চরূপে যেরূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্লোক দ্বারা তাহারই বিশেষ বর্ণনা করা হইয়াছে। বাসুদেব-লীলার কি অপূর্ব্ব মাধুরী। তিনি যে, বৎস ও বালকাদিরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিলেন, তাহাতে কাহারও কোন সন্দেহ জন্মাইবার কারণ ছিল না। যাহার যেমন আকৃতি, যেমন প্রকৃতি, যেমন দেহসৌষ্ঠব, যেমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, এমন কি! গৃহ হইতে নির্গমন কালে যে বালক তাহার মাতাকে যেরূপ কথোপকথনাদি করিয়া আসিয়াছিল, বন হইতে প্রত্যাগমন কালে কৃষ্ণও সেই বালকরূপে সেই মাতাকে সেইরূপ উক্তি প্রত্যুক্তি প্রদানে সন্তুষ্ট ও মোহিত করিয়াছিলেন। ভগবান্ বাসুদেবের তাদৃশ সর্ব্বস্বরূপে প্রকাশমান হওয়ায় "সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ" এই শ্রুত্যুক্ত মহাবাক্য সার্থক এবং প্রত্যক্ষর ন্যায় প্রতীয়মান বোধ হইতে লাগিল। অথবা গীঃ স্বরূপ বেদের সার অবয়ব যেমন ওঙ্কাররূপ প্রণব, সেইরূপ বৎসপালাদি সমস্ত প্রপঞ্চ অবয়বই এক শ্রীকৃষ্ণ। প্রণব যেমন সকল শব্দের সার, বৎসপালাদি সমগ্র প্রতীয়মান বস্তুর সারই এক শ্রীকৃষ্ণ। শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, পত্র সকল যেমন সর্ব্বাঙ্গে শিরা দ্বারায় ব্যাপ্ত থাকে, সমস্ত বাণীও সেইরূপ এক প্রণব দ্বারা পরিব্যাপ্ত॥ ১৬॥

ক্রীড়ন্নাত্মবিহারৈশ্চ সর্ব্বাত্মা প্রাবিশদ্ব্রজং ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।

বৎসপান্ আত্মরূপান্ গোবৎসান্ প্রতিবার্য্য প্রযোজ্য আত্মবিহারৈঃ ক্রীড়ন্ (সর্ব্বরূপেণ স্বয়ং হি) ব্রজং প্রাবিশৎ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কর্ত্তাপি স্বয়মেব আত্মবিহারৈঃ ক্রীড়ন্নিতি ক্রিয়াকারকাণ্যপি স্বয়মেবেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তত্রিকং সর্ব্বৈরদৃষ্টং তত্তৎ স্থলেষু প্রতিদিনং ভ্রমদ্ভিরন্যৈ র্লীলাপরিকরৈঃ কৃষ্ণস্বরূপবৎসবালৈ র্বলদেবেনাপি বর্ষবাতাতপাদ্যৈরপ্যস্পৃষ্টমেবাচিন্ত্যশক্ত্যা যোগমায়য়া ব্যরাজীদেব যস্যৈকএব কৃষ্ণো ব্রহ্মণা কবলবেত্রাদিলক্ষ্যলক্ষিতো মোহান্তে দদৃশে তুষ্টুবে চেতি জ্ঞেয়ং ॥ ১৭ ॥

করাইতেছেন। এইরূপে সেই সর্ব্বময় হরি নিজ বিহার দ্বারা ক্রীড়া করিতে করিতে দিবাবসানে ব্রজে প্রবেশ করিতেন ॥ ১৭ ॥

আভাস।

ভগবান্ বাসুদেব প্রাকৃতিক বৎস ও বালকগণের অভাবে স্বয়ংই পূর্ব্বরূপ বৎস ও বালকের রূপ ধারণ করত, সেই বন মধ্যে প্রাতঃকালে ও মধ্যাহ্নে ক্রীড়া করিলেন; পরে সায়ংকাল উপস্থিত হইলে পূর্ব্বে যেরূপ বৎস ও বালকাদি সহ ব্রজে গমন করিতেন, এক্ষণে স্বয়ং সর্ব্ব-স্বরূপ অবস্থাতেও ব্রজে সেইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন; তাহাই এই নিম্নোক্ত পাঁচটী শ্লোক দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। সর্ব্বব্যাপী বিশ্বভাবন পরমানন্দস্বরূপ ভগবানের অদ্বিতীয়ত্ব ও সর্ব্বান্তর্যামিত্ব সম্বন্ধে শ্রুতি যে বলিয়াছেন, "এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্য-মেবাত্মসংস্থং নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ। ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥" ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ মন্ত্রের দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণ যে পরং ব্রহ্ম পরিজ্ঞানে পরম পুরুষার্থ লাভ হয়। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে সেই পরম পুরুষ পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা স্বীয় আত্মাতে ধ্যান ও মনন দ্বারা আত্মনির্ণয় করা কর্ত্তব্য। জগদীশ্বর ব্যতীত এই সংসারে আর কেহই নাই। এক তিনি মাত্র জ্ঞাতব্য, আরাধ্য ও সম্ভজনীয়। যাঁহারা সেই সর্ব্বাধিপের চিন্তায় নিবিষ্ট থাকেন, তাহাদেরই প্রকৃত শান্তি পূর্ণ মাত্রায় প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু সেই জগৎ পতির অন্বেষণার্থ ইতস্তত পর্য্যটনের প্রয়োজন নাই; তিনি বিশ্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। অতি পবিত্র অতি উৎকৃষ্ট সামগ্রীর উৎকর্ষ ভাবই তাঁহার স্বরূপের পরিচয়। তিনি ভোগ্য জগৎরূপে বাহিরে প্রকাশমান থাকিয়া, ভোক্তাস্বরূপ জীবের দ্বারা সম্ভুক্ত হন; আবার স্বয়ং সর্ব্বান্তর্য্যামী বিশ্বনিয়ন্তা হইয়াও, নিজ চৈতন্যকণারূপ জীবচৈতন্যকে ভোগার্থ বিষয়ে নিযোজিত করেন। অতএব এক ভগবানই অন্তর্য্যামী ঈশ্বর, তিনিই জীব, তিনিই জগৎ। এই নিমিত্ত শাস্ত্রান্তরেও কথিত হইয়াছে যে, "আত্মস্থং তীর্থমুৎসৃজ্য বহিস্তীর্থাদি যো ব্রজেৎ। করস্থং স মহারত্নং ত্যক্ত্বা

তত্তদ্বৎসান্ পৃথঙ্নীত্বা তত্তদ্গোষ্ঠে নিবেশ্য চ।
তত্তদাত্মাভবদ্রাজংস্তত্তৎ সদ্ম প্রবিষ্টবান্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।

হে রাজন্! ততঃ তত্তদ্বৎসান্ পৃথক্ নীত্বা তত্তদ্গোষ্ঠে নিবেশ্য সংস্থাপ্য তত্তদাত্মা তত্তদ্বাল-ভাবং স্বীকৃত্য অভবৎ আস্থিতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তত্তৎ সদ্ম গৃহং প্রবিষ্টবান্॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তত্তদাত্মা তত্তদ্গোপবালকরূপোঽভূদিতি। তত তত্তৎ সদ্ম প্রবিষ্টবান্ ॥ ১৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তত্তদাত্মা শ্রীদাম-সুদাম-সুবলাদিবালকস্বরূপঃ কৃষ্ণ স্তত্তৎ সদ্ম প্রবিষ্টবানিত্যন্বয়ঃ ॥১৮॥

এবং আপনস্বরূপ বৎসসমূহের প্রত্যেককে, নির্দ্দিষ্ট গৃহে সেই সেই রূপে প্রবেশ করাইতেন ॥ ১৮ ॥

আভাস।

কাচং বিমার্গন্তি ইতি ॥" যিনি ঈশ্বরলাভার্থ আত্মতীর্থ হৃদয়-বৃন্দাবন পরিহার করত, বাহ্য-তীর্থের সেবায় যত্নবান হন, তিনি হস্তস্থিত মহামূল্য মণি দূরে নিক্ষেপ করিয়া, কাচ লাভার্থ যত্ন করেন; সন্দেহ নাই। এস্থলে ব্যাসদেব ব্রহ্মমোহন লীলা প্রকাশ দ্বারা বেদান্তের চরম মীমাংসা অতি সংক্ষেপে অথচ সবিস্তারে প্রকাশ করিয়াছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেবল অনির্দ্দেশ্য সচ্চিদানন্দময় মূর্ত্তি বা গোপাঙ্গনাগণের প্রেমের আধার বাসুদেব রূপেই কেবল প্রতীয়মান নহেন। বেদব্যাস দেখাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর অপর কিছুই নাই। তিনিই সমস্ত। তিনি বৎস হইয়া বিচরণ করিতেছেন, আবার বৎসপাল হইয়া বৎসগণকে চারণ করাইতেছেন; অথচ স্বয়ং পৃথক থাকিয়া মণ্ডলেশ্বরের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। আব্রহ্ম তৃণ পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থই তিনি। কোথায়ও বা তাঁহার শক্তি, কোথাও বা জ্ঞান; এই মাত্র পার্থক্য। আত্মস্বরূপ-ভূত বালকগণের সহিত ক্রীড়াকাননে কেলি করিতে করিতে, বেণুধ্বনি দ্বারা সকলের চিত্ত বিনোদন করিতেন; এস্থলে ক্রিয়া, কারক, কর্ম্ম ও কর্ত্তাদি এক তিনি মাত্র; ব্রহ্মাণ্ডে এক নারায়ণই সমস্ত। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব-স্বরূপে বিরাজ করত, বলদেবাদিরও মোহন জন্মাইয়া সম্বৎসর পর্য্যন্ত যোগমায়া নাম্নী স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিবলে বর্ষা, বাত ও আতপাদিতে অসংস্পৃষ্ট হইয়া বিরাজ করিয়াছিলেন। কি আশ্চর্য্য! যে ব্রহ্মা এই ত্রিবিধরূপে এই এক বৎসর কাল শ্রীহরির প্রপঞ্চ মূর্ত্তি পরিদর্শন করিলেন, আবার মোহের অবসানে সর্ব্বরূপে এক কৃষ্ণরূপ নিরীক্ষণ করিয়া, আপনাকে যেমন কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন; জীবেরও যখন মোহপাশ অপনোদিত হয়, তখন এক নারায়ণ মূর্ত্তি সর্ব্বত্র সন্দর্শনে তাদৃশ চরিতার্থতা-সাধন হয়; সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥

শ্রীদাম, সুদাম ও সুবলাদি বালকের রূপ পরিগ্রহ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজে প্রবেশ

তন্মাতরো বেণুরবত্বরোত্থিতা উত্থাপ্য দোর্ভিঃ পরিরভ্য নির্ভরং।
স্নেহস্নুতস্তন্যপয়ঃ সুধাসবং মত্বা পরং ব্রহ্ম সুতানপায়য়ন্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ।

বেণুরবোত্তরোত্থিতাঃ বেণুরবেণ ত্বরয়া উত্থিতাঃ অতএব তন্মাতরঃ দোর্ভিঃ উত্থাপ্য অঙ্কে গৃহীত্বা নির্ভরং গাঢ়ং পরিরভ্য আলিঙ্গ্য পরং ব্রহ্ম সুতান্ মত্বা সুধাসবং অমৃতোপমং স্নেহস্নুত-স্তন্যপয়ঃ প্রেমাতিশয়েন ক্ষরিতস্তন্যদুগ্ধং অপায়য়ন্ পায়য়ামাসুঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

গোপিকামোহনমাহ তন্মাতরো বেণুরবেণ ত্বরয়া উত্থিতাঃ সত্যঃ সুতান্মত্বা পরং ব্রহ্ম ইব দোর্ভি-রুত্থাপ্য উদুহ্য পয়ঃ সুধাসবং পয় এব সুধাবৎ স্বাদু আসববন্মাদকং পায়য়ামাসু রিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হন্ত হন্ত যশোদায়া ইবাস্মাকমপি কৃষ্ণঃ কিং পুত্রো ভবেদিতি গোপীনাং মনোরথস্য সিদ্ধিং বহিরলক্ষিতাং বদন্নেব তাসাং মোহনমাহ তন্মাতরস্তত্তন্মাতরঃ সুতান্মত্বা পরং ব্রহ্মৈব দোর্ভিরুত্থাপ্য অঙ্কে কৃত্বা স্তন্যং পয়োঽপায়য়ন্। উদুহ্যেতি ক্বাচিৎকঃ পাঠশ্চ। নির্ভরং পরিরভ্যেতি নির্ভরং স্নুতেতি পূর্ব্বতঃ স্নেহাধিক্যসূচকং পরং ব্রহ্মাপি সুধাসবং মত্বা তাসাং স্তন্যং পয়োঽপিবদিত্যাহ সুধাসবমিতি। স্নেহস্নুতত্বেন স্নেহময়ং তৎ প্রেমাস্বাদমহারসিকঃ কৃষ্ণঃ সুধামিব স্বাদু আসবমিব মাদকং পিবন্ পিবন্নুবভূবেতি তল্লোভাদেব তস্যাপি তত্তৎপুত্রীভাব-বাসনা প্রাগাসীৎ সাপি ব্রহ্মমোহনপ্রসঙ্গ এব সিদ্ধেতি অতএব স্বস্য সখীনপি বর্ষপর্য্যন্তং যোগ-মায়য়া মোহয়ামাসেতি জ্ঞেয়ং। স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে-মুদেন্তি ব্রহ্মণাপি বক্ষ্যমাণত্বাৎ ॥১৯॥

হে নরনাথ! সেই ভগবন্মায়ায় মোহিত হয় নাই এমন ব্যক্তিমাত্রও কেহ ছিল না। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে যখন তিনি বন হইতে বৎস ও বৎস-পাল সহ ব্রজে প্রবেশ করিতেন, দূর হইতে বেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়া গোপ-বনিতারা স্ব স্ব তনয়ের প্রত্যাগমন নিকট জানিয়া, ত্বরিত বেগে গাত্রোত্থান করত অগ্রসর হইতেন এবং বাহুদ্বয় গ্রহণে পুত্রকে উত্তোলন পূর্ব্বক গাঢ় আলিঙ্গন করিতেন এবং সুতবোধে সেই পরং ব্রহ্মকে স্নেহক্ষরিত স্তন্যসুধা পান করাইতেন ॥ ১৯ ॥

আভাস।

করিতেন, তখন যেন সম্যক্ পরিজ্ঞাতের ন্যায় তাহাদিগের স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট গৃহে পূর্ব্ব পরিচিতের ন্যায় প্রবেশ করিতেন এবং তাহাদিগের জননীগণকেও পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দ প্রদান করিতেন ॥ ১৮ ॥

অহো! কি আনন্দের কথা, যশোদার পুত্র কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া ব্রজবনিতাগণ সকলেরই মনে সাধ হইত যে, এবার ভগবান্ আমাদিগকে কবে সেদিন দিবেন, যেদিন কৃষ্ণের ন্যায়

ততো নৃপোন্মর্দ্দনমজ্জলেপনালঙ্কাররক্ষাতিলকাশনাদিভিঃ।
সংলালিতঃ স্বাচরিতৈঃ প্রহর্ষয়ন্ সায়ং গতো যামযমেন মাধবঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ।

ততঃ হে নৃপ! এবং যামযমেন যামানাং দিনান্তপ্রহরাণাং যমেন উপরমেণ সায়ং প্রদোষে (ব্রজং) গতঃ মাধবঃ শ্রীকান্তঃ স্বাচরিতৈঃ স্বস্য শোভনব্যবহারৈঃ মাতৃঃ প্রহর্ষয়ন্ আনন্দয়ন্ তাভিঃ মাতৃভিঃ চ মজ্জলেপনালঙ্কাররক্ষাতিলকাশনাদিভিঃ (উন্মর্দনং তৈলাদিনা মজ্জঃ স্নপনং, লেপনং চন্দনাদিনা) সংলালিতঃ সম্যক্ লালিতঃ চ বভূব ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

এবং যামযমেন তত্তৎকালতত্তৎক্রীড়ানিয়মেন সায়ং গতঃ প্রাপ্তঃ স্বাচরিতৈঃ স্বস্য আচরিতৈঃ শোভনৈরাচরিতৈর্ব্বা মাতৃঃ প্রহর্ষয়ন্ তত্তত্তাভিরুন্মর্দ্দনাদিভিরুপলালিতঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যামানাং যমেন উপরমেণ ঔ যমু উপরমে। তস্মিন্ সতীত্যর্থঃ। মাধবঃ কৃষ্ণস্তৎস্বরূপভূত-বালকগণশ্চ গতঃ স্বস্বগৃহমিতি শেষঃ। ততশ্চ উন্মর্দনং সুগন্ধিতৈলাভ্যঞ্জনং ততনন্তরং মজ্জঃ স্নপনং মাতৃভিঃ সায়ং সংলালিতঃ ॥ ২০ ॥

হে রাজেন্দ্র! মায়াপতি শ্রীকৃষ্ণ যেমন সেই সমস্ত বৎস বালকাদিরূপে বিহার করিতে করিতে প্রত্যহ সায়ংকালে ব্রজমধ্যে উপনীত হইতেন, ব্রজাঙ্গনাগণও গাত্রমার্জ্জন, স্নান, চন্দনলেপন, ভূষণধারণ, রক্ষাবন্ধন, তিলক-দান ও ভোজনাদি দ্বারা তাঁহাকে লালন করিতেন ॥ ২০ ॥

আভাস।

পুত্র লাভ করিয়া আমরাও যশোদার ন্যায় কৃতার্থ হইব। এক ব্রহ্মমোহন উপস্থিত হইলে ভগবান্ সকলের সাধই পুরাইলেন; অলক্ষিত ভাবে আজ তিনি সকলেরই পুত্র হইয়া সকলের অঙ্কে যুগপৎ আরোহণ পূর্ব্বক প্রেমসুধারূপ ক্ষরিত পয়োধরের পীযুষ পান করত, আপনাকেও আনন্দী করিতেছেন। এক বৎসর পর্য্যন্ত স্বীয় যোগমায়া দ্বারা নিজ সখিগণকে মোহিত করত, যে স্তন্যামৃত পান করেন, তাহাতে পরম ভক্তের আদরাতিশয়ে দেব-দুর্ল্লভ সুধাবোধে আগ্রহাতিশয়ে যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন; সন্দেহ নাই। এবং গোপীগণও স্বতরূপ পরব্রহ্মকে হৃদয়ে উত্তোলন করত, স্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক যখন স্তন্য পান করাইতেন, তখন তাঁহারা যে কি অপূর্ব্ব শান্তি অনুভব করিতেন, তাহা অনির্ব্বচনীয় ॥ ১৯ ॥

গোপীগণ পুত্ররূপী পর-ব্রহ্মকে পুত্রের ন্যায় তৈলমর্দ্দন, স্নান, চন্দনলেপন ও তিলকদান এবং ভোজনাদি প্রদানে যেরূপ লালন পালন করিয়া অনুপম প্রীতি লাভ করিতেন, সেইরূপ বুদ্ধি ও বিবেচনাহীন পশু গাভীসকলও শ্রীকৃষ্ণকে বৎসরূপে প্রাপ্ত হইয়া, যেন প্রচুর জ্ঞান ও বিবেক-বিশিষ্ট মানবের ন্যায় তৎপ্রতি বিশেষ যত্ন ও প্রেম প্রদর্শন করিয়াছিল। পূর্ব্বে স্ব স্ব

গাবস্ততো গোষ্ঠমুপেত্য সত্বরং হুঙ্কারঘোষৈঃ পরিহূতসঙ্গতান্।
স্বকান্ স্বকান্ বৎসতরানপায়য়ন্ মুহুর্লিহন্ত্যঃ স্রবদৌধসং পয়ঃ ॥২১॥
গোগোপীনাং মাতৃতাস্মিন্নাসীৎ স্নেহর্দ্ধিকাং বিনা।

অন্বয়ঃ।

ততঃ গাবঃ সত্বরং গোষ্ঠং উপেত্য পরিহূতসঙ্গতান্ আহ্বানানন্তরং সমীপে সমবেতান্ স্বকান্ স্বকান্ বৎসতরান্ হুঙ্কারঘোষৈঃ মুহুঃ লিহন্ত্যঃ সত্যঃ স্রবদৌধসং স্নেহাধিক্যাৎ গলিতং পয়ঃ অপায়য়ন্ ॥ ২১ ॥

(হে রাজন্!) অস্মিন্ কৃষ্ণে গোগোপীনাং মাতৃতা মাতৃভাবঃ স্নেহর্দ্ধিকাং স্নেহাধিক্যং

শ্রীধরস্বামী।

গবাং মোহনমাহ গাব ইতি ॥ পরিহূতা আহূতাশ্চ তে সঙ্গতাশ্চ তান্ ॥ ২১ ॥
এতাবদ্বৈষম্যং শ্রীকৃষ্ণস্যাপি দুর্নিবারমাসীদিত্যাহ গোগোপীনামিতি। গবাং গোপীনাঞ্চ অস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে মাতৃতা উপলালনরূপা পূর্ব্বোবদেবাসীৎ কিন্তু স্নেহর্দ্ধিকাং বিনা স্নেহা-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

গোপীনামিব ততো গবামপি মোহনমাহ গাব ইতি। পরিহূতা আদাবাহূতাস্ততঃ সঙ্গতাশ্চ তান্। অত্রাপি সত্বরমিতি মুহুর্লিহন্ত্য ইতি মুহুঃ স্রবদিতি স্নেহাধিক্যসূচকং ॥ ২১ ॥
কিঞ্চ। গবাং গোপীনাং অস্মিন্ শ্রীযশোদানন্দনে কৃষ্ণে মাতৃতা সর্ব্বা উপলালনাদিময়ঃ সর্ব্বএব মাতৃভাব ইত্যর্থঃ। পুরোবৎ পূর্ব্ববদেবাসীৎ কিন্তু স্নেহর্দ্ধিকাং স্নেহাধিক্যং বিনা পূর্ব্বং শ্রীদামসুদামাদিভ্যঃ স্বপুত্রেভ্যোঽপি সকাশাৎ যশোদাপুত্রে শ্রীকৃষ্ণে স্নেহর্দ্ধিরাসীৎ

হে রাজেন্দ্র! গাভীসকলও গোষ্ঠে আসিয়া হুঙ্কারধ্বনিতে আপন আপন বৎসকে সমীপে আহ্বান করিত এবং বৎস সকল নিকটে আগমন করিবা মাত্রেই মুহুর্মুহু গাত্রলেহন করত ক্ষরিত স্তন্য পান করাইত ॥২১॥
হে নরনাথ! শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গাভী ও গোপীগণের বাৎসল্যভাব পূর্ব্বের ন্যায় প্রকাশ পাইল বটে, তথাপি যেন এক্ষণে কিছু স্নেহাধিক্য দৃষ্ট

আভাস।

বৎসের প্রতি তাহাদিগের যেমন প্রীতি ছিল, ঐ বৎসরে যেন সেই প্রীতি এত অধিক গাঢ় বোধ হইয়াছিল যে, তাহারা ওরূপ প্রেম পূর্ব্বে আর কখন অনুভব করে নাই। গাভীগণ বৎস-সমূহের আগমন ব্যাপার বুঝিতে পারিলেই, হুঙ্কারধ্বনিতে গোচরভূমি নিনাদিত করিত; এবং বৎসকে সমীপে প্রাপ্ত হইলেই যেন কি সুধার আকর ও আনন্দের আধার প্রাপ্ত হইল, এইরূপ মনে করিয়া, বৎসের সমস্ত দেহ লেহন করিত। এবং বৎসকে স্তনপানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগের উধঃ ক্ষরিত হইয়া দুগ্ধ পতিত হইতে থাকিত ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

পুরোবদাস্বপি হরেস্তোকতা মায়য়া বিনা ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ।

বিনা পুরোবৎ পূর্ব্ববদেব আসীৎ আসু গোগোপীষু অপি হরেঃ তোকতা বালভাবঃ পূর্ব্ববৎ মায়য়া বিনা আসীৎ ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ধিক্যং তু ইদানীং বিশেষ ইত্যর্থঃ। আসু গোগোপীষু হরেস্তোকতাচ বালভাবোঽপি পূর্ব্ববদেবাসীৎ কিন্তু মায়য়া বিনা মমেয়ং মাতা অহমস্যাঃ পুত্র এবং মোহং বিনা ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তস্যৈব স্বপুত্রীভূতত্বে জ্ঞাতে সতি তদা স্বপুত্রেষ্বপি তথৈব স্নেহর্দ্ধিরিতি যশোদাপুত্রে স্বপুত্রেচ তুল্য এব স্নেহোঽভূদিত্যর্থঃ। আসু গোগোপীষু হরেরপি তোকতা বালভাবঃ পূর্ব্ববদেবাসীৎ কিন্তু মায়য়া বিনা পূর্ব্বং মায়য়া উপচারেণৈব পুত্রতুল্যত্বাৎ পুত্রত্বমাসীৎ ব্রহ্মমোহনদিনমারভ্য তু কৃষ্ণএব শ্রীদামসুদামাদিরূপস্তাসাং পুত্রোঽভূদিতি কৃষ্ণস্য পুত্রভাবো যথার্থ এবেত্যর্থঃ। নন্থ শ্রীদামাদিষু স্তন্যাতৃণাং যাবান্ স্নেহস্তাবানেব পুত্রীভূতে শ্রীকৃষ্ণেঽপি ভবিতুমর্হতি যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবয়োযাবদ্বিহারাদিকমিতি পূর্ব্বোক্তেঃ। উচ্যতে। কৃষ্ণোহি মহামহেশ্বরত্বাৎ স্বাধীনীকৃতব্রহ্মাদিস্বাংশপর্য্যন্তোঽপি প্রেম্নঃ খল্বধীন এব প্রেমা তু ন তস্যাধীন ইতি প্রেম্নি তস্য প্রভুত্বাভাবাৎ তেন প্রেম্না সঙ্কুচিতীকর্ত্তুমশক্যঃ। অতএব স্বামিচরণৈরপ্যুক্তং। এতাবত্তু বৈষম্যং কৃষ্ণেনাপি দুর্নিবারমিতি সচ প্রেমা বাৎসল্যাদিরূপ স্তন্যাত্রাদিষু বিরাজত ইতি কৃষ্ণঃ স্বমাত্রাদিসমীপে স্বৈশ্বর্য্যমননুসন্দধানোঽধিনীভূতএব সদা তিষ্ঠতি যথা মহারাজচক্রবর্ত্তিনঃ সমীপে মণ্ডলেশ্বর ইতি। নচ মহামহেশ্বরস্য তস্যৈবং পারতন্ত্র্যং দূষণমিতি বাচ্যং প্রত্যুত ভূষণমেব যথা জীবস্য মায়াপারতন্ত্র্যং দুঃখার্থকং তথৈবেশ্বরস্যানন্দরসময়স্যাপি প্রেমপারতন্ত্র্যং প্রতিক্ষণবর্দ্ধমাননিরতিশয়ানন্দার্থকমেবেতি মহানুভাবৈরনুভূতং ॥ ২২ ॥

হইল; এবং তাহাদিগের সমীপে ভগবানের পুত্রভাবও পূর্ব্বের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও, এক্ষণে মায়ার অবসানে পরস্পরের কিছু অধিক মোহন জন্মিয়াছিল ॥ ২২ ॥

আভাস।

শ্রীকৃষ্ণ বৎস ও বালকাদিরূপে যখন ব্রজে বিহার করেন, তৎকালে তাঁহার প্রতি প্রত্যেক গোপী ও গাভীর লালনাদি-জনিত বাৎসল্যভাব পূর্ব্বের ন্যায় পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা স্নেহের আতিশয্য অনুভূত হয় নাই; ইহা বলিবার তাৎপর্য্যই এই যে, গোপিনীরা স্বকীয় স্তনয় শ্রীদাম সুদামাদি অপেক্ষা যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই অধিক প্রেম করিতেন। এক্ষণে ব্রহ্মমোহন উপলক্ষে সেই যশোদা-স্তনয় স্বয়ং তাঁহাদের পুত্র শ্রীদাম সুদামাদিরূপে তাঁহাদের নিকট ক্রীড়া করায় গোপবনিতারা

ব্রজৌকসাং স্বতোকেষু স্নেহবল্ল্যাব্দমন্বহং।
শনৈর্নিঃসীম ববৃধে যথা কৃষ্ণে ত্বপূর্ব্ববৎ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়।

এবং আব্দং বর্ষপর্য্যন্তং স্বতোকেষু নিজতনয়েষু ব্রজৌকসাং স্নেহবল্লী স্নেহলতা অন্বহং নিত্যং ববৃধে কৃষ্ণে তু অপূর্ব্ববৎ যথা (তথা) নিঃসীম ববৃধে আসীৎ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

স্নেহর্দ্ধিমেব দর্শয়ন্তি ব্রজৌকসামিতি। যথা কৃষ্ণে যশোদানন্দনে স্বপুত্রেভ্যোঽপি স্নেহাধিক্যং পূর্ব্বমাসীৎ ইদানীং স্বতোকেষ্বপি তথৈবাবর্দ্ধত ইত্যর্থঃ। আ অব্দং যাবদ্বৎসরং নিঃসীম যথা ভবন্তি ॥ ২৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তদেবং যশোদানন্দনকৃষ্ণ-পুত্রীভূতকৃষ্ণয়োঃ স্বরূপত ঐক্যরূপ্যাৎ স্নেহাধিক্যং তুল্যমুক্তমপি পুনঃ স্পষ্টীকুর্ব্বন্ যশোদানন্দনকৃষ্ণেতু গুণোৎকর্ষহেতুকং স্নেহাধিক্যমাহ ব্রজৌকসামিতি। আব্দং বর্ষং ব্যাপ্য অন্বহং স্নেহবল্লীতি বল্লী যথা প্রতিদিনমেব বর্দ্ধতে তথৈবেত্যর্থঃ যথা কৃষ্ণে যশোদানন্দনে পূর্ব্বং স্বপুত্রেভ্যোঽপি বর্দ্ধমানা সা আসীৎ। ইদানীং স্বতোকেষ্বপি তথৈব ববৃধে ইতি স্বতোকানামপি কৃষ্ণত্বাৎ স্নেহর্দ্ধিরুভয়ত্র তুল্যৈবেত্যর্থঃ। কিঞ্চ। তুশব্দবলাৎ কৃষ্ণে ইত্যস্মাবৃত্ত্যা স্নেহর্দ্ধেস্তুল্যত্বেঽপি কৃষ্ণে যশোদানন্দনে তু তথাপি অপূর্ব্ববৎ নিত্যনবায়মানৈব তস্য সর্ব্বশক্তি-সৌন্দর্য্যবৈদগ্ধ্যাদিগুণবত্ত্বাদংশিত্বাচ্চ। তাসাং পুত্রীভূতকৃষ্ণস্বরূপাণাং তু শ্রীদামাদ্যচিন্তসৌন্দর্য্যা-দিমত্ত্বাদংশত্বাচ্চেতি ভাবঃ। যদ্বা। যথেতি যথাবদেব স্নেহবল্লী ববৃধে কৃষ্ণে তু অপূর্ব্ববদেব ববৃধে। ইত্যাবৃত্ত্যা বিনৈব ব্যাখ্যেয়ং ॥ ২৩ ॥

কারণ ব্রজবাসিদিগের স্বতনয়ে স্নেহলতা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল; কিন্তু পুত্রাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমের আর ইয়ত্তা রহিল না ॥২৩॥

আভাস।

তাৎকালিক স্বতনয়ে শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যায় পূর্ব্ববৎ প্রেম করিতেন। অর্থাৎ যশোদাপুত্রে ও নিজ তনয় এই উভয়কেই তৎকালে সমান স্নেহ করিতেন। এবং এই গাভী ও বনিতা-গণে শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভাবও পূর্ব্বের ন্যায়ই ঘটিয়াছিল; বরং আপাতত মায়ার কোন সম্পর্ক ছিল না; কারণ পূর্ব্বে মায়ার দ্বারা ঔপচারিক পুত্ররূপে স্নেহের ভাজন ছিলেন, এক্ষণে প্রকৃত পক্ষে পুত্র হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীদাম ও সুদামাদিরূপে প্রতীয়মান। মহা-মহেশ্বর কৃষ্ণ ব্রহ্মাদি লোকপালগণের অধীশ্বর হইয়াও, প্রেমের অধীন। কিন্তু প্রেম তাঁহার অধীন নহে। প্রেমের উপর তাঁহার যে, কোন কর্তৃত্ব নাই, এবং প্রেমকে তিনি যে, সঙ্কুচিত করিতে পারেন না, ইহাও তাঁহারই ইচ্ছা। অতএব ভক্ত ও ভগবানে এই মাত্র পার্থক্য ছিল যে, বাৎসল্যভাবপূর্ণ গোপী ও গাভীগণে প্রেম পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ এবং মহামহেশ্বর বিষ্ণু স্বীয় ঐশ্বর্য্যের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া, প্রেমাধীনতা-নিবন্ধন

ইত্থমাত্মাত্মনাত্মানং বৎসপালমিষেণ সঃ।
পালয়ন্ বৎসপো বর্ষং চিক্রীড়ে বনগোষ্ঠয়োঃ ॥ ২৪ ॥
একদা চারয়ন্ বৎসান্ সরামো বনমাবিশৎ।

অন্বয়ঃ।

ইত্থং এবম্প্রকারেণ বৎস-বৎসপ-রূপধরঃ সঃ আত্মা অদ্বিতীয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ আত্মনা স্বেনৈব বৎস-পালমিষেণ বালকরূপেণ বৎসপঃ ভূত্বা বৎসস্বরূপমেব আত্মানং পালয়ন্ বর্ষং যাবৎ বনগোষ্ঠয়োঃ বনে গোষ্ঠে চ চিক্রীড়ে ক্রীড়িতবান্ ॥ ২৪ ॥

অথ পঞ্চষাসু পঞ্চসু ষট্সু বা ত্রিযামাসু রাত্রিষু হায়নাপূরণিষু হায়নস্য বর্ষস্য আপূরণিষু

শ্রীধরস্বামী।

এবমাত্মা শ্রীকৃষ্ণঃ বৎসপো ভূত্বা তত্রাপি বৎসানাং তৎপালানাঞ্চ মিষেণাত্মানমাত্মনা পালয়ন্ ক্রীড়িতবানিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

এতাবৎ পর্য্যন্তং রামস্যাপি মোহ এবাসীৎ সংবৎসরান্তে তু কথঞ্চিৎ জ্ঞাতবানিতি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

এবমাত্মা শ্রীকৃষ্ণো বৎসপো ভূত্বা বৎসানাং পালানাঞ্চ মিষেণ আত্মানমাত্মনা পালয়ন্ ক্রীড়িতবানিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মমোহনপ্রসঙ্গ এব বলদেবমোহনমপি ব্যক্তীকর্ত্তুং কথামাহ একদেতি। পঞ্চসু

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বৎসপাল বালকের রূপ ধারণ-পূর্ব্বক আত্মস্বরূপ বৎসগণকে প্রতিপালন করত, সম্বৎসর পর্য্যন্ত বিপিনে ও গোষ্ঠে ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

অনন্তর বৎসর পূর্ণ হইতে আর পাঁচ ছয় দিন বাকী আছে, এমন সময়

আভাস।

মাতৃসমীপে নিতান্ত অধীনের ন্যায় অবস্থান করিতেন। প্রেমের দ্বারা মাতাগণ বন্ধন করিতেন এবং কৃষ্ণও বদ্ধ হইতেন ॥ ২২ ॥

সে যাহাই হউক, এক দিকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত, অপর দিকে তিনিই আবার পুত্ররূপে লালন-পালনের সামগ্রী হইয়া অঙ্কে আরোহণ পূর্ব্বক স্তন্য পান করিতেছেন; সুতরাং কৃষ্ণ ও বৎসবালকাদি পরমার্থতঃ এক এবং এক জাতীয় স্নেহের পাত্র হইয়া বিরাজমান থাকিলেও, যশোদানন্দনে গুণরাশির উৎকর্ষ থাকায় নিজ পুত্ররূপী কৃষ্ণের অপেক্ষা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণে ব্রজবাসীগণের প্রেমাধিক্য বিশেষ উপলব্ধ হইত। লতা যেরূপ আশ্রয়তরু লাভে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া আশ্রয় তরুকে সমাচ্ছাদিত করে, কৃষ্ণপ্রেমও দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া, ব্রজবনিতাগণকে সম্মোহিত করিয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মমোহন বর্ষে ব্রজবাসীর হৃদয়ে কৃষ্ণ-প্রেমের ন্যায় স্ব স্ব পুত্রের প্রেমলতা পরিবর্দ্ধিত হইয়া, সমস্ত হৃদয়ভাগ সমাবৃত করিল। কারণ যিনি কৃষ্ণ তিনিই পুত্র; উভয়ই অভেদ। তথাচ সকল শক্তি ও সৌন্দর্য্যের আকর, যাবদীয়

পঞ্চষাসু ত্রিযামাসু হায়নাপূরণীষজঃ ॥ ২৫ ॥
ততো বিদূরাচ্চরতো গাবো বৎসানুপব্রজং।
গোবর্দ্ধনাদ্রিশিরসি চরন্ত্যো দদৃশু স্তৃণং ॥ ২৬ ॥
দৃষ্ট্বা চ তৎস্নেহবশোঽস্মৃতাত্মা স গোব্রজোঽত্যাত্মপদুর্গমার্গঃ।

অন্বয়ঃ।

পুরকতয়া অবশিষ্টাসু সপ্তীষু সরামঃ অজঃ কৃষ্ণঃ একদা বৎসান্ চারয়ন্ বনং আবিশৎ বিবেশ ॥২৫॥

ততঃ বিদূরাৎ গোবর্দ্ধনশিরসি চরন্ত্যঃ গাবঃ উপব্রজং (গোবর্দ্ধনেশানকোণকোটিস্থারিষ্টমর্দ্দন-কুণ্ডসমীপ-প্রায়-প্রদেশে) ব্রজসমীপে তৃণং চরতঃ বৎসান্ দদৃশুঃ। ২৬ ॥

(বৎসান্) দৃষ্ট্বা চ তৎস্নেহবশঃ বৎসস্নেহাকৃষ্টঃ (অতএব) অস্মৃতাত্মা আত্মবিস্মৃতঃ সঃ

শ্রীধরস্বামী।

দর্শয়ন্নাহ একদেতি। পঞ্চসু ষট্সু বা রাত্রিষু হায়নস্যাপূরণীষু পূরকতয়া অবশিষ্টাস্বিত্যর্থ ॥ ২৫ ॥
ততো বিদূরত এব গোবর্দ্ধনশিখরে চরন্ত্যো গাবো ব্রজসমীপে চরতো বৎসান্ দদৃশুঃ ॥ ২৬ ॥
তদৈব সগোব্রজঃ গবাং কলাপঃ তৎস্নেহবশঃ তেষাং বৎসানাং স্নেহেনাকৃষ্টঃ অতএব

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ষট্সু বা রাত্রিষু হায়নস্য বর্ষস্য অপূরণীষু পূরকতয়া অবশিষ্টাস্বিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥
গোবর্দ্ধনশৃঙ্গে তৃণং চরন্ত্যো গাবঃ তস্মাদবিদূরাৎ ব্রজস্য নিকটে চরতো বৎসান্ দদৃশুঃ ॥ ২৬ ॥
অস্মৃতাত্মা আত্মানমপি বিস্মৃত্য স গোসমূহঃ অগাৎ। অতিক্রান্তা আত্মপা গোপা

একদিন শ্রীহরি বলদেবের সহিত একত্র মিলিত হইয়া বৎসচারণোপলক্ষে কাননে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৫ ॥

তথায় অতি দূর গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের শিখরদেশে গাভী সকল বিচরণ করিতে করিতে গোবর্দ্ধনগিরির ঈশানকোনস্থ অরিষ্টমর্দ্দন কুণ্ডসমীপ ব্রজের নিকটবর্ত্তী স্থলে বৎসগণকে বিচরণ করিতে দেখিতে পাইল ॥ ২৬ ॥

আভাস।

গুণের আধার এবং অংশরূপী পুত্রগণের অংশীস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদিগের প্রেমের ইয়ত্তা ছিল না। বল্লীর (লতার) বৃদ্ধি সাদৃশ্যে তাৎকালিক পুত্রপ্রেমের পরিমাণ কল্পনা করা হইল বটে, কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম দিন দিন নূতন বেশ ধারণ করত, তাঁহাদের হৃদয়তন্ত্রীর সীমা অতিক্রম করিয়াছিল ॥ ২৩ ॥

দ্বিপাৎ ককুদ্গ্রীব উদাস্যপুচ্ছোঽগাদ্ধুঙ্কৃতৈ রাস্রুপয়া জবেন ॥ ২৭ ॥
সমেত্য গাবোঽধো বৎসান্ বৎসবত্যোঽপ্যপায়য়ন্।

অন্বয়ঃ।

গোব্রজঃ গোসমূহঃ জবেন রংহসা, অত্যাত্মপদুর্গমার্গাঃ অন্তি অতিক্রান্তাঃ আত্মপাঃ গোপাঃ দুর্গাঃ দুর্গমাঃ মার্গাঃ চ যেন সঃ, দ্বিপাৎ (পরস্পরযুক্তাভ্যাং পদ্ভ্যাং ধাবন্ দ্বিপাদিব প্রতীয়মানঃ) ককুদ্গ্রীবঃ উদাস্যপুচ্ছঃ উন্নমিতমুখপুচ্ছঃ আস্রুপয়াঃ আ সর্ব্বতঃ স্রবন্তি পয়াংসি যস্য সঃ তথাবিধঃ সন্ হুঙ্কৃতৈঃ ব্রজসমীপং অগাৎ ॥ ২৭ ॥

ততঃ অধঃ সমেত্য আগম্য বৎসবত্যঃ অপি পুনঃ প্রসূতাপি (পুনঃ প্রসূতানাং নূতনাপেক্ষয়া পূর্ব্ববৎসেষু ন স্নেহাধিক্যং আসাং তু ন তথেত্যর্থঃ) (তথা বৎসানাং) অঙ্গানি

শ্রীধরস্বামী।

ন স্মৃত আত্মা যেন সঃ জবেনোপব্রজমগাৎ কথম্ভূতঃ অত্যাত্মপদুর্গমার্গঃ অতিক্রান্ত আত্মপান্ গোপালান্ তথা দুর্গমো মার্গো যস্য সচ সচ তথা যুক্তাভ্যাং পদ্ভ্যাং ধাবন্ দ্বিপাদিব প্রতীয়মানঃ। ককুদি আকুঞ্চিতা গ্রীবা যস্য সঃ। উদাস্যপুচ্ছঃ উন্নমিতানি আস্যানি পুচ্ছানিচ যেন সঃ। আস্রুপয়াঃ সর্ব্বতঃ স্রবন্তি পয়াংসি যস্য সঃ। আস্রুপয়া ইতি পাঠে সএবার্থঃ ॥ ২৭ ॥

গোব্রজ ইত্যনেন বৃষভাদয়োঽপ্যুপরিত্যুক্তং তত্র বিশেষতো ধেনূনাং চেষ্টিতমাহ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দুর্গমার্গাশ্চ যেন সঃ। পরস্পরং যুক্তাভ্যাং পদ্ভ্যাং ধাবন্ দ্বিপাদিব প্রতীয়মানঃ উন্মুখত্বাৎ ককুদি গ্রীবা যস্য সঃ উদ্গতানি আস্যানি পুচ্ছানিচ যস্য সঃ। আ সম্যগেব ক্ষরন্তি অস্রূণি পয়াংসিচ যস্য সঃ ॥ ২৭ ॥

গোবর্দ্ধনস্যাধঃ সমেত্য দ্ব্যাহিকত্র্যাহিকাদিবৎসবত্যোঽপি ঔধসং ঊধোভ্যঃ স্বয়মেব

বৎসগণকে দেখিবামাত্র সেই গোসমূহ স্নেহের বশে আত্মহারা হইয়া পড়িল; তাহারা তখন বৎসগণের সহিত মিলিত হইবার অভিপ্রায়ে গ্রীবা দেশ ককুদ্‌ভাগে স্পর্শ করাইয়া মুখ ও পুচ্ছ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করত, রাখালগণের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া অতি তীব্রবেগে সেই দুর্গম পথ সকল অতিক্রম করত হুঙ্কার-রবে বৎসগণের নিকট উপস্থিত হইল। আগমনকালে গাভী সকল পদদ্বয় একত্র করত উল্লম্ফন পূর্ব্বক এত বেগে আগমন করিতেছিল যে, দূর হইতে যেন দুই পদেই আসিতেছে বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল; তৎকালে তাহাদের ঊধ হইতে দুগ্ধ আপনি ক্ষরিত হইয়াছিল ॥ ২৭ ॥

অধোভাগে বৎসগণে মিলিত হইয়া, গো-সমূহ বৎসগণকে স্নেহস্রাবিত দুগ্ধ

গিলন্ত্য ইব চাঙ্গানি লিহন্ত্যঃ স্বৌধসং পয়ঃ ॥ ২৮ ॥
গোপাস্তদ্রোধনায়াসমৌঘ্যলজ্জোরুমন্যুনা।
দুর্গাধ্বকৃচ্ছ্রতোঽভ্যেত্য গোবৎসৈর্দদৃশুঃ সুতান্ ॥ ২৯ ॥
তদীক্ষণোৎপ্রেমরসাপ্লুতাশয়া জাতানুরাগা গতমন্যবোঽর্ভকান্।

অন্বয়ঃ।

(স্নেহাধিক্যাৎ) গিলন্ত্যঃ ইব লিহন্ত্যঃ গাবঃ বৎসান্ স্বৌধসং স্বস্য ঔধসং উধোভ্যঃ স্বয়মেব স্রবৎ পয়ঃ অপায়য়ন্ ॥ ২৮ ॥

গোপাঃ চ তদ্রোধনায়াসমৌঘ্যলজ্জোরুমন্যুনা গোরোধনপ্রয়াসস্য বৈফল্যাৎ সংজাতক্রোধেন দুর্গাধ্বকৃচ্ছ্রতঃ বিসমপথগমনক্লেশেন চ অভ্যেত্য অভিমুখং এত্য গোবৎসৈঃ সহ সুতান্ দদৃশুঃ ॥ ২৯ ॥

ততঃ তদীক্ষণোৎপ্রেমরসাপ্লুতাশয়াঃ বালকদর্শন-জনিত-স্নেহার্দ্রহৃদয়াঃ (অতএব)

শ্রীধরস্বামী।

সমেত্যেতি। গোবর্দ্ধনস্যাধঃ বৎসবন্ত্যঃ পুনঃ প্রসূতা অপি ॥ ২৮ ॥

রামেণ দৃষ্টং বৎসেষু গবাং স্নেহাতিশয়মুক্ত্বা গোপালানামপি দর্শয়িতুমাহ গোপা ইতি। তাসাং গবাং রোধনে য আয়াস স্তস্য মৌঘ্যেন মোঘত্বেন লজ্জয়া সহ উরুমন্যুনা দুর্গমার্গ-জনিতক্লেশেন চাভ্যেত্য গোবৎসৈঃ সহ সুতান্ দদৃশুঃ ॥ ২৯ ॥

ততশ্চ তেষামীক্ষণেনোদ্গতো যঃ প্রেমরস স্তস্মিন্নাপ্লুতা নিমগ্না আশয়া যেষাং তে লজ্জা-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্রবৎপয়ঃ অপায়য়ন্। গিলন্ত্য ইবেতি গবাং লেহনাধিক্যং স্নেহাধিক্যসূচকং ॥ ২৮ ॥

তাসাং গবাং রোধনে য আয়াসো নকুটোৎক্ষেপাদিভি স্তস্য মৌঘ্যেন বৈয়র্থ্যেন হেতুনা। লজ্জাচ মন্যুশ্চ তল্লজ্জামন্যু তেন দুর্গমার্গজনিত ক্লেশেন চাভ্যেত্য গোবৎসৈঃ সহ ॥ ২৯ ॥

গতমন্যব ইতি অরেহনভিজ্ঞাঃ অত্র পরমবৎসলগবাং গণদৃষ্টিপথে কথং বৎসা আনীতা

পান করাইতে লাগিল। তাহারা স্নেহে এত অভিভূত বোধ হইল যে, তন্মধ্যে পুনঃ-প্রসূতী গোও নূতন বৎসের কথা বিস্মৃত হইয়া, সেই সমস্ত পুরাতন বৎসকে দুগ্ধ পান ও নিরতিশয় গাত্রলেহনাদি করিতে লাগিল ॥২৮॥

গোপগণ প্রথমত গাভী সকলকে নিবারণে যত্নবান্ হইয়াও বিফলপ্রযত্ন হওয়ায়, লজ্জা ও ক্রোধে অধির হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই সকল দুর্গম পথ অতি ক্লেশে অতিক্রম করিয়া নিম্নে আগমন করিলে বৎসগণের সঙ্গে বালকগণকে তাহারা দেখিতে পাইল ॥২৯॥

বালকগণকে দেখিবা মাত্র, তাহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

উদ্গৃহ্য দোর্ভিঃ পরিরভ্য মূর্দ্ধ্নি ঘ্রাণৈরবাপুঃ পরমাং মুদং তে ॥৩০॥

অন্বয়ঃ।

গতমন্যবঃ ক্রোধশূন্যাঃ (প্রত্যুত) জাতানুরাগাঃ সংজাতহর্ষাঃ তে গোপাঃ দোর্ভিঃ অর্ভকান্ বালকান্ উদ্গৃহ্য উত্থাপ্য পরিরভ্য আলিঙ্গ্য মূর্দ্ধ্নি ঘ্রাণৈঃ পরমাং মুদং হর্ষং আপুঃ লেভিরে॥ ৩০॥

শ্রীধরস্বামী।

মন্যুরুচ্ছ্রিতস্তানপি তাড়য়িতুমাগতাঃ সন্তঃ গতমন্যবঃ প্রত্যুত জাতোঽনুরাগো যেষাং তে মূর্দ্ধ্নি ঘ্রাণৈরবঘ্রায় পরমাং মুদমবাপুঃ॥ ৩০॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইতি তাংস্তাড়য়িতুমনসোঽপি তেষাং বালানামীক্ষণোদ্ভূতেন প্রেমরসেন আপ্লুতাশয়াস্ততশ্চ জাতানুরাগাঃ প্রেম্নামেব পঞ্চমীং কক্ষমনুরাগাভ্যাং তৃষ্ণাতিশয়ময়ীং প্রাপ্তাঃ। গতমন্যবো বিস্মৃতক্রোধাঃ॥ ৩০॥

অনুরাগ ও প্রেমরসে আর্দ্র হইয়া, তাহাদের পূর্ব্ব-সঞ্চিত ক্রোধ দূরে গেল। গাভীর ন্যায় তাহারাও স্ব স্ব তনয়কে বাহুদ্বয়ে গাঢ় আলিঙ্গন ও তাহাদের মস্তকাঘ্রাণ করত, অতীব আনন্দ অনুভব করিল॥ ৩০॥

আভাস।

ব্রহ্মমোহন-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত সামর্থ্যের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক শুকদেব বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণই পরম প্রভু এবং যাবতীয় জীব বা দেবতা তাঁহার ঐশী শক্তির পরিচায়ক মাত্র। তাঁহার মায়াপ্রভাবে কেবল বৃন্দাবনের জীব জন্তু কেন! অগ্রজ সাক্ষাৎ অনন্তস্বরূপ বলরামও মোহিত হইয়াছিলেন। প্রায় এক বৎসর যাবৎ তিনিও কৃত্রিম বৎসাদি বালক সমূহকে সত্যজ্ঞানে পূর্ব্বের ন্যায় বিহার করিয়াছিলেন; কেবল বর্ষ পূর্ণ হইতে আর পাঁচ সাত দিন অবশিষ্ট আছে, এমন সময়ে তিনি রহস্য অবধারণে সমর্থ হইলেন। এক প্রেমই এই গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিল এবং বলপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশ করত, বলদেব সন্নিধানে পরিচয় প্রদান করিল। তিনি সেই দিন দেখিলেন গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের উচ্চ শিখরে গাভীগণ বিচরণ করিতেছিল; তাহারা তথা হইতে অতিদূরে ব্রজের প্রান্তভাগে পুরাতন বৎসগণকে বিচরণ করিতে অবলোকন করিয়াই, প্রেমে আত্মহারা হইয়া পড়িল। তখন তাহারা রাখালগণের নিরোধে অসম্মত হইয়া এবং অতি উচ্চ হইতে নিম্নে অসমতল প্রস্তরময় স্থলে দ্রুতাগমন উপলক্ষে স্বকীয় বিপদের আশঙ্কা উপেক্ষা করত, বৎসগণে মিলিত হইল। যেন কি অপূর্ব্ব হারাণ নিধিই অদ্য তাহাদিগের লভ্য হইল। এ প্রেম কেবল পুত্রপ্রেমের আতিশয্য বলিয়া কখনই স্বীকার্য্য নহে; কারণ তাহা হইলে গাভী সকল নবজাত বৎস উপেক্ষা করিয়া, কখনই পুরাতনে এত প্রীতি অনুভব করিতে পারিত না। এ প্রেম দেহনিষ্ঠ নহে; ইহা অন্তরের; অন্তরের সামগ্রী বাহিরে প্রাপ্ত হওয়াতেই হৃদয়

ততঃ প্রবয়সো গোপাস্তোকাশ্লেষসুনির্বৃতাঃ।
কৃচ্ছ্রাচ্ছনৈরপগতা স্তদনুস্মৃত্যুদশ্রবঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ।

ততঃ স্তোকাশ্লেষসুনির্বৃতাঃ বালকালিঙ্গনানন্দভরেণ সম্পন্নাঃ, প্রবয়সঃ বৃদ্ধাঃ, বিবেকিনঃ গোপাঃ কৃচ্ছ্রাৎ গোচারণানুরোধাৎ এব শনৈঃ আশ্লেষাৎ বিযুজ্য অপগতাঃ সন্তঃ তদনুস্মৃত্যুদশ্রবঃ তেষাং বৎসানাং অনুস্মৃত্যা উদ্গতাশ্রবঃ আসন্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কৃচ্ছ্রাত্ততোঽপগতা নিবৃত্তা স্তেষাং সুতানামনুস্মৃত্যা উদ্গচ্ছন্তি অশ্রূণি যেষাংতে ॥ ৩১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রবয়সো বৃদ্ধাঃ। কৃচ্ছ্রাদেব শনৈরেব গোচারণানুরোধাদেব অপগতা তস্মাদাশ্লেষাদ্বিযুজ্য গতাস্তদ্ভশ্চ বিচ্ছেদোত্থয়া তেষাং অনুস্মৃত্যা উদ্গতাশ্রবঃ ॥ ৩১ ॥

অনন্তর সেই সমস্ত প্রবীণ; গোপগণ বালকগণকে গাঢ় আলিঙ্গন করত, এতই তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল যে, গোচারণের বিশেষ অনুরোধ না থাকিলে, তৎকালে তাহারা কিছুতেই সেই আলিঙ্গন ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিত না; অহো কি আশ্চর্য্য! যেন বহুকালের অদর্শনের পরই পুত্র পাওয়ায় তাহাদের নয়নযুগল হইতে অশ্রুবিন্দু বিগলিত হইতে লাগিল।। ৩১ ।।

আভাস।

ওরূপ উচ্ছলিত; তাই গাভীসমূহ সমস্ত বাধা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করত, অন্য প্রেমের বস্তু বিস্মৃত হইয়া, আকুল প্রাণে যাঁহাকে পাইবার জন্য লালায়িত, তিনিই এক্ষণে প্রেমের আধার মনের শান্তিকর সেই সেই রূপে তাহাদের নিকট অগ্রসর হইয়া, চিত্ত বিনোদন করিলেন। গোসমূহের সঙ্গে সঙ্গে রাখালগণেরও তাদৃশী দশা উপস্থিত। যে সকল বালককে গোপগণ নিত্যই আলিঙ্গনাদি করিতেছিল, অদ্য তাহারাই বৎসচারণ প্রসঙ্গে নিয়ে ব্রজ সন্নিকটে বিহার করিতেছিল। গোপগণ তাহাদিগকে দেখিয়াই যেন বহুকালের পুত্রবিরহ শান্ত করিতে লাগিল। হৃদয়ের নিধি স্বরূপ সেই সকল পুত্রধনে তাহারা কোন ক্রমেই তখন ক্রোড় হইতে নামাইতে পারিতেছিল না। বলরাম তাহাদিগের অবিরলধারে আনন্দাশ্রু ও গোসমূহের বৎসার্থ উৎকণ্ঠা দর্শনে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, অহো! অদ্য এ কি নূতন ভাব অবলোকন করিতেছি! অদ্য বৎসরাবধি গাভী সকল যে, নবজাত বৎসকে উপেক্ষা করিয়া, পুরাতন বৎসকে আগ্রহ সহকারে স্তন্য পান করাইতেছে, তাহা অদ্যই আমার চিত্তে লক্ষ্য হইতেছে; ইহার কারণ কি! এইরূপ চিন্তা কেবল বলরামের হৃদয়েই উদয় হইয়াছিল; অন্য কেহই সেরূপ অনুভব করেন নাই। ভগবানের বৈষ্ণবী যোগমায়ার প্রভাবে গো, গোপী ও গোপগণ এমন কি! বলরাম পর্য্যন্ত মোহিত

ব্রজস্থ রামঃ প্রেমর্দ্ধে র্বীক্ষ্যৌৎকণ্ঠ্যমনুক্ষণং।
মুক্তস্তনেষপত্যেষ্বপ্যহেতুবিদচিন্তয়ৎ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ।

অথ রামঃ ব্রজস্থ গোব্রজস্থ মুক্তস্তনেষু অপি অপত্যেষু প্রেমর্দ্ধেঃ হেতোঃ অনুক্ষণং ঔৎকণ্ঠ্যং বীক্ষ্য দৃষ্ট্বা অহেতুবিদ্ হেতুমজানন্ অচিন্তয়ৎ ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রেমর্দ্ধেরৌৎকণ্ঠ্যমতিশয়ং মুক্তস্তনেষপত্যেষু বীক্ষ্য হেতুমজানন্নচিন্তয়ৎ ॥ ৩২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রেমর্দ্ধে র্হেতোরৌৎকণ্ঠ্যং মুক্তস্তনেষ্বপি বৎসেষু নবপ্রসূতবৎসতরীণামপি গবাং অহেতুবিৎ হেতুমজানন্ অচিন্তয়দিতি এতাবৎকালেষু প্রতিদিনমেব গোদোহনাদিসময়েষু নবপ্রসূতানপি বৎসান্ বিহায় প্রাচীনানেব বৎসান্ স্তনং পায়য়ন্তীঃ সর্ব্বাএব গাঃ পুনতোঽপি তস্য তস্মিন্নেব দিনে যচ্চিন্তা প্রাদুরভূৎ তস্মিন্নপি দিনে যদন্যেষাং প্রবয়সাং বিবেকিনামপি গোপানাং তথা চিন্তনং নাভূৎ তত্র কারণং যোগমায়ৈব। ব্রহ্মমোহনদিনমারভ্যৈব গোগোপীগোপানাং বলদেবসহিতানাং সর্ব্বেষামেব ভগবতা স্বযোগমায়য়া মোহিতত্বাৎ প্রতিদিনং বিরোধদর্শনেঽপি বিরোধানুসন্ধানং ন কস্যাপ্যভূৎ। কিন্তু সর্ব্বজগৎকারণস্য কারণার্ণবশায়িনোঽপি পরমাংশিত্বেন স্বাগ্রজত্বেন স্বপ্রিয়সখত্বেন চ বুঞ্চনানৌচিত্যাদেতল্লীলাজিজ্ঞাপয়িষা শ্রীবলদেবে সমুচিতাপি পূর্ব্বং নাভূৎ। বর্ষপর্য্যন্তং তত্তচ্ছ্রীদামাদিপ্রিয়সখবিচ্ছেদ-দুঃখস্য তস্মৈ দাতুমনৌচিত্যাৎ স্বস্য তু তদ্দুঃখং নাস্ত্যেব বৎসকুলান্বেষকেণৈক-প্রকাশেন তন্নিকট এব স্থিতত্বাৎ। অতো বর্ষাবসান এব ভগবতঃ সা তত্র যদাভূৎ তদা মায়াপি শনৈঃ শনৈরংশেনাংশেনৈব তস্মাদুপররাম নতু যুগপৎ সামস্ত্যেন ভগবদৈশ্বর্য্যসিদ্ধৌ তমপি ভক্তাভিমানাস্পদীকৃত্য নিমজ্জয়িতুমিত্যবসীয়তে ॥ ৩২ ॥

অধিক কি! বলরামও এই গূঢ় রহস্য অবগত হইতে পারেন নাই; তিনিও ব্রজস্থ গাভী ও গোপীগণের তাদৃশ প্রেমোৎকণ্ঠা দিন দিন এত পরিবর্দ্ধিত যে, নবজাত পুত্রাপেক্ষা পূর্ব্বজাত সন্তানে অধিক প্রেম নিরীক্ষণের কারণ বুঝিতে না পারিয়া, মনে মনে নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

আভাস।

ছিলেন। প্রতিদিন স্তন্য পানের বিরুদ্ধ ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়াও, ব্রহ্মমোহন দিন হইতে এতকাল পর্য্যন্ত কাহারও ঐরূপ বিরুদ্ধ ব্যবহারের কারণ অনুসন্ধানে যত্ন বা প্রবৃত্তি জন্মে নাই। অধিক কি! সর্ব্বজগৎকারণ কারণার্ণবশায়ী পরমপুরুষ ভগবানের প্রধান অংশীরূপী অগ্রজ প্রিয়সখা বলদেবের নিকট এই লীলা ব্যাপার প্রকাশ করা উচিত থাকিলেও, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাছে বলদেব নিত্যসঙ্গী প্রিয়সখা শ্রীদামাদির বিরহে দুঃখিত হন, এই নিমিত্তই এই সকল বৃত্তান্ত তৎসমীপেও প্রকাশ করেন নাই নিজের তদ্-

কিমেতদদ্ভুতমিব বাসুদেবেঽখিলাত্মনি।
ব্রজস্য সাত্মনস্তোকেষ্বপূর্ব্বং প্রেম বর্দ্ধতে ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ।

তদাহ অহো এতৎ কিং অদ্ভুতং অখিলাত্মনি বাসুদেবে ইব সাত্মনঃ মৎসহিতস্য ব্রজস্য, যথা প্রেম আসীৎ তথা স্বতোকেষু (অধুনা) অপূর্ব্বং প্রেম বর্দ্ধতে ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

চিন্তামেবাহ দ্বাভ্যাং কিমেতদিতি। বাসুদেবে যথা পুরা প্রেম তথা স্বতোকেষ্বপি ব্রজস্য প্রেম বর্দ্ধতে। কিমেতদদ্ভুতং। কিঞ্চ সাত্মনো মৎসহিতস্য ব্রজস্য মম তেষ্বপি প্রীতিকারণং কিমিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রথমং মায়াংশোপরমে সতি বিরোধদর্শনোত্থং তস্য চিন্তনমাহ কিমেতদিতি। বাসুদেবে ইবেতি বাসুদেবে যথা পুরা প্রেম তথা স্বতোকেষ্বপি ব্রজস্য প্রেম বর্দ্ধতে কিমেতদদ্ভুতং কিঞ্চ সাত্মনঃ মৎসহিতস্যাপি তেষু কৃষ্ণবৎ প্রেম কিমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

তিনি ভাবিলেন, এ কি! ব্রজবাসিগণ পূর্ব্বে সর্ব্বাত্মা বাসুদেবে যেরূপ প্রেম করিত, এক্ষণে দেখিতেছি! নিজ নিজ সন্তানেই তাহারা সেইরূপ প্রেমই করিতেছে ॥ ৩৩ ॥

আভাস।

বিরহে কোন দুঃখের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং এই এক বৎসর পর্য্যন্ত বৎসাদির অন্বেষক একক থাকিয়াও সমস্ত বৎস ও বয়স্য বালকরূপে স্বয়ং বিহার করত, বলদেব হৃদয়ের তুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। পরিশেষে যোগমায়া ক্রমশই মোহ প্রকাশে বিরত হইলেন। বলরামের এইরূপ মোহের উদয় ও অপসারণে তিনিও একজন ভগবদ্ভক্ত বলিয়া পরিজ্ঞাত ॥ ২৫ ॥ ৩২ ॥

মায়ার উপরমে বলদেবের যেরূপ চিন্তার উদয় হইয়াছিল, তাহা বর্ণনার্থ বলিলেন যে, তৎকালে বলরাম মনে মনে ভাবিলেন, এ কি আশ্চর্য্য! পূর্ব্বে বাসুদেবকে গোপী প্রভৃতি ব্রজবাসী সকলে যেমন প্রেম করিত, এক্ষণে তাহারা স্ব স্ব সন্তানকেই সেই জাতীয় প্রেম করিতেছে। পরের কথা দূরে থাকুক, আমারও ঐরূপ হৃদয়ের ভাব হইতেছে। আমিও শ্রীকৃষ্ণকে যেমন ভাল বাসিতাম, এক্ষণে এই বৎস ও বয়স্য বালকগণকেও সেইরূপ ভাল বাসিতেছি। কৃষ্ণনির্ব্বিশেষে অপরকে প্রেম করিবার কারণ কি! তাহা বুঝিতে পারি না ॥ ৩৩ ॥

এইরূপ চিন্তা করিয়া বলরাম মনে মনে ভাবিলেন যে, তিনি যখন সর্ব্বজ্ঞ তখন এ সকল বিষয় তাঁহার নিজেরই বুঝা উচিত। অনন্তর ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া চিন্তা করিলে, মায়ার দ্বিতীয় ক্ষণে বুঝিলেন যে, ইহা আর কিছু নহে; মায়া মাত্র। অতএব এ মায়া

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ।

ইয়ং কা কিং লক্ষণা মায়া, এষা কিং দৈবী দেবতাসম্বন্ধিনী বা নারী নরাণাং উত আসুরী অসুরসম্বন্ধিনী কুতঃ আয়াতা বা। যতঃ ইয়ং মে মমাপি বিমোহিনী অতঃ প্রায়ঃ মে ভর্ত্তুঃ এব অস্তু অন্যা তু ন ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কেয়ং মায়া দেবানাং বা নরাণাং বাঽসুরাণাম্বা কুতোবা কস্মাৎ প্রযুক্তা তত্রান্যমায়া ন সম্ভবতি যতো মমাপি মোহো বর্ত্ততে। অতঃ প্রায়শো মৎস্বামিনঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব মায়েয়-মস্ত্বিতি সম্ভাবয়তি ॥ ৩৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভবতু সর্ব্বজ্ঞতয়ৈব কারণমস্য জ্ঞাস্যামীতি ক্ষণং পরামৃশ্য দ্বিতীয়মায়াংশোপরমে সতি মায়েয়মিতি নিশ্চিত্য সা কীদৃশী কুতস্থা কিং সম্বন্ধিনীতি পুনর্বিতর্কয়তি কেয়ং মায়া কুতো হেতোঃ কুতো দেশাদ্বা। দৈবীতি দেবা ব্রহ্মাদ্যা এব কিমৈশ্বর্য্যপরীক্ষণার্থং বৎসবালকা ভূত্বা অস্মাকং চিত্তং স্বেষু স্নেহয়ন্তি নৈতে শ্রীদামাদ্যাঃ। নারীতি নরা ঋষ্যাদয়এব কিং জ্ঞান-পরীক্ষার্থমেতে বৎসাদ্যা অভূবন্। আসুরীতি অসুরাঃ কংসাদয় এব কিং বলেনাপারয়ন্ত-শ্ছলেনাস্মাকং হিংসার্থমেতেঽভূবন্নিতি বহুধা বিকল্প্য তৃতীয়মায়াংশোপরমে সতি পুনঃ সম্ভাবয়তি প্রায় ইতি মে ভর্ত্তুঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব মায়া ইয়ং মহাযোগমায়াখ্যা শক্তিরসাধারণী যস্যাঃ খলু মায়ানিয়ন্তৃষ্বস্মাসু বিশুদ্ধঘনচিৎস্বপ্যধিকারঃ। অস্ত্বিতি সম্ভাবনায়াং লোট্। নান্যেতি কা নাম সা মায়া মমাপি মোহিনী যতো মদংশস্য মহৎস্রষ্টুঃ পুরুষস্যাপি মায়য়া ব্রহ্মাদিকং সর্ব্বজগন্মোহিতমিতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

ইহা কি মায়া? এবং কোথা হইতেই বা উপস্থিত হইল! নিশ্চয়ই ইহা কোন দেবতা, মনুষ্য বা অসুরের মায়া যে নহে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এতাদৃশী সর্ব্ববিমোহিনী মায়া আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের ব্যতীত অন্য কাহারও সম্ভবে না ॥ ৩৪ ॥

আভাস।

কিম্ভূতা, কে প্রেরণ করিল? এবং কোথা হইতেই বা আসিল এবং কেনই বা প্রেরিত হইল? ইত্যাদি বিষয়ের তর্ক তাঁহার চিত্তে আরোহণ করায়, তিনি প্রথম ভাবিলেন যে, ব্রহ্মাদি দেবতাগণ কি এই সকল বৎস বালকাদির বেশ ধারণ করত, আমাদের চিত্ত স্নেহে আকৃষ্ট করিতেছে? না ঋষিগণ আমাদিগের জ্ঞানপরীক্ষার্থই বৎসাদি হইয়াছেন? অথবা কংসাদি অসুর-নিচয়, বলে সমতুল্য না হওয়াতে ছলনা পূর্ব্বক আমাদিগের বিনাশ বাসনায় বনে এই সকল বয়স্যবেশ অবলম্বনে আমাদিগের আত্মীয়তা করিতেছে?

ইতি সংচিন্ত্য দাশার্হো বৎসান্ সবয়সানপি।
সর্ব্বানচষ্ট বৈকুণ্ঠং চক্ষুষা বয়ুনেন সঃ ॥ ৩৫ ॥
নৈতে সুরেশা ঋষয়ো ন বৈতে ত্বমেব ভাসীশ ভিদাশ্রয়েঽপি।

অন্বয়ঃ।

সঃ দাশার্হঃ বলরামঃ ইতি সংচিন্ত্য বয়ুনেন জ্ঞানময়েন চক্ষুসা সর্ব্বান্ বৎসান্ সবয়সান্ সখীন্ অপি বৈকুণ্ঠং শ্রীকৃষ্ণং এব অচষ্ট অপশ্যৎ ॥ ৩৫ ॥

(ততঃ কৃষ্ণং দৃষ্ট্বাহ হে কৃষ্ণ!) এতে তাবৎ বৎসপাঃ ন সুরেশাঃ দেবাংশাঃ এতে বৎসাঃ ন ঋষয়ঃ ঋষ্যংশাঃ কিন্তু হে ঈশ! ভিদাশ্রয়ে বিবিধভেদাস্পদে বৎসবালাদি-

শ্রীধরস্বামী।

সবয়সান্ সখীনপি বয়ুনেন জ্ঞানময়েন চক্ষুষা বৈকুণ্ঠং শ্রীকৃষ্ণমেবাপশ্যৎ ॥ ৩৫ ॥

এবং শ্রীকৃষ্ণরূপান্ সামান্যতো জ্ঞাত্বা শ্রীকৃষ্ণং পৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণোপদেশেন বিশেষতঃ সর্ব্বং জ্ঞাতবানিত্যাহ নৈত ইতি। অয়মর্থঃ পাল্যমানা বৎসা ঋষীণামংশাঃ পালাশ্চ দেবানামংশা

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভবতু সমাধায় জ্ঞানদৃষ্ট্যা পুনরূপ্যেতান্ নিভালয়ামীতি বিচারে সতি চতুর্থমায়াংশস্যাপি শ্রীকৃষ্ণস্যেচ্ছয়ৈব উপরমে সতি তান্ যথার্থান্ কৃষ্ণস্বরূপানেতানপশ্যদিত্যাহ সবয়সানিতি সমাসান্ত আর্ষঃ। বয়ুনেন সমাহিতজ্ঞানময়েন চক্ষুষা বৈকুণ্ঠং শ্রীকৃষ্ণমেবাপশ্যৎ ॥ ৩৫ ॥

ততশ্চ কৃষ্ণস্যৈবং বৎসবালকীভাবে কিং কারণং কিম্বা প্রয়োজনং তে বৎসবালকা বা ক স্থাপিতা ইতি বহুতরসমাধিনাপি যৎ স্বয়ং জ্ঞাতুং নেষ্টে তত্র মায়া ন কারণং কিন্তু স্বয়ং ভগবতঃ কৃষ্ণস্য খল্বৈশ্বর্য্যমসাধারণমিত্থং স্বরূপমেব। সর্ব্বত্র সর্ব্বজ্ঞা অপি নারায়ণাদয়ঃ।

বলরাম এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইতিমধ্যে তাঁহার জ্ঞানদৃষ্টির উদয় হইল; তিনি প্রতি ভবনে যাবতীয় বৎস ও বয়স্যগণকে কৃষ্ণরূপে অবলোকন করিলেন ॥ ৩৫ ॥

তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে প্রভো বাসুদেব! পূর্ব্বে আমি জানিতাম যে, ঋষিগণই বৎসরূপে এবং দেববৃন্দই বালকরূপে জন্ম

আভাস।

এইরূপ নানা তর্ক বিতর্ক বলদেবের মনে উদয় হইতে লাগিল। অনন্তর মায়ার তৃতীয়াংশের উপরম হইলে, তিনি ভাবিলেন কিছুই নহে; নিশ্চয়ই অনুমান হইতেছে যে, আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই এই জগন্মোহিনী যোগমায়া নাম্নী অসাধারণী মায়া! নতুবা মায়ানিয়ন্তা চৈতন্যঘনস্বরূপ আমাদের উপরও এতাদৃশ অধিকার বিস্তার হইত না। ভাল! মদীয় অংশ মহৎস্রষ্টা ভগবানের ব্রহ্মাদিসর্ব্বজগন্মোহিনী এ কোন্ মায়া, যাহাতে আমারও মোহ জন্মাইতেছে ॥ ৩৪ ॥

সর্ব্বং পৃথক্ ত্বং নিগমাৎ কথং বদেত্যুক্তেন বৃত্তং প্রভুনা বলোঽবৈৎ ॥৩৬॥

অন্বয়ঃ।

সমূহে ত্বং একঃ এব ভাসি প্রতীয়সে, পৃথক্ সংবিভক্তং সর্ব্বং ত্বং কথং বৃত্তং ইতি নিগমাৎ সংক্ষেপতঃ বদ ইতি উক্তেন পৃষ্টেন প্রভুনা কৃষ্ণেন বলঃ সর্ব্বং ব্রহ্মমোহনাদিবৃত্তং অবৈৎ জ্ঞাতবান্ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ইতি তাবদহং বেদ্মি ইদানীন্তু ন তথা কিন্তু অস্মিন্ ভিদাশ্রয়েঽপি ত্বমেব ভাসি অতস্ত্বং পৃথক্ সংবিভক্তং সর্ব্বং কথং বৃত্তমিতি বদেত্যুক্তেন প্রভুনা বক্ত্রা নিগমাৎ সংক্ষেপত এব উক্তং বৃত্তং বলোঽবৈৎ বিদিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পরমেশ্বরাঃ স্বাংশা অপি যদ্বিষয়কমল্পজ্ঞত্বমেব বিভ্রতি নতু সর্ব্বজ্ঞত্বং স্বত ইত্যত্র প্রমাণং দ্বারকাবাসিবিপ্রবালকহর্ত্তা ভূমা মহাপুরুষোঽপ্যগ্রত আখ্যাস্যতে তস্মাৎ শ্রীবলদেবঃ কৃষ্ণং দৃষ্ট্বৈব সর্ব্বং তত্ত্বমবগতবানিত্যাহ নৈতে ইতি। সুরেশা ব্রহ্মাদ্যাএব মায়য়া বৎসবালকাকারা এতে ন সন্তবন্তি নাপি ঋষয়ঃ চকারাল্লাপ্যসুরাঃ কিন্তু ভিদাশ্রয়েঽপি বিবিধভেদাস্পদেঽপি বৎসবালাদিসমূহে ত্বমেবৈকো ভাসি একস্যাপি তব পৃথক্ত্বং বৎসপালাদিরূপত্বং সর্ব্বং কথং তন্নিগমাৎ সংক্ষেপাদ্বদেত্যুক্তেন পৃষ্টেন প্রভুনা শ্রীকৃষ্ণেন হেতুনা বলঃ অবৈৎ ব্রহ্মমোহনাদিবৃত্তং জ্ঞাতবান্ ॥ ৩৬ ॥

পরিগ্রহ করিয়া, আপনার সহিত ক্রীড়া করিতে মর্ত্ত্যভূমে আবির্ভূত হইয়াছেন; কিন্তু এক্ষণে সেই সমস্ত বিভিন্ন বৎস ও পালকাদিরূপে এক আপনাকেই অবলোকন করিতেছি। অতএব এই বিচিত্ররূপে আপনার আত্মবিভক্ত হইবার কারণ কি? তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলুন! এই কথা কহিলে বলদেব, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুখেই সংক্ষেপে সমস্ত অবগত হইলেন ॥ ৩৬ ॥

আভাস।

এক্ষণে জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখা কর্ত্তব্য; এই বলিয়া বলরাম সমাহিত হইলেন। ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় অনুসারে মায়ার চতুর্থাংশের উপরম হইল। তখন সঙ্কর্ষণ প্রকৃত প্রস্তাবে সমগ্র কৃষ্ণরূপই নিরক্ষণ করিলেন। বলরামের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল; তিনি বয়স্য ও বৎসাদি যাবতীয় বস্তুকে এক বৈকুণ্ঠনাথের রূপে অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

বলরাম আবার নূতন সন্দেহে পতিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, শ্রীকৃষ্ণের এরূপ বৎস বালকাদি হইবার প্রয়োজন কি? এবং সেই সমস্ত পূর্ব্ব বৎস বালকাদিই বা কোথায় রহিল? অবশ্য এত চেষ্টা করিয়াও যখন আমি সম্যক্ অবগত হইতে পারি নাই, তখন কৃষ্ণমায়া ব্যতীত ইহা অন্য কিছুই নহে; এবং আমরা যথেষ্ট জ্ঞানবান্ ঈশ্বরতুল্য

তাবদেত্যাত্মভূরাত্মমানেন ক্রট্যনেহসা।
পুরোবদাব্দং ক্রীড়ন্তং দদৃশে সকলং হরিং ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ।

অথ আত্মভূঃ ব্রহ্মা তাবৎ বর্ষে গতে আত্মমানেন ব্রহ্মপরিমাণেন, ক্রট্যনেহসা ক্রটিমাত্রেণ কালেন, ততঃ এত্য আগত্য, পুরোবৎ পূর্ব্ববৎ, আব্দং বর্ষপর্য্যন্তং, ক্রীড়ন্তং সকলং কলাভিঃ সহিতং, সানুচরং হরিং দদৃশে দৃষ্ট্বা ব্যুত্তর্কয়ৎ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ তাবদিতি। বর্ষে গতে আত্মনো মানেন ক্রট্যনেহসা ক্রটিমাত্রেণ কালেন সকলং সানুচরং হরিং দদর্শ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ব্রহ্মমোহনপ্রসঙ্গ এব গোপ্যাদীনাং মোহনাদিকং বিবৃত্য পুনর্ব্রহ্মণোঽপি বিশেষতো মোহনাদিকং বিবরীতুমারভতে তাবদিতি। বর্ষে যাতেঽপি আত্মনো মানেন ক্রট্যনেহসা ক্রটিমাত্রকালেন অতিশীঘ্রাগমনং মহাভয়েনৈব। যত আত্মনো হরেঃ সকাশাদেব ভবন্তীতি সঃ আব্দমেকাব্দপর্য্যন্তং সকলং বৎসবালকাদিকং হরিং কৃষ্ণঞ্চ বস্তুতস্তু কলাস্তৎস্বরূপভূতা বৎস-বালাদ্যাস্তৎসহিতং দদৃশে দদর্শ। বলদেবস্তু পূর্ব্ববর্ষবত্তস্মিন্নেব জন্মর্ক্ষদিনে শান্তিকস্নানাদ্যর্থং মাত্রা রক্ষিত ইতি পূর্ব্ববজ্জ্ঞেয়ং ॥ ৩৭ ॥

এদিকে ব্রহ্মা স্বীয় পরিমাণে ক্রটিমাত্র কাল অতিবাহিত হইতে না হইতে, পুনরায় তথায় আগমন করিলেন, এবং পূর্ব্বের ন্যায় বৎস ও বালকাদি সহ শ্রীকৃষ্ণকে তথায় ক্রীড়া করিতে অবলোকন করিলেন ॥৩৭॥

আভাস।

হইলেও, তাঁহার সমীপে আমাদের সর্ব্বজ্ঞতা কেবল নাম মাত্র। অতএব এই ব্যাপার সম্বন্ধে বাসুদেবকেই জিজ্ঞাসা বিধেয়। এই স্থির করিয়া কৃষ্ণসন্নিধানে উপনীত হইয়া বলিলেন, হে জগৎ প্রভো! আমি জানিতাম যে, দেবতাগণ আপনার লীলা সাধনার্থ বালকরূপে ও ঋষিগণই বৎসরূপে জন্ম পরিগ্রহ করত, এই বৃন্দাবনে বিচরণ করিতেছেন; কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি যে, একাকী আপনিই সমস্ত রূপে বিহার করিতেছেন। হে নাথ! আপনার এ গূঢ় রহস্য ভেদ করে, এরূপ সাধ্য কাহার আছে! অতএব কৃপা করিয়া, এই বৃত্তান্তের সংক্ষেপ বিবরণ প্রকাশ করুন! তখন শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সন্নিধানে ব্রহ্মমোহনাদি বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্মমোহন-প্রসঙ্গে বৃন্দাবনীয় অবস্থা বর্ণন করিয়া, শুকদেব কমলযোনির অবস্থা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন; মানব-পরিমাণে সম্বৎসর পূর্ণ হইলেও, ব্রহ্মার পরিমাণে এক ক্রটি মাত্র কাল অতীত হইল। ব্রহ্মা কৃষ্ণের নিকট হইতে বৎস বালকাদি হরণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই; তিনি কি জানি! অন্যায় কার্য্যই করিলাম, এই ভয়ে

যাবন্তো গোকুলে বালাঃ সবৎসাঃ সর্ব্ব এব হি।
মায়াশয়ে শয়ানা মে নাদ্যাপি পুনরুত্থিতাঃ ॥ ৩৮ ॥
ইতি এতেঽত্র কুত্রত্যা মন্মায়ামোহিতেতরে।
তাবন্তএব তত্রাব্দং ক্রীড়ন্তো বিষ্ণুনা সমং ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ।

অহো গোকুলে যাবন্তঃ সবৎসাঃ বালাঃ বৎসপালরূপাঃ আসন্ তাবন্তঃ সর্ব্বে এবহি মে মম মায়াশয়ে মায়াতল্পে শয়ানাঃ পুনঃ অদ্যাপি ন উত্থিতাঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতঃ এভ্যঃ মন্মায়ামোহিতেতরে মন্মায়ামোহিতেভ্যঃ অন্যে তত্র অব্দং বর্ষং ব্যাপ্য বিষ্ণুনা সমং সহ ক্রীড়ন্তঃ তাবন্তঃ তৎসমসংখ্যকাঃ এব এতে অত্র কুত্রত্যাঃ কুতঃ আগতাঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

দৃষ্ট্বা চ ব্যতর্কয়দিত্যাহ দ্বাভ্যাং যাবন্ত ইতি। মে মায়াশয়ে মায়াতল্পে ॥ ৩৮ ॥
মন্মায়ামোহিতেভ্য ইতরে কুত্রত্যাঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দৃষ্ট্বা চৈবং ব্যতর্কয়দিত্যাহ দ্বাভ্যাং মায়াশয়ে মন্মায়াতল্পে মন্মায়ামোহিতাস্তএব কৃষ্ণেনাত্রানীতা বেতি বিভাব্য মায়িকানাং নাস্তিনিকটে গত্বা তর্জ্জন্যা সাভিনয়মাহ। ইতঃ প্রদেশাদত্র কিঞ্চিদ্দূরে এতে বৎসবালা বর্ত্তন্তএব তত্র বিষ্ণুনা সমং ক্রীড়ন্তঃ কুত্রত্যাস্তে কীদৃশা মন্মায়ামোহিতেভ্য এভ্য ইতরে ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

এতদ্দর্শনে তিনি চমৎকৃত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন যে, গোকুলে যত বালক ও বৎস ছিল, সমস্তই ত আমার মায়া-শয্যায় নিদ্রিত রহিয়াছে; এ-পর্য্যন্ত ত কেহই জাগ্রত হয় নাই ॥ ৩৮ ॥

তবে আমার মায়ায় মোহিত নহে এবং মানব পরিমাণে এক বৎসর পর্য্যন্ত বিষ্ণুর সহিতক্রীড়া করিতেছে, ইহারা আবার কে? এবং কোথা হইতেই বা আগমন করিল? ৩৯ ॥

আভাস।

ভীত হইয়া ত্রুটি মাত্র কাল অতীত হইলেই পুনরায় তথায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ব্বের ন্যায় বৎস বালকাদি সহ ক্রীড়া করিতে নিরীক্ষণ করিয়া, নিতান্ত বিস্ময়-সাগরে নিপতিত হইলেন। এদিকে ব্রহ্মমোহন-বৎসরের প্রারম্ভদিবসে জন্ম তিথি পূজা উপলক্ষে শান্তিক স্নানাদির নিমিত্ত বলরাম, যেমন মাতা কর্ত্তৃক গৃহেই রক্ষিত হইয়াছিলেন, উক্ত দিবসে বিহারার্থ বনে আগমন করেন নাই, অন্য বৎসরের পূর্ণ হইবার দিবসেও সেই শান্তিসূচক কর্ম্ম উপলক্ষে তিনি বনে আগমন করেন নাই, একা কৃষ্ণই বনে ছিলেন ॥ ৩৭ ॥

ওদিকে ব্রহ্মা বনমধ্যে বৎস ও বালকগণকে শ্রীকৃষ্ণসহ ক্রীড়া করিতে সন্দর্শন করিয়া, বিষম

এবমেতেষু ভেদেষু চিরং ধ্যাত্বা স আত্মভূঃ।
সত্যাঃ কে কতরে নেতি জ্ঞাতুং নেষ্টে কথঞ্চন।

অন্বয়ঃ

এবং উক্তপ্রকারেণ, চিরং বহুক্ষণং, ধ্যাত্বা বিচিন্ত্য, সঃ আত্মভূঃ ব্রহ্মা, এতেষু বিপরীতভাবেন অবস্থিতেষু ভেদেষু বিতর্কবিষয়েষু কে সত্যাঃ কতরে চ ন সত্যাঃ ইতি জ্ঞাতুং কথঞ্চন ন ইষ্টে পারয়ামাস ॥

শ্রীধরস্বামী।

ইতি বিতর্কয়ন্নমুহ্যদিত্যাহ এবমিতি দ্বাভ্যাং। এবমেতেষু ভেদেষু চিরং ধ্যাত্বা স

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

এতেষু ভেদেষ্বিতি কিমেতে ইহ প্রকৃতা স্তত্রাহ কৃষ্ণসৃষ্টাঃ। কিম্বা এতএব কৃষ্ণসৃষ্টা স্তত্র তে প্রকৃতাঃ কিম্বা উভয়ে এব কৃষ্ণসৃষ্টাঃ প্রকৃতাস্তু কৃষ্ণেনৈব ক্বাপি ব্রহ্মাণ্ডান্তরে চালিতাঃ। কিম্বা কৃষ্ণেন বৎসবালানাং প্রকাশদ্বয়ীকরণাৎ উভয় এব প্রকৃতাঃ কিম্বা ময়ি তত্র গত্বা পশ্যতি সতি এতএব কৃষ্ণেন তত্র নীয়ন্তে পুনরত্রাগচ্ছতি ময়ি তে এবাত্র নীয়ন্তে। ভবতু তর্হি যুগপদে-বোভয়ত্র দৃষ্টীর্নিক্ষিপামীতি তথা কৃত্বাপি তানুভয়ত্র দৃষ্ট্বা চিরং ধ্যাত্বেতি ভবতু স্বীয়নর্ব্বজ্ঞ-তয়ৈবাহমবগুং জ্ঞাস্যামীতি বহুসমাধিনাপি জ্ঞাতুং নৈবাশকদিত্যাহ সত্যা ইতি। এতেষু ভেদেষু মধ্যে সত্যা ভগবৎস্বরূপভূতা ন সত্যা বহিরঙ্গমায়াসৃষ্টা ইতীমং ভেদন্তু কথঞ্চন জ্ঞাতুং সংশয়জ্ঞানবিষয়ীকর্ত্তুমপি নেষ্টে ন শশাক ॥

উক্ত প্রকারে ব্রহ্মা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিতর্ক করিয়াও এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌গুলি সত্য, ও কোন্‌গুলি মিথ্যা, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না ।।

আভাস।

সন্দেহে পতিত হইলেন। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে, যে সকল বৎস ও বালক সমূহকে আমি নিজের ভীষণ মায়ার মহামোহন-শয্যায় শায়িত রাখিয়াছিলাম, শ্রীকৃষ্ণ কি তাহাদিগকেই এই স্থানে আনয়ন করিয়াছেন? ভাল! দেখা যাউক্, এই বলিয়া দৃষ্টি পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নিজ-নীত বৎসাদির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, কৈ! না, তাহারা ত পূর্ব্ববৎ মূর্চ্ছিতই রহিয়াছে; তবে কৃষ্ণের সহিত সমবেত ইহারা আবার কোথা হইতে আগমন করিল? ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

এই দুইত সমানরূপ দেখিতেছি; অতএব এতদুভয়ের মধ্যে এক দল মায়া রচিত হইবে; সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন্‌গুলি মায়া-রচিত এবং কোন্‌গুলি প্রকৃত? আমি যে গুলিকে হরণ করিয়াছি, সেইগুলিই কি কৃষ্ণমায়ায় রচিত! না আমার হরণ করিবার পর, শ্রীকৃষ্ণ এই গুলিকে স্বীয় মায়ায় প্রস্তুত করত, ক্রীড়া করিতেছেন? অথবা মোটে একদলই আছে; আমার দৃষ্টি-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ভগবান্ উহাদিগকে আমার সম্মুখে

এবং সম্মোহয়ন্ বিষ্ণুং বিমোহং বিশ্বমোহনং।
স্বয়ৈব মায়য়াজোঽপি স্বয়মেব বিমোহিতঃ ॥ ৪০ ॥
তস্যাং তমোবন্নৈহারং খদ্যোতার্চ্চিরিবাহনি।

অন্বয়।

এবং বিশ্বমোহনং যন্তং বিমোহং বিষ্ণুং সর্ব্বব্যাপকং, সম্মোহয়ন্ মোহয়িতুং প্রবৃত্তোঽপি অজঃ ব্রহ্মা স্বয়া এব মায়য়া স্বয়মেব বিমোহিতঃ মোহং প্রাপ্তঃ ॥ ৪০ ॥

তস্যাং তমিস্রায়াং রাত্র্যাং নৈহারং হিমকণোদ্ভূতং তমঃ বৎ (যথা তমীং ন আবৃণোতি কিন্তু তচ্চ স্বয়মেব তত্র লীনং সৎ তমীতঃ সান্দ্রীকৃত্য নীহারমেবাবৃণোতি) তথা অহনি

শ্রীধরস্বামী।

আত্মভূরিতি পাঠঃ ॥ ৪০ ॥

নন্থ মায়াশ্রয়স্য তস্য কুতো মোহ ইত্যত আহ তস্যামিতি। মহামায়াবিনি ভগবতি অন্যমায়ায়া আবরণবিক্ষেপকত্বাভাবে দৃষ্টান্তদ্বয়মাহ তস্যাং তমিস্রায়াং রাত্র্যাং নৈহারং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ততশ্চ ব্রহ্মা মোহসমুদ্রাবর্ত্তে নিপপাতেত্যাহ এবমিতি। সম্মোহয়ন্ বৎসবালস্তেয়েন মোহয়িতমুপক্রমমাণঃ অজো ব্রহ্মাপি স্বয়ৈব মায়য়া স্বয়মেব বিষ্ণৌ প্রযুক্তয়া হেতুনা বিমোহিতঃ ভগবন্মায়য়া বিশেষেণৈব মোহিতঃ। মোহিতস্যাপি ব্রহ্মণ এবং বিহ্বলীকরণরূপে বিমোহনে ভগবতি মায়াপ্রয়োগরূপোঽপরাধ এব কারণমিত্যর্থঃ। নতু স্বমায়য়ৈব ব্রহ্মা বিমোহিত ইতি ব্যাখ্যেয়ং। মায়ায়াঃ স্বাশ্রয়ব্যামোহকত্বাসম্ভবাৎ উত্তরশ্লোকে দৃষ্টান্তবিরোধাচ্চ ॥ ৪০ ॥

মহামায়াবিনি ভগবত্যন্যমায়া আবরণবিক্ষেপৌ কর্ত্তুমশক্নুবতী স্বাশ্রয়মেব তিরস্করোতীতি দৃষ্টান্তাভ্যামাহ তস্যাং তামস্যাং রাত্র্যাং নৈহারং তমোবৎ নীহারসম্বন্ধিতম ইব ইবার্থেঽত্র বচ্ছব্দঃ। ইব বদ্বা চ সাদৃশ্যে ইত্যভিধানাৎ। নৈহারং তমো যথা তমীমাবরীতু-

---

বরং সেই সর্ব্বমোহনকারী মোহনমূর্ত্তি বিষ্ণুকে মোহিত করিবার অভিপ্রায়ে অগ্রসর হইয়া, ভগবন্মায়ায় নিজেই মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন ॥ ৪০ ॥

যেমন নীহারোৎপন্ন অন্ধকার নৈশ তমোকে আবরণ করে না, বরং নিশার আবরণে স্বয়ংই আবৃত হয়; এবং দিবাভাগে খদ্যোত কখন সূর্য্য কিরণের

আভাস।

রাখিতেছেন। ভাল আমি এক স্থানে অবস্থিতি পূর্ব্বক উভয় কক্ষেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। কিন্তু এ যে বিষম সমস্যা! উভয় স্থানেইত উভয় দলকে নিরীক্ষণ করিতেছি। আমার সর্ব্বজ্ঞতা বলেও কি ইহার তথ্য অবগত হইতে পারিব না? এই বলিয়া ব্রহ্মা বিশেষ সতর্কতা সহকারে সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বকও, যখন যথার্থ নির্ণয়ে সমর্থ হইলেন না, তখন ভগবন্মায়ায় স্বয়ংই বিমোহিত হইয়া পড়িলেন ॥

মহতীতরমায়ৈশ্যং নিহন্ত্যাত্মনি যুঞ্জতঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ।

দিবা সূর্য্যকিরণে যথা খদ্যোতার্চ্চিঃ লীয়তে তথা মহতি বিষ্ণৌ ইতরমায়া ন প্রভবতি অপি তু যুঞ্জতঃ পুংসঃ ঐশ্যং সামর্থ্যং আত্মনি এব নিহন্তি সংযময়তি ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

হিমকণপ্রভবং তম ইব। শুদ্ধিতার্থোপসর্জনস্যাপি তমসো নৈহারমিতি বিশেষণং ছান্দসং। তত্তমো যথা পৃথগাবরণং ন করোতি কিন্তু তত্রৈব লীয়তে যথাচ খদ্যোতার্চ্চি রহনি ন পৃথক্ প্রকাশং করোতি তথা মহতি পুরুষে যুঞ্জতঃ পুংস ইতরা নীচা মায়া তত্র ন কিঞ্চিৎ করোতি কিন্তু আত্মনি স্বস্মিন্নেব ঐশ্যং সামর্থ্যং নিহন্তীতি ॥ ৪১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তমসমর্থং তমীতমঃ সান্দ্রীকৃত্য তেন স্বমেবাবৃণোতি নীহারঞ্চ তিরস্করোতি তথৈব ব্রহ্মমায়া ভগবন্তং মোহয়িতুমসমর্থা ভগবদৈশ্বর্য্যমেব বিপুলীকৃত্য স্বমাবৃতবতী ব্রহ্মাণমেব তিরশ্চকারেতি। দৃষ্টান্তেঽস্মিন্নংশেন ব্রহ্মমায়ায়া অপি হেতুত্বমস্তীত্যপরিতুষ্যন্ দৃষ্টান্তান্তরমাহ খদ্যোতেতি। রাত্রৌ যথা প্রদ্যোততে তথা দিবসেঽপি মৎপ্রভা প্রদ্যোততামিতি খদ্যোতেন প্রযুক্তাপি প্রভা দিবসে উদ্ভবিতুমেব ন শক্নোতি প্রত্যুত তমেব ভ্রষ্টতেজসং সর্ব্বান্ জ্ঞাপয়তি তথৈবান্যত্রৈশ্বর্য্যবানপি ব্রহ্মা ভগবত্যপি মায়য়া নিজৈশ্বর্য্যং প্রকটয়িতুকামো ভ্রষ্টতেজা এবাভূদিত্যতো মহতি পুরুষে ইতরমায়া কর্ত্রী আত্মনি আত্মানং যুঞ্জতঃ স্বং প্রযুঞ্জানস্য পুংসঃ ঐশ্যমৈশ্বর্য্যং নিহন্তি ॥৪১॥

প্রকাশক হয় না; বরং তদীয় আলোকে স্বয়ংই অভিভূত হয়, অদ্য মহামহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-সন্নিধানে ব্রহ্মার মায়া কোনরূপ কার্য্যকরী হইল না, বরং ভগবন্মায়ায় ব্রহ্মমায়া লীন হইয়া গেল ॥ ৪১ ॥

আভাস।

অনন্তর ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে মোহিত করিবার অপরাধে স্বয়ং মোহিত হইয়া, মায়ার ভীষণ কল্লোলে তরঙ্গায়িত হইতে লাগিলেন। ইহা ভগবানেরই মায়া; কারণ ব্রহ্মমায়া কখন আশ্রয়স্থান ব্রহ্মাকে ব্যামোহ প্রদানে সমর্থ হয় না ॥ ৪০ ॥

এক্ষণে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, যে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার মায়াবলে এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়া, অনবরত মায়াচক্রে পরিভ্রমিত হইতেছে, সেই মহামায়াবী ব্রহ্মার মোহ কিরূপে সমুৎপন্ন হইতে পারে? এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ বেদব্যাস দুইটী উদাহরণ দ্বারা ব্রহ্মার মোহাবস্থার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অর্থাৎ মেঘোৎপন্ন তমোভাব যেমন অমানিশার অন্ধকারকে আর আবরণ করিতে পারে না, বরং নিজ সত্তায় নিশার অন্ধকার নিবিড় করত, স্বয়ংই তাহাতে আত্মসমর্পণ করে; মেঘান্ধকারের আর পৃথক্ অস্তিত্বই প্রতীত হয় না, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের মায়া-সন্নিধানে ব্রহ্মমায়া আর স্থান পাইল না। বরং

তাবৎ সর্ব্বে বৎসপালাঃ পশ্যতোঽজস্য তৎক্ষণাৎ।
ব্যদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ পীতকৌশেয়বাসসঃ ॥
চতুর্ভুজাঃ শঙ্খচক্রগদারাজীবপাণয়ঃ।
কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো হারিণো বনমালিনঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ।

অজস্য ব্রহ্মণঃ পশ্যতঃ (তদ্দৃষ্টিশক্তিং অনপেক্ষ্যৈব) তাবৎ সর্ব্বে বৎসপালাঃ (বালকাঃ বৎসাঃ যষ্ঠিবিষাণাদয়শ্চ) তৎক্ষণাৎ ঘনশ্যামাঃ শ্যামসুন্দরমূর্ত্তয়ঃ পীতকৌশেয়বাসসঃ পীতাম্বরধারিণঃ ব্যদৃশ্যন্তঃ তদ্দৃষ্টিগোচরাঃ অভবন্নিত্যর্থঃ।

তথা চতুর্ভুজাঃ শঙ্খচক্রগদারাজীবপাণয়ঃ হস্তচতুষ্টয়ে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণঃ কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনঃ হারিণঃ মণিময়হারবিশিষ্টাঃ বনমালিনঃ পঞ্চবরণপুষ্পমাল্যশোভিনঃ ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অন্যদপ্যাশ্চর্য্যমাহ তাবদিতি। বৎসপালাঃ বৎসাঃ পালাশ্চ সর্ব্বে যষ্ঠিবিষাণাদয়শ্চ ॥ ৪২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তাবদিতি যাবদেবং ব্রহ্মা মীমাংসমানো ব্যামুহ্যতি স্মেত্যর্থঃ। বৎসাঃ পালাশ্চ পশ্যতোঽজস্য পশ্যন্তমপ্যজমনাদৃত্যেত্তি। ভোঃ সত্যলোকবাসিন্ অজ সত্যং ত্বমজ এবাসি ঈদৃশ্যৈব বুদ্ধ্যা বিশ্বং সৃজসি অস্মান্মায়য়া মোহয়িতুমিচ্ছসি কথঞ্চিৎ জ্ঞাতুমপি তাবন্ন শক্নোসি। পশ্যেতি ব্যদৃশ্যন্ত বয়ং বৃন্দাবনীয়া স্তৃণং চরন্তো বৎসা অপি বৎসাংশ্চারয়ন্তো গোপবালা অপি এবং ভবামেতি জ্ঞাপয়ন্ত ইব তদ্দৃষ্টিগোচরাঃ স্বয়মেবাভূবন্ স্বপ্রকাশত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

ব্রহ্মা এইরূপ বিচিত্রভাব অবলোকন করিতেছেন, ইতিমধ্যে তৎপুরোবর্ত্তী যাবতীয় বৎস ও বালক, এমন কি! যষ্ঠি ও বিষাণাদি সমগ্র দৃশ্যমান বস্তুজাতই নবঘন শ্যাম-সুন্দর পীতাম্বরধারী চতুর্ভুজরূপ ধারণ করিলেন ॥

প্রত্যেকেই চারিভুজে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম; মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল এবং গলদেশে মণিময় হার ও বনমালা ধারণ করত, অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন ॥ ৪২ ॥

আভাস।

কৃষ্ণমায়াকে অধিকতর ঘনীভূত করিয়া, ব্রহ্মমায়া তাহাতে আত্মহারা হইয়া পড়িল। মেঘদৃষ্টান্তে মোহনকার্য্যে ব্রহ্মমায়ারও যেন কিছু কর্তৃত্ব উপলব্ধ হইতেছে দেখিয়া, শুকদেব খদ্যোতের উদাহরণ উত্থাপন করিয়া, মনোবেগ নিবারণ করিলেন। অর্থাৎ নিশার গাঢ় অন্ধকারে সমগ্র ধরাতল সমাচ্ছন্ন; অথচ জ্যোতিরিঙ্গন ইঙ্গিতজ্যোতির ক্ষণিক ইঙ্গনে,

শ্রীবৎসাঙ্গদ-দোরত্ন-কম্বুকঙ্কণপাণয়ঃ।
নূপুরৈঃ কটকৈর্ভাতাঃ কটিসূত্রাঙ্গুরীয়কৈঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীবৎসাঙ্গদদোরত্ন কম্বুকঙ্কণপাণয়ঃ উরসি দক্ষিণাবর্ত্ত রোম (শ্রীঃ) চিহ্নং অঙ্গভূষণং উর্দ্ধবাহুষু রত্নং নিম্নবাহুষু বলয়াঃ কঙ্কণানি যেষাং তে নূপুরৈঃ কটকৈঃ পাদবলয়ৈঃ কটিসূত্রাঙ্গুরীয়কৈঃ ভাস্তাঃ শোভিতাঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

শ্রীবৎসপ্রভাযুক্তানি অঙ্গদানি দোঃষু যেষাং রত্নময়ানি কম্বুবৎ ত্রিধারাণি কঙ্কণানি পাণিষু যেষাং তেচ তেচ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শ্রীলক্ষ্মী রেখা তদ্যুক্তানি বৎসানি বক্ষাংসি যেষাং তে চ। অঙ্গদযুক্তা দোষো বাহবো যেষাং তেচ রত্নং কৌস্তুভস্তদ্যুক্তাঃ কম্ববঃ অতিশয়োক্ত্যা ত্রিরেখাঙ্কিতাঃ কণ্ঠা যেষাং তেচ। কঙ্কণযুক্তা পাণয়ো যেষাং তেচ তে। কটকৈঃ পাদবলয়ৈঃ। ৪৩ ॥

সকলের বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসলাঞ্ছিত চিহ্ন প্রকাশমান; গাত্রে বিচিত্র অলঙ্কার, বাহুতে মণিময় ভূষণ, নিম্নহস্তে কম্বুর (শঙ্খের) ন্যায় ত্রিধারা-ঙ্কিত কঙ্কণ, চরণে নূপুর ও পাদবলয়, কটিতে মণিময় চন্দ্রহার ও হস্তে অঙ্গুরীয় শোভা পাইতেছিল ॥ ৪৩ ॥

আভাস।

উপবনাদি লতাবিতানে আত্মপরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, যদি প্রভাকরের প্রভার পক্ষপাতী হয়, তখন খদ্যোতের আর পরিচয় প্রদানের সাবকাশ থাকে না; যে সূর্য্য কিরণে গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক-গণও নিজ জ্যোতিঃ হারাইয়া ম্লান হয়, তৎসন্নিকটে জোনাকি পোকার আর কথা কি! সেইরূপ সংসার-তুলনায় অতুল তেজস্বী ব্রহ্মা স্বীয় সৃষ্টিসামর্থ্যে অভিমানী হইয়া তাদৃশ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি ভগবানের সমীপে পক্ষপাতাচরণে উদ্যোগী; সুতরাং সূর্য্যসমক্ষে খদ্যোতের বিমলিনতার ন্যায়, নিজৈশ্বর্য্য প্রকটনকামী ব্রহ্মা স্বয়ংই অভিভূত হইলেন ॥ ৪১ ॥

মোহবশে কমলযোনির নিতান্ত দীনতা উপস্থিত হইলে, সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৎপ্রতি কৃপা বিতরণ পূর্ব্বক যেন সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অহে সত্যলোকবাসিন ব্রহ্মন্! তুমি প্রকৃত অজই বটে! যে বুদ্ধিপ্রভাবে তুমি আমাকে মোহিত করিতে বাঞ্ছা করিয়াছ, তদ্দ্বারাই কি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছ? মোহ প্রদান করা দূরে থাকুক্, এই ব্যাপারের তত্ত্বও এ যাবৎ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইতেছ না। এই দেখ! আমি ভিন্ন জীব বা জাগতিক বস্তু কিছুই নাই; বৎস, বালক, বা বালকগণের বেশভূষা ও বেণু-শৃঙ্গাদি সমস্তই আমি হইয়া আছি। এই আমার স্বরূপ প্রত্যক্ষ কর! ৪২ ॥

অঙ্ঘ্রি মস্তকমাপূর্ণা স্তুলসীনবদামভিঃ।
কোমলৈঃ সর্ব্বগাত্রেষু ভূরিপুণ্যবদর্পিতৈঃ ॥ ৪৪ ॥
চন্দ্রিকাবিশদস্মেরৈঃ সারুণাপাঙ্গবীক্ষিতৈঃ।
স্বকার্থানামিব রজঃ সত্ত্বাভ্যাং স্রষ্টৃ পালকাঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ।

ভূরিপুণ্যবদর্পিতৈঃ জন্মার্জিতবহুপুণ্যবিশিষ্টৈঃ ভক্তৈঃ অর্পিতৈঃ কোমলৈঃ নবোদ্গতৈঃ তুলসী-নবদামভিঃ অঙ্ঘ্রি মস্তকং তথা সর্ব্বাঙ্গেষু আপূর্ণাঃ ॥ ৪৪ ॥

চন্দ্রিকাবিশদস্মেরৈঃ (চন্দ্রিকাবৎ বিশদং যথা স্যাৎ তথা স্মেরৈঃ স্মিতমানৈঃ) সারুণা-পাঙ্গবীক্ষিতৈঃ অরুণকটাক্ষপাতৈঃ রজঃসত্ত্বাভ্যাং (সত্ত্বং বিশদং পালকং চ রজোঽরুণং স্রষ্টৃ চ অতঃ) স্বকার্থানং স্বভক্তমনোরথানাং স্রষ্টৃ পালকাঃ ইব ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তথা ভূরি বহুজন্মার্জিতং পূণ্যং তদ্যুক্তৈর্জনৈরর্পিতৈঃ ॥ ৪৪ ॥

চন্দ্রিকাবিশদস্মিতযুক্তৈঃ সহারুণগুণেন চ বর্ত্তমানা যে অপাঙ্গা স্তৈর্বীক্ষিতৈঃ স্বকার্থানাং স্বভক্তমনোরথানাং রজঃসত্ত্বাভ্যাং স্রষ্টৃপালকা ইব ব্যদৃশ্যন্ত সত্ত্ববদ্বিশদস্মিতেন পালকা ইব রজোবদরুণগুণেন চ স্রষ্টার ইব তাদৃক্ কটাক্ষৈর্দোতমানা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভূরিপুণ্যানি শ্রবণকীর্ত্তনাদিভজনানি তদ্বতা ভক্তসহস্রেণার্পিতৈঃ ॥ ৪৪ ॥

চন্দ্রিকাবৎ বিশদং যথাস্যাত্তথা স্মেরয়ন্ত ইতি চন্দ্রিকাবিশদস্মেরাণি মৃদুপাচক ইত্তিবৎ সমাসঃ অরুণাপাঙ্গেন সহ বর্ত্তমানানি যানি সম্মুখবীক্ষিতানি তৈঃ স্বকার্থানাং অনুকম্পনীয়স্বভক্ত-মনোরথানাং রজঃসত্ত্বাভ্যাং স্রষ্টৃপালকা ইব ব্যদৃশ্যন্ত রজসেবারুণগুণেন স্রষ্টারইব সত্ত্বেনেব বিশদস্মিতেন পালকা ইব ॥ ৪৫ ॥

বহু পুণ্যবান্ ভক্তজনের অর্পিত নবোদ্গত তুলসীর কোমল মালা সকল প্রত্যেকের চরণ, মস্তক ও অন্যান্য প্রায় সকল অঙ্গেই পরিলক্ষিত হইতেছিল ॥ ৪৪ ॥

চন্দ্রিকা-সদৃশ বিমল হাস্য এবং ঈষৎ অরুনাভ অপাঙ্গ-বিক্ষেপে স্পষ্টই অনুভূত হইতে লাগিল যে, অরুণ বর্ণ সৃষ্টিকারী রজঃ ও বিমল সত্ত্বের যুগপৎ প্রকাশে, তাঁহারা শরণাগত ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূরণ ও পালনের জন্যই যেন সতত প্রস্তুত রহিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥

আভাস।

এই বলিয়া বিশ্বব্যাপী ভগবান্ প্রত্যেক বিভিন্ন জীবে ও পদার্থে আপনার ঐশ্বর্য্যময় কান্তি-বিশিষ্ট অনুপম স্বরূপের প্রকাশ করত, ব্রহ্মাকে কৃতার্থ করিলেন ॥ ৪৩ ॥

আত্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তৈর্মূর্ত্তিমদ্ভিশ্চরাচরৈঃ।
নৃত্যগীতাদি নৈকার্হৈঃ পৃথক্ পৃথগুপাসিতাঃ ॥ ৪৬ ॥
অণিমাদ্যৈর্মহিমভিরজাদ্যাভির্বিভূতিভিঃ।
চতুর্ব্বিংশতিভিস্তত্ত্বৈঃ পরীতা মহদাদিভিঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ।

মূর্ত্তিমদ্ভিঃ আত্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তৈঃ (ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্তৈঃ) চরৈঃ অচরৈঃ নৃত্যগীতাদ্যনেকার্হণোপকরণৈঃ পৃথক্ পৃথক্ উপাসিতাঃ ॥ ৪৬ ॥

অণিমাদ্যৈঃ মহিমভিঃ ঐশ্বর্য্যৈঃ অজাদ্যাভিঃ (মায়াবিদ্যাদিভিঃ) বিভূতিভিঃ (শক্তিভিঃ) মহদাদিভিঃ চতুর্ব্বিংশতিভিঃ তত্ত্বৈঃ (জগৎকারণৈঃ) পরীতাঃ (বেষ্টিতাঃ) ॥ ৪৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

আত্মা ব্রহ্মা তদাদিস্তম্বপর্য্যন্তৈঃ। নৈকার্হৈরণেকার্হণৈঃ ॥ ৪৬ ॥

অজাদ্যাভি র্মায়াবিদ্যাদিভিঃ বিভূতিভিঃ শক্তিভিঃ। মহদাদিভিরিতি মহৎসূত্রয়োঃ পৃথকত্ববিবক্ষয়া চতুর্ব্বিংশতিত্বং। তত্ত্বৈ র্জগৎকারণৈঃ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

আত্মাত্র ব্রহ্মা। নৈকার্হৈঃ অনেকার্হণৈঃ ॥ ৪৬ ॥

মহিমভিরৈশ্বর্য্যৈঃ। অজা মায়া তদাদ্যাভিঃ শক্তিভিঃ। চতুর্ব্বিংশতিভিরিতি মহত্তত্ত্বসূত্রতত্ত্বয়োঃ পার্থক্যবিবক্ষয়া। তত্ত্বৈর্জগৎকারণৈঃ ॥ ৪৭ ॥

ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত যাবতীয় স্থাবর এবং জঙ্গম-সমূহ বিগ্রহ ধারণ পূর্ব্বক নৃত্য, গীত এবং অন্যান্য উপহার দ্বারা তাঁহাদের প্রত্যেকের উপাসনা করিতেছিলেন ॥ ৪৬ ॥

তাঁহারা সকলেই অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, প্রকৃত্যাদি শক্তি এবং চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে পৃথক্ পৃথক্ পরিবেষ্টিত লক্ষিত হইতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

আভাস।

হে মহারাজ! সেই সমস্ত ভগবদ্বিগ্রহের ঈষৎ রক্তাভ লোচন প্রান্ত ও চন্দ্রিকার জ্যোতিঃসদৃশ বিমল দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষই অনুভূত হইল যেন, রজোগুণ ও সত্ত্বগুণের একত্র সম্মিলনে ভগবান্ সাধু ভক্তগণের একাধারে সৃষ্টি ও পালন কার্য্য এক সঙ্গেই নির্ব্বাহ করিতেছেন। অর্থাৎ রজোগুণ প্রদর্শনে যেমন তাহাদিগের হৃদয়-বাসনার উদ্রেক করিতেছেন, আবার সত্ত্বের প্রভাবে তদুচিত সম্যক্ ফল প্রদানে সেই সমস্ত বাসনার পূরণ করিতেছেন ॥ ৪৫ ॥

দেবতাদি ভক্তগণের উপাসনার কথা দূরে থাকুক, চরাচর যাবতীয় বস্তু ও তৎ তৎ অধিষ্ঠাতৃ তত্ত্বসমূহ তাৎকালিক পরিদৃশ্যমান সমস্ত ব্রহ্মরূপের উপাসনার্থ নৃত্য করিতে লাগিল।

কাল-স্বভাব-সংস্কার-কাম-কর্ম্ম-গুণাদিভিঃ।
স্বমহিধ্বস্তমহিভি র্মূর্ত্তিভিরুপাসিতাঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ।

কাল-স্বভাব- সংস্কার-কাম-কর্ম্ম-গুণাদিভিঃ (কালঃ ক্ষোভকঃ, স্বভাবঃ পরিণামহেতুঃ, সংস্কারঃ উদ্বোধকঃ, কামঃ কর্ম্ম এতৈরাদিভিঃ স্বমহিধ্বস্তমহিভিঃ (ভগবন্মহিম্না তিরস্কৃতস্বাতন্ত্র্যৈঃ) মূর্ত্তিমদ্ভিঃ পূর্ব্বোক্তৈঃ উপাসিতাঃ ॥ ৪৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কালাদিভিশ্চ তৎসহকারিভিঃ তত্র স্বভাবঃ পরিণামহেতুঃ সংস্কার উদ্বোধকঃ স্বমহিধ্বস্ত-মহিভি র্ভগবন্মহিম্না তিরস্কৃতস্বাতন্ত্র্যৈরুক্তৈঃ সর্ব্বৈরণিমাদ্যৈঃ ॥ ৪৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কালাদিভিশ্চ তৎসহকারিভিঃ। অত্র স্বভাবঃ পরিণামহেতুঃ। সংস্কার উদ্বোধকঃ। স্বমহিধ্বস্তমহিভি র্ভগবন্মহিম্না তিরস্কৃতস্বাতন্ত্র্যৈঃ ॥ ৪৮ ॥

গুণক্ষোভক কাল, পরিণামহেতু স্বভাব, উদ্বোধক সংস্কার, কাম, কর্ম্ম ও গুণসকল মূর্ত্তি ধারণ করত, মহামহিমান্বিত সেই সকল শ্রীবিগ্রহের উপাসনা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

আভাস।

শাস্ত্রীয় মীমাংসায় কাল, স্বভাব, সংস্কার, কাম, কর্ম্ম ও গুণ এই ষট্ পদার্থকে প্রধান ও জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান রূপে নির্ণয় করিয়া থাকেন। অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ই জগৎপ্রসবিনী মায়া আদ্যাশক্তির অঙ্গস্বরূপ শক্তিস্থানীয়। যেমন মৃত্তিকাই ঘট ও সরাবাদিরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ এই গুণত্রয়ই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডভাবে পরিচিত। কিন্তু গুণত্রয়ের ন্যূনাতিরিক্তভাবে তারতম্যের কারণ এক কর্ম্ম মাত্র। কর্ম্মের সঞ্চয় থাকিলে তাদৃশ ক্রিয়ার সমাধানার্থ বর্ত্তমান জন্মে, সেইরূপই অর্থাৎ বর্ব্বরোচিত কঠিনতর বা সাধুচিত সৌম্যদর্শন কলেবর লাভ হইয়া থাকে। অতএব কর্ম্মই এই বিচিত্র পরিণামের হেতু। আবার প্রাণিবর্গের কর্ম্ম এক জাতীয় না হইয়া কেন যে বিভিন্ন হয়, তাহার বিশেষ কারণ অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কামনাই তাহার এক মাত্র মূল। কামনাবশেই লোক পরিচালিত হইয়া, উদ্দেশ্যসাধনার্থ সৎ বা অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। কামনার মূল সংস্কার। কাচাদি স্বচ্ছ আবরণে যে প্রকার প্রতিমূর্ত্তিই আবৃত করা হয়, আবরণাভ্যন্তর হইতে তাহাই প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে; সেই মূর্ত্তি ব্যতীত আবরণ আর পৃথক্ বস্তু প্রকাশ করে না; তবে সেই অন্তর্নিহিত রূপের কিছু বিশেষত্ব প্রতিপাদন করিয়া তৎভাবেই আবরণ স্বয়ং প্রতীত হয়। তদ্রূপ কামনার কোন পৃথক অস্তিত্ব নাই; হৃদয়নিহিত চিত্তভাব মনরূপ আবরণে আবৃত থাকিয়াই কামনাভাবে পরিচিত। সেই চিত্তভাবই সংস্কার। সংস্কারানুরূপই কামনার উদয় হয়; সংস্কারই কামনার

সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ।

অন্বয়।

উপনিষদ্‌চক্ষুষাং (আত্মজ্ঞানচক্ষুষামপি) হি নিশ্চিতং সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ

শ্রীধরস্বামী।

সর্ব্বেষাং মূর্ত্তিমত্ত্বেঽপি বিশেষমাহ সত্যজ্ঞানেতি। সত্যাশ্চ জ্ঞানরূপাশ্চ অনন্তাশ্চ আনন্দরূপাশ্চ তত্রাপি তদেকমাত্রা বিজাতীয়সম্ভেদরহিতাঃ তত্রাপিচ একরসাঃ সদৈকরূপা মূর্ত্তয়ো যেষাং তে। যদ্বা। সত্যজ্ঞানাদিমাত্রৈকরসং যদ্ব্রহ্ম তদেব মূর্ত্তি র্যেষামিতি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নচৈতৎ সর্ব্বং ভগবতা মায়য়া দর্শিতমিতি মন্তব্যমিত্যাহ সত্যেতি। সত্যাশ্চ জ্ঞানরূপাশ্চ অনন্তাশ্চ আনন্দরূপাশ্চ তত্রাপি তদেকমাত্রা বিজাতীয়সম্ভেদরহিতাঃ তত্রাপ্যেকরসাঃ কালপরিচ্ছেদাভাবাৎ সদৈকরূপা মূর্ত্তয়ো বপূংষি যেষাং তে। যদ্বা। সত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি; সত্যং বিজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি; আনন্দং ব্রহ্মণো রূপমিত্যাদি শ্রুত্যুক্তং

হে নরেন্দ্র! সেই সত্য জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দের ঘনীভূত এক-রস বিগ্রহ

আভাস।

উদ্‌বোধক। সংস্কারের হেতু স্বভাব। অগ্নি যোগে গালিত সুবর্ণাদি ধাতু-দ্রব্য যেরূপ আকারবিশিষ্ট ছাঁচে নিক্ষিপ্ত হয়, তদাকারেই আকারিত হইয়া থাকে, সেইরূপ চিত্ত অভ্যাস সহকারে যে জাতীয় সঙ্গ বা বিষয়ে অনবরত ব্যাপৃত থাকে, বহুকাল সংসর্গহেতু সেই সঙ্গী বা বিষয়ের রসে পরিণত হইয়া, স্বভাবচ্যুত হয়; এবং বিষয়ের সংস্কার-নাম ধারণ করে। এস্থলে ভগবান্ পতঞ্জলি তাঁহার যোগসূত্রে বর্ণন করিয়াছেন যে, "নিমিত্তমপ্রযোজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ"। অর্থাৎ কাল, কর্ম্মাদি নিমিত্তকারণ স্বভাবের বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদনের হেতু নহে; তবে স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপনশীল জল উচ্চ স্থানে সুরক্ষিত থাকিয়াও, যেমন কৃষকের যত্নে আবরণোন্মোচিত হইয়া, আলবালযোগে নিম্নতলস্থ ক্ষেত্রাদিতে ব্যাপ্ত হয়; তাদৃশ স্বভাবরূপ চিত্তস্থানীয় প্রকৃতিও চিদাভাসযোগে ইন্দ্রিয়-প্রণালিকা দ্বারা বিষয়-ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হয়, এবং তদ্‌ভাবে ভাবাক্রান্ত হইয়া সংস্কারাকারে পরিণত হয়। অতএব স্বভাবই সংস্কার নামে অভিহিত, ও সংস্কারের কারণ। কিন্তু এই সকল পরিণামে কাল-সাপেক্ষ। নিয়মিত কাল ব্যতীত কোন পরিণামই সম্ভবে না; অতএব কালই সৃষ্টি আদি সকল কার্য্যে সর্ব্ব প্রধান। এই শাস্ত্রীয় মীমাংসার উপসংহারার্থ শুকদেব পরীক্ষিৎকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে নরনাথ! যেমন গ্রাম্যনায়ক, মণ্ডলাধিপতি ও মন্ত্রী প্রজাগণের সম্বন্ধে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক, রাজার কার্য্যই সমাধা করিলেও, সকলে মহারাজের মুখাপেক্ষী; করাদি গ্রহণ করত, রাজসমীপেই প্রত্যর্পন করিয়া থাকেন; সেইরূপ কাল, স্বভাব, সংস্কার, কাম, কর্ম্ম ও গুণত্রয় সৃষ্ট্যাদি বিশেষ কার্য্যের প্রধান কর্ত্তা হইয়াও, ভগবান্ শ্রীহরির ঈক্ষণাপেক্ষী। তাঁহারা সকলেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক সেই সমস্ত ব্রহ্মবিগ্রহ পরিবেষ্টন করত তাঁহাদের উপাসনা করিতেছেন॥৪৮॥

অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যা অপিহ্যুপনিষদ্দৃশাং ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ।

সত্যজ্ঞানাদিব্রহ্মমূর্ত্তয়ঃ অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যাঃ ন স্পর্শযোগ্যভূরিমাহাত্ম্যাঃ অনির্দ্দেশ্যবিভূতিবিশিষ্টাঃ সন্তঃ সর্ব্বে ব্যদৃশ্যন্তঃ ॥ ৪৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অতএব উপনিষৎ আত্মজ্ঞানং সৈব দৃক্ চক্ষুর্যেষাং তেষামপি হি নিশ্চিতং অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যাঃ ন স্পৃষ্টং স্পর্শযোগ্যং ভূরি মাহাত্ম্যং যেষাং তে তথাভূতাঃ সর্ব্বে ব্যদৃশ্যন্ত ইতি ॥ ৪৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সত্যাদিরূপং যদ্ব্রহ্ম তদেব মূর্ত্তয়ো যেষাং তে। নন্থ দৃশ্যত্ব-বহুত্ব-বিবিধত্বাদিকং ব্রহ্মণো নৈব ব্রুবতে বেদান্তদর্শিন স্তত্রাহ অস্পৃষ্টেতি। উপনিষদঃ পশ্যন্তি ভক্ত্যভাবান্নতু তদর্থং জানন্তীত্যুপনিষদ্দৃশো দার্শনিকা স্তেষাং তৈর্নস্পৃষ্টমপি ভূরিমাহাত্ম্যং যেষাং তে। ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য ইতি ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বত ইতি। ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্য। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বামিতি। আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদিতি আনন্দমাত্রমজরং পুরাণমেকং সন্তং বহুধা দৃশ্যমাননমিতি বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকমিতি। সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহা স্তস্য পরাত্মনঃ। হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ। পরমানন্দ সন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বত ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধং ব্রহ্মণোঽপ্যপ্রাকৃতরূপগুণাদিমত্ত্বং তদিচ্ছয়া ভক্তিমচ্চক্ষুর্গম্যমস্তীতি জ্ঞেয়ং ॥ ৪৯ ॥

সকল স্ব স্ব অচিন্ত্য মাহাত্ম্যে, তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানচক্ষু জনগণেরও বুদ্ধির অগম্য বলিয়া প্রতীত হইতেছিলেন ॥ ৪৯ ॥

আভাস।

এই সমস্ত বিগ্রহ ভগবান্ মায়া দ্বারা গঠন করত, ব্রহ্মার সমীপে প্রদর্শন করিয়াছেন; এমন বিবেচনা করিবেন না। সত্য জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দের অপূর্ব্ব আশ্রয়; এই সকল রূপে অন্য কোন বিজাতীয় ভাবের লেশ মাত্র স্পৃষ্ট ছিল না। কারণ একরস আনন্দ পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট। কাল কর্ত্তৃক এই মূর্ত্তির কখন খণ্ডন সম্ভব নহে। সত্য-বিজ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম, "সত্যং বিজ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম;" "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং," আনন্দই ব্রহ্মের রূপ ইত্যাদি বলিয়া, শ্রুতি ব্রহ্মস্বরূপের কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্মের যে সত্যাদি রূপ সেই রূপেই এই মূর্ত্তি সমূহ প্রতিভাত হইয়াছিল। পরম ব্রহ্মের ইন্দ্রিয়-গোচরীভূতত্ব, অনেকত্ব বা বিবিধত্ব রূপ বেদান্তাদিতে যে কীর্ত্তিত হয় নাই, সে কেবল বৈদান্তিক দর্শনকারীগণের দৃষ্টিশক্তির অপরিপক্কতার পরিচয় মাত্র। কেবল বিজ্ঞান-বলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ঘটে না; ভক্তির বিশেষ প্রয়োজন। ভূরিমাহাত্ম্য ব্রহ্মবিগ্রহ ভক্তিশূন্য দার্শনিকের নিতান্তই অস্পৃশ্য। এক ভক্তিবলেই আমার স্বরূপ তত্ত্বত অবগত

এবং সকৃদ্দদর্শাজঃ পরং ব্রহ্মাত্মনোঽখিলান্।
যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি সচরাচরং ।। ৫০ ।।
ততোঽতিকুতুকোদ্বৃত্য স্তিমিতৈকাদশেন্দ্রিয়ঃ।

অন্বয়ঃ।

এবং প্রকারেণ, অজঃ ব্রহ্মা, পরব্রহ্মাত্মনো ব্রহ্মস্বরূপান্, অখিলান্ রূপান্ সকৃৎ একদৈব দদর্শ, যস্য পরব্রহ্মণো হরেঃ ভাসা, (দীপ্ত্যা) ইদং সচরাচরং সর্ব্বং জগৎ বিভাতি ॥ ৫০ ॥

ততঃ অতিকুতুকোদ্বৃত্য (সর্ব্বান্ বিষ্ণুময়ান্ দৃষ্ট্বা আশ্চর্য্যেণ দৃষ্টীঃ পরাবৃত্ত্য) অজঃ

শ্রীধরস্বামী।

এবং সকৃৎ সহ একদৈব দদর্শ পরব্রহ্মণো বিশেষণং যস্যেতি ॥ ৫০ ॥

অতিকুতুকেন আশ্চর্য্যেণ উদ্বৃত্য দৃষ্টীঃ পরাবর্ত্ত্য হংসপৃষ্ঠে নিপত্যেতি বা। কুতুক-শব্দে তৃতীয়ায়াশ্ছান্দসো লুক্। যদ্বা উদ্বৃত্য ইতিচ্ছেদঃ অতিকুতুকেনোদ্বৃত্যঃ বিলোড্যঃ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যস্য পরব্রহ্মণঃ ॥ ৫০ ॥

অতিকৌতুকেন উদ্বৃত্যানি বিলোড্যানি স্তিমিতানি আনন্দস্তব্ধানি একাদশেন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ। উদ্বৃত্ত ইতি পাঠে অতি কুতুকেন ক্ষুভিতঃ তেষাং ধাম্না তেজসা তূষ্ণীং কিমপি

কি আশ্চর্য্য! যাঁহার প্রভায় এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড প্রতিভাত হইতেছে, ব্রহ্মা সেই পরব্রহ্মের ব্রহ্মময় বিবিধরূপ একত্র এক সময়েই নিরীক্ষণ করিলেন ।। ৫০ ।।

অনন্তর অতি বিস্ময় সহকারে অধিক ক্ষণ তদবলোকনে যেন অসমর্থ হইয়াই, দৃষ্টি পরিবর্ত্তন করিলেন; এবং ভগবদ্বিভূতির মাহাত্ম্যে এতই আনন্দ-

আভাস।

হইতে পারে, ইত্যাদি উক্তি দ্বারা ভগবান্ গীতাদিতে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রুতিও প্রচার করিয়াছেন যে, চক্ষু দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপের গ্রহণ হয় না বটে, কিন্তু যাঁহারা আদরাতিশয়ে এবং আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে দর্শনার্থ আকিঞ্চন করেন, ভগবান্ তাঁহাদিগকে নিজ রূপ প্রদর্শন করান। ভগবানের মূর্ত্তি তমোগুণের অতীত, আদিত্যের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট, আনন্দের চরম সীমা, অনাদি, অদ্বিতীয় ও শাশ্বত; অথচ বহুরূপে বহু ঘটে বিরাজ করিয়া থাকেন। তিনি এক মূর্ত্তিতে সকলের মূর্ত্তিত্ব প্রতিপাদন করেন। পরমাত্মার দেহ নিত্য ও শাশ্বত। প্রাকৃতিক পদার্থের ন্যায় ভগবদ্বিগ্রহের ক্ষয়, ব্যয় ও উপচয়াদির সম্ভাবনা নাই। পরমানন্দের পরাকাষ্ঠা ও সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানের চরম সীমা ইত্যাদি বর্ণনা দ্বারা শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি মুমুক্ষু শাস্ত্রে ভগবানের অপ্রাকৃতিক রূপ ও গুণাদির কীর্ত্তন করত, প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভগবদিচ্ছা-তেই ভক্তিমানের অক্ষিগোচর ভগবান্ হইয়া থাকেন; ইহাই মীমাংসিত মত বিবেচনীয় ॥ ৪৯ ॥

তদ্ধাম্নাভূদজস্তূষ্ণীং পূর্দেব্যন্তীব পুত্রিকা ॥ ৫১ ॥
ইতীরেশেঽতর্ক্যে নিজমহিমনি স্বপ্রমিতিকে।
পরত্রাজাতোঽতন্নিরসননমুখব্রহ্মকমিতৌ।

অন্বয়ঃ।

ব্রহ্মা পূর্দেব্যন্তি ব্রজাধিষ্ঠাত্র্যাঃ দেব্যাঃ সমীপে পুত্রিকা চতুর্মুখী কৃতকপ্রতিমেব তদ্ধাম্না ভগবত্তেজসা স্তিমিতৈকাদশেন্দ্রিয়ঃ সন্ তূষ্ণীং অভূৎ ॥ ৫১ ॥

হে নৃপ! ইতি এবং ইরেশে সরস্বতীস্বামিনি ব্রহ্মণি অতর্ক্যে তর্কাতীতে যতঃ অজাতঃ প্রকৃতেঃ পরত্র পরস্মিন্ তথা অতন্নিরসনমুখব্রহ্মকমিতৌ অতন্নিরসনমুখেন তন্ন তন্ন ইতি

শ্রীধরস্বামী।

বিপর্য্যস্তঃ সন্নিতি যাবৎ। অন্তিকুতুকোদ্বৃত্ত ইতি পাঠান্তরেতু অন্তিকুতুকেন উদ্বৃত্তঃ ক্ষুভিতঃ। তেষাং ধাম্না তেজসা স্তব্ধসর্ব্বেন্দ্রিয়ো ব্রহ্মা তূষ্ণীং নিশ্চলোঽভূৎ। তত্র দৃষ্টান্তঃ পূর্দেবী ব্রজাধিষ্ঠাত্রী কাচিদ্দেবতা অস্যা অন্তি সমীপে পুত্রিকা চতুর্মুখী কনকপ্রতিমেব ॥ ৫১ ॥

এবং মোহমগ্নমজমুজ্জহারেত্যাহ ইতীতি। ইরেশে ইরা সরস্বতী তস্যা ঈশে ব্রহ্মণি কিমিদমিতি মুহ্যতি সতি পশ্চাদ্দ্রষ্টুমপ্যনীশে সতি পরমোহজঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সপদি অজা-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বক্তুং চেষ্টিতুঞ্চাশক্তোঽভূৎ। অত্র দৃষ্টান্তঃ পূর্দেবী বহুলোকৈঃ পূজ্যমানা গ্রাম্যদেবতা তস্যা অন্তি নিকটে পুত্রিকা বালকেন খেল্যমানা অপূজিতা ক্ষুদ্রা মৃণ্ময়ী পঞ্চালিকেব ॥ ৫১ ॥

তাবন্মাত্র এব মজ্জুমহিমনি নিমজ্জন্তমনুভবাসমর্থং ব্রহ্মাণমালোক্য ততঃ পরঃসহস্রেষু দর্শয়িতব্যেষ্বসাধারণেষু নিজমহামজ্জুমহিমসু তমনাধিকারিণমভিমৃষ্য মজ্জুমহিমদর্শনাং সমাপয়ামাসেত্যাহ ইতীতি। ইরেশে ব্রহ্মণি ইরা সরস্বতী তস্যা ঈশে মহাবুদ্ধিমত্যপীত্যর্থঃ। কিমিদমিতি মুহ্যতি

প্লুত, স্তব্ধ ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া পড়িলেন যে, তৎকালে তাঁহাকে যেন ব্রজাধিষ্ঠাত্রী জাজ্বল্যমান দেবতার সমক্ষে, একটী সামান্য সুবর্ণের ক্রীড়া পুত্তলিকার ন্যায়, বোধ হইতে লাগিল ॥ ৫১ ॥

হে রাজন্! এই প্রকারে প্রকৃতির পর অতএব তর্কের অগোচর, বেদশিরোভাগ উপনিষদ্ যাঁহাকে কেবল তন্ন তন্ন দ্বারা দৃশ্যমাত্রকে দূরীকৃত করত, সর্ব্বসাক্ষী জ্ঞানরূপে নির্ব্বাচন করিয়াছেন, সেই স্বয়ংপ্রকাশ ভগ-

আভাস।

ব্রহ্মা ভগবদ্বিগ্রহ দর্শনে এতই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন যে, আনন্দে তাঁহার একাদশ ইন্দ্রিয় স্তম্ভিত হইয়া গেল; কিছু বলিবার বা করিবার কোন সামর্থ্য রহিল না। বহু লোকের পূজিত প্রত্যক্ষ গ্রাম্যদেবতার সমক্ষে বালকের ক্রীড়োপযোগী মৃণ্ময় পুত্তলিকা যেমন ম্লান হইয়া থাকে, ভগবদ্বিগ্রহ সমীপে, ব্রহ্মার কলেবরেও তাদৃশ ম্রিয়মাণ পরিলক্ষিত হইতে লাগিল ॥ ৫১ ॥

অনীশেঽপি দ্রষ্টুং কিমিদমিতি বা মুহ্যতি সতি।
চছাদাজো জ্ঞাত্বা সপদি পরমোঽজাঞ্জবনিকাং ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ।

দৃশ্যবাধন্যায়েন ব্রহ্মকৈঃ উপনিষদ্ভিঃ মিতিঃ জ্ঞানং যস্মিন্ তাদৃশে স্বপ্রমিতিকে স্বয়ংপ্রকাশ-সুখস্বরূপে নিজমহিমনি দ্রষ্টুং অপি অনীশে অসমর্থে সতি তথা ইদং কিং বা ইতি চিন্তয়িত্বা মুহ্যতি সতি পরমঃ অজঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তৎজ্ঞাত্বা সপদি তৎক্ষণমেব অজাজবনিকাং মায়াবরণং চছাদ অপসারিতবান্ ॥ ৫২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

জবনিকাং মায়ারূপাং তিরস্করিণীং যয়া অদ্ভুতং দর্শিতং তাং চছাদ দিদৃক্ষাভাব আর্ষঃ। তিরোধত্ত অপসারিতবানিত্যর্থঃ। অথবা অয়ং লোকপাল ভিমানী মমৈশ্বর্য্যং দ্রষ্টুং অযোগ্য ইতি তস্যোপরি মায়াং প্রসারিতবানিতি ক্ব মুহ্যতি সতি, অতর্ক্যে তর্কাগোচরে নিজোঽসাধারণো মহিমা যস্য তস্মিন্নিতি মোহে হেতুরুক্তঃ দর্শনাযোগ্যতায় ত্রীণি বিশেষণানি স্বপ্রমিতিকে স্বপ্রকাশঞ্চ তৎ কং সুখং চ তস্মিন্ অতএব অজাতঃ প্রকৃতেঃ পরত্র পরস্মিন্ অতএব অন্তর্নিরসনমুখেন ব্রহ্মকৈঃ শ্রুতিশিরোভি র্মিতি জ্ঞানং যস্মিন্ তস্মিন্ স্বরূপে ॥ ৫২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সতি পশ্চাদ্দৃষ্ট মপ্যনীশে সতি পরমোঽজঃ শ্রীকৃষ্ণঃ জ্ঞাত্বা স্বৈশ্বর্য্যরসানুভবে তদযোগ্যতাং বীক্ষ্য সপদি অজাজবনিকাং যোগমায়ারূপাং তিরস্করিণীং চছাদ যয়া পুলিনে ভুঞ্জানান্ শ্রীদামদিবালকান্ তৃণং চরতো বৎসান্ বৎসান্বেষকং স্বঞ্চাচ্ছাদ্য স্বরূপভূতান্ বৎসবালকাদীন্ পুনস্তানেব চতুর্ভুজা-দিত্বেন দর্শয়ামাস তানন্তরধাপয়দিত্যর্থঃ। যা বাস্তবং বাস্তুয়ুণোতি অবাস্তব-বস্ত্বৈব দর্শয়তি সা মায়া যাতু বাস্তববস্তু নামপি মধ্যে কিমপ্যাবৃণোতি কিমপি দর্শয়তি সা যোগমায়েতি মায়াযোগমায়য়ো র্ভেদাদজাশব্দেনাত্র বহিরঙ্গা মায়া ন ব্যাখ্যেয়া। ক্ব মুহ্যতি নিজমহিমনি দর্শিতচতুর্ভুজাদিরূপ-স্বমহৈশ্বর্য্যে। কীদৃশে অতর্ক্যে। যতঃ স্বপ্রমিতি স্বপ্রকাশঞ্চ তৎ কং সুখরূপঞ্চ তস্মিন্। অতএব অজাতঃ প্রকৃতেঃ পরত্র পরস্মিন্। অন্তর্নিরসনমুখেন ব্রহ্মকৈঃ অস্থূলং অনণু অহ্রস্বমিত্যাদিকৈঃ শ্রুতিশিরোভি র্ব্রহ্মাভিব্যঞ্জকৈ র্মিতি জ্ঞান যত্র তস্মিন্ স্বরূপে ॥ ৫২ ॥

বানের মাহাত্ম্য সন্দর্শনেও বাণীকান্ত কমলাসন যখন অসমর্থ হইলেন, এবং ইহা আবার কি! বলিয়া মোহিত হইয়া পড়িলেন, তখন ভগবান্ পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার সন্নিধান হইতে মায়া-যবনিকা অন্তর্হিত করিলেন ৫২ ॥

আভাস।

অসীম-মহিম ভগবানের অনন্তপার মহিমা-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াও, ব্রহ্মা যখন ঈদৃশ মহিমা-ব্যাপার অবধারণেও সক্ষম হইলেন না, তখন ভগবান্ তাঁহাকে অন্যান্য অসংখ্য মহিমাপরিজ্ঞানে অনধিকারী অবলোকন করিয়া, ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনের নিবারণার্থ যোগমায়ারূপা

ততোঽর্ব্বাক্ প্রতিলব্ধাক্ষঃ কঃ পরেতবদুত্থিতঃ।
কৃচ্ছ্রাদুন্মীল্য বৈ দৃষ্টীরাচষ্টেদং সহাত্মনা ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ।

ততঃ তদনন্তরং অর্ব্বাক্ প্রতিলব্ধাক্ষঃ বাহ্যজ্ঞানসম্পন্নঃ কঃ ব্রহ্মা, পরেতবদুত্থিতঃ মৃতঃ যথা পুনরুত্থিতঃ তথা সন্ কৃচ্ছ্রাৎ অতিকষ্টেন দৃষ্টীঃ নেত্রাণি উন্মীল্য আত্মনা সহ ইদং জগৎ (মমতাস্পদং) আচষ্ট অপশ্যৎ ॥ ৫৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অর্ব্বাক্ বহিঃ প্রতিলব্ধানি অক্ষীণি যেন সঃ। পরেতবৎ মৃতো যথা কথঞ্চিৎ পুনরুত্তিষ্ঠতি তথা দৃষ্টী র্নেত্রাণি ॥ ৫৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অর্বাক্ বহিঃ প্রতিলব্ধানি অক্ষাণি যেন সঃ। পরেতবৎ মৃতো যদি কথঞ্চিৎ পুনরুত্তিষ্ঠতি তথেত্যর্থঃ। ইদং জগৎ মমতাস্পদং আত্মনা অহন্তাস্পদেন সহ অপশ্যৎ। তয়োরপি বিস্মৃত-পূর্ব্বত্বাৎ ॥ ৫৩ ॥

মায়াবরণ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মা যেন পুনর্জীবিতের ন্যায় অভিনব জ্ঞানে সম্পন্ন হইলেন; এবং অতি কষ্টে নেত্র উন্মীলন করত, সমগ্র ভুবন ও আপনাকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৫৩ ॥

আভাস।

মায়া-যবনিকা অন্তর্হিত করিলেন। এ সামান্য মায়া নহে; যে জগন্মোহিনী মায়ার বলে তিনি নিজ অনুচর প্রকৃত বালক ও বনচারী বৎস সমূহ এবং পুলিনে আপনার অন্বেষকরূপ আচ্ছাদন করত সেই সমস্তকে চতুর্ভুজাদি ব্রহ্মরূপে পরিদৃষ্ট করাইয়াছিলেন, সেই মায়া অপসৃত করিলেন। এ মায়া বহিরঙ্গা নহে। কারণ যাহা প্রকৃত বস্তুকে আবরণ করত, মিথ্যা বস্তুর প্রতীতি করায় তাহাই মায়া; কিন্তু যাঁহা বাস্তবিক বস্তুর মধ্যে কতকগুলিকে আবৃত করত, কতকগুলিকে প্রকাশ করে; তাহাই যোগমায়া। এস্থলে প্রকৃত আত্মস্বরূপ বৎস ও বালকাদিকে আবরণ করত, ব্রহ্মস্বরূপ বিগ্রহাদিকে প্রদর্শন করান হেতু, মায়া না বলিয়া, যোগমায়া বলাই বিধেয়। ভগবান্ চতুর্ভুজাদি নিজ মহৈশ্বর্য্যের যে সকল অপূর্ব্ব মূর্ত্তি প্রকাশ করেন, তাহা তর্কের অগোচর; সামান্য বুদ্ধিতে তাহার মীমাংসা হয় না। কারণ সেই নিগ্রহ সকল, স্বয়ং-প্রকাশ ও নিত্য-সুখময়; সুতরাং প্রকৃতির অতীত। বেদান্তে সমস্ত প্রাকৃতিক বস্তুর নিরসন পূর্ব্বক অস্থূল, অনণু ও অহ্রস্ব ইত্যাদি উক্তি দ্বারা নির্ণীত হওয়া ব্যতীত, অন্য কোন প্রমাণাদির দ্বারা সে রূপের নির্ণয় হয় না ॥ ৫২ ॥

সেই রূপ দর্শনে ব্রহ্মা মূর্চ্ছিতের ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার আত্মজ্ঞান বা জগৎজ্ঞান কিছুই রহিল না; এইরূপ ক্ষণকাল বিস্মিতের ন্যায় অবস্থিতি করিলে, পুনরায়

সপদ্যেবাভিতঃ পশ্যন্দিশোঽপশ্যৎ পুরস্থিতং।
বৃন্দাবনং জনাজীব্যদ্রুমাকীর্ণং সমাপ্রিয়ং ॥ ৫৪ ॥
যত্র নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ সহাসন্ মৃগাদয়ঃ।

অন্বয়ঃ।

সপদি এব দিশঃ অভিতঃ পশ্যন্ সন্ (ব্রহ্মা) পুরস্থিতং সম্মুখস্থিতং বৃন্দাবনং অপশ্যৎ, (কিম্ভূতং বৃন্দাবনং) জনাজীব্যদ্রুমাকীর্ণং জনানাং আজীব্যৈঃ দ্রুমৈঃ আকীর্ণং (পুনঃ কিম্ভূতং) সমাপ্রিয়ং, সম্যগাসমন্তাৎ পরস্পরং প্রিয়ং ॥ ৫৪ ॥

নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ স্বাভাবিক-বৈরবন্তোঽপি নরাঃ সিংহাদয়শ্চ মিত্রাণি ইব যত্র সহ এব আসন্, অজিতস্য (ভগবতঃ) আবাসেন দ্রুতাঃ পলায়িতাঃ রুট্ তর্ষাদয়ঃ ক্রোধ-লোভাদয়ঃ

শ্রীধরস্বামী।

জনানামাজীব্যৈ র্দ্রুমৈরাকীর্ণং সমাপ্রিয়ং সন্ততানি আসমন্তাৎ প্রিয়াণি যস্মিন্ তৎ ॥ ৫৪ ॥

তদাহ যত্রেতি। নিসর্গদুর্ব্বৈরাঃ স্বাভাবিকাপ্রতিকার্য্যবৈরবন্তোঽপি নরাঃ সিংহাদয়শ্চ মিত্রাণি ইব যত্র সহৈবাসন্ অজিতস্যাবাসেন দ্রুতাঃ পলায়িতা রুট্ তর্ষাদয়ঃ ক্রোধ-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ততশ্চ পরমকৃপয়া কৃষ্ণস্তস্মৈ স্বমাধুর্য্যবৈভবং প্রকাশিতবানিত্যাহ সপদ্যেবেতি। সম্যগাসমন্তাৎ পরস্পরং প্রিয়াণ্যেব যত্র তৎ ॥ ৫৪ ॥

তদেবাহ নৈসর্গং নিসর্গোত্থং মিথো দুর্ব্বৈরং যেষাং তেঽপি মনুজব্যাঘ্রাদয়ো মিত্রাণীব

এবং তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া, সম্মুখে বিবিধ ফল ও পুষ্পাদিশোভিত জনগণের জীবনোপায় রম্য, পাদপরাজি-বিরাজিত বৃন্দাবনধাম দর্শন করিলেন ॥ ৫৪ ॥

সর্ব্বপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-প্রভাবে সেই পবিত্র পুণ্যময় বৃন্দাবন ক্ষেত্র হইতে, ক্রোধ লোভাদি কুৎসিত বৃত্তিসমূহ দূরে পলায়ন করিয়াছিল; অধিক কি! মনুষ্য ও সিংহাদি হিংস্র জন্তুগণেও সহজ বৈরীভাব বিস্মৃত হইয়া, সৌহার্দ্দ সহকারে মিত্রের ন্যায় তৎকালে পরস্পরে তথায় একত্র বাস

আভাস।

কৃষ্ণকৃপায় বাহ্যসঙ্গা প্রাপ্ত হইলেন। এবং পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যব্যঞ্জক প্রিয় বস্তু সকল অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥

বৃন্দাবনের মনোহর ভাব প্রকাশার্থে শুকদেব বলিলেন যে, তথায় সকলেই মিত্রভাবাপন্ন। হৃদয়-সখা সর্ব্বজগতের হিতকারী শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে জ্ঞান ও বিজ্ঞানসম্পন্ন মানবগণের মিত্রভাবের কথা দূরে থাকুক্, অতি হিংস্র জন্তুগণও মুনিবৃত্তি অবলম্বনে তথায় বসতি করিত। যেমন পশুরাজ সিংহের প্রবেশে মৃগাদি অন্যান্য যাবতীয় পশুই

মিত্রাণীবাজিতাবাস-দ্রুতরুট্তর্ষকাদিকং ॥ ৫৫ ॥
তত্রোদ্বহৎ পশুপবংশশিশুত্বনাট্যংব্রহ্মাদ্বয়ংপরমনন্তমগাধবোধং।

অন্বয়ঃ।

যস্মাৎ তথাভূতং বৃন্দাবনং অপশ্যৎ ॥ ৫৫ ॥

তত্র বৃন্দাবনে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা উৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টতয়া, বহৎ বিভ্রৎ, পশুপ-বংশ-শিশুত্ব-নাট্যং (শ্রীগোপরাজকুমারলীলত্বং) অদ্বয়ং দ্বিতীয়রহিতং, পরং শ্রেষ্ঠং অনন্তং দেশ-কাল-বস্তুতঃ

শ্রীধরস্বামী।

লোভাদয়ো যস্মাৎ তথাভূতং বৃন্দাবনমপশ্যৎ ॥ ৫৫ ॥

তত্র পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা পুরা পূর্ব্বদেব ব্রহ্ম অচষ্ট অপশ্যৎ। কথংভূতং পশুপবংশশিশুত্ব-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সহৈবাসন্। অজিতস্যাবাসেন দ্রুতাঃ পলায়িতা রুট্ তর্ষাদয়ঃ ক্রোধলোভাদয়ো যস্মাৎ তস্মিন্ ॥ ৫৫ ॥

তত্তশ্চ স্বস্বরূপভূতানি চতুর্ভুজত্বাদীনি যোগমায়য়ৈবাচ্ছাদ্য একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্মেতি শ্রুত্যুক্তং দর্শিতসর্ব্বস্বরূপমূলভূতং স্বরূপং তং দর্শয়ামাসেত্যাহ। তত্র বৃন্দাবনে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা ব্রহ্ম অচষ্ট অপশ্যৎ। কীদৃশং পশুপবংশশিশুত্বেঽপি প্রৌঢ়পরমচতুরোচিতং নাট্যং স্বংপ্রভুর্ময়া মোহিত এবেতি ব্রহ্মাণং মিথ্যাভিমানং গ্রাহয়িতুং শাদ্বলে বৎসানদৃষ্ট্বাপি পুলিনেঽপি সখীনদৃষ্ট্বাপ্যদর্শনাভিনয়ং নটানাং কর্ম্ম উবহৎ। দর্শিতানাং ব্রহ্মাদিস্তম্ব-পর্য্যন্তানাং যোগমায়য়াচ্ছাদনাদদ্বয়ং সর্ব্বমূলভূতস্বরূপত্বাৎ পরং দর্শিতেভ্যশ্চিরৈভবেভ্যো হপ্যপরেষাং চিদানন্দময়পরঃসহস্রমহাবৈভবানাং বিদ্যমানত্বাদনন্তং পরমেষ্ঠিনো বরাকস্য কা গণনা শ্রীবলদেবাদ্যৈরবতারৈরপি দুষ্প্রবেশত্বাদগাধবোধং। উক্তলক্ষণান্নাট্যাৎ বৎসান্ সখীংশ্চ পুরৈব পরিত ইতস্ততো বিচিন্বদিতি বৎসবালান্বেষণং পূর্ব্ববর্ষে ব্রহ্মণা মায়ামোহিত-ত্বাৎ যথার্থমেবাবগন্তং। অধুনা তু মায়ানির্মুক্তত্বাৎ শাদ্বলে তৃণং চরন্তো বৎসান্ পুলিনে চ ভুঞ্জানান্ বালান্ পশ্যন্তো স্বাপহৃতান্নায়িকবৎসবালকাংশ্চ অপশ্যতা তেন মন্মোহনার্থ-

---

করিতেছে দেখিতে পাইলেন ।। ৫৫ ।।

ফলত অনন্ত অগাধবোধ অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্ম তৎকালে যাবতীয় বিচিত্র-ভাব আপনাতে উপসংহার করিয়া, গোপ-পতি নন্দরাজের অপত্য অপূর্ব্ব

আভাস।

সেই বন হইতে দ্রুতপদে অন্যত্র পলায়ন করে, এক শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে বৃন্দাবন হইতে ক্রোধ লোভাদি তৃষ্ণানিচয় তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই ॥ ৫৫ ॥

অনন্তর ভগবান্ নিজের স্বরূপভূত চতুর্ভুজ মূর্ত্তি সমূহ যোগমায়ার দ্বারা সমাবৃত করত, প্রদর্শিত যাবতীয় স্বরূপের মূলীভূত বেদোক্ত অখণ্ড একরস অদ্বিতীয় স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মাকে প্রদর্শন করাইলেন। তখন ব্রহ্মা বৃন্দাবনে অপূর্ব্ব ব্রহ্মরূপ অবলোকন করিয়া,

বৎসান্ সখীনিব পুরা পরিতো বিচিন্বদেকং সপাণিকবলং পরমেষ্ঠ্যচষ্ট ॥৫৬॥

অন্বয়ঃ।

অন্ত-রহিতং অগাধবোধং জ্ঞানাধারং, পুরা পূর্ব্ববদেব পুলিনাদৌ বৎসান্ সখীন্ চ বিচিন্বৎসৎ সপাণিকবলং হস্তে গৃহীতভোজনগ্রাসং একং এব নরবেশধারিণং ব্রহ্ম অচষ্ট অপশ্যৎ ॥ ৫৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নাট্যমুদ্বহৎ নাট্যমিত্যত্র হেতুঃ অদ্বয়মিত্যাদিঃ অদ্বয়ঞ্চ বৎসান্ বিচিন্বৎ একঞ্চ সখীন্ অগাধবোধঞ্চ বিচিন্বৎ অনন্তঞ্চ পরিতো বিচিন্বৎ পরঞ্চ শিশুত্বমুদ্বহৎ ব্রহ্মচ সপাণিকবলমিতি নাট্যমেবোদ্বহদিত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মভিনয়মাত্রমিদমিত্যবগতং। অতএব নৌমীড্যান্তে ইত্যগ্রিমস্তুতিবাক্যেন বৎসবালান্ বিচিন্বন্তে ইতি বিশেষণং নোপপদ্যতে। স্বরূপভূতানাং বাসুদেবমূর্ত্তীনাং স্বভেদানাং যোগমায়য়ৈবাচ্ছাদনাদেকং ভক্তমনোহরমহামধুরলীলাময়ত্বাৎ সপাণিকবলং। অত্র কস্মিংশ্চিদধিকারিণি নিকৃষ্টে ধর্ম্মধর্ম্মিভাবরহিতং নিরাকারং জ্ঞানমাত্রং যদ্ব্রহ্মেতি প্রসিদ্ধং তদপি যোগমায়য়ৈব তদ্দৃষ্টীঃ প্রতি চিদানন্দময়ানামপি রূপগুণনামলীলাপরিকরধামাদীনামাচ্ছাদনাজ্ জ্ঞানমাত্রস্যৈব প্রকাশনাৎ সঙ্গতমিত্যেবমেব মিথোবিরুদ্ধার্থা অপি শ্রুতয়ো নির্বিরোধমেব সঙ্গময়িতব্যা ইতি দিক্ তত্র পশুপবংশশিশুত্বং নাট্যমেবোদ্বহন্নতু স্বরূপমিতি ব্যাখ্যানং শ্রীভাগবতস্য মোহিনীত্বপ্রতিপাদকমেব। নৌমীড্য তেঽহন্ত্র বপুষে ইত্যুত্তরত্র নৌমীত্যুক্ত্বা প্রস্তুতস্য ভগবতঃ কর্ম্মত্বে জ্ঞাতে প্রয়োজনাপেক্ষায়ামেবম্ভূতো ভগবানেব প্রয়োজনমিতি ব্যাচক্ষাণানাং স্বামিচরণানামপি নাভিমতমিত্যবসীয়তে। নহ্যবাস্তবীভূতং বস্তু স্তুতিপ্রয়োজনী ক্রিয়তে ইত্যবধেয়ং ॥ ৫৬ ॥

নটবরবেশ শ্রীকৃষ্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করত, পূর্ব্বের ন্যায় অন্ন-কবল-হস্তে বনে বনে বৎস ও বালকগণকে অন্বেষণ করিতেছেন, ব্রহ্মা অকস্মাৎ তাহাকে এইরূপে নিরীক্ষণ করিলেন ॥ ৫৬ ॥

আভাস।

অসীম আনন্দ অনুভব করিলেন। এতক্ষণের পর এইবারে আমার ইষ্টদেব প্রভু পরমেশ্বরকে আমি মায়ায় মোহিত করিয়াছি, ইত্যাকার মিথ্যা অভিমান ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে, ভগবান্ শ্রীহরি পূর্ব্বের ন্যায় পরম চতুরোচিত প্রৌঢ়ভাবাপন্ন নন্দবংশাবতংস নটবর শিশুবেশ ধারণ করিলেন। প্রদর্শিত ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত যাবতীয় দৃশ্যজাত যোগমায়ার আবরণে আবৃত করত, প্রদর্শিত চৈতন্যবৈভবাতিরিক্ত অপর কোটি কোটি মহাবৈভবের একমাত্র আধার, সর্ব্বমূলীভূত অদ্বয় শ্রীকৃরূপ প্রকাশ করিলেন। ব্রহ্মার ন্যায় অতি সামান্য ব্যক্তির পক্ষে সেই সকল মহিমা গণনা করা নিতান্তই

দৃষ্ট্বা ত্বরেণ নিজধোরণতোঽবতীর্য্য পৃথ্ব্যাং বপুঃ কনক-দণ্ডমিবাভিপাত্য।
স্পৃষ্ট্বা চতুর্মুকুটকোটিভিরঙ্ঘ্রিযুগ্মং নত্বা মুদশ্রুসুজলৈরকৃতাভিষেকং ॥৫৭॥

অন্বয়ঃ।

(সর্ব্বমূলভূতং নরাকৃতিং হরিং) দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা নিজধোরণতঃ স্ববাহনাৎ হংসাৎ ত্বরেণ বেগেন, অবতীর্য্য কনকদণ্ডং ইব বপুঃ দেহং পৃথ্ব্যাং অভিপাত্য চতুর্মুকুটকোটিভিঃ মুকুটাগ্রৈঃ অঙ্ঘ্রিযুগ্মং পাদদ্বয়ং স্পৃষ্ট্বা নত্বা মুদশ্রুসুজলৈঃ আনন্দাশ্রুভিঃ (পাদয়োঃ) অভিষেকং অকৃত অকরোৎ ॥ ৫৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নিজধোরণতঃ স্ববাহনাৎ ত্বরেণ বেগেন অবতীর্য্য দণ্ডবন্নত্বা চতুর্ণাং মুকুটানাং অগ্রৈরঙ্ঘ্রি-যুগলং স্পৃষ্ট্বা মুদশ্রুসুজলৈরানন্দাশ্রুরূপৈঃ সুজলৈরভিষেকমকরোদিতি ॥ ৫৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দৃষ্ট্বেতি। ইদমেব নরাকৃতি পরং ব্রহ্ম সর্ব্বমূলভূতমিত্যবগম্য ত্বরেণ ত্বরয়া নিজধোরণতঃ স্ববাহনাৎ পৃথ্ব্যাং বপুরভিপাত্যেতি নহি দেবা ভুবং স্পৃশন্তীতি নিয়মোল্লঙ্ঘনাদ্ব্রহ্মণোঽস্য দেবত্বা-ভিমানাপগমো জ্ঞেয়ঃ। চতুর্ণাং মুকুটানামগ্রৈরঙ্ঘ্রিযুগ্মং স্পৃষ্ট্বেতি চতুর্দ্দিক্স্থিতানাং চতুর্ণামপি মুখানাং বলেন কৃষ্ণাভিমুখীকরণাৎ অভিষেকমর্থাদঙ্ঘ্রিযুগ্মস্যাকরোদিত্যুত্থায়োত্থায় ভূমৌদ্রুতপতনে অশ্রূণাং বাহুল্যেন পুরোবেগাচ্চরণয়ো র্নিপাতো জ্ঞেয়ঃ। অশ্রূণাং ভক্ত্যনুভাবরূপত্বেন পাবিত্র্যাৎ সুপদপ্রয়োগঃ ॥ ৫৭ ॥

এবং তৎক্ষণাৎ স্বীয় বাহন হংস হইতে অবতরণ করিয়া, সুবর্ণ-দণ্ডবৎ নিজ দেহকে ভূমিতে পাতিত করিলেন এবং মুকুটচতুষ্টয়ের অগ্রভাগ দ্বারা, শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শে প্রণাম পূর্ব্বক আনন্দাশ্রু বিসর্জনে তাঁহার পাদদ্বয় অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৫৭ ॥

আভাস।

অসম্ভব; কারণ শ্রীবলদেবাদি অবতারও সেই অগাধবোধ স্বরূপের অন্ত প্রাপ্ত হন নাই। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় অন্নকবল হস্তে লইয়া বৎস ও বালকগণকে পুলিনের ইতস্ততঃ অন্বেষণ করত, সামান্য বালকের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। মোহাপগমে বর্ত্তমান অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়াও ব্রহ্মা পূর্ব্ববৎ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতই মোহিত হইয়াছেন, এইরূপ বিবেচনা আর করিতে পারিলেন না। পূর্ব্বে ব্রহ্মানীত বৎস ও বালকগণ নির্দ্দিষ্ট এক স্থানেই মায়ায় নিহিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহারা বনেই বিচরণ করিতেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে অন্বেষণ করিতেছেন, আর তাহারা মায়াতন্ত্রে নিদ্রিত নাই দেখিয়া, ব্রহ্মা মূল তত্ত্ব অবগত হইয়া বিবেচনা করিলেন, "আমি মহা মূর্খ! আমি ভগবানকে মায়া প্রদর্শন করিতে গিয়া, স্বয়ংই মোহিত হইয়াছি। কৈ! আমার মায়ায় মোহিত বৎস বালকগণকে ত আর দেখিতে পাইতেছি না; আমার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে যে অবস্থা, এক্ষণেও তাহাই

উত্থায়োত্থায় কৃষ্ণস্য চিরস্য পাদয়োঃ পতন্।
আস্তে মহিত্বং প্রাগ্‌দৃষ্টং স্মৃত্বা স্মৃত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়ঃ।

ততঃ সঃ প্রাগ্‌দৃষ্টং মহিত্বং মহিমানং পুনঃ পুনঃ স্মৃত্বা স্মৃত্বা উত্থায় উত্থায় কৃষ্ণস্য পাদয়োঃ চিরস্য চিরং পতন্ আস্তে স্ম ॥ ৫৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

চিরস্য চিরং পাদয়োঃ পতন্ আস্তে ॥ ৫৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পতন্নাস্তে ইতি বহুতরপ্রণামান্তে আনন্দজাড্যোদয়াৎ বর্ত্তমানপ্রয়োগো মুনে স্তদানীং তৎসাক্ষাৎকারানুভবাৎ ॥ ৫৮ ॥

তিনি বাসুদেবের পূর্ব্বদৃষ্ট অপার মহিমা স্মরণ করিতে করিতে, বারংবার উত্থিত ও পতিত হইয়া, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের চরণ সংলগ্ন হইয়া রহিলেন ॥ ৫৮ ॥

আভাস।

দেখিতেছি। ভগবান্ নটের ন্যায় আমার সমীপে ক্রীড়া করিতেছেন; তিনি অদ্বিতীয়, অথচ দ্বিতীয় বৎসগণকে অন্বেষণ করিতেছেন; একাকী হইয়াও সখাগণের অপেক্ষা করিতেছেন; তাঁহার জ্ঞানের সীমা নাই তথাপি অন্বেষণ করেন। সর্ব্বব্যাপী হইয়াও বিচরণ করিতেছেন; মহাপ্রবীন পুরাণ পুরুষ হইয়াও শিশুর রূপ ধারণে ছলনা করিতেছেন। অতএব হে প্রভো! আপনাকে প্রণাম করি", বলিয়া ব্রহ্মা পরে স্তুতি করিয়াছেন। ভগবানের নিরাকার বা সাকার কোন ভাবই মীমাংসিত নহে। যিনি সকল আকারের আকর, তাঁহার আকার নাই বা মূর্ত্তি মাত্রেই ধ্বংসশীল এই মীমাংসা সর্ব্বত্র আদরণীয় নহে। কিন্তু ভগবান্ মূর্ত্তিময় এই বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদনশীল শ্রুতিসমূহের নির্ব্বিরোধার্থ এই ব্রহ্মমোহন প্রসঙ্গে ভগবদাকারের সুসঙ্গীত করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মা যে "নৌমি" বলিয়া ভগবানকে স্তব করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণ যে, "নৌমি" ক্রিয়ার কর্ম্মপদ ভগবান্। প্রয়োজনের অপেক্ষাতেই এইরূপ নবজলধর বিগ্রহবিশিষ্ট ভগবানেই প্রাধান্য; অবাস্তব বস্তুর আর স্তবের প্রয়োজন নাই। অতএব ভগবদ্বিগ্রহ বাস্তবিক কল্পিত নহে ॥ ৫৬ ॥

এই নরাকৃতি পরব্রহ্মই সর্ব্ব-মূল-স্বরূপ নিশ্চয় করা কর্ত্তব্য। দেবতারা ভূমি স্পর্শ করেন না, কিন্তু ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ দেবতা হইয়াও সে অভিমান বিস্মৃত হইলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবা মাত্র চতুর্দ্দিক হইতে বদন চতুষ্টয় বলপূর্ব্বক কৃষ্ণাভিমুখী করত, সত্বর নিজ বাহন হইতে অবতরণ করিলেন; এবং দণ্ডের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইয়া, আনন্দাশ্রু দ্বারা শ্রীহরির চরণারবিন্দ অভিসিঞ্চিত করিতে লাগিলেন। সে প্রেমাশ্রুতে কোন অপবিত্রভাব ছিল না। কৃষ্ণচরণ স্পর্শে ব্রহ্মার হৃদয়বেগ এত উচ্ছলিত হইল যে, পুনরায় আর তাহা ত্যাগে

শনৈরথোত্থায় বিমৃজ্য লোচনে মুকুন্দমুদ্বীক্ষ্য বিনম্রকন্ধরঃ।
কৃতাঞ্জলিঃ প্রশ্রয়বান্ সমাহিতঃ সবেপথুর্গদ্গদয়েলতেলয়া ॥ ৫৯
॥*॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ব্রহ্মমোহাপনোদনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥*॥১৩॥*

শ্রীব্রহ্মোবাচ ॥

নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায় গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায়।

অন্বয়ঃ।

অথ শনৈঃ উত্থায় (বাহ্যভাং) লোচনে বিমৃজ্য মুকুন্দং উদ্বীক্ষ্য সবেপথুঃ কম্পিত-কলেবরঃ সমাহিতঃ কৃষ্ণৈকপ্রাণঃ প্রশ্রয়বান্ বিনীতঃ বিনম্রকন্ধরঃ যথা তথা কৃতাঞ্জলিঃ সন্ গদ্গদয়া ইলয়া বাচা, ঐলন্ত অস্তৌৎ ॥ ৫৯ ॥

ইতি দশমে ত্রয়ে দশঃ।

ব্রহ্মা উবাচ। হে ঈড্য স্তুত্য! অভ্রবপুষে (আপো বিভর্ত্তি ইত্যভ্রং নবীনশ্যামমেঘ

শ্রীধরস্বামী।

সবেপথুঃ সকম্পঃ। অতএব গদ্গদময়াঽনুকরণমেতৎ ইলয়া বাচা ঐলন্ত অস্তৌৎ ॥ ৫৯ ॥

॥ * ॥ ইতি দশমে ত্রয়োদশঃ ॥ * ॥

চতুর্দ্দশেঽদ্ভুতং দৃষ্ট্বা পূর্ব্বাগস্তকনিশ্চয়ং।
অনীশঃ কর্ত্তুমস্তৌষীৎ কৃষ্ণং ব্রহ্মা বিমোহিতঃ ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

লোচনে ইতি দ্বিত্বং পাণিদ্বয়েন লোচনদ্বয়স্যৈব যুগপন্মার্জ্জনোপপত্তেঃ। গদ্গদয়া গদ্গদভাবস্থয়া ইলয়া বাচা ঐলন্ত ঐট্ট অস্তৌৎ ॥ ৫৯ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
ত্রয়োদশোঽত্র দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

ভক্তিজ্ঞানমহৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যান্ধৌ পতন্ বিধিঃ। অস্তৌৎ প্রীতিবিধৌ প্রশ্নোত্তরক্রোক্তং

পরে ক্রমশ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হস্ত দ্বারা লোচনদ্বয় মার্জ্জন করত, শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ করিয়া নতকন্ধর হইলেন এবং চিত্ত স্থির করত অতি বিনীত-ভাবে কৃতাঞ্জলি হইয়া কম্পিত-কলেবরে গদ্গদ বচনে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫৯ ॥

ইতি দশমে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

আভাস।

তাঁহার বাসনা ছিল না; তিনি ভক্তিভরে তদবস্থাতে বহুক্ষণ নিপতিত থাকিয়া, কেবল মুখ-কমল নিরীক্ষণের বাসনাতেই পুনরায় গাত্রোত্থান করিলেন। এবং হস্তদ্বয়ে লোচন মার্জন করত, গদ্গদ স্বরে ভগবানের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫৭ ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥

ইতি দশমে ত্রয়োদশ ॥

বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু-লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়। ১ ॥

অন্বয়ঃ।

স্তদ্বৎ স্নিগ্ধ কৃষ্ণকান্তি বপু র্যস্য তস্মৈ) মেঘশ্যামায়, তড়িদম্বরায় (তড়িদ্বৎ অম্বরে পীত-বাসসী যস্য তস্মৈ) গুঞ্জাবতংস-পরিপিচ্ছলসন্মুখায় (গুঞ্জাভিঃ গুঞ্জাফলৈঃ রচিতৌ অবতংসৌ কর্ণ-ভূষণে তথা পরিপিচ্ছং বর্হাপীড়ং তৈলর্সৎ শোভমানং মুখং যস্য তস্মৈ) বন্যস্রজে (বন্যানি বনভবানি নানাবর্ণপত্রপুষ্পাদীনি স্তদ্রচিতা স্রক্ মালা যস্য তস্মৈ) কবলবেত্রবিষাণবেণুলক্ষ্মশ্রিয়ে (করধৃতদধ্যোদনাদিভিঃ লক্ষ্মভিঃ শ্রীঃ শোভা যস্য তস্মৈ) মৃদুপদে (মৃদূ পাদৌ যস্য পাদয়োর্মৃদুত্বং প্রণামবশাৎ স্পর্শেন জ্ঞাতং কীর্ত্ত্যতে) পশুপাঙ্গজায় (পশুপস্য শ্রীনন্দস্য অঙ্গজায় পুত্রায়) তে তুভ্যং নৌমি স্তৌমি ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

স্বকৃতাপরাধেন ভিয়া সকম্পস্তয়া ভগবন্মহিমানমনবগাহমানো যথাদৃষ্টস্বরূপমেব কীর্ত্তয়ন্নাহ নৌমীতি। হে ঈড্য স্তুত্য তে তুভ্যং নৌমি দ্বিতীয়ার্থে চতুর্থী। অথবা। নৌমীত্যুক্ত্বা প্রস্তুতস্য ভগবতঃ কর্ম্মত্বেঽপ্যস্যাস্তে প্রয়োজনাপেক্ষায়ামেবমুক্তং। ভগবানেব প্রয়োজনমিতি তাদর্থ্যে চতুর্থী। যদ্বা। তে তুভ্যং ত্বামেব প্রসাদয়িতুং ত্বামেব নৌমীত্যর্থঃ; অভ্রবং বপুর্যস্য তস্মৈ। তড়িদম্বরং যস্য তস্মৈ। গুঞ্জাভিরবতংসৌ কর্ণভূষণে পরিপিচ্ছঞ্চ বর্হাপীড়ং তৈলর্সন্মুখং যস্য তস্মৈ। বন্যাঃ স্রজো যস্য তস্মৈ। কবলাদিভি র্লক্ষ্মভিঃ শ্রীঃ শোভা যস্য তস্মৈ। মৃদূ পাদৌ যস্য তস্মৈ পশুপাঙ্গজায় পশুপস্য অঙ্গজায় নন্দস্যাত্মজায় ॥ ১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

চতুর্দ্দশে। মম রত্নবণিগ্ ভাবং রত্নানাং পরিচিহ্নতঃ। হসন্ত সন্তো জিহ্রেমি ন স্বস্বাস্ত-বিনোদকৃৎ। শ্রীমল্লোকৃপদাম্ভোজধ্যানমাত্রৈকসাহসং। বিধিস্তবাম্বুধেঃ পারং যিষাসতি মদ্মনা মম। নিখিলসচ্চিদানন্দস্বরূপমূলভূতং শ্রীগোপেন্দ্রনন্দনং সাক্ষাদনুভূয় তত্রৈবোদ্ভূত-

ব্রহ্মা বলিলেন, হে জগৎবন্দ্য নন্দনন্দন! আপনাকে প্রণাম করি! আপনার কৃষ্ণকান্তি ও পরিহিত পীতবসনে যেন সৌদামিনী পরিবেষ্টিত নবীন নীরদের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিতেছি। গুঞ্জাফলের কর্ণ-ভূষণে ও ময়ূরপুচ্ছের শিরোভূষণে আপনার বদন বিকশিত কমলের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে; গলদেশে বনফুলের মালা, হস্তে দধিমিশ্রিত অন্ন, কক্ষে বেত্র বিষাণ ও বেণু; বক্ষস্থলে শ্রীবৎসলাঞ্ছিত চিহ্নাদি দর্শনে এবং সুকোমল চরণ স্পর্শে আজ কৃতার্থ হইলাম! ১ ॥

আভাস।

তখন ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব নিরীক্ষণ করিয়া স্বীয় অভিমানে জলাঞ্জলি দিলেন এবং ভগবানে অচলা ভক্তিলাভে ভগবৎ প্রীতির বাসনায়, ভগবানকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য স্বেচ্ছাময়স্য নতু ভূতময়স্য কোঽপি।

অন্বয়ঃ

হে দেব! অস্যাপি ভূতময়স্য বিরাট্ রূপস্য স্বেচ্ছাময়স্য স্বক্রীড়ার্থং স্বেচ্ছয়া প্রকটিতস্য মদনুগ্রহস্য (মম ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহস্য তথা জীবস্যানুগ্রহো ভোগসম্পত্তিঃ যেন তস্য) তব বপুষঃ

শ্রীধরস্বামী।

নন্বু নৌমীতি প্রতিজ্ঞায় কিং স্বরূপানুবাদমাত্রং ক্রিয়তে ইত্যত আহ অস্যাপীতি। ভো দেব অস্যাপি স্থূলভবেন প্রকাশিতস্যাপি তব বপুষঃ অবতারস্য মহি মহিমানং অবসিতুং জ্ঞাতুং কোঽপি ব্রহ্মা অহমপি ন ঈশে ন শক্নোমি। যদ্বা। কশ্চিদপি ন ঈশে সমর্থঃ আসীৎ। স্থূলভত্বায় বিশেষণদ্বয়ং। মদনুগ্রহস্য মমানুগ্রহো যস্মাৎ তন্মদনুগ্রহং তস্য। কিঞ্চ স্বেচ্ছাময়স্য স্বীয়ানাং ভক্তানাং যথা যথেচ্ছা তথা তথা ভবতঃ। তর্হি কিমিতি জ্ঞাতুং ন শক্যতে অত আহ নতু ভূতময়স্য শুদ্ধসত্ত্বাত্মকস্য যদা অস্যৈবং তদা কথং পুনঃ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভক্তিনিষ্ঠস্তমেব বিধি বর্ণয়তি। নৌমীতি। হে ঈড্য অধুনৈব দৃষ্টব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত সর্ব্ববস্তুতঃ বাসুদেব-সহস্রাংশিত্বেন পরমস্তব্য তে তুভ্যং নৌমি স্তত্যা ত্বামভিপ্রৈমি। পত্যে শেতে ইতিবদেতাং স্তুতিং তুভ্যং দদামীত্যর্থঃ। যদ্বা। ত্বামেব প্রাপ্তুং প্রসাদয়িতুং বা ত্বাং নৌমি। অব্রতুল্যবপুষে অড়িদ্বদম্বরায়েতি ভূতল-সন্তাপহারিত্বং ভক্তচাতকজীবনত্বঞ্চ। গুঞ্জা চূড়াবর্ত্তিনী অবতংসঃ পৌষ্পঃ চূড়াবর্ত্তী শ্রোত্রবর্ত্তী চ। পরিপিচ্ছং উৎকৃষ্টবর্হং চূড়াগ্রবর্ত্তি তৈলসন্মুখং যস্যেত্যসাধারণ-লক্ষণবত্ত্বং। বৈকুণ্ঠীয়ানর্ঘ্যরত্নালঙ্কারেভ্যোঽপি বৃন্দাবনীয় গুঞ্জাদীনামুৎকর্ষশ্চ। বন্যা বৃন্দাবনীয়া এব পত্রপুষ্পমন্যঃ স্রজো যস্যেতি নিঃশ্রেয়সবনস্থপারিজাতাদীনাং নিকর্ষঃ। কবলাদিভি র্লক্ষ্মিরেব শ্রীঃ শোভা যস্যেতি গোপবালোচিতাচরণস্যৈব স্তদীয় সর্ব্বাচরণেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং। মৃদু অস্তিসুকুমারৌ পাদৌ যস্যেতি তাভ্যাং বনভ্রমণদর্শিনাং কারুণ্যপ্রেমমূর্চ্ছোৎপাদকত্বং পশুপাঙ্গ-জায়েতি শ্রীবসুদেবাদিভ্যোঽপি শ্রীমন্নন্দস্য সৌভাগ্যাধিক্যং ব্যঞ্জিতং॥ ১॥

নন্বু ভো ব্রহ্মংস্ত্বং জগদৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ অহন্তু বন্যগোপালপুত্রস্ত্বং পুরাতনঃ অহন্তু বালস্ত্বং বেদার্থতাৎপর্য্যবিজ্ঞত্বাৎ পরমবিদ্বান্ সদাচারপরায়ণঃ অহন্তু বৎসচারকত্বাৎ জ্ঞান-

---

হে দেব! কেবল আমার ও জগৎবাসী জীবনিচয়ের মঙ্গলসাধনের জন্যই যে বিরাট্‌রূপ ইচ্ছাবিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন, তাহা অপরের কথা দূরে থাকুক্, যখন আমি স্বয়ং ব্রহ্মাও সমাহিত অন্তঃকরণে অবধারণে সক্ষম

আভাস।

নিখিল সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত যাবতীয় দৃশ্যমান পদার্থের মূলভূত সাক্ষাৎ গোপরাজ নন্দ-নন্দনকে অবলোকন করিয়া, স্বকৃত অপরাধ স্মরণে কম্পিত হইয়া উঠিলেন; এবং দৃশ্যমান জগৎ বাসুদেব মহিমার তুলনায় সহস্রাংশেরও একাংশ নহে এই বিবেচনায়, বাসুদেব মূর্ত্তিই যে সর্ব্বাপেক্ষা বন্দ্যনীয় তাহাই নিশ্চয় করিলেন; এবং ভক্তি সহকারে

নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ সাক্ষাত্তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।

কোঽপি ব্রহ্মাঽহমপি, আন্তরেণ অন্তর্মুখীকৃতেনাপি, মনসা মহি মহিমানং, অবসিতুং জ্ঞাতুং, ন ঈশে ন সমর্থঃ. (তদাতু) সাক্ষাৎ আত্মসুখানুভূতেঃ সচ্চিদাত্মকস্য নতু ভূতময়স্য অচিন্তশুদ্ধসত্ত্বাত্মকস্য, তব (মহিমানং অবসিতুং নেশে ইতি তু) কিমুত কিমুবক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সাক্ষাত্তবৈব কেবলস্য আত্মসুখানুভূতেরেব স্বসুখানুভবমাত্রস্য অবতারিণো গুণাতীতস্য মহিমানং আন্তরেণাপি নিরুদ্ধেনাপি মনসা কো জ্ঞাতুং সমর্থো ভবেৎ। অথবা ভূতময়স্যাপি বিরাট্ রূপস্য তব ত্বন্নিয়ম্যস্য বপুষঃ মহি অবসিতুং কোঽপি নেশে তদা সাক্ষাত্তবৈবাসাধারণস্য নিয়ম্যনিয়ন্তৃভেদ-রহিতস্য উক্তলক্ষণস্যাস্য মহি মহিমানং অবসিতুং কোঽপি নেশে ইতি কিমুত বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শূন্যঃ স্মার্ত্তাচারগন্ধমপ্যজানংস্তিষ্ঠন্ ভ্রাম্যন্নপ্যোদনকবলং ভুঞ্জানস্ত্বং মায়ী পরমসুখী সাক্ষাৎ পরমেশ্বর এব অহন্তু ত্বন্মায়ামোহিতো মনোদুঃখেন বনং পর্য্যটংস্তব স্তবং কর্ত্তুং নার্হামীতি বক্রোক্তিমাশঙ্ক্য সত্যমজ্ঞানান্মহাপরাধমহমকরবমিত্তি ব্যঞ্জয়ন্নাহ অস্যেতি। হে দেব অস্যাপি বালচেষ্টাময়স্য প্রকটিতমৌগ্ধস্য তব বপুষো মহিমানমবসয়িতুং জ্ঞাতুং নেশে ন শক্নোমি কিমুত কৈশোরলীলস্য প্রকটয়িষ্যমাণমহাচাতুর্য্যস্য বপুষোঽপি মহি জ্ঞাতুং নেশে কিমুত তব আত্মনো মনসো যা সুখানুভূতি স্তস্যা নিরতিশয়স্বানন্দময়োঽপি বৎসচারণাদিনা যাদৃশং সুখমনুভবসি তস্যোত্তার্থঃ। তথা ত্বৎসহচরাণামপি মনঃসুখানুভূতে

হইতেছি না, তখন আপনার সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ অচিন্ত্য শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক স্বরূপের মহিমা যে, কেহই প্রণিধানে যোগ্য নহে, সে বিষয়ে আর বক্তব্য কি! ॥ ২ ॥

আভাস।

সেই মূর্ত্তির আরাধনাতেই যে ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটিবে, এই সিদ্ধান্ত স্থির করত স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, হে দেব! "তে তুভ্যং নৌমি" আপনাকে প্রণাম করি। এস্থলে দ্বিতীয়ার অর্থে (ত্বাং শব্দের পরিবর্ত্তে) তে তুভ্যং এই চতুর্থী বিভক্তিবিশিষ্ট পদ প্রয়োগ করা হইয়াছে। অর্থাৎ হে ভগবান্! আপনাকেই প্রণাম ও স্তব করি। কিন্তু প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য ব্যতীত জগতে কোন কর্ম্মেরই প্রবৃত্তি দৃষ্টিগোচর হয় না; এই ন্যায় রক্ষা করিবার অভিপ্রায়েই গ্রন্থকার এস্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তির পরিবর্ত্তে চতুর্থী প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ যেমন "জ্ঞানায় পঠনং" এই চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত "জ্ঞানায়" পদ প্রয়োগ করায় জ্ঞান লাভার্থই পাঠ করা বিধেয় বুঝায়, সেই রূপ ভগবৎপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই ভগবানকে স্তব করা ব্রহ্মার উদ্দেশ্য; তদ্ব্যতীত অন্য কোন লক্ষ্য ব্রহ্মার হৃদয়ে ছিল না। ব্রহ্মা সেই নিমিত্তই ভগবানকে বলিলেন, হে দেব! আমি আপনাকে প্রসন্ন করিবার

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মর্হিজ্ঞাতুং নেশে কিমুত সাক্ষাত্তবৈব অন্তরেণ প্রত্যাহৃত্যান্তর্বশীকৃতেনাপি মনসা কিমুতাস্থিরেণ। তথা কো ব্রহ্মাহপ্যহং নেশে কিমুতান্য ইতি কৈমুত্যপঞ্চকং মমাপি জ্ঞানসম্ভাবনায়াং ন শাস্ত্রাভ্যাসতপোযোগাদিকং হেতুঃ কিন্তু কৃপাকটাক্ষকণ এবেতি ব্রুবন্ বপুর্বিশিনষ্টি। ময্যপরাধিন্যপ্যনুগ্রহো মহৈশ্বর্য্যদর্শনোত্থমোহোত্তরকালদর্শনদানাদনুমিতো যস্য তস্য। অনুগ্রহে হেতুঃ। স্বেচ্ছাময়স্য স্বীয়ানাং প্রেমভক্তিমতাং যথা যথা যা যা ইচ্ছা-দিদৃক্ষা-সিসেবিষাদি তন্ময়স্য ভক্তবৎসলত্বাৎ তত্তৎসম্পাদকস্যেত্যর্থঃ। অতো ময্যপি ভক্তাভাসবত্ত্বাদপরাধিত্বেহপ্যনুগ্রহলেশপ্রাপ্ত্যধিকার ইতি ভাবঃ। নন্বিচ্ছানুগ্রহো নরবপুর্ধর্ম্মাবিত্যত আহ নতু ভূতময়স্য ভূতময়ং হি বপুর্ভবতি নতু চিন্ময়ং। অতএব ব্রহ্মসংহিতায়ামুক্তং! অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তীতি এতচ্চ সর্ব্বেন্দ্রিয়বত্ত্বং তদেতস্য গোবিন্দস্যাঙ্গানাং যথাকালং অন্যান্ অবতারান্ প্রত্যেব তদঙ্গানাং যথাকালমন্যান্ প্রত্যেব নতু সাক্ষাত্তং প্রতি। সতু স্বচক্ষুর্ভ্যামেব পশ্যতি স্বশ্রোত্রাভ্যামেব শৃণোতি স্বমনসৈব বিচারয়তি। নতু স্বপাণিভ্যামপি পশ্যতি ইত্যাদি বিবেচনীয়ং। অথবা অস্যাপি দেববপুষো দেবাকারস্য অধুনৈব তয়া দর্শিতস্য বাসুদেবমূর্ত্তে র্মদনুগ্রহস্য চতুঃশ্লোকীভাগবতোপদেষ্টৃত্বেন ময্যনুগ্রহবতঃ স্বীয়স্যাংশিন স্তবেচ্ছাসংপাদকস্য ত্বদিচ্ছাসংপাদকত্বেহপি ন বয়মিব ভৌতিকা ইত্যাহ নতু ভূতময়স্য মহি মহিমানং কো ব্রহ্মাপি স্বব্যঞ্জকান্ বেদান্ বেদফলং শ্রীভাগবতঞ্চাধ্যাপিতোহপ্যহং জ্ঞাতুং নেশে কিমুত সাক্ষাত্তবৈব নরবপুষঃ সর্ব্বাংশিনঃ স্বয়ং ভগবতঃ কথম্ভূতস্য আত্মনঃ স্বস্য সুখেষু দধিচৌর্য্যগোপিকাস্তন্যপানবৎসচারণবাল্যচাপল্যাদ্যাত্মেষু স্বাবতারান্তরাসাধারণেষু অনুভূতির্যস্য তস্য ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অভিপ্রায়েই আপনাকে স্তব করিতেছি! হে দেব! আপনার নবীন নীরদের ন্যায় শ্যাম কলেবর ও পীতাম্বর বসন দর্শনে আপনি যে ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী তাহা স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে। জলদের শুভাগমে জগতের সন্তাপ ও চাতকের তৃষ্ণা নিবারণ হয়, সন্দেহ নাই; সেই নিমিত্তই আপনি ঐরূপে প্রতীয়মান হইয়া সংসারের দুঃখ ও ভক্ত চাতকের আশা পূরণে সম্পূর্ণ প্রস্তুত প্রকাশ করিতেছেন। মণিময় মহামূল্য আভরণ তুচ্ছ করিয়া, কেবল বৃন্দাবনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই সামান্য গুঞ্জফল ও বৃন্দাবনীয় পত্র পুষ্প ও ময়ূরপুচ্ছে আপনাকে এত শোভিত করিয়াছেন। যাবতীয় লীলার মধ্যে গোপবালোচিত ব্যবহারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ত্বৎসঙ্গী ভক্তের মধ্যে গোপপতি নন্দরাজেরই সৌভাগ্যাতিশয় প্রকাশার্থ অদ্য এই বেশে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। কিন্তু হে প্রভো! যে পাদপদ্ম আমার হৃদয়পদ্মাপেক্ষাও সুকোমল, তাহা কি আর এই কণ্টকাকীর্ণ পাষাণময় ভূমে রাখা উচিত? অদ্য আমার হৃদয়কমল বিকশিত করত ঐ সুকোমল চরণ নিহিত করিয়া, অচ্যুত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও! ॥ ১ ॥

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং।

অন্বয়ঃ।

জ্ঞানে জ্ঞাননিমিত্তং প্রয়াসং শ্রমং, উদপাস্য দূরত স্ত্যক্ত্বা, স্থানে সতাং নিবাসস্থানে, স্থিতাঃ সন্মুখরিতাং (সদ্ভিঃ ভগবদ্ভক্তৈঃ মুখরিতাং স্বভাবত এব নিত্যং প্রকটিতাং) শ্রুতি গতাং শ্রবণপ্রাপ্তাং, ভবদীয়বার্ত্তাং কথাং, যে তনুবাঙ্মনোভিঃ নমন্তঃ সৎকুর্ব্বন্তো যে জীবন্তি

শ্রীধরস্বামী।

তর্হি কথং অজ্ঞাঃ সংসারং তরেয়ুরত আহ জ্ঞান ইতি। উদপাস্য ঈষদপ্যকৃত্বা সদ্ভির্মুখরিতাং স্বতএব নিত্যং প্রকটিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং স্বস্থান এব স্থিতাঃ তৎসন্নিধি-মাত্রেণ স্বতএব শ্রুতিগতাং শ্রবণপ্রাপ্তাং তনুবাঙ্মনোভিঃ নমন্তঃ সৎকুর্ব্বন্তো যে জীবন্তি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্থ তর্হি তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতীতি শ্রুতেরজ্ঞানাল্লোকাঃ কথং সংসারং তরেরন্নত্রাহ জ্ঞান ইতি। উদপাস্য ঈষদপ্যকৃত্বা সন্মুখরিতাং সন্তো মৌনশালিনোঽপি স্বমাধুর্য্যেণ মুখরিতা মুখরীকৃতা যয়া তাং। ভবদীয়ানাং বা বার্ত্তাং স্থানে সতাং নিবাস এব স্থিতা নতু তীর্থান্যপ্যটন্তঃ সন্তঃ শ্রুতিগতাং তৎসন্নিধিমাত্রেণ স্বতএব শ্রুতিগতাং শ্রবণপ্রাপ্তাং তনুবাঙ্মনোভিরারব্ধপরিসমাপ্ত্যা নমন্তঃ। তত্র তন্বা পাণিভ্যাং সহ শার্ঙ্গা

কিন্তু তথাচ জ্ঞানলাভার্থ বৃথা পরিশ্রম না করিয়া, যাঁহারা কেবল সাধু ভক্ত সমীপে অবস্থিতি পূর্ব্বক তাঁহাদের মুখনিঃসৃত অনায়াস-লভ্য আপনার আভাস।

অনন্তর ব্রহ্মা ভাবিলেন যে, তিনি ভগবানের প্রতি পরীক্ষার্থ মায়া বিস্তার করায় যে মহাপরাধ করিয়াছেন, এক্ষণে পাছে শ্রীহরি সেই অপরাধ স্মরণ করিয়া বক্রোক্তি দ্বারা তাঁহাকে ব্যঙ্গ করত বলেন যে, হে ব্রহ্মন্! আপনি জগদৈশ্বর্য্যের অধিপতি, আর আমি সামান্য বনবাসী গোপপুত্র; আপনি সকলের আদিভূত পুরাতন পুরুষ এবং আমি অতি অল্পবয়স্ক একটী নবীন শিশু; আপনি সমস্ত বেদার্থ অবগত থাকায় মহাপণ্ডিত, জ্ঞানী ও সদাচারপরায়ণ; এদিকে আমি আজন্ম বৎসচারণ করাইয়া বনে বনে বিচরণ করায় একটী মহামূর্খ হইয়াছি। ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত আচার ব্যবহারের লেশ মাত্রও আমি অবগত নহি। এই দেখুন! বনে বিচরণ করিতে করিতে অন্নভোজন করিতেছি। এতদ্ব্যতীত আপনি ঘোরমায়ী; আমি আপনার মায়ায় ভ্রান্ত হইয়া, এই দেখুন! কত দুঃখ অনুভব করিতেছি। এমন কি? আপনার যে স্তব করি, এমন সামর্থ্য ও আমাতে ঘটে নাই। তবে আপনি কি নিমিত্ত আমার নিকট যেন ভ্রান্তের ন্যায় এমত মিনতি করিতেছেন? ব্রহ্মা এইরূপ ভগবদ্বাক্যের আশঙ্কায় পূর্ব্বেই স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিলেন, হে দেব! আমি আদিপুরুষ সর্ব্ববেদার্থতত্ত্বজ্ঞ জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা হইলেও, আমাতে এমন সামর্থ্য

স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাং ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।

হে অজিত! (কাল-কর্ম্মাদিভিঃ অজিতোঽপি) প্রায়শঃ ত্রিলোক্যাং তৈঃ ত্বং জিতোঽসি বশীকৃতোঽসি। (ধর্ম্মাদি-চতুর্ব্বিধ-পুরুষার্থ-প্রদো ভবান্ যেষাং প্রসন্ন স্তেষাং জ্ঞানাদিকং কিং দুর্ল্লভং কথং বা সংসার ইতি ভাবঃ) ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কেবলং যদ্যপি নান্যৎ কুর্ব্বন্তি তৈঃ প্রায়শ স্ত্রিলোক্যাং অন্যৈরজিতোঽপি ত্বং জিতঃ প্রাপ্তোঽসীতি কিং জ্ঞানশ্রমেণেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভূমিস্পর্শেন। বাচা কৃষ্ণকথায়ৈ তদাস্বাদকেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যশ্চ নমস্ত ইতি বচনেন মনসা শ্রুতাঃ কথায়াঃ অবধারিকয়া বুদ্ধ্যা প্রণমন্তো যে জীবন্তি কেবলং যদ্যপি নান্যৎ কুর্ব্বন্তি তদপি তৈঃ প্রায়শস্ত্রিলোক্যামন্যৈরজিতোঽপি ত্বং জিতোঽপি বশীকৃতোঽপি ভবসি। জ্ঞানাল্লব্ধমুক্তিভিস্তু ন বশীকৃতো ভবস্যতঃ সংসারতরণং কথাশ্রোতৃণাং কিং চিত্রমিতি ভাবঃ। অতস্বৎকথৈকদেশজ্ঞানমেব তজ্জ্ঞানং তেন সংসারমপি তরন্তীতি শ্রুত্যর্থো জ্ঞেয় ইতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

লীলাকথা শ্রবণে কায়মনোবাক্যে নিবিষ্ট হইয়া জীবন অতিবাহিত করেন, হে ভগবন্! আপনি ত্রিলোক-মধ্যে সকলের অজেয় হইলেও, তাঁহাদিগের বশীভূত হন! ॥ ৩ ॥

আভাস।

নাই যে, আমি আপনার এই প্রকাশ্যে মুগ্ধ শিশুবেশের মহিমা সম্যক্ অবগত হই! তখন কৈশোর লীলাদি পরিজ্ঞানে যে অসমর্থ, তাহার আর পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। ইহার উপর আপনার সচ্চিদানন্দ পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপের চিন্তা আমার পক্ষে কল্পনা মাত্র; কারণ আমি যখন আপনার নিত্য পার্ষদগণের রূপ নির্দ্ধারণে সক্ষম হইলাম না, তখন আপনার স্বরূপের গন্ধ মাত্রও মদীয় হৃদয়ে উপলব্ধ হইবার সম্ভাবনা কি? হে প্রভো। আমি যে, সকল ঐশ্বর্য্যে বিভূষিত হইয়া বিখ্যাত হইয়াছি সে সকল আমার নিজের গুণে নহে; কেবল আপনার কৃপাকটাক্ষের কণামাত্র বরিষণে, সন্দেহ নাই। আপনার অনুগ্রহের পরিসীমা নাই। আমি আপনার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেও, আপনি আমার মোহ নিবারণ করত, এই অভিনব আত্মস্বরূপ প্রদর্শনে আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। হে ভগবন্! এই বিশেষত্ব কেবল আপনাতেই আছে। আপনার প্রেমিক ভক্ত আপনাকে যে ভাবে, যে রূপে ও যে অভিপ্রায়ে চাহে আপনি তাহার সমীপে সেই ভাবে, সেইরূপে ও সেই অভিপ্রায়ের পূরণ করিয়া দর্শন দেন। আপনি ভক্তবৎসল! ভক্তের সাধ

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।

অন্বয়ঃ।

হে বিভো! শ্রেয়ঃস্রুতিং (শ্রেয়সাং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং স্রুতিঃ সরণং যস্যাঃ তাং) তে তব ভক্তিং উদস্য ত্যক্ত্বা যে কেবলবোধলব্ধয়ে (ভক্তিনিরপেক্ষজ্ঞানাবাপ্তয়ে) ক্লিশ্যন্তি (শাস্ত্রাভ্যাসাদিক্লেশং কুর্ব্বন্তি) স্থূলতুষাবঘাতিনাং (ধান্যং পরিত্যজ্য কণহীনান্

শ্রীধরস্বামী।

ভক্তিং বিনা জ্ঞানং নৈব সিধ্যেদিত্যাহ শ্রেয়ঃ স্রুতিমিতি। শ্রেয়সাং অভ্যুদয়াপবর্গ-লক্ষণানাং স্রুতিঃ সরণং যস্যাঃ সরস ইব নির্ঝরাণাং তাং তে তব ভক্তিং উদস্য ত্যক্ত্বা

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শ্রবণকীর্ত্তনাদিনামেকতরয়াপি ভক্ত্যা কৃতার্থা ভবন্তি। যদুক্তং নৃসিংহপুরাণে। পত্রেষু পুষ্পেষু ফলেষু তোয়েষ্বক্রীতলভ্যেষু সদৈব সৎসু। ভক্ত্যা সুলভ্যে পুরুষে পুরাণে মুক্ত্যে কিমর্থং ক্রিয়তে প্রযত্ন ইতি তদপি যে তাং পরিহায় জ্ঞানে প্রয়াসবন্ত স্তেষাং দুঃখমেব ফল-তীত্যাহ শ্রেয়সামভ্যুদয়াপবর্গলক্ষণানাং স্রুতিঃ সরণং যস্যাঃ সরস ইব নির্ঝরাণাং তাং তব ভক্তিং উদস্যেতি শ্রীস্বামিচরণানাং ব্যাখ্যা শ্রেয়াংসি জ্ঞানকর্ম্মাদিনানাসাধনসাধ্যানি

হে বিভো! আপনার ভক্তিই ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি যাবতীয় শ্রেয়ের এক মাত্র নিধান। যে সকল দুর্ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কেবল জ্ঞানলাভের নিমিত্ত ভবদীয় ভক্তির অপেক্ষা না করিয়া, শাস্ত্রপাঠাদি নিমিত্ত প্রচুর ক্লেশ সহ্য

আভাস।

আপনিই মিটাইয়া থাকেন। অতএব আমি প্রকৃত ভক্ত না হইলেও, কণামাত্র ভক্তি-সহায়ে মহান্ অপরাধী হইয়াও আপনার এই অনুগ্রহ লেশের অধিকারী হইয়াছি। তথাচ হে দেব! আপনাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলাম না। কারণ আপনার দেহ ইন্দ্রিয়ের অগোচর, পাঞ্চভৌতিক পদার্থের অতীত, বিশুদ্ধ সত্ত্বময়; এবং আপনার স্বরূপ সুখময় জ্ঞাপ্তিমাত্র; আপনি গুণের অতীত; সুতরাং অভিনিবেশ পূর্ব্বক প্রণিহিতমনা হইলেও, সগুণ মনের দ্বারা আপনার নির্গুণ স্বরূপের উপলব্ধি নিতান্তই অসম্ভব। এস্থলে "ভূতময়স্য" শব্দে বিরাটরূপী বলিয়া ভগবানকে গ্রহণ করিলেও, তাঁহাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলা যায় না। কারণ আপনার নিকট আপনার নিয়মিত সকল দেহ বা পদার্থের উপলব্ধি হইলেও, নিয়মনকারী আপনাকে অন্য কে উপলব্ধি করিতে পারে? ॥ ২ ॥

এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, ভগবৎস্বরূপের যদি সাক্ষাৎকার না ঘটে, তাহা হইলে জীব কোন্ উপায়ে সংসার হইতে নিস্তার লাভ পায়? এই অর্থে শ্রুতিও প্রচার করিয়াছেন যে, সেই ভগবানকে পরিজ্ঞাত হওয়া ব্যতীত সংসার অতিক্রমণের অন্য কোন উপায় নাই। এতদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন, সত্য! কিন্তু তজ্জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন নাই।

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।

স্থূলধান্যাভাসান্ তুষানবঘ্নতাং তদন্তস্তণ্ডুলাভাবাৎ অবহননজনিতহস্তক্লেশঃ এব ভবতি ন তণ্ডুললাভঃ) যথা তথা তেষাং অসৌ (শাস্ত্রাভ্যাসজনিতঃ) ক্লেশলঃ ক্লেশঃ এব অবশিষ্যতে অন্যৎ ন ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

শ্রেয়সাং মার্গভূতামিতি বা তেষাং ক্লেশল এব শিষ্যতে। অয়ং ভাবঃ। যথা অল্পপ্রমাণং ধান্যং পরিত্যজ্য অন্তঃকণহীনান্ স্থূলধান্যাভাসান্ স্তুষান্ যে অপঘ্নন্তি তেষাং ন কিঞ্চিৎ ফলং। এবং ভাক্তং তুচ্ছীকৃত্য যে কেবলবোধলাভায় প্রযতন্তে তেষামপীতি ॥ ৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ফলানি যয়ৈব স্যুস্তাং ভক্তিং ত্যক্ত্বেত্যর্থঃ। তেষাং অসৌ বোধঃ ক্লেশলঃ ক্লেশং লাতি দদাতীতি সঃ শিষ্যতে পর্য্যবসিতো ভবতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। স্থূলতুষাবঘাতিনাং অল্পপ্রমাণং তণ্ডুলং পরিত্যজ্য যতস্ততঃ পরিশ্রম্যানীয় পর্ব্বতপ্রমাণং স্থূলতুষপুঞ্জং সঞ্চিত্য তস্যান্তঃকণহীনধান্যাভাসস্যাবঘাতং কুর্ব্বতাং জনানাং যথা স স্থূলতুষঃ ক্লেশলঃ কেবলং হস্তাদিবেদনামাত্রফলপ্রদঃ ॥ ৪ ॥

করে, ধান্য ত্যাগ পূর্ব্বক তুষাবঘাতীর তণ্ডুল লাভের পরিবর্ত্তে বৃথা হস্তের বেদনাদি ক্লেশ প্রাপ্তির ন্যায়, ঐ সকল ব্যক্তির কেবল শাস্ত্রাধ্যয়নরূপ পণ্ডশ্রম হয় মাত্র; প্রকৃত জ্ঞানলাভে তাহারা কোন মতে সমর্থ হয় না ॥ ৪ ॥

আভাস।

জ্ঞানলাভার্থ বিশেষ পরিশ্রম না করিয়া, যাঁহারা কেবল সাধুভক্তগণের সঙ্গ করেন, তাঁহারাই ভবযন্ত্রনা এড়াইতে পারেন, সন্দেহ নাই। কারণ ভক্তসংসর্গে ভগবৎকথা অহরহঃ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়; তাঁহারা আর তীর্থাদি পর্য্যটনে প্রয়াস না করিয়া, যদি ঐকান্তিক হৃদয়ে অনায়াস শ্রুত ভগবদ্বার্ত্তায় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করত কায়মনোবাক্যে তদভিমুখী হয়, এবং কার্য্যান্তরে আসক্তি পরিত্যাগ করত বিষ্ণু ও বৈষ্ণবকে অবনত মস্তকে ও বিনীত-ভাবে প্রণাম করে, তাহা হইলে হে ভগবন্! আপনি সকলের অজিত হইলেও, তাদৃশ শ্রবণশীল জনগণের বশীভূত হন, সন্দেহ নাই। হে দীনবন্ধো! আপনি যাহার বশীভূত আর তাহার কি জ্ঞান বা ভক্তির অপেক্ষা থাকে? না সংসারের ভয় থাকে? সেই নিমিত্ত ভক্ত ভগবানের অপেক্ষা ভগবন্নামের মাহাত্ম্য অধিক বলিয়া সংসারী জীবগণকে উত্তেজিত করেন ॥ ৩ ॥

ভক্তি ব্যতীত কখন জ্ঞানলাভেরও সম্ভাবনা নাই; এবং শ্রবণ বা কীর্ত্তনাদি যে কোনটী অবলম্বনে যে ভক্তির উদয় হয়, জীব তদ্দ্বারাই কৃতার্থ হইতে পারে। নৃসিংহপুরাণেও উক্ত হইয়াছে যে, পত্র, পুষ্প, ফল ও জল, এ সমস্ত বস্তু সদা সর্ব্বত্র সুলভ; ইহার সংগ্রহে

পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিনস্ত্বদর্পিতেহা নিজকর্ম্মলব্ধয়া।

অন্বয়ঃ।

হে ভূমন্ অপরিচ্ছিন্নমাহাত্ম্য! ইহ (লোকে) বহবঃ পুরা প্রথমং যোগিনঃ (ভক্তিব্যতিরিক্তানেকোপায়বন্তঃ) অপি (অকৃতার্থাঃ সন্তঃ পশ্চাৎ) ত্বদর্পিতেহাঃ ত্বয়ি সমর্পিতচিত্তাঃ নিজকর্ম্মলব্ধয়া (বর্ণাশ্রমবিহিতনিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মপ্রাপিতয়া) কথোপনীতয়া

শ্রীধরস্বামী।

ভক্ত্যৈব জ্ঞানং নান্যথেতি অত্র সদাচারং প্রমাণয়তি পুরেতি। হে ভূমন্ ইহলোকে পূর্ব্বং যোগিনোঽপি সন্তঃ যোগৈ জ্ঞানমপি প্রাপ্য পশ্চাৎ ত্বদর্পিতেহাঃ ত্বয়ি অর্পিতা লৌকি-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

এবং শ্লোকদ্বয়েনান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ভগবৎপ্রাপ্তৌ ভক্তিমেব স্থিরীকৃত্য তত্র সদাচারং প্রমাণয়তি পুরেতি। হে ভূমন্ প্রভো ইহ জগতি যোগিনো ভক্তিযোগবন্তঃ। এবং তয্যেবার্পিতা ঈহা চেষ্টা যৈস্তদ্ভক্ত্যর্থমেব সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারং কুর্ব্বাণা ইত্যর্থঃ। ভক্তিযোগশ্রদ্ধাবতাং বর্ণাশ্রমকর্ম্মানুধিকারান্নিজকর্ম্মশ্রবণকীর্ত্তনাদেব তেন লব্ধয়া বিশেষতস্তু কথয়া শ্রুতকীর্ত্তিতস্মৃতয়া উপ আধিক্যেন নীতয়া প্রাপিতয়া ভক্ত্যা প্রেমলক্ষণয়ৈব বিবুধ্য বিজ্ঞায়

হে অপরিচ্ছিন্নমহিন্! ইহলোকে অনেকে প্রথমত ভক্তি ব্যতীত অনেক উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়াও, উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হন নাই; পরে আপনাতে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক নিজ বর্ণাশ্রমোচিত নিত্য

আভাস।

কোন বিশেষ মূল্যাদির প্রয়োজন করে না। এই সমস্ত সুখলভ্য পদার্থের অর্পণে যখন অনায়াসে সেই পরমপুরুষ শ্রীনাথে ভক্তি লাভ হয়, তখন মুক্তির কামনায় জনগণ কেন বৃথা পরিশ্রম করে? বিশেষত সেই ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া, যাহারা জ্ঞানের জন্য যত্নশীল হয়, তাহাদের কেবল পরিশ্রমমাত্র সার। কারণ নির্ঝরিণী যেমন তটস্থ লোক সকলকে স্বকীয় জলদানে তৃপ্ত করে, যেহেতু জলের আধারই নির্ঝরিণী; সেইরূপ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গের আশ্রয়ই ভগবদ্ভক্তি। ভক্তি ভক্তগণকে যাবতীয় ফল প্রদানে বিভূষিত করে। এবং নানা সাধন দ্বারা সিদ্ধ জ্ঞানও এক ভক্তিপ্রভাবে জীব লাভ করে, সন্দেহ নাই। যেমন অল্প পরিমাণে ধান্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, পর্ব্বত প্রমাণ স্থূল কণাহীন তুষের রাশী আনয়ন করত তণ্ডুল প্রার্থনায় যদি কেহ তাহাতে আঘাত করে, তাহার যেমন উদ্দেশ্য লাভ হয় না বরং পরিশ্রম জন্য হস্তের বেদনাদিই জন্মে, সেইরূপ ভক্তি পরিত্যাগ করত অন্য সাধনে যত্নকারী জীবের কেবল ক্লেশ মাত্র ফল হয়; উদ্দেশ্য লাভ সুদূরপরাহত ॥ ৪ ॥

ভগবৎপ্রাপ্তি সম্বন্ধে ভক্তিই এক মাত্র উপায়, এইটী পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ের দ্বারা

বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে গতিং পরাং ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।

(লীলাকথয়া ত্বৎসমীপং প্রাপিতয়া) ভক্ত্যা এব বিবুধ্য (বিশ্বব্যাপকং আত্মানং বিজ্ঞায়) হে অচ্যুত! অঞ্জঃ সুখেন তে তব পরাং গতিং পরংতত্ত্বং প্রপেদিরে প্রাপ্তাঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ক্যাপি ঈহা চেষ্টা যৈঃ নিজকর্ম্মলব্ধয়া ত্বদর্পিতৈ র্নিজৈঃ কর্ম্মভি র্লব্ধয়া ত্বদর্পিতেহাচ নিজানি কর্ম্মাণিচ তৈর্লব্ধয়েত্যেকং পদং বা। কথোপনীতয়া কথয়া ত্বৎসমীপং প্রাপিতয়া ভক্ত্যৈব বিবুধ্য বিশ্বব্যাপকং আত্মানং জ্ঞাত্বা অঞ্জঃ সুখেন তব পরাং গতিং প্রাপ্তাঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্বরূপ গুণলীলাদিকমনুভূয়েত্যর্থঃ। পরাং প্রেমবৎপার্ষদত্বলক্ষণাং গতিং প্রাপ্তাঃ। যদ্বা। যথা কেবলবোধো বিফল স্তথা কেবলযোগশ্চেত্যত্র। সদাচারং প্রমাণয়তি পুরেতি। বহুকালং যোগিনো কৃত্বাপি যোগং নিষ্ফলং জ্ঞাত্বা ত্বয়ি অর্পিতা ঈহা চেষ্টাচ নিজকর্ম্মচ তাভ্যাং লব্ধয়া ভক্ত্যা জ্ঞানমিশ্রয়ৈব বিবুধ্য ত্বাং জ্ঞাত্বা ॥ ৫ ॥

নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান ও ভবদীয় লীলাকথা শ্রবণে ভক্তিপূত হইয়া, হে অচ্যুত! বিশ্বব্যাপক পরমাত্মজ্ঞানের উদ্বোধনে আপনার পরম তত্ত্ব লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

আভাস।

অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখে নির্ণয় করিয়া, এতদর্থে শ্রেষ্ঠ সাধুগণের আচারও প্রমাণস্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। হে প্রভো! সাধকগণ প্রথমত শুদ্ধ যোগাবলম্বনে আত্মানাত্ম বিচার পূর্ব্বক যম নিয়মাদি সাধন দ্বারা যোগের সর্ব্বোচ্চ স্তরে আরোহণ করিয়া স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে, যোগে সংসিদ্ধ হইলেও ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। সুতরাং চির শান্তির অভাবে পুনরায় সংসারে পতনের বিশেষ সম্ভাবনা। এক ভগবৎসাক্ষাৎকারই সংসার বারণের উপায়। তখন তাঁহারা শ্রদ্ধা সহকারে কেবল ভক্তিযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক যাবতীয় ইন্দ্রিয়ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া আপনাতেই আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও ভগবল্লীলা শ্রবণ এবং কীর্ত্তনে তাঁহাদের অন্তঃকরণবৃত্তি পরিশোধিত হইলে, ভগবৎপ্রেম উদ্দিক্ত হয় এবং প্রেমভক্তিবলে তাঁহারা আপনার রূপ, গুণ ও লীলা প্রত্যক্ষে অনুভব করিয়া পার্ষদলক্ষণ পরমগতি লাভ করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, ভক্তি দ্বারা সগুণ ব্রহ্মের স্বরূপই লাভ হইবার সম্ভব! জ্ঞান ব্যতীত নির্গুণ রূপ কখন প্রাপ্ত হওয়া যায় না এতদর্থে ভগবানকে স্তব করত ব্রহ্মা বলিলেন হে ভগবন্! আপনার নির্গুণ স্বরূপের জ্ঞান বরং কতক সম্ভব, সগুণ মূর্ত্তির জ্ঞান অতীব সুকঠিন। হে অপরিচ্ছিন্ন গুণাতীত ভগবন্! প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয় যতাত্মা যোগিগণ

তথাপি ভূমন্ মহিমাগুণস্য তে বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ।

অন্বয়ঃ।

হে ভূমন্! তথাপি (বিষয়বাসনাদূষিতান্তঃকরণানাং দুর্জ্ঞেয়ং অপি) অগুণস্য গুণাতীতস্য তে মহিমা তত্ত্বং অমলান্তরাত্মভিঃ (প্রবচনাদিভিঃ নিরস্তনিখিলবাসনাদোষৈঃ অন্তরাত্মভিঃ অন্তঃকরণবৃত্তিভিঃ) অনন্যবোধ্যাত্মতয়া অন্যৈঃ ইন্দ্রিয়াদিভি র্ন বোধ্যঃ আত্মা-

শ্রীধরস্বামী।

এবং তাবৎ স্বগুণনির্গুণয়োরুভয়োরপি জ্ঞানং দুর্ঘটমেবেতি ত্বৎকথাশ্রবণেনৈব তৎপ্রাপ্তির্নান্যথেত্যুক্তং ইদানীং যদ্যুভয়োরবিশেষেণ দুর্জ্ঞেয়ত্বমুক্তং তথাপি গুণাতীতস্য তব জ্ঞানং কথঞ্চিৎ ভবেৎ নতু সগুণস্য তব অচিন্ত্যানন্তগুণত্বাদিতি স্তৌতি শ্লোকদ্বয়েন তথাপীতি। হে ভূমন্ অপরিচ্ছিন্ন! অগুণস্য তে মহিমা অমলান্তরাত্মভিঃ প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয়ৈ র্বিবোদ্ধুং বোধগোচরীভবিতুমর্হতি যোগ্যো ভবতি অথবা বিবোদ্ধুং জ্ঞাতুমর্হতি অর্হ্যতে শক্যত ইত্যর্থঃ। যদ্বা। মহিমেতি মহিমানং কশ্চিদ্বিবোদ্ধুমর্হতীত্যর্থঃ। কথং স্বানুভবাৎ আত্মাকারান্তঃকরণসাক্ষাৎকারাৎ। নন্বু অন্তঃকরণমপি সবিকারমেব বিষয়ীকরোতি কথং আত্মাকারতা তস্যেত্যত আহ অবিক্রিয়াদিতি। বিক্রিয়া বিশেষাকারস্তদ্রহিতাৎ বিশেষপরিত্যাগ এবাত্মাকারতেত্যর্থঃ। নন্বু। অন্তঃকরণসাক্ষাৎকারবিষয়ত্বে--

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

এবং যদ্যপি কেবলয়া প্রেমভক্ত্যৈব তব সাক্ষাদেতৎস্বরূপানুভবো ভবতি তথাপি কেবলজ্ঞানস্য বিগীতত্বাদ্ভক্তিমিশ্রজ্ঞানমপি তব নির্বিশেষব্রহ্মস্বরূপানুভবে কারণং ভবতি কিন্তু জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেদিতি তদুক্তে জ্ঞানি সংন্যাসানন্তরমেবেত্যাহ তথাপীতি। যদ্যপি কেবলা ভক্তি র্নস্যাত্তদপীত্যর্থঃ। হে ভূমন্ ভূঃপ্রাদুর্ভাবস্তদ্যুক্তমধুরৈতদ্রূপপ্রাদুর্ভাববন্ অগুণস্য প্রাকৃতগুণরহিতস্য তব মহিমা মহত্ত্বং বৃহত্ত্বরূপ একো ধর্ম্ম। মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতং।

হে ভূমন্! শ্রুত্যুক্ত পরম ব্রহ্মের জন্মাদি বিক্রিয়া নাই! তিনি স্বপ্রকাশ। তাঁহাতে কোন আকারেরও কল্পনা হয় না; সুতরাং সামান্য ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা আপনার সেই পরম তত্ত্বের উপলব্ধি হওয়া, কোন মতে সঙ্গত না হইলেও এবং বিষয় বাসনায় কলুষিতচিত্ত ব্যক্তিগণের নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য

আভাস।

হৃদয়াকাশে আপনার মহিমা পরিস্ফাত হইতে পারেন। এই ভগবৎসাক্ষাৎকার যোগীর চেষ্টায় ঘটে না, আপনি স্বয়ংই তাঁহার অমল হৃদয়াকাশে উদিত হইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। যেমন কুঠার করণ স্থানীয় হইয়াও বৃক্ষচ্ছেদন কার্য্যে কর্ত্তা; অন্ন পাচিত হইতেছে বলিলে অন্ন কর্ম্ম স্থানীয় হইয়াও ক্রিয়ার কর্ত্তা হইতেছে, সেইরূপ হে দেব! (শুদ্ধচেতা সাধকের

অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতোঽনন্যবোধ্যাত্মতয়া ন চান্যথা ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।

স্বরূপং যস্য তস্য তৎ তয়া যতঃ) অবিক্রিয়াৎ (ব্রহ্মণঃ জন্মাদিবিক্রিয়ারহিতাৎ) স্বানুভবাৎ স্বপ্রকাশত্বাৎ, অরূপতঃ আকারবিশেষরহিতত্বাৎ, বিবোদ্ধুং বোধগোচরীভবিতুং অর্হতি অন্যথা চ ন ভবতি ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ইনাত্মত্বপ্রসঙ্গঃ স্যাদত আহ অরূপত ইতি। রূপং বিষয়ঃ অবিষয়াৎ বৃত্তিবিষয়ত্বমেবাত্মনো নতু ফলবিষয়ত্বমতো নায়ং দোষ ইতি ভাবঃ। কথং তর্হি স্ফূর্তিঃ অনন্যবোধ্যাত্মতয়া স্বপ্রকাশকত্বেনৈব নত্বন্যথা ইদং তদিতি বিষয়ত্বেনেত্যর্থঃ। অথবা মা সর্ব্বতোঽন্তরঙ্গা লক্ষ্মীরপি অগুণস্য তে মহি মহিমানং অমলৈরন্তর্বৃত্তিভিরিন্দ্রিয়ৈরপি তথা যাদৃগ্বস্ততঃ তেন স্বরূপেণ বিবোদ্ধুং কিমর্হতি নার্হত্যেবেত্যর্থঃ। কথং তর্হ্যর্হতি তদাহ স্বানুভবাদিত্যাদিনা। উক্তার্থমেবৈতৎ ॥ ৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈ র্বিবৃতং হৃদীতি ত্বদুক্তেঃ সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নার্থেতি ধ্রুবোক্তেশ্চ মহিমশব্দেন প্রসিদ্ধং পরং ব্রহ্ম বিবোদ্ধুং স্বয়মেব বিবোধ্যো ভবিতুমর্হতি। পচ্যতে ওদনঃ স্বয়মেবৈতৎ কর্ম্মণঃ কর্ত্তৃত্বং যথা কুঠারঃ স্বয়মেব বৃক্ষং ছিনত্তীত্যত্র করণস্য কর্ত্তৃত্বং বিবক্ষিতং। কস্মান্নিমিত্তাৎ। অমলৈঃ শুদ্ধৈরন্তরাত্মভিঃ স্বানুভবাৎ স্বকর্ম্মকাদনুভবাৎ। নন্বনুভবঃ খল্বন্তঃকরণবৃত্তিঃ সাচ সূক্ষ্মদেহবিকারময়ী নির্বিকারং ব্রহ্ম কথং বিষয়ীকুর্য্যাদিত্যতো বিশিনষ্টি অবিক্রিয়াৎ ন বিদ্যতে বিক্রিয়া বিকারো যত্র তথাভূতাৎ বিকারো হি মায়াধর্ম্মঃ সচ মায়োপরমে কুতঃ স্যাদিতি লিঙ্গদেহাভাব এব ব্যঞ্জিতঃ। নন্বু। তদপি ব্রহ্মণোঽবিষয়ত্বেনানুভববিষয়ত্বানৌচিত্যাদিত্যতঃ পুনর্বিশিনষ্টি অরূপতঃ রূপং বিষয় স্তদিতরাৎ বিষয়াকারত্বরহিতাৎ ব্রহ্মাকারাদিত্যর্থঃ। ব্রহ্মণো ব্রহ্মাকারানুভববিষয়ত্বং ন দোষ ইতি। নন্বস্তি কিং তদ্বোধে প্রকারান্তরং তত্রাহ অনন্যবোধ্য আত্মা স্বরূপং যস্য তৃতয়া নৈবান্যথা স বিবোধ্যো ভবিতুমর্হতীত্যন্বয়ঃ। যথা বিষয়াকারানুভব এব শব্দস্পর্শাদীন্ বিষয়ীকরোতি ন ব্রহ্ম। তথৈব ব্রহ্মাকারানুভব এব ব্রহ্ম বিষয়ীকরোতি ন শব্দাদীনিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

হইলেও হে গুণাধিষ্ঠাতা! প্রবচনাদির দ্বারা যাঁহাদের অন্তঃকরণবৃত্তি সম্পূর্ণ বাসনামুক্ত হইয়াছে, তাঁহাদের সমীপে আপনার তত্ত্ব অবভাসিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

আভাস।

অনুভূত হইতেছেন বলিয়া অনুভূত ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব সরোবরে আপনাতেই ন্যস্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ তীরতরুর অপসারণে সরোবর যেমন সূর্য্য—প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে বলিলে, গ্রহণ-কর্ত্তৃত্ব

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।

অন্বয়ঃ।

হে ভগবন্! কালেন বহুকালক্রমেণ, যৈঃ সুকল্পৈঃ অতিনিপুণৈঃ, (জনৈঃ) ভূপাংশবঃ ভূপরমাণবঃ (তথা) খে আকাশে মিহিকাঃ হিমকণাঃ (তথা) দ্যুভাসঃ (দিবি নক্ষত্রাদিকিরণ-পরমাণবঃ চ বিমিতাঃ বিশেষেণ গণিতাঃ অপি কে জনাঃ অস্য বিশ্বস্য হিতাবতীর্ণস্য

শ্রীধরস্বামী।

গুণাত্মনঃ গুণানামাত্মনঃ গুণাধিষ্ঠাতুস্তে তব গুণান্ বিমাতুং এতাবন্ত ইতি গণয়িতুমপি ক ঈশিরে সমর্থা বভূবু রতস্তদ্বিশেষবার্ত্তা দূরতঃ আস্তাম্। কথম্ভূতস্য তব অস্য বিশ্বস্য হিতায় পালনায় বহুধা বহুগুণাবিষ্কারেণ অবতীর্ণস্য। ননু। কালেন নিপুণৈঃ কিমশক্য-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অপ্রাকৃতকল্যাণগুণময়ং তদেবং ভগবৎস্বরূপং তু প্রেমভক্ত্যা বিনা বিজ্ঞাতুং কেঽপি মায়াসিদ্ধূত্তীর্ণা অপি বিদ্যাবন্তোঽপি ন শক্নুবন্তি যদি ন মে জগজ্জনা অস্মদাদয়স্ত্বাং পশ্যন্তোঽপি ন জানন্তীতি কিং বক্তব্যং তব মহামধুরান্ গুণানপি সংখ্যাতুমপি ন শক্নুবন্তি তন্মাধুর্য্যানুভববার্ত্তা দূরে বর্ত্ততামিত্যাহ গুণা আত্মনঃ স্বরূপভূতা যস্যেতি গুণানাং নিত্যত্বমপ্রাকৃতত্বঞ্চোক্তং। তথাচ ব্রহ্মতর্কে। গুণৈঃ স্বরূপভূতৈস্তু গুণ্যন্তৌ হরিরীশ্বর ইতি অপি ত্বর্থে গুণাত্মনস্ত তব গুণান্ বিমাতুং এতাবন্ত ইতি গণয়িতুং কে

হে ভগবান্! জগতে এমন সুচতুর ব্যক্তি আছে, যাঁহারা অনেক কাল পরিশ্রম করিয়া নিজ নৈপুণ্যবলে পৃথিবীর পরমাণু, অন্তরীক্ষের হিমকণা এবং আকাশের তারকা জ্যোতিরও কিরণপরমাণু পরিগণনে সম্যক্ সমর্থ,

আভাস।

সরোবরে নাই, সূর্য্য আপনা হইতেই আপনি উদয় হন; হে ভগবান্! কামাদি দোষবর্জ্জিত অন্তঃকরণে তেমনই আপনি স্বয়ং উদয় হইয়া থাকেন। আপনি সাধকের অন্তঃকরণরূপে স্বয়ং আকারিত হইয়া দর্শন দেন; তাঁহারা স্বীয় অনুভব দ্বারাই আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, অনুভব কার্য্য অন্তঃকরণেরই বৃত্তি; এবং বৃত্তিও সূক্ষ্মদেহের বিকার ভাব; অতএব তাদৃশ বিকৃত বৃত্তির দ্বারা নির্ব্বিকারী ব্রহ্ম কি প্রকারে গ্রাহ্য হইতে পারেন; তদুত্তরে বলিলেন, "অবিক্রিয়াৎ"। সে অন্তঃকরণে কোন বিক্রিয়া ঘটে না। মায়ার ধর্ম্মই বিকার; মায়াও মোহের প্রভাবে চিত্ত বিকৃত হয়। মায়ার অপগমে বিকার থাকে না; সুতরাং তদবস্থায় লিঙ্গদেহেরও অভাব জানিতে হইবে। তাদৃশ পরিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ভগবান আবির্ভূত হন। এস্থলে আর একটী সংশয় হইতে পারে যে, ব্রহ্ম অবাঙ্মনসগোচর বলিয়া যখন শ্রুতি কীর্ত্তন করিয়াছেন, সুতরাং তিনি স্বয়ং চৈতন্যঘন জ্ঞানস্বরূপ হইয়া, অপর জ্ঞানের বিষয় হইয়াছেন, একথা কিরূপে সঙ্গত হয়; তদুত্তরে বলিলেন, "অরূপতঃ" অন্তঃকরণ যখন

কালেন যৈর্ব্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।

হিতায়, পালনায়, অবতীর্ণস্য গুণাত্মনঃ গুণাধিষ্ঠাতুঃ, তে তব গুণান্ বিমাতুং (এতাবন্ত ইতি গণয়িতুং) ঈশিরে সমর্থাঃ বভূবুঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

মত আহ কালেনেতি। বা শব্দো বিতর্কে সুকল্পৈরতিনিপুণৈঃ বহুজন্মনা কালেন ভূপরমাণবো বিমিতা বিশেষেণ গণিতা ভবেয়ুঃ। তথা খে মিহিকা হিমকণা অপি তথাদ্যুভাসঃ দিবি নক্ষত্রাদিকিরণপরমাণবোঽপি ॥ ৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ঈশিরে শক্নুবন্তি অপিতু নৈব। আমভাব আর্ষঃ। অস্য বিশ্বস্য হিতায় সংসাররোগ-নিবৃত্তয়ে অবতীর্ণস্য বেতি বিতর্কে। যৈঃ সুকল্পৈ রতিনিপুণৈঃ সঙ্কর্ষণাদিভি র্ভূপরমাণ-বোঽপি বিমিতা গণিতা ততোঽপ্যধিকাঃ খে মিহিকা হিমকণা অপি তথা ততোঽপ্যধিকাদ্যু-ভাসঃ দিবি সূর্য্যাদীনাং কিরণপরমাণব স্তথাপি তে সঙ্কর্ষণাদ্যা যান্ অদ্যাপি গায়ন্তো গায়ন্তঃ সীমানং নৈবাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা গুণে ত্রিগুণময়ে জগতি আত্মা পালনার্থং মনো যস্য তথাভূতস্যাপি তব গুণান্ বিমাতুং ন ঈশিরে কিং পুনর্গুণাতীতমহাচমৎকারি-দধি-চৌর্য্যাদি ক্রীড়াত্মন ইতি ॥ ৭ ॥

কিন্তু এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গল বিধানার্থ বিবিধ অবতার গ্রহণ পূর্ব্বক অবতীর্ণ গুণগণের অধিষ্ঠাতা ভবদীয় গুণরাশীর গণনা করেন, এমন লোক অদ্যাবধি নয়নগোচর হয় নাই ॥ ৭ ॥

আভাস।

কোন রূপে আকারিত না থাকে, তখনই ব্রহ্মস্বরূপে আকারিত হয়। বাহ্যবিষয়ের ন্যায়, "আমি ও আমার" আকারে যখন চিদাভাস সমন্বিত চিত্ত আকারিত থাকে, তখন ব্রহ্ম প্রাপ্তি ঘটে না। চিত্ত যখন সে আকারও পরিত্যাগে নির্ম্মল দর্পণের ন্যায় প্রতিভাসিত থাকে তখনই কিরণজাল-জড়িত পুরোবর্ত্তী সূর্য্যের কিরণজাল-সমন্বিত আকারে আকারিত দর্পণের ন্যায়, শুদ্ধ অন্তঃকরণ ব্রহ্মাকারে আকারিত হয়। এস্থলে পরম ব্রহ্মের ব্রহ্মাকারে প্রদর্শিত হওয়ায় কোন দোষ স্পর্শ করে না। কারণ ইহা কোন কার্য্যের ফল নহে। যেমন দর্পণ সূর্য্যসন্নিধি মাত্রে একটী প্রতিবিম্ব রূপ ফল লাভ করে, নির্ম্মল চিত্ত সেরূপ কোন ফল লাভ করে না; চিত্ত তখন ব্রহ্মাকারে আকারিত হয় মাত্র। তৎকালে এরূপ প্রশ্নও কর্ত্তব্য নহে যে, তবে কি চিত্তমাত্রই আছে, তৎকালে আত্মাস্তিত্বের অভাব ঘটিয়াছে? তাহা নহে। মেঘের উদয়ে আকাশ যেমন মেঘের আকারেই আকারিত হয়, সেইরূপ নির্ম্মল চিত্তও ব্রহ্মাকারে আকারিত। ব্রহ্ম অনন্ত-বোধাত্মা; অর্থাৎ তিনি কাহারও গ্রাহ্য নহেন; স্বয়ংপ্রকাশ। নিজেই নিজের আকারে চিত্তকে আকারিত করিয়া আত্মস্বরূপের

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং।

অন্বয়ঃ।

তৎ তস্মাৎ (হে ভগবন্ যঃ) তে তব অনুকম্পাং কৃপাং সুসমীক্ষমাণঃ প্রতীক্ষমাণঃ (তাবৎ) আত্মকৃতং স্বার্জ্জিতং বিপাকং কর্ম্মফলং (অনাসক্তঃ এব) ভুঞ্জানঃ সন্ হৃদ্বাগ্বপুর্ভিঃ

শ্রীধরস্বামী।

তস্মাদ্ভক্তিরেব সঙ্গচ্ছত ইত্যাহ তত্তেঽনুকম্পামিতি। সুসমীক্ষমাণঃ কদা ভবিষ্যতীতি বহু মন্যমানঃ স্বার্জিতঞ্চ কর্ম্মফলমনাসক্তঃ সন্ ভুঞ্জান্ এব নাতীব তপ আদিনা ক্লিশ্নন্।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তদেবমুক্তং সর্ব্বসাধনং পরিত্যজ্য ভক্তিমেব কুর্ব্বংস্ত্বাং লভতে ইতি প্রকরণার্থোঽবগত স্তত্র কীদৃশঃ সন্ কুর্য্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ তত্তে ইতি। যস্মাদেবং তত্তস্মাদাত্মকৃতং বিপাকং ধর্ম্মস্য হ্যপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে ইত্যত্র প্রতিপাদিতং ভক্তেরপ্যনুসংহিতফলং তদপরাধফলং দুঃখঞ্চ ভুঞ্জানএব তং তবানুকম্পাং সুষ্ঠুসম্যগীক্ষমাণঃ সময়ে প্রাপ্তং সুখং দুঃখঞ্চ ভগবদনুকম্পাফলমেবেদমিতি জানন্। পিতা যথা স্বপুত্রং সময়ে সময়ে দুগ্ধং নিম্বরসঞ্চ কৃপয়ৈব পায়য়তি আশ্লিষ্য চুম্বতি পাণিতলেন প্রহরতি চেত্যেবং মম হিতাহিতং

অতএব স্পষ্টই দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি আপনার অনুকম্পা মাত্রের প্রতীক্ষা করত নিজ সঞ্চিত কর্ম্মফল অনাসক্তভাবে ভোগ করে এবং কায়মনোবাক্যে

আভাস।

উপলব্ধি করান। এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামী অর্থের কিঞ্চিৎ বৈশিষ্য প্রদর্শন করিয়াছেন যথা, মা অর্থাৎ অন্তরঙ্গা স্বয়ং লক্ষ্মীও, হে গুণাতীত ভগবন্! যাবতীয় ইন্দ্রিয় ও অমল অন্তঃকরণ দ্বারা আপনার মহি অর্থাৎ মহিমা অবগত হইতে সমর্থ হন না; তিনিও সাধকের উপায় অবলম্বনে অগ্রসর হইয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

যাঁহারা মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া জ্ঞানিপদ-বাচ্য হইয়াছেন তাঁহারাও প্রেমভক্তি ব্যতীত ভগবানের অপ্রাকৃত কল্যাণগুণময় ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন না। ভগবানের গুণসমূহ নিত্য ও অপ্রাকৃত। এই বিশ্ব সংসারস্থ জীবগণের কেবল সংসার-রোগ নিবৃত্তিপূর্ব্বক নিরাময় বাসনাতেই ভগবান যে কত রূপে ও কত গুণ বিকাশে জগতে আবির্ভূত হইয়া মঙ্গল সাধন করেন, জগতে এমন কে আছে? যে সেই গুণ সমূহ গণনে সমর্থ হয়। সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি অতি সুনিপুণগণ পৃথিবীর পরমাণু, তদপেক্ষা সূক্ষ্ম আকাশের হিমকণা, তদপেক্ষা আরও সূক্ষ্ম আকাশস্থ সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণের কিরণ পরমাণুও গণনে সমর্থ হইলেও, অদ্যাবধি তাঁহারা ভগবানের গুণ গান করত সীমা করিতে পারেন নাই। অথবা ত্রিগুণময় জগৎ পালনার্থ যিনি মনোনিবেশ করিয়া থাকেন, সেই স্বরূপের গুণগণ গণনে যখন সকলে অসমর্থ, তখন দধিচৌর্য্যাদি ক্রীড়া প্রকাশ

হৃদ্বাগ্বপুর্ভি র্বিদধন্নম স্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়।

তে তুভ্যং নমঃ বিদধৎ (ভক্তিং কুর্ব্বন্) জীবেত সঃ মুক্তিপদে দায়ভাক্ (যথা পিতৃদায়-প্রাপ্তৌ পুত্রস্য পিতৃভজনং অপেক্ষিতং তথা ভক্তস্য বিমুক্তিপ্রাপ্তৌ ভগবদ্ভজনং প্রয়োজনং) ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

এবং যো জীবেত স মুক্তো দায়ভাগী ভবতি ভক্তস্য জীবনব্যতিরেকেণ দায়প্রাপ্তাবিব মুক্তৌ নান্তর্ভূপযুজ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পুত্রস্য পিতেব মৎপ্রভুরেব জানাতি নস্বহং ময়ি ত্বদ্ভক্তে নাস্তি কালকর্ম্মাদীনাং কেষাম-প্যধিকার ইতি স এব কৃপয়া সুখদুঃখে ভোজয়তি চ। স্বং সেবয়তি চেতি বিমৃশ্য। যথা চরেদ্বালহিতং পিতা স্বয়ং তথা ত্বমেবার্হসি নঃ সমীহিতমিতি পৃথুরিব প্রত্যহং ভগবন্তং বিজ্ঞাপয়ন্ হৃদাদিভি র্নমস্কুর্ব্বন্ নাতীব ক্লিশ্নন্ যো জীবেত স মুক্তিশ্চ পদঞ্চ তয়ো র্দ্বয়ৈকং তস্মিন্ সংসারমুক্তৌ ত্বচ্চরণসেবাপ্রাঙ্কেত্যানুষঙ্গিকমুখ্যফলয়ো র্দায়ভাগ্ ভবতি যথা পুত্রস্য দায়প্রাপ্তৌ জীবনমেব কারণং তথা ভক্তস্য জীবনং তচ্চেহ ভক্তিমার্গে স্থিতিরেব দৃতয় ইব শ্বসন্ত্যসুভৃতো যদি তেঽনুবিধা ইত্যাদ্যুক্তেরিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

আপনার প্রতি ভক্তি করত জীবনযাত্রা মাত্র নির্ব্বাহ করে, পিতৃভক্ত পুত্রের পিতৃধনে উত্তরাধিকারীত্বের ন্যায়, ভবদীয় ভক্তের মুক্তিপদবীতে অধিকার জন্মে ॥ ৮ ॥

আভাস।

অতি চমৎকার স্বরূপের মধ্যে যে প্রবেশ করিতে কেহ সমর্থ হইবে না, তাহার আর বিচিত্রতা কি ? ॥ ৭ ॥

অতএব দেখা যায় যে, সকল সাধন পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি অবলম্বন করিলেই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই শ্লোকে সেই ভক্তিরই প্রকরণ প্রকাশ করিয়াছেন যথা ; ভক্ত ভগবানের কৃপা মাত্র অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন এবং প্রারব্ধ কর্ম্মজনিত সুখ বা দুঃখ যাহা কিছু উপস্থিত হইবে, তাহাতে কোন মতে উদ্বিগ্ন না হন। ভক্তি পারিপাট্যে সুখ, ভক্ত্যপরাধে দুঃখ জ্ঞান করিয়া অনবরত কৃপাই প্রার্থনা করিবেন। ভক্ত জানেন দুঃখ দুঃখের জন্য আসে না ; সুখ প্রদানার্থই আগমন করে। পিতা যেমন পুত্রকে এক সময়ে দুগ্ধ, অপর সময়ে নিম্ব রস কৃপা পরবশ হইয়াই পান করান ; কখন গাঢ় আলিঙ্গন করত মুখ চুম্বন করেন, কখন বা হস্ততল দ্বারা প্রহার করেন ; কিন্তু পুত্র জানেন যে, পিতাই হিতাহিতের কর্ত্তা ; তাঁহার সকল কার্য্যই আমার পক্ষে মঙ্গলময়। সেইরূপ ভক্তও ভাবিয়া থাকেন যে, ভগবান সুখ বা দুঃখ উভয়ই আমার মঙ্গলের জন্যই প্রদান করিয়াছেন :

পশ্যেশ মেঽনার্য্যমনন্ত আদ্যে পরাত্মনি ত্বয্যপি মায়িমায়িনি।
মায়াং বিতত্যেক্ষিতুমাত্মবৈভবং হ্যহং কিয়ানৈচ্ছমিবার্চ্চিরগ্নৌ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ।

হে ঈশ স্বামিন্! মে মম অনার্য্যং দৌর্জ্জন্যং মূঢ়ত্বং পশ্য। (যতঃ) হি নিশ্চিতং। অগ্নৌ অর্চ্চিঃ ইব (অগ্নেঃ উদ্ভূতা জ্বালা ইব ত্বদগ্রে) কিয়ান্ ন কিঞ্চিৎ অপি অহং; পরমাত্মনি সর্ব্বনিয়ন্তরি, অনন্তে বিনাশরহিতে, আদ্যে সর্ব্বকারণভূতে পূর্ব্বাবধিরহিতে, মায়িমায়িনি মায়িনাং অপি মায়িনি মোহকে, ত্বয়ি শ্রীকৃষ্ণে মায়াং বিতত্য প্রসার্য্য, আত্মবৈভবং স্বপ্রভাবং ঈক্ষিতুং দ্রষ্টুং ঐচ্ছং অভিলষিতবান্ ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তদেবং স্তুত্বা ভগবন্তং ক্ষমাপয়িতুং স্বাপরাধং নিবেদয়তি পশ্যেতি। হে ঈশ মে অনার্য্যং দৌর্জ্জন্যং পশ্য যদহং মায়িনামপি মায়িনি বিমোহকে ত্বয্যপি স্বমায়াং প্রসার্য্যাত্মৈশ্বর্য্যমীক্ষিতুং ঐচ্ছং অভিলষিতবান্ অহো এবং কর্ত্তুং ত্বয্যহং কিয়ান্ ন কিঞ্চিৎ যথা অগ্নৌ ন কিঞ্চিত্তদ্বৎ ॥ ৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অহন্তু ভক্তিলেশমপি ন কুর্ব্বে প্রত্যুতাপরাধপুঞ্জমেবেতি সানুতাপমাহ পশ্যেতি। হে ঈশ মে অনার্য্যং আর্য্যঃ সুজনো বিজ্ঞশ্চ তস্য ভাবং আর্য্যং তদ্বিপরীতমনার্য্যং দৌর্জ্জন্যং মৌঢ্যঞ্চ পশ্যেত্যবধায় সমুচিতং দণ্ডং ক্ষমাং বা কুরুষ্বাস্যথা মাদৃশানাং দৌর্জ্জন্যমৌঢ্যে এব বর্দ্ধিষ্যেতে ইতি ভাবঃ। কিং তদ্দৌর্জ্জন্যং মৌঢ্যঞ্চেত্যত আহ আদ্যে স্বকারণত্বাৎ পিতরি তত্রাপি ত্বয়ি সুখেন সহচরৈঃ সহ ভুঞ্জান দৌর্জ্জন্যং। অনন্তেঽপরিচ্ছিন্নৈশ্বর্য্যে পরাত্মনি আত্মনোঽপ্যাত্মনীতি মূঢ়ত্বং। মায়িমায়িনীতি পরমমূঢ়ত্বং। এবম্ভূতেঽপি ত্বয়ি মায়াং প্রসার্য্য আত্মৈশ্বর্য্যমীক্ষিতুমহমৈচ্ছং হি অহো অহং ত্বয়ি কিয়ান্। কিম্পরিমাণকঃ অর্চ্চি র্জ্বালা যথা মহাগ্নেরুদ্ভূয় তমেব দগ্ধু মিচ্ছেৎ ॥ ৯ ॥

এদিকে হে স্বামিন্! আমার আবার দুর্জ্জনোচিত ব্যবহার দেখুন! প্রচণ্ড অনলের সন্নিধানে তদুদ্ভূত সামান্য অর্চ্চির (অগ্নিশিখার) ন্যায় আপনার সন্নিধানে আমি একজন নিতান্ত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর হইলেও, অন্য যিনি সকলের নিয়ন্তা, অনন্ত, সর্ব্বকারণকারণ, মায়ীগণেরও মায়াপ্রদ অনাদি আপনি শ্রীহরিতে মায়া প্রসারণ পূর্ব্বক নিজ সামর্থ্য দর্শনে আমি অভিলাষী হইয়াছি ॥ ৯ ॥

আভাস।

সরল হৃদয়ে সহ্য করত তাঁহার চরণে আশ্রিত থাকিতে পারিলেই, ভববন্ধন হইতে মুক্তি ও তাঁহার চরণসেবায় অধিকারী হইব, সন্দেহ নাই ॥ ৮ ॥

অতঃ ক্ষমস্বাচ্যুত মে রজোভুবো হ্যজানত স্তুৎপৃথগীশমানিনঃ।

অন্বয়ঃ।

ময়ি নাথে সতি নাথবান্ মদ্ভৃত্যঃ এষঃ এব, অতঃ অনুকম্প্যঃ মৎকৃপাযোগ্যঃ ইতি মত্বা হে অচ্যুত ত্বৎপৃথগীশমানিনঃ (ত্বত্তঃ পৃথক্ অহং এব ঈশঃ ইতি অভিমানবতঃ)

শ্রীধরস্বামী।

রজোভুবঃ রজসো জাতস্যাতোঽজানতঃ অতএবাজাবলেপান্ধতমোঽন্ধচক্ষুষঃ অজো জগৎকর্ত্তাহমিতি মদেন গাঢ়তমো রূপেণান্ধীভূতে নেত্রে যস্য অতস্ত্বত্তঃ পৃথগীশমানিনঃ।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দৌর্জন্যোচিতস্য দণ্ডস্য মৌঢ্যোচিতায়াঃ ক্ষমায়াশ্চ সম্ভবেঽপি মহাকৃপালোস্তব ক্ষমৈবোচিতেত্যাহ অত ইতি। হে অচ্যুত যত স্তং মহাকৃপালুত্বাদিগুণেভ্যশ্চ্যুতিরহিতঃ অহঞ্চ মহানীচঃ অতো মমাপরাধং ক্ষমস্ব। নীচে দয়াধিকে স্পর্দ্ধেতি নীতেরিতি ভাবঃ। মহানীচত্বমাহ রজোভুবঃ শ্লেষেণ রজসো ধূলেঃ পুত্রস্য অত এবাজস্য অতএব ত্বত্তঃ পৃথগেব ঈদৃশোঽহমিত্যভিমানবতঃ। ঈশমানিত্বং বিবৃণোতি। অজাবলেপঃ অজন্যত্বমদ এবান্ধতমঃ সমাসান্তাভাব আর্ষঃ তেনান্ধানি চক্ষূংষি যস্য। তেন ময়ি ত্বৎকারুণা-

---

কিন্তু হে দেব! আমি নাথ, এ ব্যক্তি আমারই নির্দ্দিষ্ট দাস; অপরাধী হইলেও আমার নিকট ক্ষমার পাত্র, এই মনে করিয়া হে অচ্যুত! আমি

আভাস।

ব্রহ্মা তখন মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, পূর্ব্বোক্ত ভক্তির লেশমাত্র ত আমার হৃদয়ে নাই; বরং পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধের অন্তরে আমি নিমগ্ন আছি; এক্ষণে আমার উপায় কি? তখন তিনি অনুতাপ করত শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে সর্ব্বেশ্বর! আমি কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা হইয়াও আপনার চরণে যে, কত অপরাধী, তাহা আর বর্ণন করিতে পারি না। সাধুজনের বিগর্হিত আমার অসদাচরণের প্রতি লক্ষ করিয়া, সমুচিত দণ্ড বা ক্ষমার বিধান করুন! নতুবা আমার ন্যায় দুর্বৃত্ত মূঢ়জনের অসদাচার নিবৃত্ত না হইয়া উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিতই হইবে সন্দেহ নাই। অহো! আমার অসদাচরণের কথা স্মরণ হইলেও, গাত্র রোমাঞ্চিত হয়; মুখে আর কি বর্ণন করিব? আপনি আমার পিতা। ভবদীয় নাভিপদ্ম হইতেই আমি উৎপন্ন হইয়াছি। আপনার ঐশ্বর্য্য কণালাভেই সৃষ্টিকর্ত্তা এবং মহামায়ার অধিপতি বলিয়া ত্বদীয় সৃষ্ট জগতে প্রখ্যাত হইয়াছি; অতএব প্রচণ্ড দাবানলের সন্নিধানে তদুদ্ভূত এক একটী সামান্য অর্চ্চির (শিখার) ন্যায়, আমি আপনার সমীপে এক জন অগণ্য, অধম্য ও অলক্ষিত পরমাণুর ন্যায় বিচরণ করিতেছি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেই অপরিচ্ছিন্নমহিম, সর্ব্বকারণকারণ, সর্ব্বজীবনজীবন, সকল মায়িগণেরও মায়াপ্রদ, বিশেষত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার জনয়িতা আপনি অদ্য সহচরগণে মিলিত হইয়া

অজাবলেপান্ধতমোঽন্ধচক্ষুষ এষোঽনুকম্প্যো ময়ি নাথবানিতি ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ।

অজাবলেপান্ধতমোঽন্ধচক্ষুষঃ (অজা ত্বন্মায়া তস্যাঃ যঃ অবলেপঃ সম্বন্ধঃ তেন যৎ অন্ধতমঃ গাঢ়ং অজ্ঞানং তেন অন্ধং চক্ষুঃবিবেকহেতুঃ অন্তঃকরণং যস্য তস্য) রজোভুবঃ (রজোগুণাৎ উৎপন্নস্য হি যস্মাৎ) অজানতঃ ত্বৎপ্রভাবং অজানন্তঃ মে মম ক্ষমস্ব ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অন্যত্র প্রভুত্বেন বর্ত্তমানোঽপি ময়ি নাথবান্ মদ্ভৃত্য এব অত এষোঽনুকম্প্য ইতি মত্বা ক্ষমস্বেতি ॥ ১০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

চন্দ্রোদয়েনৈব মদগর্ব্বতমস্যপহৃতে সতি ত্বং দৃশ্যো ভবিষ্যসি নান্যথেতি ভাবঃ। কেন বিচারেণ ক্ষমে ইতি চেত্তত্রাহ। এষ ব্রহ্মা অনুকম্প্যো মদনুকম্পার্হঃ যতোঽন্যত্র নাথত্বাভিমানবানপি ময়ি তু নাথবান্ দাস এব। যদ্বা মৌঢ্যান্ময্যপি স্বাতন্ত্র্যং কুর্ব্বন্নপি রজস্তমো মন্মায়াধীনত্বাৎ অধীন এবেতি মত্বা। পরতন্ত্রঃ পরাধীনঃ পরবান্নাথবানপীত্যমরঃ ॥ ১০ ॥

রজোগুণোৎপন্ন তদীয় মায়ার প্রভাবে অজ্ঞানান্ধ হইয়া অবিবেক বশত নিজকে ঈশ্বরবোধে স্পর্দ্ধা প্রকাশে অপরাধী হইয়াছি; আপনি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন! ॥ ১০ ॥

আভাস।

সুখে ভোজন করিতেছিলেন, আমি কি না, আপনার সেই সুখবিহারে ব্যাঘাত দিয়া, নিজ সামর্থ্য দর্শনাভিলাষে আপনার প্রতি মায়া বিস্তারে মোহিত করিতে অগ্রসর হইলাম। অহো! আমাকে ধিক্ ॥ ৯ ॥

আমার এই ঘোরতর দৌর্জ্জন্যের উচিত দণ্ড যে আছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু হে কৃপানিধান! কারুণ্যাদি অশেষ গুণ হইতে কখন আপনার চ্যুতি ঘটে না; এইজন্যই বেদাদিতে আপনাকে অচ্যুত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। দেখিবেন! যেন আমার ভাগ্যে আপনার সেই সুমধুর অচ্যুত নামে যেন কলঙ্ক স্পর্শ না করে। হে প্রভো! আপনি যেমন সাদ্‌গুণ্যের সাগর, আমিও তেমনি নীচত্বের আকর। দেখুন! নীচ জনে দয়া ও গুণাধিকে স্পর্দ্ধা করাই নীতিশাস্ত্রের অভিপ্রায়। অতএব আমার ন্যায় নীচ ব্যক্তিকে আপনি ক্ষমাই করিবেন, প্রত্যাশা করি। আমার নীচত্ব সম্বন্ধে কিছু আশ্চর্য্য নাই; কারণ অতি নিকৃষ্ট ধূলাস্থানীয় রজোগুণ দ্বারাই যখন আমার দেহের গঠন হইয়াছে, তখন যে, আমি একজন অতি মূর্খ, এবং আপনার অপেক্ষা স্বতন্ত্র ঐশ্বর্য্যাভিমানী হইব সে বিষয়ে আর বিচিত্র কি? আমি জগৎকর্ত্তা এই অভিমান-মদে আমার চক্ষু অন্ধ হইয়াছে; এক্ষণে আপনার কারুণ্যচন্দ্রের সুবিমল জ্যোৎস্নার বিকীরণ ব্যতীত এই মদমত্ত

ক্বাহং তমোমহদহং খচরাগ্নিবার্ভূসংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
কেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যাবাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বং ॥১১॥

অন্বয়ঃ।

তমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূসংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ (তমঃ প্রকৃতিঃ, মহান্ মহত্তত্ত্বং, অহং অহঙ্কারঃ, খং আকাশঃ, চরঃ বায়ুঃ, অগ্নিঃ তেজঃ, বাঃ জলং, ভূঃ পৃথিবী, এতৈঃ প্রকৃত্যাদিপৃথিব্যন্তৈঃ সংবেষ্টিতঃ যঃ অণ্ডঘটঃ ব্রহ্মাণ্ডরূপঃ ঘটঃ স এব (তস্মিন্ বা) স্বমানেন সপ্তবিতস্তিকায়ঃ যস্য সঃ) অহং ক্ব, ঈদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যাবাতাধ্বরোমবিবরস্য (ঈদৃগ্বিধানি এবং প্রকারকাণি যানি অগণিতানি অণ্ডানি তানি এব পরমাণবঃ তেষাং চর্য্যা পরিভ্রমণং তদর্থং বাতাধ্বানঃ গবাক্ষা ইব রোমবিবরাণি যস্য তস্য) তে তব, মহিত্বং চ ক্ব ॥১১॥

শ্রীধরস্বামী।

ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহস্যমপীশ্বর এবেতি চেৎ তত্রাহ ক্বাহমিতি। তমঃ প্রকৃতির্মহান্ মহত্তত্ত্বং অহং অহঙ্কারঃ খং আকাশং চরো বায়ুঃ অগ্নিস্তেজঃ বার্জলং ভূশ্চ প্রকৃত্যাদি পৃথিব্যন্তৈরেতৈঃ সংবেষ্টিতো যোঽণ্ডঘটঃ সএব তস্মিন্ বা আত্মমানেন সপ্তবিতস্তিকায়ো যস্য সোঽহং ক্ব কচ তে মহিত্বং কথংভূতস্য ঈদৃগ্বিধানি যান্যবিগণিতানি অণ্ডানি তান্যেব পরমাণবস্তেষাং চর্য্যা পরিভ্রমণং তদর্থং বাতাধ্বানো গবাক্ষা ইব রোমবিবরাণি যস্য তব অতোঽতি তুচ্ছত্বাৎ ত্বয়াঽনুকম্প্যোঽহমিতি ॥১১॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্বু বিশ্বস্রষ্টাসি প্রসিদ্ধ এব ন ত্বমীশমানী মম তু কিমৈশ্বর্য্যং তদ্ব্রূহীত্যত আহ ক্বেতি। তমঃ প্রকৃতিশ্চ মহাংশ্চ অহমহঙ্কারশ্চ খমাকাশঞ্চ চরো বায়ুশ্চ অগ্নিশ্চ বার্জলঞ্চ ভূশ্চেত্যেভি স্তত্ত্বৈঃ সংবেষ্টিতো যোঽণ্ডঘট স্তস্মিন্ পাতালাদিসত্যলোকান্তৈঃ স্বমানেন সপ্তবিতস্তি নিকৃষ্টলক্ষণঃ কায়ো যস্য সোঽহং ক্ব ঈদৃগ্বিধানি যান্যবিগণিতান্যণ্ডানি তান্যেব পরমাণব স্তেষাং চর্য্যা নিষ্ক্রমপ্রবেশরূপং পরিভ্রমণং তদর্থং বাতাধ্বানো গবাক্ষা ইব রোমবিবরাণি যস্য তস্য তব মহিত্বমৈশ্বর্য্যং ক্বেতি মহৎস্রষ্টা প্রথম পুরুষেণ কৃষ্ণস্যৈক্য-বিবক্ষয়োক্তং। তেন মমৈশ্বর্য্যং বিক্রমো বা ত্বাং প্রতি শলভস্য গরুড়ং প্রতীব ন গণনার্হমিতি ভাবঃ ॥১১॥

প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং পঞ্চ মহাভূতের সংমিশ্রণে নির্ম্মিত ব্রহ্মাণ্ড-ঘটবর্ত্তী সপ্তবিতস্তিকায় ব্রহ্মা নামধারী আমি কোথায়! আর তাদৃশ

আভাস।

মোহান্ধ ব্রহ্মার অন্ধত্ব কিছুতেই অপনীত হইবে না এবং আপনার পরম রমণীয় হিরণ্যবর্ণ প্রেমমাখা মূর্ত্তিখানি নয়নপথে আরূঢ় হইবে না। হে শরণাগত-জনপালক! আপনি ত জানেন যে, আপনিই আমার নাথ এবং আমি আপনার দাস; ভবদীয় মায়াকণিকা প্রাপ্তেই আমি মত্ত; অতএব সেই মত্ততা নিবারণার্থ আপনিই আমার শরণ; এক্ষণে কৃপা বিতরণে এই কাতর ব্রহ্মাকে উদ্ধার করুন! ॥ ১০ ॥

উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্য পাদয়োঃ কিং কল্পতে মাতুরধোক্ষজাগসে।

অন্বয়ঃ।

হে অধোক্ষজ! গর্ভগতস্য (শিশোঃ) পাদয়োঃ উৎক্ষেপণং কিং মাতুঃ আগসে অপরাধায়, কল্পতে ভবতি (ন ভবতীতি যথা তথা) অস্তি নাস্তি ব্যপদেশভূষিতং (ব্যপদেশাভ্যাং

শ্রীধরস্বামী।

অপিচ গর্ভগতস্য শিশোঃ পাদয়োরুৎক্ষেপণং মাতুঃ কিমপরাধায় ভবতি, লোকেঽস্তি নাস্তি ব্যপদেশাভ্যাং ভাবাভাবশব্দাভ্যাং স্থূলসূক্ষ্মকার্য্যকারণশব্দৈ র্বা ভূষিতং অভিহিতং এতেষাং শব্দানাং ভুবি বিষয়ে উষিতং স্থিতমিতি বা সর্ব্বং বস্ত্বিত্যর্থঃ। হে অধো-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কিঞ্চ মমাপরাধোঽবশ্যসোঢ়ব্যো যত স্ত্বং মাতেতি। দ্বিতীয় পুরুষেণ পদ্মনাভেন সহৈক্যং ভাবয়ন্নাহ উৎক্ষেপণমিতি। গর্ভগতস্য শিশোঃ পাদয়োরুৎক্ষেপণং মাতুঃ কিম-পরাধায় ভবতি নৈব। অস্তীতি নাস্তীতি বা ব্যপদেশেন ভূষিতং পরমতং বিখণ্ড্য স্বমত-স্থাপনসমুচিতোপপত্তিভিঃ সত্যত্বেন মিথ্যাত্বেন বা সুস্থিরীকৃতং বস্তু জগদ্রূপং কিয়দপি

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুর ন্যায় যাঁহার রোমকূপে গৃহের বায়ু সঞ্চারণের গবাক্ষের ন্যায় গাতায়াতের পথপ্রাপ্তে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, সেই অনন্ত বিশ্ববিধাতা আপনার মহিমাই বা কোথায়! ॥ ১১ ॥

হে অধোক্ষজ! মাতৃগর্ভে শয়ানকালে শিশু যদি পদদ্বয় ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপণ করে, তাহা হইলে যেমন জননীর নিকট পুত্র অপরাধী হয় না, বলুন দেখি!

আভাস।

হে শ্রীকৃষ্ণ! ব্রহ্মা প্রকৃত বিশ্বস্রষ্টা, মিথ্যা অভিমানবান্ নহেন; এবং শ্রীকৃষ্ণ একটী সামান্য গোপনন্দন, এরূপ বক্রোক্তি দ্বারা আর অধিক লাঞ্ছনা দিবেন না। অবশ্য আমি আপনার কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত বটে; তথায় প্রকৃতি; মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চমহাভূতাদি তত্ত্বসমূহে সংবেষ্টিত এবং পাতালাদি সত্যলোক পর্য্যন্ত ভুবনবিভাগে সমন্বিত অণ্ডস্বরূপ ঘটে আমি একাকী অধিষ্ঠানকারী বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মা নামে অভিহিত। কিন্তু আমি ত অনন্ত নহি; তথায়ও নিজ পরিমাণ মত আমার সপ্তবিতস্তি কায়ের উল্লেখ আছে। আপনি কিন্তু অনন্ত। এরূপ ব্রহ্মাণ্ড আপনার সমক্ষে নিতান্ত তুচ্ছ ও অগণ্য। গৃহের গবাক্ষ দিয়া বায়ু সঞ্চারণের সঙ্গে যেমন কত কোটী কোটী পরমাণু অভ্যন্তরে প্রবেশ ও নির্গমণ করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনার দেহের রোম বিবর দ্বারা এরূপ কত ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুর ন্যায় আপনার অভ্যন্তরে প্রবেশ ও নির্গমণ করিতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করে? অতএব গরুড় সন্নিধানে পতঙ্গের বিক্রম প্রকাশের ন্যায়, আপনার সমক্ষে ঐশ্বর্য্যে আমি কখনই গণনীয় নহি ॥ ১১ ॥

কিমস্তি নাস্তি ব্যপদেশভূষিতং তবাস্তি কুক্ষেঃ কিয়দপ্যনন্তঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ।

ভাবাভাবশব্দাভ্যাং ভূষিতং অভিহিতং বস্তু) তব কুক্ষেঃ অনন্তঃ (বহিঃ) কিয়ৎ অপি কিঞ্চিন্মাত্রমপি, অস্তি কিং? (অতঃ মমাপি ত্বৎকুক্ষিগতস্য মাতৃবৎ অপরাধঃ সোঢ়ব্যঃ) ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ক্ষজ তব কুক্ষেরনন্তঃ বহিঃ কিয়দপি কিঞ্চিন্মাত্রমপি কিমস্তি ন কিঞ্চিদস্তীত্যর্থঃ। অতঃ সর্ব্বস্য ত্বৎকুক্ষিগতত্বেন মমাপি তথাত্বাৎ মাতৃবদপরাধঃ সোঢ়ব্য ইতি ॥ ১২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

একত্বভুবনাত্মকমপি কিং তব কুক্ষেরন্তর্বহিরস্তি অপি ত্বন্তরেব অতো মমাপি ত্বৎকুক্ষিগতত্বাৎ পুত্রস্য মাত্রা ত্বয়া অপরাধঃ সোঢ়ব্য এব পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহ ইতি ত্বদুক্তেরিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

স্থূল সূক্ষ্ম নামে অভিহিত যে কোন পদার্থই হউক্, আপনার উদরের বহির্ভাগে কি কিছু আছে? সুতরাং আমিও কি আপনার কুক্ষির মধ্যগত নহি? এবং মাতার সমীপে পুত্রের ন্যায় আপনার নিকট কি মার্জ্জনীয় নহি? ॥ ১২ ॥

আভাস।

ব্রহ্মা বলিলেন হে জগদীশ্বর! আমি যথেষ্ট অপরাধ করিলেও, আপনার নিকট তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না। কারণ "কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি" পুত্র অশেষ প্রকারে মন্দ হইলেও, মাতা কখন মন্দ হন না। পুত্রের সহস্র অপরাধ থাকিলেও, জননীর নিকট মার্জ্জনীয়। অবশ্য জননী পুত্রের পূজনীয় ও সর্ব্বতোভাবে সম্মানার্হ; কিন্তু শিশু যখন গর্ভে বাস করে, তখন যদি সে পাদদ্বয় ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপণ করে, তখন কি জননী নিজের অবমাননা বোধে নিজ গর্ভের প্রতি বিরক্ত হন? আমি যে আপনার গর্ভস্থ শিশু! আপনি কেবল আমার জননী কেন! অস্তি নাস্তি, স্থূল সূক্ষ্ম, কার্য্য কারণ নামে অভিহিত যাবতীয় পদার্থেরই আপনি জননী। সমগ্র ভুবন আপনার উদরস্থিত মায়োদ্যানে পরিবেষ্টিত থাকিয়া, গর্ভজলে ভাসমান রহিয়াছে। সকলকে আপনি পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেছেন। আমিও আপনার পুত্র; আমার সকল অপরাধ আপনাকে ক্ষমা করিতে হইবে ॥ ১২ ॥

হে ভগবন্! আপনা হইতেই যে, আমার জন্ম তাহা চির প্রসিদ্ধ। দেখুন! সমস্ত কারণরূপী ভূতসমূহের একত্র সম্মিলনে একার্ণবীকৃত কারণসমুদ্রই বিদ্যমান থাকে; তখন মহাবিষ্ণু নারায়ণ মাত্র সেই জলধিতে শয়ান থাকেন; এবং তৎকালে তাঁহার নাভিদেশ হইতে যে কমলের উদয় হয়, ব্রহ্মা সেই কমল হইতেই জন্মগ্রহণ করেন।

জগত্ত্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে নারায়ণস্যোদরনাভিনালাৎ।
বিনির্গতোঽজস্তিতি বাঙ্ন বৈ মৃষা কিং স্বীশ্বর ত্বন্ন বিনির্গতোঽস্মি ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ।

জগৎত্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে (জগত্ত্রয়স্য অন্তে প্রলয়ে উদধীনাং সংপ্লবঃ সংশ্লেষঃ তস্মিন্ উদে উদকে শয়ানস্য) **নারায়ণস্য উদরনাভিনালাৎ** (উদরনাভিতঃ জাতং যৎ নালং কমলং তস্মাৎ) **অজঃ ব্রহ্মা, তু বিনির্গতঃ** জাতঃ ইতি **বাক্ বৈ** (অবধারণে) যদা **ন মৃষা** (তদা) **নু হে ঈশ্বর! ত্বং ত্বতঃ, কিং** (অহং) **ন বিনির্গতঃ অস্মি?** ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কিঞ্চ বিশেষতোঽপি ত্বত্তো মম জন্ম প্রসিদ্ধমিত্যাহ জগত্ত্রয়েত্যাদি। জগত্ত্রয়স্যান্তে প্রলয়ে য উদধীনাং সংপ্লবঃ সংশ্লেষ স্তস্মিন্নুদে উদকে নারায়ণস্যোদরে নাভিস্তস্যা নালাৎ অজো বিনির্গত ইতি যা বাক্ সা তাবন্মৃষা ন ভবতি বৈ নিশ্চিতং। তথাপি নু হে ঈশ্বর ত্বত্তঃ অহং কিং ন বিনির্গতোঽস্মি নোৎপন্নোঽস্মি অপিতু ত্বত্ত এবোৎপন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্বু পুত্রো হি মাতুঃ কুক্ষেরুদ্গচ্ছতি। নন্বু সদা কুক্ষাবেব তিষ্ঠতীতি চেতদ আহ। **জগত্ত্রয়স্যান্তে** প্রলয়ে উদধীনাং সংপ্লবঃ একীভাব স্তদুদকে। অজস্তিতি অন্যো নির্গতো হস্ত নবাস্তিত্যর্থঃ। নু ভো স্তদপি ত্বত্তোঽহং ন বিনির্গতঃ অপিতু নির্গত এবেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

জগত্ত্রয়ের প্রলয়ে সমস্তই সলিল-প্লাবিত হইলে, ভগবান্ নারায়ণ সেই কারণ-বারিতে শয়ান থাকেন; এবং তাঁহার উদরমধ্যবর্ত্তী নাভিপদ্ম হইতে কমলযোনি ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন, এই কথা যখন মিথ্যা নহে, তখন হে জগৎপতে! আমি কি সাক্ষাৎ আপনা হইতেই উৎপন্ন হই নাই? ॥ ১৩ ॥

আভাস।

দেহের সর্ব্বস্থান মধ্যে নাভিদেশই ক্রিয়াশক্তির আশ্রয়। জীবের হস্ত পদাদি যে কোন ইন্দ্রিয়ের যখন পরিচালনার প্রয়োজন হয়, সূক্ষ্ম ক্রিয়াশক্তি নাভিদেশ হইতে স্রোতরূপে তথায় আগমন করত সেই ইন্দ্রিয়ের পরিচালন করে। আবার সে কার্য্য সমাধা হইলে, ক্রিয়াশক্তি অজ্ঞাতসারে নাভিদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তথায় নিবিষ্ট থাকে। ইহার তুলনায় শাস্ত্রকার প্রদর্শন করাইলেন যে, সৃষ্টি শক্তি স্বরূপ ব্রহ্মা মহাবিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ব্রহ্মা দেখাইলেন যে, তিনি যখন সেই নারায়ণ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন, তখন হে কৃষ্ণ! আপনা হইতেই আমার জন্ম স্বীকার করিতে হইবে ॥ ১৩ ॥

যদি বলেন নারায়ণের পুত্র হইলেও, শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার সম্পর্ক কি? তদুত্তরে ব্রহ্মা প্রকাশ করিলেন যে, সেই নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণ। নারায়ণ শ্রীহরি হইতে পৃথক্ নহেন; ইহারই পরিচয় প্রদানার্থ বলিলেন হে সর্ব্বপ্রবর্ত্তক শ্রীহরি! আপনি যখন সকল

নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।

অন্বয়ঃ।

হে অধীশ! সর্ব্বদেহিনাং আত্মা অখিললোকসাক্ষী হি ত্বং (কিং) নারায়ণঃ ন? নরভূজলায়নাৎ (নরঃ পরমাত্মা তস্মাৎ ভূতং যৎ জলং তদয়নাৎ যঃ প্রসিদ্ধঃ) নারায়ণঃ (সোঽপি

শ্রীধরস্বামী।

তর্হি ত্বং নারায়ণস্য পুত্রঃ স্যাঃ মম কিমায়াতং তত্রাহ নারায়ণস্ত্বমিতি। নহীতি কাকা ত্বমেব নারায়ণ- ইত্যাপাদয়তি। কুতোঽহং নারায়ণ ইতি চেদত আহ সর্ব্বদেহিনামাত্মাসি। এবমপি ত্বং নারায়ণো ন ভবসি নারং জীবসমূহোঽয়নং আশ্রয়ো যস্য স তথেতি ত্বমেব সর্ব্বদেহিনামাত্মত্বান্নারায়ণ ইতি ভাবঃ। হে অধীশ ত্বং নারায়ণো নহীতি পুনঃ কাকুঃ অধীশঃ প্রবর্ত্তকঃ ততশ্চ নারস্য অয়নং প্রবৃত্তি র্যস্মাদিতি স তথেতি পুনস্ত্বমেবাসীতি। কিঞ্চ ত্বমখিললোকসাক্ষী অখিলং লোকং সাক্ষাৎ পশ্যসি অতো নারং অয়সে জানাসীতি ত্বমেব নারায়ণপদব্যুৎপত্তৌ ভবেদেবং তত্তু অন্যথা প্রসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তর্হি ত্বং নারায়ণস্য পুত্রঃ স্যাস্তেন মম কিং তত্রাহ নারায়ণস্ত্বং ন হীতি কাকা নারায়ণো ভবস্যেবেত্যর্থঃ। হে অধীশ ঈশানামপ্যধিপতে। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদিতি ত্বদুক্তেঃ সর্ব্বদেহিনামাত্মাসি আত্মত্বাদেবাখিললোকসাক্ষী চ সচ নারায়ণো জীবমাত্রান্তর্যামিত্বাদাত্মা সাক্ষীচেত্যাত স্তদেকাংশ এব সোঽবগম্যত ইতি ত্বমেব স ইত্যর্থঃ। নন্থ ব্রহ্মন্নহং কৃষ্ণবর্ণত্বাৎ কৃষ্ণনামা বৃন্দাবনস্থঃ সতু নারশব্দোক্তজলস্থত্বান্নারায়ণনামেত্যতঃ কথমহমেব স ইতি তত্রাহ। নরভূজলায়নাৎ আপো নারা ইতি

হে লোকনাথ! দেহী মাত্রেরই আত্মা এবং সর্ব্বলোকসাক্ষী আপনিও কি সেই নারায়ণ নহেন? অবশ্য পরমাত্মাই এই কারণসলিল নির্ম্মাণ করেন; এবং সেই নরোৎপন্ন জলকেই আশ্রয় করায় যিনি নারায়ণ নামে অভিহিত,

আভাস।

দেহীরই অন্তরাত্মা তখন নার-নামে অভিহিত সেই মহাপুরুষেরও "অয়নং" প্রবৃত্তি আপনা হইতেই উদিত হইয়াছে; আপনি তাঁহারও প্রবর্ত্তক। সুতরাং তিনি আপনি হইতে অন্য নহেন। গীতাতেও উক্ত হইয়াছে, "আমি নিজ মায়াকে অধিকার করত এই ব্রহ্মাণ্ড কেবল এক পাদেই রচনা করিয়াছি, তিন পাদে স্বয়ং স্বরূপে বিরাজ করিয়া থাকি"; অতএব এক্ষণে যে, আপনি আপনাকে কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণনামধারী বৃন্দাবনবাসী বলিয়াই অব্যাহতি পাইবেন, তাহা কখনই সম্ভব নহে। নারশব্দোক্ত জলে আশ্রয় করত অবস্থিতি করায় যিনি নারায়ণ নামে কথিত, সেই তিনিও আপনি। নর নামক পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন বারিই নার নামে অভিহিত; সেই নার (জল) যাঁহার আশ্রয় তিনিই নারায়ণ। অতএব

নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ১৪ ॥
তচ্চেজ্জলস্থং তব সজ্জগদ্বপুঃ কিং মে ন দৃষ্টং ভগবংস্তদৈব হি।

অন্বয়ঃ।

তবৈব) অঙ্গং মূর্ত্তিঃ, তৎ (তব পরিচ্ছিন্নত্বং অপি) ন সত্যং যথার্থং, কিন্তু তব মায়া লীলা, এব ॥ ১৪ ॥

তব জলস্থং জগদ্বপুঃ জগদাশ্রয়ভূতং অঙ্গং চেৎ সৎ (পরমার্থতঃ সত্যং স্যাৎ তর্হি) হে ভগবন্ তদা (কমলনালমার্গেণান্তঃ প্রবেশান্বেষণসময়ে) এব (সমষ্টিজীবতয়া সর্ব্ব-

শ্রীধরস্বামী।

নারায়ণোঽঙ্গমিতি। নরাদুদ্ভূতা যেঽর্থাঃ চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি তথা নরাজ্জাতং যজ্জলং তদয়নাদেষা নারায়ণঃ প্রসিদ্ধঃ সোঽপি তবৈবাঙ্গং মূর্ত্তিঃ। তথাচ স্মর্য্যতে। নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারাণীতি বিদুর্ব্বুধাঃ। তস্য তান্যয়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃত ইতি। তথা আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃত ইতি। নন্বু মন্মূর্ত্তেরপরিচ্ছিন্নত্বাৎ কথং জলাদ্যাশ্রয়ত্বং অত আহ তচ্চাপি সত্যং নেতি ॥ ১৪ ॥

অপরিচ্ছেদমেবোপপাদয়তি তচ্চেদিতি। জগদাশ্রয়ভূতং তব তদ্বপূর্জলস্থমিত্যেবং যদি সৎ সত্যং স্যাৎ তর্হি তদৈব কমলনালমার্গেণান্তঃ প্রবিশ্য সংবৎসরশতং বিচিন্বতাপি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃত ইতি নিরুক্তে নরোদ্ভূতজলবর্ত্তিত্বাৎ যো নারায়ণঃ স ত্বমঙ্গং ত্বদংশত্বাদিতি ভাবঃ। অতস্ত্বংকুক্ষিগতোঽপ্যহং ত্বংকুক্ষিগত এব। কিঞ্চ স্বেচ্ছাময়স্য নন্বু ভূতময়স্তেত্যুক্ত্যা তব বালবপুর্বাসুদেববপুশ্চ সচ্চিদানন্দময়ত্বেনৈব বর্ণিতং তথা তচ্চাপ্যঙ্গং নারায়ণাখ্যং সত্যং সর্ব্বকালদেশবর্ত্তি শুদ্ধসত্ত্বাত্মকমেব নন্বু বৈরাজস্বরূপমিব মায়য়া মায়িকমিত্যর্থঃ। চকারাদন্যদপি মৎস্যকূর্ম্মাদ্যঙ্গং সত্যং ॥ ১৪ ॥

নন্বু নারায়ণস্বরূপং তদ্যদি শুদ্ধসত্ত্বাত্মকং তর্হি প্রাকৃতে গর্ত্তোদে এব পরিচ্ছিন্নং কুতঃ সদা দৃশ্যতে নহি সর্ব্বব্যাপকস্য তস্য গর্ত্তোদমাত্রপরিচ্ছেদঃ সম্ভবেৎ তত্র তস্য তজ্জলস্থ-

তিনি আপনার একটী মূর্ত্তি বিশেষ মাত্র। সেই নারায়ণ মূর্ত্তিও যখন পরিচ্ছিন্ন, তখন ইহাও আপনার প্রকৃত স্বরূপ নহে; কেবল লীলা মাত্র ॥ ১৪ ॥

এবং জগতে আশ্রয়ীভূত কারণার্ণবশায়ী আপনার নারায়ণ মূর্ত্তিও

আভাস।

পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন জলে আশ্রিত নারায়ণ আপনার মূর্ত্তি বা, অঙ্গ ব্যতীত অন্য কিছুই বলা যাইতে পারে না। 'এবং নারায়ণের কুক্ষিগত আমি, এই কথা বলিলে, আপনারই কুক্ষিগত বলা হইল ॥ ১৪ ॥

কিংবা সুদৃষ্টং হৃদি মে তদৈব কিং নো সপদ্যেব পুন র্ব্যদর্শি ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।

জগদাত্মকেনাপি) মে ময়া, তৎ অঙ্গং, হি কিং ন দৃষ্টং (তথা বাহ্যদৃষ্টং অপি অন্তঃকরণ-দৃশ্যং চেৎ তদা) কিং হৃদি হৃদয়েঽপি নো ব্যদর্শি ন দৃষ্টং, কিন্তু তপঃকরণান্তরং সপদি এব সুদৃষ্টং। কিম্বা বহির্বৃত্তৌ সত্যাং নো ব্যদর্শি ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ময়া হে ভগবন্নচিন্ত্যৈশ্বর্য্য তত্র কিমিতি ন দৃষ্টং বাহ্যদৃষ্টং সত্তব বপুরন্তঃকরণদৃশ্যং চেত্তদা হৃদ্যপি কিমিতি নো ব্যদর্শি ন দৃষ্টং তদা এব তপঃ করণানন্তরং সপদ্যেব সুদৃষ্টমতো মায়ৈব। অতস্ত্বন্মূর্ত্তে র্দেশবিশেষপরিচ্ছেদঃ সত্যো ন ভবতীতি ॥ ১৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্বমেব ন নিয়তমিত্যাহ তৎ নারায়ণাখ্যং বপুস্তব সজ্জগৎ সৎ বর্ত্তমানং জগৎ যত্র তৎ জলস্থমেব চেৎ তর্হি তদৈব কমলনালমার্গেণান্তঃ প্রবিশ্য সম্বৎসরশতং বিচিন্বতাপি ময়া হে ভগবন্নবিচিন্ত্যযোগমায়ৈশ্বর্য্য কিং ন দৃষ্টং। নন্বু তত্তত্র জলএব স্থিতং ত্বয়া ত্বজ্ঞানান্ন-দৃষ্টমিতি চেৎ তদা ত্বাং ধ্যায়তা ময়া তদৈব হৃদ্যপি সুষ্ঠু কিং বা দৃষ্টং। তৎক্ষণএব তত্রাপি কিং পুনর্ন ব্যদর্শীত্যত স্তদ্বপুস্তব জলস্থত্বেন পরিচ্ছিন্নমপি অচিন্ত্যশক্ত্যা স্বকুক্ষিগতীকৃতজগৎকত্বেনাপরিচ্ছিন্নঞ্চ। সর্ব্বত্রৈব দেশে কালেচ বর্ত্তমানমেবাপি ত্বদীয়যোগমায়য়া আবরণপ্রকাশাভ্যামেব দৃশ্যতে ন দৃশ্যতে চেত্যবগতং ॥ ১৫ ॥

পরমার্থত সত্য নহে; কারণ হে দেব! তাহা হইলে, আমি তৎকালে সেই কমলের নালপথ অবলম্বনে আপনার অন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক, শত বর্ষ পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিয়া, আপনার স্বরূপ দর্শনে সমর্থ হই নাই। অধিক কি! আমি সমষ্টি জীবের আত্মা এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সার হইয়াও, তৎকালে বাহ্যদৃষ্ট আপনার স্বরূপ অন্তরে অবলোকনেও পারদর্শী হই নাই; অথচ তপোনু-ষ্ঠানের অব্যবহিত পরেই আপনাকে দর্শন করিলাম। অতএব আপনার প্রকৃত স্বরূপ ও তপস্যা এবং যোগগম্যই সন্দেহ নাই! ॥ ১৫ ॥

আভাস।

নারায়ণের স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বময়, ইন্দ্রিয়ের অতীত ও সর্ব্বব্যাপী; কারণ-সমুদ্রে তিনি শয়ান ছিলেন বলিলে, তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলা হয়। এদিকে "যচ্চ কিঞ্চজ্জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা। অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ" ॥ এই মন্ত্রার্থে স্পষ্টই প্রকাশ যে, জগতের যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, বা যাহা কিছু শুনা যাইতেছে, ভগবান্ নারায়ণ সেই সমস্তের অভ্যন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন; তিনি অপরিচ্ছিন্ন ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর। অতএব সর্ব্বব্যাপকের তাদৃশ গর্ত্তসলিলে

অত্রৈব মায়াধমনাবতারে হ্যস্য প্রপঞ্চস্য বহিঃস্ফুটস্য।
কৃৎস্নস্য চান্তর্জ্জঠরে জনন্যা মায়াত্বমেব প্রকটীকৃতং তে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ।

হে মায়াধমন ভক্তজনমোহনিবারক! অত্র অস্মিন্ এব অবতারে অস্য বহিঃস্ফুটস্য প্রত্যক্ষসিদ্ধস্য কৃৎস্নস্য অপি প্রপঞ্চস্য চ অন্তর্জঠরে উদরমধ্যে জনন্যাঃ (যশোদায়াঃ প্রদর্শনেন) মায়াত্বং (স্বেচ্ছাধীনলীলামাত্রত্বং এব তে ত্বয়া প্রকটীকৃতং স্ফুটীকৃতং ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অপিচ যদি জলাদি প্রপঞ্চঃ সত্যঃ স্যাৎ তর্হি তেন তব পরিচ্ছেদো ভবেৎ সতু মায়াবিলসিত ইতি ত্বয়ৈব দর্শিতমিত্যাহ শ্লোকত্রয়েণ। হে মায়াধমন মায়োপশমন অত্রৈবাবতারে বহিঃস্ফুটস্যাপি জঠরমধ্যে জনন্যা প্রদর্শনেন ॥ ১৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্বু যস্যৈব জগতোঽন্তর্বর্ত্তিনি জলে তদ্বপুঃ স্থিতং তদেব জগত্তৎকুক্ষৌ তিষ্ঠতীত্যসঙ্গতং। নহি গৃহস্যান্তর্বর্ত্তিনি ঘটে তদেব গৃহং তিষ্ঠেদিত্যতঃ শুদ্ধসত্ত্বাত্মক বপুষি তস্মিন্নস্মান্মায়িকাদন্যদমায়িকমন্যদেব বা জগদ্ভবেদিত্যবসীয়তে। এবঞ্চ সতি ন ত্বং মৎকুক্ষিগত ইত্যাশঙ্ক্য কুক্ষিগতস্য জগতো বহির্জগদৈক্যবদন্নেব মায়িকত্বং প্রতিপাদয়তি দ্বাভ্যাং। অত্রৈবেতি হে মায়াধমন মায়োপশমক অস্য বহিঃস্ফুটস্যৈব প্রপঞ্চস্য কৃৎস্নস্যাপি অন্তর্জঠরে প্রদর্শনয়েতি শেষঃ। জনন্যাঃ জননীং শ্রীযশোদাং প্রতীত্যর্থঃ। মায়াত্বং মায়িকত্বং অতো দুস্তর্ক্যযোগমায়ৈব ত্বদ্বপুর্জগদন্তর্বর্ত্যপি সর্ব্বজগদ্ব্যাপকং যুগপদেবেতি ধ্বনিঃ। তেন চ সাক্ষাত্তবাপি কুক্ষিগতোঽহমধুনাপি বর্ত্তে ইতি সাক্ষাত্ত্বমপি মন্মাতেত্যনুধ্বনিঃ ॥ ১৬ ॥

হে ভক্ত-জন-মোহ-বারণ! এতদ্ব্যতীত আপনি এই অবতারেই প্রত্যক্ষসিদ্ধ সমস্ত প্রপঞ্চ জগৎ এবং আপনি স্বয়ং নিজ উদরমধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছেন, এইভাবে নিজ জননী যশোদাকে প্রদর্শন করায়, ব্রহ্মাণ্ড ও অবতারবিগ্রহ যে, স্বীয় ইচ্ছাধীন লীলাস্বরূপ মায়া মাত্র, তাহাও স্পষ্টই বুঝাইয়াছেন॥১৬॥

আভাস।

পরিচ্ছিন্নের ন্যায় শয়ন যে অসম্ভব, এইটী প্রমাণ করিবার বাসনায় ব্রহ্মা বলিলেন, হে ভগবন্! আপনার ঐ জলশায়ীরূপে নারায়ণমূর্ত্তির বিকাশও আপনার মায়া মাত্র। নতুবা ঐ দেহ যদি সত্য হইত, তাহা হইলে আমি যখন কমলনাল অবলম্বনে আপনার অন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক শত বৎসর অন্বেষণ করি, তখন অবশ্য আপনার রূপ বা মহিমা অনায়াসে অবগত হইতে পারিতাম। কিন্তু আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিল না। যদি

লীলানুকূল ইচ্ছাবিশেষ এব মায়াশব্দেনোক্তত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

যস্য কুক্ষাবিদং সর্ব্বং সাত্মং ভাতি যথাতথা।
তত্ত্বষ্যপীহ তৎসর্ব্বং কিমিদং মায়য়া বিনা॥ ১৭॥

অন্বয়ঃ।

ইহ বহিঃ, জগতি, ইদং সর্ব্বং যথা ভাতি তথৈব যস্য তব, কুক্ষৌ অপি সাত্মং (আত্মনা ত্বয়া সহিতং) সর্ব্বং তৎ ভাতি তৎ ইদং ভানং, ত্বয়ি মায়য়া ত্বদিচ্ছয়া, বিনা (কিং কথং ঘটতে)॥ ১৭॥

শ্রীধরস্বামী।

নন্বু বহিঃ সত এবাস্তর্জঠরে প্রতিবিম্বোঽস্য কুতঃ সর্ব্বথা মায়াত্বং তত্রাহ। যস্য তব কুক্ষৌ সর্ব্বমিদং যথা ভাতি তৎ সর্ব্বমিহাপি বহিরপি তথৈব ভাতি কিঞ্চ সাত্মং ত্বৎসহিতং তত্তস্মাত্তদিদং ত্বয়ি মায়য়া বিনা কিং ঘটেত। অয়ং ভাবঃ ত্বয়ি প্রতিবিম্বশ্চেদ্বাহ্যাদিলোমতয়া প্রতীয়েত নতু তদস্তি তব চাদর্শস্থানীয়স্য ত্বয়ি প্রতীতি র্ন স্যাৎ। অতঃ সর্ব্বথা মিথ্যাত্বমেবেতি॥ ১৭॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কুক্ষিস্থবহির্ভিষ্ঠয়ো র্জগতোরনয়োঃ সর্ব্বথৈবাভেদাদৈক্যং ঐক্যাদেব কুক্ষিস্থস্য মায়িকত্বমবধারিতমিত্যাহ যস্য তব কুক্ষৌ ইদং বিশ্বং যথা ভাতি তথৈব ইহ বহিরপি স্থিতং বিশ্বং ভাতি। নন্বু বহিঃস্থিতস্য বিশ্বস্য কুক্ষৌ প্রতিবিম্ব এবায়ং তত্রাহ সাত্মং ত্বৎসহিতমেব। নহি দর্পণে দর্পণো দৃশ্যত ইতি ভাবঃ। তেন বহিঃস্থিতং মায়িকমেব বিশ্বং ত্বৎকুক্ষৌ দৃষ্টং। ত্বয়ীতি। যথা কুক্ষিস্থং বিশ্বং ত্বদধিকরণকং তথা বহিষ্ঠমপি বিশ্বং ত্বদধিকরণকমিত্যর্থঃ। তত্তস্মাদ্বৈলক্ষণ্যগন্ধস্যাপ্যভাবাৎ ইদং জঠরগতং বিশ্বং কিং মায়য়া বিনা অপিতু মায়িকমেব। অত্র ত্বজ্জনন্যনুভবো মদনুভবশ্চ প্রমাণমতো মায়িক-জগন্মধ্যবর্ত্ত্যহং ত্বৎকুক্ষিগতএব ভবামীতি মুহুর্বিজ্ঞাপ্যসে উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্যেত্যাদ্যুক্তিঃ ক্ষমস্বেতি ভাবঃ॥ ১৭॥

এই বিশ্ব সংসার যেমন বাহিরে প্রকাশ পাইতেছে, আপনার উদরমধ্যে কেবল সেই বিশ্ব নহে, তৎসঙ্গে আপনার পরিগৃহীত নর-বপুও যদি সেইরূপ প্রকাশ পায়, তবে বলুন দেখি? এই সমস্ত আপনার ইচ্ছাময় মায়া ব্যতীত কি কখন সম্ভব হয়?॥ ১৭॥

আভাস।

বলেন যে, আপনার দেহ একবার বাহিরে দৃষ্ট হইলেও আর তাহা বাহিরে দর্শন করিতে পারিব না; অন্তরেই উপলব্ধি করিতে হইবে। কিন্তু তাহাও দেখি, অসম্ভব। হৃদয়েও চিন্তা করিয়া, পুনরায় দর্শনে সক্ষম হইলাম না; কিন্তু যখন সমাধি অবলম্বনে বহুকাল তপস্যা দ্বারায় আপনার সন্তোষ লাভ হইল, হে মহাপ্রভো! তখনই আপনার মদনমোহন অপূর্ব্ব মূর্ত্তির সন্দর্শন লাভ করিলাম। এক্ষণে অনুমানে বুঝিতেছি যে, আপনার দেহ

অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং মম ন তে মায়াত্বমাদর্শিত-
মেকোঽসি প্রথমং ততো ব্রজসুহৃদ্বৎসাঃ সমস্তা অপি।

অন্বয়ঃ।

ত্বদৃতে ত্বাং বিনা, অস্য বিশ্বস্য, মায়াত্বং স্বেচ্ছাধীনত্বং, তে ত্বয়া কিং অদ্যৈব মম (মহ্যং) ন প্রদর্শিতং (তথাহি) প্রথমং (যদা ময়া বৎসাদয়ো নাপহৃতা ত্বদা ত্বং) একঃ (শ্রীকৃষ্ণরূপঃ) আসীঃ, (ততঃ বৎসবালাদিহরণানন্তরং) ব্রজসুহৃদ্বৎসাঃ সমস্তাঃ (যেষু

শ্রীধরস্বামী।

অপিচ ন কেবলং জনন্যা মমাপি তথৈব দর্শিতমিত্যাহ অদ্যৈবেতি। ত্বদৃতে ত্বাং বিনা অস্য বিশ্বস্য মায়াত্বং ত্বয়া মমৈব তদপ্যদ্যৈব কিং ন দর্শিতং কিন্তু দর্শিতমেব তথাহি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কিঞ্চ ত্বৎকুক্ষিগতং জগৎ বহিষ্ঠং তবাদিপুরুষস্য রোমকূপগতং চ জগৎসহস্রং সর্ব্বং মায়োপাদানকত্বাৎ মায়িকমেবেত্যেতাবৎকাল পর্য্যন্তং ময়া অবধারিতমেব। কিন্তু অতর্ক্যমহামহৈশ্বর্য্যস্য তব ত্বদীয়স্বরূপশক্ত্যাত্মকং চিন্ময়মপি জগৎসহস্রমস্তীত্যদ্যৈবানুভূতমিত্যাহ অদ্যৈবাস্য মদ্ভুমহিমনি মদ্দৃষ্টস্য জগৎসহস্রস্য কিং ত্বদৃতে জগৎসহস্রসত্তা কিং বস্তু তদ্বিনাভূতং অপিতু সর্ব্বমেব ত্বৎস্বরূপভূতমেবেত্যর্থঃ। অতএব মম মাং প্রতি তে ত্বয়া অস্য ন মায়াত্বং আদর্শিতং কিন্তু চিন্ময়ত্বমেব দর্শিতমিতি ভাবঃ। কুত ইত্যত আহ একোঽসীতি প্রথমমেকত্বমসি। ততঃ স্বরূপশক্ত্যৈব ব্রজসুহৃদো বালা বৎসাঃ সমস্তা অপি ত্বয়েবাভূঃ। ততো যোগমায়ৈব তানাচ্ছাদ্য প্রকাশিতাঃ স্বরূপশক্তিময়া

এতদ্ব্যতীত এই বিশ্ব যে, আপনার ইচ্ছাধীন ও মায়াময় তাহা কি অদ্য আপনি আমাকেও প্রদর্শন করান নাই? এই দেখুন! প্রথমে যখন আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া বৎস বালকাদি হরণ করি নাই, তখন আপনি এক কৃষ্ণমূর্ত্তিতে তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। আবার তৎপর-ক্ষণেই যখন বৎস ও বালকগণকে আপনার নিকট হইতে হরণ করিলাম, তখন দেখি! আপনি একাকীই সেই সেই বৎস ও সুহৃদ্ বালকগণ এবং তাহাদের

আভাস।

জলস্থ হইয়া পরিচ্ছিন্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে পরিচ্ছিন্ন নহে। আপনি অচিন্ত্যশক্তি সহকারে যখন সেই কারণবারিকেও স্বীয় কুক্ষির অভ্যন্তরে নিবিষ্ট রাখেন, তখন আপনি বস্তুত অপরিচ্ছিন্ন। আপনি সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকিলেও স্বদীয় যোগমায়ার আবরণ ও প্রকাশময়ী শক্তি দ্বারা কখন নয়নগোচর হন, কখনও বা হন না; এই মাত্র মীমাংসা ॥ ১৫ ॥

গৃহের অভ্যন্তরে যে ঘট আছে, তাহার মধ্যেই সেই গৃহটী উপলব্ধ হইতেছে বলা যেমন অসঙ্গত, সেইরূপ জগতাভ্যন্তর্বর্ত্তী কারণবারিতে যিনি ভাসমান, সেই দেবতার কুক্ষি

তাবন্তোঽপি চতুর্ভুজা স্তদখিলৈঃ সাকং ময়োপাসিতা-
স্তাবন্ত্যেব জগন্ত্যভূস্তদমিতং ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।

বিধাতাদয়শ্চ) অপি ত্বং এব; (ততঃ) ময়া সাকং সহ, অখিলৈঃ তত্ত্বাদিভিঃ উপাসিতাঃ সেবিতাঃ তাবন্তঃ তাবৎসংখ্যাকাঃ চতুর্ভুজাঃ (ত্বং অভূঃ) ততঃ চ তাবন্তি এব জগন্তি ব্রহ্মাণ্ডানি ত্বং অভূঃ অন্তে তদ্ অদ্বয়ং অমিতং ব্রহ্ম এব একঃ ভবান্ শিষ্যতে অবশিষ্টঃ অসি ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

একোঽসীত্যাদি। ততস্ততো ময়া সহাখিলৈস্তত্ত্বাদিভিরুপাসিতাস্তাবন্ত এব চতুর্ভুজা অপি জগন্তি ব্রহ্মাণ্ডানীতি প্রাগনুক্তমপি দৃষ্টমিতি জ্ঞাতব্যং ॥ ১৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শ্চতুর্ভুজাস্ত্বমভূঃ। কীদৃশাঃ অখিলৈরাত্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তৈশ্চিন্ময়ৈরেব ময়া মাদৃশেন ব্রহ্মণাপি চিন্ময়েনৈবোপাসিতা স্ততশ্চ তাবন্ত্যেব জগন্তি চিন্ময়ব্রহ্মাণ্ডান্যভূঃ। ততস্ততো যোগমায়ৈব স্বদিচ্ছয়া তান্ সর্ব্বানাচ্ছাদ্য প্রকাশিতং অপরিমিতসৌন্দর্য্যমনুপমং বা ব্রহ্ম পূর্ণং অদ্বয়-মেকং শিষ্যতে সম্প্রত্যপি মদ্ভাগ্যাৎ যোগমায়য়া মদ্দৃষ্টীঃ প্রত্যনাবৃতমেব ভবান্ বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। অত্র ত্বমভূস্ত্বমভূরিতি নির্দ্দেশেন ব্রজসুহৃদাদীনাং জগদন্তানাং ভগবতা মায়া-শক্তিং বিনৈবাবির্ভাবিতত্বাচ্চিন্ময়ত্বমবধারণীয়ং মায়য়া অভূরিত্যনুক্তেঃ ত্বদৃতে কিমিত্যু-ক্তেশ্চ জগতান্তু সুতরামেব ॥ ১৮ ॥

বসন ভূষণ, এমন কি! শৃঙ্গ ও বেণুরূপে বিগ্রহ ধারণ করিয়া নিজেই নিজের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। তৎপরক্ষণেই দেখি, ঐ সমস্ত বৎস বালকাদির বিগ্রহ চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে; এবং নিখিল প্রকৃত্যাদি তত্ত্ব এবং আমি ব্রহ্মা সেই প্রত্যেক মূর্ত্তি পরিবেষ্টনে স্তব করিতেছি, এইরূপ প্রদর্শন করাইলেন। পরে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড-নিচয়ই যে আপনি, তাহাও প্রকাশ করিয়া, সর্ব্বশেষে সমস্ত আপনাতে উপসংহার করত, অদ্বয় প্রমাণাতীত পরম ব্রহ্ম স্বরূপ এক কৃষ্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

আভাস।

মধ্যেই জগৎসমন্বিত কারণবারি নিহিত রহিয়াছে, বলাও অসঙ্গত। বরং শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক সেই দেহের অন্তরে তদপেক্ষা ভিন্ন অথচ অনাময় অন্য দেবতা জগদ্রূপে ভাসমান ছিলেন বলাই কর্ত্তব্য; তাহা হইলে ব্রহ্মা যে, অনাদি পরম পুরুষের কুক্ষিগত, এরূপ বুঝায় না। ব্রহ্মা এই সংশয় নিরাকরণ পূর্ব্বক কুক্ষিস্থ ও বহিস্থ জগৎদ্বয়ের একত্ব প্রতিপাদন করিবার মানসে বলিলেন, হে ভক্তজনের মায়োপশমনকারিন্ শ্রীহরি! প্রপঞ্চ জলাদি জগৎ যদি সত্য হইত, তাহা হইলে প্রপঞ্চের দ্বারা আপনার পরিচ্ছিন্ন ভাব সঙ্গত হইত।

অজানতাং ত্বৎপদবীমনাত্মন্যাত্মাত্মনা ভাসি বিতত্য মায়াং।
সৃষ্টাবিবাহং জগতোবিধান ইব ত্বমেষোঽন্ত ইব ত্রিনেত্রঃ॥)

অন্বয়ঃ।

জগতঃ সৃষ্টৌ (রজোগুণেন) অহং ব্রহ্মা ইব, বিধানে পালনে (সত্ত্বেন) এষঃ ত্বং বিষ্ণুঃ ইব, অন্তে সংহারে (তমসা) ত্রিনেত্রঃ রুদ্রঃ ইব, অনাত্মনি দেহাদৌ, আত্মনা আত্মাভিমানেন, ত্বৎপদবীং ত্বৎস্বরূপং, অজানতাং ইব, আত্মা (শুদ্ধঃ বুদ্ধঃ নিত্যঃ মুক্তঃ সত্যস্বরূপঃ ত্বং) আত্মনা বিবেকেন, মায়াং (অঘটনঘটনাপটীয়সীং) বিতত্য (স্বাধীনে বিস্তার্য্য) অনাত্মনি যোগমায়ায়াং, এব ভাসি॥

শ্রীধরস্বামী।

নন্থ ব্রহ্মন্ তব ময়া দর্শিতং শুদ্ধমেব চৈতন্যং কথং প্রপঞ্চবৎ মায়েত্যুচ্যতে সত্যং কিন্তু অদ্বিতীয়ে ত্বয়ি নানাত্বং গুণাবতারমৎস্যাদ্যবতারেষিব কার্য্যবশেন স্বতন্ত্রমায়ানিবন্ধন-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দুর্গমমহিম্নস্তব চিন্ময়জগতাং বার্ত্তা দূরে তাবদাস্তাং বহির্মুখানাং মতে তু ত্বমপি মায়োপাধি র্মায়াময় এব ভবসীত্যাহ। অজানতামিতি ত্বৎপদবীং ত্বৎপ্রাপকং বর্ত্ম ভক্তিযোগমজানতাং জ্ঞানিমানিনান্তু মতে ত্বমনাত্মনি প্রকৃতৌ স্থিত এব আত্মৈব ত্বং আত্মনৈব স্বাতন্ত্র্যেণৈবেতি তব জীবাদিশেষঃ। মায়াং বিতত্যৈব ভাসি আকারশূন্যোঽপ্যাকারবত্ত্বেন ভাতো ভবসি। সৃষ্টৌ রজোগুণেন যথা অহং। বিধানে পালনে সত্ত্বেন এব ত্বং বিষ্ণুরিব। অন্তে তমসা ত্রিনেত্রো রুদ্র ইবেতি। নিরাকারস্যাপ্যাত্মনো মায়িকাকারাঃ যথা ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাস্তথা মায়িকমেব জলস্থং নারায়ণরূপং অবতারাশ্চ সর্ব্বে মায়িকরূপা মায়য়ৈব বৎসবালচতুর্ভুজাদীন্ ক্ষণিকান্ দর্শয়ামাসেতি তে প্রাহুরিত্যর্থঃ।

জগতের সৃষ্টির নিমিত্ত রজোগুণে যেমন আমি ব্রহ্মা, পালনার্থ সত্ত্বগুণে আপনি বিষ্ণু ও সংহারার্থ তমোগুণে শঙ্কর এবং অনাত্ম দেহাদিতে আত্মাভিমান পূর্ব্বক ত্বৎস্বরূপানভিজ্ঞ চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষ জীবসঙ্গা লাভ করে, সেইরূপ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ও সত্যস্বরূপ পরমাত্মা আপনি বিবেকবলে অঘটনঘটনাপটীয়সী মায়াকে নিজ অধীনে বিস্তার পূর্ব্বক, অনাত্মা যোগমায়ার আত্ম বিকাশ করিতেছেন॥

আভাস।

প্রপঞ্চ জলাদি ত সত্য নহে; উহা যে কেবল মায়ার বিলাস মাত্র, তাহা আপনি এই অবতারেই স্পষ্ট দেখাইয়াছেন। গোপবালকগণ আপনার নামে অনুযোগ পূর্ব্বক যখন জননী যশোদার সমীপে বলে, "গোপেশ্বরি! আজ তোমার কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছে"! এবং নন্দবনিতাও দুঃখিতহৃদয়ে আপনাকে তর্জ্জন করত বলেন, "কৃষ্ণ রে! আমি যে ক্ষীর নবনী প্রভৃতি দিই, তাহাতে কি তোমার উদরপূর্ত্তি হয় না? তাই তুমি মৃত্তিকা খাইতে

সুরেষ্বৃষিষ্বপ তথৈব নৃষ্বপি তির্য্যক্ষু যাদঃস্বপি তেঽজনস্য।
জন্মাসতাং দুর্ম্মদনিগ্রহায় প্রভো বিধাতঃ সদনুগ্রহায় ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ।

হে প্রভো বিধাতঃ ঈশ! অসতাং দুষ্টানাং দুর্ম্মদনিগ্রহায় মদনাশায় তথা, সদনুগ্রহায় সাধূনাং হিতার্থায়, চ অজনস্য কর্ম্মাধীনজন্মরহিতস্য, অপি তে তব, সুরেষু (বামনরূপেণ) ঋষিষু (পরশুরামাদিরূপেণ) নৃষু (রামকৃষ্ণাদিরূপেণ) তির্য্যক্ষু (বরাহাদিরূপেণ) যাদঃসু জলচরেষু (মৎস্যাদিরূপেণ) জন্ম অভূৎ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

মিত্যাহ শ্লোকদ্বয়েন অজানতামিতি ত্বৎপদবীং ত্বৎস্বরূপং অজানতাং অনাত্মনি প্রকৃতৌ স্থিত আত্মৈব ত্বং আত্মনৈব স্বাতন্ত্র্যেণ মায়াং বিতত্য ভাসি কথং জগতঃ স্রষ্টাবহমিব ব্রহ্মেব বিধানে পালনে এব স্বমিব অন্তে ত্রিনেত্র ইবেতি ॥ ১৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অতস্তৈঃ স্বভক্তানাং পরাভবাভাবার্থং যৎ স্বপদবীজ্ঞাপনং প্রায় স্তদর্থমেব ত্বয় সর্ব্বেঽবতারা ইত্যাহ সুরেষ্বিতি। অসতামসাধূনাং বয়মেব জ্ঞানবন্ত ইতি যো দুষ্টো মদস্তস্য নিগ্রহায়। সতাং ভক্তানাং স্বীয়সচ্চিদানন্দময়রূপগুণলীলানুভাবনয়া অনুগ্রহায়। যদুক্তং সত্ত্বং নচেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেদিত্যাদি ॥ ১৯ ॥

হে প্রভো বিশ্ববিধাতঃ! জীবের ন্যায় কর্ম্মের অধীন জন্মাদি ষড়্ভাব বিকারের অতীত হইয়াও, আপনি অসাধুগণের দুষ্টাভিমানের নিবৃত্তি ও সাধুগণের হিতবিধান-মানসে দেবতাগণ মধ্যে বামনাদিরূপে, ঋষিমধ্যে পরশুরামাদি মূর্ত্তিতে, মানবগণে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণাদি বিগ্রহে, তির্য্যক্‌মধ্যে বরাহাদি মূর্ত্তিতে এবং জলচরের মধ্যে মৎস্যাদি দেহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক আবির্ভূত হন ॥ ১৯ ॥

আভাস।

গিয়াছ? আপনি অমনি পরমভক্ত জননীর মোহ অপনোদনার্থ বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, "জননি! কৈ আমি মৃত্তিকা খাই নাই; যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, আমার মুখ দেখ"! এই বলিয়া মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক জননীকে নিজ উদর মধ্যে ত্রিভুবন সহ নিজ লীলাবপুও বিদ্যমান রহিয়াছে এইরূপ প্রদর্শন করাইয়াছেন। এই আচরণে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আপনার দেহ যেমন মায়াময়, তেমনই মায়াপ্রদ। দুস্তর্ক্য যোগমায়ার প্রভাবে স্বদীয় বপু এক সময়েই জগতের অন্তর্বর্ত্তী হইয়াও জগদ্ব্যাপক; ইহাই সুসমিচীন অর্থ; এবং আমি এখনও আপনার কুক্ষির মধ্যে বাস করিতেছি ও আপনিই আমার মাতা, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ১৬।

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্ যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাং।

অন্বয়ঃ।

হে পরাত্মন্! (আশ্চর্য্যরূপাং) যোগমায়াং বিস্তারয়ন্ যদা ত্বং ক্রীড়সি তদা ত্রিলোক্যাং হে যোগেশ্বর (অনন্তরূপেণ ক্রীড়তঃ) হে ভূমন্ (সর্ব্বব্যাপকস্য) হে ভগবন্

শ্রীধরস্বামী।

নন্থ সাতন্ত্র্যে কথং কুৎসিতেষু মৎস্যাদিষু জন্ম কথং বা বামনাদ্যবতারে যাচঞ্চাদিকার্পণ্যং কথং বা অস্মিন্নবতারে কদাচিদ্ভয়পলায়নাদি অত আহ কো বেত্তীতি। অবর্থৈঃ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্থ কৃষ্ণস্য মম ভূভারহরণার্থমেব জন্ম রামস্য রাবণবধার্থমেব শুক্লাদ্যবতারগণস্য তত্তৎসময়প্রয়োজনপ্রবর্ত্তনার্থমেবেতি প্রসিদ্ধি র্ন তু জ্ঞানিমানিনাং দুর্মদনাশার্থং। সত্যং তব প্রাদুর্ভাবাদিলীলানাং কুত্র কুত্র বিষয়ে কিং কিং প্রয়োজনং কদা কদা বা কিরত্যো বা তা ইতি কার্ৎস্ন্যেন জ্ঞাতুং কোঽপি ন প্রভবতীত্যাহ কো বেত্তীতি। ভূমন্ হে বিশ্বব্যাপকানন্তমূর্ত্তে। হে ভগবন্ ভূমত্বেঽপি ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ হে পরাত্মন্ ভগবত্বেঽপি পরমাত্মস্বরূপ। হে যোগেশ্বর যোগমায়য়ৈবানুভাব্যমানভূমত্বাদিমহানহৈশ্বর্য্য। উতী-

হে কালাদিনিয়ন্তা পরাত্মন্! হে অনন্তরূপে ক্রীড়াকারি যোগেশ্বর! হে সর্ব্বব্যাপক ভূমন্! এবং হে ষড়্গুণসম্পন্ন ভগবন্! আশ্চর্য্যরূপা যোগমায়াকে বিস্তার পূর্ব্বক আপনি যখন ক্রীড়া করেন, তখন ত্রিজগতে এমন কে

আভাস।

বাহ্য জগৎ মায়াময় বা মিথ্যা নহে; শ্রীকৃষ্ণের উদর মধ্যে যে, উপলব্ধ হইয়াছিল সে কেবল প্রতিবিম্ব ভাবে মাত্র, প্রকৃত নহে; এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ দর্পণে যেমন সেই দর্পণের প্রতিবিম্ব পড়ে না, সেইরূপ কৃষ্ণগর্ভে কখন কৃষ্ণমূর্ত্তির প্রতিবিম্ব পতিত হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং বাহ্য জগৎ ও কৃষ্ণোদর-মধ্যবর্ত্তী জগৎ দুই এক নহে; তবে এক ভাব মাত্র। তিনি যেমন কেবল মায়ার দ্বারাই বাহ্য জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তদ্রূপ মায়ার দ্বারা তদনুরূপ জগৎ স্বীয় অভ্যন্তরে রচনা করিয়াই জননীকে প্রদর্শন করিয়াছেন। পাছে ইহার কিছুমাত্র ন্যূনতা ঘটে, এই নিমিত্ত জননীকে প্রদর্শনীয় নিজ বপুকেও তথায় রচনা করিয়া রচনামাত্রেরই মায়াময়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। এবং কুক্ষিস্থ বিশ্বের আধার যেমন শ্রীকৃষ্ণ, বহিস্থ বিশ্বেরও আধার এক তিনি মাত্র। এই উভয় বিশ্বের কোন অংশে বৈলক্ষণ্য নাই; উভয়ই এক। অতএব যখন তাৎকালিক উদরস্থ জগৎ যেমন মায়া ব্যতীত সম্ভব নহে, তেমনই এই সার্ব্বকালিক বিশ্বও মায়া ব্যতীত কি কখন সম্ভব? এস্থলে যশোদার অনুভবের ন্যায়, ব্রহ্মা স্বীয় অনুভব কথা উত্থাপন পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত মনে স্থির করিলেন যে, তিনি যেমন মায়িক জগতের মধ্যবর্ত্তী, তেমনই ভগবানেরও উদরান্তরে নিবদ্ধ আছেন; অতএব গর্ভগত শিশুর পদাদি সঞ্চালনে মাতার

ক্বাহো কথং বা কতি বা কদেতি বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াং ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ।

(ষড়্ গুণসম্পন্নস্য) ভবতঃ উক্তীঃ লীলাঃ ক্ব (কুত্র) কথং (কেন প্রকারেণ) কতি (কতিবিধাঃ) কদা বা (ভবন্তি) ইতি কঃ বেত্তি জানাতি ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সম্বোধনৈঃ দুর্জ্ঞেয়ত্বমেবাহ ভূমন্নিত্যাদিভিঃ। তব উক্তি লীলাস্ত্রিলোক্যাং কো বেত্তি ক বা কথং বা কতি বা কদা বেত্তি অচিন্ত্যং তব মায়াবৈভবমিতি ভাবঃ ॥ ২০।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ব্রহ্মাদিলীলাঃ ত্রিলোক্যাং ত্রিলোকীমধ্যবর্ত্তিনীলীলাঃ কো বেত্তি ন কোঽপি। যতঃ ক্বাহো ইত্যাদি নহু তবানন্তা এব মূর্ত্তয়ো বিশ্বব্যাপিকাঃ ষট্‌ঐশ্বর্য্যবত্যঃ পরমাত্মস্বরূপা নত্বৌপাধিকাঃ ত্রৈলোক্যান্তর্বর্ত্তিনীরেব ভক্তবিনোদনার্থা লীলাঃ কুর্ষ্বত্যঃ সর্ব্বা এব সদৈব যুগপদেব ক্রীড়ন্তীতি কথং সম্ভবেদিত্যত আহ বিস্তারয়ন্নিতি। অচিন্ত্যশক্ত্যা যোগমায়ৈব তত্তদুপাসকভক্তান্ প্রতি তাসাং যথাসময়ং প্রকাশনাবরণাভ্যামেব ক্রীড়ানির্ব্বাহ ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

আছে যে, আপনার লীলা কোথায়, কি ভাবে, কত রকমে এবং কখনই বা যে প্রকাশ হইতেছে, তাহা অবধারণে সমর্থ হয়! ॥ ২০ ॥

আভাস।

ক্লেশ হইলেও পুত্র যেমন অপরাধী হয় না, সেইরূপ জগৎসন্নিধানে নিজ মায়া বিকাশে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিলেও, যেন ব্রহ্মা অপরাধী না হন, ইহাই তাঁহার প্রার্থনা ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, হে ভক্তবৎসল ভগবন্! আপনি কৃপা বিতরণ পূর্ব্বক জগৎ যে, মায়াময় তাহা যেমন জননীকে দেখাইয়াছেন, আমাকেও সেইরূপ দেখাইয়াছেন। এই দর্শনে আমি বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি আদিভূত সনাতন পরম পুরুষ! আপনার কুক্ষিতে ও বাহিরে কেবল এই একটী ব্রহ্মাণ্ডের কথা কেন? ভবদীয় মায়ায় রচিত এরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড আপনার রোমকূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আমি জানি; কিন্তু আপনি অচিন্ত্য-মহৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন। আপনার স্বরূপশক্তি দ্বারা নির্ম্মিত চিন্ময় সহস্র সহস্র জগৎ যে ইহা ব্যতীত আছে, তাহা অদ্যই উপলব্ধি করিলাম। যেহেতু অদ্য যে সহস্র সহস্র জগৎ ও জাগতিক পদার্থ সহ আপনার অপার অগণ্য মহিমার বিকাশ করিলেন, ইহার কোনটীই ত আপনার স্বরূপ হইতে পৃথক্ নহে; সমস্তই আপনার স্বরূপের পরিচয় মাত্র; সুতরাং অদ্য যাহা কিছু প্রদর্শন করাইয়াছেন, ইহার কোনটীই মায়াময় মায়িক নহে, সকলই চিন্ময়। কারণ দেখিতেছি, প্রথমত আমি যখন আসিলাম, তখন কেবল আপনি এক কৃষ্ণরূপে বৎস ও বালকগণের সহ বিহার করিতে ছিলেন। তৎপরে যখন সেই বয়স্য বালক ও বৎসগণকে হরণ করত আমি স্থানান্তরে রাখিলাম, তখন

তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখং।

অন্বয়ঃ।

তস্মাৎ অনন্তে দেশপরিচ্ছেদরহিতে, নিত্যসুখবোধতনৌ নিত্যানন্দজ্ঞানবিগ্রহে, ত্বয়ি ইদং (অজদৃষ্ট্যা প্রতীয়মানং) স্বপ্নাভং (স্বপ্নদৃষ্টপদার্থস্য আভা উপমা যস্য তৎ)

শ্রীধরস্বামী।

নন্বু ভবতু অবতারাণামচিন্ত্যমহিমা প্রপঞ্চস্য তু অসত্ত্বে কথং সত্ত্বপ্রতীতিরিতি ইমাং আশঙ্কাং সপরিকরামুপসংহরন্ পরিহরতি তস্মাদিতি। অস্তধিষণং নিরস্তপ্রতিভাসং ত্বয্যেব

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তস্মাৎ ইদন্তারাস্পদং জগদেব মায়িকং মধ্যমপরিমাণবত্ত্বেঽপ্যেতৎপরিচ্ছেদকং স্বয়ম্ভু শুদ্ধসত্ত্বাত্মকমেবেতি প্রকরণমুপসংহরতি তস্মাদিতি। অসৎ সার্ব্বকালিকসত্তারহিতং স্বরূপং যস্য তৎ। অতএব স্বপ্নাভং স্বপ্নাত্মজ্ঞানবদল্পকালবর্ত্তি। নন্বু স্বাপ্নিকবস্তুবদস্য জগতো মিথ্যাত্বে ব্যাখ্যেয়ং প্রধানপুংভ্যাং নরদেবসত্যকৃদিতি সপ্তমোক্তেঃ সত্যং হেবেদং বিশ্বমসৃজতেতি মাধ্বভাষ্যপ্রমাণিতশ্রুতেশ্চ অস্তা লুপ্তা ধিষণা জ্ঞানমবিদ্যায়া যস্য তৎ।

এই বিশ্ব সামান্য দৃষ্টিতে সত্যের ন্যায় উপলব্ধ হইলেও, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় মিথ্যা; ইহাতে আসক্ত জীবের ভয়ানক দুঃখলাভই হয়, সন্দেহ নাই।

আভাস।

প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক দেখি যে, স্বয়ং পৃথক্ থাকিয়াও নিজ স্বরূপ দ্বারা তাবৎ সংখ্যক বৎস ও বালক লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন; দেখিতে দেখিতে সেই আপনার সকল প্রতিমূর্ত্তিই চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করিল এবং তৎস্বরূপ চিন্ময় তত্ত্বসমূহ এবং চিন্ময় ব্রহ্ম সেই মূর্ত্তিগণকে বেষ্টন পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত অনন্ত বস্তু অনন্ত চিন্ময় ব্রহ্মাণ্ড-রূপে পরিণত হইয়া আমার সমক্ষে প্রতীয়মান হইল। আবার দেখি, যোগমায়া সেই সকলকে আমার দৃষ্টি হইতে আচ্ছাদন করিলেন, তখন এক অদ্বয় পূর্ণব্রহ্মমাত্র আপনাকেই নিরীক্ষণ করিতেছি। অহো আমার কি সৌভাগ্য! যে আপনার ইচ্ছারূপ যোগমায়া আমার প্রতি বিমুখ না হইয়া আপনার স্বরূপকে আমার দৃষ্টিপথ হইতে আবৃত করেন নাই। আপনি যখন এই সকলরূপে আমাকে দেখা দিয়াছেন, তখন ইহার কিছুই মায়াময় নহে; সকলই পরমার্থত চিন্ময়॥ ১৮॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপেরই প্রকাশ দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহা প্রপঞ্চের মায়া বলিয়া কেন উক্ত হইয়াছে? তদুত্তরে বলা যায় যে, অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্ম কার্য্যোপলক্ষে স্বতন্ত্র মায়ার দ্বারা গুণে অধিষ্ঠিত হইয়া, মৎস্যাদি অবতারে যেমন আবির্ভূত হন, এস্থলেও চিন্ময় হইলেও মায়াময়ের ন্যায় প্রতিপত্তি অসঙ্গত নহে। কারণ ভগবানের মহিমা কেহই পরিজ্ঞাত নহে। সকলেই মায়ার বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক মায়ার আবরণ চক্ষে দিয়া, কি চিন্ময় কি মায়াময়! সকলই তাহারা এক মায়াময় বলিয়াই জ্ঞান

ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ।

অন্তর্ধিষণং বুদ্ধিলোপকরং পুরুদুঃখদুঃখং অশেষক্লেশপ্রদং, অসৎস্বরূপং মিথ্যারূপং, জগৎ মায়াতঃ মায়য়া অশেষং উদ্যৎ সৃষ্টং, অপি যৎ (নশ্বৎ) তৎ সৎ ইব অবভাতি ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

উদ্যৎ উদ্ভবৎ অপি যৎ নশ্বৎ। সদিবেত্যুপলক্ষণমেতৎ। নিত্যমিব সুখমিব বোধনমিব চ অধিষ্ঠানভূতস্য তব গুণৈস্তথা তথা ভাতীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নিত্যমিতি সন্ধিনী সুখমিতি হ্লাদিনী বোধ ইতি সম্বিদস্ত এতৎ স্বরূপশক্তিত্রিতয়াত্মকত্বাৎ সদানন্দচিন্ময়াঃ তনবো যস্য তস্মিন্ ত্বয়ি অধিষ্ঠানে মায়াতঃ কারণাদুদ্যৎ উল্লাচ্ছৎ অপি যৎ অস্তং গচ্ছদপি সদিব সার্ব্বকালিকমিব। যদ্বা। যস্মাৎ সদনুগ্রাহকানি তৎস্বরূপাণ্যেব মঙ্গলানি তস্মাদিদং জগদেব অসৎস্বরূপং। অমঙ্গলাত্মকং। নন্থ মিথ্যাভূতস্য জগতঃ কিং ভদ্রাভদ্র-বিচারেণ তত্রাহ স্বপ্নাভং স্বপ্নবন্ন ভাতীতি তৎমিথ্যাত্বেন ন প্রতীতমিত্যর্থঃ। কিন্তু অন্তর্ধিষণত্বাৎ পুরুদুঃখদুঃখত্বাদভদ্রমপি সদিব বিষয়ানন্দদৃষ্ট্যা উত্তমমিবাভাতি ॥ ২১ ॥

ইহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, মীমাংসার অভাবে বুদ্ধি ম্লান হইয়া পড়ে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! নিত্যানন্দময় অনন্ত জ্ঞানবিগ্রহ-স্বরূপ আপনাতে মায়ার দ্বারা উৎপন্ন হওয়ায়, এই মিথ্যা জগৎও সত্যের ন্যায় প্রতীত হইতেছে ॥ ২১ ॥

আভাস।

করিতেছে। জীব অনাত্মা দেহাদিতে আত্মবোধ করত, মোহজালে নিপতিত; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবও স্ব স্ব কার্য্যানুরূপ গুণে আবৃত হইয়া সংসার কার্য্যেই নিযুক্ত আছেন। কিন্তু ভগবান্ কেবল স্বীয় অচিন্ত্য যোগমায়া বিস্তার পূর্ব্বক নিরাকার হইয়াও, আকারবানের ন্যায় প্রতীত হইতেছেন। ঈশ্বর স্বতন্ত্র; জীব ঈশ্বরের অধীন; সুতরাং মায়ার বশবর্ত্তী হইয়া প্রপঞ্চান্তর্গত রজ ও তমোময় বিগ্রহাদি অবলম্বনে জীব তাহাতেই নিবিষ্ট থাকে; প্রপঞ্চান্তর্গত রজ ও তমোগুণের অস্বচ্ছতা নিবন্ধন চিৎস্বরূপের আবিষ্কার না হওয়ায়, জড়ের ন্যায় প্রতীত হয় ও ভগবৎস্বরূপের উপলব্ধিকরণে অপারক। তন্মধ্যে যাহারা প্রেম ও ভক্তিবলে ঈশ্বরের কৃপার পাত্র হয়, তাহারাই কেবল সত্ত্বগুণে অলঙ্কৃত হইয়া, আত্মানাত্ম বিচারে পারক ও ভগবন্মহিমা দর্শনে কথঞ্চিৎ যোগ্য হয়।

ভগবান্ স্বীয় ভক্তগণের অন্যকৃত পরাভব নিবারণার্থই বিবিধ অবতার গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগের অভাব মোচন ও উৎসাহ প্রদান করেন। অসাধুগণের মধ্যে যাহারা আপনাকে পণ্ডিত বা জ্ঞানবশিষ্ট মনে করিয়া অভিমানী হয়, তিনি তাহাদের সেই অভিমান নিবারণ করেন এবং ভক্তহৃদয়ে স্বীয় সচ্চিদানন্দময় রূপ, গুণ ও লীলাদি প্রকটন পূর্ব্বক বিশেষ অনুগ্রহই করিয়া থাকেন। তিনি সকল উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট যোনিতে

আভাস।

অবতীর্ণ হইয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, যোনি বিশেষের আদর বা গৌরব তাঁহার নিকট নাই! যেখানে সত্ত্বগুণের প্রকাশ তাহাই উৎকৃষ্ট। সংসার বা সমাজ সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ হইলেও, সে যোনিতে, যদি সত্ত্বগুণের পরিবর্ত্তে নিকৃষ্ট তমোগুণের প্রকাশ থাকে, তাহা হইলে তাহাও নিকৃষ্ট ॥ ১৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ভূভার হরণার্থ জন্মগ্রহণ করেন; শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধার্থ জন্ম পরিগ্রহ করেন; এবং এইরূপ যে যে অন্যান্য অবতারের কথা উল্লেখ আছে, সকলেই তৎ তৎ কালোচিত এক একটী কর্ম্মের সাধনার্থই অবতীর্ণ হন। জ্ঞানাভিমানীর অভিমান নিবৃত্তির জন্য যে, কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ উল্লেখ নাই। এতদ্ব্যতীত ভগবান্ স্বতন্ত্র; তাঁহার কুৎসিত মৎস্যাদি যোনিতে অবতীর্ণ হইবার অভিপ্রায় কি? বামনাদি অবতারে তুচ্ছ যাচ্ঞাদি ক্রিয়া দ্বারা এবং এই শ্রীকৃষ্ণাবতারে কালযবনাদির ভয়ে পলায়নাদির দ্বারা অনেক হেয়ত্বেরই পরিচয় দিয়াছেন, ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ ভগবল্লীলা সম্বন্ধে সকলেই অনভিজ্ঞ। তিনি যে কোথায়, কি অভিপ্রায়ে, কখন এবং কি কি শক্তির বিকাশ করেন, কে তাহা পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়? অভিমানী তার্কিকগণ নিজ অনভিজ্ঞতার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, বৃথা বাদ বিসম্বাদাদির দ্বারা গুরুতর দোষে দূষিত হয়। ক্ষুদ্রবুদ্ধি দ্বারা অনন্তদেবের অনন্ত কার্য্যের জ্ঞান কিরূপে সম্ভব? ইহার পরিচয়ার্থ ব্রহ্মা ভগবানকে এক একটী সম্বোধনান্ত পদের দ্বারা ভগবানের অনন্তত্বের প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ ভূমন্! যিনি সকলের অপেক্ষা বৃহৎ, সুতরাং বিশ্বব্যাপক ও অনন্ত মূর্ত্তিবিশিষ্ট, তিনিই ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন। হে পরাত্মন্! অর্থাৎ বাহ্যরূপ ব্যতীত, তিনি অন্তরের ধন, পরমাত্মা স্বরূপ। হে যোগেশ্বর! অর্থাৎ যোগিগণেরও যোগ-ফলদাতা; যোগমায়া দ্বারাই যাঁহার মহামহিমা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাদৃশ মহামহেশ্বরের জন্মাদি লীলা ত্রিলোক মধ্যে সকলেরই অজ্ঞাত। ভগবানের মূর্ত্তি অনন্ত, বিশ্বব্যাপক, ষড়ৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট এবং পরমাত্মস্বরূপ; সামান্য ভূতময় নহে। অচিন্ত্য যোগমায়াশক্তি দ্বারা সেই সেই রূপের উপাসক সন্নিধানে সময়ক্রমে প্রকাশ ও আবরণ করত ভগবান্ দেহ পরিগ্রহে ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

ভগবানের দেহ শুদ্ধসত্ত্বাত্মক ও নিত্য। সত্য ও নিত্যের ন্যায় প্রতীয়মান এই জগৎ মিথ্যা ও মায়াময়। এই তাৎপর্য্যের উপসংহারার্থ ব্রহ্মা প্রথম বিশেষণ বলিলেন "অসৎস্বরূপং" অর্থাৎ যে রূপে জগৎ প্রতীয়মান হইতেছে, সেটী তাহার প্রকৃত রূপ নহে। ও রূপ "স্বপ্নাভং;" স্বপ্নলব্ধ বস্তুর জ্ঞানের ন্যায় অতি অল্পকালস্থায়ী। কিন্তু স্বপ্নলব্ধ বস্তুর ন্যায়, জগৎ সম্পূর্ণ অলীক নহে। কারণ নিত্যসুখ জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার যখন সৃষ্টি, তখন একেবারে মিথ্যা হইতে পারে না। ভিত্তি সত্য, অতএব জগতের মূল মিথ্যা নহে; তবে মায়ার দ্বারা যে অংশ রঞ্জিত ও আকারিত হইয়াছে, সেই অংশটীই অল্পকাল-

আভাস।

স্থায়ী; সুতরাং স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা। যে চিত্তে স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ গঠিত হয়, সে যখন মিথ্যা নহে; তখন স্বপ্নবস্তু মিথ্যা নহে; তাহার গঠনই মিথ্যা। বস্তু যদি মিথ্যা হইয়াও যথেচ্ছ গঠিত হইতে পারিত, তাহা হইলে অন্তঃকরণ ব্যতীত সর্ব্বত্র স্বপ্ন ঘটিতে পারিত। তাহা যখন হয় না, একটী সৎ আধার বা কারণের প্রয়োজন; তখন তাহার নিজের সত্যত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই; তবে রূপ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধেই মিথ্যাদির কল্পনা সঙ্গত। অতএব সত্য পরমাত্ম বস্তু যখন জগন্তের সার ও আকরস্থানীয় তখন জগৎও সত্য এবং নিত্য; তবে ইহার মায়াকল্পিত আকার, রূপ ও ধর্ম্মমাত্রই মিথ্যা জানিতে হইবে। ধর্ম্ম যেমন মূল ধর্ম্মীর রূপে অবভাসিত হয়, তেমনই ধর্ম্মীর স্বরূপকে আবরণ করে। অজ্ঞানতা নিবন্ধন সর্প রজ্জুতে অধ্যস্ত হইয়া রজ্জুর সূক্ষ্মাকারে, লম্বমান রূপে ও ভূমিতে পতিত অবস্থায় স্বয়ং প্রতীত হইয়া রজ্জুর অচেতনত্ব ও স্বভাবসিদ্ধ নিশ্চেষ্টত্ব রূপ আবরণ করে। এস্থলে মায়ার দ্বারা জগৎ পরমব্রহ্মে অধ্যস্ত হইয়া পরমাত্মার স্বরূপ আবরণ করত তৎস্বরূপের আভাসে স্বয়ং ভাসিত হইতেছে। পরমাত্মা নিত্য, সত্য, আনন্দময় ও জ্ঞানস্বরূপ; জগৎ অনিত্য, মিথ্যা, দুঃখময় ও জড়স্বরূপ। কিন্তু জলে সূর্য্যপ্রতিবিম্ব পতিত হইলে, নিরালোক জল আলোকময় এবং নিষ্কম্প সূর্য্য যেমন কম্পনবিশিষ্ট প্রতীত হয়, সেইরূপ জগৎ প্রকৃত প্রস্তাবে মিথ্যা ও অনিত্য হইলেও, অধ্যাসের গুণে ব্রহ্মসত্তায় সৎ ও নিত্য বলিয়া প্রতীত হয়। যেমন আকাশময় ঘটাভ্যন্তরে জল প্রদান করিলে, ঘটস্থ আকাশ তিরোহিতের ন্যায় লক্ষ্য হয়, সেইরূপ অধ্যস্ত জগৎভানের দোষে প্রকৃত নিত্য সত্য আনন্দস্বরূপ অলুপ্তচৈতন্য পরমাত্মা অনিত্য, মিথ্যা, ও আনন্দহীন বলিয়া বোধ হইতে থাকে। আধারের ধর্ম্ম আধেয়তে অনুমিত হওয়াতেই জগৎ সৎ নিত্য বা আনন্দময়; নতুবা কল্পিত জগৎ কখন স্থায়ী বা সত্য নহে; ইহা পর; চৈতন্যের পরতন্ত্র; সার্ব্বাঙ্গীন দোষবিশিষ্ট ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন হে বাসুদেব! অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে অনন্তরূপে বিরাজ করিলেও, আপনি এক! ও জীবের আশ্রয় পরমাত্মা। পরমাত্মা নিরাকার হইলেও, পুরুষ শব্দবাচ্য। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে, "আমি পূর্ব্বেও পুরুষগণের পুরুষত্বরূপে নিত্য বিদ্যমান আছি;" অতএব হে দীনবন্ধো! আপনি সর্ব্বত্র পূর্ণ; অধিক কি! জীবের হৃদয়পুরে নিত্য বাস করায়, পুরুষনামে অভিহিত হইয়াছেন। অথচ সংসারভাবাপন্ন জীবের ন্যায়, আপনি অর্ব্বাচীন পুরুষ নহেন; নন্দপুত্ররূপে আমার সমক্ষে দণ্ডায়মান থাকিলেও, ভূত, ভবিষ্যদ্ ও বর্ত্তমান এই তিন কালেই আপনি চির বিদ্যমান; নব হইয়াও পুরাতন পুরুষ। জীব কাল, কর্ম্ম ও সংস্কারের বশীভূত হইয়া, জন্মজন্মান্তর ভোগ করে; কিন্তু আপনি কাহারও বশীভূত নহেন, কেবল জীবগণের প্রতি কৃপা করিয়াই বিগ্রহ পরিগ্রহে অবতীর্ণ হন। যত অবতার এ পর্য্যন্ত শুনা যায়, সকলের মূল প্রবর্ত্তক ও আদ এক আপনি।

একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।

অন্বয়ঃ।

একঃ ত্বং সত্যঃ (পরমার্থভূতঃ) আত্মা অবিষয়ঃ আদ্যঃ বিকারাদিশূন্যঃ সর্ব্বকারণকারণঃ (যতঃ) পুরাণঃ (কার্য্যাৎ প্রপঞ্চাৎ পূর্ব্বমপি বর্ত্তমানঃ) পুরুষঃ (সদৈব পূর্ণরূপেণাবস্থানাৎ পুরি শয়নাৎ চ) নিত্যঃ সনাতনঃ, অনন্তঃ দেশকালাদি-পরিচ্ছেদ-রহিতঃ, অজস্রসুখঃ

শ্রীধরস্বামী।

ত্বমেব তু সত্যা ইত্যাহ এক ত্বমিতি। একস্ত্বং সত্যঃ কুতঃ আত্মা। দৃশ্যমসত্যং দৃষ্টং ন চাত্মা দৃশ্যঃ অতঃ সত্যঃ কিঞ্চ যদ্বিকারবৎ তদসত্যং নচ ত্বয়ি জন্মাদয়ো বিকারাঃ সন্তীত্যাহ আদ্যঃ কারণং অতো ন জন্ম। আদ্যত্বে হেতুঃ পুরাণঃ স্রষ্ট্যাদি কার্য্যাৎ পূর্ব্বমপি বর্ত্তমানঃ ইত্যর্থঃ। অত্র হেতুঃ পুরুষ ইতি। তথাচ শ্রুতিঃ। পূর্ব্বমেবাহমিহাসমিতি তৎ পুরুষস্য পুরুষত্বমিতি জন্মান্তরাস্তিত্বলক্ষণং বিকারং বারয়তি নিত্য ইতি সনাতন ইত্যর্থঃ। পূর্ণঃ অজস্রসুখঃ অক্ষয়ঃ অমৃত ইতি চতুর্ভিঃ পদৈঃ ক্রমেণ বৃদ্ধিবিপরিণামাপক্ষয়বিনাশান্ বারয়তি। পূর্ণত্বে হেতুরনন্তঃ অদ্বয় ইতি চ দেশকালপরিচ্ছেদরহিতঃ। বস্তুপরিচ্ছেদ-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কিঞ্চ তবানন্তমূর্ত্তিত্বেঽপি ত্বমচিন্ত্যশক্ত্যা একমূর্ত্তিরেবেত্যাহ এক ইতি ত্বং এক আত্মা পরমাত্মেত্যর্থঃ। জীবাত্মনাং বহুত্বেনৈকত্বাভাবাৎ। নন্বু পরমাত্মা নিরাকার এব ন পুরুষঃ পুরুষশব্দস্যাকৃতিমত্যেব পদার্থে রূঢ়েঃ। কিমন্যঃ পুরুষ ইবার্ব্বাচীনঃ ন পুরাতনঃ। নন্বু নন্দপুত্রত্বাদর্বাচীনোঽপ্যহং পুরাতনো ভবতঃ স্তুত্যৈ বাভূবং নন্বু যথার্থমেতেতি তত্রাহ সত্যঃ ত্বং নন্দপুত্রোঽপি সত্যঃ ত্রৈকালিকসত্ত্বাবান্ পুরাণপুরুষ ইত্যর্থঃ। নন্বস্য পুরুষস্য কালকর্ম্মাদিপ্রকাশ্যত্বাদহমপি কিং তথৈব। ন। স্বয়ংজ্যোতিস্ত্বস্য স্বপ্রকাশঃ। কিং সূর্য্যাদিবৎ পরিচ্ছিন্নঃ। ন। অনন্তঃ ন বিদ্যতেঽন্তঃ কালতো দেশতশ্চ যস্য সঃ। নন্বন্যেঽপ্যবতারা এবম্ভূতা এব তেষামহং কতমস্তত্রাহ আদ্যঃ। ত্বং তেষামপি মূলভূতোঽবতারীত্যর্থঃ। নন্বহং দ্বিপরার্দ্ধান্তে কিমেতৎস্বরূপেণৈবাবস্থাস্যামি নেত্যেতত আহ নিত্যঃ। জনদিদং পুরাতনমপি সত্যমপি দ্বিপরার্দ্ধান্তে স্বরূপেণাস্থায়িত্বাদনিত্যমুচ্যতে। ত্বন্তু তদাপি নন্দপুত্রাকারেণাপি স্থাস্যসীতি নিত্য উচ্যসে। ত্বদাকারস্য

এক আপনিই কেবল পরমার্থ ও সত্য চৈতন্যস্বরূপ আত্মা আদিভূত পুরাণ সনাতন পুরুষ পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন। দেশ বা কালক্রমে

আভাস।

প্রভাকর অসীম দীপ্তিসম্পন্ন হইলেও, পরিচ্ছিন্ন; কিন্তু আপনার জ্ঞানজ্যোতি কখন অবসন্ন হয় না; এই নিমিত্ত শাস্ত্রে আপনাকে স্বয়ংজ্যোতি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। হে ব্রহ্মণ্যদেব! দ্বিপরার্দ্ধের অন্তে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ত্বদীয় স্বরূপে বিলীন হইলে, যখন আর কিছুই থাকিবে না, তখন তুমি একাকীই থাকিবে। গীতার উক্তি অনুসারে

নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ পূর্ণোঽদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ ॥২২॥

অন্বয়ঃ।

অনিয়মিত-সুখ-স্বরূপঃ, অক্ষয়ঃ অপক্ষয়রহিতঃ, অমৃতঃ বিনাশরহিতঃ, পূর্ণঃ অদ্বয়ঃ, স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বপ্রকাশঃ, নিরঞ্জনঃ নির্ম্মলঃ, (যতঃ। উপাধিতঃ মুক্তঃ চ ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

রহিতোঽপি অমৃতত্বোপপাদনায় চতুর্ব্বিধক্রিয়াফলং বারয়তি। স্বয়ংজ্যোতিঃ নিরঞ্জন উপাধিতো মুক্ত ইতি পদত্রয়েণায়ং ভাবস্তত্রোৎপত্তিঃ আদ্য ইত্যনেনৈব নিরাকৃতা। প্রাপ্তিরপি ক্রিয়য়া জ্ঞানেন বা ভবেৎ ক্রিয়য়া প্রাপ্তিরাত্মপদেনৈব নিরাকৃতা। জ্ঞানতঃ প্রাপ্তিং বারয়তি স্বয়ংজ্যোতিরিতি। বিকৃতিরপি তুষাপাকরণেনাববাতেন ব্রীহীণামিব উপাধ্যপাকরণেন ভবেৎ তচ্চাসঙ্গতত্বান্ন সম্ভবতীত্যাহ মুক্ত উপাধিত ইতি। সংস্কারোঽপি কিমতিশয়াধানেন মলাপাকরণেন বা তত্রাতিশয়াধানং পূর্ণত্বেনৈব নিরাকৃতং মলাপাকরণং বারয়তি নিরঞ্জন ইতি নির্ম্মল ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পূর্ণব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ যোঽসৌ সৌর্য্যে তিষ্ঠতীত্যাদৌ যঃ সাক্ষাৎ পরব্রহ্মেতি গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীনমিতি বা তাপনীশ্রুতেঃ। ব্রহ্মণোঽহি প্রতিষ্ঠাহমিতি স্বয়ুক্তেশ্চ। নন্বাকারবতঃ ষড়্বিকারত্বেন প্রতিক্ষণক্ষরত্বাদক্ষরমপি কিং তথৈব। ন। অক্ষরঃ নশ্বাকারবত্তো হ্যবশ্যমেব সুখদুঃখধর্ম্মাণো ভবন্তি তত্রাহ অজস্রসুখঃ। নন্বু মম বাল্যে গোপীস্তন্যদুগ্ধদধিঘৃতাদিষু লোভঃ পৌগণ্ডে কালিয়াদিষু কোপঃ কৈশোরে গোপিকাসু কাম ইত্যহং কামাদিমালিন্যযুক্ত এব ন নিরঞ্জনঃ ত্বৎকামাদীনামপি চিন্ময়ত্বাৎ। নন্বু তদপি গোপিকাদিসাপেক্ষত্বাদপূর্ণস্ত ভবাম্যেবেতি তত্রাহ পূর্ণঃ। প্রেমিভক্তসাপেক্ষত্বং হি ন পূর্ণত্বং ব্যাহন্তীত্যর্থঃ। নন্বেবম্ভূতো মদ্বিধঃ কোঽপ্যন্যো বর্ত্ততে নবেতি তত্রাহ অদ্বয়ঃ। নন্বু সত্যমদ্বয়ত্বাৎ পূর্ণব্রহ্মৈবাহং তদপি কেচিন্মাং বিদ্যোপাধিং মন্যন্তে তত্রাহ উপাধিতো মুক্ত ইতি বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং ভিন্ন ইতি গোপালতাপনীশ্রুতেঃ। যত্তন্বমৃত ইতি অমৃতং শাশ্বতং ব্রহ্মেতি শ্রুত্যুক্তমমৃতশব্দবাচ্যং নিরুপাধি ব্রহ্মৈব। শ্লেষেণ ন বিদ্যতে মৃতং মৃত্যুর্যস্মাৎ স ইতি ॥ ২২ ॥

আপনার পরিচ্ছেদ ঘটে না; আপনার সুখস্বরূপের ইয়ত্তা নাই। আপনি চ্যুতি ও বিনাশবর্জ্জিত, পূর্ণ ও অদ্বয়। আপনাতে ক্লেশ, কর্ম্মাদির উপাধি স্পর্শ করে না, সুতরাং নির্ম্মল ও স্বপ্রকাশ ॥ ২২ ॥

আভাস।

ব্রহ্মের আশ্রয়ও যখন আপনি তখন হে নন্দনন্দন! আপনি যে কোন্ রূপে এবং কোন্ আকারে বিরাজ করিবেন, তাহা আপনিই জানেন। তাপনী শ্রুত্যাদিতে বর্ণিত আছে যে, এই নবজলধর শ্যামসুন্দর মূর্ত্তিতে তখনও বিরাজ করিবেন। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গোবিন্দ সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম বলিয়া সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইয়াছেন। আপনি অক্ষর জীবের ন্যায় ক্ষয়

এবম্বিধং ত্বাং সকলাত্মনামপি স্বাত্মানমাত্মাত্মতয়া বিচক্ষতে।

অন্বয়ঃ।

গুর্ব্বর্কলব্ধোপনিষৎসুচক্ষুষা (গুরুরেবার্কঃ সূর্য্যবদজ্ঞানান্ধকারনিরাসেন পরমার্থ-প্রকাশকঃ তস্মাল্লব্ধা উপনিষৎ উপনিষজ্জন্যং জ্ঞানমেব সুচক্ষু স্তেন) যে এবম্বিধং সকলা-

শ্রীধরস্বামী।

তস্মাদেবম্ভূতজ্ঞানাদ্যুচ্যন্তে ইত্যাহ এবম্বিধমিতি দ্বাভ্যাং। ত্বাং যে বিচক্ষতে সম্যক পশ্যন্তি কথং আত্মাত্মতয়া আত্মা প্রত্যক্ তস্য স্বরূপত্বেন নচৈতৎ পুত্রাদিষ্বিব গৌণমিত্যাহ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কিঞ্চ ত্বদীয়নির্ব্বিশেষব্রহ্মস্বরূপোপাসকা অপি ত্বয়ি পুরুষাকারস্বরূপে পরমাত্মত্বেন ভক্ত্যা ভাগ্যবশাদ্যদি প্রাপ্তনিষ্ঠাঃ স্যুস্তর্হি তে শান্তভক্তাঃ সংগীয়ন্ত ইত্যাহ। এবম্বিধং উক্তলক্ষণং ত্বাং সকলাত্মনাং সর্ব্বজীবাত্মনাং স্বাত্মানাং মূর্ত্তত্বেন মনোনয়নাহ্লাদকত্বাৎ শোভনমাত্মানং পুরুষস্বরূপমেব আত্মাত্মতয়া পরমাত্মত্বেন ভক্ত্যা যে পশ্যন্তি পরমাত্মতয়া

গুরুরূপ দিবাকরের সন্নিধানে উপনিষৎ রূপ দিব্য জ্ঞানলাভে যাঁহাদের অন্তর্নেত্র উন্মীলিত হইয়াছে, সেই মনস্বীগণই কেবল সর্ব্বভূতের আত্ম-

আভাস।

নাতে বুদ্ধির পরিণাম হ্রাস বা নাশ কখন ঘটে না। বাল্যে গোপিকার স্তন্য, দধি-ঘৃতাদিতে লোভ, পৌগণ্ডে কালিয়দমনার্থ কোপ এবং কৈশোরে গোপিকাদি ব্রজবনিতাগণের প্রতি কাম-ভাবের প্রকাশ হইলেও, সেই সমস্ত কামাদি বৃত্তি সমূহ চিন্ময়; সামান্য জীবের ন্যায়, মনোময় বা ভাবময় নহে। আপনার এই সকল বৃত্তি পুরণার্থ বাহিরের গোপিকাদের অপেক্ষা ছিল না। কেবল প্রেমভক্তি বিলাসার্থই এই সকল ভাবের প্রকাশ মাত্র। কারণ আপনি পূর্ণ; আপনাতে কিছুরই অপেক্ষা নাই। আপনার ন্যায় অপর দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও দেখিতে পাই না। জ্ঞান বা বিদ্যালাভে জীবও বিবিধ ঐশ্বর্য্য প্রকাশে সমর্থ; কিন্তু সে প্রকার লাভালাভ আপনার নাই। আপনি সর্ব্ব উপাধিনির্ম্মুক্ত। তুষাপসারণে তণ্ডুল লাভের ন্যায় এমন কোন বিদ্যা বা অবিদ্যা আপনাকে আবরণ করিতে পারে না, যাহার নিবারণে ইহা অপেক্ষা অন্য কিছু আপনার অভিনব মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। আপনি অমৃতস্বরূপ; অমৃতলাভে যেমন সকলেই আনন্দী হয়, স্বয়ংপ্রকাশ আপনার জ্যোতিতে সকলেই জ্যোতি ও আনন্দবিশিষ্ট হইয়া জন্মমরণরূপ সংসার-প্রবাহ অতিক্রম করে, সন্দেহ নাই॥ ২২॥

পূর্ব্ব শ্লোকে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপের কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন, হে ভগবন্! ভবদীয় এতাদৃশ ভাব যখন যে জীবের হৃদয়ে জাগরূক হয়, সেই ব্যক্তিই সংসারমুক্ত। এ ভাবের সহজে উদয় হয় না। যেমন নিবিড় ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন নৈশ অন্ধকার নিবারণার্থ সূর্য্যদেব সমুজ্জ্বল কিরণজাল বিকীরণ করত লোকলোচনে জ্যোতিঃ বিকাশ পূর্ব্বক প্রকৃত ভাব সকল স্পষ্ট করেন, উপদেষ্টা গুরুও উপনিষদ্রূপ ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশে অজ্ঞানান্ধ

গুর্ব্বর্কলব্ধোপনিষৎসুচক্ষুষা যে তে তরন্তীব ভবানৃতাম্বুধিং ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ।

অন্যেষাং সকলজীবাত্মনাং, অপি স্বাত্মানং স্বরূপভূতং ত্বাং আত্মাত্মতয়া স্বাভেদেন বিচক্ষতে পশ্যন্তি তে ভবানৃতাম্বুধিং (ভবতীতি ভবঃ দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাদাবাত্মাধ্যাসঃ স এব মিথ্যাত্বাৎ দুস্তরত্বাচ্চ অনৃতাম্বুধিং দুঃখসাগরং) তরন্তি ইব ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সকলাত্মনামপি স্বাত্মানং কেন গুরুরেবার্কস্তস্মাল্লব্ধা উপনিষজ্জ্ঞানং তদেব সুচক্ষুস্তেন ভব এবানৃতাম্বুধি স্তং তে তরন্তীব ॥ ২৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কৃষ্ণে জাতা শান্তীরতির্মতেতি শ্রীভক্তিরসামৃতোক্তেঃ। কেন গুরুরেবার্কস্তস্মাল্লব্ধা অধ্যয়নেন প্রাপ্তা সা উপনিষৎ সৈব সুচক্ষুস্তেন তদর্থাবগাহনোত্থেন জ্ঞানেন ভব এব অনৃতাম্বুধিস্তং তরন্তীব ॥ ২৩ ॥

স্বরূপ আপনাকে এই প্রকার স্বীয় আত্মরূপে অবধারণ করত, ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

আভাস।

শিষ্যের জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করত সত্যতত্ত্ব উদ্ভাসিত করেন। যাঁহাদের জ্ঞাননেত্র ব্রহ্মবিদ্যা-স্বরূপ পবিত্র বারিতে সুধৌত হইয়াছে, তাঁহারাই ভগবানের স্বরূপ পরিজ্ঞানে সমর্থ। এতদ্দ্বারায় ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী নিরূপণ করা হইল। অধিকারী না হইলে, ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা ঘটে না; অনধিকারী পুরুষে ফলপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক হয়। অধিকার অধিকারীকে উপযুক্ত পাত্ররূপে প্রস্তুত করে; তখন অধিকারী যদি ফল পাইবার জন্য যত্ন করেন, তখনই অবাধে ফলপ্রাপ্তি ঘটে। এতদর্থে শ্রুতিও মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছেন যে, "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈ স আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্" অধিকারী যদি আগ্রহাতিশয়ে ভগবৎ সন্দর্শনার্থ বিশেষ আকিঞ্চন করেন, ভগবান্ তাঁহাকে স্বীয় স্বরূপ প্রকাশে কৃতার্থ করেন। অতএব আগ্রহাতিশয়ে আকিঞ্চনের বিশেষ প্রয়োজন। এস্থলে ব্রহ্মা বলিয়াছেন, "সকলাত্মনামপি স্বাত্মানং ত্বাং আত্মাত্মতয়া বিচক্ষতে যে তে তরন্তীব" হে ভগবান্! গুরুর উপদেশে দিব্যজ্ঞানে সম্পন্ন হইলেও, জ্ঞানীর পক্ষে মুক্তি দুরপরাহত। তবে জ্ঞানী যখন জীবমাত্রেরই অন্তরাত্মা আপনাকে অবলোকন করত, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণে ও নিকৃষ্ট কুকুর বা চণ্ডালাদিতে সমজ্ঞান হইয়া বিষম-জ্ঞান পরিহার করেন, তখনই তাঁহার মনের মালিন্য বিনাশে মুক্তির পাত্র হন। মহাজনের উক্তি "তৎপ্রেমমাত্মার্থমনুত্র নৈব-মন্যার্থমাত্মনি। অতস্তৎ পরমং তেন পরমানন্দতাত্মনঃ॥" সংসারে যতই ভালবাসা বা প্রেম দেখিতে পাওয়া যায়, সকলই নিজেতে ও নিজ সম্বন্ধীয় বস্তুতেই ন্যস্ত রহিয়াছে। অপরকে কেহ প্রেম করিতে অগ্রসর হয় না। তন্মধ্যে যে নিজের অধিক নিকট অর্থাৎ

আত্মানমেবাত্মতয়া বিজানতাং তেনৈব জাতং নিখিলং প্রপঞ্চিতং।

অন্বয়ঃ।

রজ্জ্বাং অহেঃ সর্পস্য, ভোগভবাভবৌ (শরীরস্য ভবাভবৌ অধ্যাসাপবাদৌ। যথা (অজ্ঞানজ্ঞানাভ্যাং এব ভবতঃ তথা) আত্মানং জীবস্বরূপং আত্মতয়া জ্ঞানানন্দত্বেন

শ্রীধরস্বামী।

অত্রচ জ্ঞানেন তরন্তীতি। তচ্চ তরন্তীবেতি তচ্চাত্মাত্মতয়া জ্ঞানেনেত্যর্থত্রয়ং প্রতিজ্ঞাতং ক্রমেণোপপাদ্যতে। তত্রাত্মানমেবাত্মতয়েত্যনেন শ্লোকেন জ্ঞানেন তরন্তীত্যুপপাদ্যতে। জ্ঞানসংজ্ঞাবিত্যনেন তরন্তীবেত্যেতৎ। ত্বামিত্যাদি শ্লোকদ্বয়েন তু আত্মা-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ননু তরন্ত্যেব তে কিমিতি তরন্তীবেতি ব্রূষে তথা ভবস্য চানৃতত্বং বা কুতস্তত্র তেষাং জ্ঞানিনামাশ্রয়ণীয়ে বিবর্ত্তবাদমতে জগদিদমনৃতমেব ইত্যত তত্তরণমনৃতমেব তরন্তীবেত্যুচ্যতে ইত্যাহ আত্মনং জীবং আত্মতয়া জ্ঞানানন্দময়াত্মত্বেন অবিজানতাং কিন্তু অবিদ্যয়া আবরণাজ্ জ্ঞাতুমশক্নুবতাং তেনৈবাজ্ঞানেন নিখিলং প্রপঞ্চিতং সর্ব্বঃ সংসারোঽভূৎ।

যেমন কেবল ভ্রমবশতই প্রকৃত রজ্জুকে সর্প বলিয়া বোধ হয়, আবার সেই ভ্রম অপনোদিত হইলে, জ্ঞানপ্রভাবে সর্পের অধিষ্ঠানভূত সেই রজ্জুই রজ্জুরূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ নিত্যজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ আত্মভাবের

আভাস।

অধিক উপকার দর্শায় তাহাতেই অধিক প্রেম ঘটে। আবার যেটী নিতান্ত নিকট, তাহাতে নিতান্ত প্রেম। অতএব নৈকট্যের তারতম্য যখন প্রেমের তারতম্য ঘটে, তখন যাহার নিকট বা দূর সেইত প্রকৃত প্রেমের আধার। জীবের সেই "যাহাই" তাহার নিজ স্বয়ং, বা স্বরূপ। প্রাণিমাত্রেই নিজের স্বার্থের জন্য লালায়িত হইয়া, নিজ উপকারী বস্তুতে প্রেম করে। ধনের জন্য ধনকে কেহ ভালবাসে না; নিজের জন্য; সেইরূপ জগতের যাবতীয় পদার্থকে নিজের জন্য ভালবাসে। আপনার আপনিই ভালবাসার ধন; তাহার বিরুদ্ধ ভাবের উৎপাদন না করিয়া, যদ্দ্বারা অনুকূল ভাবের প্রাপ্তি হয়, তাহাতেই আত্মভাবের আংশিক ছটা নিপতিত হওয়ায়, আত্মবোধে প্রেমের উদয় হয়। যেমন সূর্য্যদেবের কিরণজাল যে পদার্থেই অবাধে নিপতিত হয়, তাহাই সূর্য্যের আলোকে আলোকিত প্রতীয়মান হয়; সেইরূপ নিজের নির্ব্বাধ ভাব জগতের যে কোন পদার্থে পতিত হয়, তাহাকেই আত্মবোধে জীব প্রেম করিয়া থাকে। পদার্থে নিপতিত আলোক যেমন সূর্য্যেরই বস্তু, পদার্থের নহে; সেইরূপ বস্তুতে নিহিত প্রেম জীবের নিজ বস্তু, ঘনিষ্টতা বশত বস্ত্বন্তরে আহিত হয় মাত্র। কিরণের আধার যেমন সূর্য্য, সেইরূপ প্রেমের আধার জীবের আত্মা। অতএব হে ভগবন্! যাহার প্রেমকিরণ বিকীরিত হইয়া, পরিবেষ্টিত সকল পদার্থই প্রেমবিশিষ্ট করে, সেই জীবস্বরূপ আত্মা জীবের কত বাঞ্ছনীয় ও প্রেমময়! যদি জীব

জ্ঞানেন ভূয়োঽপি চ তৎ প্রলীয়তে রজ্জ্বামহের্ভোগভবাভবৌ যথা ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ।

অবিজানতাং জনানাং তেন অজ্ঞানেন এব নিখিলং প্রপঞ্চিতং জাতং (অতঃ) ভূয়ঃ পুনরপি জ্ঞানেন তৎ প্রপঞ্চিতং সর্ব্বং প্রলীয়তে ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ত্বত্তয়া ইত্যুপপদ্যতে। নন্থ জ্ঞানেন ভবং কথং তরন্তীতি তত্রাজ্ঞানমূলত্বাদিত্যাহ আত্মানমেবেতি। তেনৈবাজ্ঞানেনৈব প্রপঞ্চিতং প্রপঞ্চঃ। রজ্জ্বামহে র্ভোগভবাভবাবিতি সর্পশরীরস্যাধ্যাসাপবাদৌ যথেতি ॥ ২৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভূয়ঃ পুনশ্চ সাংখ্যযোগদৈরাদাতপোভক্তিভিরাত্মনো দেহব্যতিরিক্তত্বেন যজ্জ্ঞানং তেন তৎ সর্ব্বং প্রপঞ্চিতং বিলীয়তে। যথা রজ্জ্বাং অহে র্ভোগস্য সর্পশরীরস্য অজ্ঞানজ্ঞানাভ্যাং ভবাভবৌ অধ্যাসাপবাদৌ ॥ ২৪ ॥

অপলাপে কেবল ভ্রমনিবন্ধনই সমগ্র প্রপঞ্চ জগৎ জীবনিধানে সৎস্বরূপে প্রতীত হয়; আবার জ্ঞানের উদয়ে অনিত্য মায়াময় জগৎ মায়াতে বিলীন হইলে, এক সৎ-স্বরূপে আত্মভাবেরই উপলব্ধি হইতে থাকে ॥ ২৪ ॥

আভাস।

সেই প্রেমের আধার আত্মস্বরূপকে অবধারণে সমর্থ হয়, তবে কি তাহার কণামাত্র বিষয়স্পৃহা হৃদয়ে কখনও উদিত হইবার সম্ভব? ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশিতে মণি-মানিক্যাদিতে সুসজ্জিত আলোকময় অট্টালিকা নিরীক্ষণ করিলে, পথিক তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রথমতঃ সৌন্দর্য্য দর্শনেই পুলকিত হয়; পরে সৌন্দর্য্যের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যখন বুঝেন যে, সর্ব্বোপরিস্থিত এই একটী অপূর্ব্ব মণির প্রভাতেই গৃহ এত ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট হইয়াছে, তখন তাহার গৃহের ঔজ্জ্বল্যের প্রতি আস্থা হ্রাস হইয়া, এক মণির আভাতেই চিত্ত আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ক্রমশঃ অনুসন্ধানাত্মিকা বুদ্ধিবলে যত্ন করিতে করিতে যখন বুঝেন যে, মণিও কিছু নহে, গৃহের মধ্যবর্ত্তী আলোকই মণিকে উজ্জ্বল করিয়াছে; প্রদীপই সকল পদার্থে প্রতিফলিত হইয়া ঔজ্জ্বল্যভাবে পরিণত হইয়াছে; আলোকই অন্ধকার নিবারণের একমাত্র আশ্রয়। সেইরূপ জীব দুঃখময় ঘোর সংসার অরণ্যে পরিভ্রমণ করিতে করিতে, সুসজ্জিত অন্তর্গৃহে যখন প্রবেশ করে, তখনই মণিস্থানীয় আত্মস্বরূপ নিরীক্ষণে হৃষ্ট ও পুলকিত হইয়া দুঃখ নিবৃত্তি পূর্ব্বক কৃতার্থের ন্যায় হয় বটে, কিন্তু পথিকের দীপ দর্শনের ন্যায় হে ভগবন্! জীব যখন আত্মারও আত্মা আপনাকে নিরীক্ষণে আত্ম সমর্পণ করিতে সক্ষম হইবে, তখনই তাহার সংসারপ্রবাহের নিবৃত্তিপূর্ব্বক একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ২৩ ॥

অজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষৌ দ্বৌ নাম নান্যৌ স্ত ঋতজ্ঞভাবাৎ।

অন্বয়ঃ।

ঋতজ্ঞভাবাৎ (ঋতঃ অবাধিত শ্চাসৌ জ্ঞশ্চিদাত্মকশ্চ যো ভাবঃ পরমার্থভূতঃ আত্মা তস্মাৎ) অন্যৌ অজ্ঞানসঙ্গৌ (অজ্ঞানেন সঙ্গামাত্রং এব যয়োস্তৌ) ভববন্ধমোক্ষৌ নাম

শ্রীধরস্বামী।

নন্বু জ্ঞানিন স্তরন্ত্যেব কিমিদমুচ্যতে তরন্তীব ইতি তত্রাহ অজ্ঞানসংজ্ঞাবিতি। অজ্ঞানেন সংজ্ঞা যয়োস্তৌ ভববন্ধমোক্ষৌ ভবেন বন্ধস্তন্মোক্ষশ্চ তৌ দ্বৌ নাম প্রসিদ্ধৌ ঋতজ্ঞভাবাৎ ঋতশ্চাসৌ জ্ঞশ্চেতি যো ভাবস্তস্মাদন্যৌ নস্তঃ। নন্বু কথং মহান্ প্রলাপঃ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অতএব ভবস্যানৃতত্বং অনৃতত্বাদেব তত্তরণস্যাপ্যনৃতত্বং স্পষ্টয়তি অজ্ঞানেতি। অজ্ঞানেন সংজ্ঞা যয়োস্তৌ ভববন্ধমোক্ষৌ ভবঃ সংসারস্তদ্রূপো বন্ধশ্চ তন্মোক্ষশ্চ তৌ দ্বৌ নাম জ্ঞভাবো জ্ঞাতৃত্বং জ্ঞানমিতি যাবৎ ঋতশ্চাসৌ জ্ঞভাবশ্চ তস্মাদন্যৌ যৌ স্তঃ তৌ ঋতজ্ঞভাবে তস্মিন্নজস্রচিত্যাত্মনি তৎস্বরূপে জীবে কেবলে দেহাদি সঙ্গরহিতে বিচার্য্য-

---

সংসার মধ্যে বন্ধন এবং মুক্তি দুইটীই অজ্ঞানকল্পিত নাম মাত্র; পরমার্থ-রূপ আত্মাতে ইহার সম্পর্ক মাত্র নাই। যেমন প্রভাকর সমীপে দিবা-

আভাস।

পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, "গুর্ব্বর্কলব্ধোপনিষৎসুচক্ষুষা তে তরন্তি ইব"; ব্রহ্ম-বিদ্যারূপ জ্ঞান দ্বারা "যেন" সংসার উত্তীর্ণ হয়। এই "ইব" (যেন) পদ প্রয়োগ দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, সংসারে বদ্ধ থাকা যেমন ভ্রম, উত্তীর্ণ হওয়াও সেই প্রকার ভ্রম। কারণ বন্ধন যদি সত্য হইত, তাহা হইলে মুক্তিও সত্য; বন্ধন যখন সম্পূর্ণ মিথ্যা তখন মুক্তিও মিথ্যা। তবে বন্ধনগ্রস্ত ভ্রান্ত জীবের উপদেশার্থ অমূলক মুক্তিকেও সমূলক বলিয়া প্রকাশ করিতে হইতেছে। এই নিমিত্ত বলিলেন "তরন্তি ইব"; অর্থাৎ উত্তীর্ণ হওয়া প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়াদি বিকারভাব শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ জীবে নিষিদ্ধ হইলেও, কল্পনা দ্বারা সত্য বলিয়া অবধারণ করিতে হয়। যে বস্তু যেমন তাহাকে সেইরূপে প্রতীত করাই সম্যক্ জ্ঞান এবং তাহার অন্যরূপ প্রতীত করাই ভ্রম। যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, শুক্তিকাতে রৌপ্যজ্ঞান। এই রজ্জুতে সর্পজ্ঞান করায় "অতৎ" বস্তুতে তৎভাবের আরোপ করায় যেমন (বিবর্ত্ত) ভ্রম, সৎচিৎ আনন্দস্বরূপ জীবে বা ব্রহ্মে দেহাদি বা জগৎ কল্পনা দ্বারা আরোপ করাও সেইরূপ বিবর্ত্ত ভ্রম। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভ্রমদর্শন হয়, তদবধি ভ্রমকে সত্য ব্যতীত কখন মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। ভ্রমের আকার অনন্ত, অজ্ঞানতা নিবন্ধন এক ভ্রম উৎপন্ন হইলে, তাহা ভ্রান্তের চক্ষে অনন্তরূপে প্রতীত হয়; তাহার প্রত্যেক রূপ পৃথক্ পৃথক্ রূপে অজ্ঞানীকে ভ্রমসাগরে নিপতিত করে। এক অজ্ঞান অপনোদিত হইলে ভ্রম ও তাহার যাবতীয় রূপ অন্তর্হিত হইয়া যায়। যেমন অজ্ঞানতা-নিবন্ধন

অজস্রচিত্যাত্মনি কেবলে পরে বিচার্য্যমাণে তরণাবিবাহনী ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ।

দ্বৌ তরণৌ রবৌ, অহনী রাত্র্যহনী ইব অজস্রচিত্যাত্মনি নিত্যজ্ঞানরূপে কেবলে অদ্বিতীয়ে, পরে প্রকৃতিবিলক্ষণে, (আত্মনি) বিচার্য্যমাণে সতি ন স্তঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ক্রিয়ন্তে পরমার্থবিচারাদিত্যাহ অজস্রেতি। অখণ্ডানুভবস্বরূপে পরে শুদ্ধে আত্মনি নাজ্ঞানং নচ বন্ধঃ অতএব ন জ্ঞানং নচ মোক্ষঃ তরণৌ রাত্র্যহনী ইতি ॥ ২৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মাণে সতি ন স্তঃ ন সম্ভবত ইত্যন্বয়ঃ। দৃষ্টান্তেন দর্শয়ন্তি। যে অহনী লিঙ্গসমবায়ন্যায়েন রাত্র্যহনী তরণেরন্যৌ স্তঃ। তে তু তরণৌ তথা বিচার্য্যমাণে যথা ন সম্ভবত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

রাত্রির কল্পনা নিতান্তই অসঙ্গত, সেইরূপ প্রকৃতির অতীত অদ্বিতীয় নিত্য-জ্ঞানস্বরূপ আত্মার স্ফূর্ত্তিতে বন্ধন বা মুক্তি কখনই সঙ্গত নহে ॥ ২৫ ॥

আভাস।

রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে, তৎকালে সর্পোচিত যাবতীয় আকৃতি, বর্ণ, গতি ও ক্রিয়াদি প্রত্যক্ষ করিবার অপেক্ষা থাকে না; কিন্তু বিচার দ্বারা জ্ঞানের উদয়ে রজ্জু মাত্র প্রতীত হইলেই সর্পের দেহ, গঠন, বর্ণ, আকৃতি ও গত্যাদি সমস্তই আপনা হইতেই তিরোহিত হয়, সেইরূপ আত্মস্বরূপের অদর্শনজনিত অজ্ঞানতার-বশে প্রপঞ্চের উদয় হয়, এবং জ্ঞানের উদয়ে প্রপঞ্চ নিবৃত্তি পূর্ব্বক এক রজ্জুর অবস্থানের ন্যায়, অধিষ্ঠানভূত শুদ্ধচৈতন্য মাত্র অবস্থিত থাকে ॥ ২৪ ॥

অতএব সংসার যখন কেবল ভ্রান্তিমূলক তখন সংসারে বন্ধন ও মুক্তি এই উভয়ই ভ্রান্তি-মূলক ইহা স্পষ্টত প্রকাশার্থ ব্রহ্মা বলিলেন, বন্ধন ও মুক্তি কেবল নাম-মাত্র। বন্ধনরজ্জু ভব-সংসারই যখন কল্পিত তখন তদ্দ্বারা বন্ধনও কল্পিত; সুতরাং বন্ধন হইতে মুক্তিও কেবল নাম মাত্র। দিবাগমে সূর্য্যদেব উদয় হইয়া সায়ংকালে অস্তাচলে গমন করেন বলিলে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বাক্যেরই প্রয়োগ করা হয়, কারণ সূর্য্যস্বরূপে দিবা বা রাত্রি উভয়ই মিথ্যা। সূর্য্য-প্রকাশে দিবা এবং তদদর্শনে রাত্রি। সেইরূপ আত্মস্বরূপের অপ্রকাশে আমি ও আমার ইত্যাদি ভ্রমাত্মক জ্ঞানে বন্ধন; সুতরাং তৎ প্রকাশে বন্ধনক্ষয়। বন্ধন অজ্ঞান-কৃত অতএব মিথ্যা; সুতরাং মুক্তিও অজ্ঞানাপসারণ; অতএব মিথ্যা ॥ ২৫ ॥

যথা সূর্য্যস্বরূপে বিচার্য্যমাণে তত্র ন রাত্রির্নদিবসঃ কিন্তু তদপ্রকাশাৎ রাত্রিঃ তৎ প্রকাশাচ্চ দিবস ইতি ব্যবহারঃ, তথা আত্মস্বরূপাপ্রকাশং অহন্তামমতাত্মকবন্ধ স্তৎ প্রকাশশ্চ মোক্ষ ইত্যর্থঃ। বন্ধস্যাজ্ঞানকৃতত্বেন অবাস্তবত্বাৎ তৎপ্রযুক্তমোক্ষস্যাপি তথাত্বমুক্তম্ ॥ ২৫ ॥

ত্বামাত্মানং পরং মত্বা পরমাত্মানমেবচ।

অন্বয়ঃ।

(স্বস্য) আত্মানং ত্বাং পরং (স্বতোভিন্নং) মত্বা (তথা) পরং (স্বতোভিন্নং কার্য্যকারণ-সঙ্ঘাতরূপং দেহাদি) চ আত্মানং (মত্বা) আত্মা পরমাত্মা, পুনঃ (স্বস্মাৎ) বহিঃ এব মৃগ্যঃ

শ্রীধরস্বামী।

ননু পরমাত্মজ্ঞানাৎ অজ্ঞানকৃতো বন্ধো নিবর্ত্ততাং আত্মতয়ৈব জ্ঞানাদিতি কোঽয়মাগ্রহ ইত্যাশঙ্ক্য যদধ্যাসাদাত্মনঃ স্বরূপাস্ফূর্ত্তিস্তদপবাদেন তত্রৈব জ্ঞানং যুক্তমিতীমমর্থং বিস্ময়েনা-ক্রোশন্নিবাহ ত্বামিতি। ত্বামাত্মানং পরং দেহাদিং মত্বা আত্মনি দেহাদিমধ্যস্য তথা পরং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যে ত্বাত্মবিন্মন্যাঃ পুরুষাকারং ত্বাং নাদ্রিয়ন্তে তএব পূর্ব্বোক্তাঃ স্থূলতুষাবঘাতিন ইত্যাহ ত্বামিতি। চ অপ্যর্থে। পরমাত্মানমেবাপি ত্বাং পুরুষাকারং পরং শুদ্ধপরমাত্মতোঽন্যং মায়াশরণং আত্মানং মত্বা আত্মা পরমাত্মা পুনস্ত্বত্তোবহিরেব মৃগ্যঃ। অহো তস্যা অজ্ঞ-জনতায়া অজ্ঞতা অত্যদ্ভুতেত্যর্থঃ। অয়মর্থঃ। বিবর্ত্তপরিণামাদয়ো বাদাঃ খলু চিদ্ভিন্নে মায়িকে জগত্যেব প্রবর্ত্তন্তে নতু পূর্ণচিতি ব্রহ্মণি। তথা শাব্দং ব্রহ্ম বপুর্দধদিতি তৃতীয়াৎ। যত্তদ্বপুর্ভাতি বিভূষণায়ুধৈরব্যক্তচিদ্ব্যক্তমধারয়দ্বিভুঃ। বভূব তেনৈব স বামন ইত্যষ্টমাৎ।

হে প্রভো। আপনি অন্তরের ধন আত্মা! কিন্তু অজ্ঞানান্ধ মানব আপনাকে বাহিরে অবস্থিত পর বলিয়া মনে করে; এবং প্রকৃত প্রস্তাবে পৃথক্ ও পর দেহাদিকে স্বয়ং জ্ঞান করত অভিভূত হয়। অহো অন্তরের

আভাস।

পরমাত্মজ্ঞান দ্বারা যখন অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়, তখন আত্মজ্ঞানের জন্য অন্য প্রয়াসের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানাভিপ্রায়ে ব্রহ্মা বলিলেন, যাহার অধ্যাস বশত নিজ স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হয় না, প্রথমতঃ সেই অধ্যাসের নিরাকরণ করা কর্ত্তব্য। নতুবা প্রকৃত জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। যাহারা সেই অধিষ্ঠান বস্তুর অন্বেষণ না করিয়া, আরো-পিত বস্তুর বিচারে যত্ন করে তাহারা কল্পকোটি কাল পরিশ্রম করিলেও সফল মনোরথ হইতে পারিবে না। যেমন প্রমাদোত্থ সর্পকলেবরের আধার স্থানীয় রজ্জু যাবৎ বুদ্ধি-গত না হয়, তাবৎ সর্প-বিচারে চিত্তের ভয়-নিবৃত্তি হয় না; সেইরূপ দেহাদি আরোপিত বস্তুর আধার আত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে না পারিলে, প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ হয় না। চৈতন্য-স্বরূপ জীবাত্মাতে দেহাদি কল্পিত এবং জীবিত দেহাদিতেই চৈতন্য অব্যক্তভাবে নিবিশ-মান। যেমন গৃহে নষ্ট পদার্থকে বনে অন্বেষণ করিলে পাওয়া যায় না; গৃহেই অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য; সেইরূপ আত্মাকে দেহ মধ্যেই বিচার পূর্ব্বক পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য, বাহিরে অন্বেষণ করা নিষ্প্রয়োজন। আবার কেবল আত্মবিদ্ বলিয়া অভিমানী হইলেও, ফল

আত্মা পুনর্বহির্মৃগ্য অহোঽজ্ঞজনতাজ্ঞতা ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ।

অন্বেষণীয়ঃ ইতি অহো আশ্চর্য্যং অজ্ঞজনতাজ্ঞতা (অজ্ঞজনানাং সমূহঃ অজ্ঞজনতা তস্য অজ্ঞতা)। ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

দেহাদিমাত্মানং মত্বা দেহাদাবাত্মানমধ্যস্য অত্র নষ্ট আত্মা বহির্মৃগ্যতে ইতি চিত্রং। ন হি গৃহে নষ্টং বনে মৃগ্যত ইতি ॥ ২৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয় ইতি দশমাং। গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বৃন্দাবন-সুরভূরুহতলাসীনমিতি তাসাং মধ্যে সাক্ষাব্রহ্মগোপালপুরী হীতি গোপালতাপনীশ্রুতেশ্চ। পূর্ণব্রহ্মাত্মকে ভগবদ্ধপুর্ধামাদারপি। যে তু শ্রুতিষ্বন্তীক্ষ্ণাভাবাদদ্ধাস্তত্র তত্রাপি বিবর্ত্ত-মদ্ধপরম্পরয়ৈব প্রবর্ত্তন্তো ভ্রশ্যন্তি তে তহো শব্দেন ব্রহ্মণা স্বস্মৃষ্ঠৌ শোচ্যেষু মধ্যে বিস্ময়-রসবিষয়ীচক্রিরে ইতি। অজ্ঞজনাজ্ঞতেত্যপি পাঠঃ। ২৬ ॥

আত্মাকে যাহারা বাহিরে অন্বেষণ করে, তাদৃশ মূঢ় জনগণের আর কি অধিক মূর্খতার পরিচয় হইতে পারে ? ২৬ ॥

আভাস।

লাভ হয় না। যেমন দেহাদি কল্পিত অধ্যাসের আধার আত্মা, সেইরূপ সমগ্র ভুবনের আত্মা ভগবান্ শ্রীহরিকে পরিজ্ঞাত হইতে না পারিলে মুক্তিলাভের প্রত্যাশা নাই। যাহারা পরমাত্মা শ্রীহরিকে শুদ্ধ জীবস্বরূপ অবধারণে বিশেষ ভক্তি ও প্রেম সহকারে অগ্রসর না হন, তাঁহারাই নিতান্ত অকৃতার্থ। কারণ তাহাদের যাবদীয় পরিশ্রম প্রধান লক্ষ্য-সাধনে অসমর্থ হইল। শ্রুতিও বলিয়াছেন "আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাৎ আত্মাহি পরমো হরিরিতি" যিনি সর্ব্বত্র সমান ভাবে "অততি ব্যাপ্নোতি মাতৃত্বং পোষয়তি বা মীয়তে অনয়া ইতি মাত্রা অতঃ জ্ঞানবিষয়ী করোতি" বিরাজ করত সমস্ত প্রপঞ্চকে পালন ও জ্ঞান দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতেছেন এবং জ্ঞান প্রদানে জ্ঞানী পদবাচ্য করিতেছেন, সেই পরম পুরুষ শ্রীহরিই আত্মা শব্দের প্রকৃত লক্ষ্য ও বাচ্য। (অতএব জীব আত্মা শব্দে অভিহিত হইলেও, আধারভূত চৈতন্যঘনবিগ্রহ পরম আত্মাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

নচএবমাত্মজ্ঞানাৎ মুক্তিকথনে ভক্তিমার্গে বিরোধ ইতি শঙ্কনীয়ং। মাহাত্ম্যজ্ঞান-পূর্ব্বস্তুসুদৃঢ়ঃ সর্ব্বতোঽধিকঃ। স্নেহোভক্তিরিতি প্রোক্ত স্তয়ামুক্তির্নচান্যথা ॥ ইতি সিদ্ধান্ত বচনানুসারেণ মর্য্যাদামার্গে আত্মভেদজ্ঞানমন্তরেণ ভগবতি সর্ব্বোত্তোধিকস্নেহাত্মকভক্তে-রসম্ভবাৎ। আত্মবস্তুকামায় সর্ব্ব প্রিয়ং ভবতীতি শ্রুত্যা আত্মন্যেব স্নেহাধিক্যপ্রতি-পাদনাৎ ॥ ২৬ ॥

অন্তর্ভবেঽনন্ত ভবন্তমেব হ্যতত্ত্যজন্তো মৃগয়ন্তি সন্তঃ।

অন্বয়ঃ।

হে অনন্ত! সর্ব্বস্বরূপ! অতত্ত্যজন্তঃ (অতৎত্বব্যতিরিক্তং আত্মতয়া অধ্যস্তং প্রাকৃতং দেহাদিকং ত্যজন্তঃ অপবদন্তঃ এব) সন্তঃ বিবেকিনঃ ভবন্তং (ভবদভিন্নং আত্মানং) এব হি নিশ্চিতং, অন্তর্ভবে (ভবতীতি ভবঃ শরীরাদি সঙ্ঘাতঃ তন্মধ্যে) মৃগয়ন্তি অন্বিষ্য জানন্তি।

শ্রীধরস্বামী।

বিবেকিনস্তু প্রত্যক্স্বরূপমেব পরমাত্মানং বিচিন্বন্তীত্যাহ অন্তর্ভব ইতি। ভবতীতি ভবং চিজ্জড়াত্মকং শরীরং তন্মধ্যে এব ত্বাং মৃগয়ন্তি। অতৎ জড়ং ত্যজন্তঃ অপবদন্তঃ নন্বসন্তো জ্ঞানেনালং কিমসন্তোঽপবাদেনেত্যাশঙ্ক্য অসতোঽপবাদং বিনাধিষ্ঠানতত্ত্বং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিজ্ঞাস্তু ত্বাং মায়োপাধিত্বং ন মন্যন্তে কিন্তু জীবাত্মানমেবাতস্তমেব মায়ামালিন্যতো বিচ্যুতিকর্ত্তুং তমেব কেবলং শুদ্ধং মৃগয়ন্তী তত্রাহ অন্তর্ভবে শরীরমধ্য এব বর্ত্তমানং অনন্তভবং অনন্তা অসংখ্যা ভবা নানা যোনিষু জন্মানি যস্য তং প্রসিদ্ধমল্পজ্ঞং জীবাত্মানং মৃগয়ন্তি। কিং কুর্ব্বন্তঃ অতৎ আত্মভিন্নং মায়িকং মায়াঞ্চ ত্যজন্তঃ অপবদন্তঃ; নন্বু চিন্ময়স্য জীবাত্মনো জ্ঞানেনালং কিং চিদ্ভিন্নস্যাপবাদেনেত্যাশঙ্ক্যাধ্যস্তস্যাপবাদং বিনা অধিষ্ঠানতত্ত্বং ন সম্যক্ জ্ঞায়ত ইতি সতাং ব্যবহারেণাহ অসন্তমিতি অন্তি সমীপে অসন্ত-

---

হে সর্ব্বস্বরূপিন্! সাধু বিবেকিগণ কিন্তু আত্মভাবে পরিচিন্ত্যমান দেহাদিকে বিচার পূর্ব্বক একে একে নিরসন করত, হৃদয়ের অন্তর্গুহায় এক আপনাকেই অন্বেষণ করিয়া থাকেন। মূর্খ ব্যক্তি রজ্জুতে সর্প দর্শন করিয়া ভীত হয়, হউক? জ্ঞানী কিন্তু মিথ্যা সর্পভ্রমে ভ্রান্ত না হইয়া, প্রকৃত রজ্জুই

আভাস।

দেহের অভ্যন্তরে জীবাত্মা যখন অন্বেষণীয়, বাহিরে নহে; তখন সকল আত্মার অন্তরেই পরমাত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য এবং মন্তব্য। সেই সর্ব্বান্তর্যামী বিশ্বাধার লোকপতি জগন্নাথ আপনাকে যাহারা দেহাদি বিশিষ্ট মনুষ্যবোধে অগ্রসর হইয়া অনাদর করে, হে দীনবন্ধো! তাহারা আর আপনাকে পাইল না। তাহারা শয়নাগারে লুক্কায়িত ধন অরণ্যে অন্বেষণ করিল। আত্মগীতাতে ভগবান্ নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন, "যথাগাধমিধেলর্কৌ নোপায়ং খননং বিনা। মল্লাভেঽপি তথা স্বাত্মচিন্তাং মুক্ত্বা ন চাপরঃ॥ দেহোপলমপাকৃত্য বুদ্ধিকুদ্দালকাৎ পুনঃ। খ্যাত্বা মনোভুবং ভূয়ঃ গৃহ্ণীয়াৎ মাং নিধিং পুমান্॥ যেমন ভূগর্ভের গভীর গহ্বরে প্রচ্ছন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত অমূল্য মণি সঞ্চয় করিতে হইলে, সেই ভূমি খনন করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না, আমাকে লাভ করিতে হইলে জীবের আত্মচিন্তা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। ভূমি খনন করিতে হইলে, প্রথমত ভূমির উপরিভাগে বিস্তীর্ণ

অসন্তমপ্যন্ত্যহিমন্তরেণ সন্তং গুণং তং কিমু যন্তি সন্তঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ।

যন্তঃ অসন্তং অবিদ্যমানং, অপি অহিং সর্পং, অন্তরেণ (তদপবাদং বিনা) অস্তি সমীপে, সন্তং বিদ্যমানং, অপি তং প্রত্যক্ষং, গুণং অধিষ্ঠানরজ্জুং, সন্তঃ বিবেকিনঃ, অপি কিমু যন্তি (ন জানন্তি)। অতএব বিবেকিনঃ স্বদেহে ত্বদভিন্নত্বেনাত্মানং মৃগয়ন্তি ইতি ন্যায্যম্ ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ন জ্ঞায়ত ইতি সন্তাং ব্যবহারেণাহ অসন্তমিতি। অস্তি সমীপে অসন্তমপ্যহিমন্তরেণ তন্নিষেধং বিনেত্যর্থঃ। সন্তং গুণং রজ্জুং সন্তঃ কিমু যন্তি জানন্তি। অস্তি সন্তমপি গুণমিতি বা ন জানন্তীত্যর্থঃ। তস্মাদাত্মতত্ত্বয়ৈব জ্ঞানান্মুক্তিরিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মপ্যহিমন্তরেণ নায়মহিরিতি তদপবাদং বিনেত্যর্থঃ। সন্তং গুণং রজ্জুং সন্তঃ কিমু যন্তি জানন্তি নৈব জানন্তি তথৈব। অসঙ্গোঽয়ং পুরুষ ইতি শ্রুতে জীবাত্মনঃ স্থূলসূক্ষ্মদেহ-সম্বন্ধো নৈবাস্তি তৎসম্বন্ধাভাবাদেব দেহো দৈহিকাঃ শোকমোহাদয়শ্চ তস্য নৈব সন্তি। তদপ্যবিদ্যয়ৈব তস্মিন্ জীবাত্মনি দেহোঽধ্যস্তঃ। ততশ্চ কদাচিদুদ্ভূতেন জ্ঞানেন নায়মাত্মা দেহ ইতি তস্য দেহস্যাসতোঽপ্যপবাদং বিনা সন্ত্যং শুদ্ধং জীবাত্মানং কিং জানন্তি নৈব জানন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

যেমন নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আত্মস্বরূপ হইতে অভিন্নভাবে পরম পুরুষকে বিবেকী নিজ হৃদয়ে যে অবলোকন করেন, তাহা যুক্তি সঙ্গতই বটে ॥ ২৭ ॥

আভাস।

তৃণাদিকে অস্ত্রাদির সাহায্য ব্যতীত হস্ত দ্বারাই লোকে অপসারিত করে, পরে ভূমি খননার্থ কুদ্দালক আনয়ন করে, ভগবল্লাভাকাঙ্ক্ষী পুরুষও যখন সম্ভোগার্থ, দেহের প্রতি কিছুমাত্র আসক্তি না করিয়া, তৃণের ন্যায় দেহের মমতা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বুদ্ধিরূপ কুদ্দালকের সাহায্যে চিত্তভূমির গভীর গহ্বর খনন করিতে সক্ষম হইবে, তখনই আমার ন্যায় পরম নিধি প্রাপ্তে কৃতার্থ হইবে। অতএব হে দেব! আপনি প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা; আপনি অচ্যুত-ভাবে সর্ব্বজীবের হৃদয়েই সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। আপনাকে পর ভাবিয়া বাহিরে অন্বেষণ করাই বিষম মূর্খতা ॥ ২৬ ॥

সাধু বিবেকী সকল পরমাত্মস্বরূপ আপনাকে প্রত্যক্স্বরূপে অন্বেষণ করেন। যাহা উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয়, তাহারই নাম ভব। চৈতন্য ও জড়ের যোগে যে শরীর উৎপন্ন হয় এবং কিছুকাল বাদে বিশীর্ণ হইয়া বিনষ্ট হয় তাহাই ভব নামে আখ্যাত। বিবেকিগণ সেই সেই চিৎ জড়াত্মক দেহাভ্যন্তরেই জড়ভাগ নিরাশ পূর্ব্বক চৈতন্যাংশ অবলম্বনে ভগবানকে লাভ করেন। অনিত্য জড় পদার্থের জ্ঞানমাত্রে সৎস্বরূপের উপলব্ধি হয় না;

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।

অন্বয়ঃ।

অথাপি হে দেব! (নানাবিধসৃষ্টাদিক্রীড়াপরস্য) তে তব, পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীতঃ এব হি পুমান্ ভগবন্মহিম্নঃ (ভগবতঃ তব মহিম্নঃ তত্ত্বং জানাতি অন্যঃ ত্বদ্ভক্তিহীনঃ

শ্রীধরস্বামী।

নন্থ এবং জ্ঞানৈকসাধ্যে মোক্ষে কিমিতি ভক্তিরুদ্ঘোষিতা অত্ত আহ অথাপীতি। যদ্যপি হস্তপ্রাপ্যমিব জ্ঞানমুক্তং অথাপি হে দেব তব পদাম্বুজদ্বয়স্য মধ্যে একদেশস্যাপি যঃ প্রসাদলেশোঽপি তেনানুগৃহীতেনানুগৃহীত এব ভগবত স্তব মহিম স্তত্ত্বং জানাতি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কিঞ্চ তস্য জীবাত্মনো ব্রহ্মসুখানুভবস্য কেবলেন ত্বদ্ভক্তিলেশেনাপি ভবন্তি নান্যথেত্যাহ। অথাপীতি যদ্যপি মায়ামায়িকসমস্তাংশবিচ্যুতঃ স্যাৎ তথা স জীবাত্মা। তদপি তব পদাব্জপ্রসাদলেশেনানুগৃহীত এব ভগবত স্তব যো মহিমা মহিমশব্দবাচ্যং ব্রহ্ম তস্য তত্ত্বং জানাতি। যদুক্তং ত্বয়ৈব মৎস্যরূপেণ। মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতং। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদীতি। ব্যাখ্যাচ তত্রত্যা শ্রীস্বামিপাদানাং। মে ময়া অনুগৃহীতং তুভ্যং প্রসাদীকৃতং পরব্রহ্ম বেৎস্যসীতি। অত্র প্রসাদলেশো

অথাপি হে দেব! আপনার পাদপদ্মের কণা মাত্র কৃপাও যাঁহারা লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা আপনার মহিমার তত্ত্ব অনায়াসে উপলব্ধি করিতে

আভাস।

আধারভূত সৎস্বরূপের অনুভূতি প্রয়োজন। রজ্জুতে যখন সর্পভ্রম হয়, তখন প্রকৃত সর্প নিকটে না থাকিলেও রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া কেবল না জানাতেই এই ভ্রম ঘটিয়া থাকে। তখন ইহা রজ্জু, সর্প নহে; বলিয়া সর্পবোধ পরিত্যাগ না করিলে, কেবল সর্পভাব যাহা দেখা যাইতেছে, ইহা ভ্রম মনে করিলে সে ভ্রম সংশোধন হয় না; এবং রজ্জুকে প্রকৃত রজ্জু বলিয়া জ্ঞান হয় না; সেইরূপ আত্মবোধে অনিত্য দেহাদিতে আত্মভাবনা নিবৃত্তি মাত্রেই কখন মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। জীব যখন শ্রীহরি ব্যতীত সকল পদার্থকে মিথ্যা ও অনিত্য জ্ঞানে উপেক্ষা করত নিত্যস্বরূপ তাঁহাতে আপনবোধে প্রতিপন্ন হইবে, তখনই মুক্ত॥

এই শ্লোকের অপ্রর অর্থ যথা; ভগবান্ মায়োপাধি হইতে নিত্যমুক্ত; জীবাত্মা মায়ার উপাধিতে উপহত। সুতরাং মায়ামালিন্য হইতে জীবাত্মাকে নির্মুক্ত করত পরিদর্শন করা প্রয়োজন। অল্পজ্ঞানবান জীবাত্মা দেহের অন্তরে অবস্থান করত, কর্ম্মজনিত নানা যোনি পরিভ্রমণ করে, সেই জীবাত্মাকেই দেহ হইতে পৃথক করা কর্ত্তব্য। আত্মা ভিন্ন মায়িক দেহাদি ও মায়া পরিত্যাগ করা বিধেয়। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, এই পুরুষ দেহাদিতে অসঙ্গ; স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ নাই। সুতরাং দৈহিক সুখদুঃখাদিতে

জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ।

ত্ত একঃ নির্জ্জনে দেশে একাকী স্থিতোঽপি চিরং বহুকালং বিচিন্বন্ (অতদংশাপবাদেন শাস্ত্রবলেন বিচারয়ন্) অপি নৈব জানাতি ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

হে ভগবন্ তে মহিম্ন স্তত্ত্বমিতি বা একোঽপি কশ্চিদপি চিরমপি বিচিন্বন্ অতদংশাপবাদেন বিচারয়ন্নপীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

গুণীভূতভক্তিযোগো জ্ঞানিনাং পূর্ব্বসিদ্ধো বর্ত্তত এব। তেনানুগৃহীত ইতি অবিদ্যায়ামুপরতায়াং বিদ্যায়াশ্চোপরমারম্ভে জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যস্যেদিতি ভগবদুক্তে জ্ঞানমপি ত্যক্ত্বা তত ঊর্দ্ধরিতাং ভক্তিমেব কেবলাং বহুমানয়ংস্তামেবাভ্যসেৎ যো জ্ঞানী স্তমেব প্রসাদলেশরূপো ভক্তিযোগো-হনুগৃহ্নাতীত্যর্থঃ। যস্ত ফল প্রাপ্তৌ সত্যাং ন সাধনোপযোগ ইতি মত্বা জ্ঞানং ভক্তিঞ্চ ত্যক্ত্বা কেবল ব্রহ্মানুভব এবোদ্যতঃ স একোঽপি মুখ্যোঽপি জ্ঞানিসহস্রগুরুভবন্নপীত্যর্থঃ। চিরং বিচিন্বন্ বহুশাস্ত্রাভ্যাসযোগাভ্যাসাভ্যাং বিচারয়ন্নপি ॥ ২৮ ॥

পারেন; কিন্তু ভক্তিহীন ব্যক্তি শাস্ত্রবিচার পূর্ব্বক বিবেকী হইয়া বহুকাল নির্জ্জনে তপস্যা করিলেও আপনার মহিমা পরিজ্ঞানে সমর্থ হন না ॥২৮॥

আভাস।

আত্মার কোন সম্পর্ক নাই। কেবল অবিদ্যার দ্বারা দেহ জীবাত্মাতে অধ্যাস করা হয় মাত্র। জ্ঞানের প্রখর আলোকে অধ্যস্ত দেহের নিরাসন পূর্ব্বক স্বয়ংজ্যোতি আত্মার প্রকটন হওয়া ব্যতীত মুক্তিলাভের প্রত্যাশা নাই ॥ ২৭ ॥

হে ভগবন্! জ্ঞান যতই উৎকৃষ্ট ও অনায়াস-সাধ্য হউক না, কেন! ভবদীয় ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কেবল এক ভক্তির সাহায্যে জীবাত্মা ব্রহ্মসুখ অনুভব করিতে পারে এবং ভক্তি ব্যতীত অন্য সহস্র উপায়ে তাহা কদাপি সাধিত হইতে পারে না। মায়া ও মায়িক বস্তু-সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ সম্পূর্ণভাবে বিচ্যুত হইলেও, জীবাত্মা যখন আপনার পাদপদ্মের অনুগ্রহ-কণার একাংশভাগীও হয়, তখনই হে ভগবন্! আপনার মহিমাশব্দবাচ্য ব্রহ্মস্বরূপের তত্ত্ব অবগত হইয়া থাকে। মৎস্যরূপে আপনিই বর্ণন করিয়াছেন যে, আমার মহিমাই পরব্রহ্ম নামে অভিহিত হইয়াছে; আমার অনুগ্রহের প্রসাদেই তুমি স্বীয় হৃদয়মন্দিরে উদ্ভাসিত সেই স্বরূপ অবধারণ করিতে পারিবে। জ্ঞানও ভক্তি ব্যতীত সিদ্ধ হয় না। জ্ঞানীরও জ্ঞানসাধনের কারণ ভক্তি অন্তর্নিহিতরূপে বিদ্যমান ছিল; ইহাই

যদ্যপি জ্ঞানং সুলভমিব উক্তং তথাপি ভক্তিরপেক্ষিতা যতঃ ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ইতি শাস্ত্রমত্রপ্রমাণং সূচয়ন্তি ॥ ২৮ ॥

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাং।

অন্বয়ঃ।

(যস্মাৎ ত্বদ্ভক্তিহীনস্য ন পুরুষার্থসিদ্ধিঃ) তৎ তস্মাৎ হে নাথ! অত্র ভবে অস্মিন্ ব্রহ্মজন্মনি, বা অন্যত্র (কর্ম্মবশাৎ অন্যস্মিন্) বা তিরশ্চাং (পশ্বাদীনাং মধ্যে যজ্জন্ম

শ্রীধরস্বামী।

তত্তস্মাদ্ভূরিভাগঃ মহদ্ভাগ্যং অত্র ভবে ব্রহ্মজন্মনি অন্যত্র তিরশ্চামপি মধ্যে যজ্জন্ম

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভো ব্রহ্মন্ সাধ্যসাধনতত্ত্বজ্ঞশিরোমণে স্তুত্যৈব ব্যঞ্জিতলক্ষণয়ো র্ভক্তিজ্ঞানয়ো র্মধ্যে তব কুত্র স্পৃহেত্যেত আহ তদস্বিতি। হে নাথেতি সম্বোধনেনৈব ব্যঞ্জিতায়াং সত্যামপি দাস্যস্পৃহায়াং ভো ব্রহ্মন্ উৎকর্ষনিকর্ষয়োঃ সম্যক্কৃতয়া বিচার্য্যৈব সর্ব্বোৎকৃষ্টং বস্তু স্পষ্টং প্রার্থয়স্বেতি চেৎ স এব মে ভূরিভাগো মহদেব ভাগ্যং মনসা নির্দ্ধারিতমেব বর্ত্ততে ইতি ভাবঃ। যেন ভূরিভাগেন অত্র ভবে ব্রহ্মজন্মনি বা তিরশ্চামপি মধ্যে যজ্জন্ম তস্মিন্ বেতি ব্রহ্মজন্মারভ্য তির্য্যগ্‌যোনিপর্য্যন্তং যাবন্তি জন্মানি সন্তবন্তি তেষ্বপি ক্বাপি জন্মনীতি ভাবঃ গজোগৃদ্ধোবণিক্‌পথ ইতি বচনাত্তির্যগ্‌যোনাবপি ভক্তিশ্রবণাৎ। তিরশ্চামপীতি বহুবচনে-নাপি শব্দেনচ মোক্ষায় জলাঞ্জলিং দত্ত্বা স্বস্তুতু অত্রার্থে সহস্রজন্মপ্রার্থনাপি ব্যঞ্জিতা। ভবদীয়ানাং জনানাং মধ্যে একো যঃ কশ্চিদপি নিতরাং সাধকত্বসিদ্ধত্বয়োর্দশয়োঃ সেবে।

যখন ভক্তি ব্যতীত পুরুষার্থ লাভ হয় না, তখন আমার এই বর্ত্তমান জন্মে বা যদি কখন কর্ম্মফলে অন্য কোন নিকৃষ্ট পশ্বাদি তির্য্যক্ যোনিতেও

আভাস।

ভগবানের প্রসন্নতা। এই প্রসন্নতাবলে অবিদ্যার তিরোধানে যখন বিদ্যার সাক্ষাৎকার হয়, তখন সেই জ্ঞানও পরমগুরু ভগবানকে সমর্পণ করা বিধেয়। তৎকালে প্রকটিত ভক্তি মাত্র চিত্তে অভ্যাস করিলে সেই কণামাত্র ভগবৎকৃপারূপ ভক্তিযোগ জ্ঞানীকে অনুগ্রহ করিয়া থাকে। বিদ্যার উদয়ে ফলপ্রাপ্তি হইয়াছে, আর সাধনের প্রয়োজন নাই মনে করিয়া, যিনি জ্ঞান ও ভক্তি পরিত্যাগ করত কেবল ব্রহ্মানুভবে নিবৃত্ত থাকেন, তিনি জ্ঞানিসহস্রের গুরু হইলেও, এবং চিরকাল শাস্ত্র ও যোগাভ্যাসে নির্জ্জনে বিচার করিলেও, ভগবানের তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন না ॥ ২৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মহিমামহৈশ্বর্য্যের মহোদধিতে অবগাহন করায় জগদ্বিধাতা ব্রহ্মার দর্শনেন্দ্রিয় সম্পূর্ণ বিকশিত হইল; তিনি বুঝিলেন, জগতে যতই উচ্চ কার্য্যশক্তিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ যোনিতে জন্ম হউক না, ভগবদ্ভক্ত হওয়াই কৃতার্থতা; তিনি নিজের দাস্যভাবের প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণকে নাথ বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, জ্ঞান ও ভক্তি এই উভয় পক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বুঝা যায় যে, মহাভাগ্যবানের অদৃষ্টেই ভক্তিলাভ ঘটে! হে ভক্ত-জনানন্দপ্রদ! আপনার ভক্তগণের জীবন দর্শনে আমার এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজন্মকেও

যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবং ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ।

তস্মিন্) সঃ ভূরিভাগঃ মহদ্ভাগ্যং মে অস্তু যেন ভাগ্যেন অহং ভবজ্জনানাং (মধ্যে) একঃ অপি ভূত্বা তব পাদপল্লবং নিষেবে নিতরাং সেবে ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তস্মিন্ বা যেন ভাগ্যেন ভবদীয়ানাং জনানামেকোঽপি যঃ কশ্চিদপি ভূত্বা নিষেবে ইত্যর্থঃ সেবেয় ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্তদেবং নৌমীড্যন্তে ইত্যেকেন মাধুর্য্যং অস্যাপি দেবেত্যাদিভি স্তদস্তু মে নাথেত্যন্তৈঃ পদ্যৈরৈশ্বর্য্যং বিবৃণ্বতবা ব্রহ্মণা তন্মধ্য এব জ্ঞানে প্রয়াসমিতি তত্রেঽনুকম্পামিত্যাভ্যাং কেবলায়া ভক্তেরুৎকর্ষঃ! ত্বামাত্মানং পরং মত্বেতি অজানন্তাং ত্বৎপদবীমিত্যাভ্যাং কেবলজ্ঞানস্যাক্ষেপঃ। শ্রেয়ঃস্থতিমিতি পুরেহ ভূমন্নিত্যাভ্যাং কেবলয়ো র্জ্ঞানভক্ত্যোঃ ক্রমেণ বৈফল্যসাফল্যে অন্তর্ভবে অনন্তেতি অথাপি তে দেবেত্যাভ্যাং ভক্তিমিশ্রং জ্ঞানং। এবম্বিধং ত্বাং সকলাত্মনামিত্যনেন শান্তভক্তিঃ। তদস্তু মে ইত্যনেন দাস্যভক্তিশ্চাভ্যধায়ি। অতঃ পরন্তু মাধুর্য্যসিদ্ধাবেব নিপতিষ্যতা ব্রহ্মণা অহোঽতিধন্যা ইত্যাদিভিরাগাত্মক-বাৎসল্যাদিরতিমন্ত এব স্তোষ্যন্তে ইতি স্তুত্যর্থতাৎপর্য্যনিষ্কর্ষঃ ॥ ২৯ ॥

জন্মগ্রহণ করিতে হয়, সে জন্মেও যেন আমার তাদৃশ সৌভাগ্যের উদয় হয় যে, আমি যেন আপনার একজন ভক্ত হইয়া ভবদীয় পাদপদ্ম সেবায় অধিকারী হইতে পারি! ॥ ২৯ ॥

আভাস।

তুচ্ছ ও হেয় বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। আপনার ভক্ত হইয়া বহু জন্মজন্মান্তর যদি নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে হয় সেও মঙ্গল, তথাপি অভক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট যোনিতে শুষ্ক জ্ঞানী হওয়াও শ্রেয়ঃ নহে। ব্রহ্মা ভক্তবেশে বহুবিধ তির্য্যক্‌যোনি ভ্রমণের প্রার্থনা করায় মোক্ষ কামনায় জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত হইয়া, সাধক বা সিদ্ধ যে কোন ভক্তরূপে ভগবৎ সেবার আকিঞ্চন প্রদর্শন করিয়াছেন। পরে নৌমীড্য তে এই শ্লোক ও তদস্তু মে নাথ "এই শ্লোকের উক্তি দ্বারা ভগবানের ঐশ্বর্য্যবর্ণন, ও মধ্যে জ্ঞানে প্রয়াসমিতি; তত্রেঽনুকম্পামিতি এই শ্লোকদ্বয় দ্বারা ভক্তিরই উৎকর্ষ প্রতিপাদন করিয়াছেন। "ত্বামাত্মানং পরং মত্বা" এবং "অজানতাং ত্বৎপদবীং" এই শ্লোকদ্বয় দ্বারা ভক্তিহীন কেবল জ্ঞানের প্রতি বিপক্ষে কটাক্ষপাত করিয়াছেন। "শ্রেয়ঃ স্থতিং" এবং "পুরেহ ভূমন্" এই উভয় শ্লোক দ্বারা কেবল জ্ঞান বরং নিষ্ফল বিধায় হেয়, অথচ কেবল ভক্তি সকল বিধায় উপাদেয় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব অন্তর্ভবেঽনন্ত এবং অথাপি তে দেব এই শ্লোকদ্বয়ের দ্বারা ভক্তিমিশ্র জ্ঞানই প্রার্থনীয় প্রকাশ করিয়া, এবম্বিধং ত্বাং সকলাত্মনাং,

অহোঽতিধন্যা ব্রজগোরমণ্যঃ স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা।

অন্বয়ঃ।

হে বিভো! যত্তৃপ্তয়ে (যস্য তব তৃপ্তয়ে) অদ্যাপি অনাদিকালতঃ প্রবৃত্তাঃ অথ অধ্বরাঃ যজ্ঞাঃ ন অলং সমর্থাঃ তে (তেন ত্বয়া,) বৎসতরাত্মজাত্মনা (বৎসানাং বালকানাং স্বরূপেণ)

শ্রীধরস্বামী।

স্থিদেবাদিজন্মনোঽপি যত্র কুত্রাপি তদ্ভক্তিমজ্জন্মৈব শ্রেষ্ঠমিত্যৌৎসুক্যেন সপ্তভিঃ শ্লোকৈ-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কিঞ্চ তত্র তদ্ভক্তেষ্বতি নিকৃষ্টস্য মমেতাবত্যেব প্রার্থনা সমুচিতা ত্বৎপ্রসাদাৎ ফলবতী ভূয়াৎ যে তু তদ্ভক্তেষ্বতিপ্রকৃষ্টাস্তেষাং ত্বয়ি শুদ্ধবাৎসল্যাদিরতিভাজাং পদবীপ্রার্থয়িতুম-যোগ্যা অস্মদাদিভিরতিদুর্ল্লভা কেবলং স্তূয়ত এবেত্যাহ অহো ইতি দ্বাভ্যাং। ব্রজস্থা গাবো রমণ্যো গোপ্যশ্চ অতিধন্যাস্তত্রাপ্যহো ইত্যাশ্চর্য্যাভিধায়কপদেন বাঙ্মনসাগোচরা-

---

হে বিভো! বেদোক্ত যজ্ঞসমূহ অনাদি কাল হইতে প্রবৃত্ত হইয়া অদ্যাপিও যাঁহার তৃপ্তিসাধনে সমর্থ হয় নাই, সেই আপনি গোবৎস ও বালকের

আভাস।

এই শ্লোক কয়েকটীর দ্বারা শান্ত ভক্তির নির্ণয় করিয়াছেন; "এবং তদস্য মে" এই শ্লোকে দাস্যভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। পরে ভগবন্মাধুর্য্য-সাগরে অবগাহন করত "অহোঽতি ধন্যা" শ্লোক দ্বারা অনন্ত আনন্দে ভাসিতে ভাসিতে বাৎসল্যাদি রতিবিশিষ্ট অনুরাগিগণের প্রশংসা করিয়াছেন; ইহাই ব্রহ্মকৃত স্তবের সংক্ষেপ তাৎপর্য্য॥ ২৯॥

(দুর্ল্লভ দেবযোনি লাভ করা অপেক্ষা ভগবদ্ভক্তিবিশিষ্ট হইয়া অতি নিকৃষ্ট যোনিও যদি পরিগ্রহ হয়, সেও মঙ্গল;) এই বিষয়টী ব্রহ্মা অতি ঔৎসুক্যসহকারে সাতটী শ্লোক দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন। (তিনি বলিয়াছেন, হে দেব! আমার ন্যায় অতি নিকৃষ্ট ভক্তের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনাই যথেষ্ট। আপনার নিকট এই ভিক্ষা যেন, আমার সেই প্রার্থনাই পূর্ণ হয়। যাহারা প্রকৃষ্ট ভক্ত তাহাদিগকে আপনি শুদ্ধ বাৎসল্যাদি রতিমানের পদবী প্রদান করিয়া থাকেন। আমি ত সে ভক্ত নহি! যে তাদৃশ পদবী প্রার্থনা করিব। আমার পক্ষে সেই পদবীর প্রশংসা করা মাত্র কার্য্য। আহা সেই ভক্তি ও ভক্তই ধন্য। অহো! তাহাদিগের সৌভাগ্য বর্ণনাতীত। আপনার ভক্তিরসামৃত লাভে ব্রজস্থ রমণীগণ বিশেষতঃ গোপিকারা, অধিক কি! গাভী সকলও যে, কি পরিমাণ ভাগ্যবতী তাহা বর্ণনার অতীত। কারণ হে জনার্দ্দন! আপনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ; পরকীয় প্রেমে আর আপনার পুলকিত হইবার প্রয়োজন নাই; তথাপি তাহাদের প্রত্যেকের নিকট প্রত্যেকের পুত্ররূপ ধারণ করত আপনার স্তন্যামৃত পান করা দেখিয়া আমি বিমোহিত হইতেছি! অহো তাহাদিগের হৃদয়ের স্তন্যামৃত কি এতই আপনার প্রিয় যে, শ্রুত্যুক্ত যজ্ঞাদি অনাদিকাল

যাসাং বিভো বৎসতরাত্মজাত্মনা যত্তৃপ্তয়েঽদ্যাপ্যথ নালমধ্বরাঃ।

অন্বয়ঃ।

যাসাং গোগোপীনাং স্তন্যামৃতং অতীব অত্যর্থং মুদা হর্ষেণ পীতং অহো তাঃ ব্রজগোরমণ্যঃ ব্রজস্থাঃ গাবঃ গোপ্যঃ চ অতিধন্যাঃ অতিকৃতার্থাঃ॥

শ্রীধরস্বামী।

রভিনন্দতি অহো ইতি ধন্যা ইত্যাদিভিঃ। ব্রজগোরমণ্যঃ ব্রজস্থা গাবো গোপ্যশ্চ তে ত্বয়া বৎসতরাত্মজাত্মনা বৎসানাং আত্মজানাঞ্চ স্বরূপেণ। যস্য তব তৃপ্তয়ে অদ্যাপি সর্ব্বে

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শ্চমৎকারাতিশয়ো ব্যঞ্জিতঃ। তমেবাহ তে ত্বয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপেণাপি যাসাং স্তন্যং দেহৈকাবয়বস্তনোদ্ভবং অমৃতং পীতং তত্রাপি মুদা তত্রাপ্যতীবেতি পুনঃ পুনঃ পানেঽপি মুদঃ প্রতিক্ষণবর্দ্ধিষ্ণুত্বমেব তত্রাপি গবাং বৎসতরাত্মনেতি দোহনাদিব্যবধানস্যাসহত্বং গোপীনামাত্মজাত্মনেত্যন্যথা তৎপ্রাপ্ত্যভাবঃ তত্রাপি বিভো ইত্যতিলোভাৎ স্বস্য বহু-স্বরূপীকরণেনেতি তাসাং মধ্যে একস্যা অপ্যেকস্তনোত্থো রসোঽপি ত্বয়া ত্যক্তুমশক্য ইত্যানন্দমাত্রস্বরূপস্য তবাপ্যানন্দকত্বাত্তসাং বপুষঃ সচ্চিদানন্দত্বে কে নাম সংশেরতে ইতি ভাবঃ। যস্য তব তৃপ্তয়ে তৃপ প্রীণনে যং ত্বাং প্রীণয়িতুমিত্যর্থঃ। অদ্যাপি অনাদি-

রূপ ধারণ করত যাহাদিগের স্তন্যামৃত অতি স্বাদু ও অমৃতবোধে এবং নিতান্ত প্রীতিসহকারে পান করিয়াছেন, সেই সমস্ত ব্রজের গাভী ও রমণীগণই যথার্থ কৃতার্থ॥

আভাস।

হইতে প্রবৃত্ত হইয়াও অদ্যাপি যাঁহার প্রীতিপ্রদানে সমর্থ হয় নাই, সেই আপনি তাহাদের স্তন্য যেন অমৃতবোধে এত ব্যগ্রতা সহকারে পান করিয়াছিলেন?

অনুরাগ বিশিষ্ট ভক্ত ও ব্রজবাসী নরগণের সৌভাগ্য বর্ণনাতীত। শ্রুতিতে যাঁহাকে "সত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সেই পরম ব্রহ্মেরও আপনি প্রতিষ্ঠা স্থান। গীতাতেও উক্ত আছে "ব্রহ্মনোহি প্রতিষ্ঠাহং" আমি ব্রহ্মের আশ্রয়। সেই আপনি শ্রীদামাদি ব্রজস্থ বালকগণের মিত্ররূপে ব্রজে বাস করিতেছেন। মিত্রতা চিরস্থায়ী হয় না; কিন্তু আপনার মিত্রতা চিরন্তন ও সনাতন। হে প্রভো! আপনি যখন চিরস্থায়ী মিত্ররূপে বিদ্যমান থাকেন, তখন আপনার মিত্রতা দ্বারা শ্রীদামাদি বালকগণও চিরবিদ্যমান বলিয়া জানিতে হইবে। কেবল শ্রীদামাদি নহেন, নন্দরাজের ব্রজবাসী নরনারী, জীব জন্তু,

পরমানন্দমিতি ফলরূপত্বমুক্তং। পূর্ণমিতি অংশত্বব্যাবৃত্তিঃ। সনাতনমিতি জন্মাদি বিকার-রাহিত্যং। অত্র পরং ব্রহ্ম সর্ব্বসমং ভবতি। মিত্রত্বং চ হিতাচরণাদি দুঃখদূরীকরণাদিরূপং

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাং।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনং ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ।

হে প্রভো! নন্দগোপব্রজৌকসাং (নন্দগোপস্য যঃ ব্রজঃ তদৌকসাং তত্ত্বাসিনাং সর্ব্বেষাং) অহো ভাগ্যং অহো ভাগ্যং (আদরাতিশয়ে দ্বিরুক্তিঃ) (যতঃ) পরমানন্দং সনাতনং পূর্ণং ব্রহ্ম যন্মিত্রং (যেষাং মিত্রতয়া বর্ত্ততে) ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যজ্ঞা ন সমর্থাঃ তেন ত্বয়া প্রতিক্ষণং তৃপ্যতা যাসাং স্তন্যমমৃতরূপং পীতমিতি ॥ ৩০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কালতঃ প্রবৃত্তা অদ্যপর্য্যন্তা অপি সর্ব্বৈরপি যজ্ঞা অস্মদাদিকৃতা মন্ত্রানুষ্ঠানপাবিত্র্যাদ্যবিকলা অপি নালং ন সমর্থাঃ ॥ ৩০ ॥

হে প্রভো! নন্দরাজের ব্রজে যাহারাই তৎকালে বাস করিতেন তাহারাই ধন্য! কারণ পরমানন্দস্বরূপ সনাতন পূর্ণব্রহ্ম যাঁহাদের মিত্ররূপে সতত নিকটেই বাস করিতেছেন, তাঁহাদের সৌভাগ্যের কথা আর কি বর্ণন করিব? ॥ ৩০ ॥

আভাস।

পশুপক্ষী পর্য্যন্ত আপনার কৃপায় আজ বিশেষ সৌভাগ্যবান বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। কারণ তাহাদিগের বাৎসল্যাদি সর্ব্বপ্রকার প্রেমে বদ্ধ হইয়া, পরমানন্দ সনাতন পূর্ণব্রহ্ম অদ্য মিত্র হইয়া মানববেশে বসতি করিতেছেন ॥ ৩০ ॥

হে দীনবন্ধো! এই ঘোষনিবাসিগণের সৌভাগ্য বর্ণন করা নিতান্তই অসম্ভব; রুদ্রাদি একাদশ দেবতা ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতারূপে বিদ্যমান থাকায় আজ তাঁহারাও এই ব্রজবাসিদিগের প্রসাদে অপূর্ব্ব সৌভাগ্যবান বলিয়া আপনাদিগকে জ্ঞান করিতেছেন। জীবের স্থূলদেহ অপেক্ষা ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম। সেই ইন্দ্রিয়সকলও বিনা সাহায্যে বিষয় আহরণে সমর্থ হয় না। যেমন চক্ষুঃ ইন্দ্রিয় থাকিলেও সূর্য্যের অপেক্ষা আছে। সূর্য্যদেব উদিত হইয়া যেমন বিষয়কে স্পষ্ট করেন, সেইরূপ চক্ষুকেও সামর্থ্য প্রদান করেন; তবেই চক্ষু বিষয়দর্শনে সক্ষম হয়। সূর্য্যদেবের ন্যায় অপ্রত্যক্ষশক্তি একাদশ দেবতা জীবের একাদশ ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করত সেই সেই ইন্দ্রিয়কে সামর্থ্য প্রদান পূর্ব্বক, ইন্দ্রিয়প্রণালিকা দ্বারা ইন্দ্রিয়বান জীবের ন্যায়, বিষয়সম্ভোগ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে রুদ্রদেব অহঙ্কারতত্ত্বে অধিষ্ঠিত; ব্রহ্মা বুদ্ধিতে, চন্দ্র মনে, দিক্‌সকল কর্ণে, বায়ুদেবতা ত্বকে, সূর্য্য নেত্রদ্বয়ে, বরুণ জিহ্বায়, অশ্বিনীকুমারদ্বয় নাসাদ্বয়ে, বহ্নি বাগিন্দ্রিয়ে, ইন্দ্র

বৈষম্যং। তথা চ যেষাং প্রেমবশাৎ স্বভাবং অপি সাম্যং পরিত্যজ্য বিষমতয়া বর্ত্ততে তেষাং ভাগ্যমহিমা কেন বক্তুং শক্যতে ইতি ॥ ৩০ ॥

এষাস্ত ভাগ্যমহিমাচ্যুত তাবদাস্তামেকাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ।

অন্বয়ঃ।

কিঞ্চ হে অচ্যুত! এষাং ব্রজবাসিনাং তু ভাগ্যমহিমা ভাগ্যস্য মহিমা তাবৎ আস্তাং (কস্তাং বক্তুং শক্নোতি) বত (হর্ষে) শর্ব্বাদয়ঃ (শর্ব্বঃ রুদ্রঃ আদি র্যেষাং তে) শর্ব্ব ব্রহ্ম চন্দ্র দিগ্ বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রাঃ একাদশেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ এব হি বয়ং ভূরিভাগাঃ

শ্রীধরস্বামী।

কিঞ্চ এষাং ভাগ্যস্য তাবৎ মহিতা মহিমা আস্তাং কস্তাং বক্তুং শক্নোতি। শর্ব্বাদয়ঃ শর্ব্বোঽহঙ্কারাধিষ্ঠাতা আদির্যেষাং চন্দ্রাদীনামেকাদশানাং তে তথা বয়ঞ্চ বয়মিত্যাত্মানমেবাহ বহুমন্যমানঃ এবং মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচক্ষুরাদ্যধিষ্ঠাতার ত্রয়োদশ দেবা এতাবৎ বত অহো ভূরিভাগাঃ যস্মাদেতেষাং হৃষীকাণীন্দ্রিয়াণ্যেব চষকানি পানপাত্রাণি তৈঃ। তে

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

রাগাত্মকবাৎসল্য প্রেমবতীঃ স্তুত্বা রাগাত্মকসখ্যপ্রেমবতঃ স্তবন্নেব তন্ত্রেণ বাৎসল্যাদিসর্ব্বরতীরতোঽপ্যুপশ্লোকয়ন্তি অহো ভাগ্যমহোভাগ্যমিতি। বীপ্সা অত্যানন্দচমৎকারেণ। পরমানন্দমিতি ক্লীবত্বমার্ষং। তেন চ সত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি শ্রুতিবাচ্যং ব্রহ্ম সূচয়ন্তি। পরমপদেন কৃষ্ণস্য তৎপ্রতিষ্ঠাভূতত্বং পূর্ণপদেন ব্রহ্মস্বরূপাণাংশাবতারাণাং ব্যাবৃত্তিঃ। এতাদৃশং ব্রহ্ম যেষাং শ্রীদামাদি বালকানাং মিত্রং সখা। মিত্রত্বস্য ত্বৎকালভবত্বং বারয়ন্ বিশিনষ্টি। সনাতনং সার্ব্বকালিকমিতি মিত্রত্বস্য সার্ব্বকালিকত্বেন শ্রীদামাদীনামপি সার্ব্বকালিকত্বং জ্ঞাপিতং। অয়ম্ভূত্তমো ব্রাহ্মণ ইত্যুক্তে ব্রাহ্মণ্যস্যৈ-

---

হে অচ্যুত! এই সমস্ত ব্রজবাসিগণের সৌভাগ্যের কথা দূরে থাকুক তাহা বর্ণনের প্রয়োজন নাই। কারণ তাঁহাদের প্রসাদে রুদ্রাদি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা আমরা একাদশ দেবতাও অদ্য কৃতার্থ বলিয়া আপনাদিগকে বোধ করিতেছি। কারণ এই সকল ব্রজবাসী ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয়ই পানের পাত্র। আমরা এক এক জনে তাহাদিগের এক এক ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা থাকিয়া

আভাস।

হস্তদ্বয়ে, উপেন্দ্র পাদদ্বয়ে, মিত্র পায়ুতে এবং ব্রহ্মা উপস্থে বাস করিতেছেন। এই ত্রয়োদশ দেবতা জীবের ত্রয়োদশ স্থানে অধিষ্ঠিত থাকিলেও, শেষোক্ত অশ্লীল ইন্দ্রিয়দ্বয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতাদ্বয়ের উল্লেখ না করিয়া, ব্রহ্মা পূর্ব্বোক্ত একাদশ দেবতারই উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন জল পান করিতে হইলে পানপাত্রের প্রয়োজন, সেইরূপ দেবতাগণ

তত্র শর্ব্বঃ অহংকারস্যাধিষ্ঠাতা। ব্রহ্মা বুদ্ধেঃ; চন্দ্রোমনসঃ। দিশঃ শ্রোত্রয়োঃ, বাতস্ত্বচঃ। অর্কশ্চক্ষুষোঃ। বরুণঃ রসনায়াঃ। অশ্বিনীকুমারৌ নাসিকয়ো র্দ্বয়োঃ একত্বেন

এতদ্ধৃষীকচষকৈরসকৃৎ পিবামঃ শর্ব্বাদয়োঽঙ্ঘ্র্যুদজমধ্বমৃতাসবং তে ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ।

মহাভাগ্যবন্তঃ; (যতঃ) এতদ্ধৃষীকচষকৈঃ (এতেষাং ব্রজবাসিনাং হৃষীকাণি ইন্দ্রিয়াণি এব চষকাণি পানপাত্রাণি তৈঃ) তে তব অঙ্ঘ্র্যুদজমধ্বমৃতাসবং (অঙ্ঘ্রী এব উদজে কমলে তয়োঃ মধু মকরন্দ স্তদেবামৃতং তদ্বৎ স্বাদু আসবং অন্যবিস্মৃতিকারকং মাদকং) অসকৃৎ মুহুঃ পিবামঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

চতুর্দ্দশস্য চিত্তাধিষ্ঠাতুঃ অঙ্ঘ্রী এব উদজে বারিজে তয়োর্মধু মকরন্দ স্তদেবামৃতং স্বাদু আসবং মাদকং পিবামঃ। এতদুক্তং ভবতি। যদা প্রত্যেকমিন্দ্রিয়াভিমানিনো বয়ং কীর্ত্তিসৌন্দর্য্য-সৌগন্ধ্যাদ্যেকৈকদেশসেবিনোঽপি কৃতার্থাস্তদা সর্ব্বেন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বসেবিনাং এতেষাং কিং বর্ণ্যতে ভাগ্যমিতি ॥ ৩১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বোত্তমত্বাদ্বিশিষ্টোঽপ্যুত্তম ইতিবদত্রাপি মিত্রত্বস্যৈব সনাতনত্বং বিবক্ষিতং। তথা মিত্রশব্দস্য বন্ধুমাত্রবাচকত্বাদেবঞ্চ ব্যাখ্যেয়ং। শ্রীমন্নন্দরাজব্রজবাসিমাত্রাণাং পশুপক্ষিপর্য্যন্তাণাং সর্ব্বেষামেবাহো ভাগ্যমহোভাগ্যং কিং পুন র্নন্দস্য তস্য স্তদীয়গোপানাঞ্চ। কিং স্তৎ যেষাং বাৎসল্যাদিসর্ব্ববিধপ্রেমবতীং পরমানন্দং ব্রহ্ম সনাতনং মিত্রং বন্ধুঃ। বন্ধুত্বোচিতপ্রীতিকর্ত্তৃ। যদক্ষ্যন্তে গোপৈঃ। দুস্ত্যজশ্চানুরাগোঽস্মিন্ সর্ব্বেষাং নো ব্রজৌকসাং। নন্দ স্তে তনয়েঽস্মাসু তস্যপ্যৌৎপত্তিকঃ কথমিত্যত এষু ব্রজবাসিষ্বোৎপত্তিকানুরাগ্যেব পূর্ণব্রহ্মেত্যর্থ আয়াতঃ। তেন পরমানন্দময়্যানন্দময়স্তি ব্রজবাসিন ইতি তে সচ্চিদানন্দময়া এবাথচ পরমবিস্ময়রসবিষয়ীভূতা ইতি ধ্বনিতং ॥ ৩০ ॥

তাহাদের ইন্দ্রিয়রূপ পানপত্রের দ্বারা যখন আপনার পাদপদ্ম নিঃসৃত অমৃতপানে চিরকৃতার্থ হইতেছি তখন তাঁহারা যুগপৎ একাদশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আপনার সর্ব্বাঙ্গীন মাধুর্য্য আস্বাদনে যে চিরশান্তি উপভোগ করিতেছেন, সে বিষয়ে আর বিতর্ক কি ? ॥ ৩১ ॥

আভাস।

শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যামৃত পানের জন্য এই ব্রজবাসিগণের ইন্দ্রিয়ই আশ্রয় করিয়াছিলেন। তত্রস্থ সেই সকল জীবগণ তৎ তৎ এক এক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, ভগবৎপাদ-পদ্ম নিঃসৃত মকরন্দ যেরূপ পান করিয়াছিল, যে যে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা যে যে দেবতা

গ্রহণম্। বহির্বাচঃ। ইন্দ্রোঽস্তয়োঃ। মিত্রঃ পায়োঃ ব্রহ্মৈব উপস্থস্তাপি ইত্যেবং ত্রয়োদশ। তত্র পায়ুপস্থয়োঃ সেবায়ামুপয়োগাভাবাৎ তয়োর্দেবতে বিহয়ৈব একাদশেত্যুক্তম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কিঞ্চৈভি ব্রজবাসিভি র্বয়মপি ভূরিভাগাঃ ক্রিয়ামহে ইত্যাহ। এষান্তু ভাগ্যস্য মহিমা মহিমা তাবদাস্তাং কস্তাং বক্তুং শক্নোতি বয়মেকাদশ এতেষামিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারোঽপি ভূরিভাগাঃ। যত এতেষাং হৃষীকাণীন্দ্রিয়াণ্যেব চষকাণি পানপাত্রাণি তৈস্তব অজ্ঘ্র্যবজয়োশ্চরণকমলয়োর্মঞ্জীরজিতয়োর্মধু তত্রত্যাভিমানাধ্যবসায়-সঙ্কল্প শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-কীর্ত্তন-সম্বাহনান্তিকগত্যাত্মকং তদেব অমৃতং স্বাদু আসবং মাদকং শর্ব্বাদয়ো রুদ্রাদয় ইত্যশ্লীলন্যেন্দ্রিয়দ্বয়স্যাধিষ্ঠাতৃদেবতাদ্বয়স্য ত্যাগাৎ চিত্তাধিষ্ঠাতু র্বাসুদেবস্যাপি তদভেদদৃষ্ট্যা ত্যাগাদেকাদশৈরপিবামঃ। অত্র যদ্যপ্যেষামন্তরাত্মন এব বিষয়ভোগো নতু তত্তৎকর্ত্তৃণামিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃণামিত্যধ্যাত্মসিদ্ধান্তস্তথাপি বুদ্ধৌ ব্রহ্মা তিষ্ঠতি চক্ষুষি সূর্য্যস্তিষ্ঠতি তং তমধিষ্ঠাতারং বিনা তত্তদিন্দ্রিয়ং শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠানামপি রূপরসাদীনাং গ্রাহকং ন স্যাদিতি সামান্যদৃষ্ট্যা অধ্যাত্মবিদাং প্রবাদোঽপি শ্রীকৃষ্ণে রত্যোৎকণ্ঠ্যবতাং ব্রহ্মাদীনামানন্দহেতুঃ কর্ত্তৃত্বমাত্রেণৈব ভোক্তৃত্বাভিমানস্বীকারাৎ তথৈব স্বেষাং প্রাকৃতত্বেঽপি অপ্রাকৃততত্তদিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃত্বাভিমানাচ্চ। প্রেম্নামেব বিলক্ষণেয়ং প্রক্রিয়া দৃশ্যতে চান্যত্র পত্যাবল্যাদৌ মিথ্যাপবাদবচসাপ্যভিমানসিদ্ধেরিত্যাদীতি। অন্যথা চিদানন্দময়বপুষাং শ্রীভগবৎপরিবারাণামিন্দ্রিয়াদীনামপি ভগবত ইব তন্ময়ত্বমেব নতু প্রাকৃতত্বং সম্ভবেৎ কুতস্তত্র প্রপঞ্চগতানাং ব্রহ্মাদীনাং প্রবেশ ইতি জ্ঞেয়ং। যদ্বা। কাদাচিৎকেনাপি তন্মাধুরীলাভেন স্বেষামপি ভাগ্যমভিনন্দন্তি এষামিতি ভাগ্যমহিম্না একা অদ্বিতীয়া অনুপমেত্যর্থঃ। দশৈব দশাপি বয়ং দিক্পালদেবতা ভূরিভাগা ভবামঃ। কুত ইত্যত আহ। এতদিতি স্বতর্জ্জন্যা স্বনেত্রশ্রোত্রাণি স্পৃশতি। বৎসচারণায় ব্রজান্নিষ্ক্রান্তস্য তব চরণসৌন্দর্য্যসৌস্বর্য্যামৃতং নেত্রশ্রোত্রৈঃ পিবাম ইতি ॥ ৩১ ॥

আভাস।

তাঁহারা সেই সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আহৃত সেই সেই অমৃতাংশই আস্বাদ করিয়াছিলেন মাত্র। কেহ সমগ্র ভাব লাভে সমর্থ হন নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ব্রজবাসী ব্যক্তি সকল সমগ্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যুগপৎ সর্ব্ববিধ রস ও সর্ব্বপ্রকার ভাব অনুভব করিয়াছিলেন। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় আহরণ, অন্তঃকরণ দ্বারা ধারণ এবং বিজ্ঞানময় কোষে তাহার অনুভব বা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়; সুতরাং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাগণের আনন্দলাভের সম্ভাবনা কি? এই অধ্যাত্মবাদীর সিদ্ধান্তের উত্তর প্রদানার্থ বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণে রতিপ্রার্থনায় উৎকণ্ঠাবিশিষ্ট দেবতাগণ জীবের ইন্দ্রিয় প্রবর্ত্তকরূপে কর্ত্তা হইলেও, ভোক্তৃত্বাভিমান বশত আনন্দভোগ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা যেন স্বীয় নেত্রাদি ইন্দ্রিয়গ্রামকে নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তুচ্ছজ্ঞানে বলিলেন, ইহারা সকলেই অকৃতার্থ। আমরা দশ দেবতাও অকৃতার্থ! এই ভূরিপুণ্য ব্রজবাসীই যথার্থ কৃতার্থ! ॥ ৩১ ॥

তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকং।

অন্বয়ঃ।

যৎপদরজঃ যস্য মুকুন্দস্য পদরজঃ অদ্যাপি অনাদিকালতঃ এব শ্রুতিমৃগ্যং শ্রুতিভিঃ অন্বেষণীয়ং নতু সাক্ষাৎ দৃষ্টং (সঃ) ভগবান্ মুকুন্দঃ যজ্জীবিতং যেষাং নিখিলং জীবিতং

শ্রীধরস্বামী।

অতো ময়া প্রার্থিতং তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগ ইতি। যত্তদেতদেবেত্যাহ তদ্ভূরি ভাগ্যমিতি। কিং তৎ ইহ মনুষ্যলোকে যৎ কিমপি জন্ম তত্রাপি অটব্যাং যৎ তত্রাপি গোকুলে যৎ। অহো সত্যলোকং বিহায় অত্র জন্মনি জাতে কো লাভঃ অত আহ অপি কতমাঙ্ঘ্রে-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তস্মাজ্জগদৈশ্বর্য্যায় প্রাপ্তায় প্রাপ্তব্যায় মোক্ষায় চ ময়া জলাঞ্জলির্দত্তঃ কেন প্রকারেণৈষাং ব্রজবাসিনাং চরণধূলয়ো লভ্যন্ত ইতি বিভাব্য সনিশ্চয়মাহ তদেব মে ভূরিভাগ্যং ভবদ্ভিতি শেষঃ। যদি শ্রীমৎকৃপাকটাক্ষা উদারা ভবন্তীতি ভাবঃ। কিং তৎ ইহ অটব্যাং বৃন্দাবনে যৎ কিমপি কোমলতৃণদূর্ব্বাদিজন্ম যদুপরি ত্বৎপ্রিয়সখাদিব্রজবাসিজনচরণবিন্যাস-সৌভাগ্যং সম্ভবেৎ। নন্বস্মিন্নতিদুর্ল্লভে লোভং বিহায় স্বযোগ্যমন্যৎ প্রার্থয়স্বেতি চেৎ তর্হি গোকুলেঽপি ত্বন্নগরপ্রান্তাদাবপি কতমস্য ত্বদীয়সৌচিক-কারু-হড্ডিপাদ্যেকতরস্যা-ঙ্ঘ্রিরজসোঽভিষেকো যত্র তথাভূতং শিলাপীঠপট্টিকাদিজন্ম ভবতু। নন্বেষাং ব্রজবাসিনামেতাবন্মাহাত্ম্যত্বে কো হেতুঃ কথং বা জগৎপূজ্যস্য জগৎস্রষ্টুঃ পরমেষ্ঠিন স্তবৈষাং নীচজাতীনাং পাদধূলিলিপ্সায়াং নাস্তি লজ্জেতি তত্রাহ যেষাং জীবিতং ভগবান্

হে মুকুন্দ! এস্থলে যে ভাবেই জন্ম হউক না, এমন কি! গোকুল মধ্যে বা বৃন্দাবনের বনেও যদি জন্ম ঘটে, তাহাও পরম দুর্ল্লভ; কারণ তাহা হইলেও গোকুলবাসী জনের পাদধূলি মস্তকে পতিত হইবার প্রত্যাশা

আভাস।

তখন ব্রহ্মা সমগ্র জগতের ঐশ্বর্য্য-লাভ, ভোগ বা মোক্ষে পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিয়া কোন্ উপায়ে ব্রজবাসী জনগণের চরণ লাভ করিবেন, এই আকাঙ্ক্ষায় বলিলেন, হে দীননাথ! এই দীনের প্রতি সদয় হউন! কবে আমার সেই সৌভাগ্যের উদয় হইবে, যে দিন ব্রজ-বাসীর চরণধূলি লাভে আমি কৃতার্থ হইব! আমার এই ব্রহ্মজন্ম অপেক্ষা বৃন্দাবনের কোন এক স্থানে কোমল তৃণ হইয়াও যদি জন্মগ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলেও স্বার্থক! তাহা হইলে, ব্রজবাসী আপনার প্রিয় সখাদির চরণধূলি আমার উপরে নিপতিত হইত। হে ব্রজনাথ! এই চরণধূলিই আমার একান্ত প্রার্থনীয়! অধিক কি? শীলাদি পাষাণরূপে আপনার ব্রজভূমের নগরপ্রান্তে নিপতিত থাকিব এবং আপনার নগরবাসী সূচীকর্ম্মজীবী, কারুকার্য্যকারী বা মদ্যগ্রাহীও যদি আমার উপর পাদবিন্যাসে গতায়াত করে, তাহা

যজ্জীবিতং তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ স্বন্ত্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব ॥৩২॥

অন্বয়ঃ।

(তৎ) কতমাঙ্ঘ্রি রজোঽভিষেকং (কতমস্য তজ্জনস্য অঙ্ঘ্রি রজোঽভিষেকং যস্মিন্ তৎ) অস্মচ্চেৎ ইহ মনুষ্যলোকে যৎ গোকুলে অপি কিং বনে অপি (ভবেৎ) তৎ এব ভূরিভাগ্যং ॥৩২॥

শ্রীধরস্বামী।

রজোঽভিষেকমিতি। গোকুলবাসিনাং মধ্যেঽপি কতমস্য যস্য কস্যাপ্যঙ্ঘ্রি রজসাঽভিষেকো যস্মিন্ তৎ। নন্বু কুতো গোকুলবাসিন এব অতিধন্যাঃ তত্রাহ যদিতি। যেষাং জীবিতং নিখিলং মুকুন্দ ইতি মুকুন্দপরমেব জীবনমিত্যর্থঃ। দুর্ল্লভতামাহ অস্যাপীতি। শ্রুতিমৃগ্যং বেদৈরপি মৃগ্যত এব নতু দৃশ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভগঃ শ্রীকামমাহাত্ম্যৈত্যমরনানাবর্গাং সৌন্দর্য্যসৌস্বর্য্যাদিগুণবিশিষ্টো ভবান্ মুকুন্দঃ মুখে কুন্দবদ্ধাস্যং যস্য সঃ ইতি ত্বংসৌন্দর্য্যাদি মন্দহসিতাদ্যেকজীবনোপায়ঃ। তেন বিনা সদ্য এবামী ম্রিয়ন্তে ইতি ভাবঃ। নিখিলমিতি কিঞ্চিদপি জীবিতং ন ভোজন-পানাদিহেতুকমিত্যর্থঃ। অতোঽস্যাপি যেষাং পদরজঃ শ্রুতিভির্মৃগ্যতে এব নতু প্রায়ঃ প্রাপ্যত ইত্যতোঽহং ব্রহ্মাপি কিং বেদেভ্যোঽপ্যধিকো যত এতৎ প্রার্থনে মম লজ্জা স্যাদিতি ভাবঃ। অতো ময়া তদস্ত মে নাথেতি যৎ পূর্ব্বং প্রার্থিতং তৎ স্বস্য বৈধভক্তি-মত্ত্বে এব যদি ব্রজজনানুগত্তিমত্ত্বেন মাং রাগানুগামৃতাম্ভোধৌ নিমজ্জয়তি তদেবং প্রার্থিতং ॥ ৩২ ॥

থাকে। যাঁহার পাদরজঃ শ্রুতি চিরকালই অন্বেষণ করিতেছেন, সেই মুকুন্দই যাহাদের জীবনসর্ব্বস্ব; তাদৃশ গোকুলবাসী অপেক্ষা আর অধিক সৌভাগ্যবান্ কে হইতে পারে? ৩২ ॥

আভাস।

হইলেও আমি কৃতার্থ। আমি বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা বলিয়া তাহাতে কোন লজ্জা পাই না। লোকে তাহাদিগকে নীচ জাতি বলে, বলুক! হে মুক্তিদাতা! যাহাদের জীবনসর্ব্বস্ব এক মাত্র আপনি, আপনার মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য দর্শনেই যাহারা জীবিত, ক্ষণকালের অদর্শনেই যাহারা নিহতের ন্যায় হয়, তাহারা কি কখন নীচ বা হেয় হইতে পারে? তাহারা মস্তকের মণি ও সর্ব্বতোভাবে মস্তকেই ধারণীয়। হে ব্রহ্মণ্যদেব! শ্রুতিসমূহও অদ্যাপি যাঁহার পাদধূলি অন্বেষণ করিয়া পান নাই, আমি কি সেই নিত্যসিদ্ধ বেদ অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ যে, ইহাতে আমার লজ্জাবোধ হইবে। হে দেব! আমার পূর্ব্ব প্রার্থনা কোন মতে অকিঞ্চিৎকর নহে। যদি প্রকৃত ভক্ত হইতে হয়, তবে আপনার ব্রজজনের অনুগত হইয়া, অনুরাগরূপ রসসমুদ্রে যে দিন নিমগ্ন হইব, সেই দিনই আমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে ॥ ৩২ ॥

এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাতেতিন-
শ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্মুহ্যতি।

অন্বয়ঃ।

হে দেব! সকুলা বকাসুরাদিসহিতা পূতনা অপি সদ্বেশাৎ মাতৃবেশাৎ ইব (এব) ত্বাং এব (যতঃ) আপিতা প্রাপিতা (ততঃ) যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়াঃ (যেষাং ধাম গৃহং, অর্থো বলং, সুহৃদঃ মিত্রাণি, প্রিয়াঃ প্রীতিবিষয়াঃ, আত্মা দেহঃ, তনয়াঃ পুত্রাঃ, প্রাণাঃ ইন্দ্রিয়াণি, মুখ্যপ্রাণাঃ জীবিতঞ্চ, আশয়োঽন্তঃকরণং) অপি ত্বৎকৃতে ত্বদর্থং এব এষাং

শ্রীধরস্বামী।

অপিচ কিং বর্ণ্যন্তে কৃতার্থত্বমেতেষাং যেষাং ভক্ত্যা ভগবানপি ঋণী আস্তে। নন্থ কিং দাতুমসমর্থোঽহং যেন ঋণী স্যাং অত আহ উত অপি। ভবানপি এষাং কুত্রাপি কিং বিশ্বফলাৎ সর্ব্বফলত্মকাৎ ত্বত্তঃ পরং ফলং রাত্বা দাস্যতি ইতি নশ্চেতঃ অয়ং সর্ব্বত্র গচ্ছং বিচারয়ং মুহ্যতি। মামেব দত্ত্বাঽনৃণঃ স্যামিতি চেৎ নহি নহি সদ্বেশাদিব

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কিঞ্চ যেষাং পাদরজো ময়া লোভাৎ প্রার্থ্যতে তল্লভ্যতাং ন লভ্যতাং বা ময়েতি স্পষ্টং ন ব্রূষে চেৎ মা ব্রূহি কিন্ত্বন্যদেকং যৎ পৃচ্ছতে তদুত্তরমবশ্যমেব দেহীত্যাহ এষাং এভো ভবান্ কিং রাত্বেতি কিং ফলং দাস্যতীতি। উত প্রশ্নে। ইত্যহং পৃচ্ছামীত্যর্থঃ। নন্থ সর্ব্ববেদার্থতত্ত্বজ্ঞেন ত্বয়ৈব চেতসা বিচার্য্য স্বয়মেব জ্ঞায়তাং তত্রাহ নোঽস্মাকং চেৎ ইতি বহুবচনেন ন কেবলং মমৈব অপিতু রুদ্রস্য সনকাদীনাং নারদাদীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব সর্ব্বজ্ঞানাং চেতো মুহ্যতি। চেতঃ কীদৃশং বিশ্বফলাৎ সর্ব্বফলাত্মকাত্ত্বত্তোঽপি অপরমন্যৎ ফলং কুত্রাপি দেশে কালে বা অয়ং বুদ্ধ্যা বহুধা অন্বিষ্যাপি অপ্রাপ্নুবৎ। ইন্ গতৌ শত্রন্তঃ। অয়মর্থঃ। সর্ব্বফলরূপত্বমেভিরনাদিত এব পুত্রাদিরূপত্বেন প্রাপ্ত এব বর্ত্ততে

এখন বলুন দেখি, হে দেব! পাপিষ্ঠা পূতনা রাক্ষসীপ্রভৃতি সাধু জননন্যাদির বেশমাত্র ধারণ করত আপনার নিকটবর্ত্তী হওয়াতেই যখন আপনি তাহাদিগকে আত্মস্বরূপ প্রদান করিয়াছেন, তখন এই সমস্ত গোকুলবাসী যাহারা আপনার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া গৃহ, ক্ষেত্র, পুত্র, কলত্র, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু, বান্ধব, ধন ও মানে জলাঞ্জলি দিয়া আপনাতে দেহ, বুদ্ধি, মন ও প্রাণ পর্য্যন্ত

আভাস।

হে কৃপানিধান! আমার প্রার্থনা পূরণ সম্বন্ধে আপনার নিকট উত্তর প্রার্থনা করি না; কিন্তু একটী বিষয়ের উত্তর আপনাকে প্রদান করিতে হইবে। এই ব্রজবাসিগণকে আপনি কি ফল প্রদান করিবেন? ইহাই আমার জিজ্ঞাস্য। আমি, ত্রিলোচন, সনকাদি ভক্তগণ ও নারদাদি ঋষিবৃন্দ সকলেই বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক নির্ণয় করিতে না পারিয়া, মূঢ়ের ন্যায় চিন্তা করিতেছি। হে হৃষীকেশ! সকল ফলের স্বরূপ একাধারে এক

সদ্বেশাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা
যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে ॥ ৩৩॥

অন্বয়ঃ।

ঘোষনিবাসিনাং গোকুলবাসিনাং জনানাং উত (প্রশ্নে) হে দেব (বহুধা দ্যোতমান বিশ্বরূপিন্ ! সর্ব্বং কর্ত্তুং সর্ব্বং দাতুং সমর্থোঽপি ভবান্ কিং ফলত্বেন) রাত্তা দাস্যন্তি, ইতি বিশ্বফলাৎ ত্বং ত্বত্তঃ, অপরং ফলং কুত্রাপি অয়ৎ গচ্ছৎ, বিচারয়ৎ অদৃষ্ট্বা নঃ অস্মাকং চেতঃ মুহ্যতি ॥ ৩৩॥

শ্রীধরস্বামী।

পূতনেতি। সতাং ভক্তানাং যো বেশ স্তদনুকারমাত্রেণ পাপিষ্ঠা পূতনাপি তামেবাপিতা প্রাপিতা। তর্হোতৎসম্বন্ধিনামপি দাস্যামীতি চেত্তত্রাহ সকুলেতি। বকাদ্যসুরসহিতা। এষামপি তাবদে-বেস্তি চেৎ অপর্য্যাপ্তমিত্যাহ যদিতি। যেষাং ধামাদয় স্ত্বৎকৃতে ত্বদর্থমেবেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অতএব ময়া এষাং ভবানিতি। ষষ্ঠীপ্রযুক্তা। যদি তু ত্বত্তোঽপাধিকমন্যৎ কিঞ্চন বস্ত্ব প্রশস্তমস্ত্যস্ত্বং তদৈবৈতেভ্যো দেয়ত্বেন যোগ্যমভবিষ্যৎ তত্তু নাস্তীত্যস্মাকং চেতো মোহে হেতুরিতি। নন্থ, ব্রহ্মন্ সত্যং ত্বং তত্ত্বানভিজ্ঞ এবাসি ময়ৈতেষাং ভবিষ্যন্তীমনুরাগ-ময়ীমদ্ভুতাং ভক্তিং জানতৈব তৎসাধ্যফলভূতঃ স্বাত্মা পুত্রাদিরূপঃ পথমমেব দত্ত ইত্যন্যে খলু কৃতজ্ঞা ভবন্তি অহং তু করিষ্যমাণবিজ্ঞ ইতি ময়ৈব জিতমিতি চেৎ সত্যং প্রভো তদাপি ত্বং ন্যায়েন জীবসে এবেত্যাহ সদ্বেশাদিব সদ্বেশাদেবেত্যর্থঃ। পূতনা পাপিষ্ঠাপি স্বকুলসহিতাপি ত্বামেব আপিতা ত্বয়ৈব ত্বাং স্বাত্মানং প্রাপিতা। তথা যেষাং ধামাদয়ো

সমর্পণ করিয়াছে, হে বিশ্ববিরাজিন্ ! আপনি সমস্ত সম্পাদনে ও সমস্ত প্রদানে সমর্থ হইলেও, এমন কি ফল আপনার আছে যে, তাহাদিগকে প্রদান করিয়া, তাহাদের কৃত কর্ম্মের পরিশোধ করিতে পারেন ? আমাদের চিত্ত কিন্তু বিশ্বফলরূপ আপনার স্বরূপ ব্যতীত অন্য কোন ফল কুত্রাপি অন্বেষণ করিয়া দেখিতে না পাওয়ায়, নিতান্ত মূঢ়ের ন্যায় চিন্তা করিতেছে ॥ ৩৩॥

আভাস।

আপনি মাত্র ; আপনি ব্যতীত কুত্রাপি যে, অপর কোন ফল আছে, তাহা ত আমরা সকলে সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিয়াও পাই নাই। আপনিই যদি এক মাত্র ফল হন, তবেত তাহারা পুত্রাদিরূপে পূর্ব্বেই আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছে ; আর যদি তদপেক্ষা অন্য কোন বিশেষ ফল থাকে, তবেই তাহাদিগকে প্রদানে আপনি ঋণমুক্ত হইবেন। কিন্তু আর ত কোন অন্য ফল না দেখিয়া আমরা ভীত হইয়াছি। যদি বলেন যে, ইহাদের ভাবী অনুরাগময়ী ভক্তি আপনি পূর্ব্বেই অবগত হইয়া, প্রথম হইতেই পুত্রাদিরূপে ইহাদিগকে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন ; তাহাও আপনার পক্ষে উচিত কার্য্য হয় নাই। কারণ পাপিষ্ঠা পূতনা কপট

তাবদ্রাগাদয়স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহং।

অন্বয়ঃ।

হে কৃষ্ণ! জনাঃ লোকাঃ যাবৎ তে তব (ত্বদীয়াঃ ভক্তাঃ) ন যাতাঃ তাবৎ তেষাং রাগাদয়ঃ স্তেনাঃ চৌরাঃ, গৃহং তাবৎ কারাগৃহং বন্ধনাগারং, মোহঃ তাবৎ অঙ্ঘ্রিনিগড়ঃ পাদ-

শ্রীধরস্বামী।

নন্বু বিগতরাগাদিদোষাণাং সন্ন্যাসিনামপি ন মত্তঃ পরং কিঞ্চিদস্তি কথমেষামপর্য্যাপ্তমিত্যত্ত আহ তাবদিতি। হে কৃষ্ণ রাগাদয়স্তাবদেব স্তেনাঃ চৌরা ভবন্তি তথা তাবৎ গৃহমপি করাগৃহং বন্ধনাগারং মোহোঽপি তাবদঙ্ঘ্রিনিগড়ঃ পাদশৃঙ্খলং যাবত্তে তদীয়া

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ময়ত্তাস্পদাহস্তাস্পদানি ত্বংকৃতে ত্বদর্থমেব তে চৈতে ব্রজবাসিনোঽপি ত্বয়া ত্বামেবার্পিতা ইতি বাক্যশেষো নাসানেত্রভ্রূগ্রীবাভঙ্গ্যৈব জ্ঞাপিতঃ। যত্র এব স্বাত্মা অতিনিকৃষ্টায়ৈ পাপিষ্ঠায়ৈ পূতনায়ৈ দত্তঃ স এব স্বাত্মা অতিপ্রকৃষ্টেভ্যঃ পুনাবচ্ছিরোমণিভ্যো ব্রজবাসিভ্যো দত্ত ইতি প্রথমতো দানেঽপ্যনুচিন্তানুষ্ঠিতির্দুর্ব্বারেত্যেষাং ঋণিত্বস্বীকার এব তব নিষ্কৃতিরিতি ভাবঃ॥ ৩৩॥

নন্বেতে গৃহস্থাঃ পুত্রকলত্রাদিসংসারজালে নিপতিতা ইতি সন্ন্যাসিভিরুচ্যতে সত্যং ত্বল্লক্ষণপুত্রত্বদ্ভক্তলক্ষণকলত্রাদিমন্ত এতে গৃহস্থা বর্ত্তন্তাং দেশান্তরস্থা যে ত্বদ্ভক্তগৃহস্থাস্তেঽপি সন্ন্যাসিভ্যোঽপ্যধিকা ইত্যাহ তাবদিতি। রাগাদয়ো রাগদ্বেষাভিনিবেশাস্তে চ মহাচৌরা জীবনিষ্ঠজ্ঞানানন্দাদিমহাধনান্যপহৃত্য পরমেশ্বরে রাজনি এতে মা ফুৎকুর্ব্বন্তিতি বুদ্ধ্যা কর্ম্মাধিকারময়ে গার্হস্থ্যকারাগারে মোহনিগড়েন নিবদ্ধ্য জীবাঃ স্থাপ্যন্তে। হে কৃষ্ণ জনা জীবা যাবত্তে ত্বদ্ভক্তানুগ্রহভাজনত্বেন ত্বদীয়া ন ভবন্তি তাবদেব রাগাদয়স্তেনাঃ চৌরাঃ।

হে শ্রীকৃষ্ণ! মনুষ্যজন্ম ধারণ করিয়া লোকে যে পর্য্যন্ত আপনার ভক্ত হইতে না পারে, সে পর্য্যন্ত তাহাদের রাগ, দ্বেষ, কাম ও ক্রোধাদি বৃত্তিসমূহ সর্ব্বস্বাপহারক চৌরের কার্য্য করে। তাহাদের গৃহ সর্ব্বাভীষ্টপূর্ণ থাকিলেও,

আভাস।

মাতৃবেশ ধারণ পূর্ব্বক, একবার মাত্র স্তন্যপান করাইয়াই, যখন আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন যে ব্রজবাসিগণ আপনার প্রেমে আত্মবিসর্জ্জন করত আমি বলিবার ও আমার বলিবার সকল সামগ্রীতে জলাঞ্জলি দিয়াছে, তাহাদিগকে কি আপনি পাপিষ্ঠা পূতনায় প্রদত্ত সামগ্রী প্রদানেই পরিতুষ্ট হইবেন? না! তাহা হইলে আপনি তাহাদের প্রেমে নিষ্কৃতি পাইবেন না; ঋণী থাকিতে হইবে॥ ৩৩॥

রাগাদি বিষয়কামনা বর্জ্জন না করিলে, কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটে না। বিবেকী সন্ন্যাসীসকল যাবতীয় বিষয় বিসর্জ্জন করিয়া, একান্তমনে ভগবান্‌কে চিত্ত সমর্পণ করেন; সুতরাং ভগবানও তাহাদিগকে আত্মসমর্পণ করেন। এই রীতিই সর্ব্বত্র দেখা যায় বটে, সুতরাং

তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রিনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ ।

বন্ধনশৃঙ্খলো ভবতি। (ত্বয়ানুগৃহীতানাং রাগমোহাদয়ঃ উপকারিণঃ এব) ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

জনা ন ভবন্তি ত্বদীয়ানান্তু রাগাদয়স্ত্বন্নিষ্ঠা মোচকা এবেতি ন যতিভ্যো বিশেষোভজনং ত্বধিকমিতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

ত্বদীয়ত্বে সতি তেষাং ত্বদ্ভক্তেষেব রাগঃ ভক্তিপ্রতিকূলে বস্তুন্যেব দ্বেষঃ। ত্বয্যেবাভিনিবেশ ইতি প্রত্যুত ত্বন্নিষ্ঠজ্ঞানানন্দাদিকমপ্যানীয় দধানাস্তু এব পরমসাধবো ভূত্বা নিত্যমুপকুর্ব্বন্তে। এবমেব গৃহং ভদ্রাভদ্রকর্ম্মসাধনং যৎ কারাগারমাসীত্তদেব তেষাং ত্বৎপরিচর্য্যাকীর্ত্তনাদিসাধনং ত্বদীয়নিত্যধামপ্রাপকং ভবেৎ এবং মোহবিষয়স্য ত্বদ্ভক্তত্বাৎ সোঽপি তৎপ্রেমানুভাবরূপমোহপ্রাপক ইতি কথমেতৎসমকক্ষতাং সন্ন্যাসিনো লভন্তাং। যে কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবার্ণবমপ্লবেশাং। ষড়্বর্গনক্রমসুখেন তিতীর্ষন্তীত্যুক্ত্যা মৎপুত্রেণ সনৎকুমারেণাপকর্ষিতাস্তেভ্যঃ সন্ন্যাসিভ্যোঽপি ভক্ত্যা পরমাধিকা যে, দেশান্তরস্থগৃহস্থভক্তাস্তেভ্যঃ পরঃসহস্রগুণতোঽপি প্রেম্না অধিকতমা যে ব্রজবাসিন স্তৈরেভিস্ত্বং সাক্ষাৎপূর্ণব্রহ্মস্বরূপোঽপি পুত্রাদিরূপত্বেন স্বাধীনীকৃত এব বর্ত্তসে ইতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

কারাগৃহ সদৃশ এবং আসক্তিস্বরূপ মোহও পাদবন্ধনের শৃঙ্খল বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! আপনি যাহাকে কৃপা করেন, তাহার নিকৃষ্ট বৃত্তি ও উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিচিত হয় ॥ ৩৪ ॥

আভাস ।

গোপিকাদের স্বজনবর্গ ও গৃহক্ষেত্রাদির মমতা পরিত্যাগে বিশেষ কি আধিক্য ছিল ? এবং সন্ন্যাসীর অপেক্ষা কেন বিশেষ ফলের পাত্র নির্ণয়ার্থ ব্রহ্ম রাগাদি কামনার স্বরূপ ও ক্রিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, ভগবান্ জীবকে যে সকল বৃত্তির দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাহার কোনটাই মন্দ নহে। যেমন পিতা কখন পুত্রকে কুৎসিত বেশ ভূষায় সজ্জিত বা অনিষ্টকর দ্রব্যে সংযোজিত করেন না, পুত্রের অভ্যুদয়ের বাসনায় তদুপযোগী পদার্থই সংগ্রহ করিয়া দেন, জগৎপিতা পরমেশ্বরও সেইরূপ আমাদিগকে কোন অনিষ্টকর দ্রব্যে বা বৃত্তিতে কখন সংযোজিত করেন নাই। তবে পিতৃদত্ত নিতান্ত উপকারক ও উপাদেয় সামগ্রী লাভেও কুপুত্র যেমন ব্যবহারের দোষে হিতকর সামগ্রী হইতেও অনিষ্ট লাভ করে, জীব সেইরূপ ব্যবহারের দোষে অতি উৎকৃষ্ট বৃত্তি সমূহ প্রাপ্ত হইয়াও, প্রয়োগের দোষে হলাহল গরলের ন্যায়, বিষম অনিষ্ট উৎপাদন করত, ঘোর অমঙ্গলে নিপতিত হয়। ভগবান্ জীবকে কাম ও ক্রোধাদি যে কোন বৃত্তি দিয়াছেন, সকলই তাহাদের উন্নতির জন্যই প্রদান করিয়াছেন ; কিন্তু রোগনাশকর জীবনপ্রদ ঔষধও যেমন ব্যবহারের দোষে প্রাণ নাশ করে, ভগবৎপ্রদত্ত হিতকর বৃত্তিতেও জীবের অহিত ও অমঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। সন্ন্যাসীমতে ব্রজবাসী

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।

অন্বয়ঃ।

হে বিভো নিষ্প্রপঞ্চোঽপি প্রপঞ্চাস্পৃষ্টলীলোঽপি (ত্বং) প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং

শ্রীধরস্বামী।

নন্থ অতএবাহমেতেষাং পুত্রাদিরূপেণ বর্ত্তে ইতি চেত্তত্রাহ প্রপঞ্চমিতি। প্রপন্না যা

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্থ ব্রজেঽস্মিন্নেতৎ পুত্রাদিভাবং পূর্ণব্রহ্মণো মম ন বস্তু ইতি কেচিন্মন্যন্তে সত্যং তে ভ্রান্তা এবেত্যাহ প্রপঞ্চমিতি। নিষ্প্রপঞ্চোঽপি প্রপঞ্চাতীতোঽপি ত্বং ভূতলে সদা

হে করুণাময় বিভো! আপনার লীলাদি কোন অংশে প্রপঞ্চ জগতের লেশ মাত্র স্পর্শ না করিলেও আপনি কেবল শরণাগত জনসমূহের আনন্দ

আভাস।

গৃহস্থ এবং পুত্র কলত্রাদিরূপ সংসারে জড়িত সত্য, কিন্তু হে ত্রিতাপবারণ! তাহারা আপনাকেই পুত্ররূপে এবং আপনার নিত্যসিদ্ধ ভক্তকেই যখন কলত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া সংসারী রহিয়াছে, তখন তাহাদের কথা দূরে থাকুক, দেশান্তরস্থ অধিক কি!, আপনার ভক্তের সহবাসী ব্যক্তিও সন্ন্যাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশাদি বৃত্তি সমূহ যে মহাচতুর চোর, জীবনিষ্ঠ জ্ঞান ও আনন্দাদি মহাধন অপহরণ করে এবং পাছে রাজরাজেশ্বর ত্রিলোকপতির সমীপে বৃত্তিকৃত অপরাধ অবগত করিয়া আত্মরক্ষার্থ জীব যত্নবান হয়, এই ভয়ে বৃত্তিগণ জীবকে কর্ম্মাধিকারময় ঘোর গার্হস্থকারাগারে মোহের দৃঢ় শৃঙ্খলে নিবদ্ধ করিয়া রাখে সত্য, কিন্তু হে শ্রীকৃষ্ণ! জীব যদবধি ত্বদীয় ভক্তোচিত কৃপাপাত্ররূপে পরিগণিত হইয়া আপনার হইতে না পারে, তদবধি বৃত্তিসমূহ অপহারকের কার্য্য করে। যখন তাহারা আপনার হইল, তখন আপনার ভক্তিবিষয়ে ও ভক্তের প্রতি অনুরাগ এবং ভক্তিপ্রতিকূল বিষয়ে তাহাদের দ্বেষ জন্মে; আপনার প্রতিই তাহাদিগের অভিনিবেশ হয়। অতএব বৃত্তি সকল তৎকালে সপক্ষের ন্যায় কার্য্য করত, আপনার জ্ঞানানন্দভাগ জীবকে প্রদান করত, বিশেষ উপকারই করিয়া থাকে। পূর্ব্বে যে গৃহ শুভাশুভ কর্ম্ম নিষ্পাদনের স্থান মাত্র ছিল, তৎকালে তাহা আপনার পরিচর্য্যা ও কীর্ত্তনাগার হইয়া, হে দেব! আপনার নিত্যধাম গমনের একটী শ্রেষ্ঠ সোপান হয়। ভক্তের মোহ ভগবৎপ্রেম মাত্র অনুভব করায়; সুতরাং তাদৃশ গৃহস্থ ভক্ত সন্ন্যাসী অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। হে হৃষীকেশ! আমার পুত্র সনৎকুমার জীবগণের মধ্যে সন্ন্যাসীর উৎকর্ষ প্রতিপাদন করিয়া বলিয়াছেন যে, সন্ন্যাসী এই বিবিধ রোগ শোক, ভয় ও অনর্থাদিবিশিষ্ট অপার অনন্ত সংসারকে উত্তীর্ণ হইলেও, দেশান্তরস্থ গৃহস্থ, ভক্ত অপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহেন; তবে সহস্র সহস্র অনন্ত গুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রেমে পূর্ণ হওয়ায়, ব্রজবাসী সকল সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম আপনাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আপনিও তাহাদের প্রেমে বদ্ধ হইয়াছেন॥ ৩৪ ॥

প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং বিভো ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ।

শরণাগতভক্তজনানাং আনন্দং প্রকটয়িতুং ভূতলে অবতীর্য্য প্রপঞ্চং পুত্রাদিভাবং বিড়ম্বয়সি অনুকরোষি ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

জনতা জনসমূহস্তস্যাঃ আনন্দানাং সন্দোহং প্রথয়িতুমিতি ন হি কপটপুত্রত্বাদিনা তাদৃগ্-ভক্তেরানৃণ্যং সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্থিতঃ সন্ প্রপঞ্চং বিড়ম্বয়সি প্রপঞ্চস্থঃ পুত্রাদিভাবং অনুকরোষি। প্রাপঞ্চিকেষু পিত্রাদিষু প্রাপঞ্চিকাঃ পুত্রাদয়ো যথা চেষ্টন্তে তথৈব ত্বমপি চেষ্টসে ইত্যর্থঃ। তেন জীবানাং যথা পিতৃপুত্রাদিভাবো হ্যবাস্তবস্তথা তব ন। তব তু স নিষ্প্রপঞ্চত্বাদ্বাস্তবো নিত্য এবেতি তব লীলা নিত্যা প্রপঞ্চাতীতাপি প্রপঞ্চানুকরণময়ীতি সিদ্ধান্ত উক্তঃ কিমর্থং বিড়ম্বয়সি প্রপন্না যা জনতা তস্যা য স্তাদৃশলীলাস্বাদনোত্থ আনন্দসন্দোহস্তং প্রথয়িতুং ব্রহ্মানন্দাৎ বৈকুণ্ঠীয়লীলা-নন্দাদপি বিস্তৃতীকর্ত্তুং ভূতল ইতি। অয়ং ভাবঃ। প্রকাশে দীপো নাতিশোভতে যথান্ধকারে এবং শ্বেতরাজতপাত্রে হীরকরত্নং নাতিশোভতে যথা নীলকাচাদিপাত্রে। তথৈব চিন্ময়ে বৈকুণ্ঠে চিন্ময়ী লীলা নাতিচমৎকরোতি যথা মায়াময়ে প্রপঞ্চে ইতি। যদ্যপি ব্রজমণ্ডলমপি চিন্ময়মেব তদপি কৃষ্ণস্য প্রাকৃতপুরুষসাধর্ম্ম্যমিব ভূতলস্থ ব্রজমণ্ডলস্যাপি প্রাকৃতভূতলসাধর্ম্ম্যমেব দৃষ্টমতোঽত্র লীলা চমৎকরোত্যেবেতি হে প্রভো ইতি মামপি প্রপন্নমধ্যে গণয়েতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

সম্বর্দ্ধনার্থই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া, পুত্রাদি প্রপঞ্চভাবের অনুকরণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

আভাস।

ব্রজবাসীর ঋণ পরিশোধার্থই আপনার পুত্রাদিভাব যাহারা নিতান্ত অসঙ্গত ও অসম্ভব বলিয়া মনে করে, তাহারাই প্রকৃত ভ্রান্ত। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণব্রহ্ম তাঁহার পক্ষে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া প্রপঞ্চের অনুকরণ করা কিছু অসম্ভব নহে। প্রাকৃতিক পিতার সমীপে প্রাকৃতিক পুত্র যেরূপ আচরণ করে, আপনি তদনুরূপই ব্যবহার করিতেছেন; এতদ্দ্বারা প্রাকৃতিক পুত্রভাবের অপেক্ষা আপনার নিষ্প্রপঞ্চ পুত্রভাবের একটু বিশেষত্ব আছে। প্রপঞ্চ ক্ষণধ্বংসী; সুতরাং প্রাকৃতিক পুত্রাদিভাব ক্ষণস্থায়ী। আপনি নিত্য; আপনার ভাব নিত্য; সুতরাং আপনার লীলাও নিত্য। অতএব প্রপঞ্চের অতীত হইয়াও, প্রপঞ্চের অনুকরণময়ী লীলার অভিব্যঞ্জক আপনার পুত্রভাবও নিত্য এবং শাশ্বত। হে কমললোচন! জগতে পুত্রপ্রেম অপেক্ষা অধিক হৃদয়গ্রাহক ভাব আর কিছুতেই দৃষ্ট হয় না; পুত্রলাভে জীব আত্মপ্রাপ্তির ন্যায়, সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হয়। আপনি সেই জন্যই কেবল শরণাগত ব্যক্তিগণকে ভগবদানন্দের পরিচয় প্রদানার্থই পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।

অন্বয়ঃ।

যে জানন্তে (জানীম ইতি বদন্তি তএব) জানন্তু বহূক্ত্যা (তেষাং বহুনিন্দাবচনেন) কিং

শ্রীধরস্বামী।

তদেবমাদিত আরভ্যাচিন্তানন্তগুণত্বেন স্বয়ং দুর্জ্ঞেয়ত্বমুক্তং। কেচিত্তু জানীম ইতি।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সত্যং তর্হি মৎস্বরূপস্য মদ্ব্রজবাসিনাং মদীয়লীলায়া মদ্ভক্তেশ্চ সর্ব্বমেব তত্ত্বং মদগ্রেঽপি সপ্রতিভমেবং ব্যাচক্ষাণা ভবদ্বিধা অস্মিন্ জগতি কিয়ন্তো বর্ত্তন্তে। তান্ জিজ্ঞাসে কথয়েতি বক্রোক্তিমাশঙ্ক্য সত্রপং সকম্পং সানুতাপমাহ জানন্ত এবেতি। যে জানন্ত স্তে জানন্তু অহন্তু মহামূর্খ এবাস্মীতি ভাবঃ। নন্বু তর্হি কথমেতাবৎক্ষণপর্য্যন্তং ব্রূষে এব তত্রাহ কিং বহূক্ত্যেতি। ত্বদগ্রে বহূক্তিরেব মূর্খত্বদ্যোতনীত্যর্থঃ। নন্বু ব্রহ্মন্ নিষ্কপটং ব্রূহীতি তত্রাহ নেতি। তব বৈভবমৈশ্বর্য্যং মম মনসো ন গোচর ইতি ধ্যানে-

---

হে সর্ব্বেশ্বর! যাহারা আপনার মহিমা সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করে, তাহারা করুক! তাহার দোষোদ্ঘাটনে আমার প্রয়োজন নাই,

আভাস।

এতদ্দ্বারা ব্রহ্মানন্দ বা বৈকুণ্ঠীয় লীলানন্দ অপেক্ষা প্রপঞ্চান্তর্গত লীলানন্দের আধিক্য প্রদর্শন করান হইয়াছে। দিবাভাগে প্রদীপের শোভা থাকে না; অন্ধকার মধ্যেই তাহার দীপ্তি। নীল কাচাদি পাত্রে হীরক-খণ্ডের যেমন শোভা হয়, শ্বেত বা রজত পাত্রে তাদৃশ হয় না। সেইরূপ মায়াময় প্রপঞ্চমধ্যে আপনার চিন্ময়ী লীলার যেরূপ চমৎকারিত্ব প্রতীত হয়, অমায়াময় চিন্ময় বৈকুণ্ঠাদিলোকে সেরূপ হইবার সম্ভব নহে। তথাপি প্রাকৃতিক পুরুষের সংসর্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রাকৃতিক পুরুষসাধর্ম্ম্যের ন্যায়, ভূতলস্থ ব্রজেরও ভূতলসাধর্ম্ম্য জানিতে হইবে। হে দীননাথ! আপনার নিকট আমার এই প্রার্থনা. আপনি যেমন প্রপন্নজনের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিবেন, সেইরূপ আমাকে যেন, সেই প্রপন্নজনের মধ্যে এক জন বলিয়া পরিগণিত করেন॥ ৩৫ ॥

আমি আপনার সমক্ষে এই প্রার্থনা করিতেছি সত্য, কিন্তু যদি বলেন যে, আপনার ব্রজবাসীর, আপনার লীলার ও আপনার ভক্তির তত্ত্ব যেরূপ আমার সন্নিধানে ব্যক্ত করিলেন, আমিও তদ্দর্শনে কৃতার্থ হইলাম, এইরূপ কয়জন ব্যক্তি আপনার তত্ত্ব অবগত হইতে সক্ষম হইয়াছে; এবং এই তত্ত্ব অবগত হয়, এইরূপ কয়জন ব্যক্তি জগতে আছে? হে ভগবন্! এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে আমার গাত্র রোমাঞ্চিত এবং চিত্ত বিহ্বল হইয়া পড়ে। যাঁহারা বলে যে, আপনার তত্ত্ব সম্যক্ অবগত আছে, তাঁহারা জানুন! আমি কিন্তু মহামূর্খ! আমি বাক্যের দ্বারা, মনের দ্বারা এবং দেহের দ্বারা আপনার অণুমাত্র তত্ত্বও অবধারণে সক্ষম হইলাম না। আমি অকপটচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, আমি

মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥ ৩৬ ॥
অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্ব্বং ত্বং বেৎসি সর্ব্বদৃক্।

অন্বয়ঃ।

(প্রয়োজনং) হে প্রভো তব বৈভবং মম মনসঃ বপুষঃ বাচঃ চ ন গোচরঃ বিষয়ঃ ॥ ৩৬ ॥
হে সর্ব্বদৃক্ কৃষ্ণ! ত্বং এব জগতাং নাথ এতৎ শরীরং জগচ্চ তব ত্বয়ৈব (অর্পিতং)

শ্রীধরস্বামী।

স্থিতাস্তানুপহসন্নাহ জানন্ত ইতি। মম মন আদীনাং তব বৈভবং ন গোচরো ন বিষয় ইতি ॥৩৬॥
জগদীশত্বাদ্যভিমানং পরিত্যজ্যাহ অনুজানীহি ইতি। স্বমহিমানং অস্মদাদীনাঞ্চ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নাস্তপ্রাপ্ত্যভাবাৎ বপুষ ইত্যধুনৈব চক্ষুষাপি বাচ ইতি গুণাস্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুমিতি ময়া ভাবদুক্তমেব। যদ্বা। তব মনসো বৈভবং মম ন গোচর ইতি ত্বন্মনসি যৎ কিমপ্যস্তি তৎ কিং ময়া জ্ঞাতুং শক্যতে সাক্ষাত্তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেরিতি পূর্ব্বমেব মদুক্তেঃ। এবং তদ্বপুষ ইতি তদ্বপুষি কিং কিমস্তীতি তব বাচ ইতি তব বেদলক্ষণায়াং বাচি কিমস্তীতি সাক্ষাত্তব তু ময়ি মৌনবত্ত্বাৎ বচনগন্ধস্যাপ্যপ্রাপ্তিরেব। তস্মাৎ কে খলু ত্বদগ্রে মদাদয়ো বরাকা ইতি ভাবঃ ॥৩৬॥
নন্বু মম বৈভবং তব মাস্তু গোচরস্তব বৈভবং অহং বেদ্মি ন বেতি তত্র কিমহমত্র প্রত্যুত্তরং কুর্য্যামিতি ব্যঞ্জয়ন্ সলজ্জং সনির্ব্বেদমাহ অনুজানীহীতি। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থং অনুজ্ঞাপয়েত্যর্থঃ। অত্র স্থলে ক্ষণমপি স্থাতুমযোগ্যমস্তিনীচং মামাজ্ঞাপয়। যাদৃশোঽহং তাদৃশং স্থলং সত্যলোকমেব গচ্ছেয়মিতি ভাবঃ। হে কৃষ্ণেতি চিত্তস্থ ত্বমত্রাকর্ষস্যেব। কিন্তু তদ্দুরিভাগ্যমিহ জন্মেতি মৎপ্রার্থনায়াং দৃগিঙ্গিতেনাপ্যস্তিতি শ্রীমচ্চরণৈর্নোক্তমতঃ

আমি কিন্তু বিধাতা ব্রহ্মা হইয়াও, কায়মনোবাক্যে নিরন্তর যত্ন করিয়াও, আপনার বিভূতিমহিমা এ পর্য্যন্ত অবধারণে সক্ষম হই নাই ॥ ৩৬ ॥

হে সর্ব্বদর্শিন্ সর্ব্বানন্দপ্রদ ভগবন্ শ্রীকৃষ্ণ! আপনিই এই জগতের নাথ; আমার দেহ ও জগৎ আপনাকে সমর্পণ করিলাম। আপনার কিছুই অপরি-

আভাস।

যখন আপনার প্রকাশিত জাজ্বল্যমান সংসার তত্ত্বের সামান্য স্থূল অন্তরে প্রবেশে সক্ষম হইলাম না, তখন হে ইচ্ছাময়! আপনার অনুদ্ভাসিত মনোময় ইচ্ছাতত্ত্বের নিগূঢ় তাৎপর্য্য কি প্রকারে অবধারণ করিব! আপনার বাণীস্বরূপ বেদের তাৎপর্য্য আপনি জানেন; আমি প্রচারের দ্বার মাত্র। অতএব অন্যের কথা বলিতে পারি না; আমার ন্যায় অতি তুচ্ছ সামান্য ব্যক্তি কখন আপনার মহিমাতত্ত্ব অবধারণে সক্ষম হয় না ॥ ৩৬ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি আপনার গূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিলেও, আপনি আমার তত্ত্ব সমস্তই অবগত আছেন। আমি আপনার সম্বন্ধে এত তুচ্ছ ও নীচ যে আপনার সমক্ষে

ত্বমেব জগতাং নাথো জগচ্চৈতত্ত্বার্পিতং ॥ ৩৭॥

অন্বয়ঃ।

ত্বং সর্ব্বং বেৎসি জনাসি অতঃ অধুনা মাং অনুজানীহি অনুজ্ঞাং দেহি ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

জ্ঞানবলাদিসর্ব্বং ত্বমেব বেৎসি যতঃ সর্ব্বদৃক্ জগতাং নাথস্তু ত্বমেবেত্যেতাবৎ জ্ঞাতং অতো মমতাস্পদং জগদেতৎ শরীরঞ্চ তবার্পিতং ॥ ৩৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কিং কুর্ব্বে তস্মাৎ তৎপুলিনভোজনকেলেরন্তরায়ং কুর্ব্বন্নয়মপরাধী ত্বল্লীলাপ্রাতিকূল্যাদেব শ্রীমুখোদ্গতবচনসুধালেপমপ্যনাপ্নুবন্নহমিতো ঝটিত্যেব দূরমপসরামি ত্বং বৎসান্ কালয়িত্বা পুলিনে ভুঞ্জানৈঃ প্রিয়সখৈঃ সহ সহাসোক্তিপ্রত্যুক্তিকৌতুকং ভোজনলীলাশেষং সমাপয়েস্তি ধ্বনয়ঃ। অয়মহস্তুতিতারল্যাৎ পুনঃ পুনঃ কিং বা বিজ্ঞাপয়ামীত্যাহ সর্ব্বমস্মদাদীনাং মনোবপুর্বাচাং বৈভবং ত্বমেব বেৎসি কিঞ্চ নাহমস্য জগতঃ স্রষ্টৃত্বান্নাথঃ কিন্তু ত্বমেব জগতামন্যেষামপি বহূনাং নাথঃ। অত এতচ্চ জগৎ ক্ষুদ্রতরং তব ত্বদীয়মেব ত্বয্যর্পিতং। যমিচ্ছসি যোগ্যমস্য জানাসি তমস্যাধিকারিণং কুর্ব্বিতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

জ্ঞাত নাই। হে ত্রিলোকপতি! এক্ষণে অভিলষিত মদীয় ভুবনে গমনার্থ আমাকে আদেশ করুন! ॥ ৩৭॥

আভাস।

অবস্থান করি, এরূপ যোগ্যতাও আমার নাই। আমি যেমন যোগ্যতার ব্যক্তি, সেইরূপ যোগ্যস্থান সত্যলোকাদিতে আমাকে প্রস্থানের অনুমতি প্রদান করুন! আপনি আমার চিত্ত এই স্থানেই আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, অথচ ভূরি ভাগ্যসূচক জন্ম যাহা আমি প্রার্থনা করিলাম, তাহাএবার ইঙ্গিত ক্রমেও অনুমোদন করিলেন না। এক্ষণে আমি যে, কি করি! তাহা কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। পুলিনে আপনার ভোজনকেলির ব্যাঘাত উৎপাদন করিয়া, নিতান্তই অপরাধী হইয়াছি; সুতরাং অনুগ্রহ সূচক আপনার বচনামৃত পাইবার প্রত্যাশা কোথায়! অতএব আমার ন্যায় অপরাধী সত্বর দূরে অপসৃত হউক্! আপনি আপনার বয়স্য বালকগণকে পুলিনে পুনর্ব্বার আনয়ন করত, পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দসহকারে ভোজনব্যাপার সমাপন করুন। হে প্রভো! আমি নিতান্তই তরলমতি। আমার কায়-মনোবাক্যের সামর্থ্য কিছুই আপনার অপরিজ্ঞাত নাই। এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, নাথ; প্রকৃত আমি নহি। আমার ন্যায় শত সহস্রের নাথ আপনি। এ জগৎ অতি ক্ষুদ্র, আপনাতেই সমর্পিত রহিয়াছে। আমার অপেক্ষা যাহাকে আপনি যোগ্য বিবেচনা করিবেন, তাহাকেই এ জগতের ভার সমর্পণ করুন! ॥ ৩৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলপুষ্করজোষদায়িন্ ক্ষ্মানির্জ্জরদ্বিজপশূদধিবৃদ্ধিকারিন্।

অন্বয়ঃ।

হে ক্ষ্মানির্জ্জরদ্বিজপশুদধিবৃদ্ধিকারিন্ (ক্ষ্মাচ পৃথিবী, নির্জ্জরাঃ দেবাঃ, দ্বিজাঃ ব্রাহ্মণাঃ চ, পশবঃ গাবঃ চ তে এব উদধয়ঃ তেষাং বৃদ্ধিকারিন্ চন্দ্রসদৃশ) বৃষ্ণিকুলপুষ্করজোষদায়িন্ (বৃষ্ণয়ঃ যাদবাঃ, তেষাং কুলং এব পুষ্করং কমলং তস্য জোষঃ বিকাসঃ তস্য দায়িন্ সূর্য্য-সদৃশ) উদ্ধর্ম্মশার্ব্বরহর

শ্রীধরস্বামী।

তদেবং কিঙ্করং প্রস্থাপয়েত্যাদরেণ নমস্করোতি শ্রীকৃষ্ণেতি। বৃষ্ণিকুলস্য পদ্মস্য প্রীতিদাতৃত্বেন হে সূর্য্যোপম। ক্ষ্মাচ নির্জ্জরাঃ দেবাশ্চ দ্বিজাশ্চ পশবশ্চ ত এবোদধয়স্তেষাং বৃদ্ধিকারিত্বেন হে চন্দ্রোপম। উদ্ধর্ম্মঃ পাষণ্ডধর্ম্মস্তদেব শার্ব্বরংতম উদ্ধরতীতি তথা। অনেন দ্বয়োপম হে ক্ষিতিরাক্ষসঘ্নক্ ক্ষিতৌ যে রাক্ষসাঃ কংসাদয়ঃ উত্পন্নেব তেভ্যো দ্রুহ্যতীতি। পুনঃ সূর্য্যোপম

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যদ্যপি মামপরাধিনং বিজ্ঞায় ন ব্রূষে তদপি স্বনেত্রাভ্যাং সানুগ্রহাবলোকনামৃতন্তু মহ্যং দেহি। যথা তেনৈবাহারেণ নিত্যং প্রাণান্ রক্ষন্ কল্পপর্য্যন্তং জীবিতুং প্রভবিষ্যামীতি ব্যঞ্জয়ন্ প্রণমতি শ্রীকৃষ্ণেতি। সূর্য্যস্বরূপং দক্ষিণং নেত্রমালক্ষ্যাহ বৃষ্ণিকুলপদ্মস্য জোষঃ প্রফুল্লত্বং তৎপ্রদায়িন্ মামপি পদ্মসন্তানং কৃপয়া প্রফুল্লয়েতি ভাবঃ। চন্দ্রস্বরূপং বামং নেত্রমালক্ষ্যাহ ক্ষ্মাঃ ক্ষ্মাতলস্থা মনুষ্যাদয়ঃ নির্জ্জরাঃ স্বর্গস্থা দেবা দ্বিজাঃ পশবশ্চ বৃন্দাবনস্থাঃ পক্ষিণো গাবশ্চ তএবোদধয়স্তেষাং বৃদ্ধিকারিন্ মামপি দেবাধমং কৃপয়া বর্দ্ধয়েতি ভাবঃ। যুগপদেব নেত্রে দ্বে এব পুষ্পবন্তাবালক্ষ্যাহ। উদ্ধর্ম্মঃ পাষণ্ডধর্ম্মঃ স এব শার্ব্বরমন্ধতমসং। শার্ব্বরস্ত্বন্ধতমস ইত্যমরঃ। তং হরতীতি তথা তেন স্বপ্রভো ত্বয়াপি মায়াচিকীর্ষালক্ষণং মম পাষণ্ডং কৃপয়া হর যথা পুনরেবং ন কুর্য্যামিতি ভাবঃ। ক্ষিতৌ রাক্ষসা অঘাসুরাদয়স্তেভ্যো দ্রুহ্যসি দ্রোহেণাপি স্বগতিং

আপনি ধরিত্রী, দেবতা, গো ও বিপ্র-স্বরূপ সমুদ্রের নিশানাথ; বৃষ্ণিকুল কমলের প্রীতিপ্রদ দিবাকর; পাষণ্ড ধর্ম্মরূপ নৈশ অন্ধকারের নিবারক প্রভাভাস।

হে প্রভো! অপরাধী বলিয়া আমাকে যেন পরিত্যাগ করিবেন না! আমি যে, আপনার চিরানুগৃহীত চিহ্নিত ভৃত্য! একবার কৃপা কটাক্ষরূপ অমৃতবর্ষণে আমাকে চিরজীবী করুন! আমি আপনার ঐ কৃপামৃতপানেই দীর্ঘজীবন লাভ করত আকল্পকাল জীবিত থাকিতে পারিব। হে দয়াময়! আপনাকেই প্রণাম। ব্রহ্মা তখন শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ নেত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক সূর্য্যসাদৃশ্য কল্পনায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে দিবাকরের ন্যায় দিব্যানন্দপ্রদাতা! আপনি যেমন কমলসদৃশ বৃষ্ণিকুলকে স্বীয় প্রভায় বিকসিত করিয়াছেন, আমিও আপনার পদ্মনন্দন; আমাকেও সেইরূপ প্রফুল্ল করুন। পরক্ষণেই আবার বামনেত্রে দৃষ্টি করিয়া চন্দ্রসাদৃশ্য কল্পনায় ব্রহ্মা বলিলেন, নিশানাথ যেরূপ সন্নিকৃষ্ট জলধির বৃদ্ধিসাধন করিয়া থাকেন, আপনি শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র উদয় হইয়া ধরণীস্থ মানব-সমুদ্র, স্বর্গবাসী দেব-সাগর এবং বৃন্দাবনীয় পশু পক্ষী

উদ্ধর্ম্মশার্ব্বরহর ক্ষিতিরাক্ষসঘ্রুগাকল্পমার্কমর্হন্ ভগবন্নমস্তে ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ।

পাষণ্ডধর্ম্মরূপনৈশান্ধকারহারিন্, (তথা) ক্ষিতিরাক্ষসঘ্রক্ ক্ষিতৌ কংসাদিদৈত্যনিসূদন, আর্কং অর্হন্ (অর্কং অভিব্যাপ্য সর্ব্বপূজ্য) ভগবন্ শ্রীকৃষ্ণ! আকল্পং কল্পপর্য্যন্তং তে তুভ্যং নমঃ অস্তু ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সূর্য্যাদ্যুপমাপি ন্যূনেতি মত্বাহ আর্কং অর্কমভিব্যাপ্য সর্ব্বেষামর্হন্ পূজ্য ভগবন্ আকল্পং কল্পপর্য্যন্তং তে তুভ্যং নমঃ। সসখবৎসকমোক্ষণকৌতুকদ্রুতবিলম্বিতপুত্রমুদেহদ্ভুতং। নিখিলরূপমদোদধদচ্যুতোঽবতু স বঃ কলয়ন্ ব্রজমঙ্গলং ॥ ৩৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দদাসীত্যস্তস্বয়ম্ভবৃন্দ-বৎসবৃন্দ-বিদ্রোহিত্বাৎ সত্যলোকব্রহ্মরাক্ষসং মামপি দণ্ডপ্রদানেনাপি সংস্করুষেতি ভাবঃ। স্বপ্রভোরনুগ্রহং নিগ্রহং বা দৃষ্ট্বা দাসো জীবিতুমুৎসহতে ঔদাসীন্যং দৃষ্ট্বা তু ন প্রাণান্ ধর্ত্তুমীষ্টে ইতি ভাবঃ। হন্ত হন্ত মহামহেশ্বরোঽপি বেত্রগুঞ্জাগৈরিকপিঞ্ছাদিরচিতাকল্পো গোচারকবালকৈঃ সমং খেলন্ হৃষ্যতীত্যনৌচিত্যং মৎপ্রভোরিতি পূর্ব্বং বিচারিতবতাত্বনভিজ্ঞেন ময়া যেঘপরার্দ্ধং তানপি প্রসাদয়ামীতি মনসি বিভাব্যাহ আকল্পং ত্বদীয়গুঞ্জাদ্যাবেশমভিব্যাপ্য আর্কং অর্কো নাম বৃক্ষো ভগবদনর্হপুষ্পস্তমপি ব্রজস্থমভিব্যাপ্য হে অর্হন্ মৎপূজ্য কিং বা হে যোগ্য কৃপাকৃপাভ্যাং মদ্ভদ্রাভদ্রং কর্ত্তুং সমর্থ। তে তত্তৎসহিষ্ণায় তুভ্যং নমঃ। সর্ব্বসংশয়হৃৎ সর্ব্বভক্তিসিদ্ধান্তসন্ততিঃ। অস্তু ব্রহ্মস্তুতিশ্চিত্তভিত্তৌ মে চারুচিত্রিতা ॥ ৩৮ ॥

কর এবং অবনীর ভারস্বরূপ কংসাদি দৈত্যবধকারী সূর্য্যাদি তেজস্বীগণেরও তেজদাতা সর্ব্বপূজ্য; আপনাকে কল্পকাল পর্য্যন্ত প্রণাম করি! ॥৩৮॥

আভাস।

ও গাভীসমুদ্রের বুদ্ধিসাধন করিতেছেন। হে দেব! আমিও আপনার একজন নিকৃষ্ট দেবতা; কৃপালাভে আমিও যেন বঞ্চিত না হই। পরে উভয় নেত্রের প্রতি একত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, হে ভগবন্! আবার একি! অপূর্ব্ব রূপ নিরীক্ষণ করিতেছি! যেমন অরুণোদয়ে নৈশ অন্ধকার নিবৃত্ত হয়, আপনার শুভাগমে উৎপথগামী পাষণ্ডগণের অসদাচরণ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। দেখিবেন! আপনার সন্দর্শনে আমারও পাষাণবৃত্তি যেন পুনরায় উত্তেজিত না হয়। হে গুরো! অঘাসুরাদি রাক্ষস দৈত্যগণের নিগ্রহ করিয়াও, তাহাদিগকে ব্রহ্মপদবী প্রদান করিয়াছেন; আমিও একটী ব্রহ্মরাক্ষস; নিগ্রহের দ্বারা আমারও নিষ্কৃতি করুন। প্রভুর নিগ্রহই হউক্ বা অনুগ্রহই হউক্, ভৃত্য এতদুভয়ের মধ্যে একটীরও পরিচয় না পাইলে, কখন জীবনধারণ করিতে পারে না। অতএব ঔদাসীন্য পরিহারে উত্তর প্রদান দ্বারা আমাকে আশ্বস্ত করুন। আমি অজ্ঞানতা নিবন্ধন মনে করিয়াছিলাম যে, বেত্র, গুঞ্জ, গৈরিক ও ময়ূর পুচ্ছাদিতে পরিশোভিত হইয়া রাখাল বালকগণের সহিত ক্রীড়ায় বিশেষ

শ্রীশুক উবাচ ॥

ইত্যভিষ্টূয় ভূমানং ত্রিঃ পরিক্রম্য পাদয়োঃ।
নত্বাভীষ্টং জগদ্ধাতা স্বধাম প্রত্যপদ্যত ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীশুকঃ উবাচ। জগদ্ধাতা ব্রহ্মা ইতি এবং ভূমানং সর্ব্বব্যাপকং অপি অল্পরূপেণ বিরাজমানং কৃষ্ণং অভিষ্টূয় স্তুত্বা, ত্রিঃ পরিক্রম্য (তৎ) পাদয়োঃ নত্বা আভীষ্টং বাঞ্ছনীয়ং, স্বধাম সত্যলোকং, প্রত্যপদ্যত জগাম ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

পাদয়োর্নত্বা অভীষ্টং সর্ব্বতঃ পূজিতং অভিপ্রেতং বা ॥ ৩৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অভীষ্টং ভগবতা প্রস্থাপয়িতুমিতি শেষঃ। যতো জগদ্ধাতা অন্যথা সহসা তৎপদত্যাজনে বিশ্বস্রষ্টৃরসিদ্ধেঃ। ততশ্চ যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণামিতি ন্যায়েনাধিকারান্তে তদভীষ্টং সেৎস্যতীতি বুদ্ধ্যতে ॥ ৩৯ ॥

শুকদেব বলিলেন, ব্রহ্মা এইরূপে সেই ক্ষুদ্র বালবেশধারী সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুকে স্তব করত, তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন এবং অতি ভক্তিভরে চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক নিজ অভিলষিত ধাম সত্যলোকে গমন করিলেন ॥ ৩৯ ॥

আভাস।

আনন্দিত হওয়া আপনার কখন উচিত নহে, কিন্তু তাহা নহে; এখন দেখিতেছি, প্রথমে যাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহাদের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলেও আমি যথেষ্ট উপকৃত মনে করি। হে দেব! আপনি পূজ্য; আপনার বয়স্যগণ পূজ্য; আপনার সম্বন্ধীয় যাবতীয় বস্তুই পূজ্য; আপনাকে অনন্ত কাল প্রণাম করি ॥ ৩৮ ॥

ব্রহ্মার প্রার্থনা মাত্রেই যে তাঁহার কার্য্যের অবসান হইবে, এরূপ কখন সঙ্গত নহে; কালের অপেক্ষা। ব্রহ্মাও ভগবানের মৌনভাব দর্শনেই অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৯ ॥

ভগবান্ বাসুদেব ব্রহ্মার তাদৃশ কাতর বাক্যেও যে কোন সান্ত্বনাপ্রদ বাক্যের প্রয়োগে উত্তর দেন নাই, তাহার কারণ অন্য কিছুই নহে; তিনি ব্রহ্মার মোহ উৎপাদনার্থই সেই মোহন নটবর বেশ ধারণ পূর্ব্বক আপনাকে গোপবালক বলিয়া তখনও পরিচয় দিলেন। এই পর্য্যন্তই ব্রহ্মমোহনের সমাপ্তি। ভগবান্ তৎকালে ব্রহ্মার চিত্তস্থ অন্ধকার অপনোদিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাহ্যদৃষ্টির কিছু তারতম্য ঘটান নাই; ব্রহ্মা মনে মনে তাঁহাকে ব্রহ্মণ্যদেব বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন বটে; ভগবান্ কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় গোপবালক ও বৎস অন্বেষণ করত ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের ভোজনাবসরে একত্র ভোজনে নিরত যে সকল বালক ও তৃণচারী বৎসগণকে কৃষ্ণ-সন্নিধি হইতে অপহরণ করত,

ততোঽনুজ্ঞাপ্য ভগবান্ স্বভুবং প্রাগবস্থিতান্।
বৎসান্ পুলিনমানিন্যে যথাপূর্ব্বসখং স্বকং ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ।

ভগবান্ এবং স্বভুবং স্বপুত্রং ব্রহ্মাণং (সত্যলোকগমনায় অনুজ্ঞাপ্য) প্রাগবস্থিতান্ বৎসান্ যথা পূর্ব্বসখং পূর্ব্বপরিচিতং স্বকং স্বক্রীড়পোকারকং পুলিনং আনিন্যে। (ব্রহ্ম-দ্বারা তেষাং আনয়নে পুনরপি পূর্ব্ববৎ সম্বৎসরো ব্যতীতঃ স্যাৎ) ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অনুজ্ঞাপ্য অনুজ্ঞাং প্রদাপ্য পৃষ্ট্বৈত্যর্থঃ স্বভুবং ব্রহ্মাণং। যথাপূর্ব্বং সখায়ো যস্মিন্ তৎ স্বকং পুলিনং ॥ ৪০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্বভুবং ব্রহ্মাণং অনুজ্ঞাপ্য আজ্ঞাপ্যেতি মৌনেনৈব। অনুজানীহি মাং কৃষ্ণেত্যাজ্ঞাপ্রার্থনে কৃতে মৌনং সম্মতিলক্ষণমিতি ব্রহ্মণা সহসাবগমাৎ। মৌনত্যাগাভাবস্তু পশুপবংশশিশুত্বদশায়া-মঙ্গীকৃতস্য ব্রহ্মমোহনার্থং নাট্যস্যারম্ভপরিসমাপ্তিসিদ্ধ্যর্থং। তত্র ততো বৎসানদৃষ্ট্বেত্য পুলিনে-ঽপিচ বৎসপান্। উভাবপি বনে কৃষ্ণো বিচিকায় সমন্তত ইতি বৎসবালকান্বেষণনাট্যারম্ভঃ। নৌমীড্যেত্যাদি ব্রহ্মস্তুতৌ প্রবৃত্তায়াং কুতস্ত্যোঽয়ং চতুর্ম্মুখঃ কিং চেষ্টন্তে কিং বা মুহুর্ব্রন্তে ইতি স্ববৎসান্বেষণব্যা'গ্রাহহং গোপশিশুর্নবুদ্ধ্যে ইতি ব্যঞ্জকেন মৌনেনৈব তস্যৈব নাট্যস্য পরি-সমাপ্তিরিতি। স্বাধীনব্রহ্মণোঽগ্রে কৃষ্ণেন নিজমহৈশ্বর্য্যস্যাজ্ঞানমভিনীয়তে স্মেতি তন্নাট্য-শব্দেনোচ্যতে। তত্রোঽহংপশুববংশশিশুত্বনাট্যমিত্যাদিনা বাৎসল্যাদিরসপরিকরব্রজেশ্বর্য্যাদী-নামগ্রেতু তন্মহাপ্রেমাধীনেন কৃষ্ণেন নিজমহৈশ্বর্য্যস্য তন্মহাপ্রেমমাধুর্য্যরসাচ্ছাদি তস্যাজ্ঞানং যথার্থমেবেতি তত্র ন তস্যাভিনয় ইতি। ন তন্নাট্যশব্দেন বাচ্যমিতি বিবেচনীয়ং। প্রাক্ প্রাগ্বদেব তৃণচরণাদিচেষ্টাদিভিরবস্থিতান্। স্বকং স্বতোজনস্থানং পুলিনমানিন্যে কীদৃশং। যথা-পূর্ব্বং পূর্ব্বোপবেশাদিকমনতিক্রম্য অপরিত্যজ্য বর্ত্তমানাঃ সখায়ো যত্র তৎ। সমাসান্তআর্ষঃ। যদ্বা। যথা যথাবদেব স্থিতাঃ পূর্ব্বসখাঃ স্বরূপভূতসখেভ্যঃ পূর্ব্বসখায়ো যত্র তৎ ॥ ৪০ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে ইঙ্গিত দ্বারা আদেশ প্রদান পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক অপহৃত বৎস ও বালকগণকে নিজ ক্রীড়ার স্থান পুলিনে আনয়ন করিলেন ॥ ৪০ ॥

আভাস।

মায়ার আবরণে আবৃত রাখিয়াছিলেন, ভগবান্ এক্ষণে তাহাদিগকে নিজ সমীপে সেই পুলিনেই আনয়ন করিলেন। ভোজনাবস্থায় যেমন তাহারা অন্যত্র নীত হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে তখন সেই অবস্থায় তথায় আনয়ন করিলেন। এই এক বৎসর কাল যে তাহারা ব্রহ্মমায়ায় নিদ্রিত ছিল, এক্ষণে তাহারা তাহার কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে নাই; সকলেই যেন পূর্ব্বাবধি একত্রই ভোজনাদি করিতেছে। ভগবান্ কেবল স্বীয় বয়স্যাদি সখ্যভাবাপন্ন ভক্তগণ ও

একস্মিন্নপি যাতেঽব্দে প্রাণেশং চান্তরাত্মনঃ।
কৃষ্ণমায়াহতা রাজন্ ক্ষণার্দ্ধং মেনিরেঽর্ভকাঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ।

হে রাজন্! কৃষ্ণমায়াহতাঃ অর্ভকাঃ স্বস্য প্রাণেশং অন্তর্যামিনং প্রিয়তমং শ্রীকৃষ্ণং অন্তরা বিনা, একস্মিন্ অব্দে যাতে ব্যতীতে অপি ক্ষণার্দ্ধং পল-পঞ্চকং, মেনিরে ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নন্থ এতাবন্তং কালং কথং তে তত্রোপবিষ্টাঃ কথঞ্চ ক্ষুৎপিপাসাদিবিস্মরণং অত আহ একস্মিন্নিতি শ্লোকত্রয়েণ। অব্দেঽপি জাতে প্রাণেশং শ্রীকৃষ্ণং অন্তরাচ বিনাপি প্রিয়বিরহে ক্ষণোঽপি বর্ষাধিকো ভবতি তথাপি তন্মায়াহতাঃ ক্ষণার্দ্ধং মেনিরে ॥ ৪১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অত্র তাবৎ কালাজ্ঞানং তথৈব কবলপাণেঃ কৃষ্ণস্যাগতস্য তৈঃ সহ তথৈব ভোজনলীলা-শেষাদিকং দুস্তর্কযোগমায়াবৈভবমেবেত্যাহ একস্মিন্নিত্যাদি চতুর্ভিঃ। আত্মনঃ স্বস্য প্রাণেশং কৃষ্ণমন্তরা বিনাপি যোগমায়য়া আহতা আবৃতাঃ ॥ ৪১ ॥

হে নরাধিপ! এই এক বৎসর পর্য্যন্ত গোপবালকগণ ভগবন্মায়ায় এতই আচ্ছন্ন ছিল যে, প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়তম হৃদয়-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের বিরহ সম্বৎসর যাবৎ ভোগ করিয়াও, তাহারা তাহাকে ক্ষণার্দ্ধের ন্যায় জ্ঞান করিয়াছিল ॥ ৪১ ॥

আভাস।

বাৎসল্যাদি-রসে পরিপুষ্ট ব্রজেশ্বরীগণের তাদৃশ মহাপ্রেম-মাধুর্য্যরসের পাছে ভঙ্গ হয়, এই নিমিত্তই কেবল ব্রহ্মার সন্নিধানে নিজমহিমার ঐশ্বর্য্য প্রকটন না করিয়া, পূর্ব্ববৎ বনবিহারীর সাজে গোপবালকরূপেই অবস্থান করিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥

অহো! মায়ার কি অপূর্ব্ব মহিমা! প্রিয় ব্যক্তির বিরহ যে অতীব দুঃসহ, তাহা সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কৃষ্ণপ্রাণ বালকগণ শ্রীকৃষ্ণের বিরহ এক বৎসর ভোগ করিয়াও, ক্ষণার্দ্ধ বলিয়া বোধ করিল। কৃষ্ণ যেন বৎসান্বেষণে গমন করিয়াছিলেন, এইমাত্র প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, এইরূপ তাঁহারা মনে করিতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য! এই এক বৎসর কাল তাহাদের ক্ষুধা বা পিপাসারও উদ্রেক হয় নাই; এমন কি! যে বালকের হস্তে যেরূপ অন্নাদির কবল ছিল, এই এক বৎসর পর্য্যন্ত তাহাও কোন রূপ বিকৃত হয় নাই। হে রাজেন্দ্র! এ সমস্ত এক দুস্তর্ক যোগমায়ার বৈভব মাত্র, জানিবে। এ মায়া শ্রীকৃষ্ণের; ব্রহ্মার নহে। ব্রহ্মা যে বলিয়াছিলেন, "মন্মায়ামোহিতেঽপরে" কৃষ্ণ সন্নিধানে ক্রীড়াকারী এ বালক বা কে? কারণ আমার মায়ায় মোহিত যাহারা, তাহারা ত ঐ পর্ব্বত-গুহায় মূর্চ্ছান্বিত রহিয়াছে"; ইত্যাদি ব্রহ্মার উক্তি দ্বারা প্রকাশ যে, ব্রহ্মার মায়াতেই ব্রজ-বালক মূর্চ্ছিত. এ আশঙ্কা করা উচিত নহে। কারণ যাহারা ভগবানের সম্পত্তি, তাহাদের উপর কি

কিং কিং ন বিস্মরন্তীহ মায়ামোহিতচেতসঃ।
যন্মোহিতং জগৎ সর্ব্বমভীক্ষ্ণং বিস্মৃতাত্মকং ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ।

মায়ামোহিতচেতসঃ (মায়য়া মোহিতং চেতো যেষাং তে) ইহ সংসারে কিং কিং ন বিস্মরন্তি। (সর্ব্বমেব পর্য্যায়েণ কিং বহুনা) সর্ব্বং এব জগৎ প্রাণিমাত্রং, যন্মোহিতং (যয়া মায়য়া মোহিতং সৎ) অভীক্ষ্ণং (পুনঃ পুনঃ শাস্ত্রাচার্য্যৈঃ প্রবোধিতমপি) বিস্মৃতাত্মকং (বিস্মৃতঃ আত্মা স্বরূপং যেন তৎ তথা ভবতি) ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যয়া মায়য়া মোহিতং জগৎ অভীক্ষ্ণং পুনঃ পুনর্বিস্মৃতাত্মকং বিস্মৃত আত্মৈব যেন তত্তথা ॥ ৪২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মোহনসাধর্ম্ম্যেণ যোগমায়য়া বহিরঙ্গমায়াং দৃষ্টান্তয়তি কিং কিমিতি। বিস্মৃত আত্মা যেন তৎ তথৈব যোগমায়য়া বর্ষং ব্যাপ্য কৃষ্ণবিরহদুঃখং তে বিস্মারিতা ইতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

আহা! মহামায়ায় যাহাদের চিত্ত বিমোহিত হয়, এ সংসারে তাহারা যে, কি না বিস্মৃত হয়, তাহা বলা যায় না; সমস্তই ভুলিয়া যায়। আর কি আশ্চর্য্য! প্রাণিমাত্রেই মায়ার প্রভাবে এতই বিমুগ্ধ যে, আপনার স্বরূপ পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়; আচার্য্য ও শাস্ত্রের দ্বারা বারংবার প্রবোধিত হইয়াও তাহা ধারণে সক্ষম হয় না ॥ ৪২ ॥

আভাস।

অন্যের আধিপত্য থাকে! ব্রহ্মা কেবল অভিমান বশতই ওরূপ বলিয়াছেন। ব্রহ্মার মায়া যে প্রকৃত নহে, তাহা বলদেবের উক্তি, "প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুঃ, এ সমস্ত আমার প্রভু হৃষীকেশেরই মায়া, অন্য কাহারও নহে" ইত্যাদির দ্বারা যথেষ্ট প্রকাশ আছে। ভগবান্ নিজের লীলাসাধনার্থই স্বয়ং বালকগণকে মোহিত করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

এ মায়া যদি কৃষ্ণমায়া না হইয়া ব্রহ্মার মায়াই হইত, তাহা হইলে বালকেরা মূর্চ্ছাভঙ্গের পর বাহ্যিক অবস্থা সমালোচনার দ্বারা নিজেদের মূর্চ্ছিত অবস্থা কথঞ্চিৎ পরিজ্ঞাত হইতে পারিত; কিন্তু তাহাদের উক্তিতেই যথেষ্ট প্রমাণ যে, তাহা তাহারা কিছুমাত্র অবগত হয় নাই; তাহারা সঙ্গালাভ করিয়াই, শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইল। এবং যেন তিনি বৎসগণকে অন্বেষণ পূর্ব্বক এই মাত্র তথায় তাহাদিগকে আনয়ন করিয়াছেন বুঝিয়া, বালকগণের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাহারা বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল, কৃষ্ণ হে! তুমিত অতি সত্বর প্রত্যাগমন করিয়াছ। আমরা মনে করিয়াছিলাম, বৎসগণ অনেক দূর গিয়া পড়িয়াছে; তাহাদের অন্বেষণে তোমার অন্ততঃ এক ঘটিকাও বিলম্ব হইবে;

ঊচুশ্চ সুহৃদঃ কৃষ্ণং স্বাগতং তেঽতিরংহসা।
নৈকোঽপ্যভোজি কবল এহীতঃ সাধু ভুজ্যতাং ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়।

(মোহেন ক্ষণার্দ্ধাভিমানাৎ এব তে) সুহৃদঃ গোপবালাঃ, তে ত্বয়া অতিরংহসা অতিবেগেন, স্বাগতং সম্যগাগতং (অস্মাভিঃ তু তাবৎ) একঃ অপি কবলঃ গ্রাসঃ (ত্বাং বিনা) ন অভোজি ন ভুক্তঃ, অতঃ ইতঃ অস্মিন্ স্বোপবেশস্থানে, এহি উপবিশ, সাধু (যথা ভবতি তথা বৎসানাং প্রাপ্তত্বাৎ অপি ক্ষেমেণ) ভুজ্যতাং ইতি কৃষ্ণং চ ঊচুঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অস্ত এবমূচুশ্চ তে ত্বয়াঽতিবেগেন স্বাগতং সম্যগাগতং একোঽপি গ্রাস ত্বাং বিনা অস্মাভির্নাভোজি ন ভুক্তঃ। ইস্ত এহি সাধু অধিক্ষেপণ ভুজ্যতামিতি ॥ ৪৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অর্ভকা ঊচুঃ। অতিরংহসা সুখেনৈবাগতং। দূরগতবৎসানয়নে ঘটিকৈকা ত্ববশ্যং ভবিষ্যতীত্যস্মাভির্বিচারিতং ত্বয়া তু ক্ষণার্দ্ধেনৈবাগতমিতি ভাবঃ। একোঽপি কবলোগ্রাসস্ত্বয়া বিনা নাভোজি তস্মাদিত এহি ॥ ৪৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সেই সমস্ত সুহৃদ্ বয়স্য গোপ-বালকগণ তৎকালে কৃষ্ণকে সন্দর্শন করিবা মাত্র যেন ক্ষণার্দ্ধের পরই তাঁহাকে অবলোকন করিতেছে মনে করিয়া, অতি ঔৎসুক্য সহকারে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল, "কৃষ্ণ হে! এত অল্পকালের মধ্যে তুমি প্রত্যাগমন করিয়াছ যে, আমরা ইতিমধ্যে একগ্রাসও অন্ন ভোজন করিতে পারি নাই। বৎস সমস্তও পাওয়া গিয়াছে, আর কোন উদ্বেগের কারণ নাই; অতএব এক্ষণে আইস, আমরা একত্রে বসিয়া নির্ব্বিঘ্নে ভোজন করি" ॥ ৪৩ ॥

আভাস।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এত শীঘ্র আগমন করিয়াছ যে, আমরা ইতি মধ্যে এক গ্রাসও অন্ন ভোজন করিতে সাবকাশ পাই নাই। অতএব এ চেষ্টা কখন ব্রহ্মার নহে; নিশ্চয় বাসুদেবেরই জানিতে হইবে ॥ ৪৩ ॥

কৃষ্ণমায়ার সম্বন্ধে আরও একটী জলন্ত প্রমাণ যে, মহাসর্পরূপী অঘাসুর এক বৎসর পূর্ব্বে নিহত হইয়া, তৎকালে যেরূপ ক্লেদ বসা ও রক্তাদি পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, এই সম্বৎসর অতীত হইলেও, যেন সদ্য নিহতের ন্যায়, রক্তাদি-ব্যাপ্ত প্রতীত হইল; কারণ শ্রীকৃষ্ণ কোন রহস্য ভেদ না করিয়া, তাহাদের সহিত ভোজন ব্যাপার সমাপন করত, সকলে একত্র হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় ব্রজাভিমুখে গমন করিলেন; এবং পথিমধ্যে এক বৎসর পূর্ব্বে বিনষ্ট সেই অঘ-কলেবর যে সদ্যই নিহত হইয়া পতিত রহিয়াছে এইরূপ প্রদর্শন করাইয়া, বালকগণ দ্বারা সেই দিন ব্রজে এই বার্ত্তা

ততো হসন্ হৃষীকেশোঽভ্যবহৃত্য সহার্ভকৈঃ।
দর্শয়ংশ্চর্ম্মাজগরং ন্যবর্ত্তত বনাদ্ব্রজং ॥ ৪৪ ॥
বর্হপ্রসূনবনধাতুবিচিত্রিতাঙ্গঃ প্রোদ্দামবেণুদলশৃঙ্গরবোৎসবাঢ্যঃ।

অন্বয়ঃ।

ততঃ মোহপ্রযুক্ততাদাক্যশ্রবণানন্তরং, হৃষীকেশঃ সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণঃ হসন্ (তৈঃ) অর্ভকৈঃ সহ অভ্যবহৃত্য ভুক্ত্বা, আজগরং অঘাসুর-শরীরজং চর্ম্ম (তেষাং) দর্শয়ন্ বনাৎ ব্রজং প্রতি-ন্যবর্ত্তত প্রত্যাজগাম ॥ ৪৪ ॥

বর্হপ্রসূনবনধাতুবিচিত্রিতাঙ্গঃ (বর্হো ময়ূরপুচ্ছং প্রসূনানি চ নবধাতবঃ গৈরিকাদয়শ্চ তৈ বিচিত্রিতানি অঙ্গানি যস্য সঃ) প্রোদ্দামবেণুদলশৃঙ্গরবোৎসবাঢ্যঃ (প্রোদ্দামাঃ

শ্রীধরস্বামী।

অভ্যবহৃত্য ভুক্ত্বা ॥ ৪৪ ॥

প্রোদ্দামো যো বেণ্বাদিরবৈরুৎসবস্তেনাঢ্যঃ সম্পন্নঃ। গৃণন্ উপলালনৈরাহ্বয়ংশ্চ-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হসন্নিতি তেষামানন্দদর্শনাৎ। অভ্যবহৃত্যেতি বর্ষে গতেঽপ্যন্নব্যঞ্জনাদীনাং ক্ষণার্দ্ধমাত্র-পরিণামিত্বং জাতং তচ্চরণবৈরস্যং জনয়তীতি ভাবঃ। দর্শয়ন্নিত্যহো সখায়ঃ অস্য মৃতোঽয়ং সর্পো বসারক্তাদিকলিলো বর্ত্তত এবেতি পশ্যতেতি তদ্বধস্য ব্রজে প্রখ্যাপনার্থং যোগমায়ৈব তাবৎকাল-পর্য্যন্তং তত্তদাচ্ছাদিতমাসীদিতি জ্ঞেয়ং বনাৎ বনবিহরণাৎ ব্রজং জগামেতি শেষঃ ॥ ৪৪ ॥

অনন্তর অন্তর্যামী বাসুদেব মায়ামোহিত বালকগণের তাদৃশ উক্তি শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং তাহাদের সহিত বনভোজন ব্যাপার সমাপন করত, পথিমধ্যে পূর্ব্বে বিনষ্ট সেই মহাসর্পের প্রকাণ্ড মৃত কলেবর অবলোকন করাইয়া, ব্রজে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ৪৪ ॥

হে রাজেন্দ্র! তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ ময়ূরপুচ্ছ, বনকুসুম ও গৈরিকাদি বিবিধ ধাতু দ্বারা নিজ দেহ বিচিত্রভাবে পরিশোভিত করিয়াছিলেন; গমন কালে বৎসগণের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক আহ্বানে সমবেত করিয়া বেণু,

আভান।

বাদিত করাইলেন। ভগবান যে কালেরও নিয়ন্তা, তাহা কেবল এই লীলাতেই স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইয়াছে ॥ ৪৪ ॥

অবস্থার তারতম্যে জাগতিক পদার্থ বা জীব মধ্যে পরস্পরে ভেদ বা মিলন হইবার সম্ভব; জগতের অতীত ভাবানের সহিত মিলন করিতে অবস্থার অপেক্ষা করে না। চিত্ত বিনিময়ের অপেক্ষা মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ ধনী, বিদ্বান্ বা শ্রেষ্ঠবংশোদ্ভবের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নিকৃষ্ট বংশ-সম্ভূত মূর্খ ও নিঃস্ব গোপশিশুর প্রেমে আর্দ্র হইয়াছিলেন; গোপবালকেরা নিজ অবস্থা ও

বৎসান্ গৃণন্ননুগগীতপবিত্রকীর্ত্তি র্গোপীদৃগুৎসবদৃশিঃ প্রবিবেশ গোষ্ঠং ॥৪৫।

অদ্যানেন মহাব্যালো যশোদানন্দসূনুনা।

অন্বয়ঃ।

অত্যুৎকটাঃ যে বেণাদিরবাঃ শব্দাঃ তৈঃ যঃ উৎসবঃ তেন আঢ্যঃ সম্পন্নঃ) বৎসান্ গৃণন্ (উপলালন-নামভিঃ আহ্বয়ন্) অনুগগীতপবিত্রকীর্ত্তিঃ (অনুগৈঃ গোপৈঃ দেবৈঃ বা গীতা পবিত্রা কীর্ত্তিঃ যস্য সঃ) গোপীদৃগুৎসবদৃশিঃ (গোপীনাং দৃশাং উৎসবরূপা দৃশিঃ দর্শনং যস্য সঃ) শ্রীকৃষ্ণঃ গোষ্ঠং ব্রজং প্রবিবেশ ॥ ৪৫ ॥

তত্র কেচিৎ আহুঃ। অনেন নন্দসূনুনা অদ্য মহাব্যালঃ মহাসর্পঃ হতঃ (তথা) বয়ং চ

শ্রীধরস্বামী।

গোপীদৃগুৎসবদৃশিঃ গোপীদৃশামুৎসবরূপা দৃশির্দর্শনং যস্য সঃ ॥ ৪৫ ॥

যশোদানন্দসূনুনা ইতি বহুনামুক্তিঃ সহৈব দর্শিতা। কেচিদাহু র্যশোদাসূনুনা অপরে

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

গৃণন্ উপলালনেনৈবাহ্বয়ন্ গোপীনাং বৎসপানাং দৃশামুৎসবরূপা দৃশি র্দর্শনং যস্য সঃ ॥ ৪৫ ॥

যশোদানন্দয়োর্ভাগ্যমানন্দো যশো বা যস্মাত্তথাভূতেন সূনুনেতি শাকপার্থিবাদিত্বান্মধ্যপদলোপী

দল ও শৃঙ্গরবে চতুর্দ্দিক আনন্দে প্লাবিত করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। অনুগামী বালকগণ ও স্বর্গে দেববৃন্দ তৎকালে তাঁহার পবিত্র যশোরাশির উৎঘোষণ করিতেছিলেন। ভগবানের তাদৃশ ব্রজপ্রবেশ-কালীন রূপ সন্দর্শনে এমন কোন গোপী ছিল না, যাহাদের চিত্ত ও নয়ন আনন্দরসে প্লাবিত হয় নাই ॥ ৪৫ ॥

এদিকে বালকগণ ব্রজে উপনীত হইয়া স্ব স্ব পিতা মাতার সন্নিধানে বলিতে লাগিল, অদ্য আমরা বনে একটা মহাসর্পের হস্তে পতিত হইয়া

আভাস।

অধিকার অনুসারে নিজ প্রেমের বস্তুকে রঞ্জিত করিতে চাহে; ভগবান্ বাসুদেবও সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ হইয়া, ভক্তের অভিলাষানুরূপ ভাব ধারণ করত প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। তিনি গৃহে মাতা যশোদার অভিলাষ মত বিবিধ মণি মুক্তাদি দিব্য অভারণে ভূষিত থাকিয়াও বনে রাখালবেশে ক্রীড়া করিয়াছেন। বন্য ফুল ও গৈরীকাদি বন্য ধাতুতে শরীর শোভিত করত যে আনন্দ লাভ করিতেন, তাহা বন্য দ্রব্যের ধর্ম্মে নহে, বৃন্দাবনস্থ গোপশিশু ও গোপনারীগণের অন্তঃ-করণের ধর্ম্মে মাত্র। বালক, বৃদ্ধ, নর, নারী যে তাঁহাকে প্রেম করিতেন, তিনি ভুবনমোহনরূপে তাহাদের সকলেরই মন ভুলাইতেন ॥ ৪৫ ॥

বালকগণ ব্রজে প্রবেশ করিয়াই স্ব স্ব পিতা মাতা সন্নিধানে ভয়ানক বিপদের কথা উল্লেখ করিয়া বিপদহারীর প্রতিই তাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট করাইলেন। এখানে কৃষ্ণের নাম উল্লেখ

হতোঽবিতা বয়ং চাস্মাদিতি বালা ব্রজে জগুঃ ॥ ৪৬ ॥

রাজোবাচ ॥

ব্রহ্মন্ পরোদ্ভবে কৃষ্ণ ইয়ান্ প্রেমা কথং ভবেৎ।

অন্বয়ঃ।

অস্মাৎ মহাব্যালাৎ অবিতাঃ রক্ষিতাঃ ইতি বালাঃ ব্রজে জগুঃ উচুঃ ॥ ৪৬ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ উবাচ। হে ব্রহ্মন্! স্বোদ্ভবেষু নিজতনয়েষু অপি অভূতপূর্ব্বঃ যঃ

শ্রীধরস্বামী।

আহুর্নন্দসুনুনেতি। যদ্বা যশোদাং নন্দয়তীতি যশোদানন্দঃ সচাসৌ সূনুশ্চেতি তথা তেন অস্মান্মহাব্যালাৎ বয়ঞ্চ অবিতা রক্ষিতাঃ ॥ ৪৬ ॥

ব্রজৌকসাং স্বতোকেষু স্নেহবল্ল্যাব্দমন্বহমিত্যাদিনা স্বতোকেভ্যোঽপি পরপুত্রে কৃষ্ণে

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কর্ম্মধারয়স্তস্মান্মহাব্যালাৎ বয়ং চ অবিতাঃ ॥ ৪৬ ॥

ব্রজৌকসাং স্বতোকেষু স্নেহবল্ল্যব্দমন্বহং। শনৈর্নিঃসীম ববৃধে যথা কৃষ্ণে তথা পুর্ব্ববদিত্যাদিনা স্বতোকেভ্যোঽপি পরপুত্রে কৃষ্ণেপ্রেমাধিক্যং ব্যঞ্জিতং। তত্র পৃচ্ছতি ব্রহ্মন্নিতি। পরোদ্ভবে নন্দপুত্রে স্বোদ্ভবেষু স্বস্বপুত্রেষ্বপি যঃ প্রেমা অভূতপূর্ব্বঃ ব্রহ্মমোহনাৎ পূর্ব্বং ন ভূতঃ।

বড়ই বিপন্ন হইয়াছিলাম; কিন্তু শ্রীমান্ নন্দনন্দন সেই প্রকাণ্ড অজগরের প্রাণ সংহার করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন ॥ ৪৬ ॥

এতৎ শ্রবণে রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! শ্রীকৃষ্ণ অন্যের পুত্র; অথচ গোপ ও গোপীগণের স্ব স্ব পুত্রে

আভাস।

না করিয়া যশোদানন্দসুনু বলায় উভয় নন্দরাজ ও তৎপত্নী যশোদা রাণীরই সৌভাগ্যাতিশয় বর্ণিত হইয়াছে। ৪৬ ॥

পূর্ব্বে ব্রহ্মমোহনকালে যখন এক শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত বৎস ও বালকাদির রূপ ধারণ করত ব্রজে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন তখন অন্যান্য ব্রজনারী ও গাভীগণের বাৎসল্য ভাবের উল্লেখ করত শুকদেব বলিয়াছিলেন যে, ব্রজাঙ্গনাগণের পুত্রপ্রেম এই সময় ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল; কিন্তু নিজ নিজ পুত্রের প্রতি যতই বৃদ্ধি হউক না, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের বাৎসল্য প্রেমের আর ইয়ত্তা ছিল না; নিজ তনয় অপেক্ষা তাঁহার প্রতি যে কত অধিক প্রেম, তাহা নির্ণয় করা যায় না। এই কথায় রাজা পরীক্ষিতের মনে একটী সন্দেহ হইল যে, প্রাকৃতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অপ্রাকৃত ভাবে কৃষ্ণপ্রেম তাঁহাদের হৃদয়ে কেন জন্মিয়াছিল? লোকে দেখা যায় যে, নিজের পুত্র গুণহীন হইলেও যেরূপ প্রেমের ধন হয়, পরতনয় বিশেষ গুণবান হইলেও সেরূপ কখন হয় না। বিশেষত স্নেহের কারণ তিন প্রকার; প্রথম বিষয়ের

যোঽভূতপূর্ব্বস্তোকেষু স্বোদ্ভবেষ্বপি কথ্যতাং ॥ ৪৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

সর্ব্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ।

ইতরেঽপত্যবিত্তাদ্যা স্তদ্বল্লভতয়ৈব হি ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ।

ইয়ান্ প্রেমা পরোদ্ভবে পরকীয়তনয়ে কৃষ্ণে কথং ভবেৎ (তত্র উপপত্তিঃ) কথ্যতাং ॥ ৪৭ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ। হে নৃপ! সর্ব্বেষাং অপি ভূতানাং স্বাত্মা স্বস্য আত্মা এব বল্লভঃ

শ্রীধরস্বামী।

প্রেমাধিক্যমুক্তং তত্র পৃচ্ছতি ব্রহ্মন্নিতি ॥ ৪৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য সাক্ষাদাত্মত্বাত্তস্মিন্নাত্মীয়েভ্যঃ প্রেমাধিক্যং যুজ্যত ইতি বক্তুং প্রথমং তাবদাত্মনঃ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

লোকে হি অতিগুণবত্তমাদপি পরপুত্রাৎ গুণহীনেঽপি স্বপুত্রে প্রেমাধিক্যং দৃশ্যত ইত্যতো লোকবিরুদ্ধত্বাদিদং পৃচ্ছ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

ভো রাজন্ মমতাস্পদেভ্যঃ পুত্রাদিভ্যঃ সকাশাদহন্তাস্পদে আত্মনি প্রেমাধিক্যমিতি লোক-

---

যেরূপ প্রেম কখন জন্মে নাই, তদপেক্ষা অধিক প্রেম শ্রীকৃষ্ণে কিরূপে উৎপন্ন হইল? আপনি তাহার বিশেষ তত্ত্ব বর্ণন করুন! ৪৭ ॥

শুকদেব বলিলেন হে রাজন্! প্রাণিগণের নিজ আত্মার প্রতি যেরূপ অহেতুক প্রেম জন্মে, সেরূপ অন্য কোন পদার্থে দেখিতে পাওয়া যায় না;

আভাস।

সৌন্দর্য্য বশত স্নেহ জন্মে; দ্বিতীয় বস্তুটী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট না হইলেও যদি তাহা নিজের ধন বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহাতেও স্নেহ হয়; তৃতীয় যদি সে বস্তুর সহিত দৈহিক সহজসম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলেও প্রেম জন্মে। এখানে যখন এক কৃষ্ণ সর্ব্বরূপে ও সর্ব্বভাবে পরিণত রহিয়াছিলেন, তখন এ তিন ভাবের কোন ভাব বশত কৃষ্ণে অধিক প্রেম হইবার সম্ভাবনা ছিল না। বরং কৃষ্ণ যখন নিজের পুত্ররূপে ক্রোড়ে আরোহণ করিতেছেন, তখন নিজের পুত্ররূপী কৃষ্ণে অধিক প্রেম না হইয়া, পরপুত্ররূপী কৃষ্ণে তদপেক্ষা অধিক প্রেম কেন হইয়াছিল? ইহাই পরীক্ষিতের জিজ্ঞাস্য ॥ ৪৭ ॥

এতদুত্তরে শুকদেব বলিলেন হে রাজন্! মমতার আস্পদ পুত্রবিত্তাদি অপেক্ষা অহঙ্কারের আস্পদ জীবের আপনাতে অধিক স্নেহ প্রত্যক্ষ; এই লোকব্যবহার প্রথমত লক্ষ্য করুন! পরে আপনার প্রশ্নের মীমাংসা সহজেই নিষ্পন্ন হইবে। শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা; তিনি যখন সকলেরই নিতান্ত প্রিয়, অধিক কি! আপনার জীবন অপেক্ষা প্রিয়, তখন আত্মসম্বন্ধীয় সুখপ্রদ বস্তু অপেক্ষা যে প্রিয়, তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই। এই বিষয়টী প্রমাণীকৃত করিবার জন্য

তদ্রাজেন্দ্র যথা স্নেহঃ স্বস্বকাত্মনি দেহিনাং।
ন তথা মমতাবলম্বিপুত্রবিত্তগৃহাদিষু ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ।

নিরুপাধিকাতিপ্রীতিবিষয়ঃ, ইতরে অপত্যবিত্তাদ্যাঃ তু তদ্বল্লভতয়া (তস্য) আত্মনঃ সুখসাধনতয়া এব বল্লভাঃ ন স্বতঃ এব ॥ ৪৮ ॥

হে রাজেন্দ্র! তৎ তস্মাৎ দেহিনাং প্রাণিনাং স্বস্বকাত্মনি অহঙ্কারাস্পদে দেহে যথা স্নেহঃ তথা মমতাবলম্বি পুত্রবিত্তগৃহাদিষু মমতাস্পদে পুত্রাদৌ স্নেহঃ ন ভবতি ॥ ৪৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

স্বতঃ প্রেষ্ঠত্বমন্যেষান্তু তদুপাধিকমিতি দর্শয়ন্তি পঞ্চভিঃ সর্ব্বেষামিত্যাদিভিঃ ॥ ৪৮ ॥

কুতস্তথা দর্শনাদিত্যাহ তদিতি। তস্মাদেব কারণাৎ। স্বস্বকাত্মনি অহঙ্কারাস্পদে ॥ ৪৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

রীতিঃ প্রথমং দৃশ্যতাং তত এবাস্য সিদ্ধান্তো ভবিষ্যতীত্যাহ সর্ব্বেষামিতি পঞ্চভিঃ। বল্লভঃ লোকদৃষ্ট্যা আত্যন্তিকপ্রীতিবিষয়ঃ। সচ প্রতিদেহমেকৈক এব ন তথান্যে ইত্যাহ ইতরে ইতি ॥ ৪৮ ॥

যথা নিরুপাধিকঃ ॥ ৪৯ ॥

পুত্রবিত্তাদিতে যে প্রেম সে কেবল তাহারা আপনার সুখসাধক বলিয়া মাত্র, নতুবা তাহাদের জন্য তাহারা কখন প্রিয় নহে ॥ ৪৮ ॥

অতএব আত্মোপলক্ষে নিজ দেহেতে জীবের যাদৃশ প্রেম জন্মে, তাদৃশ প্রেম আত্মসম্বন্ধীয় মমতার আশ্রয় পুত্র-বিত্ত-গৃহাদিতে কখনই সম্ভবে না ॥ ৪৯ ॥

আভাস।

প্রথমত সুখপ্রদ সর্ব্ববস্তু অপেক্ষা জীবের আত্মস্বরূপ অধিক প্রিয়; অন্যান্য পদার্থ ঔপাধিক ও আপেক্ষিক প্রিয় এই কথাটী পাঁচটী শ্লোক দ্বারা বর্ণন করা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম দেখাইয়াছেন যে, জগতে কোন পদার্থই প্রিয় বা অপ্রিয় নহে; যে নিজের হিতসাধন করে সেই প্রিয়, যে অনিষ্ট সাধন করে, সেই অপ্রিয় ও বিরক্তিভাজন। পরের পুত্র কার্য্যক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী বলিয়া নিতান্তই প্রিয়পাত্র হয়; আবার নিজের প্রাণাধিক সহজমিত্র পুত্রও অপকারীয় কার্য্য করিয়া সম্পূর্ণ ক্লেশদায়ক হইয়া উঠে। অতএব কেহ কখন মিত্র বা শত্রু হইয়া জন্ম গ্রহণ করে না; যে নিজের উপকারী, সেই মিত্র ও প্রিয় এবং যে অনুপকারী সেই শত্রু ও অপ্রিয়। অতএব প্রিয়ত্ব বা অপ্রিয়ত্ব বস্তুনিষ্ঠ নহে আত্মনিষ্ঠ; এক আত্মার জন্য বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুই প্রিয়, আর এক আপনার অবসাদে সমস্তই অপ্রিয় ও হেয়। অতএব যাহার জন্য সকলে প্রিয় হয়, সেই আপনিই প্রকৃত স্নেহের আশ্রয়। সেই আপনি শব্দে অজ্ঞানীজীব আত্মদেহকেই লক্ষ্য করে। সে অর্থে নিজ দেহই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ॥ ৪৮।৪৯ ॥

দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম।
যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা ন হ্যনু যে চ তং ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ।

হে রাজন্যসত্তম! দেহাত্মবাদিনাং (দেহঃ এব আত্মা ইতি বদিতুং শীলং যেষাং তেষাং) পুংসাং দেহঃ যথা প্রিয়তমঃ তথা তং দেহং অনু যে গৃহাপত্যাদয়ঃ তে হি প্রিয়তমাঃ ন ভবন্তি ॥ ৫০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অহঙ্কারাস্পদেঽপি দেহে আত্মাধ্যাসতারতম্যেন প্রেমতারতম্যং দৃশ্যমানং তন্নিবন্ধনমেবেতি দর্শয়িতুং মূঢ়ামূঢ়ভেদেন বিশেষমাহ দেহাত্মবাদিনামিতি দ্বাভ্যাং। তং দেহমনু যে ভবন্তি পুত্রাদয়স্তে তু ন তথা প্রিয়তমা ইত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সচাত্মা মূঢ়ৈর্দেহ এব জ্ঞায়তে ইতি তন্মতেনাহ। দেহ এবাত্মেতি বদিতুং শীলং যেষাং তং দেহং অনুভবন্তি যে পুত্রাদয়স্তে তথা ন প্রিয়তমা ইত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

হে রাজরাজেশ্বর! যাহারা আত্মজ্ঞানাভাবে দেহকেই আত্মাবোধে নিশ্চিন্ত থাকে, তাহাদিগের স্বীয় কলেবরে যেমন প্রীতি ঘটে, অন্য গৃহ ও অপত্যাদি বিষয়ে তেমন প্রীতি কোন প্রকারেই সম্ভব নহে ॥ ৫০ ॥

আভাস।

নিতান্ত মূঢ় অজ্ঞানী ব্যক্তিই দেহকে আত্মা বলিয়া মনে করে; তদতিরিক্ত জীবের স্বরূপ আত্মা যে পৃথক্ আছেন, তাহা তাহারা অনুমান করিতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে দেহ আত্মা নহে; দেহাতিরিক্ত আত্মা পৃথক্‌ভাবে বিদ্যমান থাকেন। যেমন অগ্নির আবেশে লৌহপিণ্ড উত্তপ্ত ও অগ্নির ন্যায় দাহাদি ক্রিয়া করে বলিয়া অনভিজ্ঞ শিশুর নিকট অগ্নিবর্ণ উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডই অগ্নিনামে অভিহিত হয়, সেইরূপ চৈতন্য-স্বরূপ জীবাত্মার অধ্যাসে দেহ চৈতন্যশক্তি-সম্পন্ন হইয়া, চেতনের ন্যায় কার্য্য করায়, অনভিজ্ঞ জন-চিত্তে আত্মানামে পরিচিত হয়। কিন্তু বিচারবান্ জ্ঞানীর সমীপে সে অধ্যাস বলবান্ থাকে না। কলেবরই যদি প্রকৃত আত্মা হইত, তাহা হইলে তাহার উপচয় বা ক্ষয়ে অহঙ্কাররূপী অভিমানেরও উপচয় বা ক্ষয় হইত; এবং যে সময় দেহ সম্পূর্ণ জরাজীর্ণ

দেহোঽপি মমতাভাক্ চেত্তর্হ্যসৌ নাত্মবৎপ্রিয়ঃ।
যজ্জীর্য্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ।

যৎ যস্মাৎ জীর্য্যতি আসন্নমরণে অপি অস্মিন্ দেহে (অবিবেকদশায়াং যথা অহংস্থাস্পদত্বেন প্রিয়তমত্বেন চ) বলীয়সী উৎকটা জীবিতাশা ভবতি সঃ দেহঃ অপি (বিবেকদশায়াং) মমতাভাক্ ভবতি তর্হি অসৌ অপি আত্মবৎপ্রিয়ঃ (জীবতু বা নশ্যতুবা তত্র আগ্রহঃ) ন ভবতি ॥ ৫১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যদ্যস্মাজ্জীর্য্যত্যপি আসন্নমরণেঽপি জীবিতাশা ভবতি। অয়ং ভাবঃ ন জীবিতাশেতি নিশ্চিতে দেহেঽপি যৎপ্রেমাস্পদত্বং তদাত্মগতমেব সংগচ্ছত ইতি। অথবা যৎ যস্মিন্ দেহে জীর্য্যত্যপি জীবিতাশা অবিবেকদশায়ামাসীৎ সোঽপি বিবেকিনো যদা মমতাভাগ্ ভবতি তত্র তদা নাস্তিবাস্থেতি। ৫১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দেহাত্মবাদিনাং তেষামপি কদাচিদীষদ্বিবেকে সতি আত্মৈব প্রিয়ঃ স্যান্ন তথা দেহ ইত্যাহ দেহোঽপি অহন্তাস্পদীভূতোঽপি দেহ ঈষদ্বিবেকেন যদি মমতাভাক্ স্যাত্তদাসৌ দেহ আত্মবৎ প্রিয়ো ন ভবেৎ। কিন্ত্বাত্মানুরোধেনৈব প্রিয়ঃ স্যাদিত্যর্থঃ। তত্র লোকানুভবমেব প্রমাণয়তি যদিতি। সর্ব্বত্র দেহত্যাগে আত্মনোঽতিকষ্টং দৃষ্ট্বা তদতিকষ্টং মমাত্মনো মা ভবদিতি বুদ্ধ্যৈব আত্মন্যতিস্নেহাদেব দেহে জীবিতাশা অধিকা ভবতীত্যর্থঃ। ৫১ ॥

এদিকে দেহ জরাজীর্ণ হইয়া আসন্নমৃত্যুর করাল কবলে নিপতিত দেখিয়াও, যখন জীবিত থাকিবার বলবতী আশা স্পষ্ট বুঝা যায়, তখন দেহও আমি শব্দবাচ্য নহে; মমতার আধার আমার শব্দবাচ্য; অতএব আত্মজ্ঞানীর আত্মা যেমন প্রিয়, দেহ সেরূপ প্রিয় নহে ॥ ৫১ ॥

অভাস।

হইয়া মৃত্যুর করাল কবলে কবলিত হইবার উপক্রম হয়, তখন জীবনের আশাও সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইত। কিন্তু তাহা ঘটে না; দেহের যখন যে অবস্থাই ঘটুক্ না, তত্রস্থ অহঙ্কাররূপী আমিত্বের কোন রূপ হ্রাস বৃদ্ধি হয় না; বরং দেহের অবসান উপস্থিত হইলেও, জীবিত থাকিবার আশা অধিকতর বলবতী হয়। অতএব দেহ নষ্ট হইলেও যাঁহার জীবিত থাকিবার আশা থাকে, তিনি ত নষ্ট হন না। মমতার আস্পদ পার্শ্বস্থ বস্তুর ইষ্টানিষ্ট ব্যবহারে যেমন দেহের প্রিয়াপ্রিয় বোধ হয়, সেই দেহ ব্যাধিগ্রস্ত বা সুস্থ থাকিলে যাঁহার দুঃখ বা আনন্দের উদয় হয়, সেই অভিমানাস্পদ চৈতন্যরূপই জীবের আত্মা। যাঁহারা ইহা

তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাং।
তদর্থমেব সকলং জগচ্চৈতচ্চরাচরং ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ।

তস্মাৎ সর্ব্বেষাং অপি দেহিনাং স্বাত্মা এব প্রিয়তমঃ তদর্থং আত্মসুখার্থং এব এতৎ চরাচরং জগৎ প্রিয়ং ভবন্তি ॥ ৫২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তদর্থমেব সকলং প্রিয়মিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তস্মাদিতি চরং পুত্রকলত্রাদি। অচরং গৃহঘটপটাদি। তেন লোকদৃষ্ট্যা পুত্রাদিভ্যঃ সকাশাদাত্মন এবাত্যন্তিকপ্রীতিবিষয়ত্বং প্রতিপাদিতং ॥ ৫২ ॥

অতএব প্রাণিমাত্রেরই স্বীয় আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম। স্থাবর, জঙ্গম যে কোন পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, সকলই আত্মার সুখসাধক বলিয়া আপেক্ষিক প্রিয়তম মাত্র ॥ ৫২ ॥

আভাস।

বিচারে সক্ষম তাঁহারাই জ্ঞানী; তাঁহাদের পক্ষে দেহও অন্যান্য বস্তুর ন্যায়, মমতার আশ্রয়; অর্থাৎ আমার বলিবার বস্তু; অহঙ্কারের আস্পদ আমি বলিবার বস্তু নহে। সুতরাং সেই দেহই যাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় তিনিই পরম প্রেমের আস্পদ। তাঁহার অনুরোধেই দেহ প্রিয়। তিনিই আত্মা। আত্মাতেই পরম প্রীতি থাকা হেতু তৎসম্পর্কীয় যাবতীয় বস্তুতে প্রেম ও স্নেহ জন্মে ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥

অতএব এতদ্দ্বারা প্রমাণীকৃত হইল যে, সাধারণ ব্যবহারে এক আত্মাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রিয়তম। সচেতন পুত্রকলত্রাদি বা অচেতন গৃহক্ষেত্রাদি যাবতীয় পদার্থই আত্মার উপকারিতা নিবন্ধন প্রিয়; নতুবা তাহাদের জন্য তাহারা প্রিয় নহে। কেহ আপনার অবসাদে তাহাদের মঙ্গল কামনা করে না ॥ ৫২ ॥

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ কি? এইটী বিশেষরূপে নিরূপিত হইলেই, রাজা পরীক্ষিতের সন্দেহ ভঞ্জন এবং প্রশ্নেরও যথার্থ উত্তর প্রদত্ত হয়; এই অভিপ্রায়ে এই শ্লোকটী গ্রথিত হইয়াছে। এইটীই চরম মীমাংসা ও বেদাদি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য অর্থ। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকপঞ্চকের উপসংহার, স্থানীয় শ্লোকে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, এই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই জীবাত্মার সার সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা। যেমন পুত্রবিত্তাদিতে প্রীতি কেবল দেহানুরোধে এবং দেহে প্রীতি আত্মানুরোধে সেইরূপ আত্মাতে প্রীতি কেবল পরমাত্মার অনুরোধে মাত্র। সেই

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং।

অন্বয়ঃ।

অখিলাত্মনাং সর্ব্বপ্রাণিনাং আত্মানং এনং কৃষ্ণং এব ত্বং অবেহি জানীহি। সঃ কৃষ্ণঃ অপি জগদ্ধিতায় (যাদৃশী লীলা শ্রুত্বা জনো মনোমালিন্যং বিহায় স্বপরায়ণঃ স্যাৎ তাদৃশী-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিবক্ষিতং সিদ্ধান্তং প্রতিপাদয়ং স্তত্রদৃষ্ট্যা তস্যাপ্যাত্মন আপেক্ষিক প্রীতিবিষয়ত্বমেব; আত্যন্তিকপ্রীতিবিষয়ত্বং কেবলং কৃষ্ণস্যৈবেত্যাহ কৃষ্ণমিতি। অখিলানামাত্মনাং জীবানাম-প্যাত্মানং পরমাত্মানমেব কৃষ্ণমবেহি তেন পুত্রাদিষু প্রীতির্যথা দেহানুরোধেন দেহে চ প্রীতির্যথা আত্মানুরোধেন তথৈবাত্মরূপি প্রীতিঃ পরমাত্মানুরোধেন সচ পরমাত্মা কৃষ্ণ এব মূর্ত্তঃ পূর্ণ এব। যদুক্তং। বিষ্টভ্যাহমিদংকৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদিত্যন্তঃ কৃষ্ণস্যৈবা-ত্যন্তিক প্রীতিবিষয়ত্বাত্তত্রৈব প্রীতেঃ পরাকাষ্ঠেতি স্বপুত্রেভ্যোঽপি তত্র যৎ প্রেমাধিক্যং তদুপপাদিতং। কিঞ্চ। জীবানাং ভক্তাভাবাৎ মায়য়া জ্ঞানাবরণাচ্চ ভক্ত্যৈকপ্রকাশ্যে তস্মিংস্তাদৃশত্বেনানুভবো মায়িকজীবানামভক্তানাং কথমস্ত্বিত্যতঃ পুত্রাদিষেব লোকানাং প্রীতিবিষয়ত্বেনানুভবো ন তস্মিন্ ব্রজবাসিনান্তু মায়াতীতত্বাদ্ভক্তিপূর্ণত্বাচ্চ যথার্থ এবানুভব ইত্যতস্তেষাং স্বপুত্রাদিভ্যোঽপি তস্মিন্ প্রেমাধিক্যং স্বাভাবিকং বর্ত্ততে এবেতি সমাধেয়ম্। জগদ্ধিতায়াবতীর্ণঃ স কৃষ্ণোঽপি মায়য়া দেহীব আভাতি স্বাবিদ্যয়া মূঢ় জীব ইব ভৌতিকদেহবান্ প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ। যদ্বা। মায়য়ৈব যো দেহস্তদ্বানিব মায়োপাধিরিব প্রতীয়তে নতু স মায়োপাধিরিত্যর্থঃ। অতএব মধুসূদনসরস্বতীপাদৈরপি সচ্চিৎসুখৈকর্বপুষঃ পুরুষোত্তমস্য নারায়ণস্য মহিমা নহি মানমেতি। চিদানন্দাকারং জলদরুচিসারং শ্রুতি-

এই শ্রীকৃষ্ণকেই সকল প্রাণীর আত্মা বলিয়া আপনি নির্ণয় করুন। যে সকল লীলা শ্রবণে মানবগণ মনোমালিন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মপরায়ণ হইতে পারে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল লীলানুষ্ঠান দ্বারা জগতের হিত-

আভাস।

পরমাত্মার অনুরোধে মাত্র। সেই পরমাত্মাই পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাসনা পূরণার্থ মূর্ত্তিধারণে উপস্থিত প্রত্যক্ষ রহিয়াছেন। যেমন অংশুমালী কিরণরাশি বিকীরণ করত, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে উত্তেজক ও প্রাণনশক্তি দ্বারা প্রণোদিত করিয়াও স্বয়ং অসংস্পৃষ্টভাবে অবস্থিতি করেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মায়াকে অবষ্টম্ভন পূর্ব্বক একপাদে জগৎ উৎপাদন করত, স্বয় তিন পাদে অবস্থিতি করিতেছেন। যেমন সমস্ত কিরণরাশির লক্ষ্যস্থান এক সূর্য্য, সেইরূপ সমস্ত ব্যষ্টি আত্মার চেতনাপ্রদ মূল লক্ষ্যস্থান এক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো নশ্চ নির্বৃতি বাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥ কৃষি শব্দে সত্তা এবং নঃ শব্দে আনন্দ (নির্বৃতি) বুঝায়; এই উভয় শব্দের মিলনে যে কৃষ্ণ শব্দ হয়, তাহাতে সদানন্দ স্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্মই অভিহিত হইয়াছেন।

জগদ্ধিতায় সোঽপাত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়।

লীলা করণেন জগতো হিতায়) মায়য়া স্বেচ্ছয়া এব অত্র ব্রজে দেহী ইব আভাতি ॥ ৫৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রস্তুতমাহ কৃষ্ণমেনমিতি ॥ ৫৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

গিরাং ব্রজস্ত্রীণাং হারমিত্যাদি বহুশো বর্ণিতং। যদ্বা। নন্থ পরমাত্মা খল্বিন্দ্রিয়গ্রাহ্যো ন ভবেৎ। কৃষ্ণস্তু সর্ব্বৈর্দৃশ্যত এবেতি তত্রাহ জগত্ত এব হিতায় মায়য়া নির্হেতুকাচিন্ত্যয়া কৃপয়া সোঽপি অত্র জগজ্জনেন্দ্রিয়েষু দেহীব আভাতি স্বয়মেব তদগ্রাহ্যত্বেন প্রকাশতে ইতি অতর্কতদিচ্ছয়া তদগৃহীতৈরিন্দ্রিয়ৈরেব স গৃহ্যতে ন পুনরিন্দ্রিয়ৈঃ স্বয়মেব শব্দাদিরিব গ্রহীতুং শক্য ইতি ভাবঃ। অতএব ভাগবতামৃতধৃতং নারায়ণাধ্যাত্মবচনং। নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমানন্দং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুং। ইতি তত্রস্থা কারিকা চ। ততঃ স্বয়ং প্রকাশত্বশক্ত্যা স্বেচ্ছাপ্রকাশয়া সোঽভিব্যক্তো ভবেন্নেত্রেণ নেত্রবিষয়ত্বত ইতি। তত্র হিতমন্যদেশীয়ানামনুকূলজনানাং স্বরূপাদৃষ্টিদানেনৈব স্বমাধুর্য্যগ্রাহণং প্রতিকূলানাং কংসাদ্যসুরাণান্তু পিত্তদূষিতরসনয়া মৎস্যণ্ডিকাভোজনমিব প্রাকৃতৈরেবেন্দ্রিয়ৈস্তন্মাধুর্য্যগ্রহণরহিতমেব দর্শনং ধ্যানাবেশসিদ্ধার্থং আবেশফলঞ্চ সর্ব্বাপরাধোপশমন পূর্ব্বকো মোক্ষঃ স এব তেষাং হিতং। কিঞ্চ। ব্রজস্থানামৈশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্যানামন্যেষামনুকূলপ্রতিকূলানামপি যদ্যপি স দেহেবাভাতি তদপি দেহদেহিবিভাগোঽত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ইতি মধ্বাচার্য্যধৃত মহাবারাহবচনাদেব শাস্ত্রজ্ঞৈ দেহীতি বক্তুমযোগ্যত্বাদিবশব্দপ্রয়োগঃ ॥ ৫৩।

কামনায় মাত্র স্ব ইচ্ছায় বিগ্রহ ধারণ করত, এই ব্রজভূমে দেহীর ন্যায় প্রতীত হইয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥

আভাস।

পুত্রবিত্তাদি অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণেই প্রীতির পরাকাষ্ঠা। জীবমাত্রেরই তাঁহাতে পরম প্রীতি জন্মান উচিত; কিন্তু এক ভক্তির অভাবে তাঁহার প্রতি প্রেমের উদয় না হইয়া, সাংসারিক পদার্থে প্রণয় জন্মে। ভক্তি মায়া-যবনিকাকে অন্তরিত করিয়া চিত্তকে কৃষ্ণাভিমুখী করিয়া দেয়। ব্রজবাসী জনগনের প্রেমপ্রভাবে বিত্তৈষণা ও পুত্রৈষণা নিবৃত্ত হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহারা স্ব স্ব পুত্রাদি অপেক্ষা পরপুত্র শ্রীকৃষ্ণে নিতরা প্রীতি অনুভব করিতেন। জগতের হিতকামনায় তিনি ইচ্ছাবিগ্রহ প্রকাশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; কিন্তু জীব নিজ প্রকৃতি অনুসারে তাঁহাকে অবলোকন করিত। যাহাদিগের জ্ঞাননেত্র অজ্ঞানাবরণে আচ্ছন্ন, তাহারা তাঁহাকে মায়াময় বিগ্রহবিশিষ্ট সাধারণ মানববোধে পৃথক্ থাকিত; কিন্তু যাহাদের ভক্তিকজ্জলে মায়াবরণ নিবৃত্ত হইয়াছিল, তাহারাই কেবল প্রাণের প্রাণ অন্তরের অন্তর্যামিজ্ঞানে তাঁহাতে আত্মসমর্পণে কৃতার্থ

বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।

অন্বয়ঃ।

কৃষ্ণং বস্তুতঃ পরমার্থতঃ জানতাং জনানাং অত্র সংসারে স্থাস্নু স্থাবরং, চরিষ্ণু জঙ্গমং

শ্রীধরস্বামী।

ন কেবলমাত্মনামাত্মা অপিতু জগতামপীত্যাহ বস্তুত ইতি। সর্ব্বজগৎকারণমিতি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কিঞ্চাপেক্ষিক-প্রেমাস্পদানি যে চাত্মদেহপুত্রাদ্যা স্তেঽপি বিচারবন্তঃ স এবেত্যাপেক্ষিক-প্রেমাস্পদত্বমপি তস্যৈবেত্যাহ বস্তুত ইতি। বস্তুতস্ত্বিত্যর্থঃ। কৃষ্ণং জানতাং পুংসাং

পরমার্থজ্ঞানী জনগণের বিচারজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণই এই স্থাবর ও জঙ্গমরূপে বিরাজ করিতেছেন; এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডই এক ভগবানের রূপ; তিনি

আভাস।

হইয়াছিল। এতদর্থে পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি আধুনিক ভক্ত শিরোমণিগণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভগবান নারায়ণের দেহ সর্ব্ববিধ প্রমাণের অতীত; সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ; ঐ ব্রজনারীগণের হৃদয়ৈকবল্লভ নব-ঘন শ্যাম-সুন্দর মদন-মোহন মুরলী-ধারী মূর্ত্তিই শ্রুতিবাক্যের সার ও তাৎপর্য্যার্থ নির্ণায়ক। তিনি ইন্দ্রিয়ের অতীত হইলেও, ইন্দ্রিয়গোচর; দেহ অবলম্বনে যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, সে কেবল তাঁহার ইচ্ছায় মাত্র। মহারাজের ইচ্ছানুসারেই রাজ্য-শাসন প্রণালী গঠিত হয়; প্রজাগণ তাহার উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু যাঁহার নিয়ম, তিনিই তাহার পরিবর্ত্তনে সমর্থ; অপরে কেহ তাহার কারণ বা হেতু জানিতে সক্ষম হয় না। ভগবৎস্বরূপ ইন্দ্রিয়ের অগোচর, ইহা ভগবানেরই নিয়ম। কিন্তু যদি তিনি ইচ্ছা করেন, কে তাহার কারণ বা প্রমাণ দর্শাইবে? তাঁহার ইচ্ছাই বলবতী; তাঁহার ইচ্ছাক্রমে জীব তাঁহাকে দেহধারীরূপে প্রতীত করিয়াছিল। তাঁহার দেহ, তাঁহার ইচ্ছা এবং তাঁহাকে যে সর্ব্বেশ্বর বা সাধারণ মানব বলিয়া প্রতীতি হয়, সেও তাঁহারই ইচ্ছা। যেমন প্রেতাবিষ্টা ব্রাহ্মণপত্নী সর্ব্বত্র প্রেতরূপ অবলোকন করিয়া এতই তন্নিষ্ঠা হয় যে, পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্ত বিস্মৃত হইয়া আপনাকেও প্রেতজ্ঞানে পরিচয় প্রদান করে, সেইরূপ যাঁহাদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়ই তাঁহার স্বরূপ প্রত্যক্ষে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইল; অন্যে মানবাকৃতি ছায়ামাত্র দর্শন করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে পাইয়াছিলেন, তিনিই কৃষ্ণলাভ করিয়াছিলেন এবং যাহাকে কৃষ্ণ পান নাই, সে কৃষ্ণকেও পায় নাই। পিত্তদূষিত রসনায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট মধুর রস বাঞ্ছনীয় নহে, তিক্তই আদরণীয়; সেইরূপ বিষয়দূষিত চিত্তে ভগবান বর্জ্জনীয়, ও বিষয়ই প্রার্থনীয়। অতএব প্রকৃতির অনুসারে জীব অভিলাষ করে ও অভিপ্রেত বস্তু প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ দেহ ধারণ করিয়াছেন, একথা সঙ্গত

ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন ॥ ৫৪ ॥
সর্ব্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।

অন্বয়ঃ।

চ অখিলং সর্ব্বং ভগবদ্রূপং এব অন্যৎ কিঞ্চন বস্তু ইহ জগতি ন (অবশিষ্যতে) ॥ ৫৪ ॥

সর্ব্বেষাং প্রাকৃতাপ্রাকৃতানাং অপি বস্তূনাং ভাবার্থঃ (ভাবরূপো যোঽর্থঃ সত্তা সম্ভবতি

শ্রীধরস্বামী।

কৃষ্ণং জানতাং পুংসাং স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ সর্ব্বং ভগবদ্রূপং ভগবানেব রূপং যস্য তৎ নান্যৎ ॥ ৫৪ ॥

কুত্র ইতি তত্রাহ সর্ব্বেষামিতি। ভাবার্থঃ পরমার্থো ভবতি ভবৎপরিণামং প্রাপ্নুবৎ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মতে স্থাবরজঙ্গমঞ্চ সর্ব্বং তদ্রূপমেব তস্যৈব সর্ব্বকারণত্বাৎ কারণস্যৈব কার্য্যকারত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৫৪ ॥

কুত্র ইতি তদাহ সর্ব্বেষামপি স্থাবরজঙ্গমানাং ভাবঃ। ভবন্ত্যস্মাদিতি ভাবঃ কারণং প্রধানং তদ্রূপোঽর্থঃ স্থিতঃ স্থিরো ভবতি তস্যাপি ভাবস্য ভাবঃ কারণং কৃষ্ণ এব অতঃ

ব্যতীত জগতে অন্য কোন বস্তুই দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ৫৪ ॥

জগতে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত যে কোন পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, সকলেরই অস্তিত্বব্যঞ্জক ভাবরূপ একটী উপাদান কারণ আছে, যাহাতে নির্ভর দিয়া

অভাস।

নহে; কারণ তাহা হইলে দেহাতিরিক্ত তিনি দেহী আছেন, স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু মহাবরাহবচনে প্রকাশ আছে যে, দেহ ও দেহী বিভাগ ভগবৎস্বরূপে কখনই কল্পনীয় নহে ॥ ৫৩ ॥

ভগবৎস্বরূপের প্রতীতি হইলে, বিষয়প্রেম দূরে যায়; সংসারের কোন পদার্থেই আসক্তি থাকে না; সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা ভগবানের প্রেমপূর্ণ মধুর অপেক্ষা মধুরতম মূর্ত্তিখানি হৃদয়মন্দিরে জাগরূক থাকিয়া, ভক্তকে সংসারীদশাতেও অসংসারী করিয়া রাখে। ব্রজবাসীরা সাক্ষাৎ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াও যে পুত্রাদিকে লালন পালনাদি যত্ন ও প্রেম করিতেন, সে কেবল আপেক্ষিক মাত্র। কারণ যাঁহারা কৃষ্ণকে চিনিয়াছেন, তাঁহারা স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় জাগতিক বস্তুকেই চিনিয়াছেন; তাঁহারা কৃষ্ণকে প্রত্যেকের অন্তরে নিরীক্ষণ করিয়া পদার্থে প্রেম করিবার ছলে এক শ্রীকৃষ্ণকেই প্রেম করিতেছেন। তিনিই সর্ব্বকারণ ও বিশ্বাধার ॥ ৫৪ ॥

দ্বেষ হিংসাদি বর্জ্জন পূর্ব্বক স্থিরলক্ষ্য হইয়া অনাসক্তভাবে বস্তুবিশেষে প্রেম করিলেও যে ভগবানকেই প্রেম করা হয়, তাহাই শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। বিচিত্ররূপে পরিদৃষ্ট জগতের ভাবরূপই শ্রীহরি; অর্থাৎ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত যে কোন বস্তু বিদ্যমান রহিয়াছে

তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তু রূপ্যতাং ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ।

তৎসত্তাশ্রয়সত্তাবন্তি উপাদানাদৌ বস্তুনি) স্থিতঃ ভবন্তি। তস্য সর্ব্বস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ তৎতৎ-সর্ব্বশক্তিবিশিষ্টঃ অতস্তস্য কৃষ্ণব্যতিরিক্তং বস্তু কিং তৎ রূপ্যতাং নিরূপ্যতাং ॥ ৫৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কারণং তস্মিন্ তস্যাপি ভবতঃ কারণস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণো ভবৎকারণং অতঃ কিং অতৎ শ্রীকৃষ্ণব্যতিরিক্তং বস্তু রূপ্যতাং ॥ ৫৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কিং অতৎ শ্রীকৃষ্ণব্যতিরিক্তং বস্তু রূপ্যতাং। যদ্বা। বস্তূনাং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং ভাবার্থো ব্যঙ্গ্যো-হর্থঃ আত্মা স্থিরো ভবতি তস্যাপাংশত্বাত্তদ্ব্যঙ্গ্যোহংশী শ্রীকৃষ্ণঃ। অতঃ কিং অতৎ তদ্ভিন্নং বস্তু কিং কিমর্থং রূপ্যতাং স এব কেবলং সেব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

বস্তু সদ্রূপে প্রতীয়মান হয়। সেই সর্ব্ববিধ জগৎভাবের সর্ব্ব প্রকার শক্তি-স্থানই এক শ্রীকৃষ্ণ; তিনি ব্যতীত অন্য কোন পদার্থই সংসারে নাই ॥ ৫৫ ॥

আভাস।

সেই সকলের অস্তিত্বরূপই এক ভগবান্ মাত্র। যেমন পত্র, পুষ্প, ফল ও মুকুলাদির আশ্রয় এক বৃক্ষ; ঋতুর পর্য্যায়ে এক বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন, বৃক্ষের অন্তর হইতে বৃক্ষের রসে পুষ্ট হইয়া উদ্গত হয়; সেইরূপ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এক কৃষ্ণরসে ভাবিত ও বর্দ্ধিত হইয়া উদ্ভাসিত হইতেছে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "একস্য সতঃ প্রপঞ্চকার্য্য মিদং ন বস্তু সৎ"; সৎস্বরূপ এক ভগবানের মায়া শক্তির বিস্তারে এই প্রপঞ্চ জগৎ রচনা হইয়াছে; শক্তিমান্ তিনিই সত্য, আর সমস্তই জলবিম্বের ন্যায় মিথ্যা ও অলীক মাত্র। জলবুদবুদের অস্তিত্বব্যঞ্জক জল; তাহাতে বিম্বের আকার কেবল কল্পিত মাত্র, সেইরূপ বিশ্বের আকার এক ভগবান্; তাঁহার শক্তিতে বিশ্বের আকার কেবল তাঁহার কল্পনায় মাত্র। যেমন মেঘ না থাকিলে, গন্ধর্ব্ব নগরাদির কল্পনাও হয় না, সেইরূপ ভগবৎসত্তা ব্যতীত জগতের আর পৃথক্ সত্তা উপলব্ধ হয় না। আকার বিলুপ্ত হইয়া ঘট সরাবাদি যেমন এক মৃত্তিকাতেই লীন হয়, প্রলয়ের অন্তে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ভগবৎসত্তাতেই প্রলীন হইবে এবং সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবৎশক্তির আশ্রয়েই অব্যক্তভাব হইতে ব্যক্ত হইবে। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই শ্রুতি অনুসারে সমস্তই ব্রহ্ম; ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন পদার্থই নাই। বিভিন্ন বাদীদিগের মতে জগৎ নিত্য ও সত্য। সৎ বস্তুর নিবৃত্তি বা অসৎ পদার্থের উৎপত্তি কখন সঙ্গত হয় না। তবে ব্যক্তভাবাপন্ন জগৎ প্রলয়দশান্তে কারণরূপ অব্যক্তভাব প্রাপ্ত হয় মাত্র; মূল জগতের ক্ষয় বা উপচয় কখনই ঘটে না। সিদ্ধান্তীর মতে ভাবই দ্বিবিধ; ব্যক্ত ও অব্যক্ত। অব্যক্তভাব কারণরূপ এবং ব্যক্তভাব জগৎরূপ; কিন্তু এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাবদ্বয় যাঁহার, তিনিই এই দুই হইতে ভিন্ন;

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাং॥

অন্বয়ঃ।

মহৎপদং (মহতাং ব্রহ্মশিবাদীনাং অপি পদং আশ্রয়ভূতং) পুণ্যযশোমুরারেঃ (পুণ্যং শ্রবণাদিপরাণাং অন্তঃকরণশোধকং যশো যস্য সঃ চাসৌ মুরারিশ্চ তস্য) পদপল্লবপ্লবং (সংসার-সিন্ধুতরণে নৌঃ তং) যে সমাশ্রিতাঃ (সম্যক্ নিষ্কপটং আশ্রিতা) তেষাং ভবাম্বুধিঃ বৎসপদং (ইব সুতরঃ ভবতি) পরং পদং (শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্যং) পদং (স্থানং ভবতি) বিপদাং দুঃখানাং যৎ পদং (স্থানং সংসারং তৎ পুনঃ কদাপি ন ভবতি॥

শ্রীধরস্বামী।

তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব পরমাত্মত্বাৎ তদেকশরণানামযত্নসিদ্ধো মোক্ষ ইতি প্রকরণার্থমুপসংহরতি সমাশ্রিতা ইতি। পুণ্যং যশো যস্য সঃ পুণ্যযশাঃ সচাসৌ মুরারিশ্চেতি তস্য। পদপল্লব এব প্লবস্তং যে সম্যক্ আশ্রিতাঃ মহৎপদং মহতাং পদমাশ্রয়ং। যদ্বা। মহচ্চ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তদেবং সাধিতং শ্রীকৃষ্ণস্যৈব প্রেমাস্পদত্বং তচ্চরণাশ্রয়ণৈকহেতুকান্যায়াতরণাদেবানুভবগোচরীভবন্তীতি তচ্চরণাশ্রয়িণামেব সর্ব্বোৎকর্ষমভিব্যঞ্জয়তি সমাশ্রিতা ইতি। পুণ্যং চারু মনোহরং যশো যস্য তস্য মুরারেঃ পদপল্লব এব প্লবস্তং যে সম্যক্ কৈবল্যেনাশ্রিতাঃ।

শ্রীবিষ্ণুদেব ব্রহ্মাদি শ্রেষ্ঠজনগণের আশ্রয়; মুরারির যশোরাশি শ্রবণে চিত্ত বিবিধ বাসনাব্যাধি হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়। যাঁহারা নিষ্কপট ভক্তি-সহকারে ভবসমুদ্রের তরণী সেই শ্রীহরির পদপল্লবে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারা গোষ্পদের ন্যায় অনায়াসে এই ভবসংসার অতিক্রম করিয়া পরম-পদ বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেন। এই দুঃখসঙ্কুল সংসারক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে আর পুনরাগমন করিতে হয় না॥

আভাস।

যেমন বাল্য, যৌবন ও জরা এই ভাবত্রয় দেহের উপরই প্রকাশ পায়; দেহেরই অবস্থা ভেদ মাত্র; সেইরূপ অব্যক্ত কারণভাব বা ব্যক্ত কার্য্যভাব যাঁহার উপর অনবরত নির্ভর করিতেছে, তিনিই জগজ্জীবন পরমকারণ ভগবান্। তিনিই এই শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। অতএব যত প্রকার ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্তলাভে জীব জগতে আগমন করিয়াছে, সংবাদ-দাতা-রূপ সেই সকলের দ্বারা এক কৃষ্ণের সংবাদ লওয়াই উচিত; অন্য পদার্থের সংবাদে বৃথা সময় অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য নহে॥ ৫৫॥

পিতার আদরের পুত্রই অধিক আবদার করে; তাহার আবদারে পিতাকে অনেক বেগ পাইতে হয়। তিনি পুত্রের আবদারের অনুরূপ কার্য্য করেন বটে, কিন্তু লক্ষ্য

এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যৎ পৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া।

অন্বয়ঃ।

কৌমারে হরিরুক্তং যৎ পৌগণ্ডে তৎ পরিকীর্ত্তিতং ইতি ত্বয়া অহং ইহ যৎ পৃষ্টঃ

শ্রীধরস্বামী।

তৎ পদঞ্চেতি তথা তেষাং ভবাম্বুধির্বৎসপদমাত্রং ভবতি। কিঞ্চ। পরং পদং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কীদৃশং মহতাং পদমাশ্রয়ং। তেষাং ভবাম্বুধি র্বৎসপদং তীর্ণতর্ত্তব্যবস্তুভানাম্পদং ভবতি পরং পদং নিত্যধাম শ্রীবৃন্দাবনবৈকুণ্ঠাদি তেষাং পরমাস্পদং বিপদাং যৎ পদং

অতএব হে মহারাজ! বাসুদেবের কুমারকালীন লীলাবৃত্তান্ত পৌগণ্ড-আভাস।

রাখেন যেন, পুত্র তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া ঘোর অনিষ্টে নিপতিত না হয়। জীব জগৎপিতার আবদারকারী পুত্র। পিতৃসদন হইতে যথেচ্ছাক্রমে সংসার-প্রান্তরে প্রবেশোন্মুখ দেখিয়া, ভগবান্ তাহাকে পথের সম্বলস্বরূপ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্ত প্রদান দ্বারা ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, যদি পথে কোন বিপদ দেখ! এই সমস্ত সহচর দ্বারা আমার অনুসন্ধান করিও, তাহা হইলে সকল বিপদ দূর হইবে। পিতার অবাধ্য হইয়া স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় পুত্র বিচরণ করিলেও, পিতা গোপনভাবে পুত্রের সঙ্গেই থাকেন; আবদারের ফলে বিপন্ন হইয়া অকপটে তাঁহাকে অনুসন্ধান করে, ভবিষ্যতে আর অন্যায় আবদার না করে, এই নিমিত্ত-সহজে দেখা দেন না; বিষয়ের অন্তরালে গোপনভাবে পুত্রের প্রিয় সম্ভাষণের ন্যায় জীবের আকুলতাপূর্ণ প্রেমমিশ্র ভক্তিভরে সম্বোধনের প্রতীক্ষা করেন মাত্র। জীবানুচর ইন্দ্রিয়বর্গ জীবের মঙ্গলকামনায় যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মানন্দ অনুসন্ধানের পরিবর্ত্তে ভ্রমক্রমে বিষয়ানন্দ সংগ্রহ করে, সে পর্য্যন্ত ভগবান্ উপযুক্ত অবসরের অদর্শনে স্বয়ং নিশ্চিন্ত থাকেন; জীবকে আরও আবদারের বিষয় ও অবসর প্রদান করিয়া তাহার নিকট হইতে অবসর লইতে থাকেন। কিন্তু জীব সংসারচারিণী জরা প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত রাক্ষসীর নিকট মূর্ত্তি ও ভীষণ হুঙ্কাররবে আকুল হইয়া নূতন আবদার করিতে আর সাহসী না হইয়া, বুদ্ধি-সচিবের স্নেহপূর্ণ বচনে আশ্বস্ত হইয়া বিষয়ের অন্তরালবর্ত্তী আনন্দরূপী পরম পিতার অনুসন্ধানার্থ ইন্দ্রিয়গণকে প্রেরণ করে। ভগবান্ তখনও অপরিপক্কচিত্ত জীবসন্তানের নিকট বাহিরে ধরা না দিয়া তাহারই হৃদয়গৃহের অন্তর্গুহায় লুক্কায়িত হন। বালক যেমন ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন বিপদসঙ্কুল স্থানে পতিত হইয়া, "আর আবদার করিব না, পিতা আমাকে রক্ষা করুন" বলিয়া আর্ত্তস্বরে চিৎকার করিবা মাত্র পিতা পশ্চাৎভাগ হইতেই তাহাকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লন; পুত্রের তখন বিনা আয়োজনে ও নিরুদ্বেগে সকল দুঃখই দূরে যায়, বিপদ সম্পদে পরিণত হয়, সেইরূপ জীব যখন আকুল প্রাণে বুদ্ধি প্রভৃতি সকল আশ্রয়কে তুচ্ছ

যৎ কৌমারে হরিকৃতং গৌগণ্ডে পরিকীর্ত্তিতং ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ।

এতৎ সর্ব্বং তে তুভ্যং আখ্যাতং ॥ ৫৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্যং পদং স্থানং ভবন্তি বিপদাং যৎ পদং আশ্রয়ন্তং পুনঃ কদাচিদপি তেষাং ন ভবন্তি ন ততঃ পুনরাবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দুর্বিষয়ং তৎখলু তেষাং কদাচিদপি ন ভবন্তীতি তেষাং মতিস্তত্তোঽন্যত্র নাসজ্জতে ইত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

কালে কেন বর্ণিত হইয়াছিল বলিয়া তুমি আমার নিকট যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সে সকলের উত্তর তোমাকে প্রদান করিলাম ॥ ৫৬ ॥

আভাস।

জ্ঞানে তাচ্ছিল্য করত বিপদহারী ভগবান শ্রীহরির চরণপদ্মে আশ্রয়গ্রহণ করে, তখন প্রচণ্ড রাক্ষসীদেহকে ছায়াজ্ঞানের ন্যায়, ভব-সমুদ্রকে গোষ্পদের ক্ষুরচিহ্নিত গর্ত্তস্থ বারি মাত্রের ন্যায় তৎসন্নিধানে উপলব্ধ হয়। যেমন সন্তরণবলে সমুদ্র অতিক্রম করিবার আশা কেবল কল্পনা মাত্র, সেইরূপ কেবল কর্ম্ম ও বিচারবলে সংসার অতিক্রম করিবার বাসনাও কল্পনা মাত্র। সমুদ্র পার হইতে হইলে, তরণীর প্রয়োজন, ভবসংসার উত্তীর্ণ হইতে হইলে ভবের কাণ্ডারী শ্রীহরির চরণতরীর বিশেষ আবশ্যক। সে তরী অন্বেষণ করিতে হয় না; যে কোন স্থানে বা যে কোন অবস্থায় থাকা যাউক না, অনন্যমনে সেই চরণে আত্মসমর্পণ করিলে, সে তরণী স্বয়ং নিকটে আসেন এবং ভক্তকে অতি যত্নসহকারে লইয়া গিয়া পরম পদে স্থান দেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যশ্চ, ন স পুনরাবর্ত্ততে ন স পুনরাবর্ত্ততে"। অরে মৈত্রেয়ি! সর্ব্ববার্ত্তা বিস্মৃত হইয়া, সেই পরম পুরুষের কথা গুরুমুখে শ্রবণ করা কর্ত্তব্য; তদ্বিষয়ে আলোচনা কর্ত্তব্য; অরে প্রেমের ধনকে অনবরত অনন্যমনে চিন্তা করা বিধেয়; তাহা হইলে আর এ বিপদসঙ্কুল ঘোর সংসার-কারাগারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। আশ্রিত ভক্তের মন জীবদ্দশাতেও ভগবচ্চরণ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে আর তুষ্টি লাভ করে না। এই শুকোক্তি দ্বারা পরীক্ষিৎকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ৫৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্রীকৃষ্ণের এই বাল্য-লীলা শ্রবণে জীবের সকল সন্দেহ ভঞ্জন হইয়া পরমার্থ লাভ হয়। এই লীলাতে ভগবান্ সম্পূর্ণ অসম্ভব ক্রিয়া সকলের নিষ্পত্তি দেখাইয়াছেন। প্রথম সুহৃদ্গণের সহিত ভোজনে নিতান্ত সাধারণ গোপশিশুর ন্যায় পরিচয় দিয়াছেন; তৎসঙ্গে বিকটদেহ অঘাসুরকে নিহত করিয়া, অসামান্য শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন; আবার তাহার পরক্ষণেই ধরাসনে গোপবালকের সহিত একত্র ভোজন করিয়া ভক্ত নিকৃষ্ট হইলেও তাঁহার ত্যাজ্য নহে, বরং বিশেষ আদরণীয় তাহা সুস্পষ্ট বুঝাইয়াছেন। ব্রহ্মমোহন

এতৎ সুহৃৎভিশ্চরিতং মুরারেরঘার্দ্দনং শাদ্বলজেমনঞ্চ।
ব্যক্তেতরং রূপমজোর্ব্বভিষ্টবং শৃণ্বন্ গৃণন্নেতি নরোঽখিলার্থান্।
এবং বিহারৈঃ কৌমারৈঃ কৌমারং জহতুর্ব্রজে।

অন্বয়ঃ।

এতৎ মুরারেঃ সুহৃদ্ভিঃ চরিতং, অঘার্দ্দনং অঘাসুরমোক্ষণং, শাদ্বলজেমনং (হরিততৃণস্থলে সখিভিঃ সহ ভোজনং) ব্যক্তেতরং ব্যক্তাৎ জড়াৎ প্রপঞ্চাৎ ইতরং শুদ্ধানন্দাত্মকং রূপং অজোর্ব্বভিষ্টবং (অজেন ব্রহ্মণাকৃতং উরুর্মহান্তং অভিষ্টবং স্তোত্রং) চ শৃণ্বন্ গৃণন্ নরঃ অখিলার্থান্ সর্ব্বপুরুষার্থান্ ইতি প্রাপ্নোতি॥

এবং ইত্থং প্রকারৈঃ (অন্যৈরপি নিলায়নৈঃ সেতুবন্ধৈঃ মর্কটোৎপ্লবনাদিভিঃ বিহারৈঃ

শ্রীধরস্বামী।

সুহৃদ্ভিশ্চরিতং মুষ্ণন্তোঽন্যোন্যশিক্যাদীনিত্যাদিনোক্তং অঘার্দ্দনঞ্চ শাদ্বলজেমনং ভোজনং ব্যক্তেতরং ব্যক্তাৎ জড়প্রপঞ্চাৎ ইতরং শুদ্ধসত্ত্বাত্মকং বৎসবৎসপালরূপং যদ্বা। ব্যক্তেতরশ্চিদ্বিলাসস্তং। রূপ্যত ইতি রূপং অজস্য উরুর্মহান্ অভিষ্টবস্তং ব্রহ্মকৃতাং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সুহৃদ্ভিশ্চরিতং মুষ্ণন্তোঽন্যোন্যশিক্যাদীনিত্যাদিনোক্তং। ব্যক্তাৎ প্রপঞ্চাদিতরৎ। অকারান্ত-ত্বমার্ষং। অজস্য উরুর্মহান্ অভি সর্ব্বতোভাবেন স্তবস্তং॥

ব্রহ্মন্ কালান্তরকৃতং তৎকালীনং কথং ভবেদিতি রাজপ্রশ্নোত্তরং সমাপ্য পুনস্তাং কথাসেবায়বলম্বমান আহ এবমিতি জহতুঃ সংবৃতবন্তৌ। নিলায়নৈঃ নিলীয়স্থিতিস্ত-

---

হে কুরুবংশাবতংস! কৃষ্ণসখাগণের এইরূপ আচরণ, অঘাসুরের বধ, বাসুদেবের বনভোজন ও শ্রীকৃষ্ণের জরাতিরিক্ত বিশুদ্ধ আনন্দময় স্বরূপ এবং ব্রহ্মাকৃত পরমার্থোপদেশক বিস্তৃত স্তব যে ব্যক্তি শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, তিনি যাবতীয় পুরুষার্থই অচিরে প্রাপ্ত হয়েন, সন্দেহ নাই॥

এবং এই প্রকার অন্যান্য সেতুবন্ধন ও মর্কটগণের সহিত ক্রীড়াদি

আভাস।

কালে নিজে সমস্ত গোপশিশু ও বৎসাদি হইয়া জগৎকে দেখাইয়াছেন যে, যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, ইহার কিছুই কিছু নহে; তিনি সকলই অথচ তিনি এই সমস্ত পদার্থ নহেন। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাদিরও গুরু। কালক্রমে সকলেরই পরিবর্ত্তন বা অবস্থান্তর ঘটে, কেবল তিনি শাশ্বত ও পুরাতন তাহা ব্রহ্মাকৃত স্তবেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় আছে। শ্রীকৃষ্ণের এই বাল্যলীলাতেই তাঁহার ভগবত্তাবের বিলক্ষণ প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ হইলেও প্রেমিক ভক্তগণকে প্রেম বিতরণার্থ ব্রজে বাসকালে কৌমার লীলা দ্বারা সকলের আনন্দবর্দ্ধনে কোন প্রকার ত্রুটি করেন নাই॥ ৫৭॥

নিলায়নৈঃ সেতুবন্ধে মর্কটোৎপ্লবনাদিভিঃ ॥ ৫৭ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ব্রহ্মস্তবো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ॥

ততশ্চ পৌগণ্ডবয়ঃশ্রিতৌ ব্রজে বভূবতুস্তৌ পশুপালসম্মতৌ।

অন্বয়ঃ।

(রামকৃষ্ণৌ) ব্রজে কৌমারং জহতুঃ ত্যক্তবন্তৌ ॥ ৫৭ ॥

ইতি দশমে চতুর্দ্দশঃ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ। ততঃ চ কৌমারাবস্থানন্তরং যদা তৌ রামকৃষ্ণৌ ব্রজে

শ্রীধরস্বামী।

স্তুতিং এতৎ শৃণ্বন্ গৃণন্ নরঃ সর্ব্বপুরুষার্থান্ প্রাপ্নোতি ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীপরমানন্দনৃসিংহপদষট্পদঃ। ব্যাকরোৎ শ্রীধরস্বামী যথামতি বিধেঃ স্তুতিং ॥

॥ * ॥ ইতি দশমে চতুর্দ্দশঃ ॥ * ॥

ততঃ পঞ্চদশে ধেনুপালনং ধেনুকার্দ্দনং।
কালিয়ক্ষেড়তো গোপরক্ষণঞ্চ নিরূপ্যতে।
অহিবক্ত্রপ্রবেশেন বৃথা খিন্নান্ সখীনতঃ।
কৃষ্ণঃ প্রাবেশয়ৎ পক্কফলং তালালিকাননং ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দম্বেষণাদ্যৈঃ সেতুবন্ধ লঙ্কাপ্রয়াণক্ষীরাব্ধিমথনাদিভিরবতারান্তরচরিতৈঃ ॥ ৫৭ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
চতুর্দ্দশোঽয়ং দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥
ধেনূনাং রক্ষণং জ্যেষ্ঠস্তুতিঃ স্বৈঃ সহ খেলনং।
ধেনুকস্য বধো রক্ষা বিষাৎ পঞ্চদশে গবাং ॥

বিহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ে ব্রজে কৌমারকাল অতিবাহিত করিলেন ॥ ৫৭ ॥

ইতি দশমে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

আভাস।

ইতি দশম স্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে আভাস সমাপ্ত ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়ে ধেনুপালন কালে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক ধেনুকাসুরের বধ ও কালিয় সর্পের বিষে জর্জ্জরিত মৃতপ্রায় বৎস ও বালকগণের রক্ষা বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ॥

গাশ্চারয়ন্তৌ সখিভিঃ সমং পদৈর্বৃন্দাবনং পুণ্যমতীব চক্রতুঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।

পৌগণ্ডবয়ঃ শ্রিতৌ পশুপালসম্মতৌ (পশূনাং গবাদীনাং পালনে চারণাদৌ নন্দাদীনাং সম্মতৌ অভিমতৌ) বভূবতুঃ তদা সখিভিঃ সমং গাঃ চারয়ন্তৌ পদৈঃ বৃন্দাবনং অতীব পুণ্যং পবিত্রং চক্রতুঃ ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

পশুপালসম্মতৌ পশুপালনেসম্মতৌ পশুপালানাং বা সম্মতৌ ঈষদ্বয়োবলাতিরেকমনুকৃতবন্তাবিত্যর্থঃ। অতীব চক্রতুঃ। সর্ব্বতঃ প্রসর্পণেন ॥ ১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ততঃ পঞ্চমবর্ষক্রীড়ানন্তরং পশূনাং পালনে সম্মতৌ গোপৈঃ সম্মতীভূতৌ তদ্দিনন্তু পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে দৃষ্টং। শুক্লাষ্টমী কার্ত্তিকে তু স্মৃতা গোপাষ্টমী বুধৈঃ। তদ্দিনাদ্বাসুদেবোঽভূদ্গোপঃ পূর্ব্বন্তু বৎসপ ইতি। পদৈঃ পদচিহ্নৈ র্ধ্বজাদিভিঃ পুণ্যং চারু অতীবেতি পূর্ব্বমুনবিংশতি চিহ্নানাং চরণস্যোর্ঘৃত্বাদ্রেখাণামতিসূক্ষ্মত্বেন স্পষ্টীভাবাৎ ॥ ১ ॥

শুকদেব বলিলেন, তদনন্তর রাম-কৃষ্ণ এইরূপে কৌমার কাল অতিক্রম করত যখন পৌগণ্ড অর্থাৎ ষষ্ঠ বর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্তে গাভী প্রভৃতির চারণ ও রক্ষণাদিতে সমর্থ বলিয়া নন্দাদির অভিমত হইলেন, তখন বয়স্য সখাগণে পরিবৃত হইয়া গাভীচারণচ্ছলে বনে বনে বিচরণ করত চরণচিহ্নে বৃন্দাবনের অপূর্ব্ব শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

আভাস।

শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত গোপবালক সহ বনে গোবৎস চারণ করত ক্রীড়া করিতেন; ক্রমশ ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিলে, তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক কলেবরও প্রকটিত ভাব প্রকাশ পাইল। সুতরাং বৎসগণের সঙ্গে গাভীচারণে ও রক্ষণে তিনি সক্ষম হইয়াছেন এইরূপ নন্দাদি প্রাচীন গোপগণ মনে মনে বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে গাভীরক্ষণে অনুমোদন করিলেন। এদিকে কৃষ্ণের রক্ষিত বৎসগণ স্তন্যপানে নিবৃত্ত হওয়ায় তাহাদিগের মাতা গাভীর সহিত একত্র বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহারা কৃষ্ণপ্রাণ, শ্রীকৃষ্ণের বংশী ধ্বনি শ্রবণ না করিলে বনে নির্গত হয় না; কৃষ্ণসঙ্গ ব্যতীত বিচরণ করে না এবং গোষ্ঠেও প্রত্যাগত হয় না; সুতরাং গোপগণ প্রাণের ধন শ্রীকৃষ্ণ নিতান্ত শিশু হইলেও বৎস সমভিব্যাহারী গাভী ও বৃষের রক্ষণার্থ শ্রীকৃষ্ণকেই নিযুক্ত করিতে অগত্যা স্বীকার করিলেন। এই গাভীচারণের ভার কার্ত্তিকের শুক্লাষ্টমী দিবসেই প্রথম আরম্ভ হয়; তাহা পদ্মপুরাণের কার্ত্তিকমাহাত্ম্যেই বর্ণিত হইয়াছে। নিতান্ত শৈশবাবস্থায় চরণচিহ্ন তত্ত্ব প্রকটিত হইত না, এক্ষণে বয়োধর্ম্মে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের

তন্মাধবো বেণুমুদীরয়ন্ বৃতো গোপৈর্গৃণদ্ভিঃ স্বযশো বলান্বিতঃ।
পশূন্ পুরস্কৃত্য পশব্যমাবিশদ্বিহর্ত্তুকামঃ কুসুমাকরং বনং॥ ২॥
তন্মঞ্জুঘোষালিমৃগদ্বিজাকুলং মহন্মনঃস্বচ্ছপয়ঃসরস্বতা।

অন্বয়ঃ।

স্বযশঃ গৃণদ্ভিঃ গায়দ্ভিঃ, গোপৈঃ বৃতঃ পরিবেষ্টিতঃ বলান্বিতঃ বলদেবেন বিহর্ত্তুকামঃ মাধবঃ সঃ কৃষ্ণঃ পশূন্ পুরস্কৃত্য বেণুং উদীরয়ন্ বাদয়ন্ পশব্যং পশুভ্যো হিতং তৎ কুসুমাকরং বনং আবিশৎ॥ ২॥

মহন্মনঃস্বচ্ছপয়ঃসরস্বতা (মহতাং মনসা তুল্যং স্বচ্ছং পয়ো যস্মিন্ তৎসরঃ আশ্রয়রূপেন

শ্রীধরস্বামী।

স্বযশো গৃণদ্ভির্গোপৈর্বৃতস্তদ্বনং প্রাবিশৎ॥ ২॥

তদ্বনং নিরীক্ষ্য রন্তুং মনো দধে। কথম্ভূতং মঞ্জুঘোষা যে অলিমৃগদ্বিজাঃ ভ্রমরমৃগপক্ষিণ-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তদ্বনং পশব্যং পশুভ্যো হিতং আসমন্তাদবিশৎ। মাধব ইতি শ্লেষেণ বসন্ত ইব তদুল্লাসকঃ॥১॥

তৎপঞ্চেন্দ্রিয়াহ্লাদকং বনং নিরীক্ষ্য মঞ্জুঘোষা অলয়ো মৃগা দ্বিজাঃ পক্ষিণশ্চ তৈ র্ব্যাপ্তমিতি দ্বিবিধেন সৌস্বর্য্যেণ শ্রোত্রস্য বাতেন জুষ্টং সেবিতমিতি ব্যঞ্জিতেন মান্দ্যেন মহন্তাং মনঃপ্রখ্যং

শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় যশোগায়ক গোপগণে পরিবৃত হইয়া বিহার বাসনায় গাভীগণকে অগ্রবর্ত্তী করত বেণুধ্বনি করিতে করিতে বলদেবকে সমভিব্যাহারে লইয়া কুসুমোপশোভিত পশুগণের হিতকর বৃন্দাবনের অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন॥ ২॥

হে রাজেন্দ্র! তৎকালে বৃন্দাবন কি অপূর্ব্ব শোভাসম্পন্নই হইয়াছিল!

আভাস।

বৃদ্ধির সঙ্গে ধ্বজবজ্রাদি পাদচিহ্নও ক্রমশই বিকশিত হইতে লাগিল; এবং নিকটস্থও বন অতিক্রম পূর্ব্বক দূরবর্ত্তী স্থানে ভ্রমণ করায় বৃন্দাবনের সমস্ত স্থানই শ্রীকৃষ্ণের চরণলাঞ্ছিত ধ্বজাদির চিহ্নে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল॥ ১॥

বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই গোচারণার্থ বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাসুদেবেরই তথায় প্রাধান্য জ্ঞাপনার্থ ও বিচিত্র মধুর ক্রীড়াদি বর্ণনার্থ শুকদেব ভগবানকে মাধব নামে ব্যাখ্যা করিলেন। মাধব বসন্তের একটী নামান্তর; যেমন বসন্তের সমাগমে প্রকৃতি দেবী অভিনব বেশ ধারণ করেন, অদ্য বসন্তরূপী মাধব বৃন্দাবনের বনে প্রবেশ করিতে প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহ অভিনব বিচিত্র বেশে সজ্জিত হইয়া পরম পুরুষের শুভাগমে উল্লাসোৎসব প্রদর্শন করাইতে লাগিল॥ ২॥

বনের তাৎকালিক শোভায় পঞ্চেন্দ্রিয়েরই আনন্দ জন্মিয়াছিল; শ্রোত্র, ত্বক, অক্ষি, রসনা

বাতেন জুষ্টং শতপত্রগন্ধিনা নিরীক্ষ্য রন্তুং ভগবান্ মনো দধে। ৩॥
স তত্র তত্রারুণপল্লবশ্রিয়া ফলপ্রসূনোরুভরেণ পাদয়োঃ।

অন্বয়ঃ।

বিদ্যতে যস্য তেন) শতপত্রগন্ধিনা পদ্মগন্ধিনা বাতেন জুষ্টং সেবিতং মঞ্জুঘোষালিদ্বিজাকুলং (মঞ্জুঘোষাঃ মধুরনাদাঃ অলিমৃগদ্বিজাঃ ভ্রমরভৃঙ্গপক্ষিণঃ তৈঃ আকুলং ব্যাপ্তং) তৎ বনং নিরীক্ষ্য দৃষ্ট্বা ভগবান্ রন্তুং মনো দধে॥ ৩॥

সঃ আদিপুরুষঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তত্র তত্র বনে ফলপ্রসূনোরুভরেণ ফলানাং প্রসূনানাং উরুভরেণ অরুণপল্লবশ্রিয়া নবকিশলয়শোভয়া চ পাদয়োঃ স্পৃশচ্ছিখান্ স্পৃশন্ত্যঃ শিখা

শ্রীধরস্বামী।

স্তৈরাকুলং ব্যাপ্তং মহন্মনঃস্বচ্ছপয়ঃসরস্বতা মহতাং মনসা তুল্যং স্বচ্ছং পয়ো যস্মিন্ তৎ সর আশ্রয়ত্বেনাস্তি যস্য তেন বাতেনেতি শৈত্যমুক্তং। শতপত্রগন্ধিনেতি পরিমলস্তেন জুষ্টং বনমিতি মান্দ্যং সূচিতং॥ ৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মনঃসদৃশং শীতলমধুরস্বচ্ছং পয়ো যত্র তৎ সর আশ্রয়ত্বেনাস্তি যস্য তেনেতি শৈত্যেন চ ত্বগিন্দ্রিয়স্য। মাধুর্য্যেণ রসনায়াঃ। শতপত্রগন্ধিনেতি সৌরভ্যেণ নাসায়াঃ শতপত্রস্য সৌন্দর্য্যেণ নেত্রস্যাপ্যাহ্লাদকং॥ ৩॥

অরুণপল্লবানাং শ্রীঃ শোভা তয়া সহ অধোমুখত্বেন পাদস্পর্শনাং ফলানাং প্রসূনানাঞ্চোরুভরেণ পাদয়োঃ স্পৃশন্ত্যঃ শিখা যেষাং তান্ বনস্পতীন্ বৃক্ষান্ বিলোক্য স্মরন্ স্মরমান

অলিকুলের ঝঙ্কারে, পক্ষী সকলের কাকলীতে ও মৃগগণের সুমধুর ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক নিনাদিত হইতেছিল। সরোবরের জল মনস্বীগণের চিত্তের ন্যায় অতি পবিত্রভাব ধারণ করিল; তত্রত্য প্রফুল্ল কমলের সৌরভ বহন করত, শীতল গন্ধবহ মৃদুমন্দ সঞ্চারে গাত্র স্পর্শ করায় শরীরের যাবতীয় সন্তাপ দূরীভূত হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির তাদৃশ অনুপম প্রীতিপ্রদ ভাব নিরীক্ষণ করিয়া, মনে মনে তথায় ক্রীড়ার্থ অভিলাষ করিলেন॥ ৩॥

স্থানীয় পাদপসমূহ ফলপুষ্পাদির ভরে যেন শাখা প্রশাখাদি অবনত

আভাস।

ও ঘ্রাণ এই ইন্দ্রিয় পঞ্চই স্ব স্ব পবিত্র বিষয় প্রাপ্তে যেন পরম নির্বৃতিই লাভ করিয়াছিল। পক্ষী সকল সুমিষ্ট কাকলী দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের যথেষ্ট প্রীতি বর্দ্ধন করিতে লাগিল। সরোবরের স্বাদু জলে রসনার, শীতল সমীরণে ত্বগিন্দ্রিয়ের, প্রফুল্ল কমলের শোভায় চক্ষুর এবং পদ্ম গন্ধের দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সম্যক্ চরিতার্থতা সাধনে সম্পূর্ণ বন নিতান্ত প্রীতিদায়ক নিরীক্ষণ করিয়া ভগবান্ তথায় বিহারার্থ অভিলাষ করিলেন॥ ৩॥

স্পৃশচ্ছিখান্ বীক্ষ্য বনস্পতীমুদা স্ময়ন্নিবাহাগ্রজমাদিপূরুষঃ ॥ ৪ ॥
অহো অমী দেববরামরার্চ্চিতং পাদাম্বুজং তে সুমনঃফলার্হণং।

অন্বয়ঃ।

যেষাং তান্ বনস্পতীন্ বৃক্ষান্ বীক্ষ্য দৃষ্ট্বা মুদা হর্ষেণ স্ময়ন্ প্রহসন্ ইব অগ্রজং বলরামং প্রাহ ॥ ৪ ॥

অহো আশ্চর্য্যং, হে দেববর! অমী বৃক্ষাঃ আত্মনঃ শিখাভিঃ শাখাভি, সুমনঃফলার্হনং পুষ্পফলাদিপূজোপকরণং উপাদায় সমর্প্য অমরার্চ্চিতং ব্রহ্মাদিদেবৈঃ পূজিতং

শ্রীধরস্বামী।

অরুণপল্লবশ্রিয়া সহ স্পৃশন্ত্যঃ শিখাঃ শাখাগ্রাণি যেষাং তান্ ॥ ৪ ॥

অহো দেববর অমী বৃক্ষাঃ তে পাদাম্বুজং নমন্তি শিখাভিঃ সুমনঃফলার্হণমাদায় তরুজন্ম যেন কৃতং তস্য তমসঃ পাপস্য অপহত্যৈ নাশায়। অথবা যেন ত্বয়া ঈশ্বরেণ সর্ব্বোপ-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইতি বিবক্ষিতস্য বনস্পতীনামুৎকর্ষস্য পর্য্যবসানং স্বোৎকর্ষ এব স্যাৎ। স্বোৎকর্ষস্য চ স্বয়মুক্ত্য-নৌচিত্যাৎ। মুদেতি আনন্দজনিতেন গাম্ভীর্য্যাভাবেনোক্ত্যা বিনা স্থাতুমশক্তেশ্চ বামে সখ্যভা-বোত্থেন স্মিতেনানেন স্বমহোৎকর্ষারোপ স্তত্রৈব ব্যঞ্জিতঃ। অতএবাগ্রিমশ্লোকে আদিপুরুষেতি স্বনাম্নাপি তস্য সম্বোধনং করিষ্যতে। ইবেতি মদভিপ্রায়মিমং মদগ্রজো মা বুধ্যতামিতি স্মিতনিহ্নবান্নতু স্ময়ন্নিত্যর্থঃ। তথাহি শ্রীবৃন্দাবনতদ্বাসিমাধুর্য্যোত্থনচেতসা। তৎস্তবে হরিণা-রব্ধে নিজোৎকর্ষাবসায়িনং। তমালোচ্য ততো রামমপদিশ্য ব্যধায়ি সঃ। অতোঽত্র নৈব তাৎপর্য্যং রামোৎকর্ষানুবর্ণনে। সখ্যভাবাত্তদা রামে নর্ম্মনেদমুদীরিতং ইতি ভাগবতামৃতীয়া সার্দ্ধকারিকা। আদিপুরুষ ইতি তদনুজত্বেঽপি স্বয়ং ভগবত্বাত্তদাদিঃ ॥ ৪ ॥

স্বীয়পুষ্পফলাদিভিঃ স্বপ্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য চরণাবর্চ্চয়াম ইতি মনোন্তুলাপং যুষ্মাকমহং জানামীতি স্ববিজ্ঞত্বং পরমভক্তান্ শ্রীবৃন্দাবনীয়বৃক্ষান্ কটাক্ষেণ জ্ঞাপয়ন্নগ্রজমাহ অহো

করত নব-কিশলয় দ্বারা পাদস্পর্শ করিতেছে দেখিয়া, আদিপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতি আনন্দ-সহকারে অগ্রজ বলদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন ॥৪॥

হে অমরশ্রেষ্ঠ! এই তরুগণের আজ জন্ম সার্থক হইল। আপনি ইহাদিগকে এই বৃন্দাবনে বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণের অনুমতি প্রদানে বিশেষ

আভাস।

ভগবৎসমাগমে বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষলতাদির অপূর্ব্ব শোভা ও স্বভাবের পরিচয় প্রদানার্থ শুকদেব বলিলেন, তৎকালে বৃক্ষ সকল নবীন পত্র, পুষ্প ও ফল একত্রে উৎপাদন করত, ভগবানের সমীপে প্রদান করিয়াছিল। পাদপশ্রেণী ফলপুষ্পাদির ভারে এতই অবনত যেন, তাহারা বিশ্বপতি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে সমর্পণ করিবার মানসেই প্রণাম পূর্ব্বক

নমন্ত্যুপাদায় শিখাভিরাত্মনস্তমোঽপহত্যৈ তরুজন্ম যৎ কৃতং ॥ ৫ ॥
এতেঽলিনস্তব যশোঽখিললোকতীর্থং গায়ন্ত আদিপুরুষানুপথং ভজন্তে।

অন্বয়ঃ।

তে তব পাদাম্বুজং নমন্তি যদ্ যস্মাৎ অমীষাং তমোঽপহত্যৈ তমসঃ অজ্ঞানস্য পাপস্য অপহত্যৈ বিনাশায় (বৃন্দাবনে ভবতা) তরুজন্ম কৃতম্ ॥ ৫ ।

হে আদিপুরুষ! এতে অলিনঃ ভ্রমরাঃ তব অখিললোকতীর্থং বক্তৃশ্রোতৃসর্ব্বজন-

শ্রীধরস্বামী।

কারকং তরুজন্ম কৃতং তং ত্বাং নমন্তি এবং শ্লাঘ্যোঽপি জন্মনি যদ্‌জ্ঞানরূপস্য তমোঽস্তি তস্যাপহত্যৈ ॥ ৫ ॥

হে অনন্ত বনে গূঢ়মপি ত্বাং ন ত্যজন্তি ত্বয়ি মনুষ্যবেশেন নিগূঢ়ে সন্তি মুনয়োঽপি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইতি। শিখাভিঃ স্বস্বশিরোভিরুপায়নং কৃত্বা পাদায় পাদাম্বুজং নমন্তীতি ভক্ত্যা শিরোভিরেব চরণয়োস্তদর্পয়ন্তীত্যর্থঃ। কিমর্থং। আত্মনস্তমসোঽপরাধস্যাপহত্যৈ যেনাপরাধেন কৃতমুৎপাদিতং তরুজন্ম। হন্তাস্মাভিরপরাধ এব কশ্চিৎ কৃতঃ যৎ কৃষ্ণসন্নিধিগমনাসমর্থমস্মাকং তরুজন্ম বিধাত্রা কৃতমিতি তেষামনুরাগোক্তং বচনমেবানুবোচন্ভগবান্ বস্তুতস্তু ব্রহ্মাদিভিরপি প্রার্থ্যমানত্বাদ্বৃন্দাবনীয়তরুজন্মনাপরাধফলমিতি জ্ঞেয়ং ॥ ৫ ॥

তত্রস্থান্ জঙ্গমান্ স্তৌতি দ্বাভ্যাং। এতেঽলিনো ভ্রমরাঃ অনুপথং তদঙ্গসৌরভানু-

---

উপকারই করিয়াছেন; এই পবিত্র স্থানে জন্মলাভ করায়, ইহাদিগের তমোগুণসুলভ পাপপুঞ্জ ধ্বংস হইয়াছে; সেই কৃতজ্ঞতার পরিচয়ার্থ বৃক্ষসমূহ মনোহর ফল পুষ্পাদি আহরণ করত, দেবাদির দুর্ল্লভ আপনার শ্রীপাদপদ্মে অবনত-মস্তকে সমর্পণ করিতেছে ॥ ৫ ॥

হে নিরাদি জগন্নাথ! অলিকুল গুণ্ গুণ্ ধ্বনি ছলে আপনার সর্ব্বলোক-

আভাস।

তাদৃশ অবনতাশয় হইয়াছিল। বৃন্দাবনধামে জন্ম গ্রহণেই যে, তাহাদের জীবন চির জন্মের মত সার্থক হইল, আর জন্ম জন্মান্তর ভোগ করিতে হইবে না, ইহাই তাহাদের কৃতজ্ঞতা ব্যবহারে যথেষ্ট অনুভূত হইয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরমভক্ত পাদপগণকে ফলপুষ্পাদি আহরণে নিজ চরণসমীপে অবনত দেখিয়া, মনোগত ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রতিনন্দনার্থ বলদেবকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক বৃক্ষগণের আচরণ কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন, হে আদিপুরুষ! জড়প্রকৃতি বৃক্ষগণের আচরণের প্রতি অবলোকন করুন! ব্রহ্মাদি অমরেন্দ্রগণের বাঞ্ছনীয় বৃন্দাবনে জন্ম লাভ করিয়া, তাহাদের তামস প্রকৃতি একবারে বিলুপ্ত হইয়াছে; তাঁহারা আনন্দে পুলকিত হইয়া, আপনার চরণে প্রণাম করিতেছে ॥ ৩ ॥ ৫ ॥

প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যা গূঢ়ং বনেঽপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবম্ ॥৬॥

অন্বয়ঃ।

শোধকং যশঃ গায়ন্তঃ অনুপথং পথি পথি ত্বাং ভজন্তে। হে অনঘ! অমী ভ্রমরাঃ প্রায়ঃ হি মুনিগণাঃ ভবদীয়মুখ্যাঃ (ভবদীয়েষু ভবৎসেবকেষু মুখ্যাঃ) আত্মদৈবং গূঢ়ং মনুষ্যাবেশেন স্থিতং গূঢ়ং বিচরন্তং ত্বাং বনে অপি ন জহতি ত্যজন্তি ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অলিবেশেন নিগূঢ়া ত্বাং ভজন্তীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সারিত্বাৎ। বনে ক্বচিদ্রহস্যলীলার্থং গূঢ়ং সহচরাণ্যগম্যমপি ত্বাং ন জহতি ন ত্যজন্তি। হে অনঘেতি অত্র গমনেপ্যেষাং ত্বঘং ত্বং ন গৃহ্ণাসি। তস্মাদেতে ভবদীয়মুখ্যা এব মুনিগণা রহস্যলীলামননশীলা ভ্রমরী ভবন্তি তেন তো ভ্রমরা মদতিরহস্যকুঞ্জমপি প্রবিশ্যাস্মৎসৌরভ্যমাস্বাদয়ত মালক্ষুচন্তেতি তান্ প্রতি প্রসাদো ধ্বনিতঃ ॥ ৬ ॥

পাবন অক্ষয় যশঃ কীর্ত্তন করত পথে পথে আপনাকেই ভজনা করিতেছে। ইহারা সামান্য প্রাণী নহে; হে অনঘ! আপনার ভক্তপ্রধান মুনিগণই এই গোপনবেশে গূঢ়চারী অভিষ্টদেব আপনাকেই বনে বনে অন্বেষণ করিতেছেন; কিছুতেই আপনার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না ॥ ৬ ॥

আভাস।

বৃন্দাবনের সামান্য পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গও নিকৃষ্ট নহে। স্থানের মাহাত্ম্যে তাহাদের সকলগুলিতেই যে উৎকর্ষ আছে, তাহারই বর্ণনার্থ এই শ্লোকদ্বয় উক্ত হইয়াছে। এই অলিকুল সামান্য প্রাণী নহে; তাহারা অখিল সংসারী জীবের সংসার-মলাপহারী ভক্তিমাহাত্ম্যদ্যোতক স্বরূপ আপনাকে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করত আপনার দেহের অতি পবিত্র গন্ধের অনুসরণে আপনারই অনুগমন করিতেছে। কি আশ্চর্য্য! অতি গোপনভাবে নির্জ্জন বনে আপনি বিহারার্থ আগমন করিয়াছেন; আপনার সহচরবর্গও আপনার অনুসন্ধান পায় নাই; কিন্তু ভ্রমরগণ এখানেও আপনার সংসর্গ পরিত্যাগ না করিয়া বনে বনে আপনার অনুগত রহিয়াছে। তাহারা আপনার নির্জ্জনবাসের প্রতিবন্ধক জন্মাইলেও আপনি তাহাদের প্রতি বিরক্ত হইতেছেন না; বরং ইঙ্গিত দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন যে, মধুপগণ! তোমরা আমার গোপন সদস্য! ঐ নির্জ্জন কুঞ্জে প্রবেশ পূর্ব্বক আমার মাধুর্য্য ও সৌরভ্য আস্বাদন কর। এতদ্বারা বোধ হয়, ইহারা প্রকৃত ভ্রমর নহে; ভক্তপ্রধান মননশীল মুনিগণই এই অলিবেশে আপনাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ॥ ৬ ॥

বনবাসী প্রাণী মাত্রেই পবিত্র! তাহারা সদাচারপরায়ণ সাধু ব্যক্তির ন্যায় গৃহাগত অতিথির প্রতি কখন আতিথ্যসৎকারে বিমুখ হয় না। ঐ দেখুন! আপনি এই বনে

নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ঈড্য মুদা হরিণ্যঃ কুর্ব্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন।
সূক্তৈশ্চ কোকিলগণা গৃহমাগতায় ধন্যা বনৌকস ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ ॥ ৭ ॥
ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্ত্বৎপাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।

অন্বয়ঃ।

হে ঈড্য স্তুত্য! অমী শিখিনঃ ময়ূরাঃ মুদা হর্ষেণ, নৃত্যন্তি; হরিণ্যঃ গোপ্যঃ ইব ঈক্ষণেন গৃহং আগতায় তে তুভ্যং, প্রিয়ং কুর্ব্বন্তি তথা কোকিলগণাঃ অপি গৃহং আগতায় তে সূক্তৈঃ স্তোত্ররূপৈঃ, মধুরশব্দৈ চ প্রিয়ং কুর্ব্বন্তি। অতএব বনৌকসঃ ভ্রমরাদয়ঃ অপি ধন্যাঃ কৃতার্থাঃ। ইয়ান্ হি সতাং সদাচারনিষ্ঠানাং নিসর্গঃ স্বতঃ সিদ্ধঃ স্বভাবঃ ॥ ৭ ॥

তব পাদস্পর্শাৎ ইয়ম্ ধরণী অদ্য ধন্যা (তথা) ত্বৎপাদস্পৃশঃ (ত্বৎপাদৌ স্পৃশন্তি ইতি ত্বৎপাদস্পৃশঃ) তৃণবীরুধঃ চ ধন্যাঃ; করজাভিমৃষ্টাঃ (করজৈঃ নখৈঃ অভিমৃষ্টাঃ স্পৃষ্টাঃ)

শ্রীধরস্বামী।

ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গ ইতি যদস্তি স্বস্মিন্ তদপ্যুহমাগতায় মহতে সমর্পয়ন্তীতি ॥ ৭ ॥
তৃণবীরুধশ্চ তব পাদৌ স্পৃশন্তীতি তথা করজাভিমৃষ্টাঃ নখৈঃ স্পৃষ্টাঃ সদয়ৈরবলোকনৈঃ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তে গৃহমাগতায় ত্বাং গৃহমাগতং সন্মানয়িতুং সূক্তৈঃ প্রিয়ং কুর্ব্বন্তীতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। ইয়ান্ সতাং নিসর্গ ইতি নৃত্যসহর্ষাবলোকনপ্রিয়বচনৈর্গৃহাগতস্য সাধোঃ সন্মাননমিতি সতাং স্বাভাবিকো ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

এবং তত্তৎকর্ত্তৃকসেবয়া তান্ স্তুত্বা শ্রীরামকর্ত্তৃকপ্রসাদেনাপি তানেবানুক্তৈরন্যৈশ্চ সহিতান্ স্তৌতি। ধন্যেয়ং ধরণী অদ্যেত্যবতারগতস্থূলকালমাদায়োক্তিঃ কুতো ধন্যেয়মিতি চেৎ ধরণীস্থানাং তৃণাদীনামপি ত্বৎসম্পর্কাদেব ইত্যাহ তৃণানিচ বীরুধশ্চ তাস্ত্বৎপাদাভ্যাং স্পৃক্ স্পর্শো যাসাং তথাভূতা যতঃ দ্রুমা লতাশ্চ করজৈঃ পুষ্পত্রোটনার্থং নখৈরভিমৃষ্টাঃ স্পৃষ্টা যতঃ নদ্যাদয়শ্চ সকৃপাবলোকৈঃ। যদ্বা। সন্ অয়ং শুভাবহো

হে স্তবার্হ! আপনি ইহাদের গৃহে আগমন করিয়াছেন দেখিয়া, ঐ দেখুন! শিখিকুল আনন্দে আকুল হইয়া নৃত্য করিতেছে; গোপিকাগণের ন্যায় হরিণীগণ প্রেমবীক্ষণে আপনাকেই নিরীক্ষণ করিতেছে এবং কোকিলেরা কাকলির ভানে আপনারই স্তব করিতেছে। অহো বনবাসীরাই ধন্য! সদাচারপরায়ণ সাধুগণের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাবই এই বটে! ॥ ৭ ॥

হে আর্য্য! আপনার চরণস্পর্শে ধরণী ধন্যা; আপনার পাদস্পৃষ্ট তৃণ

আভাস।

আগমন করায়, ময়ূরগণ, হরিণীরা এবং কোকিলসমূহ স্ব স্ব সামর্থ্য অনুসারে নৃত্য, হর্ষাবলোকন এবং প্রিয়বচন দ্বারা গৃহাগত অতিথিস্বরূপ আপনাকে অভিবাদন করিতেছে ॥ ৭ ॥

নন্দ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ-
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎ স্পৃহা শ্রীঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ।

দ্রুমলতাঃ ধন্যাঃ, সদয়াবলোকৈঃ স্নেহপূর্ণদৃষ্টিভিঃ নন্দ্যঃ, অদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ চ ধন্যাঃ, তথা তব ভুজয়োঃ অন্তরেণ (ভুজমধ্যে বক্ষস্থলে কৃত্বা আলিঙ্গনং প্রাপ্য) গোপ্যঃ অপি ধন্যাঃ শ্রীঃ লক্ষ্মীঃ অপি যৎস্পৃহা (যৎ আলিঙ্গনং স্পৃহয়তি) ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

শ্রীরপি যস্মৈ স্পৃহয়তি কেবলং তেন ভুজয়োরন্তরেণ বক্ষসা গোপ্যো ধন্যা ইতি ॥ ৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিধির্বেভ্যস্তথাভূতৈরবলোকৈঃ সহিতা যতঃ। কিঞ্চিৎসুগন্ধশীতলাং গোপীপর্য্যায়াং শারিবাং বল্লীং বক্ষসি কৌতুকেন ধ্রিয়মাণাং বিলোক্যাহ গোপ্যঃ শ্যামবল্লোঽপি ভুজয়োরন্তরং বক্ষস্তেন সহিতা যতঃ শ্রীঃ শোভাপি যস্মৈ স্পৃহয়তি সা। যা বল্লী শোভামপি শোভয়তীত্যতি এব বক্ষসি তয়া ধ্রিয়ন্ত ইতি ভাবঃ। পক্ষে। গোপ্যো ব্রজসুন্দর্য্যঃ যৎ স্পৃহা যস্মৈ ভুজান্তরা লক্ষ্মীরপি স্পৃহয়তি। তথাহি ভাগবতামৃতীয়াঃ কারিকাঃ। সদা বক্ষঃস্থলস্থাপি বৈকুণ্ঠেশিতুরিন্দিরা। কৃষ্ণোরঃস্পৃহয়াস্যৈব রূপং বিবৃণুতেঽধিকং। পৌরাণিকমুপাখ্যানমত্র সংক্ষিপ্য লিখ্যতে। শ্রীঃ প্রেক্ষ্য কৃষ্ণসৌন্দর্য্যং তত্র লুব্ধা ততস্তপঃ। কুর্ব্বতীং প্রাহ তাং কৃষ্ণঃ কিং তে তপসি কারণং। বিজিহীর্ষে ত্বয়া গোষ্ঠে গোপীরূপেতি সাব্রবীৎ। তদুর্ল্লভমিতি প্রোক্তা লক্ষ্মীস্তং পুনরব্রবীৎ। স্বর্ণরেখেব তে নাথ বক্ষস্যিচ্ছামি বক্ষসি। এবমস্ত্বিতি সা তস্য তদ্রূপা বক্ষসি স্থিতেতি ॥ ৮ ॥

লতাদি ধন্য ; আপনার করাঙ্গুলির সম্পর্কে দ্রুমলতাসমূহও ধন্য। যে যে স্থানে ও যে যে পদার্থে আপনার ঐ পবিত্র স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে, সেই সমস্ত নদী, পর্ব্বত, পশু ও পক্ষিগণ অদ্য কৃতার্থ হইল। বিশেষত স্বয়ং লক্ষ্মী যে প্রণয়ালিঙ্গনের প্রতীক্ষায় উৎসুকচিত্তে অনবরত অপেক্ষা করিতেছেন, অদ্য গোপাঙ্গনাগণ আপনার ভুজদ্বয়ের মধ্যস্থা হইয়া প্রেম-বীক্ষণে সেই আলিঙ্গন লাভে যে, চরিতার্থ ও ধন্য হইয়াছেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ! ॥ ৮ ॥

আভাস।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে প্রকাশ আছে যে, বলদেব বয়স্য বালকগণ ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত বৃন্দাবনের অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করায়, তৎকালে গৃহাগত অতিথিকে সম্যক্ আদর ও সেবাদি প্রদর্শনের ন্যায় বৃন্দাবনীয় পশু পক্ষী প্রভৃতি জঙ্গম পদার্থের এবং লতাপাদপাদি স্থাবর পদার্থের স্বাভাবিক ক্রিয়া দ্বারা বলদেবের বিশেষ গৌরব ও তাহাদিগের অভিপ্রেত অভ্যর্থনা নিরীক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ বলরামের প্রশংসা করত বৃন্দাবনের সুখদেব্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই

এবং বৃন্দাবনং শ্রীমৎ প্রীতঃ প্রীতমনাঃ পশূন্।

অন্বয়ঃ।

এবং শ্রীমৎ শোভাযুক্তং বৃন্দাবনং প্রতি প্রীতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অদ্রেঃ (সানুষু প্রান্তেষু)

শ্রীধরস্বামী।

এবং শ্রীমদ্বৃন্দাবনং প্রতি প্রীতঃ সন্ অদ্রেঃ সমীপবর্ত্তিসরিত্তটেষু পশূন্ সঞ্চারয়ন্

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

এবমিতি স্পষ্টং। যদ্বা। ইত্থমগ্রজং পরিতোষ্য গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরিতি নিজৈশ্বর্য্যবোদ্দীপ্তকন্দর্পতৎসঙ্গ এব গাঃ সখীংশ্চ নিযুজ্য তোঃ শ্রীমদার্য্য ক্ষণমহমত্র স্থবলেন

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের তাদৃশ শোভা দর্শনে প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া

আভাস।

শ্লোকটীর দ্বারা বলরামের শুভাগমে বৃন্দাবনীয় বস্তুনিচয়ের ও তৎসম্পর্কে ধরণীরও সৌভাগ্যাতিশয় বর্ণিত হইয়াছে। বলরাম মঙ্গলময়, তাঁহার করচরণাদি যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গও শান্তি এবং সুখপ্রদ। তিনি যে যে স্থানে বিচরণ করিয়াছিলেন এবং যে যে বস্তু হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়াছিলেন, সকলেই আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভে কৃতার্থ হইয়াছিল। অধিক কি! বলদেবের দৃষ্টি যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, তাহারাও কৃতার্থ। একটী শারিবা লতা উত্তোলন করত বলরামকে বক্ষে ধারণ করিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপী উৎপ্রেক্ষায় বলিয়াছেন, হে পরম-পুরুষ! এই সুগন্ধবিশিষ্ট শীতল শারিবা অদ্য গোপীকুলের অনুকরণ করিয়াই যেন আপনার হৃদয়-বিলাসিনী হইয়াছে। "গোপী শ্যামা শারিবাচ" বলিয়া শারিবাশব্দে গোপিকার নামান্তর মাত্র; শৈত্য সৌগন্ধ্যাদি গুণে ও বক্ষারোহণ ক্রিয়াদ্বারাও গোপিকার কার্য্য সাধন করিতেছে। অহো! যে বক্ষে স্থানলাভের জন্য স্বয়ং লক্ষ্মীও সতত অভিলাষিণী হন, অদ্য সেই বক্ষে গোপী-নাম্নী শারিবা লতা স্থানপ্রাপ্তে কি অপূর্ব্ব শোভারই উদয় হইয়াছে! ভগবদ্বিভাব-কালে লক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া, নির্জ্জনে তপোনুষ্ঠানে যত্নবতী হইলেন। তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, অয়ি কান্তে! এক্ষণে তোমার এতাদৃশ কঠোর তপশ্চরণের প্রয়োজন কি? তদুত্তরে লক্ষ্মী তাঁহাকে বলেন, হে দেব! আপনি এই মদন-মোহন শ্যামসুন্দর রূপে যখন বৃন্দাবনের গোষ্ঠে বিহার করিবেন, তখন যেন গোপীরূপে আপনার সঙ্গামৃত লাভ করিতে পাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এ আশা নিতান্তই দুর্ল্লভ। তখন লক্ষ্মী বলিলেন হে নারায়ণ! যদি গোপীর সৌভাগ্য আমার অদৃষ্টে না ঘটে, তবে আপনি আমাকে এই অনুমতি প্রদান করুন যে, আমি যেন সেই সময় আপনার বক্ষঃস্থলে স্বর্ণরেখারূপে বাস করিতে পাই। শ্রীকৃষ্ণ তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন; তদবধি লক্ষ্মী মূর্ত্তিধারণে সেবায় অসমর্থ হইলেও স্বর্ণরেখারূপে কৃষ্ণবক্ষে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৮ ॥

এই প্রকারে অগ্রজ বলরামকে বিবিধ মধুরবাক্যে পরিতুষ্ট করিয়া, গাভীগণকে ও বয়স্যদিগকে বিহারার্থ তাঁহার সঙ্গে নিযুক্ত করিলেন; এবং স্বয়ং পর্ব্বতোপত্যকাস্থ মানস-

রেমে সঞ্চারয়ন্নদ্রেঃ সরিদ্রোধঃসু সানুগঃ ॥ ৯ ॥
ক্বচিদ্গায়তি গায়ৎসু মদান্ধালিষনুব্রতৈঃ।
উপগীয়মান-চরিতঃ স্রগ্বী সঙ্কর্ষণান্বিতঃ।

অন্বয়ঃ।

সরিদ্রোধঃসু (সরিতঃ রোধঃসু তটেষু) পশূন্ গাঃ চারয়ন্ সানুগঃ প্রীতমনাঃ রেমে ॥ ৯ ॥
ক্বচিৎ জল্পন্তং শুকং কলবাক্যৈঃ অনুজল্পতি এবং কূজন্তং কোকিলং সবত্ত ক্বচিৎ অনুকূজতি ॥

শ্রীধরস্বামী।

সানুগঃ প্রীতমনা রেমে ॥ ৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সার্দ্ধং গোবর্দ্ধনকন্দরারোধসি বিশ্রম্যাগন্তাস্মি ত্বমগ্রে কালিন্দীরোধঃসু তাবদ্বিহরেত্যুক্ত্বা ততো বিযুজ্য পৌগণ্ডেঽপি কৈশোরাবির্ভাবাদ্রহসি ব্রজবালাভিঃ সার্দ্ধং রেমে ইত্যাহ এবমগ্রজস্তত্যা তদ্ধারৈব পশূন্ বৃন্দাবনং সঞ্চারয়ন্ অদ্রেঃ সরিতো মানসগঙ্গায়া রোধঃসু রেমে ইত্যন্বয়ঃ। শ্রীমতী ব্রজযোষিন্মু[illegible]স্যেব প্রীতা প্রেমবতী যস্মিন্ সঃ। কুলালকর্ত্তৃকো ঘট ইতিবৎ প্রীতেত্যস্য

পর্ব্বতপ্রান্তে এবং নদী সরোবরাদির তটে গাভীগণকে চারণোপলক্ষে অনুচরবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, আনন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

বিচিত্র বনপুষ্পের মালা গলদেশে ধারণ করত যখন বলরামের সহিত একত্র বিচরণ করিতেছিলেন, তখন গোপগণ তাঁহার যশোরাশি কীর্ত্তন করত তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল; ভৃঙ্গগণ মধুপানে উন্মত্ত হইয়া, গুন্ গুন্ ধ্বনি করত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিচরণ করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণও মধুকরের অনুকরণে স্বয়ং গান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥

আভাস।

গঙ্গার ব্রজবালাদিগের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। এ সময়ে কৃষ্ণের পৌগণ্ড অবস্থা হইলেও কৈশোর ভাবের যে উদ্বোধন হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বশ্লোকে "গোপ্যোঽস্তরেণ ভুজয়োঃ" এই বাক্যেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় ছিল ॥ ৯ ॥

ভূতভাবন ভগবান্ বাসুদেব বাল্যলীলার ন্যায় পৌগণ্ডলীলাও প্রাকৃত মানবের ন্যায় অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পূর্ণ ব্রহ্ম হইলেও লীলানুরূপ কার্য্যে কিছু ত্রুটি হয় নাই। তিনি বনবিহার কালে বন-কুসুমের মালা গলদেশে ধারণ করত সাধারণ গোপবালকের সহিত সাধারণ ভাবেই ক্রীড়া করিয়াছেন। তাঁহার মালার সৌরভে অলিকুল আকুল হইয়া, যেমন গুন্ গুন্ ধ্বনি করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতেছিল, তিনিও বাল্যোচিত লীলার অনুকরণে তাহাদের ন্যায় গুন্ গুন্ রবে গান করিতেন। বঙ্গদেশীয় পুস্তকে স্রগ্বী শব্দের পরিবর্ত্তে "পথি" এই পাঠ

অনুজল্পন্তি জল্পন্তং কলবাক্যৈঃ শুকং ক্বচিৎ।
ক্বচিৎ সবন্তু কুজন্তমনুকূজতি কোকিলং ॥ ১০ ॥
ক্বচিচ্চ কলহংসানামনুকূজতি কূজিতম্।
অভিনৃত্যতি নৃত্যন্তং বর্হিণং হাসয়ন্ ক্বচিৎ।

অন্বয়ঃ।

অনুব্রতৈঃ অনুগৈঃ গোপৈঃ উপগীয়মানচরিতঃ (উপগীয়মানং চরিতং যস্য সঃ) সঙ্কর্ষণান্বিতঃ (সঙ্কর্ষণেন অন্বিতঃ মিলিতঃ) স্রগ্বী শ্রীকৃষ্ণঃ পথি মদান্ধালিষু (মধুপানমদেন অন্ধাঃ যে অলিনঃ ভৃঙ্গাঃ তেষু) ক্বচিৎ গায়ৎসু সৎসু (স্বয়ং অপি) গায়তি ॥ ১০ ॥

ক্বচিৎ চ কলহংসানাং কূজিতং অনুকূজন্তি (অনুকৃত্য স্বয়ং কূজন্তি) ক্বচিৎ নৃত্যন্তং বর্হিণং (সখীন্) হাসয়ন্ অভি অভিমুখং নৃত্যতি ॥

শ্রীধরস্বামী।

তামেব রতিমাহ দশভিঃ ক্বচিদিত্যাদিভিঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিশেষ্যত্ববিবক্ষয়া পরনিপাতঃ। অতএব প্রীতমনাঃ অনুগাভিঃ সখীভিঃ সহিতঃ ব্যাখ্যানস্যাস্য রহস্যত্বাদেতস্যাবরকং রত্নস্য কনকসম্পুটমিব ব্যাখ্যান্তরমবতারিকাং বিনৈবাস্তি। তদ্যথা শ্রীমদ্বো বলদেবাদ্যাঃ প্রীতা যস্মিন্ সঃ। সানুগঃ অনুগৈঃ সহিতঃ। অন্যৎ সমানং ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

কোন স্থানে শুক পক্ষীর মধুর কলরব শ্রবণ করিয়া, কৃষ্ণ তদনুরূপ শব্দের দ্বারা তাহাদের অনুকরণ করিতেন। কোথায় বা কোকিলের ন্যায় কুহুধ্বনি করত, কোকিলকৃত ঝঙ্কারের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেন ॥ ১০ ॥

কোথায় বা কলহংসের নিনাদ শ্রবণে স্বয়ং তদ্রূপ গান করিয়া উঠিতেছেন। সখাগণের হাস্যোৎপাদনার্থ ময়ূরকে নৃত্য করিতে দেখিলে স্বয়ং তদভিমুখে অগ্রসর হইয়া তাহাদের ন্যায় নৃত্য করিতেন ॥

আভাস।

দেখা যায়; কিন্তু "স্রগ্বী অর্থাৎ মালাধারী শব্দটী থাকিলে মদান্ধ অলিকুলের ধ্বনি সঙ্গত হয়, পথি শব্দে তাদৃশ অর্থগৌরব রক্ষা হয় না।

অনুজল্পন্তি জল্পন্তং ইতি এই শ্লোকটী পশ্চিম দেশীয় পুথিতে প্রায় পাওয়া যায় না; বঙ্গদেশস্থ পুথিতেই আছে; কিন্তু ইহার আনুসঙ্গিক অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয় না। এই কয়েকটী শ্লোক দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত বালকসদৃশ ক্রীড়া ও স্বভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অর্থাৎ বালক যেমন পশু পক্ষীর অনুকরণে

মেঘগম্ভীরয়া বাচা নামভির্দূরগান্ পশূন্।
ক্বচিদাহ্বয়তি প্রীত্যা গোগোপালমনোজ্ঞয়া ॥ ১১ ॥
চকোরক্রৌঞ্চচক্রাহ্বভারদ্বাজাংশ্চ বর্হিণঃ।
অনুরৌতি স্ম সত্ত্বানাং ভীতবদ্ব্যাঘ্রসিংহয়োঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ।

ক্বচিৎ গোগোপালমনোজ্ঞয়া (গবাং গোপালানাং চ মনোহরয়া) মেঘগম্ভীরয়া বাচা সঙ্কেতনামভিঃ দূরগান্ পশূন্ প্রীত্যা আহ্বয়তি ॥ ১১ ॥

ক্বচিৎ চকোর-ক্রৌঞ্চ-চক্রাহ্বভারদ্বাজান্ বর্হিণঃ চ অনুরৌতি (তচ্ছব্দসদৃশান্ শব্দান্ অনুতরোতি) তথা সত্ত্বানাং মধ্যে ব্যাঘ্রসিংহয়োঃ (শব্দেন) ভীতবৎ (ভবতি)॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বর্হিণং নৃত্যন্তমনু অভিনৃত্যন্তি বর্হিণমভিমুখো নৃত্যতীতি বা সখীন্ হাসয়ন্ ॥ ১১ ॥

চকোরাদীননুকৃত্য রৌতীত্যর্থঃ। কদাচিচ্চ সত্ত্বানাং মধ্যে ব্যাঘ্রসিংহয়োস্তাভ্যাং ভীতবদ্ভবতি সত্ত্বেষু পলায়মানেষু পলায়তে ইত্যর্থঃ। তয়োঃ সত্ত্বানাং বলোদ্রেকাণাং ভীতবদ্ভবন্তীতি বা ॥ ১২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বর্হিণং অভিলক্ষীকৃত্য নৃত্যন্তি সখীন্ হাসয়ন্ বর্হিণমেব রমোল্লাসয়ন্ ॥ ১১ ॥

কিন্তু সত্ত্বানাং প্রাণিনাং মধ্যে ব্যাঘ্রসিংহয়োঃ শব্দেন ভীতবদ্ভবতি সখিষু পলায়মানেষু স্বয়মপি পলায়তে। বস্তুতস্তু স্বস্য স্বাভাবিক শৌর্য্যেণ ভয়াভাবো বস্তিপ্রত্যয়েনোক্তঃ ॥ ১২ ॥

গাভী ও বৎসগণ বিচরণ করিতে করিতে যদি কখন দূরবর্ত্তী বনে গিয়া পড়িত, তখন শ্রীকৃষ্ণ পরস্পর গাভী ও গোপগণের প্রীতিপ্রদ সাঙ্কেতিক নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক মেঘগম্ভীর ধ্বনিতে তাহাদিগকে আহ্বান করিতেন ॥ ১১ ॥

কোন সময়ে চকোর, বক, চক্রবাক বা ভরদ্বাজ পক্ষী কিম্বা ময়ূরদিগকে অভিমুখে নিরীক্ষণ করিলে, তাহাদের অনুরূপ ধ্বনি করিয়া উপহাসচ্ছলে প্রেম বিতরণ করিতেন। কখনও বা যেন ব্যাঘ্র ও সিংহের ভয়ে ভীত হইয়া, আর্ত্তস্বরে চিৎকার করত অনুচরবর্গকেও ভীত করিতেন ॥ ১২ ॥

আভাস।

ক্রীড়া করে, শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ সরল ব্যবহার দ্বারা প্রেমিক বয়স্যগণের চিত্ত বিনোদন করিয়াছেন। পাছে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ দ্বারা প্রেমে ব্যাঘাত হয়, এই নিমিত্ত আচার ব্যবহার ও শারীরিক ভাবেরও পরিচয় লোকানুরূপেই দিয়াছেন। যেমন সাধারণ মনুষ্য পরিশ্রমের পর শ্রান্ত ও ক্লান্ত পরিলক্ষিত হয়, কৃষ্ণও ক্লান্ত এবং পরিশ্রান্তের ন্যায় বৃক্ষমূলে পত্র, পল্লব ও পুষ্পের শয্যায় নিজে শয়ন করিয়া সাধারণ গোপবালকের সমীপে গোপনন্দনরূপে ক্রীড়া করিয়াছেন। কিন্তু রাখাল বালকদের তাঁহার প্রতি যে কি ভাব

ক্বচিৎক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণম্।
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্য্যং পাদসম্বাহনাদিভিঃ ॥ ১৩ ॥
নৃত্যতো গায়তঃ ক্বাপি বল্গতো যুধ্যতো মিথঃ।
গৃহীতহস্তৌ গোপালান্ হসন্তৌ প্রশশংসতুঃ ॥

অন্বয়ঃ।

ক্বচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং অতঃ গোপোৎসঙ্গোপবর্হণং গোপানাং উৎসঙ্গং ক্রোড়ং উপবর্হণং শীর্ষোপধানং যস্য তং) আর্য্যং অগ্রজং (সুপ্তং) পাদসম্বাহনাদিভিঃ পাদসংমর্দ্দনাদিভিঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ বিশ্রাময়তি বিগতশ্রমং করোতি ॥ ১৩ ॥

ক্বাপি মিথঃ নৃত্যতঃ গায়তঃ বল্গতঃ ক্বাপি যুদ্ধতঃ চ (গোপালান্) গৃহীতহস্তৌ রামকৃষ্ণৌ হসন্তৌ (অহো যূয়ং নৃত্যেন বিদ্যাধরবিড়ম্বকাঃ গানেন গন্ধর্ব্বগণতিরস্কারিণো যুদ্ধেন ত্রিলোকীজিংবরা ইতি) এবং প্রশশংসতুঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

আর্য্যমগ্রজং বিশ্রাময়তি বিগতশ্রমং করোতি ॥ ১৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

উপবর্হণং শীর্ষোপধানং ॥ ১৩ ॥

কোন সময়ে বলরাম ক্রীড়া করিতে করিতে নিতান্ত পরিশ্রান্ত বোধে, কোন গোপবালকের অঙ্কোপরি মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলে, ভগবান্ বাসুদেব স্বয়ং তাঁহার পাদসম্বাহনাদির দ্বারা শ্রমাপনোদন করিতেন ॥১৩॥

গোপালগণ কোন স্থানে নৃত্য, কোথায় বা গান কোথায়ও বা উল্লম্ফন পূর্ব্বক গমন বা পরস্পারে মল্ল সাজে বাহুপ্রহরণে নিযুক্ত অবলোকন করিলে, রামকৃষ্ণ উভয়ে তাহাদিগের হস্তধারণ পূর্ব্বক প্রশংসা করত বলিতেন, অহে গোপগণ! তোমাদের নৃত্য দর্শনে বিদ্যাধরগণ এবং গীতাভিনয়ের দক্ষতায় গন্ধর্ব্বগণও লজ্জা পাইতেছেন ॥

আভাস।

ছিল, তাহা তাহারাই জানিত; অপরে সে ভাব ধারণে কোন মতে সমর্থ নহে। তাহারা এদিকে আত্মতুল্য সখাজ্ঞানে একত্র উপবেশন পূর্ব্বক পরস্পরের অন্ন পরস্পরে কাড়িয়া খাইত বটে, কিন্তু ঘোর বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়াও, এক শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে অকুতোভয়ে সকল বিপদকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইত; এক শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে তাহারা সকল অবস্থায় ও সকল প্রকারের সুখ ও স্বচ্ছন্দ লাভে জীবন সার্থক করিয়াছিল। তাহারা বিপদকে কখন বিপদ্ বলিয়া মনে করে নাই; বরং সম্পদ বলিয়াই জ্ঞান করিত। যখন কোন বিপদ্ দেখিত, তাহারা তুষ্ট হইত; মনে ভাবিত বিপদহারীর একটী অভিনব

ক্বচিৎ পল্লবতল্পেষু নিযুদ্ধশ্রমকর্শিতঃ।
বৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ শেতে গোপোৎসঙ্গোপবর্হণঃ ॥ ১৪ ॥
পাদসংবাহনং চক্রুঃ কেচিৎ তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হৃতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্ ॥

অন্বয়ঃ।

ক্বচিৎ নিযুদ্ধশ্রমকর্শিতঃ বাহুযুদ্ধেন শ্রান্তঃ ইব বৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ সন্ গোপোৎসঙ্গোপবর্হণঃ (গোপক্রোড়ে মস্তকং সংস্থাপ্য) পল্লবতল্পেষু পত্রপুষ্পাদিশয্যায়াং শেতে ॥ ১৪ ॥

তদা কেচিৎ তস্য মহাত্মনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পাদসম্বাহনং চক্রুঃ হৃতপাপ্মানঃ (হৃতঃ নষ্টঃ পাপ্মা যেষাং তে) অপরে গোপাঃ ব্যজনৈঃ পল্লবাদিনির্ম্মিতৈঃ (সম্যক্ মন্দমধুরচালনাদিনা) সমবীজয়ন্ ॥

শ্রীধরস্বামী।

মিথো নৃত্যাদীন্ কুর্ব্বতো গোপালান্ প্রশশংসতুঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হসন্তৌ কৃষ্ণরামৌ নৃত্যাদীন্ কুর্ব্বতো গোপালান্ প্রশশংসতুঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ক্রীড়াযুদ্ধে যখন নিতান্ত শ্রান্ত ও ক্লান্তের ন্যায় হইতেন, তখন বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় রাখালদের রচিত পত্র ও পুষ্পের শয্যায় শয়ন করত, কোন গোপবালকের অঙ্কে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতেন ॥ ১৪ ॥

হে নরনাথ! যাহারা বহু পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে চিত্ত-কলঙ্ক বিদূরিত করত নিতান্তই নিষ্পাপ ও নির্ম্মলাত্মা হইয়াছিলেন, গোপগণের মধ্যে তাদৃশ ব্যক্তিই কেহ তৎকালে সেই মহাপুরুষের চরণ সম্বাহন করিতেন, কেহ বা নবীন কিশলয় বিশিষ্ট কোমল পল্লব আনয়ন করত, মৃদুমন্দ সঞ্চালনে ভগবানকে ব্যজন করিতেন ॥

আভাস।

ক্রিয়া দর্শনের এই একটী অবসর সম্প্রতি উপস্থিত হইয়াছে। বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্য ব্যতীত কৃষ্ণবয়স্য হইয়া জন্ম ধারণ হয় না; পাপই ভগবৎসেবার প্রতিবন্ধক উৎপাদন করে। নিষ্পাপী জনই ভগবানের শুশ্রূষা করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

শুকদেব এই শ্লোকে রাজা পরীক্ষিৎকে মহারাজ বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ আজ রাখালরাজরূপে নিদ্রা যাইতেছিলেন। রাজার নিদ্রাবেশ-কালে স্তুতিপাঠক ও বন্দিগণ যেমন সুললিত মধুরস্বরে গীতাদি দ্বারা মহারাজের তৃপ্তি সাধন করে, কেহ বা মৃদুমন্দ চামর সঞ্চালনে বীজন করত রাজার গাঢ় নিদ্রার অনুকূলতা সাধন করে, অদ্য রাখালগণ সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাকালে মনোহর যশঃপ্রকাশক গীত আরম্ভ করিল। কেহ বা সুগন্ধী

অন্যে তদনুরূপাণি মনোজ্ঞানি মহাত্মনঃ।
গায়ন্তি স্ম মহারাজ স্নেহক্লিন্নধিয়ঃ শনৈঃ ॥ ১৫ ॥
এবং নিগূঢ়াত্মগতিঃ স্বমায়য়া গোপাত্মজত্বং চরিতৈর্বিড়ম্বয়ন্।

অন্বয়ঃ।

হে মহারাজ! স্নেহক্লিন্নধিয়ঃ স্নেহেন ক্লিন্না, (আর্দ্রা ধীঃ যেষাং তে) অন্যে তদনুরূপাণি তস্য শয়নস্য অনুরূপাণি যোগ্যানি (অতএব) মহাত্মনঃ কৃষ্ণস্য মনোজ্ঞানি সুখকরাণি গীতানি শনৈঃ (যথা নিদ্রাভঙ্গো ন স্যাৎ তথা) গায়ন্তি স্ম ॥ ১৫ ॥

এবং রমালালিতপাদপল্লবঃ (রময়া লক্ষ্ম্যা লালিতৌ পাদপল্লবৌ যস্য সঃ ভগবান্ এব) স্বমায়য়া স্বেচ্ছয়া নিগূঢ়াত্মগতিঃ) নিগূঢ়া আচ্ছাদিতা আত্মনঃ গতি স্তত্ত্বং যেন সঃ)

শ্রীধরস্বামী।

ব্যজনৈঃ পল্লবাদিনির্ম্মিতৈঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তদনুরূপাণি যশাংসীতি শেষঃ ॥ ১৫ ॥

স্বযোগমায়য়া আবৃতাত্মৈশ্বর্য্যঃ স্বয়ং গোপাত্মজোঽপি চরিতৈঃ গোপাত্মজত্বং ভূপালপুত্রত্বং বিড়ম্বয়ন্ তিরস্কুর্ব্বন্ সোঽপ্যেবং লীলাং কর্ত্তুং ন জানাতীতি ভাবঃ। গোপো গোপালকে গোষ্ঠাধ্যক্ষে পৃথ্বীপতবপীতি মেদিনী। ঐশ্বর্য্যদৃষ্ট্যা রমালালিতপাদপল্লবোঽপি

হে মহারাজ! কৃষ্ণপ্রেমে গোপগণের চিত্ত সম্পূর্ণ আর্দ্র হইয়াছিল; রাজানুচর চিত্তানুকারী স্তুতি পাঠকের ন্যায় গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের তাৎকালিক নিদ্রাবেশের সময়ে তাহারা নিদ্রানুকূল মধুর স্বরসংযোগে ধীরে ধীরে সেই মহাপুরুষের যশোরাশি গান করিত ॥ ১৫ ॥

কি আশ্চর্য্য! যাঁহার চরণসেবায় সাক্ষাৎ লক্ষ্মী সতত নিযুক্ত আছেন এবং যিনি প্রত্যক্ষ স্বয়ং ভগবানের ন্যায় অসুর বধাদি অলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা বিশেষ আরাধ্য, সেই ভগবান্ বাসুদেব গ্রাম্যভোগাভিলাষী গোপের

আভাস।

কোমল পল্লব দ্বারা মৃদুমন্দ সঞ্চালনে বীজন করিতে আরম্ভ করিল। হে নরনাথ! রাজপ্রসাদ প্রত্যাশায় রাজভৃত্য রাজকার্য্যে ব্রতী, কিন্তু কৃষ্ণভৃত্য অহৈতুক প্রেমের অনুরোধে আর্দ্রচিত্ত হইয়াই তাদৃশ আচরণ করিয়াছিল; তাহারা কোন প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা রাখিত না ॥ ১৫ ॥

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ নিজের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, গোপালপুত্র রূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া ভূপালপুত্রকেও ভোগাদি ব্যবহারে অতিক্রম করিয়াছিলেন। কারণ, রাজভাবেরা তাদৃশ ভোগ্যব্যবহার কখন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন না। বাস্তু-

রেমে রমালালিতপাদপল্লবো গ্রাম্যৈঃ সমং গ্রাম্যবদীশচেষ্টিতঃ ॥ ১৬ ॥
শ্রীদামা নাম গোপালো রামকেশবয়োঃ সখা ।
সুবলস্তোককৃষ্ণাদ্যা গোপাঃ প্রেম্ণেদমব্রুবন্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ ।

ঈশচেষ্টিতঃ (ঈশস্য চেষ্টিতানি দেবাদিষ্বপি অবজ্ঞাবিতানি অসুরসংহারাদীনি কর্ম্মাণি যস্য সঃ) স্বচরিতৈঃ গোপাত্মজত্বং দ্বিড়ম্বয়ন্ অনুকুর্ব্বন্, গ্রাম্যৈঃ গোপৈঃ সমং সহ রেমে ॥ ১৬ ॥

রামকেশবয়োঃ সখা শ্রীদামা নাম গোপালঃ তথা সুবলস্তোককৃষ্ণাদ্যা গোপাঃ (সখায়ঃ) প্রেম্না ইদং অব্রুবন্ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

ঈশচেষ্টিত ইতি নিগূঢ়স্বভাবত্বেঽপি অন্তরা অন্তরা ঈশস্যৈব চেষ্টিতানি দৃশ্যন্তে যস্মিন্ সঃ ॥ ১৬ ॥

ঈশচেষ্টিতত্বমেব দর্শয়িতুমাহ শ্রীদামেতি । স্তোককৃষ্ণঃ কশ্চিৎ ॥ ১৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

তদাবরণাৎ কৈশ্চিদ্গ্রাম্যৈর্বন্ধুভিঃ সহ কশ্চিদ্গ্রামো বন্ধুরিব রেমে ন কেবলমাবৃতমেব তদৈশ্বর্য্যমিত্যাহ অসুরমারণাদিপ্রস্তাবে । ঈশস্যৈশ্বর্য্যময়ং চেষ্টিতং যস্য সঃ ॥ ১৬ ॥

ঈশচেষ্টিতত্বমেব দর্শয়িতুমাহ শ্রীদামেতি । প্রেম্নেতি কৃষ্ণরামাবেব স্বব্যাজেন তাল-ফলানি ভোজয়িতুমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

সহিত নিজের অচিন্ত্য মায়াশক্তিকে প্রচ্ছন্ন করত স্ব ইচ্ছাতেই গোপতনয়ের অনুকরণে গ্রাম্য ভোগাভিলাষীর ব্যবহার করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

একদিন রামকৃষ্ণের সখা গোপবালকের মধ্যে শ্রীদাম, সুবল ও স্তোককৃষ্ণাদি নামে কয়েকটী গোপবালক প্রেমসম্ভাষণে প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন ॥ ১৭ ॥

আভাস ।

দেব নিকৃষ্ট গোপবালকে পরিবৃত অথচ স্বয়ং লক্ষ্মী তাঁহার পাদপল্লব সেবার্থ চিরকাল চরণাশ্রিত; তিনি নিঃসহায় গোপনন্দন, অথচ অসুরসংহারাদি কার্য্যের দ্বারা অন্তর্জগতে ত্রিলোকেশ্বর ॥ ১৬ ॥

ঈশ্বরতুল্য কার্য্য প্রদর্শনার্থ নিম্নলিখিত শ্লোক কয়েকটীর দ্বারা ধেনুকাসুরের নিধন বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। গোচারণে শ্রীকৃষ্ণের কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্যভাবের প্রকাশ হয়; বিশেষত বলরাম বলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; এই দেখিয়া একদিন মুখ্যসখা শ্রীদাম, স্তোককৃষ্ণ ও অন্যান্য প্রিয় সুহৃদ্ গোপবালক কেবল প্রেমের পুলকে পুলকিত হইয়াই ধেনুকাসুর নিধনার্থ তাঁহাদের উভয়কে অনুরোধ করেন। একটী গোপবালকের নাম

রাম রাম মহাসত্ত্ব কৃষ্ণ দুষ্টনিবর্হণ।
ইতোঽবিদূরে সুমহদ্বনং তালালিসংকুলম্ ॥
ফলানি তত্র ভূরীণি পতন্তি পতিতানি চ।
সন্তি কিন্ত্ববরুদ্ধানি ধেনুকেন দুরাত্মনা ॥

অন্বয়ঃ।

হে রাম! হে মহাসত্ত্ব মহাবল রাম! হে দুষ্টনিবর্হণ কৃষ্ণ! ইতঃ অস্মাৎ ক্রীড়াস্থানাৎ অবিদূরে সমীপে এব তালালিসঙ্কুলং (তালালিভিঃ তালানাং পংক্তিভিঃ সঙ্কুলং ব্যাপ্তং) সুমহৎ বনং অস্তি ॥

তত্র চ ভূরীণি ফলানি পতন্তি, পতিতানি চ সন্তি কিন্তু দুরাত্মনা ধেনুকেন অসুরেণ অবরুদ্ধানি ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইতো গোবর্দ্ধনাদবিদূরে ক্রোশচতুষ্টয়ান্তরে তারফরা ইতি তালসীতি খ্যাতপ্রদেশগতং বনং। অস্তি তালবনং নাম ধেনুকাসুররক্ষিতং। মথুরাপশ্চিমে ভাগে অদূরাদেকযোজনমিতি বারাহোক্তেঃ। পশ্চিমে পশ্চাদ্ভবে ভাগ ইতি নৈর্ঋতকোণে ইতি ব্যাখ্যেয়ং তত্রৈব তদ্দর্শনাৎ। তালানামালিভির্ব্যাপ্তং। শ্লেষেণ। তালানামলিবর্ণত্বেনাতিস্বাদুজাতীয়ত্বং ধ্বনিতং। কিন্তু ধেনুকেন অবরুদ্ধানি বশীকৃতানীত্যত এব হে রাম তব মহাসত্ত্বপরীক্ষা হে কৃষ্ণ তবাপি দুষ্টনিবর্হণত্বপরীক্ষা অদ্য কর্ত্তব্যেতি ভাবোঽয়ং তয়োঃ সখ্যভাবেন বলিষ্ঠত্বজ্ঞানান্ন প্রেম্নি বিরুদ্ধান্তে। প্রত্যুত বীররসোৎসাহোদ্দীপনত্বেন সংবৃদ্ধ্যন্ত এবেতি জ্ঞেয়ং ॥

হে বলরাম! আপনি প্রভূতবল ও বিক্রমশালী এবং সর্ব্বানন্দদাতা; বিশেষত এই দুষ্টনিগ্রহকারী শ্রীকৃষ্ণ ও আপনার নিকটেই বিদ্যমান রহিয়াছেন! আপনাদের উভয়ের নিকট আমাদের একটী আক্ষেপের বিষয় আছে, জানাইতেছি; তৎপ্রতীকারার্থ আপনাদের প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য। দেখুন আমাদের এই ক্রীড়াভূমের অনতিদূরে যথেষ্ট তালবৃক্ষে পরিপূর্ণ একটী বৃহৎ বন আছে ॥

তথায় সুপক্ক তালফল সর্ব্বদাই পতিত হয়; এমন কি! প্রচুর পরিমাণে সর্ব্বদাই পতিত থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়! ধেনুক নামে একটী দুরাত্মা অসুরকর্ত্তৃক ঐ বনটী অন্যের নিতান্তই দুর্গম্য হইয়া রহিয়াছে ॥

আভাস।

স্তোক-কৃষ্ণ। স্তোক শব্দে ক্ষুদ্র; কিন্তু ক্ষুদ্র কলেবর বলিয়াই যে, তাঁহার নাম স্তোক-কৃষ্ণ, তাহা নহে; তবে কেবল কৃষ্ণ বলিলে পাছে স্বয়ং কৃষ্ণে ভ্রম হয়, এই নিমিত্ত ঐ

সোঽতিবীর্য্যোঽসুরো রাম হে কৃষ্ণ খররূপধৃক্।
আত্মতুল্যবলৈরন্যৈর্জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ॥
তস্মাৎ কৃতনরাহারাদ্ভীতৈর্নৃভিরমিত্রহন্।
বিদ্যন্তেঽভুক্তপূর্ব্বাণি ফলানি সুরভীণি চ॥ ১৮॥

অন্বয়ঃ।

হে রাম হে কৃষ্ণ! খররূপধৃক্ গর্দ্দভরূপধারী সঃ অতিবীর্য্যঃ অসুরঃ আত্মতুল্যবলৈঃ সমবলিভিঃ অন্যৈঃ জ্ঞাতিভিঃ স্বজাতিভিঃ পরিবারিতঃ আস্তে॥

হে অমিত্রহন্! তস্মাৎ কৃতনরাহারাৎ (কৃতঃ নরাঃ এব আহারো যেন তস্মাৎ) অসুরাৎ ভীতৈঃ নৃভিঃ অভুক্তপূর্ব্বাণি সুরভীনি ফলানি চ বিদ্যন্তে॥ ১৮॥

শ্রীধরস্বামী।

তালালিসঙ্কুলং তালানাং পঙ্‌ক্তিভির্ব্যাপ্তং॥ ১৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সোঽতিবীর্য্যেত্যাদিনা তয়োঃ পরাক্রমোত্তেজনং॥

আবয়োরগ্রে তস্য তদীয়ানাঞ্চাতিবীর্য্যং খপুষ্পায়মাণং ভবিষ্যতীতি চেত্তর্হি চলতং। তত্রত্যান্নরান্নির্ভয়ান্ তালভোজিনশ্চ দর্শয়ন্মদাশিষঃ কুরুতমিত্যতস্তস্মাদিতি। নন্বু কস্যাঃ দিশি ভূবনং তদ্ ব্রূতেত্যত আহুঃ। এষ বৈ গন্ধঃ ভাদ্রমাসীয়প্রাচ্যসমীরণেনানীত ইতি ভাবঃ॥ ১৮॥

গর্দ্দভাকৃতি ঐ অসুর নিতান্ত সামান্য নহে অতীব বীর্য্যসম্পন্ন; বিশেষত তাহার তুল্যবলবান অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গের দ্বারা সে সর্ব্বদাই পরিবেষ্টিত থাকে॥

ঐ অসুর মানবভোজী; সুতরাং তাহার ভয়ে কোন ব্যক্তিই ঐ বনমধ্যে কখন প্রবেশ করিতে পারে না। সেই পবিত্র গন্ধবিশিষ্ট সুমধুর তালফল সমূহ কেহ ভোজন করিতে পায় না; কাননের সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে পতিতই থাকে॥ ১৮॥

আভাস।

চতুরক্ষর বিশিষ্ট স্তোককৃষ্ণই তাহার নাম। বিশেষত রূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সেই বালকটীর অনেক সাদৃশ্য ছিল; এক্ষণে নামটীও যদি শ্রীকৃষ্ণের কথঞ্চিৎ অনুগমন করে, তাহা হইলে এতদুভয়ের সৌহার্দ্দ দৃঢ়সম্বদ্ধ হইবে, এই প্রত্যাশায় তাহার পিতা মাতা বড়ই আনন্দ সহকারে পুত্রের ঐ স্তোককৃষ্ণ নাম রক্ষা করিয়াছিলেন। মথুরার অনতিদূরে প্রায় ক্রোশচতুষ্টয় অন্তর তালসী নামক স্থানে একটী তালবন ছিল। তথায় তালফল সকল অতি সুগন্ধবিশিষ্ট ও উপাদেয়। তালের গন্ধে মধুপগণ সর্ব্বদাই তথায় গুঞ্জন করিত এবং ভ্রমরের ন্যায় আভার হার তালফলের বিশেষ স্বাদুত্বের প্রমাণ লক্ষিত হইয়াছিল॥ ১৭॥

এষ বৈ সুরভির্গন্ধো বিষূচীনোঽবগৃহ্যতে।
প্রযচ্ছ তানি নঃ কৃষ্ণ গন্ধলোভিতচেতসাম্॥
বাঞ্ছাস্তি মহতী রাম গম্যতাং যদি রোচতে।
এবং সুহৃদ্বচঃ শ্রুত্বা সুহৃৎপ্রিয়চিকীর্ষয়া।
প্রহস্য জগ্মতুর্গোপৈর্বৃতৌ তালবনং প্রভূ॥
বলঃ প্রবিশ্য বাহুভ্যাং তালান্ সংপরিকম্পয়ন্।
ফলানি পাতয়ামাস মত্তদ্বীপ ইবৌজসা॥ ১৯॥

অন্বয়ঃ।

হে কৃষ্ণ! বিষূচীনঃ সর্ব্বতঃ প্রসৃতঃ এষঃ বৈ তেষাং সুরভিঃ গন্ধঃ অবগৃহ্যতে অতঃ গন্ধলোভিতচেতসাং (গন্ধেন লোভিতানি চেতাংসি যেষাং তেষাং) নঃ অস্মাকং তানি পূর্ব্বং অভুক্তানি ফলানি প্রযচ্ছ দেহি॥

হে রাম! অস্মাকং মহতী বাঞ্ছা অস্তি, যদি রোচতে তদা গম্যতাং। গোপৈঃ বৃতৌ প্রভু রামকৃষ্ণৌ এবং সুহৃদ্বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য সুহৃৎপ্রিয়চিকীর্ষয়া সুহৃদাং প্রিয়ং কর্ত্তুমিচ্ছয়া তালবনং জগ্মতুঃ॥

বলঃ বলরামঃ বনং প্রবিশ্য ওজসা বলেন মত্তদ্বীপঃ ইব বাহুভ্যাং তালবৃক্ষান্ সংপরিকম্পয়ন্ (তেভ্যঃ) তালান্ পাতয়ামাস॥ ১৯॥

শ্রীধরস্বামী।

বিষূচীনঃ সর্ব্বতঃ প্রসৃতঃ॥ ১৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নোঽস্মভ্যং প্রযচ্ছ যতোঽস্মাকং বাঞ্ছাস্তি॥

প্রহস্যেত্যহো গর্দ্দভোঽপ্যেবং বলীত্যসম্ভাব্যত্বান্মৃষৈব বা ব্রূথেতি ভাবঃ॥ ১৯॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! ঐ ফল সকল ইতস্ততঃ পতিত থাকায় সর্ব্বত্র তাহার গন্ধে আমোদিত হইতে থাকে; আমাদের চিত্তও ঐ গন্ধে নিতান্ত আকৃষ্ট হইয়াছে। অতএব কোন উপায়ে আমাদিগকে ঐ ফল প্রদান কর॥

ঐ সকল ফল ভোজনার্থ আমাদিগের নিতান্ত বাঞ্ছা জন্মিতেছে; যদি কোন বিপদের আশঙ্কা না থাকে, তবে বনে প্রবেশ করুন॥

তখন সেই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ভ্রাতৃদ্বয় সুহৃদ্গণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং তাহাদিগের মনোবাসনা পূরণার্থ সমস্ত গোপগণে পরিবৃত হইয়া, সেই তালবনে উভয়েই প্রবেশ করিলেন॥

মদমত্ত বারণের ন্যায় অতুলবলশালী বলদেব বজ্রসদৃশ ভুজদ্বয়ের তাড়নে তালবৃক্ষ সকল কম্পিত করত বৃক্ষ হইতে ফল সকল ভূমিতলে পাতিত করিতে লাগিলেন॥ ১৯॥

ফলানাং পততাং শব্দং নিশম্যাসুররাসভঃ।
অভ্যধাবৎ ক্ষিতিতলং সনগং পরিকম্পয়ন্ ॥ ২০ ॥
সমেত্য তরসা প্রত্যগ্দ্বাভ্যাং পদ্ভ্যাং বলং বলী।
নিহত্যোরসি কাশব্দং মুঞ্চন্ পর্য্যসরৎ খলঃ ॥ ২১ ॥
পুনরাসাদ্য সংরব্ধ উপক্রোষ্টা পরাক্ স্থিতঃ।
চরণাবপরৌ রাজন্ বলায় প্রাক্ষিপদ্রুষা ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ।

পততাং ফলানাং শব্দং নিশম্য শ্রুত্বা, অসুররাসভঃ গর্দ্দভরূপধৃক্ ধেনুকাসুরঃ, সনগং সবৃক্ষং সপর্ব্বতং, ক্ষিতিতলং পরিকম্পয়ন্ অভ্যধাবৎ তয়োরভিমুখং অধাবৎ আজগাম ॥ ২০ ॥

বলী ধেনুকঃ তরসা বেগেন, সমেত্য সমাগত্য, প্রত্যগ্ দ্বাভ্যাং পশ্চিমাভ্যাং পদ্ভ্যাং বলং বলদেবং, উরসি নিহত্য সঃ খলঃ কাশব্দং গর্দ্দভজাতিশব্দং মুঞ্চন্ পুনরপিহননাবকাশং পর্য্যালোচয়ন্ পর্য্যসরৎ সমন্তাৎ অসর্পৎ ॥ ২১ ॥

সংরব্ধঃ সংক্রুদ্ধঃ উপক্রোষ্টা গর্দ্দভরূপোঽসুরঃ পুনরাসাদ্য সমীপং আগত্য পরাক্স্থিতঃ পৃষ্ঠীকৃত্যাস্থিতঃ, হে রাজন্! রুষা ক্রোধেন বলায় বলং হন্তুং অপরৌ পশ্চিমৌ চরণৌ প্রাক্ষিপৎ ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সনগং সবৃক্ষং সপর্ব্বতং বা ॥ ২০ ॥

প্রত্যক্দ্বাভ্যাং পশ্চিমাভ্যাং দ্বাভ্যাং। কাশব্দমিতি গর্দ্দভশব্দানুকরণং। পর্য্যসরৎ পরিতোঽধাবদিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

উপক্রোষ্টা গর্দ্দভঃ। পরাক্ প্রস্থিমুখঃ। অপরৌ পশ্চিমৌ। বলায় বলং হন্তুং ॥ ২২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সনগং কুলপর্ব্বতৈরপি সহিতং ॥ ২০ ॥

প্রত্যগ্দ্বাভ্যাং পশ্চিমাভ্যাং দ্বাভ্যাং। কাশব্দমিতি গর্দ্দভশব্দানুকরণং পর্য্যসরৎ পরিতোঽধাবৎ ॥ ২১ ॥

সংরব্ধঃ কোপী উপক্রোষ্টা নিকট এব কাশব্দং কূর্ব্বন্ পরাক্ পৃষ্ঠীকৃত্যস্থিতঃ ॥ ২২ ॥

ফলপতনের প্রচণ্ড শব্দ শ্রবণে সেই গর্দ্দভরূপধারী ধেনুকাসুর পর্ব্বত ও বৃক্ষাদি সহ ধরাতল কম্পিত করত বেগে তাঁহাদিগের সমীপে আগমন করিল ॥ ২০ ॥

এবং অতি তীব্রবেগে উপস্থিত হইয়াই পশ্চাৎ পাদদ্বয় দ্বারা বলরামের বক্ষে বিষম আঘাত করত, পুনরায় আঘাতের জন্য অবসর অন্বেষণ পূর্ব্বক গর্দ্দভ-ধ্বনিতে বিকট চিৎকার করিতে করিতে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ২১ ॥

স তং গৃহীত্বা পদয়োর্ভ্রাময়িত্বৈকপাণিনা।
চিক্ষেপ তৃণরাজাগ্রে ভ্রামণত্যক্তজীবিতম্॥
তেনাহতো মহাতালো বেপমানো বৃহচ্ছিরাঃ।
পার্শ্বস্থং কম্পয়ন্ ভগ্নঃ সচান্যং সোঽপি চাপরম্॥ ২৩॥
বলস্য লীলয়োৎসৃষ্টখরদেহহতাহতাঃ।
তালাশ্চকম্পিরে সর্ব্বে মহাবাতেরিতা ইব॥ ২৪॥

অন্বয়ঃ।

সঃ বলঃ তং অসুরং একপাণিনা একহস্তেন পদয়োঃ পাদাগ্রয়োঃ গৃহীত্বা ভ্রামণত্যক্তজীবিতং ভ্রামণেন ত্যক্তং জীবিতং যেন তং তৃণরাজাগ্রে তালবৃক্ষোপরি চিক্ষেপ॥

তেন শ্রীরামোৎসৃষ্টখরদেহেন আহতঃ অতএব বেপমানঃ বৃহচ্ছিরা বিস্তৃতাগ্রিমভাগো মহাতালঃ পার্শ্বস্থং তালান্তরং কম্পয়ন্ ভগ্নঃ পতিতঃ সঃ চ তেন কম্পিতঃ তালোঽপি পার্শ্বস্থং তালান্তরং কম্পয়ন্ ভগ্নঃ সোঽপি চাপরং তালং কম্পয়ন্ ভগ্নঃ॥ ২৩॥

মহাবাতেরিতাঃ (মহাবাতেন ইরিতাঃ প্রেরিতাঃ যথা কম্পন্তে তথা) বলস্য লীলয়োৎসৃষ্টখরদেহহতাহতাঃ লীলয়া অনায়াসেন প্রক্ষিপ্তেন খরদেহেন যো হতস্তেনান্য স্তেনান্য ইত্যেবং হতাহতাঃ সর্ব্বেএব তালাঃ চ কম্পিরে॥ ২৪॥

শ্রীধরস্বামী।

তৃণরাজস্তালঃ॥ ২৩॥
উৎসৃষ্টেন খরদেহেন হতৈরাহতাঃ চ কম্পিরে অকম্পন্ত॥ ২৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তং ধেনুকং প্রপদোঃ পদয়োরগ্রভাগে ইত্যর্থঃ। তৃণরাজস্তালঃ॥ ২৩॥
উৎসৃষ্টেন খরদেহেন হতৈস্তালৈরাহতাঃ প্রাপ্তাঘাতাঃ॥ ২৪॥

অনন্তর, হে রাজন্! ঐ গর্দ্দভাসুর ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, পুনরায় যেমন পশ্চাৎ পাদদ্বয় বলরামের প্রতি নিক্ষেপ করিল॥ ২২॥

অমনি বলরাম অবলীলাক্রমে এক হস্তেই তাহার উভয় পদ ধারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া তালবৃক্ষের শিরোপরি বেগে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ঐ ভ্রমণেই অসুরের প্রাণ বহির্গত হইয়াছিল॥

বলরাম অবলীলাক্রমে অসুরদেহ নিক্ষেপ করিলেন বটে, কিন্তু যে বৃক্ষের উপর ঐ দেহ পতিত হইল, সেই অত্যুচ্চ বৃক্ষটী কম্পিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষান্তর সংলগ্নে ভগ্ন হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইল।

সেই কম্পিত বৃক্ষের আঘাতে পার্শ্বস্থ বৃক্ষও তাদৃশ কম্পিত ও ভূমিতে পতিত এবং তৎসম্পর্কে অন্য বৃক্ষও ঐরূপ কম্পিত হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছিল॥ ২৩॥

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতং প্রোতমিদং যস্মিংস্তন্তুষ্বঙ্গ যথা পটঃ॥
ততঃ কৃষ্ণঞ্চ রামঞ্চ জ্ঞাতয়ো ধেনুকস্য যে।
ক্রোষ্টারোঽভ্যদ্রবন্ সর্ব্বে সংরব্ধা হতবান্ধবাঃ॥

অন্বয়ঃ।

হে অঙ্গ প্রিয়! তন্তুষু পটঃ যথা তথা যস্মিন্ অনন্তে ভগবতি জগদীশ্বরে ইদং জগৎ ওতং প্রোতং তস্মিন্ এতৎ অসুরমারণবনপ্রকম্পনাদি কার্য্যং ন চিত্রং ন আশ্চর্য্যং।

অতঃ ধেনুকবধনান্তরং যে ধেনুকস্য জ্ঞাতয়ঃ ক্রোষ্টারঃ গর্দ্দভাঃ হতবান্ধবাঃ (হতঃ নষ্টঃ ধেনুকঃ বান্ধবঃ যেষাং তে) সর্ব্বে সংরব্ধাঃ ক্রুদ্ধাঃ সন্তঃ কৃষ্ণং রামং চ অভ্যদ্রবন্ হন্তু অভিযযুঃ॥

শ্রীধরস্বামী।

যস্মিন্নিদং বিশ্বং ওতং উর্দ্ধতন্তুষু পটইব গ্রথিতং। প্রোতং তির্য্যক্তন্তুষু পট ইব

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিশ্বং ওতং অগ্র তন্তুষু পট ইব গ্রথিতং প্রোতং তির্য্যক্ তন্তুষু পটবদেব গ্রথিতং সর্ব্বতোঽনুস্যূতং বর্ত্তত ইত্যর্থঃ॥

যেমন প্রচণ্ড বাত্যাপ্রভাবে কাননস্থ যাবতীয় বৃক্ষই নিতান্ত আন্দোলিত হয়; এক বলদেব নিক্ষিপ্ত অসুর দেহের আঘাতে সমস্ত তালবন বিষম ভাবে আন্দোলিত হইতে লাগিল॥ ২৪॥

হে রাজেন্দ্র! বলরামের এই কার্য্যটী নিতান্ত বিস্ময়জনক নহে; কারণ যেমন ওত প্রোতভাবে সূত্র বিন্যাসেই বস্ত্র প্রস্তুত হয়, সেইরূপ যে অনাদি সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ জগদীশ্বরে এই ব্রহ্মাণ্ড ওত প্রোতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাঁহার পক্ষে একার্য্য আর কি বিশেষ বিস্ময়প্রদ হইবে?

ধেনুকাসুরের নিধনে তদীয় জ্ঞাতি গর্দ্দভসকল ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া, বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ বাসনায় তাঁহাদের অভিমুখে ধাবিত হইল।

আভাস।

ধেনুকাসুরের নিধন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা পরীক্ষিৎ রামকৃষ্ণের বিশেষ সামর্থ্য ও বলাধিক্যের পরিচয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু পরপক্ষ নিগ্রহের দ্বারা কেবল মর্ত্ত্যানুকূল স্বভাবেরই পরিচয় হয়; এই আশঙ্কায় শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে স্মরণ করাইয়া বলিলেন যে, সামান্য দেহধারীর পক্ষে এরূপ বীর্য্যপরিচায়ক কার্য্যে সুখ্যাতি আছে বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ সুখ্যাতি নাই; কারণ তিনি জগৎপতি! সৃষ্টির যাবতীয় কার্য্য তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে। যেমন বস্ত্রখানি নাম মাত্র, সূত্রই সমস্ত; দীর্ঘভাবে ও তির্য্যক্ ভাবে সূত্র

তাংস্তানাপততঃ কৃষ্ণো রামশ্চ নৃপ লীলয়া।
গৃহীতপশ্চাচ্চরণান্ প্রাহিণোত্তৃণরাজসু ॥ ২৫ ॥
ফলপ্রকরসংকীর্ণং দৈত্যদেহৈর্গতাসুভিঃ।
ররাজ ভূঃ সতালাগ্রৈ র্ঘনৈরিব নভস্তলং ॥

অন্বয়ঃ।

হে নৃপ! আপততঃ বেগাৎ আগচ্ছতঃ, তদৈব গৃহীতপশ্চাচ্চরণান্ (গৃহীতৌ পশ্চাচ্চরণৌ যেষাং তান্) তথাভূতান্ তান্ কৃষ্ণঃ রামঃ চ তৃণরাজসু তালবৃক্ষেষু প্রাহিণোৎ প্রাক্ষিপৎ ॥ ২৫ ॥ সতালাগ্রৈঃ ভগ্নতালশাখাভিঃ সহিতৈঃ, গতাসুভিঃ প্রাণরহিতৈঃ, দৈত্যদেহৈঃ তথা ফলপ্রকরসংকীর্ণং ফলপ্রকরৈঃ ফলসমূহৈঃ সংকীর্ণং ব্যাপ্তং ভূঃ ভূতলং ঘনৈঃ ব্যাপ্তং নভস্তলং ইব ররাজ শুশুভে ॥

শ্রীধরস্বামী।

গ্রথিতং সর্ব্বতোঽনুস্যূতং বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥
ঘনৈর্নভ ইব ভুবস্তলং ররাজ। তত্র ফলপ্রকর সংকীর্ণমিতি দৈত্যদেহৈঃ ফলতালা-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হে নৃপ ॥ ২৫ ॥
ফলপ্রকরসঙ্কীর্ণং যথাস্যাত্তথা ভূঃ ররাজ। কৈঃ দৈত্যদেহৈ র্নির্ভিন্ন তালাগ্রসহিতৈঃ। তেষাং স্বতঃ শ্যামত্বাৎ রুধিরোক্ষিতত্বাচ্চ ঘনৈঃ শ্যামরক্তৈ র্নভস্তলমিব। তলং স্বরূপা-

---

কিন্তু তাহারা যেমন তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই একে একে তাহাদের পশ্চাৎ পদদ্বয় ধরিয়া তালবৃক্ষোপরি নিক্ষেপ পূর্ব্বক সকলেরই বিনাশ সাধন করিলেন ॥ ২৫ ॥

তৎকালে ধরাতলে বিচিত্রবর্ণের তালফল সমূহ সর্ব্বত্র পতিত ও তৎসঙ্গে বিগতপ্রাণ অসুরদেহ সকল ইতস্ততঃ পরিব্যাপ্ত থাকায় ঘোর ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলের ন্যায় ধরিত্রীর অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদিত হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণের তাদৃশ অলোকসামান্য ক্রিয়া দর্শনে স্বর্গবাসী দেবগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন, গন্ধর্ব্বগণ একতান-বাদ্যে গান করিতে লাগিলেন

অন্বয়ঃ।

সমূহের পরস্পর বিন্যাসেই বস্তুর নাম ও রূপের উদ্ভাসন হয়, সেইরূপ চিৎশক্তি ও জড়শক্তির পরস্পর সংসর্গে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। এই শক্তিদ্বয় এক বাসুদেবে নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। অতএব এই কর্ম্মের অনুরোধেই যে রামকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা তাহা নহে ॥ ২৫ ॥

তয়োস্তৎ সুমহৎ কর্ম্ম নিশম্য বিবুধাদয়ঃ।
মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষাণি চক্রুর্বাদ্যানি তুষ্টুবুঃ ॥ ২৬ ॥
অথ তালফলান্যাদন্ মনুষ্যা গতসাধ্বসাঃ।
তৃণঞ্চ পশবশ্চেরু র্হতধেনুককাননে ॥
কৃষ্ণঃ কমলপত্রাক্ষঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
স্তূয়মানোঽনুগৈর্গোপৈঃ সাগ্রজো ব্রজমাবিশৎ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ।

তয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ সুমহৎ (অন্যৈর্দুষ্করং ধেনুকবধেন তালবনস্য নির্ভয়ত্বসম্পাদনরূপং) তৎ কর্ম্ম নিশম্য দৃষ্ট্বা, বিবুধাদয়ঃ দেবগন্ধর্ব্বমুনয়ঃ, (তেষু দেবাঃ) পুষ্পবর্ষাণি মুমুচুঃ, (গন্ধর্ব্বাঃ গানপূর্ব্বকং) বাদ্যানি চক্রুঃ, (মুনয়ঃ) তুষ্টুবুঃ ॥ ২৬ ॥

অথ ধেনুকবধানন্তরং, হতধেনুককাননে (হতঃ ধেনুকঃ যস্মিন্ তস্মিন্ কাননে) গতসাধ্বসাঃ নির্ভয়াঃ মনুষ্যাঃ তালফলানি আদন্ অভক্ষয়ন্ পশবশ্চ গোমহিষাদয়ঃ চ তৃণং চেরুঃ ॥

ততঃ অনুগৈঃ গোপৈঃ স্তূয়মানঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ (শ্রোতৃণাং কীর্ত্তয়তাং চ পুণ্যজনকং শ্রবনকীর্ত্তনং চ যস্য সঃ) কমলপত্রাক্ষঃ (কমলপত্রবৎ অক্ষিণী যস্য সঃ) সাগ্রজঃ কৃষ্ণঃ ব্রজং আবিশৎ অগমৎ ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

গ্রৈশ্চ সংকীর্ণমিতি অরুণশ্বেতনীলঘনসাদৃশ্যসম্পাদনং ॥ ২৬ ॥

আদন্ অভক্ষয়ন্ ॥ ২৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ধারয়োরিতি বিশ্বঃ ॥ ২৬ ॥

মনুষ্যাস্তত্রত্যাঃ পুলিন্দাদয় এব নতু গোপালা আদন্ গর্দ্দভরক্তোক্ষিতত্বেন ফলেষু ঘৃণোৎপত্তেঃ ॥

বনাদ্গোষ্ঠপ্রবেশলীলামাহ ত্রিভিঃ। কৃষ্ণ ইতি ব্রজস্থানাং চিত্তস্যাকর্ষণং কমলপত্রাক্ষ ইতি নেত্রনাসয়োরাকর্ষণং। পুণ্যে ধন্যে শ্রবণে কর্ণৌ যতস্তথাভূতং কীর্ত্তনং বেণুগানং যস্য সঃ। ইতি শ্রোত্রস্যাপ্যাকর্ষণং ধ্বনিতং ॥ ২৭ ॥

এবং মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

ধেনুকাসুর নিহত হইলে সুচারু তালবন নিষ্কণ্টক হইল। মানবগণ নির্ভয়ে তথায় প্রবেশ পূর্ব্বক সুমিষ্ট তালফল ভোজন করিতে লাগিল এবং গো মহিষাদি পশু-সকল সেই বনে নিঃশঙ্কচিত্তে তৃণভোজন করত বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিতে লাগিল ॥

যাঁহার পবিত্র লীলামৃত শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে জনমাত্রেই প্রচুর পুণ্য-লাভে পবিত্র হয়, সেই পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণ যশোকীর্ত্তনকারী বয়স্যগণে

তং গোরজশ্ছুরিতকুন্তলবদ্ধবর্হবন্যপ্রসূনরুচিরেক্ষণচারুহাসং।
বেণুং ক্বণন্তমনুগৈরুপগীতকীর্ত্তিং গোপ্যো দিদৃক্ষিতদৃশোঽভ্যগমন্ সমেতাঃ॥২৮

অন্বয়ঃ।

দিদৃক্ষিতদৃশঃ (দিদৃক্ষিতাঃ দর্শনোৎকণ্ঠাযুক্তাঃ দৃশঃ যাসাং তাঃ) অতএব সমেতাঃ পরস্পরং মিলিতাঃ গোপ্যঃ গোরজশ্ছুরিতকুন্তলবদ্ধবর্হবন্যপ্রসূনরুচিরেক্ষণচারুহাসং (গোরজোভিঃ ছুরিতেষু ব্যাপ্তেষু কুন্তলেষু কেশেষু বদ্ধং বর্হং ময়ূরপিচ্ছং বন্যানি প্রসূনানি চ যস্য তথা রুচিরং ঈক্ষণং চারু মনোহরঃ হাসশ্চ যস্য তং) বেণুং ক্বণন্তং বাদয়ন্তং, অনুগৈঃ উপগীতকীর্ত্তিং (উপগীতা কীর্ত্তির্যস্য তং) তং (বনাদাগচ্ছন্তং কৃষ্ণং) অভ্যগমন্ দ্রষ্টুং অভিমুখং জগ্মুঃ॥ ২৮॥

শ্রীধরস্বামী।

গোরজোভিশ্ছুরিতেষু কুন্তলেষু বদ্ধং বর্হং বন্যানি প্রসূনানিচ যস্য রুচিরমীক্ষণং চারুহাসশ্চ যস্য তঞ্চ তঞ্চ দিদৃক্ষিতদৃশঃ দিদৃক্ষিতা দর্শনোৎকণ্ঠাযুক্তা দৃশো যাসাং তাঃ॥ ২৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ব্রজবালানাং বিশেষত আকর্ষণমাহ। তং গোপ্যোঽভ্যগমন্ গোরজোভিশ্ছুরিতেষু ব্যাপ্তেষু কুন্তলেষু বদ্ধং বর্হং বন্যপ্রসূনানি চ যস্য রুচিরমীক্ষণং চারুহাসশ্চ যস্য ঈক্ষণয়ো শ্চারুহাসো বা যস্য তং। দিদৃক্ষিতাঃ সংজাতদর্শনেচ্ছা দৃশো যাসাং তা ইতি গোপীকর্ত্তৃকং লজ্জাভয়হেতুকং বর্জ্জনমমানয়ন্ত্যো দৃশস্তদাকরণত্বং পরিত্যজ্য স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্বং প্রাপ্তা ইতি ধ্বনিঃ। তেন চ প্রতিবেশিনাং শ্রোত্রঘ্রাণেন্দ্রিয়াণাং বেণুসৌস্বর্য্যাঙ্গ সৌরভ্যসম্পল্লাভমালক্ষ্য মাৎসর্য্যেণৈব স্বেষাং রন্ধ্রত্বমসহমানাঃ স্বাশ্রয়ভূতা গোপীঃ পরিত্যজৈব সম্পন্নীভবিতুমিব চাপল্যাৎ স্বয়মেব কৃষ্ণপার্শ্বং চলিতা ইত্যুৎপ্রেক্ষা ধ্বন্যতে। সমেতা ইতি সর্ব্বা এব কুলবধ্বঃ স্ব স্ব গৃহান্ বিহায় চলন্তি পশ্য মামেব কিং ত্বং বারয়ন্তী বধিষ্যসীতি স্ব স্ব শ্বশ্রূপ্রত্যুত্তরয়ন্ত্য ইতি ভাবঃ॥ ২৮॥

পরিবৃত হইয়া, অগ্রজ বলরামের সহিত একত্র বন হইতে ব্রজে প্রবেশ করিলেন॥ ২৭॥

দিবাবসানে কৃষ্ণ দর্শনার্থ গোপী মাত্রেরই চিত্ত নিতান্ত উৎকণ্ঠিত থাকিত। সুতরাং অপরাহ্নে তাঁহারা সকলে একত্র মিলিত হইয়া কৃষ্ণ-দর্শন-লালসায় অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ যশোগায়ক বালকে পরিবেষ্টিত হইয়া বেণুধ্বনি করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শিরোদেশে ময়ূর পুচ্ছ, কেশজালে বন্য কুসুমের মালা এবং মনোহর দৃষ্টি সহকারে মধুর হাস্য ও গাভীগণের ক্ষুরোত্থিত ধূলিসম্পৃক্ত পূর্ণ-চন্দ্র সদৃশ মুখ-কমল দূর হইতে নিরীক্ষণ করিবা মাত্র গোপিকারা সসম্ভ্রমে তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন॥ ২৮॥

পীত্বা মুকুন্দমুখসারঘমক্ষিভৃঙ্গৈস্তাপং জহুর্বিরহজং ব্রজযোষিতোঽহ্নি।
তৎ সৎকৃতিং সমধিগম্য বিবেশ গোষ্ঠং সব্রীড়হাসবিনয়ং যদপাঙ্গমোক্ষং॥

অন্বয়ঃ।

(এবং অভ্যুপগতাঃ) ব্রজযোষিতঃ অক্ষিভৃঙ্গৈঃ নেত্রভ্রূপৈঃ ভ্রমরৈঃ, মুকুন্দমুখসারঘং (মুকুন্দস্য মুখং এব পদ্মং তদ্গতং সারঘং মধু পীত্বা মুখসৌন্দর্য্যং নয়নৈঃ দৃষ্ট্বা) অহ্নি (যঃ বিরহঃ তস্মাৎ জাতং) বিরহজং তাপং জহুঃ তত্যজুঃ। (শ্রীকৃষ্ণস্তু তাসাং) সব্রীড়হাসবিনয়ং (সব্রীড়ং সহাসং সবিনয়ং চ যথা স্যাৎ তথা) অপাঙ্গমোক্ষং কটাক্ষদর্শনং যৎ তৎ (এব) সৎকৃতিং সম্মানং, সমধিগম্য প্রাপ্য, গোষ্ঠং বিবেশ॥

শ্রীধরস্বামী।

মুকুন্দস্য মুখপদ্মগতং সারঘং মধু অহ্নি যো বিরহ স্তস্মাজ্জাতং তাপং সচ তাসাং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অভিগম্য কিং চক্রুরিত্যত্ত আহ পীত্বেতি। মুকুন্দস্য মুখে সারঘং স্মিতরূপং মধু অক্ষিভৃঙ্গৈঃ পীত্বা নত্বপাঙ্গভৃঙ্গৈঃ পীত্বেত্যনেন কৃষ্ণস্যাদৃষ্টগোপীকস্যান্যমনস্কস্যৈব যৎ সাহজিকং স্মিতং তৎ তাভি র্নিঃশঙ্কতয়া সম্পূর্ণনেত্রৈরেব পীতমিতি গম্যতে। ততশ্চ দ্বিতীয়ক্ষণে কৃষ্ণস্য তত্রাবধানে সতি হর্ষোত্থোহাসস্তাসাং যদৈবাজনি তদৈবোদ্ভূতয়া লজ্জয়া সসম্পূর্ণাবলোকো হাসশ্চাবৃতঃ বামকরকৃতমবগুণ্ঠনঞ্চ। কিঞ্চিৎ সংবৃত্তংতত্তদাবরণ-ব্যঞ্জিতো বিনয়শ্চাভূদিত্যেতৎ সর্ব্বমাধুর্য্যমেব কৃষ্ণোঽনুভবভূবেত্যাহ তৎসৎকৃতিং তাদৃশা-বলোকনরূপাং সৎকৃতিং তাভিঃ কৃতং কিঞ্চিদুপায়নপ্রদানরূপং সম্মাননমিত্যর্থঃ সমধিগম্য সম্যগ্ বিদগ্ধশিরোমণিত্বাদধিগম্য সরসাস্বাদং স্বীকৃত্য গোষ্ঠং বিবেশ। অত্র সৎকার সমধিগমক্রিয়য়োঃ ক্রমেণ সব্রীড়েত্যাদি বিশেষণদ্বয়ং তেন চ ব্রীড়য়া সহিতো হাসো বিনয়শ্চ যত্র তদ্‌যথাস্যাত্তথা তাসাং সৎকৃতিং। যতঃ প্রাপ্নুবতঃ অপাঙ্গস্য মোক্ষো যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা সমধিগম্য গোষ্ঠং বিবেশেত্যর্থঃ। তাভিঃ কৃতা সব্রীড় হাসবিনয়া তাদৃশাবলোকরূপা সৎকৃতিঃ তস্যাশ্চাধিগমঃ কৃষ্ণেন তৎপ্রাপ্নুবদপাঙ্গমোক্ষসহিতঃ কৃত ইতি ফলিতং। অত্র সম্পূর্ণনেত্রাভ্যাং দর্শনে তাসাং লজ্জয়া সদ্যো বিমুখীভাবঃ স্যাদ-তস্তৎকটাক্ষপ্রাপ্ত্যর্থমেব কৃষ্ণেনাপাঙ্গমোক্ষ ইতি জ্ঞেয়ং। অথৈতদ্বিবরণং তাভিঃ প্রত্যেকং

অহো তৎকালের কি অপূর্ব্বই দৃশ্য! পুরোবর্ত্তিনী গোপিকারা সাগ্রহ-দৃষ্টিতে মুখসৌন্দর্য্য নিরীক্ষণের ছলে যেন তাঁহারা নয়নভৃঙ্গের দ্বারা কৃষ্ণমুখারবিন্দের অপরূপ মকরন্দপানে নির্বৃত হইয়া সমস্ত দিবসের বিরহবহ্নি প্রশমিত করিতেছিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের ঈষৎ হাস্য ও বিনয় সহকারে সলজ্জ কটাক্ষদৃষ্টিরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইয়া গোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলেন॥

তয়োর্যশোদারোহিণ্যৌ পুত্রয়োঃ পুত্রবৎসলে।
যথাকালং যথাকামং ব্যধত্তাং পরমাশিষঃ॥
গতাধ্বানশ্রমৌ তত্র মজ্জনোন্মর্দ্দনাদিভিঃ।
নীবীং বসিত্বা রুচিরাং দিব্যস্রগ্ গন্ধমণ্ডিতৌ॥

অন্বয়ঃ।

পুত্রবৎসলে যশোদারোহিণ্যৌ তয়োঃ বনাৎ আগতয়োঃ পুত্রয়োঃ রামকেশবয়োঃ যথাকামং ইচ্ছানুসারেণ, যথাকালং ঋতুমানপ্রভাতাদিকালানুসারেণ পরমাঃ উৎকৃষ্টাঃ আশিষঃ ভক্ষপেয়াদি-বিষয়ান্ ব্যধত্তাং সম্পাদিতবত্যৌ॥

তত্র (ব্রজে নন্দভবনে) মজ্জনোন্মর্দ্দনাদিভিঃ (মজ্জনং জলেন স্নানং, উন্মর্দ্দনং সুগন্ধি-তৈলাদিনা) গতাধ্বানশ্রমৌ (গতঃ আধ্বনঃ আধ্বসম্বন্ধি শ্রমো যয়োঃ তৌ) রুচিরাং মনোজ্ঞাং নীবীং বস্ত্রং, বসিত্বা দিব্যস্রগ্গন্ধমণ্ডিতৌ তৌ॥

শ্রীধরস্বামী।

সৎকৃতিং পূজাং কাং সৎকৃতিং কথম্বা কৃতাং তামাহ সব্রীড়েতি। সব্রীড়েন সলজ্জেন

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্বনয়নাঞ্জনাবৌৎসুক্যং সঞ্চারিণা স্বপরিজনেনানীয়াবলোকনকুসুমমর্পিতং তথৈব স্বাধর-পল্লবাঞ্জলৌ হর্ষসঞ্চারিণা স্বপরিজনেনানীয় অর্পিতং হাসকুসুমঞ্চ গৃহীত্বা এতদ্বস্তুদ্বয়মেবা-স্মদ্গৃহে তত্র ভবতে দেয়মেতাবদেব বস্ত্বস্তি তৎকৃপয়া গৃহ্যতামিতি যদৈব তদুপায়নমানেতুং কৃষ্ণেন স্বপ্রেষ্যোঽপাঙ্গোন্যযুজ্যত। সচ মহাচপল পূর্ব্বমেব তদ্বয়ং তাসামন্তর্গৃহগতমপি চোরয়িতুমুদ্যতঃ অতঃ কৃষ্ণেন বন্ধেব স্থাপিত আসীৎ তাভিস্তস্মিন্নুপায়নদ্বয়ে প্রকটীকৃত্য দিৎসিতে সতি স এব বন্ধান্মোচিতঃ সন্ শূর ইব শীঘ্রং গত্বা তদ্বয়দৈব গ্রহীতুমারভত তৎক্ষণ এব তাসাং কোষাধিকারিণ্যা সখ্যা ব্রীড়য়া প্রাদুর্ভূয় তদুপায়নদ্বয়মাবরীতুং প্রবৃত্তে ততশ্চ তয়োর্বিগ্রহে প্রবৃত্তে সন্ধ্যর্থং বিনয়ে চ তাসাং পরিজনে সমায়াতে সচ বলবান্ কৃষ্ণপ্রেষ্যোপাঙ্গো ব্রীড়াবিনয়াভ্যাং সহিতমেব সহাসাবলোকনমুপায়নমাকৃষ্যানীয় কৃষ্ণায় প্রাদাৎ সচ তত্রিকমতি দুর্ল্লভ মহারত্নমিব প্রাপ্য স্বহৃদয়মন্দিরাভ্যন্তর এব স্থাপয়া-মাসেতি কথা সৎকার ব্যঞ্জিতোপলব্ধা ব্রীড়াদীনাং সর্ব্বেষামেবচ ব্যঞ্জকত্বেঽপি সৎকার মোক্ষয়ো ব্যঞ্জকত্বাতিশয়াৎ কথেয়মুপলব্ধা। যদ্বা ব্রজযোষিতোঽহ্নি তাপং জহুঃ। কাস্তা ব্রজযোষিতঃ। যাসামপাঙ্গমোক্ষং তত্তাং প্রসিদ্ধাং সৎকৃতিং সৎকারং সমধিগম্য গোষ্ঠং বিবেশ। কীদৃশং সব্রীড়হাসবিনয়ং। অত্র যৎপদস্যোত্তরবাক্যগতত্বান্ন তৎপদাপেক্ষা॥

রামকৃষ্ণ এইরূপে প্রত্যহ বন হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে পুত্রবৎসলা যশোদা ও রোহিণী বালকদ্বয়ের অভিলাষানুরূপ ও সময়োচিত ভক্ষ্য পেয়াদি প্রদান করিতেন॥

বালকদ্বয় নন্দভবনে উপনীত হইয়া কথঞ্চিৎ বিশ্রাম করত স্নানাবগাহন

জনন্যুপহৃতং প্রাশ্য স্বাদ্বন্নমুপলালিতৌ ।
সংবিশ্য বরশয্যায়াং সুখং সুষুপতুর্ব্রজে ॥
এবং স ভগবান্ কৃষ্ণো বৃন্দাবনচরঃ ক্বচিৎ ।
যযৌ রামমৃতে রাজন্ কালিন্দীং সখিভির্বৃতঃ ॥
অথ গাবশ্চ গোপাশ্চ নিদাঘাতপপীড়িতাঃ ।

অন্বয়ঃ ।

জনন্যুপহৃতঃ (জননীভ্যাং উপহৃতং আনীতং) স্বাদু অন্নং প্রাশ্য ভুক্ত্বা (তাভ্যাং তাম্বূলাদ্যর্পণবীজনপাদসম্বাহনপ্রিয়গানাদিভিঃ) উপলালিতৌ তৌ বরশয্যায়াং পুষ্পাস্তরণাদিনা রচিতায়াং শয্যায়াং সংবিশ্য সুখং যথা স্যাৎ তথা ব্রজে সুষুপতুঃ ॥

হে রাজন্ ! এবং পূর্ব্বোক্তগোচারণপ্রকারেণ ক্বচিৎ নিদাঘে বৃন্দাবনচরঃ সন্ রামং ঋতে বিনা অন্যৈঃ সখিভিঃ বৃতঃ সঃ ভগবান্ কৃষ্ণঃ কালিন্দীং যমুনাং যযৌ ॥

অথ (শনৈঃ গচ্ছন্তং শ্রীকৃষ্ণং পরিত্যজ্য) নিদাঘাতপপীড়িতাঃ নিদাঘস্য আতপেন পীড়িতাঃ ক্লিষ্টাঃ অতঃ তৃষার্ত্তাঃ (তৃষা আর্ত্তাঃ) গাবঃ গোপাঃ চ শীঘ্রং গত্বা তস্যাঃ যমুনায়াঃ

শ্রীধরস্বামী ।

হাসেন বিনয়ো যথা ভবতি তথা যদেতৎ কিং অপাঙ্গমোক্ষং কটাক্ষদর্শনং তথা তাসাং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

যথাকামং পুত্রয়োর্বাঞ্ছিতং ভক্ষ্যাদিকমনতিক্রম্য যথাকালং প্রদোষাদিকং ভোজনকালমনতিক্রম্য পরমাশিষো ভক্ষ্যপরিধেয়াদিভোগান্ ॥

ন শ্রমোঽশ্রমঃ সচেশ্বরত্বান্নরলীলয়া তস্যাভাবস্থনশ্রমঃ । গন্তোঽধ্বনোঽনশ্রমঃ স এব যয়োস্তৌ । নীবীং পরিধানবস্ত্রং ॥

এবং কার্ত্তিকগোপাষ্টমীদিনলীলাং সমাপ্য তদ্বর্ষীয় নিদাঘগতস্য কস্যচিদ্দিনস্য লীলামাহ

ও গন্ধানুলেপন পূর্ব্বক সম্পূর্ণ শ্রান্তি দূর করিলে, দিব্য বস্ত্র ও মালাদির দ্বারায় ভূষিত হইতেন ॥

এবং জননীপ্রদত্ত সুস্বাদু অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোজন করত উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন পূর্ব্বক সুখে নিদ্রা যাইতেন ॥

এইরূপে কৃষ্ণ বনবিহারে কিছুদিন ব্রজে অতিবাহিত করিলে, একদিন বলরামকে সঙ্গে না লইয়া, কেবল অন্যান্য সখাগণের সহিত একত্র যমুনাতীরে গমন করেন ॥

তথায় গোপ ও গাভীসমূহ গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে এতই উত্তপ্ত ও পিপাসাতুর হইয়াছিল যে, কৃষ্ণকে পশ্চাতে রাখিয়া তাহারা দ্রুতপদে যমুনার

দুষ্টং জলং পপুস্তস্যা তৃষার্ত্তা বিষদূষিতং ॥
বিষান্ত স্তদুপস্পৃশ্য দৈবোপহতচেতসঃ।
নিপেতু র্ব্যসবঃ সর্ব্বে সলিলান্তে কুরূদ্বহ ॥
বীক্ষ্য তান্ বৈ তথাভূতান্ কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
ঈক্ষয়াঽমৃতবর্ষিণ্যা স্বনাথান্ সমজীবয়ৎ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ।

বিষদূষিতং কালিয়বিষমিশ্রিতং দুষ্টং প্রাণনাশকং, জলং পপুঃ ॥

হে কুরূদ্বহ! তৎ বিষান্তঃ বিষযুক্তং অন্তঃ জলং উপস্পৃশ্য স্নানাচমনাদিকং কৃত্বা দৈবোপহতচেতসঃ দৈবেন উপহতং চেতো যেষাং তে সর্ব্বে ব্যসবঃ প্রাণরহিতাঃ, সলিলান্তে সলিলস্য অন্তে তীরে, নিপেতুঃ ॥

যোগেশ্বরেশ্বরঃ যোগেশ্বরাণাং অপি ঈশ্বরঃ কৃষ্ণঃ স্বনাথান্ (স্বএব নাথো রক্ষকঃ স্বামী যেষাং তান্) বৈ তথাভূতান্ নির্গতপ্রাণত্বেন পতিতান্ তান্ গোগোপান্ অমৃতবর্ষিণ্যা ঈক্ষয়া দৃষ্ট্যা, সমজীবয়ৎ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সৎকৃতিং প্রাপ্যেতি ॥ ২৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

এবমিতি রামমৃতে ইতি জন্মর্ক্ষশান্তিকস্নানার্থং মাতৃভ্যাং তস্য তদ্দিনে গৃহ এবোপবেশিতত্বাৎ ॥

গাব ইতি পশ্চাৎ শনৈরাগচ্ছন্তঃ কৃষ্ণমনপেক্ষ্য তৃষার্ত্তত্বাৎ দ্রুতগামিন্যঃ তদনুদ্রুতাঃ কেচন গোপাশ্চ ॥

দেবো ভগবাংস্তস্যেদং দৈবং লীলাশক্তিবৈভবং তেনোপহতবুদ্ধয়ঃ। কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্ম্মণেতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ। ব্যসব ইতি লীলাসৌষ্ঠবার্থং যোগমায়ৈব নিত্যানামপি তেষামসূনাচ্ছাদ্য তথা দর্শনাৎ ॥ ২৯ ॥

জলসন্নিকটে অগ্রসর হইল এবং তৃষ্ণায় কাতর হইয়া কালিয়সর্পের বিষে সম্পূর্ণ বিষাক্ত জল অবলীলাক্রমে পান করিল ॥

তৃষার্ত্ত গোপ ও গাভীসমূহ বিষদূষিত সেই জল পান করিবামাত্র তৎ সন্নিকটে হতচৈতন্য ও মৃত হইয়া পতিত হইল। হে কুরূদ্বহ! দৈব কর্ম্মানুরোধেই তাহারা ওরূপ জলপান করিয়াছিল, সন্দেহ নাই ॥

শ্রীকৃষ্ণ যোগফলদাতাগণেরও সামর্থ্যদাতা; এবং গো ও গোপগণও শ্রীকৃষ্ণের নিতান্ত শরণাগত। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগের তাদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া কেবল অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টি নিক্ষেপেই পুনর্জীবিত করিলেন ॥ ২৯ ॥

তে সংপ্রতীতস্মৃতয়ঃ সমুত্থায় জলান্তিকাৎ ।
আসন্ সুবিস্মিতাঃ সর্ব্বে বীক্ষ্যমাণাঃ পরস্পরং ।
অন্বমংসত তদ্রাজন্ গোবিন্দানুগ্রহেক্ষিতং ।

অন্বয়ঃ ।

সম্প্রতি সদ্য এব, ইতস্মৃতয়ঃ (ইতা প্রাপ্তা স্মৃতি র্যৈস্তে সর্ব্বে গোপাদয়ঃ জলান্তিকাৎ জলসমীপাৎ সমুত্থায় পরস্পরং বীক্ষ্যমাণাঃ সুবিস্মিতাঃ আসন্ ॥

হে রাজন্! বিষং পীত্বা পরেতস্য মৃতস্য, আত্মনঃ গোবিন্দানুগ্রহেক্ষিতং গোবিন্দস্য

শ্রীধরস্বামী ।

সম্প্রতি সদ্যএব ইতা প্রাপ্তা স্মৃতি র্যৈ স্তে সম্প্রতীতস্মৃতয়ঃ। যদ্বা সম্যক্ প্রতীতা প্রতি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

তে জলান্তিকাৎ সমুত্থায় সুবিস্মিতা ইতি মৃতা এব বয়ং কেন জীবিতাঃ কেনাপ্যৌষধেন বিষহরমন্ত্রেণ বা পরস্পরমিতি সখে কিং ত্বমেতদ্রহস্যং জানাসীতি প্রত্যেক প্রশ্নাৎ। এবং মহাসন্দেহে প্রবর্ত্তমানে ভো বয়স্যা আং ময়ৈবৈতৎ কারণং অনেন সর্ব্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথেতি গর্গাচার্য্যবচনস্মরণাৎ সম্যগবগতমিতি কেনাপ্যুক্তে সতি সর্ব্বে এব সম্যক্ প্রকারেণ প্রতীতা প্রতীতিবিষয়ীকৃতা স্মৃতি স্তদীয়া যৈ স্তথাভূতা আসন্নিত্যন্বয়ঃ ॥

অনু অনন্তরমৈকমত্যেন ব্রজরাজেষ্টদেব শ্রীনারায়ণেনাবিষ্টস্য গোবিন্দস্য অনুগ্রহে-

---

গোপ গাভীগণপুনর্জ্জীবিত হইয়া, জলসন্নিকট হইতে গাত্রোত্থান করিল এবং পরস্পরকে অবলোকন করত পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ পূর্ব্বক বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইল ॥

তাহাদিগের স্মৃতি সম্যক্ প্রকারে প্রতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল; অতএব কালকূট পান করিয়া মরণান্তর আপনাদের যে পুনরায় জীবন লাভ হইল, তাহার প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ দৃষ্টিকেই কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ

আভাস ।

বিষদূষিত জলপানে মৃত গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টিলাভে পুনর্জ্জীবিত হইয়া একে একে সকলেই গাত্রোত্থান করিল এবং পরস্পরের প্রতি অবলোকন করিয়া বিষের জ্বালা স্মরণ করত বলিতে লাগিল, "এ বিষম বিষদাহন হইতে কে আমাদিগকে জীবিত করিলেন"? পরে তন্মধ্যে কেহ বলিল "ওহে বয়স্যগণ! আমি ইহার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছি, শ্রবণ কর"! পূর্ব্বে গর্গাচার্য্য বলিয়াছিলেন যে, এই শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তোমরা সকল প্রকার বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ করিবে; একথা কি তোমরা বিস্মৃত হইয়াছ? যখন শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সঙ্গের সাথী রহিয়াছেন, তখন আমাদিগকে কে বাঁচাইল? এ প্রশ্নের আর প্রয়োজন কি? এই কথায় সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে জীবনদাতা জ্ঞানে আনন্দ

পীত্বা বিষং পরেতস্য পুনরুত্থানমাত্মনঃ ॥ ৩০ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে বৃন্দাবন-ক্রীড়ায়াং ধেনুকবধো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥*॥

বাদরায়ণিরুবাচ ॥

বিলোক্য দূষিতাং কৃষ্ণাং কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাহিনা বিভুঃ।

অন্বয়ঃ।

অনুগ্রহেক্ষিতং কৃপাদৃষ্টিঃ এব তৎ পুনরুত্থানং অনু অমংসত ॥ ৩০ ॥

ইতি দশমে পঞ্চদশঃ ॥

বাদরায়ণিঃ শুকঃ উবাচ। কৃষ্ণাহিনা কালিয়েন দূষিতাং কৃষ্ণাং যমুনাং বিলোক্য

শ্রীধরস্বামী।

প্রাপ্তা স্মৃতি র্যৈস্তে স্তুথেতি ॥ ৩০ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীদশমে পঞ্চদশঃ ॥ * ॥

ষোড়শে কালিয়স্যোক্তো নিগ্রহো যমুনাহ্রদে।
তৎপত্নীভি স্তুতেনাথ কৃষ্ণেনানুগ্রহঃ কৃতঃ।
হত্বা রাসভদৈতেয়ান্ জগ্ধ্বা তালফলান্যলং।
প্রীতোঽনৃত্যৎ ফণারঙ্গে কালিয়স্য কলানিধিঃ ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ক্ষিপ্তমেব কারণমমংসত। যস্মাৎ পীত্বা বিষমিত্যাদি ॥ ৩০ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
দশমেঽস্মিন্ পঞ্চদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥
ন্যগৃহ্ণাৎ কালিয়ং কৃষ্ণো দর্শয়ন্ স্বমপাদ্জং।
স্তুতোঽহিভিঃ প্রসন্নস্তান্ ষোড়শে নিরসারয়ৎ ॥ * ॥

করিল ॥ ৩০ ॥

ইতি দশমে পঞ্চদশ ॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! কালসর্প কালিয়ের দ্বারা কালিন্দীর জল নিতান্ত দূষিত নিরীক্ষণ করিয়া, তাহার বিশুদ্ধি বাসনায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ

আভাস।

প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

দশমস্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ের আভাস সমাপ্ত ॥

ষোড়শ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কালিয়ের নিগ্রহ ও তৎপত্নীগণের স্তবে তৎপ্রতি পুনরায় অনুগ্রহ প্রকাশের কথা বর্ণিত হইয়াছে ॥

তস্যা বিশুদ্ধিমন্বিচ্ছন্ সর্পং তমুদবাসয়ৎ ॥ ১ ॥
রাজোবাচ ॥
কথমন্তর্জলেঽগাধে ন্যগৃহ্ণাদ্ভগবানহিং।
সহ বৈ বহুযুগাবাসং যথাসীদ্দ্বিজ কথ্যতাং ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।

তস্যাঃ বিশুদ্ধিং অন্বিচ্ছন্ বিভুঃ কৃষ্ণঃ তং সর্পং উদবাসয়ৎ ততো নিঃসারিতবান্ ॥ ১ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ উবাচ। হে বিপ্র! ভগবান্ (সর্ব্বপ্রকারেণ নিগৃহীতুং সমর্থোঽপি শ্রীকৃষ্ণঃ) অগাধে গম্ভীরে অন্তর্জলে [illegible] অহিং কালিয়ং কথং কেন প্রকারেণ ন্যগৃহ্লাৎ নিগৃহীতবান্। তথা সঃ বৈ সর্পঃ বহুযুগাবাসং বহূনি যুগানি আবাসো যত্র তাদৃশং যথাসীৎ তথা কথ্যতাং ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

উদবাসয়ৎ নিঃসারিতবান্ ॥ ১ ॥

বহূনি যুগানি আবাসো যস্য তমহিং। স বৈ অহিঃ অজলচরোঽপি তস্মিন্নন্তর্জলে যথা যেন প্রকারেণাসীৎ। অথবা বহূনি যুগানি আবাসো যথা ভবতি তথা যেন প্রকারেণ স বৈ তত্রাসীদিতি কথ্যতামিতি ॥ ২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কৃষ্ণাং যমুনাং উদবাসয়ৎ তস্মান্নিঃসারিতবান্ ॥ ১ ॥

বহূনি যুগানি ব্যাপ্য আবাসো যত্র তদ্ যথা স্যাত্তথা আসীৎ বিশেষতঃ প্রকর্ষেণ কথ্যতাং ॥ ২ ॥

সেই সর্পের নিগ্রহ করত তাহাকে তথা হইতে নিঃসারিত করিলেন ॥ ১ ॥

এতচ্ছ্রবনে রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে কহিলেন, হে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ তত্ত্বদর্শিন্ ব্রহ্মন্! তাদৃশ অগাধ জলাভ্যন্তরস্থ কালিয় সর্পকে ভগবান্ কিরূপে নিগ্রহ করিলেন এবং সেই সর্পই বা এই বহুযুগ পর্য্যন্ত কিরূপে তন্মধ্যে বাস করিয়াছিল, এই সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন! ২ ॥

আভাস।

সাধারণের উপজীব্য বস্তুর দোষ সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করা বিধেয়, নতুবা একের কলঙ্কে অনেকে কলঙ্কিত হয়। যমুনা সর্ব্বভূতোপকারী হইয়াও, এক কালিয়ের সংসর্গে জীবমাত্রের অনিষ্টসাধন করিতেছিল; শ্রীকৃষ্ণ সংসর্গদূষিত কালিন্দীর সংসর্গচ্ছেদ করিয়া পুনরায় তাহার পবিত্রতা সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

বিষধর সর্প কখন অগাধ জলে বাস করে না; কিন্তু প্রচণ্ড বিষসম্পন্ন কালিয় বহু যুগ পর্য্যন্ত রমণক দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া কেন যে, জলে বাস করিত ইহাই জিজ্ঞাস্য ॥ ২ ॥

ব্রহ্মন্ ভগবতস্তস্য ভূম্নঃ স্বচ্ছন্দবর্ত্তিনঃ।
গোপালোদারচরিতং কস্তৃপ্যেতামৃতং জুষন্॥ ৩॥
শ্রীশুক উবাচ॥
কালিন্দ্যাং কালিয়স্যাসীদ্ হ্রদঃ কশ্চিদ্বিষাগ্নিনা।
শ্রপ্যমাণপয়া যস্মিন্ পতন্ত্যুপরিগাঃ খগাঃ॥ ৪॥

অন্বয়ঃ।

হে ব্রহ্মন্! স্বচ্ছন্দবর্ত্তিনঃ (স্বেষাং ভক্তানাং ছন্দঃ ইচ্ছা তৎ অনুবর্ত্তিতুং শীলং যস্য তস্য) ভূম্নঃ (বিপুল-মাহাত্ম্যত্বেন মহাপুরুষস্য) তস্য ভগবতঃ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণস্য শ্রীকৃষ্ণস্য গোপালোদার-চরিতং গোপালরূপেণ যৎ উদারং সর্ব্বেষাং সর্ব্বপুরুষার্থপ্রাপকং চরিতং এব অমৃতং জুষন্ শ্রবণাদিনা সেবমানঃ কঃ তৃপ্যেত॥ ৩॥

শ্রীশুকঃ উবাচ। কালিন্দ্যাং যমুনায়াং কালিয়স্য বিষাগ্নিনা শ্রপ্যমানপয়াঃ (শ্রপ্যমানং পচ্যমানং পয়ো যস্য তাদৃশঃ) কশ্চিৎ হ্রদঃ আসীৎ যস্মিন্ হ্রদে উপরিগাঃ উপরি গচ্ছন্তঃ খগাঃ পক্ষিণঃ পতন্তি স্ম॥ ৪॥

শ্রীধরস্বামী।

গোপালেন গোপালনেন যদুদারচরিতং তদেবামৃতং অতঃ কথ্যতামিতি॥ ৩॥
শ্রপ্যমাণং পচ্যমানং পয়ো যস্য সঃ অতঃ উপরি গচ্ছন্তঃ খগা যস্মিন্ পতন্তি॥ ৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

গবাং শ্লেষেণ সর্ব্বভক্তশ্রোত্রাদীন্দ্রিয়াণাঞ্চ পালনেনোদারং সুখদাতৃচরিতং॥ ৩॥
কালিন্দ্যাং হ্রদ ইতি হরিবংশোক্তের্যোজনপ্রমাণস্তস্যা দক্ষিণে ভাগে তৎপ্রবাহেণাস্পৃষ্ট এব। অন্যথা তদ্বিষসংপৃক্তপ্রবাহবতী সা মথুরাদিদেশস্থজনৈরব্যবহার্য্যৈবাভবিষ্যদিতি জ্ঞেয়ং। শ্রপ্যমাণং পচ্যমানং পয়ো যস্য সঃ॥ ৪॥

হে ভগবন্! সর্ব্বেশ্বর বাসুদেব নিজ ভক্তজনের ইচ্ছানুসারেই বিগ্রহ ধারণে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; সেই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ বিপুলমাহাত্ম্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গোপালরূপে সর্ব্বপুরুষার্থপ্রদ লীলামৃত সেবন করিয়া, কোন্ ব্যক্তি যথেষ্ট জ্ঞানে অনবরত শ্রবণ না করিয়া, নিবৃত্ত থাকিতে পারে?॥ ৩॥

ব্যাসতনয় শুকদেব বলিলেন, যমুনার মধ্যে একটী হ্রদ ছিল, তথায় কালিয় নামে একটী সর্প বাস করিত। ঐ সর্পের বিষে হ্রদস্থ জল দূষিত হইয়া সর্ব্বদা ফেনবিশিষ্ট ও পাচিতের ন্যায় উপলব্ধ হইত; এমন কি! বিহঙ্গমগণ ঐ হ্রদের উপর দিয়া উড়িয়া গেলেও, বিষবীর্য্যে জর্জ্জরিত হইয়া তন্মধ্যে পতিত ও নিহত হইত॥ ৪॥

বিপ্রুষ্মতা বিষদোর্ম্মিমারুতেনাভিমর্ষিতাঃ।
ম্রিয়ন্তে তীরগা যস্য প্রাণিনঃ স্থিরজঙ্গমাঃ॥ ৫ ॥
তং চণ্ডবেগবিষবীর্য্যমবেক্ষ্য তেন দুষ্টাং নদীঞ্চ খলসংযমনাবতারঃ।

অন্বয়ঃ।

যস্য হ্রদস্য বিপ্রুষ্মতা অম্বুকণযুক্তেন, বিষদোর্ম্মিমারুতেন বিষোদকতরঙ্গস্পর্শিমারুতেন, অভিমর্ষিতাঃ স্পৃষ্টাঃ তীরগাঃ স্থিরজঙ্গমাঃ (স্থিরাঃ বৃক্ষাদয়ঃ, জঙ্গমাঃ পশ্বাদয়ঃ) প্রাণিনঃ ম্রিয়ন্তে স্ম (এবম্ভূতঃ হ্রদঃ প্রবাহং ত্যক্ত্বা গর্ত্তবিশেষঃ কালিন্দ্যামাসীৎ) ॥ ৫ ॥

ততঃ খলসংযমনাবতারঃ (খলানাং পরোদ্বেজকানাং যঃ সংযমঃ নিগ্রহঃ তদর্থং অবতারঃ যস্য সঃ) কৃষ্ণঃ চণ্ডবেগবিষবীর্য্যং (চণ্ডোঽপরিহার্য্যো বেগো যস্য তৎ বিষমেব বীর্য্যং বলং যস্য তথাভূতং) তং কালিয়ং অবেক্ষ্য (তথা) তেন সর্পেণ দুষ্টাং নদীং যমুনাং চ বীক্ষ্য

শ্রীধরস্বামী।

কিঞ্চ বিপ্রুষ্মতা অম্বুকণাযুক্তেন বিষোদকতরঙ্গস্পর্শিমারুতেন স্পৃষ্টা যস্য তীরগাঃ ম্রিয়ন্তে স হ্রদ আসীৎ ॥ ৫ ॥

তং কালিয়ং চণ্ডো বেগো যস্য তদ্বিষমেব বীর্য্যং যস্য তং। কদম্বমিতি ভাবিশ্রীকৃষ্ণ-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিপ্রুষ্মতা অম্বুকণযুক্তেন বিষোদকতরঙ্গস্পর্শিমারুতেন অভিমৃষ্টাঃ স্পৃষ্টাঃ ॥ ৫ ॥

তং কালিয়ং কদম্বমিতি ভাবিনা শ্রীকৃষ্ণচরণস্পর্শভাগ্যেন স একস্তত্তীরে ন শুষ্কঃ

অধিক কি! ঐ হ্রদের তীরবর্ত্তী বৃক্ষসমূহ বা যে কোন প্রাণী তাহার নিকট দিয়া গমনাগমন করিত, তাহারাও বিষদূষিত জলের সংস্পৃষ্ট বায়ুর স্পর্শে অকালে যমভবনে গমন করিত ॥ ৫ ॥

হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু পরোদ্বেজক খলজনের নিগ্রহার্থ বিগ্রহ ধারণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি তাদৃশ প্রচণ্ড বিষবীর্য্যে বলীয়ান্ কালিয় আভাস।

যমুনা নদীর দক্ষিণ পার্শে একটী বিস্তৃত গর্ত্ত ছিল; ঐ গর্ত্তই যমুনাহ্রদ বলিয়া বিখ্যাত। প্রকৃত প্রস্তাবে যমুনার সহিত তাহার কোন স্রোতসম্পর্ক ছিল না; কারণ তাহা হইলে সমস্ত যমুনাই বিষদূষিত হইয়া, বিশেষত তন্নিকটবর্ত্তী মথুরাদি প্রদেশের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিত। লোকে তত্রত্য জল কোনমতে ব্যবহার করিতে পারিত না। কিন্তু তাহা ঘটে নাই; অথচ হ্রদের জল এতই বিষদূষিত হইয়াছিল যে, তাহার নিকটে কোন প্রাণী অগ্রসর হইতে পারিত না; বিষজল বা তৎ সংস্পৃষ্ট বায়ুর সম্পর্কে তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যাইত। কোন বৃক্ষ সেই হ্রদের পার্শে জন্মায় নাই; প্রাচীন বৃক্ষসমূহ অতি অল্প কালের মধ্যে শুষ্ক ও মৃত হইয়াছিল। কেবল একটীমাত্র অতীব প্রাচীন কদম্ব বৃক্ষ জীবিত ছিল, যাহার উপর হইতে শ্রীকৃষ্ণ কালিয়দমনার্থ হ্রদের জলে

কৃষ্ণঃ কদম্বমধিরুহ্য ততোঽতিতুঙ্গাদাস্ফোট্য গাঢ়রসনো ন্যপতদ্বিষোদে ॥ ৬ ॥
সর্পহ্রদঃ পুরুষসারনিপাতবেগসংক্ষোভিতোরগবিষোচ্ছ্বসিতাম্বুরাশিঃ।

অন্বয়ঃ।

গাঢ়রসনঃ (গাঢ়া দৃঢ়ংবদ্ধা রসনা কটিবস্ত্রং যেন তাদৃশঃ সন্) কদম্বং অধিরুহ্য আস্ফোট্য (করতলেন বাহুমাহত্য) অতিতুঙ্গাৎ অত্যুচ্চাৎ ততঃ বৃক্ষাৎ বিষোদে (বিষমুক্তং উদং যস্মিন্ তস্মিন্ হ্রদে) ন্যপতৎ ॥ ৬ ॥

পুরুষসারনিপাতবেগসংক্ষোভিতোরগবিষোচ্ছ্বসিতাম্বুরাশিঃ (পুরুষসারস্য পুরুষোত্তমস্য শ্রীকৃষ্ণস্য নিপাতবেগেন নিপতনভরেণ সংক্ষোভিতানাং উরগাণাং বিষেণ যুক্তঃ উচ্ছ্বসিতঃ

শ্রীধরস্বামী।

চরণস্পর্শভাগ্যেন একস্তস্ত্রীরেঽপি ন শুষ্কঃ। অমৃতমাহরতা গরুত্মতাক্রান্তত্বাদিতি পুরাণান্তরং। আস্ফোট্য বাহুং করতলেনাহত্য গাঢ়া দৃঢ়বদ্ধা রসনা যেন সঃ ॥ ৬ ॥

তদা সর্পস্য হ্রদঃ পুরুষশ্রেষ্ঠস্য পতনবেগেন সংক্ষোভিতানাং উরগাণাং বিষৈরুন্ন-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অমৃতমাহরতা গরুত্মতাক্রান্তত্বাদিতি পুরাণান্তরমিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। গাঢ়ং দৃঢ়ং বদ্ধা রসনা রসনাপদোপলক্ষিতাঃ কুন্তলোষ্ণীষাদয়োঽপি যেন সঃ। আস্ফোট্য বাহুং করতলেনাহত্য ॥ ৬ ॥

ততশ্চ পুরুষস্য কৃষ্ণস্য সারেণ বলেন যো নিপাতবেগস্তেন সংক্ষোভিতানাং উরগাণাং বিষৈরুন্নতোঽম্বুরাশি র্যস্য সঃ। বিষেণ কষায়ীকৃতা রক্তপীতবর্ণীকৃতা ভয়ঙ্করা ঊর্ম্ময়ো যস্য

সর্পকে অবলোকন করিয়া এবং তৎকর্ত্তৃক যমুনার তাদৃশ দুরবস্থা বিবেচনা করিয়া, কটিদেশে বস্ত্র দৃঢ় বন্ধন করিলেন এবং পার্শ্বস্থ একটী অতি উচ্চ কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক বাহু আস্ফোটন করত তথা হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বেগে বিষজলে নিপতিত হইলেন ॥ ৬ ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের নিপতন-বেগে তত্রত্য উরগ্‌গণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল ;

আহা

ঝম্ফ প্রদান করেন। স্থাবর বা জঙ্গম যে কোন যোনি অবলম্বনে বৃন্দাবনে জন্মলাভ যে, পূর্ব্ব সঞ্চিত বহু পুণ্যের পরিচয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ এই কদম্ব বৃক্ষের সৌভাগ্য বর্ণনাতীত। কারণ তিনি স্থাবর বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হইয়াও ঐ জন্মে শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষে প্রাপ্ত হইবার জন্যই এই বিষসম্পর্কেও নষ্ট হন নাই। এক্ষণে আরোহণচ্ছলে বিষ্ণু পাদপদ্ম প্রদান করিলে, তিনি কৃতার্থ হইলেন। পুরাণান্তরে উল্লেখ আছে যে, অমৃত আহরণ পূর্ব্বক গরুড় যখন গমন করেন, তখন বিশ্রামার্থ এই বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করায়; কদম্ব বৃক্ষ কালিয়বিষের জ্বলন এযাবৎ সহ্য করিয়াও জীবিত ছিল ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

পর্য্যক্প্লুতো বিষকষায়িতভীষণোর্ম্মির্ধীমন্ ধনুঃশতমনন্তবলস্য কিন্তৎ ॥ ৭ ॥
তস্মিন্ হ্রদে বিহরতো ভুজদণ্ডঘূর্ণবার্ঘোষমঙ্গ বরবারণবিক্রমস্য।

অন্বয়ঃ।

উচ্ছলিতঃ অম্বুরাশি র্যস্য সঃ) বিষকষায়িতভীষণোর্ম্মিঃ (বিষেণ কষায়ীকৃতা রক্তপীতাদি-বর্ণৈঃ ভীষণাঃ ভয়ঙ্করাঃ উর্ম্ময়ো যস্য সঃ) সর্পহ্রদঃ ধাবন্ সন্ পর্য্যক্ সর্ব্বতঃ ধনুঃশতং প্লুতঃ প্রসৃতঃ অনন্তবলস্য (অনন্তস্য নাগরাজস্যাপি বলং যস্মাৎ তস্য) তৎ কালিয়বিষং কিং (ন কিমপি কর্ত্তুং শকামিত্যর্থঃ) ॥ ৭ ॥

অঙ্গ হে রাজন্! বরবারণবিক্রমস্য শ্রেষ্ঠহস্তিতুল্যবলশালিনঃ হ্রদে বিহরতঃ কৃষ্ণস্য ভুজদণ্ডঘূর্ণবার্ঘোষং (ভুজদণ্ডাভ্যাং হততয়া ঘূর্ণং যৎ বার্জলং তস্য ঘোষং নাদং) আশ্রুত্য তৎ তস্মাৎ বিহারাৎ স্বসদনাভিভবং স্বসদনস্য অভিভবং ভঙ্গং চ নিরীক্ষ্য তৎ উভয়ং

শ্রীধরস্বামী।

মিতোঽম্বুরাশির্যস্য সঃ। পর্য্যক্ পরিতঃ ধনুঃশতং প্লুতঃ প্রসৃতঃ। বিষেণ কষায়ীকৃতা ভয়ঙ্করা উর্ম্ময়ো যস্য সঃ ধাবন্ সন্ পর্য্যক্ পরিতঃ ধনুঃশতং প্লুতঃ প্রসৃতঃ। নৈতচ্চিত্রমিত্যাহ অনন্ত বলস্যেতি ॥ ৭ ॥

হ্রদে বিহরতো ভুজদণ্ডাহতোদকঘোষং শ্রুত্বা ততঃ স্বসদনাভিভবঞ্চ নিরীক্ষ্য তদসহ-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সং। নির্য্যাসেঽপি কষায়ো ক্ষীরস্বামিনা তথা ব্যাখ্যানাৎ। পর্য্যক্ পরিতঃ ধনুঃশতং প্লুতঃ প্রসৃতঃ। অষ্টভির্যবমধ্যৈঃ স্যাদঙ্গুলং তৈস্ত্রিভির্ভবেৎ। তালং ত্রিতালকো হস্তো হস্তৌ দ্বৌ কিষ্কুরুচ্যতে। কিষ্কুদ্বয়ং ধনুঃ প্রোক্তমিতি ॥ ৭ ॥

বিহরতঃ বিচিত্রজলবাদ্যসন্তারাদিনা ক্রীড়তঃ ভুজদণ্ডাভ্যাং ঘূর্ণা যেষাং তথাভূতানাং

তাহাদের মুখনিঃসৃত বিষরাশিতে সমস্ত জল রক্ত পীতাদি বিবিধ বর্ণ বিশিষ্ট হইয়া, অতি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণে সর্ব্বদিকে অন্ততঃ শত ধনুঃ পর্য্যন্ত প্লাবিত হইল। হে মহারাজ! যিনি নাগরাজ অনন্তদেবেরও সামর্থ্যদাতা, সামান্য কালিয়বিষে আর তাঁহার কি অনিষ্ট সম্ভব? ॥ ৭ ॥

হে নরনাথ! মত্তমাতঙ্গতুল্য বিক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ ভুজদণ্ডের আঘূর্ণন দ্বারা সমস্ত হ্রদ আলোড়িত করত যখন বিচরণ করিতে লাগিলেন, তখন সেই তরঙ্গশব্দশ্রবণে ও তরঙ্গাঘাতে সর্পগৃহ সমস্ত ভগ্নপ্রায় সন্দর্শনে

আভাস।

কালিয়হ্রদে শ্রীকৃষ্ণ ঝম্পপ্রদান করিলে, তাঁহার গুরুভারে হ্রদের জল চারিশত ধনুঃ পরিমাণে চতুর্দ্দিকে প্লাবিত হইয়াছিল। এই ধনুর প্রমাণ যথা, আট যবে এক অঙ্গুলি, তিন অঙ্গুলিতে এক তাল, তিন তালে এক হস্ত, দুই হস্তে এক কিষ্কু এবং দুই কিষ্কুতে এক ধনুঃ ॥ ৭ ॥

আশ্রুত্য তৎ স্বসদনাভিভবং নিরীক্ষ্য চক্ষুঃশ্রবাঃ সমসরৎতদমৃষ্যমাণঃ ॥ ৮ ॥
তং প্রেক্ষণীয়সুকুমারঘনাবদাতং শ্রীবৎসপীতবসনং স্মিতসুন্দরাস্যং।
ক্রীড়ন্তমপ্রতিভয়ং কমলোদরাঙ্ঘ্রিং সংদশ্য মর্ম্মসু রুষা ভুজগশ্চছাদ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ।

অমৃষ্যমাণঃ অসহমানঃ চক্ষুঃশ্রবাঃ সর্পঃ সমসরৎ সমীপং আজগাম ॥ ৮ ॥

ভুজগঃ কালিয়ঃ প্রেক্ষণীয়সুকুমারঘনাবদাতং (প্রেক্ষণীয়ঃ সুকুমারঃ কমনীয়ঃ, ঘনবৎ অবদাতঃ স্বচ্ছঃ শ্যামশ্চ তং) শ্রীবৎসপীতবসনং (শ্রীবৎসেন সহ পীতবসনং যস্য তং) স্মিতসুন্দরাস্যং (স্মিতেন সুন্দরং মনোহরং আস্যং আননং যস্য তং) অপ্রতিভয়ং নির্ভয়ং যথা স্যাৎ তথা ক্রীড়ন্তং কমলোদরাঙ্ঘ্রিং (কমলোদরবৎ রক্তৌ অঙ্ঘ্রী যস্য) তং শ্রীকৃষ্ণং রুষা ক্রোধেন মর্ম্মসু সংদশ্য চছাদ স্বদেহেন আবেষ্টিতবান্ ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

মানঃ সর্পঃ সমসরৎ সমাজগাম ॥ ৮ ॥

প্রেক্ষণীয়শ্চ সুকুমারশ্চ ঘনবদুজ্জ্বলশ্চ তং শ্রীবৎসপীতবসনং শ্রীবৎসেন সংযুক্তমুজ্জ্বলং পীতং বসনং যস্য তং ভুজগভোগেন চছাদ অবেষ্টয়ৎ ॥ ৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বারাং জলানাং ঘোষং শ্রুত্বা ততস্তো ঘোষাদেব স্বসদনস্যাভিভবং নিরীক্ষ্য ততং অসহমানঃ ॥ ৮ ॥

প্রেক্ষণীয়মতিসুখদমপি রূপং কালিয়ং প্রতি বিপরীতমভূদিত্যাহ তমিতি ঘনবদুজ্জ্বলং শ্রীবৎসে বিহারবশাৎ আয়াতং পীতবসনং যস্য তং। যদ্বা। শ্রিয়া লক্ষ্মীরেখয়া যুক্তং বৎসং বক্ষো যস্য পীতে বসনে যস্য স চ স চ তং। উরোবৎসঞ্চ বক্ষশ্চেত্যমরঃ। ভুজয়া ভোগেন ॥ ৯ ॥

কালিয় ক্রোধে অধীর হইয়া, কৃষ্ণের বিনাশবাসনায় তৎসমীপে সত্বর উপস্থিত হইল ॥ ৮ ॥

কিন্তু সেই নবঘনশ্যাম দর্শনীয় মোহনমূর্ত্তিমান্ শ্রীবৎসশোভিত পীতবসনধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যবদনে সুকোমল কমলগর্ভের ন্যায়, রক্তাভ-চরণের আন্দোলনে সেই হ্রদমধ্যে অকুতোভয়ে ক্রীড়া করিতেছিলেন। কালিয় তৎসমীপে আগমন করিয়া, ক্রোধে তাঁহার মর্ম্মস্থানে দংশন পূর্ব্বক আপন দেহ দ্বারা তাঁহার সমস্ত শরীর বেষ্টন করিল ॥ ৯ ॥

আভাস।

ভগবান্ যখন জলমধ্যে বিহার করিবার ন্যায় বিচরণ করিতেছিলেন, তখন কালিয় তাঁহাকে স্বীয় কলেবরের দ্বারা বেষ্টন করত, মর্ম্মস্থানে দংশন করিল; কিন্তু প্রথমত কালিয়কে উৎসাহ প্রদানার্থই নিশ্চেষ্টের ন্যায় প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অর্থাৎ অরে

তন্নাগভোগপরিবীতমদৃষ্টচেষ্টমালোক্য তৎপ্রিয়সখাঃ পশুপা ভৃশার্ত্তাঃ।
কৃষ্ণেঽর্পিতাত্মসুহৃদর্থকলত্রকামা দুঃখানুশোকভয়মূঢ়ধিয়ো নিপেতুঃ॥
গাবো বৃষা বৎসতর্য্যঃ ক্রন্দমানাঃ সুদুঃখিতাঃ।
কৃষ্ণে ন্যস্তেক্ষণা ভীতা রুদন্ত্য ইব তস্থিরে॥ ১০॥

অন্বয়ঃ।

তং শ্রীকৃষ্ণং নাগভোগপরিবীতং (নাগস্য ভোগেন দেহেন পরিবীতং পরিবেষ্টিতং) তথা অদৃষ্টচেষ্টং আলোক্য ভৃশার্ত্তাঃ অতিপীড়িতাঃ কৃষ্ণেঽর্পিতাত্মসুহৃদর্থকলত্রকামাঃ তৎপ্রিয়সখাঃ পশুপাঃ গোপাঃ দুঃখানুশোকভয়মূঢ়ধিয়ঃ সন্তঃ নিপেতুঃ॥

গাবঃ বৃষাঃ বৎসতর্য্যঃ কৃষ্ণে ন্যস্তেক্ষণাঃ দত্তদৃষ্টয়ঃ, অতএব সুদুঃখিতাঃ ভীতাঃ চ সন্তঃ ক্রন্দমানাঃ আর্ত্তনাদং উচ্চৈঃ কুর্ব্বত্যঃ রুদন্ত্যঃ অশ্রূণি বিমুঞ্চন্ত্যঃ ইব তস্থিরে॥ ১০॥

শ্রীধরস্বামী।

স প্রিয়ো যেষাং তে তৎপ্রিয়াস্তে চ তে সখায়শ্চেতি তথা তে॥ ১০॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পরিবীতং বেষ্টিতং। অদৃষ্টচেষ্টমিতি কালিয়স্যোৎসাহবর্দ্ধনার্থং ক্ষণং ভীতস্তব্ধবৎ স্থিতং। যদা অরে কালিয় ত্বয়া যথেষ্টং প্রথমং দশ্যতাং বেষ্ট্যতাং অহং পশ্চাদ্বলং দর্শয়িষ্যামীতি বীরদর্পেণ স্থিতং। পশুপাঃ কেচিদ্গোপাঃ শালিক্ষেত্রস্থাঃ কৃষকাশ্চ শীঘ্রমায়াতাঃ তে কীদৃশাঃ কৃষ্ণেঽর্পিতা লালনার্থমাত্মাদয়ো যৈস্তে॥

রুদন্ত্য ইবেতি ভয়বৈয়গ্র্যেণাশ্রূণাং শোষাৎ॥ ১০॥

অনন্তর কৃষ্ণের প্রিয়সখা গোপগণ তাঁহাকে তাদৃশ সর্পবেষ্টিত ও নিশ্চেষ্টের ন্যায় অবলোকন করিয়া নিতান্তই কাতর হইয়া পড়িল। তাহারা দেহ, প্রাণ, সুহৃদ্, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র, ধন ও সর্ব্বপ্রকার কামনা শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া, নিশ্চিন্ত ছিল; অদ্য সেই জীবনসর্ব্বস্ব বাসুদেবের তাদৃশ দুরবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া যুগপৎ দুঃখ, শোক, ভয় ও মোহে অভিভূত হইয়া মূর্চ্ছিতের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল॥

এদিকে গাভী, বৃষ ও বৎসবতী সকলে নিতান্ত দুঃখিতহৃদয়ে অনিমেষলোচনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিরীক্ষণ করত, অবিরলধারে অশ্রুবিসর্জ্জন পূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কার ধ্বনিতে ক্রন্দন করিতে লাগিল॥ ১০॥

আভাস।

কালিয়! এক্ষণে তোমার যত সামর্থ্য আছে আমার প্রতি প্রয়োগ কর, তোমার চেষ্টার সমাপ্তি হইলে আমার প্রভাব অনুভব করিবে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাখালবালক ও পশুগণের যে কিরূপ প্রেম ছিল, তাহা তাহাদিগের তাৎকালিক ব্যবহারেই প্রকাশ পাইয়াছিল।

অথ ব্রজে মহোৎপাতাস্ত্রিবিধা অতিদারুণাঃ।
উৎপেতুর্ভুবি দিব্যাত্মন্যাসন্নভয়শংসিনঃ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ।

অথ অনন্তরং অতিদারুণাঃ অতিভয়ঙ্করাঃ আসন্নভয়শংসিনঃ (আসন্নং সমীপমাগতং ভয়ং শংসিতুং শীলং যেষাং তে) দিবি আকাশে (উল্কাপাতাদয়ঃ) ভুবি (ভূকম্পাদয়ঃ) আত্মনি (বামাঙ্গস্ফুরণাদয়ঃ) ত্রিবিধাঃ মহোৎপাতাঃ ব্রজে উৎপেতুঃ বভূবুঃ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ভুবি ভূকম্পাদয়ঃ। দিবি উল্কাপাতাদয়ঃ আত্মনি বামাঙ্গস্ফুরণাদয়ঃ। আসন্নভয়ং শংসিতুং শীলং যেষাং তে॥ ১১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ত্রিবিধাঃ ভুবি ভূকম্পাদয়ঃ দিবি উল্কাপাতাদয়ঃ আত্মনি বামনেত্রস্ফুরণাদয়ঃ। ভগবতঃ খল্বমঙ্গলাশঙ্কারাহিত্যেঽপি যদুৎপাতপ্রাকট্যং তদ্ভাবং গোপাদীনাঞ্চ দুঃখসূচনার্থং কিম্বা তত্তদধিষ্ঠাতৃদেবানামপি কৃষ্ণে প্রীতিমত্ত্বেনৈশ্বর্য্যবিস্মরণাৎ। কৃষ্ণেঽপাশুভাশঙ্কিন উৎপাতং প্রকটয়ামাসুরিতি॥ ১১ ॥

এই সময়ে ব্রজমধ্যে আধিভৌতিক ভূকম্পাদি, দৈবনিগ্রহ উল্কাপাতাদি এবং আধ্যাত্মিক বামাঙ্গস্ফুরণাদি অতি ভয়ঙ্কর নিদারুণ ত্রিবিধ উৎপাত সমস্ত উপস্থিত হইতে লাগিল॥ ১১ ॥

আভাস।

মানবের কথা দূরে থাকুক, গাভীগণও স্পষ্টাক্ষরে রোদন করিয়া কৃষ্ণপ্রেমের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছিল॥ ৮।৯।১০ ॥

এদিকে ব্রজমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টসূচক ভূমিকম্প, উল্কাপাত ও বামনেত্রস্ফুরণাদি নানাপ্রকার আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক উৎপাত সমস্ত প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই সমস্ত উৎপাতের উপস্থিতি যে, প্রকৃত শ্রীকৃষ্ণের অমঙ্গলসূচক তাহা নহে; কারণ যিনি মঙ্গলময়, যাঁহার নামটী মাত্র স্মরণ করিলে যাবতীয় বিপদ দূর হয়, তাঁহার আবার নিজের বিপদ বা তদুপলক্ষে অনিষ্টাশঙ্কার সংসূচক উৎপাত কিরূপে সম্ভব! তবে এই উৎপাত তাঁহার অনিষ্টসূচক নহে, কেবল গোপ ও গাভীগণের দুঃখসূচক মাত্র জানিতে হইবে। কিম্বা ব্রজের যাবতীয় অধিষ্ঠাতৃদেবতাগণ কৃষ্ণপ্রেমে এতই প্রমত্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাঁহার ঐশ্বর্যভাগ বিস্মরণে ভ্রমক্রমেই অনিষ্টের আশঙ্কায় এই সমস্ত উৎপাতের সঙ্ঘটন করিয়াছিলেন॥ ১১ ॥

গোকুলবাসিগণ এই সকল দুর্নিমিত্ত প্রত্যক্ষ করিয়া, বিশেষতঃ সে দিবস বলরাম শ্রীকৃষ্ণের সহিত বনবিহারে তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করেন নাই শ্রবণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট আশঙ্কায় শোকে অস্থির হইয়া উঠিল। তাহারা পশুর ন্যায় বিবেকশূন্য ও

তানালক্ষ্য ভয়োদ্বিগ্না গোপা নন্দপুরোগমাঃ।
বিনা রামেণ গাঃ কৃষ্ণং জ্ঞাত্বা চারয়িতুং গতং ॥ ১২ ॥
তৈর্দুর্নিমিত্তৈর্নিধনং মত্বা প্রাপ্তমতদ্বিদঃ।
তৎপ্রাণা স্তন্মনস্কাস্তে দুঃখশোকভয়াতুরাঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ।

তান্ উৎপাতান্ আলক্ষ্য দৃষ্ট্বা, তথা রামেণ বলদেবেন বিনা গাঃ চারয়িতুং কৃষ্ণং গতং জ্ঞাত্বা ভয়োদ্বিগ্নাঃ ব্যাকুলাঃ নন্দপুরোগমাঃ গোপাঃ ॥ ১২ ॥

তৎপ্রাণাঃ তন্মনস্কাঃ অপি অতদ্বিদঃ তদৈশ্বর্য্যং অপরিজ্ঞাতাঃ তে গোপাঃ তৈঃ দুর্নিমিত্তৈঃ (কৃষ্ণস্য নিধনং মরণং প্রাপ্তং মত্বা দুঃখশোকভয়াতুরাঃ সন্তঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তান্ আলক্ষ্য গোকুলান্নির্জগ্মুরিতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। ভয়োদ্বিগ্না ভয়হেতোর্ভীতা ভয়েন কম্পমানা ইতি বা ॥ ১২ ॥

ন তং বিদন্তীতি অতদ্বিদঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তানালক্ষ্য গোকুলান্নির্জগ্মুরিতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। নিধনমেব প্রাপ্তং মত্বা নিতরাং ধনং শ্রীযমুনাহ্রদরূপং স্ববিহারাস্পদমিতি সরস্বতীসম্বাদঃ। মহাশোকাৎ পশূনামিব বুদ্ধিবিবেক-

---

নন্দাদি গোপগণ এই সকল উৎপাত দর্শনে ভীত ও উদ্বিগ্ন হইলেন, বিশেষত সে দিবস শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে সঙ্গে না লইয়া একাকীই গোচারণার্থ বনে নির্গত হইয়াছেন জানিয়া ॥১২॥

তাঁহারা এতই উদ্বিগ্ন হইলেন যে, সেই সকল দুর্ল্লক্ষণে শ্রীকৃষ্ণেরই মৃত্যু হইয়াছে এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মন প্রাণ এক কৃষ্ণেই সমর্পিত ছিল; কিন্তু কৃষ্ণবিক্রম অপরিজ্ঞাত থাকায় তাঁহারা কৃষ্ণবিরহজনিত দুঃখ, ভয় ও শোকে এতই কাতর হইয়া পড়িলেন যে, ॥১৩॥

আভাস।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় গৃহ হইতে নির্গত হইয়া, কৃষ্ণকে দেখিবার প্রত্যাশায় আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই বনাভিমুখে যাত্রা করিল।

বলরাম কিন্তু তাহাদিগের তাদৃশ শোকাবেগ দর্শন করিয়াও তৎপ্রতীকারের কোন চেষ্টা করেন নাই; কারণ শ্রীকৃষ্ণেরই ইহা অভিপ্রেত লীলা; তিনি মনে মনে যদিও সমস্ত অবগত ছিলেন তথাপি রসভঙ্গ পাছে হয়, এই নিমিত্ত কেবল ঈষৎ হাস্য করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। মা শব্দে মায়া বা অবিদ্যাকে বুঝায়; সেই অবিদ্যার যিনি অধিপতি, প্রভু ও স্বামী সেই বলদেবই এস্থলে মাধবনামে অভিহিত হইয়াছেন। তিনি

আবালবৃদ্ধবনিতাঃ সর্ব্বে বৈ পশুবৃত্তয়ঃ।
নির্জগ্মুর্গোকুলাদ্দীনাঃ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥ ১৪ ॥
তাংস্তথা কাতরান্ বীক্ষ্য ভগবান্ মাধবো বলঃ।

অন্বয়ঃ।

পশুবৃত্তয়ঃ (পশুবৎ বিবেকশূন্যচিত্তবৃত্তয়ঃ) বৈ আবালবৃদ্ধবনিতাঃ সর্ব্বে কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ সন্তঃ দীনাঃ ইব গোকুলাৎ নির্জগ্মুঃ ॥ ১৪ ॥

অনুজস্য শ্রীকৃষ্ণস্য, প্রভাবজ্ঞঃ (প্রভাবং জানাতীতি) মাধবঃ মধুবংশপ্রভবঃ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিমান্ সঃ বলঃ বলরামঃ তান্ গোপান্ তথা কাতরান্ বীক্ষ্য দৃষ্ট্বা প্রহস্য

শ্রীধরস্বামী।

পশুবৃত্তয়ঃ অতিবৎসলাঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রতীকারজ্ঞানশূন্যা বৃত্তিঃ সত্তা যেষাং তে ॥ ১২।১৩।১৪ ॥

মাবিদ্যা চ যতঃ প্রোক্তা তস্যা ঈশো যতো ভবেৎ। তস্মান্মাধবনামাসি ধবঃ স্বামীতি কীর্ত্তিত ইতি হরিবংশোক্তনিরুক্তেঃ প্রভাবং লীলৈশ্বর্য্যং জানাতীতি সঃ। তস্য স্বানুজমহাপ্রেমবত্ত্বেঽপি প্রেম্না তদৈশ্বর্য্যানামাবরণং কৃষ্ণেচ্ছানুরঞ্জিতলীলাশক্ত্যৈব অন্যথা শ্রীনন্দাদীন্ শোকাবেগেন সর্পহ্রদং মংক্ষু শীঘ্রং নিমংক্ষ্যন্ কো বারয়িতুং প্রভবেদিতি ভাবঃ। প্রহস্যেতি মৎস্বরূপেণ শেষনাগেন সহ ক্রীড়া ন রোচতে কিন্তু প্রাকৃতক্ষুদ্রকালিয়-সর্পাধমেনেবতি তস্য নরলীলত্বস্মরণাৎ। কিঞ্চিন্নোবাচেতি তেষাং শোকান্ধানাং কৃষ্ণং দিদৃক্ষূণাং তদাবরণস্যানৌচিত্যাদশক্যত্বাচ্চ। কিন্তু স্বপ্রহাসশোকাভাবদর্শনং যতো ন

সামান্য পশুর ন্যায় তাঁহাদের চিত্তে তৎকালে বিবেকের কোন গন্ধ মাত্র পরিলক্ষিত হয় নাই। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই এক কেবল কৃষ্ণ-দর্শন প্রার্থনায় নিতান্তই উৎকণ্ঠিত হইয়া দীনমনে গোকুল হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ১৪ ॥

এ দিকে বলরাম কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীহরির বীর্য্য পরিজ্ঞাত ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের তাদৃশ কাতরভাব পরিদর্শন করিয়াও নিজে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হন

আভাস।

অনুজের প্রেমে অনুরক্ত ছিলেন না যে এমত নহে, কেবল রসভঙ্গ ভয়েই ওরূপ নিস্তব্ধ ছিলেন। কিন্তু যখন নন্দাদি প্রধান গোপগণ প্রেমে আকুল হইয়া হ্রদপ্রবেশে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন বলরাম আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। তখন তিনি ইঙ্গিত দ্বারা তাহাদিগকে বুঝাইয়াছিলেন যে, "মৎস্বরূপ অনন্ত নাগোপরি যিনি বিশ্রাম করেন সেই শ্রীহরিকে সামান্য একটী কালিয়ের সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিয়া, তোমরা এত

প্রহস্য কিঞ্চিন্নোবাচ প্রভাবজ্ঞোঽনুজস্য সঃ ॥ ১৫ ॥
তেঽন্বেষমাণা দয়িতং কৃষ্ণং সূচিতয়া পদৈঃ।
ভগবল্লক্ষণৈর্জগ্মুঃ পদব্যা যমুনাতটং ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ।

কিঞ্চিৎ ন উবাচ ॥ ১৫ ॥

ভগবল্লক্ষণৈঃ পদৈঃ (ভগবন্তং লক্ষয়ন্তি জ্ঞাপয়ন্তি যানি বজ্রাঙ্কুশাদিলক্ষণানি তৈঃ যুক্তৈঃ পদৈঃ) সূচিতয়া জ্ঞাপিতয়া, পদব্যা মার্গেণ, দয়িতং প্রিয়ং, কৃষ্ণং অন্বেষমাণাঃ তে যমুনাতটং জগ্মুঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কান্তরান্ ভীতান্ ॥ ১৫ ॥
ভগবন্তং লক্ষয়ন্তি যানি পাদানি তৈঃ পদৈঃ সূচিতয়া পদব্যা মার্গেণ ॥ ১৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কিঞ্চিদনিষ্টাভাবমুচিত্বা প্রাণজিহাসাং শিথিলয়ামাস ॥ ১৫ ॥
ভগবন্তং লক্ষয়ন্তি যানি তৈঃ পদৈঃ সূচিতয়া পদব্যা ॥ ১৬ ॥

নাই বরং ঈষৎ হাস্য করিলেন মাত্র, মুখে তাহাদিগকে কোন কথাই বলিলেন না ॥ ১৫ ॥

গোকুলবাসিগণ হৃদয়সর্ব্বস্ব কৃষ্ণের অন্বেষণে নির্গত হইয়া ভগবল্লক্ষিত ধ্বজবজ্রাদিচিহ্নবিশিষ্ট চরণরেখার অনুসরণে সেই সেই পথ অবলম্বন করত যমুনাতীরে উপনীত হইলেন ॥ ১৬ ॥

আভাস।

ভীত হইতেছ কেন? ক্ষণকাল স্থির হও এখনি তোমাদের হৃদয়ের ধন শ্রীকৃষ্ণ দুষ্টদমন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবেন, সন্দেহ নাই" ॥ ১৩।১৪।১৫।

গোপগণের এতাদৃশ অন্বেষণ-প্রবৃত্তি এক প্রেমের অনুরোধে ঘটিয়াছিল; এ প্রেম তাহাদিগের স্বার্থানুরোধে কেবল নহে; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপরূপী পবিত্রচেতা দেহীগণের চিত্তকে স্বয়ং আকর্ষণ করত, প্রেমপ্রবণতায় সাহায্য করিয়াছিলেন। গোকুলবাসিগণের কার্য্য, ব্যবহার, বিচিত্র অবস্থা ও কৃষ্ণ সন্দর্শনলাভ প্রভৃতি প্রদর্শন করাইয়া বেদব্যাস সংসারী জীবের ভগবদনুসন্ধানের প্রথা, প্রাপ্ত্যুপায় ও ভগবৎ সন্দর্শনের কথা বর্ণন করিয়াছেন। ভগবান্ সংসারের অতীত; সুতরাং সংসার মধ্যে ও সংসারি চক্ষুঃদ্বারা তাঁহাকে দেখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতীরে গমন করিলে পথে তাঁহার ধ্বজবজ্রাদি অঙ্কিত পাদচিহ্ন লক্ষিত ছিল মাত্র; তাহাও গাভী ও অন্যান্য গোপগণের অন্তরালবর্ত্তী পাদরেখার স্থানে স্থানে আচ্ছন্ন ও সংমিলিত বোধ হইয়াছিল। গোপগণ কৃষ্ণপ্রেমে আকৃষ্ট হইয়া প্রথম গৃহ ত্যাগ করত পথ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়; বনের সর্ব্বত্র পথ থাকিলেও গমনাগমনের দ্বারা চরণচিহ্নিত পথই অবলম্বনীয় মনে করিল;

তে তত্র তত্রাঞ্জযবাঙ্কুশাশনিধ্বজোপপন্নানি পদানি বিশ্পতেঃ।
মার্গে গবামন্যপদান্তরান্তরে নিরীক্ষ্যমাণাঃ যযুরঙ্গ সত্বরাঃ ॥১৭॥
অন্তর্হ্রদে ভুজগভোগপরীতমারাৎ কৃষ্ণং নিরীহমুপলভ্য জলাশয়ান্তে।

অন্বয়ঃ।

হে অঙ্গ রাজন্! তে গোপাঃ গবাং মার্গে তত্র তত্র অন্যপদান্তরান্তরে (অন্যেষাং গোপানাং পদানাং অন্তরান্তরে মধ্যে মধ্যে) বিশ্পতেঃ (বিশাং বৈশ্যানাং গোপানাং পত্যুঃ কৃষ্ণস্য) অঞ্জযবাঙ্কুশাশনিধ্বজোপপন্নানি পদানি নিরীক্ষ্যমাণাঃ সত্বরাঃ যযুঃ। ১৭ ॥

(গত্বা) চ আরাৎ দূরাৎ, এব অন্তর্হ্রদে হ্রদমধ্যে, ভুজগভোগপরীতং (ভুজগস্য সর্পস্য

শ্রীধরস্বামী।

পদৈর্মার্গজ্ঞানপ্রকারমাহ ইতি। বিশ্পতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য অন্যেষাং পদানাং অন্তরান্তরে মধ্যে মধ্যে তত্তদপোহেন গবাং শ্রুতীনাং মার্গে সত্বরা অপ্রমত্তা যোগিনস্তত্তদুপাধ্যপবাদেন যথা পরং তত্ত্বং মৃগয়ন্তে তদ্বদিতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

ততঃ সর্পশরীরবেষ্টিতং শ্রীকৃষ্ণং দূরান্নিরীক্ষ্য গোপান্ পশূংশ্চ তথা নিরীক্ষ্য আর্ত্তাঃ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পদৈঃ পদবীজ্ঞানপ্রকারমাহ তে ইতি বিশ্পতেঃ বিশাং বৈশ্যানাং গোপানাং পত্যুরধ্যক্ষস্য কৃষ্ণস্য। যত্বাভাবঃ আর্ষঃ। অন্যেষাং পদানামন্তরান্তরে মধ্যে তদপোহেন গবাং শ্রুতীনাং মার্গে সত্বরা অপ্রমত্তা যোগিনস্তত্তদুপাধ্যপবাদেন যথা পরং তত্ত্বং মৃগয়ন্তি তদ্বদিতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

সামান্যতো গোপগোপীজনানাং বৈক্লব্যমাহ ততশ্চান্তর্হ্রদমধ্যে ভুজগভোগপরীতং সর্পশরীরবেষ্টিতং তো বালকাঃ বৃত্তান্তং তাবৎ কথয়ন্ত কিং কালিয়েনৈব তীরাৎ কৃষ্ণো বলা-

---

[১]হে রাজেন্দ্র! গমনকালে পথ সমস্ত অন্যান্য গোপ ও গাভীর পদচিহ্নে ব্যাপ্ত থাকিলেও মধ্যে মধ্যে পদ্ম, যব, অঙ্কুশ, বজ্র ও ধ্বজাদি চিহ্নিত অচ্যুত চরণচিহ্নের রেখা অতি যত্নসহকারে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অনুসরণ করায় তাহারা অতি সত্বর তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ১৭ ॥

যমুনার নিকটবর্ত্তী হইয়া অতি দূর হইতে দেখিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কালিয়-

আভাস।

তন্মধ্যে যে পথে কৃষ্ণচরণের কণামাত্র চিহ্নও পরিলক্ষিত হয়, সেইটীই পথ। যোগিগণ অকিঞ্চিৎকর বিষয়বাসনায় সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিয়া গাভীস্থানীয় শ্রুতি ও মহাজনের পথ অবলম্বনে ক্রমশ অগ্রসর হন। পদ পদার্থাদি যুক্ত শ্রুতিবাক্যের উপমাদি উপাধি অংশ পরিত্যাগ করিয়া তাৎপর্য্যাবসিত নিরুপাধি ব্রহ্মাংশ অবলম্বনে যোগিগণ যেমন সফল মনোরথ হয়েন, গোকুলবাসিগণও সেইরূপ অনুষ্ঠানে কৃষ্ণদর্শন করিয়া উদ্বেগশূন্য হইয়াছিলেন। ১৭ ॥

গোপাংশ্চ মূঢ়ধিষণান্ পরিতঃ পশূংশ্চ সংক্রন্দতঃ পরমকশ্মলমাপুরার্ত্তাঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।

ভোগেন দেহেন, পরীতং বেষ্টিতং, অতএব নিরীহং নিশ্চেষ্টং, কৃষ্ণং তথা জলাশয়ান্তে (জলাশয়স্য অন্তে তীরে মূঢ়ধিষণান্ মূর্চ্ছয়া পতিতান্, গোপান্ তথা পরিতঃ সংক্রন্দতঃ আর্ত্তনাদং প্রকুর্ব্বতঃ পশূন্ গবাদীন্, চ উপলভ্য নিরীক্ষ্য, আর্ত্তাঃ অতিপীড়িতাঃ, সন্তঃ পরমকশ্মলং মূর্চ্ছাং, আপুঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

পরং মোহমাপুঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

আকৃষ্য জলে পাতিতঃ কিম্বা কৃষ্ণ এব ভীরাদবপ্লুত্য জলে পতিতঃ তত্রাপি স্ববুদ্ধ্যা অন্যস্য কস্যচিদাদেশেন বেত্যাদি প্রশ্নে মূঢ়ধিয়ঃ মূর্চ্ছিতবুদ্ধীন্ বক্তুং কিমপি চেষ্টিতুঞ্চাসমর্থান্ গোপান্ বীক্ষ্য পরমকশ্মলং তন্মূর্চ্ছিতঃ সকাশাদপ্যতিমূর্চ্ছাং ॥ ১৮ ॥

হ্রদের মধ্যস্থলে একটী প্রকাণ্ড সর্পের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া নিস্পন্দের ন্যায় ভাসিতেছেন; এদিকে তীরে বয়স্য গোপগণ মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত; কেবল গাভী প্রভৃতি পশুগণ ইতস্ততঃ দণ্ডায়মান থাকিয়া আর্ত্তনাদ করত রোদন করিতেছে; গোপাদি গোকুলবাসিগণ এই সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া শোকে ও ভয়ে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহারা মূর্চ্ছিতের ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন ॥ ১৮ ॥

আভাস।

গোকুলবাসী সকলে যমুনাতীরে উপনীত হইয়া কালিয়-হ্রদে কৃষ্ণকে কালিয় কর্ত্তৃক আক্রান্ত নিরীক্ষণ করিয়াই ভয়বিহ্বলচিত্তে তীরবর্ত্তী গোপগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে কৃষ্ণবয়স্যগণ! এই দুর্ঘটনার ব্যাপার কি, তোমরা বলিতে পার? কোন্ কঠিনপ্রাণ দুরাচারী আমাদের জীবন সর্ব্বস্বকে এই বিষতোয়ে নিক্ষেপ করিয়াছে? ওরে! কৃষ্ণ কি কাহারও অনুরোধে বা উত্তেজনায় স্বয়ং হ্রদে অবগাহন করিয়া এইরূপ বিপন্ন হইয়াছেন? কিন্তু গোপগণ নির্ব্বাক্ ও মূর্চ্ছিত; কেবল পশুগণ অবিরলধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করত চিৎকার ধ্বনিতে রোদন করিতেছে দর্শন করিয়া, নিতান্ত বিপন্নের ন্যায় তাঁহারা শোকে ও ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ॥ ১৮ ॥

উপস্থিত গোপিকার মধ্যে কৃষ্ণানুরাগিণী প্রমদাগণের তাৎকালিক মানসিক ভাবের পরিচয়ার্থ প্রকাশ করিলেন যে, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ সর্পবেষ্টনে শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া নিতান্তই বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইল। প্রেমিকারা নন্দনন্দনকে নিজ প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রেম করিতেন। বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দর্শনে কৃষ্ণের সৌহার্দ্দাদি মধুর প্রেমরঞ্জক ভাব সকল তাঁহাদের হৃদয়ে জাগরূক হইতে লাগিল। এক শ্রীকৃষ্ণের শোকে তাঁহারা

গোপ্যোঽনুরক্তমনসো ভগবত্যনন্তে তৎসৌহৃদস্মিতবিলোকগিরঃ স্মরন্ত্যঃ।
গ্রস্তেঽহিনা প্রিয়তমে ভৃশদুঃখতপ্তাঃ শূন্যং প্রিয়ব্যতিহৃতং দদৃশুস্ত্রিলোকং॥

অন্বয়ঃ।

অনন্তে অনন্তগুণপূর্ণে, ভগবতি অনুরক্তমনসঃ (অনুরক্তং মনো যাসাং তাঃ) তৎ-সৌহৃদস্মিতবিলোকগিরঃ (তস্য সৌহৃদং প্রেমস্মিতং চ বিলোকং চ গিরঃ প্রিয়বচনানি) স্মরন্ত্যঃ গোপ্যঃ তস্মিন্ প্রিয়তমে কৃষ্ণে অহিনা গ্রস্তে গৃহীতে সতি ভৃশদুঃখতপ্তাঃ অত্যন্ত-দুঃখেন সন্তপ্তাঃ সত্যঃ প্রিয়েণ কৃষ্ণেন ব্যতিহৃতং বিরহিতং ত্রিলোকং শূন্যং দদৃশুঃ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তত্রানুরাগবতীনাং বৈক্লব্যমাহ। ভগবতি পরমসুন্দরে অনন্তগুণে তস্য সৌহৃদং স্ববিষয়কং প্রেমস্মিতং বিলোকং রহসি কৃতাং গিরং গৌরবার্ত্তাঞ্চ স্মরন্ত্যঃ ত্রিলোকং প্রিয়েণ ব্যতিকৃতং বিরহিতং তদ্বিরহদাবাগ্নিভস্মীভূতত্বাচ্ছূন্যং ব্যতিহৃতমিতি পাঠে প্রিয়ে-নৈব বিশেষেণাভিশয়েন চ হৃতং স্বদশান্তঃপাতীতি কৃতং দদৃশুঃ॥

অহো! অনন্ত প্রেমবান্ অচ্যুতে অনুরক্তচিত্তা গোপকামিনীগণ যখন দেখিলেন যে, প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে মহাসর্প আক্রমণ করিয়াছে, তখন তাঁহারা তাঁহার সৌহার্দ্দ্য, প্রেমাবলোকন ও প্রিয়কথা সকল স্মরণ করত সমগ্র ভুবনত্রয়কে প্রিয়হীন শ্মশানের ন্যায় প্রতীতি করিতে লাগিলেন॥

আভাস।

সমগ্র জগৎকে যেন শোকসাগরে নিমগ্ন ও বাড়বানলে পরিদগ্ধ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে বাৎসল্যবতী অপরাপর মহিলাগণ এতক্ষণ কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় অপেক্ষা করিতেছিলেন বটে, কিন্তু যশোদা কিঞ্চিৎ বাহ্যসংজ্ঞা লাভে গাত্রোত্থান করত সদ্যসদৃশ নিদারুণ শোকাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, "সর্প আমাকেই গ্রহণ করুক, জীবনধনকে পরিত্যাগ করুক, ইহা দেখিয়া মৃত্যুও আমার মঙ্গল," বিবেচনা করিয়া যখন সেই কালিয়-হ্রদে দ্রুতপদে আত্মসমর্পণের উদ্‌যোগ করিলেন, অমনি তাঁহারা তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নিবারণ করিলেন। যশোদা বাত্যাহত কদলিবৃক্ষের ন্যায় মৃতপ্রায় ধরাতলে পতিত হইলেন। সখীগণ কেহ সুশীতল জল, কেহ বস্ত্রব্যজন দ্বারা, কেহ বা গাত্রসম্বাহনাদির দ্বারা তাঁহার শুশ্রূষায় যত্নবতী হইলেন। অন্য সখী যশোদাকে স্বীয় ক্রোড়ে শয়ন করাইয়া জলাদি সেচনে কিঞ্চিৎ সুস্থ করিয়া বলিলেন, দেখ সখীগণ! যশোমতীর এখনও মৃত্যু হয় নাই, শরীরে এখনও প্রাণ আছে। তোমরা সামান্য জলাদির দ্বারা সেবার্থ তত্ত্ব না করিয়া, এস সকলে উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণনামা-মৃত তাঁহার কর্ণকুহরে সিঞ্চন করি, তাহাতেই পুত্রপ্রাণার সঞ্জীবনলাভ হইবে সন্দেহ নাই। এই বলিয়া সকলে উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণধ্বনি শ্রবণবিবরে প্রদান করিলে নন্দপত্নীর সংজ্ঞালাভ হইল। তখন গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা উপলক্ষে পূতনাবধ, যমলার্জ্জুনভঙ্গ ও

তাঃ কৃষ্ণমাতরমপত্যমনুপ্রতপ্তাং তুল্যব্যথাঃ সমনুগৃহ্য শুচঃ স্রবন্ত্যঃ।
তাস্তা ব্রজপ্রিয়কথাঃ কথয়ন্ত্য আসন্ কৃষ্ণাননেঽর্পিতদৃশো মৃতকপ্রতীকাঃ॥

অন্বয়ঃ।

অপতাং অনুপ্রতপ্তাং (অনুলক্ষীকৃত্য প্রতপ্তাং শোকমূর্চ্ছিতাং অনুপ্রবিষ্টাং ইতি পাঠে অনুপ্রবেষ্টুং ধাবন্তীং) কৃষ্ণমাতরং সমনুগৃহ্য হস্তেন ধৃত্বা তুল্যব্যথাঃ (তুল্যা ব্যথা যাসাং তাঃ) অতএব শুচঃ অশ্রূণি স্রবন্ত্যঃ উদিগরন্ত্যঃ তাঃ গোপ্যঃ (তস্যাঃ প্রতিবোধার্থং) ব্রজপ্রিয়কথাঃ (ব্রজপ্রিয়স্য কৃষ্ণস্য কথাঃ তাঃ) তাঃ (পূতনানিধন-যমলার্জুনভঙ্গাদিকথাঃ) কথয়ন্ত্যঃ কৃষ্ণাননে অর্পিতদৃশঃ (অর্পিতা স্থাপিতা দৃক্ দৃষ্টির্যাভিস্তাঃ) মৃতকপ্রতীকাঃ শবতুল্যাঃ মূর্চ্ছিতাঃ আসন্॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তত্র বাৎসল্যবতীনাং বৈক্লব্যমাহ তাঃ প্রসিদ্ধাঃ পুরন্ধ্র্যঃ অপতাং অনুলক্ষীকৃত্য প্রতপ্তাং সন্তাপভর্জ্জরাং প্রবিষ্টামিতি পাঠে অপত্য এব লীনতাং প্রাপ্তাং মূর্চ্ছিতামিতি যাবৎ॥ কৃষ্ণমাতরং যশোদাং সমাগনুগৃহ্যেত্যধুনাপ্যস্যাঃ শরীরে প্রাণাঃ প্রায়ো বর্ত্তন্তে তদিদং নাপেক্ষণীয়মিতি তদ্ভুজাভ্যামঙ্কে কৃত্য শীতলসলিলেনাশ্রুমালাক্লিন্নং মুখং মুহুর্মুহুঃ প্রক্ষাল্য ব্রজপ্রিয়স্য কৃষ্ণস্য কথাস্তাস্তাঃ উচ্চৈঃ কথয়ন্ত্যঃ তচ্চেতনাপ্রাপনার্থমিতি ভাবঃ। তাঃ কীদৃশ্যঃ শুচঃ শোকস্য স্রবন্ত্যো নদ্যঃ স্রবন্তীনিম্নগাপগা ইত্যমরঃ। স্বতরঙ্গেনান্যানপি প্লাবয়ন্ত্য ইতি ভাবঃ। অন্যে তু মৃতকস্যেব প্রতীকা অবয়বা যাসাং তাঃ॥

পুত্রবৎসলা কৃষ্ণজননী শোকে বিহ্বলা হইয়া যখন সেই হ্রদে প্রবেশার্থ প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তখন এই গোপিনীরাই তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক অবিরল ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন-করত তুল্যব্যথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা পূতনানিধন ও যমলার্জ্জুন ভঙ্গাদি বিচিত্র শৌর্য্যপ্রকাশক শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকথা উত্থাপন পূর্ব্বক জননীর দুঃখবেগ উপশম করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনারাও অনিমেষ-লোচনে শ্রীকৃষ্ণের মুখপানে নিরীক্ষণ করিয়া শবদেহের ন্যায় নিস্পন্দভাবে অবস্থিত ছিলেন॥

আভাস।

তৃণাবর্ত্তের বিনাশাদি বিবিধ লীলাকথার উত্থাপন পূর্ব্বক অলৌকসামান্য কৃষ্ণবিক্রমের পরিচয় প্রদানে উপস্থিত বিপদে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন॥

ওদিকে নন্দাদি গোপপ্রধানগণ যখন স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় তাঁহারাও কৃষ্ণশোকে বিহ্বল হইয়া হ্রদপ্রবেশে প্রস্তুত হইলেন, তখন বলদেব আর নিস্তব্ধ থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে আর্য্যগণ! আপনারা পূর্ব্বশ্রুত গর্গাচার্য্যের বচন কি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন? তিনি যে বলিয়াছিলেন, "এই

কৃষ্ণপ্রাণান্নিবিশতো নন্দাদীন্ বীক্ষ্য তং হ্রদং।
প্রত্যষেধৎ স ভগবান্ রামঃ কৃষ্ণানুভাববিৎ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ।

কৃষ্ণানুভাববিৎ সঃ ভগবান্ রামঃ তং হ্রদং নিবিশতঃ কৃষ্ণপ্রাণান্ নন্দাদীন্ প্রত্যষেধৎ নিবারয়ামাস ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রিয়েণ শ্রীকৃষ্ণেন বিরহিতং ত্রৈলোক্যং শূন্যং দদৃশুঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রত্যষেধদিতি ভো আর্য্যপাদ্যাঃ অনেন সর্ব্বদুর্গাণি যুয়মঞ্জস্তরিষ্যথেতি গর্গবচনাদস্ত যেতাদৃশদুর্গোত্তরণং কিং চিত্রমিতি বিচার্য্য বিবেকং ভজত। যুষ্মাসু হ্রদং প্রবিষ্টেষু পশ্চাৎ স্বস্ত্যাগতস্যাস্য মদনুজস্য লালনপালনাদিকং কৈঃ কর্ত্তব্যং। গোপায়ধ্বং সমাহিতা ইতি গর্গমহর্ষিনিদেশলঙ্ঘনে প্রবৃত্তাঃ কথং স্থেত্যাদিবাক্যৈরিত্যর্থঃ। ভগবান্ ইতি তত্র সামর্থ্যং ॥ ১৯ ॥

বলরাম শ্রীকৃষ্ণের মহিমা সম্পূর্ণ অবগত থাকায় এপর্য্যন্ত কোন কথা না বলিয়া নিস্তব্ধই ছিলেন ; কিন্তু যখন দেখিলেন যে, কৃষ্ণপ্রাণ নন্দ প্রভৃতি গোপবৃন্দও শোকে অভিভূত হইয়া হ্রদপ্রবেশে কৃতসংকল্প হইয়াছেন, তখন তিনি পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করাইলেন ॥ ১৯ ॥

আভাস।

শ্রীকৃষ্ণই তোমাদিগকে সকল বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবেন" এখন কি আপনারা সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্রাহ্মণের বাক্যে অবিশ্বাস করত স্বয়ং বিপদহারীর বিপদ্ গণনা করিতেছেন! তিনি যে বলিয়াছেন, "নন্দরাজ! অতি সাবধানে এই বালকের লালন পালনে যত্ন বিধান করুন"। এক্ষণে আপনারা যদি হ্রদে প্রবেশ পূর্ব্বক পরলোকে যাত্রা করেন, তবে আমার ঐ অনুজ যখন সুস্থশরীরে প্রত্যাগমন করিবেন, তখন কে উঁহার লালন পালনে সম্যক্ যত্ন করিবে। আপনাদেরও আর কৃষ্ণদর্শন ও তাঁহার অমীয়পূর্ণ বচন শ্রবণ করা ঘটিবে না। অতএব সমাহিতচিত্তে ধৈর্য্য অবলম্বন করুন ॥ ১৯ ॥

ভগবান্ ভক্তকে অধিকক্ষণ ক্লেশে রাখেন না। ভক্তের চিত্ত ধর্ম্মানুসারে ভগবান্ হইতে ঈষৎ স্খলিত হইবামাত্র পুনঃ সংযোজিত করিবার নিমিত্ত ভগবানই তাহার আয়োজন করেন। পিতা যেমন আত্মতুল্য প্রিয়তম পুত্রকে সংসর্গদোষে কিঞ্চিন্মাত্র দূষিত দেখিলেই উৎকট তিরস্কার করিতে বিরত থাকেন না, আবার পরক্ষণেই চিত্তানুকারী সন্তানকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক চুম্বন করেন, বিশ্ববিধাতা জগৎপিতা ভগবানও ভক্তের প্রয়োজনানুরূপ দুঃখ ও শাস্তি দানে আত্মপথেরই পথিক করিয়া আনেন। ব্রজবিঘ্নকারী পূতনা ও তৃণাবর্ত্তাদি কতকগুলি অসুরের নিধনের পর অনেক দিন পর্য্যন্ত ব্রজে কোন

ইত্থং স্বগোকুলমনন্যগতিং নিরীক্ষ্য সস্ত্রীকুমারমতিদুঃখিতমাত্মহেতোঃ।
আজ্ঞায় মর্ত্ত্যপদবীমনুবর্ত্তমানঃ স্থিত্বা মুহূর্ত্তমুদতিষ্ঠদুরঙ্গবন্ধাৎ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ।

ইত্থং (মুহূর্ত্তমাত্রং বন্ধনে স্থিতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) আত্মহেতোঃ আত্মকারণাৎ সস্ত্রীকুমারং স্ত্রীভিঃ চ সহিতং, স্বগোকুলং গোকুলবাসিজনং, অতিদুঃখিতং নিরীক্ষ্য তথা অনন্যগতিং (ন বিদ্যতে অন্যা গতিঃ রক্ষকঃ যস্য তং) আজ্ঞায় মর্ত্ত্যপদবীং মনুষ্যলীলাং, অনু বর্ত্তমানঃ স্বেচ্ছয়া অনুকুর্ব্বন্, মুহূর্ত্তং (বন্ধনে) স্থিত্বা উরঙ্গবন্ধাৎ কালিয়কৃতবেষ্টনরূপাৎ, উদতিষ্ঠৎ নিঃসরণার্থং স্বদেহং প্রথিতবান্ ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অনন্যগতিং আত্মানমিত্থং নিরীক্ষ্য অতএবাত্মহেতোঃ স্বগোকুলং অতি দুঃখিতমাজ্ঞায় উরগবন্ধাৎ উদতিষ্ঠদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অনন্যগতিমিতি পুংস্ত্বমার্ষং। আজ্ঞায় সম্যক্ জ্ঞাত্বা মুহূর্ত্তং ঘটিকাদ্বয়ং স্তব্ধ ইব স্থিত্বা কিং রে কালিয় ত্বয়া বিক্রমসর্ব্বস্বমহং দর্শিত এব সম্প্রতি গোপবালকোঽপ্যয়ং বিক্রমলবং দর্শয়তি পশ্যেত্যুক্ত্বা। উরঙ্গ উরগঃ তদ্বন্ধাৎ উদতিষ্ঠৎ ॥ ২০ ॥

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় গোকুলবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতাদি সকল লোককেই কেবল আপনার বিরহে নিতান্ত দুঃখিত অবলোকন করিয়া ও তাঁহার প্রতি তাহাদের অনন্যভাব জ্ঞাত হইয়া মর্ত্ত্যলীলানুকরণে মুহূর্ত্ত কাল সর্পবেষ্টনে অবস্থান করত বন্ধনমোচনার্থ নিজদেহকে বর্দ্ধিত করিলেন ॥ ২০ ॥

আভাস।

বিশেষ উদ্বেগের কারণ না ঘটায় ব্রজবাসী প্রায় সকলেই এক প্রকার নিশ্চিন্ত ছিলেন। ব্রহ্মমোহন উপলক্ষে কৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য প্রেমের আতিশয্য হওয়ায় পুত্রাদিসহ একত্রবাসে গার্হস্থ তৃপ্তিরই বিশেষ প্রতিপত্তি তাঁহাদের চিত্তভূমি ক্রমশই অধিকার করিতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ কেবল সেই ভাবের ভঙ্গ দিয়া ঈশ্বরভাব সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের চিত্তে সুরক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে মাত্র এই কালিয়দমন লীলার প্রসঙ্গে নিজে বিপন্নভাবের পরিচয় দিয়াছেন। যখন দেখিলেন আবালবৃদ্ধবনিতাদি যাবতীয় গোকুলবাসী গার্হস্থ্যসুখে জলাঞ্জলি দিয়া এক তাঁহারই মুখাপেক্ষা করিতেছে, তখনই তাহাদের হৃদয়ে শান্তির সূচনা আরম্ভ করিলেন। তিনি ঘটিকাদ্বয় তাদৃশ সর্পবন্ধনে নিশ্চেষ্টের ন্যায় অপেক্ষা করিয়া কালিয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, ক্রূরস্বভাব! এযাবৎকাল তোমার যাবতীয় সামর্থ্যই আমার প্রতি প্রয়োগ করা হইল; আমি অবলীলাক্রমে সমস্তই সহ্য করিলাম। এক্ষণে এই গোপবালক যৎকিঞ্চিৎ বিক্রম প্রকাশ করিতেছে, তুমিও তাহা সহ্য কর দেখি! এই বলিয়া তিনি স্বীয় কলেবরের স্থূলতা বৃদ্ধি করিলেন ॥ ২০ ॥

তৎপ্রথ্যমানবপুষা ব্যথিতাত্মভোগস্ত্যক্ত্বোন্নমষ্য কুপিতঃ স্বফণান্ ভুজঙ্গঃ।
তস্থৌ শ্বসন্ শ্বসনরন্ধ্রবিষাম্বরীষস্তব্ধেক্ষণোল্মুকমুখো হরিমীক্ষমাণঃ ॥২১॥
তং জিহ্বয়া দ্বিশিখয়া পরিলেলিহানং দ্বে সৃক্কণী হ্যতিকরালবিষাগ্নিদৃষ্টিং।

অন্বয়ঃ।

তৎপ্রথ্যমানবপুষা (তস্য কৃষ্ণস্য প্রথ্যমানেন সংবর্দ্ধমানেন বপুষা) ব্যথিতাত্মভোগঃ (ব্যথিতঃ আত্মনঃ ভোগঃ দেহো যস্য সঃ) ভুজঙ্গঃ কালিয়ঃ তং ত্যক্ত্বা শ্বসন্ শ্বাসান্ বিমুঞ্চন্, কুপিতঃ এব স্বফণান্ উন্নময্য উত্থাপ্য শ্বসনরন্ধ্র বিষাম্বরীষস্তব্ধেক্ষণোল্মুকমুখঃ (শ্বসনরন্ধ্রেষু নাসাবিবরেষু বিষং যস্য তথা অম্বরীষঃ ভ্রাষ্ট্রঃ তদ্বৎ সন্তপ্তানি স্তব্ধানি ঈক্ষণানি যস্য তথা উল্মুকানি অগ্নিকণানি মুখেষু যস্য সঃ) হরিং ঈক্ষমাণঃ এব তস্থৌ ॥ ২১ ॥

হরিঃ চ ক্রীড়ন্ এব অমুং দ্বিশিখয়া জিহ্বয়া (প্রতিমুখং) দ্বে সৃক্কণী ওষ্ঠপ্রান্তৌ পরি-

শ্রীধরস্বামী।

তস্য প্রথ্যমানেন বপুষা ব্যথিতাত্মশরীরো ভুজঙ্গঃ কুণ্ডলমুন্মুচ্য তং ত্যক্ত্বা কুপিতঃ ফণামুন্নময্য শ্বসন্ কেবলমীক্ষমাণঃ তস্থৌ কথম্ভূতঃ শ্বসনরন্ধ্রেষু নাসাবিবরেষু বিষং যস্য তথা অম্বরীষো মণ্ডপাকভাজনং তদ্বৎ সন্তপ্তানি স্তব্ধানি ঈক্ষণানি যস্য তথা উল্মুকানি মুখেষু যস্য স চ স চ স চ ॥ ২১ ॥

হরিশ্চ ক্রীড়ন্ তং অমুং সর্পং পরিসসার। অতি করালা বিষাগ্নিযুক্তা দৃষ্টির্যস্য তং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

উত্থানপ্রকারমেব দর্শয়ন্ কালিয়স্য গ্লানিমাহ। তদিতি তেন কৃষ্ণেন প্রথ্যমানং বেষ্টনসময়গুণসঙ্কোচনাৎ পরিত্যজ্য বিস্তার্য্যমানং যদ্বপুঃ ভুজজত্বাদিকং তেন ব্যথিতঃ ক্লেটান্নিব পীড়িতঃ আত্মনো ভোগো যস্য সঃ। বেষ্টনমুন্মুচ্য তং ত্যক্ত্বা স্বফণান্ উন্নময্য শ্বসন্ কেবলমীক্ষমাণ এব তস্থৌ। কীদৃশঃ শ্বসনরন্ধ্রেষু নাসাবিবরেষু বিষং যস্য। তথা অম্বরীষং জলদ্বিষজ্জর্জনপাত্রং ভাঁড় ইতি খ্যাতং তদ্বৎ তপ্তানি স্তব্ধানি ঈক্ষণানি যস্য। তথা উল্মুকানি নিঃসরন্তি মুখেভ্যো যস্য সচ সচ সচ সঃ ॥ ২১ ॥

দ্বে স্বীয়ে সৃক্কণৌ পুনঃ পুনর্লিহন্তং তমমুং পরি পরিতঃ সসার। তং ভ্রময়িতুং তস্য

কৃষ্ণদেহের পরিবর্দ্ধনে কালিয় নিজ কলেবরে বড়ই ব্যথা অনুভব করিল, এবং কৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধভরে ফণাসমূহ উত্তোলন পূর্ব্বক শ্রীহরিকে নিরীক্ষণ করত অপেক্ষা করিতে লাগিল। ঐ সর্পের লোচন উত্তপ্ত ভর্জ্জনভাণ্ডের ন্যায় তাম্রবর্ণ; তৎকালে তাহার মুখ হইতে অঙ্গার ও নাসারন্ধ্র হইতে বিষ বহির্গত হইতে লাগিল ॥ ২১ ॥

কালিয় প্রত্যেক মুখে দুই শিখা বিশিষ্ট জিহ্বা দ্বারা ওষ্ঠপ্রান্ত পরিলেহন পূর্ব্বক অতি ভয়ঙ্কর বিষ ও অগ্নিময় দৃষ্টি প্রকাশে দংশনের অবসর অন্বেষণ

ক্রীড়ন্নমুং পরিসসার যথা খগেন্দ্রো বভ্রাম সোঽপ্যবসরং প্রসমীক্ষমাণঃ ॥২২॥

অন্বয়ঃ।

লেলিহানং আস্বাদয়ন্তং, অভিকরালবিষাগ্নিদৃষ্টিং তং কালিয়ং খগেন্দ্রঃ গরুড়ঃ যথা তথা পরিসসার সর্ব্বতো বভ্রাম সঃ অপি কালিয়ঃ, দংশনাবসরং, প্রসমীক্ষমাণঃ তং অনু বভ্রাম ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

জিহ্বয়াদ্বিশিখয়েতি প্রতিমুখং ॥ ২২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সর্ব্বতো বভ্রামেত্যর্থঃ। স কালিয়োঽপি দংশনস্য অবসরং সমীক্ষমাণ এব বভ্রাম কৃষ্ণকর্ত্তৃকভ্রমণলাঘবাদংশনাবসরং ন প্রাপেতি তির্য্যগ্ভ্রমিখেলয়াপি তং জিগায়েত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

করত কৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং শ্রীকৃষ্ণও খগপতি গরুড়ের ন্যায় অবলীলাক্রমে তাহাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥২২॥

আভাস।

কৃষ্ণের পরিবর্দ্ধিত তনুর প্রসারণে কালিয়ের কলেবর ছিন্ন, মথিত ও ভগ্ন হইবার উপক্রম হইলে সে কৃষ্ণাঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধে রক্তাক্তলোচন হইয়া নাসাবিবর দ্বারা বিষাক্ত বায়ু নিঃসরণ করিতে করিতে দংশনাভিপ্রায়ে কৃষ্ণাভিমুখে অদূরেই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর খগপতি গরুড়ের ন্যায় ভগবান্ সেই অত্যভিমানী মহাসর্পকে দমনাভিপ্রায়ে যেমন মণ্ডলাকারে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কালিয়ও সমস্ত বিষজর্জ্জরিত করিবার ন্যায় ওষ্ঠপ্রান্তে জিহ্বা পরিলেহন করত শ্রীকৃষ্ণের চতুষ্পার্শ্বে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু গভীর জলবিশিষ্ট জলধি যদি প্রতিবিম্বিত চন্দ্রকে আপনার করিবার মানসে উত্তাল তরঙ্গ উত্থাপনে অগ্রসর হইলেও প্রতিবিম্বিত চন্দ্র কখন তরঙ্গের গহ্বরে পতিত হয় না, তরঙ্গের শিরোদেশে চূড়ামণির ন্যায় প্রতীত হয়, কালিয় সহস্র বদন বিকাশে শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করিতে যত্নবান্ হইলেও তিনি ফণার শিরোদেশে দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২২ ॥

প্রচণ্ড বিষবীর্য্যসম্পন্ন ক্রূরশ্রেষ্ঠ কালিয় সহস্র ফণা বিস্তারে শ্রীকৃষ্ণকেও আক্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই কালিয় সর্পের দমন করিয়া নন্দাদি গোপগণকে ও জগৎকে অভিমান হইতে সতর্ক থাকিবার উপদেশ দিয়াছেন। পূতনা ও তৃণাবর্ত্তাদি অসুরগণের নিধনে ব্রজবাসিগণ একরূপ সম্পূর্ণ নিরুপদ্রবেই বাস করিতেছিলেন। প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার মাধুর্য্য আস্বাদনে পরম প্রীতিই লাভ করিতেন; সকলেই নন্দ এবং যশোদার সৌভাগ্যাতিশয় বর্ণন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করিতেন। তাহারাও জগতের সার পরমপুরুষ নারায়ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া নিতান্তই আনন্দসাগরে নিমগ্ন ছিলেন। কৃষ্ণধনে ধনী হইয়া সমস্ত সংসারে যেন কিছু কিছু বিশেষ প্রতিপত্তি

এবং পরিভ্রমহতৌজসমুন্নতাংসং সমানম্যতৎ পৃথুশিরঃ স্বধিরূঢ় আদ্যঃ।
তন্মূর্দ্ধরত্ননিকরস্পর্শাতিতাম্রপাদাম্বুজোঽখিলকলাদিগুরু র্ননর্ত্ত ॥

অন্বয়ঃ।

এবং পরিভ্রমহতৌজসং (পরিভ্রমেণ হতং ওজঃ দেহেন্দ্রিয়াদিসামর্থ্যং যস্য তৎ) উন্নতাংসং (উন্নতাঃ অংসাঃ ফণাঃ যস্য তৎ) আনম্য (হস্তেন নম্রং কৃত্বা) তৎপৃথুশিরঃ স্বধিরূঢ়ঃ অতএব তন্মূর্দ্ধরত্ননিকরস্পর্শাতিতাম্রপাদাম্বুজঃ (তস্য মূর্দ্ধসু যে রত্ননিকরাঃ রত্নসমূহাঃ তেষাং স্পর্শেন অতিতাম্রং অত্যারুণং পাদাম্বুজং যস্য সঃ) আদ্যঃ অখিলকলাদিগুরুঃ অখিলানাং কলানাং নৃত্যাদিকৌশলানাং আদিগুরুঃ প্রবর্ত্তকঃ কৃষ্ণঃ ননর্ত্ত ॥

শ্রীধরস্বামী।

এবং পরিভ্রমণেন হতং ওজো যস্য উন্নতাবংসৌ যস্য তৎ তস্য মূর্দ্ধসু যে রত্ননিকরাস্তেষাং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

উন্নতাবুচ্চাবংসৌ যস্য তৎ আনম্যেতি পরিভ্রমহতৌজস্ত্বাৎ ভ্রমণাসমর্থস্য তস্য শিরাংসোব একহস্তেনৈবানম্য তত্রাধিরূঢ়ঃ সন্ননর্ত্ত শিরঃ স কৃষ্ণো জগ্রাহ স্বহস্তেনাবনম্যেতি হরিবংশোক্তেঃ। তস্য মূর্দ্ধসু যে রত্ননিকরাস্তেষাং কঠোরাণাং স্পর্শেনাতিসুকুমারত্বাদতি তাম্রমত্যারুণং পাদাম্বুজং যস্য সঃ। স্থালী শরাবাদিষু কলাজ্ঞানায় নটা নটন্তি অয়ন্তু সর্ব্বকলানামাদিগুরুত্বাৎ চঞ্চলেষু কালিয়মূর্দ্ধসু ননর্ত্তেতি স্বকলাভিজ্ঞদর্শনার্থং ব্রজসুন্দরীষু পূর্ব্বরাগবতীষু জ্ঞেয়া ॥

এইরূপ বহুক্ষণ পরিভ্রমণে সর্পের সামর্থ্য কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে আদিভূত সনাতন বিষ্ণু তাহার সেই অতি স্থূল শিরোভাগ হস্তের আকর্ষণে অবনত করিয়া স্বয়ং তাহার উপর আরোহণ করিলেন। সর্পের ফণাস্থিত মণি-জ্যোতি ভগবানের পাদসংলগ্ন হওয়ায় চরণের কি অপূর্ব্ব শোভাই লক্ষিত হইয়াছিল। নৃত্যচাতুর্য্য-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ তখন তাহার ফণার উপর নৃত্য আরম্ভ করিলেন ॥

আভাস।

লাভ করিয়াছেন এইরূপ অভিমানে যখন কিছু নিশ্চিন্ত ছিলেন, তখনই কালিয়দমনের লীলা প্রকটিত হয়। কালিয় পূর্ব্বে রমণক দ্বীপে বাস করিত; এক্ষণে ব্রজের নিকটবর্ত্তী যমুনাহ্রদের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বাস করিতেছে। এরূপ পবিত্র স্থান কালিয়ের ন্যায় ক্রূরস্বভাবের বাসোপযোগী নহে। রমণকস্বরূপ ভোগী সংসারীর চিত্তই মমকার অভিমানের বাসস্থান। সংসারী ভোগাসক্ত জীব নিকটবর্ত্তী যাবতীয় পদার্থে আপনার বোধে আত্মীয়তা বিস্তার পূর্ব্বক সকল বস্তুকে স্বীয় অধীনে আনয়নের চেষ্টা করে। এতাদৃশ অভিমানের রূপ অনন্ত। ধনাভিমান, পুত্রাভিমান জাত্যাভিমানাদি সংসারের অনন্ত বস্তুতে অনন্ত অভিমানের পরিচয় প্রতীত হয়। যে যে বিষয়ে কিছুমাত্র আসক্তি

তং নর্ত্তুমুদ্যতমবেক্ষ্য তদা তদীয়গন্ধর্ব্বসিদ্ধমুনিচারণদেববধ্বঃ।
প্রীত্যা মৃদঙ্গপণবানকবাদ্য গীতপুষ্পোপহারনুতিভিঃ সহসোপসেদুঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ।

তদা তং নর্ত্তুং উদ্যতং অবেক্ষ্য জ্ঞাত্বা, তদীয়গন্ধর্ব্বসিদ্ধমুনিচারণদেববধ্বঃ প্রীত্যা প্রণয়েন মৃদঙ্গপণবানকবাদ্যগীতপুষ্পোপহারনুতিভিঃ সহসা ঝটিতি, উপসেদুঃ সেবিতবন্তঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

স্পর্শেনাত্যারুণং পাদাম্বুজং যস্য সঃ। নন্থ কথং চর্ব্বলেষু শিরঃসু ননর্ত্ত তত্রাহ অখিলকলানাং নৃত্যবিশেষাণামাদিগুরুঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নর্ত্তুং নর্ত্তিতুং তদীয়েতি বাদ্যং বিনৈব স্বমুখেনৈবোচ্চারিতৈস্তৈস্তৈঃশব্দৈঃ প্রভুর্নৃত্যতি। তদ্বয়ং কং সময়ং প্রতি স্থিতা ইতি বিচার্য্যেতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে নৃত্য করিতে উদ্যত দেখিয়াই ভক্তশ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, মুনি সকল, চারণগণ ও অপ্সরা সকলে অতি আনন্দের সহিত মৃদঙ্গ, পণব আনকাদির বাদ্য ও গীতি-সহকারে পুষ্পাদি উপহার হস্তে সহসা তথায় আগমন করিলেন ॥ ২৩ ॥

আভাস।

থাকে, সেই সেই বিষয় অবলম্বনে চিত্তস্থ অভিমানের উদ্রেক ঘটিয়া থাকে। বিষয়-বৈরাগ্যের দ্বারা বিষয়াভিমান নিবৃত্ত করা দুরূহ। কারণ বিষয় অনন্ত, সুতরাং অভিমানও অনন্ত; অতএব অনন্ত শক্তস্বরূপ তমোরূপ মমত্ববিশিষ্ট অভিমানের নিরাকরণ নিতান্তই অসম্ভব। কিন্তু যে পর্য্যন্ত অভিমানের নিবৃত্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত মোক্ষ দূরপরাহত। অভিমান যে কেবল ভোগ্য পদার্থ অবলম্বনে প্রবৃত্ত হয় এমত নহে, বিদ্যাবানের বিদ্যা, জ্ঞানবানের জ্ঞান ও ভক্তিমানের ভক্তিকে অবলম্বন করিয়াও অভিমানের প্রবাহ হইয়া থাকে; তখনই অভিমানরূপী কালিয়ের রমণকদ্বীপ পরিত্যাগে যমুনাহ্রদে বাস করা হয়। অর্থাৎ যে চিত্তে ভোগের বাসনা আছে, তথায় ক্রূর অভিমান বাস করে করুক্! কিন্তু যে চিত্তে বিষয়-রস স্থান পায় না, তাদৃশ ধার্ম্মিক তপঃপরায়ণ চিত্তেও যদি অভিমানের প্রাবল্য ঘটে, তবে সংসার নিতান্তই অপরিহার্য্য। অতএব মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বাগ্রে অভিমান পরিত্যাগ করাই বিশেষ প্রয়োজন। গীতা বলিয়াছেন, "বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্তন্তে" যোগী যোগসাধনে চিত্তকে একাগ্র করিতে পারেন, বিচারবলে দোষগুণাদি পরিদর্শন করত

তত্র গন্ধর্ব্বগায়কাঃ গীতৈঃ। সিদ্ধাঃ পুষ্পবৃষ্টিভিঃ উপহারৈঃ তাম্বুলাদিভিঃ চ, মুনয়ঃ স্তুতিভিঃ, চারণাঃ মৃদঙ্গাদিবাদ্যৈঃ, দেববধ্বঃ অপ্সরসঃ সহনর্ত্তনৈঃ ॥ ২৩ ॥

যদ্‌যচ্ছিরো ন নমতেঽঙ্গ শতৈকশীর্ষ্ণস্তত্তন্মমর্দ্দ খলদণ্ডধরোঽঙ্ঘ্রিপাতৈঃ।
ক্ষীণায়ুষো ভ্রমত উল্বণমাস্যতোঽসৃঙ্‌নস্তো বমন্ পরমকশ্মলমাপ নাগঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ।

হে অঙ্গ রাজন্! শতৈকশীর্ষ্ণঃ (শতমেকানি মুখ্যানি শীর্ষাণি যস্য তস্য) ক্ষীণায়ুষঃ ক্ষীণবলত্বয়া মৃতপ্রায়স্য (ক্রোধবশাৎ) ভ্রমতঃ কালিয়স্য যৎ যৎ শিরঃ ন নমতে স্তব্ধত্বাৎ ন জহাতি স্ম তৎ তৎ (নৃত্যচ্ছলেন) অঙ্ঘ্রিপাতৈঃ খলদণ্ডধরঃ কৃষ্ণঃ মমর্দ। তদা চ সঃ নাগঃ আস্যতঃ মুখেভ্যঃ, নস্তঃ নাসাবিবরেভ্যঃ, চ উল্বণং (বিষমিশ্রত্বেন ভয়ঙ্করং) অসৃক্ রুধিরং বমন্ পরমকশ্মলং মহতীং মূর্চ্ছাং, আপ ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

শতমেকানি মুখ্যানি শীর্ষাণি যস্য তস্য ক্ষীণায়ুষোঽপি পুন র্ভ্রমতো যৎ যৎ শিরো ন নমতে স্তব্ধতাং ন জহাতি নৃত্যচ্ছলেনাঙ্ঘ্রিপাতৈ স্তত্তন্মমর্দ্দ তদাচ আস্যতো মুখেভ্যো নস্তো নাসিকাবিবরেভ্যোঽসৃক্ রুধিরং বমন্ ॥ ২৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শতং একানি মুখ্যানি শিরাংসি যস্য তস্য অগ্রে ফণাসহস্রোক্তেঃ। যদ্‌যৎ ন নমত্যুচ্চৈভবতি তত্রৈব সহসারুহ্য অঙ্ঘ্রিপাতৈ স্তানেব ফণান্মমর্দ্দ। তদাচ আস্যতো মুখেভ্যঃ নস্তো নাসাবিবরেভ্যঃ অসৃগ্বমন্ ॥ ২৪ ॥

সহস্রফণাধারী কালিয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেও কেবল ক্রোধের অনুরোধে তাহার যে যে মস্তক অবনত হয় নাই, খলদণ্ডধারী শ্রীকৃষ্ণ নৃত্যচ্ছলে কেবল চরণপীড়নেই সেই সেই মস্তক অবনত করাইলেন। ঐ সর্প ভ্রমণ করিতে করিতে ক্ষীণবল মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল; তাহার মুখ ও নাসিকা হইতে প্রচুর পরিমাণে রুধির বিনির্গত হওয়াতে সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল ॥ ২৪ ॥

আভাস।

বিষয় পরিহারে সমর্থ হইতে পারেন, কিন্তু গূঢ় বিলশায়ী ক্রূর সর্পের ন্যায় চিত্তের অন্তর্গুহায় শয়ান সংস্কার-রস-বীর্য্য অভিমানকে নিবৃত্ত করিতে হইলে, অনন্যমনে ভগবানের শরণ লওয়াই প্রয়োজন। তিনি ব্যতীত সেই অভিমানের কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না। এস্থলে কৃষ্ণপ্রাণ নন্দযশোদাদিরও অন্তর্নিহিত পুত্ররসের উদ্ভাবনে আত্মাভিমানের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের সেই অভিমান পরিত্যাগ করাইবার জন্য তাহাদিগকে দেখাইলেন যে, তোমরা পুত্রাভিমানে আমাকে গ্রহণ করিলে, কালিয়বেষ্টিতের ন্যায় বিষজর্জ্জরিত ও নিশ্চেষ্টের ন্যায় আমাকে বাস করিতে হয়। যদি ইহাই তোমাদের প্রিয় দর্শন হয় তবে ভোগীর চিত্তের ন্যায় তোমাদের চিত্তেও আমি এইরূপ কষ্টে বাস করিব। যদি কেবল সুস্থভাবে বিরাজমান আমাকে সন্দর্শন করিবার অভিপ্রায় থাকে, তবে এই দেখ আমি দর্পহারী তোমাদের যাবতীয় বিষয়দর্পের মস্তকে পদাঘাত

তস্যাক্ষিভি র্গরলমুদ্বমতঃ শিরঃসু যদ্‌যৎ সমুন্নমতি নিশ্বসতো রুষোচ্চৈঃ।
নৃত্যন্ পদানুনময়ন্ দময়াঞ্চকার পুষ্পৈঃ প্রপূজিত ইবেহ পুমান্ পুরাণঃ॥ ২৫॥

অন্বয়ঃ।

রুষা উচ্চৈঃ নিশ্বসতঃ শ্বাসান্ বিমুঞ্চতঃ অক্ষিভিঃ গরলং বিষং উদ্বমতঃ তস্য কালিয়স্য শিরঃসু যৎ যৎ শিরঃ সমুন্নমতি উচ্চীভবতি তত্তৎ নৃত্যন্ পদা পাদাঘাতেন অনুনময়ন্ প্রহ্বী-কুর্ব্বন্, ভগবান্ দময়াঞ্চকার দমনং চকার। ইহ ইত্যবসরে পুরাণঃ পুমান্ শেষাসনঃ শ্রীনারায়ণঃ ইব শ্রীকৃষ্ণঃ পুষ্পৈঃ প্রপূজিতঃ (অভূৎ)॥ ২৫॥

শ্রীধরস্বামী।

পুনরপি রুষা উচ্চৈ র্নিশ্বসতো যদ্‌যৎ সমুন্নমতি তত্তৎ পদাঘাতেনানুনময়ন্। ইহ অস্মিন্নবসরে হৃষ্টৈ র্গন্ধর্ব্বাদিভিঃ শেষাসনঃ পুরাণ পুরুষ ইব যশোদানন্দনঃ পুষ্পৈঃ প্রপূজিতঃ। যদ্বা। গন্ধর্ব্বাদিভিঃ পুষ্পৈঃ প্রপূজিতো গোপৈঃ পুরাণঃ পুমানিব দৃষ্ট ইতি। যদ্বা পুষ্পৈঃ প্রপূজিত ইব প্রসন্নঃ সন্ দময়াঞ্চকার কৃপয়া হিতং কৃতবানিত্যর্থঃ॥ ২৫॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তস্য শিরঃসু মধ্যে যৎ যৎ সমুন্নমতি তত্তদেব পদা পাদপ্রহারেণ অনুনময়ন্ তস্মিন্নবসরে হৃষ্টৈ র্গন্ধর্ব্বাদিভি র্বৃষ্যমাণৈঃ পুষ্পৈঃ প্রপূজিত ইব প্রসন্নঃ সন্ তেষামেব হিতার্থং দুষ্টং ত্বং দময়াঞ্চকার॥ ২৫॥

অনন্তর কালিয় কিছুক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াই ক্রোধে প্রজ্বলিত ও ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নেত্রদ্বারা হলাহল বর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নৃত্যচ্ছলে পদাঘাত দ্বারা তাহার যে যে ফণা উন্নত হইয়াছিল, তাহা সকলই অবনত করাইলেন। হে রাজেন্দ্র! এই সময় অনন্তশায়ী নারায়ণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব শোভা দর্শনে স্বর্গবাসিগণ তদুপরি পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন॥ ২৫॥

আভাস

করত নিবারণ করি। আমি সকলের উপাস্য; অভিমানের দ্বারা আমাকে কখন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাই নন্দাদি গোপগণকে উপদেশ দেওয়াই ভগবানের তাৎপর্য্য। এদিকে সংসার-ক্ষেত্রে যাঁহারা ভগবানকে পাইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহাদিগকে বিষয়-সম্ভোগে সম্পূর্ণ বিমুখ হইতে হইবে; এবং অনন্ত-মনে ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকিলে, ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাদিগের হৃদয়-সরোবরে উদয় হইয়া, অত্যুগ্র বিষবীর্য্য সম্পন্ন সহস্রমস্তক কালিয় সর্পের ন্যায়, জন্ম-জন্মার্জ্জিত বিষতুল্য বিষয় রসে পরিপুষ্ট অনন্ত সংস্কারাত্মক মমাকার অভিমানকে দমন করত ভগবান্ স্বস্বরূপে বিরাজ করেন॥ ২৩। ২৪। ২৫॥

বেদাদি উপনিষন্মন্ত্রের অর্থ সম্যক্ সংগৃহীত হইয়াছে এবং যমনিয়মাদি যোগাঙ্গসাধনে অণিমাদি ঐশ্বর্য্যলাভ হইয়াছে বলিয়া, অভিমানী পণ্ডিত ও যোগী নিজ প্রতিষ্ঠার বৃদ্ধি

তচ্চিত্রতাণ্ডবিরুগ্নফণাসহস্রো রক্তং মুখৈরুরুবমন্ নৃপ ভগ্নগাত্রঃ।
স্মৃত্বা চরাচরগুরুং পুরুষং পুরাণং নারায়ণং তমরণং মনসা জগাম ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ।

হে নৃপ! তচ্চিত্রতাণ্ডব-বিরুগ্নফণাসহস্রঃ (তস্য কৃষ্ণস্য চিত্রেণ অলৌকিকেন তাণ্ডবেন বিশেষতো রুগ্নং সংজাতব্রণং ফণাসহস্রং যস্য সঃ) ভগ্নগাত্রঃ (ভগ্নানি গাত্রাণি যস্য সঃ) মুখৈঃ উরু প্রচুরং রক্তং বমন্ উদ্গীরন্ (কালিয়ঃ) চরাচরগুরুং পুরাণং পুরুষং নারায়ণং স্মৃত্বা মনসা তং এব অরণং শরণং, জগাম ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অরণং শরণং ॥ ২৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পরমভক্তাভিস্তৎপত্নীভিঃ কৃপারূপং ভক্তিবীজং পূর্ব্বমুপ্তমপি পূর্ব্বপূর্ব্বাপরাধজনিতক্রৌর্য্যদোষব্যাপ্তে কালিয়স্য তস্যান্তঃকরণে দুষ্টক্ষেত্রে ইব প্ররোঢ়ুমসমর্থমেবাসীৎ। তদা তু শ্রীচরণস্পর্শেন তৎকৃতদণ্ডপ্রাপ্ত্যা চ তত্তদ্দোষক্ষয়ে সতি সহসৈব তদ্ভক্তিবীজমঙ্কুরিতং বভূবেত্যাহ স্তুত্বেতি। মদ্বৈরিণো গরুড়াদপাস্য পরস্পহস্রগুণাধিকং বলং ময়োপলব্ধং তস্মান্মৎপত্নীভিরুপদিষ্টভক্তিকোঽয়মেব পরমেশ্বর ইতি স্বীয়স্মৃতিগোচরীকৃতোভার্থঃ। চরাচরগুরুমিত্যসাধারণং বলং দর্শয়ন্নহমেব পরমেশ্বর উপাস্য ইতি মূঢ়মপি মাং জ্ঞাপয়ন্ কৃপয়ামচ্ছিরোঽর্পিতচরণো গুরুর্ভূত্বা প্রসীদতি। তমিমমহদানীং শরণং যামীতি। অরণং শরণং ॥ ২৬ ॥

হে নরনাথ! কৃষ্ণের বিচিত্র নৃত্যে ফণাসমূহ নিতান্ত ব্যথিত ও সমস্ত শরীর বেদনায় জর্জ্জরিত হইয়া, মুখে প্রচুর পরিমাণে রুধির উদ্গীরণ করিতে করিতে কালিয় চরাচর-গুরু অনাথনাথ নারায়ণকে স্মরণ করত মনে মনে তাঁহার শরণাপন্ন হইল ॥ ২৬ ॥

আভাষ।

ও অপরকে পরাজয়ের বাসনা করিয়া নিরয়গমনের দ্বার প্রশস্ত করেন বটে, কিন্তু যদি সৌভাগ্যক্রমে উপনিষন্মন্ত্রের তাৎপর্য্যে ও অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যের ইঙ্গিতে একবার ভগবানের প্রতি মন ধাবিত হয়, অমনি সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার নিবারণের ন্যায়, জ্ঞানী-হৃদয়ের অভিমানাবরণের নিবারণ হয়। জ্ঞানীর অধিকৃত উপনিষদ্ মন্ত্রাদি যেমন গোপনে জ্ঞানীকে উপদেশ করেন, কালিয় সর্পের পত্নীগণও সেইরূপ সাধ্বী ও পতিব্রতা; স্বামীর সম্পদে বা বিপদে সকল সময়ে বিদ্বান্ ব্যক্তির বিদ্যার ন্যায়, অনুসরণ করত হিতোপদেশই প্রদান করিত। ধর্ম্মাদি বিদ্যা অবলম্বনে অভিমান হইলেও উৎকৃষ্ট, ইহা কুটিল হইলেও ভগবানকে স্পর্শ করত ইহার উচ্ছাস ঘটে। কালিয় অতি ভয়ানক বিষসম্পন্ন হইলেও উৎকৃষ্ট; কারণ শ্রীকৃষ্ণকেই স্বীয় অঙ্গের দ্বারা বেষ্টন করিয়াছিল; তাঁহার নৃত্যকৌতুক পূরণার্থ

কৃষ্ণস্য গর্ত্তজগতোঽতিভরাবসন্নং পার্ষ্ণিপ্রহারপরিরুগ্নফণাতপত্রং।
দৃষ্ট্বাহিমাদ্যমুপযেদুরমুষ্য আর্ত্তাঃ পত্ন্যঃ শ্লথদ্বসনভূষণকেশবন্ধাঃ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ।

গর্ত্তজগতঃ (গর্ত্তে জগন্তি ব্রহ্মাণ্ডানি যস্য তস্য) কৃষ্ণস্য অতিভরাবসন্নং (অতিভরেণ অবসন্নং) তথা পার্ষ্ণি প্রহারপরিরুগ্নফণাতপত্রং (পার্ষ্ণিঃ পাদপৃষ্ঠং তৎপ্রহারেণ পরিরুগ্নফণাতপত্রং (অহিং কালিয়ং দৃষ্ট্বা অমুষ্য পত্ন্যঃ আর্ত্তাঃ অতএব শ্লথদ্বসনভূষণকেশবন্ধাঃ শ্লথন্তো বিশ্রংসমানাঃ বসনভূষণকেশবন্ধাঃ যাসাং তাঃ) আদ্যং শ্রীকৃষ্ণং উপসেদুঃ তৎসমীপং জগ্মুঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

গর্ত্তে জগন্তি যস্য তস্যাতিভরেণাবসন্নং আক্রান্তং। পার্ষ্ণিঃ পাদপৃষ্ঠং আদ্যং শ্রীকৃষ্ণং শ্লথন্তো বিশ্রংসমানা বসনাদয়ো যাসাং তাঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

গর্ত্তে জগন্তি যস্য তস্য অতএবাতিভরেণ আদ্যং শ্রীকৃষ্ণং আর্ত্তা ইতোস্যাবৎকালপর্য্যন্তং যা পত্ন্যাবুদাসীনা এবাসন্। বহির্মুখোঽয়ং ভগবৎকৃতদণ্ডেন মরতে চেৎ ম্রিয়তাং। বয়ং বিধবা ভূত্বা ভগবন্তং ভজামেতি যদা তু মনসা শরণং গতস্য তস্য পত্ন্যৈর্দৈন্যনির্বেদবিষাদবিতর্কমত্যাদিসঞ্চারিলক্ষণং মুখাদ্যঙ্গেষু দদৃশু স্তদেবাহো অস্মত্ত্যাগাবশাদয়ং বৈষ্ণবোঽভূত্তদস্য রক্ষণে যতামহে ইতি সংহতাস্তা স্তত্র জাতস্নেহত্বাদার্ত্তাঃ শ্রীমচ্চরণসন্নিধিমাজগ্মুঃ ॥ ২৭ ॥

যাঁহার উদরমধ্যে এই ত্রিভুবন নিবিষ্ট রহিয়াছে, সেই ভুবনাধার শ্রীকৃষ্ণের গুরুভারে নিতান্ত অবসন্ন এবং চরণাঘাতে কালিয়ের বিস্তৃত ফণাসমূহ নিতান্ত ব্যথিত ও ভগ্নপ্রায় অবলোকন করিয়া, তদীয় পত্নীগণ অতীব কাতরভাবে বসন ও ভূষণাদির প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া, আলুলায়িত কেশে উলঙ্গিনীর ন্যায় ধাবিতা হইয়া, কৃষ্ণ সন্নিধানে আগমন করিল ॥ ২৭ ॥

আভাস।

নিজের সহস্র ফণা বিস্তৃত রাখিয়া তাঁহার চরণধূলি লাভে কৃতার্থ হইয়াছিল। কালিয় যখন দেখিলেন, যে, তাঁহার চির শত্রু গরুড়ের অপেক্ষা বালক কৃষ্ণের বল অসামান্য ও অসহনীয়, তখন অনন্যগতি বিবেচনায় মনে মনে পতিত-পাবন ভগবান নারায়ণের শরণাগত হইলেন। কালিয় বিবেচনা করিল যে, তাহার পত্নীগণ পূর্ব্বে যে সমস্ত উপদেশ বাক্য তাহাকে বলিয়াছিল, অভিমান বশত তৎকালে তাহার প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য হয় নাই; এক্ষণে তদুপদেশের প্রতি লক্ষ্য করাইবার অভিপ্রায়েই সর্ব্বোপাস্য স্বয়ং ভগবান্ এই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে উপস্থিত হইয়া, কৃপাবিতরণেই মস্তকে চরণারবিন্দ অর্পণ করিয়াছেন। অতএব তাঁহার শরণাগত হওয়াই কর্ত্তব্য ॥ ২৬ ॥

তান্তং সুবিগ্নমনসোঽথ পুরস্কৃতার্ভ্ভাঃ কায়ং নিধায় ভুবি ভূতপতিং প্রণেমুঃ।
সাধ্ব্যঃ কৃতাঞ্জলিপুটাঃ শমলস্য ভর্ত্তুর্মোক্ষেচ্ছবঃ শরণদং শরণং প্রপন্নাঃ ॥২৮

অন্বয়ঃ।

সুবিগ্নমনসঃ বিহ্বলচিত্তাঃ সাধ্ব্যঃ পতিব্রতাঃ (ভগবন্তো দয়োৎপাদনায়) পুরস্কৃতার্ভ্ভাঃ (পুরস্কৃতাঃ অগ্রেকৃতাঃ অর্ভ্ভাঃ বালাঃ যাভিঃ) তাঃ নাগপত্ন্যঃ ভুবি কায়ং নিধায় দণ্ডবৎ শরীরং নিপাত্য ভূতপতিং প্রণেমুঃ তথা শমলস্য কৃতাপরাধস্য, ভর্ত্তুঃ মোক্ষেচ্ছবঃ কৃতাঞ্জলিপুটাঃ সত্যঃ শরণদং আশ্রয়প্রদং ভগবন্তং শরণং প্রপন্নাঃ গতাঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তাঃ সাধ্ব্যঃ শরণং প্রাপ্তাঃ সত্যঃ তং প্রণেমুঃ সুবিগ্নমনস অতিবিহ্বলচিত্তাঃ। ভুবীতি অস্মিন্ স্থানে জলাদধস্তাদ্বা তীরে বা শমলস্য পাপাত্মনো ভর্ত্তুর্মোক্ষেচ্ছবঃ ভর্ত্তুর্যচ্ছমলং তস্য বা ভূতপতিং প্রাণিমাত্রস্য পতিং শরণদং আশ্রয়প্রদং ॥ ২৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তান্তং প্রথমং প্রণেমুর্ভুবীতি হ্রদস্য মধ্যে কশ্চিদ্দীপো বৃদ্ধ্যন্তে যত্রৈব স্থিতঃ কৃষ্ণঃ কালিয়বেষ্টিতো গোকুলজনৈরদৃশ্যতেতি জ্ঞেয়ং। পুরঃ কৃষ্ণস্যাগ্রে কৃতা অর্ভা বালা যাভিস্তা ইতি কৃপাজননার্থং ॥ ২৮ ॥

অতিশয় উৎকণ্ঠিতচিত্ত সেই পতিব্রতা নাগপত্নীগণ স্ব স্ব দুগ্ধপোষ্য শিশুগুলিকে বাসুদেবের সম্মুখে নামাইয়া আপনারা ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল : এবং অপরাধী স্বামীর অব্যাহতি প্রার্থনায় কৃতাঞ্জলিপুটে আশ্রয়দাতা শ্রীহরির শরণাপন্ন হইল ॥ ২৮ ॥

আভাস।

কালিয়ের বনিতাগণ সাধ্বী, ঈশ্বরপরায়ণা ও ন্যায়দর্শী; কুটিলস্বভাব অহঙ্কারমূর্ত্তি অসদাচারী কালিয়ের শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ গুরুতর নিগ্রহ তাহারা এ যাবৎ অনায়াসেই সহ্য করিতেছিল; কিন্তু যখন বিশ্বম্ভরের গুরুভারে নিতান্ত অবসন্ন এবং চরণাঘাতে ফণা সমূহ একেবারে বিশীর্ণ হওয়ায় কালিয় মনে মনে ভগবানকে চিন্তা করিয়াছিল, তখনই তাহার জীবন রক্ষার্থ তাহাদের উৎকণ্ঠা জন্মিল; তৎকালে কালিয়ের মুখভঙ্গি দ্বারা তাহার মনোগত ঈশ্বরার্পণ ভাব বুঝিতে পারিয়া, নিজেদেরই সৌভাগ্যজ্ঞানে শশব্যস্তে সকলে কৃষ্ণ-সন্নিধানে উপনীত হইল। মহাপরাধী স্বামীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের দয়ার উদ্দীপনার্থ স্ব স্ব শিশু সন্তানকে সঙ্গে লইয়া, তৎসমক্ষে রাখিয়া আপনারা কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবানের স্তব করিতে আরম্ভ করিল ॥ ২৭। ২৮ ॥

নাগপত্নীগণ প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধোপশমনার্থ তৎকৃতদণ্ডকে ন্যায়-বোধে অনুমোদন পূর্ব্বক বলিয়াছেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! জীব সকলে স্ব স্ব কর্ম্মানুসারেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কালিয় যেমন পরানিষ্টকারী ও খল অদ্য তদুপযুক্ত ফলই পাইয়াছে; তাহাতে

নাগপত্ন্য ঊচুঃ॥

ন্যায্যো হি দণ্ডঃ কৃতকিল্বিষেঽস্মিংস্তবাবতারঃ খলনিগ্রহায়।
রিপোঃ সুতানামপি তুল্যদৃষ্টি র্ধৎসে দমং ফলমেবানুশংসন্॥ ২৯॥

অন্বয়ঃ।

নাগপত্ন্যঃ ঊচুঃ। হে শ্রীকৃষ্ণ! অস্মিন্ কৃতকিল্বিষে (কৃতং কিল্বিষং দংশনপরিবেষ্টনাদ্যপরাধো যেন তস্মিন্) সর্পে (ত্বয়া কৃতো) দণ্ডঃ ন্যায্যঃ এব যতঃ তবাবতারঃ খলনিগ্রহায় খলানাং পরোদ্বেজকানাং নিগ্রহায়। রিপোঃ (স্ব) সুতানাং অপি তুল্যদৃষ্টিঃ ত্বং ফলং এব অনুশংসন্ আলোচয়ন্ দমং ধৎসে॥ ২৯॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রথমং তাবৎ কুপিতং ভগবন্তং দণ্ডানুমোদনেন উপশময়ন্ত্যঃ স্তবন্তি ন্যায্য ইতি। তত্র। দণ্ডানুমোদনং ষড়্ভি র্দশভিস্তু হরের্নুতিঃ। প্রার্থনং পঞ্চভিঃ শ্লোকৈ স্ততঃ পন্নগযোষিতাং। নচ নিগ্রহানুগ্রহরূপং বৈষম্যমিত্যাহ ধৎসে দমমিতি। অনুশংসন্ আলোচয়ন্॥ ২৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রথমং স্তবত্যঃ কোপমুপশময়িতুং দণ্ডমনুমোদয়ন্তি ন্যায্য ইতি। অনেন সাধুদ্রোহলক্ষণস্য স্বখলত্বস্য ফলমবশ্যপ্রাপ্যং প্রাপ্তমিতি ভাবঃ। শিষ্টপালনদুষ্টনিগ্রহকৃত স্তবতু ক্বাপি বৈষম্যং নৈবাস্তীত্যাহঃ। রিপোঃ সুতানাং রিপুসুতেষু অপিকারাৎ স্বসুতেষু চ তুল্যদৃষ্টেঃ। রিপোরপি পুত্রস্য শিষ্টস্য প্রহ্লাদস্য পালনদর্শনাৎ স্বস্যাপি সুতস্য নরকাসুরস্য বধদর্শনাচ্চেতি ভাবঃ। নচ খলনিগ্রহেঽপি নৈর্ঘৃণ্যমিত্যাহুর্ধৎসে ইতি খলত্বহেতুকনানানরকদুঃখোপশমপূর্ব্বক-নিত্যসুখময়মোক্ষলক্ষণং ফলমেব দীয়তে ময়েত্যনুশংসন্ কথয়ন্নেব দমং দণ্ডং ধৎসে॥ ২৯॥

তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল, হে প্রভো! আপনি যখন দুষ্টগণের নিগ্রহ করিবার নিমিত্তই অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন এই অপরাধীর দণ্ড ন্যায়ানুগতই হইয়াছে। শত্রু বা পুত্র উভয়ের প্রতিই আপনার দৃষ্টি তুল্যরূপে নিপতিত হয়। আপনি কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদানচ্ছলেই দণ্ডবিধান করিতেছেন॥ ২৯॥

আভাস।

আপনার স্বভাবের কোন বৈষম্য ঘটে নাই। আপনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনার্থই যখন আবির্ভূত হইয়াছেন, তখন স্বীয় পুত্র দুষ্ট হইলেও দমনীয় এবং শত্রুর পুত্র শিষ্ট হইলেও আপনার পালনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ধরিত্রীনন্দন নরকাসুর আপনার নিজের পুত্র হইলেও, দুষ্ট বলিয়া তাহাকে স্বয়ং নিধন করিয়াছেন; অথচ পরমশত্রু হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ শম গুণসম্পন্ন ও শিষ্ট বলিয়া নানাবিধ মৃত্যুযন্ত্রনা হইতে রক্ষা করত পরম

অনুগ্রহোঽয়ং ভবতা কৃতো হি নো দণ্ডোঽসতাং তে খলু কল্মষাপহঃ।
যদ্দন্দশূকত্বমমুষ্য দেহিনঃ ক্রোধোঽপি তেঽনুগ্রহ এব সম্মতঃ॥ ৩০॥

অন্বয়ঃ।

ভবতা নঃ অস্মাকং অয়ং দণ্ড অনুগ্রহঃ কৃতঃ হি যস্মাৎ তে ত্বয়া (কৃতঃ দণ্ডঃ) খলু নিশ্চয়েন, অসতাং দুষ্টানাং কল্মষাপহঃ সর্ব্বদোষনিবারকঃ; যৎ যস্মাৎ অমুষ্য এতদন্তঃস্থিতস্য দেহিনঃ দেহাবচ্ছিন্নজীবস্বরূপস্য দন্দশূকত্বং সর্পযোনিত্বং, (তথা ক্রোধঃ জাতিস্বভাবঃ) ক্রোধঃ অপি তে ত্বয়া অনুগ্রহে এব সম্মতঃ॥ ৩০॥

শ্রীধরস্বামী।

নিগ্রহোঽপ্যনুগ্রহায়েত্যুক্তং ইদানীমনুগ্রহ এব ন নিগ্রহ ইত্যাহুরনুগ্রহ ইতি। নোঽস্মাকং যস্মাদস্য সর্পত্বং দৃশ্যতে অতস্তন্মূলপাপনিবর্ত্তকো দণ্ডোঽনুগ্রহ এব ক্রোধরূপেণ প্রতীয়মানোঽপীত্যর্থঃ॥ ৩০॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তস্মাৎ দুষ্টেষ্বপি তব বস্তুতস্তনুগ্রহ এব নিগ্রহাকার ইত্যাহুরনুগ্রহ ইতি। নোঽস্মাকং দণ্ডঃ কল্মষং প্রাচীনবিবিধপাপং অপহন্তীতি সঃ। যত কল্মষাৎ অমুষ্য দেহিনো জীবস্য দন্দশূকত্বং। তস্মাৎ ক্রোধোঽপীত্যাদি॥ ৩০॥

হে বিধাত! আপনি যে জীবের প্রতি দণ্ড বিধান করেন, তাহা বাস্তবিক দণ্ড নহে; উহাই আপনার অনুগ্রহ। কারণ ঐ দণ্ডের প্রভাবে দুরাচারী পাপিষ্ঠের পাপমোচন হয়; সন্দেহ নাই। এই কালিয়রূপী দেহীকে যে সর্পযোনি বা তদুচিত জাতীয় স্বভাবসিদ্ধ ক্রোধ প্রদান করিয়াছেন, তাহাও আপনার অনুগ্রহের পরিচয় মাত্র জানিতে হইবে॥ ৩০॥

আভাষ।

দণ্ড প্রদান করিয়াছেন। হে বিপদভঞ্জন! অজ্ঞানী জীব নিজকৃত অত্যাচার বশত পাছে ঘোরতর নরকে অনন্ত কালের জন্য গমন করে এই নিমিত্ত কৃপাপরতন্ত্র হইয়াই আপনি দুষ্টগণের নিগ্রহ করিয়া থাকেন; এ নিগ্রহে তাহাদের বস্তুত অনিষ্ট নাই; বরং নানাপ্রকার নরকদুঃখের উপশম হইয়া, নিত্যসুখস্বরূপ মোক্ষপদবী লাভেরই বিশেষ সম্ভাবনা॥ ২৯॥

অতএব দুষ্টগণের প্রতি যে আপনার নিগ্রহ, প্রকৃতপক্ষে তাহা নিগ্রহাকারে অনুগ্রহের প্রকাশ জানিতে হইবে। এই নিগ্রহের দ্বারা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাপেরই ধ্বংস হইয়া থাকে। এই কালিয় সর্পরূপী জীব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত গুরুতর পাপেরই ফলে এই ঘোর তামসিক সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। হে ভগবন্! এই নিগ্রহেও আপনার অনুগ্রহের প্রকাশ আছে; সর্পযোনি প্রদান করিয়াও তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুক্তির উপায়স্বরূপ তীব্র ক্রোধবৃত্তি অর্পণ করিয়াছেন, যাহার ফলে কালিয় আপনার কমনীয় মদনমোহন যোগীর আরাধ্য শ্যাম কলেবর আলিঙ্গনে অদ্য কৃতার্থ হইল॥ ৩০॥

তপঃ সুতপ্তং কিমনেন পূর্ব্বং নিরস্তমানেন চ মানদেন।
ধর্ম্মোঽথবা সর্ব্বজনানুকম্পয়া যতো ভবাংস্তুষ্যতি সর্ব্বজীবঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ।

পূর্ব্বং পূর্ব্বজন্মনি নিরস্তমানেন মানরহিতেন, তথা (পরেভ্যঃ) মানদেন চ অনেন কিং তপঃ সুতপ্তং সুষ্ঠু আচরিতং অথবা সর্ব্বজনানুকম্পয়া ধর্ম্মঃ আচরিতঃ যতঃ (যাভ্যাং তপোধর্ম্মাভ্যাং) সর্ব্বজীবঃ (সর্ব্বান্ জীবয়তি ইতি) ভবান্ তুষ্যতি ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

মহাংশ্চায়মনুগ্রহ ইতি তস্য পূর্ব্বপুণ্যমভিনন্দতি তপ ইতি। স্বয়ং মানরহিতেন অন্যেভ্যো মানদেন চ। সর্ব্বং জীবয়তীতি সর্ব্বজীবঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইদানীন্তু নিগ্রহাকারোঽপি নৈবায়মনুগ্রহঃ কিন্তু শিষ্টজনতাকষ্টলভ্যমপি বস্তুয়মনায়াসেনৈব লভন্তে স্ম যত্র তু কিং প্রাচীনং সুপুণ্যমস্তীতি বিতর্কয়ন্ত্য আহুস্তপ ইতি। নিরস্তমানেন গর্ব্বশূন্যত্বাদনাকৃতসম্মাননাভিলাষরহিতেন মানদেন অন্যেভ্যো মানং দদতেতি তপসো বৈষ্ণবীয়ত্বং সূচিতং। বৈষ্ণবেতরেষু তপস্বিধমানিত্বমানদত্বাদর্শনাৎ। নাহং দানৈর্ন তপসেতি ত্বদ্ভক্তেরন্যত্তপসস্তৎপ্রাসাদকত্বাভাবাচ্চ। সর্ব্বজনানুকম্পয়া উপলক্ষিতো যো ধর্ম্মঃ স কৃত ইতি ধর্ম্মস্যাপি বৈষ্ণবীয়ত্বং। কর্ম্মিণাং সর্ব্বভূতানুকম্পানুৎপত্তেঃ। যত স্তপসো ধর্ম্মাদ্দিহেতো স্তুষ্যতি। অস্য শিরঃসু রঙ্গস্থলীকৃতেষু প্রহর্ষনৃত্যাচরণাৎ। সর্ব্বজীবসম্মাননানুকম্পাদিনা সর্ব্বজীবেষু সন্তোষিতেষু সর্ব্বজীবমন্দিরো ভবানপি সংতুষ্যতীত্যর্থঃ। শ্লেষেণ সর্ব্বাংস্ত্বং জীবয়সি ত্বৎসন্তোষকং ইমমেব কিং পাক্ষিপ্রহারৈ র্হংসীতি দ্যোতিতং ॥ ৩১ ॥

জানি না! এই সর্পরাজ পূর্ব্বজন্মে স্বয়ং নিরভিমানী হইয়া সকলের সম্মান প্রদান পূর্ব্বক কীদৃশ অনুপম তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিল বা সর্ব্বপ্রাণীর হিতকর ধর্ম্মের অনুশীলন করিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না; নতুবা এরূপ ক্রীড়োপকরণ হইয়া সর্ব্বেশ্বর আপনার কিরূপে তুষ্টি সাধন করিল? ॥ ৩১ ॥

আভাস।

অতএব এ নিগ্রহ নিগ্রহ নহে; শিষ্টজন বহুকষ্টে যে অনুগ্রহের পাত্র হইতে পারেন না, কালিয় অনায়াসে সেই অনুগ্রহ লাভ করিতে সক্ষম হইল। হে দীননাথ! ইহা কি কালিয়ের পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বহুপুণ্য ফলে সম্পাদিত হইল, কি আপনার এইরূপই রীতি, তাহা আমরা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আপনি কোন্ সূত্রে কাহাকে কি দেন! কে তাহার মীমাংসা করিতে পারে? বর্ত্তমান জন্মে কালিয় আপনার সন্তোষপ্রদ কার্য্য না করিলেও পূর্ব্বজন্মে যে, অতি আগ্রহ সহকারে তপস্যাদি বিশেষ ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এই শ্লোকে নিরস্তমানেন, মানদেন ও সর্ব্বজনানুকম্পয়া এই তিনটী শব্দ দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্মের লক্ষণ ও আচার বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ।

হে দেব! অস্য নীচস্যাপি কালিয়স্য তব অঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ (অঙ্ঘ্র্যোঃ রেণু-স্পর্শে অধিকারঃ) কস্য তপ আদেঃ সুকৃতস্য অনুভাবঃ ফলং, (ইতি বিশেষেণ বয়ং) ন বিদ্মহে জানীমহে। যদ্বাঞ্ছয়া (যস্য ত্বদঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারস্য বাঞ্ছয়া) ব্রহ্মাদিভিঃ উপাস্যা শ্রীঃ লক্ষ্মীঃ ললনা উত্তমা স্ত্রীঃ ইব সর্ব্বান্ কামান্ বিহায় ধৃতব্রতা গৃহীতাহার-শয়নাদিনিয়মা, সুচিরং দীর্ঘকালাদরনৈরন্তর্য্যেণ তপঃ অচরৎ অনুষ্ঠিতবতী ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নচ তপ আদি নিমিত্ত এষ ভাগ্যোদয়ঃ কিন্ত্বচিন্ত্যং তব কৃপাবৈভবমিত্যাহুঃ শ্লোক-ত্রয়েণ কস্যানুভাব ইতি। তপ আদিনা হি ব্রহ্মাদয়োঽপি যস্যাঃ শ্রিয়ঃ প্রসাদমিচ্ছন্তি সা শ্রীর্ললনাপি শ্রীরেব ললনা উত্তমা স্ত্রী র্যস্য ত্বদঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারস্য বাঞ্ছয়া তপ-আদ্যচরৎ। অস্য সর্পস্য স কিং কৃত ইতি কো বেত্তীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কিঞ্চ ন তপ আদি হেতুক এষ ভাগ্যোদয়ঃ কিন্ত্বতর্ক্যং তব কৃপাবৈভবমেবেদমিত্যাহুঃ কস্যেতি ত্রিভিঃ। অস্য মহানীচস্যাপি কালিয়স্য কস্য তাবদনুভাবঃ ফলং তন্ন জানীমহে। ফলমেব কিং দৃষ্টং তত্রাহুঃ। তব নন্দপুত্রস্য অঙ্ঘ্রিরেণোরপি স্পর্শে স্বকর্ত্তৃকে যোঽধিকারঃ সোঽপি তপআদিসর্ব্বসুকৃতদুর্ল্লভঃ অয়ন্তু অঙ্ঘ্রিদ্বয়কর্ত্তৃকং স্পর্শং তচ্চ নৃত্যলক্ষণং তত্রাপি স্বশিরঃসু প্রাপেতি ভাগ্যস্য কিয়ান্মহিমা বাচ্য ইতি ভাবঃ। ব্রহ্মাদিসর্ব্বভক্তেভ্যোঽধিকাপি শ্রীস্তব নারায়ণরূপস্য ললনাপি যস্য গোপালরূপস্য তব চরণস্পর্শবাঞ্ছয়া তপ আচরৎ তদপি ন প্রাপ ॥ ৩২ ॥

কোন্ সদনুষ্ঠানের ফলে যে, অদ্য আপনার চরণরেণু স্পর্শে ইহার অধিকার হইয়াছে, হে দেব! আমরা তাহার কিছুই অবগত হইতে পারিতেছি না। দেখুন! ব্রহ্মাদি দেবতাগণ অনন্যহৃদয়ে যে লক্ষ্মীর আরাধনা করেন, সেই লক্ষ্মীও পতিপ্রাণা পত্নীর ন্যায় ভোগসুখে বিরত হইয়া, কেবল আপনার চরণধূলি প্রাপ্তির কামনায় কায়মনোবাক্যে নিরন্তর ব্রতাবলম্বনে অপেক্ষা করিতেছেন ॥ ৩২ ॥

আভাস।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের অধিকারী ভক্তের এই কয়েকটী বিশেষ গুণ থাকা আবশ্যক। আপনার সম্মানের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া সর্ব্বতোভাবে অন্যের সম্মান রক্ষা করাই বিষ্ণু-ভক্তের বিশেষ কর্ত্তব্য। বৈষ্ণব ধর্ম্মের লক্ষ্য পরোপকার। কালিয় যে বিশেষ যত্ন সহকারে

ন নাকপৃষ্ঠং নচ সার্ব্বভৌমং নপারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ।

যৎপাদরজঃপ্রপন্নাঃ (যস্য তব পাদরজঃ এব শরণং প্রাপ্তাঃ) ভক্তজনাঃ ন নাকপৃষ্ঠং (কং সুখং; ন কং ইতি অকং দুঃখং, ন অকং দুঃখং যত্র তৎ নাকং দুঃখরহিতস্থানং তস্য পৃষ্ঠং উপরিতলং স্বর্গমিতি) ন চ সার্ব্বভৌমং সর্ব্বভূমিরাজ্যং, ন পারমেষ্ঠ্যং ব্রহ্মপদং, ন রসাধিপত্যং পাতালাদি-বিলস্বর্গরাজ্যং, ন যোগসিদ্ধীঃ অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যলাভং অপুনর্ভবং লয়াত্মকং মোক্ষং বা বাঞ্ছন্তি ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যত্তবপাদরজঃ প্রপন্নাঃ প্রাপ্তা পারমেষ্ঠ্যাদ্যপি তুচ্ছং মন্যন্তে ॥ ৩৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

এতাবন্মহিমভি র্মৎপাদরেণুভিঃ কিং ফলং স্যাদিতি চেন্মৈবং বাচ্যং তব চরণরেণব এব ফলং সর্ব্বফলেভ্যোঽপ্যধিকমিত্যাহুর্নেতি। প্রপন্না এব বাঞ্ছন্তি কিং পুনস্তৎপ্রাপ্তাঃ অপবর্গমপি কিং পুনর্নাকপৃষ্ঠাদিকং ॥ ৩৩ ॥

হে দেব! যাহারা আপনার পাদরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা কি স্বর্গরাজ্য, কি ভূপৃষ্ঠ, কি ব্রহ্মপদ বা রসাতলাধিপতিত্ব কিছুই প্রার্থনা করেন না; অধিক কি! যোগলব্ধ অষ্টৈশ্বর্য্য, এমন কি! মোক্ষ পর্য্যন্তও তাঁহারা উপেক্ষা করিয়া থাকেন।

আভাস।

এই বৈষ্ণবাচারের ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে, আপনার সন্তোষেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় লাভ হইল। ভগবান্ সকল জীবের হৃদয়মন্দিরে বাস করেন; সুতরাং উপকারাদি সাধনের দ্বারা সকল জীবের তুষ্টিসাধনে সক্ষম হইলে সর্ব্বভূতাধিষ্ঠাতা ভগবানেরই তুষ্টিসাধন হয়, সন্দেহ নাই। হে দয়াময়! কালিয়ের সহস্র মস্তককে যখন নিজ নৃত্যমন্দির করিয়া এত আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, তখন ইহার প্রতি যে আপনি সন্তুষ্ট, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনার আনন্দের পরিণাম কি পাদপ্রহারে যমালয়ে প্রেরণ করা? ॥ ৩১ ॥

হে দীনবন্ধো! কেবল তপস্যাদি ধর্ম্মকর্ম্মের অনুসন্ধান দ্বারা এরূপ চরণধূলিলাভে অধিকার জন্মে না। বিশেষত এই সর্প অতি নীচ; ইহার দ্বারা সেইরূপ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান সম্ভব নহে; অথচ অনির্ব্বচনীয় ফল লাভ করিয়াছে। আপনার চরণ দুর্ল্লভ হইলেও সে অনায়াসে স্বমস্তকে নৃত্যচ্ছলে লাভ করায়, নিতান্ত সৌভাগ্যের পরিচয়; সন্দেহ নাই। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ঐশ্বর্য্যলাভের প্রত্যাশায় লক্ষ্মীর উপাসনা করিয়া থাকেন; কিন্তু লক্ষ্মী আবার আপনার চরণ-ধূলির প্রত্যাশায় যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করত দীর্ঘকাল আদরাতিশয়ে যত্ন করিতেছেন। নিতান্ত সৌভাগ্যের উদয় না হইলে, আপনার

তদেষ নাথাপ দুরাপমন্যৈস্তমোজনিঃ ক্রোধবশোঽপ্যহীশঃ।
সংসারচক্রে ভ্রমতঃ শরীরিণো যদিচ্ছতঃ স্যাদ্বিভবঃ সমক্ষঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ।

হে নাথ! যৎ তব চরণরজঃ ইচ্ছতঃ প্রার্থয়তঃ, সংসারচক্রে ভ্রমতঃ শরীরিণঃ সমক্ষঃ প্রত্যক্ষঃ, বিভবঃ স্যাৎ তমোজনিঃ (তমোগুণাঃ যোনি র্যস্য সঃ) এষঃ অহীশঃ ক্রোধবশঃ অপি অন্যৈঃ ব্রহ্মাদিভিঃ, দুরাপং তৎ আপ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অহো তদেষঃ অযত্নত এব প্রাপ অন্যৈঃ শ্র্যাদিভিরপি দুরাপঃ। পুনঃ কথম্ভূতঃ পাদরজঃ যদিচ্ছতঃ সেব্যং মে ভবত্বিতি প্রার্থয়তঃ এব সমক্ষঃ প্রত্যক্ষ এব বিভবঃ অপেক্ষিতা সম্পদ্ভবতি ॥ ৩৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অন্যৈর্ব্রহ্মাদিভিরপি! কিঞ্চ। সর্ব্বফলমুকুটভূতমপি ত্বৎপাদরজঃ সকামজনস্য ফলসাধনমপি ভবতীত্যাহুঃ সংসারেতি। ইচ্ছতঃ সকামস্য শরীরিণঃ যৎ যতো বিভবঃ সমক্ষঃ ইচ্ছাবিষয়ীভূতাদপি যতঃ অপেক্ষিতা সম্পত্তিঃ প্রত্যক্ষৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

হে দেব! এই সর্পরাজ অতি নিকৃষ্ট তমোজন্ম লাভে অত্যুগ্র কোপন স্বভাব হইলেও, সংসার-চক্রে পতিত জনগণের বাঞ্ছনীয় সর্ব্বফলপ্রদ অন্যের দুর্ল্লভ আপনার চরণ-রজঃ অনায়াসে যখন লাভ করিয়াছে, তখন ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে? ৩৪ ॥

আভাস।

চরণধূলি স্পর্শে অধিকার জন্মে না ॥ ৩২ ॥

ভক্তহৃদয়ে কোন কামনা থাকে না; তাঁহারা আপনার পাদরজের কামনায় যাবতীয় সুখ অধিক কি! মোক্ষ কামনায়ও পশ্চাৎপদ থাকেন। অতএব যাঁহারা আপনার চরণ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা যে স্বর্গাদি যাবতীয় সুখে পরাঙ্মুখ হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কারণ আপনার চরণই সকল সুখ ও ঐশ্বর্য্যের আধার; চরণলাভ হইলে, আর কোন লাভের বাকী থাকে না ॥ ৩৩।৩৪ ॥

নাগপত্নীগণ পূর্ব্বোক্ত ছয়টী শ্লোক দ্বারা কালিয়ের প্রতি দণ্ডবিধানে প্রকৃত পরমোপকারই করা হইয়াছে এইরূপ নিরূপণ করত, ভগবানকে অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যাদি গুণবিশিষ্ট বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। এবং পরবর্ত্তী দশটী শ্লোক দ্বারা ভগবানের অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যাদি বিশিষ্ট ভগবদ্ভাবেরই উপপাদন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, হে সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ! আপনাকে প্রণাম করি। প্রতীয়মান বা অনুমানসিদ্ধ জগতের যাবতীয় পদার্থে এক, বহু, অংশ, সমগ্র, পরিচ্ছিন্ন ও ব্যাপী ইত্যাদি নানাবিধ তর্কাদি বাক্‌জালের প্ররোহ সম্ভব; কিন্তু আপনার ঐশ্বর্য্য মর্য্যাদায় তাদৃশ বাক্‌বিতণ্ডাদি কোন প্রকারের সম্ভব নাই। আপনার ঐশ্বর্য্য দর্শনে ও মহিমার অনুমানে ইন্দ্রিয়াদি বুদ্ধি পর্য্যন্ত তত্ত্বানুসন্ধানে অন্ত

নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে।

অন্বয়ঃ।

অতঃ তুভ্যং ভগবতে অচিন্ত্যানন্তৈশ্বর্য্যাদিগুণনিধয়ে, পুরুষায় (পূর্ষু অন্তঃকরণেষু নিয়ামকতয়া শয়ানায় মহাত্মনে (মহতাং ব্রহ্মাদীনামপি নিয়ন্ত্রে) ভূতাবাসায় (ভূতাদেঃ আকাশাদিপ্রাণিনশ্চ আবাসায়) ভূতায় পূর্ব্বমপি সদ্রূপেণ বিদ্যমানায় পরায় প্রকৃতি-

শ্রীধরস্বামী।

নমস্তুভ্যং ভগবতে অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যাদিগুণায় তদুপপাদনায় দশভিঃ শ্লোকৈর্বিশেষণানি। পূর্ষু অন্তর্যামিরূপেণ বর্ত্তমানায় মহাত্মনে এবমপি তাভিরপরিচ্ছিন্নায় কুতঃ ভূতাবাসায়

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ষড়্ভিঃ শ্লোকৈঃ কৃপামেবং বিবৃত্য দশভিঃ পুনঃ। একাদশ নতীশ্চক্রুর্ভক্ত্যা কালিয়-যোষিতঃ। ভক্তেরুপাস্যত্বেনাহুঃ। ভগবতে অপ্রাকৃতষড়ৈশ্বর্য্যবতে। পুরুষায় নরা-

---

হে অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যসম্পন্ন মহাপুরুষ ভগবন্! আপনাকে প্রণাম করি। আপনি সর্ব্বজীবের হৃদয়চারী হইলেও, অপরিচ্ছিন্ন ও অনন্ত; ভূতসমূহ

আভাস।

পান নাই। আপনি মদনমোহন মধুর শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে পুরুষরূপে আমাদের ও জগতের চক্ষুতে প্রতীয়মান হইলেও, জীবমাত্রেরই অন্তঃকরণরূপ মায়াপুরে নিত্য শয়ন করায় পুরুষ নামে অভিহিত। অথচ কোন ব্যক্তি গৃহের অভ্যন্তরে থাকিলে, অন্যত্র তাঁহার অভাব ঘটে; গৃহই তাহাকে পরিচ্ছিন্ন করে; কিন্তু আপনি প্রত্যেক জীবহৃদয়ে অনবরত বাস করিয়াও, কখন পরিচ্ছিন্ন হন না। বৃক্ষ-জনন-শক্তি বৃক্ষের মূলদেশ হইতে আরম্ভ করত স্কন্ধ, শাখা, প্রশাখা, পল্লব, পত্র, পুষ্প, ফল ও মুকুলের অন্তরস্থ থাকিয়া, প্রত্যেককে স্ব স্বরূপ ও প্রয়োজনানুসারে পরিবর্দ্ধিত করিলেও, শক্তি এক ও অপরিচ্ছিন্ন; আপনি সেইরূপ নিয়ামকরূপে সর্ব্বজীবহৃদয়ে পরিচ্ছিন্নের ন্যায় অবস্থিতি করিলেও, পরিচ্ছিন্ন নহেন; আপনি মহাত্মা; সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছেন। আপনার অবচ্ছেদক দ্বিতীয় বস্তুই জগতে নাই। আপনি দেহের অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে বাস করিতেছেন। কেবল দেহের কেন? সমস্ত ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত ও ব্যোমাদি এবং স্থূল, ভূত ও শব্দ স্পর্শাদি সূক্ষ্ম ভূততন্মাত্রেরও আধারভাবে সর্ব্বমূলে বিরাজ করিতেছেন; আপনাকে ভূতাবাস বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। হে সর্ব্বেশ্বর! আপনি কেবল আধার নহেন; আধেয় ভূতাদি বস্তুনিচয়ও এক আপনি মাত্র। কারণ বস্তুসমূহ অনবরত পরিবর্ত্তনশীল ও ধ্বংসের অন্তর্গত। অতএব যে ধর্ম্মীর ধর্ম্মবিকাশে ভূত বা বস্তুসমূহ রূপ ধারণ করিয়া, এই সংসারে পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসমান রহিয়াছে, সেই ধর্ম্মী বা কারণস্বরূপ প্রকৃতিও আপনি। জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে সদ্রূপে আপনিই বিদ্যমান। এবং যেমন ভিত্তির উপরই বর্ণাভিব্যঞ্জনে চিত্রের বিকাশ হয়, সেইরূপ আপনার সত্তাতেই বিশ্ব উদ্ভাসিত ও সৎস্বরূপে প্রতীত হইয়াছে। হে চেতনদ!

ভূতাবাসায় ভূতায় পরায় পরমাত্মনে ॥ ৩৫ ॥
জ্ঞানবিজ্ঞাননিধয়ে ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।

অন্বয়ঃ।

বিলক্ষণায় সর্ব্বকারণায়, পরমাত্মনে কারণাতীতায় নমঃ ॥ ৩৫ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞাননিধয়ে (জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং, বিজ্ঞানং অনুভবঃ তয়োর্নিধয়ে কারণায়) ব্রহ্মণে ব্যাপকায়, অনন্তশক্তয়ে (অনন্তাঃ অপরিমিতাঃ বিদ্যাবিদ্যাদয়ঃ শক্তয়ঃ যস্য তস্মৈ) অগুণায়

শ্রীধরস্বামী।

আকাশাদ্যাশ্রয়ায় তদপি কুতঃ ভূতায় পূর্ব্বমপি সতে কুতঃ পরায় কারণায় কিঞ্চ পরমাত্মনে কারণাতীতায় ॥ ৩৫ ॥

কারণত্বং কারণাতীতত্বঞ্চ সমর্থয়িতুমাহুঃ জ্ঞানবিজ্ঞাননিধয় ইতি। জ্ঞানং জ্ঞপ্তিঃ বিজ্ঞানং চিচ্ছক্তিঃ তয়োর্নিধয়ে তাভ্যাং পূর্ণায় কথং তথাত্বং অত উক্তং ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে ব্রহ্মণে কথম্ভূতায় অগুণায় অবিকারায় কথম্ভূতায় অনন্তশক্তয়ে প্রাকৃতায় প্রকৃতিপ্রবর্ত্তকায় অপ্রাকৃতায় ইতি বা অপ্রাকৃতানন্তশক্তিযুক্তায়। অয়মর্থঃ। অগুণত্বাদবিকারত্বং

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কারায় মহাত্মনে নরকৃত্যাপি সর্ব্বব্যাপকায় যোগিভিরুপাস্যত্বেনাহুঃ সর্ব্বভূতনিবাসায় ভূতায় পূর্ব্বমপি সতে ॥ ৩৫ ॥

জ্ঞানিভিরুপাস্যত্বেনাহুঃ। জ্ঞানবিজ্ঞানয়োঃ সম্পদোর্নিধিরিব নিধিস্তস্মৈ। পুনর্ভক্তোপাস্যে নরাকারে তস্মিন্ মন্দধীভিঃ প্রসঞ্জিতান্ গুণবিকারাদি দোষান্ বারয়ন্ত্য

এক আপনাকে আশ্রয় করিয়াই প্রতীত হইতেছে; ভূত সকলও আপনি, এবং ভূতের কারণও আপনি; অথচ আপনি সর্ব্বকারণের অতীত ॥ ৩৫ ॥

জ্ঞানস্বরূপ বা জ্ঞানশক্তি এতদুভয়েরই কারণ এক আপনি। অনন্তশক্তিসঞ্চারে অপরিসীম ব্রহ্মাণ্ডকে পরিবৃংহিত করিতেছেন, অথচ স্বয়ং

আভাস।

বিশ্বপ্রসবিনী প্রকৃতি জড়, সুতরাং আপনাকে কেবল প্রকৃতি বলিলেও, আপনার মহিমার পরিচয় হয় না। অচেতন বা মৃত দেহ দ্বারা যখন কোন কার্য্যের নির্ব্বাহ দেখা যায় না, তখন অচেতনা প্রকৃতির দ্বারাও কোন কার্য্যের সংকল্প বা সাধন কখনই সঙ্গত নহে। কেবল স্বভাব বা প্রকৃতির দ্বারা কার্য্য প্রণালীর কল্পনায় সৃষ্টি সংহারাদি বিচিত্র কর্ম্মে ব্যতিক্রম উৎপন্ন হইত; অর্থাৎ সৃষ্টিকালে সংহার ও সংহারকালে সৃষ্টি, ইত্যাদি বিবিধ বিসম্বাদ প্রতিকার্য্যে উৎপন্ন হইয়া, সৃষ্টির মর্য্যাদাও কোন প্রকারে সুরক্ষিত হইত না। অতএব প্রকৃতি সুপ্রধানা নহেন; আপনারই অন্তর্নিহিত শক্তি মাত্র; আপনার ইচ্ছা আদেশ বা ইক্ষণেই আপনার শক্তিস্বরূপা জগৎপ্রসবিনী প্রকৃতির কার্য্যোদ্গম বা ক্রিয়ানিবৃত্তি ঘটে। আপনি পরমাত্মা; কারণেরও অতীত ॥ ৩৫ ॥

ভগবান্ সর্ব্বকারণকারণ অথচ কারণাতীত এই উভয় ভাবের সমর্থনার্থ জ্ঞানবিজ্ঞাননিধি

অগুণায়াবিকারায় নমস্তে প্রাকৃতায় চ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ।

গুণাতীতায়, অবিকায়ায় জন্মাদিবিকারশূন্যায়, প্রকৃতায় প্রকৃতিপ্রবর্ত্তকায়, তে তুভ্যং নমঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ব্রহ্মজ্ঞপ্তিমাত্রত্বাৎ কারণাতীতং প্রকৃতিপ্রবর্ত্তকত্বাদনন্তশক্তিঃ বিজ্ঞাননিধিত্বাদীশ্বরঃ কারণং তদুভয়াত্মনে নম ইতি ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

আহুঃ। অনন্তশক্তয়ে অতর্ক্যানন্তশক্তিসমুদ্রায়। অগুণায়াবিকারায় প্রাকৃতগুণবিকার-রহিতায়। অপ্রাকৃতায় অপ্রাকৃতগুণবিকারসহিতায় ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

গুণের অতীত ও নির্ব্বিকার। হে প্রকৃতিনিয়ামক! আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৩৬ ॥

আভাস।

বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অর্থাৎ জ্ঞান শব্দে জ্ঞপ্তি, বিজ্ঞান শব্দে চিচ্ছক্তি; এই উভয় ভাব যাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় নিহিত রহিয়াছে, সেই ব্রহ্মস্বরূপই ঈশ্বর। যিনি স্বীয় বিবেক-প্রকাশক চৈতন্য-সহকারে সমগ্র ভুবনকে বৃংহণ বা পোষণ করিতেছেন, সেই নিমিত্ত তিনি ব্রহ্মনামে অভিহিত; তাঁহার শক্তির ইয়ত্তা নাই; এবং তিনি সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের অধিকার-ভুক্ত নহেন। সুতরাং গুণত্রয় যেরূপ পরস্পরের মিলনে বিচিত্র অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া বিকৃত দশায় উপনীত হয়, ভগবানে সেরূপ পরিণামের কোন সম্ভাবনা কখন ঘটে না। তিনি প্রকৃতির অতীত; অথচ প্রকৃতির স্বরূপে প্রকৃতির প্রবর্ত্তক ॥ ৩৬ ॥

বস্তুর উৎপত্তি দেশবিশেষে এক কাল-সহকারেই হইয়া থাকে। কালক্রমে সকলেরই বিনাশ হয়; কিন্তু কালের নাশ নাই। কাল অনাদি অখণ্ডভাবে দণ্ডায়মান। সর্ব্বমূলভূত কালই সৃষ্টি সংহারাদি ক্রিয়া নিষ্পাদনে জগতের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন; দ্বিতীয় ঈশ্বরান্তরের অস্তিত্ব কল্পনা মাত্র, এরূপ আশঙ্কা কর্ত্তব্য নহে। কারণ তাহাতেও ক্রিয়ার অনিষ্পত্তি ঘটে। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই ক্রিয়াত্রয়ের সহিত কালের সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমান সম্বন্ধ থাকায়, সৃষ্টিকালে যেমন উৎপত্তির প্ররোহ হয়, সংহার-কালও যুগপৎ বিদ্যমান থাকায় তৎসঙ্গেই সেই কার্য্যের নিবৃত্তি হইবে। অতএব তৎকালে কাহারও স্থিতি হইবে না; সকল শক্তি কালপ্রবাহে সর্ব্বদা উদ্দিক্ত থাকিলে, সৃষ্টিকালে সংহার সংহারকালে সৃষ্টি বা স্থিতির আগমনে পরস্পর বিরোধীভাবের একত্র সম্মিলনে, এক রমণীর আকাঙ্ক্ষায় বিরোধ করত, শুন্দ ও উপশুন্দ নামে দুই অসুর উভয়েই বিনষ্ট হইবার ন্যায়, পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তি-সমূহ যুগপৎ বিনষ্ট হইত, সন্দেহ নাই। কালেরও বিচিত্র ভাবের নিয়মনার্থ পৃথক্ একজন

কালায় কালনাভায় কালাবয়বসাক্ষিণে।
বিশ্বায় তদুপদ্রষ্ট্রে তৎকর্ত্রে বিশ্বহেতবে ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ।

কালায় কালস্বরূপায়, কালনাভায় কালশক্ত্যাশ্রয়ায়, কালাবয়বসাক্ষিণে (কালাবয়বানাং সৃষ্ট্যাদিসমবায়ানাং নিমেষাদিদ্বিপরার্দ্ধান্তানাং সাক্ষিণে) বিশ্বায় বিশ্বরূপায়, তদুপদ্রষ্ট্রে বিশ্বসাক্ষিণে, তৎকর্ত্রে বিশ্বকর্ত্রে, বিশ্বহেতবে কারণাদি সর্ব্বকারকরূপায় ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অনন্তশক্তিত্বাৎ কালশক্ত্যা বিশ্বস্রষ্ট্রাদিরূপেণ নমস্যন্তি। কালায় কালস্বরূপায় কালনাভায় কালশক্ত্যাশ্রয়ায় কালাবয়বানাং সৃষ্ট্যাদিসমবায়ানাং সাক্ষিণে ততশ্চ বিশ্বায় বিশ্বরূপায় তর্হি কিং জড়োঽহং ন হি তদুপদ্রষ্টে নচ দ্রষ্টৃমাত্রায় কিন্তু তৎকর্ত্রে নচ কর্ত্তৃমাত্রায় বিশ্বহেতবে সর্ব্বকারণরূপায় ॥ ৩৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কালবিশেষে দেশবিশেষে চ প্রাদুর্ভবতি তস্মিন্ তত্তৎপরিচ্ছেদাদিদোষান্ বারয়ন্তা আহুঃ কালায় কালস্বরূপায় কালনাভায় কালশক্ত্যাশ্রয়ায় তথাপি কালাবয়বানাং সৃষ্ট্যাদি-সমবায়ানাং সাক্ষিণে এব নতু তেষু সক্তায়। বিশ্বায় বিশ্বরূপায়। তর্হি কিং জড়োঽহং ন হি তদুপদ্রষ্ট্রে। নচ দ্রষ্টৃমাত্রায় কিন্তু তৎকর্ত্রে। নচ কর্ত্তৃমাত্রায় কিন্তু বিশ্বহেতবে বিশ্বস্য হেতুসমুদায়ায়। ৩৭ ॥

সর্ব্ব-কলন-কারী সাক্ষাৎ কাল বা কালের আধার শক্তিও আপনি; কালের ক্রিয়া সৃষ্ট্যাদি বা কালের অবয়ব মাস, পক্ষ, সম্বৎসরাদি এই প্রত্যেকের প্রতি আপনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া, কার্য্যক্ষেত্রে পরিচালিত করিতেছেন। বিশ্ব, তৎসাক্ষী, তাহার কারণ ও হেতু এই সকলই আপনি ॥ ৩৭ ॥

আভাস।

পূর্ণ জ্ঞানবান্ কালকর্ত্তার প্রয়োজন; যিনি প্রধান কালের প্রেরক হইয়াও, কালের অবান্তর কার্য্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া, সকলকে স্ব স্ব কার্য্যে ও রূপে যোজিত করিতেছেন। এই নিমিত্ত নাগপত্নীগণ ভগবানকে কাল নামে অভিহিত করিয়াছেন। যেমন ইচ্ছাক্রিয়াদিরও একটী আশ্রয় আছে, সেইরূপ বিশ্ববিরাজিত কালশক্তিরও যিনি আশ্রয়, অবান্তর কাল-ক্রিয়ার যিনি সাক্ষী, তিনিই জগৎপতি জনার্দ্দন। আবার জড়রূপ বিরাট বিশ্ব, বা তাহার দ্রষ্টা, তাহার জনয়িতা ও মূল হেতু, এ সমস্তই এক বিষ্ণু মাত্র ॥ ৩৭ ॥

ভগবান সর্ব্বসাক্ষী ও সর্ব্বকারণময়। তিনি জড় বস্তুকে চেতনরূপে ও অজড়কে জড়রূপে পরিণত করেন; তাঁহার পরিণামকারী অপর দ্বিতীয় কেহ নাই। স্থূল পঞ্চ মহাভূত, সূক্ষ্ম তন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার অগ্নিসাহায্যে লৌহপিণ্ডের অগ্নিস্বরূপত্ব ও তদ্ধর্ম্মের প্রাপ্তির ন্যায়, সর্ব্বান্তর্যামী চৈতন্যজ্যোতি-বিশিষ্ট ভগবানের

ভূতমাত্রেন্দ্রিয়প্রাণমনোবুদ্ধ্যাশয়াত্মনে।
ত্রিগুণেনাভিমানেন গূঢ়স্বাত্মানুভূতয়ে ॥ ৩৮ ॥
নমোঽনন্তায় সূক্ষ্মায় কূটস্থায় বিপশ্চিতে।

অন্বয়ঃ।

ভূতমাত্রেন্দ্রিয়প্রাণমনোবুদ্ধ্যাশয়াত্মনে (ভূতানি আকাশাদীনি মাত্রাঃ শব্দাদয়ঃ পঞ্চ, প্রাণাঃ চ দশবিধাঃ, ইন্দ্রিয়াণি জ্ঞানকর্ম্মোভয়াত্মকানি দশ, মনশ্চ বুদ্ধিশ্চ আশয়শ্চ চিত্তঞ্চ, আত্মা অহঙ্কারশ্চ তদ্রূপঃ) ত্রিগুণেন গুণত্রয়হেতুকেন অভিমানেন গূঢ়স্বাত্মানুভূতয়ে (গূঢ়া আচ্ছন্না স্বাংশভূতানাং আত্মনাং জীবানাং অনুভূতিঃ বিবেকজ্ঞানং যেন তস্মৈ) ॥ ৩৮ ॥

অনন্তায় দেশকালবস্তুপরিচ্ছেদরহিতায়, সূক্ষ্মায় দুর্জ্ঞেয়ায়, কূটস্থায় সংসর্গদোষ-রহিতায়, বিপশ্চিতে সর্ব্বসাক্ষিণে, নানাবাদানুরোধায় (হস্তপাদাদিবিশিষ্টঃ তদবিশিষ্টঃ, একঃ

শ্রীধরস্বামী।

তদেবাহুঃ ভূতমাত্রেত্যাদি। আশয়শ্চিত্তং ভূতাদিরূপায় অতঃ সর্ব্বকারকরূপায়েতি অহঙ্কারাত্মতয়া নমস্যন্তি ত্রিগুণেনেতি। এবং সৃষ্টিকার্য্যে যস্ত্রিগুণোঽভিমানস্তেন গূঢ়া স্বাংশভূতানামাত্মনাং অনুভূতির্যেন তস্মৈ ॥ ৩৮ ॥

তন্ত্র অহঙ্কারানাবৃত্ত ইতি স্তবন্তি নমোঽনন্তায় অহঙ্কারাপরিচ্ছেদাৎ। অতঃ সূক্ষ্মায় অদৃশ্যত্বাৎ। অতএব কূটস্থায় উপাধিকৃতবিকারাভাবাৎ। অতএব বিপশ্চিতে সর্ব্বজ্ঞায়।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নচ হেতুমাত্রায়াপি যতো ভূতাদীনাং আত্মনে চেতয়িত্রে অতোঽদ্ভুতং চরিত্রং যতো জড়ানপি চেতয়সি চেতনানপি জড়ীকরোষীত্যাহুঃ। ত্রিগুণো যোঽভিমানস্তেন গূঢ়া আবৃতা শোভনা আত্মনো জীবস্যানুভূতি র্জ্ঞানং যেন তস্মৈ ॥ ৩৮ ॥

নন্থ কিমত্র তত্ত্বং তত্রাহুঃ অনন্তায় অসান্তং বয়ং ন প্রাপ্নুম ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ সূক্ষ্মায় দুর্জ্ঞেয়ত্বাদিত্যর্থঃ। নন্থ জীবাত্মানং মদভিন্নমেব পণ্ডিতা আহুস্তৎ কিমহমাত্মানমেব

স্থূলভূত, তন্মাত্রা, দশবিধ ইন্দ্রিয়, দশবিধ প্রাণ, মন, অহঙ্কার-তত্ত্ব, বুদ্ধি ও চিত্ত এই সকলের অন্তরে এক আপনিই বিরাজমান রহিয়াছেন; কিন্তু গুণত্রয়-সমন্বিত অভিমানে আচ্ছন্ন থাকায়, জীব আপনাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না ॥ ৩৮ ॥

আপনি অপরিচ্ছিন্ন পরম সূক্ষ্ম, কূটস্থ ও সর্ব্বজ্ঞ। আপনি তর্কের

আভাস।

অন্তরঙ্গতায় সকলেই চেতনের ন্যায় কার্য্য করিতেছে; আবার প্রকৃত চৈতন্যস্বরূপ জীবাত্মা ত্রিগুণাত্মক অভিমানের আচ্ছাদনে পিহিত থাকিয়া আপনার স্বরূপ বিস্মরণে আপনাকে ত্রিগুণাত্মক অভিমান বোধে প্রতীতি করিতেছে। এ সমস্তই এক ভগবানের সামর্থ্য; তিনি চেতনকে অচেতন ও অচেতনকে চেতন করিতেছেন ॥ ৩৮ ॥

নানাবাদানুরোধায় বাচ্য-বাচক-শক্তয়ে ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ।

অনেকঃ সর্ব্বজ্ঞঃ কিঞ্চিজ্ঞঃ ইত্যাদীন্ নানাবাদান্ অনুরুণদ্ধি অনুবর্ত্ততে য স্তস্মৈ) বাচ্য-বাচকশক্তয়ে (বাচ্যানাং অর্থানাং, বাচকানাং শব্দানাং শক্তয়ঃ যস্য তস্মৈ) ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

এবং বস্তুতেন স্তুত্বা অচিন্ত্যমায়ত্বেন স্তুবন্তি নানাবাদানুরোধায় অস্তি নাস্তি সর্ব্বজ্ঞঃ কিঞ্চিজ্জ্ঞঃ বদ্ধো মুক্তঃ একঃ অনেকঃ ইত্যাদীন্ নানাবাদান্ অনুরুণদ্ধি মায়য়াঽনুবর্ত্ততে যস্তস্মৈ। কিঞ্চ। বাচ্যবাচকশক্তয়ে অভিধেয়াভিধানশক্তিভেদাদপি নানাত্বেন প্রতীয়মানায়েত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মোহয়ামি তত্র মৈবং বাদীরিত্যাহুঃ কূটস্থায়। একরূপতয়া তু যঃ, কালব্যাপী স কূটস্থ-ইত্যভিধানাৎ ত্বমেকেনৈবাপ্রচ্যুতস্বরূপেণ সর্ব্বকালং ব্যাপ্নোষি স তু দেবমনুষ্যস্তির্য্যগাদি-ভিরনেকৈঃ প্রচ্যুতৈঃ স্বরূপৈঃ কিঞ্চিদেব কালং ব্যাপ্নোতীতি কথং ত্বদভিন্নঃ স ইতি ভাবঃ। দেবমনুষ্যাদিত্বং বস্তুতো জীবস্য ন স্বরূপমিতি চেত্তদপি ত্বত্তঃ স ভিন্ন এবেত্যাহুঃ। বিপশ্চিতে সর্ব্বজ্ঞায় সতু অল্পজ্ঞ এব প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ তদপি জীবাত্মা ঈশ্বরাভিন্ন ইতি ঈশ্বরাভিন্ন ইতি জড় ইতি চেতন ইতি এক ইত্যনেক ইত্যাদিনা নানাবাদান্ অনুরুণৎসি কৌতুকার্থ-মবকাশয়সীতি তস্মৈ। অতএব ত্বদিচ্ছাবশাদেব তত্র মিথো বিবাদিনো মিথঃ সম্বাদিনশ্চ পণ্ডিতাঃ শব্দমেব প্রমাণীকুর্ব্বন্তীত্যাহুর্বাচ্যানামর্থানাং বাচকানাং শব্দানাঞ্চ নানাবিধাঃ শক্তয়ো যস্মাৎ তস্মৈ ॥ ৩৯ ॥

অগোচর। বাচক শব্দ ও বাচ্য-শক্তি আপনাতেই নিহিত রহিয়াছে; অভিধান ও অভিধেয়রূপে আপনিই বিরাজ করিতেছেন ॥ ৩৯ ॥

আভাস।

ভগবদংশ জীবস্বরূপ অভিমানের আবরণে আবৃত হইলেও, ভগবান্ কখন আবৃত হন না। তিনি অনন্ত; কেহ তাঁহার অন্ত এ পর্য্যন্ত পান নাই; কারণ তিনি পরম সূক্ষ্ম ও দুর্জ্ঞেয়। অয়স্কার যেমন কূটনামক বৃহৎ লৌহখণ্ডের আশ্রয়ে লৌহময় অন্যান্য সমস্ত পদার্থের গঠন প্রস্তুত করে; কূটলৌহের তাহাতে কোন বিকৃতি ঘটে না; সেইরূপ ভগবৎ-সত্তায় ব্রহ্মাণ্ড রচিত ও গঠিত হইলেও, ভগবান্ কূটের ন্যায় নির্ব্বিকারে অবস্থিতি করেন। তাঁহাতে কখন জ্ঞানভাগের ছেদ বা ভঙ্গ হয় না। নানা প্রকার উক্তি ও অনুমানাদি প্রমাণ দ্বারা যে, যে ভাবেই প্রকাশ করুক্ না, অন্ধের হস্তী-জ্ঞানের ন্যায়, সকল মত এক ভগবানেই পর্য্যবসিত হয়। বাচ্য বস্তু ও বাচক নাম সকলই তিনি; তিনিই সর্ব্বময় ॥ ৩৯ ॥

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইলে, বস্তুর প্রত্যক্ষতা ঘটে। বস্তুর জ্ঞানসম্বন্ধে প্রত্যক্ষই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। প্রত্যক্ষাধীনই অনুমান; কারণ পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয়ের

নমঃ প্রমাণমূলায় কবয়ে শাস্ত্রযোনয়ে।
প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় নিগমায় নমোনমঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ।

নমঃ প্রমাণমূলায় (প্রমাণানাং প্রত্যক্ষানুমানাগমানাং বা প্রমাপকানাং ইন্দ্রিয়াণাং মূলায় প্রকাশকায়) অতঃ কবয়ে ক্রান্তদর্শিনে, শাস্ত্রযোনয়ে (শাস্ত্রস্য বেদস্য যোনয়ে উৎপাদকায়) প্রবৃত্তায় বিধিরূপায়, নিবৃত্তায় নিবর্ত্তকায় নিষেধাত্মকায়, নিগমায় বেদরূপায় নমো নমঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অনাবৃত্তত্বমেব হেত্বন্তরেণ সূচয়ন্তঃ স্তবন্তি নমঃ প্রমাণমূলায় চক্ষুরাদীনাং চক্ষুরাদিরূপায় অতএব কবয়ে স্বয়ং তন্নিরপেক্ষজ্ঞানায় কুতঃ শাস্ত্রযোনয়ে বেদাত্মকনিঃশ্বাসায়। কিঞ্চ। প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় নিগমায় নমোনমঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শিষ্টশব্দমাত্রস্য প্রামাণ্যেঽপি শ্রীভাগবতস্য সর্ব্বাধিক্যমাহুঃ প্রমাণমূলায় শ্রীভাগবতস্বরূপায় কবয়ে তৎকর্ত্রে বেদব্যাসরূপায় স প্রামাণ্যার্থমেব ব্যাসরূপো ভবসীত্যাহুঃ। শাস্ত্রযোনয়ে অতএব শাস্ত্রস্য যোনয়ে প্রাদুর্ভাবকায় শাস্ত্রং শ্রীভাগবতমেব যোনিঃ প্রমাণং যস্য শাস্ত্রযোনিত্বাদিত্যত্রৈব ব্যাখ্যানাৎ তথা চতুর্ব্বর্গপ্রতিপাদকং শাস্ত্রমপি প্রমাণমিত্যাহুঃ। প্রবৃত্তশাস্ত্রায় নিবৃত্তশাস্ত্রায় তন্মূলনিগমশাস্ত্রায় ॥ ৪০ ॥

হে দেব! আপনি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বা প্রমাপক ইন্দ্রিয়গণেরও মূল প্রকাশক নিরপেক্ষ জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্রযোনি মহাপুরুষ। বিধিরূপ প্রবৃত্তি এবং নিষেধরূপ নিবৃত্তির স্বরূপ ও এতদুভয়ের আশ্রয় বেদও এক আপনি। আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৪০ ॥

আভাস।

পরস্পর সম্বন্ধই অনুমান প্রমাণের বিষয়। যাহা প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয় না, তাহাই আপ্তবচন বেদবাক্য বলিয়া, তৃতীয় প্রমাণ নির্ণীত হইয়াছে। নাগপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণকে এখানে "প্রমাণমূলায়" বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়শক্তি বা বক্তার উক্তি স্বয়ং কার্য্যকরণে অসমর্থ; এক চৈতন্যরূপী ভগবান্ সকলের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত থাকাতেই, সকলে ক্রিয়া করণে পটু; নতুবা সকলের অস্তিত্ব নিরর্থক। অতএব তাহারা বলিয়াছেন যে, হে ভগবন্! আপনার অস্তিত্বব্যঞ্জক এক আপনিই মাত্র। প্রমাণেরও শক্তি-প্রকাশক আপনি। আপনার জ্ঞান কোন ইন্দ্রিয়াদির অপেক্ষা করিয়া উদ্ভাসিত হয় না। বেদাদি শাস্ত্রও আপনা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। উত্তর-মীমাংসায় উক্ত হইয়াছে "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" বেদাদি ভগবান্ হইতেই উদ্ভূত এবং শাস্ত্রাদি দ্বারাই ভগবদ্ভাব প্রকাশিত হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, "তস্য বা এতস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ যদৃগ্বেদ ইতি"। সেই ভূতপতি ভগবানের নিঃশ্বাস হইতেই এই ঋগাদি

নমঃ কৃষ্ণায় রামায় বসুদেবসুতায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ।

নমঃ রামায় (সঙ্কর্ষণায় অহঙ্কারে উপাস্যায়) বসুদেবসুতায় (বসুদেবস্য শুদ্ধসত্ত্বরূপস্য চিত্তস্য সুতায় তত্র পুত্রত্বেন প্রকাশমানায় উপাস্যায়) প্রদ্যুম্নায় (বুদ্ধৌ উপাস্যায়) অনিরুদ্ধায় (মনসি উপাস্যায়) সাত্বতাং ভক্তানাং, পালকায় (এবং চতুর্মূর্ত্তয়ে) কৃষ্ণায় তে নমঃ ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কিঞ্চ অনাবৃতৈশ্বর্য্যাদেব চতুর্মূর্ত্তিরূপেণ সর্ব্বোপাস্যত্বেন নমন্তি নমঃ কৃষ্ণায়েতি শ্লোকেন। রামায় সঙ্কর্ষণায় বসুদেবসুতায় চেতি। বসুদেব-শব্দিতং শুদ্ধসত্ত্বং তত্র প্রকাশমানায় বাসুদেবায়েত্যর্থঃ। সাত্বতামুপাসকানাং পতয়ে সালোক্যাদিনা পালকায় এবং চতুর্মূর্ত্তয়ে কৃষ্ণায় তুভ্যং নম ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সর্ব্বশাস্ত্রপ্রতিপাদিতসারস্বরূপাণি তু তব চত্বার্য্যেবেত্যাহুর্নম ইতি চকারান্নন্দসুতায় চ। সাত্বতাং সাত্বতবংশোৎপন্নশূরাদীনাং প্যর্যণ্যাদীনাঞ্চ পতয়ে পালকায় ॥ ৪১ ॥

অহঙ্কারতত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী উপাস্যদেবতা সঙ্কর্ষণ, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ চিত্তে অধিষ্ঠাত্রী উপাস্যদেবতা বসুদেবতনয়, বুদ্ধির অধিপতি প্রদ্যুম্ন এবং মনের অধিষ্ঠাতা অনিরুদ্ধ এই চারি রূপেই হে ভক্তজন-প্রতিপালক শ্রীকৃষ্ণ! আপনিই বিরাজ করিতেছেন, আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৪১ ॥

আভাস।

বেদচতুষ্টয় নিঃসৃত হইয়াছে। বেদোক্ত বিধি ও নিষেধবাক্যও তিনি; এবং বেদও তিনি। ভগবল্লীলাব্যঞ্জক সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি প্রমাণমূলক শ্রীমদ্ভাগবত, তৎপ্রণেতা কবি বেদব্যাস এবং শাস্ত্রে কথিত বিধি ও নিষেধ এই সমস্তই ভগবান্ হৃষীকেশ ॥ ৪০ ॥

সর্ব্বশাস্ত্র-প্রতিপাদিত যাবতীয় মূর্ত্তির সারমূর্ত্তি ও সর্ব্বস্বরূপে উপাসনীয় এক ভগবান শ্রীহরি মাত্র। গীতায় উক্ত হইয়াছে, "যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্' ॥ ভগবান্ বলিয়াছেন, তিনিই সর্ব্বদেবময়; যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্য দেবতার উপাসনা করেন, তাঁহারা সরল পথ অবলম্বন না করিলেও, বেষ্টিতপথে এক তাঁহারই আরাধনা করিতেছেন, সন্দেহ নাই। এই শ্লোকে বসুদেবতনয়, বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারিটী নাম উল্লেখ করায়, চতুর্ব্যূহের নিরাকরণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবসংজ্ঞিতং" বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান চিত্তই বসুদেবনামে অভিহিত হইয়াছেন। সেই বসুদেবের নন্দন বলিলে, বিশুদ্ধ চিত্তে প্রকাশমান উপাস্য দেবতা বাসুদেবই লক্ষিত হন। বুদ্ধিতত্ত্বে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা

নমো গুণপ্রদীপায় গুণাত্মাচ্ছাদনায় চ।
গুণবৃত্ত্যুপলক্ষ্যায় গুণদ্রষ্ট্রে স্বসম্বিদে ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ।

গুণপ্রদীপায় (গুণান্ গুণকার্য্যাণি অন্তঃকরণানি প্রদীপয়তি তস্মৈ) গুণাত্মাচ্ছাদনায় (গুণৈঃ অহঙ্কারাদিভিঃ এব আত্মনঃ আচ্ছাদনং যস্য তস্মৈ) গুণবৃত্ত্যুপলক্ষ্যায় (গুণানাং চিত্তাদীনাং চেতনাধ্যবসায়াদিবৃত্তিভি রূপলক্ষ্যায় তৎপ্রবর্ত্তকত্বেনানুমেয়ায়) গুণদ্রষ্ট্রে (গুণানাং দ্রষ্ট্রে প্রকাশকত্বেনানুমেয়ায়) স্বসম্বিদে স্বয়ংপ্রকাশরূপায় তে নমঃ ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কথং চতুর্মূর্ত্তিতেত্যাহুঃ নমো গুণপ্রদীপায়েতি গুণাঃ অন্তঃকরণানি তান্ প্রদীপয়তি প্রকাশয়তীতি তথা তস্মৈ চিত্তাদ্যধিষ্ঠাতৃত্বেন চতুর্মূর্ত্তিস্তেত্যর্থঃ। ননু তথাপ্যেকস্যৈব কথং চতুষ্ট্বং অত আহুঃ গুণাত্মাচ্ছাদনায় চ তৈরেব গুণৈরুপাসকানাং ফলবৈচিত্র্যায়াত্মানমাচ্ছাদ্য নানাত্বেন প্রকাশমানায়েত্যর্থঃ। ননু তর্হি কথং প্রতীতিরত উক্তং গুণবৃত্ত্যুপলক্ষ্যায় চিত্তাদীনাং চেতনাধ্যবসায়াদিবৃত্তিভিরুপলক্ষ্যায় উপলক্ষণমাহুঃ গুণদ্রষ্ট্রে তৎসাক্ষিণে কথঞ্চিত্তদুপলক্ষ্য এব ন জ্ঞেয় ইত্যাহুঃ স্বসম্বিদে স্বগোচরায়েত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যস্তস্যৈব গুণানাং প্রেমবশ্যত্বাদীনাং প্রকর্ষেণ প্রকাশকায়। তথা প্রকাশিতেন প্রেমবশ্যত্বগুণেন আত্মচ্ছাদনায় আবৃতনিজৈশ্বর্য্যায়। তদপি ত্বং ভক্তিস্তত্ত্বজ্ঞৈর্জ্ঞাতস্বরূপ এব ভবসীত্যাহুঃ। গুণস্য ভক্তবাৎসল্যাতিশয়স্য বৃত্ত্যা অসাধারণসত্তয়া উপলক্ষ্যায় স্বয়ং ভগবন্তং বিনা কোঽপ্যেবং ন ভবতীতি জ্ঞেয়ায়। যতো গুণদ্রষ্ট্রে স্বভক্তস্য গুণমেব পশ্যতি নতু দোষগন্ধমপি যস্তস্মৈ। অত এব স্বেষু ভক্তেষ্বেব সম্বিদনুভবো যস্য তস্মৈ ॥ ৪২ ॥

আপনি গুণকার্য্য অন্তঃকরণকে উদ্ভাসিত করিতেছেন, অথচ অহঙ্কার গুণে স্বকীয় স্বরূপ প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন; কিন্তু চিত্তাদি অচেতন হইয়াও, যখন চেতনের ন্যায় বিবেচনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহাতেই আপনার অস্তিত্ব বিশেষরূপে প্রতীত হয়। আপনি গুণত্রয়ের সাক্ষী এবং স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ ॥ ৪২ ॥

আভাস

বলরাম, অহঙ্কারতত্ত্বে প্রদ্যুম্ন এবং মনস্তত্ত্বে অনিরুদ্ধ উপাস্য দেবতানামে অভিহিত হইয়াছেন। এক শ্রীকৃষ্ণ এই চারি আধারে অধিষ্ঠান করত, চারি নামে ও চারি রূপে অভিহিত হইলেও; তিনি এই সকলের অতীত ও উপাধিবর্জ্জিত। কেবল ভক্তজনের মনোভিষ্ট পূরণার্থই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তিনিই একাকী পরিচিত ॥ ৪১ ॥

ভগবন শ্রীহরিই যে, চারি মূর্ত্তিতে প্রকাশমান তাহারই কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে যে, অন্ধকার গৃহকে আলোকিত করিবার ন্যায়, ভগবান্ শ্রীহরি নিজ সত্তায় অচেতন অন্তঃকরণ

অব্যাকৃত বিহারায় সর্ব্বব্যাকৃতসিদ্ধয়ে।
হৃষীকেশ নমস্তুভ্যং মুনয়ে মৌনশীলিনে ॥ ৪৩॥

অন্বয়ঃ।

অব্যাকৃতবিহারায় (অব্যাকৃতঃ অপ্রকটঃ বিহারো যস্য তে তস্মৈ প্রপঞ্চাতীতলীলায়) সর্ব্বব্যাকৃতসিদ্ধয়ে (সর্ব্বেষাং ব্যাকৃতানাং তত্ত্বানাং সিদ্ধিঃ উৎপত্তিঃ যস্মাৎ তস্মৈ) হে হৃষীকেশ! (হৃষীকাণি ইন্দ্রিয়াণি তেষামীশ প্রবর্ত্তক)! মৌনশীলিনে মৌনং আত্মারামতা শীলং স্বভাবো যস্য তস্মৈ) মুনয়ে মননশীলায়, তে তুভ্যং নমঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

স্বগোচরত্বমুপলক্ষ্যত্বঞ্চ দর্শয়ন্তো নমন্তি অব্যাকৃতবিহারায় অতর্কমস্তিন্ন ইত্যর্থঃ। সর্ব্বব্যাকৃত-সিদ্ধয়ে সর্ব্বকার্য্যোৎপত্তিপ্রকাশহেতুত্বেন উপলক্ষণযোগ্যায়েত্যর্থঃ। উপলক্ষণান্তরমাহুঃ হৃষীকেশ করণপ্রবর্ত্তক কিং বিষয়ালিপ্সা ন মুনয়ে আত্মারামায় কিং সাধন শেন ন হি ন হি মৌনশীলিনে মৌনমাত্মারামতা তৎস্বভাবায় ॥ ৪৩॥

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

লীলা পুরুষোত্তমস্য তব লীলামাধুর্য্যাধিক্যমিত্যাহুঃ। অব্যাকৃতঃ অনির্ব্বাচ্যাদ-ব্যুৎপাদিতঃ প্রাকৃতো বা বিহারো যস্য তস্মৈ। যদ্বা। ন ব্যাকৃতো বিবাহাদিব্যাকাররহিত এব বিহারো যস্য সঃ! সর্ব্বেষাং ভক্তবিশেষাণামেব ব্যাকৃতানাং তৎসেবোচিতবিশিষ্টা-কৃতীনাং সিদ্ধির্যস্মাত্তস্মৈ। অতএব হৃষীকেশ ভক্তসর্ব্বেন্দ্রিয়াকর্ষক। ভক্তিহীনেষু মুনয়ে আত্মারামায় অতএব তেষু স্বাভীপ্সিতপ্রার্থকেষু সৎসু মৌনশীলিনে ন কিমপি ব্রুবতে তেভ্যঃ সুখং দুঃখাভাবঞ্চ ন দদতে ॥ ৪৩ ॥

জাগতিক কার্য্যে আপনার ক্রিয়ার পরিচয় হয় না; কারণ যাবতীয় তত্ত্বেরই উৎপত্তি এক আপনি হইতেই সাধিত হইতেছে। হে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা! আপনি আত্মারাম এবং পূর্ণকাম। মুখে প্রকাশ না করিয়াও, মনে মনে যাবতীয় সকলের কার্য্যই আপনি নির্ণয় করিতেছেন ॥ ৪৩ ॥

আভাস।

চতুষ্টয়কে চৈতন্য প্রদানে সচেতন করত কার্য্যকরণে অভিমুখী করেন। সুতরাং সেই সেই উপাধিতে আপনিও উপলক্ষিত; কিন্তু তিনি স্বয়ং এই সকল হইতে পৃথক্ ও নির্লিপ্ত। তিনি কেবল জ্ঞানস্বরূপ ও এই চারি অবস্থারও পরিদ্রষ্টা মাত্র ॥ ৪২ ॥

ভগবান্ লোকদৃষ্টিতে যেরূপ আচরণ করেন, সে সকল কেবল ভক্তসাধকগণের উদ্দেশ্য সাধিবার নিমিত্ত ও লোকশিক্ষার্থ মাত্র; তাহাতে তাঁহার নিজের কোন প্রয়োজন বা ইষ্টাপত্তি নাই। তাঁহার লীলা অসীম, অচিন্ত্য ও তর্কের অগোচর। নিস্তব্ধভাবে তিনি সকলেরই কার্য্য সমাধা করিতেছেন; তিনি অন্তরের অন্তর্যামী ও নিরপেক্ষ উপকারী ॥ ৪৩॥

পরাবরগতিজ্ঞায় সর্ব্বাধ্যক্ষায় তে নমঃ।
অবিশ্বায় চ বিশ্বায় তদ্দ্রষ্ট্রে চাস্য হেতবে ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ।

পরাবরগতিজ্ঞায় (পরে ব্রহ্মাদয়ঃ অবরে অস্মদাদয়ঃ তেষাং গতিং কর্ম্মানুরূপফলভূতা-মবস্থাং জানাতি ইতি তস্মৈ) যতঃ সর্ব্বাধ্যক্ষায় (সর্ব্বেষাং অধ্যক্ষায় সাক্ষিণে) অতঃ অবিশ্বায় (বিশ্বতৈজসাদ্যবস্থারহিতায়) তথাপি বিশ্বায় সর্ব্বাত্মকরূপায়, তদ্দ্রষ্ট্রে অস্য হেতবে তে তুভ্যং নমঃ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কুতঃ পরাবরগতিজ্ঞায় স্থূলসূক্ষ্মাণাং গতিজ্ঞত্বেন ন ক্বাপি সজ্জমানায়েত্যর্থঃ। অপিচ সর্ব্বাধ্যক্ষায় সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রে কুত এতৎ অবিশ্বায় ন বিশ্বং যস্মিন্ তন্নিষেধাবধয়ে বিশ্বায় চ বিশ্বরূপায় তদ্বিবর্ত্তাধিষ্ঠানায়েত্যর্থঃ। কিঞ্চ তদ্দ্রষ্ট্রে অধ্যাসাপবাদসাক্ষিণে। অপিচ অস্য চ বিশ্বাধ্যাসস্য তদপবাদস্য চ অবিদ্যাবিদ্যাভ্যাং হেতবে। যদ্বা। অবিশ্বায় বিশ্ব তৈজসাদ্যবস্থারহিতায় বিশ্বায় চ মায়য়া স্বাংশৈস্তদবস্থায় তদ্দ্রষ্ট্রে তাসামবস্থানাং ভাবা-ভাবসাক্ষিণে। অন্যৎ সমানং। তস্মাৎ সর্ব্বগতিজ্ঞত্বসর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্বাত্মাবাত্বাদিভি র্নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যায় তুভ্যং নমঃ। বিশেষবৈরসঙ্কীর্ণৈঃ পঞ্চপঞ্চাশতা নুতঃ। অহিস্ত্রীভিঃ প্রসন্নোবস্তাসামিব ভবেদ্ধরিঃ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যতঃ পরেষামুৎকৃষ্টানাং ভক্তানাং অবরেষাং নিকৃষ্টানামভক্তানাঞ্চ গতিং প্রাপ্যং জানন্তে। সর্ব্বাধ্যক্ষায় সর্ব্বকলাধ্যক্ষার সর্ব্বকলাধ্যক্ষত্বাৎ জ্ঞাত্বা ভক্তসমুচিতফলস্য দাত্রে ইত্যর্থঃ। কর্ম্মফলদাতৃত্বেঽপি ন তব কর্ম্মসম্বন্ধঃ। যতোঽবিশ্বায় প্রপঞ্চাতীতায় তদপি মায়াশক্ত্যা বিশ্বায় সময়ে বিশ্বং স্রষ্টুং তস্য বিশ্বস্য দ্রষ্ট্রে। তথৈবাস্য বিশ্বস্য হেতুং প্রধানঞ্চ চেতয়িতুং বিকারয়িতুং বা তস্য দ্রষ্ট্রে। ক্রিয়ার্থোপপদস্যেত্যাদিনা চতুর্থী ॥-৪৪ ॥

পর ব্রহ্মাদি এবং অপর আমরা সকলে আছি বটে, কিন্তু আপনি একাকীই সকলের কর্ম্মানুরূপ কর্ম্মফল পরিজ্ঞাত আছেন; আপনি সর্ব্বসাক্ষী। বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই ত্রিবিধ জীবসংজ্ঞারও আপনি অতীত তুরীয় পরম ব্রহ্মস্বরূপ; আপনিই বিশ্বমূর্ত্তি, তাহার নিয়ন্তা ও পরম কারণ ॥ ৪৪ ॥

আভাস।

ব্রহ্মাদি উৎকৃষ্ট লোকপালগণের বা নিকৃষ্ট তির্য্যগ্‌যোনিস্থ জীবেরও গতি তিনি পরিজ্ঞাত আছেন; ও সকলকে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করেন। বিশ্বের পতি তিনি।

তত্র জাগ্রদবস্থাভিমানী বিশ্বঃ। স্বপ্নাবস্থাভিমানী তৈজসঃ। সুষুপ্ত্যবস্থাভিমানী প্রাজ্ঞঃ ইতি বিবেকঃ ॥ ৪৪ ।

ত্বং হ্যস্য জন্মস্থিতিসংযমান্ বিভো গুণৈরনীহোঽকৃতকালশক্তিধৃক্।
তত্তৎস্বভাবান্ প্রতিবোধয়ন্ সতঃ সমীক্ষয়ামোঘবিহার ঈহসে ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ।

হে প্রভো! সর্ব্বসমর্থ! অকৃতকালশক্তিধৃক্ (অকৃতা অনাদিসিদ্ধা কালরূপা শক্তিস্তাং ধারয়তি যঃ) ত্বং অনীহঃ নিস্পৃহঃ অপি সমীক্ষয়া ঈক্ষণমাত্রেণ সতঃ (সংস্কাররূপেণ বিদ্যমানান্ তত্তৎস্বভাবান্ ঘোরত্বাদীন্) প্রতিবোধয়ন্ গুণৈঃ অস্য বিশ্বস্য, জন্মস্থিতিসংযমান্ ঈহসে করোষি। অমোঘবিহারঃ (অমোঘো জীবানাং চতুর্ব্বিধপুরুষার্থহেতুঃ বিহারঃ সৃষ্ট্যাদিলীলা যস সঃ) ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

এবং স্তাবদ্দণ্ডানুমোদনেন নমস্কারৈশ্চ ভগবন্তং প্রসাদ্যেদানীং ত্বদধীনানাং প্রাণিনাং কোঽপরাধ ইত্যাশয়বত্যঃ প্রার্থয়ন্তে ত্বং হীতি অস্য বিশ্বস্য জন্মাদীন্ ত্বমেবাকৃত অকরোঃ অতশ্চ তাং স্তান্ সংস্কাররূপেণ সতঃ স্বভাবান্ ঘোরত্বাদীন্ প্রতিবোধয়ন্ ঈহসে ক্রীড়সি। যদ্বা। অস্য জন্মাদীন ত্বমেব ঈহসে ইত্যন্বয়ঃ। কথম্ভূতঃ। অকৃতা অনাদির্যা কালশক্তিস্তাং ধারয়তীতি তথা। অন্যৎ সমানং ॥ ৪৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্বসৃষ্ট্যা প্রধানং চেতনযুক্তং বিকৃতঞ্চ কৃত্বা মম কিং ফলমিতি চেত্তত্রাহুস্বমিতি। সতঃ প্রধানস্য সমীক্ষয়া অস্য বিশ্বস্য পূর্ব্বং কল্পান্তে স্বতৈব লীনস্য তত্তৎস্বভাবান্ তাংস্তান্ সংসাররূপেণ সতঃ স্বভাবান্ ঘোরত্বাদীন্ প্রতিবোধয়ন্ জন্মাদীন্ গুণৈরজ আদিভিরীহসে করোষি গুণানাং কর্ত্তৃত্বস্য ত্বয্যুপচারাদন্তস্তস্থ ত্বমনীহঃ। অকৃতা ক্ষণাদি র্যা কালশক্তিস্তাং ধারয়ন্তীতি সঃ। এবঞ্চ প্রাধানগতঈক্ষণরূপস্তব বিহারোঽমোঘঃ ॥ ৪৫ ॥

হে নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ প্রভো পরমেশ্বর! আপনি অমোঘলীল এবং কালেরও দণ্ডধারী। আপনি স্বয়ং নিস্পৃহ হইয়াও কেবল ঈক্ষণমাত্রেই সংস্কাররূপে প্রতিপন্ন প্রাণিবৃন্দকে তত্তদনুরূপ স্বভাব প্রদানে এই বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন কার্য্য সমাধা করিতেছেন ॥ ৪৫ ॥

আভাস।

বিশ্ব তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত; অথচ তিনি বিশ্ব নহেন। অবিদ্যা বা বিদ্যাবশে যে ভ্রমাদি অধ্যাসের উদয় হয় ও অপবাদ ঘটে, এতদুভয়ের সাক্ষীভূত চৈতন্য তিনি। বিশ্বের কারণমূলা প্রকৃতিকেও চেতন করত কার্য্যক্ষেত্রে পরিণত করিতেছেন। বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞরূপে স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াও, নিজে তুরীয় পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৪৪ ॥

প্রলয় কালে স্ব স্ব কর্ম্মাত্মরূপ সংস্কার সহ তৎপ্রকৃতিস্বরূপে তদন্তর্জঠরে প্রলীন প্রধানাদি ভূতসমূহকে তদনুরূপস্বভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ভগবান্ সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রধানশক্তি প্রকৃতিকে ঈক্ষণ পূর্ব্বক কার্য্যার্থ প্রবর্ত্তিত করেন। অজ্ঞানী জীব

তস্যৈব তেঽমূস্তনব স্ত্রিলোক্যাং শান্তা অশান্তা উত মূঢ়যোনয়ঃ।
শান্তাঃ প্রিয়াস্তে হ্যধুনাবিতুং সতাং স্থাতুশ্চ তে ধর্ম্মপরীপ্সয়েহতঃ॥ ৪৬॥

অন্বয়ঃ।

তস্য জগজ্জন্মাদিকর্ত্তুঃ, তে তব ত্রিলোক্যাং অমূঃ শান্তাঃ সাত্ত্বিকাঃ, অশান্তাঃ রাজসাঃ মূঢ়যোনয়ঃ তামসাঃ উত অপি তনবঃ দেহাঃ এব। তথাপি সতাং ধর্ম্মপরীপ্সয়া ধর্ম্মপালনেচ্ছয়া ঈহতঃ প্রবর্ত্তমানস্য অতএব তান্ অবিতুং রক্ষিতুং, স্থাতুঃ স্থিতস্য, তে তব অধুনা তে শান্তাঃ তনবঃ এব প্রিয়াঃ॥ ৪৬॥

শ্রীধরস্বামী।

অনন্তস্যৈব তবামূস্তনবঃ তস্যস্ত ইতি ক্রীড়োপস্করাঃ তথাপি তবাধুনা শান্তাঃ প্রিয়াঃ কুতঃ সতাং ধর্ম্মপ্রতিপালনেচ্ছয়া ঈহতঃ প্রবর্ত্তমানস্য অতস্তানবিতুং স্থাতুঃ স্থিতস্য॥ ৪৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কেনাভিপ্রায়েনৈবং স্তুষে ইতি চেত্তত্রাহুঃ। তস্যৈব পূর্ব্বোক্তলক্ষণস্য তব বিশ্বহেতুত্বাদিস্বরূপস্য অমূঃ শান্তাদ্যাস্তনবঃ। শান্তাদিস্বভাবান্ ত্বমেব প্রতিবোধয়সি চেত্তত্র ঘোরস্বভাবোঽয়ং কালিয়ঃ স্বস্বভাবং ক্রৌর্য্যং কথং ত্যক্তুং শক্নোতীতি ভাবঃ। তথাপি তবাধুনা শান্তাঃ প্রিয়াঃ। কুতঃ সতাং ধর্ম্মপালনেচ্ছয়া ঈহতঃ প্রবর্ত্তমানস্য অতস্তানবিতুং স্থাতুঃ স্থিতস্য॥ ৪৬॥

হে ভুবনমোহন! সত্ত্বগুণবিশিষ্ট শান্ত, রজোগুণবিশিষ্ট (অশান্ত) ঘোর এবং তমোগুণবিশিষ্ট মূঢ় প্রভৃতি যে সমস্ত মূর্ত্তি ত্রিভুবনে পরিলক্ষিত হইতেছে, এ সকল আপনারই দেহ; কিন্তু আপাতত সাধু ভক্তগণের ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত যখন আপনার ইচ্ছা, তখন উপস্থিত সত্ত্বপ্রধান শান্তমূর্ত্তিই আপনার প্রিয়॥ ৪৬॥

আভাস।

গুণের কার্য্য ভগবানে আরোপ করে বটে, কিন্তু তিনি নিস্পৃহ। গুণের প্রকটনেই শান্ত, ঘোর ও মূঢ়াদি বিচিত্র কার্য্য সংসারে প্রতীত হয়; এবং সেই গুণেই প্রকৃতির এবং জীবের কর্ম্মানুরূপ ভাবের বিকাস ঘটে॥ ৪৫॥

সাত্ত্বিক প্রকৃতি, রজঃ স্বভাব বা তামসপ্রকৃতি এই তিনই ভগবান্ নিজে প্রকটিত করিয়াছেন। তবে কখন সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, কখনও রজোগুণের এবং কখনও বা তমোগুণের প্রাধান্য কেবল কার্য্যানুরোধে ও কালানুরোধে লক্ষিত হয় মাত্র। তামসপ্রকৃতি কালিয় ভগবানের অজ্ঞাতসারে বা অনভিপ্রায়ে অথবা অন্যের সাহায্যে যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া তাদৃশ ঘোর মূঢ়তার পরিচয় দিতেছে এমত নহে; ভগবানই তাহার জনক ও উত্তেজক। উপস্থিত সাধু ভক্তগণের কর্ম্ম পরিপালনার্থ এক্ষণে শান্তরূপই শ্রেষ্ঠ॥ ৪৬॥

অপরাধঃ সকৃদ্ভর্ত্রা সোঢ়ব্যঃ স্বপ্রজাকৃতঃ।
ক্ষন্তুমর্হসি শান্তাত্মন্ মূঢ়স্য ত্বামজানতঃ॥

অন্বয়ঃ।

হে শান্তাত্মন্! যতঃ স্বপ্রজাকৃতঃ অপরাধঃ ভর্ত্রা স্বামিনা সকৃৎ সোঢ়ব্যঃ (ইতি লোকরীতিঃ) অতঃ ত্বাং ঈশ্বরং অজানতঃ (তামসত্বাৎ) মূঢ়স্য কালিয়স্য, অপরাধং ক্ষন্তুং অর্হসি॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অতঃ শান্তলোকবিপ্রিয়কারিত্বলক্ষণোঽস্যাপরাধোঽভূদেব। সচ সকৃৎ সোঢ়ব্য ইতি। অধুনা দণ্ডয়িত্বা শিক্ষিতোঽপ্যয়ং ত্বদীয়শান্তজনেষু যদি পুনরপ্যপরাধ্যতি তদা ন সোঢ়ব্য ইতি ভাবঃ। ক্ষন্তুমর্হসীত্যর্থপৌনরুক্ত্যমতিবৈয়গ্র্যব্যঞ্জকং। ক্ষন্তুমিত্যপরাধমিতি শেষঃ। শান্তাত্মন্নিতি ক্ষন্তৃত্বে হেতুঃ। মূঢ়স্যাজানত ইতি ক্ষন্তব্যত্বে হেতুঃ॥

হে প্রভো! আপনি শান্তির নিকেতন। দেখুন! পুত্র যদি পিতার নিকট অপরাধী হয়, তাহা হইলে সে একবারও মার্জ্জনীয়। এই কালিয় আপনার স্বরূপ পরিজ্ঞাত নহে। সে অজ্ঞানবশতই এরূপ অন্যায় কার্য্য করিয়াছে; এইবার তাহাকে ক্ষমা করুন॥

আভাস।

নাগপত্নীগণ বলিলেন, হে ভগবন্! আপাততঃ শান্তিময় সাত্ত্বিকবিগ্রহ ব্যক্তিগণের রক্ষাবিধানই যখন প্রয়োজন তখন তৎপ্রতিকূলাচারী রাজসিক বা তমঃপ্রকৃতির অবসন্নাবস্থাই উপস্থিত প্রায়। কিন্তু হে নাথ! আপনার ত কেহই ত্যাজ্য নহে। অবশ্য এই সর্প এক্ষণে যদিও আপনার ইচ্ছার বিপরীত আচরণ করিয়াছে, তথাপি প্রথমবার তাহার অপরাধ মার্জ্জনীয়। যদি পুনরায় এরূপ আচরণ করে, তখন আপনি তাহার সমুচিত দণ্ডবিধান করিবেন।

হে দয়াময়! আপনি কল্যাণের আকর এবং শান্তির সাগর। এই ঘোর তমোরোগাক্রান্ত কালিয়ের রোগনিবারণার্থই পার্ষ্ণিপ্রহাররূপ সূচিকাভরণ প্রয়োগ করিতেছেন। ভালই হইয়াছে; রোগও প্রায় আরোগ্য হইয়া আসিয়াছে; আর অল্প সামান্য ঔষধিরই আবশ্যক। কিন্তু যে অনুপানে এযাবৎ সেবন করাইয়াছেন, সে অনুপানে ও ঔষধি আর অধিক প্রয়োগ করিলে, পন্নগরাজকে জীবন ত্যাগ করিতে হইবে এবং আরোগ্য করিবার পরিবর্ত্তে জ্ঞাতসারে হত্যা করিবার অপরাধে আপনি কলঙ্কিত হইবেন। যদিও এ কলঙ্ক আমাদের নিকট; কারণ আপনার হস্তে এ পাতকীর মরণে দিব্য লোক প্রাপ্তিপূর্ব্বক ভক্তভাব লাভ হয় বটে, কিন্তু হে পতিতপাবন কলঙ্কনাশন! এই অবলা কুলকামিনীগণের কলঙ্ক নিবারণের কি উপায় করিলেন! কালিয়ের অভাবে পাছে অন্য কোন বলবান নাগ আমাদের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি করে, এই ভয়েই আমরা আকুল হইতেছি। নারীর

অনুগৃহ্ণীষ ভগবন্ প্রাণাংস্ত্যজতি পন্নগঃ।
স্ত্রীণাং নঃ সাধুশোচ্যানাং পতিপ্রাণঃ প্রদীয়তাং ॥ ৪৭ ॥
বিধেহি তে কিঙ্করীণামনুষ্ঠেয়ং তবাজ্ঞয়া।
যচ্ছ্রদ্ধয়ানুতিষ্ঠন্ বৈ মুচ্যতে সর্ব্বতোভয়াৎ ॥

অন্বয়ঃ।

হে ভগবন্! যস্মাদয়ং পন্নগঃ প্রাণান্ ত্যজতি অতঃ অনুগৃহ্ণীষ (অনুগ্রহং কৃত্বা এনং মুঞ্চ) সাধুশোচ্যানাং (পরাধীনতয়া সাধুভিঃ শোচ্যানাং) স্ত্রীণাং নঃ অস্মাকং পতিপ্রাণঃ প্রদীয়তাং ॥ ৪৭ ॥

তে তব কিঙ্করীণাং আজ্ঞাধীনানাং (অস্মাকং যদনুষ্ঠেয়ং) তৎ বিধেহি আজ্ঞাপয়! যৎ যস্মাৎ তবাজ্ঞয়া শ্রদ্ধয়া অনুতিষ্ঠন্ (কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ জনঃ) সর্ব্বতোভয়াৎ সংসারাৎ, বৈ মুচ্যতে ॥

শ্রীধরস্বামী।

এবঞ্চ তবাপ্রিয়াচরণাত্তপরাধঃ সোঢ়ব্য ইতি ॥ ৪৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্থ চিকিৎসাস্ত্র সাধ্বেব কৃতা রোগো গত এব। কিন্তু রোগশেষদূরীকরণার্থং সপ্তাষ্টাঃ পার্ষ্ণিপ্রহারা অবশিষ্যন্তে তেষু সম্মতিদীয়তামিত্যত আহুরনুগৃহ্ণীষেতি। সদোষশেষো-হনুগ্রহামৃতপ্রদানেনৈব নাশনীয়ো নতু দণ্ডতীব্রৌষধপায়নেন। যতোঽসৌ সম্প্রতি প্রাণাংস্ত্যজতি। নন্থ ত্যজতু প্রাণান্ কিমনেন বিগীতেন সর্পশরীরেণ অতঃপরং দিব্য-দেহো মদ্ভক্ত এব ভবিষ্যতি তত্রাহুঃ স্ত্রীণামিতি। সুন্দরীণামস্মাকং বৈধব্যে সতি কশ্চিদন্যঃ পাপিষ্ঠঃ সর্পো বলাৎ কাময়িতা ভবিষ্যতীত্যতঃ শোচ্যানামস্মাকময়মেব সম্প্রত্যুৎ-পন্নবৈষ্ণবস্তাকত্বাৎ প্রাণঃ স্নেহাস্পদীভবন্ প্রাণতুল্যঃ ॥ ৪৭ ॥

ভবত্বয়ং যুষ্মভ্যং পতির্দত্ত এব কিন্তু যন্ময়াদিশ্যতে তৎকর্ত্তব্যমিতি তত্র সসম্ভ্রমমবশ্য-

---

হে ভগবন্! ঐ দেখুন! সর্পের জীবন বুঝি যায়; অনুগ্রহ পূর্ব্বক এইবার তাহার জীবন রক্ষা করুন। আমরা পরাধীনা স্ত্রীজাতি; পতিই আমাদের জীবন-সর্ব্বস্ব সারধন। সাধুগণের অনুগ্রহপাত্র মাদৃশ নারীগণের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করত আমাদিগের স্বামীর জীবনদান করুন! ॥ ৪৭ ॥

আমরা আপনার আজ্ঞাধীনা কিঙ্করী। হে প্রভো! আমাদিগকে তাদৃশাচরণের অনুমতি করুন, শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যাহার অনুষ্ঠানে জীব এই ভয়ঙ্কর দুঃখসঙ্কুল সংসার হইতে অবহেলে মুক্তিলাভ করে ॥

আভাস।

পতিই পতি; পতির জীবনই পত্নীর জীবন। অতএব এই কালিয়ের জীবন দানে আমাদের সকলের জীবন দান করুন! এক্ষণে ক্রোধের পরিবর্ত্তে করুণা অনুপানই বিধেয় ॥ ৪৭ ॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ॥
ইত্থং স নাগপত্নীভি র্ভগবান্ সমভিষ্টুতঃ।
মূর্চ্ছিতং ভগ্নশিরসং বিসসর্জ্জাঙ্ঘ্রি কুট্টনৈঃ ॥
প্রতিলব্ধেন্দ্রিয়প্রাণঃ কালিয়ঃ শনকৈর্হরিং।
কৃচ্ছ্রাৎ সমুচ্ছ্বসন্ দীনঃ কৃষ্ণং প্রাহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ।

বাদরায়ণিঃ উবাচ। নাগপত্নীভিঃ ইত্থং সমভিষ্টুতঃ (সম্যক্ স্তুতিমিনতিভিঃ প্রার্থিতঃ) সঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ অঙ্ঘ্রি কুট্টনৈঃ পাদপ্রহারৈঃ, ভগ্নশিরসং (ভগ্নানি শিরাংসি যস্য তং অতএব) মূর্চ্ছিতং কালিয়ং বিসসর্জ্জ তত্যাজ।

ততঃ শনকৈঃ প্রতিলব্ধেন্দ্রিয়প্রাণঃ (প্রতিলব্ধানি ইন্দ্রিয়াণি প্রাণাঃ চ যেন) সঃ কৃচ্ছ্রাৎ কষ্টেন উচ্ছ্বসন্ উর্দ্ধশ্বাসান্ বিমুঞ্চন্ দীনঃ কৃতাঞ্জলিঃ সন্ হরিং কৃষ্ণং প্রাহ ॥ ৪৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নন্থ যুষ্মদনুগ্রহেঽন্যেষাং মৃত্যুরেবেতি চেৎ নেত্যাহুর্বিধেহীতি। ত্বদাজ্ঞয়া প্রাণিনো নাদ্যামেতি ভাব ইতি ॥ ৪৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মেবেত্যাহুর্বিধেহীতি। তচ্চ ইতঃ স্থানাদন্যত্র শীঘ্রং যাস্যেত্যগ্রে ব্যক্তীভবিষ্যতি ॥

অঙ্ঘ্রিভ্যাং কুট্টনৈঃ প্রহারৈর্ভগ্নশিরসং কালিয়ং তত্যাজ। তচ্ছীর্ষেভ্যঃ সহসৈবাবপ্লুত্য তদগ্রে তস্থাবিত্যর্থঃ ॥

কৃচ্ছ্রাদিতি কষ্টাদেব কথঞ্চিৎ কৃতাঞ্জলিঃ সর্ব্বাঙ্গব্যথাবত্ত্বাৎ নতু ভূমৌ দণ্ডবন্নিপত্য প্রণামসমর্থ ইতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

শুকদেব বলিলেন, নাগপত্নীগণ নানা প্রকার স্তব ও প্রণামাদির দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবকে বন্দনা করিলে, তিনি পদাঘাতে ভগ্নমস্তক ও মূর্চ্ছিত কালিয়কে পরিত্যাগ করিলেন ॥

অনন্তর কালিয় ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়াদির কিঞ্চিৎ বল প্রাপ্তে সংজ্ঞা লাভ করিল এবং অতি কষ্টে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিতান্ত দীন হীনের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥

আভাস।

নাগপত্নীগণ সকলে একবাক্যে ভগবানের আজ্ঞা প্রতিপালনে অঙ্গীকার করিলেন। এ অঙ্গীকারের তাৎপর্য্যই এই যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কালিয়কে বাসার্থ অন্যত্র যাইতে অনুমতি করিবেন। অনন্তর কৃষ্ণমুক্ত কালিয় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্লোক দ্বারা ভগবানের স্তব করিয়াছে ॥ ৪৮ ॥

কালিয় উবাচ ॥

বয়ং খলাঃ সহোৎপত্ত্যা তামসা দীর্ঘমন্যবঃ।
স্বভাবো দুস্ত্যজো নাথ ভূতানাং যদসদ্গ্রহঃ ॥ ৪৯ ॥
ত্বয়া সৃষ্টমিদং বিশ্বং ধাতর্গুণবিসর্জ্জনং।
নানাস্বভাববীর্য্যৌজোযোনিবীজাশয়াকৃতি ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ।

কালিয়ঃ উবাচ। হে নাথ! বয়ং উৎপত্ত্যা সহ জাতিস্বভাবেনৈব তামসাঃ দীর্ঘমন্যবঃ (দীর্ঘো মহান্ মন্যুঃ ক্রোধো যেষাং তে তথা) খলাঃ পরোদ্বেজকাঃ, হে নাথ ঈশ্বর! ভূতানাং লোকানাং স্বভাবঃ সহজো ধর্ম্মঃ দুস্ত্যজঃ যৎ যস্মাৎ স্বভাবাৎ অসদ্গ্রহঃ (অসন্ অসমীচিনঃ গ্রহঃ অহন্তা মমতা রূপো দেহাদাবাগ্রহো ভবতি) ॥ ৪৯ ॥

হে ধাতঃ পিতঃ! গুণবিসর্জ্জনং (গুণৈঃ বিবিধপ্রকারেণ সৃজ্যতে ইতি) ইদং নানাস্বভাববীর্য্যৌজোযোনিবীজাশয়াকৃতি (নানাঃ বিবিধাঃ স্বভাবাঃ শান্তত্বঘোরত্বাদয়ঃ, বীর্য্যং দেহশক্তিঃ, ওজঃ ইন্দ্রিয়শক্তিঃ, যোনিঃ মাতৃশক্তিঃ, বীজং শুক্রং পিতৃশক্তিঃ, আশয়ো বাসনা এব আকৃতিঃ স্বরূপং যস্য) তৎ বিশ্বং ত্বয়া সৃষ্টং ॥ ৫০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যদসদ্গ্রহ ইতি যতঃ স্বভাবোঽসদ্গ্রহরূপঃ। যদ্বা। যতঃ স্বভাবাৎ অসতি দেহাদৌ গ্রহঃ সুদুস্ত্যজ ইতি ॥ ৪৯ ॥

গুণৈর্বিবিধতয়া সৃজ্যন্ত ইতি গুণবিসর্জ্জনং তত্রাপি নানাস্বভাবাদয়ো যস্য তৎ ॥ ৫০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যদ্যতোঽসন্তো বিরুদ্ধত্বেন জ্ঞাতস্যাপি রাগদ্বেষাদের্গ্রহো গ্রহণং বিদুষামপি কিং পুনর্মূঢ়ানামস্মাকমিতি ভাবঃ ॥ ৪৯ ॥

গুণৈর্বিবিধং সর্জ্জনং সৃষ্টির্যত্র তৎ। বিবিধত্বমাহ নানাস্বভাবাদয়ো যস্য তৎ ॥ ৫০ ॥

কালিয় বলিল, হে শ্রীকৃষ্ণ! আমরা জন্ম হইতে তমোগুণাভিভূত, অত্যুগ্র ক্রোধপরতন্ত্র পরাপকারী খলজাতি। হে নাথ! জীবগণ যে স্বভাবের বশীভূত হইয়া, অনিত্য দেহগেহাদিতে আগ্রহ করিয়া থাকে, আমরা সেই অপরিহার্য্য স্বভাবকে কিরূপে পরিত্যাগ করিব ॥ ৪৯ ॥

হে বিধাত! এই শান্ত, ঘোর ও মূঢ়াদি বিবিধ স্বভাব, দেহশক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি, মাতৃশক্তি, পিতৃশক্তি ও বাসনাদি বিবিধ বস্তুতে পরিপূর্ণ গুণত্রয়ে বিকাশস্বরূপ পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বও আপনি সৃজন করিয়াছেন ॥ ৫০ ॥

আভাস।

কালিয় নিম্নলিখিত চারিটী শ্লোক দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিজ অপরাধের কারণ, নিজের জন্মার্জ্জিত স্বভাব বলিয়া পরিচয় প্রদানে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে। পূর্ব্বা-

বয়ঞ্চ তত্র ভগবন্ সর্ব্বজাত্যুরুমন্যবঃ।
কথং ত্যজামস্ত্বন্মায়াং দুস্ত্যজাং মোহিতাঃ স্বয়ং ॥ ৫১ ॥
ভবান্ হি কারণং তত্র সর্ব্বজ্ঞো জগদীশ্বরঃ ;
অনুগ্রহং নিগ্রহং বা মন্যসে তদ্বিধেহি নঃ ॥

অন্বয়ঃ।

তত্র তস্মিন্, হে ভগবন্! বয়ং সর্পজাত্যুরুমন্যবঃ (সর্পজাত্যা সর্পজন্মনা এব উরুঃ মন্যু র্যেষাং তে) অতঃ হে ভগবন্! দুস্ত্যজাং ত্বন্মায়াং কথং ত্যজামঃ যয়া মায়য়া স্বয়ং মোহিতাঃ ভবামঃ ॥ ৫১ ॥

তত্র শান্তত্বঘোরত্বাদিস্বভাবে, সর্ব্বজ্ঞঃ জগদীশ্বরঃ ভবান্ এব কারণং। অতঃ অত্র অনুগ্রহং বা নিগ্রহং যৎ নঃ অস্মান্ প্রতি কর্ত্তব্যং মন্যসে তৎ বিধেহি সম্পাদয় ॥

শ্রীধরস্বামী।

জাত্যা জন্মনৈব উরু র্মন্যু র্যেষাং তে স্বয়ং কথং ত্যজামঃ ॥ ৫১ ॥

হি যস্মাত্তত্র ত্বন্মায়াত্যাগে ভবানেব কারণমিতি। অনুগ্রহং বিধেহি নিগ্রহং বা

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

জাত্যা জন্মনৈব বহুকোপাঃ ॥ ৫১ ॥

তত্র মায়াত্যাগে ॥

সেই আপনার সৃষ্ট জগতেই আমরা সৃষ্ট হইয়া জন্ম হইতেই এই ভয়ানক ক্রোপন-স্বভাব হইয়াছি। হে ভগবন্! যে মায়ায় আমরা সকলে মোহিত, এক্ষণে সেই মায়াকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করি ॥ ৫১ ॥

হে জগদীশ্বর! সকলের মূলকারণই আপনি; সমস্তই আপনার পরিজ্ঞাত আছে। ঈদৃশ স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াও ক্রোধ প্রকাশে আমরা আপনার নিকট অনুগ্রহ কি নিগ্রহের পাত্র, তাহাও আপনি জানেন। এক্ষণে আপনার যাহা অভিপ্রেত হয়, তাহাই করুন ॥

আভাস।

র্জ্জিত সংস্কারই পরজন্মের কারণ। যে জাতীয় সংস্কার তদনুরূপ দেহই গঠিত হইয়া থাকে। ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "সংস্কারানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাং" সংস্কার বাসনায় পরিণত হয়; বাসনার স্ফূর্ত্তিই দেহাভাস। জগৎ-প্রসবিনী ভগবচ্ছক্তি প্রকৃতি বীজরূপী সংস্কারগুলিকে তদনুরূপে পোষণ করত প্রকটিত করেন। যেমন নানা প্রকার বীজ মৃত্তিকায় প্রোথিত হইয়া, রসসংযোগে পুষ্ট ও অঙ্কুরিত হয়। বীজানুরূপ বৃক্ষই প্রকটিত হয় এবং বৃক্ষও বীজানুরূপ ফল প্রসব করে; জীবও সংস্কারানুরূপ দেহ প্রাপ্তে তদনুরূপ কর্ম্মেরই পরিচয় প্রদান করে। কারণ ইহাই তাহার স্বভাব। স্বভাবকে

শ্রীশুক উবাচ ॥

ইত্যাকর্ণ্য বচঃ প্রাহ ভগবান্ কার্য্যমানুষঃ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীশুকঃ উবাচ। কার্য্যমানুষঃ (কার্য্যার্থং অবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ সংসারে ভ্রাম্যমানানামুদ্ধরণার্থং শ্রবণাদিযোগ্যলীলাকরণার্থং মানুষতয়া প্রতীয়মানঃ) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ ইতি বচঃ আকর্ণ্য প্রাহ ॥ ৫২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ঈশ্বরত্বাৎ ॥ ৫২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কার্য্যেষু ব্রহ্মরুদ্রাদিদুষ্করেষ্বপি কালিয়-নিগ্রহাদিকর্ম্মসু মানুষ এব নতু তত্তৎকৃত্যসমুচিতচক্রপাণ্যাদিরূপ ইত্যর্থঃ। যদ্বা কার্য্যং ক্রীড়া লীলা তস্যৈব মানুষঃ লীলাময়মানুষস্বরূপ ইত্যর্থঃ। যদ্বা। কস্য ব্রহ্মণোঽপ্যাশ্চর্য্যশ্চাসৌ মানুষশ্চেতি সঃ। যদ্বা। কার্য্যং মানুষস্যেব যস্য সঃ ॥ ৫২ ॥

শুকদেব বলিলেন, মনুষ্য-বিগ্রহধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কালিয়ের তাদৃশ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া, তাহাকে বলিলেন ॥ ৫২ ॥

আভাস।

অতিক্রম করিয়া যেমন স্থাবর বস্তু অগ্রসর হইতে পারে না, জীবও প্রায় তদনুরূপ। স্বভাবই জীবের জীবত্ব ও জড়ের অস্তিত্ব প্রতিপাদনের অদ্ভুত ভাব। ভগবান্ পতঞ্জলি তাঁহার যোগসূত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, "সংস্কারানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাং; ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ" সংস্কারানুরূপ বাসনা এবং এই বাসনার ফল জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ এই জন্মেই হউক বা পর জন্মেই হউক অবশ্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। সংস্কার-প্রকাশই স্বভাবই প্রকৃত মায়া; স্বভাবকে যাহারা অতিক্রম করিতে পারে, তাহারাই যথার্থ মায়ার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন। সেরূপ অব্যাহতি পাইবার পাত্র অতি বিরল। জীব প্রায় তিন ভাগে বিভক্ত; বিশিষ্ট, অবিশিষ্ট ও মিশ্রিত। যাহারা শাস্ত্রাদি গুরুবাক্যের অনুশীলনে ব্রহ্মজ্ঞান ও বৈরাগ্য বলে স্বভাবকে সম্পূর্ণ জয় করিতে পারিয়াছেন, তাহারাই বিশিষ্ট জীব। অর্থাৎ চিজ্জড় সংযোগে প্রস্তুত দেহে চৈতন্যভাগ জীবত্বেরই বিশেষত্ব আছে। আর যাহাদের অন্তরে জড়রূপস্বভাবের অভিব্যক্তি, তাহারা অবিশিষ্ট জীব; অর্থাৎ তাহাদের হৃদয়ে জ্ঞানরূপী চৈতন্যের অপ্রকাশ ও অবিশেষভাব। কেবল বৃত্তির উদয়ে তাহারা সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে। ইহা তির্য্যগ্‌যোনিতে বিশেষ লক্ষণীয়। যাহাদের চিত্তে স্বভাবকে অতিক্রম করিবার প্রবৃত্তি আছে, অথচ সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতেও পারে না, তাহারাই মিশ্রিত জীব। সর্প স্বভাবতই তামসপ্রকৃতি অবিশিষ্ট জীব।

নাত্র স্থেয়ং ত্বয়া সর্প সমুদ্রং যাহি মা চিরং।
সজ্ঞাত্যপত্যদারাঢ্যো গোনৃভির্ভুজ্যতে নদী ॥ ৫৩ ॥
য এতৎ সংস্মরেন্মর্ত্ত্য স্তুভ্যং মদনুশাসনং।

অন্বয়ঃ।

হে সর্প! যতো গোনৃভিঃ নদী যমুনা ভুজ্যতে অতস্ত্বয়া বিষধরেণ, অত্র নদ্যাং ন স্থেয়ং, মাচিরং শীঘ্রমেব সজ্ঞাত্যপত্যদারাঢ্যঃ সমুদ্রং (সমুদ্রমধ্যস্থং রমণকং দ্বীপং যাহি গচ্ছ) ॥ ৫৩ ॥

তুভ্যং মদনুশাসনং এতৎ যঃ সংস্মরেৎ তথা উভয়োঃ সন্ধ্যোঃ কীর্ত্তয়ন্ (কীর্ত্তয়েৎ)

শ্রীধরস্বামী।

যতো গোভি র্নৃভিশ্চ নদী ভুজ্যত ইতি ॥ ৫৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যতো গোভির্নৃভিশ্চ নদী ভুজ্যতে তটপ্রবাহাগতঘাসপত্রফলজলানাং ভোগৌচিত্যাৎ ॥ ৫৩ ॥

তব পাদস্পর্শে মম চ দণ্ড ইত্যাবয়োঃ কীর্ত্তিরাচন্দ্রার্কং স্থাস্যতীত্যাহ য ইতি। ন যুষ্মত্তো ভয়মাপ্নুয়াদিতি তেন পদ্যদ্বয়মিদং সর্পোচ্চাটনে মন্ত্র এব জ্ঞেয়ঃ। তথাচ ঋগ্বে-

---

নাগরাজ! মনুষ্য এবং গোসমূহ এই নদীর জল পান করে, অতএব তোমার এ স্থলে কোন মতে অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য নহে; তুমি পুত্র কলত্র ও জ্ঞাতিগণ সঙ্গে লইয়া, সত্বর সমুদ্র মধ্যবর্ত্তী রমণক দ্বীপে গমন কর ॥ ৫৩ ॥

তোমার প্রতি আমার এই শাসনবিধি যে ব্যক্তি স্মরণ করিবে এবং

আভাস।

এই বিবিধ সৃষ্টির হেতু ভগবান্। তাঁহার রচিত স্বভাবানুসারে ইন্দ্রিয়ের বল, মনের বল ও চিত্তের প্রবৃত্তি জন্মে। যেরূপ প্রবৃত্তি যে স্বভাবে থাকে, তাহার স্ফুরণার্থ সেই জীবের জন্ম সেইরূপ মাতা পিতার সম্পর্ক ঘটে ॥

ভগবান সর্ব্বফলদাতা। তিনিই সংস্কারানুরূপ জন্ম অর্থাৎ জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ সকল জীবকেই প্রদান করিয়া থাকেন। প্রদত্ত জন্মাদি লাভে নিজের অবস্থানুরূপ যোগ্যতা সহকারে অবশ বা স্ববশ ভাবে সেই সমস্ত ভোগ করিতে হয়; ও তদনুরূপ পুনরায় কর্ম্ম করিতে হয় ॥

কালিয় শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল, হে সর্ব্ববিধাতঃ! আপনি যখন সকলের মূলকর্ত্তা তখন আপনার প্রদত্ত আমার জন্মোচিত কর্ম্মের যেরূপ তিরস্কার বা পুরস্কার করিতে হয়, তাহা আপনিই জানেন; আপনিই তাহার বিধান করুন ॥ ৪৯ ॥ ৫২ ॥

বাসুদেব কালিয়কে বলিলেন, এস্থানে তোমার বাস করা কোন মতে সঙ্গত নহে; তুমি পুত্র কলত্রাদি লইয়া, রমণক দ্বীপে গমন কর। আমার চরণাঘাতে তোমার দণ্ড

কীর্ত্তয়ন্নুভয়োঃ সন্ধ্যো র্ন যুষ্মদ্ভয়মাপ্নুয়াৎ ॥৫৪॥
যোঽস্মিন্ স্নাত্বা মদাক্রীড়ে দেবাদীংস্তর্পয়েজ্জলৈঃ।
উপোষ্য মাং স্মরন্নর্চ্চেৎ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৫৫॥

অন্বয়ঃ।

সঃ যুষ্মদ্ভয়ং ন আপ্নুয়াৎ ॥ ৫৪ ॥

যঃ প্রাণী উপোষ্য তীর্থোপবাসঃ কৃত্বা অস্মিন্ মদাক্রীড়ে (মম ক্রীড়া যস্মিন্ তস্মিন্ তীর্থবরে) স্নাত্বা মাং স্মরন্ জলৈঃ দেবাদীন্ তর্পয়েৎ মাং অর্চ্চেৎ সঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ন যুষ্মত্তো ভয়মাপ্নুয়াৎ তস্য যুষ্মাভির্ভয়ং নোৎপাদনীয়মিত্যাজ্ঞা ॥ ৫৪ ॥

ইতোঽপি নির্গন্তব্যমিত্যাহ যোঽস্মিন্নিতি। ত্বয়ি স্থিতে তন্ন ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দস্য মন্ত্রান্তরং। যমুনাহ্রদে হি সো যাতো যো নারায়ণ-বাহনঃ। যদি কালিকদন্তস্য যদি কাকালি-কাদ্ভয়ং। জন্মভূমিপরিক্রান্তো নির্বিষো যাতি কালিকঃ ইতি ॥ ৫৪ ॥

ইতোঽপি হেতোস্ত্বয়া নির্গন্তব্যমেবেত্যাহ যোঽস্মিন্নিতি ত্বয়ি স্থিতে তন্ন সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥

সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে এই বিষয় কীর্ত্তন করিবে, তাহার আর সর্পভয় থাকিবে না ॥ ৫৪ ॥

যাহারা উপবাসী হইয়া, ব্রতাবলম্বনে আমার এই ক্রীড়াস্থান পবিত্র তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক ইহার পবিত্র জলে দেবাদি পিতৃলোকের তর্পণ এবং মদ্গত-চিত্ত হইয়া আমাকে অর্চ্চনা করিবে, তাহারা সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে, সন্দেহ নাই ॥ ৫৫ ॥

আভাস

বৃত্তান্ত চিরকাল জগতে প্রচারিত থাকিবে এবং যে ব্যক্তি এই বৃত্তান্ত উভয় সন্ধ্যায় শ্রবণ করিবে, তাহার আর সর্পভয় থাকিবে না। এতদ্দ্বারা "নাত্র স্থেয়মিতি এবং য এতদিতি" শ্লোকদ্বয় সর্পোচ্চাটন মন্ত্র বলিয়া পরিগণিত আছে ॥ ৫৩। ৫৪। ৫৫ ॥

কালিয় সর্প ভগবানকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল, হে হৃষীকেশ! আমি যেমন দুষ্ট, তাহার উপযুক্ত দণ্ডই হইয়াছে; অধিকন্তু আমি যেমন দুষ্টতার সাগর, আপনি তেমনই কৃপার আকর। অনুরূপই দণ্ডই করিয়াছেন! এ পর্য্যন্ত কাহাকেও যে অনুগ্রহই করেন নাই, আমাকে আজ সেই অনুগ্রহই করিয়াছেন। আমার দন্তাঘাতে আপনার দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, আপনি কৃপানিধান! সেই দুরাচরণের পরিবর্ত্তে ভক্তের প্রাণধন আপনার অভয় চরণের

দ্বীপং রমণকং হিত্বা হ্রদমেতমুপাশ্রিতঃ।
যস্তয়াৎ স সুপর্ণস্ত্বাং নাদ্যান্মৎপাদলাঞ্ছিতং ॥
ঋষিরুবাচ।
মুক্তো ভগবতা রাজন্ কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্ম্মণা।
তং পূজয়ামাস মুদা নাগঃ পত্ন্যশ্চ সাদরং ॥
দিব্যাম্বরস্রগ্মণিভিঃ পরার্দ্ধৈরপি ভূষণৈঃ।
দিব্যগন্ধানুলেপৈশ্চ মহত্যোৎপলমালয়া ॥

অন্বয়ঃ।

যস্তয়াৎ (যস্য গরুড়স্য ভয়াৎ) ত্বং রমণকং স্বস্থানং দ্বীপং হিত্বা পরিত্যজ্য এতম্ যমুনাহ্রদং উপাশ্রিতঃ সঃ সুপর্ণঃ গরুড়ঃ মৎপাদলাঞ্ছিতং (বজ্রাঙ্কুশাদিযুক্তেন মৎপাদেন লাঞ্ছিতং চিহ্নিতং) ত্বাং ন অদ্যাৎ খাদেৎ ॥

ঋষিঃ শুকঃ উবাচ। হে রাজন্! অদ্ভুতকর্ম্মণা (অদ্ভুতং ব্রজস্থজীবানাং কালিয়স্য চ কল্যাণকরং কর্ম্ম যদ্যা তেন) ভগবতা কৃষ্ণেন মুক্তঃ পরিত্যক্তঃ নাগঃ কালিয়ঃ মুদা হর্ষেণ তং শ্রীকৃষ্ণং দিব্যোপহারৈঃ পূজয়ামাস, তস্য পত্ন্যঃ চ সাদরং পূজয়ামাসুঃ ॥

দিব্যাম্বরস্রগ্মণিভিঃ পরার্দ্ধৈঃ ভূষণৈঃ অপি, দিব্যগন্ধানুলেপৈঃ মহত্যা উৎপলমালয়া চ ॥

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নচ তে গরুড়াদ্ভয়ং ভাবীত্যাহ দ্বীপমিতি ॥

অদ্ভুতকর্ম্মণেতি কালিয়াদ্ব্রজস্থজীবস্য ত্রাণং কালিয়স্যাপি গরুড়াত্রাণমিতি হিংস্যহিংসকয়োরুভয়োরপি কল্যাণমিত্যদ্ভুতং কর্ম্ম। কৃষ্ণেনেতি স্বভক্তগরুড়াপরাধস্য স্বপ্রিয়ব্রজস্থজীবাপরাধস্য চ কর্ষণং পরমভক্তকালিয়পত্নীপ্রীত্যনুরোধাৎ কৃতমিতি ভাবঃ ॥

সাদরমিতি পূর্ব্বশ্লোকোক্তেঃ। হে প্রভো দুষ্টতায়াঃ পরমাবধিরূপে ময়ি কৃপায়াঃ

যে গরুড়ের ভয়ে ভীত হইয়া তুমি রমণকদ্বীপ পরিত্যাগ করত এতকাল এই হ্রদে বাস করিতেছ, সেই খগপতি তোমার মস্তকে আমার ধ্বজবজ্রাদি-বিশিষ্ট চরণচিহ্ন অবলোকন করিয়া, আর তোমাকে ভোজন করিবে না ॥

সেই অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবান্ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নাগরাজ কালিয় ও তৎ-পত্নীগণ অতি আনন্দ-সহকারে বিবিধ উপহার প্রদানে তাঁহার পূজা করিল ॥

এবং অত্যুৎকৃষ্ট অপূর্ব্ব বস্ত্র, মহামণিময় হার, মহামূল্য আভরণ, গন্ধাদি উত্তম

আভাস।

চিহ্ন আমাদের মস্তকে চিরকালের জন্য দেদীপ্যমান করিয়াছেন। হে জগৎপতে! এই আসনে একবার উপবেশন করুন! আভরণাদি দ্বারা আপনার অঙ্গসৌষ্ঠব করত সাধ পূরণ করি। আর একটী প্রার্থনা, চিরশত্রু গরুড়ের সহিত যখন মিত্রতাবন্ধন করিলেন,

পূজয়িত্বা জগন্নাথং প্রসাদ্য গরুড়ধ্বজং।
ততঃ প্রীতোঽভ্যনুজ্ঞাতঃ পরিক্রম্যাভিবাদ্য তং॥
সকলত্র-সুহৃৎপুত্রো দ্বীপমব্ধে র্জগাম হ।
তদৈব সামৃতজলা যমুনা নির্ব্বিষাভবৎ॥

অন্বয়ঃ।

পূজয়িত্বা গরুড়ধ্বজং জগন্নাথং (স্তুতিভিঃ) প্রসাদ্য (স্তোত্রেন) অভ্যনুজ্ঞাতঃ (সুখং গচ্ছ ইতি দত্তাজ্ঞঃ স্বয়মপি) প্রীতঃ সন্ তং পরিক্রম্য প্রদক্ষিণীকৃত্য ততঃ স্থানাৎ॥

সকলত্রসুহৃৎপুত্রঃ কলত্রাদিভিঃ সহিতঃ কালিয়ঃ অব্ধেঃ সমুদ্রস্য, দ্বীপং রমণকং হ জগাম॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পরমাবধিরর্পিতঃ ত্বয়া যদহো প্রাকৃতাপ্রাকৃতলোকেষু মদন্যঃ কোঽপি ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি-চিহ্নানি স্বমূর্দ্ধ্নি ন ধত্তে তদহং সাম্প্রতং শ্রীমদঙ্গানি মদ্দন্তদংশোত্থবিষদাহতপ্তানি সুগন্ধ-শীতলচন্দন-রসেন সস্ত্রীক এব পাণিভিঃ স্পৃশন্। নন্থ লিম্পানি শৃঙ্গারজানি চেত্যতঃ ক্ষণমত্রৈব দিব্যাসনে উপবিশেত্যুপবেশ্য স্ববাঞ্ছিতং পূরয়িত্বা লব্ধভগবৎপ্রসাদস্ততো নির্জগামেত্যাহ দিব্যেতি সার্দ্ধদ্বয়েন। মণিভিরিতি কৃষ্ণপ্রাদুর্ভাবকালে তদ্বক্ষঃস্থ এবাসীৎ যঃ কৌস্তুভঃ স এব তস্য নরলীলত্বশোভাব্যাঘাতাভাবার্থং তদেবালক্ষিতং কালিয়কোষাগারমধ্যে প্রবিষ্টো-ঽভূৎ। অতএব বহুরত্নালঙ্কারপ্রদানসময়ে কালিয়পত্নীভিরপরিচিত এব স্বীয়রত্নবিশেষ-জ্ঞানেন কৌস্তুভো দত্তঃ। যদুক্তং কৌস্তুভাখ্যো মণির্যেন প্রবিশ্য হ্রদমৌরগং। কালিয়প্রেরসী-বৃন্দহস্তৈরাত্মোপহারিতঃ। ইতি গণোদ্দেশদীপিকায়াং। প্রসাদ্যেতি ভগবানপি কালিয়-মূর্দ্ধস্বভয়হস্ততলনিধানেন তদীয়সর্ব্বাঙ্গব্যথামুপশময়ামাসেতি ভাবঃ। গরুড়ধ্বজং প্রসাদ্যেতি ভো গরুড়বাহন প্রভো সম্প্রত্যহং গরুড়স্য জ্যেষ্ঠভ্রাতুর্দাসোঽভূবং অতঃ কদাচিদ্দূরদেশস্থ গন্তব্যত্বে সত্যহমপি স্ববাহনত্বেন স্মর্ত্তব্যো নিমেষমাত্রেণৈব শতকোটিযোজনগামী দাসানুদাস

গাত্রানুলেপন এবং আপাদলম্বিত নীলপদ্মের মালা দ্বারা গরুড়ধ্বজ জগন্নাথের পূজা করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিল॥

এবং নিজেরাও বিশেষ প্রীতিসহকারে তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করত তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন পূর্ব্বক পুত্র-কলত্র ও সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া, সমুদ্র-মধ্যবর্ত্তী রমণকদ্বীপে গমন করিল॥

আভাস।

তখন গরুড় যেমন আপনার বাহক হইয়া সেবা করিতেছেন, আমিও যেন আপনার বাহন হইতে পারি। আমাকে স্মরণ করিবা মাত্র চরণ-সমীপে উপস্থিত হইব এবং নিমেষ মধ্যে শতকোটি যোজন পথ আপনাকে সর্ব্বদা বহন করত আমার জন্ম সার্থক করিব

অনুগ্রহাদ্ভগবতঃ ক্রীড়ামানুষরূপিণঃ ॥ ৫৬ ॥

॥*॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কালিয়-দমনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥*॥ ১৬ ॥*॥

শ্রীরাজোবাচ ॥

নাগালয়ং রমণকং কথং তত্যাজ কালিয়ঃ।

অন্বয়ঃ।

তদৈব তদ্দিনমারভ্য ক্রীড়ামানুষরূপিণঃ ভগবতঃ অনুগ্রহাৎ সা যমুনা নির্ব্বিষা বিষশূন্যা অমৃতজলা (অমৃতং স্বাদু জলং যস্যা সা বা অমৃতং স্নানাচমনপানাদিমাত্রেনাপি জন্মাদিহেতুদোষনিরাসেন মরণনিবর্ত্তকং মোক্ষপ্রদং জলং যস্যাঃ) সা তাদৃশী চাভবৎ ॥ ৫৬ ॥

ইতি দশমে ষোড়শঃ ॥

রাজা উবাচ। কালিয়ঃ নাগালয়ং রমণকং কথং তত্যাজ; একেন তেন কালিয়েন

শ্রীধরস্বামী।

নচ তব গরুড়ভয়ং ভবেদিত্যাহ দ্বীপমিতি ॥ ৫৬ ॥

॥*॥ ইতি দশমে ষোড়শঃ ॥*॥

নাগং সপ্তদশে নাগালয়ং তং নিরযাপয়ৎ।

বন্ধূন্ সুদুঃখিতঃ শ্রান্তান্ সুপ্তাংস্তত্র দবাদপাৎ ॥*॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইতি তদুক্তির্গম্যতে। অতঃ কালিয়ারূঢ় এব কংসনির্দ্দিষ্টঃ কৃষ্ণো মথুরাং জগামেতি পৌরাণিকী কথা ক্বচিৎ শ্রূয়তে ইতি ॥

ক্রীড়ামানুষরূপিণ ইতি নিত্যযোগে ইনিঃ ॥ ৫৬ ॥

॥*॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।

দশমে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতং সতাং ॥*॥

মায়ামনুষ্যবিগ্রহ ভগবান্ বাসুদেবের কেবল অনুগ্রহে মাত্র সেই দিন হইতে যমুনার জল বিষশূন্য ও অমৃতোপম হইয়াছিল ॥ ৫৬ ॥

ইতি দশমে ষোড়শ অধ্যায় ॥

রাজা পরীক্ষিৎ কালিয়ের দমন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, শুকদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে ব্রহ্মন্। বিষধর সর্প কখন জলে বাস করে না; কিন্তু এই

আভাস।

এই আমার আকিঞ্চন। পুরাণান্তরে উক্তও আছে যে, কংস যখন শ্রীকৃষ্ণকে মথুরা গমনার্থ আহ্বান করে, তখন তিনি কালিয়ারোহণেই তথায় গমন করিয়াছিলেন ॥ ৫৬ ॥

ইতি দশমে ষোড়শ অধ্যায় ॥

কৃতং কিম্বা সুপর্ণস্য তেনৈকেনাসমঞ্জসং ॥ ১ ॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ॥

উপহার্য্যৈঃ সর্পজনৈ র্মাসি মাসীহ যো বলিঃ।

অন্বয়ঃ।

সুপর্ণস্য গরুড়স্য কিং অসমঞ্জসং অপ্রিয়ং বা কৃতং ॥ ১ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ শুকঃ উবাচ। হে মহাবাহো! উপহার্য্যৈঃ গরুড়ভক্ষ্যৈঃ সর্পজনৈঃ মাসি মাসি বানস্পত্যঃ (পুষ্পং বিনৈব ফলিনঃ অশ্বত্থাদেঃ মূলে দেয়ো) যঃ বলিঃ (নাগানাং

শ্রীধরস্বামী।

অসমঞ্জসমপ্রিয়ং ॥ ১ ॥

উপহার্য্যৈর্ভক্ষ্যৈঃ। সর্পজনৈঃ সর্পায়ত্তৈর্জনৈঃ। বানস্পত্যঃ বনস্পতের্মূলে দেয়ঃ।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তার্ক্ষ্যাদ্ভীতিঃ কালিয়স্য তার্ক্ষ্যে সৌভরিশাপবাক্।

কৃষ্ণাপ্তির্গোত্রহাং দাবাত্রাণং সপ্তদশেঽভবৎ ॥ ১ ॥

উপহার্য্যৈর্ভক্ষ্যত্বেনোপহারীক্রিয়মাণৈঃ সর্পরূপৈর্জনৈঃ। বানস্পত্যো বনস্পতের্মূলে

কালিয় সর্পাবাস রমণক-দ্বীপ কেন পরিত্যাগ করে এবং গরুড়ের বা কি অপ্রিয় আচরণ করিয়াছিল? ॥ ১ ॥

শুকদেব বলিলেন, হে নরনাথ! পূর্ব্বে ঐ রমণক-দ্বীপে নাগগণ চিরশত্রু গরুড়ের উপদ্রব হইতে পুত্রকলত্রাদি ও নিজেদের রক্ষা বিধানার্থ বনস্পতি-

আভাস।

সপ্তদশ অধ্যায়ে নাগাবাস রমণকদ্বীপ হইতে কালিয়ের কালিন্দীহ্রদে আগমন এবং নিদ্রিত গোপবন্ধুগণকে কৃষ্ণকর্ত্তৃক দাবানল হইতে পরিত্রাণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ॥

বিনতানন্দন গরুড় বিমাতার পূর্ব্বকৃত শত্রুতা স্মরণ করত, সর্পকুলের প্রতি বিশেষ বিদ্রোহাচরণ করিতেন। তিনি নাগকুলের বাসভবন রমণকদ্বীপে গমন করত প্রত্যহ নিষ্প্রয়োজনে সর্প সংহার করিতেন; তাহাতে তাহাদের তথায় বাসের নিতান্তই উদ্বেগ উপস্থিত হওয়ায়, বাসুকি প্রভৃতি সর্পগণ ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। তখন ব্রহ্মা গরুড়কে আহ্বান করত পরস্পরে সন্ধিস্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন, অদ্যাবধি সর্পেরা যথানিয়মে তাঁহাকে উপহার প্রদান করিবে। অর্থাৎ প্রতি অমাবস্যায় গরুড়ের ভোজনার্থ প্রত্যেক সর্প রমণকদ্বীপের কোন নির্দ্দিষ্ট বনস্পতিমূলে উপহার প্রদান করিবে। গরুড় এই বলি ভোজন করিবেন। ভোজন উপলক্ষে সর্পগণের আর কোন অনিষ্ট করিবেন না; এই নিয়ম অনুসারে গরুড়ের সম্মান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, এতাবৎ তিনি সর্পকুলের কোন অনিষ্ট করেন নাই। "হে মহাবাহো!" বলিবার তাৎপর্য্যই এই, যেমন মহারাজের সম্মান

বানস্পত্যো মহাবাহো নাগানাং প্রাঙ্নিরূপিতঃ ॥ ২ ॥
স্বং স্বং ভাগং প্রযচ্ছন্তি নাগাঃ পর্ব্বণি পর্ব্বণি।
গোপীথায়াত্মনঃ সর্ব্বে সুপর্ণায় মহাত্মনে ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।

বাধপরিহারায়) ইহ রমণকদ্বীপে প্রাক্ পূর্ব্বমেব নিরূপিতঃ উপকল্পিতঃ ॥ ২ ॥

এবং সর্ব্বে নাগাঃ আত্মনঃ গোপীথায় সংরক্ষণায় পর্ব্বণি পর্ব্বণি প্রত্যেকামাবস্যায়াং স্বং স্বং (দেয়তয়া স্বীকৃতং তং) ভাগং মহাত্মনে ভগবদ্ভক্তায় সুপর্ণায় প্রযচ্ছন্তি ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নাগানাং তদ্বাধপরিহারায় যো বলি র্নিরূপিতঃ কল্পিতঃ ॥ ২ ॥

তেচ নাগাঃ স্বং স্বং ভাগং তৈর্জ নৈর্দত্তং সুপর্ণায় প্রযচ্ছন্তি। ততো ভীতাঃ গোপীথায় রক্ষণায় ॥ ৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দেয়ঃ। নাগানাং নাগৈর্গরুড়াৎ স্ববাধপরিহারায় নিরূপিত উপকল্পিতঃ ॥ ২ ॥

তত্র সর্ব্বে নাগাস্তং স্বং স্বং ভাগং প্রযচ্ছন্তি। পর্ব্বণি পর্ব্বণি প্রতিপক্ষদর্শি। গোপীথায় রক্ষণায়। কিন্তু কালিয়স্তু তং ন প্রযচ্ছতি প্রত্যুতান্যৈর্দত্তমপি স্বয়মেব বুভুজে ॥ ৩ ॥

বৃক্ষের মূলে গরুড়ের ভক্ষ্য কিছু কিছু উপহার ভোজন দ্রব্য মাসে মাসে প্রদান করিত ॥ ২ ॥

এইরূপে প্রত্যেক সর্পই আত্মরক্ষার্থ প্রতি অমাবস্যা পর্ব্বদিনে স্ব স্ব দেয় সামগ্রী মহামতি গরুড়কে সমর্পণ করিয়া আসিত ॥ ৩ ॥

আভাস।

করাদি প্রদানে সুরক্ষিত হইলে, প্রজাবর্গের আর ভয়ের কোন কারণ থাকে না, ভগবদ্ভক্ত গরুড়ের মান-রক্ষাতেও সর্পকুলের তাদৃশ সুখ হইয়াছিল, জানিতে হইবে ॥ ১ ॥ ২ ॥

এইরূপে প্রত্যেক সর্পই স্ব স্ব নিয়মানুসারে গরুড়কে বলি প্রদান করিত। কালিয় কিন্তু নিজের অসামান্য বিষ ও সামর্থ্যে এতই দর্পিত হইল যে, সে আপনার দেয়

অত্র এবমাখ্যায়িকা। গরুড়ঃ সর্ব্বানেব সর্পান্ সর্ব্বদা ভক্ষয়ন্তি মাতৃবৈরমনুস্মরন্ বৃথৈব কাংশ্চিন্মারয়তি চ; ততো বাসুকিপ্রমুখা গরুড়াৎ ভীতা ব্রহ্মাণং শরণং গতাঃ। ততো ব্রহ্মা গরুড়মাহূয় সন্ধিং কারয়িত্বা নিয়মেন বলিং কল্পিতবান্। তথোক্তং; অমাবস্যাং বৃক্ষমূলে নাগলোকেষু যো ভবেৎ। একস্মিন্ দিবসে তাবদেকত্র স্থাপয়েত্তু হি ॥ ততোহি গরুড়স্তস্মিংস্তদ্ভুক্ত্বা নৈব পীড়য়েৎ ॥ ইতি ব্যবস্থয়া সর্পা মাসি মাসি বলিং দদতীতি। যথা সর্ব্বেভ্যঃ ত্বয়া করো গৃহ্যতে এবং গরুড়োঽপি ইতি সূচয়ন্ সম্বোধয়তি মহাবাহো ইতি সুবোধিনীকারিকাঃ ॥ ২ ॥

বিষবীর্য্যমদাবিষ্টঃ কাদ্রবেয়স্তু কালিয়ঃ।
কদর্থীকৃত্য গরুড়ং স্বয়ন্তু বুভুজে বলিং ॥
তচ্ছ্রুত্বা কুপিতো রাজন্ ভগবান্ ভগবৎপ্রিয়ঃ ॥
বিজিঘাংসুর্মহাবেগঃ কালিয়ং সমুপাদ্রবৎ ॥, ৪ ॥
তমাপতন্তং তরসা বিষায়ুধঃ প্রত্যভ্যয়াদুত্থিতনৈকমস্তকঃ।

অন্বয়ঃ।

বিষবীর্য্যমদাবিষ্টঃ কাদ্রবেয়ঃ কদ্রুপুত্রঃ কালিয়ঃ তু গরুড়ং কদর্থীকৃত্য অবিগণয্য স্বয়ং (তস্মৈ বলিং ন প্রাযচ্ছৎ প্রত্যুত অন্যদত্তমপি)তু বলিং স্বয়ং বুভুজে ॥

হে রাজন্! ভগবৎপ্রিয়ঃ ভগবান্ গরুড়ঃ তৎ (কালিয়কৃতং বলিভক্ষণং শ্রুত্বা কুপিতঃ অতঃ মহাবেগঃ সন্ কালিয়ং বিজিঘাংসুঃ সমুপাদ্রবৎ ॥ ৪ ॥

আপতন্তং তং গরুড়ং বিষায়ুধঃ (বিষং আয়ুধং অস্ত্রং যস্য সঃ) উত্থিতনৈকমস্তকঃ

শ্রীধরস্বামী।

বিষবীর্য্যাভ্যাং যো মদস্তেনাবিষ্টঃ কাদ্রবেয়ঃ কদ্রুসুতো গরুড়ং কদর্থীকৃত্য অবিগণয্য। যদ্বা। উপহার্য্যৈঃ সুপর্ণস্য ভক্ষ্যৈঃ। সর্পা এব জনাস্তৈ র্নাগানাং সম্বন্ধী যস্মিন্নেকৈকো নাগো দীয়তে তথাভূতো যো বলিঃ সুপর্ণায় নিরূপিতঃ তত্র স্বং স্বং ভাগং সর্ব্বে নাগাঃ প্রযচ্ছন্তি কালিয়স্তু ন প্রযচ্ছতি কিন্ত্বন্যৈ র্দত্তমপি তং বলিং স্বয়মেব বুভুজে ॥ ৪ ॥

বিষমেবায়ুধং যস্য সঃ। প্রত্যভ্যয়াৎ যোদ্ধুং প্রতিজগাম। উত্থিতনৈকমস্তকঃ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কদর্থীকৃত্য অনাদৃত্য তত্রত্য কর্ণেজপসর্পমুখাত্তচ্ছ্রুত্বা ॥ ৪ ॥

বিষায়ুধঃ দূরাৎ ফুৎকারেণ তন্মোচকঃ নিকটে তু দদায়ুধো ব্যদশৎ। করালা জিহ্বা

কিন্তু কদ্রু-তনয় কালিয় আপনার প্রচণ্ড বিষ ও দেহ-বলে এতই দর্পিত হইয়াছিল যে, সে গরুড়কে অবজ্ঞা করত স্বয়ং বলি প্রদান করিত না ; বরং তদুদ্দেশেসমর্পিত অন্যের প্রদত্ত উপহারাদি স্বয়ং ভোজন করিত ॥

এতৎ শ্রবণে ভগবৎপ্রিয় ভগবান্ গরুড় ক্রুদ্ধ হইয়া, কালিয়ের নিধন-মানসে তৎপ্রতি বেগে ধাবিত হইলেন ॥৪ ॥

বিষবীর্য্য কালিয় খগপতিকে আপনার অভিমুখে আগমন করিতে নিরীক্ষণ

আভাস।

উপহার প্রদান করা দূরে থাকুক, অন্যের প্রদত্ত সামগ্রী গরুড়ের নিমিত্ত না রাখিয়া, স্বয়ং ভোজন করিত। এই বৃত্তান্ত শ্রবণে গরুড় কুপিত হইয়া, পূর্ব্বসন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করত কালিয়ের দর্প খর্ব্ব করিবার মানসে তথায় অগ্রসর হন ॥ ৩ ॥ ৪॥

দদ্ভিঃ সুপর্ণং ব্যদশদ্দদায়ুধঃ করালজিহ্বোচ্ছ্বসিতোগ্রলোচনঃ ॥ ৫ ॥
তং তার্ক্ষপুত্রঃ স নিরস্য মন্যুনা প্রচণ্ডবেগো মধুসূদনাসনঃ।
পক্ষেণ সব্যেন হিরণ্যরোচিষা জঘান কদ্রোঃ সুতমুগ্রবিক্রমঃ ॥ ৬ ॥
সুপর্ণপক্ষাভিহতঃ কালিয়োঽতীববিহ্বলঃ।
হ্রদং বিবেশ কালিন্দ্যাস্তদগম্যং দুরাসদং ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।

উন্নমিতানেকফণঃ কালিয়ঃ তরসা বেগেন প্রত্যভ্যয়াৎ যোদ্ধুং সম্মুখং অগমৎ; করাল-জিহ্বোচ্ছ্বসিতোগ্রলোচনঃ (করালা জিহ্বা যস্য স চাসৌ উচ্ছ্বসিতানি উর্জ্জৃম্ভিতানি উগ্রাণি লোচনানি যস্য স দদায়ুধঃ দন্তিঃ সুপর্ণং ব্যদশৎ ॥ ৫ ॥

তং কদ্রোঃ সুতং কালিয়ং নিরস্য তিরস্কৃত্য সঃ প্রসিদ্ধঃ উগ্রবিক্রমঃ মন্যুনা ক্রোধেন প্রচণ্ডবেগঃ যন্তঃ মধুসূদনাসনঃ তার্ক্ষপুত্রঃ কশ্যপ-নন্দনঃ গরুড়ঃ সব্যেন বামেন হিরণ্য-রোচিষা সুবর্ণবর্ণেন পক্ষেণ তং কালিয়ং জঘান ॥ ৬ ॥

সুপর্ণপক্ষাভিহতঃ (সুপর্ণস্য পক্ষেণ অভিহতঃ অতএব) অতীব বিহ্বলঃ ব্যাকুলঃ কালিয়ঃ তদগম্যং (তস্য গরুড়স্য অগম্যং) দুরাসদং দুষ্প্রবেশং কালিন্দ্যাঃ যমুনায়াঃ হ্রদং বিবেশ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

উন্নমিতানেকফণঃ। দদায়ুধঃ দন্তায়ুধঃ। করালজিহ্বশ্চাসাবুচ্ছ্বসিতোগ্রলোচনশ্চ উচ্ছ্-সিতানি উর্জ্জৃম্ভিতানি উগ্রাণি লোচনানি যস্য সঃ ॥ ৫ ॥

তার্ক্ষপুত্রো গরুড়ঃ মধুসূদনস্যাসনং যস্মিন্ ॥ ৬ ॥
তস্য গরুড়স্য অগম্যং অগাধতয়া চ দুরাসদং ॥ ৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যস্য উর্জ্জৃম্ভিতং শ্বসিতং যস্য উগ্রাণি লোচনানি যস্য সচ সচ সচ সঃ ॥ ৫ ॥

তার্ক্ষস্য কশ্যপস্য পুত্রঃ। মধুসূদনস্যাসনং যস্মিন্ সঃ ॥ ৬ ॥
দুরাসদং আগাধজলত্বেনান্যৈরপি দুষ্প্রবেশং ॥ ৭ ॥

করিয়া, সহস্রফণা উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি বেগে ধাবিত হইল এবং ভয়ঙ্কর জিহ্বা প্রসারণ পূর্ব্বক উগ্রদৃষ্টিতে দন্তের দ্বারা সুপর্ণকে দংশন করিতে লাগিল ॥ ৫ ॥

মহাবীর্য্য কশ্যপ-নন্দন গরুড় তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিরস্ত করিলেন। সেই কৃষ্ণবাহন ক্রোধে চঞ্চল হইয়া, অতি বেগে সুবর্ণবর্ণ বামপক্ষের দ্বারা কালিয়কে আঘাত করিলেন ॥ ৬ ॥

সেই আঘাতেই কালিয় নিতান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িল; এবং ভয়ে কাতর

তত্রৈকদা জলচরং গরুড়ো ভক্ষ্যমীপ্সিতং।
নিবারিতঃ সৌভরিণা প্রসহ্য ক্ষুধিতোঽহরৎ ॥
মীনান্ সুদুঃখিতান্ দৃষ্ট্বা দীনান্ মীনপতৌ হৃতে।
কৃপয়া সৌভরিঃ প্রাহ তত্রত্যক্ষেমমাচরন্ ॥

অন্বয়ঃ।

তত্র যমুনায়াং একদা ক্ষুধিতঃ গরুড়ঃ সৌভরিণা মুনিনা নিবারিতঃ অপি প্রসহ্য বলাদেব ঈপ্সিতং অভিলষিতং ভক্ষ্যং জলচরং অহরৎ ॥

মীনপতৌ হৃতে সতি (তদধীনান্) মীনান্ দীনান্ সুদুঃখিতান্ দৃষ্ট্বা কৃপয়া তত্রস্থ ক্ষেমং নির্ভয়ত্বং, আচরন্ কুর্ব্বন্ সৌভরিঃ প্রাহ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

গরুড়াগম্যত্বে কারণমাহ তত্রেতি মাভুক্তেতি নিবারিতোঽপীতি তস্মিন্ পরমমহতি গরুড়ে আজ্ঞাপ্রদানং তদিষ্টপ্রাতিকূল্যং চেতি সৌভরেরপরাধদ্বয়ং। তদাজ্ঞালঙ্ঘনং প্রাণিহিংসনঞ্চেত্যপরাধদ্বয়ং গরুড়স্য নাভূত্তস্য সকাশাদতিতেজস্বিত্বাদিতি জ্ঞেয়ং ॥

তত্র তৃতীয়মপরাধং তস্যাহ মীনানিতি। কৃপয়েতি মীনান্ প্রতি যথা তস্য কৃপা তথা গরুড়ং প্রতি কোপশ্চ গম্যঃ। তত্রত্যানাং জীবমাত্রাণামেব ক্ষেমং কর্ত্তুমিতি ততশ্চ কালিয়াগমনেন তেষাং সর্ব্বেষামক্ষেমমেবাভূদিতি মহদপরাধিনঃ কৃপাপি বিপরীতফলৈব ভবেদিতি দ্যোতিতং ॥

হইয়া গরুড়ের অগম্য অগাধ যমুনাহ্রদে প্রবেশ করিল ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বে একদিন গরুড় ভোজনান্বেষণে এই যমুনাহ্রদে গমন করিয়া একটী মৎস্যকে আক্রমণ করে। সৌভরি ঋষি তৎকালে তথায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি মৎস্য আক্রমণ করিতে দেখিয়া, গরুড়কে বারংবার নিষেধ করিলেন। কিন্তু গরুড় ক্ষুধার্ত্ত হওয়ায়, তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, বলপূর্ব্বক মৎস্য হরণ করিলেন ॥

অনন্তর মৎস্যকুল গরুড় কর্ত্তৃক অপহৃত মীনরাজের বিয়োগে নিতান্ত কাতর হইয়া, সৌভরির সমীপে মনঃক্লেশ প্রকাশ করিলে, তিনি কৃপাপরতন্ত্র হইয়া জলচরগণের মঙ্গলকামনায় বলিলেন ॥

আভাস।

একদিন সৌভরি মুনি যমুনাতীরে তপস্যা করিতেছিলেন; ইতিমধ্যে গরুড় তথায় ভোজনার্থ একটী মৎস্য আক্রমণ করায়, ঋষি কিছু দুঃখিত হইলেন এবং ঈশ্বরযোজিত স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তির নিরোধ করত গরুড়কে হিংসাকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে বাসনা করিলেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত গরুড় ঐ বৃত্তিতেই গঠিত; তিনি স্বভাব পরিত্যাগ করিতে

অত্র প্রবিশ্য গরুড়ো যদি মৎস্যান্ স খাদতি।
সদ্যঃ প্রাণৈর্বিযুজ্যেত তথ্যমেতদ্ ব্রবীম্যহং ॥ ৮ ॥
তৎ কালিয়ঃ পরং বেদ নান্যঃ কশ্চন লেলিহঃ।
অবাৎসীদ্গরুড়াত্তীতঃ কৃষ্ণেন চ বিবাসিতঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ।

অত্র যমুনায়াং প্রবিশ্য সঃ গরুড়ঃ যদি মৎস্যান্ খাদতি (ভক্ষয়িষ্যতি) তদা সদ্যঃ তৎক্ষণমেব প্রাণৈঃ বিযুজ্যেত ম্রিয়েত এতৎ তথ্যং সত্যং এব অহং ব্রবীমি ॥ ৮ ॥

তৎ সৌভরিশাপং কালিয়ঃ পরং কেবলং বেদ অন্যঃ লেলিহঃ সর্পঃ, কশ্চন ন বেদ। গরুড়াৎ ভীতঃ সন্ সঃ কালিয়ঃ তত্র অবাৎসীৎ, কৃষ্ণেন চ বিবাসিতঃ নিষ্কাশিতঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তদপ্রত্যয়ে কারণমাহ তত্রেতি নিবারিতোঽপি ॥ ৮ ॥

লেলিহঃ সর্পঃ। অতস্তত্রাবাৎসীৎ ॥ ৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অত্র যদীত্যনেন পক্ষান্তরমপি লভ্যতে। স্তুতশ্চায়মর্থঃ। অত্র প্রবিশ্য যদি মৎস্যান্ খাদতি তদা সদ্যস্তৎক্ষণ এব প্রাণৈর্বিযুজ্যেত, যদি চ মৎস্যান্ন খাদতি তদাতু অসদ্যঃ কিঞ্চিদ্বিলম্ব এবেতি হ্রদপ্রবেশমাত্র এব শাপঃ মৎস্যখাদনে তু শাপাতিশয়ঃ। অত্রেত্যভিশাপং গরুড়ঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদেব জ্ঞাত্বা নায়াতঃ কালিয়স্বীয় তত্রত্য সর্পমুখাজ্জ্ঞাত্বৈবাগতঃ সৌভরেস্তু গরুড়ায় কুপ্যতো যস্মিন্ কৃপাঽজনিষ্ট তস্য দীনস্যৈব সঙ্গাদুত্থিতা দুর্ব্বাসনৈবাপরাধফলং যতশ্চ বিসুপ্তব্রহ্মানন্দঃ স চিরসঞ্চিততপঃ সৃষ্টস্বযৌবনেনৈব মূল্যেন কামিনীবৃন্দং ক্রীত্বা তত্রৈব নরকতুল্যে বিষয়ানন্দে নিমজ্জন্নপরাধভোগান্তে শ্রীবৃন্দাবনযমুনাশ্রয়মাহাত্ম্যেনৈব পশ্চান্নিস্তস্তারেতি নবমে কথা ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

অদ্যাবধি গরুড় যদি পুনরায় এই হ্রদে প্রবেশ পূর্ব্বক মৎস্য ভোজন করেন, আমি সত্য বলিতেছি, তিনি তৎক্ষণাৎ জীবনে বিনষ্ট হইবেন, সন্দেহ নাই ॥৮॥

হে রাজেন্দ্র! এই বৃত্তান্ত অন্যান্য সর্প কেহ অবগত না থাকিলেও কালিয় সমস্ত জানিত; সুতরাং গরুড়ের ভয়ে ভীত হইয়া এযাবৎ হ্রদে বাস করিত; সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে এই হ্রদ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

আভাস।

পারিলেন না। দেহধারণার্থ মৎস্যাদি ভোজনই তাঁহার প্রয়োজন; সুতরাং মৎস্য লইয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। সৌভরি নিজের প্রয়োজনানুরূপ পরের প্রবৃত্তি সংশোধনার্থ অগ্রসর হইয়া, মৎস্যকুলের উপকার করার পরিবর্ত্তে বরং অনিষ্টেরই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ভগবান্ সৃষ্ট জীবের মধ্যে হিংসাদি বিবিধ প্রবৃত্তি প্রদানে কাহার দ্বারা যে, কোথায় কোন্ কার্য্য সাধন করিতেছেন, তাহা তিনি ব্যতীত অন্য কেহ তাঁহার সূত্র

কৃষ্ণং হ্রদাদ্বিনিষ্ক্রান্তং দিব্যস্রগ্‌গন্ধবাসসং।
মহামণিগণাকীর্ণং জাম্বুনদপরিষ্কৃতং ॥ ১০ ॥
উপলভ্যোত্থিতাঃ সর্ব্বে লব্ধপ্রাণা ইবাসবঃ।
প্রমোদনিভৃতাত্মানো গোপাঃ প্রীত্যাভিরেভিরে ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ।

দিব্যস্রগ্‌গন্ধবাসসং মহামণিগণাকীর্ণং (মহামণীনাং গণৈঃ আকীর্ণং সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃতং জাম্বুনদপরিষ্কৃতং (জাম্বুনদেন সুবর্ণেন পরিষ্কৃতং অলঙ্কৃতং হ্রদাৎ বিনিষ্ক্রান্তং নির্গচ্ছন্তং কৃষ্ণং ॥ ১০ ॥

উপলভ্য দৃষ্ট্বা সর্ব্বে গোপাঃ লব্ধপ্রাণাঃ আসবঃ ইন্দ্রিয়াণি ইব উত্থিতাঃ সন্তঃ প্রমোদনিভৃতাত্মানঃ (প্রমোদেন আনন্দেন নিভৃতাঃ আত্মানঃ মনাংসি যেষাং তে) তাদৃশাঃ সন্তঃ প্রীত্যা প্রণয়েন অভিরেভিরে সর্ব্বতঃ আলিঙ্গিতবন্তঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

জাম্বুনদং সুবর্ণং তেন পরিষ্কৃতং ভূষিতমিতি ॥ ১০ ॥
অসব ইন্দ্রিয়াণি প্রমোদনিভৃতাত্মান আনন্দপূর্ণমনসঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

উপোদ্ঘাতং সমাপ্য প্রস্তুতমাহ কৃষ্ণমিতি দ্বাভ্যাং বিশেষেণ নিষ্ক্রামন্তমিতি জলোপর্য্যাপর্য্যেব চরণাভ্যামেব সন্তরণলাঘবেনৈবেতি কালিয়াদৃষ্টং কমপি সর্পমলক্ষিতমারুহ্যৈবেতি জ্ঞেয়ং। অন্যাঙ্গানাং জলাপ্লুতত্বে দিব্যস্রগ্‌গন্ধবাসসমিতি বিশেষণং সাধু নোপপদ্যতে ॥ ১০ ॥

অসব ইন্দ্রিয়াণি প্রমোদনিভৃতাত্মানঃ আনন্দপূর্ণমনসঃ। গোপাঃ সখায়ঃ তেষামেব তারল্যেন প্রাথম্যোচিত্যাৎ ॥ ১১ ॥

এদিকে সুমনোহর মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র ও বহুমূল্য মণিস্তবকে সুশোভিত এবং বিচিত্র স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে হ্রদ হইতে তীরে উত্থিত হইতে অবলোকন করিয়া··· ॥ ১০ ॥

লব্ধপ্রাণ ইন্দ্রিয়বর্গের ন্যায়, তত্রত্য গোপবৃন্দ সহসা গাত্রোত্থান করিল এবং নির্ভর আনন্দে একান্ত পুলকিত হইয়া, প্রণয়-সম্ভাষণে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥

আভাস।

লক্ষ্য করিতে পারে না। সৌভরি গরুড়কে অভিসম্পাত করত যদিও যমুনাহ্রদে তাঁহার প্রবেশ নিষেধ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে মীনগণের উপকারের পরিবর্ত্তে বরং অপকারই করিয়াছিলেন। গরুড়ের দ্বারা যে জাতীয় অনিষ্ট সাধিত হইত, কালিয় সর্পের প্রবেশ তদপেক্ষা লক্ষগুণ অধিক অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কালিয়ের বিষে জলচর মৎস্যাদি

যশোদা রোহিণী নন্দো গোপ্যো গোপাশ্চ কৌরব।
কৃষ্ণং সমেত্য লব্ধেহা আসন্ছুষ্কা নগা অপি॥

অন্বয়ঃ।

হে কৌরব! যশোদা, রোহিণী, নন্দঃ গোপ্যঃ গোপাঃ চ কৃষ্ণং সমেত্য সংগত্য, লব্ধেহাঃ প্রাপ্তমনোরথাঃ, আসন্ বভূবুঃ, শুষ্কাঃ নগাঃ বৃক্ষাঃ অপি (কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা পরমাং মুদং লেভিরে)॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ততো হা পুত্র জীবসীতি গদ্গদস্বরা গুরুলজ্জাভয়প্রশ্রয়াদিনিরপেক্ষা অতিবিহ্বলা শ্রীযশোদা ততস্তৎসখীধৃতিনিবিড়তরা শুভিতঃ প্রাপ্তাসু মধ্যে মুখ্যা রোহিণী। ততঃ প্রেমোৎকট্যচলুকিতগাম্ভীর্য্যো বিলম্বাসহিষ্ণুঃ ব্রীসংমর্দ্দমধ্য এব প্রবিশ্য নন্দঃ। ততোঽন্য গোপ্যো বৎসলা গোপা শ্চোপনন্দাদয়ঃ। চকারেণানুরাগিণ্যঃ পূর্ব্বরাগবত্যো গোপ্যশ্চ দূরতো লোচনাঞ্জলীভিরেব সমেত্য পরিষ্বঙ্গাদিভিঃ সঙ্গন্তীভূয় লব্ধচেষ্টা লব্ধবাঞ্ছিতা মৃতা

হে কুরুবংশাবতংস পরীক্ষিৎ! তৎকালে যশোদা, রোহিণী, নন্দ, গোপ ও গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া যেন পূর্ণমনোরথ হইলেন; অধিক কি! শুষ্কপ্রায় পাদপ রাজিও শ্রীকৃষ্ণদর্শনে তৎক্ষণেই মুকুলিত হইয়া উঠিল॥

আভাস।

জীব কেন! তীরস্থ স্থাবর, জঙ্গম, এমন কি! উপরিচর জীবও, বিনষ্ট হইয়া যাইত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সামান্য মানবের কৃত নিয়মের বিশৃঙ্খলতা অল্প দিন প্রদর্শন করাইয়া, সর্পকে তথা হইতে নির্ব্বাসিত করত পূর্ব্বরীতি প্রতিষ্ঠিত করিলেন॥ ৫—১১॥

নন্দপত্নী যশোদা কালিয়বেষ্টনে শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ বিহ্বলাবস্থা নিরীক্ষণাবধি এযাবৎ মূর্চ্ছিতপ্রায়ই ছিলেন; কেবল মধ্যে মধ্যে সখীগণের মুখনিঃসৃত উচ্চরবে কৃষ্ণধ্বনি কর্ণ-কুহরে প্রবেশ-কালে ঘন ঘন শ্বাসপ্রবাহেই কেবল চেতনের লক্ষণ তাঁহাতে উপলক্ষিত হইত। এক্ষণে কৃষ্ণ মঙ্গলে আছেন এবং হ্রদ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এই কথা কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করত, সম্মুখেই শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া গুরুজনাদির উপস্থিতি নিবন্ধন লজ্জা ও ভয়ে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক প্রেমবিহ্বল-হৃদয়ে ও কাতর-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "হা পুত্র! এখনও কি তুমি জীবিত? আছেওরে অঞ্চলের ধন! একবার হৃদে আয়! এই দেখ! তোর অদর্শনে কালিয়বিষের অপেক্ষা গুরুতর বিষ তোর জননীর হৃদয়কে আক্রমণ করিয়াছে"! যশোদার কণ্ঠধ্বনি শ্রুত হইতে না হইতে, তাঁহার সখীগণ রোহিণীকে অগ্রে লইয়া তথায় ধাবিত হইয়া আসিলেন। অহো! এদিকে সেই জনতার মধ্যে অপর নারীর অঙ্গস্পর্শ হইবে এইভয়ে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা লজ্জিত না হইয়া, নন্দ ও উপানন্দাদি গোপবৃন্দ ত্বরিতপদে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের ন্যায় অন্যান্য গোপিকাও ঐ নিবিড় জনতার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা সকলেই মৃতদেহে জীবনপ্রাপ্তের ন্যায়, অপার আনন্দস্রোতে নিমগ্ন হইলেন। কৃষ্ণকে পুনঃ

রামশ্চাচ্যুতমালিঙ্গ্য জহাসাস্যানুভাববিৎ।
প্রেম্না তমঙ্কমারোপ্য পুনঃ পুনরুদৈক্ষত॥
গাবো বৃষা বৎসতর্য্যো লেভিরে পরমাং মুদং॥ ১২॥

অন্বয়ঃ।

কৃষ্ণস্য অনুভাববিৎ (অনুভাবং বেত্তীতি তত্ত্বজ্ঞঃ) রামঃ অচ্যুতং আলিঙ্গ্য জহাস (তথা) তং কৃষ্ণং অঙ্কং আরোপ্য প্রেম্না পুনঃ পুনঃ উদৈক্ষত। গাবঃ বৃষাঃ বৎসতর্য্যঃ (কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা) পরমাং মুদং লেভিরে॥ ১২॥

শ্রীধরস্বামী।

লব্ধেহাঃ লব্ধচেষ্টাঃ। নগা বৃক্ষা অপি পূর্ব্বং শুষ্কাঃ সন্তঃ সদ্য এব বিরূঢ়া ইত্যর্থঃ॥ ১২॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইব জীবন্ত্যো বভূবুঃ। কিং বহুনা নগাস্তীরে বৃক্ষাভাবাদ্দূরে বৃন্দাবনস্থা বৃক্ষা অপি তৎসাধর্ম্ম্যপ্রাপ্ত্যা কৃষ্ণমদৃষ্ট্বা শোকাৎ শুষ্কাস্তং পুনর্দৃষ্ট্বা লব্ধেহা অঙ্কুরপল্লবপুষ্পাদ্যুদ্গমবন্তঃ॥

জহাসেতি ধন্যোঽহমেবং কর্ত্তুং যুজ্যত ইত্যুক্ত্বা তৎপ্রভাবজ্ঞোঽপি প্রেম্না পুনঃ পুনরুৎকর্ষেণ ঐক্ষতেতি কালিয়হতকেন কচ্চিৎ ক্ষতন্তু নাভূরিতি ন্যভালয়ৎ॥ ১২॥

বলরাম শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বিশেষ অবগত ছিলেন; সুতরাং তিনি সেই অচ্যুতকে আলিঙ্গন করিয়া, কেবল হাস্য করিতে লাগিলেন মাত্র এবং ক্রোড়ে আরোহণ করাইয়া, প্রেমের ভরে তাঁহার মুখপানে বারংবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন॥

তত্রত্য গাভী, বৃষ এবং বৎসতরী সকলও শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শনে নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছিল॥ ১২॥

আভাস।

প্রাপ্ত হইয়া যেন তাঁহাদের যাবতীয় মনোরথই পূর্ণ হইল। ব্রজবাসী গোপবৃন্দের কথা দূরে থাকুক, তত্রত্য বৃক্ষাদির ব্যাপার দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। হ্রদের নিকটে সকল বৃক্ষই বিষপ্রভাবে পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের কোন চিহ্নও লক্ষিত হইত না; কিন্তু নন্দ-নন্দনের শুভাগমে সকলকেই পুনঃ অঙ্কুরিত ও প্ররোহিত হইতে দেখা গেল; এবং কিঞ্চিৎ দূরে যে সকল বৃক্ষ জীবিত ছিল, তাহারাও কৃষ্ণের আৎকালিক বিরহে যেন পত্র পুষ্পাদি শূন্য বিশীর্ণপ্রায় হইয়াছিল; এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমন মাত্রেই লব্ধকাম পূর্ণমনোরথ প্রাণীর আনন্দোচ্ছ্বাসের ন্যায়, পত্র পুষ্প ও মুকুলাদির নবশোভায় সুসজ্জিত প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

বলরাম কিন্তু এযাবৎ কোন ভয়োদ্বিগ্নের ভাব প্রকাশ করেন নাই। তিনি অচ্যুতের

নন্দং বিপ্রাঃ সমাগম্য গুরবঃ সকলত্রকাঃ।
ঊচুস্তে কালিয়গ্রস্তো দিষ্ট্যা মুক্তস্তবাত্মজঃ ॥ ১৩ ॥
যশোদা চ মহাভাগা নষ্টলব্ধপ্রজা সতী।
পরিষ্বজ্যাঙ্কমারোপ্য মুমোচাশ্রুকলাং মুহুঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ।

যে চ সকলত্রকাঃ স্ত্রীসহিতাঃ, গুরবঃ বিপ্রাঃ তে সমাগম্য ঊচুঃ ভো নন্দ! কালিয়গ্রস্তঃ তব আত্মজঃ দিষ্ট্যা সৌভাগ্যেন, এব (কালিয়াৎ) মুক্তঃ ॥ ১৩ ॥

নষ্টলব্ধপ্রজা (নষ্টা অদর্শনং গতা পুনর্লব্ধা প্রজা যয়া তথাভূতা) সতী মহাভাগা যশোদা চ কৃষ্ণং পরিষজ্য আলিঙ্গ্য, অঙ্কং আরোপ্য মুহুঃ অশ্রুকলাং আনন্দাক্রু মুমোচ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নন্দং তে বিপ্রা ঊচুঃ। কিং তৎ দিষ্ট্যেত্যাদি ॥ ১৩ ॥

নষ্টলব্ধপ্রজা নষ্টপ্রায়া পুনর্লব্ধা প্রজা যয়া সা ॥ ১৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

গুরবো ভাগুর্য্যাদিপুরোহিতাঃ ॥ ১৩ ॥

আদৌ নষ্টপ্রায়া পশ্চাল্লব্ধা প্রজা যয়া সা। অঙ্কমারোপ্য পরিষজ্যেতি পূর্ব্বং বহুলোকাপেক্ষাবশাৎ তাদৃশপরিষঙ্গালাভাদিতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

যে সমস্ত পুরোহিত ভার্য্যাদি সহ তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা নন্দরাজের সমীপে গমন করত তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, নন্দরাজ! আজ নিতান্ত সৌভাগ্যবশতই তোমার পুত্র কালিয়-হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে ॥ ১৩ ॥

ভাগ্যবতী সতী যশোদা নষ্টপ্রায় পুত্রকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া, পরমানন্দ সহকারে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং ক্রোড়ে উত্থাপন করিয়া, অবিরলধারে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

আভাস।

প্রভাব বিশেষ অবগত ছিলেন; সুতরাং তৎকালে তিনি কেবল হাস্য করিয়া মনে মনে বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ হে! তুমিই ধন্য। এতই সামর্থ্য তুমি ধারণ কর! বলরাম তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, পাছে কালিয়ের আঘাতে কোন স্থান আহত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

তথায় সমবেত ব্রাহ্মণগণেরও আনন্দের সীমা ছিল না। তাঁহারা হর্ষ-গদ্গদভরে নন্দকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, অহো! তোমার এবং আমাদের সৌভাগ্যে অদ্য শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় দর্শন দিলেন ॥ ১৩ ॥

তাং রাত্রিং তত্র রাজেন্দ্র ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাং শ্রমকর্ষিতাঃ।
ঊষুর্ব্রজৌকসো গাবঃ কালিন্দ্যা উপকূলতঃ॥
তদা শুচিবনোদ্ভূতো দাবাগ্নিঃ সর্ব্বতো ব্রজং।
সুপ্তং নিশীথ আবৃত্য প্রদগ্ধুমুপচক্রমে॥

অন্বয়ঃ।

হে রাজেন্দ্র! ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাং শ্রমকর্ষিতাঃ ব্রজৌকসঃ গাবঃ তত্র কালিন্দ্যাঃ যমুনায়াঃ উপকূলতঃ কূলপ্রান্তে এব তাং রাত্রিং ঊষুঃ॥

তদা তস্যাং রাত্রৌ তত্র নিশীথে অর্দ্ধরাত্রিসময়ে শুচিবনোদ্ভূতঃ (শুচিঃ গ্রীষ্মঃ তৎসম্বন্ধি যৎ বনং ততঃ উদ্ভূতঃ) দাবাগ্নিঃ সুপ্তং ব্রজং (গবাদিসহিতং ব্রজবাসিজনং) সর্ব্বতঃ আবৃত্য প্রদগ্ধুং উপচক্রমে॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অতঃ পরমদ্য রাত্রৌ বয়ং কৃষ্ণং নির্নিমেষং পশ্যন্ত এব স্থাস্যামঃ। ভাগ্যাকৃতোঽপি কালিয়ঃ পুনর্যদি বৈরং সিষাধয়িষু র্যায়াতি তদা মিলিতীভূয় লকুটৈ র্বারয়ামঃ। নতু দর্শন-ব্যবধায়কং স্বস্বগৃহং যাম ইতি সর্ব্বেষাং মনোরথমালক্ষ্য নন্দাদ্যা ব্রজৌকসঃ উপকূলতঃ বিষজলাদিভয়াৎ কূলসমীপং পরিত্যজ্য ঊষুঃ। অন্যথা দাবাগ্নিনা সর্ব্বত আবরণাসিদ্ধেঃ॥

শুচির্গ্রীষ্মঃ দাবাগ্নিরয়ং কংসানুচরঃ কালিয়সখঃ কশ্চিদসুর ইতি কেচিদাহুঃ।

হে নরপাল! সেই কালিয়দমনের দিন রাত্রিতে সমাগত ব্রজবাসিগণ ও গোবৃন্দ ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর ও শ্রান্ত হইলেও, কেহ গৃহে প্রত্যাগমন করে নাই; যমুনার উপকূলেই সে রাত্রি সকলে অতিবাহিত করিয়াছিল॥

অনন্তর রাত্রির প্রায় অর্দ্ধেক অতীত হইয়াছে, এমন সময় গ্রীষ্মকাল নিবন্ধন আতপ-শুষ্ক বনৈকদেশ হইতে উদ্ভূত দাবানল সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া নিদ্রিত ব্রজবাসিদিগকে পরিদগ্ধ করিবার উপক্রম করিল॥

অভাব।

ব্রজবাসী সকলে পরস্পরকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, দেখ! শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণকাল আমাদের অজ্ঞাতসারে থাকাতেই এরূপ বিপন্ন হইয়াছেন। আর আমরা তাঁহাকে নয়নের আগোচর করিব না। অদ্য রজনী আর কাহারও গৃহে যাওয়া হইবে না; সকলে অনিমেষ-লোচনে এক কৃষ্ণপানেই নিরীক্ষণ করিয়া থাকিব; কি জানি! পাষণ্ড কালিয় যদি পুনরায় কৃষ্ণ ধরিতে আইসে, তবে সকলে একত্র হইয়া, লগুড়াঘাতে তাহার জীবন সংহার করিব। নন্দরাজ ব্রজবাসিদের মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া, বিষজলের অনতিদূরে বনৈকদেশে সেই রাত্রি যাপনার্থ স্থান নির্ণয় করিলেন। নতুবা নিতান্ত জল-সমীপে থাকিলে, ভগবানের অনন্তর লীলা দাবাগ্নি ভোজন সুসিদ্ধ হইত না॥

ততঃ উত্থায় সম্ভ্রান্তাঃ দহ্যমানা ব্রজৌকসঃ।
কৃষ্ণং যযুস্তে শরণং মায়া-মনুজমীশ্বরং॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ হে রামামিতবিক্রম।
এষ ঘোরতমো বহ্নিস্ত্বাবকান্ গ্রসতে হি নঃ॥ ১৫॥

অন্বয়ঃ।

ততঃ দহ্যমানাঃ ব্রজৌকসঃ উত্থায় সম্ভ্রান্তাঃ দিগ্‌দেশকালাদিজ্ঞানরহিতাঃ অন্যদুপায়মপশ্যন্তঃ এব তে মায়ামনুজং (মায়য়া স্বেচ্ছয়া মানুষতয়া প্রতীয়মানং) ঈশ্বরং কৃষ্ণং শরণং যযুঃ॥

হে কৃষ্ণ! হে মহাভাগ কৃষ্ণ! হে অমিতবিক্রম রাম! এষঃ ঘোরতমঃ বহ্নিঃ ত্বাবকান্ (তব ইমান্ ইতি) ভবদীয়ান্, নঃ অস্মান্, হি গ্রসতে প্রদহতি॥ ১৫॥

শ্রীধরস্বামী।

শ্রমেণ কর্ষিতাঃ। উপকূলতঃ কূলোপান্তে॥ ১৫॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ব্রজৌকসঃ ব্রজস্থকৃষীবলাদ্যাঃ মায়য়া স্বরূপেণৈব মনুজং স্বরূপভূতয়া নিত্যাশক্ত্যা মায়াখ্যয়েতি শ্রুতেঃ। শরণং যযুরিত্যহো অস্মাকং প্রাণসঙ্কটসময়ে অস্মিন্নেব বালকে স্বপ্রসাদোদ্ভূতে নারায়ণ আবির্ভূয়াস্মান্ পালয়তি। "অনেন সর্ব্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথেতি" গর্গোক্তেস্তমিমং সম্প্রতি শ্রীনারায়ণাবিষ্টং কৃষ্ণমেব নারায়ণত্বেন বিশ্রভ্য বিপত্তরণার্থং শরণং যাম ইতি বিমৃশ্যেতি ভাবঃ॥

হে রামেতি তস্যাপি তদ্দিনে সর্ব্বজ্ঞত্ব-দর্শনাদয়মপি কৃষ্ণভ্রাতা দেবাবিষ্ট ইত্যনুমানাৎ॥ ১৫॥

অনলের প্রচণ্ড শব্দে ব্রজবাসিগণের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তাঁহারা সহসা গাত্রোত্থান করিয়া অগ্নির প্রদাহে বিমুগ্ধের ন্যায় হইয়া পড়িলেন; দিক্, দেশ বা কালাদির কিছুই নিরূপণ করিতে না পারিয়া, স্বেচ্ছাবিগ্রহধারী সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলেন॥

তাহারা বলিল, হে কৃষ্ণ! হে ঐশ্বর্য্যপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ! হে অমিতবিক্রম বলরাম! এই প্রচণ্ড হুতাশন অদ্য তোমাদের নিতান্ত আশ্রিত আপন-জন আমাদিগকে গ্রাস করিতেছে॥ ১৫॥

আভাস।

সমস্ত দিবসের উৎকণ্ঠা এবং শারীরিক ও মানসিক ক্লেশের পর ব্রজবাসী সকলে সেই কূলসমীপে শুষ্ক পত্র ও তৃণাদি পর্ণশয্যায় যেমন শয়ন করিলেন, অমনি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। ইতিমধ্যে কালিয়ের সখা কংসানুচর কোন এক মায়াবী অসুর

সুদুস্তরান্নঃ স্বান্ পাহি কালাগ্নেঃ সুহৃদঃ প্রভো।
ন শক্নুম স্ত্বচ্চরণং সংত্যক্তুমকুতোভয়ং ॥

অন্বয়ঃ।

হে প্রভো! সুদুস্তরাৎ কালাগ্নেঃ মৃত্যুরূপাদগ্নেঃ সকাশাৎ স্বান্ স্বকীয়ান্ সুহৃদঃ নঃ অস্মান্ পাহি। অকুতোভয়ং (নাস্তি ভক্তানাং কুতোঽপি ভয়ং যস্মাৎ তৎ) ত্বচ্চরণং সংত্যক্তুং ন শক্নুমঃ পারয়ামঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কালাগ্নেঃ মৃত্যুরূপাদগ্নেঃ ন মৃত্যোর্বিভিমঃ কিন্তু ত্বচ্চরণবিয়োগাদিত্যাহু র্ন শক্নুম ইতি।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কালো মৃত্যুস্তদ্রূপাদগ্নেঃ। মৃত্যৌ সতি ত্বচ্চরণেন সহ বিয়োগো ভবেৎ সতু দুঃসহ ইত্যাহু র্ন শক্নুম ইতি ॥

যুগান্তকালীন প্রলয়াগ্নির ন্যায়, এই দুস্তর দাবানল হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন! আমরা আপনাতে হৃদয় সমর্পণ করিয়াছি; আমরা আপনার নিতান্ত আপনার বলিয়া পরিচিত। মৃত্যু হয়, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু আপনার সর্ব্বভয়নাশন শ্রীপাদপদ্ম হইতে পাছে বিচ্যুত হই, এই ভয়েই নিতান্ত ভীত হইতেছি ॥

আভাস।

কংসের নির্দ্দেশানুসারে কৃষ্ণসহ সমবেত ব্রজবাসীকে একত্র সংহার করিবার মানসে বিষম দাবানলরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া দাহনার্থ অগ্রসর হইতে লাগিল। ব্রজবাসী সকলে তাদৃশ ভীষণ ব্যাপার অবলোকন করিয়া, প্রথমতঃ নিতান্তই মোহিত হইয়াছিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই যখন গর্গাচার্য্যের উপদেশ বাক্য তাহাদের স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল, তখনই তাহারা নির্ভরচিত্তে শ্রীকৃষ্ণসন্নিধানে অগ্রসর হইল। গর্গাচার্য্যের উক্তি "অনেন সর্ব্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ" ইতি, এই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা তোমরা সকল বিপদ হইতে উদ্ধার হইবে, এই বাক্য অনুসারে তাহারা মনে ভাবিল, এই জীবন-শঙ্কট সময়ে তাহাদের উদ্ধারার্থ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করেন ও তাহাদের সকলকে রক্ষা করেন; অতএব এস! সকলে আমরা জীবনদাতা কৃষ্ণরূপী নারায়ণের শরণাগত হই। কালীয়-দমন কালে অন্যান্য নন্দাদি ব্যক্তিগণ কৃষ্ণবিরহে যেরূপ কাতর হইয়াছিলেন, বলদেব সেরূপ হন নাই; তাহাতে ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণের ন্যায়, বলরামকেও নারায়ণাবিষ্ট জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বলরামেরও শরণাগত হইলেন ॥ ১৫ ॥

অনন্তশক্তিধারী ভগবান্ হৃষীকেশ স্বজনবর্গের তাদৃশ শঙ্কটাপন্ন বিপদ্ স্বয়ং অবলোকন করিয়া, প্রেমার্দ্রচিত্তে সেই অনল স্বয়ং পান করিলেন বলায়, অনলশক্তিকে আত্ম

ইত্থং স্বজনবৈক্লব্যং নিরীক্ষ্য জগদীশ্বরঃ।
তমগ্নিমপিবত্তীব্রমনন্তোঽনন্তশক্তিধৃক্ ॥ ১৬ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে বৃন্দাবনক্রীড়ায়াং দাবাগ্নিমোক্ষণং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ১৭ ॥ * ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

অথ কৃষ্ণঃ পরিবৃতো জ্ঞাতিভির্মুদিতাত্মভিঃ।

অন্বয়ঃ।

অনন্তশক্তিধৃক্ অনন্তঃ দেশকালাদ্যপরিচ্ছিন্নঃ জগদীশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ইত্থং স্বজনবৈক্লব্যং (স্বজনানাং ব্যাকুলতাং) নিরীক্ষ্য তং তীব্রং অগ্নিং অপিবৎ মুখেন অন্তর্ধাপয়ামাস। ১৬।

ইতি দশমে সপ্তদশঃ ॥

অথ অগ্নিপানানন্তরং মুদিতাত্মভিঃ (মুদিতাঃ আত্মানঃ যেষাং তৈঃ) হৃষ্টচিত্তৈঃ জ্ঞাতিভিঃ গোপৈঃ পরিবৃতঃ (তথা) অনুগীয়মানঃ উপস্তুতঃ কৃষ্ণঃ গোকুলমণ্ডিতং (গোকুলেন গবাং

শ্রীধরস্বামী।

বিমোহানহিদণ্ডেন ততঃ স্বং শরণং গতান্। গোপানপাদনন্তোঽসাবনন্তঘনবহ্নিভঃ ॥ ১৬ ॥

॥ * ॥ ইতি দশমে সপ্তদশঃ ॥ * ॥

অষ্টাদশে ততো গ্রীষ্মে বসন্তগুণলক্ষিতে। অঘাতয়দ্বলেনালং প্রলম্বং লীলয়া হরিঃ।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্বজনবৈক্লব্যং দৃষ্ট্বেতি স্বজনবিষয়কস্তৎপ্রেমৈব তেষাং রক্ষণার্থং তমৈশ্বর্য্যমনুসন্ধাপয়ামাসেতি ভাবঃ। নন্বু পরমসুকুমারঃ কথং তীব্রমগ্নিমপিবত্তত্রাহ অনন্তশক্তিধৃক্ তস্য সংহারিকা শক্তিরেবাপিবৎ। তস্মিন্ শক্তিমতি তৎপানোপচারমাত্রমিতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
দশমেঽস্মিন্ সপ্তদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

অনন্তশক্তি জগদীশ্বর দেব অনন্ত স্বজনবর্গের তাদৃশ শোকসন্তাপ সন্দর্শন করিয়া, সেই দাবানল স্বয়ং মুখে পানচ্ছলে অন্তর্নিহিত করিলেন ॥১৬॥

ইতি দশমে সপ্তদশ অধ্যায় ॥

শুকদেব বলিলেন, তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ যশোগানকারী হৃষ্টচিত্ত জ্ঞাতিগণে আভাস।

স্বরূপে উপশমিত করিলেন; ইহাই তাৎপর্য্য। নতুবা তাদৃশ সুকুমার অঙ্গে অগ্নিস্পর্শ কখনই সঙ্গত নহে ॥ ১৬ ॥ সপ্তদশ অধ্যায়ের আভাস সমাপ্ত ॥

অনুগীয়মানো ন্যবিশদ্ব্রজং গোকুল-মণ্ডিতং ॥ ১ ॥
ব্রজে বিক্রীড়তোরেবং গোপালচ্ছদ্মমায়য়া।
গ্রীষ্মো নামর্ত্তুরভবন্নাতিপ্রেয়াঞ্ছরীরিণাং ॥
সচ বৃন্দাবনগুণৈ র্বসন্ত ইব লক্ষিতঃ।
যত্রাস্তে ভগবান্ সাক্ষাদ্রামেণ সহ কেশবঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।

সমুহেন মণ্ডিতং পরিবেষ্টিতং) ব্রজং ন্যবিশৎ প্রবিষ্টবান্ ॥ ১ ॥

গোপালচ্ছদ্মমায়য়া গোপালনং এব ছদ্ম ব্যাজমাত্রং যস্যাং তয়া মায়য়া ইচ্ছয়া) এবং ব্রজে বিক্রীড়তোঃ ক্রীড়ানিবিষ্টয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) গ্রীষ্মঃ নাম গ্রীষ্মাখ্যঃ ঋতুঃ অভবৎ (সচ) শরীরিণাং দেহিনাং ন অতিপ্রেয়ান্ ন আদরণীয়ঃ সচ [প্রাণিনামপ্রিয়োঽপি] বৃন্দাবনগুণৈঃ, বসন্ত ইব লক্ষিতঃ [তত্রস্থৈ র্জনৈর্দৃষ্ট ইত্যর্থঃ] যত্র বৃন্দাবনে সাক্ষাৎ ভগবান্ পূর্ণব্রহ্ম কেশবঃ রামেণ বলরামেণ, সহ আস্তে ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কৃত্বা নৃত্যং ফণাগ্রেষু কালিয়স্য সকৌতুকং। বলং প্রলম্বভুজাংসমারোহয়দরাতিহা ॥ ১ ॥

গোপালচ্ছদ্মমায়য়া গোপালনমেব ছদ্ম যস্যাং তয়া মায়য়া ॥ ২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

গ্রীষ্মর্ত্তুবর্ণনং কেলৌ কৃষ্ণঃ শ্রীদামবাড়ভূৎ।
রামঃ প্রলম্বমাকুহ্যাহন্নিত্যষ্টাদশে কথা ॥ ১ ॥

গোপালনং ছদ্ম বনগমনায় মিষং যস্যাং তথাভূতা যা মায়া প্রচ্ছন্নকামত্বাময়ী জনবঞ্চনা তয়া বিক্রীড়তোর্ব্রজবালাভিঃ সহ বিহরতোরিতি। বলদেবস্যাপি পৃথক্ কান্তাঃ গোপ্যঃ আনন্দবৃন্দাবনে দৃষ্টাঃ মূলেঽপ্যুপরিষ্টাদ্বক্ষ্যতি বিষ্যন্তি ॥ ২ ॥

পরিবৃত, হইয়া গোসমূহে সমাকীর্ণ ব্রজধামে প্রবেশ করিলেন ॥ ১ ॥

এইরূপ স্বীয় অচিন্ত্যমায়া প্রভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম গোপালবেশে বৃন্দাবনে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন; ইতি মধ্যে তথায় গ্রীষ্মঋতুর আবির্ভাব হইল।

প্রচণ্ড উত্তাপপ্রদ গ্রীষ্মঋতু দেহধারী জীবমাত্রেরই পক্ষে তত সুখকর ও প্রীতিপ্রদ না হইলেও, বৃন্দাবনের নৈসর্গিক ধর্ম্মের প্রভাবে গ্রীষ্মও সন্তাপ-আভাস।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে বসন্ত-গুণ-লক্ষিত গ্রীষ্ম ঋতুর আগমনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বনবিহার কালে প্রলম্বাসুরের স্কন্ধে বলদেবকে আরোহণ করাইয়া, তৎকর্ত্তৃক প্রলম্বের নিধন-সাধন করেন, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে।

যত্র নির্ঝরনির্হ্রাদনিবৃত্তস্বনঝিল্লিকং।
শশ্বত্তচ্ছীকরজীষদ্রুমমণ্ডলমণ্ডিতং ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।

যত্র বৃন্দাবনে (গ্রীষ্মোঽপি) নির্ঝরনির্হ্রাদনিবৃত্তস্বনঝিল্লিকং (নির্ঝরাণাং নির্হ্রাদেন শব্দেন, নিবৃত্তস্বনাঃ প্রচ্ছন্নধ্বনয়ঃ, ঝিল্লিকাঃ কঠোরধ্বনিসূক্ষ্মকীটবিশেষাঃ, যস্মিন্ তৎ) শশ্বত্তচ্ছীকরজীষদ্রুমমণ্ডলমণ্ডিতং (শশ্বত্তেষাং নির্ঝরাণাং শীকরৈঃ জলকণৈঃ ঋজীষাঃ স্নিগ্ধাঃ যে দ্রুমাঃ তেষাং মণ্ডলৈঃ সমূহৈঃ মণ্ডিতং বনং অবিশৎ ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ) ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বসন্তসামামাহ চতুর্ভিঃ। যত্র গ্রীষ্মেঽপি নির্ঝরাণাং নির্হ্রাদেন ঘোষেণ নিবৃত্তস্বনাঃ ছন্নধ্বনয়ঃ ঝিল্লিকাঃ কঠোরধ্বনিসূক্ষ্মকীটা যস্মিন্ তথাভূতং বৃন্দাবনং ভবতি। কিঞ্চ। শশ্বত্তেষাং নির্ঝরাণাং শীকরৈরম্বুকণৈঃ ঋজীষাঃ স্নিগ্ধা যে দ্রুমাস্তেষাং মণ্ডলৈর্মণ্ডিতং ॥ ৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বসন্তসামামাহ চতুর্ভিঃ। যত্র বৃন্দাবনে গ্রীষ্মেঽপি নির্ঝরাণাং নির্হ্রাদেন ঘোষেণ নিবৃত্তস্বনা আচ্ছন্নধ্বনয়ো ঝিল্লিকাঃ কঠোরভাষিসূক্ষ্মকীটা যস্মিন্ তথাভূতং স্থলং ভবতীতি শেষঃ। শশ্বত্তেষাং শীকরৈরম্বুকণৈর্ঋজীষাঃ স্নিগ্ধা যে দ্রুমাস্তেষাং মণ্ডলৈর্মণ্ডিতং ॥ ৩ ॥

নিবারক বসন্তরূপে তথায় পরিলক্ষিত হইয়াছিল। হে রাজেন্দ্র! তৎকালে বৃন্দাবনে সাক্ষাৎ পরাৎপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়া, বলরামের সহিত একত্র ক্রীড়া করায়, বৃন্দাবনের শোভা অতুলনীয় হইয়াছিল ॥ ২ ॥

দারুণ নিদাঘ-কালেও নির্ঝরিণীগণের বসন্তকালোচিত কলকল ধ্বনিতে কর্কশভাষী ঝিল্লিকগণের শ্রুতিকটু রব আর শুনা যাইত না; স্রোতস্বতীর অম্বুকণায় স্নিগ্নসর্ব্বাঙ্গ তরুরাজি তটপ্রান্তে কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছিল! ॥ ৩ ॥

আভাস।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তি স্বীয় মায়াপ্রভাবে অনন্তদেব বলরামের সহিত যখন একত্র বনে বিহার করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের প্রসাদে বৃন্দাবনে নৈসর্গিক ভাবেরও বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। কারণ তৎকালে প্রচণ্ড গ্রীষ্মঋতুর বিকট উত্তাপও বসন্তোচিত তাপোপশমনকারী অভিনব ভাবে পরিচিত হইয়াছিল। ক্রমান্বয়ে শ্লোকচতুষ্টয়ের দ্বারা গ্রীষ্মঋতুর বসন্তভাব বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে কেশব নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে যে, "তস্মাত্ত্বয়ৈব দুষ্টাত্মা হতঃ কেশী জনার্দ্দন। তস্মাৎ কেশবনামা ত্বং লোকে জ্ঞেয়ো ভবিষ্যতি" ॥ শ্রীকৃষ্ণ জনহন্তা কেশীনামক অসুরকে নিহত করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি কেশব নামে অভিহিত হন। এখানে ভগবান্-

সরিৎসরঃপ্রস্রবণোর্ম্মিবায়ুনা কহ্লারকঞ্জোৎপলরেণুহারিণা।
ন বিদ্যতে যত্র ব্রজৌকসাং দবো নিদাঘবহ্ন্যর্কভবোঽতিশাদ্বলে ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।

যত্র বৃন্দাবনে অতিশাদ্বলে অতিহরিততৃণাকীর্ণে নিদাঘবহ্ন্যর্কভবঃ (নিদাঘঃ গ্রীষ্মঃ তেন তৎকালীনবহ্ন্যর্কাভ্যাং চ ভবতীতি তথা ভূতঃ) (যঃ) দবঃ তাপঃ (সঃ) ব্রজৌকষাং ব্রজবাসিনাং ন বিদ্যতে। (তত্র হেতুমাহ) সরিৎসরঃপ্রস্রবণোর্ম্মিবায়ুনা (সরিতঃ নদ্যঃ সরাংসি সরোবরাণি প্রস্রবণাঃ নির্ঝরাঃ তেষাং উর্ম্মিসম্বন্ধেন শীতলেন বায়ুনা) (তথা) কহ্লারকঞ্জোৎপলরেণুহারিণা (কহ্লারকঞ্জোৎপলানাং কুমুদপদ্মাদীনাং রেণুহারিণা পরাগবাহিনা বায়ুনা) ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যত্র গ্রীষ্মে বনে বা নিদাঘো গ্রীষ্মস্তেন তৎকালীনবহ্ন্যর্কাভ্যাঞ্চ ভবতি যো দবস্তাপঃ। অতিশাদ্বলে অতিহরিততৃণাকীর্ণে। যদ্বা। অতিক্রান্তশাদ্বলেঽপি স্থানে ॥ ৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সরিদাদীনামূর্ম্ময়ো যত্তস্তেনেতি শৈত্যাং। কহ্লারাদীনাং রেণূন্ হর্ত্তুং নিঃশব্দত্বেনালক্ষ্যতয়া চোরয়িতুং শীলং যস্যেতি সৌগন্ধ্যাদ্যন্যে দবস্তাপঃ। অন্যত্র নিদাঘো দাবানলভবস্তাপো ভবতি সোঽত্র নাস্তীত্যাহ। অতিশাদ্বলে অতিকোমলহরিততৃণাকীর্ণে ॥ ৪ ॥

তথায় সরোবর, নদী এবং প্রস্রবণের তরঙ্গস্পর্শে সুশীতল সমীরণ বিকসিত কমল, কহ্লার ও উৎপলের পরাগ বহন করত হরিত তৃণপূর্ণ বৃন্দারণ্যে নিবাসী জীবমাত্রেরই নিদাঘ-কাল-কৃত বহ্নি বা মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড উত্তাপাদি যাবতীয় ক্লেশেরই নিবারণ করিয়াছিল ॥ ৪ ॥

আভাস।

শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্যই এই যে, যদিও তিনি গোপবেশে গোপগণের সহিতই সামান্য ক্রীড়াদি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যাবতীয় ঐশ্বর্য্যই তৎসন্নিধানে নিত্য বিরাজমান ছিল। গ্রীষ্মকালে হ্রদিনীগণ স্বল্পতোয়া সুতরাং বেগশূন্যা হইয়া থাকে; কিন্তু বৃন্দাবনের নদীসকল জলপ্লাবিত এবং বর্ষাকালের ন্যায় উত্তাল তরঙ্গমালায় উচ্ছলিত হইয়া, কল কল ধ্বনিতে সঙ্গমাভিমুখে গমন করিতেছিল। প্রাবৃট্ সমাগমের ন্যায়, নদীর উপকূলাদি বনৈকদেশ হরিত তৃণরাজীতে পরিপূর্ণ ছিল। গন্ধবহ মৃদুমন্দ সঞ্চারে বিকশিত পঙ্কজাদির অপূর্ব্ব সৌরভ ও পরাগ বহন করত গ্রীষ্মোপতাপিত জীবগণের দেহসন্তাপ নিবারণ করিতেছিল। জীবমাত্রেই তাদৃশ উগ্র গ্রীষ্ম সময়ে বসন্তের যাবতীয় সৌন্দর্য্য একত্র প্রকাশমান নিরীক্ষণ করিয়া, গ্রীষ্মকালোচিত সন্তাপাদি কোন দুঃখই অনুভব করেন নাই। কারণ শ্রীকৃষ্ণের

অগাধতোয়হ্রদিনীতটোর্ম্মিভির্দ্রবৎপুরীষ্যাঃ পুলিনৈঃ সমন্ততঃ।
ন যত্র চণ্ডাংশুকরা বিষোল্বণা ভুবো রসং শাদ্বলিতঞ্চ গৃহ্নতে ॥ ৫ ॥
বনং কুসুমিতং শ্রীমন্নদচ্চিত্রমৃগদ্বিজং।

অন্বয়ঃ।

যত্র বনে বিষোল্বনাঃ বিষবৎতীক্ষ্ণাঃ চণ্ডাংশুকরাঃ সূর্য্যরশ্ময়ঃ অগাধতোয়হ্রদিনীতটোর্ম্মিভিঃ (অগাধানি গম্ভীরাণি তোয়ানি জলানি যাসাং তাসাং হ্রদিনীনাং জলাশয়ানাং তটস্পর্শিভিঃ ঊর্ম্মিভিঃ (পুলিনৈঃ তটৈঃ (সহ) সমন্ততঃ সর্ব্বতঃ দ্রবৎপুরীষ্যাঃ, (দ্রবৎ আর্দ্রং পুরীষং কর্দ্দমঃ যস্যাঃ) ভুবঃ পৃথিব্যাঃ শাদ্বলিতং শাদ্বলযুক্তং রসং চ ন গৃহ্নতে ন হরন্তি ॥ ৫ ॥

কুসুমিতং পুষ্পিতবৃক্ষব্যাপ্তং শ্রীমৎ বহুশোভাযুক্তং নদচ্চিত্রমৃগদ্বিজং (নদন্তঃ শব্দায়মানাঃ চিত্রাঃ শোভনাঃ মৃগাঃ দ্বিজাঃ চ যস্মিন্ তৎ) গায়ন্ময়ূরভ্রমরং (গায়ন্তঃ ময়ূরাঃ

শ্রীধরস্বামী।

নন্বু শাদ্বলমেব কুতস্ত্যং তত্রাহ অগাধেতি। অগাধানি তোয়ানি যাসাং তাসাং হ্রদিনীনাং তটস্পর্শিভিরূর্ম্মিভিঃ পুলিনৈর্দ্রবৎ পুরীষং পঙ্কো যস্যা তস্যা ভুবো রসং শাদ্বলিতং শাদ্বলরূপত্বঞ্চ বিষবদুল্বণা অপি) সূর্য্যরশ্ময়ো ন গৃহ্নন্তে ন হরন্তি তদ্বনং অবিশদিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অর্কভবতাপাভাবে পূর্ব্বোক্তরুচিরমণ্ডলমণ্ডিতত্বমেব হেতুরস্তি হেত্বন্তরমপ্যাহ। অগাধতোয়া হ্রদিন্যস্তাসাং তটস্পর্শিভিরূর্ম্মিভির্দ্রবৎ সদৈবার্দ্রং পুরীষং পঙ্কং যস্যাস্তথাভূতায়া ভুবো রসং ন গৃহ্নন্তীত্যন্বয়ঃ। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। রসং কীদৃশং সমন্ততঃ পঙ্কিলৈঃ পুলিনৈঃ শাদ্বলিতং শাদ্বলযুক্তীকৃতং। বিন্মতোর্লুগিতি মতুপো লুক্ ॥ ৫ ॥

তৎকালে নদীসমূহে জল পরিপূর্ণ ছিল এবং অগাধ জলের উত্তাল তরঙ্গে উপকূলের কর্দ্দমাদি ক্লেদ সর্ব্বদাই বিধৌত হওয়ায়, নিকটবর্ত্তী ভূমি সর্ব্বদাই সরস ছিল। সূর্য্যরশ্মি তীব্র হলাহলের ন্যায়, অতি প্রবল বিক্রম ধারণ করিয়াও, ভূমির রস বা ক্ষেত্রাদির নবীন ভাব হরণ করিতে পারে নাই ॥ ৫ ॥

বিবিধ কুসুমশোভিত বনরাজি নানাপ্রকার পশু ও পক্ষীকুলের কলধ্বনিতে সর্ব্বদাই নিনাদিত হইতেছিল। ময়ূরগণের কেকারব মধুমত্ত ভ্রমরের

আভাস।

নামই বসন্ত। সেই ভূতভাবন ভগবানচন্দ্রের আবির্ভাবে নৈসর্গিক অবসন্ত ভাবের অপগমে স্বয়ং ঋতুরাজ বসন্ত সমাগত হইয়া, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণ সম্বাহনাদির নিমিত্তই যেন উপস্থিত হইলেন ॥ ১—৫ ॥

গায়ন্ময়ূরভ্রমরং কূজৎ কোকিলসারসং ॥
ক্রীড়িষ্যমাণস্তৎ কৃষ্ণো ভগবান্ বলসংযুতঃ।
বেণুং বিরণয়ন্ গোপৈর্গোধনৈঃ সংবৃতোঽবিশৎ ॥
প্রবালবর্হস্তবকস্রগ্ধাতুকৃতভূষণাঃ।
কৃষ্ণরামাদয়ো গোপা ননৃতুর্যুযুধুর্জগুঃ ॥

অন্বয়ঃ।

ভ্রমরাঃ চ যস্মিন্ তৎ] কূজৎ কোকিলসারসং [কূজন্তঃ শব্দং কুর্ব্বন্তঃ কোকিলাঃ সারসাঃ চ যস্মিন্ তৎ] বনং [অবিশদিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ] ॥

ভগবান্ কৃষ্ণঃ ক্রীড়িষ্যমাণঃ বলসংযুতঃ [বলেন বলরামেণ সংযুতঃ মিলিতঃ] গোপৈঃ গোধনৈঃ গোসমূহৈঃ চ সংবৃতঃ পরিবেষ্টিতঃ [তথা] বেণুং বিরণয়ন্ বিশেষেণ বাদয়ন্ সন্ তৎ বনং আবিশৎ প্রবিষ্টবান্ ॥

প্রবালবর্হস্তবকস্রগ্ধাতুকৃতভূষণাঃ প্রবালবর্হস্তবকৈঃ প্রবালনির্ম্মিতচূড়াগুচ্ছৈঃ স্রগ্‌ভিঃ মালাভিঃ তথা ধাতুভিঃ গৈরিকাদিভিঃ চ কৃতানি ভূষণানি যেষাং তে [কৃষ্ণরামাদয়ঃ কৃষ্ণবলরামপ্রভৃতয়ঃ গোপাঃ, পরস্পরং] ননৃতুঃ, যুযুধুঃ যুদ্ধং কৃতবন্তঃ, [তথা] জগুঃ গীতবন্তঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নদন্তশ্চিত্রা মৃগা দ্বিজাশ্চ যস্মিন্ গায়ন্তো ময়ূরা ভ্রমরাশ্চ যস্মিন্ কূজন্তঃ কোকিলা সারসাশ্চ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

গোপা ইতি। রামস্যাপি গোপাভিমানত্বাৎ ॥

গুঞ্জনধ্বনি, কোকিলের কাকলি এবং সারসের কলধ্বনিতে সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইত ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপ ও গোধনে পরিবৃত হইয়া, বলরামের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে করিতে বেণু নিনাদন পূর্ব্বক তাদৃশ নৈসর্গিক শোভাশালী বৃন্দারণ্যে প্রবেশ করিলেন ॥

হে রাজেন্দ্র! রামকৃষ্ণাদি বয়স্য গোপমাত্রেই সেই বনমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক নবীন কিশলয়, ময়ূরপুচ্ছ, পুষ্পস্তবক, বনমালা এবং বিচিত্র গৈরিক ধাতু প্রভৃতিতে বিভূষিত হইয়া নৃত্য, গান ও পরস্পরের বাহুযুদ্ধের পরিচয়ে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥

আভাস।

এদিকে রাখাল বালকেরা নবজলধর শ্যামসুন্দর মুরলীধারী স্বীয় ইষ্টদেবতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নির্জ্জনে প্রাপ্ত হইয়া, বালকোচিত কল্পনা অনুসারে বনজাত দ্রব্যদ্বারা তাঁহাকে ভূষিত করিয়া আপনারা ভূষিত হইলেন। ভক্তবৎসল ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনও ভক্তের

কৃষ্ণস্য নৃত্যতঃ কেচিজ্জগুঃ কেচিদবাদয়ন্।
বেণুপাণিদলৈঃ শৃঙ্গৈঃ প্রশশংসুরথাপরে॥
গোপজাতিপ্রতিচ্ছন্না দেবা গোপালরূপিণং।
ঈড়িরে কৃষ্ণরামঞ্চ নটা ইব নটং নৃপ॥ ৬॥

অন্বয়ঃ।

নৃত্যতঃ নৃত্যমানস্য কৃষ্ণস্য [সম্বন্ধে] কেচিৎ গোপাঃ জগুঃ কেচিৎ [বেণূন্] অবাদয়ন্ বাদয়ামাসুঃ তথা অপরে কেচিৎ বেণুপাণিদলৈঃ শৃঙ্গৈঃ প্রশশংসুঃ॥

হে নৃপ! গোপজাতিপ্রতিচ্ছন্নাঃ [ভগবল্লীলামাধুর্য্যাস্বাদনার্থং] গোপজাতিষু প্রতিচ্ছন্নাঃ অবতীর্ণাঃ নটাঃ ইব [গোপালরূপিণঃ] দেবাঃ নটং ইব [আচরন্তং] কৃষ্ণরামং চ ঈড়িরে তুষ্টুবুঃ॥ ৬॥

শ্রীধরস্বামী।

যস্মিন্ তদ্বনমবিশৎ॥ ৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কৃষ্ণস্য নৃত্যতঃ কৃষ্ণে নৃত্যতি সতীত্যর্থঃ। কৃষ্ণোপাসকৈ র্ভক্তৈরুপাস্যত্বাদাগমাদিষু তথা প্রসিদ্ধ্যা চ দেবাঃ কিন্তু গোপজাত্যা প্রতিচ্ছন্না ইতি তেষাং দেবানামপি গোপজাতিত্বমিত্যর্থঃ। যদ্বা। গোপজাতিষু কৃষ্ণসখেষু মধ্য এব প্রতিচ্ছন্না নরবেশেন স্থিতা নারদাদয়ো ভক্তা স্তল্লীলাস্বাদার্থমিত্যর্থঃ। গোপালরূপিণমিতি নিত্যযোগে ইনিঃ॥ ৬॥

শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যকালে কোন বালক গান, কেহ বা বাদ্য, কেহ বা বংশীরব, কেহ বা শৃঙ্গধ্বনি পূর্ব্বক করতালি দ্বারা (বাহবাদি শব্দে) তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল॥

হে নরনাথ! গোপালরূপে প্রতিচ্ছন্ন দেবতাগণ মায়ামনুষ্যরূপী গোপালবেশে ক্রীড়ানিরত নটবর শ্রীকৃষ্ণকে নটের ন্যায় স্তব করিতে লাগিলেন॥ ৬॥

আভাস।

সাধ পূরণ করত, বালকদের সহিত বালকাচরণে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ভগবানের এ সকল আচরণই লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে মাত্র। কারণ শ্রীকৃষ্ণ সামান্য গোপশিশু নহেন, পূর্ণব্রহ্ম। মায়ামনুষ্য বিগ্রহ ধারণে উপনীত হইয়াছিলেন এবং বালকগণও প্রকৃত বালক নহে; সকলেই তাঁহারা পার্ষদ দেবতা; তাহা পূর্ব্বে ভগবদাবির্ভাব বর্ণন কালে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ দুষ্ট অসুরগণের সংহার দ্বারা ধর্ম্মের প্রশ্রয় ও অধর্ম্মের নিবারণ করিয়াছেন। এইরূপ কার্য্য তাঁহার প্রত্যেক লীলাতেই সুস্পষ্ট বর্ণিত আছে। নট যেমন বেশভূষাদির পরিবর্ত্তন করত, ভিন্ন নামে ও বিভিন্ন রূপে রঙ্গ-মঞ্চে উপস্থিত হইয়া দর্শকবৃন্দের চিত্ত বিনোদন করে, ভগবান্ হৃষীকেশও যখন যে জাতীয় কর্ম্মের প্রয়োজন

ভ্রামণৈর্লঙ্ঘনৈঃ ক্ষেপৈরাস্ফোটনবিকর্ষণৈঃ।
চিক্রীড়তুর্নিযুদ্ধেন কাকপক্ষধরৌ ক্বচিৎ ॥
ক্বচিন্নৃত্যৎসু চান্যেষু গায়কৌ বাদকৌ স্বয়ং।
শশংসতুর্মহারাজ সাধু সাধ্বিতি বাদিনৌ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।

কাকপক্ষধরৌ (কাকপক্ষাঃ কর্ণাগ্রলম্বিবক্রালকাঃ তান্ ধারয়ন্তঃ যৌ তৌ) রামকৃষ্ণৌ ক্বচিৎ কুত্রাপি ভ্রামণৈঃ ভ্রমণাদিভিঃ লঙ্ঘনৈঃ ক্ষেপৈঃ আস্ফোটনবিকর্ষণৈঃ (আস্ফোটনৈঃ ভুজমূলাঘাতৈঃ বিকর্ষণৈঃ চ) নিযুদ্ধেন বাহুযুদ্ধেন চিক্রীড়তুঃ ॥

ক্বচিৎ অন্যেষু গোপেষু নৃত্যৎসু (সৎসু) স্বয়ং গায়কৌ বাদকৌচ (ভূত্বা) হে মহারাজ সাধু সাধু ইতি বাদিনৌ কথয়ন্তৌ রামকৃষ্ণৌ শশংসতুঃ প্রশশংসতুঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কাকপক্ষঃ চূড়াকরণাৎ প্রাক্তনাঃ কেশাঃ। ভ্রামণাদিভিঃ প্রকারৈর্নিযুদ্ধেন বাহুযুদ্ধেন চিক্রীড়তুঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

আস্ফোটনৈঃ করতলেন ভুজমূলাঘাতৈঃ। নিযুদ্ধেন বাহুযুদ্ধেন। কাকপক্ষাশ্চূড়াকরণাৎ প্রাক্তনাঃ কেশা ইতি স্বামিচরণাঃ। কেশগুম্ফিতবেণীত্রয়মিতি কেচিৎ। কর্ণাগ্রলম্বিবক্রালকা ইত্যন্যে ॥ ৭ ॥

কাকপক্ষের ন্যায় উভয় গণ্ডে লম্বমান অনতিদীর্ঘ কেশগুচ্ছে শোভমান রামকৃষ্ণ ভ্রাতাদ্বয় কখন ভ্রামণ, উল্লম্ফন, উৎক্ষেপণ, আস্ফোটন ও পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণাদি বাহুযুদ্ধে নানাস্থানে নানাপ্রকার ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন ॥

কোন স্থানে অন্য গোপবালকগণকে নৃত্য করিতে অবলোকন করিলে, স্বয়ং রামকৃষ্ণ ভ্রাতাদ্বয় উচ্চকণ্ঠে গীত ও বাদ্যচ্ছলে করতালি ও সাধুবাদ প্রদান করত, তাহাদের বিশেষ প্রশংসা করিতেন ॥ ৭ ॥

আভাস।

তখন তদনুরূপ বিগ্রহ পরিগ্রহে এই সংসাররূপ বিরাট রঙ্গ-মন্দিরে আবির্ভূত হইয়া তৎকর্ত্তৃক আহূত ভক্তবৃন্দের চিত্ত বিনোদন করেন ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বনে গোচারণ প্রসঙ্গে বালকদের সহিত বিচিত্র ক্রীড়া করিতেছেন, ইতিমধ্যে কংসপ্রেরিত প্রলম্বাসুর রামকৃষ্ণের বিনাশবাসনায় প্রচ্ছন্ন গোপবালকের রূপ ধারণ করত, তথায় উপস্থিত হইল। অন্তর্যামী হরি মনে মনে সমস্তই অবগত হইয়াছিলেন এবং বলরামের দ্বারা তাহার সংহার-সাধনার্থ একটী ক্রীড়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন ও প্রলম্বকে

ক্বচিদ্বিল্বৈঃ ক্বচিৎ কুম্ভৈঃ ক্বচামলকমুষ্টিভিঃ।
অস্পৃশ্যনেত্রবন্ধাদ্যৈঃ ক্বচিন্মৃগখগেহয়া ॥ ৮ ॥
ক্বচিচ্চ দর্দ্দুরপ্লাবৈর্বিবিধৈরুপহাসকৈঃ।
কদাচিৎ স্যন্দোলিকয়া কর্হিচিন্নৃপলীলয়া ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ।

ক্বচিৎ বিল্বৈঃ বিল্বফলৈঃ, কুম্ভৈঃ কুম্ভবৃক্ষফলৈঃ, ক্বচ ক্বচিৎ আমলকমুষ্টিভিঃ (আমলকফলপিহিতমুষ্টিভিঃ) ক্বচিৎ মৃগখগেহয়া (মৃগাণাং খগানাং চ ঈহয়া চেষ্টয়া) অস্পৃশ্যনেত্রবন্ধাদ্যৈঃ নেত্রবন্ধনাদিভিঃ (ক্রীড়াভিঃ চেরতুরিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ) ॥ ৮ ॥

ক্বচিৎ দর্দ্দুরপ্লাবৈঃ মণ্ডূকপ্লুতিভিঃ, বিবিধৈঃ নানাপ্রকারৈঃ, উপহাসকৈঃ উপহাসজনকবিচিত্রানুকরণৈঃ, কদাচিৎ স্যন্দোলিকয়া দোলালম্বনেন কর্হিচিৎ নৃপলীলয়া (সিংহাসনে উপবিশ্য রাজবৎক্রীড়য়া চেরতুরিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ) ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কুম্ভৈঃ কুম্ভবৃক্ষফলৈঃ অস্পৃশ্যং অস্পৃশ্যত্বং নেত্রবন্ধশ্চ তদাদ্যৈর্মৃগাণাং খগানাঞ্চ চেষ্টয়া ॥ ৮ ॥

দর্দ্দুরপ্লাবৈঃ মণ্ডূকপ্লুতিভিঃ। স্যন্দোলিকয়া দোলালম্বনেন। নৃপাণামিব লীলয়া ॥ ৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ক্বচিদ্বিল্বৈরিতি। নিক্ষিপ্যমানয়োর্বিল্বফলয়োঃ পরস্পরাঘাতৈঃ। এবং কুম্ভৈঃ কুম্ভবৃক্ষফলৈঃ। অস্পৃশোতি স্পর্শস্য অদিৎসাচিকীর্ষাভ্যাং ক্রীড়া তত্র স্পর্শকর্ত্তুর্জয়ঃ স্পর্শাকর্ত্তুঃ পরাজয়ঃ। অলক্ষিতমেব পৃষ্ঠদেশমাসাদ্য পাণিতলাভ্যাং নেত্রবন্ধকং পরিচিনোতি চেৎ জয়ঃ নচেৎ পরাজয়ঃ। সর্ব্বত্র জয়পরাজয়য়োর্মুরলীবেত্রাদিরেব গ্রহঃ। খগমৃগেহয়েতি

কোথাও বিল্বফল বা কুম্ভফল উৎক্ষেপণ ও নিক্ষেপণ করত, কখনও বা মুষ্টিমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমলক লুক্কায়িত করত পরস্পরকে প্রশ্ন ও প্রতিবচন দ্বারা, কোথায় বা পরস্পরে স্পর্শ ও পলায়নাদি দ্বারা, কিম্বা কোন বালকের নেত্রদ্বয় বস্ত্রাবরণে বন্ধনপূর্ব্বক পশ্চাৎ হইতে পাণিতল দ্বারা স্পর্শ করত, স্পর্শকারীর নাম জিজ্ঞাসা এবং প্রকৃত নাম কথনে বন্ধনগ্রস্ত বালকের জয় ও স্পর্শকারীর পরাজয়, কখনও বা মৃগ, কখনও বা খগের ন্যায় আচরণ করত ভ্রাতাদ্বয় ক্রীড়া করিতেন ॥ ৮ ॥

মণ্ডূকের ন্যায় ক্রীড়াহ্রদে উল্লম্ফনাদি এবং বিচিত্র উপহাস-ব্যঞ্জক কৌতুক-বাক্যে ক্রীড়া করিতেন। বনের বৃক্ষশাখায় লম্বমান রজ্জুযোগে দোলা

আভাস।

আপনার পক্ষভুক্ত করিবার মানসে প্রথমেই তাহাকে আপনার সখারূপে স্বীকার করিলেন। প্রলম্বও স্বীয় অভিসন্ধি সাধনের উত্তম উপায় বিবেচনা করিয়া, বলদেবের বিপক্ষরূপে

এবং তৌ লোকসিদ্ধাভিঃ ক্রীড়াভিশ্চেরতুর্বনে।
নদ্যদ্রিদ্রোণিকুঞ্জেষু কাননেষু সরঃসু চ ॥ ১০ ॥
পশূংশ্চারয়তো গোপৈস্তদ্বনে রামকৃষ্ণয়োঃ।
গোপরূপী প্রলম্বোঽগাদসুরস্তজ্জিহীর্ষয়া।
তং বিদ্বানপি দাশার্হো ভগবান্ সর্ব্বদর্শনঃ।
অন্বমোদত তৎসখ্যং বধং তস্য বিচিন্তয়ন্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ।

এবং তৌ রামকৃষ্ণৌ নদ্যদ্রিদ্রোণিকুঞ্জেষু (নদ্যঃ অদ্রয়ঃ পর্ব্বতাঃ দ্রোণয়ঃ পর্ব্বতমধ্যস্থনিম্নস্থানানি, কুঞ্জানি চ এষু) কাননেষু সরঃসু বনে চ লোকসিদ্ধাভিঃ ক্রীড়াভিঃ চেরতুঃ ॥ ১০ ॥

তৎ তস্মিন্ বনে গোপৈঃ (সহ) পশূন্ গবাদীন্ চারয়তোঃ রামকৃষ্ণয়োঃ তজ্জিহীর্ষয়া (তৎ তয়োঃ জিহীর্ষয়া হর্ত্তুমিচ্ছয়া) গোপরূপী গোপবেশধারী প্রলম্বঃ (তদাখ্যঃ কশ্চিৎ অসুরঃ) অগাৎ ॥

সর্ব্বদর্শনঃ ভগবান্ দাশার্হঃ তং বিদ্বান্ জানন্ অপি তস্য বধং বিচিন্তয়ন্ তৎসখ্যং অন্বমোদত ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নদ্যঃ অদ্রয়ঃ দ্রোণয়ঃ কুঞ্জানি চ এষু ॥ ১০ ॥

চারয়তোঃ সতোঃ তদ্বনে তস্মিন্নেব বনে। তয়োর্জিহীর্ষয়া ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

খগাদ্যাকৃতিমন্তাং মিথো যুদ্ধকূজিতাদিকং কদাচিৎ শ্রাবণশুক্লতৃতীয়ামারভ্য সান্দোলিকয়া দোলান্দোলনেন নৃপচেষ্টয়া দানঘট্টপ্রদেশেষু নৃপসেব চেষ্টা ঘট্টকরাজত্বরক্ষয়া ব্রজবালানিরোধস্তয়া দ্রোণাশ্চাদ্রিসন্ধয়ঃ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

চারয়তোঃ সতোঃ গোপরূপী যঃ কোঽপি গোপস্তদ্দিনে কিঞ্চিৎ কৃত্যার্থং গৃহে স্থিতস্তদ্রূপধারী তয়োর্জিহীর্ষয়া ॥

প্রস্তুত করত দোলায়মান হইতেন; কখন বা রাজার ন্যায় উচ্চস্থানে উপবেশন পূর্ব্বক বালকগণকে পাত্রমিত্রাদি অমাত্যকল্পনায় কল্পিত রাজাচরণে আনন্দ প্রকাশ করিতেন ॥ ৯ ॥

এইরূপ প্রসিদ্ধ ব্যবহারানুরূপ ক্রীড়াচরণে রামকৃষ্ণ উভয়ে নদী, গিরিশৃঙ্গ, অদ্রিগহ্বর, উপবন ও কাননাদি সরোবরে ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

এই প্রকারে এক দিবস রামকৃষ্ণ বৃন্দারণ্যে গোপগণ সহ গোধন-চারণ করাইতেছেন, এমন সময়ে প্রলম্ব নামে একটী ভয়ানক অসুর তাঁহাদিগকে

আভাস।

কৃষ্ণসম্প্রদায়েই নিযুক্ত হইল। প্রলম্ব মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের বীর্য্য বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত ছিল; সুতরাং স্পষ্টতঃ কৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণ তাহার পক্ষে কোন মতে সম্ভবপর হইবে না;

তত্রোপহূয় গোপালান্ কৃষ্ণঃ প্রাহ বিহারবিৎ।
হে গোপা, বিহরিষ্যামো দ্বন্দ্বীভূয় যথাযথং ॥ ১২ ॥
তত্র চক্রুঃ পরিবৃঢ়ৌ গোপা রামজনার্দ্দনৌ।
কৃষ্ণসঙ্ঘট্টিনঃ কেচিদাসন্ রামস্য চাপরে ॥
আচেরু বিবিধাঃ ক্রীড়া বাহ্যবাহকলক্ষণাঃ।

অন্বয়ঃ।

(যত্র সমভূমৌ তদ্বধযোগ্যা ক্রীড়া ভবেৎ) তত্র বিহারবিৎ (অভিনব-চমৎকৃত-নানা বিহারাভিজ্ঞঃ) কৃষ্ণঃ গোপান্ উপহূয়, হে গোপঃ যথাযথং বয়োবলাদ্যনুরূপং, দ্বন্দ্বীভূয় বয়ং বিহরিষ্যামঃ ইতি প্রাহ ॥ ১২ ॥

তত্র গোপাঃ রামজনার্দ্দনৌ এব পরিবৃঢ়ৌ নায়কৌ চক্রুঃ তত্র কেচিৎ কৃষ্ণসঙ্ঘট্টিনঃ কৃষ্ণস্য সঙ্ঘট্টিনঃ যূথগতা পক্ষীয়াঃ) আসন্ তথা অপরে রামস্য সঙ্ঘট্টিনঃ আসন্ ॥

(তে) বাহ্যবাহকলক্ষণাঃ বাহ্যত্বং বাহকত্বং চ লক্ষণং ফলং যাসু তথাবিধাঃ বিবিধাঃ ক্রীড়াঃ

শ্রীধরস্বামী।

যথাযথং বয়োবলাদ্যনুরূপং দ্বন্দ্বীভূয় ॥ ১২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিচিন্তয়ন্ অনেনৈব প্রকারেণেমং ঘাতয়িষ্যামীতি চিন্তয়া নিশ্চিন্বন্ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

পরিবৃঢ়ৌ নায়কৌ। কৃষ্ণস্য সঙ্ঘট্টো যূথস্তদ্গতাঃ ॥

কিন্তু বাহ্যবাহকলক্ষণাঃ। অস্যার্থং বিবৃণোতি যত্রেতি। পিহিতফলাদিজ্ঞানবন্তো

হরণ করিবার বাসনায় গোপরূপ ধারণ পূর্ব্বক তথায় আগমন করিল ॥

সর্ব্বান্তর্যামী ভক্তজনপরিপালক ভগবান্ শ্রীহরি অসুরের মনোগত অভিসন্ধি অবগত হইয়াও কেবল তাহার সংহার-মানসেই ঐ অসুরের সহিত সখ্যতা স্বীকার করিলেন ॥ ১১ ॥

বিহারজ্ঞ কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ তখন সমগ্র গোপালগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, ওহে গোপগণ! এস! আমরা অদ্য তুল্যবল দুই দুই জনে মিলিত হইয়া বিহার করিব ॥ ১২ ॥

তন্মধ্যে তাঁহারা দুই ভ্রাতাই দুই দলের অধিপতি হইলেন। বালকদের মধ্যে কেহ বলরামের পক্ষে, কেহ বা শ্রীকৃষ্ণের দলভুক্ত হইল ॥

এই উভয়দলে পরস্পরে বিবিধ ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন; তন্মধ্যে মুষ্টির

আভাস।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞাতসারে যদি বলরামকে সে কোন উপায়ে সংহার করিতে পারে, তাহা হইলে যজ্ঞনাথরহে শ্রীকৃষ্ণ আপনা হইতেই আসন্ন হইবেন; তাহার নিধনার্থ অন্য কোন

যত্রারোহন্তি জেতারো বহন্তি চ পরাজিতঃ ॥ ১৩ ॥
বহন্তো বাহ্যমানাশ্চ চারয়ন্তশ্চ গোধনং।
ভাণ্ডীরকং নাম বটং জগ্মুঃ কৃষ্ণপুরোগমাঃ ॥
রামসঙ্ঘট্টিনো যর্হি শ্রীদামবৃষভাদয়ঃ।
ক্রীড়ায়াং জয়িনস্তাংস্তানূহুঃ কৃষ্ণাদয়ো নৃপ ॥

অন্বয়ঃ।

আচেরুঃ যত্র জেতারঃ আরোহন্তি পরাজিতাঃ চ বহন্তি ॥ ১৩ ॥

এবং বহন্তঃ বাহ্যমানাঃ চ গোধনং চারয়ন্তঃ কৃষ্ণপুরোগমাঃ কৃষ্ণাদয়ঃ গোপাঃ ভাণ্ডীরকং নাম বটং জগ্মুঃ ॥

হে নৃপ! যর্হি ক্রীড়ায়াং রামসঙ্ঘট্টিনঃ শ্রীদামবৃষভাদয়ঃ জয়িনঃ জেতারঃ তদা তান্ তান্ কৃষ্ণাদয়ঃ ঊহুঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

পরিবৃঢ়ো নায়কৌ। তত্র কেচন কৃষ্ণসঙ্ঘট্টিনঃ কৃষ্ণপক্ষীয়াঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

জেতারঃ আরোহন্তি তদজ্ঞানবন্তঃ পরাজিতা বহন্তি ॥ ১৩ ॥

অন্তর্গত ফলাদির জ্ঞানেই জয়ী ও পরাজিতের নির্ব্বাচন হইত। অর্থাৎ প্রকৃত ফলের নাম বলিতে পারিলেই জয়, না পারিলেই পরাজয়। জয়ী বালক স্কন্ধে আরোহণ করিবে এবং পরাজিত বালক তাহাকে বহন করত নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাইবে ॥ ১৩ ॥

এইরূপ প্রতিজ্ঞায় বালকগণ গোচারণ করাইতে করাইতে কেহ কাহাকে বহন করিতেছিল, কেহ বা কাহারও স্কন্ধে আরোহণ করিয়া, সকলে কৃষ্ণসহ ভাণ্ডীর নামক বিখ্যাত বন-সন্নিধানে উপনীত হইলেন ॥

হে নরপাল! এই প্রকারে শ্রীদাম ও বৃষভাদি রামপক্ষীয় বালকবৃন্দ যখন ক্রীড়ায় জয়লাভ করিতেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপক্ষীয় বালকবৃন্দ তাহা-

আভাস।

উপায় অবলম্বনের আর অবশ্যক করিবে না, এই বিবেচনায় সে বলরামকে ক্রীড়াচ্ছলে স্কন্ধে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের অনবধানে সংহার করিবার সংকল্প করিল। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে

অস্পৃশ্যলীলায়াং যদি রামসঙ্ঘট্টিনাং মধ্যে কোঽপি কৃষ্ণসঙ্ঘট্টিনাং কমপি স্পৃশতি তদা রামসঙ্ঘট্টিনঃ সর্ব্বে জেতারঃ সন্তস্তান্ কৃষ্ণসঙ্ঘট্টিনঃ আরোহন্তি তে চ কৃষ্ণসঙ্ঘট্টিনঃ সর্ব্বে পরাজিতাঃ সন্ত স্তান্ রামসঙ্ঘট্টিনো যথাযথং বহন্তি এবং বিপক্ষে বাহ্যবাহকলক্ষণং জ্ঞেয়মিতি ॥ ১৩ ॥

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনশ্চ প্রলম্বো রোহিণীসুতং ॥ ১৪ ॥
অবিষহ্যং মন্যমানঃ কৃষ্ণং দানবপুঙ্গবঃ।
বহন্ দ্রুততরং প্রাগাদবরোহণতঃ পরং ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।

ভগবান্ কৃষ্ণঃ পরাজিতঃ সন্ শ্রীদামানং উবাহ, ভদ্রসেনঃ বৃষভং তথা প্রলম্বঃ (অসুরঃ) রোহিণীসুতং বলরামং চ উবাহ ॥ ১৪ ॥

দানবপুঙ্গবঃ দানবেষু পুঙ্গবঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রলম্বঃ কৃষ্ণং অবিষহ্যং (প্রবলত্বেন সোঢ়ুং অশক্যং) মন্যমানঃ (স্বদৃষ্টিপথবঞ্চনায় রামং বহন্ অবরোহণতঃ (অবরুহ্যতে অস্মিন্ ইতি অবরোহণং বটঃ) তস্মাৎ পরং দূরং দ্রুততরং প্রাগাৎ গতবান্ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বাহ্যমানাঃ পৃষ্ঠেনোহ্যমানাঃ ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণদৃষ্টিবঞ্চনায় অবরুহ্যতেঽস্মিন্নিতি অবরোহণং মর্য্যাদা ততঃ পরং দূরমগাৎ ॥ ১৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভাণ্ডীরকং বটং যন্মূলমিতি স এব বটোঽবরোহণস্থানকল্পিত ইত্যর্থঃ। তথৈবারোহণস্থলমপি তৎসমীপবর্ত্তি জ্ঞেয়ং ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণমবিষহ্যং মন্যমান ইত্যত্ত এব রামং হর্ত্তুমনাঃ কৃষ্ণপক্ষীয়োঽভূদিতি ভাবঃ। অবরুহ্যতেঽস্মিন্নিত্যবরোহণং মর্য্যাদাস্থলং। কৃষ্ণদৃষ্টিবঞ্চনায় ততঃ পরমপি প্রাগাৎ ॥ ১৫ ॥

দিগকে বহন করিতেন এবং কৃষ্ণপক্ষীয়ের জয়ে রামপক্ষীয়গণ তাহাদিগকে বহন করিতেন ॥

এই প্রকারে একবার কৃষ্ণপক্ষীয়ের পরাজয়ে যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই পরাজয় বলিয়া স্বীকৃত হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে, ভদ্রসেন বৃষভকে এবং প্রলম্বাসুর রোহিণীকুমার বলরামকে বহন করিলেন ॥ ১৪ ॥

দানবরাজ প্রলম্ব কৃষ্ণের ভার যে নিতান্ত অসহ্য হইবে, তাহা পূর্ব্বেই

আভাস।

তাহার অভিপ্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটিল। কারণ খলের অভিপ্রায় দৈবাৎ সিদ্ধ হইয়া থাকে। সে ক্রীড়াকালে বলরামকে স্কন্ধে লইয়া যখন শ্রীকৃষ্ণের চক্ষুর অন্তরালে গমনার্থ

যতঃ স এব বটোঽবরোহণস্থানত্বেন কল্পিতঃ। তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে। তে বাহয়ন্ত স্মন্যোন্যং ভাণ্ডীরস্কন্ধমেব চ। পুনর্নিবর্ত্তিতাঃ সর্ব্বে যে যে পূর্ব্বং পরাজিতা ইতি ॥ ১৪ ॥

তমুদ্বহন্ ধরণিধরেন্দ্রগৌরবং মহাসুরো বিগতরয়ো নিজং বপুঃ।
স আস্থিতঃ পুরটপরিচ্ছদো বভৌ তড়িদ্দ্যুমানুড়ুপতিবাড়িবাম্বুদঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ।

ততঃ (সঃ মহাসুরঃ) ধরণীধরেন্দ্রগৌরবং (ধরণীধরঃ সুমেরুঃ তদ্বদ্ গৌরবং যস্য তং) তং বলরামং উদ্বহন (শীঘ্রতয়া নয়ন্ যদা) বিগতরয়ঃ বেগরহিতঃ জাতঃ (তদা তেন বপুষা তদ্বহনং দুর্ঘটং মন্যমানঃ) নিজং আসুরং বপুঃ আস্থিতঃ সন্ পুরটপরিচ্ছদঃ পুরটস্য সুবর্ণস্য পরিচ্ছদাঃ অলঙ্কারাঃ যস্য তথাভূতঃ, তড়িদ্দ্যুমান্ উড়ুপতিবাট্ উড়ুপতিং চন্দ্রং বহতীতি অম্বুদঃ ইব বভৌ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ধরণিধরেন্দ্রবৎ গৌরবং যস্য তং নিজং আসুরং বপুরাস্থিতঃ। পুরটপরিচ্ছদঃ সুবর্ণালঙ্কারঃ তড়িদ্দ্যুমান্ বিদ্যুদ্দীপ্তিমান্ ইতি অলঙ্কারোপমা। উড়ুপতিবাড়িতি রূপোপমা। উড়ুপতিং বহতীতি উড়ুপতিবাট্। যদি যথোচিতস্থানেষু স্থিরা বিদ্যুতো ভবন্তি উপরি চোড়ুপতিস্তদা সোঽম্বুদো যথা ভাতি তদ্বদভাবিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তং উৎকটবলত্বয়ৈব বহন্। যতো ধরণিধরেন্দ্রঃ সুমেরুঃ তদ্বৎ গৌরবং যস্য তং। তস্য সীমাতিরিক্তগমনদর্শনেন বিস্মিত্য স্বভাবাধিক্যপ্রকটনাৎ। ততশ্চ বোঢ়ুমসামর্থ্যাদেব বিগতবেগঃ। ততশ্চ তেন বপুষা স্বমহাপরাক্রমং অমহান্তমালক্ষ্য স নিজং বপুরাস্থিতঃ বভৌ পুরটপরিচ্ছদঃ সুবর্ণালঙ্কারবান্ অম্বুদস্তড়িদ্দ্যুতিদ্যুমান্ উড়ুপতিং বহতীতি সঃ। অত্রাসুরস্যাম্বুদ উপমা স্বর্ণালঙ্কারস্য তড়িদ্দ্যুতিঃ বলদেবস্যোড়ুপতিঃ ॥ ১৬ ॥

অবগত ছিল; সেই নিমিত্ত কৃষ্ণপক্ষ অবলম্বন করত, বলরামকে বহন করিতে সংকল্প করে এবং এক্ষণে বহনকালে বলরামকে পৃষ্ঠে লইয়া অবরোহণের নির্দ্দিষ্ট স্থান অতিক্রম পূর্ব্বক, দ্রুতপদে অন্যত্র গমন করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

পর্ব্বতরাজ সুমেরুতুল্য গুরুভার বলদেবকে বহনকালে অসুরের বেগ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিল। তখন সে গোপরূপ পরিহার পূর্ব্বক নিজের বিকট আসুরিক দেহ ধারণ করিলে, স্থিরসৌদামনি-বিশিষ্ট জলদাবলির শিরোদেশে তারকাপতি পূর্ণ-শশধরের ন্যায়, শ্বেতকায় বলরাম বিচিত্র স্বর্ণালঙ্কারভূষিত অসুরস্কন্ধে শোভা পাইয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

আভাস।

দ্রুতপদে নির্দ্দিষ্ট অবতরণ স্থান অতিক্রম করিয়া অন্যত্র গমনের অভিপ্রায় করিল, সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ তাহা তৎক্ষণাৎ অবগত হইলেন। এবং বলরামের অজ্ঞাতসারে তাঁহার দেহভার এত বর্দ্ধিত করিলেন যে, অসুর উক্ত সামান্য গোপবেশে আর তাঁহাকে বহন করিতে পারিল না। এই ভার বলরামের নহে, শ্রীকৃষ্ণেরই; এই নিমিত্ত শ্লোকে উক্ত

নিরীক্ষ্য তদ্বপুরলমম্বরে চরৎ প্রদীপ্তদৃগ্‌ভ্রুকুটিতটোগ্রদংষ্ট্রকং।
জ্বলচ্ছিখং কটককিরীটকুণ্ডলত্বিষাদ্ভুতং হলধর ঈষদত্রসৎ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।

প্রদীপ্তদৃগ্‌ভ্রুকুটিতটোগ্রদংষ্ট্রকং (প্রদীপ্তে দৃশৌ তথা ভ্রুকুটিতটে সংলগ্নাঃ উগ্রাঃ দংষ্ট্রাঃ যস্মিন্ তৎ জ্বলচ্ছিখং। জ্বলত্যঃ ইব রক্তাঃ শিখাঃ কেশাঃ যস্মিন্ তৎ) কটককিরীটকুণ্ডলত্বিষা অদ্ভুতং অলং অতিবেগেন, অম্বরে আকাশে, চরৎ তৎ বপুঃ নিরীক্ষ্য হলধরঃ ঈষৎ অত্রসৎ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অলং অতিবেগেন প্রদীপ্তে দৃশৌ যস্মিন্ তৎ ভ্রুকুটিতটসংলগ্না উগ্রা দংষ্ট্রা যস্মিন্ তৎ প্রদীপ্তা দৃক্ ভ্রুকুটিতটং যস্মিন্ উগ্রা দংষ্ট্রা যস্মিন্ তচ্চ তচ্চেতি বা। জ্বলন্ত্যঃ শিখাঃ কেশা যস্মিন্ তৎ ॥ ১৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অলমতিবেগেন প্রদীপ্তে দৃশৌ যস্মিন্ ভ্রুকুটিতটসংলগ্না উগ্রা দংষ্ট্রা যস্মিংস্তচ্চ তচ্চ তৎ। বপুর্নিরীক্ষ্য ঈষদত্রসদিতি সাক্ষাৎ পরমাত্মনোঽপি তস্য ত্রাসোঽয়ং তদৈশ্বর্য্যজ্ঞানস্য কৃষ্ণেনৈব স্বযোগমায়য়া আবরণাৎ। তত্রাম্বুদাকারমসুরবপুরেতত্তথা বর্দ্ধতাং যথা মদগ্রজবপুশ্চন্দ্রপ্রদেশ এবোত্তিষ্ঠেদিতি কৃষ্ণস্য কৌতুকাদিদৃক্ষৈব কারণং তদৈশ্বর্য্যজ্ঞানাবরণে তু অসুরবপুঃ প্রাকট্যারম্ভ এব নায়ং গোপঃ কিন্ত্বসুর এবেতি বিদুষা বলদেবেন সদ্যস্তদ্বধে তৎ কৌতুকং ন সিদ্ধ্যেদিতি জ্ঞেয়ং ॥ ১৭ ॥

তৎকালে হলধারী বলরাম প্রলম্বের তাদৃশ প্রজ্বলিত লোচনদ্বয়, ভ্রূকুটি-কুটিল আনন, করাল দংষ্ট্রা, রক্তাভ কেশজাল এবং বলয় কিরীট ও কুণ্ডলাদি আভরণের জ্যোতিতে অদ্ভুতদর্শন কলেবর আকাশ-পথে বিদ্যুতের ন্যায় গমন করিতে দেখিয়া ঈষৎ ভীত হইলেন ॥ ১৭ ॥

আভাস।

হইয়াছে, "কৃষ্ণঃ অবিষহ্যং মন্যমানঃ"। নতুবা বলদেবকে বহন করিবার সময় কৃষ্ণের ভার অবিষহ্য বলিয়া অসুরের মনে কেন হইবে? অনন্তর অসুর প্রচ্ছন্ন গোপবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যখন স্বীয় অসুর-রূপ ধারণ করিল, তখন কবি জলদের উৎপ্রেক্ষায় অসুরদেহ ও পূর্ণচন্দ্রের উপমায় বলরামদেহ এবং স্থিরসৌদামনির উৎপ্রেক্ষায় অসুরের অঙ্গ ভূষণ বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৭—১৬ ॥

বলদেবকে বহন করিবার সময় প্রলম্বাসুর যতই বিকটদর্শন হউক না, সাধারণ মনুষ্য ব্যতীত সাক্ষাৎ পরমপুরুষ বলদেবের ভয় বা বিস্ময় উৎপাদনের কোন সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু তিনিও যে, তদ্দর্শনে ভীত হন, সে কেবল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক স্বীয় যোগমায়ার দ্বারা তদীয় জ্ঞান আবৃত রাখাই তাহার প্রধান কারণ। বলরাম যদি প্রথমেই জানিতে

অথাগতস্মৃতিরভয়ো রিপুং বলো বিহায় সার্থমিব হরন্তমাত্মনঃ।
রুষাহনচ্ছিরসি দৃঢ়েন মুষ্টিনা সুরাধিপো গিরিমিব বজ্ররংহসা ॥ ১৮ ॥
স আহতঃ সপদি বিশীর্ণমস্তকো মুখাদ্বমন্রুধিরমপস্মৃতোঽসুরঃ।
মহারবং ব্যসুরপতৎ সমীরয়ন্ গিরির্যথা মঘবত আয়ুধাহতঃ ॥

অন্বয়ঃ।

অথ অনন্তরং এব আগতস্মৃতিঃ (শ্রীকৃষ্ণবাক্যেন লব্ধজ্ঞানঃ অতএব) অভয়ঃ ভয়রহিতঃ সন্ বলঃ বলরামঃ আত্মনঃ সার্থং গোপসমূহং বিহায় হরন্তং অগ্রে নয়ন্তং রিপুং প্রলম্বং সুরাধিপঃ ইন্দ্রঃ বজ্ররংহসা বজ্রবেগেন গিরিং ইব দৃঢ়েন মুষ্টিনা রুষা শিরসি অহনৎ ॥ ১৮ ॥

মঘবতঃ ইন্দ্রস্য আয়ুধা বজ্রেন আহতঃ গিরিঃ যথা তথা আহতঃ বিশীর্ণমস্তকঃ (বিশীর্ণং মস্তকং যস্য সঃ) অপস্মৃতঃ (অপগতা স্মৃতিঃ যস্য সঃ) সঃ অসুরঃ সপদি শীঘ্রং, এব মহারবং সমীরয়ন্ মুখাৎ রুধিরং বমন্ ব্যসুঃ বিগত প্রাণঃ সন্ অপতৎ ॥

শ্রীধরস্বামী।

আগতস্মৃতিরভয় ইব। আত্মনঃ সার্থং গোপসমূহং বিহায় হরন্তং রিপুং অহনৎ। অথবা বিহায়সা আকাশমার্গেণ আত্মনঃ প্রাপ্তং অর্থমিব হরন্তং বজ্ররংহসা বজ্রবেগেন মুষ্টিনা ॥ ১৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

লব্ধাভীষ্টঃ কৃষ্ণঃ সাগ্রজে বিভাতি সতি তত্র পুনরৈশ্বর্য্যজ্ঞানং সহসৈবার্পয়ামাসেত্যাহ অথ আগতস্মৃতিরিতি। কিময়ং মানুষো ভাবো ব্যক্তমেবাবলম্বাতে সর্ব্বাত্মন্ সর্ব্বগুহ্যানাং গুহ্যগুহ্যাত্মনা ত্বয়েতি বিষ্ণুপুরাণোক্তকৃষ্ণবাক্যাল্লব্ধনিজৈশ্বর্যজ্ঞানঃ। বিহায়সা আকাশমার্গেণ। আত্মনঃ প্রাপ্তমর্থং ধনং হরন্তমিব রিপুং মুষ্টিনা অহনৎ। কঃ কেন কমিব সুরাধিপো বজ্ররংহসা গিরিমিব ॥ ১৮ ॥

অনন্তর হৃষীকেশের অন্তর্নিহিত আশ্বাসবাক্য দ্বারা পূর্ব্বজ্ঞান লাভে তিনি নির্ভয় হইলেন এবং আপনাকে নিজ গোপযুথ হইতে অন্যত্র হরণ করিতেছে ইহা স্পষ্টত অনুভব করিয়া, বজ্রতাড়নে গিরিহনকারী বজ্রধরের ন্যায়, ক্রোধাবেগ বশত প্রলম্বের মস্তকে দৃঢ় মুষ্টিপ্রহার করিলেন ॥ ১৮ ॥

অনন্তর পুরন্দরের বজ্রপ্রহারে পাতিত গিরিবরের ন্যায়, মুষ্ট্যাহত প্রলম্বাসুর বিচূর্ণমস্তক ও হতজ্ঞান হইয়া বিকট চিৎকারে মুখ হইতে প্রচুর পরিমাণে শোণিত বমন করত বিগতপ্রাণে ভূমিতে পতিত হইল ॥

আভাস।

পারিতেন যে প্রলম্ব অসুর মানব নহে, তাহা হইলে গোপদেহত্যাগে অসুরদেহ গ্রহণ মাত্রেই বলরাম তাহাকে বিনাশ করিতেন; অসুরদেহের তাদৃশ বৃদ্ধি দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের কৌতুক দর্শন

দৃষ্ট্বা প্রলম্বং নিহতং বলেন বলশালিনা।
গোপাঃ সুবিস্মিতা আসন্ সাধু সাধ্বিতি বাদিনঃ ॥ ১৯ ॥
আশিষোঽভিগৃণন্তস্তং প্রশশংসুঃ স্বদর্হণং।
প্রেত্যাগতমিবালিঙ্গ্য প্রেমবিহ্বলচেতসঃ ॥

অন্বয়ঃ।

বলশালিনা বলেন প্রলম্বং নিহতং দৃষ্ট্বা সাধু সাধু ইতি বাদিনঃ গোপাঃ সুবিস্মিতাঃ আসন্ ॥ ১৯ ॥

তং রামং প্রেত্যাগতং (প্রেত্য প্রকর্ষেণ পরলোকং গত্বা আগতং ইব) আলিঙ্গ্য প্রেমবিহ্বলচেতসঃ (প্রেম্না বিহ্বলানি চেতাংসি যেষাং তে) আশিষঃ [চিরং জীব ইত্যাদ্যাকারাঃ] অভিগৃণন্তঃ প্রযুঞ্জানাঃ স্বদর্হণং প্রশংসাযোগ্যং প্রশশংসুঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অপস্মৃতঃ গতস্মৃতিঃ। মহারবং সমীরয়ন্ ॥ ১৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অপস্মৃতঃ গতস্মৃতিঃ। অপস্মারব্যাধিগ্রস্ত ইবেত্যর্থঃ। মহারবং সমীরয়ন্ ॥ ১৯ ॥

অতুলবিক্রম বলদেবের দ্বারা প্রলম্বাসুরের নিধন নিরীক্ষণ করিয়া গোপগণ নিতান্তই বিস্মিত হইল এবং বলদেবকে ভূরি ভূরি সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥

এবং বলরাম যেন করাল কৃতান্ত সদন হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন বিবেচনা করত, প্রেমে বিহ্বল হইয়া সকলে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল এবং "বলরাম রে! তুমি চিরজীবী হও এবং আমাদিগকে চিরকাল এইরূপ বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর!" বলিয়া বারংবার আশীর্ব্বাদ সহ প্রশংসা করিতে লাগিল ॥

আভাস।

করা হইত না; কেবল কৌতুক প্রদর্শনার্থই শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের জ্ঞান আবৃত রাখিয়া অসুরকে পরিবর্দ্ধিত হইতে দিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

অসুর দেহের সম্পূর্ণ প্রকটনে সকলে বিস্মিত ও বলরাম ভীত হইলে, ভগবান্ গোবিন্দ বলদেব সন্নিধান হইতে অজ্ঞান যবনিকা অপসৃত করিলেন। বলরাম প্রকৃত অবস্থা অবগত হইবা মাত্র, মুষ্টির আঘাতে প্রলম্বাসুরের বিনাশ সাধন করিলেন ॥ ১৮ ॥

প্রলম্বাসুরের নিধনে কেবল গোপগণই যে, পরমানন্দ লাভে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক বলদেবের প্রশংসা করিয়াছিলেন, এমত নহে; দেবতাগণও পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, সাত্ত্বিকপ্রকৃতি দেবতা সকল পরের অনিষ্টে কেন আনন্দ প্রকাশ করেন? তদুত্তরে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, কৃষ্ণনিহত অসুরাদি জীব

পাপে প্রলম্বে নিহতে দেবাঃ পরমনির্বৃতাঃ।
অভ্যবর্ষন্ বলং মাল্যৈঃ শশংসুঃ সাধু সাধ্বিতি ॥ ২০ ॥
॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে প্রলম্ববধো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥ * ॥

অন্বয়ঃ।

পাপে প্রলম্বে নিহতে সতি পরমনির্বৃতাঃ পরমানন্দপ্রাপ্তাঃ দেবাঃ মাল্যৈঃ বলং অভ্যবর্ষন্ সাধু সাধু ইতি শশংসুঃ ॥ ২০ ॥

ইতি দশমে অষ্টাদশঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তদর্হণং প্রশংসার্হং ॥ ২০ ॥
॥ * ॥ ইতি দশমেঽষ্টাদশঃ ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তদর্হণং প্রশংসার্হং ॥ ২০ ॥
॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
দশমেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

এদিকে পরাপকারী কঠিন-হৃদয় প্রলম্বের মৃত্যুতে দেবতাগণও পরমানন্দ লাভে বলদেবের উপর পুষ্পমাল্য বর্ষণ পূর্ব্বক সাধুবাদ করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

ইতি দশমে অষ্টাদশ অধ্যায় ॥

আভাস।

মাত্রেরই অনিষ্ট নাই ; সকলেরই ইষ্টলাভ হইয়াছিল। কারণ যাঁহার নামমাত্র স্মরণ করিলে, জীবের আর অধোগতি হয় না, সেই মুক্তিদাতা জনার্দ্দন সাক্ষাৎ সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া অঙ্গস্পর্শাদি পূর্ব্বক যদি জীবদেহ পরিত্যাগ করান, তবে কি তাহার আর পুনর্জ্জন্মের সম্ভাবনা থাকে! দ্বিতীয় স্কন্ধেও উক্ত হইয়াছে যে, যে চ প্রলম্বখরদর্দ্দুরকেশ্যরিষ্ট মল্লেভকংসযবনাঃ কুজপৌণ্ড্রকাদ্যা অনো চ শাল্ব কপি বক্কল দন্তবক্র সপ্তোক্ষ সম্বর বিদূরথ রুক্মিমুখ্যাঃ ॥ যে বা মৃধে সমিতিশালিন আত্তচাপাঃ কাম্বোজমৎস্যকুরু-সৃঞ্জয়কেকয়াদ্যাঃ। যাস্যন্তদর্শনমলং বলপার্থভীমব্যাজাহ্বয়েন হরিণা নিলয়ং তদীয়মিতি ॥ অর্থাৎ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কেবল নামমাত্র ভীম ও অর্জ্জুনাদির দ্বারা প্রলম্বাদি যে সমস্ত অসুরবৃন্দের সংহার-সাধন করেন, তাহারা সকলেই নিঃশেষে লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল ; তাহাদের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। অতএব বাহ্যদৃষ্টিতে দুঃখ হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে শান্তিই লাভ করিয়াছিল ; সুতরাং অসুরবধেও দেবগণের আনন্দ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

ইতি দশম স্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায় ॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ॥

ক্রীড়াসক্তেষু গোপেষু তদ্গাবো দূরচারিণীঃ।
স্বৈরং চরন্ত্যো বিবিশুস্তৃণলোভেন গহ্বরং ॥ ১ ॥
অজা গাবো মহিষ্যশ্চ নির্ব্বিশন্ত্যো বনাদ্বনং।
ঈষিকাটবীং নিবিবিশুঃ ক্রন্দন্ত্যো দাবতর্ষিতাঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ। গোপেষু ক্রীড়াসক্তেষু সৎসু তেষাং তৎ দূরচারিণীঃ দূরচারিণ্যঃ গাবঃ স্বৈরং যথেষ্টং চরন্ত্যঃ বিচরন্ত্যঃ (সত্যঃ) তৃণলোভেন গহ্বরং গহনং বনং বিবিশুঃ ॥ ১ ॥

অজাঃ ছাগাঃ, গাবঃ মহিষ্যঃ চ বনাৎ বনং (বনান্তরং ইত্যর্থঃ) নির্ব্বিশন্ত্যঃ দাবতর্ষিতাঃ (দাবেন গ্রীষ্মতাপেন তর্ষিতাঃ পিপাসিতাঃ অতএব) ক্রন্দন্ত্যঃ রুদত্যঃ (সত্যঃ) ঈষিকাটবীং (ঈষিকাণাং শরাখ্যতৃণবিশেষাণাং অটবীং বনং) নিবিবিশুঃ নিবিষ্টবত্যঃ ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ঊনবিংশে নিবিষ্টস্তু গোপগোকুলমচ্যুতঃ।
মুঞ্জারণ্যমরণ্যাগ্নে রক্ষন্তন্নির্গতঃ ॥ * ॥

দূরচারিণীঃ দূরচারিণ্যঃ ॥ ১ ॥

বনাদ্বনান্তরং নির্ব্বিশন্ত্যো দাবেন তর্ষিতাস্তৃষিতাঃ ক্রন্দন্ত্যঃ ঈষীকাটবীং অত্যুচ্ছ্রিত-বনতৃণবিশেষারণ্যং নিবিবিশুঃ ॥ ২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ঊনবিংশে মুদ্রিতাক্ষান্ মুঞ্জাটব্যাং দবানলাৎ।
রক্ষন্ ভাণ্ডীরমাপয্য স্বান্ মুক্তাক্ষান্ ব্যধাদ্ধরিঃ ॥ * ॥

তত্তদনন্তরং দূরচারিণীঃ দূরচারিণ্যঃ ॥ ১ ॥

ঈষিকাণাং শরাখ্যতৃণবিশেষাণামটবীং। দাবেন গ্রীষ্মসূর্য্যাভপোত্থতাপেন। তর্ষিতাঃ তৃষ্ণাং প্রাপিতাঃ ॥ ২ ॥

শুকদেব বলিলেন, হে নরনাথ! অনুচর গোপবালক সকলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবিধ ক্রীড়াব্যাপারে একান্ত আসক্ত থাকিলে, তাহাদিগের গাভী প্রভৃতি পশুসমূহ যদৃচ্ছাক্রমে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিচরণ করিতে করিতে নিবিড় দুর্গম কাননের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল ॥ ১ ॥

গো, মহিষ ও ছাগাদি পশুনিচয় ক্রমান্বয়ে এক বন হইতে অন্য বনে

আভাস।

ঊনবিংশ অধ্যায়ে মুঞ্জাটবীতে প্রবিষ্ট গাভী ও গোপালগণকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দাবানল হইতে পরিত্রাণ করেন, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে ॥

তেঽপশ্যন্তঃ পশূন্ গোপাঃ কৃষ্ণরামাদয়স্তদা।
জাতানুতাপা ন বিদুর্বিচিন্বন্তো গবাং গতিং ॥ ৩ ॥
তৃণৈস্তৎখুরদচ্ছিন্নৈর্গোষ্পদৈরঙ্কিতৈর্গবাং।

অন্বয়ঃ।

তদা (তস্মিন্ সময়ে) কৃষ্ণরামাদয়ঃ (কৃষ্ণরামৌ আদী যেষাং তে) গোপাঃ পশূন্ গবাদীন্ অপশ্যন্তঃ জাতানুতাপাঃ (জাতাঃ উপস্থিতাঃ তাপাঃ দুঃখানি যেষাং তে অতএব) গবাং গতিং পদবীং বিচিন্বন্তঃ (অপি) ন বিদুঃ ন জ্ঞাতবন্তঃ ॥ ৩ ॥

নষ্টাজীব্যাঃ (নষ্টাঃ বিনষ্টাঃ জীবাঃ জীবিকাসাধনানি যেষাং তে) বিচেতসঃ (বি বিগতং চেতঃ চিত্তং যেষাং তে) ব্যাকুলচিত্তাঃ সর্ব্বে (গোপাঃ) তৎ তাসাং (গবাং) খুরদচ্ছিন্নৈঃ

শ্রীধরস্বামী।

কৃষ্ণরামৌ আদী যেষাং তে নতু তৌ ॥ ৩ ॥

তাসাং খুরৈর্দত্তিশ্চ ছিন্নৈস্তৃণৈ র্গোষ্পদৈঃ অঙ্কিতৈশ্চ ভূপ্রদেশৈ স্তৃণৈর্ব্বা গবাং মার্গ-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

জাতানুতাপা ন বিদুঃ। গোবিষয়কপ্রেম্নৈবাবৃতজ্ঞানাঃ ॥ ৩ ॥

তাষাং গবাং খুরৈর্দত্তিশ্চ ছিন্নৈস্তৃণৈঃ গোষ্পদৈরঙ্কিতৈর্ভূপ্রদেশৈশ্চ লক্ষিতং গবাং

অরক্ষিতের ন্যায় বিচরণ করত ঈষিকা নামক অতি উচ্চতৃণের বনে প্রবেশ করিল; কিন্তু তথায় তাহারা দাবানলের উত্তাপে নিতান্ত সন্তপ্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিল ॥ ২ ॥

এদিকে রামকৃষ্ণাদি গোপবৃন্দ পশুগণকে নিকটে দর্শন না করিয়া, নাতিশয় ব্যাকুল হইলেন এবং চতুর্দ্দিকে তাহাদিগের গতি অন্বেষণ করত মনে মনে নিজেদের অনবধানতার নিমিত্ত যথেষ্ট অনুতাপ করিয়াছিলেন ॥৩॥

গোপগণ পানভোজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পশুগণের ক্ষুরাঘাতে বা দন্তদ্বারা ছিন্নাগ্র তৃণগুচ্ছ ও পাদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া ইতস্ততঃ গাভীগণকে অন্বেষণ করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥

আভাস।

গোপবালকগণ যেমন কৃষ্ণপ্রেমে বদ্ধ, স্ব স্ব গাভীগণের সংরক্ষণেও তদনুরূপ আসক্ত। কারণ গোসমূহের সহিত তাঁহাদের জন্মোচিত সহজ সম্পর্ক আছে; গোপকুলে জন্মগ্রহণ করিলে, গোপালনই প্রধান, কার্য্য অধিক কি! একমাত্র কর্ত্তব্য। সুতরাং পরমানন্দস্বরূপ কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়ানন্দে নিমগ্ন থাকিলেও, গোর অপালনজনিত দুঃখে তাঁহাদিগকে নিপতিত হইতে হইয়াছিল। গাভীগণ রক্ষকশূন্য হইয়া যথেচ্ছাক্রমে বিচরণ করত অসার মুঞ্জাটবীর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক যখন দাবানলে পরিব্যাপ্ত ও পথভ্রান্ত হইয়া রোদন করিতেছিল, তখন তাহাদের পালক গোপগণকে কৃষ্ণসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াও সেই মুঞ্জাটবীর

মার্গমন্বগমন্ সর্ব্বে নষ্টাজীব্যা বিচেতসঃ ॥ ৪ ॥
মুঞ্জাটব্যাং ভ্রষ্টমার্গং ক্রন্দমানং স্বগোধনং।
সম্প্রাপ্য তৃষিতাঃ শ্রান্তাস্ততস্তে সংন্যবর্ত্তয়ন্ ॥
তা আহূতা ভগবতা মেঘগম্ভীরয়া গিরা।
স্বনাম্নাং নিনদং শ্রুত্বা প্রতিনেদুঃ প্রহর্ষিতাঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।

(খুরৈঃ শফৈঃ দদ্ভিঃ দন্তৈঃ চ ছিন্নানি তৈঃ) তৃণৈঃ (তথা) গোষ্পদৈঃ অঙ্কিতৈঃ চিহ্নিতৈঃ (প্রদেশৈঃ) গবাং মার্গং পদবীং অন্বগমন্ অনুজগ্মুঃ ॥ ৪ ॥

ততঃ অনন্তরং তৃষিতাঃ তৃষ্ণাপীড়িতাঃ শ্রান্তাঃ ক্লান্তাঃ তে (পূর্ব্বোক্তাঃ গোপাঃ) মুঞ্জাটব্যাং (মুঞ্জাখ্যা অটবী তস্যাং) শরবনে ভ্রষ্টমার্গং (ভ্রষ্টঃ মার্গঃ যেন তৎ) পথভ্রান্তং (তথা) ক্রন্দমানং রুদৎ স্বগোধনং (স্বস্য গোসমূহং) সম্প্রাপ্য সংন্যবর্ত্তয়ন্ (তাঃ) সম্যক্‌নিবর্ত্তয়ামাসুঃ ॥

ততঃ (গবাদয়ঃ) ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন মেঘগম্ভীরয়া (মেঘবৎ গম্ভীরা ভীষণা তয়া) গিরা বাচা আহূতাঃ (তথা) স্বনাম্নাং নিনদং ধ্বনিং শ্রুত্বা প্রহর্ষিতাঃ (সত্যঃ) প্রতিনেদুঃ প্রতিধ্বনিং কৃতবত্যঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অন্বগমন্। নষ্টাজীব্যাঃ গতজীবিকাসাধনাঃ ॥ ৪ ॥

মুঞ্জাটব্যাপি সৈব ॥ ৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মার্গং। নষ্টাজীব্যা বিগতজীবিকাসাধনাঃ ॥ ৪ ॥

মুঞ্জাটব্যাং তত্রৈব শরবনে সংপ্রাপ্য তা গবাদ্যাঃ ন্যবর্ত্তয়ন্ পরাবর্ত্তয়ামাসুঃ ॥ ৫ ॥

অনন্তর বহু পরিশ্রমে ক্লান্ত, শ্রান্ত ও তৃষার্ত্ত হইয়া তাহারা মুঞ্জাটবী মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পথভ্রান্ত রোরুদ্যমান পশুগণকে অবলোকন করত তাহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তনের নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিল ॥

এদিকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দূর হইতে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর ধ্বনিতে গাভীগণের স্ব স্ব নাম উল্লেখ পূর্ব্বক যখন আহ্বান করিলেন, তখন গাভীগণের আর আনন্দের সীমা রহিল না; তাহারা হর্ষে পুলকিত হইয়া উত্তর

আভাস।

মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক গাভীসংসর্গে দূষিত হইয়া দাবানলের উত্তাপ সহ্য করিতে হইয়াছিল। যদি পূর্ব্ব হইতে গোসমূহকে ভাণ্ডীর বনে সংবদ্ধ রাখিতে পারিতেন, তাহা

ততঃ সমন্তাদ্দবধূমকেতুর্যদৃচ্ছয়াভূৎ ক্ষয়কৃদ্বনৌকসাং।
সমীরিতঃ সারথিনোল্বণোল্মুকৈর্বিলেলিহানঃ স্থিরজঙ্গমান্ মহান্॥
তমাপতন্তং পরিতো দবাগ্নিং গোপাঃ সগাবঃ প্রসমীক্ষ্য ভীতাঃ।
ঊচুশ্চ কৃষ্ণং সবলং প্রপন্না যথা হরিং মৃত্যুভয়ার্দ্দিতা জনাঃ॥

অন্বয়ঃ।

ততঃ অনন্তরং দবধূমকেতুঃ দাবানলঃ যদৃচ্ছয়া (কেনাপি প্রাণিদুর্ভাগ্যেন) সারথিনা বায়ুনা সমন্তাৎ চতুর্দ্দিক্ষু সমীরিতঃ প্রেরিতঃ (অতএব) উল্বণোল্মুকৈঃ তীক্ষ্ণস্ফুলিঙ্গৈঃ স্থিরজঙ্গমান্ বিলেলিহানঃ গ্রসন্ বনৌকসাং গোপালানাং মহান্ ক্ষয়কৃৎ নাশকঃ অভূৎ॥

মৃত্যুভয়ার্দ্দিতাঃ (মৃত্যোঃ নঃ ভয়ং তেন অর্দ্দিতাঃ পীড়িতাঃ অতএব) হরিং প্রপন্নাঃ জনাঃ মানবাঃ যথা ইব তং পূর্ব্বোক্তং পরিতঃ সমন্তাৎ আপতন্তং আগচ্ছন্তং দাবাগ্নিং দাবানলং প্রসমীক্ষ্য দৃষ্ট্বা ভীতাঃ ভয়াকুলাঃ সগাবঃ (গাভিসহিতাঃ) গোপাঃ সবলং (বলরামেণ সহিতং কৃষ্ণং প্রপন্নাঃ শরণাগতাঃ সন্তঃ ঊচুঃ চ (রক্ষাং প্রার্থয়ামাসুঃ ইত্যর্থঃ)॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সম্প্রাপোত্যুক্তং তৎ কেন প্রকারেণেত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ কৃষ্ণ ইতি। আত্মানং দর্শয়ন্ গা আহ্বয়ামাস। তা গবাদয়ঃ॥

তদেবং গোভিঃ সঙ্গতীভূয় যদৈব তদ্বনান্নিষ্ক্রমিতুমৈচ্ছংস্তদৈব তে দাবানলেনাবৃিয়ন্তেত্যাহ তত ইতি। দবো বনং তৎসম্বন্ধী ধূমকেতুরগ্নিঃ। যদৃচ্ছয়া আকস্মিক ইত্যয়মপি প্রলম্বসখঃ কশ্চিদ্দৈত্য ইত্যাহুঃ। সারথিনা বায়ুনা। উল্বনৈরন্তিতৈর্ব্রেরুল্মুকৈঃ॥

প্রদানচ্ছলে প্রতিশব্দ করিতে লাগিল॥ ৫॥

অনন্তর গোপগণ গোসমূহকে একত্রিত করত যখন মুঞ্জাটবী হইতে নির্গমনের চেষ্টা করিতেছে, ইত্যবসরে বনক্ষয়কারী প্রচণ্ড দাবানল চতুর্দ্দিক হইতে সমুদ্ভূত হইয়া, সারথিস্বরূপ সমীরণের সাহায্যে জিহ্বাস্বরূপ শত শত জ্বলন্ত শিখা সঞ্চালন পূর্ব্বক স্থাবর-জঙ্গমাদি বনবাসী সকলকে গ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল॥

গোধন সহ গোপবৃন্দ সর্ব্বব্যাপী দাবানলের তাদৃশ বিকট ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া, ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল এবং ভীষণ মৃত্যুভয়ে ভীত মানব যেমন অনন্যোপায়ে ভগবান্ শ্রীহরির শরণাপন্ন হয়, সেইরূপ গোপবৃন্দ বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়া, তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল॥

আভাস।

হইলে এই দাবানলোত্থ যাতনা তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হইত না। পশুগণকে যথেচ্ছা বিচরণ করিতে দেওয়াই এই দারুণ বনাগ্নিদুঃখের একমাত্র কারণ। গোপবেশধারী

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবীর্য্য হে রামামোঘবিক্রম।
দাবাগ্নিনা দহ্যমানান্ প্রপন্নাং স্ত্রাতুমর্হথঃ॥
নূনং তদ্বান্ধবাঃ কৃষ্ণ ন চার্হন্ত্যবসাদিতুং।
বয়ং হি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ত্বন্নাথা ত্বৎপরায়ণাঃ॥

অন্বয়ঃ।

হে কৃষ্ণ! মহাবীর্য্য! অলৌকিক-শক্তিমন্ কৃষ্ণ! হে অমোঘবিক্রম! অব্যর্থপরাক্রম রাম! দাবাগ্নিনা দাবানলেন দহ্যমানান্ অতএব প্রপন্নান্ শরণাগতান্ অস্মান্ ত্রাতুং রক্ষিতুং অর্হথঃ যোগ্যৌ ভবথঃ॥

হে কৃষ্ণ! নূনং নিশ্চিতং তদ্বান্ধবাঃ চ যতঃ অবসাদিতুং ন অর্হন্তি হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! ত্বন্নাথাঃ ত্বং এব নাথঃ যেষাং তে ত্বৎপরায়ণাঃ ত্বমেব পরং অয়নং আশ্রয়ঃ যেষাং তে তাদৃশাঃ বয়ং হি নিশ্চিতং ন অবসাদিতুং অর্হামঃ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

উচুশ্চেতি। অনেন সর্ব্বদুর্গাণি ইতি গর্গোক্তিমনুস্মৃত্যেত্যর্থঃ। গোপাশ্চ গাব ইতি গোপাঃ স্ম গাব ইতি গোপাঃ সগাব ইতি ত্রয়ঃ পাঠাঃ। তত্র সগাব ইতি গোস্ত্রিয়োরিত্যাদিনা হ্রস্বত্বাভাব আর্ষঃ॥

অবসাদিতুং অব সমন্তাৎ সাদো যেষাং তেঽবসাদা স্তদ্দাচরিতুমপি নার্হন্তীত্যাচার ক্রিয়ন্তাত্তুমুন্॥

হে ভক্তজনের সন্তাপহারি অনন্তবীর্য্য শ্রীকৃষ্ণ! হে বিপুলবিক্রম বলরাম! এই দেখ, আমরা দাবাগ্নিতে পরিদগ্ধ হইতেছি; এক্ষণে তোমরা আমাদিগকে পরিত্রাণ কর!॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার বান্ধবগণের এরূপ অবসন্ন দশা হওয়া কখনই সম্ভব নহে, বিশেষত হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! আমরা তোমারই শরণাগত ও নিতান্ত আশ্রিত এবং প্রতিপাল্য॥

আভাস।

ভগবান্ গোবিন্দের দাবানল হইতে গাভী ও গোপগণের রক্ষাবিধান রূপ এই অপূর্ব্ব লীলায় স্পষ্টই প্রকাশ হইতেছে যে, ইন্দ্রিয়গণকে সর্ব্বতোভাবে নিরোধ করিতে না পারিলে সংসার-দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা নাই। বিষয়বিচারে বা মুমুক্ষগ্রন্থের আলোচনায় ক্ষণিক ঈশ্বরপ্রেম ও ভগবদানন্দ অনুভূত হয় বটে, কিন্তু সে আনন্দ স্থায়ী নহে। গাভীগণ যেমন তৃণলোভে আক্রান্ত হইয়া রক্ষক গোপালগণের অনবধানতায় বন হইতে বনান্তরে গমনপূর্ব্বক গহন কাননে প্রবিষ্ট হইয়া দিগ্‌ভ্রান্তের ন্যায় বিষম দাবানলে নিপতিত হইয়াছিল, সেইরূপ জ্ঞানী বা যোগী ব্যবহারিক দশাতে ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ না

শ্রীশুক উবাচ ॥

বচো নিশম্য কৃপণং বন্ধূনাং ভগবান্ হরিঃ।
নিমীলয়ত মা ভৈষ্ট লোচনানীত্যভাষত ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীশুকঃ উবাচ। ভগবান্ হরিঃ বন্ধূনাং, কৃপণং কাতরং, বচঃ বাক্যং, নিশম্য শ্রুত্বা, মা ভৈষ্ট (ভয়ং মা কুরুত কিন্তু) লোচনানি নিমীলয়ত ইতি অভাষত উক্তবান্ ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

গোপানাং নাশহেতুর্বনবহ্নিঃ সর্ব্বতঃ প্রাদুরভূৎ। সারথিনা বায়ুনা ॥ ৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নিমীলয়তেতি তেষামগ্নিপানদর্শনানৌচিত্যাৎ তথৈবালক্ষিতং ততঃ স্থানান্তেষামতিশ্রান্তানামতিসন্তপ্তানামলক্ষিতমেবাভিসুশীতলস্বচ্ছায়ভাণ্ডীরতরুতলপ্রাপণৌচিত্যাচ্চ পরামৃশ্যেতি ভাবঃ। নন্বহো কৌতুকিন্ লোচননিমীলনে কথমগ্নিপরিহারস্তত্রাহ মা ভৈষ্টেতি। ততোঽন্যথাদা ন ত্রাণহেতুরস্তীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

শুকদেব বলিলেন, ভগবান্ শ্রীহরি তৎকালে বন্ধুবর্গের তাদৃশ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া সাহসপ্রদান পূর্ব্বক বলিলেন; "ভয় নাই! তোমরা সকলে স্ব স্ব চক্ষু মুদ্রিত কর" ॥ ৬ ॥

আভাস।

করিয়া যথেচ্ছ বিষয়সম্ভোগে প্রবৃত্ত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম বিবিধ বিষয়-বনে বিচরণ করিতে করিতে এরূপ জটিল ও দুঃখসঙ্কুল ব্যাপারে নিপতিত হইবে যে, তখন তাঁহাদের বিবেকবিশিষ্ট বুদ্ধি এবং সংযত মনও ব্যাকুল হইয়া ইন্দ্রিয়গণের সহিত অনুতপ্ত ও দুঃখিত হইয়া বিষম যাতনাই ভোগ করিয়া থাকে; সন্দেহ নাই। গোশব্দে ইন্দ্রিয়কে বুঝায়; সুতরাং গোপাল অর্থে মন ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতাগণকেই বুঝিতে হইবে। ভা অর্থ দীপ্তি বা প্রকাশ; বা ভণ জ্ঞানে বা বোধে, এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা ভাণ্ডীর অর্থে জ্ঞানবিভাসক শুদ্ধসত্ত্বময় চিত্তকেই লক্ষ্য হয়। শ্রীকৃষ্ণ বাল্যজীবনে গোপ ও গোধন সহবাসেই লীলা করিয়াছেন; যৌবনে গোপীসংসর্গে এবং প্রৌঢ়ে কেবল ভক্তজনের মনোবাসনা পূরণে লীলা করিয়াছেন। এতচ্ছ্রবণে বিবেকবিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেরও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, যদি সংসার হইতে অব্যাহতি লাভের বাসনা থাকে, যদি সেই প্রেমাধার হৃদয়রঞ্জন অন্তর্যামী ভগবানের প্রেমময় মূর্ত্তিখানি হৃদয়পটে স্পষ্টত অঙ্কিত দর্শন করিবার অভিলাষ থাকে, তবে তাঁহার শ্যামলী, ধবলী নামক গোধন স্থানীয় কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে প্রথমত বিশেষ যত্ন সহকারে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। কারণ ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের নিতান্ত নিকট সম্পর্ক। ইন্দ্রিয়ের অতি সামান্য উদ্বেগে মন উদ্বিগ্ন হইয়া অসংযত ভাবে পরিণত হয়। গীতাতে উক্ত হইয়াছে, "যততোহপি কৌন্তেয়

তথেতি মীলিতাক্ষেষু ভগবানগ্নিমুল্বণং।
পীত্বা মুখেন তান্ কৃচ্ছ্রাদ্‌যোগাধীশো ব্যমোচয়ৎ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।

তথা ইতি উক্ত্বা তেষু মীলিতাক্ষেষু (সৎসু) যোগাধীশঃ মায়াপতিঃ ভগবান্ (হরিঃ) উল্বণং তীব্রং, অগ্নিং মুখেন পিত্বা তান্ গোপান্ (ভাণ্ডীরকং নীত্বা) কৃচ্ছ্রাৎ (অগ্নিভয়াৎ) ব্যমোচয়ৎ বিমুক্তবান্ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কৃচ্ছ্রাৎ গহ্বরপ্রবেশতৃট্‌শ্রমাদিজনিতাৎ তৎক্ষণমেব ভাণ্ডীরং নীত্বা তানমোচয়দিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভো বয়স্যাঃ বহ্নিবিষাদীনামুপশমকং মণিমন্ত্রমহৌষধাদিকময়ং কৃষ্ণো বহুতরং জানাতীতি তচ্চ বিবিক্তং বিনা ন সিদ্ধ্যেদতোঽত্র জনসঙ্ঘট্টে অস্মাকং লোচননিমীলনমেব বিবিক্তমিত্যভিপ্রেত্যৈবৈবং ব্রূতে তদ্ বয়ং দৃঢ়তরমেব স্বস্বনেত্রে নিমীলয়াম ইত্যুক্ত্বা তে ন্যমীলয়ন্নিত্যাহ তথেতি ভগবান্ মহৈশ্বর্য্যশক্তিযুক্তঃ। তীব্রমপি তং পীত্বেতি তৎ পিপাসায়াং জাতায়াং তদিচ্ছাপ্রতিকূলমাচরিতুমসমর্থঃ। সোঽগ্নিরেব মহাবিভ্যৎ সদ্য এব পরমসুশীতলসুগন্ধমধুররসপানকীভূয় তদীয়করকমলতলে যদৈব গণ্ডূষমাত্রীবভূব তদৈব যোগাধীশো মুখেন পীত্বেত্যনেন তদীয়া যোগমায়ৈব শক্তিঃ প্রকটীভূয় তদপ্যেতৎ স্মরতামনুরাগার্দ্রচিত্তভক্তানাং দুঃসহদুঃখপ্রদমিত্যুক্ত্বা তৎকরতলাদাচ্ছিদ্য সৈব মুখেন পপাবিতি লভ্যতে যোগা যোগমায়া তস্যা অধীশত্বাত্তস্মিন্নেব তৎপানোপচারোঽভূদিতি ভাবঃ। যদ্বা মুখেন উপায়েন পীত্বা কঃ উপায়স্তত্রাহ যোগাধীশ ইতি যোগ ঐশ্বর্য্যশক্তিরেবেতি ভাবঃ। মুখং প্রসরণে বক্ত্রে প্রারম্ভোপায়য়োরপীতি মেদিনী। কৃচ্ছ্রাৎ গহ্বরপ্রবেশতৃট্‌শ্রমাদিজনিতাৎ তৎক্ষণমেব ভাণ্ডীরং নীত্বা তানমোচয়দিত্যর্থঃ। ততশ্চ ভোঃ সখায়ো মহাগ্নেঃ প্রতীকারো ময়া কৃতঃ সাম্প্রতমক্ষীণ্যুন্মীলয়তেতি কৃষ্ণেনোক্তাস্তেন পুনরক্ষীণ্যুন্মীল্য আত্মানং মোচিতং গাশ্চ মোচিতা নিশম্য জ্ঞাত্বা বিস্মিতা আসন্নিত্যন্বয়ঃ। কীদৃশ্যঃ ভাণ্ডীরমাপিতা তেনৈবেতি সর্ব্বত্র যোজ্যং ॥ ৭ ॥

অনন্তর গোপালগণ কৃষ্ণের বাক্যানুসারে নেত্র নিমীলিত করিলে যোগেশ্বর জনার্দ্দন সেই প্রজ্জ্বলিত প্রচণ্ড হুতাশন নিজের মুখে পান করিয়া ফেলিলেন ॥ ৭ ॥

আভাস।

পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ। ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে। তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি"। হে কৌন্তেয়, বিবেকী পুরুষ যোগমার্গে যত্নশীল হইলেও প্রমথনকারী ইন্দ্রিয়গণ তাহার মনকে বলপূর্ব্বক হরণ করে। বায়ু যেমন সমুদ্রে ভাসমান নৌকাকে ইতস্ততঃ বিঘূর্ণিত করে, তদ্রূপ

ততশ্চ তেঽক্ষীণ্যুন্মীল্য পুনর্ভাণ্ডীরমাপিতাঃ।
নিশম্য বিস্মিতা আসন্নাত্মানং গাশ্চ মোচিতাঃ॥
কৃষ্ণস্য যোগবীর্য্যং তদ্‌যোগমায়ানুভাবিতং।
দাবাগ্নেরাত্মনঃ ক্ষেমং বীক্ষ্য তং মেনিরেঽমরং॥

অন্বয়ঃ।

ততঃ অনন্তরং পুনঃ ভাণ্ডীরং (বনং) আপিতাঃ আনীতাঃ তে (গোপাঃ) অক্ষীণি উন্মীল্য আত্মানং (প্রত্যেকাভিপ্রায়েণৈকবচনং) গাঃ চ (দাবাগ্নেঃ) মোচিতাঃ নিশম্য (নিশাম্য) দৃষ্ট্বা বিস্মিতাঃ আসন্॥

দাবাগ্নেঃ আত্মনঃ ক্ষেমং মোক্ষণং যোগমায়ানুভাবিতং (যোগমায়য়া অনুভাবিতং) কৃষ্ণস্য তৎযোগবীর্য্যং (যোগে অপূর্ব্বার্থসংপ্রাপ্তৌ বীর্য্যং সামর্থ্যং) বীক্ষ্য তং কৃষ্ণং অমরং (মরণধর্ম্মনিবর্ত্তকং পরমেশ্বরং) মেনিরে গণয়ামাসুঃ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তাদৃশৈশ্বর্য্যাদর্শনেঽপি তেষাং বিশুদ্ধপ্রেমমৈত্রীমত্তাং তদাচ্ছাদকমৈশ্বর্য্যজ্ঞানং অর্জ্জুনাদীনামিব ন বভূবেত্যাহ। কৃষ্ণস্য যোগমায়াশক্ত্যা অনুভাবিতং জ্ঞাপিতং যোগবীর্য্যং। যোগোঽপূর্ব্বার্থসম্প্রাপ্তাবিতি বিশ্বকোষাদপূর্ব্বার্থসম্প্রাপকং বীর্য্যং প্রভাবং। তৎ আত্মক্ষেমং বীক্ষ্য তং শ্রীকৃষ্ণং অমরং দেববিশেষং মেনিরে নতু তদপি এষাং সম্বন্ধস্য শৈথিল্যগন্ধোঽপি জ্ঞেয়ঃ। যতঃ খল্বয়মস্মাকং সখা মনুষ্যাশকাকর্ম্মকারণাদ্দেব এব ন মানুষ ইতি ততশ্চৈতৎ সখত্বাদ্বয়মপি দেবা এবেত্যতুল্যত্বে সংখ্যাবজ্ঞবাদিত্যনুমায় আনন্দমত্তাশ্চ বভূবুরিতি ভাবঃ॥

জনান্ বনস্থ-স্থাবর-জঙ্গম-লোকান্ স্ববিরহং দিৎসুঃ পীড়য়তি ব্রজস্থজনাংস্তু স্বসঙ্গমং দিৎসুস্তং যাচয়তীতি সঃ॥

পরে তাহারা নেত্র উন্মীলন করত গোধন সহ আপনাদিগকে দাবানল হইতে বিমুক্ত এবং ভাণ্ডীরক-বনে পুনরায় আনীত অবগত হইয়া, সম্পূর্ণ আশ্চর্য্যান্বিত হইল॥

এবং এই দাবানল হইতে আপনাদের অব্যাহতি কেবল অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যোগৈশ্বর্য্যের প্রভাবে অবলোকন করিয়া, সকলে গোবিন্দকে স্বর্গবাসী দেবতা বলিয়া মনে করিল॥

আভাস।

ইন্দ্রিয়গণ যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পাইলে, যোগী ব্যক্তিরও মন হরণ করে। "তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ। বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ অতএব তাদৃশ ইন্দ্রিয়গ্রামকে সংযত করিয়া যে ব্যক্তি পরমাত্মাতে সমাহিত থাকে, তাহার প্রজ্ঞাই সুপ্রতিষ্ঠিত জানিবে। "গোপালগণ যখন স্ব স্ব গোধন লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে

গাঃ সংনিবর্ত্ত্য সায়াহ্নে সহ রামো জনার্দ্দনঃ।
বেণুং বিরণয়ন্ গোষ্ঠমগাদ্গোপৈরভিষ্টুতঃ॥

অন্বয়ঃ।

(এবং) গোপৈঃ অভিষ্টুতঃ অভিনন্দিতঃ সরামঃ (রামেণ সহিতঃ) জনার্দ্দনঃ কৃষ্ণঃ বেণুং বিরণয়ন্ বাদয়ন্ গাঃ সংনিবর্ত্ত্য প্রত্যাবর্ত্ত্য সায়াহ্নে গোষ্ঠং গোনিবাসস্থলং অগাৎ প্রাপ্তবান্॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

গোষ্ঠপ্রবেশসময়ে ব্রজস্থানাং সর্ব্বেষামেব তৎসঙ্গমাদানন্দে সত্যপি ব্রজেশ্বর্য্যাদীনাং পরমবৎসলানামানন্দাধিক্যং চতুর্দ্দশাধ্যায়ে বর্হপ্রসূনেত্যাদিনা গোপীদৃগুৎসবদৃশ্যঃ প্রবিবেশ গোষ্ঠমিত্তি পদ্যেন বর্ণিতমেব অত ইদানীং প্রেয়সীনাং গোপীনামানন্দমাহ গোপীনামিতি। পরম আনন্দ ইতি মুক্তপ্রগ্রহয়া বৃত্ত্যা আনন্দস্য জাতিপ্রমাণাভ্যামাধিক্য-

অনন্তর বাসুদেব পশুগণকে প্রতিনিবৃত্ত করাইয়া বলরাম সমভিব্যাহারে বেণুবাদন করিতে করিতে গানকারী গোপগণ সহ গোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলেন॥

আভাস।

পরিবেষ্টিত থাকিত, তখন তাহারা দুঃখে উদ্বেজিত হওয়া দূরে থাকুক, দুঃখকে সুখকর বোধে আলিঙ্গন করিতেও পশ্চাৎপদ হইত না। কিন্তু এক্ষণে নিজেদের অনবধানতা বশত দূরগত গাভীগণের অন্বেষণে উদ্বেগশূন্য আনন্দোদ্ভাসক ভাণ্ডীরবনে কৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া যেমন মুঞ্জাটবীতে প্রবেশ করিল, অমনি দাবানলের বিষম উত্তাপে পরিত্যক্তের ন্যায় নিপতিত হইল। অতএব যোগানুষ্ঠান বা জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্তকালেও ইন্দ্রিয়গণের প্রতি বিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন; নতুবা বিষয়-সম্ভোগের সঙ্গে সঙ্গে দারুণ কামানলে যে, নিতান্ত পরিতপ্ত হইয়া যোগমার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বিষয়সমূহ ক্ষয় ভয় ও নাশের অন্তর্গত হওয়ায় অনবরত দুঃখেরই উৎপাদন করিয়া থাকে। ক্ষয়, ভয় ও নাশ যখন বিষয়েই সংলগ্ন, তখন তজ্জনিত দুঃখও বিষয় হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে; পদার্থান্তরের আর বিশেষ প্রয়োজন করে না। শ্লোকেও প্রকাশ করা হইয়াছে যে, গাভীগণ যে তৃণাদির লোভে মুঞ্জাটবীতে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই তৃণ হইতেই দাবানল উৎপন্ন হয়। যেমন বায়ুর সাহায্যে অনল পরিবর্দ্ধিত হইয়া সমস্ত কাননকে ভস্মাবশিষ্ট করে, জীবের কামনারূপ বায়ুর প্রভাবে যাবতীয় ভোগ্যবস্তুকে শত শত দুঃখাঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করত ভস্মাবশেষের ন্যায়, অপার অশান্তি ও নিরাশার প্রান্তরে জীবকে নিক্ষেপ করে। এই অধ্যায়ে স্পষ্টই বিবৃত হইল যে, যোগাদি জ্ঞানমার্গে আরোহণ কালেও পশুবৎ দুরন্ত ইন্দ্রিয়কুল সঙ্গে থাকায়, পদে পদে পদস্খলনের ভয় অবশ্যম্ভাবনীয়। অতএব বিশেষ যত্নসহকারে ইন্দ্রিয়গ্রামের নিরোধ করত পদস্খলন হইতে আত্মরক্ষা করা বিশেষ কর্ত্তব্য॥

গোপীনাং পরমানন্দ আসীৎ গোবিন্দদর্শনে।
ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনাঽভবৎ ॥ ৮ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে দাবাগ্নিমোক্ষণং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায় ॥ * ॥ ১৯ ॥ * ॥

অন্বয়ঃ।

যেন কৃষ্ণেন বিনা যাসাং গোপীনাং ক্ষণং ক্ষণকালমপি যুগশতং (যুগানাং শতং) প্রলয়ঃ ইব অভবৎ (তাদৃশানাং) গোপীনাং গোবিন্দদর্শনে (গাঃ ইন্দ্রিয়াণি বিন্দতি ইতি তস্য দর্শনে) পরমানন্দঃ আসীৎ ॥ ৮ ॥

ইতি দশমে ঊনবিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ক্ষণেনৈব ভাণ্ডীরং প্রাপিতাঃ ততশ্চ অক্ষীণ্যুন্মীল্য বিস্মিতাঃ। শ্রীদামাদি স্বগোপানাং স্বাঙ্গমারুহ্য হৃষ্যতাং। স্বৈশ্বর্য্যমাবিরকরোদ্বনবহ্নিনিপানতঃ ॥ ৮ ॥

॥ * ॥ ইতি দশমে ঊনবিংশঃ ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মাত্যন্তিকমেব নত্বাপেক্ষিকং জ্ঞেয়ং। ননু কান্তা গোপ্যস্তদসাধারণলক্ষণেন পরিচায়য়েত্যত আহ ক্ষণমিতি। ক্লীবত্বমার্ষং। যেন শ্রীকৃষ্ণেন বিনা যুগশতমিবেতি ক্ষণস্য যুগশতায়মানত্বং রাতপ্রেমস্নেহমানপ্রণয়রাগানুরাগমহাভাবানামুত্তরোত্তরপ্রেমভূমিকানামন্তিমস্য মহাভাবস্য লক্ষণমিত্যুজ্জ্বলনীলমণৌ দৃষ্টমতস্ত মহাভাববত্যো বৃষভানুনন্দিনীপ্রভৃতয় এব জ্ঞেয়াঃ ॥ ৮ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
একোনবিংশো দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

ক্ষণকাল কৃষ্ণ সন্দর্শন না ঘটিলে যাহারা যুগশতব্যাপী প্রলয় বলিয়া মনে করিত, তাদৃশ প্রেমময়ী গোপীগণ তৎকালে গোবিন্দের দর্শনলাভে নিরতিশয় আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন ॥ ৮ ॥

ইতি দশমে ঊনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

আভাস

গোপগণ গাভীর অন্বেষণে গমন করত মুঞ্জাটবীর মধ্যে পশুকুলের সহিত যখন নিজেরাও দাবানলে ব্যতিব্যস্ত অবলোকন করিল এবং তৎপ্রতিকারার্থ আপনাদিগকে সম্পূর্ণ সামর্থ্যহীন বুঝিতে পারিল, তখন দূর হইতে কাতর-কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হইল। সংসারে সুখপ্রার্থনায় ইন্দ্রিয়গ্রামকে যতই বিষয়সংসর্গে চালিত করা হয়, প্রকৃত সুখের পরিবর্ত্তে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে আসক্ত হইতে হইতে

শ্রীশুক উবাচ ॥

তয়োস্তদদ্ভুতং কর্ম্ম দাবাগ্নের্মোক্ষমাত্মনঃ।
গোপাঃ স্ত্রীভ্যঃ সমাচখ্যুঃ প্রলম্ববধমেব চ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীশুকঃ উবাচ। তয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ তৎ অদ্ভুতং কর্ম্ম দাবাগ্নেঃ আত্মনঃ মোক্ষং (কৃষ্ণস্য কর্ম্ম) প্রলম্ববধং চ রামস্য কর্ম্ম) গোপাঃ স্ত্রীভ্যঃ (স্বস্বমাতৃভ্যঃ যশোদাদিভ্যঃ) সমাচখ্যুঃ (সম্যক্ অসঙ্কোচেন আ সর্ব্বতো বিস্তৃতং চখ্যুঃ কথয়ামাসুঃ)।

শ্রীধরস্বামী।

বিংশে প্রাবৃট্ শরচ্ছোভাবর্ণনেন বনোচিতাঃ।
প্রাবৃট্ ক্রীড়া নিরূপ্যন্তে গোপরামযুজো হরেঃ ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

উপমানেন বস্তূনামুপাদেয়ত্বহেয়তে।
বিংশে প্রাবৃট্ শরচ্ছোভাবর্ণনেঽদ্যোত্তয়মুনিঃ ॥ * ॥

শুকদেব বলিলেন, গোপবালকগণ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দাবাগ্নি হইতে আপনাদের মুক্তি ও প্রলম্বাসুরের নিধন-ব্যাপাররূপ রামকৃষ্ণের অদ্ভুত কর্ম্ম স্ব স্ব জননী যশোদাদি নারীগণের নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতে লাগিল ॥

আভাস।

ইন্দ্রিয়সমূহ এত দূরে অগ্রসর হইয়া পড়ে যে, তখন তাহাদিগের স্বস্থানে প্রত্যাগমনের আর কোন সম্ভাবনাও থাকে না। তখন পথভ্রান্ত গো ও গোপগণের দাবানলব্যাপ্ত মুঞ্জাটবী প্রবেশের ন্যায়, সংসারী জীবের মন ও ইন্দ্রিয় বিজাতীয় ভাব ও বেশ ধারণপূর্ব্বক সম্পর্কশূন্যের ন্যায় ভগবান্ হইতে পৃথক ভাবে অবস্থিতি করিতে থাকে। ভগবান্ গোবিন্দ তৎকালে নিঃসহায় গো ও গোপবালককে যেমন দূর হইতে সম্বোধন পূর্ব্বক উত্তর লাভে স্বয়ংই তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং "তোমরা সকলে আমাতে নির্ভর করত আত্মরক্ষায় উদাসীন হইয়া চক্ষু মুদ্রিত কর" বলিয়া দাবানল স্বয়ং পান করিলেন, জীব ও সংসারারণ্যে ভ্রমণকালে অসৎ ইন্দ্রিয়ের সংসর্গে যতই দূরে নিক্ষিপ্ত হউক না! যদি কাতর স্বরে সেই দীনবন্ধুকে সম্বোধন পূর্ব্বক নির্ভরপ্রাণে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করে, তাহা হইলে গোপগণকে পুনরায় ভাণ্ডীর বনে আনয়নের ন্যায়, করুণাময় জনার্দ্দন জীবগণকে সংসার যন্ত্রণা হইতে নিস্তার করিয়া স্বস্থানে আনয়ন করেন, সন্দেহ নাই ॥১—৮॥

ইতি দশমে ঊনবিংশ অধ্যায়ের আভাস সমাপ্ত॥

শুকদেব শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনাভিপ্রায়ে বর্ষা ও শরৎকালীন শোভা সমুদয় এই বিংশাধ্যায়ে বর্ণন করিয়াছেন ॥

গোপবৃদ্ধাশ্চ গোপ্যশ্চ তদুপাকর্ণ্য বিস্মিতাঃ।
মেনিরে দেবপ্রবরৌ কৃষ্ণরামৌ ব্রজং গতৌ ॥ ১ ॥
ততঃ প্রাবর্ত্তত প্রাবৃট্সর্ব্বসত্ত্বসমুদ্ভবা।
বিদ্যোত্তমানপরিধির্বিস্ফূর্জিতনভস্তলা ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।

তৎ (গোপৈঃ বর্ণিতং তয়োঃ কর্ম্ম) উপাকর্ণ্য শ্রুত্বা বিস্মিতাঃ গোপবৃদ্ধাঃ গোপাঃ চ ব্রজং গতৌ ব্রজে অবতীর্ণৌ কৃষ্ণরামৌ দেবপ্রবরৌ (দেবানাং ব্রহ্মাদীনাং প্রবরৌ শ্রেষ্ঠৌ পূজ্যৌ (ইতি) মেনিরে ॥ ১ ॥

ততঃ সর্ব্বসত্ত্বসমুদ্ভবা (সর্ব্বেষাং সত্ত্বানাং জীবানাং (উৎপত্তিতঃ জীবনসাধনতশ্চ) সমুদ্ভবঃ যস্যাং সা) বিদ্যোত্তমানপরিধিঃ (বিদ্যোত্তমানাঃ পরিধয়ঃ চন্দ্রসূর্য্যমণ্ডলানি যস্যাং সা বা বিদ্যুত্তিঃ বিদ্যোত্তমানাঃ পরিধয়ঃ দিশঃ যস্যাং সা) বিস্ফূর্জিতনভস্তলা (বিস্ফূর্জিতং ক্ষুভিতং নভস্তলং যস্যাং সা) প্রাবৃট্ প্রাবর্ত্তত ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

হেয়াদেয়োপমানেন প্রাবৃট্ শরদৃতুশ্রিয়োঃ। বর্ণনং ত্বৎকৃতৈশ্বর্য্যকৃষ্ণলীলাবিবক্ষয়া ॥ ১ ॥

তত্র প্রাবৃট্ বর্ণনং তত্ত আদি দ্বাবিংশত্যা সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং সমুদ্ভব উৎপত্তিতো জীবনতশ্চ যস্যাং সা প্রাবৃট্। বিদ্যোত্তমানাঃ পরিধয়ঃ পরিবেশাঃ দিশো বা যস্যাং সা। বিস্ফূর্জিতং সংক্ষুভিতং নভস্তলং যস্যাং সা ॥ ২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দেবপ্রবরাবিতি প্রেমপ্রাবল্যেন স্বসম্বন্ধস্য দার্ঢ্যাৎ পূর্ব্ববন্মাধুর্য্যস্যৈব পোষণং নত্বেষামৈশ্বর্য্যজ্ঞানং জ্ঞেয়ং। তৎকার্য্যস্য স্বসম্বন্ধশৈথিল্যস্য তৎসংযোগে কুত্রাপ্যশ্রবণাৎ ॥ ১ ॥

ততো গ্রীষ্মানন্তরং সর্ব্বেষাং সত্ত্বানাং প্রাণিনাং সমুদ্ভব উৎপত্তিতো জীবনতশ্চ যস্যাং সা প্রাবৃট্ বর্ষা। পরিধিশ্চন্দ্রার্কয়োর্মণ্ডলং। বিস্ফূর্জ্জিতং গর্জ্জিতং তদ্যুক্তং নভস্তলং যস্যাং সা ॥ ২ ॥

এতচ্ছ্রবণে সম্পূর্ণ বিস্মিত প্রাজ্ঞতম গোপ ও গোপিকাগণ রামকৃষ্ণকে ব্রজে অবতীর্ণ দেবপ্রধান বলিয়া মনে করিলেন ॥ ১ ॥

অনন্তর গ্রীষ্মের অপগমে সমস্ত প্রাণিগণের উৎপত্তি ও জীবিকাসাধক বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। তৎকালে নভোমণ্ডল ঘনঘটায় সমাচ্ছাদিত ও দিঙ্মণ্ডল বিদ্যুতমালায় পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল।

আভাস।

বর্ষাঋতুকে গ্রন্থকার "সর্ব্বসত্ত্বসমুদ্ভবা" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; তাহাতে জীবমাত্রেরই যে জননকাল বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, এমত নহে; অধিকাংশ প্রাণীর এই সময়

সান্দ্রনীলাম্বুদৈর্ব্যোম সবিদ্যুৎ স্তনয়িত্নুভিঃ।
অস্পষ্টজ্যোতিরাচ্ছন্নং ব্রহ্মেব সগুণং বভৌ ॥ ৩ ॥

অন্বয়।

তদা সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুভিঃ বিদ্যুৎগর্জিতসহিতৈঃ, সান্দ্রনীলাম্বুদৈঃ (সান্দ্রৈঃ নিবিড়ৈঃ নীলাম্বুদৈঃ মেঘৈঃ) আচ্ছন্নং (অতএব) অস্পষ্টজ্যোতিঃ (অস্পষ্টং জ্যোতিঃ চন্দ্রসূর্য্যাদিরূপং যত্র তাদৃশং সঃ) ব্যোম সগুণং (সত্ত্বাদিভিঃ তৎকার্য্যৈশ্চ আবৃতস্বরূপং) ব্রহ্ম ইব বভৌ ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সান্দ্রৈর্নিবিড়ৈর্নীলাম্বুদৈর্বিদ্যুদ্গর্জ্জিতসহিতৈরাচ্ছন্নং সগুণং গুণৈরাচ্ছন্নং জীবাখ্যং বিদ্যুদ্গর্জ্জিতাম্বুদানাং সত্ত্বরজস্তমোভিরুপমা ॥ ৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সান্দ্রৈর্নিবিড়ৈর্নীলাম্বুদৈর্বিদ্যুদ্গর্জ্জিতসহিতৈরাচ্ছন্নত্বেন প্রতীতং সগুণং ব্রহ্ম সমষ্টিবিরাড়াত্মা। বিদ্যুদ্গর্জ্জিতাম্বুদানাং সত্ত্বরজস্তমোভিরুপমা। অত্র ব্যোম্নো নির্লেপত্বেন। বস্তুতস্তন্নাচ্ছন্নত্বেনাম্বুদাদ্যধিষ্ঠানমাত্রত্বাদ্ব্রহ্মণা সহোপমেয়ং যোগিভিঃ স্বীয়োপাস্যদৃষ্ট্যা উপাদেয়া ॥ ৩ ॥

বিদ্যুন্মালায় বিলসিত গভীরগর্জ্জন নিবিড় নীলাভ নীরদজালে সমাচ্ছন্ন নভোমণ্ডল সত্ত্বাদি গুণত্রয়ে আচ্ছন্নস্বরূপ সগুণ-ব্রহ্মের ন্যায় বিকৃতস্বরূপে প্রতীয়মান হইতে লাগিল ॥ ৩ ॥

আভাস।

জন্ম হয় বটে, কিন্তু প্রাণীমাত্রেরই জীবনোপায় শস্যাদি এই সময়েই উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হয়। বর্ষাকালে আকাশমণ্ডল অম্বুকণায় পরিব্যাপ্ত থাকায়, নভোমণ্ডলে সূর্য্যদেব ও শশধরের চতুর্দ্দিকে এক একটী মণ্ডল পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বিস্ফূর্জ্জিত-নভোমণ্ডল বলিলে, বর্ষার প্রারম্ভে সামান্য বৃষ্টি, হিম ও ধূলিপটলের সন্নিবেশ বশত শূন্যদেশে যে অস্পষ্ট ধূসরাকার বর্ণ প্রতীত হয়, তাহাই এস্থলে বিস্ফূর্জিত নভস্তল বলিবার তাৎপর্য্য ॥ ১ ॥ ২ ॥

এই শ্লোকে বর্ষাকালীন আকাশের সহিত সগুণ-ব্রহ্মের উপমা দিয়াছেন। সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্ম সত্ত্বাদি গুণকার্য্যের অন্তরে পিহিতের ন্যায় উপহিত থাকিলে জগদ্রাজ্ঞ

তত্র তমসা মেঘানাং, সত্ত্বেন বিদ্যুতাং, রজসা গর্জ্জিতানাং সাদৃশ্যং জ্ঞেয়ং। যদ্বা সগুণং ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণো যথা অস্পষ্টজ্যোতির্ভাতি তথা তত্র শ্যামরূপেণ মেঘানাং, পীতাম্বরেণ ভূষণৈশ্চ বিদ্যুতাং; বেণুনাদেন মধুরয়া গিরা চ গর্জ্জিতানাং সাদৃশ্যং জ্ঞেয়ং। স জীবঃ শ্রীকৃষ্ণো বা সর্ব্বসম্বন্ধিত্বেন প্রতীয়মানোঽপি আকাশবৎ সর্ব্বদোষনির্লেপতয়ৈব উপাসনায়ঃ ইতি ॥ ৩ ॥

অষ্টৌ মাসান্নিপীতং যদ্ভূম্যা উদময়ং বসু ।
স্বগোভির্মোক্তুমারেভে পর্জ্জন্যঃ কাল আগতে ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ ।

পর্জ্জন্যঃ সূর্য্যঃ, স্বগোভিঃ স্বকিরণৈঃ, অষ্টৌ মাসান্ (কার্ত্তিকমারভ্য জ্যৈষ্ঠপর্য্যন্তং) যৎ ভূম্যাঃ উদময়ং জলরূপং, বসু ধনং, নিপীতং তৎ পুনঃ কালে, বর্ষাকালে, আগতে সতি মোক্তুং আরেভে ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

পর্জ্জন্যঃ সূর্য্যঃ । স্বগোভিঃ স্বরশ্মিভিঃ । কালে যথোচিতসময়ে । তত্র রাজোপমা কর্ত্তৃদানতঃ সময়ে পুনর্দানতঃ সূচিতা ॥ ৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

পর্জ্জন্যঃ সূর্য্যঃ । স্বগোভিঃ স্বরশ্মিভিঃ । কালে সময়ে । অত্র পর্জ্জন্যস্য রাজত্বং উদকস্য করত্বং নিপানস্য গ্রহণত্বং মোচনস্য দানত্বং সূচিতমিতি বস্তুনঃ স্বপ্রজাভ্য আদানতঃ সময়ে পুনঃ প্রদানতশ্চ রাজোপমেয়ং নীতি দৃষ্ট্যা রাজতিরূপাদেয়া ॥ ৪ ॥

প্রভাকর সমুজ্জ্বল কিরণমার্গের দ্বারা ধরণীর জলীয় ধনভাগ যাহা কার্ত্তিকাদি অষ্টমাস পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে উপযুক্ত কাল উপস্থিত হওয়ায়, সেই সমস্ত ধন অমৃতরূপে বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪ ॥

আভাস ।

স্ফটিকের ন্যায় সত্ত্বাদি গুণকার্য্যের স্বরূপে অগুণী হইয়াও সগুণের ন্যায় প্রতীত হন। এদিকে আকাশও প্রকৃত প্রস্তাবে মেঘাদি সর্ব্বপ্রকার বর্ণশূন্য এবং নির্লেপ হইলেও, বর্ষাকালে মেঘাদির আধাররূপে প্রতীত হয়। এস্থলে তমো রজঃ ও সত্ত্বগুণের সহিত পর্য্যায়ক্রমে মেঘ, বিদ্যুৎ ও গর্জ্জনের তুলনা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সগুণব্রহ্মে এস্থলে শ্রীকৃষ্ণকেই লক্ষ্য হয়। কারণ তাঁহার শ্যামরূপের সহিত আকাশের অস্পষ্ট জ্যোতিঃ ও মেঘমালা, পীতাম্বর ও ভূষণের সহিত বিদ্যুতের তুলনা, বেণুধ্বনি ও মধুরবচনের সহিত মেঘগর্জ্জনের সাদৃশ্য কল্পনা করা কর্ত্তব্য। অতএব মেঘাদির স্বরূপে নভোমণ্ডল প্রতীয়মান হইলেও যেমন স্বরূপত সর্ব্বরূপশূন্য, সেইরূপ ভগবান্ বাসুদেব বা জীবাত্মা প্রকৃতির বিবিধগুণে আচ্ছন্ন পরিলক্ষিত হইলেও, সর্ব্বদোষশূন্য ও নির্লিপ্তরূপে সকলের উপাসনীয়; ইহাই এস্থলে উপমার তাৎপর্য্য ॥ ৩ ॥

বেদব্যাস বর্ষাকালীন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যবর্ণনের অবসরে জীবনিষ্ঠ আভ্যন্তরিক ভাবসমূহেরও বর্ণনপূর্ব্বক হেয় এবং উপাদেয় বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। জলাভাব ও জলবর্ষণে পৃথিবীর রুক্ষভাব ও পুষ্টতার সহিত মনুষ্যদেহের পুষ্টি ও অপুষ্টিভাবের সাদৃশ্য বর্ণন দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে, যেমন পুষ্টাদি দেহের অবস্থা নিত্য নহে, অনবরত পরিবর্ত্তনীয়, জীবের দেহও তদ্রূপ নিয়ত নহে; সতত ধ্বংসের অধীন। অতএব তাদৃশ ধ্বংসশীল দেহ

তড়িদ্বন্তো মহামেঘাশ্চণ্ডশ্বসনবেপিতাঃ।
প্রীণনং জীবনং হ্যস্য মুমুচুঃ করুণা ইব ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।

যথা করুণাঃ কৃপালবঃ জনাঃ ইব (ক্ষুধাদিনা তপ্তং জনং নেত্রৈ বীক্ষ্য কৃপয়া কম্পিতচিত্তাঃ সন্তঃ তস্যাপ্যায়নায় স্বজীবনং জীবনসাধনমপি অন্নাদিকং দদতি তথা তড়িদ্বন্তঃ নেত্রস্থানীয়াভিঃ তড়িদ্ভিঃ পশ্যন্তঃ) চণ্ডশ্বসনবেপিতাঃ (চণ্ডশ্বসনেন খরতরপবনেন বেপিতাঃ কম্পিতাঃ) মহামেঘাঃ হি অস্য বিশ্বস্য প্রীণনং আপ্যায়নকরং জীবনং জীবনসাধনভূতং জলং মুমুচুঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অস্য বিশ্বস্য প্রীণনং আপ্যায়নকরং জীবনং উদকং মুমুচুঃ। কৃপালবো যথা তপ্তং জনং নিরীক্ষ্য অনুকম্পমানাস্তদাপ্যায়নায় স্বজীবনমপি ত্যজন্তি তদ্বন্মহান্তো মেঘাস্তড়িন্নেত্রৈস্তপ্তং বিশ্বং নিরীক্ষ্য শ্বসনৈর্বায়ুভির্বেপিতা জীবনং মুমুচুরিতি। ৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শ্বসনো বায়ুঃ। অস্য বিশ্বস্য সন্তপ্তস্য প্রীণনং আপ্যায়নকরং। অতএব জীবনং জীবনতুল্যং জলং করুণা কৃপালবো দাতার ইব। তৎপক্ষে শ্বাসবেপাবনুভাবৌ। জীবনং জীবিতমপি তপ্তং জনং বীক্ষ্য তে ত্যজন্তি রন্তিদেবাদয়ো জীবনং স্বমাত্রাপ্যায়কং জলমপীতি ইয়মুপমা তত্তদ্দৃষ্ট্যা দয়াবীরদানবীরৈরুপাদেয়া ॥ ৫ ॥

মহামেঘগণ কৃপাপরায়ণ সাধুব্যক্তির ন্যায়, তড়িন্নেত্র উন্মীলন করত প্রখর বায়ুর প্রবাহে যেন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বকই জগজ্জনের সন্তাপহারী ও জীবনোপায় অমৃতস্বরূপ বারিধারা অবিরল-ধারে বিসর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ৫ ॥

আভাস।

লাভ করিয়া কেবল ভোগবাসনা পূরণার্থ কৃচ্ছ্র তপস্যাদির অনুষ্ঠান করা বিধেয় নহে। বর্ত্তমান দেহের অবসানে পরিণামে যাহাতে অনুপম সুখপ্রাপ্তি ঘটে, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য। এতদর্থে ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "স্বাম্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ"। দুর্ল্লভ মানব-যোনি লাভ করিয়া কৃচ্ছ্র তপস্যাদি যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানে সিদ্ধি লাভ করিলে, ইন্দ্রাদি লোকপালগণও অভিলষিত বরপ্রদানে যোগীকে সম্ভোগার্থ অভিবাদন করিয়া থাকেন। কিন্তু তৎকালে সেই দেবদত্ত ধনে লোভবশত যোগমার্গ হইতে কদাচ বিচ্যুত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কারণ একবার ভোগে প্রবৃত্ত হইলেই পুনর্ব্বার অনিষ্টপাতের বিশেষ সম্ভাবনা। অতএব এই উপমার দ্বারা ভোগসাধন সম্পূর্ণ হেয়, ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥

ঘনঘটার ঘোর অন্ধকারে সমগ্র জগৎ, এমন কি! নিত্যজ্যোতিষ্ক সুবিমল চন্দ্রাদি

তপঃকৃশা দেবমীঢ়া আসীদ্বর্ষীয়সী মহী।
যথৈব কাম্যতপস স্তনুঃ সম্প্রাপ্য তৎফলং ॥
নিশামুখেষু খদ্যোতা স্তমসা ভান্তি ন গ্রহাঃ।
যথা পাপেন পাষণ্ডা ন হি বেদাঃ কলৌ যুগে ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।

কাম্যতপসঃ [কাম্যং কামভোগার্থং তপঃ যস্য তস্য) তনুঃ শরীরং তৎফলং (তস্য তপসঃ ফলং ভোগঃ) সম্প্রাপ্য যথা (পুষ্টা ভবতি) তথা তপঃকৃশা (তপসা গ্রীষ্মেণ কৃশা সর্ব্বজলাহরণাৎ শুষ্কা) মহী পৃথ্বী (পুনঃ) দেবমীঢ় (দেবেন পর্জ্জন্যেন মীঢ়া সিক্তা সতী) বর্ষীয়সী পুষ্টাঙ্গা আসীৎ এব।

যথা কলৌ যুগে (অজ্ঞান-জনিতেন) পাপেন পাষণ্ডাঃ নাস্তিকাঃ ভান্তি বেদাঃ (বেদাধ্যায়িনঃ ব্রাহ্মণাঃ) ন হি ভান্তি তথা) নিশামুখেষু রাত্রিষু তমসা (মেঘাবরণেন) খদ্যোতাঃ ক্ষুদ্রাবশেষাঃ ভান্তি গ্রহাঃ চন্দ্রশুক্রাদয়ঃ ন (ভান্তি) ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তপসা গ্রীষ্মেণ কৃশা দেবমীঢ়া পর্জ্জন্যসিক্তা বর্ষীয়সী উচ্ছ্রূনা পুষ্টা কাম্যং তপো যস্য তস্য তনু কামান্ প্রাপ্য যথেতি ॥ ৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তপসা। পক্ষে গ্রীষ্মেণ কৃশা ততো দেবৈরুদ্রাদিভিঃ পর্জ্জন্যেন চ মীঢ়া কামিতবস্তুপ্রদানেন জলবৃষ্ট্যা চ সিক্তা। বর্ষীয়সী পুষ্টাঙ্গা উচ্ছ্রূনা চ কাম্যং তপো যস্য তস্য পুংসস্তনুঃ কামান্ প্রাপ্য। যথেত্যুপমেয়া পরিণামদর্শিভিঃ সদ্ভির্হেয়া ॥

পাষণ্ডাঃ পাষণ্ডশাস্ত্রাণি হেয়ৈবেয়মুপমা ॥ ৬ ॥

কামাভিলাষী তপঃপরায়ণ জনগণের দেহ দেবদত্ত কাম্যফললাভে যেরূপ পুষ্টিলাভ করে, তদ্রূপ গ্রীষ্মতাপে শুষ্কা রসশূন্যা ধরণী দেবেন্দ্রের প্রচুর বর্ষণে সংসিক্তদেহা হইয়া বিলক্ষণ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল!

কলিযুগে বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণগণের কোন শোভা থাকে না; বরং কলি-কল্মষযুক্ত নাস্তিক পাষণ্ডগণ যেরূপ উন্নতি-সহকারে পরিশোভিত হয়; সেইরূপ নিশীথ-সময়ে জলদের নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন চন্দ্রনক্ষত্রাদি গ্রহগণের প্রভা অদৃশ্য হইলেও, ক্ষুদ্র খদ্যোতগণ ক্ষণিকজ্যোতিতে পরিশোভিত বলিয়া প্রতীয়মান হয় ॥ ৬ ॥

আভাস।

গ্রহগণও আবৃত হইলে জ্যোতিরিঙ্গণ যে জ্যোতিবিকাশে ক্রীড়া করে, সে কেবল ক্ষণকালের জন্য মাত্র; সেইরূপ প্রবল কলির প্রাবল্যে অত্যুন্নত পাষণ্ডশাস্ত্রের প্রতাপে লুপ্তপ্রায় বেদ-

শ্রুত্বা পর্জ্জন্যনিনদং মণ্ডূকাঃ সসৃজুর্গিরঃ।
তূষ্ণীং শয়ানা প্রাগ্ যদ্বদ্ব্রাহ্মণা নিয়মাত্যয়ে ॥ ৭ ॥
আসন্নুৎপথগামিন্যঃ ক্ষুদ্রনদ্যোঽনুশুষ্যতীঃ।

অন্বয়ঃ।

প্রাক্ (রাত্রৌ) তূষ্ণীং শয়ানাঃ নিদ্রিতাঃ ব্রাহ্মণাঃ (শিষ্যাঃ প্রাতঃ) নিয়মাত্যয়ে নিত্যকর্ম্মাবসানে, (গুরুধ্বনিং শ্রুত্বা যদ্বৎ অধীয়ন্তে তদ্বৎ অনুঋতুষু) তূষ্ণীং শয়ানাঃ মণ্ডূকাঃ (বর্ষাসু) পর্জ্জন্যনিনদং (পর্জ্জন্যস্য মেঘস্য নিনদং ধ্বনিং) শ্রুত্বা গিরঃ শব্দান্ সসৃজুঃ (ব্যসৃজন্ ইতি পাঠান্তরং) চক্রুঃ ॥ ৭ ॥

যথা অস্বতন্ত্রস্য শাস্ত্রজ্ঞানাভিবর্ত্তিনঃ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রস্য পুংসঃ দেহদ্রবিণসম্পদঃ (পুণ্যক্ষয়ে বিনশ্যন্তি তথা) অনুশুষ্যতীঃ (বর্ষাত্যয়ে শুষ্যন্ত্যঃ) ক্ষুদ্রনদ্যঃ প্রথমং বৃষ্যমাণৈর্জলৈঃ

শ্রীধরস্বামী।

নিত্যকর্ম্মাবসানে আচার্য্যনিনদং শ্রুত্বা তচ্ছিষ্যা যথা অধীয়ন্তে তদ্বদিতি ॥ ৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নিত্যকর্ম্মাবসানে আচার্য্যাহ্বানশব্দং শ্রুত্বা তচ্ছিষ্যা যথা অধীয়ন্তে তদ্বদিতি ব্রহ্মচারিভিরুপাদেয়া ॥ ৭ ॥

অনুশুষ্যতীঃ অনুশুষ্যন্ত্যঃ। বৃষ্যমাণৈর্বল্লৈরপি জলৈরুৎপথগামিন্যঃ স্বতন্ত্রস্য শাস্ত্রশাসনং অমানয়তঃ দেহস্য সম্পদো যৌবনসামর্থ্যবিদ্যাদ্যা দ্রবিণসম্পদঃ পক্বযপ্রাপ্তা-

---

রাত্রির অবসানে ব্রাহ্মণকুমারগণ গুরুর নিত্যকর্ম্মের সমাপনান্তে সম্বোধন-ধ্বনি শ্রবণ মাত্রেই তূষ্ণীম্ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়, ভেককুলও, জলদের গভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিয়াই তারস্বরে রব করিতে আরম্ভ করে ॥ ৭ ॥

অপব্যয়হেতু দেহ, ধন ও ঐশ্বর্য্যাদি অবিলম্বে বিনষ্ট ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় জানিয়াও, শাস্ত্রোক্ত আচারে উদাসীন ইন্দ্রিয়-পরায়ণ কামুক ব্যক্তি যেমন সেই

আভাস।

সমূহ অতি অল্পকালের নিমিত্তই নিষ্প্রভ থাকে। কলিযুগে অসৎপথাবলম্বীর উন্নতি ও সৎপথাবলম্বীর অবনতি দর্শনে সাধুগণের কখনও অসৎপথে পদার্পণ করা কর্ত্তব্য নহে। মেঘাগমে সুবিমল শশধর-জ্যোতিতে যেমন খদ্যোতের ভাণ হওয়া দূরে থাকুক, অস্তিত্ব পর্য্যন্তও উপলব্ধ হয় না, তদ্রূপ কলির অবসানে জ্ঞান-ভাণ্ডার বেদ-সমুদায়ের প্রকাশে নাস্তিক শাস্ত্রের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত উপলক্ষিত হইবে না ॥ ৬ ॥

ভেককুল উপযুক্ত অবসর না পাইলে যেমন কখনই রব করে না, নিঃশব্দে নিদ্রিতের ন্যায় অবস্থান করে, সেইরূপ সৎপথ প্রখ্যাপনার্থ উপযুক্ত কালের নিমিত্ত অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য;

পুংসো যথাঽস্বতন্ত্রস্য দেহদ্রবিণসম্পদঃ ॥ ৮ ॥
হরিতা হরিভিঃ শষ্পৈরিন্দ্রগোপৈশ্চ লোহিতাঃ।
উচ্ছিলীন্ধ্রকৃতচ্ছায়া নৃণাং শ্রীরিব ভূরভূৎ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ।

উৎপথগামিন্যঃ (উৎপথবাহিন্যঃ ইত্যপি পাঠঃ স্বস্থিতিমর্য্যাদাং হিত্বা প্লবমানাঃ) আসন্ ॥ ৮ ॥

হরিভিঃ শ্যামৈঃ, শষ্পৈঃ কোমলতৃণৈঃ, হরিতা (ক্বচিৎ চ) ইন্দ্রগোপৈঃ কীটবিশেষৈঃ, লোহিতা উচ্ছিলীন্ধ্রকৃতচ্ছায়া (উচ্ছিলীন্ধ্রৈঃ ছত্রাকারৈঃ উদ্ভিজ্জবিশেষৈঃ কৃতচ্ছায়া শ্বেতবর্ণা ভূঃ নৃণাং শ্রীঃ ইব অভূৎ ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অনুশুষ্যতীঃ অনুশুষ্যন্ত্যঃ। অস্বতন্ত্রস্য ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রস্য স্বতন্ত্রস্য নিরঙ্কুশস্যেতি বা ॥ ৮ ॥

হরিদ্ভির্নীলৈঃ শষ্পৈর্বালতৃণৈঃ নীলবর্ণা ক্বচিৎ। ক্বচিদিন্দ্রগোপৈঃ কীটবিশেষৈর্লোহিতাঃ। তত্র তত্র উচ্ছিলীন্ধ্রৈশ্ছত্রাকারৈরুদ্ভিদৈঃ কৃতচ্ছায়া নৃণাং রাজ্ঞাং শ্রীঃ সেনাসম্পদিব ॥ ৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ধিপভ্যং। তা যথা নিকৃষ্টস্য কুমতেঃ পরোদ্বেজিকান্তথেতি হেয়ৈবেয়ম্ ॥ ৮ ॥

হরিভির্নীলবর্ণৈঃ শষ্পৈঃ কোমলৈঃ। ক্বচিৎ নীলবর্ণা ইন্দ্রগোপৈররুণবর্ণকীটবিশেষৈঃ ক্বচিৎ লোহিতা। উচ্ছিলীন্ধ্রৈশ্ছত্রাকারৈরুদ্ভিজ্জৈঃ কৃতচ্ছায়া কৃতশ্বেতকান্তিঃ। নৃণাং রাজ্ঞাং শ্রীঃ সেনাসম্পৎ হরিতাদিবর্ণপটগেহযুক্তা। ইয়ং রাজ্ঞামুপাদেয়া ॥ ৯ ॥

সমস্তের অপরিমিত ব্যয় করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা ক্ষুব্ধ হয় না, সেইরূপ পরিণামে শুষ্কস্বভাবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীগণ বর্ষার প্রারম্ভেই সলিলে পরিপূর্ণা হইয়াই তীর অতিক্রম করত, ইতস্ততঃ প্লাবিত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

সুকোমল শ্যামবর্ণ নবীন তৃণরাজী, হরিৎবর্ণ ইন্দ্রগোপ পতঙ্গ ও শ্বেতবর্ণ ছত্রাকার ছত্রাকের সন্নিবেশে পৃথিবী নরনাথের সুসজ্জিত বিচিত্র সৈন্য-সন্নিবেশের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল ॥ ৯ ॥

আভাস।

নতুবা সুফল প্রসূত হওয়া দূরে থাকুক, বরং কুফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠানকালে আচার্য্য সন্নিকটে বেদাধ্যয়ন বিধেয় নহে, তাহাতে বেদাধ্যয়নের সম্যক্ ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা হয় না; বরং আচার্য্যের কার্য্যে বিঘ্নোৎপাদনার্থ প্রত্যবায় ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ অসময়ে সৎশাস্ত্রের প্রচারে অমৃত উৎপাদনের পরিবর্ত্তে কালকূট হলাহলের উৎপত্তির ন্যায়, ঘোর নাস্তিকতাই পরিবর্দ্ধিত হয়, সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥

পার্ব্বতীয় প্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীসমূহ প্রায় গভীর হয় না, সুতরাং বর্ষার প্রারম্ভেই

ক্ষেত্রাণি শস্যসম্পদ্ভিঃ কর্ষকাণাং মুদং দদুঃ।
মানিনামনুতাপং বৈ দৈবাধীনমজানতাং ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ।

শস্যসম্পদ্ভিঃ শাল্যাদিভিঃ, ক্ষেত্রাণি কর্ষকাণাং মুদং আনন্দং, দদুঃ তথা দৈবাধীনং সর্ব্বং ইতি অজানতাং বৈ মানিনাং তেষাং বৃষ্টের্বিচ্ছেদেন শুষ্যন্তীতি তাভিঃ অনুতাপং দদুঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ক্ষেত্রাণীতি তদাহি বৃষ্টেরবিচ্ছেদেন সন্তঃ প্রিয়ঙ্গ্বাদয়ো মুদং দদতি বিচ্ছেদেন শুষ্যন্তো-ঽনুতাপকেতি ॥ ১০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মানিনামিতি কৃষিং নিকৃষ্টং কর্ম্ম বয়ং প্রতিষ্ঠিতা ন কুর্ম্মহে ইতি গর্ব্বগতাং অনুতাপং হন্ত হন্ত যদি কৃষিং বয়মপ্যকরিষ্যাম তদৈতাদৃশীঃ শস্যসম্পদঃ প্রাপ্যামেতি পশ্চাত্তাপং দদুর্মানিভ্য এবেত্যর্থঃ। যতো মুদনুতাপাদিকং দৈবাধীনং তেন জানন্তীত্যর্থঃ। যথা নিবৃত্তিকর্ম্মপরান্ ব্রহ্মলোকং গচ্ছতো দৃষ্ট্বা প্রবৃত্তিকর্ম্মপরাঃ স্বর্গস্থা অনুতপন্তীতি গম্যোপমা ভক্তেহেয়া ॥ ১০ ॥

কৃষকেরা হরিতবর্ণ শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র নয়নগোচর করিয়া, কতই আনন্দরসে নিমগ্ন হইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যাহারা ইহাকে ভগবানের প্রদত্ত সামগ্রী মনে না করিয়া কেবল, নিজেদের পরিশ্রমেই অর্জ্জিত জ্ঞান করে, তাহারা আবার বৃষ্টির বিচ্ছেদে শস্যাদি শুষ্কপ্রায় নিরীক্ষণ করিলে, বিষম পরিতাপে দগ্ধ হইতে থাকে ॥ ১০ ॥

আভাস।

প্রচুর জল প্রাপ্ত হইলে, অন্তরে ধারণ করিবার অসমর্থতা নিবন্ধন তীরতরু পর্য্যন্ত সমূলে উন্মূলিত করত চতুর্দ্দিক ভাসাইয়া প্লাবিত হইয়া পড়ে; কিন্তু শরদাদি ঋতুর আগমনেই যেমন সম্পূর্ণভাবে শূন্যতোয়া হয়, সেইরূপ যে সমস্ত যুবা পুরুষগণ যৌবনের মদে মত্ত হইয়া ধনাদি ইন্দ্রিয়গণের যথেচ্ছাচারণে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা পরিণত বয়সে নিতান্ত দরিদ্র ও রুগ্ন হইয়া পড়ে। অতএব যৌবন-কালে ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রাদি হইতে সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্ত থাকাই অবশ্য কর্ত্তব্য; ইহাই শ্লোকের তাৎপর্য্য ॥ ৮ ॥

বর্ষাকালীন সতেজ সুকোমল তৃণাদির তুলনায় প্রকাশ করা হইয়াছে যে, বিজয় ও শান্তিকামনায় রাজার নিজ সৈন্যগণের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যদি সৈন্যগণ স্বাস্থ্য ও পারিতোষিকের অভাবে দুর্মনা হয়, তবে সে রাজার জয় ও প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা অতি অল্পই থাকে ॥ ৯ ॥

এই শ্লোকে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, পুরুষকারের নিমিত্ত অভিমানী হওয়া উচিত নহে। যাবতীয় সৎকর্ম্মে মনোযোগ পূর্ব্বক যত্ন করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু তন্নিবন্ধ ফলের

জলস্থলৌকসঃ সর্ব্বে নববারি-নিষেবয়া।
অবিভ্রন্ রুচিরং রূপং যথা হরিনিষেবয়া ॥ ১১ ॥
সরিদ্ভিঃ সঙ্গতঃ সিন্ধুশ্চুক্ষোভ শ্বসনোর্ম্মিমান্।

অন্বয়ঃ।

যথা হরিনিষেবয়া (জনাঃ সাধনদশায়ামপি রুচিরাঃ ভবন্তি তথা) সর্ব্বে জলস্থলৌকসঃ মীনগোবৃক্ষাদয়ঃ নববারিনিষেবয়া (নববারিনিষেবণাদিতাপি পাঠঃ।) রুচিরং রূপং অবিভ্রন্, অবিভরুঃ ॥ ১১ ॥

শ্বসনোর্ম্মিমান্ (শ্বসনঃ বায়ুঃ তেন জাতা যে ঊর্ম্ময়ঃ তদ্বান্ (সরিদ্ভিঃ সঙ্গতঃ চ সিন্ধুঃ অপক্বযোগিনঃ অলব্ধভূমিকস্য, কামাক্তং বাসনাবিষ্টং, যতঃ গুণযুক্ গুণাধীনং, চিত্তং যথা

শ্রীধরস্বামী।

অবিভ্রন্ অবিভরুঃ। যথা হরিনিষেবয়েতি হরিসেবায়াং প্রবৃত্তা হি সদ্য এব সর্ব্বে রুচিরা ভবন্তি তস্যাঃ পরমধর্ম্মত্বাৎ পরমসুখত্বাচ্চ তদ্বদিতি ॥ ১১ ॥

কামাক্তং কামবাসনাযুক্তং ইতি শ্বসনোর্ম্মিসাম্যং। গুণৈর্বিষয়ৈর্যুজ্যত ইতি তথেতি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অবিভ্রন্ অবিভরুঃ। যথেতি হরিসেবায়াং প্রবৃত্তা অপি সদ্য এব সর্ব্বে রুচিরা ভবন্তি তস্যাঃ পরমধর্ম্মত্বাৎ পরমসুখদত্বাচ্চ। তদ্বদিত্যুপাদেয়া ॥ ১১ ॥

সিন্ধুর্নদীবিশেষঃ পাশ্চাত্যঃ। বিশেষণস্য পুংস্ত্বমার্ষং। কামাক্তং কামবাসনাযুক্তং

বর্ষার শুভাগমে জলচর ও স্থলচর প্রাণীমাত্রেই নববারিসম্ভোগে অতি অনুপম লাবণ্যবিশিষ্ট হইয়াছিল। অহো! জনগণ শ্রীহরির সেবায় নিযুক্ত হইলে, সাধনদশা হইতেই এইরূপ অপূর্ব্ব জ্যোতিতে সুশোভিত হয় ॥ ১১ ॥

কামান্ধচেতা বিষয়াসক্ত অপক্বযোগীর চিত্ত যেমন সততই চঞ্চল হয়

আভাস।

প্রতি আকাঙ্ক্ষা করা অকর্ত্তব্য। কারণ কেবল পুরুষকার দ্বারা ফলপ্রাপ্তি ঘটে না। দৈব, পুরুষকার ও কাল এই তিনটী যে পর্য্যন্ত একত্র মিলিত না হয়, সে পর্য্যন্ত কখনই ফললাভ ঘটে না। অতএব যাহারা কেবল পুরুষকারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্ম করে, তাহারা, কর্ষিত, উপ্ত ও অঙ্কুরিত ভূমে জলাভাবে শুষ্কশস্য নিরীক্ষণে বিষণ্ণ হইবার ন্যায়, অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল না দেখিয়া নিতান্ত অবসাদগ্রস্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই ॥ ১০ ॥

অতএব যাবতীয় কামনাবিশিষ্ট পুরুষকারে জলাঞ্জলি দিয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে অনাথনাথ ভগবানে নির্ভর করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; কারণ তাহা হইলে প্রকৃতপ্রস্তাবে কোন অভাব থাকে না। ইন্দ্ররাজ যেমন সুশীতল বারিপ্রদানে গ্রীষ্মোপতপ্ত স্থাবর জঙ্গমাদি ভূতসমূহকে তুষ্ট ও পুষ্ট করেন, ভগবান্ শ্রীহরি স্বীয় ভক্তজনের যাবতীয় অভাব মোচন করত, নিরন্তর আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন রাখেন ॥ ১১ ॥

অপক্বযোগিনশ্চিত্তং কামাক্তং গুণযুগ্ যথা ॥ ১২ ॥
গিরয়ো বর্ষধারাভির্হন্যমানা ন বিব্যথুঃ।
অভিভূয়মানা ব্যসনৈর্যথাধোক্ষজচেতসঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ।

তথা চুক্ষুভে অতি চঞ্চলতাং (গতঃ চুক্ষোভ ইতি পাঠশ্চ) ॥ ১২ ॥

বর্ষধারাভিঃ হন্যমানাঃ অপি গিরয়ঃ ব্যসনৈঃ আধ্যাত্মিকাদিতাপৈঃ অভিভূয়মানাঃ অপি অধোক্ষজচেতসঃ (অধোক্ষজে ভগবতি এব চেতো যেষাং তে জনাঃ) যথা ইব ন বিব্যথুঃ পীড়াং ন প্রাপ্নুবন্তি স্ম ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সরিৎসঙ্গতিসাম্যং ॥ ১২ ॥

অধোক্ষজ এব চেতো যেষাং তে ॥ ১৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইতি খলনোর্ম্মিসাম্যং। গুণৈর্বিষয়ৈর্যুজ্যতে ইতি। সরিৎসঙ্গতিসাম্যমিতি হেয়া ॥ ১২ ॥

ন বিব্যথুর্ন বিব্যথিরে প্রত্যুত রজ আত্মপগমাদশোভন্তেত্যর্থঃ। ব্যসনৈরাধ্যাত্মিকাদিভিস্তাপৈরধোক্ষজচেতস্ত্বাদেব ন ব্যথন্তে। তদপি বিবিধাস্তাপা নৈতান্মদ্গতচেতস ইতি ভগবদুক্তেঃ। প্রত্যুত দৈন্যবুদ্ধ্যা গর্ব্বাসূয়াদিমালিন্যরহিতা এব ভবন্তীতি সন্নিকর্ষাদেয়া ॥ ১৩ ॥

প্রাবৃট্ সমাগমে নদীসমূহে সম্মিলিত সমুদ্র সমীরণের সহযোগে তাদৃশ উদ্বেলিত হইতেছে ॥ ১২ ॥

ভগবান্ অধোক্ষজে যাঁহাদের চিত্ত সতত সম্বদ্ধ থাকে, তাঁহারা আধ্যাত্মিকাদি বিবিধ দুঃখে নিপতিত হইলেও যেমন কখন ব্যথিত হন না, ধরাধরগণও সেইরূপ জলধরের অবিরল জলধারায় সংসিক্ত হইলেও, কোন প্রকার ব্যথা বোধ করে না ॥ ১৩ ॥

আভাস।

এই শ্লোকে সমুদ্র-দৃষ্টান্তে ক্রিয়াযোগে প্রবৃত্ত যোগীকে উপদেশ দিয়াছেন যে, যোগমার্গে আরোহণ কালে নিরন্তর অভ্যাস-সহকারে বিষয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। অগাধ-সলিলা সমুদ্র যেমন বায়ুর প্রবাহে গাম্ভীর্য্য পরিহারে উদ্বেলিত হয়, সেইরূপ আপাতত ধীরপ্রকৃতি যোগী কামনা-বাত্যায় প্রভিহত হইয়া, যোগমার্গ হইতে প্রভিষ্ঠাচ্যুত হয়। গীতাতে উক্ত আছে, "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ যুজ্যতে"। যোগের অনবরত অভ্যাস এবং বিষয়ে অকিঞ্চনতাই যোগফল প্রাপ্তির প্রধান উপায় ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বোক্ত সিন্ধু দৃষ্টান্তে আরও প্রকাশ করা হইয়াছে যে, মহামহিমান্বিত এবং বিপুল মর্য্যাদাবিশিষ্ট ব্যক্তিরও এক ভগবৎপ্রেমের অভাবে চিত্তবৃত্তির নিরোধে বিষম ব্যাঘাত

মার্গা বভূবুঃ সন্দিগ্ধাস্তৃণৈশ্ছন্না অসংস্কৃতাঃ।
নাভ্যস্যমানাঃ শ্রুতয়ো দ্বিজৈঃ কালেন চাহতাঃ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।

যথা দ্বিজৈঃ (পঠিতা অপি) শ্রুতয়ঃ ন অভ্যস্যমানাঃ লুপ্তসংস্কারাঃ কালেন চ আহতাঃ বিস্মৃতাঃ ভবন্তি, তথা মার্গাঃ তৃণৈঃ ছন্নাঃ অতঃ অসংস্কৃতাঃ (অতএব) সন্দিগ্ধাঃ সন্দেহবিষয়াঃ বভূবুঃ॥ ১৪॥

শ্রীধরস্বামী।

অসংস্কৃতাঃ অক্ষুণ্ণাঃ নাভ্যস্যমানা ইত্যসংস্কৃতসাম্যং। কালেন চাহতা ইতি তৃণাচ্ছাদনসাম্যং॥ ১৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নাভ্যস্যমানা ইত্যসংস্কৃতসাম্যং কালহতা ইতি তৃণাচ্ছাদনসাম্যং অতএব মার্গাঃ শ্রুতয়শ্চ সন্দিগ্ধা ইতীয়ং বটুভির্হেয়া॥ ১৪॥

পূর্ব্বে শ্রুতিসমূহ বিশেষ যত্ন-সহকারে অভ্যাস করিলেও, আলোচনার অভাবে যেমন কালক্রমে ব্রাহ্মণগণের স্মৃতিপথ হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়, বর্ষার আগমনে পথসমূহ তৃণাদিতে সমাচ্ছন্ন ও যথাকালে অসংস্কৃত হওয়ায়, সম্পূর্ণ লুপ্তপ্রায় ও ভ্রান্তিপ্রদ হইয়া পড়ে॥ ১৪॥

আভাস।

ঘটিয়া থাকে; কিন্তু ভগবন্নিষ্ঠ প্রেমিক ব্যক্তি অতি সামান্য ও অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট হইলেও, কেবল ভগবানে নির্ভর করিবার গুণে যাবতীয় আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়কে অতিক্রম করত, নিত্য নিরতিশয় প্রেমানন্দে পুলকিত হইয়া, যোগসাধনে সক্ষম হন; সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রতিবন্ধক ঘটা দূরে থাকুক, ধরাধর যেরূপ জলধরের জলধারায় ধূলিশূন্য হইয়া বরং নবীন তৃণসাজে সজ্জিত হয়, ভক্তযোগী ভগবানে চিত্ত সমর্পিত রাখায় দুঃখাদির উপস্থিতি নিবন্ধন বিষয়-রাগাদি হইতে সম্পূর্ণ নির্মুক্ত হইয়া, অণিমাদি সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যে অতি সত্বর বিভূষিত হন, সন্দেহ নাই॥ ১৩॥

বর্ষাকালে গমনাগমনের পথও সর্ব্বদা যাতায়াতের অভাবে অসংস্কৃত ও তৃণাচ্ছন্ন হয়। এমন কি! তথায় পথ ছিল কি না এবং কোথায়ই বা পথ, তাহারও স্থিরতা হয় না। এই উদাহরণের দ্বারা প্রদর্শন করা হইয়াছে যে, বেদমার্গ সংস্কৃত রাখা ব্রাহ্মণগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ বেদাদি শাস্ত্রসমূহ উত্তমরূপে অধীত হইলেও, সর্ব্বদা আলোচনার অভাবে চিত্ত লুপ্তসংস্কার, কালক্রমে বিস্মৃত ও অজ্ঞানাবৃত হইয়া যায়। সুতরাং কার্য্য-কালে নানাপ্রকার সন্দেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অধীতশাস্ত্রের সর্ব্বদা আলোচনা করা নিতান্তই কর্ত্তব্য॥ ১৪॥

তাপিত জনের তৃপ্তিকারী জীবের জীবনস্বরূপ গম্ভীর-গর্জ্জন জলদও যখন চপলার

লোকবন্ধুষু মেঘেষু বিদ্যুতশ্চলসৌহৃদাঃ।
স্থৈর্য্যং ন চক্রুঃ কামিন্যঃ পুরুষেষু গুণিষ্বিব ॥ ১৫ ॥
ধ্বনুর্ব্বিয়তি মাহেন্দ্রং নির্গুণঞ্চ গুণিন্যভাৎ।
ব্যক্তে গুণব্যতিকরেঽগুণবান্ পুরুষো যথা ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ।

চলসৌহৃদাঃ (চলং অস্থিরং সৌহৃদং প্রেম যাসাং তাঃ) কামিন্যঃ যথা গুণিষু সদোপকারি-নিরতেষু অপি পুরুষেষু ইব (স্থৈর্য্যং ন কুর্ব্বন্তি তথা) লোকবন্ধুষু (জীবনহেতুজলদানেন সর্ব্বপ্রাণ্যুপকারিষু) মেঘেষু বিদ্যুতঃ স্থৈর্য্যং নিয়তদেশে চিরকালসঙ্গং, ন চক্রুঃ ॥ ১৫ ॥

গুণব্যতিকরে গুণকার্য্যে, ব্যক্তে (প্রপঞ্চে দেহেন্দ্রিয়সংঘাতে) অগুণবান্ (প্রাকৃতগুণ-রহিতোঽপি) পুরুষঃ যথা ভাতি তথা গুণিনি শব্দগুণবতি, বিয়তি আকাশে নির্গুণং জ্যারহিতং মাহেন্দ্রং ধনুঃ অভাৎ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যথা কামিন্যঃ পুংশ্চল্যঃ ॥ ১৫ ॥

নির্গুণং জ্যারহিতমপি গুণিনি গর্জ্জিতশব্দবতি অভাৎ অশোভত গুণব্যতিকরাত্মকে ব্যক্তে প্রপঞ্চে অগুণবান্ নির্গুণঃ পুরুষো যথা ইতি ॥ ১৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যথা কামিন্যঃ পুংশ্চল্যঃ। গুণিষু পুরুষেষু বৈদগ্ধ্যাদিগুণবৎস্বপীতি হেয়ৈব ॥ ১৫ ॥

নির্গুণং জ্যারহিতং গুণিনি গর্জ্জিতশব্দবতি। ব্যক্তে প্রপঞ্চে গুণব্যতিকরাত্মকেঽ-গুণবান্ মায়াগুণাতীতঃ পুরুষো ভগবান্ ভাতি। বিবিধলীলাভিরিতি ভক্তৈরুপাদেয়া ॥ ১৬ ॥

চঞ্চলপ্রেমিকা কামিনীগণ গুণবান্ পুরুষেও যেমন কদাচ সুস্থির ভাবে সম্বদ্ধ থাকে না, সেইরূপ জীবনপ্রদ জলদানের দ্বারা সর্ব্বপ্রাণীর বিশেষ হিতকারী বারিধরের নিয়তদেশে চপলা কখন চাঞ্চল্য পরিহারে অবস্থিতি করিতেছে না ॥ ১৫ ॥

চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ সত্ত্বাদি প্রাকৃতি-গুণের অতীত হইলেও গুণকার্য্য প্রপঞ্চ দেহেন্দ্রিয়াদিতেই যেমন উপলক্ষিত হয়, সেইরূপ জ্যারহিত হইলেও, রামধনুঃ শব্দগুণসম্পন্ন নভোমণ্ডলে প্রতীত হইতেছে ॥ ১৬ ॥

আভাস।

চাঞ্চল্য নিবারণে সমর্থ হয় না, তখন পুংশ্চলী নারীর প্রিয়পাত্র হইবার প্রত্যাশায় যেন কোন ধীমান্ ব্যক্তি কখনও প্রয়াস না করেন। পরোপকারী ও প্রচুর ধনবান্ হইলেও, কুলটার প্রেম অক্ষুণ্ণভাবে রাখা সম্ভব নহে। কুলটার প্রেমানুরোধ ব্যতীত অন্য অনেক অনুরোধ উপস্থিত হয়, যাহার পূরণ একাধার এক পুরুষে কখনও সম্ভবপর নহে। আপাততঃ

ন ররাজোড়ুপশ্ছন্নঃ স্বজ্যোৎস্নারাজিতৈর্ঘনৈঃ।
অহম্মত্যা ভাসিতয়া স্বভাসা পুরুষো যথা ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।

স্বভাসা স্বচৈতন্যেন ভাসিতয়া প্রকাশিতেন, অহম্মত্যা অহঙ্কারেণ (ছন্নঃ) পুরুষঃ জীবঃ যথা ন প্রকাশতে (তথা) স্বজ্যোৎস্নারাজিতৈঃ (স্বজ্যোৎস্না রাজিতৈঃ প্রকাশিতৈঃ ঘনৈঃ মেঘৈঃ) ছন্নঃ আবৃতঃ উড়ুপঃ চন্দ্রঃ, ন ররাজ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

স্বভাসা ভাসিতয়া অহম্মত্যেতি স্বচৈতন্যেনৈব প্রকাশিতেনাহঙ্কারেণ ছন্নো জীবো যথা যদ্বা। অহং বিদ্বান্ দাতা শূর ইতি স্বপ্রতীত্যৈবারোপিতয়েতি ॥ ১৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

উড়ুপশ্চন্দ্রঃ স্বজ্যোৎস্নারাজিতৈর্ঘনৈস্তদ্বারময়ৈঃ কুহেড়িকাখ্যৈর্মেঘৈশ্ছন্ন আচ্ছন্নত্বাভাবেঽপ্যাচ্ছন্নত্বেন প্রতীতো ন ররাজ। স্বভাসা স্বীয়গুণময়চ্ছবিরূপয়া অহংমত্যা অবিদ্যয়া স্বশক্ত্যা কীদৃশ্যা ভাসিতয়া স্বেনৈব প্রকাশিতয়া পুরুষঃ পরমেশ্বরো যথা ঘনচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘন-চ্ছন্নমর্কমিতিবৎ ছন্নত্বেন প্রতীত ইত্যর্থঃ। জ্ঞানিভিরিয়মুপাদেয়া ॥ ১৭ ॥

জীব স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ; তাহার অন্তরে নিহিত অহঙ্কার ঐ চৈতন্য-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইলেও, জীব যেমন সেই স্বীয় অভিমানেই আবৃত থাকে; নিশানাথ স্বীয় জ্যোৎস্নারাশিতে প্রকাশিত মেঘমালায় আবৃত থাকিয়া, সেইরূপ স্ব স্বরূপের প্রকাশে সমর্থ হইতেছেন না ॥ ১৭ ॥

আভাস।

প্রচুর ধন কোন পুরুষের নিকট পাইতে থাকিলেও, কুলটা ভবিষ্যতে সেই পুরুষের দুর্দ্দশা কল্পনা করত, অন্য পুরুষে আসক্ত হয়। বারাঙ্গনাগণ পতিব্রতার ন্যায় প্রেমপ্রার্থিনী নহে; ধনাদি সংগ্রহ করাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। রূপযৌবনসম্পন্না দেহছুরিকা হস্তে লইয়া, তৎপথে ভ্রমণকারী পুরুষের সর্ব্বস্ব হরণ করে; তাদৃশ গরলান্তরা অমৃতমুখী কুহকিনীগণের সংসর্গ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করাই সাধুজনের সতত কর্ত্তব্য ॥ ১৫ ॥

গুণহীন (জ্যারহিত) ইন্দ্রধনু যেমন গুণময় আকাশের গুণেই প্রতীত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের অগোচর গুণাতীত জীবচৈতন্য কার্য্যকারণসমষ্টি দেহাদি ইন্দ্রিয়গণেই উপলব্ধ হইয়া থাকেন। অতএব বিবেকিগণ ধৈর্য্যসহকারে পঞ্চকোষাত্মক দেহত্রয় হইতে আত্মস্বরূপকে পৃথক্‌ভাবে অবধারণ করিবেন, ইহাই এস্থলে বিবেচনীয় ॥ ১৬ ॥

বুদ্ধিতত্ত্বরূপ হৃদয়াকাশে অভিমানাবরণে আবৃত আত্মতত্ত্বকে অবধারণ করাও নিতান্ত সহজ নহে; কারণ নিশানাথ যেমন নিজ জ্যোৎস্নাতে আলোকিত মেঘরাজির দ্বারাই স্বয়ং সমাচ্ছাদিত হন, লোকে উজ্জ্বল মেঘালোকেই দর্শন করিয়া সমাধা করে,

মেঘাগমোৎসবা হৃষ্টাঃ প্রত্যনন্দন্ শিখণ্ডিনঃ।
গৃহেষু তপ্তা নির্ব্বিণ্ণা যথাঽচ্যুতজনাগমে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।

গৃহেষু (তাপত্রয়েণ) তপ্তাঃ (অতএব) নির্ব্বিণ্ণাঃ বিরক্তাঃ, জনাঃ অচ্যুত-জনাগমে (অচ্যুতজনস্য ভগবদ্ভক্তস্য আগমে উপস্থিতৌ সত্যাং যথা তান্ প্রতিনন্দন্তি তথা) মেঘাগমোৎসবা (মেঘানাং আগমেন উদয়েন, উৎসবো যেষাং তে অতএব হৃষ্টাঃ শিখণ্ডিনঃ ময়ূরাঃ প্রত্যানন্দন্ মেঘানাং নাদং শ্রুত্বা স্বয়মপি নাদপূর্ব্বকং অনৃত্যন্ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

মেঘাগমেনোৎসবো যেষাং। অতো হৃষ্টাঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মেঘাগমেনোৎসবো যেষাং তে। প্রত্যানন্দন্ মেঘসমুদ্ভগর্জ্জিতাদ্যনন্তরমুচ্চৈরানন্দনাদাদিকমকুর্ব্বন্ যথা বৈষ্ণবগৃহস্থাঃ সমাগতবৈষ্ণবসপ্রেমানন্দগীতানন্তরমানন্দগীতনৃত্যাদিকং কুর্ব্বন্তীতি বৈষ্ণবানামুপাদেয়া ॥ ১৮ ॥

গৃহস্থজনগণ সংসারের বিবিধ তাপে পরিতপ্ত হইয়া, যখন বিষয়ে বিরক্ত হয়, তখন ভগবদ্ভক্তের সমাগমে তাহারা যেরূপ প্রসন্ন হইয়া অভিবাদনাদি করে; সেইরূপ গ্রীষ্মতাপে উত্তপ্ত শিখিকুল জলদের শুভাগমে সন্তুষ্ট হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে ॥ ১৮ ॥

আভাস।

সেইরূপ আত্মচৈতন্যে চৈতন্যবান্ অভিমানাদি বৃত্তির আশ্রয় অহঙ্কারতত্ত্বকেই জীবাত্মা বলিয়া জ্ঞান হয় এবং লোকে অভিমানের ক্রিয়াকেই আত্মতত্ত্বের কার্য্য বলিয়া নির্ব্বাচন করে। কিন্তু চন্দ্র যেমন সুবিমল, তাঁহার জ্যোতিও সেইরূপ নির্ম্মল; বর্ণাদি আকারনিষ্ঠ তারতম্য কেবল মেঘগণের ইতরবিশেষেই মাত্র; সেইরূপ স্বয়ংজ্যোতি নিরুপাধি জীবচৈতন্যের স্বরূপনিষ্ঠ কোন ভেদ নাই; অজ্ঞানাবরণই বৃত্তিবিশেষের উদয় করিয়া চৈতন্যাংশে তারতম্য ঘটায়। অতএব আত্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইলে, অভিমানকে সর্ব্বাগ্রে বিদায় দেওয়া কর্ত্তব্য ॥ ১৭ ॥

অভিমানই যাবতীয় অনিষ্টের মূল। জীব সংসারের নিদারুণ শোকে ও পরিতাপে একান্ত অভিভূত হইলেও, কেবল মাত্র সুখ-সংস্কারের উপর অভিমান করত বৈরাগ্য অবলম্বনে সমর্থ হয় না। যাহারা নিরভিমানী তাহারা যখন সংসার-জ্বালায় দগ্ধ হয়, তখন তাহারা দুঃখ দূরীকরণার্থে তাপহারী ভগবানের প্রতিই লক্ষ্য করিয়া অপেক্ষা করে, এবং জীবনপ্রদ জলদের আবির্ভাবে প্রচণ্ড গ্রীষ্মতাপে উত্তপ্ত বিলাসী ময়ূরের আনন্দে নৃত্য-করিবার ন্যায়, ভগবদ্ভক্তের সমাগমকেই ভগবৎপ্রাপ্তির প্রধান উপায়জ্ঞানে অভিবাদনাদির দ্বারা তাঁহাদের পরিতোষ করিয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

পীত্বাপঃ পাদপাঃ পদ্ভিরাসন্নানাত্মমূর্ত্তয়ঃ।
প্রাক্ক্ষামাস্তপসা শ্রান্তা যথা কামানুসেবয়া ॥ ১৯ ॥
সরঃস্বশান্তরোধঃসু ন্যুষুরঙ্গাপি সারসাঃ।

অন্বয়ঃ।

প্রাক্ পূর্ব্বং, তপসা ক্ষুধাদিদুঃখেন ক্ষামাঃ দুর্ব্বলাঃ শ্রান্তাঃ শিথিলেন্দ্রিয়াঃ, (জনাঃ পুনঃ পুণ্যবশাৎ) যথা কামান্ অভিলষিত-ভোগান্ (প্রাপ্য ভোগেন) নানাত্মমূর্ত্তয়ঃ স্থূলাদি-প্রকারকদেহাঃ (ভবন্তি তথা) প্রাক্ প্রথমং গ্রীষ্মতাপেন ক্ষামা শুষ্কাঃ, পাদপাঃ বৃক্ষাঃ, পদ্ভিঃ মূলৈঃ অপঃ জলানি, পীত্বা নানাত্মমূর্ত্তয়ঃ নবাঙ্কুরপত্রপুষ্পফলপল্লবাদ্যনেকরূপদেহাঃ আসন্ ॥ ১৯ ॥

হে অঙ্গ! অশান্তকৃত্যেষু (অশান্তানি দুঃখোদর্কাণি কৃত্যানি কর্ম্মাণি যেষু তেষু অপি) গৃহেষু দুরাশয়াঃ বিষয়াবিষ্টচিত্তাঃ, গ্রাম্যাঃ গৃহস্থাঃ, ইব (যথা নিবসন্তি তথা) অসান্ত-

শ্রীধরস্বামী।

নানাত্মমূর্ত্তয়ঃ অনেকরূপদেহাঃ ॥ ১৯ ॥

অশান্তানি পঙ্ককণ্টকাদিযুক্তানি রোধাংসি তটানি যেষাং তেষ্বপি ন্যুষুর্নিতরামবসন্

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নানাবিধা আত্মনঃ স্বস্য মূর্ত্তয়োঽঙ্কুরপত্রপল্লবপুষ্পপত্রাদ্যা যেষাং তে পক্ষে নানাত্মানঃ পানভোজনরমণাদিনানাস্বভাববন্ত আত্মানো মূর্ত্তয়ো দেহা যেষাং তে। নিষ্কামাণামিয়ং হেয়া ॥ ১৯ ॥

অশান্তানি পঙ্ককণ্টক-ভঙ্গুরত্বাদিদোষযুক্তানি রোধাংসি তটানি যেষাং তেষ্বপি ন্যুষুর্নি-

---

প্রথমত তপঃক্লেশে দারুণ ক্লিষ্ট দুর্ব্বল ও শিথিলেন্দ্রিয় তপস্বী দৈববলে কাম্যফল প্রাপ্ত হইয়া যেমন সত্বরই পুষ্টকলেবর হয়, সেইরূপ গ্রীষ্মতাপে শুষ্কপ্রায় পাদপরাজি মূলদেশ দ্বারা নবোদক পান করিয়া কিসলয়, ফল, ফুল ও মুকুলে সুশোভিত পরিলক্ষিত হইতেছে ॥ ১৯ ॥

অশান্তচিত্ত গৃহস্থ কামিগণের চিত্ত গৃহকার্য্যে কোন প্রকার পরিতৃপ্ত না

আভাস।

তপস্যাদি ব্রতানুষ্ঠান আপাততঃ কষ্টদায়ক হইলেও, পরিণামে বিশেষ সুখপ্রদ। গ্রীষ্মঋতু বৃক্ষের রস শোষণ করে বলিয়াই বর্ষাকলে পাদপগণ তাদৃশ রসগ্রহণে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক পুষ্ট হয়। অতএব ঋতুপর্য্যায়ে যেমন বৃক্ষাদির উত্তমাধমাদি নানাপ্রকার অবস্থা ঘটে, জীবেরও সেইরূপ প্রারব্ধ অনুসারে সুখদুঃখাদি আপনা হইতেই উপস্থিত হয়; তজ্জন্য বিশেষ যত্ন বা আগ্রহ না করিয়া, ভগবদ্ভজনার্থ উদ্যোগ করাই নিতান্ত প্রয়োজন ॥ ১৯ ॥

গৃহেষ্বশান্তক্রত্যেষু গ্রাম্যা ইব দুরাশয়াঃ ॥ ২০ ॥
জলৌঘৈর্নিরভিদ্যন্ত সেতবো বর্ষতীশ্বরে।
পাষণ্ডিনামসদ্বাদৈ র্বেদমার্গাঃ কলৌ যথা ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ।

রোধঃসু (অশান্তানি পঙ্ককণ্টকাদিযুক্তানি রোধাংসি তটানি যেষাং তেষু) সরঃসু (মৎস্যাস্তাসক্তমনসঃ) সারসাঃ নূনং নিতরাং অবসন্ ॥ ২০ ॥

কলৌ যুগে পাষণ্ডিনাং বেদবিদ্বেষিণাং অসদ্বাদৈঃ কুতর্কৈঃ বেদমার্গাঃ বেদপ্রতিপাদিতবর্ণাশ্রমধর্ম্মাঃ যথা ভিদ্যন্তে তথা ঈশ্বরে ইন্দ্রে বর্ষতি সতি জলৌঘৈঃ জলপ্রবাহৈঃ সেতবঃ নিরভিদ্যন্ত ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সারসাশ্চক্রবাকাঃ। অশান্তানি ঘোরাণি অনুপরতানি বা কৃত্যানি যেষু তেষ্বপি গৃহেষু ॥ ২০ ॥
ঈশ্বরে ইন্দ্রে ॥ ২১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভয়ামেবাসন্। ইয়ং হেয়ৈব ॥ ২০ ॥
ঈশ্বরে ঈশ্বরত্বাভিমানবশাদতিবর্ষোপদ্রবং কুর্ব্বতি সতি। ইন্দ্র ইতি কলিসাম্যমিয়ং হেয়া ॥ ২১ ॥

হইলেও, যেমন গৃহেই সতত বিব্রত থাকে, সেইরূপ মৎস্যাদ সারসগণ পঙ্ক ও কণ্টকাকীর্ণ সরোবরাদির উপকূলেই নিয়ত বাস করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

কলিযুগে নাস্তিক পাষণ্ডগণের কুতর্কজালে বেদপ্রচোদিত বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মসমূহ যেরূপ ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, দেবেন্দ্রের প্রচুর বর্ষণে সেতুসমূহও সেইরূপ স্থানচ্যুত ও ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে ॥ ২১ ॥

আভাস।

অনন্ত বিষয়ের আকর-স্থানই গৃহ। গৃহস্থ ব্যক্তি কোন একটি বিষয়ে দুঃখ পাইলেও গৃহ তাহার নিকট অপর বিষয়ের সুখ প্রদর্শন পূর্ব্বক পূর্ব্বদুঃখ বিস্মৃত করাইয়া দেয়; সুতরাং গৃহস্থের বিষয়বৈরাগ্য কল্পনা মাত্র। বিষয়ে বৈরাগ্য না জন্মিলে, ঈশ্বরে রতির উদ্রেক হয় না; অতএব গৃহস্থের পক্ষে ঈশ্বরপ্রাপ্তি দুর্ল্লভ। শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলিয়াছেন, "অনিকেতঃ স্থিরমতি র্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ"। যে ব্যক্তির বাসগৃহের স্থিরতা নাই, সেই স্থিরমতি এবং ভক্তিমান জনই ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র। যাহার স্থূলবাস ত্যাগ করা হয় নাই, তাহার পক্ষে সূক্ষ্ম কামনাভবন ত্যাগ করা কিরূপে সম্ভব? ॥ ২০ ॥

বর্ষাকালীন তীব্র জলের প্রবাহে যেমন পাষাণাদি শীলানির্ম্মিত পারাপারের সেতুও ভগ্ন হয়, সেইরূপ ঘোর কলিযুগে প্রবল নাস্তিকাদি পাষণ্ডগণের কুতর্কপ্রবাহে সনাতন

ব্যমুঞ্চন্ বায়ুভির্ন্না ভূতেভ্যশ্চামৃতং ঘনাঃ।
যথাশিষো বিট্‌পতয়ঃ কালে কালে দ্বিজেরিতাঃ। ২২ ॥
এবং বনং তদ্বর্ষিষ্ঠং পক্কখর্জ্জুরজম্বুমৎ।
গোগোপালৈর্বৃতো রন্তুং সবলঃ প্রাবিশদ্ধরিঃ ॥

অন্বয়ঃ।

দ্বিজেরিতাঃ (দ্বিজৈঃ পুরোহিতৈঃ ঈরিতাঃ প্রেরিতাঃ বিট্‌পতয়ঃ ধনিনঃ কালে কালে তৎ তদবসরে আশিষঃ বিষয়ান্ দুঃখিতেভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি যথা তথা বায়ুভিঃ ন্নাঃ প্রেরিতাঃ ঘনাঃ ভূতেভ্যঃ দুর্বিতেভ্যঃ প্রাণিভ্যঃ অমৃতং জীবনকারকং জলং বামুঞ্চন্ ॥ ২২ ॥

গোগোপালৈঃ বৃতঃ সবলঃ হরিঃ এবং উক্তপ্রকারেণ বর্ষিষ্ঠং প্রাবৃট্‌শ্রিয়াযুক্তং পক্কখর্জ্জুর জম্বুমৎ তৎ বনং রন্তুং বিহর্ত্তুং প্রাবিশৎ॥

শ্রীধরস্বামী।

ন্নাঃ প্রেরিতাঃ। আশিষঃ কামান্ বিট্‌পতয়ো রাজানঃ। বণিজাং পতয়ো বা। দ্বিজেরিতাঃ পুরোহিতৈরুক্তাঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ন্নাঃ প্রেরিতাঃ। আশিষঃ কামান্। বিট্‌পতয়ো রাজানো বণিজাং পতয়ো বা। দ্বিজৈর্বিপ্রৈরীরিতাঃ প্রেরিতা ইতি রাজভিরুপাদেয়া ॥ ২২ ॥

বর্ষা বর্ণয়িত্বা তাদাত্ত্বিকীং লীলাং বর্ণয়ন্তি এবমিতি সপ্তভিঃ। বর্ষিষ্ঠং সমৃদ্ধং ॥

যেমন সময়ে সময়ে পুরোহিতগণের উপদেশবাক্যে প্রণোদিত হইয়া, ধনবান্ ব্যক্তিগণ দরিদ্র জনগণকে প্রচুর ধন সম্পত্তি বিতরণ পূর্ব্বক তাহাদের দুঃখ বিমোচন করেন, অদ্য বর্ষার আগমনে জলধর বায়ুর সঞ্চালনে পরিচালিত হইয়া, গ্রীষ্মতাপে উতপ্ত জীবগণের উপর প্রচুর বর্ষণ করত তাহাদের দুঃখ নিবারণ করিতেছে ॥ ২২ ॥

ভগবান্ শ্রীহরি গো ও গোপালগণে পরিবৃত হইয়া তাদৃশ বর্ষাকালীন শোভাসম্পন্ন সুন্দর বনে বিহারার্থ বলদেবের সমভিব্যাহারে স্বয়ং প্রবেশ করিলেন ॥

আভাস।

ধর্ম্ম-সেতু প্রধ্বস্ত হইয়া বর্ণাশ্রমাদি কলুষিত করিয়া ফেলে। সুতরাং তাদৃশ সময়ে নাস্তিক সংসর্গ সর্ব্বতোভাবে পরিহরণীয় ॥ ২১ ॥

জলভারে অবনত মেঘ বায়ুদ্বারা সঞ্চারিত ও স্থানচ্যুত হইলেও তাপিত জনকে তৃপ্ত করিবার নিমিত্ত নিজের সর্ব্বস্বধন জলদানে বিরত হয় না, ধনবান্ ব্যক্তিগণও পুরোহিতাদি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক আত্মীয় গণের পরামর্শ ও উত্তেজনাবাক্যে উত্তেজিত হইয়া, দরিদ্রগণের

ধেনবো মন্দগামিন্য উধোভারেণ ভূয়সা।
যযুর্ভগবতাহূতা দ্রুতং প্রীত্যা স্নুতস্তনাঃ ॥ ২৩ ॥
বনৌকসঃ প্রমুদিতা বনরাজীর্মধুচ্যুতঃ।
জলধারা গিরের্নাদাদাসন্না দদৃশে গুহাঃ ॥

অন্বয়ঃ।

ভূয়সা মহতা উধোভারেণ মন্দগামিন্যঃ (অপি) ধেনবঃ ভগবতা আহূতাঃ স্নুতস্তনাঃ সত্যঃ প্রীত্যা দ্রুতং যযুঃ ॥ ২৩ ॥

(তদা হরিঃ) প্রমুদিতাঃ প্রীতাঃ বনৌকসঃ পুলিন্দমৃগপক্ষাদীন্ মধুচ্যুতঃ মধুস্রবাঃ বনরাজীঃ গিরেঃ জলধারাঃ (তথা তাসাং) নাদাৎ আসন্নাঃ নিকটবর্ত্তিনীঃ গুহাঃ চ দদৃশে ॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রাবৃষি কৃতাঃ ক্রীড়া বর্ণয়তি এবং বনমিতি সপ্তভিঃ। বর্ষিষ্ঠং সমৃদ্ধং ॥ ২৩ ॥

বনৌকসঃ পুলিন্দীঃ প্রমুদিতাঃ ভগবান্ দদৃশে তথা বনরাজী র্মধুচ্যুতো মধুস্রবাঃ দদৃশে

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্নুতস্তনীঃ স্নুতস্তন্য ইতি প্রীতিচিহ্নং ॥ ২৩ ॥

তত্র চ কৃষ্ণো বনৌকসঃ। পুলিন্দীঃ প্রমুদিতাঃ দদৃশে দদর্শ। বনরাজীর্মধুচ্যুতঃ মধূনাং চ্যুৎ ক্ষরণং যাসু তথাভূতা দদর্শ গিরেঃ সকাশাজ্জলধারা দূরবর্ত্তিনীরপি নাদাদ্ধেতোরাসন্না নিকটবর্ত্তিনী দর্দর্শ গুহাশ্চ দদর্শ ॥

বিপুল উধোভারে মন্থরগমনা গাভীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের সম্বোধনধ্বনি শ্রবণ করিল, তখন তাহারা আনন্দে আপ্লুত হইয়া দুগ্ধক্ষরণ করিতে করিতে দ্রুতপদে তৎসন্নিকটে উপস্থিত হইল ॥ ২৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে পুলিন্দ, মৃগ ও পক্ষী প্রভৃতি বনবাসিমাত্রেই আনন্দে পুলকিত; বনস্পতিগণ মধুক্ষরণ করিতেছে; পর্ব্বত হইতে জলধারা নিপতিত হইতেছে এবং সেই জলপ্রপাত-ধ্বনিতে নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত-গুহা সকল প্রতিধ্বনিত হইতেছে ॥

আভাস।

দুঃখবিমোচনার্থ যেন সতত অগ্রসর থাকেন, ইহাই বলিবার তাৎপর্য্য ॥ ২২ ॥

এই প্রকারে প্রাবৃট্‌কালীন বনশোভা বর্ণন পূর্ব্বক বেদব্যাস তাৎকালিক ভগবৎ-ক্রীড়ানিরূপণার্থ নিম্নলিখিত সাতটী শ্লোকে তাহারই বর্ণন করিয়াছেন। এই শ্লোকে গাভীগণকে "স্নুতস্তনাঃ" বলিয়া উল্লেখ করায়, প্রকাশ হইয়াছে যে, জননী যেমন পুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রেমে আর্দ্রহৃদয়া ও ক্ষরিতস্তনা হন, শ্রীকৃষ্ণের সম্বোধনধ্বনি শ্রবণ করিয়া সাধারণ গাভীগণও সেইরূপ প্রীত এবং প্রসন্ন-চিত্ত হইয়াছিল ॥ ২৩ ॥

ক্বচিদ্বনস্পতিক্রোড়ে গুহায়াঞ্চাভিবর্ষতি।
নির্বিশন্ ভগবান্ রেমে কন্দমূলফলাশনঃ॥
দধ্যোদনমুপানীতং শিলায়াং সলিলান্তিকে।
সম্ভোজনীয়ৈর্ভুজে গোপৈঃ সঙ্কর্ষণান্বিতঃ॥
শাদ্বলোপরি সংবিশ্য চর্ব্বতো মীলিতেক্ষণান্।
তৃপ্তান্ বৃষান্ বৎসতরান্ গাশ্চ স্বোধোভরশ্রমাঃ॥

অন্বয়ঃ।

(তত্র মেঘে) অভিবর্ষতি ভগবান্ কৃষ্ণঃ ক্বচিৎ বনস্পতিক্রোড়ে বৃক্ষমূলে, (কদাচিৎ গিরেঃ) গুহায়াং চ নির্বিশন্ প্রবিশ্য, কন্দমূলফলাশনঃ (কন্দমূলফলানাং অশনং যস্য সঃ) রেমে॥

সঙ্কর্ষণান্বিতঃ (সঙ্কর্ষণেন অন্বিতঃ সহিতঃ কৃষ্ণঃ) সম্ভোজনীয়ৈঃ সহভোজনযোগ্যৈঃ সখিভিঃ গোপৈঃ সহ সলিলান্তিকে (সলিলস্য অন্তিকে সমীপে) শিলায়াং উপবিশ্য গৃহাৎ) উপানীতং দধ্যোদনং বভুজে॥

শাদ্বলোপরি হরিততৃণাচ্ছন্নদেশে সংবিশ্য চর্ব্বতঃ (অতএব সুখেন) মীলিতেক্ষণান্ (যথেষ্টচরণেন) তৃপ্তান্ বৃষান্ বৎসতরান্ স্বোধোভরশ্রমাঃ গাঃ চ॥

শ্রীধরস্বামী।

গিরেঃ সকাশাজ্জলধারাশ্চ তাসাং নাদাদাসন্না নিকটবর্ত্তিনী গুহাশ্চ। বনৌকসঃ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মেঘেঽভিতো বর্ষতি সতি বৃক্ষক্রোড়ে গুহায়াং বা নিঃশেষেণ দ্রুতমভিদ্রুত্য বিশন্ প্রবিশন্ কন্দমূলয়োর্ব্বহুলদীর্ঘরাত্র্যাং ভেদো জ্ঞেয়ঃ॥

যখন মেঘ হইতে প্রবলবেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইত, তখন শ্রীকৃষ্ণ কখন বৃক্ষের মূলদেশে কখনও বা গিরিগহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক কন্দ, মূল ও ফলাদি ভোজন করত সেই বনমধ্যেই বিহার করিতেন॥

সলিলের নিকটবর্ত্তী শিলাখণ্ডোপরি উপবেশন পূর্ব্বক, গৃহ হইতে আনীত দধিমিশ্রিত অন্নাদি গ্রহণ করত, বয়স্য বালকগণ ও বলদেবের সহিত একত্র ভোজন করিতেন॥

কোথায়ও বা বৃষ, বৎসতর এবং উধভরে শ্রান্ত গাভীগণ প্রচুর ভোজন করত তৃণাচ্ছাদিত শ্যামল ভূমিতে শয়ন করিয়া নেত্র নিমীলন পূর্ব্বক

আভাস।

শ্রীকৃষ্ণের শুভাগমনে জীবের কথা দূরে থাকুক, বনের যাবদীয় লতাগুল্মাদি প্রাকৃতিক স্থাবর পদার্থও অনুপম নৈসর্গিক সাজে সুসজ্জিত হইয়াছিল। ভগবান্ গোবিন্দও বনের

প্রাবৃট্‌শ্রিয়ঞ্চ তাং বীক্ষ্য সর্ব্বকালসুখাবহাং।
ভগবান্ পূজয়াঞ্চক্র আত্মশক্ত্যুপবৃংহিতাং ॥ ২৪ ॥
এবং নিবসতোস্তস্মিন্ রামকেশবয়োর্ব্রজে।
শরৎ সমভবদ্ব্যব্‌ভ্রা স্বচ্ছাম্বু পরুষানিলা ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ।

তথা সর্ব্বকালসুখাবহাং আত্মশক্ত্যুপবৃংহিতাং (স্বলীলাযোগ্যতাপাদনার্থং আত্মশক্ত্যা হ্লাদিনীনাম্ন্যা উপবৃংহিতাং সংবর্দ্ধিতাং) তাং প্রাবৃট্‌শ্রিয়ং চ বীক্ষ্য পূজয়াঞ্চক্রে (বহু অমন্যত ইতি। অত্র সর্ব্বভূতমুদাবহাং ইত্যপি পাঠে সর্ব্বপ্রাণিনাং পরমানন্দজনিকা-মিতি ॥ ২৪ ॥

এবং ক্রীড়াপরত্বেন নিবসতোঃ রামকৃষ্ণয়োঃ তস্মিন্ বনে ব্যব্‌ভ্রা (বিগতানি অব্‌ভ্রাণি যস্যাং) স্বচ্ছাম্বু (স্বচ্ছানি অম্বূনি যস্যাং সা) অপরুষানিলা (অপরুষঃ অনিলঃ যস্যাং সা) শরৎ সমভবৎ ॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রমুদিতা আসন্ তথা বনরাজীব'নরাজয়ো মধুচ্যুত আসন্ গিরের্জলধারাশ্চাসন্ তানেব-ভূতান্ আদদৃশে সর্ব্বতো দদর্শ ভগবান্। তথা জলধরাণাং নাদাদগৃহাশ্চেতি ॥ ২৪ ॥

শরদং বর্ণয়তি এবং নিবসতোরিত্যষ্টাদশভিঃ। বিগতানি অভ্রাণি যস্যাং সা স্বচ্ছানি অম্বূনি যস্যাং। অপরুষঃ শান্তোঽনিলো যস্যাং সাচ সাচ ॥ ২৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

উপানীতং ছাক ইত্যাখ্যয়া প্রসিদ্ধং গৃহজনৈঃ প্রাপিতং শিলায়াং সলিলান্তিক ইত্যা-দ্যপি কুণ্ডতটে ভোজনস্থাল্যো দৃশান্তে সর্ব্বৈরপি জনৈঃ ॥ ২৪ ॥

শরদং বর্ণয়ত্যেবং নিবসতোরিত্যষ্টাদশভিঃ। স্বচ্ছানি অম্বূনি যস্যাং অপরুষোঽনিলো যস্যাং সা চ সাচ সা ॥ ২৫ ॥

গিলিত-চর্ব্বণ করিতেছে ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বভূতের সুখপ্রদ স্বীয় লীলানুকূল শক্তির দ্বারা পরিবর্দ্ধিত বর্ষাকালীন যাবদীয় শোভা নিরীক্ষণ করিয়া, মনে মনে যথেষ্ট-প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ ভ্রাতাদ্বয়ের এইরূপ কিছুকাল ক্রীড়ার অব্যবহিত পরেই শরৎকালের উদয় হইল। শরতের সমাগমে আকাশ-মণ্ডল মেঘ-আভাস।
সর্ব্বত্র বিচরণ করত, সামান্য বালকের ন্যায়, গোপবালকের সহিত একত্র মিলিত হইয়া বিহার করিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

শরদা নীরজোৎপত্ত্যা নীবাণি প্রকৃতিং যযুঃ।
ভ্রষ্টানামিব চেতাংসি পুনর্যোগনিষেবয়া ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ।

(যথা দুঃসঙ্গেন যোগাৎ) ভ্রষ্টানাং চেতাংসি পুনঃ যোগনিষেবয়া (যোগস্য যমাদ্যষ্টাঙ্গস্য) নিতরাং সেবয়া ইব (যথা স্বচ্ছতাং যান্তি তথা) নিরজোৎপত্ত্যা (নীরজানাং কুমুদাদীনাং উৎপত্তিঃ যয়া তয়া) শরদা নীরাণি প্রকৃতিং স্বচ্ছতাং যযুঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নীরজানামুৎপত্তি র্যয়া তয়া শরদা কৃতয়া নীরজানামুৎপত্ত্যা বা ॥ ২৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নীরজানামুৎপত্তির্যস্যাং তয়া শরদা হেতুনা। অত্র ভক্তিযোগনিষেবয়া সাম্যং শরদো-ভগবৎস্ফুরণেন সাম্যং নীরজস্তেতীয়মুপাদেয়া ॥ ২৬ ॥

নির্ম্মুক্ত হইয়া, নির্ম্মল ভাব ধারণ করিল; জলসমূহ পরিষ্কৃত হইল এবং সমীরণ প্রশান্ত মূর্ত্তিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

যেমন অসৎ সংসর্গে কলুষিত ভ্রষ্ট যোগীর চিত্ত পুনরায় যমাদি যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানে নির্ম্মল ভাব ধারণ করে, সেইরূপ শরতের প্রারম্ভেই পঙ্কজাদি কুমুদের বিকাশে সরোবরাদি স্রোতস্বতীগণ ক্লেদশূন্য ও স্বচ্ছভাব ধারণ করিল ॥ ২৬ ॥

আভাস।

অনন্তর বেদব্যাস ক্রমান্বয়ে অষ্টাদশ শ্লোকদ্বারা বর্ষার অন্তে শরৎকালের বর্ণন করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

বর্ষার সমাগমে অতি স্বচ্ছ ও পবিত্র-সলিল সরোবরাদি যেমন প্রণালিকা প্রভৃতির অস্বচ্ছ কর্দ্দমময় জলের সংস্রবে সম্পূর্ণ কর্দ্দমময় ও অস্বচ্ছ হয়, আবার কিন্তু শরতের গুণে ক্রমশ সংস্রব বর্জ্জনে নির্ম্মল ও শান্তস্বভাব লাভ করে; তখন সেই সরোবরই আবার প্রফুল্ল-কমলাদির প্রকাশে স্বয়ং সুশোভিত ও জীবগণের আনন্দপ্রদ হয়, সেইরূপ ভোগ-দশায় কুৎসিত জনের সংসর্গে যোগি-হৃদয়ও দূষিত হইয়া যোগমার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। কিন্তু অসৎ সংসর্গ পরিহারে নিরোধ বৃত্তি অবলম্বন করিলে, সরোবরে কমলোৎপাদনের ন্যায়, যোগীর হৃদয়-সরোবরে ভগবানের চরণ-সরোজের কথঞ্চিত বিকাশ হইলেই চিত্তবারি পুনঃ স্বচ্ছ ও মালিন্যবর্জ্জিত হয়। অতএব সর্ব্বনাশকারী অসৎসংসর্গকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী নামক যে কোন আশ্রমেই অবস্থান করা হউক না, এক ভগবৎভক্তিই সর্ব্বত্র লাভের বিষয়। যে কোন আশ্রমে থাকা হউক না, যদি শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি জন্মে, তবে আর আশ্রমোচিত কোন কঠোর ব্রতই সহ্য করিতে হয় না। যেমন

ব্যোম্নোঽব্‌ভ্রং ভূতশাবল্যং ভুব পঙ্কমপাং মলং।
শরজ্জহারাশ্রমিণাং কৃষ্ণে ভক্তির্যথাঽশুভং ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ।

আশ্রমিণাং (চতুর্ণাং) কৃষ্ণে (জাতা) ভক্তিঃ যথা অশুভং (হরতি তথা) শরৎ ব্যোম্নঃ আকাশস্য অব্‌ভ্রং, ভূতশাবল্যং (ভূতানাং শাবল্যং সাঙ্কার্য্যং,) ভুবঃ পঙ্কং অপাং মলং জহার ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ব্যোম্ন ইতি ব্যোমাদীনাং চতুর্ণাং চতুরো মলান্ শরদহরৎ। আশ্রমিণাং চতুর্ণাং কৃষ্ণে জাতা ভক্তি র্যথা অশুভমসুখং হরতি। তথাহি ব্রহ্মচারিণো গুর্ব্বর্থোদকাহরণকুশ্যং যথা ভক্তি র্হরতি তয়া পূর্ণস্য তেনানুপযোগাৎ গুরুভিরপি কৃতার্থস্য তস্যানিয়োগাৎ এবং ব্যোম্ন অব্‌ভ্রং শরজ্জহার। যথা চ গৃহিণোঽপত্যাদিসাঙ্কর্য্যং ভক্তি র্হরতি বিবিক্তবাসরুচ্যুৎপত্তেঃ। তথা ভূতানাং শাবল্যং সাঙ্কর্য্যং শরজ্জহার বর্ষাসু হি বৃষ্টিভিয়া সঙ্কুলা নিবসন্তি। যথা চ বনস্থস্য মলধারণক্লেশং ভক্তির্হরতি এবং ভুবঃ পঙ্কং শরৎ। যথা চ যতীনাং কামাদিবাসনামলং শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি র্হরতি এবং অপাং মলং শরাদত্তি ॥ ২০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ব্যোম্ন ইতি ব্যোমাদীনাং চতুর্ণাং চতুরো মলান্ শরজ্জহার। যথা আশ্রমিণাং চতুর্ণাং সৎসঙ্গপ্রাদুর্ভূতা ভক্তিরশুভং আশ্রমানুষ্ঠেয়কৃতারূপং অমঙ্গলং দুঃখং যথা হরতি ভক্তিমতাং বর্ণাশ্রমধর্ম্মানধিকারাদেব তত্তদকরণাৎ। তথাহি ব্রহ্মচারিণাং কর্ম্মিস্বরূপসত্তিপ্রাপ্তগোচারণাদিক্লেশং ভক্তির্যথা হরতি তথা শরৎ ব্যোম্নোঽব্‌ভ্রং আবরকং মেঘং। অভ্রমিতি চ পাঠঃ। যথা চ গৃহিণঃ শ্রাদ্ধাদিবিধিপ্রাপ্তকুটুম্বাদিসাঙ্কর্য্যক্লেশং ভক্তির্হরতি। তথা শরৎ ভূতানাং শাবল্যং বর্ষাসু বৃষ্টিভয়াদেকত্র বসতাং সম্মর্দ্দং হরতি শরদারম্ভ এব তেষাং পৃথক্ পৃথক্ স্থানগমনাৎ। যথাচ বনস্থস্য মলধারণক্লেশং ভক্তি র্হরতি এবং ভুবঃ পঙ্কং শরৎ। যথাচ যতীনাং ব্রহ্মজীবৈক্যভাবনাক্লেশরূপং মালিন্যং ভক্তি র্হরতি। ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসামিতি গীতোক্তেঃ। এবমপাং মলং শরদিত্যুপাদেয়া ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মচারী গৃহী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই আশ্রম-চতুষ্টয়স্থ সকল ব্যক্তিরই অশুভ যেমন এক কৃষ্ণভক্তি নিবারণ করে, সেইরূপ আকাশের মেঘ, জীবের সঙ্কীর্ণবাসের ক্লেশ, ভূমির পঙ্ক এবং জলের মল, এক শরৎই অপনয়ন করিল ॥ ২৭ ॥

আভাস।

কৃষ্ণভক্তি হইলে আর অন্নপাকের প্রয়োজন থাকে না, সেইরূপ মূল উদ্দেশ্য ভগবৎ প্রাপ্তি হইলে, প্রেমিক আর আশ্রমী বলিয়া গণ্য হন না, বা তাঁহাকে আশ্রমের কৃচ্ছ্র

সর্ব্বস্বং জলদা হিত্বা বিরেজুঃ শুভ্রবর্চ্চসঃ।
যথা ত্যক্তৈষণাঃ শান্তা মুনয়ো মুক্তকিল্বিষাঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ।

যথা মুক্তকিল্বিষাঃ (মুক্তং কিল্বিষং কর্ম্মবাসনারূপং যেষাং তে) মুনয়ঃ মননশীলাঃ ত্যক্তৈষণাঃ (ত্যক্তাঃ পুত্রবিত্তলোকৈষণাঃ যৈঃ তে) অতএব শান্তাঃ) অক্ষুভিতচিত্তাঃ (যথা রাজন্তে তথা) জলদাঃ মেঘাঃ সর্ব্বস্বং জলং হিত্বা শুভ্রবর্চ্চসঃ (শুভ্রং শুক্লং বর্চ্চঃ কান্তিঃ যেষাং তে তথা) বিরেজুঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ত্যক্তৈষণাঃ ত্যক্তাঃ পুত্রবিত্তলোকৈষণা যৈস্তে ॥ ২৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ত্যক্তৈষণাস্ত্যক্তাঃ পুত্রবিত্তলোকৈষণা যৈস্তে। ইতীয়মুপাদেয়া ॥ ২৮ ॥

যাবদীয় কর্ম্মবাসনা পরিহার পূর্ব্বক, সামাজিক সম্ভ্রমে ও পুত্রবিত্তাদিতে আসক্তিশূন্য মননশীল মুনিগণ যেরূপ অক্ষুব্ধচিত্তে বিরাজ করেন, বর্ষাকালে জলদও অন্তর্নিহিত জলরাশি বিসর্জ্জন করত, শরদের শুভাগমে বিশুদ্ধ ও শুভ্র জ্যোতিতে বিরাজ করিতেছিল ॥ ২৮ ॥

আভাস।

অনুষ্ঠানে বিরত হইতে হয় না। শরতের আগমনে যেমন আকাশের মেঘ থাকে না, ভগবৎপ্রেমোদয়ে ব্রহ্মচারীর গুরুগৃহোচিত আজ্ঞা-পালনাদি ক্লেশেরও শান্তি হইয়া থাকে। গুরু তখন প্রেমিক শিষ্যকে কার্য্যার্থ অনুমতি না করিয়া, কৃতকৃত্যজ্ঞানে সম্মান পূর্ব্বক বিদায় দেন। বর্ষাকালে পরিবারবর্গ সকলে সমবেত হইয়া অতিকষ্টেই একত্রে কালাতিপাত করে; কিন্তু শরতের আগমনে নিশ্চিন্ত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মস্থলে চলিয়া যায়, সেইরূপ এক ভক্তিই গৃহস্থের পরিজনবর্গের আসক্তি হ্রাস করিয়া, নির্জ্জনবাসের ইচ্ছা জন্মাইয়া দেয়। শরৎ যেমন ভূমির পঙ্ক অপনোদিত করে, বিশুদ্ধা ভক্তিও সেইরূপ বানপ্রস্থ আশ্রমের মলধারণ-ক্লেশকে তখন নিষ্প্রয়োজন বোধে নিবারণ করে। যেমন জলের মালিন্য এক শরৎই নিবারণ করে, সেইরূপ ভগবদ্ভক্তিই যতিদিগের চিত্ত-চাঞ্চল্য অপসারিত করে। অতএব সকল কর্ম্মের অপেক্ষা এক ভক্তিযোগই প্রধান অবলম্বনীয় ॥ ২৭ ॥

মুক্তিলাভের বাসনা করিলে, কেবল জ্ঞান-চর্চ্চা বা কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ফললাভ ঘটে না; কারণ রোগী সুস্থাবস্থার লক্ষণ মাত্র পরিজ্ঞাত হইলেই যেমন রোগোন্মুক্ত হইতে পারে না, সেইরূপ কেবল আত্মার স্বরূপ-লক্ষণ অবগত হইলেই মুক্তিলাভ ঘটে না; বন্ধনের বদ্ধস্বরূপ কর্ম্মবাসনাকে অগ্রে বিনষ্ট করা প্রয়োজন। যেমন রোগমুক্ত ব্যক্তির নিকট সুস্থ-অবস্থার আর পরিচয়ের প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ নিষ্কলঙ্ক চিত্তে আর জ্ঞান বা কর্ম্মের অপেক্ষা থাকে না। প্রচুর জলবর্ষণে শূন্যগর্ভ জলধর শরৎকালে যেমন শোভা পায়, সমস্তমালিন্য পবিত্রহৃদয় প্রেমিক ভক্তও সেইরূপ তেজঃপুঞ্জরূপে প্রতীত হন ॥ ২৮ ॥

গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং ক্বচিন্ন মুমুচুঃ শিবং।
যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বা ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ।

গিরয়ঃ শিবং নির্ম্মলং তোয়ং জলং, ক্বচিৎ (কুত্রচিৎ এব) ন (সর্ব্বত্র) মুমুচুঃ যথা জ্ঞানিনঃ জ্ঞানামৃতং (মোক্ষসাধনতত্ত্বজ্ঞানং (কস্মিংশ্চিদেব। কালে (কস্মৈচিদধিকারিণে) বা দদতে ন (সর্ব্বদা সর্ব্বত্র) ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

গিরয় ইতি। অয়ং ভাবঃ। নহ্যুপাধ্যায়াঃ কর্ম্মবিদ্যামিব জ্ঞানিনো জ্ঞানামৃতং সর্ব্বভো বিতরন্তি অপিতু কৃপয়া ক্বচিদেব। এবং গিরয়ঃ শিবং নির্ম্মলং তোয়ং ক্বচিন্মুমুচুঃ ক্বচিন্ন ন পুনঃ প্রাবৃষীব সর্ব্বত ইতি ॥ ২৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

জ্ঞানামৃতং ভগবত্তত্ত্বোপদেশং জ্ঞানিনো নারদ-ভরত-প্রহ্লাদাদয়ঃ ব্যাধ-রহুগণ-দৈত্যবালকাদিষু দদতে অন্যত্র ন দদতে ইতি কৃতার্থীবুভূষয়ৈবোপাদেয়া। তেষাং গিরীণাঞ্চ স্বভাব এবায়মচিন্ত্যত্বান্নাত্র যুক্তি র্যোজনীয়া। পাত্রসাদগুণ্যাদের্হেতুত্বে তেষাং তুল্যদর্শিত্বং তৎকৃপায়াশ্চ নিরুপাধিত্বং ব্যাহতং স্যাদিত্যবধেয়ং ॥ ২৯ ॥

পবিত্রচেতা জ্ঞানিগণ অমৃতস্বরূপ জ্ঞানভাণ্ডার যথাকালে ও যথাপাত্রে সময়ে সময়ে বিতরণ করিলেও, যেমন অনবরত সর্ব্বত্র বিতরণ করেন না, সেইরূপ অদ্য পর্ব্বতশ্রেণী অতি পবিত্র ও সুশীতল জলরাশি স্থানবিশেষে ও কালবিশেষেই প্রদান করিতেছে মাত্র ॥ ২৯ ॥

আভাস।

এই অনন্ত সংসার অরণ্যকে অতিক্রম করিতে হইলে, জ্ঞানের ন্যায় অপূর্ব্ব সম্বল আর কিছুই নাই। ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন, "নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে" জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র সামগ্রী আর কিছুই নাই। এদিকে জ্ঞান যেমন দুর্ল্লভ সেইরূপ তাহার পাত্রও তেমনই দুর্ল্লভ। যেমন উষর ভূমে উৎকৃষ্ট বীজ উপ্ত হইলেও স্থানের দোষে কেবল অঙ্কুরিত হইয়াই বিনষ্ট হয়; কিন্তু উৎকৃষ্ট বীজের প্ররোহার্থ কৃষকের কর্ষণ ব্যাপার ও সার-প্রদানের ফলে যেমন কণ্টক-বৃক্ষই পূর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় মাত্র, সেইরূপ বিচিত্র বিষয়বাসনা বিশিষ্ট অনধিকারীর চিত্তে মোক্ষসাধন জ্ঞানামৃত কিছুতেই স্থান পায় না; বরং লব্ধ কথঞ্চিৎ জ্ঞানের আলোকে বিষয় বাসনাই অধিকতর দৃঢ় হইয়া বিতর্কের বিশেষ প্রতিষ্ঠা জন্মাইয়া দেয়। সেই নিমিত্ত জ্ঞানলাভার্থ বিশেষ যত্ন করিলেও, গুরুগণ সহজে জ্ঞান প্রদান করেন না। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে "বিদ্যয়া সহিতো বিদ্বান্ ত্রিয়েতৈবাবিচারয়ন্। নত্বযুক্তায় তদ্দদ্যাৎ কথঞ্চিদিতি নিশ্চয়ঃ" ॥ জ্ঞানিগণ প্রচার না করিয়া, জ্ঞানরত্ন হৃদয়ে লুক্কায়িত রাখিয়া যদি মৃত্যুমুখে পতিত হন,

নৈবাবিদন্ ক্ষীয়মাণং জলং গাধজলেচরাঃ।
যথায়ুরন্বহং ক্ষয্যং নরা মূঢ়াঃ কুটুম্বিনঃ ॥ ৩০ ॥
গাধবারিচরাস্তাপমবিন্দন্ শরদর্কজং।
যথা দরিদ্রঃ কৃপণঃ কুটুম্ব্যবিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ।

কুটুম্বিনঃ মূঢ়াঃ নরাঃ (কুটুম্বমরণাদিদর্শনাৎ) অন্বহং অহরহঃ, ক্ষয্যং ক্ষীয়মাণং আয়ুঃ যথা (ন জানন্তি) তথা গাধজলেচরাঃ ক্ষুদ্রজলে বর্ত্তমানাঃ (মৎস্যাদয়ঃ) জলং (অন্বহং ক্ষীয়মাণং এব ন অবিদন্ জ্ঞাতবন্ত ॥ ৩০ ॥

যথা অবিজিতেন্দ্রিয়ঃ কুটুম্বী পরিজনবেষ্টিতঃ, কৃপণঃ দরিদ্রঃ জনঃ (সংসারতাপং লভতে) তথা গাধবারিচরাঃ শরদর্কজং তাপং অবিন্দন্ লেভিরে ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

গাধে ক্ষুদ্রে জলে চরন্তীতি তথা মীনাদয়ঃ ॥ ৩০ ॥

অবিন্দন্ লেভিরে ॥ ৩১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

গাধেঽল্পপ্রমাণে জলে চরন্তীতি তে মীনাদয়ঃ। ইতীয়ং হেয়া ॥ ৩০ ॥

অবিন্দন্ লেভিরে যথা দরিদ্র ইত্যতঃ পূর্ব্বশ্লোকে সম্পন্নাঃ কুটুম্বিনো জ্ঞেয়াঃ যদ্বা। তোষামেব তাপং বর্ণয়তি গাধেতি ॥ ৩১ ॥

কুটুম্বগণে পরিবৃত মূঢ়চেতা মানবগণ স্বজনবর্গের কাল-কবলিত ভাব স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াও, নিজের পরমায়ুঃ অনবরত ক্ষয়শীল বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে না, সেইরূপ সামান্য-জলে বিচরণকারী মৎস্যগণ শরদের প্রভাবে জলাশয়ের দিন দিন শুষ্কভাব ধারণা করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩০ ॥

পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত অজিতাত্মা দীনহীন দরিদ্র গৃহস্থগণ যেমন সতত সংসার-জ্বালায় জর্জ্জরিত হয়, তদ্রূপ ক্ষুদ্র জলাশয়ে অবস্থানকারী জলচরগণ শরৎকালীন তপনের তাপ অনবরতই সহ্য করিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

আভাস।

সেও মঙ্গল, তথাপি ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র ও ভোগবিলাসীর হৃদয়ে যেন জ্ঞানজ্যোতি প্রচারে প্রবৃত্ত না হন। অতএব পাত্রবিশেষে ও কাল বিশেষেই জ্ঞানোপদেশ কর্ত্তব্য ॥ ২৯ ॥

জল মৎস্যাদি জলচরগণের জীবন-ধারণের প্রধান হেতু হইলেও, প্রত্যহ জলের শুষ্কভাব যেমন মৎস্যকুল লক্ষ্য করে না, সেইরূপ মানবগণ কুটুম্বগণের ভরণপোষণে ব্যতিব্যস্ত থাকিয়া নিজের পরমায়ুঃ যে দিন দিন ক্ষয় হইতেছে, তাহা কিছুমাত্র লক্ষ্য করে না। কিন্তু পরিজনবর্গের মধ্যে অন্যের নিধন অবলোকন করিয়া, নিজের জীবনও কাল-

শনৈঃ শনৈর্জহুঃ পঙ্কং স্থলান্যামঞ্চ বীরুধঃ।
যথাহং মমতাং ধীরাঃ শরীরাদিষ্বনাত্মসু ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ।

যথা ধীরাঃ পুরুষাঃ অনাত্মসু শরীরাদিষু অহং (অহন্তাং) মমতাং শনৈঃ শনৈঃ ত্যজন্তি তথা স্থলানি পঙ্কং, বিরুধশ্চ আমং অপক্কতাং, জহুঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

শনৈঃ শনৈরিতি অত্র চ মমতামিব পঙ্কং অহন্তামিব আমতাং অপক্কতাং জহুরিতি ॥ ৩২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

আত্মা ভক্তানুকূলো জীবাত্মা পরমাত্মা কৃষ্ণশ্চ তদ্ব্যতিরিক্তেষু শরীরাদিষু। তত্র তত্র তু অহন্তামমতে ভাবয়িত্বেতি ভাবঃ ইত্যুপাদেয়া ॥ ৩২ ॥

মনস্বী ধীর ব্যক্তিগণ যেমন আত্মাতিরিক্ত স্বীয় কলেবরে অহন্তাব ও পুত্র মিত্রাদিতে মমতা কালক্রমে ক্রমশই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, সেইরূপ শরতের প্রখর ঔজ্জ্বল্যে স্থান-সমূহ পঙ্কিল-ভাব এবং বীরুধাদি লতাসমূহ অপক্ক-ভাব পরিত্যাগ করিল ॥ ৩২ ॥

আভাস।

গ্রস্ত এবং দিন দিন আয়ুঃক্ষয় হইতেছে ইহা বিবেচনা করা ও তদনুসারে কার্য্য করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য ॥ ৩০ ॥

সংসারে যতই বহুপরিবারে ব্যাপৃত হইয়া সকলের সুখশান্তির নিমিত্ত যত্ন করা যায়, ততই দুঃখের আধিক্য ঘটে। অতএব ভগবানের উপর নির্ভর দিয়া নিজে পৃথক্‌ভাবে নির্লিপ্তের ন্যায় অবস্থান করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; নতুবা দুঃখের হস্ত হইতে কিছুতেই অব্যাহতি নাই ॥ ৩১ ॥

কেবল শাস্ত্রীয় জ্ঞান থাকিলেই যে, আত্মাভিমান, দেহাভিমান ও বিষয়াভিমান নিবৃত্ত হয়, এরূপ নহে; তাহা হইলে কেবল মুমুক্ষুগ্রন্থ গৃহে রাখিলেও মানব মুক্ত হইতে পারিত। অভিমানকে নিজে অতি যত্ন সহকারে আনয়ন করত নিজের চিত্তমন্দিরে স্থান দেওয়া হইয়াছে; এক্ষণে কেবল কল্পিত জ্ঞানপ্রভাবেই তাহাকে উৎসন্ন করা যায় না। যেমন অতি সুন্দর সুদৃঢ় অট্টালিকার উপর যদি অশ্বত্থবৃক্ষকে জন্মিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত প্ররোহের সাবকাশ দেওয়া হয়, তখন তাহাকে সমূলে উত্তোলন করিতে হইলে, তদনুরূপ কালের সাপেক্ষ। একটী অট্টালিকা প্রস্তুত করিতে যেরূপ সময় প্রয়োজন, তাহাকে নষ্ট করিতেও আবার তদনুরূপ কালের অপেক্ষা থাকে; ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই উন্মূলিত বা ধ্বংস হইয়া যায় না। সেইরূপ জ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনায় আত্মা সত্য, জগৎ মিথ্যা ইত্যাদি বিচারের নিষ্পত্তি হইলেও, তাহাকে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত করা কালের সাপেক্ষ। আমি দেহ, এবং পুত্রাদি ধন, সম্পত্তি আমার, এই জ্ঞানানুগত প্রতীতি যদি পঞ্চাশ বৎসর করা হইয়া

নিশ্চলাম্বুর্যথা তূষ্ণীং সমুদ্রঃ শরদাগমে।
আত্মন্যুপরতে সম্যঙ্মুনির্ব্যুপরতাগমঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ।

আত্মনি মনসি, সম্যক্ উপরতে বিরক্তে সতি, মুনিঃ যথা ব্যুপরতাগমঃ নিবৃত্তবেদঘোষঃ ভবতি (ততঃ পরং অধ্যয়নাভাবাৎ তথা) শরদাগমে সতি, নিশ্চলাম্বুঃ সমুদ্রঃ তূষ্ণীং অভূৎ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

আত্মন্যুপরতে ত্যক্তক্রিয়ে মুনিরিব নিশ্চলাম্বুঃ স এব ব্যুপরতাগমো নিবৃত্তবেদঘোষ ইব তূষ্ণীমভূদিতি ॥ ৩৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

আত্মন্যুপরতে ত্যক্তক্রিয়ে সতি নিশ্চলচিত্তো মুনিরিব নিশ্চলাম্বুঃ সমুদ্রঃ মথুরাপশ্চিমদিশি শাম্ভবাস ইতি খ্যাতঃ॥ ব্যুপরতাগমো নিবৃত্তবেদঘোষো মুনিরিব। তূষ্ণীমিতীয়মুপাদেয়া ॥ ৩৩ ॥

মন বিষয়াসক্তি হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, ঋষিগণ যেমন পুনরায় অধ্যয়নের নিষ্প্রয়োজনতা বশত বেদাধ্যয়ন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন, শরতের উপস্থিতি লাভে নিশ্চল সমুদ্রও সেইরূপ তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করিয়াছে ॥ ৩৩ ॥

আভাস।

থাকে তবে সেই জ্ঞানের অননুগত প্রতীতি" দেহাতিরিক্ত আমি, এবং আমার সহিত কাহারও সম্পর্ক নাই, ইত্যাকার বোধকে চিত্তে বসাইতে হইলে, অন্ততঃ পাঁচ বৎসরেরও প্রয়োজন। এখানে গ্রন্থকার প্রকাশ করিয়াছেন যে, জ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনার আরম্ভমাত্রেই যে জীব মুক্তির ফল পায়, এমত নহে; ক্রমশ কালক্রমে তাহা পরিলক্ষিত হয়. সেইরূপ শরতের প্রাদুর্ভাব মাত্রেই যে ওষধি-সমস্ত সুপক্ব বা স্থান সমুদায় কর্দ্দমবর্জ্জিত হয়, এমত নহে; সমস্ত শরৎকাল ব্যাপিয়াই এই কার্য্য ঘটে ॥ ৩২ ॥

নিশ্চল সমুদ্র যেমন তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করে, সেইরূপ যে যোগীর চিত্ত বিরক্তি লাভে শান্ত হয়, তিনিই নির্ব্ব্যাপারী হন। তখন, এমন কি! বেদাধ্যয়নের নিমিত্তও প্রয়াসের প্রয়োজন করে না! নতুবা "বাহ্যেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্। ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে"। যে ব্যক্তি বাহ্যেন্দ্রিয় সংযত করিয়াও মনে মনে বিষয়ের রস অনুভব করে, সে কপটাচারী বলিয়া পরিগণিত এবং তাহাদের ইন্দ্রিয়-সংযমনও নিরর্থক। ইন্দ্রিয়-নিরোধের উদ্দেশ্যই মনোনিবৃত্তি; সেই নিবৃত্তিতেই পরম শান্তি লাভ হয় ॥ ৩৩ ॥

কিন্তু ইন্দ্রিয়-নিরোধ না করিলে, মনের নিরোধ অসম্ভব। কারণ যেমন দৃঢ় সেতুবন্ধন না করিলে, শালিক্ষেত্রস্থ জল কিছুতেই সুরক্ষিত হয় না; সুতরাং জলের অভাবে পরিশ্রমের ফল শালিধান্যের ও অভাব ঘটে, সেইরূপ দশবিধ ইন্দ্রিয়-প্রণালিকার দ্বারা অনবরত ক্ষরিত

কেদারেভ্যস্ত্বপোঽগৃহ্নন্ কর্ষকা দৃঢ়সেতুভিঃ।
যথা প্রাণৈঃ স্রবজ্‌জ্ঞানং তন্নিরোধেন যোগিনঃ ॥ ৩৪ ॥
শরদর্কাংশুজাংস্তাপান্ ভূতানামুড়ুপোঽহরৎ।
দেহাভিমানজং বোধো মুকুন্দো ব্রজযোষিতাং ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ।

যথা প্রাণৈঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ দ্বারভূতৈঃ স্বেভ্যঃ) স্রবৎ জ্ঞানং তন্নিরোধেন ইন্দ্রিয়প্রত্যাহারেণ (যোগিনঃ রক্ষন্তি তথা) কেদারেভ্যঃ শালিক্ষেত্রেভ্যঃ ক্ষরন্তীঃ অপঃ দৃঢ়সেতুভিঃ (তন্নির্গম-মার্গনিরোধেন) কর্ষকাঃ অগৃহ্নন্ অরক্ষন্ ॥ ৩৪ ॥

যথা দেহাভিমানজং (আধ্যাত্মিকাদিতাপং) বোধঃ আত্মযাথার্থ্যজ্ঞানং হরতি) ব্রজ-যোষিতাং (স্ববিরহজং তাপং) মুকুন্দঃ (হরতি) তথা উড়ুপঃ চন্দ্রঃ, ভূতানাং শরদর্কাংশুজান্ তাপান্ অহরৎ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কেদারেভ্যঃ বদ্ধসেতুশালিক্ষেত্রেভ্যো দৃঢ়ৈঃ সেতুভিঃ অপোঽগৃহ্নন্ ততঃ পরং বৃষ্ট্যভাবাৎ। প্রাণৈরিন্দ্রিয়ৈঃ। তন্নিরোধেন ইন্দ্রিয়প্রত্যাহারেণ ॥ ৩৪ ॥

দেহাভিমানজং বোধ ইব। ব্রজযোষিতাং মুকুন্দ ইব চেত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কেদারেভ্যঃ স্রবন্তীরপঃ দৃঢ়ৈঃ সেতুভিরগৃহ্নন্ ররক্ষুঃ। যথা প্রাণৈরিন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ক্ষোভৈঃ স্রবজ্‌জ্ঞানং তেষামিন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন প্রত্যাহারেণেত্যুপাদেয়া ॥ ৩৪ ॥

যথা দেহাভিমানজং তাপং বোধঃ। তথা চ ব্রজযোষিতাং বিরহতাপং মুকুন্দ ইত্যুপাদেয়া ॥ ৩৫ ॥

দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয়গণের উদ্বেলনে জীবের আত্মনিষ্ঠ জ্ঞানভাগ ক্ষরিত হইয়া থাকে। সুতরাং যোগিগণ সর্ব্বপ্রযত্নে সেই ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যাহার করিয়া অন্তর্নিহিত জ্ঞানকে যেমন অন্তরেই রক্ষা করেন, সেইরূপ কৃষকগণ শালিক্ষেত্রস্থ জলরাশিকে দৃঢ় সেতুবন্ধনের দ্বারা তাহার নির্গমের পথ নিরোধ করত, অতি সাবধানে ক্ষেত্রমধ্যে সুরক্ষিত করিতেছে ॥ ৩৪ ॥

জীবের আত্মজ্ঞানস্বরূপ বোধই যেমন দেহাভিমান হইতে সমুৎপন্ন আধ্যাত্মিকাদি দুঃখত্রয়কে নিবারণ করে এবং ব্রজনারীগণের কৃষ্ণবিরহ-জনিত

আভাস।

জ্ঞানভাগকে যদি ইন্দ্রিয়োপরম দ্বারা রুদ্ধ না করা যায়, তবে পরিশ্রমের ফল জ্ঞান কিরূপে উৎকর্ষ লাভ করিবে? অতএব কৃষকের জল-রক্ষার্থ সেতুবন্ধনের ন্যায়, স্বরূপজ্ঞানের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ইন্দ্রিয়গণের নিরোধ সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য ॥ ৩৪ ॥

খমশোভত নির্ম্মেঘং শরদ্বিমলতারকং।
সত্ত্বযুক্তং যথা চিত্তং শব্দব্রহ্মার্থদর্শনং॥
অখণ্ডমণ্ডলো ব্যোম্নি ররাজোড়ুগণৈঃ শশী।
যথা যদুপতিঃ কৃষ্ণো বৃষ্ণিচক্রাবৃতো ভুবি॥ ৩৬॥

অন্বয়ঃ।

শব্দব্রহ্মার্থদর্শনং (শব্দব্রহ্মণো বেদস্য অর্থান্ মীমাংসানির্ণীতান্ দর্শয়তি যৎ তৎ, সত্ত্বযুক্তং চিত্তং যথা (শোভতে) তথা শরদ্বিমলতারকং (শরদা বিমলাঃ তারকাঃ যস্মিন্ তৎ) নির্ম্মেঘং (নির্গতাঃ মেঘাঃ যস্মিন্ তৎ) খং আকাশঃ অশোভত॥

বৃষ্ণিচক্রাবৃতঃ (বৃষ্ণিচক্রেণ যাদব-সমূহেন আবৃতঃ) যদুপতিঃ কৃষ্ণঃ ভুবি (সুধর্ম্মায়াং সভায়াং যথা ররাজ) তথা অখণ্ডমণ্ডলঃ পূর্ণঃ শশী উড়ুগণৈঃ বৃতঃ (সন্) ব্যোম্নি ররাজ॥ ৩৬॥

শ্রীধরস্বামী।

শরদাবিমলাস্তারকা যস্মিন্ তৎ। শব্দব্রহ্মণো বেদস্যার্থান্ পূর্ব্বোত্তরমীমাংসানির্ণীতান্ দর্শয়তীতি তথা তদিব॥ ৩৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শব্দব্রহ্মণো বেদস্য অর্থাঃ নিবৃত্তকর্ম্মজ্ঞানভক্তিযোগাঃ তেষাং দর্শনং জ্ঞানং যত্র তৎ। চিত্তং কীদৃশং সত্ত্বযুক্তং সাধুত্বযুক্তং। তত্র খস্য চিত্তেন সাম্যং। নির্ম্মেঘত্বস্য সত্ত্বযুক্তত্বেন। শব্দব্রহ্মণা শরদঃ। নিবৃত্তকর্ম্মজ্ঞানতপোযোগৈস্তারাণাং। ভক্তিযোগেন জ্ঞানপক্কস্য তারকেশস্য ইতীয়মুপাদেয়া॥

সম্পূর্ণমণ্ডলত্বস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বেন সাম্যং। যদুপতিত্বেন ওষধীশত্বস্য বৃষ্ণিচক্রেণ নন্দোপনন্দ-বসুদেবাক্রূরাদিভিদূর্শ্যৈ দৃশ্যানামুড়ুগণানামিতীয়ং ধ্যানার্থমুপাদেয়া॥ ৩৬॥

তাপ যেমন এক শ্রীকৃষ্ণই নিবারণ করেন, সেইরূপ তারাপতি চন্দ্রও ভূতগণের শারদীয় তপনের তাপ নিবারণ করিতেছেন॥ ৩৫॥

শব্দব্রহ্ম বেদের যাবতীয় মীমাংসিত অর্থ অন্তরে গ্রহণ করিয়া, বিশুদ্ধসত্ত্ব চিত্ত যেমন শোভা পায়, মেঘশূন্য নির্ম্মল নভোমণ্ডল নক্ষত্রজালে জড়িত হইয়া, তাদৃশ শোভা-সম্পন্ন হইয়াছে॥

যাদব-সমূহে পরিবৃত যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ সুধর্ম্মা সভামণ্ডপে যেমন শোভা পাইয়া থাকেন, অখণ্ড-মণ্ডল পূর্ণ-শশধর নক্ষত্রগণে পরিবৃত হইয়া, আকাশ-মণ্ডলে তাদৃশ শোভা বিস্তার করিয়াছিলেন॥ ৩৬॥

আভাস।

আধ্যাত্মিকাদি দুঃখত্রয়ের নিবৃত্তি, দুঃখিত জনের স্বায়ত্তাধীন নহে। যেমন শরতের তাপ শশধরই নিবারণ করেন, ব্রজযোষিৎগণের বিরহ-বহ্নি এক শ্রীকৃষ্ণই উপশমিত করিয়াছিলেন,

আশ্লিষ্য সমশীতোষ্ণং প্রসূনবনমারুতং।
জনাস্তাপং জহুর্গোপ্যো ন কৃষ্ণহৃতচেতসঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ।

সমশীতোষ্ণং (সমঃ অন্যূনাধিকঃ শীতঃ উষ্ণশ্চ যঃ তং) প্রসূন-বন-মারুতং (প্রসূন-পরিপূরিতস্য বনস্য মারুতং) আশ্লিষ্য জনাঃ (ঘর্ম্মজনিতং) তাপং জহুঃ কৃষ্ণহৃতচেতসঃ (কৃষ্ণেন হৃতানি চেতাংসি যাসাং তাঃ) গোপ্যঃ তু ন জহুঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সমঃ অন্যূনাধিকঃ শীতঃ উষ্ণশ্চ তং। নতু গোপ্যঃ কৃষ্ণহৃতচেতস্ত্বেন তাসাং সুদুঃসহ ইতি। যদ্বা নকার উপমার্থঃ তদা কৃষ্ণহৃতচেতস ইতি চেতসা কৃষ্ণমাশ্লিষ্য যথেত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সমঃ অন্যূনাধিকঃ শীতশ্চোষ্ণশ্চ তং। নতু গোপ্যস্তাপং জহুর্যতঃ কৃষ্ণহৃতচেতসো বিরহিণঃ প্রত্যুত তং মারুতমাশ্লিষ্য তাপং প্রাপুরেবেতি ভাবঃ। অত্র প্রক্রমভঙ্গাভাবার্থং কেচিদেবং ব্যাচক্ষতে। গোপ্য ইত্যনন্তরং কৃষ্ণমিবেতি শেষো দেয়ঃ। কীদৃশ্য ন কৃষ্ণহৃতানি অপি তু হৃতান্যেব চেতাংসি যাসাং তাঃ শিরশ্চালনে নঞ্। নৈককীর্ত্তির্নৈকযশা ইতি বদ্বল্লোপাভাবঃ। চেতশ্চোরান্তস্মাদ্বিলাৎ স্বস্বচেত আদাতুমিব তমাশ্লিষ্যাস্তোঽপি তা স্তত্র প্রাপুরিতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

এই কালে বনরাজী বিচিত্র কুসুমে পরিশোভিত হয়; এবং জনগণ তত্রত্য নাতিউষ্ণ ও নাতিশীতল বায়ুর স্পর্শে ঘর্ম্মজনিত তাপ পরিত্যাগ করে বটে, কিন্তু কৃষ্ণৈক-প্রাণা গোপিকাগণের শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-বহ্নি তাহাতে প্রশমিত না হইয়া, উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিতই হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

আভাস।

সেইরূপ দুঃখনিবারণের জন্য জ্ঞান ও ভক্তির আশ্রয় লওয়াই নিতান্ত কর্ত্তব্য। এস্থলে বোধশব্দে আত্মার যথেষ্ট জ্ঞান এবং ব্রজনারীর বিরহানল শ্রীকৃষ্ণ নিবারণ করিয়াছিলেন বলায়, ভক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে ॥ ৩৫ ॥

শব্দব্রহ্মশব্দে পূর্ব্বোত্তর মীমাংসায় নির্ণীত বিষয় সমূহকেই লক্ষ্য হইতেছে। তাদৃশ বিষয়াবশিষ্ট অজ্ঞানাবরণশূন্য সত্ত্বপ্রধান চিত্ত যেরূপ শোভা পায়, শরতের সমাগমে মেঘাবরণহীন তারকাজালে জড়িত নভোমণ্ডলও তাদৃশ শোভায় শোভিত হইতেছে। এস্থলে সাত্ত্বিক সেবাই শরৎকাল, আকাশমণ্ডল চিত্ত; তারাপতি চন্দ্রকেই এস্থলে চিত্তাধিষ্ঠাতা বাসুদেবের সহিত সাদৃশ্য দেওয়া হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥

তাসাং তাপস্য কৃষ্ণবিরহজত্বাৎ তথাভূতো মারুতঃ প্রত্যুত দুঃসহ এবাসীৎ। তথাচ জ্ঞানিনাং সুখং ন বিষয়জনিতং কিন্তু তদ্ভজনজনিতমেবেতি সূচিতম্ ॥ ৩৭ ॥

গাবো মৃগা খগা নার্য্যঃ পুষ্পিণ্যঃ শরদাভবন্।
অন্বীয়মানাঃ স্ববৃষৈঃ ফলৈরীশক্রিয়া ইব ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ।

শরদা (নিমিত্তেন) গাবঃ মৃগাঃ (মৃগ্যঃ) খগাঃ (খগ্যঃ) নার্য্যঃ চ স্ববৃষৈঃ (স্বপতিভিঃ) অন্বীয়মানাঃ ঈশক্রিয়াঃ ফলৈঃ (বলাদনুগম্যমানাঃ) ইব পুষ্পিণ্যঃ গর্ভিণ্যঃ অভবন্ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

পুষ্পিণ্যো গর্ভিণ্যঃ অন্বীয়মানাঃ স্ববৃষৈঃ স্বপতিভিঃ অনিচ্ছন্ত্যোঽপি বলাদনুগম্যমানাঃ। ঈশ্বরারাধনার্থাঃ ক্রিয়া বলাৎ ফলৈরনুগম্যমানাঃ সমস্তভোগগর্ভা যথেতি ॥ ৩৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মৃগাঃ মৃগ্যঃ, খগাঃ খগ্যঃ। স্ববৃষৈঃ স্বস্বপতিভিরন্বীয়মানাঃ অনিচ্ছন্ত্যোঽপি সম্ভোগার্থমনুগম্যমানাঃ ঈশক্রিয়া ভগবদারাধনলক্ষণাঃ ক্রিয়া নিষ্কামা অপি ফলৈঃ সুখভোগাদিভিঃ ॥৩৮॥

শরৎসমাগমে গাভী, মৃগী, খেচরী ও নারীগণ স্ব স্ব পতির সমাগমে নৈসর্গিক ফল প্রাপ্তির ন্যায়, সকলেই গর্ভ ধারণ করে ॥ ৩৮ ॥

আভাস।

প্রাকৃতিক রোগে যাহারা রুগ্ন তাহারা প্রাকৃতিক ঔষধের দ্বারাই সুস্থতা লাভ করিতে পারে; কিন্তু যাহারা অপ্রাকৃত রোগী, তাহাদের রোগের জন্য অপ্রাকৃত ঔষধির প্রয়োজন; সেই নিমিত্ত গ্রীষ্মতাপোপতপ্ত ব্যক্তি মৃদু মন্দ গন্ধবহের সংস্পর্শেই সুখ লাভ করিয়াছিল বটে কিন্তু কৃষ্ণবিরহে সন্তপ্ত প্রেমিকা ব্রজনারীগণ সেই সমীরণের স্পর্শে শীতল হন নাই; বরং অধিকতর পরিতাপিত হইয়াছিলেন; সন্দেহ নাই ॥ ৩৭ ॥

ভগবদারাধনার্থ নিষ্কাম ধর্ম্মসমূহ সুসম্পাদিত হইলে, তাহারা ভগবানের প্রসন্নতা উৎপাদন ব্যতীত ভক্তকে তদনুরূপ ভোগফল প্রদানে যে বিরত হয়, এমত নহে; শরৎকালে গাভী, মৃগী, খেচরী বা মানবীগণের গর্ভধারণের উপযুক্ত কাল উপস্থিত নিরীক্ষণ করিয়া, তত্তৎ পতিগণ তাহাদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করিয়া, বা প্রার্থনার নিমিত্ত বিলম্ব না করিয়া, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যেমন গর্ভোৎপাদনার্থ যত্ন করে, সেই রূপ নিষ্কাম কর্ম্মও আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত নিষ্কাম ভক্তকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ফল প্রদানে কখন বিরত থাকে না ॥ ৩৮ ॥

নিশানাথের সোহাগিনী কুমুদিনী যেন দিনকরের সমুজ্জ্বল আলোকে নিজের পাশব-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা হওয়া নিতান্ত অসম্ভব জ্ঞানে লোকভয়ে ভীত হইয়া, এতক্ষণ অবগুণ্ঠনবতী ছিলেন, এক্ষণে গাত্র অন্ধকারে আবৃত, সমগ্র ভুবনে স্তিমিত-জ্যোতির ঈক্ষণরূপ তারাপতির প্রেমবীক্ষণেই যেন পুলকিত হইয়া, মধুর সম্ভাষণে আত্মভাব প্রকাশ করিতেছে। এক্ষণে সে লোকের গঞ্জনা বা রাজার তাড়নায় ভীত নহে। সুতরাং পদ্মিনী পতি

উদহৃষ্যন্ বারিজানি সূর্য্যোত্থানে কুমুদ্বিনা।
রাজ্ঞা তু নির্ভয়া লোকা আসন্ দস্যূন্ বিনা নৃপ ॥ ৩৯ ॥
পুরগ্রামেষ্বাগ্রয়ণৈরিন্দ্রিয়ৈশ্চ মহোৎসবৈঃ।

অন্বয়ঃ।

বারিজানি কমলানি, সূর্য্যোত্থানে (সূর্য্যে উদিতে সতি) উদহৃষ্যন্ প্রফুল্লিতানি জাতানি (পরন্তু) কুমুদ্বিনা কুমুদং বিনা) হে নৃপ! যথা (ধর্ম্মাত্মনা) রাজ্ঞা দস্যূন্ বিনা তু লোকাঃ নির্ভয়াঃ আসন্ ॥ ৩৯ ॥

পুরগ্রামেষু আগ্রয়ণৈঃ (নবান্নপ্রাশনার্থৈঃ বৈদিকৈঃ মন্ত্রৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়ার্থৈঃ লৌকিকৈঃ মহোৎসবৈঃ) চ হরেঃ কলাভ্যাং রামকৃষ্ণাভ্যাং পক্বশস্যাঢ্যা (পক্বশস্যৈঃ আঢ্যা

শ্রীধরস্বামী।

কুমুৎ কুমুদং কুৎসিতে মুদ্ যস্যেতি দস্যুসাম্যং ॥ ৩৯ ॥
আগ্রয়ণৈর্নবান্নপ্রাশনার্থৈ বৈদিকৈঃ। ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থৈ লৌকিকৈশ্চ মহোৎসবৈঃ।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কুমুৎ কুমুদং কুৎসিতেষু মুৎ যস্যেতি দস্যুসাম্যং ॥ ৩৯ ॥
আগ্রয়ণৈর্নবান্নপ্রাশনার্থৈ বৈদিকৈঃ। নবান্নং নৈব নন্দায়াং ন চ সুপ্তে জনার্দ্দনে। ন কৃষ্ণপক্ষে ধনুষি তুলায়াং নৈব কারয়েদিতি স্মৃতেঃ। প্রবোধনান্তে বৃশ্চিকে ইতি জ্ঞেয়ং। শরদন্তত্বাত্তু শরদ্ব্যবহারঃ। ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রদেবতাকৈঃ। ইন্দ্রমখভঙ্গাৎ পূর্ব্বস্যাঃ পরদো বর্ণনমিদং। কীদৃশী ভূঃ হরেঃ কলা শক্তিঃ আভ্যাং রামকৃষ্ণাভ্যাং। যদ্বা। হরেশ্চন্দ্রস্য কলাভ্যাং শুক্লদ্বিতীয়া সায়মুদিতাভ্যামুৎ রাজকীয় পুরুষপ্রভৃতিকৃতে র্যথা সৈব ভূরিতি

ধর্ম্মাত্মা রাজার রাজ্যশাসন-কালে দস্যু ব্যতীত লোকমাত্রেই যেমন পুলকিত হয়, সেইরূপ এইকালে দিনমণির উদয়ে কুমুদিনী ব্যতীত কমলিনী বিকশিত হইয়া, হৃদয় প্রসারণে সূর্য্যদেবকে অভিবাদন করিতেছে ॥ ৩৮ ॥

পৃথিবী শস্যপরিপূর্ণা গ্রাম ও পুরমধ্যে নবান্ন-নিমিত্তক বৈদিক মন্ত্রের আভাস।

বিরহে পতিব্রতার ন্যায়, সূর্য্যবিরহে ম্লানমুখী ও অধোবদনা হইয়া, আত্মসংগোপনে যত্নবতী হইতেছে। এদিকে সূর্য্য-দৃষ্টান্তে নরাধিপের অভাবে কুমুদ অর্থাৎ কুৎসিত বিষয়ে যাহাদিগের (মুদ্) আনন্দ হয়, তাদৃশ চোর, তস্কর ও পরদারাভিগামী অসৎপথাবলম্বিগণ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে; কিন্তু সাধু ব্যক্তিগণ ভয়ে কম্পিত হইয়া, আত্মরক্ষার্থ নির্জ্জনবাসের অন্বেষণ করেন ॥ ৩৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের মানবরূপে অবতীর্ণ হওয়াই এইসকল প্রাকৃতিক শোভার কারণ। কেবল বন কেন! মথুরাপুরী এবং নন্দাবাসেও আনন্দের সীমা ছিল না। তৎকালে সকলেই

বভৌ ভূঃ পঙ্কশস্যাঢ্যা কলাভ্যাং নিতরাং হরেঃ ॥ ৪০ ॥
বণিঙ্মুনিনৃপস্নাতা নির্গম্যার্থান্ প্রপেদিরে।

অন্বয়ঃ।

সম্পন্না) ভূঃ নিতরাং অতিশয়েন বভৌ অশোভত ॥ ৪০ ॥

যথা (যোগাদিভিঃ) সিদ্ধাঃ (প্রারব্ধৈঃ ধৃতশরীরাঃ সন্তঃ) কালে (প্রারব্ধভোগাবসানকালে) আগতে সতি স্বপিণ্ডান্ (স্বযোগ্যান্ পার্ষদাদিদেহান্ প্রাপ্নুবন্তি তথা) বণিঙ্মুনিনৃপস্নাতা

শ্রীধরস্বামী।

কলা আভ্যাং রামকৃষ্ণাভ্যাং দর্শনাদিমহোৎসবাভ্যাং ॥ ৪০ ॥

বণিজো যতয়ো নৃপাঃ স্নাতকাশ্চ দৃষ্টাদৃষ্টাভ্যাং বর্ষরুদ্ধাঃ সন্তো নির্গম্যার্থান্ বাণিজ্য-স্বাচ্ছন্দ্যাদিদিগ্বিজয়বিদ্যাদীন্ প্রপেদিরে প্রাপ্তবন্তঃ। যথা মন্ত্রযোগাদিসিদ্ধা আয়ুষা রুদ্ধাঃ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ব্যাখ্যা। যথেভিপদস্য শেষত্বে প্রক্রমভঙ্গাভাবার্থমুপাদেয়া। হরিশ্চন্দ্রার্কাবাতাশ্বস্তকভেক-যমাহিষিতি মেদনী ॥ ৪০ ॥

বণিজো যতয়ো নৃপাঃ স্নাতকাশ্চ যে বর্ষেণ বৃষ্ট্যা রুদ্ধা আসংস্তে বর্ষান্তে নিষ্ক্রম্য অর্থান্ বাণিজ্যস্বাচ্ছন্দ্যাদিদিগ্বিজয়বিদ্যাদীন্ প্রপেদিরে প্রাপদ্যন্ত। যথা সিদ্ধা বর্ষৈঃ

উচ্ছ্বাসে এবং জনসাধারণের রাম-কৃষ্ণ দর্শন-জনিত মহোৎসবের ধ্বনিতে কি অপূর্ব্ব শোভারই সমাগম হইয়াছিল। ॥ ৪০ ॥

যোগে সিদ্ধিলাভ করিলেও প্রায় ভোগের অপেক্ষা থাকে; প্রারব্ধ ভোগান্তে সিদ্ধগণ দেহ পরিহারে স্ব স্ব ভোগানুরূপ পার্ষদাদি দেহলাভে

আভাস।

বৈদিক কর্ম্ম নবান্নোৎসব ও ইন্দ্রযজ্ঞের মহোৎসবে নানাপ্রকার উৎসবে ব্যাপৃত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পরে ইন্দ্রের দর্প খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়ে ইন্দ্রযজ্ঞের পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধনপূজা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥

কর্ম্ম দুই প্রকার; প্রারব্ধ ও সঞ্চিত। যে কর্ম্ম ফল প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং ভোগ ব্যতীত নিবৃত্ত হয় না, তাহারই নাম প্রারব্ধ। অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে যাহা আরব্ধ, তাহাই প্রারব্ধ। যেমন একবিংশ দিবস ভোগকারী জ্বরের আরম্ভ হইলে, তাহার একবিংশ দিবস ভোগকালের ন্যূনতা ঘটে না, তবে ঔষধাদির প্রয়োগে তীব্রতার হ্রাস হইয়া কেবল সামান্যভাবে থাকে মাত্র, সেইরূপ যে কোন ফলের ভোগার্থ তদুপযোগী দেহ জীবকে প্রদান করিয়াই, প্রারব্ধ সন্তুষ্ট হয় না; ভোগের অবসান পর্য্যন্ত ছায়ার ন্যায় জীবের অনুচররূপে অনুগমন করে; তাহারই নাম প্রারব্ধ। আর যে কর্ম্ম ভোগপ্রদানার্থ প্রস্তুত হয় নাই, মালাগ্রথিত পুষ্পের ন্যায় প্রারব্ধকর্ম্মের পশ্চাতে থাকে, উপস্থিত ভোগের

বর্ষরুদ্ধা যথা সিদ্ধাঃ স্বপিণ্ডান্ কাল আগতে ॥ ৪১ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে বৃন্দাবনক্রীড়ায়াং প্রাবৃট্‌শরদ্বর্ণনং বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২০॥

অন্বয়ঃ।

(বণিজঃ মুনয়ঃ নৃপাঃ স্নাতকাঃ ব্রহ্মচারিণশ্চ) বর্ষরুদ্ধাঃ (বর্ষেণ বৃষ্ট্যা রুদ্ধাঃ প্রবৃত্তৌ প্রতিবদ্ধাঃ সন্তঃ) কালে শরদি, আগতে নির্গম্যার্থান্ (ক্রমেণ বাণিজ্যস্বাচ্ছন্দ্যদিগ্বিজয়বিদ্যাদীন্) প্রপেদিরে ॥ ৪১ ॥

ইতি দশমে বিংশঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কালে আগতে সপিণ্ডান্ যোগাদিপ্রাপ্যান্ দেবাদিদেহান্ ॥ ৪১ ॥

ইতি দশমে বিংশঃ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্বায়ুর্ঘটকৈ র্বৎসরৈ রুদ্ধাঃ কালেঽন্তসময়ে আয়াতে স্বপিণ্ডান্ পার্ষদাদিদেহান্ ইয়মুপাদেয়া ॥ ৪১ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।

বিংশোঽধ্যায়োঽত্র দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

যেমন অগ্রসর হন, অন্য বর্ষার অবসানে বণিক্ মুনি, নৃপ ও স্নাতক ব্রহ্মচারিগণ স্ব স্ব উদ্দেশ্য লাভার্থ নির্গত হইতেছেন ॥ ৪১ ॥

ইতি দশমে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

আভাস।

অবসানে স্বয়ং ভোগপ্রদানার্থ প্রারব্ধরূপে পরিণত হয়, কিন্তু বর্ত্তমান দশায় নিশ্চেষ্টের ন্যায় বীজরূপে অন্তরে নিহিত থাকে, তাহারই নাম সঞ্চিত। সঞ্চিত কর্ম্ম ক্রমশ প্রারব্ধরূপে পরিণত হয়; কিন্তু প্রারব্ধ ভোগ প্রদানের পর স্বয়ং ক্ষয় হইয়া যায়। যেমন ভূমিতে উপ্ত বীজ স্বীয় বীজধর্ম্মে আর নিবৃত্ত না থাকিয়া, অঙ্কুরিত ও নির্দ্দিষ্ট ফলপ্রসবের পর আপনা হইতেই ধ্বংস হইয়া যায়, সেইরূপ প্রারব্ধরূপে ভোগদানার্থ প্রবৃত্ত কর্ম্ম নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া, জীবকে আশ্রয় করিয়া থাকে; তাহার ধ্বংস সাধারণ জ্ঞান বা বৈরাগ্যবলে কখনই সঙ্গত নহে। যেমন বণিক্, মুনি, যতী ও স্নাতক ব্রহ্মচারী এক বর্ষার অনুরোধে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রুদ্ধ থাকিয়া স্ব স্ব অভিপ্রেত সাধনে সমর্থ হন না, কিন্তু বর্ষার বিপত্তি ক্ষয় হইলেই ইষ্টপ্রাপণে অগ্রসর হন, সেইরূপ জ্ঞান বা যোগে সিদ্ধ মহাপুরুষগণ প্রারব্ধভোগের অনুরোধে তদুচিত দেহে ও ভোগে অবস্থান করত ভোগানন্তর অভিলষিত স্থান ও উপযুক্ত পার্ষদাদি দেহ লাভার্থ গমন করেন ॥ ৪১ ॥

ইতি দশমে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

ইত্থং শরৎস্বচ্ছজলং পদ্মাকরসুগন্ধিনা।
ন্যবিশদ্বায়ুনা বাতং সগোগোপালকো বনং ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীশুকঃ উবাচ। ইত্থং শরৎস্বচ্ছজলং (শরদা স্বচ্ছানি জলানি যস্য তৎ) পদ্মাকর-সুগন্ধিনা (পদ্মসমূহসম্পর্কাৎ সুগন্ধিনা) বায়ুনা বাতং ব্যাপ্তং, বনং সগোগোপালকঃ হরিঃ ন্যবিশৎ ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

একবিংশে শরদ্রম্যবৃন্দাবনগতে হরৌ।
তদ্বেণুস্বনমাকর্ণ্য গোপীভির্গীতমীর্য্যতে ॥ * ॥

ইত্থং এবম্ভূতং বনং তদেবাহ শরদা স্বচ্ছানি জলানি যস্মিন্ তদ্বায়ুনা বাতমনুগতং ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

একবিংশে বেণুগীতস্মরার্ত্তা গোপিকা মুহুঃ। বেণুবৃন্দাবনমৃগীদেব্যাদীনাং যশো জগুঃ। যদ্যদ্বনং গতঃ কৃষ্ণশ্চরিত্রং মধুরং ব্যধাৎ। প্রেমনেত্রেক্ষিতং গোপ্যো গোষ্ঠস্থস্তদবর্ণয়ন্ ॥ শরদং বর্ণয়িত্বা তাদাত্মিকীং বেণুগানলীলাং বর্ণয়িষ্যংস্তন্মধুরিমমণ্ডিতে বৃন্দাবনে প্রথমং কৃষ্ণস্য প্রবেশমাহ ইত্থমিতি। পদ্মাকরসুগন্ধিনেতি পদ্মাকরসম্বন্ধাৎ সৌগন্ধ্যং শৈত্যঞ্চ জ্ঞেয়ং বায়ুভিরিত্যুক্তে বায়ুনেত্যেকবচনেন বাতস্য মান্দ্যঞ্চ। গোগোপালকসহিতঃ। অত্র মধুপতিরিতি বিশেষ্যপদেনোত্তরশ্লোকস্থেনান্বয়ঃ ॥ ১ ॥

অনন্তর রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন পূর্ব্বক শুকদেব বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! এই প্রকার শরৎকালীন স্বচ্ছ জল ও পদ্মসমূহের সুমধুর সুগন্ধে পরিপূর্ণ বন অবলোকন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গাভী ও গোপালগণের সহিত তথায় প্রবেশ করিলেন ॥ ১ ॥

আভাস।

একবিংশ অধ্যায়ে শরৎকালীন রম্য বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ এবং তদীয় বংশীধ্বনি শ্রবণে গোপীদিগের প্রেমগীত বর্ণন ॥

প্রথমতঃ শরৎকালোপযোগী বৃন্দাবনের প্রাকৃতিক শোভা বর্ণন করিয়া, কৃষ্ণ-সমাগমে তাহার যে অপূর্ব্বত্বই সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে প্রকাশের প্রসঙ্গ। এই সময় মেঘাবরণশূন্য বৃন্দাবন বিষয়াসক্তিশূন্য প্রেমপ্রবণ সাধুচিত্তের সহিত তুলনীয়। মধুপতি বসন্তরাজের সমাগমে যেমন শুষ্কতরুও মুঞ্জরিত হয়, সেইরূপ প্রেমপ্রবণচিত্তে দয়াদাক্ষিণ্যাদি উৎকৃষ্ট বৃত্তিসমূহের উদ্রেকে চিত্তে প্রসন্নতা লাভ হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ বৃন্দাবনের গহন ভাগে প্রবেশ করায়, নির্ম্মল এবং প্রশান্তচিত্তের অন্তরপ্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া, স্বীয়

কুসুমিতবনরাজিশুষ্মিভৃঙ্গদ্বিজকুলঘুষ্টসরঃসরিন্মহীধ্রং।
মধুপতিরবগাহ্য চারয়ন্ গাঃ সহ পশুপালবলশ্চুকূজ বেণুং ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।

সহপশুপালবলঃ (পশুপালৈঃ বলেন চ সহিতঃ) মধুপতিঃ কৃষ্ণঃ কুসুমিতবনরাজি শুষ্মি-ভৃঙ্গদ্বিজকুলঘুষ্টসরঃসরিন্মহিধ্রং (কুসুমিতাসু বনরাজিষু শুষ্মিণঃ মত্তাঃ ভৃঙ্গাঃ দ্বিজাঃ পক্ষিণঃ চ তেষাং কুলৈ ঘুষ্টাঃ নাদিতাঃ সরাংসি সরিতঃ মহীধ্রাঃ পর্ব্বতাঃ যস্মিন্ তৎ) বনং অবগাহ্য প্রবিশ্য, গাঃ চারয়ন্ বেণুং চুকূজ অবাদয়ৎ ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ততঃ কুসুমিতাসু বনরাজিষু শুষ্মিণো মত্তাঃ ভৃঙ্গা দ্বিজাশ্চ তেষাং কুলানি তৈঃ ঘুষ্টাঃ সরাংসি সরিতো মহীধ্রাশ্চ যস্মিন্ তদ্বনং শ্রীকৃষ্ণোঽবগাহ্য প্রবিশ্য বেণুনাবাদয়ৎ ॥ ২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কুসুমিতবনরাজিষু শুষ্মিণো মত্তা ভৃঙ্গা দ্বিজাশ্চ তেষাং কুলৈঘুষ্টানি সরাংসি সরিতো মহীধ্রাশ্চ যস্মিন্ তদ্বনং মধুপতিঃ কৃষ্ণঃ অবগাহ্যেতি যস্যাবগাহনেন বনং শোভতে তস্য মধো র্বসন্তস্যাপি পতিরিত্যতিশোভা শ্লেষেণ ধ্বনিতা। চুকূজ কূজয়ামাস। সহপশুপাল-বল ইতি বনাবগাহনে গোচারণে চ সাহিত্যং নতু বেণুকূজনে। উত্তরশ্লোকে কৃষ্ণস্য বেণুগীতমিত্যুক্তেঃ ॥ ২ ॥

বনসমূহ বিচিত্র কুসুমশোভায় শোভিত ছিল; মধুমত্ত ভৃঙ্গকুলের মধুর ঝঙ্কার ও পক্ষিগণের কাকলিতে সমগ্র বন নিনাদিত হইতেছিল। সরোবর, স্রোতস্বতী এবং মহীধরের শোভায় বনের কি অপূর্ব্ব ভাবই পরিলক্ষিত হইতেছিল। মধুপতি শ্রীকৃষ্ণ বলরাম সমভিব্যাহারে গো ও গোপালসহ বিচরণ করিতে করিতে বেণু ধ্বনি করিলেন ॥ ২ ॥

আভাস।

জ্ঞানানন্দে প্রকটিত করিবার ন্যায়, সমগ্র বন তত্ত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ, ইহাই প্রকাশ করা হইয়াছে। হৃদয়মন্দিরে ভগবদ্ভাবের প্রকটনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অন্তর্মুখা বৃত্তিসহ বিবেকবিশিষ্ট ইন্দ্রিয় ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের প্রকটন প্রমাণসিদ্ধ, সেইরূপ বৃন্দারণ্যে প্রবেশকালে গাভী ও পশুপাল সহ বৃন্দাবনচন্দ্রের প্রবেশ, শুকদেব প্রকাশ করিয়াছেন। এস্থলে প্রবেশের সহিত বেণুকূজনের কোন সম্বন্ধ নহে; প্রবেশানন্তর বেণুকূজন তাৎপর্য্যত অর্থ বুঝিতে হইবে ॥ ১ ॥ ২ ॥

জীবমাত্রেরই মনোমুগ্ধকর ঈশ্বরাভিমুখে আকর্ষণ-ভাবের হেতুই বংশীধ্বনি রূপে অভি-হিত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বেণুবাদন-বিদ্যায় বিলক্ষণ অভ্যস্ত। এই ধ্বনি যাহাদের হৃদয়তন্ত্রিকে একবার স্পর্শ করিত, তাহারা বিশ্ব সংসার বিস্মৃত হইয়া, এক কৃষ্ণস্বরূপে চিত্ত সমর্পণ

তদ্ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য বেণুগীতং স্মরোদয়ং।
কাশ্চিৎ পরোক্ষং কৃষ্ণস্য স্বসখীভ্যোঽন্ববর্ণয়ন্ ॥ ৩ ॥
তদ্বর্ণয়িতুমারব্ধাঃ স্মরন্ত্যঃ কৃষ্ণচেষ্টিতং।
নাশকন্ স্মরবেগেন বিক্ষিপ্তমনসো নৃপ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।

স্মরোদয়ং (স্মরস্য উদয়ঃ যস্মাৎ) তৎ বেণুগীতং আশ্রুত্য কাশ্চিৎ ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণস্য পরোক্ষং স্বসখীভ্যঃ অন্ববর্ণয়ন্ ॥ ৩ ॥

হে নৃপ! স্মরবেগেন (স্মরস্য কামস্য বেগেন) বিক্ষিপ্তমনসঃ (বিক্ষিপ্তং মনো যাসাং তাঃ ব্রজস্ত্রীয়ঃ) তৎকৃষ্ণচেষ্টিতং স্মরন্ত্যঃ বর্ণয়িতুং আরব্ধাঃ আরব্ধবত্যঃ (অপি) ন অশকন্ (সমর্থাঃ ন জাতাঃ) ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তৎ শ্রীকৃষ্ণস্য বেণুগীতং স্মরস্য উদয়ো যস্মাৎ তৎশ্রুত্বা পরোক্ষং যথা ভবতি ব্রজে স্থিত্বাৎ ॥ ৩ ॥

বিক্ষিপ্তমনসঃ ব্যাকুলচিত্তাঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তৎকৃষ্ণস্য বেণুগীতং আশ্রুত্য পরোক্ষং যথা স্যাত্তথেতি তাসাং ব্রজে স্থিতত্বাৎ ॥ ৩ ॥

তদ্বেণুগীতং বর্ণয়িতুং আরব্ধাঃ আরব্ধবত্যোঽপি বর্ণয়িতুং নাশকন্। তত্র হেতুঃ স্মরবেগেনেত্যাদি ॥ ৪ ॥

মদনোদ্দীপক তাদৃশ বেণুবাদন শ্রবণ করত, কোন কোন ব্রজাঙ্গনা শ্রীকৃষ্ণের অসাক্ষাতে স্ব স্ব সখীদের নিকট শ্রীকৃষ্ণের বিষয় যখন বর্ণন করিতে আরম্ভ করেন ॥ ৩ ॥

হে রাজন্! তখন তদীয় বিচিত্র আচরণাদি স্মরণ করত মদনপ্রতাপে এতই নিপীড়িত ও উন্মনা হইয়া পড়িলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য ও চরিত্র বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াও, গোপনারীগণ সম্যক্ বর্ণনে সমর্থা হইলেন না ॥ ৪ ॥

আভাস

পূর্ব্বক তন্নিষ্ঠ ও তৎপরায়ণ হইয়া নির্ব্বিঘ্নের ন্যায় অবস্থিতি করিত। এই ধ্বনির এমনই অপরূপ সামর্থ্য যে, সকল রসের পুষ্টিসাধনে সর্ব্বজাতীয় জীবের হৃদয়ে আকাঙ্খা ভাবের স্ফূর্ত্তি প্রদান করে। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বময়; সুতরাং একদেশে অবস্থিতি পূর্ব্বক মধুর বেণুনিনাদেই সমগ্র বৃন্দাবন আনন্দরসে প্লাবিত করিতেন। এই শ্লোকে "কাশ্চিৎ স্ত্রিয়ঃ"; বলিবার তাৎপর্য্যই এই যে, যদিও ব্রজনারী মাত্রেই সেই বংশীরব শ্রবণে পুলকিত হইয়াছিলেন, তথাপি সকলে একভাবে নহে। শ্রীরাধাদেব্যাদি প্রেমিকাগণ কামভাবে

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং।
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাং।

অন্বয়ঃ।

বর্হাপীড়ং (বর্হাণাং ময়ূরপিচ্ছানাং আপীড়ং শিরোভূষণং যত্র তথাভূতং) নটবরবপুঃ (তথা) কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং পুষ্পং কনককপিশং (কণকবৎ কপিশং পীতং) বাসঃ বৈজয়ন্তীং, পঞ্চবর্ণপুষ্পগ্রথিতাং, মালাং চ বিভ্রৎ, অধরসুধয়া মুখবায়ুনা বেণোঃ রন্ধ্রান্ পুরয়ন্ (বেণুং

শ্রীধরস্বামী।

যাদৃক্ শ্রীকৃষ্ণস্য স্মরণং তাসাং মনসঃ ক্ষোভকং জাতং তদাহ বর্হাপীড়মিতি। নটবরবপুর্বিভ্রৎ বৃন্দাবনং প্রাবিশৎ কথম্ভূতং বনং স্বপদৈরঙ্কিতৈ রমণং রতিজনকং গোপবৃন্দৈঃ গীতকীর্ত্তিঃ তথা বর্হময়মাপীড়ং শিরোভূষণং বিভ্রৎ বর্হমাপীড়ো যস্মিন্নিতি বপুষো বিশেষণং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তদৈব তাসাং মনোবিক্ষেপকস্মরবেগজনকং কৃষ্ণচেষ্টিতং কিমিত্যপেক্ষায়াং শ্রীশুক এব সর্ব্বজ্ঞত্বাদ্বর্ণয়তি। বর্হমাপীড়ং শিরোভূষণং যত্র তথাভূতং নটবরবপুর্বিভ্রৎ কর্ণিকারমেকমেব কর্ণয়োঃ কদাচিদ্দক্ষিণে কদাচিদ্দক্ষিণ ইতি স্বস্য যৌবনমত্ততামভিব্যঞ্জয়িতুং। বিভ্রদিতি তু কৃষ্ণচেষ্টিতং তাসামতিশয়েন স্মরবেগজনকং ভবতি। বৈজয়ন্তীং পঞ্চবর্ণপুষ্পগ্রথিতাং। বেণুবাদনমুৎপ্রেক্ষন্তে। রন্ধ্রানিতি তেন স্ববেণুং স্বাধরসুধয়ৈব নিশ্ছিদ্রীকরোমীতি কৃষ্ণস্যেচ্ছা। অধরসুধা তু বেণুং নিষ্প্রাণমপি সংস্পর্শেন চেতয়িত্বা সপ্রাণীকৃত্য তেন ত্রিজগদপ্যুন্মাদ্য পশ্চাত্তং কঠোরমচেতনস্বভাবমনধিকারিণং জ্ঞাত্বা তদীয়ছিদ্রেভ্যো নিঃসৃত্য ব্রজবালানাং কর্ণদ্বারেণ তন্মনঃ প্রবিশ্য স্বসংফলীকৃত্য তত্রৈব স্ব সর্ব্ববিক্রমান্ দর্শয়া-

---

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ কটিতে পীত বসন, গলদেশে পঞ্চবর্ণের পুষ্পমালা, কর্ণদ্বয়ে অপূর্ব্ব কর্ণাভরণ ও শিরোদেশে ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করত মনোমোহন উৎকৃষ্ট

আভাস।

আকৃষ্টা; কিন্তু মাননীয়া যশোদাদি বাৎসল্যরসেই আকৃষ্টা হইয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

বেণুগীতিতে ব্রজাঙ্গনাগণ এতই বিহ্বলপ্রায় হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা যত্ন করিয়াও আত্মসংযমন পূর্ব্বক বর্ণনে সমর্থ হইলেন না। উক্তভাবে শুকদেবও এত নিমগ্ন হন যে, তখন "নৃপ" বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বকই সে ভাবের সম্বরণ করেন ॥ ৪ ॥

যাদৃশ কৃষ্ণরূপের স্মরণে গোপাঙ্গনাগণ কৃষ্ণচরিত্র বর্ণনে অসমর্থ হইয়াছিলেন, এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের সেই রূপটীই বর্ণিত হইয়াছে। এখানে মুক্তাহার বা স্বর্ণালঙ্কারাদির উল্লেখ না করিয়া, বন্য সাজেরই বর্ণন করা হইয়াছে। এদিকে শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা সচ্ছিদ্র ও অচেতন বেণুর অন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক, নিশ্ছিদ্র ও যেন সচেতন করত, তাহার ধ্বনিতে ত্রিজগৎ প্রথমত মোহিতপ্রায় করিল, কিন্তু পরিশেষে বেণুর হৃদয় প্রকৃত কঠিন সুতরাং

রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ ॥ ৫ ॥
ইতি বেণুরবং রাজন্ সর্ব্বভূতমনোহরং।
শ্রুত্বা ব্রজস্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা বর্ণয়ন্ত্যোঽভিরেভিরে ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।

বাদয়ন্ ইত্যর্থঃ) গোপবৃন্দৈঃ (গোপানাং বৃন্দৈঃ সমূহৈঃ গীতকীর্ত্তিঃ (গীতা কীর্ত্তিঃ যশঃ যস্য সঃ কৃষ্ণঃ) স্বপদরমণং (স্বপদৈঃ পাদচিহ্নৈঃ রমণং রতিজনকং) বৃন্দারণ্যং প্রাবিশৎ ॥ ৫ ॥

হে রাজন্! সর্ব্বভূতমনোহরং (সর্ব্বেষাং ভূতানাং মনোহরং) বেণুরবং শ্রুত্বা সর্ব্বাঃ ব্রজস্ত্রীয়ঃ (কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্য্যচরিতাদিকং) বর্ণয়ন্ত্যঃ (সত্যঃ পদে পদে কৃষ্ণং) অভিরেভিরে (পদে পদে পরমানন্দমূর্ত্তিং তং পরিরব্ধবত্যঃ আশ্লিষ্য উচুঃ চ) ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বা। বেণুবাদনমুৎপ্রেক্ষ্যতে রন্ধ্রান্ বেণোরিতি অতো নূনমধরসুধয়ৈব পূর্ণা বেণোরুচ্ছলন্তী সা গীতরবং প্রসর্পিতুমর্হন্তীতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

অভিরেভিরে বর্ণয়ন্ত্যঃ সত্যঃ পদে পদে পরমানন্দমূর্ত্তিং শ্রীকৃষ্ণং পরিরব্ধবত্যঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মাসেতি দ্যোতিতং। স্বপদয়ো রাসলাস্যকূর্দনাদিভীরমণং যত্র তদিতি ব্রজাবৈশিষ্ট্যং প্রাবিশদিত্যুক্তপোষণ্যায়েনৈব ন পুনরুক্তিঃ। ততশ্চ কতিচিৎ ক্ষণানন্তরং কৃষ্ণচেষ্টিত-স্মরণোত্থস্মরবেগবৈয়গ্র্যস্যোপশমে বৃত্তে সতি বেণুগীতং বর্ণয়িতুং সম্যগশকন্নপীত্যাহ। ইতীতি সমাপ্ত্যর্থকং স্মরবেগবিক্ষেপে সমাপ্তে সতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ইতি হেতুপ্রকরণপ্রকারাদি সমাপ্তিদ্বিত্যমরঃ। সর্ব্বভূতমনোহরং। নন্থ রাসারম্ভ-সময়গতমিব গোপীমাত্র মনোহরং বর্ণয়ন্ত্যোঽভিরেভিরে। সখি তং মন্মনঃ প্রবিশ্য বৈরং ব্রূষে যতোঽহমপোবং বিবক্ষ্যে ইতি প্রত্যেকমনুভবসাম্যোপলব্ধ্যা পরস্পরালিঙ্গনং তাসাং ॥ ৬ ॥

মূর্ত্তি প্রকাশে এবং অধরসুধার দ্বারা বেণুর রন্ধ্র দেশ পূরণ করত যশোগান-কারী গোপবৃন্দে পরিবৃত হইয়া, স্বপাদলাঞ্ছিত বৃন্দারণ্যে প্রবেশ করিলেন ॥৫॥

হে রাজেন্দ্র! প্রাণিমাত্রেরই মনোমুগ্ধকর সেই বেণুস্বর শ্রবণে ব্রজ-বনিতাগণ কৃষ্ণবিষয়ক বর্ণনচ্ছলে যেন শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁহারা মনে মনে আপন হৃদয়ে গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

আভাস।

সে উপযুক্ত অধিকারী নহে, এই বিবেচনায় সুধা তদীয় ছিদ্রসংযোগে নিঃসৃত হইয়া, ব্রজ-বালাগণের কর্ণরন্ধ্রের দ্বারা তাহাদের মনোমধ্যে প্রবেশ করিল এবং সেই কোমল হৃদয়ে নিজের প্রতিপত্তি প্রকাশের উপযুক্ত আধার জ্ঞানে যেন দর্পিত হইয়াই স্বীয় যাবতীয়

গোপ্য ঊচুঃ ॥

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ সখ্যঃ পশূননু বিবেশয়তো র্বয়স্যৈঃ।

অন্বয়ঃ।

গোপ্যঃ ঊচুঃ। হে সখ্যঃ! বয়স্যৈঃ সখিভিঃ সহ পশূন্ অনুবিবেশয়তোঃ (বনাৎ বনান্তরং প্রবেশয়তোঃ) ব্রজেশসুতয়োঃ (ব্রজেশস্য নন্দস্য সুতয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ অনুবেণু (বেণুমনুবর্ত্তমানং তং অবাদয়ৎ) অনুরক্তকটাক্ষমোক্ষং (অনুরক্তেষু জনেষু কটাক্ষস্য

শ্রীধরস্বামী।

অনুবর্ণনমেবাহ অক্ষণ্বতামিতি ত্রয়োদশভিঃ। চক্ষুষ্মতাং তাবদিদমেব ফলং প্রিয়দর্শনং পরং অন্যৎ ন বিদামঃ ন বিদ্ম ইত্যর্থঃ তচ্চ ফলং সখিভিঃ সহ পশূন্ বনং প্রবেশয়তো

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বেণুনাদসুধাবৃষ্ট্যা নিষ্ক্রম্যোক্তি মাযুরাং। যাসাং নঃ পায়য়ামাস কৃষ্ণস্তা এব নো গতিঃ। ভোঃ সখ্যো যূয়মিহ গৃহনিগড়ে ক্ষিপ্ত্বা বিধাত্রা দত্তানি চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণি কেবলং বিফলীকুরুধ্বে এব তদিতোঽদ্য বনং ক্রতমেব গত্বা কিমপ্যদ্ভুতং বস্তুদর্শনাদ্যৈরনুভব-গোচরীকৃত্য সফলজন্মানো ভবতেত্যাহুঃ। অক্ষণ্বতামন্তার্হং! অক্ষিমন্তামক্ষ্ণামিদমেব ফলং নতু পরং বিদামঃ বিদ্ম ইত্যন্যমতে অন্যত্তবতু নাম। অস্মন্মতে তু নান্যৎ কিং তৎ। ব্রজেশসুতয়োরামকৃষ্ণয়ো র্বক্ত্রং অনুকূলবেণুসেবিতং যৈ র্নিপীতমিতি প্রকটোঽর্থঃ স্বীয়ভাবগোপনার্থ এব যদ্যস্মদ্বচসি স্বশ্রদ্ধনানাং প্রতিবেশিজনাঃ কর্ণৌ দদতি তর্হি দদতু

গোপ-ললনাগণ পরস্পরে বলিতে লাগিলেন, দেখ সখি! ব্রজেন্দ্র-নন্দন রামকেশব বংশীধ্বনি পূর্ব্বক বয়স্যবালকগণে পরিবৃত হইয়া, পশুগণ সহ যখন গোষ্ঠে প্রবেশ করেন, তখন অনুরক্তজনের প্রতি প্রেমবীক্ষণ ব্যঞ্জক তাঁহাদের

আভাস।

সামর্থ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছে। সুতরাং সুধার অত্যধিক মাদকতা শক্তিতেই ব্রজনারীগণ কৃষ্ণসৌন্দর্য্য বর্ণনে অগ্রসর হইয়াও, অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন; এক্ষণে সেই সুধার প্রভাব কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে, তাঁহারা পুনরায় বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫ ॥

যখন তাঁহারা কৃষ্ণস্বরূপ বর্ণন করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের চিত্তে অন্য কোন বিষয়ই স্থান পায় নাই; সুতরাং যেন শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে আলিঙ্গন পূর্ব্বকই তাঁহারা বর্ণন করিতে-ছিলেন। কিম্বা এক সখী অন্যের সমীপে যখন বর্ণন করিলেন, তখন অপরা বলিলেন, সখী! আমার হৃদয়ের রূপ তুমি কোথায় পাইলে, এই বলিয়া পরস্পরে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

তাদৃশ অলোকসামান্য রূপলাবণ্য-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মধুর বেণুনিনাদ শ্রবণ করিয়া, প্রেমে উন্মত্তপ্রায় গোপিকাগণ পরস্পরকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন

বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণু জুষ্টং যৈর্বৈ নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষং ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।

মোক্ষঃ বিসর্গঃ যস্মিন্ তৎ) বক্ত্রং মুখং, যৈঃ নিপীতং (অক্ষিভৃঙ্গৈঃ তন্মাধুর্য্যং অনুভূতং) অক্ষণ্বতাং চক্ষুষ্মতাং জুষ্টং সেবিতং ইদং এব ফলং অতঃপরং অন্যৎ উৎকৃষ্টং ফলং বয়ং ন বিদামঃ বিদ্মঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

রামকৃষ্ণয়োর্বক্ত্রং যৈ র্নিপীতং তৈরেব জুষ্টং সেবিতং নান্যৈরিত্যর্থঃ। কথম্ভূতং বক্ত্রং অণুবেণু বেণুমনুবর্ত্তমানং তৎ বাদয়ৎ তথা অনুরক্তকটাক্ষমোক্ষং স্নিগ্ধকটাক্ষবিসর্গং অথবা যৈ র্নিপীতং তন্নোর্বক্ত্রং তৈ র্জুষ্টং ইদমেব অক্ষণ্বতাং অক্ষ্ণোঃ ফলমিতি ॥ ৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নাম কা তত্র চিন্তা সর্ব্ব এব ব্রজবাসি স্ত্রীপুংজনা রামকৃষ্ণয়ো র্বক্ত্রমাধুর্য্যং যথা বর্ণয়ন্তি তথা বয়মপি বর্ণয়াম ইতি স্বাভিপ্রায়জ্ঞাপনাৎ। অত্র পশুপক্ষিপর্য্যন্তানাং সর্ব্বপ্রাণিনামেব স্তন্যক্ত্রমানপ্রদং কেবলং দর্শীয়সীনাং যুষ্মাকমেব নৈপুণ্যং ব্যঞ্জিতং। ব্রজেশসুতয়োরিতি তাতং ভবন্তং মন্যান ইতি বসুদেবোক্তে রামোঽভিবাদ্য পিতরাবিতি শুকোক্তেশ্চ। বলদেবস্যাপি ব্রজেশসুতত্বং ব্রজে প্রসিদ্ধমেব। অভিপ্সিতোঽর্থস্বয়ং। ব্রজেশসুতয়োর্মধ্যে অনু পশ্চাদ্বর্ত্তিনো যস্য বক্ত্রং বেণুজুষ্টং তৎ। যৈ র্বৈতি বা শব্দেন যৈর্জুষ্টং দৃষ্টা শ্রুতমাঘ্রাতং যৈ র্বা নিতরামভিশয়েন পীতং বৈ তি পাঠে বৈ নিশ্চিতমেব যৈ র্লজ্জাধৈর্য্যে অপি ত্যক্ত্বা নিপীতং তেষামেবাক্ষবতাং জনানাং চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণাং সাফল্যং নান্যেষাং তদদ্য দীয়তাং কুলধর্ম্মলজ্জা-ভয়ধৈর্য্যাদিভ্যো জলাঞ্জলিরিতি ভাবঃ। নন্থ দর্শনশ্রবণাদিকমস্মাকং কুলবতীনাং সম্ভবতু নাম। বক্ত্রকর্ম্মকং নিপানং তু হ্রীমতীনাং কথং সম্ভবেত্তত্রাহঃ অনুরক্তেষু জনেষু কটাক্ষস্য মোক্ষো যেন তৎ তেন তথা সন্ধায় কটাক্ষশরো মুচ্যন্তে যথা তদাঘাতেন বিহ্বলীভূয় লজ্জাধৈর্য্যাদিকমপি বিস্মৃত্য তৎ পাস্যথেতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

মুখারবিন্দ দর্শন করাই যেন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির দর্শনেন্দ্রিয়ের সমগ্র ফল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই এবং তদ্ব্যতীত দৃষ্টি-চরিতার্থতার যে, আর কোন দ্রষ্টব্য বিষয় আছে আমরা এরূপ ধারণা করিতেও পারি না ॥ ৭ ॥

আভাস।

অরে সখীগণ! তোমরা চিরকাল এ [illegible] নিবদ্ধ থাকিয়া বিধাতার প্রদত্ত এমন সুন্দর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়নিচয় বিফলে নষ্ট করিতেছ। এতকাল ত গৃহের সৌন্দর্য্য বিলক্ষণ নয়নগোচর করিলে, এখন একবার সত্বর বনাভিমুখে গমন কর! একটী অপূর্ব্ব বস্তু দেখিতে পাইবে; যাঁহাকে একবার নয়নগোচর করিলে, তোমার জন্ম সার্থক হইবার আর কোন সন্দেহ থাকিবে না। কারণ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির দর্শনেন্দ্রিয় চরিতার্থতা সাধনের নিমিত্ত

চূতপ্রবালবর্হস্তবকোৎপলাব্জমালানুপৃক্তপরিধানবিচিত্রবেশৌ।

অন্বয়ঃ।

চূতপ্রবালবর্হস্তবকোৎপলাব্জমালানুপৃক্তপরিধানবিচিত্রবেশৌ (চূতস্য আম্রস্য প্রবালাঃ বর্হস্তবকাঃ ময়ূরপিচ্ছগুচ্ছানি, (শিরসি) উৎপলাব্জানাং মালা কণ্ঠে তৈঃ অনুপৃক্তে

শ্রীধরস্বামী।

অন্যা আহুশ্চূতেতি। চূতপ্রবালাদীনাং চিত্রাভির্মালাভিরনুপৃক্তে ঈষদন্তরান্তরতঃ সংযুক্তে পরিধানে নীলপীতাম্বরে তাভ্যাং বিচিত্রৌ বেশৌ যয়োস্তৌ ক্বচ কদাচিৎ পশুপাল-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

এতাদৃশং বিড়ম্বনং স্বস্য কথং কুর্ম্মস্তস্মাত্তত্র ন যাম ইতি চেন্মৈবং। বলদেবসাহিত্যে সতি তত্রাস্মজ্জিগমিষায়া অভাবাৎ তত্র ভবিষ্যত্যস্তো দূরস্তো বল্লিপল্লবরন্ধ্রেণৈব তস্য স্ব-রমণস্য সৌন্দর্য্যামৃতং গানামৃতং চাস্বাদ্য নৃত্যাদিকঞ্চ দৃষ্ট্বা দ্রুতমায়াস্যাম ইত্যাহুশ্চূতস্য প্রবালো নবপল্লবং বর্হঞ্চ স্তবকঃ পুষ্পগুচ্ছশ্চ চূড়ায়াং উৎপলে তদন্তঃকোষৌ কর্ণয়োঃ অব্জং

কোন গোপনারী বলিলেন, অহো! শ্রীকৃষ্ণ যখন আম্রের নবীন কিশলয়, ময়ূরপুচ্ছ ও পুষ্পগুচ্ছ চূড়ায় ধারণ করিয়া, গলদেশে পদ্মের মালা, হস্তে লীলা

আভাস।

এতদপেক্ষা যে আর অন্য কোন দ্রষ্টব্য পদার্থ আছে, তাহা আমরা অনুমানেও স্থির করিতে পারি না। সখি! নন্দনন্দন রামকৃষ্ণের মোহন বেণুবিশিষ্ট মুখারবিন্দ ভোগ করা যাহার অদৃষ্টে ঘটে নাই, এ জীবনে বিধাতা তাহাকে প্রকৃত সুখভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। একথা আমরা গোপনে বলিতেছি না! শাশুড়ী বা নন্দ আমাদের কথা যদি শুনিতে পান, তাহাতেও ক্ষতি নাই; ব্রজস্থ স্ত্রী পুরুষ সকল লোকে রামকৃষ্ণের মুখারবিন্দের সৌন্দর্য্য যেমন বর্ণন করেন, আমরাও সেইরূপ বর্ণন করিব। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যে মুখচন্দ্র পশু পক্ষী প্রভৃতি যাবতীয় বৃন্দাবনবাসী প্রাণিমাত্রকেই আনন্দ প্রদানে পরিতৃপ্ত করিতেছে, কেবল আমাদের ন্যায় সন্তপ্ত প্রেমপ্রার্থিনীগণের ভাগ্যে সুধা বিস্তরণেও প্রদগ্ধ করিতেছে। "ব্রজেশসুতয়োঃ" বলিয়া বলরামকেও নন্দ-নন্দন বলা হইয়াছে। তাহার কারণ বলরাম বস্তুত বসুদেবপুত্র হইলেও, ব্রজে নন্দপুত্র বলিয়াই সাধারণের নিকট পরিচিত। এস্থলে "ব্রজেশসুতয়োঃ" বলিয়া রামকৃষ্ণ উভয়ের নাম উল্লেখ করা হইলেও, উভয়ের মুখ-সৌন্দর্য্যের প্রতিই যে গোপিগণের কটাক্ষ, তাহা নহে; তবে উভয় ভ্রাতার মধ্যে (অনু পশ্চাৎ উল্লিখিত, অর্থাৎ যাঁহার মুখকমলে বেণু সংলগ্ন, সেই বাসুদেবের মুখচন্দ্রই গোপিকাদের লক্ষ্যস্থান। যৈর্বা পাঠে বা শব্দের দ্বারা যাহারা দর্শন, শ্রবণও আঘ্রাণের দ্বারা বিশেষরূপে ফলপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদেরই জন্ম সার্থক। যৈ র্বৈ" এই পাঠস্থলে, যে সমস্ত প্রসিদ্ধ কুলবতী ললনা লজ্জা ও ধৈর্য্যে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিয়া অধরসুধা পান

মধ্যে বিরেজতুরলং পশুপালগোষ্ঠ্যাং রঙ্গে যথা নটবরৌ ক্বচ গায়মানৌ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ।

মিলিতে পরিধানে নীলপীতাম্বরে তাভ্যাং বিচিত্রঃ বেশো যয়োঃ তৌ রামকৃষ্ণৌ) ক্বচ কদাচিৎ পশুপালগোষ্ঠ্যাং (পশুপালানাং গোষ্ঠ্যাং সভায়াং) রঙ্গে গায়মানৌ নটবরৌ যথা তথা মধ্যে অলং অত্যর্থং, বিরেজতুঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

গোষ্ঠ্যাং গোপালানাং সভায়াং মধ্যে অলমত্যর্থং বিরেজতুঃ। অহো গোপানাং পুণ্যমিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

লীলাকমলং দক্ষিণকরে মালাশ্চ গলে তথা অনুগণতয়া পৃক্তানি গাত্রসংলগ্নানি পরিধানানি নাট্যোচিতরক্তপীতসিতবাসাংসি চ তৈ বিচিত্রো বেশো যয়োস্তৌ। নটবরাবিতি সখিষু গায়কেষু। নৃত্যন্তৌ ক্বচ কদাচিচ্চ গায়মানৌ তাচ্ছীল্যে শানচ্। যদ্বা : গায়ে গানে মানঃ সর্ব্বৈর্দত্ত আদরো যয়োস্তৌ। যদ্বা। গায়ে গানে মানো গর্ব্বো যয়োঃ স চাস্মত্তুল্য স্ত্রিলোক্যামপি গায়কো নাস্তি কে যূয়ং গোপা বরাকা ইতি প্রকারঃ ॥ ৮ ॥

কমল, পরিধেয় নীল পীতাদি বিচিত্র বসন ধারণে রঙ্গমন্দিরে নটরাজের ন্যায় গোপালগণের মধ্যে কখন স্বয়ং গান করিতেছেন, কখন বা অন্য গায়কের উৎসাহ প্রদানার্থ নৃত্য করত বিরাজ করিতেছেন দেখিলে, গোপালগণের যে কি অপূর্ব্ব পুণ্য! তাহা আমরা অনুমানেও নির্ণয় করিতে পারি না ॥ ৮ ॥

আভাস।

করিয়াছে, তাহাদেরই যথার্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের সাফল্য লাভ ঘটিয়াছে। তবে আর কেন? এস! আমরা সকলেও অদ্য কুল-ধর্ম্ম, লজ্জা ও ভয়াদিতে জলাঞ্জলি দিয়া, ঐ পথেরই পথিক হই। তন্মধ্যে কেহ বলিলেন যে, দেখ সখি! কৃষ্ণমুখারবিন্দ অবলোকন ও তদীয় বেণুগান শ্রবণ, আমার ন্যায় কুলবতী নারীর পক্ষে তত অসম্ভব নহে; কিন্তু লজ্জা আমাদের অঙ্গের আভরণ; স্বভাবসিদ্ধ সম্পত্তি। আমরা ইহাকে পরিত্যাগের বাসনা করিলেও লজ্জা ত আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে না; সুতরাং অধরপানাদি আমাদের পক্ষে কিরূপে সম্ভব? তদুত্তরে গোবিন্দপ্রেমিকা বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অনুরক্ত জনের প্রতি যে কটাক্ষপাত করেন, সেই কটাক্ষশরের আঘাতে বিহ্বল হইয়া পড়িলে লজ্জা আপনা হইতেই পলায়ন করিবে; তখন আর লজ্জার ভয় থাকিবে না; আমরা অবাধে সুধাপানে চরিতার্থ হইব ॥ ৭ ॥

কেহ বলিলেন, দেখ সখি! এরূপ আচরণে নিজেদের তাদৃশ বিপর্য্যস্ত অবস্থা করা উচিত নহে। বিশেষত যখন বলরাম তাঁহার সঙ্গেই রহিয়াছেন, তখন তথায় আমাদের

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণুর্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাং।

অন্বয়ঃ।

হে গোপ্যঃ! অয়ং বেণুঃ কিং কুশলং পুণ্যং (স্ম আশ্চর্য্যে) আচরৎ কৃতবান্ যৎ যস্মাৎ গোপিকানাং অপি দুর্লভাং দামোদরাধরসুধাং (দামোদরস্য অধরসুধাং) স্বয়ং স্বাতন্ত্র্যেণ

শ্রীধরস্বামী।

অন্যা উচুঃ হে গোপ্যঃ অয়ং বেণুঃ কিং স্ম পুণ্যমাচরৎ কৃতবান্। কথং যদ্যস্মাৎ গোপিকানামেব ভোগ্যাং সতীমপি দামোদরাধরসুধাং স্বয়ং স্বাতন্ত্র্যেণ যথেষ্টং ভুঙ্‌ক্তে। কথং অবশিষ্টরসং কেবলমবশিষ্টরসমাত্রং যথা ভবতি। যতঃ যাসাং পয়সা অয়ং বেণুঃ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কিধাস্মান্ বিড়ম্বনাব্ধৌ নিঃক্ষিপন্নয়ং বেণুরেবানর্থকারীত্যাহুঃ। হে গোপ্যঃ বেণুর্মুরলী কিং স্মিৎ কুশলং পুণ্যমাচরৎ। বংশীমুরল্যাদিশব্দানাং স্ত্রীলিঙ্গত্বেঽপি তৎপর্য্যায়স্য বেণুশব্দস্য পুংস্ত্বং দারশব্দবজ্জ্ঞেয়ং। যদ্বা। কিং মঙ্গলমাচরৎ অপি তু ন কিমপি স্থাবরজাতিত্বেনৈব লক্ষ্যত ইতি ভাবঃ। তদপি দামোদরস্যাধরসুধাং ভুঙ্‌ক্তে ইতি কথং বয়ং সোঢ়ুং প্রভবাম ইতি ভাবঃ। তত্র হেতু গোপিকানামিতি অধরসুধায়াং হি গোপিকা-নামস্মাকমেব সত্ত্বং কৃষ্ণস্য গোপজাতিত্বাদস্মাকং গোপজাতিস্ত্রীত্বাদিন্যায়প্রাপ্তেঃ। নিত্যং রাত্রাবস্মাভিঃ সংভুজ্যমানত্বাচ্চ বেণুস্তু বিজাতীয়স্তত্রাপি কৃষ্ণরমিতত্বমাত্মনো মত্বা কৃষ্ণ-প্রেয়সীত্বাভিমানং ধত্তে। তত্রাপি ধার্ষ্ট্যেন পুনঃ পৌরুষমাবিষ্কৃত্য সংভুঙ্‌ক্তে তত্রাপি পরকীয়ং ধনং তত্রাপি স্বয়মেব ন ত্বন্য জনমেকমপি সঙ্গিনং করোতি তত্রাপি চৌর্য্যেণ

সখি রে! একবার বেণুর সৌভাগ্যের প্রতি কটাক্ষ কর! সে গোপিকার ধন দামোদরের অধরসুধা স্বচ্ছন্দে ও নিরুপদ্রবে একাকীই সমস্ত পান

আভাস।

যাওয়া কোন মতে সঙ্গত নহে। এস! আমরা দূরে থাকিয়া লতা পল্লবাদির অন্তরাল হইতে সেই জীবন-বল্লভের সৌন্দর্যামৃত এবং গীতামৃত পান করিয়াই পলায়ন করি। ঐ দেখ! নবীন কিশলয়, ময়ূরপুচ্ছ এবং অভিনব পুষ্পগুচ্ছ শিরোদেশে ধারণ করায়, শ্রীহরির কি অপরূপ শ্রীঃই হইয়াছে! উৎপলের অন্তরকোষ দুই কর্ণে ধারণ করিয়াছেন; দক্ষিণ হস্তে লীলাকমল, গলে বনমালা ও পীতাম্বর পরিধানে গোপমধ্যে যেরূপ গান ও নৃত্যাদির দ্বারা নিজ দক্ষতা ও যৌবন-পদবীর পরিচয় দিতেছেন, ইহা দেখিলে আমাদের গানসামর্থ্য ও সৌন্দর্য্যাদিতে লজ্জা বোধ হয়। জ্ঞান হয়, ইঁহার তুল্য গায়ক এই ত্রিভুবনেও পরিলক্ষিত হয় না ॥ ৮ ॥

সখি রে! এই বিড়ম্বনার সমুদ্রে আমাদিগকে নিক্ষেপ পূর্ব্বক এই বেণুই কি এত অনর্থের হেতু? না! এত স্থাবরযোনি; ইহার দ্বারা আমাদের কি অনিষ্টের সম্ভাবনা!

ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ ॥৯॥

অন্বয়ঃ।

অবশিষ্টরসং (কেবলং রসমাত্রং যথা ভবতি তথা যথেষ্টং ভুঙ্‌ক্তে। অত্র আর্য্যাঃ কুলবৃদ্ধাঃ যথা তথা অস্য বেণোঃ মাতৃতুল্যাঃ) হ্রদিন্যঃ হৃষ্যত্ত্বচঃ তথা তরবঃ অশ্রু মুমুচুঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

পুষ্টঃ তা মাতৃতুল্যা হ্রদিন্যঃ হৃষ্যত্ত্বচো বিকসিতকমলমিষেণ রোমাঞ্চিতা লক্ষ্যন্তে। যেষাং বংশে জাতাস্তে তরবোঽপি মধুধারামিষেণ আনন্দাশ্রু মুমুচুঃ। যথা আর্য্যাঃ কুলবৃদ্ধাঃ স্ববংশে ভগবৎসেবকং দৃষ্ট্বা হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুঞ্চন্তি তদ্বৎ ॥ ৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কিন্তু ধনস্বামিনীরস্মান্ ফুৎকারেণ জ্ঞাপয়িত্বা এব। কিঞ্চ। নায়ং ফুৎকারঃ কিন্তু স্বভোগোত্থং মণিতমেব তচ্চাস্মান্ শ্রাবয়িত্বৈব তত্রাপি ন বশিষ্টঃ ন অবশিষ্টোরসঃ কিঞ্চিন্মাত্রোঽপি যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা ভুঙ্‌ক্তে। বষ্টিভাগুরিরল্লোপমিত্যাদিনা অকারলোপঃ। ধনস্বামিনীনামস্মাকং কৃতে স্বভুক্তাবশিষ্টমপি কিঞ্চিন্ন রক্ষতীত্যহো ধার্ষ্ট্যমিতি ভাবঃ। কিঞ্চ। অকুশলবর্ত্তিনঃ সর্ব্ব এব জনা স্তাদৃশা এবেত্যাহুঃ। যৎ যতোঽধরসুধাভোগাৎ তং বীক্ষ্যেত্যর্থঃ হ্রদিন্যো নদ্যঃ হৃষ্যত্ত্বচঃ উৎফুল্লকমলাদিমিষেণ পুলকবত্যো বভূবুঃ। তরবো মকরন্দমিষেণাশ্রু মুমুচুর্যথা আর্য্যা ভগবদ্গুণান্ শ্রুত্বাশ্রুপুলকাদিমন্তো ভবন্তি তথৈব তে বেণোর্মনিতং শ্রুত্বেতি। হ্রদিন্যোঽস্য সখ্যস্তরবোঽস্য সখায়ো দূতা এবেতি বেণুহ্রদিনীতরবঃ সর্ব্বা এবাস্মাকং বৈরিণ এবেতি ভাবঃ। অতোঽয়ং গোপ্যঃ নিভৃতং কুত্রাপি রক্ষণীয়ো যথা কৃষ্ণাধরং ন প্রাপ্নোতীত্যসূয়াখ্যঃ সঞ্চারী ব্যঞ্জিতঃ ॥ ৯ ॥

করিতেছে। অহো! এতদ্দর্শনে হ্রদিনী কমলবিকাসের ছলে যেন রোমাঞ্চিত এবং কুলবৃদ্ধের ন্যায়, তরুরাজি হিমবারি বিকীরণ ছলে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে ॥ ৯ ॥

আভাস।

আমরা নিজভাগ্যদোষেই এত কষ্ট পাইতেছি। বেণুর ভাগ্য ভাল; সে অনন্ত সৌভাগ্যের চরম সীমায় আরোহণ করিয়াছে। তাহাকে জড় স্থাবর-যোনি কে বলে! তাহা হইলে, কি সে দামোদরের অধরসুধা নিশ্চিন্ত হইয়া পান করিতে পায়! সখি রে! ইহা কি কখন হৃদয়ে সহ্য হয়! গোবিন্দ গোপজাতি; গোপিকারই হৃদয়ের মণি। আজ কোন্ প্রাণে সেই হৃদয়-রতনকে মুরলীর হস্তে সমর্পণ করিয়া, নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি! সাজাত্য সম্বন্ধে যাঁহাকে আপনার বলিয়া বোধ আছে, অন্য সময়ে (রাত্রিতে) আপনার ন্যায় যাঁহার নিকট ব্যবহার পাই, এক্ষণে তাঁহাকে পরের ধন ও পর বলিয়া কিরূপে মনকে প্রবোধ মানাই! তবে বেণুই প্রকৃত অপরাধী। স্থাবর-যোনির ন্যায়, তাহার হিতাহিত কোন জ্ঞানই নাই; তাহা না হইলে, সে শ্রীকৃষ্ণের রমণপাত্র এবং তাঁহার প্রধান প্রেয়সী-

বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং যদ্দেবকীসুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মি।

অন্বয়ঃ।

হে সখি! যৎ যস্মাৎ গোবিন্দবেণুং (গোবিন্দস্য বেণুং অনু বেণুনিনাদং শ্রুত্বা মন্দ-গর্জ্জিতং নীলমেঘং মত্বা) মত্তময়ূরনৃত্যং (মত্তাঃ যে ময়ূরা স্তেষাং নৃত্যং) প্রেক্ষ্য অদ্রিসান্ববর

শ্রীধরস্বামী।

কাশ্চিদাহুঃ হে সখি বৃন্দাবনং ভুবঃ কীর্ত্তিং স্বর্গাদপি বিশেষেণ তনোতি কথম্ভূতং যদ্দেবকীসুতস্য পাদাম্বুজাভ্যাং লব্ধা লক্ষ্মীঃ শোভা সম্পৎ যেন তৎ। কিঞ্চ। গোবিন্দস্য

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তদীয়তাদৃশবিলাসাস্পদস্য বৃন্দাবনস্য সম্প্রাপ্তি মাধুর্য্যমধিকমুল্লসত্যস্তদেব, দিদৃক্ষমাণা-স্তত্র গচ্ছামো বয়ং নাত্র কোঽপি দোষ ইত্যন্যা আহুঃ। বৃন্দাবনমিতি ভুবঃ কীর্ত্তিং স্বর্গাদিভ্যো বিশেষেণ তনোতি যদ্যস্তো দেবকীসুতস্য যশোদানন্দনস্য পাদাম্বুজাভ্যাং লব্ধা লক্ষ্মীঃ ধ্বজবজ্রাদিচিহ্নময়ী শোভা সম্পৎ যেন তৎ নহ্যেবম্ভূতং বৈকুণ্ঠবনমপি সম্ভবে-দিতি ভাবঃ। দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ। অতঃ সখ্যমভূত্তস্যা দেবক্যা শৌরিজায়য়েতি বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণং। এবম্ভূতং গোষ্ঠস্থলমপি সম্ভবেদিতি চেদন্ত আহুঃ।

অহো! দেবকীনন্দনের চরণারবিন্দের লাঞ্ছনে বৃন্দাবন যেন জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের বিশেষ সৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। গোবিন্দের বেণুনিনাদ

অভাস।

জ্ঞানে এত অভিমানী হইবে কেন? ইহার অন্যায় সাহসের প্রতি একবার লক্ষ্য কর। দেখ দেখি! ইহার এতই ধৃষ্টতা যে, পরের সম্পত্তি নিজে একাকী অবলীলাক্রমে সম্ভোগ করিতেছে; যাহারা বাস্তবিক ধনস্বামী তাহাদের একজনকেও সঙ্গে লয় নাই। পরের ধন বিনা অনুমতিতে গ্রহণ করিলেই অপহরণ করা হয়; এবং অপহরণ কালে সে কার্য্য প্রকাশভয়ে অতি গোপনেই সাধন করিতে হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এ চৌর্য্যবৃত্তিও সকলকে জানাইয়া করিতেছে। মুরলী ফুৎকার দ্বারা আমাদের ন্যায় ধনস্বামিনীকে প্রবোধিত করত বিষাদের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক স্বপত্নীর স্পর্দ্ধায় প্রাণকান্তের অধরপ্রান্তে সম্মিলিত হইয়া, সাধ মিটাইয়া অধর-সুধা পানে সম্ভোগসুখ অনুভব করিতেছে। তাই এত ঘন ঘন ফুৎকার-চ্ছলে আত্মবিনোদনের পরিচয়। দেখ সখি! মুরলীর যখন ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ নাই এবং পদস্থ হইয়া এত প্রবলা হইয়াছে, তখন এ আমাদের শাসনের বহির্ভূত। চল যাই, ইহার আত্মীয় স্বজন ও গুরুজনের নিকট ইহার অত্যাচারের কথা পরিজ্ঞাত করিয়া, ইহাকে বিলক্ষণ শাস্তি প্রদান করাইব। বেণু তরুজাতি; পাদপের কুলে জন্মগ্রহণ করত হৃদিনীর হৃদয়রসে পরিপুষ্ট। অতএব পাদপ ও হৃদিনীর ন্যায়, ইহার আত্মীয় স্বজনগণ এইরূপ অত্যাচারের কথা শুনিলে অবশ্যই

গোবিন্দবেণুমনুমত্তময়ূরনৃত্যং প্রেক্ষ্যাদ্রিসানুষবরতান্যসমস্তসত্ত্বং ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ।

তান্যসমস্তসত্ত্বং (অদ্রিসানুষু অবরতানি উপরতব্যাপারাণি অন্যানি সমস্তানি সত্ত্বানি জন্তবঃ যস্মিন্ তৎ) তথা দেবকীসুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মি (দেবকীসুতস্য পদাম্বুজৈঃ তত্র তত্রাঙ্কিতৈঃ লব্ধা লক্ষ্মীঃ শোভা যেন তৎ) বৃন্দাবনং ভুবঃ কীর্ত্তিং বিতনোতি বিস্তারয়তি ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বেণুমনু বেণুনিনদশ্রবণানন্তরং মন্দগর্জিতং নীলমেঘং তং মত্বা মত্তা যে ময়ূরাস্তেষাং নৃত্যং প্রেক্ষ্য সঙ্ঘশস্তত্র তত্র অদ্রিসানুষু অবরতানি উপরতক্রিয়াণি অন্যানি সমস্তানি সত্ত্বানি যস্মিন্ তৎ। নৈতদন্যেষু লোকেষু বিদ্যতে অতো ভুবঃ কীর্ত্তিং বিতনোতীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

গোবিন্দস্য বেণুং বেণুবাদ্যং লক্ষ্যীকৃত্য যন্মত্তানাং ময়ূরাণাং নৃত্যং তৎ প্রেক্ষ্য অদ্রিসানুষু অবরতানি উপরতক্রিয়াণি অন্যানি সমস্তানি সত্ত্বানি যত্র তৎ। অত্রাস্মান্নর্ত্তয়েতি ময়ূরৈঃ প্রার্থিতস্য গোবিন্দস্য বেণুবাদনং তদীয়ং তালগতৈব মণ্ডলীভূয় নৃত্যতাং তেষাং মধ্য এক তস্যাপি সনৃত্যং বাদনং। ততস্তদ্বাদ্যেন সন্তুষ্যতাং তেষাং পারিতোষিকস্বীয়দিব্যবর্হ-প্রদানং তস্মৈ। তেন চ বাদকলোকরীত্যা সাহ্লাদং তদ্গৃহীত্বা স্বশিরস্যুষ্ণীষন্যোপরি তদ্ধারণং তত্তৌর্য্যত্রিকমাস্বাদয়তামদ্রিসানুষু প্রবিষ্টানাং সভ্যানাং কৃষ্ণসারকপোতাদি-মৃগপক্ষিণামানন্দজাড্যমিত্যাদিকং সর্ব্বং দিদৃক্ষামহে ইতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

শ্রবণে নবীন নীরদের গভীর গর্জ্জন-ভ্রমে শিখিকুল আকুল হইয়া, আনন্দে নৃত্য করিতেছে; এতদ্দর্শনে অন্যান্য জীব জন্তুগণও প্রাবৃট্ সমাগমের অনুমানে যাবতীয় ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইতেছে ॥ ১০ ॥

আভাস।

ইহার প্রতিবিধান করিবে। কিন্তু, কৈ! প্রতিবিধানের ত কোন লক্ষণই দেখি না। ইহারা সকলেইত এ বার্ত্তা পরিজ্ঞাত হইয়াছে। ইহারা জানিয়া শুনিয়াও এ কার্য্যে বিরক্ত না হইয়া, বরং আনুরক্তির ভাবই প্রকাশ করিতেছে। বংশমধ্যে এক জন ব্রহ্মজ্ঞ ভগবদ্ভক্ত কুলপ্রদীপ সন্তানের জন্ম হইলে, তদীয় কার্য্যপ্রণালী দর্শনে যেমন পিতা মাতার আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না, সেইরূপ আজ বংশীর নিনাদ শ্রবণে হৃদিনী আনন্দে পুলকিত হইয়া, বিকসিত কমলের প্রকাশে রোমাঞ্চভার প্রদর্শন করিতেছে। এদিকে বৃক্ষ-সমূহ কুলবৃদ্ধ আচার্য্যগণের ন্যায়, হিমকণা বিকীরণের চ্ছলে প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতেছে। অহো! বিধি বাম হইলে, নিতান্ত অনুকূল ব্যক্তিও প্রতিকূলাচরণ করিয়া থাকে; নতুবা জগতের জীবনস্বরূপা হৃদিনী এবং ক্ষুণ্নিবারক বৃক্ষ কেন বৈরতা করিবে! অহো! এমন মোহন বেণুরবও আজ আমাদের সম্পূর্ণ বৈরী; পাছে আমরা নিভৃতে কৃষ্ণসংসর্গ

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতয়োঽপি হরিণ্য এতা যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেশং।

অন্বয়ঃ।

(হে সখি!) মূঢ়গতয়ঃ (মূঢ়মতয়ঃ ইত্যপি পাঠঃ) বিবেকহীনাঃ অপি এতাঃ হরিণ্যঃ ধন্যাঃ কৃতার্থাঃ, স্ম এব যাঃ বেণুরিক্তং (বেণুরণিতং ইত্যপি পাঠঃ) বেণুনাদং, আকর্ণ্য

শ্রীধরস্বামী।

অপরা আহুঃ ধন্যা ইতি। হে সখি মূঢ়গতয়ঃ তির্য্যগ্‌জাতয়োঽপি হরিণ্য এতা ধন্যাঃ কৃতার্থাঃ যাঃ বেণুরিক্তং বেণুনাদমাকর্ণ্য নন্দনন্দনং প্রতি প্রণয়সহিতৈরবলোকনৈ-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অহো স্বরমণং ভমনভিসৃত্য বয়ং বুদ্ধিমত্যোঽপি স্বজন্মবিফলীকুর্ম্মহে। যতো মূঢ়া অপি সফলীভবন্তীতি দর্শয়ন্ত্য আহুর্ধন্যা ইতি। স্মেতি বিস্ময়ে খেদে বা।। এতাদৃশং ভাগ্যং অস্মাকং নাভূদিতি ভাবঃ। যা বেণুরাণতং, বেণুরিক্তমিতি পাঠদ্বয়ং। তুল্যার্থং বেণুনাদমাকর্ণ্য নন্দনন্দনং প্রতি প্রণয়পূর্ব্বকাবলোকৈরেব পূজং দধুঃ পুপুযুঃ। তাসাং তৈরপি ব আত্মনঃ

কেহ বলিল, দেখ সখি! এই বিবেকবিহীন নিকৃষ্টযোনি হরিণীগণের জন্মও সার্থক; তাহারা গোবিন্দের বংশীধ্বনি দূর হইতে শ্রবণ করিয়াই

আভাস

অনুভব করি, এই নিমিত্ত সে উচ্চকণ্ঠে সংবাদপ্রদান পূর্ব্বক দূরবর্ত্তী জনগণকেও নিকটবর্ত্তী করিতেছে। তাহার উদ্দেশ্য, এই নিভৃত বনালয়কেও জনসমাকীর্ণ লোকালয় করে; তাহা হইলে কুলকামিনীগণ আপনা হইতেই অন্যত্র পলায়ন করিবে॥ ৯॥

অপর নারী বলিলেন, ভো সখি! এখান হইতে আমাদের পলায়নের বিশেষ প্রয়োজন কি? শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াকানন এই বৃন্দাবন ধাম সম্প্রতি মাধুর্য্যাদি সৌন্দর্য্যে এতই সুশোভিত হইয়াছে যে, তাহা দর্শনার্থ যখন সকলেই উপস্থিত হইতেছে, তখন আমরাও সেইরূপ আসিয়াছি; তাহাতে আর দোষ কি? দেখ! বৃন্দাবন এক্ষণে সৌন্দর্য্যে জগতের ভূষণস্থানীয়। বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে যে, নন্দপত্নী যশোদার দেবকী বলিয়া আর একটী নাম ছিল; সুতরাং বসুদেবপত্নী দেবকীর সহিত তাঁহার এত সখ্যতা স্থাপন হইয়াছিল। এই শ্লোকে দেবকীসুত বলিলে, বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, এরূপ ভাব গোপিনীদের মনে ছিল না। দেবকী এই নামান্তরবিশিষ্টা নন্দপত্নী যশোদারই গর্ভজাত বলিয়া তাঁহারা জানিতেন। সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণলাঞ্ছিত ধ্বজবজ্রাদির চিহ্নে বিচিত্রভাবে চিহ্নিত বৃন্দাবন বৈকুণ্ঠভুবন অপেক্ষাও শোভাশালী লক্ষিত হইয়াছিল। শোভাদর্শনে মানবের মোহিত হইবার কথা দূরে থাকুক, সামান্য পশুপক্ষী পর্য্যন্ত আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িত। নবীন নীরদ-শ্যাম মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন ও গভীর বেণুনিনাদ শ্রবণে গভীরগর্জ্জনবিশিষ্ট জলধর ধরাধামে উদিত অনুমান করিয়া, শিখিকুল প্রেমে আকুল হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিল;

আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রুত্বা, উপাত্তবিচিত্রবেশং (উপাত্তঃ বিচিত্রঃ বেশো যেন তং) নন্দনন্দনং প্রতি প্রণয়াবলোকৈঃ-সহকৃষ্ণসারাঃ স্বপতিসহিতাঃ এব বিরচিতাং পূজাং সম্মানং দধুঃ কৃতবত্যঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বিরচিতাং পূজাং সম্মানং দধুঃ কৃতবত্যঃ। কিঞ্চ। কৃষ্ণসারৈঃ পতিভিঃ সহিতা এব দধুঃ অস্মাৎ পতয়স্তু গোপাঃ ক্ষুদ্রাঃ সমক্ষং তন্ন সহন্ত ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পূজাং পুষ্টাং মন্যতে স নন্দনন্দনোঽস্মাকং ন্তৈঃ; পুনঃ কিমুতেতি ভাবঃ। কিঞ্চ। তাঃ সহকৃষ্ণসারাঃ পতিভিঃ সহিতা এব। অয়মর্থঃ। কৃষ্ণ এব প্রীতিবিষয়ত্বেন সারো যেষাং তে যথার্থনামানস্তাসাং পতয়ঃ স্বপত্নীঃ কৃষ্ণানুরাগিণীরালক্ষ্য স্বগার্হস্থ্যমেব ধন্যং মানয়ন্তোঽতিহৃষ্যন্তো অনুগচ্ছতস্তাঃ কৃষ্ণমভিসারয়ন্তি অস্মৎপতয়স্তু কৃষ্ণগন্ধায়াপি দ্রুহ্যন্তি। বিগম্য জীবিতমিতি ॥ ১১ ॥

স্ব স্ব পতি কৃষ্ণসার মৃগকে সমভিব্যাহারে লইয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং বিচিত্র বেশধারী নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রণয়াবলোকনরূপ পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে বিহিত পূজারই অনুষ্ঠান করিতেছে ॥ ১১ ॥

আভাস।

এবং অন্যান্য জন্তুগণ প্রেমাধার ভগবৎস্বরূপ ও তদনুকূল ময়ূরনৃত্যাদি মাঙ্গলিক উৎসব নিরীক্ষণে আনন্দের মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া, অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওত পর্ব্বতশিখরে নিবৃতিসুখ অনুভব করিতেছে। এই অপূর্ব্ব ব্যাপার অবলোকন করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, অহং মমাকারাদি অভিমানে বিমোহিত মানব ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইতে পারিবে না; কিন্তু অভিমানাদি চিত্তদোষশূন্য অরণ্যবাসী অকপট ময়ূরাদি দর্শকেরও সভায় নিজ নৃত্যাদি কেলি প্রদর্শনার্থই ভগবান্ গোবিন্দচন্দ্র আজ অপূর্ব্ব নটবর বেশে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি তান, লয় ও গীতাদিবিশিষ্ট নৃত্যের দ্বারা ময়ূরের বিশেষ প্রীতি উৎপাদন করাতেই পারিতোষিক স্বরূপ ময়ূরপুচ্ছ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং সেই নিমিত্তই অতি যত্ন সহকারে পুচ্ছগুলি শিরে ধারণ করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

অহো! মূঢ়যোনি পশু পক্ষী এবং মৃগসমূহও এই অবসরে জন্ম সার্থক করিয়া লইল! কেবল ঘোর অভিমানী আমরাই সর্ব্বস্বধন সমক্ষে প্রাপ্ত হইয়াও, বৃথায় জীবন অতিবাহিত করিলাম। দেখ দেখি! এই সামান্য হরিণীগণেরও যেরূপ সৌভাগ্য, বিধাতা আমাদের ললাটে কি তাহার কিছুমাত্রও প্রদান করেন নাই! তাহারা বেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়াই আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণাভিমুখে আগমন করিয়াছে এবং তাঁহার সম্যক্ পূজা

কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবরূপশীলং শ্রুত্বা চ তৎ কৃনিতবেণুবিবিক্তগীতং।

অন্বয়ঃ।

(হে গোপ্যঃ) বনিতোৎসবশীলরূপং (বনিতানাং উৎসবো যস্মাৎ তথাভূতং রূপশীলং যস্য তং) কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য তৎকৃনিতবেণুগীতং (তেন কৃনিতস্য বাদিতস্য বেণোঃ বিচিত্রং

শ্রীধরস্বামী।

অন্যা-উচুঃ। হে গোপ্যঃ আশ্চর্য্যং শৃণুত। বনিতানামুৎসবো যস্মাৎ তদ্রূপং শীলঞ্চ যস্য তং কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য তেন বাদিতবেণোরবঙ্কীর্ণ গীতঞ্চ শ্রুত্বা বিমানৈর্গচ্ছন্ত্যো দেব্যো

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কিঞ্চাস্মাকং গোপীনাং গোপে কৃষ্ণে রতি র্নাতীবানুচিতা। যতো দেব্যোঽপি মানুষে তত্রাপি গোপে কৃষ্ণে রতিমত্যঃ সত্য এব স্বদেবত্বমপি সফলয়ন্তীত্যাশ্চর্য্যমিত্যাহুঃ কৃষ্ণমিতি। বনিতানাং স্ত্রীমাত্রাণামেবানুরাগিণীনামুৎসবো যস্মাত্তথাভূতং রূপং শীলঞ্চ যস্য তং দেব্যো দেবানামঙ্কে স্থিতা অপি বিমানগতয়ো বিমানচারিণ্যঃ। স্মরেণ নুন্নশ্চালিতঃ

হে গোপিকাগণ! শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও মাধুর্য্য দর্শন করিলে, জগতে এমন কোন্ স্ত্রী আছে, যাহার হৃদয়ে না আনন্দের উচ্ছ্বাস হয়! ঐ দেখ! কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া, পতিসহ বিমানচারিণী দেববনিতাগণও স্মরপীড়নে

আভাস।

বিধানার্থ প্রেমাবলোকনরূপ শোভন পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যাহাদের ধন, সেই আমরা সাহস পূর্ব্বক তাঁহার নিকটেও অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। পূজার আয়োজন করা দূরে থাকুক্, মনে মনে তাহার সংকল্প করিতেও সমর্থ হইতেছি না। আমাদের অপেক্ষা হরিণীগণের যে সৌভাগ্য উৎকৃষ্ট, তাহার স্পষ্টই প্রমাণ প্রত্যক্ষে অবলোকন কর! ঐ দেখ! হরিণীপতি কৃষ্ণসার স্বীয় পত্নীর সহিত নিজেরাও কৃতার্থ ও ধন্য হইবার মানসে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত হইয়াছে। কারণ তাহাদের নাম কৃষ্ণসার অমূলক নহে; যাহাদের প্রীতিবিষয়ের সার ধনই কৃষ্ণ, তাহারাই কৃষ্ণসার; হরিণীগণ যখন তাদৃশ মৃগকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন তাহাদের সৌভাগ্যের আর কথা কি! কিন্তু আমরা যাঁহাদিগকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগের কথা দূরে থাকুক্, তাঁহার গন্ধ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারেন না। আমাদের জন্মে ধিক্ ॥ ১১ ॥

অন্যা গোপিকা বলিলেন, গোপজাতীয় কৃষ্ণে আমাদের ন্যায় গোপিকার রতি জন্মান কিছু বিচিত্র নহে। ঐ দেখ! দেবাঙ্গনাগণের একেত মানব, তাহাতে আবার নিকৃষ্ট গোপজাতি কৃষ্ণে যেরূপ প্রেম দেখা যাইতেছে, তাহাতে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তাঁহারা ললনাজনের অনুরাগভাজন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অমৃতধারাস্বরূপ মাধুরী ও লাবণ্যধারা নয়নগোচর করিয়া আপনাদের অমর-জন্মও যেন সফল করিতেছেন। প্রেমের ভরে এত নির্ভরচিত্তা হইয়াছেন যে, স্বামীর অঙ্কে উপবিষ্টা থাকিয়াও গোবিন্দপ্রেমে আকুল হইতেছেন। প্রেমের

দেব্যো বিমানগতয়ঃ স্মরনুন্নসারা ভ্রশ্যৎপ্রসূনকবরা মুমুহুর্বিনীব্যঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ।

গীতং) চ শ্রুত্বা বিমানগতয়ঃ (বিমানৈঃ গচ্ছন্ত্যঃ) দেব্যঃ দেবাঙ্গনাঃ স্মরনুন্নসারাঃ (স্মরেণ নুন্নঃ পরিক্ষিপ্তঃ সারঃ ধৈর্য্যং যাসাং তাঃ) তথা ভ্রশ্যৎপ্রসূনকবরাঃ) ভ্রশ্যৎপ্রসূনাঃ কবরাঃ চূড়াঃ যাসাং তাঃ তথাভূতাঃ) বিনীব্যঃ বিগতাঃ স্খলিতাঃ নীব্যঃ বাসাংসি যাসাং তাঃ) মুমুহুঃ ॥ ১২॥

শ্রীধরস্বামী।

দেবানামঙ্গেষ্বপি স্থিতাঃ স্মরেণ নুন্নসারাঃ বিক্ষিপ্তধৈর্য্যা মুমুহুঃ। মোহে লিঙ্গমাহুর্ভ্রশ্যৎ-প্রসূনাঃ কবরাশ্চূড়া যাসাং তাঃ বিগতা নীব্যো যাসাং তাঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সারো ধৈর্য্যং যাসাং তা মুমুহুঃ। মোহে লিঙ্গমাহু ভ্রশ্যৎপ্রসূনাঃ কবরা যাসাং তাঃ। বিগতা নীব্যোঽপি যাসাং তাঃ। মোট্টায়িতমিদং। যদুক্তং। কান্তস্মরণবার্ত্তাদৌ হৃদি তদ্ভাবভাবিতঃ। প্রাকট্যমভিলাষস্য মোট্টায়িতমিতীর্য্যত ইতি। পরমবিদগ্ধাঃ সূক্ষ্মধিয়ো দেবাস্তজ্জ্ঞাত্বাপি স্ত্রীভ্যো ন দ্রুহ্যন্তি প্রত্যুত স্বীয়ং ভাগ্যং মানয়ন্তো নিত্যমেব তাঃ কৃষ্ণং দর্শয়িতুং বিমানমারোহ্য আনয়ন্তি অস্মৎপতয়স্তু দ্রুহ্যন্ত্যেবেত্যতো নিকৃষ্টা মৃগ্য উৎকৃষ্টা দেব্যোঽপি ধন্যা মধ্যস্থা মানুষ্য এব বয়মধন্যা ইতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

মূর্চ্ছিতপ্রায় হইতেছেন; তাঁহাদের কবরী-বন্ধন শিথিল হইয়া তত্রস্থ কুসুম মালা ইতস্তত বিকীর্ণ হইতেছে। অধিক কি! কটিবসন পর্য্যন্ত স্খলিত হওয়ায়, তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ ধৈর্য্যচ্যুত বলিয়া প্রতীত হইতেছে ॥ ১২॥

আভাস।

বিহ্বল ভাব সমস্ত তাঁহাদের অঙ্গে ও কার্য্যে সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! দেবতাগণও তাহাতে বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, আনন্দ সহকারে দেবীগণকে স্ব স্ব বিমানে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং কৃষ্ণ-দর্শনার্থ এখানে উপস্থিত হইতেছেন। আর আমাদের পতিগণ কৃষ্ণের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াই, দ্বেষ বশত অন্যত্র পলায়ন করিতেছেন। উৎকৃষ্ট দেবযোনি এবং নিকৃষ্ট তির্য্যগ্‌যোনি এ উভয়ই শ্রেষ্ঠ এবং কৃতার্থ; কেবল মধ্যবর্ত্তী অল্প জ্ঞানবিশিষ্ট মানব-যোনিই প্রকৃত সংসার মধ্যে অধন্য ও শোচ্য বলিয়া পরিগণিত ॥ ১২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যে মোহিত হওয়া কেবল গোপিকাগণের কামভাবের পরিচয় মাত্র একথা বলা উচিত নহে; গাভী ও বৎসগণের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণসৌন্দর্য্যে যে কি অপূর্ব্ব ছিল, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন; অন্যের বুদ্ধির অগোচর। গাভীগণ বেণুধ্বনি শ্রবণে যেন কি অমৃতই কর্ণকুহরে লাভ করিয়াছে, বিবেচনায় অমৃতের ক্ষরণ-শঙ্কায় কর্ণদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক নিস্পন্দের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। গাভীগণের বাৎসল্যভাব বশত যদি ওরূপ হওয়াও সম্ভব হয়,

গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীতপীযূষমুত্তভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্যঃ।

অন্বয়ঃ।

গোবিন্দং দৃশা নেত্রমার্গেণ, আত্মনি মনসি, স্পৃশন্ত্যঃ আলিঙ্গন্ত্যঃ, (অতএব) অশ্রুকলাঃ (অশ্রূণাং কলাঃ লেশাঃ লোচনয়োঃ যাসাং তাঃ) গাবঃ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীতপীযূষং (কৃষ্ণমুখাৎ নির্গতং বেণুগীতং এব পীযূষং অমৃতং ক্ষরণশঙ্কয়া) উত্তভিতকর্ণপুটৈঃ উন্নমিতশ্রবণ-

শ্রীধরস্বামী।

অত্র সর্ব্বত্র বক্ত্রীভেদান্নাতীব সঙ্গতির্বক্তব্যা ক্ষরণশঙ্কয়ৈব উত্তভিতৈরুন্নমিতৈঃ কর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্যঃ সত্যঃ তথা শাবাশ্চ বৎসাশ্চ স্তনপানে প্রবৃত্তাঃ সমনন্তরমেব গীতং শ্রুত্বা তদেব পীযূষমুত্তভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্তঃ স্যুতস্তনপয়ঃকবলাঃ কেবলং স্তনেভ্যঃ ক্ষরিতক্ষীরগ্রাসা মুখেষু যেষাং তে তস্থুঃ বিস্মৃতক্রিয়া বভূবুরিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ গোবিন্দং দৃশা

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নচ স্ত্রীজাতীনাং সর্ব্বাসামেতৎ কামবিজৃম্ভিতমেবৈতন্মোহনমিতি বাচ্যং। যতো বৎসানাং গবামপি মোহনং পশ্যন্তেত্যাহুঃ গাবশ্চেতি ক্ষরণশঙ্কয়ৈবোত্তভিতৈরুন্নমিতৈঃ কর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্য এব তস্থুঃ। নচ তত্রাপি বাৎসল্যাভাব এব মোহনে হেতুরস্তীতি বাচ্যং। যতো ভাবশূন্যানামপি তদীয়শাবানাং মোহনং পশ্যতেত্যাহুঃ। শাবা বৎসাঃ স্তনপানে প্রবৃত্তাঃ সমনন্তরমেব গীতং শ্রুত্বা তদেব পীযূষমুত্তভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্তঃ স্তনপানাসামর্থ্যাৎ স্তনেভ্যঃ স্যুতানাং পয়সাং কবল এব মুখে ন তু নিগিলনং যেষাং তে তস্থুঃ জাড্যোদয়েন স্তব্ধা বভূবুরিত্যর্থঃ। ততশ্চ তন্মাতরো গোবিন্দং দৃশা দৃষ্ট্যৈবাকৃষ্যানীয় নেত্ররন্ধ্রদ্বারৈবান্তঃ প্রবেশ্য আত্মনি স্বমনসি স্পৃশন্ত্যঃ স্বমনসঃ ক্রোড়ে এব বাৎসল্যাৎ স্থাপয়ন্ত্যস্তস্থুঃ। তথা অশ্রূণ্যানন্দাৎ কলয়ন্তি ধারয়ন্তীতি তাঃ এবঞ্চ সর্ব্বপ্রাণিনাং

অহো! গাভীগণ যেন নয়ন-পথ দ্বারা গোবিন্দকে হৃদয়পদ্মে আলিঙ্গন করিয়া, বাষ্পবারি উদ্বেলনে পুনর্নির্গমনের পথ রোধ করিতেছে এবং কৃষ্ণমুখারবিন্দবিনির্গত বেণুগীতিরূপ সুধাধারা অবিরল-ধারে কর্ণকুহরে গ্রহণ করত ভূমিতে পতিত হইবার ভয়ে, কর্ণসম্পুট ঊর্দ্ধমুখে উত্তোলন পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত মনে সুখে পান করিতেছে। আহা! দেখ! দেখ! বৎসগণ কেহ

আভাস।

বৎসগণ ত, সম্পূর্ণ ভাবশূন্য; তথাপি তাহারাও ভোজনাভিলাষে মাতৃস্তন্য মুখে লইয়াছে মাত্র, কিন্তু বেণুরবে স্তম্ভিত হইয়া এতই বিবশপ্রায় যে, তাহা অধঃকরণ করিতেও বিস্মৃত। অহো! তাহাদের মাতাগণ চক্ষুরন্ধ্র দ্বারা কৃষ্ণরূপ হৃদয়ক্রোড়ে আলিঙ্গন করত যেন নির্বৃতের ন্যায় অবস্থিতি পূর্ব্বক আনন্দাশ্রু বিসর্জনে হৃদয়ের নিধিকে অভিষিক্ত করিতেছে। প্রাণিমাত্রেরই কৃষ্ণে অনুপম নিরুপাধি প্রেম আছে বটে, তবে সকলেই

শাবাঃ স্মৃতস্তনপয়ঃকবলাঃ স্ম তস্থুর্গোবিন্দমাত্মনি দৃশাশ্রুকলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ ॥১৩॥
প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন্ কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতং।

অন্বয়ঃ।

বিবরৈঃ পিবন্ত্যঃ তথা শাবাঃ বৎসাঃ, স্মৃতস্তনপয়ঃকবলাঃ (স্মৃতং স্তনেভ্যঃ ক্ষরিতং স্তনপয়ঃ স্তন্যং কবলে গ্রাসে যেষাং তে তথাভূতাঃ এব) তস্থুঃ স্ম ॥ ১৩ ॥

(অন্যাঃ আহুঃ) হে অম্ব মাতঃ! অস্মিন্ বনে যে বিহগাঃ পক্ষিণঃ তে প্রায়ঃ প্রায়েণ, মুনয়ঃ এব যে (বিহগাঃ) রুচিরপ্রবালান্ (রুচিরাঃ প্রবালাঃ পল্লবাঃ যেষাং তান্) দ্রুমভুজান্

শ্রীধরস্বামী।

মার্গেণ আত্মনি মনসি স্পৃশন্ত্য আলিঙ্গন্ত্যঃ অতএব অশ্রূণাং কলা লেশা লোচনয়োর্যাসাং তা গাবস্তে চ শাবাঃ ॥ ১৩ ॥

ভো অম্ব মাতঃ অস্মিন্ বনে যে বিহগাঃ পক্ষিণস্তে প্রায়েণ মুনয়ো ভবিতুমর্হন্তি কুতঃ কৃষ্ণেক্ষিতং কৃষ্ণদর্শনং পুষ্পফলাদ্যন্তরং বিনা যথা ভবতি তথ রুচিরাঃ প্রবালা যেষাং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কৃষ্ণে নিরুপাধিরেব প্রেমা কিন্তু তে সংযোগাৎ ধন্যা বয়ন্তু বিচ্ছেদাদধন্যা এবেত্যেতদনেব বিশেষ ইতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

বৎসা অপি বিষয়গ্রাহিণো বিষয়রস এব তত্রোপাধিরস্তীত্যত আত্মারামা মুনয়ো জ্ঞানেন সর্ব্বানেব ভাবাংস্ত্যক্তবন্তো নির্ব্বিকারাঃ কৃষ্ণেন ক্ষোভয়িতুং ন শক্যা ইতি বাচ্যং যতস্তানপি স্বমাধুর্য্যেণাকৃষ্য সম্মোহয়তীত্যাহুঃ প্রায় ইতি। বতেতি বিস্ময়ে। অম্বেতি সখীং প্রত্যপি

মাতৃস্তন্য, কেহ বা নবীন তৃণকবল মুখে লইয়াছে মাত্র, কিন্তু অধঃকরণ করিতেছেন না। বংশীধ্বনি শ্রবণেই বিচেতন ও বিকলেন্দ্রিয়ের ন্যায়, তাহারা এক কৃষ্ণপানেই নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছে ॥ ১৩ ॥

হে মাতঃ! এই বনের পক্ষিকুলও সাধারণ নহে; তাহারাও মননশীল মুনি! কারণ শ্রীকৃষ্ণের মধুর বেণুগীত শ্রবণ করিয়া এতই তন্মনস্ক হইয়াছে

আভাস।

তাঁহার সংসর্গলাভে কৃতার্থ; কেবল গোপিকাগণ তদলাভে আপনাদিগকে অধন্যা মনে করিতেছিলেন ॥১৩॥

বৎসগণের তাদৃশ প্রেমও বিচিত্র নহে; কারণ তাহারাও ত বিষয়সুখে আসক্ত। বেণুধ্বনিকেও একটী মনোমুগ্ধকর প্রীতিপ্রদ বিষয়জ্ঞানে আসক্ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি! এরূপ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নহে। তখন ভাবোন্মত্তা সখী প্রিয়তমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, ঐ দেখ! ফলপুষ্পোপশোভিত বৃক্ষশাখায় উপবেশন পূর্ব্বক অর্দ্ধনিমীলিতলোচনে যে সকল পক্ষী কৃষ্ণগীতামৃত পান করিতেছে, তাহারাও প্রকৃত

আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্ শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ।

তরুশাখাঃ, আরুহ্য কৃষ্ণেক্ষিতং যথা ভবন্তি তথা মীলিতদৃশঃ বিগতান্যবাচঃ সন্তঃ তদুদিতং (কৃষ্ণেন উদিতং প্রকটিতং) কলবেণুগীতং শৃণ্বন্তি ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তান্ দ্রুমভুজান্ বৃক্ষাণাং শাখা আরুহ্য তেন শ্রীকৃষ্ণেন উদিতং প্রকটিতং কলবেণুগীতং কেনাপি সুখেন মীলিতদৃশঃ ত্যক্তান্যবাচঃ সন্তঃ যে শৃণ্বন্তীতি তথা হি মুনয়ঃ শ্রীকৃষ্ণদর্শনং যথা ভবন্তি তথা বেদোক্তকর্ম্মফলত্যাগেন বেদদ্রুমশাখারূঢ়া রুচিরপ্রবালস্থানীয়ানি কর্ম্মাণ্যেবোপাদদানাঃ সুখিনঃ সন্তঃ শ্রীকৃষ্ণগীতমেব শৃণ্বন্তি অতস্ত এবৈতে ভবিতুমর্হন্তীতি ॥ ১৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সম্বোধনং ভাবাবিষ্টপ্রমদানাং স্বভাব এবৈষঃ। বিহগা মুনয় এব ভবেয়ুরিত্যর্থঃ। বনবাসদৃঙ্নিমীলনমৌনৈশ্চল্যাদ্যসাধারণধর্ম্মদর্শনাৎ। যে দ্রুমভুজান্ আরুহ্য বেণুগীতং শৃণ্বন্তি। রুচিরপ্রবালানিতি দ্রুমভুজানামপি বেণুগীতানন্দাৎ মুনিজনস্পর্শানন্দাৎ চাঙ্কুরাদিবিকারো দর্শিতঃ। কলয়ন্তি জগচ্চিত্তং ক্ষোভয়ন্তীতি কলবেণুগীতং। কীদৃশং। কৃষ্ণেক্ষিতং কৃষ্ণ এব ঈক্ষিতং নতু শক্রপরমেষ্ঠিরুদ্রবিষ্ণুষু গানস্রষ্টৃষ্বপি দৃষ্টং মুনীনামেবমেষামিতি প্রাচীনত্বাৎ তত্র তত্র সর্ব্বত্রাবারিতগতিত্বাৎ বহুশোঽবকলিততত্তদ্গীতত্বাচ্চ তত্তৎকৃতসঙ্গীতশাস্ত্রাভিজ্ঞত্বাচ্চেতি ভাবঃ। নচাস্য গানস্য কোঽপ্যন্যঃস্রষ্টা সন্তবেদিত্যাহুঃ। তদুদিতং তস্মাৎ কৃষ্ণাদেব উদিতং আবির্ভূতং কৃষ্ণ এবাস্য স্রষ্টেতি গীতস্যানন্যবেদ্যত্বং ব্যঞ্জিতং। অতএব ব্রহ্মরুদ্রাদিভিরিব কৃষ্ণেন স্বসঙ্গীতশাস্ত্রমপি গ্রাহকা সম্ভাবাদেব ন কৃতমিতি জ্ঞেয়ং। অতএবাস্যাপূর্ব্বগীতরসাস্বাদবশান্মীলিতদৃশঃ। বিগতা অন্যস্য ব্রহ্মানন্দানুভবস্যাপি বাক্ পরস্পরকথনং যেষাং তে ইতি সম্প্রতি তমপি পরিত্যজ্য অমী কৃষ্ণানন্দমত্তা এবাভুবন্নিতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

যে, বিচিত্র ফলকুসুমশোভিত তরুশাখায় আরোহণ পূর্ব্বক কৃষ্ণাভিমুখেই দৃষ্টি সংরুদ্ধ করত অন্য আলাপ পরিহারে তদ্গতচিত্ত হইয়াই উপবিষ্ট রহিয়াছে ॥ ১৪ ॥

আভাস।

মুনি। মুনিগণ যেমন বেদশাখায় আরোহণ পূর্ব্বক বিবিধ ফলপ্রদ কাম্যকর্ম্মের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হইয়া, অধিক জ্ঞানচর্চ্চাতেও নিরস্ত থাকেন এবং এক ভগবৎস্বরূপে আত্মসমর্পণ করত সমাধিস্থ হয়েন, এই পক্ষিকুলও সেইরূপ বৃক্ষের সুমিষ্ট ফল ও কুসুমাদির প্রতি কিছুমাত্র আস্থা প্রদর্শন না করিয়া, অর্দ্ধনিমীলিতলোচনে সমাহিত হইবার ন্যায়, এক বেণুবাদনরূপ অমৃতসাগরে আত্মহারা হইয়া অবস্থিতি করিতেছে ॥ ১৪ ॥

নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীতমাবর্ত্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ।
আলিঙ্গনস্থগিতমূর্ম্মিভুজৈর্মুরারে র্গৃহ্ণন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ।

তদা (বেণুনাদনসময়ে) তৎ মুকুন্দগীতং উপধার্য্য শ্রুত্বা, আবর্ত্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ (আবর্ত্তৈঃ পরিভ্রমৈঃ লক্ষিতেন সূচিতেন মনোভবেন কামেন ভগ্নো বেগো যাসাং তাঃ) নদ্যঃ উর্ম্মিভুজৈঃ (উর্ম্ময়ঃ এব ভুজাঃ তৈঃ) কমলোপহারাঃ (কমলানি উপহরন্তি যাঃ তাঃ সত্যঃ) মুরারেঃ আলিঙ্গনস্থগিতং (তৈরেব উর্ম্মিভিঃ আলিঙ্গনেন স্থগিতং আবৃতং বা) পাদযুগলং গৃহ্ণন্তি ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

আস্তাং তাবৎ সচেতনানাং কথা নদ্যোঽপি আবর্ত্তৈঃ পরিভ্রমণৈর্লক্ষিতেন সূচিতেন মনোভবেন ভগ্নো বেগো যাসাং তাঃ আলিঙ্গনেন স্থগিতমাচ্ছাদিতং যথা ভবতি তথা ঊর্ম্ময় এব ভুজাস্তৈঃ কমলোপহারাঃ কমলান্যুপহরন্ত্যঃ মুরারেঃ পাদযুগলং গৃহ্ণন্তি ধারয়ন্তি ॥ ১৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কিঞ্চ। কৃষ্ণস্য সর্ব্বমোহনত্বেঽপি নারীজাতিমাত্রমোহনত্বমত্যধিকমিত্যাহ নদ্য ইতি। আবর্ত্তৈঃ পরিভ্রমৈর্লক্ষিতেন মনোভবেন কামেন ভগ্নো বেগো যাসাং তাঃ। অতএব ধৈর্য্যলজ্জাদ্যপগমাৎ সমুদ্রং স্বপতিং প্রত্যাগমনাৎ জলাতিবৃদ্ধ্যা ঊর্ম্ময় এব ভুজাস্তৈর্যদালিঙ্গনং তেন স্থগিতং সংবৃত্তং নিশ্চলীভূতং কুলস্থিতস্য মুরারেঃ পাদযুগলং গৃহ্ণন্তি স্বাঙ্গেষু ধারয়ন্তি কমলং পদ্মমুপহরন্ত্যঃ। যদ্বা। সুশীতলং সুগন্ধং জলং। সলিলং কমলং জলমিত্যমরঃ। স্বীয়জলেন ক্ষালনার্থং পাদ্যোপহারং প্রদদত্য ইবেত্যর্থঃ। কিম্বা। কমলা স্বসর্ব্বসম্পত্তিস্তামর্পয়ন্ত্যঃ স্বরমণং প্রীণয়িতুমিতি ভাবঃ। তাসাং পতিঃ সমুদ্রোঽপি তা নৈব দ্বেষ্টি যথাস্মৎপতয়োঽস্মানিত্যহো বয়মেবাধন্যা ইতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

চেতনের কথা দূরে থাকুক্, অচেতন নদীসমূহও শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেণুধ্বনি শ্রবণে স্মরপীড়িত হইয়া নাভিপ্রদর্শনের ন্যায়, আবর্ত্ত প্রকাশে স্তম্ভিতবেগ হইতেছে এবং তরঙ্গমালারূপ শত শত বাহু প্রসারণে ভগবানের চরণযুগল আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিকসিত কমলরাশি প্রদানে পূজা করিতেছে ॥ ১৫ ॥

আভাস।

ব্রজবনিতাগণ শ্রীকৃষ্ণের মোহন মূর্ত্তি ও সৌন্দর্য্যে এতই মোহিতপ্রায় হইয়াছিলেন যে, চেতন, অচেতন সকল পদার্থেই স্বীয় ভাবানুরূপ ভাব সকল উপলব্ধি করিয়া, নিতান্তই বিস্ময়াপন্ন হইতে লাগিলেন। নদীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভাবিলেন যে, কৃষ্ণপ্রণয়ে নদীও বুঝি উন্মাদিনী হইয়াছে। ভর্ত্তৃসন্নিধানে রতিপ্রার্থনায় কামিনীর নাভিপ্রদর্শনের ন্যায়, স্রোতস্বতীও গোবিন্দের বিমলকান্তি দর্শনে যেন স্মরপীড়িতা হইয়াই আবর্ত্তরূপ

দৃষ্ট্বাতপে ব্রজপশূন্ সহ রামগোপৈঃ সঞ্চারয়ন্তমনুবেণুমুদীরয়ন্তং।
প্রেমপ্রবৃদ্ধ উদিতঃ কুসুমাবলীভিঃ সখ্যুর্ব্যধাৎ স্ববপুষাম্বুদ আতপত্রং ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ।

আতপে ঘর্ম্মে, রামগোপৈঃ (রামেণ গোপৈঃ চ) সহ ব্রজপশূন্ সঞ্চারয়ন্তং অনু (গবাং পশ্চাদ্ভাগে) বেণুং উদীরয়ন্তং (শ্রীকৃষ্ণং) দৃষ্ট্বা (প্রথমং) উদিতঃ (পুনঃ) প্রেমপ্রবৃদ্ধঃ (প্রেম্না প্রবৃদ্ধঃ চ) অম্বুদঃ মেঘঃ, কুসুমাবলীভিঃ পুষ্পবৃষ্টিভিঃ সহ সখ্যুঃ (লোকার্ত্তিহরণশীলত্ব-শ্যামত্বাদিসাম্যাৎ মেঘস্য কৃষ্ণসখিত্বং বোধ্যম্) স্ববপুষা কৃষ্ণস্য আতপত্রং ছত্রং ব্যধাৎ বিহিতবান্ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

লোকার্ত্তিহরণশীলত্বাদিসাম্যাৎ সখ্যুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য অম্বুদ স্তদুপরি উদিতঃ পুনঃ প্রেম্না প্রবৃদ্ধঃ সন্ কুসুমাবলীভিঃ পুষ্পসমূহৈঃ তত্তুল্যৈস্তোয়ৈর্বা সহ স্ববপুষা ছত্রং বিহিতবান্ ॥ ১৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হন্ত হন্ত সখ্যতাববস্তোঽপ্যাত্মানং কৃতার্থয়ন্তীত্যাহুঃ। দৃষ্ট্বেতি প্রেম্নৈব প্রবৃদ্ধঃ যাবত্যা স্ববৃদ্ধ্যা গোগোপালসহিতস্য আতপনিবারণং ভবেত্তাবতীং বৃদ্ধিং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। কুসুমাবলীভিরিতি মেঘপুষ্পং ঘনরস ইত্যভিধানাৎ জলকণাবলীভিঃ সহ স্ববপুষা সখ্যুঃ কৃষ্ণস্যেতি রসবৃষ্ট্যা সন্তাপহারিত্বেন সবর্ণত্বেন স্বীয়বিদ্যুদ্গর্জ্জনাভ্যাং পীতবস্ত্রবেণুনাদয়োঃ সাম্যং দৃষ্ট্বা চ সখিভাবমভিমন্যমানঃ আতপত্রং তুষারবর্ষিচ্ছত্রং ব্যধাদিত্যাকাশস্থো মেঘোঽপি তং সুখয়তি কেবলং বয়মেব তং সুখয়িতুং ন প্রাপ্নুম ইতি ধিগস্মানিতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে বলরাম ও গোপগণ সহ পশুচারণ করত বনমধ্যে বেণুবাদন করিতেছেন দেখিয়া, নভো-মণ্ডলে উদিত নবীন জলধর প্রেমে আত্মবিস্তার করত পুষ্পবর্ষণের ন্যায়, অমৃততুল্য বারিধারা বর্ষণ পূর্ব্বক নিজ কলেবরের দ্বারা সখা শ্রীকৃষ্ণের ছত্ররূপে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ১৬ ॥

আভাস।

নাভির প্রকাশে বাসুদেবের সম্ভাষণ, প্রার্থনা করিতেছে এবং বিলম্ব বশত প্রণয়ভঙ্গের আশঙ্কায় উর্ম্মিরূপ বাহুর প্রসারণে প্রফুল্ল কমল প্রদানপূর্ব্বক শ্রীহরির চরণযুগল আলিঙ্গন করিতেছে। সমুদ্র স্বীয় পত্নী নদীসমূহের তাদৃশ আচরণে কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করে না; কেবল গোপ-পত্নীগণই কৃষ্ণপ্রণয়ে বিশীর্ণ প্রায় হইতেছে ॥ ১৫ ॥

জগতের সন্তাপহারী জীবনপ্রদ জলদও সখ্যভাবে জগজ্জীবন নন্দ-নন্দনের সংসর্গলাভে কৃতার্থ হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন পশু ও গোপালগণে পরিবৃত হইয়া প্রচণ্ড তপন-কিরণে

পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়পদাব্জরাগশ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন।

অন্বয়ঃ।

পুলিন্দ্যঃ শবরাঙ্গনাঃ পূর্ণাঃ কৃতার্থাঃ (এব যতঃ) দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন (দয়িতানাং প্রিয়াণাং স্তনেষু মণ্ডিতেন অনুলিপ্তেন পুনশ্চ তাভিঃ ক্রীড়াসময়ে) উরুগায়পদাব্জরাগ-শ্রীকুঙ্কুমেন (উরুগায়স্য উরুধা গীয়তে ইতি উরুগায়ঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তস্য পদাব্জয়োঃ রাগেণ

শ্রীধরস্বামী।

সশীৎকারমাহুঃ পূর্ণাঃ কৃতার্থাঃ পুলিন্দ্যঃ শবরাঙ্গনাঃ কথমিত্যত্ত আহুঃ। প্রথমং দয়িতানাং স্তনেষু মণ্ডিতেন অনুলিপ্তেন পুনশ্চ রতিসময়ে উরুগায়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য পদাব্জয়ো রাগেণারুণেন শ্রীঃ কান্তির্যস্য তেন কুঙ্কুমেন পুনস্তস্য বনস্থলীষু চংক্রমণেন তৃণেষু রূষিতেন

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইদানীং সৌন্দর্য্যাদিবেণুগানাদিরূপগুণাবপ্যনপেক্ষমাণং কিঞ্চিৎ সম্বন্ধমাত্রেণৈব তন্মোহনত্বং প্রতিপাদয়ন্ত্যঃ প্রেম্নঃ সপ্তম্যা ভূমিকায়া মহাভাবস্য মাদনাখ্যং মহাসারং ভাবমভিব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ শ্রীবৃষভানুকুমারীচরণপঙ্কজদ্বয়ত্রয় আহুঃ পূর্ণা ইতি। পুলিন্দ্যঃ শবরাঙ্গনা এব পূর্ণা বয়ন্তু পূর্ণা এবেত্যতস্তদীয়ং তপোজিজ্ঞাসমানাশ্চিকীর্ষাম ইত্যনুরাগো ধ্বনিতঃ। নন্থ কেন পূর্ণাস্তত্রাহুঃ উরুগায়পদাব্জস্য রাগো রঞ্জনং যত্র তেন শ্রীকুঙ্কুমেন। নন্থ তৎপদাব্জগতং তৎকুঙ্কুমং কৃতস্ত্যং তাবত্তত্রাহুঃ। দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন দয়িতাসম্ভোগাত্তদীয়স্তন-সম্বন্ধীতি ভাবঃ। অতস্তদীয়পরমসৌভাগ্যস্য স্তম্ভাবভিলাষে চ সাহসং কর্ত্তুমশক্নুবতীভি-রস্মাভিঃ পুলিন্দ্য এব স্তূয়ন্ত ইতি ভাবঃ। যদ্যপ্যত্র দয়িতা সৈব স্বয়ং শ্রীবৃষভানুকুমার্য্যেব তদপ্যনুরাগাধিক্যেনৈব তদমাননং। নন্থ তেন পুলিন্দীনাং তাসাং কিং তত্রাহুঃ। তৃণেষু রূষিতেন লগ্নেন। দয়িতাসম্ভোগানন্তরং কৃষ্ণস্য বনবিহারাদিতি ভাবঃ নন্থ ততোঽপি

সখি রে! এই শবরপত্নীগণও ধন্য এবং কৃতার্থ। কারণ কৃষ্ণপ্রণয়িনী-গণের কুচম-ণ্ডলে যে কুঙ্কুম-রাগ রঞ্জিত ছিল, প্রেমসম্ভোগকালে তাহা শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলেই বিশেষরূপে অনুলিপ্ত হইয়াছিল; এক্ষণে তাঁহার পাদবিন্যাসে তৃণাদিতেও সংলগ্ন হইয়াছে। ইহা যে সকলেরই কামোদ্দীপক

আভাস।

বনে বনে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে ছায়া প্রদানার্থ তদুপরি জলদের উদয় হইল। মেঘ যেন সেই নবঘন সদৃশ শ্যামল রূপ নিরীক্ষণে প্রেমে গদ্ গদ্ হইয়া সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল; এবং প্রচণ্ড তপনের তাপ পৃষ্ঠে সহ্য করিয়া হৃদয়ের ধন গোবিন্দচন্দ্রকে হৃদয়ে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রেমাশ্রুতে সিঞ্চিত করিবার ন্যায়, অমৃতস্বরূপ বারিবিন্দু বিসর্জন করিতেছে। মেঘ অচেতন হইয়াও, ভগবৎসেবায় নিযুক্ত; আমরা জ্ঞানবিশিষ্ট চেতন হইয়াও, তাঁহার পরিচর্য্যায় পরাঙ্মুখ। অহো! আমাদের জীবনে ধিক্॥ ১৬॥

তদ্দর্শনস্মররুজস্তৃণরূষিতেন লিম্পন্ত্য আননকুচেষু জহুস্তদাধিং ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।

আরুণ্যেন শ্রীঃ কান্তিঃ যস্য তেন কুঙ্কুমেন) তদ্দর্শনস্মররুজঃ (তস্য তৃণলগ্নস্য কুঙ্কুমস্য দর্শনেন স্মরকৃতা রুক্ পীড়া তাপো যাসাং তাঃ) তৃণরূষিতেন কুঙ্কুমেন আননকুচেষু চ লিম্পন্ত্যঃ তদাধিং কামব্যথাং জহুঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

লগ্নেন তথাভূতস্য কুঙ্কুমস্য দর্শনেন স্মররুজঃ স্মর এব কৃতা রুক্ তাপো যাসাং তাঃ তেন কুঙ্কুমেন আননেষু কুচেষু কামতপ্তেষু লিম্পন্ত্যঃ তদাধিং কামব্যথাং জহুঃ অতস্তাঃ কৃতার্থা ধিগন্যা মাদৃশীঃ যা এবম্ভূতমপ্যাধিশমনং ন লভন্তে ॥ ১৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কিং তত্রাহুঃ তস্য তৃণলগ্নকুঙ্কুমস্য দর্শনেন স্মররুক্ কন্দর্পপীড়া যাসাং তাঃ। ন জানীমহে কৃষ্ণদর্শনে তাসাং কিমভবিষ্যদিতি ভাবঃ। ততশ্চ কৃষ্ণাঙ্গসৌরভ্যজিঘৃক্ষয়া আননেষু তৎকৃতসম্ভোগলিপ্সয়া কুচেষু চ লিম্পন্ত্যঃ সত্যঃ কৃষ্ণসংভুক্তমন্যা স্তদাধিং কন্দর্পপীড়াং জহুঃ। অহো তৎকুঙ্কুমস্যাপ্যয়ং কোঽপি শক্তিবিশেষ ইতি ভাবঃ। বয়ন্তু তচ্চাপি জন্মমধ্যেঽপি সকৃদপি ন প্রাপ্নুম ইতি ভাবঃ। পদ্যমিদং শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ মাদনমধিকৃত্য সদা ভোগেঽপি তদ্গন্ধমাত্রাধারস্তুতির্যথা ইত্যত্রোদাহৃতং। সদা ভোগেঽপীতি মাদনস্য ভাবসমষ্টিত্বাৎ; সর্ব্বে সম্ভোগাঃ সর্ব্বে বিহারাশ্চ মাদনে বর্ত্তন্ত এব অত্র বিহারেঽপি সম্ভোগস্তদানীং সহসৈব কৃষ্ণস্যাবির্ভাবাৎ তেন সহ জ্ঞেয়ঃ। অতএবাত্র প্রক্রমে বর্ণয়ন্ত্যোঽভিরেভিরে ইত্যত্র সহসৈবাবির্ভূতং কৃষ্ণমালিঙ্গিতবন্ত্য ইত্যপ্যর্থমাহুঃ। সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদেতি তত্রৈবোক্তেরন্যবক্তৃকত্বেনাপি নেদং ব্যাখ্যেয়ং ॥ ১৭ ॥

তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই শবর-পত্নীগণও তাদৃশ স্মরোদ্দীপক তৃণসঙ্গত কুঙ্কুমরাগ স্ব স্ব কুচে ও আননে লেপন করিয়া, কামব্যথা বিদূরিত করিতেছে ॥ ১৭ ॥

আভাস।

প্রিয় ব্যক্তির সম্বন্ধীয় সমস্ত বস্তুকেই প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। এখানে বিহারকালে বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার কুচসংলিপ্ত কুঙ্কুমরাগ শ্রীকৃষ্ণের পাদদ্বয়ে সংলিপ্ত হয়; পরে তিনি যখন তৃণাদির উপর বিচরণ করেন, সেই কুঙ্কুমরাগ তৃণাদিতেও স্পৃষ্ট হয়। পরে শবরপত্নীরা সেই তৃণসংলগ্নরাগ স্ব স্ব কুচমণ্ডলে ও আননে লেপন করায়, গোপিকাগণ তাহাদিগকেও কৃষ্ণানুরাগিনী জ্ঞানে প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহারা যখন চরণলিপ্ত কুঙ্কুমরাগে এত তৃপ্তিলাভ করিয়াছে, তখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলে না জানি, তাহারা কতই আনন্দিত হইত! ॥ ১৭ ॥

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।

অন্বয়ঃ।

হে অবলাঃ! হন্ত ইতি হর্ষে। অয়ং অদ্রিঃ (গোবর্দ্ধনঃ ধ্রুবং) হরিদাসবর্য্যঃ (হরিদাসেষু শ্রেষ্ঠঃ) যৎ যস্তঃ রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ চরণস্পর্শেন প্রমোদো যস্য

শ্রীধরস্বামী।

হন্তেতি হর্ষে হে সখ্যঃ অয়মদ্রির্গোবর্দ্ধনঃ ধ্রুবং হরিদাসেষু শ্রেষ্ঠঃ কশ্চিৎ স্যাৎ কুত ইত্যত আহ যস্মাদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শনেন প্রমোদো যস্য সঃ। তৃণাদ্যুদ্গমমিষেণ রোমহর্ষ-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হন্ত সখ্যো মহদাশ্রয়ণং বিনা নৈব মনোরথঃ ফলতি। মহত্ত্বঞ্চ হরিভক্তানামেব তেষামপি মধ্যে শ্রীগোবর্দ্ধনো গিরীন্দ্র এব মুখ্য ইতি গার্গীমুখাৎ শ্রুতং তদদ্য তত্রত্য মানসগঙ্গায়াং স্নাত্বা তদধিদৈবতস্য শ্রীহরিদেবনাম্নো নারায়ণস্য দর্শনার্থং যাম ইত্যত্র গুরুজনানামপি নৈব বিপ্রতিপত্তিঃ। কৃষ্ণোঽপি তত্রৈব খেলতীতি যুক্তিং নিশ্চিন্বন্ত্যঃ স্বরমণং তমভিসিসীর্ষবঃ শ্রীগোবর্দ্ধনমেব সগাকৃষ্ণবাঞ্ছিত সাধকং স্ববাঞ্ছিত সিদ্ধ্যর্থং স্তুবন্তি। হন্তেতিবিস্ময়ে। হরিদাসেষু নারদাদিষ্বপি মধ্যে মুখ্যা যে ব্রজে হরিদাসা যুধিষ্ঠিরোদ্ধবগোবর্দ্ধনাস্তেষ্বপি মধ্যে অয়মদ্রিরেব হরিদাসবর্য্যঃ। হরিদাসস্য রাজর্ষে রাজসূয়ং মহোদয়মিতি যুধিষ্ঠিরে কৃত্বং সংস্মারয়ন্ রেমে হরিদাসো ব্রজৌকসামিত্যুদ্ধবে হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্য ইত্যস্মিন্ পর্ব্বতেঽপি হরিদাসপদপ্রয়োগাৎ। যস্মাদ্রামকৃষ্ণয়োশ্চরণস্পর্শেন শিলাদ্রবাদ্যভিব্যঞ্জিতঃ প্রমোদো যস্য সঃ। চরণস্পর্শে সতি শিলানাং পঙ্কসাধর্ম্যপ্রাপ্ত্যা ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি-

---

আহা দেখ! এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ও ভগবদ্ভক্তের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ! কারণ রামকৃষ্ণের চরণস্পর্শে ইহার এতই আনন্দ হইয়াছে যে, পশু ও পশুপাল

আভাস।

কোন নারী বলিলেন, দেখ সখি! মহতের আশ্রয় ব্যতীত মনোরথ কখন সিদ্ধ হয় না। হরিভক্তই মহৎব্যক্তি; তন্মধ্যে গোবর্দ্ধনগিরিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। চল! আমরা মানসগঙ্গায় স্নান করিয়া গোবর্দ্ধন গিরিতে গমন করি; তথায় আমাদের জীবন-ধন গোবিন্দ বলরামাদি প্রিয় বয়স্য ও পশুপালে পরিবেষ্টিত হইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকেন; আমরা অনায়াসে তথায় তাঁহার সন্দর্শন পাইব; অথচ আমাদের স্বজনবর্গ হইতে কোন অপ্রিয় কথারও সম্ভাবনা থাকিবে না। এতদুত্তরে প্রিয়সখী তাঁহাকে বলিলেন, সামান্য পর্ব্বতকে হরিভক্ত বলিয়া তুমি কিরূপে নির্ণয় করিলে? তাহাতে তিনি বলিলেন; দেখ সখি! ভগবদ্ভক্ত নারদাদির মধ্যে তিন জন পরম ভক্ত বলিয়া সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইয়াছেন; যুধিষ্ঠির, উদ্ধব ও গোবর্দ্ধন পর্ব্বত। কৃষ্ণ যখন পার্ষদগণের সহিত সেই পর্ব্বতে আরোহণ করেন, তখন যাহাকে বাহ্যদৃষ্টিতে পাষাণ বলিয়া জ্ঞান হয়, সেই গোবর্দ্ধন প্রেমে আর্দ্র হইয়া পড়ে। নতুবা তাহার অঙ্গে তাঁহাদের পাদচিহ্ন ওরূপ সুস্পষ্ট কেন প্রতীত হইতেছে? ঐ যে

মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।

সঃ) গোগণয়োঃ (গোভিঃ গণেন সখিসমূহেন সহবর্ত্তমানয়োঃ) তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ (পানীয়ৈঃ জলৈঃ, সূযবসৈঃ শোভনতৃণৈঃ, কন্দরৈঃ কন্দৈঃ মূলৈশ্চ) মানং সৎকারং তনোতি ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

দর্শনাৎ। কিঞ্চ যদ্‌যস্মান্মানং পূজাং তনোতীতি সহ গোভির্গণেন সখিসমূহেন চ বর্ত্তমানয়ো স্তয়োঃ কৈঃ পানীয়ৈঃ সুযবসৈঃ শোভনতৃণৈঃ কন্দরৈঃ কন্দৈ র্মূলৈর্যথোচিতং। অতোঽয়মতি ধন্য ইতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মচ্চরণচিহ্নং নির্ঝরতৃণোদ্গমাদয়োশ্চ পুলকাদয়োঽপি প্রমোদব্যঞ্জকা জ্ঞেয়াঃ। অত্র রামপদ-প্রয়োগো ভাবগোপনার্থঃ। শ্লেষেণ রামো নীল চারু সিতে ত্রিষ্বপীত্যমরকোষঃ। রমণীয়ো যঃ কৃষ্ণস্তস্য। হে অবলা ইতি পতিপারবশ্যবর্তীনাং যুষ্মাকং তদাশ্রয়ণমেব বলং বুদ্ধ্যতে ইতি ভাবঃ যৎ যতঃ প্রমোদাদের হেতোঃ মানং তৎ প্রসাদনীং পূজাং তনোতি সহগোভি র্গণেন সখিসমূহেন চ বর্ত্তমানয়োস্তয়োঃ। কৈঃ। পানীয়ানি পাদ্যাচমনীয়পানার্থং সুগন্ধশীতলনির্ঝরজলানি তথা নৈবেদ্যার্থং পানীয়াঃ পেয়া মধ্বাম্রপীল্বাদিরসাশ্চ সুযবসানি-অর্ঘ্যার্থং দূর্ব্বা গবাং গ্রাসার্থং সুগন্ধসুকোমলপুষ্টিবর্দ্ধনদুগ্ধসম্পাদকানি তৃণানি চ। দীর্ঘ-ত্বমার্ষং। যদ্বা। পানীয়ং সুবতে ইতি পানীয়সূো নির্ঝরাশ্চ কন্দরা উপবেশশয্যাবিলাসা দ্যর্থং শীতোষ্ণসময়সুখদা গুহাশ্চ ভক্ষণার্থং কন্দমূলানি চ। তত্রত্য রত্নপর্য্যঙ্কপীঠপ্রদীপা-দর্শাদয়োঽপ্যুপলক্ষ্যন্তে ॥ ১৮ ॥

সহ তাঁহাদের উভয়ের সেবাসাধনার্থ সুমিষ্ট শীতল জল, নবীন তৃণ, কন্দ, মূল ও ফলাদি প্রদানে তাঁহাদের তৃপ্তি সাধন করিতেছে ॥ ১৮ ॥

আভাস।

শীতল জলপ্রবাহে স্রোতস্বতী পরিলক্ষিত হইতেছে, যাহার জল পান ও যাহাতে স্নান করিয়া তাঁহারা বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিতেছেন; উহা প্রকৃত স্রোতস্বতী নহে; উহা পর্ব্বতের প্রেমা-নন্দধারা সর্ব্বাঙ্গে প্লাবিত হইয়া সর্ব্বত্র পরিস্থত হইতেছে। গোবর্দ্ধনের দেহ প্রকৃত পাষাণ নহে; সে অতি কঠিন ও দুর্ভেদ্য বৈরাগ্যের আবরণে স্বীয় কলেবর আবৃত করিয়াছে; বিষয়ের মূল তাঁহার অন্তরে যাহাতে কোন মতে প্রবেশ করিতে না পারে, সেইজন্যই গোবর্দ্ধন এত সতর্ক। আমরা পতিপুত্রের বাসনামূলে পূর্ণান্তরা হইয়াই, সারনিধি শ্রীহরিকে একটু বসিবার স্থানও হৃদয়ে দিতে পারিতেছি না। আর গোবর্দ্ধন অন্তরে পূর্ণ হরিরূপ গ্রহণ করিয়া লোকশিক্ষার্থ সর্ব্বাঙ্গে হরিপাদচিহ্ন ধারণ করিয়াছে। ঐ দেখ! সে পাষাণ হইয়াও ভগবান এবং তাঁহার পার্ষদগণের সেবার্থ বিবিধ ফল, মূল জল এবং তৃণাদি মস্তকের

গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদারবেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রং॥

অন্বয়ঃ।

কিঞ্চ হে সখ্যঃ! গোপকৈঃ সহ অনুবনং গাঃ নয়তোঃ নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োঃ (নির্যোগা এব পাশাঃ তৈঃ কৃতং লক্ষণং গোপচিহ্নং যয়োঃ রামকেশবয়োঃ) কলপদৈঃ (কলানি মধুরাণি পদানি যেষু তৈঃ) উদারবেণুস্বনৈঃ (উদারৈঃ শ্রোতৃণাং পরমানন্দপ্রদৈঃ বেণুস্বনৈঃ) তনুভৃৎসু দেহধারিষু গতিমতাং অস্পন্দনং (স্থাবরধর্ম্মঃ তথা তরূণাং পুলকঃ রোমাঞ্চঃ (জঙ্গমধর্ম্মঃ অভূৎ ইতি তু) বিচিত্রম্॥

শ্রীধরস্বামী।

হে সখ্যঃ ইদং ত্বত্তি চিত্রং। গোপৈঃ সহ গাঃ বনে বনে সঞ্চারয়ন্তো স্তয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ মধুরপদৈঃ মহাবেণুনাদৈঃ শরীরিষু যে গতিমন্তস্তেষামস্পন্দনং স্থাবরধর্ম্মঃ তরূণাং পুলকো জঙ্গমধর্ম্ম ইতি। নির্যুজ্যন্তে গাব আভিরিতি নির্যোগাঃ পাদবন্ধনরজ্জবঃ অথ গবাং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কিঞ্চ, তত্রাভিসরণে বিলম্বে ন কার্য্য স্তস্যানুগবীনস্য বনান্তরগমনসম্ভবাদিত্যাহুঃ গা ইতি। গোপকৈরিত্যনুকম্পায়াং কন্। অতো গোপায়ন্তি কৃষ্ণং স্নেহাৎ পালয়ন্তীতি শ্লেষশ্চ প্রতিপ্রান্তরেব শ্রীযশোদয়া তথৈব তন্নিয়োগাৎ বনে বনে গাস্তয়োর্নয়তোঃ সতো-রিদং বিচিত্রং ভবতীত্যন্বয়ঃ। কিং তৎ। হে সখ্যঃ তনুভৃৎসু শরীরিষু মধ্যে যে গতিমন্ত-স্তেষাং বেণুস্বনৈরস্পন্দনং স্থাবরধর্ম্মঃ। তরূণাং পুলকো জঙ্গমধর্ম্ম ইতি। নির্যোগার্থ পাশো নির্যোগপাশঃ সচ চপলানাং বৎসানাং দোহনসময়ে গোবামজঙ্ঘাসঙ্গতা গলবন্ধন রজ্জুঃ। তেন কৃতলক্ষণয়োঃ সৌন্দর্য্যবিশেষলাভেন খ্যাতয়োঃ। গুণৈঃ প্রতীতেস্তু কৃত্ত-লক্ষণা হিতলক্ষণা বিত্যমরঃ। ততশ্চায়ং মুক্তাস্তবকজুষ্টাগ্রদ্বয়ঃ পীতপট্টময় উষ্ণীষবন্ধভূষণ-বিশেষ ইব গোপালকত্বব্যঞ্জকো দ্রষ্টৃণাং মনোমোহন এব জ্ঞেয়ঃ॥

দেখ সখি! ইহা বড়ই আশ্চার্য্যের বিষয় যে, রামকৃষ্ণ উভয় ভ্রাতা গোবন্ধনাদি রজ্জু শিরে বেষ্টন করত, সম্পূর্ণ গোপবেশে গোপালগণের সহিত এক বন হইতে অন্য বনে যখন বেণুবাদন পূর্ব্বক গাভীগণকে চারণ করাইতে-ছেন; তখন সেই বেণুরবে দেহধারী মাত্রের মধ্যে গতিবিশিষ্ট জঙ্গম প্রাণীর নিস্পন্দন জড়ভাব এবং স্থাবর বৃক্ষলতাদির হর্ষ পুলকাদি জঙ্গমভাবের পরিচয় বিশেষরূপ প্রতীত হইতেছে॥

আভাস।

হারা আহরণ করত, ভগবানকে সমর্পণ করিতেছে। আমরা কোমল-হৃদয়া কামিনী হইয়াও, একবিন্দু নেত্রবারি তাঁহার চরণে সমর্পণ করিতে সাহসী হইতেছি না॥ ১৮॥

এবম্বিধা ভগবতো যা বৃন্দাবনচারিণঃ।
বর্ণয়ন্ত্যো মিথো গোপ্যঃ ক্রীড়াস্তন্ময়তাং যযুঃ ॥ ১৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে শ্রীগোপিকাগীতং একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ২১ ॥ * ॥

অন্বয়ঃ।

বৃন্দাবনচারিণঃ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য এবম্বিধাঃ যাঃ ক্রীড়াঃ তাঃ মিথঃ পরস্পরং বর্ণয়ন্ত্যঃ গোপ্যঃ তন্ময়তাং কৃষ্ণৈকপরতাং যযুঃ ॥ ১৯ ॥

ইতি দশমে একবিংশঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ধর্ব্বার্থাঃ পাশাশ্চ তৈঃ কৃতং লক্ষণং চিহ্নং যয়োঃ শিরসি নির্যোগবেষ্টনেন স্কন্ধস্থপাশেন চ গোপপরিবৃঢ়শ্রিয়া বিরাজমানয়োরিত্যর্থঃ। গোপীনাং কামতঃ কৃষ্ণে নিঃসীমপ্রেমসঙ্গমঃ। কাত্যায়ন্যর্চ্চনোদ্ভূত তৎপ্রসাদমহোৎসবঃ ॥ ১৯ ॥

॥ * ॥ ইতি দশমে একবিংশঃ ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

উপসংহরন্তি। এবমিতি বৃন্দাবনচারিণো ভগবত এবম্বিধা অন্যা অপি যাঃ ক্রীড়া বর্ণয়ন্ত্যো বভুবুস্তন্ময়তাং তৎপ্রচুরতাং ক্রীড়াপ্রাচুর্য্যং যযুঃ প্রাপুঃ স্বকান্তবভিমন্যা তত্তৎক্রীড়াবত্যো বভুবুরিত্যর্থঃ। যদ্বা। অয়ন্তেঽভিনরন্তীত্যয়া গোপ্যঃ এবম্বিধা ভগবতঃ ক্রীড়া ভগবৎকর্ত্তৃকাঃ ভগবৎকর্ম্মকাশ্চ মিথো রহসি যযুঃ প্রাপুঃ ক্রীড়ন্ত্যা ক্রীড়য়ন্ত্যশ্চ বভুবুরিত্যর্থঃ। মিথোঽন্যোন্যং রহস্যপীত্যমরঃ। ততঃ পরং তন্ময়তাং ক্রীড়া তাদাত্ম্যমানন্দমোহঞ্চ প্রাপুঃ। ব্যাখ্যেয়মবশ্যোপাদেয়া অগ্রিমগ্রন্থে যর্হ্যম্বুজাক্ষেত্যত্র রয়াভিরমিতা ইত্যুক্তেঃ ॥ ১৯ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
একবিংশোঽত্র দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

এই প্রকার বৃন্দাবন-চন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় ক্রিয়া পরস্পরে বর্ণন করত, গোপীগণ সংসার কৃষ্ণময় অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

ইতি দশমে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

আভাস।

সখি রে! যদি কৃষ্ণলাভের এমনই সদুপায় বিবেচনা করিয়া থাক, তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই; চল! সত্বরই তথায় গমন করি। কারণ বিলম্ব করিলে, পাছে অন্য লোকে আমাদের অনুগমন করে বা স্বয়ং যশোদা কৃষ্ণান্বেষণে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে দেখিতে পান, অথবা কৃষ্ণই বিচরণ করিতে করিতে এক বন হইতে বনান্তরে প্রবেশ করেন, আমরা তাঁহার সন্ধান না পাই। অতএব এই সময়ে অতি সাবধানে আমরা

শ্রীশুক উবাচ ॥

হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ।
চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানা কাত্যায়ন্যর্চ্চনব্রতং ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীশুকঃ উবাচ। হেমন্তে ঋতৌ, প্রথমে (মার্গশীর্ষে) মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ (নন্দস্য ব্রজরাজস্য যে বংশবর্ত্তিনঃ গোপাঃ তেষাং কুমারিকাঃ হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ সত্যঃ কাত্যায়ন্যর্চ্চনব্রতং (কাত্যায়ন্যাঃ অর্চ্চনং ব্রতং) চেরুঃ চক্রুঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

দ্বাবিংশে গোপকন্যানাং বস্ত্রাহরণলীলয়া।
বরং দত্ত্বা গতঃ কৃষ্ণো যজ্ঞশালামিতীর্য্যতে ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দ্বাবিংশে চণ্ডিকাপূজা গোপীভির্বাসসাং হৃতিঃ।
সংলাপো বরদানন্তু স্তুতিঃ কৃষ্ণেন কীর্ত্ত্যতে ॥ * ॥

ব্যূঢ়ানাং শরদি কৃষ্ণানুরাগং বর্ণয়িত্বা অনূঢ়ানামপি গোপীনাং তমনুবর্ণয়ংস্তাসাং নিত্যসিদ্ধকৃষ্ণপ্রেয়সীভাবানামপি কৃষ্ণপ্রাপ্তি কামনয়া লোকরীত্যৈব হেমন্তে দেবীপূজামাহ

হেমন্তকালের প্রথমে অগ্রহায়ণ মাসে গোপবংশীয় কুমারিকাগণ হবিষ্যাশী হইয়া কাত্যায়নীর অর্চ্চন-ব্রত অনুষ্ঠান করিলেন ॥

আভাস।

তথায় গমন করিব। তদুত্তরে গোপিকা উত্তর করিলেন, "তাহাতে আমাদের চিন্তা নাই। কারণ শ্রীকৃষ্ণ যখন সুন্দর গোপবেশ ধারণ করত মোহন বেণুধ্বনি করিতে করিতে বনে বিচরণ করেন, তখন তাঁহার সেই রূপ ও বেণুধ্বনি শ্রবণ করিলে, এমন কোন্ জীব আছে যে, স্পন্দন রহিত না হইয়া আবার অগ্রসর হইতে পারে! এবং এমন কোন্ অচেতন পদার্থ আছে যে, হর্ষচিহ্ন পুলকাদি প্রদর্শন না করিয়া, ম্লানভাবে অবস্থিতি করিতে পারে? অতএব যদি কেহ আমাদের অনুসরণ করে, তাহারা কৃষ্ণরূপ দর্শনে আপনারাই স্তম্ভিত হইয়া সেই স্থানেই জড়ের ন্যায় অবস্থিতি করিবে; তজ্জন্য তাহাদের হইতে আমাদের ভয়ের আশঙ্কা কি? আর শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নয়নের অন্তরালে পালাইতে পারিবেন না! কারণ যে যে স্থান দিয়া তিনি গমন করিবেন, তত্রত্য বৃক্ষলতাদিই পুলকের দ্বারা তাঁহার প্রস্থানের পরিচয় প্রদান করিবে"।

এইরূপ গোপিনীগণ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রাদি বর্ণন করিতে করিতে সম্পূর্ণ আত্মহারা হইয়া, ব্রহ্মাণ্ড কৃষ্ণময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

ইতি দশম স্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়ের আভাস সমাপ্ত ॥

আপ্লুত্যাম্ভস্যি কালিন্দ্যা জলান্তে চোদিতেঽরুণে।
কৃত্বা প্রতিকৃতিং দেবীমানর্চ্চুর্নৃপ সৈকতীং॥
গন্ধৈর্মাল্যৈঃ সুরভিভির্বলিভির্ধূপদীপকৈঃ।
উচ্চাবচৈশ্চোপহারৈঃ প্রবালফলতণ্ডুলৈঃ॥ ১॥

অন্বয়ঃ।

হে নৃপ! অরুণে উদিতে (অরুণোদয়বেলায়াং) কালিন্দ্যাঃ যমুনায়াঃ অম্ভসি জলে আপ্লুত্য স্নাত্বা জলান্তে জলস্য তীরে, সৈকতীং বালুকাময়ীং, প্রতিকৃতিং কাত্যায়নীপ্রতীমাং কৃত্বা (তাং) দেবীং গন্ধপুষ্পাদিভিঃ আনর্চ্চুঃ পূজয়ামাসুঃ।

গন্ধৈঃ চন্দনাদিভিঃ, সুরভিভিঃ মাল্যৈঃ ধূপদীপকৈঃ বলিভিঃ নারিকেলাদিভিঃ উচ্চাবচৈঃ উত্তমমধ্যমৈঃ চ উপহারৈঃ প্রবালফলতণ্ডুলৈঃ পূজয়ামাসুঃ॥ ১॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রথমে মাসি মার্গশীর্ষে॥ ১॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হেমন্তে ইতি। প্রথমে মার্গশীর্ষে তাসাং কৃষ্ণকান্তানাং ভেদত্রয়মিদং শ্রীহরিবংশ বিষ্ণুপুরাণ-ব্রহ্মপুরাণাদাবপি দৃষ্টং। যূথতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সঙ্কাল্য কালবিদিত্যাদিভিঃ॥

বলিভির্ব্বস্ত্রভূষণনৈবেদ্যাদ্যুপচারৈঃ॥ ১॥

হে নরেন্দ্র! গোপনন্দিনীরা অরুণোদয়কালে যমুনাজলে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করিয়া জলের সমীপবর্ত্তী তীরে বালুকাময়ী কাত্যায়নী মূর্ত্তি গঠন করত গন্ধ, মাল্য, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বিবিধ ফল ও নানাপ্রকার উপহার প্রদানে পূজা আরম্ভ করিলেন॥ ১॥

আভাস।

দ্বাবিংশ অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গোপকন্যাদিগের বস্ত্রাহরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বরদান ও যজ্ঞশালায় গমনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে॥

পতিবিশিষ্টা নারীগণের কৃষ্ণানুরাগ পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণন করিয়া, শুকদেব অনূঢ়া কার্ম্মিনী-গণের অনুরাগ বর্ণন করিয়াছেন; তন্মধ্যে নিত্যসিদ্ধা কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের তৎপ্রাপ্তি-কামনায় লোক-ব্যবহার অনুসারে হেমন্তের প্রারম্ভে দেবীপূজনের প্রকার তিনি বর্ণন করিয়াছেন। এই কৃষ্ণকান্তাগণের ভেদ হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও ব্রহ্মপুরাণাদিতে বিশেষ বর্ণিত আছে॥ ১॥

ভগবৎপ্রাপ্তির প্রধান উপায়ই প্রেম; এক প্রেমের আকর্ষণে জীব ঈশ্বরাভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া, পরমানন্দ লাভ করে। কিন্তু সেই প্রেমের উদয় ত সাধারণের অদৃষ্টে ঘটে না; প্রেম হইলে জীবমাত্রেই এই জন্মমরণরূপ দারুণ সংসার-প্রবাহ হইতে অনায়াসে

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥

অন্বয়ঃ।

হে মহামায়ে (ভগবতোঽচিন্ত্যকার্য্যসম্পাদনশক্তিরূপে) মহাযোগিনি অধীশ্বরি দেবি

শ্রীধরস্বামী।

মহামায়ে ইত্যাদিসম্বোধনৈ স্তব ন কিঞ্চিদশক্যমিতি সূচয়ন্তো মে ইতি প্রত্যেকং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হে কাত্যায়নি নন্দগোপসুতং মে পতিং কুরু। ননু কুর্ব্বিত্যনেন ময্যেব কিমিতি তত্র স্বাতন্ত্র্যমর্প্যতে। অহন্তু তদর্থং ত্বৎপিতরৌ প্রেরয়িষ্যামি মাত্রং তস্মাৎ কারয়েতি দেহীতি বা প্রযুজ্যতামিত্যাশঙ্ক্য সবৈকল্যমাহ। হে মহাযোগিনীতি তেন সংযোগস্যৈব শীঘ্রং সম্পাদ্যো নতু পিত্রাদিব্যবধানোপদ্রবেণ। পরমোৎকণ্ঠাবতীভিরস্মাভিঃ কালবিলম্বস্যাসহত্বাৎ। কৃষ্ণস্য সম্প্রত্যনুপনীতত্বেন বিবাহাযোগাত্বাৎ। হে দেবি মুখ্যং বিবাহং বিনৈব কেবলগান্ধর্ব্ববিবাহেনৈব মে পতিং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। অধীশ্বরীতি তত্র তব কিমপ্যশক্যং নাস্তীতি ভাবঃ। ননু তব কৃষ্ণে পতিভাবস্য ত্বৎপিতৃভ্যামজ্ঞাতত্বে তদভীষ্টঃ কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গঃ কথং সাধু সেৎস্যতীত্যতআহ মহামায়ে মায়য়া মৎপিতরৌ তথা মোহয় যথা কদাচিদপি গোপান্তরেণ মদ্বিবাহস্তাভ্যাং ন ভাব্যতে কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গরহস্যঞ্চ নচ জ্ঞাতুং শক্যতে। যদ্বা। দীব্যন্তি ক্রীড়ন্তি দেবয়তি ক্রীড়য়তি বা দেবী স চাসৌ পতিশ্চেতি তং। তাদৃশং পতিত্বং বিবাহং বিনৈব সিদ্ধ্যতীতি মম গোপান্তরব্যূঢ়ত্বেঽপি ন কাপি ক্ষতিরিতি ভাবঃ। ইত্যেবং

পূজাকালে ভগবতীর নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেন, হে সর্ব্বযোগে-

আভাস।

নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিত। প্রেমের অভাবই এই যাবতীয় অনর্থের মূল। অতএব শান্তি পাইতে হইলে, প্রেমলাভের আয়োজন করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। রোগীকে সুস্থ করিতে হইলে, সুস্থাবস্থার প্রতিবন্ধক রোগকে নিরূপণ করত, ভিষকের আশ্রয় গ্রহণই যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য, সেইরূপ সংসারের মূল কারণ প্রেমপ্রতিবন্ধক অজ্ঞানকে নিবারণ করিবার জন্য জগৎপ্রসবিনী মহামায়া জগদম্বিকার শরণাগত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানই মহামায়ার নিকট শরণাগত হইবার প্রণালী। অবশ্যকর্ত্তব্য বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তমালিন্য বিদূরিত হইয়া নিশার অবসানে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয়ের ন্যায়, ভগবৎপ্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বেই অনুষ্ঠাতার হৃদয়ে নিরুপাধি প্রেমের উদয় হইয়া থাকে। এখানে ব্রজকুমারীগণ কৃষ্ণপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় তদীয় শক্তি যোগমায়ার পূজনে নিযুক্ত হইয়া, কৃষ্ণপ্রাপ্তি প্রার্থনা করিয়াছেন। এই মহামায়া চৈতন্যশক্তির বিলাসরূপা বিষ্ণুর অচিন্ত্য যোগমায়া শক্তিমাত্র বলিয়া নারদ-পঞ্চরাত্রে অভিহিত আছে; মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী ব্রহ্মশক্তিস্বরূপা পরমা বিদ্যাই দুর্গানামে

ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তাঃ পূজাঞ্চক্রুঃ কুমারিকাঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।

কাত্যায়নি! নন্দগোপসুতং মে মম পতিং কুরু; তে তুভ্যং নমঃ। ইতি মন্ত্রং জপন্ত্য তাঃ কুমারিকাঃ পূজাং চক্রুঃ ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রার্থয়ন্তে ॥ ২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রত্যেকং মন্ত্রার্থং পৃথক্ পৃথক্ বিচিন্ত্যেত্যর্থঃ। ইয়ং তাভিরুপাসিতা চিচ্ছক্তিবৃত্তি-স্বরূপভূতা যোগমায়ৈব নতু বহিরঙ্গা মায়া যদুক্তং নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসম্বাদে। জানাত্যেকা পরা কান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা। যা পরা পরমা শক্তির্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী। যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ। মুহূর্ত্তাদ্দেবদেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা। একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্বভাবা শ্রীকুলেশ্বরী। অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদি দেবোঽখিলেশ্বরঃ। অস্যা আবরিকাশক্তির্মহামায়াখিলেশ্বরী। যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিন ইতি। অতঃ সর্ব্বেষু কৃষ্ণমন্ত্রেষু দুর্গাধিষ্ঠাতৃদেবতেত্যাগমে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা চিচ্ছক্তিবৃত্তিঃ কৃষ্ণভগিন্যেকানংশাভিধানা যোগমায়ৈব মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী সৈব খল্বাভিরুপাসিতা দুর্গা মহা-মায়েত্যাদি নামাদিসাম্যেনৈব লোকানাং ভ্রমো ভবতীতি জ্ঞেয়ং। ব্রজস্থ লোক বল্লীলত্বান্মায়োপাসনেঽপি ন দোষঃ। অত্র কেচিদনন্যন্যা যদন্যথা মন্যন্তে ন তে তদীয়প্রেমগন্ধসম্বন্ধগন্ধবাহমপি স্পৃশন্তীতি শ্রীবৈষ্ণতোষণী ॥ ২ ॥

ঐশ্বর্য্যসমন্বিতে মহামায়া কাত্যায়নি! আপনি নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে আমার পতিরূপে মিলাইয়া দিন! আপনাকে প্রণাম করি ॥ ২ ॥

আভাস।

অভিহিত হইয়াছেন। এই মূলশক্তির জ্ঞান হইলেই পরাৎপর পরমাত্মা জনার্দ্দনকে লাভ করা যায়। সর্ব্বপ্রেমস্বরূপিণী শ্রীকুলেশ্বরী মহামায়ার অনুগ্রহ না হইলে, ভগবৎ-প্রাপ্তি নিতান্তই অসম্ভব; এই মূলা প্রকৃতির বিদ্যা ও অবিদ্যা নামে দ্বিবিধ রূপ আছে। অবিদ্যা দ্বারা জীবের সংসার এবং বিদ্যার দ্বারা মায়া জীবের আত্মস্বরূপ আবৃত করত, বিক্ষেপশক্তির প্রয়োগে বিক্ষিপ্ত করিয়া জীবকে সুধার অন্বেষণে গরলে প্রেরণ করেন। যাঁহারা সেই মহামায়ার প্রিয়পাত্র হইতে পারেন, তাঁহাদের আর মায়াপতির অনুগ্রহ লাভের অপেক্ষা থাকে না। অনুষ্ঠানবতী ব্রজকুমারীরা কাত্যায়নী পূজায় অভিনিবিষ্টা হইয়া তৎসন্নিকটে প্রার্থনা পূর্ব্বক বলিলেন, হে দেবি! নন্দগোপ-পুত্রকে আমাদের পতি করুন। ইহাতে আমাদের পিতা মাতা বা কৃষ্ণের পিতামাতাকে মধ্যবর্ত্তী রাখিবেন না। তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে অতি সত্বর মিলনই আমাদের প্রার্থনা। তাঁহারা জানিতে পারিলে, শ্রীকৃষ্ণের উপনয়ন কালাবধি প্রতীক্ষা হইবার সম্ভাবনা; সে প্রতীক্ষা

এবং মাসং ব্রতঞ্চেরুঃ কুমার্য্যঃ কৃষ্ণচেতসঃ।
ভদ্রকালীং সমানর্চ্চুর্ভূয়ান্নন্দসুতঃ পতিঃ ॥ ৩ ॥
উষস্যুত্থায় গোত্রৈঃ স্বৈরন্যোন্যা বদ্ধবাহবঃ।
কৃষ্ণমুচ্চৈর্জগুর্যান্ত্যঃ কালিন্দ্যাং স্নাতুমন্বহং ॥

অন্বয়ঃ।

এবং উক্তপ্রকারেণ মাসং (ব্যাপ্য) ব্রতং আহারাদিনিয়মং চেরুঃ। নন্দসুতঃ পতিঃ ভূয়াৎ (ইতি মনসি সংপ্রার্থ্য) কৃষ্ণচেতসঃ কুমার্য্যঃ ভদ্রকালীং সমানর্চ্চুঃ পূজয়ামাসুঃ ॥ ৩ ॥

অন্বহং প্রতিদিনং উষসি প্রাতঃকালে উত্থায় স্বৈঃ গোত্রৈঃ বর্গৈঃ নামভিঃ সহ অন্যোন্যাঃ বদ্ধবাহবঃ পরস্পরং গৃহীতহস্তাঃ কালিন্দ্যাঃ স্নাতুং যাত্যঃ গচ্ছন্ত্যঃ তাঃ উচ্চৈঃ কৃষ্ণং জগুঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কৃষ্ণচেতস্ত্বমেবাহ ভূয়ান্নন্দসুতঃ পতিরিত্যানর্চ্চুরিতি ॥ ৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্দসুতঃ পতির্ভূয়াদিতি সঙ্কল্পেতি শেষঃ ॥ ৩ ॥

আপ্লুত্যান্তসীত্যুক্তং তৎ পূর্ব্বক্রমমনুস্মৃত্যাহ উষসীতি। স্বৈঃ স্বৈর্গোত্রৈর্নামভিঃ অয়ি ধন্যে! কুত্রাসি কিমিতি বিলম্বসে ইত্যেবমাহূতা ইত্যর্থঃ। কদাচিদিতি ব্রতপূর্ণদিনে পৌর্ণমাস্যামেব এবং মাসং ব্রতং চেরুরিত্যনন্তরোক্তত্বাৎ। অত এবোৎসবার্থং কুমারীভি-

---

কৃষ্ণান্তঃপ্রাণা কুমারিকাগণ তাদৃশ কঠোর ব্রতাবলম্বনে এক মাস পর্য্যন্ত কাত্যায়নী ভদ্রকালীর পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

তাঁহারা প্রত্যহ উষাকালে গাত্রোত্থান করত, দলে দলে মিলিত হইয়া পরস্পরে হস্তধারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের গুণগাথা গান করিতে করিতে স্নানার্থ যমুনায় গমন করিতেন ॥

আভাস।

আমাদের আর সহ্য হইতেছে না। আপনি মহামায়া; সকল যোগের অধীশ্বরী! এ কার্য্য আপনার দ্বারাই হওয়া সম্ভব। আমাদের পিতামাতাকে এরূপ মোহিত করিবেন যেন, পরে তাঁহারা অন্য গোপের সহিত আমাদের বিবাহ না দেন। কিন্তু যদিও দেন, তাহাতেও ক্ষতি নাই, একবার কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়া যদি আমাদের অনন্ত দুঃখও ভোগ করিতে হয়, তাহাও মঙ্গল ॥ ২ ॥

কৃষ্ণচেতা গোপকুমারীগণের আর অধিক কাল যত্ন করিতে হয় নাই; এক মাসের মধ্যেই তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছিল। ৩।

এই প্রকারে প্রত্যহ কামিনীগণ উষাকালে গাত্রোত্থান করত পরস্পরকে সম্বোধন পূর্ব্বক জাগাইয়া দলবদ্ধ হইয়া যমুনাভিমুখে গমন করিত। অনন্তর এক মাস ব্রতানুষ্ঠানের পর ব্রতপূর্ণ দিবস পৌর্ণমাসী তিথিতে তাহারা নিত্যসিদ্ধা বৃষভানুনন্দিনী প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ

নদ্যাঃ কদাচিদাগত্য তীরে নিঃক্ষিপ্য পূর্ব্ববৎ।
বাসাংসি কৃষ্ণং গায়ন্ত্যো বিজহ্রুঃ সলিলে মুদা ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।

কদাচিৎ পূর্ব্ববৎ আগত্য নদ্যাঃ তীরে বাসাংসি নিঃক্ষিপ্য সংস্থাপ্য, মুদা হর্ষেণ, কৃষ্ণং গায়ন্ত্যঃ সলিলে বিজহ্রুঃ বিহারং চক্রুঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ব্রতস্য পূর্ব্বাঙ্গমাহ উষসীতি। গোত্রৈর্নামভিঃ অন্যোন্যা বদ্ধবাহবঃ পরস্পরং গৃহীতপাণয়ঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্তাভিঃ সমানবাসনত্বেন প্রণয়াস্পদীভূতা বৃষভানুনন্দিন্যাদ্যা অপি নিমন্ত্র্যানীতাঃ পূজাসমাপ্ত্যনন্তরং তাভিঃ সহৈবাবভৃথস্নানোদ্দেশ্যোঽয়ং জলবিহারো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৪ ॥

একদিন তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় যমুনার তীরে বস্ত্রাদি রাখিয়া যেমন প্রফুল্লচিত্তে জলে অবগাহন পূর্ব্বক জলক্রীড়া করিতেছিলেন ॥ ৪ ॥

আভাস।

পূর্ব্বক আনয়ন করত, একত্র ব্রত উদ্‌যাপন পূর্ব্বক সানন্দে জলে অবগাহন করত যখন জলক্রীড়া করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের লজ্জাবরণ বস্ত্রাদি সমস্তই তীরে রক্ষিত হইয়াছিল ॥ ৪ ॥

এদিকে ভারবাহী শ্রীহরি গোপিকাগণকে ভাবানুরূপ ফল প্রদানার্থ তাহাদের অজ্ঞাতসারে বয়স্য শিশুগণে পরিবৃত হইয়া, তত্রস্থ কদম্ব-তরুর মূলে উপনীত হইলেন। এস্থলে "যোগেশ্বরেশ্বর" বলিয়া তাৎকালিক কার্য্য সম্পাদনার্থ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যেরই বর্ণন করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে কেবল শৈশব বয়স অতিক্রম করিয়া কিশোরাবস্থায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। ওরূপ বয়সে কলিগ্রস্ত নরবালকের হৃদয়েও মিথুনভাবের উদয় হয় না এবং তাদৃশ অল্পবয়স্ক শ্রীকৃষ্ণে ব্রজনারীগণের যে প্রতিভাব তাহাও সামান্য প্রাকৃতিক সম্বন্ধে কখন ঘটে না; এবং অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম হইতেও ন্যূনবয়স্ক বালকের হৃদয়ে ওরূপ নারীমাত্রেরই মনোমুগ্ধকর প্রেমসম্ভাষণ ও প্রীতিপ্রদ আচরণের অনুষ্ঠান কখনই সম্ভব নহে। কৃষ্ণপ্রেম প্রাকৃতিক নহে; সুতরাং তন্নিমিত্ত বয়সের অনুরূপ দেহ বা কার্য্যের কোন অপেক্ষা ছিল না। সে প্রেম সাংসারিক কোন পদার্থের অপেক্ষা না করিয়া, আপন হইতেই হৃদয়ে উদিত হয়; এবং সাংসারিক বস্তুসম্বন্ধের ন্যায়, ক্ষণকালের নিমিত্ত চরিতার্থতার সিদ্ধি ঘটিয়াই অন্তর্হিত হয় না; বরং চরিতার্থতার আশয়ে প্রাকৃতিক উৎকণ্ঠার ন্যায়, ভগবৎপ্রেম ভক্তহৃদয়কে প্লাবিত করিয়া ফেলে। প্রভাকর জলদের অন্তরালে অবস্থিতি করায়, শীতার্ত্ত রোগীর পক্ষে দিবাভাগেও প্রভাপ্রদানে তৃপ্তিকর হন না; এক মেঘই গগন ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়া রোগীকে ক্লেশ দেয়। এস্থলে মেঘাপসারণ বিশেষ

ভগবাংস্তদভিপ্রেত্য কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ ।
বয়স্যৈরাবৃতস্তত্র বৃতস্তৎকর্ম্মসিদ্ধয়ে ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ ।

যোগেশ্বরেশ্বরঃ [যোগেশ্বরাণাং অপি ঈশ্বরঃ] ভগবান্ কৃষ্ণঃ তৎ [স্বপ্রাপ্ত্যর্থং ব্রতাচরণপূর্ব্বকং দেব্যারাধনং] অভিপ্রেত্য জ্ঞাত্বা তৎকর্ম্মসিদ্ধয়ে [তাসাং কর্ম্মসিদ্ধয়ে] বয়স্যৈঃ বৃতঃ সন্ তত্র আগতঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

যোগেশ্বরাণামীশ্বর ইতি প্রত্যেকং তাদৃঙ্মনোরথপূরণসামর্থ্যং দর্শয়তি তাসাং কর্ম্মনঃ সিদ্ধয়ে ফলদানায়েতি ॥ ৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

যোগেশ্বরাণামপীশ্বর ইত্যনেন সর্ব্বজ্ঞত্বং । তাসাং প্রত্যেকং তাদৃঙ্মনোরথপূরণসামর্থ্যং । তাভিঃ স্বেক্ষণপথে এব স্থাপিতানামখিলানামপি বস্ত্রাণাং চৌর্য্যসামর্থ্যং । প্রাণত্যাগাদপি তাদৃশলজ্জাত্যাগমধিকং নিশ্চিন্বতীনাং তাসাং কুলকুমারীণাং জলাদুত্থাপনস্বপ্রণমনাদি সামর্থ্যং দৃঢ়সর্ব্বাঙ্গানাং রহঃপ্রাপ্তানাং স্ববশ্যানামপি তাসাং তাদাত্মিকসম্ভোগাভাবসামর্থ্যঞ্চ দ্যোতিতং । বয়স্যৈর্বৃত ইতি বালৈরিতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ । দ্বিত্রবর্ষীয়াঃ স্ত্রীপুংসভেদবিবেকশূন্যাঃ পৃথুকা দিগ্বাসস এব সখিত্বেনাভিমতাঃ । গোচারণাদাবপি কৃষ্ণসঙ্গং অত্যজন্তো জ্ঞেয়াঃ । যদুক্তং ক্রমদীপিকায়াং । জঙ্ঘান্তপীবরকটীরতটীনিবদ্ধব্যালোলকিঙ্কিণিঘটাঘটিতৈরটদ্ভিঃ । মুগ্ধৈস্তরক্ষুনখকল্পিতকণ্ঠভূষৈরব্যক্তমঞ্জুবচনৈঃ পৃথুকৈঃ পরীতং ॥ ইতি বৈষ্ণবতোষণ্যাং তেতু দামসুদামবসুদামকিঙ্কিণয়ঃ কৃষ্ণান্তঃকরণরূপাস্তে গৌতমীয়তন্ত্রদৃষ্ট্যা ইত্যুক্তং ॥ ৫ ॥

যোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, ব্রতানুষ্ঠানের ফল প্রদানার্থ বয়স্য বালকগণে পরিবৃত হইয়া, তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৫ ॥

আভাস ।

প্রয়োজনীয় হইলেও যেমন রোগীর আয়ত্তাধীন নহে ; সূর্য্যদেবই স্বীয় জ্যোতিঃ বিকীরণে মেঘরাশিকে ইতস্ততঃ শুষ্ক করত, স্বীয় প্রভার বিস্তারে জগতের শৈত্যক্লেশ নিবারণ করেন, ভগবান্ জনার্দ্দনও ভক্ত এবং ভগবান্ এই উভয়ের অন্তরালবর্ত্তী ক্লেশাবরণ উন্মোচন করত, ভবরোগাক্রান্ত ভক্তকে সংসারদুঃখ হইতে নিস্তার করেন । এদিকে কুমারীগণ জলাবগাহন কালে আপনাপন চক্ষুর সন্নিকটে স্ব স্ব পরিধেয় বসন রাখিয়া গিয়াছিলেন ; এবং জলক্রীড়াকালে আপনাদের বস্ত্রের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি ছিল । কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! শ্রীকৃষ্ণ কয়েকটী শিশুকে মাত্র সঙ্গে লইয়া তথায় আগমন করিলেন, এবং সকলের অজ্ঞাতসারে সমস্ত বস্ত্র একাকী সংগ্রহ করত, কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া ব্রজবালিকাগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, ওহে ব্রজবালিকারা ! এই কদম্বশাখায় এস বস্ত্র লহ

তাসাং বাসাংস্যুপাদায় নীপমারুহ্য সত্বরঃ।

অন্বয়ঃ।

[ততঃ] তাসাং বাসাংসি উপাদায় গৃহীত্বা, সত্বরঃ নীপং কদম্বং, আরুহ্য হসদ্ভিঃ বালৈঃ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হসদ্ভির্বালৈরিত্যতিবাল্যান্নিষ্কারণহাস্যবদ্ভিস্তৈঃ সহ প্রকর্ষেণ হসন্নিতি হাস্যশব্দেনৈব তাঃ স্মরবধাপয়ন্নিতি ভাবঃ। পরিহাসমিতি ভো ব্রজবালিকাঃ অত্র কদম্বশাখাস্বেতাবন্তি বস্ত্রাণি কেন নিবদ্ধ্য স্থাপিতানি যূয়ং কিং জানিথ ন বা। ময়া তু গাশ্চারয়তা দূরাদেব দৃষ্ট্বা কিমপ্যস্মাকীনঃ কদম্বোঽদ্য বিচিত্র্য বাসাংস্যেব পুষ্পফলানি দধারেত্যাশ্চর্যাদর্শনোল্লসিতেন দ্রুতমাগত্যারুহ্যতেতি। নন্বু ভো অস্মদীয়ান্যেবৈতানি বাসাংসি মৈবং তর্হি কথমেতাবদুচ্চকদম্বশাখামারূঢ়ানি। নন্বু ভো স্বয়ৈব চোরয়িত্বা আরোহিতানি। সত্যং সত্যমেতাবন্তমপি পরিবাদং দাতুং বলং ধত্তে; নন্দস্য রাজ্ঞঃ পুত্রোঽহং চৌরস্তদদা যূয়ং মথুরাস্থস্য কংসরাজস্য পার্শ্বং যিষ্যাসথেত্যনুমীয়তে। নন্বু ভো মাক্রুধ। বস্ত্রাণ্যেব নিভাল্য বিচারয় কিমেতানি স্ত্রীবস্ত্রাণি পুংবস্ত্রাণি বা। সত্যমযি ধীমত্যো নিভানিভানোতানি স্ত্রী-

এবং তীরস্থিত কুমারীদের বস্ত্রসমূহ লইয়া সত্বর তন্নিকটবর্ত্তী কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন, ও সহচারী বালকদের সহিত হাসিতে হাসিতে পরি-

আভাস।

রাখিয়া গিয়াছে, তাহা কি তোমরা জান? আমরা গোধন চরাইতে চরাইতে অতি দূর হইতে দেখিলাম যেন, আমাদের কদম্ব বৃক্ষটী আজ ফলপুষ্পরূপে এই সমস্ত বিচিত্র বসন বুঝি ধারণ করিয়াছে, সেই নিমিত্ত এত উৎসাহ সহকারে এই বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছি। দেখো! তোমরা আবার যেন বলিও না যে, বস্ত্রগুলি তোমাদের; কারণ তাহা হইলে এত উচ্চ দেশে কিরূপে আনীত হইল। আমি তোমাদের বসন চুরি করিয়া আনিয়াছি একথা বলিবার সাহস তোমাদের কখনই সম্ভব নহে। যেহেতু, আমি নন্দরাজের প্রিয় পুত্র; আমার কি কিছুর অভাব আছে যে, আমি এরূপ গর্হিতাচরণ করিব! তথাপি যদি তোমরা আমার প্রতি এই অন্যায় অভিযোগ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাদিগকে কংসরাজের নিকট দণ্ডিত হইতে হইবে। তখন বালিকাগণ শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কৃষ্ণ হে! একবার বস্ত্রগুলির প্রতি অবলোকন করিয়া সত্যাসত্য নির্ণয় কর। দেখ! ওগুলি সমস্তই নারীর পরিধেয়। এই নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে আমরা বিবস্ত্রা নারী এবং একা পুরুষই তুমি। তখন তোমার হস্তে যে নারীর বস্ত্র সে কি আর তোমার নিজের হইতে পারে? ইহা অবশ্যই আমাদের, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিশেষত এই নির্জ্জন বিপিনে আমরা ব্যতীত অন্য কোন ললনাজনের সমাগম হয় না। আমরাই কেবল ভগবতী দুর্গার অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত এই নির্জ্জন দেশে আসিয়া থাকি; সুতরাং ও বস্ত্রগুলি আমাদের; অন্য কাহারও নহে। কৃষ্ণ বলিলেন, তোমরা জান না, গুরুতর নিশীথ

হসদ্ভিঃ প্রহসন্ বালৈঃ পরিহাসমুবাচহ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।

সহ প্রহসন্ পরিহসন্ উবাচ ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নীপং কদম্বং বালৈঃ সহ ॥ ৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বস্ত্রাণ্যেব। তৎ কিং জগত্যস্মিন্ যূয়মেব স্ত্রিয়ঃ স্থঃ অন্যাঃ স্ত্রিয়ো ন সন্তি। নন্থ ভোঃ সন্ত্যেব কিন্ত্বত্র নির্জ্জনে বনে অস্মান্ ব্রজবালা বিনা কাঃ খল্বন্যা আয়ান্তি। অয়ি রহঃ সঞ্চারিণ্যঃ কিং ভবত্য এব রহসি খেলন্তি নান্যাঃ। নন্থ ভোঃ অন্যথা বিদ্বন্ বয়ং খেলিতুমত্র নৈবাগচ্ছামঃ কিন্তু কদম্বদেবতাং দুর্গাং পূজয়িতুং। কিং স্ত্রো দুর্গাপূজিকা যূয়মেব নান্যাঃ। সত্যং নান্যা এব। অয়ি মুগ্ধাঃ প্রতি নিশীথমেব বৈমানিকীভি র্দেবীভিরত্রাগত্য দুর্গাদেবী পূজ্যতে। নন্থ ভোঃ পূজয়ন্ত নাম দেবীং বস্ত্রাণি ত্যক্ত্বা তাঃ কথং গতাঃ। অয়ি বালাস্তত্বং ন জানীথ অদ্য রজন্যাং পুনঃ পূজয়িষ্যন্তীভিস্তাভিঃ স্নাত্বা পরিধাতুং রক্ষিতানি। ভোঃ কৃষ্ণ ত্বমেব তত্ত্বং ন জানাসি। অদ্য দিন এব পূজয়িষ্যন্তীভিরস্মাভিরেব স্নাত্বা পরিধাতুং বন-দেবতাদ্বারা উচ্চশাখোপরি বস্ত্রাণি রক্ষিতানীতি ॥ ৬ ॥

হাস পূর্ব্বক বলিলেন ॥ ৬ ॥

আভাস।

কালে দেবকন্যারা অর্ঘ্যপ্রদার্থ এই স্থানে আগমন করেন; তাঁহারাই স্নানানন্তর বস্ত্র পরিবর্ত্তনের জন্য এই কদম্ব বৃক্ষে বস্ত্র রাখিয়া যান। অতএব এ বস্ত্র তাঁহাদের; তোমাদের কখনই নহে। তখন গোপিকারা বলিলেন, হে কৃষ্ণ! মূল কথা তুমি জান না। অদ্য আমরা পূজার জন্য বস্ত্র সমস্ত তীরে রাখিয়া জলে অবগাহন করিয়াছিলাম; বোধ হয়, কদম্বচারী বনদেবতাই ঐ বস্ত্রগুলি লইয়া কদম্বোপরি রাখিয়া গিয়াছেন ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

তখন কৃষ্ণ বলিলেন, এখন বোধ হইতেছে যে, এ তোমাদেরই বস্ত্র বটে; কিন্তু তাহা হইলেও কাহার কোন্ বস্ত্র, তাহাত আমি জানি না; পরের সম্পত্তি পরকে দেওয়া, বিধেয় নহে। তবে তোমরা একে একে এখানে আগমন করিয়া স্ব স্ব বস্ত্র চিনিয়া লও এবং আমি যে, এত যত্ন পূর্ব্বক তোমাদের বস্ত্র রক্ষা করিতেছি, তাহার পারিতোষিক স্বরূপ প্রত্যেকে এক গাছি করিয়া মালা আমার গলদেশে অর্পণ কর। দেখ! একজন আসিয়া সকলের বস্ত্র চাহিলে দিব না। কারণ, কি জানি! লোভ বশত তিনি যদি অন্যের বস্ত্রও আপনার বলিয়া অপহরণ করেন। অতএব সকলকেই আসিয়া লইতে হইবে। যদি বল! তোমরা ভ্রষ্টক্লিষ্ট; এ স্থানে আগমনের সামর্থ্য নাই। কিন্তু কি করিবে! আমি তাহা না হইলে, কিছুতেই দিব না। বিশেষত দেখ! এক্ষণে আমি প্রবল; তোমরা দুর্ব্বল। অগত্যা আমার আজ্ঞা পালন করিতেই হইবে। যদি বল! আমি কপটী; আমার কথায় তোমাদের বিশ্বাস কি? পরে তোমরা এখানে আগমন করিলেও যদি না দিই, তাহার

অত্রাগত্যাবলাঃ কামং স্বং স্বং বাসঃ প্রগৃহ্যতাং।
সত্যং ব্রুবাণি নো নর্ম্ম যদ্‌যূয়ং ব্রতকর্শিতাঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।

হে অবলাঃ! অত্র আগত্য কামং (স্বেচ্ছয়ৈব) স্বং স্বং বাসঃ প্রগৃহ্যতাং ইদং সত্যং এব ব্রুবাণি নো নর্ম্ম পরিহাসং, যৎ যস্মাৎ যূয়ং ব্রতকর্শিতাঃ ব্রতেন কর্শিতাঃ), শ্রান্তাঃ এবম্ভূতাসু নর্ম্মবচনং নোচিতমিত্যাশয়ঃ ॥ ৭।

শ্রীধরস্বামী।

হে অবলাঃ নো নর্ম্ম ন পরিহাসো যস্মাৎ যূয়ং ব্রতশ্রান্তাঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হ শব্দোক্তং স্পষ্টং পরিহাসমাহ অত্রেতি। সত্যং যুষ্মাকমেবৈতানি বস্ত্রানি চেৎ কামং যথেষ্টমেবাত্রাগত্য স্বং স্বং পরিচিত্য মৎপ্রত্যয়ার্থং শপথং কৃত্বা ধনরক্ষকায় মহ্যং পারিতোষিকমেকৈকং হারং দত্ত্বা বাসো গৃহ্যতাং। স্বং স্বমিতি সর্ব্বাভিরেবাগত্য নত্বেকয়া দ্বিত্রাভির্বা আগত্য বস্ত্রলোভবতীনাং স্ত্রীণামধিকগ্রহণস্যাপি সম্ভবিষ্ণুত্বাৎ। ননু গন্তুং ন শক্নুমস্তত্র সহাসমাহ। হে অবলাঃ মন্যে ব্রতকার্শ্যাদেবাত্রাগন্তুং ন শক্নুথেতি ভাবঃ। যদ্বা। তর্হি ন দাস্যামি প্রবলস্য মম কিং কর্ত্তুং শক্নুথেতি ভাবঃ। ননু কপটিনস্তবোক্তৌ ন প্রতীমস্তত্রাহ সত্যং তথ্যমেব ব্রুবাণীত্যর্থং ব্রবাণীত্যপি ক্বচিৎ পাঠঃ। যদ্বা। সত্যং শপথং কৃত্বা ব্রবীমি। সত্যং শপথতথ্যয়োরিত্যমরঃ। নতু নর্ম্ম যতো ব্রতেন কৃশীকৃতা যূয়ং। তপস্বিনীষু যুষ্মাসু দয়াভক্তিশ্চ ধর্ম্মভয়কোৎপন্নতস্তইতি ভাবঃ। ৭ ॥

দেখ অবলাগণ! তোমরা সকলে এখানে আগমন করিয়া, আপন আপন বস্ত্র লইয়া যাও; তাহাতে আমাদের কোন নিষেধ নাই। ইহা আমি সত্যই বলিতেছি; কারণ তোমাদের ন্যায় এরূপ ব্রতক্লিষ্ট নারীর সহিত ওরূপ অবস্থায় পরিহাস করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। ৭ ॥

আভাস।

বিশ্বাসার্থ আমি শপথ পূর্ব্বক দিতে স্বীকার করিতেছি। তোমরা যেরূপ ব্রতক্লিষ্ট হইয়াছ তাহাতে আর পরিহাস করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ, তোমাদের ন্যায় তপস্বিনীগণকে দেখিলে দয়া, ভক্তি ও ধর্ম্মভাবেরই উদয় হয়। আমি যাহা বলিতেছি, কার্য্যে তাহাই করিব ॥ ৭ ॥

কুমারীগণ বলিলেন, তোমার ন্যায় মিথ্যাবাদীর শপথে বিশ্বাস কি? বিশ্বাস করত তোমার নিকট অগ্রসর হইলে, তখন যদি বস্ত্র না দাও; কিম্বা কোন অত্যাচার কর, তখন কি উপায় হইবে? তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিলেও প্রকৃত পক্ষে আমি কখন স্বপ্নেও মিথ্যা ব্যবহার করি না। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়,

ন ময়োদিতপূর্ব্বং বা অনৃতং তদিমে বিদুঃ।
একৈকশঃ প্রতিচ্ছধ্বং সহৈবেতি সুমধ্যমাঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ।

হে সুমধ্যমাঃ! ময়া অনৃতং ন উদিতপূর্ব্বং বা (পূর্ব্বং কদাপি অনৃতং ন উক্তং) এব তৎ ইমে গোপাঃ বিদুঃ জানন্তি (অতঃ) একৈকশঃ (অত্রাগত্য) উত অথবা সহৈব আগত্য বাসাংসি প্রগৃহ্যতাং ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

একৈকশো বা আগত্য স্বীকুরুত সহৈব বা। ন তত্রাস্মাকমাগ্রহ ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্থ মিথ্যাবাদিনস্তব শপথেঽপি ন বিশ্বসিম ইতি তত্র সরসনাদংশমাহ নেতি। উদিতপূর্ব্বমিতি সুপসুপেতি সমাসঃ। অনৃতং ন পূর্ব্বমুদিতমিতি এতজ্জন্মনি এতাবদ্বয়ঃ পর্য্যন্তন্তু অনৃতং ন পরিচিনোমি অত্র কিং প্রমাণমিতি চেদিমে বালা এব; বালানাং যথা দৃষ্টগ্রাহিস্বভাবত্বাদার্জ্জবাচ্চেতি ভাবঃ। নন্থ দূরতোঽত্র জলে বস্ত্রাণি ক্ষিপ্যন্তাং বালদ্বারা বা দীয়ন্তাং। তত্র হন্ত হন্ত এতানি যুষ্মদীয়ান্যদীয়ানি বা ময়া জ্ঞাতুমশক্যানি কথং দীয়ন্তাং। অস্মদ্বিধৈ ধার্ম্মিকৈঃ পরদ্রব্যানি নখাগ্রেণাপি ন স্পৃশ্যন্তে তস্মাৎ যূয়মেবাগত্য প্রতীচ্ছত স্বং স্বং পরিচিত্য গৃহ্যীত যতঃ পারক্যং বস্তু ন গৃহ্নামি ন দদামি নাপি স্পৃশামীতি মম নিয়মঃ। নন্থ ত্বয়া ধৃষ্টেন করিষ্যমাণাদ্বিড়ম্বনাদ্ভীতৈর্ভব কুলকুমার্য্যো বয়ং ত্বৎসমীপং ন যাস্যন্ত্যত্রাহ একৈকশ ইতি। প্রথমং যুষ্মাকমবরা কাচিদিহাগচ্ছতু তস্যামবিড়ম্বিতায়াং সত্যামন্যা অন্যা অপ্যায়ান্তু। সহৈবোক্তেতি যুগপদ্ধ্বনীনামাগমনে স্ত্রীণাং বিড়ম্বনাসম্ভবাচ্চেতি ভাবঃ। হে সুমধ্যমা ইতি শিরাংসি খলূত্তমাঙ্গশব্দেনোচ্যন্তে তানীতিসুন্দরাণি ভবন্ত্যঃ কৃপয়া মাং যদি দর্শয়ন্ত্যেব তদা মধ্যমাঙ্গান্যপি সুন্দরাণি মাং দর্শয়িতুং কা লজ্জেতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

হে সুন্দরীগণ! আমার কথায় তোমাদের অবিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে; কারণ আমি কখন মিথ্যা বলি না; তাহা এই গোপবালকগণ সকলেই জানেন। অতএব তোমরা এক একজন করিয়া বা সকলে একত্র আসিয়া, বস্ত্র লইয়া যাও, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই ॥ ৮ ॥

আভাস।

এই সরলহৃদয় অকপট বালকগণকে আমার সত্যবাদিত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর। আমার সত্যবাদিত্বের বিষয়ে এই অকপট শিশুগণই প্রমাণ দিবে। তাহাতেও যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয়, এক এক জন করিয়া আমার নিকট আগমন করত বস্ত্র লইয়া যাও। বরং প্রথমত তোমাদের মধ্যে যিনি সর্ব্ব কনিষ্ঠা, তিনিই অগ্রে আগমন করুন; তাঁহার প্রতি যদি কোন অত্যাচার না করি, তখন ক্রমশ আর সকলে আগমন করিবে। তখন

তস্য তৎ ক্ষেলিতং দৃষ্ট্বা গোপ্যঃ প্রেমপরিপ্লুতাঃ।
ব্রীড়িতাঃ প্রেক্ষ্য চান্যোন্যং জাতহাসা ন নির্যযুঃ॥

অন্বয়ঃ।

তস্য তৎ বস্ত্রহরণাদিরূপং, ক্ষেলিতং পরিহাসোক্তিং, দৃষ্ট্বা জ্ঞাত্বা, প্রেমপরিপ্লুতাঃ প্রেমব্যাপ্তাঃ তথা অন্যোন্যং প্রেক্ষ্য ব্রীড়িতাঃ লজ্জিতাঃ জাতহাসাঃ (জাতঃ হাসঃ যাসাং তাঃ) গোপ্যঃ (জলাৎ বহিঃ) ন নির্যযুঃ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ক্ষেলিতং রহস্যপরিহাসং দৃষ্ট্বা প্রেমপরিপ্লুতা ইতি মন্যামহে ইমমেব কান্তং সুখয়িতুমস্মাকমহন্তাম্পদানানুরূপাণি কিং ভবিষ্যন্তীতি মনোঽনুলাপানন্দেন মগ্না বহিস্তন্যোন্যং প্রেক্ষ্য ব্রীড়িতা ইত্যায়ি কমলেক্ষণে ত্বামাহ্বয়তায়ং তথাহি অয়ি সুধামুখি ত্বমেব যাহি সুধাং পায়য়ন্ত্বিত্যন্যোন্যং জাতহাসাঃ পরিজহস্বরের নতু নির্যযুঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্রাহরণ পূর্ব্বক গোপীকাদের প্রতি তাদৃশ পরিহাস বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহারাও লজ্জিত ও প্রেমে গদ্‌গদ্ হইয়া পড়িল এবং পরস্পরের প্রতি অবলোকনে হাস্য করত জলেই নিমগ্ন রহিল; তীরে আর উঠিতে পারিল না॥

আভাস।

কুমারীরা বলিলেন, হে গোবিন্দ! যদি তুমি বস্ত্রগুলি দূরে এই জলে নিক্ষেপ করিয়া দাও বা বালকগণ দ্বারা পাঠাইয়া দাও, তাহা হইলে আমাদের লজ্জা নিবারণ হয়। তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে সুমধ্যমে! ললনাগণের উত্তমাঙ্গই শিরোদেশ! যখন তোমরা সেই শিরোদেশ আমাকে প্রদর্শন করাইতে লজ্জা বোধ কর নাই, তখন মধ্যমাঙ্গ গোপন করিবার প্রয়োজন কি? গীতাতে উক্ত হইয়াছে, "বাহ্যেন্দ্রিয়াণি সংযম্য আস্তে মনসা স্মরন্। ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে"॥ গোপীগণ প্রকাশ্য ব্যবহারে গোবিন্দলাভার্থ গৃহক্ষেত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া, নির্জ্জনে কাত্যায়নী পূজায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ লাভ ঘটিলেও পাছে তাঁহাদের মনোবাসনার সম্পূর্ণ পূরণ না হয়; বরং সেই লাভের দ্বারা অন্য কোন অভিলাষ পূরণের আকাঙ্ক্ষা গুপ্তভাবে অন্তরে লুক্কায়িত থাকে, সেই নিমিত্ত হৃদয়াবরণ উন্মোচনরূপ বস্ত্রহরণের প্রাক্কল প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা সাধারণ পরিধেয় নহে; জীবত্ব গঠনের অজ্ঞান আবরণ; এবং গোপীকাদের যোনিদেশও সামান্য প্রাকৃতিক যোনি নহে; ইহা জীবের জন্ম জন্মান্তর ভোগের গূঢ় বীজস্বরূপ কর্ম্মাশয় মাত্র। যখন ভগবানকে আত্মসমর্পণ করিতে হয়, তখন কেবল বাহ্যাড়ম্বরের অনুষ্ঠান করিলে হয় না; অন্তরের গুপ্ত কামনাসমূহ ভগবানের পাদপদ্মে সমর্পন পূর্ব্বক অকপটভাবে নিষ্কাম হওয়া অগ্রে প্রয়োজন। ভগবান্ তখন গোপীকার বস্ত্রহরণের ন্যায়, জীবের দেহবন্ধন অজ্ঞান যবনিকা আপনি উন্মোচন করিয়া লন;

এবং ব্রুবতি গোবিন্দে নর্ম্মণাক্ষিপ্তচেতসঃ
আকণ্ঠমগ্নাঃ শীতোদে বেপমানাস্তমব্রুবন্ ॥ ৯।

অন্বয়ঃ।

(অপিতু) গোবিন্দে শ্রীকৃষ্ণে এবং ব্রুবতি সতি নর্ম্মণা পরিহাসবাক্যেন, আক্ষিপ্তচেতসঃ (অক্ষিপ্তং আকৃষ্টং চেতো যাসাং তাঃ) শীতোদে শীতলজলে, আকণ্ঠমগ্নাঃ (অতএব) বেপমানাঃ সংজাতকম্পাঃ (গোপ্যঃ) তং কৃষ্ণং অব্রুবন্ ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ক্ষ্বেলিতং পরিহাসং প্রেমপরিপ্লুতাঃ প্রেমরসমগ্নাঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

এবং নানাপ্রকারং নর্ম্ম ব্রুবতি সতি গোবিন্দে গা নর্ম্ম মধুরবাচো বিন্দতীতি তস্মিন্। তচ্চেদং নর্ম্ম ভোঃ খঞ্জনাখ্যাঃ যদি যূয়ং নাগচ্ছথ তদা এতৈরেব বাসোভিঃ শাখানিবদ্ধৈর্হিন্দোলিকামুপধানাদিকঞ্চ বিরচয্য ময়া শয্যতে রাত্রাবত্র কৃতজাগরং মাং নিদ্রাসম্প্রত্যায়াতি। ভো গোপাল! তব গাবস্তৃণলোভেন গহ্বরং প্রবিষ্টাস্ততস্তাং পরাবর্ত্তয়িতুং দ্রুতমিতো যাহি। ভো ভো গোপবালা দ্রুতমিতো গৃহকৃত্যার্থং ব্রজং ব্রজত পিত্রাদিগুরুজনান্ মা অসমঞ্জসমভ্যুহয়থ। ভোঃ পিঞ্ছচূড় বয়মিতো মাসং ব্যাপ্য গৃহং ন যামঃ পিত্রাদি গুরুজনাদেশেনৈব কাত্যায়নীব্রতং সমাপ্য মাসমাত্রমুদবাসব্রতং কুর্ম্মঃ। ভোস্তপস্বিন্যঃ অহমপি যুষ্মদ্দর্শনপ্রভাবাদ্ভূতগৃহবাসবৈরাগ্যঃ সম্প্রতি মাসং ব্যাপ্য অত্রৈব নর্ভোবাসব্রতং চিকীর্ষামি। যদি চানুকম্পধ্বে তদাত্বিতোঽবরুহ্য যুষ্মাভিঃ সমমুদবাসব্রতমেব কর্ত্তুং প্রয়ামীতি নর্ম্মণা আক্ষিপ্তচেতসঃ শঙ্কয়া ততোঽপ্যধিকজলে আকণ্ঠমগ্নাঃ বেপমানাঃ শীতেন শঙ্কাহর্ষোৎসুক্যাদিভিশ্চ ॥ ৯ ॥

বরং শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ পরিহাস বাক্যে সাতিশয় পরিণীতচিত্ত হইয়া, সেই কালিন্দীর শীতল জলে আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকিয়া কম্পিত কলেবরে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

আভাস।

যদি কোন গূঢ় বিষয়ের বাসনা ভক্তের হৃদয়ে তখনও জাগরূক থাকে, ভগবান্ গোপিকাদের লজ্জা স্থান দর্শন করিবার ন্যায় ভক্তের প্রচ্ছন্ন কামনা আপনার প্রতি নিয়োজিত করাইয়া লন ॥ ৮ ॥

অহো! ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণরূপে কি অপূর্ব্ব মহিমারই প্রকাশ করিয়াছেন। জীব তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতেও কুণ্ঠিত; কিন্তু তিনি সেই কুণ্ঠিত ভাব পরিত্যাগ করাইয়া অনিচ্ছাক্রমেও নিজ পদবীতে আনয়ন করিতেছেন। এমন দয়ার ঠাকুর আর কে হবে! তিনি প্রকাশ্যে পরিহাসচ্ছলে গোপিকাদের প্রতি নর্ম্মোক্তি প্রয়োগ করিলেও, সে পরিহাসবাক্য তাহাদের হৃদয়তন্ত্রীকে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। তাহারা মনে মনে ভগবানের

মানয়ং ভোঃ কৃথাস্মান্ত নন্দগোপসুতং প্রিয়ং।

অন্বয়ঃ।

ভোঃ অঙ্গ! অনয়ং অন্যায্যং মা ন, কৃথা; ত্বাং ব্রজশ্লাঘ্যং নন্দগোপসুতং প্রিয়ং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রথমং সাম্না আহুঃ অনয়মন্যায্যং মাকৃথাঃ। নন্থ মুগ্ধা যূয়ং মাং নৈব পরিচিনুথ। যতো ময্যপ্যনীতি-কলঙ্কং দাতুং ন শঙ্কধ্বে তত্রাহুঃ। ত্বাদ্বিধি অন্যান্ ব্রজস্থানপি ন জানীম এব ত্বাদৃতিপ্রসিদ্ধং নন্দরাজস্য সুতং জানীম এব গোপোভূপেঽপি দৃশ্যতে ইত্যভিধানাৎ। তত্রাপি ব্রজস্থমাত্রস্যাপি শ্লাঘ্যং তত্রাপি প্রিয়ং। ভো নির্ব্বুদ্ধয়ঃ! যদ্যহং

হে জীবন-সর্ব্বস্ব! আমাদের প্রতি তোমার এরূপ অন্যায় কর্ম্ম করা কখনই উচিত নহে। তুমি অপর নহ; নন্দরাজের প্রিয় পুত্র, ব্রজের শ্লাঘার

আভাস।

অপার প্রেমানন্দে নিমগ্ন হইয়া, ক্ষণে ক্ষণে আত্মহারা হইতে লাগিল; আবার ক্ষণকাল মধ্যে যখনই আপনাদিগকে নারী বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিল, [illegible]ই লজ্জিতা হইয়া পরস্পর পরস্পরকে অগ্রে কৃষ্ণ সন্নিধানে অগ্রসর হইবার জন্য অনুরোধ করত, হাস্য কৌতুকাদি করিতে লাগিল॥

এই প্রকারে ভগবান্ হৃষীকেশ বিবিধ পরিহাসোক্তির প্রয়োগে গোপিকাদিগকে বলিলেন, দেখ! খঞ্জন-নয়নাগণ যদি তোমাদের আসিতে বিলম্ব থাকে, বল! আমি ইতিমধ্যে একটু বিশ্রাম করিয়া লই। গত কল্য রাত্রি জাগরণ করায়, এক্ষণে নিদ্রার আবেশ হইতেছে; অতএব তোমাদের বস্ত্র দ্বারা এই বৃক্ষশাখায় দোলাদি শয্যা প্রস্তুত করত, কিয়ৎক্ষণ সুখে নিদ্রা যাই। কুমারীগণ বলিলেন, ওহে গোপাল! এখন কি তোমার নিদ্রা যাইবার সময়! গাভী চরাইতে আসিয়াছ; দেখ! তোমার পশুগণ কোন পর্ব্বতের গুহায় প্রবেশ করিল। সত্বর যাও, তাহাদিগকে ফিরাইয়া ব্রজে লইয়া যাও। দেখ! নিতান্ত শিশুবালকগণকে সঙ্গে লইয়া বনে আসিয়াছ; হয় ত তাহাদের পিতা মাতা তাহাদের জন্য কতই উৎকণ্ঠিত হইতেছেন। ওরে বালকগণ! তোমাদের কি বাটীর জন্য মন ব্যস্ত হইতেছে না; যাও সত্বর গৃহাভিমুখে গমন কর। ওহে কমনীয় কৃষ্ণ! তুমি ময়ূরপুচ্ছ শিরে ধারণ করিয়া, জগতের সৌন্দর্য্য মলিন করিতেছ; এক্ষণে গৃহে যাও; একবার জনক জননীর নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিয়া আইস। আমরা কাত্যায়নীর পূজা উপলক্ষে এক মাস পর্য্যন্ত গুরুজনগণের অনুমত্যনুসারে এই অরণ্যেই বাস করিতেছি; আমাদের জন্য তোমার উৎকণ্ঠিত হইবার প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণ বলিলেন, শুন ব্রজাঙ্গনাগণ! আমি তোমাদের সন্দর্শন প্রত্যাশায় বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক এই শূন্যবাস ব্রত অবলম্বন করিয়াছি। যদি তোমরা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে অনুমতি কর আমিও তোমাদের সহিত একত্র জলে, বাস করি! কুমারীগণ তখন অধিকতর লজ্জা

জানীমোঽঙ্গ ব্রজশ্লাঘ্যং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ ॥ ১০ ॥
শ্যামসুন্দর তে দাস্যঃ করবাম তবোদিতং।
দেহি বাসাংসি ধর্ম্মজ্ঞ নোচেদ্রাজ্ঞে ব্রুবাম হে ॥

অন্বয়ঃ।

(কৃষ্ণং ইতি) জানীমঃ ; (নঃ) বাসাংসি দেহি (যতঃ বয়ং) বেপিতাঃ ॥ ১০ ॥

হে শ্যামসুন্দর ! (বয়ং চ তব) দাস্যঃ (অতঃ) তব উদিতং ত্বদুক্তং করবাম হে ধর্ম্মজ্ঞ ! বাসাংসি দেহি নোচেৎ হে (কৃষ্ণ) রাজ্ঞে নন্দরাজায় (ইদং বৃত্তং) ব্রুবামঃ কথয়িষ্যামঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তত্র মুগ্ধা উচুঃ অঙ্গ ভোঃ শ্রীকৃষ্ণ অনয়ং অন্যায্যং মা কৃথাঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

রাজ্ঞঃ পুত্রস্তর্হি কথং ময্যনীতিঃ। রাজপুত্রা অপি ক্বচিদনীতিমন্ত ইতি চেৎ কথমহং ব্রজশ্লাঘ্যঃ প্রিয়শ্চ নহ্যনীতিমৎসু শ্লাঘা প্রীতি র্বা সম্ভবেদিতি ভাবঃ। নন্থ সত্যং প্রিয়ো বয়ং বস্তুমনভিজ্ঞাস্তস্মাৎ কৃপয়ৈবাপরাধং ক্ষান্ত্বা বাসাংসি দেহি বেপিতা বয়মিতি কৃপাং জনয়ন্তি ॥ ১০ ॥

পুনরপি সাম্নৈবাহুঃ। শ্যাম দাস্যো ভবামেতি দন্ত্যসকারপাঠশ্চিৎসুখসম্মতঃ। শ্যামেতি তালব্যশকারপাঠে দাস্যঃ সত্যস্তথোক্তং করবামেতি। রাজ্ঞি ত্বয়ি প্রজানামস্মাকং দাস্যং সমুচিতমেবেতি ভাবঃ। বস্তুতস্তু তন্নিষেধেনৈব স্বাত্মানমর্পয়ামাসুঃ। সুন্দরস্তু তথাস্মাভির্দাস্যং সম্ভবেত্তত্র অব্যক্তং করবামেতি। কাশ্চিৎ প্রখরা ভেদং প্রযুঞ্জতে। হে ধর্ম্মজ্ঞেতি স্ত্রীধনহরণান্নগ্নস্ত্রীদর্শনাচ্চ তবাধর্ম্মো ভাবীতি ভাবঃ। তস্যাধর্ম্মাস্তয়মনালোচ্য দৃষ্টং ভয়ং দর্শয়ন্তি। নোচেদ্রাজ্ঞেতি দ্বিবিধো ভেদঃ। রাজ্ঞে নন্দায় কংসায় বা ॥

পাত্র ! আমাদিগকে বস্ত্র প্রদান কর ; দেখ। আমরা শীতে কম্পিত হইতেছি ॥ ১০ ॥

হে শ্যামসুন্দর ! আমরা তোমার আজ্ঞানুকারিণী দাসী। তুমি যেরূপ অনুমতি করিবে, আমরা বিনা আপত্তিতে তাহাই সমাধা করিব। দেখ ! তুমি ধর্ম্মশীল ! আমাদের বস্ত্র আমাদিগকে অর্পণ কর। দেখ ! তাহা না হইলে, তোমার এই সকল কার্য্য রাজাকে বলিয়া দিব ॥

আভাস।

পাইবার আশঙ্কায় অধিক জলে অবগাহন করত, আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া কম্পিত কলেবরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

কুমারীরা প্রথমতঃ সাম নীতি অবলম্বনে কৃষ্ণের নিকট হইতে বস্ত্র প্রার্থনায় বলিলে, দেখ শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি আমাদের নিতান্তই প্রিয় পাত্র ! তখন কি আমাদের সহিত ওরূপ অন্যায়াচরণ করা তোমার কর্ত্তব্য ? তুমি সুপ্রসিদ্ধ নন্দরাজের পুত্র এবং ব্রজবাসী

শ্রীভগবানুবাচ ॥

ভবত্যো যদি মে দাস্যো ময়োক্তঞ্চ করিষ্যথ।
অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছত শুচিস্মিতাঃ ॥
নোচেন্নাহং প্রদাস্যে কিং ক্রুদ্ধো রাজা করিষ্যতি ॥ ১১ ॥

অন্বয়ং।

শ্রীভগবান্ উবাচ। শুচিস্মিতাঃ ভবত্যঃ যদি মে দাস্যঃ ময়া উক্তং চ যদি করিষ্যথ তর্হি অত্র আগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছত প্রতিচ্ছন্ত গৃহ্নন্ত। নোচেৎ অহং (বাসাংসি) ন প্রদাস্যে রাজা ক্রুদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যতি ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রৌঢ়া উচুঃ নোচেৎ রাজ্ঞে নন্দায় কংসায় বা ব্রুবামহে শ্রীকৃষ্ণেতি ॥ ১১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তাসাং বচোভিরেব তাঃ পরাজিত্য নির্ব্বচনীকুর্ব্বন্নাহ ভবত্য ইতি প্রথমমেতেনৈব ভবতীনাং সত্যং পরীক্ষে। সত্যাং প্রচ্যুতাভ্যস্ত ভবতীভ্যো নৈব প্রদাস্যে ইতি ভাবঃ। শুচিস্মিতাঃ সত্য ইতি যত্রত্র ধর্ম্মপরীক্ষায়াং মুখম্লানিঃ স্যাত্তদপি নৈব দাস্যে ইতি ভাবঃ। বস্তুতস্তু শুচিঃ শৃঙ্গারস্তন্ময়স্মিতা ইতি। স্বস্মিন্নভূতং ভাবং জ্ঞাপয়তি। কিঞ্চ। ময়ি প্রবলে সাম্নৈব বঃ কার্য্যসাধকং নতু ভেদ ইত্যাহ নো চেদিতি ॥ ১১ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যদি তোমরা আমার দাসীই হও এবং আমি যাহাই বলিব, তাহাই করিবে; তবে হে চারুহাসিনীগণ! আমার নিকটে এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক স্ব স্ব বস্ত্র লইয়া যাও। আর তাহা না করিলে, আমি বস্ত্র দিব না; রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া আমার কি করিবেন ॥১১॥

আভাস।

সকলেরই আদরের ধন। দেখ! আমরা নির্ব্বোধ স্ত্রী জাতি। যদি কোন অন্যায় কথা বলিয়া থাকি, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর! এই দেখ শীতে আমরা কম্পিত হইতেছি; অনুগ্রহ করিয়া আমাদের বস্ত্র আমাদিগকে প্রদান কর ॥ ১০ ॥

অপরা কন্যা বলিলেন, হে শ্যামসুন্দর! তোমার জগন্মোহন রূপে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। আমরা আর আমাতে নাই; এক্ষণে তোমার হইয়াছি। আমরা এক্ষণে তোমার দাসী; তুমি ভাল মন্দ যাহাই অনুমতি করিবে, আমরা বিনা আপত্তিতে তাহা প্রতিপালন করিব। আমাদের বস্ত্র প্রদান কর। তোমার ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে বস্ত্র প্রদান না করা নিতান্তই অসঙ্গত; কারণ ধর্ম্ম শাস্ত্রে উক্ত আছে, "কন্যাযোনিং পশুক্রীড়াং নগ্নস্ত্রীং প্রকটস্তনীং। উন্মত্তং পতিতং ক্রুদ্ধং যন্ত্রস্থং নাবলোকয়েৎ ॥" অতএব তুমি যদি স্ত্রীধন হরণ কর বা নগ্ন স্ত্রী দর্শন কর, তাহা হইলে তোমাকে পাপ স্পর্শ করিবে; ধর্ম্ম শাস্ত্র অবগত থাকিবার ফল কোথায় রহিল? আর যদি যৌবনচাপল্য বশত, ধর্ম্মকে ভয় না কর, তাহা হইলে তোমার এই সকল বৃত্তান্ত তোমার পিতা নন্দরাজকে, না হয়, কংস-

ততো জলাশয়াৎ সর্ব্বা দারিকাঃ শীতবেপিতাঃ।
পাণিভ্যাং যোনিমাচ্ছাদ্য প্রোত্তেরুঃ শীতকর্শিতাঃ॥ ১২॥

অন্বয়ঃ।

শীতবেপিতাঃ (বহিঃ শীতেন বেপিতাঃ কম্পিতাঃ) শীতকর্শিতাঃ (অন্তঃ শীতেন কর্শিতাঃ ক্লিষ্টাঃ) সর্ব্বাঃ দারিকাঃ পাণিভ্যাং যোনিং আচ্ছাদ্য ততঃ জলাশয়াৎ প্রোত্তেরুঃ নির্জগ্মুঃ॥ ১২॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রোত্তেরুঃ নির্গতাঃ॥ ১২॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ততশ্চ অয়ি সখ্যঃ স্বৈরাচৈব পরাভূতা বয়মভূমৈব যদি পুনরথাপি বিলম্বিষ্যামহে এতন্মধ্য এব কশ্চিদন্যো মনুষ্যশ্চেদায়াতি তদা স্ফুটমিতোঽপি মহাবিড়ম্বনাম্বুধৌ পতিষ্যামঃ। কিঞ্চ। এতদঙ্গস্পর্শপ্রাপ্ত্যাশা মহাবলবতী দুর্ব্বারা বভূব যা খল্বস্মৈব নিমজ্য মর্ত্তুমপি ন দদাতি। তদেতদ্বিধাত্রাস্মাকং ললাটে লিখিতমন্যথা ন ভবেদিত্যতোঽস্য প্রিয়তমস্যৈব হঠং পুরস্কৃত্য স্বহঠং রসাতলে প্রস্থাপ্য লজ্জায়ৈ জলাঞ্জলিং দত্ত্বা নেত্রাণি মুদ্রয়িত্বা প্রাপ্তৈরন্ধকারৈরেব স্বস্বশরীরণ্যাচ্ছাদ্য জলাদাস্মাত্তটং গচ্ছাম ইতি মন্ত্রণাং মিথোদৃঢ়ীকৃত্য তাঃ কৃষ্ণসমীপং জগ্মুরিত্যাহ ততঃ ইতি প্রোত্তেরুঃ নির্জগ্মুঃ॥ ১২॥

নিদারুণ শীতে অভিভূতা এবং কম্পান্বিত কলেবরা ব্রজকুমারীগণ তখন অগত্যা হস্তদ্বয়ে লজ্জাস্থান নিবারণ করত, জলাশয় হইতে তীরে গাত্রোত্থান করিল॥ ১২॥

আভাস।

রাজকে পরিজ্ঞাত করিব। এই বলিয়া ভেদনীতিও প্রদর্শিত হইল॥

কৃষ্ণ বলিলেন হে কুমারীগণ! আমার ধার্ম্মিকতার পরিচয় পরে হইবে, এক্ষণে তোমাদের প্রতিজ্ঞা অনুসারে তোমাদের ধার্ম্মিকতা ও সত্যবাদীত্বের পরিচয় অগ্রে তোমরাই প্রদান কর। এক্ষণে আমি প্রবল, তোমরা আমার অধীন; সুতরাং ভেদ ব্যবহারে আমার সহিত সক্ষম হইবে না। তোমরা যে, আমার দাসী ও সমস্ত আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে বলিয়া পূর্ব্বে প্রতিশ্রুত হইয়াছ, এক্ষণে আমি আজ্ঞা করিতেছি যে, "এখানে আগমন পূর্ব্বক স্ব স্ব বস্ত্র গ্রহণ কর।" তাহা তোমরা পূর্ব্বে প্রতিপালন করিয়া, সত্যপাশ হইতে মুক্ত হও! পরে আমার ধার্ম্মিকতার পরিচয় লইও॥ ১১॥

তখন অবলাগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, সখি রে! আমরা নিজের কথাতেই নিজেরা বান্ধা পড়িয়াছি; এক্ষণে যদি আরো বিলম্ব করি, কি জানি? যদি ইতিমধ্যে অন্য কোন লোক এখানে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমাদের আর বিড়ম্বনার পরিসীমা থাকিবে না। দেখ! আমরা কি বিষম অবস্থাতেই নিপতিত হইলাম। লজ্জা নিবারণার্থ

ভগবানাহতা বীক্ষ্য শুদ্ধভাবপ্রসাদিতঃ।
স্কন্ধে নিধায় বাসাংসি প্রীতঃ প্রোবাচ সস্মিতং ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ।

(তাসাং) শুদ্ধভাবেন প্রসাদিতঃ প্রীতিযুক্তঃ ভগবান্ আহতাঃ (কুমারিকাঃ) বীক্ষ্য বাসাংসি স্কন্ধে কদম্বস্কন্ধে নিধায় সস্মিতং যথা স্যাৎ তথা প্রীতঃ প্রোবাচ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

আহতা ঈষদক্ষতযোনীর্বীক্ষ্য ১৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

আ সম্যক্ প্রকারেণৈব হতা মৃতা ইব বীক্ষ্য কুলজানাং মরণাদপ্যধিক ঈদৃশো লজ্জা-ত্যাগঃ সোঽপি মদনুরোধেনৈবাভিঃ কৃত ইতি মনসৈবাধিগতো যঃ শুদ্ধো নিরুপাধির্ভাবঃ প্রেমা তেন প্রসাদিতঃ। স্কন্ধে নিধায়েতি তাসামঙ্গসৌরভ্যপ্রাপ্তিলোভাদেব অথচ ভব-তীনমধোবস্ত্রাণ্যপি ময়া স্বস্কন্ধে ধার্য্যন্তে ইতি তাসু স্বপ্রণয়ঃ আদরশ্চ দর্শিতঃ। প্রকর্ষে-ণোবাচ সপরামর্শমুবাচেত্যর্থঃ তত্রায়ং পরামর্শঃ। স্ত্রীজাতিমাত্রেণাপি দুষ্করং কৃত্যমাভি-র্মৎপ্রেমোপরোধেন কৃতং। কিঞ্চ। ইতোঽপ্যন্যদাত্যন্তিকং দুষ্করং কৃত্যমস্তি। তদেতাভিঃ শক্যমশক্যং বেতি মদ্বিষয়ক প্রেম্নঃ শঙ্কেরিয়ত্তাং দিদৃক্ষে ইতি সস্মিতমিতি। তোঃ স্বমুখে-নৈবাঙ্গীকৃতমদ্দাস্যং করবাম তবোদিতমিতি যুষ্মদ্বচনস্য পরীক্ষামধুনাহং করিষ্যে ততো যদ্যত্তীর্ণা ভবিতুং শক্নুথ তদৈব যুষ্মদ্বসনানি মদীয়াত্মমনঃপ্রাণশরীরৈঃ সহিতান্যেব কৃত্বা দাস্যামীতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কুমারিকাগণের তাদৃশ নির্ম্মলভাব পরিদর্শন করিয়া নিতান্তই প্রসন্ন হইলেন এবং স্বীয় স্কন্ধদেশে বস্ত্র সমূহ রাখিয়া, প্রেমবীক্ষণে হাস্য করত, তাহাদিগকে বলিলেন ॥ ১৩ ॥

আভাস।

যে, জলে জীবন বিসর্জ্জন করি, তাহাও পারিতেছি না; কৃষ্ণাঙ্গ স্পর্শের লালসা আমাদের হৃদয়ে এতই প্রবল হইয়াছে যে, সকল বাধা বা বিপত্তিই তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইতেছে। বিধাতা যাহা ললাটে লিখিয়াছেন, তাহাই হউক! আপনাদের কর্ত্তব্য এক্ষণে রসাতলে নিক্ষেপ করিয়া প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা শিরোধার্য্য করত তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য, চল! আমরা সকলে অগ্রসর হই। যদি লজ্জা আসিয়া নিতান্তই প্রতিবন্ধক করে, নেত্র মুদিত করিয়া সেই অন্ধকারে দেহকে আবৃত করত, লজ্জার হস্ত হইতে অব্যাহতি লইব। আর বিলম্ব করিও না, চল! সকলে এই ভাবে জল হইতে তীরে উত্থিত হইয়া, কৃষ্ণ সমীপে গমন করি। এইরূপ দৃঢ় মন্ত্রণা করিয়া ব্রজকুমারীগণ কদম্বতলে গমন করিলেন ॥ ১২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে, কুলাঙ্গনার পক্ষে ঈদৃশ লজ্জাত্যাগ মরণ অপেক্ষাও অধিক

যূয়ং বিবস্ত্রা যদপো ধৃতব্রতা ব্যগাহতৈতত্তুদেবহেলনং।

অন্বয়ঃ।

ধৃতব্রতাঃ অপি যূয়ং বিবস্ত্রা সত্যঃ যৎ অপো ব্যগাহত বিশেষেণ আলোড়িতবত্যঃ তৎ

শ্রীধরস্বামী।

ধৃতব্রতাঃ সত্যো বিবস্ত্রা অপোঽব্যগাহত অপ্লুস্নাতা ইতি যৎ তদেতৎ উ এব দেব-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হন্ত হন্ত গূঢ়োঽয়মপরাধো যুষ্মাকং ব্যক্তোঽভূদিত্যাহ যূয়ং বিবস্ত্রা সত্যো যদপো ব্যগাহত ব্যগাহধ্বং তদেতৎ উ এবার্থে দেবস্য জলাধিষ্ঠাতু র্বরুণস্য নারায়ণস্য বা হেলন-মপরাধঃ। নন্থ দেশাচারোঽয়ং বিশেষতো বালানাং নাপরাধস্তত্রাহ ধৃতব্রতা ইতি। অনু-ষ্ঠিতস্যাস্য ব্রতস্য ফলভাবস্ত্ববশ্যম্ভাবীতি ভীষয়তে হন্ত ইত্যৈতাদৃশ বিড়ম্বনমভূদ্ভূতফলঞ্চ ন ভবিষ্যত্যতো মৃতা অপি বয়ং বিশেষতঃ দুষ্ট মৃতাস্তদলং প্রাণত্যাগবিলম্বেনেতি মনো-হনুলাপবতী বিশীর্ণ-সর্ব্বাঙ্গীর্বিবর্ণা অতিবিহ্বলা বীক্ষ্য হন্তাসাং মা প্রাণাঃ প্রযাস্তিতি সদ্য এবাতিকৃপয়া স্বয়মেব তস্য প্রায়শ্চিত্তং বদন্ ভোঃ কুশাঙ্গ্যো মা ভৈষ্টেত্যাশ্বাসয়তি। বন্ধেতি স্ত্রিয়ো হি যস্য দাস্যো ভবন্তি স এব তাসাং সর্ব্বদেবময়ো নারায়ণ ইতি শাস্ত্রাদেশাৎ

দেব কুমারীগণ! তোমরা ব্রতালম্বন করিয়াও যখন বিবস্ত্রা হইয়া জলে অবগাহন করিয়াছিলে, তাহাতে বরুণদেবের অবহেলন করা হইয়াছে; এবং

আভাস।

ক্লেশকর সন্দেহ নাই, কিন্তু কুমারীগণ যখন কেবল তাঁহার অনুরোধে এতাদৃশ কর্ম্মে তাঁহারা অগ্রসর হইয়াছে, তখন তাহাদের প্রেমভাব কতই নির্ম্মল ও নির্হেতুক। শ্রীকৃষ্ণ তখন ব্রজাঙ্গনাগণের প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইলেন, এবং বস্ত্রগুলি স্বীয় স্কন্ধদেশে রাখিয়া ভাবিলেন, এতদপেক্ষা অধিক গুরুতর কার্য্য ইহাদের করিতে বাকী আছে; এক্ষণে কোন উপায়ে সে কার্য্য সমাধা করাই? তিনি বনিতাগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, ওহে সুন্দরীগণ! তোমরাত পূর্ব্বে নিজমুখে স্বীকার করিয়াছ যে, "তোমরা আমার দাসী এবং যাবতীয় আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে;" এক্ষণেই তাহার বিশেষ পরীক্ষা হইবে। যদি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও, তাহা হইলে এখনই কেবল তোমাদের বস্ত্র কেন? আমার ইন্দ্রিয়, মন, আত্মা ও দেহ পর্য্যন্ত একত্র এই বস্ত্রের সঙ্গে তোমাদিগকে সমর্পণ করিব॥ ১৩॥

অহো! তোমরা এমন অপূর্ব্ব কাত্যায়নীব্রত করিতে আসিয়া ইতিমধ্যে যে অতিশয় গর্হিতাচরণে অপরাধী হইয়াছ, তাহার প্রতি কি তোমাদের লক্ষ্য হইয়াছে? "অপো নারায়ণঃ স্বয়ং" জলই সাক্ষাৎ নারায়ণ; জলে বরুণদেব নিয়ত অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তোমরা অনায়াসে উলঙ্গ হইয়া সেই জলে যখন অবগাহন করিয়াছ, তখন বরুণদেব ও নারায়ণের অবহেলন করা হইয়াছে। এরূপ স্থলে পুণ্যের পরিবর্ত্তে পাপেরই সংগ্রহ করা হইল; তখন তোমাদের ব্রতপূর্ণ কিরূপে ঘটিবে? দেশাচার অনুসারে

বদ্ধাঞ্জলিং মূর্দ্ধ্যপনুত্তয়েঽংহসঃ কৃত্বা নমোঽধোবসনং প্রগৃহ্যতাং ॥১৪॥

অন্বয়ঃ।

এতৎ দেবহেলনং (ব্রতবৈগুণ্যসম্পাদকঃ অপরাধঃ এব) কৃতং অতঃ অংহসঃ পাপস্য অপনুত্তয়ে নিবৃত্তয়ে মূর্দ্ধ্নি অঞ্জলিং বদ্ধা অধঃ নমঃ কৃত্বা বসনং প্রগৃহ্যতাং ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

হেলনং অপরাধ এবেত্যর্থঃ। ব্রতবৈগুণ্যভীতানাং প্রায়শ্চিত্তমিবাহ অস্য অংহসঃ পাপস্য নিবৃত্তয়ে মূর্দ্ধি অঞ্জলিং বদ্ধা অধোনমঃ প্রণামং কৃত্বা ॥ ১৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নারায়ণসমোগুণৈরিতি গর্গাদেশাচ্চ। সম্প্রত্যহমেব যুষ্মাকং নারায়ণস্তন্মদভিমুখে এব স্থিতাঃ অংহসোঽপরাধস্যাপনুত্তয়ে নিবৃত্তয়ে নমঃ কৃত্বাঽধো বসনং অন্তরীয়বস্ত্রং গৃহ্যতাং স্ত্রীণামন্তরীয়-বাসোভিঃ পুংসো মম প্রয়োজনাভাবাত্তান্যেব দাস্যামি উত্তরীয়াণি তু স্বস্যৈবোত্তরীয়াণি করিষ্যামীতি ভাবঃ। ততশ্চ শিরোভিরেব প্রণামে ক্রিয়মাণেঽংহো কেবল শিরঃপ্রণামো গৌণ এবেত্যুক্তং একপাণিনা নমনোত্থমমালক্ষ্য একহস্তপ্রণামশ্চেতি বচনপাঠেন প্রস্তাবায়ং দর্শয়িত্বা অঞ্জলিং তাঃ কারয়ামাসিরে। তত্রাপ্যধোঽঞ্জলিমভিপ্রেত্য মূর্দ্ধ্নীত্যুক্তমিত্যাদুঃ ॥ ১৪ ॥

তোমরা অপরাধী হইয়াছ। অতএব এই পাপমোচনার্থ শিরদেশে অঞ্জলি-বদ্ধ হইয়া, অধোভাগে প্রণাম কর! তৎপরে আপন আপন বস্ত্র গ্রহণ কর ॥ ১৪ ॥

আভাস।

অন্য লোক করে, তাহাতে ক্ষতি নাই; তোমরা ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক যখন এই অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছ, তখন ব্রতের বিশেষ বিঘ্ন জন্মিয়াছে, সন্দেহ নাই। ব্রজবালাগণ শ্রীকৃষ্ণের এই ন্যায়োক্তি শ্রবণে জীবন্মৃতের ন্যায় নিতান্তই বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। লজ্জা ও ঘৃণায় সর্ব্বাঙ্গ বিবর্ণ হইয়া গেল, তাঁহারা তাদৃশ বিহ্বলার ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাদের তাদৃশ বিষম অবস্থা অবলোকন করিয়া বলিলেন, হে সরলাগণ! তোমরা ভীত হইও না; আমিই তোমাদের এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতেছি। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, নারীগণ যে ব্যক্তির নিকট আপনাদিগকে দাসী বলিয়া স্বীকার করে, সেই ব্যক্তি তাহাদের পক্ষে নারায়ণতুল্য। সুতরাং আমিই এক্ষণে তোমাদের নিকট নারায়ণ সদৃশ; অতএব সম্প্রতি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নারায়ণ জ্ঞানে আমাকে প্রণাম করিয়া অধোবসন গ্রহণ কর; তাহা হইলেই তোমাদের ব্রতফল পূর্ণ মাত্রায় লাভ করা হইল। আমি আর তোমাদের অধোবসন লইয়া কি করিব? বরং উত্তরীয় বসন আমার থাকুক, আমি উত্তরীয়রূপে ব্যবহার করিব। আর যদি তোমরা

ইত্যচ্যুতেনাভিহিতং ব্রজাবলা মত্বা বিবস্ত্রাপ্লবনং ব্রতচ্যুতিং ।
তৎপূর্ত্তিকামাস্তদশেষকর্ম্মণাং সাক্ষাৎকৃতং নেমুরবদ্যমৃগ্ যতঃ ॥

অন্বয়ঃ ।

ইতি এবং, অচ্যুতেন শ্রীকৃষ্ণেন, অভিহিতং কথিতং; (শ্রুত্বা) বিবস্ত্রাপ্লবনং নগ্ননানং ব্রতচ্যুতিং মত্বা তৎপূর্ত্তিকামাঃ (তস্য ব্রতস্য পূর্ত্তিকামাঃ) তদশেষকর্ম্মণাং সাক্ষাৎকৃতং ফলস্বরূপং তং কৃষ্ণং নেমুঃ যতঃ যস্মাৎ সঃ এব অবদ্যমৃক্ পাপনিবর্ত্তকঃ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

ইতি দোষত্বেনাচ্যুতেনাভিহিতং বিবস্ত্রাপ্লবনং ব্রতস্য চ্যুতিহেতুং মত্বা তস্য ব্রতস্য পূর্ত্তিকামা তদশেষকর্ম্মণাং তস্য ব্রতস্য অন্যেষামশেষকর্ম্মণাঞ্চ সাক্ষাৎ কৃতং ফলভূতং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

ততশ্চ ব্রতবৈগুণ্যং মা ভবতু ভবত্বস্মাকং জাতিকুলধর্ম্মলজ্জাদিসর্ব্বনাশোঽপীতি নিশ্চয়বতীভি স্তাভি র্যথাযথৈব প্রেয়ান্ প্রাহ তথৈব কৃতমিত্যাহ ইতি দোষত্বেনাচ্যুতেনাভিহিতং বিবস্ত্রাপ্লবনং ব্রতস্য চ্যুতিহেতুং মত্বা তস্য ব্রতস্য পূর্ত্তিকামাস্তাস্তদশেষকর্ম্মণাং তস্য ব্রতস্যান্যেষামশেষকর্ম্মণাঞ্চ সাক্ষাৎকৃতং সাধ্যফলস্বরূপং তং নেমুঃ । সর্ব্বফলস্বরূপে তস্মিন্নেব সন্তুষ্টে কিং ফলমবশিষ্টং স্যাদিতি ভাবঃ । ননু ফলপ্রাপ্তিরপ্যস্ত দোষোঽপি ভবিষ্যতীত্যত আহ । যতো ঽচ্যুতাদেব অবদ্যমৃক্ সর্ব্বদোষনিবৃত্তিরিত্যর্থঃ । মৃগিত্যার্ষং । ন হি তৎ প্রসাদবিষয়ীভূতানাং প্রত্যবায়াদিলক্ষণঃ কোঽপি দোষ ইতি ভাবঃ ।

উলঙ্গভাবে জলাবগাহনে পাপ, সুতরাং ব্রতভঙ্গ হইয়াছে এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে ভীতা কুমারীগণ নিতান্তই বিষণ্ণা হইলেন এবং ব্রত পূর্ণ করিবার বাসনায়, ব্রতারাধ্য সর্ব্বফলস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন ; কারণ কৃষ্ণই সর্ব্বপাপের নিবর্ত্তক ॥

আভাস ।

মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম কর! তাহা হইলে উত্তরীয় পর্য্যন্তও পাইবে। কিন্তু প্রণামকালে দেখো! যেন এক হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক প্রণাম করিও না ; তাহাতে প্রত্যবায় আছে। অতএব দুই হস্ত একত্রে বদ্ধাঞ্জলি করিয়া ললাট স্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম কর! ভগবানের এই লীলাতে স্পষ্টই প্রকাশ যে, ভক্ত যেন কোন বিষয় ভগবানের নিকট গোপন না রাখেন অতি গূঢ় কাম ও কামবীজ ভগবৎ সন্নিধানে প্রকাশ পূর্ব্বক কেবল মাত্র তাঁহাকে পাইবার বাসনা করাই কর্ত্তব্য ॥ ২৪ ॥

ব্রজবালাগণই ভগবানে আত্মসমর্পণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা জাতি, কুল, লজ্জা ও ধর্ম্মাদিতে জলাঞ্জলি দিয়া স্থিরচিত্তে ও নির্ভরপ্রাণে এক ভগবানকেই সমস্ত সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন ভগবান্ প্রসন্ন হইলে, কিছুরই অভাব থাকে না ; এবং কিছু প্রাপ্তব্য বলিয়া বোধ থাকে না। কারণ শ্রীহরি

তা স্তথাবনতা দৃষ্ট্বা ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
বাসাংসি তাভ্যঃ প্রাযচ্ছৎ করুণস্তেন তোষিতঃ ॥ ১৫ ॥
দূঢ়ং প্রলব্ধা স্ত্রপয়াবহাপিতাঃ প্রস্তোভিতাঃ ক্রীড়নবচ্চ কারিতাঃ।

অন্বয়ঃ।

তথা স্বোক্তপ্রকারেণ অবনতাঃ তাঃ কুমারিকাঃ দৃষ্ট্বা তেন প্রণামেন তোষিতঃ ভগবান্ দেবকীসুতঃ তাভ্যঃ বাসাংসি প্রাযচ্ছৎ প্রদদৌ ॥ ১৫ ॥

দূঢ়ং অত্যর্থং, প্রলব্ধাঃ অধিক্ষিপ্তাঃ, ত্রপয়া লজ্জয়া, অবহাপিতাঃ, ত্যাজিতাঃ (অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছন্ত ইতি) প্রস্তোভিতাঃ উপহসিতাঃ ক্রীড়নবৎ চ কারিতাঃ (বদ্ধাঞ্জলি

শ্রীধরস্বামী।

তমেব নেমুঃ। যতঃ সএব অবদ্যমৃক্ পাপমার্জ্জনঃ ॥ ১৫ ॥

দূঢ়মত্যর্থং প্রলব্ধাঃ বঞ্চিতাঃ যূয়ং বিবস্ত্রা ইত্যাদিনা। ত্রপয়া লজ্জয়া অবহাপিতা স্ত্যাজিতা অত্রাগত্য স্ববাসাংসি ইত্যাগ্রহেণ প্রস্তোভিতা উপহসিতাঃ সত্যং ব্রুবানি নো নর্ম্ম

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বাসাংসি সর্ব্বাণ্যেব যতস্তেন প্রণামেন স্ববাঞ্ছিতার্থসাধকেন তোষিতঃ ॥ ১৫ ॥

তিরস্কুর্ব্বতোঽপি স্বপ্রিয়স্যানুকূল্যং তাভিঃ কৃতমন্যৈ দুষ্করত্বাদিস্ময়েনাভিনন্দতি। দূঢ়মত্যর্থং প্রলব্ধা বঞ্চিতা যূয়ং বিবস্ত্রা ইত্যাদিনা। ত্রপয়া চাবহাপিতাস্ত্যাজিতাঃ। অত্রাগত্য স্ববাসাংসীত্যাগ্রহেণ প্রস্তোভিতা উপহসিতাঃ সত্যং ব্রুবাণি নো নর্ম্ম ইত্যাদিনা।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় আদেশানুসারে ব্রজকুমারীগণকে প্রণাম করিতে দেখিয়া, নিতান্তই প্রীত হইলেন এবং তাহাদিগকে আপন আপন বস্ত্র প্রদান করিলেন ॥ ১৫ ॥

কি আশ্চর্য্য ! কুমারীরা কৃষ্ণকর্ত্তৃক যদিও এরূপ বঞ্চিত হইল এবং নারী-জাতিসুলভ লজ্জা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করান হইল ; এমন কি ! নিতান্ত উপহাসের আস্পদ করিয়া ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় তাহারা আচরিত হইল, অধিক কি ! সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বস্ত্র পর্য্যন্ত অপহরণ করিয়া

আভাস।

সর্ব্বদোষনাশন, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিলে, আর কোন প্রত্যবায় ঘটে না। ভগবানের সন্তোষে গোপবালাগণ কেবল বস্ত্র কেন? সকল কামনার ফলই লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

শুকদেব তখন রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে রাজেন্দ্র ! গাঢ় প্রেমের কি অপার মাহাত্ম্য ! প্রিয় ব্যক্তির তিরস্কারও পুরস্কার বলিয়া জ্ঞান হয়। প্রিয় জন কর্ত্তৃক হাস্যাস্পদ হইলেও, মন কুণ্ঠিত বা বিচলিত হয় না। তাঁহার যাবতীয় দোষাচরণ

বস্ত্রাণি চৈবাপহৃতান্যথাপ্যমুং তা নাভ্যসূয়ন্ প্রিয়সঙ্গনির্বৃতাঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ।

ইত্যাদিনা) বস্ত্রাণি বাসাংসি চ তাসাং অপহৃতানি এব তথাপি প্রিয়সঙ্গনির্বৃতাঃ (প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য সঙ্গেন নির্বৃতাঃ পরমানন্দযুক্তাঃ) তাঃ কুমারিকাঃ অমুং কৃষ্ণং ন অভ্যসূয়ন্ উক্ত-দোষদৃষ্ট্যা ন অপশ্যন্ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ইত্যাদিনা। ক্রীড়নবৎ কারিতাশ্চ বদ্ধাঞ্জলিমিত্যাদি প্রায়শ্চিত্তচ্ছলেনাভ্যসূয়ন্ দোষদৃষ্ট্যা নাপশ্যন্ ॥ ১৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ক্রীড়নং ক্রীড়োপকরণং বস্ত্রপুত্রিকাদি তদ্বৎ কারিতাঃ কৃতাঃ। বদ্ধাঞ্জলিমিত দি প্রায়-শ্চিত্তচ্ছলেন নাভ্যসূয়ন্ দোষদৃষ্ট্যা নাপশ্যন্। প্রিয়স্য তথা কৃতবতোঽপি সঙ্গেন নির্বৃতাঃ প্রিয়ত্বাদেব প্রিয়কৃতং দুঃখপ্রদানমপি সুখত্বেনৈবানুভবন্ত্য ইতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

ছিলেন, তথাপি তাহারা কৃষ্ণসঙ্গ লাভে এতই আনন্দিত হইয়াছিল যে, এতাদৃশ অত্যাচারেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহাদের কিছুমাত্র বীতরাগ হয় নাই বা তজ্জন্য তাঁহাকে তাহারা কোন নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করে নাই ॥ ১৬ ॥

আভাস।

ব্যবহারি প্রেমব্যঞ্জক গুণে পরিণত হয়। কৃষ্ণান্তপ্রাণা গোপিকাগণ বাসুদেবের আচরণে তিরস্কৃত ও উপহসিত হইয়াও তাহারা মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কিছুমাত্র বিরক্ত বা কুণ্ঠিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ বঞ্চনা পূর্ব্বক গোপিকাগণের বস্ত্রহরণ করত কুলাঙ্গনার সম্পূর্ণ ব্যবহার-বিরোধী উলঙ্গভাবে পুরুষ-সন্নিধানে আগমন করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করিয়া-ছিলেন। অধিক কি! চৈতন্যহীন পুত্তলিকার ন্যায়, সেই প্রেমিকা ললনাগণকে আচরণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ অসদাচরণও তাহাদিগের নিকট মধুর অপেক্ষা মধুরময় বলিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল ॥ ১৬ ॥

জীবনসর্ব্বস্ব কৃষ্ণ যে, তাহাদের পরিধেয় বসন মাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন এমত নহে, বসনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চিত্ত পর্য্যন্ত বাসুদেবের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। তাহাদের অকপট আচরণে শ্রীকৃষ্ণ যেমন তাহাদিগকে আপনার নিতান্ত অনুরক্ত বলিয়া বুঝিয়া-ছিলেন, গোপিকারাও কাত্যায়নীর প্রসাদে শ্রীকৃষ্ণকেও আপনাদের তাদৃশ অনুরক্ত বিবেচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহারা প্রেমান্বিত লজ্জাসহকারে অপাঙ্গ সঞ্চালনে ও ভাবে গদ্‌গদ হইয়া জড়ের ন্যায় নিশ্চল ভাবে তথায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বস্ত্র পরিধান করিয়াও তথা হইতে এক পাদও অন্যত্র গমন করিতে পারিল না শ্রীকৃষ্ণ এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে লজ্জাকে গোপিকাঙ্গ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া লইয়া ছিলেন এবং কৃষ্ণাঙ্গ স্পর্শের নিতান্ত প্রতিবন্ধক বলিয়া গোপবালাগণও যে লজ্জাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন,

পরিধায় স্ববাসাংসি প্রেষ্ঠসঙ্গমসজ্জিতাঃ।
গৃহীতচিত্তা নো চেলুস্তস্মিন্ লজ্জায়িতেক্ষণাঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।

ততঃ স্ববাসাংসি পরিধায় তস্মিন্ লজ্জায়িতেক্ষণাঃ (লজ্জায়িতং ঈক্ষণং যাসাং তথাভূতাঃ) গৃহীতচিত্তাঃ (গৃহীতং বশীকৃতং চিত্তং যাসাং তাঃ) প্রেষ্ঠসঙ্গমসজ্জিতাঃ (প্রেষ্ঠস্য অতিপ্রিয়পাত্রস্য কৃষ্ণস্য সঙ্গমেন সজ্জিতাঃ বশীকৃতাঃ সত্যঃ ততঃ স্থানাৎ) নো ন চেলুঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রেষ্ঠসঙ্গমেন সজ্জিতাঃ বশীকৃতাঃ। অতো গৃহীতচিত্তাঃ সত্যো ন চেলুঃ গৃহীতচিত্তত্বমাহ তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে লজ্জায়িতেক্ষণাঃ লজ্জাবিলসিতমীক্ষণং যাসাং তা ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রেষ্ঠস্য সঙ্গমেন সজ্জিতাস্তস্মিন্নেবাত্যধিকমাসক্তীকৃতাঃ। যথা কৃষ্ণেন তাসাং বসনানি গৃহীতানি তথা গৃহীতং তস্যাপি চিত্তং যাভিস্তা ইতি পরস্পরপ্রেমাশ্রয়ত্বমুক্তং। অত্র ময্যেতা পরমাসক্তা ইতি কৃষ্ণেন যথা জ্ঞাতং তথৈব কাত্যায়নীপ্রসাদাদস্মাস্বপি অয়মাসক্ত ইতি তাভিরপ্যবগম্য তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে লজ্জায়িতং প্রাপ্তং ঈক্ষণং যাসাং তথাভূতাঃ সত্যো ভাবৌঘজাড্যাদেব ন চেলুঃ। যা খলু কৃষ্ণেন নিষ্কাশিতা তাভিরপি তিরস্কৃতা তদঙ্গেভ্যো নিসৃত্য দূরং গন্তাভূৎ সা লজ্জা পুনঃ পরাবৃত্ত্যা যান্তী নয়নেন কৃতং তৎসাহায্যেন কৃষ্ণসমীপং নীয়মানা কৃষ্ণাল্লব্ধাভিপ্রসাদা পুনস্তাসামঙ্গেষু পূর্ব্বতোঽপ্যধিকারং প্রাপেত্যুৎপ্রেক্ষা ধ্বনিতা ॥ ১৭ ॥

কুমারীরা স্ব স্ব বস্ত্র পরিধান করিল; কিন্তু কৃষ্ণসঙ্গ লাভে এতই মুগ্ধ ও আকৃষ্টচিত্ত হইয়াছিল যে, লজ্জাবনতমুখে তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়াই রহিল; সে স্থান হইতে অন্যত্র গমন করিতে পারিল না ॥ ১৭ ॥

আভাস।

এক্ষণে গোবিন্দের অপাঙ্গমোক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে সেই লজ্জা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত সেই ললনাগণকে আক্রমণ করত পূর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রতিপত্তি প্রকাশ করিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥

লজ্জাবনতমুখী অবলাগণ তখন হৃষীকেশকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, ওহে রসিকচূড়ামণি! তুমি যে আমাদের প্রতি অসাধারণ বিড়ম্বনা করিয়াছ, তাহাতেই কাত্যায়নী ব্রতের যে ফল, তাহা আমাদের যথার্থ পাওয়া হইয়াছে, তাহাতে আমাদের যাতনার পরিবর্ত্তে চিত্তে সন্তোষেরই উৎপাদন হইয়াছে। বিবিধ চাতুর্য্য বিস্তারে তুমি আমাদের জল হইতে উত্তোলন করত আমাদের যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি যে অবলোকন করিলে এবং আমাদের পরিধেয় বসন লইয়া স্বীয় স্কন্ধে ধারণ করিলে, ও স্বীয় মনরূপ মণি সেই বস্ত্রের অঞ্চলে বান্ধিয়া তাহা আমাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলে এবং যে কিছু প্রেমাভাস

তাসাং বিজ্ঞায় ভগবান্ স্বপাদস্পর্শকাম্যয়া।
ধৃতব্রতানাং সঙ্কল্পমাহ দামোদরোঽবলাঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।

স্বপাদস্পর্শকাম্যয়া ধৃতব্রতানাং (ধৃতং ব্রতং যাভিঃ তাসাং) তাসাং সংকল্পং অভিপ্রায়ং বিজ্ঞায় ভগবান্ দামোদরঃ অবলাঃ প্রতি আহ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

দামোদরপদেন ভক্তবাৎসল্যং দর্শয়িতি অবলাঃ প্রতি ॥ ১৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তো রসিকশেখর অস্মাভির্ব্রতফলং প্রাপ্তুমেব যদসাধারণং বিড়ম্বনং ত্বয়া কৃতং তেনাপি প্রাণান্ নির্ব্বাপিতাঃ প্রত্যুত তদনুরোধেন সন্তোষিতা এব। কিঞ্চ। জলাদস্মাদুত্থাপ্য নানাচাতুর্য্যহৃষ্ট্যা অস্মৎসর্ব্বাঙ্গানীক্ষিত্বা অস্মৎপরিধানীয়বাসাংসি স্বীয়স্কন্ধধৃতানি কৃত্বৈবাস্মভ্যং স্বমনোরত্নেন সার্দ্ধং দত্তবতা ত্বয়া যৎকিঞ্চিদুক্তং। তত্র চ প্রত্যুত্তরভয়া অস্মাভিঃ সলজ্জাবলোকনমেব তুভ্যং দত্তং। অনেনাস্মাকং ত্বয়াপরাধো বা তৎপ্রীণনং বেত্যজানতীরস্মান্মুগ্ধাঃ প্রতি যত্তে বিবক্ষিতং তৎ খলু দেশকালপাত্রাভিজ্ঞত্বং ব্রূহি তচ্ছ্রুত্বৈব গৃহং যাম ইতি। তত্র প্রত্যুত্তরমিষ্যতো ভগবতঃ সর্ব্বাভিজ্ঞত্বমেকেন ততস্তৎপ্রত্যুত্তরঞ্চাহ ত্রিভিস্তাসামিতি ॥ ১৮ ॥

স্বীয় চরণস্পর্শ বাসনায় ব্রতাবলম্বনকারিণী সেই কুমারীগণের মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া, ভগবান্ দামোদর তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন ॥ ১৮ ॥

আভাস।

আমাদিগের প্রতি প্রয়োগ করিলে, হে প্রেমসিন্ধো! আমরা তাহার পরিবর্ত্তে তোমার প্রতি সলজ্জাবলোকন মাত্র করিয়াছি। ইহাতে আমরা আপনার প্রিয় হইলাম বা অপরাধ করিলাম তাহা কিছুই বুঝিলাম না; আমরা নির্ব্বোধ স্ত্রীজাতি; তুমি কিন্তু বিশেষ বিজ্ঞ। অতএব এক্ষণে দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে আমাদের প্রতি তোমার যেরূপ অনুমতি করা বিধেয় হয়, বল! তাহা শুনিয়া গৃহে যাই। ভগবান্ দামোদর ক্রমান্বয়ে তিনটী শ্লোক দ্বারা তাহাদিগকে উত্তর প্রদান করিয়াছেন। এই শ্লোকে দামোদর শব্দটী প্রয়োগ করায়, তাঁহার ভক্তবাৎসল্যই প্রদর্শিত হইয়াছে। নিতান্ত শৈশবকাল হইতে তিনি যে, গোপিকাগণের প্রতি একান্ত প্রেমবান্ তাহা তাঁহার নবনী চুরীর অপরাধে যশোদার করে রজ্জুবদ্ধ হইয়াই তাহার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে সাধ্বীগণ! মদীয় সুখকর সেবার নিমিত্ত যে তোমাদের এতকালব্যাপী অর্চ্চনা, তাহা লজ্জাবশত মুখে প্রকাশ না করিলেও, আমি অন্তরে সমস্তই অবগত হইয়াছি। আমার প্রেমপ্রাপ্তি ব্যতীত যখন তোমাদের অন্য ফলের আশা নাই; এবং

সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনং।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ।

হে সাধ্ব্যঃ! মদর্চ্চনং (মৎপ্রাপ্ত্যর্থং কাত্যায়ন্যর্চ্চনং তথা) ভবতীনাং সংকল্পঃ (পতিত্বেন ময়া সহ রমণং) ময়া বিদিতঃ (অকথিতোঽপি) অনুমোদিতঃ অঙ্গীকৃতঃ চ ; অতঃ সঃ অসৌ সংকল্পঃ সত্যঃ যথার্থঃ সফলঃ ভবিতুং অর্হতি ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ভোঃ সাধ্ব্যঃ ভবতীনাং মদর্চ্চনমেব সঙ্কল্পো মনোরথঃ স চ লজ্জয়া যুষ্মাভিরকথিতোঽপি ময়া বিদিতঃ স ময়া অনুমোদিতশ্চ অতঃ সত্যো ভবিতুমর্হতীতি ॥ ১৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হে সাধ্ব্যঃ ভবতীনাং মদর্চ্চনং মদীয়সুখোৎপাদকমদ্বিষয়কারাধনমেব সঙ্কল্পো মনোরথঃ স চ লজ্জয়া যুষ্মাভিরকথিতোঽপি ময়া বিদিতোঽনুমোদিতশ্চ। নিষ্কৈতবত্বাৎ সত্যশ্চ অতএব ভবিতুমর্হত্যেব ভবতীনাং মৎসুখতাৎপর্য্যাৎ মমাপি প্রেমবশ্যত্বাৎ কাত্র খল্বসম্ভাবনেতি ভাবঃ! অত্র কৃপাশক্তিরেব তাস্বধিকমুদ্ভবিতং তৎ প্রেমবশমপি তত্তল্লীলাবিষ্টমপি ভগবন্তমৈশ্বর্য্যং স্ফোরয়িত্বা তৎপ্রাপ্ত্যর্থককাত্যায়ন্যর্চ্চনকৃচ্ছ্রং জ্ঞাপয়ামাস। তৎফলঞ্চ প্রদাপয়ামাস। তাস্তু নারায়ণসম ইতি গর্গোক্ত্যৈবায়ং স্বং নারায়ণং মন্যতে স্মেতি জানন্তি স্মেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৯ ॥

হে সাধ্বীগণ! আমাকে পতিরূপে প্রাপ্তিকামনায় তোমাদের যে এই কাত্যায়নীর অর্চ্চনব্রত অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা আমি অবগত হইয়াছি; তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে! তোমাদের বাসনা কখনই নিষ্ফল হইবে না ॥ ১৯ ॥

আভাস।

আমিও যখন প্রেমের অধীন, তখন তোমাদের অভীষ্টলাভে আর সংশয় কি? ক্ষণকালের জন্য আমাতে চিত্ত নিবেশ পূর্ব্বক সকাম অর্চ্চনা করিলেও, যখন আমি নিজগুণে সেই মিথ্যা অর্চ্চনাকেও সত্য ও শুদ্ধ করিয়া লই, তখন তোমাদের নিষ্কাম আরাধনা যে অনন্ত ফল প্রসব করিবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? অবশ্য কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে ভোগব্যাপারের অনুকূল জন্ম জন্মান্তর ও তদুপভোগ্য বিষয় উৎপাদন করে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু বিষয়বিশেষের কামনায় প্রবৃত্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে, বিষয়ের গুণে কামনার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। যেমন অগ্নিযোগে ভর্জ্জিত চনক বা যবাদি বীজ মৃত্তিকায় প্রোথিত ও উত্তমরূপে সিঞ্চিত হইলেও পুনরায় অঙ্কুরোৎপাদন করে না, সেইরূপ মৎপ্রাপ্তির কামনায় প্রবৃত্ত হইয়া জীব কর্ম্ম করিলে, সে কামনায় আর কামান্তরের

নময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জিতাঃ ক্বথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ।

যথা ভর্জ্জিতাঃ দগ্ধাঃ ক্বথিতাঃ রন্ধিতাঃ বা ধানাঃ যবাদিরূপাঃ বীজাঃ প্রায়ঃ বীজায় পুনরঙ্কুরোৎপাদনায়, ন ঈশতে (সমর্থাঃ ভবন্তি তথা) ময়ি আবেশিতধিয়াং মদাবেশিতচিত্তানাং, কামঃ বিষয়ভোগসংকল্পঃ, কামায় পুনঃ সংসারবিষয়ভোগায় ন কল্পতে ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অর্হতীতি সম্ভাবনোক্ত্যা আত্যন্তিকো ন ভবিষ্যতীতি সূচিতং। তৎ কুত ইত্যত আহ ন ময়ীতি। কামায় পুনঃ কামভোগায় বিষয়মহিম্না কামস্যাপি শান্তিহেতুত্বাদিতি ভাবঃ। কামপ্ররোহে দৃষ্টান্তঃ ভর্জ্জিতাঃ দগ্ধাঃ ক্বথিতাঃ পক্বা ধানাঃ যবাদয়ো বীজায় অঙ্কুরোদ্গমায়। প্রায় ইতি স্বেচ্ছয়া পুনঃ প্ররোহমপি সূচয়তি ॥ ২০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

যচ্চ ক্বাচিৎকং মদর্চ্চনং সকৈতবত্বাদসত্যমযথার্থং তদপি ময়া স্বস্বাদ্গুণ্যাৎ সত্যমেব ভবিতুমর্হমেবং কর্ত্তুং শক্যতে কিং পুনঃ পরমশুদ্ধমহোত্তমপ্রেমময়ো ভবতীনাং মদারাধনমনোরথ ইত্যাহ নেতি। কামঃ সকামত্বলক্ষণং কৈতবং কামায় তৎফলায় অযথার্থায় কামভোগায় ন কল্পতে কিন্তু বিষয়মহিম্না কামশান্তায় এব তত্র দৃষ্টান্তো ভর্জিতা ইতি। অত্র ধানাশব্দেন যবা এবোচ্যন্তে। তে চ যবাঃ খলু পক্ষিলে ভূমাবুপ্তাঃ প্ররোহন্তি তএব সূর্য্যকান্তরত্নভূমাবুপ্তাস্তাপেন ভর্জ্জিতা ভবন্তি ততো বৃষ্টিজলেন সিক্তাঃ ক্বথিতা রন্ধিতা বীজায় অঙ্কুরোদ্গমায় নেশতে ন সমর্থাঃ স্যুঃ। প্রায় ইতি যথেত্যর্থঃ। যথাহ বিশ্বপ্রকাশঃ। প্রায়শ্চানশনে মৃত্যৌ প্রায়ো বাহুল্যতুল্যয়োরিতি মেদিনী চ। নেষ্যত ইতি চ পাঠস্তিৎসুখনমন্ত স্তত্রৈকত্বমার্ষং ॥ ২০ ॥

দেখ! দগ্ধ বা পক্ব বীজ যেমন পুনরায় অঙ্কুরোৎপাদন করে না, সেইরূপ মদ্গতপ্রাণ ব্যক্তিগণের বিষয়ভোগের বাসনা কখন সাংসারিক বিষয়ভোগে পরিণত হয় না ॥ ২০ ॥

আভাস।

উৎপত্তি করে না। অবলাগণ তোমরা পূর্ণমনোরথ হইয়াছ! এক্ষণে গৃহে গমন কর। অতি সামান্য দিন পরেই তোমাদের রমণোপযোগী রাত্রি উপস্থিত হইবে; তৎকালে তোমাদের বাসনা পূর্ণ হইবে ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

কুমারীগণ লব্ধকামা হইয়াও, শ্রীকৃষ্ণের আদেশ ক্রমে স্বচ্ছন্দচিত্তে ব্রজে প্রত্যাগমন করিতে পারিলেন না। কৃষ্ণসমাগমে তাঁহারা যেমন আনন্দসিন্ধুতে অবগাহন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার বিরহানলও তাঁহাদিগকে সেইরূপ ক্লেশ দিতে লাগিল। তখন তাঁহারা

যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ।
যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যার্চ্চনং সতীঃ॥
শ্রীশুক উবাচ॥
ইত্যাদিষ্টা ভগবতা লব্ধকামাঃ কুমারিকাঃ।
ধ্যায়ন্ত্যস্তৎপদাম্ভোজং কৃচ্ছ্রান্নির্ব্বিবিশুর্ব্রজং॥

অন্বয়।

হে অবলাঃ যূয়ং ব্রজং যাত গচ্ছত, যতঃ সিদ্ধাঃ পূর্ণমনোরথাঃ। হে সতীঃ সত্যঃ! যৎ ময়া সহ রমণং উদ্দিশ্য সংকল্প্য, ইদং আর্য্যার্চ্চনং (আর্য্যায়াঃ কাত্যায়ন্যাঃ অর্চ্চনং) চেরুঃ কৃতবত্যঃ, তৎ ইমাঃ আগামিনীঃ ক্ষপাঃ শরদ্রাত্রীঃ ময়া সহ রংস্যথ রমণং প্রাপ্স্যথ॥

শ্রীশুক উবাচ। ইতি এবং ভগবতা আদিষ্টাঃ আজ্ঞপ্তাঃ, লব্ধকামাঃ প্রাপ্তমনোরথাঃ কুমারিকাঃ তৎপদাম্ভোজং ধ্যায়ন্ত্যঃ কৃচ্ছ্রাৎ অতি কষ্টেন ব্রজং নির্ব্বিবিশুঃ॥

শ্রীধরস্বামী।

সিদ্ধাঃ পূর্ণমনোরথাঃ তদাহ ইমা আগামিনী রাত্রি র্ময়া রংস্যথেতি। আর্য্যা কাত্যা-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রাথমিকস্য রমণস্য শুতঃ সময়ো রাত্রিরেবেত্যভিপ্রেত্যাহ যাতেতি। সিদ্ধা এব যূয়ং মাধুর্য্যপোষকেণ নরলীলত্বেনৈব সাধকত্বাভিমান ইতি ভাবঃ। ইমাঃ সন্নিহিতাঃ। রংস্যথ রংস্যধ্বে। যৎ রমণং। আর্য্যা দুর্গা। সত্যঃ সত্যো ভবত্যঃ॥

কৃচ্ছ্রাদিতি; তেন তাসাং মনোনেত্রাদাহরণাৎ॥

হে অবলাগণ! তোমরা যে উদ্দেশে কাত্যায়নী দেবীর অর্চ্চনাব্রতে ব্রতী হইয়াছিলে, অদ্য তোমাদের সেই মনোরথ পূর্ণ হইল। আগামী রাত্রিসমূহে আমার সহিত যথেচ্ছা বিহার করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই॥

শুকদেব বলিলেন, ব্রজকুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ আশ্বাস-বাক্যে পূর্ণ-মনোরথ হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চরণপদ্ম চিন্তনে এতই নিমগ্নচিত্তা হইলেন যে, অতি কষ্টে তাঁহারা তথা হইতে ব্রজে প্রত্যাগমন করিলেন॥

আভাস।

তাঁহারা লজ্জায় অধোমুখী হইয়া, যেন ব্রজগমনের অপেক্ষা পুনরায় ব্রতানুষ্ঠানার্থ যমুনায় গমন করাই বিধেয় জ্ঞানে নিঃশব্দে তথা হইতে যাত্রা করিলেন।

গোপকন্যাদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ ব্যাপার বর্ণন করিয়া, যজ্ঞশালাস্থ ব্রাহ্মণ পত্নীগণের প্রতিও তাদৃশ অনুগ্রহের বিষয় বর্ণনার্থ শুকদেব লীলান্তরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অথ গোপৈঃ পরিবৃতো ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
বৃন্দাবনাদ্গতো দূরং চারয়ন্ গাঃ সহাগ্রজঃ॥
নিদাঘার্কাতপে তিগ্মে ছায়াভিঃ স্বাভিরাত্মনঃ।
আতপত্রায়িতান্ বীক্ষ্য দ্রুমানাহ ব্রজৌকসঃ॥
হে স্তোককৃষ্ণ হে অংশো শ্রীদামন্ সুবলার্জ্জুন।
বিশালর্ষভ তেজস্বিন্ দেবপ্রস্থ বরূথপ॥ ২১॥

অন্বয়ঃ।

অথ সহাগ্রজঃ সবলঃ ভগবান্ দেবকীসুতঃ গোপৈঃ বৃতঃ সন্ গাঃ চারয়ন্ বৃন্দাবনাৎ দূরং গতঃ॥

তিগ্মে নিদাঘার্কাতপে স্বাভিঃ ছায়াভিঃ আত্মনঃ স্বস্য আতপত্রায়িতান্ ছত্রাকারেণ স্থিতান্ দ্রুমান্ বীক্ষ্য ভগবান্ ব্রজৌকসঃ গোপান্ প্রতি আহ॥

(তত্র গোপান্ তন্নাম্না সম্বোধয়তি) হে স্তোককৃষ্ণ, হে অংশ শ্রীদামন্, সুবল, অর্জ্জুন, বিশাল, ঋষভ, তেজস্বিন্ দেবপ্রস্থ, বরূথপ॥ ২১॥

শ্রীধরস্বামী।

ঘনী। সতীঃ সত্যঃ॥ ২১॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

গোপকন্যাপ্রসাদস্য প্রস্তুত্যারোহিতঃ স্মৃতৌ। যজ্ঞপত্নীপ্রসাদোঽতস্তং বিরক্ষুরভূন্মুনিঃ। অথেতি সময়ান্তরব্যঞ্জকং কদাচিৎ নিদাঘার্কাবিত্যর্থঃ।

বস্ত্রদারবৃক্ষযোনাবপি জন্ম সতি প্রার্থ্যং নতু কৃপণকর্ম্মণি প্রজাতাবিতীমমর্থং জ্ঞাপয়িতুং বৃক্ষান্ স্তৌতি সখীন্ সম্বোধ্য পশ্যতেতি চতুর্ভিঃ। স্তোককৃষ্ণাদয়োঽষ্টাবৈদিক্ষু কৃষ্ণস্য রক্ষণ-কর্ম্মসু স্থিতাঃ। দেবপ্রস্থবরূথপৌ ছত্রধারকবর্ত্মশোধকাবিত্যর্দ্ধাদ্দেশকৃত্যয়োঃ স্থিতৌ। একাদশো ভদ্রসেনস্তু গোপসেনাধ্যক্ষঃ সর্ব্বাবেক্ষকঃ॥ ২১॥

এদিকে দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপগণে পরিবৃত হইয়া, অগ্রজ বলরাম সমভিব্যাহারে গাভীচারণ করাইতে করাইতে বৃন্দাবন হইতে দূরে গিয়া পড়িলেন॥

তথায় গ্রীষ্মকালীন প্রচণ্ড তপন-তাপে তরুরাজী ছত্রের ন্যায় অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার কলেবরে ছায়া প্রদান করিতেছে নিরীক্ষণ করিয়া, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই বালকদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন॥

হে স্তোককৃষ্ণ, অংশ, শ্রীদামন্, সুবল এবং অর্জ্জুন! হে বিশাল, ঋষভ,

আভাস।

এই লীলা, গ্রীষ্মকালেই হইয়াছিল; ইহার পরিচয়ার্থ "নিদাঘার্কতাপে" এই পদটী প্রয়োগ করা হইয়াছিল। বস্ত্রহরণ দিবসে বলরাম কৃষ্ণের সহিত ছিলেন না; কিন্তু এই দিবসে

পশ্যৈতেতান্ মহাভাগান্ পরার্থৈকান্তজীবিতান্।
বাতবর্ষাতপহিমান্ সহন্তো বারয়ন্তি নঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ।

পরার্থৈকান্তজীবিতান্ (পরার্থঃ এব একান্তেন নিশ্চয়েন জীবিতং যেষাং তান্) এতান্ মহাভাগান্ বৃক্ষান্ পশ্যত (যতঃ স্বয়ং) বাতবর্ষাহিমতপান্ সহন্তঃ সহমানাঃ অপি নঃ অস্মাকং বাতাদীন্ বারয়ন্তি ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তত্ত্যাত্মুকম্প্য কন্যাস্তাস্তদ্বিবর্জ্জিতযজ্ঞনাং। পত্ন্যনুগ্রহতস্তেষামহন্ কর্ম্ম মহামদং। বিপ্র-ভার্য্যায়া অনুগ্রহায় যজ্ঞবাটং গচ্ছন্ বিপ্রাণাং কাঠিন্যমভিপ্রেত্য তেভ্যোঽপি দ্রুমা শ্রেষ্ঠা ইতি জ্ঞানভিনন্দতি চতুর্ভিঃ। পশ্যতেতি হে স্তোককৃষ্ণাদয়ো গোপা এতান্ দ্রুমান্ পশ্যত পরার্থমেব একান্তেন জীবিতং যেষাং তান্। তদাহ বাতবর্ষাদীন্ স্বয়ং সহমানা অস্মাকং বারয়ন্তি ॥ ২২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তদানীং দূরে স্থিত ইতি লক্ষ্যতে যে বাতবর্ষাদীন্ স্বয়ং সহমানা অস্মাকং বারয়ন্তি ॥ ২২ ॥

তেজস্বিন্, দেবপ্রস্থ ও বরূথপ ! ॥ ২১ ॥

কেবল মাত্র পরের উপকারার্থ জীবনধারী পাদপবৃন্দের প্রতি অবলোকন কর ! ইহারা বাত, বর্ষা, রৌদ্র এবং হিম স্বয়ং অবলীলাক্রমে সহ্য করত, আমাদিগকে উক্ত যাবতীয় ক্লেশ হইতে রক্ষা করিতেছে ॥ ২২ ॥

আভাস।

বলরামও শ্রীকৃষ্ণের সমভিব্যাহারে ছিলেন। তাঁহারা সকলে একত্র মিলিত হইয়া, প্রথমত অসমতল পর্ব্বতময় ভূমি কাম্যকবনে গমন করেন; কারণ তথায় গমন নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণের ধাতুরাগময় বেশ পরে বর্ণিত হইবে। তথাকার প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে তৃষার্ত্ত ধেনুগণকে জল পান করাইবার জন্য তাঁহারা ব্রজভূমিকে দক্ষিণপার্শ্বে রাখিয়া যমুনায় গমন করেন; তথায় নিবিড় বৃক্ষরাজিতে সর্ব্বত্র ছায়াময় নিরীক্ষণ করিয়া, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বৃক্ষজীবনের প্রশংসা পূর্ব্বক বলিলেন, হে গোপালগণ দেখ ! এই পরোপকারী বৃক্ষযোনিতে জন্ম গ্রহণ করাও সাধুগণের বরং প্রার্থনীয়; তথাপি কর্ম্মী কৃপণ ব্রাহ্মণযোনিতেও জন্ম গ্রহণ করা শ্রেয়স্কর নহে। এখানে যে দশ জন গোপবালকের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ ও দশদিকের রক্ষক বলিয়াই পরিগণিত। তন্মধ্যে স্তোককৃষ্ণাদি প্রথম আট জন শ্রীকৃষ্ণের অষ্টদিকের রক্ষক; এবং দেবপ্রস্থ ও বরূথপ এই দুই জনের মধ্যে প্রথম জন ছত্রধারক সুতরাং ঊর্দ্ধপথ-রক্ষক এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি পথপরিষ্কারক অধোভাগের রক্ষক রূপে সকলেই শ্রীকৃষ্ণের

অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবনং।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ ॥ ২৩ ॥
পত্রপুষ্পফলচ্ছায়ামূলবল্কলদারুভিঃ।
গন্ধনির্য্যাসভস্মাস্থিতোক্মৈঃ কামান্ বিতন্বতে ॥

অন্বয়ঃ।

যেষাং অর্থিনঃ জনাঃ বিমুখাঃ নিষ্ফলাঃ বৈ ন যান্তি তাদৃশানাং এষাং বৃক্ষাণাং (পরোপকারিণাং) সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবনং (সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং উপজীবনং জীবিকাসাধনং) জন্ম সুজনস্য কৃপালোঃ ইব অহো বরং শ্রেষ্ঠং এব ॥ ২৩ ॥

এতে পত্রপুষ্পফলচ্ছায়ামূলবল্কলদারুভিঃ গন্ধনির্য্যাসভস্মাস্থি-তোক্মৈঃ (নির্য্যাসঃ ঘনরসঃ অস্থিঃ সারাংশঃ তোক্মাঃ পল্লবাদ্যঙ্কুরাঃ তৈঃ) (জনানাং) কামান্ মনোরথান্ বিতন্বতে পূরয়ন্তি ॥

শ্রীধরস্বামী।

সুজনস্য কৃপালোঃ অর্থিন ইব ॥ ২৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সুজনস্য আতিথেয়স্য অর্থিনো যাচকাঃ ॥ ২৩ ॥
নির্য্যাসো নিবিড়রসঃ অস্থিসারাংশঃ। তোক্মাঃ পল্লবাদ্যঙ্কুরাঃ ॥

অহো! প্রাণিমাত্রেরই জীবন-সাধক এই পাদপ-জন্মই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইতেছে; কারণ সাধু ব্যক্তির গৃহ হইতে অতিথি যেমন কখনই প্রত্যাখ্যাত হয় না, সেইরূপ ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিও কখন তরুসন্নিধানে উপেক্ষিত হয় না ॥ ২৩ ॥

ইহারা পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া মূল, বল্কল, দারু, গন্ধ, ঘনরস, সারাংশ এবং পল্লবাদি ও অঙ্কুর প্রভৃতি বিবিধ প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদানে জীবগণের বিবিধ অভাব পূরণ করিতেছে ॥

আভাগ।

সন্নিধানে নিত্য বিরাজমান থাকিতেন। অপর একাদশ ভদ্রসেন নামক বালক গোপসেনার অধ্যক্ষভাবে থাকিয়া সকলের প্রতিই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন ॥ ২১ ॥

সাধু এবং তপস্বী অপেক্ষা বৃক্ষজীবন আরো উৎকৃষ্ট। তপস্বীগণ স্বয়ং বা-বর্ষাদি সহ্য করেন, কিন্তু পরকে সে ক্লেশ হইতে নিবারণ করেন না। এদিকে প্রেমার্দ্র হৃদয় লু-পরের দুঃখ নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াও, স্বয়ং দুঃখ সহ্য করেন না; কিন্তু পাদপগণ বাতবর্ষাদি যাবতীয় দুঃখ স্বয়ং সহ্য করত, পরকে সে দুঃখ হইতে রক্ষা করিতেছে। অতএব সাধু ও

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥ ২৪ ॥
ইতি প্রবালস্তবকফল-পুষ্পদলোৎকরৈঃ।
তরূণাং নম্রশাখানাং মধ্যতো যমুনাং গতঃ ॥

অন্বয়ঃ।

যৎ প্রাণৈঃ (প্রাণানাং আদরণকর্ম্মভিঃ) অর্থৈঃ (ধনাদিভিঃ) ধিয়া (হিতচিন্তনেন) বাচা [হিতোপদেশেন] দেহিষু সদা শ্রেয়আচরণং [শ্রেয়সঃ আচরণং এতাবৎ দেহিনাং ইহ দেহেষু জন্মসাফল্যং জন্মনঃ সাফল্যং] এব। ২৪ ॥

ইতি [এবং বৃক্ষান্ অভিনন্দন্ ভগবান্] প্রবালস্তবকফলপুষ্পদলোৎকরৈঃ [ফলপুষ্পাদীনাং উৎকরৈঃ সমূহৈঃ] নম্রশাখানাং নম্রাঃ শাখাঃ যেষাং তেষাং তরূণাং মধ্যতঃ মধ্যবর্ত্তিমার্গেণ যমুনাং গতঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নির্যাসো ঘনরসঃ। তোক্মাঃ পল্লবাদ্যঙ্কুরাঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

জন্মনঃ সাফল্যমেতাবদেব ॥ ২৪ ॥

দেখ! ধন, প্রাণ, হিতচিন্তা ও সদুপদেশ দ্বারা প্রাণিগণের হিতানুষ্ঠানই দেহধারীর দেহধারণের প্রকৃত ফল; এতদ্ব্যতীত জীবের জন্ম কখনই সফল বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না ॥ ২৪ ॥

এই প্রকারে বৃক্ষগণের প্রশংসা করিয়া ভগবান্, বাসুদেব ফল, পুষ্প, মুকুল ও বকুলাদিতে অবনতশাখা তরুরাজির মধ্যদেশ দিয়া যমুনাপুলিনে উপনীত হইলেন ॥

আভাস।

তপস্বী অপেক্ষাও বৃক্ষের জীবন নিতান্তই শ্লাঘনীয় ॥ ২২ ॥

অহো! বৃক্ষগণ কেবল পরদুঃখ নিবারণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না; প্রাণিমাত্রেরই জীবিকার উপায় সাধন করিতেছে। যেমন সাধু ব্যক্তির গৃহ হইতে অতিথি কখন বিমুখ হয় না, সেইরূপ ক্ষুধার্ত্ত পথিক ফলভরে অবনত তরুসমীপে গমন করিয়া চাটুবাক্যের পরিবর্ত্তে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলেও তরু কখন তাহাকে ফল প্রদানে বিরত হয় না। এরূপ সাধু জীবন জগতে আর কোথায়ও পরিলক্ষিত হয় না ॥ ২৩ ॥

কেবল ফল কেন! বৃক্ষ আপনার সর্ব্বস্ব, অধিক কি! সর্ব্বাবয়ব দ্বারা পরের উপকার করিয়া থাকে। ফলতার্থে জগতে জীবরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া যে কোন প্রকারে

তত্র গাঃ পায়য়িত্বাপঃ সুমৃষ্টাঃ শীতলাঃ শিবাঃ।
ততো নৃপ স্বয়ং গোপাঃ কামং স্বাদু পপুর্জলং ॥ ২৫ ॥
তস্যা উপবনে কামং চারয়ন্তঃ পশূন্ নৃপ।
কৃষ্ণরামাবুপাগম্য ক্ষুধার্ত্তা ইদমব্রুবন্ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে যমুনাগমনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ।

হে নৃপ! তত্র যমুনায়াং গোপাঃ গাঃ সুমৃষ্টাঃ স্বচ্ছাঃ, শিবাঃ আরোগ্যকরাঃ, শীতলাঃ আপঃ পায়য়িত্বা ততঃ তদনন্তরং স্বয়ং অপি স্বাদু জলং কামং যথেষ্টং পপুঃ ॥ ২৫ ॥

তস্যাঃ যমুনায়াঃ উপবনে কামং যথেচ্ছং পশূন্ চারয়ন্তঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ গোপাঃ কৃষ্ণরামৌ উপাগম্য ইদং বক্ষ্যমাণং অব্রুবন্ ॥ ২৬ ॥

ইতি দশমে দ্বাবিংশঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ইত্যভিনন্দন ফলপুষ্পপ্রবালাদিসমৃদ্ধৈর্নতশাখানাং তরূণাং মধ্যেন্তো যমুনাং প্রাপ্তঃ ॥ ২৫ ॥

কুমারিকাভ্যঃ পূর্ব্বমেব তন্নর্ম্মাকুলতয়া অগৃহীতভোজ্যানামেব নির্গমাৎ ক্ষুধার্ত্তা ইত্যুক্তং ॥ ২৬ ॥

॥ * ॥ ইতি দশমে দ্বাবিংশঃ ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রবালাদিভি র্নতশাখানাং ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
দ্বাবিংশো দশমেঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

হে নরপাল! তথায় গোপালগণ স্ব স্ব গোসমূহকে সুশীতল নির্ম্মল এবং স্বাস্থ্যকর সলিল পান করাইয়া, আপনারা প্রচুর পরিমাণে পান করিল ॥ ২৫ ॥

এবং উপবন মধ্যে পশুগণকে যথেষ্ট চারণ করাইয়া আপনারা সাতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইল এবং শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সকলে বলিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥

ইতি দশমে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

আভাস।

পরের উপকার সাধন করাই জন্মের সার্থকতা; নতুবা কেবল দেহভার বহন করা হয় মাত্র ॥ ২৪ ॥

ইতি দশম স্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়ের আভাস সমাপ্ত ॥

গোপা ঊচুঃ ॥

রাম রাম মহাবাহো কৃষ্ণ দুষ্টনিবর্হণ।
এষা বৈ বাধতে ক্ষুন্ন স্তচ্ছান্তিং কর্ত্তুমর্হথঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।

গোপাঃ ঊচুঃ। হে রাম মহাবাহো রাম! হে দুষ্টনিবর্হণ কৃষ্ণ! এষা ক্ষুৎ নঃ অস্মান্ বাধতে পীড়য়তি তচ্ছান্তিং (অতঃ তস্যাঃ শান্তিং নিবৃত্তিং কর্ত্তুং যুবাং) অর্হথঃ ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ত্রয়োবিংশে ততো গোপৈরন্নযাচ্ঞাপদেশতঃ। তৎপত্ন্যনুগ্রহাৎ কৃষ্ণো দীক্ষিতানন্বতাপয়ৎ ॥১॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ত্রয়োবিংশেঽন্নযাচ্ঞানাদ্দৈর্গোপৈঃ পুনশ্চ সা।
পত্নীনাং প্রেমবিপ্রাণামনুতাপশ্চ বর্ণ্যতে ॥ * ॥

ক্ষুন্ন ইতি ক্ষুৎ খলু বৈ মনুষ্যস্য ভ্রাতৃব্য ইতি শ্রুতেরস্মাকং ক্ষুন্নহাশক্রমধুনা হন্তুং চেৎ শক্নুথ স্তদৈব যুবয়োর্মহাবলত্বং কৃষ্ণত্বে সার্থকে জ্ঞাস্যতে ইতি নর্ম্ম ব্যঞ্জিতং ॥ ১ ॥

গোপালগণ বলিল, হে রাম হে মহাবাহো বলরাম! হে দুষ্টনিগ্রহকারি শ্রীকৃষ্ণ! দেখ। আমরা ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি। আমাদের ক্ষুধাশান্তির কোন প্রতিবিধান কর! ॥ ১ ॥

আভাস।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞে অন্ন ভিক্ষাচ্ছলে ব্রাহ্মণ-পত্নীগণকে কৃতার্থ করেন; এবং তদুপলক্ষে দীক্ষিত ব্রাহ্মণগণের অনুতাপ বর্ণিত হইয়াছে ॥

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যখন বৃক্ষগণের পরোপকারক সাধু জীবনের উল্লেখ পূর্ব্বক জগতে জীবের কর্ত্তব্যতার নিরূপণ করিতেছিলেন, তখন গোপালগণ বহুদূর পরিভ্রমণ হেতু ক্ষুধায় শ্রান্ত ও নিতান্ত কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক পরিহাস-চ্ছলে বলিল, হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমিত সকল দুষ্টেরই নিগ্রহ করিয়া থাক! একজন মহাশত্রু আমাদিগকে বড়ই ক্লেশ দিতেছে; তাহাকে যদি নিগ্রহ করিতে পার, তবেই তোমার শ্রেষ্ঠত্ব। এই দেখ! ক্ষুধায় আমরা নিতান্ত কাতর হইয়াছি; কিন্তু হে খলনিগ্রহকারি! তুমি নিকটে থাকিতে যে আমরা এত কষ্ট পাই তাহা তোমার কোন মতে সহ্য করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ১ ॥

ভক্তিহীন কর্ম্ম অপেক্ষা বিশুদ্ধা ভক্তি অনেকাংশে শ্রেয়স্কর। কেবল ভক্তির প্রসাদে জীব তপস্যা, বিদ্যা ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেও, বিনা বাধায় মুক্ত হইতে পারে; কিন্তু ভক্তিকে অবলম্বন না করিলে, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া এবং বিদ্যা, তপস্যা ও বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও কোনমতে অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বোক্ত ভক্তিমানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের মানসে গোপবালকগণকে নিকটবর্ত্তী

শ্রীশুক উবাচ ॥

ইতি বিজ্ঞাপিতো গোপৈর্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
ভক্তায়া বিপ্রভার্য্যায়াঃ প্রসীদন্নিদমব্রবীৎ ॥
প্রযাত দেবযজনং ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ।
সত্রমাঙ্গিরসং নাম হ্যাসতে স্বর্গকাম্যয়া ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীশুকঃ উবাচ। ইতি এবং গোপৈঃ বিজ্ঞাপিতঃ ক্ষুন্নিবৃত্ত্যর্থং প্রার্থিতঃ ভগবান্ দেবকীসুতঃ কৃষ্ণঃ ভক্তায়াঃ বিপ্রভার্য্যায়াঃ প্রসীদন্ ইদং অব্রবীৎ ॥

(হে গোপাঃ!) ব্রহ্মবাদিনঃ বেদার্থোপদেষ্টারঃ ব্রাহ্মণাঃ স্বর্গকাময়া স্বর্গপ্রাপ্তীচ্ছয়া আঙ্গিরসং নাম সত্রং যাগং, হি আসতে অনুতিষ্ঠন্তি, তৎ দেবযজনং যজ্ঞবাটং প্রযাত গচ্ছত ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ভক্তায়া ইত্যেকবচনং সদ্যঃ সাযুজ্যাভিপ্রায়েণ ॥ ২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিপ্রভার্য্যায়া ইতি জাত্যাবেকত্বং ভক্তায়া ইতি তাসাং ভক্তিমনুসৃত্য সদ্য এব প্রসীদন্। কিঞ্চ। তাস্বেকস্যাস্তু ভবিষ্যন্তীং দশমীং দশামনুসৃত্য প্রকর্ষেণ সীদন্ শোচমানশ্চেত্যর্থ-দ্বয়লাভার্থমেকত্বমিতি কেচিৎ ॥

তপোবিদ্যাধর্ম্মাদিমৎস্বপি বিপ্রেষু ভক্ত্যভাবান্ন মে প্রসাদস্তপআদিরহিতাস্বপি তৎ-পত্নীষু ভক্তিসদ্ভাবান্মৎপ্রসাদ ইত্যর্থদ্বয়মেকস্যাং ব্রাহ্মণজাত্যাবেব ক্রমেণ জ্ঞাপয়িতুং প্রথমং গোপান্ ব্রাহ্মণসন্নিধৌ প্রস্থাপয়ন্নাহ প্রযাতেতি ॥ ২ ॥

গোপবালকগণের বাক্য শ্রবণে দেবকীনন্দন ভগবান্ বাসুদেব স্বীয় ভক্ত ব্রাহ্মণপত্নীগণকে কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত গোপাল বালকগণকে বলিলেন ॥

হে বালকগণ! বেদোপদেষ্টা ব্রাহ্মণগণ স্বর্গপ্রাপ্তির বাসনায় এই নিকটেই আঙ্গিরস যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তোমরা সেই যজ্ঞস্থলে গমন কর ॥ ২ ॥

আভাস।

এক যজ্ঞশালায় প্রেরণ করিলেন। তথায় তপোবিদ্যাসম্পন্ন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের সমীপে প্রথমতঃ অন্ন প্রার্থনার উপদেশ দিয়া বলিলেন যে, তোমরা আমাদের নাম করিয়া বলিও যে, ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে অন্ন প্রদান কর। কি জানি! যদি তাঁহাদের এখনও অজ্ঞান নিদ্রার ভঙ্গ না হইয়া থাকে, তবে আর্য্য বলরামেরও নাম করিও। যদি তাঁহাদের ভ্রম অপ-নোদিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে যজ্ঞসমাপনের মধ্যে অন্ন প্রদানে যজ্ঞের ব্যাঘাত মনে না করিয়া, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ অন্ন প্রদান করিবেন। আমাকে লোকে নন্দপুত্র

তত্র গত্বৌদনং গোপা যাচতাস্মদ্বিসর্জ্জিতাঃ।
কীর্ত্তয়ন্তো ভগবত আর্য্যস্য মম চাভিধাং॥
ইত্যাদিষ্টা ভগবতা গত্বা যাচন্ত তে তথা।
কৃতাঞ্জলিপুটা বিপ্রান্ দণ্ডবৎ পতিতা ভুবি॥

অন্বয়ঃ।

হে গোপাঃ! তত্র গত্বা অস্মদ্বিসর্জ্জিতাঃ আবাভ্যাং প্রহিতাঃ, যূয়ং ভগবতঃ আর্য্যস্য রামস্য, মম চ অভিধাং নাম কীর্ত্তয়ন্তঃ ওদনং অন্নং যাচত যাচধ্বং॥

ইতি এবং ভগবতা আদিষ্টাঃ আজ্ঞপ্তাঃ তে গোপাঃ তত্র গত্বা কৃতাঞ্জলিপুটাঃ ভূত্বা (প্রথমং) দণ্ডবৎ ভুবি পতিতাঃ (ততঃ) তথা ভগবদুক্তানুসারেণ বিপ্রান্ অযাচন্ত॥

শ্রীধরস্বামী।

অস্মদ্বিসর্জ্জিতাঃ আবাভ্যাং প্রহিতাঃ সন্তো যাচধ্বং যুষ্মাকং কা তত্র লজ্জা নন্থ তথাপি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যাচত যাচধ্বং। কীর্ত্তয়ন্ত ইতি আবাভ্যামপি স্বনাম্নাপি প্রবোধয়িতুমশক্যা ঈদৃশী তেষাং বিদুষাং নিদ্রেতি জ্ঞাপয়িতুমুক্তং আর্য্যস্য বলদেবস্য প্রথমমভিধাং কীর্ত্তয় ইতি মত্তো বৈশ্যজাতেঃ সকাশাদার্য্যং ক্ষত্রিয়জাতিং কিঞ্চিদভ্যর্হিতত্বেন দানপাত্রং মত্বাপি যদি তে বহির্দার্শনো হঃ কিঞ্চিদ্দাস্যন্তি তদপি ভদ্রমিত্যভিপ্রায়েণ॥

কৃতাঞ্জলিপুটা ইতি স্বেষাং সৌশীল্যমভিব্যঞ্জয়িতুং তচ্চ তদানীং ভিক্ষাপ্রাপ্ত্যর্থকমেব। দণ্ডবৎ পতিতা ইতি স্বীয়ব্রজস্থবিপ্রেভ্যোঽপি সকাশাত্তানভিতেজস্বিনো মত্বা ইত্যর্থঃ॥

তোমরা আমাদের আদেশ ক্রমে তথায় গমন পূর্ব্বক আমাদের নাম করিয়া অন্ন প্রার্থনা কর॥

ভগবানের আদেশানুসারে বালকগণ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দণ্ডবৎ ভূমিতে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ও বিনম্রবচনে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে সেই ব্রাহ্মণগণকে বলিতে লাগিলেন॥

আভাস।

বৈশ্যজাতি বলিয়া জানে, কিন্তু বলদেব বসুদেব-নন্দন ক্ষত্রিয়; অতএব আমার অপেক্ষা তাঁহার নামে তাঁহাদিগের অধিক শ্রদ্ধা হইবার সম্ভাবনা॥ ২॥

ভগবৎসংসর্গে নিকৃষ্ট গোপজাতি বালকগণের সুশীলতা অন্নপ্রার্থনার উপলক্ষে এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে। বালকগণ স্বীয় ব্রজস্থ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা যজ্ঞশীল ব্রাহ্মণগণকে অধিকতর তেজস্বী জ্ঞানে দণ্ডের ন্যায় তাঁহাদের সম্মুখে ভূমিতে পতিত হইয়া অতি বিনম্র-বচনে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন; হে দ্বিজোত্তমগণ! আমরা গোপশিশু; বলদেবের আজ্ঞানুসারে আপনাদের নিকট আগমন করিয়াছি। তাঁহারা আপনাদের অনতিদূরে গাভী-চারণ করাইতে আসিয়াছেন। অন্ন প্রার্থনায়

হে ভূমিদেবাঃ শৃণুত কৃষ্ণস্যাদেশকারিণঃ।
প্রাপ্তান্ জানীত ভদ্রং বো গোপান্নো রামচোদিতান্ ॥ ৩ ॥
গাশ্চারয়ন্তাববিদূর ওদনং রামাচ্যুতৌ বো লষতো বুভুক্ষিতৌ।

অন্বয়ঃ।

হে ভূমিদেবাঃ বিপ্রাঃ, শৃণুত বঃ যুষ্মাকং ভদ্রং কল্যাণং (ভবিষ্যতি) কৃষ্ণস্য আদেশকারিণঃ রামচোদিতান্ (যুষ্মৎসন্নিধৌ) প্রাপ্তান্ নঃ অস্মান্, গোপান্ জানীত ॥ ৩ ॥

ইতঃ অবিদূরে নিকটে, এব গাঃ চারয়ন্তৌ (বুভুক্ষিতৌ রামাচ্যুতৌ বঃ যুষ্মাকং ওদনং

শ্রীধরস্বামী।

অপাত্রত্বাদস্মাকং কিমিতি দাস্যন্তীতি চেৎ তত্রাহ কীর্ত্তয়ন্ত ইতি ॥ ৩ ॥

অবিদূরে বর্ত্তমানৌ সন্তৌ বো যদন্নং তল্লষতঃ অভিলষতঃ ওদনং। শ্রদ্ধা চ বো

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কৃষ্ণস্যাদেশকারিণ ইতি তস্য নন্দরাজপুত্রত্বেন রামতঃ সকাশাদৈশ্বর্য্যাৎ রামচোদিতানিত্যস্মদ্ধাবা রাম এবান্নং প্রথমং ভিক্ষতে ইত্যভিপ্রায়েণ ॥ ৩ ॥

বো যুষ্মান্ লষতঃ। ভিক্ষতে ওদনং অন্নমেতি পাঠদ্বয়ং তুল্যার্থং। নন্থ তৌ ব্রাহ্মণৌ ন ভবন্ত ইতি ব্রাহ্মণভোজনাৎ পূর্ব্বং কথং দাস্যামস্তত্রাহুঃ বুভুক্ষিতৌ। অন্নস্য ক্ষুধিতঃ পাত্রমিতি প্রমাণং জানীথেবেতি ভাবঃ। কিমপ্যপ্রতিবদতস্তান্মালক্ষ্য পুনরাহুঃ। হে দ্বিজা যদ্যেবমর্থিনো বো যদি শ্রদ্ধা অস্তি তর্হি যচ্ছত নো চেন্নেতি ব্রূত বয়ং পরাবৃত্তা যাম

হে ভূদেবগণ! আমাদের কথা শ্রবণ করুন! আপনাদের মঙ্গল হউক! আমরা গোপ-বালক; শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের আদেশ অনুসারে আপনাদের নিকট আগমন করিয়াছি, জানিবেন ॥ ৩ ॥

হে দ্বিজবৃন্দ! আপনাদের অনতিদূরে রাম-কেশব ভ্রাতাদ্বয় পশুচারণ করাইতেছেন। তাঁহারা অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আপনাদের নিকট অন্ন

আভাস।

আপনাদের নিকট আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। যদি বলেন যে, তাঁহারা ত ব্রাহ্মণ নহেন; ব্রাহ্মণভোজনের পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে কিরূপে অন্ন প্রদান করি! তদুত্তরে বলিতেছি যে, তাঁহারা ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর; ক্ষুধাতুর ব্যক্তিই অন্নদানের প্রথম পাত্র বলিয়া সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত আছে। অতএব আমাদিগকে অন্ন প্রদান করুন। তদনন্তর ব্রাহ্মণগণের মুখে কোন উত্তর না পাইয়া, বালকগণ বলিল, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই আপনাদের অবিদিত নাই; তৎসম্বন্ধে আমরা আর আপনাদের সহিত কি প্রতিবাদ করিব! তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যদি তাঁহাদের প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধা হয়, তাহা হইলে অন্নদান করুন; নতুবা বলুন! আমরা ফিরিয়া যাই। এতদর্থে শ্লেষবচনে বলা হইল যে, যাঁহাদের নামে

তয়োর্দ্বিজা ওদনমর্থিনো র্যদি শ্রদ্ধা চ বো যচ্ছত ধর্ম্মবিত্তমাঃ ॥ ৪ ॥
দীক্ষায়াঃ পশুসংস্থায়াঃ সৌত্রামণ্যাশ্চ সত্তমাঃ।
অন্যত্র দীক্ষিতস্যাপি নান্নমশ্নন্ হি দুষ্যতি ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।

অন্নং লষতঃ অভিলষতঃ, বর্ত্তমানৌ। অতঃ হে ধর্ম্মবিত্তমাঃ দ্বিজাঃ! বঃ যুষ্মাকং যদি শ্রদ্ধা চ অস্তি তর্হি অন্নার্থিনোঃ তয়োঃ ওদনং অন্নং যচ্ছত ॥ ৪ ॥

হে সত্তমাঃ! সৌত্রামণ্যাঃ অন্যত্র দীক্ষায়াঃ দীক্ষানন্তরং পশুসংস্থায়াঃ পশুসংস্থানানন্তরং দীক্ষিতস্যাপি অন্নং অশ্নন্ হি ন দুষ্যতি ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যদ্যস্তি তর্হি যচ্ছতেতি ॥ ৪ ॥

দীক্ষিতা বয়মভোজ্যান্না ইতি বদিষ্যন্তীতি স্বয়মেবাশঙ্ক্যাহুঃ দীক্ষায়ারভ্য অগ্নিষোমীয়-পশ্বালম্ভনাৎ পূর্ব্বং দোষঃ ন ততোঽন্যত্র তথা সৌত্রামণ্যাশ্চান্যত্র ॥ ৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইতি ভাবঃ। ধর্ম্মবিত্তমা অত্র ধনস্বরূপব্যতিরেকেণ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ বয়ং পুনঃ কিং ব্রুম ইতি ভাবঃ। শ্লেষেণ যজ্ঞোর্নাম্নৈব সর্ব্বজগদপ্যতিক্রুতীভূয়ানুরজ্যতি তৌ রামকৃষ্ণাবতিক্ষুধার্ত্তা-বর্থিনাবপি শ্রুত্বা যৎ তূষ্ণীং ভবথ অতো যূয়ং দ্বিজাঃ পিতৃস্বরূপজাতা এবেত্যাক্ষেপশ্চ। ধর্ম্ম-বিত্তমা ইতি বিপরীতলক্ষণয়া ॥ ৪ ॥

দীক্ষিতান্নং ন ভুঞ্জীতেতি বচনাৎ দীক্ষিতা বয়মভোজ্যান্না ইতি বদিষ্যন্তীতি স্বয়মা-শঙ্ক্যাহুঃ। দীক্ষায়া দীক্ষানন্তরং পশুসংস্থায়া অগ্নিষোমীয়পশ্বালম্ভনাৎ পূর্ব্বং দোষঃ। ন ততোঽন্যত্র ততঃ পরন্তু অন্নমশ্নন্ দুষ্যতীতি। পশুসংস্থা চেদানীং জাতেবেতি ভাবঃ। তথা সৌত্রামণ্যা অনাত্র ন দুষ্যতি সৌত্রামণ্যান্তু সর্ব্বদৈব দুষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

প্রার্থনা করিয়াছেন। আপনারা ধার্ম্মিকচূড়ামণি! যদি আপনাদের শ্রদ্ধা হয়, তবে তাঁহাদিগকে অন্ন প্রদান করুন ॥ ৪ ॥

সৌত্রামণি যাগেই যজ্ঞারম্ভের পর যজ্ঞসমাপন পর্য্যন্ত অন্নদান নিষেধ; কিন্তু পশুসংস্থাদি যজ্ঞে পশুসংস্থান হইবার পর অন্ন প্রদান করিলে, কোন প্রত্যবায় স্পর্শ করে না ॥ ৫ ॥

আভাস।

জগৎব্রহ্মাণ্ড প্রেমার্দ্র ও উন্মত্ত হইয়া সর্ব্বস্ব প্রদানে চরণে লুণ্ঠিত হয়, অদ্য তাঁহারা ক্ষুধাতুরের পারচরে তোমাদের দ্বারে দণ্ডায়মান, দেখিয়া শুনিয়াও যখন তোমরা অন্নপ্রদানে ক্ষান্ত হইয়া নিস্তব্ধ রহিলে, তখন তোমাদের ধর্ম্মবিদ নাম কেবল নামমাত্র ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

যদি বল যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে, যজ্ঞ সমাপন না হওয়া পর্য্যন্ত কাহাকেও অন্ন প্রদান করিতে নাই, তাহা হইলে যজ্ঞ পণ্ড হয়, একথা ভ্রমমূলক। কারণ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া

ইতি তে ভগবদ্‌যাচ্ঞাং শৃণ্বন্তোঽপি ন শুশ্রুবুঃ।
ক্ষুদ্রাশা ভূরিকর্ম্মাণো বালিশা বৃদ্ধমানিনঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।

ইতি [এবং গোপমুখেন] ভগবদ্‌যাচ্ঞাং [ভগবতঃ যাচ্ঞাং প্রার্থনাং] শৃণ্বতঃ অপি ক্ষুদ্রা শাঃ [ক্ষুদ্র স্বর্গাদৌ আশা যেষাং তে] ভূরিকর্ম্মাণঃ [ভূরীণি কর্ম্মাণি যেষাং তে মহৎসু কর্ম্মসু এব শ্রদ্ধাযুক্তাঃ যতঃ] বালিশাঃ অজ্ঞাঃ, বৃদ্ধমানিনঃ (জ্ঞানবৃদ্ধাঃ ইতি অতিমানবন্তঃ) তে ব্রাহ্মণাঃ ন শুশ্রুবুঃ (দত্তচিত্তাঃ ন জাতাঃ) ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ক্ষুদ্রে স্বর্গাদাবাশামাত্রং যেষাং তে। ভূরীণি ক্লেশাধিকানি কর্ম্মাণি যেষাং তে অতোঽজ্ঞাঃ বৃথা জ্ঞানবৃদ্ধা ইতি মানয়ন্তঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্থ তে শাস্ত্রজ্ঞা অপি কথং ন শুশ্রুবুস্তত্র ন বস্তুতঃ শাস্ত্রজ্ঞাঃ প্রত্যুত শাস্ত্রমধীত্যাধ্যাপ্য চ মূর্খা এবেতি সক্রোধং তানাক্ষিপতি সার্দ্ধদ্বয়েন। ক্ষুদ্রে স্বর্গাদাবাশামাত্রং যেষাং তে বৃদ্ধমানিন এব নতু তে জ্ঞানবৃদ্ধাঃ ॥ ৬ ॥

ব্রাহ্মণগণ বয়সে প্রাচীন হইলেও তাদৃশ জ্ঞানবান্ নহেন; বরং পরমার্থ জ্ঞানের অভাব বশত কেবল বহুবিধ ফলপ্রদ কর্ম্ম সম্পাদনেই পটু ও সামান্য ভোগপ্রদ স্বর্গসুখের জন্যই লালায়িত; সুতরাং গোপবালকের মুখে ভগবানের যাচ্ঞা শ্রবণ করিয়াও তাহাতে তাঁহারা কর্ণপাত করিলেন না ॥৬॥

আভাস।

অগ্নিষোমীয় পশু আনয়ন করার পূর্ব্বে ওকথা সঙ্গত; পশুসংস্থানের পর অন্ন প্রদান দোষাবহ হইতে পারে না। আপনাদের ত পশুসংস্থান হইয়াছে; তখন অন্নদানে কেন ইতস্ততঃ করিতেছেন! বিশেষত আপনাদের এ যজ্ঞ ত সৌত্রামণি যজ্ঞ নহে যে, তাহার সমাপন না হইলে, কখনই অন্ন প্রদান করিবেন না! ॥৫॥

ব্রাহ্মণগণ প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্রজ্ঞ নহেন; কারণ তাঁহারা শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপন দ্বারা যদি মর্ম্মার্থ অবগত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে কি ঈশ্বরপরায়ণ ও মোক্ষাভিলাষী না হইয়া সামান্য অকিঞ্চিৎকর স্বর্গসুখের প্রার্থনায় এরূপ উদ্‌যোগী হইতেন! তাঁহারা জ্ঞানে বৃদ্ধ নহেন, কেবল বয়সেই বৃদ্ধ হইয়াছিলেন মাত্র ॥ ৬ ॥

এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, যজ্ঞে যে দ্রব্য যাঁহার উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহা তাঁহাকে না দিয়া অন্যকে দেওয়া কখনই সঙ্গত নহে; সুতরাং ব্রাহ্মণভোজনার্থ প্রস্তুত অন্ন তাঁহাদিগকে না দেওয়াতেও তত দোষী করা যাইতে পারে না, এরূপ বিবেচনা সম্পূর্ণ অসঙ্গত; কারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদেবময়। যেমন বৃক্ষের মূলে সিঞ্চন করিলেই

দেশঃ কালঃ পৃথগ্ দ্রব্যং মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজোঽগ্নয়ঃ।
দেবতা যজমানশ্চ ক্রতুর্দ্ধর্ম্মশ্চ যন্ময়ঃ ॥ ৭ ॥
তং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদ্ভগবন্তমধোক্ষজং।
মনুষ্যদৃষ্ট্যা দুষ্প্রজ্ঞা মর্ত্ত্যাত্মানো ন মেনিরে ॥

অন্বয়ঃ।

[কিঞ্চ হে রাজন্!] দেশঃ কালঃ পৃথক্‌দ্রব্যং [চরুপুরোডাশাদিদ্রব্যং] মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজঃ [তন্ত্রং প্রয়োগঃ] অগ্নয়ঃ, দেবতাঃ যজমানঃ চ ক্রতুঃ অপূর্ব্বং, চ যন্ময়ঃ যদ্বিভূতিরূপঃ ॥

পরমং ব্রহ্ম অধোক্ষজং ইন্দ্রিয়জজ্ঞানাগোচরং, সাক্ষাৎ [কৃপয়া আবির্ভূতং] ভগবন্তং ঐশ্বর্য্যাদিগুণপূর্ণং তং কৃষ্ণং দুষ্প্রজ্ঞাঃ দুর্বুদ্ধয়ঃ, মর্ত্ত্যাত্মানঃ [মর্ত্তো দেহে আত্মাভিমানিনঃ] মনুষ্যদৃষ্ট্যা [মনুষ্যোঽয়ং] ইতি দৃষ্ট্যা ন মেনিরে ন আদৃতবন্তঃ ॥ ৭ ॥

হে পরন্তপ! যদা তে ব্রাহ্মণাঃ ওম্ দাস্যামঃ ইতি, নাপি ন ইতি [ন দাস্যাম ইতি]

শ্রীধরস্বামী।

ননু কর্ম্মক্রমমুল্লঙ্ঘ্য অদেশকালে অন্যার্থমন্নমন্যস্মৈ কথং দেয়ং তত্রাহ দেশ ইতি। পৃথক্ চরুপুরোডাশাদি দ্রব্যং। তন্ত্রং প্রয়োগঃ। ধর্ম্মোঽপূর্ব্বং ॥ ৭ ॥

মনুষ্যোঽয়মিতি দৃষ্ট্যা মর্ত্ত্যাত্মানঃ দেহাভিমানিনো ব্রাহ্মণা বয়ং মহান্ত ইতি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ননু শাস্ত্রবিহিতদেশকালপাত্রাদিক্রমমুল্লঙ্ঘ্য কথমন্যার্থমন্নমন্যস্মৈ দেয়ং তত্রাহ দেশ ইতি। পৃথগ্বহুবিধং। চরুপুরোডাশাদি দ্রব্যং। তন্ত্রং প্রয়োগঃ ধর্ম্মোঽপূর্ব্বং। যন্ময়ঃ যদংশাংশবিভূতিরূপঃ। তং পরমং ব্রহ্ম অধোক্ষজং ইন্দ্রিয়াগোচরমপি কৃপয়া প্রত্যক্ষীভূতমিত্যর্থঃ। মনুষ্যো জীববিশেষোঽয়মিতি দৃষ্ট্যা মর্ত্ত্যাত্মানো দেহাভিমানিনঃ ॥ ৭ ॥

ওমিতি ন প্রোচুরিতি সম্প্রতি ব্রাহ্মণভোজননিষ্পত্তেঃ পূর্ব্বমেব গোপালকেভ্যঃ কথং দাস্যাম ইতি ভাবঃ। নেতি চ ন প্রোচুরিতি যদি ব্রাহ্মণাদিভোজননিষ্পত্তানন্তরমন্নান্যার্ব্ব-

---

দেশ, কাল, চরু ও পুরোডাশাদি যজ্ঞীয় দ্রব্য সমূহ, মন্ত্র, প্রয়োগ ঋত্বিক্ অগ্নি, দেবতা, যজমান, যজ্ঞ ও যজ্ঞের ফলভূত অপূর্ব্ব এই সমস্তই যাঁহার বিভূতি-স্বরূপ, সেই সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম ভগবান্ অধোক্ষজ কৃপা পূর্ব্বক বিগ্রহ-ধারণে অবতীর্ণ হইলেও, সেই মন্দমতি ব্রাহ্মণগণ দেহাত্মবুদ্ধি বশত তাঁহাকে সামান্য মানব-দৃষ্টিতে অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

হে শত্রুনিসূদন! ব্রাহ্মণগণ যখন দিবেন কি না! ইহার কোন উত্তর

আভাস।

তাহার সর্ব্বাঙ্গ সিঞ্চিত করার ফল হয়, তখন যাঁহার উদ্দেশ্যে যে কোন বস্তুই হউক না! এক বিষ্ণুকে সমর্পণ করিতে পারিলেই, সকলকে, সমর্পণের ফল হয়। সেই অধোক্ষজ পূর্ণব্রহ্ম

ন তে যদোমিতি প্রোচুর্ন নেতি চ পরন্তপ।
গোপা নিরাশাঃ প্রত্যেত্য তথোচুঃ কৃষ্ণরাময়োঃ ॥ ৮ ॥
তদুপাকর্ণ্য ভগবান্ প্রহস্য জগদীশ্বরঃ।
ব্যাজহার পুনর্গোপান্ দর্শয়ন্ লৌকিকীং গতিং ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ

ন প্রোচুঃ তদা নিরাশাঃ গোপাঃ প্রত্যেত্য প্রত্যাগত্য, রামকৃষ্ণয়োঃ রামকৃষ্ণৌ তথা উচুঃ ॥ ৮ ॥

তৎ (গোপৈঃ বর্ণিতং ব্রাহ্মণচেষ্টিতং) উপাকর্ণ্য শ্রুত্বা, জগদীশ্বরঃ ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) লৌকিকীং গতিং লোকস্থিতিং দর্শয়ন্ প্রহস্য গোপান্ পুনঃ ব্যাজহার উক্তবান্ ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

মন্যমানাঃ ॥ ৮ ॥

লৌকিকীং গতিমিতি ন হি কার্য্যার্থিনো নির্ব্বিদ্যন্তে কো বা যাচকো ন পরাভূয়ত ইত্যাদি লোকস্থিতিং দর্শয়ন্ ॥ ৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

রিতানি ভবিষ্যন্তি তদা দাস্যামোঽর্পীতি ভাবঃ। তদা রাজ্ঞোঽপি ক্রোধমুদ্ভূতমালক্ষ্য সম্বোধয়তি হে পরন্তপেতি। তদানীং যদি ত্বং রাজাভবিষ্যস্তদা ব্রহ্মণাচূড়ামণিরপি তান্ ব্রাহ্মণান্ শত্রূনিব অবশ্যমদণ্ডয়িষ্য ইতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

প্রহস্যেতি অজ্ঞবিপ্রেষু কোপানৌচিত্যাদিতি ভাবঃ। লৌকিকীং গতিমিতি ন হি কার্য্যার্থিনো নির্ব্বিদ্যন্তে কো বা যাচকো ন পরাভূয়ত ইতি লোকস্থিতিং দর্শয়ন্ ॥ ৯ ॥

দিলেন না, তখন বালকগণ নিরাশ হইয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রামকৃষ্ণ-সন্নিধানে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করিল ॥ ৮ ॥

জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের কথা শ্রবণ করিয়া, প্রথমত লৌকিক আচরণের উল্লেখ পূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রবোধ দিয়া পুনরায় বলিলেন ॥ ৯ ॥

আভাস।

ভগবানকে তাঁহারা যখন পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই, তখন তাঁহাদের সকল আয়োজনই নিরর্থক; এবং তাঁহারা মনুষ্যদেহধারী পশুবিশেষ বলিয়া পরিজ্ঞাত ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

স্বর্গফলের কামনায় কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণগণ এতই অভিমানী হইয়াছিলেন যে, কৃষ্ণপ্রেরিত বালকগণের প্রার্থনায় কোন উত্তর পর্য্যন্ত প্রদান করিলেন না। যাচকের প্রার্থনা পূরণের সামর্থ্য না থাকিলে, প্রার্থয়িতার একটী সম্ভ্রমসূচক উত্তর দেওয়াও নিতান্ত প্রয়োজন। ব্রাহ্মণভোজনের পূর্ব্বে অন্য জাতিকে অন্ন দিব না, ভোজনান্তে অন্ন উদ্বৃত্ত হইলে প্রদান করিবেন, এরূপ উত্তর পর্য্যন্ত না দেওয়ায়, ব্রাহ্মণগণের ঘোর কর্ম্মাভিমানেরই পরিচয়

মাং জ্ঞাপয়ত পত্নীভ্যঃ সসঙ্কর্ষণমাগতং।
দাস্যন্তি কামমন্নং বঃ স্নিগ্ধাঃ ময্যুষিতা ধিয়া॥
গত্বাথ পত্নীশালায়াং দৃষ্ট্বাসীনাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
নত্বা দ্বিজসতীর্গোপাঃ প্রশ্রিতা ইদমব্রুবন্॥ ১০॥

অন্বয়।

(অত্র) আগতং সসঙ্কর্ষণং মাং (ক্ষুধিতং) পত্নীভ্যঃ জ্ঞাপয়তঃ; ময়ি এব ধিয়া চিত্তেন, উষিতাঃ আসক্তচিত্তাঃ স্নিগ্ধাঃ প্রেমার্দ্রাঃ তাঃ ব্রাহ্মণস্ত্রিয়ঃ বঃ যুষ্মভ্যং কামং যথেষ্টং অন্নং দাস্যন্তি॥

অথ ভগবদাজ্ঞানন্তরং, (তে গোপাঃ যজ্ঞবাটং গত্বা তত্র) পত্নীশালায়াং আসীনাঃ উপবিষ্টাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ দ্বিজসতীঃ ব্রাহ্মণপত্নীঃ নত্বা প্রশ্রিতাঃ সন্তঃ ইদং বচনং অব্রুবন্॥ ১০॥

শ্রীধরস্বামী।

কেবলং দেহেন গৃহে বসন্তি ধিয়া তু ময্যেবোষিতাঃ। যতো ময়ি স্নিগ্ধাঃ অতো দাস্যন্তীতি॥ ১০॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মামাগতমেব জ্ঞাপয়ত নতু বিবক্ষিতং বুভুক্ষালক্ষণমদ্দুঃখশ্রবণস্য সদ্য এব তদতি-সন্তাপকত্বাৎ। নন্বু তদ্বুভুক্ষাজ্ঞাপনং বিনা কথমন্নং তা দাস্যন্তি তত্রাহ যে যুষ্মভ্যঃ মৎসম্বন্ধে-নৈব যুষ্মদ্বুভুক্ষা দর্শনেনৈব দাস্যন্তি। নন্বু তৎপতয়ো বারয়িষ্যন্তি তত্রাহ। ময়ি স্নিগ্ধাঃ স্নেহবত্যঃ, পতিবারণং ন মানয়িষ্যন্তি যতো ময্যেব ধিয়া উষিতাঃ কেবলং দেহেনৈব পতিগৃহে বসন্তীত্যর্থঃ॥ ১০॥

দেখ বয়স্যগণ! তোমরা এইবার সেই ব্রাহ্মণপত্নীগণের নিকট গমন করিয়া বল যে, বলরামের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ এখানে আসিয়াছেন। তাঁহারা আমার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকেন। তোমাদের কথা শুনি-বামাত্র উক্ত পত্নীগণ প্রচুর পরিমাণে অন্নাদি তোমাদিগকে প্রদান করিবেন॥

অনন্তর গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যানুসারে পুনর্ব্বার যজ্ঞশালায় গমন করিল এবং তথায় অন্তঃপুরমধ্যে নানাভরণভূষিতা ব্রাহ্মণীগণকে উপবিষ্টা অবলোকন করিয়া, প্রণতিপূর্ব্বক সেই দ্বিজবনিতাগণকে অতি বিনয় সহকারে বলিলেন॥ ১০॥

আভাস।

দেওয়া হইয়াছিল। এবং যাঁহাদের হৃদয়ে সাধারণ জীবের প্রতি দয়ার উদয় হয় না, তাঁহাদের পক্ষে ঈশ্বরপ্রেম যে নিতান্তই দুর্ল্লভ, তাহাও এই প্রসঙ্গে প্রকাশ করা হইয়াছে। তাদৃশ বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও ব্রাহ্মণগণের হৃদয়ে ভক্তির অভাব পরিদর্শনে তাঁহাদিগকে পশুবৎ ভোগ-পরতন্ত্র বোধে কাহার চিত্তে ক্রোধের না উদয় হয়! এবং ব্রাহ্মণ

নমো বো বিপ্রপত্নীভ্যো নিবোধত বচাংসি নঃ।
ইতোঽবিদূরে চরতা কৃষ্ণেনেহেষিতা বয়ং॥ ১১॥

অন্বয়ঃ।

বিপ্রপত্নীভ্যঃ বঃ যুষ্মভ্যং নমঃ নঃ অস্মাকং বচাংসি নিবোধত শৃণুত, ইতঃ অবিদূরে সমীপে, চরতা বিহরতা, কৃষ্ণেন বয়ং ইহ যুষ্মৎসমীপে ইষিতাঃ প্রেরিতাঃ স্ম॥ ১১॥

শ্রীধরস্বামী।

ইষিতাঃ প্রেষিতাঃ॥ ১১॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইষিতাঃ প্রেষিতাঃ॥ ১১॥

হে বিপ্রপত্নীগণ আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি; আপনারা আমাদের কথা শ্রবণ করুন! নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের অনতিদূরে আগমন করিয়াছেন; তিনিই আমাদিগকে এখানে পাঠাইয়াছেন॥ ১১॥

আভাস।

হইলেও দণ্ডনীয় বলিয়া প্রতিপন্ন না হয়? তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের চিত্ত নির্ম্মল করিবার অভিপ্রায়েই বালকগণকে পুনরায় ব্রাহ্মণীদের নিকট প্রেরণ করিয়া দ্বিজানুষ্ঠিত কর্ম্মের সদ্গতি প্রদান করেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের অসদাচরণে অসন্তুষ্ট হইলেন না; বরং ঈষৎ হাস্য করিয়া বালকগণকে বলিলেন যে, দেখ বয়স্যগণ! তোমরা ইহাতে কিছুমাত্র বিরক্ত হইও না; কারণ যাচককে প্রায় সর্ব্বত্রই অপদস্থ হইতে দেখা যায়; তাহাতে বিরক্ত হওয়া তাহাদের উচিত নহে॥ ৯॥

তখন গোবিন্দ বালকগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, দেখ বন্ধুগণ! তোমরা এইবার সেই দ্বিজগণের পত্নীসন্নিধানে গমন করত কেবল আমার আগমনবার্ত্তা মাত্র প্রদান কর! তাহাতেই তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে, দেখিও! যেন, আমার ক্ষুধাতুর অবস্থার কথা বলিও না; কারণ তাঁহারা আমাকে এত স্নেহ করেন যে, তাহা শুনিলে তাঁহাদের আর মনঃক্লেশের অবধি থাকিবে না। এই অধিক বেলায় তোমাদিগকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া ক্ষুধার কাল উপস্থিত, তাহা মনে মনেই তাহারা বুঝিতে পারিবেন এবং পতি প্রভৃতি স্বজনবর্গের নিষেধে কর্ণপাতও না করিয়া, প্রচুর পরিমাণে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রদানে তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবেন। গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অনুসারে পুনরায় যখন যজ্ঞশালায় গমন করিল, তখন দ্বিজপত্নীগণ পাকাদি আবশ্যকীয় কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত মনে স্নানাদির দ্বারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া অলঙ্কারাদিতে বেশভূষা করত পরস্পরে ভগবৎকথা প্রসঙ্গে নিশ্চিন্ত মনে উপবিষ্টা ছিলেন। বালকগণ তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া অতি বিনয় ও ভক্তি সহকারে প্রণাম পূর্ব্বক মনে মনে ভাবিল, আহা! ইহাঁরা কৃষ্ণকথায় এতই নিবিষ্টচিত্ত যে, বাহ্যজ্ঞান-শূন্যের ন্যায় প্রতীত হইতেছেন; যেন কৃষ্ণপ্রেমের

গাশ্চারয়ন্ স গোপালৈঃ সরামো দূরমাগতঃ।
বুভুক্ষিতস্য তস্যান্নং সানুগস্য প্রদীয়তাং ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ।

গোপালৈঃ সহ সরামঃ সঃ কৃষ্ণঃ গাঃ চারয়ন্ [গৃহাৎ] দূরং [অত্র] আগতঃ [অতঃ] সানুগস্য [অস্মদাদ্যনুগৈঃ সহিতস্য] বুভুক্ষিতস্য তস্য অন্নং প্রদীয়তাং ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

স শ্রীকৃষ্ণঃ গোপালৈঃ সহ ॥ ১২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অহো হন্তৈতাঃ কৃষ্ণনাম্নৈবানন্দমূর্চ্ছিতা অভূবং। স্তদিমাঃ প্রবোধয়িতুং তদ্বৃত্তান্তমুক্তমেব তং কিঞ্চিদ্বিশিষ্য পুনরুচ্চৈরুচ্চারয়াম ইত্যভিপ্রেত্যাহুঃ। গা ইতি। অদূরং নিকটমেবায়াতঃ। তদপি সমাগ্ প্রবুদ্ধা আলক্ষ্য তস্যান্নাকাঙ্ক্ষাং শ্রাবয়িত্বা অতিস্নেহবতীস্তা বিহ্বলয়ামাসুরিত্যাহ বুভুক্ষিতস্যেতি ॥ ১২ ॥

তিনি এবং বলরাম উভয়ে গোপালগণের সহিত গাভীচারণ করাইতে করাইতে পাটী হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন। এক্ষণে তিনি ও অনুচরবর্গ সকলেই নিতান্ত ক্ষুধায় কাতর হইয়াছেন; আপনারা তাঁহাদিগকে ভোজনার্থ অন্ন প্রদান করুন! ॥ ১২ ॥

আভাস

প্রশান্ত মহাসাগরে ভাসমানা হইয়া আনন্দকল্লোলের মধুর হেলনে কোথায় কখন পরিণীত হইতেছেন, তাহার কিছুই নির্ণয় হইতেছে না। আমরা যে, কৃষ্ণপ্রেরিত হইয়া এখানে আগমন করিয়াছি, তাহা একবার ইহাঁদিগকে পরিজ্ঞাত করা আবশ্যক। তাহা হইলে ইঁহাদের বাহ্যসংজ্ঞা হইবে এবং আমাদেরও হৃষ্টসিদ্ধি ঘটিতে পারে। এই ভাবিয়া বালকগণ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, হে বিজপত্নীগণ! আপনাদিগকে প্রণাম করি। আপনারা যোষিৎগণের মধুর আলাপে এত নিমগ্নচিত্ত রহিয়াছেন, যেই গোবিন্দ অদ্য গোধন ও গোপাল সঙ্গে লইয়া স্বয়ং আপনাদের অনতিদূরে আগমন করিয়াছেন, এই সংবাদ আপনাদিগকে দিবার জন্যই আমরা আসিয়াছি। বিশেষতঃ গোবিন্দ আজ অতিশয় ক্ষুধাতুর হইয়াছেন ॥ ১২ ॥

ব্রাহ্মণপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াই সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন এবং ভাবিলেন আমরা কি পামর! যে অচ্যুত ক্ষণকালের জন্যও আমাদের হৃদয়-মন্দির পরিত্যাগ করিয়া কখন অদৃশ্য হন না, তিনি আজ ক্ষুধাতুর হইয়া বিগ্রহ ধারণে নিকটে আগমন পূর্ব্বক অন্ন-ভিক্ষা করিতেছেন। চিত্ত! তাঁহার চরিতার্থতা সাধনে এখনও সচেষ্ট হও নাই! মন! এখনও কি তোমার মোহনিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই! এখনও কি ঘোর

শ্রুত্বাচ্যুতমুপায়াতং নিত্যং তদ্দর্শনোৎসুকাঃ।
তৎকথাক্ষিপ্তমনসো বভূবুর্জাতসম্ভ্রমাঃ॥ ১৩॥
চতুর্ব্বিধং বহুগুণমন্নমাদায় ভাজনৈঃ।
অভিসস্রুঃ প্রিয়ং সর্ব্বাঃ সমুদ্রমিব নিম্নগাঃ॥

অন্বয়ঃ।

অচ্যুতং কৃষ্ণং উপায়াতং সমীপমাগতং শ্রুত্বা নিত্যং তদ্দর্শনোৎসুকাঃ (তস্য দর্শনে উৎসুকং উৎসাহঃ যাসাং তাঃ স্ত্রিয়ঃ) তৎকথাক্ষিপ্তমনসঃ (তস্য কথায়াং আক্ষিপ্তং আকৃষ্টং মনো যাসাং তাঃ) জাতসম্ভ্রমাঃ অনবস্থিতচিত্তাঃ বভূবুঃ॥ ১৩॥

বহুগুণং চতুর্ব্বিধং অন্নং ভাজনৈঃ পৃথক্‌পাত্রৈঃ আদায় নিম্নগাঃ নদ্যঃ সমুদ্রং ইব (প্রতিবন্ধান্ উল্লঙ্ঘ্য উত্তমশ্লোকে ভগবতি দীর্ঘশ্রুতধৃতাশয়াঃ (দীর্ঘং বহুকালং শ্রুতেন

শ্রীধরস্বামী।

তৎকথাক্ষিপ্তমনস্ত্বাদ্দর্শনোৎসুকাঃ অতস্তমুপাগতং শ্রুত্বা জাতসম্ভ্রমা বভূবুরিতি॥ ১৩॥

ভোক্ষ্যভোজ্যলেহ্যচোষ্যভেদৈশ্চতুর্ব্বিধং বহুগুণং সংস্কারবিশেষৈর্বহবো গুণাঃ রস-সৌরভ্যাদয়ো যস্মিন্ তৎ। ভাজনৈঃ পাত্রৈর্ভাণ্ডৈর্বা পত্ন্যাদিভির্বার্য্যমাণা অপি প্রিয়ং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তস্য কথয়া বুভুক্ষাবার্ত্তয়া আক্ষিপ্তানি অতো পামর-মনঃ কথং প্রিয়ন্তমস্য বুভুক্ষাশ্রবণেনাপি ন মূর্চ্ছিতো জাগর্ত্বি ধিক্ ত্বামিত্যেবং ভিরস্কৃতানি স্বস্বমনাংসি যাভিস্তাঃ॥ ১৩॥

ভক্ষ্য-চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-ভেদৈশ্চতুর্ব্বিধং। সংস্কার-বিশেষৈর্বহবোগুণা রস-সৌরভ্যাদয়ো

হে নরনাথ! বিপ্রভার্য্যাগণের চিত্ত কৃষ্ণকথাতেই সতত আবিষ্ট থাকিত; কৃষ্ণদর্শনার্থ তাঁহারা সততই উৎকণ্ঠিত থাকিতেন, সুতরাং বাসুদেব অতি নিকটে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া, তাঁহারা ব্যস্ত হইলেন॥ ১৩॥

এবং চর্ব্য, চোষ্য লেহ্য ও পেয়াদি চতুর্ব্বিধ মনোহর স্বাদবিশিষ্ট বলকর সুমিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে গ্রহণ করিয়া, প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। গমনকালে পতি, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধু বান্ধবগণ তাঁহাদিগকে নিষেধ করিলেও তাঁহারা শুনিলেন না; উত্তমশ্লোক ভগবানের যশোরাশি

আভাস।

কর্ম্মশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া হৃদয়ের মণিকে হস্তে পাইতেও বিস্মৃত হইয়া রহিবে? আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিও না; চল! সামান্য অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রদান করিয়া পতিত-পাবনের দর্শন লাভ করিয়া আসি॥ ১৩॥

ব্রাহ্মণবনিতাগণ এই বলিয়া নানা প্রকার সংস্কারবিশিষ্ট বহুগুণযুক্ত চর্ব্য, ভক্ষ্য, চোষ্য ও লেহ্য এই চতুর্ব্বিধ অন্ন পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে লইয়া কৃষ্ণ সমীপে গমন করিতে লাগিলেন।

নিষিধ্যমানাঃ পতিভিঃ পিতৃভি র্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে দীর্ঘশ্রুতধৃতাশয়াঃ ॥ ১৪ ॥
যমুনোপবনেঽশোকনবপল্লবমণ্ডিতে।
বিচরন্তং বৃতং গোপৈর্দদৃশুঃ সাগ্রজং স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।

যশঃশ্রবণেন ধৃতঃ আশয়ঃ চিত্তং যাভিঃ তাঃ) সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ঃ পতিভিঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ নিষিধ্যমানাঃ বার্য্যমাণাঃ অপি প্রিয়ং কৃষ্ণং অভিসস্রুঃ অভিজগ্মুঃ ॥ ১৪ ॥

অশোকনবপল্লবমণ্ডিতে (অশোকবৃক্ষাণাং নবপল্লবৈঃ মণ্ডিতে শোভিতে) যমুনোপবনে (যমুনায়াঃ উপবনে) গোপৈঃ বৃতং পরিবেষ্টিতং বিচরন্তং সাগ্রজং কৃষ্ণং তাঃ স্ত্রিয়ঃ দদৃশুঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

শ্রীকৃষ্ণং অভিসস্রুরভিজগ্মুঃ। অপ্রতিবন্ধে দৃষ্টান্তঃ। সমুদ্রং নিম্নগা নদ্য ইবেতি। অত্র হেতুঃ ভগবতীতি। দীর্ঘং বহুকালং শ্রুতেন শ্রবণেন ধৃত আশয়ো যাভি স্তাঃ ॥ ১৪ ॥

তথাগতাঃ সত্যো দদৃশুঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যস্মিংস্তং। অভিসস্রুরিতি তাসাং তদানীং কৃষ্ণং প্রতি সর্ব্বাসাং নায়িকাস্বাভিমানমালক্ষ্যোক্তং। তত্র প্রতিবন্ধকাপণনে দৃষ্টান্তঃ। সমুদ্রং নিম্নগা নদ্য ইব। তত্র হেতুঃ। ভগবতি দীর্ঘং বহুকালং শ্রুতেন শ্রবণেন ধৃত আশয়ো যাভিস্তাঃ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

শ্রবণে বহুকাল হইতে তাঁহাদের চিত্ত এত আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, নদী যেমন সকল প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া সমুদ্রে সংমিলিত হয়, অদ্য ব্রাহ্মণপত্নীগণও সকল বাধা উপেক্ষা করিয়া কৃষ্ণসমীপে উপনীত হইলেন ॥ ১৪ ॥

এবং অশোক পাদপশ্রেণীর নবপল্লবশোভিত যমুনার উপবন মধ্যে গোপগণে পরিবৃত হইয়া, বলরাম সহ শ্রীকৃষ্ণ বিচরণ করিতেছেন, দেখিতে পাইলেন ॥ ১৫ ॥

আভাস।

গমনকালে তাঁহাদের স্বামিগণ যথেষ্ট প্রতিবন্ধক করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নদী যেমন সাগরে সংমিলিত হইবার জন্য যাবতীয় বাধা বিপ্রতিপত্তি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক খরতর বেগে সমুদ্রাভিমুখে গমন করে, দ্বিজপত্নীগণও সকলের নিষেধে কর্ণপাত না করিয়া, কৃষ্ণোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। কারণ বহুকাল হইতে কৃষ্ণকথা শ্রবণে তাঁহাদের চিত্ত তাঁহার প্রতি নিতান্তই আসক্ত ছিল ॥ ১৪ ॥

ব্রাহ্মণপত্নীগণ যমুনাতীরে উপনীত হইলেন এবং তথায় অশোক কানন মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হধাতুপ্রবালনটবেশমনুব্রতাংসে ॥
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসং ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ।

[কথম্ভূতং তং] শ্যামং [মেঘবৎশ্যামবর্ণং] হিরণ্যপরিধিং [হিরণ্যবৎ পরিধিঃ পরিধানং যস্য তং পীতাম্বরং] বনমাল্যবর্হধাতুপ্রবালনটবেশং [বনমালৈঃ কণ্ঠস্থিতপুষ্পমালাভিঃ বর্হৈঃ শিরসি ধারিতৈঃ ময়ূরপিচ্ছৈঃ ধাতুভিঃ গৈরিকাদিভিঃ প্রবালৈঃ শিরস্যেব ধারিতৈঃ কোমলপত্রৈঃ চ নটবৎ বেশো যস্য তং অনুব্রতাংসে [অনুব্রতস্য সখ্যুঃ অংসে স্কন্ধে] বিন্যস্তহস্তং [বিন্যস্তঃ হস্তঃ যেন তং] ইতরেণ হস্তেন [লীলয়া] অব্জং ধুনানং ভ্রাময়ন্তং কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসং [কর্ণয়োঃ কুৎপলে যস্য অলকাঃ কপোলয়োর্ব। মুখাব্জে হাসো যস্য তং দদৃশুঃ ইতি পূর্বেণান্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামী

হিরণ্যবৎ পরিধিঃ পরিধানং যস্য তং পীতাম্বরমিত্যর্থঃ। বনমাল্যৈর্বর্হৈর্ধাতুভিঃ প্রবালৈশ্চ নটবদ্বেশো যস্য তং অনুব্রতস্য সখ্যুরংসে বিন্যস্তো নিহিতো হস্তো যেন তং। ইতরেণ হস্তেন লীলয়া অব্জং ধুনানং ভ্রাময়ন্তং। কর্ণয়োরুৎপলে যস্য অলকাঃ কপোলয়োর্যস্য মুখাব্জে হাসো যস্য তং তং তং ॥ ১৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হিরণ্যং হিরণ্যরসাক্তং বস্ত্রং পরিধিঃ পরিধানং যস্য তং। বনমালোন পত্রপুষ্পময়েন চরণপর্য্যন্তলম্বিতেন বর্হেণ চূড়োপরিস্থেন ধাতুভিরঙ্গরাগস্থেন কল্পিতৈঃ প্রবালৈঃ শ্রবণচূড়াতুন্দবন্ধাদ্যবয়বৈশ্চ নটসেব বেশো যস্য। কিঞ্চ। স্বাভিযোগমপি তা অনুভাবয়ামাসেত্যাহ। অনুব্রতস্য প্রিয়সখ্যাংসে স্কন্ধে বিন্যস্ত আশ্লেষ-পরিপাট্যা অর্পিতো বামহস্তো যেন তং। ইতরেণ দক্ষিণহস্তেন অব্জং লীলাকমলং ধুনানং ঘূর্ণয়ন্তং এতাদৃশদর্শনপ্রদানেন ভাববতীনাং ভবতীনাং হৃদয়কমলং স্বহস্তগতং কৃত্বা ঔৎসুক্যেন ঘূর্ণয়ামীতি জানীতেতি স্তোতয়ন্তং। যদ্বা ভবতীর্ভাববতীঃ পশ্যতো মম হৃদয়কমলমেবোৎসুক্যেন ঘূর্ণতে ইতি লীলাকমলঘূর্ণনমিষেণ স্বহৃদয়ঘূর্ণামেব ভবতীর্দর্শয়ামীতি মৎকৃতাৎ স্বাভিযোগাদেব নিশ্চিনুতেতি ব্যঞ্জয়ন্তং। কর্ণোৎপলয়োশ্চঞ্চলা অলকা যস্য। কপোলয়োঃ প্রসৃতো মুখাব্জস্য হাসো যস্য তং তং তং ॥ ১৬ ॥

নবীন নীরদ-শ্যাম হৃষীকেশ কটিতে পীতাম্বর বস্ত্র, গলদেশে বনমালা এবং ময়ূরপুচ্ছ, গৈরিকাদি ধাতু ও নবীন কিশলয় শিরে ধারণ করত অভিনব

সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। শোক মোহাদির ব্যাপার অতিক্রম করিতে না পারিলে এবং দুঃখশূন্য অশোককাননে গমন না করিলে যে, দুঃখনাশনের দর্শন হয় না, তাহাই অশোককাননের উৎপ্রেক্ষায় উপলক্ষিত হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

প্রায়ঃ শ্রুতপ্রিয়তমোদয়কর্ণপূরৈর্যস্মিন্ নিমগ্নমনসস্তমথাক্ষিরন্ধ্রৈঃ ॥

অন্বয়ঃ।

হে নরেন্দ্র! প্রায়ঃ বহুশঃ শ্রুতপ্রিয়তমোদয়কর্ণপূরৈঃ (শ্রুতাঃ যে প্রিয়তমস্য কৃষ্ণস্য উদয়াঃ উৎকর্ষাঃ তে এব কর্ণপূরাঃ কর্ণাভরণভূতাঃ তৈঃ) যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে নিমগ্নমনসঃ আবিষ্টচিত্তাঃ বিপ্রভার্য্যাঃ অথ দর্শনানন্তরং অক্ষিরন্ধ্রৈঃ (দ্বারভূতৈঃ লোচনছিদ্রৈঃ) তং

শ্রীধরস্বামী।

বৃত্তেরপি লয়েন সামরহস্যমাহ প্রায় ইতি বহুশঃ শ্রুতা যে প্রিয়তমস্য উদয়া উৎকর্ষাস্ত-এব কর্ণপূরাঃ কর্ণৌ পূরয়ন্তি কৃতার্থৌ কুর্ব্বন্তীতি তথা তৈঃ কর্ণাভরণৈরিতি বা যস্মিন্

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রায়ো বহুশঃ শ্রুতা যে প্রিয়তমস্য উদয়া উৎকর্ষাস্তএব কর্ণপূরাঃ কর্ণালঙ্কারাঃ কর্ণৌ পূরয়ন্তি কৃতার্থয়ন্তীতি তথা তৈ র্যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে নিমগ্নমনস এব এতাবদ্দিনপর্য্যন্তং আসন্। তং সম্প্রতি নেত্রদ্বারৈরন্তঃঅন্তঃকরণকমলতল্পে প্রবেশ্য সুচিরং স্বচ্ছন্দেনৈব দৃঢ়ং পরিরভ্য

নটবর বেশে দণ্ডায়মান হইয়া পার্শ্বস্থিত সখার স্কন্ধে বাম হস্ত বিন্যস্ত করিয়া দক্ষিণ করে লীলা-কমল ঘূর্ণন করিতেছিলেন। কর্ণদ্বয়ে উৎপল ও কুঞ্চিত কেশজালে সেই হাস্যবদনের কি অপূর্ব্ব শোভাই হইয়াছিল! ॥ ১৬ ॥

অহো! দ্বিজবনিতাগণ এতকাল কৃষ্ণকথাই কর্ণভূষণরূপে পরিধান পূর্ব্বক প্রাণপ্রিয় বাসুদেবে চিত্ত আকৃষ্ট রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার সেই রূপ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া যেন লোচনপথ দ্বারা তাঁহার সেই অনুপম মূর্ত্তিখানি হৃদয়পুরে আনয়ন করত, প্রেমপূর্ব্বসরে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

আভাস।

এই শ্লোকে তৎকালোচিত ব্রাহ্মণবনিতাগণের হৃদয়গ্রাহী ভগবদ্রূপের বর্ণনা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র বসন ভূষণাদি সাজ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া অভিনব নটবরবেশে ব্রাহ্মণীগণের চিত্ত বিনোদন পূর্ব্বক লীলাকমল ঘূর্ণন করত দেখাইয়াছেন যে, তাঁহাদের হৃদয়কমল তাঁহারই হস্তগত এবং তাঁহাদের ন্যায় পরম ভক্তের আনুকূল্য করিবার জন্য ভগবানের হৃদয়কমলও নিরন্তর বিঘূর্ণিত হইতেছে ॥ ১৬ ॥

দ্বিজপত্নীগণ এতকাল পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের লীলাবার্ত্তাই কর্ণের আভরণরূপে গ্রহণ করত, তাঁহাতেও নিবিষ্টচিত্তা ছিলেন; এক্ষণে সেই গোবিন্দচন্দ্রকে সাক্ষাতে প্রত্যক্ষ করিয়া, নেত্ররন্ধ্র দ্বারা তাঁহাদের সুকোমল হৃদয়পদ্মের সুখময় শয্যায় শয়ন করাইলেন এবং গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক চরণসেবা দ্বারা চিরসঞ্চিত বিরহানলকে নির্ব্বাপিত করিলেন। এই অপূর্ব্ব মিলনের দৃষ্টান্তও গ্রন্থকার অপূর্ব্ব দিয়াছেন। অর্থাৎ যোগানুষ্ঠানে চিত্তের যাবতীয় সুরূপা বৃত্তিসমূহ সংসারস্রোত পরিহারে বিপরীত গতি অবলম্বনে অহঙ্কারবৃত্তিতে

অন্তঃপ্রবেশ্য সুচিরং পরিরভ্য তাপং প্রাজ্ঞং যথাভিমতয়ো বিজহুর্নরেন্দ্র ॥ ১৭॥
তাস্তথাত্যক্তসর্ব্বাশাঃ প্রাপ্তা আত্মদিদৃক্ষয়া ।
বিজ্ঞায়াখিলদৃগ্‌দ্রষ্টা প্রাহ প্রহসিতাননঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ ।

কৃষ্ণং অন্তঃ অন্তঃকরণে প্রবেশ্য সুচিরং পরিরভ্য উপগুহ্য, অভিমতয়ঃ অহংবৃত্তয়ঃ, প্রাজ্ঞং সুষুপ্তি-সাক্ষিণং, (পরিরভ্য তস্মিন্ লয়ং প্রাপ্য) যথা (তাপং ত্যজন্তি তথা) তাপং সংসারদুঃখং জহুঃ ত্যক্তবত্যঃ ॥ ১৭ ॥

অখিলদৃগ্‌দ্রষ্টা সর্ব্ববুদ্ধিসাক্ষী প্রহসিতাননঃ (কৃষ্ণঃ) আত্মদিদৃক্ষয়া (আত্মনঃ স্বস্য দিদৃক্ষয়া দর্শনেচ্ছয়া এব) প্রাপ্তাঃ আগতাঃ তাঃ ত্যক্তসর্ব্বাশাঃ (ত্যক্তাঃ সর্ব্বাঃ গৃহাপত্যপশ্বাদিবিষয়াঃ আশাঃ যাভি স্তাঃ, স্ত্রিয়ঃ বিজ্ঞায় প্রাহ । ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

শ্রীকৃষ্ণে নিমগ্নমনসঃ আবিষ্টচেতসঃ লোচনদ্বারৈরন্তঃ প্রবেশ্য সুচিরং উপগুহ্য তাপং জহুঃ । অভিমতয়োঽহংবৃত্তয়ঃ প্রাজ্ঞং সুষুপ্তিসাক্ষিণং পরিরভ্য তস্মিন্ লয়ং প্রাপ্য যথেতি ॥ ১৭ ॥

অখিলদৃক্ দ্রষ্টা সর্ব্ববুদ্ধিসাক্ষী তাস্তথা প্রাপ্তা বিজ্ঞায়াপি তথেত্যেতদ্ববুণোতি ত্যক্তসর্ব্বাশাঃ ত্যক্তাঃ সর্ব্বা আশা যাভিস্তাঃ কেবলং আত্মনঃ স্বস্যৈব দিদৃক্ষয়েতি ॥ ১৮ ।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

পরিরম্ভদার্ঢ্যেনৈবানন্দমূর্চ্ছিতাস্তাস্তেন সহৈক্যে সতি তাপং তদঙ্গস্পর্শাভাবজনিতং ক্লেশং বিজহুঃ । তত্র দৃষ্টান্তঃ । অভিমতয়োঽহংবৃত্তয়ঃ প্রাজ্ঞং সুষুপ্তিসাক্ষিণং পরিরভ্য তস্মিন্ লয়ং প্রাপ্য যথা ॥ ১৭ ॥

তাস্তথাভূতা অন্নস্থালীঃ পুরঃস্থাপয়িত্বৈব মূর্চ্ছিতা ভবন্তী দৃষ্ট্বা অখিলানামপি দৃশাং বুদ্ধীনাং দ্রষ্টা ॥ ১৮ ॥

অহো ! সুষুপ্তি-সাক্ষী প্রাজ্ঞ-সন্নিধানে জীবের অহংবৃত্তি লীন হইলে, যেমন পরম নির্বৃতির উদয় হয়, সেইরূপ ব্রাহ্মণপত্নীগণ কৃষ্ণরূপ হৃদয়াভ্যন্তরে গ্রহণ করত, সংসার জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ গোবিন্দ তখন কেবল স্বীয় দর্শনলালসায় ব্রাহ্মণ-আভাস ।

যেমন লীন হয়, পরে জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষীভূত জীবচৈতন্য ও অহংবৃত্তি এই দুইটী অবশিষ্ট থাকে । যে পর্য্যন্ত চৈতন্যস্বরূপের স্ফূর্ত্তি না হয়, তদবধিই অহংবৃত্তি ভিন্ন ভিন্নভাবে ও নামে পরিণত হইয়া বিষয়শোকে ক্লেশ পাইতে থাকে ; যেমন চৈতন্যের সাক্ষাৎ সন্দর্শন লাভ হইল, অমনি অহংবৃত্তি তাহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া যেমন নির্ব্যাপারা হয়, সেইরূপ দ্বিজপত্নীগণও কৃষ্ণলাভে যেন চিরকৃতার্থা হইলেন)॥ ১৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ॥

স্বাগতং বো মহাভাগা আস্যতাং করবাম কিং।
যন্নো দিদৃক্ষয়া প্রাপ্তা উপপন্নমিদং হি বঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীভগবান্ উবাচ ॥ হে মহাভাগাঃ! বঃ যুষ্মাকং স্বাগতং শুভাগমনং আস্যতাং (অত্র ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং যুষ্মাকং কার্য্যং) কিং করবাম (তদুচ্যতাং) হি যস্মাৎ নঃ অস্মাকং দিদৃক্ষয়া মৎপ্রাপ্তাঃ (তৎ) ইদং বঃ যুষ্মাকং উপপন্নং যুক্তং (এব) ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

হে মহাভাগাঃ স্বাগতং শুভমাগমনং। তদেবাহ যদ্যস্মাৎ প্রতিবন্ধতিরস্কারেণ অস্মাকং দিদৃক্ষয়া প্রাপ্তা ইতি। ইদঞ্চ ব উপপন্নং যুক্তমিতি বা ॥ ১৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

রাসাভিসারিণী গোপীরিব মহাপ্রেমবতীস্তা অপ্যাহ স্বাগতমিতি বঃ শুভমেবাগমনং। যৎ যস্মাৎ প্রতিবন্ধকোটীরপি তিরস্কৃত্যবস্তো দিদৃক্ষয় নঃ প্রাপ্তা ইদং ব উপপন্নং উপপদ্যতে স্মৈবেত্যর্থঃ। মমতু এতৎ প্রত্যুপকরণাসামর্থ্যাৎ ন কিমপি উপপন্নমিতি ভাবঃ। অতো বঃ কিং করবাম কেবলং ঋণী ভবামেত্যর্থঃ। অতএব মহাভাগাঃ মত্তোঽপি মহাভাগ্যবত্যঃ আস্যতাং ক্ষণমিহোপবিশ্যতাং মদ্দর্শনার্থমেবেত্যর্থঃ ; ১৯ ॥

বনিতাগণ তথায় আগমন করিয়াছেন অবগত হইয়া, অতি প্রসন্নবদনে হাস্য করিতে করিতে তাঁহাদিগকে বলিলেন ॥ ১৮ ॥

হে ভাগ্যবতীগণ! তোমাদের শুভাগমনে পরম মঙ্গল হইল; নিকটে আগমন পূর্ব্বক ক্ষণকাল বিশ্রাম কর! এবং তোমাদের কি করিতে হইবে বল! দেখ আমাদিগকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে যে, তোমরা এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছ, তাহাতে ভালই হইল ॥ ১৯ ॥

আভাস।

রাসসংরম্ভে সমুপস্থিতা গোপাঙ্গনার ন্যায় ব্রাহ্মণবনিতাগণকে কেবল স্বীয় সন্দর্শন লাভার্থ তাদৃশ নির্জ্জন বনৈকদেশে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া, সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মধুর বচনে তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিলেন, অহো সাধ্বীগণ! জগতে আপনারাই ধন্য! কোটি কোটি প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া যখন আপনারা কেবল আমাকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে এখানে আগমন করিয়াছেন, তখন ইহার প্রতিশোধে আমি আপনাদের কোন্ কার্য্য সমাধা করিয়া এই ঋণ হইতে মুক্ত হইব? অবশ্য আমাকে দর্শন করিবার উদ্দেশ্য নিতান্তই যুক্তিযুক্ত ও সর্ব্বতোভাবে অভিমত বটে, কিন্তু ইহার প্রত্যুপকারের সামর্থ্য আমার ত কিছুই দেখিতে পাই না। অতএব আমার

নন্বদ্ধা ময়ি কুর্ব্বন্তি কুশলাঃ স্বার্থদর্শিনঃ।
অহৈতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাত্মপ্রিয়ে যথা ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ।

ননু নিশ্চিতং স্বার্থদর্শিনঃ (স্বস্য আত্মনঃ অর্থং ফলং পশ্যন্তি যে তে) কুশলাঃ নিপুণাঃ আত্মপ্রিয়ে (আত্মনি প্রিয়ে চ) ময়ি যথা যথাবৎ (বা আত্মপ্রিয়ে দেহাপত্যাদৌ যথা তথা) অদ্ধা সাক্ষাৎ, ময়ি অহৈতুক্যব্যবহিতাং (অহৈতুকীং ফলাভিসন্ধিরহিতাং অব্যবহিতাং নিরন্তরাং) ভক্তিং প্রীতিং, কুর্ব্বন্তি ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যুক্তত্বমাহ নন্বিতি। আত্মপ্রিয়ে আত্মা চাসৌ প্রিয়শ্চ তস্মিন্ ময়ি কুশলা বিবেকিনঃ অতএব স্বস্যাত্মনোঽর্থং পশ্যন্তি যে তে যথাবদ্ভক্তিং কুর্ব্বন্তি। যথাবত্ত্বমাহ। অদ্ধা সাক্ষাৎ। অত্র হেতুঃ। অহৈতুক্যব্যবহিতাং ফলানুসন্ধানরহিতামতএবাব্যবহিতাং নিরন্তরাং ॥ ২০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পরমপ্রেমবতীনামপি তাসাং তদানীমেব মনোরথপূর্ত্তির্ন রসপুষ্টিং বহতি রসপুষ্ট্যৈ চ বিনা লীলাচমৎকরোত্যতো ভগবতস্তৎপ্রেমবশ্যস্যাপি তদ্দর্শনোত্থয়া রত্যা স্বাভিযোগং কৃতবতোঽপি মনস্যকস্মাদেব লীলাশক্ত্যৈব স্ফোরিতমৈশ্বর্য্যং তাসাং স্বগৃহং প্রতি পরাবর্ত্তনে কারণমভূৎ। যদ্যপি প্রায়ঃ প্রেমবজ্জনসন্নিধাবৈশ্বর্য্যং নাবির্ভবিষ্যু ভবেত্তদপি লীলাসৌষ্ঠবার্থং বিরহৌৎকণ্ঠ্যবর্দ্ধনয়া তাসাং প্রেমবর্দ্ধনার্থঞ্চাবির্ভবদেব তদ্ভগবতোরত্যাখ্যং ভাবং শময়িত্বা বিবেকমুৎপাদয়ামাসেত্যতো ভগবান্তদনুকূলমেবাহ নন্বিতি দ্বাভ্যাং। ন কেবলং ময়ি ভবত্য এবাসজ্জন্তে কিন্তু বহবোঽন্যেঽপি ময়ি পরমেশ্বরে ভক্তিং প্রীতিং কুর্ব্বন্তি। কে তে কুশলাশ্চতুরাঃ। চাতুর্য্যমেবাহ স্বার্থদর্শিনঃ। লোকে হি স্বার্থসাধকা এব চতুরা উচ্যন্ত ইতি ভাবঃ। অহৈতুকী স্বীয়ফলাভিসন্ধিরহিতা চ। অব্যবহিতা প্রীতিব্যবধায়কজ্ঞানকর্ম্মাদিবস্তন্তরশূন্যা চ তাং। তত্র দৃষ্টান্তঃ। আত্মপ্রিয়ে দেহাপত্যাদৌ যথা ॥ ২০ ॥

কারণ সাধারণ লোকে স্বীয় কলেবরে ও অপত্যাদিতে যেরূপ অকপট প্রেম করে, প্রকৃত প্রস্তাবে স্বীয় হিতাকাঙ্ক্ষী ও নিপুণ ব্যক্তগণই পরম প্রেমের আস্পদ জীবের আত্মস্বরূপ আমি সাক্ষাৎ জনার্দ্দনে তাদৃশ ফলাভিসন্ধি রহিত নিষ্কপট ভক্তি নিরন্তরই করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

আভাস।

অপেক্ষা আপনারা অধিক ভাগ্যবতী সন্দেহ নাই। এক্ষণে সুখে উপবেশন পূর্ব্বক পথশ্রান্তি দূর করুন! ॥ ১৯ ॥

এক্ষণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরম প্রেমবতী সেই রমণীগণের মনোবাসনা যদি উপস্থিত

প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাত্মদারাপত্যধনাদয়ঃ।

অন্বয়ঃ।

প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাত্মদারাপত্যধনাদয়ঃ যৎসম্পর্কাৎ (যস্য আত্মনঃ সম্পর্কাৎ সম্বন্ধাৎ

শ্রীধরস্বামী।

আত্মনঃ সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠত্বমাহ প্রাণেতি। স্বাঃ জ্ঞাতয় আত্মা দেহঃ এতে সর্ব্বে যৎ-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বুদ্ধিপ্রবেশার্থমেব দৃষ্টান্তো দর্শিতঃ। বস্তুতস্তু দৃষ্টান্তাদ্দেহাদেঃ সকাশাদপি দার্ষ্টান্তিকঃ

দেখ! প্রাণ, বুদ্ধি, মন, (স্ব) জ্ঞাতি (আত্মা) দেহ, দারা অপত্য ও ধনাদি

আভাস।

হইবা মাত্রেই পূরণ করিতেন, তাহা হইলে রসভাবের সম্যক্ পুষ্টিসাধন হইত না; এবং রসপুষ্টি না হইলেও, লীলার চমৎকারিত্ব রক্ষিত হয় না; এই নিমিত্ত তৎকালে ভক্ত-বৎসল ভগবান্ ভক্তের প্রেমানুরোধে অনুরুদ্ধ হইয়াও, অকস্মাৎ অভিনব লীলাশক্তির স্ফূর্ত্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক নারীগণকে গৃহে প্রতিপ্রেরণের বাসনা করিলেন। যদিও প্রেমিক জন সমীপে ভগবন্মায়ার কোনরূপ বিলাস হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি নারীগণের বিরহোৎকণ্ঠা পরিবর্দ্ধনের সঙ্গে ভগবৎপ্রেমের উচ্ছ্বাস দৃঢ়তম রূপে তাঁহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া ভগবানে রতি নামক ভাবের উপশমন পূর্ব্বক যাহাতে বিবেকের উদয় হয়, তাহাই ভগবানের প্রধান সংকল্প। কারণ বিবেক ব্যতীত সংসার-মূল কিছুতেই সমুৎ-পাটিত হয় না। নারীগণের হৃদয় হইতে রতিভাব নিবারণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত শ্লোক-দ্বয়ে বৈরাগ্যভাবের উদ্দীপন করিয়াছেন। তিনি নারীগণকে বলিলেন, দেখ সাধ্বীগণ! তোমরাই যে, কেবল আমার ভক্ত, তাহা নহে; আমি পরমেশ্বর; আমাকে ভক্তি করিবার লোক তোমরা ব্যতীত অনেক আছে। এবং তোমাদের অপেক্ষা অন্যকেও অধিক চতুর ও স্বার্থসাধক নিরীক্ষণ করিতেছি। কারণ যাহারা বিশেষ বিজ্ঞতা সহকারে নিজের মঙ্গলানুষ্ঠানে সমর্থ হন, তাঁহারাই প্রকৃত চতুর। তাঁহারা যাবতীয় ফল প্রাপ্তির বাসনার জলাঞ্জলি দিয়া নির্ম্মম ও নিরহঙ্কারীভাবে নিরন্তর আমারই প্রীতি করিয়া থাকেন। স্বীয় দেহ ও অপত্যাদি প্রিয় বস্তুতে সংসারাসক্ত ব্যক্তি যেমন নিষ্কপট প্রেম করিয়া থাকে, ভক্তগণ সেইরূপ নিষ্কপট ভাবে আমাতে প্রেম করিয়া থাকেন; অথচ পুত্র কলত্রাদির ন্যায়, আমার নিকট কোন ফল প্রাপ্তির বাসনা করেন না। তাদৃশ ভক্তের হৃদয়ে প্রেমের ইয়ত্তা থাকে না॥ ২০॥

নারীগণের চিত্তে ঈশ্বরপ্রীতির ভাব সুস্পষ্ট অঙ্কিত করিবার অভিপ্রায়ে দৃষ্ট দেহাদি দৃষ্টান্ত স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। বস্তুত দৃষ্টান্ত দেহাদি অপেক্ষা দার্ষ্টান্তিক পরমাত্মা-স্বরূপ যে নিরতিশয় প্রেমের আস্পদ তাহাই এস্থলে বলিবার তাৎপর্য্য। অর্থাৎ আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব এবং ধন ঐশ্বর্য্য যেমন নিজ দেহের সুখ স্বচ্ছন্দ প্রদান করে বলিয়াই

/যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কোন্বু পরঃ প্রিয়ঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ।

প্রিয়াঃ আসন্ ততঃ (সকাশাৎ অপরঃ) কোন্বু প্রিয়ঃ স্যাৎ ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সম্পর্কাৎ যস্যাধ্যাসেন উপকরণত্বেন বা ॥ ২১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পরমাত্মাহমতিপ্রিয় এবেতি যুক্ত্যা প্রবোধয়তি। প্রাণেতি। স্বং দেহঃ আত্মা জীবঃ যস্য পরমাত্মনঃ সম্পর্কাৎ সম্বন্ধাৎ। ততঃ পরমাত্মতঃ ॥ ২১ ॥

যাঁহার সম্পর্কে প্রিয় বলিয়া প্রতীত হয়, সেই পরম প্রেমের আশ্রয় আত্মস্বরূপ ব্যতীত অন্য কে প্রিয় হইতে পারে? ॥ ২১ ॥

আভাস।

সংসারে প্রিয় নামে অভিহিত; স্বীয় দেহের অপায়ে কোন সামগ্রীই প্রিয়ত্বের পরিচয় দেয় না এবং নিজদেহের সম্পর্কশূন্য অপরের সামগ্রীতেও নিজের প্রিয়ত্ববোধ হয় না, সেইরূপ স্বীয় দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণাদিও যে প্রিয়, সে কেবল জীবের আত্মসম্বন্ধে। আত্মার উপকারক বোধ না হইলে, দেহেও কাহার প্রীতি জন্মে না। যদি কোন অঙ্গে সর্প দংশন করে এবং সে অঙ্গ কর্ত্তন করিলে জীবনের কোন সন্দেহ না হয়; তাহা হইলে সুচতুর ব্যক্তি জীবন রক্ষার্থ তৎক্ষণাৎ অঙ্গুল্যাদি সে অঙ্গ কর্ত্তন করিয়া জীবন রক্ষা করেন। অতএব দেখা যায় যে, আত্মাকে রক্ষা করিবার জন্য তদুপকারক যাবতীয় পদার্থে জীবের প্রীতি এবং তাহার অহিতকারী সমস্ত পদার্থে লোকের বিরক্তি ঘটিয়া থাকে। সুতরাং প্রীতির বস্তু পদার্থ নহে; প্রীতির বস্তু জীবের আত্মা। যেমন শর্করাই প্রকৃত মধুর; তাহারই সম্পর্কে অন্যান্য যাবতীয় পদার্থ মিষ্টায় নামে অভিহিত হয়, সেইরূপ পরম প্রেমের আস্পদ আত্মা; তাঁহারই সংযোগে তৎসম্পর্কীয় যাবতীয় পদার্থই প্রিয়নামে উক্ত হইয়াছে। এই জীবাত্মা ধর্ম্মরূপে যে ধর্ম্মী পরমাত্মার সমীপ হইতে নিঃসৃত হইয়া কিরণবৎ সূর্য্যসম্বন্ধে সর্ব্বত্র নিত্য, সত্য ও আনন্দময়রূপে প্রতিভাত হইতেছে, সেই সূর্য্যস্থানীয় ধর্ম্মী পরমাত্মা কিরূপ আনন্দময় ও প্রেমের ধন তাহা অবলাগণ তোমরাই অনুমানের দ্বারা নির্ণয় কর ॥ ২১ ॥

সেই পরমাত্মাই যে আমি, বোধ হয়, তাহা তোমরা গর্গাচার্য্যের মুখে বিশেষ শ্রুত আছ। আমি অন্তর্যামিরূপে তোমাদের প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় ও সর্ব্বাঙ্গাদি সকল সময়ে আলিঙ্গন করত বিরাজ করিতেছি। আমি কখন তোমাদের দূরে নাই। বাহ্যদৃষ্টিতে আমার প্রতিগৃহীত অঙ্গ দূরে থাকিলেও, অন্তর্দৃষ্টিতে আমি দূরে নহি। তোমরা এক্ষণে যজ্ঞস্থলে গমন কর; বেদরূপে আমিই যজ্ঞের বিধি করিয়াছি। অতএব বেদ, বিধি, যজ্ঞ ও যজ্ঞাধিষ্ঠিত দেবতা প্রভৃতি, সকলই আমি। সংকল্পিত যজ্ঞের সমাপনে আমার আজ্ঞা পালন করা হয় এবং যজ্ঞে আহূত দেবগণের আরাধনে আমারই আরাধনা ও সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া

তদ্‌যাত দেবযজনং পতয়ো বো দ্বিজাতয়ঃ।
স্বসত্রং পারয়িষ্যন্তি যুষ্মাভির্গৃহমেধিনঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ।

তৎ তস্মাৎ যূয়ং দেবযজনং যজ্ঞবাটং, যাত গচ্ছত। বঃ যুষ্মাকং গৃহমেধিনঃ গৃহস্থাঃ দ্বিজাতয়ঃ পতয়ঃ তত্র গতাভিঃ যুষ্মাভিঃ স্বসত্রং পারয়িষ্যন্তি সমাপয়িষ্যন্তি ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তত্তস্মাৎ কৃতার্থা যূয়ং যাত দেবযজনং যজ্ঞবাটং গচ্ছত। কৃতার্থাঃ কিমিতি যাস্যাম ইতি চেদত আহ পতয় ইতি। পারয়িষ্যন্তি সমাপয়িষ্যন্তি পতীনামনুগ্রহায়েত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যস্মাৎ স চ পরমাত্মা অহমেব যুষ্মাভির্গর্গাদিমুখাৎ শ্রুত এব যুষ্মদঙ্গান্যাশ্লিষ্য সদাবর্ত্ত এব। তত্তস্মাৎ দেবযজনং যজ্ঞবাটং যাত। নন্বু তদপি সাক্ষন্মূর্ত্তং পরমাত্মানং ত্বাং হিত্বা কথং গৃহং যামস্তত্রাহ পতয় ইতি। পারয়িষ্যন্তি যুষ্মাভিঃ সহৈব সমাপয়িষ্যন্তি। সত্রাদি-কর্ম্মাপি বেদরূপেণ ময়ৈবোক্তমিতি মৎকার্য্যানুরোধাদেব যাত। তত্রৈব স্ফুরন্তং মূর্ত্তং মাং দ্রক্ষ্যথেতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

অতএব হে দ্বিজপত্নীগণ! তোমাদেরত দর্শন করা হইল; এক্ষণে যজ্ঞস্থলে প্রতিগমন কর! কারণ তোমরা ফিরিয়া গেলে, তোমাদের গৃহস্থ পতি দ্বিজগণ তোমাদের সাহায্যে নিজ সংকল্পিত যজ্ঞ সমাপন করিবেন ॥ ২২ ॥

আভাস।

থাকে; কারণ আমি সর্ব্বদেবময়। তোমরা যজ্ঞস্থলে গমন করিয়া সংকল্পিত যজ্ঞের সমাপন করিলে, তোমাদের পতিগণের অপূর্ব্ব পূণ্য উৎপন্ন হইবে এবং দেবরূপে যজ্ঞাধিষ্ঠিত মূর্ত্তিমান আমাকেই তথায় অবলোকন করিবে। এক্ষণে তোমরা কৃতার্থ হইয়াছ; গৃহে গমন পূর্ব্বক মোক্ষলাভার্থ বর্ণাশ্রমোচিত সধর্ম্মানুষ্ঠানে কখন বিরত হইও না! ॥ ২২ ॥

তখন মহাপ্রেমবতী গোপিকার ন্যায় ব্রাহ্মণবনিতাগণ কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনীর ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, হে সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বময়! আমাদের প্রতি আপনার এরূপ নিদারুণ বাণী প্রয়োগ করা উচিত হয় না। আপনি পরম মঙ্গলময় ও সত্যস্বরূপ। আমরা সেই সত্যের প্রত্যাশায় আপনার চরণকমলে উপস্থিত হইয়াছি। বেদবচনের দ্বারা আপনিই প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।" "ভক্ত যে যে ভাবে ও যে বাসনায় আমার নিকট অগ্রসর হয়, আমি সেই সেই ভাবে উপস্থিত হইয়া, তাহার মনোবাসনা পূরণ করি" অতএব এই কাঙ্গালিনীগণের মনোবাসনা পূরণ করিতে এক্ষণে কেন পশ্চাৎপদ হইতেছেন? বেদে আরও উক্ত হইয়াছে, "আত্মা বারে শ্রোতব্যো দ্রষ্টব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যশ্চ। ন স পুনরাবর্ত্ততে ন স পুনরাবর্ত্ততে।" পরমাত্মাকে বেদ বচনাদির দ্বারা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন পূর্ব্বক দর্শন করিলে, জীবকে আর সংসার-বন্ধনে

পত্ন্য ঊচুঃ ॥

নৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং সত্যং কুরুষ্ব নিগমং তব পাদমূলং।

অন্বয়ঃ।

পত্নাঃ ঊচুঃ। হে বিভো! এবং নৃশংসং পরুষং গদিতুং বক্তুং ভবান্ ন অর্হতি যোগ্যো ভবতি। নিগমং (স্বাজ্ঞারূপং "ন স পুনরাবর্ত্ততে" ইতি "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" ইতি বা বাক্যং) সত্যং কুরুষ্ব। সমস্তবন্ধূন্ পতিপুত্রাদীন্ অভিগম্য ভিরস্কৃত্য (ত্বয়া) পদা

শ্রীধরস্বামী।

নৃশংসং পরুষং নিগমং প্রতিজ্ঞাং ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতীতি বেদং বা ন স পুনরাবর্ত্তত

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

রাসারম্ভে মহাপ্রেমবত্যো গোপ্য ইবাহুঃ। নৈবমিতি নৃশংসং পরুষং। নিগমং ন স পুনরাবর্ত্তত ইতি বেদবাক্যং। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহমিতি নিগমরূপং স্ববাক্যঞ্চ সত্যং কুরুষ্ব। ননু ভবতীভি র্বিপ্রজাত্যভিমানো দুস্ত্যজ স্তত্রাহুঃ। ভব গোপস্যাপি পাদমূলং বয়ং দাস্যার্থং প্রাপ্তাঃ। ন হি বিপ্রজাত্যভিমানে সত্যেবং কোঽপি জনো বক্তুং শক্নোত্যতোঽস্মদ্বাক্যেনৈব নিশ্চীয়তাং নাস্ত্যস্মাকং জাত্যভিমান ইতি ভাবঃ। ননু গোপস্য মম গোপ্য এব দাস্যঃ প্রেয়স্যশ্চ সমুচিতা ভবন্তি তাসু বহ্ব্যো-বর্ত্তন্তে। সত্যং বর্ত্তন্তাং বিরাজন্তাং নাম যদি ত্বং ব্রাহ্মণীর্দাসীঃ কর্ত্তুং বন্ধুত্বো

গোবিন্দের বাক্য শ্রবণে বনিতাগণ বলিয়া উঠিলেন, হে সর্ব্বদর্শিন্ দেব মুকুন্দ! আমাদের প্রতি আপনার এরূপ নিদারুণ বচন প্রয়োগ করা উচিত হয় না। "আমার ভক্তের আর বিনাশ নাই; ও তাহাকে কখন সংসারে প্রত্যাগমন করিতে হয় না" শাস্ত্রের এই গূঢ় তাৎপর্য্য ও আপনার অভয়বাণী

আভাস।

প্রত্যাগমন করিতে হয় না। তবে হে দীনবন্ধো! আপনি আমাদিগকে নিজ সমীপে না রাখিয়া পুনরায় সংসারবন্ধনে কেন প্রেরণ করিতেছেন? আমরা বিপ্রজাতি বলিয়া যে অভিমান ছিল, তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়াছি। এই দেখুন! আপনি গোপবেশে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেও, আমরা আপনার চরণের দাসী হইবার প্রার্থনায় উপস্থিত হইয়াছি। যদি বলেন যে, এক্ষণে আপনি গোপবেশে অবতীর্ণ; গোপিকাই আপনার প্রিয় সখী; ব্রাহ্মণীকে কৃতার্থ করিতেও লজ্জা ও নিন্দা মনে করেন, তাহাতেও ক্ষতি নাই; আমরা আপনার সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইলাম বটে, কিন্তু আপনার মদনমোহন শ্যামসুন্দর যে অপূর্ব্ব ভাব অন্তরে ও বাহিরে অবলোকন করিয়াছি, তাহা বিস্মৃত হইয়া আর বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিতে পারিব না। আমরা বনদেবতার ন্যায় এই অরণ্যের নিভৃতস্থানে বাস করত, দূর হইতে আপনার রূপ দর্শন ও সুগন্ধ গ্রহণে চরিতার্থ হইব; এবং তোমার প্রেয়সী-

প্রাপ্তা বয়ং তুলসীদাম পদাবসৃষ্টং কেশৈ নিবোঢ়ুমভিলঙ্ঘ্য সমস্তবন্ধূন্॥২৩॥
গৃহন্তি নো ন পতয়ঃ পিতরৌ সুতা বা ন ভ্রাতৃবন্ধুসুহৃদঃ কুত এব চান্যে।

অন্বয়ঃ।

অবসৃষ্টং অবজ্ঞয়াপি দত্তং তুলসীদাম বয়ং কেশৈঃ নির্বোঢ়ুং (দাসীভবিতুং) তব পাদমূলং প্রাপ্তাঃ আগতাঃ॥ ২৩॥

নঃ অস্মান্ পতয়ঃ পিতরৌ সুতাঃ বা ন গৃহ্লন্তি গ্রহিষ্যন্তি অতঃ ভ্রাতৃবন্ধুসুহৃদঃ অন্যে চ অপরিচিতাঃ জনাঃ এব কুত অস্মান্ গৃহ্লীয়ু। তস্মাৎ ভবৎপ্রপদয়োঃ তবতঃ পাদাগ্রয়োঃ

শ্রীধরস্বামী

ইতি। পদাবসৃষ্টং অবজ্ঞয়াপি দত্তং বহুমানেন কেশৈর্নির্বোঢ়ুং দাসীভবিতুং॥ ২৩॥

কিঞ্চ ন গৃহ্লন্তি নোঽস্মান্ হে অরিন্দম কামলোভপাপাদিদমন! তবতঃ প্রপদয়োঃ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

জিহ্রেষি তর্হি কথং ত্বাং হ্রেপয়ামস্ত্বংপুরং নৈব যামো বৃন্দাবন এব বনদেবতা ইব বর্ত্তিষ্যামহে ত্বৎসম্বন্ধগন্ধেনৈব কৃতার্থীভবিষ্যন্তো বয়মিত্যাহুঃ। বয়ন্তু দূরে স্থিত্বা পদাবসৃষ্টং ত্বৎপদাৎ ত্বদাশ্লিষ্টপ্রেয়সীনাং পাদসংসর্গাদ্বা ক্রটিতীভূয় অবসৃষ্টং পর্য্যবাধো বিসৃষ্টং তুলসীদাম ত্বদ্দাসীভিরেব কৃপয়া দত্তং কেশৈর্নির্বোঢ়ুং প্রাপ্তাঃ নন্বু তব প্রেয়সীভাবায় দাসীভাবায় বা দুর্লভায়াস্মাকং মাকাঙ্ক্ষেতি ভাবঃ। নন্বু তর্হি ভবদ্বন্ধবঃ কিং বদিষ্যন্তি তত্রাহুঃ। অভিলঙ্ঘ্যেতি॥ ২৩॥

কিঞ্চ। ত্বরগরহুমালিকতাম্বুলিকাদিবনিতাজনমুখাদাকর্ণিতত্তদ্রূপগুণমাধুর্য্যা যদবধি বয়ং বয়ঃসন্ধিমারভ্যৈবাভূম তদ্দিনত এব ত্বয়ি ভাববতী গৃহকর্ম্মণ্যপ্যুদাসীনা অস্মান্

সত্য করুন! হে দীনবন্ধো! আমরা যাবতীয় স্বজনবর্গের আজ্ঞা উলঙ্ঘন পূর্ব্বক আপনার চরণসমীপে উপস্থিত হইয়াছি। আপনার চরণদত্ত তুলসিদাম আমরা মস্তকে বহন করিতে প্রস্তুত হইয়া, চরণমূলে আগমন করিয়াছি॥ ২৩॥

এক্ষণে আমাদিগকে সকলেই পরিত্যাগ করিবে। পতি, পিতা পুত্র, স্বজন

আভাস।

গণের সুখস্পৃষ্ট আপনার চরণতুলসি দূর হইতে প্রাপ্ত হইলে বা যদি কোন দাসী কৃপা করিয়া তাদৃশ তুলসি আমাদিগকে প্রদান করেন, আমরা কৃতার্থজ্ঞানে আদর পূর্ব্বক তাহা মস্তকে ধারণ করিব। আপনার দুর্লভ দাসীভাবের প্রত্যাশা কখন হৃদয় হইতে স্থানান্তরিত করিতে পারি না। কিন্তু হে দয়াময়! বলুন দেখি! আমাদের প্রতি আপনার এই আচরণ শুনিলে প্রিয়জনে আপনাকে কি বলিবে? আপনি কি নিন্দার ভয় করেন না? এখনত আমাদের উভয় কুলই নষ্ট হইল! আমরা আপনাকে পাইবার প্রত্যাশায় বন্ধু বান্ধব পতি স্বজনাদি সকলকে উপেক্ষা করিয়া, আপনার সমীপে উপস্থিত হইলাম; হে গতিদাতা

তস্মাত্ত্বৎপ্রপদয়োঃ পতিতাত্মনাং নো নান্যা ভবেদ্গতিররিন্দম তদ্বিধেহি ॥২৪॥

অন্বয়ঃ।

পতিতানাং পতিতদেহানাং অস্মাকং ত্বত্তঃ অন্যা গতিঃ ন ভবেৎ অতঃ হে অরিন্দম! তৎ দাস্যং এব বিধেহি সম্পাদয় ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

পাদাগ্রয়ো নিপতিতদেহানাং অন্যা স্বর্গাদিপতিরপি ন তাবৎ ভবিতুং তস্মাত্ত্বদাস্যমেব বিধেহীতি ॥ ২৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ব্যভিচারিণীরিব দৃষ্ট্বা সন্দিহানাঃ পত্যাদয়ো নৈব প্রায়ো ব্যবহরন্তীত্যাহুঃ। গৃহন্তীতি সুতাঃ সপত্নীপুত্রাঃ অন্যে প্রতিবেশ্যাদয়ঃ। ততশ্চাতিবৈরগ্র্যেণ রুদন্তঃ পদাগ্রে মূর্দ্ধ্না প্রণমন্তঃ সগদ্গদমাহুস্তস্মাদিতি। অস্মাকং অন্যা গতি র্যথা ন ভবেত্তথা বিধেহি। হে অরিন্দম ত্বং প্রাপ্তি প্রতিবন্ধকীভূতা দুরিতাদয় এবারয়স্তান্ ত্বমেব কৃপয়া দময় ॥ ২৪ ॥

বন্ধুবর্গ যখন কেহই আর গ্রহণ করিবে না, তখন অন্য লোকের কথা আর কি বলিব! আপনার পাদমূলে এই দেহ সমর্পণ করিলাম; আপনি ব্যতীত আর আমাদের কোন গতিই নাই! হে শত্রুনিসূদন! আমাদিগকে আপনার দাসীত্বে গ্রহণ করুন! ॥ ২৪ ॥

আভাস।

আপনি যদি আমাদিগকে উপেক্ষা করেন, তবে বলুন দেখি! আমরা এক্ষণে কোথায় যাই বা কাহার হইব! বন্ধুবর্গ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন এবং আপনিও পরিত্যাগ করিলেন। হে অগতির গতি শত্রুনিসূদন! শুনিয়াছি তোমায় নাম মাত্র করিলে, ভক্তের আর বিপদ থাকে না; তাহার আর অন্য গতির প্রয়োজন হয় না; বিপদকালে আপনিই বন্ধু হইয়া, দণ্ডায়মান হন। হে প্রণতজনপালক! আমরা আপনার চরণে এই দেহ সমর্পণ করিলাম! যাহা কর্ত্তব্য হয়, করুন ॥ ২৩। ২৪ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই বনিতাগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে দ্বিজনারীগণ! তোমরা আমার অতি প্রিয় ও প্রেমবতী। আমার সুখের জন্য তোমরা সততই চেষ্টিতা; অতএব আমার অভিপ্রায়ের বিপরীতে নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার যত্ন করা, তোমাদের কখনই সঙ্গত নহে। আমার অনুমত্যানুসারে গৃহে গমন কর। যদি বল! যে তোমরা অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবতী নারী, তোমরা যে সমস্ত স্বজনবর্গকে তৃণের ন্যায় তাচ্ছিল্য করত গৃহের বাহির হইয়া দূরবর্ত্তী এরূপ স্থানে লম্পটনামে বিখ্যাত আমার নিকটে আগমন করিয়াছ, এক্ষণে আবার কি প্রকারে বা কি বলিয়াই বা সেই স্বজনগণের নিকট প্রত্যাগমন করিবে! এবং যাইলেই বা তাঁহারা তোমাদিগকে কেন গ্রহণ করিবেন! প্রত্যুত লোক-লজ্জার ভয়ে তাঁহারা তোমাদের প্রাণবধও করিবেন, তাহা নহে। তোমাদের পতি স্বজনগণ তোমাদিগকে তিরস্কার

শ্রীভগবানুবাচ ॥

পতয়ো নাভ্যসূয়েরন্ পিতৃভ্রাতৃসুতাদয়ঃ।
লোকাশ্চ বো ময়োপেতা দেবা অপ্যনুমন্বতে ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীভগবান্ উবাচ। ময়া উপেতাঃ ভক্ততয়াঙ্গীকৃতাঃ বঃ যুষ্মান্, পতয়ঃ পিতৃভ্রাতৃসুতাদয়ঃ লোকাঃ জনাঃ চ ন অভ্যসূয়েরন্ দোষারোপেণ পশ্যেয়ুঃ (অপি তু যজ্ঞভাগিনঃ) দেবাঃ অনুমন্বতে নির্দোষতয়া অঙ্গীকরিষ্যন্তি ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ময়া উপেতা অনুজ্ঞাতাঃ প্রত্যক্ষং দেবান্ প্রদর্শ্যাহ দেবা অপীতি ॥ ২৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ময়ি প্রেমবত্যো যূয়ং মৎসুখপরা এবাতো মদনভিপ্রেতং চেষ্টিতং নার্হথ সুহৃঠং মাকুঢ়ং গৃহান্ গচ্ছতেত্যুক্তে ভো অভিজ্ঞশিরোমণে অসূর্য্যম্পশ্যাঃ কুলবত্যো বয়ং বচনোল্লঙ্ঘনাৎ যাংস্তৃণীকৃত্য পুরাধহির্ভূয় এতাবদ্দূরে স্থিতস্য লম্পটত্বেন ব্রজে খ্যাতস্য ভবতঃ সমীপমাগচ্ছামঃ স্ম পুনস্তত্রৈব গচ্ছন্তীরস্মাংস্তে পত্যাদয়ঃ পুরেষু প্রবেষ্টুং মপ্যদদানাঃ কোপাদস্মদ্বধিষ্যন্তেবেতি জানীমস্তত্রাহ পতয় ইতি। যো যুষ্মভ্যং নাভ্যসূয়েরন্ দোষদৃষ্টিমপি ন কুর্য্যঃ কিমিতানিষ্টং শঙ্কধ্বে ইতি ভাবঃ। কিমুত পিত্রাদয়ঃ অন্যে চ লোকাঃ কীদৃশীর্ময়া সহ উপেতাঃ সঙ্গতা অপি কিমুত সম্প্রত্যসঙ্গতা এবেত্যর্থঃ। অহমীশ্বর ইতি তৈরপি জ্ঞাতত্বাদিতি ভাবঃ। যতো দেবা অপি যজ্ঞকর্ম্মণি তৈঃ প্রত্যক্ষীকৃতা অত্রার্থে পৃষ্টা ভবতীরনুমন্বতে অনুমংস্যন্ত এব। মাং সর্ব্বেশ্বরং। বিদুষাং দেবানামপ্যত্রার্থে অনুমতিরেব নত্বনুমতিরিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

তখন ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে ভাগ্যবতীগণ! আমি তোমাদিগকে ভক্তরূপে গ্রহণ করিলাম; এক্ষণে তোমাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও সুহৃদ্‌বর্গ কেহই আর দোষারোপ পূর্ব্বক তোমাদিগকে অবজ্ঞা করিবেন না! অধিক কি! যজ্ঞাধিষ্ঠিত দেববৃন্দও তোমাদের নির্দ্দোষিত্বের অনুমোদন করিতেছেন ॥ ২৫ ॥

আভাস।

কথা দূরে থাকুক, কোন প্রকার দোষের উত্থাপন পর্য্যন্তও না করিয়া, বরং বিশেষ আদরই করিবেন। কারণ, মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি। আমার ভক্তের কখন বিনাশ বা অধঃপতন হয় না। আমি যে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, তাহা তোমাদের স্বজনগণ বুঝিয়াছেন। যজ্ঞে দেবতাগণ সাক্ষাৎ সন্দর্শন দানে তাঁহাদিগকে এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবার জন্য, দেবগণ আদেশ করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

ন প্রীতয়েঽনুরাগায় হ্যঙ্গসঙ্গো নৃণামিহ।
তন্মনো ময়ি যুঞ্জানা অচিরান্মামবাপ্স্যথ ॥
শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ।

হি যস্মাৎ ইহ সংসারে অঙ্গসঙ্গঃ দেহানাং নিকটবর্ত্তিত্ব, নৃণাং প্রীতয়ে সুখায়, অনুরাগায় স্নেহবৃদ্ধয়ে, ন ভবতি; তৎ তস্মাৎ ময়ি মনঃ যুঞ্জানাঃ যূয়ং অচিরাৎ মাং অবাপ্স্যথ ॥

শ্রবণাৎ দর্শনাৎ ধ্যানাৎ তথা অনুকীর্ত্তনাৎ ময়ি যথা ভাবঃ ভবতি সন্নিকর্ষেণ তথা ন ভবতি অতঃ গৃহান্ প্রতিযাত ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তথাপি ত্বাং ত্যক্তুং ন শক্নুম ইতি চেত্তত্রাহ নেতি। প্রীতয়ে সুখায় অনুরাগায় স্নেহবৃদ্ধয়ে অঙ্গসঙ্গঃ অঙ্গাভ্যাং সঙ্গঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অস্মন্মনোবাঞ্ছিতং কদাপি সেৎস্যতি ন বেতি সাস্রৈরপাঙ্গৈর্যং পৃচ্ছথ তত্রোত্তরং শৃণুতেত্যাহ নেতি। প্রীতয়ে প্রীতিং সম্পাদয়িতুং অনুরাগঞ্চ সম্বর্দ্ধয়িতুমিত্যর্থঃ। কিন্তু মদ্বিরহোৎকণ্ঠ্যমেবানুরাগাতিশয়বর্দ্ধকমিতি ভাবঃ। তত্তস্মাৎ ॥ ২৬ ॥

আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, আমার দেহ-সন্নিধানে অবস্থান করিলেই যে, মানবগণের সুখ ও স্নেহের বৃদ্ধি হয়, এমত নহে; যাঁহারা আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই আমাকে অচিরে প্রাপ্ত হইবেন; সন্দেহ নাই ॥

দেখ! মৎকথা শ্রবণ, মন্মূর্ত্তি দর্শন, হৃদয়ে আমার স্বরূপচিন্তন ও সর্ব্বত্র আমার লীলা কীর্ত্তনের দ্বারা আমাতে (ভগবানে) যেরূপ ভাব সহজে প্রাপ্ত হইবে, সেরূপ ভাব কেবল একত্র বাসের দ্বারা কখনই প্রাপ্ত হইবে না। অতএব তোমরা গৃহে প্রত্যাগমন কর! ॥ ২৬ ॥

আভাস।

অবলাগণ তখন অশ্রুপূর্ণলোচনে ও কাতরকণ্ঠে গোবিন্দকে বলিলেন, হে সর্ব্বারাধ্য ভক্তবৎসল! আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হইবে কি না, ইহা নিজমুখে একবার বলিয়া দিন! তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে দ্বিজপত্নীগণ! আমি স্পষ্টাক্ষরে তোমাদিগকে প্রতিবোধিত করিতেছি যে, আমার প্রীতি-সম্পাদন বা অনুরাগ-বর্দ্ধন কখন দেহনিষ্ঠ নৈকট্যসম্বন্ধে ঘটে না! কিন্তু আমার বিরহতাপে সন্তপ্ত হইয়া, উৎকণ্ঠিতচিত্ত হওয়াই আমার প্রীতি ও অনুরাগ-

শ্রীশুক উবাচ ॥

ইত্যুক্তা দ্বিজপত্ন্যস্তা যজ্ঞবাটং পুনর্গতাঃ।
তে চানসূয়বস্তাভিঃ স্ত্রীভিঃ সত্রমপারয়ন্ ॥ ২৭ ॥
তত্রৈকা বিধৃতা ভর্ত্রা ভগবন্তং যথাশ্রুতং।
হৃদোপগুহ্য বিজহৌ দেহং কর্ম্মানুবন্ধনং ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীশুকঃ উবাচ। ইতি এবম্প্রকারেণ উক্তাঃ কথিতাঃ তাঃ দ্বিজপত্ন্যঃ পুনঃ যজ্ঞবাটং গতাঃ তে চ ব্রাহ্মণাঃ তাসু অনসূয়বঃ স্বাজ্ঞোলঙ্ঘনাদিদোষদৃষ্টিরহিতাঃ এব তাভিঃ স্ত্রীভিঃ সত্রং অপারয়ন্ সম্পাদয়ামাসুঃ ॥ ২৭ ॥

তত্র যজ্ঞবাটে [পূর্ব্বং গমনসময়ে এব] একা ব্রাহ্মণী ভর্ত্রা বিধৃতা গৃহীতা, সতী যথাশ্রুতং ভগবন্তং হৃদা মনসা, উপগুহ্য কর্ম্মানুবন্ধনং [কর্ম্ম অনুবন্ধনং যস্য তং] দেহং বিজহৌ [বিহায় শুদ্ধস্বরূপেণ ভগবন্তং প্রাপ্তাঃ ইতি জ্ঞেয়ম্] ॥

শ্রীধরস্বামী।

অনসূয়বঃ অদোষদৃষ্টয়ঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইত্যুক্তাস্তাঃ কৃষ্ণভাবিপ্রায়ং জ্ঞাত্বৈব গত্বা রাসারম্ভে গোপ্যস্ত তদভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বৈব স্থিত্বা ইতি প্রেয়ি ন কাপি কাপি হানিরিতি জ্ঞেয়ং ॥ ২৭ ॥

তত্র যজ্ঞবাটে একা সর্ব্বাসামভি পশ্চাৎস্থিতা অতএব বিশেষেণ বলাৎ ধৃতা কর্ম্মানুবন্ধনমেব দেহং জহৌ নতু প্রেমানুবন্ধনং দেহং তদানীমেব মহাবিরহোৎকণ্ঠ্যং প্রবৃদ্ধমনো-

---

শুকদেব বলিলেন, দ্বিজপত্নীগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, যজ্ঞস্থলে প্রত্যাগমন করিলেন; এবং তাঁহাদের পতিগণও তাঁহাদিগের প্রতি রুষ্ট না হইয়া প্রসন্নচিত্তে মিলিত হইয়া, যজ্ঞ সমাপন করিলেন ॥ ২৭ ॥

এদিকে যজ্ঞস্থলে কোন এক নারী কৃষ্ণ সমীপে গমনকালে স্বামী কর্ত্তৃক বিশেষ আগ্রহ সহকারে নিরুদ্ধা হইয়াছিলেন; সুতরাং যথাশ্রুত ভগবদ্রূপ স্বীয় হৃদয়াকাশে চিন্তা করত, কর্ম্মানুবন্ধী মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বময় মূর্ত্তিতে ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥

আভাস।

বর্দ্ধনের প্রধান উপায়। মদ্গতপ্রাণ হইয়া শ্রবণমননাদি ও মৎকথা কীর্ত্তন দ্বারা যেরূপ চিত্তগত ভাবের উদ্বোধন হয়, সে ভাবটী কেবল একত্র বাস করিলেই হয় না। অতএব তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও! কেবল মনটী আমাতে অর্পিত রাখ! তাহা হইলেই আমাকে সত্বর পাইবে ॥ ২৮ ॥

ভগবানপি গোবিন্দস্তেনৈবান্নেন গোপকান্।
চতুর্ব্বিধেনাশয়িত্বা স্বয়ঞ্চ বুভুজে প্রভুঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ।

ভগবান্ প্রভুঃ গোবিন্দঃ তেনৈব চতুর্ব্বিধেন অন্নেন গোপকান্ আশয়িত্বা ভোজয়িত্বা স্বয়ং চ বুভুজে ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

দেহমিতি তদীয়ং দেহং বিহায় চৈতন্যেন ভগবন্তং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। ২৮।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

রথেনোদ্ভাবিতং ভগবতা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তেনোপগূহিতঞ্চ তস্মাৎ তেন দেহেন চিন্ময়েন সর্ব্বজনালক্ষিতেন যুক্তা সতী সা শীঘ্রমেব ততঃ স্থানাদভিসৃত্য শ্রীভগবন্তং প্রাপেতি কর্ম্মানুবন্ধনমিতি পদস্য বৈয়র্থ্যাদেবং ব্যাখ্যাতং। কিঞ্চ। মমতাস্পদানি পত্যাদীংস্ত্যক্ত্বেতি কিং চিত্রং অহন্তাস্পদং দেহমপি ত্যক্ত্বা কাচিৎ স্বং প্রিয়ং কৃষ্ণমভিসসারেতি প্রেম্নঃ প্রভাবজ্ঞাপনার্থং ভগবৎকৃপা তামেকামভিসারসময়ে কর্ম্মানুবন্ধং দেহং ত্যাজয়িত্বৈব প্রেমানুবন্ধং চিন্ময়দেহং গ্রাহয়ামাস। তদান্যাসাং সর্ব্বাসাং তু কর্ম্মানুবন্ধানেব দেহান্ স্পর্শমণিন্যায়েন প্রেমানুবন্ধাংশ্চিন্ময়ানেব চকারেতি তদ্দিনত স্তাসাং ন স্ব স্বপত্যাশ্লেষ ইতি কিমশক্যং ভগবৎকৃপায়াঃ। তস্যামেকাংশেনোৎকর্ষস্তদন্যাস্বপ্যন্যেনাংশেনোৎকর্ষ ইতি তাসাং তারতম্যং তু ভক্তিশাস্ত্রেষ্বনির্ণীতত্বান্ন শক্যতে বক্তুং। সর্ব্বাসামেব তাসাং ভগবৎকৃপাসিদ্ধমেব। যদুক্তং। কৃপাসিদ্ধা যজ্ঞপত্নী বৈরোচনি-শুকাদয় ইতি ॥

ভগবানপীত্যপিকারাৎ সা দেহং জহৌ ভগবানপি গোবিন্দঃ তস্যা গাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি রমণার্থমলক্ষিতং তদৈব বিন্দতি স্মেত্যর্থো ব্যাখ্যেয়ঃ। ততশ্চ তেনৈবেত্যেবকারেণ গোপাপেক্ষয়া অন্নস্যাল্পত্বং বোধিতং। প্রভুরিতি তদপি তেনৈব সর্ব্বেষামুদরাণি পূরয়ামাসেত্যর্থঃ। গোপকানিত্যনুকম্পায়াং কণ্ চকারেণ স্বয়ং ভোক্তুমনিচ্ছন্নপি বুভুজ ইতি লভ্যতে। অনিচ্ছা চ প্রেমবতীনাং তাসাং স্বকৃতেন সঙ্কল্পভঙ্গেন পশ্চাত্তাপোদয়াৎ ॥ ২৮ ॥

এদিকে সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন প্রভু শ্রীকৃষ্ণ সেই পবিত্র সুমধুর চতুর্ব্বিধ অন্নের দ্বারা গোপ-বালকগণকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিলেন ॥ ২৮ ॥

আভাস।

ব্রাহ্মণপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অনুসারে তাঁহার নিকট হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু রাসারম্ভে গোপাঙ্গনাগণ তাঁহারই আদেশ অনুসারে তন্নিকটেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ভগবান্ অধিকারীভেদে ও কর্ম্মানুসারে ফল প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

এদিকে নারীগণ যখন অন্নাদি হস্তে লইয়া যজ্ঞগৃহ হইতে শ্রীকৃষ্ণোদ্দেশে যাত্রা করেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে একটী সকলের পশ্চাদ্বর্ত্তিনী স্ত্রী তাঁহার স্বামীকর্ত্তৃক বল পূর্ব্বক গৃহে অবরুদ্ধা হন। সুতরাং তাঁহার সে বেশে কৃষ্ণসমীপে গমন করা ঘটিল না।

এবং লীলানরবপুর্নৃলোকমনুশীলয়ন্।

অন্বয়ঃ।

লীলানরবপুঃ [লীলার্থং স্বীকৃতনরবপুঃ] শ্রীকৃষ্ণঃ এবং নৃলোকং অনুশীলয়ন্ গোপ-

শ্রীধরস্বামী।

অনুশীলয়ন্ অনুকুর্ব্বন্। গোগোপগোপীনামিতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী। রূপবাক্কৃতৈ রূপেণ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

এবং যাজ্ঞিকপত্নী র্ন রময়ামাস গোপপত্নীস্ত রময়ামাসেত্যাহ এবমিতি। লীলাময়-নরবপুরিতি সর্ব্বাভ্যোঽপি সত্যসঙ্কল্পতাদিশক্তিভ্যো লীলাশক্তেরভার্হিতত্বাদ্ব্রাহ্মণীজনরমণে লীলাসৌষ্ঠবাভাব এব হেতুরিতি ভাবঃ। অনুশীলয়ন্ অনুসরন্ গোগোপগোপীনামিতি

এই প্রকারে ভগবান্ হৃষীকেশ লীলাকরণার্থ মনুষ্যবিগ্রহ ধারণে মদন-

আভাস।

কিন্তু কৃষ্ণ যে হৃদয়ের ধন; অঙ্গ-সংসর্গে তাঁহার সামীপ্য লাভ অপেক্ষা চিত্তযোগে তৎসঙ্গপ্রাপ্তি সুলভ ও চিরশান্তিপ্রদ ইহারই পরিচয়ার্থ এই ব্রাহ্মণপত্নীর উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। সকল নারীই স্থূল অন্নময় দেহ লইয়া কৃষ্ণসমীপে গমন করিয়াও আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইলেন না; তাঁহাদিগকে চিত্তের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বিরহ বেদনায় উৎকণ্ঠিত ও অনন্যমনা হইতে হইয়াছিল; কিন্তু অবরুদ্ধা কামিনীকে চির জনমের মত ভগবৎপ্রেমানন্দ হইতে পরিচ্যুতা হইতে হয় নাই। তিনি কৃষ্ণাঙ্গে মিলিত হইবার সংকল্প পূর্ব্বেই মনে মনে স্থির করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে মনোময় শরীর সমর্পণ করিয়াছিলেন; এক্ষণে পতি কর্ত্তৃক নিগৃহীতা হইয়া, স্থূল শরীর দ্বারা গৃহে অবরুদ্ধা হইলেও শুদ্ধসত্ত্বময় সূক্ষ্ম শরীরে ভগবানে সংগতা হইলেন। পতির ভোগ্য স্থূলদেহ পতির নিকটই নিপতিত হইল। বিজহৌ শব্দে (বি) উপসর্গের দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, বি বিশেষেণ অর্থাৎ পুনরায় আগমনের সম্ভাবনা পরিহারে (জহৌ) স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। গীতাতে উক্ত আছে যে, যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ। অর্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে, মৃত্যুকালে জীব যে ভাব হৃদয়ে ধারণা করত দেহ ত্যাগ করে, মৃত্যুর অবসানে সেই গতিই লাভ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণবনিতা কৃষ্ণ বিচ্ছেদের দারুণ হুতাশনে যেন আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক কৃষ্ণভাবে স্বয়ং ভাবিত হইলেন এবং কাতরপ্রাণে আত্মরক্ষার্থ তাঁহার শরণাগত হওয়ায়, গোবিন্দদেবই তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। সে ললনাকে আর সংসার যাতনা পুনরায় অনুভব করিতে হইল না। অন্যান্য নারীগণ তাদৃশ চিত্তভাব করিতে পারেন নাই; সুতরাং তাঁহাদিগকে পুনরায় যজ্ঞস্থলে প্রত্যাগমন করিতে হইল। এই আখ্যানে প্রকাশ করা হইল যে দৃষ্টিপথের অপেক্ষা মানসী পূজা শ্রেয়স্করী॥

এই শ্লোকে গোবিন্দদেব উক্ত করায় বলা হইল যে, যিনি গাঃ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি

রেমে গোগোপগোপীনাং রময়ন্ রূপবাক্কৃতৈঃ ॥ ২৯ ॥
অথানুস্মৃত্য তে বিপ্রা অন্বতপ্যন্ কৃতাগসঃ।

অন্বয়ঃ।

গোপীনাং রূপবাক্কৃতৈঃ [রূপেণ বাচা চরিতৈঃ রময়ন্ রময়িতুং] রেমে ॥ ২৯ ॥

অথ অনন্তরং যৎ যস্মাৎ নৃবিড়ম্বয়োঃ নরানুকরণবতোঃ বিশ্বেশ্বরয়োঃ যাচ্ঞাং

শ্রীধরস্বামী।

বাচা কৃতৈশ্চরিতৈঃ রময়ন্ তা রময়িতুং রেমে ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

অনুস্মৃতিপ্রকারমাহ নরানুকরণবতোর্বিশ্বেশ্বরয়োর্যাচ্ঞাং যতোঽহন্ন হতবন্তঃ তৎ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কর্ম্মণি ষষ্ঠী। বৎসলাগোপীনামপ্রাসঙ্গিকত্বাদনাময়িকত্বাচ্চ গোপ্যোঽত্র যুবত্য এব লভ্যন্তে। রূপেণ বাচা কৃতৈশ্চেষ্টৈশ্চ রময়ন্ রেমে ইতি রাসাৎ পূর্ব্বং ব্রজদেবীভিঃ সহ ন রমণমিতি মন্তং পরাস্তমিত্যেবম্বিধা বহ্ব্যোঽন্যা অপি ব্রজলীলা ময়ানুক্তা বর্ত্তন্তে ইতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

অথানুস্মৃত্যেতি তেষামনুস্মরণনির্ব্বেদাদিকং তাসাং দর্শনভাগ্যাদিতি জ্ঞেয়ং। তেষা-মনুতাপপ্রকারমাহ যদ্যস্মাদ্বিশ্বেশ্বরয়োরপি যাচ্ঞাং অহন্ন হতবন্তো বয়ং তস্মাৎ কৃতাগসো

মোহন রূপে, মধুর সম্ভাষণে এবং অলৌকিক লীলা প্রকাশে গোপ ও গোপী-গণের চিত্তবিনোদন করিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

এদিকে সেই দীক্ষিত ব্রাহ্মণগণ যখন বুঝিলেন যে, অন্নপ্রদান না করায়, মানবরূপধারী বিশ্বেশ্বর জনার্দ্দনেরই যাচ্ঞা হেলন করা হইয়াছে, তখন

আভাস।

অবগত আছেন, তিনিই রমণার্থ অলক্ষিত ভাবে সেই ব্রাহ্মণপত্নীকে স্বীয় পদে স্থান দিলেন। এদিকে দ্বিজপত্নীগণের আনীত অন্নাদি বালক-সংখ্যায় প্রচুর না হইলেও, সর্ব্বেশ্বর বাসুদেব অচিন্ত্য যোগবলে তাহাই প্রচুর পরিমাণে সকলকে ভোজন করাইলেন এবং নিজেও ভোজন করিলেন ॥ ২৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণপত্নীগণের সহিত বিহারাদি ক্রীড়া করেন নাই, কেবল গোপবালাই তাঁহার ক্রীড়ার সম্পত্তি। এতদ্দ্বারা লৌকিক ব্যবহার অনুসারে নির্দ্দোষ লীলার সৌষ্ঠবত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই শ্লোকে "গোপগোপীনাং" শব্দের উল্লেখ করা যেন নিরর্থক বলিয়া বোধ হয়। কারণ এস্থলে গোপীদের কোন সম্পর্কই ছিল না; তথাপি গোপীর নাম উল্লেখ করায়, গোপী শব্দে যুবতীগণকেই গ্রন্থকার লক্ষ্য করিয়াছেন। এবং রাসের পূর্ব্বেও রাসক্রিয়ার অভিব্যক্তি হইয়াছিল, তাহাও স্বীকার্য্য। এতদ্ব্যতীত ভগবান অন্য অনেক লীলা করিয়াছেন, যাহা শাস্ত্রাদিতে কীর্ত্তিত হয় নাই। ২৯।

ভগবৎপ্রসাদে দ্বিজপত্নীগণ স্ব স্ব স্বামী প্রভৃতির প্রিয়পাত্রই হইলেন; এবং সেই

যদ্বিশ্বেশ্বরয়োর্যাচ্ঞামহন্ম নৃবিড়ম্বয়োঃ ॥ ৩০ ॥
দৃষ্ট্বা স্ত্রীণাং ভগবতি কৃষ্ণে ভক্তিমলৌকিকীং।
আত্মানঞ্চ তয়া হীনমনুতপ্তা ব্যগর্হয়ন্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ।

অহন্ম হতবন্তঃ অতঃ কৃতাগসঃ [বয়ং ইতি] অনুস্মৃত্য তে বিপ্রাঃ অনুতপ্যন্ ॥ ৩০ ॥

স্ত্রীণাং ভগবতি কৃষ্ণে অলৌকিকীং ভক্তিং দৃষ্ট্বা তয়া ভক্ত্যা হীনং আত্মানং চ (দৃষ্ট্বা) অনুতপ্তাঃ সন্তঃ (আত্মানং) ব্যগর্হয়ন্ অনিন্দন্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কৃতাগসো বয়মিত্যনুস্মৃত্যেতি। ৩০।

তদাচ ভার্য্যা গুরূনিব মানয়ন্তো ভগবদ্ভক্তিরহিতমাত্মানং ব্যনিন্দন্ ইত্যাহ দৃষ্ট্বেতি অলৌকিকীং লোকাতীতাং ॥ ৩১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হতবন্তঃ। কীদৃশয়োঃ নূন্ অস্মান্ বিড়ম্বেতে ইতি তয়োঃ অন্নপ্রার্থনে নৈবাস্মান্ বঞ্চিতবতোরিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

ততশ্চ স্বভার্য্যা অপি গুরূনিব মানয়ন্তো ভক্তিরহিতমাত্মানং ব্যনিন্দন্নিত্যাহ দৃষ্ট্বেতি। অলৌকিকীং লোকেষ্বসম্ভবাং ॥ ৩১ ॥

তাঁহারা তন্নিমিত্ত আপনাদিগকে নিতান্ত অপরাধী জ্ঞানে একান্তই অনুতপ্ত হইলেন ॥ ৩০ ॥

এবং স্ব স্ব বনিতাগণের ভগবান্ গোবিন্দের প্রতি তাদৃশ অসামান্য ভক্তি অথচ আপনাদিগকে তাদৃশ ভক্তি হইতে সম্পূর্ণ বিমুখ প্রত্যক্ষ করিয়া, পরিতাপ পূর্ব্বক আত্মগ্লানি করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

আভাষ।

ভাগ্যবতীগণের সহজপ্রভাবে তাঁহাদের পতিগণের সদ্বুদ্ধি জন্মিল। ভগবৎসঙ্গের কথা দূরে থাকুক্, ভক্তসংসর্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনার্থ ব্রাহ্মণগণের চিত্তাবেগের কথা এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ তখন নিদ্রোত্থিতের ন্যায়, ভগবদ্ভাব অবধারণে সক্ষম হইলেন; তাঁহারা দেখিলেন যে মনুষ্য বিগ্রহধারী পরমেশ্বর বিষ্ণুই অন্ন যাচ্ঞাচ্ছলে তাঁহাদের অজ্ঞান নিদ্রা তিরোহিত করিয়াছেন; কিন্তু অজ্ঞান দশাতে যে অজ্ঞানহারীকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই, ইহাই তাঁহাদের মনোগ্লানি রহিল ॥ ৩০ ॥

তাঁহারা বনিতাগণের অপূর্ব্ব ভক্তি দর্শনে বিস্মিত হইলেন; এবং তাঁহাদিগকে অনাদর করা দূরে থাকুক্, অতি আদরের সহিত গুরুর ন্যায় সম্মান করত অভিবাদন করিতে লাগিলেন; আপনাদিগকে ভক্তিহীন নিরীক্ষণ করিয়া, নিরতিশয় নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

ধিক্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্‌যত্তদ্ধিক্‌ব্রতং ধিগ্বহুজ্ঞতাং।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে॥
নূনং ভগবতো মায়া যোগিনামপি মোহিনী।
যদ্বয়ং গুরবো নৃণাং স্বার্থে মুহ্যামহে দ্বিজাঃ॥ ৩২॥

অন্বয়।

অধোক্ষজে (অধঃ অক্ষজং জ্ঞানং যস্মাৎ তস্মিন্) অতীন্দ্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণে যে বিমুখাঃ (তেষাং) নঃ অস্মাকং যৎ ত্রিবৃৎ (শৌক্রং সাবিত্রং দৈক্ষং ইতি ত্রিগুণিতং) জন্ম তৎ ধিক্ অকিঞ্চিৎকরং। যৎ ব্রতং ব্রহ্মচর্য্যং তৎ ধিক্; কুলং ধিক্, ক্রিয়াদাক্ষ্যং ধিক্॥

নূনং নিশ্চিতং, এতৎ ভগবতঃ মায়া যোগিনাং অপি মোহিনী যৎ যস্মাৎ দ্বিজাঃ বয়ং নৃণাং গুরবঃ অপি স্বার্থে স্বপ্রয়োজনে মুহ্যামহে মুহ্যামঃ॥ ৩২॥

শ্রীধরস্বামী।

ত্রিবৃৎ শৌক্রং সাবিত্রং দৈক্ষমিতি ত্রিগুণিতং জন্ম। ব্রতং ব্রহ্মচর্য্যং ক্রিয়াঃ কর্ম্মাণি দাক্ষ্যঞ্চ। ক্রিয়াদাক্ষ্যমিত্যেকং বা পদং। ধিগিত্যধিক্ষেপে যে বয়মধোক্ষজে বিমুখাস্তেষাং নো যৎ জন্মাদি তৎ সর্ব্বং ধিগিতি ব্যগর্হয়ন্নিত্যর্থঃ॥ ৩২॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ত্রিবৃৎ শৌক্রং সাবিত্রং দৈক্ষমিতি ত্রিগুণিতং জন্ম নোঽস্মাকং যত্তদ্ধিক্। ব্রতং ব্রহ্মচর্য্যং। ক্রিয়াঃ নিত্যনৈমিত্তিকাদিকর্ম্মাণি যে বয়মধোক্ষজে শ্রীকৃষ্ণে তু বিমুখা এব॥

যোগিনামষ্টাঙ্গযোগবতামপি কিং পুনরস্মাকং কর্ম্মিণাং। গুরবঃ পরেষাং নূনমর্থোপদেষ্টারোঽপি স্বার্থে মায়য়া মুহ্যামহে॥ ৩২॥

তাঁহারা বলিলেন অহো! আমরা যখন ইন্দ্রিয়াতীত জনার্দ্দনে বিমুখ হইয়াছি, তখন আমাদের উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণীরসে জন্ম, বেদাচার ও গায়ত্রীদীক্ষাবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ জন্মে ধিক্; আমাদের ব্রহ্মচর্য্য, বহুজ্ঞতা, আমাদের কুল বা ক্রিয়াদক্ষতা এ সকলই তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর॥

এক্ষণে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, ইহা সেই ভগবানেরই মায়া; সেই মায়াপ্রভাবে যোগীগণও মুগ্ধ হইয়া থাকেন। নতুবা আমরা ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করত বর্ণত্রয়ের উপদেষ্টা গুরু হইয়াও, নিজেদের প্রকৃত হিতানুসন্ধানে কেন বিমুখ হইলাম!॥ ৩২॥

আভাস।

তাঁহারা বলিলেন, ভূতভাবন জগদীশ্বর ইন্দ্রিয়ের অগোচর। যোগিগণ বহুকাল যোগ তপস্যাদিতে নিরত থাকিয়া, সেই পরমেশকে কেবল হৃদয়মন্দিরে উপলব্ধি করেন মাত্র। কিন্তু সেই দীননাথ সংসারাসক্ত জীবের মুক্তিপ্রদানার্থই বিগ্রহ পরিগ্রহে মর্ত্তে

অহো পশ্যত নারীণামপি কৃষ্ণে জগদ্গুরৌ।
দুরন্তভাবং যোঽবিধ্যন্মৃত্যুপাশান্ গৃহাভিধান্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ।

অহো! আশ্চর্য্যমেতৎ নারীণাং অপি জগদ্গুরৌ ব্রহ্মাদিসর্ব্বপূজ্যে কৃষ্ণে দুরন্ত-ভাবং (অস্মাভিঃ প্রতিরোধে কৃতেঽপি অপ্রতিবন্ধং) ভাবং পশ্যত যঃ ভাবঃ গৃহাভিধান্ গৃহসঙ্গান্ মৃত্যুপাশান্ অবিধ্যৎ অচ্ছিনৎ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যোঽবিধ্যৎ অচ্ছিনৎ তং দুরন্তভাবং ভক্তিং পশ্যতেতি ॥ ৩৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যাসাং পতিশ্বশুরাদিরূপেণ বয়ং গুরবস্তা ইমাঃ কৃতার্থা অভূবন্ বয়মন্ধকূপে পতিতা এবেত্যাহুরতো ইতি। দুর্গমোঽস্মাভিরনুভবিতুমশক্যোঽস্য ইয়ত্তা যস্য তথাভূতং ভাবং। হা প্রাণরমণ কৃষ্ণেত্যাদি গদ্গদাক্ষরবচনকম্পাশ্রুপুলকবৈবর্ণ্যাদ্যনুভাবজ্ঞাপিতং কৃষ্ণে প্রেমাণং পশ্যত। নন্ু স্ত্রীণাং পত্যাদিতরস্মিন্ ভাবোঽনুচিতস্তত্রাহ। জগদ্গুরৌ যদা-রোপাদেব পত্যৌ স্ত্রীণাং গুরুত্বং বিহিতং সাক্ষাদ্ভূতে তস্মিন্ খলু কো বিচার ইতি ভাবঃ। যো ভাবঃ মৃত্যুপাশান্ অবিধ্যৎ সদ্যশ্চিচ্ছেদ। গৃহাভিধানিতি গৃহপত্যপত্যাদিস্বাসামা-সক্তিগন্ধেঽপি সম্প্রতি ন দৃশ্যত ইত্যাদ্যারভ্য এতাএবাস্মাকং গুরব ইতি পতিভিরপ্যাদ্যারভ্য কৃষ্ণানুরাগিণ্য ইমা আদরণীয়া এব নতু মনসা ভার্য্যা এব মন্তব্যা ইতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

আহা! সেই জগৎস্বামী শ্রীকৃষ্ণে নারীগণের কি অনুপম ভাব অবলোকন কর! আমরা এত প্রতিবন্ধক করিয়াও, তাহার কোন বৈপরীত্য ঘটিল না। অহো! এরূপ ভাব ব্যতীত সংসার-বন্ধনরূপ মৃত্যুপাশ হইতে কোনক্রমে অব্যাহতি হয় না ॥ ৩৩ ॥

আভাস।

অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই দয়াল ঠাকুর আমাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত, ইহা শুনিয়াও যখন দেখিতে অগ্রসর হইলাম না, তখন আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণযোনিতে জন্ম পরিগ্রহের আর কি ফল হইল! গীতাতে উক্ত হইয়াছে, "কিং পুন ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা। অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাং॥" ভগবান্ বলিয়াছেন, পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ বা ভক্তিমান্ রাজর্ষি হইলে কি হইবে! এই যাবতীয় লোকই অনিত্য ও দুঃখপ্রদ; সুতরাং যে কোন যোনিতে ও যে কোন উৎকৃষ্ট উপকরণলাভে জন্মগ্রহণ করা হউক না, ভগবানের ভজনা ব্যতীত কিছুরই সার্থকতা হয় না। সাবিত্রী নামে এখানে গায়ত্রী জ্ঞানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। গায়ত্রীও ব্রহ্মাভিধায়ক মাত্র। লীলাপ্রকাশক ভাগবত গ্রন্থেও সেই গায়ত্রীর অর্থ সূচিত হইয়াছে। পূর্ব্বেও উল্লেখ আছে যত্রাধিকৃত্য

নাসাং দ্বিজাতি-সংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি।
ন তপো নাত্মমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ॥

অন্বয়ঃ।

কিঞ্চ দ্বিজাতিসংস্কারঃ উপনয়নং ন গুরৌ গুরুগৃহে নিবাসঃ ব্রহ্মচারিধর্ম্মঃ ন, তপো বনস্থধর্ম্মঃ ন, আত্মমীমাংসা আত্মবিচারঃ যতিধর্ম্মঃ ন, শৌচং শুদ্ধতা ন, শুভাঃ ক্রিয়াঃ সন্ধ্যোপাসনযজ্ঞাদিরূপাঃ যদ্যপি ন সন্তি॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্বাসাং কৃষ্ণানুরাগে হেতুরস্মদাদ্যা ইত্যাহুর্নাসামিতি। যোগেশ্বরেশ্বর ইতি সএব স্বভক্তের্হেতুং জানাত্যুপপাদয়তীতি চ নান্য ইতি ভাবঃ। তেন কৃষ্ণরূপগুণপ্রখ্যাপি

কি আশ্চর্য্য! এই নারীগণের ব্রাহ্মণের ন্যায় দ্বিজাতিসংস্কার উপনয়ন হয় না এবং গুরুগৃহে বাস করত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে বেদাধ্যয়ন করিতে হয় না, বানপ্রস্থধর্ম্ম তপস্যা বা যতিধর্ম্ম আত্মতত্ত্বের বিচার ইহারা কিছুই করে না; ইহাদের শুদ্ধতা বা সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য অনুষ্ঠেয় যজ্ঞাদি শুভকার্য্য কিছুই নাই॥

আভাস।

গায়ত্রীং বর্ণয়ন্তে ধর্ম্মবিস্তরৈঃ"। গায়ত্রী অবলম্বনে যে শাস্ত্রের আরম্ভ হইয়া নানাপ্রকার ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেই ভাগবত শাস্ত্রে "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেবচ" যজ্ঞাধিষ্ঠিত সর্ব্বফলপ্রদ ভগবানের গুণগাথা কীর্ত্তন করা হইয়াছে। আপাততঃ বহুগুণযুক্ত শ্রীমান্ ও আভিজাত্যাদি বিশিষ্ট হইলেও, যদি প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবানের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে না পারে, দেহান্তে নিকৃষ্ট যোনিতে তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব আমরা সৎকুল-সম্ভূত ও বর্ণত্রয়ের উপদেষ্টা হইলে কি হইবে! আমরা নিজের মঙ্গল দর্শনে নিজেরা অন্ধ; তখন পরের কি উপকার সাধন করিব? আমরা সংসাররূপ ঘোর অন্ধকূপে পতিত হইয়া, নির্গমনের পথ দেখিতে পাইতেছি না। হে প্রাণরমণ শ্রীকৃষ্ণ! আপনার গম্ভীর ভাবের কিঞ্চিন্মাত্র স্ফূর্ত্তি প্রদর্শন করুন! নারীগণের যেরূপ প্রেম আপনাতে উপলব্ধ হইতেছে, তাহার কণা মাত্র আমরা স্বপ্নেও উপলব্ধি করিতে পারিব বলিয়া ধারণা হয় না। তাঁহাদিগকে আমাদের পত্নী বলিতে বা ভাবিতেও লজ্জা বোধ হইতেছে; বরং গুরুজ্ঞানে সম্ভ্রম করিতে মন অগ্রসর হইতেছে॥ ৩২। ৩৩॥

নারীগণ ঈদৃশ ঈশ্বরপ্রেম যে, কোথা হইতে এবং কোন উপায়ে পাইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণগণ তাহার কিছুমাত্রই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ভাবিলেন বেদসংস্কার গুরুগৃহে বাস, যোগ, তপস্যা ও সমাধান বা আত্মবিচারাদি কোন উপায়ই পত্নীগণ অবলম্বন করেন নাই; তথাপি এতাদৃশ ভক্তি যাহা প্রত্যক্ষে উপলব্ধ হইতেছে, সে কেবল কৃপাসিন্ধু ভগবানের কৃপায় মাত্র। ভক্তির অধিকারিণী মহিলাগণের সংসর্গে যে তাঁহাদিগের ভক্তি উৎপন্ন

তথাপি হ্যুত্তমঃশ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে।
ভক্তির্দৃঢ়া নচাস্মাকং সংস্কারাদিমতামপি॥
নূনং স্বার্থবিমূঢ়ানাং প্রমত্তানাং গৃহেহয়া।
অহো নঃ স্মারয়ামাস গোপবাক্যৈঃ সতাং গতিঃ।

অন্বয়ঃ।

তথাপি তাসাং যোগেশ্বরেশ্বরে (যোগেশ্বরাণামপীশ্বরে) উত্তমঃশ্লোকে অবিদ্যানিবর্ত্তক-যশসি, কৃষ্ণে দৃঢ়া ভক্তিঃ অস্তি সংস্কারাদিমতাং অপি নঃ অস্মাকং চ সা ভক্তিঃ নাস্তি ইত্যাশ্চর্য্যং।

অহো নূনং নিশ্চিতং স্বার্থবিমূঢ়ানাং (স্বস্য অর্থে প্রয়োজনে বিমূঢ়ানাং অজ্ঞানাং অতএব) গৃহেহয়া (গৃহস্য ঈহয়া ব্যাপারেণ) প্রমত্তানাং বিচারেহপ্যসমর্থানাং নঃ অস্মাকং সতাং গতিঃ কৃপালুঃ কৃষ্ণঃ গোপবাক্যৈঃ এতৎ স্মারয়ামাস।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ব্রজস্থমালিকাদিবনিতাজন-সংসঙ্গরূপো মূলহেতুস্তৈরজ্ঞাতত্বান্নোক্ত ইতি শুকদেবাভিপ্রায়ঃ।
ক্ব ভগবতঃ কারুণ্যং ক্ব বাস্মাকং দৌরাত্ম্যমিত্যাহুর্ন্বিতি॥

তথাপি ব্রহ্মাদি যোগেশ্বরগণেরও অধীশ্বর উত্তমঃশ্লোক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ইহাদিগের যেরূপ দৃঢ়া ভক্তি জন্মিয়াছে, সর্ব্বপ্রকার সংস্কারাদিবিশিষ্ট আমাদের ন্যায় ব্রাহ্মণগণেও তাহার লেশ মাত্র পরিলক্ষিত হইতেছে না॥

এক্ষণে নিশ্চয়ই অনুমান হইতেছে যে, গৃহব্যাপারে আসক্ত হইয়া আমরা এতই উন্মত্ত হইয়াছি যে, নিজেদের প্রকৃত হিতানুসন্ধানে আমরা অন্ধ হইয়াছি; সাধুজনের একমাত্র শরণ ভগবান্ হৃষীকেশ ঐ গোপবাক্যের দ্বারা মূল তত্ত্ব আমাদিগকে স্মরণ করাইয়াছিলেন॥

আভাস।

তাহা অবধারণে দ্বিজগণ সক্ষম হন নাই। তাঁহারা ভাবিলেন ভগবানের করুণা কি অনুপম! আমাদের ন্যায় দুরাত্মার প্রতিও করুণা প্রকাশে অন্ন যাচ্ঞাচ্ছলে জ্ঞান উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বভূতের পালক, পোষক ও নিয়ন্তা; স্বীয় ঐশ্বর্য্য-বিস্তারে জীবমাত্রেরই জীবিকা নিরূপণ করিতেছেন। তিনি কি কখন স্বীয় পার্ষদ বালক-গণ ও নিজের ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য অন্যের নিকট অন্ন প্রার্থনা করিবেন? তবে আমরা শ্রেষ্ঠ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ও বিদ্যা তপস্যাদিতে উত্তমরূপে পারদর্শী হইয়াও নিতান্ত অজ্ঞানীর ন্যায় সংসার-মায়ায় অত্যন্ত আসক্ত; এমন কি! অজ্ঞানে এতই অভিভূত যে, নিজেদের মঙ্গল নিজেরা চিন্তা করিতেছি না; অথচ এই দুর্ল্লভ মানব-জীবন ক্ষয় হইলে আর এরূপ সুবিধাজনক জীবন সত্বর লাভ হইতেও না পারে। সুতরাং পরাৎপর পরমেশ্বরকে পরি-

অন্যথা পূর্ণকামস্য কৈবল্যাদ্যাশিষাং পতেঃ।
ঈশিতব্যৈঃ কিমস্মাভিরীশস্যৈতদ্বিড়ম্বনং ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ।

অন্যথা (অস্মৎপ্রয়োজনং বিনা) কৈবল্যাদ্যাশিষাং (মোক্ষাদিচতুর্বিধপুরুষার্থানাং পতেঃ ঈশস্য, পূর্ণকামস্য ভগবতঃ ঈশিতব্যৈঃ (তৎপরবশতয়া অসমর্থৈঃ শাসনীয়ৈঃ অস্মাভিঃ এতৎ বিড়ম্বনং (অন্নযাচ্ঞয়া, কিং প্রয়োজনম্ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

দ্বিজাতিসংস্কার উপনয়নং। ক্রিয়াঃ সন্ধ্যোপাসনাদয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অন্যথা নিরুপাধিকারুণ্যং বিনা পূর্ণকামস্য অস্মাভিঃ কিং প্রয়োজনং ন কিমপীত্যর্থঃ। ঈশস্যৈতদন্নপ্রার্থনং খলু বিড়ম্বনং লাঘবমেব যস্মাদিত্যর্থঃ। যদ্বা। তস্মাদেতৎ ঈশস্য ঈশকর্ত্তৃকং অস্মৎকর্ম্মকং বিড়ম্বনং তিরস্কারঃ ॥ ৩৪ ॥

তাহা না হইলে, কৈবল্যাদি চতুর্ব্বর্গ ফলদাতা পূর্ণকাম সর্ব্বেশ্বর বাসুদেবের তদীয় অধীন আমাদের ন্যায় ব্রাহ্মণগণ সমীপে তাঁহার অন্নভিক্ষার প্রয়োজন কি! ॥ ৩৪ ॥

আভাস।

জ্ঞাত হওয়া হইবে না, সেইজন্যই পদ্মপলাশলোচন বাসুদেব, স্নেহময়ী জননী যেমন কৃষ্ণসর্পের পার্শ্বে অজ্ঞাতসারে উপবিষ্ট ক্রীড়াকারী শিশুর নিকট ক্রীড়ক চাহিয়া, নিজ সমীপে আনয়ন করত, সর্পহস্ত হইতে বালককে নিস্তার করিবার ন্যায়, আমাদিগের নিকট অন্ন যাচ্ঞাচ্ছলে কর্ম্মস্বরূপ বিষম বিষধরের নিকট হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন। আমরা ঘোর কর্ম্মফলের প্রতি আসক্ত হইয়া, কর্ম্মফলদাতার প্রতি উপেক্ষা করিয়াছিলাম; তাহা গোপগণের বাক্যেই প্রতিবোধিত হইয়াছি। অদ্য সেই সাধুজন-প্রতিপালক অনাথবন্ধু শ্রীপতি সর্ব্বেশ্বর জনার্দ্দন আমাদের স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়াছেন। ৩৪ ॥

অহো! গোপবেশে গোপালগণের সহিত গোধন চরাইতে চরাইতে অন্ন প্রার্থনা করাতে, আমরা তাঁহাকে সামান্য মনুষ্যবোধে উপেক্ষাই করিলাম এবং পাছে ব্রাহ্মণ-ভোজনের পূর্ব্বে গোপজাতিকে ভোজন করাইলে যজ্ঞ পণ্ড হয়, এই ভয়ে তাঁহাকে অন্ন দিলাম না; কিন্তু একবার ভাবিলাম না যে, চঞ্চলা লক্ষ্মী যাঁহার চরণসেবার প্রত্যাশায় অচলা হইয়াছেন এবং যে বিষ্ণু সর্ব্বময়, যাঁহার ঐশ্বর্য্য-বিকাশই এই বিশ্ব সংসার, যিনি সর্ব্বঘটে অনুস্যূত মৃত্তিকার ন্যায় সদসৎ সর্ব্বপদার্থে সদ্রূপে বিরাজ করিতেছেন; কেবল মাত্র যাঁহার প্রীতিসম্পাদনের জন্যই যজ্ঞাদি যাবতীয় আয়োজন সংগৃহীত হইয়া থাকে, সেই পরাৎপর পরমেশ্বর দীনের প্রতি দয়া করিয়া, সাক্ষাতে বিগ্রহ ধারণে উপস্থিত এবং অন্ন নিজে চাহিয়া আমাদিগের যজ্ঞ পূর্ণ ও মনোবাঞ্ছা সফল করিতে

হিত্বান্যান্ ভজতে যং শ্রীঃ পাদস্পর্শাশয়াঽসকৃৎ।
স্বাত্মদোষাপবর্গেণ তদ্‌যাচ্ঞা জনমোহিনী ॥
দেশঃ কালঃ পৃথক্ দ্রব্যং মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজোঽগ্নয়ঃ।
দেবতা যজমানশ্চ ক্রতুর্ধর্ম্মশ্চ যন্ময়ঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ।

অন্যান্ ব্রহ্মাদীন্ হিত্বা তথা স্বাত্মদোষাপবর্গেণ (স্বাত্মনঃ যে দোষাঃ চাঞ্চল্যগর্ব্বাদয়ঃ তেষাং অপবর্গেণ ত্যাগেন) শ্রীঃ লক্ষ্মীঃ পাদস্পর্শাশয়া চরণসেবামনোরথেন, যং শ্রীহরিং, অসকৃৎ নিরন্তরং, ভজতে তদ্‌যাচ্ঞা তস্য যা অন্নপ্রার্থনা সা জনমোহিনী (বিজ্ঞজনানাং অপি মোহিনী, ॥

দেশঃ কালঃ পৃথক্ দ্রব্যং মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজোঽগ্নয়ঃ দেবতাঃ যজমানঃ চ ক্রতুঃ যজ্ঞঃ, ধর্ম্মঃ অপূর্ব্বাদি প্রত্যেকপদার্থঃ যন্ময়ঃ যস্য বিভূতিরূপঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

স্বাত্মদোষাপবর্গেণ চাঞ্চল্যগর্ব্বাদিত্যাগেন ॥ ৩৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্থ ক্ষুধার্ত্তত্বাদেবেদমন্নপ্রার্থনং নতু কারুণ্যং নাপি পূর্ণকামত্বাদিকং গোচারণাদ্যনুপপত্তেস্তত্রাহুর্হিত্বেতি। অসকৃৎ মুহুঃ শ্রীঃ সম্পল্লক্ষ্মীঃ স্বাত্মনো দোষস্য চাঞ্চল্যস্য অপবর্গেণ ত্যাগেন বিশিষ্টা চাঞ্চল্যং পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ। তস্যাপি যৎ যাচ্ঞাদিকং জনান্ অস্মদ্বিধান্ মোহয়তি নায়মীশ্বর ইতি প্রত্যায়য়ন্তি ॥

মোহমেব বিবৃণ্বন্তি দেশ ইত্তি ॥ ৩৫ ॥

অহো! ব্রহ্মাদি দেবতা সকলকে উপেক্ষা করিয়া, স্বয়ং লক্ষ্মী নিজের চাঞ্চল্যাদি গর্ব্ব বিসর্জনে পাদস্পর্শের আকাঙ্ক্ষিণী হইয়া, নিরন্তর যাঁহার চরণসেবা করিতেছেন, সেই ভূতভাবন ভগবান্ যে, আবার অন্নযাচ্ঞা করিবেন, ইহা বিজ্ঞজনেরও মোহপ্রদ, সন্দেহ নাই ॥

দেশ, কাল, যজ্ঞীয় উপকরণ দ্রব্য, মন্ত্র, প্রয়োগ, ঋত্বিক্, হোমাগ্নি, দেবতা, যজমান, যজ্ঞ ও যজ্ঞলব্ধ অপূর্ব্ব পুণ্য এই সমস্ত পদার্থই যাঁহার বিভূতিস্বরূপ ॥ ৩৫ ॥

আভাস।

অগ্রসর; কিন্তু আমরা অন্ন প্রদান করিয়া বা প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াও স্বার্থসিদ্ধি করিতে পারিলাম না ॥ ৩৫ ॥

অজ্ঞানতা নিবন্ধনই যে এই অপরাধ, তাহা নহে; কারণ ভগবান্ যোগেশ্বর জনার্দ্দন যে, যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ব্রাহ্মণগণ শ্রবণ করিয়াছিলেন; কিন্তু অনুসন্ধানে তত্ত্ব

স এব ভগবান্ সাক্ষাৎ বিষ্ণুর্যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
জাতো যদুষ্বিত্যাশৃণ্ম ছপি মূঢ়া ন বিদ্মহে॥
অহো বয়ং ধন্যতমা যেষাং ন স্তাদৃশী স্ত্রিয়ঃ।
ভক্ত্যা যাসাং মতি র্যাতা অস্মাকং নিশ্চলা হরৌ॥

অন্বয়ঃ।

সঃ এব যোগেশ্বরেশ্বরঃ সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুঃ যদুষু জাতঃ ইতি আশৃণ্ম সর্ব্বত্র শ্রুতবন্তঃ অপি বয়ং মূঢ়াঃ মূর্খাঃ ন বিদ্মহে অনুসন্ধানং ন কৃতবন্তঃ॥

যাসাং ভক্ত্যা যৎকর্ত্তৃকভক্ত্যা হেতুভূতয়া অস্মাকং নিশ্চলা মতিঃ হরৌ যাতা যেষাং নঃ অস্মাকং তাদৃশীঃ তাদৃশ্যঃ স্ত্রিয়ঃ তে বয়ং ধন্যতমাঃ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অপরাধাদভিব্যগ্রাঃ প্রণমন্তি নম ইতি॥

সেই যোগেশ্বরেশ্বর সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু যে, যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা আমরা সর্ব্বত্র শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা এতই মূর্খ যে, এপর্য্যন্ত তাহার কোন অনুসন্ধান করি নাই॥

অহো! আমাদের কি পরম সৌভাগ্য। ভক্তিমতী নারীগণের ভক্তি উপলক্ষে আমাদেরও ভগবান্ শ্রীহরিতে অচলা ভক্তি উৎপন্ন হইল! তাদৃশ বনিতাগণকে যখন আমরা পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন আমরাই লোক-মধ্যে ধন্যতম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত, সন্দেহ নাই॥

আভাস।

অবধারণ করেন নাই; ইহা জ্ঞানপাপ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার্য্য। দ্বিজগণ এইরূপে আপনা-দিগকে অপরাধী বুঝিয়াও নিরাশ হন নাই। তাঁহারা বুঝিতেন যে, সম্পূর্ণ অপ্রিয় পুত্রকে পিতা আর শাসন করেন না; প্রিয় পুত্রের হিতার্থই পিতা শাসনবাক্যে নিজ সন্নিধানে সতত রাখেন; ভগবানও এই ইঙ্গিতরূপ শাসনবাক্যে যখন তাঁহাদের কর্ত্তব্যের উপদেশ দিয়াছেন, তখন তাঁহাদের আর ভয় নাই; তাঁহারা নিঃশঙ্কচিত্তচিত্তে ভগবানের নিকট আপনাদের কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বেই অনুগ্রহ করিয়াছেন; পরে সেই অনুগ্রহানুরূপ কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন। পূর্ব্বেই ভক্তিমতী বনিতা দিয়াছেন; পরে তাঁহাদিগকে ভক্তি করিতে উপদেশ দিয়াছেন॥

ব্রাহ্মণগণ ভগবানকে আদ্য ও পুরুষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এখানে আদ্যঃ বলিবার তাৎপর্য্যই এই যে, যিনি সকলের আদিভূত সনাতন। পতঞ্জলি ঋষি তাঁহার যোগসূত্রে বলিয়াছেন, "সঃ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ" কালক্রমে সকলেরই

তস্মৈ নমো ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
যন্মায়ামোহিতধিয়ো ভ্রমামঃ কর্ম্মবর্ত্মসু ॥
স বৈ ন আদ্যঃ পুরুষঃ স্বমায়ামোহিতাত্মনাং।
অবিজ্ঞাতানুভাবানাং ক্ষন্তুমর্হত্যতিক্রমং ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ।

তস্মৈ অকুণ্ঠমেধসে (অকুণ্ঠা সর্ব্বত্র প্রসৃতা মেধা বুদ্ধির্যস্য তস্মৈ) ভগবতে কৃষ্ণায় নমঃ যন্মায়ামোহিতধিয়ঃ (যস্য মায়য়া মোহিতা বিবেকরহিতা ধী র্যেষাং তে বয়ং) কর্ম্মবর্ত্মসু কর্ম্মমার্গেষু ভ্রমামঃ ॥

সঃ বৈ সর্ব্বশাস্ত্রপ্রসিদ্ধঃ আদ্যঃ সর্ব্বকারণভূতঃ, পুরুষঃ সর্ব্বান্তর্যামী, (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বমায়ামোহিতধিয়াং (স্বমায়য়া মোহিতা ধীর্যেষাং তাদৃশানাং) নঃ অস্মাকং অবিজ্ঞাতানুভাবানাং (অবিজ্ঞাতঃ অনুভাবঃ যৈঃ তেষাং) অতিক্রমং স্বাজ্ঞোল্লঙ্ঘনাপরাধং ক্ষন্তুং অর্হতি ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ইত্যাশৃণ্বঃ এবং সর্ব্বত্র শ্রুতবন্তো বয়ং হি তথাপীতি ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অতিদৈন্যগ্রস্তা ভগবন্তং ক্ষময়ন্তি স বৈ ইতি। অতিক্রমং অপরাধং ॥ ৩৬ ॥

যাঁহার জগন্মোহিনী মহামায়ায় মুগ্ধচিত্ত হইয়া আমরা এতকাল ঘোর কর্ম্মপথে ভ্রমণ করিয়াছি, সেই সর্ব্বজ্ঞানবান্ ভগবানকে প্রণাম করি ॥

যাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আমরা তাঁহার ঐশ্বর্য্য অবধারণে সক্ষম হই নাই, সেই সর্ব্বশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ সর্ব্বকারণ-কারণ সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই আমাদিগকে তাঁহার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন-জনিত মহাপাপে ক্ষমা করুন ॥ ৩৬ ॥

আভাস।

বিনাশ হইয়া থাকে; কিন্তু কাল যাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করত, ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও উৎপত্ত্যাদি বিনাশসাধনে সততই ব্যস্ত থাকেন; তিনিই সনাতন পরম পুরুষ। এখানে পুরুষ শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্যই এই, যিনি বাহিরে সর্ব্বত্র পূর্ণ থাকিয়াও জীবের হৃদয়-পুরীতে অন্তর্যামিরূপে নিত্য শয়ান আছেন, তিনিই পুরুষ। অতএব তাঁহার কিছুই অজ্ঞাত নাই; সেই হেতু বলিলেন, "অকুণ্ঠমেধসে", অর্থাৎ যাঁহার মেধা বা বুদ্ধিশক্তি প্রবেশকার্য্যে কখন কুণ্ঠিত বা কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ সেই মায়াশক্তিবিশিষ্ট ভগবানের মায়াতেই মোহিতচিত্ত; অতএব মায়া-নিরাসার্থ তাঁহাদের প্রার্থনা যুক্তিযুক্তই বটে ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর সেই দ্বিজগণ কৃষ্ণদর্শন-লালসায় ব্রজে গমনার্থ উদ্‌যোগ করিলেন বটে, কিন্তু পরস্পরের ঐক্যমত্যের অভাবে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তৎকালে সকলের মনে

ইতি স্বাঘমনুস্মৃত্য কৃষ্ণে তে কৃতহেলনাঃ।
দিদৃক্ষবোঽপ্যচ্যুতয়োঃ কংসাত্তীতা ন চাচলন্ ॥ ৩৭ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে যজ্ঞপত্ন্যুপচর্য্যাগ্রহণং ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ।

কৃষ্ণে কৃতহেলনাঃ (কৃতং হেলনং অবজ্ঞানং যৈ স্তে) ব্রাহ্মণাঃ ইতি এবং স্বাঘং স্বস্য অপরাধং অনুস্মৃত্য অচ্যুতয়োঃ (রামকৃষ্ণৌ) দিদৃক্ষবঃ দ্রষ্টুমিচ্ছবোঽপি কংসাত্তিতাঃ সন্তঃ অথ ন অচলন্ দর্শনার্থং নৈব জগ্মুঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি দশমে ত্রয়োবিংশঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নচাচলন্ তয়োর্দ্দর্শনায় ন জগ্মুঃ ॥ ৩৭ ॥

॥ * ॥ ইতি দশমে ত্রয়োবিংশঃ ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্বু তর্হি তদানীমেব তত্রাশোকবনে গত্বা বিশল্য ব্রজং বা গত্বা কথং ভগবন্তং শরণং ন গতা স্তত্রাহ দিদৃক্ষব ইতি। তদানীং শোকানুতাপাদিমত্ত্বাৎ সর্ব্বৈকমত্যাভাবাচ্চা-শোকবনং ন গতা বিলম্বে সতি সায়াহ্নে ব্রজং প্রতি গতা বৈকমত্যে সতি নচাচলন্নিতি চকারাচ্চলন্তোঽপীত্যাক্ষেপলব্ধং তত্র হেতুঃ সর্ব্বেষামপি মনস্যেকঃ সহসৈবোদ্ভূত ইত্যাহ কংসাত্তীতা ইতি। সূচকৈরুক্তাস্মদ্বৃত্তান্তঃ কংসোঽদ্যৈবাস্মাকং জীবিকাং হরিষ্যতীতি ভয়ব্যাকুলা ইত্যর্থঃ। অতঃ পত্যাদিকর্ত্তৃকবধত্যাগাদিলক্ষণং ভয়ং ব্রাহ্মণীনাং কৃষ্ণদর্শনে কিল ন প্রতিবধ্নাতি স্মেত্যত্র প্রেমৈব হেতুঃ। ব্রাহ্মণাস্তু মনঃকল্পিতোভয়াভাস এব তত্র প্রতিবধ্নাতি স্মেত্যত্র ভগবন্মায়ৈব হেতু র্জ্ঞেয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
ত্রয়োবিংশোঽত্র দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

হে রাজেন্দ্র! সেই কৃষ্ণহেলনকারী বিপ্রগণ এইরূপে স্বীয় অপরাধ স্মরণ করত, রামকৃষ্ণ দর্শনার্থ অভিলাষী হইলেন বটে; কিন্তু পাছে রাজা কংস তাহা জানিতে পারিলে বিরক্ত হন, এই ভয়ে তথায় অগ্রসর হইতে পারিলেন না ॥ ৩৭ ॥

ইতি দশমে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ॥

আভাস।

একটী আশঙ্কা জন্মিল যে, যদি আমরা শ্রীকৃষ্ণকে দেবদেবজ্ঞানে তাঁহার চরণদর্শনার্থ ব্রজে গমন করি, তাহা হইলে এ-বৃত্তান্ত নিশ্চয়ই কংসের কর্ণগোচর হইবে। তখন ঐ দুরাত্মা

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ॥

ভগবানপি তত্রৈব বলদেবেন সংযুতঃ।
অপশ্যন্নিবসন্ গোপানিন্দ্রযাগকৃতোদ্যমান্ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীশুকঃ উবাচ। বলদেবেন সংযুতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ অপি তত্র গোকুলে এব নিবসন্ ইন্দ্রযাগকৃতোদ্যমান্ (ইন্দ্রযাগায় কৃতঃ উদ্যমো যৈঃ তান্) গোপান্ অপশ্যৎ ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

চতুর্বিংশে মহেন্দ্রস্য মখং ব্যাবর্ত্ত্য হেতুভিঃ।
কৃষ্ণঃ প্রবর্ত্তয়ামাস গোবর্দ্ধনমহোৎসবং।
ভূসুরাণাং ক্রিয়াগর্ব্বং নিরস্য স্বঃসুরেষু চ।
মঘবন্মদভঙ্গায় তন্মখং সন্ন্যবারয়ৎ ॥ * ॥

ব্রাহ্মণাঃ কংসাদ্ভীতাঃ স্বাশ্রমস্থা এব ভগবন্তমভজন্ ভগবানপি তত্রৈব নিবসন্ ইন্দ্রযাগকৃতোদ্যমান্ গোপানপশ্যদিতি সম্বন্ধঃ ॥ ১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্বপিত্রা সহ সংলপ্য মখং ব্যাধুয় বজ্রিনঃ।
চতুর্বিংশে গিরীন্দ্রস্য মখং প্রাবর্ত্তয়দ্ধরিঃ ॥

গোষ্ঠস্যাস্থান্যাং নিবসন্ স্বভ্রাতৃভিঃ সহ নন্দ ইন্দ্রযাগসংভারসিদ্ধ্যর্থং গোপানুদ্যোজয়ামাস। ভগবানপি তত্রৈব নিবসন্ ইন্দ্রজাগকৃতোদ্যমান্ গোপান্ অপশ্যদিতি সম্বন্ধঃ ॥ ॥

শুকদেব বলিলেন, এদিকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত একত্র হইয়া, সেই গোকুলেই কিছুকাল বাস করিতেছিলেন; ইতিমধ্যে তিনি দেখিলেন যে, গোপগণ সকলে পুরন্দরের পূজার নিমিত্ত একটী বৃহৎ যজ্ঞের আয়োজন করিতেছেন ॥ ১ ॥

আভাস।

তৎক্ষণাৎ আমাদের জীবিকোপায় পর্য্যন্ত বন্ধ করিবে। অতএব মনে মনে তাঁহাকে চিন্তা ও ভক্তি করাই শ্রেয়ঃ; নিকটে গমনের আর প্রয়োজন করে না। এই ভাবিয়া ক্ষান্ত হইলেন। ব্রাহ্মণপত্নীগণ কিন্তু অন্নের ভয়ে কেন! জীবনের আশাতেও জলাঞ্জলি দিয়া কৃষ্ণসমীপে অগ্রসর হইয়াছিলেন। অতএব এতদুভয় পতি ও পত্নীর প্রেমে অনেক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইতেছে। এ সকলই ঈশ্বরের মায়া; এ প্রেমের নিরূপণ করা সামান্য মানব-প্রকৃতির সাধ্য নহে ॥ ৩৭ ॥

ইতি দশমে ত্রয়োবিংশ ॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ হেতু প্রদর্শন পূর্ব্বক মহেন্দ্রযজ্ঞের নিবারণ করিয়া, গোবর্দ্ধন মহোৎসবের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন ॥

তদভিজ্ঞোঽপি ভগবান্ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদর্শনঃ।
প্রশ্রয়াবনতোঽপৃচ্ছদ্ বৃদ্ধান্নন্দপুরোগমান্ ॥ ২ ॥
কথ্যতাং মে পিতঃ কোঽয়ং সম্ভ্রমো ব উপাগতঃ।

অন্বয়ঃ।

সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদর্শনঃ ভগবান্ (কৃষ্ণঃ) তদভিজ্ঞঃ অপি উদ্যোগকারণং জানন্ অপি, প্রশ্রয়াবনতঃ (প্রশ্রয়েণ বিনয়েন অবনতঃ নম্রঃ সন্) নন্দপুরোগমান্ নন্দপ্রমুখান্ বৃদ্ধান্ অপৃচ্ছৎ ॥ ২ ॥

হে পিতঃ! বঃ যুষ্মাকং অয়ং কঃ সম্ভ্রমঃ (সম্যক্ ভ্রমঃ যত্র সঃ সম্ভ্রমঃ) উৎসববিশেষঃ

শ্রীধরস্বামী।

বৃথা সম্ভ্রমো ন ভবতি মখোঽয়মিতি চেৎ কিমত্র ফলং কা দেবতা কেনাধিকারিণা কেন সাধনেন বা সাধ্যতে ॥ ২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ষদৃষ্টত্বাত্তস্যাভিজ্ঞোঽপি। সর্ব্বাত্মেতি। যদ্যপ্যন্তর্যামিস্বরূপেণেন্দ্রযাগে স্বয়মেব প্রেরয়তি তদপি লীলাকৌতুকার্থমিত্যর্থঃ। সর্ব্বং ইন্দ্রগর্ব্বখণ্ডনসপ্তরাত্রপর্য্যন্তপ্রিয়জনসহবাস-বিলাসাদিকমুদর্কং পশ্যন্তীতি সঃ ॥ ১ ॥

মখো ভবিষ্যতি তৎসিদ্ধ্যর্থময়ং সম্ভ্রম ইতি চেৎ কিমত্র ফলং কস্য বোদ্দেশঃ কো

সর্ব্বান্তর্দর্শী সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বাসুদেব এই উদ্যোগের অভিপ্রায় অন্তরে অবগত থাকিয়াও, অতি বিনয়সহকারে ও নম্রবচনে নন্দাদি প্রাচীন গোপ-বৃন্দকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন ॥ ২ ॥

হে পিতঃ! আপনাদের এই বিশেষ আয়োজন কোন্ বিষয়ের উৎসবার্থ

আভাস।

ব্রাহ্মণগণ কংসের ভয়ে ভীত হইয়া, আর ব্রজাভিমুখে গমন করিতে পারিলেন না; তাঁহারা স্ব স্ব আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বকই ভজনা করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ সেই গোকুলেই তখন কিছুকাল অবস্থিতি করিলে, গোপবৃন্দ তথায় পূর্ব্বপ্রথা অনুসারে মহেন্দ্রযাগের আয়োজন করিলেন। এতদ্দর্শনে সর্ব্ববিধ সদ্গুণে গুণালঙ্কৃত ভগবান্ গোবিন্দ স্বয়ং পুত্ররূপে তাঁহাদের সমীপে বিদ্যমান থাকিতেও তাঁহারা যে, মদদর্পিত অতি তুচ্ছ মহেন্দ্রের যজ্ঞার্থ এত উদ্যোগী, অথচ পরমার্থ অন্বেষণে সম্পূর্ণ উদাসীন অবলোকন করিয়া, তাদৃশ ভ্রম অপনোদনার্থ ইন্দ্রযাগের প্রতিবন্ধক করিয়া বিবিধ হেতুবাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক অতি বিনীতবচনে পিত্রাদি গোপবৃন্দকে সম্বোধন পূর্ব্বক, যজ্ঞের প্রয়োজনতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার অনুপস্থিতিকালে লোকে বহিরঙ্গ দেবতাগণের পূজা করেন ক্ষতি নাই; কিন্তু সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব পরম পুরুষ

কিং ফলং কস্য বোদ্দেশঃ কেন বা সাধ্যতে মখঃ ॥ ৩ ॥
এতদ্ ব্রূহি মহান্ কামো মহ্যং শুশ্রূষবে পিতঃ।
নহি গোপ্যং হি সাধূনাং কৃত্যং সর্ব্বাত্মনামিহ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।

উপাগতঃ সঃ কথ্যতাং অস্য কিং ফলং কস্য চ দেববিশেষস্য উদ্দেশঃ (কং দেববিশেষং উদ্দিশ্য এতৎ কর্ম্ম প্রবৃত্তং) কেন বা সাধনেন অধিকারিণা অয়ং মখঃ যাগঃ সাধ্যতে ॥ ৩ ॥

হে পিতঃ! মহান্ কামঃ (শ্রবণে মহতী ইচ্ছা বর্ত্ততে অতঃ) শুশ্রূষবে মহ্যং এতৎ ব্রূহি। হি যস্মাৎ ইহ ব্যবহারভূমৌ সর্ব্বাত্মনাং সর্ব্বত্রৈকাত্মদৃষ্টীনাং, অতস্বপরদৃষ্টীনাং

শ্রীধরস্বামী।

এতদ্ব্রূহি মহান্ কামো মম শ্রবণে বর্ত্ততে। যদ্বা। তব মহান্ কামো দৃশ্যত ইতি ॥ ৩ ॥

তূষ্ণীং স্থিতং প্রত্যাহ নহীতি। সর্ব্বাত্মনাং সর্ব্বত্রাত্মদৃষ্টীনাং অতএব ন বিদ্যতে স্বঃ পর ইতি দৃষ্টির্যেষাং পর ইতি দৃষ্ট্যভাবাদেব শত্রুদাসিত্রাদয়োঽপি যেষাং ন সন্তীত্যাহ অমিত্রেতি। ন মিত্রং উদাস্তঃ উদাসীনঃ বিদ্বিট্ চ যেষাং তেষাং কর্ত্তং কর্ম্ম নহি গোপনীয়ং কিঞ্চিদস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দেবোঽত্র পূজ্যত্বেন নির্দ্দিষ্ট ইত্যর্থঃ। কেন কর্ত্রা করণেন বা ॥ ২ ॥

নন্ু বালকস্য তব কিমেতৎ প্রশ্নেন তত্রাহ, মহান্ কামোঽভিলাষো মামত্র বর্ত্ততে। যদ্বা। মহান্ কামো যুষ্মদাদীনামত্র দৃশ্যতে অতএব তং শুশ্রূষবে শুশ্রূষুং মাং প্রীণয়িতুমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

উপস্থিত হইয়াছে? বোধ করি, ইহা কোন যজ্ঞেরই আয়োজন হইতেছে; এই যজ্ঞ কোন্ দেবতার উদ্দেশে সাধিত হইবে; ইহার ফলই বা কি এবং কে বা এ যজ্ঞের অধিকারী এবং কি সাধনেই বা সাধিত হইবে? ॥ ৩ ॥

হে পিতঃ! এই সমস্ত বিষয় অবগত হইবার জন্য আমার নিতান্ত কৌতূহল জন্মিতেছে; অতএব আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে বলুন।

আভাস।

নারায়ণ জগতের মঙ্গলবিধানার্থ স্বয়ং বিগ্রহ ধারণে সম্মুখে উপস্থিত থাকিতে, তদীয় অন্তরঙ্গ দেবতার পূজাই বিধেয়; এবং নন্দাদি পিতৃস্থানীয় গোপগণের পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যের যে পরাকাষ্ঠা প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাও তাঁহাদিগকে প্রবোধিত করা কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত তিনি বালক হইয়াও বৃদ্ধের ন্যায়, তাঁহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

বালকবোধে গোপগণ পাছে তাঁহার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান না করেন, এই নিমিত্ত প্রথমও বালকোচিত কৌতূহলের বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, যখন তাঁহারা প্রবীণ

অস্ত্যস্বপরদৃষ্টীনামমিত্রোদাস্তবিদ্বিষাং।
উদাসীনোঽরিবদ্বর্জ্য আত্মবৎ সুহৃদুচ্যতে ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।

(অস্তা নিরস্তা স্বঃ পর ইতি দৃষ্টিঃ যেষাং) অতএব অমিত্রোদাস্তবিদ্বিষাং (ন বিদ্যতে মিত্রং উদাস্তঃ উদাসীনঃ বিদ্বিট্ চ যেষাং তেষাং) সাধূনাং কৃত্যং কর্ম্ম হি নিশ্চিতং ন গোপ্যং ভবেৎ। (ভেদদর্শনে বিদ্যমানে সতি) উদাসীনঃ (মন্ত্রভঙ্গভয়াৎ) অরিবৎ বর্জ্যঃ সুহৃৎ মিত্রং তু আত্মবৎ স্বতুল্য এব উচ্যতে ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সত্যপি ভেদদর্শনে উদাসীনঃ শত্রুবদ্বর্জ্যঃ। আত্মতুল্যত্বাৎ সুহৃন্মন্ত্রেষু ন বর্জনীয় ইত্যাহ উদাসীন ইতি ॥ ৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

রহস্যস্যাদনভিকোবিদবালকাদিষু বক্তুমনর্হমিতি চেত্তত্র স্বস্যাতিকোবিদত্বমুক্তিবৈচিত্র্যেব দ্যোতয়ন্নাহ ন হীতি। সর্ব্বং এবাত্মান আত্মতুল্যা যেষাং তেষাং অতএবায়ং সোঽন্তরঙ্গঃ অয়ং পরো বহিরঙ্গ ইতি ন বিদ্যতে দৃষ্টি র্যেষাং তেষাং অতএব তদ্ভেদামিত্রোদাসীনবিদ্বিষো ন সন্তীত্যাহ অমিত্রেতি ॥ ৪ ॥

গৃহস্থা বয়মেবম্ভূতাঃ সাধবো ভবিতুং ন শক্নুম ইতি চেত্তদপি মধ্যেভদ্রোপন্যিতুং ন যুজ্যতে ইত্যাহ উদাসীনোঽরিবদিতি। তুল্যার্থকবতিপ্রত্যয়েনারিণা তুল্য উদাসীনো বর্জ্যো ইত্যর্থঃ। অরিসাধর্ম্ম্যঞ্চাস্যারিমিত্রত্বেনাপচিকীর্ষাবত্ত্বান্নত্বপকারবত্ত্বাদিতি জ্ঞেয়মত এব। যো বিপক্ষঃ সুহৃৎপক্ষঃ স তটস্থো নিগদ্যতে। ইত্যুজ্জ্বলনীলমণৌ তল্লক্ষণং দৃষ্টং। যস্তূদাসীনো নারিণা তুল্যো নাপি সুহৃদা তুল্যঃ স তু ন বর্জ্যো নাপ্যুপাদেয়ঃ স্বকৃত্যেঽধিকাত এব স ন উট্টঙ্কিতঃ। সুহৃদাত্মমিত্রত্বাদাত্মবদ্বিশ্বাস্য ইত্যর্থঃ। অহন্তু পুত্রঃ সুহৃদঃ সকাশাদপ্যন্তরঙ্গ ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

দেখুন! আপনারা সংসার-মধ্যে সমদর্শী ও বিজ্ঞ; আপনাদের কোন বিষয় গোপন করিবার নাই এবং কাহারও প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ বা অনুরাগের কারণও নাই। যদিও আপনাদের তাদৃশ কোন প্রকার ভেদবুদ্ধির ও সম্ভাবনা থাকে, তথাপি নিঃসম্পর্কীয় উদাসীন ব্যক্তির নিকট রহস্যভঙ্গভয়ে প্রকাশ না করেন, ক্ষতি নাই; সুহৃদ্গণের নিকট অভিপ্রায় ব্যক্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

আভাস।

ও জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়াও আরব্ধ উৎসবে তদ্রূপ উৎসাহী এবং কৌতূহলী, তখন তাঁহাদের বালককেও তাঁহারা তত্ত্বগোপন পূর্ব্বক তাদৃশ কৌতূহলে কেন রক্ষিত করিবেন! বিশেষত বয়সে ও আকৃতিতে বালকের ন্যায় পরিজ্ঞাত হইলেও, তিনি যে প্রকৃত বালক নহেন,

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বা চ কর্ম্মাণি জনোঽয়মনুতিষ্ঠতি।
বিদুষঃ কর্ম্মসিদ্ধিঃ স্যাদ্‌যথা নাবিদুষো ভবেৎ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।

অয়ং জনঃ জ্ঞাত্বা (সুহৃদ্ভিঃ সহ বিচার্য্য তথা) অজ্ঞাত্বা অবিচার্য্যৈব চ কর্ম্মাণি অনুতিষ্ঠতি (কিন্তু) বিদুষঃ তত্র যথা কর্ম্মসিদ্ধিঃ স্যাৎ অবিদুষঃ তথা (ফলং) ন ভবেৎ ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কিঞ্চ সুহৃদ্ভিঃ সহ বিচার্য্য জ্ঞাত্বৈব কর্ম্ম কর্ত্তব্যং নতু গতানুগতিকমাত্রেণেত্যাহ জ্ঞাত্বেতি অজ্ঞাত্বা চ তত্র বিদুষো যথাবৎ কর্ম্মফলং স্যাৎ ॥ ৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কিঞ্চ বুদ্ধিমদন্তরঙ্গজনেন সহ বিচার্য্য জ্ঞাত্বৈব কর্ম্ম কর্ত্তব্যং নতু গতানুগতিকন্যায়েনেত্যাহ জ্ঞাত্বেতি। জ্ঞাত্বা অজ্ঞাত্বা চ কর্ম্মাণি দৃষ্টাদৃষ্টফলানি কৃষ্যাদি যাগাদীনি ॥ ৬ ॥

সুহৃদ্‌কে আপনার তুল্য জ্ঞান করা উচিত। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সুহৃদ্‌গণের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্যানুষ্ঠানে যেরূপ ফললাভ করেন, আত্মাভিমানী মূঢ়চেতা জনগণ অন্য বন্ধুবর্গের সহিত কোন পরামর্শ না করিয়া, কেবল নিজ বুদ্ধিতে কার্য্য করত সেরূপ ফল কখনই প্রাপ্ত হয় না ॥ ৬ ॥

আভাস।

পূর্ণ বিবেকী তাহাও কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত বলিলেন, আপনাদের ন্যায় বিচক্ষণ ও সমদর্শী ব্যক্তির নিকট আত্মীয় বা পর এরূপ ভেদবুদ্ধি না থাকিবারই বিশেষ সম্ভাবনা। আপনারা অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে চিত্ত সন্নিবেশিত রাখায়, সাধুপদ বাচ্য হইয়াছেন। যদি আপনারা আপনাদিগকে সংসারী গৃহস্থ-জ্ঞানে তাদৃশ উচ্চাঙ্গের সাধু বলিয়া বিবেচনা নাও করেন, তথাপি সংসারধর্ম্মে সকল কার্য্যই বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক ও আত্মীয় সুহৃদ্‌গণের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক করা কর্ত্তব্য। অবশ্য নিরপেক্ষ উদাসীন ব্যক্তির সহিত মন্ত্রণা করা যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ উদাসীন ব্যক্তি শত্রুর ন্যায় আচরণ করেন না বটে, তিনি শত্রুও নহেন বা মিত্রও নহেন; কিন্তু ফলত তিনি শত্রু হইতেও পারেন। কারণ তাঁহার দ্বারা মন্ত্রণাভেদের বিশেষ সম্ভবনা; তাঁহার অসদভিপ্রায় না থাকিলেও, কোন বিষয় গোপন রাখিতে চাহেন না; সুতরাং শত্রু না হইলেও, মন্ত্রণাবিষয়ে উদাসীন ব্যক্তি পরিহর্ত্তব্য। কিন্তু আমিত আপনাদের আত্মীয় ও পুত্র; আমার নিকট আপনাদের কোন বিষয় অপরিজ্ঞাত রাখা কোন মতে কর্ত্তব্য নহে ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

তিনি আরো বলিলেন যে, আপনারা এই যে কর্ম্মের আয়োজন করিয়াছেন, তাহা কি শাস্ত্র এবং ভক্তিমান্ ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিদের উপদেশ অনুসারে আরম্ভ করিতেছেন বা অন্যকে প্রবৃত্ত দেখিয়া স্বয়ং প্রবৃত্ত হইতেছেন? এই কর্ম্মের ফল কৃষিকর্ম্মের ন্যায়

তত্র তাবৎ ক্রিয়াযোগো ভবতাং কিং বিচারিতঃ।
অথবা লৌকিকস্তন্মে পৃচ্ছতঃ সাধু ভণ্যতাং ॥ ৭ ॥

শ্রীনন্দ উবাচ ॥

পর্জ্জন্যো ভগবানিন্দ্রো মেঘাস্তস্যাত্মমূর্ত্তয়ঃ।
তেঽভিবর্ষন্তি ভূতানাং প্রীণনং জীবনং পয়ঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ।

অত্র তাবৎ ভবতাং ক্রিয়াযোগঃ কিং (সুহৃদ্ভিঃ সহ শাস্ত্রতশ্চ) বিচারিতঃ অথবা লৌকিকঃ আচারপ্রাপ্তঃ বা তৎ পৃচ্ছতঃ মে মম সাধু সত্যং ভণ্যতাম্ কথ্যতাং ॥ ৭ ॥

নন্দঃ উবাচ। ভগবান্ ইন্দ্রঃ পর্জ্জন্যঃ বর্ষাধিপতিঃ, যতঃ মেঘাঃ তস্য ইন্দ্রস্য আত্মমূর্ত্তয়ঃ (আত্মবৎ প্রিয়স্বরূপাঃ) তে মেঘাঃ ভূতানাং প্রীণনং আপ্যায়নকরং, জীবনং প্রাণদং পয়ঃ জলং অভিবর্ষন্তি ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ভবতাময়ং ক্রিয়াযোগঃ শাস্ত্রতো বিচারিতঃ প্রবৃত্তঃ লৌকিক আচারপরিপ্রাপ্তো বেতি সাধু সোপপত্তিকং ভণ্যতাং কথ্যতাং ॥ ৭ ॥

আচারপরিপ্রাপ্ত এবেতি সহেতুকমাহ পর্জ্জন্য ইতি। আত্মমূর্ত্তয়ঃ প্রিয়মূর্ত্তয়ঃ। ততঃ কিমত আহ ত ইতি ॥ ৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিচার্য্য জ্ঞাত্বৈব ক্রিয়ত ইতি চেদত আহ। তত্র কর্ম্মসু মধ্যে ক্রিয়াযোগো ভবতাময়মদৃষ্টফলএব কিং শাস্ত্রপ্রাপ্তত্বেন বিচারিতঃ অথবা লৌকিকঃ লোকাচারপ্রাপ্তত্বেন ॥ ৭ ॥

লোকাচার প্রাপ্ত এবেতি সোপপত্তিকমাহ পর্জ্জন্য ইতি। প্রীণনং সন্তর্পকং জীবনং মৃতপ্রায়াণ্যপি তৃণাদীনি জীবয়ন্তীতি তৎ ॥ ৮ ॥

অতএব আপনাদের এই অনুষ্ঠান কি বিশেষ বিচারপূর্ব্বক করিতেছেন, কি লৌকিক আচার অনুসারে আরম্ভ করিতেছেন? তাহা স্পষ্টত আমার নিকট প্রকাশ করুন ॥ ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত বাক্য শুনিয়া নন্দরাজ তাঁহাকে বলিলেন, ভগবান্ দেবরাজ বর্ষার অধিপতি; জলদাবলিই তাঁহার প্রিয়মূর্ত্তি। সেই মেঘরাশিই জীবের তৃপ্তিকর ও জীবন-প্রদ বারি জগতে বর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

আভাস।

ইহ লোকেই লব্ধব্য বা পরজীবনে ভোক্তব্য! এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর শ্রীকৃষ্ণ চাহিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

পুত্রের প্রশ্ন শ্রবণে নন্দরাজ কিছু অপ্রতিভ হইলেন; তিনি শাস্ত্র বা আচারজন্য

তং তাত বয়মন্যেচ বার্মুচাং পতিমীশ্বরং।
দ্রব্যৈস্তদ্রেতসা সিদ্ধৈর্যজন্তে ক্রতুভির্নরাঃ ॥ ৯।

অন্বয়ঃ।

হে তাত! বয়ং বৈশ্যাঃ অন্যে চ ব্রাহ্মণাদয়ঃ নরাঃ তং বার্মুচাং মেঘানাং পতিং ঈশ্বরং ইন্দ্রং তদ্রেতসা (তস্য জলেন সিদ্ধৈঃ সম্পাদিতৈঃ) ক্রতুভিঃ যজন্তে আরাধয়ন্তি ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তমিন্দ্রং। বার্মুচাং মেঘানাং। তদ্রেতসা তদ্বৃষ্টপয়সা ॥ ৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তাতেতি সলালনসম্বোধনেন। তাদৃশপূজ্যদেবতানামেবানুগ্রহেণৈব তাবদ্গুণবান্ ত্বং পুত্রঃ প্রাপ্তোঽস্যতস্তৎপূজাপ্রত্যাখ্যানং ত্বয়া শুভংযুনা ন কর্ত্তব্যমিতি দ্যোতিতং। বস্তুতস্তদ্যজ্ঞে কর্ত্তৃত্বাভিমানোঽপি নোচিত ইত্যাহ। তদ্রেতসা তদ্বৃষ্ট-পয়সা সিদ্ধৈঃ ॥ ৯ ॥

হে বৎস! কেবল আমরা বৈশ্যজাতি কেন! ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ও সেই দেবেন্দ্রের প্রদত্ত জলে সম্পন্ন অন্নাদি উপকরণের দ্বারা জলাধিপতি অমরেন্দ্রের আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

আভাস।

নিষ্ঠাবিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তির অনুমোদন প্রমাণস্বরূপ না দেখাইয়া, সাধারণ লোকাচার প্রদর্শন পূর্ব্বক হেতু নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন দেখ! শ্রীকৃষ্ণ! তুমি আমার হৃদয়ের নিধি-স্বরূপ! তোমার ন্যায় গুণবান্ পুত্র আমি যে দেবতার অনুগ্রহে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহার আরাধনায় কি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে আছে? প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা যে তাঁহার যজ্ঞ করিতেছি ইহা বলিয়াও আমাদের অভিমানী হওয়া উচিৎ নহে। কারণ সেই ইন্দ্রের প্রদত্ত দ্রব্যে তাঁহার যজ্ঞ করিব, তাহাতে আর আমাদের অধিক গুণপনা কি? যদি বল সূর্য্যরশ্মির দ্বারা ভূমির রস ঊর্দ্ধে আকৃষ্ট হইয়া পুনরায় বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পতিত হয়; যথা বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে, "ভৌমমেতৎ পয়ো দুগ্ধং গোভিঃ সূর্য্যস্য বারিদৈঃ। পর্জ্জন্যঃ সর্ব্বলোকস্য ভবায় ভুবি বর্ষতীতি"। কিন্তু এতদুত্তরে বক্তব্য যে, সূর্য্য হইতে বৃষ্টি প্রসিদ্ধ থাকিলেও বারিপ্রদ মেঘরূপী সূর্য্যরশ্মিরও প্রবর্ত্তক ভগবান্ ইন্দ্র। অতএব তিনি যখন সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ, তখন আমরা বৈষ্ণব হইয়া সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অন্তর্যামীকে কিরূপে উপেক্ষা করিব! আমরা না হয় গোপজাতি, গোকুলের হিতসাধনার্থ আমরাই কেবল এই যজ্ঞে উদ্যোগী হইয়াছি, এমন নহে; অন্যান্য সকল লোকই এই ইন্দ্রযাগ করিয়া থাকেন। বিশেষত যাঁহার প্রদত্ত সামগ্রীতে আমরা জীবন ধারণ করিয়া থাকি, সেই দ্রব্য তাঁহার উদ্দেশে দান না করিলে কৃতঘ্নতার পরিচয় দেওয়া হয় ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

নন্দাদি গোপগণের বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ইহ লোকে বা পরজীবনে জীব যে

তচ্ছেষেণোপজীবন্তি ত্রিবর্গফলহেতবে।
পুংসাং পুরুষকারাণাং পর্জ্জন্যঃ ফলভাবনঃ ॥
য এনং বিসৃজেদ্ধর্ম্মং পারম্পর্য্যাগতং নরঃ।
কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াল্লোভাৎ স বৈ নাপ্নোতি শোভনং ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ।

(যতঃ) পর্জ্জন্যঃ (এব) পুংসাং পুরুষকারাণাং কৃষ্যাদিব্যাপারাণাং, ফলভাবনঃ ফলসাধকঃ, অতঃ ত্রিবর্গফলহেতবে ধর্ম্মার্থকামসিদ্ধয়ে, তচ্ছেষেণ ইন্দ্রযাগাবশিষ্টেন (অন্নাদিনা) নরাঃ) উপজীবন্তি জীবিকাং কল্পয়ন্তি।

যঃ নরঃ কামাৎ দ্বেষাৎ ভয়াৎ লোভাৎ বা পারম্পর্য্যাগতং এনং ধর্ম্মং বিসৃজেৎ ত্যজেৎ সঃ বৈ শোভনং সুখং ন আপ্নোতি। ১০।

শ্রীধরস্বামী।

উপজীবন্তি জীবিকাং কল্পয়ন্তি ধর্ম্মার্থকামসিদ্ধয়ে। নন্থ কৃষ্যাদিভির্জীবন্তাং কিমিন্দ্রেণ তত্রাহ পুংসামিতি। ফলভাবনঃ ফলসাধনঃ পর্জ্জন্যং বিনা কৃষ্যাদি বৈফল্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তচ্ছেষেণ তদ্যজ্ঞাবশিষ্টেনান্নেন উপজীবন্তি জীবিকামুপকল্পয়ন্তি। নচ জীবিকাহপি যথেষ্টবিষয়ভোগার্থেত্যাহ ত্রিবর্গেতি। পুরুষকারাণাং ত্রিবর্গার্থমুদ্যমানাং ফলং যত্রিবর্গএব তস্য ভাবনঃ সাধকঃ। পর্জ্জন্যাদ্বৃষ্টেরন্নং অন্নাজ্জীবিকা জীবিকাতো ধর্ম্মো ধর্ম্মাদুত্তম ইত্যর্থঃ। যতো বস্তুতঃ পর্জ্জন্যএব ত্রিবর্গে মূলহেতুরতঃ পর্জ্জন্য এবেজ্যত ইতি ভাবঃ ॥

ব্যতিরেকে দোষমাহ য ইতি। কামাৎ স্বেচ্ছাতঃ লোভাৎ দ্রব্যব্যয়াভাববিষয়াৎ ভীষণা লোকহেতুকাৎ। দ্বেষাৎ দেবতাবিষয়কাৎ ॥ ১০ ॥

দেখ। মেঘই পুরুষের যাবতীয় কৃষ্যাদি পুরুষকার ব্যাপারের ফলোৎপাদক; অতএব মানব ধর্ম্মঅর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গসাধনের নিমিত্ত ইন্দ্রযজ্ঞের ফলেই জীবন ধারণ করিতেছেন ॥

যে ব্যক্তি কাম, লোভ, দ্বেষ বা ভয় বশত পূর্ব্বপরানুগত এই প্রাচীন আভাস।

কোন ভাগ্য ফল প্রাপ্ত হয়, সমস্তই দেবারাধনে ঘটিয়া থাকে। ধর্ম্ম অর্থ ও কাম কোন ফলই দেবতার অনুগ্রহ ব্যতীত কেবল পুরুষকারের দ্বারা পুরুষের সিদ্ধ হয় না।

কামাৎ অদৃষ্টবিষয়াৎ, দ্বেষাৎ দেবতাবিষয়াৎ তদুপাসকবিষয়াৎ বা ভয়াদ্বিরোধিজনহেতুকত্বাৎ, লোভাৎ দৃষ্টবিষয়াৎ বা। শোভনং নাপ্নোতীহামুত্র চ তস্য ক্ষেমং ন স্যাৎ ইত্যর্থঃ। অত্রৈবাং ব্রজবাসিনাং ত্রিবর্গলিপ্সা তদ্দোষজিহীর্ষা চ শ্রীকৃষ্ণৈকনিবন্ধনা ইতি প্রতিপাদিতং; ততঃ সর্ব্বসদ্বাসনাশিরোমণিতাং এব ধত্তে ইতি তোষণী ॥ ১০ ॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ॥

বচো নিশম্য নন্দস্য তথান্যেষাং ব্রজৌকসাং।
ইন্দ্রায় মন্যুং জনয়ন্ পিতরং প্রাহ কেশবঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ। নন্দস্য তথা অন্যেষাং ব্রজৌকসাং বচঃ নিশম্য শ্রুত্বা, কেশবঃ (কঃ ব্রহ্মা ঈশঃ রুদ্রঃ তয়োঃ বং সুখং যস্মাৎ সঃ কেশবঃ) ইন্দ্রায় (ইন্দ্রস্য) মন্যুং জনয়ন্ পিতরং নন্দং, প্রাহ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ইন্দ্রায় মন্যুং জনয়ন্নিতি কোপজননদ্বারা গর্ব্বপর্ব্বতাদিভ্রমবতারয়িতুং দেবতানিরাকরণং নত্বয়মেবাভিপ্রায় ॥ ১১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইন্দ্রায় ইন্দ্রস্য ইন্দ্রমন্যুজননস্য প্রয়োজনং তদগর্ব্বখণ্ডন প্রতিবর্ষং গোবর্দ্ধনোৎসবপ্রবর্ত্তন-তদুদ্ধরণনিখিলপ্রিয়জনসহ-রাসলীলাবিলাসাদিকমুপরিষ্টাজ্ জ্ঞাস্যতে ॥ ১১ ॥

ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করে, সে জগতে কখন সুখ লাভ করে না ॥ ১০ ॥

ব্যাস-তনয় শুকদেব বলিলেন, ভগবান্ কেশব নন্দাদি ব্রজবাসী গোপগণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবরাজের ক্রোধোদ্দীপন করত, পিতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন ॥ ১১ ॥

আভাস।

যে বিষয় দেখা নাই, কেবল অন্যের মুখে শ্রবণ করিয়া বা শাস্ত্রাদিতে পাঠ করিয়া তদ্বিষয়ে প্রাপ্তির আকাঙ্খা জন্মে, তাহাকে কামনা বলে; দৃষ্টবিষয়ে লালসার নাম লোভ। এই শ্লোকে যে দ্বেষশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য দেবতাসম্বন্ধীয় বা উপাসক-সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় দ্বেষ; বিরোধি-জনের সম্পর্কে ভয় জন্মে। এই উক্ত চতুর্ব্বিধ হেতুপ্রযুক্ত যাহারা পূর্ব্ব পরম্পরাগত ধর্ম্ম প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হয়, তাহারা ঐহিক ও পারলৌকিক যাবতীয় ফললাভে বঞ্চিত হয়। এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা হইল যে, এই ব্রজবাসিগণের ত্রিবর্গফলের আকাঙ্ক্ষা বা তাহার দোষ পরিহারের বাসনা, এক শ্রীকৃষ্ণেরই নিমিত্ত মাত্র; সুতরাং তাহাদের সকল প্রার্থনা বা আকাঙ্ক্ষাই উৎকৃষ্ট ও দোষশূন্য ॥ ১০ ॥

দর্পহারী মধুসূদনের সন্নিধানে কখন কাহারও দর্প প্রতিষ্ঠা পায় নাই। যজ্ঞপ্রধান দ্বাপর যুগে যজ্ঞের শ্রেষ্ঠভাগ অনবরত প্রাপ্ত হইয়া, পুরন্দর আপনাকে নিতান্ত প্রতাপশালী জ্ঞান করিলেন; তিনি সুরপুরে সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ও সকল দেবতার অপেক্ষা আপনার অধিকতর গৌরব জ্ঞানে আপনাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফলদাতা বিবেচনা করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত ভাবগ্রাহী ভগবান্ হৃষীকেশ দ্বাপরের অন্তে অবতীর্ণ হইয়া, দেবেন্দ্রের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র দেবতা নন বা তদুদ্দেশে যজ্ঞের প্রয়োজন নাই; ইহা প্রকাশ

শ্রীভগবানুবাচ ॥

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীভগবান্ উবাচ। অয়ং জন্তুঃ কর্ম্মণা এব জায়তে কর্ম্মণা এব প্রলীয়তে; সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং বা কর্ম্মণা এব অভিপদ্যতে প্রাপ্নোতি ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রথমং তাবৎ কর্ম্মবাদেন দেবতাং নিরাকারোতি কর্ম্মণেতি ॥ ১২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নরলীলস্যৈব ইন্দ্রমখভঙ্গে কর্ত্তব্যে যুক্তিমুখপায়ন্ সদ্ভির্বিগীতমপি কর্ম্মবাদমাশ্রিত্য দেবতাং নিরাকরোতি কর্ম্মণেতি ॥ ১২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন-এই জীবলোক এক কর্ম্মের দ্বারাই উৎপন্ন এবং কর্ম্মের দ্বারাই প্রলীন হইতেছে। সুখ, দুঃখ, ভয় ও অভয় সমস্তই তাহাদের কর্ম্মের দ্বারাই ঘটিতেছে ॥ ১২ ॥

আভাস।

করা তাঁহার অভিপ্রায় নহে। এখানে কেশব শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, (কশব্দে ব্রহ্মা, ঈশ রুদ্র,) এই উভয় দেবতার (বং) সুখ ও মহিমা যাঁহা হইতে বিস্তৃত হইতেছে, তিনিই কেশব অতএব ইন্দ্রের কোপে তাঁহার কি হইতে পারে! তিনি ইন্দ্রের কোপ উপলক্ষে প্রতি বৎসর ইন্দ্রযাগোৎসবের পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধনোৎসব প্রবর্ত্তিত করাইলেন; এবং ইন্দ্রের কোপ হইতে ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করত তাঁহার গর্ব্ব ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত গোবর্দ্ধন-গিরিকে স্বয়ং উত্তোলন পূর্ব্বক সপ্তাহ কাল ধারণ করিয়াছিলেন; এ সমস্ত বৃত্তান্ত পরে বর্ণিত হইতেছে ॥ ১১ ॥

রাজার সহিত পরিচিত ও তাঁহার প্রিয়পাত্র হইতে পারিলে, আর রাজকর্ম্মচারীর উপাসনার অপেক্ষা করে না; কর্ম্মচারীর বিপ্রিয়াচরণে সে প্রজার অনিষ্ট সাধন না হইয়া কর্ম্মচারীর অপদস্থ হওয়া অনিবার্য্য। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, নন্দাদি গোপবৃন্দ সাক্ষাৎ তাঁহারই প্রিয় পাত্র; গর্ব্বিত দেবেন্দ্রের দর্প কখন তাঁহাদিগের উপর প্রসৃত হইতে পারে না। যদিও ইন্দ্রের গর্ব্ব নষ্ট করাই ভগবানের মনে এক মাত্র উদ্দেশ্য, তথাপি নরলীলার অনুকরণে কর্ম্মবাদ আনয়ন করত দেবতার কর্তৃত্ব নিরাকরণ করিয়াছেন। তাঁহার বলিবার তাৎপর্য্যই এই যে, (দেবতাই যদি জীবকে স্বেচ্ছাক্রমে ভোগায়তন দেহ ও ভোগ্য ফল-প্রদান করেন এবং ভোগপ্রাপ্তি সম্বন্ধে জীবের কোন কর্তৃত্ব না থাকে, তাহা হইলে এত বিচিত্রতার কারণ ঘটিত না; সকলেই সমান দেহ ও সমান ফল এক কালে এক অবস্থায় ও এক রূপে ভোগ করিত। কিন্তু জগতে যখন একরূপতার কিছুই লক্ষণ উপলক্ষিত হইতেছে না,

অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপ্যন্যকর্ম্মণাং।
কর্ত্তারং ভজতে সোঽপি নহ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হি সঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ।

অন্যকর্ম্মণাং (অন্যেষাং কর্ম্মণাং) ফলরূপী (ফলং রূপয়তি কল্পয়তি দদাতি যঃ সঃ) কশ্চিৎ ঈশ্বরঃ অস্তি চেৎ তর্হি সঃ অপি কর্ত্তারং এব ভজতে; হি যতঃ সঃ অকর্ত্তুঃ কর্ম্মাকর্ত্তুঃ হি প্রভুঃ ফলদাতা ন (ভবতি) ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নন্বু জড়াৎ কর্ম্মণঃ কেবলাৎ কথং ফলসিদ্ধিঃ স্যাৎ অহো অশীলিতমীমাংসানাং স্বমতি-বিলসিতশ্রদ্ধাকর্ম্মণঃ ফলকারণত্বে বচনতোঽবগন্তে কিং ততোঽনুপপন্নং নাম কেচিৎ পুনরতিসাহসভীতাঃ কর্ম্মপরতন্ত্রমীশ্বরং মন্যন্তে তন্মতমনুদ্য নিরাকরোতি অস্তি চেদিতি। স্বয়ং কর্ম্মভি রলিপ্তোঽপ্যন্যেষাং জীবানাং কর্ম্মণাং ফলরূপী ফলদাতা কর্ত্তারং ভজতে তৎ কর্ম্মফলদানেন ॥ ১৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্বু জড়াৎ কর্ম্মণঃ কেবলাৎ কথং ফলসিদ্ধিরতঃ কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বরোঽবশ্যাপেক্ষ্য ইত্যপি কেষাঞ্চিন্মতং তত্রাহ অস্তি চেদিতি। ফলরূপী অন্যজনকৃতকর্ম্মণাং ফলদাতা সোঽপি কর্ত্তারং ভজতে অনুসরতি কর্ম্মানুসারেণৈব ফলদানাৎ। ব্যভিরেকেণ দ্রঢ়য়তি নেতি হি যতঃ কর্ম্মাভাবে ফলং দাতুং ন শক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

কর্ম্মের ফলদাতা যদি অন্য কোন ঈশ্বর থাকেন, তিনিও কর্ত্তার অনুগত হইয়া ফল প্রদান করেন! যে ব্যক্তি যে কর্ম্ম করে নাই, তাহাকে তিনি সে কর্ম্মের ফল প্রদানে সমর্থ হন না ॥ ১৩ ॥

আভাস।

একজন দীন দরিদ্র এক মুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে, আবার অন্য ব্যক্তি কেবল প্রসূত হইয়াই অতুল ঐশ্বর্য্যের আধিপত্য লাভে রাজসিংহাসনে সমাসীন হইতেছে; এক ব্যক্তি স্বাস্থ্যরক্ষার্থ বিশেষ যত্নবান্ হইয়াও অকালে কালকবলে নিপতিত হইতেছে, অপর ব্যক্তি যথেচ্ছাচরণেও দীর্ঘায়ু লাভে যথেষ্ট ভোগসুখে আনন্দ লাভ করিতেছে। তখন ইহ জীবনের পুরুষকার ব্যতীত, বৃক্ষের বীজস্বরূপ এই দেহ, আয়ুঃ ও ভোগলাভের কোন অচিন্ত্য অব্যক্ত কারণ আছে, যাহার ফলস্বরূপ জীব এই জাতি, আয়ুঃ, ভোগ ও দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই কারণকেই শাস্ত্রে অদৃষ্ট নামে অভিহিত করিয়াছেন। অর্থাৎ যাহার স্বরূপ এই জন্মে পরিদৃষ্ট হইতেছে না; কিন্তু ঘোর বিস্মৃতির অন্তরাল হইতে প্রয়োজন মত একে একে যাবতীয় ফল প্রদান করিতেছে। এই অনির্দ্দেশ্য কারণ কি কেবল ঈশ্বর বা অন্য কিছু আছে, তাহাই জীবের আলোচ্য বিষয়। প্রথমতঃ যদি ঈশ্বরকেই সেই সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া নির্ণয় করা

কিমিন্দ্রেণেহ ভূতানাং স্বং স্বং কর্ম্মানুবর্ত্তিনাং।
অনীশেনান্যথা কর্ত্তুং স্বভাববিহিতং নৃণাং ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ।

নৃণাং স্বভাববিহিতং (স্বভাবেন পূর্ব্বসংস্কারেণ বিহিতং কারিতং কর্ম্ম তদধীনং সুখ-দুঃখাদিকং চ অন্যথাকর্ত্তুং বিপরিবর্ত্তয়িতুং অনীশেন অসমর্থেন ইন্দ্রেণ স্ব স্ব কর্ম্মানুবর্ত্তিনাং ভূতানাং ইহ লোকে কিং প্রয়োজনং ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অতঃ কর্ম্মণ এব ফলসিদ্ধেস্তৎপারতন্ত্র্যে চ অজাগলস্তনতুল্যত্বান্ন দেবতয়া কৃত্যমিত্যাহ কিমিন্দ্রেণেতি। নন্থ কর্ম্মণ্যপি প্রবৃত্তিরন্তর্যাম্যাপেক্ষয়ৈব কথং সর্ব্বথা দেবতায়ামনুপযোগ ইত্যাশঙ্ক্যাহ স্বভাববিহিতমিতি। স্বভাবেন প্রাক্তনসংস্কারেণৈব বিহিতং যৎ কর্ম্ম তদন্যথা কর্ত্তুমনীশেন ॥ ১৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অতোঽজাগলস্তনতুল্যত্বান্ন দেবতয়া কৃত্যমিত্যাহ কিমিন্দ্রেণেতি। নন্থ কর্ম্মণ্যপি প্রবৃত্তিরন্তর্যাম্যপেক্ষয়ৈব কথং সর্ব্বথা দেবতায়া অনুপযোগ ইত্যাশঙ্ক্যাহ স্বভাববিহিতমিতি। স্বভাবেন প্রাক্তনসংস্কারেণ বিহিতং কর্ত্তব্যত্বেনোপস্থাপিতং যৎ কর্ম্ম তদেব কর্ত্তুমন্তর্যামী জীবং প্রেরয়তি নত্বন্যদিত্যতঃ স্বভাববিহিতমেব কর্ম্ম অন্যথা কর্ত্তুমসমর্থেন ইন্দ্রেণ পূজনীয়েন কিং ন কিমপি ফলমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

অতএব স্ব স্ব কর্ম্মানুসারেই যখন ফলপ্রাপ্তি ঘটে এবং পুনরায় পূর্ব্ব সংস্কারানুসারেই জীব কর্ম্ম করিয়া থাকে, অতএব তাহার অন্যথা করিতে যখন ইন্দ্রেরও সামর্থ্য নাই, তখন তাঁহার দ্বারা মানবের কি উপকার সাধিত হইবার সম্ভব ? ॥ ১৪ ॥

আভাস।

হয়, তাহাতে অনেক আপত্তি জন্মে। কারণ যিনি ঈশ্বর সর্ব্বসম্পাদনে সমর্থ, তিনি এক জনকে সুখী এবং এক জনকে দুঃখী কেন করেন? একজনকে বিকলেন্দ্রিয় বিষয়ভোগে অসমর্থ অথচ দীর্ঘায়ু, আবার অন্যকে দিব্য ইন্দ্রিয়বান্ ভোগসম্পন্ন অথচ অতি স্বল্পজীবী করিয়া সেই পূর্ণকাম সর্ব্বজ্ঞের কি অভিপ্রায়ের সমাধা হইতেছে। তিনি স্বয়ং যখন আনন্দময়, তখন জীবকে নিরানন্দস্রোতে ভাসাইয়া কৌতুক করা সেই সমদর্শীতে কখন সঙ্গত নহে। যাঁহাতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের উৎপাদন ও বিনাশের সামর্থ্য সম্পূর্ণ আছে, তাঁহার উপর এ কারণটী নির্দ্দেশ করিতে হইলে, মিথ্যা দোষারোপ করা হয় মাত্র। এতদর্থে যে কোন মতের সংস্থাপন করায়, কেবল দুস্তর্কের পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র। রাজা প্রজাবর্গের হিতসাধন ও কল্যাণকামনায় যাবতীয় বিধির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কোন প্রজা বিশেষ সম্ভ্রান্ত, কোন প্রজা বা

স্বভাবতন্ত্রো হি জনঃ স্বভাবমনুবর্ত্ততে।
স্বভাবস্থমিদং সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষং ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।

জনঃ প্রাণিমাত্রঃ স্বভাবতন্ত্রঃ স্বভাবাধীনঃ হি অতঃ স্বভাবং এব অনুবর্ত্ততে। সদেবাসুরমানুষং সর্ব্বং ইদং জগৎ স্বভাবস্থং এব ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

এতদ্বিবৃণোতি স্বভাবতন্ত্র ইতি। প্রবৃত্তেঃ সংস্কারাধীনত্বাৎ কিমন্তর্যামিণেত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

এতদ্বিবৃণোতি। স্বভাবতন্ত্রঃ প্রাক্তনসংস্কারাধীনঃ। অতঃ স্বভাবমনুলক্ষীকৃত্য তত্তৎকর্ম্মণি স্বয়মেব প্রবর্ত্ততে ইত্যন্তর্যামিণাপি ন কিমপি ফলমিতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

প্রাণিমাত্রেই স্বভাবের অধীন হইয়া স্বভাবানুসারেই কর্ম্ম করিয়া থাকে। অধিক কি! দেবতা এবং অসুরগণ পর্য্যন্তও স্বভাবেরই অধীন ॥ ১৫ ॥

আভাস।

নিতান্ত ক্লেশভাগী হইয়া কারাগারদুঃখ ভোগ করে, তাহাতে যেমন রাজার অপরাধ স্বীকার করা হয় না, সেইরূপ বিশ্বসংসারের অধিপতি বা তাঁহার ক্ষমতা প্রাপ্ত লোকপালাদির উপর জীবের সুখদুঃখভোগের নিমিত্ত দোষ বা গুণের আরোপ করা কখনই সঙ্গত নহে। অতএব অদৃষ্টকারণ ঈশ্বর বা দেবতা নহেন। জীব স্বয়ংই আপনার সুখ ও দুঃখাদির কারণ। অর্থাৎ জীব এই জন্মে বা পূর্ব্বজন্মে যে সমস্ত কর্ম্ম করে, পরিণামে তাহারই ফলস্বরূপ জাতি, আয়ুঃ দেহ ও ভোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; যে কর্ম্মের ফল যাদৃশ সিংহ বা মনুষ্যাদি দেহে যদবধি কাল, যে উপকরণে উপভুক্ত হওয়া উচিত, জীব তাদৃশ দেহ লাভে ততকাল সেই সেই ভোগ্যবস্তু প্রাপ্তে ভোগ করে; ভোগের অবসান হইলে, ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই দেহ পরিত্যাগে পূর্ব্বসঞ্চিত অপর ফলের ভোগার্থ তদুচিত দেহাদি প্রাপ্তির জন্য অগ্রসর হয়; তৎকালে সহস্র পুরুষকার বা অন্যের সহায্য প্রাপ্তে তাহার অন্যথা করিতে পারে না। তবে সমুদায় কর্ম্মই জড়; স্বয়ং ফল প্রদানে কখন সমর্থ হয় না এবং সমাপনান্তে অন্তর্হিত হইয়া যায়। কেবল কর্ম্মের সংস্কার ও ফলদাতার দ্বারাই জীব ফল লাভ করিয়া থাকে। সংস্কাররূপী জীব ফলদাতা ঈশ্বরের নিয়মানুসারে দেহ ও ভোগাদি লইয়া পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে। দেবতাগণ তাঁহার কর্ম্মচারীস্থানীয় মাত্র। অতএব কর্ম্মই যখন সুখদুঃখ জন্মমরণের হেতু, তখন কর্ম্মবর্জ্জিত হইয়া কেবল দেবতার মুখাপেক্ষী হওয়া সম্পূর্ণ অরণ্যে রোদন মাত্র। ছায়া যেমন পুরুষের গতি প্রভৃতিরই অনুকরণ করে, ফলদাতা দেবতাও সেইরূপ কর্ম্মের অনুসারে ফল প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব ছাগীর গলদেশ যেমন লম্বিত স্তনদ্বয় কেবলমাত্র দেখিতেই

দেহানুচ্চাবচান্ জন্তুঃ প্রাপ্যোৎসৃজতি কর্ম্মণা।
শত্রুর্মিত্রমুদাসীনঃ কর্ম্মৈব গুরুরীশ্বরঃ ॥ ১৬ ॥
তস্মাৎ সংপূজয়েৎ কর্ম্ম স্বভাবস্থঃ স্বকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।

জন্তুঃ জীবঃ কর্ম্মণা উচ্চাবচান্ উৎকৃষ্টাপকৃষ্টান্ দেহান্ প্রাপ্য (কর্ম্মসমাপ্তৌ) উৎসৃজতি পরিত্যজতি তথা শত্রুঃ মিত্রং উদাসীনঃ গুরুঃ ঈশ্বরঃ চ সর্ব্বং কর্ম্ম এব ॥ ১৬ ॥

তস্মাৎ (জন্মাদেঃ কর্ম্মাধীনত্বাৎ) স্বভাবস্থঃ সন্ স্বকর্ম্মকৃৎ জনঃ কর্ম্ম এব সম্পূজয়েৎ হি যতঃ যেন কর্ম্মণা অঞ্জসা সুখেন বর্ত্তেত জীবেৎ তৎ এব অস্য দৈবতং সেব্যং ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তস্মাৎ স্বভাবতো নিষ্পন্নস্য কর্ম্মণ এব সর্ব্বকারণত্বাৎ। কর্ম্মৈব পূজ্যমিত্যাহ দেহানিত্যাদি সার্দ্ধেন ॥ ১৬ ॥

সংপূজয়েৎ সম্মানয়েৎ ॥ ১৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তস্মাৎ স্বভাবতো নিষ্পন্নস্য কর্ম্মণ এব সর্ব্বকারণত্বাৎ কর্ম্মৈব পূজ্যমিত্যাহ দেহানিতি সার্দ্ধেন ॥ ১৬ ॥

সংপূজয়েৎ সম্মানয়েৎ কর্ম্মসামান্যস্যাপি পূজ্যত্বেঽপি কর্ম্মবিশেষকরণে শাস্ত্রমেব প্রমাণমিত্যাহ। স্বভাবস্থঃ ব্রাহ্মণাদিবর্ণস্থঃ স্বস্য বিহিতং কর্ম্ম করোতীতি সঃ ॥ ১৭ ॥

জীব কেবল কর্ম্মানুসারেই উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট দেহ প্রাপ্ত হয় ও ফলাবসানে তাহা পরিত্যাগ করে; বিশেষ অনুধাবনে অবগত হওয়া যায় যে, কর্ম্মই জীবের শত্রু, মিত্র, উদাসীন, গুরু এবং ঈশ্বরস্বরূপ ॥ ১৬ ॥

অতএব জন্মাদি যাবতীয় প্রাপ্তব্য ও পরিহর্ত্তব্য বিষয়ই যখন এক কর্ম্মের অধীন, তখন স্বভাবানুসারী কর্ম্মী ব্যক্তির নিয়ত কর্ম্মেরই উপাসনা করা বিধেয়; কারণ কর্ম্মের দ্বারাই যখন প্রকৃত সুখ লাভ হইয়া থাকে এবং শান্তির সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, তখন কর্ম্মই তাহার পক্ষে দেবতাস্থানীয় ॥১৭॥

আভাস।

পাওয়া যায়, দুগ্ধ প্রদান করে না; সেইরূপ দেবতা কেবল নামমাত্র; কর্ম্মই জীবের সর্ব্বস্ব ও সুখ দুঃখময় সংসারের নিদান কারণ। কর্ম্মার্জ্জিত সংস্কারই স্বভাবরূপে পরিণত হয় এবং পুনরায় কর্ম্মবাসনা ও তাহার প্রবৃত্তি জীবহৃদয়ে উদ্দীপিত করে। অতএব স্বভাববিহিত কর্ম্মই জীবের জীবন ও পূজ্য ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

অতএব যাঁহার দ্বারা প্রকৃত সুখ বা দুঃখের উৎপাদন করে, সেই সংস্কাররূপি কর্ম্মকে লক্ষ্য করা ও তাহারই সম্মান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ॥১৭॥

অঞ্জসা যেন বর্ত্তেত তদেবাস্য হি দৈবতং ॥ ১৮ ॥
আজীব্যৈকতরং ভাবং যস্ত্বন্যমুপজীবতি।

অন্বয়ঃ।

যঃ তু (পুরুষঃ) একতরং ভাবং দেবতাবিশেষং আজীব্য জীবনোপায়ত্বেন উপসেব্য (তত্র অপরিতোষাৎ) অন্যং উপজীবতি দেবতে (সঃ তু) অসতী পুংশ্চলী নারী যথা জারাৎ ন সুখং প্রাপ্নোতি (পতিপরিত্যাগদর্শনেন বিশ্বাসানাস্পদত্বাৎ) তথা তস্মাৎ সেবিতাৎ অন্যস্মাৎ ক্ষেমং সুখং ন বিন্দতে (তস্য স্বস্মিন্ বিশ্বাসাভাবাৎ) ॥ ১৮ ॥

বিপ্রঃ ব্রহ্মণা বেদাধ্যয়নাদিনা, বর্ত্তেত জীবিকাং সম্পাদয়েৎ; রাজন্যঃ ভুবঃ রক্ষয়া,

শ্রীধরস্বামী।

নন্বু দেবতোদ্দেশদ্রব্যত্যাগাদ্যাত্মকত্বাৎ কর্ম্মণঃ কথং দেবতাং বিনা সিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য কর্ম্মাঙ্গমাত্রং দেবতেতি পক্ষমুপসংহরন্নিব হেতুবাদমাশ্রিত্য অন্যামেব দেবতাং সমর্থয়তে অঞ্জসেতি ॥ ১৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্বু তদপ্যত্র দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগাত্মকত্বাৎ যাগস্য কথং দেবতাং বিনা সিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য কর্ম্মাঙ্গমাত্রং দেবতেতি মতমঙ্গীকুর্ব্বন্ হেতুবাদমাশ্রিত্যান্যামেব দেবতাং সমর্থয়তে অঞ্জসা সুখেন বর্ত্তেত জীবেত ॥ ১৮ ॥

আর বিশেষত, যদি কোন পুরুষ জীবিকার্থ এক দেবতার উপাসনা করিয়া সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তির অভাবে দেবতান্তরে নির্ভর করে, সে ব্যক্তির নিশ্চয়ই পতিত্যাগিনী কুলটার জারসমীপে অবজ্ঞাত হইবার ন্যায়, কখনই প্রকৃত সুখ প্রাপ্ত হয় না; কারণ উপপতি যেমন স্বামীর বিশ্বাসঘাতিনী রমণীকে আর স্বয়ং বিশ্বাস করিয়া বিপন্ন হইতে চায় না, সেইরূপ অন্য দেবতাও সেই পুরুষকে আশ্রয় প্রদান করেন না ॥ ১৮ ॥

ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নাদির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন; ক্ষত্রিয় পৃথিবী-

অভাস।

যে ব্যক্তি তাদৃশ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, অন্য দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, সে ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা দোষে দূষিত হইয়া নিরয়গামীই হইয়া থাকে। স্বামীর অবিশ্বাসিনী কুলটা কামিনী ভর্ত্তার সহিত প্রবঞ্চনা করত প্রেমলাভার্থ উপপতিতে আসক্ত হইলেও, উপপতি সেই স্বামীর বিশ্বাসঘাতিনীকে যেমন প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বাস করে না; সুতরাং সে কুলটার উভয় কুলই নষ্ট হয়; সে পতি ও উপপতি কাহারও প্রেমের ভাজন হয় না, সেইরূপ কর্ম্মী জীব কর্ম্মের অবমাননা করিয়া অকুর্ম্মণ্য দেবতার উপাসনায় কখন ক্ষেম লাভ করিতে পারে না ॥ ১৮ ॥

ন তস্মাদ্বিন্দতে ক্ষেমং জারান্নার্য্যসতী যথা ॥ ১৯ ॥
বর্ত্তেত ব্রহ্মণা বিপ্রো রাজন্যো রক্ষয়া ভুবঃ।
বৈশ্যস্তু বার্ত্তয়া জীবেচ্ছূদ্রস্তু দ্বিজসেবয়া ॥ ২০ ॥
কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষাকুশীদং তুর্য্যমুচ্যতে।

অন্বয়ঃ।

বৈশ্যঃ তু বার্ত্তয়া কৃষ্যাদিনা শূদ্রঃ তু দ্বিজসেবয়া জীবেৎ ॥ ১৯ ॥

কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষাকুশীদং (কুশীদং বৃদ্ধিজীবনং) এবং তুর্য্যং চতুর্ব্বিধা বার্ত্তা উচ্যতে। তত্র তাসু অনিশং সর্ব্বদৈব বয়ং গোবৃত্তয়ঃ (গোপালনং এব বৃত্তিঃ যেষাং তে) ॥ ২০ ॥

সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি (ত্রয়োগুণাঃ এব) স্থিত্যুৎপত্যন্তহেতবঃ তত্র রজসা গুণেন

শ্রীধরস্বামী।

হেতুবলেনৈব বিপক্ষে দোষমাহ আজীব্যেতি উপজীবতি সেবতে ॥ ১৯ ॥

স্ববৃত্তিং বক্তুং দৃষ্টান্তত্বেন বর্ণানাং বৃত্তিভেদমাহ বর্ত্তেতেতি ব্রহ্মণা বেদাধ্যাপনেন ॥ ২০ ॥

বৈশ্যবৃত্তেশ্চাতুর্বিধ্যমাহ কৃষীতি। কৃষিবাণিজ্যসহিতা গোরক্ষা এবং ত্রয়ং কুশীদং বৃদ্ধি-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হেতুবলেনৈব বিপক্ষে দোষমাহ আজীব্যেতি। উপজীবতি সেবতে ॥ ১৯ ॥

তস্মাদস্মাকং য এবাজীব্যঃ সৈব দেবতেতি বক্তুং দৃষ্টান্তত্বেনান্যেষামপ্যাহ বর্ত্তেতেতি বিপ্রস্য বেদশাস্ত্রাণ্যেব দৈবতানি। রক্ষয়া ভুব ইতি ভূরেব তস্য দেবতা। বার্ত্তয়েতি বার্ত্তৈব তস্য দেবতা দ্বিজশুশ্রূষেতি দ্বিজা এব তস্য দেবতা ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

স্বস্য বৈশ্যত্বাদুক্তমপি বৈশ্যবার্ত্তাং বিশিষ্যাহ কৃষীতি। কৃষিবাণিজ্যাভ্যাং সহিতা

পালন দ্বারা, বৈশ্য কৃষি ও বাণিজ্যের দ্বারা এবং শূদ্র কেবল দ্বিজাতিগণের সেবার দ্বারা জীবিকা সঞ্চয় করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

বৈশ্যদিগের বৃত্তি চারি প্রকার; কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা ও বৃদ্ধিজীবন; তন্মধ্যে আমরা গোপজাতি, গোপালনই আমাদের বৃত্তি; আমরা সতত তাহাই করিয়া থাকি ॥ ২০ ॥

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের প্রভাবেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় সাধিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে রজোগুণের প্রভাবে স্ত্রী পুরুষ বা পুরুষ

আভাস।

উত্তমাধিকারীর নীচারাধনে নিকৃষ্ট ফলেরই উৎপত্তি হয়; এই নিমিত্ত সাক্ষাৎ শ্রীহরি ঔদ্ধত্য-সহকারে পিতাকে ইন্দ্রযাগের প্রতিবাদ করিয়া, কর্ম্মের অশস্ততার প্রতিপাদনার্থ বর্ণচতুষ্টয়ের প্রকৃত ফলপ্রদ ও দেবতাস্থানীয় জীবিকোপায় বর্ণন করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা ও ধনপ্রয়োগে লব্ধ অর্থ (সুদ) এই চারি প্রকার উপায় বৈশ্যের

বার্ত্তা চতুর্ব্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশং ॥ ২১ ॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতি স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ।
রজসোৎপদ্যতে বিশ্বমন্যোন্যং বিবিধং জগৎ ॥

অন্বয়ঃ।

অন্যোন্যং পরস্পরসম্বন্ধেন বিবিধং বিশ্বং জগৎ উৎপদ্যতে ॥ ২১ ॥

রজসা চোদিতা মেঘাঃ সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র নদীপর্ব্বতাদিষু অম্বূনি বর্ষন্তি তৈঃ অম্বুভিঃ এব

শ্রীধরস্বামী।

জীবনং চতুর্থং ॥ ২১ ॥

নন্বু গবামপি বৃত্তির্মহেন্দ্রাধীনৈবেত্যাশঙ্ক্য নিরীশ্বরসাংখ্যমতাশ্রয়েণ নিরাকরোতি সত্ত্বমিতি শ্লোকদ্বয়েন। অন্যোন্যং স্ত্রীপুরুষযোগেন। সর্ব্বত ইতি সমুদ্রশিলোষরাদিষ্বপি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

গোরক্ষা কুশীদং বৃদ্ধিজীবিকা। গোবৃত্তয়ঃ গোরক্ষণবৃত্তয় অনিশমিতি কদাপ্যাপৎকালেঽপি কৃষ্যাদিকমস্মাভির্ন ক্রিয়ত ইতি গাব এবাস্মাকং দৈবতত্বাৎ পূজ্যা ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

নন্বু গবামপি বৃত্তি মহেন্দ্রাধীনৈবেত্যাশঙ্ক্য নিরীশ্বরসাংখ্যমতাশ্রয়েণ নিরাকরোতি সত্ত্বমিতি দ্বাভ্যাং। অন্যোন্যং স্ত্রীপুরুষয়োর্যোগেন ॥

প্রকৃতির সংযোগে এই বিচিত্র বিশ্বের উৎপত্তি হয় ॥ ২১ ॥

এক রজোগুণের দ্বারা মেঘসমূহ সঞ্চালিত হইয়া নদী পর্ব্বতাদি বিভিন্ন স্থানে প্রচুর পরিমাণে বারি বর্ষণ করিয়া থাকে; এবং সেই জলেই প্রজাবর্গ

আভাস।

জীবিকার জন্য নির্ণীত আছে। ইহার যে কোন পথ অবলম্বন করিয়া বৈশ্য সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। তন্মধ্যে ব্রজবাসী গোপগণ কেবল গোরক্ষার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন; কৃষির কোন অপেক্ষা রাখিতেন না। সুতরাং ইন্দ্রের আনুকূল্যের কোন প্রয়োজন নাই; ইহাই শ্রীকৃষ্ণের বলিবার তাৎপর্য্য ॥ ২১ ॥

গোভাগণের জীবিকোপায় তৃণাদিও ইন্দ্রের প্রসাদাধীন, এইরূপ সংশয় পাছে মনোমধ্যে উদয় হয়, এই নিমিত্ত নিরীশ্বরবাদ সাংখ্যমত অবলম্বন পূর্ব্বক প্রকৃতিবাদ খ্যাপন করত ঈশ্বরাধীনতার নিরাকরণ করিয়াছেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। উক্ত গুণত্রয়ের বৈষম্যেই বিচিত্র রচনার উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় ঘটিতেছে। প্রকৃতির প্রেরক চৈতন্যশক্তিই পুরুষ; তিনি অক্রিয়। পঙ্গু ও অন্ধ উভয়ে যেমন একত্র মিলিত হইয়া একটী সম্পূর্ণ পুরুষের কার্য্যসাধন করে, সেইরূপ পুরুষ ও প্রকৃতি সহজসম্বন্ধে মিলিত থাকিয়াই এই বিবিধ সৃষ্টি সংহারাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। যেমন স্ত্রীপুরুষসংসর্গে সন্তান সন্ততির জন্ম হয়, সেইরূপ পুরুষপ্রকৃতির পরিণামই এই বিশ্ব বিবেচনায়।

রজসা চোদিতা মেঘা বর্ষন্ত্যম্বূনি সর্ব্বতঃ।
প্রজাস্তৈরেব সিধ্যন্তি কিং মহেন্দ্রঃ করিষ্যতি ॥ ২২ ॥
ন নঃ পুরো জনপদা ন গ্রামা ন গৃহা বয়ং।
বনৌকসস্তাত নিত্যং বনশৈলনিবাসিনঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ।

প্রজাঃ সিধ্যন্তি (অন্নাদিভিঃ সম্পন্নাঃ ভবন্তি) এবং সতি মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি ॥ ২২ ॥

তথা হে তাত নন্দ! নঃ অস্মাকং পুরঃ জনপদাঃ গ্রামাঃ গৃহাঃ ন সন্তি, বয়ং বনৌকসঃ নিত্যং বনশৈলনিবাসিনঃ এব ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বৃষ্টিদর্শনাৎ ন প্রেক্ষাবৎ পূর্ব্বকত্বং বৃষ্টেরিতি ভাবঃ। তৈরেব মেঘৈরেব সিদ্ধ্যন্তি জীবন্তি ॥ ২২ ॥

তথাপি যোগক্ষেমার্থং দেবতাপেক্ষেতি চেদত আহ ন নঃ পুর ইতি। পুরঃ পত্তনানি জনপদা দেশাঃ অস্মাকং যোগক্ষেমহেতু বনশৈলাদয় ইতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সর্ব্বত ইতি সমুদ্রশিলোষরাদিষ্বপি বৃষ্টিদর্শনান্নাপ্রেক্ষাপূর্ব্বকত্বং বৃষ্টেরিতি ভাবঃ। তৈরেব মেঘৈরেব সিদ্ধ্যন্তি জীবন্তি ॥ ২২ ॥

কিঞ্চ গা বর্দ্ধয়তীতি গোবর্দ্ধন ইতি ব্যুৎপত্তে র্যাথার্থ্যেনৈবানুভূয়মানত্বাদগবাং বৃত্তি র্গোবর্দ্ধনাধীনৈবেতি গোবর্দ্ধনশ্চ পূজ্য ইত্যাহ নেতি দ্বাভ্যাং। পুরঃ পত্তনানি। জনপদা দেশাঃ কিন্তু গোধনচারকত্বাৎ বনৌকসঃ ॥ ২৩ ॥

অন্নাদিতে সুসম্পন্ন হয়; সুতরাং এরূপস্থলে ইন্দ্রের সহিত কি সম্বন্ধ? ॥ ২২ ॥

হে পিতঃ! আর দেখুন! পুর, জনপদ, গ্রাম বা গৃহ আমাদের তাহা কিছুই নাই; আমরা বনবাসী; নিরন্তর বনে ও শৈলনিবাসেই বসতি করিয়া থাকি ॥ ২৩ ॥

আভাস।

একাকী কাহারও দ্বারা কোন কার্য্য সমাধা হইতে পারে না; তখন একাকী ইন্দ্র জগতের কি উপকার বা কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন? বর্ষা মেঘ হইতে ঘটিয়া থাকে বটে, কিন্তু রজোগুণই সেই মেঘকে চালিত করিয়া ইতস্ততঃ বর্ষায় পরিণত করে; তাহাতে ইন্দ্রের কোন অপেক্ষা দেখিতে পাওয়া যায় না। সমস্তই প্রকৃতির অধীন ॥ ২২ ॥

যদিও অর্জ্জন এবং তাহার রক্ষণার্থ দেবতার শরণাগত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন মনে হয়, তথাপি সাক্ষাৎ উপকারককে পরিহার করিয়া অবান্তর বা গৌণ উপকারক দেবতার অর্চ্চনে প্রবৃত্ত হইলে, সাক্ষাৎ উপকারীর নিকট উপকারের কোন্ প্রত্যাশা থাকে না।

তস্মাদ্ধাবাং ব্রাহ্মণানামদ্রেশ্চারভ্যতাং মখঃ।
য ইন্দ্রমখসংভারাস্তৈরয়ং সাধ্যতাং মখঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ।

(যস্মাৎ ইন্দ্রেণ ন কশ্চিদুপকারঃ) তস্মাৎ (জীবনহেতূনাং) গবাং (প্রত্যক্ষদেবানাং) ব্রাহ্মণানাং (কন্দমূলফলতৃণজলাদিভিঃ নিত্যং যোগক্ষেমনির্ব্বাহকস্য) অদ্রেঃ গোবর্দ্ধনস্য মখঃ আরভ্যতাং, যে ইন্দ্রমখসম্ভারাঃ তৈঃ এব অয়ং মখঃ সাধ্যতাং ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ব্রাহ্মণানপি সংগৃহ্ণন্ নিগময়তি তস্মাদিতি। স্বয়মুৎপ্রেক্ষিতযাগপ্রয়োগকল্পনামাহ য ইন্দ্রমখসম্ভারা ইতি সার্দ্ধপঞ্চভিঃ। সম্ভারাঃ সাধনানি ॥ ২৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ব্রাহ্মণানামাশিষোঽস্মাকং প্রত্যক্ষফলা ইতি তেঽপি পূজ্যা ইতি স্বমতে তানপ্যনুকূলয়ন্নাহ তস্মাদিতি। সংভারাঃ সাধনানি ॥ ২৪ ॥

যখন ইন্দ্রের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই, তখন যাঁহাদের সহিত আমাদের বিশেষ নিকট সম্পর্ক, জীবিকার হেতু সেই গাভীকুল, প্রত্যক্ষদেবতা ব্রাহ্মণ এবং যেখান হইতে কন্দ, মূল, ফল, তৃণ ও জলাদি লাভে আমাদের এত সুখৈশ্বর্য্য সেই গোবর্দ্ধন গিরির যজ্ঞ আরম্ভ করুন! তজ্জন্য আর পৃথক আয়োজনের প্রয়োজন নাই; এই ইন্দ্রযাগোদ্দেশে সংগৃহীত সামগ্রীর দ্বারাই আমাদের সে কার্য্য সমাধা হইবে ॥ ২৪ ॥

সূপ ও পায়সাদি বিবিধ পাকদ্রব্য প্রস্তুত করুন! এবং সংযাব পুপ

আভাস।

গোপগণ বনবাসী; ঐশ্বর্য্যের জন্য তাঁহাদের কোন লালসা ছিল না এবং রাজন্যগণের ন্যায় তাঁহাদের কোন ঐশ্বর্য্যের ব্যাপারও পরিলক্ষিত হইত না। তবে যাঁহারা গোপগণের সাক্ষাৎ উপকারক, সেই সকলকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে গোপগণের উপাসনা ও তদুপলক্ষে অর্চ্চনা করা অবশ্য বিধেয়; ইহাই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় ॥ ২৩ ॥

ব্রাহ্মণগণ অপর বর্ণত্রয়ের পক্ষে সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ; কারণ তাঁহাদের উপদেশে কার্য্য করিলে, তিন বর্ণই ঐহিক ও পারমার্থিক উৎকৃষ্ট ফলে অধিকারী হইতে পারে; অতএব ব্রাহ্মণই ইতর বর্ণত্রয়ের দেবতাজ্ঞানে আরাধনীয়। গাভীগণ জীবনোপায় প্রদান করে, অতএব তাহারাও পূজ্য। তৃতীয় পূজ্য গোবর্দ্ধন পর্ব্বত। পর্ব্বতের আশ্রয়ে গাভীগণের জীবিকা ও নিজেদের বাসস্থান লাভ হয়। অতএব অনির্দ্দিষ্টস্বরূপ ও অনির্ণীতকর্ত্তা ইন্দ্রের অপেক্ষা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ব্রাহ্মণ, গাভী ও গোবর্দ্ধনের পূজা ও আরাধনাই গোপগণের বিশেষ প্রয়োজন; ইহাই শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে বুঝাইয়া তাহারই উদ্যোগ করাইলেন ॥ ২৪ ॥

পচ্যন্তাং বিবিধাঃ পাকাঃ সূপান্তাঃ পায়সাদয়ঃ।
সংযাবা পূপশষ্কুল্যঃ সর্ব্বদোহশ্চ গৃহ্যতাং ॥ ২৫ ॥
হূয়ন্তামগ্নয়ঃ সম্যগ্‌ব্রাহ্মণৈ ব্রহ্মবাদিভিঃ।
অন্নং বহুগুণং তেভ্যো দেয়ং বো ধেনুদক্ষিণাঃ ॥
অন্যেভ্যশ্চাশ্বচাণ্ডালপতিতেভ্যো যথার্হতঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ।

সূপান্তাঃ পায়সাদয়ঃ বিবিধাঃ পাকাঃ পচ্যন্তাং সংযাবাঃ পূপশষ্কুল্যঃ সর্ব্বদোহশ্চ দুগ্ধ-দধ্যাদিঃ চ গৃহ্যতাং ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মবাদিভিঃ বেদজ্ঞৈঃ ব্রাহ্মণৈঃ অগ্নয়ঃ (আহবনীয়াদয়ঃ) সম্যক্ হূয়ন্তাং বঃ যুষ্মাভিঃ তেভ্যঃ ব্রাহ্মণেভ্যঃ বহুগুণং ষড়্‌রসোপেতং অন্নং দেয়ং ধেনুদক্ষিণাঃ চ দেয়াঃ, অন্যেভ্যঃ আশ্বচাণ্ডালপতিতেভ্যঃ (শ্বাচাণ্ডালপতিতান্ অভিব্যাপ্য সর্ব্বেভ্যঃ) যথার্হতঃ যথাযোগ্যং, অন্নং দেয়ং ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সূপং মৌদ্গং। পায়সং কেবলে পয়সি পক্কং। সংযাবাদয়ো গোধূমাদিবিক্রিয়াঃ। ক্রমশ্চ সূপপায়সয়োঃ শ্রুত্যা দোহস্যার্থত্বোহন্যোষাং পাঠতঃ ॥ ২৫ ॥

যাগশোভার্থং শ্রদ্ধোৎপাদনার্থঞ্চাহ হূয়ন্তামিতি। ধেনুদক্ষিণাঃ ধেনুসহিতাঃ দক্ষিণাঃ বো যুষ্মাভিঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পাকা অন্নব্যঞ্জনাদয়ঃ। সূপান্তা ইতি সূপস্য ঔষ্ণ্যাং। পায়সাদয় ইতি পায়সস্য শৈত্যমপেক্ষিতং ভবতীতি ভাবঃ। সংযাবাদয়ো গোধূমাদিবিক্রিয়াঃ। সর্ব্বেষামেব ব্রজবাসিনাং দোহঃ দোহোত্থদুগ্ধদধ্যাদিসঞ্চয়ঃ ॥ ২৫ ॥

যাগশোভার্থং শ্রদ্ধোৎপাদনার্থঞ্চাহ হূয়ন্তামিতি। ধেনুসহিতা দক্ষিণাঃ বো যুষ্মাভিঃ। স্বমতে অন্ত্যজপর্য্যন্তান্ সর্ব্বানেব ব্রজবাসিনোঽনুকূলয়ন্নাহ অন্যেভ্য ইতি ॥ ২৬ ॥

শষ্কুলী এবং দধি দুগ্ধাদি সমস্ত বস্তু সংগ্রহ করুন ॥ ২৫ ॥

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা আহবনীয়াদি অগ্নিতে হোমীয় প্রদান করান! এবং সেই ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ রসযুক্ত নানাবিধ অন্ন ও দক্ষিণার্থ ধেনু প্রদান করুন! এবং কুকুর, চণ্ডাল ও পতিত প্রভৃতি প্রাণিবর্গকে পরিতোষ পূর্ব্বক যথাযোগ্য অন্ন প্রদানে তৃপ্ত করুন ॥ ২৬ ॥

আভাস।

পাছে ব্রাহ্মণাদির প্রতি গোপগণের তাদৃশ ভক্তি ও দেবভাব উৎপন্ন না হয় এবং গোবর্দ্ধনোৎসবে ইন্দ্রযাগাপেক্ষায় অঙ্গভঙ্গজনিত কোন প্রকার বিকৃত ভাব পরিলক্ষিত

যবসঞ্চ গবাং দত্ত্বা গিরয়ে দীয়তাং বলিঃ।
স্বলঙ্কৃতা ভুক্তবন্তঃ স্বনুলিপ্তাঃ সুবাসসঃ।
প্রদক্ষিণঞ্চ কুরুত গোবিপ্রানলপর্ব্বতান্ ॥
এতন্মম মতং তাত ক্রিয়তাং যদি রোচতে।
অয়ং গোব্রাহ্মণাদ্রীণাং মহ্যঞ্চ দয়িতো মখঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ।

তথা গবাং যবসং তৃণং দত্ত্বা গিরয়ে গোবর্দ্ধনায় বলিঃ নৈবেদ্যং পক্কান্নাদিকং দীয়তাং। তথা যূয়ং স্বলঙ্কৃতাঃ ভুক্তবন্তঃ স্বনুলিপ্তাঃ সুবাসসঃ সন্তঃ গোবিপ্রানলপর্ব্বতান্ প্রদক্ষিণং চ কুরুত ॥

হে তাত! মম এতৎ মতং যদি ভবতাং রোচতে তর্হি ক্রিয়তাং, গোব্রাহ্মণাদ্রীণাং অয়ং মখঃ মহ্যং মম চ দয়িতঃ প্রিয়ঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যবসং তৃণং ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বলির্গন্ধপুষ্পাদ্যুপচারঃ। মহ্যং মম ॥ ২৭ ॥

গাভীগণকে স্বাস্থ্যকর তৃণ প্রদান পূর্ব্বক গোবর্দ্ধন-গিরির উদ্দেশে নৈবেদ্যাদি বিবিধ উপহার প্রদান করুন। আপনারা সকলে উত্তমরূপে বেশভূষা করিয়া ও চন্দনাদিতে অঙ্গ অনুলেপন পূর্ব্বক ভোজন সমাপনান্তে গো, বিপ্র, অনল ও পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করুন! ॥

হে তাত! এই আমার মত; আপনাদিগকে পরিজ্ঞাত করিলাম। যদি ইহাতে আপনাদের অভিরুচি হয়, তবে তাহা সম্পাদন করুন। এই গো ব্রাহ্মণাদির উদ্দেশে যজ্ঞই আমার নিতান্ত অভিপ্রেত ও বিশেষ প্রিয় ॥ ২৭ ॥

আভাস।

হয়, সেই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রযাগানুরূপ আয়োজন ও হোমাদি কার্য্যের আরম্ভার্থ গোপগণকে উপদেশ করিলেন ॥ ২৭ ॥

নন্দাদি গোপগণকে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনোৎসব সম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে বিনা আপত্তিতে তাহারই অনুসরণ করিলেন। ভগবান্ কৃষ্ণ যখন কালেরও প্রবর্ত্তক, তখন স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বস্তুমাত্রই তাঁহার অধীন; তিনিই পরম শক্তিমান্। ইন্দ্র যতই প্রভাপশালী ও দর্পবিশিষ্ট হউন, তাঁহার নিকট অতি সামান্য ও তুচ্ছ। কিম্বা শ্রীকৃষ্ণ যখন সাক্ষাৎ কালস্বরূপ, যখন তিনিই পূর্ব্বে ইন্দ্রযাগরূপে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে গোবর্দ্ধনোৎসবরূপে স্বয়ংই প্রবর্ত্তিত হইতেছেন, অতএব তাঁহার অভিপ্রায় উল্লঙ্ঘন

শ্রীশুক উবাচ ॥

কালাত্মনা ভগবতা শক্রদর্পজিঘাংসতা।
প্রোক্তং নিশম্য নন্দাদ্যাঃ সাধ্বগৃহ্ণন্ত তদ্বচঃ।
তথাচ ব্যদধুঃ সর্ব্বং যদাহ মধুসূদনঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীশুকঃ উবাচ। শক্রদর্পজিঘাংসতা ইন্দ্রদর্পহন্ত্রা কালাত্মনা ভগবতা কৃষ্ণেন প্রোক্তং বচনং নিশম্য শ্রুত্বা নন্দাদ্যাঃ সাধু সাদরং, যথা ভবতি তথা) তদ্বচঃ অগৃহ্ণন্ত অঙ্গীকৃতবন্তঃ, তথা মধুসূদনঃ যৎ আহ তৎ সর্ব্বং তথা ব্যদধুঃ কৃতবন্তঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সর্ব্বান্ শিরঃকম্পেনানুমোদয়ন্নাহ গোব্রাহ্মণাদ্রীণামিতি। মহ্যঞ্চ মমচ ॥ ২৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কালাত্মনা ইন্দ্রমখসংহারকেণ ॥ ২৮ ॥

শুকদেব বলিলেন, ইন্দ্রের দর্প খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়ে কালরূপী ভগবান্ কৃষ্ণ এইরূপ বলিলে, নন্দাদি গোপগণ তাঁহার বাক্যে স্বীকৃত হইলেন এবং তিনি যেরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই আদর পূর্ব্বক তদনুসারেই কার্য্য করিলেন ॥ ২৬ ॥

আভাস।

করিতে কাহারও সামর্থ্য নাই। অথবা এস্থলে "কালাত্মনা" শব্দে (কালঃ শ্যামলঃ) শ্যামসুন্দর-মূর্ত্তি ভগবান্ কৃষ্ণের মদনমোহন-মূর্ত্তি দর্শনেই যখন সকলেই বিমোহিত, তখন তাঁহার বাক্যশ্রবণে নিষ্ঠা আর কাহার না জন্মিবে! অথবা "কলয়তি জগৎ, চিত্তমাকর্ষতি ইতি কালঃ আত্মা স্বভাবো যস্য" যিনি সমগ্র জগৎকে কলন করিতেছেন, এবং চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন সেই কালরূপী শ্রীহরির বাক্য পালন করিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি! তিনি মানবরূপে অবতীর্ণ হইলেও, ইন্দ্রসন্নিধানে তাঁহার ভয়ের কোন কারণ ছিল না; তিনি মহেন্দ্রের দর্প খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার ক্রোধেরই উদ্দীপনা পূর্ব্বক গোপগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

গোপগণ কৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে ইন্দ্রযাগোপলক্ষে সংগৃহীত দ্রব্যের দ্বারা গোবর্দ্ধনোৎসব নির্ব্বাহ করিলেন এবং গোকুলবাসী নর, নারী ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই গোবর্দ্ধন প্রদক্ষিণার্থ গোধন অগ্রে করত শকটে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিলেন ইতিমধ্যে বাসুদেব নিজ প্রবর্ত্তিত গোবর্দ্ধন যজ্ঞের বিশেষ উৎকর্ষ প্রদর্শনার্থ নন্দাদি গোকুলবাসীর বিশ্বাস উৎপাদন পূর্ব্বক স্বয়ংই গোবর্দ্ধনদেব-রূপে পর্ব্বতোপরি আরূঢ় হইলেন। পর্ব্বতের ন্যায় বিপুল দেহ ও তাদৃশ ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট হইয়া, গোপগণের এরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করিলেন যেন গোবর্দ্ধন গোপগণের শ্রদ্ধায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহাদের উপর

বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং তদ্দ্রব্যেণ গিরিদ্বিজান্।
উপহৃত্য বলীন্ সম্যগাদৃতা যবসং গবাং ॥ ২৯ ॥
গোধনানি পুরস্কৃত্য গিরিং চক্রুঃ প্রদক্ষিণং।
অনাংস্যনড়ুদ্‌যুক্তানি তে চারুহ্য স্বলঙ্কৃতাঃ।
গোপ্যশ্চ কৃষ্ণবীর্য্যাণি গায়ন্ত্যঃ সদ্বিজাশিষঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ।

(ব্রাহ্মণৈঃ) স্বস্ত্যয়নং (পুণ্যাহং) বাচয়িত্বা, তদ্দ্রব্যেণ ইন্দ্রযাগার্থসম্পাদিতপক্কান্নাদিনা, গিরিদ্বিজান্ (প্রতি) বলীন্ নৈবেদ্যানি তথা গবাং যবসং চ উপহৃত্য সমর্প্য সম্যক্ আদৃতাঃ আদরযুক্তাঃ ॥ ২৯ ॥

সদ্বিজাশিষঃ লব্ধব্রাহ্মণাশীর্ব্বাদাঃ তে নন্দাদয়ঃ গোপাঃ কৃষ্ণবীর্য্যাণি গায়ন্ত্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ গোপাঃ চ গোধনানি পুরস্কৃত্য অগ্রে কৃত্বা অনড়ুদ্‌যুক্তানি অনাংসি শকটানি, আরুহ্য গিরেঃ প্রদক্ষিণং চক্রুঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তদ্দ্রব্যেণ তেন মহেন্দ্রমখদ্রব্যেণ গিরিদ্বিজান্ প্রতি যথাযথং বলীনুপহৃত্য দত্ত্বা আদৃতাঃ সাদরাঃ। ২৯।

অনড়ুদ্‌যুক্তানি উত্তমানড়ুদ্ভির্যুক্তানি সদ্বিজাশিষঃ দ্বিজাশীর্ভিঃ সহিতাঃ। ৩০।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তদ্দ্রব্যেণ ইন্দ্রমখদ্রব্যেণ গিরিদ্বিজান্ গিরয়ে দ্বিজেভ্যশ্চ উপহৃত্য দত্ত্বা আদৃতাঃ কৃষ্ণেন গবাং গোভ্যঃ। অনড়ুদ্ভিরনোবাহকৈর্বৈর্যুক্তানি। তে গোপাশ্চ গোপাশ্চ প্রদক্ষিণং চক্রুঃ। সদ্বিজাশিষঃ গীয়মানাভি র্দ্বিজাশীর্ভি সহিতাঃ। দ্বিজকর্ত্তৃকাশিষোঽপি গায়ন্ত্য ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

তাঁহারা ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক ইন্দ্রযাগার্থ সম্পাদিত পক্ক অন্নাদির দ্বারা গোবর্দ্ধন ও ব্রাহ্মণগণকে নৈবেদ্যাদি উপহার প্রদান করিলেন এবং গাভীদিগকে তৃণাদি প্রদানে সম্মান প্রদর্শন করিলেন ॥ ২৯ ॥

এই প্রকারে ব্রাহ্মণাদির আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া নন্দাদি গোপবৃন্দও অলঙ্কৃতা গোপীগণ বলীবর্দ্দযুক্ত শকটে আরোহণ পূর্ব্বক গোধন অগ্রে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের গুণগাথা গান করত গোবর্দ্ধন গিরি প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন ॥৩০॥

আভাস।

প্রসন্নতার পরিচয়ার্থ প্রত্যক্ষ বিগ্রহ ধারণে তাহাদের প্রদত্ত উপহারাদি সর্ব্বসমক্ষেই ভোজন করিতে লাগিলেন। অহো কি অপূর্ব্ব সামর্থ্য! নৈবেদ্যাদি উপহার দ্রব্য যাহা পর্ব্বতের সন্নিধানে উৎসর্গার্থ আনীত হইয়াছিল, কিম্বা যাহা উদ্দেশে সমর্পণার্থ গৃহেই রক্ষিত

কৃষ্ণস্ত্বন্যতমং রূপং গোপবিস্রম্ভণং গতঃ।
শৈলোঽস্মীতি ব্রুবন্ ভূরি বলিমাদদ্বৃহদ্বপুঃ॥ ৩১॥

অন্বয়ঃ।

কৃষ্ণঃ তু গোপবিস্রম্ভণং (গোপানাং বিস্রম্ভণং গোবর্দ্ধনে দৈবত্ববিশ্বাসকরং) অন্যতমং রূপান্তরং গতঃ প্রাপ্তঃ (অতএব) বৃহদ্বপুঃ সন্ (গিরেঃ মূর্দ্ধিস্থিতঃ) শৈলঃ (শৈলাভিমানী দেবঃ) অস্মি ইতি ব্রুবন্ (গোপৈঃ অর্পিতং) বলিং ভূরি প্রচুরং অদাৎ অভক্ষয়ৎ॥ ৩১॥

শ্রীধরস্বামী।

গোপবিস্রম্ভণং গোপানাং বিশ্বাসজনকং রূপং গতঃ প্রাপ্তঃ সন বলিমুপহারং আদৎ অভক্ষয়ৎ॥ ৩১॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্বপ্রবর্ত্তিতযাগস্যাসাধারণমুৎকর্ষং দর্শয়ংস্তত্র সর্ব্বেষাং বিশ্বাসং জনয়ন্ স্বয়মেব দেবতারূপেণ প্রত্যক্ষীবভূবেত্যাহ কৃষ্ণস্ত্বিতি। অন্যতমং গোবর্দ্ধনপর্ব্বতোপরি দ্বিতীয়ং পর্ব্বতমিব সর্ব্বেন্দ্রিয়বৎস্বরূপং গতঃ প্রাপ্তঃ গোপানাং বিস্রম্ভণং পর্ব্বত এবায়মিতি বিশ্বাসো যত্র তৎ। শৈলোঽস্মীতি এতদ্দেশাধিপতিরহমেব যুষ্মদ্ভক্ত্যা প্রসন্নঃ প্রাদুরভূবং স্বস্মাভিমতং বরং বৃণুতেতি ব্রুবন্ বলিং নৈবেদ্যং দূরস্থৈর্নিকটস্থৈ র্নন্দগ্রামাদিবর্ত্তিভি র্বা। ব্রজবাসিজনৈরপরোক্ষতঃ পরোক্ষতো বা ধ্যানেন সমর্প্যমাণং সহস্রকোটিহস্তস্তস্তস্তঃ স্থানাদতিদীর্ঘানতিদীর্ঘীকৃতপাণিভিরাদায় তাংস্তানানন্দয়ন্নাদৎ ভুঙ্‌ক্তে স্ম॥ ৩১॥

ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের হৃদয়ে গোবর্দ্ধনের দেবত্ব প্রতিপাদন-মানসে স্বয়ং রূপান্তর গ্রহণে বৃহৎকলেবর হইয়া পর্ব্বতের শিখরদেশে উপবেশন করিলেন; এবং "আমিই তোমাদের প্রত্যক্ষ দেবতা" এইরূপ প্রতিবোধিত করিয়া তাহাদের প্রদত্ত যাবতীয় বলি প্রচুর পরিমাণে স্বয়ং ভোজন করিতে লাগিলেন॥ ৩১॥

আভাস।

হইয়াছিল; এমন কি নিবেদন করিবার অভিপ্রায়ে যে সকল সামগ্রী গৃহেও আনীত হইয়াছিল, সেই সকল দ্রব্যই গোবর্দ্ধনরূপী শ্রীহরি স্বীয় করাল কবলে কবলিত করিতে লাগিলেন॥ ৩১॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গিরি-শৃঙ্গে অধিষ্ঠিত হইয়া সাক্ষাৎ রূপধারী গোবর্দ্ধনরূপে আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক গোপগণকে বুঝাইলেন যে, হে গোপগণ! অদ্য যেমন তোমরা আমার উৎসব করিলে, প্রতি বৎসর এই উৎসব সমাধা করিতে যেন উদাসীন হইও না। দেখ! আমিই তোমাদের অন্নাদি প্রদানে ও জীবন-রক্ষার্থ সাক্ষাৎ দেবতা। এই বৃহৎ মূর্ত্তিধারী হৃষীকেশের আদেশবাক্য হরিবংশে উক্ত আছে, যথা; অদ্য প্রভৃতি চেজ্যোঽহং গৌষু চেদস্তি বো দয়া। অহং বঃ প্রথমো দেবঃ সর্ব্বকামকরঃ শুভঃ॥ মম প্রভাবাচ্চ গবামমৃতা-

তস্মৈ নমো ব্রজজনৈঃ সহ চক্রেঽত্মনাত্মনে।
অহো পশ্যত শৈলোঽসৌ রূপী নোঽনুগ্রহং ব্যধাৎ॥
এষোঽবজানতো মর্ত্ত্যান্ কামরূপী বনৌকসঃ।
হন্তি হ্যস্মৈ নমস্যামঃ শর্ম্মণে চাত্মনো গবাং॥ ৩২॥

অন্বয়ঃ।

অহো (আশ্চর্য্যং) পশ্যত অসৌ শৈলঃ রূপী প্রত্যক্ষস্বরূপঃ সন্ নঃ অস্মান্ প্রতি অনুগ্রহং ব্যধাৎ। এষঃ গিরিঃ কামরূপী যথেষ্টরূপগ্রহণসমর্থঃ; অবজানতঃ অবজ্ঞাং কুর্ব্বাণান্ বনৌকসঃ মর্ত্ত্যান্ মনুষ্যান্ (সিংহব্যাঘ্রসর্পাদিরূপেণ) হন্তি; হি (যস্মাদেবং তস্মাৎ) আত্মনঃ গবাং চ শর্ম্মণে ক্ষেমায়, অস্মৈ গোবর্দ্ধনদেবায় নমস্যামঃ (ইতি বদন্) ব্রজজনৈঃ সহ (শ্রীকৃষ্ণঃ) আত্মনা স্বয়মেব তস্মৈ গৃহীতাভিনবস্বরূপায় আত্মনে নমশ্চক্রে ইতি দ্বয়োরন্বয়ঃ। আত্মনে ইত্যাকারলোপ আর্ষঃ॥ ৩২॥

শ্রীধরস্বামী।

তস্মৈ আত্মনে আত্মনা স্বয়ং ব্রজজনৈঃ সহ নমশ্চক্রে। অহো ইতি সার্দ্ধশ্লোকং পঠন্॥ ৩২॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ততশ্চ তস্মৈ আত্মনে আত্মনা দেহেন স্বয়ং ব্রজজনৈঃ সহ নমশ্চক্রে। আত্মনে ইত্যাকারলোপ আর্ষঃ। অহো ইতি সার্দ্ধশ্লোকং পঠন্॥

কামরূপী সর্পাদিরূপঃ। হি তস্মাৎ॥ ৩২॥

এদিকে কৃষ্ণকলেবরে গোপগণের সহিত একত্র অবস্থান করত গোপগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, অহো কি আশ্চর্য্য! ঐ দেখ! গিরি গোবর্দ্ধন আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া, বিগ্রহ ধারণে প্রত্যক্ষ হইয়াছেন। এই গিরি কামরূপী; যেমন ইচ্ছা বিগ্রহ ধারণ করিতে পারেন; যে সমস্ত বনবাসী মানব ইহাঁকে অবমাননা করে, ইনি সিংহ, ব্যাঘ্র ও সর্পাদিরূপে তাহাদের নিধন করিয়া থাকেন। অতএব গোসমূহের ও নিজেদের যদি মঙ্গলকামনা থাকে, তবে এস! আমরা সকলে ইহাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করি; এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল ব্রজবাসীর সহিত আপনি আপনার গৃহীত নবরূপে প্রণাম করিলেন॥ ৩২॥

আভাস।

থেব তস্যথ। শিবশ্চ বো ভবিষ্যামি মন্তক্তানাং বনে বনে॥ রংস্যেঽহং সহ যুষ্মাভি র্যথা বিদিগুত তথা। চেযে মে প্রথিতা গোপা নন্দগোপ-পুরোগমাঃ। এষাং প্রীতঃ প্রযচ্ছামি [illegible] বিপুলং ধনং। পর্য্যাপ্নুবন্তু বিপ্রা মাং গাবো বৎস সমাকুলাঃ। এবং মম

ইত্যদ্রিগোদ্বিজমখং বাসুদেবপ্রচোদিতাঃ।
যথা বিধায় তে গোপাঃ সহকৃষ্ণা ব্রজং যযুঃ ॥ ৩৩ ॥

॥*॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ইন্দ্রমখভঙ্গশ্চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ২৪ ॥ * ॥

অন্বয়ঃ।

ইতি এবং বাসুদেব-প্রচোদিতাঃ (কৃষ্ণেন প্রণোদিতাঃ) তে গোপাঃ অদ্রিগোদ্বিজমখং যথা যথাবদ্ বিধায় সহকৃষ্ণাঃ কৃষ্ণেন সহিতাঃ ব্রজং যযুঃ গতাঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি দশমে শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃতান্বয়ে চতুর্ব্বিংশঃ।

শ্রীধরস্বামী।

কামরূপী সর্পাদিরূপঃ তস্মৈ অদ্রয়ে শর্ম্মণে ক্ষেমায়। কর্ম্মৈবালং প্রাক্ স্বভাবো গুণো বা কর্ম্মাঙ্গং বা তদ্বশো বা মহেশঃ। বার্ত্তা কর্ত্রী' দেবতেতীয়মুক্তা দেবক্ষোভেষন্মতী নস্তদভীষ্টা ॥ ৩৩ ॥

॥ * ॥ ইতি দশমে চতুর্ব্বিংশঃ ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যন্নিরীশ্বরমীমাংসাসাঙ্খ্যায়োক্তররীকৃতিস্তদিন্দ্রমখভঙ্গার্থং নতু তে সম্মতে সতাং। যথাহুঃ শ্রীস্বামিচরণাঃ। কর্ম্মৈবালং প্রাক্ স্বভাবো গুণো বা কর্ম্মাঙ্গং বা তদ্বশো বা মহেশঃ। বার্ত্তা কর্ত্রী দেবতেতীয়মুক্তা দেবক্ষোভেষন্মতী নস্তদভীষ্টা ॥ ৩৩ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
চতুর্ব্বিংশোঽত্র দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

এই প্রকারে বাসুদেবের উপদেশে প্রণিহিতমনা হইয়া গোপগণ অদ্রি, গো ও ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে যথাবিধি যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক কৃষ্ণ-সমাভিব্যাহারে ব্রজে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ৩৩ ॥

ইতি দশমে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

আভাস।

পরা প্রীতি র্ভবিষ্যতি ন সংশয় ইতি ॥ হে গোপগণ! যদি তোমাদের স্ব স্ব গোধনের প্রতি দয়া থাকে, তবে অদ্য হইতে আমার উদ্দেশে প্রতি বৎসর যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর! কারণ আমার প্রসাদেই তোমাদের গাভীকুল নিরোগী থাকিবে এবং তোমরা যাবতীয় শুভফল লাভ করিবে। যদি তোমাদের জীবিকোপায় গাভী সুস্থশরীর থাকে, এবং তোমাদের প্রধান দেবতা আমি যদি প্রসন্ন থাকি, তবে আর তোমাদের মঙ্গলের অভাব নাই। আমার কৃপায় মদীয় ভক্তগণের বনও সুবর্ণময় অট্টালিকা বলিয়া প্রতীত হয়। আমি

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ॥

ইন্দ্রস্তদাত্মনঃ পূজাং বিজ্ঞায় বিহতাং নৃপ।
গোপেভ্যঃ কৃষ্ণনাথেভ্যো নন্দাদিভ্যশ্চুকোপ হ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ। হে নৃপ! ইন্দ্রঃ দেবরাজঃ আত্মনঃ পূজাং (গোপৈঃ) বিহতাং ত্যক্তাং বিজ্ঞায় কৃষ্ণনাথেভ্যঃ (কৃষ্ণঃ নাথো রক্ষকঃ যেষাং তেভ্যঃ) নন্দাদিভ্যঃ গোপেভ্যঃ চুকোপ হ। ১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

পঞ্চবিংশে কৃষা শক্রে ব্রজনাশায় বর্ষতি।
উদ্ধৃত্য গিরিমাসারাদরক্ষৎ গোকুলং প্রভুঃ ॥ * ॥

কৃষ্ণো নাথো যেষাং তেভ্যঃ ॥ ১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পঞ্চবিংশে সকোপোক্তাবিন্দ্রে নাশায় বর্ষতি।
ব্রজস্য রক্ষামকরোদুদ্ধৃত্যাচলমচ্যুতঃ। * ॥

কৃষ্ণনাথেভ্যোঽপি চুকোপেতি ইন্দ্রস্য মৌঢ্যং তৎকোপস্য চ বৈফল্যং প্রথমত এব দর্শিতং ॥ ১ ॥

শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! দেবরাজ ইন্দ্র গোপগণ কর্ত্তৃক স্বীয় যজ্ঞ পরিত্যক্ত হইয়াছে দেখিয়া, সেই কৃষ্ণপ্রাণ গোপগণের প্রতি নিতান্তই বিরক্ত হইলেন ॥ ১ ॥

আভাস।

যেমন যাবতীয় শুভ সম্পাদন পূর্ব্বক এখানে তোমাদের সহিত একত্র বিহার করিতেছি, স্বর্গে গমন করিলেও আমি সেখানে তোমাদের সহায় হইয়া একত্র বিহার করিব। অদ্য তোমাদের ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া বিপুল ধন তোমাদিগকে প্রদান করিব। তোমরা আর কেহ নিঃস্ব থাকিবে না। গাভী, বৎস ও বিপ্রগণে পরিবৃত হইয়া আমাকে প্রদক্ষিণ কর! তাহাতেই আমার পরম প্রীতি জন্মিবে; সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে পিতৃস্থানীয় নন্দাদিরও যে প্রণাম গ্রহণ করিলেন, তাহাতে কোন বৈষম্য ঘটে নাই। কারণ তিনি কৃষ্ণরূপে তাঁহাদের নিকটই উপস্থিত ছিলেন, নারায়ণমূর্ত্তিতে পর্ব্বতোপরি সমাসীন; ইহাই তোষণীকারের তাৎপর্য্য ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

ইতি দশমে চতুর্ব্বিংশ ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায়ে ক্রোধ বশতঃ ইন্দ্র কর্ত্তৃক ব্রজ-বিনাশার্থ বারিবর্ষন এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গিরিধারণ পুরঃসর গোকুলরক্ষা বর্ণিত হইয়াছে ॥

গণং সম্বর্ত্তকং নাম মেঘানাঞ্চান্তকারিণাং।
ইন্দ্রঃ প্রাচোদয়ং ক্রুদ্ধো বাক্যঞ্চাহেশমান্যুত ॥ ২ ॥
অহো শ্রীমদমাহাত্ম্যং গোপানাং কাননৌকসাং।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য যে চক্রুর্দেবহেলনং ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।

ঈশমানী ইন্দ্রঃ উত ক্রুদ্ধঃ সন্ অন্তকারিণাং মেঘানাং সম্বর্ত্তকং (সম্বর্ত্তঃ প্রলয়ঃ তৎকর্ত্তারং) নাম গণং প্রাচোদয়ৎ ব্রজনাশার্থং প্রেষয়ামাস বাক্যং চ আহ যথা ॥ ২ ॥

মর্ত্ত্যং মানবদেহধারিণং কৃষ্ণং উপাশ্রিত্য যে দেবহেলনং চক্রুঃ তেষাং কাননৌকসাং বনবাসিনাং, গোপানাং শ্রীমদমাহাত্ম্যং অহো আশ্চর্য্যং পশ্যত ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ক্রুদ্ধঃ সন্ ইন্দ্রঃ সম্বর্ত্তকং নাম সম্বর্ত্তঃ প্রলয়ঃ তৎকর্ত্তারং মেঘানাং প্রসিদ্ধং গণং প্রাচোদয়ৎ প্রেষয়ামাস। ননু কথং কৃষ্ণনাথানাং ঘাতে প্রবৃত্ত ইত্যাশঙ্ক্য আত্মসম্ভাবনয়া নিরস্তবিবেকত্বাদিত্যাশয়েনাহ বাক্যঞ্চাহেত্যাদি পঞ্চভিঃ ঈশমানী অহমেবেশ্বর ইতি গর্ব্ববান্ ॥ ২ ॥

দেবহেলনং দেবস্য মমাবজ্ঞাং ॥ ৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কোপং বিবৃণোতি গণমিতি। সংবর্ত্তঃ প্রলয় স্তৎকর্ত্তারং মেঘানাং গণং চকারাদাবহ-প্রবহাদিসাংবর্ত্তকবাতগণঞ্চ প্রাচোদয়ৎ প্রেষয়ামাস। ঈশমানী অহমেবেশ্বর ইতি গর্ব্ববান্ ॥ ২ ॥

শ্রীশ্চ মদোহর্ষশ্চ মাহাত্ম্যঞ্চ তেষাং দ্বন্দ্বৈক্যং। মর্ত্ত্যং মর্ত্তেভ্যো হিতং। দেবস্য মম দুষ্টস্য হেলনমিতি সরস্বত্যর্থো বাস্তবঃ ॥ ৩ ॥

অভিমানী অমরেন্দ্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া সম্বর্ত্তক নামে প্রলয়কারী মেঘগণকে আহ্বান পূর্ব্বক ব্রজবিনাশার্থ প্রেরণ করিলেন এবং বলিলেন ॥২॥

নররূপী মর্ত্ত্য শ্রীকৃষ্ণকে সহায় করিয়া যে সকল গোপবৃন্দ আমার ন্যায় দেবতারও হেলন করিয়াছিল, তাদৃশ বনবাসী গোপকুলের কি অনুপম ঐশ্বর্য্যমদ ও আধিপত্য অবলোকন কর! ॥ ৩ ॥

আভাস।

বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে জীবের চিত্তশুদ্ধি হয় এবং আত্মানুসন্ধান পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে মুক্ত হয়। যাঁহারা ঐ কর্ম্মকলাপকে কেবল মুক্তির একমাত্র সোপান জ্ঞানে জ্ঞানচর্চ্চায় বিশেষ যত্নবান্ না হন, তাঁহারা কখন মোক্ষলাভে অধিকারী হন না। কারণ একের জ্ঞানে যখন অন্যের প্রাপ্তি সম্ভব নহে, তখন কর্ম্মের

যথাদৃঢ়ৈঃ কর্ম্মময়ৈঃ ক্রতুভির্নাম নৌনিভৈঃ।
বিদ্যামান্বীক্ষিকীং হিত্বা তিতীর্ষন্তি ভবার্ণবং ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।

যথা আন্বীক্ষিকীং আত্মানুসন্ধানরূপাং বিদ্যাং হিত্বা নামনৌনিভৈঃ (নামমাত্রেণ অক্ষয্যং হবৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতীত্যর্থ-বাদমাত্রেণ এব নৌনিভৈঃ সংসারতারকত্বেন শ্রুতে র্ন তু বস্তুত স্তেষাং তারকত্বং) অদৃঢ়ৈঃ অসমর্থৈঃ নশ্বরৈঃ কর্ম্মময়ৈঃ ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্যৈঃ ক্রতুভিঃ (এব কেচিৎ) ভবার্ণবং যথা তিতীর্ষন্তি তর্ত্তুমিচ্ছন্তি ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অদৃঢ়ৈঃ অসমর্থৈঃ কর্ম্মময়ৈঃ ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্যৈঃ অতএব নামনৌনিভৈঃ নামমাত্রেণ বা নাব ইতি ব্যবহ্রিয়ন্তে তৎসদৃশৈঃ আন্বীক্ষিকীং আত্মানুস্মৃতিরূপাং ॥ ৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অদৃঢ়ৈঃ অসমর্থৈঃ কর্ম্মময়ৈঃ কেবলকর্ম্মপ্রচুরৈরতএব নাম্নৈব নৌতুল্যৈ র্ন তু বস্তুতঃ। আন্বীক্ষিকীমাত্মানুসন্ধানরূপাং বস্তুতশ্চ কর্ম্মময়ৈঃ ক্রতুভিঃ সহ আন্বীক্ষিকীং হিত্বা অবজ্ঞয়া ত্যক্ত্বা কৃষ্ণমাশ্রিতেভ্যৈব বৈষ্ণবা যথা ভবার্ণবং তিতীর্ষন্তীতি কৃষ্ণাশ্রয়ণমাত্রেণৈব ভবার্ণবস্য গোষ্পদসম্পদ্বে জাতে তত্তরণার্থপ্রযত্নানৌচিত্যাৎ। তেষাং তিতীর্ষামাত্রমিতি ॥ ৪ ॥

অহো! সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ মানবগণ আত্মানুসন্ধানরূপ পরমজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া, কেবল নামমাত্রে পারে যাইবার উপায়ভূত নৌকা, কিন্তু কার্য্যে অতি সামান্য ক্রিয়ানিষ্পন্ন অকিঞ্চিৎকর যাগযজ্ঞের দ্বারা ভব-জলধি তরণে যেমন বাসনা করে ॥ ৪ ॥

আভাস।

জ্ঞানে অকর্ম্মস্বরূপ ব্রহ্মস্বরূপের প্রাপ্তি কিরূপে ঘটিতে পারে? শ্রুতিও বলিয়াছেন, "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" কর্ম্ম, প্রজা বা ধনাদির দ্বারা কখন অমৃতত্ব লাভ হয় না। ত্যাগই অমৃতত্ব লাভের এক মাত্র উপায়। "পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং বিরাজতে যৎ যতয়ো বিশন্তি", স্বর্গের অতীত কিন্তু বুদ্ধিতত্ত্বের গুহায় অবস্থিত যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাহা বাহ্যবৃত্তিবিশিষ্ট কর্ম্মিগণ কখন উপলব্ধি করিতে পারে না। বিষয়াসক্তিশূন্য নির্ম্মলচেতা যতিগণই সেই পরমপদে মিলিত হইয়া থাকেন। অতএব মুক্তিপ্রার্থনায় আত্মজ্ঞান পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান পরিহারে কর্ম্মের উপাসনা করায়, যেমন জীবের উদ্দেশ্য সাধনের আশা থাকে না, সেইরূপ পুরন্দরের পূজা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মানবরূপধারী শ্রীকৃষ্ণের গৌরব করাও সুখাভিলাষী গোপগণের কেবল মূর্খতার পরিচয় মাত্র বলিয়া নৃপরাজ প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

এই শ্লোকের সাধারণ শব্দার্থে শ্রীকৃষ্ণের নিন্দাবাদের পরিচয় থাকিলেও ভক্ত টীকাকার-

বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনং।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ং ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।

এবং বাচালং বহুভাষিণং বালিশং শিশুং, স্তব্ধং অনম্রং, অজ্ঞং মূর্খং, পণ্ডিতমানিনং পণ্ডিতম্মন্যং মর্ত্ত্যং মরণধর্ম্মশীলং, কৃষ্ণং উপাশ্রিত্য সুখার্থং গোপাঃ মে (দেবস্য) অপ্রিয়ং অপমানং চক্রুঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বাচালং বহুভাষিণং শিশুং পণ্ডিতমানিনং পণ্ডিতম্মন্যং অতস্তব্ধং অবিনীতং ইতি নিন্দায়াং যোজিতাপীন্দ্রস্য ভারতী শ্রীকৃষ্ণং স্তৌতি। তথাহি বাচালং শাস্ত্রযোনিং এবমপি বালিশং শিশুবন্নিরভিমানং। স্তব্ধং অন্যস্য বন্দ্যস্যাভাবাৎ অনম্রং। অজ্ঞং নাস্তি জ্ঞো যস্মাত্তং সর্ব্বজ্ঞমিত্যর্থঃ। পণ্ডিতমানিনং ব্রহ্মবিদাং বহুমাননীয়ং কৃষ্ণং সদানন্দরূপং ব্রহ্ম। মর্ত্ত্যং তথাপি ভক্তবাৎসল্যান্মনুষ্যতয়া প্রতীয়মানমিতি ॥ ৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বাচালং মীমাংসাসাংখ্যানভিমতবিরুদ্ধবহুভাষিণং। বালিশং মূর্খং অনধীততত্তচ্ছাস্ত্রত্বাদিতি ভাবঃ। স্তব্ধং স্বপিতুরগ্রেঽপ্যভিধার্ষ্ট্যাদ্দুর্বিনীতং। অজ্ঞং নিত্যগোচারণাৎ কিমপ্যজানন্তং অথ চ পণ্ডিতম্মন্যং মর্ত্ত্যং মনুষ্যমাশ্রিত্য মে দেবস্যাপ্রিয়ং চক্রুঃ বস্ত্বর্থস্য বাচয়া সরস্বত্যা অলঙ্কৃতো বালিশো মূর্খোঽপি যস্মাত্তং। বাচা শব্দষ্টাবন্তোঽয়ং স্তব্ধং বন্দ্যস্যান্যস্যাভাবাদনম্রং। নাস্তি জ্ঞো যস্মাত্তং পণ্ডিতকর্ত্তৃকো মান আদরো বর্ত্ততে যস্য তং ॥ ৫ ॥

সেইরূপ এই গোপগণ সুখের প্রত্যাশায় আমার ন্যায় দেবতার অপমান করিয়া, নিতান্ত উদ্ধতস্বভাব অনভিজ্ঞ অথচ পণ্ডিতাভিমানী একটী বাচাল ও বালক কৃষ্ণকে আপনাদের আশ্রয় ও রক্ষকরূপে গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু জানে না! যে, সেই কৃষ্ণকেও আবার তাহাদের ন্যায় যম-সদনে গমন করিতে হইবে। ৪ ॥

আভাস।

গণ ভগবন্নিন্দাবাক্যকেও স্তুতিসঙ্গত অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা; বাচালং অর্থাৎ বাচয়া বাণীস্বরূপা সরস্বতী যাঁহার জিহ্বাগ্রে স্থান পাইয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন। কিম্বা শব্দস্বরূপ বেদের যিনি উৎপত্তিস্থান; উত্তরমীমাংসায় উক্ত হইয়াছে; "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"। বালিশং অর্থাৎ শিশুর ন্যায় যিনি নিরভিমানী; স্তব্ধং" অর্থাৎ উদ্গ্রীব হইয়া সর্ব্বত্র পরিদর্শন করিলে ঈশ্বর, দেবতা ও পতিশব্দবাচ্য যত লোকপালাদি দেখিতে পাওয়া যায়, সকলের শীর্ষস্থানে অত্যুচ্চ আসনে উপবিষ্ট; ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, দেবের

এষাং শ্রিয়াবলিপ্তানাং কৃষ্ণেন ধ্বাপিতাত্মনাং।
ধুনুত শ্রীমদস্তম্ভং পশূন্নয়ত সংক্ষয়ং ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রিয়া সম্পদা অবলিপ্তানাং গর্ব্বিতানাং, কৃষ্ণেন ধ্বাপিতাত্মনাং (ধ্বাপিতাঃ সম্বর্দ্ধিতাঃ আত্মানঃ মনাংসি যেষাং তেষাং গোপানাং) এষাং শ্রীমদস্তম্ভং ধনগর্ব্বং ধুনুত অপনয়ত; পশূন্ সংক্ষয়ং নয়ত ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অবলিপ্তানাং মত্তানাং ধ্বাপিতাত্মনাং বৃংহিতদেহানাং ধুনুত অপনয়ত শ্রীমদেন যঃ স্তম্ভো গর্ব্ব স্তং ॥ ৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অবলিপ্তানাং মত্তানাং যতঃ কৃষ্ণেন ধ্বাপিতঃ সতেজস্কীকৃত আত্মা মনো যেষাং বস্তুতশ্চ শ্রিয়া চন্দনচর্চ্চয়েব অবলিপ্তানাং লিপ্তাঙ্গানাং শ্রীমান্ যঃ খলুস্তম্ভঃ জাড্যাভাবস্তং ধুনুত দূরীকুরুত। তেন তথা বর্ষত যথা তেষাং শীতজনিতস্তম্ভঔষ্ণ্যনিবর্ত্তকো ভবেদিত্যর্থঃ। তথা পশূন্ ধুনুত শীতেন কম্পয়ত। ততশ্চ কৃষ্ণেন গোবর্দ্ধনে উদ্ধৃতে সতি সংক্ষয়ং সমাড্ভিবাসং ভক্তলং নয়ত। অতিসুখদগোবর্দ্ধনতলনিবাসং প্রতিনয়নে যূয়মেব কারণীভবতেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

ইহারা ঐশ্বর্য্যমদে নিতান্তই গর্ব্বিত এবং কৃষ্ণও ইহাদের অহঙ্কার অতিশয় বাড়াইয়াছেন; অতএব তোমরা সত্বর তথায় উপস্থিত হইয়া, তাহাদের পশুকুল ধ্বংস কর ও ধনগর্ব্ব অপনোদিত কর! ॥ ৬ ॥

আভাস।

দেব ও পতির পতিরূপে এক বাসুদেবকেই নিরীক্ষণ করা যায়। তাঁহার ন্যায়, প্রণাম ও বন্দনের উপযুক্ত পাত্র অন্য কাহাকেও নয়নগোচর হয় না। "অজ্ঞং" অর্থাৎ কৃষ্ণের অপেক্ষা "জ্ঞ" জ্ঞানবান্ অন্য কেহই নাই; তিনিই সর্ব্বজ্ঞ। "পণ্ডিতমানিনং" অর্থাৎ মাননীয় ব্রহ্মবাদিগণ একবাক্যে সদানন্দময় পরমব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই সম্মান করিয়া থাকেন। "মর্ত্ত্যং" অর্থাৎ যিনি অজ, শাশ্বত ও পুরাণ পুরুষ, তিনিও ভক্তবাৎসল্য বশত মর্ত্ত্য মানবরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৫ ॥

ব্রজবাসী সকল চন্দনাদি লেপনে বিশেষ শ্রীযুক্ত পরিদৃষ্ট হইতেছে; অতএব তাঁহাদের সংসার-তাপ নিবারণার্থ বারিবর্ষণ প্রয়োজন এবং অনন্ত দুঃখ হইতে ভগবান্ যে অন্তে নিস্তার করিবেন, তাহার পরিচয়ার্থ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের তলে ভগবান্ যে স্বয়ং রক্ষা করেন, তাহার প্রদর্শন করান কর্ত্তব্য, এই অভিপ্রায়ে ইন্দ্র তাদৃশ বাতবর্ষাদির আয়োজন করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

অহঞ্চৈরাবতং নাগমারুহ্যানুব্রজে ব্রজং।
মরুদ্গণৈর্মহাবেগৈ র্নন্দগোষ্ঠজিঘাংসয়া ॥ ৭ ॥
শ্রীশুক উবাচ ॥
ইত্থং মঘবতাজ্ঞপ্তা মেঘা নির্ম্মুক্তবন্ধনাঃ।
নন্দগোকুলমাসারৈঃ পীড়য়ামাসু রোজসা ॥ ৮ ॥
বিদ্যোতমানা বিদ্যুদ্ভিঃ স্তনন্তঃ স্তনয়িত্নুভিঃ।

অন্বয়ঃ।

অহং চ মহাবেগৈঃ মহাবীর্য্যৈঃ মরুদ্গণৈঃ সহ ঐরাবতং নাগং অরুহ্য নন্দগোষ্ঠজিঘাংসয়া ব্রজং অনুব্রজে যুষ্মৎ পৃষ্ঠত এব গমিষ্যামি ॥ ৭ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ। মঘবতা ইন্দ্রেণ ইত্থং আজ্ঞপ্তাঃ অতঃ নির্ম্মুক্তবন্ধনাঃ (নির্ম্মুক্তং বন্ধনং যেষাং তথাভূতাঃ) মেঘাঃ নন্দগোকুলং (আসাদ্য) ওজসা বলেন, আসারৈঃ জলধারাসম্পাতৈঃ পীড়য়ামাসুঃ ॥ ৮ ॥

বিদ্যুদ্ভিঃ বিদ্যোতমানাঃ স্তনয়িত্নুভিঃ অশনিভিঃ, স্তনন্তঃ গর্জ্জন্তঃ, তীব্রৈঃ মহাবেগৈঃ,

শ্রীধরস্বামী।

বিজ্ঞাতস্তান্ প্রত্যাহ অহঞ্চেতি। অনুব্রজে অনন্তরমেব গমিষ্যামি মরুদ্গণৈর্দেবগণৈঃ সহ ॥ ৭ ॥

মঘবতা ইন্দ্রেণ নির্ম্মুক্তং বন্ধনং যেষাং তে প্রলয়াভিপ্রায়েণ যে বদ্ধা আসন্ তে তদা নির্ম্মুক্তবন্ধনাঃ সন্তঃ আসারৈ র্ধারাসম্পাতৈঃ পীড়য়ামাসুঃ ॥ ৮ ॥

স্তনয়িত্নুভি রশনিভি স্তনন্তো গর্জন্তঃ। মরুদ্গণৈঃ আবহপ্রবহাদিবায়ুসমূহৈঃ। মুহুঃ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিজ্ঞাতস্তান্ প্রত্যাহ অহঞ্চ অনুব্রজামি জিঘাংসয়া জিগমিষয়েতি বস্তুতঃ ॥ ৭ ॥

নির্ম্মুক্তবন্ধনা ইতি যে খল্বেকার্ণবীকরণপটবঃ প্রলয়কাল এব নির্ম্মুচ্যন্তে। তেঽপি মেঘা কোপেন লুপ্তবিবেকত্বাদপরিণামদর্শিনেন্দ্রেণ নোচিতাঃ ॥ ৮ ॥

স্তনয়িত্নুভি রশনিভিঃ স্তনন্তঃ গর্জ্জন্তঃ। মরুদ্গণৈঃ সহ আবহপ্রবহাদ্যৈঃ মুহুঃ শ্চালিতা

আমিও মহাবীর্য্য মরুদ্গণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঐরাবত গজে আরোহণ পূর্ব্বক নন্দগোষ্ঠ বিনাশার্থ তোমাদের অনুগমন করিতেছি ॥ ৭ ॥

শুকদেব বলিলেন, বন্ধনমুক্ত হইয়া প্রলয়কারী জলদগণ ইন্দ্রের আজ্ঞায় প্রশ্রয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ নন্দরাজের ব্রজাভিমুখে অগ্রসর হইল এবং প্রবল বর্ষাধারায় গোকুল নিপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৮ ॥

মেঘগণ বিদ্যুৎপ্রকাশদ্বারা আত্মস্বরূপের প্রকাশ করত এবং অশনি

তীব্রৈর্মরুদ্গণৈর্ম্মুক্তা বর্ষুর্জলশর্করাঃ ॥ ৯ ॥
স্থূণাস্থূলা বর্ষধারা মুঞ্চৎস্বভ্রেষ্বভীক্ষ্ণশঃ।
জলৌঘৈঃ প্লাব্যমানা ভূর্নাদৃশ্যত নতোন্নতং ॥ ১০ ॥
অত্যাসারাতিবাতেন পশবো জাতবেপনাঃ।
গোপা গোপ্যশ্চ শীতার্ত্তা গোবিন্দং শরণং যযুঃ ॥ ১১ ॥
শিরঃ সুতাংশ্চ কায়েন প্রাচ্ছাদ্যাসারপীড়িতাঃ।

অন্বয়ঃ।

মরুদ্গণৈঃ মুক্তাঃ প্রেরিতাঃ সন্তঃ জলশর্করাঃ জলোপলান্ ববর্ষুঃ ॥ ৯ ॥

অভীক্ষ্ণশঃ পুনঃ পুনঃ স্থূণাস্থূলাঃ (স্থূণাবৎ স্তম্ভবৎ স্থূলাঃ) বর্ষধারাঃ অভ্রেষু মেঘেষু মুঞ্চৎসু সৎসু জলৌঘৈঃ (জলস্য ওঘৈঃ প্রবাহৈঃ প্লাব্যমানা সতী ভূঃ নতোন্নতং (যথা ভবতি তথা) ন অদৃশ্যত ॥ ১০ ॥

পশবঃ গোপাঃ গোপ্যঃ চ অত্যাসারাতিবাতেন শীতার্ত্তাঃ জাতবেপনাঃ জাতকম্পাঃ সন্তঃ গোবিন্দং শরণং যযুঃ ॥ ১১ ॥

আসারপীড়িতাঃ অতঃ বেপমানাঃ তে কায়েন শিরঃ সুতাংশ্চ প্রাচ্ছাদ্য ভগবতঃ

শ্রীধরস্বামী।

প্রেরিতাঃ জলশর্করাঃ জলোপলান্ ॥ ৯ ॥

স্থূণাবৎ স্থূলাঃ অভ্রেষু মুঞ্চৎসু সৎসু নতোন্নতং নতং নিম্নং উন্নতং তদ্বিপরীতং যথা ভবতি তথা ভূর্নাদৃশ্যত ॥ ১০ ॥

জাতবেপনা জাতকম্পাঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

জলশর্করা জলোপলান্ ববর্ষুঃ ॥ ৯ ॥

স্থূণাস্তম্ভেঽপি বেশ্মনি ইত্যমরঃ। স্থূণাবৎ স্থূলা অভ্রেষু বর্ষৎসু প্লাব্যমানা ভূরভূৎ। ততশ্চ নতোন্নতং স্থলং নাদৃশ্যত ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

ধ্বনিতে গর্জ্জন করত তীব্র মরুদ্গণের প্রবাহে তথায় প্রেরিত হইয়া, প্রচণ্ড বেগে বারি ও শিলা বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

এই প্রকারে মেঘগণ অতি তীব্রভাবে স্থূলতর বর্ষাধারা বর্ষণ করিলে, জলপ্রবাহে ধরণী এমনই জলমগ্না হইয়া গেল যে, নিম্ন বা উচ্চ স্থান কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হইল না ॥ ১০ ॥

পশুসমূহ, গোপ ও গোপীগণ তাদৃশ বারিধারায় ও বায়ুর প্রবাহে এতই শীতার্ত্ত হইল যে, কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া তাহারা গোবিন্দের শরণাপন্ন হইল ॥ ১১ ॥

বেপমানা ভগবতঃ পাদমূলমুপাযযুঃ ॥ ১২ ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ ত্বন্নাথং গোকুলং প্রভো।
ত্রাতুমর্হসি দেবান্নঃ কুপিতাদ্ভক্তবৎসল ॥ ১৩ ॥
শিলাবর্ষাতিঘাতেন হন্যমানমচেতনং।
নিরীক্ষ্য ভগবান্ মেনে কুপিতেন্দ্রকৃতং হরিঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণস্য পাদমূলং উপাযযুঃ ॥ ১২ ॥

হে মহাভাগ কৃষ্ণ! হে ভক্তবৎসল প্রভো কৃষ্ণ ত্বন্নাথং গোকুলং গবাং কুলং সমূহং নঃ অস্মান্ চ কুপিতাৎ দেবাৎ ইন্দ্রাৎ ত্রাতুং রক্ষিতুং অর্হসি ॥ ১৩ ॥

শিলাবর্ষাতিঘাতেন [শিলাবর্ষস্য অতিঘাতেন নিষ্ঠুরপাতেন] হন্যমানং অতএব অচেতনং জড়ীকৃতং [গোকুলং] নিরীক্ষ্য ভগবান্ হরিঃ আশ্রিতজনদুঃখহর্ত্তা কৃষ্ণঃ কুপিতেন্দ্রকৃতং [কুপিতেন্দ্রেণ কৃতং উপদ্রবং] মেনে ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তত্র পশূনাং যানং বিশিনষ্টি শির ইতি ॥ ১২ ॥

গোপগোপীপ্রার্থনামাহ কৃষ্ণকৃষ্ণেতি। ত্বমেব নাথো যস্য তৎ গোকুলং গবাং কুলং বংশং নোঽস্মাংশ্চ দেবাৎ ইন্দ্রাৎ ত্রাতুং রক্ষিতুমর্হসি ॥ ১৩ ॥

বিজ্ঞাপনাৎ পূর্ব্বমেব কুপিতেনেন্দ্রেণ কৃতং তদ্বর্ষং মেনে ॥ ১৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শিরাংসিচ স্বতা বৎসাংশ্চ তান্ কায়েনৈবাচ্ছাদ্য ॥ ১২ ॥

অনেন সর্ব্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথেতি গর্গোক্তিমনুস্মৃত্য এতাদৃশমহাবিপত্তৌ শ্রীনারায়ণ এব কৃষ্ণমাবিশ্যাস্মান্ রক্ষতীতি বিশ্বস্তা গোপাঃ প্রার্থয়ন্তে। কৃষ্ণেতি দেবাদিত্রাৎ ॥ ১৩ ॥

কুপিতেনেন্দ্রেণ কৃতং তদ্বর্ষং বিজ্ঞাপনাৎ পূর্ব্বমেব মেনে ভগবন্নিত্যপার্ষদানামপি তত্তৎ কষ্টং লীলাশক্ত্যৈব প্রেমানন্দরসস্যোৎকর্ষেণাস্বাদনার্থমুপস্থাপিতং লোভবতাং বুভুক্ষূণাং

জলধারায় নিতান্ত নিপীড়িত ও কম্পিত-কলেবরে গোপও গাভীগণ বক্ষভাবে স্বীয় মস্তক ও শিশু কুমারগণকে নিজ নিজ বক্ষদেশে স্বশরীর দ্বারা আবরণ করত, অতি কষ্টে কৃষ্ণ সন্নিধানে উপস্থিত হইল ॥ ১২ ॥

এবং গোবিন্দকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, হে মহাভাগ কৃষ্ণ! হে ভক্তবৎসল প্রভো শ্রীকৃষ্ণ! আমরা দেবেন্দ্রের কোপে নিপতিত হইয়াছি; আপনি আমাদিগকে ও এই গো সমূহকে এই বিপদ্ হইতে রক্ষা করুন! ॥ ১৩ ॥

গোকুলবাসী জনগণ ও গো সমূহকে তাদৃশ ভয়ঙ্কর বৃষ্টি ও শিলা-প্রপাতে

অপর্ত্বভ্যাত্মনং বর্ষমতিবাতং শিলাময়ং।
স্বযাগে বিহতেঽস্মাভিরিন্দ্রো নাশায় বর্ষতি ॥ ১৫ ॥
তত্র প্রতিবিধিং সম্যগাত্মযোগেন সাধয়ে।
লোকেশমানিনাং মৌঢ্যাদ্ধনিষ্যে শ্রীমদস্তমঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ

অস্মাভিঃ স্বযাগে, ইন্দ্রযাগে, বিহতে সতি ইন্দ্রঃ নাশায় [ব্রজনাশায়] অপর্তু [অপগতঃ ঋতুঃ যস্য তৎ] অত্যাত্মনং ভয়ঙ্করং অতিবাতং [অতিশয়িতো বাতো যস্মিন্ তৎ] শিলাময়ং বর্ষং বর্ষতি ॥ ১৫ ॥

তত্র এবং সতি আত্মযোগেন স্বসামর্থ্যেন সম্যক্ প্রতিবিধিং পীড়াপ্রতীকারং সাধয়ে সাধয়িষ্যামি; তথা মৌঢ্যাৎ লোকেশমানিনাং ইন্দ্রাদীনাং শ্রীমদং তমঃ হনিষ্যে হরিষ্যামি ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কথং মেনে তদাহ অপর্ত্বিতি অপগত ঋতুর্যস্য তদ্বর্ষং অতিশয়িতো বাতো যস্মিন্ তৎ শিলাময়ং শিলাপ্রচুরং। ১৫ ॥

তত্র প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বকং গোবর্দ্ধনোদ্ধরণমাহ তত্রেতি। প্রতিবিধিং প্রতিকারং স্বসামর্থ্যেন সাধয়িষ্যামি তেনচ মৌঢ্যাৎ লোকেশমানিনাং শ্রীমদলক্ষণং তমো হরিষ্যামি। বহুবচনেন বরুণাদীনভিপ্রেতি ॥ ১৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ক্ষুৎকষ্টমিব সুখোদর্কত্বাৎ সুখাত্মকমেবেতি জ্ঞেয়ং ॥ ১৪ ॥

কুপিতেন্দ্রকৃতং মত্বা স্বগতমুবাচ অপর্ত্বিতি পঞ্চকং ভগবানেবেত্যাহ। অপগত ঋতুর্যস্য তদ্বর্ষং শিলাময়ং শিলাপ্রচুরং ॥ ১৫ ॥

প্রতিবিধিং প্রতিকারং আত্মনো যোগেন যোগমায়য়া লোকেশমানিনাং শ্রীমদলক্ষণং তমো হরিষ্যামি। বহুবচনং বরুণাদীনপ্যভিপ্রেতি। ১৬ ॥

হতপ্রায়ও অচেতন নিরীক্ষণ করিয়া, আশ্রিত-জনের দুঃখ-হরণকারী ভগবান্ শ্রীহরি এ সমস্ত ক্রুদ্ধ ইন্দ্রের উপদ্রব বলিয়া মনে মনে বুঝিতে পারিলেন ॥ ১৪ ॥

তিনি বলিলেন, ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞ হইত, আমরা এবারে সে যজ্ঞের প্রতিবন্ধক করায়, দেবেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া এই অসময়ে দারুণ ঝড়, বৃষ্টি ও শিলাবর্ষণ করিতেছেন ॥ ১৫ ॥

অতএব এরূপ অবস্থায় নিজ সামর্থ্যের প্রকাশে এতাদৃশ উদ্বেগের প্রতিকার করা আমার কর্ত্তব্য; তাহা হইলে, বৃথা লোকপালাভিমানী ইন্দ্রাদিগণের ঐশ্বর্য্যজনিত অহঙ্কারেরও নিবারণ করা হয় ॥ ১৬ ॥

নহি সদ্ভাবযুক্তানাং সুরাণামীশবিস্ময়ঃ।
মত্তোঽসতাং মানভঙ্গঃ প্রশমায়োপকল্পতে ॥ ১৭ ॥
তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহং।

অন্বয়ঃ।

সদ্ভাবযুক্তানাং (পাঠান্তরে মদ্ভাবযুক্তানাং) সুরাণাং ঈশবিস্ময়ঃ হি ন (যুক্তঃ অতঃ) অসতাং তেষাং মত্তঃ মানভঙ্গঃ প্রশমায় সর্ব্বানর্থনিবৃত্তয়ে উপকল্পতে পর্য্যবস্যতি ॥ ১৭ ॥

তস্মাৎ অহং স্বাত্মযোগেন স্বসামর্থ্যেন, মচ্ছরণং (অহং এব শরণং রক্ষকো যস্য তৎ)

শ্রীধরস্বামী।

নন্থ দেবাঃ সাত্ত্বিকা স্তদ্ভক্তাঃ কুতস্তেষাং তমস্তত্রাহ নহীতি। সদ্ভাবঃ সত্ত্বং সদ্ভক্তির্ব্বা তদ্যুক্তানাং সুরাণামীশা বয়মিতি বিস্ময়ো গর্ব্বো হি যস্মান্ন ঘটতে অতোঽসন্তস্তে কিঞ্চ তেষাং মানভঙ্গোঽনুগ্রহ এবেত্যাহ মত্ত ইতি ॥ ১৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ন চৈবমিন্দ্রায়াভিক্ষোদীয়সেঽহংস্পর্দ্ধে কিন্তু তস্য মত্তক্তস্যোদ্ভূতং দোষমেব কুপয়ৈব চিকিৎসন্নস্মীত্যাহ ন হীতি সদ্ভাবঃ সত্ত্বং সদ্ভক্তির্ব্বা তদ্যুক্তানাং সুরাণামীশা বয়মিতি বিশিষ্টস্মরো গর্ব্বো হি যস্মান্ন ঘটেত তস্মাৎ সংপ্রত্যসন্মার্গে স্থিতত্বাদসতাং তেষাং মানস্যাদরস্য ভঙ্গ এব প্রশমায় গর্ব্বরোগস্যোপশান্ত্যৈ ॥ ১৭ ॥

কিঞ্চ যতস্তৎকৃতমিদমত্র সঙ্কটমুপস্থিতং তস্মাদেগাষ্ঠমেতদ্গোপায়ে। মম শরণং গৃহরূপং।

শুদ্ধান্তঃকরণাবিশিষ্ট ঈশ্বরপরায়ণ দেবতাগণের এরূপ ঐশ্বর্য্যাভিমান হওয়া কখনই সঙ্গত নহে; কিন্তু যখন তাঁহাদেরও এতাদৃশ অভিমান জন্মিয়াছে, তখন সে অভিমানের নিবৃত্তি পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার অনর্থ হইতে রক্ষা করাই আমার কর্ত্তব্য ॥ ১৭ ॥

এদিকে গোপগণ আমারই আশ্রিত, আমিই তাহাদের একমাত্র রক্ষক;

আভাস।

দেবেন্দ্রের দর্প খর্ব্ব করিয়া তাঁহাকে অপমানিত করাই যে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য তাহা নহে; সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন পুরন্দর। পালনকার্য্যে তিনি ভগবানের প্রতিভূ স্বরূপ; অতএব তাদৃশ শ্রেষ্ঠ অধিকারীতে এরূপ নিকৃষ্টভাবের অকস্মাৎ উদয় উচিত হয় নাই। ভগবান্ ভক্তবৎসল; প্রেমিক ভক্তকে শান্তি সহকারে আত্মস্বরূপ প্রদান করেন; অশান্ত ব্যক্তিকে তাহার তুষ্টমদাদি নিকৃষ্ট বৃত্তির নিপীড়নে আত্মস্বরূপ প্রদান করেন; অমরেশ্বরবোধে ইন্দ্রের হৃদয়ে যে অহঙ্কারের উদয় হইয়াছিল, আদরের ভঙ্গ হইলেই তাঁহার হৃদয় হইতে সেই অভিমানের নিবারণ হইবে এই অভিপ্রায়েই শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ যজ্ঞভঙ্গ ও গোবর্দ্ধনোদ্ধরণের অনুষ্ঠান প্রয়োজন হইয়াছিল। ১৭ ॥

গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ং মে ব্রত আহিতঃ ॥ ১৮ ॥
ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন কৃত্বা গোবর্দ্ধনাচলং।

অন্বয়ঃ।

মন্নাথং (অহমেব নাথঃ স্বামী যস্য তৎ) মৎপরিগ্রহং (ময়া স্বকীয়ত্বেন পরিগ্রহো যস্য তৎ মৎক্রীড়োপকরণভূতং) গোষ্ঠং গোপায়ে রক্ষয়ে সোঽয়ং ব্রতঃ মে ময়া আহিতঃ কৃতঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি উক্ত্বা বিষ্ণুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ বালকঃ ছত্রাকং (যথা অনায়াসেন ধরন্তি তথা) ইব গোবর্দ্ধনা-

শ্রীধরস্বামী।

গোপায়ে রক্ষয়িষ্যামি কিঞ্চ সোঽয়ং মে মমঃ ব্রতো নিয়মঃ সংকল্পো বা আহিতঃ ধৃত ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শরণং গৃহরক্ষিত্রোরিত্যনেকার্থবর্গঃ। গৃহস্যাস্যাহমেব নাথ ইত্যাহ মন্নাথং মম পরিগ্রহাঃ পিতৃভ্রাতৃপ্রেয়স্যাদয়ো যত্র তৎ। ন কেবলমস্মাদ্বৈব সঙ্কটাদ্গোপায়ে অপি তু সর্ব্বস্মাদপি সঙ্কটান্মহাপ্রলয়কালাদপীত্যাহ সপ্রসিদ্ধোঽয়ং ব্রতো নিয়মো মে ময়া আহিতো গৃহীতঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি স্বগতমুক্ত্বা একেন হস্তেনেতি বামেনৈব। যদুক্তং হরিবংশে। স ধৃতঃ সঙ্গতো মেঘৈ র্গিরিঃ সবোন পাণিনা। গৃহভাবং গত স্তত্র গৃহাকারেণ বর্চ্চসেতি। ছত্রাকং শিলীন্ধ্রমিব দধারেতি দিধীর্ষাসময়ে যোগমায়াশক্তয়া সংহারিক্যা শক্ত্যা তাবত্যপি বৃষ্টি-

---

মদীয় ক্রীড়ার উপকরণস্থানীয় তাদৃশ অনন্যশরণ ভক্তগণকে স্বীয় ঐশ্বর্য্য বিকাশে রক্ষা করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বিশেষত শরণাগত জনের রক্ষাবিধানই আমার প্রধান কর্ত্তব্য ও শ্রেষ্ঠ ব্রত ॥ ১৮ ॥

এইরূপ বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বালক যেমন ছত্রাক (ছাতিম) উত্তোলন

আভাস।

এই শ্লোকে "শরণং" শব্দে গৃহকে লক্ষ্য হইতেছে। অর্থাৎ যে গোষ্ঠ ও গোষ্ঠস্থিত গোপ গোপীর হৃদয় ভগবান চন্দ্রের সুখবাসের মন্দির, তাদৃশ নিজ বাসভবন সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয়। বিশেষত ব্রজবাসিগণের আশ্রয়স্থলই এক শ্রীকৃষ্ণ; তাহারা নিজেদের জীবন রক্ষায় উপেক্ষা করিয়া, এক কৃষ্ণপানে নিরীক্ষণ করিয়াছিল। ভগবান্ শরণাগত জনের প্রতিপালক; তিনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উত্তোলন করিয়া, কেবল যে তাঁহাদিগকে আপাতত বিপদস্রোত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, এমত নহে জন্মজন্মান্তরের অর্জ্জিত অতি ভয়ঙ্কর আঘাত-ধারা সদৃশ অগণন দুঃখপ্রবাহ হইতে ভগবান্ চিরকালের জন্য ভক্তকে শান্তিসুখে রক্ষা করেন, ইহার পরিচয়ার্থই ভগবান্ গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করেন ॥ ১৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উৎপাটন করিলে, তাহার তলস্থিত গহ্বরের প্রচুর ভূখণ্ড ব্রজবাসিগণের উত্তম বাসস্থান হইয়াছিল। হরিবংশে উক্ত হইয়াছে। ভগবদৈশ্বর্য্যে সেই সামান্য গহ্বরস্থানে কেবল ব্রজবাসী কেন! ত্রিভুবন রক্ষিত হইবারও বিলক্ষণ অবসর

দধার লীলয়া বিষ্ণুশ্ছত্রাকমিব বালকঃ ॥ ১৯ ॥
অথাহ ভগবান্ গোপান্ হে ২স্ব তাত ব্রজৌকসঃ।
যথোপজোষং বিশত গিরিগর্ত্তং সগোধনাঃ ॥
ন ত্রাস ইহ বঃ কার্য্যো মদ্ধস্তাদ্রিনিপাতনাৎ।

অন্বয়।

চলং কৃত্বা উৎকৃত্য, একেন (বামেন) হস্তেন লীলয়া অনায়াসেন দধার ॥ ১৯ ॥

অথ ভগবান্ হে অম্ব! হে তাত! হে ব্রজৌকসঃ, যথোপজোষং যথাসুখং, সগোধনাঃ, যূয়ং গিরিগর্ত্তং বিশত ইতি গোপান্ প্রতি আহ ॥

ইহ গিরিগর্ত্তে স্থিতৈঃ বঃ যুষ্মাভিঃ মদ্ধস্তাদ্রিনিপাতনাৎ ত্রাসঃ ন কার্য্যঃ বাতবর্ষাভয়েন অপি অলং ন কর্ত্তব্যং হি যস্মাৎ তত্রাণং (ততো ভয়াৎ ত্রাণং রক্ষণং) বঃ যুষ্মাকং মদ্ধা

শ্রীধরস্বামী।

কৃত্বা উৎকৃত্য। ছত্রাকং উচ্ছিলীন্ধ্রং যথা ॥ ১৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্বাকাশ এব তথা সংজহ্রে যথা স্বগৃহালিন্দাদতিবেগেন গোবর্দ্ধনমুদ্ধর্ত্তুমভিদ্রুতবতো ভগবত উষ্ণীষাদি বাসাংস্যপি নাতিস্তিমিতানীতি জ্ঞেয়ং ॥ ১৯ ॥

যথোপজোষং যথাসুখং ননু ক্রোশত্রয়মাত্রস্য গোবর্দ্ধনস্য তলে সর্ব্বব্রজস্থাঃ কথংমাস্ত। উচ্যতে ভগবৎপাদস্পর্শানন্দাদেব লব্ধা চিন্তোজসা শ্রীগোবর্দ্ধনেন কুপিতেন্দ্রপ্রক্ষিপ্ত-কুলিশশতঘাতমপি স্বপৃষ্ঠে কুসুমহারপ্রহারমিবানুভবতা তথা সম্যগবুদ্ধাত যথা যোজন-চতুষ্টয়প্রমাণব্রজনগরস্থা জনাঃ সর্ব্বে এব গবাদি পশবশ্চ স্বতলে যথাবকাশমেব নিবাস-য়ামাসিরে। অতএব হরিবংশে ভগবতোক্তং। শৈলোৎপাটনজুরেষা মহতী নির্ম্মিতা ময়া। ত্রৈলোক্যমপ্যুৎসহতে রক্ষিতুং কিং পুন ব্রজমিতি। কিঞ্চ। গোবর্দ্ধনোপরি-

---

পূর্ব্বক হস্তে ধারণ করে, সেইরূপ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত অবলীলাক্রমে উৎপাটন পূর্ব্বক বামকরে ধারণ করিলেন ॥ ১৯ ॥

এবং সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে মাতঃ! হে পিতঃ! হে ব্রজ-বাসিগণ! তোমরা সকলে স্ব স্ব গোধনাদি সঙ্গে লইয়া, এই গিরিগর্ত্তে সুখে প্রবেশ কর ॥

এই গর্ত্তমধ্যে অবস্থান কালে আমার হস্ত হইতে পর্ব্বত তোমাদের উপর

আভাস।

ছিল। বাসুদেব পর্ব্বতকে এত উচ্চে উত্তোলন করিয়াছিলেন যে, তাহার শৃঙ্গ অব্র স্তর ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত ছিল; সুতরাং পর্ব্বতস্থ হরিণাদিরও বৃষ্টির ক্লেশ বোধ হয় না ইতি ॥ ২০ ॥

বাতবর্ষভয়েনালং তত্ত্রাণং বিহিতং হি বঃ ॥ ২০ ॥
তথা নির্বিবিশুর্গর্ত্তং কৃষ্ণাশ্বাসিতমানসাঃ।
যথাবকাশং সধনাঃ সব্রজাঃ সোপজীবিনঃ ॥ ২১ ॥
ক্ষুত্ড্‌ব্যথাং সুখাপেক্ষাং হিত্বা তৈ ব্রজবাসিভিঃ।
বীক্ষ্যমাণো দধারাদ্রিং সপ্তাহং নাচলৎ পদাৎ ॥

অন্বয়ঃ।

বিহিতং নির্ম্মিতং ॥ ২০ ॥

তথা কৃষ্ণাশ্বাসিতমানসাঃ (কৃষ্ণেন আশ্বাসিতং মানসং যেষাং তে) সধনাঃ সগোধনাঃ, সব্রজাঃ শকটারোপিতোপকরণসহিতাঃ, সোপজীবিনঃ ভৃত্যপুরোহিতাদিবর্গসহিতাঃ সর্ব্বে ব্রজবাসিনঃ যথাবকাশং (অসঙ্কীর্ণং যথা ভবতি তথা) গিরিগর্ত্তং নির্বিবিশুঃ ॥ ২১ ॥

(তদ্দর্শনানন্দেন) ক্ষুত্ড্‌ব্যথাং (নিদ্রাদিজনিতাং) সুখাপেক্ষাং হিত্বা বিস্মৃত্য তৈঃ ব্রজবাসিভিঃ বীক্ষ্যমাণঃ ভগবান্ সপ্তাহং অদ্রিং দধার; পদাৎ (তদুদ্ধারসময়ে যত্রৈব পাদৌ ন্যস্তৌ তস্মাৎ স্থানাৎ) ন অচলৎ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যথোপজোষং যথাসুখং ॥ ২০ ॥

সব্রজাঃ শকটমণ্ডলীসহিতাঃ সোপজীবিনঃ ভৃত্যপুরোহিতাদিসহিতাঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্থানাং হরিণবরাহাদীনাং পশূনাং পক্ষিণাঞ্চ স ধৃতঃ সঙ্গতো মেঘৈরিতি হরিবংশোক্তে স্তন্নিতস্বারূঢ়ান্ বর্ষতো মেঘানালক্ষ্য তদূর্দ্ধশৃঙ্গাণ্যারোহন্তাং ন ভিলমাত্রমপি কষ্টমভূদিতি জ্ঞেয়ং ॥ ২০ ॥

সব্রজাঃ শকটমণ্ডলীসহিতাঃ। সোপজীবিনঃ ভৃত্যপুরোহিতাদিসহিতাঃ ॥ ২১ ॥

ক্ষুত্ড্‌ব্যথাং হিত্বেতি তন্নিরন্তরদর্শনানন্দাদেব। যদুক্তং বৈষ্ণবে। ব্রজৈকবাসিভি-

---

নিপতিত হইবে, এরূপ মনে করিয়া ভীত হইও না; কারণ এই বাতবর্ষা হইতে তোমাদিগকে পরিত্রাণ করিবার অভিপ্রায়েই আমি পর্ব্বত উত্তোলন করিয়াছি; ইহাতে আর বাত বর্ষার ভয় থাকিবে না এবং পর্ব্বত পতনেরও আশঙ্কা নাই ॥ ২০ ॥

কৃষ্ণ কর্ত্তৃক এই প্রকারে আশ্বস্ত হইয়া ব্রজবাসী সকলে গোধন, ভৃত্য ও পুরোহিতাদি উপজীবিগণে পরিবৃত হইয়া, জীবনোপায় দ্রব্য সামগ্রী শকটে আরোপিত করত সেই প্রশস্ত গিরিগহ্বরে সুখে প্রবেশ করিল ॥ ২১ ॥

এবং শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত ও নিরতিশয়

কৃষ্ণযোগানুভাবং তং নিশাম্যেন্দ্রোঽতিবিস্মিতঃ।
নিস্তম্ভো ভ্রষ্টসংকল্পঃ স্বান্ মেঘান্ সংন্যবারয়ৎ ॥
খং ব্যভ্রমুদিতাদিত্যং বাতবর্ষঞ্চ দারুণং।
নিশম্যোপরতং গোপান্ গোবর্দ্ধনধরোঽব্রবীৎ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ।

তং কৃষ্ণযোগানুভাবং (কৃষ্ণস্য যোগানুভাবং সামর্থ্যং) নিশাম্য দৃষ্ট্বা অতিবিস্মিতঃ নিস্তম্ভঃ গতমদঃ, ভ্রষ্টসংকল্পঃ (ভ্রষ্টঃ বিহতঃ ব্রজবিনাশবিষয়কঃ সঙ্কল্পঃ যস্য সঃ) ইন্দ্রঃ স্বান্ স্বকীয়ান্ মেঘান্ (বর্ষাতঃ) সংন্যবারয়ৎ ॥

দারুণং বাতবর্ষং উপরতং নিবৃত্তং, ব্যভ্রং বিগতমেঘং, উদিতাদিত্যং (উদিতঃ প্রকাশমানঃ আদিত্যঃ যস্মিন্ তথাভূতং) খং আকাশং, চ নিশাম্য দৃষ্ট্বা গোবর্দ্ধনধরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ গোপান্ অব্রবীৎ ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

পদাৎ স্থানাৎ ॥ ২২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হর্ষবিস্মিতাক্ষৈ নির্নিমেষৈরীক্ষিতঃ। গোপগোপীজনৈর্হর্ষৈরিতি। অত্র সপ্তাহব্যাপিন্যা সাম্বর্ত্তকমেঘবৃষ্ট্যাপি যন্মাথুরং মণ্ডলং ন মমজ্জ তৎ খলু ভগবচ্ছক্ত্যৈব সদ্যঃ পয়ঃশোষণাদিতি জ্ঞেয়ং তথা ষষ্টিঘটিকস্যৈব কালস্য দিবসত্বাৎ ঘটিকাগণনেনৈব ব্রজস্থানাং সপ্তদিবসজ্ঞানমভূদিত্যপি জ্ঞেয়ং ॥

নিস্তম্ভো নষ্টমদঃ। ন্যবারয়দিতি ন জ্ঞানেঽদ্য কৃষ্ণো মহৎ কং দণ্ডং দাস্যতীত্যভিভয়াৎ ॥ ২২ ॥

আনন্দিত হইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনবরত তাঁহার দিকেই নিরীক্ষণ করিয়া রহিল। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ ঐরূপ অবস্থায় সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত সেই ধরাধর ধারণে দণ্ডায়মান রহিলেন; এক পাদ মাত্রও বিচলিত হইলেন না ॥

এদিকে পুরন্দর সম্বর্ত্তক মেঘগণের মুখে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ অলৌকিক সামর্থ্যবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন; তাঁহার অভিমান দূরে গেল; তিনি ভগ্নমনোরথ হইয়া সংহারকারী স্বকীয় মেঘসমূহকে বারি বর্ষণে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন ॥

তখন বর্ষার বিরামে আকাশমণ্ডল ঘনঘটাশূন্য হইয়া বিমলভাব ধারণ করিল; সূর্য্যদেব মেঘাপগমে নবীনভাব ধারণ পূর্ব্বক সমুজ্জ্বল কিরণ প্রদানে উদিত হইলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন দিনমণির উদয়ে গোপগণকে

নির্যাত ত্যজত ত্রাসং গোপাঃ সস্ত্রীধনার্ভকাঃ।
উপারতং বাতবর্ষং ব্যুদপ্রায়াশ্চ নিম্নগাঃ ॥ ২৩ ॥
ততস্তে নির্যযু গোপাঃ স্বংস্বমাদায় গোধনং।
শকটোঢ়োপকরণং স্ত্রীবালস্থবিরাঃ শনৈঃ ॥
ভগবানপি তং শৈলং স্বস্থানে পূর্ব্ববৎ প্রভুঃ।
পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং স্থাপয়ামাস লীলয়া ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ।

হে গোপাঃ। (যতঃ) বাতবর্ষং উপারতং নিবৃত্তং, নিম্নগাঃ নদ্যঃ, অপি ব্যুদপ্রায়াঃ নিরুদকপ্রায়াঃ সন্তি (অতঃ) ত্রাসং বর্ষভয়ং ত্যজত সস্ত্রীধনার্ভকাঃ (স্ত্রীভিঃ ধনৈঃ অর্ভকৈঃ চ সহিতাঃ) নির্যাত (ইতো গোবর্দ্ধনগর্ত্তাৎ নির্গচ্ছত) ॥ ২৩ ॥

ততঃ ভগবদুক্তানন্তরং তে স্ত্রীবালস্থবিরাঃ (স্ত্রীভিঃ বালৈঃ স্থবিরৈঃ বিশিষ্টাঃ) গোপাঃ শনৈঃ স্বং স্বং গোধনং শকটোঢ়োপকরণং (শকটৈঃ উঢ়ং উপকরণং) চ আদায় (গিরিগর্ত্তাৎ নির্যযুঃ নির্জগ্মুঃ)।

প্রভুঃ সমর্থঃ ভগবান্ কৃষ্ণঃ সর্ব্বভূতানাং পশ্যতাং এব লীলয়া অনায়াসেন তং শৈলং পূর্ব্ববৎ স্বস্থানে যথাস্থানে স্থাপয়ামাস ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ব্যুদপ্রায়া বিগতোদকপ্রায়াঃ স্বল্পজলা ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥
শকটোঢ়োপকরণং শকটৈরূঢ়ং উপকরণং যথা ভবতি তথা ॥ ২৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ব্যুদপ্রায়াঃ বিগতোদকপ্রায়া অল্পজলা ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥
শকটৈস্বা রূঢ়ান্যুপকরণানি যত্র তদ্‌যথাস্যাত্তথা নির্জগ্মুঃ ॥ ২৪ ॥

সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন ॥ ২২ ॥

হে গোপগণ! দেখ! বর্ষা বিনিবৃত্ত হইয়াছে; নদীসমূহের জলও প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে; আর তোমাদের বর্ষাভয় নাই; এক্ষণে স্ত্রী, পুত্র ও ধনাদি লইয়া তোমরা এই গিরিগর্ত্ত হইতে স্বস্থানে গমন কর ॥ ২৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিয়া, তখন গোপগণ স্ব স্ব গোধন ও শকটারোপিত দ্রব্যসম্ভার লইয়া স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধগণকে সঙ্গে করত, গৃহে প্রতিগমন করিল॥

সর্ব্বকার্য্যকুশল ভগবান্ বাসুদেবও সমস্ত লোকের সমক্ষেই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে যথাস্থানে অবলীলাক্রমে সন্নিবেশিত করিলেন ॥ ২৪ ॥

তং প্রেমবেগান্নিভৃতা ব্রজৌকসো যথা সমীয়ুঃ পরিরম্ভণাদিভিঃ।
গোপ্যশ্চ সস্নেহমপূজয়ন্মুদা দধ্যক্ষতাদ্ভি র্যুযুজুঃ সদাশিষঃ॥
যশোদারোহিণীনন্দো রামশ্চ বলিনাম্বরঃ।
কৃষ্ণমালিঙ্গ্য যুযুজু রাশিষঃ স্নেহকাতরাঃ॥

অন্বয়ঃ।

নিভৃতাঃ পূর্ণমনোরথাঃ ব্রজৌকসঃ প্রেমবেগাৎ পরিরম্ভণাদিভিঃ তং কৃষ্ণং যথা যথোচিতং সমীয়ুঃ সম্যক্ মিলিতবন্তঃ, গোপ্যশ্চ দধ্যক্ষতাদ্ভিঃ সস্নেহং মুদা অপূজয়ন্ (তথা বৃদ্ধব্রাহ্মণাদয়ঃ) সদাশিষঃ (সতীঃ আশিষঃ) আশীর্ব্বাদান্ যুযুজুঃ যোজয়ামাসুঃ॥

স্নেহকাতরাঃ (স্নেহেন কাতরাঃ ব্যাকুলচিত্তাঃ সর্ব্বে) যশোদা রোহিণী নন্দঃ বলিনাং বরঃ শ্রেষ্ঠঃ রামশ্চ কৃষ্ণং আলিঙ্গ্য আশিষঃ যুযুজুঃ॥

শ্রীধরস্বামী।

নিভৃতাঃ পূর্ণাঃ যথা যথোচিতং পরিরম্ভণাদিভিঃ সমীয়ুঃ উপজগ্মুঃ। সদাশিষঃ শ্রেষ্ঠা-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নিভৃতাঃ পূর্ণাঃ। যথা যথোচিতং গুরুসমলঘুবর্গভেদৈঃ। পরিরম্ভণাদিভিঃ সমীয়ুর্ম্মিলিতবন্তঃ। আদিশব্দাৎ শুভাশীর্ব্বাদ-মস্তকাঘ্রাণ-চুম্বন-বামবাহু সংমর্দ্দন-তদঙ্গুলিস্ফোটন-স্তবন-শ্রম-দুঃখাভাব-প্রশ্নাদয়ো গুরুবর্গস্য। হাস্যপরিহাসাদয়ঃ সমবর্গস্য। পাদপতন পাদসংমর্দ্দনাদয়ো লঘুবর্গস্য জ্ঞেয়াঃ। গোপ্যো বৎসলাঃ। চকারাৎ পুরোহিতপত্ন্যঃ। দধ্যাদিভি র্মঙ্গল-দ্রব্যৈঃ অপূজয়ন্ সংমানয়ামাসুঃ॥ শুভাশিষঃ দুষ্টান্ দময় শিষ্টান্ পালয় পিতরাবানন্দয় ধনৈশ্বর্য্যসম্পন্নো ভবেত্যাশিষো যুযুজু র্যোজয়ামাসুঃ॥

নিজমাত্রাদীনাং ত্বতিবিশেষমাহ যশোদেতি রামশ্চেতি তস্যাপি বাৎসল্যবদ্বর্গে নিদেশো জ্যেষ্ঠত্বাদেব নানুপপন্নঃ। ননু পরমস্নেহবতা তেন শেষাখ্যস্বাংশেন পৃথ্বীমপি দধতা স্বানুজস্য গোবর্দ্ধনধারণে কথং সাহায্যং নাচরিতং। উচ্যতে। ইন্দ্রমখভঙ্গ গোবর্দ্ধনমখপ্রবর্ত্তনয়ো র্ময়ৈব কৃতত্বাদহমেব গোবর্দ্ধনং ধৃত্বা ব্রজং রক্ষিষ্যামি সো মে ব্রত আহিত ইতি তদীয়সংকল্পস্য তদংশেন রামেণানাথা কর্ত্তুমনৌচিত্যাদশক্যত্বাচ্চ তস্যৈব

এই প্রকারে ব্রজবাসী সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ায় তাঁহারা সকলে প্রেমাবেগে আলিঙ্গনাদি করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণসমীপে মিলিত হইলেন; গোপিকাগণ দধি ও অক্ষতাদি মাঙ্গল্য দ্রব্য করে লইয়া, যথাবিধি বাসুদেবের অভিবাদন করিতে লাগিলেন এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ সাধু-বচনে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

স্নেহময়ী যশোদা, রোহিণী, পিতা নন্দ এবং বিপুলবিক্রম বলিশ্রেষ্ঠ বলরাম শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করত, আশীর্ব্বাদ করিলেন॥

দিবি দেবগণাঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যা গন্ধর্ব্বচারণাঃ।
তুষ্টুবুর্মুমুচু স্তুষ্টাঃ পুষ্পবর্ষাণি পার্থিব ॥
শঙ্খদুন্দুভয়ো নেদুর্দিবি দেবপ্রচোদিতাঃ।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয় স্তুম্বুরু প্রমুখা নৃপ ॥ ২৫ ॥

ততোঽনুরক্তৈঃ পশুপৈঃ পরিশ্রিতো রাজন্ স্বগোষ্ঠং সবলোঽব্রজদ্ধরিঃ।

অন্বয়ঃ।

দিবি স্বর্গে দেবগণাঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যাঃ গন্ধর্ব্বচারণাঃ সন্তুষ্টাঃ সন্তঃ হে পার্থিব! (তং কৃষ্ণং) তুষ্টুবুঃ পুষ্পবর্ষাণি মুমুচুঃ চ ॥

হে নৃপ! দিবি দেবপ্রচোদিতাঃ (দেবৈঃ প্রণোদিতাঃ) শঙ্খদুন্দুভয়ঃ নেদুঃ তুম্বুরুপ্রমুখাঃ গন্ধর্ব্বপতয়ঃ জগুঃ ॥ ২৫ ॥

হে রাজন্! ততঃ তদনন্তরং অনুরক্তৈঃ পশুপৈঃ গোপৈঃ পরিশ্রিতঃ পরিবৃতঃ সবলঃ হরিঃ স্বগোষ্ঠং অব্রজৎ। হৃদিস্পৃশঃ (প্রেম্না কৃষ্ণস্য হৃদি স্পৃশন্তীতি তথাবিধাঃ) মুদিতাঃ

শ্রীধরস্বামী।

নাশীর্ব্বাদান্ ॥ ২৫ ॥

ততো গোবর্দ্ধনস্থানাৎ অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তথাবিধানি গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদিরূপাণি কৃতানি কর্ম্মাণি গায়ন্ত্য ঈয়ুঃ যযুঃ। কথংভূতাঃ এবং প্রেম্না হৃদি স্পৃশন্তীতি হৃদিস্পৃশস্তাঃ যদ্বা

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাৎ। তদিচ্ছয়ৈব তদংশেষু যথোপযোগি তদীয়শক্ত্যুদয়াচ্চেত্যগ্রিমগ্রন্থেঽপি যথাস্থানং সিদ্ধান্তয়িষ্যতে ইতি। অত্র প্রাচীন শ্রীগোবর্দ্ধনধরপ্রতিকৃতৌ ক্বচিদ্দৃশ্যতে। মাতৃভ্যাং নবনীতাদি সমর্পণং পিত্রা ভ্রাত্রাচ শিরসা গোবর্দ্ধনাবষ্টম্ভনাদিকমিতি। তৎ স্নেহকাতরা ইত্যনেন সূচিতমবগম্যত ইতি বৈষ্ণবতোষণী ॥

ব্রজৌকসো যথা জহ্রুস্তথা দেবা অপীত্যাহ দিবীতি ॥ ২৫ ॥

তৎপ্রেয়সীনাং তু সর্ব্বজনালক্ষিতং দূরতঃ কটাক্ষৈরেব মিলনং বৃত্তং গৃহগমনসময়ে সপ্রেমগানঞ্চাহ। ততো গোবর্দ্ধনস্থানাৎ কৃতানি চরিত্রাণি গায়ন্ত্য ইতি তৎক্ষণ এব গীত-

---

স্বর্গলোকে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, সাধ্য ও চারণগণ বাসুদেবকে স্তব করত, পুষ্পবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥

হে রাজন্! অমরলোকে দেবপ্রণোদিত শঙ্খ ও দুন্দুভির ধ্বনিতে নভোমণ্ডল নিনাদিত হইতে লাগিল; এবং তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বপতিগণ গান করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

অনন্তর হে নরনাথ! শ্রীহরি বলদেব ও অনুরক্ত গোপগণে পরিবৃত হইয়া, স্বীয় গোষ্ঠাভিমুখে গমন করিলেন। প্রেমার্দ্রহৃদয়া গোপিকারা

তথাবিধান্যস্য কৃতানি গোপিকা গায়ন্ত্য ঈষুর্মুদিতা হৃদিস্পৃশঃ ॥ ২৬ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে গোবর্দ্ধনধারণং পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ২৫ ॥ * ॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ॥

এবংবিধানি কর্ম্মাণি গোপাঃ কৃষ্ণস্য বীক্ষ্য তে।

অন্বয়ঃ।

গোপিকাঃ অস্য কৃষ্ণস্য তথাবিধানি গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদীনি গায়ন্ত্যঃ গোষ্ঠং ঈয়ুঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীধরেন্দ্রনাথশাস্ত্রিকৃতান্বয়ে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ। এবং বিধানি গোবর্দ্ধনোদ্ধরণসদৃশানি অতিমানুষাণি কৃষ্ণস্য

শ্রীধরস্বামী।

কথংভূতস্য প্রেষ্ঠত্বেন তাসাং হৃদি স্পৃশতীতি হৃদিস্পৃক্ তস্য ॥ ২৬ ॥

॥ * ॥ ইতি দশমে পঞ্চবিংশঃ ॥ * ॥

ষড়্বিংশে বিস্মিতান্ গোপান্ কৃষ্ণস্যাদ্ভুতকর্ম্মভিঃ।

নন্দো গর্গোক্তমাশ্রাব্য তদৈশ্বর্য্যমবর্ণয়ৎ ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

করণে সামর্থ্যং। হৃদি প্রেম্না স্পৃশন্তীতি তা ইতি যাঃ কৃষ্ণং সদা ধ্যায়ন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা হৃদি বক্ষসি মনসিচ স্পৃশন্তীতি হৃদিস্পৃক্ প্রেষ্ঠস্তস্যেতি কৃষ্ণস্য বিশেষণং ॥ ২৬ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।

পঞ্চবিংশোঽত্র দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

ষড়্বিংশে তু তদৈশ্বর্য্যানৈশ্বর্য্যেক্ষণশঙ্কিনঃ।

গোপান্ প্রবোধয়ামাস নন্দগর্গোক্তিগৌরবৈঃ ॥ * ॥

ইহ কিল শ্রীগোবর্দ্ধনধারণসময়ে শ্রীকৃষ্ণলাবণ্যামৃতরসাস্বাদনিমগ্নানাং গোপনাং মনসি কোঽপি বিচার উদ্ভবিতুমবসরং ন প্রাপ। তদনন্তরং স্বস্বগৃহং গতানাং তেষাং সর্ব্বেষা-

---

হর্ষগদ্‌গদ স্বরে গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদি কৃষ্ণগুণগাথা গান করিতে করিতে গোষ্ঠে আগমন করিলেন ॥ ২৬ ॥

ইতি দশমে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

ব্যাসনন্দন শুকদেব বলিলেন, কৃষ্ণৈশ্বর্য্যে অনভিজ্ঞ গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের

আভাস।

ষড়্বিংশাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত কর্ম্ম দর্শনে বিস্মিত গোপদিগের নিকট গর্গোক্তি কথন দ্বারা নন্দ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বর্ণন করিয়াছেন ॥

অতদ্বীর্য্যবিদঃ প্রোচুঃ সমভ্যেত্য সুবিস্মিতাঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।

কর্ম্মাণি বীক্ষ্য সুবিস্মিতাঃ আশ্চর্য্যযুক্তাঃ (যতঃ) অতদ্বীর্য্যবিদঃ (ন তস্য বীর্য্যং ঐশ্বরপ্রভাবং বিদন্তীতি তে গোপাঃ (নন্দং) সমভ্যেত্য অভিগম্য প্রোচুঃ ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সমভ্যেত্য নন্দমভিগম্য ॥ ১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যেষাং হৃদি সন্দেহ এব উদপাদ্যত। অহো সংপ্রতি সাক্ষাদ্দৃষ্টেন গিরিধারণেন পূতনাবধাদয়োঽপি দাবানলোপশমনাদয়োঽপ্যস্যৈব কর্ম্মাণি প্রত্যুত সদা তদাত্ত ব্রাহ্মণাশীর্ব্বাদাৎ নন্দভাগ্যাতিরেকাৎ নারায়ণপ্রসাদপ্রাপ্তেঽস্মিন্ বালকে নারায়ণাবেশাদ্বা তে তেঽভূবন্নিতি বিতর্কা বৃথৈব কৃতা বস্তুতস্তু সাপ্তবর্ষিক বালকস্যাস্য সপ্তদিনাবধি শৈলেন্দ্রধারণং খলু নরত্বং নিষিদ্ধ্য পরমেশ্বরত্বমেব কথয়তি। কিঞ্চাস্মাকং সাংসারিকাণাং গ্রাম্যগোপানামেতৎ পিতৃপিতৃব্যমাতুলাদীনাং লালনৈঃ প্রফুল্লত্বমলালনৈ বৈকুব্যং তথা ক্ষুৎপিপাসাদধিপয়শ্চৌর্য্যাদস্তানৃতপ্রলপনবৎসগোচারণাদিকং পরমেশ্বরত্বে সতি কথং সম্ভবেদেতত্তু পরমেশ্বরত্বং নিষিদ্ধ্য নরত্বমেব প্রতিপাদয়ন্ত্যভোহসা তত্ত্বং নিশ্চেতুমসমর্থা মহাবুদ্ধিমন্তং ব্রজরাজমেব পৃষ্ট্বা নিঃসংশয়া ভবাম ইতি মনসি কৃত্বা তস্যৈব মহাস্থানীং প্রবিশ্য তং পপ্রচ্ছুরিত্যাহ এবমিতি ॥ ১ ॥

তাদৃশ গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদি অমানুষিক কর্ম্ম অবলোকন করিয়া, নিতান্তই বিস্মিত হইলেন এবং নন্দসমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন ॥ ১ ॥

আভাস।

গোবর্দ্ধন ধারণ পূর্ব্বক বাতবর্ষা হইতে রক্ষা করিবার সময় গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের অমৃতত্বসপূর্ণ লাবণ্য-সমুদ্রেই নিমগ্ন ছিলেন; তৎকালে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যসম্বন্ধে কোনরূপ বিচার তাঁহাদের মনে স্থান পায় নাই; সম্প্রতি স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইলে, তাঁহাদের সকলেরই মনে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে একটী বিষম সন্দেহ উৎপন্ন হইল। শ্রীকৃষ্ণের গিরিধারণসামর্থ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, পূতনাবধ বা দাবানলোপশমনাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যাপার গোপগণের হৃদয়ে একে একে উদিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে পূতনাবধাদি অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে গোপগণ মনে করিয়াছিলেন যে, কেবল ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদে, নন্দের সৌভাগ্য ও ভগবানের অপূর্ব্ব দয়াপ্রভাবেই এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনা সম্পাদিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণকে পর্ব্বত উত্তোলন পূর্ব্বক সপ্তাহকাল অচলভাবে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া, তাহাদের যাবতীয় পূর্ব্ব ধারণা দূর হইয়া গেল। অর্থাৎ অন্য কোনরূপ সাহায্যের অপেক্ষা না করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই পূর্ব্ব লক্ষিত

বালকস্য যদেতানি কর্ম্মাণ্যত্যদ্ভুতানিবৈ।
কথমর্হত্যসৌ জন্ম গ্রাম্যেষ্বাত্মজুগুপ্সিতং ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।

বৈ (অবধারণে) যৎ যস্মাৎ বালকস্য সতঃ এতানি কর্ম্মাণি অত্যদ্ভুতানি এব তস্মাৎ অসৌ আত্মজুগুপ্সিতং (আত্মনঃ স্বস্য জুগুপ্সিতং অযোগ্যং) গ্রাম্যেষু গোপেষু অস্মাসু জন্ম কথং অর্হতি ॥ ২ ।

শ্রীধরস্বামী।

বদূচুস্তদাহ বালকস্যেতি যদ্যস্মাদত্যদ্ভুতানি কর্ম্মাণি তস্মাদ্গ্রাম্যেষু গোপেষু কথং জন্ম অর্হতি আত্মজুগুপ্সিতং আত্মানর্হং ॥ ২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অত্যদ্ভুতানীত্যতো নায়ং প্রাকৃতো বালকঃ কিন্ত্বীশ্বর এব ইতি চেদথ আহ কথমিতি অসাবিতি পরোক্ষনির্দ্দেশেন তদাসৌ বনং গত ইতি লভ্যতে। পরোক্ষত্ব এব রসাপত্তেঃ। আত্মজুগুপ্সিতমিত্যাত্মনো জুগুপ্সায়াং নিকৃষ্টোঽপি ন প্রবর্ত্ততে কিমুত সর্ব্বপ্রকৃষ্ট ঈশ্বর ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

দেখ! এই বালকের যখন এতাদৃশ অদ্ভুত কর্ম্ম সকল দেখা যাইতেছে, তখন আমাদের ন্যায় গ্রাম্য ভোগনিরত নিকৃষ্ট গোপকুলে যে ইহাঁর জন্ম কেন হইল? তাহা বলিতে পারি না; কারণ এতাদৃশ নিকৃষ্টভাবে তাঁহার জন্ম কখনই সঙ্গত নহে ॥ ২ ॥

আভাস!

যাবতীয় কার্য্যই সমাপন করিয়াছেন; ব্রাহ্মণাশীর্ব্বাদাদির বিবেচনা কেবল কল্পনা মাত্র। সপ্তমবর্ষীয় বালক কৃষ্ণকে সপ্তাহ-কাল গিরিধারণে দণ্ডায়মান চিন্তা করিয়া, তাঁহাকে সাক্ষাৎ পরাৎপর পরমেশ্বর ব্যতীত মানব বলিয়া কোন মতে প্রতীতি করিতে পারিলেন না। আবার ভাবিলেন, কৃষ্ণ যদি পরমেশ্বরই হইবেন, তবে তিনি আমাদের ন্যায় গ্রাম্যভোগে নিরত, নিকৃষ্ট গোপজাতীয় পিতা, পিতৃব্য ও মাতুলাদির লালনে প্রফুল্ল ও অলালনে দুঃখিত ভাব কেন প্রকাশ করেন? তিনি ক্ষুধা পিপাসার অধীনের ন্যায় আত্মপরিচয় কেন দিতেছেন? কখন দধি ও দুগ্ধাদি চুরি করত যেন বঞ্চক ও নাস্তিকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন; যদি প্রকৃতই তিনি ঈশ্বর হন, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা বৎসাদির চারণ কিরূপে সঙ্গত হয়? এই সমস্ত নরলীলা আলোচনা করিলে, তিনি যে পরমেশ্বর নহেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। অতএব এরূপ বিপরীত সিদ্ধান্ত-স্থলে প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণে আমরা সম্পূর্ণ অসমর্থ হইতেছি। ব্রজরাজ নন্দ অতি বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি; চল! আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া, মনের সন্দেহ নিবারণ করি। এই ভাবিয়া সকলে নন্দসমীপে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১ ॥ ২ ॥

যঃ সপ্তহায়নো বালঃ করেণৈকেন লীলয়া।
কথং বিভ্রদ্গিরিবরং পুষ্করং গজরাড়িব ॥ ৩ ॥
তোকেনামীলিতাক্ষেণ পূতনায়া মহৌজসঃ।
পীতস্তনঃ সহ প্রাণৈঃ কালেনেব বয়স্তনোঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।

যঃ সপ্তহায়নঃ সপ্তবর্ষমাত্রবয়াঃ বালঃ কথং একেন করেণ লীলয়া অনায়াসেন পুষ্করং কমলং, গজরাট্ ইব গিরিবরং বিভ্রৎ স্থিতঃ ॥ ৩ ॥

অমীলিতাক্ষেণ তোকেন অতিবালেন, মহৌজসঃ মহাবলায়াঃ, পূতনায়াঃ তনোঃ শরীরস্য, বয়ঃ যৌবনং আয়ুঃ বা যথা কালেন পীয়তে তথৈব প্রাণৈঃ সহ স্তনঃ কথং পীতঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অত্যদ্ভুতকর্ম্মাণ্যাহদ্বাদশভিঃ যঃ সপ্তহায়ন ইতি কথং বিভ্রৎস্থিত ইতি পুষ্করং পদ্মং গজরাট্ মহাগজ ইব ॥ ৩ ॥

মহৌজসঃ মহাবলায়াঃ তনোর্বয়ঃ আয়ুর্যৌবনং বা কালেন যথা পীড়্যতে তদ্বৎ কথমিত্যনুবর্ত্ততে ॥ ৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যদিচ নেশ্বর স্তর্হি কথমেতানি কর্ম্মাণি সম্ভবেয়ুরিত্যাহ দ্বাদশভিঃ। য ইতি বিভ্রৎ স্থিত ইতিশেষঃ। পুষ্করং পদ্মং কথমিত্যস্য বিভক্তিবিপরিণামেন যচ্ছব্দস্য চাগ্রিমশ্লোকে-ঽনুবৃত্তি র্জ্ঞেয়া ॥ ৩ ॥

তোকেন যেন বালেন ঈষন্মুদ্রিতাক্ষেণ অলক্ষ্যমাণত্বে দৃষ্টান্তঃ। তনো র্বয়ো যৌবনং কালেন যথা পীয়তে তদ্বৎ ॥ ৪ ॥

অহো! যাঁহার বয়ঃক্রম কেবল সাত বৎসর মাত্র, তাদৃশ বালক-দশায় গজরাজ যেমন শুণ্ডের দ্বারা কমল ধারণ করে, তদ্রূপ তিনি গোবর্দ্ধন উত্তোলন পূর্ব্বক সপ্তাহ-কাল কেবল বাম করে ধরিয়া রাখিলেন এবং তদবধি এক পাদও বিচলিত হইলেন না! ॥ ৩ ॥

যখন কেবল শিশু, চক্ষু নিমীলিত করত ক্রোড়ে শয়ান ছিলেন এবং প্রভূতবিক্রমা অতিভয়ঙ্করা বালঘাতিনী পূতনা হননাভিপ্রায়ে কৃষ্ণকে স্বীয় অঙ্কে লইয়া বিষমিশ্রিত স্তন পান করায়, তখন কাল যেমন দেহের যৌবন ও পরমায়ু অজ্ঞাতসারে হরণ করেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্তনপানের সঙ্গে সঙ্গে সেই নিশাচরীর প্রাণ পর্য্যন্ত যে কিরূপে পান করিলেন, আমরা তাহার কিছুই নিরাকরণ করিতে পারিতেছি না ॥ ৪ ॥

হিন্বতোঽধঃ শয়ানস্য মাস্যস্য চরণাবুদক্।
অনোঽপতদ্বিপর্য্যস্তং রুদতঃ প্রপদাহতং ॥ ৫ ॥
একহায়ন আসীনো হ্রিয়মাণো বিহায়সা।
দৈত্যেন যস্তৃণাবর্ত্তমহন্ কণ্ঠগ্রহাতুরং ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।

(শকটস্য) অধঃ শয়ানস্য মাস্যস্য (মাসত্রয়মাত্রঃ ব্যাপ্য জাতবালস্য) রুদতঃ উদক্ ঊর্দ্ধং, চরণৌ হিন্বতঃ প্রক্ষিপতঃ, প্রপদা পাদাগ্রেণ, হতং অতএব বিপর্য্যস্তং সৎ অনঃ শকটং কথং অপতৎ। ৫ ॥

যঃ একহায়নঃ একবার্ষিকঃ অতএব আসীনঃ উপবিষ্টঃ, (চলনেঽপি অসমর্থঃ অতএব) দৈত্যেন তৃণাবর্ত্তেন বিহায়সা আকাশমার্গেণ, হ্রিয়মাণঃ সঃ কথং তৃণাবর্ত্তং কণ্ঠগ্রহাতুরং (কণ্ঠগ্রহণেন আতুরং বিবশং কৃত্বা) অহন ৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অনসোঽধঃ শয়ানস্য মাস্যস্য মাসাস্ত্রয়ঃ পরিচ্ছেদকা যস্য উদক্ ঊর্দ্ধং চরণৌ হিন্বতঃ চালয়তঃ প্রপদেন পাদাগ্রেণাহতং বিপর্য্যস্তং অনঃ কথমপতৎ ॥ ৫ ॥

যো দৈত্যেন হ্রিয়মাণঃ স তং তৃণাবর্ত্তং দৈত্যং কথমহন্নিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অনসোঽধঃ শয়ানস্য মাস্যস্য মাসত্রয়বয়সঃ মাসাদ্বয়সি যৎ খঞ্জাবিতি যৎ। চরণৌ উদক্ ঊর্দ্ধং হিন্বতঃ চালয়তঃ যস্য প্রপদেন পাদাগ্রেণাহতং অনঃ শকটং বিপর্য্যস্তং সৎ কথমপতৎ ॥ ৫ ॥

যো দৈত্যেন হ্রিয়মাণঃ সন্ তং তৃণাবর্ত্তং দৈত্যং কথমহন্ ॥ ৬ ॥

তিনি যখন কেবল তিনমাসের শিশু, শকটের অধোদেশে শয়ান ছিলেন, তখন ক্রন্দন করিতে করিতে চরণদ্বয় যেমন ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপণ করিয়াছিলেন, কি আশ্চর্য্য! সেই কোমল চরণের আঘাতে তাদৃশ প্রকাণ্ড শকটও বিপর্য্যস্ত ভাবে দূরে নিপতিত হইয়াছিল ॥ ৫ ॥

কি বিস্ময়ের বিষয়! যখন তাঁহার বয়ঃক্রম এক বৎসর মাত্র, কেবল উপবেশন করিতে পারেন, চলিতে পারেন না, সেই সময়ে তৃণাবর্ত্তনামে একটা বিকট অসুর তাঁহাকে লইয়া আকাশ-মার্গে গমন করে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বালক হইয়াও তাদৃশ বিকট অসুরের কণ্ঠদেশ চাপিয়া যে তাহার নিধন করিলেন, তাহা আমরা চিন্তাতেও ধারণা করিতে পারি না ॥ ৬ ॥

একদিন নবনী চুরি করিয়াছিলেন বলিয়া জননী যশোদা, ক্রোধপূর্ব্বক

ক্বচিদ্ধৈয়ঙ্গবস্তেন্যে মাত্রা বদ্ধ উদূখলে।
গচ্ছন্নর্জ্জুনয়োর্মধ্যে বাহুভ্যাং তাবপাতয়ৎ ॥ ৭ ॥
বনে সঞ্চারয়ন্ বৎসান্ সরামো বালকৈর্বৃতঃ।
হন্তুকামং বকং দোর্ভ্যাং মুখতোঽরিমপাটয়ৎ ॥
বৎসেষু বৎসরূপেণ প্রবিশন্তং জিঘাংসয়া।
হত্বা ন্যপাতয়ত্তেন কপিত্থানি চ লীলয়া ॥

অন্বয়ঃ।

ক্বচিৎ কদাচিৎ হৈয়ঙ্গবস্তেন্যে নবনীতচৌর্য্যে সতি মাত্রা যশোদয়া উদূখলে বদ্ধঃ বাহুভ্যাং অর্জ্জুনয়োঃ মধ্যে গচ্ছন্ রিঙ্গন্, তৌ অর্জ্জুনৌ কথং অপাতয়ৎ ॥ ৭ ॥

সরামঃ রামেণ সহিতঃ, বালকৈঃ বৃতঃ বনে বৎসান্ সঞ্চারয়ন্ (আত্মানং) হন্তুকামং অরিং বকং (বকরূপং অসুরং) দোর্ভ্যাং ভুজাভ্যাং মুখতঃ (মুখং) চঞ্চুং গৃহীত্বা কথং অপাটয়ৎ ॥

জিঘাংসয়া হন্তুমিচ্ছয়া বৎসরূপেণ বৎসেষু প্রবিশন্তং প্রবিষ্টং বৎসাসুরং লীলয়া ভ্রামণরূপয়া হত্বা তেন মৃতদৈত্যশরীরেণ চ কপিত্থানি ন্যপাতয়ৎ ॥

শ্রীধরস্বামী।

হৈয়ঙ্গবস্তেন্যে নবনীতচৌর্য্যে বাহুভ্যাং গচ্ছন্ রিঙ্গন্নিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হৈয়ঙ্গবস্তেন্যে নবনীতচৌর্য্যে বাহুভ্যাং গচ্ছন্ রিঙ্গন্নিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

দোর্ভ্যাং ধৃত্বা মুখতঃ মুখমারভ্য কথমপাটয়ৎ ॥

তাঁহাকে রজ্জু দ্বারা উদূখলের সহিত বন্ধন করেন; কিন্তু তিনি দুই হস্তে ও জানুযোগে গমন করত, যখন দুইটী অতি প্রাচীন সুবৃহৎ অর্জ্জুনবৃক্ষের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইতেছিলেন, তখন তদীয় আকর্ষণে দুইটী বৃক্ষই সমূলে উৎপাটিত হইয়া ভূমিতে নিপতিত হয় ॥ ৭ ॥

তিনি যখন বলরামের সমভিব্যাহারে গোপগণে পরিবৃত হইয়া বনে গোবৎস চারণ করাইতে ছিলেন, তখন বকনামা অসুর একটী বৃহৎ বকরূপ ধারণ করত, কৃষ্ণ বধার্থ তৎসমীপে উপনীত হয়; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দুইহস্তে তাহার চঞ্চুদ্বয় গ্রহণ করত শরপত্রের ন্যায় সেই অসুরকে বিদারণ করিয়াছিলেন ॥

অনন্তর তাঁহাকে বিনাশ করিবার বাসনায় বৎসাসুর বৎসরূপ ধারণ করত যখন বৎসসমূহের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন তিনি তাহার পুচ্ছ ধারণ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে ভ্রমণ করাইয়া নিহত করেন; এবং সেই মৃতশরীর বৃক্ষোপরি তৎকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া, বহুসংখ্যক পাদপও নিপাতিত হয় ॥

হত্বা রাসভদৈতেয়ং তদ্বন্ধূংশ্চ বলান্বিতঃ।
চক্রে তালবনং ক্ষেমং পরিপক্কফলান্বিতং॥
প্রলম্বং ঘাতয়িত্বোগ্রং বলেন বলশালিনা।
অমোচয়দ্ব্রজপশূন্ গোপাংশ্চারণ্যবহ্নিতঃ॥ ৮॥
আশীবিশতমাহীন্দ্রং দমিত্বা বিমদং হ্রদাৎ।

অন্বয়ঃ।

বলান্বিতঃ (বলদেবেন অন্বিতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) রাসভদৈতেয়ং ধেনুকাসুরং তদ্বন্ধূন্ চ হত্বা পরিপক্কফলান্বিতং (পরিপক্কৈঃ ফলৈঃ অন্বিতং) তালবনং ক্ষেমং (নির্ভয়ত্বেন সর্ব্বৈঃ প্রবেষ্টুং যোগ্যং) চক্রে॥

বলশালিনা বলেন উগ্রং উগ্রকরং প্রলম্বং ঘাতয়িত্বা (স্বয়ং) ব্রজপশূন্ গোপান্ চ আরণ্য-বহ্নিতঃ অমোচয়ৎ॥ ৮॥

আশীবিষতমাহীন্দ্রং (আশীবিষতমঃ অতিক্রূরবিষঃ চাসৌ অহীন্দ্রঃ তং) কালীয়ং,

শ্রীধরস্বামী।

মুখতো হন্তুঃ কামো যস্য তং বকবেশধরিং বাহুভ্যাং মুখতঃ কথমপাটয়ৎ॥ ৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

রাসভদৈতেয়ং ধেনুকং। বলান্বিত ইতি তত্রাপি কৃষ্ণস্য প্রাধান্যং বিবক্ষিতং॥ ৮॥

পুনরায় কেবল মাত্র বলরামকে সহায় করিয়া ইনি রাসভদৈত্য ধেনুকাসুরের ও তাহার যাবতীয় বন্ধু বান্ধব সকলেরই বিনাশসাধন করিয়াছিলেন। উক্ত দুর্দ্দান্ত অসুরের বিনাশে সুমিষ্ট পরিপক্ক তালফল বিশিষ্ট তালবন সম্পূর্ণ উদ্বেগশূন্য ও নির্ভয়স্থল হইয়াছিল॥

তিনি বলশালী বলদেব দ্বারা উগ্রবিক্রম প্রলম্বাসুরকে নিপাতিত করেন এবং স্বয়ং ব্রজপশু ও গোপগণকে ভীষণ দাবানল হইতে মুক্ত করেন॥ ৮॥

প্রচণ্ডবিষবীর্য্য কালিয়-সর্পের দর্প সম্পূর্ণ খর্ব্ব করিয়া, ইনি তাহাকে তাহার বাসভবন কালিয়-হ্রদ হইতে তাড়াইয়া যমুনাকে সম্পূর্ণ বিষশূন্য

আভাস।

উত্তরোত্তর দ্বাদশটী শ্লোক দ্বারা কৃষ্ণকৃত অলৌকিক কর্ম্মের উল্লেখ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অমানুষত্বের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। এই সমস্ত অমানুষিক কর্ম্মের আলোচনে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ মানব নহেন; পূর্ণব্রহ্ম সনাতন জগদীশ্বর। জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া পুতনাবধাদ্ব গোবর্দ্ধনধারণ পর্য্যন্ত যে যে কার্য্য তিনি করিয়াছিলেন, একে একে সকল কার্য্যেরই উল্লেখ এস্থলে এক একটী শ্লোক দ্বারা করা হইয়াছে এবং এতচ্চিন্তনে গোপ-গণের উপস্থিত বিমোহিত ভাবেরও পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে॥ ৩—৯॥

প্রসহ্যোদ্বাস্য যমুনাং চক্রেঽসৌ নির্ব্বিষোদকাং ॥ ৯ ॥
দুস্ত্যজশ্চানুরাগোঽস্মিন্ সর্ব্বেষাং নো ব্রজৌকসাং।
নন্দ তে তনয়েঽস্মাসু তস্যাপ্যৌৎপত্তিকঃ কথং ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ।

বিমদং যথা স্যাৎ তথা দমিত্বা প্রসহ্য বলাৎ, হ্রদাৎ উদ্বাস্য নিষ্কাস্য, যমুনাং নির্বিষোদকাং চক্রে ॥ ৯ ॥

হে নন্দ! সর্ব্বেষাং পশুপক্ষ্যাদিসহিতানাং নঃ অস্মাকং ব্রজৌকসাং অস্মিন্ তে তব তনয়ে কৃষ্ণে দুস্ত্যজঃ অনুরাগঃ তথা অস্মাসু তস্য ঔৎপত্তিকঃ স্বাভাবিকঃ অনুরাগঃ কথং ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

আশীবিষতমঃ অতিক্রূরবিষঃ স চাসাবহীন্দ্রশ্চেতি তং ॥ ৯ ॥

ঔৎপত্তিকঃ স্বাভাবিকঃ কথমিতি কিং সর্ব্বেষামাত্মায়ং স্যাদিতি শঙ্কা ॥ ১০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

আশীবিষতমোঽতিক্রূরবিষশ্চাসাবহীন্দ্রশ্চেতি তং বিমদং যথাস্যাত্তথা দমিত্বা ॥ ৯ ॥

এবমস্যেশ্বরত্বে গিরিধারণাদয় এতন্নিষ্ঠা ধর্ম্মা এব হেতবো দর্শিতাঃ। অস্মদাদিসর্ব্ব-ব্রজবাসিনিষ্ঠশ্চৈকো ধর্ম্মো দৃশ্যতামিত্যাহ দুস্ত্যজশ্চেতি। তে তনয়ে তবৈব তনয়ো নাস্মাকমিতি সমাগ্বিচারিতে সত্যপীতি ভাবঃ। ন কেবলমস্মাকং বাৎসল্যভাববত্তামেব গোপানাং অপি তু সর্ব্বেষাং বালাদীনামপি সখ্যাদিভাববত্তাং স্ত্রীপুংসামপি জাত্যন্তরাণা-মপি বনৌকসাং মৃগপক্ষ্যাদীনামপি অনুরাগঃ প্রতিক্ষণং নবনবায়মানো বর্দ্ধমানো প্রীতিরনু-রাগশব্দস্য তথাভূতার্থকত্বাৎ নতু প্রীতিমাত্রং। কিঞ্চ। দুস্ত্যজ ঔৎপত্তিকত্বাৎ সম্প্রতীশ্বরত্বলক্ষণে দৃষ্টেঽপি ত্যক্তুমশক্যঃ। তেন পুত্রবিত্তাদিদেহজীবাত্মভ্যো যথো-

---

করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

দেখ নন্দ! কেবল আমাদের কেন! ব্রজের পশুপক্ষী প্রভৃতি যাবতীয় জীবেরই অনুরাগ তোমার পুত্রে জন্মিয়াছে এবং আমাদের প্রতিও যে তাঁহার অনুপম স্বাভাবিক প্রীতি আছে, তাহাও স্পষ্ট উপলক্ষিত হইতেছে ॥ ১০ ॥

আভাস।

গোপগণ বলিলেন, দেখ ব্রজরাজ! কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে তাঁহার গিরিধারণাদি অলৌকিক আত্মশৌর্য্যই যথেষ্ট প্রমাণস্থল, আমরা অবলোকন করিতেছি; এতদ্ব্যতীত আরও একটী বিশেষ কারণ পরিদৃষ্ট হইতেছে, যাহাতে আবার একটী নূতন সন্দেহের উৎপাদন হইয়াছে। তন্নিষ্ঠ ধর্ম্মের কথা প্রকাশ করিলাম; এক্ষণে আমাদের ন্যায় ব্রজবাসিনিষ্ঠ ধর্ম্মের কথা উল্লেখ করিতেছি, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ব্যতীত সামান্য

ক্ব সপ্তহায়নো বালঃ ক্ব মহাদ্রিবিধারণং ।
ততো নো জায়তে শঙ্কা ব্রজনাথ তবাত্মজে ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ ।

ক্ব সপ্তহায়নঃ বালঃ ক্ব চ মহাদ্রিবিধারণং (মহাদ্রেঃ বিধারণং) অতঃ তস্মাৎ হে ব্রজনাথ ! তব আত্মজে নঃ আমাকং শঙ্কা পরমেশ্বরত্বশঙ্কা, জায়তে ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

উক্তমপ্যতিবিস্ময়েনাভিনয়েন বদন্তি ক্ব সপ্তহায়ন ইতি ॥ ১১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

ত্বরাধিকপ্রেমাস্পদেভ্যোঽপ্যাত্যন্তিকপ্রেমাস্পদং পরমাত্মৈবায়মিতি বুদ্ধ্যতে। ন হি কেবলনরত্বে সম্ভাবং সম্ভবতীতি ভাবঃ। সত্যং তর্হি পরমাত্মৈবায়ং নিশ্চীয়তামিতি চেত্তত্রাহুঃ। অস্মাসু সর্ব্বেষু ব্রজবাসিষু বনৌকঃসু চ তস্যাপি অনুরাগ উক্তলক্ষণঃ কথং সম্ভবেৎ তস্যাত্মারামত্বেন সর্ব্বত্রৌদাসীন্যাদস্মাসু সাংসারিকেষ্বোৎপত্তিকা। শক্তি র্ন ঘটত ইতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

উক্তমপ্যদ্রিধারণং প্রস্তুতত্বাদতিবিস্ময়েন পুনরাহুঃ ক্বেতি ॥ ১১ ॥

কি আশ্চর্য্য ! কোথায় সপ্তমবর্ষীয় বালক, আর কোথায় গোবর্দ্ধন পর্ব্বতধারণ ! এই সমস্ত কার্য্য বিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে, হে নন্দরাজ ! তোমার পুত্রকে ঈশ্বর বলিয়া আমাদের মনে আশঙ্কা জন্মিতেছে ॥ ১১ ॥

আভাস ।

মানব কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ তোমার পুত্র ; আমাদের নহে, তাহার আর প্রমাণের প্রয়োজন নাই ; কিন্তু তথাপি তাঁহার প্রতি আমাদের এত প্রেম কেন জন্মিতেছে ? যদি বল যে, আমরা বাৎসল্যভাববিশিষ্ট ; সুতরাং তাদৃশ মোহন মূর্ত্তি-দর্শনে বাৎসল্যভাববিশিষ্ট ব্যক্তির বাৎসল্যভাবের উদয় হওয়া কিছু বিচিত্র নহে ; কিন্তু বালকগণ সখ্যভাব অন্যজাতীয় নর নারী বাৎসল্য, এমন কি ! ব্রজবাসীমাত্র, অধিক কি ! অত্রত্য পশুপক্ষী পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণে যে অনুপম প্রেম করিতেছে, তাহার বিশেষ কারণ কি ? কৃষ্ণপ্রেম যেন নিত্য নূতনভাব ধারণ করিয়া, জীবমাত্রেরই হৃদয়ে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। ইহাঁকে ঈশ্বরবোধে যে, সম্ভ্রম হওয়া উচিত, সে সম্ভ্রমেও উক্ত প্রেমের কোনরূপ প্রতিবন্ধক জন্মিতেছে না। লোকব্যবহারে পুত্র, বিত্ত, দেহ ও জীবস্বরূপে উত্তরোত্তর প্রেমের আধিক্য লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু কৃষ্ণে আমাদের যে প্রেম, তাহার ইয়ত্তা দেখিতে পাইতেছি না ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকেই আমরা উত্তরোত্তর পর্য্যায়ের চরম সীমাস্থ জীবাত্মারও সার পরমাত্মা বলিয়া অনুমান করিতেছি ; তিনি ব্যতীত অন্য ঈশ্বরের অস্তিত্বই আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। কৃষ্ণ মানব হইলে, সাধারণ জীবের হৃদয়স্থ প্রেমে তিনি এরূপ অধিকারী হইতেন না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! আবার তাঁহাকে যথার্থ

নন্দ উবাচ ॥

শ্রূয়তাং মে বচো গোপা ব্যেতু শঙ্কা চ বোঽর্ভকে।
এনং কুমারমুদ্দিশ্য গর্গো মে যদুবাচ হ ॥
বর্ণাস্ত্রয়ঃ কিলাস্যাসন্ গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥

অন্বয়ঃ।

নন্দঃ উবাচ ; হে গোপাঃ! এনং কুমারং উদ্দিশ্য গর্গঃ মে মহ্যং যৎ উবাচ হ যে মম তাঃ বাচঃ শ্রূয়তাং অর্ভকে বালকে যা বঃ যুষ্মাকং শঙ্কা সা ব্যেতু অপগচ্ছতু ॥

অনুযুগং তনুং অবতারান্ গৃহ্ণতঃ অস্য শুক্লঃ রক্তঃ তথা পীতঃ ইতি কিল ত্রয়ঃ বর্ণাঃ আসন্ ইদানীং সঃ কৃষ্ণতাং গতঃ প্রাপ্তঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রাক্ শ্রুতমেব গর্গাচার্য্যবাক্যং তচ্চরিতপরিশীলনেন নিবৃত্তাশেষাসম্ভাবনস্য নন্দস্য

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অথো মদ্বালকেঽস্মিন্ প্রাক্ সিদ্ধমহাপ্রভাবে মদিষ্টদেবস্য শ্রীনারায়ণস্য মদ্ব্যভিকৃপয়া

এতচ্ছ্রবণে নন্দ বলিলেন, হে গোপগণ! আমার বালক সম্বন্ধে তোমাদের আশঙ্কার প্রয়োজন নাই ; গর্গাচার্য্য এই পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া আমাকে যে সকল কথা বলিয়াছেন, আমি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণন করিতেছি ; তোমরা শ্রবণ কর ! ॥

ইনি প্রতিযুগেই দেহধারণে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাহাতে ইঁহার শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিন বর্ণই হইয়া গিয়াছে ; এক্ষণে ইনি কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥

আভাস।

পরমাত্মা বলিয়াও নির্ণয় করিতে পারি না। কারণ পরমাত্মা নিরাময় ও জ্ঞানস্বরূপ; আত্মানন্দেই নিত্য বিরাজমান থাকেন; তখন আমাদের ন্যায় তাঁহার আবার আমাদের প্রতি অনুপম অনুরাগ কেন দৃষ্ট হইতেছে? তিনি জগৎপতি পরমেশ্বর হইলে, সর্ব্বত্র অনাসক্ত ও উদাসীন থাকাই সম্ভব। অতএব এই বিপরীত ভাব অবলোকনে আমরা কৃষ্ণসম্বন্ধে কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছি না। হে ব্রজরাজ! তোমার পুত্র সম্বন্ধে এই বিচিত্র তর্ক বিতর্কে আমাদের মন বড়ই উৎকণ্ঠিত ও ভীত হইয়াছে; তুমি ইহার সম্যক্ উত্তর প্রদানে আমাদিগকে আশ্বস্ত কর! ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

গোপগণের কথা শুনিয়া নন্দরাজ মনে মনে ভাবিলেন যে, আমার ইষ্টদেবতা নারায়ণ আমার দুঃখ বিনাশার্থ মদীয় বালকে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সন্নিবেশ করিয়াছেন, অবলোকন

প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ।
বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে ॥
বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে।
গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ ॥
এষ বঃ শ্রেয় আধাস্যদ্গোপগোকুলনন্দনঃ।
অনেন সর্ব্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ ॥

অন্বয়ঃ।

অয়ং শ্রীমান্ তব আত্মজঃ প্রাক্ ক্বচিৎ কদাচিৎ বসুদেবস্য সুতঃ জাতঃ অতঃ বাসুদেবঃ অভিজ্ঞাঃ ইতি সম্প্রচক্ষতে।

তে তব সুতস্য গুণকর্ম্মানুরূপাণি বহূনি নামানি রূপাণি চ সন্তি; তানি নামরূপাণি অহং ন বেদ অন্যে জনাঃ তু কুতঃ বিদুঃ।

গোপগোকুলনন্দনঃ (গোপানাং গোকুলস্য চ আনন্দকরঃ) এষঃ পুত্রঃ বঃ যুষ্মাকং শ্রেয়ঃ পারলৌকিকং সুখং আধাস্যৎ করিষ্যতি অনেন যূয়ং সর্ব্বদুর্গাণি ঐহিকানি অঞ্জঃ অনায়াসেন তরিষ্যথ।

শ্রীধরস্বামী।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বাবদ্যোতকং জাতং স ইদানীং তেনৈব বাক্যেন, গোপানুপদিশতি শ্রুয়তা-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মদ্বিপদোঽভিহন্তুমাবেশমালক্ষ্যৈতে সংশেরতে তদেতান্ শ্রীগর্গোক্ত্যৈব প্রবোধয়ামীত্যা-

---

তোমার এই পুত্র একবার পূর্ব্বে বসুদেবের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বাসুদেব নামে অভিহিত হইয়াছেন।

গুণ ও কর্ম্মানুসারে তোমার এই পুত্রের এত অসংখ্য নাম ও রূপ যে, অন্যের কথা দূরে থাকুক্, আমিও সে সমস্ত অবগত নহি।

ইনি ইহলোকে গোপ ও গোসমূহের আনন্দবর্দ্ধন পূর্ব্বক পরলোকে তোমাদের বিশেষ সুখ প্রদান করিবেন। ইহাঁর অনুগ্রহে তোমরা সকল বিপদ্ হইতেই অনায়াসে উত্তীর্ণ হইবে সন্দেহ নাই।

আভাস।

করিয়া ইহারা শ্রীকৃষ্ণেই ঈশ্বরভাবের সন্দেহ করিতেছে, অতএব গর্গাচার্য্যের উক্তি বর্ণন করিয়া, ইহাদিগকে এক্ষণে প্রবোধিত করা কর্ত্তব্য; এই বিবেচনা করিয়া তিনি বলিলেন, দেখ গোপগণ! কৃষ্ণ কেবল আমার পুত্র নহেন, তিনি তোমাদের সকলেরই পুত্র; আমার ন্যায় তোমাদের সকলেরই তাঁহার প্রতি বাৎসল্য ভাব থাকা কর্ত্তব্য। তাঁহার অনুপম ঐশ্বর্য্য দর্শনে সন্দিহান হইয়া প্রত্যহ আশীর্ব্বাদ করিতে নিরস্ত হইও না।

পুরানেন ব্রজপতে সাধবো দস্যুপীড়িতাঃ।
অরাজকে রক্ষ্যমাণা জিগ্যুর্দ্দস্যূন্ সমেধিতাঃ ॥
য এতস্মিন্ মহাভাগা প্রীতিং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ।
নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ ১২ ॥
তস্মান্নন্দ কুমারোঽয়ং নারায়ণসমো গুণৈঃ।

অন্বয়ঃ।

হে ব্রজপতে পুরা অরাজকে দস্যুপীড়িতাঃ (দস্যুভিঃ পীড়িতাঃ) সাধবঃ অনেন রক্ষ্যমাণাঃ সমেধিতাঃ সম্বর্দ্ধিতাঃ চ সন্তঃ দস্যূন্ জিগ্যুঃ জিতবন্তঃ।

হে মহাভাগাঃ (অনেকজন্মানুষ্ঠিতসুকৃতাঃ) মানবাঃ এতস্মিন্ (মহাভাগে ইত্যপি পাঠঃ) প্রীতিং কুর্ব্বন্তিঃ। অসুরাঃ যথা বিষ্ণুপক্ষান্ (ন অভিভবন্তি তথা ইব) এতান্ অরয়ঃ শত্রবঃ ন অভিভবন্তি ॥ ১২ ॥

তস্মাৎ হে নন্দ! অয়ং তে কুমারঃ গুণৈঃ শ্রিয়া কীর্ত্ত্যা অনুভাবেন চ নারায়ণসমঃ

শ্রীধরস্বামী।

মিতি ॥ ১২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শয়েনাহ শ্রূয়তামিতি ॥ ১২ ॥

হে নন্দ তস্মাদয়ং কুমার ইতি গর্গোক্তে র্ন কেবলময়ং মমৈব কুমারোঽপি তু যুষ্মাকমপীত্যতোঽস্মিন্ ঐশ্বর্য্যে দৃষ্টেঽপি বাৎসল্যং প্রতিদিনমাশ্চর্য্যশতঞ্চ ন ত্যাজ্যমিতি বিবক্ষয়ৈব তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ন্তে ইতি গর্গোক্তেরনুক্তিঃ। নারায়ণসম ইতি নারায়ণাবেশাদেব

হে ব্রজপতে! পূর্ব্বে যখন একবার অরাজকতা উপস্থিত হয়, তখন দস্যুপীড়িত সাধুগণ তৎকর্ত্তৃক রক্ষিত ও সম্যক্ পরিবর্দ্ধিত হইয়া, দস্যুকুলকে নিপাতিত করেন।

যে সকল সুকৃতি-বিশিষ্ট মানব তোমার এই পুত্রে প্রেম করিবেন, তাঁহারা বিষ্ণুরক্ষিত অমরবৃন্দের ন্যায়, শত্রুগণ কর্ত্তৃক কখন অভিভূত হইবেন না ॥ ১২ ॥

অতএব হে নন্দ! তোমার এই পুত্র গুণ, শ্রীঃ কীর্ত্তি ও সামর্থ্যে

আভাস।

গর্গাচার্য্য ইহাঁকে নারায়ণের তুল্যগুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণে নারায়ণ চন্দ্রের আবেশে মাত্র তাঁহার তদ্রূপ উক্তি প্রকাশ হইয়াছে; প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাকে নারায়ণ জ্ঞানে ভ্রম করিও না। প্রভাকরের অনুপ্রবেশে সূর্য্যকান্ত শিলাও যেমন সূর্য্যসদৃশ প্রতীত হয়, সেইরূপ নারায়ণের সন্নিধিতে আমার কৃষ্ণও নারায়ণতুল্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন; বাস্তবিক তিনি নারায়ণ নহেন। কিন্তু আমাদের ন্যায় সামান্য জীবও

শ্রিয়া কীর্ত্ত্যানুভাবেন তৎকর্ম্মসু ন বিস্ময়ঃ ॥ ১৩ ॥
ইত্যদ্ধা মাং সমাদিশ্য গর্গে চ স্বগৃহং গতে।
মন্যে নারায়ণস্যাংশং কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণং ॥

অন্বয়ঃ।

তস্মাৎ (অস্য) কর্ম্মসু (যুষ্মাভিঃ) বিস্ময়ঃ ন কার্য্যঃ। ১৩॥

ইতি অদ্ধা সাক্ষাৎ মাং সমাদিশ্য গর্গে স্বগৃহং গতে সতি অহং অক্লিষ্টকারিণং (অক্লিষ্টানি ভক্তজনক্লেশনিবর্ত্তকানি কর্ম্মাণি করোতীতি তং) কৃষ্ণং নারায়ণস্য অংশং মন্যে ॥

শ্রীধরস্বামী।

তস্মাত্তস্য কর্ম্মসু বিস্ময়ো নাস্তীতি নন্দস্যোক্তিঃ। ১৩॥

ইত্যদ্ধা সাক্ষাৎ মাং প্রতি সমাদিশ্য গর্গেচ স্বগৃহং গতে সতি তদানীং তদ্বা অমন্য-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নত্বয়ং নারায়ণঃ যথা সূর্য্যকান্তশিলাপি সূর্য্যসমেত্যুচ্যতে তস্মাদয়ং নেশ্বরঃ নাপি নিকৃষ্টো জীবঃ কিন্তু লোকোত্তরকর্ম্মা কোঽপায়মস্মৎকুলভূষণ এব অতএব তেন গর্গেণৈব সর্ব্বান্তে প্রোক্তং তৎকর্ম্মসু ন বিস্ময় ইতি। তস্য লোকাতীতকর্ম্মসু অত্যদ্ভুতদৃষ্ট্যা অয়মীশ্বর ইতি বুদ্ধি ন' কর্ত্তব্যেতি তেনৈব নিষিদ্ধত্বাদস্মিন্ যুষ্মদনুকম্প্যে চিরং জীবেত্যাশীরেব কার্য্যা ন ত্বৌদাসীন্যমিতি ফলতো গোপায়স্ব সমাহিত ইতি গর্গোক্তিরেবোক্তা। গোপানাং বিস্ময়-নিরসনেন সংশয়াপনোদনঞ্চ কৃতমিতি। ১৩।

অংশং তচ্ছক্ত্যাবেশিনং মন্যে বিতর্কয়ামি। অস্মান্ অক্লিষ্টান্ কর্ত্তুং শীলং যস্য তং।

নারায়ণের সমতুল্য; অতএব ইহাঁর কর্ম্মে তোমাদের বিস্মিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে ॥ ১৩ ॥

গর্গাচার্য্য আমাকে প্রত্যক্ষে এইরূপ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক নিজ গৃহে গমন করিলে, ভক্তক্লেশনির্হরণকারী কৃষ্ণকে আমি নারায়ণের অংশ বলিয়াই জ্ঞান করিয়া থাকি ॥

আভাস।

নহেন। তবে অলৌকিক কর্ম্মকারী কোন এক অপূর্ব্ব পুরুষ আমাদের কুলকে আলোকিত করিবার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে গর্গাচার্য্যও তাঁহার বক্তব্যের অন্তে প্রকাশ করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যে তোমরা বিস্মিত হইও না। অর্থাৎ অমানুষিক কর্ম্ম দর্শনে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিও না। এক্ষণে তোমাদের অনুকম্পায় আমার বালক যেন চিরজীবী হয়, এই আশীর্ব্বাদ কর। ফলতঃ গর্গাচার্য্যও বলিয়াছেন যে "তোমরা সাবধানে এই বালককে প্রতিপালন ও রক্ষা কর"। এই সমস্ত কথা দ্বারা নন্দ গোপগণের বিস্ময় নিবারণ পূর্ব্বক সংশয় অপনোদন করিলেন। ১৩॥

ইতি নন্দবচঃ শ্রুত্বা গর্গগীতং ব্রজৌকসঃ।
মুদিতা নন্দমানর্চ্চুঃ কৃষ্ণঞ্চ গতবিস্ময়াঃ ॥ ১৪ ॥
দেবে বর্ষতি যজ্ঞবিপ্লবরুষা বজ্রাশ্মপরুষানিলৈঃ।
সীদৎপালপশুস্ত্রি আত্মশরণং দৃষ্ট্বানুকম্প্যুৎস্ময়ন্।

অন্বয়ঃ।

ইতি গর্গগীতং নন্দবচঃ শ্রুত্বা গতবিস্ময়াঃ আশ্চর্য্যরহিতাঃ মুদিতাঃ জাতহর্ষাঃ চ ব্রজৌকসঃ কৃষ্ণং (তৎপিতরং) নন্দং চ আনর্চ্চুঃ ॥ ১৪ ॥

যজ্ঞবিপ্লবরুষা (স্বযজ্ঞস্য বিপ্লবেন প্রতিরোধেন যা রুট্ ক্রোধঃ তয়া) দেবে ইন্দ্রে বর্ষতি সতি বজ্রাশ্মপরুষানিলৈঃ অশনিজলশর্করাতীব্রবায়ুভিঃ, সীদৎপালপশুস্ত্রী (সীদন্তঃ পালাঃ পশবঃ স্ত্রিয়ঃ চ যস্মিন্ তথাভূতং) আত্মশরণং আত্মা স্বয়মেব শরণং রক্ষকো

শ্রীধরস্বামী।

মানোঽপি ইদানীং কৃষ্ণং নারায়ণস্যাংশং মন্যে তত্র হেতু অক্লিষ্টকারিণমিতি ॥ ১৪ ॥

গোবর্দ্ধনোদ্ধরণং সপরিকরং পরিস্মরন্ প্রকটিতৈশ্বর্য্যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রীতিং প্রার্থয়তে দেব ইতি যজ্ঞবিপ্লবেন যা রুট্ তয়া দেব ইন্দ্রে বর্ষতি সতি বজ্রাশ্মপরুষানিলৈঃ অশনিজলশর্করাতীব্রবায়ুভিঃ সীদৎপালপশুস্ত্রি সীদন্তঃ পালাঃ পশবশ্চ স্ত্রিয়শ্চ যস্মিন্ তৎ।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

আনর্চ্চুঃ বস্ত্ররত্নস্বর্ণমুদ্রোপহারেণ সম্মানয়ামাসুঃ। কৃষ্ণে বনাদাগতে সতি সায়ঞ্চ তং পীতাম্বরহারকটককুণ্ডলকিরীটৈরলঙ্কৃত্য জয় জয় ব্রজভূমভূষণ চিরং জীবেত্যুপলালয়ামাসুঃ ॥ ১৪ ॥

ভো রাজন্নিন্দ্রকোপোত্থিতাদ্বজ্রাশ্মবর্ষাদিকান্মহাসঙ্কটাদ্গোবর্দ্ধনমুদ্ধৃত্য তদাশ্রিত্য গোষ্ঠং রক্ষন্ তন্মখপ্রবর্ত্তনপণ্ডিতঃ কৃষ্ণো যথা সুরলোকগর্ব্বহন্তা প্রীণাতি তথৈব ব্রহ্মকোপোত্থিতাবাগ্বজ্রাদিদং শ্রীভাগবতং বেদোদধিভ্য উদ্ধৃত্য ত্বাং রক্ষন্ তৎপরায়ণমখপ্রবর্ত্তনপণ্ডিতঃ

গোপগণ নন্দমুখে গর্গাচার্য্যের উক্তি শ্রবণ করিয়া, নিশ্চিন্ত হইলেন। ব্রজবাসী সকলে তখন হর্ষবেগে পুলকিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপিতা নন্দরাজকে যথাবিধি পূজা ও অর্চ্চনা করিলেন ॥ ১৪ ॥

ইন্দ্রযাগের প্রতিবন্ধক হইলে, দেবেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া অতি তীব্রবেগে যখন বর্ষণ আরম্ভ করেন, তখন সেই ভয়ানক অশনিপাত, বর্ষাধারা, শিলাবৃষ্টি আভাস।

নন্দবাক্য শ্রবণে গোপগণ নিতান্ত প্রীত হইলেন এবং সায়ংকালে বন হইতে শ্রীকৃষ্ণ গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহারা সকলে বস্ত্রালঙ্কারাদি বিবিধ উপহার দ্রব্য নন্দসমীপে আনয়ন করত, শ্রীকৃষ্ণকে পীতাম্বর বসন, হার, কেয়ূর ও কটকাদি বিচিত্র ভূষণে ভূষিত করিয়া জয়োচ্চারণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

উৎপাট্যৈককরেণ শৈলমবলো লীলোচ্ছিলীন্ধ্রং যথা।

অন্বয়ঃ।

যস্য তৎ গোষ্ঠং ব্রজং দৃষ্ট্বা অনুকম্পী ভীতরূপঃ উৎস্ময়ন্ প্রহসন্ শৈলং গোবর্দ্ধনং উৎপাট্য উৎকৃত্য, একেন করেণ অবলঃ বালঃ, উচ্ছিলীন্ধ্রং ছত্রাকং, যথা তথা লীলয়া বিভ্রৎ দধৎ, যঃ গোষ্ঠং অপাৎ পালিতবান্ মহেন্দ্রমদভিৎ ইন্দ্রদর্পহারী সঃ গবাং

শ্রীধরস্বামী।

তথা আত্মা স্বয়মেব শরণং যস্য তদ্গোষ্ঠং দৃষ্ট্বা অনুকম্পী উৎস্ময়ন্ হসন্ প্রৌঢ়িমাবিষ্কুর্ব্বন্ বা শৈলমুৎপাট্য অবলো বালো লীলার্থমুচ্ছিলীন্ধ্রং যথা তথা একেন করেণ বিভ্রৎ দধৎ গোষ্ঠং অপাৎ পালিতবান্ এবং ভূতঃ শ্রীকৃষ্ণো নোঽস্মান্ প্রতি প্রীয়াৎ প্রীয়তাং। ষড়্বিংশে দশমে ব্যক্তঃ ষড়্বিংশো

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কৃষ্ণো ভক্তিরহিতদার্শনিকভূয়োলোকগর্ব্বহন্তা প্রীণাত্বিত্যাশয়েন পরীক্ষিতঃ স্বান্তঃপাতং মানয়ন্ কৃষ্ণপ্রীতিং প্রার্থয়তে দেবে ইতি। যজ্ঞবিপ্লবেন যা কৃট্ তয়া দেবে ইন্দ্রে বর্ষতি সতি বজ্রৈরশ্মভিশ্চ পরুষানিলৈশ্চ সীদৎপালপশুস্ত্রি সীদন্তঃ পালাঃ পশব স্ত্রিয়শ্চ যস্মিন্ তত্তথা আত্মা স্বয়মেব শরণং যস্য তদ্গোষ্ঠং দৃষ্ট্বা অনুকম্পী কৃপালুরুৎস্ময়ন্ প্রৌঢ়িমাবিষ্কুর্ব্বন্ অবলো বালো লীলয়া যথা উচ্ছিলীন্ধ্রমেকেনৈব করেণোৎপাটয়তি তথৈবোৎপাট্য যো গোষ্ঠমপাৎ স গবামিন্দ্রতি ইন্দ্র এবেন্দ্রস্য মদং ভিনত্তীতি ন্যায়ঃ। কৃষ্ণো

ও ভীষণ বায়ুপ্রবাহে গোপ, গাভী ও গোপ-বণিতাগণ নিতান্ত কাতর ও অবসন্নপ্রায় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে, যে বাসুদেব প্রেমার্দ্রহৃদয়ে ঈষৎ হাস্য করত অবলীলাক্রমে গিরি গোবর্দ্ধন এক হস্তে উত্তোলন পূর্ব্বক, ছত্রাকধারী বালকের ন্যায়, বিনাক্লেশে সপ্তাহকাল শৈলধারণে নিজের আশ্রিত গোষ্ঠকে রক্ষা করিয়াছেন, সেই বাসব-দর্পহারী ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা

আভাস।

শুকদেব তখন রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! গোবর্দ্ধন-যজ্ঞের প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রকোপোত্থিত অশনি ও শিলাবর্ষণরূপ মহাসঙ্কট হইতে শরণাগত গোষ্ঠকে যেমন গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উত্তোলন পূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছেন, অদ্য যেন তিনি মোহোদধি হইতে এই শ্রীমদ্ভাগবত উত্তোলন পূর্ব্বক তোমার ন্যায় শরণাগত ভক্তকে প্রীত হইয়া, আশ্রয় প্রদান করুন! এবং ভক্তিহীন শুষ্কতর্কপটু ব্রাহ্মণগণের দর্প খর্ব্ব করুন। এই আশীর্ব্বাদের সঙ্গে ভগবানের নিকট নিজ মঙ্গল কামনায়ও যেন প্রার্থনা ভাবের প্রকাশ হইয়াছে। অর্থাৎ হে গোবিন্দ! তুমি যেমন ইন্দ্রের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া ব্রজবাসীর মান রক্ষা করিয়াছ, অদ্য দশেন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ আমার মনের মদ ভঙ্গ করিয়া হৃদয়ের অন্তর্গুহায় বিরাজ কর! আমার মনের সকল অভিমান দূরে যাউক;

বিভ্রদ্বোষ্ঠমপায়্মহেন্দ্রমদভিৎ প্রীয়ান্ন ইন্দ্রো গবাং ॥ ১৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে নন্দগোপসম্বাদঃ ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ২৬ ॥ * ॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ॥

গোবর্দ্ধনে ধৃতে শৈলে আসারাদ্রক্ষিতে ব্রজে।

অন্বয়ঃ।

ইন্দ্রিয়াণাং, ইন্দ্রঃ নেতা (কৃষ্ণঃ) নঃ অস্মান্ বক্তৃশ্রোতৃদীন্ প্রীয়াৎ প্রীয়তাং ॥ ১৫ ॥

ইতি দশমে শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃতান্বয়ে ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ। গোবর্দ্ধনে শৈলে (কৃষ্ণেন) ধৃতে (অতঃ) আসারাৎ ব্রজে

শ্রীধরস্বামী।

দশমো হরিঃ। ব্যনক্ত্ পঞ্চবিংশং মাং চতুর্ব্বিংশতিতঃ পৃথক্। ১৫ ॥

॥ * ॥ ইতি দশমে ষড়্বিংশঃ ॥ * ॥

সপ্তবিংশে তদালক্ষ্য কৃষ্ণস্য প্রাভবং পরং।

বর্ণ্যতে সুরভীন্দ্রাভ্যামভিষেকমহোৎসবঃ ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নো মাং পরীক্ষিতং এতান্ শ্রোতৃংশ্চ প্রতি প্রীয়াৎ প্রীণাতু ॥ ১৫ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।

ষড়্বিংশো দশমেঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

সপ্তবিংশে ভয়াদিন্দ্রস্তুতিস্তত্র কৃপা হরেঃ।

সুরভ্যা চাভিষেকো যদ্গোবিন্দেত্যভিধাভবৎ ॥ * ॥

গোবিন্দ আমাদের উভয় বক্তা এবং শ্রোতার প্রতি প্রসন্ন হউন! ॥ ১৫ ॥

ইতি দশমে ষড়্বিংশ অধ্যায় ॥

বাদরায়ণি বলিলেন, এই প্রকারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনগিরি বাম

আভাস।

তোমার পবিত্র গুণগাথার বক্তা এবং শ্রোতা উভয়েই পবিত্র হই। এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতে শ্রীধরস্বামীও আত্মভাব প্রকাশে লিখিয়াছেন যে, হে ভগবন্! আসারপাত হইতে ব্রজবাসীকে যেমন রক্ষা করিলেন, অদ্য কায়মনোবাক্যে আপনার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, আমিও চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অন্তরে নিপতিত হইয়া বিষম ক্লেশ পাইতেছি; দয়া প্রকাশে আপনার প্রেমপর্ব্বত উত্তোলন করিয়া আমাকে এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অবিরল প্রপতন হইতে পৃথক্‌ভাবে রক্ষা করুন! ॥ ১৫ ॥

ইতি দশমে ষড়্বিংশ অধ্যায়ের আভাস সমাপ্ত ॥

গোলোকাদাব্রজৎ কৃষ্ণং সুরভিঃ শক্র এব চ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।

রক্ষিতে (সতি) কৃষ্ণং (ক্ষমাপয়িতুং) শক্রঃ (অভিষিঞ্চিতুং) সুরভিঃ চ গোলোকাৎ (তত্র) আব্রজৎ এব ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

গোবর্দ্ধনে ধৃতে শৈলে ইতি শক্রস্য ভয়েনাগমনে হেতুঃ। আসারাদ্রক্ষিতে ব্রজে ইতি সুরভের্হর্ষেণাগমনে ॥ ১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

আসারাদ্রক্ষিতে ব্রজে ইতি শক্রস্য ভয়েনাগমনে হেতুঃ। সুরভেস্তু ব্রহ্মাজ্ঞয়া ভগবদভিষেকঃ শক্রসাহায্যঞ্চ ব্রহ্মণা চোদিতা বয়মিতি তদুক্তেঃ। গোলোকাৎ প্রাকৃতাদেব নত্বপ্রাকৃতাদ্বৈকুণ্ঠবিশেষাৎ তদীয়সুরভেরিন্দ্রসাহিত্যানুপপত্তেঃ ॥ ১ ॥

করে সপ্তাহ কাল ধারণ করিয়া ইন্দ্রপ্রদত্ত নিদারুণ বাতবর্ষা হইতে ব্রজবাসিদিগকে রক্ষা করিলে, গোলক হইতে ইন্দ্র ও সুরভি উভয়েই কৃষ্ণ সমীপে উপনীত হইলেন ॥ ১ ॥

আভাস।

শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ সামর্থ্য দর্শনে ভীত সুরেন্দ্র ও সুরভি কর্ত্তৃক কৃষ্ণের অভিষেক এবং গোবিন্দনাম রক্ষা সপ্তবিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করত গোসমূহ ও ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন বলায়, গোবর্দ্ধনশব্দে কেবল পর্ব্বতকে বুঝায়, এমন নহে। ইহা বৃন্দাবনের পর্ব্বত হইলেও পারমার্থিকের অপূর্ব্ব আশ্রয়; ভগবান্ গোবিন্দচন্দ্র যে, কেবল একবার মাত্র গোবর্দ্ধনধারণে ব্রজবাসিমাত্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এমত নহে; তিনি সৃষ্ট জীবমাত্রেরই আসারসদৃশ দুঃখপ্রবাহ হইতে নিরন্তর সুখী করিবার নিমিত্ত চিরকালই গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। পিতা পুত্রের জন্য সততই চিন্তিত থাকেন; যে পুত্র পিতার চিত্তানুরূপ কার্য্য করে, সে আর পিতাকে চিন্তিত করিবার পাপে লিপ্ত হয় না। সেইরূপ যে মানব সংসারপ্রবাহে লিপ্ত না হইয়া ভগবানের শরণাগত থাকে, সে আর ভগবানকে শৈলধারণের ভারে শ্রান্ত করিবার পাপে লিপ্ত হয় না। গোশব্দে ইন্দ্রিয়; সেই ইন্দ্রিয়গণকে যিনি বর্দ্ধন করেন, তিনিই গোবর্দ্ধন। অতএব গোবর্দ্ধনশব্দে জগতে গোচারণ স্থল বা গোগণের পুষ্টিকারক পর্ব্বত হইলেও জীবসম্বন্ধে মনস্তত্ত্ব; কারণ শাস্ত্রে কথিত আছে, "মনো দশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষং হৃদ্‌পদ্মগোলকে স্থিতং"। মন দশ ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ, হৃদয়পদ্মে ইন্দ্রিয়ের নেতা ও পুষ্টিকারকরূপে সতত বিরাজ করিয়া থাকে। অতএব যে গোবর্দ্ধন উত্তোলন পূর্ব্বক ভগবান্ জগৎরক্ষা করিতেছেন, তাহা কখন সামান্য পর্ব্বত হইতে পারে না; তাহা তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি স্বরূপত্ব। তাহার গভীর গহ্বরে একবার প্রবেশ করিতে

বিবিক্ত উপসংগম্য ব্রীড়িতঃ কৃতহেলনঃ
পস্পর্শ পাদয়োরেনং কিরীটেনার্কবর্চ্চসা ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।

কৃতহেলনঃ (বর্ষাদিনা কৃতাপরাধঃ) অতএব ব্রীড়িতঃ লজ্জিতঃ, ইন্দ্রঃ বিবিক্তে একান্তে, উপসংগম্য অর্কবর্চ্চসা (অর্কবৎ বর্চ্চঃ যস্য তেন) কিরীটেন এনং কৃষ্ণং পাদয়োঃ পস্পর্শ নমশ্চকার ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তত্রেন্দ্র আগত্য কিং কৃতবান্ তদাহ বিবিক্ত উপসঙ্গম্যেত্যাদিনা অথাহ সুরভিরিত্যন্তঃ প্রাক্তনেন গ্রন্থেন। বিবিক্তে একান্তে পাদয়োঃ পস্পর্শ নমশ্চকার ॥ ২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিবিক্ত ইতি হন্ত হন্ত শক্রহস্তকস্য বজ্রপ্রহারৈর্মম গোবর্দ্ধনপৃষ্ঠং কীদৃশং জর্জ্জরমভূদিতি দিদৃক্ষয়া কদাচিৎ প্রাতরেকাকিনৈব কৃষ্ণেন তত্র গমনাত্তদৈবেন্দ্রেণাপ্যাগমনাদিতি বুধ্যন্তে দর্শনস্থানঞ্চ হরিবংশে ব্যক্তং। স দদর্শোপবিষ্টং বৈ গোবর্দ্ধনশিলাতল ইতি। শৃণু ভোঃ শক্র ত্বং প্রথমমেকক এব বাহনাদিস্বপরিচ্ছদং পরিত্যজ্য দীনো ভূত্বা স্বাপরাধং ক্ষময়িতুং প্রভোশ্চরণাম্বুজয়োর্দণ্ডবন্নিপতেতি সুরভ্যা প্রেরণাদুপসঙ্গম্য। হন্ত ভো দেবেন্দ্র কিমিদং তে মধ্যপারং বাৎসল্যং দৃশ্যতে যদ্বালাদজ্ঞত্বাৎ তন্মথহন্তারং সাগসমপি মামনুকম্পিতুমায়াসীতি দৃগিঙ্গিতেনোক্তে সতি ব্রীড়িতঃ ॥ ২ ॥

দেবেন্দ্র স্বকৃত অবজ্ঞা প্রদর্শনে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া অতি কুণ্ঠিত ভাবে অন্যের অজ্ঞাতসারে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং মস্তক অবনত পূর্ব্বক সূর্য্যসন্নিভ দীপ্তিমান্ কিরীটদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শে প্রণাম করিলেন ॥ ২ ॥

আভাস।

পারিলে অর্থাৎ "আমি ভগবানের, জগতের নহি" ইত্যাদি জ্ঞান হইলে, সাক্ষাৎ জনার্দ্দনের রক্ষণীয় হইলে, আর তাহার কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না। ভগবানকেও তাহার জন্য উৎকণ্ঠিত হইতে হয় না ॥ ১ ॥

ইন্দ্র ব্রজবিনাশে উদ্যত হইলেও কৃষ্ণবিক্রমে বিফলমনোরথ হইলেন। তিনি ভগবানের ঐশ্বর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া আপনাকে অতি নিকৃষ্টজ্ঞানে লজ্জিত হইলেন এবং স্বকৃত অপরাধের ক্ষমাপ্রার্থনায় কৃষ্ণসমীপে গমন করিতে অভিলাষী হইলেন। কিন্তু স্বকৃত অপরাধ স্মরণ করিয়া একাকী তৎসমীপে যাইতে সাহসী হইলেন না; তিনি ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন এবং তৎপ্রবোধনে আশ্বস্ত হইয়া জগচ্চিন্তামণির চরণে প্রণামার্থ কুণ্ঠিতচিত্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এদিকে সুরভি স্বকীয় সন্তান সন্ততি সহ গোকুলের রক্ষা কৃষ্ণকর্ত্তৃক বিহিত হওয়ায়, অপার আনন্দরসে নিমগ্ন হইলেন; তিনি স্বীয় অমৃতরসে শ্রীকৃষ্ণকে

দৃষ্টশ্রুতানুভাবোঽস্য কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ।
নষ্টত্রিলোকেশমদ ইদমাহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।

অমিততেজসঃ (অমিতং তেজঃ প্রভাবো যস্য তস্য) অস্য কৃষ্ণস্য দৃষ্টশ্রুতানুভাবঃ (দৃষ্টঃ গোবর্দ্ধনোদ্ধরণরূপঃ শ্রুতঃ পূতনানিধনাদিরূপঃ অনুভাবো যেন সঃ) অতএব নষ্টত্রিলোকেশমদঃ (নষ্টঃ অপগতঃ ত্রিলোকেশমদঃ যস্য সঃ ইন্দ্রঃ) কৃতাঞ্জলিঃ সন্ ইদং আহ ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রুতশ্চাসাবনুভাবশ্চ শ্রুতানুভাবঃ দৃষ্টঃ শ্রুতানুভাবো যেন স ইন্দ্রঃ নষ্টস্ত্রিলোকেশোঽহমিতি মদো যস্য সঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

আদৌ দৃষ্টঃ স্বনেত্রাভ্যামেব পশ্চাদপরাধিত্বং স্বস্য নিশ্চিত্য পরিত্রাণোপায়জিজ্ঞাসয়া মেরুপৃষ্ঠং গত্বা শ্রুতো ব্রহ্মমুখাদনুভাবঃ প্রভাবো যেন সঃ ॥ ৩ ॥

অমিততেজা এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনধারণাদি অতুল বিক্রম প্রত্যক্ষে দর্শন করিয়া এবং পূতনাদির নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অমররাজের ত্রৈলোক্যাধিপতির অভিমান দূরে গেল; তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন ॥ ৩ ॥

আভাস।

অভিষিক্ত করিতে বাসনা করিলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে সহায়রূপে ইন্দ্রের সঙ্গেই বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। ভক্তভয়হারী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের উভয়কে আগমন করিতে দেখিয়া, ইন্দ্রের লজ্জা নিবারণার্থ স্বয়ং একান্তে অবস্থিত হইবার অভিপ্রায়ে একাকী পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। এদিকে বিষম বর্ষণে ও বজ্রপ্রহারে আমার প্রিয় গোবর্দ্ধনের পৃষ্ঠদেশ কীদৃশ জর্জ্জরিত হইয়াছে, একবার দেখিয়া তৎপ্রতীকারের যত্ন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেমন পর্ব্বতৈকদেশে গমন করিলেন, সেই সময়েই ইন্দ্রের তথায় উপস্থিতি জানিতে হইবে। সুরভির উপদেশেই তিনি অন্যান্য পরিচ্ছদাদি পরিত্যাগ করত দীনবেশে ক্ষমাপ্রার্থনার্থ একাকী অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিবা মাত্র যেন ইঙ্গিত দ্বারা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, হে দেবরাজ! আমি তোমার যজ্ঞ পণ্ড করিয়াও যে এরূপ বাৎসল্যভাবের ব্যবহার পাইব, তাহা প্রত্যাশা ছিল না; কিন্তু তুমি আমার অনভিজ্ঞতায় বিরক্ত না হইয়া বরং শান্ত করিবার জন্য যে স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছ, তাহাতে বিশেষ পরিতৃপ্ত হইলাম। এতদ্দর্শনে ইন্দ্র বিশেষ লজ্জিত হইয়া অভিমান পরিহার পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২ ॥ ৩ ॥

ইন্দ্র উবাচ ॥

বিশুদ্ধসত্ত্বং তব ধাম শান্তং তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কং।

অন্বয়ঃ।

ইন্দ্রঃ উবাচ। হে দেব! তব ধাম স্বরূপং শান্তং রাগলোভাদিবিকাররহিতং (যতঃ) তপোময়ং জ্ঞানপ্রচুরং, (যতঃ) বিশুদ্ধসত্ত্বং ধ্বস্তরজস্তমস্কং (ধ্বস্তে অবিদ্যমানে রজস্তমসী

শ্রীধরস্বামী।

তত্র মমাপরাধং ক্ষমস্বেতি বক্তুং তব তাবদপরাধো নাস্ত্যেব ত্বয়ানুগ্রহ এব কৃত ইত্যাহ চতুর্ভিঃ বিশুদ্ধসত্ত্বমিতি ধাম স্বরূপং শান্তমেকরূপং অতএব তপোময়ং প্রচুরজ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞমিত্যর্থঃ কুতঃ ধ্বস্তরজস্তমস্কং ধ্বস্তেঽবিদ্যমানে রজস্তমসী যস্মিন্ অতএবায়মস্মদা-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

গর্ব্বাদেব ত্বন্মখং বিধ্বংস্য লোভাদেব ত্বৎসম্প্রদানীয়ং নৈবেদ্যং ভোক্তুং গোবর্দ্ধনমখং মিষমেবাকরবমহমিতি মত্তত্বং ত্বং জানাস্যেবেতি স্বস্মিন্ বক্রোক্তিমাশঙ্ক্য ভো নাথ ত্বন্মায়ামোহিতোঽপ্যহং ত্বৎকৃপালেশেনাধুনা হৃতত্বমেতন্মাত্রং ত্বহং জানামীত্যাহ শুদ্ধমিতি দ্বাভ্যাং তব ধাম স্বরূপং শান্তমনুগ্রহং তপোময়ং জ্ঞানস্বরূপং তর্হি কিং সত্ত্বগুণোত্থং ন বিশুদ্ধসত্ত্বং অপ্রাকৃতং চিদানন্দময়মিত্যর্থঃ। অতো রজস্তমসোস্ত্বয়ি সম্ভাবনৈব নাস্তি

হে দেব! ভবদীয় স্বরূপে রাগলোভাদি কোন প্রকার বিকারের লেশ মাত্রও নাই; ইহা রজঃ ও তমোগুণের অতীত শুদ্ধ সত্ত্বময় জ্ঞানস্বরূপ;

আভাস।

দেবরাজ ইন্দ্র আপনাকে মহাপরাধী অবধারণ করিলেও শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবনিষ্ঠ প্রসন্নবদন নিরীক্ষণ করিয়া অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত হইলেন; এবং ক্ষমা পাইবার প্রত্যাশায় তাঁহাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। পাছে কৃষ্ণ বলেন যে, "দেবরাজ! আমি তোমার যজ্ঞ পণ্ড করিয়া বিশেষ অপরাধী হইয়াছি; দেখ! অভিমান বশত কেবল তোমার যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াছি এমত নহে, লোভপ্রযুক্ত তোমার উদ্দেশে প্রস্তুত নৈবেদ্যাদি স্বয়ং ভোজন করিবার অভিপ্রায়ে গোবর্দ্ধন যজ্ঞের কেবল ছলনা করিয়াছি মাত্র; অতএব আমার কুটিল ব্যবহার তুমি সমস্ত অবগত হইয়াছ; এক্ষণে তজ্জন্য আমার প্রতি তুমি বিরক্ত হইও না"। এই বক্রোক্তি অনুমান করিয়া নিজ অপরাধের ক্ষমাপণার্থ বলিলেন, হে দয়াময়! (আমাদের প্রতি আপনার ক্রোধ হইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ আমরা আপনার মায়ায় সতত মোহিত মুগ্ধাত্মা জীব। সুতরাং আপনার নিকট আমরা নিত্য পদে পদে অপরাধী হইব, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।) এক্ষণে আপনার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া এই হৃদয়ের ভাব যে জানাইতে সক্ষম হইতেছি, তাহাও হে কৃপাময়! আপনার কৃপাকটাক্ষের কণামাত্র বিতরণে মাত্র জানিতে হইবে। (আপনাতে অভিমান বা লোভের আশঙ্কা

মায়াময়োঽয়ং গুণসংপ্রবাহো ন বিদ্যতে তেঽগ্রহণানুবন্ধঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।

যস্মিন্ তৎ) অতএব গ্রহণানুবন্ধঃ (গ্রহণেন প্রাকৃতদেহাদৌ আত্মাধ্যাসেন অনুবধ্যতে যঃ সঃ) মায়াময়ঃ প্রাকৃতঃ, গুণসংপ্রবাহঃ (গুণৈঃ সংপ্রোহ্যতে ইতি সংসারঃ) তে তব ন বিদ্যতে ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

দিষু দৃশ্যমানঃ মায়াকার্য্যরূপো গুণসংপ্রবাহঃ গুণৈঃ সম্প্রোহ্যত ইতি তথা সংসার ইত্যর্থঃ। স তে তব ন বিদ্যতে যতঃ অগ্রহণেন অজ্ঞানেন অনুবধ্যত ইতি তথা সঃ সর্ব্বজ্ঞস্য তে নাস্তীত্যর্থঃ অজ্ঞানসম্বন্ধো বা ॥ ৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রত্যুতান্যগতয়োরপি তয়োস্তত্তো ধ্বংস এবেত্যাহ ধ্বস্তং রজস্তমশ্চ যস্মাৎ যৎস্মরণাদি-কর্ত্তুরপি রজস্তমসী নশ্যত ইত্যর্থঃ। অতোঽস্মিন্ জগত্যস্মদাদিষু যো গুণানাং সম্যক্ প্রবাহঃ সংসাররূপঃ মায়াময়ঃ অয়ং তে তব নৈব বিদ্যতে। নমু জীবন্মুক্তস্য কিন্তু মায়ামধিনীকৃত্য কদাচিৎ কৌতুকবশাদস্য নাত্র কোঽপি দোষস্তত্রাহ। অগ্রহণানুবন্ধঃ ন বিদ্যতে গ্রহণস্যানুবন্ধ আকাঙ্ক্ষাপি যত্র সঃ ॥ ৪ ॥

সুতরাং প্রাকৃত দেহাদিতে আত্মজ্ঞানজন্য সমুৎপন্ন গুণপ্রবাহরূপ মায়াময় সংসার আপনাকে কোন মতে স্পর্শ করে না ॥ ৪ ॥

আভাস।

কেবল কল্পনা মাত্র। আপনি প্রকৃতির অতীত, বিশুদ্ধসত্ত্ব চিদানন্দময় জ্ঞানস্বরূপ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি; অতএব সেই প্রাকৃতিক গুণত্রয় আপনাকে স্পর্শ করে না। এখানে বিশুদ্ধসত্ত্ব বলায় রজঃ ও তমোগুণ হইতে অসংসৃষ্ট শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য হইলেও প্রাকৃতিক গুণগণনায় বিশুদ্ধসত্ত্ব গণনীয় নহে; কারণ সাংখ্যাচার্য্য বলিয়াছেন, "অন্যোন্যাশ্রয়-জনন-মিথুন-বৃত্তয়শ্চ গুণাঃ" গুণত্রয় পরস্পরে এরূপ সম্বদ্ধ যে, কখন অমিলিত হইয়া একাকী কেহই থাকিতে পারে না। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য পরস্পরকে আশ্রয় ও পরস্পরকে অভিভব করিয়া একত্র অবস্থিতি করিয়া থাকে। বর্ত্তি, তৈল ও বহ্নি এই তিন একত্র থাকিলেই যেমন প্রকাশরূপ প্রদীপের কার্য্য প্রকটিত হয়, সেইরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ ন্যূনাতিরিক্ত ভাবে একত্র থাকাতেই জগৎপ্রকাশরূপ সৃষ্টিকার্য্য সাধিত হইতেছে। তখন এই প্রাকৃতিক সত্ত্বগুণই যে ঈশ্বরস্বরূপ, তাহা সম্পূর্ণ স্বীকার করায় অপসিদ্ধান্তের সংস্থাপন ঘটিবে। অতএব "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" এই ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত মন্ত্রানুসারে পরমাত্মার সৎস্বরূপে বিদ্যমান ভাবই সত্ত্বং। অর্থাৎ অলঙ্কারাদিতে সুবর্ণের ন্যায়, ঘটশরাবাদিতে মৃত্তিকার ন্যায়, এই বিচিত্র বিবিধ পদার্থপরিপূর্ণ জগতের নাম,

কুতো নু তদ্ধেতব ঈশ তৎকৃতা লোভাদয়ো যেঽবুধলিঙ্গভাবাঃ।
তথাপি দণ্ডং ভগবান্ বিভর্ত্তি ধর্ম্মস্য গুপ্ত্যৈ খলনিগ্রহায় ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।

(যদ্যেবং তদা) হে ঈশ! তৎকৃতাঃ দেহাদ্যাত্মাধ্যাসকৃতাঃ তদ্ধেতবঃ পুনরন্যদেহগ্রহণস্য হেতবঃ অবুধলিঙ্গভাবাঃ যে লোভাদয়ঃ কুতঃ স্যুঃ, তথাপি লোভাদ্যভাবেঽপি ভগবান্ ঐশ্বর্য্যাদিপূর্ণঃ ভবান্ ধর্ম্মস্য গুপ্ত্যৈ রক্ষার্থং খলনিগ্রহায় (খলানাং পরোদ্বেজকানাং মানভঙ্গাদিনা নিগ্রহায় বশীকরণার্থং দণ্ডং বিভর্ত্তি ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যদা অজ্ঞানতৎকৃতদেহসম্বন্ধৌ নস্তঃ তদা তৎকৃতানাং লোভাদীনাং কা বার্ত্তেত্যাহ কুতোঽস্বিতি তৎকৃতা দেহসম্বন্ধকৃতাঃ তদ্ধেতবঃ পুনরপ্যন্যস্য দেহস্য হেতবঃ। ননু জ্ঞানিনামপি তে দৃশ্যন্তে অতএবাহ অবুধলিঙ্গভাবাঃ অজ্ঞানিনাং গমকাঃ যাবদ্রাগাদিমত্ত্বং তাবজ্জ্ঞানিত্বমেব ন সিদ্ধমিত্যর্থঃ। লোভাদ্যভাবেঽপি মন্মানভঙ্গো দণ্ডার্থমিত্যাহ অথাপীতি ॥ ৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অতঃ কৈমুতিকন্যায়েনাহ কুত ইতি। নু ভো ঈশ যদি তব গুণপ্রবাহে জিঘৃক্ষাপি নাস্তি তর্হি কুতস্তস্য গুণপ্রবাহস্য হেতবো গুণাঃ স্যুঃ। তৎকৃতা গুণপ্রবাহকার্য্যভূতা লোভাদয়শ্চ যেঽবুধস্য লিঙ্গং চিহ্নং ভাবয়ন্ত্যুৎপাদয়ন্তীতি তে। ননু তর্হি কথং ত্বন্মখভঙ্গমকরবং তত্রাহ অথাপীতি লোভকোপাদ্যভাবেঽপি ॥ ৫ ॥

হে মঙ্গলময়! যখন সংসারই আপনার নাই, তখন দেহান্তর প্রাপ্তির কারণীভূত অজ্ঞানি-জন-সুলভ মায়াময় কামলোভাদির সহিত আপনার সম্পর্ক কোথায়! তথাপি আপনি ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত ও পরদ্বেষকারী খলগণের নিগ্রহার্থ দণ্ডধারণে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ॥ ৫ ॥

আভাস।

রূপ বা আকাররূপে যাহা পরিণত হইতেছে, ঘটাদি অলঙ্কারের নাশে মৃত্তিকা ও সুবর্ণভাবের ন্যায়, নামরূপাদির বিসর্জ্জনে নামরূপাদি ধর্ম্মের ধর্ম্মীস্বরূপ মূল বিদ্যমানতাই সত্ত্বং। বস্তু দর্শনে আমরা যে তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করি ও বস্তুর সত্তা বলিয়া স্বীকার করি, তাহা নহে; মূল সত্তের ভানই বস্তু; সত্তের ধর্ম্মই বস্তুরূপে পরিণত। বস্তুর অস্তিত্ব নহে; অস্তিত্বের বস্তু। এই মূল অস্তিত্ব, যাহাতে সমগ্র সৃষ্টি প্রকাশমান, তাহাই সত্ত্বং। এই সৃষ্টির আশ্রয়সত্ত্ব বা সৃষ্টিবিশিষ্ট সত্ত্বই অবিশুদ্ধ, এবং সৃষ্টির সামর্থ্যবিশিষ্ট হইলেও সৃষ্টির ক্রিয়াশূন্য নিষ্ক্রিয় সৎভাবই বিশুদ্ধ সত্ত্ব ও পরমাত্মার স্বরূপ। শ্রুতি বলিয়াছেন, "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি; ত্রিপাদস্য স্বয়ং প্রভুঃ" এই বিশ্বসংসার পরমব্রহ্মের এক পাদে (চতুর্থাংশে) প্রকাশমান; তিনি স্বয়ং নির্বিকারীর ন্যায়, তিন পাদে অবস্থান

পিতা গুরুস্ত্বং জগতামধীশো দুরত্যয়ঃ কাল উপাত্তদণ্ডঃ।
হিতায় চেচ্ছাতনুভিঃ সমীহসে মানং বিধুন্বন্ জগদীশমানিনাং ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ

জগতাং প্রাণিনাং ত্বং পিতা জনকঃ গুরুঃ উপদেষ্টা, অধীশঃ নিয়ন্তা, চ (তস্মাৎ) উপাত্তদণ্ডঃ সংকল্পিতদণ্ডঃ, দুরত্যয়ঃ দুরতিক্রমণীয়ঃ, কালঃ সন্ জগদীশমানিনাং (অস্মাকং) হিতায় মানং মদং, বিধুন্বন্ দূরীকুর্ব্বন্, চ স্বেচ্ছাতনুভিঃ লীলাবতারৈঃ, সমীহসে চেষ্টসে ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নন্বু ত্বদ্দণ্ডে মম গোপবালকস্য কা শক্তিঃ কিঞ্চ কারণং কো বা দণ্ডো ময়া কৃত ইত্যত আহ পিতেতি। জগতাং ত্বং পিতা জনকঃ। গুরুরুপদেষ্টা অধীশো নিয়ন্তা ইতি দণ্ডধারণে হেতুত্রয়ং। কালত্বাৎ সমর্থঃ। তস্মাদুপাত্তদণ্ডো লীলাবতারৈঃ সমীহসে তব সমীহা লীলৈব জগদীশমানিনামস্মাকং মানধ্বননমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ধর্ম্মগোপন-খলনিগ্রহাভ্যাং পূর্ণস্য পরমেশ্বরস্য মম কিং ফলমিতি চেৎ জগতাং মঙ্গলমেবেত্যাহ পিতেতি। তব সাহজিককারুণ্যাৎ জগতাং মধ্যে যে ধার্ম্মিকাস্তেষু ত্বং পিতা যথা পুত্রস্য দেহদ্বয়ে বৎসলঃ গুরুর্যথা শিষ্যস্য জীবাত্মনি বৎসলঃ। অধীশস্তত্তদ্দুঃখত্রাণসুখপ্রদানসমর্থঃ। যে তু খলাস্তেষু ত্বং দুরত্যয়ো দুর্ব্বারঃ কালঃ স ইব উপাত্তদণ্ডঃ দণ্ডপ্রদানেনৈব তচ্ছোধক ইত্যর্থঃ। অত উভয়েষাং হিতায়ৈব ইচ্ছাতনুভিঃ স্বেচ্ছাময়াবতারৈঃ সমীহসে চেষ্টসে তব সমীহা লীলৈব পূতনাবধাদিকা দুষ্টসংহারিকা শিষ্টপালিকা চেত্যর্থঃ। যে ত্বধিকৃতভক্তা ব্রহ্মাদ্যাস্ত্বদ্দত্তযৎকিঞ্চিদৈশ্বর্য্যেণৈব মত্তা ভবন্তি তেষামপি মদনিরসনী ত্বল্লীলৈবেত্যাহ মানমিতি ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মাণ্ডস্থ প্রাণিবর্গের আপনি একমাত্র পিতা, উপদেষ্টা গুরু এবং সর্ব্বাধিপতি নিয়ন্তা; আপনিই দণ্ডধারণে দুরতিক্রমণীয় কালরূপে বিরাজ করত আমাদের ন্যায় ঈশ্বরাভিমানী জনগণের অভিমান নিবারণে প্রকৃত হিত সাধনার্থই স্বেচ্ছাময় বিগ্রহ পরিগ্রহে সকল কার্য্যই সমাধা করিতেছেন ॥ ৬ ॥

আভাস।

করিতেছেন। এই তিন পাদে নির্ব্বিকারী ভাবই "বিশুদ্ধসত্ত্ব"। ইহাতে রজোগুণ বা তমোগুণের কোন সম্পর্ক থাকা দূরে থাকুক, যে ব্যক্তি এই ভাবকে স্মরণ মাত্র করিতে পারে, তাঁহার হৃদয়ে রজোভাব বা তমোভাব কিছুই আর স্থান পায় না। সুতরাং গুণত্রয়ের অধীন জীব যেমন, সংসারপ্রবাহে অবশভাবে প্রবাহিত হয়, পরমেশ্বরের সেরূপ প্রবাহ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই; এবং স্বেচ্ছানুসারে বিগ্রহ ধারণ করিলেও জীবের ন্যায় তাঁহার আসক্তি বা সংসারকারণ প্রীতি যখন তাঁহাতে স্পর্শ করে না, তখন লোভাদির কারণ বা জন্মান্তরের হেতু কিছুই ঘটে না ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

যে মদ্বিধাজ্ঞা জগদীশমানিন স্ত্বাং বীক্ষ্য কালেঽভয়মাশু তন্মদং।

অন্বয়ঃ।

যে মদ্বিধাজ্ঞাঃ জগদীশমানিনঃ (আত্মানং জগদীশং মন্যমানাঃ তে) কালে ভয়কালে অপি ত্বাং অভয়ং ভয়রহিতং দণ্ডধরং বীক্ষ্য তন্মদং (জগদীশাভিমানপ্রযুক্তং) মদং আশু

শ্রীধরস্বামী।

কথমেতদিত্যত্ত আহ যে ইতি। মদ্বিধাশ্চ তে অজ্ঞাশ্চেতি অতোজগদীশমানিনঃ কালে ভয়কালেঽপি যথাধুনৈবাভিবৃষ্টৌ ত্বামভয়ং ভয়মগণয়ন্তঃ বীক্ষ্য আশু তন্মদং জগদীশা ইতি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তেষু জগদীশমানিষ্বপি মধ্যেঽহমত্যধম ইত্যাহ। মদ্বিধাশ্চ তে অজ্ঞাশ্চেতি তেন অজ্ঞানাদপ্যুপমানত্বাদহমত্যজ্ঞ ইতি ভাবঃ। কালে ভয়কালেঽপি যথা অধুনৈবাভিবৃষ্টৌ

যাহারা আমাদের ন্যায় অনভিজ্ঞ ও ঈশ্বরাভিমানী তাহারাও যদি মঙ্গলময় আপনাকে অবসর ক্রমে দণ্ড ধারণে দণ্ডায়মান নিরীক্ষণ করে, তাহা হইলেও তাহাদের অভিমান-জনিত মত্ততার অপগমে গর্বশূন্য হইয়া সাধু-

আভাস।

ইন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্! আপনি যে, আমার যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া কোনরূপ স্বার্থ-পরতার পরিচয় দিয়াছেন, এমত নহে, উহাতে আমারই উপকার ও স্বার্থলাভ ঘটিয়াছে। অভিমানে নিতান্ত প্রমত্ত হইয়া কুপথে পতিত হইয়াছিলাম; কালক্রমে ক্রমশ নিরয়েই গমন করিতে হইত, কিন্তু আপনি পুত্রের পিতার ন্যায়, শিষ্যের গুরুর ন্যায় এবং সেনাগণের নায়কের ন্যায় আমাকে সৎপথে আনয়ন করিয়াছেন। সংসার-সম্বন্ধে আপনি সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলময়। আপনি দেহের, চিত্তবৃত্তির ও জীবস্বরূপের উপকার-সাধন করিয়া থাকেন। আপনি কেবল সাধুগণের উপকার করিয়া থাকেন, এমত নহে; অসাধু নিকৃষ্ট-গণেরও সমীপে সাক্ষাৎ কালরূপে যমদণ্ডের ন্যায় অনবরত পরিণামকারী কালদণ্ড হস্তে লইয়া দণ্ড প্রদানচ্ছলে তাহাদের সংশোধন করিতেছেন। কি সাধু! কি অসাধু! কেহই আপনার নিকট উপেক্ষিত না হইয়া, উভয়ে সমান উপকার লাভ করিতেছে। দুষ্টা পূতনাকে নিধন করিয়া যেমন তাহাকে সাযুজ্যপদ প্রদান করিয়াছেন, আবার স্বদীয় চিহ্নিত ভক্ত ব্রহ্মাদি দেবতাগণও যখন স্বদত্ত ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তিতে মত্ত হইয়া উঠিলেন, অমনি আপনি তাঁহাদেরও ঐশ্বর্য্যাভিমান নিরসন পূর্ব্বক স্বরূপে আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন। অতএব দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন উভয়ই আপনার দৃষ্টিতে সমান এবং উভয়েই নিগ্রহ ও অনুগ্রহের ভাজন হইয়াও অকপটে প্রকৃত উপকারই লাভ করিয়া থাকে॥ ৬॥

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঐশ্বর্য্যাভিমানীর মধ্যে আমি সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট; অজ্ঞানী ব্যক্তিই অভিমানী হয় বটে; কিন্তু সকলের সহিত তুলনায় আমার অভিমান কিছু বিশেষ

হিত্বার্য্যমার্গং প্রভজন্ত্যপস্ময়া ঈহা খলানামপি তেঽনুশাসনং ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।

হিত্বা অপস্ময়াঃ অপগতগর্ব্বাঃ, সন্তঃ আর্য্যমার্গং (সন্তাং বর্ত্ম ত্বদ্ভক্তিং) প্রভজন্তি অনুবর্ত্তন্তে, (অতঃ) তে তব ঈহা লীলা, খলানাং অনুশাসনং শিক্ষা এব ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

মদং হিত্বা বিগতগর্ব্বাঃ সন্তঃ আর্য্যমার্গং ত্বদ্ভক্তিলক্ষণং ভজন্তি অতস্তব ঈহৈব খলানামনুশাসনং দণ্ড ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

অভয়ং ভয়মগণয়ন্তঃ বীক্ষ্য। যদ্বা। ন জানে প্রভুরয়ং মাং কীদৃশং দণ্ডয়িষ্যতীতি স্বস্য ভয়ং ভয়হেতুং বীক্ষ্য তন্মদং জগদীশ্বরত্বমদং ত্যক্ত্বা আর্য্যাণাং ত্বদ্ভক্তানাং মার্গং ভজন্তি গতস্ময়া নষ্টগর্ব্বা অতস্তবেয়ং গোবর্দ্ধনধারণলীলৈব খলানামস্মাকমনুশাসনং দণ্ডঃ ॥ ৭ ॥

জনাবলম্বিত ত্বদীয় ভক্তিমার্গ অবলম্বনে অগ্রসর হইয়া থাকে। অতএব আপনার লীলা খলগণের অনিষ্টের জন্য নহে; উপদেশার্থই জানিতে হইবে ॥ ৭ ॥

আভাস।

গাঢ়তম। আমার উপায় কি হইবে! এই চিন্তায় আমার চিত্ত অতীব ব্যাকুল হইতেছে। জানি না! এই ঘোরতর অপরাধে প্রভু আমাকে কিরূপ দণ্ডিত করিবেন! কিন্তু হে দীনবন্ধো! আপনার কেবল সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াই প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হইলাম। আমি নিতান্ত ভীত বটে, কিন্তু এতদবস্থায় আপনার প্রসন্ন বদন নিরীক্ষণ করিয়া আমার হৃদয়ে কতই আশার সঞ্চার হইতেছে! আমার যাবতীয় অপকার্য্য একে একে স্মৃতিপথে আরূঢ় হইতেছে; এবং আপনার সাক্ষাতে আমি যে, এক জন নিতান্ত অগণ্য ও অধন্য ব্যক্তি, তাহা স্পষ্টত প্রতীত হইয়া ভবদীয় দর্শনে আমার সকল অভিমান দূরে পলায়ন করিয়াছে। কারণ আমি যতই পরাক্রম প্রকাশে বাতবর্ষাদির দ্বারা আপনাকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করিলাম, আপনি তজ্জন্য কিছুমাত্র বিচলিত বা দুঃখিত না হইয়া নিরন্তর অনুগ্রহ প্রকাশার্থই প্রসন্ন বদনে অবস্থান করিতেছেন। হে দয়াময়! এতদ্দর্শনে আমার হৃদয়ে আর্য্য সাধুগণোচিত তদীয় ভক্তিস্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। আমি গর্ব্বশূন্য হইলাম। আপনার গোবর্দ্ধন-ধারণ ক্রিয়ায় আমাদের ন্যায় কুটিল খল জনের বিশেষ উপকার-সাধনই হইল ॥ ৭ ॥

গোবর্দ্ধন ধারণে গোকুলেরই উপকার হইয়াছে, আমাদের নহে; আমাদের উপকারার্থ পৃথক্ দণ্ডবিধানের প্রয়োজন, এরূপ মনে করি না। পুত্রের সৎশিক্ষাই পিতার উদ্দেশ্য; পীড়ন কখন অভিপ্রেত নহে। আপনি জগতের পিতা; জীব সমূহকে সৎপথে আনয়ন করাই আপনার অভিপ্রায়। আমাদের ন্যায় কুপুত্রকে পীড়া দানে আপনার কোন অভিসন্ধি

স ত্বং মমৈশ্বর্য্যমদপ্লুতস্য কৃতাগসস্তেঽবিদুষঃ প্রভাবং।
ক্ষন্তুং প্রভোঽথার্হসি মূঢ়চেতসো মৈবং পুনর্ভূন্মতিরীশ মেঽসতী॥ ৮॥

অন্বয়ঃ।

অথ হে প্রভো! সঃ সর্ব্বেশ্বরঃ ত্বং ঐশ্বর্য্যমদপ্লুতস্য (ঐশ্বর্য্যেণ ইন্দ্রাধিপত্যেন যো মদস্তেন প্লুতস্য ব্যাপ্তস্য) তে তব প্রভাবং অবিদুষঃ অজানতঃ, মূঢ়চেতসঃ (মূঢ়ং অবিদ্যয়া বিবেকহীনং চেতঃ যস্য তস্য) কৃতাগসঃ (বর্ষাদিনা কৃতাপরাধস্য) মম (অপরাধং তথা) ক্ষন্তুং অর্হসি যথা হে ঈশ! মে অসতী দুষ্টা অভিমানরূপা মতিঃ এবং পুনঃ মাভূৎ॥ ৮॥

শ্রীধরস্বামী।

এবং ভগবতঃ স্বরূপমভিপ্রায়ং চানুবর্ণ্য ক্ষমাপয়তি স ত্বমিতি। এবম্ভূতা অসতী মতির্মে পুনর্মাভূদিতি প্রার্থনান্তরং॥ ৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্থ গোবর্দ্ধনধারণেন ব্রজস্য রক্ষামেবাকরবং নতু তব দণ্ডং। তব দণ্ডস্তু সাম্প্রতং বৈবস্বত-মাহূয় সমীচীনতয়ৈব কারয়িষ্যামীত্যাশঙ্ক্য মহাভয়বিহ্বল আহ স ত্বমিতি। সিদ্ধঃ পিতা চ গুরুশ্চাতঃ কৃপালুত্বাৎ ক্ষমাসিন্ধুত্বাচ্চ ঐশ্বর্য্যমদসিন্ধৌ প্লুতস্য নিমগ্নস্য অতএব তব প্রভাবং অবিদুষোঽজানতঃ মমাপরাধং ক্ষন্তুমর্হসি। যতো মূঢ়চেতসঃ পশুস্বভাবস্য পশুর্হি স্বামিনা দত্তদণ্ডপ্রহারোঽপি ক্ষণান্তরে তমেবাপরাধং করোত্যতোঽহং দণ্ডপ্রদানেন ন শোধনমর্হামি। কিন্তু কৃপয়া তথা মাং শোধয় যথা মে মূঢ়চেতস্ত্বং নশ্যতীত্যাহ মৈবমিতি। এতচ্চ নাতিশুদ্ধেন চেতসা প্রার্থিতমিতি জ্ঞেয়ং। ত্বাং বীক্ষ্য কালে ভয়মিত্যুক্তেরক্ষমন্তরৈব তদনুগতেঃ। অতঃ পুনঃ পারিজাতহরণাদাবপি বিস্মরিষ্যত ইতি বৈষ্ণবতোষণী॥ ৮॥

হে প্রভো! আমি আপনার অতুল ঐশ্বর্য্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; সুতরাং অমরাধিপত্যে প্রমত্ত হইয়া এতাদৃশ মূঢ় জনোচিত শিলাবর্ষণাদি কার্য্যের দ্বারা অপরাধী হইয়াছি। কিন্তু হে জগৎপতে জনার্দ্দন! আপনি যখন সকলেরই অধিপতি, তখন আমার অপরাধ এরূপ ভাবে ক্ষমা করুন! যেন এই অভিমানরূপা অসতী বুদ্ধি পুনরায় আমাকে অসৎপথে প্রেরিত না করে॥ ৮॥

আভাস।

নাই। আপনি পরমকারুণিক ও ক্ষমার সাগর; আমি অতি কুটিল ও ধৃষ্টতার আকর। পশু যেমন, প্রভুর সামর্থ্য ও অভিপ্রায় অবগত হইতে না পারিয়াই কেবল বারংবার অপরাধ করে; বারংবার প্রহারাদি দ্বারাও তাহাদের স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয় না, হে ব্রহ্মণ্যদেব আমিও সেইরূপ আপনার ঐশ্বর্য্য অবগত না হইয়াই বারংবার এই কুপথে প্রবর্ত্তিত হইতেছি। আমি আপনার পশুশালের একটী প্রচণ্ড পশু। আমার প্রতি কেবল দণ্ড-

তবাবতারোঽয়মধোক্ষজেহ স্বয়ম্ভরাণামুরুভারজন্মনাং।
চমূপতীনামভবায় দেব ভবায় যুষ্মচ্চরণানুবর্ত্তিনাং ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ।

হে দেব অধোক্ষজ (অধঃ অক্ষজং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যস্মাৎ তৎসম্বোধনে) ইহ ভূমৌ স্বয়ংভরাণাং স্বপ্রাণমাত্রপোষকাণাং, উরুভারজন্মনাং (উরূণাং বহূনাং ভারাণাং জন্ম যেভ্যঃ তেষাং) চমূপতীনাং রাজ্ঞাং, অভবায় বিনাশায়, তথা যুষ্মচ্চরণানুবর্ত্তিনাং ত্বদ্ভক্তানাং ভবায় (যথোচিতং) ধর্ম্মাদিপুরুষার্থলাভায়) তব অয়ং অবতারঃ ॥ ৯)

শ্রীধরস্বামী।

মহানয়মপরাধঃ কথং ক্ষন্তব্য ইতি চেদত আহ তবেতি। স্বয়মেব ভারাণাং পুনশ্চ উরুভারজন্মনাং বহূনাং ভারাণাং জন্ম যেভ্য স্তেষামভবায় নাশায় যুষ্মচ্চরণসেবিনান্তু ভবায়। অতো মম তৎসেবকত্বাৎ অত্যন্তাপরাধিনোঽপি ক্ষন্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অহো মে মূঢ়চেতস্ত্বং যদস্মাকং প্রার্থনয়াঽস্মাকমেব হিতার্থায় ত্বমবতীর্ণোঽসীতি পশ্যন্নপ্যন্ধোঽহমভবং। সম্প্রতি লব্ধদণ্ডঃ প্রাপ্তচক্ষুরেবং ত্বত্বং তে জানামীত্যাহ তবেতি। স্বয়মেব ভারাণাং ভাররূপাণাং পুনশ্চ উরুভারজন্মনাং বহূনাং ভারাণাং জন্ম যেভ্যস্তেষাং চমূপতীনাং অভবায় নাশায় যুষ্মচ্চরণসেবিনান্তু ভবায় মঙ্গলায়। অহন্তু উভয়েষাং মধ্যে ন কোঽপীতি মম নাভবো নাপি ভব ইতি ময্যুদাসীন এব ত্বং বর্ত্তসে ইতি ধিগ্মামিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

হে অবাঙ্মনসগোচর দেব বিশ্বম্ভর! এই ধরণীমণ্ডলে স্বার্থৈকতৎপর গুরুতর পীড়াস্বরূপ ভারোৎপাদক সেনানায়ক রাজন্যবর্গের বিনাশ ও ভবদীয় ভক্ত সাধু ব্যক্তিগণের ধর্ম্মাদি বিবিধ পুরুষার্থরূপ মঙ্গলের বিধানার্থই আপনার এই অবতার গ্রহণ করা ॥ ৯ ॥

আভাস।

বিধানে কোন উপকার সাধিত হইবে না। তবে কৃপা পূর্ব্বক আমার প্রতি এরূপদণ্ডের বিধান করুন, যাহাতে আমার চিত্ত সম্পূর্ণ পরিশোধিত হয় এবং এতাদৃশী কুমতি আমার হৃদয়ে আর স্থান না পায়। ভবিষ্যতের জন্য ইন্দ্রের চিত্তভয় অসঙ্গত নহে; কারণ পারিজাত হরণকালে দেবরাজ পুনরায় অভিমানের পরিচয় দিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

ইন্দ্র বলিলেন, অহো! আমার কি দুর্বুদ্ধি! আপনি যে, আমাদেরই প্রার্থনায় এবং আমাদেরই হিতসাধনার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াও অন্ধের ন্যায় আচরণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমার সে অজ্ঞানতা দূর হইয়াছে। দণ্ডের প্রভাবে আমি চক্ষুষ্মান্ হইয়া আপনার তত্ত্ব সন্দর্শন করিতেছি। আপনি রাজন্যবেশধারী

নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে।
বাসুদেবায় কৃষ্ণায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ।

তুভ্যং ভগবতে ঐশ্বর্য্যাদিষড়্‌গুণপূর্ণায়, পুরুষায় সর্ব্বান্তর্যামিণে মহাত্মনে অপরিচ্ছিন্নায়, বাসুদেবায় বসুদেব-নন্দনায়, কৃষ্ণায় সদানন্দরূপায় সাত্বতাং যাদবানাং পতয়ে নমঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ক্ষমাপয়ন্নমস্করোতি নম ইতি। তুভ্যং ভগবতে শ্রীমৎকৃষ্ণায় নমঃ পুরুষায় অন্তর্যামিণে মহাত্মনে অন্তঃস্থত্বেঽপ্যপরিচ্ছিন্নায় কুতঃ বাসুদেবায় সর্ব্বনিবাসায় সাত্বতাং যাদবানাং পতয়ে ॥ ১০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তস্মাৎ যুষ্মচ্চরণানুবর্ত্তিত্বং মমাপ্যস্ত্বিতি প্রণমন্নাশাস্তে নমস্তুভ্যমিতি দ্বাভ্যাং। পরাবরেশো মহদংশযুক্ত ইত্যুদ্ধবোক্তেঃ সর্ব্বাংশসাহিত্যেনৈবাবতীর্ণস্য প্রথমমংশান্ প্রণমতি ভগবতে মহাবৈকুণ্ঠনাথায় পুরুষায় মহৎস্রষ্ট্রে। মহাত্মনে সমষ্ট্যন্তর্যামিণে। অংশান্ প্রণম্য সাক্ষাত্তমংশিনং প্রণমতি বাসুদেবায়েতি। পিতৃনামোল্লেখেন কৃষ্ণায়েতি তন্নামোল্লেখেন সাত্বতাং পতয়ে ইতি পার্ষদনামোল্লেখেন ॥ ১০ ॥

হে ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌গুণসম্পন্ন সর্ব্বান্তর্যামি বাসুদেব! আপনাকে প্রণাম করি! আপনি সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে বিভিন্নভাবে বিরাজ করিলেও, আপনি অপরিচ্ছিন্ন। আপনি ভক্ত যাদবগণের পালক ও সদানন্দময়। হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনাকে প্রণাম করি ॥ ১০ ॥

আভাস।

দস্যুদলপতিগণের ভার হরণের দ্বারা তাহাদিগের সংহার এবং ত্বদীয় চরণসেবী ভক্তগণের মঙ্গল বিধানার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন সত্য, কিন্তু আমি দুইয়েরই অতীত; আমার সংসার বা মঙ্গল ইহার কিছুই হইল না। আমার প্রতি আপনি উদাসীনের ন্যায় উপেক্ষাই করিতেছেন। আমিই প্রকৃত ধিক্কারের পাত্র ॥ ৯ ॥

অতএব ভবদীয় ভক্তের অনুকরণে আপনাকে প্রণাম মাত্র করাই এক্ষণে আমার এক মাত্র কার্য্য। আপনি যাবতীয় বিভূতি লইয়া পূর্ণাংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনি পুরুষ; অর্থাৎ মহৎস্রষ্টা। ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "সঃ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ" ব্রহ্মাদি সকল পুরুষেরই আপনি একমাত্র স্রষ্টা এবং অন্তর্যামী; অর্থাৎ সমষ্টি জীবেরও অন্তরাত্মা এক আপনি মাত্র। আপনি কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া অশেষ ঐশ্বর্য্যের প্রকটনে সর্ব্বজীবের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন এবং স্পষ্টতঃ মনুষ্যলীলার অনুকরণার্থ এবং বিশেষ ভক্তকে কৃতার্থ করিবার জন্য বসুদেবকে পিতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। হে দীনবন্ধো!

স্বচ্ছন্দোপাত্তদেহায় বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে।
সর্ব্বস্মৈ সর্ব্ববীজায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ।

স্বচ্ছন্দোপাত্তদেহায় (স্বেচ্ছয়া স্বীকৃতদেহায়) বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে বিশুদ্ধং জ্ঞানং এব মূর্ত্তি র্যস্য তস্মৈ) সর্ব্বস্মৈ সর্ব্বরূপায়, সর্ব্ববীজায় সর্ব্বোপাদানায়, সর্ব্বভূতাত্মনে (সর্ব্বেষাং ভূতানাং আত্মনে সাক্ষিণে) নমঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামী

তর্হি কিমহং যাদবঃ ন। স্বচ্ছন্দোপাত্তদেহায় স্বেষাং ভক্তানাং ছন্দেন ইচ্ছয়া স্বীকৃত-দেহায় তত্রাপি বিশুদ্ধং জ্ঞানমেব মূর্ত্তির্যস্য তস্মৈ মায়য়া সর্ব্বস্মৈ জগদ্রূপায় কুতঃ সর্ব্বস্য বীজায় কারণায় অতএব সর্ব্বভূতানামাত্মনে নমঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অনেকবিধপ্রেমবিষয়ত্বাৎ স্বৈর্ভক্তৈশ্ছন্দেন প্রতিস্বেচ্ছয়া দাস্যেন সখ্যেন বাৎসল্যেন রমণেন চ সুখপ্রদানার্থং উপাত্তো গৃহীতো দেহো যস্যেতি তস্মৈ। দেহস্যাপ্রাকৃতত্বাৎ বিশুদ্ধং মায়াতীতং জ্ঞানমেব মূর্ত্তির্যস্য তস্মৈ। মায়াদিশক্তিমত্বাৎ সর্ব্বস্মৈ। অতএব সর্ব্বস্য বীজায় কারণায়। অতএব সর্ব্বভূতাত্মনে ॥ ১১ ॥

আপনি স্বীয় ইচ্ছায় এই যে অপূর্ব্ব বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন, ইহা জীবের ন্যায় প্রকৃতি-সংসর্গে ঘটে না; নির্ম্মল জ্ঞানই আপনার মূর্ত্তি। এই ব্রহ্মাণ্ডের বীজস্বরূপ উপাদান কারণ, জগতের অবয়ব বা সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী এই তিন রূপে এক আপনাকেই নিরীক্ষণ করিতেছি; আপনাকে প্রণাম করি ॥১১॥

আভাস।

যাহারা আপনাতে নির্ভর করে, তাহাদিগের সংসারে যে কোন চিন্তা করিতে হয় না, তাহা কেবল যদুবংশীয়দিগকে অবলোকন করিলেই যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহারা আপনার অনুগ্রহে চিরসুখী এবং নিরাপদে বাস করিতেছে ॥ ১০ ॥

এই শ্লোকে দেবেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের অদ্বৈত ভাবের পরিচয় দিয়াছেন। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপত কিছুই নহে; পরমার্থত এক ব্রহ্ম মাত্র। এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য "সর্ব্বস্মৈ" শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে। জগতের কারণ অব্যক্তভাব তাহাও ব্রহ্মশক্তি; সুতরাং "সর্ব্ববীজায়"; অর্থাৎ বীজ হইতে যেমন অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় ও শাখা পল্লবাদিতে বৃক্ষ পরিণত হয়, সেইরূপ এই সংসার-বৃক্ষ যে বীজভূত অব্যক্ত কারণভাব হইতে পরিণত হইয়া এই বিরাট্ সংসারভাবে পরিণত হইয়াছে, হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনিই সেই বিচিত্র শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মভাব। কেবল শক্তি বলিলে হইবে না; যিনি জীব হইয়া ভোগায়তন দেহে ভোগ করিতেছেন, সেই ভোক্তা জীবের

ময়েদং ভগবন্ গোষ্ঠনাশায়াসারবায়ুভিঃ।
চেষ্টিতং বিহতে যজ্ঞে মানিনা তীব্রমন্যুনা ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ।

হে ভগবন্! যজ্ঞে বিহতে সতি মানিনা ত্রিলোকেশমানিনা অতঃ তীব্রমন্যুনা ময়া আসারবায়ুভিঃ গোষ্ঠনাশায় ইদং অকৃত্যং চেষ্টিতং কৃতং ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কৃতাগস ইত্যনেন উক্তং অপরাধং নিবেদয়ন্তি ময়েদমিতি। আসারবায়ুভির্গোষ্ঠনাশায় ময়েদমকৃত্যং চেষ্টিতং কৃতং ॥ ১২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভোঃ শক্র ত্বং মদ্ভক্ত ইত্যনয়া স্তুত্যৈব জ্ঞায়সে কিন্তু বিনৈব তদাজ্ঞাং তুষ্টা মেঘা মদ্ব্রজমধিকং যৎ কদর্থয়ন্তি স্ম তদিমে ত্বয়া দণ্ডনীয়া ইতি পবিত্রভংসনমাশঙ্ক্য হন্ত হন্তাস্মিন্নন্তর্যামিণি কপটং ন ঘটত ইতি বিমৃশ্য স্বচেষ্টিতং যথার্থমেবাহ ময়েতি। নন্বেতন্মদ্ভক্তে ত্বয়ি কথং সম্ভবেত্তত্রাহ। বিহতে যজ্ঞে ইতি। নন্থ ত্বৎপ্রভুনা ময়ৈব বিহতেঽপি দাসস্য তবৈতাবদকৃত্যং ন প্রত্যেমি তত্রাহ মানিনা। ঐশ্বর্য্যগর্ব্বস্য কিমশক্যমিতি ভাবঃ। নন্থ দৈবাদুত্থিতা অপি গর্ব্বাদয়ো ভাবা মদ্ভক্তৈর্বিবেকেনৈব তিরোধাপ্যন্তে ইতি তত্রাহ তীব্রমন্যুনা। তীব্রঃ ক্রোধো হি বিবেকমপি বলাদগ্রসতীতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

হে ভগবন্! মদীয় যজ্ঞের ভঙ্গ হওয়াতেই আমি অভিমান বশত তীব্রকোপে প্রজ্বলিত হইয়া বাতবর্ষার দ্বারা গোষ্ঠবিনাশের অভিপ্রায়েই এই অকার্য্য করিয়াছি ॥ ১২ ॥

আভাস।

সার ধন, অন্তর্যামী এবং স্বরূপত এক শ্রীকৃষ্ণ। গীতাতে উক্ত আছে, "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"; জীব বস্তুত কিছুই নহে; ভগবানের অংশই উপাধিবিশিষ্ট হইয়া জীবাভিধানে কথিত হইয়াছেন। ভগবানই সর্ব্বভূতের আত্মা। উপরি উক্ত তিনটী ভাবই সংসারময়। ভগবান্ কিন্তু এই তিনের অতীত। ভোগ্য, ভোগ্যকারণ ও ভোক্তা এই তিনেরই অবস্থান্তর ঘটে; পরমেশ জনার্দ্দনের কোন অবস্থান্তর নাই। তিনি নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ও সত্যস্বরূপ। জীবের ন্যায় সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার সংস্কারানুরূপ দেহ ধারণ করিতে হয় না; তিনি যেমন ইচ্ছামাত্রেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার সংসার-দোষ স্পর্শ করে না, সেইরূপ সৃষ্টিমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য আবশ্যক মত দেহধারণে লীলাবিস্তার করিয়া থাকেন। যোগশাস্ত্রে উক্ত আছে, "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষো ঈশ্বরঃ" ভগবান্ অবিদ্যাদি পঞ্চবিধ ক্লেশ, পুণ্যপাপাত্মক কর্ম্ম, জাতি, আয়ু ও মনুষ্যাদিদেহনিষ্ঠ প্রাপ্তিরূপ ভোগ, এবং ভোগজন্য সংস্কারে আবদ্ধ নহেন; সাধারণ জীব অপেক্ষা ঈশ্বরের ইহাই বিশেষত্ব।

ত্বয়েশানুগৃহীতোঽস্মি ধ্বস্তস্তম্ভো হতোদ্যমঃ।
ঈশ্বরং গুরুমাত্মানং ত্বামহং শরণং গতঃ॥

শ্রীশুক উবাচ॥

এবং সংকীর্ত্তিতঃ কৃষ্ণো মঘোনা ভগবানমুং।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ॥ ১৩॥

অন্বয়ঃ।

(তথাপি) হে ঈশ! হতোদ্যমঃ (হতঃ উদ্যমঃ ব্রজবিনাশবিষয়কঃ যস্য সঃ) ধ্বস্তস্তম্ভঃ (ধ্বস্তঃ স্তম্ভঃ অবিনয়ঃ যস্য সঃ অহং) ত্বয়া অনুগৃহীতঃ অস্মি; ইদানীং আত্মানং অন্তর্যামিনং গুরুং উপদেষ্টারং, ঈশ্বরং ত্বাং অহং শরণং গতঃ প্রাপ্তঃ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ। মঘোনা ইন্দ্রেণ এবং সংকীর্ত্তিতঃ সংস্তুতঃ ভগবান্ কৃষ্ণঃ মেঘগম্ভীরয়া মেঘবৎ মধুরয়া বাচা অমুং ইন্দ্রং প্রহসন্ ইদং অব্রবীৎ॥ ১৩॥

শ্রীধরস্বামী।

তথাপি ভো ঈশ ত্বয়ানুগৃহীতোঽস্মি। অনুগ্রহং দর্শয়তি ধ্বস্তস্তম্ভ ইতি। হতোদ্যম ইতি চ॥ ১৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তদপি তিরস্কৃতেনাপি ভিষজা কৃপালুনা চিকিৎসিতো রোগীব ত্বয়াহং অনুগৃহীতঃ অতএব সম্প্রতি ধ্বস্তস্তম্ভরোগঃ। যতো হতা উদ্যমা বজ্রনিক্ষেপাদয়ো যস্য সঃ। অতো নিয়ন্তৃত্বাদীশ্বরং হিতকারিত্বাদ্গুরুং প্রেমাস্পদত্বাদাত্মানং॥ ১৩॥

কিন্তু হে ঈশ! আমার সে সকল উদ্যমই বিফল হইয়াছে; আমার গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে; তথাপি আপনি আমাকে অনুগ্রহ করিতে ক্ষান্ত হন নাই। এক্ষণে অন্তর্যামী, উপদেষ্টা, গুরু ও সাক্ষাৎ পরমেশ্বর আপনাকে প্রত্যক্ষে অবলোকন করিয়া, শরণাগত হইলাম॥

শুকদেব বলিলেন, অমরেশ্বর ইন্দ্র এইরূপে স্তব করিলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া মেঘগম্ভীর ঘোষেও মধুর-বচনে দেবরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন॥ ১৩॥

আভাস।

তিনি পরমানন্দময় জ্ঞানবিগ্রহ; তাঁহার শক্তিই জগৎ ও জঙ্গমরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা, সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥" জগৎ, জীব ও নিয়ন্তারূপে যে ত্রিবিধ ভাব পরিলক্ষিত হয়, এই তিনই ব্রহ্মস্বরূপ। এই কৃষ্ণই বিরাট্ জগৎ অব্যক্তকারণ, ভোক্তা জীব ও সকলের অন্তর্যামী নিয়ন্তা হইয়াও স্বয়ং নিরঞ্জন শান্ত ও আনন্দরসময় মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন॥ ১১॥

শ্রীভগবানুবাচ ॥

ময়া তেঽকারি মঘবন্ মখভঙ্গোঽনুগৃহ্নতা।
মদনুস্মৃতয়ে নিত্যং মত্তস্যেন্দ্রশ্রিয়া ভৃশং ॥
মামৈশ্বর্য্যমদান্ধো হি দণ্ডপাণিং ন পশ্যতি।
তং ভ্রংশয়ামি সম্পদ্ভ্যো যস্য বাঞ্ছাম্যনুগ্রহং ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে মঘবন্। ইন্দ্রশ্রিয়া ভৃশং অত্যর্থং মত্তস্য তে তব নিত্যং মদনুস্মৃতয়ে অনুগৃহ্নতা ময়া মখভঙ্গঃ অকারি কৃতঃ ॥

হি যতঃ ঐশ্বর্য্যমদান্ধঃ (ঐশ্বর্য্যমদেন অন্ধঃ বিবেকরহিতঃ জনঃ) দণ্ডপাণিং দণ্ডধরং কালং মাং ন পশ্যতি অতঃ যস্য অনুগ্রহং অহং বাঞ্ছামি তং সম্পদ্ভ্যঃ ভ্রংশয়ামি ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ইন্দ্রেণ স্বাভিপ্রায়ে নিবেদিতে ভগবানপি তথৈবাহ ময়েতি। ইন্দ্রশ্রিয়া দেবরাজ্যেন ॥ ১৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইন্দ্রেণ নিকপটমুক্তে ভগবানপি তথৈবাহ ময়া তে ইতি ॥ ১৪ ॥

ভগবান্ বলিলেন, হে বাসব! তুমি স্বর্গাধিপত্যে একান্ত প্রমত্ত হইয়া আমাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিলে! এক্ষণে আমার প্রতি তোমার চিত্ত সতত আকৃষ্ট রাখিবার জন্য যে, যজ্ঞের বিঘ্ন করিয়াছি, তাহাতে তোমার প্রতি আমার অনুগ্রহেরই প্রকাশ করা হইয়াছে ॥

তুমি জান! ঐশ্বর্য্যমদে যাহারা নিতান্তই অন্ধ হয়, তাহারা দণ্ডধারণে সতত বিদ্যমান দর্পহারী আমাকে কোনমতে অবলোকন করিতে পারে না। তাদৃশ ব্যক্তির মধ্যে যাহাকে আমার অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছা হয়, তাহাকেই আমি ঐশ্বর্য্যাদি সম্পদ্ হইতে পরিভ্রষ্ট করি ॥ ১৪ ॥

আভাস।

অহো! ঐশ্বর্য্যমদের কি অনুপম সামর্থ্য! ইন্দ্র যাঁহার বলে বলীয়ান্, অদ্য সেই ভগবান্ চন্দ্রের বিপক্ষে বলপ্রকাশ পূর্ব্বক গোষ্ঠনাশার্থ উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন; কিন্তু প্রকৃত বল যাঁহার আছে, সেই গোবিন্দ পুত্রের অপরাধ সহকারী পিতার ন্যায়, ইন্দ্রকৃত যাবতীয় অত্যাচার অবলীলাক্রমে সহ্য করত সহাস্যবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার মুখচ্ছায়া দর্শনে অনুমান হইল যেন, তিনি ইন্দ্রকে বলিতেছিলেন, ওহে দেবরাজ! তোমার স্তুতি করা দেখিয়া তোমাকে আমার ভক্ত বলিয়াই প্রতীতি হইতেছে। অতএব দুষ্ট মেঘগণ যে, আসারপাতে আমার ব্রজনাশার্থ উদ্‌যোগী হইয়াছিল, তাহাতে তোমার কোনরূপ অনুমতি ছিল না; তাহারা নিজেদের দুঃশীলতা প্রযুক্ত তোমার আজ্ঞা না লইয়াই এরূপ

গম্যতাং শক্র ভদ্রং বঃ ক্রিয়তাং মেঽনুশাসনং।
স্থীয়তাং স্বাধিকারেষু যুক্তৈর্ব্বঃ স্তম্ভবর্জ্জিতৈঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।

হে শক্র। স্বর্গং গম্যতাং মে অনুশাসনং ক্রিয়তাং তেন বঃ যুষ্মাকং ভদ্রং ভবিষ্যতি। স্তম্ভবর্জ্জিতৈঃ গর্ব্বরহিতৈঃ যুক্তৈঃ (স্বকর্ত্তব্যে সাবধানৈঃ) বঃ যুষ্মাভিঃ স্বাধিকারেষু স্থীয়তাং ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বো যুষ্মাভিঃ। বহুবচনং বরুণাদ্যভিপ্রায়েণ। ক্ব গন্তব্যং স্বর্গেঽপি তবৈবেশ্বরাদিতি চেত্তত্রাহ ক্রিয়তামিতি। মদনুশাসনেন যথা পূর্ব্বং তত্র স্থীয়তামিত্যর্থঃ। যুক্তৈরপ্রমত্তৈঃ স্তম্ভবর্জ্জিতৈর্নিরহঙ্কারৈঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ব ইতি বরুণাদ্যভিপ্রায়েণ। যুক্তৈরপ্রমত্তৈঃ স্তম্ভবর্জ্জিতৈর্নিরহঙ্কারৈঃ স্থীয়তামন্যথা পুনরপি দণ্ডং প্রাপ্স্যন্তীতি ভাবঃ। অত্র পুনস্তে স্তম্ভো ন ভবিষ্যতীতি ভগবতা নোক্তমতএব পারিজাতহরণেন পুনঃ পুনঃ স্তম্ভোঽস্য ভবিষ্যতীতি তাদৃশলীলাসিদ্ধ্যর্থমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৫ ॥

হে দেবরাজ! এক্ষণে তুমি স্বস্থানে গমন কর। দম্ভমানাদি পরিহার পূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে আমার আজ্ঞা পালন করত স্বীয় স্বরাজ্যে অবস্থিতি কর! তাহাতেই তোমার শ্রেয়ঃসাধন হইবে ॥ ১৫ ॥

আভাস।

দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; বোধ হয়, তুমি তাহাদের দণ্ড করিতে ত্রুটি করিবে না! দেবরাজ শ্রীকৃষ্ণের মনোগত অভিপ্রায় অনুমান করিয়া বলিলেন, হে দয়াময়! জলদগণের কোন অপরাধ নাই। আমি স্বয়ং ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়াই এই নিদারুণ পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি। কামই সকল অনর্থের মূল: কারণ কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধে মোহ, মোহে স্মৃতিভ্রংশ এবং স্মৃতিভ্রংশ হইলে বুদ্ধি নষ্ট হয় ও জীবকে নিরয়গামী হইতে হয়। আমিও সেই বিবেকহারী ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া এই অকার্য্য করিয়াছি; আপনি এক্ষণে আমাকে ক্ষমা করুন! হে দীনবন্ধো! রোগী কুপথ্য ভোজনে রোগগ্রস্ত হইলেও কৃপালু চিকিৎসক বিরক্ত না হইয়া, যেমন তাহার রোগোপশমনার্থ চিকিৎসা করেন, আপনি ভিষক্‌শিরোমণি! দয়া করিয়া আমার এই দম্ভরোগের চিকিৎসা করিয়াছেন। আমার মদরোগ নিবারণ হইয়াছে। আপনি সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর, হিতকারী গুরু এবং প্রেমের আস্পদ পরমাত্মা; আপনাকে প্রণাম করি। দেবরাজ অকপট ভাবে ভগবানের নিকট আত্মাপরাধ জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, স্নেহময় পরম পিতা জনার্দ্দন প্রেমগদ্‌গদ ভরে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক দেবেন্দ্রকে বলিলেন ॥ ১২। ১৩। ১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে দেবেন্দ্র! পশু পক্ষী পর্য্যন্ত জীবনিচয় যখন নিজের বাসস্থান

অথাহ সুরভিঃ কৃষ্ণমভিবন্দ্য মনস্বিনী।
স্বসন্তানৈরুপামন্ত্র্য গোপরূপিণমীশ্বরং ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ।

অথ স্বসন্তানৈঃ স্বাপত্যৈঃ, গোভিঃ সহ মনস্বিনী প্রশস্তমনস্কা, সুরভিঃ গোপরূপিণং ঈশ্বরং কৃষ্ণং উপামন্ত্র্য সম্বোধ্য অভিনন্দ্য চ আহ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

স্বসন্তানৈর্গোভিঃ সহ উপামন্ত্র্য কৃষ্ণকৃষ্ণেত্যাদিনা সম্বোধ্য ॥ ১৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্বসন্তানৈর্ব্রজস্থৈর্গোভিঃ সহেতি প্রকৃত্যা অপি তস্যা অপ্রাকৃতাসু তাসু কৃষ্ণপরিকরভূতাসু স্বসন্তানাভিমানস্তাসাং সুরভিবংশোদ্ভূতত্বাৎ। যথা চন্দ্রবংশোদ্ভূতে কৃষ্ণে প্রাকৃতস্যাপি চন্দ্রস্য স্বসন্তানাভিমানঃ। উপামন্ত্র্য সম্বোধ্য ॥ ১৬ ॥

অনন্তর মনস্বিনী সুরভি স্বকীয় সন্তান সন্ততি গোসমূহে পরিবৃত হইয়া গোপবেশধারী জগৎপতি জনার্দ্দনকে স্তব ও অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন ॥১৬॥

আভাস।

তৃণাদি কণ্টকশূন্য করে, তখন জগজ্জীবন আমি যে হৃদয়ে বাস করি, তাহাতে কি বিষয়াভিমান-রূপ কণ্টক প্ররোহিত হইতে দিই। যম-দণ্ডরূপ কালদণ্ড উত্তোলন পূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে দণ্ডায়মান রহিয়াছি; বিষয়াসক্ত জীবগণ তাহা অবলোকনে সমর্থ হয় না। যাহাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ হয়, তাহারা যদি বৈরাগ্য অবলম্বনে বিষয়াভিমান পরিত্যাগ করিতে সমর্থ না হয়, আমিই তাহাদের অভিমানের বিষয় অন্তর্হিত করিয়া অভিমান রোগ হইতে বিমুক্ত করি। এক্ষণে তুমি কুশলী হইলে; স্বস্থানে গমন পূর্ব্বক নিরুপদ্রবে বাস কর! দেখিও যেন এতাদৃশ দর্প তোমাকে পুনরায় আক্রমণ না করে; তাহা হইলে পুনরায় দণ্ডিত হইবে, সন্দেহ নাই। এস্থলে "তোমার স্তব্ধ আর হইবে না" একথা বলিলেন না; কারণ পারিজাত হরণকালে ইন্দ্র পুনরায় অভিমানগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এই আখ্যায়িকা দ্বারা প্রকাশ করা হইল যে, সংসারে কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে যতই উচ্চ স্তরে আরোহণ করিয়া সুখ সম্ভোগে মিলিত হওয়া যাউক না, ভক্তিপূর্ব্বক জ্ঞান ব্যতীত কিছুতেই নিস্তার নাই। চিত্তই জীবের সকল দোষের আকর; যদবধি চিত্তের অধিকার হইতে অব্যাহতি পাওয়া না যায়, তাবৎ সংসার অতিক্রমের কোন উপায় নাই। চিত্তজাত বাসনা ইন্দ্রেরও ইন্দ্রত্ব লোপ করিয়া নরকের কীট করিতে পারে এবং সামান্য চণ্ডালকে উচ্চ হইতে উচ্চতম ইন্দ্রত্বপদ প্রদান করাইতে পারে। অতএব স্বীয় বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে। সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া নিষ্কাম ভাবে বুদ্ধিপূর্ব্বক সর্ব্বদা কর্ম্মের অনুষ্ঠানই বিধেয় ॥ ১৫ ॥

সুরভিরুবাচ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বসম্ভব।
ভবতা লোকনাথেন সনাথা বয়মচ্যুত ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।

সুরভিঃ উবাচ। হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বসম্ভব অচ্যুত। লোকনাথেন ভবতা বয়ং সনাথাঃ কৃতাঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ইন্দ্রেণ হতা অপি ভবতা সনাথা বয়ং কৃতরক্ষিতা ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কৃষ্ণকৃষ্ণেতি হর্ষেণ দ্বিত্বং। মহাযোগিন্নিতি যোগবলেনৈব গোবর্দ্ধনমুদ্ধৃত্য মৎসন্তানানি ত্বমরক্ষ ইতি ভাবঃ। ভবতা সনাথা ইতি মৎসন্তানান্ জিঘাংসুনা ইন্দ্রেণ নাথেনালমিতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

হে মহাযোগিন্ শ্রীকৃষ্ণ! হে বিশ্বাত্মন্ বিশ্বসম্ভব কৃষ্ণ! জগন্নাথ আপনার সন্দর্শনে অদ্য আমরা সনাথের ন্যায় রক্ষিত হইলাম ॥ ১৭ ॥

আভাস।

এদিকে সুরভি এতক্ষণ নিস্তব্ধভাবেই অবস্থিতি করিতেছিলেন, পরে যখন ভাবিলেন যে, গোবিন্দচন্দ্র যেরূপ চন্দ্রবংশে অবতীর্ণ হইয়া নিশানাথের কুলপতিত্বের স্পর্দ্ধা বৃদ্ধি করিয়াছেন, অদ্য আমার সন্তানরূপে পার্ষদ দেববৃন্দকে আবির্ভূত করাইয়া আমারও মান বৃদ্ধি করিয়াছেন; অতএব আমিও ভগবানকে অভিবাদন করিতে কেন পরাঙ্মুখ হইব! এই বলিয়া অতি হর্ষে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" দুইবার সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে মহাযোগিন্! যোগবলে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উত্তোলন করত আমার সন্তানগণকে যখন রক্ষা করিয়াছেন, তখন আপনি আমাদের একমাত্র সহায় ও আশ্রয়। ইন্দ্র দেবগণের অধিপতি হইয়াও যখন সৃষ্টিসংহারে প্রবৃত্ত এবং আমার নিঃসহায় পুত্রগণ কেবল আপনার প্রসাদে প্রাণরক্ষা করিয়াছে, তখন হে ব্রজনাথ! আপনি কেবল ব্রজ কেন! এই অখিল সংসারের ইন্দ্র হইয়া জগৎ সংসারকে প্রতিপালন করুন। আর আমাদের দ্বিতীয় ইন্দ্রের প্রয়োজন নাই। হে জগৎপতে! আপনার সামর্থ্য অসীম, আপনি গোপরূপে অবতীর্ণ হইয়াও ইন্দ্রের দর্প খর্ব্ব করত তাহার যজ্ঞ যখন পণ্ড করিয়াছেন, তখন ইন্দ্রত্ব পদ আপনাতেই শোভা পায়। আপনি ইন্দ্র হইয়া দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ ও সাধুগণের রক্ষাবিধান করুন। হে শ্রীকৃষ্ণ! এ অভিপ্রায় কেবল আমার নহে; ভগবান্ কমলযোনির আদেশ অনুসারেই আমি এরূপ বলিতেছি। ইন্দ্র স্বকৃত অপরাধে ব্যাকুল হইয়া যখন সাহায্যার্থ বিরিঞ্চির সন্নিধানে গমন করেন, তখন কমলাসন নিজের পূর্ব্বকৃত অপরাধ স্মরণ করিয়া স্বয়ং আপনার সমীপে

ত্বং নঃ পরমকং দৈবং ত্বং ন ইন্দ্রো জগৎপতে।
ভবায় ভব গোবিপ্রদেবানাং যে চ সাধবঃ ॥ ১৮ ॥
ইন্দ্রং নস্ত্বাভিষেক্ষ্যামো ব্রহ্মণা চোদিতা বয়ং।

অন্বয়ঃ।

হে জগৎপতে! (যতঃ) ত্বং নঃ অস্মাকং পরমকং সর্ব্বোৎকৃষ্টং দৈবং (অতঃ) ত্বং গোবিপ্রদেবানাং (গবাং বিপ্রাণাং দেবানাং চ) যে চ অন্যে সাধবঃ তেষাং নঃ অস্মাকং ভবায় অভ্যুদয়ায় ইন্দ্রঃ রাজা ভব ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মণা চোদিতাঃ প্রেরিতাঃ বয়ং নঃ অস্মাকং ইন্দ্রং ত্বাং অভিষেক্ষ্যামঃ হে বিশ্বাত্মন্!

শ্রীধরস্বামী।

ত্বং নঃ পরমকং দৈবং দেবতা অতঃ হে জগৎপতে গোবিপ্রদেবানাং যেঽন্যে চ সাধবঃ তেষাঞ্চ ভবায়াভ্যুদয়ায় ত্বমেবেন্দ্রো ভব ॥ ১৮ ॥

নন্থ ভবতামিন্দ্রোঽস্তীতি চেদত আহ ইন্দ্রমিতি অলং পুরন্দরস্যেন্দ্রতয়া ইত্যর্থঃ। নন্থ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পরমং কং সুখং যস্মাত্তৎ। অতস্ত্বমেবাস্মাকমিন্দ্রো ভব। জগৎপতে ইতি তব জগৎপতিত্বেঽপি সম্প্রতি গোপজাতিত্বাৎ গোপত্বেঽপি ইন্দ্রমখবিমর্দ্দিত্বাদিন্দ্রপরাভাবকত্বাচ্চ তবেন্দ্রত্বমুপযুক্তমেবেতি ভাবঃ। যে চান্যে সাধবস্তেষাঞ্চ ॥ ১৮ ॥

নোঽস্মাকং ত্বা ত্বাং ইন্দ্রং। নন্থ কস্যাপ্যাদেশেন স্বাতন্ত্র্যেণৈব বা তত্রাহ ব্রহ্মণেতি। যদা মহাভয়বিহ্বলেনেন্দ্রেণ স্বসাহায্যার্থং গত্বা ব্রহ্মা নিবেদিতস্তদা তেনাপি ভূতপূর্ব্বস্বাপরাধস্মৃত্যা ভীতেন বিমৃশ্য অহমাদিষ্টা সুরভে ত্বৎসন্তানপালকস্য প্রভোস্তুমতিপ্রীতিপাত্রী ভবসি তৎ ত্বমেব গত্বা কৃপাসিন্ধৌ তত্রেন্দ্রাপরাধং ক্ষময় গবেন্দ্রত্বেন তমভিষিঞ্চ চেতি।

হে জগৎপতে! আমাদের আর অন্য ইন্দ্রের প্রয়োজন নাই; আপনিই আমাদের পরম দেবতা। এক্ষণে গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা এবং যে সকল সাধু ব্যক্তি এই জগতে বিদ্যমান আছেন, তাঁহাদের ও আমাদের অভ্যুদয়ার্থ আপনিই আমাদের ইন্দ্র হউন! ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মা আমাদিগকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন; আমরা আপনাকে ইন্দ্রত্বে অভিষেক করিব। হে বিশ্বমূর্ত্তে! আপনি সামান্য

আভাস।

অগ্রসর হইতে পারিলেন না; তিনি আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছেন, "সুরভে! তুমি যখন গোবংশের আদি মাতা এবং সেই গোসমূহকে ভগবান্ নিজ পরিকররূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তুমিই ভগবানের অন্তরঙ্গ ব্যক্তি; আমরা তাঁহার প্রপঞ্চের রক্ষণাদিতে নিযুক্ত, সুতরাং অনেক দূরে বহিরঙ্গরূপে অবস্থিতি করিতেছি। আর দেখ ইন্দ্রাদি

অবতীর্ণোঽসি বিশ্বাত্মন্ ভূমের্ভারাপনুত্তয়ে ॥ ১৯ ॥
এবং কৃষ্ণমুপামন্ত্র্য সুরভিঃ পয়সাত্মনঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ।

ভূমেঃ ভারাপনুত্তয়ে ত্বং অবতীর্ণঃ অসি ॥ ১৯ ॥

সুরভিঃ এবং কৃষ্ণং উপামন্ত্র্য সংপ্রার্থ্য আত্মনঃ পয়সা অভ্যষিঞ্চৎ ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

দেব এব ইন্দ্রো ভবতি কথমহং ভবেয়মিতি চেদত আহ অবতীর্ণোঽসীতি ॥ ১৯ ॥

সুরভিরাত্মনঃ পয়সা অভ্যষিঞ্চৎ ॥ ২০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কিঞ্চ। ব্রহ্মাণ্ডকোটীন্দ্রস্য ব্রহ্মরুদ্রাদিদুর্লভচরণপরিচরণস্য তব গবেন্দ্রত্বেনাভিষেকো নাম কঃ খলূৎকর্ষঃ। কিন্তুভিষিঞ্চতামস্মাকমেবোৎকর্ষার্থমস্মাকময়ং প্রযত্ন ইত্যাহ অবতীর্ণোঽসীতি বিশ্বাত্মন্নিতি বিশ্বাত্মত্বেন সর্ব্বথৈবাদৃশ্য এব ত্বং যদি নাবাতরিষ্যস্তদাস্মাকমেতাবদ্ভাগ্যং কথমভবিষ্যদিতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

পয়সা দুগ্ধেন। দেবমাতৃভিরদিত্যাদিভিঃ প্রেরিত ইন্দ্রশ্চাভ্যষিঞ্চৎ আত্মনো ভগবদ্নিষ্টদাতৃত্বমননেনাভিষেককর্ম্মণ্যত্যর্হিতে স্বয়মপ্রবৃত্তঃ প্রথমং স্থগিত এবেন্দ্র আসীৎ পশ্চাদদিত্যাদিভিঃ প্রেরিতস্তদাজ্ঞাবশান্নতদধিকারসম্ভাবন এব অভ্যষিঞ্চদিত্যর্থঃ। দাশার্হমিতি দাশার্হকুলত্বেন জ্ঞাতস্যাপি তস্য গোপত্বস্যৈব স্পৃহনীয়ত্বাধিক্যাৎ। গাঃ পশূন্ বিন্দতি গাঃ সর্ব্বভক্তেন্দ্রিয়াণ্যাকর্ষকত্বেন বিন্দতীতি বা গোবিন্দ ইত্যভ্যধাৎ নাম কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

গোপবেশধারী মানব নহেন ; ভূমির ভার অপনোদনার্থ যদুকুলে মানববেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন মাত্র ॥ ১৯ ॥

হে নরনাথ! শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রকারে সম্ভাষণ করিয়া, সুরভি স্বীয় দুগ্ধের দ্বারা ভগবান্‌কে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ২০ ॥

আভাস।

লোকপালগণের অত্যাচার হইতে তোমারই পুত্রগণকে তিনি রক্ষা করিয়াছেন ; তখন ভূমিই ভগবানের প্রকৃত প্রিয়পাত্রী। তুমি সেই কৃপাসিন্ধুর সন্নীপে অগ্রসর হইয়া ইন্দ্রের অপরাধ ক্ষমা করাও এবং গবেন্দ্ররূপে ভগবানের অভিষেক কর"। হে দয়াময়! ব্রহ্মা যে, আপনাকে গবেন্দ্ররূপে অভিষিক্ত করিতে বলিয়াছেন, ইহা আপনার পক্ষে কিছু বিচিত্র নহে। কারণ যাঁহার প্রত্যেক রোমবিবরে এরূপ এক একটী ব্রহ্মাণ্ড অবলীলাক্রমে বিরাজ করিতেছে ; ব্রহ্ম রুদ্রাদিগণ বিশেষ যত্ন সহকারে যাঁহার চরণকমল অন্বেষণ করিয়াও দেখিতে পান না, তাদৃশ আপনাকে গবেন্দ্ররূপে অভিষিক্ত করিলে আপনার কিছু ফলোদয় হয় না বটে, তবে আমাদের কৃতার্থতার পরিচয় হয় মাত্র। হে দীনশরণ! আপনি বিশ্বময় হইয়াও

জলৈশ্চাকাশগঙ্গায়া ঐরাবতকরোদ্ধৃতৈঃ।
ইন্দ্রঃ সুরর্ষিভিঃ সাকং চোদিতো দেবমাতৃভিঃ॥
অভ্যষিঞ্চত দাশার্হং গোবিন্দ ইতি চাভ্যধাৎ।

অন্বয়ঃ।

তথা দেবমাতৃভিঃ অদিত্যাদিভিঃ চোদিতঃ প্রেরিতঃ ইন্দ্রঃ সুরর্ষিভিঃ সুরৈঃ ঋষিভিঃ চ সাকং সহিতঃ ঐরাবতকরোদ্ধৃতৈঃ (ঐরাবতস্য হস্তিনঃ করেণ শুণ্ডেন উদ্ধৃতৈঃ) আকাশ-গঙ্গায়াঃ মন্দাকিন্যাঃ জলৈঃ দাশার্হং কৃষ্ণং অভ্যষিঞ্চত অভিষিক্তবান্; তথা গোবিন্দঃ ইতি অভ্যধাৎ অভিধাং চকার॥

শ্রীধরস্বামী।

ইন্দ্রশ্চাকাশগঙ্গায়া জলৈরভ্যষিঞ্চৎ দেবমাতৃভিরদিত্যাদিভিঃ দেবৈর্মাতৃভিশ্চেতি বা।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দেবনিকায়েষু কেশব ইব মুখ্যা বরুণাদয়ঃ। অদ্ভুতপুষ্পবৃষ্টিভির্বিশেষেণ অবাকিরন্

এদিকে দেবেন্দ্র অদিতি প্রভৃতি দেবজননীর অনুমোদনে দেবতা ও ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া ঐরাবত হস্তীর শুণ্ডাহৃত পবিত্র সুর-তরঙ্গিণীর জলে ভক্তবৎসল ভগবানের অভিষেক করিলেন, এবং গোবিন্দ বলিয়া ভগবানের একটী বিশেষ নাম রক্ষা করিলেন॥

এই অভিষেক উপলক্ষে তথায় তুম্বুরু ও নারদাদি ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও চারণগণ সমবেত হইয়া সর্ব্বলোকের পাপবিনাশন ভগবান্ শ্রীহরির

আভাস।

সকলের অগোচর! আপনি যদি অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে আমাদের ন্যায় ব্যক্তির অদৃষ্টে এরূপ ভাগ্যোদয় কিরূপে সম্ভব হইত?॥ ১৬—১৯॥

সুরভির বাক্য শ্রবণে ভগবান্ কোন উত্তর দিলেন না; তখন মৌনই সম্মতির লক্ষণ বিবেচনা করিয়া, সুরভি নিজ দুগ্ধের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিলেন; এতদ্দর্শনে ইন্দ্র ভগবান্‌কে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছুক হইলেও নিজ অপরাধ স্মরণ করিয়া প্রথমতঃ অগ্রসর হইতে পারেন নাই; পরে অদিতি প্রভৃতি দেবজননীর প্ররোচনায় আশ্বস্ত হইয়া তিনিও সুরতরঙ্গিণীর জলে শ্রীকৃষ্ণকে অভিষেক করিলেন। ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের গোবিন্দনাম রক্ষা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, গোশব্দে গো (পশু) ও ইন্দ্রিয় উভয়কেই বুঝায়। অতএব যিনি শরণাগত গো ও গোপালগণকে আশ্রয় প্রদান পূর্ব্বক ইন্দ্রমন্যু হইতে যেমন রক্ষা করিয়াছেন, শরণাগত ভক্তেরও ইন্দ্রিয়গ্রামকে আত্মরূপে আকর্ষণ করিয়া আসারপাত সদৃশ অবিরল দুঃখ ও শোকাপাত হইতে রক্ষা করিতেছেন। সুতরাং ব্যবহারিক ও পারমার্থিক অর্থে শ্রীকৃষ্ণের "গোবিন্দ" নামটী যুক্তিযুক্ত ও সার্থক হইয়াছে॥ ২৬॥

তত্রাগতাস্তুম্বুরুনারদাদয়ো গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরসিদ্ধচারণাঃ ॥
জগুর্যশো লোকমলাপহং হরেঃ সুরাঙ্গনাঃ সংননৃতুর্মুদান্বিতাঃ ॥ ২১ ॥
তং তুষ্টুবুর্দেবনিকায়কেতবো হ্যবাকিরংশ্চাদ্ভুতপুষ্পবৃষ্টিভিঃ।
লোকাঃ পরাং নির্বৃতিমাপ্নুবংস্ত্রয়ো গাবস্তদা গামনয়ন্ পয়োদ্রুতাং ॥২২॥

অন্বয়ঃ।

তত্র ভগবতঃ অভিষেকস্থানে আগতাঃ তুম্বুরু-নারদাদয়ঃ গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরসিদ্ধচারণাঃ হরেঃ লোকমলাপহং (লোকস্য বক্তৃশ্রোতৃস্মর্তৃজনস্য মলানি পাপাদীনি হন্তি যৎতৎ যশঃ জগুঃ, তথা মুদান্বিতাঃ সুরাঙ্গনাঃ রম্ভাদয়ঃ অপ্সরসঃ ননৃতুঃ ॥ ২১ ॥

তং শ্রীকৃষ্ণং দেবনিকায়কেতবঃ (দেবনিকায়েষু সমূহেষু যে কেতবঃ দর্শনীয়াঃ মুখ্যাঃ তে) তুষ্টুবুঃ তথা অদ্ভুতপুষ্পবৃষ্টিভিঃ (অদ্ভুতানাং পুষ্পাণাং বৃষ্টিভিঃ) অবাকিরন্ আচ্ছাদিতবন্তঃ। ত্রয়ো লোকাঃ ত্রিলোকস্থাঃ জনাঃ পরাং নির্বৃতিং পরমানন্দং আপ্নুবন্; তদা গাবঃ গাং পৃথ্বীং, পয়োদ্রুতাং (পয়োভিঃ দ্রুতাং সিক্তাং অনয়ন্ চক্রুঃ। ২২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

গাঃ পশূন্ গাং স্বর্গং বা ইন্দ্রত্বেন বিন্দতীতি কৃত্বা গোবিন্দ ইত্যভ্যধাৎ নাম কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

দেবনিকায়েষু কেতব ইব দর্শনীয়া মুখ্যা ইত্যর্থঃ। গাবঃ গাং পৃথ্বীং পয়োভি র্দ্রুতাং আর্দ্রাং অনয়ন্ অকুর্বন্নিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

আবক্রুরিত্যর্থঃ। গাং পৃথ্বীং পয়োভির্দ্রুতাং আর্দ্রাং অনয়ন্ অকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

নানারসৌঘাঃ ক্ষীরাদিবাহিন্যঃ অকৃষ্টপচ্যাঃ কর্ষণং বিনৈব পক্কা ওষধয়ো যত্র তে গিরয়ঃ। উন্নীন্ উৎকৃষ্টান্নীন্ অবিভ্রন্ অবিভ্রুঃ ॥ ২২ ॥

অমল যশোরাশি কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; দেবপত্নী ও অপ্সরাগণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

দেব-প্রমুখগণ স্বর্গীয় পুষ্পবর্ষণে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। অহো! তাদৃশ মহোৎসবে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালস্থ জীবমাত্রই পরম শান্তি লাভ করিল। গাভীগণ তৎকালে দুগ্ধ প্রদানে তত্রত্য ভূখণ্ডকে সম্পূর্ণ আর্দ্র করিয়া ফেলিল ॥ ২২ ॥

আভাস।

কৃষ্ণাভিষেক-মহোৎসবে জগৎ সর্ব্বত্র মঙ্গলময় হইয়া উঠিল। স্রোতস্বতীগণ হর্ষপ্রকাশচ্ছলে ক্ষীরাদি প্রবাহে প্লাবিত হইতে লাগিল। তুম্বুরু প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ গায়কগণ গান করিতে লাগিলেন এবং তিন লোকই শান্তি ও আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইল। অধিক

নানারসৌঘাঃ সরিতো বৃক্ষা আসন্ মধুস্রবাঃ।
অকৃষ্টপচ্যৌষধয়ো গিরয়োঽবিভ্রন্নুন্মণীন্॥
কৃষ্ণেঽভিষিক্ত এতানি সর্ব্বাণি কুরুনন্দন।
নির্ব্বৈরাণ্যভবংস্তাত ক্রূরাণ্যপি নিসর্গতঃ॥
ইতি গোগোকুলপতিং গোবিন্দমভিষিচ্য সঃ।

অন্বয়ঃ।

সরিতঃ নানারসৌঘাঃ ক্ষীরাদিবাহিন্যঃ জাতাঃ, বৃক্ষাঃ মধুস্রবাঃ (মধূনি স্রবন্তীতি) আসন্ অকৃষ্টপচ্যৌষধয়ঃ (অকৃষ্টপচ্যাঃ কর্ষণং বিনৈব পক্কাঃ ওষধয়ঃ ব্রীহ্যাদয়ঃ আসন্) তথা গিরয়ঃ উন্মণীন্ (উৎ উদ্গতান্ বহিঃ প্রকটিতান্ মণীন্) অবিভ্রন্ অবিভরুঃ॥

হে তাত কুরুনন্দন! কৃষ্ণে (ইন্দ্রভয়া) অভিষিক্তে সতি নিসর্গতঃ স্বভাবতঃ, ক্রূরাণি অপি এতানি সর্ব্বাণি সর্পব্যাঘ্রাদীনি নির্ব্বৈরাণি অভবন্॥

ইতি এবং গোগোকুলপতিং (গবাং গোকুলস্য ব্রজস্য পতিং) কৃষ্ণং গোবিন্দং অভি-

শ্রীধরস্বামী।

নানারসৌঘা ক্ষীরাদিবাহিন্যঃ অকৃষ্টপচ্যাঃ কর্ষণং বিনৈব পক্কা ওষধয়ো ব্রীহ্যাদয় আসন্। যদ্বা। অকৃষ্টপচ্যা ওষধয়ো যেষু তে গিরয় উন্মণীন্ গর্ভগতান্ মণীন্ উৎ উদ্গতান্

নদীসমূহে ক্ষীরাদি বিবিধ রস প্রবাহিত হইতে লাগিল, বৃক্ষ-সমূহ হইতে মধুক্ষরণ হইতে লাগিল; বিনা কর্ষণে ব্রীহি প্রভৃতি ওষধিসমূহ উৎপন্ন হইতে লাগিল; ধরাধরগণ অভ্যন্তরস্থ মণিসমূহ বাহিরে প্রকাশ করত অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল॥

হে কুরুবংশাবতংস! শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক কালে স্বভাবত ক্রূরবৃত্তি অহি-নকুলাদি ও ব্যাঘ্র-সিংহাদিও বৈরিভাব বর্জনে অমল বৃত্তির পরিচয় দিয়াছিল॥

এই প্রকারে গাভীগণের হিতকারী ব্রজনাথ গোবিন্দকে অভিষিক্ত করিয়া দেবরাজ তদীয় অনুমতিক্রমে দেববৃন্দে পরিবৃত হইয়া স্বকীয় স্বর্গরাজ্যে

আভাস।

কি! স্বভাবত বৈরিভাবাপন্ন অহি-নকুলাদি জীব জন্তুগণও স্ব স্ব নিকৃষ্ট ভাব পরিহারে শান্তগুণ অবলম্বন করিল। এই সমস্ত নৈসর্গিক ভাবের পরিচয় দ্বারা প্রকাশ করা হইল যে, জীব যদি বিষয়াসক্তির গভীর গহ্বরে অবস্থান করিয়াও হৃদয়-মন্দিরে ভগবানকে একবার উপবেশন করাইতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে কাম কর্ম্মাদির দোষে দূষিত হইতে হইবে না। স্রোতস্বতীর অমৃতপ্রবাহের ন্যায়, তাহার সকল বৃত্তিই শান্তি

অনুজ্ঞাতো যযৌ শক্রো বৃতো দেবাদিভির্দিবং ॥ ২৩ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশম-স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণাভিষেকঃ সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ২৭ ॥ * ॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ॥

একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনং।

অন্বয়ঃ।

যিচ্য (কৃষ্ণেন) অনুজ্ঞাতঃ সঃ শক্রঃ দেবাদিভিঃ বৃতঃ সন্ দিবং স্বর্গং যযৌ ॥ ২৩ ॥

ইতি দশমে শ্রীখগেন্দ্রনাথশাস্ত্রিকৃতান্বয়ে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ। একাদশ্যাং নিরাহারঃ নন্দঃ জনার্দ্দনং সমভ্যর্চ্চ্য দ্বাদশ্যাং

শ্রীধরস্বামী।

বহিঃ প্রকটন্ অবিভ্রন্ অবিভরুঃ ॥ ২৩ ॥

॥ * ॥ ইতি দশমে সপ্তবিংশঃ ॥ * ॥

অষ্টাবিংশে ততো নন্দানয়নং বরুণালয়াৎ।
বৈকুণ্ঠদর্শনঞ্চাথ গোপানামনুবর্ণ্যতে ॥
গোবর্দ্ধনং সমুদ্ধৃত্য বশে কৃত্বাঽমরেশ্বরং।
নন্দানয়নত কৃষ্ণো বরুণঞ্চ বশেঽনয়ৎ ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

এতানি ভূতানীতি শেষঃ ॥ ২৩ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
দশমে সপ্তবিংশোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতাং সতাং ॥ * ॥
অষ্টাবিংশেঽভবন্নন্দাহরণং বরুণস্তুতিঃ।
গোপানাং বিস্ময়োৎসুক্যাদ্রক্ষাবৈকুণ্ঠদর্শনং ॥
ইন্দ্রস্যাগশ্চ তৎক্ষান্তিমুক্ত্বা স্বস্মৃতিমাগতে।
বরুণস্যাপি তে বক্তুমাহ লীলান্তরং মুনিঃ ॥ * ॥

গমন করিলেন ॥ ২৩ ॥

ইতি দশমে সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শুকদেব বলিলেন, হে নরনাথ! এই সময় গোপরাজ নন্দ একাদশীর

আভাস।

রসের প্রবাহ হইতে থাকে। নিতান্ত প্রতিকূল বৃত্তিও অনুকূল ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। ভক্তকে আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ উদ্বেগ পাইতে হয় না ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

ইতি দশমে সপ্তবিংশ অধ্যায়ের আভাস সমাপ্ত ॥

স্নাতুং নন্দস্তু কালিন্দ্যাং দ্বাদশ্যাং জলমাবিশৎ ॥
তং গৃহীত্বানয়দ্ভৃত্যো বরুণস্যাসুরোঽন্তিকং।
অবজ্ঞায়াসুরীং বেলাং প্রবিষ্টমুদকং নিশি ॥
চুক্রুশুস্তমপশ্যন্তঃ কৃষ্ণরামেতি গোপকাঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।

কালিন্দ্যাং স্নাতুং জলং আবিশৎ ॥

আসুরীং অসুর-সঞ্চার-বিশিষ্টাং বেলাং অবজ্ঞায় নিশি উদকং প্রবিষ্টং তং নন্দং গৃহীত্বা কশ্চিৎ বরুণস্য অসুরঃ ভৃত্যঃ বরুণস্য অন্তিকং সমীপং অনয়ৎ। তং অপশ্যন্তঃ গোপকাঃ কৃষ্ণ! রাম! ইতি সম্বোধ্য চুক্রুশুঃ ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কালমাত্রায়াং দ্বাদশ্যাং পারণাদরাভিনিবেশেন আসুরীং বেলামবজ্ঞায় অরুণোদয়াৎ পূর্ব্বমেব শাস্ত্রবলেন নিশি উদকং প্রবিষ্টং তদনভিজ্ঞো বরুণস্য ভৃত্যোঽনয়দিতি। তথাচ শাস্ত্রং। কলার্দ্ধং দ্বাদশীং দৃষ্ট্বা নিশীথাদূর্দ্ধমেব হি। আমধ্যাহ্নাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ কর্ত্তব্যাঃ শম্ভুশাসনাদিত্যাদ্। বক্ষ্যতি চ বরুণঃ অজানতা মামকেনেতি ভগবদ্ধক্তমজানতেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

জলমাবিশদিত্যরুণোদয়াদপি পূর্ব্বং কলামাত্রাবিশিষ্টায়াং দ্বাদশ্যাং পারণাপ্রাপ্ত্যর্থং শাস্ত্রাজ্ঞাবলেনৈবেতি জ্ঞেয়ং। তথাচ শাস্ত্রং। কলার্দ্ধাং দ্বাদশীং দৃষ্ট্বা নিশীথাদূর্দ্ধমেব হি। আমধ্যাহ্নাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ কর্ত্তব্যাঃ শম্ভুশাসনাদিতি ॥

বরুণস্য ভৃত্যোঽসুরঃ। বরুণস্যান্তিকমনয়ৎ তত্র হেতুঃ আসুরীং বেলামবজ্ঞায় উদকং প্রবিষ্টনিত্যজ্ঞানেনৈব তস্মিন্ দোষকল্পনং। শ্রীনন্দেন তু শাস্ত্রাজ্ঞাবলেনৈবোদকে প্রবিষ্টত্বাৎ। অতএবাগ্রে বক্ষ্যতে অজানতা মামকেন মূঢ়েনেতি ॥

গোপকাঃ স্নানার্থং রাত্রৌ গতস্য তস্য রক্ষকাঃ ॥ ১ ॥

উপবাস করিয়া জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিলেন; পরে দ্বাদশী তিথিতে স্নানার্থ কালিন্দীর জলে অবগাহন করিলেন ॥

কিন্তু অসুরগণেরই বিহার-সময় উক্ত নিশিভাগ জলাবগাহনের প্রশস্ত কাল নহে বিবেচনা করিয়া, বরুণের একজন অনভিজ্ঞ ভৃত্য নন্দকে লইয়া বরুণ-সন্নিধানে উপস্থিত হইল। এদিকে নন্দের অদর্শনে গোপগণ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং রাম কৃষ্ণের নাম করিয়া চিৎকার করিতে লাগিল ॥১॥

আভাস।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বরুণালয় হইতে নন্দের প্রত্যানয়ন ও তৎপ্রসঙ্গে গোপগণকে বৈকুণ্ঠদর্শন-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে ॥

ভগবাংস্তদুপশ্রুত্য পিতরং বরুণাহৃতং।
তদন্তিকং গতো রাজন্ স্বানামভয়দো বিভুঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।

স্বানাং ভক্তানাং অভয়দঃ বিভুঃ সর্ব্বসমর্থঃ ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞঃ কৃষ্ণঃ তৎ আক্রোশং উপশ্রুত্য পিতরং নন্দং, বরুণাহৃতং (বরুণেন আহৃতং) জ্ঞাত্বা হে রাজন্ তদন্তিকং (তস্য বরুণস্য) অন্তিকং সমীপং গতঃ ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

স্বানাং ভগবদ্ধর্ম্মপরায়ণানাং অভয়দঃ মাভৈষ্টেত্যভয়ং দদৎ ॥ ২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।৪

তৎক্রোশনং উপশ্রুত্য তদানীং দূরতঃ পুষ্পশয্যায়াং শয়ানোঽপি উপ নিকট এব শ্রুত্বেতি তস্য সর্ব্বদেশবর্ত্তিত্বাৎ পিতরং বরুণাহৃতং জ্ঞাত্বেতি শেষঃ। তদনীমেব রক্ষক-

শ্রীকৃষ্ণ করুণাময় ও সর্ব্বজ্ঞ; তিনি গোপগণের তাদৃশ আক্রোশ-ধ্বনি শ্রবণেই বুঝিতে পারিলেন যে, জলাধিপতি বরুণই পিতা নন্দকে সংগ্রহ করিয়াছেন; সুতরাং আর বিলম্ব না করিয়া, তৎক্ষণাৎ স্বয়ং বরুণালয়ে গমন করিলেন ॥ ২ ॥

আভাস।

শ্রীকৃষ্ণ পরাৎপর পরম পুরুষ নারায়ণ; লোকপালাদি দেববৃন্দ সকলেই তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া থাকেন; কেহই তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন। সকলেরই ভ্রম প্রমাদাদি ঘটিবার সম্ভাবনা; এক শ্রীকৃষ্ণে নহে। ইহারই পরিচয় তাঁহার সকল লীলাতেই প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বাধ্যায়ে ইন্দ্রের অপরাধ-বিষয় প্রকাশ করিয়া, এই অধ্যায়ে বরুণের অপরাধ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রভাপাতিশয় বিশেষ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে ॥

সাধারণত জলাবগাহন পূর্ব্বক স্নানের কালই দিবাভাগ; রাত্রিকালে জলে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। কিন্তু চন্দ্রগ্রহণাদি বিশেষ হেতু বশতঃ রাত্রিতে স্নানের ব্যবস্থাও শাস্ত্রে প্রচলিত রহিয়াছে। নন্দ সেই শাস্ত্রবলে কেবল দ্বাদশীর পারণানুরোধে প্রাতঃস্নানের কালও অপেক্ষা না করিয়া, তৎপূর্ব্বে নিশাকালেই স্নানার্থ জলে অবগাহন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রেও উক্ত আছে যে, পরদিন দ্বাদশী যদি অর্দ্ধকলা মাত্র থাকে, তখন পারণানুরোধে নিশীথকালের পরই স্নানাদি পরদিবসীয় মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া পর্য্যন্ত সমাপ্ত করিতে পারা যায়; তাহাতে আসুরী অতএব নিষিদ্ধ কাল বলিয়া, কোন প্রত্যবায় ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু বরুণের অনভিজ্ঞ ভৃত্যগণ শাস্ত্রের তাদৃশ রহস্যের প্রতি কটাক্ষ না করিয়া, অরুণোদয়ের পূর্ব্বে জলাবগাহী নন্দকে ধরিয়া বরুণ-সদনে লইয়া গেল। এদিকে নন্দের অদর্শনে প্রতিহারী গোপগণ ভয়ে কাতর হইয়া, রামকৃষ্ণের নামোল্লেখ পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিল ॥ ১ ॥ ২ ॥

প্রাপ্তং বীক্ষ্য হৃষীকেশং লোকপালঃ সপর্য্যয়া।
মহত্যা পূজয়িত্বাহ তদ্দর্শনমহোৎসবঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।

হৃষীকেশং (হৃষীকাণাং ইন্দ্রিয়াণাং ঈশং নিয়ন্তারং কৃষ্ণং) প্রাপ্তং আগতং বীক্ষ্য তদ্দর্শন-মহোৎসবঃ (তস্য দর্শনেন মহান্ উৎসবঃ যস্য সঃ) লোকপালঃ বরুণঃ মহত্যা সপর্য্যয়া পূজাসাধনেন পূজয়িত্বা আহ ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সপর্য্যয়া অর্হণেন ॥ ৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

গোপানাং নিকটমেত্য ক্ব মে তাতো নিমজ্জেতি দৃষ্ট্বা তত্রৈব তটাৎ সঝম্পং নিমজ্জ্য তদন্তিকং বরুণান্তিকং গতঃ। স্বানামভয়দঃ। ততঃ সকাশান্নন্দমানীয় জ্ঞাতীনামভয়ং দাস্যন্নিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

তথায় লোকপাল বরুণ সর্ব্বান্তর্যামী সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং উপস্থিত হইতে নিরীক্ষণ করিয়া, আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিলেন এবং অতি উৎকৃষ্ট উপহারাদি করে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করত বলিলেন ॥ ৩ ॥

আভাস।

সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে পুষ্পশয্যায় শয়ান ছিলেন। তিনি দূর হইতে গোপগণের তাদৃশ বিকট চিৎকার-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং গোপগণকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক পিতার জলনিমজ্জন-স্থান জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে গোপগণের নির্দ্দেশানুসারে স্বয়ং তট হইতে ঝম্প প্রদানে জলে নিমগ্ন হইয়া বরুণালয়ে গমন করিলেন; এবং পিতাকে তথা হইতে আনয়ন করিয়া, জ্ঞাতিবর্গের আনন্দ-বর্দ্ধন করিয়াছিলেন ॥

এদিকে লোকপাল বরুণ হৃদয়ের ধন কৃষ্ণরত্নকে সাক্ষাতে প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিলেন এবং উৎকৃষ্ট পূজার দ্রব্য সামগ্রী আহরণ করত তৎসমীপে উপনীত হইয়া বলিলেন, হে প্রভো শ্রীকৃষ্ণ! অদ্য দর্শন দানে আমার বরুণ-কলেবরকে কৃতার্থ করিলেন। এতকাল পর্য্যন্ত এই বরুণ-দেহ লাভে অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অপরিজ্ঞাত যে মহাপ্রভুর কার্য্য সমাধা করিয়া আসিতেছি, অদ্য সেই দীননাথের দর্শন-লাভে চরিতার্থ হইলাম। আমি যে, বিশেষ যত্ন সহকারে নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মসাধনে ভবদীয় আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছি, অদ্য আপনার সাক্ষাৎকার লাভে তাহার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম। আমি রত্নাকর সমুদ্রের অধিপতি হইয়াও আপনার ন্যায় বিধির অলাভে যেন সর্ব্ববঞ্চিতের মতন বাস করিতেছিলাম। হে শরণাগতজনপালক! ভবদীয় শুভাগমনে প্রকৃত রত্নাকরপতি হইলাম; আমার সকল মনোরথ পূর্ণ হইল। আপনার চরণ সন্দর্শনে আমি অসার

বরুণ উবাচ ॥

অদ্য মে নিভৃতো দেহো অদ্যার্থোঽধিগতঃ প্রভো।
ত্বৎপাদভাজো ভগবন্নবাপুঃ পারমধ্বনঃ ॥ ৪ ॥
নমস্তুভ্যং ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে।

অন্বয়ঃ।

বরুণঃ উবাচ। হে প্রভো স্বামিন্! অদ্য অধুনা মে ময়া দেহঃ নিভৃতঃ ধৃতঃ (ত্বদ্দর্শনার্চনাদিনা মম জন্মসাফল্যং জাতং)। অদ্যৈব অর্থঃ পরমপুরুষার্থঃ অধিগতঃ প্রাপ্তঃ। হে ভগবন্ ত্বৎপাদভাজঃ ত্বচ্চরণভক্তাঃ অধ্বনঃ জন্মমরণাদিলক্ষণস্য সংসারমার্গস্য পারং ত্বাং অবাপুঃ ॥ ৪ ॥

যত্র ভবদ্বিগ্রহে লোকসৃষ্টিবিকল্পনা (লোকানাং জনানাং দেবমনুষ্যাদিশরীরং বিকল্পয়তি

শ্রীধরস্বামী।

অদ্য ইদানীং মে ময়া দেহো নিভৃতঃ ধৃতঃ যদা তদ্দর্শনং জাতং তদৈব দেহসাফল্যং প্রাপ্তমিত্যর্থঃ। যদ্বা। নিভৃতঃ মনোরথ ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ। অদ্যৈবার্থোঽধিগতঃ সর্ব্বরত্নাকরপতিনাপি ইতঃপূর্ব্বং মৈবম্বিধোঽর্থঃ প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ সংসারোঽপি নিবৃত্ত ইত্যাশয়েনাহ ত্বৎপাদভাজ ইতি অধ্বনঃ পারং মোক্ষং ॥ ৪ ॥

ভগবতে নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যায় ব্রহ্মণে পূর্ণায় পরমাত্মনে সর্ব্বজীবনিয়ন্ত্রে তত্র হেতু র্ন

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অদ্য নিতরাং ভৃতো ধৃতঃ এতাবদ্দিনপর্য্যন্তং সহস্রশো দেহা বৃথৈব ধৃতা ত্বদ্দর্শনলাভাভাবাদিতি ভাবঃ। অর্থোঽপ্যদ্যৈবাধিগতঃ। সর্ব্বরত্নাকরপতিনাপি ইতঃপূর্ব্বং নৈবম্বিধোঽর্থঃ প্রাপ্ত ইতি ভাবঃ। ত্বৎপাদৌ ভজন্ত এবাধ্বতঃ সংসারস্য পরমরাপুঃ। অহন্ত্বেতাদৃশং দর্শনমপি প্রাপ্ত ইত্যহো মদ্ভাগ্যস্য পরকাষ্ঠেতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

ভক্ত্যা জ্ঞানেন যোগেন চ ত্বমেবোপাস্য ইত্যাহ নম ইতি। মায়াশাবল্যাদের তব

বরুণ বলিলেন, হে প্রভো! আপনাকে দর্শন ও অর্চ্চনা করিয়া আমার জন্ম সফল হইল; অদ্যই প্রকৃত আমার দেহ ধারণ করা সার্থক হইল! অদ্যই আমার পরম পুরুষার্থ-লাভ ঘটিল। হে ভগবান্! আপনার পাদপদ্মে যাহারা ভক্তি করে, তাহারাই এই জন্মমরণরূপ সংসারের দুরতিক্রমণীয় পথ অতিক্রম করিয়া আপনাকে দর্শন করে ॥ ৪ ॥

এই লোক সৃষ্টি-বিধায়িনী মায়া ভবদীয় দেহকে কখন আক্রমণ করিতে

আভাস।

অপার ঘোর সংসার পারাবারের পরপারে উত্তীর্ণ হইলাম। আমার সৌভাগ্যের আর সীমা পরিলক্ষিত হইতেছে না ॥ ৩,৪ ॥

ন যত্র শ্রূয়তে মায়া লোকসৃষ্টিবিকল্পনা ॥ ৫ ॥
অজানতা মামকেন মূঢ়েনাকার্য্যবেদিনা।

অন্বয়ঃ।

যা সা) মায়া প্রকৃতিঃ (নিয়ামকতয়া) ন শ্রূয়তে তস্মৈ ভগবতে (বৈষ্ণবসিদ্ধান্তসিদ্ধায়) ব্রহ্মণে (শ্রুতিসিদ্ধান্তসিদ্ধায়) পরমাত্মনে (স্মৃতিসিদ্ধায়) তুভ্যং (প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধায়) নমঃ ॥ ৫ ॥

মূঢ়েন মূর্খেণ, অকার্য্যবেদিনা কর্ত্তব্যজ্ঞানরহিতেন অজানতা (ত্বৎপ্রভাবামভিজ্ঞেন)

শ্রীধরস্বামী।

যত্রেতি লোকসৃষ্টিং বিকল্পয়তি যা মায়া সা ন যত্র শ্রূয়তে অবিদ্যমানেব তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভগবত্ত্বাদীত্যাচক্ষাণা ভ্রান্তা এবেত্যাহ নং যত্রেতি। লোকসৃষ্টের্বিবিধকল্পনং যস্তঃ সা ॥ ৫ ॥

কিং ভো মামেবং স্তবন্ লজ্জসে সত্যং মহাপরাধো মে জাত এবেত্যাহ অজানতা দ্বাদশ্যা অল্পত্বে অরুণোদয়াৎ পূর্ব্বমপি জলে প্রবেষ্টব্যমিতি ভক্তিশাস্ত্রানভিজ্ঞেন মামকেনেতি ভৃত্যাপরাধেন মমৈবাপরাধ ইতি ভাবঃ। অতএব মূঢ়েন অকার্য্যবেদিনা মম

পারে না; আপনি ভক্তের ভগবান্, যোগীর পরমাত্মা ও জ্ঞানীর পরম ব্রহ্ম; আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

আমার ভৃত্য অবিবেকী ও মূর্খ; আপনার প্রভাব অবগত না থাকাতেই

আভাস।

আপনি নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা। জ্ঞানী ব্যক্তি বেদান্তের গভীর গবেষণায় সতত বিচার করত যে চিন্ময় ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ করিয়া থাকেন, যোগিগণ চিত্তবৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক চিত্তাধিষ্ঠাত্রী যে দেবতাকে দর্শন ও অনুভব করিয়া চিরকৃতার্থ হন এবং ভক্তগণ যাঁহার অনুপম মাধুরি ও ঐশ্বর্য্য বিলোকনে মধুরভাবে নিয়ত ভাসমান থাকেন, সেই জ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা ও ভক্তের ভগবান্ হে শ্রীকৃষ্ণ! এক আপনি মাত্র! অতএব আমি জ্ঞানী, যোগী বা ভক্ত না হইলেও, কেবল এক সামান্য অপরাধের গুণে পূর্ব্বোক্ত ঐ তিনেরই দুর্ল্লভ পরম সুখদ আপনাকে প্রাপ্ত হইলাম। আপনি সর্ব্বজ্ঞানময় মহাপুরুষ! জগৎপ্রসবিনী অচিন্ত্যশক্তি মহামায়া প্রকৃতি কামধেনুর ন্যায় স্বীয় সন্তান জীবনিচয়কে প্রচুর পরিমাণে স্তন্যপান করাইয়া সংসার-ভার বহনে তাহাদিগের বিশেষ উপযোগিতা প্রদান করিতেছেন; কিন্তু ভবদীয় সন্নিধানে সম্ভূতা কামিনীর ন্যায়, অধোবদনে পশ্চাদ্ভাগেই অবস্থিতি করিতেছেন; আপনার সম্বন্ধে তাঁহার কুহকের কোনরূপ কুনিষ্ঠা বলবতী হইতে পারে না। আপনি অভ্রান্ত অনপেক্ষী আনন্দ-রসময় মহাপুরুষ ॥ ৫ ॥

(হে দেবদেব! নন্দানয়ন-কার্য্যে আমি অপরাধীর ন্যায় পরিচিত হইতেছি বটে,

আনীতোঽয়ং তব পিতা তৎপ্রভো ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ৬ ॥
গোবিন্দ নীয়তামেষ পিতা তে পিতৃবৎসল।
মমাপ্যনুগ্রহং কৃষ্ণ কর্ত্তুমর্হস্যশেষদৃক্ ॥
শ্রীশুক উবাচ ॥
এবং প্রসাদিতঃ কৃষ্ণো ভগবানখিলেশ্বরঃ।
আদায়াগাৎ স্বপিতরং বন্ধুনাঞ্চাবহন্মুদং ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।

মামকেন মন্দতোন, অয়ং তব পিতা আনীতঃ তৎ তস্মাৎ হে প্রভো! মদপরাধং ক্ষন্তুং অর্হসি ॥ ৬ ॥

হে পিতৃবৎসল গোবিন্দ এষ তে পিতা; ত্বয়া নীয়তাং। হে অশেষদৃক্ সর্ব্বসাক্ষিন্ কৃষ্ণ! মমাপি অনুগ্রহং কর্ত্তুং অর্হসি ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ। এবং বরুণেন প্রসাদিতঃ প্রসন্নীকৃতঃ অখিলেশ্বরঃ ভগবান্ কৃষ্ণঃ স্বপিতরং আদায় বন্ধূনাং মুদং চ আবহন্ (ব্রজং) অগাৎ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অজানতা মন্দতোন ত্বৎ পিত্রাহরণং যৎকৃতং তদিতি ॥ ৬ ॥
নন্দং বিমুচ্য সমর্পয়তি গোবিন্দেতি ॥ ৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভৃত্যোঽপি মৎকার্য্যং ন জানাতীত্যর্থঃ। তব পিতা আনীতঃ অয়মিতি রত্নচতুষ্কিকামধ্যাসীনং স্বেন পূজিতং স্বেষ্টদেবস্মরণরতং শ্রীনন্দং স্বাঞ্জলিনা দর্শয়তি। ক্ষন্তুমর্হসীতি। তব ক্ষমাসিন্ধুত্বাৎ মমত্বপরাধসিন্ধুত্বাৎ দণ্ডয়িষ্যসি চেৎ যথেষ্টং দণ্ডয়েতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

অগাদিতি সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বমেবেতি জ্ঞেয়ং ॥ ৭ ॥

এতাদৃশ অন্যায় পূর্ব্বক আপনার পিতাকে আনয়ন করিয়াছে; অতএব হে প্রভো! তজ্জন্য আমাকে আপনার ক্ষমা করা কর্ত্তব্য ॥ ৬ ॥

হে পিতৃবৎসল দেব গোবিন্দ! এই আপনার পিতা রহিয়াছেন, আপনি তাঁহাকে লইয়া যাউন! হে সর্ব্বসাক্ষি শ্রীকৃষ্ণ! আমার প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ করা কর্ত্তব্য, তাদৃশ বিধান করুন!

আভাস।

কিন্তু সে অপরাধ জ্ঞানকৃত নহে। ভক্তের তত্ত্ব ও আচরণে অনভিজ্ঞতা বশতই এতাদৃশ গর্হিত ব্যবহার আমার ভৃত্যকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে; ভৃত্যাপরাধে আমি অপরাধী সত্য; কিন্তু ঐ দেখুন, আপনার পিতাকে পূজিতের ন্যায় রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছি? এই বলিয়া বরুণ কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীকৃষ্ণসমীপে গোপপতি নন্দের বাসস্থান

নন্দস্তু তীন্দ্রিয়ং দৃষ্ট্বা লোকপালমহোদয়ং।
কৃষ্ণে চ সন্নতিং তেষাং জ্ঞাতিভ্যো বিস্মিতোঽব্রবীৎ ॥ ৮ ॥
তে চৌৎসুক্যধিয়ো রাজন্ মত্বা গোপাস্তমীশ্বরং।

অন্বয়ঃ।

নন্দঃ তু অতীন্দ্রিয়ং অদৃষ্টপূর্ব্বং লোকপালমহোদয়ং (লোকপালস্য বরুণস্য মহোদয়ং ঐশ্বর্য্যং) দৃষ্ট্বা তথা তেষাং বরুণাদীনাং কৃষ্ণে সন্নতিং ভৃত্যভাবাং চ দৃষ্ট্বা বিস্মিতঃ সন্ জ্ঞাতিভ্যঃ উপানন্দাদিভ্যঃ অব্রবীৎ ॥ ৮ ॥

অতঃ হে রাজন্ তে তু গোপাঃ ঈশ্বরং মত্বা (তদ্বৈভবদর্শনায়) ঔৎসুক্যধিয়ঃ সন্তঃ

শ্রীধরস্বামী।

অতীন্দ্রিয়ং অদৃষ্টপূর্ব্বং লোকপালস্য মহোদয়ং ঐশ্বর্য্যং ॥ ৮ ॥

ঔৎসুক্যযুক্তা ধীর্যেষাং তে অপি কিং স্বগতিং স্বস্থানং সূক্ষ্মাং ব্রহ্মাখ্যাং উপাধাস্যৎ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অতীন্দ্রিয়ং অতিচমৎকারবন্তি ইন্দ্রিয়াণি যস্তস্য মহোদয়ং মহৈশ্বর্য্যং তেষাং লোকপালানাং অব্রবীদিতি দ্বাদশীমধ্য এব পারণং কৃত্বা আস্থান্যাং উপবেশ্যৈব ইতি জ্ঞেয়ং ॥ ৮ ॥

ঔৎসুক্যযুক্তা ধীর্যেষাং তে স্বগতিং স্বোপাসকানাং গতিং সূক্ষ্মাং মায়াতীতাং ব্রহ্মানন্দ-রূপাং বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিরূপাঞ্চ। উপাধাস্যৎ উপধাস্যন্তি নোপধাস্যন্তি নোঽস্মান্ প্রাপয়িষ্যন্তে ভো ব্রজরাজ ত্বয়ৈব পূর্ব্বং গর্গোক্ত্যা অস্য নারায়ণসাম্যমুক্তং নতু নারায়ণত্বং। সম্প্রতি

শুকদেব বলিলেন, লোকপাল বরুণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপে প্রসন্ন করিলে, তিনি পিতাকে লইয়া সকল বন্ধু বান্ধবের আনন্দ-বর্দ্ধন পূর্ব্বক ব্রজে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ৭ ॥

এ দিকে গোপরাজ নন্দ লোকপাল বরুণের তাদৃশ অদৃষ্টপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যাতিশয় ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদিগের ভৃত্যভাবে প্রণাম করা দেখিয়া বিস্ময় সহকারে উপানন্দাদি জ্ঞাতিবর্গের নিকট আনুপূর্ব্বিক সকল বরুণলোক-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন ॥ ৮ ॥

হে রাজেন্দ্র! তখন সেই গোপগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া

আভাস।

প্রদর্শন করাইলেন এবং স্বীয় অপরাধের মার্জ্জনার্থ বিশেষ অনুনয় করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

এখানে "ময়াপানুগ্রহং কৃষ্ণ কর্ত্তুমর্হস্যশেষদৃক্" এই পূর্ব্বার্দ্ধ বঙ্গদেশীয় গ্রন্থে দেখা যায় না; এবং পূর্ব্ব কথিত শ্লোক অপেক্ষা এই চরণদ্বয়েও কোন বিশেষ অর্থ প্রতীপত্তিও দেখা যায় না, তথাপি পশ্চিমদেশীয় পুস্তকে উক্ত চরণদ্বয় সন্নিবিষ্ট থাকায় এখানেও তাহার সন্নিবেশ করা হইল।

অপি নঃ স্বগতিং সূক্ষ্মামুপাধাস্যদধীশ্বরঃ ॥ ৯ ॥
ইতি স্বানাং স ভগবান্ বিজ্ঞায়াখিলদৃক্ স্বয়ং।

অন্বয়ঃ।

অয়ং অধীশ্বরঃ অপি কিং সূক্ষ্মাং অদৃষ্টপূর্ব্বাং স্বগতিং স্ববিভূতিং নঃ অস্মান্ উপাধাস্যৎ দর্শয়িষ্যতি ইতি মনোরথং কৃতবন্তঃ ॥ ৯ ॥

ইতি এবং স্বানাং ভক্তানাং (অভিপ্রায়ং) স্বয়ং বিজ্ঞায় সঃ অখিলদৃক্ সর্ব্বসাক্ষী,

শ্রীধরস্বামী।

উপধাস্যতি নোঽস্মান্ প্রাপয়িষ্যতীতি সঙ্কল্পিতবন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

ইত্যেবম্ভূতং স্বানাং স্বেষাং সংকল্পং অখিলদৃক্ সর্ব্বজ্ঞঃ স্বয়মেব বিজ্ঞায় তেষাং সঙ্কল্প-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তু বরুণস্তত্যা সাক্ষাদ্দৃষ্ট্বা যদি নারায়ণত্বমেব নির্দ্ধারয়সি তদা বন্ধূনামস্মাকং সংসারিকানামপ্যবশ্যমেব মনোরথময়ং পূরয়িষ্যত্যেব যতস্তব পুত্র এব মম ভ্রাতুষ্পুত্রঃ। অস্য ভগিনীপুত্রোঽস্য দৌহিত্রঃ পরমেশ্বরোঽয়মস্মিন্নেতে বয়ং স্নিহ্যাম এবায়মপ্যস্মাস্বাসজ্জতি তদ্যো গোপাঃ পরমেশ্বরাদস্মাৎ স্বস্ববাঞ্ছনীয়ং যথেষ্টং গৃহ্লীতেত্যুক্তে কেচিদাহু র্বয়ং মুক্তা এব বুভূষাম ইত্যন্যে বয়ং বৈকুণ্ঠবাসিন এব বুভূষামেতি পৃথক্ পৃথক্ বিবিধমতয়ো বিবিধসঙ্কল্পবন্তো বভূবু র্নতু যুবাং ন নঃ সুতৌ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরাবিতি তত্তে গতোঽস্মারংমদ্য পদারবিন্দমিতি সত্যেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তমিত্যাদুক্তিমন্তো বসুদেবার্জ্জুনাদয় ইব ঐশ্বর্য্যজ্ঞানোপরাগাৎ স্বসম্বন্ধশৈথিল্যবন্তো বভূবুরিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

ইত্যেবম্ভূতং স্বানাং জ্ঞাতীনাং সঙ্কল্পং বিজ্ঞায় স্বয়ন্তু অখিলং ব্রহ্মানুভবং সুখং

তাঁহার বৈভব-দর্শনার্থ অত্যন্ত উৎসুক হইল; এবং ইনি কিছু অপূর্ব্ব সূক্ষ্মতম স্বীয় বিভূতি তাহাদিগকে প্রদর্শন করাইবেন, এই প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

স্বীয় ভক্তগণের তাদৃশ মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া, সর্ব্বান্তর্যামী

আভাস।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ অরুণোদয় হইবার পূর্ব্বেই পিতা নন্দকে লইয়া স্বজন সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। নন্দকে দর্শন করিয়া, জ্ঞাতিবর্গের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা নন্দমুখে বরুণালয়ের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর-জ্ঞানে সম্মান করিতে লাগিল; এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন আমাদের আত্মীয়, তখন আমাদের প্রতিও অপূর্ব্ব গতি দানে যে তিনি বিরত থাকিবেন, তাহা কখনই সম্ভব নহে। এইরূপ নির্ণয় করত তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইলেন ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যলীলার্থ অবতীর্ণ হইলেও, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বের কোন ব্যাঘাত

সঙ্কল্পসিদ্ধয়ে তেষাং কৃপয়ৈতদচিন্তয়ৎ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ।

ভগবান্ তেষাং সংকল্পসিদ্ধয়ে মনোরথপূরণায়, কৃপয়া এব এতৎ বক্ষ্যমাণং অচিন্তয়ৎ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সিদ্ধয়ে বক্ষ্যমাণমিদমচিন্তয়ৎ ॥ ১০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বৈকুণ্ঠবাসসুখং ব্রজভূমিপ্রেমসুখঞ্চ পশ্যতি জানাতীত্যখিলদৃক্। স্বপরিকরপ্রেমতারতম্যেন তৎসান্নিধ্য ঐশ্বর্য্যাবরণতারতম্যবত্ত্বেঽপি তদানীং লীলাশক্তিপ্রেরণবশাদেব সম্পূর্ণসর্ব্বজ্ঞত্বোদয়াৎ। গোপানাং তেষান্তু তৎপ্রেমমাধুর্য্যকণিকয়াপি ব্রহ্মসুখবৈকুণ্ঠসুখয়োর্নিচীনীকৃতত্বেঽপি তেষাং নরলীলত্বেন মুগ্ধানাং সঙ্কল্পসিদ্ধয়ে তৎসঙ্কল্পিতং ব্রহ্মসুখং বৈকুণ্ঠসুখঞ্চ তাননুভাবয়িষ্যন্নিদমচিন্তয়ৎ ॥ ১০ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগের মনোরথ পূরণার্থ কৃপা করত এইরূপ চিন্তা করিলেন ॥ ১০ ॥

আভাস।

হয় নাই। তিনি ব্রহ্মানুভব সুখ, বৈকুণ্ঠবাসের সুখ এবং ব্রজভূমের প্রেমসুখ এই তিনই একত্র ও এক সময়েই অনুভব করিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার পরিকর-বর্গের তাহা ঘটে নাই; তাঁহারা বাসুদেবের প্রেমমাধুর্য্যের বিশেষ বিকাসে ব্রহ্মসুখ ও বৈকুণ্ঠসুখ বিস্মৃত হইয়া, নরলীলাতেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞাতিবর্গের মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তৎপূরণার্থ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মসুখ ও বৈকুণ্ঠসুখ উভয়বিধই অনুভব করাইয়া মনে মনে ভাবিলেন ॥ ১০ ॥

অহো! মদীয় পিতা নন্দাদি ব্রজবাসী সকলে এই সংসারে অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মের বশে এবং বরুণলোক ও দেবলোকের সুখপ্রদ ভাবসমূহ অবলোকন করিয়া স্ব স্ব দেবভাব বিস্মৃত হইয়াছেন; তাঁহারা যে দেবকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত নররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, প্রকৃত কর্ম্মানুবন্ধী মনুষ্য নহেন, এ ভাব তাঁহাদের হৃদয় হইতে তিরোহিত হইয়াছে। পূর্ব্বাবস্থার বিষয় আলোচনা করা দূরে থাকুক, বর্ত্তমান দশাকে ধারণা করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদের হৃদয়ে পরিদৃষ্ট হইতেছে না; কারণ তাঁহাদের চিত্ত মদীয় লীলাবিশেষে এতই নিবিষ্ট হইয়াছে যে, অবিদ্যাবেশিত চিত্তের ন্যায়, তাঁহাদের আর বিষয়ান্তর অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত নাই। সাংসারিক কামনা না থাকিলেও, মদ্বিষয়ক বিবিধ বাসনা তাঁহাদের হৃদয়কে আবরণ করিয়াছে; সুতরাং সেই সমস্ত ভগবদ্বিষয়ক কামনার পূরণার্থ তাঁহারা সর্ব্বদাই তদুপযোগী কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। মদীয় প্রেম-তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে এতই আনন্দ-পাথারে উপস্থিত হইয়াছেন যে, নিজেদের অনাদিসিদ্ধ পরম গোলোকাদি বৈভব-ভাবও বিস্মৃত হইয়াছেন; আপনাদের লব্ধব্য লোক ও ভগবৎস্বরূপের সনাতন

জনো বৈ লোক এতস্মিন্নবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ।

অন্বয়ঃ।

এতস্মিন্ লোকে সংসারে, জনঃ অবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ (অবিদ্যা স্বরূপাজ্ঞানং ততঃ কামঃ শব্দাদিবিষয়ভোগাভিলাষঃ তত স্তৎপ্রাপ্ত্যনুগুণকর্ম্মাণি তৈঃ) বৈ নিশ্চয়ে, উচ্চাবচাসু

শ্রীধরস্বামী।

অবিদ্যা দেহাদ্যহংবুদ্ধিঃ ততঃ কামঃ ততঃ কর্ম্ম তৈঃ উচ্চাবচাসু সুরতির্য্যগাদিষু

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

জনঃ প্রস্তুতত্বান্মৎপিত্রাদি ব্রজবাসী এতস্মিন্ ভূলোকে অবিদ্যা আত্মস্বরূপাজ্ঞানং ততঃ কামস্ততঃ কর্ম্ম তত উচ্চাবচাসু গতিষু বরুণাদিদেবলোকগতসুখৈশ্বর্য্যময়ীষু ভূলোকগত-মনুষ্যাতির্য্যগাদিদুঃখানৈশ্বর্য্যময়ীষু চ দৃষ্টাসু ভ্রমন্ নরলীলত্বাদেব স্বেষাং সাংসারীকত্ববুদ্ধ্যা ভ্রমং প্রাপ্নুবন্ স্বাং গতিং সর্ব্বৈরপি দুর্ল্লভাং বর্ত্তমানাং স্বপদবীং ন বেদ। যদয়ং মৎপিতা বরুণলোকং গতস্তত্রত্যাং মায়িকীমেব সম্পদং দৃষ্ট্বা নিখিলবৈকুণ্ঠসারমপি বৃন্দাবনং তস্মাদপি ন্যূনং মন্যতে। যথা মুগ্ধঃ কশ্চিৎ কৃত্তিমমুক্তায়া আকারতেজঃসৌষ্ঠবদৃষ্ট্যা লব্ধচমৎকারো বাস্তবানর্ঘমুক্তাং ততো ন্যূনাং বেত্তি তথৈব ব্রহ্মাদিদুর্ল্লভচরণরেণূনপ্যা-

---

এই সংসারে জনগণ আত্মস্বরূপের অজ্ঞানতা-নিবন্ধন বিবিধ শব্দাদি-বিষয়-ভোগের অভিলাষে তদনুকূল নানাপ্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া

আভাস।

ভাবের প্রতিও তাঁহাদের কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই। নন্দরাজ বরুণলোকে গমন করিয়া তত্রত্য মায়াময় সম্পদ দর্শনেই চরিতার্থের ন্যায় আপনাকে জ্ঞান করিতেছেন; অথচ আমার আবির্ভাবে নিখিল বৈকুণ্ঠের সারস্থানীয় এই বৃন্দাবনকে তদপেক্ষা তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর মনে করিতেছেন। যেমন কৃত্রিম মুক্তার আকার তেজ ও সৌষ্ঠবাদি দর্শনে চমৎকৃত ব্যক্তি প্রকৃত মুক্তাকে তুচ্ছ ও অমূল্যবান্ বলিয়া মনে করে, সেইরূপ এই ব্রজবাসিগণ ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ আমার চরণরেণুকে সামান্য বরুণলোক অপেক্ষা ন্যূনজ্ঞান করিতেছে। তাহারা মৎসম্বন্ধীয় পুত্রাদিভাবময় মহামাধুর্য্যবিশিষ্ট প্রেম নিত্য আস্বাদন করায়, তাহা দুর্ল্লভ হইলেও, তাঁহাদের নিকট দুর্ল্লভ বোধ হইতেছে না। তাঁহারা এক্ষণে মদীয়

যদ্বা জনো ব্রজবাসী মদীয়স্বজনোঽয়ং। এতস্মিন্ সম্প্রতি স্বাবতারাঙ্গীকৃতে লোকে প্রাপঞ্চিকে অবিদ্যা মল্লীলাবেশেনান্যানুসন্ধানং। কামঃ মদ্বিষয়কবিচিত্র মনোরথঃ। কর্ম্ম মদীয়ানুকূলা ক্রিয়া। নাবিন্দন্ ভববেদনাং। যদ্বামার্থসুহৃৎ প্রিয়াত্মেত্যাদিদর্শনাৎ তৈরুচ্চাবচাসু নানাবিধাসু গতিষু প্রেমজবেষু স্বাং গতিং অনাদিসিদ্ধাং পরমগোলকাদ্বি বৈভবরূপাং ভ্রমন্ বিস্মরন্ তামেব স্বগতিং ন বেদ। অত্র স্বশব্দেন স্বরূপং ন উচ্যতে॥ তত্র তস্য নপুংসকত্বাৎ। গতিশব্দেন চ জ্ঞানং ন উচ্যতে। বদেত্যনেন পৌনরুক্ত্যাচ্চ

উচ্চবচাসু গতিষু ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ।

উৎকৃষ্টাপকৃষ্টাসু, গতিষু দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদিযোনিষু ভ্রমন্ গচ্ছন্ স্বাং গতিং স্বপরমার্থভূতং মৎস্বরূপং ন বেদ জানাতি ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ভ্রমন্ স্বীয়াং গতিং ন বেদ ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অনো বরাকাদ্বরুণাদপি নিকৃষ্টানেব মন্যন্তে। তথৈব নিত্যমাসাদ্যমানমহামাধুর্য্যান্মদ্বিষয়ক-পুত্রাদিভাবময়-প্রেমবতোঽপি মুক্তিবৈকুণ্ঠলোকাবধিকৌ মন্যন্তে। তৌ খলু মদধীনাবেব নতু ময়োঽহমধীনঃ কেনচিৎ কচিদ্দৃষ্টঃ। প্রেম্নস্তুহমধীন এব সর্ব্বৈর্দৃশ্যমান এবাস্মীত্যপি বিবেকং ন ভজন্তে। কিঞ্চ। মুক্তৌ খলু ব্রহ্মৈবাস্বাদ্যতে। তচ্চ ব্রহ্ম যস্য প্রভাপ্রভবত ইত্যত্র তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমিতি ব্রহ্মসংহিতোক্তে ব্রহ্মণোঽহি প্রতিষ্ঠাঽহমিতি মদ্ভক্তের্মদীয়ং মহিমানঞ্চ পর-ব্রহ্মেতি শব্দিতমিতি মদংশমংস্তদেবোক্তেশ্চ মদীয়ং নির্ব্বিশেষং ব্যাপকমতীন্দ্রিয়ং জ্যোতিরেব সোঽহমেব যস্য প্রেমকরণকাস্বাদবিষয়ীভূতমাধুর্য্যং পুত্রাদিরূপতয়া সদা বর্ত্তে এব। তথা অহো

কর্ম্মানুরূপ দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদি উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্ট যোনি লাভে ভ্রমণ করত আপনার পরম স্বরূপ অবধারণে সক্ষম হয় না ॥ ১১ ॥

আভাস।

প্রেমসম্বন্ধ অপেক্ষা মুক্তি ও বৈকুণ্ঠলোককে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করিতেছে। এক্ষণে ধারণা করিতেছে না যে, এতদুভয়ই আমার অধীন; আমি তাহাদের অধীন নহি। আমি যে কেবল প্রেমের অধীন, তাহা তাহারা দেখিয়াও দেখিতেছে না, বুঝিয়াও বুঝিতেছে না। সেই প্রেম তাহারা নিরন্তর ভোগ করিতেছে। মুক্তিতে কেবল ব্রহ্মানুভব হইয়া থাকে; তাহা প্রেমানুভব হইতে নিকৃষ্ট; ইহাই ভগবানের উক্তির তাৎপর্য্য। কারণ "যস্য প্রভা" ইত্যাদি দ্বারায় প্রকাশ আছে যে, যাঁহার প্রভায় কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রতিভাত হইতেছে, তিনিই নিষ্কল ব্রহ্মস্বরূপ। আবার গীতাতে উক্ত আছে, ব্রহ্মস্বরূপের প্রতিষ্ঠাই স্বয়ং বিষ্ণু; ভগবান্ বাসুদেবের মহিমার স্বরূপই পরম ব্রহ্ম। ভগবানের বিশ্বব্যাপক ইন্দ্রিয়াতীত নির্ব্বিশেষ জ্যোতিই ব্রহ্মশব্দে অভিহিত। সেই ভগবান্ যাহাদিগকে

ত্তদ্বাচকত্বে হি স্বং ন বেদেত্যেব বক্ষ্যতে। সঙ্কল্পসিদ্ধয়ে তেষাং ইত্যুক্তত্বাচ্চ ন তদর্থতা ঘটতে। নন্দস্তুতান্দ্রিয়ং দৃষ্ট্বেত্যত্র হি তেষাং লোকপালস্য লোকপালাদিমহোদয়স্য তত্রাপি কৃষ্ণে সন্নতেশ্চ শ্রবণেন তল্লোকাদিমহোদয়দর্শনস্য বিবক্ষিতত্বাৎ স্বগতিং সূক্ষ্মাং ইতি। অত্র চ দ্বয়োঃ সমানাধিকরণ্যমেবাবগম্যতে; সূক্ষ্মাং দুর্জ্ঞেয়ামিতি। জনশব্দেনাপি ন প্রাকৃতো জন এব উচ্যতে; তেষাং সংসার এব গতিঃ নতু তল্লোকাদিরিতি। কিন্তু তচ্ছব্দেন তাদৃশবতো জন উচ্যতে ॥ ১১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সীতি পাদ্মোক্তের্মথুরামণ্ডলমধ্যবর্ত্তীদং বৃন্দাবনং বৈকুণ্ঠাদপি শ্রেষ্ঠং যস্য নিবাসতয়া সদা বর্ত্তত এব নচ মহাপ্রলয়েঽপ্যস্য কাচিৎ ক্ষতি র্ভূগোলচক্রে সপ্ত-পূর্য্যো ভবন্তি তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্ব্রহ্মগোপালপুরী হীতি যথা সরসি পদ্মং তিষ্ঠতি তথা ভূম্যামিতি গোপালতাপনীশ্রুতেঃ। প্রাকৃতে প্রলয়ে প্রাপ্তে ব্যক্তে ব্যক্তং গতে পুরা। শিষ্টে ব্রহ্মণি চিন্মাত্রে কালমায়াতিগেঽক্ষরে। ব্রহ্মানন্দময়ো লোকো ব্যাপী বৈকুণ্ঠসংজ্ঞিতঃ। নির্গুণোঽনাদ্যনন্তশ্চ বর্ত্ততে কেবলেঽক্ষরে ইতি বৃহদ্বামনবাক্যাচ্চ। তদপি মুক্তিবৈকুণ্ঠ-লোকাদৃষ্টচরত্বাদেব যল্লব্ধং স্পৃহয়তি তদেনং তৌ সম্প্রতি সাক্ষাদুপলম্ভয়ামীতি ভাবঃ। অত্র জনোঽয়ং ব্রজবাসী অবিদ্যা কামকর্ম্মভিরুচ্চাবচাসু দেবতির্য্যগাদিষু ভ্রমন্ পুনঃ পুনঃ পর্য্যটন্ স্বাং গতিং মদ্বা দাস্যমানাং মুক্তিং বৈকুণ্ঠস্থিতিঞ্চ ন বেদ ইতি কুব্যাখ্যানং ন ঘটতে। ব্রজবাসিনো নন্দাদেঃ কৃষ্ণে পুত্রাদিভাববতো নিত্যসিদ্ধত্বাদেবাবিদ্যাকাম-কর্ম্মঘটিতঃ সংসারো ন সম্ভবেৎ। যদুক্তং। তাসামবিরতং কৃষ্ণে কুর্ব্বতীনাং সুতেক্ষণং। ন পুনঃ কল্পতে রাজন্ সংসারোঽজ্ঞানসম্ভব ইতি। নচ মুক্তিবৈকুণ্ঠস্থিত্যোরপি দাস্য-মানত্বং এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেবরাতেতি ব্রহ্মোক্তেরেবেত্যখিলং পূতনা-বধান্তে সযুক্তিকং ব্যাখ্যাতং দ্রষ্টব্যং॥ ১১॥

আভাস।

পুত্রাদিরূপে প্রেমরসের আস্বাদন করাইতেছেন, তাহাদের কি ব্রহ্মস্বরূপাবগমের অপেক্ষা আছে? পাদ্মখণ্ডে প্রকাশ আছে যে, মধুপুরী বৈকুণ্ঠলোক অপেক্ষা ধন্য ও গৌরববিশিষ্ট। কারণ সাক্ষাৎ ভগবান্ চন্দ্র সতত তথায় অধিষ্ঠিত আছেন। যেমন সরোবরের মধ্যে প্রফুল্ল কমল শোভা পায়, সেইরূপ সমগ্র ভূমণ্ডলে সাক্ষাৎ ব্রহ্মগোপালপুরীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও শোভাসম্পন্ন। প্রাকৃত যাবতীয় ব্যক্ত পদার্থ অব্যক্তে লীন হয়; এইরূপে সমগ্র সংসার প্রকৃতিতে প্রলীন হইয়া, কাল ও মায়ার অতীত অক্ষয়স্বরূপ চিন্মাত্র ব্রহ্মরূপ কেবল অবশিষ্ট থাকিবে; তখন ব্রহ্মানন্দময় যে লোক তাহাতে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাই বৈকুণ্ঠনামে অভিহিত। এখানে ব্রজবাসী সেই বৈকুণ্ঠধামের লোক হইলেও, যখন মুক্তির ও বৈকুণ্ঠলোক-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, তখন ভগবান্ তাঁহাদিগকে তাহাই সাক্ষাৎ প্রদর্শন করাইবার মানস করিলেন। ইহাই শ্লোকের তাৎপর্য্য। শ্লোকোক্ত আপাতত অর্থে প্রকাশ যে, ব্রজবাসিজন কাম ও কর্ম্মাদিপ্রবাহে পতিত হইয়া, দেবতির্য্যগাদি যোনিতে বারংবার ভ্রমণ করত, ভগবদ্দত্ত মুক্তি বা বৈকুণ্ঠস্থিতি অবধারণে সক্ষম হন নাই, বলিয়া যে ব্যাখ্যা আছে, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ পুত্ররূপে নিরন্তর যাঁহাদের নিকটেই বাস করিতেছেন, তাঁহাদের আর অবিদ্যা বা কামাদির দোষ ঘটা কিরূপে সম্ভব? উক্ত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণে অনবরত যাহারা পুত্রস্নেহ করিয়াছিল, তাদৃশ ব্রজবাসীর অজ্ঞান-সমুৎপন্ন সংসার কখন ঘটে নাই; এবং তাহাদিগকে প্রদান করিবার জন্য ভগবানেরও কোন

ইতি সংচিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ (হরিঃ)।
দর্শয়ামাস স্বং লোকং গোপানাং তমসঃ পরং ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ।

ইতি এবং সঞ্চিন্ত্য মহাকারুণিকঃ ভগবান্ বিভুঃ সর্ব্বসমর্থঃ, হরিঃ আশ্রিতজনদুঃখ-হরণশীলঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) গোপানাং তমসঃ পরং, প্রাকৃতপ্রপঞ্চাতীতং স্বং স্বরূপং, লোকং বৈকুণ্ঠাখ্যং দর্শয়ামাস ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

স্বং ব্রহ্মস্বরূপং লোকঞ্চ বৈকুণ্ঠাখ্যং। তমসঃ প্রকৃতেঃ পরং ॥ ১২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইতি সংচিন্ত্য স নিত্যাস্পদস্য শ্রীবৃন্দাবনস্য সর্ব্বোৎকর্ষং ব্রহ্মবৈকুণ্ঠসুখানুভাবনয়ৈব সাম্প্রতং জ্ঞাপয়ামীতি বিচার্য্য স্বং ব্রহ্মস্বরূপং লোকঞ্চ বৈকুণ্ঠাখ্যং দর্শয়ামাস। বৃন্দাবনাদ্বিযোজ্য পঞ্চক্ষান্ ক্ষণান্ তে এব প্রাপয়ামাসেতি ভাবঃ। যতো মহাকারুণিকঃ বাতিরেকেণৈব বৃন্দাবনস্য মাধুর্য্যং তাভ্যামপ্যুৎকৃষ্টং জ্ঞাপয়িতুমিতি ভাবঃ। নন্থ ব্রহ্মদর্শনেনৈব ব্রহ্মপ্রাপণা। সৈব সাযুজ্যমুক্তিস্তেষাং; ততো নির্যক্রমণাসম্ভবাৎ। কথং তেষাং পুনর্বৃন্দাবনীয়মাধুর্য্যেঽনুভাবনা ইত্যত আহ বিভুঃ সাযুজ্যমোক্ষাৎ বৈকুণ্ঠাচ্চ নির্যক্রময়িতুমপি সমর্থ ইত্যর্থঃ। স্বং লোকঞ্চ বিশিনষ্টি। তমসঃ প্রকৃতেঃ পরং ॥ ১২ ॥

এইপ্রকার বিবেচনা করিয়া আশ্রিতজনের দুঃখ-হরণকারী মহাবিভূতি-বিশিষ্ট পরম কারুণিক শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত প্রপঞ্চের অতীত বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ স্বীয় স্বরূপ ও বৈকুণ্ঠধাম সেই গোপগণকে প্রদর্শন করাইলেন ॥ ১২ ॥

আভাস।

কিছু অবশিষ্ট ছিল না; কারণ তাহা না হইলে, ব্রহ্মার স্তবে এরূপ উক্ত হইত না যে, হে দেব! ঘোষনিবাসিগণের নিকট আপনি কি ঋণী রহিলেন না? কারণ পূতনা প্রভৃতি নিশাচরী যদি কেবল মাতৃবেশে আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে প্রকৃত মাতৃস্নেহে অগ্রসরা যশোদাদিগকে ত আপনার প্রদানের কোন সামগ্রীই দেখিতে পাই না ॥ ১১ ॥

শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইলেও, যখন মুক্তি ও বৈকুণ্ঠলোকের জন্য ব্রজবাসীর লালসা হইয়াছিল, তখন বাসুদেব স্বয়ংই তাহাদিগকে স্বকীয় ব্রহ্ম-স্বরূপ ও বৈকুণ্ঠধাম প্রদর্শন করাইলেন। ব্রহ্মদর্শন ব্রহ্মপ্রাপ্তি না হইলে ঘটে না। অতএব বৃন্দাবন হইতে পঞ্চক্ষণ পরিমিত কাল ব্রজবাসীকে পৃথক্‌ভাবে থাকিতে হইয়াছিল। ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইলে, তথা হইতে জীবের পুনরায় নির্যক্রমণ অসম্ভব হইলেও, মহাকারুণিক শ্রীহরি তাহাদিগকে আবার বৃন্দাবনে আনয়ন করিলেন ॥ ১২ ॥

অত্র অবিদ্যাশব্দপ্রয়োগস্তু কারুণ্যতো নির্ব্বেদাদেবেতি জ্ঞেয়ং। গোপানাং সম্বন্ধি স্বলোকস্য প্রকৃতিময়ত্বং নিষেধতি তমসঃ পরং ইতি ॥ ১২ ॥

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনং।

অন্বয়ঃ।

(তৎ স্বরূপং হি) সত্যং পরমার্থভূতং, জ্ঞানং চৈতন্যরূপং, অনন্তং দেশকালপরিচ্ছেদরহিতং, সনাতনং শশ্বৎসিদ্ধং জ্যোতিঃ স্বপ্রকাশং যৎ (বেদপ্রসিদ্ধং) ব্রহ্ম গুণাপায়ে

শ্রীধরস্বামী।

দেহাদিপিহিতানাং তদ্দর্শনমশক্যমিতি প্রথমং দেহাদিব্যতিরিক্তং ব্রহ্মস্বরূপং দর্শয়া-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সত্যমবাধ্যং জ্ঞানমজড়মনন্তমপরিচ্ছিন্নং সনাতনং শশ্বৎসিদ্ধং। যৎ মুনয়ো জ্ঞানিনঃ গুণাপায়ে গুণাতীতত্বে সতি পশ্যন্তি। বৃন্দাবনস্থাপি ব্রহ্মানন্দস্বরূপত্বেনৈতাদৃশত্বেঽপি মায়াবিভূতিমধ্যবর্ত্তিত্বেনৈব মাধুর্য্যাধিক্যং। যথা দীপজ্যোতিষস্তমোমধ্যবর্ত্তিত্বেন। অতএব তমসঃ পরং নতু তমোমধ্যবর্ত্তিনত্বাজ্ঞানাদিরূপং জ্যোতির্দর্শয়ামাস। কিঞ্চ। ব্রহ্মস্বরূপতোঽপি বিচিত্রলীলাময়ং ভগবৎস্বরূপমতিমধুরং শুকদেবাদিভক্তাত্মারামানুভবাদবসীয়তে। তচ্চ ভগবদ্বপুঃ সর্ব্বব্যাপকমপি পরিচ্ছিন্নং ষড়্বিকাররহিতমপ্যপ্রাকৃত-

---

ভগবৎস্বরূপে দেশ, কাল বা বস্তুনিষ্ঠ কোন পরিচ্ছেদ নাই; তাহা নিত্য স্বপ্রকাশ চৈতন্যঘন পরমার্থ-সত্য-স্বরূপ আনন্দরস-ময় বেদপ্রতিপাদ্য পরম ব্রহ্ম। গুণের অধিকার অতিক্রম করিয়া, মননশীল জ্ঞানী মুনিগণ

আভাস।

পূর্ব্বশ্লোকে (তমসঃ পরং) তমোগুণের অতীত বলিয়া তটস্থ লক্ষণে ভগবদ্ভাব বর্ণিত হইয়াছে; এক্ষণে তাহার স্বরূপ বর্ণনার্থ বেদব্যাস এই শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ অনন্ত ও অদ্বিতীয় হইলেও, কৃষ্ণরূপে তাহা প্রচ্ছন্ন; যেমন নেত্রপথ মেঘাবৃত হওয়ায়, দর্শক প্রচুর জ্যোতিষ্মান্ স্বয়ংসিদ্ধ সূর্য্যদেবকেও দর্শন করিতে পারে না, সেইরূপ পুত্রপ্রেমে আবৃতলোচন ব্রজবাসী ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদর চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহ অবলোকনে উপযুক্ত হইলেও, তাহারা নেত্র ও চিত্তের আকর্ষক কৃষ্ণকলেবরেই নিবিষ্ট ছিল। এস্থলে কৃষ্ণরূপ মেঘসাদৃশ্যে বর্ণনীয় নহে; মেঘসাদৃশ্য কেবল দর্শকের দৃষ্টিসম্বন্ধে মাত্র। কারণ, ব্রহ্মস্বরূপে ও শ্রীকৃষ্ণরূপে কোন ভেদ নাই; বরং অনন্ত ও অপরিমেয় ব্রহ্মানন্দ যুগপৎ একাধারে এক কৃষ্ণস্বরূপে পরিলক্ষিত। যে যে ভাবে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন, তিনি তাঁহা হইতে সেই ভাবেরই পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রজবাসী সকলে পুত্রপ্রেমের রসে চক্ষুকে আসিক্ত করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবলোকন করিতেন; সুতরাং তাঁহারা তাঁহার পরম স্বরূপ অবধারণে সক্ষম হন নাই। আবার ব্রহ্মা তাঁহার পরম রূপ দেখিতে লালায়িত ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ পরিচ্ছিন্নের ন্যায় আত্মপ্রকাশ করিলেও, ব্রহ্মাকে তাঁহার অপরিচ্ছিন্ন ও অনন্ত ভাব প্রদর্শনে বঞ্চিত করেন নাই। তাঁহার জন্ম-

যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ।

(গুণানাং অপায়ে নিরাসে সতি) সমাহিতাঃ সাবধানাঃ মননশীলাঃ জ্ঞানিনাঃ যৎ ব্রহ্মস্বরূপং হি পশ্যন্তি (তৎ স্বরূপং দর্শয়ামাস ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

মাস তদাহ সত্যমিতি। সত্যমবাধ্যং জ্ঞানমজড়ং অনন্তমপরিচ্ছিন্নং। জ্যোতিঃ স্বপ্রকাশং, সনাতনং শশ্বৎসিদ্ধং গুণাপায়ে জ্ঞানিনো যৎ পশ্যন্তি তৎস্বরূপমেব দর্শয়ামাস ॥ ১৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

জন্মাস্তিত্ববৃদ্ধ্যাদিসহিতং তরঙ্গাদিদোষশূন্যমপি ক্ষুৎপিপাসাপ্রস্বেদভয়মোহসাংগ্রামিক-শস্ত্রাঘাতাদিসহিতমতর্ক্যানন্তশক্তিত্বাদেব যথা তথৈব পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপক-মিতি ভগবদুক্তের্বৃন্দাবনমপি ব্রহ্মদৃষ্টানন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডব্যাপকমপি পরিচ্ছিন্নং। স্মরেৎ পুনরতন্ত্রিতো বিগতষট্‌তরঙ্গাম্বুধ ইত্যাগমাদিবাক্যাৎ তরঙ্গাদিদোষরহিতমপি ক্ষুৎপিপাসা জন্মজরাচ্ছেদভেদাদিমন্মনুষ্যপশুখগনগাদিকমপি নিত্যমেবেত্যানন্তচমৎকারাশ্রয়মিতি ॥ ১৩ ॥

সমাহিতচিত্তে যে পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মস্বরূপ অপরোক্ষানুভূতির দ্বারা উপলব্ধি করেন, হৃষীকেশ অদ্য সেই স্বকীয় স্বরূপই গোপগণকে প্রদর্শন করাইলেন ॥ ১৩ ॥

আভাস।

কালে প্রাণভয়ে ভীতা দেবকী ইষ্টদেবের শরণাগত হইয়া কৃষ্ণসমীপে যেমন প্রার্থনা করিলেন, অমনি তিনি তাঁহার স্বরূপপ্রকাশে দেবকীকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। যশোদা প্রেমের প্রবাহে আত্মহারা হইয়া যখন কৃষ্ণের মৃত্তক্ষণকে বড়ই দোষাবহ মনে করিয়া কৃষ্ণকে তিরস্কার করিতে গিয়াছিলেন, অমনি বাসুদেব তাঁহার ভ্রম সংশোধন পূর্ব্বক সামান্য মৃত্তিকাভোজনে কেন! অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যে তাঁহার উদর মধ্যে নিবিশমান রহিয়াছে, তাহা তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষে প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। অতএব "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তেতাংস্তথৈব ভজাম্যহং, আমাকে যে, যে ভাবে ভজনা (অবলোকন) করে, আমি সেই ভাবেই তাহার সাধ পূরণ করি," এই গীতা-বাক্য অনুসারে ব্রহ্মস্বরূপ সত্য, জ্ঞান, অনন্ত সনাতন ও জ্যোতিরূপ হইলেও, তিনি তাঁহার ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে প্রাকৃতিক পদার্থের তুলনায়, কাল্পনিক জড়, পরিচ্ছিন্ন, অনিত্য ও লুপ্তচৈতন্যের ন্যায় আপনাকে প্রদর্শন করাইতে পারেন; ইহাই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। ১৩।

এই শ্লোকে ব্রহ্মস্বরূপকে হ্রদরূপে বর্ণন করিবার তাৎপর্য্য এই যে, বিপুল হ্রদে নিমগ্ন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়াদি করণ সমূহ যেমন কেবল এক বারিমাত্র উপলব্ধি করে, অন্য কোন পদার্থ উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য তাহার থাকে না, সেইরূপ বিশ্বসংসার অতিক্রম করিয়া, যে ব্যক্তি একবার "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং! অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধন-

তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতা মগ্নাঃ কৃষ্ণেন চোদ্ধৃতাঃ।
দদৃশুর্ব্রহ্মণো রূপং যত্রাক্রূরোঽধ্যগাৎ পুরা॥

অন্বয়ঃ।

তে গোপাঃ যত্র যমুনাহ্রদে অক্রূরঃ অধ্যগাৎ বৈকুণ্ঠাদিকং পুরা দৃষ্টবান্ তং ব্রহ্মহ্রদং নীতাঃ প্রাপিতাঃ তস্মিন্ মগ্নাঃ চ (পুনঃ) কৃষ্ণেন উদ্ধৃতাঃ সন্তঃ ব্রহ্মণঃ রূপং তস্যৈব দৃ লোকং বৈদ কুণ্ঠাখ্যাংশুঃ॥

শ্রীধরস্বামী।

এবং ব্রহ্মহ্রদং ব্রহ্ম এব হ্রদ ইব হ্রদঃ তত্র মগ্নস্য বিশেষজ্ঞানাভাবাৎ। তং ব্রহ্মহ্রদং তে তু নীতাঃ প্রাপিতাঃ তস্মিন্ মগ্নাশ্চ তুশব্দোক্তং বিশেষমাহ পুনঃ কৃষ্ণেনোদ্ধৃতাঃ সমাধেরিবোত্থাপিতাঃ সন্তঃ ব্রহ্মণস্তস্যৈব লোকং বৈকুণ্ঠাখ্যং যদৃশুরিতি। নন্থ ব্রহ্মণি মগ্নানাং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

এবং ব্রহ্মহ্রদং ব্রহ্মৈব হ্রদ ইব হ্রদস্তত্র নিমগ্নস্য বিশেষজ্ঞানাভাবাৎ তং ব্রহ্মহ্রদং তে ব্রজবাসিনো নীতাঃ প্রাপিতাঃ তদা তে তস্মিন্ মগ্নাঃ কৃষ্ণেন উদ্ধৃতাঃ স্বাতর্কাশক্ত্যা ব্রহ্মসাযুজ্যাদপি উদ্ধৃতাস্তস্মাদুত্থাপিতাঃ সন্তস্তস্যৈব ব্রহ্মণো লোকং বৈকুণ্ঠঞ্চ দদৃশুঃ। লোকং বিকুণ্ঠমুপনেষ্যতি গোকুলং স্মেতি দ্বিতীয়োক্তেঃ। উদ্ধৃতা ইতি যথান্তে সংসারহ্রদাদুদ্ধৃতাঃ সন্তো ব্রহ্মানুভবন্তি তথৈবামী প্রেমবন্তো গোপাঃ ব্রহ্মহ্রদাদুদ্ধৃতা বৈকুণ্ঠলোকং দদৃশুরিতি সর্ব্বস্বনাশবত্ত্যাঃ সাযুজ্যাবিপদঃ সকাশাৎ বৈকুণ্ঠো নির্ব্বিঘ্নকরঃ ইতি ভাবঃ। প্রেমরহিতাদ্ব্রহ্মসুখানুভবাৎ প্রেমসহিতো বৈকুণ্ঠসুখানুভবঃ শ্রেষ্ঠস্ততোঽপি প্রেমময়ো গোকুলসুখানুভবঃ শ্রেষ্ঠ ইতি সিদ্ধান্তো জ্ঞাপিতঃ। যত্র বৈকুণ্ঠে পুরা অক্রূরোঽধ্যগাৎ গতবান্ স্বাভীষ্টদেবং দৃষ্টবানিতি বা। শুকপরীক্ষিৎসম্বাদাৎ প্রাক্তনত্বাদ্ভূতনির্দ্দেশঃ॥

ভক্তাগ্রগণ্য অক্রূর যে হ্রদে অবগাহন করিয়া বৈকুণ্ঠাদি অবলোকন করেন, সেই ব্রহ্মহ্রদে ভগবান্ গোপগণকে লইয়া গেলেন এবং তথায় অবগাহন করাইয়া উত্তোলন পূর্ব্বক চিরন্তন ব্রহ্মস্বরূপ গোপগণকে অবলোকন করাইলেন॥

আভাস।

নিবানলং।" অবয়বাদি ভেদশূন্য ক্রিয়াহীন প্রাকৃতিক সৃষ্টির উপশান্তভাব দগ্ধকাষ্ঠ অনলের ন্যায়, স্বস্বরূপে বিদ্যমান অপার অসীম অমৃতহ্রদতুল্য ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হইতে পারে, তাহার কি আর তথা হইতে উত্থানের সামর্থ্য বা প্রবৃত্তি থাকে; সে ভাবের কোন বিশেষত্ব বা তুলনা নাই। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তৎস্বরূপ হইয়া, তদ্বিপরীত ভাবে ব্রজবাসীর নিকট পরিচিত। সর্ব্বপ্রকার বিকারের অতীত হইলেও, তিনি যেন বিকারের অধীন দেহবান্ রূপে প্রতীত ছিলেন। পরিদৃশ্যমান জগৎ কেন! অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার উদরে বিদ্যমান থাকিলেও এবং আনয়ন বা প্রেরণাদি ক্রিয়ার কোন সম্বন্ধ

নন্দাদয়স্তু তং দৃষ্ট্বা পরমানন্দনির্বৃতাঃ।

অন্বয়ঃ।

নন্দাদয়ঃ গোপাঃ তু লোকং (তথা) তত্র লোকে ছন্দোভিঃ মূর্ত্তিমদ্ভির্বেদৈঃ

শ্রীধরস্বামী।

পুনর্লোকদর্শনমষ্টভিরিত্যাশয়েনাহ যত্রেতি। যত্র শ্রীকৃষ্ণে নিমিত্তে সতি পূর্ব্বমক্রূরো-ঽধ্যগাৎ দৃষ্টবান্। শুকপরীক্ষিৎসম্বাদাৎ প্রাক্তনত্বাৎ ভৃত্তনির্দ্দেশঃ। নহুতকৈশ্বর্য্যে ভগবতি কিঞ্চিদপ্যসম্ভাবিতমিতি ভাবঃ। অথবা অক্রূরো যত্র দৃষ্টবান্ তস্য যমুনাহ্রদস্য

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তং বৈকুণ্ঠলোকং দৃষ্ট্বাতু পরমানন্দনির্বৃতাঃ। বৈকুণ্ঠীয়গোলকস্থবৃন্দাবনস্য বৃন্দাবন-সাধর্ম্ম্যদর্শনাদিতি ভাবঃ। তথাহি কোটিশ্বরাঃ কদাচিন্নষ্টসর্ব্বধনাঃ সন্তো দৈবাৎ ক্বচিদ্দৃষ্ট-স্বধনচিহ্নাঃ পরমানন্দনির্বৃতাঃ ভবন্তি তথেত্যর্থঃ। ততশ্চাস্মৎপ্রাণকোটিনির্ম্মঞ্ছনীয়মুখার-বিন্দপ্রস্বেদবিন্দুঃ কৃষ্ণঃ কেন্তি তদন্বেষণানুসন্ধানবত্ত্বে সতি তঞ্চ দদৃশুরিত্যাহ কৃষ্ণং তত্রত্যৈ-শ্ছন্দোভির্মূর্ত্তিমদ্ভি স্তূয়মানং দৃষ্ট্বা সুবিস্মিতাঃ। হং হো ক গচ্ছামস্তাবদেতে জ্যোতি-র্ময়াঃ স্তাবকা অত্র বৃন্দাবনে স্বয়পরিচীয়মানাঃ প্রষ্টুমস্মাভি রশক্যাঃ কে তন্মধ্যবর্ত্তী কৃষ্ণ-শ্চায়মস্মাননেকান্ পিত্রাদীন্ দৃষ্ট্বাপি বালাবিলাসং প্রপঞ্চয়ন্ন সন্নিধত্তে নাপি ভূজাভ্যাং নঃ কণ্ঠং ধত্তে বয়মপি সন্নিধাতুমেনমুৎসঙ্গমারোহরিতুঞ্চ সঙ্কুচামঃ কিমনেনাস্য ক্ষুৎপিপাসা-

---

নন্দাদি গোপগণ সেই বৈকুণ্ঠভুবন ও তথায় মূর্ত্তিমতী শ্রুতিসমূহে

আভাস।

নিত্য নিরতিশয় ভাবে তৎস্বরূপে অসংসৃষ্ট হইলেও, কেবল প্রেমের অনুরোধে তিনি ব্রজবাসিদিগকে ব্রহ্মহ্রদে প্রত্যানয়ন করিলেন। অর্থাৎ যে প্রেমাবরণ তাহাদের অক্ষির সমক্ষে বিদ্যমান থাকিয়া, লীলারস উপভোগ করাইতেছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহা অন্তর্হিত করাইলেন। ব্রজবাসিদিগকে ব্রহ্মসাযুজ্য ও ভগবৎপ্রেমানন্দের তারতম্য উপভোগ করাইবার নিমিত্ত, প্রথমত তাঁহাদিগকে অভেদ ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন করাইলেন বটে, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই তথা হইতে উত্তোলন করিয়া সমুদ্রপতিত ব্যক্তির তীরপ্রাপ্তির ন্যায়, তাহাদিগকে ব্রহ্মলোক ও বৈকুণ্ঠভুবন প্রদর্শন করাইলেন। তখন প্রেমিক ব্রজবাসিগণ যেন বিপদ্ হইতে উদ্ধৃত হইয়া, নির্বৃতিকর বৈকুণ্ঠদর্শনে পূর্ব্বাপেক্ষা আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু তখনও তাহাদের গোকুলের প্রেমময় ভাবের অভাবে তাদৃশ আনন্দস্ফূর্ত্তি হয় নাই; তখনও যেন কিছু অভাব আছে; পূর্ব্বভাব পূর্ণ হয় নাই বলিয়া, মন ক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু বৈকুণ্ঠলোকে যখন বৃন্দাবনের সাধর্ম্ম্য প্রতীত হইতে লাগিল, তখন তাঁহাদের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। যেমন বহুধনের অধিপতি কোন ব্যক্তি, তাহার যদি কখন সর্ব্বস্ব অপহৃত হয় এবং অকস্মাৎ যদি কখন কোথাও সেই অপহৃত নিজসম্পত্তির চিহ্ন অবলোকন করে, তখন তৎপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় তাহার

কৃষ্ণঞ্চ তত্র চ্ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতাঃ ॥ ১৪ ॥

॥*॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে নন্দমোক্ষণমষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ২৮ ॥ * ॥

অন্বয়ঃ।

স্তূয়মানং কৃষ্ণং চ দৃষ্ট্বা পরমানন্দনির্বৃতাঃ (পরমানন্দেন নির্বৃতাঃ সম্পন্নাঃ পুনঃ) সুবিস্মিতাঃ চ বভূবুঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি দশমে শ্রীখগেন্দ্রনাথশাস্ত্রিকৃতান্বয়ে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ব্রহ্মহ্রদ ইতি নাম তং হ্রদং নীতাঃ মগ্নাশ্চ সন্তো ব্রহ্মলোকং দদৃশুঃ পুনঃ কৃষ্ণেনোদ্ধৃতাঃ পূর্ব্ববৎ তং দৃষ্ট্বা বিস্মিতো বভূবুরিতি ব্যবহিতান্বয়। অপ্রসিদ্ধকল্পনাচ সোঢ়ব্যেতি ॥ ১৪ ॥

॥ * ॥ ইতি দশমে অষ্টাবিংশঃ। * ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বৈকব্যং বিস্মৃতং। মাতাস্ত কথমেনমভোজয়ন্তী জীবিষ্যতীত্যেববিবিধান্ বিস্ময়ান্ দধানাস্তে লীলাশক্তিপ্রেরিতয়া যোগমায়য়ৈব পুনর্বৃন্দাবনমানিন্যিরে ইতি শেষঃ। এতৎপ্রকরণস্থায়মেবার্থঃ শ্রীমৎপ্রভুচরৈ রূপগোস্বামিচরণৈঃ স্তবমালায়ামুপশ্লোকিতঃ। স চ শ্লোকো যথা। লোকো ব্রূমঃ কোঽপি বৃন্দাটবীতো নাস্তি কাপীত্যজস্রাবন্ধুবর্গং। বৈকুণ্ঠং যঃ সুষ্ঠু সন্দর্শ্য দূরো গোষ্ঠং নিন্যে পাতু স ত্বাং মুকুন্দ ইতি। ১৪।

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।

অষ্টাবিংশোঽপি দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং॥ * ॥

পরিস্তুত সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকে নয়নগোচর করিয়া, পরম নির্বৃতি লাভে বিস্মিত হইলেন ॥ ১৪ ॥

ইতি দশমে শ্রীখগেন্দ্রনাথশাস্ত্রিকৃত অনুবাদের অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

আভাস।

যেমন চিত্ত পুলকিত হয়, অদ্য ব্রজবাসীর বৈকুণ্ঠে বৃন্দাবন-ভাব পরিদর্শনে তদপেক্ষা কিছু স্বল্প আনন্দ হয় নাই। ব্রজবাসীর তখন প্রেমের আকর আনন্দের সাগর শ্রীকৃষ্ণের রূপ হৃদয়-মন্দিরে জাগরূক হইল। তাঁহারা জীবনের জীবনপ্রদ অমূল্য রত্ন শ্রীকৃষ্ণকে তথায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এবং ছন্দসমূহ মূর্ত্তিধারণে শ্রীকৃষ্ণকে পরিবেষ্টিত হইয়া স্তব করিতেছেন নিরীক্ষণ করিয়া, নিতান্তই বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা পরস্পরে বলিতে লাগিলেন, অহো! এই সমস্ত দিব্যদর্শন অপূর্ব্ব মূর্ত্তি কে! পূর্ব্বে বৃন্দাবনে ইহাদিগকে ত কখন অবলোকন করি নাই! কাহার নিকটই বা ইহাঁদের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করি! আমাদের কৃষ্ণও ইহাঁদের মধ্যে অবস্থিত দেখিতেছি! কিন্তু কৈ! আমরা

শ্রীশুক উবাচ ॥

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।

অন্বয়ঃ।

শ্রীশুকঃ উবাচ। (তত্র ইন্দ্রাদিদর্পহরণ প্রসঙ্গেন মদনদর্পহরণং অত্যাশ্চর্য্যকরং বক্তুং তাবৎ শৃঙ্গারদ্দীপনমাহ ভগবানিতি) যোগমায়াং যুজ্যতে কার্য্যার্থং নিযুজ্যতে সা যোগা

শ্রীধরস্বামী।

উনত্রিংশে তু রাসার্থমুক্তিপ্রত্যুক্তয়ো হরেঃ। গোপীভী-রাসসংরম্ভে তস্য চান্তর্দ্ধিকৌতুকং ॥ ব্রহ্মাদিজয়সংরূঢ়দর্পকন্দর্পদর্পহা। জয়তি শ্রীপতির্গোপীরাসমণ্ডলমণ্ডিতঃ ॥

নন্থ বিপরীতমিদং পরদারবিনোদেন কন্দর্পজেতৃত্বপ্রতীতে মৈবং যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শ্রীরামকৃষ্ণগঙ্গাচরণান্নত্বা গুরুমুরুপ্রেম্নঃ। শ্রীল নরোত্তমনাথশ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুং নৌমি ॥ প্রণম্য শ্রীগুরুং ভূয়ঃ শ্রীকৃষ্ণং করুণার্ণবং। লোকনাথং জগচ্চক্ষুঃ শ্রীশুকং তমুপাশ্রয়ে। গোপরামাজনপ্রাণপ্রেয়সেঽস্তিপ্রভূষ্ণবে। তদীয়প্রিয়দাস্যায় মাং মদীয়মহং দদে। অথ পঞ্চভিরধ্যায়ৈঃ পঞ্চপ্রাণসমৈর্মুনিঃ। রাসং প্রাহ হরেঃ সর্ব্বলীলাসম্পচ্ছিরোমণিং। রাস্যো জয়তি যদ্দত্তসৌভাগ্যা গোপযোষিতঃ। ধরাস্থা অধরীচক্রুঃ সর্ব্বোর্দ্ধস্থাং রমামপি। উন-ত্রিংশে বেণুনাদপারুষ্যবিষবর্ষণং। গোপিকাচাতকীধ্বাভিঃ ক্রীড়ান্তর্দ্ধিশ্চ বর্ণ্যতে ॥

সম্প্রতি ইন্দ্রাদির দর্পহরণ-প্রসঙ্গে জগন্মোহনকারী মদনের দর্পহরণরূপ শৃঙ্গারোদ্দীপন ভগবদ্ভাব বর্ণনার্থ শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন পূর্ব্বক

আভাস।

সকলে তাঁহার পিত্রাদি এস্থলে দণ্ডায়মান রহিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে প্রত্যক্ষে অবলোকন করিয়াও, কিছু ত বলিতেছেন না। পূর্ব্বের ন্যায় বাল্য-বিলাসচ্ছলে বাহুদ্বয়ে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কণ্ঠধারণ করিতেছেন না। ওরে! শ্রীকৃষ্ণ কি এক্ষণে সেই ক্ষুধা পিপাসার ক্লেশ সহ্য করিতে শিখিয়াছেন! কি আশ্চর্য্য! অদ্য আমাদেরও যেন তাঁহাকে সম্বোধন করিতে হৃদয় সঙ্কুচিত হইতেছে! ভাল! ইহাঁর জননীই বা ইহাঁকে ভোজন না করাইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিবে! ইত্যাদি বহুবিধ তর্কবিতর্ক মনে মনে আন্দোলন করিয়া, যখন কিঞ্চিৎ বিস্মিতের ন্যায় হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পুনরায় বৃন্দাবনে আনয়ন করিলেন। এই প্রকরণের অর্থ রূপগোস্বামী প্রভৃতি গোস্বামিপাদগণ এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

ইতি দশমে অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের আভাস সমাপ্ত।

উনত্রিংশ অধ্যায়ে রাসমণ্ডলস্থ গোপিকাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের উক্তি প্রত্যুক্তি এবং তথা হইতে তাঁহার অন্তর্ধানাদি কৌতুকের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।

এবম্ভূতা যা মায়া অঘটিতঘটনাপটীয়সী স্বাচিন্ত্যশক্তিঃ তাং) উপাশ্রিতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ অপি শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ (শরদা হেতুনা, উৎফুল্লাঃ মল্লিকাঃ যাসু তাঃ) তাঃ রাত্রীঃ বীক্ষ্য রন্তুং মনঃ চক্রে ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ। আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ। ইত্যাদিষু স্বাতন্ত্র্যাভিধানাৎ। তস্মাদ্রাসক্রীড়াবিড়ম্বনং কামজয়াখ্যাপনায়েতি ভক্তং। কিন্তু। শৃঙ্গারকথাপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীতি ব্যক্তীকরিষ্যামঃ ॥ * ॥

তা রাত্রীরিতি যাতাঽবলা ইত্যনেন প্রতিশ্রুতা ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইহ খলু সপ্তবর্ষবয়সি বর্ত্তমানেন ভগবতা কার্ত্তিকস্যামাবস্যায়াং কর্ম্মবাদোত্থাপনেন ইন্দ্রমখভঙ্গঃ কৃতঃ। তচ্ছুক্লপ্রতিপদি গোবর্দ্ধনমখোৎসবঃ। দ্বিতীয়ায়াং যমুনাতীরে ভ্রাতৃদ্বিতীয়াভোজনোৎসবঃ শ্রীমুনীন্দ্রৈর্বর্ণিতোঽপি জ্ঞেয়ঃ। তত্রৈব বর্ণিতা ইন্দ্রকোপোক্তয়শ্চ। তৃতীয়ামারভ্য নবমীপর্য্যন্তং গোবর্দ্ধনধারণং। দশম্যাং গোপানাং বিস্ময়কথাবাহুল্যং একাদশ্যাং গোবিন্দাভিষেকঃ; দ্বাদশ্যাং বরুণলোকগমনং; পৌর্ণমাস্যাং ব্রহ্মলোক

বলিলেন, হে নরনাথ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শরৎকালীন বিকসিত মল্লিকাশোভায় রজনীর অনির্ব্বচনীয় শোভা নিরীক্ষণ করিয়া, যোগমায়াবলম্বনে রমণার্থ বাসনা করিলেন ॥ ১ ॥

আভাস।

শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃক্রম যখন কেবল সপ্তবর্ষ মাত্র, তখন সেই বৎসরের কার্ত্তিকী অমাবস্যা দিবসে তিনি নন্দাদি গোপগণের নিকট কর্ম্মবাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া ইন্দ্রযজ্ঞের ভঙ্গ করেন। তৎপরে শুক্লপ্রতিপদ্ দিবসে গোবর্দ্ধন-যজ্ঞের উৎসব হয়; দ্বিতীয়া তিথিতে যমুনাতীরে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ভোজনোৎসব হইয়াছিল; এই উৎসব কথা শুকমুখে বর্ণিত না হইলেও, গ্রন্থান্তরে ইহার উল্লেখ থাকায়, লীলাগণনায় অবশ্য গণনীয়। ঐ সময়েই

ব্রহ্মানন্দাৎ সমুদ্ধৃত্য ভজনানন্দযোজনে। লীলয়া যুজ্যতে সম্যক সা তৃর্য্যে বিনিরূপ্যতে। লৌকিকস্ত্রীষু সংসিদ্ধ স্তদ্দ্বারা পুরুষো ভবেৎ। স্বানন্দানুভবার্থং হি যোগাভাপি নিরূপিতা॥ অতোহি ভজনানন্দঃ স্ত্রীষু সম্যগ্ বিধার্য্যতে। তদ্দ্বারা পুরুষাণাং চ ভবিষ্যতি ন চান্যথা। স্ত্রিয় এবহি তং পাতুং শক্তা স্তাসু ততঃ পুমান্। অতোহি ভগবান্ কৃষ্ণঃ স্ত্রীষু রেমে হ্যহর্নিশম্॥ বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন আন্তরং তু পরং ফলং। ততঃ শব্দাত্মিকা লীলা নির্দ্দিষ্টা সা নিরূপ্যতে। ততো রূপপ্রপঞ্চস্য পঞ্চধা রমণং মতং।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

গমনং। ততশ্চ শরদঃ সমাপ্তত্বাৎ তদুত্তরে বর্ষে অষ্টবর্ষবয়স্তে সত্যাশ্বিনপূর্ণিমায়াং রাসোৎসবঃ সর্ব্বলীলোৎসবমুকুটমণিস্তং বক্তুমারভতে। ভগবানপি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণোঽপি রন্তুং মনশ্চক্রে রমণস্যোদ্দীপনালম্বনানাং কালদেশপাত্রাণাং শরদ্যামিনী বৃন্দাবনব্রজবনিতানাং সর্ব্বোৎকৃষ্টমাধুর্য্যেণাকৃষ্টত্বাদিতি ভাবঃ। শতকোটিবিলাসিনীনামুজ্জ্বলরসচিন্তামণীনাং সৌন্দর্য্যসৌন্দর্য্যসৌকুমার্য্যসৌরভ্যমাধুর্য্যবৈদগ্ধ্যৌর্য্যত্রিকাণি বহুবিধানি পরমরুচিরাণী স্বীয়শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়ৈর্জীঘৃক্ষুঃ স্বীয়সৌর্য্যাদীনি তদীয়শ্রোত্রাদিভিস্তা জিঘ্রাহয়িষুশ্চ বভূব প্রেমবশ্যত্বাদেকস্যামেব রজস্যামব্যবধানেন যদা তদা সত্যাসঙ্কল্পতাশক্ত্যা প্রেরিতয়া

আভাস।

ইন্দ্রের কোপোক্তি সকল বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর তৃতীয়া হইতে নবমী পর্য্যন্ত ভগবান্ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন; দশমীদিনে গোপগণের বিস্ময়কথা এবং একাদশী দিবসে গোবিন্দাভিষেক ঘটে। পরে দ্বাদশীতে বরুণলোক গমন এবং পৌর্ণমাসীতে ব্রহ্মলোক গমনের কথা উল্লেখ আছে। অতএব এই বর্ষে শরতের সমাপ্তি হওয়ায়, তৎপর বৎসর শ্রীকৃষ্ণের অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে আশ্বিন পূর্ণিমাতে লীলা-সমূহের শীর্ষস্থানীয় অপূর্ব্ব রাসোৎসবের প্রসঙ্গ ঘটে। উপর্য্যুপরি এই পাঁচটী অধ্যায়ে শৃঙ্গার-কথাচ্ছলে সম্পূর্ণ নিবৃত্তির কথাই বর্ণিত হইয়াছে॥

ভগবদ্ভজনের আনন্দই জীবের পুরুষার্থতার চরম ফল; ইহা বিষয়ানন্দ, যোগানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষাও যে উৎকৃষ্ট তাহাই ভগবান্ বাসুদেব লীলাসমূহে প্রকাশ করিয়াছেন। লৌকিক নারীর হৃদয়ে ভজনানন্দ উপভোগ করাইয়া, স্ত্রী ও পুরুষ এতদুভয়েরই সেই যোগ্যতার প্রতিপাদন করা হইয়াছে। নারীগণ যেরূপ প্রেমসূত্র অবলম্বনে ভগবানকে ভজিয়া ভগবদানন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন এবং ভগবান্ও স্ত্রীজাতিকে তাদৃশ উপভোগের সামর্থ্য প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ পুরুষগণও অহৈতুকী ভক্তি সহকারে ভগবানকে ভজনা করিলে তাদৃশী প্রীতি ও আনন্দ ভোগ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই; ইহাই এখানে প্রকাশের তাৎপর্য্য। গীতাতে উক্ত আছে, "স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রা স্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং।" অর্থাৎ বিবেকহীনা নারীগণ যখন কেবল চিত্তের একাগ্রতা বলে ঈদৃশ সম্পদের অধিকারিণী হইতে পারে, তখন বিবেকী পুরুষ অভিমান বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিলে যে, প্রেমরসের অপার জলধিতে নিমগ্ন হইয়া

আত্মনা প্রথমা লীলা মনসা তু ততঃ পরা॥ বাক্‌প্রাণৈস্তু তৃতীয়া স্যাদিন্দ্রিয়ৈস্তু ততঃ পরা শারীরী পঞ্চমী বাচ্যা ততো রূপং প্রতিষ্ঠিতং॥ ষড়্‌বিংশে তু হরিঃ পূর্ব্বং জীবানানন্দয়ৎ স্বয়ং। তে চেৎ সমর্পিতাত্মানঃ স্তত্রোপায়শ্চ রূপ্যতে॥ আত্মা যাবৎ প্রপন্নোঽভূৎ তাবদ্বৈ রমতে হরিঃ। সোঽন্তঃকরণসম্বন্ধী তিরোধত্তে হরিশ্চ সঃ॥ ইতি সুবোধিনীকারিকাঃ॥ প্রথমং ভজনানন্দং নিরূপয়িতুং স্বীয়ু স্বানন্দঃ স্থাপনীয়

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যোগমায়য়া দুর্ঘটঘটনাপটীয়স্যা শক্ত্যা প্রহরচতুষ্টয়বত্যাস্তস্যা এব রাত্রের্মধ্যে ভাবদ্বিলাস-সমাপয়িত্র্যঃ [পরঃশতকোটি রাত্র্য আনীয় দর্শিতা অতএব তা রাত্রীর্বীক্ষ্যেতি বহুবচনং। ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্ত ইত্যগ্রেঽপি বক্ষ্যতে প্রসিদ্ধার্থতৎপদোপন্যাসান্নানাগুণবতীরিতি রাত্রীণা-মুৎকর্ষঃ। শরদা টাবন্তঃ শরদায়ামপি উৎফুল্লা মল্লিকা যাসু তাঃ। শরদ্যপি মল্লিকাঃ কুন্দপ্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধ ইতি কুন্দান্যপি। রেমে তত্তরলানন্দিকমলামোদবায়ুনেতি রাত্রাবপি কমলানি পুষ্পন্তি ইতি বৃন্দাবনস্যোৎকর্ষঃ। শারদোৎফুল্লমল্লিকা ইতি পাঠে। শারদ্যশ্চ তা উৎফুল্লমল্লিকাশ্চেতি তাঃ রন্তুমারেভে রেমে ইত্যুক্তে আত্মারামস্য স্বতএব

আভাস।

চির নিবৃতি লাভ করিবেন, সে বিষয়ে আর সংশয় কি! গোপিকাগণ যদিও বাহ্য ও আভ্যন্তর-ভেদে উভয়বিধ ফলই ভগবদ্ভজনে লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই লীলাশ্রবণে তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই; তথাপি বাহ্য ফল অকিঞ্চিৎকর ও অনিত্য এবং আন্তরিক ফল নিত্য ও নিরতিশয়। সুতরাং শব্দাত্মক লীলা শ্রবণে বাহ্যফল না ঘটিলেও যে আন্তরিক ফলের উদয় হওয়া সম্ভব, তাহাতে আর বাহ্যাভ্যন্তর ভেদেরই উপলব্ধি থাকে না। প্রপঞ্চরূপে রমণ পঞ্চ প্রকার; প্রথম রমণ আত্মাতে, তৎপর মনে, বাক্য ও প্রাণে তৃতীয় রমণলীলা, চতুর্থ ইন্দ্রিয়ে, এবং শরীরসম্বন্ধে রমণলীলা পঞ্চমী বলিয়া অভিহিত। এস্থলেও উত্তরোত্তর পাঁচ অধ্যায়ে এই পঞ্চ প্রকার রমণলীলা অভিব্যক্ত হইয়াছে। ষড়্বিংশাধ্যায়ে ভগবান্ বাসুদেব গোবর্দ্ধন উত্তোলন পূর্ব্বক গোপগণকে নিরাময় ও আনন্দপূর্ণ করিয়াছিলেন; ইহাতে যাঁহাদের অন্তঃকরণ ভগবানে সমর্পিত, তাঁহাদের জন্যই এই রাসলীলারূপ ভজনোপায় দ্বারা চিরনিবৃতির কথা বর্ণিত হইয়াছে। চিত্ত যে পর্য্যন্ত ভগবানে শরণাগত থাকে, তদবধিই শ্রীহরি সেই অন্তঃকরণে রমণ করেন; শরণাগত ভাবের ঈষৎ বৈলক্ষণ্যেই তিনি অন্তর্হিত হন॥

অন্য ব্যক্তিকে সন্তরণ বা নৃত্যের উপদেশ দিতে হইলে, উপদেষ্টাকে যেমন স্বয়ং নিঃস্বার্থে সন্তরণ দিতে ও নৃত্য করিতে হয়, সেইরূপ জীবহৃদয়ে ভজনানন্দের নিরূপণার্থ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানকেও রমণার্থ স্বয়ং উদ্‌যোগী হইতে হইয়াছিল। রমণোদ্দীপক আনুসঙ্গিক অবলম্বনের উল্লেখার্থ দেশ, কাল ও পাত্রের নিরূপণ করা হইয়াছে। কার্য্যমাত্রেরই শ্রেষ্ঠ প্ররোচক কাল; এই নিমিত্ত এখানে "তাঃ রাত্রীঃ" বলিয়া কালকেই

ইতি তাসু রত্যর্থমিচ্ছাং কৃতবানিত্যাহ। ভগবানপীতি। ময়েমা রংস্যথ ক্ষপা ইতি। যা রাত্রয়ো বরত্বেন দত্তাঃ স্ত্রীণাং রমণার্থাঃ তা রাত্রী র্ভগবান্ পরিগৃহ্য সর্ব্বাস্বেব রাত্রিষু তা অধিদৈবিকীঃ আরোপ্য পূর্ণত্বাৎ তাসাং পূর্ণিমারূপাঃ কৃত্বা ঋতুমপি শরদমেব কৃত্বা তস্যাপি কার্য্যং পুষ্পাণ্যেব কৃত্বা রসোদ্দীপকত্বেন সর্ব্বাঃ সামগ্রীঃ বিধায় পশ্চাদ্রমণার্থং স্বানন্দপ্রকাশকং মন উৎপাদিতবান্। তত্র সর্ব্বাসু সংকল্পঃ স্বস্মিন্নপি বোধনীয়ঃ।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পূর্ণকামস্য ভগবতস্তস্য ব্রজবনিতাসু রমণং বাহ্যং নরবিড়ম্বনমেবেতি কশ্চিদ্ব্যাচক্ষীতেত্যতো রন্তুং মনশ্চক্র ইত্যুক্তা রমণমিদমান্তরমেব নতু বাহ্যমিতি জ্ঞাপিতং। সত্যমান্তরমেবেদং রমণং কিন্তু ব্রজসুন্দরীণাং ভক্তত্বাত্তদনুরোধেনৈবেতি কশ্চিদ্ব্যাচক্ষীতেত্যতশ্চক্র ইত্যাত্মনে পদং প্রযুক্তং। রমণস্য স্বসুখার্থকত্বং বোধয়ন্তি। ততশ্চ ইত্থম্ভূতপ্রেমাণো ব্রজসুন্দর্য্যো যস্তাসু ভগবান্ স্বতঃ সর্ব্বসুখপূর্ণোঽপি রন্তুং মনশ্চক্রে। আত্মারামাশ্চ মুনয় ইত্যত্র ইত্থম্ভূতগুণো হরিরিতিবৎ অতো ব্রজসুন্দরীণামপি পরমোৎকর্ষঃ। তথা সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্মধুসূদনঃ। রেমে তাভিরমেয়াত্মা ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিত ইতি।

আভাস।

প্রথম লক্ষ্য করিলেন। অর্থাৎ বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গে "ময়েমা রংস্যথ ক্ষপা ইতি" বলিয়া ব্রজকুমারীকাগণকে যে সকল রাত্রি রমণার্থ বররূপে প্রদানার্থ ভগবান্ স্বীকৃত ছিলেন, অদ্য সেই সকল রাত্রিকে আনয়ন করত দৈবীশক্তিতে পূর্ণ করায়, পূর্ণিমারূপে প্রতীত হইতে লাগিল। অর্থাৎ ভগবান্ তাঁহার সত্যসঙ্কল্পতাশক্তি সহকারে প্রহর-চতুষ্টয়-বিশিষ্ট রাত্রির মধ্যে স্বীয় বিলাস-সম্পাদনে উপযুক্ত অন্য শতকোটি রাত্রি আনিয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্তই এখানে "তাঃ" বলিয়া পূর্ব্বনির্দ্দেশের কথা বলা হইয়াছে। কালানুকূল শরৎঋতু, তদুচিত পুষ্পাদি ও রমণোদ্দীপক সমস্ত সামগ্রীর আয়োজন করিয়া, পরে রমণার্থ স্বীয় আনন্দ প্রকাশক কামরূপী মনকে উৎপাদন করিলেন। অতএব সংকল্প ক্রিয়া তাঁহার মনেই উদিত জানিতে হইবে। বেণুকে তাঁহার কার্য্যে সহায় বলিতে হইবে। শরৎকালীন পরম রমণীয় বিকসিত মল্লিকালোকে সুহাসা যামিনী দর্শনে ভগবানের রমণেচ্ছার উদয় হইল, এই কথা বলায় আত্মারাম পূর্ণকাম ভগবানের বাহ্য রমন যে, কেবল নরবিড়ম্বনা মাত্র ইহারই পরিচয় হয়; কিন্তু তাহা নহে। রমণার্থ তিনি "মনঃ চক্রে" ইচ্ছা করিলেন; বলায় রমণক্রিয়াটী তাঁহার আন্তরিক বৃত্তি হইতেই উদয় হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, এই রমণ ক্রিয়া কখন আন্তরিক নহে; কারণ তাঁহার অন্তরে প্রকৃত আনন্দের কোন অপেক্ষা ছিল না এবং এ প্রণালী ব্যতীত ভগবানের আনন্দ অন্তরে জাগরূক থাকিবার কোন প্রতিবন্ধক নাই। তবে ব্রজসুন্দরীগণ পরম ভক্ত; তাঁহাদের অনুরোধেই ভগবানের রমণেচ্ছা, একথাও অতি সঙ্গত নহে। কারণ তাহা হইলে "চক্রে" এই আত্মনিপদের প্রয়োগ হইত না।

তত্র বেণুরপি সহায়তাং প্রপদ্যতে। ততঃ কামবর্ণনং। অতঃ তাদৃশং মনঃ কৃতবান্। যদ্যপি এতৎ প্রণালিকাব্যতিরেকেণাপি মনশ্চক্রে। নন্বেবং সতি স্বানন্দঃ স্থানত্যাগাদন্যথা ভবেৎ। ততঃ স্বরূপাদপি প্রচ্যুতঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ। যোগমায়ামুপাশ্রিত ইতি। যোগমায়া হি যথাস্থিতমেবান্যত্র স্থাপয়তি। যথা সংকর্ষণং লীলার্থং সাপি পূর্ব্বং পরিগৃহিতা ইতি ন অপূর্ব্বং কিঞ্চিৎ। যথা প্রমাণে রক্ষায়াং চ বলভদ্রোপযোগ এবং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সঙ্কাল্য কালবিৎ। কৈশোরকং মানয়ানঃ সহ তাভির্মুমোদ হেতি বিষ্ণুপুরাণহরিবংশয়োর্মানয়ন্ আদৃতং কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। তাভিঃ সহ বিহারাভাবে স্বীয়কৈশোরবয়োঽপ্যবমানিতং স্যাদত এবোক্তমিত্যুক্তমন্যানুভাবৈঃ। কৈশোরং সফলী-করোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিরিতি সর্ব্বথৈব ব্রজবনিতানামপ্যুৎকর্ষো ধ্বনিতঃ। তত্র চোক্তানুক্তসর্ব্বেতি কৃতসমাধানার্থমাহ যোগমায়াং স্বীয়াচিন্ত্যচিচ্ছক্তিবৃত্তিং উপ আধিক্যেন আশ্রিত ইতি স্বাশ্রিতানামপি তামাশ্রিত ইতি প্রয়োগাত্তস্যা অপ্যত্র সৌভাগ্য-ধিক্যং ॥ ১ ॥

আভাস।

রমণটী নিজের সুখের জন্য জানিতে হইবে। এতদর্থে প্রকাশ আছে যে, "ইত্থম্ভূত-গুণো হরিঃ" ভক্তসংসর্গে প্রীতিলাভ করাই ভগবানের স্বভাব; এতৎসম্বন্ধে বিতর্ক করা কেবল রসস্বাদ মাত্র। তবে এস্থলে ইহাই প্রদর্শনীয় যে, ব্রজসুন্দরীগণের এতদ্ উৎকর্ষ যে, ভগবান্ কর্ম্মী, যোগী ও জ্ঞানীর হৃদয় অপেক্ষা তাদৃশ অবিবেকী নারীহৃদয়ে কেবল শরণাগতগুণে বদ্ধ হইয়া, আত্মসুখ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ইহাতে ভক্তির মর্য্যাদাই রক্ষা করা হইয়াছে। এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে, ভগবান্ যখন পরমা-নন্দের স্বরূপ, তিনি যদি আনন্দার্থ অন্যেতে আসক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাতে আনন্দের অভাব ঘটে; এবং তাঁহার স্বরূপেরও বিচ্যুতি ঘটে। এই আশঙ্কায় শ্লোকে "যোগমায়া-মুপাশ্রিতঃ" শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে। যোগমায়া যথাস্থিত পদার্থকে অন্যত্র স্থাপনে সমর্থা। যিনি লীলাসাধনার্থ সঙ্কর্ষণকে দেবকী গর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া যশোদা গর্ভে স্থাপিত করেন, তিনিই যোগমায়া। এখানে শ্রেষ্ঠত্বে ও রক্ষাকার্য্যে বলভদ্রের যেমন প্রাধান্য প্রকাশ করা হইয়াছে, সেইরূপ সর্ব্বকার্য্যে যোগমায়ার অধিকার জানিতে হইবে। তবে যোগমায়া ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি, বলভদ্র তদপেক্ষা বহিরঙ্গা। কিন্তু মায়া এক স্থানের ভাব যেমন অন্যত্র প্রণয়ন করেন, এক স্থানের আনন্দও অন্যত্র পরি-চালিত করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? যোগমায়ার ক্রিয়া কোন প্রমাণের দ্বারা নিরূপিত হইবার সম্ভব নহে; কারণ প্রমাণাদি বৃত্তির পরিচয়ও মায়ানির্ম্মিত এবং মায়াতে প্রতিভাসিত। অতএব মূল মায়া প্রমাণের অতীত। যোগমায়া কর্ত্তৃক নিরূপিত ভগবৎপ্রাপ্তির পন্থা ও ভক্তিমার্গের বিষয় পরে বিশেষরূপে প্রপঞ্চিত করা হইবে। রাস-

কার্য্যে যোগমায়ায়াঃ। ভক্তপাক্তরঙ্গা যোগমায়া। অন্যত্র স্থিতং প্রমাণমন্যত্রাপি যোজয়তি, অন্যত্রস্থিতং চানন্দং অন্যত্র। প্রামাণাতিরিক্তমার্গো ভক্তিমার্গশ্চ অগ্রে বিস্তৃতো ভবিষ্যতঃ। যাশ্চ রাত্রয়ো রমণার্থ এব নির্ম্মিতাঃ তা এব পরিগৃহীতাঃ, অন্যথা সাধারণী পরিগ্রহে সর্ব্বথৈব আনন্দঃ স্যাৎ। শরদি ঋতাবুৎফুল্লা মল্লিকা যাসু তাঃ দৃষ্ট্বা রমণার্থং মনঃ কৃতবান্। যোগমায়াং চ সমীপে এব আশ্রিত্য স্থিতঃ। ইতি সুবোধিন্যাম্ ॥ ১ ॥

তদোড়ুরাজঃ ককুভঃ করৈর্মুখং প্রাচ্যা বিলিম্পন্নরুণেন শন্তমৈঃ।

অন্বয়ঃ।

তদা তস্মিন্ এব ক্ষণে, উড়ুরাজঃ নক্ষত্রাদিপতিঃ চন্দ্রঃ অরুণেন উদয়রাগেণ প্রাচ্যাঃ ককুভঃ দিশঃ মুখং বিলিম্পন্ দীর্ঘদর্শনঃ (দীর্ঘেন কালেন, দর্শনং যস্য প্রোষ্যাগতঃ) প্রিয়ঃ

শ্রীধরস্বামী।

তদা তস্মিন্নেব ক্ষণে তৎপ্রীতয়ে উড়ুরাজশ্চন্দ্র উদগাৎ উদিতঃ কিং কুর্ব্বন্ দীর্ঘকালেন দর্শনং যস্য স প্রিয়ঃ স্বপ্রিয়ায়াঃ মুখং অরুণেন কুঙ্কুমেন যথা লিম্পতি তথা প্রাচ্যাঃ ককুভঃ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তদৈবোদ্দীপনান্তরঞ্চ প্রাদুর্ভবতীত্যাহ। তদা উড়ুরাজশ্চন্দ্র উদগাৎ। কিঞ্চ। ন কেবলমমুদ্দীপন এব অপি তু গোপস্ত্রীরমণস্য তস্য প্রমাণীভূত ইত্যাহ ককুভ ইতি। দীর্ঘকালেন দর্শনং যস্য স প্রিয়ঃ রমণঃ প্রিয়ায়া স্বরমণ্যা মুখং অরুণেন কুঙ্কুমেন স্বকর-স্থেন যথা বিলিম্পতি তথা প্রাচ্যাঃ ককুভো দিশঃ মুখং শন্তমৈঃ সুখতমৈঃ করৈঃ কিরণৈ-

---

তৎকালে নিশানাথ অরুণ-বরণ স্বকীয় উদয়রাগে পূর্ব্বদিক্ অরুণিত করিয়া, বিদেশ হইতে গৃহাগত পতির সন্দর্শনে অনুরাগ-লিপ্ত পত্নীবদনের ন্যায়, স্বীয় আভাস।

রাত্রি ভগবান্ স্বয়ং সংগৃহীত করেন; তাহা কেবল নৈসর্গিক শোভাবিশিষ্ট বলিয়াই ভগবদ্-হৃদয়ের উত্তেজক নহে। তাহা হইলে সাধারণ সকল রাত্রিই সুখকর ও আনন্দপ্রদ হইত। অন্যত্র উক্ত আছে যে, "আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ, সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ।" চিত্তমথনকারী কামদেবের ও চিত্তহরণকারী আত্মারাম ভগবানও রমণ করিয়াছিলেন। আরও প্রকাশ আছে যে "আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ"; কৃষ্ণ প্রকৃত ব্রহ্মচারী; ইন্দ্রিয়সংযমীর তিনিই এক জন জলন্ত দৃষ্টান্ত, ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, ভগবান্ স্বতন্ত্র; সৃষ্ট জগতের কোন পদার্থে তিনি আসক্ত বা পরতন্ত্র বলিয়া প্রতীত নহেন। এই রাসক্রীড়ার দ্বারা কামজয়ীত্বের পরিচয় মাত্র প্রদান করিয়াছেন; ইহাই মূল তত্ত্ব অবধারণীয়। শৃঙ্গার-কথাচ্ছলে এই অধ্যায়পঞ্চকে নিবৃত্তিরই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে॥ ১॥

শ্রুতি বলিয়াছেন, "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" ভগবানই; পরমানন্দস্বরূপ রস, জীব সেই রস-সাগরের কণামাত্র প্রাপ্ত হইয়াই এত রসিক বলিয়া পরিচিত। সেই ভগবান্ নরবেশ ধারণে রমণক্রিয়ার সম্পাদনার্থ স্বস্বরূপের একটী মনস্তত্ত্ব সৃজন করিলেন। সৃষ্ট জগতে সংকল্প বিকল্পাদি ক্রিয়াসাধনের জন্য জাগতিক মনস্তত্ত্ব ও তদধিষ্ঠাতা জাগতিক চন্দ্র পূর্ব্বেই সৃষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু কৃষ্ণবিগ্রহের মন নূতন প্রস্তুত; তাহাতে আবার তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রয়োজন। অধিষ্ঠাতা ব্যতীত কার্য্যের উদয় হয় না; এই নিমিত্ত তাহার অধিষ্ঠাতৃদেব চন্দ্রকে শ্রীকৃষ্ণ তখন সৃজন করিলেন। অর্থাৎ মনসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অধিদেব উড়ুপতি উদিত হইলেন।

স চর্ষণীনামুদগাচ্ছুচো মৃজন্ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃ ইব দীর্ঘদর্শনঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।

ভর্ত্তা যথা প্রিয়ায়াঃ (মুখং অরুণেন রাগাত্মকেন বিলিম্পন্) ইব শন্তমৈঃ সুখতমৈঃ করৈঃ কিরণৈঃ চর্ষণীনাং স্থাবরজঙ্গমাত্মকপ্রাণিনাং শুচঃ তাপান্ মৃজন্ অপনয়ন্, উদগাৎ উদিতো বভূব ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

দিশো মুখং শন্তমৈঃ সুখতমৈঃ করৈ রশ্মিভিঃ অরুণেন উদয়রাগেণ বিলিম্পন্ অরুণীকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ স প্রসিদ্ধ উড়ুরাজঃ তথা চর্ষণীনাং শুচঃ তাপগ্লানীঃ মৃজন্ অপনয়ন্ ॥ ২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ধূতেন অরুণেন উদয়রাগেণ লিম্পন্নরুণীকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। স প্রসিদ্ধ এব চর্ষণীনাং অর্থাদ্যো মাতৃকা পত্নী তয়োশ্চর্ষয়ঃ সুতাঃ। যত্র বৈ মানুষী জাতীর্ব্রহ্মণা পরিকল্পিতেতি ষষ্ঠোক্তের্মানুষজাতীনাং শুচঃ সন্তাপান্ মৃজন্ অপনয়ন্। অয়মর্থঃ। কৃষ্ণস্য স কুবাদিপুরুষঃ স পুরাতনোঽপি দ্বিজরাজোঽপি রমণার্হং হৃতরত্নস্ত্রীমানমপি প্রাচ্যা দিশঃ ইন্দ্রভার্য্যাত্বাৎ পরস্ত্রিয়ো মুখং স্বকরৈঃ স্পৃশতি স্পৃশন্নেব স্বয়ং তস্যামনুরক্তস্তামপ্যনুরাগবতীং করোতি যদি তদা কৃষ্ণস্য তদংশস্য নবীনবয়সো গোপজাতেরলব্ধবিবাহত্বাৎ স্বীয়স্ত্রীরহিতস্যাথচ স্বসৌন্দর্য্যেণ মানুষজাতীরানন্দয়তো গোপস্ত্রীরমণে কঃ খলু দোষ ইতি ॥ ২ ॥

সুখপ্রদ কিরণকরে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রাণিমাত্রেরই গ্রীষ্মতাপ অপনোদন পূর্ব্বক উদিত হইলেন ॥ ২ ॥

আভাস।

যদিও রাত্রি সমূহের আগমন এক দিবসেই ঘটিয়াছিল, তথাপি তাহাদিগের ছিন্ন যে ক্রমান্বয়ে ঘটে, তাহা অবশ্য অবগন্তব্য। কিন্তু সেই সমস্ত নিশার ক্রমান্বয় উপস্থিতি ও অন্যায় ঘটিলেও, তৎকালীন চন্দ্রের কোন কলাহানি বা কলাবৃদ্ধি হয় নাই। ভগবানের অধিষ্ঠাতা চন্দ্রও ভগবানের মনস্বরূপ, সুতরাং তাহাতে কালক্রমে পূর্ণত্বের হানি বা প্রাকৃতিক চন্দ্রের ন্যায় কলঙ্কস্পর্শ হইতে পারে না। রাসক্রীড়ার আরম্ভাবধি সমাপ্তি পর্য্যন্ত তাৎকালিক নিশানাথ পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়া, পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করত মধ্যকাল পর্য্যন্ত উদয় হইয়াছিলেন; তাঁহাকে আর অস্তাচলে গমন করিতে হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ যেমন জীবমাত্রেরই অন্তর্যামী এবং সমষ্টিচৈতন্য, তাৎকালিক উড়ুপতিও তত্রত্য ব্রজসুন্দরীগণের মন ও তত্তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার সমষ্টিস্বরূপ; অতএব নক্ষত্রস্থানীয় তাঁহাদের মন সমূহের পরীক্ষক। উড়ুপতির অভিনব জন্মের পরিচয়ার্থ পূর্ব্বদিক্ হইতে তাঁহার উদয়ের কথা বলা হইয়াছে। পূর্ব্বদিকের অধিপতি ইন্দ্র; সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণই চন্দ্র। অতএব তদীয় রেতঃস্বরূপ চন্দ্র উদিত হইয়া কিরণরূপ করের দ্বারা সম্প্রতি বনিতারূপে পরিগৃহীতা পূর্ব্বদিকের মুখকমল যেন স্বীয় শীতল শান্তিপ্রদ জ্যোৎস্নার দ্বারা অনুরঞ্জিত

দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণং।

অন্বয়ঃ।

কুমুদ্বন্তং (কুমুদ্ কুমুদং বিকসনীয়ং বিদ্যতে যস্য তং) অখণ্ডমণ্ডলং (অখণ্ডং সম্পূর্ণং মণ্ডলং যস্য তং) রমাননাভং (রমায়াঃ লক্ষ্ম্যাঃ আননস্য আভা ইব আভা যস্য তং) নবকুঙ্কুমারুণং নবকুঙ্কুমবৎ অরুণং (চন্দ্রং তথা) তৎকোমলগোভিরঞ্জিতং (তস্য কোমলৈঃ স্বল্প-

শ্রীধরস্বামী।

কুমুৎ কুমুদং বিকসনীয়ং বিদ্যতে যস্য তং কুমুদ্বন্তং ন খণ্ডং মণ্ডলং যস্য তং রমায়া আননস্যাভেব আভা যস্য। নবং কুঙ্কুমমিব অরুণং দৃষ্ট্বা তথা বনঞ্চ তস্য কোমলৈর্গোভিঃ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ততশ্চ তদ্দর্শনেনোদ্ভূতকন্দর্পবিকারো। যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জন ইতি স্মৃত্যা স্বকুলাদিপুরুষস্য তস্য ধর্ম্মং স্বস্মিন্নপি পশ্যন্ নিঃশঙ্কমেব পরস্ত্রীরমণেতুং কমপ্যমোঘং যত্নমকরোদিত্যাহ দৃষ্ট্বেতি। কুমুৎ কুমুদং। কুমুদেঽপি কুমুৎপ্রোক্তমিতি বিশ্বঃ। তদ্বিকাসনীয়ত্বেন বর্ত্ততে যস্য তং। কোঃ পৃথিব্যা অপি মুৎকর্ত্তৃত্বাত্তেন বর্ত্ততে যস্য তস্যাস্যানঞ্চ দৃষ্ট্বেত্যপি ব্যাখ্যেয়ং বিশেষ্যবিশেষণানুক্তেঃ ন খণ্ডং মণ্ডলং বিম্বং স্বরূপং যস্য তং পূর্ণমিত্যর্থঃ। রমা লক্ষ্মীস্তদ্ভাবাত্তদাননাভং। যদ্বা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরেতি স্মৃতে রমা শ্রীরাধা। রমন্তে যময়ন্তীতি বা রমা গোপাশ্চ তাসামানন্দসেবাতা যস্য তমিতি তদ্দর্শনেন তাঃ স্মৃতিপথমারূঢ়া ইতি ভাবঃ। পক্ষে রমায়াঃ তাসাং আননে আভা অস্তঃ। কন্দর্পবিকারদ্যোতনী সম্যক্ কান্তির্যস্তমাত্মানং উদয়রাগব্যাপ্তত্বাৎ

কমলার মুখকমলবিনিন্দিত মনোহর শোভাবিশিষ্ট বিকসিত কুমুদের ন্যায় শোভমীয়, নবকুঙ্কুমবৎ অরুণবর্ণ অখণ্ডমণ্ডল চন্দ্রমণ্ডলের আপাততঃ

আভাস।

হইতেছেন। অতএব চন্দ্রোদয়ে যে কেবল রাসমণ্ডলের রসোদ্দীপন হইয়াছিল এমত নহে, গোপস্ত্রীরমণে শ্রীকৃষ্ণের উদাহরণ স্থল। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন নিশানাথই তাঁহার কুলপতি। অতএব তাদৃশ প্রাচীন দ্বিজরাজ উড়ুপতি যখন নিজের অন্যান্য রমিতা সত্ত্বেও ইন্দ্রভার্য্যায় আসক্ত হইয়া বিদেশাগত পতির অনুরাগ-বাঞ্ছিত অরুণচূর্ণ রমণীর মুখে বিলেপনের ন্যায়, অরুণ আভায় পূর্ব্বদিক রঞ্জিত করিতেছেন, তখন তৎকুলোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণ গোপললনায় আসক্ত হইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি! এদিকে পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে জীবমাত্রেরই যেমন প্রচণ্ড তপনের উত্তাপজনিত ক্লেশ সহজেই বিদূরিত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণসম্মিলনে ব্রজসুন্দরীগণের বিরহতাপ বিদূরিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। ভক্তেরও ভগবৎসমাগমে সেইরূপ সংসার-জ্বালা নষ্ট হইয়া থাকে॥ ২॥

তাদৃশ বনশোভা দর্শনে কৃষ্ণকান্তা কামিনীগণকে আপনার সমীপে আনয়নার্থ শ্রীকৃষ্ণ মনোহর বেণুধ্বনি করিয়াছিলেন। বিকসিত ভাবাবিষ্ট মধুর পূর্ণচন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া

বনঞ্চ তৎ কোমলগোভিরঞ্জিতং জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরং ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।

প্রকাশৈঃ গোভিঃ অভিতঃ রঞ্জিতং রমণীয়ং কৃতং) বনং চ দৃষ্ট্বা বামদৃশাং (বামা মনোহরা দৃক্ দৃষ্টিঃ যাসাং তাসাং) মনোহরং (মনসঃ আকর্ষণং যথা ভবতি তথা) কলং মধুরং জগৌ বেণুনাদং কৃতবান্ ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

রশ্মিভিঃ রঞ্জিতং দৃষ্ট্বা কলং মধুরং জগৌ অগায়ৎ। কথং বামা বরা দৃশো যাসাং তাসাং মনোহরং যথা ॥ ৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নবকুঙ্কুমপিণ্ডবদরুণং। পক্ষে নবকুঙ্কুমচর্চ্চয়া অরুণং। তথা বনঞ্চ তস্য কোমলৈর্গোভিঃ কিরণৈ রঞ্জিতং ভ্রক্ষিতং। অভিরঞ্জিতমিতি সমাসো বা। পক্ষে তৈঃ প্রসিদ্ধৈর্গোভিঃ স্বাঙ্গকান্তিভিঃ। স্বপাল্য মান গবীভির্বা অভিরঞ্জিতং। অভিরঞ্জিতচরমিত্যর্থঃ টজভাবআর্ষঃ। ইত্যুদ্দীপনালম্বনবিভাবৌ দৃষ্ট্বা কলং মধুরমগায়ত বেণুনেতি শেষঃ। কাস্ত্রাঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীতেত্যাগ্রিমোক্তেঃ কথং বামা মনোহরা দৃশো যাসাং তাসাং যুবতীনামেব মনোহরং যথা স্যাত্তথা। গায়ন্তং স্ত্রিয়ঃ কাময়ন্ত ইতি শ্রুতেঃ। শ্লেষেণ কলং ককার-লকারং বামদৃশামিতি লুপ্তবিভক্তিকং পদং বামদৃক্ চতুর্থঃ স্বরঃ; তয়া সহ পঞ্চদশস্বরং কামবীজং জগাবিতি রহস্যং মনোহরং মনস আকর্ষকত্বাৎ স্বস্বরূপভূতমহামন্মথমন্ত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

প্রকাশমান কিরণজালে সমগ্র উপবন সুরঞ্জিত অবলোকন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ বামলোচনা কামিনীগণের মনোমুগ্ধকর মধুর বেণুধ্বনি আরম্ভ করিলেন ॥ ৩ ॥

আভাস।

শ্রীকৃষ্ণের যেন কুলপরম্পরা পরস্ত্রীরমণ-ক্রিয়া স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল; বিশেষতঃ চন্দ্র বদনে তদ্বায় ভগ্নী রমাবদনে বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইতে লাগিল; এবং চন্দ্রের উদয়কালীন অরুণবর্ণ পরিণয়ার্থ উপস্থিতা হ্লাদিনীশক্তি রাধার মুখালপ্ত কুঙ্কুমের ন্যায় অনুমিত হইয়াছিল। এস্থলে রমাশব্দে রাধিকাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যুবতীগণের মনোমোহনকারী বেণুধ্বনি করিয়াছিলেন। "কলং জগৌ" বলায়, (ককারযুক্ত লকারে বামদৃক্ অর্থাৎ চতুর্থ স্বর ঈকার যুক্ত করিয়া পঞ্চদশ স্বর (ং) এই কামবীজ গান করিয়াছিলেন; ইহাই এখানে কৃষ্ণলীলের পরম রহস্য ॥ ৩ ॥

সূত্রপ্রথিত পুত্তলিকা যেমন সূত্রাকর্ষণে যুগপৎ আকৃষ্ট হয়, শ্রীকৃষ্ণের কলগীতিরূপ মোহন আকর্ষণে আকৃষ্ট কৃষ্ণকান্তাগণ প্রেমাবেগে কৃষ্ণসমীপেই আনীত হইয়াছিলেন। আগমন কালে কাহারও মুখে কোন কথা নাই, কেহ কাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই, সকলকে গোপন করিয়াই যেন, সকলে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলেন। যেন কৃষ্ণপ্রেম

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।

অন্বয়ঃ।

অনঙ্গবর্দ্ধনং (অনঙ্গস্য কামস্য বর্দ্ধনং উদ্দীপকং) তৎ গীতং নিশম্য শ্রুত্বা কৃষ্ণগৃহীত-মানসাঃ (কৃষ্ণেন গৃহীতানি আকৃষ্টানি মানসানি দেহেন্দ্রিয়াদিপ্রবর্ত্তকানি মনাংসি যাসাং তাঃ অপিচ অসাপত্ন্যায়) অন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ (অন্যোন্যং অলক্ষিতঃ ন জ্ঞাপিতঃ

শ্রীধরস্বামী।

অসাপত্ন্যায় অন্যোন্যমলক্ষিতো ন জ্ঞাপিত উদ্যমো যাভিস্তাঃ স কান্তো যত্র তত্র গীত-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কলগীতসূত্রশুক্ষিতাঃ পঞ্চালিকা ইব তাঃ কৃষ্ণাত্তিকমায়াতা ইত্যাহ তৎ গীতং মনোহর-মপি মনোজবর্দ্ধনং। কিঞ্চ। কৃষ্ণো হি বেণুগীতাখ্যং মহাচৌরং ব্রজে প্রেষিতবাংস্তেন চ ব্রজস্ত্রীণাং নিষ্কপাটেন কর্ণদ্বারেণান্তঃকরণকোষাগারং প্রবিশ্য মনসা সহ ধৈর্য্যলজ্জা-ভয়বিবেকাদীনি মহাধনান্যপহৃত্য ঝটিত্যেবানীয় কৃষ্ণায় দত্তানীত্যাহ কৃষ্ণেন গৃহীতানি মানসানি মনাংসি চ মানসানি মনঃ সম্বন্ধীনি ধৃতিস্মৃতিবিবেকলজ্জাভীতিমত্যাদীনি যাসাং তাঃ আজগ্মুঃ মহাচৌরচক্রবর্ত্তিনঃ কৃষ্ণাৎ তানি স্বস্বধনানি প্রার্থয়িতুমিবেতি ভাবঃ। তদৈব মন্যে তং মহাচৌরং ধর্ত্তুং ব্যগ্রাণামন্যোন্যং ন লক্ষিত উদ্যমো যাসাং তাঃ। চৌরস্য পশ্চাৎ পশ্চাদেবাজগ্মুঃ। ক্ব স কান্তো যত্র। জবেন বেগেন লোলানি কুণ্ডলানি

ব্রজ-ললনাগণের চিত্ত পূর্ব্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বতোভাবে আকৃষ্ট ছিল; সম্প্রতি তাঁহার সেই কামোদ্দীপক বেণুগান শ্রবণ করিয়া, তৎসঙ্গলাভার্থ সকলেই অধীরা হইয়া উঠিলেন; এবং কৃষ্ণাঙ্গ-সম্ভোগের পরমানন্দে অন্যে পাছে অংশভাগিনী হয়, এই নিমিত্ত প্রত্যেকে প্রত্যেককেই আপন ভাব

আভাস।

একাই নির্জ্জনে ভোগ করিবেন, ইহাই সকলের উদ্দেশ্য। গোপিকাদের বৈবশ্য ও অন্যমনস্ক ভাব দর্শন করিয়া জ্ঞান হইল যেন, তাঁহাদের কি অপূর্ব্ব রত্নই অপহৃত হইয়াছে; তাঁহারা যেন তাহারই অন্বেষণে এত ব্যগ্রভাবে লুণ্ঠনকারীর পশ্চাতে ধাবিত হইতেছেন। চৌরচূড়ামণি কৃষ্ণ বেণুনিনাদরূপ চোরকে ব্রজের প্রতিগৃহে প্রেরণ করত ব্রজবনিতার নিরাবরণ কর্ণদ্বার দিয়া অন্তঃকরণরূপ কোষাগারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া মনরূপ মহামণি ও তৎসঙ্গে ধৈর্য্য, লজ্জা, ভয় ও বিবেকাদি মহাধন অপহরণ পূর্ব্বক আপনার সমীপে আনয়ন করিয়াছেন। সুতরাং নারীগণ সর্ব্বশূন্য নিরালম্বনে প্রেতাবিষ্টার ন্যায়, কৃষ্ণাবিষ্টচিত্তা হইয়া তাঁহার উদ্দেশেই ধাবিতা হইতেছে। যেন তাঁহারা সেই চৌরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকেই ধরিতে যাইতেছেন; সুতরাং চিত্তের ব্যগ্রতা বশত তাঁহারা তাদৃশ অন্যমনস্কা। তাহারা যখন বেগে গমন করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের কর্ণের কুণ্ডল মনোরম অগ্রভাগেই

আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ ॥ ৪ ॥
দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ ॥

অন্বয়ঃ।

উত্তমঃ গমনোদ্যোগো যাভিঃ তাঃ) (তত্রাপ্যতিত্বরাৎ) জবলোলকুণ্ডলাঃ (জবেন বেগেন লোলানি চঞ্চলানি কুণ্ডলানি যাসাং তাঃ) স্ত্রিয়ঃ যত্র বনে সঃ কান্তঃ কমনীয়তয়া পতিত্বেন স্বীকৃতঃ কৃষ্ণঃ অস্তি তত্র আজগ্মুঃ ॥ ৪ ॥

কাশ্চিৎ সমুৎসুকাঃ গোপ্যঃ গাঃ দুহন্ত্যঃ দোহং হিত্বা অর্দ্ধদুগ্ধপূর্ণপাত্রং হিত্বা অভিযযুঃ কৃষ্ণাভিমুখং যযুঃ, তথা অন্যাঃ (চুল্ল্যাং পয়ঃ অধিশ্রিত্য (কাথং অপ্রতীক্ষমাণাঃ) যযুঃ অপরাঃ সংযাবং অনুদ্বাস্য যযুঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ধ্বনিমার্গেণাজগ্মুঃ। জবেন বেগেন লোলানি চঞ্চলানি কুণ্ডলানি যাসাং তাঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণসূচকশব্দশ্রবণেন তৎপ্রবণচিত্তানাং তৎক্ষণমেব ত্রৈবর্গিককর্ম্মনিবৃত্তিং দ্যোতয়ন্ত

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কুণ্ডলোপলক্ষিতানি কঙ্কণকিঙ্কিণ্যাদীন্যপি যাসাং তাস্তেন সহ তাসাং বহিঃকরণগৃহস্থিতানি ধনান্নস্নমূলাত্ত্বুদ্ধ্যা চৌরেণ তেন নাপহৃতানীতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

তাসাং তৎপার্শ্বগমনকালে পরমোৎকণ্ঠয়া বিলম্বস্যাসহ্যত্বাৎ মমতাহস্তাস্পদকর্ম্মাপেক্ষা-

---

গোপন করত সকলের অজ্ঞাতসারে যেখানে কমনীয় কৃষ্ণ অপেক্ষা করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ত্বরিত গমনে তাঁহাদের কর্ণের কুণ্ডল নিতান্তই চঞ্চল বোধ হইয়াছিল ॥ ৪ ॥

নারীগণ কৃষ্ণসঙ্গার্থ এতই সমুৎসুক যে, সকল কর্ম্মে উপেক্ষা করত এক কৃষ্ণাভিমুখেই ধাবিতা হইতে লাগিলেন। কেহ গাভীদোহন করিতেছিল; কিন্তু গীত শ্রবণে আর তাঁহার দোহন করা হইল না, যে যে পরিমাণে দোহন করিয়াছিলেন, তিনি তদবস্থাতে দোহনপাত্র সেই স্থানেই ফেলিয়া আগমন করিতে লাগিলেন। কেহ আবর্ত্তনার্থ চুল্লীর উপর পাত্রসহ দুগ্ধ চড়াইয়াছেন, কিন্তু গান শুনিয়া তাঁহাদের এমন সাবকাশ হইল না যে, উৎলান

আভাস।

দোলায়মান হইতেছিল; তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন, তাঁহারা প্রতিপদে প্রকাশ করিতেছিলেন যে, হে চৌরচূড়ামণি! যদি অন্তরের যাবতীয় মহাধন হরণ করিয়া থাক, তবে এই নাও, বাহ্য আভরণও তোমাকে দিতেছি! তাহাতেও আমাদের প্রয়োজন নাই ॥ ৪ ॥

পরিবেশয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনং ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।

কাশ্চিৎ তু পরিবেশয়ন্তঃ (পত্যাপত্যাদীন্ ভোজনার্থং অন্নাদিকং পাত্রেষু দদত্যঃ) তৎ পরিবেশনং হিত্বা তথা, কাশ্চিৎ শিশূন্ পয়ঃ পায়য়ন্ত্যঃ তদ্ধিত্বা তথা কাশ্চিৎ পতীন্ শুশ্রূষন্ত্যঃ সেবমানাঃ তাং শুশ্রূষাং হিত্বা কাশ্চিৎ অশ্নন্ত্যঃ ভোজনং অপাস্য ত্যক্ত্বা অভিযযুঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ইদমর্দ্ধাবশিষ্টং কর্ম্ম বিহায় যযুঃ তদাহ দুহন্ত্য ইতি। পয়ঃ স্থালীস্থং চুল্ল্যামধিশ্রিত্য তৎক্বাথম প্রতীক্ষমাণাঃ কাশ্চিদ্ যযুঃ। সংযাবং গোধূমকণান্নং পক্বং অনুদ্বাস্য অনবতার্য্য ॥৫॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভাবং শ্লোকত্রয্যা বদন্ কাসাঞ্চিৎ স্বজাতিধর্ম্মপরিত্যাগমাহ। দুহন্ত্যঃ গা দোহয়ন্ত্যস্তং দোহং দোহনকর্ম্ম হিত্বা অভিযযুঃ অভিসস্রুঃ। পয়ো দুগ্ধং পাত্রস্থং চুল্ল্যামধিশ্রিত্য অধ্যারোহ্য এতৎ ক্বাথম প্রতীক্ষমাণাঃ কাশ্চিৎ সংযাবং গোধূমকণান্নং পক্বমপানুদ্বাস্য অনবতার্য্য। স্ত্রীমাত্রধর্ম্মত্যাগমাহ পরিবেশয়ন্ত্যস্তৎপরিবেশনং পতীনুক্ষোদকপ্রদানাদিনা শুশ্রূষন্ত্যঃ ॥ ৫ ॥

দুগ্ধ নামাইয়া আসেন। কেহ বা গোধূমকণার দ্বারা সংযাবান্ন রন্ধন করিতেছিলেন, কিন্তু সেই পক্বপ্রায় সংযাব চুল্লীর উপরই রহিল; ক্ষণকাল অপেক্ষা করত সেই অন্ন না নামাইয়াই, তাঁহারা চলিয়া আসিলেন ॥

যিনি পতি পুত্রাদিকে অন্ন ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করিতেছিলেন, তিনি সেই পরিবেশন পরিত্যাগ করিয়া, কেহ বা অর্দ্ধপীত স্তন্যপায়ী শিশুকে তদবস্থায় গৃহে ফেলিয়া, পতি শুশ্রূষায় নিরত কোন কামিনী পতিসেবা পরিত্যাগ করিয়া এবং স্বয়ং ভোজনার্থ উপবিষ্টা বা কেহ নিজের অবশিষ্ট ভোজন ত্যাগ করিয়াই কৃষ্ণোদ্দেশে বনাভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ ৫ ॥

আভাস।

কৃষ্ণের বেণুধ্বনি শ্রবণে তদাকৃষ্টচিত্তা ব্রজস্ত্রীগণের তৎক্ষণাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ-সাধন যাবতীয় কর্ম্মের পরিসমাপ্তির পরিচয়ার্থ অর্দ্ধাবশিষ্ট কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা যে, যে অবস্থায় কৃষ্ণসমীপে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকত্রয়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথমত তাঁহাদের জাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগের কথা বলিবার জন্য প্রকাশ করিলেন যে, গোপজাতীয়া নারীগণের গোদোহনাদিই প্রধান কার্য্য; কিন্তু কেহ গোদোহনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইত্যবসরে যেমন বেণুনাদ শ্রবণ করিলেন, অমনি দোহন ভাণ্ড

লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।

অন্যাস্তু লিম্পন্ত্যঃ (শরীরে চন্দনাদিলেপনং হিত্বা) প্রমৃজন্ত্যঃ (অঙ্গোদ্বর্ত্তনাদিকং কুর্ব্বত্যঃ তদ্ধিত্বা) কাশ্চ লোচনে অঞ্জন্ত্যঃ অঞ্জনং হিত্বা, ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ (ব্যত্যস্তানি স্থানতঃ স্বরূপতঃ চ ঊর্দ্ধাধো ধারণেন বিপর্য্যয়ং প্রাপ্তানি বস্ত্রাণি আভরণানি যাসাং তাঃ) কাশ্চিৎ কৃষ্ণস্য অন্তিকং যযুঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অন্যাঃ প্রমৃজন্ত্যঃ অঙ্গোদ্বর্ত্তনাদিকং কুর্ব্বত্যঃ কাশ্চ কাশ্চিৎ শ্রীকৃষ্ণতুষ্ট্যর্থং কর্ম্ম তদাসক্ত-মনসাং অনাথা কৃতমপি ফলতোবৈতৎ দোতয়ন্নাহ ব্যত্যস্তেতি। স্থানতঃ স্বরূপতশ্চ ঊর্দ্ধাধো-ধারণেন বিপর্য্যয়ং প্রাপ্তানি বস্ত্রাভরণানি যাসাং তাঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কাসাঞ্চিদাবশ্যকদৈহিকবেশত্যাগমাহ লিম্পন্ত্যঃ দেহে অনুলেপং চন্দনাদিনা কুর্ব্বত্যঃ প্রমৃজন্ত্যঃ উদ্বর্ত্তনাদিকং কুর্ব্বত্যঃ। কাসাঞ্চিদাবেগবশাদ্দৈতাবয়ববিশেষপরিচয়স্যাপ্যভাবমাহ ব্যত্যস্তেতি। বিভ্রমাখ্যোঽনুভাবোঽয়ং। যদুক্তং। বল্লভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসম্ভ্রমাৎ। বিভ্রমো হারমাল্যাদিভূষাস্থানবিপর্য্যয় ইতি ॥ ৬ ॥

কেহ বা অঙ্গে চন্দনাদি লেপন করিতেছিলেন, কেহ অঙ্গ মার্জন করিতেছিলেন, কেহ বা লোচনে অঞ্জন পরিতেছিলেন, এইরূপে যে, যে কোন কার্য্য করিতেছিলেন, সকলেই তত্তৎ কার্য্য বিস্মৃত হইয়া কৃষ্ণাভিমুখে ধাবিত হইলেন। এমন কি! আগমন কালে স্ব স্ব অঙ্গের আভরণ এবং বস্ত্রের প্রতিও তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল না; এক অঙ্গের আভরণ অন্য অঙ্গে পরিধান করিয়া এবং উত্তরীয় পরিধানে ও পরিধেয় উত্তরীয়রূপে গ্রহণ করিয়া ব্যগ্রচিত্তে শ্রীকৃষ্ণ সমীপেই আগমন করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

আভাস।

সেই স্থানেই রাখিয়া কৃষ্ণোদ্দেশে চলিলেন। কেহ বা পাত্রে করিয়া দুগ্ধ চুল্লীর উপর রাখিয়াছেন, কিন্তু ধ্বনি শ্রবণে আর তাহা নামাইয়াই চলিলেন। এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা হইল যে, ভগবানের প্রতি চিত্ত যখন আকৃষ্ট হইবে, তখন যেন ভক্ত বিষয়কর্ম্মের কিছু বাকী আছে বলিয়া, অপেক্ষা না করেন। কারণ ব্রহ্মরাত্রিরূপ ভগবানের কৃপাদৃষ্টির সময় অতীত হইলে, আর যত্ন চেষ্টায় তাহার প্রত্যাবর্ত্তন হইবে না। নিদ্রিতা জননীর সন্নিধানে ভোজন-প্রার্থী শিশুর মাতৃহৃদিরক্তির উদ্দীপনের ন্যায়, ভক্ত যদি অবসরকে উপেক্ষা করেন, পরিণামে বিষময় ফলপ্রাপ্তি ব্যতীত, মঙ্গল-লাভে তিনি কখনই সমর্থ হইবেন না।

তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।

অন্বয়ঃ।

গোবিন্দাপহৃতাত্মানঃ (গাঃ ইন্দ্রিয়াণি নিয়মাতয়া বিন্দতি ইতি গোবিন্দঃ তেন অপহৃতঃ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্থ তাঃ প্রেমপ্রাবল্যাৎ সর্ব্বাপেক্ষাং তত্তাজুরিত্যুচিতমেব তাসামপেক্ষাং তৎপত্ত্যাদয়ঃ কথং তত্যাজু স্তত্রাহ! তাঃ কুলবধ্বঃ পতিভিঃ কুলকন্যাশ্চ তাঃ পিত্রাদিভি র্বার্য্যমাণা অপি ন ন্যবর্ত্তন্ত। তত্র হেতুর্গোবিন্দেতি ভয়লজ্জাদীনাং কা বার্ত্তা তাসামাত্মনামপি গোবিন্দেনাপহৃতত্বাৎ। মোহিতা মূর্চ্ছিতা ইতি সূত্রসঞ্চারিতপাঞ্চালিকা ইবেত্যর্থঃ। পত্যাদিভি-

---

অহো! হৃষীকেশের আকর্ষণে নারীগণের অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ অপহৃত! তাঁহারা বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও সম্পূর্ণ মোহিতের ন্যায় হইয়াছিলেন; সুতরাং তৎ-

আভাস।

ভগবৎপ্রেম হৃদয়ে উদিত হইলে ধন, জন, পরিজনের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখা আবশ্যক নাই। জগৎপতিকে পাইলে, আর সামান্য জাগতিক পতি পুত্রাদিকে যে উপেক্ষা করিতে হয়, নতুবা পরম মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা নাই, এস্থলে গোপিকাই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। তাঁহারা পতিপুত্রাদি স্বজনবর্গকে অন্ন ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করিতে করিতে, জীবন-বল্লভ প্রাণ-রমণ কৃষ্ণের বেণুশব্দে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া, সেইদিকেই ধাবিত হইলেন। ধনজনের কথা দূরে থাকুক, ব্রজবনিতাদের নিজ দেহের প্রতি বা ভোজনের প্রতিও লক্ষ্য ছিল না। যে যে ভাবে ও যে কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি সেই ভাবেই যাত্রা করিলেন; লৌকিক সম্ভ্রমের ভয়ে আপনার অঙ্গসৌষ্ঠবাদির প্রতি দৃষ্টি করেন নাই। মলিন বেশ বা বিকৃত বসনভূষণাদির জন্য লোকে উপহাস বা উপেক্ষা করিবে, সে ভয়ে তাঁহারা ভীত হন নাই। কারণ তাঁহারা জানিতেন, জনার্দ্দন ভাবগ্রাহী; আভরণাদির দ্বারা অঙ্গসৌষ্ঠবে তিনি প্রীত নহেন। অঙ্গের আভরণ কেন? চিত্তের স্বল্পমাত্র আবরণ রাখিলে, যাঁহাকে পাওয়া যায় না, তাঁহাকে পাইতে হইলে, অন্য আভরণে বা বেশভূষার প্রয়োজন কি? বাহ্যদর্শী নরনারীর প্রেম পাইতে হইলে, অঙ্গগোপন পূর্ব্বক বাহ্য সুদর্শনের প্রয়োজন বটে, কিন্তু ভগবানের নিকট নিরাবরণে অগ্রসর হওয়াই আবশ্যক ॥ ৫ ॥

অহো! কৃষ্ণাকৃষ্টচেতা জনগণের কখন বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। গীতাতে উক্ত হইয়াছে, "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি" ভগবদর্পিতপ্রাণ ব্যক্তির ভার ভগবানই বহন করেন। তিনিই তাহার যাবতীয় দুর্গতির মোচন করত হস্ত ধারণে সর্ব্বদাই কল্যাণপথে প্রণীত করেন। ব্রজবধূগণ পতিস্বজনাদির তীক্ষ্ণদৃষ্টিতেই সতত রক্ষিত হইতেন, কখন উপেক্ষিতা বা পরিত্যক্তার ন্যায় তথায় বাস করিতেন না। শাস্ত্রেও কথিত আছে যে, "রক্ষেৎ কন্যাং পিতা বিন্নাং পতিঃ পুত্রস্তু বার্দ্ধকে। অভাবে জ্ঞাতয়স্তাসাং

গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।

আত্মা অন্তঃকরণং যাসাং তাঃ) অত এব মোহিতাঃ বাহ্যজ্ঞানশূন্যাঃ তাঃ স্ত্রিয়ঃ পতিভিঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ বার্য্যমাণাঃ অপি ন ন্যবর্ত্তন্ত কিন্তু কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নচ শ্রীকৃষ্ণাকৃষ্টমনসাং বিঘ্নাঃ প্রভবন্তীত্যাহ তা বার্য্যমাণা ইতি ॥ ৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

গতপ্রাণানামপি ভার্য্যাদিদেহানামপ্রতিষ্ঠাভয়াদেবান্যত্র সকারো ন সহত ইতি চেৎ সত্যং বিপ্রতিপত্তিরিয়ং যোগমায়ৈব সমাহিতা জ্ঞেয়া তচ্চ সমাধানং তয়ৈব কল্পিতানাং তত্তৎক্ষণ এব তাদৃশগোপীনাং স্বস্বভার্য্যাদিকত্বেন প্রত্যায়িতানাং স্বস্বগৃহান্ প্রতি পত্যাদিভিঃ পরাবর্ত্তনমেব ॥ ৭ ॥

কালে তাঁহাদের পতি, পিতা, স্বজন, বন্ধু ও বান্ধবগণ, তাঁহাদিগকে বারংবার নিষেধ করিলেও, তাঁহারা সে নিষেধে কর্ণপাত না করিয়া কৃষ্ণ সমীপেই যাত্রা করিলেন ; কোন মতে প্রতিনিবৃত্তা হইলেন না ॥ ৭ ॥

আভাস।

ন স্বাতন্ত্র্যং কচিৎ স্ত্রিয়ঃ।" ইতি। কন্যাকালে নারীকে পিতার রক্ষণে, যৌবনে স্বামীর এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের রক্ষণাধীন থাকিতে হয়। যদি এই তিন জনের কেহই না থাকে, তবে তাঁহাদের জ্ঞাতিবর্গের অধীনে থাকিয়া, নারীর জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য ; নতুবা স্বেচ্ছাচারিণীর ন্যায়, তিনি সংসারে উপেক্ষিতা হইয়া নিরয়-গমন করেন, সন্দেহ নাই। পতি বা পিতা প্রভৃতি স্বজনবর্গ যদি নারীর পালনে উদাসীন হন, তাহা হইলে সেই অপালিতা স্ত্রীর কৃত যাবতীয় পাপ সেই রক্ষাকারীকে স্পর্শ করে, সন্দেহ নাই। এস্থলে সেই কুলকামিনীগণ যখন কুলত্যাগে তাদৃশ নিশীথ সময়ে কৃষ্ণাভিমুখে কাননে যাত্রা করিলেন, তখন কি তাঁহাদের এমন কেহ রক্ষক ছিল না যে, ললনাজন-গর্হিত তাদৃশ কর্ম্মে প্রতিবন্ধক করেন ? তদুত্তরে শুকদেব বলেন যে, নারীগণের সর্ব্বপ্রকার রক্ষক থাকিয়াও কোন প্রতীকার হয় নাই। পতিস্বজনাদি কেবল বাহিরের রক্ষক, সামাজিক দৃষ্টিতে কুকর্ম্ম হইতে রক্ষা করিতে পারেন। দেহের উপরই তাঁহাদের অধিকার, অন্তরের উপর নহে। কারণ কৃষ্ণ পূর্ব্বেই তাঁহাদিগের অন্তঃকরণের সহিত ধৈর্য্য, লজ্জা ও ভয় প্রভৃতি অন্তরের বৃত্তিসমূহ হরণ করিয়াছিলেন ; তখন তাঁহারা অন্তরহীন দেহে কেবল স্বামী প্রভৃতির নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন মাত্র। সুতরাং স্বামীস্বজনের প্রতিবন্ধকে নারীগণের গমনে কোন বাধা হইল না। ব্রজস্ত্রীগণ সূত্রসঞ্চালিত পাঞ্চালিকার ন্যায়, ভগবানের প্রেরণায় আকৃষ্ট হইয়া, মূর্চ্ছিত ও অবসন্নভাবে স্বামী প্রভৃতির বাধা উপেক্ষা করত,

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ।

অন্বয়ঃ।

কাশ্চিৎ গোপ্যঃ অন্তর্গৃহগতাঃ গৃহমধ্যে এব স্থিতাঃ (অতঃ পত্ত্যাদিভি র্দ্বারপিধানাদিনা)

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অত্রোজ্জ্বলনীলমণ্যুক্তরীত্যা বিবিচ্যতে। গোপ্যস্তাবদ্দ্বিবিধাঃ। নিত্যসিদ্ধাঃ সাধনসিদ্ধাশ্চ। সাধনসিদ্ধাশ্চ দ্বিবিধাঃ। যৌথিক্যোঽযৌথিক্যশ্চ। যৌথিক্যশ্চ দ্বিবিধাঃ। শ্রুতিচর্য্যঃ ঋষিচর্য্যাশ্চ। শ্রুতিচর্য্যাঃ ঋষিচর্য্যাদৃষিচর্য্যাশ্চ। তাশ্চাসাং চতুর্ব্বিধত্বমুক্তং পাদ্মে। গোপ্যস্তু শ্রুতয়ো জ্ঞেয়া ঋষিজা গোপকন্যকাঃ। দেবকন্যাশ্চ রাজেন্দ্র ন মানুষ্যঃ কথঞ্চনেতি। পৌপীত্বেনৈব মানুষত্বে লব্ধেঽপি ন মানুষ্য ইতি নিষেধস্তাসাং প্রাকৃতমানুষ্যভাবং জ্ঞাপয়তি। অত্র গোপকন্যকা এব নিত্যসিদ্ধাস্তাসাং সাধনাশ্রবণাৎ; গোপীত্বে সত্যপি কাত্যায়ন্যর্চ্চনস্য তু সাধনত্বং নরলীলত্বমেব জ্ঞাপয়তি গোপীত্বস্য সিদ্ধত্বাদেবেতি তৎপ্রসঙ্গ এব প্রপঞ্চিতং। তাসাং নিত্যসিদ্ধত্বন্তু আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভি-

---

তন্মধ্যে যাঁহারা গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থিতা ছিলেন এবং স্বামী প্রভৃতি স্বজন-বর্গের দ্বারা গৃহদ্বার রুদ্ধ হওয়ায় বাহিরে নির্গত হইতে পারেন নাই,

আভাস।

কৃষ্ণাভিমুখেই যাত্রা করিলেন। জীবনান্তেও নারীকে কখন উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে, ইহা সকলে অবগত থাকিলেও; পতি বা পিতাদি স্বজনবর্গ ব্রজনারীগণের তাদৃশ বাধা উৎপাদন যে করেন নাই, তাহার কারণই ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি যোগমায়া। ভগবানই ভক্তের সকল বাধা বিপত্তি নিবারণ করিলেন। যোগমায়ার প্রভাবে পতি প্রভৃতি বিশেষ প্রতিবন্ধক না করিয়া, স্ব স্ব গৃহে সকলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥ ৭ ॥

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য উজ্জ্বলনীলমণির ভাব অনুসারে ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। গোপিকা প্রথম দুই প্রকার; নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা। তন্মধ্যে সাধনসিদ্ধা গোপী দ্বিবিধা; যৌথিকী ও অযৌথিকী। সেই যৌথিকী গোপী আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; শ্রুতিচরী ও ঋষিচরী। পাদ্মেও ইহাঁদের চতুর্ব্বিধত্ব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যথা; হে রাজেন্দ্র! শ্রুতিজাত, ঋষিজাত, গোপকন্যা ও দেবকন্যা ভেদে গোপিকা চারি প্রকার। তাঁহারা কখন মনুষ্য নহেন। গোপীরূপে কেবল মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছেন মাত্র। এই প্রকার চতুষ্টয়ের মধ্যে গোপকন্যাই নিত্যসিদ্ধা; তাহাদের সাধনের কথা কোথায়ও শুনা যায় না। গোপীবেশে তাঁহারা যে, কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, সে কেবল নরভাবের প্রকাশার্থ মাত্র। ব্রহ্মসংহিতাতে তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধত্ব ও আনন্দচিন্ময়রসের প্রতিভাবিত ভাবের বর্ণনা দ্বারা হ্লাদিনী শক্তিরূপেই বিশেষ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রেও প্রকাশ আছে যে, গোপীগণ ভগবানের হ্লাদিনীশক্তি মাত্র। তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রমণ কেবল এই নূতন নহে; অনাদি কাল হইতে এই

কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ।

অলব্ধবিনির্গমাঃ (ন লব্ধঃ বিশেষঃ নির্গমঃ যাভিঃ তাঃ) তদ্ভাবনাযুক্তাঃ (অতএব দুঃখেন) মীলিতলোচনাঃ (মীলিতে লোচনে যাভিঃ তাঃ) কৃষ্ণং দধ্যুঃ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ন লব্ধো বিনির্গমো যাভিস্তাঃ প্রাগপি তদ্ভাবনাযুক্তাঃ তদা নিতরাং দধ্যুরিত্যর্থঃ॥ ৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

রিতি ব্রহ্মসংহিতোক্ত্যা তাসাং হ্লাদিনীশক্তিরূপত্বপ্রতিপাদনাৎ। হ্লাদিনী যা মহাশক্তি-রিতি বৃহদ্গৌতমীয়াচ্চ। তাভিঃ সহ কৃষ্ণস্য রমণস্যানাদিত্বাচ্চ দশাষ্টাক্ষরাদিমন্ত্রেষু তাসাং নির্দ্দেশাৎ তন্মন্ত্রোপাসনানাং তদ্বিধয়শ্রুতীনাঞ্চানন্তকালভাবিত্বাচ্চ। সম্ভবন্ত্যমরস্ত্রিয় ইতি প্রমাণাবগতানাং দেবকন্যানাং নিত্যসিদ্ধগোপিকাংশ-ভূতত্বং ব্যাখ্যাতমুজ্জ্বলনীলমণৌ। শ্রুতিচরীণাং সাধনসিদ্ধত্বং কন্দর্পকোটিলাবণ্যে ত্বয়ি দৃষ্টে মনাংসি নঃ। কামিনীভাব-মাসাদ্য স্বরক্ষুর্দ্ধাস্যসংশয়ঃ। যথা ত্বল্লোকবাসিন্যঃ কামভাবেন গোপিকাঃ। ভজন্তি রমণং মত্বা তিকাঁধাজনিনস্তথেত্যাদিবৃহদ্বামনবচনেভ্যোঽবগতং। ঋষিচরীণাঞ্চ গোপালোপাসকাঃ পূর্ব্বমপ্রাপ্তাভীষ্টসিদ্ধয় ইত্যুজ্জ্বলনীলমণ্যুক্তানাং তথাভূতত্বং। পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ড-কারণ্যবাসিনঃ। দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুকামমহং স্ত্রিয়ং। তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে। হরিং সম্প্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাদিতি পাদ্মোত্তরখণ্ডাৎ।

তাঁহারা শোকে ও দুঃখে নয়ন নিমীলিত করিয়া, তদ্গতচিত্তে শ্রীকৃষ্ণকেই ধ্যান করিতে লাগিলেন॥ ৮ ॥

আভাস।

সম্বন্ধ। তদুপাসনা ও শ্রুতিমন্ত্র চিরবিদ্যমান। ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে প্রকাশ যে, দেবকন্যারাই নিত্যসিদ্ধা গোপিকার অংশে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। শ্রুতিচরীগণ সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! কোটি কন্দর্পের একত্র সমাবেশে যেরূপ লাবণ্য হওয়া সম্ভব, তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতম লাবণ্য ভবদীয় দেহে প্রকাশমান দেখিয়া, আমাদের মন কামিনীভাব প্রাপ্তে কামশরাহত হইতেছে। এই প্রকারে ভল্লোকবাসী জনগণ কামভাবে ভগবানকে ভজনার্থ গোপিকারূপ প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। এই প্রকারে পূর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ তথায় অদৃষ্টপূর্ব্ব শ্রীনিকেতন শ্রীরামরূপ নিরীক্ষণ করিয়া, সম্ভোগের বাসনা করিয়াছিলেন। সেই ঋষিগণ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া, গোকুলে গোপিকারূপে সমুৎপন্না হন। তাঁহারা কামানুসারে শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইয়া, এই ভব-সংসার অতিক্রম করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র কল্পবৃক্ষের ন্যায়, প্রার্থনাকারীর চিত্তানুসারে ফল প্রদান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বজন্মে রামরূপে চিত্ত নিরোধ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অত্র রাসং দৃষ্ট্বা হরিং ভোক্তুমৈচ্ছন্নিতি রাসসৌন্দর্য্যাদর্শনেন স্বোপাস্যস্য হরের্গোপালস্য স্মরণাত্তমেব ভোক্তুমৈচ্ছন্নিত্যর্থঃ। লজ্জয়া তু সাক্ষাত্তং ন বৃতবন্তঃ। ততশ্চ কল্পবৃক্ষস্তেবাবতোঽপি শ্রীরামস্য প্রসাদাত্তেষামভীষ্টসিদ্ধির্জাতেত্যাহ তে সর্ব্বে ইতি। হরিং কামেন সম্প্রাপোত্যনুসংহিতং ফলং ততঃ কামাদের হেতোর্ভবার্ণবাৎ সংসারান্মুক্তা ইত্যনুসংহিতং ফলং। অত্র মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ইতি যৎপত্যাপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ ইতি পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবানিত্যাদাগ্রিমগ্রন্থদৃষ্টেরপতাবত্যো গোপ্য এবান্তর্গৃহনিরুদ্ধা বভূবুরিতি শ্রীকবিকর্ণপূরগোস্বামিকৃতদশমটীকায়াং দৃষ্টং অতস্তদনুসারেণ সার্ব্বত্রিকং মূলার্থমব্যাকোঽপ্যেবং ব্যাখ্যায়তে। গোপালোপাসকা ঋষয়স্তে শ্রীরামমূর্ত্তিমাধুরীদর্শনা-

আভাস।

করিয়া, কৃষ্ণস্বরূপে ফলপ্রাপ্ত হইলেন। ভিন্ন ভিন্ন শ্লোকে এরূপ প্রকাশ আছে যে, গোপিকারা সকলেই যে অনপত্যা, তাহা নহে; অনেকের পুত্রও জন্মিয়াছিল। যাঁহারা রাসমণ্ডলে যাইতে পারেন নাই, তাঁহারাই পুত্রবতী। ইহা মূলে প্রকাশ না থাকিলেও কবিকর্ণপুর গোস্বামী মহাশয়ের টীকায় বিশেষ বিবৃত হইয়াছে; এবং তদনুসারে গোস্বামি-সন্তানগণ ঐরূপই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ গোপালোপাসক ঋষিগণ শ্রীরামমূর্ত্তির মাধুরী দর্শনে ভক্তি, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তির অঙ্কুরভূমিকায় আরোহণ করিয়াছিলেন মাত্র, তাঁহাদের চিত্তমলা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় নাই; তাঁহাদিগকে যোগমায়া অনুগ্রহ প্রকাশে গোকুলে আনয়ন করত, গোপীগর্ভে উৎপাদন করাইলেন; তাঁহারাই গোপকন্যা হইলেন। ইহাঁদের মধ্যে যাঁহারা নিত্যসিদ্ধা গোপীর সংসর্গ লাভে বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণপ্রেমে প্রমুদিত হইয়া ভক্তি ও অনুরাগের বলে চিত্তকষায় নিবৃত্ত করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারাই অন্য গোপকর্ত্তৃক পরিণীতা হইয়াও তদঙ্গসংসর্গের দোষে লিপ্ত হন নাই। যোগমায়াই তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন; তাঁহারাই সেই রাত্রিতে পত্যাদির নিষেধে কর্ণপাত না করিয়া, ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করেন। কারণ শুদ্ধ চিন্ময়দেহে ভগবান্ তাঁহাদিগকে পূর্ব্বেই উপভোগ করিতেন। যাঁহারা তাদৃগ্দোষে নিত্যসিদ্ধা গোপীর সংসর্গ লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদেরই চিত্তকষায় সেরূপ বিনষ্ট হয় নাই; এবং কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গের অযোগ্যতা নিবন্ধন যোগপরবশা হইয়া, তাঁহারা পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বরাগানুসারে কৃপাপাত্রী হইলেও, উপস্থিত মহাবিপদে পতিত হইয়াছিলেন। অন্যান্য গোপীর ন্যায়, রাসমণ্ডলে তাঁহাদের গমন করা ঘটিল না; পতিপ্রভৃতি স্বজনবর্গের অবরোধে তাঁহারা গৃহে রুদ্ধা হইয়া, পদ্মপলাশলোচন গোবিন্দকে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ব্যগ্রহৃদয়ে প্রার্থনা করত মনে মনে বলিতে লাগিলেন, হে প্রাণৈকবল্লভ বৃন্দাবনকলানিধে! এত সাধের জন্মও আমাদের এবার বিফল হইল। আপনাকে স্মরণ করত, তদীয় রূপসাগরে চিত্ত বিসর্জ্জন করিলাম! আমাদের প্রতি আপনার লেশ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্ত্রীগময়ভক্তেনিষ্ঠারুচ্যাসক্তিরত্যাঙ্কুরভূমিকা আরূঢ়াঃ সম্যগপরিপক্বকষায়া অপি শ্রীযোগমায়য়া দেব্যা গোকুলমানীয় গোপীগর্ভে জনিতাঃ কন্যকা বভূবুঃ। তাসামেব মধ্যে কাশ্চিন্নিত্যসিদ্ধগোপীসঙ্গভূম্না বয়ঃসন্ধিদশামারভ্যৈব লব্ধপূর্ব্বানুরাগাঃ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তকৃষ্ণসঙ্গাঃ দগ্ধসমাকষায়াঃ প্রেমস্নেহাদিভূমিকা আরূঢ়া গোপৈরূঢ়াঃ অপি যোগমায়য়ৈব তদঙ্গস্পর্শদোষাদ্রহিতাশ্চিন্ময়দেহীভূতাঃ কৃষ্ণোপভুক্তাস্যাং রাত্রৌ বেণুবাদনসময়ে পতিভির্বার্য্যমাণা অপি যোগমায়াসাহায্যপ্রসাদান্বিতাসিদ্ধগোপীভিঃ সহিতা এব প্রেষ্ঠমভিসস্রুঃ। কাশ্চিত্তু নিত্যসিদ্ধাদিগোপীসঙ্গভাগ্যাভাবাদলব্ধপ্রেমস্নাদদগ্ধকষায়া গোপৈরূঢ়া গোপোপভুক্তা অপস্তাবজ্ঞা বভূবুঃ। তাঃ খলু তদনন্তরমেব নিত্যসিদ্ধাদিগোপীসঙ্গভূম্না

আভাস।

মাত্র কৃপাও যদি থাকে, তবে যেন পর জীবনে আপনার মধুর ভাবে মিলিত হইয়া চিরনিবৃত্তি প্রাপ্ত হই। পরজীবনে যেন ভবদীয় মুখারবিন্দ নিরীক্ষণে বঞ্চিত না হই!

'এই রাসপঞ্চাধ্যায়ে যে নিবৃত্তির বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে, তাহা শ্রীধরস্বামী নিজ ব্যাখ্যাতে বিশেষরূপে প্রথমেই স্বীকার করিয়াছেন। স্ত্রীপুরুষ-মিলনে শৃঙ্গার ভাবের পূর্ণাভিব্যক্তিতেই যে রাসের নিগূঢ়তত্ত্ব নিবিষ্ট, তাহা নহে; তদতিরিক্ত ভগবানের নিত্য রাসলীলার বিষয় অন্তরে অবধারণ না করিলে, নিবৃত্তিলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। বরং "পয়ঃ পানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনং" এই নীতি অনুসারে, বিষয়ানুরাগ সহ রাসলীলা শ্রবণে বা চিন্তনে অগ্রসর হইলে, প্রাকৃতিক নরনারী সংসর্গজনিত কামেরই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে। বিশেষত একের ভোজনাদি ব্যাপার শ্রবণ করিলে, যেমন অন্যের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না; বা অন্যের আরোগ্যাবস্থা স্মরণ বা শ্রবণে অন্যে রোগনির্ম্মুক্ত হইতে পারে না, সেইরূপ রাধাকৃষ্ণকে পর বিবেচনায় তাঁহাদের রাসলীলা শ্রবণে বা চিন্তনে পরের কি উপকার বা আনন্দলাভের সম্ভাবনা? অতএব গোপীকৃষ্ণের সহিত জীবের নিজের কি সম্পর্ক আছে, সর্ব্বাগ্রে তাহা নিরূপণ করা শ্রেয়ঃ; নতুবা উপন্যাস শ্রবণে উপন্যস্ত তাৎকালিক আনন্দ বা তৃপ্তিলাভের অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণে বিশেষ ফল বা পারমার্থিক উন্নতিলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। শ্রীকৃষ্ণ ভগতের গুরু ও শরণাগত জনের ত্রাণকর্ত্তা। তাঁহাকে স্মরণ করিলে, জীব অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণের ন্যায়, পাপনির্ম্মুক্ত হইয়া মুক্তিলাভ করে, সন্দেহ নাই; এবং তদীয় লীলা শ্রবণে জীবের তৎপ্রতি আশার সঞ্চারে ভক্তির উদয় হয় বটে, কিন্তু রাসলীলা তাদৃশ নহে। বস্ত্রহরণ ও রাসলীলা শ্রবণে, বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র জীবের হৃদয়ে বিষোদ্গার এবং অন্তর্বৃত্তিবিশিষ্ট জিতেন্দ্রিয় পুরুষের হৃদয়ে অমৃতের উদ্গারণ হইয়া, শান্তিরসের প্রস্রবণ উন্মোচিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত হৃদয়-ভরঙ্গ বহুদর্শী বেদব্যাস বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রথমাদি নয়টী স্কন্ধের দ্বারা প্রাকৃতিক সংসারী জীবের হৃদয়ক্ষেত্র উত্তমরূপ পরিশোধিত ও সম্মার্জ্জিত করিয়া, পরে দশমস্কন্ধের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গস্পৃহোদ্রেকাৎ পূর্ব্বরাগবত্যস্তাসাং কৃপণপাত্রীভবন্ত্যোঽপি কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গাযোগাদেহত্বেন যোগমায়াসাহায্যাকরণাৎ পতিভির্নিরুদ্ধাঃ কৃষ্ণমভিসর্ত্তুমক্ষমা মহাবিপদগ্রস্তাঃ পতিভ্রাতৃপিত্রাদীন্ স্বপ্রাণবৈরিত্বেন পশ্যন্ত্যো মরণদশায়ামুপস্থিতায়াং সত্যাং যথান্যা মাত্রাদিস্ববন্ধুজনং স্মরন্তি তথৈব স্বপ্রাণৈকবন্ধুং কৃষ্ণং সস্মরুরিত্যাহ অন্তরিতি। ন লব্ধো বিনির্গমো যাভিস্তা ইতি পতিভির্বার্ষেব সভর্জ্জনং সযষ্টিকমুপবিষ্টত্বাদিতি ভাবঃ। সদৈব ভদ্ভাবনয়া যুক্তা অপি তদানীং দধ্যুঃ। হা হা প্রাণৈকবন্ধো বৃন্দাবনকলানিধে জন্মান্তরেঽপি তৎপ্রেয়সীভূয়াসমস্মিন্নন্তকালে ত্বন্মুখচন্দ্রং চক্ষুষা নাপশ্যং ভবতু মনসাপি পশ্যানীতি প্রত্যেকং স্বগতমনুলপন্ত্যো মুদ্রিতলোচনাঃ সন্ত্যো নিভৃতাং দধ্যুঃ ॥ ৮ ॥

আভাস।

লীলাবীজ প্রোথিত করিবার যত্ন করিয়াছেন। যেমন ক্ষেত্রকে উত্তমরূপ কর্ষণ ও জলসিঞ্চনাদি দ্বারা আসিক্ত করিলে, বীজপ্ররোহের সম্ভাবনা হয়, সেইরূপ বৈরাগ্যলাঙ্গলে চিত্ত হইতে যখন বাসনারূপ কণ্টকবৃক্ষসমূহ সমূলে উৎপাটিত হইয়া ভক্তিরসে আসিক্ত হয়, তখনই তাহার সারাৎসার পরাৎপর অখণ্ড পরমানন্দ ভগবদ্ভাব ধারণের অধিকার জন্মে। পূর্ব্বে নয়টী স্কন্ধের আলোচনায় মানবের অধিকার জন্মে; পরে অধিকারীর বস্তু এই দশম স্কন্ধে সন্নিবিষ্ট॥

উজ্জ্বলনীলমণিতে গোপীভাবের যে তারতম্য নিরূপিত হইয়াছে, তাহার তথ্যে প্রবেশ করিলে প্রতীত হয় যে, আমাদের অন্তরের গোপীও ঐরূপ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম গোশব্দে ইন্দ্রিয়; পীশব্দে বৃত্তি। গোপীশব্দের আধ্যাত্মিক অর্থে ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; "কৃষ্ণস্তু পুরুষঃ সাক্ষাৎ" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ সর্ব্বান্তর্যামী পরম পুরুষ। এস্থলে ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রথম দুইভাগে বিভক্ত; নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ। যদিও বৃত্তিসমুদায় এক চিত্ত হইতে উত্থিত হয় বটে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়প্রণালিকা দ্বারা কার্য্যক্ষেত্রে পরিচিত হওয়ায়, সেই সেই নামে অভিহিত হইয়াছে মাত্র। যে বৃত্তি জীবহৃদয়ে নিত্য উদিত রহিয়াছে, "আমি সুখী হইব" এই হ্লাদিনী শক্তি বা আনন্দময় আমোদবৃত্তিই স্বয়ংসিদ্ধা। এই বৃত্তির চরিতার্থতার জন্য অহিংসা বা সত্যাদি যাবতীয় বৃত্তিই সাধনসিদ্ধা নামে কথিত। অর্থাৎ সাধনার দ্বারা এই সকল বৃত্তির উদ্রেক হইয়া থাকে। এই সাধনসিদ্ধ বৃত্তির মধ্যে কতকগুলি প্রধান ও কতকগুলি অপ্রধান; যেমন সত্য প্রধান; তাহার অনুষ্ঠানে আনুসঙ্গিক ব্রহ্মচর্য্যাদি বহুবিধ বৃত্তির লাভ হইয়া থাকে। এই প্রধানের নাম আধিকারিক এবং অপ্রধানের নাম যৌগিক। এই অপ্রধান বৃত্তি দুই উপায়ে অর্জ্জন করা যায়; প্রথম শ্রুতিবিচার; দ্বিতীয় কর্ম্মানুষ্ঠান। বিচারলব্ধ বৃত্তি শ্রুতিচরী এবং আচারলব্ধ বৃত্তি ঋষিচরী নামে অভিহিত। কথাই এখানে উদ্দেশ্য। ৮॥

দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ-তীব্রতাপধুতাশুভাঃ।

অন্বয়ঃ।

দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ (দুঃখেনাপি সোঢ়ুমশক্যঃ দুঃসহঃ যঃ প্রেষ্ঠস্য কৃষ্ণস্য বিরহঃ অগ্নিরূপঃ তস্য তীব্রতাপঃ তেন ধুতানি বিনষ্টানি অশুভানি পাপানি যাসাং তাঃ)

শ্রীধরস্বামী।

কিঞ্চ তদানীমেব তং পরমাত্মানং শ্রীকৃষ্ণং ধ্যানতঃ প্রাপ্তাঃ সত্যঃ গুণময়ং দেহং জহুরিতি।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অত্র গোপীনাং প্রাপ্যমতিরহস্যং বস্তু বহিরঙ্গলোকেভ্যো গোপয়ংস্তান্ প্রতি বাহ্যমর্থমন্তরঙ্গান্ ভক্তিসিদ্ধান্তবিজ্ঞান্ প্রতি তু স্বাভীপ্সিতমাভ্যন্তরমেবার্থং জ্ঞাপয়ংস্তন্নেণাহ দুঃসহেতি। তত্র বহির্মুখান্ প্রতি তাভ্যঃ কৃষ্ণো মোক্ষং দদাবিত্যাহ দুঃসহো যঃ প্রেষ্ঠবিরহস্তেন তীব্রতাপস্তেন ধুতানি গতানি অশুভানি যাসাং তাঃ। ধ্যানেন প্রাপ্তস্যাচ্যুতস্যাশ্লেষেণ যা নির্বৃতিরানন্দস্তয়া ক্ষীণং মঙ্গলং পুণ্যং যাসাং তাঃ। অতঃ প্রক্ষীণপ্রারব্ধবন্ধনাঃ জারবুদ্ধ্যাপি তমেব পরমাত্মানং প্রাপ্তা দেহং জহুরিতি। অন্তর্মুখান্ প্রতি তু তদানীং স্বপ্রেষ্ঠবিরহসংযোগোত্থানি দুঃখসুখাদ্যপরিমিতানি প্রাপ্য লব্ধমনোরথা এব তাঃ ক্রমেণ বভূবুরিত্যাহ দুঃসহেন প্রেষ্ঠবিরহেণ যত্তীব্রতাপস্তেন ধুতানি কম্পিতীকৃতান্যশুভানি যাভিস্তাঃ। যাসাং প্রেষ্ঠবিরহযতাপস্য তীব্রতাং বীক্ষ্য কোটিব্রহ্মাণ্ডস্থবাড়বানলমহা-

---

জীবন-সর্ব্বস্ব গোবিন্দচন্দ্রের প্রচণ্ডবিরহানলে দগ্ধপাপা সেই ব্রজাঙ্গনাগণ আভাস।

এস্থলে গোপীর লভ্য পরম পদার্থ অতীব দুর্ল্লভ এবং বহিরঙ্গ লোকের নিকট তাহা কখনই প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে; এই নিমিত্ত ভক্তিসিদ্ধান্তে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সমীপে প্রকাশনীয় সিদ্ধান্ত গোপন করিয়া, বহির্মুখ জনগণের প্রতি প্রকাশ করিলেন যে, তাদৃশ গৃহনিরুদ্ধা গোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণ মুক্তি প্রদান করিলেন। মুক্তিলাভের উপায় ও ক্রম প্রদর্শিত হইতেছে যথা; গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করিতেন; সুতরাং তাদৃশ প্রিয়জনের বিরহও সেইরূপ তীব্র; সন্দেহ নাই। ভোগের দ্বারা কর্ম্মক্ষয় হয়। অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানে যে সংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল, প্রকৃতির অনুগ্রহে সেই ফল যখন জীব লাভ করে, তখন তাহার শুভাশুভ ভাবের উপলব্ধিতে চিত্ত আর তাদৃশ ফলে আসক্ত না হইয়া, তদপেক্ষা অন্যতম ফলের প্রত্যাশায় অন্য কর্ম্ম করে। সুতরাং যে উপায়ে কর্ম্মসংস্কার চিত্ত হইতে বিলীন হইয়া যায়, তাহাই কর্ম্মক্ষয়ের হেতু। কর্ম্ম দুই কারণে বিলুপ্ত হয়; প্রথম তাহার ফলভোগ, দ্বিতীয় তদপেক্ষা কোন বিশেষ গুরুতর ভাবের সংস্রবেও স্বল্পসংস্কার লুপ্ত হইতে পারে। এখানে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ভগবানের বিরহ-তাপ অপেক্ষা গুরুতর সম্বন্ধও গোপিকার পক্ষে আর কিছুই ছিল না। সামান্য প্রাকৃত স্বামীপুত্রের বিরহ যখন জীবকে বৈরাগ্যের পূর্ণ মাত্রায় আনয়ন করে, তখন

ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ

ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা (ধ্যানেন প্রাপ্তঃ যঃ অচ্যুতস্য আশ্লেষঃ তেন যা নির্বৃতিঃ আনন্দঃ তয়া) ক্ষীণমঙ্গলাঃ (ক্ষীণানি মঙ্গলানি পুণ্যানি যাসাং তাঃ) ইতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তদ্যাহ শ্লোকদ্বয়েন ॥ ৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কালকূটাদিরূপাণি পরঃ সহস্রাণ্যপি অশুভানি স্বতীব্রতাহঙ্কারং পরিত্যজ্য স্বপরাজয়বুদ্ধ্যা চকম্পিরে ইত্যর্থঃ। ধ্যানেন প্রাপ্তঃ স্ফূর্ত্ত্যা আগতো যোঽচ্যুতস্তেন তদৈবোদ্ভূতস্য প্রেমপূর্ণচিন্ময়স্য তাদৃশস্বভাবাভিমানাদিমতো দেহস্য যঃ আশ্লেষস্তেনাশ্লেষেণ যা নির্বৃতিস্তয়া ক্ষীণানি কৃশীভূতানি মঙ্গলানি প্রাকৃতাপ্রাকৃতানি যাসাং তাঃ। যাসাং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তপ্রেষ্ঠাশ্লেষোত্থসুখং বীক্ষ্য কোটিব্রহ্মাণ্ডগতবিষয়সুখনির্ব্বিষয়ব্রহ্মানুভবসুখসহস্রাণি মঙ্গলশব্দবাচ্যানি ক্ষীণানি যদপেক্ষয়া নিকৃষ্টান্যেব বভূবুরিত্যর্থঃ ভগবদ্বিরহসংযোগোত্থসুখাভ্যাং প্রারব্ধাপাপপুণ্যানি নষ্টানি তেষাং স্বফলভোগৈকনাশ্যত্বাদিতি ব্যাখ্যা তু বৈষ্ণবানাং মতে ন যুজ্যতে। ভগবদ্বিরহসংযোগয়োঃ পাপপুণ্যফলত্বাভাবাৎ। তাদৃশানাং প্রারব্ধনাশস্তু ভজনদশায়ামেবানর্থনিবৃত্তিভূমিকারূঢ়ানামিত্যাহুঃ। ততশ্চ তমেব পরমাত্মানং

তীব্র ধ্যানযোগে কৃষ্ণাঙ্গের আলিঙ্গনে যে পরম নির্বৃতি অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যরাশিও তুচ্ছ হইয়া গেল ॥ ৯ ॥

আভাস।

ভগবদ্বিগ্রহে যে তাঁহাদিগকে উৎকৃষ্ট গুণবৈরাগ্যে আনয়ন করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি! গোপীগণ পরমেশ্বরের পরম ভাব অবগত ছিলেন না বটে, কিন্তু বস্তুর শক্তি কখন বুদ্ধির অপেক্ষা করে না। অমৃতকে বা বিষকে না বুঝিয়া পান করিলে, যেমন অমৃতের বা বিষের শক্তিতে পানকারীর জীবন রক্ষিত বা বিনষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ যে কোন বুদ্ধিতে পরমাত্মা ভগবানকে ধ্যান করা হউক্ না, ভগবৎস্বরূপের প্রভাবে চিত্তমালিন্য আপনা হইতেই নিবারিত হয়। পরিবারস্থ ভিন্ন ভিন্ন লোক স্ব স্ব সম্বন্ধ অনুসারে গৃহস্বামীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক স্ব স্ব ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রত্যেকে এক সম্বন্ধের উল্লেখে আহ্বানের দ্বারা কর্ত্তার কখন অনুগ্রহ পাইতে পারে না, সেইরূপ কাম, ক্রোধ, ভয়, দ্বেষ, ভক্তি, স্নেহ এবং সম্বন্ধ বা জ্ঞান যে কোন উপায়ে জীব সেই জগজ্জীবনের সংসর্গ লাভ করুক না, তাহাতেই মুক্ত হইবে, সন্দেহ নাই। সকলকে যে, এক উপায়ে অগ্রসর হইতে হইবে, এমত নহে; কারণ সকলের এক উপায়ে অধিকারও নাই। কামক্রোধাদি চিত্তের অধিকারিত্বের পরিচয় মাত্র। যে যাদৃশ অধিকারী, সে তাদৃশ বৃত্তি লইয়াই অগ্রসর হইতে পারে ভগবান্ তাহার সেই ভাবেই কামনা পূরণ করিয়া থাকেন। অগ্রসর

তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।

অন্বয়।

জারবুদ্ধ্যা অপি তং এব পরমাত্মানং সঙ্গতাঃ সাযুজ্যং প্রাপ্তাঃ (অতএব) সদ্যঃ প্রক্ষীণ-

শ্রীধরস্বামী।

নন্বু কথং জহুঃ পরমাত্মেতি। জ্ঞানাভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ জারবুদ্ধ্যাপীতি। ন হি বস্তু-শক্তি বুদ্ধিমপেক্ষতে অন্যথা মত্বা পীতামৃতবদিতি ভাবঃ। নন্বু তদপি প্রারব্ধকর্ম্মবন্ধনে সতি কথং জহুস্তত্রাহ সদ্যঃপ্রক্ষীণবন্ধনা ইতি। নন্বু কথং ভোগমন্তরেণ প্রারব্ধং কর্ম্ম ক্ষীণং। ভোগেনৈব সদ্যঃ ক্ষীণমিত্যাহ দুঃসহ ইতি। দুঃসহো যঃ প্রেষ্ঠস্য বিরহস্তেন

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পরমপ্রেমাস্পদং জারবুদ্ধ্যা অতিনিকৃষ্টয়াপি সঙ্গতাঃ অতুৎকৃষ্টপতিবুদ্ধিমতীভ্যঃ। রুক্মিণ্যাদিভ্যঃ সকাশাদপি সম্যক্ প্রকারেণ প্রাপ্তাঃ। পতিবুদ্ধেঃ সকাশাদপি জারবুদ্ধৌ যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বেত্যাদ্যুদ্ধববাক্যনির্দ্ধারিতাৎ নিরঙ্কুশপ্রেমোৎকর্ষাৎ। তথাস্মিন্নবতারে নিকৃষ্টবস্তূন্যপ্যুৎকৃষ্টীকুর্ব্বতোব লীলা দৃশ্যতে। যথা মহারাজ রাজেশ্বর-লীলাতঃ সকাশাদপি বিজয়রথকুটুম্ব আত্ততোত্রে ধৃতহয়রশ্মিনি তৎশ্রিয়েক্ষণীয়ে ইতি ভীষ্মোক্তেঃ।

পার্থসারথিত্বলীলায়া উৎকর্ষঃ। তথা উৎকৃষ্টাৎ শান্তরসাদপি নিকৃষ্টস্য শৃঙ্গাররসস্য তত্রাপি দাস্যভাবাদপি ঔপপত্যভাবস্য। তথা উৎকৃষ্টাদ্রত্নালঙ্কারাদপি নিকৃষ্টস্য গুঞ্জা-গৈরিকশিখিপুচ্ছাদেরুৎকর্ষো দৃষ্ট এবেতি। সঙ্গতাঃ কাশ্চিদ্‌যোগমায়ামুপাশ্রিতাসুকূল্যান্নিরোধ-

---

তাঁহারা অতি সামান্য জারবুদ্ধিতেও পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীহরিতে

আভাস।

হওয়াই একমাত্র কর্ম্ম; অধিকারের দোষে বা গুণে ভগবৎপ্রাপ্তির কোন বিচিত্রতা নাই। কারণ তিনি পতিতপাবন। চিকিৎসক যেমন রোগীর কোন দোষ বা গুণের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, কেবল রোগোপশমনের জন্যই যত্নবান হন, ভগবান্ এই শ্রীকৃষ্ণাবতারে অখিল সংসারের মঙ্গলবিধানার্থই অবতীর্ণ; সকলের দোষমার্জ্জন করিয়া, গুণভাগ গ্রহণ করাই তাঁহার একমাত্র ব্রত। সুতরাং যে কোন বৃত্তি অবলম্বনে, যে কেহ তাঁহার সমীপে অগ্রসর হইয়াছে, সেই পরমপদ মোক্ষলাভে সমর্থ হইয়াছে; সন্দেহ নাই। গোপীগণ জার-বুদ্ধিতে অগ্রসর হইলেও, যে ভয়ানক বিরহতাপ তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহাতে কোটিব্রহ্মাণ্ডস্থ বাড়বানলরূপ ভয়ানক কালকূট অশুভ সমূহ আপনাদের তীব্র অহঙ্কার পরিত্যাগে পরাজয় স্বীকার করত, কম্পিত কলেবর পলায়ন করিয়াছে। এদিকে ধ্যানযোগে যে মদন-মোহন শ্যাম-সুন্দর কৃষ্ণকলেবর হৃদয়কন্দরে প্রকটিত হইয়াছিল তাহাতে প্রেমপূর্ণ চিন্ময়ভাবের উদ্ভাসনে ও আলিঙ্গনে দেহের যে পরা নির্বৃতি ঘটিল,

জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ।

বন্ধনাঃ (প্রকর্ষেণ সহবাসতঃ ক্ষীণং বন্ধনং যাসাং তাঃ) গুণময়ং দেহং জহুঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যত্তীব্রতাপস্তেন গতানি অশুভানি যাসাং তাঃ এতদপ্রাপ্তপরমদুঃখভোগেন পাপং ক্ষীণমিত্যর্থঃ। তথা ধ্যানেন প্রাপ্তা অচ্যুতস্য আশ্লেষেণ যা নির্বৃতিঃ পরমসুখভোগস্তয়া ক্ষীণং মঙ্গলং পুণ্যবন্ধনং যাসাং তাঃ। অতো ধ্যানেন পরমাত্মপ্রাপ্তে স্তৎকালসুখদুঃখাভ্যাং নিঃশেষকর্ম্মক্ষয়াৎ গুণময়ং দেহং জহুঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মুক্তা অভিসৃত্য তস্যামেব রাত্রৌ রাসবিহারিণং তং প্রাপ্তাঃ কাশ্চিদন্যস্যামপি। নন্বু পুরুষান্তরোপভুক্তদেহাভিস্তাভিঃ সহ ভগবদ্বিলাসো ন যুজ্যতে ইতি তত্রাহ জহুরিতি। দেহমিতি জাত্যপেক্ষয়া একত্বং। তস্য দেহস্য যোগমায়য়ৈবালক্ষিতমন্তর্দ্ধাপনমিত্যেকে। অন্যে ত্বেবমাহুঃ। অত্র হেয়ো দেহঃ গুণময় এব ভবতীতো গুণময়মিতি বিশেষণস্যাধিক্যাৎ তাসাং দেহা বেণুবাদনাৎ পূর্ব্বং দ্বিধা ভূতা গুণময়াশ্চিন্ময়াশ্চাসন্নিতি বুদ্ধ্যতে। তত্র যে গুণময়াঃ স্বপত্যাপভুক্তা দেহাস্তানেব জহুঃ। অয়মত্র বিবেকঃ। গুরূপদিষ্টভক্তারম্ভদশাত এব ভক্তানাং শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণদণ্ডবৎপ্রণতিপরিচর্য্যাদিময্যাং শুদ্ধভক্তৌ শ্রোত্রাদিষু প্রবিষ্টায়াং সত্যাং নির্গুণো মদপাশ্রয় ইতি ভগবদুক্তের্ভক্তঃ স্বশ্রোত্রাদিভির্ভগবদ্গুণাদিকং বিষয়ীকুর্ব্বন্নির্গুণো ভবতি ব্যবহারিকশব্দাদিকমপি বিষয়ীকুর্ব্বন্ গুণময়োঽপি ভবতীতি ভক্তদেহস্যাংশেন নির্গুণত্বং গুণময়ত্বঞ্চ স্যাৎ। ততশ্চ ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরিতি। তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽন্নুঘাসমিতি ন্যায়েন ভক্তিবৃদ্ধিতারতম্যেন নির্গুণদেহাংশানামাধিক্যতারতম্যং স্যাৎ। তেন চ গুণময়দেহাংশানাং ক্ষীণত্বতারতম্যং স্যাৎ। সম্পূর্ণপ্রেমণ্যুৎপন্নে

আত্মা সমর্পণ পূর্ব্বক অচ্ছেদ্য অভিমান-বন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া, মায়াময় দেহ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১০ ॥

আভাস।

তাঁহাতে কোটিব্রহ্মাণ্ডগত বিষয়সুখ ও নির্ব্বিষয় ব্রহ্মানুভব অনন্ত সুখস্বরূপ যাবতীয় পুণ্যশব্দবাচ্য মঙ্গলও নিকৃষ্ট এবং তুচ্ছ বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। অতএব ভগবদ্বিরহোত্থ দুঃখ ও সুখের দ্বারা পাপপুণ্য নামক যাবতীয় প্রারব্ধেরই ক্ষয় হইয়া যায়; সুতরাং ভক্তের প্রারব্ধক্ষয়ের অপেক্ষা করে না। প্রারব্ধক্ষয় ভজনদশাতেই হইয়া থাকে। অতএব গোপীগণ অতি নিকৃষ্ট জারবুদ্ধি অবলম্বনেই উৎকৃষ্ট পতিবুদ্ধি অপেক্ষা বিশেষ ফল লাভ করিয়াছেন। এই ক্রিয়া দ্বারা কৃষ্ণাবতারে ভগবান্ প্রকাশ করিয়াছেন যে, বলবান্ অপেক্ষা দুর্ব্বলকে তিনি অধিক স্নেহ করিয়া থাকেন। গোপিকাদের মধ্যে অনেকেই যোগমায়ার আনুকূল্যে পতিস্বজনপ্রভৃতির প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া, প্রথম রাত্রিতে কেহ বা পর

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তু গুণময়দেহাংশেষু নষ্টেষু সম্যক্ নির্গুণ এব দেহঃ স্যাৎ তদপি স্থূলদেহপাতস্তু বহির্মুখ-মতোৎখাতাভাবার্থং ভক্তিযোগস্য রহস্যত্বরক্ষার্থঞ্চ ভগবতৈব মায়য়া প্রদর্শিতে যথা মৌষললীলায়াং যাদবানাং। ক্বচিত্তু ভক্তিযোগোৎকর্ষজ্ঞাপনার্থং ন দর্শিতেচ যথা ধ্রুবাদীনাং। অত্র প্রমাণমেকাদশে পঞ্চবিংশতিতমাধ্যায়ে শ্রদ্ধাদয়ো নির্গুণা গুণময়া-শ্চেতি প্রদর্শয়তা যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ। ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যত ইত্যনেন ভক্তৈব গুণময়বস্তূনাং নির্জ্জয়ো নাশ এবোক্তো ভগবতা। অতএব ধুতানি বিধুতানি তানি রন্ধিতানি অশুভানি গুণময়শরীরাণি যাসাং তা ইতি আশ্লেষ-নির্বৃত্যা অক্ষীণানি বিবর্দ্ধিতানি মঙ্গলানি চিন্ময়শরীরাণি যাসাং তা ইত্যপার্থ-শিকীর্ষিতো ভবতি। অতঃ প্রক্ষীবন্ধনাঃ অবিদ্যাবন্ধাৎ পত্যাদিবারণাচ্চ যোগমায়ানুকূল্যং প্রাপ্য বিচ্যুতা ইত্যর্থঃ। মরণবশাদ্দেহপাত এব তাসামিতি তু ন ব্যাখ্যেয়ং। যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ। অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো মাপুর্মদীর্য্যচিন্তয়েতি ভগবদ্বাক্যে কল্যাণ্য ইতিপদোপাদানাৎ পতিকৃতবারণান্নদ্বিরহসন্তাপাচ্চ স্বদেহাংস্তদা জিহাসূনামপি তাসাং পরমমঙ্গলরাসোৎসবারম্ভে মরণস্যামঙ্গলস্য মদনভিমতত্বাত্তাঃ কল্যাণবত্য এবাভবন্নিতি ভগবদভিপ্রায়াৎ তথা তা উচুরুদ্ধবং প্রীতাস্তৎসন্দেশাগতস্মৃতীরিতি শুকবাক্যাচ্চ তা উচুর্যাঃ পূর্ব্বমলব্ধরাসাঃ অন্তর্গৃহনিরুদ্ধা আসন্নিতি। তেন মরণং বিনৈব

আভাস।

রাত্রিতে রাসবিহারীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যাহারা পুরুষান্তরের দ্বারা উপভুক্তা তাহাদের সহিত ভগবদ্বিলাস কখন সঙ্গত নহে; অতএব তাদৃশ প্রেমিকার উপায় শ্রীকৃষ্ণ কি করিলেন? এতদুত্তরে বেদব্যাস বলিলেন যে, তাদৃশ গোপী গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া, কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করেন। এক্ষণে এই দেহত্যাগ শব্দে কি মৃত্যুর লক্ষণ করা যাইবে? না, যোগমায়া অন্যের অলক্ষিতভাবে তাহাদের দেহ কৃষ্ণসঙ্গে মিলিত করান, এরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে! কিম্বা বেণুবাদনকালেই গোপিকাদের দেহ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিল; এক চিন্ময়, অপর গুণময়। গুণময় দেহ হেয় এবং পুরুষান্তরের দ্বারা উপভুক্ত। সুতরাং সেই গুণময় দেহ পতিত রহিল; চিন্ময় দেহে তাঁহারা কৃষ্ণসহ মিলিত হইয়াছিলেন, এরূপ মীমাংসা করিতে হইবে। এস্থলে উপপত্ত্যাদির দ্বারা ইহাই শ্রেষ্ঠ মীমাংসা যে, গুরুমুখে শ্রবণপূর্ব্বক ভক্তির আরম্ভ দশা হইতেই শ্রবণকীর্ত্তনাদিজনিত বিশুদ্ধা ভক্তি শ্রবণাদির দ্বারা অন্তরে প্রবিষ্ট হওয়ায় এবং ভগবদ্গুণাদি অন্তরে ধারণা করায়, ভক্ত গুণাতীত হয়; কিন্তু ব্যাবহারিক শব্দাদি বিষয় আলোচনা করায় সগুণও থাকেন। ভক্তের দেহ আংশিক নির্গুণ; আংশিক গুণময়। অতএব একাদশ স্কন্ধের উক্তি "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিঃ" অনুসারে নির্গুণ দেহের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ ভক্তির উৎকর্ষে নির্গুণ দেহাংশের উৎকর্ষ, নতুবা গুণ-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তা গুণময়ান্ দেহান্ জহুরিতি। বিরহতীব্রতাপধ্বস্তাশুভাসাং গুণময়দেহা গুণময়ত্বং পরিত্যজ্য চিন্ময়ত্বং ধ্রুবাদীনামিব প্রাপুরেব এব দেহত্যাগ ইত্যর্থোঽবগম্যতে। তথা অত্র অলব্ধবিনির্গমা ইতি তত্র ব্রজ আস্থিতা ইতি। তথা অত্র ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষেতি তত্র মাপুর্ম'র্য্যচিন্তয়েতি তুল্যার্থত্বৈব। কিন্তুত্র সঙ্গতা ইতি তত্রালব্ধরাসা ইত্যর্থভেদ-দর্শনাদেবাস্তগৃহনিরুদ্ধগোপীনাং বৈবিধ্যং ব্যাখ্যাতং। যথা সপ্তষ্টানাং ফলানাং সম্যক্ পাকেঽবগতে সত্যাম্রবৃক্ষোঽয়ং পক্কফল ইতি জ্ঞাত্বা সর্ব্বাণ্যেব ফলানি বৃক্ষাদবচিত্য গৃহমানীয়ন্তে আনীয়চ যানি যানি সমুচিতকালেন সৌরকিরণাদিনা চ সৌরূপ্যসৌরভ্য-সৌরস্যসৌকুমার্য্যবন্তি রাজ্ঞো ভোগার্হাণি রোচকানি জাতানি ফলানি বিচক্ষণপরিজনেন পরিকৃত্য সময়ে রাজ্ঞো ভোগায় পরিকল্প্যন্তে যানিতু অন্তঃপক্কানি বহিরপক্কানি সৌরূপ্যাদি গুণরহিতত্বাদরসনীয়ানি রাজ্ঞোঽনর্হাণি জায়ন্তে তান্যুষ্মবিশেষযোগেন পরিপক্কীকৃত্যৈব দ্বিতীয়তৃতীয়দিনাদিষু রাজ্ঞে সমর্প্যন্তে তথৈব গোকুলে জনিতানাং মুনিচরীণাং গোপীনাং মধ্যে যাঃ প্রাকৃতগুণময়শরীরতাং পরিত্যজ্য প্রথমমেব শুদ্ধচিন্ময়ীভূতশরীরা অজনিষত তাঃ পুরুষান্তরাস্পৃষ্টাঃ শ্রীযোগমায়য়া নিত্যসিদ্ধাদিগোপীভিঃ সহৈবাভিসারিতাঃ যাস্তু বহিগুণময়শরীরত্যাস্তা অপি শ্রীকৃষ্ণবিরহৌৎক্ষ্যপ্রাপণয়া গুণময়শরীরভাবত্যাজনয়ৈব বিনষ্টপুরুষান্তরস্পর্শদোষশ্চিন্ময়ীভূতশরীরাঃ কাশ্চিত্তস্যাং রাত্রাবেব সর্ব্বাসাং পশ্চাদভি-

আভাস।

ময়ের উৎকর্ষ। অতএব ভক্তি দ্বারায় গুণময় দেহ ক্রমশ নির্গুণভাবে পরিণত হইয়া, চিন্ময়ভাবে প্রকটিত হইয়া থাকে। গোপীগণের কেবল ভক্তিযোগবলে অবিদ্যাবন্ধন শিথিল হইয়াছিল; সুতরাং যোগমায়ার আনুকূল্যে চিন্ময় দেহে রাসমণ্ডলে উপস্থিত হন; মৃত্যু তাঁহাদের উপস্থিতির কারণ নহে। অর্থাৎ ধ্রুবাদির ন্যায়, মৃত্যুমুখে পতিতা না হইয়া, বিরহ তাপে নিষ্কলঙ্ক হওয়ায়, তাঁহাদের গুণময় দেহ গুণময়ত্ব পরিত্যাগে চিন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছিল; ইহাই দেহত্যাগ বলিয়া এস্থলে গণনীয়। অর্থাৎ বৃত্তি যে পর্য্যন্ত বিষয়াভিমুখে থাকে, ভাবৎকাল পর্য্যন্ত সে অন্তর্ভুক্তা গুণময়ী এবং বিষয়াভিমুখ্য পরিত্যাগ করিলেই, চিন্ময়ী ও নিষ্কলঙ্কা। ব্রজে বাস করত নিরুদ্ধা থাকিয়া, ভগবানের বীর্য্যচিন্তার দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলায়, রাসমণ্ডলে মিলিত হইলেন, একথা বলা যায় না; অথচ মিলিত হইতে না পারিলে, প্রকৃত মঙ্গল লাভ হইল না। অতএব যেরূপই ব্যাখ্যা করা হউক না, মিলনই প্রার্থনীয়। তবে এই মিলন একত্র এক সময়ে সকলের অদৃষ্টে না ঘটিলেও, ক্ষতি নাই। কালক্রমে কিন্তু ঘটা আবশ্যক। যেমন আম্রবৃক্ষের কতকগুলি আম্রফল পরিপক্ক দেখিলেই লোকে বৃক্ষের সকল ফলই পক্ক বোধে পাড়িয়া লয় এবং কালক্রমে যখন যেটী সুপক্ক অতএব সুস্বাদু হয়, তখনই সেটীকে ভোজন করে; সেইরূপ বৃন্দাবনস্থ যাবতীয় গোপীই রাসার্থ প্রস্তুত হইলেও, ভক্তি এবং বৈরাগ্যের তারতম্যে ক্রমান্বয়ে রাসমণ্ডলে উপস্থিত

পরীক্ষিদুবাচ ॥

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং নতু ব্রহ্মতয়া মুনে।

অন্বয়ঃ।

রাজা পরীক্ষিৎ উবাচ। হে মুনে! (এতাঃ স্ত্রিয়স্তু) কৃষ্ণং পরং কেবলং কান্তং (জার-

শ্রীধরস্বামী।

নন্থ চ যথা পতিপুত্রাদীনাং বস্তুতো ব্রহ্মত্বেঽপি ন তত্তদ্ভজনাস্মোক্ষস্তথা বুদ্ধ্যভাবাৎ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সারিতাঃ কাশ্চিদীষন্মাত্রস্থিতকষায়াঃ প্রেক্ষ্য বিরহৌৎক্ষ্যেনৈব তন্নির্ত্তনার্থং রাত্রান্তরেঽপ্যে-বাভিসারিতাঃ। ততশ্চ তাঃ প্রাপ্তরাসাদিবিলাসাঃ রাত্র্যন্তে নিত্যসিদ্ধাদিগোপীভিঃ সহ পতিগৃহমাগতাস্তদারভ্য পতিসঙ্গতো যোগমায়ৈব রক্ষ্যমাণাঃ পত্যপত্যাদিষু মমতাশূন্যাঃ কৃষ্ণপ্রেমাতিভরপরিপ্লুতাঃ শুকপরস্তস্য স্বাপত্যান্যপুরুষত্বো গ্রহগ্রস্তত্বেনৈব তদ্বন্ধুভিঃ প্রতীয়ন্তে স্মেতি সর্ব্বমনবদ্যং। অন্যে তু অন্তর্গৃহনিরুদ্ধা অপি নাপতাবত্যঃ। অগ্রিম-গ্রন্থেষু অপত্যাদিশব্দৈঃ সপত্নীপুত্রঃ পোষ্যপুত্রে ভ্রূতপুত্রো বা লক্ষণীয় ইত্যাহুঃ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

তত্রত্যানাং বহিরঙ্গাণাং কেষাঞ্চিন্মুখদর্শনেনৈব হৃদয়গতং সন্দেহমালক্ষ্য রাজা স্বয়ং শুকবাক্যস্যাভিপ্রেতমর্থং তৎপ্রসাদাজ্জানন্নপি তেষাং সন্দেহনিবর্ত্তনার্থমেব সন্দিহান ইবাহ

এতচ্ছ্রবণে রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে সর্ব্বার্থজ্ঞানসম্পন্ন মহামুনে! ব্রজাঙ্গনাগণ জারবোধে শ্রীকৃষ্ণের কমনীয় রূপে আসক্ত হইয়াছিলেন সত্য! ব্রহ্মস্বরূপে কিন্তু তাঁহাকে কখন পরিজ্ঞাত

আভাস।

হইয়াছিলেন। জীবের চিত্তবৃত্তিও মুনির ন্যায়, ভক্তিযোগের অনুষ্ঠানে বিষয়রাগ-শূন্য হইয়া, ক্রমান্বয়ে সাক্ষিচৈতন্য পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করত, পরম প্রীতি লাভ করিয়া থাকে। পুনরায় আর বিষয়াভিমুখে তাঁহাদের প্রবৃত্তি জন্মে না। বৃত্তিসমুদায় পুনরায় বিষয়ে নিপতিত হইলেও, রাসমণ্ডল হইতে প্রত্যাগত গোপীর পতিস্বজনাদিতে অনাসক্ত ভাবের ন্যায়, পুনরায় বিষয়ে প্রীতি অনুভব করে না। তৎকালে কৃষ্ণপ্রেমিকা গোপীর পুত্র ছিল, ইহা সকল বাদী স্বীকার করেন না, অন্যের পুত্রকে পুত্র বলিয়া স্বীকারই এখানে তাৎপর্য্য ॥ ৯। ১০ ॥

শুকদেবের কথায় রাজা পরীক্ষিৎ স্বয়ং অসন্দিগ্ধচিত্ত হইলেও, যেন সন্দিহানের ন্যায় গোপিকাগণের মুক্তিসম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। পরীক্ষিত শব্দের ব্যুৎপত্তি যথা "পরি সর্ব্বতোভাবেন ঈক্ষতে সর্ব্বেষাং ভাবং ইতি" অর্থাৎ যিনি সকলের মনোগত অভিপ্রায় সম্যক্ অবগত হইতে পারেন, তাঁহারই নাম পরীক্ষিত। তৎকালে রাজা পরীক্ষিত শুকবচনে স্বয়ং প্রতিবোধিত হইলেও, নিজ সভাসদ্গণের মধ্যে কোন কোন বহির্বৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির আন্তরিক সন্দেহ পরিদর্শন পূর্ব্বক স্বয়ং প্রশ্ন উত্থাপনে জিজ্ঞাসা

গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথং ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ।

বুদ্ধ্যা কমনীয়ং) এব বিদুঃ ব্রহ্মতয়া তু ন; অতঃ তাসাং গুণধিয়াং গুণপ্রবাহোপরমঃ (গুণপ্রবাহস্য সংসারস্য উপরমঃ নিবৃত্তিঃ কথং ঘটতে) ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

এবং শ্রীকৃষ্ণেঽপি ব্রহ্মবুদ্ধ্যভাবেন তৎসঙ্গতিঃ কথং মোক্ষহেতুরিতি শঙ্কতে কৃষ্ণং বিদুরিতি। পরং কেবলং কান্তং কমনীয়ং ॥ ১১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কৃষ্ণমিতি। হে মুনে সর্ব্বজ্ঞ! কৃষ্ণং পরমাত্মানমপি পরং পরপুরুষং কান্তং স্বরমণং বিদুঃ। ব্রহ্মতয়া তু ন বিদুঃ। অতো গুণধিয়াং কৃষ্ণেন সহ বিহরামেতি গুণবিষয়কবুদ্ধীনাং তাসাং গুণপ্রবাহস্যোপরমঃ কথং। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতীতি আত্মানমাত্মাত্মতয়া বিচক্ষতে ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিবাক্যৈঃ পরমাত্মজ্ঞানস্যৈব মোক্ষপ্রাপকত্বোক্তেঃ ॥ ১১ ॥

হইতে পারেন নাই; গুণভাবের প্রতিই তাঁহাদের চিত্ত ধাবিত হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় গুণপ্রবাহরূপ সংসারে নিবৃত্তি হইয়া, তাঁহাদের ব্রহ্মপ্রাপ্তি কিরূপে ঘটিল?॥ ১১ ॥

আভাস।

করিলেন যে, হে মহামুনে! "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিবাক্য অনুসারে এবং "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যানুসারে জীবমাত্রই ব্রহ্মস্বরূপ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে; ইহা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও, প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপের অতিরিক্ত পতিপুত্রাদির সেবায় যখন নারীগণের কেবল এক ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে মোক্ষলাভ হয় না, তখন শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ পরমব্রহ্মরূপে অবগত না হইয়া, কেবল কামিনীর কান্তজ্ঞানে তাঁহারা কি প্রকারে মোক্ষপদবী লাভ করিলেন? ইহার স্বীকারে সাধারণ-ন্যায় "যা মতিঃ সা গতি র্ভবেৎ" মতি অনুসারে গতি লাভ হয়, ইহারও ব্যতিক্রম ঘটিয়া যায়। শ্রুতিও স্পষ্টত বলিয়াছেন, "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" সেই পরাৎপর পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারিলেই সংসার অতিক্রম করা যায়; নতুবা অব্যাহতির কোন উপায়ান্তর নাই। কিন্তু এস্থলে কৃষ্ণসংসর্গে ইন্দ্রিয়সুখ উপলব্ধ হইবে, এই মাত্র যাহাদের প্রত্যাশা, তাদৃশ ভোগানুরাগিণী গোপিকাগণের বিনা জ্ঞানে মুক্তি কিরূপে সম্ভব?॥ ১১ ॥

মুনিশ্রেষ্ঠ শুকদেবও ইহা রাজার মনোগত প্রশ্ন নহে, তাহা মনে মনে বুঝিয়াই মেধাশূন্য অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে তথা প্রতিবোধিত করিবার অভিপ্রায়ে বরং কিঞ্চিৎ ভৎর্সনাবাক্যে রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন যে, এতৎসম্বন্ধে পূর্ব্বে সপ্তম স্কন্ধেই প্রকাশ করা হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকূলাচরণে দ্বেষ করত, যদি শিশুপাল সাযুজ্যপদ

শ্রীশুক উবাচ ॥

উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ ।

শ্রীশুকঃ উবাচ । (যৎ অত্র উত্তরং বক্তব্যং) তৎ এতৎ তে তুভ্যং পুরস্তাৎ সপ্তমস্কন্ধে এব উক্তং ; যদি হৃষীকেশং ইন্দ্রিয়াদিনিয়ন্তারং কৃষ্ণং দ্বিষন্ অপি চৈদ্যঃ শিশুপালঃ, যথা যথাবৎ, সিদ্ধিং ভগবৎসাযুজ্যং গতঃ প্রাপ্তঃ, তদা অধোক্ষজপ্রিয়াঃ (অধোক্ষজস্য অতীন্দ্রিয়স্য প্রিয়াঃ প্রীতিবিষয়াঃ গোপ্যঃ সাযুজ্যং গতাঃ প্রাপ্তাঃ তত্র) কিং উত আশ্চর্য্যম্ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

পরিহরতি উক্তমিতি । অয়ং ভাবঃ জীবেষ্বাবৃতং ব্রহ্মত্বং শ্রীকৃষ্ণস্য তু হৃষীকেশত্বাৎ অনাবৃতং অতো ন তত্র বুদ্ধিমপেক্ষতে ॥ ১২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

শ্রীমন্মুনীন্দ্রোঽপি নায়ং বস্তুতো রাজ্ঞঃ প্রশ্ন ইতি মনসা জানন্নেব ত্বমেবং পৃচ্ছন্মেধাশূন্য এবাসীতি তদ্ব্যাজেনানভিজ্ঞানেব তান্ ভর্ৎসয়ন্নাহ উক্তমিতি । পুরস্তাৎ সপ্তমস্কন্ধে এব দ্বিষন্নপীতি দ্বেষলক্ষণপ্রতিকূলভাবেনাপি যদি সাযুজ্যং লভ্যতে তর্হি কামলক্ষণানুকূলভাবস্য কা বার্ত্তা ইতি ভাবঃ । হৃষীকেশমিতি নিরুপাধিকৃপয়া স্বয়মবতীর্য্য ব্রহ্মাদীনামপি হৃষীকৈরগ্রাহ্যোঽপি মর্ত্যলোকে পরমনীচানামপি হৃষীকেষু ঈষ্টে স্বাচিন্ত্যশক্ত্যা বিষয়ীভূতো ভবতি তানুদ্ধর্ত্তুমতীদমপ্যেকং তস্য কৃপৈশ্বর্য্যমিতি ভাবঃ । ইমাস্তু অধোক্ষজস্য অতীন্দ্রিয়স্য তস্য প্রিয়াঃ প্রীতিবিষয়াশ্রয়ভূতা এব । অত্র অথ সিদ্ধিং যথা গত ইতি প্রত্যাসন্নমঘাসুরং হিত্বা বিপ্রকৃষ্টশ্চৈদ্যো যদ্দূষ্টান্তিতস্তেন রাজানং প্রত্যেতৎ সরহস্যমাহ চৈদ্যস্যাপি দ্বেষাভিনিবেশোদ্রেকাৎ মুনিশাপনিবন্ধনগুণময়দেহধ্যৈর্য্যবোপরমঃ । অন্তশ্চিন্ময়পার্ষদদেহস্তু তস্যানশ্বরো নিত্যোঽবর্ত্তত এব । যদুক্তং । বিষ্ণুচক্রহতঞ্চাস্য শিরো বিষ্ণুকরেণ হতমস্য এব যন্নো নর্ তু তাবিতি । সিদ্ধিং গতঃ অভীষ্টাং গতিং পার্ষদতাং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ । যদুক্তং । বৈরানুবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্মতাং । নীতো পুনর্হরেঃ পার্ষং ভক্তভূর্বিষ্ণুপার্ষদাবিতি ॥ ১২ ॥

এতদুত্তরে শুকদেব বলিলেন, হে নরনাথ ! এতৎসম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি । দেখ ! সেই গোলক-পতি বাসুদেবকে

আভাস ।

লাভ করিয়া থাকে, তখন কামলক্ষণ অনুকূলভাবের আর বক্তব্য কি ! যিনি ব্রহ্মাদি লোকপালগণেরও ইন্দ্রিয়াতীত তিনি নিতান্ত কৃপা পূর্ব্বকই অবতীর্ণ হইয়া, মর্ত্যলোকে নিতান্ত নীচ মানবেরও দর্শনীয় হইয়াছিলেন । ইহা কেবল সেই অনন্তদেবের অনন্ত

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।

অন্বয়ঃ।

হে নৃপ! নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় মোক্ষার্থং এব অব্যয়স্য বিকারশূন্যস্য, নির্গুণস্য

শ্রীধরস্বামী।

নন্বু দেহী কথং অনাবৃতঃ স্যাদত আহ নৃণামিতি। গুণাত্মনঃ গুণনিয়ন্তুঃ ভগবত এব

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যতঃ শ্রেয়ঃসাধনহীনানপি মন্নি যৎকিঞ্চিৎসম্বন্ধমাত্রবতো জনানহমুদ্ধরামীতি মনসি কৃত্বৈব ভগবতাবতীর্ণমিত্যাহ নৃণামতি দ্বাভ্যাং। নিঃশ্রেয়সং কেষুচিৎ সাযুজ্যং কেষুচিৎ সালোক্যাদিকং কেষুচিৎ প্রেমচার্থস্তস্মৈ ভ্রূবিজৃম্ভমাত্রেণ ব্রহ্মাণ্ডকোটিসংহার-

---

যদি কেবল দ্বেষ করিয়া, চেদিপতি শিশুপাল সাযুজ্য-পদবী লাভ করিয়া থাকে, তখন সেই অধোক্ষজ ভগবানের প্রকৃত প্রিয়পাত্রী গোপকামিনীগণ সাযুজ্য লাভ করিবেন, সে বিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি! ॥ ১২ ॥

হে রাজেন্দ্র! ভগবান্ নির্ব্বিকার ও নিরঞ্জন। সাধারণ জীবের ন্যায় গুণক্রিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করে না; তিনি মন বা বুদ্ধি প্রভৃতির অগোচর,

আভাস।

মহিমার অনন্ত পরিচয় মাত্র। গৃহকর্ত্তা যদি স্বয়ং আনন্দমূর্ত্তিতে দ্বারদেশে দ্বারবানের কার্য্য করেন, তখন গৃহপ্রবেশের বা সুখসম্ভোগের আর অন্য প্রতিবন্ধক কি! বিশেষত গোপাপ্রেমেই কৃষ্ণমূর্ত্তি। অঘাসুর নিকটবর্ত্তী হইয়া যেমন মুক্ত হইল, শিশুপাল দূরবর্ত্তী থাকিয়াও সেইরূপই মুক্ত হইল। এতদ্দ্বারা ইহাই বর্ণিত হইল যে, দ্বেষ পূর্ব্বক আত্যন্তিক অভিনিবেশের গুণে মুনিশাপ নিবন্ধন চেদিরাজের গুণময় দেহটীর কেবল উপরম হইল মাত্র; আভ্যন্তরিক চিন্ময় পার্ষদ-দেহের ক্ষয় বা উপচয় হয় নাই। তাহা নিত্য ও অনশ্বর-ভাবেই বিদ্যমান ছিল। কারণ এতদর্থে সেই প্রসঙ্গেই অভিহিত আছে যে, বিষ্ণুচক্রে বিনষ্টপাপ হইয়া উক্ত পার্ষদদ্বয় অভিলষিত পার্ষদপদ পুনরায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ বৈরানুবন্ধী তীব্র ধ্যান দ্বারা যখন তাঁহাদের চিত্ত অচ্যুতময় হইল, তখনই তাঁহারা পুনরায় বিষ্ণুসমীপে পার্ষদরূপেই নীত হইলেন ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকের দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ভগবানের রূপধ্যানের ফল অন্যান্য। সেই ধ্যানের উপায় ভক্তি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বৃত্তিই হউক বা কামদ্বেষাদি নিকৃষ্ট বৃত্তিই হউক, তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; ধ্যানটী প্রয়োজন। ধ্যানের মাহাত্ম্য অতুলনীয়। কিন্তু আমরা যদি ইহার বিশেষ তত্ত্বে প্রবেশ করিয়া দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারি যে, কেবল ধ্যানে এরূপ ফল ফলিবার সম্ভাবনা নাই; কারণ ধ্যানটী একটী ক্রিয়া মাত্র। যখন যে কোন ক্রিয়ার নিষ্পাদন করা হয়, তখনই তজ্জনিত ফলের অভিব্যক্তি ঘটে;

অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ।

গুণপারতন্ত্র্যরহিতস্য, অপ্রেমেয়স্য বুদ্ধ্যগোচরস্য, গুণাত্মকস্য সত্ত্বাদিগুণনিয়ামকস্য, ভগবতঃ ব্যক্তিঃ প্রাকট্যং স্বেচ্ছয়ৈব নতু কর্ম্মাধীনা ইতি)। ১৩॥

শ্রীধরস্বামী।

এবং রূপাভিব্যক্তিঃ অতো ন দেহিসাদৃশ্যমত্র বক্তুং যুজ্যত ইতি ভাবঃ॥ ১৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সমর্থস্য ভূভারভূত-কংসাদিবধার্থমেব ব্যক্তিরন্যথা নোপপদ্যত ইতি ভাবঃ। অব্যয়স্য প্রতি ভক্তজনং স্বাত্মদানেনাপি ন ব্যেতীত্যব্যয়স্য। কেন প্রকারেণেতি চেদত আহ অপ্রমেয়স্য প্রমাতুমশক্যস্য কস্যত্র তত্ত্বং জানাতীতি ভাবঃ। যতো নির্গুণস্য প্রাকৃত-গুণরহিতস্য অথচ গুণাত্মনঃ। স্বরূপভূতকল্যাণগুণময়স্য। ন হি অপ্রাকৃতচিদানন্দময়-গুণসাগরঃ প্রমাতুং শক্যো ভবেদিতি ভাবঃ॥ ১৩ ॥

অথচ সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের নিয়ামক। তিনি মানবগণকে আত্যন্তিক মঙ্গল-স্বরূপ মোক্ষপদ প্রদানার্থই স্বকীয় ইচ্ছাক্রমে দেহধারণে আত্মপ্রকাশ করেন; কর্ম্মাধীনতা-নিবন্ধন তাঁহার দেহধারণ কখনই স্বীকার্য্য নহে॥ ১৩॥

আভাস।

ক্রিয়ার সমাপ্তিতে সে ফলের সহিত কোন সম্পর্ক থাকে না। যেমন দর্শনক্রিয়া কালে সুষুপ্তির কোন সম্পর্ক থাকে না এবং নিদ্রাকার্য্যে দর্শনক্রিয়ার কোন সংস্রব থাকে না, সেইরূপে ধ্যানক্রিয়ার সমাপ্তিতে ও অন্য ক্রিয়ার উদ্রেককালে যে সেই ধ্যানফলের নিরন্তরত্ব থাকে, তাহা কিরূপে সম্ভব? এতদুত্তরে ঋষি নিণয় করিলেন যে, ক্রিয়ার সমাপন হইলেও ক্রিয়াব্যাপ্য কর্ম্ম বা ফলের নিবৃত্তি তৎসঙ্গে ঘটে না; কর্ম্ম বা ফল স্বরূপের ন্যূনাতিরেক বিবেচনাই তাহার নিবৃত্তির জন্য তদনুরূপ কালের অপেক্ষা থাকে। পুত্র ও ভৃত্য উভয়কেই পোষণাদির দ্বারা প্রেম করা হয় বটে, কিন্তু এতদুভয়ের অভাবে প্রেম-ক্রিয়ায় ভঙ্গ হইলেও, ফল-স্বরূপ পুত্র ও ভৃত্যের আকৃতি তদুচিত কাল পর্য্যন্ত হৃদয়ে অঙ্কিত থাকে। পুত্র সহজপ্রেমে সম্বদ্ধ, সুতরাং তাহার রূপ সহজে চিত্ত হইতে বিলুপ্ত হয় না। ভৃত্য আরোপিত প্রেমে আবদ্ধ; সুতরাং আরোপ অন্তর্হিত হইলেই, তদাকৃষ্ট আকৃতিও বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই নৈসর্গিক নিয়মানুসারে জীব সংসার-প্রবাহে ভাসমান হইয়া থাকে। অতএব কেবল ধ্যানের ফল নহে, ধ্যেয় বস্তুর ধর্ম্ম ধ্যান দ্বারা ধ্যাতাকে অধিকার করিয়া তদ্রূপ ফলে পরিণত করায়। ধ্যানাদি ক্রিয়াসমূহ ইন্দ্রিয়বান্ জীবের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম; পদার্থের অনুকূলতা বা প্রতিকূলতার তারতম্যে তদাভিমুখেই জীবের চিত্ত ধাবিত হইয়া, তদনুরূপ ভাবে আকৃষ্ট ও পরিণত হয়। সৃষ্ট বস্তু মাত্রই পরিবর্ত্তন-

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ।

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহং ঐক্যং সৌহৃদং এব চ বা হরৌ নিত্যং বিদধতঃ কুর্ব্বন্তঃ (পুমাংসঃ যে) তে হি তন্ময়তাং তৎসাযুজ্যং যান্তি প্রাপ্নুবন্তি ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অতো যথা কথঞ্চিত্তদাসক্তির্মুক্তিকারণমিত্যাহ কামমিতি। ঐক্যং সম্বন্ধঃ সৌহৃদং ভক্তিঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তস্মাৎ ত্বয়া সামান্যভস্তাবদেব সিদ্ধান্তোঽবধার্য্যতামিত্যাহ। কামং গোপীজনাদয়ঃ ক্রোধং দ্বেষং চৈদ্যাদয়ঃ ভয়ং কংসাদয়ঃ স্নেহং বাৎসল্যং নন্দাদয়ঃ। ঐক্যং আত্মারামাঃ সৌহৃদং বৃষ্ণিপাণ্ডবাদয়ঃ নিত্যং বিদধত ইত্যধুনাপি তে তে তং তং ভাবং কুর্ব্বন্তস্তন্ময়তাং যান্তীতি তাসাং তাসাং লীলানাং নিত্যত্বং জ্ঞাপয়তি। তন্ময়তাং গোপ্যাদয়স্তদাসক্ততাং যথা স্ত্রীময়ঃ কামুক ইতি। অন্যে সাযুজ্যং ॥ ১৪ ॥

কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য বা সৌহার্দ্দ্য ইহার মধ্যে যে কোনটীকে অবলম্বন করিয়া যে সকল ব্যক্তি ভগবানে চিত্ত আকৃষ্ট করেন, তাঁহারাই তদীয় সাযুজ্যপদ প্রাপ্ত হন, সন্দেহ নাই ॥ ১৪ ॥

আভাস।

শীল ও সংসারধর্ম্মী; সুতরাং তাহার কোনটীকে চিন্তা বা ধ্যান করিলে, জীবের সংসার-ধর্ম্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়া ব্যতীত, নিবৃত্তি কখনই সম্ভব নহে। অতএব ভগবান্ দৈত্যভাবাপন্ন চৈদ্যাদি পার্ষদদ্বয় ও প্রেমবতী তাদৃশ গোপিকার উদ্দেশ্য সম্পাদনার্থ স্বয়ংই সাহায্যদানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যাহাদের জ্ঞান, যোগ বা কর্ম্মাদি কোন সাধনাই নাই, তাহারাও যদি এই অবতারের সহিত কোন গতিকে কোন সম্পর্ক করিতে পারে, তাহা হইলেই মুক্ত হইবে, ইহাই যদি ভগবানের অভিপ্রায় না হইবে, তবে

ভগবৎসম্বন্ধে কামাদয়ঃ ষট্ সাধনানি ভবন্তি। তত্র কামঃ স্ত্রীণাং, ক্রোধঃ শত্রূণাং, ভয়ং বধ্যানাং, স্নেহঃ সম্বন্ধিনাং, ঐক্যং জ্ঞানিনাং, সৌহৃদং ভক্তানাং। নিত্যং সর্ব্বদা কর্ত্তব্যং, অন্যথা অন্তে যা মতিঃ সা গতিরিতি অনাশেষতামাপদ্যেত। কর্ম্মবশাচ্চ ন অন্তে ভগবতঃ স্মরণং অনায়াসেন, প্রপঞ্চবিরোধিত্বাৎ ভগবতঃ সর্ব্বত্র ভগবদাবেশাৎ, জীবেচ্ছয়া স্মরণে চৈব প্রাণেন্দ্রিয়দেহহর্ষোঃ। বিষয়েষু গৃহেহর্থে চ পুত্রাদিষু হরি র্যতঃ ॥ তাদৃশীং ভাবনাং কুর্য্যাৎ কামক্রোধাদিভি র্যথা। পূর্ব্বপ্রপঞ্চবিষয়ো যথা জ্ঞানে তথা যতঃ ॥ ১৪ ॥

ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।

এবম্ভূতে অজে জন্মাদিরহিতে যোগেশ্বরেশ্বরে (যোগেশ্বরাণাং অপি ঈশ্বরে) ভগবতি কৃষ্ণে ভবতা চ এবং (মোক্ষদানে অসম্ভাবনারূপো) বিস্ময়ঃ ন কার্য্যঃ যতঃ কৃষ্ণাৎ, এতৎ (কৃপাপাত্রং স্থাবরজঙ্গমপ্রাণিমাত্রং) বিমুচ্যতে ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নচ ভগবতোঽয়মতিভার ইত্যাহ ন চৈবমিতি। যতঃ শ্রীকৃষ্ণাদেতৎ স্থাবরাদিকমপি বিমুচ্যতে ॥ ১৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ন চেতি। অন্যেন বিস্ময়ঃ ক্রিয়তাং নাম অত্রার্থে ভবতা তু গর্ত্তাদারভ্য তন্মহিমাভিজ্ঞেন ন কার্য্যঃ। গোচারকত্বেঽপি ভগবতি দেবকীপুত্রত্বেঽপাজে গোপস্ত্রীলাম্পট্যেঽপি যোগেশ্বরাণামপীশ্বরে কৃষ্ণে সর্ব্বাবতারিণি। যত এতৎ স্থাবরাদিকমপি বিমুচ্যতে ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। যদ্বা। তল্লীলাপরিকরাদ্যিনমপি জগদধুনাপি তত্তৎকামস্নেহাদিভাবমনুস্মৃত্য বিমুচ্যতে গুণপ্রবাহান্মুক্তং ভবতি ॥ ১৫ ॥

এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক প্রাণিবর্গ যে ভূতভাবন জনার্দ্দনের কৃপাকটাক্ষপ্রভাবে সংসার-বন্ধন হইতে উন্নতি ও মুক্তিলাভ করিতেছে, সেই ব্রহ্মাদি যোগেশ্বরগণেরও যোগফলদাতা সর্ব্বনিয়ন্তা সাক্ষাৎ অজ শ্রীকৃষ্ণের মোক্ষপ্রদানের সামর্থ্য সম্বন্ধে আপনার বিস্ময়াপন্ন হওয়া, কোনমতে উচিত নহে ॥ ১৫ ॥

আভাস।

যাঁহার সামান্য ভ্রূভঙ্গি মাত্রে এতাদৃশ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সংহার বা উৎপন্ন হইতে পারে, তাদৃশ ভগবানের আর অতি তুচ্ছ ভূভারভূত কংসাদির বধের জন্য আবির্ভাবের প্রয়োজন কি! ভগবৎস্বরূপের তুলনা জগৎ দৃষ্টান্তে কখন মীমাংসিত হয় না। কারণ তিনি ভক্তমাত্রকে আত্মসমর্পণ করিলেও, তাঁহার স্বরূপের ব্যয় হয় না; তিনি গুণের অতীত; সুতরাং গুণময় বুদ্ধ্যাদির দ্বারা কে তাঁহার তত্ত্ব অবধারণে সক্ষম! গুণের অতীত হইলেও তিনি অপ্রাকৃত যাবতীয় কল্যাণগুণের আকর ও আধার। অতএব ইহাই সাধারণ সিদ্ধান্ত যে, যে যেমন ভক্তিকারী, সে সেই সূত্র অবলম্বনে ভগবানে তন্ময়ত্ব লাভে মুক্ত হইয়াছেন; যথা—কামভাবে গোপিকা, ক্রোধে শিশুপাল, ভয়ে কংস, বাৎসল্য স্নেহে নন্দাদি, অভেদচিন্তনে আত্মারাম মুনিগণ, সৌহার্দ্দে পাণ্ডবগণ এবং ভক্তি দ্বারা নারদ ও প্রহ্লাদাদি ভাগবতগণ মুক্তি লাভ করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! শ্রীকৃষ্ণের মুক্তিদাতৃত্ব সম্বন্ধে অন্যের সংশয় হয় হউক,

তা দৃষ্ট্বান্তিকমায়াতা ভগবান্ ব্রজযোষিতঃ।

অন্বয়ঃ।

তাঃ (বেণুনাদশ্রবণেন আত্মনঃ) অন্তিকং সমীপং আয়াতাঃ ব্রজযোষিতঃ দৃষ্ট্বা বদন্তাং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রাসঙ্গিকং বিরোধং সমাধায় প্রস্তুতমাহ। তা বেণুনাদাকৃষ্টা বদন্তাং কালদেশপাত্রৌচিত্যেন বচনচাতুর্য্যাবন্তাং মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ। পেশৈরবয়বৈঃ। পিশ অবয়বে ঘঞ্জস্থঃ প্রয়োগঃ। বাচোঽবয়বাঃ বাচ্য-লক্ষ্য-ব্যঙ্গ-বোধকা যে রুক্ষাঃ স্নিগ্ধাশ্চ অংশাস্তৈর্বিমোহয়ন্ বেণুনাদেন মোহিতা অপি তা বিশেষেণ মোহয়িতুং অত্র তাঃ প্রতি রুক্ষোক্ত্যৈব ভগবতস্ত্রয়ো মনোরথাঃ সেৎস্যন্তি প্রীতিবিষয়স্য কান্তস্য মমৈবাসীন্নে দৃষ্টেঽপ্যাসাং প্রীতিলেশোঽপি ন হ্রসতীতি প্রীতিঃ শুদ্ধতাং লোকে দর্শয়িষ্যামীতি তথা সম্প্রয়োগে বৈপরীত্যমিবাদ্য নায়িকাধর্ম্মমবহিত্থাময়ং বাম্যমহং গ্রহীষ্যামি নায়কধর্ম্মমৌৎসুক্যপ্রকটনময়ং দাক্ষিণ্যমেতা গ্রাহয়িষ্যামীতি মননেঽপি বৈপরীত্যং রচয়িষ্যামীতি তথা পরমলজ্জাবতীনাং যুবতীনাং স্বাভা-

বিচিত্র বচনপটু শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় বেণুবাদন শ্রবণে নিজসমীপে সমবেত আভাস।

তাহাতে ক্ষতি নাই! তোমার সন্দেহ হওয়া সম্ভব নহে; কারণ তুমি গর্ভাবস্থা হইতে সেই দয়াময়ের অনুগ্রহেই নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, এখনও জীবিত রহিয়াছ। অধিক কি! এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যাবতীয় পদার্থই এক তাঁহার কৃপাকটাক্ষে স্নেহবান ও অনুকম্পিত হইয়া, ক্রমান্বয়ে সংসারজ্বালা হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে। বাহ্যদৃষ্টিতে তিনি গাভীচারণ করাইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা ভগবান্, দেবকীপুত্র হইলেও, জন্মাদি বিকারশূন্য অজ; এবং গোপ-ললনার আসঙ্গের ন্যায় পরিচিত হইলেও, ব্রহ্মাদি যোগেশ্বরগণেরও যোগফলদাতা ॥ ১৫ ॥

সম্প্রতি প্রাসঙ্গিক বিরোধের সমাপন করিয়া, মূল প্রস্তাবের উত্থাপন পূর্ব্বক শুকদেব বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ প্রেমাকৃষ্ট ললনাগণকে সুললিত মধুর বাক্য প্রয়োগ না করিয়া, বরং তাহার বিপরীত রুক্ষ বাক্য বলিতে লাগিলেন; তাহাতে জগতে কৃষ্ণপ্রেমিকার পরাকাষ্ঠাই প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার বেণুনিনাদ শ্রবণে বিমোহিতা গোপ-বনিতাগণ তাঁহার বাক্‌পটুত্বে বিশেষ মোহিত হইয়া, স্বভাবের বিপরীতে কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নারীগণের প্রতি তাদৃশ রুক্ষোক্তি প্রয়োগ করায়, শ্রীকৃষ্ণের তিনটী উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল। অর্থাৎ নায়ক নায়িকার এরূপ প্রিয়পাত্র হওয়া উচিত যে, নায়কের ঔদাসীন্য দর্শনে নায়িকার চিত্তবৈকল্য কিছুমাত্র না ঘটিয়া, বরং সকল প্রেমের যে উদয় হইয়াছিল তাহাই সংসারে প্রথম দর্শনীয়। দ্বিতীয়ত একত্র মিলনকালে নায়কধর্ম্ম অনুনয়াদি নায়িকাতে আরোপ করত, ঔৎসুক্যের বৃদ্ধি প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার

অবদদ্বদতাং শ্রেষ্ঠো বাচঃ পেশৈর্বিমোহয়ন্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ ।

কবীনাং শ্রেষ্ঠঃ ভগবান্ কৃষ্ণঃ বাচঃ পেশৈঃ বাগ্‌বিলাসৈঃ বিমোহয়ন্ (স্ববিষয়কং ভাবং দৃঢ়ীকর্ত্তুং) অবদৎ । ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

প্রস্তুতমাহ তা ইত্যাদি । বাচঃ পেশৈর্বাগ্বিলাসৈঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

বিক্যা অবহিত্থয়া সঙ্গোপিতান্যপ্যান্তরীণানি বচনানি প্রকৃতিবিপর্য্যাসপ্রাপণয়া শ্রোষ্যামীতি । যদ্যপি কামিনীনাং কুচাদাবয়ববৃন্দং বস্ত্রাবৃতত্বেন গূঢ়মেব চমৎকারকারকমিব ভাসামান্তরীণমৌৎসুক্যমপি বহির্বাম্যেনাবৃতমেব চমৎকারকারকং রসজ্ঞা মন্যন্তে নতূদ্ঘাটিতং তদপি কদাচিৎ কশ্চিন্নায়কঃ সম্ভোগায়া নায়িকায়া অনাবৃতান্যেবাঙ্গানি যথা দিদৃক্ষতে তথৈব বাম্যানাবৃতমান্তরীণমৌৎসুক্যবচনঞ্চ শুশ্রূষতে কিন্তু পুরুষান্তরস্য স্ববয়স্যাদেরপি সন্নিধৌ ন দিদৃক্ষতে নাপি শুশ্রূষতে তথৈব কৃষ্ণোঽদৃষ্টচরানাবৃত গোপীসর্ব্বাঙ্গঃ সম্প্রতি তাসাং বাম্যানাবৃতমান্তরীণং বচনবৃন্দং শুশ্রূষতে ইত্যত এব প্রিয়নর্ম্মসখমপি স্বসঙ্গিনং তদানীং ন চকারেতি জ্ঞেয়ং ॥ ১৬ ॥

ব্রজ-ললনাগণকে নিরীক্ষণ করিয়া, আত্ম-মত সমর্থনার্থ বিবিধ মধুর-বচনে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

আভাস ।

পরম লজ্জাবতীগণের স্বভাবসুলভ সংগোপিত আন্তরিক ভাবসমূহ প্রকৃতির বিপরীতে তাঁহাদের মুখ হইতে শ্রবণ করিবেন, ইহাও শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় । অহো ! গোপীপ্রেমের কি অনুপম মাধুরী ! কোথায় শ্রীকৃষ্ণ মানিনীগণের মানভঞ্জনের নিমিত্ত অগ্রসর হইবেন, তাহা না হইয়া, গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন । নায়ক যেমন নায়িকাকে নিজের সন্নিধান ব্যতীত অন্যের সমক্ষে অপ্রস্তুত করিতে অভিলাষ করেন না, অদ্য শ্রীকৃষ্ণ সেই নিমিত্ত কোন প্রিয় বয়স্যকে তথায় সঙ্গে করিয়া যান নাই ; একাকীই নারীমণ্ডলে উপস্থিত ছিলেন ॥ ১৬ ॥

রসজ্ঞ কামিনীকান্তের একত্র মিলনের রীতিই এই যে, পুরুষ রতির নিমিত্ত ঔৎসুক্য প্রদর্শন করেন, নারী যেন তাহা সহনে অসমর্থ হইয়া, কোপেরই প্রকাশ করেন । শ্রীকৃষ্ণ এই রীতির অনুসারে প্রথমতঃ প্রমদাগণকে বলিলেন, তোমরা সকলে ভাল আছ ত ! এখানে আগমনের কোন বাধা হয় নাই ত ! কেনই বা বাধা হইবে ! তোমরা ভাগ্যবতী, চিরকাল সুখেই বাস করিতেছ, কখন ত দুঃখের মুখ দেখিতে হয় নাই ! ভাগ্যবতীর ভার ভগবান্ বহন করেন ; তাঁহাদের সকল কর্ম্মেই শুভ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে । তাহারা নিজে সুখী, তাঁহাদের সংসর্গে যাহারা থাকে, তাহারাও নিরন্তর সুখই ভোগ

শ্রীভগবানুবাচ ॥

স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ।

অন্বয়ঃ।

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে মহাভাগাঃ! বঃ যুষ্মাকং স্বাগতং আগমনং শোভনং, বঃ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অথ স্ত্রীপুংসাং রসজ্ঞানাং মিলনে তাবদিয়ং রীতির্যৎ পুমাংসোরত্যৌৎসুক্যমাবিষ্কুর্ব্বতে স্ত্রিয়স্তু তত্রাসহিষ্ণবঃ কুপ্যন্তীতি তত্তামেব রসরীতিং প্রথমমাশ্রিত্য কৃষ্ণ আহ। স্বাগতং বো যুষ্মাকং। কচ্চিৎ সুখময়মাগমনং বৃত্তং। ততো যূয়ং মহাভাগাঃ জন্মারভ্য দুঃখস্য মুখং ভবতীভিঃ কদাপি ন দৃষ্টমিতি ভাবঃ। যদ্বা। নায়ং প্রশ্নঃ কিন্তু প্রত্যুক্তিরেষা যুষ্মাকং শোভনমাগমনমদ্য বৃত্তং। যদত্রাগতং তৎসম্যক্ কৃতং যতো মহাভাগা ভাগ্যবতীনাং হি সর্ব্বাঃ ক্রিয়া এব সফলা ভবন্তঃ স্বস্য পরস্য চ সুখদা ভবন্তীতি ভাবঃ। অতো বঃ প্রিয়ং কিং করবাণি। অধুনা রাত্রাবত্র নির্জ্জনে বনে একাকিনা যূনা ময়া যুবতীনাং বো যৎ প্রিয়মাতিথ্যং কর্ত্তুং শক্যং স্যাৎ তদ্ ব্রূত। যুষ্মৎপ্রিয়চিকীর্ষৌ ময়ি সারল্যেন স্বপ্রিয়ং কৃপয়া স্পষ্টং বক্তব্যং যথা নিঃসন্দেহং তত্রাহং প্রবর্ত্তেয়েতি ভাবঃ। ততশ্চ ভো মহাসাহসিক লম্পট অস্মানপি পতিব্রতাঃ যদেবং বক্তুমুৎসহসে তৎ কিং ধর্ম্মতো রাজতশ্চ ন বিভেষীতি সমুচিতং প্রত্যুত্তরমপ্রাপ্তবতা প্রিয়ং কিং করবাণীত্যস্য ব্যঞ্জিতেঽঙ্গসঙ্গরূপে-

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে ভাগ্যবতীগণ তোমরা সকলেত নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছ! এক্ষণে অনুমতি কর, তোমাদের কোন্ কার্য্য আমাকে সম্পাদন করিতে হইবে। দেখ! ব্রজের ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই; সকলে ভাল

আভাস।

করিয়া থাকে এক্ষণে আমিই তোমাদের সেই ভগবান্। অনুমতি কর। তোমাদের কোন্ কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে! আমি অবলীলাক্রমে তাহা মস্তকে বহন করিব। তবে একটী কথা তোমাদিগকে বলি! তোমরা সকলে যুবতী; আমার এই নির্জ্জন বনৈকদেশের আশ্রমে যখন উপস্থিত হইয়াছ এবং আমিও যখন উপযুক্ত যুবক উপস্থিত রহিয়াছি, তখন তোমাদের বিশেষ আতিথ্য-সৎকার করা আমার ন্যায় যুবকের বিশেষ কর্ত্তব্য। তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি হইলে, আমার বিশেষ নিন্দা হইবে। কিন্তু তোমাদের মনোগত অভিপ্রায় ত আমার অবগত হওয়া আবশ্যক। দেখ আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত সরল; কুটিলতা কিছুমাত্র বুঝিতে পারি না; আমি যে, অনুমানের দ্বারা তোমাদের গূঢ় অভিপ্রায় অবগত হইতে পারি, এমন সামর্থ্যও নাই। অতএব আমার ন্যায় সরল হইয়া, তোমরা হৃদয়ের ভাব স্পষ্টত প্রকাশ কর। আমিও বিশেষ যত্ন সহকারে তাহা সম্পাদনে চেষ্টা করি। এতৎ শ্রবণে গোপিকারা বলিলেন, ওহে লম্পট-চূড়ামণে! তোমার যে বিলক্ষণ

ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্ব্রূতাগমনকারণং ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।

যুষ্মাকং কিং প্রিয়ং করবাণি, কচ্চিৎ ব্রজস্য অনাময়ং মঙ্গলং অস্তি চেৎ তর্হি আগমন-কারণং (আগমনস্য কারণং) ব্রূত ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সর্ব্বাঃ সসম্ভ্রমমাগত্য বিলোক্য সভয়মিবাহ ব্রজস্যেতি ॥ ১৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হর্ষে সম্মতিলক্ষণং লজ্জাহেতুকং মৌনমেব দৃষ্টবতা ভগবতা বিচারিতং যদ্যেতাভিঃ স্বসমুচিতং বাম্যমদ্য নাঙ্গীক্রিয়তে তর্হি ময়াপি স্বসমুচিতমৌৎসুক্যং ন বহিষ্করণীয়ং কিন্তু বাম্যমিশ্রমেব। ততশ্চ সম্ভোগভেদে সম্প্রয়োগে যথা বৈপরীত্যমপি চারু ভবতি তথৈব সম্ভোগভেদে সম্মিলনেঽপি বৈপরীত্যং চারু ভবতু। কিন্ত্বাসাং মহামোহনবেণুনাদ-মাধ্বীকপানোত্থাতিবৈবশ্যাদেব প্রকৃতিবিপর্য্যয়স্ততএব দাক্ষিণ্যং মম তু বৈবশ্যাভাবাত্তদনু-রোধাদেব কৃত্রিমং বাম্যং বহিরেব কার্য্যমন্তস্তু স্বাভাবিকমৌৎসুক্যমস্ত্যেবেত্যাদিকং বিচার্য্য চ বাম্যপদবীমারোঢুং সভয়সম্ভ্রমং পৃচ্ছতি ব্রজস্যেতি। কচ্চিদ্ব্রজস্যানাময়ং মঙ্গলং ন জানে সাম্প্রতং ব্রজে কশ্চিদিন্দ্রাদিকৃত উপদ্রবো বর্ত্ততে যতঃ সর্ব্বা এব ভবত্যো ভীতাঃ পলায্য স্বত্রাণার্থং মদন্তিকমায়াতা ইতি ভাবঃ। ততশ্চ কেয়মদ্যতন্যস্য ধূর্ত্ততালহরীতি মিথঃ সস্মিতসবিস্ময়াবলোকং বিস্তর্কয়ন্তীষু তাস্বহো যুষ্মাকং মৌনেনৈবাবগম্যতে নোপদ্রব-স্তর্হি ব্রূত কিমর্থমায়াতা অহন্তু নাভ্যূহিতুং সমর্থ ইতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

আছেন ত! তবে বল, দেখি! তোমরা এখানে কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ! ॥ ১৭ ॥

অভাস।

সাহস দেখিতেছি! তুমি জান, আমরা পতিব্রতা! আমাদের প্রতি ওরূপ কথা প্রয়োগ করিতে, কি তোমার ধর্ম্মভয় বা রাজভয় হইতেছে না? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, না! আমি তাহা বলিতেছি না; তবে তোমাদের যদি কোন কর্ম্ম করিতে হয়, তজ্জন্য আমি প্রস্তুত আছি। এই কথা বলিবার পর শ্রীকৃষ্ণ নারীগণকে কিছু অপ্রতিভ অবলোকন করিয়া ভাবিলেন, পরস্পরের মনোগত অভিপ্রায় স্পষ্ট হইলেও, তদনুকূল কথায় রসপুষ্টি হয় না; বরং সম্ভোগ-বিশেষের প্রয়োগে বিপরীতাচরণও মনোহর ভাবে পরিণত হয়; অতএব ভাবানুকূল কথা না বলিয়া, প্রতিকূল বাণীই এক্ষণে বলা উত্তম। ইহারা বেণুনাদ শ্রবণেই প্রেমে আকুল হইয়াছে; আমি বিবশ না হইলেও, বিবশের ন্যায়, ভাব গোপন করত, সময়োপ-যোগী বাক্য বলা প্রয়োজন; এই মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, দেখ ব্রজনারীগণ! আমি অনেকক্ষণ ব্রজ হইতে আসিয়াছি। ব্রজের কোন সংবাদ পাই নাই। তোমাদের আগমন দেখিয়া, কিছু ভীত হইলাম; সেখানে কোন বিপদ্ ঘটে নাই ত! কি জানি!

রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা।

অন্বয়ঃ।

হে সুমধ্যমাঃ সুকুমার্য্যঃ! এষা রজনী রাত্রিঃ ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা (ঘোরসত্ত্বৈঃ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হন্ত হন্ত কুলধর্ম্মধৈর্য্যলজ্জাদিকং ধ্বংসয়িত্বা প্রতিদিনমস্মানুপভুঞ্জানোঽয়মদ্য বেণু-নাদেনাকৃষ্যানীয় কারণং পৃচ্ছতীত্যাপাঙ্গচালনেনৈব পরস্পরমাচক্ষাণাসু তাসু সত্যং দেব-পূজোপযোগিরজনীবিকাশিপুষ্পাহরণার্থমাগচ্ছাম ইতি কিং লতাস্বপাঙ্গনিক্ষেপেণ ব্রূধ্বে অযুক্তমিদং কালদেশপাত্রানৌচিত্যাদিত্যাহ রজনীতি এষা চন্দ্রিকাবহুলাপি ঘোররূপা রাত্রিরাদেবেতি বল্লিমূল-পল্লবাদিষু সূক্ষ্মসর্পবৃশ্চিকাদের্দুর্ল্লক্ষ্যত্বাৎ পুষ্পাহরণস্য কালোঽয়ম-নুচিত ইতি ভাবঃ। ঘোরসত্ত্বা ব্যাঘ্রাদয়স্তৈর্নিষেবিতেতি কালসম্বন্ধেন বৃন্দাবনদেশো-প্যয়মনুচিত ইতি ভাবঃ। তস্মাৎ ব্রজং প্রতিযাত। নন্বু ক্ষণং বিশ্রম্য যাস্যামস্তত্রাহ নেহ স্থেয়মিতি কালদেশ-সম্বন্ধেন যুষ্মল্লক্ষণানি পাত্রাণ্যপ্যনুচিতানীতি ভাবঃ। তত্রাপি হে সুমধ্যমা ইতি যূয়ং সুন্দর্য্যো যুবতয়ঃ স্থঃ। অহঞ্চ সুন্দরো যুবৈবাত্রাস্মি যদ্যপি যূয়ং পরমসাধ্ব্য এব অহঞ্চ কৃষ্ণো ব্রহ্মচারীতি গোপালতাপনীশ্রুতিপ্রামাণ্যেন ব্রহ্ম-

---

হে সুন্দরীগণ! এটী অতি ভয়ানক নিশীথ সময়; হিংস্রক প্রাণিসমূহ এই সময় এখানে বিচরণ করিয়া থাকে; অতএব এই সময় বিশেষত অবলাগণের

আভাস।

আমার অনুপস্থিতে ইন্দ্র যদি আবার কোন উপদ্রব আরম্ভ করিয়া থাকেন; এবং সেই ভয়েই তোমরা যদি এখানে পলায়ন করিয়া আসিয়া থাক, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি! বনিতাগণ তখন পরস্পরে বলিতে লাগিলেন, অহো! শ্রীকৃষ্ণ কি চতুর! ইহাঁর ধূর্ত্ততা-লহরীতে আমাদের সকল ভাবই ভাসাইয়া দিতেছেন; এই বলিয়া গোপিকারা যখন নিস্তব্ধ রহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাদের মৌন দর্শনে বলিলেন, বুঝিলাম! কোন বিপদ্ নাই বটে; তবে তোমরা যে কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিলে, আমি তাহা কিছুই নিরূপণ করিতে পারিতেছি না। তোমাদের তাহা স্পষ্ট প্রকাশ করা নিতান্তই প্রয়োজন॥ ১৭॥

"কি আশ্চর্য্য! যিনি আমাদের কুল, ধর্ম্ম, লজ্জা ও ধৈর্য্যাদিকে জলাঞ্জলি প্রদান করাইয়া আমাদিগকে নিত্য সম্ভোগ করিয়া থাকেন, অদ্য তিনি বেণুরবে আকর্ষণ পূর্ব্বক আমাদিগকে এখানে আনিয়া এখন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমরা কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ"! গোপিকাগণ অপাঙ্গসঞ্চালনে পরস্পরে এইকথা প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, তোমরা বুঝি দেবপূজার নিমিত্ত পুষ্প-চয়নার্থ আগমন করিয়াছ! ভাল, তবে লতাসমূহের প্রতি নেত্রপাত করিয়া কি বলিতেছ? দেখ! ওরূপ করা ভাল নহে। দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনায় সকল কার্য্যই করিতে হয়। এ রাত্রি-কাল; যদিও এক্ষণে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছে বটে, তথাপি বৃক্ষের শাখা পল্লবাদিতে

প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।

ভয়ঙ্করপ্রাণিভিঃ ব্যাঘ্রসর্পাদিভিঃ নিষেবিতা) ইহ বনে স্ত্রীভিঃ ন স্থেয়ং; অতঃ ব্রজং প্রতিযাত ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

লজ্জয়া মন্দহসিতমালক্ষ্যাহ রজন্যেষা ইতি ॥ ১৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

চার্য্যোবেতি সহাবস্থানেঽপি ন কশ্চিদ্দোষস্তদপি মনঃ খল্ববিশ্বাস্যং যুষ্মাকং মম চেতি ভাবঃ। এবং ব্যঞ্জিতমন্তরৌৎসুক্যং শ্লিষ্টার্থেনাপি স্পষ্টীভবন্তি তদ্যথা আগমনকারণং লজ্জয়া ন ব্রূধে চেন্মাব্রূত তদহং জানাম্যেব তস্মাত্ত্বং শৃণুত্যেত্যাহ। রঞ্জয়ন্তীতি রজন্যেষা চন্দ্রিকাময়ত্বাদঘোররূপা তস্মাদেবাঘোরসত্ত্বৈর্ঘোরাদিভিরেব বৃন্দাবনস্বভাবেনাহিংস্রত্বাদ্ব্যাঘ্রাদিভিরপি বা নিষেবিতেতি তেনাত্র ন ভেতব্যমিতি ভাবঃ। যদ্বা। নাত্র স্বপ্নপন্ত্যাদিভ্যো ভেতব্যং যতো ঘোরসত্ত্বনিষেবিতেতি তেঽত্র নাগমিষ্যন্তীতি ভাবঃ। অতো ব্রজং প্রতি ন যাত ইহ মদন্তিকে স্থেয়ং। কুতঃ স্ত্রীভিঃ। কিং স্ত্রীমাত্রমেব ত্বান্তিকে স্থাপয়তীত্যত আহ হে সুমধ্যমা ইতি সৌন্দর্য্যে তারুণ্যে চ সতি যাঃ স্ত্রিয়ঃ শোভনমধ্যদেশা ভবন্তি তাভির্ভবতীভিরেব নান্যাভিঃ স্থেয়মিতি ভাবঃ। এবং উপেক্ষাময়া অপেক্ষাময়াশ্চার্যাঃ কৃষ্ণোক্তীনাং স্ত্রেয়াঃ ॥ ১৮ ॥

এতাদৃশ বনে অবস্থান করা কখনই সঙ্গত নহে। সুতরাং তোমরা সকলে ব্রজে প্রত্যাগমন কর ॥ ১৮ ॥

আভাস।

এই সময় সূক্ষ্ম সর্পাদি বাস করে; এ আলোকে তাহারা সম্পূর্ণ পরিলক্ষিত হয় না। অতএব এ সময় পুষ্পচয়ন বিধেয় নহে। এতদ্ব্যতীত রাত্রিকালে বনে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু সকল নিরন্তর বিচরণ করে; তোমাদের এ সময়ে এখানে অবস্থান করা কোন মতে উচিত নহে; ব্রজে প্রতিগমন কর! ক্ষণকালও বিলম্ব করিও না। যদি তোমাদের মনোমধ্যে কোন গোপন ভাব থাকে, তাহারও চরিতার্থতা-সাধনের কোন উপায় নাই। কারণ তোমাদের লক্ষ্য ভ্রান্তিমূলক। যদিও তোমরা রূপলাবণ্য-সম্পন্না কামিনী আমার ন্যায় যুবা পুরুষের সমীপে আগমন করিয়াছ বটে, কিন্তু তোমরা পরম সাধ্বী এবং আমিও ব্রহ্মচারী কৃষ্ণ; একত্রাবস্থানে যদিও কোন দোষ নাই বটে, তথাপি পরস্পরের মনকে কখন বিশ্বাস করিতে নাই। লজ্জা বশত আন্তরিক ভাব প্রকাশ না করিলেও, আমি যে বুঝি না, এমত নহে। এক্ষণে প্রকৃত কথা বলি, শ্রবণ কর! ইহা মনোরঞ্জনকারী রজনী; পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে রাত্রিনিষ্ঠ ভীষণ ভাবের অপগমে (অঘোররূপা) বিভৎসভাব অপনীত হইয়াছে। বিশেষত মৃগাদি ব্যতীত কোন হিংস্র জন্তু এই বৃন্দাবনে আসিতে পারে না; সুতরাং শ্বাপদ

মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ।
বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মাকৃঢ্বং বন্ধুসাধ্বসং ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ।

কিঞ্চ বঃ যুষ্মাকং মাতরঃ, পিতরঃ পুত্রাঃ, ভ্রাতরঃ পতয়ঃ চ বঃ যুষ্মান্ অপশ্যন্তঃ বিচিন্বন্তি মৃগয়ন্তে; (অতঃ) বন্ধুসাধ্বসং (বন্ধূনাং সাধ্বসং অদর্শনজন্যং ভয়ং) মা কৃঢ্বং ন উৎপাদয়ত ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কিঞ্চ মাতর ইতি বিচিন্বন্তি বন্ধূনাং সাধ্বসং মাকৃঢ্বং মাকুরুতেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্বু রাত্রাবপি বনেঽপি যুবতীনামপি সঙ্ঘশোগমনে দোষো ন জনৈরুদ্ঘুষ্যন্তে সত্যং। তথাপি বন্ধবো ভবতীরনিষ্টাশঙ্কয়া সাম্প্রতমবশুমন্বিষ্যন্ত্যস্তত্তস্তান্ মা ব্যাকুলয়তেত্যাহ মাতর ইতি। বো যুষ্মান্ বিচিন্বন্তি মৃগয়ন্তে। অত্র পুত্রাঃ দ্বিত্রমাস্থা এব নান্বেষণচতুরাঃ পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয় ইতি ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চেতি পূর্ব্বাপরোক্তেস্তদপি ভগবত্তা স্বাস্মিং স্তন্তদ্বিশেষজ্ঞানাভাবমভিনীতবতৈবোক্তমিত্যদোষঃ। অতো বন্ধূনাং সাধ্বসং যুষ্মদ্দর্শনোত্থং ভয়ং মাকৃঢ্বং নোৎপাদয়ন্ত। পক্ষেঽপশ্যন্তো বিচিন্বন্ত্যেব নন্বতিদূরে নিবিড়ে বনেঽস্মিন্ বো ন দ্রক্ষ্যন্ত্যতো বন্ধুভ্যঃ সকাশাদ্ভয়ং মাকৃঢ্বং স্বচ্ছন্দেন ময়া সহ রাত্রাবত্র বিলসতেতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

তোমাদের জনক জননী, পতি, পুত্র ও ভ্রাতাগণ তোমাদের অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া, ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতেছেন; দেখ স্বজনবর্গকে এরূপ উদ্বিগ্ন করা তোমাদের কখনই কর্ত্তব্য নহে ॥ ১৯ ॥

আভাস।

ভয়ে তোমাদিগকে ভীত হইতে হইবে না; অথচ এখানে তোমাদের স্ব স্ব পতিরও ভয় নাই। তাহারা স্বাপদ-ভয়ের কল্পনায় এখানে অগ্রসর হইতে পারিবে না। অতএব "প্রতিযাত ব্রজং ন" ব্রজে প্রতিগমন করিও না; (ইহ) আমার নিকটেই (স্থেয়ং) অবস্থান কর। তোমাদের মধ্যে যাহারা সুমধ্যমা সুমধ্যভাগা সুন্দরী এবং মধ্যভাগ হৃদয়-কন্দরও অতীব পবিত্র, তাহারাই এখানে অবস্থিতি করুক; তদ্ব্যতীত অন্য কাহারও অবস্থানের প্রয়োজন নাই। এই দ্বৈধ উক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উভয়বিধ উপেক্ষাব্যঞ্জক ও অপেক্ষাব্যঞ্জক বাক্যেরই প্রকাশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ যদি সকল মায়া নিঃশেষে পরিত্যাগের সামর্থ্য থাকে, তবেই বিষ্ণুলাভার্থ গৃহপরিত্যাগ করা উচিত; নতুবা বনে গমন পূর্ব্বক গৃহচিন্তায় আক্রান্ত হইলে, উভয় আশ্রয় বিনষ্ট হওয়া সম্ভব ॥ ১৯ ॥

যুবতী নারী যদি একাকী রাত্রিতে কোথায়ও গমন করেন, তাহা হইলে লোকের নিকট তিনি নিন্দনীয় হয়েন, সন্দেহ নাই; কিন্তু তোমরা যখন অনেকে একত্র মিলিত হইয়া

দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশ-কর-রঞ্জিতং।
যমুনানিল-লীলৈজত্তরুপল্লবশোভিতং ॥২০॥

অন্বয়ঃ।

কিঞ্চ ইদং রাকেশ-কর-রঞ্জিতং (রাকেশস্য পূর্ণচন্দ্রস্য করৈঃ কিরণৈঃ রঞ্জিতং প্রকাশিতং) যমুনানিল-লীলৈজত্তরুপল্লবশোভিতং (যমুনাস্পর্শিনঃ অনিলস্য লীলা মন্দগতিঃ তয়া এজন্তঃ কম্পমানাঃ তরূণাং পল্লবাঃ তৈঃ শোভিতং) কুসুমিতং নানাবিধসুগন্ধিপুষ্পযুক্তং বনং যুষ্মাভিঃ দৃষ্টং এব ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ঈষৎপ্রণয়কোপেন অন্যতো বিলোকয়ন্তীঃ প্রত্যাহ দৃষ্টমিতি রাকেশস্য পূর্ণচন্দ্রস্য করৈরঞ্জিতং। যমুনাস্পর্শিনোঽনিলস্য লীলা মন্দগতিস্তয়া এজন্তঃ কম্পমানাস্তরূণাং পল্লবাস্তৈঃ শোভিতং ॥ ২০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ততশ্চ তা লজ্জয়া পরিত্যো বিলোকয়ন্তীরাহ দৃষ্টমিতি। আং জ্ঞাতং বনদর্শনার্থমাগতা ইতি ততশ্চ তাসামূর্দ্ধাবলোকনে সত্যাহ রাকেশেতি। যমুনাদিগবলোকনে সত্যাহ যমুনাস্পর্শিনোঽনিলস্য লীলা মন্দগতিস্তয়া এজন্তঃ কম্পমানাস্তরূণাং পল্লবাঃ পুষ্পিতাস্তৈঃ শোভিতমিতাভীপ্সিতং বনাদিদর্শনমপি নির্ব্যূঢ়মতো মাবিলম্বধ্বমিতি ভাবঃ। পক্ষে বৃন্দাবনমিদং সর্ব্বোৎকৃষ্টং তত্রাপি পূর্ণচন্দ্রা রজনী তত্রাপি চতুর্দ্দিক্ষু যমুনা; তত্রাপি শৈত্যমান্দ্যসৌগন্ধ্যবন্তোঽনিলা ইত্যুদ্দীপনবিভাবা এতে আলম্বনবিভাবশ্চাহং বর্ত্তে এবেত্যদ্য যুষ্মাকং রসিকতা পরীক্ষিতা ভবিষ্যন্তীতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

পূর্ণ-শশধরের বিমল জ্যোৎস্নায় ধবলীকৃত বিবিধ ফল ও পুষ্পাদিতে সুশোভিত এবং যমুনানিলের মৃদুমন্দ বহনে আন্দোলিত-শাখা তরুরাজি-বিরাজিত উপবন ত তোমাদের দর্শন করা হইল ॥ ২০ ॥

আভাস।

রাত্রিকালে বনেও গমন করিয়াছ, তখন লোকে তাদৃশ নিন্দাবাদ করিবে না সত্য! তথাপি বিপদের আশঙ্কায় আত্মীয় স্বজনগণ উদ্বিগ্ন হইয়া, তোমাদিগকে অন্বেষণ করিতেছেন; সন্দেহ নাই। তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন করা, তোমাদের কর্ত্তব্য নহে। অন্যার্থে আত্মীয়গণ উদ্বিগ্ন হইয়া যদিও অন্বেষণ করেন, তথাপি এরূপ নিবিড় বনে কখনই আসিতে পারিবে না এবং তোমাদিগকে দেখিতেও পাইবে না; সুতরাং স্বজন-ভয়ে তোমাদিগকে ভীত হইতে হইবে না; স্বচ্ছন্দে আমার সহিত বিহার কর। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের গূঢ় অভিসন্ধি ॥ ১৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাভাব দর্শনে ব্রজবনিতাগণ লজ্জায় বিড়ম্বিতার ন্যায় যখন ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, তখন গোবিন্দ তাঁহাদিগকে বলিলেন, হাঁ! তোমরা যে কেবল বনশোভা দর্শনার্থ এখানে আগমন করিয়াছিলে, তাহা এতক্ষণে আমি বুঝিতে

তদ্‌যাত মাচিরং ঘোষং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ।
ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহ্যত ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ।

তৎ তস্মাৎ ঘোষং গোষ্ঠং ব্রজং যাত; মা চিরং বিলম্বো ন কার্য্যঃ। তত্র পতীন্ শুশ্রূষধ্বং! হে সতীঃ সত্যঃ! বৎসাঃ বালাঃ চ ক্ষুধার্ত্তাঃ ক্রন্দন্তি তান্ (দুগ্ধং) পায়য়ত গাঃ চ দুহ্যত ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সতীঃ হে সত্যঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তত্তস্মান্মা চিরং যাত অপি তু শীঘ্রমেব যাতেত্যর্থঃ। সতীঃ পতিব্রতা অপি শুশ্রূষধ্বং। তদ্ধর্ম্মগ্রহণার্থং তা অপি ভজনীয়া এবেতি ভাবঃ। ইতি পরোঢ়া উক্ত্বা কুমারীঃ প্রাহ। বৎসা গবাং ক্রন্দন্তি তান্ দুহ্যত দোহয়ত। মুনিচরীঃ প্রাহ বালাঃ ক্রন্দন্তি তান্ পায়য়ত। পক্ষে তত্তস্মাচ্চিরং সমস্তামপি রাত্রিং ব্যাপ্য মা যাত ময়া সহ রমধ্বমিতি ভাবঃ। পতীন্ সাধ্বীশ্চ মা শুশ্রূষধ্বং বিধাত্রা দত্তস্যৈতাদৃশসৌন্দর্যস্য যৌবনস্য চ বৈয়র্থ্যপ্রাপণানৌচিত্যাদিতি ভাবঃ। এবং মা দোহয়ত মা পায়য়ত মদনুরাগিণীনাং ভবতীনাং কিং তৈরিতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

এক্ষণে আর বিলম্ব করিও না; ব্রজে ফিরিয়া যাও! ঐ শুন! বালকগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া চিৎকার করিতেছে; গাভীকে দোহন করিয়া বৎস ছাড়িয়া দাও! এবং বালকগণকে দুগ্ধপান করাও ॥২১॥

আভাস।

পারিলাম! এতচ্ছ্রবনে তাঁহাদিগকে আকাশপথে দৃষ্টিসংযোগ করিতে দেখিয়াই, কৃষ্ণ বলিলেন, ঐ পূর্ণশশধরের জ্যোৎস্নাজালেই বন এত উজ্জ্বল হইয়াছে সত্য! নারীগণ লজ্জায় সে দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া যেমন যমুনাপানে অবলোকন করিলেন, অমনি কৃষ্ণ বলিলেন, অহো! সুশীতল যমুনা মৃদুমন্দ পবনভরে আগমন করিয়া তোমাদের অঙ্গতাপ কেমন নিবারণ করিতেছে। ঐ দেখ! পুষ্পস্তবকে সুসজ্জিত পাদপরাজি শীতল সমীরণ স্পর্শে যেন, আনন্দে নৃত্য করিতেছে! অহো সুন্দরীগণ! তোমাদের দৃষ্টি কি বিচক্ষণা! তোমরা একে একে উপবনের যাবতীয় শোভাই পরিদর্শন করিলে। ভালই হইল, আর বিলম্ব করিও না। আগমনের উদ্দেশ্য ত সফল হইল; এখন গৃহে যাও। অর্থান্তরে প্রকাশ যে, সর্ব্বশোভা-সম্পন্ন বৃন্দাবনে তোমরা আগমন করিয়াছ এবং প্রেমব্যঞ্জক যাবতীয় পদার্থই অনুকূল বেশে প্রতীক্ষা করিতেছে; এরূপ অবস্থায় অদ্য তোমাদের রসিকতার পরীক্ষা লওয়া হইবে। কৃষ্ণ প্রেমের যে কিরূপ আকর্ষণ, তাহা জগতে তোমাদের আচরণেই সুষ্ঠু পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে ॥২০॥

এক্ষণে "গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ। পতিরেব গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্ব-

অথবা মদভিস্নেহাদ্ভবত্যো যত্রিতাশয়াঃ।

অন্বয়ঃ।

অথবা মদভিস্নেহাৎ (ময়ি যঃ অভিতঃ স্নেহঃ তস্মাৎ) যত্রিতাশয়ঃ (যত্রিতঃ বশীকৃতঃ

শ্রীধরস্বামী।

সংরম্ভক্ষুভিতদৃষ্টীঃ প্রত্যাহ অথবেতি। যত্রিতাশয়াঃ বশীকৃতচিত্তা উপপন্নং যুক্তং।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অথবেতি। হন্ত ময়া বৃথৈবৈতাস্ত্যাগমনকারণানি কল্পিতান্যধুনৈব কারণমবগতমিত্যাহ ময়ি যোহভি সর্ব্বতোভাবেন স্নেহস্তস্মাৎ যত্রিতাশয়াঃ বশীকৃতচিত্তাঃ অতএবাগতাস্তদুপপন্নং মদ্দর্শনলাভাৎ সিদ্ধং যতো ময়ি জন্তবঃ প্রাণিমাত্রাণি প্রীয়ন্তে ইত্যৌৎপত্তিকং মে সৌভাগ্যং নত্বৌপাধিকমিতি ভাবঃ। তেন ভবত্যো ময়ি প্রীতিসামান্যবত্য এব নতু

অবশ্য! তোমরা আমার প্রতি নিতান্ত স্নেহে আকৃষ্ট হইয়াই যে, এখানে আগমন করিয়াছিলে, তাহাতে কোন দোষ হয় নাই; ইহা সম্ভবপর বটে।

আভাস।

ব্রাহ্মণস্যাগতো গুরুঃ॥" এই মনুবাক্য অনুসারে প্রকাশ যে, ব্রাহ্মণের গুরু অগ্নি; অন্য বর্ণত্রয়ের গুরু ব্রাহ্মণ; নারীগণের এক মাত্র গুরু পতি এবং অন্য সর্ব্বত্র অতিথিই সর্ব্বদেবময় গুরু। অতএব পতিসেবা পরিত্যাগ করিলেই নারীগণের পাপ জন্মে। অসন্দিগ্ধচিত্তে পতির চিন্তানুকরণে নিযুক্ত থাকাই নারীর প্রধান ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণ এই সনাতন ধর্ম্মপথের উল্লেখ করিয়া গোপবনিতাগণকে বলিলেন যে, তোমরা আর বিলম্ব করিও না; বনদর্শন করা ত হইল; এখন গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্বামী, পুত্র ও স্বজনবর্গের সেবায় যত্ন কর। অর্থাৎ তোমরা যখন অন্যের দ্বারা পরিণীত হইয়াছ, তখন সেই সংসর্গাদি-জনিত আনন্দে যে পর্য্যন্ত ভোগের দ্বারা তোমাদের তাহাতে বিরক্ত না আইসে, তদবধি আমার সঙ্গলাভের প্রত্যাশা নাই। কুমারীগণকে বলিলেন, ঐ শুন! বৎস সমূহ চিৎকার ধ্বনি করিতেছে; গোদোহনাদি করিয়া তাহাদের বন্ধন মোচন করিয়া দাও! মুনিচরীগণকে বলিলেন, তোমাদের শিশু সন্তান স্তন্যভাবে ক্রন্দন করিতেছে; সত্বর গৃহে যাইয়া, তাহাদিগকে স্তন্য পান করাও। এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা হইল যে, বিষয়-রসে রসিক চিত্তবৃত্তির সাক্ষিচৈতন্যের নিকট অবস্থানের সামর্থ্য নাই; আন্দোলিত হইয়া, বিষয়াভিমুখে অগ্রসর হওয়াই তাহার অভ্যাস। পতি স্বজনগণের প্রেম সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইতে না পারিলে, কৃষ্ণসঙ্গ স্থায়ী হয় না। ক্ষণিক বৈরাগ্যে চিরস্থায়ী নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। আংশিক বৈরাগ্যে আংশিক শান্তি; পূর্ণ বৈরাগ্যে পূর্ণ শান্তি। তবে বৈরাগ্যই যে শান্তির কারণ তাহা নহে, শান্তির প্রতিবন্ধকের নিবারক মাত্র। গোপিকারা গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা থাকিতেন, কিন্তু তথা হইতে অনেক দূরে বৃন্দাবনের কানন মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শ্রবণ করিবা মাত্র, সকল কর্ম্মেই বিস্মৃত হইতেন; বেণুরবে অন্যত্র ব্যাপারশূন্য হইয়া, কৃষ্ণাভি-

আগতা হ্যুপপন্নং তৎ প্রীয়ন্তে মম জন্তবঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ।

আশয়ঃ অন্তঃকরণং, যাসাং তাঃ) তথা ভবত্যঃ আগতাঃ তর্হি তৎ এতৎ যুষ্মাকং উপপন্নং যুক্তমেব হি যস্মাৎ মম ময়ি জন্তবঃ প্রাণিনঃ প্রীয়ন্তে ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

মম মহ্যং। সর্ব্বে প্রাণিনঃ প্রীয়ন্তে প্রীতা ভবন্তি ॥ ২২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কামোপাধিকপ্রীতিবিশেষবত্য ইতি ধ্বনিতং। পক্ষে মদভিস্নেহঃ কান্তভাবময় প্রেমা তস্মাদ্ধেতোর্যস্ত্রীকৃত আশয়ো যাভিস্তাঃ ভবতীনাং মনসা যন্ত্রেণৈবাহমাকৃষ্টো বর্ত্তে ইত্যর্থঃ। তৎ আগমনঞ্চ উপপন্নং উচিতমেব। নতূপপত্তিরহিতমিত্যর্থঃ। ময়ি জন্তবোঽপি প্রীয়ন্তে কিমুত ভাববত্যো ভবত্য ইতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

কারণ কেবল তোমরা কেন! জীবমাত্রই আমাকে ভাল বাসিয়া থাকে; তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ২২ ॥

আভাস।

মুখেই ধাবিতা হইতেন। কিন্তু তথায় গমন করিলেও, তাঁহারা মুখে প্রকাশ করুন বা নাই করুন, তাঁহাদের চিত্তে যখনই সাংসারিক গৃহচিন্তা উদয় হইত, অমনি কৃষ্ণ তথা হইতে অন্তর্হিত হইতেন, বা তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরাইয়া দিতেন। এক পক্ষে সংসারের পতি, অন্য পক্ষে জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ; মধ্যে উভয়ত আকৃষ্ট দোলায়মানা গোপিকা। একদিকে স্বজনাসক্তিতে পতি প্রভৃতির দিকে তাঁহারা আকৃষ্ট হইতেছেন, পরক্ষণই আবার বেণুরবে শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে নীত হইতেছেন। বৈরাগ্যের তীক্ষ্ণ ছুরিকাতে যখন তাঁহাদের বিষয়াসক্তিকে ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া ফেলিল, তখনই ভগবৎপ্রেমানন্দের পরিস্ফুট পরিচায়ক স্বরূপ বেণুনিনাদে আকৃষ্ট হইয়া, মূল স্তম্ভস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সমীপে সম্মিলিত হইয়া তাঁহারা রাসরাত্রি উপভোগ করেন। তবে এই বৈরাগ্য-ছুরিকা শাণিত করিবার ভার গোপিকাদের উপর ন্যস্ত ছিল বটে, কিন্তু শানযন্ত্র শ্রীকৃষ্ণেরই হস্তে। যখনই শাণিত করিবার প্রয়োজন হইত, অমনি শ্রীকৃষ্ণ বেণুধ্বনি রূপ মহা শানযন্ত্র তাঁহাদের সম্মুখে ধরিতেন; গোপিকারাও তৎক্ষণাৎ অচ্ছেদ্য গৃহবন্ধন দূরে ছেদন করিয়া, তদভিমুখেই ধাবিত হইতেন। কিন্তু সেই ছেদন ব্যাপার যদবধি নিঃশেষে সম্পাদিত না হইয়াছিল, কথঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিত, তদবধি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে নিজ সন্নিধান হইতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। গোবিন্দ চন্দ্র উপহাসচ্ছলে ব্রজনারীগণকে বলিলেন, দেখ! তোমাদের এখানে আগমনের যত প্রকার কারণ আমি এতাবৎ নিরূপণ করিয়াছি, তাহার কোনটীই সত্য হয় নাই; এতক্ষণে আমি প্রকৃত কারণ অবধারণ করিয়াছি। আমার প্রতি স্নেহই তোমাদিগের এখানে আগমনের বিশেষ কারণ। অতএব আমার দর্শনলাভেই তোমাদের সে আকাঙ্ক্ষা

ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মো হ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাং চানুপোষণং॥

অন্বয়ঃ।

হে কল্যাণ্যঃ! অমায়য়া কাপট্যপরিত্যাগেন ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং তদ্বন্ধূনাং ভর্ত্তৃবন্ধূনাং পিত্রাদীনাং চ শুশ্রূষণং (তেষাং) প্রজানাং পুত্রভৃত্যাদীনাং অনুপোষণং হি এব স্ত্রীণাং পরঃ উৎকৃষ্টঃ ধর্ম্মঃ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্থ ভবদভিস্নেহবত্যো বয়ং ভবাম ইতি চেজ্জানাসি তর্হি তদ্ব্রূত গোষ্ঠমিতি মুহুঃ কিং ব্রবীষি ন হি স্নেহাশ্রয়ো জনঃ স্নেহবিষয়ং জনং ত্যক্তুং শক্নুয়াৎ সত্যং। যেন ধর্ম্মঃ সিদ্ধ্যেৎ তদেব স্নেহবতাপি ব্রজজনেন কর্ত্তব্যমিতি শাস্ত্রমস্ত এতদ্ব্রবীমি ইত্যাহ ভর্ত্তুরিতি। পরঃ উৎকৃষ্টঃ। অমায়য়েতি নতু পুংশ্চল্যাত্বে সতীত্যর্থঃ। তদ্বন্ধূনাং শ্বশ্রূাদীনাং। পক্ষে। স্ত্রীণাং প্রস্তুতত্বাৎ স্ত্রীবিশেষাণাং ব্রজসুন্দরীণাং ভবতীনামিত্যর্থঃ। ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং পরো ধর্ম্মঃ নস্বাত্মীয়ঃ। অতঃ স নানুষ্ঠেয় ইতি ভাবঃ। যদুক্তং। বিধর্ম্মঃ পরধর্ম্মশ্চ আভাস-উপমা ছলঃ। অধর্ম্মশাখাঃ পঞ্চেমা ধর্ম্মজ্ঞোঽধর্ম্মবৎ ত্যজেদিতি মম বিষ্ণুত্বাত্তবতীনাঞ্চ বৈষ্ণবীত্বান্মদ্ভজনমেব ভবতীনাং স্বধর্ম্মোঽন্যস্ত পরধর্ম্ম এব। ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তম ইতি ধর্ম্মান্তরত্যাগপূর্ব্বকস্য মদ্ভজনস্য বিধিরিতি ভাবঃ॥

হে কল্যাণীগণ! অকপট চিত্তে স্বামীর সেবা, ভর্ত্তৃবন্ধু শ্বশুরাদির শুশ্রূষা এবং তাঁহাদের পুত্রাদি ভৃত্যবর্গকে অন্নাদি প্রদানে পোষণ করাই নারীর উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম॥

আভাস।

চরিতার্থ হইয়াছে। এ প্রেম আমাকে প্রাণিমাত্রই করিয়া থাকে। এইটী জীবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম; ইহাতে কোন ফল বা আশা পূরণের প্রত্যাশা নাই। মদীয় প্রেম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সুতরাং সূত্রযন্ত্রিত পুত্তলিকার ন্যায়, তোমাদের চিত্ত আমার প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া যে তোমরা আগমন করিয়াছ, তাহাতে আর বিচিত্র কি! কারণ জীবমাত্র বুঝিয়াই হউক, বা না বুঝিয়াই হউক, আমার প্রেমে প্রেমবান্। বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকিলেই অনন্য-চিন্তনে আমার সমীপেই অগ্রসর হইয়া থাকে; তোমাদের ন্যায়, ভাববতীর আগমনে আর সন্দেহ নাই॥ ২১॥ ২২॥

নারীগণ বলিলেন, হে দয়ানিধান! ভবদীয় স্নেহে বশীভূত হইয়াই যদি আমরা আসিয়াছি, ইহা আপনি অবগত হইয়া থাকেন, তবে কোন্ প্রাণে আবার ফিরিয়া যাইবার নিমিত্ত বারংবার অনুমতি করিতেছেন? প্রেমিক কি কখন প্রিয় পদার্থকে পরিহার করিতে পারে! এতদুত্তরে কৃষ্ণ কহিলেন, তোমরা যাহা বলিলে, তাহা সত্য বটে; কিন্তু প্রেমবানের যাহাতে ধর্ম্ম রক্ষিত হইয়া পরিণামে শ্রেয়ঃসাধন হয়, প্রিয় ব্যক্তির তৎপ্রতি

দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা।
পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ।

দুঃশীলঃ (দুষ্টং শীলং যস্য সঃ দ্যূতস্তেয়াদিব্যসনবান্) দুর্ভগঃ নিষ্ফলোদ্যমঃ, বৃদ্ধঃ বিকলেন্দ্রিয়ঃ, জড়ঃ মূর্খঃ, রোগী মহারোগগ্রস্তঃ, অধনঃ দরিদ্রঃ, (এবম্ভূতোঽপি) অপাতকী পতিঃ লোকেপ্সুভিঃ পুণ্যলোকমিচ্ছদ্ভিঃ, স্ত্রীভিঃ ন হাতব্যঃ ত্যক্তব্যঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

দৃষ্টাদৃষ্টভয়প্রদর্শনেন নিবর্ত্তয়তি ভর্ত্তুরিত্যাদি শ্লোকত্রয়েণ ॥ ২৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্বু ভবদভিন্নেহবতীনামস্মাকমননুরূপাঃ প্রতিকূলশীলা অরোচকাস্তে পতয়ঃ কথং সেব্যা ভবন্ত্বিত্যতআহ দুঃশীল ইতি। অপাতকীতি পতিস্ত্বপতিতং ভজেদিতি স্মৃতেঃ। পতনহেতু পাতকবানেব পতিস্ত্যাজ্য ইত্যর্থঃ। লোকেপ্সুভিঃ পতিলোকসুখবাঞ্ছাবতীভিঃ। পক্ষে। লোকেপ্সুভিঃ ইহলোকে পরলোকে চাতিক্ষুদ্রকীর্ত্তিসুখাদ্যপেক্ষাবতীভিরেব ন হাতব্যঃ যুষ্মাভিস্তু লোকদ্বয়ায় জলাঞ্জলীর্দত্ত্বা মন্মাধুর্য্যসুখবারিধৌ খেলন্তীভিঃ প্রথমত এব পতিস্ত্যক্ত এব ॥ ২৩ ॥

দেখ! স্বামী যদি নিতান্ত নিঃস্ব, মূর্খ, মহারোগগ্রস্ত এবং বিকলেন্দ্রিয় বা প্রাচীনও হন এবং দ্যূতাদি দুষ্কর্ম্মেও সতত আসক্ত থাকায় সাংসারিক যাবতীয় কার্য্যে উদ্যমহীন ও অকর্ম্মণ্য হন, তথাপি স্বর্গাদি পবিত্র লোক-প্রার্থিনী নারীর নিকট কখনই পরিত্যক্ত নহেন। কেবল ব্রহ্মহত্যাদি মহা-পাতকে দূষিত পতির সংসর্গ কর্ত্তব্য নহে; দূর হইতে তাদৃশ স্বামীর সেবাই পত্নীর বিধেয় ॥ ২৩ ॥

আভাস

বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। অপূর্ব্ব মানব-যোনি প্রাপ্তে যদি বর্ণাশ্রমপ্রোক্ত স্বকীয় ধর্ম্মের অনুশীলন করা না হয়, তাহা হইলে ভগবল্লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। তোমরা যখন আমার প্রতি অনুরক্ত, তখন তোমাদের হিতসাধনার্থ আমার সতত সদুপদেশ দেওয়াই কর্ত্তব্য। তোমরা এক্ষণে গৃহে প্রত্যাগমন করত পতি প্রভৃতির সেবায় নিরত থাকিলে, অভ্যাসের গুণে চিত্ত ক্রমশ এতই পরিশুদ্ধ হইবে যে, সেই জগৎপতি জনার্দ্দনে মনোনিবেশ পূর্ব্বক পরিণামে অনুপম শান্তি উপভোগ করিবে। তখন আর ধর্ম্ম কর্ম্মের অপেক্ষা থাকিবে না। ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার লাভ হইলে ধর্ম্মানুষ্ঠানও অবিদ্যাবন্ধন বোধে

"আবিশুদ্ধেঃ প্রতীক্ষ্যো হি মহাপাতকদূষিতঃ" ইতি স্মৃতেঃ ব্রহ্মহত্যাদিযুক্তো দূরত এব সেব্য স্তৎসম্পর্কস্তু বর্জনীয়ঃ। ইত্যাশয়েন আহ অপাতকীতি ॥ ২৩ ॥

অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহং।

অন্বয়ঃ।

কুলস্ত্রিয়াঃ ঔপপত্যং (পরপুরুষসম্বন্ধঃ উপপতিঃ তজ্জন্যং সুখং ঔপপত্যং) অস্বর্গ্যং স্বর্গরোধকং, অযশস্যং যশোনাশকং, সর্ব্বত্র লোকে শাস্ত্রেচ জুগুপ্সিতং নিন্দিতং কৃচ্ছ্রং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ময়ি স্নেহসামান্যবত্যো ভবত্যঃ স্বভাবাদ্ভবন্ত্যেব। কিন্তু ধর্ম্মপ্রতিকূলস্নেহবিশেষস্তু সর্ব্বথৈব ত্যাজ্য ইত্যাহ অস্বর্গ্যমিতি। মাস্তু স্বর্গ ইতি চেদ্‌যশস্যং যশোঽপি মাস্ত্বিতি চেৎ ফল্গু মিথ্যৈব ব্রূয়ে নেদং ফল্গু সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বেনানুভূতত্বাদিতি চেৎ কৃচ্ছ্রং পত্যাদিবারণকষ্টময়ং নন্বু বামতা দুর্ল্লভত্বঞ্চ স্ত্রীণাং যাচ নিবারণা। তদেব পঞ্চবাণস্য মন্যে পরমমায়ুধমিতি দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব রজ্যতে ইতি রসশাস্ত্রোক্তেঃ। প্রত্যুত তৎ কৃচ্ছ্রংরাগবতীনামস্মাকং সুখাতিশয়হেতুরেবেতি চেৎ ভয়াবহং লোকশাস্ত্রনিষিদ্ধত্বাদৈহিকপারত্রিকভয়প্রদং। নন্বু যত্র নিষেধবিশেষঃ সুদুর্ল্লভত্বঞ্চ, যন্মৃগাক্ষীণাং তত্রৈব নাগরীণাং নির্ভরমাসজ্যতে হৃদয়মিতি

কুলকামিনীর পরপুরুষ-সম্বন্ধ নিতান্তই ঘৃণিত ; ইহাতে তাঁহাদের ঐহিকে যশঃ ও পরকালে স্বর্গলাভের কোন প্রত্যাশা থাকে না। জনসমাজে ও শাস্ত্রে

আভাস।

ত্যক্তব্য হয়। "ধর্ম্মং ভাগবতং পুংসাং নিঃশ্রেয়সকরং পরং" এক ভাগবত ধর্ম্মই জীবের মোক্ষপ্রদ ; তদ্ব্যতীত পতি শুশ্রূষাদি যাবতীয় ধর্ম্মই পরধর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়াছে। গীতাতে উক্ত আছে, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্ব-পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচ।" এই ভাবী উক্তির ভাবকে উপদেশচ্ছলে এখানে আনয়ন করিয়া প্রকারান্তরে বলিয়াছিলেন যে, আমাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে, তোমাদের আর কোন ভয় থাকিবে না। ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে নিন্দিত ও আদৃত পতির উল্লেখ করত যে সকল নারীধর্ম্মের কথা বর্ণিত হইয়াছে, সে সকলই আভাস ধর্ম্মের কথা। শাস্ত্রান্তরে কথিত আছে, "বিধর্ম্মঃ পরধর্ম্মশ্চ আভাস উপমা ছল। অধর্ম্মশাখাঃ পঞ্চেমা ধর্ম্মজ্ঞোঽধর্ম্মবৎ ত্যজেৎ॥" বিধর্ম্ম অর্থাৎ নিষিদ্ধধর্ম্ম যথা—ব্রাহ্মণের যবনধর্ম্ম ; পরধর্ম্ম যথা—শূদ্রের ব্রাহ্মণাচার ; আভাস ধর্ম্ম যথা—পতিকেই পরম গুরু জ্ঞান করা। কারণ পতিসেবার দ্বারা স্ত্রীর ধর্ম্ম ও চরিত্রাদি সুরক্ষিত হইয়া নারী ভগবদ্ভক্তির দ্বারা মোক্ষ লাভে অধিকারিণী হয়। অতএব মূল ধর্ম্ম ঈশ্বরার্চ্চন হইলেও পতিকে ঈশ্বরবোধে সেবাই আভাস ধর্ম্ম। উপমা ধর্ম্ম যথা—কোন ব্যক্তিকে দানাদি বিশেষ ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়াই, সামাজিক প্রতিষ্ঠারক্ষার্থ তাদৃশ ধর্ম্মকর্ম্মে অগ্রসর হওয়ার নাম উপমা ধর্ম্ম ; এবং মাংসভোজনাদির প্রবৃত্তি হইলে, মহাপীঠাদি দেবমন্দিরে ছাগাদি বলি প্রদানের দ্বারা যে দেবীর অর্চ্চনা, তাহাকে ছল ধর্ম্ম কহা যায়। অবশ্য এই পঞ্চ প্রকারেই ধর্ম্মের

জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ।

কষ্টসাধ্যং, ফল্গু তুচ্ছং ক্ষণভঙ্গুরং, (তথাপি ভোগকালে অপি) ভয়াবহং (ভয়মেব আবহতি) হি এব ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ফল্গু তুচ্ছং। কৃচ্ছ্রং দুঃখসম্পাদকং। ঔপপত্যং জারসৌখ্যং ॥ ২৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

রসশাস্ত্রোক্তেঃ। প্রত্যুত রসাধায়কমেবৈতদিতি তত্রাহ জুগুপ্সিতমিতি। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে ঔপপত্যং উপপতিকর্ত্তৃকং কর্ম্ম কুলস্ত্রিয়াঃ জুগুপ্সিতমিতি সর্ব্বত্র তদ্বতী কুলস্ত্রী নিন্দ্যতে ইত্যর্থঃ। তত্র যদ্যপি যুষ্মাভিঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধ্যা স্বনিন্দাপি সুসহৈব তথাপি মৎ-প্রণয়াস্পদানাং যুষ্মাকং নিন্দা ময়া কথমুৎপাদনীয়েতি অতো গোষ্ঠমেব যাতেতি ভাবঃ। পক্ষে সর্ব্বত্রেতি জুগুপ্সিতমিদং সার্ব্বত্রিকমেব প্রস্তুতে তু মম নারায়ণসমত্বং গর্গমুখ-পরম্পরয়া যুষ্মাভিঃ শ্রুতমেবেত্যতো মমৌপপত্যেঽপি নৈব নিন্দা পরমেশ্বরত্বেন শুভাশুভ-কর্ম্মাতীতত্বাদিতি ভাবঃ। ২৪ ॥

ইহার বিশেষ নিন্দা ঘোষিত হইয়া থাকে। বিশেষত এই তুচ্ছ ও ক্ষণভঙ্গুর প্রেমে কোন ফলোদয় নাই, বরং অতি কষ্টে এতাদৃশ আনন্দের সংঘটন ঘটে ও তাহা সর্ব্বদাই ভয়প্রদ ॥ ২৪ ॥

আভাস।

অনুষ্ঠান করা হয় বটে; কিন্তু মূলত প্রত্যেকের অভ্যন্তরে অধিকারী, দেশ কাল, পাত্র ও অভিলষিত দেবতানিষ্ঠ তারতম্যে কথঞ্চিৎ পাপের যে সংস্রব হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। অতএব ঈশ্বরপরায়ণ ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ এই পঞ্চবিধ ধর্ম্মালোচনাকেও অধর্ম্মের অনুষ্ঠানবোধে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে যুবতীগণ! যখন তোমরা পরমবৈষ্ণবী এবং আমিও পরমদেব বিষ্ণু, তখন পতি শুশ্রূষারূপ নারীর আভাস-ধর্ম্মের অপেক্ষা সর্ব্বপ্রযত্নে আমার ভজনা করাই বিধেয়। যদি এই জীবনে বা পর জীবনে কেবল ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর পতিসোহাগরূপ সুখের অপেক্ষা থাকে, তবে স্বামী পরিত্যাগ অবিধেয়; আর যদি প্রকৃত মঙ্গলের বাসনা থাকে, তাহা হইলে উভয় লোকে জলাঞ্জলি দিয়া, মদীয় মাধুর্য্যবারিধির অপার ও অনন্ত গহ্বরে ক্রীড়া করত পতিস্বজন-চিন্তা দূরে পরিত্যাগ কর। পক্ষান্তরে বলিলেন যে, পতি যদি কেবল মহাপাপে দূষিত না হন, অথচ নানা দোষে দূষিত তথাপি পত্নীর কখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। তাহা হইলে বিধিশাস্ত্রে ও জনসমাজে তিনি অতীব নিন্দিত হন, সন্দেহ নাই ॥ ২৩ ॥

তোমরা অবশ্য স্বভাবতই আমার প্রতি অনুরাগিণী; কিন্তু এই ধর্ম্মবিরুদ্ধ অনুরাগের

শ্রবনাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্॥

অন্বয়ঃ।

শ্রবণাৎ, দর্শনাৎ, ধ্যানাৎ, অনুকীর্ত্তনাৎ চ ময়ি ভাবঃ স্নেহাতিশয়ঃ (যথা ভবতি) তথা তাদৃশঃ সন্নিকর্ষেণ অঙ্গসম্বন্ধেন ন ভবতি। ততঃ তস্মাৎ যূয়ং গৃহান্ প্রতিযাত॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্বু কথমন্যথা সম্ভাবয়সি। ন বয়ং তদঙ্গসঙ্গার্থমাগতাঃ কিন্তু গর্গোক্তিপ্রামাণ্যান্নারায়ণস্য সমো নান্য ইত্যতস্ত্বামেব নারায়ণং জ্ঞাত্বা ত্বদ্ভক্তিকামা বয়মাগতাস্তদদ্যতনীং রাত্রিং স্বসমীপ এবাস্মান্ স্থাপয়িত্বা কৃপয়া স্বচরণসরোজং পরিচারয়েতি চেত্তত্রাহ শ্রবণাদিতি। শুদ্ধভক্তাঃ খলু সামীপ্যসালোক্যাদিকমাপ ন কাময়ন্তে যথা শ্রবণকীর্ত্তনাদিকমিতি প্রসিদ্ধির্ভবতীতি বৈষ্ণবীভিঃ শ্রুতৈবেতি ভাবঃ। পক্ষে শ্রবণাদিভ্যো ভাবঃ কন্দর্পস্তথা ন ভবতি যথা সন্নিকর্ষেণেত্যতো গৃহান্ প্রতি ন যাতেতি নঞ আবৃত্ত্যান্বয়ঃ। যদ্বা। নঞ্, পর্য্যায়স্যাকারস্য প্রশ্লেষেণ অগৃহান্ ন গৃহান্ প্রতিযাতেত্যর্থঃ॥

আমাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য যদি তোমাদের মনে নিতান্তই উদ্বেগ জন্মিয়া থাকে, তাহাও কেবল অঙ্গ সংসর্গে ঘটিবে না। কারণ আমার বিষয় শ্রবণ, আমাকে দর্শন, মনে মনে আমাকে চিন্তন ও পরস্পরে মৎকথার আলাপনে আমার প্রতি জীবের যেরূপ স্নেহভাবের উদয় হয়, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিরন্তর নিকটে বাস করিলে, তাদৃশ ভাব কখনই জন্মে না। অতএব তোমরা এক্ষণে গৃহে গমন কর!॥

আভাস।

বশবর্ত্তী হওয়া কখনই বিধেয় নহে। কারণ কুলকামিনীর উপপতি সংসর্গ লোকত পরত দূষণীয়; বিশেষত ইহাতে কোন সুখোদয় হওয়া দূরে থাকুক্, বরং নিরন্তর ক্লেশেরই উদয় হইয়া থাকে। রসশাস্ত্রে উক্ত আছে যে, অনুরাগবতীর প্রণয়স্রোতে বিবিধ বাধা বিপ্রতিপত্তি-জনিত ক্লেশই তাহার মিলনসুখের আধিক্য সম্পাদন করে; তথাপি তাহাতে বিশেষ ভয়ের কারণ আছে। উপপতিতে আসক্ত নারী জনসমাজে বিশেষ নিন্দনীয়াই হইয়া থাকেন। সে নিন্দা যদি তোমরাও সহ্য করিতে স্বীকার কর, আমি তাহাতে অনুমোদন করি না; অতএব তোমরা গৃহে প্রত্যাগমন কর। পক্ষে; যখন গর্গাচার্য্যের মুখে আমার বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছে, তখন আর নিন্দার ভয় কি! যে নারায়ণে আত্মসমর্পণ করিলে জীব মুক্ত হয়, তাঁহাকে প্রত্যক্ষে প্রাপ্ত হইয়া, কোন্ ব্যক্তি তৎসহবাস-সম্ভোগে বিরত হয়॥ ২৪॥

গোপিকারা পাছে বলেন যে, হে দয়াসিন্ধো! গর্গাচার্য্যের প্রমুখাৎ যে দিবস আপনার

শ্রীশুক উবাচ ॥

ইতি বিপ্রিয়মাকর্ণ্য গোপ্যো গোবিন্দভাষিতং।
বিষণ্ণা ভগ্নসংকল্পাশ্চিন্তামাপু র্দুরত্যয়াং ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীশুকঃ উবাচ। ইতি এবম্ভূতং বিপ্রিয়ং গৃহগমনবিষয়কং গোবিন্দভাষিতং (গোবিন্দস্য ভাষিতং) আকর্ণ্য শ্রুত্বা বিষণ্ণাঃ বিষাদং প্রাপ্তাঃ, ভগ্নসংকল্পাঃ (ভগ্নঃ ভগবতা সহ রমণ-বিষয়কঃ সংকল্পঃ মনোরথঃ যাসাং তাঃ) গোপ্যঃ দুরত্যয়াং (তদনুগ্রহং বিনা অনিবর্ত্ত্যাং) চিন্তাং আপুঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কিঞ্চ শ্রবণাদিতি ॥ ২৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

গাঃ নানাবিধান্ বাগ্বিলাসান্ প্রয়োক্তুং বিন্দতে লভত ইতি গোবিন্দস্তস্য ভাষিতং ভাষ ব্যক্তায়াং বাচীত্যতো ব্যক্তবাক্যং বিপ্রিয়মাকর্ণ্য তদেব ধ্বনিশ্লেষযুক্তং অব্যক্তবাক্যং তস্য প্রিয়ত্বে বুদ্ধ্যা সম্যগবগতেঽপীত্যর্থঃ। ব্যক্তবাক্যস্য বিপ্রিয়ত্বে কারণমদৃষ্ট্বা অব্যক্ত-বাক্যস্যাপি প্রিয়ত্বে সন্দিহানাস্তা অনুরাগস্থায়িভাবোত্থদৈন্যোদয়াৎ সত্যমযোগ্যা অস্মানয়-মুপেক্ষতেঽস্মেবেতি নিশ্চিত্য বিষণ্ণা যদহমহো পতিকুলপিতৃকুলধর্ম্মধৈর্য্যভয়লজ্জাদিক-মুপেক্ষ্যায়াতাঃ স খল্বস্মানুপেক্ষত ইতি ভগ্নসঙ্কল্পাশ্চিন্তামাপুঃ কিং সকাকুপাদগ্রহণমিম মনুনয়েন কিম্বা প্রযত্নতো ধৈর্যমবলম্ব্য কৃত্রিমশাঠ্যেন ব্রজং প্রতি নিবৃত্ত্যা দুরবগাহ-গাম্ভীর্য্যস্যাস্যাশয়ং নির্দ্ধারয়েম কিম্বা প্রাণান্ পরিত্যজেম। তত্র চাস্য সাক্ষাদেব পরোক্ষং বা যমুনাপ্রবেশাদিনা বা হন্ত প্রাণাংস্ত্যক্ত্বাস্য শ্রীমুখং কথং পশ্যেম। অত্যক্ত্বা বা কথমত্র স্থাতুং প্রাপ্স্যাম এতদাদিষ্টং পত্যাদিভজনরূপং বাস্তভক্ষণং কর্ত্তুং বা কথং প্রভবাম ক্বং যাম কিং করবামেত্যদীতিকর্ত্তব্যমূঢ়া বভূবুরিত্যর্থঃ। আহুয় গোপীস্ত্যতিচাতকাবলীঃ স্ববেণুনাদেন বর্ষ যাদ্বিষং। কৃষ্ণস্তদেবাশু পপুঃ সুবিস্মিতাঃ বিশ্বস্য তাঃ কা জহতি ব্রতং নিজং ॥ ২৫ ॥

শুকদেব বলিলেন, নারীগণ গোবিন্দচন্দ্রের তাদৃশ নিদারুণ অপ্রিয়বাণী শ্রবণ করিয়া, নিতান্তই ভগ্নোৎসাহ ও মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন; তাঁহারা যেন চিন্তার অকূল পাথারে পতিত হইয়া, আত্মহারা হইলেন ॥২৫॥

আভাস।

নারায়ণ-তুল্যত্ব ভাব অবগত হইলাম, সেই দিবস হইতে আমরা ভক্তি সহকারে আপনার চরণসেবায় চরিতার্থ হইব মনে করিয়া, এই নিশাকালে এখানে উপস্থিত হইলাম; চরণদানে বঞ্চিত করিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ তদুত্তরে তাঁহাদিগকে বলিলেন, প্রদীপের নিতান্ত নিকটে অবস্থিতি করিলে যেমন, আলোকের সাহায্য লাভ হয় না সেইরূপ আমার

কৃত্বা মুখান্যব শুচঃ শ্বসনেন শুষ্যদ্বিম্বাধরাণি চরণেন ভুবং লিখন্ত্যঃ।

অন্বয়ঃ।

শুচঃ শোকাৎ (উদ্গতেন) শ্বসনেন উষ্ণবাতেন, শুষ্যদ্বিম্বাধরাণি (শুষ্যন্তঃ বিম্বফল-সদৃশাঃ অধরাঃ যেষু তানি) মুখানি অব অবাঞ্চি কৃত্বা, তথা চরণেন পাদাঙ্গুষ্ঠেন ভুবং

শ্রীধরস্বামী।

চিন্তাপ্রাপ্তানাং স্থিতিমাহ কৃত্বেতি। শুচঃ শোকাদুদ্গতেন শ্বসনেন শুষ্যন্তো বিম্বফল-সদৃশা অধরা যেষু মুখেষু তানি অব অবাঞ্চি কৃত্বা তথা চরণাঙ্গুষ্ঠেন ভুবং মহীং লিখন্ত্যঃ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

চিন্তায়া অনুভাবানাহ কৃত্বেতি। মুখানি অব অধঃ কৃত্বেতি লজ্জা ধ্বনিতা। প্রেম্নো-হনুরোধাদস্মাকং স্বাভাবিকলজ্জাত্যাগ এব সম্প্রতি লজ্জাং প্রাপ যতঃ কুলবতীনাং পুঞ্জী-ভূতলজ্জানামপ্যস্মাকং লজ্জাত্যাগঃ খলু প্রেমহেতুক এব। সচ প্রেমরসবিদাং মতে সঙ্গীত এব নতু বিগীতঃ। প্রেম্নস্তু লক্ষণমেতদেব যৎ স্ববিষয়ং পরমেশ্বরমপ্যতিশয়েন বশীকরোতি তৎ প্রেমেতি। ততশ্চ যদস্মাকং প্রেমবিষয়োঽয়ং কৃষ্ণো ন বশোঽভূত্তদাস্মাকং প্রেমৈব নাস্তীত্যবগতং লজ্জাত্যাগোঽয়ং কিং হেতুকোঽভূদিত্যনুতাপো লজ্জাচিন্তা চ তত্রানুতাপং বিবৃণ্বন্ মুখানি বিশিনষ্টি। মুখানি কীদৃশানি। শুচঃ শোকাদুদ্ভূতেন শ্বসনেনোষ্ণশ্বাসেন শুষ্যন্তো বিম্বাধরা যেষু তানি। সূর্য্যাতপেন পক্কবিম্বফলানাং শোষে সতি স্থৌল্যস্যাপগমঃ স্পষ্টমলিনত্বঞ্চ যথা ভবেত্তথা অধরাণামপ্যভূদিতি ভাবঃ। লজ্জাচিন্তে বিবৃণোতি চরণেন

শোকে শ্বাসবায়ু অতিশয় উষ্ণ ও খরতর বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল; বিম্বফলের ন্যায় সুকোমল মুখকমল মলিন হইয়া গেল। অবিরলধারে বাষ্পবারি উদ্গত হইয়া অক্ষিপত্রের কজ্জলকে ভাসাইয়া বক্ষ বহিয়া

আভাস।

সন্নিকটে বাস করিলে তাদৃশ ফললাভের সম্ভব নহে, যাদৃশ ফল দূরে অবস্থিতি পূর্ব্বক মদ্বিষয়ক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদির দ্বারা লাভ হইয়া থাকে।

গাঃ অর্থে নানাবিধ বাক্‌বিলাস; যিনি তাহা প্রয়োগ করিতে জানেন, তিনিই গোবিন্দনামে অভিহিত। গোপীকারা শ্রীকৃষ্ণের উক্তির মর্ম্মে যদিও আপনাদের অনুকূল ভাবেরই পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি স্পষ্টত নিতান্ত অপ্রিয় কথা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভীত হইয়া উঠিলেন; তখন মর্ম্মকথার প্রিয়ভাব আর তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পাইল না। তাঁহারা ভাবিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে উপেক্ষাই করিলেন। তাঁহারা বিষণ্ণ-বদনে চিন্তার অকূল পাথারে নিপতিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, "যে শ্রীকৃষ্ণে জীবন পর্য্যন্ত সমর্পণ পূর্ব্বক আমরা পতি, কুল, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, ভয় ও লজ্জাদিতে জলাঞ্জলি দিয়া এই নিবিড় কাননে নিশীথকালে প্রবেশ করিয়াছি, সেই প্রাণৈকবল্লভ আমাদিগকে

অস্রৈরুপাত্তমসিভিঃ কুচকুঙ্কুমানি তস্থুর্মৃজন্ত্য উরুদুঃখভরাঃ স্ম তূষ্ণীৎ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ।

লিখন্ত্যঃ (বিবরং প্রার্থয়ন্ত্যঃ ইব) উপাত্তমসিভিঃ গৃহীতকজ্জলৈঃ অস্রৈঃ অশ্রুভিঃ কুচ-কুঙ্কুমানি মৃজন্ত্যঃ ক্ষালয়ন্ত্যঃ উরুদুঃখভরাঃ (উরুঃ দুঃখভরঃ যাসাং তাঃ) তূষ্ণীং এব তস্থুঃ স্মেত্যবধারণে ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তথা গৃহীতকজ্জলৈরশ্রুভিঃ কুচকুঙ্কুমানি ক্ষালয়ন্ত্যঃ তূষ্ণীং স্থিতাঃ। যতঃ উরু দুঃখভরো যাসাং তাঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বামপদাঙ্গুষ্ঠেন ভুবং লিখন্ত্য ইতি। হে ধরিত্রি বিদীর্ণা ভব ত্বয়ি বয়ং প্রবিশাম ইতি ভাবঃ। শোকসন্তাপৌ বিবৃণোতি। উপাত্তমসিভিঃ কজ্জলাক্তৈরস্রৈঃ কুচয়োঃ কুঙ্কুমানি মৃজন্ত্যঃ তেন বিচ্ছেদবর্দ্ধকেন মহানুতাপক্রকচেন দ্বিধা বিদারয়িতুং শ্যামসূত্ররেখে দত্তে ইতি সম্ভাবনা ধ্বনিতা। অস্রৈরিতি বহুবচনে মৃজন্ত্যঃ ইতি বর্ত্তমানকালেন চাস্রাণাং প্রবাহবত্তী ধারা সূচিতা। তাবদ্ভিরপ্যস্রৈরন্তরীয়বস্ত্রাণ্যপ্যার্দ্রয়ন্তি ইত্যনুক্ত্যা এবং সম্ভাব্যতে। নয়নোত্থযমুনাদ্বয়হৃদয়োত্থসন্তাপানলয়োর্নির্ব্বাপনশোষণকাময়োর্বিবাদে ন কস্যাপি জয়ঃ পরাজয়ো বা দৃষ্ট ইতি। উরুদুঃখস্য ভরো ভারো যাসাং তাঃ। তূষ্ণীমিতি ভারাসহিষ্ণুত্বয়েব চেতনায়া অপগমাদিতি ভাবঃ। তত্তশ্চ তস্থুরিতি তাসাং গতচেতনানাং পাঞ্চালিকানামিবোর্দ্ধাবস্থিতিরবগম্যতে ॥ ২৬ ॥

কুচকুঙ্কুমসহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহারা যেন দুঃখের গুরুভারে নিতান্ত ভারাক্রান্ত হইয়া, অধোবদনে বামপাদের অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা ভূমি খনন করত নিরবে দণ্ডায়মান রহিলেন ॥ ২৬ ॥

আভাস।

উপেক্ষা করিলেন; অহো বিধাত! এক্ষণে আমরা কি করি! এখন কি তাঁহার চরণ ধারণে অনুনয় বিনয়াদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিব, না কৃত্রিম শঠতা প্রদর্শন পূর্ব্বক ব্রজাভিমুখে গমনের ছল করিয়া ইহার আশয় পরীক্ষা করিব? তাহা সম্ভব নহে। কৃষ্ণগাম্ভীর্য্যের পরিমাণ করা আমাদের ন্যায় গোপাঙ্গনার পক্ষে নিতান্তই দুরূহ। এক্ষণে তাঁহার সমক্ষে যমুনাজলে প্রবেশ পূর্ব্বক জীবনত্যাগ করাই আমাদের শ্রেয়ঃ। কিন্তু তাহাতেই বা কি হইবে! জীবন যাউক্ তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহার পর শ্রীগোবিন্দের মুখারবিন্দ দর্শন করা ত আর আমাদের ভাগ্যে ঘটিবে না; অথচ প্রাণত্যাগ না করিয়াই বা এখানে কিরূপে অবস্থিতি করি। প্রাণকান্তের আদেশ অনুসারে সারমেয়াদির ন্যায় পরিত্যক্ত পতির পুনরায় সেবা আমাদের দ্বারা কিরূপে সম্ভব হইবে? এক্ষণে কি করি! কোথায় যাই! ইত্যাদি নানা প্রকার চিন্তা করিয়া গোপীকুল আকুল হইলেন ॥ ২৫ ॥

প্রেষ্ঠং প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণং কৃষ্ণং তদর্থবিনিবর্ত্তিতসর্ব্বকামাঃ।

অন্বয়ঃ।

কিঞ্চ তদর্থবিনিবর্ত্তিতসর্ব্বকামাঃ (তস্য প্রাপ্ত্যর্থং এব বি বিশেষেণ নিশ্চয়েন নিবর্ত্তিতাঃ ত্যক্তাঃ সর্ব্বে কামাঃ বিষয়াঃ যাভিঃ তাঃ) অনুরক্তাঃ (গোপ্যঃ) রুদিতোপহতে রুদিতেন

শ্রীধরস্বামী।

কিঞ্চ প্রেষ্ঠমিতি। কিঞ্চিৎ সংরম্ভেণ কোপাবেশেন গদ্গদা গিরো যাসাং তাঃ অক্রবন্ত

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ততশ্চ কিমরণ্যরোদনং কুরুধ্বে প্রসন্নসখ্যঃ সত্যঃ স্বস্বগৃহং কিং তূর্ণং ন গচ্ছতেত্যুচ্চৈরুচ্চরিতেন ভগবদ্বাক্যেন কর্ণাধ্বনান্তঃপ্রবিষ্টেন মূর্চ্ছিতাস্তাঃ প্রবোধিতাঃ কিঞ্চিদ্বিজ্ঞাপয়ামাসুরিত্যাহ। প্রেষ্ঠং পূর্ব্বং বহুশঃ কৃতাঙ্গসঙ্গত্বাৎ প্রিয়তমং অথচ কারণং বিনৈব

অহো! গোপিকারা কৃষ্ণ-কামনায় সর্ব্বপ্রকার বিষয়-বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া নিতান্ত অনুরক্তচিত্তে এক কৃষ্ণধ্যানেই নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন; সুতরাং

আভাস।

এই শ্লোকে তাদৃশ চিন্তামগ্ন গোপকামিনীগণের আকৃতি ও প্রকৃতির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। নারীগণ লজ্জায় অধোবদনা হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, অহো! প্রেমের অনুরোধে আমাদের লজ্জাত্যাগও এক্ষণে বিষম লজ্জার কারণ হইয়া উঠিল। আমরা কুলকামিনী; লজ্জাই নারীর প্রধান আভরণ। কেবল প্রেমের অনুরোধেই তাদৃশ লজ্জা পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যে প্রেমের অনুরোধে আমাদের ন্যায় নারীর সর্ব্বস্বধন লজ্জা বিসর্জ্জন করা হইল, সে প্রেম ত কৈ! প্রাপ্ত হইলাম না। প্রেমের উদয় হইলে, প্রেমের লক্ষ্য পরমেশ্বর পর্য্যন্ত প্রেমিকের বশীভূত হন; কিন্তু আমাদের লক্ষ্য বস্তু এক শ্রীকৃষ্ণকে আমরা প্রেমে যখন বশীভূত করিতে পারিলাম না, তখন লজ্জাত্যাগ আমাদের নিহেতুক হইল, সন্দেহ নাই। অনুতাপে অবলাগণের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; শোকের আবেগে তপনতাপে সুন্দর সুপক্ক বিম্বফল যেমন শুষ্ক হইয়া যায়, তদ্রূপ উষ্ণ শ্বাসের ঘনপ্রবাহে নারীগণের সুকোমল বিম্বাধর মলিন ও বিশীর্ণ হইয়া গেল। তাঁহারা লজ্জায় ও উৎকট চিন্তায় অধোবদনা হইয়া বাম পাদাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা ভূমি খনন পূর্ব্বক যেন এই বলিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, হে মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি এক্ষণে বিদীর্ণা হও! আমরা তোমাতে প্রবেশ করি! নারীগণের বাষ্পবারি নয়ন-কজ্জলকে ভাসাইয়া ক্রমে ধারাপ্রবাহে যখন কুচদ্বয়ে নিপতিত হইল, তখন তত্রত্য কুঙ্কুমমিশ্রণে অর্দ্ধরক্ত অর্দ্ধকৃষ্ণধারে আবরণ বস্ত্র আসিক্ত করিয়া নিম্নে আসিয়া যেন গোপী কলেবরকে খণ্ডিত করিবার জন্য, সমসূত্র রেখাদ্বয়ে অঙ্কিত করিয়াছিল। নয়ন-ধারা অবিরলধারে প্রবাহিত হওয়ায়, অনুমান হইতে লাগিল যেন, গোপীহৃদয়ে সন্তাপানল যখন বিস্ফূর্জ্জিত হইয়া কুচদ্বয় ভেদ করত সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল, তখন করুণ-হৃদয়া যমুনা

নেত্রে বিমৃজ্য রুদিতোপহতে স্ম কিঞ্চিৎ
সংরম্ভগদ্গদগিরোঽব্রুবতানুরক্তাঃ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ।

রোদনেন উপহতে শোকাশ্রুপূর্ণতয়া লুপ্তদর্শনে) নেত্রে প্রমৃজ্য প্রোঞ্ছতেন শোধয়িত্বা, কিঞ্চিৎ সংরম্ভগদ্গদগিরঃ (সংরম্ভেণ কোপাবেশেন গদ্গদাঃ স্খলিতাক্ষরাঃ গিরঃ যাসাং তাঃ) সত্যঃ প্রিয়েতরং প্রতিকূলাচারিং ইব প্রতিভাষমাণং (স্বমনোরথপ্রত্যাখ্যানং কুর্ব্বন্তং বস্তুতঃ) প্রেষ্ঠং অতীব প্রিয়ং কৃষ্ণং অব্রুবত উচুঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

স্ম অব্রুবন্। সংরম্ভে কারণং প্রেষ্ঠমিত্যাদি প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণং প্রত্যাচক্ষাণং ॥ ২৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রিয়েতরমিব প্রতিকূলং স্বস্বপত্তিং ভজধ্বমিত্যতিকঠোরং ভাষমাণং। এতচ্চ নৈব সম্ভবেৎ যতস্তদর্থং বিশেষেণ পুনর্যথা সম্বন্ধগন্ধোঽপি তেষাং ন স্যাত্তথা নিবর্ত্তিতাঃ সর্ব্বে কামা যাভিস্তাঃ। অত্রান্যশব্দস্যাপ্রয়োগাৎ সর্ব্বশব্দপ্রয়োগাচ্চ ভগবৎসুখার্থকঃ কামঃ কামশব্দেন

তাদৃশ কঠোর উক্তিতেও তাঁহাদের চিত্তে কোন বৈলক্ষণ্য জন্মিল না। শোকাশ্রুতে তাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হইলেও করদ্বয়ে নয়নাশ্রু নির্ম্মঞ্ছন পূর্ব্বক প্রতিকূলাচারীর ন্যায় ভাষমাণ প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে ঈষৎ কোপাবেশে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৭ ॥

আভাস।

সাজাত্যসম্বন্ধে ব্যথিত ও ভগ্নহৃদয় হইয়া আত্মস্বরূপকে স্বয়ং দ্বিধা বিভক্ত করিয়াই গোপীর নয়নযুগলকে আশ্রয় করত ধারাদ্বয়ে প্রবাহিত হইয়া সন্তাপানলকে নির্ব্বাপণেরই চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাদৃশ বিবাদে যমুনা বা বিরহানল এতদুভয়ের মধ্যে কাহারই জয় বা পরাজয় ঘটিল না। ব্রজাঙ্গনার দুঃখের কিছুমাত্র উপশম হইল না; বরং উভয়ের ভরে যেন বিবশা ও হত-চৈতন্য হইয়া জড় পুত্তলিকার ন্যায়ই তাঁহারা অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

বিরহোদ্বিগ্না ব্রজললনাগণের তৎকালে কোন বাহ্যসঙ্গারই পরিচয় ছিল না; তথাপি শ্রীকৃষ্ণ যখন উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "হে সুন্দরীগণ! কেন তোমরা বৃথায় অরণ্যে রোদন করিতেছ; এক্ষণে প্রসন্ন বদনে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে সত্বর গমন কর।" এই কথায় সেই মূর্চ্ছিতাগণের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। নারীগণ কৃষ্ণকথায় যেন কিয়ৎ পরিমাণে আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, যিনি পূর্ব্বে অঙ্গসংসর্গ প্রদানে এতবার বিশেষ প্রিয়ত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তিনি অদ্য বিনা কারণে অকস্মাৎ এরূপ কঠোর এবং অপ্রিয় বাণী প্রয়োগ করিয়া নিতান্ত নির্দয় ও নিষ্ঠুরভাব কেন ধারণ করিলেন? ইহা কখন তাহাতে সম্ভব নহে। কারণ যাহার প্রাপ্তির আশায় আমরা সংসারের সকল পদার্থের সহিত সম্বন্ধের গন্ধ মাত্র ও

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নোচ্যতে ইতি শ্রীশুকাভিপ্রায়ঃ। রুদিতেনোপহতে অন্ধীভূতে নেত্রে বিমৃজ্যেতি অয়মন্ত-কালোঽস্মাকমাগতস্তৎ সকৃদপ্যেতস্য মুখকমলং দৃষ্ট্বা ম্রিয়ামহে ইত্যাকাঙ্ক্ষয়েতি ভাবঃ। হন্ত হন্ত প্রেয়সাপি ভূত্বা বিনৈবাপরাধং কথমেতাবান্ প্রাণান্তো দণ্ডঃ ক্রিয়তে ইতি সংরম্ভ-স্তথা বয়মেতদনুরূপগুণাস্তদ্ভাবাদঙ্গসঙ্গাযোগ্যা এব ভবামঃ অতস্ত্যজ্যামহে ইতি মননাৎ সংরম্ভাভাবশ্চেত্যতঃ কিঞ্চ সংরম্ভেণ গদ্গদা গিরো যাসাং তাঃ। ননূভয়থাপি প্রেমশূন্য'-স্তস্মান্নিবৃত্তিরেবোচিতেত্যত আহ অনুরক্তা ইতি। অনুরাগান্ধা হি বিচারং ন সহন্ত ইতি ভাবঃ॥ ২৭॥

আভাস।

রাখি নাই. তাঁহার কি কখন আমাদিগকে পরিত্যাগ করা সঙ্গত হইয়াছে? শ্লোকে "সর্ব্বকামাঃ" এই সর্ব্বশব্দের প্রয়োগে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, গোপিকাদের নিজ প্রিয় কোন সামগ্রীই ছিল না; কেবল ভগবৎপ্রীতিই তাঁহাদের একমাত্র কামনা; তখন সে কামনাত কাম নামে অভিহিত করা যায় না। কারণ "অকামো বিষ্ণুকামো বা" বলিয়া বিষ্ণুর প্রীতি বা তৎপ্রাপ্তির কামনায় যে কোন কর্ম্ম করা যায়, তাহারই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম। সুতরাং গোপিকাদের এ কামনাকেও নিষ্কাম ভাবেরই পরিচয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তখন গোপীগণ রোদনহেতু বাষ্পবারিতে অন্ধপ্রায় লোচনদ্বয় হস্তদ্বয়ে বিমৃজন করিয়া ভাবিলেন, অহো! আমাদের অন্তকাল নিশ্চয়ই উপস্থিত! এক্ষণে আর অন্য বার্ত্তার প্রয়োজন নাই; এই সময় একবার শ্রীগোবিন্দের মুখারবিন্দ দর্শন করিয়াও যদি মরিতে পারি, তবেই আমাদের মরণে মঙ্গল! হায়! হায়! একবার প্রেম প্রকাশে প্রিয় হইয়া কোন্ প্রাণে এতগুলি প্রণয়িনীর প্রাণদণ্ডে কৃতসংকল্প হইয়াছেন! এখন বুঝিলাম যে, আমরা তাঁহার কোনরূপে অঙ্গসঙ্গিনী হইবার অনুরূপা নহি; সেই নিমিত্তই এত বিড়ম্বনা। ভাল! তাহাই হউক; আর আশা করিব না! তবে মনকে প্রবোধিত করিতে পারিলে হয়; সে কিন্তু কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না। যাহাই হউক; মনের কথা না বলিয়া, আমাদের মৃত্যুতেও শান্তি হইবে না। এই ভাবিয়া গোপীগণ ভগবানকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন॥ ২৭॥

তাঁহারা ভাবিলেন, কি আশ্চর্য্য! যে ব্যক্তি আমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন, তিনি কি কখন স্ত্রীহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত হইবেন? ইহা কখনই সঙ্গত নহে; এই বিবেচনায় তাঁহারা ভগবান্‌কে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে গোবিন্দ! আপনি বিখ্যাত-যশা ধার্ম্মিকচূড়ামণি নন্দগোপের পুত্র হইয়া কোন্ সাহসে মনুষ্যমারণ বৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন! লোকে নরহত্যা করে বটে, কিন্তু একত্র এত মনুষ্য হননে ত কৈ, কাহারও প্রবৃত্তি দেখিতে পাই না। আমরা কি শান্তিকামনায় ঘাতুকের শরণাপন্ন হইয়াছি। সেই নিমিত্তই কি আপনি নিতান্ত আশ্রিত আমাদের ন্যায় কোটি কোটি রমণীকে একত্র

গোপ্য ঊচুঃ ॥

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং সংত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তব পাদমূলং।

অন্বয়ঃ।

গোপ্যঃ ঊচুঃ। হে বিভো, হে দুরবগ্রহ! এবং উক্তপ্রকারকপ্রত্যাখ্যানাত্মকং, নৃশংসং ক্রূরং ঘাতুকং বচনং, গদিতুং ব্যক্তভয়া বক্তুং ভবান্ মা ন অর্হতি। (যতঃ) সর্ব্ব-বিষয়ান্ সংতজ্য তব পাদমূলং ভক্তাঃ সেবিতবতীঃ অস্মান্ মা ন ত্যজ কিন্তু আদিপুরুষঃ

শ্রীধরস্বামী।

নৃশংসং ক্রূরং। দুরবগ্রহ স্বচ্ছন্দং। পাদমূলং ভক্তাঃ সেবিতবতীরস্মান্ ভজস্ব মাতা-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অস্মান্ ধর্ম্মমুপদিশন্তথ চ স্বয়ং পাপরাশিং চিকীর্ষদীত্যনুচিতমিত্যাহুঃ মৈবমিতি। নৃশংসং ঘাতুকং সাক্ষান্মারকং যথা স্যাত্তথা গদিতুং ভবান্ প্রতিপুরুষং ধার্ম্মিকত্বখ্যাতিমতো নন্দস্য পুত্রঃ সন্নার্হতি অন্যস্তু প্রতিপুরুষং মানুষমারণবৃত্তিকো বরমর্হতু নামেতি ভাবঃ। নৃশংশো ঘাতুকঃ ক্রূর ইত্যমরঃ। ত্বয়া কোটিসংখ্যা অপ্যস্মান্ প্রতি বাক্শরাস্তথা এক-দৈব নিক্ষিপ্তা যথাধুনৈব শরীরাণি পারত্যজ্য যমপুরং সর্ব্বা এব বয়ং যামো নতু ত্বদুপদিষ্টং গোষ্ঠপুরং! ত্বত্ত শতকোটিস্ত্রীবধপাতকানি গৃহীত্বা স্বয়মেব গোষ্ঠং যাহি স্ত্রীবধান্নো চেজ্জি-ঘৃক্ষসি তর্হি সর্ব্ববিষয়াংস্ত্যক্ত্বা তব পাদমূলং ভক্তাঃ সেবিতবতীরস্মান্ ভজস্ব। অত্রান্ত-র্বিষয়ানিত্যনুক্ত্বা সর্ব্ববিষয়ানিত্যুক্ত্যা ভগবদঙ্গসঙ্গো হি বিষয়ো ন ভবতীতি ধ্বনিতং। নন্বহো কাবিজ্ঞঃ কিং স্বস্বপতিভ্যো ভবতীনাং কামো মোপশাম্যতি যতস্তান্ পরিত্যজ্য মামেব ভজধ্বে তত্রাহুঃ। হে দুরবগ্রহ। অবগ্রহো বৃষ্টিপ্রতিবন্ধ ইতি পাণিনিস্মরণাৎ

গোপিকারা বলিলেন, হে পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণ! আপনার এরূপ ভীষণ অভিসন্ধি কখন সম্ভব নহে। এরূপ পাষাণ সদৃশ মর্ম্মবিদারক নিষ্ঠুর বাক্যে আমাদিগকে স্পষ্টত প্রত্যাখ্যান করা আপনার উচিত হয় নাই। আদিপুরুষ নারায়ণ সমগ্র বিশ্বের এক মাত্র উপাস্য হইলেও, তিনি যখন

আভাস।

পাইয়া কেবল বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া যমরাজের নিকেতনে প্রেরণ করিতেছেন। মুখে বলিতেছেন যে, তোমরা গোষ্ঠে যাও! কিন্তু কার্য্যে তৎপূর্ব্বে যমালয়েই প্রেরণ করিতেছেন। আমাদের আর গোষ্ঠে যাওয়া হইল না; গোষ্ঠে কেবল আপনিই যাইবেন। তবে একাকী নহে; আমাদের ন্যায় কোটি স্ত্রীবধের পাপ সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে সন্দেহ নাই। যদি স্ত্রীহত্যার পাপে ভয় থাকে, তবে বিবেচনা করিয়া দেখুন! যাহারা আপনার প্রত্যাশায় সর্ব্ববিষয়ে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল এক আপনার পাদমূলে শরণাগত, তাহাদিগকে আত্মদানে কৃতার্থ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। এতদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন

ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মাত্যজাস্মান্ দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্ ॥২৮

অন্বয়ঃ।

পুরুষোত্তমঃ দেবঃ সর্ব্বভজনীয়ঃ ভগবান্ যথা মুমুক্ষূন্ ভজতে (তদভিলষিতাং মুক্তিং সম্পাদয়তি চ তথা অস্মান্) ভজস্ব, অস্মদভিলষিতং সম্পাদয়॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

জেতি ॥ ২৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দুষ্টো দোষযুক্তোঽবগ্রহো বৃষ্টিপ্রতিবন্ধোঽনাবৃষ্টির্যস্তোত্রান্যপদার্থস্ত মেঘসৌরোপযুক্তত্বাৎ দুঃশব্দপ্রয়োগাচ্চ হে বিষমাত্রবর্ষুক মেঘেত্যর্থঃ। তেন চাতকীনামস্মাকং দূরস্থোঽপি ত্বমেব কৃষ্ণমেঘো বন্ধুস্ত্বং দৈবদোষাদদ্য বিষং বর্ষসি অবগ্রহবত্ত্বাৎ সলিলং ন চেদ্বর্ষসি তর্হি মা বর্ষ তদ্দৃষ্টং বিষমেব পীত্বা বরং ম্রিয়ামহে নতু নিকটস্থানাং হ্রদাদীনামপি জলং পিবামেত্যস্মাকং স্বভাবং জানীহীতি ভাবঃ। অতোঽস্মান্ ত্যজ যদ্যাত্মনঃ কৃতজ্ঞত্বং দধাসীতি ভাবঃ। নন্বু চ সত্যাং চাতক্যো মেঘমপেক্ষন্ত্যাং নাম মেঘস্তু চাতকী নাপেক্ষতে চাতক্যো ম্রিয়ন্তাং জীবন্তু বা মেঘস্য ন কাপি হানিরিতি চেৎ সত্যাং ন ত্বং জড়াত্মকো মেঘ এব কিন্তু বিদগ্ধচূড়ামণি র্নারায়ণসমো নারায়ণবদেব বর্ত্তস্বেত্যাহ দেব ইতি। মুমুক্ষূন্ ত্বদুপাসনার্থং সর্ব্ববিষয়াং স্তক্তুমিচ্ছূনপি ত্বদভীষ্টোপপাদনয়া ভক্তবশ্যত্বাৎ ভজতে। অস্মাংস্তু ত্বদর্থং সংত্যক্তসর্ব্ববিষয়শ্রেণীকা অপি ত্বং কথং ন ভজসীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

অভিলষিত মুক্তি প্রদানে মুমুক্ষুগণের বাসনা পূরণ করেন, তখন আমরা তোমার জন্য সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া এক তোমারই সেবিকা হইয়াছি; তখন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না। বরং অভিলষিত বিষয়ের সম্পাদনে অগ্রসর হও! ॥ ২৮ ॥

আভাস।

যে, হে কামিনীগণ! তোমাদের কি নিজ নিজ পতিতে স্ব স্ব কামভাবের চরিতার্থতা হয় না যে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, কেবল আমাতেই আসক্ত হইতেছ? তখন নারীগণ তাঁহাকে দুরবগ্রহ বলিয়া সম্বোধন করিলেন। অবগ্রহ শব্দ বৃষ্টির প্রতিবন্ধকারী অনাবৃষ্টির মূল মেঘকেই লক্ষিত হয়। দূর উপসর্গ তাহাতে মিলিত থাকায়, দুষ্টতা বা অসদভিসন্ধিরই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ বারিপ্রত্যাশী কৃষককে বারির পরিবর্ত্তে যে মেঘ বিষ বর্ষণ করে, তাহাকে দুরবগ্রহ নামে অভিহিত করা হয়। এখানে গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণকে দুরবগ্রহ বলিয়া সম্বোধন করায় প্রকাশ করিলেন, হে কৃষ্ণমেঘ দেখ! চাতকী যত দূরেই থাকুক, মেঘই তাহার পিপাসার জল। চাতকী মেঘ-নির্ম্মুক্ত জল ব্যতীত অমৃত-জলপূর্ণ হ্রদ সম্মুখে পাইলেও তাহার জল পান করে না; ইহা তাহার স্বভাবসিদ্ধ জাতীয় ধর্ম্ম। আমরা কৃষ্ণমেঘের চাতকী; সহস্র সহস্র পানোপযোগী জলাশয় থাকিতেও

যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তং।

অন্বয়ঃ।

হে অঙ্গ! পত্যপত্যসুহৃদাং (পতিঃ অপত্যানি সুহৃদঃ বান্ধবঃ তেষাং) অনুবৃত্তিঃ শুশ্রূষণং এব স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়া যৎ উক্তং তৎ উপদেশপদে (শুশ্রূষণীয়ত্বেন

শ্রীধরস্বামী।

অপি তু যদুক্তং যৎপত্যপত্য ইত্যাদি ত্বয়া ধর্ম্মবিদেতি সোপহাসং এবমেতৎ উপদেশানাং বিষয়ে পদে ত্বয্যেবাস্ত। উপদেশপদত্বে হেতুঃ ঈশে ইতি বিবিদিষা বাক্যেন সর্ব্বোপদেশানামীশপরত্বাবগমাদিতি ভাবঃ। ঈশত্বে হেতুঃ আত্মা কিল ভবানিতি।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অথ কাশ্চিৎ প্রখরাস্তদ্বচনেনৈব তং পরাজেতুকামা আহুর্যদিতি। পত্যাদীনাং অনুবৃত্তিঃ স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি যত্ত্বয়োক্তং এতদেবমস্তু অনেন প্রকারেণ ভবতু। নাত্র বিবদামহে এতদেবাস্মাভিঃ প্রতিক্ষণং ক্রিয়তে ইতি ভাবঃ। নন্থ কেন প্রকারেণ তত্রাহুঃ

হে প্রাণরমণ বংশীধারি গোবিন্দ! পতি, পুত্র ও সুহৃদ্বর্গের শুশ্রূষা এবং ভরণপোষণ করাই নারীজাতির শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া আপনি যে

আভাস।

আমরা তাহা পান করিব না; তুমি যখন দুরবগ্রহ, তখন উৎকৃষ্ট পানীয় বর্ষণ না কর, তাহাতে আমরা দুঃখিত নহি; তুমি যদি জলের পরিবর্ত্তে বিষ বর্ষণ কর, আমরা পিপাসা পীড়নে তাহাই পান করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিব, সেও মঙ্গল; তথাপি মানুষ পতির সম্মুখে আর অগ্রসর হইতে পারিব না; ইহাই আমাদের নৈসর্গিক আচরণ জানিবেন, সন্দেহ নাই। অতএব যদি কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা রক্ষা করিতে চান, আমাদিগকে তাড়াইবেন না। যদি বলেন, চাতকী মেঘের প্রত্যাশা করে, মেঘ ত চাতকীর কোন অপেক্ষা করে না; তখন চাতকী মরে বা জীবিত থাকে, তাহাতে মেঘের কি ক্ষতিবৃদ্ধি? তদুত্তরে বলি, আপনি ত তাদৃশ চেতনাহীন জড় জলদ নহেন যে, আমাদের ন্যায় চাতকীর মর্ম্মবেদনা অবগত হইতে পারিবেন না। আপনি যে বিদগ্ধচূড়ামণি। দগ্ধ করিতে যেমন জানেন, দাহের যন্ত্রণাও যে বিলক্ষণ অবগত আছেন। প্রার্থনা করি! গর্গমুখে যেমন [illegible] নারায়ণ বলিয়া আপনাকে শুনিয়াছি, হে জগজ্জীবন! একবার সেই নারায়ণ হইয়া আমাদের সমীপে দণ্ডায়মান হও! আমরা তোমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া তোমার নারায়ণ নামের সার্থকতা সম্পাদন করি। শুনিয়াছি মোক্ষাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ সকল বিষয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেও তাহাদের ভোগ প্রদানে স্বয়ং ভক্তপরাধীনতা স্বীকার কর! তবে কেন আমাদের বৈরাগ্যদর্শনে তোমার মনে দয়ার সঞ্চার হইতেছে না এবং আমাদের নিকট কণামাত্র আপনার অধীনতার পরিচয় লাভ করিতেছি না। তোমার সকল ভূতে সমান জ্ঞান; অতএব আমাদিগকেও ভজনা কর! ॥ ২৮ ॥

অস্ত্বেব মে তদুপদেশপদে ত্বয়ীশে প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা ॥২৯

অন্বয়।

উপদিশ্যমানানাং পত্যাদিনাং পদে) ত্বয়ি ঈশে এব মে মম (অনুবৃত্তিঃ) অস্তু (যতঃ) তনুভৃতাং দেহধারিণাং কিল ভবান্ প্রেষ্ঠঃ প্রিয়তমঃ বন্ধুঃ হিতকর্ত্তা আত্মা চ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ভোগ্যস্য হি ভোক্তাত্মৈবেশ ইতি অতঃ প্রেষ্ঠো বন্ধুশ্চ ভবানেবেতি সর্ব্ববন্ধুষু করণীয়ং ত্বয্যেবাস্থিত্যর্থঃ। অথবা ধর্ম্মোপদেশানাং পদে স্থানে ধর্ম্মোপদেষ্টরি ত্বয়ি সতি অস্মাসু ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানাসু সতীষু ধর্ম্মবিদা ত্বয়া যদুক্তং এবমেতদস্তু নতু ত্বং ধর্ম্মোপদেষ্টা কিন্তু ভবানাত্মেতি। অয়মর্থঃ সর্ব্বধর্ম্মফলরূপস্ত্বমেব যদি প্রাপ্ত স্তদা কিমন্যেন ধর্ম্মানুষ্ঠান-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

উপদেশস্য পদে আস্পদে ধর্ম্মোপদেশকর্ত্তরি ত্বয়ি অনুবর্ত্তিতে সত্যেব পত্যাদীনামনুবৃত্তি রুচিতেত্যর্থঃ। প্রথমং ধর্ম্মোপদেষ্টা আচার্য্যঃ উপসেব্যতে পশ্চাত্তদুপদিষ্ট আচরণীয়ো ধর্ম্ম ইতি ন্যায়াৎ। আচার্য্যানুবৃত্ত্যৈব নিষ্কপটয়া ধর্ম্মঃ সিদ্ধোদিতি চ শাস্ত্রং তত্রাপি ঈশে পরমেশ্বরে। যদ্যাচার্য্য এব পরমেশ্বরঃ স্যাত্তর্হি কিমুতেতি! কিঞ্চ। ঈশ্বরত্বাদেব তনুভৃতাং ত্বমাত্মা আত্মত্বাদেব প্রেষ্ঠঃ প্রেষ্ঠত্বাদেব বন্ধুরিতি। অয়মর্থঃ। পত্যাদীনাং পরমাত্মসহিতানামেবানুবৃত্তিঃ শাস্ত্রোক্তা। আত্মরাহিত্যে তু সতি সদ্য এব গৃহান্নিঃসারিতানাং পরমাত্মসহিতানামেবানুবৃত্তিঃ শাস্ত্রোক্তা। আত্মরাহিত্যে তু সতি সদ্য এব গৃহান্নিসারিতানাং তেষাং নদ্যাদেস্তটে মুখানি দহ্যন্তে ইতি ধর্ম্মশাস্ত্রং। অতো মূর্ত্তস্যাত্মনস্তবৈবানুবৃত্ত্যা পত্যা-ত্যনুবৃত্তিসিদ্ধিঃ কিমন্যৈস্তৎপ্রতিকূলত্বাদেব নিরাত্মকৈর্দগ্ধমুখৈঃ পত্যাদিভিরিতি। ননু পূর্ণপ্রেম

নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে আপনার ন্যায় ধার্ম্মিক ব্যক্তির যথার্থই নিরূপণ করা হইয়াছে বটে; কিন্তু দেহধারী প্রাণিমাত্রেরই আপনি প্রকৃত হিতকারী ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ফলস্বরূপ আত্মা; তখন পতি প্রভৃতি শুশ্রূষার পাত্র আমাদের এক আপনিই হউন! আমরা আপনার সেবা করিয়া সর্ব্ববিধ সেবার ফল লাভ করিব সন্দেহ নাই ॥ ২৯ ॥

আভাস।

তাঁহাদিগের মধ্যে কোন প্রখরা নারী শ্রীকৃষ্ণের নিজের কথাতেই তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করিবার অভিলাষে বলিলেন, হে চতুরচূড়ামণে! আপনি বলিয়াছেন যে, পতি প্রভৃতির শুশ্রূষা করাই নারীর প্রধান ধর্ম্ম; আপনার এই কথাই আমাদের শিরোধার্য্য। এ বিষয়ে আমরা কোনরূপ বিবাদ না করিয়া, অম্লানবদনে তাহারই অনুসরণ করিতেছি। তবে আমরা সামান্য পতির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যিনি পতিভক্তি করিতে শিক্ষা দিতেছেন, সেই পরম পতিকে যখন সেবা করিবার জন্য উপস্থিত, তখন কি আর অন্য পতিসেবার অপেক্ষা আছে? শাস্ত্রে উক্ত আছে যে ধর্ম্মোপদেষ্টা আচার্য্য প্রথম সেব্য; কাপট্য

শ্রীধরস্বামী।

সন্ধানেন ইতি ন বা বয়ং ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানাঃ অথবা যদুক্তং এতদুপদেশপদে তদ্গোচরপুরুষেহস্ত নাম ত্বয়ি ঈশে স্বামিনি তু সতি এবং কাক্বা নৈবমিত্যর্থঃ। যতস্তনুভৃতাং ত্বমাত্মা ফলরূপ ইতি। যদ্বা। যদুক্তং পত্যাদিশুশ্রূষণং ধর্ম্ম ইতি এবমেতৎ ত্বয্যেবাস্ত কুতঃ উপদেশপদে শুশ্রূষণীয়ত্বেন উপদিশ্যমানানাং পত্যাদীনাং পদেঽধিষ্ঠানে কুত ঈশে নহীশ্বরমধিষ্ঠানং বিনা কোঽপি পতিপুত্রাদি র্নামেতি। নহি অধিষ্ঠানভূতরজ্জুসত্তাজ্ঞাঃ নিশ্চিতানাং সর্পাদিকমারোপ্য স্ফুরতীতি ভাবঃ। অন্যৎ সমানং। অলমতিবিস্তরেণ ॥ ২৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাবরকত্বাদাসাঞ্চ সম্পূর্ণপ্রেমবত্ত্বাৎ কথমেতাদৃশমৈশ্বর্য্যজ্ঞানং সম্ভবেৎ উচ্যতে। নারদপঞ্চরাত্রাদ্যুক্তলক্ষণো ভক্তিরসামৃতাদিষু ব্যাখ্যাতঃ প্রেমাহ্যনিশনৈসর্গিকৌষ্ণ্যশৈত্যবান্ বিরহসংযোগরসানুভাবকোঽপি, ব্রহ্মানন্দো ভবেদেব চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ। নৈতি ভক্তি-সুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপীতি রসামৃতোক্তের্ব্রহ্মানন্দানুভবপরঃ পরার্দ্ধাধিকোঽপি বিরহে তীব্রাৎশুকোটেরপ্যধিকং সন্তাপয়ন্নৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যসম্বন্ধিনঃ সর্ব্বানেব ভগবতো গুণান্ প্রদ্যোতয়তোব নতু কাংশ্চিদাবৃণোতি বিরহস্য সূর্য্যতুল্যত্বেন সর্ব্বপ্রদ্যোতকত্বাৎ সংযোগে তু শুধাংশুকোটেরপ্যধিকমাহ্লাদয়ন্মাধুর্য্যময়ানেব ভগবতো গুণান্ প্রদ্যোতয়তি সংযোগস্য সুধাংশুতুল্যত্বেন সুধয়া মাদনাদেরৈশ্বর্য্যাবরণাৎ। যত্র সংযোগেঽপ্যৈশ্বর্য্যং প্রদ্যোততে তত্র প্রেম্ন এবাপূর্ণত্বমবগন্তব্যং অত্র ত্বাসাং ভাবিবিরহভাবনাবতীনাং বিরহ এব ইয়ং মাহাত্ম্যস্ফূর্ত্তি-রূপি প্রেমকৃতেব প্রেম্ন হৃদপি মাহাত্ম্যং স্ফোরয়তি কিমুত সৎ। অতস্তদতিশয়স্ত তদতিশয়মেব। যথাদিভরতচরিতে। কিম্বা অরে আচরিতং তপস্তপাস্বস্যা যদিয়মবানিত্যা-দ্যাতি শ্রীজীবগোস্বামিচরণাঃ ॥ ২৯ ॥

আভাস।

পরিহারে আচার্য্যের শুশ্রূষা করিলে, প্রকৃষ্ট ধর্ম্মের উপার্জ্জন হইয়া থাকে। এস্থলে যিনি স্বয়ং ঈশ্বর আবার উপদেষ্টা গুরু, তখন তাঁহাকে ভজনা করিলে, কি আর অন্য পতিশুশ্রূষার অপেক্ষা থাকে? দ্বিতীয় কথা, আপনি যখন জীবমাত্রেরই আত্মা, তখন প্রাণিমাত্রেরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম বন্ধু এক আপনি মাত্র। এদিকে পতি প্রভৃতি যে যতই শুশ্রূষার পাত্র বলিয়া নিরূপিত হউন না, তাহারা সকলেই এক পরমাত্মস্বরূপ আপনার অনুবর্ত্তনে পৃথক নাম বা রূপে প্রতীত হইতেছেন মাত্র। যদি আত্মার অভাব হয়, তবে সেই পতি স্বজনাদিকে শ্মশানে লইয়া তাঁহাদের মুখে অগ্নিপ্রদান করা বিধেয়। অতএব মূর্ত্তিমাত্রেই যখন পরমাত্মস্বরূপ আপনার অন্বয়ত্ব উপলব্ধ হয়, তখন অপর সহস্রের সেবা না করিয়া, আপনার সেবা করিলেইত পরম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়। অতি তুচ্ছ দগ্ধমুখ পতি প্রভৃতির সেবার প্রয়োজন কি? রজ্জুতে সর্পের ভান হইলে নানাপ্রকার মনোগ্লানির উদয় হয় কিন্তু অধিষ্ঠানভূত রজ্জুর জ্ঞান হইলে, আর তদারোপিত সর্প বা তান্নিষ্ঠ

কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলা স্ব আত্মন্নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিং।

অন্বয়ঃ।

কুশলাঃ শাস্ত্রনিপুণাঃ, হি যে স্বকীয়ে, আত্মন্ আত্মনি, অতিপ্রিয়ে ত্বয়ি এব রতিং প্রীতিং, কুর্ব্বন্তি; আর্ত্তিদৈঃ দুঃখদৈঃ, পতিসুতাদিভিঃ কিং। তৎ তস্মাৎ হে বরদ বাঞ্ছিতপ্রদ!

শ্রীধরস্বামী।

এতৎ সদাচারেণ দ্রঢ়য়ন্ত্যঃ প্রার্থয়ন্তে কুর্ব্বন্তি হীতি। কুশলাঃ শাস্ত্রনিপুণাঃ। তথাচ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কাশ্চিত্তদনুবাদিন্যস্তমেবোক্তমর্থং সদাচারেণাপি দ্রঢ়য়ন্তি কুর্ব্বন্তীতি। কুশলাঃ য এতস্মিন্মহাভাগে প্রীতিং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ। নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরা ইতি গর্গোক্তিবিশ্বাবাচ্চতুরাঃ। নচ রতিং কুর্ব্বন্তীত্যাপি বক্তুং বাচ্যং। যতস্ত্বয়ি রতিঃ স্বাভাবিক্যেব কুশলানামিত্যাহুঃ। স্ব ইতি স্বীয়ে ইতি ত্বমেব তেষাং মমতাস্পদং আত্মনীতি

শাস্ত্রার্থনিপুণ জ্ঞানিগণ আত্মবিচারে অগ্রসর হইয়া এক আপনাকেই পরম প্রেমের আস্পদ পরমাত্মজ্ঞানে প্রেম করিয়া থাকেন। আপনার প্রেম অক্ষুণ্ণ ও চিরসুখপ্রদ; পতিস্বজনাদির প্রেম অস্থায়ী ও অশান্তিকর।

আভাস।

সুখদুঃখাদির চিন্তা করিতে চিত্ত কদাপি অগ্রসর হয় না; সেইরূপ দৃশ্যমাত্র বস্তুনিচয়ের অধিষ্ঠানভূত ভবদীয় স্বরূপের সাক্ষাৎ সন্দর্শন প্রাপ্ত হইলে, কোন্ মূর্খ অভিভূতের ন্যায়, তাদৃশ আধেয় স্বামী স্বজনাদিতে প্রীতি করিতে অগ্রসর হয়। গোপিকাগণ প্রেমের পরাকাষ্ঠা দর্শন করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের নিকট তাদৃশ ঐশ্বর্য্যের প্রকটন কিরূপে সঙ্গত হইল? প্রেমে প্রেমিকের চিত্ত বরং অন্ধ হইয়াই থাকে। নারদ পঞ্চরাত্র ও ভক্তিরসামৃতাদিতে উক্ত আছে যে, প্রেম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই; ইহাতে বিরহ ও সংযোগের সংস্রবে বিরুদ্ধ রসের উৎপাদন হইলেও ব্রহ্মানন্দের সাক্ষাৎকার করায়; অতএব ঐশ্বর্য্যদর্শনের প্রতি প্রেমিকের চিত্ত কিরূপে প্রকটিত হইবার সম্ভব? এতদুত্তরে কথিত হইয়াছে যে, গোপিকাদের বিরহই ঐশ্বর্য্যপ্রকটনের প্রধান উপায়। শুধাংশু-কিরণের ন্যায়, মিলন সুধাসদৃশ সুখদ; সুধা যেমন মাদকতার উৎপাদনে জীবকে এক বিষয়েই আবদ্ধ রাখে, বিষয়ান্তরে প্রবেশের অবসর দেয় না, বিরহ সেইরূপ তদ্বিপরীতে তীব্র তপনতাপের অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক সন্তাপ উত্তোলন করত ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যসম্বন্ধী যাবতীয় ভগবানের গুণগ্রামকে বিরহীর অক্ষিসন্নিধানে প্রদ্যোতিত করিয়া দেয়। অতএব প্রেমই বিরহ-দণ্ডের উত্তোলনে ভগবন্মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া দেয়॥ ২৯॥

কোন ব্রজাঙ্গনা পূর্ব্বনারীর বাক্যাভিপ্রায় অনুসারে সাধুজনের আচরণকে উল্লেখ করিয়া স্ব স্ব মত সংস্থাপনার্থ বলিলেন, হে গোবিন্দ! আমরা না হয়, বিবেকরহিতা

তন্নঃ প্রসীদ বরদেশ্বর মাস্ম ছিন্দ্যা আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র ॥৩০॥

অন্বয়ঃ।

ঈশ্বর গোকুলস্বামিন্! নঃ প্রসীদ প্রসন্নঃ ভব! চিরাৎ বহুকালং আরভ্য ত্বয়ি ধৃতাং নিবদ্ধাং আশাং হে অরবিন্দনেত্র! মাস্ম ছিন্দ্যাঃ ছিন্ধি ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

শাস্ত্রং! কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নায়মাত্মা লোক ইতি ॥ ৩০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ত্বমেবাস্মাকং সম্পদং চাত এব নিত্যপ্রিয়ে ইতি প্রীতিরপি ত্বয়ি নিত্যৈব। পতিসুতাদিষু তু ঔপাধিকী অতএবানিত্যা অস্মাকন্তু তেষু সাপি নাস্তিত্যাহুঃ আর্ত্তিদৈস্বদভিসারবার-কত্বাদ্দুঃখদৈঃ। তত্তস্মান্নোঽস্মভ্যং অস্মান্ জীবয়িতুং প্রসীদ। যদি বা অস্মান্ অন্যোঢ়া মা জীবয় এতাঃ অনূঢ়াস্তু কিং রোদয়সীত্যাহুঃ। হে বরদ সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্বী

হে সর্ব্ববাঞ্ছাপূর্ণকারি গোকুলপতি! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন! আপনাকে প্রাপ্ত হইব বলিয়া বহুকাল হইতে আশালতাকে সিঞ্চিত করিয়া আসিতেছি; হে পদ্মপলাচলোচন! আমাদের সেই চিরবর্দ্ধিত আশালতাকে অকস্মাৎ নির্ম্মূলিত করিবেন না ॥ ৩০ ॥

আভাস।

স্ত্রীজাতি; প্রেমের অনুরোধে পতিবুদ্ধিতে তোমাকে প্রাণ সমর্পণ করিয়া অতীব অন্যায় কার্য্য করিয়াছি; সুতরাং আমাদিগকে কান্দাইবার বিলক্ষণ অবসর পাইতেছে! কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানবৈরাগ্য-সম্পন্ন পরম ধার্ম্মিক শাস্ত্রনিপুণ ব্যক্তি, তাহারাও ত এক তোমাকেই জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন; কৈ তাঁহাদিগকে ত অনন্তশক্তি বা মুক্তি প্রদানে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না! মহামান্য প্রজ্ঞাচক্ষু গর্গাচার্য্য বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি করিবেন, তাঁহার আর কোন বিপদ্ থাকিবে না। তবে আপনি কোন্ বিবেচনায় সেই মাননীয় ব্রাহ্মণের উক্তির বিপর্য্যয় করিতেছেন। যদি বলেন যে, আমরা আপনাতে সেরূপ প্রীতি করি নাই; তাহা হইলে, সে দোষ আপনাতেই নিক্ষেপ করিব। কারণ আমরা ত আপনি ব্যতীত সকল বিষয়ে জলাঞ্জলি দিয়া এক আপনার প্রণয়েই আবদ্ধ থাকিতে চাই; কিন্তু দেখিতেছি, আপনিই পতিস্বজনাদিরূপে পথে প্রতিবন্ধক ঘটাইয়া এতাদৃশ দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিতেছেন। হে দুঃখহারিন্! আর আমাদিগকে দুঃখ দিও না! যদি নারীহত্যা করিবার ইচ্ছা না থাকে, তবে একবার আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও! আমরা অপরের বিবাহিতা বলিয়া যদি মনোমধ্যে ঘৃণা থাকে, তাহা হইলে এই অনূঢ়াগণকে এত কান্দাইতেছেন কেন! দেখুন! এরূপ আচরণ করিলে, আপনি নিজেই প্রতিজ্ঞাচ্যুত হইবেন। কাত্যায়নীর অর্চ্চনফলে প্রসন্ন হইয়া আপনি পূর্ব্বেই ইহাদিগকে বলিয়াছেন, হে কুমারীগণ! তোমাদের অভিপ্রায়

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইত্যাদিনা এতাভ্যস্তং বরমদা এবেত্যর্থঃ। নন্বেতাসু প্রসাদে কাত্যায়নার্চ্চনমেব কারণং ভবতীষু মৎপ্রসাদে কিং কারণং তত্র নিষ্কারণমেব প্রসীদেতি সকাকুপ্রার্থনামাহুঃ। হে ঈশ্বর স্বচিকীর্ষিতে স্বপরতন্ত্রচিরাৎ বাল্যমারভ্য ত্বয়ি ধৃতাং আশাং আশাকল্পলতাং সম্প্রতি ফলবতীং মাচ্ছিন্দ্যাঃ ফলবতী লতা হি সৎ পুরুষেণ ছেদং নার্হতীতি চিরাদিতি ছিন্দ্যাঃ ইতি পদাভ্যাং দ্যোতিতং। এষা হ্যাশালতাপ্যস্মন্মনঃ কেদারিকায়াং ত্বয়ৈবারোপিতেত্যাহুঃ। হে অরবিন্দনেত্র অস্মদ্বয়ঃসন্ধ্যারম্ভে প্রথমদর্শনসময়ে অরবিন্দতুল্যাভ্যাং নেত্রাভ্যাং ত্বৎপ্রেষিতাভ্যামস্মন্নেত্ররন্ধ্রেষু প্রবিশ্য হৃদয়ক্ষেত্রে ভাবাভিধানমাশালতা বীজমাহিতমিতি ধ্বনিতং। চক্ষুরাগঃ প্রথমং চিত্তাসঙ্গস্ততোঽথ সঙ্কল্প ইতি রসশাস্ত্রোক্তরিত্যা সৈবাশালতা গুণরূপশ্রবণদর্শনাদিনা বর্দ্ধিতা ফলবতী ভুক্তভুজ্যমানফলাপি কঠোরোক্তিকুঠারিকয়া কথমস্ত ছিদ্যতে। বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতমিতি ন্যায়ং জানান্যেবেত্যনুধ্বনিতং॥ ৩০॥

আভাস।

আমি অবগত হইয়াছি; আগামী রাত্রিতে তোমরা আমার সঙ্গরসায়ন লাভে তুষ্ট হইবে! এইবর প্রদান করিলাম; এক্ষণে আবার কুণ্ঠিত হইলে, নিজ প্রতিজ্ঞার কি ভঙ্গ করা হইবে না? ভাগ্য কাত্যায়নীর অর্চ্চনাফলে ইহাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। আমাদের প্রতিও নিষ্কারণে প্রসন্ন হউন! হে জগদ্বল্লভ! আপনাকে যে, কেন প্রেম করি, তাহা জানি না; তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, বাল্যকাল হইতে আপনার আশালতাকে চিত্তক্ষেত্রে পরিবর্দ্ধিত করিয়া আসিতেছি; সম্প্রতি ফলধারণের উপযুক্ত সময় হইয়াছে, এমন সময়ে তাহাকে ছেদন করিবেন না। এ লতা যে কেবল আমরাই আরোপিত করিয়াছি, এমত নহে; আপনি স্বয়ং হস্তে করিয়া আমাদের হৃদয়কেদারে আরোপিত করিয়াছেন; আমরা কেবল সিঞ্চনের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত করিয়াছি মাত্র। অতএব বিষবৃক্ষও যদি স্বয়ং রোপিত করা হয়, তাহাকেও স্বয়ং ছেদন করিতে নাই; এই নীতি অনুসারে নিজের আরোপিত আশালতাকে ফলপ্রসবের প্রতিবন্ধক করিয়া কদাপি মূলচ্ছেদনে আপনার যত্ন করা কর্ত্তব্য নহে॥ ৩০॥

অন্য রমণী প্রেমরসের উদ্ভাসনে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে চৌরচক্রবর্ত্তিন! অন্য কিছুরই জন্য আপনার নিকট আগমন করি নাই; তবে আপনি অবলীলাক্রমে আমাদের যে সম্পত্তি অপহরণ করিয়া আনিয়াছেন, সেই মূলধন পুনরায় পাইবার আশাতেই আসিয়াছি। আপনি যে নিতান্ত চতুর, তাহা আপনার কার্য্যেই বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছি; কারণ বেণুরন্ধ্রে কেবল ফুৎকার পূর্ব্বক আমাদিগকে সুখের আবরণে বিশেষরূপে আবৃত করিয়া আমাদের মূলধন চিত্তটী হরণ করিয়া আনিয়াছেন। প্রকৃত অপহারকের প্রতি লোক যেমন সতর্ক থাকে, আপনি সে চোরবেশেও যান নাই,

চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু যন্নির্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে।

অন্বয়ঃ।

যৎ অস্মাকং চিত্তং গৃহেষু নির্বিশতি তৎ ভবতা সুখেন অপহৃতং; গৃহ্যকৃত্যে নিবিষ্টৌ

শ্রীধরস্বামী।

কিঞ্চ প্রতিযাতেতি যদুক্তং তদশক্যং ত্বয়ৈব চিত্তানামপহৃতত্বাদিত্যাহুঃ চিত্তমিতি।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অন্যাস্তু স্বীয়ং প্রেমাণং সরসং দ্যোতয়ন্ত্যো ভোশ্চৌরচক্রবর্ত্তিন্ ন বয়মন্যার্থমাগতাঃ কিন্তু ত্বয়া চোরিতং প্রতি স্বং ধনমেব জিঘৃক্ষব ইত্যাহুঃ। চিত্তং ভবতা অপহৃতং। নচ তত্রাস্মচ্চোরস্যেব তব কোঽপ্যধিকঃ প্রযত্নোঽভূদিত্যাহুঃ। সুখেনেতি বেণুরন্ধ্রেষু-ফুৎকারমাত্রেণৈবেত্যর্থঃ। নচ তচ্চিত্তধনমস্মাকমল্পতরমিত্যাহুঃ যচ্চিত্তং গৃহেষু সর্ব্বস্বেব নিঃ নিঃশেষেন বিশতি। অতস্তদপহারেণ ত্বয়াস্মাকং সর্ব্বাণ্যেব গৃহাণি লুণ্ঠিতানীতি ধ্বনিতং। বস্তুতো গৃহেষ্বস্মাকং চিত্তাভাবাত্তানি জলন্তু সমৃদ্ধ্যন্তু বা কিমস্মাকং তৈরিতানু-ধ্বনিতং অতিশয়োক্ত্যা গৃহেষু শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়েষু তত্তৎ সাফল্যার্থং যৎ নিবিশতি যদ্বিনা সর্ব্বেন্দ্রিয়াণ্যপি বিফলীভবন্তীতি ভাবঃ। অতশ্চিত্তাপহারাদেব সর্ব্বেন্দ্রিয়াণ্যপি ত্বয়া-

---

যে চিত্ত পূর্ব্বে গৃহ-ব্যাপারে আবিষ্ট থাকিত, এক্ষণে ভবদীয় সুখস্বরূপে আকৃষ্ট হওয়ায়, আমরা অপহৃত-চিত্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছি। হস্তাদি ইন্দ্রিয়বর্গ অপহৃত সর্ব্বস্বের ন্যায় গৃহকর্ম্মে নিয়োজিত হইতেছে না; আমা-

আভাস।

সুতরাং আমরা সতর্ক হইতেও শিক্ষা করি নাই। চোরে অজ্ঞাতসারে বা পীড়নাদির দ্বারা লোকের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করে, আপনি কিন্তু জ্ঞাতসারে ও শান্তিদানে চুরি করিয়াছেন; সেই জন্যই প্রত্যাশা! আপনার ন্যায় রসিক চোর তাদৃশ লুণ্ঠিত বস্তু প্রত্যর্পণ করিলেও করিতে পারেন। আপনি অবশ্য আমাদের অন্য কোন সামগ্রীতে হস্তক্ষেপ করেন নাই বটে, কিন্তু যে একটী আনিয়াছেন, তাহাতেই আমাদের সর্ব্বস্ব হরণের ফল হইয়াছে। আপনি সমস্ত পরিত্যাগে এক চিত্তটী মাত্র আনিয়াছেন, তাহাতেই আমাদের সমগ্র গৃহ অপহরণ করা হইয়াছে; কারণ এক চিত্তের অভাবে আমাদের গৃহ থাকুক বা দগ্ধ হউক, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি বোধ হইতেছে না। অধিক কি! আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রামও যেন আর আমাদের নাই! চিত্তের সঙ্গে সঙ্গে সে সমস্তই যেন চোরিত হইয়াছে। অতএব আমাদের চিত্ত আমাদিগকে দাও। অনন্তর গোপীকারা শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে বুঝিলেন যেন তিনি তাহাদিগকে সম্প্রতি গৃহে প্রত্যাগমন করিতে বলিতেছেন, পরে বিবেচনা পূর্ব্বক দুই এক দিন পরে আসিতে দিবেন। এতদবধারণে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন যে, আপনার একথা নিতান্তই অসঙ্গত; কারণ চিত্তের

পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্‌যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিম্বা ॥৩১॥

অন্বয়ঃ।

করৌ অপি (ভবতা হৃতৌ) তব পাদমূলাৎ অস্মাকং পাদৌ অপি পদং পদমাত্রং ন চলতঃ অথ ব্রজং কথং যামঃ কিং বা করবাম ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যদস্মাকং চিত্তমেতাবন্তং কালং সুখেন গৃহেষু নির্ব্বিশতি তৎ ত্বয়াপহৃতং। যৌ করাবপি গৃহকৃত্যে নির্ব্বিশতাবপি সুখাত্মনা ত্বয়েতি বা ॥ ৩১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পহৃতানীত্যাহুঃ। করাবপি যৌ গৃহকৃত্যেষু নির্ব্বিশতঃ। উক্তেতি নেত্রে শ্রোত্রে অপি যে তানি সর্ব্বাণ্যপ্যপহৃতানীত্যর্থঃ। নন্থ ভো অদ্য তাবদ্গচ্ছত শ্বঃ পরশ্বো বা বিবিচ্য বশ্চিত্তং দাস্যামীতি তত্রাহুঃ। পাদাবস্মাকং পদমেকমপি ন চলতঃ যদ্বিনেত্যর্থঃ। অতশ্চিত্তং দেহি তত এব যাম ইতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

দিগের চরণ যেন গতিশক্তি বিস্মৃত হইয়াছে; আপনার পাদমূল হইতে এক পদও অন্যত্র চলিতে চাহে না; এক্ষণে বলুন দেখি! কি প্রকারে ব্রজে গমন করিব! ॥ ৩১ ॥

আভাস।

অভাবে আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ই বিফল হইয়া পড়িয়াছে; তখন কি প্রকারে এক্ষণে গৃহে গমন করি! চিত্ত না পাইলে ত আমাদের গমনশক্তি হয় না; আমাদিগকে চরণমূলে সঙ্গতা রাখুন, নতুবা চিত্তপ্রদানে গৃহে প্রেরণ করুন ॥ ৩১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ তখন মনে মনে ভাবিলেন যে, সুন্দরীগণের উলঙ্গ দেহ যাহা আমার দেখিবার ইচ্ছা ছিল, তাহা বস্ত্রহরণপ্রসঙ্গে সম্ভোগান্তকালেই আমার দেখা হইয়াছে; কেবল এই ভাববতীগণের লজ্জাহীন বাক্য অকপটে শুনিতে যে ইচ্ছা ছিল, সেইটী কেবল এখনও শুনা হয় নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মদনোদ্দীপক বেণুরবে এক প্রকার উন্মত্ত হইয়াছে; মধুর বাক্যে বিহ্বল করিয়াছি, এবং যাহাকে অবলম্বন করিয়া ভয় লজ্জাদি জীবের অন্তরে অবস্থিতি করে, সেই চিত্তকে পর্য্যন্ত অপহরণ করিয়াছি, তথাপি ইহারা এখনও লজ্জাবতীর ন্যায় কথা কহিতেছে; এখনও মনের ভাব বাক্যের দ্বারা সম্যক্ প্রকাশ করিতেছে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে কোন রমণী উন্মাদিনীর ন্যায় স্বভাবের বিপরীতে বাক্য প্রয়োগ করত বলিলেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার সহাস্য প্রেমবীক্ষণ এবং মধুর আলাপনে আমাদের হৃদয়ে যে প্রবল কামানলের উৎপাদন হইয়াছে, তাহা তোমার অধরামৃতের দ্বারা প্রশমিত কর! দেখ! যে উপায়ে এই মদনের উদ্দীপনা করিয়াছ, সেই উপায়ে যদি তাহার নির্ব্বাপণ কর, তবেই তোমার অব্যাহতি; নতুবা অগ্নিপ্রদানে গৃহদগ্ধকারীর পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। শ্লোকে কামশব্দ প্রয়োগ না করিয়া,

সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিং।

অন্বয়ঃ।

হে অঙ্গ হে সখে! ত্বদধরামৃতপূরকেণ নঃ অস্মাকং তব হাসাবলোককলগীত হৃচ্ছয়াগ্নিং (হাসপূর্ব্বকঃ অবলোকঃ কলগীতং মধুরবেণুনাদশ্চ তাভ্যাং জাতঃ যঃ হৃচ্ছয়ঃ

শ্রীধরস্বামী

অঙ্গ হে শ্রীকৃষ্ণ নোঽস্মাকং তবাধরামৃতপূরকেণ তবৈব হাসসহিতাবলোকনেন কলগীতেন চ জাতো যো হৃচ্ছয়াগ্নিঃ কামাগ্নিস্তং সিঞ্চ নো চেদ্বয়ং তাবদেকোঽগ্নি তথা বিরহা-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অহো সংপ্রয়োগসময়ান্তসময়েঽপি সুন্দরীণাং নির্ব্বন্ধাঃ কায়া দিদৃক্ষিতা যে আসংস্তে চীরহরণদিনে দৃষ্টাস্তথৈব মধুপানান্তসময়েঽপি ভাববতীনামাসাং নির্লজ্জং বচনং শুশ্রূষিতমাস্তে তদধুনাপি ন শ্রূয়তে হন্ত হন্ত বেণুনাদেন কামময়েননোন্মাদিতাঃ পুনশ্চ বাচঃ পেশৈর্বিহ্বলীকৃতাঃ যচ্চালম্ব্য লজ্জাবিবেকধর্ম্মধৈর্য্যাদীনি তিষ্ঠন্তি তচ্চিত্তমপ্যপহৃতং তদপ্যেতাঃ প্রায়ঃ সলজ্জমেব ভাষন্তে নত্বাত্যন্তরভাবমধুনাপি বাচা সম্যগুদ্ঘাটয়ন্তীতি মনসি পরামৃশন্তি সতি শ্রীকৃষ্ণে কাশ্চিন্মুখ্যতমা উন্মাদসঞ্চারিপ্রাবল্যেন বিপর্য্যস্তীকৃতপ্রকৃতয় আহুঃ সিঞ্চেতি। অত্র হাসেতাস্য সম্বন্ধিপদমর্থাত্তবেত্যেব লভ্যতে। ততশ্চ অঙ্গ হে কৃষ্ণ তব হাসসহিতেনাবলোকেন কলগীতেন চ জাতঃ প্রোদ্বুদ্ধঃ প্রোদ্দীপ্তো যো হৃচ্ছয়ঃ কাম এবাগ্নিস্তং তবৈবাধরামৃতপূরেণ সিঞ্চ নির্ব্বাপয়। স্বার্থে কঃ। যেনৈবাগ্নিঃ প্রোদ্দীপ্যতে তেনৈব প্রাপ্তবিবেকেন যদি নির্ব্বাপ্যতে তদৈব তদপরাধোপশমঃ। অন্যথা অগ্নিদাতা গৃহাদিদাহোত্থং পাপং প্রাপ্নোত্যেবেতি ভাবঃ। অত্র কামমিত্যপ্রযুজ্য হৃচ্ছয়পদপ্রয়োগেণৈবং ধ্বন্যতে। অস্মাকং কামো হি হৃদি শেতে এব। তঞ্চ ত্বয়া বিনা কোঽপি

হে প্রাণৈকবল্লভ! আপনার অধরামৃতপূর্ণ বেণুরব শ্রবণে, মধুর হাস্য অবলোকনে ও পিযূষপূর্ণ আলাপনে আমাদের অন্তরের অভ্যন্তরে যে কাম হুতাশনের উদ্দীপন হইয়াছে, সর্ব্বাগ্রে তাহাকে উপশমিত করুন! নতুবা বিরহ-বাত্যার প্রবল বেগে যখন সেই হুতাশন পরিপদ্ধিত হইবে, তখন এই

আভাস।

হৃচ্ছয়শব্দ প্রয়োগ করায় প্রকাশ করা হইয়াছে যে, হৃদয়ে তোমাকে প্রাপ্তির কামনা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই; এবং এই কামনা আমরা অতি গোপনে অন্তরে লুক্কায়িত রাখিয়াছি; তুমি ব্যতীত অন্যের তাহা জানিবার শক্তি নাই। তুমি যখন নিজ বাদিত বেণুরবের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়গুহায় প্রবেশ পূর্ব্বক হাসাবলোকনরূপ ঘৃত ও মধুর প্রক্ষেপে এবং পিযূষপূর্ণ আলাপনরূপ বায়ুর ফুৎকারে অন্তরস্থ কণামাত্র কামবহ্নিকে এরূপ প্রবল হুতাশনে পরিণত করিয়াছ, তাহার দ্বারা আমাদের প্রাণ পর্য্যন্ত পরিদগ্ধ ও ভস্মীভূত হইবার উপক্রম, তখন সে স্ত্রীহত্যার পাপী কি তুমি হইবে না? যদি সে পাপের ভয় থাকে, তবে

নোচেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ।

কামঃ স এবাগ্নিঃ তং) সিঞ্চ প্রশময়ঃ. নোচেৎ বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহাঃ (বিরহেণ জাতঃ যোঽগ্নিঃ তেন উপযুক্তদেহাঃ দগ্ধশরীরাঃ সত্য বয়ং ধ্যানেন তে তব পদয়োঃ চরণয়োঃ পদবীং সন্নিধানং যাম প্রাপ্নুয়াম ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

জ্জনিষ্যতে যোঽগ্নি স্তেনচ উপযুক্তদেহা দগ্ধশরীরা যোগিন ইব তে পদবীমন্তিকং ধ্যানেন যাম প্রাপ্নুয়াম ॥ ৩২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রবোধয়িতুং ন শক্নোতি। ত্বঞ্চ বংশীনাদেন সহাস্মৎকর্ণরন্ধ্রদ্বারা হৃদয়ং প্রবিশ্য তত্র শয়ানং কামাগ্নিং প্রবোধ্য হাসাবলোকঘৃতমধুভ্যাং কলগীতবাতেন চ প্রোদ্দীপ্য তত্রত্যান্মৎপ্রাণান্ দগ্ধুমুপক্রমসে। অতস্তদ্দাহপাপাদ্বিভেষি চেৎ তং নির্ব্বাপয়। নচ তৎপ্রোদ্দীপনে তন্নির্ব্বাপণে বা তবায়াসলেশোঽপি। যতস্তে হাসাবালোকস্তস্যাগ্নেরুদ্দীপকঃ। অধরামৃতঞ্চ তস্য নির্ব্বাপকমিতি তদ্বস্তু দ্বয়ং তব মুখচন্দ্র এব বর্ত্ততে। অতো দুর্লীলরাজপুত্রস্য তবাগ্নিজ্বালননির্ব্বপণাদ্যৈকৈব খেলা ভূয়সী ভূরিশো দৃষ্টা নত্বগ্নিজ্বালনমন্যেব। এষা তদ্যৈব দৃশ্যতে ইতি। নন্বেতানি মে সাহজিকান্যেব হাসাবলোককলগীতানি এতৈর্যদিযুবতয়ো জলেয়ুস্তদা কুত্র কুত্র কতিশে বা ময়া স্বাধরামৃতৈশ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যেতি চেৎ সত্যং পরঃসহস্রস্ত্রীবধে প্রাপ্ত এব তব তদ্ভুতাদসুতাপাদয়ং হঠো যাস্যতীত্যাহ

দেহকে ভস্মীভূত করিবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তথাপি আপনার চরণকমল পরিত্যাগ করিব না। দেহ ভস্মাবশেষিত হয় হউক, আমরা সেই হোমাগ্নিতে আপনার উদ্দেশে আত্মাকে ধ্যানযোগে আহুতি দিয়াও আপনার চরণসন্নিধান লাভ করিব, সন্দেহ নাই ॥ ৩২ ॥

আভাস।

সত্বর বহ্নি নির্ব্বাণ কর। তুমি যখন প্রদীপিত করিতে শিখিয়াছ, তখন নির্ব্বাপিত করিতেও বিলক্ষণ জান; তাহাতে তোমার বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইবে না। কারণ তোমার হাসাবলোকন যখন উক্ত কামাগ্নির উদ্দীপক, তখন তত্রত্য অধরামৃতই তাহার নির্ব্বাপক হইবে, সন্দেহ নাই। অগ্নি জ্বালন ও নির্ব্বাপণ এই দ্বিবিধ ক্রীড়াই তোমার বারংবার যথেষ্ট দেখিয়াছি; এবারকার ন্যায় কেবল অগ্নিজ্বালন মাত্রত আর কখন দেখি নাই। তুমি রাজার পুত্র, প্রচণ্ডবিক্রম হইলেও শান্তমূর্ত্তি অবলম্বন কর! যদি বল যে, হাস্য, অবলোকন ও কথোপকথন তোমার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম; তাহাতে যদি যুবতীগণের হৃদয় দগ্ধ হয়, তাহা কোথায় কত রমণীর চিকিৎসা এক অধরামৃতের দ্বারা সম্পাদন করিবে বলিয়া উপেক্ষা কর, তাহা হইলেও তোমার নিস্তার নাই। আমরা পূর্ব্ব জন্মে বিষম তপস্যা

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নোচেদিতি। বিরহাগ্নিনা উপযুক্তদেহা দগ্ধশরীরা যোগিন্য ইব ধ্যানেন তব পদয়োঃ পদবীং যাম অধুনৈব পাপ্নুয়াম। অয়মর্থঃ বয়ং পূর্ব্বজন্মস্বকৃততপস্থানেবাত্মনো জানীমঃ যদেতজ্জন্মনি ত্বং নাঙ্গীকুরুষে। তস্মাদধুনা তপশ্চরণার্থং ন বাহ্যং লৌকিকং বহ্নিং গৃহ্নীমঃ। হৃচ্ছয়াগ্নিস্ত্বদ্বিরহাগ্নোঃ স্বত এব সত্ত্বাৎ। তত্রাপি তদ্বিরহাগ্নিনাতিপ্রবলী, ভবিষ্যন্না হৃচ্ছয়াগ্নিরপি মন্দীকরিষ্যতে এবাতো বিরহাগ্নাবেব প্রাণেষু হূয়মানেষ্বস্মাকং সঙ্কল্পশ্চায়ং। ভোঃ কৃষ্ণবিরহাগ্নে কৃষ্ণপাদস্পর্শমাশাসানা বয়ং ত্বয়ি স্বপ্রাণান্ জুহুম স্তস্মাৎ কৃষ্ণস্য পাদয়োঃ পদব্যামন্যজনৈরলক্ষিতা অস্মাস্তথা স্থাপয় যথা অস্মৎকুচয়োরুপর্য্যেব তস্য পাদৌ পতেতাং নতু ভূমাবিতি। ততশ্চ ত্বৎপাদভারেণৈবোপশান্তহৃচ্ছয়াগ্নয়ো বয়ং সিদ্ধমনোরথা এব ভবিষ্যামস্তঞ্চানিচ্ছন্নপ্যস্মৎকুচস্পর্শসুখং প্রাপ্নুবন্নপি স্ত্রীবধানুতাপমেব ভূয়াংসম্প্রাপ্স্যসীতি। সখে ইতি। সখ্যাদেবৈবং চিকীর্ষামঃ। সখীরপ্যস্মাংস্ত্বমেবং সন্তাপয়সি চেদ্বয়মপি ত্বাং সখায়মেবং কথং নানুতাপয়াম ইতি ধ্বনিঃ। কিন্তু প্রেমহস্তকঃ খলু তদপি ত্বদনুতাপদুঃখং কোটিগুণীকৃত্যাস্মভ্যমেব দাস্যতে ইতি জানীমঃ কিং কুর্ম্মো-হস্মাকং দগ্ধললাটমেবম্বিধমেব বিধাত্রা সৃষ্টং। তস্মাদয়ে পরিণামদর্শিন্ কৃপাসিন্ধো স্বানু-তাপবল্লিবীজং কিমর্থং বপসি। কথং বা তৎফলভোগিনীরস্মাংশ্চ করোষি মুঞ্চ হঠমস্মা-নঙ্গীকুর্ব্বিতি ভূয়াংস এবানুধ্বনয়ঃ ॥ ৩১ ॥

আভাস।

দ্বারা চিত্তকে নির্ম্মল করিয়াছি; এ জন্মে আর তপস্যাদির জন্য পৃথক তোমাগ্নির প্রয়োজন হইবে না। তুমি যদি সহজে আমাদিগের কামাগ্নি উপশমিত না কর, তাহা হইলে তদীয় বিরহ-বাত্যায় যে অনলশিখার উদয় হইবে, তখন সংকল্পপূর্ব্বক মন্ত্রপাঠ করিব যে, হে কৃষ্ণবিরহাগ্নে! শ্রীকৃষ্ণ চরণারবিন্দের কামনায় তোমাতে স্বকীয় প্রাণ আহুতি দিলাম; তুমি অন্যের অজ্ঞাতসারে সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে আমাদিগকে লইয়া যাও, যেন শ্রীকৃষ্ণ আমাদের কুচযুগল ব্যতীত অন্য কোথায়ও চরণ বিক্ষেপে সমর্থ না হন"। এরূপ ব্যবস্থা করিলে তোমার চরণভারে তোমাদের কামভাব প্রশমিত হইবে এবং তোমারও কামিনীর কুচস্পর্শজন্য সুখেরও পর্য্যাপ্তি ঘটিবে। হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদের হৃদয়সখা; দেখ! সখী বলে আমরা যখন তোমার পরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা করি, তখন তোমারও আমাদের জন্য একটু যত্ন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! আমরা যতই চেষ্টা করি না, ত্বদীয় বিরহানল আমাদিগকে ততই ভস্মীভূত করিতে চেষ্টা করিতেছে। এক্ষণে কি করি! কোথায় যাই! এক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝিলাম, তোমার কোন অপরাধ নহে; বিধাতাই আমাদের বাম হইয়াছেন। কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যে, হে কৃপাসিন্ধো! এরূপ অনুতাপ লতার বীজ কেনই বা রোপণ করেন এবং ফলপ্রসবের পূর্ব্বে কেনই বা ছেদন করেন? এরূপ বিড়ম্বনা আর করিও না! ॥ ৩২ ॥

যর্হ্যম্বুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়া দত্তক্ষণং ক্বচিদরণ্যজনপ্রিয়স্য।
অস্প্রাক্ষ্ম তৎ প্রভৃতি নান্যসমক্ষমঙ্গ স্থাতুং ত্বয়াভিরমিতা বত পারয়ামঃ॥ ৩৩॥

অন্বয়ঃ।

হে অম্বুজাক্ষ! কৃপাদৃষ্ট্যৈব সর্ব্বসন্তাপনিবারক! হে অঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ! যর্হি যদা ক্বচিৎ অরণ্যজনপ্রিয়স্য (অরণ্যজনাঃ ব্রজবাসিনঃ প্রিয়াঃ যস্য তস্য তব) রমায়াঃ দত্তক্ষণং দত্তোৎসবং পাদতলং অস্প্রাক্ষ্ম স্পৃষ্টবত্যঃ ত্বয়া অভিরমিতাঃ আনন্দিতাঃ সত্যঃ তৎপ্রভৃতি তদারভ্য, অন্যস্য পত্যুঃ সমক্ষং সম্মুখং অপি স্থাতুং হে অঙ্গ! বত ন পারয়ামঃ। ৩৩॥

শ্রীধরস্বামী।

নন্বু স্বপতীনেবোপগচ্ছত ত এনমগ্নিং সিঞ্চেয়ুরিতি তত্রাহুর্যর্হীতি। রমায়া লক্ষ্ম্যা দত্তক্ষণং দত্তোৎসবং তদপি ক্বচিদেব ন সর্ব্বদা অরণ্যজনাঃ প্রিয়া যস্য তস্য তব অরণ্যজনপ্রিয়ত্বাদেবারণ্যে ক্বচিৎ যর্হি অস্প্রাক্ষ্ম স্পৃষ্টবত্যো বয়ং। তত্রচ ত্বয়াভিরমিতাঃ আনন্দিতাঃ সত্যঃ তদারভ্য অন্যসমক্ষং স্থাতুমপি ন পারয়ামঃ তুচ্ছাস্তে ন রোচন্ত ইত্যর্থঃ। ৩৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্বু তর্হি স্ব স্বপতীনেবোপগচ্ছত ত এবৈনমগ্নিং সিঞ্চেয়ুস্তত্রাহ যর্হীতি। হে অম্বুজাক্ষেতি স্বনয়নদর্শনক্ষণমারভ্যৈব বয়ং ভ্রমরীভূয় স্থিতাঃ স্ম ইতি। চক্ষুরাগঃ প্রথমং চিন্তাসঙ্গস্ততোঽথ সঙ্কল্প ইতি রসশাস্ত্রোক্তেঃ প্রথমং লোচনালোচনে দর্শনমেবাস্মাকং পূর্ব্বরাগপ্রবর্ত্তকমিতি ভাবঃ। তত্রাপি যর্হি যস্মিন্নেব ক্ষণে তব পাদতলং ক্বচিদ্গোবর্দ্ধনাদি কুঞ্জপ্রদেশে অস্প্রাক্ষ্ম কুচাভ্যাং স্পৃষ্টবত্যো বয়ং। কীদৃশং। রমায়া দত্তক্ষণং বৈকুণ্ঠবাসিন্যা লক্ষ্ম্যা নারায়ণপ্রিয়ায়া অপি রমণাভিলাষময়োৎসবদায়কং। যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপ

হে পদ্মপলাশলোচন! আপনার কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপেই জীবের সকল যাতনা দূর হয়। হে কন্দর্প-দর্পহারি শ্রীকৃষ্ণ! আপনি অরণ্যচারী ব্রজবাসীর প্রাণধন! আপনার যে চরণযুগলে সঙ্গতা হইবার অভিপ্রায়ে কমলবনবাসিনী সাক্ষাৎ কমলাও নিরন্তর অবসর অন্বেষণ করিতেছেন, আমরা যদবধি তাদৃশ চরণের স্পর্শে আপনার অনুগ্রহে এতাদৃশ আনন্দভাগিনী হইয়াছি, তদবধি আর পতিস্বজনাদির নিকটে কিরূপে অবস্থান করিতে সমর্থা হইব? ॥ ৩৩॥

আভাস।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তোমরা বৃথা কেন অনুতাপ করিতেছ। স্ব স্ব পতির সমীপে গমন কর! তাঁহারাই তোমাদের এই অগ্নি অক্লেশে নিবাইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। তখন নারীগণ বলিলেন, হে পদ্মপলাশ-লোচন! প্রফুল্ল কমল-সদৃশ আপনার সুকোমল নয়ন-কমল দর্শনাবধিই আমরা ভ্রমরীর ন্যায় তৎসন্নিধানে অবস্থিতি করিতেছি। নয়নাম্বুরাশিই

শ্রীর্যৎপদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা লব্ধ্বাপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজুষ্টং।

অন্বয়ঃ।

যস্যাঃ শ্রিয়ঃ স্ববীক্ষণে (শ্রীঃ অস্মান্ বিলোকয়তু ইত্যেতদর্থঃ) উত অন্যসুরপ্রয়াসঃ (অন্যেষাং সুরাণাং ব্রহ্মাদীনাং প্রয়াসঃ যত্নঃ ভবতি) সা শ্রীঃ (তব) বক্ষসি পদং একান্ত

শ্রীধরস্বামী।

স্বৎপাদসৌভাগ্যং ত্বতিচিত্রমিত্যাহুঃ শ্রীরিতি বক্ষসি অসাপত্ন্যং স্থানং লব্ধ্বাপি তুলস্যা সপত্ন্যা সহ লক্ষ্মীর্যৎ তব পদাম্বুজরজঃ কাময়তে স্ম ভৃত্যৈঃ সর্ব্বৈর্জুষ্টমিতি সৌভাগ্যা-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইতি নাগপত্নীবচনাদ্গর্গাদিমুখশ্রুতাৎ। অতো বনবাসিনীনাং গোপস্ত্রীণামস্মাকং তত্রাভি-লাষে কিমাশ্চর্য্যমিতি ভাবঃ। ননু লক্ষ্ম্যা অপ্যভিলষণীয়ে বস্তুনি কুতো বঃ প্রাপ্তিযোগ্যতেত্যত আহুঃ। অরণ্যজনা গোপজাতয় এব প্রিয়া যস্য তস্য তব। তৎপ্রভৃতি তৎ ক্ষণমারভ্য অন্যেষাং স্বস্বপতীনাং গোপস্ত্রীণামস্মাকং সমক্ষং স্থাতুমপি ন পারয়ামস্তান্ দৃষ্ট্বা মনসি ঘৃণোৎপদ্যতে ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ ন কেবলং বয়মস্প্রাক্ষ্ম এব অপি তু ত্বয়া অভি সর্ব্বতো-ভাবেন রমিতা যথেষ্টং সংভুজ্য পুরুষায়িতীকৃতা অপীত্যর্থঃ। তেন সম্ভুক্তপূর্ব্বাঃ অস্মাননাত্র ন প্রস্থাপয় পাদয়োস্তে পতাম ইতি কাকুর্ধ্বনিতা॥ ৩৩॥

তদেবং ত্বয়ৈব বয়ং স্বপ্রেয়সীকৃতাঃ। কিন্তু ত্বচ্চরণসেবামেব বয়মাশাস্মহে ইতি সদৃষ্টান্তমাহুঃ। শ্রীর্লক্ষ্মী যস্য নারায়ণস্য পদাম্বুজরজশ্চকমে তদ্বত্তত্তুল্যস্য তবাপি বয়ং

যে কমলার কণা মাত্র কৃপা-কটাক্ষের কামনায় ব্রহ্মাদি দেবেন্দ্রগণও আগ্রহাতিশয়ে বিশেষ পরিশ্রম করিয়া থাকেন, সেই লক্ষ্মী আপনার বক্ষঃস্থলে

আভাস।

চিত্তাকর্ষণের প্রথম উপকরণ; ইহা রসশাস্ত্রাদিতে বিলক্ষণ বিবৃত আছে। আপনার অপাঙ্গ-দৃষ্টিই আমাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছে। আবার নারায়ণপ্রিয়া স্বয়ং লক্ষ্মীর চিরবাঞ্ছিত ভবদীয় চরণযুগল যখন আমরা গোবর্দ্ধনাদি নিকুঞ্জবন-প্রদেশে অবলোকন করিয়া কুচদ্বয়ে স্পর্শ করাইয়াছি, তদবধি আমরা গোপপতির সমক্ষেও অগ্রসর হইতে বাসনা করি নাই। অহো! কমলবাসিনী কমলা যে চরণের আশায় নিরন্তর সতৃষ্ণ নিরীক্ষণ করিতেছেন; আমরা বনবাসিনী গোপকামিনী হইয়া তদ্দর্শনে যে চমকিত হইব, তাহাতে আর বিচিত্র কি? এদিকে আমরাও যে, আপনার বিনা অনুমতিতে চরণস্পর্শ করিয়াছি, এমত নহে; আপনি স্বয়ং কৃপা প্রকাশে পূর্ব্বে চরণদানে চরিতার্থ করিয়াছেন, এক্ষণে আবার কেন বঞ্চিত করিতেছেন? আপনার চরণে নিপতিত হইতেছি; আমাদের আর অন্যত্র প্রেরণ করিবেন না। ॥ ৩৩॥

আপনি যদিও প্রেয়সীরূপে স্বয়ং আমাদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি আমরা আপনার দাসী; সেবা ব্যতীত অন্য কিছুরই প্রার্থনা করি না। কারণ হে লক্ষ্মীকান্ত!

যস্যাঃ স্ববীক্ষণ উতান্যসুরপ্রয়াসস্তদ্বদ্বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ।

স্থানং কিল লব্ধ্বা অপি তুলস্যা সহ ভৃত্যজুষ্টং। ভৃত্যৈঃ ভক্তৈঃ জুষ্টং সেবিতং) পদাম্বুজরজঃ চকমে তদ্বদ্ বয়ং তব পাদরজঃ প্রাপ্ত্যর্থং প্রপন্নাঃ আগতাঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তিশয়োক্তিঃ। যস্যাঃ স্ববীক্ষণে শ্রীরাত্মানং বিলোকয়তু ইত্যেতদর্থমস্মাভিরন্যেষাং সুরাণাং ব্রহ্মাদীনাং তপোভিঃ প্রয়াসঃ সা তদ্রজঃ তদ্বদ্বয়মপি প্রপন্না ইতি। ৩৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পদাম্বুজরজঃ প্রপন্নাঃ ততশ্চ গর্গোক্তিগম্যেন তব নারায়ণতুল্যত্বেনাস্মাকমপি শ্রীতুল্যত্বং স্বতএবায়াতমিতি ভাবঃ। কিঞ্চ বক্ষসি সর্ব্বোত্তমে স্থলে পদং আস্পদং লব্ধ্বাপি তুলস্যা সপত্ন্যা পদমপি ভৃত্যৈর্জুষ্টং সেবিতমিতি পুরুষজনসঙ্ঘট্টনদপি তস্য পাদরজশ্চকমে। স্বাভাবিকীং প্রেয়সীভাবসমুচিতাং লজ্জামপি পরিত্যজ্য স্বন্যূনতামপ্যঙ্গীকৃত্য কাময়তে স্মেতি। তস্যাঃ প্রেয়সীত্বাদপি দাসীভাবো যথাভীপ্সিতস্তথৈবাস্মাকমপীত্যস্ত স্তবঃ রক্তকপত্রকাদিদাসৈঃ সহাপি লজ্জাং পরিত্যজ্য পাদৌ সম্বাহয়িতুমিচ্ছামঃ। তথা বৃন্দাবনীয়পুলিন্দীনাং কর্ম্ম তৃণলগ্নরচ্চরণতলকুঙ্কুমেন স্বীয়ভালপ্রলেপনমপি স্বন্যূনতামপ্যঙ্গীকৃত্য টিকীর্ষামঃ। কিঞ্চ। শ্রীনারায়ণদেবেন প্রত্যাখ্যাতা নিত্যনিবাসার্থং ভক্তৈ স্ববক্ষ এব দত্তং যয়া তু রসিকশেখরেণাস্মভ্যং স্বপদতলনিকটপ্রদেশেঽপি ক্ষণমপি স্থাতুমপি ন দীয়তে ইত্যস্মাকমেব দগ্ধললাটমিতি ধ্বনিঃ। স্বয়শঃপ্রেম্পুর্গর্গোক্তিপ্রামাণ্যেন যদি নারায়ণতুল্যো বুভূষসি তদাস্মান্ বক্ষসা বহেত্যপি ভাবগাম্ভীর্য্যস্পর্শী ধ্বনিঃ। নন্বু সা লক্ষ্মীর্যথা

একান্তবাসের স্থান প্রাপ্ত হইয়াও তুলসীর সহিত সাপত্ন্যবোধে ভক্তের আরাধ্যপদ আপনার যে শ্রীপাদপদ্মের প্রত্যাশা করেন, আমরা সকল পরিত্যাগে সেই শ্রীপদের সমীপবর্ত্তিনী হইয়াছি; এক্ষণে আমাদিগকে নিরাকৃত করিবেন না! ॥ ৩৪ ॥

আভাস।

সৌন্দর্য্যস্বরূপা লক্ষ্মী সর্ব্বোত্তম আপনার বক্ষঃস্থল বাসার্থ লাভ করিয়াও তাঁহার যখন চিত্তোদ্বেগের নিবৃত্তি হয় নাই, তিনি আবার ভক্তের সম্পত্তি ভবদীয় চরণদ্বয় তুলসী উপভোগ করিতেছে দেখিয়া, সপত্নীর ন্যায় সেই চরণসেবার্থ অনুরক্তচিত্তে প্রতীক্ষা করিতেছেন; অর্থাৎ তিনি যখন প্রকৃত প্রেয়সী হইয়াও দাসী হইতে লজ্জাবোধ করিতেছেন না, তখন আমরা বনবাসিনী গোপরমণী হইয়া, আপনি প্রেয়সী বলিলেও যে সেবিকা হইতে প্রার্থনা করিব, তাহাতে আর লজ্জা কি? এক্ষণে বৃন্দাবনের পুলিন্দনারীগণ যে তৃণসংলগ্ন আপনার চরণকুঙ্কুম লইয়া ললাটে ধারণ করিত, এক্ষণে আমাদের সে আচরণও

তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দ্দন তেঽঙ্ঘ্রিমূলং প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ।

অন্বয়ঃ।

যস্মাৎ ত্বদুপাসনাশাঃ (ত্বদুপাসনে ত্বৎসেবনে এব আশা অভিলাষো যাসাং তাঃ তথাভূতাঃ সত্যঃ বয়ং) বসতীঃ পতিসুতাদিসহিতান্ গৃহান্, বিসৃজ্য ত্যক্ত্বা, তে তব অঙ্ঘ্রিমূলং

শ্রীধরস্বামী।

হে বৃজিনার্দ্দন দুঃখহন্তঃ তদুপাসনে তদ্ভজনে এব আশা যাসাং তাঃ বয়ং বসতীর্গৃহান্

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

চঞ্চলা তথৈব বয়মপি পুণ্যবতাং জনানাং গৃহে গৃহে চাঞ্চল্যধর্ম্মমপঙ্গীকুরুথেতি নর্ম্মাশঙ্ক্য কেন মূর্খেণোচ্যতে শ্রীশঙ্কলেতি। সা তু পরমধীরৈরেবেত্যাহুঃ। যস্যাঃ শ্রিয়ঃ স্বেষু বীক্ষণকৃতে বাৎসল্যরসময়কৃপাবলোকনপ্রাপ্তিকৃতে অন্যসুরাণাং ব্রহ্মাদীনাং তৎপুত্রতুল্যানাং প্রায়স এব সাতু তদপি তানপি প্রায়ো নাবলোকতে কিন্তু তচ্ছক্তিরেব কাচিত্তেভ্যোঽভীপ্সিতাং সম্পদং দত্তে ইতি ॥ ৩৪ ॥

তস্মাদস্মৎকুটুম্বাদিকং পরিত্যজ্য নারায়ণস্য ভক্তা ইব বয়ং তব দাস্যমেব কাময়ামহ ইত্যাহুস্তন্ন ইতি যতস্ত্বং নারায়ণতুল্যস্তস্মাদস্মান্ প্রসীদ। ননু মৎপ্রসাদপ্রতিকূলং দুঃখাদৃষ্টং ভবতীনামস্তীত্যতঃ কথং প্রসাদঃ। নারায়ণোঽপি কিং সর্ব্বত্রৈব প্রসীদতীত্যত আহুঃ। হে বৃজিনার্দ্দন তদপি দুঃখং হ্যমেবার্দ্দয়। নারায়ণোঽস্মজ্জনানামেব প্রপন্নজনানাং দুঃখমর্দ্দয়তি বয়ন্তু তেঽঙ্ঘ্রিমূলং প্রাপ্তাঃ তত্রাপি কামনান্তররাহিত্যেনৈবেত্যাহুর্বিসৃজ্য

হে বিপন্নজনদুঃখহর্ত্তা! আমরা কেবল আপনার চরণসেবার অভিলাষে পতি, পুত্রাদি সহ সমস্ত গৃহধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া ভবদীয় চরণপ্রান্তে উপনীত হইয়াছি; হে সৌন্দর্য্য-রস-সাগর দুঃখহারি শ্রীকৃষ্ণ! সুধাংশু বিনিন্দিত ত্বদীয়

আভাস।

প্রার্থনীয়। হে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু! গর্গমুখে শুনিয়াছি যে, তুমি নারায়ণের তুল্যগুণসম্পন্ন; এবং ভক্ত হইলেই তোমাকে পাইয়া থাকে। তবে এ বিষম ব্যবহার তোমাতে কেন অবলোকন করিতেছি? প্রিয় ভক্ত বলিয়া লক্ষ্মীকে বক্ষে স্থান দিতেছ, আমাদিগকে কি চরণেও স্থান দিতে পার না! লক্ষ্মীর ন্যায় অন্তত একবারও কি আলিঙ্গন করিতে অনিচ্ছুক? অহো! আমাদের দগ্ধললাট! আমাদিগকে আলিঙ্গন করিবেন কেন? আমরা ত লক্ষ্মীর ন্যায় চঞ্চলা নহি। আমরা যদি চঞ্চলা লক্ষ্মীর ন্যায় পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণের গৃহে গৃহে অনবরত অভিসারিকার ন্যায় বিচরণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে বোধ হয়, লক্ষ্মীর ন্যায় আমাদের প্রতিও আপনার কিছু যত্ন হইত। কিন্তু হে গোবিন্দ! লক্ষ্মী ও প্রকৃত সেরূপ চঞ্চলা নহেন; তৎপুত্রতুল্য ব্রহ্মাদিগণের আরাধনায় তিনি তুষ্ট হইয়া কোন একটী শক্তিসঞ্চারে তাঁহাদিগের অভীপ্সিত সম্পদ মাত্র প্রদান করেন; তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার নেত্রনিপাতনেরও সাবকাশ থাকে না ॥ ৩৪ ।

ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকামতপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যং ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ।

প্রাপ্তাঃ তৎ তস্মাৎ হে বৃজিনার্দ্দন দুঃখনাশন! হে পুরুষভূষণ সৌন্দর্য্যনিধে! ত্বৎসুন্দরস্মিত-নিরীক্ষণতীব্রকামতপ্তাত্মনাং (তব সুন্দরস্মিতং তৎবিলসিতং যন্নিরীক্ষণং তেন জাতঃ যঃ তীব্রঃ দুঃসহবেগঃ কামঃ তেন তপ্তঃ আত্মা অন্তঃকরণং যাসাং তাসাং) নঃ অস্মাকং প্রসীদ প্রসন্নো ভব; দাস্যং দাস্যপূর্ব্বকং রমণং দেহি সম্পাদয়। ৩৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বিসৃজ্য যোগিন ইব প্রাপ্তঃ তব সুন্দরস্মিতবিলসিতনিরীক্ষণেন যত্তীব্রকামস্তেন তপ্তচিত্তানাং নঃ হে পুরুষরত্ন দেহি দাস্যং ॥ ৩৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বসতীত্যিতি। নন্থ গার্হস্থ্যসুখং পরিত্যজ্যাপি মত্তঃ সুখং। কিঞ্চ। নাবশ্যমর্থয়ধ্বে ইতি জানীমস্তত্রাহুঃ। ত্বদুপাসনায়ামেবাশা নতূপাসনায়াঃ ফলে কস্মিংশ্চ ন সুখে ত্বয়া দাসামানে আশা যাসাং তাঃ। অয়মর্থঃ। উপাসনয়া ত্বাং সুখয়াম ইত্যেবাভিপ্রায়েঽপি ত্বন্মুখদর্শনোত্থঃ যদি নঃ সুখমাকস্মিকং ভবেত্তর্হি কো দোষ ইতি নন্থ তর্হি কথমুক্তমস্মাকং হৃচ্ছয়াগ্নিং সিঞ্চেতি সত্যং। তদগ্নিজ্বালায়া অপি ত্বমেব কারণমিত্যাহুঃ। তব সুন্দর-স্মিতনিরীক্ষণেন যত্তীব্রকামস্তেন তপ্ত আত্মা যাসাং তাসামপ্যস্মাকং দাস্যং দাসীত্বমেব দেহি নতু পত্নীত্বং। অত্র শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্যচরণানামপি ব্যাখ্যা। অতো দাস্যার্থিন্ত এব

মুখারবিন্দের সুমধুর হাস্য নিরীক্ষণে আমাদের হৃদয়-বিপিনে যে দুঃসহ কামবেগের উদয় হইয়াছে, তাহাতে আমাদের চিত্ত নিতান্তই সন্তপ্ত হইতেছে। আপনি প্রসন্ন হইয়া, আমাদিগকে দাসীরূপে নিয়োজিত করুন! এবং দাসীর লভ্য রমণ দানে কৃতার্থ করুন! ॥ ৩৫ ॥

আভাস।

অতএব গৃহকুটুম্বাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তের ন্যায় আমরা আপনার [illegible] এই মাত্র প্রার্থনা; গোপিকাগণ আরও বলিলেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনি যখন নারায়ণতুল্য, তখন আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন! শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে সুন্দরীগণ! তোমাদের অদৃষ্টে দুঃখ থাকিতে, আমার প্রসন্নতাতে কি আনুকূল্য হইবার সম্ভব? তদুত্তরে নারীগণ বলিলেন, হে বৃজিনার্দ্দন! শরণাগত জনের দুঃখ নারায়ণই হরণ করিয়া থাকেন; আমরা নিতান্ত আশ্রিতের ন্যায় আপনার চরণে শরণ লইলাম; আপনিই আমাদের সকল দুঃখ বিমোচন করুন! শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ললনাগণ! তোমরা গার্হস্থ্য সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল আমার প্রেমসুখে মগ্ন হইবে, এরূপ কখনই সম্ভব বোধ হয় না। তদুত্তরে নারীগণ কহিলেন, হে আনন্দরসসাগর! আমরা কেবল আপনারই উপাসনার নিমিত্ত আশালতাকে

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বয়ং নতু বিবাহার্থিনঃ। অত উপনয়নাদ্যপেক্ষাপি ন লোকব্যবহারেণেত্যেষা। ভবতস্তাস্মাকং কন্যাত্বে পরোঢ়ত্বে বা ন কাপি ক্ষতিঃ। উত্তরভাবেঽপি ত্বদ্দাসাসম্ভবাদিতি ভাবঃ। প্রকৃত-বৈষ্ণবতোষণ্যাং শ্রীসনাতনগোস্বামিচরণানামপি বিবাহে সতি পত্নীত্বেন ভজনাদপ্যোপপত্তেরত্র ভজনং পরমমহাসুখং তচ্চ শ্রীভাগবতামৃতকারাদৌ চ প্রসিদ্ধমেব। অতএবাত্র দাস্যবিশেষ এব প্রার্থিতঃ। অধুনা চ প্রার্থ্যতে দাস্যো ভবাম ইত্যেষা। অয়ম্ভাবঃ! কামমতোদধি-ত্বাদেব শ্রীলম্পটস্য ভবাম্মাভির্যুবতিভিরুপাসনা স্বাঙ্গৈরেব ত্বৎসুখোৎপাদনলক্ষণা খল্বেষৈ-বেত্যতো হৃচ্ছয়াগ্নিসেকপ্রার্থনাপি স্বদুপাসনৈনৈব কামাগ্নিরপ্যস্মাকং স্বদুপাসনোপকরণমেব মুখ্যমিত্যত এব সমুচিতমেব সম্বোধনপদং। হে পুরুষরূপভূষণ গৌরাঙ্গীনামস্মাকমিন্দ্র-নীলমণিময়সর্ব্বাঙ্গালঙ্কারেতি ॥ ৩৫ ॥

আভাস।

সিঞ্চিত করিতেছি; উপাসনার ফলেও প্রত্যাশা করি না। আমাদের উপাসনায় কেবল আপনি সন্তুষ্ট হইলেই, আমরা চরিতার্থ! তবে যদি উপাসনাকালে ভবদীয় মুখারবিন্দ নিরীক্ষণে আমাদের আকস্মিক সুখোৎপত্তি ঘটে, তবে সে সুখোৎপত্তিতে ত আর কোন দোষ ঘটিতে পারে না। অতএব আমাদের হৃদয়ানল নির্ব্বাপিত করুন! সে অনলের কারণও এক আপনি! আপনার সুহাস্য বদনকমল নিরীক্ষণ করিয়াই আমাদের হৃদয়ে যে কাম-ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহাতেই আমাদের অন্তরাত্মা উত্তপ্ত হইয়াছে। আপনি আমাদিগকে দাসী করুন, পত্নী হইবার গুরুতর সাধ আমাদের নাই। দাসী হইবার প্রার্থনায় অগ্রসর হইয়াছি; বিবাহের প্রত্যাশা করি না! সুতরাং আপনার লৌকিক উপনয়নেরও অপেক্ষা নাই; এবং আমরা কন্যাই হই বা অন্যপরিণীতাই হই, তাহাতেও আপনার ক্ষতি নাই। উভয় ভাবেই আপনার দাস্যত্বের কোন প্রতিবন্ধক নাই। আর যদি বিবাহিতাই হই, তাহা হইলে উপপতি ভজনেও পরস্পরে পরমসুখেরই সংঘটন সম্ভব। পুরুষভূষণ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করায়, প্রকাশ করা হইয়াছে যে, গৌরাঙ্গী গোপিকাগণের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রনীল মণিসদৃশ। অর্থাৎ সুবর্ণ ও ইন্দ্রনীল সম্বন্ধের ন্যায়, গোপিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের পরস্পরে পরস্পরের শোভাবর্দ্ধক সম্বন্ধ চির-বিদ্যমান ॥ ৩৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যেন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে সুন্দরীগণ! তোমরা আমার নিকট হইতে এমন কি অপূর্ব্ব মূল্য পাইয়াছ, বা এমন কি উপকার লাভ করিয়াছ যে, আমার দাসী হইয়া সমুচিত মূল্য অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক চারুবিলোকনরূপ অপূর্ব্ব নিধিলাভে যৌবন-পদবীর আরম্ভ হইতে নীলনিধি, পদ্মনিধি, জম্বুনদ, মকরযুগল ও চিন্তামণিময় মণিস্তম্ভ-বিশিষ্ট লক্ষ্মীর আবাসমন্দির ইন্দ্রমণিস্থালীর অলঙ্কারাদিমণ্ডিত সুকোমল মুখকমল হইতে বিনিঃসৃত দেবতার দুর্লভ অমৃতরাশি আমাকে পান করাইতেছ! তদুত্তরে নারীগণ

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডল শ্রী গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকং।

অন্বয়।

অলকাবৃতমুখং (অলকৈঃ কেশৈঃ আবৃতং মুখং) কুণ্ডলশ্রী গণ্ডস্থলাধরসুধং (কুণ্ডলয়োঃ শ্রীঃ শোভা যয়োঃ তে গণ্ডস্থলে যস্মিন্ অধরে সুধা যস্মিন্ তৎ) হসিতাবলোকং (হসিতঃ

শ্রীধরস্বামী।

ননু গৃহস্বাম্যং বিহায় কিমিতি মদ্দাস্যং প্রার্থ্যতে অত আহুর্বীক্ষ্যেতি। অলকাবৃতমুখং কেশান্তরৈরাবৃতং মুখং তথা কুণ্ডলয়োঃ শ্রীর্যয়োস্তে গণ্ডস্থলে যস্মিন্ অধরে সুধা যস্মিন্ তচ্চ তচ্চ এবং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যূয়ং যন্মম দাস্যো ভবথ তৎ কিং ময়া মূল্যেন ক্রীতাঃ স্থ দত্তভৃতয়ো বা তত্র ভবতা অস্মৎ সমুচিতমূল্যাৎ কোটিকোটিগুণিতেনাস্মদদৃষ্টাশ্রুতচরেণ মহানর্ঘ্যেণ হসিতাবলোকচিন্তারত্নেনাস্মান্ বয়ঃসন্ধ্যারম্ভ এব ক্রীত্বা স্বীয়কুঞ্জমন্দিরমানীয় নীলনিধিপদ্মনিধিজাম্বুনদমকরযুগলচিন্তামণিময়স্থলীমণিস্তম্ভলক্ষ্মীবিলাসাস্পদনীলমণিমন্দিরাণালকাদিব্যাজেন স্বসম্পত্তীদর্শয়িত্বা দেবৈরপি দুর্ল্লভমমৃতং প্রতিদিনং ভোজয়সীত্যাহুর্বীক্ষ্যেতি। যদা শোণবক্রোষ্ণীষং শিরসি বধ্নাসি তদা দাসীজনেন কঙ্কতিকয়োৎকৃষ্যোৎকৃষ্যোর্দ্ধনয়নাৎ ত্বয়া চ সাঙ্গুল্যা যত্নান্নিরুদ্ধ্যোন্নীয়োষ্ণীষান্তঃপ্রবেশনাৎ ভালবামদক্ষিণপ্রান্তয়োরেব দৃশ্যমানমূলভাগৈরলকৈরাবৃতমনাচ্ছন্নং মুখং বীক্ষ্য যদা চ চূড়াং বধ্নাসি তদা ভালাগ্রবামদক্ষিণভাগেষ্বপি কুঞ্চিতৈরনতিদীর্ঘৈরলকৈরা ঈষদাবৃতং মুখং বীক্ষ্য অভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনাদিসময়ে সম্প্রয়োগভরসময়ে চ অলকৈরাসম্যক্ প্রকারেণৈব আবৃতমাচ্ছন্নং মুখং বীক্ষ্য ঈক্ষণাভ্যামাস্বাদ্যমানমাধুর্য্যভরীকৃত্য বয়ং দাস্যো ভবামঃ। মুখং কীদৃশং। কুণ্ডলাভ্যাং সময়ভেদেষ্বলকৈরনাবৃতাভ্যামীষদাবৃতাভ্যাং সম্পূর্ণাবৃতাভ্যাঞ্চ অচপলাভ্যামীষচ্চপলাভ্যামতিচপলাভ্যাঞ্চ শ্রীঃ পৃথক্ পৃথক্ শোভা যত্র তৎ। হসিত-প্রহসিত-সময়ে গণ্ডয়োরপি সৃক্কণ্যোর্বিতত্বাৎ গণ্ডস্থলেঽপি অধরসুধা অধরমাধুর্য্যোচ্ছলনং যস্য তৎ। গণ্ডস্থলাৎ গণ্ডস্থলমধিরুহ্য গোপীনয়নচকোরৈঃ পীয়মানা অধরসুধা

হে নয়নাভিরাম! আপনার সমুজ্জ্বল কুণ্ডলশোভিত কপোলদ্বয় সুমধুর হাস্যবিশিষ্ট প্রেমাবলোকন ও কুঞ্চিত কেশজালশোভিত মুখারবিন্দ নিরীক্ষণে

আভাস।

বলিলেন হে বংশীধর শ্যাম! আমরা যখন তোমার ঈষৎ বামে হেলা চূড়া নিরীক্ষণ করিলাম এবং বদনের উভয় পার্শ্বে আলুলায়িত ভাবে প্রকীর্ণ অলকাজাল স্বীয় অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা অপসারিত করিতেছেন দর্শন করিলাম এবং অপসারণে অলকাবৃত, কুণ্ডলদ্বয়ে ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক আভার ন্যায় সময়ে সময়ে অপূর্ব্ব শোভা ও কান্তি অবলোকন করি, হাস্যকালে আপনার কপোলের বিস্ফুরিত ভাব ও মাধুর্য্যপূর্ণ সুধাংশুসদৃশ মুখকমল নিরীক্ষণ করি, তখন আমাদের নয়ন-চকোর ঐ অধরসুধা পান না করিয়া ক্ষণকালও নিস্তব্ধ থাকিতে পারিতেছে না। হে গোবিন্দ! আপনার সন্দর্শন-লাভের অপেক্ষা, আর অধিক

দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥৩৬॥

অন্বয়ঃ।

অবলোকঃ যত্র তৎ মুখং) বীক্ষ্য দত্তাভয়ং (দত্তং ভক্তেভ্যঃ সংসারাদভয়ং যেন তথাভূতং চ) ভুজদণ্ডযুগং তথা শ্রিয়ৈকরমণং (শ্রিয়ঃ লক্ষ্ম্যাঃ একং মুখ্যং রমণং রতিজনকং) ভব বক্ষঃ চ বিলোক্য দাস্যঃ ভবাম ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

মুখং বীক্ষ্য দত্তাভয়ং ভুজদণ্ডযুগং বক্ষশ্চ শ্রিয়া একমেব রমণং রতিজনকং বীক্ষ্য দাস্য এব ভবামেতি ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যস্য তৎ রহস্যসময়ভেদে ভু গোপীনাং গণ্ডস্থলে অধরসুধা যস্য তৎ। গণ্ডস্থলয়োর্গোপীনাম-ধরসুধা যস্য তৎ। যদ্বা। কুণ্ডলয়োঃ শ্রীঃ প্রতিবিম্বরূপা শোভা যয়োস্তে গণ্ডস্থলে। যস্মিন্ অধরে সুধা যস্মিন্ তচ্চ তচ্চ তদিত্যেকপদং। হসিতযুক্তোঽবলোকো যত্র তৎ হসিতং প্রফুল্লতা গোপীনাং কুমুদানাঞ্চ অবলোকাদ্যস্মাদিতি বা। নন্থ যুষ্মৎপতয় এতদসহিষ্ণবঃ ফুৎকারেণ কংসরাজভো মম ভবতীনাঞ্চ ভয়মুৎপাদয়িষ্যন্তি তত্রাহুঃ। দত্তমভয়ং মহেন্দ্র-দর্পকাদিভ্যোঽপি পর্ব্বতধারণাদিনা যেন তথাভূতং ভুজদণ্ডযুগমিতি তথা চেত্থম্ভুজদণ্ড এব কংসপশোঃ প্রাণহারকো ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। এবঞ্চ ধ্বনিতেন বীররসেন শৃঙ্গাররসঃ পুষ্টো ভবতি স্ম। নন্থপরনারীরহং ধর্ম্মাত্মা স্বদাসী র্ন করোমীতি তর্জ্জয়া কেয়মিতি পৃচ্ছন্ত্যঃ সভ্যাং ভো ধার্ম্মিকচূড়ামণে গোপানাং নারী র্ন দাসীকরোষি কিন্তু নারায়ণস্য নারীং লক্ষ্মীমপি বৈকুণ্ঠাদলাদানীয় স্ববক্ষসা বহসীত্যাহুর্বক্ষ ইতি। শ্রিয়া লক্ষ্ম্যা কর্ত্র্যা লজ্জাবশাৎ সুবর্ণ-রেখারূপয়া একং মুখ্যং রমণং যত্র তৎ। তস্মাদধুনা তে কিয়দ্বয়ো বভূব। চতুর্দ্দশভুবনেষু মধ্যে তদূর্দ্ধলোকেষ্বপি ব্রহ্মাণ্ডাবহির্মহাবৈকুণ্ঠলোকেষ্বেষপি মধ্যে কস্যাপি কামপি সুন্দরীং নারীং ত্বং ন তাক্ষ্যসীতি জানীম ইতি ব্যঞ্জিতং ভবতি ॥ ৩৬ ॥

এবং ভবভয়হারী অভয় করকমলের সন্দর্শনে ও সর্ব্বৈশ্বর্য্য-স্বরূপা স্বয়ং লক্ষ্মীর সুখসঞ্চারণার্থ মুখ্য লক্ষ্যস্থল ভবদীয় বক্ষঃস্থল অবলোকনে আমরা আপনা হইতেই আপনার দাসী হইয়াছি ॥ ৩৬ ॥

আভাস।

বাঞ্ছনীয় মূল্য আমাদের পক্ষে অন্য কি হইতে পারে! আমরা তাহাতেই আপনার চিরদাসী হইয়াছি। কৃষ্ণ কহিলেন; হে সুন্দরীগণ! তোমাদের পতিগণ যদি এই ব্যাপারের কণামাত্র অবগত হন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ কংসরাজের নিকট আবেদন করিয়া আমার ও তোমাদের উভয়েরই দণ্ড প্রদান করাইবেন। তোমরা ইচ্ছা করিয়া এরূপ ভয়ে কেন পদার্পণ করিতেছ? গোপিকাগণ বলিলেন, হে ভয়হারি বাসুদেব!

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়ত-বেণুগীতসম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্রিলোক্যাং।

অন্বয়ঃ।

হে অঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ! তে তব কলপদায়তবেণুগীতসম্মোহিতা (কলানি মধুরাণি পদানি যস্মিন্ তৎ আয়তং দীর্ঘং মূর্চ্ছিতং চ যৎ বেণুগীতং তেন সম্মোহিতা আকৃষ্টচিত্তা সতী,

শ্রীধরস্বামী।

নন্বু জুগুপ্সিতমৌপপত্যমিত্যুক্তং তত্রাহুঃ কা স্ত্রীতি। অঙ্গ হে শ্রীকৃষ্ণ কলানি পদানি যস্মিন্ তৎ আয়তং দীর্ঘমূর্চ্ছিতং স্বরালাপভেদস্তেন অমৃতেতি পাঠান্তরে কলপদং যদমৃতময়ং বেণুগীতং তেন সম্মোহিতা সতী কা বা স্ত্রী আর্য্যচরিতান্নিজধর্ম্মান্ন চলেৎ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্বু যুষ্মাভির্ধর্ম্মমার্গায় জলাঞ্জলির্দত্ত এব তৎ কিমন্যা অপি পতিব্রতা বিদূষয়তি নির্ল্লজ্জঃ স্বয়ং দুষ্টঃ পরানপীতি ন্যায়েন দূষয়থ। মদ্বক্ষস্থৌৎপত্তিকেব যেয়ং লক্ষণবিশেষরূপা সুবর্ণরেখা ভ্রাজতে তাঞ্চ দৃষ্ট্বা পতিব্রতাশিরোমণিং লক্ষ্মীমপি দূষয়ন্ত্যস্তস্যামপ্যপরাধিন্যঃ কথং ভবথেতি তত্র ন কামপি দূষয়ামঃ কিন্তু ত্রিজগতামপি ধর্ম্মধ্বংসনায় বিধাত্রা ত্বং সৃষ্টোঽসীতি। সরোষচাপলমাহুঃ। কা স্ত্রী অঙ্গ হে শ্রীকৃষ্ণ কলানি পদানি যত্র তদমৃতরূপং যদ্বেণুগীতং তেন। কলপদায়তমূর্চ্ছিতেন ইতি পাঠে আয়তং দীর্ঘং মূর্চ্ছিতং

হে গোবিন্দ! আপনার বেণুগীতি শ্রবণে ও ত্রিভুবনের সৌন্দর্য্য-রসসাগর এই মোহন রূপ দর্শনে যখন পশু, পক্ষী, মৃগ ও পাদপশ্রেণী পর্য্যন্ত আনন্দ ও প্রেমে পুলকিত হইয়া উঠে, তখন এই ত্রিলোক মধ্যে এমন কোন্

আভাস।

আপনি যখন গিরি গোবর্দ্ধন উত্তোলন পূর্ব্বক বাসবের ভয় হইতে সমগ্র ব্রজবাসীকে রক্ষা করিয়াছেন, তখন কি সামান্য মনুষ্য কংসের ভয়ে ভীত হইব! আপনার প্রচণ্ড ভুজদণ্ডের প্রহারে কংসপশুর প্রাণ নিমেষমাত্রেই নিহত হইবে, সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ বলিলেন সে যাহাই হউক, আমি পরনারীকে নিজ দাসী করিতে ইচ্ছা করি না। এতচ্ছ্রবণে গোপীগণ তর্জ্জনী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি যে একজন ধার্ম্মিক, তাহা কার্য্যে সুস্পষ্ট হইয়াছে। গোপনারীকে দাসী করিতে ধর্ম্মভয় হইতেছে, কিন্তু নারায়ণের লক্ষ্মীকেও বলপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ হইতে আনয়ন করিয়া স্বীয় বক্ষে ধারণ করিতে ত কিছুমাত্র ভীত হইতেছ না! এদিকে তুমি সাবধানও বটে; কারণ পাছে লোকে দেখিলে, তোমার কুৎসা করে, এই নিমিত্ত লক্ষ্মীকে স্বর্ণরেখা করিয়া হৃদয়ে স্থান দিয়াছ। তোমার বয়স কিছু অধিক নহে; এই সামান্য বালক অবস্থাতেই তোমার যেরূপ বিক্রম, তাহাতে ত্রিভুবনের এমন কোন রমণী দেখি না, যে তোমার মদনমোহন মূর্ত্তির বিকাশে আত্মহারা হইয়া, তোমাকে আত্ম সমর্পণ না করে! ॥ ৩৬ ॥

ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥৩৭

অন্বয়ঃ।

ত্রৈলোক্যসৌভগং (ত্রৈলোক্যস্য সৌভগং সৌন্দর্য্যাতিশয়যুক্তং) ইদং রূপং নিরীক্ষ্য ত্রিলোক্যাং কা সা স্ত্রী যা আর্য্যচরিতাৎ সদাচারাৎ স্বধর্ম্মাৎ ন চলেৎ; যৎ যাভ্যাং বেণুগীতশ্রবণরূপ-দর্শনাভ্যাং গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকানি অবিভ্রন্ অবিভরুঃ॥ ৩৭॥

শ্রীধরস্বামী।

যস্মোহিতাঃ পুরুষা অপি চলিতাঃ। কিঞ্চ। ত্রৈলোক্যসৌভগমিতি যদ্যতঃ অবিভ্রন্ অবিভরুঃ তদ্দ্যোতক-শব্দশ্রবণমাত্রেণাপি তাবন্নিজধামত্যাগো যুক্তঃ কিং পুনস্তদনুভবেনেতি ভাবঃ॥ ৩৭॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্বয়ালাপভেদস্তেন সম্মোহিতেতি ন স্ত্রী দুষ্যত কিন্তু তৎকর্ত্তৃকং গীতমেবেতি ভাবঃ। আর্য্যচরিতাৎ পাতিব্রত্যলক্ষণনিজধর্ম্মান্ন চলেৎ অপি তু সর্ব্বৈব চলেদিতি ধর্ম্মত্যাজন-লক্ষণপ্রভাবায়ং ত্বং প্রাপ্স্যস্যেবেতি ভাবঃ। ন কেবলং ত্বদ্গুণস্যৈব ধর্ম্মধ্বংসকত্বং অপি তু তদ্রূপস্যাপীত্যাহুঃ। ত্রৈলোক্যেঽপি ঊর্দ্ধাধোমধ্যদেশবর্ত্তিষু প্রাকৃতাপ্রাকৃতলোকেষ্বপি সৌভগমেব যস্য তৎ নতু ধর্ম্মধ্বংসকত্বহেতুকং কস্যাপাত্র দ্বেষ ইতি ভাবঃ। নচ স্ত্রীণাং স্বাভাবিকঃ কামোঽপি মোহে হেতুরস্তীতি বাচ্যং। যতো জঙ্গমস্থাবরাণাং সর্ব্বেষামপি বৈবশ্যপ্রাপকৌ তব রূপগুণাবিত্যাহুঃ। যৎ যতো গীতরূপাভ্যাং। অবিভ্রন্ অবিভরুঃ। তস্মাৎ হে রাজন্ কিং বহুনা শক্রশর্ব্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ কশ্মলং যযুরিতি বেণুগীতাধ্যায়াৎ পরমতত্ত্ববিদামপি মোহঃ বিস্মাপনং স্বস্যেতি তব তস্যাপি চমৎকারো দৃষ্ট ইতি শ্রীশুকোক্তি-রূপ্যাসীদিতি জ্ঞেয়ং॥ ৩৭॥ ৩৭।

রমণী আছে যে, ভবদীয় তাদৃশ মধুর পদলালিত্যবিশিষ্ট দীর্ঘচ্ছন্দে মূর্চ্ছিত মোহন মুরলীধ্বনি শ্রবণে ও কন্দর্প-দর্পহারী রূপ দর্শনে আকৃষ্টচিত্তা হইয়া সদাচারোচিত স্ব স্ব ধর্ম্ম হইতে বিচলিত ও স্খলিতপদ না হন॥ ৩৭॥

আভাস।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে যুবতীগণ! লৌকিক আচরণে তোমাদের কার্য্য নিতান্ত দূষিত বলিয়া পরিগৃহীত হইবে। কারণ তোমরা প্রথমত আপনাদের ধর্ম্মপথে জলাঞ্জলি দিয়াছ, আবার অন্য পতিব্রতাকে দূষিত করিতে কেন চেষ্টা করিতেছ? নির্লজ্জ দুষ্ট ব্যক্তিগণ সাধুকেও যেমন আপনার পথের পথিক করিতে চায়, তোমরাও সেইরূপ অন্যান্য কুমারী-গণকেও কলঙ্কসাগরে নিক্ষেপ করিতে যত্নবতী হইয়াছ। অপরাধিগণ নিরপরাধীর উপর বৃথা অপবাদের আরোপে আপনাদের সমতুল্য করিতে চাহে, তোমরাও সেইরূপ আমার বক্ষদেশে একটী স্বভাবসিদ্ধ সুবর্ণরেখা সন্দর্শন করিয়া, পতিব্রতার শিরোমণি স্বয়ং লক্ষ্মীকেও কুলটাপরাধে কলুষিত করিতে ত্রুটি করিতেছ না। নারীগণ তখন ঈষৎ কোপ-

ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়ার্ত্তিহরোঽভিজাতো দেবো যথাদিপুরুষঃ সুরলোকগোপ্তা।

অন্বয়ঃ।

হে আর্ত্তবন্ধো! আদিপুরুষঃ দেবঃ ভগবান্ যথা সুরলোকগোপ্তা (রক্ষার্থং উপেন্দ্রাদি-রূপেণ অবতরতি তথা) ভবান্ অপি ব্রজভয়ার্ত্তিহরঃ (ব্রজস্য সর্ব্বস্য ভয়ার্ত্তিহরঃ) সন্

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তন্মাদলং চাতুরীপ্রপঞ্চেন মুঞ্চাবহিত্থামিত্যাহুঃ। ব্যক্তং নতু কুত্রাপ্যেতদাখ্যানং গুপ্তমিত্যর্থঃ। কিন্তু ভবান্ ব্রজস্য যদ্ভয়ং দাবানলাদিভ্যঃ আর্ত্তিঃ পীড়া চ বর্ষবাতাদিভ্যস্তে হরতীতি সঃ। ব্রজজনার্ত্তিহর ইত্যপি পাঠঃ। অতি সর্ব্বতোভাবেন নন্দগৃহে জাতো যথা নারায়ণ ইতি সর্ব্বলোকৈরুদ্ঘুষ্যতে অদ্য যদি শতকোটিসঙ্খ্যা এতা গোপ্যো মরিষ্যন্তি তদা ব্রজজনানামেতৎ পিত্রাদীনামার্ত্তিঃ কথমেকদৈবৈতা বনমধ্যে মৃতা ইতি ভয়ঞ্চ ভবিষ্য-

---

হে দীনশরণ! যে অনাদি-নিধন দেব বিশ্বম্ভর সুরলোকের রক্ষা বিধানার্থ উপেন্দ্রাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই যে আপনি এই ব্রজভূমের ভয়নিবারণার্থ উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

আভাস।

সহকারে চাপল্য প্রকাশে বলিলেন, হে গোবিন্দ! আমরা কাহাকেও কলুষিত করিতে চাহি না; কিন্তু ত্রিজগতস্থ নারী মাত্রেরই ধর্ম্ম ধ্বংস করিবার জন্য, বিধাতা এক তোমাকেই নির্ম্মিত করিয়াছেন। তোমার মধুর বেণুগীত ও স্বরালাপ শ্রবণে এই ত্রিভুবন মধ্যে সম্মোহিতা হয় না, এমন নারী ত নয়নগোচর করি না; অতএব নারীর ধর্ম্মনাশে তুমিই প্রধান হেতু। কিন্তু হে চতুরচূড়ামণে! নারীর এ আচরণকে আমরা ধর্ম্মনাশ বলিয়া স্বীকার করি না; কারণ ইহাতে প্রত্যবায়ের পরিবর্ত্তে তাহারা এমন কিছু লাভ করিতেছে, যাহা ত্রিলোকের সৌভাগ্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। নতুবা কামিনী না হয়, কামের বৈবশ্যে সদাচার হইতে স্খলিতপদ হইতে পারে; নদী, পর্ব্বত ও পাদপাদি স্থাবর এবং গো মৃগ ও খেচরাদি তির্য্যগযোনি পর্য্যন্ত আপনার শোভন মূর্ত্তির মধ্যে কি লাভ করিয়া এত পুলকিত হইতেছে! বেণুগীত শ্রবণে পরমতত্ত্ববিদ্ মহাজ্ঞানী ব্যক্তিও মোহিত ও বিস্ময়ান্বিত হইতেছেন। অতএব কাম চরিতার্থতার জন্যই যে, তোমাকে কামনা করিতেছি, তাহা নহে; তুমি শান্তির আগার; আমাদিগকে শান্তিপ্রদানে নির্ব্বৃত কর। ইহাই বনিতাগণের বলিবার তাৎপর্য্য। *৭।

পূর্ব্বশ্লোকের তাৎপর্য্যানুসারেই এস্থলে "ব্রজভয়ার্ত্তিহরঃ" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের একটী বিশেষণপদ প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ রোগী যেমন রোগযাতনা ব্যতীত রোগের নিদান-ভূত কারণ বা তৎপ্রশমনের উপায় অবধারণে সক্ষম হয় না, চিকিৎসকই তাহার ব্যবস্থা করেন, সেইরূপ কামিনীগণ সংসার-রোগের চিকিৎসকরূপে শ্রীকৃষ্ণকে নির্ণয় করত পীড়া-

তন্নো নিধেহি করপঙ্কজমার্ত্তবন্ধো তপ্তস্তনেষু চ শিরঃসু চ কিঙ্করীণাং ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ।

অভিজাতঃ ইতি ব্যক্তং নিশ্চিতং স্পষ্টং এব; তস্মাৎ (তব) কিঙ্করীণাং নঃ অস্মাকং তপ্ত-স্তনেষু শিরঃসু চ করপঙ্কজং নিধেহি সংস্থাপয় ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ব্যক্তং নিশ্চিতঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তীতি ভাবঃ। তর্হি কিমভীপ্সিতং বস্তত্রাহুঃ। তত্তস্মাৎ হে আর্ত্তবন্ধো অস্মাকং তপ্তেষু স্তনেষু করপঙ্কজং অর্পয়। নন্ন তর্হি মৃদুলমেতন্মে জলিষ্যতীতিত্রাহুঃ। কিঙ্করীণামিতি ত্বৎপরিচারিকাণামস্মাকং তপ্তাবপ্যেতৌ তৎপরিচর্য্যাসাধনাবেব পঙ্কজস্যাপি সূর্য্যোদয়তাপো ন তাপকঃ প্রত্যুত সুখদ এবেতি ভাবঃ। শিরঃসু চেত্যতঃ পরং বো মত্ত্যাগভয়ং মাস্ত্বিতি জ্ঞাপয়িতুং ॥ ৩৮ ॥

অতএব আমরাও উক্ত ভয়ে ভীত হইয়া আপনার সেবিকা কিঙ্করী হইয়াছি; আমাদের সুতপ্ত স্তনযুগলে ও মস্তকে করকমল অর্পণ করুন! ॥ ৩৮ ॥

আভাস।

প্রভাবে যখন যে রূপের যাতনা বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, সেই সেই সময়ে সেই সেই উপসর্গের নিবারণার্থ তাঁহাকে মর্ম্মবেদনা জানাইতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, হে দয়াময়! আর চতুরতার প্রয়োজন নাই; এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ে অগ্রসর হউন! আপনার কর্ম্ম কাহারই অবিদিত নাই; ব্রজমধ্যে দাবানল, অতিবৃষ্টি বা অসুরপীড়াদি যখন যে কোন বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল, আপনি তাহার নিবারণ করিয়া ব্রজকে সম্পূর্ণ নিরাময় করিয়া আসিতেছেন; এবং আদিপুরুষ নারায়ণ যেমন চিরকালই দেবলোককে রক্ষা করিতেছেন, আপনিও সেই স্বয়ং নারায়ণ এই ব্রজভূমিকে রক্ষা করিবার জন্য নন্দগৃহে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই কথাই সকলে ঘোষণা করিতেছে।

কিন্তু অদ্য যদি এই শত সহস্র গোপিনী তোমার বিরহে অকালে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়, তবে তোমার ব্রজভয় নিবারণ করা হইল কৈ? তোমার পিতা প্রভৃতি স্বজনবর্গ কি ভীষণ ভয়ে নিপতিত হইয়া, বিবিধ ক্লেশ কল্পনা করিবেন না? এতচ্ছ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তোমাদের মনোগত অভিপ্রায় কি? তাহা স্পষ্ট প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। তখন নারীগণ বলিলেন, হে পীড়িতজন-প্রতিপালক; আকাঙ্ক্ষারূপ ক্রূর ব্যাধি কামরূপ ধারণ করিয়া স্তনাবলম্বনে উদিত হইতেছে; সেই সুতপ্ত স্তনে আপনার করকমল প্রদানপূর্ব্বক আমাদের কামব্যথা প্রশমিত করুন। যদি বলেন যে, এতাদৃশ বিরহব্যথিত স্তনযুগলের স্পর্শে আপনার মৃদুলতম করকমলে ক্লেশবোধ হইবে, তাহা নহে। এ উষ্ণতায় সুখোৎপত্তিই হয়। কিন্তু এটী কথা বলিয়া রাখি! যখন স্তনে হস্তার্পণ করিবেন, তখন

শ্রীশুক উবাচ ॥

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ

অন্বয়ঃ।

শ্রীশুকঃ উবাচ। ইতি এবং তাসাং বিক্লবিতং পারবশ্যপ্রলপিতং শ্রুত্বা আত্মারামঃ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিক্লবিতং বৈক্লব্যব্যঞ্জকং বাক্যং শ্রুত্বা তচ্ছ্রবণেন স্বাভিলাষং পূরয়িত্বেত্যর্থঃ। প্রহস্য অহো ভাববত্যো যুয়ং; প্রতিদিনমেব মিলনসময়ে বাম্যমপারং কুরুধ্বে। অহন্ত্বেকস্মিন্নেব দিনে অদৈবাবহিত্থয়া যৎ কিঞ্চিদ্বামমকরবং তদপি দাক্ষিণ্যগর্ভমেব! তেনাপ্যেতাবদ্বৈক্লব্যবত্যো লজ্জায়াঃ শ্রাদ্ধং কৃতবত্যো মাং হাসয়ধ্বে। তস্মাৎ যুষং প্রাতাহিকাবহিত্থাসিন্ধুচুলুকীকরণচঞ্চুনা ময়ৈব জিতাস্থ ভোঃ সুবুদ্ধিশেখরম্মন্যাঃ জিতাস্থ তৎ স্বয়মেবাগত্য প্রতিবন্ধকলজ্জাধৃত্যাদ্যভাবান্মৎকণ্ঠে কনকমণিমালায়িতা ভূত্বা স্বাধরসুধাঃ পায়য়ত চিরাদুদ্ভূতমহাতৃষ্ণোহস্মীতি পরিহস্য। সন্ অয়ং শুভাবহো বিধির্যত্র তৎ সস্নেহং বা যথাস্যাৎ তথা আত্মারামোঽপি তা গোপস্ত্রীঃ রমরামাস ইত্থম্ভূতপ্রেমাণো গোপস্ত্রীয় ইতি। আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ ইতি পদ্যে ইত্থম্ভূতগুণো হরিরিতিবৎ গোপীনাং তদীয় স্বরূপভূতাহ্লাদিনী-

---

শুকদেব বলিলেন, যোগেশ্বরগণেরও যোগফলদাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় পরমানন্দে পূর্ণ থাকিয়াও গোপিকাগণের তাদৃশ বশীভূততা সহকারে আভাস।

আমাদের মস্তকেও হস্ত প্রদানে একটু আশা দিবেন যে, আর কখন আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না ॥ ৩৮ ॥

পদ্মপলাশ-লোচন শ্রীকৃষ্ণ গোপরমণীগণের তাদৃশ কাতরতাপূর্ণ অনুনয় বাক্য শ্রবণে স্বকীয় উদ্দেশ্য সফল বিবেচনা করিলেন; এবং পরিহাস পূর্ব্বক বলিলেন, দেখ! এত কালের পর তোমরা স্পষ্টাক্ষরে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া আমার নিকট পরাজিত হইলে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এ পরাজয় তোমাদের নহে, আমার! তোমরা লজ্জা ও ধৈর্য্যাদিতে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিয়া কোন্ উপায়ে আমাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিবে, তজ্জন্যই আমি বিশেষ ব্যগ্র ছিলাম; এক্ষণে কেবল ঐ দুইটী পরিহারেই আমি তোমাদের বশীভূত হইলাম। এক্ষণে সুবর্ণজড়িত মণিমালার ন্যায় আমার গলদেশে নিরন্তর সংলগ্ন থাকিয়া, তোমরা অপার সম্ভোগসুখ উপভোগ কর। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে রমণসুখ প্রদান করিয়াছেন। গোপিকারা ভক্তগণের শীর্ষস্থানীয়া; অতএব উপযুক্ত অধিকারী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও পূর্ণানন্দের আকর, সুতরাং তাঁহাদিগের রমন যুক্তিযুক্তই বটে। শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম; অর্থাৎ বিষয়ান্তরের অপেক্ষা না করিয়া, আপনারা স্বরূপেই তাঁহার আনন্দভাগে সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তথাপি তিনি যে গোপললনার সহিত রমণ করেন, তাহা তাঁহার নিজের জন্য নহে, গোপিকাদের জন্যই জানিতে হইবে। এবং তিনি একা হইলেও যে শতকোটি নারীর সহিত একত্র

প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ।

নিজানন্দপরিপূর্ণঃ অপি যোগেশ্বরেশ্বরঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ সদয়ং যথা ভবতি তথা প্রহস্য গোপীঃ অরীরমৎ রময়ামাস ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বিক্লবিতং পারবশ্যবিলপিতং গোপীররীরমৎ রময়মাস ॥ ৩৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শক্তিবৃত্তিত্বাৎ তা অপ্যাত্মান ইত্যাত্মভূতাভিস্তাভি রমণং সম্ভবত্যেব যদ্যপি তদপি নচ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবানিতি নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনোত্যাদি ভগবদুক্তেস্তস্য স্বাত্মতোঽপি ভক্তানামানন্দপ্রদত্বাধিক্যাবগমাদাসাঞ্চ গোপীনাং সর্ব্বভক্তশিরোমণিত্বাদাত্মারামস্যাপি তস্যানন্দাধিক্যার্থমেবৈতাভী রমণমিতি জ্ঞেয়ং। নন্থ প্রমদাশতকোটিভিরাকুলিত ইতি ক্রমদীপিকাদ্যাগমদৃষ্ট্যা শতকোটিসঙ্খ্যাভিস্তাভিরেকত্রৈব একদৈব একস্য তস্য রমণং নোপপদ্যতে তত্রাহ। যোগিনঃ সৌভর্য্যাদয়ঃ যোগেশ্বরা রুদ্রাদয়স্তেষামপীশ্বর ইতি সৌভর্য্যাদয়ঃ কায়ব্যূহং কৃত্বৈব রমন্তে কৃষ্ণস্ত্বতর্ক্যচরিতস্তঃ বিনা। যদ্বাক্ষতে চিত্রং যত্তৈতদেকেন বপুষেত্যাদীতি ॥ ৩৯ ॥

কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া, নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না; তিনি করুণার্দ্র হৃদয়ে হাস্য করত গোপিকা-রমণে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৯ ॥

আভাস।

এক সময়ে রমণ করিয়াছেন, তাহাও অসম্ভব নহে। কারণ গৃহাভ্যন্তরস্থ প্রদীপ প্রদীপান্তরের অপেক্ষা না করিয়া, স্বয়ং প্রজ্জ্বলিত থাকে এবং গৃহের সমস্ত দ্রব্য ও স্থানকেই আলোকিত করে বটে, কিন্তু তত্রত্য উজ্জ্বল মণি মাণিক্যাদি প্রতিবিম্বগ্রাহী পদার্থ ও দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া তত্ত সংখ্যক প্রদীপের প্রতীয়মানতাতে আত্মস্বরূপকেই প্রতিপাদিত করে; এবং নিজের ঔজ্জ্বল্য প্রতিবিম্বগ্রাহী পদার্থে সমর্পণ করিয়া, কেবল তাহাদেরই সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি করে, তৎসঙ্গে প্রদীপের যে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়, তাহাতে দীপের কিছু আসে যায় না; সেইরূপ হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপা সরল-হৃদয়া ভক্তরক্ত গোপীগণের মণ্ডলবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের সকলের সহিত একত্র এক সময়ে রমণ করিয়াছিলেন। সৌভরি প্রভৃতি যোগিবৃন্দ কায়ব্যূহ রচনা করিয়া যখন এক অন্তঃকরণের দ্বারা বিবিধ কর্ম্মফল উপভোগ করিতে পারিয়াছেন, তখন যিনি যোগেশ্বরগণেরও যোগফলদাতা স্বয়ং পরমাত্মা, তিনি যে একত্র এক সময়ে সমস্ত গোপীগণের সহিত রমণ করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি! তিনি যে এক কৃষ্ণরূপেই সকল গোপীকে সম্ভোগ সুখ উপভোগ করাইয়াছিলেন, তাহা পরে যথেষ্ট বর্ণিত আছে। ৩৯ ॥

তাভিঃ সমেতাভিরুদারচেষ্টিতঃ প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিরচ্যুতঃ।
উদারহাসদ্বিজকুন্দদীধিতির্ব্যরোচতৈণাঙ্ক ইবোড়ুভির্বৃতঃ॥
উপগীয়মান উদ্গায়ন্ বনিতাশতযূথপঃ।
মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মণ্ডয়ন্ বনং॥

অন্বয়ঃ।

প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিঃ (প্রিয়স্য ঈক্ষণেন কৃপাদৃষ্ট্যা উৎফুল্লানি মুখানি যাসাং তাভিঃ) সমেতাভিঃ সঙ্গতাভিঃ তাভিঃ (পরিবেষ্টিতঃ সন্) উড়ুভিঃ তারাভিঃ, বৃতঃ এণাঙ্কঃ চন্দ্রঃ, ইব উদারহাসদ্বিজকুন্দদীধিতিঃ (উদারেণ মহতা সুখপ্রদেন, হাসেন দ্বিজেষু দন্তেষু কুন্দকুসুমবৎ দীধিতিঃ প্রকাশো যস্য সঃ) উদারচেষ্টিতঃ (উদারং মনোরথপূরকং চেষ্টিতং লীলা যস্য সঃ) অচ্যুতঃ চ্যুতিরহিতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ব্যরোচত অশোভত॥

বনিতাশতযূথপঃ (বনিতাশতযূথানি পাতীতি সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) তাভিঃ উপগীয়মানঃ (স্বয়ং চ) উদ্গায়ন্ বৈজয়ন্তীং পঞ্চবর্ণপুষ্পগ্রথিতাং, মালাং বিভ্রৎ বনং মণ্ডয়ন্ অলংকুর্ব্বন্ ব্যচরৎ।

শ্রীধরস্বামী।

প্রিয়স্যেক্ষণেন উৎফুল্লানি মুখানি যাসাং তাভিঃ। উদারহাসশ্চ দ্বিজাশ্চ তেষু কুন্দ-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

উদারং তাসাং রতিসুখপ্রদং ভাবিতভক্তানাং তচ্ছ্রবণাদ্যৈঃ প্রেমপ্রদঞ্চ চেষ্টিতং লীলা যস্য সঃ। অচ্যুতঃ যুগপদেব তৎপ্রত্যেকরমণনিষ্ঠাচ্যুতিরহিতঃ। উদারৈস্তাসাং সুখপ্রদৈর্মহদ্ভির্বা হাসৈর্দ্বিজানাং দন্তানাং কুন্দানামিব প্রকাশিতা দীধিতির্যত্র সঃ।

তাভিরুপআধিক্যেন গীয়মানঃ রাগস্বরতালাদ্যৈঃ। তত্র তালত্রয়েণ গীতং যথা। বদনং মধুরিমসদনং চলনং দলনং করীন্দ্রকীর্ত্তীনাং। হসিতং সুদৃগভিলষিতং তব সবয়ঃ পাতু-মামনিশমিতি। স্বয়ঞ্চ বনিতানাং শতযূথানি পান্তি যান্তা মুখ্যতমাঃ শ্রীরাধাচন্দ্রাবল্যা-দ্যাস্তদনুগানরীত্যা তেনৈব গীতেন প্রত্যেকমুদ্গায়ন্। কচিদেকস্বরপরিবর্ত্তেন পরস্পরগানং উদ্গীতং যথা ত্বদ্বদনং সদনং মধুরিমাঃ তত্র হন্ত দৃগভিবিলাসাঃ। তেষ্বসমাং যুষমামুপজগ্মুঃ

প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবীক্ষণে নারীগণের মুখকমল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণে পরিবৃত হইয়া, তারকাজাল-মণ্ডিত পূর্ণ শশধরের বিমল জ্যোতিঃপ্রকাশের ন্যায়, কুন্দবিনিন্দিত সুমধুর হাস্য ও মনোরথপূরক উদার লীলাপ্রকাশে অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন॥

শত শত নিতম্বিনীর অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ বৈজয়ন্তী মালা গলদেশে ধারণ পূর্ব্বক বনস্থল অলঙ্কৃত করত গায়মানা নারীগণের সহিত স্বয়ং গান করত, ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন॥

নদ্যাঃ পুলিনমাবিশ্য গোপীভির্হিমবালুকং।
জুষ্টং তত্তরলানন্দিকুমুদামোদবায়ুনা ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ।

তত্তরলানন্দিকুমুদামোদবায়ুনা (তস্যাঃ যমুনায়াঃ তরলৈঃ তরঙ্গৈঃ আনন্দী সুখবিহারী চ অসৌ কুমুদানাং আমোদো যস্মিন্ স চ তেন। বায়ুনা জুষ্টং সেবিতং হিমবালুকং (হিমাঃ শৈত্যযুক্তাঃ বালুকাঃ যস্মিন্ তথাভূতং) নদ্যাঃ যমুনায়াঃ, পুলিনং আবিশ্য গোপীভিঃ সহ রেমে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কুসুমবদ্দীধিতি র্যস্য সঃ। এণাঙ্কশ্চন্দ্রঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সুন্দরি কামকলাঃ সকালাস্তা ইতি। কান্তে ত্বদাস্যোদয়দত্তমিন্দুর্মুগচ্ছলাদ্দুর্গশএব ধত্তে। জনোপহাসা সহ নোঽথবা কিং দ্বিজোঽপি মূঢ়ো গরল° জ্বাসেতি। অস্য সুন্দরীত্যত্র সুন্দরেতি কান্তে ইত্যত্র কান্ত ইতি প্রযুঞ্জানঃ প্রেয়সীজনোঽনুগায়তি স্মেতি রীতিঃ। বৈজয়ন্তীং পঞ্চবর্ণপুষ্পগ্রথিতাং। পঞ্চবর্ণী বৈজয়ন্তীতি বচনাৎ ॥

তস্যা নদ্যা স্তরলৈস্তরঙ্গৈরানন্দীতি শৈত্যমান্দ্যাভ্যামানন্দদায়কশ্চ রাত্রাবপি প্রফুল্লানাং কমলানামামোদো যতঃ সচ তেন বায়ুনা রেমে। জুষ্টমিতি পাঠে রমায়াঞ্চকারেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কুমুদামোদেতি তরলানন্দেতি চ ক্বচিৎ পাঠঃ ॥ ৪০ ॥

তথায় যমুনার তরঙ্গস্পর্শে সুশীতল গন্ধবহ মৃদুমন্দ সঞ্চালনে কুমুদের সুমধুর মকরন্দ গ্রহণ করত প্রবাহিত হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ সেই যমুনার শীতল শৈকতময় পুলিনে উপনীত হইয়া, গোপীগণের সহ আনন্দক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

আভাস।

গোপীরূপা ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহিত পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণসদৃশ চৈতন্যভাবের অভিব্যক্তি অনুভব করা যোগীমাত্রেরই সাধ্য; তাহাতে আর বিশেষ লীলা প্রকটনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষ গোপী লইয়া পরাৎপর পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মার শ্রীকৃষ্ণরূপে রমণলীলার প্রকটন করানই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য; এবং ভগবান্ প্রেমিকের সমীপে যে কি পরিমাণে বশীভূত, তাহা এক কৃষ্ণলীলাতেই তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যে প্রাকৃতিক মনুষ্যের ন্যায়, জগতে হাস্যাবলোকন, গতি এবং গীত প্রভৃতির প্রকাশে ও আভরণাদিতে ভূষিত হইয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন, কোন মতে পরমার্থভাবের পরিচয় দেন নাই, ইহাই তাঁহার ভক্তের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ। অন্য কোন অবতারে এরূপ প্রাকৃত ভাবের পরিচয় দিতে পারেন নাই ॥ ৪০ ॥

বাহুপ্রসারপরিরম্ভকরালকোরুনীবীস্তনালভননর্ম্মনখাগ্রপাতৈঃ।
ক্ষ্বেল্যাবলোকহসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণামুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার ॥ ৪১ ॥
এবং ভগবতঃ কৃষ্ণং লব্ধমানা মহাত্মনঃ।

অন্বয়ঃ।

বাহুপ্রসারপরিরম্ভকরালকোরুনীবীস্তনালভননর্ম্মনখাগ্রপাতৈঃ (বাহুপ্রসারণং পরিরম্ভঃ বলাদাকৃষ্যালিঙ্গনং, করাভ্যাং অলকাদীনাং আলভনং স্পর্শশ্চ, নর্ম্ম পরিহাসঃ, নখাগ্রপাতশ্চ তৈঃ) ক্ষ্বেল্যাবলোকহসিতৈঃ (ক্ষ্বেল্যা ক্রীড়য়া, অবলোকাঃ হসিতানি চ তৈঃ) ব্রজসুন্দরীণাং রতিপতিং কামং, উত্তম্ভয়ন্ উদ্দীপয়ন্, রময়াঞ্চকার তাঃ রময়ামাস ॥ ৪১ ॥

এবং মহাত্মনঃ অনাসক্তচিত্তাৎ ভগবতঃ কৃষ্ণাৎ লব্ধমানাঃ গোপ্যঃ ভুবি বর্ত্তমানানাং

শ্রীধরস্বামী।

বাহুপ্রসারশ্চ পরিরম্ভশ্চ করালকাদীনামালভনং স্পর্শশ্চ নর্ম্মপরিহাসশ্চ নখাগ্রপাতশ্চ তৈঃ। ক্ষ্বেল্যা ক্রীড়য়া চ অবলোকৈশ্চ হসিতৈশ্চ কামং তাসাং উদ্দীপয়ন্ তা রময়ামাস ॥ ৪১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বাহুপ্রসারস্তাসাং স্বস্ববক্ষসি স্বস্তিকীভূতানাং ভুজানাং প্রসারণং সচ পরিরম্ভশ্চ করাদীনামালভনং স্পর্শশ্চ নর্ম্মপরিহাসশ্চ নখাগ্রপাতশ্চ তৈঃ ক্ষ্বেল্যা ক্রীড়োক্ত্যা অবলোকৈশ্চ হসিতৈশ্চ রতিপতিং প্রেমাত্মকং কামং তাসাং স্বস্য চ উত্তম্ভয়ন্ উদ্দীপয়ন্ তাবদ্ভিরেব স্বপ্রকাশৈঃ প্রত্যেকং রময়াঞ্চকার। নন্বু চ তাবত্যেব পুলিনে বহুগোপীজনসঙ্ঘট্টে নিরাবরণত্বাৎ সৌরততল্পাদ্যভাবাচ্চ প্রত্যেকং তাভিঃ শতকোটিপ্রমদাভিঃ সহ সম্প্রয়োগলীলা ন সংগচ্ছতে। সত্যং। ভগবন্মূর্ত্তেরিব বৃন্দাবনভূমেরপি বিভুত্বাৎ তিলমাত্রপ্রদেশস্যাপ্যতিস্ফারত্বং সাবরণবিবিধকুঞ্জরত্বং গন্ধমাল্যতুলাদিসহিতবিচিত্রসৌরতপুষ্পতল্পবত্ত্বঞ্চ দুর্ঘটঘটনাপটীয়স্যা যোগমায়য়ৈব প্রকাশিতং লীলান্তে পুনরাবৃতঞ্চেতি। সুসঙ্গতিকমেবৈতৎ ॥ ৪১ ॥

অধুনা ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে। কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগোঽভিবর্দ্ধত ইতি ভরতন্যায়াদ্রসপুষ্ট্যর্থং লীলাশক্ত্যৈবাবির্ভাবিতং। বিপ্রলম্ভবীজ-

---

হে নরনাথ! গোপীবল্লভ গোবিন্দ বাহুপ্রসারণ, আলিঙ্গন, হস্তধারণ, অলকা উত্তোলন, নীবী ও স্তনাদি স্পর্শ, নখাঘাত, অপাঙ্গদৃষ্টি, হাস্য ও পরিহাসাদির দ্বারা ব্রজাঙ্গনাগণের কামভাবের উদ্দীপনা করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নির্লিপ্ত ও উদাসীন হইলেও, তাঁহার বাহ্য আচরণে নারীগণ এতই আনন্দিতা হইয়াছিলেন যে, সকলেই আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের-

আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোঽধিকং ভুবি ॥ ৪২ ॥
তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।

অন্বয়ঃ।

স্ত্রীণাং মধ্যে আত্মানং অভ্যধিকমানিন্যঃ অতিশ্রেষ্ঠং মেনিরে ॥ ৪২ ॥

তাসাং গোপীনাং তৎ সৌভগমদং মানং সৌন্দর্য্যাভিমানং চ বীক্ষ্য কেশবঃ (কঃ ব্রহ্মা ঈশঃ রুদ্রঃ বয়তে বশয়তি যঃ সঃ কেশবঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) প্রসাদায় (পরমানন্দমনুভাবয়িতুং)

শ্রীধরস্বামী।

মহাত্মনশ্চ অনাসক্তচিত্তাৎ ॥ ৪২ ॥

তৎ সৌভগমদং অস্বাধীনতাং মানং গর্ব্বং। কেশবঃ কশ্চ ঈশশ্চ তৌ বয়তে ইতি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মাহ এবমিতি। মহাত্মনঃ দিব্যাতিদিব্যনায়কবৃন্দেভ্যঃ শ্রেষ্ঠাৎ ভগবতস্তত্রাপি কৃষ্ণাৎ স্বয়ংরূপাৎ লব্ধমানাঃ প্রাপ্তাদরাঃ। শ্রীকৃষ্ণরমণপ্রাপ্ত্যা ভুবি ভূতলস্থানামেব স্ত্রীণাং মধ্যে আত্মানং প্রত্যেকমেব স্বং অভ্যধিকং মেনিরে। মানিন্যঃ প্রত্যেকং অহমেবাতিসুভগেতি মাননান্মানিন্যঃ গর্ব্ববত্যঃ ॥ ৪২ ॥

ততশ্চ সর্ব্বাসু তাসু ভগবতঃ সাধারণ্যেনৈব রমণাৎ যা সর্ব্বমুখ্যতমা বৃষভানুকুমারী সা সহসোদ্ভবদীর্ষ্যাকষায়িতাক্ষী মানিনী বভূব। তস্তোঽন্যুনা অন্যাঃ সৌভাগ্যগর্ব্ববত্যো বভূবুরিত্যদ্ভুতে বৈমত্যে সতি ভগবতৈব যত্তত্র সমাহিতং তদাহ তাসামিতি। তাশ্চ সা চেত্যেকশেষেণ তাসাং ব্রজসুন্দরীণাং তস্যাং বৃষভানুকুমার্য্যাশ্চেত্যর্থঃ। ক্রমেণ তৎ তৎ সৌভগমদং মানঞ্চ বীক্ষ্য স চাসৌ সৌভগমদশ্চ তমিতি সমাসো বা। তং সৌভগমদমিতি বা পাঠঃ। প্রশময় তাসাং সৌভগমদং প্রশময়িতুং প্রসাদায় তাং মানবতীং প্রসাদয়িতুঞ্চ কেশবঃ কো ব্রহ্মা ঈশশ্চ তাবপি বয়তে প্রশাস্তীতি তস্য সৌভগমদপ্রশমনে কঃ প্রয়াস ইতি ভাবঃ। কেশান্ বয়তে সংস্করোতীতি কেশপ্রসাধনাদিনা তস্যাঃ প্রসাদনায়াং রসিকশেখরস্য চাতুর্য্যমস্ত্যেবেতি ভাবঃ। অন্তরধায়ত্তেত্যার্ষং অন্তরদধাদিত্যর্থঃ। ধীঞ্ অনাদরে ইতি দৈবাদিকস্য বা রূপং। অত্রাগ্রিমগ্রন্থদৃষ্ট্যা শ্রীবৃষভানুনন্দিনীং বলাৎকৃত্য ত্বৈবেতি জ্ঞেয়ং। তত্রৈব নত্বন্যত্র গচ্ছংস্তাভির্দৃষ্ট ইত্যর্থঃ। তচ্চ তস্য তদিচ্ছায়াং

বিশেষ সৌভাগিনী জ্ঞানে অন্যান্য বনিতা অপেক্ষা পৃথিবীর মধ্যে আপনাকেই শ্রেষ্ঠবোধে মানিনী হইয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥

অহো! যিনি দেবদেব মহাদেব ও বিশ্ববিধাতা বিরিঞ্চিরও বীর্য্যদাতা সেই হৃষীকেশ বনিতাগণের বিড়ম্বিতভাব অবধারণ করিলেন। সংসর্গের সৌভাগ্যে নারীগণের সৌন্দর্য্যাভিমান জন্মিয়াছে দেখিয়া ভগবান্ পতিতপাবন শ্রীকৃষ্ণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই গর্ব্ব নিবারণার্থ সেই ক্রীড়াস্থান পুলিন

প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৪৩ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়ায়াং একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ২৯ ॥ * ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ।
অতপ্যংস্তমচক্ষাণাঃ করিণ্য ইব যূথপং ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।

প্রশমায় গর্ব্ববিনাশায় তত্রৈব পুলিনে অন্তরধীয়ত অন্তর্হিতবান্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি দশমে শ্রীখগেন্দ্রনাথশাস্ত্রিকৃতান্বয়ে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ। এবং সহসা এব অকস্মাৎ ভগবতি কৃষ্ণে অন্তর্হিতে সতি তং অচক্ষাণাঃ অপশ্যন্ত্যঃ ব্রজাঙ্গনাঃ যূথপং গজরাজং অপশ্যন্ত্যঃ করিণ্যঃ ইব অতপ্যন্ পরিতাপং চক্রুঃ ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তথা সঃ ॥ ৪৩ ॥

॥ * ॥ ইতি দশমে একোনত্রিংশঃ ॥ * ॥

ত্রিংশে বিরহসন্তপ্তগোপীভিঃ কৃষ্ণমার্গণং।
উন্মত্তবদ্দীর্ঘরাত্র্যাং ভ্রমন্তীভির্বনেবনে ॥ * ॥

অচক্ষাণাঃ অপশ্যন্তঃ ॥ ১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

জাতায়াং যোগমায়য়ৈব সম্পাদিতং ॥ ৪৩ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
ঊনত্রিংশোঽপি দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥
ত্রিংশেতু বিরহোন্মত্তাঃ কৃষ্ণং পৃষ্ট্বা নগান্ স্ত্রিয়ঃ।
তল্লীলামনুচক্রুস্তাঃ সম্ভূয় সচ তাং জহৌ ॥ * ॥

অচক্ষাণাঃ অপশ্যন্তঃ ॥ ১ ॥

হইতে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৪৩ ॥

ইতি দশমে শ্রীখগেন্দ্রনাথশাস্ত্রিকৃতানুবাদের একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

শুকদেব বলিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার অকস্মাৎ তথা হইতে অন্তর্হিত হইলে, ব্রজঙ্গনাগণ তাঁহার অদর্শনে নিতান্তই অধিরা হইয়া উঠিলেন; এবং যূথপতির অদর্শনে হস্তিনীগণের ন্যায় পরিতাপ করিতে লাগিলেন ॥১॥

আভাস।

ত্রিংশাধ্যায়ে বিরহসন্তপ্ত গোপিকাগণ তাদৃশ নিশীথকালে বনে বনে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে ॥

গত্যানুরাগস্মিতবিভ্রমেক্ষিতৈর্মনোরমালাপবিহারবিভ্রমৈঃ।

অন্বয়ঃ।

গত্যা অনুরাগস্মিতবিভ্রমেক্ষিতৈঃ (অনুরাগঃ স্মিতং চ তাভ্যাং বিভ্রমেক্ষিতানি সবিলাসনিরীক্ষণানি তৈঃ) মনোরমালাপবিহারবিভ্রমৈঃ (মনোরমাঃ আলাপাঃ বিহারাঃ

শ্রীধরস্বামী।

গত্যা চ অনুরাগস্মিতাভ্যাং বিভ্রমেক্ষিতানি সবিলাসনিরীক্ষণানি তৈশ্চ মনোরমা আলাপশ্চ বিহারশ্চ ক্রীড়াশ্চ বিভ্রমা অন্যে চ বিলাসাস্তৈশ্চ রমাপতের্গত্যাদিভিরেতৈ-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ততস্তমিতস্ততঃ কুঞ্জেষন্বিষ্যন্তীনাং তমপ্রাপ্নুবতীনাং প্রতিক্ষণবিবর্দ্ধমানবিরহপীড়য়া যঃ খলূন্মাদঃ সঞ্চারীপ্রাদুর্ভূতস্তস্য প্রাকট্যপ্রকারং বর্ণয়তি গত্যেতি দ্বাভ্যাং। রমাপতেঃ সর্ব্বসৌন্দর্য্যসম্পত্তিস্বামিনঃ কৃষ্ণস্য গত্যা স্বাভাবিকেন পদবিন্যাসেন প্রথমং স্বান্তিকা-গমনং আগত্য যানি অনুরাগযুক্তানি স্মিতানি চ বিশিষ্টো ভ্রমো ভ্রমণং তারকায়াং যত্র তথা ভূতানীক্ষিতানি চ তৈঃ। ততশ্চ মনোরম আলাপঃ অয়ি স্থলকমলিনি অতিতৃষ্ণার্ত্তায় মধুপায় স্বমকরন্দং দাস্যসি ন বা। ভো ভ্রমর পদ্মিন্যাঃ পতিঃ সূর্য্য এব নতু ভ্রমরস্তৎ কথং ত্বাং স্বং স্বীয়ং মধু পায়য়িষ্যতি। ভোঃ পদ্মিনি পদ্মিনীনাং ভবতীনাং স্বভাব এবায়ং যত্তাঃ স্বপতিং সূর্য্যং স্বীয়ং মধু নৈব পায়য়ন্তি কিন্তূপপতিং ভ্রমরমেবেতি ততস্তদালাপেনৈব পরাজিতয়া বিহ্বলত্যা তয়া সহ অধরমধুপানাদি বিহারঃ। এবম্বা। অহং জানামি মৎসমীপস্থনীপতরুতলং গচ্ছন্তীং ত্বাং মহাদর্পকঃ সর্পোঽদশৎ। তদ্বিষং তে বক্ষঃস্থল-

শ্রীকৃষ্ণের হাবভাব, অনুরাগব্যঞ্জক মধুর হাস্য, প্রেমবীক্ষণ, প্রিয়সম্ভাষণ ক্রীড়া, আলাপ ও বিভ্রমাদিতে আকৃষ্টচিত্তা প্রমদাগণ কৃষ্ণমূর্ত্তি চিন্তনে এতই আত্মহারা হইয়া পড়িলেন যে, কৃষ্ণ ব্যতীত দ্বিতীয় পদার্থই অবলোকন করেন

আভাস।

নারীমণ্ডলমণ্ডিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অকস্মাৎ তথা হইতে অন্তর্হিত হইলে, গোপিকাগণ প্রথমতঃ তাঁহাকে কুঞ্জাদির মধ্যে ইতস্তত অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কুত্রাপি তাঁহাকে দর্শন না করিয়া, ক্রমশ তাঁহাদের চিত্তে যেরূপে উন্মাদভাবের প্রকটন হইয়াছিল, তাহাই এই শ্লোকদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও পদ-বিন্যাসাদি বিহারব্যাপার স্মরণ করিয়া ক্রমশ বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইতে লাগিলেন; তাঁহার হাবভাব ও নয়নানুরাগ চিন্তনে এক একবার জগৎ কৃষ্ণময় বোধ করিতে লাগিলেন; পরে যখন শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ও প্রত্যুক্তি মনে পড়িল, তখন আর যেন তাঁহারা তাঁহাতে নাই, এরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিতেন, অয়ি স্থলকমলিনীগণ! মদুপ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান; কিঞ্চিৎ মধুদানে তাহাকে পরিতৃপ্ত কর!

আক্ষিপ্তচিত্তাঃ প্রমদা রমাপতেস্তাস্তা বিচেষ্টা জগৃহুস্তদাত্মিকাঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।

ক্রীড়াঃ, বিভ্রমাঃ মোহিকাশ্চেষ্টাঃ তৈঃ) আক্ষিপ্তচিত্তাঃ (আক্ষিপ্তানি আকৃষ্টানি চিত্তানি যাসাং তাঃ) তদাত্মিকাঃ প্রাপ্তস্তদভেদাভিমানাঃ প্রমদাঃ গোপাঃ রমাপতেঃ কৃষ্ণস্য তাঃ তাঃ বিচেষ্টাঃ পূতনাপয়ঃপানাদিলীলাঃ জগৃহুঃ কৃতবত্যঃ ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামী

রাক্ষিপ্তানি আকৃষ্টানি চিত্তানি যাসাং তাঃ অতস্তস্মিন্নেব আত্মা যাষাং তাঃ তস্য বিবিধাঃ চেষ্টাঃ জগৃহুঃ। তদনুকরণেনাক্রীড়ন্ ॥ ২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পর্য্যন্তমুদসর্পৎ। তদপি ত্বং কুলবধূত্বাদেব মাং তদুপশমং ন পৃচ্ছসি তদহং দয়ালুত্বাৎ স্বয়মেব ত্বদন্তিকমেত্য তদ্বিষোপশমকং মন্ত্রং পঠন্ করতলাভ্যাং ত্বদঙ্গং সঙ্ঘট্টয়ামি ভো ভো জাঙ্গলিক ন মাং সর্পোঽদশৎ। যাং সর্পো দশতিস্ম তদগাত্রমেব করতলাভ্যাং সঙ্ঘট্টয় ভো কুলাঙ্গনে ত্বদীয়গদ্গদস্বরাদেব বিষজ্বালাকুলত্বং তব জ্ঞায়তে ইতি জ্ঞাত্বাপি যদ্যপ্যহং ত্বামুপেক্ষে তদা মাং স্ত্রীবধো লগিষ্যতীত্যতস্তদ্বিষমুপশময়িষ্যামোবেত্যুক্ত্বা তস্যা বক্ষঃস্থলে নখরার্পণাদিকং চকার। ততো বিহারঃ সম্প্রয়োগঃ ততো বিভ্রমঃ কামোন্মত্ততা। যদুক্তং। চিত্তবৃত্ত্যনবস্থানং শৃঙ্গারাদ্বিভ্রমো মত ইতি। তৈর্বিরহাবস্থায়ামতিশয়েন স্মৃত্যারূঢ়ৈরাক্ষিপ্তানি। অরে কিমিহ কুরুধ্বে বহির্ভূয় প্রাণপ্রেষ্ঠমন্বেষ্টুং গচ্ছতেতি তিরস্কৃত্য দেহতো নিঃসারিতানীব স্বচিত্তানি যাভিস্তাঃ যতঃ প্রমদাঃ প্রকর্ষেণ মাদ্যন্তীতি তাঃ। ততশ্চোন্মাদং প্রাপ্য তদাত্মিকাস্তস্যৈবাত্মনো মনোবুদ্ধ্যাদয়ো যাসাং তাঃ অতস্তাস্তাঃ তদীয়া বিবিধাশ্চেষ্টা জগৃহুঃ। বুদ্ধিপূর্ব্বকগ্রহণাদনুচক্রুরিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

নাই। তাঁহারা যেন আপনারাও কৃষ্ণ হইয়াছিলেন এবং তাঁহারই অনুকরণে পূতনার স্তনপানাদি বিবিধ লীলা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২ ॥

আভাস।

গোপী বলিলেন, ওহে ভ্রমররাজ! পদ্মিনীর পতি প্রভাকর; ষট্‌পদের এরূপ যাচ্ঞা কি অযথা নয়? কৃষ্ণ বলিলেন, পদ্মিনীর স্বভাব তাদৃশ আচরণের পরিচয় দেয় না। সে ত কখন স্বীয় পতিকে মধুপান করায় না; সে মধুপানের কর্ত্তা বলিয়া এক ভ্রমরকেই নির্দ্দিষ্ট রাখিয়াছে। ভ্রমর উপস্থিত; এক্ষণে বায়ুর হিল্লোলে কম্পিত হইয়া মুখে যেন অনভিপ্রায় দেখাইলেও ভ্রমরও ভীত নহে, সে নিবারণ অন্তর দর্শনে সকলই জানিয়াছে; অতএব মধুপানে কেন বিরত থাকিবে? কখন কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, আহা; তোমরা যখন ঐ কদম্ব তরুর মূলদেশ দিয়া আমার নিকট গমন করিতেছিলে, তখনই ঐ মহাদর্পিত কৃষ্ণসর্প তোমাকে দংশন করিয়াছে। তুমি তাহা না জানিতে পারিলেও, আমি যখন স্বয়ং তাহা দেখিয়াছি, তখন আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। যে কোন উপায়ে তোমার জীবন

গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ।

অন্বয়ঃ।

প্রিয়স্য কৃষ্ণস্য, গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ (প্রতিরূঢ়াঃ আবিষ্টাঃ মূর্ত্তয়ঃ চেতাংসি যাসাং তাঃ) তদাত্মিকাঃ প্রিয়াঃ অবলাঃ গোপ্যঃ তু কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ

শ্রীধরস্বামী।

অপিচ গতিস্মিতেতি প্রিয়স্য গত্যাদিষু প্রতিরূঢ়া আবিষ্টা মূর্ত্তয়ো যাসাং তাঃ অতঃ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তস্যৈবোন্মাদস্য প্রৌঢ়ত্বে সতি তাসামবস্থামাহ গতীতি। প্রিয়স্য গত্যাদিষু পূর্ব্বোক্তেষু প্রতিরূঢ়া মূর্ত্তয়ো দেহা যাসাং তাঃ। আদৌ প্রিয়স্য গতিস্মিতাদয় আসাং প্রত্যেকং মূর্ত্তৌ চিত্তেন্দ্রিয়াদিময্যামারূঢ়াঃ ততস্তেষু গতিস্মিতাদিষু আসাং মূর্ত্তিশ্চ প্রত্যারূঢ়া ইত্যর্থঃ। ততশ্চোন্মাদাদেকীভাবে সতি। অসৌ কৃষ্ণ এবাহং কিম্বা অহমেব

প্রাণপ্রিয় গোবিন্দের গতি, হাস্য, ঈক্ষণ ও কথনাদিতে গোপিকাগণের চিত্ত এতই আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, তাহারা তন্মনস্ক ও তদ্‌গতপ্রাণ হইয়া

আভাস।

রক্ষা করা কর্ত্তব্য। আর বিলম্ব করিও না; ইতিমধ্যে বিষ তোমার বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছে। আহা! তুমি কুলবধূ; কষ্ট হইলেও প্রকাশ করিতে পারিতেছ না। কিন্তু দেখ! আমি বড় দয়ালু। আমি নিজেই তোমার সমীপে উপস্থিত হইয়া বিষোপশমনক মন্ত্র পাঠে ও করতলদ্বয়ে ত্বদীয় সর্ব্বাবয়বের সম্বাহনে মুহূর্ত্ত মধ্যে নির্বিষ করিব! গোপিকা বলিলেন, ওহে বনচারি! আমাকে ত সর্প দংশন করে নাই; যাহাকে দংশন করিয়াছে, তাহার নিকট তুমি গমন কর! ও দুই হস্তের সুমধুর সঞ্চালনে গরলকে সরলভাবে মধুময় অমৃতে পরিণত করাও! কৃষ্ণ বলিলেন, আহা বিষের কি তীব্রতা! এই দেখ। ক্ষণকলের মধ্যে তোমাকে এতই আকুল করিয়াছে যে, তোমার কণ্ঠস্বর গদ্‌গদ হইয়াছে। এই সমস্ত বিশেষরূপে অবগত হইয়াও যদি আমি বিলম্ব করি, তাহা হইলে নারীবধের পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে। এইরূপে কৃষ্ণবিহার বৃত্তান্ত যখন তাঁহাদের স্মৃতিপথে আরূঢ় হইতে লাগিল, তখনই তাঁহারা কাম ও প্রেমে উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। বিরহে কাতর হইয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তায় উন্মথপ্রায় হইয়া চিত্তকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, ওরে কঠোর চিত্ত! আর নিশ্চিন্ত থাকিও না। যাঁহার চিন্তায় এত ব্যাকুল, অগ্রে তাঁহাকে বাহিরে অন্বেষণ কর! বৃথায় কালক্ষেপ করিও না! এই বলিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১ ॥ ২ ॥

এক্ষণে সেই উন্মত্তভাবের পরিপক্ক দশায় গোপিকাদের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহাই ক্রমান্বয়ে বর্ণিত হইতেছে। প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত গতিবিলাসাদি ভাব তাঁহাদিগের চিত্ত ও দেহকে সমাচ্ছন্ন করিলে, তাঁহারা আত্মবিস্মৃত হইয়া গেলেন; এবং

অসাবহং ত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকা ন্যবেদিষু কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ ॥ ৩ ॥
গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনং।

অন্বয়ঃ।

(কৃষ্ণস্য এব বিহারবিভ্রমাঃ ক্রীড়াবিলাসাঃ যাসাং তাঃ) অহং অসৌ কৃষ্ণঃ ইতি (পরস্পরং) ন্যবেদিষুঃ নিবেদিতবত্যঃ ॥ ৩ ॥

কিঞ্চ সংহতাঃ মিলিতাঃ সত্যঃ উচ্চৈঃ গায়ন্ত্যঃ বনাৎ বনান্তরং গচ্ছন্ত্যঃ অমুং শ্রীকৃষ্ণং এব উন্মত্তকবৎ বিচিক্যু অমৃগয়ন্। (যতঃ) আকাশবৎ ভূতেষু চরাচরেষু বহিঃ অন্তরং

শ্রীধরস্বামী।

কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ কৃষ্ণস্যেব বিহারবিভ্রমাঃ ক্রীড়াবিলাসা যাসাং তাঃ অহমেবাসৌ কৃষ্ণ ইতি পরস্পরং নিবেদিতবত্যঃ ॥ ৩ ॥

কিঞ্চ গায়ন্ত্য ইতি বনাদ্বনান্তরং গচ্ছন্ত্যো বিচিক্যুঃ অমৃগয়ন্। উন্মত্ততুল্যত্বমাহ।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কৃষ্ণ ইত্যাদিসাবধারণাং ভাবনাং বিহায় অসাবহং কৃষ্ণোঽহমিতি রসাস্বাদপ্রৌঢ়িময়ীমবস্থাং প্রাপ্য তদাত্মিকাঃ প্রাপ্তকৃষ্ণতাদাত্ম্যাঃ। নতু অহং গ্রহোপাসনাবশাদেবেতি জ্ঞেয়ং। প্রিয়াঃ প্রিয়স্যেত্যুক্তেঃ। ন্যবেদিষু পরস্পরং নিবেদিতবত্যঃ নতু বয়ং ব্রজস্ত্রিয়ঃ মনাগপি কা অপি জানন্তি স্মেতার্থঃ। তত্র হেতুঃ। কৃষ্ণবিহারৈঃ স্মর্য্যমাণৈর্বিভ্রম উন্মাদো যাসাং তাঃ ॥ ৩ ॥

যদা চ স তাসামুন্মাদঃ স্বপ্রৌঢ়িমানং বিহায় মন্দীবভূব তদা তা অর্দ্ধবাহ্যানুসন্ধানবত্যো যথা চেষ্টন্তে স্ম তদ্বর্ণয়তি গায়ন্ত্য ইতি। কান্তবিচ্ছেদেন দুঃখিন্যো বয়ং ব্রজস্ত্রিয়স্তমন্বেষয়াম ইতি বাহ্যানুসন্ধানং। সংহতা মিলিতা বনাদ্বনং গচ্ছন্ত্য উন্মত্তকবদীষদুন্মত্তা

অবলাগণ কৃষ্ণবিহারে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং পরস্পরে পরস্পরের নিকট আপনাকেই শ্রীকৃষ্ণরূপে পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

তাঁহারা সকলে দলে দলে মিলিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের গুণগাথা গান করত পাগলিনীর ন্যায় বনে বনে এক শ্রীকৃষ্ণকেই অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অহো! কি আশ্চর্য্য! যিনি মহাকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র

আভাস।

কৃষ্ণই আমি এবং আমিই কৃষ্ণ এই ভাবে ভাবিত হইয়া পরস্পরকে আমি কৃষ্ণ ব্রজবনিতা নহি, এইরূপ ভাবেরই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণচিন্তায় সমগ্র জগৎ, আপনার দেহ ও চিত্তকেও কৃষ্ণময় বোধে ভাবিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

ক্রমশ উন্মাদভাবের পরিণতিতে কিঞ্চিৎ শৈথিল্য আসিল; তখন কথঞ্চিৎ বাহ্যানুসন্ধানের ভাব যেরূপ উপস্থিত হইয়াছিল তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা কৃষ্ণস্বরূপ

পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্ ॥ ৪ ॥
দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বত্থ প্লক্ষ ন্যগ্রোধ নো মনঃ।

অন্বয়ঃ।

ব্যাপ্য সন্তং বর্ত্তমানং, পুরুষং পূর্ণং (অপি শ্রীকৃষ্ণং) বনস্পতীন্ পপ্রচ্ছুঃ জিজ্ঞাসয়ামাসুঃ ॥ ৪ ॥

হে অশ্বত্থ প্লক্ষ ন্যগ্রোধ! বঃ যুষ্মাভিঃ কচ্চিৎ নন্দসূনুঃ দৃষ্টঃ (যঃ) প্রেমহাসাবলোকনৈঃ

শ্রীধরস্বামী।

বনস্পতীন্ পপ্রচ্ছুঃ ভূতেষু অন্তরং মধ্যে সন্তং পুরুষং বহিশ্চ সন্তমিতি ॥ ৪ ॥

তং প্রপঞ্চয়তি নবভিঃ। তত্র মৎত্বাদেতে পশ্যেয়ুরিত্যাশয়া অশ্বত্থাদীন্ পৃচ্ছন্তি দৃষ্ট

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইব অল্পার্থে কঃ প্রত্যয়ঃ। পুরুষং শ্রীকৃষ্ণং বনস্পতীন্ পপ্রচ্ছুরিত্যুন্মাদলক্ষণং। নন্থ সর্ব্বমুখ্যয়া বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা সহ কৃষ্ণস্তদা সুখেন রমত এবেতি জানীমঃ কিন্তু তদ্বিরহদুঃখোন্মত্তানামাসাং গোপীনামুন্মাদপ্রশ্নাদিকং স জানাতি ন বেত্যাস্তো বিশিনষ্টি। ভূতেষু সর্ব্বেষেব অন্তরং বহিশ্চ আকাশবদ্ব্যাপ্য সন্তং তেন কৃষ্ণস্বরূপস্যাপরিচ্ছিন্নত্বেঽপি সর্ব্বগতত্বাত্তাসাং প্রশ্নাদিকং তত্র তত্রৈবালক্ষ্যমাণঃ শৃণোত্যেবেতি দ্যোতিতং ॥ ৪ ॥

প্রশ্নং প্রপঞ্চয়তি নবভিঃ। অত্রাত্যুচ্চতরত্বাদেতে দূরবর্ত্তিনমপি তমবশ্যং পশ্যেয়ুরিতি সান্ত্বয়া পৃচ্ছন্তি। দৃষ্ট ইতি প্লক্ষঃ পীলু খবিতি খ্যাতঃ ন্যগ্রোধো বটঃ। কিমর্থং

পরিব্যাপ্ত থাকিয়া স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যাবতীয় ভূতের অন্তরে ও বাহিরে নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন, সেই সর্ব্বব্যাপী সনাতন পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা অদ্য গোপিকারা বনস্পতির নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছে ॥ ৪ ॥

দূর হইতে উন্নতশির অশ্বত্থ প্লক্ষ ও ন্যগ্রোধ বৃক্ষকে অবলোকন করিয়া

আভাস।

প্রাণকান্তের বিচ্ছেদে কাতরা; তাঁহাকে অনুসন্ধান করিবেন এই ধারণার উদয়ে তাঁহারা দলে দলে মিলিত হইয়া কথঞ্চিৎ বাহ্যজ্ঞান শূন্যের ন্যায় পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জানিবার জন্য বনস্পতিগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কামিনীগণ বিরহে উন্মত্তপ্রায় হইলেও, শ্রীকৃষ্ণের নিকট কিছুই অজ্ঞাত ছিল না। এতদর্থে শ্লোকে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, যিনি মহাকাশের ন্যায় স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল ভূতসমূহের অন্তরে ও বাহিরে চিরবিদ্যমান; দেশতঃ, কালতঃ ও বস্তুতঃ যাঁহার কখন পরিচ্ছেদ ঘটে না, তাদৃশ সচ্চিদানন্দ পরম্ ভূমন্ মহামহেশ্বর দেবদেব নারায়ণের অন্বেষণ করা বা বৃক্ষলতাদি বস্তুস্তরের নিকট তাঁহার সংবাদ পরিজ্ঞাত হইবার বাসনা করাই উন্মাদের পরিচয়, সন্দেহ নাই ॥ ৪ ॥

নন্দসূনু র্গতো হৃত্বা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ ॥ ৫ ॥
কচ্চিৎ কুরুবকাশোকনাগপুন্নাগচম্পকাঃ।

অন্বয়ঃ।

নঃ অস্মাকং মনঃ হৃত্বা (চৌরঃ ইব) গতঃ ॥ ৫ ॥

হে কুরুবকাশোকনাগপুন্নাগচম্পকাঃ! মানিনীনাং গর্ব্ববতীনাং, অস্মাকং দর্পহরস্মিতঃ

শ্রীধরস্বামী।

ইতি। প্রেমহাসবিলসিতৈরবলোকনৈর্নোঽস্মাকং মনো হৃত্বা চৌর ইব গতঃ বো যুষ্মাভিঃ কিং দৃষ্ট ইতি ॥ ৫ ॥

মহান্তঃ স্বপুষ্পৈ বহূপকারিণশ্চেতি কুরুবকাদীন্ পৃচ্ছন্তি কচ্চিদিতি। হে কুরুবকা-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পৃচ্ছথেতি তেষামপি প্রশ্নমাশঙ্ক্যাহুঃ। নন্দস্য সাধোঃ সূনুরপি নোঽস্মাকং স্ত্রীজনানাং মনো হৃত্বা গতঃ। প্রেম্না সর্ব্বলোকোন্মাদকমহামোহনৌষধবিশেষেণ সহিতৈঃ হাসা-লোকনৈঃ প্রেষিতৈশ্চোরৈরস্মাকং নেত্রদ্বারতোঽন্তঃকরণমন্তঃপুরং প্রবেশিতৈর্মনোরত্নং চোরয়িত্বা পলায়িত ইত্যর্থঃ। ক্ষণং স্থিত্বা অহো কিমেতাভিঃ ক্ষুদ্রাভিরিত্যস্মানবজানন্তঃ শুদ্ধা অমী প্রত্যুত্তরং ন দদন্তে তদলমেতৈঃ ক্ষুদ্রফলৈঃ পরোপকারধর্ম্মানভিজ্ঞৈরপ্রফুল্লৈরশুদ্ধান্তঃকরণৈরিতি তান্ বিহায় অন্যত্র গতাঃ ॥ ৫ ॥

পুষ্পোদ্যানং প্রবিশ্যাহো সত্যমিমে এব শুদ্ধান্তঃকরণাঃ প্রষ্টব্যাঃ যদহো স্বমকরন্দৈর্মধুব্রতানস্মিথান্ সেবন্তে ইতি। বৃক্ষানালক্ষ্যাহুঃ কচ্চিদিতি। কুরুবকঃ শোণাহ্বানঃ।

তাহারা সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল, ওহে পাদপগণ! নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেম, হাস্য ও অপাঙ্গসহায়ে আমাদের মন হরণপূর্ব্বক চোরের ন্যায় এই মাত্র পলায়ন করিয়াছেন; তোমরা কি তাঁহাকে এদিকে কোথায়ও দেখিয়াছ? ৫ ॥

ওহে কুরুবক অশোক, নাগকেশর, পুন্নাগ, ও চম্পক বৃক্ষগণ! সুন্দরী-

আভাস।

নয়টী শ্লোকের দ্বারা গোপিকাকৃত প্রশ্নের প্রপঞ্চ ভাব প্রদর্শিত হইতেছে; যথা; ব্রজ সুন্দরীগণ সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক অতি উচ্চ বট ও অশ্বত্থাদি পাদপশ্রেণী নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিলেন, ইহারা অতি দূরদর্শী; কৃষ্ণ আমাদিগের নিকট হইতে যদিও অনেক দূরে গমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও ইহাদের দৃষ্টি ছাড়াইতে পারেন নাই; অবশ্যই ইহারা তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে। অতএব ইহাদের নিকট অনুসন্ধান করিলে যদি পরিজ্ঞাত হইতে পারি, তদ্বিষয়ে একবার যত্ন করা যাউক; এই বলিয়া উচ্চ পাদপগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ওহে তরুবর! প্রথিতযশা নন্দগোপের কীর্ত্তিমান্ পুত্র স্বয়ং

রামানুজো মানিনীনামিতো দর্পহরস্মিতঃ ॥ ৬ ॥
কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।

অন্বয়ঃ।

(দর্পহরং স্মিতং যস্য সঃ) রামানুজঃ কৃষ্ণঃ ইতঃ (অনেন মার্গেণ) কচ্চিৎ গতঃ (বঃ দৃষ্টঃ) ॥ ৬ ॥ হে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে কল্যাণি তুলসি! অলিকুলৈঃ সহ ত্বা ত্বাং বিভ্রৎ অতিপ্রিয়ঃ

শ্রীধরস্বামী।

শোকাদয়ঃ। দর্পহরং স্মিতং যস্য সঃ ইতো গতঃ কচ্চিদিতি ॥ ৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নাগো নাগকেশরঃ। কচ্চিদ্গতঃ কিম্বা কচ্চিদিহৈব নিহ্নুত্য স্থিতো বেতি ভাবঃ। নন্থ কিমর্থং পৃচ্ছথেত্যাশঙ্ক্যাহুঃ। মানিনীনাং মানধনানামস্মাকং দর্পং মানং হরতি স্মিতং যস্যেতি স্বয়ং নির্ধনী কৃত্তা এবাভূমেতি ভাবঃ। তদৈবাকস্মিকেন পবনেন চালিতাগ্রশাখাং-স্তানালক্ষ্যাহাহো শিরোধূননেন বয়ং ন জানীম ইতি ব্রুবতে তদলমমীভিঃ কঠোরৈঃ পুরুষ-জাতিভিরিত্যন্যতো জগ্মুঃ ॥ ৬ ॥

এতা অস্মৎপক্ষগ্রাহিণ্যঃ স্ত্রীজাতয়ঃ স্ত্রীজনস্বচ্ছয়পীড়াং বিদুষ্যঃ কৃপাবত্যো ভবিষ্যন্তি তদিমাঃ পৃচ্ছাম ইত্যাসাস্থ তন্মধ্যে পরমমুখ্যতমাং তুলসীং পপ্রচ্ছুঃ কচ্চিদিতি। হে কল্যাণীতি বয়মকল্যাণ্যঃ কৃষ্ণবিচ্ছেদাৎ ত্বমেব কুশলিনী। তত্র হেতুর্গোবিন্দেতি। যদ্বা। চরণশব্দোঽত্রাদরমাত্রব্যঞ্জকঃ আচার্য্যচরণা বদন্তীতিবৎ নন্থ যূয়মপি তচ্চরণপ্রিয়া ভবথৈব

গণের সৌন্দর্য্যদর্পের খর্ব্বকারী মধুর হাস্য বিতরণে রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ এই পথ দিয়া কোন্ দিকে গিয়াছেন, তাহা কি তোমরা জান? ৬ ॥

হে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে পরমকল্যাণি তুলসি! অলিকুল সহ ত্বদীয় নবীন

আভাস।

শ্রীকৃষ্ণ আমাদের ন্যায় অবলা নারীগণের সর্ব্বস্ব ধন মন অপহরণ পূর্ব্বক কোন্ পথে গমন করিয়াছেন, তাহা কি তোমরা বলিতে পার? দেখ! তাঁহার মধুর হাস্য ও প্রেম-বীক্ষণ যে, কি মোহপ্রদ ঔষধ, তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমরা সেই ঔষধির সেবনে এতই মোহিতা হইয়াছিলাম যে, কখন কি প্রকারে যে, তিনি চিত্ত হরণ করিয়া-ছিলেন, তাহার কিছুই নিরূপণ করিতে পারি নাই। এক্ষণে তাঁহার বিরহে আমাদের চিত্তেরও বিরহদুঃখ বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতেছি। অনন্তর পাদপসমীপে কোন উত্তর না পাইয়া, ক্ষণকাল অবস্থিতি পূর্ব্বক বলিলেন, অহো! ইহারা অতি ক্ষুদ্রফল বৃক্ষ; পরের উপকার যে, কি প্রকারে করিতে হয়, তাহা ইহাদের জানা নাই। অতএব এতাদৃশ ক্ষুদ্র-চেতাগণের নিকট অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে; এই ভাবিয়া তাঁহারা পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ পূর্ব্বক মধুকররূপ অতিথীগণের আতিথ্য সৎকারার্থ বিমল মকরন্দ প্রকাশে বিকসিতবদন

সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ ॥ ৭ ॥
মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতি যূথিকে।

অন্বয়ঃ।

অচ্যুতঃ কৃষ্ণঃ তে ত্বয়া দৃষ্টঃ॥ ৭ ॥

হে মালতি মল্লিকে জাতি যূথিকে! করস্পর্শেন বঃ যুষ্মাকং প্রীতিং জনয়ন্ সাধবঃ কৃষ্ণঃ

শ্রীধরস্বামী।

অলিকুলৈঃ স ত্বা ত্বাং বিভ্রত্তবাতিপ্রিয় ত্বয়া কিং দৃষ্ট ইতি ॥ ৭ ॥

গুণাতিরেকেঽপি নম্রত্বাদিমাঃ পশ্যেয়ুরিতি পৃচ্ছন্তি মালতীতি। হে মালতি মল্লিকে

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সত্যং তদপি সাদ্গুণ্যাধিক্যাত্ত্বমেব সৌভাগ্যবতী বিচ্ছেদাভাবাদিত্যাহুঃ ত্বা ত্বাং বিভ্রদেব গতঃ। তত্র তব সৌরভ্যাধিক্যমেব কারণমিতি ব্যঞ্জয়ামাসুঃ। অলিকুলৈঃ সহেতি পরঃসহস্র-ভ্রমরকুতোদ্বেগমপ্যগণয়িত্বা ত্বাং বিভ্রদিতি সুগন্ধপ্রিয়েণ তেনাস্মাকমগ্রহণমেতাদৃশ সৌরভ্য-বত্ত্বাভাবাদেবেতি। নিশ্চিনুম ইতি ভাবঃ॥ ৭ ॥

অহো সৌভাগ্যগর্ব্বেণোন্মত্তেয়মস্মান্ন পশ্যতি তদেতাদৃশসৌভাগ্যরহিতা এতৎ সপত্নী-

---

পত্রাবলি চরণে ধারণ করিয়া তোমার অতি প্রিয় অচ্যুতকে এদিকে কি কোথাও দেখিয়াছ? ৭ ॥

হে মালতি মল্লিকে জাতি যূথিকে! মধুপতি কৃষ্ণ বুঝি তোমাদের অঙ্গ

আভাস।

পুষ্পোপশোভিত অশোক, পুন্নাগ, ও কুরুবকাদি বৃক্ষগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু বায়ুর হিল্লোলে তাহাদের শাখাবৃন্ত চালিত দেখিয়া শিরো-ঘূর্ণন পূর্ব্বক অপরিজ্ঞাত ভাবেরই প্রকাশ অনুমান করত বলিলেন, ইহারা কঠোরপ্রাণ পুরুষজাতি! নারীর মর্ম্মবেদনা ইহারা জানে না; এই সকল নারীজাতি বৃক্ষের নিকট গমন করি! তাহারা নারীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া অবশ্যই আমাদিগের উদ্দেশ্যসাধনে যত্নবতী হইবে! এই ভাবিয়া তুলসী সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে সৌভাগ্যবতি পরম কল্যাণি! তুমি আমাদের দুঃখ বিমোচন কর। দেখ! আমাদের ন্যায় তোমাকে কখন কৃষ্ণবিরহ ভোগ করিতে হয় না। আচার্য্যগণ যেমন কখন কৃষ্ণপদারবিন্দ পরিত্যাগ করেন না; তুমিও সেইরূপ কৃষ্ণচরণাশ্রিতা না হইয়া থাকিতে পার না। শ্রীকৃষ্ণ যখন যেখানে অবস্থিতি করেন, তোমাকে চরণে স্থান না দিয়া আপনাকে সুন্দর বিবেচনা করেন না। অতএব, বল দেখি; তোমার পবিত্র গন্ধবিশিষ্ট নবীন পত্র ও বৃন্তসমূহে ভূষিত ও অলি-কুলের মধুর ঝঙ্কারে নিনাদিত চরণকমল ধীরে ধীরে বিন্যাস পূর্ব্বক গোপীগণের হৃদয়রমণ গোকুলপতি কৃষ্ণ কোন্ দিকে গমন করিয়াছেন? ৭ ॥

প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥ ৮ ॥
চূতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদারজম্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ।

অন্বয়ঃ।

ক্বচিৎ যাতঃ গতঃ যুষ্মাভিঃ অদর্শি দৃষ্টঃ ॥ ৮ ॥

হে চূতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদারজম্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ! যে অন্যে পরার্থভবকাঃ (পরার্থং ভবঃ জন্ম যেষাং তে) যমুনোপকূলাঃ যমুনাকূলসমীপে বর্ত্তমানাঃ বৃক্ষাঃ

শ্রীধরস্বামী।

জাতি যূথিকে যুষ্মাভিঃ কিমদর্শি দৃষ্টঃ করস্পর্শেন বঃ প্রীতিং জনয়ন্ কিং যাত ইতি। অত্র মালতীজাত্যোরবান্তরবিশেষো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৮ ॥

ফলাদিভিঃ সর্ব্বপ্রাণিসন্তর্পকা এতে পশ্যেয়ুরিতি পৃচ্ছন্তি চূতেতি। চূতাম্রয়োরবান্তর জাতিভেদঃ কদম্বনীপয়োশ্চ। হে চূতাদয়ঃ যেন্যে পরার্থভবকাঃ পরার্থমেব ভবো জন্ম

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মাদৃশীরিমাঃ পৃচ্ছাম ইত্যন্যতো গত্বা আহুঃ। মালতীতি। যুষ্মৎপুষ্পাবচয়নার্থং যৎকরেণ স্পর্শস্তেন হর্ষা শরদতিপ্রফুল্লত্বলিঙ্গেন মালতীজাত্যোরবান্তরভেদো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৮ ॥

অহো এতাঃ স্বসপত্ন্যাস্তুলস্যাস্তস্মাৎ কৃষ্ণাচ্চ ভীত্যা জানন্ত্যোঽপি ন ব্রুবন্তে তদলমেভাভিঃ পরতন্ত্রাভিরিত্যন্যতো গত্বা সত্যমিমেএব যমুনাতীর্থবর্ত্তিনো নিস্পন্দত্বেনৈবানুমীয়মানবিষ্ণুস্মরণবন্তো ভবন্ত্যতো ন মৃষা বদিষ্যন্তীতি বিশ্বস্যাহুর্চূতেতি। চূতাম্রয়োর্লতা-

স্পর্শ পূর্ব্বক পুষ্পচয়ন করিয়াছেন, সেই নিমিত্ত এত আনন্দে পুলকিত হইয়াছ। ভাল! তিনি এক্ষণে কোন্ দিকে গমন করিয়াছেন, তাহা কি তোমারা দেখিয়াছ? ৮ ॥

অনন্তর ফলভরে অবনত পরোপকারী আম্রাদি বৃক্ষগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে চূত, প্রিয়াল, পনস, অসন, কোবিদার, জম্বু,

আভাস।

নিশ্চেষ্ট তুলসীর নিশ্চিন্ত ভাব অবলোকনে কিছু ক্ষুন্ন হইয়া গোপিকাগণ ভাবিলেন, তুলসী নিজের সৌভাগ্যমদে নিতান্তই অহঙ্কৃতা; বিরহিণীর মর্ম্মব্যথা সে শুনিতে চাহে না; বিশেষত আমাদিগকে সপত্নীবোধে ঈর্ষাবিশিষ্ট হইয়াই আমাদিগকে উত্তর প্রদান করিতেছে না; অতএব নিরভিমানে কৃষ্ণসেবিকা হইয়া যাহারা বিনম্রমস্তকে কেবল কৃষ্ণপাদপদ্মে কুসুম সমর্পণেই কৃতার্থজ্ঞান করে, তাদৃশ কোমলহৃদয়া মালতী প্রভৃতি লতাকেই তদ্বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু মালতী, জাতি, যূথিকা প্রভৃতির নিকটও কোন উত্তর না পাইয়া রমণীগণ ভাবিলেন, ইহারাও তুলসীর সপত্নীস্থানীয়া, সুতরাং তুলসীর ভয়ে ভীত হইয়াই তাহারা উত্তর দেয় নাই ॥ ৮ ॥

যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ শংসন্ত কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥৯॥

অন্বয়ঃ।

তীর্থবাসিনঃ রহিতাত্মনাং (কৃষ্ণাকৃষ্টত্বেন শূন্যাত্মনাং শূন্যচেতসাং) নঃ অস্মাকং কৃষ্ণপদবীং কৃষ্ণপ্রাপ্তিমার্গং শংসন্ত কথয়ন্ত ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যেষাং তে যমুনোপকূলাঃ যমুনায়াঃ কূলসমীপে বর্ত্তমানাস্তীর্থবাসিন ইত্যর্থঃ। তে ভবন্তঃ রহিতাত্মনাং শূন্যচেতসাং নঃ কৃষ্ণপদবীং কৃষ্ণস্য মার্গং শংসন্ত কথয়ন্ত ॥ ৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বৃক্ষজাতিত্বেন ভেদঃ। নীপো ধূলিকদম্বো বৃহৎপুষ্পঃ। কদম্বঃ ক্ষুদ্রপুষ্পোঽতিসুগন্ধঃ। প্রিয়ালঃ শালভেদঃ। আসনঃ পীতশালঃ। কোবিদারঃ কাঞ্চনারভেদঃ। অর্কো নিকৃষ্টোঽপি গোপীশ্বরপ্রিয়ত্বাৎ তৎসমীপে সদা বর্ত্তমানঃ। অন্যে নারিকেলগুবাকাদয়ঃ তে ভবন্তঃ আত্মশূন্যানাং নঃ কৃষ্ণমার্গং কথয়ন্ত নন্থ কস্মৈ প্রয়োজনায় কথয়ামস্তত্রাহুঃ পরার্থমেব ভবিকমভ্যুদয়ো যেষাং তে। যমুনা উপকূলে যেষাং তে ইতি গড়্‌াদি ॥ ৯ ॥

আকন্দ, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব ও নীপাদি তরুগণ! কেবল পরের উপকারার্থই তোমরা জন্ম গ্রহণ করিয়া থাক; বিশেষত তোমরা যমুনার উপকূলে অবস্থিতি পূর্ব্বক তীর্থবাসীই হইয়াছ। কিন্তু দেখ! শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আমরা জগৎ শূন্যময় নিরীক্ষণ করিতেছি, অতএব কোন্ পথে যাইলে আমরা সেই প্রাণগোবিন্দকে পাইব, তাহাই তোমরা বলিয়া দাও! ॥ ৯ ॥

আভাস।

তদনন্তর গোপিকাগণ যমুনাতীরবর্ত্তী আম্র পনসাদি পাদপসমূহকে তীর্থবাসী যোগীর ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থিত নিরীক্ষণ করিয়া, ভক্তিভরে তাহাদের নিকট অগ্রসর হইল; এবং অনন্যমনে ইহারা বিষ্ণুচিন্তনে প্রবৃত্ত, অতএব কখনই মিথ্যা বলিবে না; এই প্রত্যাশায় সরলহৃদয়ে তাহাদের নিকটই কৃষ্ণকথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। চূত ও আম্র উভয়কেই একজাতীয়ফলরূপে নিরূপণ করিলেও লতাজাতি বৃক্ষের নাম চূত এবং অপরটী আম্র। নীপ শব্দে ধূলিকদম্ব নামে এক জাতীয় বৃহৎপুষ্প এবং কদম্বশব্দে সুগন্ধবিশিষ্ট ক্ষুদ্রপুষ্প জানিতে হইবে ॥ ৯ ॥

সেই পাদপগণও যখন কোন উত্তর প্রদান করিল না, তখন কামিনীগণের চিত্তে ধারণা হইল যে, ইহারা সমাধিস্থ বলিয়াই বুঝি উত্তর দিতেছে না; অথবা সংসারবন্ধন অতিক্রম করায়, বৈরাগ্যবশত ইহাদের হৃদয় পাষাণসদৃশ হইয়াছে। নিজের সুখ দুঃখাদিতে উপেক্ষা করত অভ্যাসের গুণে পরের দুঃখেও আর ইহারা দুঃখিত হয় না। যাহাই হউক, কে যে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জানেন, কে বা জানেন না ইহার স্থির করিতে আমরা

কিন্তেকৃতং ক্ষিতি তপো বত কেশবাঙ্ঘ্রি স্পর্শোৎসবোৎপুলকিতাঙ্গরুহৈর্বিভাসি।

অন্বয়ঃ।

হে ক্ষিতি ক্ষিতে! তে ত্বয়া কিং তপঃ কৃতং বত (যতঃ) কেশবাঙ্ঘ্রিস্পর্শোৎসবা (কেশবস্য কৃষ্ণস্য অঙ্ঘ্রিস্পর্শেন উৎসবঃ যস্যাঃ তথাভূতা বিভাসি তথা অঙ্গরুহৈঃ হরিততৃণাদিভিঃ উৎপুলকিতা রোমাঞ্চিতা, বিভাসি শোভসে। (অয়ং উৎসবঃ কিং) অঙ্ঘ্রিসম্ভবঃ (ইদানীং

শ্রীধরস্বামী।

হে ক্ষিতি ক্ষিতে তে ত্বয়া কিং তপঃ কৃতং যা ত্বং কেশবাঙ্ঘ্রিস্পর্শোৎসবা কেশবাঙ্ঘ্রি-স্পর্শেন উৎসবো যস্যাঃ সা কৃতঃ অঙ্গরুহৈঃ উৎপুলকিতা রোমাঞ্চিতা বিভাসি শোভসে। তত্র বিশেষং পৃচ্ছন্তি। অপি কিং অয়মুৎসবঃ অঙ্ঘ্রিসম্ভবঃ অধুনা তস্যৈকদেশাঙ্ঘ্রি-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অহো কিমেতে বিষ্ণুসমাধিমত্ত্বাদস্মৎপ্রশ্নং ন শৃণ্বন্তি কিম্বা তীর্থবাসিনোঽপামী কঠোরা এব যতঃ কিমপি ন প্রতিবদন্তি। হংহো কে জানন্তি কেবা তং ন জানন্তীত্যনিশ্চিত-তত্ত্বাস্তীর্থবাসিনোঽমী কথং বৃথা নিন্দান্তে যো জনস্তমপশ্যৎ জানাত্যেবেতি নিশ্চিততত্ত্বো ভবতি স পৃচ্ছ্যতামিতি কয়াচিদুক্তে প্রিয়সখি স এব জনঃ খলু কস্তং কিং ত্বং জানাসীতি সর্ব্বাভিঃ পৃষ্টা সা তর্জ্জন্যা পৃথিবীং দর্শয়ামাস। ততশ্চ সত্যমেব ত্বং ব্রূষে যত্র তত্র স বর্ত্ততে সা পৃথিব্যেবেতি পৃথিব্যা অন্যাস্তদ্বিচ্ছেদো নাস্তীতি কৃষ্ণস্য পিতৃবর্গসখিবর্গপ্রেয়সী-বর্গদাসবর্গেভ্যোঽপি বিরহদুঃখানভিজ্ঞত্বাৎ পৃথিব্যেব ধন্যেত্যতোঽস্যাং পূর্ব্বপূর্ব্বেষ্বিব প্রশ্নো ন ঘটতে কিন্ত্বস্যাঃ প্রাচীনং তপ এব জিজ্ঞাস্যং যৎ কৃত্বা কৃষ্ণবিরহাত্যন্তাভাববত্যো বয়মপি ভবাম ইতি বিমৃশ্য পৃচ্ছন্তি কিমিতি। হে ক্ষিতি ক্ষিতে ত্বয়া কিং তপঃ কৃতং

সকলকেই নিরবে অবস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহারা ধরণীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, পৃথিবী! না জানি! তুমি পূর্ব্বজন্মে কিরূপ পুণ্যের অনুষ্ঠান করিয়া এরূপ সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছ। কেশবের চরণসম্পর্কেই বোধ হয়, তুমি নবীন তৃণরাজীর প্রকাশে এত রোমাঞ্চিত ও পুলকিত প্রতীয়-

আভাস।

যখন সমর্থ নহি, তখন তীর্থবাসিগণের বৃথা নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত আছেন, অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। এই বলিয়া সকলেই যখন পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, তখন কোন এক রমনী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিলেন, দেখ সখি! কৃষ্ণ কখন এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া যান নাই; অতএব অন্য কেহ না জানিলেও পৃথিবী অবশ্যই পরিজ্ঞাত আছেন, সন্দেহ নাই। পৃথিবীর সহিত তাঁহার কোন ক্রমে বিচ্ছেদ ঘটে নাই। অতএব শ্রীকৃষ্ণের যে সকল আত্মীয় বন্ধুবান্ধব প্রেয়সী ও দাসবর্গ আছে, সকলকেই কোন না কোন সময়ে বিচ্ছেদ ভোগ

অপ্যঙ্ঘ্রিসম্ভব উরুক্রমবিক্রমাদ্বা আহো বরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ।

তব একদেশস্তদঙ্ঘ্রিস্পর্শসম্ভূতঃ অপি উরুক্রমবিক্রমাৎ (পূর্ব্বমেব ত্রিবিক্রমস্য পদা সর্ব্বাক্রমণাৎ) বা আহো অথবা (ততোঽপি পূর্ব্বং) (বরাহাবতারস্য তস্য বপুষঃ) পরিরম্ভণেন ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সংস্পর্শসম্ভূতঃ। যদ্বা। নৈতাবৎ কিন্তু উরুক্রমবিক্রমাৎ পূর্ব্বমেব ত্রিবিক্রমস্য পদা সর্ব্বাক্রমণাৎ আহো অথবা নৈতাবদেব অপি তু ততোঽপি পূর্ব্বং বরাহস্য বপুষঃ পরিরম্ভণেনেতি অতস্ত্বয়া নূনং দৃষ্টস্তং দর্শয়েতি ॥ ১০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যতস্ত্বং কেশবস্যাঙ্ঘ্রিস্পর্শেন উৎসবো যস্যাঃ সা ত্বং বিভাসি যতোঽঙ্গরুহৈস্তৃণাঙ্কুরৈরুদ্গচ্ছদ্ভিরুৎপুলকিতা উৎকৃষ্টপুলকযুক্তা যত্র তত্র ন বর্ত্ততে তত্রৈব ত্বামঙ্ঘ্রিভ্যাং স্পৃষ্ট্বৈব তিষ্ঠতীতি কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসুখং তব রাত্রিন্দিবং ব্যাপ্যৈব যতোঽভূত্ততো বক্তুমর্হসি বয়ং বিরহিণ্যো দুর্ভগাস্তচ্ছ্রুত্বাপি কৃতার্থীভবাম ইতি ভাবঃ। তদক্রূরাণাং তামভিলক্ষ্য পুরাবৃত্তস্মরণাৎ স্বয়মেবাভ্যহন্তি অপীতি। উরুক্রমস্য ত্রিবিক্রমদেবস্য বিক্রমাৎ যোঽঙ্ঘ্রিসম্ভবঃ অঙ্ঘ্রিপ্রাপ্তিঃ। ভূপ্রাপ্তৌ সংপূর্ব্বঃ। তত্র তদীয়মহাভারসহনলক্ষণং যত্তপস্তদেব কিমিত্যর্থঃ। বৈ ইতি নিশ্চয়ে পাদপূরণে বা। অহোস্বিৎ মহাবরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন তদীয়দৃঢ়পরিরম্ভণোত্থপীড়াপ্রাপ্তিলক্ষণং যত্তপস্তদেব কিমিত্যর্থঃ। অন্যাভির্দুর্ল্লভং তবৈতদুৎসবপ্রাপ্তিসাধনং যত্তপস্তদপি স্ত্রিয়াস্তবপুরুষসঙ্গলক্ষণত্বাৎ সুখময়মেবেতি। নাস্তি ত্বত্তোঽন্যা ধন্যেতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

মান হইতেছে। এক্ষণে বল দেখি! এ আনন্দিতভাব কি আপাতত তদঙ্ঘ্রিস্পর্শ জন্য কি উরুক্রমের ত্রিবিক্রম প্রকাশকালীন চরণস্পর্শে ঘটিয়াছে? অথবা তৎপূর্ব্বে বরাহাবতারে যখন তিনি তোমাকে রসাতল হইতে উত্তোলন করেন, সেই সময় হইতেই তোমার এত উৎসবের আয়োজন! ॥ ১০ ॥

আভাস।

করিতে হইতেছে; কিন্তু ধরণী সে অংশে সম্পূর্ণ সৌভাগ্যবতী। তাঁহার সৌভাগ্যের আর তুলনা নাই। ইহাঁকে আর পূর্ব্ব প্রশ্ন কিছু জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই, তবে কোন্ তপস্যার বলে এবং কতকাল হইতে তিনি যে, এতাদৃশ সৌভাগ্যে ভূষিতা হইয়াছেন, ইহাই আমাদের জানা প্রয়োজন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ যে, কেবল এইবারেই তাঁহাকে চরণদানে কৃতার্থ করিয়াছেন, এমত নহে; বামনাবতারে বলিরাজকে ছলনা পূর্ব্বক এক পদ বিস্তারেই তিনি সমগ্র ক্ষিতিমণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিয়াছিলেন; তাহার পূর্ব্বে সৃষ্টির

অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈস্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।

অন্বয়ঃ।

হে সখি এণপত্নি হরিণপত্নি! গাত্রৈঃ সুন্দরমুখাদিভিঃ, বঃ যুষ্মাকং, দৃশাং সুনির্বৃতিং সুখং, বিতন্বন্ বিস্তারয়ন্, অচ্যুতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, প্রিয়য়া সহ কিং ইহ উপগতঃ সমীপং প্রাপ্তঃ;

শ্রীধরস্বামী।

হরিণ্যা দৃষ্টিপ্রসত্ত্যা কৃষ্ণদর্শনং সম্ভাব্যাহুঃ অপীতি। হে সখি এণপত্নি অপি কিং উপগতঃ সমীপং গতঃ গাত্রৈঃ সুন্দরৈ র্মুখবাহ্বাদিভিঃ প্রিয়য়া সহেতি যত্তুক্তং তৎ দ্যোতয়ন্তি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ততশ্চাহো হন্ত তেন স্বকান্তেন ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদিভিশ্চিহ্নৈর্বিচিত্রিতাঙ্গী বিহরন্তী স্বাধীনভর্তৃকা মহাগর্ব্বান্ধা কথমস্মাংস্তমেবাচক্ষীতেত্যগ্রতো গত্বা কামপি হরিণীমালক্ষ্যাহুঃ অপীতি। হে সখি এণপত্নি প্রিয়য়া ত্বয়া কিং উপগতঃ। স্বসমীপে স প্রাপ্তঃ। সম্বোধনপদসাহচর্য্যাদেবাত্র ত্বয়েতি লভ্যতে। এণস্য পত্নী ভবন্ত্যপি ত্বমস্মত্তুল্যা তস্যৈব প্রিয়া তমেব প্রিয়ং মন্যসে ইতি ভাবঃ। যতো গাত্রৈর্মুখবাহ্বাদিভির্বো দৃশাং সুনির্বৃতিং সত্যানন্দং তন্বন্ স ন বঃ ইতি দৃশামিত্যাদরে বহুত্বং। অচ্যুত ইতি স্বদৃগানন্দলোভাত্ত্বয়া তদনুগমনাদেব হেতোস্ত্বতঃ স ন বিচ্যুত ইতি ভাবঃ। ততশ্চাগ্রতঃ স্বভাবাদেব গচ্ছন্তীং তামালক্ষ্য হংহো স দৃষ্ট ইতি কিং ব্রবীমি তং বো দর্শয়াম্যেব মদনুপদমাগচ্ছতেতি ব্রুবাণে-

---

সখি হরিণপত্নি! তোমাদের শোভন নয়ন দর্শনে অনুমান হয় যে, অচ্যুত সুকোমল মুখকমলাদিবিশিষ্ট মূর্ত্তি লইয়া কি প্রিয়ার সহ এখানে

আভাস।

প্রারম্ভে রসাতল হইতে উত্তোলন কালেও ধরণী চরণপ্রাপ্তে পবিত্রা হইয়াছেন। আহা! যদি সেই তপস্যার কথা জানিতে পারি, তাহা হইলে আমরাও তাদৃশ তপস্যার অনুষ্ঠানে যাহাতে আর এরূপ হতভাগিনী হইতে না হয়, এক্ষণে তাহার বিলক্ষণ যত্ন করিব॥ ১০॥

কিন্তু ধরিত্রীত কোন উত্তর দিতেছেন না। তিনি স্বামীকর্ত্তৃক ধ্বজবজ্রাদি চিহ্নে সর্ব্বাঙ্গাঙ্কিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন; স্বামীকে বশীভূত করিয়াছেন, এই অভিমানে বুঝি অন্ধ হইয়াই এই কান্তরা কামিনীগণের কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না। আর বৃথায় কালক্ষেপণের প্রয়োজন নাই। চল! আমরা অন্য উপায় অবলম্বন করি; এই বলিয়া গোপিকাগণ কিঞ্চিৎ অগ্রে গমন করিয়াই একটী হরিণীকে দেখিতে পাইলেন। হরিণীর বিস্ফারিত লোচনদ্বয় দর্শনে তাহাকে বিশেষ আনন্দিত বলিয়া প্রতীতি করিলেন; এবং সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে হরিণপত্নি! তুমি কি প্রিয়সন্দর্শন লাভ করিয়াছ? তোমার প্রফুল্ল বদন নিরীক্ষণে অনুমান হইতেছে যে, তুমিও আমাদের ন্যায় এক ব্যক্তিকেই অভিলাষ করিয়া থাক। তুমি আমাদের প্রিয় জনকেই প্রিয় জ্ঞান করিতেছ;

কান্তাঙ্গসঙ্গ-কুচ-কুঙ্কুম রঞ্জিতায়াঃ কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ।

যতঃ কুলপতেঃ গোকুলপতেঃ, কৃষ্ণস্য কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ (কান্তায়াঃ অঙ্গসঙ্গেন আলিঙ্গনেন তৎকুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতায়াঃ) কুন্দস্রজঃ কুন্দকুসুমস্রজঃ গন্ধঃ ইহ বাতি আগচ্ছতি ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কান্তায়া অঙ্গসঙ্গত স্তৎকুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতায়াঃ কুন্দকুসুমস্রজো গন্ধঃ কুলপতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বাতি আগচ্ছতি ॥ ১১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বাগ্রত ইয়ং গচ্ছন্তীং গ্রীবাং পরাবৃত্তা মুহুরস্মান্ পশ্যতি। তদিয়মেবাত্র নির্দ্দয়ে বৃন্দাবনে দয়াবতীতি তদনুগচ্ছন্ত্যো দৈবাৎ ক্বাপি গতাং তামদৃষ্ট্বা হংহো কৃষ্ণং দর্শয়িষ্যন্তী হরিণী কিং ন দৃশ্যতে ইতি পৃষ্টাঃ কাশ্চিদাহুঃ তর্হি কৃষ্ণোঽত্রৈব ক্বাপি বর্ত্ততে। হরিণী তু কৃষ্ণাদ্বিভ্যতী স্বীয়সূচকত্বদোষাপলাপার্থং ক্বাপি নিহ্নুতাভূদিতি বিতর্কয়ন্ত্যো দৈবাদায়াতঃ সৌরভ্যমনুভূয়াহো সত্যং সত্যমেতদেব তত্ত্বমিতি সহর্ষ মুহুরাহুঃ। কান্তায়া অঙ্গসঙ্গতস্তৎকুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতায়াঃ কুন্দপুষ্পস্রজো গন্ধো বাতি আগচ্ছতি। অত্র কান্তয়োর্গাত্রদ্বয়স্য চ কুচয়োশ্চ কুঙ্কুমস্য কুন্দস্য চ গন্ধস্তাসাং নাসাভ্যামেব নিশ্চীয়তে স্মেতি ভাবঃ। কুলপতের্গোপীকুলরমণস্যেতি কুলপতিত্বনিষ্ঠাং পরিত্যজ্য সম্প্রত্যেকয়াচিৎ কান্তয়া রমমাণস্য তস্যান্যায়ং পশ্যতেতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

উপস্থিত হইয়া তোমাদের নয়নপথের পথিক হইয়াছিলেন? তাহা না হইলে, কৃষ্ণকান্তাগণের কুচকুঙ্কুমে সংলিপ্ত শ্রীকৃষ্ণগলের কুন্দকুসুম-মালার গন্ধ এখানে কেন মন্দ মধুরভাবে প্রবাহিত হইবে? ১১ ॥

আভাস।

এবং তাঁহারই সুকোমল মুখকমলাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দর্শন করিয়াই এত প্রসন্ন হইয়াছ। বোধ হয়, তিনি অনবরত তোমার নয়নসমীপে দণ্ডায়মান আছেন; তবে একবার আমাদিগকেও দেখাইয়া দাও। কৈ! তুমি যে চলিলে! মধ্যে মধ্যে আমাদিগের দিকে মুখ ফিরাইয়া কি তোমার সঙ্গে আমাদিগকে যাইতে সঙ্কেত করিতেছ? চল! আমরা সকলে তোমারই অনুগমন করিব; তাহা হইলেও প্রাণকান্ত শ্রীহরির দর্শন পাইব। হরিণী কিন্তু ভয়ে অন্যত্র পলায়ন পূর্ব্বক অদৃশ্য হইলেও গোপিকারা পরস্পরে বলিলেন, সখি রে! হরিণী কৃষ্ণ দেখাইবে বলিয়া, আমাদিগকে সঙ্গে করত যাইতে যাইতে কোথায় অদৃশ্য হইল! এরূপ নির্দ্দয় বৃন্দাবনে তাদৃশ দয়াবতীর অদর্শন ত শুভপ্রদ জ্ঞান হয় না! তখন অন্যা নারী বলিলেন, বোধ হয়, এখানেই শ্রীকৃষ্ণ আছেন; আমাদের আর কোথায়ও যাইবার প্রয়োজন নাই; ইহারই পরিচয়ার্থ হরিণী অদৃশ্যা হইয়াছে। বিশেষত

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ।

অন্বয়ঃ।

হে তরবঃ! গৃহীতপদ্মঃ (গৃহীতং (দক্ষিণপাণিনা) লীলাপদ্মং যেন সঃ) মদান্ধৈঃ (মদেন অন্ধৈঃ) তুলসিকালিকুলৈঃ (তুলসিকায়াঃ অলিকুলৈঃ) অন্বীয়মানঃ অনুগম্যমানঃ

শ্রীধরস্বামী।

শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা ফলভারেণাবনতাংস্তরূন্ প্রণতান্ মত্বা প্রিয়য়া সহ গতস্য গতিবিলাসং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তস্য তত্রৈব বর্ত্তমানত্বেঽপ্যুদিতং লক্ষণং মিথো জ্ঞাপয়ন্ত্যস্তরূন্ ফলপুষ্পভারনম্রান্ প্রণতান্ মত্বা সবিতর্কমাহুঃ বাহুমিতি। হে তরবঃ ইহ চরন্ কৃষ্ণঃ ফলপুষ্পাদিকর-প্রদায়িনাং বঃ প্রজারূপাণাং প্রণামং কিং প্রণয়পূর্ব্বকাবলোকৈরভিনন্দতি ন বা। হন্ত হন্ত যুষ্মদ্বিধেষু সাত্ত্বিকসাধুলোকেষু কুতস্তস্য প্রীত্যবলোকনাবকাশ ইতি দীর্ঘসূয়মাহুঃ। রামানুজো মত্তঃ তত্রাপি প্রিয়ায়া অংসে বাহুং বামভুজং উপধায়েতি সম্প্রয়োগশ্রমবশাৎ শ্লথঃ দুর্ব্বলঃ প্রিয়াস্কন্ধার্পিতং স্ববাহুমেব কোমলমুপধানং কৃত্বা তস্যা মুখগন্ধেনোৎপতিষ্ণূনাং

হে তরুগণ! রামানুজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়িনীর স্কন্ধদেশে বামবাহু স্থাপন পূর্ব্বক দক্ষিণকরে ধৃত লীলাকমলের দ্বারা প্রিয়ার বদনকমলের

আভাস।

আমাদের মত হতভাগিনীগণকে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ হরিণী দিয়াছেন, তাহা পাছে শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারেন এবং হরিণীকে তিরস্কার করেন, এই ভয়েই হরিণী প্রস্থান করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যদি এখানে না থাকিবেন, তাহা হইলে গন্ধবহ মৃদুমন্দ সঞ্চালনে এরূপ সুমধুর গন্ধ কোথা হইতে আনয়ন করিতেছে! এ ত সামান্য বনকুসুমের গন্ধ নহে। ঐ যে প্রণয়িনীর কুচসংলগ্ন কুঙ্কুমে রঞ্জিত মুকুন্দের কুঙ্কুমহারের গন্ধ বলিয়া আমার নিশ্চয়ই অনুমান হইতেছে। কি দুঃখের বিষয়! গোকুলেশ্বর গোবিন্দ সমগ্র ব্রজকামিনীর পতি হইয়া, আজ নির্জ্জনে এক রমণীকে লইয়াই বিহারসুখ অনুভব করিতেছেন; এবং আমাদের সকলকেই বিস্মৃত হইয়াছেন! ॥ ১১ ॥

দেখ সখি! শ্রীকৃষ্ণ যে এখানেই নিশ্চয়ই আছেন, তাহার বিশেষ প্রমাণ ঐ প্রত্যক্ষেই দর্শন কর। ঐ দেখ! ফলপুষ্পোপশোভিত তরুবরগণ সেই মদনমোহন রাজরাজেশ্বরকে অবলোকন করিয়া নম্রমস্তকে প্রণাম করিতেছে। অতএব একবার এই বৃক্ষগণকেই জিজ্ঞাসা করা যাউক! এই বলিয়া তাঁহারা তত্রত্য প্রাজ্ঞগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন; ওহে তরুবর! তোমরা কি সেই শ্যামসুন্দরকে দিব্যচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া ফলকুসুম মস্তকে লইয়া তাঁহার চরণে সমর্পণ করিতেছ? আহা! তোমাদের প্রণয়কালে তিনি তোমাদের প্রতি কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছেন ত? না, তাহা কখনই নহে। তোমাদের ন্যায় তাদৃশ কৃতি সাধুলোকের প্রতি তাঁহার তাদৃশ অনুগ্রহ কোথায়?

অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং কিম্বাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ।

রামানুজঃ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রিয়াংসে (প্রিয়ায়াঃ অংসে স্কন্ধে বামবাহুং উপধায় ইহ চরন্ বিচরন্, প্রণয়াবলোকৈঃ প্রণয়সহিতৈঃ অবলোকৈঃ বঃ যুষ্মাকং প্রণামং কিং অভিনন্দতি বা ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সম্ভাবয়ন্তাঃ পৃচ্ছন্তি বাহুমিতি। তুলসিকায়া অলিকুলৈঃ অতস্তদামোদমদান্ধৈঃ অন্বীয়মানঃ অনুগম্যমান ইহ চরন্নিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভ্রমরাণাং নিদ্রাবণার্থমেব দক্ষিণপাণিগৃহীতনীলকমলঃ। অতস্তৎসেবৈকতানমানসস্য তস্য নান্যত্র দৃষ্টিপাতসম্ভব ইতি ভাবঃ। তুলসিকানাং কোমলতুলসীকাননস্য অলিকুলৈঃ অন্বীয়মানঃ তুলসিকাঃ পরিত্যজ্য ইহ অত্রৈব স অন্বিষ্যত ইত্যাতঃ স কচিদত্রৈব নিভৃতো বিহরতীতি ভাবঃ। নন্বু তর্হি অলিকুলানামেবানুপদং গচ্ছামস্তত্রাহুঃ মদান্ধৈরিতি। ন হি মদান্ধানামনুগতির্ভবজনৈঃ কর্ত্তুমুচিতেতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

সৌরভে সমাগত অলিকুলকে নিবারণ করত এস্থলে বিচরণ করিতে দেখিয়া তোমরা তাঁহাকে প্রণাম করিতেছ ? ভাল ! তোমাদের প্রণামে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদের প্রতি কি তিনি কৃপাদৃষ্টি করিয়াছেন ? ॥ ১২ ॥

আভাস।

রামানুজ মত। তাহাতে আবার প্রণয়িনীর স্কন্ধদেশে বামবাহু স্থাপন পূর্ব্বক সম্প্রয়োগের শ্রম অপনোদিত করিতেছেন; অথচ দক্ষিণকরস্থ লীলাকমল ঘূর্ণন পূর্ব্বক প্রণয়িনীর মুখ-কমলের সৌরভে আগন্তুক মধুপগণকে অপসারিত করিতেছেন। অতএব প্রণয়িনীর সেবায় যখন তিনি এক্ষণে এত যত্নবান্, তখন কি আর তাঁহার অন্য কাহারও প্রতি দৃষ্টি আছে ? বৃক্ষগণ ! তোমাদের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি না থাকিলেও, তোমরা তাঁহাকে দর্শন করিয়া চিরনির্বৃতি উপভোগ করিতেছ। কিন্তু আমাদের অদৃষ্টে সে সুখ কোথায় ! এক্ষণে কাহার সঙ্গে কোথায় গমন করিলে, সেই জগজ্জীবনের সন্দর্শন পাই ? তখন এক নারী বলিলেন; দেখ সখি ! তুলসীকাননে হরি সতত বিরাজ করেন। ঐ দেখ ! অলি-কুল তুলসীকানন পরিত্যাগ করিয়া, এই দিকেই আগমন করিতেছে। বোধ হয়, শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ সংলগ্ন তুলসীর অপূর্ব্ব গন্ধেই মধুপ আত্মহারা হইয়া আসিতেছে। চল ! আমরা ঐ অলির অনুগমন করি ! তাহা হইলে, আমরা কৃষ্ণ পাইব। কিন্তু অপরা বলিলেন, একে আমরা কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্তা, তাহাতে কি আর প্রমত্ত ষট্‌পদের অনুগমন করা উচিত ! মদান্ধ ব্যক্তির অনুগমনে কিন্তু কখন শ্রেয়োলাভ ঘটে না ॥ ১২ ॥

অনন্তর বনদেশে, শ্রীকৃষ্ণের অবস্থিতি সম্বন্ধে, অন্যান্য লক্ষণের উল্লেখ পূর্ব্বক

পৃচ্ছতেমা লতা বাহূনপ্যাশ্লিষ্টা বনস্পতেঃ।
নূনং তৎকরজস্পৃষ্টা বিভ্রত্যুৎপুলকান্যহো ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ।

হে সখ্যঃ! ইমাঃ লতাঃ পৃচ্ছত, যতঃ বনস্পতেঃ স্বপতেঃ, বাহূন্ স্কন্ধান্, আশ্লিষ্টাঃ অপি এতাঃ নূনং নিশ্চিতং, তৎকরজস্পৃষ্টাঃ (তস্য কৃষ্ণস্য পুষ্পাবচয়ং কুর্ব্বতো করজৈঃ নখৈঃ, স্পৃষ্টাঃ) যতঃ অহো! উৎপুলকানি বিভ্রতি ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কাশ্চিদাহুঃ হে সখ্য ইমা লতাঃ শ্রীকৃষ্ণেন সঙ্গতা নূনং অতঃ ইমাঃ পৃচ্ছত। নন্থ স্বপতিসঙ্গতৌ তৎসঙ্গতি দুর্ঘটা ন বনস্পতেঃ পত্যু র্বাহূনাশ্লিষ্টা অপি। অহো ভাগ্যং নূনং তন্নখৈঃ স্পৃষ্টা যতঃ উৎপুলকানি বিভ্রতি। ন হি স্বপতিসঙ্গতিমাত্রেণ তাদৃক্‌পুলকসম্ভব ইতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অন্যদপি লক্ষণং অন্যা দর্শয়ন্ত্য আহুঃ পৃচ্ছতেতি। হে সখ্যঃ ইমা লতা এব কৃষ্ণসঙ্গমলক্ষধারিণীঃ পৃচ্ছতঃ। নচ স্বপতিসঙ্গতৌ তৎসঙ্গতিদুর্ঘটেতি বাচ্যং যতো বনস্পতেঃ পত্যুর্বাহূন্ সম্যগাশ্লিষ্টা অপি অহো কামোদ্রেকঃ নূনং তন্নখৈঃ স্পৃষ্টা এব উৎপুলকানি বিভ্রতি। ন হি স্বপতিস্বঙ্গতাবীদৃক্ পুলকঃ স্যাৎ। অতএব তল্লক্ষণস্যাস্মদ্দৃশ্যমানত্বাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বা ইব ন বয়ং তমদ্রাক্ষেতি মিথ্যাবক্তুং প্রভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

কোন গোপী বলিলেন, সখি রে! এই লতাকে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা কর! ইনি নিঃসন্দেহ কৃষ্ণসংসর্গ লাভ করিয়াছেন; নতুবা কেবল বনস্পতির বাহু আলিঙ্গনেই এত আনন্দিত হইতেন না। শ্রীকৃষ্ণ নখদ্বারা ইহার বৃন্ত হইতে পুষ্প চয়ন করিয়াছেন, এই নিমিত্তই ইহা এত পুলকিত ও রোমাঞ্চিত প্রতীত হইতেছে ॥ ১৩ ॥

আভাস।

কোন গোপিকা বলিলেন, এই সম্মুখস্থ লতাই কৃষ্ণসঙ্গতির পরিচয় প্রদান করিতেছে। ইহাদের মনোহর শোভা ও পবিত্র ভাব দর্শন করিলে, যেন শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানেই আগমন পূর্ব্বক ইহাদের পুষ্প নখদ্বারা চয়ন করিয়া প্রণয়িনীকে সুসজ্জিত করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। লতাগণের শ্রীকৃষ্ণসংস্পর্শ লাভ ব্যতীত কেবল স্বীয়পতি পাদপের বাহু আশ্রয়ে কখন এত পুলকিত ভাব প্রতীত হইত না; পূর্ব্ব পূর্ব্ব লক্ষণের দ্বারা কৃষ্ণান্বেষণের ন্যায় এবারে আমরা কখনই ভ্রান্ত হই নাই। শ্রীকৃষ্ণ যে এখানে আছেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই ॥ ১৩ ॥

কিন্তু ইহারা যে, কোন উত্তর প্রদান করিতেছে না, সে কেবল আনন্দের মূর্চ্ছনার মাত্র। এই প্রকার নানাবিধ উক্ত উক্তির ন্যায় কথোপকথন করত গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণে

ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ।
লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ।

ইতি এবং উন্মত্তবচঃ (উন্মত্তস্য ইব বচাংসি যাসাং তাঃ) গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ অতিবিহ্বলাঃ তদাত্মিকাঃ তদতেদাভিমানবত্যঃ চ সত্যঃ তাঃ তাঃ ভগবতঃ লীলাঃ হি অনুচক্রুঃ অনুকৃতবত্যঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

উন্মত্তকবৎ পপ্রচ্ছুরিত্যেতৎ প্রপঞ্চিতং ইদানীং রমাপতেস্তাস্তা বিচেষ্টা অগৃহন্তদাত্মিকা ইতি যদুক্তং তৎ প্রপঞ্চয়তি ইতীভি। উন্মত্তবচসশ্চ তা গোপ্যশ্চ কৃষ্ণান্বেষণেন কাতরা অতিবিহ্বলাঃ অনুচক্রুঃ অনুকৃতবত্যঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইমা আনন্দজাড্যান্ন কিমপি ব্রুবন্ত ইত্যেবমচেতনেষ্বপি প্রশ্নকামাদিদর্শনাত্যাদুন্মত্তানাং বচাংসীব বচাংসি যাসাং তাঃ। ততশ্চ তস্যান্বেষণেঽপি কাতরাস্তন্মধ্যে কাশ্চিদেবং প্রত্যেকং পরামৃশন্তঃ সংপ্রত্যহমেব স্বরূপচেষ্টাদ্যনুকরণেনাত্মানং কৃষ্ণাকারং দর্শয়িত্বা অপি কাতরাণামাসাং স্বস্য চ মৌহূর্ত্তিকীমপি নির্বৃতিং নিষ্পাদয়ামেতি মনসি কৃত্বা তস্য সর্ব্বা এব লীলাঃ ক্রমেণ স্মৃত্যারূঢ়ীকৃত্য পূতনাবধলীলামনুচক্রুস্তন্নিরেবাত্মানো যাসাং তাঃ। তত্র চ প্রতিকূলানামনুকরণং যোগমায়ৈব তন্মধ্য এব গোপীস্বরূপা ভূত্বা তত্তল্লীলাসিদ্ধ্যর্থং চকারঃ অনুকূলানুকরণন্তু গোপ্যশ্চক্রুরিতি জ্ঞেয়ং। নো নঃ কথা বদ সখঃস্বিতি তন্নিবিদ্ধোঽপ্যানন্দনিষ্ঠ ইহ তা যদবোচমেব। নামামি তু প্রথয়িষ্যামি তদত্র নাসামিত্থং ঘুনির্মনসি সম্প্রতি নিশ্চিকায় ॥ ১৪ ॥

এই প্রকারে উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপোক্তি প্রয়োগে গোপকামিনীগণ শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে করিতে এতই কাতর হইয়া পড়িলেন যে, তন্মনস্ক হইয়া ভগবানের সেই সেই লীলারই অনুকরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

আভাস।

অন্বেষণ করিতে করিতে কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের চিত্তকে কথঞ্চিৎ বিমোদিত করিবার অভিপ্রায়ে নিজ লীলাসমূহ একে একে তাঁহাদিগের স্মৃতিপথে আরূঢ় করাইতে লাগিলেন। নারীগণও সেই সকল লীলার অনুকরণে আংশিক আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কেবল অনুকূল লীলাসমূহের অনুকরণেই যে, তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন, এমত নহে; শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকূল লীলাও তাঁহাদের কোন অংশে অনালোচনীয় হয় নাই। কারণ যে প্রিয়, তাহার অনুকূল বা প্রতিকূল সকল ভাবেই প্রীতির উপচয় হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

কস্যাশ্চিৎ পূতনায়ন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়ন্ত্যাপিবৎ স্তনং।
তোকায়িত্বা রুদন্ত্যন্যা পদাহন্শকটায়তীং ॥ ১৫ ॥
দৈত্যায়িত্বা জহারান্যামেকা কৃষ্ণার্ভভাবনাং।
রিঙ্গয়ামাস কাপ্যঙ্ঘ্রী কর্ষতী ঘোষনিস্বনৈঃ ॥
কৃষ্ণরামায়িতে দ্বে তু গোপায়ন্ত্যশ্চ কাশ্চন।

অন্বয়ঃ।

পূতনায়ন্ত্যাঃ পূতনাবদাচরন্ত্যাঃ কস্যাশ্চিৎ গোপ্যাঃ স্তনং কৃষ্ণায়ন্তী কৃষ্ণবদাচরন্তী গোপী অপিবৎ। তোকায়িত্বা (শিশুবৎ আত্মানং কৃত্বা) রুদন্তী সতী অন্যা গোপী শকটায়তীং শকটবদাচরন্তীং গোপীং পদা অহন্ ততাড়। ১৫ ॥

একা গোপী দৈত্যায়িত্বা (তৃণাবর্ত্তদৈত্যবদাত্মানং কৃত্বা) কৃষ্ণার্ভভাবনাং (কৃষ্ণস্য অর্ভং বালাং ভাবয়ন্তি যা তাং) অন্যাং জহার। কাপি ঘোষনিঃস্বনৈঃ (ঘোষাঃ কিঙ্কিণ্যঃ তাসাং নিঃস্বনৈঃ সহিতৌ) অঙ্ঘ্রী কর্ষন্তী কাচিৎ রিঙ্গয়ামাস জানুপাণিনা চচাল ॥

দ্বে গোপ্যৌ তু কৃষ্ণরামায়িতে। কৃষ্ণরামবৎজাতে কাশ্চন গোপ্যঃ গোপায়ন্ত্যঃ গোপ-

শ্রীধরস্বামী।

কস্যাশ্চিদিত্যাদিভিশ্চতুর্ভিঃ অনুকরণং শ্রূপক্ষ্যতে ততশ্চতুর্ভিস্তন্মস্বত্বং পুনরেকেনানুকরণমিতি বিবেকঃ। পূতনায়ন্ত্যাঃ পূতনাবদাচরন্ত্যাঃ কৃষ্ণবদাচরন্তী স্তনমপিবৎ। তোকায়িত্বা তোকবদাত্মানং কৃত্বা ॥ ১৫ ॥

দৈত্যায়িত্বা তৃণাবর্ত্তদৈত্যবদাত্মানং কৃত্বা একা কৃষ্ণার্ভভাবনাং কৃষ্ণস্যার্ভং বাল্যং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

এবমনুকরণকর্তৃভিরাহ। পূতনায়ন্ত্যাঃ পূতনাবদাচরন্ত্যাঃ কৃষ্ণবদাচরন্তী স্তনমপিবৎ পানমনুচক্রে। তোকায়িত্বা তোকবদাত্মানং কৃত্বা ॥ ১৫ ॥

কোন রমণী আপনাকে পূতনা জ্ঞান করিলেন, অপরা আপনাকে কৃষ্ণবোধে তাহার স্তন পান করিতে লাগিলেন। কেহ বা বালকৃষ্ণের ন্যায় রোদন করত পদাঘাতে শকটস্থানীয়া অন্য নারীকে দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

তৃণাবর্ত্ত দৈত্যস্বরূপের অভিনয়কারিণী কোন কামিনী বালকৃষ্ণরূপে উপবিষ্ট গোপিনীকে লইয়া আকাশ-গমনের লীলা ব্যক্ত করিতেছেন, কেহ বা কিঙ্কিণীর ধ্বনি করিতে করিতে উদূখল-স্থানীয়া গোপীকে আকর্ষণ পূর্ব্বক হস্ত ও জানু সঞ্চালনে গমন করিতে লাগিল ॥

তাঁহাদের মধ্যে এক নারী কৃষ্ণ ও অপরা রাম হইলেন। অবশিষ্ট কতকগুলি গোপবালক সাজিলেন। সেই গোপবালকের মধ্যে কোন রমণী বৎসরূপে

বৎসায়তীং হন্তি চান্যা তত্রৈকা তু বকায়তীং ॥ ১৬ ॥
আহূয় দূরগা যদ্বৎ কৃষ্ণস্তমনুকুর্ব্বতীং ।
বেণুং ক্বণন্তীং ক্রীড়ন্তীমন্যাঃ শংসন্তি সাধ্বিতি ॥
কস্যাঞ্চিৎ স্বভুজং ন্যস্য চলন্ত্যাহাপরা ননু ।
কৃষ্ণোঽহং পশ্য ত গতিং ললিতামিতি তন্মনাঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ ।

বালবজ্জাতাঃ তত্র তাসু গোপীষু মধ্যে বৎসায়তীং বৎসাসুরবৎ চরন্তীং গোপীং অন্যা কৃষ্ণবৎ বর্ত্তমানা হন্তি তথা একা বকায়তীং বকাসুরবৎ আচরন্তীং হন্তি ॥ ১৬ ॥

যদ্বৎ যথা কৃষ্ণঃ (গাঃ আহ্বয়ন্তি তথা) দূরগাঃ দূরে বর্ত্তমানাঃ গাঃ আহূয় তং কৃষ্ণং অনুকুর্ব্বতি । অন্যাঃ গোপবালভাবনাযুক্তাঃ বেণুং ক্বণন্তীং ক্রীড়ন্তীং সাধুসাধ্বিতি শংসন্তি প্রশংসন্তি ॥

কাচিৎ তু তন্মনাঃ কৃষ্ণাভেদাভিমানযুক্তা কস্যাঞ্চিৎ স্বভুজং অন্যস্যাঃ ভুজে ন্যস্য নিধায় চলন্তী পাদন্যাসং কুর্ব্বতী সতী হে সখ্যঃ ! অহং কৃষ্ণঃ মম ললিতাং সুন্দরাং গতিং পশ্যত ইতি অপরা আহ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

ভাবয়তি যা তামন্যাং জহার ॥ ১৬ ॥

দূরগা দূরে বর্ত্তমানা গাঃ যদ্বৎ যথা কৃষ্ণস্তথাহূয় তং কৃষ্ণমনুবর্ত্ততীঃ অনুবর্ত্তমানাঃ । অনুকুর্ব্বতীমিতি বা পাঠঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

দৈত্যায়িত্বা তৃণাবর্ত্তদৈত্যবদাচরন্তী একা কৃষ্ণস্তু আর্ত্তং বাল্যং ভাবয়তি বা তাং ॥ ১৬ ॥

দূরগাঃ দূরবর্ত্তিনী গাঃ যদ্বৎ কৃষ্ণ আহ্বয়তি তদ্বদেবাহূয় তং কৃষ্ণমনুবর্ত্ততীং । অনুকুর্ব্বতীমিতি চ পাঠঃ ॥ ১৭ ॥

হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল, আর একজন কৃষ্ণ হইয়া তাহাকে বধ করিতে লাগিল । কেহ বকাসুর হইল, কেহ কৃষ্ণ হইয়া তাহাকে বধ করিতেছেন ॥১৬॥

শ্রীকৃষ্ণ যেমন দূরবর্ত্তী গাভীগণকে আহ্বান করেন, কোন নারী সেইরূপ কৃষ্ণ হইয়া দূরবর্ত্তী বৎসস্থানীয় নারীগণকে গাভী ও বৎসের নাম ধরিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল ; কেহ বা গোপবালকের ভাবে বেণুবাদন পূর্ব্বক ক্রীড়াকারিণী নারীকে সাধুবাদ [redacted]নে প্রশংসা করিতে লাগিল ॥

কোন কামিনী শ্রীকৃষ্ণের অভেদাভিমানে ভাবিতা হইয়া অন্য নারীর স্কন্ধে স্বীয় হস্ত বিন্যস্ত করিয়া চরণে চরণ দিয়া বলিতেছে দেখ সখি ! আমি শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছি, আমার গতি ও বিহারাদি কি সুন্দর ! ॥ ১৭ ॥

মা ভৈষ্ট বাতবর্ষাভ্যাং তত্রাণং বিহিতং হি বঃ।
ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন যতন্ত্যুন্নিদধেঽম্বরং ॥
আরুহ্যৈকাং পদাক্রম্য শিরস্যাহাপরা ননু।
দুষ্টাহে গচ্ছ জাতোঽহং খলানাং ননু দণ্ডধৃক্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।

কাচিৎ বাতবর্ষাভ্যাং মা ভৈষ্ট ভয়ং মা কার্ষ্ট যতঃ তত্রাণং তাভ্যাং বাতবর্ষাভ্যাং ত্রাণং রক্ষণং ময়া বঃ যুষ্মাকং বিহিতং ইতি উক্ত্বা যতন্তী প্রযত্নং কুর্ব্বতী একেন হস্তেন অম্বরং উত্তরীয়ং বস্ত্রং উন্নিদধে ঊর্দ্ধং ধৃতবতী ॥

হে নৃপ! একা কৃষ্ণবদ্বর্ত্তমানা পদা শিরসি আক্রম্য আরুহ্য অপরাং তাং কালিয়বৎ বর্ত্তমানাং প্রতি হে দুষ্ট! গচ্ছ ইতো হ্রদাদপসর! নন্বু খলানাং দণ্ডধৃক্ এব অহং জাতঃ

শ্রীধরস্বামী

যতন্তী যত্নং কুর্ব্বতী। অম্বরং উত্তরীয়ং বস্ত্রমুন্নিদধে ঊর্দ্ধং ধৃতবতী ॥ ১৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ততশ্চান্যা অপি লীলা অনুচিকীর্ষন্তীনামপি তাসাং শুদ্ধ্যানাধিক্যবশেনোন্মাদসঞ্চারিপ্রাবল্যেন চাত্মানুসন্ধানাপগমাৎ কৃষ্ণভাবাত্মামাহ চতুর্ভিঃ কস্যাঞ্চিদিতি। অহং সুবলস্কন্ধার্পিতভুজঃ কৃষ্ণঃ প্রসিদ্ধস্তস্যাশ্চম ললিতামতিরমণীয়াং ॥

যতন্তী প্রযত্নং কুর্ব্বতী। অম্বরং উত্তরীয়বস্ত্রং উন্নিদধে ঊর্দ্ধং ধৃতবতী। দুষ্টাহে হে কালিয় ॥১৮॥

কেহ বা কৃষ্ণ হইয়া আগমন পূর্ব্বক বলিতেছে, "বাত বর্ষায় তোমাদের কোন ভয় নাই"; তাহা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আমি স্বয়ংই উপস্থিত। এই দেখ! তোমাদের জন্য আমি পর্ব্বত ধারণ করিতেছি", এই বলিয়া এক হস্তে উত্তরীয় বসন উত্তোলন করিলেন ॥

হে রাজেন্দ্র! এক নারী কৃষ্ণ হইয়া অপর নারীর মস্তকে পদার্পন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "রে দুষ্ট কালিয়! এই হ্রদ হইতে সত্বর অপসৃত হও! আমি যখন সাক্ষাৎ দণ্ডধারী উপস্থিত, তখন কি আর আমার হস্তে খলগণের নিস্তার আছে"! ॥ ১৮ ॥

আভাস।

অনন্তর উপর্য্যুপরি চারিটী শ্লোকের দ্বারা গোপিকাদের কৃষ্ণানুকরণের ব্যাপার প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহারা যে কৃষ্ণপ্রেমে প্রকৃতই পাগলিনী হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের তন্ময়ভাবের দ্বারাই যথার্থ প্রতীত হইয়াছে। তাঁহারা আত্মভাব বিস্মৃত হইয়া আত্ম-স্বরূপে জলাঞ্জলি দিয়া এবং সংসার-সংশয় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া, সমগ্র সংসার এবং

তত্রৈকা চাহ রে গোপা দাবাগ্নিং পশ্যতোল্বণং।
চক্ষূংষ্যাশ্বপিধত্ত্বং বো বিধাস্যে ক্ষেমমঞ্জসা ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ।

তত্র গোপীষু মধ্যে একা (কৃষ্ণায়িতা গোপবর্ত্তমানাং প্রতি আহ) রে গোপাঃ উল্বণং ভয়ঙ্করং, দাবাগ্নিং পশ্যত। আশু চক্ষূংষি অপিধত্ত্বং নিমীলয়ত, বঃ যুষ্মাকং, ক্ষেমং নির্ভয়ত্বং, অহং অঞ্জসা অনায়াসেন, বিধাস্যে করিষ্যামি (ইতি উবাচ) ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অপিধত্ত্বং নিমীলয়ত ॥ ১৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দুষ্টাহে হে কালিয় ॥ ১৯ ॥

তাহাদের মধ্যে কেহ কৃষ্ণ হইয়া গোপের ন্যায় অবস্থিত অন্য কামিনীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল, "রে গোপবালকগণ! এই যে ভয়ানক দাবাগ্নি নিরীক্ষণ করিতেছ, তাহাতে তোমাদের কোন বিশেষ ভয় নাই! তোমরা সত্বর চক্ষু মুদ্রিত কর; আমি এখনই তোমাদিগের সকল ভয় নিবারণ করিতেছি" ॥ ১৯ ॥

আভাস।

আপনাদিগকে এক কৃষ্ণময় নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। ক্ষুধাতুর ব্যক্তির অন্নাদি ভোজন-কালে ক্রিয়ান্তর হইতে নিবৃত্তি ঘটিলেও একে একে ভোজন-ব্যাপারের কার্য্য নিবৃত্ত থাকে না, সেইরূপ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক তদ্ভাবে ভাবাক্রান্ত ও তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইলেও, গোপিকাদের ভাববোধের পরিসমাপ্তি হয় নাই। তাঁহারা আনন্দরসময় শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমুদ্রে অবগাহন করিয়া, একে একে তাহারই তরঙ্গে আলোড়িত হইতে লাগিলেন ॥ ১৫।১৮ ॥

এই প্রকারে উন্মাদভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, তাঁহাদের সে ভাবের কিছু উপশম হইল এবং আপনাদিগকে গোপী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের নবনী-চুরি ও ভাণ্ডভগ্ন করা লীলা স্মরণ পূর্ব্বক যোগমায়ার প্রভাবে আপনাকে যশোদা মনে করিয়া অন্য কোন নারীর হস্ত মালার দ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক কৃষ্ণ-বন্ধনের সাধ মিটাইতে লাগিলেন। এই শ্লোক দ্বারা গ্রন্থকার স্পষ্টত বুঝাইলেন যে, কৃষ্ণপ্রেমের কোন উদ্দেশ্য নাই। কোন স্বার্থসাধনের জন্যই যে গোপিকারা তাঁহাকে ভাল বাসিতেন, এমত নহে। এবং ভগবৎপ্রেমের এত অনুপম সামর্থ্য যে লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণকে সন্নিধানে প্রাপ্ত হইলেও, তাঁহারা যে, তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিবেন, তাহার কোন সূত্র পাইতেন না। সকল সূত্রই ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া যাইত। যত কাল পর্য্যন্ত সাধনে সিদ্ধ না হয়, ততকালই অধিকারীর ভেদ; সুতরাং দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যাদি ভাবেরও বিচিত্রতা থাকে; কিন্তু সাধন সিদ্ধ

বদ্ধান্যয়া স্রজা কাচিত্তথী তত্র উদূখলে।
বধ্নামি ভাণ্ডভেত্তারং হৈয়ঙ্গবমুষস্ত্বিতি।
ভীতা সুদৃক্ পিধায়াস্যং ভেজে ভীতিবিড়ম্বনং ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ।

তত্র কাচিৎ তন্বী কোমলাঙ্গী, কৃষ্ণবদ্বর্ত্তমানা অন্যয়া যশোদাবদ্বর্ত্তমানয়া, স্রজা মালয়া, হৈয়ঙ্গবং নবনীতং, উষস্ত ইতি ভাণ্ডভেত্তারং উদূখলে বধ্নামি ইতি বদ্ধা অতএব ভীতা সুদৃক্ (শোভনে দৃশৌ নেত্রে যস্মিন্ তৎ) আস্যং মুখং পিধায় হস্তাভ্যাং আচ্ছাদ্য, ভীতিবিড়ম্বনং ভয়ানুকরণং ভেজে চকার ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সুদৃক্ সুনয়নং আস্যং পিধায় সুদৃক্ বরাঙ্গীতি বা ভীতিবিড়ম্বনং ভয়ানুকরণং ॥ ২০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অতশ্চাকস্মাদুন্মাদস্য প্রাবল্যে শান্তে সতি কৃষ্ণতাদাত্ম্যস্যাপি শৈথিল্যমভূত্তশ্চ অহং গোপীত্যাত্মাননুসন্দধানাং কাঞ্চিদ্ভাণ্ডস্ফোটনহৈয়ঙ্গবমোষণীলানুকরণোদ্যতামালক্ষ্য যোগমায়ৈব শ্রীযশোদায়মানা তদুচিতঞ্চকারেত্যাহ বদ্ধেতি। হৈয়ঙ্গবমুষস্ত বধ্নামীত্যুক্ত্বা অন্যয়া কাচিৎ স্রজা বদ্ধা সুদৃক্ আস্যমাচ্ছাদ্য ভীতিবিড়ম্বনং ভয়ানুকরণং ভেজে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২০ ॥

কোন কোমলাঙ্গী কৃষ্ণ হইলেন; অপরা যশোদা হইয়া মালা দ্বারা তাঁহাকে বন্ধন পূর্ব্বক বলিতেছে, "এই আমার কৃষ্ণ ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া নবনীত চুরি করিয়াছে; ইহাকে অদ্য উদূখলে বন্ধন করিব"। তখন সেই কৃষ্ণরূপা কামিনী করদ্বয়ে নেত্র আচ্ছাদন পূর্ব্বক ভীতভাবের পরিচয় দিতে লাগিল ॥২০

আভাস।

হইলে, আর কোন ভেদের সম্ভাবনা নাই এবং অধিকারীরও তারতম্য থাকে না। তখন সকল অধিকারীই এক এবং সকল ভাবই এক হইয়া যায়। সেই নিমিত্ত প্রেমিকা গোপী অদ্য স্নেহময়ী যশোদার রূপ ধারণ করিয়াছেন ॥ ১৯।২০ ॥

প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক কখন আত্মবিস্মৃতি, কখন কৃষ্ণরূপে আত্মভাব, কখনও লতা বা গুল্মাদি অচেতন পদার্থে কৃষ্ণচিন্তা করিয়া ব্রজাঙ্গনাগণ ত্রিবিধ উন্মাদ ভাবের পরিচয় দিয়াছেন। ক্রমশঃ তাঁহারা উন্মাদিনীর ন্যায় ইতস্তত পর্য্যটন করিতে করিতে অকস্মাৎ কৃষ্ণচরণচিহ্ন ভূমিতে অঙ্কিত নিরীক্ষণ করিয়া, আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন ॥

শ্রীকৃষ্ণচরণের চিহ্ন, চিহ্নস্থান চিহ্ন ধারণের প্রয়োজন যেরূপ স্কন্দপুরাণে বর্ণিত আছে, তাহা এস্থলে বিবৃত হইতেছে, যথা— ভগবান্ শ্রীহরির দক্ষিণ চরণতলের অঙ্গুষ্ঠ

এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবনলতাতরূন্।
ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ॥

অন্বয়ঃ।

এবং কৃষ্ণলীলাঃ কুর্ব্বত্যঃ পুনঃ বৃন্দাবনলতাতরূন্ কৃষ্ণং পৃচ্ছমানাঃ গোপ্যঃ বনোদ্দেশে বনপ্রদেশে পরমাত্মনঃ কৃষ্ণস্য পদানি (ভূমৌ রজসি) চিহ্নতয়া উদ্ধুদ্ধানি ব্যচক্ষত অপশ্যন্॥

শ্রীধরস্বামী।

এবং পুনরপি বৃন্দাবনে লতাস্তরূংশ্চ কৃষ্ণং পৃচ্ছন্ত্যঃ বনোদ্দেশে বনপ্রদেশে ব্যচক্ষত

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

এবমনেন প্রকারেণ কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা ইত্যয়মত্র প্রকারঃ। বৈপ্রলম্ভিকস্যোন্মাদস্য প্রৌঢ়িমনি আত্মবিস্মৃতৌ সত্যাং স্বপ্রেষ্ঠতাদাত্ম্যমেব স্যাৎ। যদুক্তং। প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ। অসাবহম্বিতি। কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিমিত্যাদি তস্যৈব মধ্যত্বে যৎকিঞ্চিদাত্মানুসন্ধানবত্ত্বে সত্যনুকরণং। যদুক্তং শ্রীপ্রহ্লাদচরিতে। ক্বচিত্তদ্ভাবনাযুক্তস্তন্ময়োঽনুচকারহেতি। অত্রাপ্যুক্তং কৃষ্ণয়স্ত্যাপিবৎ স্তনমিত্যাদি। তস্যৈব মান্দ্যে আত্মানুসন্ধানস্য প্রায়িকত্বে অচেতনেষ্বপি তরুগুল্মাদিষু প্রশ্নঃ॥

এই প্রকারে কৃষ্ণানুকরণে ক্রীড়া করিতে করিতে গোপিকাকুল বৃন্দাবনের তরুলতার নিকট কৃষ্ণসংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, ইত্যবসরে তাঁহারা বনৈকদেশে ধূলির উপর চিহ্নরূপে প্রকটিত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন অবলোকন পূর্ব্বক বলিলেন॥

আভাস।

মূলে চক্রচিহ্ন ধারণ করিয়া ভক্তহৃদয়ে রিপুষট্‌বর্গের উচ্ছেদনে সামর্থ্যের পরিচয় দিয়াছেন। মধ্যমাঙ্গুলির মূলদেশে যে কমলরেখা আছে, তাহার দ্বারা প্রকাশ যে, ভক্ত যদি একবার শ্রীহরির পাদপদ্মে চিত্ত সংযত করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার চিত্তকে আর অন্য বিষয়-সুখের জন্য লালায়িত হইতে হয় না; অনবরত-পুষ্পান্তর পরিভ্রমণশীল ভৃঙ্গের কুসুমশ্রেষ্ঠ কমলের মকরন্দলাভে নিশ্চলতার ন্যায়, ভক্তচিত্ত সর্ব্বসুখের আকরস্থানী ভগবানের পাদপদ্ম লাভে চিরনিবৃত্তির ভোগ হইয়া থাকে। জগতে তদপেক্ষা অধিক প্রীতি বা শান্তিপ্রদ বলিয়া কোন পদার্থই উপলব্ধ হয় না। মধুপ কমলের অপূর্ব্ব মধুপানেই যেমন প্রমত্ত থাকে, ভক্তচিত্তও ভগবানের পদারবিন্দের মকরন্দপানে আত্মহারা হইয়া যায়। পদ্মের নিম্নদেশে যে ধ্বজাচিহ্ন সুলক্ষিত হয়, তাহার প্রসাদে ভক্তের যাবতীয় অনর্থের নিবৃত্তি পূর্ব্বক সর্ব্বত্র জয় ও মঙ্গলেরই প্রতিষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলদেশস্থ বজ্রচিহ্নে ভক্তের বহুকাল-সঞ্চিত পর্ব্বতোপম পাপরাশির উন্মূলনকারী যে এক মাত্র ভগবচ্চরণ, ইহারই পরিচয় হইয়াছে। পার্ষ্ণি

পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসূনোর্মহাত্মনঃ।
লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজাম্ভোজবজ্রাঙ্কুশযবাদিভিঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ।

মহাত্মনঃ উদারচিত্তস্য, নন্দসূনোঃ (নন্দস্য সূনুঃ পুত্রঃ তস্য) কৃষ্ণস্য এতানি পদানি হি ধ্বজাম্ভোজবজ্রাঙ্কুশযবাদিভিঃ ব্যক্তং স্পষ্টং লক্ষ্যন্তে ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অপশ্যন্ ॥ ২১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তদেবং ত্রিবিধমুন্মাদং নির্ব্বর্ণ্য তদন্তরৈবাকস্মাৎ কৃষ্ণস্য পদচিহ্নান্যালক্ষ্য সানন্দবিতর্কমাহুঃ পদানীতি। ধ্বজাদীনাং ধারণস্থানং প্রয়োজনং চোক্তং স্কান্দে। দক্ষিণস্য পদাঙ্গুষ্ঠমূলে চক্রং বিভর্ত্তাজঃ। তত্র ভক্তজনস্যারিষড়্বর্গচ্ছেদনায় সঃ ॥ ১ ॥ মধ্যমাঙ্গুলিমূলে চ ধত্তে কমলমচ্যুত! ধ্যাতৃচিত্তদ্বিরেফাণাং লোভনায়াতিশোভনং ॥ ২ ॥ পদ্মস্যাধো ধ্বজং ধত্তে সর্ব্বানর্থজয়ধ্বজং ॥ ৩ ॥ কনিষ্ঠামূলতো বজ্রং ভক্তপাপাদ্রিভেদনং ॥ ৪ ॥ পার্ষ্ণিমধ্যেঽঙ্কুশং ভক্তচিত্তেভ-বশকারিণং ॥ ৫ ॥ ভোগসম্পন্নয়ং ধত্তে যবমঙ্গুষ্ঠপর্ব্বণীতি ॥ ৬ ॥ বজ্রং বৈ দক্ষিণে পার্শ্বে অঙ্কুশো বৈ তদগ্রত ইতি। তত্রৈব স্কান্দে। কৃষ্ণমধিকৃত্যোক্তত্বাৎ। কনিষ্ঠামূলেঽঙ্কুশস্তত্তলে বজ্রমিত্যাহুঃ সাম্প্রদায়িকাঃ। পার্ষ্ণাবঙ্কুশস্তু নারায়ণাদের্জ্ঞেয়ঃ। তদেবং চক্রধ্বজকমলবজ্রাঙ্কুশযবা ইতি ষট্‌চিহ্নানি কৃষ্ণস্য দক্ষিণে চরণেঽন্যান্যপি চিহ্নানি বৈষ্ণবতোষিণীদৃষ্ট্যা লিখ্যন্তে। অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীসন্ধিমারভ্য যাবদর্দ্ধচরণমূর্দ্ধরেখা ॥ ৭ ॥

আভাস।

অহো! এই সকল পাদরেখা মহাত্মা নন্দ-নন্দনের ব্যতীত অন্য কাহারও নহে; কারণ ইহাতে ধ্বজ, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ ও যবাদির চিহ্ন প্রত্যক্ষে প্রতীয়মান হইতেছে ॥ ২১ ॥

আভাস।

মধ্যে যে অঙ্কুশচিহ্ন আছে, তাহার দ্বারা ভগবান্ ভক্তহৃদয়ে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন যে, মদমত্ত মাতঙ্গ সদৃশ ভক্তের মন যতই বিষয়-বনে বিচরণার্থ আগ্রহ করুক না, তাঁহার চরণস্থিত অঙ্কুশাঘাতে তিনিই তাহার প্রতিনিবৃত্তি করিয়া থাকেন; তজ্জন্য ভক্তকে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয় না। অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বস্থ যব-রেখাই সর্ব্বৈশ্বর্য্যস্থানীয়। অতএব চক্র, ধ্বজ, কমল, বজ্র, অঙ্কুশ ও যব এই ছয়টী চিহ্ন শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ চরণে উল্লেখ থাকিলেও

তত্র নম্রজনস্যারিষড়্বর্গচ্ছেদনায় সঃ। মধ্যমাঙ্গুলিমূলে চ ধত্তে কমলমচ্যুতঃ ॥ ধ্যাতৃচিত্তদ্বিরেফাণাং লোভনায়াতিশোভনং ॥ পদ্মস্যাধো ধ্বজং ধত্তে সর্ব্বানর্থজয়ধ্বজং ॥ কনিষ্ঠা মূলতো বজ্র ভক্তপাপাদ্রিভেদনং ॥ পার্ষ্ণিমধ্যেঽঙ্কুশং ভক্তচিত্তেভ-বশকারিণং। ভোগসম্পন্নয়ং ধত্তে যবমঙ্গুষ্ঠপর্ব্বণি ॥ ২১ ॥

তৈস্তৈঃ পদৈস্তৎপদবীমন্বিচ্ছন্ত্যোঽগ্রতোঽবলাঃ।
বধ্বাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্ত্তাঃ সমব্রুবন্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ।

এবং তৈঃ তৈঃ ধ্বজাদিচিহ্নিতৈঃ পদৈঃ তৎপদবীং (তস্য কৃষ্ণস্য পদবীং স্থিতিং অন্বিচ্ছন্ত্যঃ অন্বেষয়ন্ত্যঃ অবলাঃ গোপ্যঃ অগ্রতঃ কস্যাশ্চিৎ বধ্বাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি অন্তরান্তরাসম্মিলিতানি তৎপদানি বিলোক্য আর্ত্তাঃ দুঃখিতাঃ সত্যঃ সমব্রুবন্ পরস্পরং উচুঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সুপৃক্তানি সংমিশ্রিতানি ॥ ২২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

চক্রস্য তলে ছত্রং ॥ ৮ ॥ অর্দ্ধচরণতলে চতুর্দ্দিগবস্থিতং স্বস্তিকচতুষ্টয়ং ॥ ৯ ॥ স্বস্তিকচতুঃসন্ধিষু জম্বুফলচতুষ্টয়ং ॥ ১০ ॥ স্বস্তিকমধ্যেঽষ্টকোণমিত্যেকাদশচিহ্নানি ॥ ১১ ॥ তথা বামপদাঙ্গুষ্ঠমূলস্তম্ভমুখং দরং সর্ব্ববিদ্যাপ্রকাশায় দধাতি ভগবানসাবিতি ॥ ১ ॥ মধ্যমামূলেঽস্বরমন্তর্বাহ্যমণ্ডলদ্বয়াত্মকং ॥ ২ ॥ তদধঃ কার্ম্মুকং বিগতজ্যং ॥ ৩ ॥ তদধো গোষ্পদং ॥ ৪ ॥ তত্তলে ত্রিকোণং তদভিতঃ কলসানাং চতুষ্টয়ং ক্বচিৎ ত্রিতয়ঞ্চ দৃষ্টং ॥ ৬ ॥ ত্রিকোণতলেঽর্দ্ধচন্দ্রোঽগ্রদ্বয়স্পৃষ্টত্রিকোণকোণদ্বয়ঃ ॥ ৭ ॥ তদধো মৎস্যঃ। ইত্যষ্টৌ মিলিত্বা ঊনবিংশতিঃ ॥ ২১ ॥

সুপৃক্তানি মিশ্রিতানি ॥ ২২ ॥

এই প্রকারে সেই ধ্বজবজ্রাদি চিহ্ন বিশিষ্ট চরণরেখার অনুসরণে অবলা গোপ-কামিনীগণ যখন তদভিমুখেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন কিয়দ্দূর যাইয়া তাঁহারা সেই চরণরেখায় অন্য বনিতার পাদচিহ্ন মধ্যে সংমিলিত দেখিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন এবং পরস্পরে বলিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

আভাস।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আরও চিহ্ন আছে, এরূপ তোষণীকার ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা ; অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর সন্ধিস্থল হইতে আরম্ভ করিয়া চরণার্দ্ধ পর্য্যন্ত একটী ঊর্দ্ধ রেখা ; চক্রের নিম্নে ছত্ররেখা ; অর্দ্ধচরণতলে চতুর্দ্দিগবস্থিত স্বস্তিক-চতুষ্টয়। এই স্বস্তিকচতুষ্টয়ের সন্ধিস্থলে জম্বুফল চতুষ্টয়। স্বস্তিকমধ্যে অষ্টকোণবিশিষ্ট একটী আকৃতি ; এই একাদশ চিহ্ন। এবং বামপদে অঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খ, তত্তলে গদা, কনিষ্ঠাতলে বেদি, তন্নিম্নে কুণ্ডল, তত্তলে শক্তি, তর্জ্জনীতলে পর্ব্বত ; তন্নিম্নে রথ, পার্ষ্ণিমধ্যে মৎস্য ; এই অষ্ট রেখা লইয়া সর্ব্বসমেত একোনবিংশতি রেখা কৃষ্ণ চরণে দেদীপ্যমান ॥ ২১ ॥

গোপিকাগণ সেই মিলিত পাদচিহ্নে বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার চরণচিহ্ন বোধে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন এবং মনে মনে তাঁহার সৌভাগ্যাতিশয় বিবেচনা করিয়া, পরস্পরে

কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনুনা।
অংসন্যস্তপ্রকোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণা যথা ॥ ২৩ ॥
অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।

অন্বয়ঃ।

করিণা সহ গচ্ছন্ত্যাঃ করেণোঃ যথা তথা নন্দসূনুনা সহ যাতায়াঃ অংসন্যস্তপ্রকোষ্ঠায়াঃ (অংসে স্কন্ধে ন্যস্তঃ স্থাপিতঃ প্রকোষ্ঠঃ যস্যাঃ তস্যাঃ) কস্যাঃ চ এতানি পদানি ইতি ॥ ২৩ ॥

নূনং নিশ্চিতং অনয়া ভগবান্ ঈশ্বরঃ হরিঃ (ভক্তদুঃখহর্ত্তা) আরাধিতঃ যৎ যস্মাৎ নঃ

শ্রীধরস্বামী।

তেন অংসে ন্যস্তঃ প্রকোষ্ঠো যস্যাঃ। করেণোঃ হস্তিন্যাঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অংশন্যস্তেতি। যস্যাঃ স্কন্ধে নন্দসূনুনা বামপ্রকোষ্ঠো ন্যস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

পদচিহ্নৈরেব তাং শ্রীবৃষভানুনন্দিনীং পরিচিত্যান্তরাশ্বস্তা বহুবিধগোপীজনসঙ্ঘট্টে তত্র বহিরপরিচয়মিবাভিনয়ন্ত্যস্তস্যাঃ সুহৃদস্তন্নামনিরুক্তিদ্বারা তস্যাং সৌভাগ্যং সহর্ষমাহুরনয়ৈব। নূনমিতি নিশ্চয়ে। হরি র্ভক্তজনদুঃখহর্ত্তা ভগবান্ নারায়ণ ঈশ্বরো ভক্তাভীষ্টদানসমর্থ আরাধিতঃ। নত্বস্মাভিঃ যতো নো বিহায়েত্যাদি। ততশ্চ রাধয়ত্যারাধয়তীতি রাধা ইতি নামব্যক্তি র্বভূব। মুনিঃ প্রযত্নেন তদীয় নামাপ্যধাৎ পরং কিন্তু তদাস্যচন্দ্রাৎ স্বয়ং নিরেস্তিস্ম কৃপা নু তস্যাঃ সৌভাগ্যভের্য্যা ইব বাদনার্থং। যদ্বা। হে অনয়াঃ অতিমহীয়স্যা তয়া সহ বৃথৈব সাম্যাহঙ্কারাদনীতিমত্যঃ নূনং হরিরয়ং রাধিতঃ। রাধাং ইতঃ প্রাপ্তঃ শকন্ধাদিত্বাৎ পররূপং। ভগবান্ সুন্দরঃ কামাতুরঃ স্বকীর্ত্তিপ্রখ্যাপকো বা।

সখি রে! মাতঙ্গের অনুগমনে হস্তিনীর পাদচিহ্ন যেমন হস্তীর পাদরেখাকে বিলুপ্ত করে, সেইরূপ নন্দনন্দনের সহিত একত্র স্কন্ধন্যস্তহস্তা হইয়া গমনহেতু যাহার চরণচিহ্ন এত সুব্যক্ত হইয়াছে, সে কামিনী কে? ॥ ২৩ ॥

নিশ্চয়ই শ্রীহরি ইহার আরাধনায় বিশেষ তুষ্ট হইয়াছেন; নতুবা

আভাস।

তাঁহার সুখ্যাতি করত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অহো! ভক্তজনদুঃখহর্ত্তা হরি এবং ভক্তাভীষ্টফলদাতা ঈশ্বর বলিয়া ভগবান্ নারায়ণের যে নাম আছে, তাহা অদ্য রাধিকার অদৃষ্টেই প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটিয়াছে। তিনি যে, যথার্থ আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার (রাধিকা) এই নামে ও শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গভোগেই তাহার বিশেষ পরিচয় হইয়াছে। আমরা যে আরাধনা করি নাই, বিরহই তাহার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ। যিনি (রাধয়তি আরাধয়তি ইতি রাধা) আরাধনার পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তিনিই রাধা এবং যিনি (গাং ইন্দ্রিয়াণি বিন্দতি ইতি) ইন্দ্রিয়সমূহের নিয়ামক ও তদধিষ্ঠাতারূপে

যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ২৪ ॥
ধন্যা অহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ।

অন্বয়ঃ।

অস্মান্ বিহায় প্রীতঃ সন্ গোবিন্দঃ যাং রহঃ একান্তে অনয়ৎ ॥ ২৪ ॥

আল্যঃ হে সখ্যঃ! অমী গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ (গোবিন্দস্য অঙ্ঘ্রিরেব অব্জং তস্য

শ্রীধরস্বামী।

রহ একান্তস্থানং ॥ ২৪ ॥

হে আল্যঃ সখ্যঃ অহো ধন্যাঃ অতিপুণ্যা গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ। তত্র হেতুঃ যানিতি।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভগং শ্রীকামমাহাত্ম্যবীর্য্যযত্নার্ককীর্ত্তিষিত্যমরঃ। ঈশ্বরঃ যুষ্মান্ বঞ্চয়িতুং সমর্থঃ। যদ্‌যস্মান্নো সুন্দরীর্বিহায় গোবিন্দঃ গাস্তস্যা ইন্দ্রিয়াণি রমণার্থং বিন্দতি বিন্দয়তীতি বা সঃ। তস্যাশ্চ পদচিহ্নানি উজ্জ্বলনীলমণিতট্টীকাদৃষ্ট্যা লিখ্যন্তে! বামচরণেঽঙ্গুষ্ঠমূলে যবঃ ॥ ১ ॥ তত্তলে চক্রং ॥ ২ ॥ তত্তলে ছত্রং ॥ ৩ ॥ তত্তলে বলয়ং ॥ ৪ ॥ অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীসন্ধিমারভ্য যাবদর্দ্ধ-চরণমূর্দ্ধরেখা ॥ ৫ ॥ মধ্যমাতলে কমলং ॥ ৬ ॥ তত্তলে ধ্বজঃ সপতাকঃ ॥ ৭ ॥ তত্তলে বল্লী ॥ ৮ ॥ পুষ্পঞ্চ ॥ ৯ ॥ কনিষ্ঠাতলেঽঙ্কুশঃ ॥ ১০ ॥ পার্ষ্ণিবর্দ্ধচন্দ্রঃ। ইত্যেকাদশঃ ॥ ১১ ॥ দক্ষিণচরণেঽঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খঃ ॥ ১ ॥ তত্তলে গদা ॥ ২ ॥ কনিষ্ঠাতলে বেদিঃ ॥ ৩ ॥ তত্তলে কুণ্ডলং ॥ ৪ ॥ তত্তলে শক্তিঃ ॥ ৫ ॥ তর্জ্জন্যাদ্যঙ্গুলিতলে পর্ব্বতঃ ॥ ৬ ॥ পর্ব্বতত্তলে রথঃ ॥ ৭ ॥ পার্ষ্ণৌ মৎস্যঃ ॥ ৮ ॥ ইত্যষ্টৌ মিলিত্বা একোনবিংশতিঃ ॥ ২৪ ॥

তটস্থপক্ষাস্তু তত্রানবধানাঃ কৃষ্ণপদান্তেবালক্ষ্যাহুঃ। ধন্যা ইতি ব্রহ্মাদ্যা অষনুত্তয়ে বিচ্ছেদদুঃখাপনোদনায় যান্ মূর্দ্ধ্না দধুরিত্যপরাহ্নে গোষ্ঠাগমনসময়ে কৃষ্ণসহচরবালকৈঃ প্রত্যহং

আমাদের সকলকে পরিত্যাগ করিয়া, কেবল একাকী তাঁহাকে নির্জ্জনে কেন লইয়া যাইবেন? ॥ ২৪ ॥

সখি রে! শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দের রেণু সর্ব্বপুরুষার্থপ্রদ ও ধন্য। ব্রহ্মা এবং রুদ্রাদি দেবতাগণ পুরুষার্থ-প্রতিবন্ধক যাবতীয় বিবিধ পাপরাশির

আভাস।

চির বিদ্যমান তিনিই গোবিন্দ। অতএব যিনি রমণের পাত্র তিনিই রাধিকা এবং যিনি রমণের কর্ত্তা তিনিই রাধারমণ গোবিন্দ। এখানে উজ্জ্বলনীলমণি অনুসারে কৃষ্ণচরণের চিহ্ন শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

কোন কামিনী বলিলেন, সখি রে! লজ্জাই আমাদের যাবতীয় অনর্থের মূল। কেবল লজ্জার অনুরোধে আমরা জীবন-সর্ব্বস্বকে পাইয়াও পাইলাম না। আমরা যদি লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া একবার তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া চরণরেণু গ্রহণ করিতাম, তাহা

যান্ ব্রহ্মেশৌ রমাদেবী দধুর্মূর্দ্ধ্নাঘনুত্তয়ে ॥ ২৫ ॥
তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্ব্বন্ত্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ।
যৈকাপহৃত্য গোপীনাং ধনং (রহঃ) ভুঙ্‌ক্তেঽচ্যুতাধরং ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ।

রেণবঃ) অহো ধন্যাঃ সর্ব্বপুরুষার্থপ্রদাঃ। যান্ রেণূন্ অঘনুত্তয়ে পুরুষার্থপ্রতিবন্ধকদোষনিবৃত্তয়ে ব্রহ্মেশৌ রমাদেবী চ মূর্দ্ধ্না দধুঃ ॥ ২৫ ॥

গোপীনাং ধনং (সর্ব্বস্বং) অচ্যুতাধরং কৃষ্ণাধরামৃতং একা এব অপহৃত্য (রহঃ একান্তে ইত্যপি পাঠঃ) যা ভুঙ্‌ক্তে তস্যাঃ যৎ যানি অমূনি পদানি (তানি) নঃ অস্মাকং উচ্চৈঃ ভৃশং, ক্ষোভং দুঃখং, কুর্ব্বন্তি ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অস্মাভিরপ্যেতদ্রেণূভিষেকেণ তথৈব শ্রীকৃষ্ণং প্রাপ্তুং শক্যত ইতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

অন্যা আহুঃ তস্যা ইতি। গোপীনাং ধনং সর্ব্বস্বং। অয়ং ভাবঃ ভবেদেবং যদি তস্যাঃ পদানি সংপৃক্তানি ন ভবেয়ুঃ তানি তু কুতো নো দুঃখং কুর্ব্বন্তীতি ॥ ২৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তে স্বর্গাদবরুহ্য কৃষ্ণপাদধূলিগ্রাহিণো দৃশ্যন্তে এব। যদক্ষাতে বন্দ্যমানচরণঃ পথিবৃন্দৈরিতি। বন্দিনস্তমুপদেবগণা যে ইতি চ। বয়ন্তু লজ্জয়ৈব যদ্ধর্ত্তুং ন শক্নুমস্তেনৈবৈতাবদঘং প্রাপ্নুম ইতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

প্রতিপক্ষস্য আহুস্তস্যা ইতি। উচ্চৈঃ কুর্ব্বন্তি জনয়ন্তি। গোপীনাং সর্ব্বাসামেবাস্মাকং ভোগ্যাচ্যুতাধরমেকৈব রহশ্চোরয়িত্বা ভুঙ্‌ক্তে তয়ৈব কামিন্যা কেনাপি কর্ম্মণৈনং বশীকৃত্যাস্মান্ প্রেমবতীস্ত্যাজয়িত্বা কৃষ্ণ এতাবদ্দূরমানীত ইতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

ক্ষালনার্থ এই পাদরেণুই আদরাতিশয়ে মস্তকে ধারণ করেন; সন্দেহ নাই ॥ ২৫ ॥

সমগ্র গোপীগণের সর্ব্বস্ব ধন কৃষ্ণচন্দ্রের অধরামৃত অপহরণ পূর্ব্বক যে বনিতা একাকিনী নির্জ্জনে ভোগ করিতেছে, তাহার ঐ চরণচিহ্ন আমাদিগকে নিরতিশয় দুঃখসাগরে নিপাতিত করিতেছে ॥ ২৬ ॥

আভীর।

হইলে আর কৃষ্ণলাভের কোন প্রতিবন্ধক ঘটিত না। কারণ শুনিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণ যখন গোষ্ঠ হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন, তখন ব্রহ্মাদি দেবতাগণ নিজ সম্ভ্রমের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করিয়া, গললগ্নীকৃতবাসে কৃষ্ণচরণ-রজ গ্রহণে নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ-জ্ঞান করিয়া থাকেন; আমরা কেবল চরণধূলি না লইয়াই, বিনষ্ট হইলাম ॥ ২৫ ॥

অন্য গোপিকা বলিলেন, দেখ সখি! পরম কারুণিক কৃষ্ণ আমাদের সকলের সম্পত্তি হইলেও, কেবল তাঁহার সরলতা ও ভক্তবাৎসল্যদোষেই আমরা তাঁহাকে হারাইলাম।

ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তস্যা নূনং তৃণাঙ্কুরৈঃ।
খিদ্যৎসুজাতাঙ্ঘ্রিতলামুন্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ॥
ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহতো বধূং।
গোপ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণস্য ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ।
অত্রাবরোপিতা কান্তা পুষ্পহেতো র্মহাত্মনা॥ ২৭॥

অন্বয়ঃ।

অত্র তস্যাঃ বধ্বাঃ পদানি ন লক্ষ্যন্তে দৃশ্যন্তে,—অতঃ নূনং নিশ্চিতং তৃণাঙ্কুরৈঃ খিদ্যৎ-সুজাতাঙ্ঘ্রিতলাং (খিদ্যতী সুজাতে অঙ্ঘ্রিতলে যস্যাঃ তাং) প্রেয়সীং প্রিয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ উন্নিন্যে স্কন্ধং আরোপিতবান্॥

হে গোপ্যঃ! বধূং বহতঃ (যতঃ) কামিনঃ (অতঃ) ভারাক্রান্তস্য কৃষ্ণস্য ইমানি পদানি অধিকমগ্নানি, ভূমৌ অধিকং প্রবিষ্টানি পশ্যত। (পুনশ্চ অগ্রে বধ্বাঃ পদচিহ্নং দৃষ্ট্বা আহুঃ) অত্র মহাত্মনা (ভক্তজনমনোরথপূরকাত্যুদারস্বভাবেন কৃষ্ণেন) পুষ্পহেতোঃ পুষ্পাবচয়ার্থং, কান্তা অবরোপিতা স্কন্ধাদবতারিতা॥ ২৭॥

শ্রীধরস্বামী।

তদসংপৃক্তান্ কেবলকৃষ্ণপাদরেণুনেব বিচিন্বন্ত্যস্তান্ দৃষ্ট্বা পুনরন্ত্যন্তং সমতপন্ তদাহ শ্লোকত্রয়েণ ন লক্ষ্যন্ত ইতি। খিদ্যতী সুজাতে সুকুমারে অঙ্ঘ্রিতলে যস্যাঃ তামুন্নিন্যে স্কন্ধমারোপিতবান্॥ ২৭॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভো মৎসরমহারোগগ্রস্তাঃ মাখিদ্যত নাত্র তস্যাঃ পদানি সন্তীতি তস্যাঃ প্রিয়সখ্য আহুর্নেতি। তাঃ প্রত্যেব সহর্ষাপাঙ্গমন্যাঃ সখ্যো নীচৈঃ সবিতর্কমাহুর্নূনমিতি। উন্নিন্যে ভুজাভ্যামুদ্গৃহ্য স্ববক্ষ আরোহয়ামাসেত্যর্থঃ। যতঃ প্রেয়সীং অতিপ্রীতিবিষয়ত্বাত্তচ্চরণতলখেদস্যাসহত্বাৎ ইহ লুপ্ততৎসখীনামুভয়বিধং সুখং। তস্যাস্তাদৃশসৌভাগ্যদর্শনোত্থং বিপক্ষাণাং তাদৃশদুঃখদর্শনোত্থং চেতি জ্ঞেয়ং॥

দেখ! দেখ! এখানে আর সেই বনিতার পাদরেখা দৃষ্ট হইতেছে না। আমার নিশ্চয়ই অনুমান হইতেছে যে, নবীন তৃণাঙ্কুরে তাঁহার সুকোমল চরণপ্রান্তে আঘাত লাগায়, প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে স্কন্ধদেশে লইয়া গমন করিয়াছেন॥

হে গোপীগণ! কামুক শ্রীকৃষ্ণ বধূকে বহন করিয়াছেন কি না, তাহার

আভাস।

জানি না! কোন্ কুহকিনী কি কুহকের প্রচারে আজ প্রাণগোবিন্দকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়াছে। এক্ষণে যদি একবার তাঁহাকে দেখিতে পাই, আমরাও সেই কুহকাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কৃতার্থ হই॥ ২৬॥

অত্র প্রসূনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কৃতঃ।
প্রপদাক্রমণে এতে পশ্যতাসকলে পদে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ।

অত্র প্রেয়সা কৃষ্ণেন, প্রিয়ার্থে (তাং প্রিয়াং অলং কর্ত্তুং) প্রসূনাবচয়ঃ (প্রসূনানাং অবচয়ঃ অবতারণং) কৃতঃ (যতঃ) প্রপদাক্রমণে (প্রপদাভ্যাং পাদাগ্রাভ্যাং উচ্চপ্রসূনাবতরণার্থং আক্রমণং ক্ষৌণীতলসংমর্দ্দনং যয়োঃ অতএব) অসকলে অর্দ্ধলগ্নে, এতে পদে পাদৌ পশ্যত ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রপদাভ্যামাক্রমণং ক্ষৌণীসম্মর্দ্দনং যয়োঃ অতএব অসকলে পদে পশ্যন্তেতি ॥ ২৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভো অসমীক্ষ্য ভাষিণ্যঃ মাখিত্বন্তেতি কিং ব্রূধ্বে তৎপদানাং দর্শনাদপ্যদর্শনমতিদুঃখাকরমস্মৎপ্রাণানামদর্শনং সম্ভাবয়তীতি দ্যোতয়ন্তঃ প্রতিপক্ষা আহুঃ ইমানীতি। বধূমিত্যনুপনীতেনাপি কৃষ্ণেন বনেঽত্র সা স্ববধূরেব কৃতেতি ভাবঃ। অতএব ভারাক্রান্তস্য গৃহস্থাঃ খলু কলত্র ভারাক্রান্তা ইতস্ততো ভ্রমন্তোবেতি ভাবঃ। কামিনঃ নতু প্রেমিণঃ প্রেমবতীনামপ্যস্মাকং ত্যাগাদিত্যতএব কাম এব তৎ তাং বাহয়েদন্যথা ব্রজেন্দ্রকুমারো হস্তিস্থকুমারঃ কিং গোপালিকায়া বাহনো ভবেদিতি ভাবঃ ॥

প্রত্যক্ষ পরিচয় ঐ দেখ! শ্রীকৃষ্ণের পাদচিহ্ন এখানে অধিক নিমগ্ন প্রতীত হইতেছে। আবার বধূর পাদচিহ্ন দেখিয়া বলিলেন, ভক্তজনের মনোরথপূরণকারী মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পচয়নার্থ এইস্থানে বনিতাকে স্কন্ধ হইতে অবতারিত করিয়াছেন ! ২৭ ॥

এখানে কৃষ্ণ প্রণয়িনীকে সজ্জিত করিবার অভিপ্রায়ে পুষ্পচয়ন করিয়াছেন; কারণ উচ্চস্থ পুষ্প আহরণ করিবার নিমিত্ত পদপূর্ব্বার্দ্ধে যে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার চরণরেখাতেই বিশেষ প্রতীত হইতেছে ॥ ২৮ ॥

আভীর।

অপরা বলিলেন, সখি রে! আর পরস্পরের প্রতি কটাক্ষ করিও না, তোমার ঈর্ষার স্থান প্রিয় বনিতার পাদচিহ্ন আর এখানে লক্ষিত হইতেছে না। কেন আর বৃথা বিড়ম্বনাসমুদ্রে নিপতিত হইতেছ! তখন তিনি বলিলেন, না সখি! চরণ দর্শন না হওয়ায় আমার আরো দুঃখের কারণ জানিতে হইবে। কারণ ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণ যে, নবকুশাঙ্কুরের আঘাতে প্রণয়িনীর ক্লেশ হইতেছিল দেখিয়া, নটরাজ নবীনাকে উত্তোলন পূর্ব্বক গমন করিতেছেন, সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণের এই আচরণে উভয় প্রণয়িনী ও প্রণয়প্রার্থিনী উভয়েরই আনন্দ; এক জনের সাম্প্রতকালীন, অপরের ভাবী আশায় মাত্র। তখন

কেশপ্রসাধনং হ্যত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতং।
তানি চূড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুবং ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ।

অত্র তু কামিনা কৃষ্ণেন কামিন্যাঃ হি তস্যাঃ কেশপ্রসাধনং (কেশানাং প্রসাধনং ইতস্ততঃ বিশ্লথত্বাৎ পুনঃ সীমন্তসমীকরণাভ্যাং বন্ধনং) কৃতং তথা কান্তাং (অধিকৃত্য) তানি প্রসূনানি চূড়য়তা চূড়ানুকরণেন বধ্নতা কৃষ্ণেন, ইহ ধ্রুবং নিশ্চিতং উপবিষ্টং ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তস্যাঃ শ্রীকৃষ্ণজান্বন্তরূপবিষ্টায়াশ্চিহ্নং দৃষ্ট্বাহুঃ কেশপ্রসাধনমিতি কান্তামধিকৃত্য তানি প্রসূনানি চূড়য়তা চূড়ানুকরণেন বধ্নতা ইহ ধ্রুবমুপবিষ্টং ॥ ২৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পুনঃ সখ্য আহুঃ অত্রেতি। মহাত্মনা বিদগ্ধশিরোমণিনেত্যর্থঃ। যদ্বা মহে তৎপ্রসাধনোৎসবে আত্মা মনো যস্য তেন। পুষ্পাহেতোঃ পুষ্পার্থং অবরোপিতেত্যশোকরক্ষোহয়মস্যাঃ পাদস্পর্শং প্রাপ্য সদ্যঃ পুষ্পাত্। যথাহমেতৎপুষ্পৈরিমাং প্রসাধয়েয়মিতি বুদ্ধ্যেত্যর্থঃ। অতএব মহাত্মনা মহাবুদ্ধিমতা। অত্রাশোকশাখায়াং প্রসূনানামবচয় ইতাতএবাত্র প্রসূনানি লসন্তীতি ভাবঃ। কিঞ্চিদ্দূরশাখায়া হস্তাপ্রাপ্যায়াঃ পুষ্পাবচয়নার্থং প্রণয়াদাক্রমণং ক্ষৌণীসম্মর্দনং যতস্তে পদে অতএব অসকলে সম্পূর্ণয়োস্তয়োর্ভুবি চিহ্নাদর্শনাৎ কৃষ্ণজান্বন্তরূপবিষ্টায়াস্তস্যাশ্চিহ্নং দৃষ্ট্বা পুনর্বিপক্ষা আহুঃ। কেশানাং প্রসাধনং অত্রত্য বনদেবতা দত্তকঙ্কতিকয়েতি বুদ্ধ্যতে। কামিন্যাঃ নতু প্রেমবত্যাঃ স্বসখীরপি বঞ্চয়িত্বা কামুকং নীত্বা রহো গতত্বাৎ। কামিনা নতু প্রেমবতা প্রেমবতীনামপ্যস্মাকং বিরহপীড়ানানুসন্ধানাৎ। ততশ্চ তানি তৈঃ প্রসূনৈঃ কৈশৈর্বা কান্তাং কামিনীং চূড়য়তা নর্ম্মণা পৌরুষং ব্যঞ্জয়িতুং চূড়াবতীং কুর্ব্বতা ইহ ধ্রুবমুপবিষ্টমিতি রহঃকেলিবার্ত্তাপ্যভূদিতি ভাবঃ। বিন্মতো লুগিতি মতুপো লুক্ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥

এই স্থানে কিন্তু কামপরতন্ত্র কৃষ্ণ কামিনীর কেশসংস্কার পূর্ব্বক সীমন্তবন্ধন করিয়াছেন; এবং পুষ্পের দ্বারা প্রণয়িনীর চূড়াবন্ধনার্থ উপবেশন করিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে ॥ ২৯ ॥

আভাস।

অন্যে বলিল, তোমরা কামপরতন্ত্রা হওয়াতেই এত কামানুসারে সর্ব্বত্র দৃষ্টি করিতেছ। দেখ, কামপরতন্ত্র ব্যক্তিগণ সংসারভারে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াই ইতস্তত পর্য্যটন করিয়া থাকে। আমাদের জীবনসর্ব্বস্বের উপর এতাদৃশ দোষের আরোপ করিও না।

তখন অন্য সখী বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্ম অনির্ব্বচনীয়। ঐ দেখ! এখানে আর তাঁহার সম্পূর্ণ চরণরেখা প্রতীত হইতেছে না; চরণের পূর্ব্বার্দ্ধই বিশেষ লক্ষিত হইতেছে।

রেমে তয়া স্বাত্মরত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ।

অন্বয়ঃ।

এবং আত্মারামঃ (নিজানন্দে এব রমমাণঃ) অখণ্ডিতঃ স্ত্রীবিভ্রমাদিভিরনাকৃষ্টচিত্তঃ; যতঃ স্বাত্মরতঃ (স্বরূপানন্দলাভেনৈব সন্তুষ্টচিত্তঃ, শ্রীকৃষ্ণঃ কামিনাং বিষয়াসক্তচিত্তানাং

শ্রীধরস্বামী।

রেমে ইত্যাদি শুকোক্তিঃ। স্বাত্মরতঃ স্বতস্তুষ্টঃ আত্মারামঃ স্বক্রীড়ঃ অখণ্ডিতঃ স্ত্রী

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তদেবং গোপীনামুক্তিভিরেব তস্যাঃ সৌভাগ্যাতিশয়ং দর্শয়িত্বা স্বয়মপি তমুপপাদয়তি রেম ইতি। আত্মারামোঽপি তয়া সহ রেমে। তত্র হেতুঃ স্বাত্মরতঃ তয়া সহ শোভমানমাত্মনো রমণং যস্য সঃ। আত্মারামতায়াং তথা সুখং ন তস্য ভবেৎ যথা তয়া সহ রমণ. ইত্যর্থঃ। চাত্মরত ইতি পাঠে আত্মারামশব্দেন পৌনরুক্ত্যাপাতাদেবং ব্যাখ্যেয়ং। চ এবার্থে। 'তয়ৈব সহ আত্মনা যত্নেন রন্তং রমণং যস্য সঃ। আত্মা যত্নো ধৃতির্বুদ্ধিরিতামরঃ। আত্মারামতায়াং তাদৃশসুখলাভাভাবাদেব তাবান্ যত্ন ইতি ভাবঃ। নন্থ তর্হি তস্যাঃ পূর্ণত্বং প্রসজ্যমত আহ অখণ্ডিতঃ। তদপি পূর্ণ এব নতু খণ্ডিতঃ। তস্যাহ্লাদিনীশক্তিত্বেন স্বরূপভূতত্বাদিতি ভাবঃ। হ্লাদিনীশক্তিত্বেঽপি সর্ব্বাহ্লাদসারো যঃ প্রেমা তস্যাপি পরমাবধি র্যো মহাভাবস্তদ্রূপত্বাদেব হেতোর্ভগবত আত্মারামত্বেন হ্লাদমাত্ররমণাদপি হ্লাদমহাসারভূতয়া তয়া সহ রমণস্যাধিক্যমস্ত্যেব। যদুক্তং তন্ত্রে। হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্ব্বশক্তিবরীয়সী। তৎসারভূতা রাধেয়মিতি। মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈ-

শ্রীকৃষ্ণ নিজের আনন্দেই পরিপূর্ণ; নারীর বিভ্রমাদিতে তাঁহার কোনই প্রয়োজন নাই বা তজ্জন্য তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই; তিনি পূর্ণকাম; তথাপি বিষয়াকৃষ্ট মানবের বিষয়পরতন্ত্রতা-নিবন্ধন

অভিপ্রায়।

বোধ হয়, এখানে এই অশোকবৃক্ষকে শোকশূন্য করিবার অভিপ্রায়েই কামিনীকে ইহার পুষ্পে শোভিত করিয়াছেন। ঐ উচ্চশাখাস্থ পুষ্পগুচ্ছ অবতারণার্থই শ্রীকৃষ্ণের এই উদ্যম অনুমান হইতেছে। এই যে, এখানে বুঝি! কান্তার কেশপ্রসাধন করিয়াছেন। করিবেন না কেন? দেবতাগণ অনুকূলে থাকিয়া কঙ্কতি দিয়াছেন, অশোকও পুষ্পিত হইয়াছে। নববধূর শিরে চূড়াবন্ধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যুগলবেশে দণ্ডায়মান; প্রেমপরিহাসের অনন্তস্রোত এখানে প্রবাহিত হইয়াছে; কেবল আমরাই জীবিত থাকিয়া, জীবন হারাইলাম॥ ২৭॥ ২৮॥ ২৯॥

সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ শুকদেব এই প্রকারে গোপীগণের উক্তি দ্বারা কৃষ্ণরমণীর সৌভাগ্যাতিশয় বর্ণন পূর্ব্বক নিজ উক্তির দ্বারা তাঁহার প্রতিপোষণ করিয়াছেন। ভগবান্ আত্মারাম

কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাং চৈব দুরাত্মতাং ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ।

দৈন্যং পারবশ্যং, স্ত্রীণাং দুরাত্মতাং দৌর্জ্জন্যং, চ দর্শয়ন্ দর্শয়িতুমেব তয়া চৈব (তন্বাভিশ্চ) রেমে ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বিভ্রমৈরনাকুষ্ঠৈঃপি। তথা চেৎ কিমিতি রেমে অত আহ কামিনামিতি ॥ ৩০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

রতিবরীয়সীতি। ততশ্চ আত্মারামোঽপি তয়া সহ স্বাত্মরতঃ। স্বাত্মরতোঽপ্যখণ্ডিতঃ পূর্ণ এব রেমে ইত্যন্বয়ঃ। তেন চ ভগবত্তত্ত্বানভিজ্ঞানাং প্রাকৃতবিবেকিনাং হিতঞ্চ তেভ্যঃ স্ববিলাসতত্ত্বস্য গোপনঞ্চ চকারেত্যাহ কামিনামিতি। কামবশৈঃ স্ত্রীবশৈশ্চ ন ভাব্যমিতি লোকান্ শিক্ষয়ামাসেত্যর্থঃ। কামবশত্বে সতি পুমাংসো দীনাঃ স্যু র্দৈন্যে চ সতি স্ত্রিয়ো দুরাত্মানঃ স্যুরিত্যর্থে ভগবান্ ভগবৎপ্রেয়সী চ প্রমাণয়তি যতস্তে ইতস্ততো জল্পন্ত উজ্জ্বল-প্রেমরসতত্ত্বগোপনস্য হেতবো বভূবুরিতি ভাবঃ। তথা দর্শয়ন্নেব প্রেমরসতত্ত্বঞ্চ গোপয়ন্নিতি চৈব শব্দাভ্যামেব ব্যাখ্যেয়ঃ। যদ্বা। কামিনাং সম্বন্ধে দৈন্যং দর্শয়ন্ আত্মবন্মন্যন্তে জগদিতি ন্যায়েন যে কামিনস্তং দীনমেবাপশ্যন্। যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ কামিন্যস্তাং দুরাত্মানমেবাপশ্যংস্তৎ-প্রযোজকীভবন্নিত্যর্থঃ। যদ্বা। কামিনাং দৈন্যং দর্শয়ন্নিতি কামিভিঃ সুরতপ্রার্থনাদিনা দীনৈর্ভবিতব্যং। স্ত্রীভিস্তত্রাসম্মত্যা দুরাত্মভির্ভবিতব্যমিতি দর্শয়ন্ রসিকজনান্ জ্ঞাপয়ন্। এবমেব রসপোষো নান্যথেতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

দৈন্য ও নারীগণের দুরাচারের পরিচয় প্রদানার্থই সেই সকল নারীগণের সহিত বিহার করিয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

আভাস।

হইয়াও তাঁহার সহিত রমণ করিয়াছিলেন। আত্মরতঃ ও আত্মারামঃ এইউভয় শব্দের প্রয়োগ প্রায় এক অর্থেই হইয়া থাকে; অতএব এই শ্লোকে পৌনরুক্তি দোষ ঘটিল বলিয়া আশঙ্কা করা কর্ত্তব্য নহে। ভগবান্ বেদব্যাস এরূপ বৃথা শব্দ প্রয়োগ করিবার পাত্র নহেন। অতএব "আত্মরতঃ" শব্দের অর্থ এইরূপ করিলেই ভাল হয়। সেই প্রণয়িনীর সহিত "আত্মনা" অর্থাৎ যত্ন সহকারে "রত" অর্থৎ রমণ ক্রিয়া যিনি করিয়াছিলেন তিনিই "আত্মরতঃ"। কারণ আত্মা শব্দে যত্ন ধৃতি, বুদ্ধি, স্বভাব ব্রহ্মা ও দেহাদি বুঝায়; এরূপ অমরকোশে অভিহিত আছে। ভগবানের সহিত সেই নিত্যানন্দময়ী শক্তির এরূপ সম্বন্ধ যে, তিনি আত্মারাম হইলেও কেবল আত্মস্বরূপে তাদৃশ সুখলাভের অভাবেই যেন তিনি রমণার্থ এত প্রযত্ন করিয়াছিলেন। এরূপ স্থলে পাছে, সেই প্রকৃতিস্বরূপারই পূর্ণত্ব প্রতিপাদিত হয়, এই নিমিত্ত "অখণ্ডিত" বলিয়া ভগবানের একটী বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে। ভগবান্ পূর্ণ; প্রকৃতিস্বরূপা এই রমণী তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি

ইত্যেবং (প্রলপন্ত্যঃ) দর্শয়ন্ত্যস্তা শ্চেরুর্গোপ্যো বিচেতসঃ।
যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণো বিহায়ান্যা স্ত্রিয়ো বনে॥

অন্বয়ঃ।

ইতি এবং উক্তপ্রকারেণ, প্রলপন্ত্যঃ প্রলাপং অনর্থকং বচঃ কুর্ব্বত্যঃ (দর্শয়ন্ত্যঃ ইত্যপি পাঠে মিথস্তচ্চিহ্নানি দর্শয়ন্ত্যঃ) বিচেতসঃ উন্মত্তবদ্দশাঃ গোপ্যঃ চেরুঃ। অন্যাঃ স্ত্রিয়ঃ বনে বিহায় অনাদৃত্য যাং গোপীং কৃষ্ণঃ অনয়ৎ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বৃষভানুনন্দিন্যাঃ সর্ব্বাধিকমুজ্জ্বলরসস্য সম্ভোগমংশং নির্বর্ণ্য বিপ্রলম্ভমংশমপি বর্ণয়িতুং তদ্বীজমুত্থাপয়ন্তি যামিতি। সা চেতি পূর্ব্বং। সর্ব্বাঃ সৌভগমদযুক্তা আসন্নধুনা সা চ। তত্র হেতুঃ হিত্বেতি। কামযানাঃ কাময়মানাঃ। যদ্বা। কামো যানমাগমনসাধনং যাসাং তাঃ। অতএবান্যগোপীসৌভাগ্যহেতুকো যঃ পূর্ব্বং মান উদ্ভূতঃ সোঽপি নিঃশেষেণৈব শান্তঃ॥

গোপিকাগণ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে বিবিধ প্রলাপ-বাক্যের প্রয়োগে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করত উন্মাদিনীর ন্যায় বনে বনে বিচরণ করিতেছিলেন। এদিকে এই সকল নারীকে অনাদর পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া যে বনিতাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন॥

আভাস।

নামে পরিকল্পিতা; এবং তদভিন্ন ভাবেই চির বিদ্যমান। অচলপ্রতিষ্ঠ পূর্ণসলিল সমুদ্র স্বীয় অন্তরে সলিলের স্রোতবিশেষ উপলব্ধি না করিলেও, তদুপজীব্য স্রোতস্বতীতে তাহার বিশেষ উপপত্তি যেমন প্রতীত হয়, সেইরূপ হ্লাদ-রস-সাগর শ্রীকৃষ্ণের মহাভাব সেই হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপা রাধিকাতেই বিশেষ উপলব্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ সমুদ্রের সহিত তাহার স্রোতের যেমন সম্বন্ধ, ভগবান্ বাসুদেবের সহিত হ্লাদিনীশক্তি রাধিকারও সেইরূপ সম্বন্ধ। সেই হ্লাদিনী শক্তিসমূহের সারভূতাই রাধিকা এবং ভগবান্ পূর্ণস্বরূপে নিত্য বিরাজ করিলেও, আত্মস্বরূপে প্রেমের উদ্ভাসনই রাধিকার সহিত রমণ পরিজ্ঞাত হইতে হইবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃতিক মনুষ্যের ন্যায় এই লীলার অনুষ্ঠান করিয়া ভগবত্তত্ত্বানভিজ্ঞ অবিবেকী মানবগণের বিশেষ উপকারই করিয়াছেন; কারণ তিনি তাহাদের নিকটে পরমতত্ত্ব গোপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু কামাতুর হইয়া কখন নারীর বশীভূত হওয়া উচিত নহে, ইহাই তাঁহার এস্থলে বিশেষ উপদেশের বিষয়। যেহেতু কামই পুরুষের স্বাতন্ত্র্যবিনিময়ে কাম্য বস্তুর মিলন করায়। কামপরতন্ত্র ব্যক্তি কাম্য বিষয়ের অধীন হইয়া পড়ে; সুতরাং নিজের স্বাতন্ত্র্য না থাকায় নানাপ্রকার দুঃখে অভিভূত হয়। শ্রীকৃষ্ণ গোপীর জীবনসর্ব্বস্ব হইয়াও এতদূর অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, নিতান্ত অস্বতন্ত্রা নারীও তাঁহাকে স্কন্ধে বহনার্থ অনুমতি করে।

সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্ব্ববোষিতাং।
হিত্বা গোপীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ॥

অন্বয়ঃ।

সা তদা (যতঃ) কামযানাঃ গোপীঃ হিত্বা পরিত্যজ্য অসৌ প্রিয়ঃ মাং এব ভজন্তে অনুবর্ত্ততে, অতঃ সর্ব্বযোষিতাং মধ্যে আত্মানং এব বরিষ্ঠং শ্রেষ্ঠং মেনে॥

শ্রীধরস্বামী।

স্ত্রীণাং দুরাত্মতামাহ সা চেতি দ্বাভ্যাং। কামো যানং আগমনসাধনং যাসাং তাঃ গোপী

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বনস্যোৎকৃষ্টপ্রদেশং গত্বা কেশবং কোশান্ বয়মানং প্রাক্কৃতনর্ম্মদ্যোতকচূড়ামুন্মোচয়ন্ত্যাস্তস্যাঃ বিচিত্রবেণীত্বেন গ্রথ্নন্তং অতএব দৃপ্তা স্বাধিনকান্তায়া দর্প এব রসমাবহতীতি ভাবঃ। চলিতুং ন পারয়ে ইতি বহুবনভ্রমণোত্থো মে শ্রমোঽভূদিতি ভাবঃ। নন্থ মুগ্ধে!

কৃষ্ণ যখন প্রেমপ্রার্থিনী অন্য নারীকে পরিহার পূর্ব্বক একা কেবল তাঁহাকেই ভজনা করিতেছেন, তখন তিনি সর্ব্বাপেক্ষা আপনাকেই অধিক আদরিণী জ্ঞানে অভিমানিনী হইলেন॥

আভাস।

এতদ্দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে কোন ব্যক্তি কামের বশীভূত হইবে, সেই এই জাতীয় গুরুতর ভারে পীড়িত হইয়া নানাপ্রকার দুঃখের অধীন হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব আকাঙ্ক্ষাই দুঃখের মূল কারণ এবং নিরাকাঙ্ক্ষভাবে অবস্থিতিই প্রকৃত সুখ॥ ৩০॥

এক্ষণে বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উজ্জ্বল রসভাবের উল্লেখ করিয়া তাঁহাতেও প্রমাদভাবের পরিচয় প্রদানার্থ তাহার বীজভূত রাধিকার অভিমানের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রজাঙ্গনা পরবনিতা হইয়া যখন কৃষ্ণকে মনে মনে কামনা করিতেন, তখন সেই কাম তাহাদিগকে হতমানিনী করিয়া তাদৃশ বীজন বনে আনয়ন করে; কিন্তু রাধিকা তাদৃশ শত শত কামিনীর মধ্যে কেবল আপনাকে কৃষ্ণপ্রণয়িনী বলিয়া যখনই উপলব্ধি করিলেন, অমনি তাঁহার অভিমানের আর সীমা রহিল না। তিনি অভিমানভরে পূর্ব্বকথা সমস্তই বিস্মৃতা হইলেন এবং বহু পরিশ্রমে ও বহু যত্নে লব্ধ কৃষ্ণসম্মিলনকে চিরস্থায়ী বোধে তাঁহাকেও উপেক্ষা করত অভিমানের প্রশ্রয় দিলেন! সুতরাং অন্যান্য গোপীর অপেক্ষা নিজের যে গৌরব অধিক হইয়াছিল, এক্ষণে এক অভিমানের অনুরোধে সমস্তই দূরে অস্তমিত হইল॥

তিনি শ্রীকৃষ্ণকে একান্তে পাইয়া এবং কেশ সংস্কারাদিতে তাঁহার বিলক্ষণ উদ্‌যোগ দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকে নিজের নিতান্তই প্রেমাধীন জ্ঞান করিলেন এবং কল্পিত গৌরবে অহঙ্কৃত ও দর্পিত হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, রাধা ব্যতীত শ্যামের আর গতি নাই; কিন্তু শ্যাম যে অগতির গতি, তাহা অভিমানের ভরে একবার স্বপ্নেও

ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ।

ততঃ বনোদ্দেশং কিঞ্চিৎ দূরবনপ্রদেশং, গত্বা দৃপ্তা (স্বশ্রেষ্ঠাভিমানেন গর্ব্বিতা) সা কেশবং (প্রতি ইতঃ অগ্রে) চলিতুং অহং ন পারয়ে শক্নোমি, অতঃ যত্র তে মনঃ জিগমিষতি তত্র মাং (স্কন্ধাদিনা) নয় ইতি অব্রবীৎ ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামী

হিত্বা মাং ভজত ইতি হেতোরাত্মানং বরিষ্ঠং মেনে ইতি ॥ ৩১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তাভ্যো দূরমগ্রে হৃদ্যং স্থানান্তরং গন্তব্যমিতি চেত্তত্রাহ নয়েতি পূর্ব্ববন্মাং বহন্নিত্যর্থঃ। নন্থ কিমগ্রিমপ্রদেশে অন্যজনদুষ্প্রবেশং কুঞ্জান্তর্গতং পুষ্পতল্পং ত্বাং নয়ামি। কিন্তু পৌষ্পাভরণার্থং পুষ্পোদ্যানং তত্রাহ যত্র তে মন ইতি ॥ ৩১ ॥

এবং বনের অনতিদূরে গমন করিয়াই দর্পভরে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে গোবিন্দ! আমার আর চলিবার সামর্থ্য নাই; যদি তোমার অন্যত্র গমনের বাসনা থাকে, তবে আমাকে বহন করিয়া লইয়া চল ॥ ৩১ ॥

আভাস।

হৃদয়ে স্থান দিতে পরিলেন না। রাধিকা যাঁহার গৌরবে গৌরববিশিষ্টা অভিমানের অনুরোধে সেই জীবন-সর্ব্বস্বকে বলিলেন, "কৃষ্ণকান্তা কি পদব্রজে কখন গমন করে! যাঁহার তিনি কান্তা (কামের পাত্র) তাঁহারই তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য"। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের যে, কিছুই কাম্য নাই; তিনি যে কাহারও বশীভূত নহেন, শ্রীরাধিকার তাহা উদ্বোধন হয় নাই। তিনি কৃষ্ণকে কামীবোধে আপনার নিতান্ত অধীন করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহার সে আশা ফলবতী হইল না। তিনি প্রেমার্থীর পরিণামের ন্যায় নিজের অনিষ্ট নিজেই করিলেন; সাধের ধন কৃষ্ণ-রতনকে হারাইলেন ॥ ৩১ ॥

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ মনো মধ্যে বিবেচনা করিলেন যে, শ্রীরাধিকা তাঁহার নারীজনোচিত লজ্জাস্বভাবকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কান্ত-সন্নিধানে কামিনী কখন পুষ্পশয্যায় গমনার্থ স্বয়ং অভিপ্রায় মুখে প্রকাশ করে না, বা সম্মতিও দেখায় না। কিন্তু ইনি যখন সেই স্বভাবসুলভ লজ্জিত মৃদুভাব পরিহারে ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তখন সম্ভুক্ত নায়িকার চিত্তানুকারিত্ব-রূপ নায়কধর্ম্ম আমার পরিত্যাগে রসিকজনের নিকট কখন নিন্দনীয় হওয়া সম্ভব নহে। নায়িকার উদ্ভাসিত ভাবানুকূলেই রসের পুষ্টি ও স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। বরং বিরহে আমার মহাপ্রেমবতী রাধার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ততাদি প্রেমব্যঞ্জক ভাবের সন্দর্শনে

এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধ আরুহ্যতামিতি ।

অন্বয়ঃ ।

এবং উক্তঃ সন্ ভগবান্ (এবং চেৎ তর্হি মম) স্কন্ধে আরুহ্যতাং ইতি প্রিয়াং

শ্রীধরস্বামী ।

কামিনাং দৈন্যং দর্শয়তি এবমুক্ত ইতি অখণ্ডিতত্বমাহ ততশ্চেতি। তস্যাং স্কন্ধা-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

ততশ্চ কৃষ্ণেন মনস্যেবং বিচারিতং। অহো অনয়া স্বাভাবিকঃ স্বধর্ম্মঃ পরিত্যক্ত এব। নহি সন্নায়িকা পুষ্পতল্পং প্রতি স্বনয়নে বচসা নায়কায় সম্মতিং দত্তে। যদি চানয়া বাম্যরূপস্বধর্ম্মস্ত্যক্তস্তদা ময়াপি সন্নায়কেন সংভুক্তকান্তানুবর্ত্তিত্বলক্ষণো দাক্ষিণ্যময়ঃ স্বধর্ম্মস্ত্যক্তব্য এব। নহি দ্বয়োরেব দাক্ষিণ্যে বাম্যে বা রসঃ সুরসঃ স্যাৎ নচাত্র রসিক-লোকৈরহং দূষণীয়ঃ। রসো হি নায়িকাপ্রক্রান্তপরিপাটীক এব সাধুর্ভবেৎ। কিঞ্চ। মহাপ্রেমবত্যা অস্যা মদ্বিপ্রলম্ভজনিতদশাবিশেষদিদৃক্ষা সাক্ষাদের যা চিরং মে বর্ত্ততে সাপ্যেতদবসরে পূর্ণা ভবিষ্যতি মৎসংশ্লেশ জনিতমস্যাঃ সৌভাগ্যাধিক্যং তাভিরনুভূতমেব মদ্বিশ্লেষজনিতামপি প্রেমোদ্রেকপরমাবধিব্যঞ্জিকাং দশামসাধারণীং দৃষ্ট্বা তাঃ পরমচমৎকার-সিন্ধুনিমগ্না ভবন্তু অস্যা মদ্বিরহবাড়বানলজ্বালায়া অগ্রে তাসাং মদ্বিরহো দীপদহনায়িতো ভবতু।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, যদি গমনে তুমি নিতান্তই অক্ষম হও, তাহা হইলে আমার স্কন্ধে আরোহণ কর! তখন সেই কামিনী যেমন কৃষ্ণ-স্কন্ধে আরোহণার্থ উদ্যতা হইলেন, অমনি শ্রীহরি অন্তর্হিত হইলেন। তখন

আভাস।

আমার চিরবাঞ্ছিত সাধ পূর্ণ হইবে এবং প্রেমিক সম্প্রদায়ও বিশেষরূপে চমৎকৃত হইবেন। শ্রীরাধার বিরহ-বাড়বানল সম্মুখে দর্শন করিয়া অন্যান্য বিরহিণীগণের বিরহশিখা প্রজ্জ্বলিত হইবে। তাহার পর যখন ইহাঁর সম্ভোগ ও বিচ্ছেদ এই উভয় ব্যাপার তাহাদের কর্ণগোচর হইবে, তখন সকলেই একভাবে ভাবাক্রান্ত হইবে এবং রাধার বিরহ-শান্তির জন্য আমি যখন উপস্থিত হইব, তখন একত্র সকলের বিরহই নিবৃত্ত হইবে এবং আমার রাসলীলারও সার্থকতা সাধিত হইবে। নতুবা আমি যদি রাধিকার সহিত একত্র গোপিকাগণের সম্মুখে উপস্থিত হই, তাহা হইলে সেই মানিনীগণের অভিমান আমি কিরূপে উপশমিত করিব! এইপ্রকার নানা বিতর্কের পর শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। এই অন্তর্ধানে তিনি অন্যত্র গমন করেন নাই; রাধিকার অজ্ঞাতসারে তাঁহার দৃষ্টিশক্তির অগোচরে তন্নিকটে তৎসঙ্গেই অবস্থিত ছিলেন। বৃষভানুনন্দিনী বলিয়াছিলেন যে, হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার যথায় অভিরুচি হয়, তথায় আমাকে লইয়া চল! ইহাতে তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ছিল যে, সমস্ত রজনী বনে বনে বিচরণ করায় নিদ্রার অভাবে

ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ।

আহ। ততঃ (তস্যাং স্কন্ধারোহণোদ্যতায়াং সত্যাং) কৃষ্ণঃ অন্তর্দধে; ততশ্চ সঃ বধূঃ অন্বতপ্যত ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

রোহোদ্যতায়ামন্তর্দধে অন্তর্হিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ততশ্চাস্যাঃ পূর্ণতমায়াং সম্ভোগবিপ্রলম্ভাভ্যাং শৃঙ্গাররসোহপ্যস্য পূর্ণতমত্বমাপদ্যতাং। অস্যাপি বিরহে মৎসম্পাদিতে সর্ব্ববিরহোপশান্ত্যনন্তরং সর্ব্বাসামেকমভ্যে সতি বিধিৎনিভোহস্য রাসোহপি সেৎস্যত্যন্যথাত্বে তৎসঙ্গরঙ্গিণা ময়া তাসাং মানোহস্য সর্ব্বথৈব দুরুপশম ইত্যাদীনি বহূনি প্রয়োজনানি পর্য্যালোচয়ন্ সহসৈবান্তর্দ্ধিৎসুরাহ স্কন্ধ ইতি। অন্তর্দধে তত্রৈব স্থিত্বা তাং পশ্যন্নপি তন্ময়নগোচরতাং জহাবিত্যর্থঃ। অত্র নয় মাং যত্র তে মন ইতি বদন্ত্যা বৃষভানুনন্দিন্যা মনস্যেবং বিচারিতং। বিলাসশ্রম-বনবিহার-শ্রমখিন্নায়া মম ক্ষণং সুষুপ্সা বর্ত্ততে অস্যাপি স্বাপাভাবেনৈব সর্ব্বরজনীযাপনমকল্যাণমনুবোদর্কমেব। অতঃ পুষ্পতল্পং নয়তি চেন্নয়তু। আবাং তত্র স্বপ্স্যাব ইত্যাতত্তত্রাসম্মতি র্ন কৃতা। তত্র ভগবত্তদ্দত্তঃ-করণবিজ্ঞতা প্রেমরসময়লীলাশক্তৈব স্তিরোধাপিতা তত্তল্লীলাসিদ্ধ্যর্থমিতি জ্ঞেয়ং। অন্বতপ্যত মুহু র্বিললাপ ॥ ৩২ ॥

সেই নারী দুঃখে কাতরা হইয়া নানাপ্রকার অনুতাপ করত বলিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

আভাস।

যেমন তাঁহার নিজের শরীর শ্রান্ত হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণেরও সেইরূপ; অতএব পাছে শ্রীকৃষ্ণের কোন ক্লেশ বা পীড়া বোধ হয়, এই আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পশয্যাদি যে স্থানেই লইয়া যাইতে অভিপ্রায় করেন, তাহাতে তাঁহার অস্বীকার নাই। উভয়ের সুখনিদ্রার লাভে শ্রমনিবারণেরই বিশেষ সম্ভাবনা। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বান্তর্যামী; শ্রীরাধার হৃদয়ের কথা তিনি সমস্তই অবগত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, কৃষ্ণলাভের জন্য এই সামান্য শ্রমকেই রাধিকা যথেষ্ট জ্ঞান করিয়াছেন; অতএব তাঁহার এই ভ্রমবোধ বিরহের দ্বারা সম্যক্ অপনোদিত করাই নিতান্ত প্রয়োজন। এই নিমিত্তই তাঁহার অন্তর্ধান ও রাধিকার বিলাপ ॥ ৩২ ॥

অকস্মাৎ কৃষ্ণবিরহে মূর্চ্ছিতপ্রায় রাধিকা ক্ষণকাল পরে কিঞ্চিৎ সংজ্ঞালাভে গোবিন্দকে সম্বোধন করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এই নিবিড় অরণ্য মধ্যে আর আমার কেহ নাই; হে গোবিন্দ! তোমার বিরহ-হুতাশনে আমার সর্ব্বাঙ্গই প্রায় ভস্মীভূত হইয়াছে; কেবল প্রাণমাত্র অবশিষ্ট আছে; ইহাদের দাহ হইলেই আর আমার আমার বলিবার

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।

অন্বয়ঃ।

হা রমণ, প্রেষ্ঠ মহাভুজ নাথ! ক্বাসি ক্বাসি! কৃপণায়াঃ দীনায়াঃ, তে তব দাস্যাঃ মে

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিলাপমেবাহ হা নাথেতি। ত্বদ্বিয়োগমহাগ্নিনা দহ্যমানাদস্মাদ্দেহান্মে প্রাণাঃ সম্প্রতি নিঃসৃতপ্রায়াঃ যত্নেনাপি ময়া রক্ষিতুং ন শক্যন্তে এষান্তু ত্বমেব নাথোঽতো দর্শনং দত্ত্বা শীঘ্রমেতান্ রক্ষেতি ভাবঃ। ন চৈষাং রক্ষাং অহং স্বার্থমেব প্রার্থয়ে কিন্তু ত্বদর্থমেবেত্যাহ হে রমণেতি। সর্ব্বা অপ্যন্যা গোপীস্ত্যক্ত্বা রমণসুখবিশেষার্থং যামেতাবদ্দূরং রহঃ সমানৈষীস্তস্যাং ময়ি মৃতায়ামেবং রতিসুখমন্যত্রালভমানো মাং স্মরংস্ত্বমপি দুঃখেন বিলপিষ্যসীতি ভাবঃ। নন্বস্তু মদ্দুঃখং তেন তব কিং তত্রাহ হে প্রেষ্ঠেতি। তব মৎপ্রেষ্ঠত্বাত্ত্বদীয়ং তদ্দুঃখং কোটিগুণীভূয় ময্যেব ফলিষ্যতি। মৎপ্রাণকোটিনির্ম্মঞ্ছনীয়পাদাব্জনখরৈকদেশস্য তব তদ্দুঃখমহং মৃত্বাপি সোঢ়ুং ন পারয়িষ্যামি। অতঃ কৃপয়া সন্নিধায় তদেব দুঃখং দূরীকুর্ব্বিতি ভাবঃ। ননু যদি নিঃসৃতপ্রায়া এব প্রাণাস্তদা তানহমপি কথং নিবর্ত্তয়িতুং প্রভবিষ্যামি তত্রাহ হে মহাভুজেতি। ত্বদ্ভুজস্য মৃতসঞ্জীবনৌষধস্য স্পর্শমাত্রেণৈব সুস্থ-

---

হা নাথ! প্রাণরমণ পরমপ্রিয় মহাভুজ শ্রীকৃষ্ণ! তুমি কোথায় যাইলে!

আভাস।

কিছু থাকিবে না। যদি তুমি এই সময়ে দর্শন দানে আমাকে রক্ষা না কর, তবে আর কবে করিবে? কেবল প্রাণ মাত্র অবশিষ্ট আছে। হে নাথ! দর্শন দানে ইহাকে রক্ষা কর! আমি যে কেবল স্বার্থের অনুরোধেই প্রাণরক্ষার্থ তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, এমত নহে; তোমার নিমিত্তই আমার জীবন-রক্ষা করা প্রয়োজন। হে প্রাণরমণ! অন্য সকল গোপীকে পরিত্যাগ করিয়া, কোনরূপ বিশেষ রমণসুখার্থ যে আমাকে এই দূরবর্ত্তী নির্জ্জন কাননে আনয়ন করিয়াছিলে, সেই আমি যদি প্রকৃতই মৃত্যুমুখে পতিতা হই, তাহা হইলে তোমার সেই সুখবিশেষ ত অন্য কোথায়ও উপলব্ধ না হইলে, আমাকে স্মরণ করিয়া পাছে তোমার মনঃক্লেশ উপস্থিত হয়, এই চিন্তায় আমি আমার জীবন-রক্ষার্থ যত্ন করিতেছি। যদি বল, পরের দুঃখে পরের এত ক্লেশ কেন! তাহা নহে। তুমি বাহ্য দৃষ্টিতে পর হইলেও, অন্তর্দৃষ্টিতে পর নহ। তুমি আমার জীবনের এক মাত্র অধিষ্ঠাতা; তোমার হর্ষ বা দুঃখ তোমার হৃদয়ে যে পরিমাণে ক্রীড়া করে, তদপেক্ষা কোটীগুণ অধিক আমার অন্তরে প্রদীপিত হইয়া উঠে। আমার প্রাণ অপেক্ষা কোটীগুণ প্রিয়তম তোমার চরণের নখাগ্রেও যদি কণামাত্র দুঃখের উপস্থিতি হইয়াছে বুঝিতে পারি, তাহা হইলে জীবনান্তেও তাহা সহ্য করিতে পারি না। হে প্রাণরমণ! একবার দর্শন দানে আমাকে এই সকল দুঃখ হইতে নিস্তার কর! যদি বল, যে পর্য্যন্ত আশা তাবৎ চিকিৎসার প্রয়োজন; আশা না থাকিলে চিকিৎসার জন্য বৃথায় কাল হরণ না করিয়া, [illegible]

দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিং ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ।

হে সখে সন্নিধিং দর্শয় ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অনুতাপমাহ হা নাথেতি ॥ ৩৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ত্বন্মীতলীভূতে দেহেঽস্মিন্ প্রাণাঃ স্বয়মেবাগতা স্যাস্যন্তীতি ভাবঃ। নন্থ মাং বিনা স্বয়ং পতিমেবং জানাসি চেন্মহারাজকুমারং পরমসুকুমারমাদরণীয়ং মাং, নয় মাং যত্র তে মনঃ ইত্যাদিষ্টবতী কিমকোপয়স্তত্র সকাকুবৈয়গ্র্যমাহ দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে ইতি। তদানীং বিলাসশ্রমনিদ্রালস্যাভিভূতয়ৈব দীনয়া ময়া তথোক্তং ক্ষমস্ব মাকুপ্যেতি ভাবঃ। কিঞ্চা-যোগ্যায়াপি ময়া সহ ত্বমেবং দৃঢ়ং যৎ সখ্যমকরোস্তেনৈব তথাহমবোচমিত্যাহ হে সখে ইতি। হে প্রিয়ে তর্হি প্রসন্নোঽভূবং মৎসমীপমেহীতি চেৎ সম্প্রত্যনুতাপদুঃখেনান্ধাগ্নি ত্বং ক্ব বর্ত্তসে ইতি ন পশ্যামীত্যাহ দর্শয় সন্নিধিমিতি। এতাবদেব বিলপ্য বিরহোদ্ঘূর্ণা-বশাৎ সংমুহ্য ভূমাবপতদিতি জ্ঞেয়ং। অগ্রে মোহিতামিত্যুক্তেঃ ॥ ৩৩ ॥

আমি তোমার দাসী; তোমার অদর্শনে নিতান্ত অভিসন্তপ্ত। তোমার আশ্রিত জনকে দেখা দাও! ॥ ৩৩ ॥

আভাস।

চেষ্টা করা উচিত। ভাল, সেও মঙ্গল। হে দীনবন্ধো! তুমিই প্রকৃত অন্তের সম্বল। এতকাল যে তোমাকে ডাকিয়া আসিলাম, যদি এই অন্তকালেই দেখা না দিবে, তবে তোমার ভক্তবৎসল নামে যে কলঙ্ক রটিবে। তোমার দর্শন যখন আমার ঐহিক ও পারত্রিক উভয় লোকেরই মঙ্গল, তখন পরলোকচিন্তায়ও একবার দেখা দাও! হয় ত, হে মহাভুজ! তোমার মৃতসঞ্জীবনী হস্তের স্পর্শমাত্রেই এই নিঃসৃতপ্রায় প্রাণ পুনঃ সুস্থ ও শীতল হইয়া স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। হে গোবিন্দ! তাহা হইলে কোন দুঃখই আর থাকিবে না। যদি বল যে, আমার ভক্তির লক্ষণ কোথায়? তাহা হইলে কি তোমার ন্যায় সুকুমার রাজকুমারকে অবলা-বহনার্থ অনুরোধ করি! তাহা নহে; হে শ্যাম গিরিধারি! ভক্ত ব্রজবাসীর দুঃখ বিমোচনার্থ যখন তুমি শৈলভার সহ্য করিয়াছ, তখন এই অবলা পথশ্রান্তা রমণীর ভারও সহ্য করিতে পারিবে, এই প্রত্যা-শায় তোমাকে এরূপ অনুরোধ করিয়াছি। এক্ষণে এই সম্পূর্ণ পদাশ্রিতা দাসীর ভার সহনে অস্বীকার করত নিজ অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিবে, তাহা ত আমি স্বপ্নেও কখন চিন্তা করি নাই। যদি বলেন, তথাপি আমার এরূপ অসঙ্গত অনুরোধ করায় নিতান্ত মূঢ়তারই পরিচয় হইয়াছে; কিন্তু হে গোবিন্দ! অযোগ্য ব্যক্তির সহিত প্রণয় করিবার পূর্ব্বে এ সকল চিন্তা করা তোমার উচিত ছিল। যখন নিজেই প্রশ্রয় দিয়াছ, তখন

শ্রীশুক উবাচ ॥

অন্বিচ্ছন্ত্যো ভগবতো মার্গং গোপ্যো বিদূরতঃ।
দদৃশুঃ প্রিয়বিশ্লেষান্মোহিতাং দুঃখিতাং সখীং ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীশুকঃ উবাচ। এবং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মার্গং অন্বিচ্ছন্ত্যঃ মৃগয়মাণাঃ, গোপ্যঃ প্রিয়বিশ্লেষাৎ মোহিতাং ব্যাকুলিতাং দুঃখিতাং সখীং অবিদূরতঃ সমীপে, এব দদৃশুঃ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অন্বিচ্ছন্ত্যঃ অন্বেষয়ন্ত্যঃ বিদূরতোঽপি দদৃশুরিতি তস্যা বিদ্যুত্তুল্যকান্তিমত্ত্বাৎ। সখীমিতি তস্যাস্তাদৃশদশাদর্শনেন বিপক্ষাণামপি তত্র স্নেহোদয়াৎ। কিঞ্চ। উজ্জ্বলরসস্য স্বভাব এবায়ং যৎ কান্তস্য কান্তামাত্রবিষুক্তত্বে জ্ঞাতে সতি কান্তানামীর্ষ্যাদ্বেষাদ্যভাবঃ। পরস্পরস্নেহবত্ত্বঞ্চ যদুক্তং। অতএব হি বিশ্লেষে স্নেহস্তাসাং প্রকাশত ইতি ॥

শুকদেব বলিলেন, এদিকে অন্যান্য কৃষ্ণান্বেষণকারিণী গোপিকাগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে অতিদূরেই সেই প্রিয়বিরহবিধুরা শোকসন্তাপে ব্যাকুলহৃদয়া সখীকে দেখিতে পাইলেন ॥

আভাস।

তাহার ফল কি অন্যে ভোগ করিবে? হে হৃদয়সখা! একবার প্রসন্ন হও! দেখা দাও! আমি জানি, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় এক তুমি মাত্র; কখনই তুমি পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে পারিবে না; অবশ্যই নিকটে থাকিতে হইবে। কিন্তু আমি যে অনুতাপ দুঃখে সম্প্রতি অন্ধ হইয়াছি, সুতরাং সর্ব্বদা নিকটে থাকিতেও দেখিতে পাইতেছি না; "একবার দেখা দিয়া জীবন জুড়াও"! এই বলিয়া শ্রীরাধিকা যখন ক্ষণে চেতন, ক্ষণান্তরে মুর্চ্ছিতা, ক্ষণে দণ্ডায়মানা, ক্ষণে ধূলাবলুণ্ঠিতা হইয়া অতি কাতরকণ্ঠে অনুতাপ করিতেছিলেন, তখন অন্যান্য গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণকে অনুসন্ধান করত অকস্মাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৩ ॥

অহো! স্থিরসৌদামিনীর অনুপম জ্যোতির ন্যায় কান্তিসম্পন্না তাদৃশী কামিনীর তাদৃশ বিষম দশা অবলোকনে গোপিকামাত্রেই অবসন্নার ন্যায় দণ্ডায়মানা রহিলেন। তাঁহাদের হৃদয়ে সপত্নীভাব সাম্য হইয়া স্নেহরসে পরিণত হইল। আহা! পরদুঃখ দর্শনে সরলাদিগের ভাব এইরূপই ঘটে। বৃষভানুনন্দিনীর তাদৃশ দশম দশা উপস্থিত দেখিয়া, সকল সখী তাঁহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক উচ্চকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। কেহ বলেন, আর কেন রোদন করা; সখী ত আর জীবিত নাই। আমরা জানিতাম; কৃষ্ণ কেবল মনই হরণ করেন, প্রাণ পর্য্যন্ত যে আত্মস্যাৎ করেন, তাহাত কখন দেখি নাই! অন্যা বলিলেন, সখি রে! চোরচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের নিকটই যদি আমাদের প্রিয় সখীর প্রাণ থাকে, তবে আর সখী বলিয়া রোদন করিবার প্রয়োজন নাই; এস! আমরা সেই জীবনহারী শ্রীকৃষ্ণকে

তয়া কথিতমাকর্ণ্য মানপ্রাপ্তিঞ্চ মাধবাৎ।

অন্বয়ঃ।

ততশ্চ মাধবাৎ মানপ্রাপ্তিং তথা দৌরাত্ম্যং (আত্মনঃ দৌর্জ্জন্যাৎ হেতোঃ অন্তর্ধানেন

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ততশ্চ সখীভিরত্যুচ্চরোদনেন ব্যজনাদিপরিচর্য্যয়া যত্নতস্তৎপ্রবোধে সম্পাদিতে সতি অয়ি প্রিয়সখি স্ববৃত্তান্তঃ কথ্যতামিতি তাভিঃ পৃষ্টয়া তয়া কথিতং অয়ি প্রিয়সখ্যঃ কথং ভবতীভ্যো বিচ্ছিন্নাহমভূবমিতি মুগ্ধাহং পরতন্ত্রা নাজ্ঞাসিষং কিন্তু মানপ্রাপ্তিরবমানশ্চ দৌরাত্ম্যাদেবেতি নিশ্চিনোমি। যুষ্মান্ পরসহস্রাঃ প্রেমবতীরবমন্য স্ববিরহানলেন জ্বালয়িত্বা মহ্যমেকস্মৈ যৎ সৌভাগ্যং দত্তং ইদং তস্য দৌরাত্ম্যং তৎ দুর্ল্লীলমহারাজপুত্রং প্রতি বরাক্যপি মুগ্ধা ন পারয়েহহং চলিতুং নয় মামিতি যদবোচং এতত্তু মমৈব দৌরাত্ম্যং যত এতাবান্ অবমানঃ প্রাপ্ত ইত্যুভয়থাপি যে মহামনোদুঃখমেবেতি। স্বকান্তে তাসু স্পর্দ্ধিংশ্চ ক্রমেণাসূয়াবিনয়দৈন্যানি ব্যঞ্জিতানি। অত্র শ্রীমন্মুনীন্দ্রেণ দৌরাত্ম্যশব্দপ্রয়োগস্তু

এবং একত্র ইতস্ততঃ অন্বেষণ কালে তাঁহার মুখে কৃষ্ণপ্রদত্ত গৌরব ও স্বীয় গর্ব্বজনিত দুর্ব্বিনীত আচরণে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান রূপ অপমানের বিষয়

আভাস।

প্রাণপনে ডাকিতে থাকি। কৃষ্ণনাম কর্ণে প্রবেশ করিলে, কৃষ্ণকান্তার মোহ কথঞ্চিৎ নিবারিত হইতে পারে। আর যদি অন্তদশাই উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও বিশেষ মঙ্গল। শ্রীকৃষ্ণ কি আমাদের সকলের অনুরোধে একার প্রাণ ফিরাইয়া দিবেন না? ক্ষণকাল পরে কিঞ্চিৎ সঙ্গালাভে সচেতনার ন্যায় উপলব্ধি করিয়া, কোন সখী বলিলেন, সখি রে! আর বিলম্ব করিও না; ঐ যমুনার কৃষ্ণবারি আনয়ন পূর্ব্বক কৃষ্ণকান্তার বদনে সিঞ্চিত কর! অপরা বলিলেন, তোমরা কেহ কৃষ্ণকিশলয় আনয়ন করত সখীকে তদ্দ্বারা বিজন কর! প্রত্যেকে কৃষ্ণতের পরিচয়ে কৃষ্ণাবির্ভাব জ্ঞানে কৃষ্ণকামিনীর আকৃষ্টপ্রাণ পুনঃ স্থাপিত হইবে, সন্দেহ নাই। এই প্রকার শুশ্রূষাদির দ্বারা যখন রাধিকার সঙ্গালাভ হইল, তখন তাঁহারা সমগ্র বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, সখি রে! আমি যখন তোমাদের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পৃথক্ নীতা হইলাম, তখন শ্রীকৃষ্ণমিলনের যে কি ভাব! তাহা আমি কোন মতে ধারণায়ও স্থান দিতে পারি নাই। সে যে কি ভাব! তাহা সে অবস্থায় উপনীত না হইলে, মুখে বর্ণন করা নিতান্তই অসম্ভব। যে মোহ এখন তোমরা দেখিয়াছ, তদপেক্ষা লক্ষগুণ মোহন-ভাব আমার হৃদয়াকাশ সমাচ্ছাদিত করিয়াছিল। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, বোধ হয় আমি তাদৃশ প্রেমের অধিকারিণী না হওয়াতেই ফলের অপরিণত দশাতেই আপনাকে নিতান্ত দর্পিত জ্ঞান করিয়াছিলাম; সুতরাং নিজের দৌরাত্ম্যদোষেই গৌরব-বিশিষ্টা হইয়াও হতমানিনী হইয়াছি; এই মাত্র জানিয়াছি। যিনি অন্য সহস্র প্রেমবতীকে স্বীয় বিরহানলে প্রদগ্ধ করত কেবল একা

অবমানঞ্চ দৌরাত্ম্যাৎ বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ।

স্বরিত্যাগাত্মকং) অবমানং চ তয়া কথিতং আকর্ণ্য (তাঃ গোপ্যঃ পরমং বিস্ময়ং আশ্চর্য্যং যযুঃ প্রাপুঃ। ৩৪।

শ্রীধরস্বামী।

অন্বিচ্ছন্ত্যঃ মৃগয়মানাঃ। অবিদূরতঃ সমীপে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তস্যা বচনানুবাদাদেব। বস্তুতস্তু শ্রীকৃষ্ণাৎ দূরে আত্মা যস্যাঃ দূরে আত্মা শ্রীকৃষ্ণো বা যস্যাঃ সা দূরাত্মা তস্যা ভাবো দৌরাত্ম্যং তস্মাদ্বিশ্লেষাদিত্যর্থঃ। বিস্ময়ং পরমং যযুরিতি প্রিয়সখি ভবত্যাঃ সৌভাগ্যমুচিতমেব নাত্র তস্য দৌরাত্ম্যং। রতিশ্রান্তায়াঃ স্বাধীনভর্তৃকায়াস্তব কান্তং প্রত্যাজ্ঞাপনমপি ন দৌরাত্ম্যং প্রত্যুত রসাবহমেব। কিন্তনুকূলনায়কেন সংভুক্তকান্তায়া যদাজ্ঞোল্লঙ্ঘনমেতাদৃশদুরবস্থাপ্রাপণঞ্চ। এতদেব রসপ্রতিকূলং দৌরাত্ম্যব্যঞ্জকং হন্ত হন্ত মহারসিকশেখরস্য মহাপ্রেমবতো দয়ানিধেস্তস্য কথমেবং চিকীর্ষিতমভূদিতি পরমং বিস্ময়ং প্রাপুঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রবণ করিয়া, অতীব বিস্মিত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

আভাস।

আমাকে সেই যাবতীয় সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছিলেন, অহো! আমি হতভাগিনী তাঁহার অমানুষিক লীলার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া তাদৃশ মহারাজ-পুত্রকে বুদ্ধিদোষে নারীবহনার্থ অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিলাম, হে গোবিন্দ! আর আমি চলিতে সমর্থা নহি! এক্ষণে তোমার যথায় অভিরুচি আমাকে লইয়া চল! এতাদৃশ গর্হিত উক্তির দ্বারা আমার নিজের দৌরাত্ম্যেরই পরিচয় হইয়াছে। তাহাতেই এত হতমানিনী হইয়াছি। এস্থলে মহামুনি বেদব্যাস রাধিকার দৌরাত্ম্য কেবল বাক্যের উপরই নিবদ্ধ করিয়াছেন; কারণ তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় তাদৃশ ছিল না। কারণ দৌরাত্ম্যশব্দের প্রকৃত অর্থের প্রতি দৃষ্টি করিলে বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ হইতে যাহাদের আত্মা অনেক দূরে থাকে, বা যাহাদের আত্মা হইতে শ্রীকৃষ্ণ অনেক দূরে অবস্থিতি করেন, তাহাকেই দূরাত্মা নামে অভিহিত করা যায়; এবং তাদৃশ জীবেরই দৌরাত্ম্য বলিয়া ব্যক্ত করা যায়। কিন্তু শ্রীরাধিকার সেরূপ দৌরাত্ম্য কখনই সম্ভব নহে; তিনি পতির প্রেমপ্রাপ্তা হইয়া পতিকে যে কোন অনুরোধ করুন না, তাহাতে তাঁহার আনুসঙ্গিক প্রেমরসেরই উদ্ভাসন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতএব অনুকূল নায়ক সম্ভুক্ত নায়িকার চিন্তানুকরণ না করিয়া, তাদৃশ বিষম দুরবস্থায় নিক্ষেপ করা বরং নায়কেরই দৌরাত্ম্যের পরিচয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাদৃশ রসিকচূড়ামণি মহাপ্রেমিক দয়ার সাগর শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা এরূপ আচরণ কি প্রকারে ঘটিল? এইরূপ চিন্তা করিয়া গোপিকাগণ সকলেই নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥ ৩৪ ॥

ততো বিশন্ বনং চন্দ্রজ্যোৎস্না যাবদ্বিভাব্যতে।
তমঃপ্রবিষ্টমালক্ষ্য ততো নিবব্রুতুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ।

ততঃ যাবৎ চন্দ্রজ্যোৎস্না বিভাব্যতে প্রকাশ্যতে (তাবৎ তয়া সহ গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণার্থং) বনং অবিশন্ ততঃ অগ্রে তমঃপ্রবিষ্টং (ঘনতরুচ্ছায়াকৃতেন তমসা প্রবিষ্টং ব্যাপ্তং) বনং আলক্ষ্য (হরেরন্বেষণাৎ) স্ত্রিয়ঃ নিবব্রুতুঃ নিবৃত্তাঃ জাতাঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরস্বামী

ততস্তয়াপি সহিতাঃ শ্রীকৃষ্ণান্বেষণায় বনমবিশন্। ততো হরেরন্বেষণান্নিবৃত্তাঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ততশ্চ বৈয়গ্র্যেণ সখীদত্তহস্তাবলম্বনয়া তয়া সহৈব তাস্তমন্বেষয়ামাসুরিত্যাহ ততঃ ইতি। চন্দ্রজ্যোৎস্না যাবদ্বিভাব্যতে লক্ষ্যতে ইতি। পূর্ণিমারজন্যামপি নিবিড়বৃক্ষচ্ছায়াবশাদেব তমঃ। যদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে। প্রবিষ্টো গহনং কৃষ্ণঃ পদমত্র ন লক্ষ্যতে। নিবর্ত্তধ্বং শশাঙ্কস্য নৈতদ্দীধিতিগোচর ইতি। বস্তুতস্তু হংহো খেদসিন্ধুনিমগ্নাঃ সখ্যো ঘনশ্যামতমেঽস্মিংস্তমসি ঘনশ্যামবপুষং তমস্মদবলোকনশঙ্কয়ৈব প্রলীনীভূয় স্থিতং মা সঙ্কোচয়ত যত্র যত্র যূয়ং যাস্যথ ততস্ততোঽহমেব স পলায়িষ্যত ইত্যলমতিসুকুমারশরীরস্য তস্য শ্রমোৎপাদনব্যবসায়েনেতি বিমৃশ্যৈব নিবব্রুতুরিতি ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর বনের যতদূর পর্য্যন্ত চন্দ্রকিরণে আলোকিত ছিল, ততদূর পর্য্যন্ত প্রবেশ পূর্ব্বক গোবিন্দের অন্বেষণ করিলেন; পরে ঘনীভূত পাদপশ্রেণীর আবরণে ঘোর অন্ধকার নিরীক্ষণ করিয়া, সকলেই নিবৃত্তা হইলেন ॥ ৩৫ ॥

আভাষ।

অনন্তর সখীগণ সকলে হস্তধারণে শ্রীরাধিকাকে উত্তোলন করিলেন এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ক্রমশ তাঁহারা বনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু নিবিড় বৃক্ষচ্ছায়ায় অন্ধকারময় স্থানে আর প্রবেশ করিতে পারিলেন না। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে যে, গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণের আশায় যতই বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন ততই চন্দ্রকিরণ বিলুপ্ত হইতে লাগিল এবং শ্রীকৃষ্ণের পাদচিহ্নও তাঁহাদের আর নয়নগোচর হইল না। তাঁহারা ভাবিলেন, পাছে আমাদিগকে দেখা দিতে হয়, এই ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ ক্রমশ দূর বনে গমন করিতেছেন এবং তাঁহার শ্যামকলেবর শ্যামল বিটপ-শাখায় অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে; সেই জন্যই আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না। অতএব দেখ! তিনি যখন কোন মতে দেখা দিবেন না, তখন আর তাঁহাকে বৃথা পথশ্রম করান উচিত নহে। আমরা নিবৃত্ত হইলেই তিনি সুস্থ ভাবে এই বনের কোন নিকটবর্ত্তী স্থানে শ্রান্তিসুখ অনুভব করিবেন ॥ ৩৪ ॥

তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ।
তদ্গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ।

কিঞ্চ তন্মনস্কাঃ (তস্মিন্ কৃষ্ণে এব মনো যাসাং তাঃ) তদালাপাঃ (তস্যৈব আলাপো ভাষণঃ যাসাং তাঃ) তদ্বিচেষ্টাঃ (তস্যৈব বিবিধাঃ চেষ্টাঃ যাসাং তাঃ) তদাত্মিকাঃ (স এব আত্মা যাসাং তাঃ) স্ত্রিয়ঃ তদ্গুণান্ (তস্য গুণান্ ভক্তবাৎসল্যাদীন্ গায়ন্ত্যঃ আত্মাগারাণি (আত্মানং দেহং আগারং গৃহং) নং সস্মরুঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

এবং তমপ্রাপ্তা অপি স্বগৃহানেব স্মৃতবত্যঃ। তদাত্মিকাঃ স এব আত্মা যাসাং তাঃ তন্ময্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তন্মনস্কত্বেনৈব পূর্ব্ববদুন্মাদস্য মান্দ্যে তদালাপাঃ। দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বত্থেতিবত্তন্মালবত্যঃ। উন্মাদস্য মধ্যত্বে তদ্বিচেষ্টা কৃষ্ণায়ন্ত্যাপিবংস্তনমিতিবৎ তচ্চেষ্টামনুকৃতবত্যঃ। উন্মাদস্য প্রৌঢ়ত্বে তদাত্মিকাঃ কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিমিতিবদাত্মবিস্মৃতৌ তন্ময়ীভূতাঃ। পূর্ব্বসংস্কারবশাদেব গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেবেতিবৎ তদ্গুণানিতি ॥ ৩৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণে মন প্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক গোপিকাগণ তাঁহার মধুর কথোপকথন ও লীলার অনুকরণে তন্ময়প্রাণ হইয়া তাঁহার ভক্তবাৎসল্যাদি বিবিধ গুণগানে স্বামি, পুত্র, দেহ ও গেহ সমস্তই বিস্মৃতা হইলেন ॥ ৩৬ ॥

আভাস।

কৃষ্ণপ্রাণা প্রমদাগণ কৃষ্ণচিন্তায় সতত ব্যাকুল ও উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়াছিলেন; তাঁহাদের উন্মাদভাবের কথঞ্চিৎ সাম্য হইলে, তাঁহারা লতাপাদপাদির সন্নিধানে কৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করেন; পরে মধ্যদশান্তে পরস্পরকে কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া তাঁহার লীলার অনুকরণ করিয়াছিলেন। অনন্তর যখন কৃষ্ণভাব হৃদয়ে প্রগাঢ়ভাবে নিরুদ্ধ হইল, তখন তদীয় ভাবে তন্ময়ত্ব লাভে আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া আপনাকে পর্য্যন্ত কৃষ্ণরূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কেবল পূর্ব্বসংস্কারবশে সে অবস্থাতেও উচ্চকণ্ঠে ভগবল্লীলা গান করিয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর গোপিকাগণ শ্যামল তরুরাজির অন্তরে সেই শ্যামসুন্দরকে অন্বেষণ করত কোনমতে সন্ধান না পাইয়া মনে মনে ভাবিলেন এবং পরস্পরে বলিলেন, সখি রে! আমরা যতই তাঁহাকে অন্বেষণার্থ অগ্রসর হইতেছি, সেই মদনমোহন ততই প্রচ্ছন্ন ভাবে পলায়ন করিতেছেন। অতএব আমাদের অন্বেষণে কেবল তাঁহাকে বৃথায় পলায়নের পরিশ্রম দেওয়া হয় মাত্র। দেখ! তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত আমাদের ইচ্ছায় তিনি কখন দেখা দিবেন না। তাঁহার সেই ইচ্ছাও তাঁহার কারুণ্যের উপরই নির্ভর করে এবং তাঁহার করুণা তাঁহার গুণগ্রাম

পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ !
সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ ॥ ৩৭ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়ায়াং শ্রীভগবদন্বেষণং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥*॥৩০॥*॥

অন্বয়ঃ।

সমবেতাঃ সংমিলিতাঃ (সর্ব্বাঃ এব গোপ্যঃ যত্র পূর্ব্বং কৃষ্ণেন সঙ্গতাঃ তদেব) কালিন্দ্যাঃ পুলিনং পুনঃ আগত্য কৃষ্ণভাবনাঃ কৃষ্ণধ্যানপরাঃ যতঃ তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ (তস্য আগমনং কাঙ্ক্ষিতং যাসাং তাঃ সত্যঃ) কৃষ্ণং এব জগুঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি দশমে শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃতান্বয়ে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কিঞ্চ পূর্ব্বং যত্র শ্রীকৃষ্ণেন সঙ্গতিরাসীত্তদেব কালিন্দ্যাঃ পুলিনমাগত্য কৃষ্ণং ভাবয়ন্তি ধারয়ন্তীতি তথা তাঃ কৃষ্ণস্যাগমনে কাঙ্ক্ষিতং যাসাং তাঃ মিলিতাঃ সত্যঃ কৃষ্ণমেব জগুরিতি ॥ ৩৭ ॥

॥ * ॥ ইতি দশমে ত্রিংশঃ ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হন্ত হন্ত যত্র যত্র তদন্বেষণার্থং যাম স্ততস্ততঃ স পলায়িষ্যতে তস্মাদনপর্য্যটনকষ্টং কিং তস্যোৎপাদয়িষ্যাম স্তদিচ্ছাং বিনা স ন লভ্যো। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য ইতি শ্রুতিং প্রামাণীকুর্ব্বত্য ইব তদ্দর্শনে তৎকারুণ্যমেব হেতুস্তৎকারুণ্যে চ তৎসঙ্কীর্ত্তনমেব হেতুরিতি সিদ্ধান্তং প্রকাশয়ন্ত্য ইব পূর্ব্বং যত্র তেন সঙ্গতিরাসীত্তদেব স্থানমাজগ্মুস্তমেব জগুরিত্যাহ পুনরিতি ॥ ৩৭ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং ॥
ত্রিংশোঽধ্যায়োঽত্র দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

অনন্তর সেই সমবেত নারীগণ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে তাঁহাদের সঙ্গে যে স্থানে প্রথমে মিলিত হইয়াছিলেন, সেই কালিন্দীতটে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণাগমন প্রতীক্ষায় মনে মনে তাঁহাকে চিন্তা করত তদ্বিষয়ক গান করিতে লাগিলেন ॥৩৭॥ ইতি দশমে শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃতানুবাদে ত্রিংশাধ্যায় ॥

আভাস।

সংকীর্ত্তন ব্যতীত জীবের অদৃষ্টে ঘটে না। অতএব আর বৃথা পণ্ডশ্রম না করিয়া, যে স্থানে আমরা প্রথম তাঁহার দর্শন পাইয়াছি, সেই স্থানে গমন পূর্ব্বক তাঁহারই লীলাগুণ গান করি। এই বলিয়া গোপিকাগণ যমুনাপুলিনে যাত্রা করিলেন ॥ ৩ ॥

ইতি দশমে শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃতাভাসে ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

গোপিকা ঊচুঃ ॥

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।

অন্বয়ঃ।

গোপিকাঃ ঊচুঃ। হে দয়িত! তে তব জন্মনা (নিমিত্তেন) ব্রজঃ (বৈকুণ্ঠাদিলোকাৎ অপি) অধিকং (যথা তথা) জয়তি উৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। হি যস্মাৎ (তব জন্মারভ্য) ইন্দিরা

শ্রীধরস্বামী।

একত্রিংশে নিরাশাস্তাঃ পুনঃ পুলিনমাগতাঃ।
কৃষ্ণমেবানুগায়ন্ত্যঃ প্রার্থয়ন্তে তদাগমং ॥ * ॥

জয়তীতি। হে দয়িত তে জন্মনা ব্রজঃ অধিকং যথা স্যাত্তথা জয়তি উৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। হি যস্মাত্তমত্র জাতঃ। তস্মাদিন্দিরা লক্ষ্মীরত্র শ্রয়তে ব্রজমেব অলঙ্কৃত্য বর্ত্ততে। এবং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

একত্রিংশে প্রেমমধুস্বরতালাদিসৌরভা।
গোপীগীতানুজশ্রেণী কৃষ্ণাল্যাকর্ষিণী বভৌ ॥
সনাতনেভ্যঃ স্বামিভ্যঃ শ্রীগুরুভ্যো নমো নমঃ।
যদুচ্ছিষ্টৈকজীবাতশ্চেষ্টে সম্প্রতি শং প্রতি ॥

পূর্ব্বং জগুরিত্যুক্তং তদেব কিমিত্যত আহ গোপা ঊচুরিতি ॥ * ॥

হে দয়িত তে জন্মনা ব্রজো জয়তি সমৃদ্ধিবিশেষানুক্ত্যা সর্ব্বেভ্য এব লোকেভ্য উৎকর্ষেণ বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। বৈকুণ্ঠলোকোঽয়ীদৃশ ইতি তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ। অধিকং যথা স্যাত্তথেতি বৈকুণ্ঠঃ সর্ব্বোৎকৃষ্ট এব। ব্রজস্তু সর্ব্বোৎকৃষ্টতম ইত্যর্থঃ। তল্লিঙ্গান্তরমপ্যাহুঃ। ইন্দিরা মহালক্ষ্মীঃ শশ্বৎ শ্রয়তে সেব্যতে। শ্রিঞ্ সেবায়াং। বৈকুণ্ঠে তু সা এব সেব্যতে ইত্যতো বৈকুণ্ঠাদপি ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিপূর্ণ ইতি ভাবঃ। এবং তদ্ধেতুকমহাসুখপরিপূর্ণে

গোপীগণ বলিলেন, হে প্রাণৈকবল্লভ! আপনার জন্মেতেই এই ব্রজভূমি বৈকুণ্ঠাদি লোকের অপেক্ষা সমধিক উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতীত হইতেছে; কারণ আপনার জন্ম হইতেই সর্ব্ব-সম্পৎস্বরূপা স্বয়ং লক্ষ্মী ব্রজমণ্ডলকে অলঙ্কৃত করিয়া নিত্য অবিচলিত ভাবে বিরাজ করিতেছেন। হে গোবিন্দ! সর্ব্বত্র

আভাস।

একত্রিংশ অধ্যায়ে নিরাশা গোপীগণ যমুনার পুলিনে সমবেত হইয়া কৃষ্ণগুণ গান করত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছেন ॥

এই শ্লোকে ব্রজাঙ্গনাগণ কথঞ্চিৎ শ্লেষ-কথনে ভগবানকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, হে জনার্দ্দন! আপনি যে সর্ব্বানন্দপ্রদ তাহা আপনার জন্ম হইতেই বিশেষ উপলব্ধ করা হইয়াছে। কারণ আপনার জন্ম হইতে এই ব্রজধাম বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী

দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকাস্ত্বয়ি ধৃতাসব স্ত্বাং বিচিন্বতে ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।

লক্ষ্মীঃ অত্র ব্রজে শশ্বৎ নিত্যমেব শ্রয়তে ব্রজমলংকৃত্য বর্ত্ততে। (অধুনা তু) ত্বয়ি ধৃতাসবঃ (ধৃতাঃ অসবঃ প্রাণাঃ যৈঃ তে) তাবকাঃ ত্বদীয়াঃ গোপীজনাঃ ত্বাং দিক্ষু বিচিন্বতে মৃগয়ন্তে, অতঃ ত্বয়া দৃশ্যতাং অস্মাকং প্রত্যক্ষীভূয়তাং ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ব্রজে সর্ব্বস্মিন্ মোদমানে তত্রতু তাবকাস্ত্বদীয়া গোপীজনা ত্বয়ি ত্বদর্থমেব কথঞ্চিদ্ ধৃতাসবঃ ধৃতাঃ অসবো যৈস্তে ত্বাং বিচিন্বতে মৃগয়ন্তে অতস্ত্বয়া দৃশ্যতাং প্রত্যক্ষীভূয়তামিতি। যদ্বা অস্মাভির্ভবান্ দৃশ্যতামিতি। যদ্বা এবং ত্বয়া দৃশ্যতামেতে বিচিন্বত ইতি ॥ ১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ব্রজে ত্বৎপ্রেয়স্যো বয়মেব সর্ব্বলোকাদৃষ্টশ্রুতচরপরমাসহ্যদুঃখং যদনুভবাম তস্মাত্রাণং ত্বাং ন প্রার্থয়ামহে কিন্ত্বেকবারং দৃষ্ট্বা স্বনয়নে সফলয়েত্যাহুঃ। অত্র বৃন্দাবনে। হি নিশ্চিতমেব। দৃশ্যতাং কিং দ্রষ্টব্যং ভাবকা জনাস্ত্বাং বিচিন্বতে ইতি কথমেতাবৎ সন্তাপবত্যোঽপ্যেতান্ বিপদ্ভস্ত ইতি মা সংশয়িষ্ঠা ইত্যাহুঃ। ত্বয়ি ধৃতা অর্পিতাঃ অসবো যৈস্তেষাং বোন্মাদিতৈস্তে যদ্যস্মাকমসব অস্মাস্বেবাস্থাস্যংস্তদা তেষু বিরহানলদগ্ধেষু সৎসু বয়মেতাবৎক্ষণে মৃত্বা সুখিন্য এবাভবিষ্যামেতি। ত্বয়ি তু স্বনাথে মহাসুখিনি তে সুখমেব বর্ত্তন্তে ইতি কথমস্মাং সুখে সতি দেহা বিপদ্ভস্তামিতাতস্তবাস্মদ্দুঃখদর্শনাত্মকং সুখং শাশ্বতিকমেবেতি ভাবঃ। অত্র শ্লোকে প্রতিপাদং দ্বিতীয়াক্ষরস্যৈক্যং তথা প্রথমাক্ষরসপ্তমাক্ষরয়োশ্চ। এবমন্যেষ্বপি শ্লোকেষু প্রায়ঃ ক্বচিৎ ক্বচিদস্তি তচ্চ মুক্তাফলটীকাকারৈর্বিবৃতং ॥ ১ ॥

আনন্দে পরিপূর্ণ রাখিয়া কেবল আমাদের ভাগ্যেই কি দুঃখ লিখিয়াছ! তোমার আশালতা অবলম্বনে আমরা এখনও জীবিত আছি। আমরা কেবল তোমারই গোপী হইয়া ইতস্ততঃ তোমাকেই অন্বেষণ করিতেছি! দর্শনদানে আমাদিগকে কৃতার্থ কর! ॥ ১ ॥

অনুবাদ।

হইয়াছে। বৈকুণ্ঠে স্বরূপশক্তি লক্ষ্মীকে সকলে পূজা করে, কিন্তু ব্রজধামে তিনি যত্ন পূর্ব্বক ব্রজের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতেছেন। ব্রজের সকলেই সুখী! কেবল আমরা তোমাতে প্রাণ সমর্পণ করিয়া, সকল দুঃখের আশ্রয় হইয়াছি। অতএব তোমার প্রেমপ্রার্থিনী হইয়া এই ব্রজধামে বাস করত কোন দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতির জন্য প্রার্থনা করি না। তবে একবার আমাদিগকে দেখিয়া তোমার চক্ষুর সাফল্য কর! আমাদের যেমন কর্ম্ম, তাহার অনুরূপ ফল আমাদের ঘটিয়াছে কি না, তাহা এই বেলা দর্শন করিয়া লও। তন্মধ্যে তোমার প্রেমপ্রার্থিনীগণ কাঙ্গালিনীর ন্যায় বনে বনে তোমাকে অন্বেষণ করিয়া

শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎসরসিজোদরশ্রীমুষা দৃশা।

অন্বয়ঃ।

হে সুরতনাথ! বরদ! শরদুদাশয়ে (শরদি শরৎকালীনে উদাশয়ে সরসি) পুষ্করিণ্যাং সাধুজাতসৎসরসিজোদরশ্রীমুষা (সাধু সমাক্‌জাতং যৎ সৎ সুবিকসিতং সুন্দরং সরসিজং

শ্রীধরস্বামী।

অত্র স্বতন্ত্রাণাং বহ্বীনাং বক্তৃত্বাদপরা আহুরিতি সর্ব্বশ্লোকেষ্ববস্তারণা। তথাপি সঙ্গতিরুচ্যতে। তত্র বিচিন্বন্ত নাম মম কিমিতি চেত্তত্রাহুঃ শরদিতি। শরদুদাশয়ে শরৎকালীনে সরসি সাধুজাতসৎসরসিজোদরশ্রীমুষা সাধুজাতং সম্যগ্‌জাতং যৎ সৎ সরসিজং সুবিকসিতং পদ্মং তস্যোদরে গর্ভে যা শ্রীস্তাং মুষ্ণাতি হরতীতি তথা ত্বয়া

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্থ কিমহং যুষ্মভ্যাং দুঃখং দিৎসামি যদেবং সূচয়থেতি তত্র ত্বমস্মান্ খলু হংস্তে-বেত্যাহুঃ শরদিতি। দৃশৈব সুরতং নাথসি যাচসে অথচ দৃশৈব বরদ অভীষ্টসুখং দদাসি অথচ তয়ৈব দৃশা প্রেমানলপুঞ্জপ্রক্ষেপিণ্যা নিঘ্নতোঽশুল্কদাসিকা অস্মান্ মারয়তস্তব ঈদৃক কিং ন বধঃ? কিং শস্ত্রেণৈব বধো বধঃ দৃশা বধো বধো ন ভবতি অপি তু ভবত্যেব। তস্মাৎ হে বরদ অভীষ্টং দদদেব অভীষ্টমৈহিকং পারত্রিকঞ্চ সুখং দাসি খণ্ডয়সীত্যর্থঃ। কিঞ্চাস্মাসু তে সত্বকেতুর্বর্ত্তি তর্হি স্বধনং পালয় জ্বালয় বা ন দোষঃ। বয়ন্তু ত্বয়া ন শুল্কেন ক্রীতা নাপি পরিণয়েন গৃহীতাঃ কিন্ত্বশুল্কদাসিকা বয়ং স্বয়মেব মৌঢ্যেনাভূমেত্যর্থঃ। তত্র তস্য

হে সর্ব্বফলদাতা সর্ব্বসম্ভোগপ্রদ কেশব! শরৎকালীন স্বচ্ছ জলে যে সুবিমল জলরুহ জন্মে, তাহার গর্ভস্থ শোভাকে যেন হরণ করিয়াই তোমার আভাস।

বেড়াইতেছে, ইহার অপেক্ষা প্রিয়দৃশ্য তোমার কি হইতে পারে! তবে এতাদৃশী সন্তাপ-বতীগণের ত যথেষ্টই দুঃখ দিয়াছ। আবার কিসে বিপন্ন করিয়াছ? বলিয়া সন্দেহ করিও না! কারণ যে সকল তোমার সহচরের দ্বারা আমাদের প্রাণ তোমাতে সমর্পিত করাইয়াছ, তাহাদের দ্বারা আমাদের স্ব স্ব প্রাণকে যদি স্ব স্ব দেহে স্থাপিত রাখিতে, তাহা হইলে তোমার বিরহানলে ভস্মীভূত হইয়া এতক্ষণে চিরশান্তি উপভোগ করিতে পারিতাম। কিন্তু কি করিব! প্রাণকে তোমার পরম রমণীয় সুখস্বরূপে নিমগ্ন রাখিয়াছ এবং দেহকে ভস্মীভূত করিতেছ। ভাল! এই যদি তোমার সুখের কারণ হয়, তবে একবার তোমার মুখকমল নিরীক্ষণ করাইয়া আমাদের জন্মের সাধ মিটাইয়া দাও! ॥ ১ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমিই আমাদের দুঃখের কারণ; তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাদিগকে এতাদৃশ দুঃখসাগরে নিপাতিত করিয়াছ। তুমি যে অপাঙ্গমোক্ষণে সুরতপ্রার্থনা পূর্ব্বক অভীষ্ট ফল প্রদান করিতেছ, তাহাতেই আবার পুঞ্জ পুঞ্জ প্রেমানল নিক্ষেপ পূর্ব্বক এই দাসী-গণের জীবন বধ করিতেছ। আচ্ছা, বলুন দেখি! সামান্য অস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত

সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।

কমল তস্য উদরে যা শ্রীঃ শোভা তাং মুষ্ণন্তি হরন্তি তিরস্করোতি যা তয়া) দৃশা নেত্রেণ অশুল্কদাসিকাঃ অমূল্যদাসীঃ নঃ নিঘ্নতঃ প্রাণাপহারেণ মারয়ন্তঃ তে তব (ত্বয়া ক্রিয়মাণং) ইহ লোকে বধঃ কি বধঃ ন ভবতি ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

দৃশা নেত্রেণ। হে সুরতনাথ সম্ভোগপতে বরদ অভীষ্টপ্রদ অশুল্কদাসিকা অমূল্যা দাসী নঃ নিঘ্নতো মারয়তস্তে তব ত্বয়া ক্রিয়মাণঃ ইহ লোকে অয়ং বধো ন ভবতি কিং কিং শস্ত্রেণৈব বধো বধঃ কিং দৃশা বধো বধো ন ভবতি কিন্তু ভবত্যেব। অতস্তব দৃশাঽপহৃতপ্রাণপ্রত্যর্পণায় ত্বয়া দৃশ্যতামিতি যথাসম্ভবং সর্ব্বত্র বাক্যশেষঃ ॥ ২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মোহনোন্মাদনমহাচৌরচক্রস্থিতমেব হেতুং বদন্তো দৃশঃ বিশিংষন্তি শরৎকালসম্বন্ধীয়-উদাশয়ঃ গম্ভীরস্বচ্ছজলপূর্ণস্তড়াগ ইত্যর্থঃ। তত্র সাধুজাতং সাধুসময়প্রদেশপ্রকারতো জাতং সৎ জাত্যাপ্যুত্তমং যৎ সরসিজং বিকসিতপদ্মং তস্যোদরস্থাং শ্রিয়ং শোভাং সম্পত্তিং মুষ্ণন্তি চোরয়ন্তীতি তয়েতি দৃশসৌন্দর্য্যসৌরভ্যশৈত্যসৌকুমার্য্যাণ্যসাধারণান্যুক্তানি যা খলু তাদৃশং জনদুর্গমপ্যুল্লঙ্ঘ্য তাদৃশাভিজাতস্য সজ্জনস্যান্তঃপুরং প্রবিশ্য সম্পত্তিং চোরয়তি সা তব দৃক্‌চৌরিকা কেনাপি মোহনোন্মাদনধূলিপ্রক্ষেপণোন্মাদিতাভিরস্মাভিঃ স্বয়মেব দত্তং সুরতধনং প্রাণাংশ্চ নীত্বা তুভ্যং দদাবতএব পূর্ব্বমুক্তং ত্বয়ি ধৃতাসব ইত্যতো বয়ং ত্বয়া নির্ঘৃণীকৃতা হতা এবেতি পরঃসহস্রস্ত্রীবধপাতকং ত্বয়া গৃহীতমেবেতি ধ্বনিঃ। অতঃ পাপাণ্ডীত্যাপি দর্শনং দেহীত্যনুধ্বনিঃ ॥ ২ ॥

নয়নকমল নিরন্তর শোভিত হইতেছে। হে শ্রীকৃষ্ণ! তাদৃশ নয়নের দৃষ্টি-সংযোগে আমাদের ন্যায় বিনামূল্যে বিক্রিত ললনাজনের প্রাণবধে কি বধেরপাপ বলিয়া তোমার মনে স্পর্শ করে না? ॥ ২ ॥

আভার।

এই নয়নযোগে বধ করাকে কি বধ বলিয়া গণ্য হইবে না? এবং নারীবধের পাপ কি তোমাকে স্পর্শ করিবে না? বিশেষত আমাদের প্রতি তোমার আপনার বলিয়া আধিপত্য চলে না; কারণ আমাদিগকে শুল্কপ্রদানে ক্রয় কর নাই, অথবা উদ্বাহবন্ধনে পরিণয়ও কর নাই যে, তোমার সামগ্রীকে তুমি যথেষ্ট ব্যবহার করিতে পার। তুমি ইচ্ছা করিয়া আমাদিগকে লও নাই! আমরা বিমোহিতা হইয়া বিনামূল্যে তোমার চরণে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক দাসী হইয়াছি। তথাপি এ দোষ আমাদের নহে; ইহা তোমারই দোষ। কারণ যাহারা লোকের মোহ ও উন্মাদভাবের উত্তেজনে সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, তাদৃশ চোরের তুমি দলপতি ও চক্রবর্ত্তীস্থানীয়। শরৎকালীন স্বচ্ছ সরোবরে বিকসিত কমলের অন্তরস্থ

বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্বর্ষমারুতাদ্বৈদ্যুতানলাৎ।

অন্বয়ঃ।

হে ঋষভ! বিষজলাপ্যয়াৎ (বিষজলং কালিয়হ্রদ জলং তস্মাৎ যোঽপ্যয়ঃ তস্মাৎ) ব্যাল রাক্ষসাৎ অঘাসুরাৎ, বর্ষমারুতাৎ (ইন্দ্রকৃতাৎ) বৈদ্যুতানলাৎ বিদ্যুৎপাতজাদগ্নেঃ বৃষ

শ্রীধরস্বামী।

কিঞ্চ বহুভ্যো মৃত্যুভ্যঃ কৃপয়া রক্ষিত্বা কিমিতীদানীং দৃশা মন্মথং প্রেষ্য ঘাতয়সীত্যাহুঃ বিষেতি। হে ঋষভ শ্রেষ্ঠ বিষময়াজ্জলাদ্‌যোঽপ্যয়ো বিনাশ স্তস্মাৎ তথা ব্যালরাক্ষসাৎ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কিঞ্চ জিঘাংসৈব চেৎ তব বর্ত্ততে তদা পূর্ব্বপূর্ব্ববিপদ্ভ্যঃ কিমিতি রক্ষিত্বা বধঃ খল্বনুচিত এবেত্যাহুঃ। বিষময়জ্জলাৎ যোঽপ্যয়স্তস্মাৎ। ব্যালরাক্ষসাদঘাসুরাৎ বর্ষাদিন্দ্রকৃতবৃষ্টেঃ। মারুতাৎ তৃণাবর্ত্তাৎ। বৈদ্যুতানলাদিন্দ্রকর্ত্তৃকবজ্রক্ষেপাৎ। বৃষাদরিষ্টাৎ। ময়াত্মজা-দ্ব্যোমাৎ। বিশ্বতঃ অন্যস্মাদপি সর্ব্বতো ভয়াৎ কালিয়দমনাদিনা হে ঋষভ পুরুষশ্রেষ্ঠ

হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ! কালিয়সর্পের দারুণ বিষাক্ত জল হইতে, অঘাসুরের বিষম আক্রমণ হইতে; পুরন্দরের ব্রজবিনাশি অতুগ্র বাতবর্ষা হইতে, বিদ্যুত-সদৃশ সর্ব্বত্র-ব্যাপী দাবানল হইতে, বৃষাসুর ও ব্যোমাসুরের হস্ত হইতে এবং

আভাস।

সৌন্দর্য্যকান্তি হরণ করিয়া যেমন নিজ কমলায়তন লোচনে নিবিষ্ট করিয়াছ, আবার তাদৃশ নেত্রদ্বয় ভদ্রমহিলার হৃদয়পুরে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করাইয়া চক্ষে ধূলি প্রদান পূর্ব্বক মোহিত করিয়াছ; অবশেষে সর্ব্বস্ব ধন প্রাণ পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করিয়াছ। আমাদের সেই প্রাণ এক্ষণে তোমার নিকট গচ্ছিত আছে। অতএব প্রকৃত প্রস্তাবে তোমার দ্বারাই আমাদের সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে এবং পরিশেষে নিহত হইলাম। তুমি যাহাই, ওজর কর না, এই সহস্র নারীবধের পাপ একা তোমাকেই স্পর্শ করিবে, সন্দেহ নাই। অতএব যদি তাদৃশ পাপে তোমার ভয় থাকে, তবে দর্শন দাও; ইহাই গোপীগণের বলিবার অভিপ্রায়॥ ২॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! যদি আমাদিগকে বধ করিবারই বাসনা ছিল, তাহা হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব আকস্মিক বিপদ্ হইতে আমাদিগকে কেন রক্ষা করিলে? যখন তাদৃশ ইন্দ্রকোপোত্থ প্রাণশঙ্কট বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিয়াছ, তখন এক্ষণে নিজ হস্তে আমাদের জীবন নষ্ট করা তোমার কোন মতে সঙ্গত নহে। কালিয়কে দমন করিয়া তুমি যে আত্মত্রাণ করিয়াছ, তাহাতেই আমাদের জীবনরক্ষা হইয়াছে। দেখ! পূর্ব্বে এক একটী বিপদ এক এক বারে উপস্থিত হইয়াছিল এবং তুমি একে একে সকলগুলিকেই প্রশমিত করিয়াছ; এক্ষণে মদনের পঞ্চসায়ক একত্র উপস্থিত হইয়া আমাদের প্রাণবধে কৃতসংকল্প হইয়াছে;

বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়াদৃষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।

ময়াত্মজাৎ (বৃষঃ অরিষ্টঃ তস্মাৎ, ময়াত্মজাৎ ব্যোমাসুরাৎ) বিশ্বতঃ অন্যস্মাৎ, অপি ভয়াৎ হে ত্বয়া বয়ং মুহুঃ পুনঃ পুনঃ রক্ষিতাঃ স্ম (কিমিদানীমুপেক্ষসে ইতি) ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অঘাসুরাৎ বর্ষাৎ মারুতাচ্চ বৈদ্যুতানলাৎ অশনিপাতাৎ বৃষোঽরিষ্টস্তস্মাৎ ময়াত্মজাৎ ব্যোমাৎ বিশ্বতঃ অন্যস্মাদপি সর্ব্বতোভয়াচ্চ কালিয়দমনাদিনা রক্ষিতাঃ কিমিদানীমুপেক্ষস ইতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্বরক্ষণাদেব ত্বদেকপ্রাণা বয়ং রক্ষিতাঃ। বর্ষাদিভ্যস্তু সর্ব্বব্রজরক্ষণাদেক তদন্তঃপাতিন্যো বয়মপি রক্ষিতাঃ। অতএব রক্ষকে ত্বয়ি বিশ্বস্য পঞ্চশরজ্বালোপশমার্থং বয়মাগতাঃ ত্বয়াতু ততোঽপি কোটিগুণিতয়া স্ববিরহানলজ্বালয়া দগ্ধব্যামহে ইতি বিশ্বস্তঘাতাদপি ত্বং ন বিভেষীতি ভাবঃ। অতঃ অরিষ্টব্যোমবধস্য ভাবিত্বেঽপি গর্গভাগুর্য্যাদিমুখতঃ কৃষ্ণজন্মপত্র্যাং শ্রবণস্য ভূতত্বেনৈব ভূতনির্দ্দেশঃ ॥ ৩ ॥

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অগণ্য বিপদ্‌জাল হইতে কেবল আপনা কর্ত্তৃকই আমরা বারংবার রক্ষিত হইয়াছি; তবে এক্ষণে উপস্থিত বিপদ্ হইতে উদ্ধার না করিয়া উদাসীনের ন্যায়, আমাদিগকে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? ৩ ॥

আভাস।

আমরা সেই ভয়ে ভীত হইয়া তোমার স্মরণ লইয়াছি; এক্ষণে তাহার উপশমন করা দূরে থাকুক্, তুমি যদি তদপেক্ষা কোটিগুণ অধিক নিজ বিরহানল প্রজ্বলিত করিয়া আমাদিগকে দগ্ধ কর, তাহা হইলে বিশ্বাসঘাতী বলিয়া তুমি কি অপরাধী হইবে না? এখানে ভাবী অরিষ্ট ও ব্যোমাসুরের উদ্বেগের কথা উত্তোলন করিয়াছেন, সে কেবল শ্রীকৃষ্ণের জন্মপত্রিকা অনুসারে গর্গাদিমুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তদনুসারেই উল্লেখ করা মাত্র ॥ ৩ ॥

এক্ষণে পাছে শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে, অহো মূর্খা অপরিণামদর্শিনী গোপাঙ্গনাগণ! আমি সর্ব্বানন্দপ্রদ নন্দরাজের নন্দন! আমাকে তোমরা যখন স্ত্রীবধপাতকী ও বিশ্বাসঘাতী বলিয়াই নির্ণয় করিয়াছ, তখন আমি এ স্থান হইতে এমন নির্জ্জন স্থানে নিভৃত ভাবে অবস্থান করিব যে, এজন্মের মত একবারও আমার দর্শন আর পাইবে না। এই মর্ম্ম-বিদারক ভীষণ উক্তির অনুমান করিয়া, গোপ-বালিকাগণ অনুতপ্তা হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার অভিপ্রায়ে পুনরায় সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে হৃদয়-স্বামিন্! আমাদের প্রতি বৃথা দোষারোপ করিও না। তুমি লোকদৃষ্টিতে যশোদা-নন্দনরূপে প্রতীত হইলেও, প্রকৃতার্থে

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবানখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।

অন্বয়ঃ।

হে সখে; ভবান্ খলু গোপিকানন্দনঃ যশোদাসুতঃ ন (ভবতি) কিন্তু অখিলদেহিনাং সর্ব্বপ্রাণিনাং অন্তরাত্মদৃক্, (অন্তরাত্মা অন্তঃকরণং তং পশ্যতীতি) বিধনসা ব্রাহ্মণা, অর্থিতঃ

শ্রীধরস্বামী।

অপিচ বিশ্বপালনায়াবতীর্ণস্য তব ভক্তোপেক্ষা অত্যন্তমনুচিতেত্যাশয়েনাহুঃ ন খলিতি। হে সখে ভবান্ খলু নিশ্চিতং যশোদাসুতো ন ভবতি কিন্তু সর্ব্বপ্রাণিনাং বুদ্ধিসাক্ষী। নন্থ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অয়ি শশ্বদসমীক্ষ্যভাষিণ্যো গোপাল্য স্তিষ্ঠত সর্ব্বানন্দকন্দো নন্দনন্দনোঽহং স্ত্রীবধপাতকী বিশ্বস্তঘাতী চ যুষ্মাভি র্নির্দ্ধারিতঃ তদিতো নিঃসৃত্য রহসি ক্বচিদেবং স্থাস্যামি যথা জন্মমধ্যে সকৃদপি মদ্দর্শনং ন প্রাপ্স্যসীতি ভদীয়ভীষণোক্তিমাশঙ্ক্যানুতপ্তা স্তং প্রসাদয়িতুং স্তবন্তি নেন্তি। ভবান্ গোপিকানন্দনঃ খলু ন ভবতি কিন্তুখিলদেহিনামন্তরাত্মা অন্তঃকরণপ্রেরকঃ দৃগ্‌দ্রষ্টা চেত্যন্তর্যামী ভবতীতি ভগুরিগার্গিপৌর্ণমাস্যাদিমুখাশ্রৌম ইত্যতো যথাস্মান্ প্রেরয়সি তথা ক্রমহে ইত্যতো মা কুপ্য প্রসীদ। স্বদাবির্ভাবকারণং চ শ্রুতমিত্যাহুঃ বিধনসা ব্রহ্মণা বিশ্বপালনায় প্রার্থিতঃ সন্ সাম্প্রতং যদূনাং কুলে উদেষ্যিবান্ শ্রীযশোদা-গর্ভোদয়শৈলাদাবির্ভূতঃ। নন্বেবঞ্চেজ্জানীধ্বে তৎ কিমিতি রুক্ষং ব্রূধ্বে তত্রাহুঃ হে সখে। ইতি ত্বয়ৈব সখ্যরসাসিন্ধৌ বয়ং নিমজ্জতা ইতি পরামৃশ্য বিশ্বং পালয়ন্ বিশ্বমধ্যবর্ত্তিনী রস্মানপি পালয় কৃপয়েবেতি ভাবঃ। যদ্বা স্বপ্রেয়সীনামেবং দুঃখং দ্রষ্টুং নৃদেবতির্য্যগাদিষু মধ্যে কোঽপি ন সমর্থঃ। যথা ত্বং দুঃখং পশ্যন্নপি সুখমাস্মে তস্মাদেবং বিতর্কয়াম ইত্যাহুঃ।

হে হৃদয়সখা! আপনি যে কেবল যশোদানন্দন বলিয়া জগতে পরিজ্ঞাত, তাহা নহেন; আপনি প্রাণিমাত্রেরই প্রাণরমণ হৃদয়াধিষ্ঠাতা!

আভাস।

তুমিই সকল জীবের অন্তরাত্মা; ইহাই আমরা ভাগুরী গার্গী ও পৌর্ণমাসী প্রভৃতির মুখে শ্রুত আছি। হে অন্তর্যামি! অন্তরের সকল কথাই ত তুমি পরিজ্ঞাত আছ। হে বিশ্ববিধাতঃ! সামান্য মানবের ন্যায় ত তোমার জন্ম নহে। জীবের জন্ম কর্ম্মানুরোধে ভোগের জন্য; তোমার জন্ম ব্রহ্মার অনুরোধে বিশ্বপালনের জন্য। ভক্তশ্রেষ্ঠ যদুকুলে শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের উদয়ে সকল তাপ দূরে যাইবে, জগৎ সুধারসে প্লাবিত হইবে; শোক, তাপ ও মর্ম্ম-বেদনা কিছুই আর অনুভূত হইবে না; তবে বল দেখি, হে দয়াময়! এই বিরহিণীগণের মর্ম্মব্যথা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়া এই দুঃখসাগর কেন প্রশস্ত হইতেছে? আমরা তোমার সখ্যরসের সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছি, এক্ষণে পুনরায় তীরে নিক্ষেপ করা বা আত্মসাৎ করা, সকলই তোমার আয়ত্ত। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তোমার সৃষ্ট দেহ

বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।

প্রার্থিতঃ সন্ (বিশ্বগুপ্তয়ে বিশ্বস্য গুপ্তয়ে পালনায়) সাত্বতাং যাদবানাং কুলে উদেয়িবান্ (স্বেচ্ছয়া ত্বং অবতীর্ণোঽসি) ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামী

স কিং দৃশ্যো ভবতি তত্রাহুঃ বিখনসা ব্রহ্মণা বিশ্বপালনায় প্রার্থিতঃ সন্ সাত্বতাং কুলে উদেয়িবান্ উদিত ইতি ॥ ৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নেতি গোপিকায়াঃ শ্রীযশোদায়াঃ পরদুঃখলবেঽপি দ্রুতচিত্তায়া স্তস্যাঃ কুক্ষৌ ত্বং ন জাতোঽসি। তৎ কুক্ষেরেকস্যাপি লক্ষণস্য ত্বয্যনুপলম্ভাদিতি ভাবঃ। তর্হি কোঽহং ত্বং সর্ব্বপ্রাণিনামন্তর্যামীতি বিতর্কতে। স এব জীবানাং দুঃখং পশ্যন্নপি তদন্তঃ সুখং বসতি। উদাসীনশিরোমণে স্তবাত্রাবির্ভাবেঽপি কারণং ন জানীম ইত্যাহুঃ বিখনসা ব্রাহ্মণা স্বসৃষ্টিবৃদ্ধিমভীপ্সুনা বিশ্বগুপ্তয়ে বিশ্বস্মিন্ জগত্যত্র গুপ্তয়ে ত্বং প্রার্থিতঃ ত্বদ্ভক্ত্যা জীবা মুচ্যন্ত ইত্যত স্তথা ত্বমবতীর্য্য গুপ্তস্তিষ্ঠ যথা কেঽপি ত্বামীশ্বরং ন মন্যন্তে। তদা চ তবেশ্বরত্বমমন্যমানানামীশ্বরানুবর্ত্তিনামপি জরাসন্ধাদিবদসুরত্বমেব ভবিষ্যতি ততএব মে সৃষ্টিবৃদ্ধির্ভবিত্রীতি ব্রহ্মবাঞ্ছিতসিদ্ধ্যর্থং পরদার-পরদ্রব্যচৌর্য্য-মাৎসর্য্য-হিংসা-দম্ভাদিকং স্বপ্রতিকূলং ধর্ম্মং স্বগোপনার্থমঙ্গীকরিষ্যন্ দুস্ত্যজং স্বধর্ম্মমৌদাসীন্যঞ্চাজহদেব সাত্বতাং কুলে উদেয়িবান্। সখে ইতি পরদারগ্রহণাদেবাস্মাকং সখাপ্যভূরিতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

কেবল কমলযোনির প্রার্থনায় মাত্র বিশ্ব-সংসারের পালনার্থ ইচ্ছাধীন বিগ্রহ পরিগ্রহে যাদবকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৪ ॥

আভাস।

মনুষ্যাদি কোন জঙ্গম জগতে স্বপ্রেয়সীর এরূপ লাঞ্ছনাত কৈ কেহ কখন করে নাই। অতএব তুমি যদি তোমার প্রেয়সীগণের দুঃখে সুখজ্ঞান করিতে পার, তবে বল দেখি! রসিকশেখর! তাহাদের কি তোমার প্রতি দুইটী রুক্ষ বাক্য প্রয়োগেরও অধিকার নাই? তুমি যে নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ, তাহার ত কোন লক্ষণই দৃষ্ট হয় না। অন্যের সামান্য দুঃখ দেখিলেই যশোদা প্রাণপনে তাহার বিমোচনার্থ যত্ন করেন; যশোদার সে গুণের কণামাত্রও তোমাতে লক্ষিত হয় না। যদি বল, ব্রহ্মার প্রার্থনায় জগতের মঙ্গলবিধানার্থ ও প্রজাবৃদ্ধির জন্যই তোমার জন্ম, তাহারও ত কোন প্রমাণ দেখি না! কারণ যখন এই কিশোর বয়সেই কোটি কোটি নারীর প্রাণবধে তুমি কৃত-সংকল্প, তখন না জানি, যুবাবয়সে কি বিপ্লবই না ঘটাইবে। প্রজাবৃদ্ধির পরিচয় ত যথেষ্টই পাইলাম। তবে দুষ্ট জরাসন্ধাদি দুর্বৃত্তগণের পরদার, পরদ্রব্য হরণ, মাৎসর্য্য ও হিংসাদি বিবিধ দৌরাত্ম্যের নিবারণ করিয়া তুমি শান্তি স্থাপন করিবে, এই যদি ব্রহ্মার

বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধুর্য্য তে চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।

অন্বয়ঃ।

হে বৃষ্ণিধুর্য্য! চরণমীয়ুষাং শরণাগতানাং ভক্তানাং সংসৃতেঃ ভয়াৎ বিরচিতাভয়ং

শ্রীধরস্বামী।

তস্মাৎ তদ্ভক্তানামস্মাকং এতৎ প্রার্থনাচতুষ্টয়ং সম্পাদয়েত্যাহুঃ বিরচিতাভয়মিত্যাদি চতুর্ভিঃ। হে বৃষ্ণিধুর্য্য সংসৃতের্ভয়াৎ তে চরণমীয়ুষাং শরণং প্রাপ্তানাং প্রাণিনাং বিরচিতং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্বু ভোঃ প্রিয়ভাষিণ্যঃ যুষ্মাকং প্রণয়কোপোক্তিপীযুষপানার্থমেবান্তর্হিতঃ তদধুনা লব্ধাভীষ্টোঽস্মি যথেষ্টং বরং বৃণুতেতি তৎপ্রসাদোক্তিং সম্ভাব্য সাশ্বাসং পৃথক্ পৃথগভীষ্টং প্রার্থয়ন্তে বিরচিতেত্যাদি চতুর্ভিঃ হে বৃষ্ণিধুর্য্য নিজকূলকমলপ্রভাকর নঃ শিরসি করসরোরুহং ধেহি অর্পয়। কিমর্থং তত্রাহুঃ। কামদং যস্য শরপ্রহারভয়াৎ ত্বাং প্রপন্নাস্তং কামং দ্যুতি খণ্ডয়তীতি তচ্ছেষভঙ্গ্যা কামং দদদপি। ন চাত্র তস্য শক্তিরিতি

হে বৃষ্ণিকুলতিলক! ভবভয়ে ভীত অতএব আপনার চরণাশ্রিত ভক্তগণকে যে করকমলে অভয় প্রদান করিয়া থাকেন, হে প্রাণকান্ত! সেই

আভাস।

অভিপ্রেত হয়, তাহাও তাঁহার ভ্রম। কারণ তুমি এই বয়সেই সেই সকল দৌরাত্ম্যের মধ্যে কোনটীর ত বাকী রাখ নাই। আমরাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আপনি স্বয়ং-জ্যোতি পরাৎপর পরমাত্মা; অতএব মনুষ্য-লীলাকে গোপন করিবার জন্যই যদি আপনার এই সমস্ত অত্যাচারের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তবে আর আমাদের প্রতি ঐরূপ অত্যাচারের ব্যবহার প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই। কারণ আমরা আপনাকে জানিয়াছি; আর আত্মগোপন করিবেন না। তবে পরদার-গ্রহণ দোষটী পরিত্যাগ করিবেন না; কারণ ঐ দোষেই আমরা অনুগৃহীত ও কৃতার্থ হইয়াছি ॥ ৪ ॥

"অহো প্রিয়বাদিনীগণ! তোমাদের প্রণয়কোপোক্তিরূপ অমৃতপানার্থই আমি এতাবৎ অন্তর্হিত ছিলাম, এক্ষণে মনের সাধ পূর্ণ হইল! সম্প্রতি তোমাদের কি প্রার্থনা আছে বল! আমি তাহার পূরণ করিব"। কৃষ্ণমুখে এইরূপ আশ্বাসপ্রদ উত্তরের কল্পনা করিয়া গোপিকাগণ সকলে পৃথক্ পৃথক্ প্রার্থনা পূর্ব্বক মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, হে বৃষ্ণিকুল-কমল-দিবাকর! আপনার করকমলে কামধ্বংসের অতুল সামর্থ্য আছে। আমরা কামশরে নিতান্তই ব্যথিত হইয়া তোমার শরণাগত হইয়াছি; তুমি আমাদের শিরোপরি হস্তপ্রদানে সেই কামশরকে ব্যর্থ কর। হে দয়াময়! এই সামান্য কার্য্যসাধনে আপনার সামর্থ্য নাই, এরূপ পরিচয় দিবেন না; কারণ তাহা হইলে এই ঘোর সংসারভয়ে ভীত হইয়া মুমুক্ষুগণ যখন আপনার চরণে শরণ লয়, তখন বলুন দেখি,

করসরোরুহং কান্ত কামদং শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহং ॥ ৫ ॥
ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।

অন্বয়ঃ।

(বিরচিতঃ দত্তং অভয়ং যেন তৎ) কামদং মনোরথপূরকং করসরোরুহং তাপনিবর্ত্তকং, তে তব শ্রীকরগ্রহং হে কান্ত! নঃ অস্মাকং শিরসি ধেহি স্থাপয় ॥ ৫ ॥

হে ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর! নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত (নিজজনানাং স্ময়ো গর্ব্ব স্তং ধ্বংসয়-

শ্রীধরস্বামী।

দত্তং অভয়ং যেন তত্তথা হে কান্ত কামদং বরদং তথা শ্রিয়ঃ করং গৃহ্লাতীতি তথা তৎ তব করসরোরুহং নঃ শিরসি ধেহি ॥ ৫ ॥

হে ব্রজজনার্ত্তিহন্ হে বীর নিজজনানাং যঃ স্ময়ো গর্ব্বঃ তস্য ধ্বংসনং নাশকং স্মিতং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যাচ্যং। যতঃ সংসৃতের্ভয়াৎ চরণমীয়ুষাং প্রপন্নানাং জনানাং বিরচিতমভয়ং যেন তৎ। যেন সংসারভয়াদপি রক্ষিতুং শক্যতে তস্য কামভয়াদ্রক্ষণে কঃ খল্বায়াস ইতি ভাবঃ। নন্থ তর্হি বো বক্ষঃসু দধামি তত্রৈব মমাপি হিংসা বর্ত্ততে তত্র নেত্যাহুঃ। শ্রীকরগ্রহমিতি শ্রিয়া লক্ষ্ম্যা করাভ্যাং গ্রহণং তদ্ধারণার্থং যস্য তব বক্ষসি করধিংসায়াং যথা লক্ষ্ম্যা বার্য্যতে তথৈবাস্মাভিরপি তদ্বারণীয়মেবেতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

অপরা আহুঃ। যোষিতাং মধ্যে যে ব্রজজনাস্তেষামার্ত্তিং কন্দর্পশরপ্রহারজনিতাং হন্তীতি তথা তেন দেব্যাদীনামপ্যন্যযোষিতাং তাং ন হরসি। যদ্বক্ষ্যতে ব্যোমযানবনিতাঃ

সর্ব্বতাপ নিবর্ত্তক ও সর্ব্বসাধপূরক আপনার শ্রীকরপল্লব আমাদের মস্তকে অর্পণ কর ॥ ৫ ॥

হে ব্রজজন-দুঃখনাশন বাসুদেব! কেবল হাস্য করিয়াই তোমার নিজ

আভাস।

অবলীলাক্রমে তাঁহাদিগকে কিরূপে উদ্ধার করেন! অতএব এমত সামর্থ্য সত্তে এই সামান্য কামভয় হইতে রক্ষা করা আপনার সম্বন্ধে তত বিচিত্র নহে। যদি বলেন, তাহা হইলে আমাদের বক্ষোপরিই হস্ত বিন্যস্ত করিবেন; সত্য! তাহা হইলে আপনারও অভিষ্টসিদ্ধি হয় বটে, কিন্তু তাহা হইবে না। আমরা তখন লক্ষ্মীর ন্যায় বলপূর্ব্বক আপনার হস্ত ধারণে নিবারণ করিব ॥ ৫ ॥

অপরা বলিলেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনি যথার্থ বীর বটেন; কারণ আমরা সহস্র সহস্র গোপিকা স্ব স্ব সৌন্দর্য্যগর্ব্বে দর্পিত হইয়া আপনাকে অভিভূত করিবার প্রত্যাশায় অগ্রসর হইয়াছিলাম. কিন্তু কি আশ্চর্য্য! চন্দ্রবিনিন্দিত বদনকমলের কেবল মৃদুমধুর হাস্য প্রদর্শন করিয়াই আমাদের সেই সকল গর্ব্ব একত্র চূর্ণ করিয়াছেন। অতএব সর্ব্বতোভাবে

ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।

ভীতি তথাভূতং স্মিতং যস্য তৎসম্বোধনে) হে সখে! ভবৎকিঙ্করীঃ নঃ অস্মান্ ভজ অনুবর্ত্তস্ব, চারু মনোহরং জলরুহাননং মুখকমলং যোষিতাং অস্মাকং দর্শয় ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যস্য হে তথাভূত হে সখে ভবৎকিঙ্করী নঃ আস্মান্ ভজ আশ্রয়। স্ম নিশ্চিতং। প্রথমং ভাবৎ জলরুহাননং চারু যোষিতাং নো দর্শয় ॥ ৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কশ্মলং যযুরপস্মৃতনীব্য ইতি। হে বীর দুর্ব্বারমারসংপ্রহারমহাজিষ্ণো কিঞ্চাস্মাকং সৌভাগ্যোত্থং গর্ব্বং তদুত্থং বাম্যলক্ষণং মানমপি ন সহসে ইত্যাহুঃ। নিজজনানাং স্বয়ধ্বংসনং মাননাশকং স্মিতমপি যস্য। নন্থ বরং শীঘ্রং বৃণুত তত্রাহুঃ। ভবৎকিঙ্করীরস্মান্ ভজ পরিচয়। নন্থ যদি মৎকিঙ্কর্য্য এব যূয়ং তদা মাং স্বপরিচরণে কিমিত্যাজ্ঞাপয়ধ্বে তত্রাহুঃ হে সখে ইতি। তর্হি ব্রূত কিং বঃ পরিচরণং তত্রাহুঃ জলরুহেত্যাদি ॥ ৬ ॥

ভক্তের অভ্যন্তরীণ গর্ব্ব ধ্বংস করিতে বিলক্ষণ সমর্থ। অতএব আমাদের দর্প খর্ব্ব করিবার জন্য অন্য আয়োজনের আর প্রয়োজন কি! আমাদিগকে ভজনা করুন এবং মনোহর মুখকমল এই ব্রজ-নারীগণকে প্রদর্শন করান ॥৬॥

আভাস।

আপনারই জয়, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা আপনারই পরাজিতা কিঙ্করী মাত্র। কিন্তু পরাস্ত করিয়া যখন নিজ অধীনেই আমাদের সকলকে লইয়াছেন, তখন অন্যে যে আবার আপনার কিঙ্করীগণকে পরাজয় করে, তাহা ত আপনার কখন সহ্য করা কর্ত্তব্য নহে; তাহা হইলে, আমাদের সঙ্গে আপনারও পরাস্ত হওয়া হয়; এবং জনসমাজে বড়ই গ্লানির বিষয়; সন্দেহ নাই। সেই শত্রুই কাম; সে এক্ষণে আর অন্য কোথায়ও নাই, আমাদের দেহকেই দুর্গরূপে আশ্রয় করিয়া আপনার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছে। এক্ষণে অবলাদমনের উপায় কেবল হাস্যপ্রদর্শনে তাহাকে নিবারণ করিতে পারিবেন না; মদনের দর্পখর্ব্বকারী মনোহর মুখমণ্ডল প্রদর্শন করান! মদন জনমের মত স্বস্থানে প্রস্থান করুক। তাহা হইলে আর আমাদিগকেও পরাজিত হইতে হয় না ॥ ৬ ॥

কামের চরিতার্থে তৃপ্তিলাভ করা কখনই গোপিকাদের উদ্দেশ্য নহে; তাঁহাদের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ তৃপ্ত হইবেন এবং তৎসঙ্গে তাঁহাদের কামভাব হৃদয় হইতে অপসৃত হইবে, এইটী মাত্র গোপিকাদের মনোগত অভিপ্রায়। তাঁহারা রতিপ্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন না করিয়া, কামধ্বংসের প্রার্থনায় বলিলেন, "আমাদের কুচোপরি চরণবিন্যাসে কামকে পদদলিত করুন; যেন, সে পুনরায় আত্মপ্রকাশে আমাদিগকে যাতনা দিতে না

প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনং।

অন্বয়ঃ।

কিঞ্চ হে সখে! প্রণতদেহিনাং (প্রণতানাং শরণাগতানাং দেহিনাং) পাপকর্ষণং পাপাপহং, তৃণচরানুগং (তৃণচরান্ গবাদীন্ পশূন্ অনুগচ্ছতি ইতি) শ্রীনিকেতনং লক্ষ্যাঃ

শ্রীধরস্বামী।

অবিশেষেণ প্রণতানাং দেহিনাং পাপকর্ষণং পাপহন্তৃ তৃণচরান্ পশূনপ্যনুগচ্ছন্তি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অপরা আহুঃ কুচেষু পদাম্বুজং কৃণু অর্পয়। কিমর্থং। হৃচ্ছয়ং কামং কৃন্ধি ছিন্ধি। অত্রাভিঃ সমর্থরতিমত্ত্বেন মহাপ্রেমবতীভিঃ স্বীয়দুঃখাপায়সুখপ্রাপ্তিজ্ঞানরহিতাভিঃ শ্রীকৃষ্ণসুখৈকপ্রয়োজনককায়িকবাচিকমানসব্যাপারাভিস্তস্যৈব সৌরতসুখোদ্দীপনার্থমেব স্বীয়রূপযৌবনকামপীড়াং বিবৃণ্বতীভিঃ পরমবিদগ্ধাভিঃ প্রায়ঃ প্রেম্নো বাড়্ঝিতালাঘবং ন ক্রিয়তে। কিন্তু কামস্যৈব যথা ভোজনলম্পটং কঞ্চিৎ স্বমিত্রং বুভুক্ষুমভিলক্ষ্য স্নেহেন তং ভোজয়িতুকামঃ চতুর্ব্বিধমিষ্টান্নসাধনে প্রবর্ত্তমানো জনস্তেন পৃষ্টোঽপি স্বার্থমেবাহং প্রযাস্যামি ন তদর্থমিতি ব্রূতে তদৈব প্রেমা গুরুর্ভবতি যদি হেতাবান্ মমায়াস স্বংসুখার্থমেব নতু স্বার্থং নিষ্কামত্বাদিতি ব্রূতে তদা প্রেম লঘু ভবতি। যদুক্তং প্রেমসম্পুটে। প্রেমা দ্বয়োরসিকয়োরপি দীপ এব। হৃদ্বেশ্ম ভাসয়তি নিশ্চলমেব ভাতি। দ্বারাদয়ং বদনতস্তু বহিস্কৃতশ্চেন্নির্ব্বাতি শীঘ্রমথ বা লঘুতামুপৈতীতি। তত্রাসাং স্বসুখতাৎপর্য্যাভাবো ন পারয়েঽহমিতি

হে সখে! আপনার চরণ প্রসাদেই শরণাগত জনের দুঃখমোচন হইয়া থাকে। স্বয়ং লক্ষ্মীর আবাস-স্থান যে পাদপদ্ম গোচারণার্থ গাভী প্রভৃতির ও

আভাস।

পারে"; মুখে যতই প্রেমবতীত্বের পরিচয় দিন না, শ্রীকৃষ্ণলাভই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। যেমন কোন ভোজন-লোলুপ প্রিয় মিত্রকে ভোজনার্থ চতুর্ব্বিধ অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া আহার করাইবার কালে কখন নিজের স্বার্থ ব্যতীত মিত্রের অভিলাষ পূরণ করার উদ্দেশ্য লোকে স্বীকার করে না, সেইরূপ গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করিবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াও নিজেদেরই যেন অভীষ্টসিদ্ধি, এইরূপ ভাব অনবরত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রেম ব্যতীত কামের সহায়ে কখন কৃষ্ণকে লাভ করা যায় না, ইহাই সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়। এক্ষণে রমণীর বক্ষে পদাঘাত করিলে পাছে পাপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপত্তি করেন, তাহার খণ্ডনার্থ বলিলেন, হে গোবিন্দ! যে চরণে প্রণত হইলে দেহীর সকল পাপ ধ্বংস হয়, সেই চরণের গাঢ় দলনে এই কামোন্নত কুচদ্বয় কি কামমুক্ত হইবে না? আপনার সুকুমার চরণকমলেও আমাদের কঠিন কুচস্পর্শে কোন ব্যথা অনুভূত হইবে না; কারণ বনে বনে পশুচারণ করত যখন তৃণাঙ্কুরাদির ক্লেশ সহ্য করিতে পারিয়াছেন,

ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ং ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।

আশ্রয়ভূতং ফণিফণার্পিতং (ফণিনঃ কালিয়স্য ফণাসু অর্পিতং) তে পদাম্বুজং নঃ অস্মাকং কুচেষু কৃণু স্থাপয় ; (তেন) হৃচ্ছয়ং কামং কৃন্ধি ছিন্ধি ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কৃপয়েতি তথ সৌভাগ্যেন শ্রিয়ো নিকেতনং বীর্য্যাতিরেকেন ফণিনঃ ফণাস্বর্পিতং তে পদাম্বুজং নঃ কুচেষু কৃণু কুরু। কিমর্থং। হৃচ্ছয়ং কামং কৃন্ধি ছিন্ধি ॥ ৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভগবদ্বাক্যাদেব স্ববশীকারবাঞ্ছাদবসীয়তে। তস্য প্রেম্নৈকবশ্যত্বমেব সর্ব্বশাস্ত্রদৃষ্টং নতু কামবশ্যত্বমিতি জ্ঞেয়ং। নন্থ পাপাদিভেমি তত্রাহুঃ প্রণতানাং দেহিনাং পাপনাশকং তব কুতঃ পাপশঙ্কেতি ভাবঃ। নন্থ চ কঠোরেষু যুষ্মৎকুচেষু সুকুমারং মৎপদাম্বুজং ব্যথিষ্যতে তত্রাহুঃ। তৃণচরানুগং তৃণচরা গাবস্তাসামপ্যনুগচ্ছতি গাবো হি কঠোরস্থলেঽপি ঘাসং চরন্তি। যদ্বি তত্রাপি ত্বচ্চরণস্য সহিষ্ণুতা তর্হি কিমুতাস্মৎকুচেষু কুচকাঠিন্যং প্রত্যুত তস্য সুখদমিতি ভাবঃ। নন্থ নানারত্নালঙ্কারমণ্ডিতানাং যুষ্মৎকুচানামুপরি পাদার্পণমনুচিতং তত্রাহুঃ। শ্রিয়ঃ শোভায়াঃ নিকেতনমিতি কুচানামলঙ্কারবর্য্যমেবৈতদ্ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। নন্থ যুষ্মৎপতিভ্যো বিভেসি তত্রাহুঃ। ফণিনঃ ফণেষু অর্পিতং ত্বং কালিয়নাগাদপি ন বিভেষি কিমুত তেভ্য ইতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

অনুসরণ করিয়া থাকেন এবং বিষদর্পিত কালিয়ের অনন্ত মস্তকে আরোহণ করিয়া তাহার প্রচণ্ড দর্পকেও খর্ব্ব করিয়াছেন, অদ্য সেই পাদপদ্ম আমাদের কুচোপরি প্রদান করিয়া হৃদয়ব্যথা নিবারণ করুন ! ৭ ॥

আভাস।

তখন আমাদের স্তনে তাদৃশ ক্লেশের অপেক্ষা বরং সুখোদয়েরই বিশেষ সম্ভাবনা। যদি বলেন, বিবিধ রত্নালঙ্কারাদিতে মণ্ডিত পয়োধরের উপর চরণ প্রদান নিতান্তই অসঙ্গত, তাহা নহে ; কারণ পয়োধর যখন অলঙ্কার পরিধানের প্রধান পাত্র, তখন সর্ব্বৈশ্বর্য্যস্বরূপিণী সাক্ষাৎ কমলার নিত্য নিবাসস্থল ভবদীয় চরণসরোজরূপ ব্রহ্মাণ্ডের সার অলঙ্কার হইতে কেন বঞ্চিত থাকিবে ? আমাদের পতির ভয়ে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, একথাও নিতান্ত অমূলক। অতুলবিক্রম কোপনস্বভাব মহাবিষধর কালিয়ের কালোপম সহস্র ফণার উপর পদার্পণ করিতে যখন কিছুমাত্র ভীত বা অকৃতার্থ হন নাই, তখন এই সামান্য গোপপতির ভয়ে কি কুণ্ঠিত হইবেন ? ৭ ॥

গোপিকাগণ মনে মনে কল্পনা করিলেন যেন, শ্রীকৃষ্ণ মৃদু মধুরস্বরে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, তোমরা আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা ও ললনাজনের ললামভূতা ! তোমাদের জীবন থাকিতে আমি কখন তোমাদের প্রতি উদাসীন থাকিব না।

মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতীরধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ।

হে পুষ্করেক্ষণ! বীর! বুধমনোজ্ঞয়া (বুধানাং জ্ঞানিনাং অপি মনোজ্ঞয়া হৃদয়জ্ঞয়া) বল্গুবাক্যয়া (বল্গূনি মনোহরাণি বাক্যানি যস্যাঃ তয়া) মধুরয়া গিরা বাণ্যা, মুহ্যতীঃ বিধিকরীঃ ইমাঃ নঃ অস্মান্ অধরসীধুনা অধরামৃতেন, আপ্যায়য়স্ব সংজীবয়স্ব ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

হে পুষ্করেক্ষণ তবৈব মধুরয়া গিরা বল্গূনি বাক্যানি যস্যাং তয়া বুধানাং মনোজ্ঞয়া হৃদ্যয়া গম্ভীরয়া ইত্যর্থঃ। মুহ্যতীরিমা নো বিধিকরীঃ কিঙ্করীঃ অধরসীধুনা চাপ্যায়য়স্ব সংজীবয়েত্যর্থঃ।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভো ভো মৎপ্রাণৈকবল্লভা বল্লবল্লভাঃ জীবাভূতাসু ভবতীষু নাহমুদাসে দাসে ময়ি সন্তুষ্টরেমপ্রেমহেমশৃঙ্খলানিবদ্ধে কথমবিশ্বস্তা! বিশ্বস্তা ভবত। ভবৎকং কঙ্কণমিব শস্তাং হস্তাঙ্কগতমেব মাং জানীতেতি স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তং তদ্বাকামাকর্ণ্যাপরা আহুঃ মধুরয়া মাধুর্য্যবজ্রকবর্ণঘটিতত্বাৎ সুশ্রব্যয়া বল্গূনি মঞ্জুলপদার্থবৈচিত্রীকাণি বাক্যানি যস্যাং তয়া বুধানাং বিগণ্ডানাং মনোজ্ঞয়া মনো জানত্যা গিরা বিধিকরীঃ কিঙ্করী র্ন ইমা মুহ্যতীস্তন্মাধুর্য্যাস্বাদভরাদানান্দমোহং প্রাপ্নুবন্তীঃ পুনরধরসীধুনা আপ্যায়য়স্ব। যদ্বা। মোহং প্রাপ্নুবতী নঃ অধরসীধুনাপি আয়স্ব পুনর্মোহং প্রাপয়স্বেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

হে পদ্মপলাশলোচন! জ্ঞানিগণের হৃদয়জ্ঞ মনোহর সার্থক শব্দসন্নিবিষ্ট আপনার মধুর বাক্যাবলিতেই আমরা মুগ্ধ হইয়া আপনার দাসী হইয়াছি; এক্ষণে আপনার অধরামৃত পান করাইয়া আমাদিগকে সংজীবিত করুন ॥৮॥

আভাস।

সর্ব্বতোভাবে প্রসক্ত হেম তুল্য প্রেমশৃঙ্খলে নিবদ্ধ হইয়া আমি তোমাদের নিকটেই সতত বাস করিতেছি। হস্তস্থিত সুবর্ণ কঙ্কনের উপর তোমাদের যেমন বিশ্বাস ও কর্তৃত্ব আছে, আমার উপরও তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে; করস্থিত কঙ্কণের ন্যায় আমি তোমাদিগের সহিত নিত্যই সঙ্গত আছি।" এই কথা যেন শ্রবণ করিয়া কোন কোন কামিনী কহিলেন, হে পদ্মপলাশলোচন! তোমার সুমধুর অমৃতোপম বাক্যস্রোতে আমাদের ন্যায় অবলা নারী কেন? সারজ্ঞজ্ঞ পণ্ডিতগণও প্রেমের ভরে যে কোথায় ভাসিয়া যান, তাহার স্থির থাকে না। আমরা আত্মহারা হইয়া তোমার মদনমোহন মূর্ত্তি স্মরণেই কালাতিপাত করিতেছি; অতএব একবার তোমার অধরসুধা পান করাইয়া এই মোহগ্রস্থ নারীগণের মোহনিবারণ কর! কিম্বা এমন ভাবে মোহিত কর, যেন পুনর্ব্বার বাহ্য সংজ্ঞা লাভ আর না হয় ॥ ৮ ॥

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।

অন্বয়ঃ।

কিঞ্চ হে হরে! ভুবি যে ভূরিদাঃ সুকৃতিনঃ, জনাঃ তে কবিভিঃ বিবেকিভিঃ, ঈড়িতং স্তুতং, কল্মষাপহং সর্ব্বপাপনিরাসকং, শ্রবণমঙ্গলং শ্রবণমাত্রেণাপি মঙ্গলপ্রদং শ্রীমৎ সুশান্তং,

শ্রীধরস্বামী।

কিঞ্চ অস্মাকং ত্বদ্বিরহে প্রাপ্তমেব মরণং কিন্তু তৎ কথামৃতং পায়য়ন্তিঃ সুকৃতিভি র্ব্বঞ্চিতং ইত্যাহুস্তবেতি। কথৈবামৃতং তত্র হেতুঃ তপ্তজীবনং। প্রসিদ্ধামৃতাদুৎকর্ষমাহুঃ কবিভি-র্ব্রহ্মর্ষিভিরপি ঈড়িতং স্তুতং দেবভোগ্যং অমৃতং তৈস্তুচ্ছীকৃতং। কিঞ্চ কল্মষাপহং কাম্যকর্ম্ম-নিরসনং তত্ত্বমৃতং নৈবস্তুতং। কিঞ্চ। শ্রবণমঙ্গলং শ্রবণমাত্রেণ মঙ্গলপ্রদং তত্ত্বনুষ্ঠানাপেক্ষং।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ত্বৎকর্ত্তৃককথায়াঃ মাধুর্য্যমহিমা কৈর্বোচ্যঃ। ত্বৎসম্বন্ধিকথা অন্যবক্তৃকাপ্যমৃতদ্বয়াৎ স্বাদ্বী শ্রেষ্ঠা চেত্যাহুঃ। তব কথৈব অমৃতং কেন সাধর্ম্ম্যেণ তপ্তান্ মহারোগাদিসন্তপ্তান্ সংসারতপ্তাংশ্চ জীবয়তীতি তদ্বিরহতপ্তাংশ্চ জীবয়তীতি স্বর্গীয়ামোক্ষরূপাচ্চামৃতাদধি-ক্যঞ্চ কবিভি ধ্রুবপ্রহ্লাদাদিভি র্যা নির্বৃতিস্তনুভৃতামিত্যাদিপদৈরীড়িতং। অন্যদমৃতত্বয়ং, সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ কিং ত্বন্তকাসি লুলিতাৎ পততস্তাৎ বিমানাদিত্যাত্মুক্তিভি র্ন রোচিতং। কল্মষাণি প্রারব্ধপর্য্যন্তানি পাপানি অপহন্তি। স্বর্গীয়ামৃতন্তু তানি ন হন্তি কাম্যাদিবর্দ্ধকত্বাৎ প্রত্যুত তান্যুৎপাদয়ন্ত্যেব। মোক্ষামৃতমপি প্রারব্ধপাপং ন হন্তি শ্রবণেনৈব স্বাদ্যমানত্বাদভীষ্টসাধকত্বাচ্চ মঙ্গলং তত্ত্বমৃতং নৈবস্তুতং। শ্রীমৎপ্রেমপর্য্যন্ত-সম্পত্তিপ্রদং আততং প্রতিক্ষণমেব বর্দ্ধমানতয়া তদুভয়ন্তু ন তথা যে গৃণন্তি কীর্ত্তয়ন্তি তে এব ভুবি বহুতরং দদতি তেভ্যঃ সর্ব্বস্বং দদানা অপি তৎ পরিশোধয়িতুং ন ক্ষমন্ত ইতি ভাবঃ। যদ্বা। তব গীষ্টথৈব মধুরা যদি তদ্দর্শনসহিতা স্যাৎ অন্যথা তু মহানর্থ-করীত্যাহুঃ। তব কথৈব মৃতং মরণবারণমিত্যর্থঃ। কুতঃ। তপ্তজীবনং যতঃ তপ্ত-

---

হে হরে! বহুদানাদি দ্বারা সুকৃতিবান্ বিবেকী শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ সর্ব্ব-পাপনিরসন, শ্রবণমাত্রে শুভপ্রদ, তাপিতজনের শান্তিকর ভবদীয় সুশান্ত

আভাস।

হে গোবিন্দ! তোমার বিরহে আমাদের অধঃস্তাবি মৃত্যুও নিঃশেষে আক্রমণ করিতে পারিতেছে না। জানি না! তোমার শ্রীমুখনির্গত বাণীর কি অপূর্ব্ব মহিমা। শ্রবণাবধি মৃত্যুও আমাদের সমীপে বঞ্চিত হইয়াছে। সুকৃতিবান্ জনের মুখে পরিশ্রুত ভবদীয় বার্ত্তা স্বর্গামৃত ও মোক্ষামৃতের অপেক্ষা অধিকতর স্বাদু ও জীবের হিতকর বলিয়া প্রতীত হইতেছে। আপনার কথামৃতের দ্বারা মোহরোগ, সংসারতাপ এবং তদীয় বিরহতাপ সমস্তই উপশমিত হয়। ধ্রুবপ্রহ্লাদাদি ভক্ত কবিগণের উক্তিতে স্পষ্ট প্রকাশ আছে যে, ভগবল্লীলামৃতে নিমগ্নহৃদয় ব্যক্তিগণের প্রারব্ধপাপও বিনষ্ট হইয়া

শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ।

তপ্তজীবনং (তপ্তানাং জীবনং জীবনকারণং) তব কথামৃতং ভুবি যথা আততং বিস্তৃতং, ভবতি তথা গৃণন্তি নিরূপয়ন্তি ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কিঞ্চ। শ্রীমৎ সুশান্তং তত্তুমাদকং এবম্ভূতং ত্বৎকথামৃতং আততং যথা ভবতি তথা ভুবি যে গৃণন্তি নিরূপয়ন্তি তে জনা ভূরিদা বহুদাতারঃ জীবিতং দদতীত্যর্থঃ। যদ্বা। এবম্ভূতং ত্বৎকথামৃতং যে ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদাঃ পূর্ব্বজন্মসু বহুদত্তবন্তঃ সুকৃতিনঃ ইত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি। যে কেবলং কথামৃতং গৃণন্তি নিরূপয়ন্তি তেঽপি তাবদতিধন্যাঃ কিং পুন র্যে ত্বাং পশ্যন্তি অতঃ প্রার্থয়ামহে ত্বয়া দৃশ্যতামিতি ॥ ৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তৈলাদৌ জলমিবেতি শ্লেষঃ। ননু তর্হি কথং পুরাণাদিষু শ্লাঘ্যতে তত্রাহুঃ। কবিভির্ব্যাসাদিভিরীড়িতং কবীনাং বর্ণনমাত্রস্বভাবেন তস্যাপি বর্ণনাদিতি ভাবঃ। কল্মষাপহমিতি দুঃখভোগেন প্রাচীনং কল্মষং নশ্যত্যেবেতি ভাবঃ। লোককর্ত্তৃকশ্রবণেনৈব মঙ্গলং স্বস্ত্যয়নমবিনাশো যস্য তৎ যদি জনাঃ সুধিয়স্তৎশ্রবণপরিণামং দুঃখং বিচার্য্য ন তৎ শ্রোষ্যন্তি তদা তদপি নঙ্ক্ষ্যত্যেবেতি ভাবঃ। শ্রীমদৈর্ধনমদান্ধৈর্দুর্জ্জনৈরেব লোকা ম্রিয়ন্তামিত্যভিলষ্য ধনব্যয়েনাপি আততং দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে পুরাণব্যচকান্ সংস্থাপ্য বিস্তারিতং অতএব ভুবি যে গৃণন্তি তে ভূরিদাঃ ভূরীন্ শ্রোতৃলোকান্ দ্যন্তি খণ্ডয়ন্তি মারয়ন্তি তস্মাত্তে কথাজালং বিতত্য সৌম্যা ইবোপবিষ্টা মনুষ্যমারকাৎ ব্যাধাদপ্যধিকা দূরত এব সুধীভিরুপেক্ষ্যা এবেতি ভাবঃ। যদ্বক্ষ্যতে যদনুচরিতলীলেত্যাদি বস্তুতঃ কথায়াঃ কথকস্য চ সর্ব্বোৎকর্ষব্যঞ্জিকেয়ং ব্যাজস্তুতিঃ ॥ ৯ ॥

কথামৃতকীর্ত্তন দ্বারা জগতে বিশেষরূপে বিস্তৃত করিতেছেন ॥ ৯ ॥

আভাস।

যায়। স্বর্গীয় অমৃতভোগে প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় না হইয়া ভোগের দ্বারা বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। মোক্ষপ্রাপক জ্ঞানের উদ্ভাসন হইলেও জীবকে প্রারব্ধফলের ভোগাবসনা পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে হয়। প্রারব্ধভোগের সমাপ্ত হইলে, জীব মুক্তিপদবীতে আরোহণ করে। কিন্তু ভবদীয় লীলামৃত শ্রবণে জীবের আর কিছুরই অপেক্ষা থাকে না এবং পরিণামে কোন অমঙ্গলেরও সম্ভাবনা ঘটে না। তোমার লীলামৃত লাভার্থ স্বর্গমোক্ষাদি প্রাপ্তির ন্যায়, কোন ক্লেশও সহ্য করিতে হয় না। বিনা আয়াসে ও বিনা পরিশ্রমে আচার্য্যাদি বক্তাগণের মুখবিনিঃসৃত হইয়া জীবের কর্ণকুহরে যেমনই প্রবেশ করে, অমনি সিংহপ্রবিষ্ট বনে শ্বাপদান্তরের ন্যায় শ্রবণকারীর হৃদয়দেশ হইতে অগণ্য ও অননুভূতচর পাপ সমূহ আপনা হইতেই দূরে পলায়ন করে। অহো! যাঁহারা

প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষিতং বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলং।

অন্বয়ঃ।

হে প্রিয় হে কুহক! ধ্যানমঙ্গলং (ধ্যানমাত্রেণ মঙ্গলং পরমানন্দপ্রদং তে তব প্রহসিতং

শ্রীধরস্বামী।

ননু তর্হি মৎকথাশ্রবণেনৈব নির্বৃতা ভবত কিং মদ্দর্শনেন! তদ্বিলাসক্ষুভিতচিত্তা বয়ং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অস্মাকন্তু তদ্দর্শনং বিনা তৎসম্বন্ধি বস্তুমাত্রমতিদুঃখদমিত্যাহুঃ প্রহসিতমিতি। বিহরণং সম্প্রয়োগঃ। যাশ্চ সংবিদঃ সংলাপনর্ম্মাণি হৃদিস্পৃশ ইতি ত্বং দুঃখদত্বাদ্বিস্মর্ত্তুমিষ্টা অপি ন বিস্মর্ত্তুং শক্যান্ত ইতি ভাবঃ। ধ্যানেনাপি মঙ্গলং পরমসুখদমিতি চতুর্নামপি বিশেষণং।

হে প্রাণপ্রিয়! যাহার চিন্তামাত্রেই পরমানন্দের উপচয় হয়, তাদৃশ ভবদীয় হাস্য, প্রেমদর্শন, বিহরণ ও হৃদয়স্পর্শী সাঙ্কেতিক পরিহাসকথা

আভাস।

এই দুর্ল্লভ লীলামৃত জগতে বিতরণ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত দাতা; তাদৃশ অপূর্ব্ব বক্তাগণকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিলেও তৎকৃত উপকারের কণামাত্র পরিশোধ করা হয় কি না, সন্দেহ। আহা! আমাদের ভাগ্যে কি এমন কেহ উপস্থিত হইতেছেন না! যে, কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করাইতে করাইতে সাক্ষাৎ সেই শ্রীগোবিন্দকে আনিয়া প্রদর্শন করান! হে বাসুদেব! যদি নিতান্তই এক্ষণে দেখা না দাও, তবে দূর হইতে আমাদের কথা শ্রবণ করিয়া, যাহা তোমার কর্ত্তব্য বিবেচনা হয়, তাহারই অনুষ্ঠান কর। লোকে তোমার গীতির যে মাধুর্য্য কীর্ত্তন করে, সে তাহাদের ভ্রম; আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি যে, গীতির সঙ্গে সঙ্গে যদি তোমার দর্শন পাওয়া যায়, তবেই গীতির মধুরতা, নতুবা মহা অনিষ্টকারী সন্দেহ নাই। হে প্রাণৈকবল্লভ! তোমার অদর্শনে, তোমার কথা অমৃতরূপ পরিত্যাগ করিয়া, মরণকারণ মৃত্যুবেশে আমাদের নিকট পরিচয় প্রদান করিতেছে। ইহা সুতপ্ত তৈলে জল প্রক্ষেপের ন্যায়, আমাদের সন্তপ্ত জীবনে পুনর্জ্জ্বালাই পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। যদি বলেন যে, তাহা হইলে ভারতাদি পুরাণগ্রন্থে কেন আপনার লীলা এত বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইল, তাহার কারণ ব্যাসাদি কবিগণের বর্ণনস্বভাবের পরিচয় মাত্র। আপনার লীলায় পাপ বিনষ্ট হয় বটে, কিন্তু অনলদগ্ধ সুবর্ণের ন্যায় তোমার বিরহানলে প্রদগ্ধ না হইলে, হয় না। অতএব তদীয় লীলাকথা শ্রবণে যে আপাততঃ বিষম দুঃখ জন্মে, তাহার প্রতি যাহারা দৃষ্টিপাত বা মনোযোগ না করিয়া শ্রবণে প্রবৃত্ত হয়, তাঁহাদেরই মঙ্গল বটে, সন্দেহ নাই। শ্রীমদে মত্ত দুর্জ্জন ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃকই লোকে ক্লেশ পায়, ইহাই সর্ব্ববাদিসম্মত মত। এখানে প্রচুর ধন ব্যয় করিয়া, দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, পুরাণ বাচকের প্রতিষ্ঠা করত লোকমারণোপায়ের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। অতএব তাদৃশ সৌম্যমূর্ত্তি পুরাণবাচকগণকে ব্যাধের অপেক্ষা অধিকতর হিংসক জ্ঞানে বুদ্ধিমান

রহসি সংবিদো যা হৃদিস্পৃশঃ কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি ॥১০॥

অন্বয়ঃ।

প্রেমবীক্ষিতং বিহরণং তথা হৃদিস্পৃশঃ হৃদয়ঙ্গমাঃ রহসি সংবিদঃ সঙ্কেতনর্ম্মাণি নঃ অস্মাকং মনঃ হি ক্ষোভয়ন্তি ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামী

তদাপি শান্তিং ন বিন্দাম ইত্যাহুঃ প্রহসিতমিতি। হে প্রিয় কুহক কপট। সংবিদঃ সঙ্কেতনর্ম্মাণি ॥ ১০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মনঃ ক্ষোভয়ন্তি ব্যাকুলয়ন্তি। এতানি মনসি প্রবিশ্য সদ্যঃ সুখং দত্বা তদ্দ্বিতীয়ক্ষণ এব মহাদুঃখং দদতীত্যত এব হে কুহক কুহকদত্তত্বটকাদপি সদ্যঃ পরমস্বাদুত্বপ্রায়ত্বাৎ পরমদাহকানি প্রাণঘাতকানীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

যখন আমাদের মনে উদয় হয়, তখন আর যেন আমরা আমাতে থাকি না; মন উদাসীন হইয়া পড়ে ॥ ১০ ॥

অভাস।

কর্ত্তৃক দূর হইতেই বর্জনীয় সন্দেহ নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণের কথা ও কুহককে বক্রোক্তির দ্বারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়াই স্তব করা হইল ॥ ৯ ॥

যদি কৃষ্ণকথা শ্রবণে জীব নির্বৃতি লাভে সমর্থ হয়, তবে গোপিকাদের কৃষ্ণসন্দর্শনার্থ এত ব্যাকুলতা কেন জন্মিয়াছিল? তদুত্তরে গোপিকারা বলিয়াছিলেন যে, ভগবানের দর্শন ব্যতীত তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় পদার্থেই তাঁহাদের মনঃক্লেশ প্রদান করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের বিহার, গোপনকথা ও পরিহাসাদি সকল বিষয় তাঁহাদের মনোমধ্যে যখন উদিত হইত, তৎক্ষণাৎ সুখের উদয় হইত বটে; কিন্তু পরক্ষণেই কৃষ্ণবিরহ সকল সুখকে বিদূরিত করিয়া মহাদুঃখের আবির্ভাব করে ॥ ১০ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি যে কেবল এই বারেই মাত্র আমাদিগকে দুঃখ দিতেছ এমন নহে; স্বয়ং দুঃখ স্বীকার করিয়াও আমাদিগকে দুঃখ দিতে ত্রুটি কর নাই। তোমার কোমল চরণতলে তৃণাঙ্কুরাদি কুলিশাঘাতে ব্যথা পাইলে আমাদের হৃদয়ে ব্যথা বোধ হয়, এই নিমিত্ত তুমি আমাদিগকে দেখাইয়া শৈলপ্রচুর বনমধ্যে বিচরণ করিয়া থাক। কিম্বা কলি শব্দে কলহ বুঝায়; আমাদের মন তোমার কার্য্য লইয়া আমাদের সহিত নিত্য কলহ করে। আমরা মনকে বলি যে, ওরে মন! কৃষ্ণ যদি বনে বনে বিচরণ করিতে দুঃখই অনুভব করিতেন, তবে তিনি কেন প্রত্যহ তথায় গমন করিবেন। বৃথা জল্পনায় তুমি কেন দুঃখ অনুমান করিতেছ? মন বলে, অয়ি গোপালিকাগণ! তোমরা নিতান্তই বুদ্ধিহীনা; কৃষ্ণের পাদতল স্থলকমলের অপেক্ষাও সুকোমল; এবং বনেও কুলিশ এবং তৃণাঙ্কুরাদি বিবিধ চরণবিক্ষেপপ্রদ পদার্থ আছে; তখন তাঁহার ক্লেশ কেন হইবে না? অরে মন! কৃষ্ণ যে সতত সুকোমল বালুকাময় পথেই ভ্রমণ করিয়া থাকেন! মন বলিল

চলসি যদ্ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্ নলিনসুন্দরং নাথ তে পদং।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ।

হে নাথ স্বামিন্! হে কান্ত! যৎ যদা পশূন্ চারয়ন্ ব্রজাৎ চলসি তদা নলিনসুন্দরং (নলিনবৎ সুন্দরং কোমলং) তে পদং শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ (শিলৈঃ কণিশৈঃ, তৃণৈঃ অঙ্কুরৈঃ চ) সীদতি ক্লিশ্যেৎ ইতি নঃ অস্মাকং মনঃ কলিলতাং অস্বাস্থ্যং, গচ্ছতি ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কিঞ্চ ত্বয়ি বয়মতিপ্রেমার্দ্রচিত্তাঃ ত্বং পুনর্বয়াসু কেন হেতুনা কপটমাচরসীত্যাহুঃ শ্লোকদ্বয়েন। হে নাথ কান্ত যৎ যদা ব্রজাৎ চলসি পশূংশ্চারয়ন্ তদা নলিনবৎ সুন্দরং কোমলং তে পদং শিলৈঃ কুলিশৈঃ তৃণৈরঙ্কুরৈশ্চ সীদতি ক্লিশ্যেদিতি নো মনঃ কলিলতাং অস্বাস্থ্যং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ১১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কিঞ্চ ত্বং ন কেবলমধুনৈব দুঃখয়সি তৎ তু অন্যদপি স্বমপি দুঃখয়িত্বা অস্মভ্যং দুঃখং দাতুং যত্নবে ইত্যাহুঃ। চলসীতি যৎ যদা। তদা নলিনাদপি সুন্দরং সুকুমারং শিলৈঃ কণিশৈঃ তৃণৈরঙ্কুরৈশ্চ সীদতি ক্লিশ্যেদিতি সম্ভাব্য মনঃ কলিলতাং অস্বাস্থ্যং প্রাপ্নোতি। যদ্বা। কলিং কলহং লাতি গৃহ্নাতীতি কলিলং তদ্ভাবঃ কলিলতা তাং অস্মাভিরেব সহাস্মন্মনঃ কলহং করোতীত্যর্থঃ। সচ কলির্যথা। অরে মনঃ স যদি বনে ভ্রমণাৎ খিদ্যতি তদা ব্রজান্নিঃসৃতা নিত্যমেব তত্রৈব কিং যাতায়তং কিমিতি বৃথা খিদ্যসি। অয়ি নির্বুদ্ধয়ো গোপালিকাস্তস্য চরণতলদ্বয়ং স্থলকমলাদপি সুকুমারং ভবত্যোবং বনে চ শিলতৃণাঙ্কুরশর্করাঃ সন্ত্যেব কথং পীড়া ন স্যাৎ। অরে মুগ্ধ স সুকোমলবালুকে পথি পথ্যেব ভ্রমতি। অয়ি নির্ব্বিবেকাঃ গাবঃ কিং পথি পথ্যেব ঘাসং চরন্তি। অরে প্রেমান্ধ স চক্ষুষ্মান্ শিলতৃণাদ্যুপরি কথং পাদাবর্পয়েৎ। অয়ি প্রেমগন্ধেনাপি রহিতা যদ্যাবেগবশাদুন্মাদ্য তদুপরি পাদঃ প্রতেৎ তদা কিং স্যাৎ। ভো ভ্রাতশ্চেত সত্যং ব্রূষে।

হে সর্ব্বস্বামিন্ নাথ গোবিন্দ! পশুচারণার্থ আপনি যখন ব্রজ হইতে গমন করেন, তখন পঙ্কজসদৃশ আপনার সুকোমল চরণকমলে পাছে উপলখণ্ড, তৃণ ও অঙ্কুরাদির দ্বারা আঘাত লাগে, এই ভয়ে আমাদের মন সততই ব্যথিত হয় ॥ ১১ ॥

আভীরা।

ওরে নির্ব্বোধ গোপিকাগণ! গাভী সকল কি বন পরিত্যাগ করত পথে দাঁড়াইয়া ঘাস খাইয়া থাকে? গোপী বলিলেন, ওরে প্রেমান্ধ মন! শ্রীকৃষ্ণ ত অন্ধ নহেন; দেখিয়া শুনিয়া শিলাদির উপরে তিনি কেন পাদবিক্ষেপ করিবেন? মন বলিল, তোমরা প্রেমের গন্ধ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হও নাই। অচ্ছা বল দেখি। যদি হৃদয়ের আবেগ বশত বা ভ্রম বশত শিলাদি কণ্টকোপরি কৃষ্ণচরণ নিপতিত হয়, তখন কি হইবে? গোপী বলিলেন,

দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈ র্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতং।

অন্বয়ঃ।

হে বীর! ত্বং তু দিনপরিক্ষয়ে সায়ংকালে, নীলকুন্তলৈঃ আবৃতং ধনরজস্বলং গোরজ-

শ্রীধরস্বামী।

এবম্ভূতা স্বদ্দুঃখশঙ্কিতচিত্তা বয়ং ত্বন্তু দিনপরিক্ষয়ে সায়ংকালে নীলকুন্তলৈরাবৃতং ধনরজস্বলং গোরজশ্ছুরিতং বনরুহাননং অলিমালাকুলপরাগচ্ছুরিতপদ্মতুল্যমাননং বিভ্রং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

এতাবদ্দুঃখমনুভবিতুমেব জীবন্ত্যো বিধাত্রা বয়ং সৃষ্টাঃ। ভো দুঃখিন্যঃ খলু জীবত যূয়ং অহন্তু যুষ্মৎপ্রাণৈঃ সার্দ্ধং যুষ্মদ্দেহেভ্যো নিসৃত্যাধুনৈব যামীতি॥ ১১॥

কিঞ্চ ত্বং সংযোগেঽপি নৈব সুখং দিৎসসীত্যাহুঃ। দিনপরিক্ষয়ে সায়ংকালে নীল-কুন্তলৈঃ কুটিলালকৈর্মন্দমারুতলোলৈরাবৃতং। ধনরজস্বলং ধনং গোধনঞ্চ বিত্তয়োরিতি বিশ্বপ্রকাশাল্লোরজশ্ছুরিতং। বনরুহাননং লোলানি মালা ললিত-পরাগভরচ্ছুরিত-সরসিজ-সদৃশমাননং বিভ্রং তচ্চ মুহুর্দর্শয়ন্ গোসন্তালনপ্রিয়সখান্বেষণচ্ছলেনেতস্ততঃ পরি-বৃত্যাস্মন্নয়নগোচরীভবন্ স্বদর্শনস্য সর্ব্বজনানন্দকং স্বভাবং জ্ঞাত্বা এতাঃ কষ্টসিন্ধাবেব নিমজ্জয়ামীতি বিমৃশ্য নোহস্মভ্যং স্মরং যচ্ছসি। য এব কুলধর্ম্মপদবীং বিষজ্বালামিবাসু-

---

কিন্তু হে বীরকেশরি প্রভো নন্দনন্দন! আপনি তদনুরূপের কিছুই পরিচয় দেন না! বরং সায়ংকালে যখন বন হইতে প্রত্যাগমন করেন, তখন আপনার সঙ্গলাভে কোথায় পরিতৃপ্ত হইব! তাহা না ঘটিয়া, সুকৃষ্ণ

আভাস।

হে ভ্রাত চেত! তুমি যথার্থই বলিয়াছ! এই সমস্ত দুঃখ অনুভব করাইবার জন্যই বিধাতা আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন। মন বলিল, অরে দুঃখভাগিনীগণ এতাদৃশ দুঃখ ভোগ করিবার জন্য যদি তোমরা জীবিত থাকিতে চাহ! ক্ষতি নাই; আমি কিন্তু তোমাদের প্রাণ লইয়া এখনই দেহ হইতে নিঃসৃত হইব, সন্দেহ নাই॥ ১১॥

হে কেশব! তোমার সঙ্গপ্রার্থনায় আমরা এত আকিঞ্চন করিতেছি বটে, কিন্তু তুমি সঙ্গ প্রদানেও কখন সুখী কর নাই। তুমি যখন বৃন্দাবনে গোধন চরাও, তখন আমরা তোমার বিরহে কাঙ্গালিনীর ন্যায় সমস্ত দিবাভাগ কেবল বিবিধ গৃহকর্ম্মে চিত্ত ব্যাপৃত রাখিয়া কোন ক্রমে কাল অতিবাহিত করিতাম; ভাবিতাম সন্ধ্যার প্রাক্কালে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া কতই সুখী হইব। কিন্তু তুমি যখন সায়ংকালে ব্রজে প্রত্যাগমন করিতে, তখন তোমার মত্ত ভ্রমরবেষ্টিত স্থলকমলের ন্যায়, অলকাজাল-মণ্ডিত এবং পরাগস্নানীয় ধূলায় কথঞ্চিৎ ধূসরিত মুখকমল বয়স্য বালকগণের অন্বেষণচ্ছলে ইতস্তত প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদের হৃদয়ে শান্তির পরিবর্ত্তে মদনানলেই উদ্দীপন করিয়া দিতে। হে দীনবন্ধো! তোমার সন্দর্শন লাভে জীবমাত্রেই পরমানন্দে নিমগ্ন হয় বলিয়া কি আমাদের নিমিত্ত

ধনরজস্বলংদর্শয়ন্ মুহুর্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ।

স্ফুরিতং বনরুহাননং স্থলকমলসদৃশং আননং বিভ্রদ্ মুহুর্মুহুঃ প্রদর্শয়ন্ নঃ মনসি কেবলং স্মরং যচ্ছসি অর্পয়সি ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তচ্চ মুহুর্মুহুর্দর্শয়ন্ নো মনসি কেবলং স্মরং যচ্ছসি অর্পয়সি নতু সঙ্গং দদাসীতি কপট ইতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভাব্যাস্মানুন্মাদ্য বনোষ্বনীয়ৈবং রোদয়তীতি ভাবঃ। হে বীর ব্রজস্ত্রীণাং ধর্ম্মধ্বংসনার্থমেব প্রবর্ত্তিতঃ স্মারঃ শরপ্রহারঃ ॥ ১২ ॥

অলকাজালে মণ্ডিত, গাভীর ক্ষুরোত্থিত ধূলাপটলে অনুরঞ্জিত, পরাগ-পরিব্যাপ্ত স্থলকমলের ন্যায় সুকোমল মুখকমল প্রদর্শন করাইয়া আমাদের হৃদয়ে নিরন্তর স্মরব্যথাই প্রদান করিতেছেন! ১২ ॥

আভাস।

একটী বিশেষ দুঃখসমুদ্রের নির্ম্মাণ করিয়াছিলে? সেই পূর্ব্ব চরিত্র কি এখনও বিস্মৃত হইতে পার নাই! সেই নিমিত্তই বুঝি অদ্য কুল, ধর্ম্ম ও লজ্জাদিতে বিষের জ্বালা অনুভব করাইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় আমদিগকে এই নির্জ্জন কাননে আনিয়া এত রোদন করাইতেছ! তোমাকে ধর্ম্মবীর বলিয়া আমরা জানিতাম; এক্ষণে ব্রজস্থ কুলকামিনীর ধর্ম্ম ধ্বংসের নিমিত্ত মদনবাণ নিক্ষেপেই তোমার বীরত্বের বিশেষ পরিচয় পাইতেছি; সত্য! ১২ ॥

"অতএব আমার দ্বারা যদি তোমাদের সতত দুঃখেরই উৎপত্তি হয়, ইহাই নির্ণীত মন্তব্য, তাহা হইলে আর আমার সহিত তোমাদের কোন প্রয়োজন নাই" পাছে শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কোপোক্তির প্রকাশ করেন, এই ভয়ে গোপিকাগণ স্ব স্ব ভাগ্যের প্রতি দোষারোপ করত বলিলেন, হে গোবিন্দ! আমরা স্বকর্ম্মসূত্রে এতই অন্ধ হইয়াছি যে, হে জগজ্জীবন! তোমার প্রতিও দোষারোপে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হই নাই। কিন্তু হে প্রণতজনপালক! আমাদের সে অপরাধ ক্ষমা করুন! বিষম অপরাধ করিলেও কালীয় স্বীয় পত্নীগণের প্রণতির গুণে যখন অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইয়াছিল, কমলাসন ব্রহ্মা বৎসবালকাদি হরণদোষে দূষিত হইলেও কেবল শরণাগত হইবার গুণে পুনরায় স্বকীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তখন অপরাধী হইলেও আমরা যে তোমার শরণাগতা কিঙ্করী! হে প্রভো! আমাদিগকে ক্ষমা করুন! হে মাধব! ধরণীকে যেমন চরণচিহ্নে শোভিতা করিয়াছেন, আমাদের পয়োধরের উপরে ঐ শ্রীচরণ প্রদানে সেইরূপ অলঙ্কৃত করুন! আমরা গর্গাচার্য্যের মুখে শুনিয়াছি, বিপদ্‌কালের বন্ধু একা তুমি মাত্র! অতএব এই বিপদে আমাদিগকে উদ্ধার কর! আমাদের উদ্ধারার্থ তোমাকে কোন ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না। তোমার রূপই সকল কল্যাণের আকর এবং সুখের সাগর। হে

প্রণতকামদং পদ্মজার্চ্চিতং ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি !
চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে রমণ নঃ স্তনেষ্বর্পয়াধিহন্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ।

হে রমণ ! পদ্মজার্চ্চিতং (পদ্মজেন ব্রহ্মণা অর্চ্চিতং) প্রণতকামদং (প্রণতানাং কামং মনোরথং দদাতীতি ধরণীমণ্ডনং (ধরণ্যাঃ মণ্ডনং অলঙ্কারভূতং) আপদি ধ্যেয়ং ধ্যানমাত্রেণাপি আপন্নিবর্ত্তকং, শন্তমং (সেবাসময়ে এব পরমানন্দজনকং) তে তব চরণপঙ্কজং হে আর্ত্তিহন্ ! নঃ স্তনেষু অর্পয় প্রযচ্ছ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অতোঽধুনা কপটং বিহায় এবং কুর্ব্বিতি প্রার্থয়ন্তে শ্লোকদ্বয়েন প্রণতকামদমিতি। হে আধিহন্ হে রমণ পদ্মজার্চ্চিতং পদ্মজেনার্চ্চিতং আপদি ধ্যেয়ং ধ্যানমাত্রেণাপন্নিবর্ত্তকং শন্তমঞ্চ সেবাসময়েঽপি সুখতমং তব চরণপঙ্কজং কামতাপশান্তয়ে নঃ স্তনেষ্বর্পয়েতি ॥ ১৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ননু যদ্যহং সদা দুঃখয়াম্যেবেতি নিশ্চিনুধ্বে তর্হ্যলং ময়া যুষ্মাকমিতি তৎকোপমাশঙ্ক্য হন্ত হন্ত স্বকর্ম্মফলদুঃখান্ধাভিস্ত্বয্যপি দোষ আরোপিত ইত্যনুতপ্য তং প্রসাদয়িতুং সর্ব্বসুখদত্বেন স্তুবন্ত্যস্ত্বয়ৈবাস্মাকং প্রয়োজনমিতি দ্যোতয়ন্ত্যঃ স্বদুঃখোপশমনং প্রার্থয়ন্তে। প্রণতেতি দ্বাভ্যাং ! প্রণতানামপরাধীভূয়াপি নম্রাণাং কালিয়তৎপত্ন্যাদীনাং কামদং পদ্মজেন ব্রহ্মণা স্বাপরাধোপশমনার্থমর্চ্চিতমতোঽস্মাকমপরাধঃ ক্ষম্যতামিতি ভাবঃ। ধরণীমণ্ডনমিত্যস্মৎকুচানপি তেষুচরণার্পণেন মণ্ডয়েতি ভাবঃ। ধ্যেয়মাপদীতি অনেন সর্ব্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথেতি গর্গোক্তেরিতি আপদোঽস্মাংস্ত্রায়স্বেতি ভাবঃ। সর্ব্বত্র হেতুঃ শন্তমং সর্ব্বকল্যাণরূপং সর্ব্বসুখরূপঞ্চ। আধিহন্ আধিং হন্তুমিত্যর্থঃ। নচ স্তনেষু চরণার্পণে তব কোঽপি শ্রমঃ প্রত্যুত সুখমেবেত্যাহুঃ। হে রমণ রিরংসোস্তব তেনৈবাভীষ্টসিদ্ধির্ভাবিনীতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

হে প্রাণরমণ ! বিরিঞ্চির বাঞ্ছিত ভবদীয় চরণারবিন্দে একান্তহৃদয়ে যাহারা শরণ লয়, তাহাদের অভিলাষ পূরণে কিছুই বাকী থাকে না ; ধরণীর অলঙ্কারপ্রদ ঐ চরণকমলে ধ্যান করিবা মাত্রেই বিপদরাশি দূরে পলায়ন করে এবং ভক্তের হৃদয়ে অসীম আনন্দরসের উপচয় হইয়া থাকে। হে আর্ত্তজন-দুঃখহারিন্ ! একবার ঐ পদারবিন্দ আমাদের কুচ-মণ্ডলে অর্পণ করুন ! ১৩ ॥

আভাস।

সর্ব্বদুঃখহারিন্ জনার্দ্দন ! আমাদের স্তনকমলে চরণার্পণ করিলে তোমার কোন ক্লেশ হইবে না ; বরং সুখেরই উৎপত্তি হইবে, সন্দেহ নাই ; এবং এতদ্দ্বারা তোমার রমণের সাধ পূরণ হইবে ॥ ১৩ ॥

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতং ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ।

হে বীর! সুরতবর্দ্ধনং (সুরতং সম্ভোগসুখং বর্দ্ধয়তীতি) শোকনাশনং (শোকং তদ্-প্রাপ্তিদুঃখস্য অনুভবং অপি নাশয়তীতি) নৃণাং নৃজাতীনাং অস্মাকং, ইতররাগবিস্মারণং (ইতরেষু ধনপুত্রগৃহলোকপরলোকাদিষু পুরুষার্থেষু রাগঃ তস্য বিস্মারকং) স্বরিতবেণুনা (স্বরিতেন নাদিতেন বেণুনা) সুষ্ঠু সম্যক্ চুম্বিতং তে তব অধরামৃতং নঃ অস্মাকং বিতর দেহি ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অপিচ হে বীর তে অধরামৃতং নো বিতর দেহি। স্বরিতেন নাদিতেন বেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং ইতি নাদামৃতবাসিতমিতি ভাবঃ। ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং ইতরেষু সার্ব্বভৌমাদিষু সুখেষু রাগমিচ্ছাং বিস্মারয়তি বিলোপয়তীতি তথা তৎ ॥ ১৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কিঞ্চ। ভো ধন্বন্তরিপ্রতিম-ভিষক্‌শিরোমণে কামরোগমূর্চ্ছিতাভ্যোঽস্মভ্যং কিম-প্যৌষধং দেহীত্যাহুঃ সুরতবর্দ্ধনমিতি। পুষ্টিকরত্বং শোকনাশনমিতি পীড়াহরঃ তদুক্তং। নচ তদপি মহার্ঘ্যং মূল্যং বিনৈব কথং দেয়মিতি বাচ্যং দানবীরেণ ত্বয়া ভক্তিনিকৃষ্টায় নিষ্প্রাণায়াপি সপ্রাণীকর্ত্তুং বিনৈব মূল্যং দীয়তে এবেত্যাহুঃ। স্বরিতেন নাদিতেন বেণুনা কীচকেনাপি সুষ্ঠু সম্যক্ ত্বয়া চুম্বিতং স্বাদিতং। নন্থ ধনজনকুটুম্বাদ্যা-

---

হে বীরবর! আপনার অধরামৃতে সম্ভোগসুখ উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়া তদপ্রাপ্তিনিবন্ধন শোকানল নির্ব্বাপিত হইয়া যায়; এবং আমাদের ন্যায় নারীজাতির ধন, পুত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, অধিক কি! পরজীবনে লব্ধব্য স্বর্গাদি পুরুষার্থ বিষয়েও আসক্তির বিস্মৃতি জন্মে। কিন্তু হে দয়াময়! জড়জাতি বেণুও যখন তাদৃশ অধরামৃত প্রচুর পরিমাণে পান করিতেছে, তখন তোমার দাসীগণকে তাহা বিতরণে পরাঙ্মুখ হইও না ॥ ১৪ ॥

আভাস।

হে পরমমিত্র! আমরা কামরোগে সাতিশয় প্রপীড়িত হইয়া তোমার ন্যায় ধন্বন্তরি-প্রতিম ভিষক্‌শিরোমণির সমীপে কোনরূপ উপযুক্ত ঔষধির প্রার্থনায় উপস্থিত হইয়াছি। কোনরূপ পীড়ানাশক অথচ পুষ্টিকর ঔষধি আমাদিগকে প্রদান করুন। যদি বলেন যে, আপনার ঔষধির মূল্য আমরা প্রদান করিতে পারিব না, সুতরাং তাহা অদেয়, তদুত্তরে বলি যে, আপনি যখন জীবনহীন পদার্থকেও বিনা মূল্যে ঔষধি প্রদানে সজীব করিয়াছেন, তখন সচেতন আমরা এত কাতর-কণ্ঠে ঔষধি ভিক্ষা করিতেছি, তাহা প্রদান করিতে

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ত্রুটি র্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাং।

অন্বয়ঃ।

যৎ যদা অহ্নি দিবসে ভবান্ কাননং বৃন্দাবনং প্রতি অটতি গচ্ছতি, তদা ত্বামপশ্যতাং প্রাণিনাং ত্রুটিঃ যুগায়তে যুগবদ্ভবতি। (তথা দিনান্তে) কুটিলকুন্তলং (কুটিলাঃ কুন্তল

শ্রীধরস্বামী।

কিঞ্চ ক্ষণমপি ত্বদ্দর্শনেন দুঃখমতুলং ত্বদ্দর্শনেন তথা সুখঞ্চ দৃষ্ট্বা সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগে যতয় ইব বয়ং ত্বামুপগতাঃ তত্ত্ব কথমস্মান্ ত্যক্তুমুৎসহস ইতি সকরুণমূচুঃ। অটতীত্বয়েন যৎ যদা ভবান্ কাননং বৃন্দাবনং প্রতি অটতি গচ্ছতি তদা ত্বামপশ্যতাং প্রাণিনা

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সক্তিরেবাত্র কুপথ্যং তদ্বতে জনায়ৈতন্ন দীয়তে তত্রাহুঃ। ইতররাগবিস্মারণং ইত্তরবস্তু ষেত্তদেব রাগমাসক্তিং বিস্মারয়তীত্যদ্ভুতমৌষধমিদং যৎ কুপথ্যান্নিবর্ত্তয়তীত্যস্মাভিরনুভূয়ৈঃ দৃষ্টমিতি ভাবঃ নৃণাং মনুষ্যজাতিস্ত্রীণাং বিতর দেহি। হে বীর দানবীর দয়াবীরেতি বা ॥ ১৪ ॥

কিঞ্চাস্মাকং দুরদৃষ্টমেব দুঃখপ্রদং তত্র ত্বং কিং কুর্য্যা ইত্যাহুঃ। যৎ যদা ভবান্ কাননং বৃন্দাবনমটতি গচ্ছতি তদা ত্বামপশ্যতামস্মাকং গোপীজনানাং ত্রুটিঃ ক্ষণস সপ্তবিংশতিশততমো ভাগঃ সোঽপি যুগতুল্যো ভবতি। ক্লীবত্বমার্ষং। দিবসে ত্রৈমাসিক মেব ত্বদ্বিরহদুঃখং সর্ব্বেষাং ব্রজজনানাং অস্মাকন্তু তত্রৈব ত্রয়ো যামাঃ শতকোটিযুগপ্রমাণা

দিবাভাগে আপনি যখন বৃন্দাবনের কানন-মধ্যে বিচরণ করেন, সেই সময়ে আপনার অদর্শনে প্রাণিগণের নিকট এক নিমেষমাত্র কালও যুগ যুগান্তরের ন্যায় অসহ্য বলিয়া বোধ হইতে থাকে; আবার দিবাবসানে যখন

আভাস।

পারিবেন না? বেণুকে অধরামৃত পান করাইয়া এত সুমধুর করিয়াছেন, আমাদের প্রতিই কি এত বিড়ম্বনা! যদি বলেন কুপথ্যাশী রোগীকে চিকিৎসা করিলে চিকিৎসকের যশোহানি হয়; আমরা ত কোন কুপথ্যই সেবন করি না; এই দেখুন! আপনার ঔষধির প্রত্যাশায় ধন, জন ও কুটুম্বাদির আসক্তিরূপ সংসার-কুপথ্য আমরা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছি। দয়াকার্য্যে আপনার ন্যায় বীরপুরুষ এজগতে আর নয়নগোচর হয় না এবং আমাদের ন্যায় চিকিৎসকানুরাগিনী রোগীও দেখিতে পাইবেন না! অতএব এতাদৃশ রোগীকে চিকিৎসা করিলে, জগতে তোমার যশও পরিবর্দ্ধিত হইবে। আর বিলম্ব করিও না; ঔষধি প্রদানে কৃতার্থ কর! ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণ হে! ইহাতে তোমার কোন দোষ নাই; আমাদের দুরদৃষ্টই এই যাবতীয় অনর্থের মূল। কারণ আপনি যখন বৃন্দাবনের কাননে বিচরণার্থ গমন করিতেন, তখন

কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাং ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।

কেশাঃ যস্মিন্ তৎ) তে তব শ্রীমুখং উদীক্ষতাং (উচ্চৈঃ ঈক্ষমাণানাং তেষাং) দৃশাং পক্ষ্মকৃৎ ব্রহ্মা, জড়ঃ ভবতি ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ত্রুটিঃ ক্ষণার্দ্ধমপি যুগায়তে যুগবদ্ভবতি এবমদর্শনে দুঃখমুক্তং পুনঃ কথঞ্চিদ্দিনান্তে তব শ্রীমন্মুখং উং উচ্চৈ বীক্ষমাণানাং তেষাং দৃশাং পক্ষ্মকৃৎ ব্রহ্মা জড়ো মন্দ এব নিমেষমাত্রমপ্যন্তরমসহমিতি দর্শনসুখমুক্তং ॥ ১৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যত্তবস্ত্রাত্র দুরদৃষ্টং বিনা কিমন্যৎ কারণং ভবেদিতি ভাবঃ। পুনশ্চ কথঞ্চিদ্দিনান্তে শ্রীমন্মুখং তব উদীক্ষতামুৎকণ্ঠয়া ঈক্ষমাণানাং তেষামেব গোপীজনানাং দৃশাং পক্ষ্মকৃৎ পক্ষ্মস্রষ্টা বিধাতা জড়ো নির্ব্বিবেকো দুঃখং করোতীতি শেষঃ। এবঞ্চ ত্বদদর্শনে দুষ্পার এব দুঃখসিন্ধুঃ। দর্শনে তু পক্ষ্মোদ্ভবো নিমেষ এব যো দর্শনবিরোধী সোঽপি নবশতত্রুটিপ্রমাণো ভবন্নবশতযুগায়তে ইত্যুভয়থাপি দুঃখং দুরদৃষ্টবশাদেবেতি ভাবঃ। ত্রসরেণুস্ত্রিকং ভুঙ্‌ক্তে যঃ কালঃ স ত্রুটিঃ স্মৃতঃ। শতভাগস্তু বেধঃ স্যাত্তৈস্ত্রিভিস্তু লবঃ স্মৃতঃ। নিমেষস্ত্রিলবো জ্ঞেয় আম্নাতাস্তে ত্রয়ঃ ক্ষণ ইতি মৈত্রেয়ঃ। যদ্বা। কৃন্তী ছেদনে। দৃশাং পক্ষ্মচক্ষুষাং পক্ষ্মকৃৎ পক্ষ্মচ্ছেত্তা। অজড়শ্চতুরো জনস্তে শ্রীমুখমুদীক্ষতামুৎকর্ষেণ পশ্যতু নতু বয়মিচ্চতুরা ইতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

ব্রজে প্রত্যাগমন করেন, তখন আপনার কুঞ্চিত কেশজালে মণ্ডিত শ্রীমুখ নিরীক্ষণে অক্ষিপত্রের নিমেষণকারী ব্রাহ্মাকেও জড় ও অন্যায়কারী বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

আভাস।

আপনার অদর্শনে ক্ষণমাত্র কালের সপ্তবিংশতি ভাগের একভাগ পরিমিত ত্রুটি নামক কালও আমাদের নিকট এক যুগ বলিয়া পরিগণিত হইত। অর্থাৎ সমস্ত ব্রজবাসী যে বিরহকে যে পরিমাণে ক্লেশকর বলিয়া উপলব্ধি করিতেন, আমাদের নিকট সে বিরহ যেন তদপেক্ষা কোটিগুণ অধিক বলিয়া অনুমিত হইত; তাহাতে আমাদের দুরদৃষ্ট ব্যতীত আপনাতে কিরূপে দোষের আরোপ করিব। ভাল! অদর্শনে যেমন শোক, সন্দর্শনে সেইরূপ আনন্দও হউক না? বিধাতা তাহাতেও বাম হইয়াছেন। প্রাণ ভরিয়া যে দর্শন করিব, সে সাধও বিধাতা পূরণ করিতে দেন না। তিনি যে অক্ষিপত্রের নির্ম্মাণ করিয়াছেন, অভিলষিত ব্যক্তির শুভাগমে যেন তাহার নিমেষ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি হইয়া দর্শনকারীর বিশেষ প্রতিবন্ধক জন্মায়। হে গোবিন্দ! তুমি যখন সায়ংকালে ব্রজে প্রত্যাগমন কর, তখন আমরা অন্তঃকরণ তোমার দর্শন-লালসায় নয়নাবলম্বনে নির্গত হইতে যত্ন করে; কিন্তু

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবানতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ।

হে অচ্যুত অখণ্ডানন্দস্বরূপ! পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্ অতিবিলঙ্ঘ্য অনাদৃত্য ত্যক্ত্বা, গতিবিদঃ অস্মদাগমনং জানতঃ তে তব গীতমোহিতাঃ সত্যঃ (বয়ং) তব অন্তি অন্তিকে আগতাঃ। হে কিতব শঠ! এবম্ভূতাঃ নিশি (স্বয়ং আগতাঃ) যোষিতঃ স্ত্রিয়ঃ (ত্বাং বিনা) কঃ ত্যজেৎ? ১৬॥

শ্রীধরস্বামী।

তস্মাৎ, হে অচ্যুত! পতীন্ সুতান্ অন্বয়ান্ তৎসম্বন্ধিনঃ ভ্রাতৄন্ বান্ধবাংশ্চাতিবিলঙ্ঘ্য তব সমীপমাগতা বয়ং কথংভূতস্য গতিবিদঃ অস্মদাগমনং জানতঃ গীতগতির্ব্বা জানতঃ গতিবিদো বয়মিতি বা তবোদ্গীতেন উচ্চৈর্গীতেন মোহিতা হে কিতব শঠ! এবম্ভূতা যোষিতো নিশি স্বয়মাগতাঃ স্বয়মাহূতা বা ত্বাং ঋতে কস্ত্যজেৎ ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যাশ্চ বেণুবাদন-সময়ে পতিভিরন্তর্গৃহনিরুদ্ধা আসংস্তাঃ সেষ্যমাহুঃ পতীতি। গতিমন্তিমাং স্বস্য দশমীং দশাং বিদন্তীতি তা বয়মন্তি ত্বদন্তিকমায়াতাঃ। হে অচ্যুত অত্রাপি চ্যুতোঽভূত্তৎ কিং বিপরীতলক্ষণয়ৈব ত্বমচ্যুত নামেতি ভাবঃ। তর্হি কিমাগতা ইতি চেদুদ্গীতেন মোহিতাঃ হতবিবেকীকৃতাঃ। এবঞ্চেত্তর্হি রে মূঢ়াঃ সহধ্বং বেদনামিতি

হে অখণ্ডানন্দস্বরূপ অচ্যুত! আমরা পতিসুতাদি যাবতীয় বন্ধুবান্ধবগণকে অবলীলাক্রমে উপেক্ষা করত ভবদীয় ভাবগ্রাহী ভাবের অনুসরণে ও মোহন বেণুধ্বনি শ্রবণে আপনারই সমীপে আগমন করিয়াছি। ওহে শঠশিরোমণে! বল দেখি! ঈদৃশ নিশীথকালে স্বয়ং আগতা আমাদের ন্যায় রমণীগণকে তুমি ব্যতীত অন্য কে উপেক্ষা করিতে পারে? ॥ ১৬ ॥

আভাস।

হতবিধির বিধানে অক্ষিপত্র নয়নপথ আবরণে নিমেষপাতনচ্ছলে যে কি পরিমাণে দুঃখ প্রদান করে, তাহা বর্ণনাতীত। আমাদের তখন এক এক নিমেষকে নবশত ত্রুটি বলিয়া জ্ঞান হইতে থাকে। যাহারা এই অক্ষিপত্র চ্ছেদনে সমর্থ হইয়াছে, আবরণ দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহারাই প্রকৃত চতুর এবং ত্বদীয় সঙ্গলাভের উপযুক্ত পাত্র ॥ ১৫ ॥

হে গোবিন্দ! তোমাকে নির্দ্দোষীই বা কি প্রকারে বলি। তোমার পক্ষপাতিত্ব দোষ ও বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে। এই দেখ! বেণুবাদনকালে যে সমস্ত গোপললনা স্বামী, স্বজনাদির হস্ত অতিক্রম করিয়া তোমার সন্নিকটে আগমন করিতে পারে নাই, গৃহেই নিরুদ্ধা ছিল, তাহাদের দশম দশা উপস্থিত বুঝিয়া কাহার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছ,

রহসি সম্বিদং হৃচ্ছয়োদয়ং প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণং।
বৃহদুরঃশ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।

(কিঞ্চ হে কৃষ্ণ!) রহসি একান্তে হৃচ্ছয়োদয়ং (হৃচ্ছয়স্য কামস্য উদয়ঃ যস্মাৎ তৎ) সম্বিদং সাংকেত্যচেষ্টিতং তথা প্রহসিতাননং, প্রেমবীক্ষণং শ্রিয়ঃ লক্ষ্ম্যাঃ, ধাম স্থানভূতং, তে তব বৃহদ্ বিশালং, উরঃ বক্ষঃ বীক্ষ্য অতিস্পৃহা (ভবতি) মনশ্চ মুহুঃ মুহ্যতে মোহং চ প্রাপ্নোতি ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অতস্ত্বয়া ত্যক্তানামস্মাকং প্রাক্তনত্বদ্দর্শননিদানহৃদ্রোগস্য ত্বৎসঙ্গত্যৈব চিকিৎসাং কুর্ব্বিত্যাহুর্দ্বয়েন রহসীতি। শ্রিয়ো ধাম তে বৃহদ্বিশালং উরশ্চ বীক্ষ্য অতিস্পৃহা ভবতি তয়াচ মুহুর্মুহুর্মনো মুহ্যতি ॥ ১৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তত্রাহুঃ। হে কিতব শঠ! এবম্ভূতা যোষিতো নিশি স্বয়মাগতা ভীরুস্ত্বাং নির্দ্দয়মৃতে কস্ত্যজেৎ ন কোঽপীত্যর্থঃ। যদ্বা হে কিতব হে মত্ত নিশি আয়াতা যুবতীঃ কঃ খলু যুবা ত্যজেৎ অতস্ত্বং বঞ্চকোঽপি বঞ্চিত এবাভূরিতি ভাবঃ। কিতবস্তু পুমান্ মত্তে বঞ্চকে কনকাহ্বয়ে ইতি মেদিনী ॥ ১৬ ॥

কি কর্ত্তব্যং তব মোহনপঞ্চকং কামশরপঞ্চকমিবাস্মন্নেত্ররন্ধ্রেষু প্রবিশ্য হৃদয়ং জলয়তীত্যাহুঃ। রহসি সম্বিদং রতিপ্রার্থনব্যঞ্জকসম্ভাষণং প্রথমং হৃচ্ছয়োদয়ং অস্মদবলোকনহেতুকং কন্দর্পভাবোদয়ং দ্বিতীয়ং। প্রকৃষ্টং হসিতং যত্র তথাভূতমাননং তৃতীয়ং। প্রেমযুক্তমীক্ষণঞ্চ

কিন্তু হে কৃষ্ণ নির্জ্জনে আপনার সাঙ্কেতিক কেলিবার্ত্তা, প্রসন্ন বদন, প্রেমপূর্ণ অপাঙ্গমোক্ষণ ও স্বয়ং লক্ষ্মীর নিত্যনিবাসস্থল ভবদীয় বিশাল বক্ষদেশ অবলোকন করিয়া আমাদের হৃদয়ে সাতিশয় স্পৃহা জন্মিতেছে এবং মনও নিতান্ত কাতর হইতেছে ॥ ১৭ ॥

আভাস।

কাহারও বা যোগদেহ নিজ সমীপে আনয়ন করিয়াছ। কিন্তু, হা কষ্ট! আমাদের দশা কি তোমার একবারও স্মরণ হইল না! আমরা যে, তোমার বেণুবাদনধ্বনি শ্রবণ মাত্রে পতি সুতাদি স্বজনবর্গের আসক্তিতে জলাঞ্জলি দিয়া হতবিবেকীর ন্যায় তোমার চরণারবিন্দে শরণাগত হইলাম; কৈ আমাদের দশার বিষয় ত কিছুই চিন্তা করিতেছ না! হে কমললোচন! সকল পক্ষে সামঞ্জস্য করিয়া তোমার অচ্যুতনামের সার্থকতা রক্ষা কর! যদি বল যে, আমাদের যেমন কর্ম্ম তদনুরূপ দুঃখভোগই করিতে হইবে আপনার দ্বারা আমাদের কোন উপকার ঘটিবে না; কিন্তু বল দেখি, হে শঠশিরোমণি! ইহাতে কি কেবল আমাদেরই উপকার, তোমাদের কি কোন ইষ্টাপত্তি নাই! এরূপ নিশীথকালে নির্জ্জন

ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলং।

অন্বয়ঃ।

হে অঙ্গ! তে তব ব্যক্তিঃ অভিব্যক্তিঃ অবতারঃ, ব্রজবনৌকসাং ব্রজবাসিজনস্য বনৌকসাং মুনীনাং চ বৃজিনহন্ত্রী পাপনিরসনী, তথা অলং অতিশয়েন বিশ্বমঙ্গলং চ; অতঃ ত্বৎস্পৃহাত্মনাং ত্বৎস্বন্ধস্পৃহারুণ্মনসাং নঃ অস্মাকং স্বজনহৃদ্রুজাং (স্বজনানাং

শ্রীধরস্বামী।

তব চ ব্যক্তিরভিব্যক্তি ব্রজবনৌকসাং সর্ব্বেষাং অবিশেষেণ বৃজিনহন্ত্রী দুঃখনিরশনী। বিশ্বমঙ্গলং সর্ব্বমঙ্গলরূপাচ। অতস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং ত্বৎস্পৃহারুণ্মনসাং নঃ মনাক্ ঈষৎ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

চতুর্থং। শ্রিয়ো ধাম শোভাস্পদং বৃহদ্বিস্তীর্ণমুত্তুঙ্গমুরো বক্ষঃ পঞ্চমং। বীক্ষ্য মুহুঃ পুনঃ পুনর্বিশেষতো দৃষ্ট্বা অভিস্পৃহণং অভিস্পৃহা। ভাবঃ ক্রিবঙ্গঃ। স্পৃহিতয়া মনো মুহ্যতে মুহ্যতি। ঔৎকণ্ঠ্যজ্বালয়া মূর্চ্ছতীত্যর্থঃ॥ ১৭॥

কিঞ্চ। কুলবধূনাং নিরপরাধানামস্মাকং ত্বয়ৈব সংমোহং রাত্রৌ বনমানীতানামৌৎকণ্ঠ্যাগ্নিনা কেবলং প্রাণদাহনমেব ন তবাভিপ্রেতং কিন্তু স্বাঙ্গসঙ্গদানেন প্রাণপালনমপীত্যাত্র

হে প্রাণৈকবল্লভ! আপনার আবির্ভাবে কি ব্রজবাসী, কি বনবাসী সকলেরই পাপরাশি বিনষ্ট হইয়াছে এবং সমগ্র সংসার আনন্দরসে উচ্ছলিত হইতেছে। অতএব যাহারা তোমার প্রাপ্তির আশায় এতকাল জীবনধারণ

আভাস।

কাননে স্বয়ং আগতা কামিনীগণকে তোমার ন্যায় নির্দ্দয় পুরুষ ব্যতীত অন্য কোন্ ব্যক্তি উপেক্ষা করিতে পারে? এরূপ বঞ্চনাতে নিজেই বঞ্চিত হইতেছ, সন্দেহ নাই॥ ১৬॥

সে যাহাই হউক, এক্ষণে আমাদের উপায় কি! কামদেবের পঞ্চ সায়কের ন্যায় তোমার মোহনপঞ্চক আমাদের হৃদয় মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক চিত্তকে দগ্ধ করিতেছে। তোমার রতিপ্রার্থনাব্যঞ্জক সম্ভাষণ, আমাদের কন্দর্পভাবোদ্দীপক তোমার অবলোকন, সহাস্য বদন, প্রেমপূর্ণ ঈক্ষণ এবং সর্ব্বশোভাসম্পন্ন লক্ষ্মীর নিত্যনিবাসস্থান তোমার বিশাল বক্ষদেশ এই পঞ্চ উপকরণ দর্শনে আমাদের চিত্ত বারংবার তোমারই প্রতি ধাবিত হইতেছে, এবং মনও মোহিত হইয়া পড়িতেছে। তুমি ইহার প্রতিকার না করিলে, অন্য উপায় নাই॥ ১৭॥

দেখুন! আমরা নিরপরাধা কুলবধূ; বেণুবাদনে মোহিতা করিয়া রাত্রিকালে আমাদিগকে এই বনমধ্যে আনয়ন করত কেবল উৎকণ্ঠারূপ অনল প্রদানে আমাদের প্রাণ দগ্ধ করাই যে তোমার অভিপ্রেত, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে; স্বকীয় অঙ্গসঙ্গ প্রদানে প্রাণপালন করাও উদ্দেশ্য বটে। হে বিশ্বভাবন! আপনার আবির্ভাবে এই বিশ্ব সংসার সুধারসে প্লাবিত হইয়াছে। কি গৃহী, কি বনচারী, কাহারও দুঃখের লেশ মাত্র অনুভূত হইতেছে

ত্যজ মনাক্ চ নস্ত্বং স্পৃহাত্মনাং স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিসূদনং ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।

হৃদ্রুজাং হৃদয়রোগাণাং কামাদিরূপাণাং নিসূদনং বিনাশকং যৎ ত্বৎসম্বন্ধরূপং ঔষধং তৎ মনাক্ ঈষদ্ অপি ত্যজ দেহি ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কিমপি ত্যজ মুঞ্চ কার্পণ্যমকুর্ব্বন্ দেহীত্যর্থঃ। কিং তৎ স্বজনহৃদ্রোগাণাং যদভিগোপাং নিসূদনং নিবর্ত্তকমৌষধং তৎ ত্বমেব বেৎসীতি গূঢ়াভিপ্রায়ঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হেতুমাহুঃ। তব ব্যক্তিরভিব্যক্তি ব্রজজনৌকসাং সর্ব্বেষামেবাবিশেষেণ বিশ্বমঙ্গলং সর্ব্বাণি মঙ্গলানি যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা বৃজিনহন্ত্রী দুঃখনিরসিনী অতস্ত্বৎ স্পৃহাত্মনাং ত্বৎ-

---

করিতেছে, সেই তোমার চিহ্নিত দাসী আমাদিগের কামাদি হৃদয়-রোগের উপশমনার্থ ত্বদীয় সম্বন্ধগন্ধরূপ যৎকিঞ্চিৎ ঔষধদানে বিরত হওয়া কোন মতে সঙ্গত হইতেছে না ॥ ১৮ ॥

আভাস।

না; কেবল যাহারা সংসারের সারনিধি এক তোমাকে প্রার্থনা করিতেছে, তাহাদের কামনা পূরণ করিতেই তোমার যত কার্পণ্য। হে কৃপাসিন্ধো! আমরা যে তোমার চিরদাসী! আমরা ধন, মান, ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি, আয়ুঃ, ভোগ, ইহলোক বা পরলোক ইহার কিছুই চাই না; চাই কেবল তোমার চরণযুগল। মন সংসারের সকল ভোগকে বিসর্জ্জন করিয়াছে, পুনঃ ভোগের জন্য প্রবৃত্তিও এক্ষণে আর দেখিতে পাইতেছি না; কিন্তু ভুক্ত ভোগের সংস্কার ত এখনও চিত্ত হইতে দূর হয় নাই। তুমি একবার কৃপা করিয়া দর্শন দাও এবং আমাদের কুচযুগল পদদলিত কর; আমরা চিরজীবনের মত কামরোগ হইতে নির্ম্মুক্ত হই। গোপীর প্রেম অত্যন্ত বিশুদ্ধ। ইহাতে সাধারণ দৃষ্টিতে কটাক্ষ করা কর্ত্তব্য নহে। প্রাকৃতিক প্রেমের গন্ধমাত্রও ইহাতে উপলব্ধ হয় না। ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। অবশ্য "গোপ্যঃ কামাৎ" বলিয়া প্রকাশ আছে যে, গোপিকাগণ কামের বশবর্ত্তিনী হইয়া জারবুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করত তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু সে কামের স্বরূপ প্রাকৃত ভোগনিষ্ঠ জীবকে বুঝাইতে হইলে, জারবুদ্ধি প্রভৃতি শব্দ ব্যতীত তাহাদের জ্ঞানানুরূপ ভাবের অভিব্যক্তি হয় না। কিন্তু যেমন তক্রের দ্বারা দুগ্ধের স্বাদ পূরণ করা, গুড়ের দ্বারা মধুর অভাব মোচন করা, এবং দন্তকের দ্বারা ঔরসজাতের পদ নির্ণয় করা, সেইরূপ বিষয়াসক্ত জীবের হৃদয়ে জারানুমানের দ্বারা গোপীগণের প্রেমোচ্ছ্বাসের কল্পনা করা হয়, মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে গোপীপ্রেম বিশুদ্ধ ও হেতুশূন্য। প্রাকৃতিক প্রেমে স্বার্থ আছে; গোপীপ্রেম অর্পণবিধি অনুসারে নির্হেতুক। উদ্দেশ্যের মধ্যে সংসার-নিবৃত্তি। গীতাতে উক্ত হইয়াছে, "বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কর্ত্তৃকা যা স্পৃহা অস্মদ্দর্শনোত্থা তস্যামেবাত্মা তং সম্পূরয়িতুং কামং মনো যাসাং তাঃ। মনাক্ ঈষৎ কিমপি ত্যজ মুঞ্চ কার্পণ্যমকুর্ব্বন্ দেহীত্যর্থঃ। তদেব কিং তত্রাহুঃ। স্বজনহৃদ্রুজাং যুষ্মজ্জনকুচরোগাণাং যন্নিসূদনং উপশমকমৌষধং চরণকমলমিত্যর্থঃ। তদেব যদি অস্মাভিঃ কুচেষ্বর্পয়িতুং প্রাপ্যতে তদা তেনৈব ত্বৎস্পৃহাং পূরয়িত্বা স্বপ্রাণাঃ পাল্যন্ত ইতি ভাবঃ॥ ১৮॥

আভাস।

রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে" ॥ বিবেকী ধীর ব্যক্তিগণ আত্মানাত্মবিচারে ও সংসারের অনিত্যাদি বিবিধ দোষদর্শনে বিষয়সম্ভোগ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারেন বটে, কিন্তু যে ভোগ করিয়াছেন, তাহার সংস্কার ত কেবল ভোগে বিরত হইলেই হৃদয় হইতে কখন বিলীন হয় না। রতিশ্রান্তে নরনারীর পরস্পরকে ক্লেদাদিদুর্গন্ধিদোষ-বিশিষ্ট কৃমিকীটভস্মের আধার এবং জীবন ও যৌবনের ক্ষয়কারক বলিয়া পরস্পরকে উপলব্ধ হইয়া পরস্পরে সঙ্গসম্ভোগে বিনিবৃত্ত হইলেও সম্ভোগোৎপন্ন তাৎকালিক ভাবের ত বিস্মৃতি ঘটে না; সে ভাব ত সংস্কাররূপে চিত্তের গভীর গুহায় নিদ্রিতের ন্যায় অবস্থিতি করে। এবং যদি কখন তাদৃশ দোষাবহ নরনারীর মূর্ত্তি বাতীত কাল্পনিক সুখপ্রদ ও দোষ-শূন্য কলেবর দৃষ্টির মধ্যে আসে, তখন পরস্পরকে পুনরায় সংসর্গে আসক্ত করে। অতএব বিচার ও বৈরাগ্য বিষয়সম্ভোগ হইতে জীবকে নিরস্ত করিলেও সম্ভোগোত্থ সংস্কার রূপী বিষয়রস হইতে ক্ষান্ত করায় না। বিষয়রস গুপ্তভাবে হৃদয়ে নিহিত থাকে; তাদৃশ সম্ভোগোপযোগী পদার্থের মিলনে চিত্তকে পুনরায় বাসনাপথের পথিক করে। তবে উৎকৃষ্ট বিষয়ের উপস্থিতিতে যেমন তদপেক্ষা নিকৃষ্ট পদার্থে চিত্ত ধাবিত হয় না বরং তাহার অপকৃষ্টতা প্রত্যক্ষ হইয়া যৎকিঞ্চিৎ উত্তমতাও সরিয়া যায়, সেইরূপ উৎকৃষ্ট ও সুখপ্রদ সংস্কারে নিকৃষ্ট বা অল্প সুখপ্রদ সংস্কার তিরোহিত হইয়া যায়। নিশীথ কালে তারকাজাল-মণ্ডিত নভোমণ্ডল সাতিশয় তৃপ্তিকর ও শোভাসম্পন্ন বলিয়া দর্শকের প্রতীত হয়, ঘনাবৃত সেরূপ নহে; সেইরূপ সংসারী জীবের সংস্কার-জাল-জড়িত হৃদয়াকাশ ভোগমার্গের তৃপ্তি ও সুখকর সন্দেহ নাই। তারকালোকে কোন গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করা হউক বা নাই হউক, নক্ষত্রের নিবৃত্তি নাই, সেইরূপ সংস্কারবশে ভোগে অগ্রসর না হইলেও সংস্কারের কখন নিবৃত্তি ঘটে না। সে নিবৃত্তি কেবল, "পরং দৃষ্ট্বা" পরমাত্মার দর্শনে ঘটে মাত্র। অত্যুজ্জ্বল প্রভাকরের প্রভায় যেমন নক্ষত্রাবলি নিরস্ততেজ হইয়া সূর্য্যালোকে বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ পরমপুরুষ নারায়ণের সন্দর্শনলাভে তদীয় আনন্দজ্যোতিতে বিষয়-সংস্কার বিলীন হইয়া যায়। গোপিকাগণ বিষয়সম্ভোগে বিরত হইয়া পতি, পুত্র, স্বজন, বন্ধুবান্ধবাদি ঐহিকের যাবতীয় পদার্থ বিসর্জন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের রাসমঞ্চে উপনীত হইয়াছিলেন; কিন্তু বিষয়ের রস বা সংস্কার তাহাদের হৃদয় তখনও

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।

অন্বয়ঃ।

হে প্রিয়! যৎ তে তব, সুজাতচরণাম্বুরুহং (সুজাতং সুকুমারং চরণাম্বুরুহং পাদপদ্মং) কর্কশেষু কঠিনেষু স্তনেষু ভীতাঃ সংমর্দনশঙ্কিতাঃ, সত্যঃ বয়ং শনৈঃ দধীমহি ধারয়েম;

শ্রীধরস্বামী।

অতিপ্রেমধর্ষিতাঃ রুদত্যা আহুঃ যদিতি! হে প্রিয় যত্তে তব সুকুমারং পদাম্বুজং কঠিনেষু কুচেষু সম্মর্দনশঙ্কিতাঃ শনৈঃ শনৈ র্দধীমহি ধারয়েম বয়ং। তেনাটবীমটসি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্থ ভো রসিকাঃ যৎ প্রার্থয়ধ্বে তন্মে চরণকমলং সম্প্রতি বনভ্রমণসুখে নিমজ্জত্যতো যুষ্মৎ কুচেষু স্থাতুং নাবকাশং লভতে। তত্র সরোদনমাহু র্যত্তে ইতি। তব সুজাতমতিসুকুমারং যচ্চরণাম্বুরুহং স্তনেষু দধীমহি তেনাপি ভীতা এব বয়ং তেন চরণাম্বুরুহেণ অটবীং অটনীতি

হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনি আমাদের জীবনের অপেক্ষা প্রিয়তম। আপনার মৃদুলতম সুকুমার চরণারবিন্দ ধারণে যখন আমরা বক্ষোপরি সম্মর্দিত করিতাম, তখন পাছে আমাদের কঠিন কুচাঘাতে আপনার চরণে ক্লেশবোধ

আভাস।

পরিত্যাগ করে নাই। আপাতত মধুর বেণুধ্বনি শ্রবণে তাঁহারা সংসারকে বিস্মৃত হইয়া তথায় আগমন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সর্ব্বপ্রেমাধার বিশ্বের সারাৎসার কৃষ্ণমূর্ত্তি সম্প্রতি নিরীক্ষণ করত আকুল হইয়া উঠিলেন। সংস্কারানুরূপ ভোগ্য পদার্থের মিলনে অন্তর্নিহিত বিষয়রস উদ্ভাসিত হইয়া ভোগার্থ চিত্তে যেমন বাসনার উদ্গম হয়, সংসারের সারনিধি শ্রীকৃষ্ণসৌন্দর্য্যে সংস্কারানুরূপ যাবতীয় ভোগ্যপদার্থের একত্র সন্নিবেশ দর্শনে গোপীহৃদয়ে সেইরূপ সম্ভোগার্থ ভাবের উদয় হইল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভোগের বিষয় নহেন; তিনি ভোগের স্বরূপ। শ্রুতিও মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছেন যে, "আনন্দময়োঽয়ং পুরুষঃ"। উত্তরমীমাংসাতে উক্ত হইয়াছে যে, "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ"। শ্রীকৃষ্ণই আনন্দের স্বরূপ; বিষয়প্রাপ্তিতে জীবের অন্তরে আনন্দোদয়ের ন্যায়, যদবধি গোপীহৃদয়ে কৃষ্ণ-লাভজনিত আনন্দের প্রত্যাশা ছিল, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিতে পারেন নাই। ঐহিক ও আমুষ্মিক বিষয়রসের অভিমান তাঁহাদিগকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ রাখিয়াছিল। তাঁহারা তৎসমীপে উপনীত হইলেও, শ্রীকৃষ্ণ তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। অনন্তর মণিহারা ফণীর ন্যায়, কৃষ্ণবিরহে কাতরা গোপালিকাগণ কৃষ্ণবিচ্ছেদের মূল কারণ সংস্কারাভিমানকে যখন নিরূপণ করিতে পারিলেন, তখনই তাহাকে পদদলিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়রসের আধার ও কামের আকররূপে পরিণত উভয় স্তনোপরি হস্তাদি প্রদানে প্রাকৃতিক সুখের পরিবর্ত্তে পদার্পণে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শ্রুতি বলিয়া-

তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ কূর্পাদিভি র্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥১৯॥
॥*॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়ায়াং গোপিকাগীতমেকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ৩১ ॥ * ॥

অন্বয়ঃ।

তেন চরণেন অটবীং অটসি বিচরসি (তদা) তৎ পদাব্জং কূর্পাদিভিঃ সূক্ষ্মপাষাণাদিভিঃ কিং স্বিৎ ন ব্যথতে ইতি ভবদায়ুষাং (ভবান্ এব আয়ু র্জীবনং যাসাং তাসাং) নঃ অস্মাকং ধীঃ ভ্রমতি মুহ্যতি ॥ ১৯ ॥

ইতি দশমে শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃতান্বয়ে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

গচ্ছসি। নয়সীতি পাঠে পশূন্ বা কাঞ্চিদন্যাং বা আত্মানং বা নয়সি প্রাপয়সি। তত্তত্তৎ পদাম্বুজং বা কূর্পাদিভিঃ সূক্ষ্মপাষাণাদিভিঃ কিং স্বিন্ন ব্যথতে কিন্তু ব্যথত ইতি ভবানেব আয়ুর্জীবনং যাসাং তাসাং নো ধী র্ভ্রমতি মুহ্যতীতি ॥ ১৯ ॥

॥ * ॥ ইতি দশমে একোত্রিংশ ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কাকুক্ত্যা হন্ত হন্ত কীদৃশমনর্থমসমসাহসং করোসীতি ভাবঃ। নন্থ কথং ভীতাস্থ তত্র

হয়, এই ভয়েই ভীত হইয়া অতি সাবধানে ধারণ করিতাম; কিন্তু এক্ষণে সেই চরণে এই নিবিড় অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছেন! অবশ্যই সূক্ষ্ম পাষাণাদির স্পর্শে বিলক্ষণ ক্লেশ পাইতেছেন বলিয়া আমাদের চিত্ত নিতান্তই বিমগ্ন হইতেছে ॥১৯॥

ইতি দশমে শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃতানুবাদে একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

আভাস।

ছেন, "ভিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" ॥ তাঁহাদের মনোগত অভিপ্রায় এই যে হে ভগবন্! তোমাকে দর্শন করিলে হৃদয়ের গ্রন্থিস্থানীয় বিষয়রসের অভিমান যখন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সংশয় দূর হয়, এবং সঞ্চিত বা প্রারব্ধ সকল কর্ম্মই বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন আমাদের কামভাবের উদয় আর কেন থাকে? আমরা ভোগ চাহি না, কেবল তোমাতে যুক্ত হইতে চাই; যে প্রতিবন্ধকে ভোগের ভাব থাকে, তাহাকে অবলীলাক্রমে পদদলিত কর! উভয়বিধ বিষয় ও তদীয় রস হইতে সম্পূর্ণ বিরত হইয়া আত্মহারার ন্যায় তোমার অপার ও অনন্ত প্রেমসাগরে চিরজীবনের মত নিমগ্ন থাকিব। আমাদের হৃদয়ে প্রচণ্ড কাম রোগ উৎপন্ন হইয়া কুচরূপে পরিণত হইয়াছে; ইহার উপযুক্ত ঔষধিই তোমার চরণস্পর্শ। তাহা হইলেই পূর্ব্বে যেমন পঞ্চমোহনে প্রজ্জ্বলিত করিয়াছ, এক্ষণে তেমনি অমৃতবর্ষণে জীবন দান করা হয় ॥ ১৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিশিংষন্তি কর্কশেধিতি স্তনানাং কঠোরত্বমেব ভয়হেতুরিত্যর্থঃ। কিমিতি তর্হি ধত্তে তত্রাহুঃ হে প্রিয়েতি। ত্বং তেষ্বেব স্বচরণার্পণে প্রীণাসীতি ত্বৎসুখমালক্ষ্যেবেতি ভাবঃ। কিঞ্চ। তদানীং চরণেন স্তনপীড়নে ত্বৎসুখে সাক্ষাদ্দৃষ্টেঽপি চরণসৌকুমার্য্যদৃষ্ট্যৈব ব্যথাবশ্যং সম্ভবেদেবেতি শঙ্কয়া অস্মাকং খেদো জায়তে এবেত্যত আহুঃ শনৈ র্দধীমহীতি। ত্বৎসখ্যেপ্যার্ত্তিশঙ্কয়া খিন্নত্বমিতি মহাভাবলক্ষণমিদং তেন ত্বৎসংযোগেঽপ্যস্মাকং দুঃখং বিধাত্রা ললাটে লিখিতমেবেতি ধ্বনিঃ॥

কিং কর্ত্তব্যং তপোভির্বিধিং প্রতি স্তনানাং কোমলত্বে প্রার্থ্যমানে তব সুখং ন স্যাৎ কর্কশত্বে চ ত্বচ্চরণানাং ব্যথেত্যুভয়থৈব সঙ্কটমস্মাকমিত্যনুধ্বনিঃ। ভবত্বস্মাকমেবং সংযোগবিয়োগয়োঃ কষ্টং। ত্বন্তু স্বৈরিত্বেঽপি কিং কষ্টং সহসে যত্তেনাটবীমটসি কিং চরণাম্বুরুহমেতদটব্যটনযোগ্যমিত্যুপালম্ভো ব্যঞ্জিতঃ। নন্থ যদা যত্মে মনস্যায়াতি তদা তদহং করোম্যত্র ভবতীনাং কিমিত্যত আহুঃ। তচ্চরণং ন ব্যথতে কিং স্বিদপি তু ব্যথত এব কিন্তু ত্বমেবাস্মাস্বিব স্বাঙ্গেষ্বপি নির্দ্দয় এব। কিন্বা এতা মদ্দুঃখেনাতিদুঃখিন্যো ভবন্তি তস্মাদেতা দুঃখয়িতুং প্রবৃত্তেন ময়া স্বদুঃখমপি কর্ত্তব্যং সোঢ়ব্যমেত্যাশয়েন তাং

আভাস।

হে কমললোচন কৃষ্ণ! যদি বল যে, তোমার চরণ বনভ্রমণ সুখে সম্প্রতি ব্যস্ত আছে, আমাদের কুচোপরি প্রদানের সাবকাশ নাই; এ কথায় আমাদের কর্ত্তিত অঙ্গে তোমার ক্ষারপ্রদান করা হয় মাত্র। যে সুকুমারতম কমনীয় কান্তিবিশিষ্ট চরণদ্বয় আমরা যখন বক্ষে ধারণ করিতাম, তখন পাছে আমাদের কঠিন ও কর্কশ কুচস্পর্শে তোমার সেই চরণে ক্লেশ বোধ হয়, এই ভয়ে সতত সাবধানে অবস্থিতি করিতাম; অদ্য তুমি তদ্দ্বারা বনে বনে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছ বলিলে, কি তোমার প্রণয়িনীগণের হৃদয়ে অশনিপাতের বেদনা উপস্থিত হয় না? বিরহিণীর বিরহ-ব্যথার উদ্দীপনই যদি তোমার কর্ম্ম হয়, তবে তোমার কৃপানিধান নামের সার্থকতা কোথায়? বুঝিলাম, তোমার দোষ নাই! আমাদের অদৃষ্টই সকল দোষের আকর। নতুবা তোমাতে সখ্যতা লাভেও আমাদের আর্ত্তির শঙ্কা কেন জন্মিতেছে? যাহাই হউক, এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য কি? তোমার জয় সর্ব্বত্র প্রথিত আছে; এক্ষণে তোমার কষ্ট হইবার ভয়ে যদি আমরা তপস্যাদির অনুষ্ঠানে কুচমণ্ডলের কাঠিন্য অপনোদন করি, তাহা হইলে তোমার সুখোদয় হইবে না এবং কর্কশ থাকিলেও তোমার চরণে আঘাত লাগিবে; অতএব আমাদের উভয়শঙ্কট উপস্থিত। ভাল! আমাদের দুঃখের অদৃষ্টে তোমার সংযোগ বা বিয়োগ উভয় পক্ষেই কষ্ট অনুভব করি, ক্ষতি নাই। তুমিত স্বেচ্ছাধীন! এরূপ বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বৃথা কেন কষ্ট স্বীকার করিতেছ! তোমার চরণ কি এতাদৃশ বনে বিচরণের উপযুক্ত? যদি বল যে, তোমার যখন যাহা ইচ্ছা হইবে, তাহাই করিবে, তাহাতে আমাদের প্রয়োজন কি? কিন্তু তাহাতে

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ব্যথামপি সহসে কিম্বা অস্মদ্দুঃখদর্শন এব তব মহাসুখমতস্তাং ব্যথামপি ত্বং সুখমেব-মনুসে। কিম্বা সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তীতি ন্যায়েন যৎ পূর্ব্বং তে হৃদয়ং কুসুমসুকুমার-মাসীত্তদেবাস্মৎকঠোরস্তনসঙ্গেন সম্প্রতি কঠোরমভূৎ যথা তথৈব ত্বচ্চরণমপি স্তনসঙ্গেনৈব কঠোরমভূদতঃ কূর্পাদিভিরপি ন ব্যথতে। কিম্বা ত্বচ্চরণস্পর্শমাহাত্ম্যাৎ কূর্পাদয়োঽপি কোমলা এব ভবন্তি। কিম্বা ধরণ্যৈবাতিকারুণ্যাৎ ত্বন্মাধুর্য্যাস্বাদলোভাদ্বা ত্বচ্চরণবিন্যাস-স্থলে স্বজিহ্বা উত্থাপ্যতে। কিম্বা ত্বমস্মত্তোঽপি প্রেমসিন্ধু দৈববশাদস্মদ্বিরহসন্তপ্তো ভ্রমন্নুন্মাদদশাং প্রাপ্তঃ স্বচরণব্যথাপি নানুসন্ধৎসে ইত্যেবং নানাকারণানি পরামৃশন্তীনাম-স্মাকং ধীর্ভ্রমতি, নতু ক্বাপি নিশ্চয়ং লভতে ইতি ভাবঃ। নন্বেতৎ কিয়ৎ স্বদুঃখং ব্যঞ্জয়থ। অহন্তু তৎদুঃখং দুঃখং ন মন্যে যেন প্রাণাস্তিষ্ঠন্তীতি চেদত আহুর্ভবদায়ুষামিতি ভবতি ত্বয্যেবায়ুংষি ভবানেব বা আয়ুংষি যাসাং তাসাং। কল্যাণবতি ত্বয়ি স্থিতে ত্বেতাবতীরপি কষ্টৈরস্মদায়ুষাং ন নাশ ইত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। ভবানিবাস্মান্ দুঃখয়িতুং প্রবৃত্তো বিধিরেতদ্বিচারয়তি স্ম। যদ্যাসামায়ুংষি সম্প্রত্যাস্বেব স্থাপয়িষ্যামি তদা মদ্দত্তৈ-রতিসন্তাপৈর্দ্ধিক্কায়ুষ ইমাঃ সদ্যো মরিষ্যন্তি। ততোঽহং পুনঃ কাভ্যো দুঃখং দাস্যামি

আভাস।

জিজ্ঞাস্য করি যে, এরূপ বিচরণে কি তোমার যথার্থ ক্লেশ বোধ হইতেছে না! আমাদের প্রতি যেমন নির্দ্দয়, নিজ অঙ্গের প্রতিও যে সেইরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করা হইতেছে। বোধ হয়, আমরা না কি তোমার দুঃখে নিতান্ত কাতরা হই, সেই নিমিত্ত আমাদের দুঃখকে দ্বিগুণিত করিবার জন্য স্বয়ং দুঃখ সহ্য করিতে স্বীকার করিয়াছ; কিম্বা আমাদের দুঃখে তোমার এত অধিক সুখোৎপত্তি হয় যে, আমাদিগকে দুঃখপ্রদানার্থ তোমার নিজের দুঃখকেও দুঃখ বলিয়া জ্ঞানই হইতেছে না। কিম্বা সংসর্গের অনুরোধে লোকের দোষ ও গুণ উভয়েরই উৎপত্তি হয়, এই নীতি অনুসারে তোমার যে হৃদয় পূর্ব্বে কুসুমের অপেক্ষা অধিক সুকোমল ছিল, তাহাই এক্ষণে আমাদের কঠোর স্তন-সংসর্গে পাষাণ রূপ ধারণ করিয়াছে এবং চরণও সেই সঙ্গে এরূপ কঠোর হইয়াছে যে, পাষাণের আঘাতকে আর ক্লেশকর বলিয়া বোধ করে না। কিম্বা, হয়ত তোমার চরণমাহাত্ম্যে পাষাণও কোমলমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে; অথবা ধরণী তোমার মাধুর্য্য আস্বাদনের লোভে যথায় যথায় তুমি চরণবিন্যাস কর, সেই সেই স্থলে স্বীয় জিহ্বা বিস্তার করত তোমার চরণ ধারণ করিতেছেন; সুতরাং ভ্রমণে কোন ক্লেশ নাই। কিম্বা তুমি প্রেমের সমুদ্র! আমাদের অদর্শনে সন্তপ্ত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় ইতস্তত বিচরণ করিতেছ; দুঃখকে দুঃখ বলিয়া উপলব্ধি করিতেছ না। ইত্যাদি নানাপ্রকার অনুসন্ধান করিয়াও আমাদের চিত্ত প্রবোধ মানিতেছে না। হে জগন্নাথ! যদি বল যে "তোমরা যেরূপ প্রকাশ করিতেছ, সেরূপ দুঃখ তোমাদের কোথায়? তাহা হইলে কি জীবিত থাকিতে"? তদুত্তরে বলি যে, আমাদের জীবন ত

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ॥

ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা।

অন্বয়ঃ।

বাদরায়ণিঃ শুকঃ উবাচ। হে রাজন্! কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ (কৃষ্ণদর্শনে লালসা অভি-

শ্রীধরস্বামী।

দ্বাত্রিংশে বিরহালাপবিক্লিন্নহৃদয়ো হরিঃ।
তত্রাবির্ভূয় গোপীস্তাঃ সান্ত্বয়ামাস মানয়ন্।
স্বপ্রেমামৃতকল্লোলবিহ্বলীকৃতচেতসঃ।
সদয়ং নন্দয়ন্ গোপীকৃতঘ্নো নন্দনন্দনঃ ॥*॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তস্মাদাসামায়ুংষি মৎসধর্ম্মণি স্ববন্ধৌ কৃষ্ণে নিধায় যথেষ্টমিমা অস্রিয়মাণা অপারমেব দুঃখং ভোক্ষ্যামীতি অতএব বয়ং ন ম্রিয়ামহে। যদ্বা। এবং ধীরেব তদনিশ্চয়াদ্ভ্রমতি। প্রাণা-স্মাকং নিশ্চয়েন দেহান্নির্গচ্ছন্তোবেতি ত্বং সম্প্রতি পশ্যেতি ভাবঃ। নন্বায়ুষি স্থিতে কথং নাশস্তত্রাহুঃ ভবদায়ুষাং ত্বৎসমর্পিতায়ুষাং স্বায়ুংষি তুভ্যমস্মাভিঃ সম্প্রতি দত্তানি। তৈশ্চিরং ত্বং ব্রজে খেলেতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
একত্রিংশোঽত্র দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥
দ্বাত্রিংশে হরিরায়ান্তঃ স্বাঙ্গভাবং শুকোক্তিভিঃ।
পূজিতঃ প্রতিপূজ্যৈতাঃ প্রেমোক্ত্যা ঋণিতামধাৎ ॥ * ॥

ব্যাসতনয় শুকদেব তখন রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

আভাস।

আমাদের নিকট নাই। আমরা যে তোমাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছি। তুমি যদি মঙ্গলে থাক, আমরা যতই কষ্ট পাই না, আয়ুর নাশ ত কখনই ঘটিবে না। বুঝিলাম! বিধিও তোমার ন্যায় আমাদিগকে দুঃখ প্রদানার্থ মনে মনে বিবেচনা করিয়াছেন যে, যদি আমাদের আয়ুঃ আমাদের নিকটই রাখেন, তাহা হইলে পাছে তদ্দত্ত সন্তাপে আমাদের জীবন সদ্যই বিনষ্ট হয়, অতএব তখন আর কাহাকে তিনি দুঃখ দিবেন; সেই হেতু আমাদের পরমায়ু তাঁহার সমান ধর্ম্মী ও পরম বন্ধু তোমাতে রক্ষা করিয়াছেন; তাহাতে তিনি সাধ মিটাইয়া আমাদিগকে দুঃখ দিবেন এবং আমরাও মরিতে না পাইয়া, অবলীলাক্রমে তাহা সহ্য করিব। এই দেখ! প্রাণ অনায়াসে আমাদের দেহ হইতে নির্গত হইতেছে। আমাদের আয়ুঃ তোমাতে সমর্পিত আছে। তুমি তাহা লইয়া অনায়াসে ব্রজে গমন করত ক্রীড়া কর ॥ ১৯ ॥

ইতি দশমে শ্রীযুগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃত একত্রিংশাধ্যায়ের আভাস সমাপ্ত ॥

রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।

স্পৃহা যাসাং তাঃ) গোপ্যঃ ইতি এবং উক্তপ্রকারেণ চিত্রধা অনেকপ্রকারেণ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যঃ প্রলাপং বদন্ত্যঃ চ সুস্বরং যথা ভবতি তথা উচ্চৈঃ রুরুদুঃ ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ইতি গোপ্য ইতি। এবং প্রভৃতি চিত্রধা অনেকধা সুস্বরং উচ্চৈঃ কৃষ্ণদর্শনে লালসা অতিস্পৃহা যাসাং তাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

চিত্রধা আশ্চর্য্যতানতালাদিপ্রকারেণ প্রগায়ন্ত্যঃ অতিবৈবশ্যোদ্রেকাৎ প্রলপন্ত্যশ্চ সুস্বরং রুরুদুঃ ॥ ১ ॥

হে নরনাথ! কৃষ্ণ সন্দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিত-হৃদয়া গোপাঙ্গনাগণ এই প্রকারে বিবিধ প্রলাপবাক্য বলিতে বলিতে ক্রমশ স্বর-সংযোগে উচ্চকণ্ঠে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥

আভাস।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে বিরহ-সন্তপ্ত গোপিকাগণের বিলাপ শ্রবণে দয়ার্দ্রচিত্ত শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং তৎকর্ত্তৃক প্রেমবিহ্বল গোপীগণের সান্ত্বনাবাদ বর্ণিত হইয়াছে।

এই প্রকারে গোপ-ললনাগণ প্রেমের উচ্ছ্বাসে কখন হাস্য কখন ক্রন্দন, কখন করুণা, কখন কোপ, কখন প্রকৃতোক্তি কখন প্রলাপ বাক্য, কখন মৃদুস্বরে কখন উচ্চ কণ্ঠে রোদনাদি করত উন্মাদিনীর ন্যায় বনে বনে যখন বিহ্বলপ্রাণে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, সংসারিক ভোগ্য বিষয় ও ভোগ বাসনা তাঁহাদের হৃদয় হইতে সমূলে উন্মূলিত হইয়া গেল, তখন আর শ্রীহরি থাকিতে পারিলেন না; তিনি নবীন নীরদের ন্যায় লীলাম্বুজাভ রূপ ধারণ করত পীতাম্বর পরিধান পূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে সেই নারীসভায় উপনীত হইলেন। তাঁহার তাৎকালিক রূপ দর্শনে নারীর কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ মন্মথের মনও মোহিত হইয়াছিল। শ্লোকে "সৌরী" শব্দের প্রয়োগে মনে হয় যে, গোবিন্দের হাস্যে ব্যাসদেবেরও চিত্তে যেন তৎপ্রতি কথঞ্চিৎ অসূয়োক্তির প্রকাশ হইয়াছে। অর্থাৎ গোপিকাদের কাতরোক্তিতে তথায় এমন কোন জীব ছিল না, যাহার চিত্তে করুণার উদ্রেক না হয়; তবে শ্রীকৃষ্ণ যে সহাস্যবদনে তথায় উপস্থিত হন, তাহাতে বোধ হইল যে, তাঁহার হৃদয় কাতর না হইয়া বরং তাহাদিগকে তাদৃশ দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিয়া যেন নিজের বিশেষ শৌর্য্যেরই প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ তিনি যদি প্রকৃত গোপকুলে জন্ম পরিগ্রহ করত গোপজাতি হইতেন, তাহা হইলে গোপ-ললনার দুঃখ তাঁহার হৃদয়কে নিশ্চয় কাতর করিতে পারিত; তিনি নাকি নিষ্ঠুর ক্ষত্রিয়জাতি; সেই নিমিত্ত সরলার রোদনধ্বনি তাঁহার কুটিল প্রাণকে ব্যাকুল করে নাই; গোপিকার

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্মরমাননমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥ ২॥

অন্বয়ঃ।

তাসাং রুদন্তীনাং, মধ্যে এব স্মরমাননমুখাম্বুজঃ (স্মরমানং সুপ্রসন্নং মুখাম্বুজং যস্য সঃ) পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী মালাধারী, সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ (জগন্মোহকস্য সাক্ষাৎ কামদেবস্যাপি মোহকস্বরূপরূপধরঃ) শৌরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ আবিরভূৎ॥ ২॥

শ্রীধরস্বামী।

সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ জগন্মোহনস্যাপি কামস্য মনস্যুদ্গতঃ কামঃ সাক্ষাত্তস্যাপি মোহক ইত্যর্থঃ॥ ২॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শৌরিরিতি শ্রীগোপীজনপক্ষস্য শ্রীশুকদেবস্য কৃষ্ণং প্রত্যাসূয়োক্তিঃ। কুটিলান্তঃকরণক্ষত্রিয়জাত্যুদ্ভবত্বাদেব কৃষ্ণঃ প্রেমবতীভ্য আভ্য এতাবদ্দুঃখং দত্ত্বা স্বশৌর্য্যং প্রকটয়ামচকার। যদি সরলান্তঃকরণ-গোপজাতিজাতোঽভবিষ্যত্তদা নৈবমভবিষ্যদিত্যর্থ-ব্যঞ্জিকা অতএব তাসাং দুঃখেঽপি প্রফুল্লমুখঃ। বস্তুতস্তু স্মরমাননং তাসামানন্দনার্থমেব প্রফুল্লীকৃতং মুখাম্বুজমেব হৃদম্বুজন্তপ্তমেব যস্য সঃ। পীতাম্বরং স্বদ্ধাভ্যাং পুরো লম্বিতীকৃত্য হস্তাভ্যাং ধরতীতি সঃ। অপরাধং ক্ষময়িতুমিতি ভাবঃ স্রগ্বীতি। প্রেয়স্যৈব পরিধাপিতাং স্রজং তাং দর্শয়িতুমিতি ভাবঃ। সাক্ষান্মন্মথো যঃ সমষ্টিঃ কামস্তস্যাপি মনো মথ্নাতীতি সঃ। জগন্মোহনমপি কন্দর্পং মোহয়িতুমায়ান্তং স্ত্রীভাবং প্রাপয্য তথা মোহয়ামাস যথা সোঽপি কৃষ্ণসৌন্দর্য্যং দৃষ্ট্বা কন্দর্পশরপীড়িতো মুমোহেত্যর্থঃ। তেন কৃষ্ণস্তৎপ্রেয়স্যশ্চ স্বরূপভূতকন্দর্পস্যৈব শরপীড়িতা রমন্তে। নতু প্রাকৃতস্য জগন্মোহনকন্দর্পস্য তস্য তত্রানধিকারাদেবেতি জ্ঞেয়ং। তদানীং সাক্ষান্মন্মথমন্মথত্বেন মহামোহন-স্বীয়-মাধুর্য্যাবিষ্করণং তাসাং তাদৃশস্যাপি বিরহদুঃখস্য বিস্মারণার্থমিতি জ্ঞেয়ং॥ ২॥

নারীগণ যখন কাতরকণ্ঠে এই প্রকারে রোদন করিতে লাগিলেন, তখন গোবিন্দ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না; সেই পীতাম্বরধারী বনমালা-বিভূষিত মদন-মনমোহন বাসুদেব জগন্মোহন মূর্ত্তি ধারণে হাসিতে হাসিতে তখন সেই নারীমণ্ডলে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইলেন॥ ২॥

আভাস।

ক্রন্দনেও তাঁহার বদন প্রফুল্ল ছিল। এই নিমিত্তই ব্যাসদেবের ব্যঙ্গোক্তিতে শৌরি-শব্দের প্রয়োগ। কিন্তু বিভাবরীর অবসানে সমুজ্জ্বল দিবাকরকে নয়নগোচর করিয়া নলিনী যেমন কোমল বদন বিকাসে প্রফুল্লিত হয় এবং সরোবরের অন্তর হইতে অকস্মাৎ আত্ম-প্রকাশ করত হৃদয় প্রসারণে গভীর মর্ম্মবেদনা জানাইতে থাকে, সেইরূপ কৃষ্ণকান্তা কামিনীগণ শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শন পাইবা মাত্র যন্ত্রোৎক্ষিপ্তের ন্যায় সকলে তৎক্ষণাৎ গাত্রো-

তং বিলোক্যাগতং প্রেষ্ঠং প্রীত্যুৎফুল্লদৃশোঽবলাঃ।
উত্তস্থুর্যুগপৎ সর্ব্বাস্তন্বঃ প্রাণমিবাগতং ॥ ৩ ॥
কাচিৎ করাম্বুজং শৌরের্জগৃহেঽঞ্জলিনা মুদা।
কাচিদ্দধার তদ্বাহুমংশে চন্দনরূষিতং ॥

অন্বয়ঃ।

প্রেষ্ঠং অতিপ্রিয়ং তং কৃষ্ণং আগতং বিলোক্য প্রীত্যুৎফুল্লদৃশঃ (প্রীত্যা উৎফুল্লদৃশঃ বিকসিতনেত্রাণি যাসাং তাঃ) অবলাঃ গোপ্যঃ আগতং প্রাণং (প্রাপ্তৌ) তন্বঃ তনবঃ, করচরণাদয়ঃ ইব সর্ব্বাঃ তাঃ যুগপৎ উত্তস্থুঃ ॥ ৩ ॥

তত্র কাচিৎ গোপী মুদা হর্ষেণ, অঞ্জলিনা সংহতহস্তদ্বয়েন শৌরেঃ কৃষ্ণস্য করাম্বুজং জগৃহে; কাচিত্তু চন্দনরূষিতং (চন্দনেন রূষিতং প্রলিপ্তং) তদ্বাহুং (তস্য কৃষ্ণস্য বাহুং) অংশে স্কন্ধে দধার ॥

শ্রীধরস্বামী।

তন্বঃ করচরণাদয়ঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তন্বঃ করচরণাদয়ঃ। আগতমিতি পুনরুক্তিস্তাসাং মূর্চ্ছিতানামুত্থানং তদাগমনৈকহেতুকমিতি স্পষ্টীকর্ত্তুং ॥ ৩ ॥

সর্ব্বগোপীষু মুখ্যানাং কাসাঞ্চিৎ স্বস্বভাবোচিতপ্রেমচেষ্টিতান্যাহ কাচিদিতি পঞ্চভিঃ। করাম্বুজং দক্ষিণমেবেত্যুত্তরার্দ্ধব্যাখ্যয়া ব্যক্তীভাবিত্বাৎ। জগৃহে বিনয়ময়মৈত্র্যাং স্পর্শে ২৫-

---

প্রেমের আকর প্রাণগোবিন্দকে অকস্মাৎ আপনাদের সমীপে উপস্থিত অবলোকন করিয়া, গোপিকাদের নয়নযুগল প্রফুল্লকমলের ন্যায় বিকসিত হইয়া উঠিল। প্রাণপ্রাপ্তে করচরণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ যেমন সচেতন হয়, সেইরূপ কামিনীবর্গ কৃষ্ণ-সন্দর্শনে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন ॥ ৩ ॥

তন্মধ্যে কোন গোপিকা আনন্দসহকারে নিজ করদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণের

আভাস।

স্থান করিলেন এবং যুগপৎ কৃষ্ণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া বাঞ্ছাকল্পতরুর নিকট আপনাদের সকল সাধ পূরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও স্কন্ধদেশে লম্বিত পীতাম্বর উত্তরীয়ের প্রান্তদ্বয় হস্তদ্বয়ে ধারণ পূর্ব্বক তথায় দণ্ডায়মান হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল যেন, তাঁহার হাস্যে কোন বারত্বের পরিচয় নাই; বরং বিলম্বজনিত কুণ্ঠিতভাবেই ওরূপ বিকৃতহাস্য করিতেছেন। অপরাধ স্বীকার করাই তাদৃশ বেশের বিশেষ পরিচয়। কৃষ্ণসৌন্দর্য্যে কন্দর্পের কোন সংস্রব ছিল না; সুতরাং গোপিকারা যে কামশরের পাড়নেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে মোহিত, তাহা কখনই স্বীকার্য্য নহে। শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতেই লব্ধপ্রাণ ইন্দ্রিয়ের ন্যায়, দুর্ব্বলা মৃতপ্রায় গোপবালিকারা সবলা হইয়া উঠিলেন ॥ ১—৩ ॥

কাচিদঞ্জলিনাগৃহ্লাত্তন্বী তাম্বূলচর্ব্বিতং।
একা তদঙ্ঘ্রিকমলং সন্তপ্তা স্তনয়োর্ন্যধাৎ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।

কাচিৎ তন্বী ক্ষীণমধ্যমা যোষিৎ অঞ্জলিনা (তস্য) তাম্বূলচর্ব্বিতং অগৃহ্লাৎ একা তু (তদ্বিরহেণ) সন্তপ্তা সতী তদঙ্ঘ্রিকমলং (কমলবৎ সুকুমারং তাপনাশকং অঙ্ঘ্রিযুগলং) স্তনয়োঃ ন্যধাৎ ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অঞ্জলিনা সংহতহস্তদ্বয়েন ॥ ৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সুক্যাচ্চেতি ভাবঃ। ইয়মাদরময়সংস্পর্শাভিলাষময়ত্বতস্নেহবতী কান্তপরাধীনা দক্ষিণা চ প্রাথম্যাৎ সর্ব্বজ্যেষ্ঠা চন্দনেন রুষিতং ভক্তিচ্ছেদেন লিপ্তং বাহুং বামমেব স্বকান্তবামভাগ এব স্থিত্যৌচিত্যাৎ। ইয়মাদরপদ্ধিনা স্বকর্ত্তৃকালিঙ্গনেন কিঞ্চিদ্ঘৃতস্নেহমিশ্রমধুস্নেহবতী-ব্যক্তসখ্যা কিঞ্চিৎস্বাধিনকান্তা দক্ষিণা চ ॥

অঞ্জলিনাগৃহ্লাদিতীয়ং দাস্যপ্রায়মৈত্র্যা কান্তাধীনা দক্ষিণা চ। অঙ্ঘ্রিকমলং দক্ষিণমেব স্বহস্তাভ্যাং গৃহিত্বা ভূমাবুপবিষ্টা স্তনয়োর্ন্যধাৎ। ততশ্চ বামভুজেন কান্তায়াঃ স্কন্ধমালম্ব্য বামচরণেন ভুবমবষ্টভ্য কৃষ্ণস্তস্থাবিতি জ্ঞেয়ং। ইয়ং মৈত্র্যপ্রায়দাস্যা কান্তাধীনা দক্ষিণা চেত্যস্ত ইমে তদীয়তাময়ঘৃতস্নেহবত্যৌ প্রথমায়াঃ সখ্যৌ ॥ ৪ ॥

করযুগল ধারণ করিলেন; কেহ বা তাঁহার চন্দনচর্চ্চিত বাহুযুগল স্বীয় স্কন্ধে রক্ষা করিলেন ॥

কোন সুমধ্যমা নারী অঞ্জলি পাতিয়া কৃষ্ণচর্ব্বিত তাম্বূল গ্রহণ করিতে লাগিলেন; অপরা রমণী বিরহ-তাপের নিদারুণ যাতনায় ভীত ও ক্ষুভিত হইয়া, তাপ-নাশন ভগবানের সুকুমার চরণদ্বয় পয়োধরের উপরে বিন্যস্ত করিলেন ॥ ৪ ॥

আভাস।

শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন-জনিত বিরহ-দৈন্যে সকল গোপিকারই মুখে এক প্রকার উক্তির প্রকাশে সকলেই তুল্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন; কিন্তু সম্প্রতি নিজের অবলম্বন স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া প্রধানাগণ স্ব স্ব ভাবানুসারে যেরূপ প্রেমচেষ্টার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা এই পাঁচটী শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কেহ বামে, কেহ দক্ষিণভাগে উপবেশন পূর্ব্বক স্বীয় স্কন্ধদেশে শ্রীকৃষ্ণের হস্ত গ্রহণ করত চন্দনাদির দ্বারা প্রলিপ্ত করিতে লাগিলেন; কেহ বা চরণ-সম্বাহনাদির দ্বারা বিশেষ প্রিয়ত্বের পরিচয় দিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

কোন কামিনী কুঞ্চিত ভ্রূযুগলে ধনুঃ সজ্জিত করিয়া কটাক্ষ-শরনিক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণকে

একা ভ্রূকুটিমাবধ্য প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা ।
ঘ্নন্তীবৈক্ষৎ কটাক্ষেপৈঃ সংদষ্টদশনচ্ছদা ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ ।

প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা (প্রেমসংরম্ভেণ প্রণয়কোপাবেশেন বিহ্বলা অতএব) সংদষ্টদশনচ্ছদা (সংদষ্টঃ দশনচ্ছদঃ অধরৌষ্ঠঃ যয়া সা) একা তু ভ্রূকুটিং আবধ্য (ভ্রুবং কুটিলীকৃত্য) কটাক্ষেপৈঃ (কটাঃ কটাক্ষাঃ তেষাং আক্ষেপৈঃ সম্পাতৈঃ) ঘ্নন্তী ইব তাড়য়ন্তী ইব ঐক্ষৎ অপশ্যৎ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

ভ্রূকুটিমাবধ্য ভ্রুবং কুটিলীকৃত্য প্রেমসংরম্ভেণ প্রণয়কোপাবেশেন বিহ্বলা বিবশা নির্দ্দষ্টাধরৌষ্ঠা কটাঃ কটাক্ষাস্তৈর্যে আক্ষেপাঃ পরিভবাস্তৈস্তাড়য়ন্তীবৈক্ষত ॥ ৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

ভ্রূকুটিমাবধ্য ভ্রুবং কুটিলীকৃত্য সজ্যং ধনুঃ শরসংসক্তং প্রত্যান্ত্যেবেত্যর্থঃ । প্রেমসংরম্ভেণ প্রণয়কোপাবেশেন বিহ্বলা বিবশা । কটাঃ কটাক্ষাঃ শরাস্তেষাং ক্ষেপৈর্নিক্ষেপৈঃ কৃষ্ণং লক্ষ্যভূতং ঘ্নন্তীব । ভোঃ কুহকশিরোমণে স্বপ্রেমহলাহলং ত্বয়ি ময়ি প্রযুজ্য সম্যক্ত্বয়া সফলীকৃতং দেহান্নিঃসৃতপ্রায়ান্ প্রাণান্ দগ্ধুং কিং পুনরপি প্রত্যাসীদসি ত্বং সাধ্বেব পরিচিতোঽভূরিতি ব্যঞ্জয়ন্তী ঐক্ষত । নির্দ্দিষ্টদশনচ্ছদেতাঞ্জলিনাবৃতস্য স্বধারস্য দংশঃ কোপানুভাবঃ । ইয়ং মদীয়ভাময়মধুস্নেহোত্থমানকৌটিল্যবতী ॥ ৫ ॥

কোন রমণী প্রণয়কোপের আবেশে বিহ্বল হইয়া দশনে অধরদেশ দংশন করত, ভ্রূকুটি সহকারে কটাক্ষপাতে যেন তাড়না করত শ্রীকৃষ্ণপানে নিরীক্ষণ করিয়া রহিল ॥ ৫ ॥

আভাস ।

সন্ধান করিতে লাগিলেন । প্রণয়কোপের আবেগে লোচন বিস্ফারিত করত যেন শ্রীকৃষ্ণকে নিহত করত বলিতে লাগিলেন, অহে কুহক-শিরোমণে ! স্বকীয় প্রেমহলাহল প্রয়োগে আমাদের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াও দেহ হইতে নিঃসৃতপ্রায় প্রাণকে আবার এক্ষণে দগ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে ! তুমি না সাধু বলিয়া পরিচিত ছিলে ! এক্ষণে তোমার সে সাধুত্ব কোথায় ? এই বলিয়া দশনে অধর পীড়ন করত প্রণয়কোপের পরিচয় দিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

অপরে ভ্রমরীতুল্য নয়নযুগল উন্মীলন করত অনিমেষলোচনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন ; সম্যক্ দর্শন করিয়াও তাঁহাদের দর্শন-সাধ পূর্ণ হইল না । এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপে সাধুগণের হৃদয়কে প্রদর্শিত হইয়াছে । অর্থাৎ সাধুগণ যেমন লোকলজ্জাদি সমূহ উপেক্ষা করিয়া এক ভগবানের পদারবিন্দে চিত্ত সন্নিবিষ্ট রাখেন, কটাক্ষ-শরপ্রহারিণী গোপীগণও সেইরূপ সাধারণের সমক্ষে লজ্জাজনিত স্পষ্ট

অপরানিমিষদ্দৃগ্ভ্যাং জুষাণা তন্মুখাম্বুজং।
আপীতমপি নাতৃপ্যৎ সন্তস্তচ্চরণং যথা ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।

সন্তঃ সাধবঃ ভক্তাঃ তচ্চরণং (পুনঃ পুনঃ সেবমানাঃ অপি) যথা (ন তৃপ্যন্তি) তথা অপরা অনিমিষদ্দৃগ্ভ্যাং (অনিমিষন্তীভ্যাং দৃগভ্যাং) আপীতং সম্যক্ দৃষ্টমপি তন্মুখাম্বুজং কৃষ্ণমুখকমলং জুষাণা সেবমানা অপি ন অতৃপ্যৎ ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অনিমিষদ্দৃগ্ভ্যাং অনিমিষন্তীভ্যাং অনিমীলন্তীভ্যাং দৃগ্ভ্যাং আপীতমপি সম্যক্ যুষ্টমপি পুনঃ পুনঃ জুষাণা নাতৃপ্যৎ ॥ ৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অনিমিষন্তীভ্যামানন্দজাড্যবশাদনিমীলয়ন্তীভ্যাং। দৃগ্ভ্যাং ভ্রমরীভ্যামিব তস্য মুখাম্বুজং। যদ্বা। তৎ প্রসিদ্ধং পূর্ব্বস্যাঃ কটাক্ষশরজর্জ্জরিতত্বাৎ সভয়চকিতব্যাকুলমনুতপ্তং। আপীতং সম্যগাস্বাদিতমাধুর্য্যমপি পুনঃ পুনর্জুষমাণা আস্বাদয়ন্তীতি মুখাম্বুজস্য স্বভাবেনৈব মাধুর্য্যমপারং তত্রাপি স্বাভীষ্টেন স্বযূথেশ্বরী কটাক্ষশরপ্রহারেণ সঙ্কোচত্রপাবিষাদদৈন্যাদিসঞ্চারিমিশ্রণাদ্বহুবিধমতিবর্দ্ধমানং তদানীমভূদতস্তত্র তৃষ্ণাধিক্যান্নাতৃপ্যৎ। সম্পূর্ণাংশেন দৃষ্টান্তাদর্শনাদেকাংশেন দৃষ্টান্তমাহ সন্ত ইতি। অত্র কটাক্ষশরপ্রহারিণ্যামেব কৃষ্ণস্য তদানীং সম্পূর্ণা দৃষ্টিঃ সম্পূর্ণং মনশ্চ নত্বন্যস্যাং কস্যামপ্যেকাংশেনাপি। যতএব স্বস্মিং স্তস্যানবধানমালক্ষ্য লজ্জানুদ্গমাৎ দৃগ্ভ্যামিতি সম্পূর্ণাভ্যামেব নেত্রাভ্যাং স্বচ্ছন্দেনৈব মুখমপশ্যদতঃ সর্ব্বতঃ সৌভাগ্যবতী কটাক্ষশরবর্ষিণ্যেব জ্ঞেয়া ॥ ৬ ॥

সাধক ভক্তগণ ভগবানের চরণ বারম্বার সেবা করিয়াও যেমন প্রচুরবোধে পরিতৃপ্ত হন না, সেইরূপ কোন কামিনী কৃষ্ণমুখারবিন্দ অনিমেষলোচনে সম্যক্ দর্শন করিয়া বা সেবা করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই ॥ ৬ ॥

আভাস।

বলোকনের কোন ব্যাঘাত জন্মায় নাই। অতএব ইহাদের মধ্যে প্রণয়কোপে কটাক্ষবর্ষিণীই প্রকৃত সৌভাগ্যবতী এবং শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ প্রিয়পাত্রী ॥ ৬ ॥

অন্য রমণী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবা মাত্র মনে মনে ভাবিলেন, অহো! এই চঞ্চল কান্তের সমাগম নিতান্ত সৌভাগ্যফলেই আমাদের ঘটিয়াছে; এক্ষণে বৃথা সময় ক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য নহে। পাছে কৃষ্ণবিরহ পুনরায় উপস্থিত হয়, এই ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহারা লোকলজ্জায় জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক নয়নদ্বার দিয়া কৃষ্ণমূর্ত্তি হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং নয়ন নিমীলন পূর্ব্বক নির্গমের দ্বার রুদ্ধ করত পুলকে প্রফুল্ল হইয়া অবস্থিত রহিলেন। দারুণ বিরহতাপে এতই জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা আর ধৈর্য্য

তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদিকৃত্য নিমীল্যচ।
পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দসংপ্লুতা ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।

কাচিৎ তু নেত্ররন্ধ্রেণ তং কৃষ্ণং হৃদি কৃত্বা নিধায়, উপগুহ্য আলিঙ্গ্য নেত্রে নিমীল্য পুলকাঙ্গী (পুলকানি রোমাঞ্চিতানি অঙ্গানি যস্যাঃ সা) যোগী ইব আনন্দসংপ্লুতা (আনন্দেন সংপ্লুতা ব্যাপ্তা) আস্তে ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

হৃদিকৃত্য হৃদয়ং নীত্বেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হৃদিকৃত্য হৃদয়ং নীত্বেতি ভাগ্যান্নিলিঙ্গোঽয়ং চঞ্চলঃ কান্তঃ পুনর্মাপসরতিতি চ বুদ্ধ্যেতি ভাবঃ। নিমীল্য চেতি পুনর্নেত্ররন্ধ্রেণৈব নিঃসরেদিতি শঙ্কয়েবেতি ভাবঃ। পুলকাঙ্গীতি নির্ব্বিঘ্নসম্ভোগপ্রাপ্তিবুদ্ধ্যা। উপগুহ্যাস্তে ইতি স্বকর্ত্তৃকোপগূহনং মহাবিরহোত্তরকালপ্রাপ্ত্যা তৃষ্ণাধিক্যেন ধৈর্য্যাপগমাৎ তত্র দ্রষ্টৃলোকাভাবাল্লজ্জানুৎপত্তেশ্চ। তিস্র এবৈতাঃ কান্তপার্শ্বং প্রস্থাগমনাদ্যা মা অস্মানেবায়মাগম্য মিলতু নতু বয়মিমং গত্বা কদাচিদপি মিলাম ইতি মদীয়তাময়মধুরস্নেহবত্ত্বাং সুসখ্যাঃ স্ববশীকৃতকান্তাঃ জ্ঞেয়াঃ। তত্র তিসৃষু মধ্যে প্রথমা সর্ব্বগোপীজনাধিকা যূথেশ্বরী দ্বিতীয়াতৃতীয়ে তস্যাঃ সখ্যৌ। এবং সপ্তানামাসাং শ্রীবৈষ্ণবতোষণীদৃষ্টৈব চন্দ্রাবলী শ্যামলা শৈব্যা পদ্মা শ্রীরাধা ললিতা বিশাখা ইতি ক্রমেণ নামান্যবগন্তানি অষ্টমী তু কাচিদায়ান্তমালোক্য গোবিন্দমতিহর্ষিতা। কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রাহ নান্যত্তদৈব যদিতি বিষ্ণুপুরাণদৃষ্ট্যা ভদ্রানাম্নী জ্ঞেয়া শ্রীবৈষ্ণবতোষণীধৃতস্কান্দপ্রহ্লাদসংহিতাদ্বারকামাহাত্ম্যবিখ্যাতাভিখ্যা এতা অষ্টাবেব ত্রিশতকোটিগোপীষু মুখ্যা জ্ঞেয়াঃ। আসু তারতম্যজিজ্ঞাসা চেদুজ্জ্বলনীলমণির্দ্রষ্টব্যঃ। সর্ব্বমুখ্যা তু শ্রীরাধৈব যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভেতি পাদ্মোক্তেঃ। দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরেতি বৃহদ্গৌতমীয়োক্তেঃ। রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষ্বেতা ইতি ঋক্ পরিশিষ্টোক্তেশ্চ জ্ঞেয়া ॥ ৭ ॥

কোন গোপিকা নেত্ররন্ধ্রের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে গ্রহণ করত তদীয় মূর্ত্তিকে গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন এবং নয়ন নিমীলিত করত সমাধিস্থ যোগীর ন্যায় পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া অবস্থিত রহিলেন ॥ ৭ ॥

আভাস।

ধারণে সমর্থ হন নাই। প্রাণকান্তের পার্শ্বে গমন করা, বা তাঁহাকে স্বসমীপে আনয়ন করা ইহার কোনটী উত্তম কল্প বলিয়া কেহই মনে করেন নাই। সকল গোপীর মধ্যে এরূপ সংকল্পবিশিষ্ট তিন জন। রাধিকা ও তদীয় সখীদ্বয়। তোষণীকার এস্থলে সাত জনের নাম

সর্ব্বাস্তা কেশবালোকপরমোৎসবনির্ব্বৃতাঃ।
জহুর্বিরহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ।

প্রাজ্ঞং সুষুপ্তিসাক্ষিণং পরমাত্মানং বা প্রাপ্য প্রত্যক্ষীকৃত্য জনাঃ যোগিনঃ যথা তথা কেশবালোকপরমোৎসবনির্ব্বৃতাঃ (কেশবস্য আলোকনং দর্শনং এব পরমোৎসবঃ তেন নির্ব্বৃতাঃ আনন্দিতাঃ) তাঃ সর্ব্বাঃ গোপ্যঃ বিরহজং তাপং জহুঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রাজ্ঞং ঈশ্বরং প্রাপ্য যথা মুমুক্ষবো জনাঃ। যদ্বা। প্রাজ্ঞং ব্রহ্মজ্ঞং প্রাপ্য যথা সংসারিণঃ। যদ্বা। প্রাজ্ঞং সৌষুপ্তং সুষুপ্তিসাক্ষিণং প্রাপ্য যথা বিশ্বতৈজসাবস্থা জীবাঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রাজ্ঞং পরমভাগবতং বা জনাঃ সংসারতপ্তাঃ। গৃহেষু তপ্তা নির্ব্বিণ্ণা যথাচ্যুতজনাগমমিতি প্রাবৃড়্বর্ণনোক্তেঃ ॥ ৮ ॥

সুষুপ্তিসাক্ষী তুরীয় পরমাত্মভাব প্রত্যক্ষ করিয়া যোগিজন যেমন সংসার-জ্বালা অতিক্রম করেন, কেশব-সন্দর্শনের পরমোৎসবে আনন্দিত সেই সমস্ত গোপিকাগণও সেইরূপ বিরহ-জনিত প্রচণ্ড পরিতাপের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

আভাস।

উল্লেখ করিয়াছেন; যথা চন্দ্রাবলী, শ্যামলা, শৈব্যা, পদ্মা, শ্রীরাধা, ললিতা ও বিশাখা; আর যিনি গোবিন্দের আগমনকালে প্রথম দর্শন করিয়া আনন্দের বেগে চমকিত হইয়া "ঐ কৃষ্ণ আসিয়াছেন" বলিয়া উচ্চকণ্ঠে সকলকে সম্বোধন করিয়াছিলেন তিনি অষ্টমা; তাঁহার নাম ভদ্রা। স্কন্দপুরাণোক্ত দ্বারকামাহাত্ম্যে ত্রিশতকোটি গোপীর মধ্যে এই আট জনকেই প্রধানা বলিয়া উল্লেখ করা আছে। ইহাঁদের তারতম্য উজ্জ্বলনীলমণিতে বিশেষ বর্ণিত আছে। তবে শ্রীরাধা সকলের প্রধানা এবং রাধাকুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের নিতান্ত প্রিয়। পাদ্মোত্তর-খণ্ডে প্রকাশ আছে যে, শ্রীরাধিকা সকল গোপীর প্রধানা এবং বিষ্ণুর নিতান্ত বল্লভা; বৃহদ্গোতমীয়ে উক্ত আছে যে, শ্রীরাধিকা সকল ঐশ্বর্য্য ও কান্তির আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণময়ী পরমা প্রকৃতি। তাঁহার মায়াতেই সমগ্র জগৎ সম্মোহিত হইতেছে। ঋক্ পরিশিষ্টে উক্ত হইয়াছে যে, রাধার মিলনেই মাধব দেবতা এবং মাধবের মিলনেই রাধিকা দেবী ॥ ৭ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সংসর্গে গোপিকাগণের নির্ব্বৃতির সহিত জীবের প্রাজ্ঞ সম্মিলনের তুলনা প্রদত্ত হইয়াছে। অর্থাৎ জীবের ভোগসম্বন্ধে জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি নামে তিনটী অবস্থার পরিচয় উপনিষদাদিতে বিশেষরূপে বিবৃত করা হইয়াছে। নিত্য সত্য

তাভির্বিধূতশোকাভি র্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ।
ব্যরোচতাধিকং তাত পুরুষঃ শক্তিভি র্যথা॥ ৯॥
তাঃ সমাদায় কালিন্দ্যা নির্ব্বিশ্য পুলিনং বিভুঃ।

অন্বয়ঃ।

হে তাত! বিধূতশোকাভিঃ তাভিঃ গোপীভিঃ বৃতঃ ভগবান্ অচ্যুতঃ শক্তিভিঃ মূর্ত্তিমতীভিঃ পরিবৃতঃ পুরুষঃ মহাপুরুষঃ যথা তথা অধিকং ব্যরোচত॥ ৯॥

বিভুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তাঃ গোপীঃ সমাদায় কালিন্দ্যাঃ বিকসৎকুন্দমন্দারসুরভ্যনিলষট্পদং

শ্রীধরস্বামী।

পুরুষঃ পরমাত্মা শক্তিভিঃ সত্ত্বাদিভিঃ যদ্বা উপাসকঃ পুরুষো জ্ঞানবলবীর্য্যাদিভিঃ যদ্বা। পুরুষোঽনুশায়ী প্রকৃত্যাদ্যুপাধিভির্বৃতো যথা বিরোচতে তদ্বৎ॥ ৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শক্তিভিঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়শক্তিভিঃ। পুরুষো যথাঽধিকং বিরোচতে। তাসাং বৈকল্যে সতি তু নাত্যন্তং রোচতে এবমেব কৃষ্ণোপ্যাসাং খিন্নত্বে খিন্নো নাধিকং রোচতে। আসাং বিধূতশোকত্বে নাধিকরুচিমত্ত্বে সোঽপ্যধিকং রোচতে ইতি। পুরুষস্য যথা স্বেন্দ্রিয়সুখ এব সুখং স্বেন্দ্রিয়দুঃখে দুঃখং এবমেব কৃষ্ণস্যাপি তাসাং সুখদুঃখাভ্যামেব সুখদুঃখে ইতি গোপীবিষয়কপ্রেমবত্ত্বং তাসাং স্বস্বরূপভূতত্বঞ্চ জ্ঞাপিতং। স্কান্দে প্রভাসখণ্ডে যথা। ষোড়শৈব সহস্রাণি গোপ্যস্তত্র সমাগতাঃ। হংস এব মতঃ কৃষ্ণঃ পরমাত্মা জনার্দ্দনঃ।

হে বৎস! বিগতশোকা তাদৃশ রমণীগণে পরিবৃত হইয়া গোবিন্দ মূর্ত্তিমতী শক্তিসমূহে পরিবৃত মহাপুরুষ নারায়ণের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন॥ ৯॥

অনন্তর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত গোপিকাগণকে সঙ্গে লইয়া যমুনাপুলিনে প্রবেশ করিলেন; তথায় বিকসিত কুন্দ ও মন্দার পুষ্পের সুগন্ধ বহন

আভাস।

শুদ্ধ বুদ্ধ এবং মুক্তস্বভাব চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ পূর্ব্বোক্ত অবস্থাত্রয়ের বশবর্ত্তী হইয়া জীবপদ-বাচ্য হন। এবং অবস্থাত্রয়ের অতীত হইলেই শিবশব্দ বাচ্য হন। দেহাদি ইন্দ্রিয়গণের সহিত তাদাত্ম্যবোধে শুদ্ধচেতন পুরুষও যখন স্থূল পদার্থকে ইন্দ্রিয়াদির সংসর্গে উপভোগ বা উপলব্ধি করেন, তখন সেই কাল বা অবস্থাকে জাগ্রত দশা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। জাগ্রত দশার অন্তে ইন্দ্রিয়গণ শিথিল হইয়া যখন বিষয়গ্রহণে পরাঙ্মুখ হয়, তখন বিষয়ের সংস্কারগুলি তীব্র বা মন্দানুসারে মনের মধ্যেই জাগ্রতকালীন অনুভবের ন্যায় ক্রীড়া করিতে থাকে। সেই সময় বুদ্ধিরূপ দ্বার দিয়া সেই মনঃস্পন্দিত বিষয়রসে যে চৈতন্যের উপলব্ধি হয়, তাহার নাম স্বপ্ন। কিন্তু শ্রুতি বলিয়াছেন, "যত্র সুপ্তো ন

বিকসৎকুন্দমন্দারসুরভ্যনিলষট্পদং ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ।

(বিকসদ্ভিঃ কুন্দৈঃ মন্দারৈঃ চ সুরভিঃ যো মন্দানিলঃ তস্মাৎ ষট্পদাঃ ভ্রমরাঃ যস্মিন্ তৎ) পুলিনং নির্ব্বিশ্য (তাভিঃ ব্যরোচত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বিকসৎকুন্দমান্দারৈঃ সুরভির্যোঽনিলস্তস্মাৎ ষট্পদা যস্মিন্ তৎ ॥ ১০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তস্যৈতাঃ শক্তয়ো দেবি ষোড়শৈব প্রকীর্ত্তিতাঃ। চন্দ্ররূপী মতঃ কৃষ্ণঃ কলারূপাস্তু তা স্মৃতাঃ। সম্পূর্ণমণ্ডলা তাসাং মালিনী ষোড়শী কলা। ষোড়শৈব কলায়াস্তু গোপীরূপা বরাননাঃ। একৈক শস্তাঃ সংভিন্নাঃ সহস্রেণ পৃথক্ পৃথগিতি। প্রমদা শতকোটীভিরাকুলিতে ইত্যাগমোক্তে স্ত্রিশতকোট্যো গোপ্যস্তাসাং মধ্যে ষোড়শসহস্রাণি গোপ্যো

করিয়া গন্ধবহ দিক্ সকল আমোদিত করিতেছিল এবং ভ্রমরগণ মধুগন্ধে মত্ত হইয়া ইতস্তত ঝঙ্কার করিতেছিল ॥ ১০ ॥

আভাস।

কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎসুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান্ একীভূত প্রজ্ঞাঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্চোতামুখ স্তৃতীয়ঃ পাদঃ॥ এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ। সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্" ॥ ইন্দ্রিয় ভোগের বিরামকালে বা অবস্থাতে নিদ্রিত হইয়া জীব কোন কাম্য পদার্থের প্রাপ্তি বা উপস্থিতিকে উপলব্ধি করে না, বা উপলব্ধ বস্তুর মনঃকল্পিত ভাবকে লইয়াও আন্দোলন করে না; সেই সময় বা অবস্থার নাম জীবের সুষুপ্তি। জাগ্রতের বিষয় দ্বৈত জগৎ এবং সেই দ্বৈতের মনঃস্পন্দিত ভাবই স্বপ্নের বিষয়। সুষুপ্তি কালে তাদৃশ কোন অনুভবের বিষয় থাকে না। বরং ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "অভাবপ্রত্যয়ালম্বনাবৃত্তি নিদ্রা" সকল বস্তু ও তাহার মনঃস্পন্দিত সকল ভাবের যে অভাব হইয়াছে, এই বোধকে অবলম্বন করিয়া জীবের যে অবস্থিতি তাহাকে নিদ্রা বা সুষুপ্তিনামে অভিহিত করিয়াছেন। অর্থাৎ ঘনীভূত নৈশ অন্ধকারের উদয়ে যেমন উপস্থিত বা সম্মুখে বিদ্যমান সকল পদার্থের অভাব প্রদর্শন করাইয়া কেবল অন্ধকারেরই উদ্ভাসন করায়, সেইরূপ জাগ্রতের বিষয় ও তাহার কল্পিত ভাবকে আবরণ বা পরিত্যাগ করিয়া বস্তুর বা ভাবের অবিবেক বা পৃথক্জ্ঞানরূপ অবস্থার অপলেপে জীবের অজ্ঞাতভাবে অবস্থিতিই সুষুপ্তি। চৈতন্যে দুইটী ভাবের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে; একটী স্বপ্রকাশ, অপরটী পরপ্রকাশ। ভোগকালে জীবচৈতন্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারণশরীর হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল হইতে স্থূলতম বিষয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া দীপসন্নিহিতের ন্যায় তাহাদিগকে যে উপলব্ধি করেন, ইহাই তাঁহার পরপ্রকাশ সামর্থ্য। কিন্তু প্রদীপকে প্রকাশার্থ যেমন প্রদীপান্তরের প্রয়োজন করে না, সেইরূপ জীব-

শরচ্চন্দ্রাংশুসন্দোহধ্বস্তদোষাতমঃশিবং।
কৃষ্ণায়া হস্ততরলাচিতকোমলবালুকং ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ।

শরচ্চন্দ্রাংশুসন্দোহধ্বস্তদোষাতমঃ (শরৎকালীনঃ যো নির্ম্মলশ্চন্দ্রঃ তস্য অংশূনাং কিরণানাং সন্দোহৈঃ সমূহৈঃ ধ্বস্তং দোষায়াঃ রাত্রেঃ তমো যস্মিন্ তৎ) অতএব শিবং সুখকরং কৃষ্ণায়াঃ যমুনায়াঃ, হস্ততরলাচিতকোমলবালুকং (হস্ততুল্যৈঃ তরলৈঃ তরঙ্গৈঃ আচিতাঃ আস্তৃতাঃ কোমলাঃ বালুকাঃ যস্মিন্ তৎ এবম্ভূতং পুলিনং ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

শরচ্চন্দ্রাংশূনাং সন্দোহৈঃ সমূহৈর্ধ্বস্তং দোষাতমঃ রাত্রিগতং তমো যস্মিন্ তৎ অতঃ শিবং সুখকরং কালিন্দ্যা হস্তরূপৈস্তরলৈস্তরঙ্গৈরাচিতা আস্তৃতাঃ কোমলা বালুকা যস্মিন্ তৎ এবং ভূতং পুলিনং তাঃ সমাদায় নিবিশ্য তত্র তাভির্বৃতো অধিকং ব্যরোচত ইতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মুখ্যাস্তাসামপি মধ্যে সহস্রাণি মুখ্যতরাস্তাসামেব মধ্যে অষ্টাবেতা মুখ্যতমাঃ অষ্টানামপি মধ্যে দ্বে রাধাচন্দ্রাবল্যৌ অতিমুখ্যতমে তয়োরপি মধ্যে শ্রীরাধা সর্ব্বমুখ্যতমেতি ভক্তিশাস্ত্র-নির্ণয়ঃ। ততশ্চ তাঃ সম্যক্ হাস্যহস্তগ্রহাদিনা আদায় নিবিশ্য পুলিনং প্রবিশ্য চ ব্যরোচতেতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। পুলিনং বিশিনষ্টি সার্দ্ধেন। বিকসদ্ভিঃ কুন্দৈর্মন্দারৈঃ সুরভি যো২নিলস্তস্মাৎ ষট্পদা যস্মিংস্তৎ। বায়োঃ শৈত্যং পুলিনসম্বন্ধাৎ মান্দ্যং ষট্পদাস্পদত্বাৎ শরচ্চন্দ্রাংশূনাং সন্দোহৈর্ধ্বস্তং দোষায়া রাত্রেস্তমো যত্র তৎ। শিবমতএব সুখদং যমুনায়া হস্তরূপৈস্তরলৈস্তরঙ্গৈরাচিতা আস্তৃতা কোমলা বালুকা যস্মিংস্তৎ ॥ ৯।১০।১১ ॥

শরচ্চন্দ্রের সমুজ্জ্বল কিরণরাশিতে নৈশ অন্ধকারের লেশমাত্রও পরিদৃষ্ট হয় নাই। মন্দ সমীরণের সুমন্দ হিল্লোলে যমুনা যেন শত শত হস্ত উত্তোলন চ্ছলে তরঙ্গ উত্তোলন পূর্ব্বক তীরবর্ত্তী কোমল বালুকান্তরকে কৃষ্ণ-বিহারোপযোগী কোমল শয্যারূপে প্রস্তুত করিয়া দিতেছিল ॥ ১১ ॥

আভাস।

চৈতন্য পদার্থ বা ভাব উপলব্ধি করিতে বিরত হইয়া, যখন আত্মভাবেরই উপলব্ধি করিবেন, তখনই তাঁহার মুক্তাবস্থা। জীবদেহে ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তিসমূহের উল্লাসনই জাগ্রত কাল ও জীবত্বের পরিচয়। অনন্ত পদার্থে ইন্দ্রিয়াদি করণের অনন্ত বৃত্তির উদয় হইয়া অনন্তভাবে জীবের ভোগ প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু সুষুপ্তিকালে সেই সকল বৃত্তি সূর্য্যে সন্নিবিষ্ট সূর্য্যকিরণের ন্যায়, জীবের স্বরূপ আত্মচৈতন্যে সন্নিবিষ্ট থাকে; তখন কার্য্যান্তরের অভাব বশতঃ তাহাদের পৃথক্ সত্তারই উপলব্ধি হয় না। এই সুষুপ্তির সাক্ষী প্রাজ্ঞনামে

তদ্দর্শনাহ্লাদবিধূতহৃদ্রুজো মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ।

অন্বয়ঃ।

অপিচ শ্রুতয়ঃ যথা (কর্ম্মকাণ্ডে তত্তৎ কামাকর্ম্ম প্রতিপাদয়ন্তাঃ পূর্ণাঃ জ্ঞানকাণ্ডে তু ঈশ্বর প্রতিপাদা পূর্ণমনোরথাঃ ভবন্তি তথা) তদ্দর্শনাহ্লাদবিধূতহৃদ্রুজঃ (তস্য ভগবতো দর্শনেন যঃ আহ্লাদ স্তেন বিধূতাঃ নিরস্তাঃ হৃদ্রুজঃ তদ্বিশ্লেষজা মনঃপীড়া যাসাং তাঃ তথা-

শ্রীধরস্বামী।

তাশ্চ মনোরথানামন্তং যযুঃ পূর্ণকামা বভূবুঃ শ্রুতয়ো যথেত্যর্থঃ। যথা কর্ম্মকাণ্ডে শ্রুতয়ঃ পরমেশ্বরমপশ্যন্ত্যঃ স্বস্বং কামানুবন্ধৈরপূর্ণা ইব ভবন্তি জ্ঞানকাণ্ডে তু পরমেশ্বরং দৃষ্ট্বা

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তত্র তাসাং সখ্যসমুচিতং প্রেমসেবামাহ। তস্য কৃষ্ণস্য দর্শনানন্দেন খণ্ডিতসর্ব্বমনোদুঃখা ব্রজসুন্দর্য্যঃ স্বীয়ৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকুঙ্কুমোপরিষ্টৈরতিসূক্ষ্মবস্ত্রৈরাত্মবন্ধুরে তস্মৈ আসনং তথা অচীকল্পন্ পূজাং যথা শ্রুতয়ঃ মহোপনিষদাদয়োপি মনোরথানামন্তং পরমকাষ্ঠাং যযুঃ। যতোঽধিকোঽন্যো মনোরথো ন সম্ভবতি তং প্রাপুঃ। যদ্দৃষ্ট্বা বয়মপি ব্রজে গোপ্যো ভূত্বা শ্রীকৃষ্ণেন সহৈবং স্বকুচকুঙ্কুমাতিমিতবস্ত্রার্পণাদিনা কদা বিলসাম ইত্যুৎকণ্ঠিতা বভূবুরিত্যর্থঃ।

শ্রুতিসমূহ কর্ম্মকাণ্ডোক্ত কর্ম্মের সমাপনে ফলপ্রাপ্তির দ্বারা এবং জ্ঞানকাণ্ডে সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে প্রতিপাদন করিয়া যেমন পূর্ণমনোরথ হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণদর্শনের আহ্লাদে গোপিকাগণের মনঃক্লেশ নিবারিত হইল; তাঁহারা

আভাস।

অভিহিতা। অতএব প্রাজ্ঞকে অবলম্বন করিয়া জীবপরিচায়ক বৃত্তিসমুদায় যেমন কার্য্যান্তর হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরম নিবৃত্তি লাভ করে, গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া সেইরূপ নিবৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিলেও, আপনাদের পৃথক্ সত্তা উপলব্ধি করেন নাই। সাগরে সমিত নদীসমূহের ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণভাবেই স্ব স্ব ভাব পর্য্যবসিত করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও গোপীগণের সংসর্গে বিশেষ শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। পুরুষের যেমন ইন্দ্রিয়ের সুখে সুখ এবং ইন্দ্রিয়ের দুঃখে দুঃখ, সেইরূপ গোপীবিষয়ক প্রেমেও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমেরই উচ্ছ্বাস বর্ণিত হইয়াছে। ষোড়শ সহস্র গোপিকার মধ্যে জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণই প্রেমাধার মণিস্থানীয়। তন্মধ্যে ষোড়শশক্তিই সর্ব্বপ্রধানা। যেমন ষোড়শকলায় পূর্ণ শশধর, সেইরূপ ষোড়শশক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণশোভা ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে চন্দ্রাবলী প্রভৃতি আট জন মুখ্যতরা এবং তাঁহাদেরও মধ্যে শ্রীরাধাই মুখ্যতমা ইহাই ভক্তিশাস্ত্রের নির্ণয়॥ ৮—১১॥

এই শ্লোকে হৃষ্টান্তঃকরণা গোপীজনের প্রেমসেবার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ক্রীড়ার্থে উৎসুকচিত্ত বিভু শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শনে নারীগণের হৃদয়ে যে আনন্দের উদয়

স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতৈরচীকল্পন্নাসনমাত্মবন্ধবে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ।

বিধাঃ গোপ্যঃ) মনোরথান্তং যযুঃ তথা কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতৈঃ রোদনাশ্রুক্ষালিতৈঃ কুচকুঙ্কুমৈঃ) অঙ্কিতৈঃ) স্বৈঃ স্বকীয়ৈঃ উত্তরীয়ৈঃ উত্তরীয়বস্ত্রৈঃ আত্মবন্ধবে (আত্মনাং জীবানাং বন্ধবে পরমোপকারিণে কৃষ্ণায় আসনং অচীকল্পন্ রচয়ামাসুঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামী

তদাহ্লাদপূর্ণাঃ কামানুবন্ধং জহতি তদ্বৎ আপ্তকামা অপি প্রেম্না তমভজন্নিত্যাহ স্বৈরিতি। অচীকল্পন্ রচয়ামাসুঃ। আত্মবন্ধবে অন্তর্যামিণে ॥ ১২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অতএব শ্রুতয়ো গোপীত্বপ্রাপ্ত্যর্থং তদনুগত্তিবাঞ্ছকং তীব্রং তপশ্চক্রুরিতি বৃহদ্বামনীয়া কথা। স্ত্রিয় উরুগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধা ইতি তাসামুক্তিশ্চ। তত্র পূর্ব্বকল্পগতকৃষ্ণাবতারদর্শিন্যঃ শ্রুতয়ো লব্ধচরমনোরথা এতস্মিন্ কল্পে গোপ্যো বভূবুরেব। এতস্মিন্ কল্পে তু লব্ধমনোরথা শ্রুতয়োঽগ্রিমকল্পে গোপ্যা ভবিষ্যন্তি শ্রুতীনামানন্ত্যাদিতি জ্ঞেয়' ॥ ১২ ॥

নিবৃত্তি লাভ করিলেন! বিরহ-কালীন রোদনাশ্রুতে বিধৌত-কুচকুঙ্কুমে অঙ্কিত স্ব স্ব উত্তরীয় বসন আস্তীর্ণ করিয়া, জীবগণের পরম উপকারী শ্রীকৃষ্ণের উপবেশনার্থ আসন রচনা করিলেন ॥ ১২ ॥

আভাস।

হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহাদের হৃদয়রোগ সমস্তই নিঃশেষে বিনষ্ট হইয়া গেল। রাসাঙ্গনে উপস্থিত হইবা মাত্র, গোপিকাগণের সকল শঙ্কা দূরে গেল; তাঁহারা রাসবিহারীর সঙ্গলাভে যে কেবল দুঃখের পরম নিবৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে, নিত্য নিরতিশয় পরমসুখও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবং মনোবাঞ্ছার পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। ইহার দৃষ্টান্তের জন্য শ্রুতিকেই উদাহরণ দিয়াছেন; অর্থাৎ বেদরাশি তাদৃশ লীলাবিশিষ্ট পরম-কারুণিক পরম ব্রহ্মস্বরূপ নারায়ণকে উপপত্ত্যাদি দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াই যেমন নানা তাৎপর্য্যবিশিষ্ট অনঙ্কারাদি শব্দবিশেষের প্রয়োগ-কৌশল ও তার্কিক-ভাব পরিত্যাগ করিয়া থাকেন এবং প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতিপাদনে তাঁহাদের উদ্দেশ্যের পরিসমাপ্তে যেমন কৃতার্থ হন, এখানে রাসলীলাতেও শ্রুতিস্থানীয়া ভক্তিমতী গোপিকাদেরও ভক্তির পরা-কাষ্ঠা লাভে কৃতার্থতার লাভ প্রদর্শিত হইয়াছে। দর্পণ যেমন নৈর্ম্মল্য লাভে সন্নিহিত ও সন্নিকৃষ্ট প্রতিবিম্বের সম্যক্ প্রতীতি প্রদর্শন করায়, গোপীহৃদয়ও রাসনারোগ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সুস্থির-চিত্তে কৃষ্ণোপবেশনার্থ আসনের রচনা করিল। পরিধেয় সার্ব্বাঙ্গীন বসনের মধ্যে কুচাবরণ উত্তরীয় বস্ত্রই তাঁহাদের দৃষ্টিতে উত্তম আসন বলিয়া জ্ঞান হইল।

তত্রোপবিষ্টো ভগবান্ স ঈশ্বরো যোগেশ্বরান্তর্হৃদিকল্পিতাসনঃ।

অন্বয়ঃ।

যোগেশ্বরান্তর্হৃদিকল্পিতাসনঃ (যোগেশ্বরাণাং সিদ্ধযোগানাং অন্তর্হৃদি হৃদয়কমলমধ্যে কল্পিতং আসনং যস্য সঃ) ভগবান্ ঐশ্বর্য্যাদিপূর্ণঃ ঈশ্বরঃ সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণঃ ত্রৈলোক্য-

শ্রীধরস্বামী।

গোপীসভাগতস্তাভিঃ অর্চ্চিতঃ সংমানিতঃ সন্ চকাশ শুশুভে ত্রৈলোক্যে যা লক্ষ্মীঃ শোভা

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তত্র প্রতি স্বযূথমেব পৃথক পৃথক্ উপর্য্যুপরি নিহিতবহুবস্ত্রাসনেষু তাভিঃ ক্লৃপ্তেষূপবিষ্টঃ। নন্বু তাবৎসংখ্যেষ্বাসনেষু কথমেক উপবিষ্টস্তত্রাহ। ঈশ্বরঃ তত্তদলক্ষিততাবৎপ্রকাশবান্ তত্র হেতুঃ। ভগবান্ কামবান্ ভগং শ্রীকামমহাত্ম্যোত্তমরঃ। তস্য তাবৎসু সর্ব্বেষেব আসনেষু উপবেষ্টুং কামনামালক্ষ্য ঐশ্বর্য্যৈব শক্ত্যা যোগমায়াদ্বারা তাবন্তঃ প্রকাশাস্তথা প্রকাশিতা ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ। স হি যোগেশ্বরৈঃ শেষশঙ্করাদ্যৈরন্তর্হৃদি হৃদয়াভ্যন্তরে এব কল্পিতং মনসৈবানীতত্বাৎ ত্রিজগদ্দুর্ল্লভমনুপহৃতমনর্ঘ্যমাসনং যস্য সঃ। এতাভিস্তু হৃদয়াদ্বহিরেব স্বগাত্রনির্ম্মাল্যবস্ত্রৈঃ স্বোপভুক্তসুগন্ধৈরাসনং কল্পিতং যত্তত্রৈবোপবিষ্টশ্চকাশ দিদীপে যঃ খলু স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মরুদ্রাদি পরিষদা ক্ষীরোদাদিতীরে স্তুত্যাদিভি র্গম্য এক

যোগেশ্বরগণের হৃদয়মন্দিরই যাঁহার উত্তম আসন বলিয়া নির্ণীত আছে, সেই যোগারাধ্য ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সর্ব্বনিয়ন্তা গোকুলেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ

আভাস।

কারণ উক্ত বস্ত্রে তাঁহাদের হৃদয় আবৃত ছিল এবং বিরহ-সন্তাপের অজস্র ধারাপতনে কুচকুঙ্কুম বিধৌত হইয়া তাহাকে রঞ্জিত করিয়াছিল; সুতরাং পুরুষকারের পরিসমাপ্তি এবং আকাঙ্ক্ষার অবসান যে হৃদয়াবরণরূপ বৃত্তিস্থানীয় বস্ত্রে উপলব্ধ হইয়াছে, তদুপরিই সেই ভুবনমোহনের উপবেশনার্থ উত্তম আসন, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, কুল-ললনার যখন লজ্জাই প্রধান অলঙ্কার, তখন সেই কুলকামিনীগণ লজ্জাবরণ বস্ত্র তাঁহার আসনার্থ কিরূপে প্রদান করিলেন? তদুত্তরে গ্রন্থকার বলিলেন যে, তাঁহারাত পরকে দেন নাই, "আত্মবন্ধবে" পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিয়াছিলেন। যেমন নিজের সমীপে নিজ গোপনভাবের পর্য্যালোচনায় নিজেকে কোনরূপ অপ্রতিভ হইতে হয় না, বরং শান্তি-লাভই হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবের জীবন নিত্যনিরঞ্জন হৃষীকেশের সমীপে গোপ-ললনাগণ হৃদয়ের আবরণ পরিত্যাগে তদুপরি তাঁহাকে উপবেশন করাইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি! এ বস্ত্র স্থূল নহে; ইহা অতি সূক্ষ্ম পঞ্চাবরণের অন্তিম আবরণ; আনন্দময় কোষস্থানীয় কারণ-বস্ত্ররূপে গ্রহণীয়॥ ১২॥

গোপিকাগণ যিনি যে শ্রেণীতে বিভক্ত, তিনি আপন আপন বিভাগ ও অধিকার

চকাশ গোপীপরিষদ্গতোঽর্চ্চিতস্ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দ্দধৎ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ।

লক্ষ্ম্যেকপদং (ত্রৈলোক্যে যা লক্ষ্মীঃ শোভা তস্যাঃ একং এব পদং আশ্রয়ভূতং) বপুঃ দধৎ বিভ্রাণঃ তত্র আসনে উপবিষ্টঃ গোপীপরিষদ্গতঃ গোপীসভাগতঃ সন্ চকাশ শুশুভে ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তস্যাঃ একমেব পদং স্থানং তৎ বপুর্দ্দধৎ দর্শয়ন্ ॥ ১৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মনসি প্রাদুর্ভবন্ পরোক্ষ এব ক্ষণমাত্রমেব ভবেৎ স এব গোপীপরিষদঃ স্বয়ং গতঃ অচ্যুতশ্চিরকালমপি বাপ্য চ্যুতিরহিতঃ। অর্চ্চিত ইতি পাঠে তাম্বূলনর্ম্মস্মিতাপাঙ্গাদিনা সম্মানিতঃ কিং কর্ত্তুং গতঃ ত্রৈলোক্যে প্রাকৃতাপ্রাকৃতাধোমধ্যোর্দ্ধলোকে যা লক্ষ্মীস্তত্তদনন্তস্বাংশপর্য্যন্তবস্তূনাং নানাশোভাদিসম্পত্তিস্তস্যা একং অনন্যং পদমাশ্রয়ভূতং যদ্বপুস্তদপি দধৎ তাসাং গোপীনামঙ্গকান্তিস্মিতকটাক্ষাদিমাধুর্য্যৈঃ পুষ্ণন্। যদ্বা তত্রোপবিষ্ট এব তত্র তাদৃশোপবেশাদিবিশিষ্ট এব যোগেশ্বরান্তর্হৃদিকল্পিতাসনঃ। তৎক্ষণমারভ্য মহারুদ্রাদিভির্যোগেশ্বরৈর্গোপীপরিষন্মধ্যগতস্তাদৃশোপবেশতাদৃশশোভাতত্তন্নর্ম্ম- সংলাপাদিবিশিষ্ট এব কৃষ্ণ ধ্যানেন স্বহৃদয়মানিন্যে ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীর একমাত্র আশ্রয়-স্থল অপূর্ব্ব মদনমোহন মূর্ত্তি ধারণে সেই গোপীসভায় উপবিষ্ট হইয়া অনুপম শোভা ধারণ করিলেন ॥ ১৩ ॥

আভাস।

অনুসারে আপনাদের কামাবরণ বস্ত্র উপর্যুপরি বিন্যস্ত করিলেন এবং সর্ব্বকামবর্ষী ভগবান্ সেই সকল আসনে উপবিষ্ট হইয়া, সকলের বাসনা পূরণ করিলেন। এস্থলে যদিও আসনগুলি উপর্যুপরি রক্ষিত হইয়াছিল, তথাপি কোন বসনই তাহার সংস্পর্শশূন্য হয় নাই। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন, "যদর্চ্চিমদ্ যদনুভ্যোঽনু যস্মিন্ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ। তং দেবা সর্ব্বেঽর্পিতা স্তদু নাত্যেতি কশ্চন" ॥ যেমন প্রকাশমান জ্যোতি সর্ব্বত্র আলোক বিতরণে আত্মভাবের প্রকাশ করে, সেইরূপ এক পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ শ্রীকৃষ্ণ গোপীপ্রদত্ত কোন আসনকেই তুচ্ছ না করিয়া, সর্ব্বত্র আপনার সমভাবত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। অথচ তিনি যে কেবল আসনেই উপবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন, এমত নহে; তিনি তাহাদের সমক্ষে যেমন বাসনারূপ হৃদয়াবরণ বস্ত্রে উপবেশন করিয়াছিলে, গোপীর হৃদয়-মন্দিরেও সেইরূপ উপবেশন করিয়া, তাঁহাদিগকে চিরকৃতার্থ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। তখন তাঁহাদের পৃথক্ অস্তিত্বেরই উপলব্ধি হয় নাই। যেমন স্থাণুর পার্শ্বে তাহার ছায়া পরিদৃষ্ট হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠাবলম্বিত গোপিকাগণকে এক একটী কৃষ্ণের প্রতিচ্ছায়ার ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। অহো! যিনি

সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং সহাসলীলেক্ষণবিভ্রমভ্রুবা।

অন্বয়ঃ।

(ততো গোপ্যঃ শ্রীকৃষ্ণং সৎকৃত্য) সাহসলীলেক্ষণবিভ্রমভ্রুবা (সহাসলীলেক্ষণেন বিভ্রমো বিলাসো যস্যাঃ তয়া) ভ্রুবা অনঙ্গদীপনং (সম্ভোগপ্রদত্বাৎ) অনঙ্গবর্দ্ধনং তং

শ্রীধরস্বামী।

সহাসলীলেক্ষণেন বিভ্রমো বিলাসো যস্যাঃ তয়া ভ্রুবা উপলক্ষিতাঃ। সংস্পর্শনেন

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ততশ্চ রিরংসবে তস্মৈ রতমদিৎসূনাং তাসাং চেষ্টিতমাহ সভাজয়িত্বেতি। সহাসলীলেক্ষণেন বিভ্রমো বিলাসো যস্যাঃ তয়া ভ্রুবা অনঙ্গদীপনং স্বীয়ং কামং দ্যোতয়ন্তং তাসাং বা কামোদ্দীপকং তং সভাজয়িত্বা তদুচিতৈরেব ভাবৈঃ সম্মান্য পূর্ব্বং নঃ সংত্যজ্য গতঃ সম্প্রত্যেবং চেষ্টত ইতি প্রণয়কোপগোপনার্থং অঙ্ককৃতয়োস্তেনৈব তাসামঙ্কে ন্যস্তয়োস্তাভিরেব

অনন্তর গোপিকাগণ হাস্য, লীলা, প্রেমবীক্ষণ ও ভ্রূদ্বয়ের আকুঞ্চনাদির দ্বারা অনুরাগ প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণের সম্বর্দ্ধনা করিয়া তদীয় পাদদ্বয় ও হস্তযুগল

আভাস।

মহারুদ্রাদি যোগেশ্বরগণেরও দুর্ল্লভ দর্শন, তিনি গোপীমণ্ডলে অবস্থান পূর্ব্বক তদীয় বিচিত্র শোভায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। অনাসক্ত-চিত্ত যোগীর হৃদয়-বৃন্দাবনেও এইরূপ রাসরঙ্গে নিত্য বিরাজ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও চিত্তস্থানীয় প্রত্যেক যূথের অগণ্য গোপীস্বরূপ অনন্ত বৃত্তিতে নিত্যনিরঞ্জন ভগবান্ চিচ্ছক্তির স্বরূপপ্রকাশে বিরাজমান থাকেন। কামনার দ্বারাই ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তি পরিকল্পিত হয়। সেই কামনা যখন যে দিকে গমন করে, তখন তাহাকেই আপন হৃদয়ে উপবেশন করায়। সংসারীর কামনা বিষয়াভিমুখে গমন করে; সুতরাং যাবতীয় বৃত্তিই বিষয়াকারে আকারিত হয়। বিষয়ের রূপ অন্তরে গ্রহণ করে। কিন্তু যোগীর কামনা বিষয়শূন্য হওয়াতে, নির্ব্বিষয় ভগবান্ কেবল সর্ব্বসাক্ষী চৈতন্যরূপে কামনায় ও বৃত্তিতে প্রতিভাত হইতে থাকেন। বৃত্তিসমূহ আবরণবস্ত্র-স্থানীয় কামনাকে ভগবানের জন্য বিন্যস্ত করিয়া যাবতীয় চেষ্টার পরিসমাপ্তি করিয়াছে এবং আপনারা অচেতন হইয়াও কেবল চৈতন্য সংসর্গে চেতনের ন্যায় রূপধারণে উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে। সাংখ্যাচার্য্য বলিয়াছেন, "তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং। গুণকর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীন ইতি"॥ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি সকল তত্ত্বই অচেতন হইলেও বহ্নি সংগত অয়ঃপিণ্ডের ন্যায় চৈতন্যসংসর্গে পৃথক্ অর্চ্চিবিশিষ্ট সচেতনের ন্যায় উপলব্ধ হইয়া থাকে। এখানে উভয় নারীর অন্তর্গত এক কৃষ্ণ বা উভয় কৃষ্ণের মধ্যগতা এক গোপী ব্যাখ্যা করিয়া গ্রন্থকার কৃষ্ণাঙ্গে গোপীর অঙ্গ এবং গোপীর অঙ্গে কৃষ্ণের অঙ্গ বর্ণন করিয়া উভয়ের অভেদে ভেদভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ধর্ম্মীস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে গোপীরূপ

সংস্পর্শনেনাঙ্ককৃতাঙ্ঘ্রিহস্তয়োঃ সংস্তুত্য ঈষৎ কুপিতা বভাষিরে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণং সভাজয়িত্বা অনুরজ্য, অঙ্ককৃতাঙ্ঘ্রিহস্তয়োঃ (অঙ্ককৃতৌ স্বোরৌ স্থাপিতৌ ভগবতো-হঙ্ঘ্রিহস্তৌ তয়োঃ) সংস্পর্শনেন সম্মর্দনেন, সংস্তুত্য স্তুতিং কৃত্বা, ঈষৎ কুপিতাঃ ইব বভাষিরে ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সংমর্দ্দনেন ॥ ১৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বা সাঙ্কে ধৃতয়োঃ অঙ্ঘ্রিহস্তয়োঃ সংস্পর্শনেন সংস্তুত্য অহো তে করচরণানাং শৈত্যমপূর্ব্বং যৎসংস্পর্শেনৈবাস্মৎসন্তাপো নির্ব্বাপণস্তস্মাৎ ত্বং সত্যং সন্তাপদুঃখানভিজ্ঞঃ সদা সুখী বিধুরেবাসীতি ব্যাজস্তুত্যা স্তুত্বা ঈষৎকুপিতাস্তদ্দর্শনানন্দস্বভাবত এব বিনষ্টীভূতকোপস্য শেষভাগবত্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

স্বীয় উরুদেশে গ্রহণ করত সম্মর্দ্দন করিতে লাগিলেন এবং স্তুতি করত ঈষৎ কোপ প্রকাশে তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৪ ॥

আভাস।

ধর্ম্মের বিকাশ দেখাইয়া সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এক জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার ইচ্ছাশক্তির বিকাশ এইরূপ প্রদর্শন করাইয়াছেন। যেমন একখানি বস্ত্রে নানারূপ চিত্র অঙ্কিত হইলেও, চিত্রের আধারে বস্ত্র ও চিত্রিত স্থানের অন্যত্রও বস্ত্রই উপলক্ষিত হয়, সেইরূপ সর্ব্বাধার গোবিন্দ নারীমণ্ডলের মধ্যস্থিত কেন্দ্রস্থানে অবস্থিত থাকিয়াও, নারীগণের অঙ্গে সঙ্গত হইয়া নারী ভিন্ন অন্যত্র আত্মস্বরূপেই বিরাজ করিয়াছেন। সর্ব্বত্র কৃষ্ণময় নিরীক্ষণে নারীগণের ঈর্ষাদি কোপনভাব সমস্তই উপশমিত হইয়া গেল; তাঁহারা অগাধ-সলিলাবগাহী মীনের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন থাকিয়া আত্মভাব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া গেলেন। যেমন সমাধি-দশায় প্রারব্ধবশত দেহাদির বৃত্তিসমূহ বিদ্যমান থাকিলেও, আত্মচৈতন্যের স্ফূর্ত্তিতে সকলেই অজ্ঞানের ন্যায় উপলক্ষিত এবং অনুভূত হয়, সেইরূপ রাসপ্রাঙ্গণে গোপ-ললনাগণ বিদ্যমান থাকিতেও এক শ্রীকৃষ্ণেরই প্রভাবে সকলের পৃথক্ অস্তিত্ব উপলব্ধ হয় নাই। যেমন অন্ধকার রাত্রিতে অগ্নিসংযোগে ইন্ধনের দীপ্তি হইয়া থাকে এবং ইন্ধন-যোগেই বহ্নির প্রকাশ ও রূপাদির কল্পনা হয়, সেইরূপ সংসার-দশাতেও ভগবান্ গোবিন্দ ও গোপালিকাগণের অপূর্ব্ব মিলন ও সৌন্দর্য্যরসের উদয় অনুভূত হইয়াছিল ॥ ১৩।১৪ ॥

অনন্তর ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ মোহন মূর্ত্তি ও রসভাব পরিজ্ঞাত হইয়া, মনে বিচার করিতে লাগিলেন যে, এতাদৃশ মহামহিমান্বিত কৃপানিধান গোবিন্দ কর্ত্তৃক আমাদের দুরবস্থা কিরূপে হইয়াছিল! অতএব এই রহস্যের সদ্বক্তা তিনি ব্যতীত যখন অন্য কেহই বোধ হয় হইতে পারেন না, তখন ইহাঁকেই এই বিষয়ের উত্তর জিজ্ঞাসা করা

গোপ্য ঊচুঃ ॥

ভজতোঽনু ভজন্ত্যেকে এক এতদ্বিপর্য্যয়ং ।

অন্বয়ঃ ।

গোপ্যঃ ঊচুঃ । ভোঃ হে কৃষ্ণ ! একে জনাঃ ভজতঃ অনুবর্ত্তমানান্ ভজন্তি অনুবর্ত্তন্তে, একে তু এতদ্বিপর্য্যয়ং কুর্ব্বন্তি (অভজতোঽপি ভজন্তি) অন্যে তু উভয়ান্ ভজতঃ অভজতঃ

শ্রীধরস্বামী ।

তত্র ভগবতোঽকৃতজ্ঞতাং স্বরচনৈরেবোপপাদয়িতুকামা গূঢ়াভিপ্রায়া লোকবৃত্তান্তমিব পৃচ্ছন্তি ভজত ইতি। ভজতঃ প্রাণিনঃ অনু অনন্তরং কেচিদ্জনানুসারেণ ভজন্তি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

অত্র তাভিঃ প্রতি স্বমনস্যেবং বিচারিতং। অদ্য যদয়ং প্রেমমুকুটমণিরপ্যস্মানেবং দুরবস্থামলক্ষয়ত্তত্রায়মেবং প্রষ্টব্যঃ ভোঃ কৃষ্ণ তবাস্মাসু প্রীতিরৌদাসীন্যং দ্রোহো বেতি ত্রয়ঃ পক্ষাঃ সম্ভাব্যমানা অপি বিচারতো ন ঘটন্তে। তত্র প্রীতিঃ সোপাধির্নিরুপাধির্বা। নাদ্যা। সোপাধিপ্রীতিমান্ কিল স্বকামসম্পাদকজনানেবানুরঞ্জয়ত্যেব নতু বিরঞ্জয়তি তস্মান্ স্ববিরহাগ্নাবধাক্ষীরেব বধার্থং। নাপি পরা। নিশি ঘোরবনমধ্য এবাস্মত্যাগাদস্মৎকষ্টদ্রষ্টুরপি তব কৃপানুৎপত্তেশ্চ। নাপ্যৌদাসীন্যমস্মৎসুখদুঃখসাধকত্বদর্শনাৎ নাপি দ্রোহঃ। স কিং শাশ্বতিকঃ প্রাতিকূল্যনিবন্ধনো বা। নাদ্যঃ তথা দর্শনাভাবাদেব। নাপি দ্বিতীয়ঃ। অস্মাসু তৎপ্রাতিকূল্যাভাবাৎ। কিন্ত্বাশ্বন্তপরিচারকজিঘাংসালক্ষণো বিলক্ষণো যঃ কশ্চন দ্রোহস্তস্যৈবোদাহরণীভবতা ভবতা ভূয়ত ইত্যাদিকং স্বমুখেনাস্মাভিঃ স্ফুটং. ন বাচ্যং কিন্তু প্রহেলিকাভঙ্গ্যা তথা কিঞ্চন প্রষ্টব্যং যথায়মেব

তাঁহারা বলিলেন, হে শ্রীকৃষ্ণ ! জগতে দেখা যায় যে, অনেকে ভজনাকারীর ভজনানুরূপ সাধপূরণে তাহাকে ভজনা করিয়া থাকে ; কাহাকেও দেখা যায় যে, সেবাদি ভজনার প্রতীক্ষা না করিয়াও তাঁহারা জীবের প্রতি

আভাস ।

যাউক ; এই বিবেচনায় তাঁহারা বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন হে জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ ! আমাদের প্রতি আপনার প্রীতি, ঔদাসিন্য বা দ্রোহ ইহার মধ্যে কোন্ ভাব যে জন্মিয়াছে, তাহা বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক আমরা বুঝিতে পারিলাম না ; এই তিনের মধ্যে কোন ভাব অবলম্বনে আপনি আমাদের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন ? কারণ প্রীতি বলিতে গেলে, তাহা অন্বেষণ করিয়া পাই না ; যেহেতুক প্রীতি দুই প্রকার ; সোপাধিক ও নিরুপাধিক। তন্মধ্যে সোপাধিক প্রীতির সম্ভাবনা আপনাতে দেখিতে পাই না ; কারণ সোপাধিক প্রীতিমান্ ব্যক্তি নিজের কাম-চরিতার্থতার নিমিত্ত কাম-সম্পাদক জনের অভিলাষ পূরণাদির দ্বারা মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন ; তাঁহাদিগকে কখন বিড়ম্বনায়

নোভয়াংশ্চ ভজন্ত্যন্যে এতন্নো ব্রূহি সাধু ভোঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।

চ ন ভজন্তি। এতৎ (ভজতাং গুণদোষফলাদিকং সর্ব্বং) সাধু সম্যক্ ব্রূহি ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামী

কেচিদেতৎ বিপর্য্যয়ং যথা ভবতি তথা তদ্ভজনানপেক্ষং অভজতোঽপি ভজন্তি অন্যে তু নোভয়ানিতি ॥ ১৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যথার্থতয়া তৎপ্রত্যুত্তরং দদান এতদাদিকমর্থং ব্যাচক্ষীতেতি সহৃদয়ত্বাত্তুল্যমনোগত-বিমর্শাস্তা ভো মহাপ্রাজ্ঞ কৃষ্ণ একামস্মাকমর্থপ্রহেলিকাং ব্যাচক্ষে ত্যাহুঃ। ভজতো জনান্ অনু লক্ষীকৃত্যৈব ভজন্তি একে জনাঃ সাপেক্ষং ভজন্তীত্যর্থঃ। অত্র সাপেক্ষাবস্তু-লাভে সতি নাপি ভজন্তীতি সোপাধিপ্রীতিরায়াতা। এতদ্বিপর্য্যয়ং যথা স্যাত্তথা ভজন্তি একেঽভজতোঽপি ভজন্তি নিরপেক্ষং ভজন্তীত্যর্থঃ। অত্র স্বাপেক্ষ্যফলান্তরানুদ্দেশাৎ। ভজনত্যাগতো বা। ইতি নিরুপাধিপ্রীতিরায়াতা অন্যে নোভয়ান্ ভজন্তীতি সাপেক্ষমপি নিরপেক্ষমপি নৈব ভজন্তীত্যৌদাসীন্যমায়াতং। দ্বেষো দ্রোহশ্চাপ্যভজনং ভবেদিতি তাবপ্যায়াবিতাত এতদ্বিবরণে এবমেব কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদধিকমপি ব্যক্তী করিষ্যতে ভগবতা। এতন্নো ব্রূহীত্যেতে খলু কে এতদ্ভজনমভজনং বা কিং তদ্ব্রূহীত্যর্থঃ। এতে চ এতচ্চ এতদিতি নপুংসকমনপুংসকেনৈকবচ্চান্যতরস্যামিত্যেকশেষৈকত্বে। সাধু যথার্থমেব ব্রূহি বৈয়ধিকরণ্যং মুঞ্চন্নিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

দয়াদি বিতরণে ভজনা করিয়া থাকেন। কিন্তু কেহ বা অভজকের কথা দূরে থাকুক, ভজনাকারীকেও যে উপেক্ষা করে, ইহার তত্ত্ব আপনি আমাদের নিকট সম্যক্ কীর্ত্তন করুন! এতাদৃশ উপেক্ষাকারীর দোষ এবং গুণ সমস্তই আপনি বর্ণন করুন! ॥ ১৫ ॥

আভাস।

নিপাতিত করেন না। আপনি কিন্তু আমাদিগকে চিরকাল বিরহ-হুতাশনে নিক্ষেপ করত জ্বালাদগ্ধ করিয়াছেন। নিরুপাধিক প্রেমিক যে আপনাকে বলিব, তাহাও নহে; কারণ সেই ঘোর নিশীথ-কালে আমাদিগকে সেই ভয়ঙ্কর অরণ্যমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া আমাদের ঘোর দুঃখে আপনি কণামাত্র দুঃখিতেরও পরিচয় দেন নাই। আমাদের প্রতি যে উদাসীন তাহাও বলিতে পারি না; যেহেতু সুখ এবং দুঃখ না দিয়া ত নিশ্চিন্ত থাকিতেও পারেন নাই। অতএব কেবল দ্রোহাচারী বলাও সঙ্গত নহে। তবে এই যে বিপরীত আচরণ করেন, ইহা কি আপনার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম বা আমাদের প্রতিকূলাচরণে বিরক্ত হইয়া এরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। স্বভাব-সিদ্ধ প্রতিকূলাচারী যে নন, তাহা আপনার ব্যবহারেই যথেষ্ট প্রতীত হয় এবং আমরাও যে আপনার অবাধ্য, তাহাও

শ্রীভগবানুবাচ ॥

মিথো ভজন্তি যে সখ্যঃ স্বার্থৈকান্তোদ্যমা হি তে।
ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম্মঃ স্বার্থার্থং তদ্ধি নান্যথা ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীভগবান উবাচ। হে সখ্যঃ! যে মিথঃ পরস্পরং ভজন্তি উপকুর্ব্বন্তি, তে হি যস্মাৎ স্বার্থৈকান্তোদ্যমাঃ (স্বার্থে স্বপ্রয়োজনে এব একান্তঃ নিয়তোদ্যমঃ যেষাং তে এব) অতঃ তেষাং তৎভজনং স্বার্থার্থমেব ন অন্যথা তত্র ভজনে তৎফলং সৌহৃদং প্রেম, ধর্ম্মঃ বা ন উৎপদ্যতে ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বিদিতাভিপ্রায় উত্তরমাহ মিথ ইতি। হে সখ্যঃ উপকারপ্রত্যুপকারতয়া যে মিথো ভজন্তি তে স্বয়ং ন ভজন্তি কিন্তু আত্মানমেব কৃত হি যস্মাৎ স্বার্থ এবৈকান্ত উদ্যমো যেষাং তে তত্র চ ন সৌহৃদং অতো ন সুখং নচ ধর্ম্মঃ দৃষ্টোদ্দেশাদেোমহিম্ন্যাদিভজনবদিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিদিতাভিপ্রায় উত্তরমাহ মিথ ইতি। উপকারপ্রত্যুপকারাপেক্ষয়া যে মিথো ভজন্তি তে স্বার্থে দৃষ্টাদৃষ্টস্বীয়ফলার্থ এব একান্ত উদ্যমো যেষাং তে হি নিশ্চিতং স্বাত্মানমেব ভজন্তি নান্যং তন্মিথো ভজনং নান্যথা অন্যথা ন স্যাৎ। অতস্তে স্বার্থপরাঃ সোপাধিপ্রীতিমন্তঃ কামিন এবেত্যর্থঃ। তত্র তেষু সৌহৃদং প্রেম নাস্তি। ধর্ম্ম ইত্যুত্তরশ্লোকার্থদৃষ্ট্যা নিরূপবাদো ধর্ম্মশ্চ ন। স্বাত্মার্থমিতি পাঠে তদিত্যস্য বিশেষণমেতৎ ॥ ১৬ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ প্রশ্নে নারীগণের মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে সখীগণ! যাহারা প্রত্যুপকারের প্রত্যাশায় অন্যের উপকার করে, তাহারা নিতান্ত স্বার্থপর; তাহাদের পরস্পরের তাদৃশ উপকারে প্রেম বা ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই ॥ ১৬ ॥

আভাস।

নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, প্রথমে আশ্বাস প্রদানে পরিচারিকাত্বে নিযুক্ত করিয়া, পরে তাহার জীবন বধ করা রূপ ভদ্র-বিপরীত-কারীর একটী জলন্ত উদাহরণ একজন আপনি মাত্র। এইরূপ ভাব স্পষ্টত জিজ্ঞাসা না করিয়া, ব্রজকুমারীগণ ভঙ্গিক্রমে প্রকৃত উত্তর লাভার্থ শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমাদের একটী কূট প্রহেলিকার উত্তর প্রদানে সংশয় দূর করিয়া দিন ॥ ১৫ ॥

ভগবান্ কৃষ্ণ অবলাগণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তাঁহাদিগের উত্তর প্রদানার্থ বলিলেন, হে সখীগণ! যাহারা প্রত্যুপকারের উদ্দেশে অন্যের উপকার করে, তাহারা বস্তুত অন্যের উপকার না করিয়া, নিজেরই হিতসাধনার্থ প্রবৃত্ত হয়, সন্দেহ নাই। কারণ

ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরৌ যথা।
ধর্ম্মো নিরপবাদোঽত্র সৌহৃদঞ্চ সুমধ্যমাঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।

হে সুমধ্যমাঃ! যে বৈ অভজতঃ ভজন্তি তে করুণাঃ কৃপালবঃ যথা পিতরৌ (মাতা-পিতরৌ); অত্র নিরপেক্ষভজনে, নিরপবাদঃ নির্ব্বাধঃ, ধর্ম্মঃ ভবতি সৌহৃদং স্নেহশ্চ উৎপদ্যতে ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যেতু অভজতো ভজন্তি তে দ্বিবিধাঃ করুণাঃ স্নিগ্ধাশ্চ তত্র তু যথাক্রমং ধর্ম্মকামৌ ভবত ইত্যাহ ভজন্ত্যভজত ইতি ॥ ১৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দ্বিতীয় প্রশ্নস্যোত্তরমাহ। অভজতো যে ভজন্তি নিরপেক্ষং ভজন্তীত্যর্থঃ। তে নিঃসম্বন্ধ-সসম্বন্ধভেদাদ্দ্বিবিধা। করুণা যথা পিতরৌ যথেতি। তত্র করুণাঃ শুদ্ধভক্তাস্তেষেব প্রহ্লাদাদিষু নিরুপাধিকরুণস্যোদয়দর্শনাদিতি। দৃষ্টান্তদ্বৈবিধ্যাৎ উভয়েঽপি প্রত্যুপকারা-নপেক্ষণত্বদ্দুঃখসুখাভ্যাং দুঃখসুখবন্তো ভজনং প্রাণান্তেঽপি ন ত্যজন্তি পূর্ব্বে শ্রেষ্ঠাঃ। উত্তরে অবরাঃ। অত্র এষুভয়েষেব ধর্ম্মো নিরপবাদঃ ফলাকাঙ্ক্ষারাহিত্যাদনিন্দ্যঃ। সৌহৃদং প্রেম চ নিরপবাদং। হে সুমধ্যমা ইতি শ্লেষেণ শোভনমধ্যম এব প্রশ্নো যাসাং তাঃ। বিগীতোদাহরণং দ্বাদ্যন্তৌ প্রশ্নৌ বিগীতাবিত্যর্থঃ। যদ্বা। শোভনং মধ্যমমুত্তরং যাসামেব। মধ্যমস্য প্রত্যুত্তরস্যাস্য ভবত্য এবোদাহরণানীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

উপকারের কোন প্রত্যাশা না রাখিয়া যাহারা উপকার করেন, তাঁহারা প্রকৃত করুণাপূর্ণ সাধু; এইরূপ আচরণ কেবল স্নেহপূর্ণ জনকজননীতেই দেখিতে পাওয়া যায়, হে সুন্দরীগণ! এরূপ নিরপেক্ষ ভজনে নির্দ্দোষ ধর্ম্ম ও সৌহার্দ্দ অকপটে উৎপন্ন হয়, সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥

আভাস।

তাহারা স্বার্থপর; স্বার্থের অনুরোধেই তাহারা সেই কার্য্যে রত হইয়া থাকে। যেমন দুগ্ধ পাইবার প্রত্যাশায় গো মহিষ প্রভৃতির পালনে কেবল দৃষ্টফলই লাভ হইয়া থাকে, তাহাতে ঐ সমস্ত পশুর প্রতি আন্তরীক যত্ন বা পরিণামে ধর্ম্মসঞ্চয়ের কোন লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় না, সেইরূপ কেবল মাত্র দৃষ্টফল স্বার্থসাধনের সংকল্পে পরের উপকারে প্রবৃত্ত মানবের পরের প্রতি সৌহার্দ্দ বা পরিণামে ধর্ম্মসঞ্চয়ের কোন লক্ষণ কখন সম্ভবপর নহে। এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা হইল যে, বোদোক্ত ক্রিয়াকলাপও যদি কেবল কাম্যফলের প্রাপ্তির উদ্দেশে অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলে তাহাতেও দেবারাধন-জনিত ভক্তি বা পরিণামে স্বর্গাদি সুখসাধনজনিত আত্মোন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই ॥ ১৬ ॥

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন যে, যাহারা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থে উপকার করে, এরূপ লোক

ভজতোঽপি ন বৈ কেচিদ্ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ।

অন্বয়ঃ।

কেচিত্তু ভজতঃ অপি ন ভজন্তি অভজতঃ তু কুতঃ ভজেয়ুঃ; (তে হি চতুর্ব্বিধাঃ) আত্মারামাঃ বহির্দর্শনরহিতাঃ, কেচিৎ আপ্তকামাঃ আত্মনিবৃতত্বাৎ বিষয়ভোগেচ্ছারহিতাঃ,

শ্রীধরস্বামী।

তৃতীয়প্রশ্নোত্তরং ভজতোঽপীতি। অয়মর্থঃ। তে চতুর্ব্বিধা একে আত্মারামাঃ অপরাগ্‌দৃশঃ কেচিদাপ্তকামা বিষয়দর্শনেঽপি পূর্ণকামত্বেন ভোগেচ্ছারহিতাঃ অন্যে অকৃতজ্ঞা মূঢ়াঃ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তৃতীয়প্রশ্নস্যোত্তরমাহ ভজতোঽপীতি। তে যথোত্তরন্যূনাশ্চতুর্ব্বিধাঃ। আত্মারামাঃ অবহির্দৃশ একে। অন্যে আপ্তকামাঃ বহির্দৃশিত্বেঽপি স্বতএব পূর্ণকামত্বেন ন পরতো ভোগেচ্ছবঃ। অপরে অকৃতজ্ঞাঃ পরতো ভোগেচ্ছুত্বেঽপি পরৈঃ কৃতমুপকারাদিকং ন জানন্তি। অন্যে গুরুদ্রুহঃ পরৈঃ কৃতমুপকারাদিকং ন মন্যন্তাং প্রত্যুত তেভ্যো গুরু অধিক

যাহারা ভজনা বা সেবাদির দ্বারা উপকার করে নাই, তাহাদিগের উপকার করার কথা দূরে থাকুক, অনেকে প্রকৃত উপকারীরও কোন উপকার করে না; এরূপ লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ লোক চারি শ্রেণীতে বিভক্ত; প্রথম যাঁহারা আত্মারাম; বাহ্যবিষয়ে সম্পূর্ণ

আভাস।

দ্বিবিধ; প্রথম যাঁহারা সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সাধারণতঃ সকলেরই উপকার করেন, তাঁহারাই প্রকৃত করুণাবান্ এবং যাঁহারা সম্বন্ধের প্রতি কিঞ্চিৎ লক্ষ্য করেন, তাহারা কেবল স্নেহবান্; যেমন পুত্রের প্রতি জনক-জননী। ইহাঁরা উভয়েই নিরপেক্ষ ভাবে উপকার করেন এবং প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও কখন উপকার করিতে বিরত হন না। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত কারুণিক ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ; শেষোক্ত স্নেহময় ব্যক্তি তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহাঁদের উভয় সম্প্রদায়েই অকপট ধর্ম্মের প্রবাহ থাকে এবং তাঁহাদের প্রেমও নির্ম্মল ॥ ১৭ ॥

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর বলিলেন যে, যাহারা উপকার লাভেও উপকারী পরের উপকার করে না, সেই সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর লোক চারিপ্রকার; প্রথম যিনি আত্মারাম, বাহ্য-বিষয়ে মনোনিবেশ করেন না, পরকৃত উপকার বা অপকারের প্রতি দৃষ্টি করেন না, কেবল আত্মচিন্তায় সতত নিমগ্ন থাকেন, তৎকর্ত্তৃক পরের প্রতি প্রত্যুপকারের কোন সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়, যিনি আপ্তকাম; অর্থাৎ বাহ্যবিষয়ে দৃষ্টি থাকিলেও নিজের আনন্দে এতই পূর্ণমনোরথ যে, পরের নিকট কোন প্রত্যাশাই রাখেন না; সুতরাং অন্যে যে কেহ তাঁহার উপকার করুক না, তাহাকে উপকার বলিয়া বোধ বা প্রত্যুপকারে যত্ন তাঁহার

আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।

কেচিৎ অকৃতজ্ঞাঃ সংমূঢ়াঃ, অন্যে গুরুদ্রুহাঃ অতিকঠিনাঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অন্যে চ গুরুদ্রুহঃ অতিকঠিনাঃ স পিতা যস্ত পোষক ইতি ন্যায়াদুপকর্ত্তা গুরুতুল্যঃ তস্মৈ দ্রুহন্তীতি তথা তে ॥ ১৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দ্রুহ্যন্তি তে নির্হেতুকদ্রোহিণঃ। সহেতুকদ্রোহিণস্বল্পদ্রুহঃ কৈমুত্যপ্রাপ্তত্বেন তদন্তর্ভূতা এব। তথা পালকত্বাৎ গুরবশ্চ তে দ্রুহশ্চেতি গুরুদ্রুহো বিশ্বস্তঘাতিনশ্চেতি ত্রিবিধদ্রোহোঽপ্যভজনমেব ততশ্চ প্রথমপ্রশ্নোত্তরস্যোদাহরণমেকমেব। দ্বিতীয়প্রশ্নস্যোত্তরস্য দ্বে তৃতীয়প্রশ্নোত্তরস্য ষড়িত্যেবং নব ॥ ১৮ ॥

দৃষ্টিশূন্য; দ্বিতীয় আপ্তকাম; অর্থাৎ আত্মদর্শনের দ্বারা বিষয়ভোগে বিরত হইয়া এক আত্মানন্দেই পরম নির্বৃত; তৃতীয় যাহারা অকৃতজ্ঞ মূর্খ; চতুর্থ যাহাদের হৃদয় পাষাণের ন্যায় স্বভাবত অতি কঠিন; তাহারা আচার্য্য-গুরুরও বিদ্রোহাচরণে কখন পরাঙ্মুখ নহে ॥ ১৮ ॥

আভাস।

মনোমধ্যে স্থান পায় না। প্রত্যুপকার-বিরত চতুর্থ ব্যক্তিই অকৃতজ্ঞ; তাহারা অন্যের নিকট হইতে উপকার গ্রহণ করিলেও, তাহার যে প্রত্যুপকার করিতে হয়, তাহা সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। বরং পরিণামে প্রাপ্ত উপকারকে উপকার বলিয়া স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হয়। চতুর্থ কৃতঘ্ন। সে উপকারীর প্রত্যুপকার করা দূরে থাকুক্, পাছে উপকৃত হইয়াছে বলিয়া তাহার প্রতিষ্ঠার কোন হানি হয়, এই বিবেচনায় সে উপকারীর অনিষ্টসাধনে কোন মতে পশ্চাৎপদ থাকে না। এই শ্রেণীর মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তি আছে, তাহারা নিরর্থক পরের অনিষ্টই করিয়া থাকে। একবিন্দু শোনিতের প্রত্যাশা না করিয়াও সর্প যেমন দংশন দ্বারা প্রাণবধ করিয়া থাকে, সেইরূপ জন্ম হইতে খলপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ বিনা কারণে পরের অনিষ্ট করিয়া থাকে। আর যাহারা বিশেষ কারণ বা স্বার্থের অনুরোধে পরের অনিষ্ট করে, তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ॥ ১৮ ॥

গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণের উত্তর শ্রবণে বুঝিলেন যে, প্রথম ও দ্বিতীয় উত্তরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বাধ্য হইলেন না; এক্ষণে তৃতীয় উত্তরের অন্তর্গতই তাঁহার ব্যবহার পরিদৃষ্ট হইতেছে; তবে তাহার মধ্যে আপনাকে কোন শ্রেণীভুক্ত বলিয়া স্বীকার করত যে দারুণ দোষ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, এক্ষণে আমাদের তাহাই শ্রোতব্য; এই বলিয়া কুঞ্চিত কটাক্ষ করত, যখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন, তখন ভগবান্ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, হে সখীগণ! আমি আত্মারাম পূর্ণকাম নারায়ণ হইয়াও

নাহন্ত সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্ ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে।

অন্বয়ঃ।

হে সখ্যঃ! অহন্তু ভজতঃ অপি জন্তূন্ ন ভজামি (প্রত্যক্ষতো নিরন্তরং নানুবর্ত্তে) কিন্তু যথা অধনঃ নির্ধনঃ (পুমান্) লব্ধধনে বিনষ্টে সতি তচ্চিন্তয়া (তস্য ধনস্য চিন্তয়া) নিভৃতঃ ব্যাপ্তঃ সন্ অন্যৎ ক্ষুৎপিপাসাদিকং অপি ন বেদ জানাতি, তথা অমীষাং মাং

শ্রীধরস্বামী।

অত্র চরমকোটিগতমাত্মানং মত্বা অক্ষিনিকোচৈঃ পরস্পরং গূঢ়স্মিতমুখীস্তা দৃষ্ট্বাহ নাহমিতি। হে সখ্যঃ অহং তেষাং মধ্যে ন কোঽপি কিন্তু পরমকারুণিকঃ পরমমুদ্ভচ্চ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তত্র প্রথমদ্বিতীয়প্রশ্নোত্তরোদাহরণেষু ত্বং ন বর্ত্ততে। তৃতীয়প্রশ্নোত্তরোদাহরণেষু মধ্যে কতম ইতি চেৎ শৃণুত ভো মন্মুখেনৈব মৎপরাজয়ং শুশ্রূষবো মিথঃ স্মিতবিলসিত-কটাক্ষনটনচাতুরীধুরীণাঃ সখ্যঃ শৃণুত নারায়ণতেমাত্মারামঃ পূর্ণকামশ্চ ভবন্নপি নন্দপুত্র স্বাদনাত্মারামোঽপূর্ণকামশ্চ। গোপবালকত্বেনানধীতনীতিশাস্ত্রত্বাদকৃতজ্ঞো ভবন্নপি নারায়ণত্বেনৈব সার্ব্বজ্ঞাৎ কৃতজ্ঞশ্চ সবিলাসাদিভির্মুহুঃ প্রণীতানামপি যুষ্মাকং সকৃন্মাত্র-ত্যাগেন দ্রোহাদগুরুরপি ভবন্ পুনঃ স্বদর্শনানন্দদানান্ন গুরুরপি চ। তর্হি নিশ্চয়েন কো ভবন্তি ভবানিতি চেত্তত্রাহ। নাহমিতি। তু র্ভিন্নোপক্রমে। জন্তূন্ জীবমাত্রাপি ভজতোঽপ্যহং ন ভজামি তর্হি পূর্ব্বতঃ কো ভেদস্তত্রাহ। অমীষাং ভজতাং অনুবৃত্তি-র্মজ্জনং তস্যা বৃত্তয়ে জীবিকায়ৈ। হে অবলাঃ মদভিপ্রায়ং জ্ঞাতুমসমর্থাঃ। হন্ত হন্ত যমেবোদ্যমং করোমি স এব বিফলীভবতি তস্মান্মদ্যপরাধিন্যনুগ্রহলেশোঽপি কৃষ্ণস্ত

কিন্তু হে সখীগণ! আমাকে ভজনা করিলেও যে আমি নিরন্তর প্রত্যক্ষে থাকিয়া তাহাদের চিত্তানুকরণ করি না, তাহার কারণ এই যে, যেমন কোন নির্ধন ব্যক্তি কখন কোন লব্ধ ধন কোন কারণে যদি অকস্মাৎ হারাইয়া ফেলে, তাহা হইলে সেই ধনের চিন্তায় তাহার চিত্ত যেমন সতত ব্যস্ত থাকে, এমন কি! আহার নিদ্রাও বিস্মৃত হয়; মনে মনে কেবল সেই

আভাস।

নন্দপুত্রত্ব স্বীকারেই অনাত্মারাম ও অপূর্ণকাম হইয়াছি। আমি গোপালবালক, সুতরাং নীতিশাস্ত্রাদি পরিজ্ঞাত হইবার অভাবে কার্য্যাকার্য্যবোধ আমার নাই; আমি অকৃতজ্ঞ একথা সকলেই তোমরা একবাক্যে বলিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি নারায়ণ ও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া কি একবারও আমার প্রতি দৃষ্টি করিবে না? অবশ্য, তোমাদের চিত্তের সন্তোষ না হইতে হইতেই আমি একবার অন্তর্হিত হইয়াছিলাম বটে, সেই অপরাধে আমাকে দ্রোহাচারী বলিতেছ; কিন্তু পুনরায় তোমাদের সমক্ষে আগমন করিয়া যে, এত আনন্দ

যথাধনো লব্ধধনে বিনষ্টে তচ্চিন্তয়ান্তর্নিভৃতো ন বেদ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ।

ভজতাং অনুবৃত্তয়ে (অনুবর্ত্তনস্য ধ্যানরূপস্য অনুবৃত্তয়ে অবিচ্ছেদায় ন তান্ ভজামি, যথা মাং প্রত্যক্ষতো দৃষ্ট্বা পুনর্ময্যন্তর্হিতে সতি মচ্চিন্তয়া ব্যাপ্তোঽন্যদ্দেহাদিকং অপি নানুসন্ধত্তে ইত্যর্থঃ) ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কথং অমীষাং ভজতাং অনুবৃত্তিবৃত্তয়ে নিরন্তরধ্যানপ্রবৃত্ত্যর্থং তান্ ন ভজামি এতৎ দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। তস্য ধনস্যৈব চিন্তয়া নিভৃতঃ পূর্ণো ব্যাপ্ত ইতি যাবৎ অন্যৎ ক্ষুৎপিপাসাদ্যপি ন বেদ ॥ ১৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নাস্তি ধিঙ্ মামিতি প্রতিক্ষণং নির্ব্বেদদৈন্যাদবৃদ্ধ্যা কামক্রোধাদানুপগমৈর্ভক্তিঃ প্রদীপ্তীভবত্যজাতপ্রেম্নাং জাতপ্রেম্নান্তু অনুবৃত্তির্মদাসক্তিস্তস্যা জীবিকার্থং ন ভজামি দর্শনং দত্ত্বাপ্যন্তর্দধামি ততঃ এবানুবৃত্তিরাসক্তি প্রবৃদ্ধীভবতি। তত্র জাতপ্রেমণমেব দৃষ্টান্তঃ যথেতি তস্য ধনস্যৈব চিন্তয়া নিভৃতঃ পূর্ণো ব্যাপ্ত ইতি যাবৎ। অন্যৎ ক্ষুৎপিপাসাদ্যপি ন বেদ। অতো মাং ভজতাং মদনুবৃত্তিরেব বাঞ্ছিতং তস্যা আধিকোন সম্পাদনাদহন্তা ন প্রকটমভজনপ্রাপ্রকটমধিকমেব ভজামীত্যহমপি বস্তুতঃ করুণা এব দ্বিতীয় প্রশ্নসোদাহরণীভূতো যথা ভবতা ইত্যতো মম স্বদর্শনদানাদানে এব ভজনাভজনে ন ব্যাখ্যেয়ে। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহমিতি বস্তুপ্রতিজ্ঞায়া অনাথাভাবানর্হাদিতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

নষ্টধনই সর্ব্বদা চিন্তা করে, সেইরূপ যাহারা আমার ভজনা করে, তাহাদের হৃদয়ে মদীয় ভাব অবিচ্ছেদে জাগরূক রাখিয়া ধ্যানের গাঢ়তা জন্মাইবার নিমিত্ত মাত্র। অর্থাৎ আমাকে একবার প্রত্যক্ষে দর্শনের পর আমার অন্তর্ধ্যান হইলে, যাহাতে তাহাদের অন্তঃকরণ মদীয় চিন্তায় সম্পূর্ণ ব্যাপ্ত হইয়া অন্য দেহগেহাদির চিন্তায় বিরত হয়, এই একমাত্র উদ্দেশে আমি ভক্তের ও সর্ব্বদা অনুসরণ করি না ॥ ১৯ ॥

আভাস।

প্রদান করিতেছি, তাহাতে কি আমার সে কলঙ্ক নিবারণ হইবে না! তখন গোপিকাগণ যেন ইঙ্গিত দ্বারা ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তবে প্রকৃত প্রস্তাবে আপনি কে এবং কেনই বা এত যাতনা দিয়াছেন! শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অবলাগণ! তোমরা এখনও আমার তত্ত্ব অবগত হইতে পার নাই। আমি কখন কাহাকেও ক্লেশ দিই না। সকলেরই মঙ্গলসাধন করি। তবে যে ক্লেশ বলিয়া তোমরা অনুমান করিতেছ, উহা কেবল মচ্চিন্তনের উপকরণ মাত্র। যখন তোমরা মনে কর যে, হায় হায়! কৃষ্ণসঙ্গের প্রাপ্তিকামনায় যে কোন উপায় অবলম্বন করিলাম, সকলই বিফল হইল, ইহাতে

এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদস্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।

অন্বয়ঃ।

হে অবলাঃ প্রিয়াঃ! মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদস্বানাং (মদর্থং মৎপ্রাপ্ত্যর্থং উজ্ঝিতাঃ ত্যক্তাঃ লোকাঃ বেদাঃ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ, স্বাঃ জ্ঞাতয়ঃ যাভিঃ তাসাং) বঃ যুষ্মাকং ময়ি অনুবৃত্তয়ে

শ্রীধরস্বামী।

এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদস্বানাং মদর্থমুজ্ঝিতা লোকযুক্তাযুক্তাপ্রতীক্ষণাং বেদ-ধর্ম্মাধর্ম্মাপরীক্ষণাং স্বা জ্ঞাতয়শ্চ স্নেহত্যাগাং যাভি স্তাসাং বো যুষ্মাকং পরোক্ষং অদর্শনং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নমু জন্তূন্ স্বভক্তান্ অজাতপ্রেম্নো জাতপ্রেম্নশ্চ যদেবং ভজসি তৎ সম্যক্ করোষি। কিন্ত্বস্মাস্বপি তথৈব ত্বদ্ব্যবহরণাদ্বয়মপি জন্তুমধ্য এব গণ্যা অভূমেতি তাসাং সানুনয়ং বাক্যমাশঙ্ক্য ভো মৎপ্রাণপরার্দ্ধপ্রিয়পদপয়োজপাংশুপরমাণবঃ সখ্যো যুষ্মাসু যদন্তঃসাধারণোনাদ্ব্যবহৃতং তদেতন্মে দৌরাত্ম্যং ক্ষমধ্বমিত্যাহ। এবং যদ্বা যথা তথৈবেবমিত্যমরোক্তেস্তদ্বদিত্যর্থঃ। ততশ্চ মদর্থে উজ্ঝিতো লোকঃ যুক্তাযুক্তাপ্রতীক্ষণাং বেদশ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মাপ্রতীক্ষণাং। স্বাস্ত্যাত্মীয়ধনজ্ঞাতশ্চ স্নেহত্যাগাং যাভিস্তাসামপি বস্তুদ্বদনু-

---

হে প্রিয় অবলাগণ! আমার প্রাপ্তির কামনায় তোমরা ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব এবং ঐহিকের যাবতীয় সুখ স্বচ্ছন্দে যেমন জলাঞ্জলি দিয়াছ, আমিও তোমাদের ধ্যানবৃত্তিকে আমার প্রতি প্রগাঢ় করত উপকার করিবার

আভাস।

নিশ্চয়ই অনুমান হইতেছে যে, অপরাধিনী জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি কণামাত্রও অনুগ্রহ করিলেন না; আমাকে ধিক্"; এই বলিয়া তোমাদের মনে যে নিরন্তর ক্ষোভ ও দীনভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহাতে কামক্রোধাদির অপগমে তোমাদের হৃদয়ে অনুপমা ভক্তি ক্রমশ উদ্দীপিত হইয়াছে। আমার প্রতি আসক্তিই পরম প্রেমের কারণ। সুতরাং সেই আসক্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত আমি তোমাদিগকে ভজনা করি নাই; এবং দর্শন দিয়াও অন্তর্হিত হইয়াছি। দেখ! মিলনের অপেক্ষা বিরহে প্রেম বর্দ্ধিত হয়। আমাকে ভজিতে হইলে বাহ্যভজনে কোন ফল হইবে না; আন্তরিক ভজনের প্রয়োজন; এরূপ ভক্তি করিতে হইবে যে, আমার চিন্তায় তাহার আত্মভাব বিলুপ্ত হইয়া যায়। জগৎসংসার কেবল আমিময় নিরীক্ষণ করে, তবে তাহার ভজন সিদ্ধ হইল। অতএব সেরূপ ভজন যাহাতে তোমাদের সত্বর ঘটে, সেই নিমিত্ত একবার দর্শন দিয়াই আমি অন্তর্হিত হইয়াছিলাম। আমার অনুধ্যানে তোমাদের মন সকল চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মভাব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছে। আমাকে যে যে ভাবে প্রার্থনা করে, আমি তাহার তদনুরূপ কামনা পূরণ করিয়া থাকি। অতএব সর্ব্বতোভাবে তোমাদের এই প্রাপ্তি পূরণ করায় আমি কি যথার্থ তোমাদের সম্বন্ধে কারুণিক নহি?॥ ১৯॥

মায়াপরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥২০॥

অন্বয়ঃ।

(ধ্যানরূপস্য অবিচ্ছেদায়) অপরোক্ষং যথা ভবতি তথা ভজতা (ভজতা উপকুর্ব্বতা) ময়া তিরোহিতং, তৎ তস্মাৎ প্রিয়ং মা মাং আসূয়িতুং দোষদৃষ্ট্যা দ্রষ্টুং ন অর্হথ যোগ্যাঃ ভবথ। ২০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যথা ভবতি তথা ভজতা যুষ্মৎপ্রেমালাপান্ শৃণ্বতৈব তিরোহিতং অন্তর্দ্ধানেন স্থিতং তস্মাৎ হে অবলাঃ হে প্রিয়াঃ মা মাং অসূয়িতুং দোষারোপণেন দ্রষ্টুং যূয়ং মার্হথ ন যোগ্যাঃ স্থ ॥ ২০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বুদ্ধয়ে উৎকলক্ষণামন্যেষাং ভক্তানামিবানুবৃত্তিবৃদ্ধ্যৈ পরোক্ষমদর্শনং যথা স্যাত্তথা ভজতাং যুষ্মৎপ্রেমালাপান্ শৃণ্বতা তিরোহিতমিতি কাকুস্তস্মাদস্তীবানৌচিত্যং হৃতমিত্যর্থঃ। ন হি প্রাচীনা অর্ব্বাচীনা ভাবিনো বা ভক্তা এবং সন্তবেষু র্ন হ্যেতাবত্যা অপ্যনুবৃত্তেরপরবৃদ্ধিরস্তি নহি পরমাণুপরমমহতো র্হ্রাসবৃদ্ধী কেনাপ্যাশাস্তেতে তস্মাদস্য প্রেমিভক্তান্ প্রতি যুষ্মৎপ্রেমবৈপ্রলম্ভিকপ্রতাপমহোৎকর্ষজিজ্ঞাপয়িষাময়ী মমেয়মসমীক্ষ্যকারিতা ক্ষম্যতামিতি ভাবঃ। যস্মাদেবং তস্মান্মা মাং প্রতি অসূয়িতুং দোষারোপেণ দ্রষ্টুং নার্হত। তত্র প্রিয়মিতি প্রিয়া ইতি চ হেতু প্রিয়স্য দোষং প্রিয়াঃ খলু ন মনস্যানয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

অভিপ্রায়েই অন্তর্হিত হইয়াছিলাম মাত্র; তাহাতে তোমাদের অনুসরণ করি নাই-যে, তাহা নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে আমি তোমাদের নিতান্তই প্রিয়; আমার প্রতি দোষদৃষ্টিতে তোমরা কখন অবলোকন করিও না! ॥ ২০ ॥

আভাস।

এতচ্ছ্রবণে গোপিকাগণ কৃষ্ণকে বলিলেন, হে গোবিন্দ! অজাতপ্রেম ও জাতপ্রেম স্বকীয় ভক্ত জন্তুগণকে যেরূপে আপনি ভজনা করেন, তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। তবে আমাদের প্রতিও যখন তাদৃশ ব্যবহারই করেন, তখন আমাদিগকেও কি জন্তুমধ্যে গণনা করিলেন? শ্রীকৃষ্ণ নারীগণের তাদৃশ ভাব অবগত হইয়া বলিলেন, হে সখীগণ! তোমরা আমার প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়তম। সাধারণের ন্যায় তোমাদিগের সহিত আমি যে আচরণ করিয়াছি, তাহা অবশ্যই আমার দুর্ব্বিনীতাচরণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তোমরা আমার নিমিত্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবাদি ধন সম্পত্তি সকলই পরিত্যাগ করিলেও আবার আমার প্রতি আসক্তি বৃদ্ধির জন্য পরোক্ষে অবস্থান পূর্ব্বক যে অন্তর্হিত হইয়াছিলাম, এই আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে। কারণ তোমাদের ন্যায় প্রেমিকার সমীপে পরমাণু হইতে পরম মহত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত যাবতীয় সংসারই বশীভূততা স্বীকার করে। সাধারণ ভক্তের ন্যায়, তোমাদের ভক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা

পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।

অন্বয়ঃ।

যাঃ ভবত্যঃ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ (দুর্জরাঃ যাঃ গেহরূপাঃ শৃঙ্খলাঃ তাঃ) সংবৃশ্চ্য নিঃশেষং ছিত্ত্বা মা মাং অভজন্ নিরবদ্যসংযুজাং (নিরবদ্যা নিষ্কপটা সংযুক্ সংযোগঃ ভজনং যাসাং তাসাং) বঃ যুষ্মাকং স্বসাধুকৃত্যং (স্বীয়সাধুকৃত্যেন প্রত্যুপকারং কর্ত্তুং) অহং বিবুধায়ুষা অপি

শ্রীধরস্বামী।

আস্তামিদং পরমার্থস্তু শৃণুতেত্যাহ নেতি। নিরবদ্যসংযুজাং নিরবদ্যা সংযুক্ সংযোগো যাসাং তাসাং বঃ বিবুধানাং আয়ুষাপি চিরকালেনাপি স্বীয়ং সাধুকৃত্যং কর্ত্তুং ন পারয়ে ন শক্নোমি কথম্ভূতানাং বা ভবত্যো দুর্জরা অজরা যা গেহশৃঙ্খলাস্তাঃ, সংবৃশ্চ্য

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মন্মনসি সুস্থতঃ যদুদ্ভবতি তৎ শৃণুতেত্যাহ নেতি। নিরবদ্যা কামকর্ম্মলোকধর্ম্মশাস্ত্রাপেক্ষারাহিত্যেন নিরুপাধিসংযুক্ সংযোগো যাসাং তাসাং বঃ স্বেনৈব সাধু যৎ কৃতং নতু সাধুত্বাপাদকেন কেনচিদ্বস্তুসম্পর্কেণ সাধ্বিত্যর্থঃ। তৎ ন পারয়ে প্রতিকর্ত্তুং ন শক্নোমি বিবুধায়ুষাপি দেবানামায়ুঃ প্রাপ্যাপীত্যর্থঃ। কৃত্যমিত্যেকবচনেন যুষ্মাকং ক্ষণিকমপি কৃত্যমিত্যর্থঃ। যা মা মাং অভজন্ সংবৃশ্চ্য দুর্জ্জরা অপি পতিশ্বশ্রূপিতৃভ্রাত্রাদিস্নেহবন্ধশৃঙ্খলাঃ নিঃশেষং ছিত্ত্বৈব। শ্লেষেণ অপকর্ষযোগিন ইব সংবৃশ্চ্যাপি তাঃ শৃঙ্খলামাপুর্নৈবাভজন্নিত্যর্থঃ। অহন্তু পিত্রো ভ্রাতরি স্বেষু বন্ধুষ্বপি স্নিহ্যামি চ যুষ্মান্ ভজামি চেতি। যে যথা মাং প্রপদ্যন্ত ইতি। স্বপ্রতিজ্ঞাতোঽপি চ্যুত ইতি মন প্রতিক্রিয়ায়া অসম্ভবঃ। ব্যাজমানোঽয়মর্থঃ শ্লেষেণাপি লভ্যতে। স যথা। সংবৃশ্চ্য যা যুষ্মান্

তোমরা যখন দুর্জয় গৃহশৃঙ্খল নিকৃন্তন করত আমাকেই ভজনা করিতেছ, তখন তোমাদের ভজনে কোন কপটতা বা স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায় নাই। আমি ব্রহ্মার পরমায়ু পরিমিত কালের দ্বারাও তোমাদের কৃত সদনুষ্ঠানের

আভাস।

করা কেবল আমার লৌকিক আচরণের ভাব প্রদর্শন করান হইয়াছে মাত্র। তোমাদের প্রেম অক্ষুণ্ণ ও হ্রাসবৃদ্ধিশূন্য; তাহার হ্রাসবৃদ্ধির চিন্তায় ওরূপ ব্যবহার করায় আমার অসমীক্ষকারিতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দেখ! আমি যেমন তোমাদের প্রিয়, তোমরাও আমার সেইরূপ প্রিয়! এতদুভয়ের মধ্যে অসূয়াবৃত্তির কখনও সম্ভাবনা নাই। তোমরা আমার প্রতি আর দোষারোপ করিও না॥ ২০॥

হে গোপালিকাগণ! আমার হৃদয়ে তোমাদের সম্বন্ধে যেরূপ ভাব সতত উদিত থাকে, তাহা বলিতেছি; শ্রবণ কর! তোমাদের সৎকার্য্যের প্রতিশোধ আমি অনন্তকালেও করিতে পারিব না; চিরকালের জন্য তোমাদের ঋণে আমি বদ্ধ রহিলাম। কারণ কাম, কর্ম্ম, লোক, ধর্ম্ম ও শাস্ত্রবচনের প্রতি উপেক্ষা করিয়া তোমরা আমার প্রতি যেরূপ আসক্তি

যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশম-স্কন্ধে রাসক্রীড়ায়াং ভগবদ্দর্শনং দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ৩২ ॥ * ॥

অন্বয়ঃ।

ন পারয়ে ন শক্নোমি; তৎ তস্মাৎ বঃ যুষ্মাকং সাধুনা কৃত্যেন (সাধুকৃত্যং) প্রতি যাতু প্রতিকৃতং ভবতু ॥ ২১ ॥

ইতি দশমে শ্রীখগেন্দ্রনাথশাস্ত্রিকৃতান্বয়ে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নিঃশেষং ছিত্ত্বা মাং অভজন্ তাসাং মচ্চিত্তন্তু বহুষু প্রেমযুক্ততয়া নৈবমেকনিষ্ঠং তস্মাৎ বো যুষ্মাকমেব সাধুনা কৃত্যেন তৎ যুষ্মৎসাধুকৃত্যং প্রতিযাতু প্রত্যুপকৃতং ভবতু যুষ্মৎসৌশীল্যে-নৈবমানৃণ্যং নতু মৎকৃতপ্রত্যুপকারেণেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

॥ * ॥ ইতি দশমে দ্বাত্রিংশ ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অহং মা অভজং পরসবর্ণেন নকারদুকারয়োঃ সংযোগঃ। তত্তস্মাদ্বঃ সাধুত্বেনৈব তৎ যুষ্মৎসাধুকৃত্যং প্রতিযাতু প্রতিকৃতং ভবতু। যুষ্মৎসৌশীল্যেনৈব মমানৃণ্যং বস্তুতস্তু ঋণ্যেব ভবামি যুষ্মাকমিতি ভাবঃ। ততশ্চ তাভিঃ প্রতি স্বমনস্যেব বিচারিতং। পরমেশ্বরত্বা-দেব সর্ব্বগুণপরিপূর্ণত্বেঽপি দোষগন্ধমাত্ররাহিত্যেঽপ্যস্মৎপ্রেমরসবিজ্ঞত্বেঽপ্যস্মান্ প্রেম-বত্ত্বেনোৎকর্ষয়িতুং স্বঞ্চাপকর্ষয়িতুমস্মদৃণী ভবিতুমেবাস্মৎকর্ম্ম কোঽয়মস্য ত্যাগস্তদিমং পরাবুভূষুং বিজিগীষবো বয়মেবাধন্যা এবং ভবিতুমপারয়ন্ত্যোঽনেন ফলতঃ প্রেম্না জিতা এবাভূমেতি ॥ ২১ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।

দশমে দ্ব্যধিকত্রিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

পরিশোধ করিতে পারি, এরূপ বিবেচনা হয় না। অতএব তোমাদের সাধুকার্য্যের প্রত্যুপকারে তোমাদেরই সদনুষ্ঠান রহিল; এইমাত্র স্বীকার করিতে হইবে ॥ ২১ ॥

ইতি দশমে শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃত অনুবাদের দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

আভাস।

ও প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছ, তাহা সমাহিতচেতা যোগীর হৃদয়েও সর্ব্বদা দর্শন করিতে পাওয়া যায় না। যোগীর হৃদয়েও সংসার-কালে বুত্থান-দশায়, বিষয়াসক্তির আকর্ষণ সময়ে সময়ে পরিদৃষ্ট হয়; এবং সেই অপরাধে তাহারা অধঃপতিত হন সন্দেহ নাই; কিন্তু তোমাদের হৃদয়ে তৈলধারাবৎ আমার প্রেম নিরবচ্ছেদে বিদ্যমান রহিয়াছে। যোগিগণ

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ॥

ইত্থং ভগবতো গোপ্যঃ শ্রুত্বা বাচঃ সুপেশলাঃ।
জহুর্বিরহজং তাপং তদঙ্গোপচিতাশিষঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীবাদরায়ণিঃ শুকঃ উবাচ। ইত্থং ভগবতঃ সুপেশলাঃ মনোহরাঃ বাচঃ শ্রুত্বা তদঙ্গোপচিতাশিষঃ (তস্য অঙ্গৈঃ করচরণাদ্যবয়বৈঃ স্পৃষ্টৈঃ উপচিতাঃ সমৃদ্ধাঃ অবয়বাঃ যাসাং তাঃ) গোপ্যঃ বিরহজং তাপং জহুঃ ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ত্রয়স্ত্রিংশে ততো গোপীমণ্ডলীমধ্যগো হরিঃ।
প্রিয়াস্তা রময়ামাস তদ্দিনীবনকেলিভিঃ ॥ * ॥

তত্তদা হে অঙ্গ রাজন্। যদ্বা। তস্য ভগবতোঽঙ্গেন বপুষা করচরণাদ্যবয়বৈর্বা উপচিতাঃ সমৃদ্ধাঃ আশিষো যাসাং তাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ত্রয়স্ত্রিংশে রাসলাস্যবিহারজললীলয়ঃ।
প্রশ্নোত্তরাণ্যপ্যুক্তানি পরীক্ষিৎশুকদেবয়োঃ ॥ * ॥

সুপেশলা অতিমনোহরাঃ তস্যাঙ্গস্পর্শাদিনা উপচিতা আশিষঃ কামা যাসাং তাঃ ভগবত্প্রবৃত্ত্যা বিশেষবত্যঃ। গোপীগাত্রস্পর্শজনিতস্বসুখস্যেতার্থঃ। তেন চ প্রশ্নোত্তরসমাপ্তৌ মানশান্ত্যা তদা আলিঙ্গনচুম্বনাদিবিলাসা আরব্ধা ইতি দ্যোতিতং ॥ ১ ॥

ব্যাসনন্দন শুকদেব তখন রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে নরনাথ! গোপ-নন্দিনীরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ সুমধুর বচনামৃত শ্রবণে ও তদীয় করচরণাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্পর্শে প্রফুল্ল ও হৃষ্টান্তঃকরণ

অভাস।

অণিমাদি ঐশ্বর্য্য সিদ্ধির প্রাপ্তিতে যোগের সরল পথ পাইয়া থাকেন বটে, তথাপি যখন তাঁহাদেরও পতন ঘটে, তখন তাঁহারা তোমাদের অপেক্ষা যে অনেক নিকৃষ্ট, তাহা আর বলিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে না। তোমরা প্রতিপদে পতিস্বজনাদির প্রতিবন্ধকে বিপর্য্যস্ত হইয়াছ; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাহাতে অনুমাত্র ক্ষুণ্ণ বা বিহ্বল না হইয়া অবলীলাক্রমে আপাতত সুখপ্রদ সেই স্বামিস্বজনগণকে পরিত্যাগ করিয়া, আমার প্রেমে জনমের মত বদ্ধ রহিয়াছ। অতএব তোমাদের নিষ্কপট ভক্তির তুলনা ও তাহার পরিশোধ তোমাদের ভক্তিতেই রহিল; জগতে তাহার তুলনা নাই এবং তাহার পরিশোধও নাই ॥ ২১ ॥

ইতি দশমে শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃত দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের আভাস সমাপ্ত ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে গোপীমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীগণ সহ যমুনোপবনে জলক্রীড়া প্রভৃতি রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে ॥

তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।

তত্র যমুনাপুলিনে অনুব্রতৈঃ স্ববশবর্ত্তীভিঃ প্রীতৈঃ অন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ (অন্যোন্যং আবদ্ধাঃ বাহবঃ তৈঃ) স্ত্রীরত্নৈঃ অন্বিতঃ গোবিন্দঃ রাসক্রীড়াং (রসস্য আনন্দস্য অভিব্যক্তিঃ রাসঃ তাং ক্রীড়াং আরভত ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

রাসক্রীড়াং রাসো নাম বহুনর্ত্তকীযুক্তো নৃত্যবিশেষঃ তাং ক্রীড়াং। অন্যোন্যাবদ্ধাঃ সংগ্রথিতা বাহবো যৈ তৈঃ সহ ॥ ২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নৃত্যগীতচুম্বনালিঙ্গনাদীনাং রসানাং সমূহো রাসস্তন্ময়ী যা ক্রীড়া তাং অনুব্রতৈস্তদানীং পুরস্পুরৈকমতেন স্বানুকূলৈঃ অন্যোন্যমবিদ্ধাঃ সংগ্রথিতা বাহবো যৈস্তৈঃ সহ ॥ ২ ॥

হইয়া বিরহ-তাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইলেন ॥ ১ ॥

অনন্তর সেই যমুনাপুলিনে কৃষ্ণানুবর্ত্তিনী প্রীতপ্রসন্নহৃদয়া গোপিকাগণ পরস্পরে বাহুগ্রন্থনে দণ্ডায়মান পূর্ব্বক কৃষ্ণকে পরিবেষ্টন করিলেন; এবং গোবিন্দও সেই নারীগণে পরিবৃত হইয়া আনন্দ-রসপূর্ণ রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন ॥ ২ ॥

আভাস।

গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়-শান্তিকর অমৃতোপম বাক্যাবলি শ্রবণে শান্তচিত্ত হইলেন; কৃষ্ণাঙ্গসংস্পর্শে তাঁহাদের বিরহব্যথা দূরে গেল; সুরঞ্জিত নির্ম্মল কাচাদি উপাধির আবরণে অন্তরস্থ দীপালোকের যেমন শোভাবৃদ্ধি হয়, সেইরূপ নির্ম্মলহৃদয়া প্রেমমূর্ত্তি গোপীগণের সংসর্গে ভগবান্ গোবিন্দেরও মনোহর শোভা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। জীবের চিত্ত যখন জড়, তখন তদুৎপন্ন অনন্ত বৃত্তিও চেতনাহীন জড় পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু জীবনহীন দেহে যেমন কোনরূপ শক্তির ভান হয় না, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে গোপিকাগণ মূর্চ্ছিতা ও বিবশার ন্যায় পতিতা ছিলেন। যেমন দেহের মূর্চ্ছাভঙ্গে চৈতন্যের অভিব্যক্তিতে কেবল দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ কেন? অনন্ত চিত্তবৃত্তি স্ফূর্ত্তিলাভে চেতনের ন্যায় বিভাসিত হয়, সেইরূপ রাসমণ্ডল-মণ্ডিত এক শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে অনন্ত বৃত্তিস্থানীয় অনন্ত গোপী শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ, প্রেম ও প্রকাশভাবে ভাবাক্রান্তা হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণও গোপীর প্রেমভাবে ভাবাক্রান্ত হইয়া প্রেমরস বিতরণ করিতে লাগিলেন। সূর্য্যদেব স্বকীয় মণ্ডলে অবস্থিত থাকিয়াও যেমন মণ্ডলাকারে অবস্থিত অনন্ত স্বচ্ছ দর্পণে স্বীয়ভাব প্রতিবিম্বাকারে প্রদান করত স্বকীয় অনন্ত ভাবের বিকাশ করেন এবং দর্পণাতিরিক্ত অন্য স্থলও কিরণ প্রদানে সমুজ্জ্বল করেন, সেইরূপ

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।

অন্বয়ঃ।

যাঃ সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ঃ শ্রীকৃষ্ণং স্বনিকটং (স্বনিকটস্থং মামেব আশ্লিষ্টবান্ ইতি) মন্যেরন্ তাসাং মণ্ডলরূপেণ অবস্থিতানাং দ্বয়োঃ দ্বয়োঃ মধ্যে এককৈরূপেণ প্রবিষ্টেন কৃষ্ণেন কণ্ঠে

শ্রীধরস্বামী।

তৎসাহিত্যমভিনয়েন দর্শয়তি রাসোৎসব ইতি অক্ষরচতুষ্টয়াধিকেন সার্দ্ধেন। তাসাং মণ্ডলরূপেণাবস্থিতানাং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টেন তেনৈব কণ্ঠে গৃহীতানামুভয়তঃ সমালিঙ্গিতানাং কথম্ভূতেন যং সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ঃ স্বনিকটং মামেবাশ্লিষ্টবানিতি মন্যেরন্ তেন তদর্থং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তৎসাহিত্যপ্রকারং দর্শয়তি। রাসোৎসব ইতি ষড়ক্ষরন্যূনসার্দ্ধেন। রাস এব উৎসবঃ ভক্তজনদৃঙ্মনশ্চাতকেভ্য আনন্দামৃতপ্রদায়কঃ সম্যগেব প্রবৃত্তঃ। কেন। তাসাং মণ্ডলরূপেণাবস্থিতানাং গোপীনাং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যেন প্রবিষ্টেন কৃষ্ণেন অত্র সংপ্রবর্ত্তিত ইত্যনুক্তেঃ স্বতন্ত্রকর্ত্তৃত্বং তস্মৈ রাসায়ৈব দদতা স্বয়ঞ্চ করণত্বং ভজতা শ্রীকৃষ্ণেন স্বস্মাৎ সর্ব্বশক্তিভ্যশ্চ সর্ব্বলীলাভ্যশ্চ রাসস্যৈব মহোৎকর্ষঃ স্বদত্তো ব্যঞ্জয়ামাসে। অতএব লক্ষ্মীপ্রভৃতয়োঽপি তং লব্ধুমুৎকণ্ঠন্ত এব নতু লভন্তে ইতি জ্ঞেয়ং কথম্ভূতানাং তেনৈব কণ্ঠে গৃহীতানাং উভয়ত আলিঙ্গিতানাং। অত্রাগ্রিমশ্লোকে মধ্যে মণীনাং হৈমানাং

সেই নারীগণের মধ্যে যাহারা প্রত্যেকেই মনে করিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকেই মাত্র আলিঙ্গন করিয়াছেন, মণ্ডলাকারে ব্যবস্থিত তাদৃশ নারীগণের

আভাস।

এক শ্রীকৃষ্ণ, স্বচ্ছহৃদয়া মণ্ডলাকারে ব্যবস্থিতা অনন্ত গোপীর পার্শ্ববর্ত্তী থাকিয়াও রাসমণ্ডল আনন্দরসে প্লাবিত করিলেন; অথচ নিজে মণ্ডলের মধ্যস্থলে স্বরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্বচ্ছ দর্পণের যেমন কোন নিজরূপ না থাকিলেও সূর্য্যসংসর্গে সূর্য্যপ্রতিবিম্ব লাভে সূর্য্যাকারে আকারিত হয়, নিষ্কাম বৃত্তিস্থানীয় অনন্ত গোপললনাও শ্রীকৃষ্ণের সংসর্গগুণে কৃষ্ণরূপ হৃদয়ে ও পার্শ্বদেশে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই প্রেম, জ্ঞান ও আনন্দ মূর্চ্ছনায় নিমগ্না রহিলেন। দর্পণের তারতম্য প্রতিবিম্বের তারতম্য ঘটে বটে, কিন্তু মূল সূর্য্যের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না; সেইরূপ প্রত্যেক গোপী পার্শ্বস্থ কৃষ্ণের কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক আত্মবেদন নিবেদন করিয়াছিলেন ও নিজ স্বরূপে কৃষ্ণের উপর আত্মপ্রতিপত্তি জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক কৃষ্ণকামিনীর কমনীয় ভাবে পরিণীত প্রতীত হইলেও সচ্চিদানন্দ পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলের মধ্যস্থলেই বিরাজ করিতেছিলেন। যেমন দেহমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ জীবতত্ত্বের অস্তিত্বে চিত্ত, বুদ্ধি, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহের বৃত্তি এবং দেহের সমুদায় অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ চৈতন্যবিশিষ্ট প্রতীত হয়, অথচ নিত্য

যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।

গৃহীতানাং আলিঙ্গিতানাং গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ (গোপীনাং মণ্ডলৈঃ মণ্ডিতঃ শোভমানঃ রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামী

দ্বয়োর্দ্বয়ো র্মধ্যে প্রবিষ্টেনেত্যর্থঃ নত্বেকস্য। কথং তথা প্রবেশঃ সর্ব্বসন্নিহিতে বা কুতঃ স্বৈকনিকটস্থত্বাভিমানস্তাসামিত্যত উক্তং যোগেশ্বরেণেতি অচিন্ত্যশক্তিনেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মহামারকতো যথেত্যত্র মধ্যে ইতি পদেন মরকত ইত্যেকবচনেন চাত্র চ শ্লোকে সতা মিথো ইত্যনুক্ত্বা প্রবিষ্টেনেতি পদেন চ প্রযুক্তেন গোপীমণ্ডলমধ্যকর্ণিকাভূত এব কৃষ্ণো মধ্যে স্থিতঃ সন্নেব তথাগতিলাঘবং প্রকটয়ামাস যথা মণ্ডলস্থানাং গোপীনামপি দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টো নৃত্যতি স্মেত্যেকপরমাণুমাত্রকালেনৈব মধ্যপ্রদেশাদাগত্য মণ্ডলস্থাস্ত্রিশতকোটি-গোপীঃ সনৃত্যং পরিরভ্য পুনর্মধ্যপ্রদেশ গত এব বভূবেত্যলাতচক্রাদপি তস্য গতিলাঘব-মধিকমভূদিতি জ্ঞেয়ং। যতো মণ্ডলকর্ণিকাগতত্বং মণ্ডলস্থপ্রত্যেকগোপীমধ্যগতত্বং তস্য তদানীং সর্ব্বৈর্দৃষ্টং। এবমেব। অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবো মাধবং মাধবঞ্চান্তরেণাঙ্গনাঃ।

প্রত্যেক দুই জনের মধ্যে একটী করিয়া কৃষ্ণমূর্ত্তিতে প্রবিষ্ট যোগেশ্বর বিষ্ণু কণ্ঠালিঙ্গিত গোপীমণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন)॥ ৩ ॥

আভাস।

সত্য, শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্তস্বরূপ জীবাত্মা কিছুতেই লিপ্ত নহেন, সেইরূপ নিত্যনিরঞ্জন সারাৎসার পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলস্থ প্রত্যেক গোপীর মধ্যগত থাকিয়াও মণ্ডলকর্ণিকার মধ্যস্থলে নির্ব্বিকারী ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথায় অবস্থান পূর্ব্বক যখন বেণুধ্বনি করিলেন, তখন সেই ধ্বনিতে মণ্ডলস্থ ত্রিশত কোটি গোপী যেন শ্রীকৃষ্ণকে তিনি একাই সম্ভোগ করিতেছেন, এই ভাবিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। যেমন জলের কম্পনে তথায় প্রতিবিম্বিত চন্দ্রও কম্পিত বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ গোপীর নৃত্যে কণ্ঠালিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণ গোপীর প্রেমরসে ভাসমান হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই অনুপম ঐশ্বর্য্য ও সামর্থ্যের পরিচয়ার্থ "যোগেশ্বর" বলিয়া একটী বিশেষণ পদ প্রয়োগ করা হইয়াছে। অর্থাৎ চন্দ্র যেমন যাবতীয় কলার আকর, শ্রীকৃষ্ণও সকল উপায় অবধারণে মহাবিজ্ঞ। কিম্বা যোগশব্দে যোগমায়াকেই এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে; যিনি অঘটনঘটনাতে পটীয়সী অচিন্ত্যনীয়া মহাশক্তি তিনিও এই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের চিত্তানুকারিণী দাসী মাত্র। অলাতচক্রের ন্যায় মণ্ডলাকারে ব্যবস্থিত গোপী শ্রেণীর প্রত্যেকের পার্শ্বেই যখন এক এক কৃষ্ণ তখন দুই কৃষ্ণের মধ্যে এক গোপী এবং

যং মন্যেরন্নভস্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলং।
দিবৌকসাং সদারাণামত্যৌৎসুক্যভৃতাত্মনাং ॥

অন্বয়ঃ।

তাবৎ তৎক্ষণমেব অত্যৌৎসুক্যভৃতাত্মনাং (অত্যৌৎসুক্যেন ভৃতঃ ব্যাকুলীকৃতঃ আত্মা চিত্তং যেষাং তেষাং) সদারাণাং সস্ত্রীকাণাং দিবৌকসাং দেবানাং বিমানশতসংকুলং (বিমানশতৈঃ সংকুলং ব্যাপ্তং সঙ্কীর্ণং) নভঃ বভূব ॥

শ্রীধরস্বামী।

তাবৎ তৎক্ষণমেব অত্যৌৎসুক্যমনসাং দেবানাং সস্ত্রীকাণাং বিমানশতৈঃ সংকীর্ণং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগঃ সংজগৌ বেণুনা দেবকীনন্দন ইতি শ্রীবিল্বমঙ্গলমহানুভাবচরণৈরুক্তং। তত্র হেতুগর্ভং বিশিনষ্টি। যোগেশ্বরেণ নিখিলকলানিধিত্বাৎ তদুপায়মহাবিজ্ঞেন। যোগঃ সন্নহনোপায়ধ্যানসঙ্গতিযুক্তিষিত্যমরঃ যদ্বা। যোগা যোগমায়া দুর্ঘটঘটনাপটীয়সী মহাশক্তিস্তস্যা ঈশ্বরেণ। যদপৎ সর্ব্বগোপীনামাশ্লেষোৎসুক্যং তস্যাভিজ্ঞায় সৈব ভাবতঃ প্রকাশাংস্তস্য প্রবর্ত্তব্য সমাদধৌ; অত্র দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টেনেতি বীপ্সয়া একৈকগোপীমধ্যে দ্বিদ্বিগোপীমধ্যে প্রবেশঃ সঙ্গচ্ছতে। ইতি ব্যাচক্ষতে তত্রৈকৈকগোপীমধ্যপ্রবেশ ব্যাখ্যায়মানে যোগমায়াপক্ষে একস্যাঃ স্ত্রিয়ঃ স্কন্ধয়োঃ কৃষ্ণপ্রকাশদ্বয়স্য ভুজস্পর্শানৌচিত্যং নাশঙ্কনীয়ং যোগমায়য়ৈব তাং তাং প্রত্যেকঞ্চৈব

অপূর্ব্ব রাসোৎসব দর্শনার্থ ব্যাকুল-হৃদয় দেববৃন্দ বনিতাগণে পরিবৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ এত অধিক সংখ্যক তথায় সমাগত হইলেন যে, তাঁহাদের বিমান সমূহের জ্যোতিতে নভোমণ্ডল সমাচ্ছাদিত হইয়া গেল ॥

আভাস।

দুই গোপীর মধ্যে এক কৃষ্ণ এই অপূর্ব্ব ভাব ভক্তজন যেন নিজ হৃদয়ে বিশেষ পর্য্যালোচনার দ্বারা পরিগ্রহ করেন। সকলের মধ্যস্থলে মণ্ডলকর্ণিকাগত শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু বৃন্দাবনেশ্বরী রাধিকার সহই বিরাজ করিতেছিলেন। জীবতত্ত্বের মূল মহত্তত্ত্ব যেমন সত্ত্বের পক্ষপাতিত্ব গুণ বশত "তন্ন তন্ন" বিচারের দ্বারা তুচ্ছ বোধে সমগ্র সংসার রসাতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক আত্মতত্ত্বের আরাধনা করে এবং তাহার সংসর্গলাভে পরম নির্বৃতি উপভোগ করে, সেইরূপ বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকা মায়াময় স্বজন-সংসর্গ দূরে পরিত্যাগ করত কায়মনোবাক্যে আরাধনা করিয়া কৃষ্ণসঙ্গ লাভে রাসেশ্বরী হইয়াছেন। বুদ্ধির অনুসারে ইন্দ্রিয়াদি সকলেরই বৃত্তি চালিত হয়; রাসেশ্বরী রাধার অতুলনীয় প্রেমসৌরভে আকৃষ্টা সকল গোপীই শ্রীকৃষ্ণকে প্রেম করিতে শিখিয়াছিলেন। রাস-মণ্ডলের আনন্দ সন্দর্শনার্থ ব্রহ্মাদি দেবতাগণ অতি ঔৎসুক্য-সহকারে তথায় আকাশ-পথে আগমন করিয়াছিলেন।

ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ঃ সস্ত্রীকা স্তদ্‌যশোঽমলং ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ ।

ততঃ তদা রাসারম্ভে (দেবৈর্বাদিতাঃ) দুন্দুভয়ঃ নেদুঃ তৈঃ কৃতাঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ চ নিপেতুঃ । সস্ত্রীকাঃ স্ত্রীভিঃ সহিতাঃ গন্ধর্ব্বপতয়ঃ তৎ তস্য ভগবতঃ অমলং যশঃ জগুঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

নভো বভূব ॥ ৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

প্রকাশস্পর্শভানসমর্পণাৎ দ্বিদ্বিগোপীব্যাখ্যানে তু নৈবাসমঞ্জসং । যং শ্রীকৃষ্ণং স্ত্রিয়ঃ স্বনিকটং মন্যেরন্ অসৌ ময়াশ্লিষ্যন্নেবাত্রাস্তি তদপি যৎ সর্ব্বত্রায়ং দৃশ্যতে তদীয়ং কাচিদস্য নাট্যবিদ্যে-ত্যমংসতেত্যর্থঃ । অত্র মধ্যগো দেবকীনন্দনঃ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর্য্যা সহিত এবেত্যাহুঃ তস্যা এব সর্ব্বশ্রৈষ্ঠ্যাৎ রাসক্রীড়াদিকারণমিতি তদীয় শতনামস্তোত্রদৃষ্টেঃ । তাবৎ তৎক্ষণ এব বিমানশতৈর্ব্যাপ্তং নভো বভূব । কেষাং দিবৌকসাং ব্রহ্মাদীনাং অত্রৌৎসুক্যাদিতি কৃষ্ণনৃত্যাংশ এব নতু রসস্য বিলাসে । দাসত্বেনাযোগ্যত্বাৎ তদ্দারাণান্তু অনৌচিত্যাভাবাৎ সর্ব্বত্রৈব অত এব রাসে দিবি পুংসাং কৃষ্ণদর্শনমেব ন গোপীদর্শনং যোগমায়য়া আবরণাদি জ্ঞেয়ং ॥ ৩।৪ ॥

স্বর্গে দেবতাগণ দুন্দুভি ধ্বনি পূর্ব্বক পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন ; এবং গন্ধর্ব্বগণ বনিতা সহ নৃত্য করত ভগবানের অমল যশোরাশি কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

আভাস ।

কিন্তু তাঁহাদের অদৃষ্টে গোপীদর্শন ঘটে নাই ; কারণ অসঙ্গত ও অসম্ভব । যেহেতুক পরমানন্দ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক রূপধারণে দর্শন দিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা দর্শন করিতে পাইলেন ; নতুবা দর্শন পাইতেন না । কিন্তু গোপীমণ্ডলীর তাৎকালিক ভাব ত সৃষ্টির অন্তর্গত নহে ; ধ্যান-সাধ্য শুদ্ধ সত্ত্ব-প্রধান নির্ম্মল ভাব । সুতরাং ইন্দ্রিয়াদির অধিকার তাহাদের তাদৃশ রূপে ছিল না । স্থূলবুদ্ধিতে মায়ার আবরণেই যে ওরূপ দর্শনাভাব ঘটিয়াছিল, তাহাই ধরিতে হইবে । প্রকৃত প্রস্তাবে তখন দর্শনের বিষয়ই ছিল না । কারণ রজ ও তমোগুণের অপগমে কেবল শুদ্ধ সত্ত্বে জ্ঞাপ্তিভাবের ভান ব্যতীত জ্ঞান ক্রিয়া ঘটে না ; বিশুদ্ধ নির্ম্মল দর্পণে প্রতিবিম্ব ব্যতীত দর্পণের আর পৃথক্ সত্তার উপলব্ধি হয় না ; বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপে বিদ্যমানা গোপকামিনীগণে কৃষ্ণরূপ ব্যতীত তাহাদের পৃথক্ সত্তা আর সাধারণের নয়নগোচর হয় নাই ॥ ১।৪ ॥

এই শ্লোকে নারীগণের আভরণাদির উল্লেখ করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে যে, জ্ঞানী ব্যক্তি আত্মপরমাত্মার অভেদবোধে পরমাত্মায় আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক এতই নিবিষ্ট হন যে,

বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাং।
সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে ॥ ৫ ॥
তত্রাতিশুশুভে তাভি র্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।

অন্বয়ঃ।

সপ্রিয়ানাং কৃষ্ণসহিতানাং, যোষিতাং গোপীনাং, (যে বলয়াদয়ঃ তেষাং) বলয়ানাং নূপুরাণাং পাদভূষণানাং, কিঙ্কিণীনাং কটিভূষণানাং, তুমুলঃ সংকীর্ণঃ, শব্দঃ রাসমণ্ডলে অভূৎ ॥ ৫ ॥

তত্র রাসমণ্ডলে, হৈমানাং সুবর্ণরচিতানাং মণীনাং (দ্বয়োর্দ্বয়ো) মধ্যে মহামরকতঃ

শ্রীধরস্বামী।

সপ্রিয়াণাং শ্রীকৃষ্ণসহিতানাং। তুমুলঃ সংকীর্ণঃ ॥ ৫ ॥

মহামরকতো নীলমণিরিব হৈমানাং মণীনাং মধ্যে মধ্যে তাভিঃ স্বর্ণবর্ণাভিরাশ্লিষ্টাভিঃ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সপ্রিয়াণাং সঙ্কল্পানাং; অত্র চকারেণ তত্রানদ্ধশুষিরতুমুলাদ্যপি সংগৃহীতানি। এষাং চকারেণোক্তত্বাদ প্রাধান্যাদ্বলয়াদিবাদ্যানাচ্ছাদকত্বং ধ্বনিতং ॥ ৫ ॥

দেবকীসুতঃ ক্ষত্রিয়জাতিরপি ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণোঽপি তত্র গোপজাতিস্ত্রীণাং মধ্যে অতিশুশুভে ইন্দ্রনীলমণিবর্ণোঽপি কৃষ্ণস্তাসাং গৌরকান্তিমিশ্রণান্মরকতবর্ণস্তত্রাপি শোভা-

---

এবং কৃষ্ণসহচারিণী গোপনন্দিনীগণের বলয়, নূপুর ও কিঙ্কিণীর ধ্বনিতে সেই রাসমণ্ডল ঘোর ঝনৎকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল ॥ ৫ ॥

যেমন অসংখ্য সুবর্ণময় মণির মধ্যে প্রত্যেক দুইটীর মধ্যে এক একটী মহামরকত নীলমণির সন্নিবেশে অপূর্ব্ব শোভার পরিচয় হয়, সেইরূপ

আভাস।

আত্মস্বরূপের উপলব্ধি আর করেন না, ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধিতেই নিরত থাকেন। এখানে রাসলীলার দ্বারা প্রকাশ করা হইল যে, ভক্তিপ্রভাবে নির্ম্মলান্তঃকরণা গোপিকাগণ পরমাত্মস্বরূপ গোবিন্দকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রাপ্ত হইয়াও আত্মভাব বিস্মৃত হন নাই। স্বরূপজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই পরমাত্মার পরম প্রেম যে উপলব্ধি করা যায়, ইহারই পরিচয় প্রদানার্থ গোপীগণের পৃথক্ অস্তিত্ব-পরিচায়ক তাঁহাদের আভরণের উল্লেখ করা হইয়াছে। নতুবা এতাদৃশ মহানন্দে সামান্য আভরণের ধ্বনি উল্লেখ করা নিরর্থক ॥ ৫ ॥

এই শ্লোকে ভক্তের অস্তিত্বের প্রতীতি পূর্ব্বক ভগবৎসেবায় যে ভগবানেরও ঐশ্বর্য্য ও আনন্দময় ভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাহারই পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সকল তত্ত্ব ব্রহ্মে পর্য্যবসিত করত এক ব্রহ্মমাত্র যদি প্রতিপাদন করা যায়, তাহা হইলে এই সৃষ্টির কারণ নির্হেতুক হইয়া পড়ে। অথচ সৃষ্টিকার্য্যে যেমন প্রখর গুণপনা এবং

মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা ॥ ৬ ॥
পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূবিলাসৈ-
র্ভজ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচপটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ।

অন্বয়ঃ।

নীলমণিঃ যথা (রাজতে) তথা তাভিঃ সুবর্ণবর্ণাভিঃ, (শ্যামরূপঃ) ভগবান্ দেবকীসুতঃ অতিশুশুভে ॥ ৬ ॥

পাদন্যাসৈঃ পাদবিক্ষেপৈঃ, ভুজবিধুতিভিঃ করচালনৈঃ, সস্মিতৈঃ ঈষৎহাস্যসহিতৈঃ, ভ্রূবিলাসৈঃ চ ভজ্যন্মধ্যৈঃ (ভজ্যমানৈঃ মধ্যৈঃ কটিভাগৈঃ চলকুচপটৈঃ চলৈঃ কুচৈঃ পটৈঃ চ গণ্ডলোলৈঃ (গণ্ডেষু লোলৈঃ চঞ্চলৈঃ) কুণ্ডলৈঃ চ (উপলক্ষিতাঃ) স্বিদ্যন্মুখ্যঃ স্বিদ্যন্তি

শ্রীধরস্বামী।

শুশুভে। গোপীদৃষ্টাভিপ্রায়েণ বা বিনৈব মধ্যাপদাবৃত্তিমেকবচনং ॥ ৬ ॥

স যথা তাভিঃ শুশুভে তথা তা অপি তেন বিরেজুরিত্যাহ পাদন্যাসৈরিতি। ভুজবিধুতিভিঃ করচালনৈঃ ভজ্যমানৈর্মধ্যৈশ্চলদ্ভিঃ কুচৈশ্চ পটৈশ্চ গণ্ডলোলৈর্গণ্ডেষু লোলৈশ্চঞ্চলৈঃ স্বিদ্যন্মুখ্যঃ স্বিদ্যন্তি স্বেদমুদ্গিরন্তি মুখানি যাসাং তাঃ কবরেষু চ রসনাসু চ গ্রন্থয়ো

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বৈলক্ষণ্যমালক্ষ্য মহচ্ছব্দঃ প্রযুক্ত ইত্যেকে। মরকতশব্দোঽয়মিন্দ্রনীলমণিবাচীত্যপরে। মহামারকত ইত্যপি পাঠঃ ॥ ৬ ॥

যথা তাভিঃ স শুশুভে তথা তেন তা অপি শুশুভিরে ইত্যাহ পাদন্যাসৈরিতি। পাদানাং ন্যাসাঃ গীতরসতালানুসারিণ্যঃ পুনঃ পুনর্বাক্তীকৃতবিচিত্রনৃত্যগীতয়স্তৈঃ। ভুজবিধুতিভিরন্যোন্যবদ্ধানামপি ভুজানাং বিচিত্রৈঃ কম্পনৈঃ। কিঞ্চ। অন্যোন্যাবদ্ধভুজতাং ত্যক্ত্বা কদাচিদতিলাঘবতো হস্তকভেদেন করচালনৈর্গীতপদার্থাভিনয়ৈঃ স্মিতহসিতৈর্ভ্রূবাং

হেমাঙ্গিনী গোপ-ললনার মধ্যে শ্যাম-কলেবর ভগবান্ দেবকীপুত্রেরও তাদৃশ অনুপম শোভা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল ॥ ৬ ॥

সাময়িক পাদবিক্ষেপ, করসঞ্চালন, ঈষৎ হাস্যবিশিষ্ট ভ্রূবিলাস কটিদেশের ভঙ্গিমা, কুচকম্পন, অঞ্চল-সঞ্চালন এবং কপোল-হেলনে কুণ্ডলদোলনাদি ব্যাপারে গোপিকাবৃন্দের বদনকমলে স্বেদবিন্দুর উদয় হইয়াছিল,

আভাস।

জীবের বিচিত্রা গতি দেখা যায়, মোক্ষপথে ও তাদৃশ গুণপনা বা জীবের গতি দেখা যায় না। তখন সৃষ্টির মর্য্যাদা রক্ষা করত ভগবৎসান্নিধ্য লাভে ভক্ত ও ভগবানে যেরূপ প্রীতির সম্ভাবনা, নির্ব্বাণমুক্তিতে তাহা সম্ভব নহে; ইহাই এই পরবর্ত্তী কয়েক শ্লোকের গূঢ় অভিপ্রায় ॥ ৬ ॥

স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররসনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো
গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।

স্বেদঃ উদ্গিরন্তি মুখানি যাসাং তাঃ) কবররসনাগ্রন্থয়ঃ (কবরেষু কচেষু রসনাসু দৃঢ়াঃ গ্রন্থয়ঃ যাসাং তাঃ) তং কৃষ্ণং গায়ন্তাঃ তাঃ কৃষ্ণবধ্বঃ কৃষ্ণপ্রিয়াঃ গোপ্যঃ মেঘচক্রে মেঘসমূহে তড়িতঃ ইব বিরেজুঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামী

দৃঢ়া যাসাং তাঃ যদ্বা তেষু তাসুচ অগ্রন্থয়ঃ শিথিলগ্রন্থয় ইত্যর্থঃ। তত্র নানামূর্ত্তিঃ শ্রীকৃষ্ণো মেঘচক্রমিব তাস্তু বহুবিধা স্তড়িতইব স্বেদস্তু আসার ইব গীতং গর্জ্জিতমিবেতি যথাদ্ভবমুহ্যম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিবিধৈর্ভেদৈর্ভঙ্গিভিঃ। রসাভিনয়ার্থং স্বস্বকৌশলাবধাপনার্থঞ্চ। ভঙ্গ্যন্মধ্যৈঃ ভঙ্গ্যমানৈঃ স্বভাবতঃ কার্শ্যেন নৃত্যবিবর্ত্তনাদিনা চ ভঙ্গমিব গচ্ছদ্ভির্ধাবাভাগৈশ্চলৈঃ কুচপটৈঃ কঞ্চুকোপরিতনবস্ত্রৈর্ভগবদ্বহুত্থানানন্তরং পুনঃ প্রতিসংগৃহীতৈঃ কৃষ্ণস্য বধ্বঃ ভোগ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ। বধূর্জায়া স্নুষা স্ত্রীচেতি নানার্থবর্গঃ। অত্র বধূশব্দস্য ভার্য্যাবাচকত্বে ব্যাখ্যায়মানে প্রকৃতিমগমন্ কিল যস্য গোপযধ্ব ইতি ভীষ্মোক্ত্যা বিরুদ্ধ্যেত তেন ন তথা ব্যাখ্যেয়ং। কৃষ্ণস্য শ্যামসুন্দরস্য তদেকাশ্লিষ্টা গৌরাঙ্গ্যস্তদেকাশ্রয়তয়া তদেকভোগ্যতয়া চ বধ্ব ইতি প্রকৃতবৈষ্ণবতোষিণী ॥ ৭ ॥

কবরী ও কটিবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িতে লাগিল এবং জলদপটলের পার্শ্ববর্ত্তিনী চঞ্চলা চপলার ন্যায় কৃষ্ণকান্তা কামিনীগণ উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণগুণগাথা গান করত, অপূর্ব্ব শোভায় ইতস্ততঃ বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

আভাস।

রাসমণ্ডলে নারীমণ্ডল-মণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের যেমন অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল, গোপিকাগণও যে তদনুরূপ শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। গোপালিকাগণ গীতাভিনয়, লয় ও তালানুসারে পাদবিক্ষেপ পূর্ব্বক নৃত্য এবং পরস্পরে হস্ত ধারণ পূর্ব্বক শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া যে শ্রীকৃষ্ণকে পরিবেষ্টিতা ছিলেন, কিন্তু তাল ও লয়ানুসারে সেই পরস্পরে বদ্ধকরের বিচিত্র কম্পন, কখন বা লঘুহস্ততা পূর্ব্বক পৃথক্‌ভাবে গীতাভিনয়নে করচালন, এবং হাস্য সহকারে ভ্রূভঙ্গি; কখন বা রসাভিনয়ে দেহকৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের কম্পন ও সঞ্চালন এবং ক্ষীণ মধ্যদেশের হেলনাদির দ্বারা অপূর্ব্ব রসভাবের পরিচয় দিতে লাগিলেন। কখন বা নৃত্য করিতে করিতে কৃষ্ণোপবেশনার্থ ভূমিতে অঞ্চল ও উত্তরীয় বসন নিক্ষেপ করিতেন; কখন বা ভানলয়াদি রক্ষা করত কৃষ্ণোত্থানের পরই বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া চমৎকার নৃত্যকৌশল প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

উচ্চৈর্জগুর্নৃত্যমানা রক্তকণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ ।
কৃষ্ণাভিমর্ষমুদিতা যদ্গীতেনেদমাবৃতং ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ ।

নৃত্যমানাঃ নৃত্যন্ত্যঃ, রক্তকণ্ঠ্যঃ রক্তৈঃ নানারাগৈঃ অনুরঞ্জিতকণ্ঠ্যঃ, রতিপ্রিয়াঃ (রতিঃ কৃষ্ণস্য প্রীতিরেব প্রিয়া যাসাং তাঃ) তাঃ কৃষ্ণাভিমর্ষমুদিতাঃ (কৃষ্ণস্য অভিমর্ষেণ সংস্পর্শেন মুদিতাঃ) সত্যঃ উচ্চৈঃ (তৎ গীতং) জগুঃ যদ্গীতেন ইদং বিশ্বং আবৃতং ব্যাপ্তং ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

নৃত্যমানা নৃত্যন্ত্যঃ রক্তকণ্ঠ্যঃ নানারাগৈরনুরঞ্জিতকণ্ঠ্যঃ কৃষ্ণস্যাভিমর্ষেণ সংস্পর্শেন মুদিতাঃ । ইদং বিশ্বং ॥ ৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

নৃত্যমানা নৃত্যন্ত্যঃ । যদ্বা । নৃত্যেন মানঃ কৃষ্ণকর্ত্তৃক আদরো, যাসাং তাঃ রক্তকণ্ঠ্যঃ নানারাগৈরনুরঞ্জিতকণ্ঠ্যঃ । রাগাশ্চোক্তাঃ সঙ্গীতসারে । তাবন্ত এব রাগাঃ স্যু র্যাবন্ত্যো জীবজাতয়ঃ । তেষু ষোড়শসাহস্রী পুরা গোপীকৃতা বরেতি । রতিঃ কৃষ্ণকর্ত্তৃকা প্রীতিরেব প্রিয়াঃ যাসাং তাঃ । কৃষ্ণস্যাভিমর্ষেণ স্পর্শাদিনা মুদিতা ইতি নৃত্যাদিশ্রমানুদ্গমঃ । যদ্গীতেন যৎকর্ত্রীকেন গীতেন তদানীং ইদং জগদ্ব্রহ্মাণ্ডং আবৃতং ব্যাপ্তমাসীদিত্যর্থঃ । যদ্বা । যদ্গীতেন যৎকর্ম্মকেন গীতেনেতি । অদ্যাপি জগদ্বর্ত্তিভি র্লোকৈর্যা গীয়ন্ত এবেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী গোপনন্দিনীগণ শ্রীকৃষ্ণস্পর্শে বিকলাঙ্গিনী হইয়া নানাবিধ মধুর রাগে রঞ্জিতকণ্ঠার ন্যায়, ভগবান্ গোবিন্দচন্দ্রের সেই গীত উচ্চৈস্বরে গান করিতে লাগিলেন ; সেই গানেই এই বিশ্ব সংসার সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে ॥ ৮ ॥

আভাস ।

তাঁহাদের তাদৃশ শোভা দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন, নভোমণ্ডলের জলদপটল শ্রীকৃষ্ণরূপে বিচিত্রভাবে ধরণীতলে আগমন করত গোপিকারূপ তড়িতদলে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বেদবিন্দুচ্ছলে আসার বৃষ্টি ও গানচ্ছলে মৃদুমন্দ গর্জ্জন করিয়া তাপিত জগতের তৃপ্তিসাধন করিতেছে ॥ ৭ ॥

বিচিত্র রাগরঞ্জিতকণ্ঠা গোপীগণ যদিও যথেষ্ট নৃত্য করিয়াছিলেন, তথাপি কৃষ্ণাঙ্গস্পর্শে নৃত্যজনিত তাঁহাদের কোন ক্লেশই বোধ হয় নাই । রাগের বিষয় সঙ্গীতসারে উক্ত হইয়াছে যে, জীবের সংখ্যা যত, রাগের সংখ্যাও তত ; তন্মধ্যে এই গোপীগণ কর্ত্তৃক কেবল ষোড়শ সহস্র রাগের প্রকাশ হইয়াছিল মাত্র । এবং এ পর্য্যন্ত জীব যতরাগের অভিনয় করিয়া থাকে, সে কেবল সেই রাসপ্রাঙ্গণে অভিব্যক্ত রাগের পরিচয় মাত্র । সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সেই ভগবদ্গীতেই অনুনাদিত হইতেছে । তৎকালে তথায় অভিব্যক্ত হয় নাই, এরূপ

কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতাঃ।
উন্নিন্যে পূজিতা তেন প্রীয়তা সাধু সাধ্বিতি ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ।

কাচিৎ গোপী মুকুন্দেন কৃষ্ণেন সমং সহ অমিশ্রিতাঃ (কৃষ্ণোন্নীতাভিরসঙ্কীর্ণাঃ) স্বরজাতীঃ উন্নিন্যে উন্নীতবতী। তদা প্রীয়তা প্রীয়মাণেন তেন কৃষ্ণেন সাধু সাধু ইতি বচনেন সা পূজিতা সম্মানিতা জাতা ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

মুকুন্দেন সমং স্বরজাতীঃ ষড়্জাদিস্বরালাপবতীঃ অমিশ্রিতাঃ শ্রীকৃষ্ণোন্নীতাভিরসংকীর্ণাঃ। প্রীয়তা প্রীয়মাণেন সম্মানিতা ॥ ৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্বরজাতীরিতি স্বরাঃ খলু ষড়্জর্ষভৌ চ গান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা। ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ সর্ব্বে স্যুঃ শ্রুতিসম্ভবাঃ। ময়ূরচাতকচ্ছাগক্রৌঞ্চকোকিলদর্দুরাঃ। মাতঙ্গশ্চ ক্রমেণাহ স্বরানেতান্ সুদুর্গমান্। তেষাং জাতীরষ্টাদশ। যদুক্তং। রাগস্তু জায়তে যস্যাঃ সা জাতিরভিধীয়তে। শুদ্ধা চ বিকৃতা চেতি সা দ্বিধা পরিকীর্ত্তিতা। শুদ্ধাঃ সপ্তজাতয়ঃ সপ্ত তাঃ ষড়্জাদিস্বরাভিধাঃ। তা এব বিকৃতাঃ সত্যো জাতা বিকৃতসংজ্ঞয়া। ষাড়্জ্যর্ষভী চ গান্ধারী মধ্যমা পঞ্চমী তথা। ধৈবতী চাথ নৈষাদি শুদ্ধা এতাস্তু জাতয় ইতি। অমিশ্রিতাঃ কৃষ্ণোন্নীতাভিরসঙ্কীর্ণাঃ যদ্বা। শুদ্ধা অপি জাত্যন্তরাস্পৃষ্টাঃ। পরমপ্রাবীণ্যেন কেবলতত্তদ্গানাৎ। তত্রাপি উৎকৃষ্টং নিন্যে। অতঃ পরমদুর্গেয়ানামপি তাসাং তথা গানমালক্ষ্য তেন কৃষ্ণেন সা পূজিতা স্বীয়পীতোত্তরীয়াদিভিঃ সম্মানিতেতি বিশাখেয়মিতি প্রাহুঃ ॥ ৯ ॥

কোন কামিনী কৃষ্ণসহ একস্বরে গান করিতে করিতে ষড়্জাদি স্বরালাপের উন্নয়ন করত সপ্তস্বরের পার্থক্য প্রদর্শন করাইতেছেন; এবং এতচ্ছ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া সাধুবাদের দ্বারা তাঁহার যথেষ্ট মান বৃদ্ধি করিলেন ॥ ৯ ॥

আভাস।

কৃষ্ণপ্রেমের গাথা আর নূতন ভাবে কোথায়ও প্রকাশিত হয় না; জীবমাত্রেরই হৃদয় তাহারই কোন এক ভাবে আবৃত ও সরস রহিয়াছে, সন্দেহ নাই ॥ ৮ ॥

শ্রুতিসমুৎপন্ন স্বর সপ্তজাতিতে বিভক্ত আছে; যথা ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, ময়ূর, চাতক, ছাগ, ক্রৌঞ্চ, কোকিল, মণ্ডূক ও মাতঙ্গ এই কয়েক জাতি জীবের স্বরানুকরণে সপ্তস্বরের ক্রমান্বয়ে নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। যে রাগ যাহা হইতে উৎপন্ন, সেই স্বরের নামেই তাহার নাম গণনীয়। তাহার প্রথম মিলনসম্ভবে অষ্টাদশ জাতি হইয়াছে। কিন্তু উক্ত স্বর মিশ্রিত ও অমিশ্রিত ভেদে দুই প্রকার; শুদ্ধা ও বিকৃতা। অমিশ্রিতা শুদ্ধা এবং মিশ্রিতা বিকৃতা। শ্রীকৃষ্ণ

তদেব ধ্রুবমুন্নিন্যে তস্যৈ মানঞ্চ বহ্বদাৎ ॥ ১০ ॥
কাচিদ্রাসপরিশ্রান্তা পার্শ্বস্থস্যাথ গদাভৃতঃ।

অন্বয়ঃ।

তদা অন্যা কাচিৎ গোপী তদেব জাতুন্নয়নমেব ধ্রুবং ধ্রুবাখ্যং তালবিশেষং কৃত্বা উন্নিন্যে; তস্যৈ গোপ্যৈ পূর্ব্বগোপীতোঽপি কৃষ্ণঃ বহুমানং আদরং অদাৎ ॥ ১০ ॥

রাসপরিশ্রান্তা (রাসেন পরিশ্রান্তা) শ্লথবলয়মল্লিকা (শ্লথস্তি হস্তাভ্যাং বলয়ানি শিরসি

শ্রীধরস্বামী।

তৎ যদ্ জাতুন্নয়নমেব ধ্রুবং ধ্রুবাখ্যং তালবিশেষং কৃত্বা উন্নিন্যে উন্নীতবতী ॥ ১০ ॥
এবং নৃত্যগীতাদিনা শ্রীকৃষ্ণসম্মানিতানাং তাসাং অতি প্রীতিবিলসিতং বৃত্তমাহ কাচি-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তত্তজ্জাতুন্নয়নমেব ধ্রুবং ধ্রুবাখ্যং তালবিশেষং কৃত্বা উন্নিন্যে উন্নীতবতী তস্যৈ কৃষ্ণো মানমাদরং বহুরত্নমালাপদকোন্মিকাদ্যলঙ্কারমদাদিয়ং পূর্ব্বতোঽপ্যধিকসাদ্গুণ্যাবিষ্কারবতী ললিতা- ততশ্চ যথোত্তরোৎকৃষ্টতাদৃশগানে- গোপীনাম প্রবৃত্তিমালক্ষ্য শ্রীরাধা স্বয়মগায়ন্তী স্বসখ্যাস্তস্যা এব সর্ব্বসাদ্গুণ্যোৎকর্ষং জ্ঞাপয়ামাসেতি জ্ঞেয়ং ॥ ১০ ॥

সাদ্গুণ্যপ্রাধান্যেন সখ্যো বর্ণয়িত্বা সৌভাগ্যপ্রাধান্যেন সর্ব্বমুখ্যত্বং বর্ণয়তি কাচি-

---

কোন নারী সেই স্বরকে আবার ধ্রুবনামক তালে মিলিত করিয়া তান-যোগে আলাপ করিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ আনন্দ সহকারে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গৌরব প্রদান করিলেন ॥ ১০ ॥

হে রাজন্! নৃত্য গীতাদির দ্বারা সম্মানিতা গোপিকার মধ্যে কোন

আভাস।

যখন স্বরালাপ করিতেন, তখন স্বরজাতিকে অমিশ্রিত ভাবে উচ্চারণ করিতেন। ইহা অতি কঠিন; বহুকাল বিশেষ যত্নাতিশয়ে অভ্যাস না করিলে, তাহা কখনই সুসাধ্য হয় না। কিন্তু গোপললনাগণ কৃষ্ণসম্পর্কে বিনা অভ্যাসে বিশুদ্ধ ভাবে স্বরালাপে উত্তম পারদর্শিনী নিরীক্ষণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় উত্তরীয় বসনাদির সঞ্চালনে তাঁহাদিগের বিশেষ সম্মাননা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণাদরে বিশেষ আদৃতা গোপীও স্বীয় পীতবর্ণ উত্তরীয় বস্ত্র সঞ্চালনে আদরকে শিরোধার্য্য দেখাইলেন ॥ ৯ ॥

তন্মধ্য সখী ললিতা স্বরজাতিকে স্পষ্ট করত ধ্রুবনামক অতি কঠিন তালে যখন গান করিলেন, তাহাতে মুকুন্দ যেন বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অধিক গৌরব করত রত্নমালা পদকাদি অলঙ্কার পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিলেন। অনন্তর সকলে গীতাভিনয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, শ্রীরাধা স্বয়ং গান আরম্ভ করিলেন; এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই সর্ব্বোৎকর্ষের অনুমোদন করিলেন ॥ ১০ ॥

জগ্রাহ বাহুনা স্কন্ধং শ্লথদ্বলয়মল্লিকা ॥ ১১ ॥
তত্রৈকাংস-গতং বাহুং কৃষ্ণস্যোৎপলসৌরভং ।
চন্দনালিপ্তমাঘ্রায় হৃষ্টরোমা চুচুম্ব হ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ ।

মল্লিকাঃ কুসুমানি যস্যাঃ সা) পার্শ্বস্থা কাচিৎ গোপী অস্য গদাভৃতঃ কৃষ্ণস্য স্কন্ধং বাহুনা জগ্রাহ ॥ ১১ ॥

তত্র তাসাং মধ্যে একা গোপী অংসগতং স্কন্ধে নিহিতং, উৎপলসৌরভং (উৎপলস্য সৌরভমিব সৌরভং যস্য তং) চন্দনালিপ্তং (চন্দনেন আলিপ্তং কৃষ্ণস্য বাহুং আঘ্রায় হৃষ্টরোমা (হৃষ্টানি পুলকিতানি রোমাণি যস্যাঃ সা তথাবিধা সতী) চুচুম্ব হ ইতি সৌভাগ্য-বর্ণনং ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

দিতি । শ্লথন্তি বলয়ানি মল্লিকাশ্চ যস্যাঃ সা ॥ ১১ ॥

উৎপলস্য সৌরভমিব সৌরভং যস্য তং বাহুং ॥ ১২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

দিতি । গদাভৃতঃ কৃষ্ণস্য পক্ষে গদনং গদা গদাগীতবত্যোঃ সখ্যোর্গুণতারতম্যজ্ঞানকথা তাং বিভর্ত্তি ধত্তে । পুষ্যতি বা তস্য স্কন্ধং বাহুনা দক্ষিণেন জগ্রাহ আললম্বে । শ্লথন্তো বলয়াঃ মল্লিকাশ্চ কবরস্থা যস্যাঃ সা । স্বাধীনকান্তত্বাদিয়ং শ্রীবৃষভানুকুমারী ॥ ১১ ॥

অংসগতং স্বস্কন্ধে স্থিতং চন্দনালিপ্তমপি উৎপলস্যেব সৌরভং যস্যেতি স্বাভাবিকেন গাত্রস্যোৎপলগন্ধেনাত্যধিকেন চন্দনগন্ধস্যাবরণাৎ পূর্ব্বাধ্যায়োক্তক্রিয়াতুল্যত্বাদিয়ং নূনং শ্যামলা ॥ ১২ ॥

কামিনী কিছু পরিশ্রান্তার ন্যায় হইয়াছিলেন ; শৈথিল্য বশত তাঁহার হস্ত হইতে বলয় ও কবরী হইতে কুসুম সমূহ স্খলিত হইতেছিল ; তিনি কৃষ্ণপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া বাহুপ্রসারণে তাঁহার স্কন্ধদেশ ধারণ করিলেন ॥ ১১ ॥

কোন নারী চন্দন-চর্চ্চিত উৎপলগন্ধে আমোদিত স্বীয় স্কন্ধে বিন্যস্ত গোবিন্দের বাহুগন্ধে পুলকিত হইয়া বারংবার সেই বাহু চুম্বন করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

আভাস ।

সখীদ্বয়ের সদ্গুণের বিষয় বর্ণন করিয়া সর্ব্বমুখ্যতমা বৃষভানুনন্দিনীর সৌভাগ্যাতিশয়ের কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি কান্তসন্নিধানে দণ্ডয়মানা থাকিয়া দক্ষিণ বাহুদ্বয়ে তাঁহার স্কন্ধদেশ ধারণ করিয়াছেন ; প্রেমে গদ্গদ হওয়ায় তাঁহার শিথিল বাহু হইতে বলয় ও কবরী হইতে কুসুমমালা স্খলিত হইয়া পড়িল ; তিনি অবসন্নার ন্যায় কৃষ্ণাঙ্গে মিলিত হইয়া বিস্মিতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্তকুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতং।
গণ্ডং গণ্ডে সংদধত্যাঃ প্রাদাত্তাম্বূলচর্ব্বিতং ॥ ১৩ ॥
নৃত্যন্তী গায়তী কাচিৎ কূজন্নূপুরমেখলা।

অন্বয়ঃ।

নাট্যবিক্ষিপ্তকুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতং (নাট্যেন নৃত্যেন বিক্ষিপ্তয়োঃ চঞ্চলয়োঃ কুণ্ডলয়োঃ ত্বিষা মণ্ডিতং শোভমানং স্বস্য) গণ্ডং কপোলং (কৃষ্ণস্য) গণ্ডে সংদধত্যাঃ সংযোজয়ন্ত্যাঃ কস্যাশ্চিৎ গোপ্যাঃ কৃষ্ণঃ তাম্বূলচর্ব্বিতং প্রাদাৎ ॥ ১৩ ॥

কূজন্নূপুরমেখলা (কূজন্তী নূপুরে মেখলা চ যস্যাঃ সা) কাচিৎ নৃত্যন্তী গায়তী চ অতএব শ্রান্তা সতী শিবং শ্রান্তিনিবর্ত্তকং পার্শ্বস্থাচ্যুতহস্তাব্জং (পার্শ্বস্থস্য অচ্যুতস্য এবং স্ত্রী-

শ্রীধরস্বামী।

নাট্যেন নৃত্যেন বিক্ষিপ্তয়োশ্চঞ্চলয়োঃ কুণ্ডলয়োস্ত্বিষেণ ত্বিষা মণ্ডিতং গণ্ডং কপোলং তথাভূতে স্বগণ্ডে সংদধত্যাঃ সংযোজয়ন্ত্যাঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নাট্যেন বিক্ষিপ্তয়োশ্চঞ্চলয়োঃ কুণ্ডলয়োস্ত্বিষা কান্তি র্যত্র স চাসাবত এব মণ্ডিতশ্চ তস্মিন্ গণ্ডে কৃষ্ণকপোলে শ্রমব্যাজেন গণ্ডং সন্দধত্যৈ কস্যৈচিৎ তাম্বূলচর্ব্বিতং প্রাদাৎ তস্যা মুখং স্বমুখং সম্মুখকুর্ব্বন্ প্রকর্ষেণাদাদিত্যর্থঃ। ইয়ং পূর্ব্বোক্তসাম্যাচ্ছৈব্যা ॥ ১৩ ॥

নৃত্যন্তী গায়তী হস্তাব্জমধাদিত্যেকা চন্দ্রাবলী হস্তগ্রহণসাম্যাৎ দ্বিতীয়া পদ্মা তদানীং

নৃত্যজনিত চাঞ্চল্যে দোলায়মান কুণ্ডলদ্বয়ের জ্যোতিতে ব্রজাঙ্গনাগণের মুখমণ্ডলে বিচিত্র শোভা পরিলক্ষিত হইতেছিল; তাঁহারা যখন প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডে নিজ গণ্ড ধারণ করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বদনে চর্ব্বিত তাম্বুল প্রদান করিলেন ॥ ১৩ ॥

নূপুর ও মেখলার ধ্বনি পূর্ব্বক নৃত্য ও গান করিতে করিতে কৃষ্ণপ্রিয়াগণ ক্রমশ শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু শ্রম নিবারণার্থ সর্ব্বশান্তিপ্রদ ভগবান্

আভাস।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকের যে পৃথক্ পৃথক্ উপলব্ধির বিষয় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ আছে, যাহার সন্নিকর্ষে ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা সাধনে জীব বিষয়ানন্দ উপভোগ করিতেছে বলিয়া প্রতীতি করে, গোপীগণের সেই ইন্দ্রিয়পঞ্চক এক কৃষ্ণলাভে চরিতার্থ হইয়া তাঁহাদের হৃদয়ে বিষয়ানন্দের পরম নির্বৃতি লাভ হইয়াছিল। কৃষ্ণরূপ দর্শন, কৃষ্ণকথা শ্রবণ, কৃষ্ণাঙ্গ স্পর্শ, শ্রীকৃষ্ণের গাত্রগন্ধ আঘ্রাণ এবং তৎপ্রদত্ত চর্ব্বিত তাম্বূলভোজন দ্বারা তাঁহাদের সকল ইন্দ্রিয়ই চরিতার্থতা লাভ করিয়াছিল। এস্থলে টীকাকারগণ ভক্তিশাস্ত্রের উক্তি অনুসারে চন্দ্রাবলী প্রভৃতি অষ্টজন সখীর উল্লেখ

পার্শ্বস্থাচ্যুতহস্তাব্জং শ্রান্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবং ॥ ১৪ ॥
গোপ্যো লব্ধ্বাচ্যুতং কান্তং শ্রিয় একান্তবল্লভং।
গৃহীতকণ্ঠ্য স্তদ্দোর্ভ্যাং গায়ন্ত্যস্তং বিজহ্রিরে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।

সমূহে স্থিতাবপি জ্ঞানবৈরাগ্যাদিগুণচ্যুতিরহিতস্য কৃষ্ণস্য হস্তাব্জং করকমলং) স্তনয়োঃ অধাৎ ॥ ১৪ ॥

শ্রিয়ঃ লক্ষ্ম্যাঃ, একান্তবল্লভং অতিপ্রিয়ং অচ্যুতং কৃষ্ণং কান্তং পতিং লব্ধ্বা তদ্দোর্ভ্যাং (তস্য দোর্ভ্যাং) গৃহীতকণ্ঠ্যঃ (গৃহীতাঃ কণ্ঠাঃ যাসাং তাঃ) গোপ্যঃ তং কৃষ্ণং এব গায়ন্ত্যঃ বিজহ্রিরে বিহারয়ামাসুঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কৃজন্তী নূপুরে মেখলা চ যস্যাঃ সা ॥ ১৪ ॥

এবমন্যা অপি গোপ্যো যথাযথং নানাবিভ্রমৈ র্বিজহ্রু রিত্যাহ গোপ্য ইতি ॥ ১৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

চরণাব্জং স্তনয়োরধাৎ ইদানীং হস্তাব্জং স্তনয়োর্ধত্তে স্মেতি স্তনতাপনিবৃত্তেরুভয়থাপি সিদ্ধেঃ। অষ্টমী ভদ্রা তু অত্রানুক্তাপি পূর্ব্ববদেব জ্ঞেয়া ॥ ১৪ ॥

এবমন্যা অপি গোপ্যঃ স্বস্বভাবানুসারিণ্যো বিজহ্রু রিত্যাহ গোপ্য ইতি। অত্র যদ্যাঞ্জয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপ ইতি। নায়ংশ্রীরঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদ ইত্যুদ্ধবোক্ত্যা চ শ্রীঃ প্রেক্ষ্য কৃষ্ণসৌন্দর্যং তত্র লুব্ধাচরত্তপ ইতি ভাগবতামৃতোত্থাপিত-পৌরাণিককথয়া চ নারায়ণকান্তায়াঃ শ্রিয়ঃ কৃষ্ণসঙ্গাসম্ভবাদেবং ব্যাখ্যেয়ং। কান্তং কমনীয়-মচ্যুতং কৃষ্ণং একান্তবল্লভং লব্ধ্বা বিজহ্রিরে। তদ্দোর্ভ্যাং কৃষ্ণভুজাভ্যাং গৃহীতাঃ কণ্ঠা যাসাং তাঃ। শ্রিয়ঃ শ্রিয় ইবেত্যর্থঃ। সা যথা নারায়ণবক্ষোগৃহীতগাত্রী এতা গোপ্যো-হপি তথা কৃষ্ণভুজগৃহীতকণ্ঠা ইত্যর্থঃ। যদ্বা নারায়ণৈক্যাৎ কৃষ্ণস্যাপি শ্রীবল্লভতা ॥ ১৫ ॥

অচ্যুতের করকমল তাঁহারা স্ব স্ব বক্ষে ধারণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বৈশ্বর্য্যস্বরূপা স্বয়ং কমলার প্রাণৈক-বল্লভ অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া এবং তদীয় হস্তদ্বয় দ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিতা হইয়া গোপনন্দিনীগণ অন্য বার্ত্তা পরিহার পূর্ব্বক কৃষ্ণগুণগাথা গান করত বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

আভাস।

পূর্ব্বক অষ্ট প্রকার ব্যবহার ও ভাবের বর্ণন করিয়াছেন; কিন্তু মূলে কোন উল্লেখ না থাকায় এখানে তাহার কোন উল্লেখ করা হইল না ॥ ১২—১৪ ॥

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য গোপী স্ব স্ব ভাবানুসারে কৃষ্ণ সহ বিহার করিতে লাগিলেন। এবং নারায়ণের বক্ষস্থলে যেমন লক্ষ্মী শোভা পান, এই রাসমণ্ডলে কৃষ্ণকণ্ঠসংগতা

কর্ণোৎপলালকবিটঙ্ককপোলঘর্ম্মবক্ত্রশ্রিয়ো বলয়নূপুরঘোষবাদ্যৈঃ।

অন্বয়ঃ।

কর্ণোৎপলালকবিটঙ্ককপোলঘর্ম্মবক্ত্রশ্রিয়ঃ (কর্ণোৎপলৈঃ কর্ণাবতংসৈঃ অলকবিটঙ্কৈঃ অলকালঙ্কৃতৈঃ কপোলৈঃ চ ঘর্ম্মৈঃ স্বেদবিন্দুভিঃ বক্ত্রে শ্রীঃ শোভা যাসাং তাঃ) স্বকেশ-স্রস্তস্রজঃ (স্বকেশেভ্যঃ স্রস্তাঃ স্রজঃ যাসাং তাঃ) গোপ্যঃ বলয়নূপুরঘোষবাদ্যৈঃ (বলয়-নূপুরৈঃ তৎঘোষৈঃ অন্যৈঃ বাদ্যৈঃ চ ভ্রমরগায়করাসগোষ্ঠ্যাং (ভ্রমরাঃ অপি গায়কাঃ

শ্রীধরস্বামী।

তত্র বাদকেষু গায়কেষু চ সস্ত্রীকেষু গন্ধর্ব্বকিন্নরাদিষু রসাবেশেন মুহুঃস্থ নৃত্যৎসু চাস্যামেব বাদ্যাদিসম্পত্তিং দর্শয়ন্ রাসসম্ভ্রমমাহ কর্ণোৎপলেতি। কর্ণোৎপলৈশ্চ অলকবিটঙ্করলকালঙ্কৃতৈঃ কপোলৈশ্চ ঘর্ম্মৈশ্চ বক্ত্রেষু শ্রীঃ শোভা যাসাং তাঃ। ঘোষাঃ কিঙ্কিণ্যঃ বলয়নূপুরঘোষৈ র্বাদ্যৈ র্বাদিত্রৈঃ। স্বকেশেভ্যঃ স্রস্তাঃ স্রজো যাসাং তাঃ।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পৃথক্ পৃথক্ গাননৃত্যাদিসাকল্যশোভামুক্ত্বা সমুদিতনৃত্যজনিতবক্ত্রাদিশোভাং বিবৃণোতি। কর্ণোৎপলেষু। কর্ণধৃতোৎপলোপলক্ষিতচক্রিকাকুণ্ডলেষু অলকানামতি-লৌল্যাদ্বিবিধা ষ্টঙ্কা বেষ্টনানি চ কপোলেষু ঘর্ম্মবিন্দবশ্চ তৈ র্বক্ত্রেষু শ্রীঃ শোভা যাসাং তাঃ। টঙ্কি বন্ধে। বলয়নূপুরাদ্যলঙ্কারাণাং ঘোষস্তুল্যস্বরতয়া নাদো যেষু তৈর্বাদ্যৈঃ তত্রানদ্ধশুষিরৈস্তত্তদধিষ্ঠাতৃদেবতাভিরেব স্বসফলীকরণার্থমাগত্য বাদিতৈঃ স্বকেশেভ্যঃ

হে নরপাল! নারীগণ বলয়, নূপুর এবং কিঙ্কিণীর ধ্বনি করিতে করিতে সেই ভ্রমরগুঞ্জিত রাসসভায় ভগবান্ রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন। কর্ণোৎপল, চূর্ণকুন্তল, অলকালঙ্কৃত গণ্ডস্থল এবং স্বেদবিন্দুর দ্বারা গোপীগণের মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব শোভার উদয় হইয়াছিল; তাঁহাদের চরণবিক্ষেপের তাল-মানাদি দর্শনে পরিতুষ্ট মস্তকের কেশজাল যেন পারি-

আভাস।

গোপীগণও তাদৃশ শোভাসম্পন্না হইয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

নারীগণের পৃথক্ পৃথক্ সৌন্দর্য্য ও ভাবের বিষয় বর্ণন করিয়া সমষ্টি-নারীমণ্ডলীর বদনসৌন্দর্য্য, হাবভাব, অলঙ্কার ও নৃত্যাদির শোভা বর্ণন করিয়াছেন। প্রত্যেকেরই কর্ণদ্বয়ে উৎপল ও কুণ্ডল, তদুপরি বিকীর্ণ অলকাজল, কপোলে স্বেদবিন্দু এবং কেশ-জালে মল্লিকামালা শোভা পাইতেছিল। নূপুরাদির বাদ্যও ধীর এবং গম্ভীর ভাবে শ্রুত হইতেছিল, যেন তথাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ পরোক্ষে অবস্থিতি পূর্ব্বক রাসলীলা সফল করিবার অভিপ্রায়ে ধীর ও গম্ভীর ভাবে তাদৃশ ধ্বনির অভিব্যক্তি করিতেছিলেন। মল্লিকামালার স্খলিত ভাব দেখিয়া অনুমান হইতে লাগিল যেন, গোপিকাদের তাল

গোপ্যঃ সমং ভগবতা ননৃতুঃ স্বকেশস্রস্তস্রজো ভ্রমরগায়করাসগোষ্ঠ্যাং ॥১৬॥

অন্বয়ঃ।

যস্যাং তস্যাং রাসগোষ্ঠ্যাং রাসসভায়াং) ভগবতা সমং সহ ননৃতুঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

এতেন তালগতিসন্তুষ্টাঃ কেশাঃ স্বশিরঃকম্পং পাদেষু পুষ্পবৃষ্টিমিবাকুর্ব্বন্ ইত্যুৎপ্রেক্ষিতং। ভ্রমরা এব গায়কা যস্যাং তস্যাং রাসসভায়াং ॥ ১৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্রস্তাঃ স্রজো যাসাং তাঃ। এতেন তালগতিসন্তুষ্টাঃ কেশাঃ সশিরঃকম্পং পুষ্পবৃষ্টিমিবাকুর্ব্বন্নিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। ভ্রমরা অপি গায়কা যস্যাং তস্যাং রাসগোষ্ঠ্যাং রাসসভায়াং ॥ ১৬ ॥

তোষিকচ্ছলে পদে কবরীর কুসুমমালা বিকীরণ করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥

আভাস।

ও লয়ানুরূপ নৃত্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের কেশজাল চরণে পুষ্পবর্ষণ করিতেছে। ভ্রমরগণও যেন আনন্দের উচ্ছ্বাসে নারীগণের সহিত গান করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১৬ ॥

এই শ্লোকে রাসলীলার চরম মীমাংসা প্রদর্শনার্থ ভগবান্ বেদব্যাস "যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ" শব্দগুলির প্রয়োগে গোপীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব রসাভাসের মিলন প্রকাশ করিয়াছেন। রাসমঞ্চে রসরাজ গোবিন্দ যে, কেবল প্রাকৃতিক বনিতাসংসর্গের বিলাসমাত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নহে; তিনি সারাৎসার ও পরাৎপর রূপে বিদ্যমান থাকিয়া, সমগ্র গোপীবৃন্দ চিত্রাঙ্কিত পুত্তলিকার ন্যায় তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেমরসে অঙ্কিত, ইহারই পরিচয় মাত্র প্রদান করিয়াছেন। সর্ব্বজ্ঞান-সম্পন্ন ভগবান্ বেদব্যাস, এই রাসভাবের সাদৃশ্য গ্রহণ করত কলিকলুষদূষিত মানব যাহাতে নিজের হৃদয়-বৃন্দাবনে সমগ্র বৃত্তিপরিবেষ্টিত সর্ব্বসাক্ষিভূত সর্ব্বনিয়ন্তা জীবাত্মার সার সর্ব্বস্ব ধন প্রাণরমণ নারায়ণকে নিরীক্ষণ করিতে যত্ন করে, তন্নিমিত্তই এত লেখনীর প্রশ্রয় প্রদর্শন করিয়াছেন। গোপীকৃষ্ণের সৌসাদৃশ্য প্রদর্শনার্থ দর্পণ ও অর্ভকের দৃষ্টান্ত শ্লোকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহাতেই যে তাঁহার সমগ্র অভিপ্রায় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও নহে; তবে পুরুষপ্রকৃতির যে মিলন ঘটিয়াছে, তাহাতেই যখন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড রচিত, তখন এই অসার সংসারে দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহার তুলনা অন্বেষণ করা নিতান্তই অসম্ভব। অতএব যে স্থলে যতদূর সাদৃশ্য লাভ হয়, বেদব্যাস তদবলম্বনেই এই অপূর্ব্ব ভাবের অভিব্যক্তির নিমিত্ত যত্ন করিয়াছেন। অর্ভকের (বালকের) যেমন ইষ্টসিদ্ধি বা অনিষ্ট সংশোধনার্থ কোন উদ্দেশ্য, অভিসন্ধি বা অভিপ্রায় থাকে না, উপস্থিত বিষয়েই পরিতৃপ্ত এবং আপনার আনন্দেই সদা মগ্ন থাকিয়া ক্রীড়ায় রত থাকে বা বিরত হয়, ভগবান্ গোবিন্দকেও নবযৌবনসম্পন্ন অগণ্য গোপীবৃন্দে পরিবৃত প্রদর্শন করাইয়াও উদাসীন এবং আত্মরাম সম্বন্ধে বালকের সহিত তুলনীয় করিয়াছেন। অলাতচক্রের ন্যায়, মণ্ডলাকারে ব্যবস্থিত অগণ্য দর্পণখণ্ডের মধ্যে কেন্দ্রস্থানে উপবিষ্ট

এবং পরিষঙ্গকরাভিমর্ষস্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ।

অন্বয়ঃ।

স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ (স্বপ্রতিবিম্বৈঃ বিভ্রমঃ ক্রীড়া যস্য সঃ) অর্ভকঃ বালকঃ যথা তথা রমেশঃ এবং পরিষঙ্গকরাভিমর্ষস্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ (পরিষঙ্গঃ আলিঙ্গনং করাভি-

শ্রীধরস্বামী।

যথা গোপ্যো নানাবিভ্রমৈ র্ভগবতা সহ বিজহ্রুঃ এবং ভগবানপি স্ববিলাসৈ স্তাভিঃ সহ রেমে ইত্যাহ এবমিতি। তদ্বিলাসানভিভূতস্যৈব রন্তৌ দৃষ্টান্তঃ যথার্ভক ইতি।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

এবং রাসনৃত্যাঙ্গৈরেব কৃষ্ণস্য সম্ভোগাঙ্গান্যপি নির্বর্ত্তানীত্যাহ পরিষঙ্গ আলিঙ্গনং একৈকয়া সহ যুগ্মনৃত্যে। করেণাভিমর্শঃ স্পর্শঃ সচ নৃত্যাগতিসমাপ্তৌ স্বদক্ষিণকরেণ প্রিয়াবামবক্ষোজে তালন্যাসরূপঃ। স্নিগ্ধেক্ষণং রহস্যাঙ্গেষু সপ্রেমাবলোকনং উদ্দামবিলাসঃ পারিতোষিকপ্রদানমিষাচ্চুম্বনাদিঃ। হাসস্তত্তৎপ্রাপ্ত্যনন্তরং মুখোল্লাসঃ পরিহাসো বা তৈঃ। রমেশঃ রমায়াং লক্ষ্ম্যাং ঐশ্বর্য্যং প্রকটয়ন্ ব্রজসুন্দরীভিঃ সহ রেমে নতু রময়েত্যর্থঃ। যথার্ভকো মুগ্ধস্তথৈব তাসু প্রেমাধীনত্বান্মোঘকামেব দধন্নতু রমায়ামিবৈশ্বর্যমিত্যর্থঃ। নন্থ

নিরীহ বালক যেমন নিজের প্রতিবিম্ব দর্শনেই তুষ্ট হইয়া ক্রীড়া করে, রমাপতি শ্রীকৃষ্ণও আলিঙ্গন, করস্পর্শ, সানুরাগ অবলোকন এবং চুম্বনাদি আভাস।

বালক যেমন প্রত্যেক মুকুরে স্বীয় পৃথক্ পৃথক্ প্রতিবিম্ব দর্শনে প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া ক্রীড়া করিতে থাকে, ভগবান্ গোবিন্দও রাসমঞ্চের কেন্দ্রস্থানে স্বকীয় হ্লাদিনী শক্তি রাধিকা সহ বিরাজ করত দর্পণস্থানীয় বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপা মণ্ডলাকারে ব্যবস্থিতা গোপীর অঙ্গে নিজ অঙ্গের আভাস প্রদানে স্বকীয় অনন্তত্ব, আত্মারামত্ব ও পূর্ণকামত্বের পরিচয় প্রদান করত ক্রীড়া করিয়াছেন। এস্থলে দর্পণ দৃষ্টান্তে এক পক্ষ প্রদর্শিত হইল মাত্র; অপর পক্ষ আর প্রদর্শিত না হইলেও, উভয় পক্ষেই প্রতিবিম্বিত ভাবের অবধারণ করিতে হইবে। অর্থাৎ মহাকাশে উৎপন্ন মেঘাকার তুষার-কণাস্তে যেমন আকাশ প্রতিবিম্বিত, তুষার কণাও আকাশেই প্রতিষ্ঠিত; সেইরূপ অনন্ত দর্পণস্থানীয় প্রতিবিম্বগ্রাহী গোপীবৃন্দ গোবিন্দের প্রতিবিম্ব ছায়ারূপে গ্রহণ করত, যেমন প্রত্যেকেই তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মানা ছিলেন, গোবিন্দও তাঁহাদের প্রতিবিম্ব গ্রহণে তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। এতদর্থে আদিজ্ঞানবান্ মহর্ষি কপিলদেব তাঁহার "তত্ত্বকৌমুদীতে" প্রকাশ করিয়াছেন যে, "তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং। গুণকর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীন ইতি" ॥ জীবের বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, দশবিধ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র ও মহাভূতপঞ্চক সকলই এক অচেতন প্রকৃতি হইতে যখন পর্য্যায়ক্রমে উৎপন্ন, তখন কারণানুগুণে তদুৎপন্ন যাবতীয় প্রসূত

রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।

মর্ষঃ করস্পর্শঃ স্নিগ্ধেক্ষণং সানুরাগাবলোকনং, উদ্দামবিলাসঃ চুম্বনাদিঃ তৈঃ) ব্রজসুন্দরীভিঃ সহ রেমে ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

স্বপ্রতিবিম্বে বিভ্রমঃ ক্রীড়া যস্য স ইব। অনেনৈতদ্দর্শিতং স্বীয়মেব সর্ব্বকলা, কৌশলং সৌগন্ধ্যলাবণ্যমাধুর্য্যাদি চ তাসু সঞ্চার্য্য তাভিঃ সহ রেমে যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্বৈরিতি ॥ ১৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পরঃসহস্রাভিস্তাভিঃ কথমেকঃ স রেমে তত্রাহ। স্বস্য প্রতিবিম্বং প্রতিস্বরূপমেব বিভ্রমো বিলাসো যস্য সঃ প্রদর্শ্যাতপ্ততপসামবিতৃপ্তদৃশাং নৃণাং। আদায়ান্তরধাদ্যস্তু স্ববিম্বং লোকলোচনমিত্যত্র বিম্বশব্দেন যথা স্বরূপমুচ্যতে তথৈবাত্রাপি একৈকয়া প্রিয়য়া সহ একৈকস্বরূপো রেমে ইত্যর্থঃ। তাসাং হ্লাদিনীশক্তিত্বেন স্বরূপভূতত্বাৎ। স্বপ্রতিচ্ছবিত্বানৌচিত্যাৎ ব্যাখ্যান্তরং নেষ্টং ॥ ১৭ ॥

প্রেমোদ্দীপক ভাবের পরিচয়ে ব্রজসুন্দরীগণের সহিত রাসক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

আভাস।

কার্য্যই অচেতন ও অনিত্য। এক অধিষ্ঠানভূত পুরুষই চৈতন্যস্বরূপ। তিনি প্রকৃতির গুণ ও ধর্ম্মের অতীত। অগ্নিসংসর্গে যেমন অয়ঃপিণ্ডের স্বীয় ধর্ম্ম কাঠিন্য, কৃষ্ণবর্ণত্ব ও শীতলত্ব অপসৃত হইয়া, অগ্নির ধর্ম্ম ঔজ্জ্বল্য, দ্রবত্ব ও উষ্ণত্ব তাহাতে প্রকাশ পায়, সেইরূপ চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের সংসর্গে অচেতনা প্রকৃতিরও চেতনত্বের ভান হইয়া থাকে। এবং লৌহসংসর্গে যেমন বহ্নির আর পৃথক্ সত্তা অনুভূত হয় না; লৌহ সত্তাতেই তাহার বিদ্যমানতা, লৌহাকারেই আকারিত এবং লৌহভাবেই ভাবিত পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ প্রকৃতির সংসর্গে চেতন, উদাসীন ও আনন্দময় পুরুষও প্রকৃতির ভাবে ভাবিত, তদাকারে আকারিত ও তৎসত্তায় সত্তাবিশিষ্ট বলিয়া উপলব্ধ হন। মূল চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ দেহে অধ্যস্ত হইয়া, স্বকীয় স্বরূপের অপলাপে কেবল দেহধর্ম্মে পরিচিত হন। দেহের অস্তিত্বে তাঁহার অস্তিত্ব, দেহের আকারে আকারিত ও দেহাদির স্থূল কৃশ সুখী বা দুঃখী ইত্যাদি সংস্কারধর্ম্মে সংস্কৃত বলিয়া প্রতীত হন এবং দেহও অচেতন, অনিত্য ও ক্লেশপূর্ণ হইলেও আত্মাধ্যাসে আত্মার ধর্ম্মে চেতন, নিত্য ও আনন্দময়রূপে প্রতীত হইয়া থাকে। সাংখ্যশাস্ত্রে উক্ত আছে যে, মূল প্রকৃতি হইতে যথা ক্রমে প্রথম মহত্তত্ত্ব, পরে সেই মহত্তত্ত্বরূপ বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "তস্মাদ্বা এতস্মাৎ আত্মন. আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুরিত্যাদি" অর্থাৎ পরমাত্ম-

তদঙ্গসঙ্গ প্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ কেশান্ দুকূলং কুচপট্টিকাম্বা।

অন্বয়ঃ।

হে কুরূদ্বহ! তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ (তস্য ভগবতঃ অঙ্গসঙ্গেন প্রকৃষ্টা যা মুৎ হর্ষঃ তয়া আকুলানি অবশানি ইন্দ্রিয়াণি যাসাং তাঃ অতএব) বিস্রস্তমালাভরণাঃ (বিস্রস্তাঃ

শ্রীধরস্বামী।

তাস্ত ভগবদ্বিলাসৈরাকুলা বভূবুরিত্যাহ তদঙ্গেতি। তস্যাঙ্গসঙ্গেন প্রকৃষ্টা মুৎ প্রীতি-স্তয়া আকুলানি অবশানি ইন্দ্রিয়াণি যাসাং তাঃ বিশ্লথদ্বন্ধনান্ কেশাদীন্ অঞ্জসা প্রতি-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ততশ্চ তা ভগবদ্বিলাসৈরানন্দবিহ্বলা বভূবুরিত্যাহ তদঙ্গেতি। প্রকৃষ্টা মুৎ আনন্দস্তয়া

হে কুরুবংশাবতংস রাজন্ পরীক্ষিৎ! শ্রীকৃষ্ণের গাত্রস্পর্শজনিত আনন্দে ব্রজসুন্দরীগণের ইন্দ্রিয়বর্গ এত বিহ্বল হইয়া পড়িল যে, মস্তকের কবরীবন্ধন পরিধেয় বস্ত্র ও কুচাবরণ উত্তরীয়াদি শিথিল হইয়া অধোভাগে পতিত হইতে লাগিল; তথাপি তাঁহাদের এমন যোগ্যতা হইল না যে, সে গুলিকে পুনরায়

আভাস।

স্বরূপ অখণ্ড চৈতন্যের ইচ্ছাশক্তির বিকাশে পূর্ব্বকথিত সাংখ্যোক্ত ন্যায়ানুসারেই এই ব্রহ্মাণ্ড ও জীব-কলেবরের সৃষ্টি প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু উত্তরমীমাংসায় অভিহিত আছে যে, "ঈক্ষতে নার্শব্দং" অচেতনে কোন বৃত্তি হয় না; যেখানে যে কোন বৃত্তি বা তন্নিষ্ঠ পরিণাম বা অবস্থান্তরপ্রাপ্তি প্রতীত হয়, সর্ব্বত্রই এক চেতনের বিভাসে মাত্র। চৈতন্যহীন দেহে কোন ক্রিয়া বা ইচ্ছাদির অভিব্যক্তি হয় না; যেমন মৃত্তিকা লাভেই চৈতন্যবিশিষ্ট কুম্ভকার ঘটভাবে পরিণত হয়, কেবল মৃত্তিকায় ঘট প্রস্তুত হয় না, অতএব মৃত্তিকারূপ উপাদান থাকাতেই কুম্ভকার ঘটরূপবৃত্তিতে মৃত্তিকায় আত্মসংস্কারের পরিচয় দেয়, অথচ কুম্ভকার ঘট নহে বা ঘটরূপে পরিণত নহে, সেইরূপ কি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড জীবকলেবর, কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সকলই সেই কূটবৎ নির্ব্বিকারী নিরঞ্জন পরমাত্মার মূলপ্রকৃতিতে বৃত্তিবিশেষের পরিচয় মাত্র। প্রধানা প্রকৃতি বা মায়া যত ভাবে ও যত রূপে পরিণত হইয়া এই বিচিত্রতার পরিচয় দিয়াছেন, সকলই কুম্ভকারের ঘটনির্ম্মাণের ন্যায়, সেই পূর্ণব্রহ্মের প্রেমরসপূর্ণ ইচ্ছাশক্তির ক্রমবিকাশ মাত্র। কিন্তু যেমন মৃত্তিকা না থাকিলে, ঘটাকার হয় না, জলাদি স্বচ্ছ পদার্থ না থাকিলে সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব হয় না, বিষয় না থাকিলে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি ঘটে না, তদ্রূপ মায়া বা প্রকৃতির উদয় না থাকিলে, সৃষ্টির ইচ্ছা পরমাত্মায় উদিত হইতে পারে না। কিন্তু ঘটের আশ্রয় মৃত্তিকা হইলেও আকার কুম্ভকারে, বিম্বের আশ্রয় জল হইলেও আকার সূর্য্যে এবং বিষয়ে ব্যাপার ঘটিলেও ব্যাপারী ইন্দ্রিয়, সেইরূপ প্রকৃতি বা তাহার যাবতীয়

নাঞ্জঃ প্রতিব্যোঢ়ুমলং ব্রজস্ত্রিয়ো বিস্রস্তমালাভরণাঃ কুরূদ্বহ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।

মালাঃ আভরণানি চ যাসাং তাঃ) ব্রজস্ত্রিয়ঃ (বিস্রথদ্বন্ধনান্) কেশান্ দুকুলং কুচপট্টিকাং বা প্রতিব্যোঢ়ুং (অনুসন্ধানপূর্ব্বকং যথাপূর্ব্বং ধর্ত্তুং) অঞ্জ অঞ্জসা, ন অলং সমর্থাঃ বভুবুঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ব্যোঢ়ুং যথাপূর্ব্বং ধর্ত্তুং নালং সমর্থা বভুবুঃ। বিস্রস্তা মালা আভরণানি চ যাসাং তাঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

আকুলেন্দ্রিয়াঃ। কুচপট্টিকাং কঞ্চুলিকাং। প্রতিব্যোঢ়ুং বোঢ়ুং নালং ন সমর্থাঃ ॥ ১৮ ॥

বন্ধন বা যথাস্থানে নিবদ্ধ রাখেন ; তাঁহাদের গলদেশের মহামূল্য হার ও অঙ্গের আভরণাদি যে, কোথায় কোন ভাবে স্খলিত বা পতিত হইল, তাহা তাঁহাদের কিছুমাত্র লক্ষ্য হইল না ॥ ১৮ ॥

আভাস।

স্তরে যতকিছু ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, সকলই সেই প্রভু পরমেশের ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র। স্থূল জড় জগতের প্রত্যেক কার্য্যে পরিদৃশ্যমান এবং সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদি মহত্তত্ব (বুদ্ধি) পর্য্যন্ত সকল তত্ত্বের বৃত্তিতে তাঁহারই জ্ঞানভাবের প্রতীতি হইয়া থাকে। যেমন নাট্যশালাস্থ প্রদীপের ঔজ্জ্বল্যে গৃহস্থিত নর্ত্তকী. বাদ্যকর, দর্শকবৃন্দ ও গৃহকর্ত্তা সকলেই আলোক লাভে প্রদীপ্ত থাকে এবং কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ চৈতন্যের সন্নিধানেই বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়বর্গ ও অভিমানরূপ গৃহকর্ত্তা আলোকিত ও বৃত্তিতে ব্যাপৃত হইতে পারে। ভগবান্ এক রাসলীলা দ্বারা প্রকাশ করিলেন যে, তিনি মূলতত্ত্ব রাধাশক্তিকে সঙ্গে লইয়া রাসমণ্ডলের মধ্যে কেন্দ্রস্থানে সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন। কদম্বপুষ্পের অষ্টি হইতে পরাগ পর্য্যন্ত যেমন উত্তরোত্তর স্তরের আবরণ দেখা যায়, এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডও সেইরূপ উত্তরোত্তর আট প্রকার প্রকৃতিতে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। গীতাতে অভিহিত আছে, "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেবচ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতি-রষ্টধা ॥ অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥" ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি এই আটটী তত্ত্ব উত্তরোত্তর সৃষ্টিক্রমানুসারে দশাংশ ন্যূনাধিক ভাবে ব্রহ্মাণ্ডকে আবরণ করিয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ একাংশ ক্ষিতি তাহার দশগুণ জলতত্ত্বের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আবৃত। এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে সকল তত্ত্বের ন্যূনাধিক বিচারের অন্তে মূলা প্রকৃতি দশাংশ অধিক:ভাবে সমস্ত সৃষ্ট জগৎ আবরণ করত আপনার গর্ভে নিহিত রাখিয়াছেন। কিন্তু সেই হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপা প্রকৃতিও পরমাত্মার একাংশ মাত্রে অবস্থিত ; সুতরাং পরমাত্মা জনার্দ্দন অনন্তভাবে শ্রুত্যুক্ত "মহতো মহীয়ান্" ভাবে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ক্রীড়া করিতেছেন। আবার

কৃষ্ণবিক্রীড়িতং বীক্ষ্য ব্যমুহ্যন্ খেচর-স্ত্রিয়ঃ।

অন্বয়ঃ।

ততঃ এবং কৃষ্ণবিক্রীড়িতং বীক্ষ্য কামার্দ্দিতাঃ (কামেন অর্দ্দিতাঃ পীড়িতাঃ) খেচরস্ত্রীয়ঃ

শ্রীধরস্বামী।

ন কেবলং তা এব আকুলেন্দ্রিয়াঃ কিন্তু দেব্যোঽপীত্যাহ কৃষ্ণবিক্রীড়িতমিতি। কিঞ্চ।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কামার্দ্দিতাঃ কৃষ্ণবিষয়কেণ কামেন পীড়িতাঃ। কামার্দ্দিত ইতি পাঠে শশাঙ্কোঽপি

শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ মনোমুগ্ধকরী রাসলীলা নিরীক্ষণ করিয়া, দেব-বনিতাগণও কামশরে মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন; কেবল নারী কেন! শুক্র, মঙ্গল ও বৃহস্পতি

আভাস।

ন্যূনবিচারে, ক্ষিতির অন্তরে জল, জলের অন্তরে অনল, তদন্তরে বায়ু, তদন্তরে আকাশ, মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি এবং মূলা প্রকৃতি উত্তরোত্তর ন্যূনভাবে অবস্থিতি করিতেছে; সর্ব্বান্তে হৃষীকেশ গোবিন্দ ললিতা বিশাখাদি অষ্ট প্রকৃতিস্থানীয় সখীযূথের মধ্যস্থলে মূল হ্লাদিনীশক্তি রাধার অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া কেন্দ্রস্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। জীবদেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে এই অণুভাবে বিরাজ করত প্রকাশ করিতেছেন যে, প্রথম প্রধান অষ্ট তত্ত্বরূপ সখীবৃত্তিতে, পরে তদনুষঙ্গিক ইন্দ্রিয়াদি ষোড়শ সখীযূথের ব্যাপারে, এবং তদন্তর্ভূত অগণ্য বৃত্তিতে অণুভাবে আত্মারই বিকাশ হইয়া থাকে। এই সকল তত্ত্বের বৃত্তি যতক্ষণ বিষয়াভিমুখে প্রবর্ত্তিত রাখা যায়, ততক্ষণ বিষয়াকারেই বৃত্তিসমূহ আকারিত হয়; চৈতন্যের পৃথক্ অভিব্যক্তি স্পষ্ট থাকে না। গোপ-বনিতাগণ যে পর্য্যন্ত গোপ-পতির শুশ্রূষায় নিরত ছিলেন, তাবৎকাল কৃষ্ণসন্দর্শন পান নাই; যখন তাঁহারা বুঝিলেন যে, কৃষ্ণপ্রেমেই তাঁহাদের অস্তিত্ব রহিয়াছে, তখন তাঁহারা সকল বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া প্রতিলোম-পরিণামে বিষয় পরিহার পূর্ব্বক চিত্তবৃত্তির ন্যায় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, অমনি আত্মস্বরূপ প্রাণগোবিন্দ তাঁহাদিগকে প্রতিবিম্বচ্ছলে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক আপনার করিয়া লইলেন। যেমন ভিত্তিগত বর্ণ ভিত্তির উপর নানা চিত্রের প্রকাশ করত ভিত্তির ঔজ্জ্বল্য সমাধান করে, সেইরূপ রাসপ্রাঙ্গণে হ্লাদিনী শক্তি দ্বারায় অঙ্কিত বৃত্তিস্থানীয় সখীবৃন্দ ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলযূথে অবস্থিতি পূর্ব্বক কেন্দ্রস্থানীয় অনন্ত অখণ্ড আনন্দরসপূর্ণ সত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় অনন্ত শোভার বিকাশ করিতে লাগিলেন। জলাদিতে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের ন্যায়, চিত্ত ও বৃত্তিতে চৈতন্যস্বরূপ আত্মার যেমন ভান হইতে থাকে, সেইরূপ অনন্ত সখীর অন্তরালে গোবিন্দ ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন; সখীগণও কৃষ্ণসত্তায় প্রকাশমান। গোপীর সুখে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণসুখে গোপী, এই পরস্পর সম্বন্ধে গোকুলপতি কৃষ্ণ রাসলীলা করিয়াছেন। সাধকগণ যেন এই রাসলীলা তাঁহাদের হৃদয়ের সহিত নিত্যসম্বন্ধ জ্ঞানে বিচার করিয়া লন॥ ১৭।১৮॥

কামার্দিতাঃ শশাঙ্কশ্চ সগণো বিস্মিতোঽভবৎ ॥ ১৯ ॥
কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতী র্গোপযোষিতঃ।
ররাম ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ।

(খেচরাণাং দেবানাং স্ত্রিয়ঃ অপি) মুমুহুঃ তথা সগণঃ, (শুক্রাঙ্গারকগুর্ব্বাদিগণসহিতঃ) শশাঙ্কঃ চন্দ্রঃ (চ তরীক্ষ্য) বিস্মিতঃ অভবৎ ॥ ১৯ ॥

যাবতীঃ যাবতাঃ গোপযোষিতঃ লীলয়া অনায়াসেন, আত্মানং তাবন্তং তাবৎসংখ্যাকং কৃত্বা আত্মারামঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ তাভিঃ (প্রত্যেকং) সহ ররাম রেমে ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

শশাঙ্কশ্চেত্যনেনৈতৎ সূচিতং। শশাঙ্কেন বিস্মিতেন গতৌ বিস্মৃতায়াং ততঃ প্রাক্তনাঃ সর্ব্বে গ্রহাস্তত্র তত্রৈব তস্থুঃ ততশ্চাতিদীর্ঘাসু রাত্রিষু যথাসুখং বিজহ্রুরিতি ॥ ১৯ ॥

কিঞ্চ কৃত্বেতি। অয়ং ভাবঃ। কাত্যায়নি মহামায়ে ইতি শ্লোকেন প্রত্যেকং তাভিঃ প্রার্থনাৎ ভগবতাপি যাতাবলা ব্রজমিত্যাদিনা তথৈব প্রতিশ্রুতত্বাত্তাবন্তমাত্মানং কৃত্বা তাভীরেম ইতি। যাবতী র্যাবত্যঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কৃষ্ণমালোক্য স্ত্রীভাবং প্রাপ্তঃ। কৃষ্ণবিষয়কেণ কামেন পীড়িতশ্চ। ব্রজসুন্দরীগাত্রাণাং তদ্বিলাসানাঞ্চ যোগমায়য়ৈব পুরুষদৃষ্টিঃ প্রত্যাবরণপূর্ব্বং ব্যাখ্যাতমেব ॥ ১৯ ॥

ততশ্চ তাভিঃ সহ প্রত্যেকং কুঞ্জেষু রহস্যক্রীড়াপ্যভূদিত্যাহ কৃত্বেতি। যাবতীর্যাবৎসংখ্যকা গোপযোষিতো গোপবধ্বো গোপকন্যাশ্চ তাবন্তমাত্মানং তাবৎসংখ্যমাত্মপ্রকাশং কৃত্বা আত্মারামোঽপীতি ব্যাখ্যাতার্থং ॥ ২০ ॥

প্রভৃতি গ্রহগণে পরিবেষ্টিত পূর্ণ শশধরও তদ্দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইলেন ॥১৯॥

এদিকে যত সংখ্যক গোপী সেই রাস-মণ্ডলে বিহার করিতেছিলেন, ভগবান্ গোবিন্দ আত্মরূপকে তত সংখ্যক রূপে প্রকাশ করত, সেই গোপললনার প্রত্যেকের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

আভাস।

শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যাদি লীলা দর্শনে যে, কেবল ব্রজবনিতাগণই বিকলেন্দ্রিয় ও বিহ্বল হইয়াছিলেন, এমত নহে; দেব-বনিতাগণও কামপীড়িতা এবং অবসন্নার ন্যায় হইয়াছিলেন। অধিক কি! সে সৌন্দর্য্যে চন্দ্রাদি গ্রহ ও নক্ষত্রগণ যেন দিশাহারার ন্যায় স্ব স্ব গতি বিস্মৃত হইয়া রাসলীলার অবসানাবধি এক স্থানেই অবস্থিত ছিল; সুতরাং তাদৃশ অতি দীর্ঘ রাত্রিসমূহও সংসারে সকলের অজ্ঞাতসারেই অতিবাহিত হইয়া গেল। ব্রহ্মমোহনকালে যেমন এক বৎসর কাল গোপবালকগণের পক্ষে এক দিবসের ন্যায় প্রতীত হইয়া-

তাসামতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ।
প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্না শন্তমেনাঙ্গ পাণিনা ॥ ২২ ॥
গোপ্যঃ স্ফুরৎপুরটকুণ্ডলকুন্তলত্বিড়্গণ্ডশ্রিয়া সুধিতহাসনিরীক্ষণেন।

অন্বয়ঃ।

হে অঙ্গ! অতিবিহারেণ শ্রান্তানাং তাসাং গোপীনাং বদনানি করুণঃ কৃপাবান্ কৃষ্ণঃ শন্তমেন নিরতিশয়সুখকরেণ পাণিনা প্রেম্না প্রামৃজৎ পরিমৃষ্টবান্ ॥ ২১ ॥

তৎকররুহস্পর্শপ্রমোদাঃ (তস্য ভগবতঃ কররুহৈঃ নখৈঃ স্পর্শেন প্রমোদঃ যাসাং তাঃ)

শ্রীধরস্বামী।

কৃপাতিশয়মাহ তাসামিতি ॥ ২১ ॥

ততোঽতিভ্রষ্টানাং গোপীনাং চরিতমাহ গোপ্য ইতি। স্ফুরতাং সুবর্ণকুণ্ডলানাং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তাসাং রতিবিহারেণ তাসামতিবিহারেণেতি চ পাঠঃ। শ্রান্তানামিতি তাসাং রতি-শ্রান্তিমালক্ষ্য করুণঃ রমণাদ্বিরন্তোঽভূদিত্যর্থঃ। শন্তমেন সুখময়েন প্রামৃজদিত্যুপলক্ষণং বীজনানুলেপনপ্রত্যঙ্গপ্রসাধন বীটিকাপ্রদানান্যপি চক্রে ॥ ২১ ॥

ততশ্চ তাঃ স্বাধীনকান্তাঃ কান্তপরিধাপিতরত্নালঙ্কারাঃ কুঞ্জেভ্যো নিষ্ক্রম্য মিলিতা

হে প্রিয়তম! নৃত্যাদি অতিবিহারজনিত পরিশ্রমে নারীগণের মুখার-বিন্দে স্বেদবিন্দুর উদয় দেখিয়া ভক্তচিত্তশান্তকারী কৃপাবান্ কৃষ্ণ প্রেম প্রদর্শন পূর্ব্বক শান্তিপ্রদ করপল্লবের দ্বারা তাঁহাদের মুখমণ্ডল মার্জ্জিত করিয়া দিলেন ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণনখের মৃদুমন্দ আঘাতে নারীগণের আর আমাদের সীমা থাকিত

আভাস।

ছিল, রাসরাত্রিও ব্রজসুন্দরীগণের নিকট অধিক কাল বলিয়া বোধ হয় নাই ॥ ১৯ ॥

কামিনীগণ কাত্যায়নী পূজা করত যেমন প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং বস্ত্রহরণের পর শ্রীকৃষ্ণ কুমারীগণের প্রত্যেকের নিকট যেমন প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, হে অবলাগণ! তোমরা এক্ষণে গৃহে প্রত্যাগমন কর! পরে রাসরাত্রিতে আমার সহিত সকলে ক্রীড়া করিতে পাইবে, এই প্রতিশ্রুতি ও বরপ্রার্থনা অনুসারে ভগবান্ গোবিন্দ ভক্তের সাধ পূরণার্থ আপনাকে বহুরূপে প্রতীয়মান করিয়া যুগপৎ সকল গোপিকারই সাধ পূরণে আপনার প্রতিজ্ঞা সমাপন করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

ভগবানের কৃপার সীমা নাই। প্রার্থনার পূর্ব্বেই তিনি ভক্তের সকল অভাব মোচন পূর্ব্বক দুঃখ-নিবারণ করিয়া থাকেন। গোপিকাগণের রতিশ্রম অপনোদনচ্ছলে ভক্তযোগীর যোগশ্রম নিরাকরণ করেন, ইহাই এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ২১ ॥

মানং দধত্য ঋষভস্য জগুঃ কৃতানি পুণ্যানি তৎকররুহস্পর্শপ্রমোদাঃ ॥ ২২ ॥
তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।

অন্বয়ঃ।

গোপ্যঃ স্ফুরৎপুরটকুণ্ডলত্বিড়্গণ্ডশ্রিয়া (স্ফুরতাং পুরটস্য সুবর্ণস্য কুণ্ডলানাং কুন্তলানাং চ ত্বিষা গণ্ডেষু যা শ্রীঃ তয়া) সুধিতহাসনিরীক্ষণেন (সুধিতেন অমৃতায়িতেন হাসযুক্তনিরীক্ষণেন চ) ঋষভস্য ভর্ত্তুঃ কৃষ্ণস্য মানং দধত্যঃ সম্মানং কুর্ব্বত্যঃ পুণ্যানি পাপনিবর্ত্তকানি (তস্য) কৃতানি কর্ম্মাণি জগুঃ ॥ ২২ ॥

কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ (কুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতায়াঃ) যতঃ অঙ্গসঙ্গঘৃষ্টস্রজঃ অঙ্গ সঙ্গেন ঘৃষ্টা সম্মর্দ্দিতা যা স্রক্ তস্যাঃ) গন্ধর্ব্বপালিভিঃ (গন্ধর্ব্বপাঃ গন্ধর্ব্বপতয়ঃ ইব পায়ন্তি যে অলয়ঃ তৈঃ) অনুদ্রুতঃ

শ্রীধরস্বামী।

কুন্তলানাঞ্চ ত্বিষা গণ্ডেষু যা শ্রীস্তয়া সুধিতেন অমৃতায়িতেন হাসসহিতেন নিরীক্ষণেন চ ঋষভস্য পত্যুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মানং দধত্যঃ পূজাং কুর্ব্বত্যস্তৎকর্ম্মাণি জগুঃ। তস্য কররুহৈর্নখৈঃ স্পর্শেন প্রমোদো যাসাং তাঃ ॥ ২২ ॥

অথ জলকেলিমাহ তাভিরিতি। তাসামঙ্গসঙ্গেন ঘৃষ্টা সংমর্দ্দিতা যা স্রক্ তস্যাঃ।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

রাসোৎসবসমাপ্তিসূচকং মঙ্গলং জগুরিত্যাহ গোপ্য ইতি। স্ফুরতাং স্বর্ণকুণ্ডলানাং কুন্তলানাঞ্চ ত্বিষা গণ্ডেষু যা শ্রীস্তয়া সুধিতেন অমৃতায়িতেন হাসসহিতনিরীক্ষণেন ঋষভস্য পুরুষশ্রেষ্ঠস্য কৃষ্ণস্য মানমাদরং দধত্যঃ কৃতানি তৎকর্ম্মাণি জগুঃ। পুণ্যানি চারূণি তস্য কররুহাণাং নখানাং স্পর্শেন প্রকৃষ্টো মোদো যাসাং তাঃ ॥ ২২ ॥

ততশ্চ রাসোৎসবস্যাবভৃতস্নানমিব জলবিহারমাহ তাভির্যুতঃ। অপোহিতুং দূরীকর্ত্তুং। তাভিঃ কাভিঃ। যাঃ স্বকুচকুঙ্কুমৈরেব রমণব্যাপারবশেন রঞ্জিতাঃ। অঙ্গসঙ্গে-

---

না; উজ্জ্বল স্বর্ণকুণ্ডল ও অলকাজালে সুশোভিতা গোপিকাগণ তখন সুধাক্ষরিত হাস্য ও প্রেমপূর্ণ কটাক্ষের প্রয়োগে সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে সম্মান করত তাঁহার পবিত্র গুণগাথা গান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২২ ॥

নারীগণের গাত্র সংঘর্ষণে কৃষ্ণবক্ষস্থলের মালা তাহাদের কুচকুঙ্কুমে রঞ্জিত ও নিষ্পেষিত হইলেও, অলিকুল গন্ধর্ব্বপতির ন্যায় ঝঙ্কার রবে গান

আভাস।

স্বাধীনকান্তা বনিতার পক্ষে স্বামীকৃত নখাঘাত কখন ক্লেশকর বলিয়া বোধ হয় না; বরং তাহাকে প্রেমের স্ফূর্ত্তি ও অন্যমনস্ক ভাবের পরিবর্ত্তনে স্বামীর প্রতিই চিত্তের আকর্ষণ জন্মে। গোপ-ললনাগণ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ আচরণে নিতান্তই আনন্দিতা ও হৃষ্টা হইয়া তাঁহার মঙ্গলময় কৃপা-বিতরণ কার্য্যের প্রশংসা পূর্ব্বক গান করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

গন্দর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ।

অনুগতঃ, (বিহারেণ) শ্রান্তঃ (কৃষ্ণঃ) শ্রমং অপোহিতুং অপাকর্ত্তুং গজীভিঃ সহঃ ভিন্নসেতুঃ বিদারিতবপ্রঃ, ইভরাট্ ইব; তাভিঃ যূতঃ সঃ কৃষ্ণঃ বাঃ জলং, আবিশৎ ॥ ২৩॥

শ্রীধরস্বামী।

অতস্তাসাং কুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতায়াঃ সম্বন্ধিভিঃ গন্ধর্ব্বপালিভিঃ গন্ধর্ব্বপাঃ গন্ধর্ব্বপতয় ইব গায়ন্তি যেঽলয়স্তৈরনুদ্রুতঃ অনুগতঃ স কৃষ্ণঃ বাঃ উদকং আবিশৎ। ভিন্নসেতু বিদারিতবপ্রঃ! স্বয়ং চাতিক্রান্তলোকবেদমর্য্যাদঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নৈব দৃষ্টাঃ সংমর্দ্দিতাঃ স্রজা যাসাং তাঃ। স কুচেতি পাঠে স শ্রীকৃষ্ণঃ। গন্ধর্ব্বো মৃগভেদেস্যাদ্গায়নে খেচরেঽপি চেতি বিশ্বপ্রকাশাদ্গন্ধর্ব্বপা গায়নশ্রেষ্ঠা যে অলয়স্তৈরনুদ্রুতঃ সন্ বাঃ যামুনং জলং আবিশৎ। ভিন্নসেতুর্বিদীর্ণাবরণঃ। কৃষ্ণপক্ষে। অতিক্রান্তলোকমর্য্যাদঃ ॥ ২৩ ॥

করত তাহার অনুসরণ করিতে বিরত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ তখন যেন বিহারজনিত শ্রমের অপনোদনার্থ হস্তিনীগণে পরিবৃত মত্ত মাতঙ্গজের ন্যায় কালিন্দীর সলিলে অবগাহন করিলেন ॥ ২৩ ॥

আভাস।

রাসক্রীড়া সমাপন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ ললনাগণের শ্রমাপনোদনার্থ যমুনাতে অবগাহন পূর্ব্বক জলক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। এস্থলে গোপীও কৃষ্ণের রূপবর্ণন করিতে গিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে যে, গোপীর অঙ্গরাগ কৃষ্ণকলেবরে সংস্পৃষ্ট হইয়াছিল। অর্থাৎ যেমন জবাকুসুমের সন্নিধানে শুদ্ধ স্ফটিকেও জবার রঙ্গ লক্ষিত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণাঙ্গে গোপীর কুচকুঙ্কুম স্পৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের বস্তুত কোন স্পর্শ ঘটে নাই; কৃষ্ণের গলদেশে যে মালা ছিল, তাহাতেই সেই রাগ রঞ্জিত এবং "এতৎ কন্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় অর্পিতমস্তু" বলিয়া ভক্ত গোপালিকাগণ কর্ম্মফলের দ্বারা গ্রথিত যে পঞ্চবরণ পুষ্পের মালা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, বাসুদেব তাহা সাদরে গলদেশে ধারণ করিয়াছিলেন; তাহাতেই গোপিকার কুচরাগ স্পৃষ্ট; শ্রীকৃষ্ণ যেন সেই রঙ্গে রঞ্জিতের ন্যায় প্রতীত হইয়াছিলেন মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে মাতঙ্গ যেমন আবরণ বিদীর্ণ করত নির্ব্বাধে দণ্ডায়মান থাকে, শ্রীকৃষ্ণও সৃষ্টির মর্য্যাদা বা লৌকিক আচরণ অতিক্রম করত ধর্ম্মকর্ম্মের ও আচারের পরপারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

পরমাত্মস্বরূপ বাসুদেব যখন যে অবস্থাতেই লীলা করেন, পরোক্ষে বা অপরোক্ষে গোপীরূপ অনন্ত শক্তি তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়াই অবস্থিতি করে। তিনি বনবিহার সমাপন পূর্ব্বক যখন জলক্রীড়া আরম্ভ করিলেন, তখনও গোপীবৃন্দ তাঁহার চতুর্দ্দিকে

সোঽন্তস্থলং যুবতিভিঃ পরিষিচ্যমানঃ প্রেম্নোক্ষিতঃ প্রহসতীভিরিতস্ততোঽঙ্গ।
বৈমানিকৈঃ কুসুমবর্ষিভিরীড্যমানো রেমে স্বয়ং স্বরতিরত্র গজেন্দ্রলীলঃ ॥২৪
ততশ্চ কৃষ্ণোপবনে জলস্থলপ্রসূনগন্ধানিলজুষ্টদিক্‌তটে।

অন্বয়ঃ।

হে অঙ্গ রাজন্! প্রহসতীভিঃ যুবতীভিঃ ইতস্ততঃ সর্ব্বতঃ অলং অতিশয়েন পরিষিচ্যমানঃ প্রেম্না ঈক্ষিতঃ কুসুমবর্ষিভিঃ বৈমানিকৈঃ ঈড্যমানঃ স্তূয়মানঃ, স্বয়ং স্বরতিঃ আত্মারামঃ গজেন্দ্রলীলঃ (গজেন্দ্রস্য লীলা ইব লীলা যস্য সঃ) ভগবান্ (অন্তর্সি রেমে ॥২৪॥

অথ জলস্থলপ্রসূনগন্ধানিলজুষ্টদিক্‌তটে (জলস্থলপ্রসূনানাং গন্ধো যস্মিন্ তেন অনিলেন জুষ্টানি ব্যাপ্তানি দিশাং তটানি অন্তাঃ যস্মিন্ তস্মিন্) কৃষ্ণোপবনে (কৃষ্ণায়াঃ যমুনায়াঃ উপবনে) ভৃঙ্গপ্রমদাগণাবৃতঃ (ভৃঙ্গানাং প্রমদানাং চ গণৈঃ আবৃতঃ কৃষ্ণঃ করেণুভিঃ

শ্রীধরস্বামী।

স্বরতি রাত্মারামোঽপি। তত্র গোপীমণ্ডলেঽন্তর্সি বা ॥ ২৪ ॥

স্থলজলক্রীড়ে দর্শিতে। বনক্রীড়াং দর্শয়তি ততশ্চেতি। যমুনায়া উপবনে জলস্থলপ্রসূনানাং গন্ধো যস্মিন্ তেনানিলেন জুষ্টানি দিশাং তটানি অন্তা যস্মিন্। যদ্বা। দিশশ্চ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রেম্নেক্ষিতঃ প্রেম্নোক্ষিতং ইতি চ পাঠঃ। স্বং ধনং রতিঃ ক্রীড়ৈব যস্য সঃ ॥ ২৪ ॥

ততো জলবিহারানন্তরং চকারেণাঙ্গমার্জ্জনবনদেবস্তানীতস্তাদাত্মিকবস্ত্রালঙ্কারপরিধাপনানন্তরঞ্চ কৃষ্ণায়া যমুনায়া উপবনে পরঃসহস্রকুঞ্জযুক্তে তত্র স্বাপলীলার্থং চচার জগাম।

হে নরনাথ! হাস্যমুখী যুবতীবৃন্দ প্রেমবীক্ষণে নিরীক্ষণ করত চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার প্রতি জলসিঞ্চন করিতে লাগিলেন; তদ্দর্শনে অমরবৃন্দ স্বর্গোদ্যান হইতে কুসুম-বর্ষণ করত তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম ও পূর্ণকাম হইয়াও গোপীহৃদয়ে প্রেম এবং জগজ্জনের তৃপ্তিসাধনার্থ গজেন্দ্রের ন্যায় জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

অনন্তর জলক্রীড়া সমাপন করিয়া, জলজ ও স্থলজ কুসুম-গন্ধে আমোদিত গন্ধ-বহের মৃদুমন্দ সঞ্চালনে আন্দোলিত যমুনার উপবনে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ পূর্ব্বক, ভৃঙ্গগণ ও প্রমদাগণে পরিবৃত হইয়া করেণুবেষ্টিত মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায়

আভাস।

মণ্ডলাকারে পরিবেষ্টিত ছিলেন। কেবল লোকজগতে কেন! অন্তর্জগতেও তিনি এই প্রকারে ঐশ্বর্য্য-পরিবেষ্টিত; ইহাই অবধারণ করিতে হইবে ॥ ২৪ ॥

জলক্রীড়ার পর পুনরায় বস্ত্রাভরণাদি পরিধান পূর্ব্বক উপবনে বিহারার্থ বাসুদেব গমন করিলেন। এস্থলে জলবিহারে সূক্ষ্ম প্রাণনশক্তিযোগে প্রাণে এবং স্থলবিহারে স্থূল

চচার ভৃঙ্গপ্রমদাগণাবৃতো যথা মদচ্যুদ্দ্বিরদঃ করেণুভিঃ ॥ ২৫ ॥
এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।

অন্বয়ঃ।

গজীভিঃ বৃতঃ মদচ্যুৎ মদস্রাবী দ্বিরদঃ গজঃ যথা তথা চচার ॥ ২৫ ॥

এবং উক্তপ্রকারেণ, অনুরতাবলাগণঃ (অনুরক্তঃ প্রীতিযুক্তঃ অবলাগণঃ যস্মিন্ সঃ) তথাপি আত্মনি অবরুদ্ধসৌরতঃ (অবরুদ্ধঃ সৌরতঃ চরমধাতুঃ যস্য সঃ) যতঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ

শ্রীধরস্বামী।

তটং স্থলঞ্চ যস্মিন্ তস্মিন্ বনে ভৃঙ্গাণাং প্রমদানাঞ্চ গণৈরাবৃতঃ ॥ ২৫ ॥

রাসক্রীড়ানিগমনং এবমিতি। স শ্রীকৃষ্ণঃ সত্যসংকল্পঃ অনুরাগিস্ত্রীকদম্বঃ এবং সর্ব্বা নিশাঃ সেবিতবান্ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ শরদি ভবাঃ কাব্যেষু কথ্যমানা যে রসাস্তেষা-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কীদৃশে। জলস্থলবর্ত্তিপ্রসূনানাং গন্ধো যত্র তথাভূতৈরনিলৈর্জুষ্টানি দিক্‌তটানি যস্য তস্মিন্। ভৃঙ্গাণাং প্রমদানাঞ্চ গণৈরাবৃতঃ। মদানাং চ্যুৎ স্রোতনং ক্ষরণং যস্য সঃ ॥ ২৫ ॥

শরৎপৌর্ণমাসীনক্তনীং রাসক্রীড়ামুপসংহরন্নন্যাস্বপি রাত্রিষু বিবিধাবিচিত্রাপরিগণ্য তাদৃশক্রীড়া তাভিঃ সহ বভূবেত্যাহ। এবং সর্ব্বাএব যোগমায়ায়াঃ প্রভাবাৎ শশাঙ্কাংশু-রাজিতাঃ নিশাঃ সিষেবে স্ববিলাসৈ র্বৃন্দাবনীয় নিশাসুখমাস্বাদয়ামাসেত্যর্থঃ। সিষ্বধাতোঃ কর্ত্তৃত্বেন ক্রীড়োপযোগিন্যস্তা নিশাঃ পরমাদরণীয়ত্বেন ভোগ্যা কিমুত তত্রত্যাঃ কামবিলাসা ইতি দ্যোতিতং মহাপ্রসাদান্নং সেবতে ভক্ত ইতিবৎ। যতস্তে কামবিলাসা ন প্রাকৃতা জ্ঞেয়া ইত্যাহ সত্যা বাস্তব-বস্তুস্বরূপাঃ কামবিলাসা যস্য সঃ। কিঞ্চ রমণস্য কর্ত্তৃত্বং স্বং

বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সত্যসংকল্প; সুতরাং অবলাগণ তাঁহার প্রতি যতই অনুরক্ত হউন না! তিনি কখন স্খলিতপদ হন নাই। তাঁহার চরমধাতু অঙ্গ হইতে নির্গত

অভ স।

দেহাদি ও তদুপযুক্ত স্থলসংসর্গে সুতরাং তদুপযোগী বনের ও দেহের সৌন্দর্য্যাদি বর্ণন প্রয়োজন হইয়াছিল ॥ ২৫ ॥

এই শ্লোকে রাসলীলার যে প্রাকৃতিক কোন ভাব ছিল না, তাহারই পরিচয়ার্থ শ্রীকৃষ্ণের "অবরুদ্ধসৌরতঃ" এই বিশেষণ পদটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ-সংসর্গে পুরুষ নারীতে বীর্য্যসেচন করিয়া পুত্ররূপে তাহার গর্ভে স্বয়ংই জন্ম ধারণ করত পরিণত হয়; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সেরূপ পরিণতি নাই। তিনি জ্ঞানরূপ চৈতন্য-যোগে অন্য দৃশ্য পদার্থকে প্রকাশিত ও চেতনের ন্যায় করেন বটে, কিন্তু তাঁহাতে চৈতন্যের ক্ষরণ বা পরিণাম ঘটে না। সূর্য্য যেমন উদয়কালে কিরণ প্রদান করেন

সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ।

সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ (শরদি ভবাঃ কাব্যেষু কথ্যমানাঃ যে রসাঃ তেষাং আশ্রয়ভূতাঃ) শশাঙ্কাংশুবিরাজিতাঃ (শশাঙ্কঃ চন্দ্রঃ তস্য অংশুভিঃ কিরণৈঃ বিরাজিতাঃ উজ্জ্বলীকৃতাঃ) তাঃ সর্ব্বাঃ নিশাঃ সিষেবে ক্রীড়িতবান্ ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

মাশ্রয়ভূতা নিশাঃ যদ্বা নিশা ইতি দ্বিতীয়ান্তান্তসংযোগে। শৃঙ্গার-রসাশ্রয়াঃ শরদি প্রসিদ্ধাঃ কাব্যেষু যাঃ কথাস্তাঃ সিষেব ইতি। এবমপ্যাত্মন্যেব অবরুদ্ধঃ সৌরতঃ চরমধাতুঃ নতু স্খলিতো যস্যেতি কামজয়োক্তিঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তা গোপীশ্চ প্রাপয়ামাসেত্যাহ। অনু তদ্রমণান্তরং রতা রমণকর্ত্তারঃ অবলাগণা অপি যত্র সঃ। অবলাপদেন তত্র তাসাং প্রভবিষ্ণুত্বাভাবো ব্যঞ্জিতঃ। তদাচ ভগবন্তো রাত্রিন্দিবং তৎকেলিবিলাসৈকতানমনস্ত্বমভূদিত্যাহ। আত্মনি মনসি অবরুদ্ধাঃ অবরুদ্ধ্য স্থাপিতাঃ সৌরতাঃ সুরতসম্বন্ধিনো ভাবহাববিব্বোককিলকিঞ্চিতাদয়ঃ। বাম্যোৎসূক্যহর্ষাদয়ঃ স্তম্ভস্বেদবৈবর্ণ্যাদয়ঃ দর্শনস্পর্শন শ্লেষাদয়শ্চ যেন সঃ এবং সৌরতসংলাপৈর্ভগবান্ দেবকীসুতঃ। স্বরতো রময়ামাস নরলোকং বিড়ম্বয়ন্নিত্যত্র বিশেষবিবক্ষয়ৈব সংলাপপদোপন্যাসঃ। অত্রত্ববিশেষণ সর্ব্বএব তে সংগচ্ছন্তে ইতি জ্ঞেয়ং। সর্ব্বা দ্বাদশমাসিকীরেব নিশাঃ সিষেবে। কীদৃশীঃ। শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥ হায়নোঽস্ত্রী শরৎসমা ইত্যাভিধানাৎ। শরদি সম্বৎসরমধ্য এব ঋত্বাদিকমধিকৃত্য যে কাব্যা কথারসাঃ সংভবন্তি তেষামাশ্রয়াঃ। যাএব সাংবৎসরিকনিশাঃ শ্রীবৃন্দাবনীয়কৃষ্ণক্রীড়াধিকরণীভূতা আশ্রিত্য সৎকবয়ঃ প্রাচীনার্ব্বাচীনা ব্যাসপরাশরজয়দেবলীলাশুকগোবর্দ্ধনাচার্য্য শ্রীরূপাদয়ঃ স্বস্বকৃত্তেষু কাব্যেষু কথা রসাংশ্চ শৃঙ্গারপ্রধানান্ বর্ণয়িত্বাপি ন পারং প্রপ্নুবুরিত্যর্থঃ। অতএব ময়াপি সামস্ত্যেন বর্ণয়িতুমশক্যত্বাদ্দিগেবৈষা দর্শিতেতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

হয় নাই। শরৎকালীন যাবতীয় রসালাপের আশ্রয়ীভূত এবং পূর্ণশশধরের বিমল জ্যোৎস্নায় ধবলীকৃত সেই রাত্রি সকলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

আভাস।

কিন্তু অস্তগমনকালে সমগ্র কীরণজাল লইয়াই অস্তাচলে গমন করেন, সেইরূপ বাসুদেববিমুখ ব্যক্তির নিকট সে প্রেম ও জ্ঞানের কিছুমাত্র অংশ অবশিষ্ট থাকে না। তিনি কেবল লীলাকরণার্থ তাদৃশ বেশে বিহার করিয়াছিলেন; প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার নিজের কোন প্রয়োজন নাই। ভক্তের উদ্ধার করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। সাধক ভক্ত বা কবিগণের

পরীক্ষিদুবাচ ॥

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ ॥
স কথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্ষণং ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ।

পরীক্ষিৎ রাজা উবাচ। ধর্ম্মস্য সংস্থাপনায় ইতরস্য অধর্ম্মস্য প্রশমায় নিরাসায় চ জগদীশ্বরঃ (-জগতঃ ঈশ্বরঃ পালকঃ) ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অংশেন বলরামেণ সহ অবতীর্ণঃ ॥

হে ব্রহ্মন্! ধর্ম্মসেতূনাং ধর্ম্মমর্য্যাদানাং বক্তা উপদেশেন প্রবর্ত্তকঃ, কর্ত্তা স্বয়ং অনুষ্ঠাতা অভিরক্ষিতা সন্ সঃ কৃষ্ণঃ পরদারাভিমর্ষণং পরস্ত্রীসম্ভোগাত্মকং প্রতীপং ধর্ম্মপ্রতিকূলং অধর্ম্মং কথং আচরৎ ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রতীপং প্রতিকূলং অধর্ম্মমিত্যর্থঃ। আচরৎ কৃতবান্। নচেদধর্ম্মমাত্রং কলঞ্জভক্ষণাদিবৎ কিন্তু মহাসাহসমিত্যাহ পরদারাভিমর্ষণমিতি ॥ ২৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অথ পরীক্ষিৎসভোপবিষ্টানাং বিবিধবাসনাবতাং কর্ম্মিজ্ঞানিপ্রভৃতীনাং হৃদয়ে সন্দেহসমুদ্ভূতমালক্ষ্য তদুচ্ছেদার্থং পৃচ্ছতি সংস্থাপনায়েতি। ইতরস্যাধর্ম্মস্য। যঃ খল্বংশেন জগদীশ্বরো বিষ্ণুর্ভবতি স স্বয়ং ভগবানবতীর্ণঃ। যদ্বা। অংশেন বলদেবেন সহ প্রতীপং প্রতিকূলমধর্ম্মং যদি চ স্বৈরলীলয়ৈবাচরদিত্যুচ্যতে তদা ব্রহ্মশাপমঙ্গীকৃত্য তৎফলঞ্চ কদাচিদীশ্বরত্বেপ্যঙ্গীকরোতি যথা তথৈব পাপমঙ্গীকৃতা তৎফলমপ্যবশ্যমঙ্গীকুর্য্যাদিত্যাক্ষেপ ইত্যেকঃ প্রশ্নঃ ॥ ২৭ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ তখন সন্দেহ প্রযুক্ত শুকদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! ধর্ম্মের সংস্থাপন এবং অধর্ম্মের নিরাসনার্থ যে সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ জগৎপতি জনার্দ্দন স্বকীয় অংশ বলরামকে সঙ্গে লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥

এবং যিনি উপদেশ প্রদানে ধর্ম্মমর্য্যাদার প্রবর্ত্তক এবং স্বয়ং ধর্ম্মানুষ্ঠানে ধর্ম্মের রক্ষক, তাদৃশ পরমেশ শ্রীকৃষ্ণ পরস্ত্রী-সম্ভোগরূপ ধর্ম্মবিগর্হিত অন্যায় আচরণের কেন অনুষ্ঠান করিলেন।

আভাস।

যত কিছু ভক্তি বা রসের ভাব এপর্য্যন্ত বর্ণিত আছে, সকলই তাঁহার এই রাসলীলা হইতেই সমুৎপন্ন ॥ ২৬ ॥

আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতং।
কিমভিপ্রায় এতন্নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ।

হে সুব্রত সদাচারপরায়ণ! আপ্তকামঃ পূর্ণকামঃ অপি সঃ যদুপতিঃ কৃষ্ণঃ কিমভিপ্রায়ঃ (কেন অভিপ্রায়েণ) বৈ এতৎ জুগুপ্সিতং নিন্দিতং, কর্ম্ম কৃতবান্ তৎ নঃ অস্মাকং, সংশয়ং ছিন্ধি নিরাকুরু ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

আপ্তকামস্য নায়মধর্ম্ম ইতি চেত্তর্হি কামভাবান্নিন্দিতং কেনাভিপ্রায়েণ কৃতবানিতি পৃচ্ছতি আপ্তকাম ইতি ॥ ২৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পরমেশ্বরস্য নায়মধর্ম্ম ইতি চেৎ নিন্দিতমিদং কেনাভিপ্রায়েণ চকারেতি পৃচ্ছন্তি আপ্তকাম ইতি। তেন স্বকামপূরণার্থমিদং কৃতবানিতি প্রত্যুত্তরং ন দাতব্যমিতি ভাবঃ। অবতারেঽস্মিন্নেতাদৃশং জুগুপ্সিতমেব কর্ত্তব্যমবশ্যমিতি চেদত্ত আহ যদুপতিরিতি। পরমধার্ম্মিকাণাং যদূনাং পতিস্তর্হি কথমভূদিতি ভাবঃ ন ইতি নতু কেবলস্য মমাত্র সংশয়ো হন্তীত্যর্থঃ। তস্যাপ্তকামত্বেঽপ্যাত্মারামত্বেঽপি প্রেমানন্দস্বরূপাভিস্তাভিঃ সোৎকণ্ঠং রমণং যুজ্যত এবেতি জ্ঞাতপ্রায় রহস্যসিদ্ধান্তত্বাদিতি ভাবঃ। সুব্রতেতি। সদাচারপরায়ণস্য তবাপ্যস্যামেব লীলায়ামত্যাবেশদর্শনাদেতে সংশেরতে ইতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

হে সদাচারপরায়ণ! পূর্ণকাম সেই যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ কোন্ অভিপ্রায়ে যে ঈদৃশ নিন্দনীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা আপনি আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করত আমার সন্দেহের অপনোদন করুন! ॥ ২৮ ॥

আভাস।

আনুপূর্ব্বিক রাসলীলা শ্রবণে রাজসভায় সমাগত কর্ম্মী জ্ঞানী প্রভৃতি সভাসদ্গণের হৃদয়ে পাছে এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ জগদীশ্বর হইলেও ব্রহ্মশাপ অনুমোদন পূর্ব্বক তাহার ফল যখন স্বীকার করিয়াছেন, তখন পাপকর্ম্ম স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া অবশ্যই তাহার ফলভোগ স্বীকার করিবেন। এরূপ মীমাংসায় তাঁহার সর্ব্বৈশ্বর্য্যত্বের ও ঈশ্বরত্বের হানি জন্মে। এই আশঙ্কার অপনোদনার্থ রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্ন যুক্তিযুক্তই স্বীকার করিতে হইবে ॥ ২৮ ॥

এরূপ কার্য্যে পরমেশ্বরের পক্ষে কোন অধর্ম্মের সম্ভাবনা নাই, বলিয়াই যদি স্থির করা হয়, তবে তিনি কি অভিপ্রায়ে একার্য্য করিলেন? তিনি ত সত্যকাম! কামনার পূরণার্থ তিনি করিয়াছেন, একথা বলা নিতান্তই অসঙ্গত। কিম্বা যদি বলেন যে, যেমন অবতার গ্রহণে আবির্ভূত হইয়াছেন, তদনুরূপ নিকৃষ্ট ও নিন্দনীয় কার্য্যই তাঁহাকে অবশ্য করিতে হইবে; তদুত্তরে বক্তব্য যে, তিনি পরম ধার্ম্মিক যদুবংশের নেতা ও অধিপতি হইয়া এরূপ

শ্রীশুক উবাচ ॥

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসং।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃসর্ব্বভুজো যথা ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীশুকঃ উবাচ। হে নৃপ! ঈশ্বরাণাং মহতাং, ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ সাহসং চ যৎ দৃষ্টং তৎ তেজীয়সাং তেষাং সর্ব্বভুজঃ বহ্নেঃ যথা তথা দোষায় ন স্যাৎ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

পরমেশ্বরে কৈমুত্যন্যায়েন পরিহর্ত্তুং সামান্যতো মহতাং বৃত্তিমাহ ধর্ম্মব্যতিক্রম ইতি। সাহসঞ্চ দৃষ্টং প্রজাপতীন্দ্রসোমবিশ্বামিত্রাদীনাং তচ্চ তেষাং তেজস্বিনাং দোষায় ন ভবতীতি ॥ ২৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কৃতস্যাপ্যধর্ম্মস্য ফলমীশ্বরাণামপি ন ভবেৎ কিমুত পরমেশ্বরস্য তস্যেতি প্রথমপ্রশ্নোত্তরমাহ ধর্ম্মেতি ষড়্ভিঃ। ঈশ্বরাণাং রুদ্রাদীনামপি ধর্ম্মব্যতিক্রমোঽধর্ম্মো দৃষ্টঃ। সাহসং সাহসহেতুক ইত্যর্থঃ। ন দোষায় ন প্রত্যবায়ায়। বহ্নের্যথা সর্ব্বভুক্ত্বং ন দোষায় নাপাবিত্র্যায় তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

শুকদেব রাজা পরীক্ষিতের তাদৃশ সন্দেহপূর্ণ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া তন্নিরাকরণার্থ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! শক্তিসম্পন্ন মহদ্ব্যক্তিগণের যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম বা সাহস দেখা যায়, তাহাতে তাঁহাদের কোন দোষ ঘটে না; কারণ যেমন সর্ব্বভুক্ অনলে দ্রব্য-দাহন-জনিত কোন দোষস্পর্শ হয় না, সেইরূপ তেজীয়ান্ ব্যক্তির দোষাচরণে কোন দোষ ঘটে না ॥ ২৯ ॥

আভাস।

আচরণ করা যেন তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অবিধেয় বলিয়া আমার সংশয় জন্মিতেছে। অবশ্য তিনি আত্মারাম ও পূর্ণকাম বটেন; তিনি তাদৃশ প্রেমানন্দমূর্ত্তি গোপীগণের সহিত আগ্রহ সহকারে যে রমণ করিয়াছিলেন, তাহা রতি-রহস্যেই সুস্পষ্ট প্রতীত আছে; প্রকাশের আর বিশেষ প্রয়োজন নাই। কিন্তু আপনার ন্যায় সদাচারপরায়ণ ব্যক্তিরও যে, তাঁহার তাদৃশ লীলায় এত আনুরক্তি জন্মিতেছে দেখিয়া, আমার মনে নিতান্তই সংশয় জন্মিয়াছে। রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক এইরূপ বলিলে, তিনি তাঁহার সন্দেহ অপনোদনার্থ অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত কৃষ্ণলীলার গূঢ় তাৎপর্য্য নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

তিনি ছয়টী শ্লোকের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে, সামর্থ্যবান্ তেজস্বী ব্যক্তিদের পক্ষে অধর্ম্মানুষ্ঠানে যখন কোন পাপ স্পর্শ করে না, তখন পরমপুরুষ ভগবানে যে অধর্ম্মাচরণে পাপের স্পর্শ ঘটিবে, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? দোষ বা গুণ সামর্থ্যের তারতম্যেই

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্‌যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষং ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ।

অনীশ্বরঃ কর্ম্মপরবশঃ তেজোহীনঃ জনঃ জাতু কদাচিদপি এতৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধং মনসাপি ন সমাচরেৎ; হি যতঃ মৌঢ্যাৎ অজ্ঞত্বাৎ ঈশ্বরত্বাভিমানাৎ (বিরুদ্ধং) আচরন্ বিনশ্যতি। (যথা অরুদ্রঃ রুদ্রব্যতিরিক্তঃ অনীশ্বরঃ অব্ধিজং বিষং ভক্ষয়ন্ বিনশ্যতি) রুদ্রস্তু (পরমেশ্বরত্বাৎ জনোপকারায়) অব্ধিজং বিষং (ভক্ষিতবান্ তেন তস্য ন কিমপি বৈগুণ্যং জাতং)॥ ৩০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তর্হি যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠ ইতি ন্যায়েনান্যেঽপি কুর্য্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নৈতদিতি। অনীশ্বরো দেহাদি-পরতন্ত্রঃ। যথা রুদ্রব্যতিরিক্তো বিষমাচরন্ ভক্ষয়ন্ ॥ ৩০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তর্হি যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠ ইতি ন্যায়েনান্যোঽপি কুর্য্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নৈতদিতি। অনীশ্বরো নিকৃষ্টো জীবঃ যথা রুদ্রব্যতিরিক্তো বিষমাচরন্ ভুঞ্জানঃ সদ্যো বিনশ্যতি রুদ্রস্তু ভুক্ত্বা প্রত্যুত নীলকণ্ঠত্বেন শোভতে স্মেতি ভাবঃ॥ ৩০ ॥

যাহারা কর্ম্ম-পরবশ তেজোহীন ব্যক্তি, তাহারা যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ কুৎসিতাচার মনে মনেও কখন কল্পনা করে, কিম্বা অজ্ঞান বশত নিজেদের সামর্থ্য আছে মনে করিয়া, তাহার অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহারা বিনষ্ট হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। দেখ! পঞ্চানন নিজ সামর্থ্যগুণে সমুদ্রোৎপন্ন গরল পান করিয়াও জীবিত আছেন; বরং তদ্দ্বারা অন্যের উপকারই করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই গরল যদি তদপেক্ষা অসমর্থ কোন ব্যক্তি পান করিত, তাহা হইলে অবিলম্বে কাল-কবলে কবলিত হইত, সন্দেহ নাই ॥ ৩০ ॥

আভাস।

ঘটিয়া থাকে। নিরোগ ব্যক্তির পরিপাক-সামর্থ্য থাকায় প্রচুর ভোজনেও কোন দোষ না ঘটিয়া বরং তাহার স্বাস্থ্যেরই উন্নতি করে; কিন্তু পরিপাক-শক্তিশূন্য রোগীর পক্ষে উত্তম অন্ন অল্প পরিমাণে ভোজনেও পূর্ব্ব ব্যাধির বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াই থাকে। বহ্নি সকল বস্তুই দগ্ধ করিতে পারেন; তাঁহার সে সামর্থ্য আছে; অতএব সংস্পর্শ-জনিত দোষে তিনি দূষিত হন না। কিন্তু সে প্রকার সংস্পর্শ যদি অন্য কাহারও সহিত ঘটে, তবে তাহাকে যে দূষিত হইতে হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। অতএব সামর্থ্যের অনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাতে কোন দোষস্পর্শ ঘটে না; কিন্তু আপনার সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, কেবল অভিমান বশত সামর্থ্যের অতিরিক্ত যে কোন সামান্য কার্য্যে অগ্রসর হইলেই পাপগ্রস্ত ও উপেক্ষিত হইতে হয়,

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ॥ ৩১॥

অন্বয়ঃ।

ঈশ্বরাণাং জ্ঞানবৈরাগ্যাদিভিস্তেজীয়সাং, বচঃ আজ্ঞারূপং, সত্যং, আচরিতং তু ক্বচিদেব কিঞ্চিদেব তথা প্রমাণং; তেষাং ঈশ্বরাণাং স্ববচোযুক্তং স্ববচনেনাবিরুদ্ধং, যৎ আচরিতং বুদ্ধিমান্ তৎ তৎ এব আচরেৎ॥ ৩১॥

শ্রীধরস্বামী।

কথং তর্হি সদাচারস্য প্রামাণ্যমত আহ ঈশ্বরাণামিতি। তেষাং বচঃ সত্যং অতস্তদুক্তমাচরেদেব। আচরিতন্তু ক্বচিৎ সত্যং অতঃ স্ববচোযুক্তং তেষাং বচসা যদ্যদুক্তং অবিরুদ্ধং তত্তদেবাচরেৎ॥ ৩১॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কথং তর্হি সদাচারস্য প্রামাণ্যমত আহ ঈশ্বরাণামিতি। সত্যং সদ্ভ্যো হিতং ক্বচিৎ দশরথপুত্রত্বে সতীত্যর্থঃ। তস্মাদিয়ং ব্যবস্থেত্যাহ স্ববচোযুক্তং অবিরুদ্ধং তদেবাচরেৎ।

জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি শক্তিতে সুসম্পন্ন সামর্থ্যবান্ পুরুষের উপদেশরূপ আজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ; তাঁহাদের স্বীয় আচরণ যে সর্ব্বত্র উপাদেয় হইবে, এমন কোন কথাই নাই। তবে তাঁহাদের উপদেশানুরূপ আচরণেরই অনুসরণ বুদ্ধিমানুগণ করিয়া থাকেন॥ ৩১॥

আভাস।

সন্দেহ নাই। দেখ! মহাদেব সমুদ্র-মন্থনে উৎপন্ন হলাহল পান করিয়া জগতের উপকার সাধনে নীলকণ্ঠ নাম ধারণ করিয়াছেন; এতদ্দর্শনে বা শ্রবণে যদি কোন ব্যক্তি বিষপানে অগ্রসর হন, তবে তিনি অচিরে কাল-কবলে কবলিত হইবেন, সন্দেহ নাই। অবশ্য, "যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোক স্তদনুবর্ত্ততে"॥ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ ও ব্যবহার করেন, সাধারণ মনুষ্য তাহাকেই প্রমাণ স্বরূপ জ্ঞান করত তাহারই অনুকরণ করিবে সন্দেহ নাই; এবং তাহাতে তাহাদের কোন অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই বটে, কিন্তু তাঁহাদের কেবল আচরণের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, উপযোগীতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা প্রয়োজন। তাঁহারা যে যে কারণে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে তাহার অনুকরণে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সংগ্রহ করা বিশেষ প্রয়োজন। তেজস্বী ব্যক্তিগণের সাহস-পূর্ণ কর্ম্ম বা তাহাতে নিবৃত্তি বা উন্নতি দর্শনে অন্যের তদনুষ্ঠানে চিত্তের আগ্রহ না হইয়া, সেই উপযোগীতা লাভার্থ আগ্রহ হইবার বিশেষ প্রয়োজন। উপযোগীতা লাভার্থ যত্নের নিমিত্ত; তাদৃশ কর্ম্ম প্রলোভন মাত্র। কটু ঔষধি ভোজনার্থ মাতা লড্ডুকের প্রলোভন দেখান বটে; সে স্থলে ঔষধি সেবনে লড্ডুক ভোজন করিলেও রোগের বৃদ্ধি হয় না; কিন্তু ঔষধ না খাইয়া যদি কেবল লড্ডুক ভোজন করা হয়, তাহা

কুশলাচরিতৈরেষামিহ চার্থো ন বিদ্যতে।
বিপর্য্যয়েণ বানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ।

এষাং ঈশ্বরাণাং, কুশলাচরিতৈঃ ইহ লোকে, চকারাৎ পরলোকে চ অর্থঃ ফলং সুখং ন বিদ্যতে ভবতি; হে প্রভো! নিরহঙ্কারিণাং অহং মমেত্যভিমানরহিতানাং, তেষাং তথা বিপর্য্যয়েণ অধর্ম্মানুষ্ঠানেন বা অনর্থ-দুঃখং অপি ন ভবতি ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নন্থ তর্হি তেঽপি কিমেবং সাহসমাচরন্তি তত্রাহ কুশলেতি। প্রারব্ধকর্ম্মক্ষপণমাত্রমেব তেষাং কৃত্যং নান্যদিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বুদ্ধিমানিতি তত্রাপি বিচার্য্যৈব। তদসৌ বধ্যতাং পাপ আততায্যাত্মবন্ধুহেতি ভগবতো বচোঽপ্যর্জ্জুনেনাশ্বত্থামবধবিধায়কং ন পালিতমিতি ॥ ৩১।৩২ ॥

এই সামর্থ্যশালী পুরুষগণের মঙ্গলাচরণে ইহলোকে বা পরলোকে কোন স্বার্থের প্রার্থনা বা সুখের প্রত্যাশা নাই এবং দেহ গেহাদিতে তাঁহাদের মমতা ও অভিমানের অভাবে অধর্ম্মানুষ্ঠানেও কোন বিপদের বা দুঃখের সম্ভাবনা নাই ॥ ৩২ ॥

আভাস।

হইলে রোগেরই বৃদ্ধি হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ২৯।৩০ ॥

এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, সদাচার প্রমাণ বলিয়া গণনীয় হইলেও তাহা কৃষ্ণের রাসলীলায় কিরূপে সঙ্গত হইবে? এতদুত্তরে বক্তব্য যে, যে কার্য্য উপলক্ষে ভগবান্ অবতার গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সেই স্থলে সেই কার্য্যটী প্রধান বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন রামাবতারে সীতার বনবাস কার্য্যে প্রজাপালনের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র জগতে সতীত্ব ধর্ম্মের জলন্ত দৃষ্টান্ত চিরস্মরণীয় রাখিবার নিমিত্ত পতিপ্রাণয়না সাধ্বী প্রাণপ্রিয়া ভার্য্যাকেও কেবল সাধারণের চিত্তে বিশ্বাস উৎপাদনার্থ বনবাসিনী ও অগ্নিপরীক্ষিতা করিয়াছেন। এইটী ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তির আচরণ বলিয়া স্বীকার ও গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যত্র তাঁহাদের কার্য্যের অপেক্ষা উপদেশ ভাগকেই শ্রেয়স্কর বলিয়া গ্রহণীয়। তাঁহারা মানবের উপযোগিতা অনুসারে যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন এবং সেই উপদেশ অনুসারে যেখানে তদনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেই কার্য্যই মনুষ্যের প্রমাণ বলিয়া অনুসরণীয়। অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর পঞ্চ শিশু পুত্রকে বধ করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, "হে মহাবাহো! এই স্বজননিধনকারী আততায়ীকে এখনি বধ কর!" তাহাতে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের কেবল বাক্যের উপর নির্ভর দিয়া কার্য্য করেন নাই। তিনি দেখিলেন যে,

কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্মর্ত্যদিবৌকসাং।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ।

অতঃ ঈশিতব্যানাং নিয়ম্যানাং, তির্য্যঙ্মর্ত্ত্যদিবৌকসাং অখিলসত্ত্বানাং সকলপ্রাণিনাং, ঈশিতুঃ নিয়ন্তুঃ, শ্রীকৃষ্ণস্য কুশলাকুশলান্বয়ঃ পুণ্যপাপসম্বন্ধঃ, ন ভবতি ইতি কিং উত বক্তব্যম্ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রস্তুতমাহ কিমুতেতি। কুশলাকুশলান্বয়ো ন বিদ্যত ইতি কিং পুনর্বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রস্তুতমাহ কিমুতেতি ॥ ৩৩ ॥

অতএব দেব তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদি নিখিল প্রাণিসমূহের যিনি প্রবর্ত্তক এবং ঈশ্বরাভিমানী যাবতীয় জীবই যাঁহার আজ্ঞা বিনম্র-মস্তকে প্রতিপালন করিতেছেন, তাদৃশ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বনিয়ন্তা বাসুদেবে আর পুণ্যপাপের সম্বন্ধ-গন্ধ যে নাই, তাহার আর কথা কি! ৩৩ ॥

আভাস।

শ্রীকৃষ্ণ যখন গুরুর মৃতপুত্রও আনয়ন করিয়া গুরুকে প্রদান করিয়াছেন; তখন তাঁহার বাক্যের উপর নির্ভর দিয়াই গুরুপুত্রের বধে অগ্রসর হওয়া কোন মতে কর্ত্তব্য নহে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ ও আচরণ এতদুভয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অশ্বত্থামার বধতুল্য অপমান হয়, অথচ জীবনে বিনষ্ট তিনি না হন, এই নিমিত্ত তিনি কেবল অশ্বত্থামার মস্তকের কিরীট ছেদনেই ক্ষান্ত হইলেন। অতএব মহাপুরুষগণের উপদেশ ও আচরণ পৃথক্ ভাবে কখনই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার্য্য নহে; উপদেশ ও আচার উভয়কে লক্ষ্য করিয়া, নিজের সামর্থ্য অনুসারে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্যে অগ্রসর হওয়াই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য ॥ ৩১।৩২ ॥

অতএব যাঁহার নিয়মে এই জগৎ সংসার চালিত হইতেছে; দেব, মনুষ্য ও তির্য্যক্ যোনিগত জীবনিচয় শৃঙ্খলাবদ্ধের ন্যায় যাঁহার নিয়মে ধর্ম্মাধর্ম্ম পুণ্যপাপ ও সুখদুঃখ উপভোগ করিতেছে, যাঁহার নিয়মই সুখ বা দুঃখোৎপত্তির প্রধান কারণ, তিনি কখন সেই নিয়মে বদ্ধ থাকিতে পারেন না; সংসারের নিমিত্তই তাঁহার নিয়ম; সংসারাতীতের পক্ষে সে নিয়ম নহে। তিনি যখন নিয়ম করিয়াছেন, তখন তাঁহার পরিবর্ত্তনও তিনিই করিয়া থাকেন। সুতরাং নিয়ম কখন তাঁহাকে নিয়মন করিতে পারে না ॥ ৩৩ ॥

তাঁহার কথা দূরে থাকুক, তাঁহার ভক্তগণও সাংসার-ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠানে চিত্তের পাপরাশিকে বিদূরিত করিয়া যে সকল ভক্তগণ সেই ভগবানের চরণারবিন্দ হৃদয়ে ধারণা করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে আর

যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা যোগপ্রভাববিধুতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানা স্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ ॥ ৩৪॥

অন্বয়ঃ।

যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তাঃ (যস্য ভগবতঃ পাদপঙ্কজপরাগস্য নিষেবণেন তৃপ্তাঃ নিবৃত্তশব্দাদিসমস্তবিষয়াভিলাষাঃ ভক্তাঃ) যোগপ্রভাববিধুতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ (যোগস্য যৎপাদপঙ্কজধ্যানাত্মকস্য প্রভাবেণ বিধুতাঃ নিবৃত্তাঃ, অখিলাঃ কর্ম্মাত্মকাঃ বন্ধাঃ যেষাং তে) তে যোগিনঃ তথা মুনয়ঃ ব্রহ্মাত্মৈক্যমননশীলাঃ জ্ঞানিনঃ ন নহ্যমানাঃ বন্ধনং অপ্রাপ্নুবন্তঃ স্বৈরং চরন্তি যথেচ্ছং শাস্ত্রোল্লঙ্ঘনেনাপি কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি অতঃ স্বেচ্ছয়া আত্তবপুষঃ স্বীকৃতদেহস্য, তস্য কৃষ্ণস্য বন্ধঃ কুতঃ এব স্যাৎ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

এতদেব স্ফুটীকরোতি যস্য পাদপঙ্কজপরাগস্য নিষেবেণ তৃপ্তাঃ যদ্ বা যস্য পাদপঙ্কজ পরাগাণাং নিষেবো যেষাং তে তথা তেচ তৃপ্তাশ্চেতি ভক্তা ইত্যর্থঃ। জ্ঞানিনশ্চ ন নহ্যমানা বন্ধনমপ্রাপ্নুবন্তঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তদ্ভক্তা অপি ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং ন বধ্যন্ত ইত্যাহ যদিতি। নিষেবো নিতরাং সেবনং। যোগো ভক্তিযোগ স্তৎপ্রভাবেণ বিধুতোঽখিলানাং স্বদ্রষ্টৃণামপি কর্ম্মবন্ধঃ কিমুত স্বস্য যৈস্তে মুনয়ো মননশীলা ভক্তা অপি ন নহ্যমানাঃ বন্ধনমপ্রাপ্নুবন্তঃ। তস্য তু নিরঙ্কুশয়া স্বেচ্ছয়ৈব আত্তানি স্বীকৃতানি বপুংষি পরস্ত্রীশরীরাণি যেন তস্য ॥ ৩৪ ॥

যে ভগবানের চরণধূলিস্পর্শে পরিতৃপ্ত হইয়া ভক্তগণ শব্দাদি যাবতীয় বিষয়াভিলাষে জলাঞ্জলি দিয়া থাকেন, যাঁহার পাদপদ্মের ধ্যানপ্রভাবে যোগিগণ সমগ্র কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন; মুনিগণ যাঁহাকে মনন-শক্তিপ্রভাবে অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া যথেচ্ছাচরণেও পুনরায় সংসার-বন্ধনে বদ্ধ হন না, সেই পরমপুরুষ ভগবান্ নিজ ইচ্ছায় বিগ্রহ পরিগ্রহে অবতীর্ণ হইলে, কি কখন তাঁহার বন্ধনের সম্ভাবনা আছে? ॥ ৩৪ ॥

আভাস।

সংসার-নিয়ম জড়ীভূত করিতে পারে না। তাঁহারা লোক-মর্য্যাদা অতিক্রম পূর্ব্বক যথেচ্ছ আচরণ করিলেও সংসার-ধর্ম্মে লিপ্ত ও ধর্ম্মাধর্ম্মের অচ্ছেদ্য পাশে বদ্ধ হন না। অতএব যিনি ইচ্ছামাত্রেই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়াছেন, যাহাদিগকে রমণী বলিয়া বাহ্যদৃষ্টিতে লোক অবলোকন করিতেছে, সেই অনন্ত গোপীবৃন্দ যাঁহার ঈক্ষণ মাত্রেই সমুৎপাদিত হইয়াছে, তাদৃশ গোপবনিতার সহিত বিহারে ত তাঁহার পরসম্পর্ক ঘটে নাই। তাঁহার নিজ ইচ্ছাশক্তির পরিচালনা ও আপনাতেই তাহার নিবৃত্তি, এইমাত্র

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাং।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্ ॥ ৩৫ ॥
অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।

অন্বয়ঃ।

গোপীনাং তৎপতীনাং (তাসাং পতীনাং চ) তথা সর্ব্বেষাং অপি দেহিনাং যঃ অন্তশ্চরতি নিয়ন্তৃতয়া বর্ত্ততে সঃ অধ্যক্ষঃ সর্ব্বসাক্ষী ক্রীড়নেন হেতুনা ইহলোকে দেহভাক্ দেহং স্বীকৃতবান্ ॥ ৩৫ ॥

ভূতানাং অনুগ্রহায় (ভূতানি জীবান্ অনুগ্রহীতুং যথা কথঞ্চিৎ স্বৈকপরান্ কৃত্বা উদ্ধর্ত্তুং

শ্রীধরস্বামী।

পরদারত্বং গোপীনামঙ্গীকৃত্য পরিহৃতং। ইদানীং ভগবন্তঃ সর্ব্বান্তর্যামিণঃ পরদারসেবা নাম ন কাচিদিত্যাহ গোপীনামিতি। যোঽন্তশ্চরতি অধ্যক্ষো বুদ্ধ্যাদিসাক্ষী সএব ক্রীড়নেন দেহভাক্ ন ত্বন্মদাদিতুল্যঃ যেন দোষঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

ননু এবঞ্চেৎ আপ্তকামস্য নিন্দিতে কুতঃ প্রবৃত্তিরিত্যত আহ অনুগ্রহায়েতি। শৃঙ্গার-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তত্তদ্দৃষ্ট্যা তু সর্ব্বান্তর্যামিণো ভগবন্তো ন কেঽপি পরে ইত্যাহ। গোপীনামিতি যোঽন্তশ্চরতি তস্য বহিরালিঙ্গনে কো দোষ ইতি ভাবঃ। অধ্যক্ষো বুদ্ধ্যাদিদ্রষ্টা তস্য রহস্য বহির্গাত্রদর্শনে কো দোষ ইতি ভাবঃ। ইহ ব্রজমণ্ডলে ক্রীড়নেন হেতুনা দেহান্ গোপী শরীরাণি ভজতে রতিশ্রমপ্রস্বেদাম্বুমার্জ্জন্যাদিনা সেবতে ॥ ৩৫ ॥

জুগুপ্সিতং কিমভিপ্রায়ং কৃতবানিতি দ্বিতীয়প্রশ্নস্যোত্তরমাহ অন্বিতি। ভক্তানামনুগ্রহায় তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ ভজতে যাঃ শ্রুত্বা মানুষং দেহমাশ্রিতো জীবঃ তৎপর স্তদ্বিষয়কঃ

গোপীকাগণ, তৎপতিগণ, এমন কি দেহীমাত্রেরই হৃদয়াকাশে যিনি নিয়ন্তৃভাবে নিত্য বিরাজ করিতেছেন, সেই সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাধ্যক্ষ ভগবান্ কেবল ক্রীড়ার নিমিত্তই ইহলোকে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

তাঁহার এই দেহধারণ কেবল সংসারে দুঃখ-সন্তপ্ত মানবগণের উদ্ধারার্থ

আভাস।

অবধারণ করিতে হইবে ॥ ৩৪ ॥

কেবল গোপী কেন! যে শ্রীকৃষ্ণ গোপগোপী প্রভৃতি নিখিল ভূতদেহের অন্তরে-সর্ব্বসাক্ষী ও অন্তর্যামিরূপে নিয়ন্ত বিরাজ করিতেছেন, যাঁহার মূলসত্ত্বে সমগ্র গোপীবৃন্দের দেহ অবস্থিতি করিতেছে, সেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ প্রেমমূর্ত্তি ধারণে তাঁহাদিগকে যে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তাহাতে আর প্রাকৃতিক সম্বন্ধ নাই। প্রাকৃতিক দৃষ্টিতেই কেবল ওরূপ লক্ষ্য হয় মাত্র ॥ ৩৫ ॥

ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ।

মানুষং দেহং আশ্রিতঃ স্বীকৃতবান্ তথা তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ ভজতে করোতি, যাঃ শ্রুত্বা তৎপরঃ স্বৈকপরঃ নিরুদ্ধঃ ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

রসাকৃষ্টচেতসো বহির্মুখানপি স্বপরান্ কর্ত্তুমিতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শ্রদ্ধাবান্ ভবেদিতি ক্রীড়ান্তরতো বৈলক্ষণ্যেন মধুররসময্যাঃ অস্যাঃ ক্রীড়ায়াস্তাদৃশী মণিমন্ত্রমহৌষধানামিব কাচিদতর্ক্যা শক্তিরস্তীত্যবগম্যতে। তথৈব মানুষদেহবত এব তদ্ভক্তাবধিকারিত্বং মুখ্যমিতাভিপ্রেতং ॥ ৩৬ ॥

মাত্র। তাঁহার অনুগ্রহপূর্ণ লীলা শ্রবণে যাহাতে জীবের মতি তাঁহার প্রতিই অগ্রসর হয়, তজ্জন্যই তাঁহার এরূপ আচরণ ॥ ৩৬ ॥

আভাস।

যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা নারায়ণ, অখিল সৃষ্ট জীব ও জগৎ যাঁহার বশীভূত; যাঁহার আনন্দ-কণা লাভে জাগতিক জীব বা পদার্থ আনন্দপূর্ণ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে; শ্রুতি বলিয়াছেন, "রসো বৈ সঃ; রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" তিনি আনন্দের আধার। গুড়কে মিষ্ট করিবার জন্য যেমন গুড়ান্তরের প্রয়োজন করে না, সেইরূপ যাঁহার আনন্দ-রসাভাসের জন্য অন্য কোন আনন্দপূর্ণ পদার্থের প্রয়োজন করে না, তাদৃশ পরমানন্দ-মূর্ত্তি সর্ব্বজগদাধার সর্ব্বচেতন-চেতন জগৎপ্রাণৈক-বল্লভ জনার্দ্দন বিগ্রহ পরিগ্রহে নর-লীলাচ্ছলে যে সমস্ত লৌকিক আচরণ করিয়াছেন, সে সমস্ত তাঁহার নিজের স্বার্থ সমাধার জন্য কখনই নহে। কেবল রাসলীলা কেন! তাঁহার পক্ষে যাবতীয় কর্ম্ম, এমন কি শরীর-ধারণ পর্য্যন্ত যাবতীয় লীলাই অনাবশ্যক ও নিন্দনীয়; কারণ অপূর্ণত্ব ও অনাপ্ত-কামত্বেরই পরিচয় মাত্র। তথাপি তিনি যে এই সমস্ত অবতার গ্রহণে অমানুষিক লীলার প্রকাশ করিয়াছেন, সে কেবল সংসারান্ধ জীবের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া মুক্তি পথের পথিক করিবার জন্য মাত্র। তিনি অনন্ত লীলার আচরণে অনন্ত জীবকে অনন্ত আসক্তির পথ হইতে প্রতিনিবৃত্তির উপায় ও প্রবৃত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কামিনী ও কাঞ্চনাদি ভোগের বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া, কিরূপ বীরত্বের পরিচয় দিলে যে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত হওয়া যায়, তাহা এক কৃষ্ণচরিত্র শ্রবণে ও পাঠে উপলব্ধ ও পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, সন্দেহ নাই। তিনি অনন্ত গোপিকার আকর্ষণী শক্তির কেন্দ্রস্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্পষ্টই দেখাইয়াছেন যে, পুরুষ যদি কামিনীতে আসক্ত হয়, তবে এক নারীর প্রেমেই আবদ্ধ হইয়া ধন, যৌবন ও জীবন সকলই বিফলে বিনষ্ট করিয়া ফেলে; কিন্তু অনাসক্ত ভাবে অবস্থিত থাকিলে, কোটি নারীর প্রেমেও তাহাকে কণামাত্র হৃতচিত্ত হইতে হয় না।

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতা স্তস্য মায়য়া।

অন্বয়ঃ।

তস্য কৃষ্ণস্য মায়য়া মোহিতাঃ অতএব স্বান্ স্বান্ দারান্ স্বপার্শ্বস্থান্ মন্যমানাঃ ব্রজৌকসঃ

শ্রীধরস্বামী।

নন্বন্যেঽপি ভিন্নাচারাঃ স্বচেষ্টিতমেবৈতি বদন্তি তত্রাহ নাসূয়ন্নিতি এবং ভূতৈশ্বর্য্যাভি বে

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্বেবং সর্ব্বাস্বেব নিশাসু গোপস্ত্রীভিঃ সহ বিহরতি ভগবতি তাসাং পতিশ্চ শ্বশ্রূাদয়ঃ স্বস্বগৃহেষু তাঃ স্ববধূরদৃষ্ট্বা ভগবতে তস্মৈ কথং নাকুপ্যংস্তত্রাহ নেতি। মায়য়া যোগমায়য়ৈব নতু বহিরঙ্গমায়য়া। ভগবৎপরিবারেষু তস্যা অধিকারাভাবাৎ। তন্মোহিতানাঞ্চ ভগবদ্বৈমুখ্যস্যাবশ্যম্ভবাৎ। তেষাং গোপানান্তু ভগবদ্বৈমুখ্যমাত্রাদর্শনাৎ। তয়া মোহনঞ্চ গোপীষু কৃষ্ণমভিসৃত্তবতীষু তাদৃশীস্তাবতীরেব গোপীঃ সৃষ্ট্বা তান্ দর্শয়িত্বৈব। অতঃ স্বান স্বান্ দারান্ স্বপার্শ্বস্থানেব মন্যমানাঃ। যদুক্তমুজ্জ্বলনীলমণৌ। মায়াকলিততাদৃক্ স্ত্রী-শীলনেনানুসূয়ুভিঃ। ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গম ইতি। ততশ্চ যোগমায়য়া-

---

এই দেখুন! গোপিকারা এতকাল কৃষ্ণসঙ্গে বিহার করিলেও তাহাদের পতিগণ কৃষ্ণমায়ায় বিমোহিত হইয়া আপন আপন বনিতাকে নিজ পার্শ্বেই

আভাস।

এক নারীতে আসক্ত হইলে, আর তাহার প্রভু থাকা যায় না; বৃষভানুনন্দিনীর ব্যবহারেই তাহার বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। রাধিকা ক্ষণকালের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে নিজের প্রেমে আবদ্ধ মনে করিয়া, স্কন্ধারোহণের প্রয়াস প্রকাশ করিয়াছিলেন; কৃষ্ণ অমনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অন্য গোপিকারা যখন দেখিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের আশাকে ছেদন করিয়া একা রাধিকাকে লইয়াই আনন্দিত, তখন তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রেম লাভের আর প্রত্যাশা ছিল না। তাঁহারা তখন অসূয়া-পরবশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব আচরণ স্মরণ ও তাহার উল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি দোষারোপই করিয়াছিলেন। অতএব ইহার দ্বারা ভগবান্ জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, যদি কেহ কোন বস্তুতে বা ব্যক্তিতে আসক্ত হয়, তাহা হইলে প্রায় বিনামূল্যে তাহার স্বাধীনভাবের বিক্রয় হইয়া যায়; সেই প্রিয় বস্তুর সম্পূর্ণ অধীন হইয়া, অন্য সকল ভোগ্য বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়ে। অতএব আসক্তি জীবের অধিকারকে সঙ্কুচিত করে, এবং অনাসক্তিই অধিকারকে প্রশস্ত করে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রত্যেক লীলাতেই আসক্তি ও অনাসক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে মানবগণকে তাহার দোষ ও গুণের পরিচয় স্পষ্টত প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সম্পূর্ণ অনাসক্ত হইলেই শক্তির সঞ্চয়ে যে শ্রেষ্ঠ হইতে পারা যায়, তাহারই পরিচয় বারংবার দিয়াছেন॥ ৩৬॥

শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল রাসরাত্রিতে গোপ-ললনাগণের সহিত বনে বিহার করিলেও

মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ।

গোপীনাং পতয়ঃ কৃষ্ণায় নৈব অসূয়ন দোষদৃষ্ট্যা ন অপশ্যন্ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তথা কুর্ব্বন্তঃ পাপা জ্ঞেয়া ইতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শ্চিচ্ছক্তিবৃত্তিত্বাৎ তৎকার্য্যাণামপি নিত্যসত্যৌচিত্যাৎ সর্ব্বমায়িকপ্রপঞ্চনাশেঽপি তেষাং পার্শ্বস্থদারাণাং তেষু স্ব স্ব ভার্য্যাভিমানস্য চ নিত্যসত্যত্বমেব মন্যমানা ইত্যভিমানমাত্রং নতু যোগমায়াকল্পিতানামপি তাসাং পতিভিঃ সম্ভোগ ইতি তাসাং তদাকারতুল্যাকারাণাম-ন্যসংভুক্তত্বস্যানৌচিত্যাৎ অতএব স্বপার্শ্বস্থানিতি তু স্বতল্পস্থানিত্যুক্তং। তচ্চ সমাধানং যোগমায়য়ৈব। তৎপতীনাং তাসু কামভাবানুৎপাদনাৎ কৃতমিতি জ্ঞেয়ং। শ্রীভগবৎ-পার্শ্বাৎ স্বস্বগৃহং প্রতি গোপীনামাগমনসময়ে মায়িকগোপীনাং মায়য়ৈবান্তর্দ্ধাপনমপি জ্ঞেয়ং ॥ ৩৭ ॥

অবস্থিতা অবলোকন করিয়াছিলেন; সুতরাং কৃষ্ণের প্রতি কখন তাঁহাদের কোপদৃষ্টির সম্ভাবনাও হয় নাই ॥ ৩৭ ॥

আভাস।

তাঁহাদের পতি বা শ্বশ্রূ প্রভৃতি স্বজনবর্গ বনিতাগণকে গৃহে অবলোকন না করিয়া অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহারা স্বপ্নেও শ্রীকৃষ্ণের উপর কোনরূপ দোষারোপ করেন নাই। এই গূঢ় রহস্যের উদ্ঘাটনার্থ গ্রন্থকার এই শ্লোকের রচনা করিয়াছেন। যে সকল গোপিকা শ্রীকৃষ্ণ সহ রাসরাত্রিতে বিহার করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার নিত্যপ্রেয়সী; তাঁহারা কখন গোপের সম্ভুক্তা নহেন; গোপের বনিতারূপে যাহারা ব্যবহার দশাতে প্রতীতা ছিলেন, তাঁহারা যোগমায়ার রচিতা মাত্র। যেমন ব্রহ্মমোহন কালে প্রকৃত বৎস বালক ও বেণু প্রভৃতি সত্ত্বেও যোগমায়ারচিত বৎস ও বালক সমূহ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেইরূপ যোগমায়াকল্পিত গোপাঙ্গনার মূর্ত্তি গোপগণের সহিত এবং তদনুরূপ মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাসরঙ্গে নৃত্য করিয়াছিলেন। কূর্ম্মপুরাণের উত্তরবিভাগে দ্বাত্রিংশদধ্যায়ের অন্তে এরূপ উল্লেখ আছে যে, পতিব্রতা ধর্ম্মপরা নারী রুদ্রাণী নামেই অভিহিতা হইয়া থাকেন; তাঁহাকে কেহ কখন পরাভব করিতে পারে না। যেমন ত্রিলোকবিশ্রুতা সৌভাগ্যবতী রামপত্নী সীতা প্রচণ্ড রাক্ষসেশ্বর দশাননকেও পরাভব করিয়াছিলেন, সেইরূপ পতিব্রতা নারী আপন শত্রু নিতান্ত ভীষণ হইলেও অবলীলাক্রমে তাহাকে পরাস্ত করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। তথায় উক্ত আছে যে, কালপ্রেরিত হইয়া যখন দুষ্ট দশানন বিমলহৃদয়া তনুমধ্যা বিশাললোচনা রামবনিতা জনকনন্দিনীকে সম্ভোগার্থ মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করত মায়ার দ্বারা প্রচ্ছন্ন যোগিবেশ

ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ।

অন্বয়ঃ।

ব্রহ্মরাত্রে ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে, উপাবৃত্তে প্রাপ্তে, সতি বাসুদেবানুমোদিতাঃ (বাসুদেবেন

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ব্রহ্মরাত্র ইতি সমাসান্ত আর্ষঃ। ব্রহ্মণো রাত্রৌ যুগসহস্রপ্রমাণায়াং উপাবৃত্তে উপ আধিক্যেন আবৃত্তে একাসাবৃত্তিং গতে সতি গোপ্যঃ স্বগৃহান্ যযুঃ। একস্যামের রজন্যা-মেতাবত্যো লীলাঃ কর্ত্তব্যা ইতি ভগবতঃ সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ নৃত্যগীতাদয়ো বিলাসা যাবন্তো-মনস্তভীপ্সিতা আসন্ তাবন্তাং সংপূর্ত্তৌ যাবন্তঃ সময়াঃ সম্ভবন্তি তাবদ্ভিঃ সময়ৈঃ যুগ-সহস্রং পূর্ণং বভূব তচ্চ যুগসহস্রং প্রহরচতুষ্টয়াত্মকরজনীমধ্যে এব রাসস্থল্যাং প্রবিবেশ। যথা পঞ্চযোজনাত্মকবৃন্দাবনপ্রদেশৈকদেশ এব পঞ্চাশৎকোটিযোজনপ্রমাণানি ব্রহ্মাণ্ডানি

ব্রহ্মার মুহূর্ত্তপরিমাণ সেই ব্রহ্মরাত্রি অতীত হইলে, ভগবান্ বাসুদেব

আভাস।

ধারণে বনমধ্যে পর্য্যটন করিতেছিল, তখন সীতাদেবী অনায়াসে তাহার দুষ্ট অভিসন্ধি অবগত হইলেন; এবং স্বকীয় পতি দাশরথিকে মনে মনে স্মরণ করিয়া আশ্রমস্থিত আবসথ্য হোমাগ্নির সন্নিধানে গমন করত কৃতাঞ্জলিপুটে শরণ প্রার্থনা করিলেন। সেই শুদ্ধান্তঃকরণা পতিব্রতা যশস্বিনী সীতাদেবীর স্তবে হুতাশন সন্তুষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ মূর্ত্তি ধারণে তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং মায়ার দ্বারা একটী সীতামূর্ত্তি বাহিরে প্রস্তুত রাখিয়া সাক্ষাৎ পতিব্রতা সীতাকে লইয়া অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে রাক্ষসেশ্বর রাবণ সেই মায়াময়ী সীতামূর্ত্তিকে লইয়াই স্বীয় লঙ্কাপুরে গমন করিল। পরে শ্রীরামচন্দ্র যখন রাবণকে বধ করিয়া সীতার উদ্ধার করিলেন এবং লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে সীতাকে আনয়ন করিবার সময় সীতাকে রাবণোপভুক্তা বলিয়া মনে মনে সন্দিগ্ধ হইলেন, তখন সীতাদেবী রামহৃদয়ে আপনার পাতিব্রত্যের প্রত্যয় উৎপাদনার্থ অগ্নিতে পরীক্ষিত হইবার নিমিত্ত যখন জ্বলন্ত হুতাশনে প্রবেশ করিলেন, তখন পাবক সেই মায়াময়ী সীতামূর্ত্তিকে দগ্ধ করিয়া প্রকৃত সীতা শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদান করিলেন; এবং জানকী রামচন্দ্রের চরণে প্রণিপাত করিলেন। এতদ্দর্শনে রাঘব নিতান্ত প্রীত হইয়া হুতাশনকে প্রণাম করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, হব্যবাহন তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করত বলিলেন, হে রাঘব! সীতা ধর্ম্মপরায়ণা ও পতিব্রতা; কেহ তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। রাবণ মনে মনে ইহাঁকে কামনা করাতেই আমি ইহাঁকে লইয়া ভবানীর নিকট রক্ষা করিয়াছিলাম এবং মায়ার দ্বারা পৃথক্ এক সীতা মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছিলাম যাহা রাবণ অপহরণ করে এবং যাহার উপলক্ষে দুষ্ট দশানন নিহত হইয়াছে। সম্প্রতি এই পতিপরায়ণা সাধ্বী জনক-নন্দিনীকে গ্রহণ করত মৎকৃত কর্ম্মের পুরস্কার প্রদান করুন। এই বলিয়া হব্যবাহন অন্তর্হিত হইলেন। অতএব এই আবসথ্যাগ্নি যেমন মায়াসীতার

অনিচ্ছন্ত্যো যযুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্ ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ।

অনুমোদিতাঃ অনুমোদনপূর্ব্বকং আজ্ঞাপিতাঃ) ভগবৎপ্রিয়াঃ গোপ্যঃ (গন্তুং) অনিচ্ছন্ত্যোঽপি স্বগৃহান্ (প্রতি) যযুঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ব্রহ্মরাত্রে ব্রাহ্মে মহূর্ত্তে। উপাবৃত্তে প্রাপ্তে ॥ ৩৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রবিষ্টানি ব্রহ্মণা দৃষ্টানি যথাচাতিস্তোকএব ভগবত উদরস্যোপরি অপরিমিতানি দামানি অন্তরে চ ব্রহ্মাণ্ডমেব দৃষ্টমভূদিত্যত্র ন্যূনসম্ভাবনা কার্য্যা। যদুক্তং ভাগবতামৃতে। এবং প্রভোঃ প্রিয়াণাঞ্চ ধাম্নশ্চ সময়স্য চ। অবিচিন্ত্য প্রভাবত্বাদত্র কিঞ্চিন্নদুর্ঘটমিতি। বাসুদেবানুমোদিতাঃ মম চ ভবন্তীনাঞ্চ প্রতি তাদৃশক্রীড়াসিদ্ধার্থং প্রচ্ছন্নকামতৈবাভীষ্টেতি কৃষ্ণেন কৃতানুমোদনা ইত্যর্থঃ। যদ্বা। চিত্তাধিষ্ঠাত্রা বাসুদেবেনৈব গুরুলজ্জাভয়াদিকমুদ্ভাব্য প্রেরিতাঃ। অতএব প্রিয়-বিরহস্য দুঃসহত্বাদনিচ্ছন্ত্যোঽপি যযুঃ ॥ ৩৮ ॥

সেই প্রিয় গোপিকাগণকে গৃহে প্রত্যাগমনের অনুমতি করিলেন এবং নারী-গণ কেবল অনুমতিক্রমে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গৃহে গমন করিলেন ॥৩৮॥

আভাস।

গঠন করত রামকার্য্যের সাহায্য করিয়াছিলেন, এস্থলে যোগমায়াও স্থূলমূর্ত্তি গোপবনিতার গঠনে শ্রীকৃষ্ণলীলার সাহায্য করিয়াছেন। নিত্যপ্রেয়সী গোপিনীগণকে কৃষ্ণসহ রাসরঙ্গে বিদ্যমান রাখিয়াও গোপগণের সঙ্গছাড়া করেন নাই। তাহারা সকলে স্ব স্ব বনিতাকে আপন পার্শ্বেই অবলোকন করিয়াছিল। ইহারা সমস্ত মায়াময়। রাসাবসানে যখন শ্রীকৃষ্ণ বনিতাগণকে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে বলিলেন, তখন যোগমায়া তাঁহাদিগকে অন্তর্হিত করিলেন, ইহাই তাৎপর্য্য। বিশেষত যিনি সর্ব্বাধার, মায়াও যাঁহার আশ্রয়ে আশ্রিত, তাঁহার আর আপনার বা পর এই বিপরীত সম্বন্ধ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে! ৩৭ ॥

এই শ্লোকে "ব্রহ্মরাত্রে উপাবৃত্তে" বলিয়া রাস-রাত্রির যে কাল নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। অবশ্য, ভগবানের নিকট কিছুই অসম্ভব নহে; কারণ যখন পঞ্চযোজন বিস্তৃত বৃন্দাবনের একদেশে মাত্র পঞ্চাশৎকোটি যোজনপ্রমাণ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রবিষ্ট হইয়াছে, এইরূপ ব্রহ্মা দর্শন করিয়াছিলেন এবং যশোদা অনন্ত দাম সংগ্রহ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের উদর বেষ্টন করিতে পারেন নাই ও মৃত্তক্ষণচ্ছলে কৃষ্ণ মুখব্যাদান করিলে, জননী তাঁহার বদন মধ্যে ত্রিভুবন নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মার আয়ুপরিমিত মুহূর্ত্ত বলিয়া রাসরাত্রির কাল নিরূপণ করিলে যে সর্ব্বত্র অসঙ্গতিই হইবে, এমত নহে। তবে রাসক্রীড়ায় তৃপ্তি ও আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করানই গ্রন্থকারের লিখিবার তাৎপর্য্য;

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।

অন্বয়ঃ।

ব্রজবধূভিঃ সাকং ইদং বিষ্ণোঃ কৃষ্ণস্য বিক্রীড়িতং শ্রদ্ধান্বিতঃ যঃ পুমান্ শৃণুয়াৎ অথবা বর্ণয়েৎ শ্রাবয়েৎ সঃ (তস্মিন্) ভগবতি পরাং উৎকৃষ্টাং ভক্তিং প্রতিলভ্য প্রাপ্য, অচিরেণ

শ্রীধরস্বামী।

ভগবতঃ কামবিজয়রূপরাসক্রীড়াশ্রবণফলমাহ বিক্রীড়িতমিতি। অচিরেণ ধীরঃ সন্

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সর্ব্বলীলাচূড়ামণে রাসস্য শ্রবণকীর্ত্তনফলমপি সর্ব্বফলচূড়ামণিভূতমেবেত্যাহ বিক্রীড়িতমিতি। চকারাদীদৃশমন্যদপ্যন্যকবিবর্ণিতং। তাভিঃ সহ বিক্রীড়িতং। বিষ্ণোরিতি তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োরিত্যাদুক্তব্যাপকত্বাভিপ্রায়েণ নু নিশ্চিতং অনুদিনং বা শৃণুয়াৎ। অথ বর্ণয়েৎ কীর্ত্তয়েৎ। স্বকবিতয়া কাব্যরূপতেন নিবধ্নীতেত্যপি বা। পরাং প্রেমলক্ষণাং প্রাপ্যেত্যুক্ত্বা প্রত্যয়েণ হৃদ্রোগবতাপ্যধিকারিণি প্রথমতএব প্রেয়ঃ প্রবেশস্ততস্তৎপ্রভাবেণৈবাচিরতো হৃদ্রোগনাশ ইতি প্রেম্নায়ং জ্ঞানযোগ ইব ন দুর্ব্বলঃ পরতন্ত্রশ্চেতি ভাবঃ। হৃদ্রোগরূপং কামমিতি ভগবদ্বিষয়কঃ কামবিশেষো ব্যবচ্ছিন্নঃ তস্য প্রেমামৃতরূপতেন তদ্বৈপরীত্যাৎ। ধীরঃ পণ্ডিত ইতি হৃদ্রোগে সত্যপি কথং প্রেমা ভবেদিত্যনাস্তিক্যলক্ষণেন মূর্খত্বেন রহিত ইত্যর্থঃ। অতএব শ্রদ্ধান্বিত ইতি শাস্ত্রবিশ্বাসিনং নামাপরাধিনং প্রেমাপি নাঙ্গীকরোতীতি ভাবঃ॥

যে ব্যক্তি ভগবান্ গোবিন্দের ব্রজবধূসহ এই অপূর্ব্ব রাসলীলা বৃত্তান্ত শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ বা বর্ণন করেন, তিনি উৎকৃষ্ট ভগবদ্ভক্তিলাভে অচিরকাল

আভাস।

কালব্যাপিত্বের প্রতি তাঁহার তত লক্ষ্য নহে। সুতরাং এখানে ব্রহ্মরাত্রিশব্দের উল্লেখ করায়, তত পরিমাণ কালে যে পরিমাণ আনন্দ ভোগ হইবার সম্ভাবনা, সেই সমস্ত আনন্দ যুগপৎ সেই রাসরাত্রিসমূহে উপভোগ করিয়াছিলেন, বলিলে অর্থের বরং গৌরবই হইবে, সন্দেহ নাই॥ ৩৮॥

অন্তিম শ্লোকের দ্বারা রাসক্রীড়া শ্রবণের অধিকারী ও ফল নিরূপণ করিয়াছেন। সামান্য প্রাকৃতিক দৃষ্টিতে রাসলীলার প্রতি যেন কেহ অবলোকন না করেন; যদি কাহার হৃদয়ে ওরূপ প্রাকৃতিক ভাবও থাকে, তিনিও যদি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবানের লীলার প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট রাখেন, তাহা হইলে তাঁহার আর কামরোগে ক্লেশ পাইতে হইবে না। সর্ব্বকামনা হইতে নিষ্কৃতি লাভে তিনি অনুপম মুক্তিসোপানে আরোহণ করিবেন, সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণ যেমন প্রত্যেক দুই গোপীর মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া গোপীগণের প্রীতিবর্দ্ধন করিয়াছিলেন, ভক্তের প্রত্যেক বৃত্তি ও কার্য্যের অন্তরে বিদ্যমান

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ৩৯ ॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়ানাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ।

জীবদ্দশায়ামেব, ধীরঃ জিতেন্দ্রিয়ঃ, সন্ হৃদ্রোগং কামং, আশু অপহিনোতি নিরস্যতি ॥ ৩৯ ॥

ইতি দশমে শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃতান্বয়ে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীধরস্বামী

হৃদ্রোগং কামং আশু অপহিনোতি পরিত্যজতি। সেয়ং শ্রীপরমানন্দসেবি শ্রীধরনির্ম্মিতা। শ্রীভাগবতভাবার্থদীপিকা দশমাশ্রয়া ॥ ৩৯ ॥

॥ * ॥ ইতি দশমে ত্রয়স্ত্রিংশঃ ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শ্রীকৃষ্ণাতিবশীকারচুঞ্চো র্জিষ্ণুশিরোমণেঃ। প্রেম্না হাস ইবায়ং শ্রীরাসঃ শ্রীরপিমাপ যং। শাস্ত্রবুদ্ধিবিবেকাদ্যৈরপি দুর্গমমীক্ষ্যতে। গোপীনাং রসবর্ত্মেদং তাসামনুগতী বিনা। পদবাক্যপ্রকরণধ্বনয়োঽত্র সহস্রশঃ। সম্ভাগম্যাশ্চ গম্যাশ্চ নোক্তা বিস্তরভীতিতঃ ॥ ৩৯ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
দশমস্য ত্রয়স্ত্রিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

মধ্যে জীবদ্দশাতেই জিতেন্দ্রিয় হইয়া হৃদয়রোগ কামনাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই ॥ ৩৯ ॥

ইতি দশমে শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃতানুবাদে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

আভাস।

থাকিয়া সংসারের যাবতীয় শোক ও দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করেন ও শান্তি দেন। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার পর্য্যবেক্ষণ ও জ্ঞানযোগে কোন পার্থক্য নাই এবং জ্ঞানযোগের অপেক্ষা ইহা কোন অংশে ন্যূন নহে; অথচ এতদ্দ্বারা সুগম ভক্তিমার্গ ও প্রেমকে অবলম্বন করাইয়া তাদৃশ দুর্ব্বোধ্য জ্ঞানমার্গের সরল পথ ভগবান্ প্রদর্শন করাইয়াছেন। অতি নিকৃষ্ট কামিনী সংসর্গের ভাবও অবলম্বনে প্রকৃষ্ট শান্তি ও প্রত্যক্ চেতনার (প্রতিলোম গমনে চিদানন্দ ভাবের) অভিব্যক্তি জীবহৃদয়ে উৎপাদনার্থ সহজ উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কেবল অবিশ্বাসী জীবের পক্ষে রাসলীলা শ্রোতব্য নহে; এবং তাদৃশ লোকের নিকট বর্ণনীয়ও নহে; ইহাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায় ॥ ৩৯ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃত ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের আভাস সমাপ্ত ॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ॥
একদা দেবযাত্রায়াং গোপালা জাতকৌতুকাঃ।
অনোভিরনড়ুদ্‌যুক্তৈঃ প্রযযুস্তেঽম্বিকাবনং ॥
তত্র স্নাত্বা সরস্বত্যাং দেবং পশুপতিং বিভুং।

অন্বয়ঃ।

শ্রীবাদরায়ণিঃ শুকঃ উবাচ। দেবযাত্রায়াং (দেবস্য মহাদেবস্য পূজার্থং যাত্রা গমনং তস্যাং) জাতকৌতুকাঃ (জাতং কৌতুকং উৎসাহো যেষাং তে) তে গোপালাঃ নন্দাদয়ঃ অনড়ুদ্‌যুক্তৈঃ (অনড়ুদ্ভিঃ বৃষৈঃ যুক্তৈঃ) অনোভিঃ শকটৈঃ, এব অম্বিকাবনং (মথুরায়াঃ পশ্চিমদেশে স্থিতং তীর্থবিশেষং) যযুঃ ॥

তত্র বনে সরস্বত্যাং নদ্যাং স্নাত্বা হে নৃপ! তে গোপালাঃ, অর্হণৈঃ পূজাসাধনৈঃ গন্ধ-পুষ্পাদিভিঃ প্রভুং ফলদানে সমর্থং, দেবং পশুপতিং ত্র্যম্বকং, দেবীং অম্বিকাং চ ভক্ত্যা

শ্রীধরস্বামী।

চতুস্ত্রিংশেঽহিনাগ্রস্তং নন্দং হরিরমুমুচৎ।
বিদ্যাধরং চাঙ্গিরসশাপাৎ শঙ্খচূড়ং যথাবধীৎ ॥
রাসাপদেশতঃ কামং কিঙ্করীকৃত্য কামতঃ।
অনুগৃহ্নন্ বশং নিন্যে তথা বিদ্যাধরাধিপং ॥ * ॥

তদেবং কামানুগ্রহমুখেন কামজয়ং প্রতিপাদ্য তথৈব বিদ্যাধরজয়ং প্রতিপাদয়িতুং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

চতুস্ত্রিংশে নন্দপাদগ্রাসি সর্পং স্পৃশন্ হরিঃ।
উদ্ধার মণিং শঙ্খচূড়াজ্জগ্রাহ তদ্বধাৎ ॥ * ॥

শারদীং রাসলীলাং বর্ণয়িত্বা বাসন্তীং হোলিকাগানলীলাং বর্ণয়িষ্যন্ প্রথমং শিবরাত্রি-যাত্রামাহ। একদা ফাল্গুণকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং অম্বিকাবনং মথুরাবায়ব্যদিগ্বিভাগে সরস্বতীতীরস্থং

ব্যাসনন্দন শুকদেব বলিলেন, মহাদেবের পূজা উপলক্ষে গমনার্থ একবার শিবরাত্রি দিবসে নন্দাদি গোপবৃন্দ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বৃষযুক্ত শকটে আরোহণ পূর্ব্বক মথুরার পশ্চিমভাগে অবস্থিত অম্বিকাবন-নামক তীর্থে গমন করিলেন ॥

হে রাজন্! তথায় সরস্বতীর জলে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করিয়া, গন্ধ পুষ্পাদি বিবিধ পূজাসামগ্রীর দ্বারা সেই গোপগণ ভক্তিসহকারে সর্ব্বাভীষ্ট-

আভাস।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সর্পগ্রস্ত নন্দ ও অঙ্গিরার শাপগ্রস্ত সুদর্শন বিদ্যাধরের মোচন এবং শঙ্খচূড়ের বধ বর্ণিত হইয়াছে ॥

আনর্চ্চুরহর্ষৈর্ভক্ত্যা দেবীঞ্চ নৃপ তেঽম্বিকাং ॥ ১ ॥
গাবো হিরণ্যং বাসাংসি মধুমদ্ধন্নমাদৃতাঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদুঃ সর্ব্বে দেবো নঃ প্রীয়তামিতি ॥ ২ ॥
উষুঃ সরস্বতীতীরে জলং প্রাশ্য যতব্রতাঃ।
রজনীং তাং মহাভাগা নন্দসন্নন্দকাদয়ঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।

অনর্চ্চুঃ পূজয়ামাসুঃ ॥ ১ ॥

ততশ্চ দেবঃ রুদ্রঃ, নঃ অস্মাকং, প্রীয়তাং প্রীতঃ ভবতু, ইতি অভিপ্রায়েণ আদৃতাঃ আদরযুক্তাঃ, সর্ব্বে গোপাঃ গাবঃ গাঃ, হিরণ্যং বাসাংসি, মধু মদ্ধন্নং মধুসহিতমন্নং, ব্রাহ্মণেভ্যঃ দদুঃ ॥ ২ ॥

ততশ্চ তে মহাভাগাঃ নন্দসন্নন্দকাদয়ঃ জলং জলমাত্রং, প্রাশ্য পীত্বা, যতব্রতাঃ গৃহীতব্রহ্মচর্য্যাদিনিয়মাঃ তাং রজনীং সরস্বতীতীরে উষুঃ ন্যবসন্ ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তৎপ্রসঙ্গং দর্শয়তি একদেত্যাদি ॥ ১ ॥

গাবঃ গাঃ মধু মধুরং মদ্ধন্নং মধুনা সহিতমন্নং ॥ ২ ॥

জলমাত্রং প্রাশ্যোপোষিতা স্তাং নিশাং তত্র উষুঃ ন্যবসন্ ॥ ৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শ্রীশিবোমামূর্ত্তিভূষিতমিত্যেকে। গুর্জ্জরদেশস্থ সিদ্ধপুরনিকটস্থ তীর্থমিত্যন্যে প্রাহুঃ ॥ ১ ॥

গাবো গাঃ মধু শিবাভিষেকাবশিষ্টং মদ্ধন্নং মধুসহিতান্নং ॥ ২ ॥

সন্নন্দো নন্দানুজঃ সংজ্ঞায়াং কন্ ॥ ৩ ॥

ফলপ্রদ দেবদেব পশুপতি ও দেবী অম্বিকার পূজা সমাপন করিলেন ॥ ১ ॥

এবং ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন্! এই প্রার্থনায় সেই গোপগণ আদরাতিশয়ে গাভী, সুবর্ণ, দিব্য বস্ত্র, মধু এবং মধুররস-বিশিষ্ট ভোজন দ্রব্য ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিলেন ॥ ২ ॥

অনন্তর নন্দ সন্নন্দকাদি মহাপুণ্যবান্ গোপগণ ব্রতাবলম্বনে সংযত থাকিয়া জলমাত্র পানে সে দিবস রজনীকালে সেই সরস্বতী তীরেই শয়ন করিয়া রহিলেন ॥ ৩ ॥

গোপগণ নিদ্রিত হইলে, একটা ক্ষুধাতুর বিপুলদেহ সর্প ভোজনান্বেষণে

আভাস।

রাসলীলার দ্বারা মদনের দর্পখর্ব্ব বর্ণন করিয়া, তৎপ্রসঙ্গে বিদ্যাধরের পরাজয়ও বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

কশ্চিন্মহানহিস্তত্র বিপিনেঽতিবুভুক্ষিতঃ।
যদৃচ্ছয়াগতো নন্দং শয়ানমুরগোঽগ্রসীৎ ॥
স চুক্রোশাহিনা গ্রস্তঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহানয়ং।
সর্পো মাং গ্রসতে তাত প্রপন্নং পরিমোচয় ॥ ৪ ॥
তস্য চাক্রন্দিতং শ্রুত্বা গোপালাঃ সহসোত্থিতাঃ।
গ্রস্তঞ্চ দৃষ্ট্বা সংভ্রান্তাঃ সর্পং বিব্যধুরুল্মুকৈঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।

তত্র বিপিনে যদৃচ্ছয়াগতঃ (যদৃচ্ছয়া অকস্মাদেব আগতঃ) কশ্চিৎ অতিবুভুক্ষিতঃ মহান্ উরগঃ (উরসা গচ্ছন্) অহিঃ সর্পঃ শয়ানং নিদ্রিতং, নন্দং অগ্রসীৎ ॥

অহিনা গ্রস্তঃ সঃ নন্দঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ (ইতি আভাষ্য) হে তাত! অয়ং মহান্ সর্পঃ মাং গ্রসতে প্রপন্নং শরণাগতং, মাং পরিমোচয় ইতি চুক্রোশ ॥ ৪ ॥

এবং তস্য নন্দস্য আক্রন্দিতং দীনবচনং, শ্রুত্বা সহসোত্থিতাঃ গোপালাঃ (নন্দং) গ্রস্তং দৃষ্ট্বা সম্ভ্রান্তাঃ ব্যাকুলচিত্তাঃ সন্তঃ উল্মুকৈঃ জ্বলৎকাষ্ঠৈঃ সর্পং বিব্যধুঃ তাড়য়ামাসুঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

মহানহিরজগরঃ উরগঃ উরসা গচ্ছন্ ইত্যলক্ষিতত্বমুক্তং অগ্রসীৎ জগ্রাহ ॥ ৪ ॥
বিব্যধু স্তাড়য়ামাসুঃ উল্মুকৈঃ জ্বলৎকাষ্ঠৈঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মহানজগরঃ। উরসা গচ্ছতীত্যুরগ ইত্যলক্ষিতত্বজ্ঞাপনার্থং বিশেষণং ॥ ৪ ॥
চুক্রোশেতি। অনেন সর্ব্বদুর্গাণীতি গর্গোক্তিঃ স্মৃত্যেতি ভাবঃ ॥
উল্মুকৈ র্জ্বলৎকাষ্ঠৈঃ ॥ ৫ ॥

যদৃচ্ছাক্রমে আগমন করত তথায় উপস্থিত হইল, এবং অন্যের অজ্ঞাতসারে ভোজনার্থ নন্দকে আক্রমণ করিল ॥

সর্পের আক্রমণে নন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন; এবং বলিতে লাগিলেন, হে বৎস গোবিন্দ! এই ভয়ানক সর্প আমাকে গ্রাস করিতেছে! আমি তোমার নিতান্ত শরণাগত; আমাকে পরিত্রাণ কর! ৪ ॥

নন্দের তাদৃশ কাতর রোদন-ধ্বনি শ্রবণে গোপগণের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তাহারা সহসা গাত্রোত্থান করিয়া নন্দকে সর্পগ্রস্ত অবলোকনে ব্যাকুলিত হইয়া জ্বলন্ত কাষ্ঠের দ্বারা সেই সর্পকে তাড়না করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৫ ॥

কিন্তু সেই জ্বলন্ত কাষ্ঠের তাড়নেও যখন সর্প নন্দরাজকে কিছুতেই

অলাতৈর্হন্যমানোঽপি নামুঞ্চত্তমুরঙ্গমঃ।
তমস্পৃশৎ পদাভ্যেত্য ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ ॥ ৬ ॥
স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ।
ভেজে সর্পবপু র্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতং ॥ ৭ ॥
তমপৃচ্ছদ্ধৃষীকেশঃ প্রণতং সমবস্থিতং।
দীপ্যমানেন বপুষা পুরুষং হেমমালিনং ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ।

এবং অলাতৈঃ উল্মুকৈঃ হন্যমানোঽপি উরঙ্গমঃ সর্পঃ, যদা তং নন্দং ন অমুঞ্চৎ তত্যাজ, তদা সাত্বতাং ভক্তানাং পতিঃ পালকঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ অভ্যেত্য আগত্য, তং সর্পং পদা অস্পৃশৎ ॥ ৬ ॥

সঃ চ সর্পঃ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ (শ্রীমতঃ পাদস্য স্পর্শেন হতং অশুভং সর্পতাপাদকং শাপরূপং যস্য সঃ তথাভূতঃ সন্) সর্পবপুঃ হিত্বা পরিত্যজ্য, বিদ্যাধরার্চ্চিতং রূপং ভেজে ॥ ৭ ॥

তং প্রণতং দীপ্যমানেন বপুষা শরীরেণ, সমবস্থিতং হেমমালিনং সুবর্ণমালাধরন্তং পুরুষং পুরুষাকারং তং বিদ্যাধরং, হৃষীকেশঃ সঃ (হৃষীকাণাং ইন্দ্রিয়াণাং ঈশঃ নিয়ন্তা ভগবান্ অপৃচ্ছৎ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অলাতৈস্তৈস্তরেব ॥ ৬ ॥

বিদ্যাধরেষু অর্চ্চিতং পূজিতং ॥ ৭ ॥

গোপেষ্বাত্মন ঐশ্বর্য্যং প্রকাশয়িতুমবিদ্বানিব তমপৃচ্ছৎ দীপ্যমানেন বপুষা সমবস্থিতং ॥ ৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অলাতৈস্তৈস্তরেব ॥ ৬ ॥

বিদ্যাধরৈ রর্চ্চিতমিতি তস্য বিদ্যাধরশ্রেষ্ঠত্বাৎ ॥ ৭ ॥

তমপৃচ্ছদিতি বহুগ্রামনগরেভ্য আগতান্ যাত্রিকানপি লোকান্ ব্রাহ্মণানাদরতো ভীষয়িতুমিতি ভাবঃ। অতএব হৃষীকেশ স্তত্রত্যজনান্ সর্ব্বানেব সুদর্শনোক্তাবেকাগ্রীকারয়ন্ ॥ ৮ ॥

পরিত্যাগ করিল না, তখন ভক্তজন-প্রতিপালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তথায় আগমন করিলেন এবং চরণ প্রদানে সর্পকে স্পর্শ করিলেন ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শেই তাহার সর্পত্বপ্রতিপাদক সমস্ত অশুভ দূরে গেল; সে তৎক্ষণাৎ সেই নিকৃষ্ট সর্পযোনি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অপূর্ব্ব বিদ্যাধর রূপ ধারণ করিল ॥ ৭ ॥

অনন্তর দেদীপ্যমান তেজঃপুঞ্জ-কলেবর সুবর্ণমালা-বিভূষিত পুরুষাকার

কো ভবান্ পরয়া লক্ষ্ম্যা রোচতে শুভদর্শনঃ।
কথং জুগুপ্সিতামেতাং গতিং বা প্রাপিতোঽবশঃ॥
সর্প উবাচ॥
অহং বিদ্যাধরঃ কশ্চিৎ সুদর্শন ইতি শ্রুতঃ।
শ্রিয়া স্বরূপসম্পত্ত্যা বিমানেনাচরন্দিশঃ॥ ৯॥
ঋষীন্ বিরূপানঙ্গিরসঃ প্রাহসং রূপদর্পিতঃ।

অন্বয়ঃ।

অদ্ভুতদর্শনঃ বা শুভদর্শনঃ (অদ্ভুতং বা শুভং সুন্দরং দর্শনং রূপং যস্য সঃ) যঃ ইদানীং পরয়া লক্ষ্ম্যা শোভয়া, রোচতে শোভতে, প্রকাশতে, সঃ ভবান্ কঃ? কথং বা অবশঃ সন্ এতাং জুগুপ্সিতাং নিন্দিতাং, সর্পগতিং প্রাপিতঃ অসি॥

সর্পঃ উবাচ। সুদর্শনঃ ইতি শ্রুতঃ প্রসিদ্ধঃ, কশ্চিৎ বিদ্যাধরঃ দেবযোনিবিশেষঃ। অহং শ্রিয়া কান্ত্যা স্বরূপসম্পত্ত্যা সৌন্দর্য্যসমৃদ্ধ্যা, (কদাচিৎ) বিমানেন সর্ব্বাঃ দিশঃ আগমন্তাৎ চরন্॥ ৯॥

রূপদর্পিতঃ অহং বিরূপান্ অঙ্গিরসঃ অঙ্গিরাগোত্রোৎপন্নান্, ঋষীন্ প্রাহসং হসিতবান্,

শ্রীধরস্বামী।

যঃ পরয়া শোভয়া প্রকাশতে স ভবান্ ক ইতি॥ ৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রাপিত ইতি কেনেতি শেষঃ॥
শ্রুতঃ বিখ্যাতত্বাৎ সর্ব্বলোকৈরেব। দিশোঽচরং ইতস্ততঃ ক্রীড়য়া ভ্রমন্নাসম্॥ ৯॥

মূর্ত্তি ধারণে এক বিদ্যাধর সর্ব্বেন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম পূর্ব্বক যখন সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন—॥ ৮॥

অহো! এই যে, পরম রমণীয় এবং অপূর্ব্ব শোভাবিশিষ্ট মূর্ত্তিধারণে উপস্থিত হইয়াছ, তুমি কে? এবং কেনই বা এতাদৃশ নিকৃষ্ট সর্পযোনি গ্রহণে অবশের ন্যায়, তাহা ভোগ করিতেছিলে?॥

সর্প বলিল, আমি সর্ব্বলোক-বিশ্রুত সুদর্শন নামক বিদ্যাধর! নিজ সৌন্দর্য্যকান্তিতে দীপ্ত হইয়া যখন এক দিবস বিমানারোহণে আমি ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছিলাম॥ ৯॥

সেই সময়ে অঙ্গিরস-বংশ সম্ভূত কতকগুলি বিকলাঙ্গ ঋষিকে নয়নগোচর করিয়া কুরূপ বশত আমি তাঁহাদিগকে উপহাস করিয়াছিলাম। সেই পাপে

তৈরিমাং প্রাপিতো যোনিং প্রলব্ধৈঃ স্বেন পাপ্মনা ॥ ১০ ॥
শাপো মেঽনুগ্রহায়ৈব কৃতস্তৈঃ করুণাত্মভিঃ।
যদহং লোকগুরুণা পদাস্পৃষ্টো হতাশুভঃ ॥ ১১ ॥
তং ত্বাহং ভবভীতানাং প্রপন্নানাং ভয়াপহং।
আপৃচ্ছে শাপনির্ম্মুক্তঃ পাদস্পর্শাদমীবহন্ ॥

অন্বয়ঃ।

অস্মি ; অতঃ স্বেন পাপ্মনা পাপেন, প্রলব্ধৈঃ উপহসিতৈঃ তৈঃ ইমাং যোনিং প্রাপিতঃ ॥ ১০ ॥

যৎ যস্মাৎ অহং ইদানীং লোকগুরুণা সর্ব্বপূজ্যেন ত্বয়া পদা স্পৃষ্টঃ সন্ হতাশুভঃ (হতং অশুভং যথা তথা জাতঃ) অতঃ মে মম অনুগ্রহায় এব করুণাত্মভিঃ তৈঃ ঋষিভিরেব শাপঃ কৃতঃ দত্তঃ ॥ ১১ ॥

হে অমীবহন্ সর্ব্বপাপনিবারক ! (তব) পাদস্পর্শাৎ শাপনির্ম্মুক্তঃ (শাপাৎ নির্ম্মুক্তঃ অহং ভবভীতানাং (ভবেন সংসারেণ ভীতানাং অতএব) প্রপন্নানাং শরণাগতানাং, ভয়াপহং (ভয়ং অপহন্তীতি তং) তং ত্বাং আপৃচ্ছে (স্বলোকগমনায় অনুজ্ঞাং যাচে)।

শ্রীধরস্বামী।

প্রাহসং উপহসিতবানস্মি প্রলব্ধৈ রুপহসিতৈঃ মদীয়েন পাপেন নিমিত্তেন ॥ ১০ ॥

যদ্যস্মাৎ শাপাৎ ॥ ১১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রলব্ধৈ রুপহসিতৈ র্মদীয়েনৈব পাপেন নিমিত্তেন ॥ ১০ ॥

যৎ যতঃ শাপাৎ ॥ ১১ ॥

আপৃচ্ছে স্বলোকং গন্তুমনুজ্ঞাং যাচে। অমীবহন্ হে দুঃখহন্তঃ ॥

তাঁহাদের অভিসম্পাতে আমি ঈদৃশ নিকৃষ্ট যোনি লাভ করিয়াছিলাম ॥১০॥

কিন্তু সম্প্রতি হে জগদ্‌গুরু দেবদেব ! আপনার শ্রীচরণের স্পর্শ যখন প্রাপ্ত হইলাম, তখনই আমার সেই শাপ বিমোচিত হইল ; এক্ষণে দেখিতেছি যে, সেই করুণাময় ঋষিগণ শাপপ্রদানচ্ছলে আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহেরই প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

হে সর্ব্বপাপবিনাশন ! আপনার শ্রীচরণের প্রসাদে আমি অশুভ-ক্ষয়ে শাপনির্ম্মুক্ত হইয়াছি ! ভবভয়ে ভীত ব্যক্তিগণ কেবল আপনার চরণে শরণাগত হইবার গুণেই, সংসার-সাগর হইতে নিস্তার লাভ করিয়া থাকেন। আমিও আপনার শরণাগত ! অতএব স্বীয় লোকে প্রত্যাগমনার্থ আমাকে অনুমতি করুন ! ইহাই আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি ॥

হে ভক্তজন-প্রতিপালক সর্ব্বলোকৈকপালক মহাযোগিন্ শ্রীকৃষ্ণ !

প্রপন্নোঽস্মি মহাযোগিন্ মহাপুরুষ সৎপতে।
অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বর॥
ব্রহ্মদণ্ডাদ্বিমুক্তোঽহং সদ্যস্তেঽচ্যুত দর্শনাৎ।
যন্নাম গৃহ্ণন্নখিলান্ শ্রোতূনাত্মানমেব চ॥
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয় স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে।
ইত্যনুজ্ঞাপ্য দাশার্হং পরিক্রম্যাভিবাদ্য চ।

অন্বয়ঃ।

হে সৎপতে (সতাং ভক্তানাং সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বর মহাযোগিন্ (মহান্ যোগঃ উপায়ভূতঃ মহাশক্তিরূপঃ যস্য তৎসম্বোধনে) মহাপুরুষ পুরুষোত্তম কৃষ্ণ (দেব ইত্যপি পাঠঃ) মাং অনুজানীহি স্বলোকগমনানুজ্ঞাং দেহি॥

হে অচ্যুত! তে তব দর্শনাৎ এব সদ্যঃ ব্রহ্মদণ্ডাৎ ব্রাহ্মণশাপাৎ অহং বিমুক্তঃ। (নৈতদাশ্চর্য্যং যতঃ) যন্নাম (যস্য তব নাম) গৃহ্ণন্ উচ্চরন্ পুমান্ অখিলান্ শ্রোতৃন্ আত্মানং এব চ সদ্যঃ পুনাতি তস্য তে তব পদা স্পৃষ্টঃ অহং পূতঃ ইতি ভূয়ঃ কিং॥

ইতি এবং সুদর্শনঃ বিদ্যাধরঃ দাশার্হং কৃষ্ণং, অনুজ্ঞাপ্য পৃষ্ট্বা, পরিক্রম্য অভিবাদ্য, চ দিবং স্বর্গং, যাতঃ গতঃ, নন্দশ্চ কৃচ্ছ্রাৎ কষ্টাৎ, মোচিতঃ বভূব॥

শ্রীধরস্বামী।

আপৃচ্ছে স্বর্লোকং গন্তুং অনুজ্ঞাং যাচে। অমীবহন্ দুঃখনাশন। অহিদেহং নিহত্যৈবং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হে মহাযোগিন্ ক্বাহমধুনৈব মহাখলসর্পস্তৎপিতরমগ্রসং। ক্বাহমকস্মাদধুনৈব লব্ধ-সদ্বিবেকস্ত্বাং স্তোমীত্যচিন্ত্যং তব যোগৈশ্বর্য্যমিতি ভাবঃ। মহাপুরুষাণাং শ্রীমন্নন্দাদীনাং সতাং সাধূনাং পতে ইতি সর্পদেহান্মামমোচয় স্বীয়ানেতাংশ্চাপালয় ইত্যপারং তব কৃপাবৈভবমিতি ভাবঃ। অনু অনুচরমেব মাং জানীহি॥

দর্শনাদেব বিমুক্তঃ কিমুত পদাস্পৃষ্টঃ। নামৈকমপি গৃহ্ণন্ যঃ কোঽপি কিমুতাহং দর্শনস্পর্শবানপি॥

আপনিই পুরুষোত্তম নারায়ণ! স্বীয় ধামে গমনার্থ আমাকে অনুমতি প্রদান করুন!॥

হে অচ্যুত! আপনার দর্শনলাভ মাত্রেই অদ্য এই ভীষণ ব্রহ্মশাপ হইতে আমার বিমুক্তি কিছু বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কারণ আপনার নামটী মাত্র উচ্চারণ করিয়া; লোকে যখন আপনাদিগকে ও শ্রোতৃবর্গকে তৎক্ষণাৎ পবিত্র করিতে পারে, তখন আপনার শ্রীচরণস্পর্শে যে আমি পবিত্র হইয়াছি, তাহাতে আর বিশেষ বক্তব্য কি!॥

সুদর্শনো দিবং যাতঃ কৃচ্ছান্নন্দশ্চ মোচিতঃ ॥
নিশম্য কৃষ্ণস্য তদাত্মবৈভবং ব্রজৌকসো বিস্মিতচেতসস্ততঃ।
সমাপ্য তস্মিন্নিয়মং পুনর্ব্রজং নৃপা যযুস্তৎ কথয়ন্ত আদৃতাঃ ॥ ১২ ॥
কদাচিদথ গোবিন্দো রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ।
বিজহ্রতুর্বনে রাত্র্যাং মধ্যগৌ ব্রজযোষিতাং ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ।

হে নৃপ! ব্রজৌকসঃ গোপাঃ কৃষ্ণস্য আত্মবৈভবং কার্য্যসাধনবৈভবং নিশাম্য দৃষ্ট্বা বিস্মিতচেতসঃ (বিস্মিতং চেতো যেষাং তে) সন্তঃ তস্মিন্ অম্বিকাবনে নিয়মং পূজাদিকং সমাপ্য আদৃতাঃ আদরধুক্তাঃ তৎবৈভবং কথয়ন্তঃ ততঃ স্থানাৎ পুনঃ ব্রজং যযুঃ ॥ ১২ ॥

অথ কদাচিৎ অদ্ভুতবিক্রমঃ গোবিন্দঃ রামশ্চ বনে রাত্র্যাং ব্রজযোষিতাং মধ্যগৌ সন্তৌ বিজহ্রতুঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রাগুন্মত্তং সুদর্শনং। তদ্বদুন্মাদিনং কৃষ্ণঃ শঙ্খচূড়মতাড়য়ৎ ॥ ১২ ॥

তৎপ্রসঙ্গমাহ কদাচিদিতি ॥ ১৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিস্মিতচেতস ইতি অহো যোঽয়মস্মাকং লাল্য এবাস্মান্ বিনা ক্ষণমাত্রমপি ন নির্বর্ণোতি স এব কৃষ্ণঃ কিং পরমেশ্বর এবকেদেতৎপিত্রাদয়ো বয়মপি মহাপুরুষা এব ভবামেতি ধন্যো গর্গমুনির্যেন প্রথমত এবাস্য নারায়ণসাম্যমুক্তং। তথৈব বরুণস্যাস্য চ বিদ্যাধরস্য মুখাদশ্রৌষমিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

কদাচিচ্ছিবরাত্রিব্রতানন্তরং রাত্র্যাং চন্দ্রিকাবহুলায়াং। ব্রজযোষিতাং মধ্যগাবিতি বিরজো-

---

বিদ্যাধর সুদর্শন যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রকার স্তব স্তুতির দ্বারা অভিবাদন করিলেন এবং তদীয় অনুমতি গ্রহণে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত স্বর্গপুরে গমন করিলেন। এদিকে নন্দও সেই বিষম ক্লেশ হইতে উদ্ধার লাভ করিলেন ॥

হে রাজেন্দ্র! অরণ্যবাসী গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ অলোক-সামান্য বৈভব নিরীক্ষণ করিয়া, নিতান্তই বিস্মিত হইল; এবং অম্বিকাবনে যথাবিধি পূজাদি কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক অতি প্রীতমনে শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যকলাপের বিষয় পরস্পরে কথোপকথন করিতে করিতে ব্রজে প্রত্যাগন করিল ॥ ১২ ॥

অনন্তর এক দিবস নিশীথকালে অতুল-বিক্রম বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ উভয় ভ্রাতা বনমধ্যে ব্রজবনিতাগণে পরিবৃত হইয়া বিহার করিতেছিলেন ॥ ১৩ ॥

উত্তমরূপে অলঙ্কৃত ও চন্দনাদিতে অনুলিপ্ত হইয়া গলদেশে বনমালা

উপগীয়মানৌ ললিতং স্ত্রীরত্নৈর্বন্ধসৌহৃদৈঃ।
স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ স্রগ্বিনৌ বিরজোঽম্বরৌ ॥ ১৪ ॥
নিশামুখং মানয়ন্তাবুদিতোড়ুপতারকং।
মল্লিকাগন্ধমত্তালি জুষ্টং কুমুদবায়ুনা ॥ ১৫ ॥
জগতুঃ সর্ব্বভূতানাং মনঃশ্রবণমঙ্গলং।

অন্বয়ঃ।

বন্ধসৌহৃদৈঃ প্রেমময়ৈঃ, তৈঃ স্ত্রীরত্নৈঃ ললিতং যথাতথা উপগীয়মানৌ স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ (স্বলঙ্কৃতৌ চ তৌ অনুলিপ্তানি অঙ্গানি যয়োঃ তৌ চ) স্রগ্বিনৌ বনমালাধরৌ বিরজোঽম্বরৌ (বিরজসী নির্ম্মলে অম্বরে বাসসী যয়োঃ তৌ ॥ ১৪ ॥

মল্লিকাগন্ধমত্তালিজুষ্টং (মল্লিকানাং গন্ধেন মত্তৈঃ অলিভিঃ জুষ্টং সেবিতং) তথা কুমুদবায়ুনা (কুমুদগন্ধবহেন বায়ুনা জুষ্টং) উদিতোড়ুপতারকং (উদিতঃ উড়ুপঃ শশ্চন্দ্রঃ তারকাঃ চ যস্মিন্ তৎ) নিশামুখং নিশাপ্রবেশং মানয়ন্তৌ প্রশংসন্তৌ ॥ ১৫ ॥

তৌ রামকৃষ্ণৌ স্বরমণ্ডলমূর্চ্ছিতং (স্বরমণ্ডলস্য স্বরসমূহস্য মূর্চ্ছিতং আরোহণাবরোহণ-

শ্রীধরস্বামী।

বিরজোম্বরাবিতি বিরজসী অম্বরে যয়োস্তৌ ॥ ১৪ ॥

নিশাপ্রবেশং সংকুর্ব্বন্তৌ উদিতঃ উড়ুপঃ তারকাশ্চ যস্মিন্ তৎ মল্লিকাগন্ধেন মত্তা অলয়ো যস্মিন্ তৎ ॥ ১৫ ॥

অনিবদ্ধত্বাদন্যৈর্যুগপৎ কল্পয়িতুমশক্যমপি তৌ স্বরমণ্ডলমূর্চ্ছিতং যুগপৎকল্পয়ন্তৌ মনঃ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

চোলিকাক্রীড়ায়াং তথৈব ব্যবহার ইতি বৈষ্ণবতোষণী ॥ ১৩।১৪ ॥

নিশামুখং নিশারম্ভং সংকুর্ব্বন্তৌ। উদিত উড়ুপস্তারকা চ যত্র তৎ। কুমুদবায়ুনা-

---

ধারণ পূর্ব্বক শুভ্র বস্ত্র পরিধানে যখন বিচরণ করিতেছিলেন, তখন ব্রজসুন্দরীগণ প্রেমের উচ্ছ্বাসে তাঁহাদের গুণগাথা গান করিতেছিলেন ॥ ১৪ ॥

তৎকালে মল্লিকার মধুর গন্ধে উন্মত্ত ভ্রমরকুল গুণ্ গুণ্ রবে বিচিত্র কুসুমোপরি পরিভ্রমণ করিতে লাগিল; কুসুমের গন্ধ লইয়া মৃদুমন্দ হিল্লোলে গন্ধবহ প্রবাহিত হইতে লাগিল; অখণ্ড-মণ্ডল নিশানাথ তারকাজালে পরিবেষ্টিত হইয়া গগন-মণ্ডলে উদিত হইলেন; রামকৃষ্ণ তাদৃশ সন্ধ্যার শুভাগমন দর্শনে প্রফুল্লিত হইয়া, তৎকালীন সৌন্দর্য্যের বর্ণন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

এবং স্বর-সমূহে নিম্নোচ্চ আলাপনে জীব মাত্রেরই শ্রুতি-সুখকর গীত উভয়ে একত্রে গান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৬ ॥

তৌ কল্পয়ন্তৌ যুগপৎ স্মরমণ্ডলমূর্চ্ছিতং ॥ ১৬ ॥
গোপ্য স্তদ্গীতমাকর্ণ্য মূর্চ্ছিতা নাবিদন্নৃপ।
স্রংসৎদুকূলমাত্মানং স্রস্তকেশস্রজং ততঃ।
এবং বিক্রীড়তোঃ স্বৈরং গায়তোঃ সংপ্রমত্তবৎ।
শঙ্খচূড় ইতি খ্যাতো ধনদানুচরোঽভ্যগাৎ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়।

প্রকারং) যুগপৎ কল্পয়ন্তৌ সর্ব্বভূতানাং শ্রোতৃণাং মনঃশ্রবণমঙ্গলং (মনঃশ্রবণয়োঃ মঙ্গলং সুখজনকং, জগতুঃ অগায়তাং ॥ ৪৬ ॥

তয়োঃ তদ্গীতং আকর্ণ্য শ্রুত্বা মূর্চ্ছিতাঃ মোহং প্রাপ্তাঃ, গোপ্যঃ ততঃ তস্মাৎ মোহাৎ হে নৃপ! স্রংসৎদুকূলং (স্রংসৎ ভ্রশ্যৎ দুকূলং যস্মাৎ) স্রস্তকেশস্রজং (স্রস্তাঃ ভ্রষ্টাঃ কেশেভ্যঃ স্রজঃ মালাঃ যস্য যথাভূতং আত্মানং দেহং ন অবিদন্ ॥

এবং স্বৈরং যথেষ্টং সংপ্রমত্তবৎ বিক্রীড়তোঃ গায়তোঃ রামকৃষ্ণয়োঃ (সমীপে) শঙ্খচূড়ঃ ইতি নাম্না খ্যাতঃ কথিতঃ, ধনদানুচরঃ (ধনদস্য কুবেরস্য অনুচরঃ) ভৃত্যঃ অভ্যগাৎ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

শ্রবণয়োর্মঙ্গলং যথা ভবতি তথা জগতুঃ অগায়তামিতি ॥ ১৬ ॥

মূর্চ্ছিতাঃ তদ্গীতলীনচিত্তাঃ স্রংসৎ ভ্রশ্যৎ দুকূলং যস্মাৎ তং আত্মানং দেহং স্রস্তাঃ কেশেভ্যঃ স্রজো যস্য তং তথা নাবিদন্ ॥ ১৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যুক্তং যুগপদেকদৈব স্মরমণ্ডলানাং মূর্চ্ছিতং মূর্চ্ছানামনিবন্ধত্বাৎ কল্পয়িতুমশক্যমপি শক্যমপি কল্পয়ন্তৌ ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

গোপ্যঃ যথাস্বং তয়োঃ প্রেয়স্যঃ। আত্মানং দেহং স্রংসদ্দুকূলং স্রস্তাঃ কেশেভ্যঃ স্রজো যস্য তং নাবিদন্ নানুসন্দধুঃ ॥ ১৭ ॥

ভ্রাতৃদ্বয়ের সুমধুর ও শ্রুতিসুখকর গীত শ্রবণে গোপিকাগণ আনন্দ ও প্রেমের মূর্চ্ছনায় অবশ ও আত্মহারার ন্যায় হইয়া পড়িলেন; তাঁহাদের কটিদেশ হইতে নীবীবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল; এবং শিথিল কবরী হইতে পুষ্পরাজি বিকীর্ণ হইতে লাগিল; লজ্জার কথা দূরে থাকুক, অবলাগণ আপনাদের দেহ পর্য্যন্ত আপনারা বিস্মৃত হইয়া গেলেন ॥

এই প্রকারে প্রেমে উন্মত্তের ন্যায়, যখন রামকৃষ্ণ উভয় ভ্রাতা বিহার ও গান করিয়া বেড়াইতেছিলেন, শঙ্খচূড় নামক কুবেরের সুপ্রসিদ্ধ এক জন ভৃত্য তথায় আগমন করিল ॥ ১৭ ॥

এবং রামকৃষ্ণকে উপেক্ষা করত, তাঁহাদের সমক্ষেই তাঁহাদের প্রতিপাল্য

তয়ো র্নিরীক্ষতো রাজংস্তন্নাথং প্রমদাগণং।
ক্রোশন্তং কালয়ামাস দিশ্যুদীচ্যামশঙ্কিতঃ ॥ ১৮ ॥
ক্রোশন্তং কৃষ্ণরামেতি বিলোক্য স্বপরিগ্রহং।
যথা গা দস্যুনা গ্রস্তা ভ্রাতরাবন্বধাবতাং ॥ ১৯ ॥
মাভৈষ্টেত্যভয়ারাবৌ শালহস্তৌ তরস্বিনৌ।
আসেদতুস্তং বলিনৌ ত্বরিতং গুহ্যকাধমং ॥

অন্বয়ঃ।

হে রাজন্ তয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ নিরীক্ষতোঃ নিরীক্ষমাণয়োঃ সতোঃ অশঙ্কিতঃ নির্ভয়ঃ, সঃ তন্নাথং (তৌ নাথৌ স্বামিনৌ যস্য তং) ক্রোশন্তং (রোদনপূর্ব্বকমাহ্বয়ন্তং) প্রমদাগণং (প্রমদানাং গণং) উদীচ্যাং দিশি কালয়ামাস সহসা প্রেরয়ামাস ॥ ১৮ ॥

স্বপরিগ্রহং (স্বকীয়ত্বেন পরিগৃহীতং তং স্ত্রীজনং) হে কৃষ্ণ হে রাম ইতি এবং ক্রোশন্তং রোদনপূর্ব্বকমাহ্বয়ন্তং বিলোক্য দস্যুনা চৌরেণ গ্রস্তাঃ কাল্যমানাঃ গাঃ (দৃষ্ট্বা যথা তদ্বিমোচনার্থং কশ্চিৎ ধাবন্তি তথা) ভ্রাতরৌ রামকৃষ্ণৌ অন্বধাবতাং ॥ ১৯ ॥

মা ভৈষ্ট ভয়ং মাকার্ষী ইতি এবং অভয়ারাবৌ (অভয়ঃ আরাবঃ শব্দঃ যয়োঃ তৌ)

শ্রীধরস্বামী।

নিরীক্ষতো র্নিরীক্ষমাণয়োঃ। তৌ নাথৌ যস্য তং কালয়ামাস হঠাৎ প্রেষয়ামাস ॥ ১৮ ॥ দস্যুনা ব্যাঘ্রেণ ॥ ১৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নিরীক্ষমানয়ো স্তয়োরিত্যনাদরে ষষ্ঠী ॥ ১৮ ॥

ক্রোশন্তং হে রামকৃষ্ণ অস্মাংস্ত্রায়স্বেতি সক্রন্দনং ফৎকুর্ব্বন্তং। কালয়ামাস মহাষষ্টিচূর্ণনেন ভায়য়িত্বা উদীচীং দিশং প্রতি বিদ্রাবয়ামাসেতি। তেন স্পর্শস্তাসাং নাভূদিতি জ্ঞেয়ং। যথা গা ইত্যগ্রিমশ্লোকোক্তেঃ ॥

দস্যুনা চৌরেণ গ্রস্তা আত্মসাৎকর্ত্তুং বিদ্রাব্য স্বদেশং প্রতি চালিতাঃ ॥ ১৯ ॥

প্রমদাগণকে উত্তর দিকে তাড়াইয়া লইল। নিঃশঙ্কচিত্ত শংখচূড়ের তাড়নায় ব্যাকুল হইয়া অবলাগণ রোদন করিতে লাগিল ॥ ১৮ ॥

হে রাম! হে কৃষ্ণ! তোমরা উপস্থিত থাকিতেও তোমাদের শরণাগতা আমাদিগকে শংখচূড় কদর্থী করিতেছে, ইহা দেখিয়াও কি তোমাদের দয়া হইতেছে না! আমাদিগকে রক্ষা কর! বলিয়া কামিনীগণ কাতরকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; তখন পাষণ্ডতাড়িত গাভীর রক্ষার্থ উদ্‌যোগী হইবার ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম স্বরক্ষিত অঙ্গনাগণের উদ্ধারার্থ তাহাদের পশ্চাৎ ধাবন করিলেন ॥ ১৯ ॥

স বীক্ষ্য তাবনুপ্রাপ্তৌ কালমৃত্যূ ইবোদ্বিজন্ ॥
বিসৃজ্য স্ত্রীজনং মূঢ়ঃ প্রাদ্রবৎ জীবিতেচ্ছয়া ॥
তমন্বধাবদ্গোবিন্দো যত্র যত্র স ধাবতি।
জিহীর্ষুস্তচ্ছিরোরত্নং তস্থৌ রক্ষন্ স্ত্রিয়ো বলঃ ॥ ২০ ॥
অবিদূর ইবাভ্যেত্য শিরস্তস্য দুরাত্মনঃ ॥
জহার মুষ্টিনৈবাঙ্গ সহচূড়ামণিং বিভুঃ ॥

অন্বয়ঃ।

শালহস্তৌ গৃহীতশালবৃক্ষৌ, তরস্বিনৌ অতিবেগবন্তৌ, বলিনৌ তৌ ভ্রাতরৌ, তং গুহ্যকাধমং (গুহ্যকেষু অধমং নীচং) শঙ্খচূড়ং ত্বরিতং আসেদতুঃ ॥

সঃ শঙ্খচূড়ঃ কালমৃত্যূ (কালঃ অনিবার্য্যমরণসময়ঃ মৃত্যুঃ মারকো দেববিশেষঃ তৌ) ইব তৌ রামকৃষ্ণৌ অনুপ্রাপ্তৌ আগতৌ বীক্ষ্য উদ্বিজন্ বিভ্যৎ, জীবিতেচ্ছয়া স্ত্রীজনং বিসৃজ্য ত্যক্ত্বা, মূঢ়ঃ ইব প্রাদ্রবৎ পলায়িতঃ ॥

সঃ শঙ্খচূড়ঃ যত্র যত্র ধাবতি তত্র তত্র গোবিন্দঃ কৃষ্ণঃ তচ্ছিরোরত্নং (তস্য শিরোরত্নং) জিহীর্ষুঃ গ্রহিতুমিচ্ছু তং অন্বধাবৎ। বলঃ তু স্ত্রিয়ো রক্ষন্ তত্রৈব তস্থৌ ॥ ২০ ॥

অঙ্গ হে রাজন্! বিভুঃ সর্ব্বকরণসমর্থঃ কৃষ্ণঃ অবিদূরে সমীপে, ইব এব, অভ্যেত্য অভিমুখং এত্য, মুষ্টিনা এব চূড়ামণিং সহ তস্য দুরাত্মনঃ শঙ্খচূড়স্য, শিরঃ জহার ॥

শ্রীধরস্বামী।

মাভৈষ্ট মাভয়ং প্রাপ্নুত ইত্যভয়ারাবৌ ॥ ২০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কালমৃত্যূ। কালঃ প্রেরকঃ মৃত্যুঃ প্রের্য্যস্তাবিব। শীঘ্রং জহীতি রামঃ প্রেরকঃ। অয়মস্মানিমং হন্মীতি কৃষ্ণঃ প্রের্য্যস্তৌ ॥

স্ত্রিয়ো বিদ্রাবণশ্রান্তাস্তথৈব স্থিরীকৃতঃ আশ্বাস্য তস্থৌ ॥ ২০ ॥

অবিদূরেঽপি তত্র বিদূর ইবাভ্যেত্যেত্যর্থঃ ॥

উভয়ে শালদণ্ড হস্তে লইয়া "ভয় নাই, ভয় নাই" বলিতে বলিতে দ্রুতপদে সেই পলায়ন-পরায়ণ গুহ্যকাধম শংখচূড়ের সমীপবর্ত্তী হইলেন ॥

উপযুক্ত অবসরে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় সমাগত ভ্রাতাদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিয়া, শংখচূড় নিতান্ত উদ্বিগ্ন ও ভীত হইয়া উঠিল এবং জীবনরক্ষার বাসনায় সেই ললনাগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় যথেচ্ছ পলায়ন করিতে চেষ্টা করিল ॥

কিন্তু সে যে দিকেই পলায়ন করিতে চেষ্টা করিল, ভগবান্ মুকুন্দ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামকে নারীগণের রক্ষার ভার দিয়া, শংখচূড়ের চূড়ামণির

শঙ্খচূড়ং নিহত্যৈবং মণিমাদায় ভাস্বরং ॥
অগ্রজায়াদদৎ প্রীত্যা পশ্যন্তীনাঞ্চ যোষিতাং ॥ ২১ ॥
॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে শঙ্খচূড়বধো নাম চতু-
স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ৩৪ ॥ * ॥

অন্বয়ঃ।

এবং শঙ্খচূড়ং নিহত্য ভাস্বরং তেজোযুক্তং মণিং আদায় প্রীত্যা পশ্যন্তীনাং যোষিতাং পুরতঃ, অগ্রজায় রামায়, অদদৎ ॥ ২১ ॥

ইতি দশমে শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃতান্বয়ে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

শিরসা সহ চূড়ামণিং জহারেতার্থঃ ॥ ২১ ॥

॥ * ॥ ইতি দশমে চতুস্ত্রিংশঃ ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পশ্যন্তীনামিতি মহ্যমেবাতিসুভগায়ৈ দাস্যতি মহ্যমেবাত্যাদরণীয়ায়ৈ দাস্যন্তীত্যেবং প্রত্যেকমুৎসুকানাং তাসাং মদমৎসরানুদ্গমার্থং কস্যৈচিদপ্যদত্ত্বা রামায়াদাৎ [সচ মহা-বিজ্ঞঃ কৃষ্ণাভীপ্সিতস্থল এব তং মণিং ন্যধাদিতি জ্ঞেয়ং ॥ ২১ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
দশমস্য চতুস্ত্রিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

সংগ্রহার্থ সেই সেই দিকেই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

এবং অনতিদূরেই তিনি তাহার নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং হে রাজেন্দ্র! কেবল মুষ্টিপ্রহারেই সেই আততায়ী পাপিষ্ঠের শিরোরত্ন সহ মস্তক ভূমিতে নিপাতিত করিয়া মণি গ্রহণ করিলেন ॥

এই প্রকারে সেই ব্রজাঙ্গনাগণের সমক্ষে শংখচূড়ের নিধন সাধন করিয়া অতুল প্রভাসম্পন্ন সেই শিরোরত্ন অগ্রজের হস্তে সমর্পণ করিলেন ॥ ২১ ॥

ইতি দশমে শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃত অনুবাদের চতুস্ত্রিংশাধ্যায় সমাপ্ত॥

আভাস।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ উপলক্ষে দিবাভাগে বিহারার্থ বনে গমন করিলে, ব্রজবনিতাগণ তদীয় বিরহদুঃখে যেরূপে দিবাভাগ অতিবাহিত করিতেন, তাহাই তাঁহারা বেণুগীত অবলম্বনে দ্বাদশটী যুগ্মশ্লোকে যেরূপ গুণবর্ণনে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাই এস্থলে বর্ণিত হইয়াছে ॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ॥

গোপ্যঃ কৃষ্ণে বনং যাতে তমনুদ্রুতচেতসঃ ।
কৃষ্ণলীলাঃ প্রগায়ন্ত্যো নিন্যুর্দুঃখেন বাসরান্ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ ।

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ । কৃষ্ণে বনং যাতে সতি তং কৃষ্ণং, অনুদ্রুতচেতসঃ (অনুদ্রুতং আসক্তং চেতো যাসাং তাঃ) গোপ্যঃ কৃষ্ণলীলাঃ এব প্রগায়ন্ত্যঃ দুঃখেন কষ্টেন, বাসরান্ দিনানি, নিন্যুঃ যাপয়ামাসুঃ ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

পঞ্চত্রিংশে বনং যাতে কৃষ্ণে গোকুলযোষিতঃ ।
যুগ্মশ্লোকানুগীতেন নিন্যুর্দুঃখেন বাসরান্ ॥ * ॥

এবং রাত্রিষু শ্রীকৃষ্ণেন স্বৈরমভিরমিতানাং দিবাতদ্বিরহিতানাং গোপীনাং অনুগীতেন দিননিস্তারপ্রকারমাহ গোপ্য ইতি । দুঃখেন কৃচ্ছ্রেণ ॥ ১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

পঞ্চত্রিংশে বেণুগীতং দ্বাদশশ্লোকযুগ্মতঃ ।
বর্ণ্যতে যৎপ্রিয়াঃ পীত্বা বিরহিণ্যোঽনয়ন্ দিনং ॥ * ॥

সম্ভোগশৈথিল্যাং জ্যোৎস্নীষু বিচ্ছেদৌক্ষ্যং দিনেষ্বদাৎ । প্রেমা তাভ্যঃ স্বপুষ্ট্যর্থং স্বয়ং তদ্দ্বিতয়াত্মকঃ । এবং রাত্রিষু গোপ্যঃ স্বকান্তেন সহ লব্ধাঙ্গসঙ্গা নৃত্যগীতনর্ম্মাধরামৃতাদিকং পিবন্ত্যঃ সম্ভোগরসনিমগ্না বভূবুরিত্যুক্তং । ইদানীং দিনেষু তেন সহ লব্ধমনোমাত্র-সঙ্গাস্তদ্বেণুগানামৃতং মাত্রং পিবন্ত্যো বিপ্রলম্ভরসনিমগ্না বভূবুরিত্যাহ । গোপ্য ইতি । তং বনং গচ্ছন্তমনুলক্ষীকৃত্য দ্রুতানি বেগেন তেন সহ চলিতানি চেতাংসি যাসাং তাঃ ॥ ১ ॥

শুকদেব বলিলেন, হে নরপাল ! নিশাকালে গোপিকাগণ কৃষ্ণসঙ্গ প্রাপ্তে পরম সুখেই যামিনী অতিবাহিত করিতেন বটে, কিন্তু দিবাভাগে সেই গোপীবল্লভ গোচারণপ্রসঙ্গে বনে গমন করিলে, তাঁহার অদর্শনে গোপীগণের মনোগ্লানির আর সীমা থাকিত না ; তৎকালে তাঁহারা কেবল কৃষ্ণগুণগাথা গান করিয়াই অতিকষ্টে দিবাভাগ অতিবাহিত করিতেন ॥ ১ ॥

আভাস ।

অহো! ব্রজেন্দ্রকুমারের সুখসঙ্গে বনিতাগণ রাসক্রীড়াদির প্রসঙ্গে অতি আনন্দেই যামিনীসমূহ অতিবাহিত করিতেন ; কিন্তু দিবাভাগে কৃষ্ণবিরহ কি তাঁহাদের হৃদয়কে ব্যথিত করিত না ? সেই নিদারুণ যাতনা তাঁহারা যেরূপে অতিক্রম করিতেন, তাহাই এই শ্লোকে উপবর্ণিত হইয়াছে । অর্থাৎ লোকদৃষ্টিতে কৃষ্ণবিরহ উপলব্ধ হইলেও শ্রীকৃষ্ণ কখন তাঁহাদের অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইতে পারিতেন না । কৃষ্ণপ্রেমিকাগণ এতই যত্নসহকারে

গোপ্য উচুঃ ॥

বামবাহুকৃতবামকপোলো বল্গিতভ্রুরধরার্পিতবেণুং।

অন্বয়ঃ।

হে গোপ্যঃ! বামবাহুকৃতবামকপোলঃ (বামে বাহৌ তন্মূলে কৃতঃ অর্পিতঃ বামকপোলঃ যেন সঃ) বল্গিতভ্রুঃ (বল্গিতে নর্ত্তিতে ভ্রুবৌ যেন সঃ) মুকুন্দঃ কোমলাঙ্গুলীভিঃ আশ্রিতমার্গং

শ্রীধরস্বামী।

বামবাহুকৃতবামকপোল ইত্যাদীনি দ্বাদশযুগলানি। হে গোপ্যঃ! বামবাহৌ তন্মূলে কৃতোঽর্পিতঃ বামঃ কপোলো যেন সঃ। বল্গিতে নর্ত্তিতে ভ্রুবৌ যস্য যেন বা স বল্গিতভ্রু-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বৃন্দাবনে গাঃ সঞ্চার্য্য তত্রত্যাতরুবল্লিখগমৃগাদীন্ নক্তন্তনস্ববিরহখিন্নান্ আশ্বাসয়ন্ স্বাগমনমাবেদয়িতুং যদা বেণুনা কৃষ্ণঃ সঞ্জাগর্ত্ত তদা তদাকর্ণনেনোদ্দীপ্তভাবা গোপ্যঃ স্ব স্ব যূথস্থাঃ সখীঃ প্রত্যাহুর্বামেত্যাদি দ্বাদশযুগলানি। হে গোপ্যঃ! বামবাহৌ বামবাহুমূলে কৃতঃ অর্পিতঃ বামকপোলো যেন সঃ। গীতস্যারোহাবরোহয়োর্গমকময়ীকরণং তেনৈব প্রকারেণ সম্ভবেৎ। তথৈব বামজঙ্ঘোপরি দক্ষিণজঙ্ঘাধস্তটন্যাসোঽপি জ্ঞেয়ঃ। তেন ত্রিভঙ্গললিতস্তির্য্যগ্গ্রীবস্ত্রৈলোক্যমোহন ইতি নামত্রয়ং প্রকটীবভূবেতি ভাবঃ। বল্গিতে নর্ত্তিতে ভ্রুবৌ যেনেতি সুবলাদীন্ পুরস্থিতান্ গানসৌষ্ঠবে অবধাপয়িতুমিতি ভাবঃ।

তৎকালে তাঁহারা পরস্পরে বলিতেন, হে গোপিকাগণ! বামবাহুমূলে বামগণ্ড বিন্যাস পূর্ব্বক, কুঞ্চিত ভ্রূযুগলের নিরন্তর নর্ত্তনে আনন্দরসপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ যখন কোমল অঙ্গুলীর দ্বারা বেণুর রন্ধ্রদেশ চাপিয়া অধরকমলে

আভাস।

তাঁহাকে মন ও প্রাণ সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তিনি যখন যেরূপ ভাবেই অবস্থান করুন না, গোপীচিত্ত তাঁহার চিরসঙ্গী; কৃষ্ণ বনে থাকুন্ বা পর্ব্বতে থাকুন্, অথবা নদী-পুলিনে পর্য্যটন করুন্, উদারচেতা গোপীর চিত্ত গৃহকৃত্যে উদাসীন হইয়া, নিত্য নূতনবৎ প্রতীত শ্যামসুন্দরের শোভন সাজসজ্জা হাবভাব এবং ক্রিয়াকলাপের প্রতি অনুক্ষণ নিরুদ্ধ থাকিয়া, বাহ্যদৃষ্টিতে তিনি দেহের দূরে থাকিলেও অন্তর্দৃষ্টিতে কখন দূরে বলিয়া উপলব্ধি করিতেন না। কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থানকালে গোপিকাদের চিত্তও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্থান করিত; কিন্তু পাছে চিত্তের সম্পূর্ণ নির্গমে গোপীদেহের পতন হয়, এই নিমিত্তই কেবল সংবাদ দিবার ছলেই মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের দেহে চিত্ত প্রকাশ পাইত এবং সেই অবসরেই গোপিকাগণের উক্তি প্রত্যুক্তির প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে মাত্র। নতুবা গৃহকামিনীগণের পক্ষে অরণ্যচারীর লীলাবর্ণন কিরূপে সঙ্গত হইত? ॥ ১ ॥

গোপিকারা গৃহে অবস্থান করিলেও শ্রীকৃষ্ণের বনবিহার যে, প্রত্যক্ষে অবলোকন

কোমলাঙ্গুলীভিরাশ্রিতমার্গং গোপ্য ঈরয়তি যত্র মুকুন্দঃ ॥

অন্বয়ঃ ।

(আশ্রিতাঃ মার্গাঃ সপ্তস্বরচ্ছিদ্রাণি যস্য তৎ) অধরার্পিতবেণুং (অধরে অর্পিতং বেণুং) যত্র যদা ঈরয়তি বাদয়তি ॥

শ্রীধরস্বামী ।

মুকুন্দঃ অধরেঽর্পিতং বেণুং কোমলাঙ্গুলীভিরাশ্রিতা মার্গাঃ সপ্তস্বরচ্ছিদ্রাণি যস্য তৎ যত্র যদা ঈরয়তি বাদয়তি তদা ব্যোমযানানাং সিদ্ধানাং বনিতাঃ সিদ্ধৈঃ স্বপতিভিঃ সহ বর্ত্তমানা অপি তৎ বেণ্বীরণমুপধার্য্য আকর্ণ্য প্রথমং বিস্মিতাঃ ততঃ কামমার্গণেভ্যঃ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

হুস্বস্বমার্ষং । অধরেঽর্পিতো ন্যস্তোঽধরায় দত্তো বা যো বেণুস্তং যত্র যদা ঈরয়তি কীদৃশং কোমলাভিরনুজনাঙ্গাপেক্ষয়া সুকুমারাভিঃ । অকর্ম্মকঠিনৌ হস্তাবিতি সামুদ্রকাৎ স্বাঙ্গাপেক্ষয়াত্বীষৎকঠিনাভিরঙ্গুলীভিরাশ্রিতাঃ মার্গাঃ সপ্তস্বরচ্ছিদ্রাণি যস্য তৎ । তদা ব্যোমযানানাং সিদ্ধানাং বনিতাঃ সিদ্ধৈঃ স্বপতিভিঃ সহিতা অপি প্রথমং তদ্বেণ্বীরণমুপধার্য্য আকর্ণ্য বিস্মিতা অহো বেণুনাদস্যৈতাবন্মোহনত্বমনুভূতচরং যতোঽস্মান্ সাধ্বীরপি মোহয়তি অস্মান্ পুরুষানপি স্ত্রীভাবমুৎকীর্ত্য মোহয়তীতি প্রথমং বিস্ময়যুক্তাঃ । ততশ্চ সিদ্ধৈঃ সহৈব সলজ্জা অস্মদ্ব্যভিচারমস্মৎপতয়ো বিতর্কয়েয়ুরিতি তথৈবাস্মৎপুংস্ত্ববিপর্য্যয়মস্মৎপত্ন্যো বিতর্কয়েয়ুরিতি স্বস্বপতিভ্যঃ সকাশাৎ স্বস্বপত্নীভ্যশ্চ সকাশাৎ লজ্জাযুক্তা অভূবন্ ততশ্চ সিদ্ধৈঃ সহৈব কামস্য মার্গণেভ্যঃ সমর্পিতানি দত্তানি চিত্তানি যাভিস্তাঃ । আয়াতান্ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ককামশরানালক্ষ্য ভোঃ শ্রীকৃষ্ণকামশরাঃ ! যুষ্মভ্যমেতান্যস্মচ্চিত্তানি

বেণু ধ্বনি করেন, তখন অমরবনিতাগণ স্ব স্ব সিদ্ধ পতিগণের সহ একত্র বাসের সুখ অনুভব করিলেও বেণুগীত শ্রবণে তাঁহারা আর ধৈর্য্যধারণে সমর্থা হইতেন না । কামভাব সেই গীতাবলম্বনে যেন নূতন প্রকারে তাঁহাদের

আভাস ।

করিতেন, তাহাই এই নিম্নলিখিত দ্বাদশটী যুগ্মশ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে । বৃন্দারণ্যে গোচারণ করিয়া, অপরাহ্নে গৃহে প্রত্যাগমন কালে রাত্রিকালীন বিরহভয়ে কাতর বৃক্ষ, লতা ও পশুপক্ষীদিগকে প্রোৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়ে যখন শ্রীকৃষ্ণ বেণুধ্বনি করিতেন, তখন সেই ধ্বনি শ্রবণে তদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষায় গোকুলপ্রান্তে দলে দলে সমবেতা বামলোচনাগণের ভাবের উদ্দীপনা হইত ; তখন তাঁহারা স্ব স্ব যূথমণ্ডলকে সম্বোধন পূর্ব্বক ভাবপ্রকাশে বলিতেন, সখিরে দেখ দেখ ! কি অপূর্ব্ব শোভাই আজ শ্রীকৃষ্ণ ধারণ করিয়াছেন ! স্বরের গমক দিবার জন্য বামবাহুমূলে বাম কপোল সংলগ্ন করিয়াছেন এবং বাম জঙ্ঘার উপর দক্ষিণ জঙ্ঘা সন্নিবেশিত করিয়া আমাদের অক্ষির অন্তরালে নিবিড় অরণ্য মধ্যে ত্রিভঙ্গললিত, তির্য্যক্‌গ্রীব ও ত্রৈলোক্যমোহন এই নামত্রয়ের সার্থকসমাধান করিতেছেন ।

ব্যোমযানবনিতাঃ সহ সিদ্ধৈর্বিস্মিতা স্তদুপধার্য্য সলজ্জাঃ।
কামমার্গণসমর্পিতচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরপস্মৃতনীব্যঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।

তদা ব্যোমযানবনিতাঃ (ব্যোম্নি যানং গমনং যেষাং তেষাং বনিতাঃ) সিদ্ধৈঃ স্বপতিভিঃ সহ (বর্ত্তমানাঃ অপি) তৎ বেণুগীতং উপধার্য্য শ্রুত্বা, প্রথমং বিস্মিতাঃ আশ্চর্য্যং প্রাপ্তাঃ, ততঃ কামমার্গণসমর্পিতচিত্তাঃ (কামমার্গণেভ্যঃ সমর্পিতানি চিত্তানি যাভিঃ তাঃ কামবাণ-পীড়িতাঃ) অতএব অপস্মৃতনীব্যঃ (অপস্মৃতাঃ বিস্মৃতাঃ নীব্যঃ যাভিঃ তাঃ ভ্রংশদ্বস্ত্রানু-সন্ধানরহিতাঃ) সলজ্জাঃ চ সত্যঃ কশ্মলং মোহং যযুঃ ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সমর্পিতানি চিত্তানি যাভিঃ তাঃ তৎপরবশা ইত্যর্থঃ সলজ্জাঃ সত্যঃ কশ্মলং মোহং যযুঃ। অত্র লিঙ্গং অপস্মৃতা বিস্মৃতা নীব্যো যাভিরিতি অত এবম্ভূতস্য কৃষ্ণস্য বিরহঃ কথং সহাম ইতি সর্ব্বত্র বাক্যশেষঃ ॥ ২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দত্তানি এতানি শীঘ্রং বিন্ধীকুরুত। অস্মাভিঃ পাতিব্রত্যায় জলাঞ্জলির্দত্তঃ। কৃষ্ণো-হস্মাভিঃ সহ কৃপয়া রমতামিতি তথাস্মাভিরপি স্বপুংস্ত্বং দেবত্বঞ্চ ত্যক্তং কৃষ্ণোহস্মান্ সদ্য এব স্বযোগবলেন গোপস্ত্রীকৃত্যাস্মাভিঃ সহ রমতামিতি সমর্পিতপদব্যঙ্গং জ্ঞেয়ং। ততশ্চ সিদ্ধৈঃ সহৈব কশ্মলং কামশরপীড়য়া মোহং মূর্চ্ছাং যযুঃ প্রাপুঃ। কশ্মলসানুভাবমাহ। অপস্মৃতা নস্মৃতা স্খলিতা অপি নীব্যো যাভিস্তাঃ। সিদ্ধৈস্তৈ সহৈব শিথিলিতবস্ত্রবন্ধ-কেশবন্ধাধিকা বভূবুরিত্যর্থঃ। সমাসান্তাভাব আর্ষঃ। অকস্মাদ্দেবীনাং দেবানাঞ্চাপি যদ্যেতাদৃশ্যবস্থা তর্হি বয়ং মানুষ্যস্তত্রাপি গোপ্যস্তত্রাপ্যেকনগরস্থাস্তত্রাপি লব্ধাঙ্গসঙ্গাঃ কথং তং বিনা স্থাস্যামস্তদুত্তিষ্ঠত সখ্যঃ এতান্ দগ্ধমুখান্ পশ্যতোঽপি পতিশ্বশুরাদীংস্তিরস্কৃত্য কেনচিন্নিষেধেন বৃন্দাবনং প্রবিশ্য প্রাণপ্রেষ্ঠেন সার্দ্ধং বিলসাম ইতি ধ্বনিঃ। প্রতিযুগলাস্ত এবানুবর্ত্তনীয়ঃ ॥ ২ ॥

হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে; তাঁহাদের কটিবস্ত্র শিথিল হইয়া খসিয়া পড়ে, এবং বিস্ময় ও লজ্জা যুগপৎ উদিত হইয়া তাঁহাদিগকে বিমোহিতা করিয়া ফেলে ॥ ২ ॥

আভাস।

শ্রীকৃষ্ণ ষড়্জাদি স্বরসমূহের আলাপনে যখন বেণুবাদন করিতেছিলেন, তখন গান সৌষ্ঠবের প্রকাশার্থ তাঁহার ভ্রূযুগলের ভঙ্গি নিরন্তর পরিদৃষ্ট হইতেছিল। বাঁশরীর সপ্তচ্ছিদ্রে অঙ্গুলী প্রদান পূর্ব্বক তান মান ও লয়াদি সহকারে যেরূপ অপূর্ব্ব সঙ্গীতের আলাপন করিতেছিলেন, তাহাতে গোকুলবাসী প্রাণিবর্গের কথা দূরে থাকুক, বিমানচারিণী দেব-বনিতাগণেরও বিষম অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা পতিসহ বিমানে আরোহণ

হন্ত চিত্রমবলাঃ শৃণুতেদং হারহাস উরসি স্থিরবিদ্যুৎ।

অন্বয়ঃ।

হে অবলাঃ! ইদং (অস্মাভিঃ কথ্যমানং) হন্ত চিত্রং শৃণুত! হারহাসঃ (হারবৎ বিশদঃ হাসঃ যস্য সঃ) উরসি স্থিরবিদ্যুৎ (স্থিরা বিদ্যুৎ ইব লক্ষ্মীর্যস্য সঃ) অয়ং নন্দসুতঃ

শ্রীধরস্বামী।

হন্ত হে অবলা ইদং চিত্রং শৃণুত হারহাসঃ হারবদ্বিশদো হাসো যস্য সঃ। যদ্বা। বেণুবাদনেনাধোবদনেন হসতো হারেষু স্ফুরন্ হাসো যস্য সঃ। যদ্বা। হারবৎ বক্ষসি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দেববনিতানাং বিদগ্ধপ্রবরাণাং কা বার্ত্তা মূঢ়জন্তূনামপি মোহং শৃণুতেত্যাহুঃ। হন্ত চিত্রমিত্যদ্ভুতাদপ্যদ্ভুতাদপ্যদ্ভুতমিদমিত্যর্থঃ। হে অবলা ইতি স্ত্রীণাং যুষ্মাকং

অরে অবলাগণ! অতি আশ্চর্য্যের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর! স্থির-সৌদামিনীর ন্যায় নিশ্চলা হইয়া স্বয়ং লক্ষ্মী স্বর্ণরেখারূপে যাঁহার বক্ষো-আভাব।

পূর্ব্বক আকাশপথে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অলোকসামান্য রূপ দর্শনে ও অনুপম মধুর বেণুগীত শ্রবণে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন, পতি সমাগম বিস্মৃত হইলেন; এমন কি! পতিপার্শ্বে উপবিষ্টা থাকিয়াও কৃষ্ণ প্রেমে মূর্চ্ছিতা ও অলুলায়িতকেশা হইয়াছিলেন, পরে তাহার উপলব্ধিতে লজ্জিত হইতে লাগিলেন। অহো! শ্রীকৃষ্ণের যে কি অপার মোহনশক্তি, তাহা উক্ত সিদ্ধগণ ও তাঁহাদের বনিতাতেই স্পষ্ট প্রকাশ হইয়াছিল। পতি পত্নী উভয়েই আত্মহারা হইতেন। নিজেরা পুরুষ বা স্ত্রী ইহার কিছুরই অনুসন্ধান না করিয়া, যেন কোন নিঃসীম প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া যন্ত্রাকৃষ্টের ন্যায়, কৃষ্ণাভিমুখেই অগ্রসরের বাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা যেন শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকেন, "হে প্রাণরমণ! অদ্য স্বীয় যোগবলে আমাদিগকেও গোপরমণী করত নিজ মাধুর্য্য রস প্রদান কর! আমরাও গোপরমণীর ন্যায় চিরকৃতার্থ হই"! সখি রে! স্বর্গবনিতাগণ বিদেশবাসিনী ও বিজাতীয়া; তাঁহারা যদি বিদেশীর প্রেমে এত বিহ্বলা হন, আমাদের ন্যায় স্বজাতীয়া ও একগ্রামবাসিদের এরূপ প্রেমোন্মত্তা হইবার অপরাধ কি! আমাদিগকে বঞ্চনা করা শ্যামসুন্দরের কখন বিধেয় নহে। হায়! হায়! এ দগ্ধললাটিকাদের অদৃষ্টে কি বিধি কৃষ্ণপ্রেমের কোন ব্যবস্থাই করেন নাই! দেখ! পতি শ্বশুর স্বজন বন্ধু বান্ধবগণকে প্রতারিত করিয়া কৌশলক্রমে ছলনাপূর্ব্বক এই বৃন্দাবনের উপবনে প্রবেশ করিয়াছি! একবার প্রাণরমণে মিলিত হইয়া চিরসঞ্চিত বাসনা জনমের মত পূরণ করিব, ইচ্ছা ছিল। অহো! বিধির যদিও ব্যবস্থার ভ্রম হইয়া থাকে, প্রাণরমণের কি তাহা সংশোধনের সাধ্য হইতেছে না! ॥ ২ ॥

অন্য মণ্ডলস্থ কোন সখী সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, দেখ সখি! কৃষ্ণ প্রেমে দেব বা

নন্দসূনুরয়মার্ত্তজনানাং নর্ম্মদো যর্হি কূজিতবেণুঃ ॥

অন্বয়ঃ।

কৃষ্ণঃ যর্হি আর্ত্তজনানাং তদ্বিরহপীড়িতানাং অস্মদাদীনাং নর্ম্মদঃ সন্ সুখয়িতুং কূজিত-বেণুঃ (কূজিতঃ বাদিতঃ বেণুঃ যস্য তথাভূতঃ ভবতি)।

শ্রীধরস্বামী।

শোভমানো হাসো যস্য সঃ। যদ্বা। হারাণাং হাস ইব বিশদা স্ফূর্ত্তি র্যস্মিন্। উরসীতি উরসি স্থিরা বিদ্যুদিব লক্ষ্মী র্যস্য সঃ। যর্হি যদা কূজিতবেণুর্নাদিতবেণু র্ভবতি তদা ব্রজে

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

পাতিব্রত্যবলং কৃষ্ণেন প্রথমত এবাপহৃতমিতি ভাবঃ। হারাণাং বলাকানামিব হাসঃ প্রকাশো যত্র তথাভূতে উরসি মেঘোপমে স্থিরা বিদ্যুত্তদ্বত্যলক্ষ্মীরেখেব যস্য সঃ। তেন বলাকা বিদ্যোদ্ভূষিতকৃষ্ণবক্ষো মেঘেনৈব ভবতীনাং পাতিব্রত্যনিদাঘো ধ্বংসিত ইতি ভাবঃ। অতএবাস্মাং আর্ত্তজনানাং যুষ্মাকং নর্ম্ম সর্ব্বলোককর্ত্তৃকমুপহাসং দদাতীতি সঃ। কদা যর্হি কূজিতবেণুর্ভবতি তদেত্যর্থঃ। বেণুনাদশ্রবণমাত্রেণ শিথিল-নীবীকবরীকাঃ প্রাপ্তো-ন্মাদাঃ সর্ব্বলোকহাস্যাস্পদীভূতা ভবতো ভবতীতি ভাবঃ। যুষ্মাকং মানুষীণাং কা বার্ত্তা তির্য্যগ্জাতয়োঽপি বেণুনাদেন মূর্চ্ছিতাঃ ক্রিয়ন্তে ইত্যাহুঃ। বৃন্দশঃ প্রতিযূথমিত্যর্থঃ। ব্রজস্থা বৃষাঃ বনস্থাঃ মৃগা গাবশ্চ দৃষ্টৈর্দৃষ্টাঃ কবলা স্তৃণগ্রাসা যৈস্তে ইতি তৃণেষু দত্তে-র্দৃষ্টেষু সৎসু তন্নিগিলনাং পূর্ব্বমেব আরব্ধেন বেণুবাদ্যেনৈব বলাৎ কর্ণমার্গৈরেব দেহান্তঃ

পরি অপূর্ব্ব শোভার বিস্তার করিয়া থাকেন, সেই বিশদহাস্যবিশিষ্ট গোবিন্দ যখন আমাদের ন্যায় বিরহাতুরাগণের আনন্দবর্দ্ধনার্থ বেণুধ্বনি করেন ॥

আভাস।

মনুষ্যগণের মুগ্ধ হওয়া কোন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কারণ স্থির সৌদামিনী সদৃশ স্বর্ণরেখাকারে পরিণতা স্বয়ং লক্ষ্মী নিবিড় জলদজাল সদৃশ কৃষ্ণবক্ষের কি মধুর ভাবেরই পরিচয় দিতেছেন; এদিকে বলাকাশ্রেণী শুভ্র পুষ্পমালাচ্ছলে যেন বক্ষে দোলায়মান রহিয়াছে। এতাদৃশ রূপরাশি নিরীক্ষণে কোন্ কামিনী পাতিব্রত্য ধর্ম্মে জলাঞ্জলি না দিয়া, স্থির থাকিতে পারে? পতিব্রতার দোষ এস্থলে কখনই স্বীকার্য্য নহে; এ শ্রীকৃষ্ণেরই দোষ। কারণ আমরা না হয়, প্রেমে উন্মত্ত হইতে পারি; ব্রজস্থ বৃষ, ও অরণ্যচারী মৃগ ও গাভীগণ বল দেখি! ওরূপ প্রেমোন্মথিতের ন্যায়, কেন অবস্থান করিতেছে? ঐ দেখ! তাহারা তৃণকবল দন্তের দ্বারা চ্ছেদন করিয়া লইয়াছে মাত্র, কিন্তু বেণুরবে ও কৃষ্ণলাবণ্যে এতই হতজ্ঞান হইয়াছে যে, তৃণচর্ব্বণের আর সাবকাশ পায় নাই। যেন কি অপূর্ব্ব মধুই তাহারা কর্ণরন্ধ্রে লাভ করিয়াছে; পাছে তাহা ভূমিতে নিপতিত হয়, সেই নিমিত্তই কর্ণদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক অতি সাবধানে চিত্রাঙ্কিত পুত্তলিকার ন্যায় চাঞ্চল্য

বৃন্দশো ব্রজবৃষামৃগগাবো বেণুবাদ্যহৃতচেতস আরাৎ।
দন্তদষ্টকবলা ধৃতকর্ণা নিদ্রিতা লিখিতচিত্রমিবাসন্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।

তদা ব্রজবৃষামৃগগাবঃ (ব্রজে গোষ্ঠে যে বৃষাঃ মৃগাঃ গাবঃ চ) তে আরাৎ দূরাদেব বেণুবাদ্যহৃতচেতসঃ (বেণুরাদ্যেন হৃতানি চেতাংসি যেষাং তে) বৃন্দশঃ যূথশঃ (সর্ব্বে এব) দন্তদষ্টকবলাঃ (দন্তৈঃ দষ্টাঃ এব নতু চর্ব্বিতাঃ কবলাঃ তৃণগ্রাসাঃ যৈঃ তে) যতঃ ধৃতকর্ণাঃ (ধৃতাঃ শ্রবণোন্মুখীকৃতাঃ কর্ণাঃ যৈঃ তে) অতঃ নিদ্রিতাঃ সঞ্জাতনিদ্রাঃ লিখিতচিত্রং চিত্রার্পিতং ইব আসন্ তস্থুঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বৃষা মৃগা গাবশ্চ বেণুবাদ্যেন হৃতানি চেতাংসি যেষাং তে আরাৎ দূরাদেব দন্তৈর্দষ্টাঃ কবলা গ্রাসা যৈস্তে ধৃতা উত্তম্ভিতাঃ কর্ণা যৈস্তে নিদ্রিতা ইব লিখিতং চিত্রমিব চাসন্। অবিদুষাং তিরশ্চামিদমতিচিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রবিষ্টং নতু মুখমার্গেণ তৃণগ্রাসা দেহান্তঃ প্রবিষ্টাঃ অতএব ধৃতা উত্তম্ভিতাঃ কর্ণা যৈস্তে। অতশ্চ তেন হৃতানি চিত্তানি যেষাং তে ইত্যত এব সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারাভাবান্নিদ্রিতা ইব অত এব তৃণগ্রাসাস্তে দন্তদষ্টস্থানাপগমাদ্ভূমাবপি ন পতিতা ইতি ভাবঃ। অতশ্চ প্রবলীভূতেন জাড্যসঞ্চারিণা জনিতে স্তম্ভাতিশয়ে সতি মূর্চ্ছায়াঞ্চ সত্যাং শ্বাসস্যাপি প্রায়ন্তরীভাবান্নিখিতচিত্রমিবেত্যুপমান্তরং দত্তং তত্রাপি লিখিতেত্যুৎকীর্ণচিত্রাদপি লিখিতচিত্রস্য চমৎকারিত্বাতিশয়বিবক্ষয়োক্তং। কেনাপ্যদ্ভুতচিত্রকরেণাকাশপটে লিখিতানি চিত্রাণীতি বিস্ময়রসো ধ্বনিতঃ ॥ ৩ ॥

তখন সেই বেণুরব শ্রবণে ব্রজস্থ বৃষ, মৃগ ও গাভীকুল পর্য্যন্ত চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায়, যেন নিদ্রিত হইয়া নিরবে অবস্থান করিতে থাকে। অহো! দন্তের দ্বারা তৃণকবল গ্রহণ করিয়াছে মাত্র, কিন্তু চর্ব্বণের আর সাবকাশ পায় নাই; শ্রবণৌৎসুক্যে কর্ণদ্বয় উন্নত করিয়াই অচলভাবে দণ্ডায়মান থাকে ॥ ৩

আভাস।

পশুবিহারে অবশের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। বোধ হয় কৃষ্ণপ্রেম উহাদের কর্ণরন্ধ্র দিয়া অন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাদের চিত্তকে অপহরণ করিয়াছে; সুতরাং তাহাদের সকল ইন্দ্রিয়ই স্ব স্ব ব্যাপারে নিবৃত্ত এবং তাহারা নিদ্রিতের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। অহো! দেখিলে বোধ হয় যে, আমাদের সম্মুখবর্ত্তী জীব জন্তু প্রভৃতি কোন পদার্থই প্রকৃত প্রস্তাবে নাই; কোন চিত্রকর আমাদিগের মোহকে দ্বিগুণিত করিবার আশাতেই অতি যত্নসহকারে এই অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত করিয়া, আমাদের নয়নসমীপে আনয়ন করিয়াছে ॥ ৩ ॥

বর্হিণস্তবকধাতুপলাশৈর্বদ্ধমল্লপরিবর্হবিড়ম্বঃ।
কর্হিচিৎ সবল আলি সগোপৈর্গাঃ সমাহ্বয়তি যত্র মুকুন্দঃ ॥

অন্বয়ঃ।

হে আলি সখি! বর্হিণ স্তবকধাতুপলাশৈঃ (বর্হিণঃ স্তবকাঃ ময়ূরপিচ্ছগুচ্ছাঃ ধাতবঃ গৈরিকাদয়ঃ, পলাশানি পল্লবাঃ তৈঃ) বদ্ধমল্লপরিবর্হবিড়ম্বঃ (বদ্ধশ্চাসৌ মল্লানাং পরিবর্হঃ পরিকরঃ তং বিড়ম্বয়তি অনুকরোতি যঃ সঃ) সবলঃ (বলেন সহিতঃ) সগোপৈঃ (গোপৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ) মুকুন্দঃ কর্হিচিৎ যদা কদাচিৎ দেশে বেণুনা) গাঃ সমাহ্বয়তি ॥

শ্রীধরস্বামী।

অচেতনাসু সরিৎসু তদতীব চিত্রমিত্যাহুঃ হে আলি হে সখি বর্হিণো ময়ূরস্য স্তবকাঃ পুচ্ছানি ধাতুর্গৈরিকরাগঃ পলাশানি পল্লবাস্তৈর্বদ্ধশ্চাসৌ মল্লানাং পরিবর্হঃ পরিকরস্তং বিড়ম্বয়তি অনুকরোতি তথা স মুকুন্দঃ গোপৈঃ সহ বেণুনেত্যুপরিতনমন্ত্রাপি জ্ঞাতব্যং যত্র

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বৃষমৃগাদীনাং চেতনানাং কা বার্ত্তা অচেতনানামপি বেণুশ্রবণহেতুকং স্তম্ভং শৃণুন্তে-ত্যাহুঃ। বর্হিণো ময়ূরস্য স্তবকাঃ পিচ্ছানি। যদা বর্হিণশব্দেনৈব বর্হিণঃ পিচ্ছানি লক্ষিতানি চ স্তবকাঃ পুষ্পগুচ্ছাশ্চ ধাতবো গৈরিকাদয়শ্চ পলাশানি পল্লবাশ্চ তৈ-র্বদ্ধো যো মল্লানাং পরিবর্হঃ পরিকরস্তং বিড়ম্বয়তি অনুকরোতি স্বশোভয়া উপহসতীতি বা সঃ। বলদেবসহিতঃ স মুকুন্দঃ গোপৈর্যুক্তঃ। গাঃ হিত্বা কালিন্দি গঙ্গে সরস্বতীতি তাসাং নামভির্যত্র যদা আহ্বয়তি তর্হি সরিতো যমুনা মানসগঙ্গা সরস্বত্যাদ্যাঃ সরিতো অন্যাশ্চ ব্রজস্থা অচেতনা অপি চেতনাং প্রাপ্য হন্ত হন্তাহো অস্মাকং ভাগ্যং যতঃ স্নানাবগাহনা-দ্যর্থমস্মান্ আহ্বয়ন্তি তদিতঃ স্বতীক্ষ্ণপ্রবাহেণ তটং ভিত্ত্বা যাম ইতি কৃষ্ণপার্শ্বং বিধাসবোঽপি ভগ্নগতয়ঃ অত্যানন্দজাড্যেন স্বাভাবিকগত্তেরপি স্তম্ভাৎ বিগতপ্রবাহ এব ভবন্তীতি শেষঃ। শ্লেষেণ কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসুখপ্রাপ্ত্যভাবাদন্যনদীকৃতোপহাসাচ্চ ঐহিকী গতির্ভগ্না পাতিব্রত্যালোপাৎ পারলৌকিকী চ গতির্নষ্টা। অহো তাসামভাগ্যমিতি ভাবঃ।

হে সখি! ময়ূরপুচ্ছ, গৈরিকাদি ধাতুনিচয় ও বনপল্লবাদি উপচারে মল্লের ন্যায় বেশ ধারণ করত বলদেব ও বয়স্য গোপগণের সঙ্গে একত্র মিলিত হইয়া, যে স্থানে মুকুন্দ বেণুধ্বনি দ্বারা গাভীগণকে আহ্বান করেন, তথায় চেতনের কথা দূরে থাকুক্ ॥

আভাস।

কোন সখী বলিলেন, হে অবলে! বেণু শ্রবণে চেতনের কথা দূরে থাকুক্, অচেতনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও কৃষ্ণপ্রেমের যে অপার সামর্থ্য, তাহা স্পষ্টতই প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। ময়ূরপুচ্ছাদি বনশোভায় শোভিত হইয়া মল্লবেশে শ্রীকৃষ্ণ যখন বেণু নিনাদের ইঙ্গিতে শ্যামল ধবল কালিন্দী গঙ্গা ও সরস্বতী প্রভৃতি নামের উল্লেখ পূর্ব্বক

তর্হিভগ্নগতয়ঃ সরিতো বৈ তৎপদাম্বুজরজোঽনিলনীতং।
স্পৃহয়তী র্বয়মিবাবহুপুণ্যাঃ প্রেমবেপিতভুজাঃ স্তিমিতাপঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।

তর্হি তদা সরিতঃ বৈ ভগ্নগতয়ঃ (ভগ্না গতি র্যাসাং তাঃ) স্তিমিতাপঃ স্তিমিতাঃ নিশ্চলাঃ আপঃ যাসাঃ তাঃ) প্রেমবেপিতভুজাঃ (প্রেম্না বেপিতাঃ কম্পিতাঃ ভুজাঃ ভুজস্থানীয়াঃ তরঙ্গাঃ যাসাং তাঃ তথাবিধাঃ সত্যঃ) অবহুপুণ্যাঃ পুণ্যপ্রচয়শূন্যাঃ বয়ং ইব অনিলনীতং অনিলেন নীতং) তৎপাদাম্বুজরজঃ স্পৃহয়তীঃ স্পৃহয়ন্ত্যঃ ইব ভবন্তি ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যদা গাঃ সমাহ্বয়তি। তর্হি তদ্ধ্বনিশ্রবণাৎ অনিলেন নীতং তস্য পদাম্বুজরজঃ স্পৃহয়ন্ত্যঃ ইব ভগ্নগতয়ঃ সরিতঃ বৈ নিশ্চিতং বয়মিব তা অপ্যবহুপুণ্যা যতো ন প্রাপ্নুবন্তি কেবলং প্রেম্না বেপিতাঃ কম্পিতাঃ ভুজাস্তরঙ্গা যাসাং তাঃ স্তিমিতা নিশ্চলা আপো যাসাং তাঃ গোপ্যোঽপি লোচনয়োস্তিমিতজলা ভবন্তি ॥ ৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কিঞ্চিদ্ভাগ্যাঞ্চাহুঃ। তস্য পদাম্বুজরজঃ অনিলনীতং অনুকূলপবনেনানীতং স্পৃহয়ন্ত্যঃ প্রাপ্যাপি তৃপ্ত্যভাবাদেব পুনঃ পুনরিচ্ছন্তীত্যর্থঃ। অতো বয়মিব কৃষ্ণসঙ্গাদ্যপ্রাপ্তি-প্রাপ্তিভ্যাং অবহুপুণ্যাঃ নাপ্যপুণ্যাঃ অল্পপুণ্যা ইত্যর্থঃ। প্রেম্না বেপিতা ভুজাস্তরঙ্গা যাসাং তাঃ অস্মাকমপি ভুজাঃ প্রেম্না কম্পন্তে। স্তিমিতা জাড্যেন কঠিনীভূয়াপি পুনরার্দ্রী-ভূতা আপো যাসাং তা বয়মপি নেত্রয়োস্তিমিতজলা জলৈঃ স্তিমিতা ভবামঃ আহিতা-গ্ন্যাদিঃ। সমাসান্তাভাব আর্ষঃ। এবং বয়মপি পতিভ্রাত্রাদিভিঃ কৃষ্ণাভিসারবারণাৎ ভগ্নগতয়ঃ লোকোপহাসাৎ পাতিব্রত্যলোপাচ্চ ঐহিকপারলৌকিকগতিরহিতাশ্চ তদঙ্গ-সৌরভাস্পৃহাবত্যশ্চ ॥ ৪ ॥

অচেতন স্রোতস্বতীগণেরও স্রোতবেগ অস্তমিত হইয়া যায়; জল নিস্তরঙ্গ হয়; যেন প্রেমের উচ্ছ্বাসে তাহারা ভুজস্থানীয় কম্পিত তরঙ্গমালার উত্তো-লনে আমাদের ন্যায় পুণ্যহীনা কামিনীরূপে গন্ধবহের মৃদুমন্দ হিল্লোলে আনীত গোবিন্দের পাদপঙ্কজের পরাগেরই প্রত্যাশা করিতেছে ॥ ৪ ॥

আভাস।

গাভীগণকে সম্বেতার্থ আহ্বান করেন, তখন সরিদ্বরা সরস্বতী, যমুনা ও মানসগঙ্গাদি নদীসমূহ ও বৃন্দাবনস্থ অন্যান্য অচেতন পদার্থও সচেতনের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ বুঝি অবগাহনার্থ আমাদিগকে নিকটে আহ্বান করিতেছেন, এই সৌভাগ্যমদে মত্ত হইয়া তীরস্থ বৃক্ষ ও পাষাণাদি ভেদ করত কোন্ উপায়ে সত্বর কৃষ্ণসমীপে গমন করিবে, এই বিবেচনায় উক্ত নদীগণ প্রথমত অতি খরতর বেগ ধারণ করে; কিন্তু কৃষ্ণচিন্তার আনন্দে পরক্ষণে এতই জড় হইয়া পড়ে যে, তাহাদের আর স্রোতোবেগ একেবারেই থাকে

অনুচরৈঃ সমনুবর্ণিতবীর্য্য আদিপুরুষ ইবাচলভূতিঃ।
বনচরো গিরিতটেষু চরন্তীর্বেণুনাহ্বয়তি গাঃ স যদা হি ॥

অন্বয়ঃ।

আদিপুরুষঃ পুরুষোত্তমঃ ইব অনুচরৈঃ গোপৈঃ সমনুবর্ণিতবীর্য্যঃ (সম্যগ্ অনুবর্ণিতং বীর্য্যং যস্য সঃ) অচলভূতিঃ (অচলা ভূতিঃ লক্ষ্মীঃ যস্য সঃ) বনচরঃ সন্ সঃ কৃষ্ণঃ হি গিরিতটেষু চরন্তীঃ গাঃ যদা বেণুনা আহ্বয়তি ॥

শ্রীধরস্বামী।

স্থাবরেষ্বপ্যতিচিত্রং দৃশ্যত ইত্যাহুঃ অনুচরৈর্গোপৈর্দেবৈ র্বা মুখ্যানাং বাক্যং আদিপুরুষ ইবেতি অচলভূতির্নিশ্চলশ্রীঃ। বেণুনা তত্তন্নাম্নাং গানেন। তদা প্রণতা ভারেণ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নদীনামনাদিসিদ্ধানামচেতনত্বেঽপি দেবতারূপাণাং কা বার্ত্তা। স্বঃ পরশ্বোঽদৃষ্টজন্মনামতিনিকৃষ্টানামপি জড়ানাং রসিকত্বাং বেণুশ্রবণহেতুকাং পশ্বন্তেত্যাহুঃ। অনুচরৈর্গোপৈঃ। আদিপুরুষো নারায়ণ ইব নিশ্চলশ্রীঃ। তদপি বনচরঃ বনজীবেষ্বনুরাগাদিতি ভাবঃ। তদা গৃহস্থবৈষ্ণবাঃ সস্ত্রীকা যথা সঙ্কীর্ত্তনশ্রবণেন ভাববন্তো ভূত্বা

অহো! অনুচরবেষ্টিত শ্রীপতি জনার্দ্দনের ন্যায়, অনুগীয়মান গোপগণে পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ যখন বনে বনে বিচরণ পূর্ব্বক পর্ব্বত ও নদীতটাদিতে তৃণচারী গাভীকুলকে বেণুবাদনের ইঙ্গিতে আহ্বান করেন ॥

আভাস।

না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাহারা গতিহীন হইল বটে, অথচ কৃষ্ণ লাভ হইল না; সুতরাং অন্য নদী তাহাদিগকে তখন উপহাস করে। এদিকে মিলন না হইলেও সঙ্কল্পমাত্রেই পাতিব্রত্য ধর্ম্মের অপলোপে পারলৌকিকী গতি তাহাদের অবশ্যই বিনষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, সুমন্দ অনিল কেবল শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের পরাগ আনয়ন পূর্ব্বক তাহাদের অঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ বিকীরণ করত কথঞ্চিৎ তৃপ্তিসাধনের চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে তাহাদের তৃপ্তি সম্পূর্ণ জন্মে না; বরং উত্তরোত্তর আশারই আধিক্য হইয়া থাকে মাত্র তাহাদের ন্যায় আমাদেরও দুর্ভাগ্যের সীমা নাই। কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশা এবং নৈরাশ্য যুগপৎ আমাদের হৃদয়ে প্রবলবেগে ক্রীড়া করিতেছে। স্রোতস্বতীর কম্পিত তরঙ্গের ন্যায়, আমাদেরও ভুজলতা কম্পিত হইতেছে; তাহাদের জলস্তম্ভনের ন্যায় আমাদের নেত্রেও বাষ্পবারি কখন স্তম্ভিত, কখন অন্তর্দ্দাহে বিগলিত হইতেছে। প্রেমপ্রত্যাশায় পতিস্বজনাদিকে পরিত্যাগ করত বনে আসিলাম বটে, কিন্তু নিরাশার কণ্টকে আর চরণ চলিতেছে না; অহো! কেবল হাস্যাস্পদ হইলাম মাত্র। আমাদের ইহকাল এবং পরকাল উভয়ই বিনষ্ট হইল, সন্দেহ নাই ॥ ৪ ॥

সামান্যদৃষ্টিতে নদীসমূহকে কেবল জলময়ী অচেতন বলিয়া প্রতীত করিলেও

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ ।

তদা আত্মনি স্বস্মিন্ (পূর্ণানন্দং) ব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ (পুষ্পৈঃ ফলৈঃ চ আঢ্যাঃ যুক্তাঃ (অতএব) প্রণতভারবিটপাঃ (প্রণতাঃ ভারেণ বিটপাঃ যাসাং তাঃ) প্রেমহৃষ্টতনবঃ (প্রেম্না হৃষ্টাঃ রোমাঞ্চিতাঃ তনবঃ যাসাং তাঃ) বনলতাঃ তরবঃ চ মধুধারাঃ ববৃষুঃ স্ম (ইতি বিস্ময়ে) ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

বিটপাঃ শাখা যাসাং তাঃ বনগতা লতা স্বস্মিন্ বিষ্ণুং প্রকাশমানং সূচয়ন্তঃ ইব মধুধারা ববৃষুঃ স্মেতি বিস্ময়ে তরবশ্চ তথা তৎপতীনামপি তথৈবানন্দ ইতি ভাবঃ । এতানি বিষ্ণুভক্তিলক্ষণানি ॥ ৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

প্রণমন্তি তথৈব বনলতাঃ স্ত্রিয়ঃ তরবস্তৎপতয়ঃ আত্মনি মনসি বিষ্ণুং স্ফুরন্তং ব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ জ্ঞাপয়ন্ত্য ইব অশ্রুতুল্যা মধুনো মকরন্দস্য ধারাঃ সসৃজু র্মুমুচুঃ । ববৃষুরিতি পাঠে অশ্রুণামাধিক্যং । পুষ্পফলাঢ্যাঃ পুষ্পেণ হর্ষকারিণা ফলেন রতিস্থায়িনা চ বিরাজমানাঃ । প্রণতা ভারেণ বিটপাঃ শাখা যাসামিত্যনুভাবঃ । প্রণামঃ প্রেম্না হৃষ্টা রোমহর্ষযুক্তা স্তনবো যেষাং তে ইতি রোমাঞ্চঃ ॥ ৫ ॥

তখন তদীয় আনন্দপূর্ণ রবে সমগ্র বন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যায় । লতাদি পাদপসমূহ ফলপুষ্পে সুশোভিত হইয়া থাকে ; যেন ফলভরে অবনত-মস্তক হইয়া রোমাঞ্চিত ভাবের বিকাশে অবিরল-ধারে মধুধারা বিকীরণ করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

আভাস ।

প্রকৃত প্রস্তাবে পুণ্যসলিলাগণ দেবতারই স্বরূপ ; সুতরাং কৃষ্ণপ্রেমে তাঁহারা যে প্রমত্ত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ? কিন্তু চিরপরিচিত স্থাবরযোনি বৃক্ষলতাদি যে, কৃষ্ণপ্রেমের প্রবাহে চেতনের ন্যায় কার্য্য করিতেছে, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়, সন্দেহ নাই । নন্দ-নন্দন বক্ষদেশে শ্রীবৎসচিহ্ন ধারণে ও অনুচর গোপগণে পরিবৃত হইয়া যখন নদীতট ও পর্ব্বতসানু প্রভৃতিতে বিচরণ করেন, তখন তাঁহাকে দেববৃন্দে পরিবৃত আদিপুরুষ সাক্ষাৎ জনার্দ্দন বলিয়াই প্রতীতি হইয়া থাকে । কারণ এই সময় চেতন প্রাণীর কথা দূরে থাকুক্, অচেতন বৃক্ষলতাদিও যেন প্রেমের পুলকে ফল ও কুসুমাদি উপহার প্রদানে বিশ্বপতি নারায়ণকে অবনত-মস্তকে প্রণাম করিতে থাকে । গৃহস্থ বৈষ্ণব-মিথুন যেমন ভগবদ্বার্ত্তার শ্রবণে ও আলাপনে পুলকিত হয়, নয়নে আনন্দাশ্রু অবিরল ধারে বিসর্জ্জন করে, অঙ্গ লতাবেষ্টিত পাদপরাজিও

দর্শনীয়তিলকো বনমালাদিব্যগন্ধতুলসীমধুমত্তৈঃ।
অলিকুলৈরলসুগীতমভীষ্টমাদ্রিয়ন্ যর্হিসঙ্কিতবেণুঃ ॥

অন্বয়ঃ।

দর্শনীয়তিলকঃ (দর্শনীয়ানাং সুন্দরাণাং মধ্যে তিলকঃ মুখ্যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) বনমালাদিব্য-গন্ধতুলসীমধুমত্তৈঃ (বনমালাসু যা দিব্যগন্ধা তুলসী তস্যাঃ মধুনা মত্তৈঃ) অলিকুলৈঃ অলঘু উচ্চৈঃ, ক্রিয়মাণং অভীষ্টং অনুকূলং, গীতং আদ্রিয়ন্ আদরেণ গৃহ্নন্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) যর্হি সঙ্কিতবেণুঃ ভবতি ॥

শ্রীধরস্বামী।

কিঞ্চ সরসি কমলবনেষু বিহরতাং পক্ষিণাং অপ্যাকর্ষণং তদ্গীতং কিং পুনরন্যেষা-মিত্যাহুঃ দর্শনীয়তিলক ইতি দর্শনীয়স্তিলকো যস্য সঃ দর্শনীয়ানাং সুন্দরাণাং মধ্যে মুখ্য ইতি বা বনমালাসু যা দিব্যগন্ধা তুলসী তস্যা মধুনা মত্তৈরলিকুলৈঃ অলঘু উচ্চৈরভীষ্টং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

গৃহারামাণামিব তরুলতানাং বৈষ্ণবতামুক্ত্বা আত্মারামাণামিব হংসসারসাদীনাং বেণু-শ্রবণহেতুকাং বিষ্ণুপাসনামাহুঃ। দর্শনীয়ং দ্রষ্টুমর্হং তিলকং গৈরিকাদিময়ং যস্য সঃ। দর্শনীয়েষ্বতিসুন্দরেষু মধ্যে তিলকতুল্য ইতি বা। বনমালাসু পঞ্চবর্ণপত্রপুষ্পময়ীষু দিব্য-গন্ধা যা তুলসী তস্যা মধুনা মত্তৈঃ অলিকুলৈর্মত্তত্বাদেবাসঙ্কুচদ্ভিরলঘুগীতং উচ্চৈর্গীতং। নন্বু চ কমল-মালতী-নাগকেশরাদিপুষ্পাণ্যেব লোকাঃ সুসৌরভত্বেন খ্যাপয়ন্তি। নন্বু সর্ব্বতো মাহাত্ম্যেনাধিকামপি তুলসীং উচ্যতে তুলস্যা গন্ধঃ কশ্চিৎ প্রাকৃতলৌকৈর্গ্রাহ্যো হতাল্পতর এব অপ্রাকৃতলোকৈস্তু ততোঽধিকঃ। ভগবদ্বনমালাধিকারিভৃঙ্গৈস্তুতোঽপ্যধিকঃ।

সখি রে! অনুপম রূপলাবণ্যবিশিষ্ট পরমরমণীয় শ্যামসুন্দর গলদেশে দোলায়মান বনমালাতে নিবদ্ধ দিব্যগন্ধযুক্ত তুলসীর মধুলোভে উন্মত্ত ভ্রমর-নিকরের অনুকূল উচ্চ ঝঙ্কারকে সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক যখন স্বীয় বেণুতে ফুৎকার করেন ॥

আভাস।

যেন, সেইরূপ কৃষ্ণবাঁশরী শ্রবণে হর্ষে আনন্দাশ্রুর পরিচয়ে মধুধারা বিসর্জ্জন করিতেছে। ফলভরে শাখাসমূহ অবনত করিয়া ভগবানকে প্রণাম করিতেছে। পুষ্পোদ্গমে রোমাঞ্চিত ভাবের পরিচয় দিতেছে ॥ ৫ ॥

এই শ্লোকে তরুলতাদির ন্যায় হংসসারসাদিরও বিষ্ণুপাসক পরমহংসত্বের পরিচয় প্রধান করা হইয়াছে। এক দিবস মধ্যাহ্নকালে শ্রীকৃষ্ণ হংসকারণ্ডবাকীর্ণ প্রফুল্ল-কমলশোভিত স্বচ্ছসলিলসম্পন্ন একটী বিস্তীর্ণ সরোবরে স্নান করিয়া, ললাটে তিলক ও গলদেশে বনমালা ধারণে নিকটবর্ত্তী তরুতলে পাষাণোপরি উপবিষ্ট ছিলেন। মধুমত্ত ভ্রমরকুল গুন্ গুন্ রবে ঝঙ্কার করত মধুপ্রার্থনায় তাঁহার বনমালার নিকটেই বিচরণ

সরসি সারসহংসবিহঙ্গাশ্চারুগীতহৃতচেতস এত্য।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।

তর্হি সরসি যে সারসহংসবিহঙ্গাঃ তে চারুগীতহৃতচেতসঃ (চারুগীতেন হৃতং প্রত্যাহৃতং চেতো যেষাং তে অতএব) যতচিত্তাঃ (যতং একাগ্রীকৃতং চিত্তং যৈঃ তে) এত্য আগত্য, ধৃতমৌনাঃ (ধৃতং মৌনং তূষ্ণীম্ভাবঃ যৈঃ তে) মীলিতদৃশঃ (মীলিতে দৃশৌ যৈঃ তথাভূতাঃ সন্তঃ) হন্তঃ (খেদে) হরিং উপাসতে তৎসমীপং উপবিবিশুঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অনুকূলং গীতমাদ্রিয়ন্ আদরেণ গৃহ্ণন্ যর্হি অধরে সন্ধিতবেণুর্ভবতি তর্হি সরসি সারসাঃ হংসাঃ অন্যে চ বিহঙ্গাঃ চারুণা গীতেন হৃতচেতস এত্য আগত্য হরিং উপাসত অভজন্ত তৎসমীপে উপবিবিশু বা হন্তেতি বিষাদে ॥ ৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অত্যসাধারণঃ সর্ব্বাধিকতমস্তু ভগবন্নামিকৈকমাত্র বেদ্য এব। অনত্র যোগমায়য়া আবরণাৎ। যদুক্তং বৈকুণ্ঠবর্ণনে গন্ধেঽর্চ্চিতে তুলসীকাভরণেন তস্য। যস্মিংস্তপঃ সুমনসো বহুমানয়ন্তীতি। অভীষ্টমিতি। বেণুগানারম্ভে কেন স্বরেণ গেয়মিতি বিচারে সতি তদৈব মিলিতানাং ভ্রমরাণাং ঝঙ্কারে বৃত্তে সাধু সাধু ভ্রমর এষ এব স্বরো গৃহ্যত ইতি আদ্রিয়ন্ সম্মানয়ন্ যর্হি অধরে সন্ধিতবেণুঃ সম্যগ্ধৃতবেণুর্ভবতি। সন্ধানং সন্ধানা সঞ্জাতা যস্যেতি সন্ধিতঃ ইতচ্ প্রত্যয়ান্তঃ। তদা হরিং এত্য সরসঃ সকাশাৎ হরিসমীপমাগত্য তং উপাসত দর্শন-শ্রবণমননৈরভজন্। মীলিতদৃশ ইতি দৃঙ্মীলনং রসাস্বাদানুভাবঃ ॥ ৬ ॥

তখন সরোবরস্থ হংসসারসাদি বিহঙ্গমকুল বেণুরবে আকৃষ্টচিত্ত ও তন্মনস্ক হইয়া নেত্রদ্বয় নিমীলিত করত মৌনাবলম্বনে তৎসমীপেই উপবেশন করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

আভাস।

করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ তখন গাভীগণকে অন্বেষণ পূর্ব্বক একত্রিত করিবার অভিপ্রায়ে বয়স্যগণকে বনান্তরে প্রেরণ করত স্বয়ং একাকী অবস্থান করিতেছিলেন; সুতরাং ভ্রমর-গুঞ্জনই তখন তাঁহার মনোবিনোদনের একটী প্রধান অঙ্গ হইল। তিনি ভ্রমরস্বরের মৃদুমধুরত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহারই অনুকরণে বাঁশরী বাজাইতে আরম্ভ করিলেন এবং বারংবার ভ্রমরের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কারণ গানের প্রারম্ভে কোন্ স্বর অবলম্বনে গান আরম্ভ করা কর্ত্তব্য ইহার বিচার উপস্থিত হইলে, ভ্রমরকুলের একত্র ঝঙ্কারধ্বনিই প্রধান অবলম্বনীয় বলিয়া স্বরজ্ঞ পণ্ডিতগণ অবধারণ করিয়া থাকেন। অতএব ভ্রমরকুলই গীতাভিনয়ের প্রথম নেতা ও উপদেষ্টা স্থানীয় বলিয়াই যেন শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। একেত কমল, মালতী ও নাগকেশরাদি কুসুমাপেক্ষা দিব্যগন্ধবিশিষ্ট

সহবলঃ প্রগবতংসবিলাসঃ সানুষু ক্ষিতিভৃতো ব্রজদেব্যঃ।
হর্ষয়ন্ যর্হি বেণুরবেণ জাতহর্ষ উপরম্ভতি বিশ্বং ॥

অন্বয়ঃ।

ভোঃ ব্রজদেব্য গোপ্যঃ! প্রগবতংসবিলাসঃ (প্রগ্ভিঃ নির্ম্মিতাভ্যাং অবতংসাভ্যাং কর্ণভূষণাভ্যাং বিলাসঃ শোভাতিশয়ো যস্য সঃ) সঃ সহবলঃ বলেন সহিতঃ, শ্রীকৃষ্ণঃ ক্ষিতিভৃতঃ গোবর্দ্ধনগিরেঃ সানুষু তটেষু (স্বয়ং) জাতহর্ষঃ সন্ যর্হি যদা বিশ্বং হর্ষয়ন্ বেণুরবেণ উপরম্ভতি নিনাদয়তি নাদেন আপূরয়তি ॥

শ্রীধরস্বামী।

মেঘোঽপি হরিং দৃষ্ট্বা সেবতে ইত্যাহুঃ সহবল ইতি। হে ব্রজদেব্যো গোপ্যঃ সহবলঃ সহরামঃ প্রগ্ভি নির্ম্মিতাভ্যাং অবতংসাভ্যাং কর্ণভূষণাভ্যাং বিলাসো যস্য সঃ। যদ্বা। মুক্তাফলপ্রগাপীড়েন বিলাসো যস্য সঃ ক্ষিতিভৃতঃ সানুষু গিরেস্তটেষু বর্ত্তমানঃ স্বয়ং জাতহর্ষো বিশ্বং হর্ষয়ন্ যদা বেণুরবেণ উপরম্ভতি নিনাদয়তি নাদেনাপূরয়তীত্যর্থঃ তদা মেঘো

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভূমিষ্ঠানামানন্দমনুবর্ণ্য আকাশস্থানাং জড়ানামপি বেণুনাদহেতুকং তং বর্ণয়ন্তি। সহবলঃ সহচরসৈন্যসহিতঃ। প্রগ্ভিশ্চূড়াবক্ষস্থলবর্ত্তিনীভিঃ অবতংসাভ্যাং কর্ণবর্ত্তিনীভ্যাঞ্চ বিলাসঃ শোভা যস্য সঃ। সানুষু গিরের্নিম্নস্থেষু স্থিতঃ স্বয়ং বেণুরবেণ জাতহর্ষঃ বিশ্বং হর্ষয়ন্ হর্ষয়িতুং যদা উপরম্ভতি রলয়োরৈক্যাদন্তর্ভাবিতং ণ্যর্থত্বাচ্চ বেণুরবং উপলম্ভয়ত্যাস্বাদয়তীত্যর্থঃ। অত্র কৃষ্ণস্য গিরিনিতম্বর্ত্তিমেঘত্বে প্রগবতংসানাং বলা-

---

হে ব্রজবনিতাগণ! অন্য প্রাণীর কথা আর কি বলিব? পুষ্পমালানির্ম্মিত কর্ণভূষণে ভূষিত শ্রীকৃষ্ণ যখন বলদেব সমভিব্যাহারে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের তটে দণ্ডায়মান হইয়া, বিশ্ব সংসারের আনন্দ উৎপাদনার্থ সহর্ষে বেণুরবে চতুর্দ্দিক প্রপূরিত করেন ॥

আভাস।

তুলসীমালা, তাঁহার সঙ্গে ভ্রমর গুঞ্জন, তদুপরি বেণুবাদনে শ্রীকৃষ্ণের গীতাভিনয় প্রত্যক্ষে উপলব্ধি করিয়া, সরোবরস্থ সারসাদি বিহঙ্গমকুল জলাশয় পরিত্যাগে কৃষ্ণসমীপেই আগমন করিল এবং পরমহংসগণ যেমন শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎ লাভ করিয়া থাকেন, ইহারাও সেইরূপ একান্তচিত্তে বেণুরব শ্রবণ করত, নিকটে আগমন করিল; পরে তদ্‌গুণোন্মথিতহৃদয়ে অন্য চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক, নিমীলিতনেত্রে অবস্থান করত শ্রীকৃষ্ণেরই ভজনে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৬ ॥

ভূতলস্থ স্থিরজঙ্গমগণের আনন্দোচ্ছ্বাস বর্ণন করিয়া আকাশস্থ জড়গণেরও বেণুবাদনোত্থ আনন্দের ভাব বর্ণন করিতেছেন। কুঙ্কুমকুসুমমালা কর্ণাভরণরূপে শ্রবণ করত বলরাম ও অন্যান্য গোপগণে পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণ অদ্রিনিতম্বে দণ্ডায়মান হইয়া, যখন

মহদতিক্রমণশঙ্কিতচেতা মন্দমন্দমনুগর্জ্জতি মেঘঃ।
সুহৃদমভ্যবর্ষৎ সুমনোভিশ্ছায়য়া চ বিদধৎ প্রতপত্রং ॥ ৭ ॥

অন্বয়।

তদা মহদতিক্রমণশঙ্কিতচেতা (মহতঃ ব্রহ্মাদিপূজ্যস্য কৃষ্ণস্য অতিক্রমণে শঙ্কিতং চেতো যস্য সঃ) মেঘঃ (বিশ্বতাপনিবর্ত্তকত্বাদিসাম্যাৎ) সুহৃদং সখায়ং, কৃষ্ণং ছায়য়া প্রতপত্রং (প্রতপাৎ আতপাৎ ত্রায়ন্তে ইতি ছত্রং) বিদধৎ কুর্ব্বন্ সুমনোভিঃ অভ্যবর্ষৎ অভ্যবর্ষন্ মন্দং মন্দং অনুগর্জ্জতি ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

মহতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাতিক্রমণে শঙ্কিতং চেতো যস্য সঃ ন পুনরন্যতো যাতি নচোচ্চৈর্গর্জ্জতি কিন্তু তত্রৈব স্থিতঃ সন্ বেণুরবমনু মন্দমন্দং গর্জ্জতীতি। কিঞ্চ। বিশ্বার্ত্তিহরণসাম্যাৎ সুহৃদং শ্রীকৃষ্ণং সুমনোভিরভ্যবর্ষৎ। অদৃশ্যৈর্দেবৈঃ ক্রিয়মাণং কুসুমবর্ষং মেঘকল্পিত্বোক্তস্তধারো বা কুসুমতয়া কল্পিতঃ। স এব বা দেবতারূপোঽভ্যবর্ষদিতি। প্রতপাৎ আতপাৎ ত্রায়ত ইতি প্রতপত্রং ছত্রং তচ্ছায়য়া কুর্ব্বন্নিতি ॥ ৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কাত্বং পীতাম্বরস্ত্বং বিদ্যুত্ত্বং বেণুরবস্য বৃষ্যমাণসুধারসসারত্বং গমাং। তদা মেঘ আকাশস্থঃ মহদতিক্রমেণ মহতঃ সতঃ সকাশাদতিশ্রেষ্ঠস্য কৃষ্ণমেঘস্যাতিক্রমণশঙ্কিতচিত্তঃ। মন্দমন্দং অনুগর্জ্জতি বেণুরবস্যানুকূল্যেনৈব প্রতিকূলোনেত্যর্থঃ। সুহৃদং বিশ্বার্ত্তিহরণকর্ম্মবর্ণাদিসাম্যাৎ সখায়ং সুমনোভিঃ সূক্ষ্মপুষ্পতুল্যৈ র্নিজতনৈঃ অভি পরিতঃ সূর্য্যাতপতাপনিবৃত্ত্যর্থং অভ্যবর্ষৎ। প্রতপাদাতপাৎ ত্রায়ত ইতি প্রতপত্রং স্বচ্ছায়য়া কুর্ব্বন্ ॥ ৭ ॥

তখন ত্রিলোকপূজ্য শ্রীকৃষ্ণের মানভঙ্গভয়ে জলধরও কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে; সে বেণুরবের প্রত্যুত্তর প্রদানে সাহসী হয় না। তবে জগজ্জীবন কৃষ্ণ সংসারতাপ নিবারণ করেন এবং নীরদের ন্যায় শ্যামল রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন, অতএব আত্মতুলনায় তাঁহাকে নিজের পরম-বন্ধু বিবেচনায় নিজ কলেবরের দ্বারা তদুপরি ছত্রের রচনা করত পুষ্পবর্ষণছলে বিন্দু বিন্দু বারি বর্ষণ করে এবং বংশীধ্বনির অনুকূলে মৃদুমন্দ গর্জ্জন দ্বারা চমৎকারিত্বেরই পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

আভাস।

বেণুধ্বনি করিতেছিলেন, তখন জলদজালও তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বিশেষ শঙ্কিত হইল। আত্মতুল্য নবীন শ্যামকলেবর, আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপোপশমনে অপূর্ব্ব মহিমা ও বলাকাশ্রেণীতুল্য গলদেশে কুন্দকুসুমমালা নিরীক্ষণে জলদের আত্মগৌরব অন্তর্হিত

বিবিধগোপরমণেষু বিদগ্ধো বেণুবাদ্য উরুধা নিজশিক্ষাঃ।
তব সুতঃ সতি যদাধরবিম্বে দত্তবেণুরনয়ৎ স্বরজাতীঃ ॥

অন্বয়ঃ।

হে সতি যশোদে! বিবিধগোপরমণেষু (বিবিধেষু গোপক্রীড়াসু) বিদগ্ধঃ নিপুণঃ, তব সুতঃ যদা অধরবিম্বে দত্তবেণুঃ (দত্তঃ নিহিতঃ বেণুঃ যেন সঃ) সন্ বেণুবাদ্যে উরুধা বহুপ্রকারাঃ নিজশিক্ষাঃ স্বরজাতীঃ নিষাদর্ষভস্বরালাপভেদান্ অনয়ৎ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কিঞ্চ মহদেতদাশ্চর্য্যমিত্যাহুঃ বিবিধেতি। হে সতি যশোদে তব সুতঃ নানাগোপক্রীড়াসু নিপুণঃ বেণুবাদ্যবিষয়ে নিজৈব শিক্ষা যাসু তাঃ স্বোৎপ্রেক্ষিতা নতু গুরুতঃ শ্রুতা ইত্যর্থঃ। স্বরজাতীঃ নিষাদর্ষভাদি স্বরালাপভেদান্ আনয়ৎ উন্নীতবান্ যদা তদা সুরেশাঃ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অথাপরাহ্ণে কাশ্চন গোপ্য আগমিষ্যতঃ স্বপ্রেয়সশ্চিরদর্শনসিদ্ধ্যর্থং বিচারিতযুক্তয়ঃ। কেনচিন্মিষেণ ব্রজেশ্বরীসদনং গতাস্তত্র চ বিবিধবৃদ্ধাযুবতীবালিকাভিঃ সংভূয় বিস্তার্য্যমাণাঃ স্বসুতগুণকর্ম্মপ্রভাবকথাঃ শৃণ্বতীঃ স্বয়ঞ্চ কথয়ন্তীঃ সুতবিরহবিহ্বলাঃ তাঃ স্বস্য মনশ্চ সমাশ্বাসয়িতুং তাং সম্বোধ্য বেণুগানগুণপ্রভাবং বর্ণয়ন্তি বিবিধেতি হে সতি শ্রীযশোদে বিবিধং গোপানাং চরণান্যাচরণানি গবাং কালনদোহনবশীকরণাদীনি তেষু বিদগ্ধঃ তব সুতঃ অধরবিম্বে দত্তবেণুঃ সন্ যদা স্বরাণাং ষড়্জাদীনাং জাতিরষ্টাদশমুখ্যাঃ অন্যাঃ সহস্রশো

হে সতি যশোদে! এবম্বিধ বিচিত্র গোপক্রীড়ায় বিলক্ষণ পারদর্শী তোমার এই নন্দ-নন্দন যখন অধরবিম্বে বেণু-বিন্যস্ত করত ষড়জর্ষভাদি বিবিধ স্বরালাপের অশ্রুতচর বিচিত্রতার দ্বারা স্বকীয় নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করেন ॥

আভাস।

হইল। তিনি জগৎসম্বন্ধে নিজের সৌন্দর্য্য, তাপোপশমনক গুণ এবং বলাকাশ্রেণী-সম্বন্ধী নিজ সৌষ্ঠবের অপেক্ষা এক কৃষ্ণকলেবরে তাহার অনেক আধিক্য নিরীক্ষণ করিয়া তৎসমীপে আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না; অথচ তাদৃশ সৌন্দর্য্য পরিত্যাগে অন্যত্র নও অসমর্থ হইলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আত্মতুল্য সকল গুণের আকর দর্শনে পরম বোধে আত্মনিবারণার্থ তদীয় মস্তকোপরি ছত্রাকারে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; বেণুনাদের অনুকরণার্থ শিক্ষালাভের অভিপ্রায়েই মৃদুমন্দ স্বরে সঙ্গে সঙ্গে লাগিলেন। কৃষ্ণ-মস্তকোপরি মেঘের তাদৃশ ভাব দর্শনে মনে হইতেছিল যে, ন্য থাকিয়া হিমকণাচ্ছলে কুসুমরাশি বিকীরণ করত দুন্দুভি ধ্বনি

সবনশস্তদুপধার্য্য সুরেশাঃ শক্রশর্ব্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ ।
কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ ।

তদা শক্রশর্ব্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ তৎ তাঃ, স্বরজাতীঃ সবনশঃ বারংবারং, উপধার্য্য সম্যক্ আকর্ণ্য কবয়ঃ অতিনিপুণাঃ অপি তে অনিশ্চিততত্ত্বাঃ (ন নিশ্চিতং তত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞো যৈঃ তে অতএব) আনতকন্ধরচিত্তাঃ (আনতা কন্ধরা গ্রীবা চিত্তং চ যেষাং তে তথাবিধাঃ সন্তঃ) কশ্মলং মোহং, যযুঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

তৎ তাঃ স্বরজাতীঃ সবনশঃ মন্দ্রমধ্যতারভেদেন যতো গীতধ্বনিরাগতঃ তত আনতা কন্ধরা চিত্তঞ্চ যেষাং তে উপধার্য্য সম্যগাকর্ণ্য কবয়ঃ কোবিদা অপি তে ন নিশ্চিতং তত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞো যৈঃ কশ্মলং মোহং যযুঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

বা অনয়ৎ উন্নীতবান্ কীদৃশীঃ বেণুবাদ্যবিষয়ে উরুধা বহুপ্রকারা নিজাৎ স্বস্মাদেব নতু পরস্মাৎ কস্মাচ্চিদপি শিক্ষা যাসু তাঃ । সবনশঃ সময়ে সময়ে তৎস্বরজাত্যুন্নয়নং উপধার্য্য শক্রসর্ব্বপরমেষ্ঠিনঃ পুরোগা মুখ্যা যেষাং তে । শক্রোপেন্দ্রাগ্নিযমাদয়ঃ শর্ব্বকাত্যায়নী-রুদ্রগণেশাদয়ঃ । ব্রহ্মচতুঃসননারদাদয়শ্চ । কবয়ঃ গানতালাদিসৃষ্টিকর্ত্তারোঽপি । আনতাঃ কন্ধরাশ্চিত্তানি চ যেষামিতি গানমাধুর্য্যাস্বাদানুভাবঃ । ন নিশ্চিতং রাগস্য তালস্য স্বরাদীনাঞ্চ তত্ত্বং স্বরূপং যৈস্তে তত্তশ্চাজ্ঞানাদ্বেণুমাধুর্য্যাচ্চ মোহং প্রাপুরহো জগদীশ্বরা যত্র মুমুহুস্তত্র জগদীশিতব্যানামন্যেষাং মোহে কো বিচার ইতি আর্য্যে জগন্মোহনোঽয়ং তব সুতোঽভূদিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

তখন রুদ্র, পরমেষ্ঠী ও পুরন্দর প্রভৃতি দেবমুখ্যগণও তদ্গীতালাপ শ্রবণে বিমোহিত হইয়া পড়েন ; তাঁহার স্বরালাপকৌশলে প্রবেশ করিতে না পারিয়া, বিনম্র কন্ধরে ও অবনতচিত্তে তাঁহারা বিহ্বল হইয়া পড়েন ॥ ৮ ॥

আভাস ।

কোন কোন গোপিকা কৃষ্ণদর্শন-লালসায় অন্য উপলক্ষচ্ছলে মধ্যাহ্নকালেই যশোদার গৃহে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, তথায় বৃদ্ধা, যুবতী ও বালিকা সকলেই সমবেত হইয়াছেন এবং যশোদাকে তাঁহার পুত্রের অনন্ত গুণ ও কর্ম্মের বিবিধ বার্ত্তা উত্থাপনে শ্রবণ করাইতেছেন। স্নেহবতী যশোদা পুত্রের উৎকর্ষ শ্রবণে ক্রমশই উৎসাহবতী হইতেছিলেন বটে ; কিন্তু তৎকালে পুত্র নিকটে নাই, অরণ্যবিহারে গমন করিয়াছেন, এই তাৎকালিক বিরহ-ব্যথাতে যেন পাগলিনী হইতে লাগিলেন ; তদ্দর্শনে গোপিকারা বিবিধ প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করত বলিতে লাগিলেন, হে সতি ! গাভীর পালন, তাহাদের চারণ এবং একত্রীকরণাদি ক্রিয়াতে তোমার পুত্রের ন্যায় পারদর্শী অন্য কাহাকেও নয়ন-

নিজপদাব্জদলৈর্ধ্বজবজ্রনীরজাঙ্কুশবিচিত্রললামৈঃ।
ব্রজভুবঃ শময়ন্ খুরতোদং বর্ষ্মধূর্য্যগতিরীরিতবেণুঃ॥

অন্বয়ঃ।

ধ্বজবজ্রনীরজাঙ্কুশবিচিত্রললামৈঃ (ধ্বজাদীনি বিচিত্রাণি ললামানি চিহ্নানি যেষাং তৈঃ) নিজপদাব্জদলৈঃ (নিজানি পদানি এব অব্জদলানি তৈঃ) ব্রজভুবঃ খুরতোদং গোখুরাক্রমণব্যথাং শময়ন্ বর্ষ্মধূর্য্যগতিঃ (বর্ষ্মণা ধূর্য্যঃ গজঃ তদ্বদ্ গতিঃ যস্য সঃ কৃষ্ণঃ ঈরিতবেণুঃ বাদিতবেণুঃ সন্॥

শ্রীধরস্বামী।

অস্মাকন্তু মোহং কিং ব্রূম ইত্যাহুঃ নিজপদাব্জদলৈরিতি। ধ্বজাদীনি বিচিত্রাণি ললামানি চিহ্নানি যেষাং তৈঃ। নিজানি পদান্যেবাব্জদলানি তৈঃ ব্রজভুবঃ খুরতোদং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অথান্তর্বৃপস্থাঃ স্বসখীঃ প্রতি বেণুহেতুকং স্বমোহমেবাহুঃ। নিজপদান্যেব অব্জদলানি তৈঃ কীদৃশৈঃ ধ্বজাদীনি বিচিত্রাণি ললামানি চিহ্নানি যেষাং তৈঃ গোষ্ঠগমনসময়ে অগ্রতো গতানাং গবাং খুরতোদং খুরাক্রমণব্যথাং ব্রজভুবঃ শময়ন্ তদুপরি স্বচরণাব্জন্যাসেন শময়িতুং যদা বর্ষ্মণা দেহেন ধুর্য্যো গজস্তদ্বদ্গতিং যস্য স কৃষ্ণো ব্রজতি তদা তেন

হে সখি! স্বকীয় চরণলাঞ্ছিত ধ্বজ, বজ্র, পদ্ম ও অঙ্কুশাদি চিহ্নের সমর্পণে ধরণীর গোখুরাদির আক্রমণব্যথা উপশমন পূর্ব্বক গজেন্দ্রগমনে শ্রীকৃষ্ণ ইতস্তত বিচরণ পূর্ব্বক যখন বেণুবাদন করেন॥

আভাস।

গোচর হয় না। তোমার বালক মুখকমলে বেণুবিন্যাস পূর্ব্বক যখন ধ্বনি আরম্ভ করেন, তখন কেবল গাভীকুলকে বশীকৃত করা কেন! ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন স্থাবর জঙ্গমাদি পদার্থ নাই যে, প্রেমের উচ্ছ্বাসে আকৃষ্ট হইয়া তৎসমীপে নিতান্ত বিমোহিতের ন্যায় আগমন না করে। অধিক কি! লোকপাল, দিকপাল এবং ব্রহ্মা, রুদ্রাদি বিশ্ববিধাতাগণও যেন আবিষ্টচিত্তে আগমন করত তোমার পুত্রের স্বরালাপ-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বৈশ্বর্য্যে সুসম্পন্ন হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের স্বরালাপ-কৌশলে প্রবেশ করিতে না পারিয়া বিমোহিত হন; জানি না! কোন্ জগতের কোন্ বিধাতা ইহাঁকে এতাদৃশ স্বরালাপ-কৌশলের শিক্ষা দিয়াছেন! অহো! ব্রহ্মাদি জগদীশ্বরগণও যখন কৃষ্ণবাঁশরীর বিশেষ তত্ত্ব অবধারণে অক্ষম হইয়া বিমোহিত হন, তখন অপরে যে বিমোহিত হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? ইনি সত্য সত্যই বিশ্বসংসারের মোহনকর্ত্তা॥ ৮॥

অপর গোপীমণ্ডলস্থ কোন সখী নিজ বৃথস্থ কোন নারীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বেণুধ্বনিতে নিজের মোহাবস্থার পরিচয়ার্থ বলিলেন, সখি রে! শ্রীকৃষ্ণ যে পরের দুঃখ নিবারণ করেন, তাহা তাঁহার গোচারণ কালেই স্পষ্টত লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি যখন গোচারণার্থ বনে যাত্রা

ব্রজতি তেন বয়ং সবিলাসবীক্ষণার্পিতমনোভববেগাঃ ।
কুজগতিং গমিতা ন বিদামঃ কশ্মলেন কবরং বসনং বা ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ ।

যৎ ব্রজতি তেন নিমিত্তেন, সবিলাসবীক্ষণার্পিতমনোভববেগাঃ (সবিলাসনিরীক্ষণেন চ অর্পিতঃ মনোভবস্য কামস্য বেগো যাসু তাঃ) বয়ং কুজগতিং (কুজানাং বৃক্ষাণাং গতিং দশাং নিশ্চেষ্টতাং) গমিতাঃ সত্যঃ, কশ্মলেন মোহেন, বসনং কবরং বা ন বিদামঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

খুরাক্রমণব্যথাং শময়ন্ । বর্ষ্মণা ধুর্য্যো গজঃ তদ্বৎ গতির্যস্য সঃ । শ্রীকৃষ্ণো বাদিতবেণুঃ সন্ যদ্ ব্রজতি । তেন নিমিত্তেন সবিলাসবীক্ষণেনার্পিতো মনোভববেগো যাসু তাঃ বয়ং কুজগতিং বৃক্ষগতিং গমিতাঃ সত্যঃ মোহেন বসনং কবরং বা ন বিদামঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

কৃষ্ণেন সবিলাসবীক্ষণেনৈবার্পিতো মনোভববেগো যাসু তাঃ বয়ং কুজা বৃক্ষাস্তেষামিব গতিং গমিতাঃ প্রাপিতাঃ সত্যো মোহেন কবরং বা ন বিদামঃ । তয়োঃ স্খলনং ন জানীম ইত্যর্থঃ তেন ব্রজভুবঃ খুরতোদং চরণাম্বুজন্যাসেন শময়ামাস । ব্রজসুন্দরীণাং মনসিজতোদং নয়নাম্বুজন্যাসেনোৎপাদয়ামাসেত্যেবমেবাস্মাকং ললাটমিতি জ্যোতিষ্টং ॥ ৯

তখন আর আমরা আমাতে থাকি না ; তাঁহার সেই বিলাসপূর্ণ দৃষ্টি দর্শনে আমাদের মনের গতি উপশমিত হইয়া যায় ; তখন স্থাবরযোনি পাদপকুলের ন্যায় অবশদশা প্রাপ্তে, আমরা আত্মহারা হইয়া পড়ি। আমাদের বসন, ভূষণ বা কবরীবন্ধনের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য থাকে না ॥ ৯

আভাস ।

করেন, তখন পুরোগামী গোসমূহের খুরাঘাতে ধরণী ক্ষতবিক্ষত হইয়া পাছে বিশেষ ক্লেশ অনুভব করেন, তজ্জন্য ধ্বজবজ্রাঙ্কুশরেখাবিশিষ্ট স্বীয় চরণারবিন্দে সেই সকল খুরাঘাত অপনোদিত করিয়া যাইয়া থাকেন ; কিন্তু কি দুর্ভাগ্যের বিষয় ! বেণুবিনোদন করত গজেন্দ্রগমনে যখন অগ্রসর হন, তখন প্রেমবিক্ষণে আমাদের মনভূমি ক্ষতবিক্ষত করিয়া যাইতেছেন। হৈ ! তাহার ত কোন ব্যবস্থাই করেন না ! আমরা যে মনের বেদনায় ব্যাকুল হইয়া বৃক্ষের ন্যায় জড় হইয়া পড়িতেছি ; কবরী শিথিল হইয়া এবং পরিধেয় বসন স্খলিত হইয়া যে কোথায় কিরূপে পড়িতেছে, আমরা তাহার প্রতি কিছুই লক্ষ্য রাখিতে পারিতেছি না। কিন্তু হতভাগিনীদের এমনই ললাটলিখন যে, প্রাণগোবিন্দও তাহার প্রতিবিধানে কিছুমাত্র যত্ন করিতেছেন না ! ॥ ৯ ॥

অপরা গোপী বলিলেন, সখিরে ! ঐ দেখ ! হরিণীগণও কৃষ্ণানন্দে নিমগ্ন হইয়া আমাদের ন্যায় বিষম অবস্থায় নিপতিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ মণিময় মালা ধারণে অষ্টোত্তর

মণিধরঃ ক্বচিদাগণয়ন্ গা মালয়া দয়িতগন্ধতুলস্যাঃ।
প্রণয়িনোঽনুচরস্য কদাংসে প্রক্ষিপন্ ভুজমগায়ত যত্র ॥

অন্বয়ঃ।

মণিধরঃ (গোগণনার্থং গ্রথিতান্ মণীন্ ধরতীতি) তথা দয়িতগন্ধতুলস্যাঃ (দয়িতগন্ধা যা তুলসী তস্যাঃ) মালয়া সহ ক্বচিৎ আসমন্তাৎ গাঃ গণয়ন্ প্রণয়িনঃ প্রিয়স্য অনুচরস্য সখ্যুঃ অংশে স্কন্ধে ভুজং প্রক্ষিপন্ স্থাপয়ন্, যত্র যদা, কদাচিৎ অগায়ত॥

শ্রীধরস্বামী।

কিঞ্চ মণিধরঃ মণীন্ গ্রথিতান্ গোগণনার্থং ধরতীতি তথা ক্বচিদ্দেশে তৈর্মণিভির্গাঃ আসমন্তাদ্গণয়ন্ তথা দয়িতগন্ধা যা তুলসী তস্যা মালয়া সহ বর্ত্তমানঃ প্রণয়িনঃ প্রিয়স্যানুচরস্যাংসে ভুজং প্রক্ষিপন্ যত্র যদা কদাচিৎ অগায়ত। তদা তস্য ক্বণিতস্য বেণোরবেণ বঞ্চিতানি অপহৃতানি চিত্তানি যাসাং তাঃ। কৃষ্ণস্য হরিণস্য গৃহিণ্যো

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

গোষ্ঠস্থানাং স্বেষাং মোহমিব বনস্থানাং মৃগীণাং বেণুহেতুকং মোহমাহুঃ। মণিধরঃ গোগণসংখ্যানমণিমালাধরঃ। শুকরক্তশ্যামপীতানাং চতুর্ণাং বর্ণানাং প্রত্যেকং পঞ্চবিংশতি প্রভেদৈঃ শতং বর্ণা ভবন্তি। তথৈব চিত্রিতত্ব-চন্দনতিলকত্বাদিবর্ণৈ মৃদঙ্গমুখত্বাদ্যাকারৈশ্চান্যেঽপ্যষ্টপ্রভেদা ভবন্তি। ততশ্চ তত্তদ্বর্ণাকারৈরষ্টোত্তরশতমণিগোলকৈর্গোগণনার্থং কৃষ্ণেন গোজপমালৈকা কৃতাস্তি তাং মালাং গৃহীত্বৈবাসঙ্খ্যানামপি গবামষ্টোত্তরশতং যূথান্ পৃথক্ পৃথক্ বর্ণান্ গণয়তি তথাহি। হিহী ধবলীত্যাহ্বানেন ধবলীযূথো যথা আয়াতি তথৈব হংসী চন্দনী গঙ্গে মুক্তে ইত্যাহ্বানেন তৎপ্রভেদাশ্চতুর্বিংশতিরন্যেঽপি যূথা আয়ান্তি এবমরুণী কুঙ্কুমী সরস্বতীত্যাদি সংজ্ঞা শ্যামলা ধূমলা যমুনেত্যাদি সংজ্ঞা

গাভীগণনার্থ মণিমালা হস্তে লইয়া বেণুবাদন পূর্ব্বক যখন শ্রীকৃষ্ণ পশুসংগ্রহার্থ সখার স্কন্ধদেশে অপর হস্ত বিন্যস্ত করত বনৈকদেশে বিচরণ করেন, তখন—॥

আভাস।

শতযূথ গোগণনায় কতই সতর্ক রহিয়াছেন; পাছে একটী গাভী বিপর্য্যস্তভাবে বনে পতিত থাকে, তজ্জন্য কতই যত্ন করিতেছেন; প্রত্যেক দলের, এমন কি! প্রত্যেকের নাম ধরিয়া সম্বোধন করত অতি সাবধানে গৃহে লইয়া যাইতেছেন; কিন্তু তাঁহার বেণুরবে আকৃষ্টা প্রেমভিখারিণী গোপিকার ন্যায়, সর্ব্বত্যাগী হইয়া পথে পথে পশ্চাৎদ্গামিনী হরিণীগণের দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিতেছেন না। অহো! অপর অত্যাশ্চর্য্যের বিষয় অবলোকন কর! ঐ দেখ! শ্রীকৃষ্ণ গলদেশস্থ তুলসী মালার গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করত যখন বেণুরবে শ্যামলে ধবলে গঙ্গে ও যমুনে ইত্যাদি নাম উচ্চারণে গাভীযূথকে সম্বোধন করিতেছেন, অমনি গাভীগণ তৃণভোজন পরিত্যাগ করিয়া বিবেকবিশিষ্ট মানবের

ক্বণিতবেণুরববঞ্চিতচিত্তাঃ কৃষ্ণমন্বসত কৃষ্ণগৃহিণ্যঃ।
গুণগণার্ণমনুগম্য হরিণ্যো গোপিকা ইব বিমুক্তগৃহাশাঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ।

তদা অত্র ক্বণিতবেণুরববঞ্চিতচিত্তাঃ (ক্বণিতস্য বাদিতস্য বেণুবঞ্চিতানি অপহৃতানি চিত্তানি যাসাং তাঃ) কৃষ্ণগৃহিণ্যঃ (কৃষ্ণস্য হরিণস্য গৃহিণ্যঃ ভার্য্যাঃ) হরিণ্যঃ বিমুক্তগৃহাশাঃ গোপিকা ইব তং গুণগণার্ণং মাধুর্য্যাদিগুণসমূহানাং সমুদ্রং, কৃষ্ণং অনুগম্য প্রাপ্য, অন্বসত সর্ব্বতঃ আবৃত্য স্থিতাঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ভার্য্যাঃ গুণগণসমুদ্রং শ্রীকৃষ্ণং অনুগম্য সংপ্রাপ্য তং কৃষ্ণমেবান্বসত অন্বাসত ন ন্যবর্ত্তন্তেত্যর্থঃ। কুতঃ যতো বিমুক্তা- গৃহাশা যাভিস্তাঃ। গোপিকা ইব তা অপি হেবমেব কৃষ্ণমন্বাসতেতি ॥ ১০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পীতা পিঙ্গলা হরিতালিকেত্যাদি সংজ্ঞাঃ চিত্রিতা চিত্রতিলকা দীর্ঘতিলকা তির্য্যক্তিলকেত্যাদি সংজ্ঞাঃ মৃদঙ্গমুখী সিংহমুখীত্যাদি সংজ্ঞাশ্চ স্বস্ব নামভিরাহূতা আয়ান্ত্যাতো বনাদ্দোষ্ঠগমনসময়ে কাশ্চনাপি গাবো বিস্মৃতা মা ভবেয়ুরিত্যেকৈকমণিগোলকাবর্ত্তনেন গা গণয়ন্ দয়িতগন্ধা তুলসী শুস্তা মালয়া সহ বর্ত্তমানঃ। প্রণয়িনঃ প্রিয়স্যানুচরস্য স্কন্ধে ভুজং প্রক্ষিপন্ যদা অগায়ত্ত তদা ক্বণিতস্য বেণো রবেণ বঞ্চিতান্যপহৃতানি চিত্তানি যাসাং তাঃ কৃষ্ণস্য কৃষ্ণসারস্য গৃহিণ্যো হরিণ্যঃ কৃষ্ণং অন্বসত অন্বাসত অন্ববর্ত্তন্তেত্যর্থঃ। যতো গুণগণার্ণং গুণসমুদ্রং কৃষ্ণং অনুগম্য প্রাপ্য তদ্গুণানাস্বাদ্যেত্যর্থঃ। বিমুক্তা গৃহাশা যাভিস্তা গোপিকা ইব বয়মপ্যেবং বৃত্তা ভবামঃ ॥ ১০ ॥

তখন তাঁহার বংশীধ্বনিতে কৃষ্ণসার হরিণীগণও প্রেমানন্দে নিমগ্ন হইয়া রবাবেশিতচিত্তে তাঁহারই প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া থাকে এবং গোপিকাকুলের ন্যায় সর্ব্বব্যাপারে জলাঞ্জলি দিয়া অনন্যমনে সেই মাধুর্য্যাদি গুণসমূহের আকর এবং প্রেমের সাগর শ্রীকৃষ্ণেরই পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

আভাস।

ন্যায় অনন্যমনে শ্রীকৃষ্ণেরই অনুগমন করিতেছে। হরিণীগণ পশু হইয়াও পশুর ভাগ্য যেমন লাভ করিতে পারে নাই, আমরা সেইরূপ মানবী হইয়াও মনুষ্যভাগ্য লাভে সমর্থা হইলাম না! অতএব জাতি বা জন্ম অনুসারেই যে, কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী হয়, তাহা নহে; সকল যোনিস্থ সকল ভূতই ভগবদনুগ্রহ পাইতে পারে, অথচ উৎকৃষ্ট কুলে উত্তম যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিলেও, ভগবদনুগ্রহে বঞ্চিত হয়। যাহারা আত্মতৃপ্তির জন্য পৃথক্‌বোধে তাঁহার উপাসনা করে, তাহারা ভোগলাভেই চরিতার্থ হয়; তাঁহাকে কখন

কুন্দদামকৃতকৌতুকবেশো গোপগোধনবৃতো যমুনায়াং।
নন্দসূনুরনঘে তব বৎসো নর্ম্মদঃ প্রণয়িনাং বিজহার ॥

অন্বয়ঃ।

হে অনঘে যশোদে! কুন্দদামকৃতকৌতুকবেশঃ (কুন্দদামভিঃ কুন্দপুষ্পরচিতাভিঃ মালাভিঃ কৃতঃ কৌতুকেন উৎসবেন বেশঃ অলঙ্কারো যেন সঃ) গোপগোধনবৃতঃ (গোপৈঃ গোধনৈঃ চ বৃতঃ) তব বৎসঃ পুত্রঃ নন্দসূনুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ যদা প্রণয়িনাং নর্ম্মদঃ সন্ বিজহার ॥

শ্রীধরস্বামী।

ত্বদেবং বৃন্দাবনপ্রদেশেষু ক্রীড়িত্বা সায়াহ্নে গোধনানি পরাবর্ত্ত্য যমুনায়াং ক্রীড়িতস্তস্য সৌভাগ্যমনুবর্ণয়ন্তি কুন্দদামকৃতকৌতুকবেশ ইতি। গোপীনামুৎসবায় কুন্দদামভিঃ কৃতঃ কৌতুকেন উৎসবেন বেশোঽলঙ্কারো যেন সঃ। হে অনঘে যশোদে তব বৎসঃ পুত্রঃ নন্দসূনুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। যদ্বা। সহৈব বহব্যঃ কথয়ন্ত্যঃ কাশ্চিত্তব বৎস ইতি কাশ্চিন্নন্দসূনু-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অথ ব্রজেশ্বরীসদনং গতা গোপ্যস্তমপরাহ্নে স্বপুত্রাগমনবিলম্বেন বিক্ষুভ্যন্তীং তদ্বিলম্বকারণোক্ত্যা সান্ত্বয়ন্তি কুন্দদামেতি। যুগলত্রয়েণেতি বৈষ্ণবতোষণী। যমুনায়াং পর্য্যটন্ শ্রমোপশান্ত্যর্থং তত্র স্নাত্বা তত্তটে উপবিশ্য কৌতুকব্যঞ্জকং বেশং পরমোৎকণ্ঠয়া মিলিষ্যতঃ স্ববন্ধূন্ সুখয়িতুং কৃত্বা যদা বিজহার পাদবিহরণং চকার তদা মন্দবায়ুরুপবাতীত্যন্বয়ঃ। প্রণয়িনাং বয়স্যানাং নর্ম্মদঃ পরস্পরং হাসোপহাসং দ্যুতি খণ্ডয়তি দদাতি চেত্যর্থঃ। অনঘে ইতি তব প্রাক্তনমর্ব্বাচীনং বা কিমপ্যঘং নাস্তি যতঃ পুত্রানিষ্টং স্যাত্তৎ কিমিতি কিঞ্চিদ্বিলম্বমাত্রেণৈবাসূয়াদিহেতুকং তদনিষ্টং শঙ্কসে ইতি ভাবঃ। যতো নন্দস্য পুণ্যবচ্ছিরোমণিত্বেন প্রসিদ্ধস্য সূনুঃ। তবচ মহাপুণ্যযশস্বিত্বেনৈব যশোদায়া বৎসঃ মহা-

---

হে পবিত্রহৃদয়ে যশোদে! তোমার পুত্র নন্দনন্দন কুন্দকুসুম-মালায় পরিশোভিত নয়নানন্দকর রূপ ধারণে গোপ ও গোধনে পরিবৃত হইয়া প্রেমিকগণের পরমানন্দ প্রদান করত বিহার করেন।

আভাস।

পায় না। যাঁহারা কেবল তাঁহার জন্যই তাঁহাকে অপৃথক্‌বোধে আত্মসমর্পণ করে, তাঁহারাই তাঁহাকে পান মাত্র ॥ ১০ ॥

পুত্রস্নেহবতী যশোদা পুত্রের প্রত্যাগমনে যদি কখন কথঞ্চিৎ বিলম্ব হইত, অমনি উৎকণ্ঠিতা হইয়া বৎসহারা গাভীর ন্যায় ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন; সুতরাং ঐ দিবস কৃষ্ণাগমনের বিলম্বহেতু কাতরা যশোদাকে সান্ত্বনা করত তদগৃহে সমবেত ললনাগণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেন, হে সৌভাগ্যবতি! পুত্রের নিমিত্ত তোমার কোন ভয় নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে তুমি এমন কোন পাপ কর নাই, যাহার জন্য তোমাকে

মন্দবায়ুরুপবাত্যনুকূলং মানয়ন্ মলয়জস্পর্শেন ।
বন্দিনস্তমুপদেবগণা যে বাদ্যগীতবলিভিঃ পরিবব্রুঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ ।

তদা মলয়জস্পর্শেন (মলয়জস্য চন্দনস্য স্পর্শেন) তং কৃষ্ণং মানয়ন্ মন্দবায়ুঃ অনুকূলং যথা ভবতি তথা উপবাতি বীজয়তি। তথা যে উপদেবগণাঃ গন্ধর্ব্বাদিগণাঃ তে বন্দিনঃ স্তাবকাঃ ইব বাদ্যগীতবলিভিঃ তং কৃষ্ণং পরিবব্রুঃ পরিতঃ উপাসত ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

রিস্যাহুঃ । নর্ম্মদঃ হর্ষদঃ সন্ বিজহার যদা বিক্রীড়তি স্ম। তদা মলয়জস্পর্শেন মলয়জস্য চন্দনস্যেব সুরভিঃ শীতলশ্চ যঃ স্পর্শস্তেন তং শ্রীকৃষ্ণং মানয়ন্ অনুকূলং যথাস্যাত্তথা উপবাতি বীজয়তি। যদ্বা। মলয়জো দক্ষিণবায়ুঃ। যদ্বা। মলয়জস্য শ্রীকৃষ্ণেন স্বাঙ্গেঽনুলিপ্তস্য স্পর্শেন মানয়ন্নিতি। কিঞ্চ বন্দিনঃ স্তাবকাঃ সন্তঃ গন্ধর্ব্বাদিগণা বাদ্যগীতপুষ্পবর্ষাদিভিঃ পরিবব্রুঃ পরিত উপাসত ॥ ১১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

বাৎসল্যপাত্রীভূতঃ পুত্রঃ। লোকে হি মাতাপিত্রোরভাগ্যেনৈব বালকস্যানিষ্টং ভবেদতো ন কৃষ্ণস্য কিমপ্যনিষ্টমিতি ভাবঃ। তদ্বিলম্বস্য কারণং বয়ং বালকানাং মুখেভ্য এব শ্রুত্বা জানীমস্তৎ শৃণ্বিত্যাহ মন্দেতি। মলয়জস্য মলয়পর্ব্বতোৎপন্নচন্দনবৃক্ষস্য স্পর্শেন সৌগন্ধ্যং শৈত্যঞ্চ গৃহীত্বা তয়োর্ভাবেন দ্রুতং চলিতুমসমর্থো বায়ুঃ কৃষ্ণং মানয়ন্ননুকূলং যথাস্যাত্তথা উপবাতি। বন্দিনস্তাবকা বা উপদেবগণা গন্ধর্ব্বাদয়স্তেঽপি স্বস্বগুণান্ দর্শয়ন্তো বাদ্যাদিভিঃ পরিবব্রুরাবৃণ্বন্ অতএব তত্তদনুমোদনহেতুকো বিলম্বো জায়তে এব গুণিনি গুণজ্ঞো রমত ইতি ন্যায়াৎ। ন চাত্র খেদঃ সমুচিতঃ। ত্বৎপুত্রং তে যদেবং সম্মানয়ন্ত্যেতত্তবৈব ভাগ্যমিতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

তখন মলয়ানিল চন্দনগন্ধ বহন করত মৃদুমন্দ-গমনে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার অঙ্গে বীজন দ্বারা গৌরব করিয়া থাকে ; গন্ধর্ব্বাদি দেববৃন্দ বন্দীর ন্যায় গীত বা নৃত্যাদি প্রদর্শনে এবং বিবিধ উপহার প্রদানে তোমার কৃষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

আভাস ।

এ জন্মে কোন দুঃখ পাইতে হইবে। তোমার যে কোন পাপ নাই, তাহা এক শ্রীকৃষ্ণ পুত্রকে গর্ভে ধারণ করিয়াই তাহার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছ। কারণ ভাগ্যবতীর পুত্রের অদৃষ্টে কখন দুর্ভাগ্যের সূচনা হয় না। বিশেষত নন্দরাজ পুণ্যবানের চূড়ামণি ; পিতা মাতার দুরদৃষ্টেই পুণ্য ও অপুণ্য পুত্রেতে প্রকাশ পায়। তোমাদের ন্যায় পুণ্যাত্মার পুত্রেতে কখন দুর্ভাগ্যের পরিচয় ঘটিবে না। শ্রীকৃষ্ণের কোন অনিষ্ট ঘটে নাই ; তথাপি তিনি অদ্য বাটীতে আসিতে যে বিলম্ব করিতেছেন, তাহার কারণ আমরা বালকদের মুখে যতদূর শ্রবণ

বৎসলো ব্রজগবাং যদগপ্রো বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ।

অন্বয়ঃ।

ব্রজগবাং (ব্রজে স্থিতানাং গবাং ইব অনুকম্পানাং অস্মাকং) বৎসলঃ হিতকৃৎ, যৎ যস্মাৎ অগ্রঃ (অস্মৎ রক্ষার্থং গোবর্দ্ধনমুদ্ধৃতবান্) বৃদ্ধৈঃ ব্রহ্মাদিভিঃ পথি মার্গে বন্দ্যমানচরণঃ,

শ্রীধরস্বামী।

আয়ান্তমালোক্য হৃষ্যন্তঃ পরস্পরমূচুঃ বৎসল ইতি। ব্রজস্য গবাঞ্চ। যদ্বা। ব্রজে নিবদ্ধানাং গবাং অনুকম্পানামস্মাকমিত্যর্থঃ। বৎসলো হিতকৃৎ। কুতঃ যদ্যস্মাৎ অগ্রঃ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্বু তর্হি কৌতুকলোলুপো মৎপুত্রো বিলম্বমানঃ সন্ধ্যাসমাপ্তাবপি নৈবেষ্যতি ততশ্চাহং মন্নিষ্যাম্যেবেতি তত্র তদীয়শীঘ্রগমনে হেতুমুপন্যস্য তামাশ্বাসয়ন্ত্যা আহুর্বৎসল ইতি। ব্রজগবাং ব্রজে নিবদ্ধানাং বৃষাণাং বৎসলত্বেন স্ববিরহদুঃখমনুস্মৃত্য গন্ধর্ব্বাদীনপ্যবমন্ত্য শীঘ্রমায়াস্যত্যেবেত্যর্থঃ। টজভাব আর্ষঃ। নচ গোচারকস্য তস্য গবাং দর্শনস্পর্শনগাত্রকণ্ডূয়নবাসপ্রদানাদিকৌতুকাৎ স্বতোঽতিনিকৃষ্টগায়কগন্ধর্ব্বাদিগানকৌতুকং চিত্তাকর্ষকং বাচ্যমিত্যাহুঃ। যদ্যস্মাদগ্রঃ যেষাং গবাং রক্ষণার্থং অগ্রং গোবর্দ্ধনমপি ধৃতবান্ অতস্তেষু

অহো! তোমার পুত্র ব্রজস্থ গাভীকুল ও আমাদিগের সকলেরই তিনি হিতকারী; আহা! গোকুল রক্ষার্থ তিনি গিরি গোবর্দ্ধনকেও সপ্তাহ পর্য্যন্ত হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন। অনুচর গোপগণ যে তাঁহার যশোগান করিবে,

আভাস।

করিয়াছি, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। যমুনার উপবনে বিহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রমাপনোদনার্থ কালিন্দির কূলে স্নানাদি করিয়া বয়স্য বালকগণে পরিবৃত হইয়া তাহাদের মনোমত বেশে সজ্জিত হইয়াছেন। সন্ধ্যা সমীরণের সুমন্দ হিল্লোলে ইতস্ততঃ পাদচারণে বিহার করত প্রিয় সখাগণের সহিত হাস্যকৌতুকে সময় অতিবাহিত করিতেছেন। বিশেষত মলয়জাত সুচারু চন্দনবৃক্ষের সুগন্ধ গন্ধ বহন করিয়া, শীতল সমীরণ মৃদুমন্দ বেগে সঞ্চালিত হইয়া তাঁহার এতই শুশ্রূষা করিতেছে যে, তিনি তাহার সুখদ সম্মাননাকে কিছুতেই উপেক্ষা করিয়া আসিতে পারিতেছেন না। যদিও তোমার স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া পবনকেও উপেক্ষা করত ধীরে ধীরে আগমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে গন্ধর্ব্বাদি দেববৃন্দ নৃত্য গীতাদির নৈপুণ্য প্রদর্শনে তাঁহার মন হরণ করিতেছেন; সুতরাং তাহাদের গৌরবরক্ষা না করিয়া ত আসিতে পারেন না; এই জন্যই অদ্য তাঁহার আসিতে এত বিলম্ব হইতেছে। দেখ! তোমার পুত্রকে যখন দেবতারা পর্য্যন্ত এত গৌরব করিতেছেন, তখন ইহা তোমাদেরই সৌভাগ্যের পরিচয়, সন্দেহ নাই। সুতরাং সামান্য বিলম্বের জন্য এত ক্ষুণ্ণ হওয়া তোমার কখনই উচিত নহে; এই বলিয়া ব্রজবনিতাগণ যশোদাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা

কৃৎস্নং গোধনমুপোহ্য দিনান্তে গীতবেণুরনুগেড়িতকীর্ত্তিঃ ॥

অন্বয়ঃ ।

অনুগেড়িতকীর্ত্তিঃ (অনুগৈঃ গোপৈঃ ঈড়িতা কীর্ত্তিঃ যস্য সঃ) গীতবেণুঃ কৃষ্ণঃ দিনান্তে সায় কালে কৃৎস্নং গোধনং উপোহ্য একীকৃত্য ॥

শ্রীধরস্বামী ।

অগং ধরতীতি গোবর্দ্ধনোদ্ধরণঃ । বহুশো রক্ষণস্য উপলক্ষণমেতৎ । বৃন্দৈ ব্রহ্মাদিভিঃ পথি বন্দ্যমানচরণ ইতি সের্ষাং সায়ং শীঘ্রমাগন্তুং ন দদতীত্যর্থ ইতি । উপোহ্য একীকৃত্য

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

মহান্ স্বাভাবিক এব স্নেহঃ । গন্ধর্ব্বাদিষু তু গুণোপাধিকোঽপি প্রীতিলেশো ন তস্যাস্তীতি ভাবঃ । নন্থ যশোদেবমভবিষ্যত্তদা এতাবৎ ক্ষণপর্য্যন্তং গৃহমাগমিষ্যদেবেতি । তত্র বিলম্বে পুনরপি হেতুমুপন্যস্যন্তি । বৃন্দৈর্ব্রহ্মরুদ্রাদিভিঃ পথি পথি বন্দ্যমানৌ চরণৌ যস্য সঃ; বেণুগানাকৃষ্টৈঃ স্বস্বভবনাদাগত্য নিকট-নভসি স্থিতৈঃ সর্ব্বমেব দিনং কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা লব্ধানন্দৈঃ সম্প্রতি গোষ্ঠাগমনসময়ে স্বস্বভবনগমনোন্মুখৈ র্নভসো ভুবমবতীর্য্য ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রাদিভিঃ প্রত্যেকমেব ত্বৎপুত্রস্যানুগ্রহমর্থয়িতুং চরণৌ বন্দ্যেতে তেনাত্র কিং কর্ত্তব্যমিতি তেষামনু-

---

তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ! সায়াংকালে যখন তাঁহারা সমগ্র গোধন সংগ্রহ পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে গমন করেন, তখন পথিমধ্যে ব্রহ্মাদি দেবতাগণও আনম্র-মস্তকে তোমার কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া থাকেন ।

আভাস ।

কিন্তু তাদৃশ উৎসাহবাক্যে পুত্রবৎসলা নন্দগেহিনীর চিত্তে প্রবোধ মানিল না; তিনি বলিলেন, অরে অবলাগণ ! শ্রীকৃষ্ণের ক্ষণিক অদর্শনে আমার হৃদয়ে যে কিরূপ বেদনার উদয় হয়, তাহা অব্যক্ত ও অচিন্তনীয় । জগতে এমন কোন ভাব নাই, যাহার তুলনায় আমার তাদৃশ বেদনার ভাব তোমাদিগকে বুঝাইতে পারি ! তোমরা বলিতেছ যে, কৃষ্ণ আমার কৌতুকলোলুপ; ক্রীড়ার বশে বিস্মৃত হইয়া এত বিলম্ব করিতেছে ! কৈ ! আমার মনত তাহা মানিতেছে না । অরে সন্ধ্যা অতীত হইলেও যদি আমার কৃষ্ণ বাটী আসিতে বিলম্ব করে, মন যে আমার প্রাণ লইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট ধাবিত হইতে মনস্থ করিতেছে । তখন গোপিকাগণ যশোদার বিশেষ উৎকণ্ঠার ভাব অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শীঘ্র আগমনের হেতু নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আশ্বাস প্রদানে বলিলেন, দেখুন ! শ্রীকৃষ্ণের আসিবার আর বিলম্ব নাই । কারণ বৃষগণকে তিনি বিশেষ ভাল বাসেন; তাহাদের অদর্শন দুঃখ অবশ্যই তাঁহার মনে এখন উদয় হইয়া থাকিবে; তিনি যে এখনও আর গন্ধর্ব্বাদির অনুরোধে পথে বিলম্ব করিবেন, তাহা কখনই নহে । গোচারকের পক্ষে গাভীর দর্শন, স্পর্শ, গাত্রকণ্ডূয়ন ও ঘাসদানাদি কৌতুক অপেক্ষা গন্ধর্ব্বাদির গানে এত বিশেষ কৌতূহল কখন জন্মিতে পারে না । বিশেষত যাঁহার গানে জগৎ উন্মত্ত, তাঁহার পক্ষে

উৎসবং শ্রমরুচাপি দৃশীনামুন্নয়ন্ খুররজশ্ছুরিতস্রক্।

অন্বয়ঃ।

শ্রমরুচা শ্রমযুক্তয়া কান্ত্যা অপি দৃশীনাং অস্মন্নেত্রাণাং উৎসবং হর্ষং উন্নয়ন্ উচ্চৈঃ প্রাপয়ন্, খুররজশ্ছুরিতস্রক্ (খুররজোভিঃ ছুরিতা ব্যাপ্তা স্রজো যস্য সঃ) এষঃ দেবকী-

শ্রীধরস্বামী।

গীতবেণু গীতযুক্তো বেণু র্যস্য সঃ শ্রমরুচেতি শ্রমযুক্তয়াপি কান্ত্যা নেত্রাণাং হর্ষমুন্নয়ন্ উচ্চৈঃ প্রাপয়ন্ খুররজোভিশ্ছুরিতা ব্যাপ্তাঃ স্রজো যস্য সুহৃদামস্মাকমাশিষঃ মনোরথস্য দিৎসয়া

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

রোধ এব বিলম্বাধিক্যে হেতুরিতি ধ্বনিঃ ত্বৎপুত্রস্য চরণৌ ব্রহ্মাদয়োঽপি বন্দন্তে ইতি স্বভাগ্যং কিং ন পশ্যসি কিমিতি খিদাসীত্যনুধ্বনিঃ। তর্হি ভো ব্রজবালিকাঃ শীঘ্রমট্টালিকাপৃষ্ঠমারুহ্য পশ্যত কিয়দ্দূরে বৎস আয়াতীতি তয়া সাশ্রুগদ্গদমুক্তাঃ সর্ব্বোদ্ধবলভীঃ শীঘ্রমারুহ্যোচ্চৈরাহুঃ। কৃষ্ণেতি। এষ কৃষ্ণঃ সুহৃদাং স্ববন্ধূনামাশিষো মনোরথস্য দিৎসয়া এতীত্যন্বয়ঃ। উপোহ্য একীকৃত্য গীতযুক্তো বেণুর্যস্য সঃ। শ্রমেণ যা রুক্ শোভা তয়াপি দৃশীনাং লোকনেত্রাণাং উৎসবমানন্দং উন্নয়ন্ উচ্চৈঃ প্রাপয়ন্ খুররজশ্ছুরিতা ব্যাপ্তা

অহো! আগমনের পরিশ্রমে মুখকমলে যে স্বেদবিন্দুর উদয় হইয়াছে, তাহাতে কি অপরূপ রূপই আমরা তাঁহার নিরীক্ষণ করিতেছি! উড়ুপতি নিশানাথ যেমন নিদাঘতাপ উপশমনার্থ আনন্দময় মূর্ত্তিতে উদয় হন, যশোদে!

আভাস।

অতি নিকৃষ্ট গায়কের গানে আর বিশেষ আনন্দ কি? আরও দেখুন! যে গাভীকুলের রক্ষার নিমিত্ত তিনি গিরি গোবর্দ্ধন উত্তোলন পূর্ব্বক সপ্তাহকাল করে ধারণ করিয়াছিলেন, অদ্য যে সেই গাভীগণকে বিরহসাগরে নিমগ্ন করিবেন, তাহা কখনই সম্ভব নহে। গন্ধর্ব্বাদির বাহ্য গুণে তিনি সন্তুষ্ট; কিন্তু গোকুলবাসীর আভ্যন্তরীক গুণে তিনি চির প্রীতিমান। তখন যশোদা বলিলেন, অরে ব্রজবালিকাগণ! যদি এমনই হইবে, তাহা হইলে আমার কৃষ্ণ এতক্ষণে অবশ্যই গৃহে প্রত্যাগমন করিত। তদুত্তরে গোপিকাগণ বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণত আসিতেছিলেন; কিন্তু কি করিবেন! ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি দেবতাগণ তাঁহার চরণবন্দন করিয়াই এত বিলম্ব ঘটাইয়াছেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেণুধ্বনি শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া স্ব স্ব ধাম হইতে আগমন পূর্ব্বক সমস্ত দিবাভাগ তন্নিকটবর্ত্তী নভোমণ্ডলেই অপেক্ষা করিতেছিলেন। সম্প্রতি কৃষ্ণকে গৃহে গমনোদ্যত অবলোকন করত তাঁহারা সকলে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া তোমার পুত্রের অনুগ্রহ প্রার্থনায় তাঁহার চরণ ধারণ করিতেছেন; সুতরাং তাঁহাদের মান রক্ষার্থই শ্রীকৃষ্ণের এত বিলম্ব হইতেছে। অহো যশোদে! ব্রহ্মাদি দেবতাগণও যাঁহার পুত্রের পাদবন্দনা করেন, জানিনা! তাঁহার সৌভাগ্যের পরিচয় আর কোন্ প্রকারে দিতে হইবে! যশোদা তখন অশ্রুপূর্ণলোচনে

দিৎসয়ৈতি সুহৃদাশিষ এষ দেবকীজঠরভূরুড়ুরাজঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ।

জঠরভূঃ (দেবক্যাঃ জঠরে ভবতীতি) সঃ উড়ুরাজঃ চন্দ্রঃ ইব সুহৃদাশিষঃ (সুহৃদাং অস্মাকং আশিষঃ মনোরথস্য) দিৎসয়া দাতুমিচ্ছয়া, এষঃ কৃষ্ণঃ এতি আগচ্ছতি ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

দেবক্যা জঠরে ভবতীতি তথা স এব উড়ুরাজশ্চন্দ্রঃ নির্বৃতিহেতুত্বেন স এষ এতীতি ॥ ১২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্রক্ ষস্তেতি। স্বসঙ্গিনীঃ সখীঃ প্রত্যাপাঙ্গভঙ্গ্যা শ্রীযশোদাদ্যালক্ষিতং কিমপ্যুক্তং। অত্র স্রজ্যেব খুররজোনির্দ্দেশাদন্যত্র রজো নাস্তীতি লভ্যতে। তচ্চ সখিভির্মুহু নিজোত্তরীয়েণ রজসোঽপসারিতত্বাৎ স্রজি তু রজস্তস্য প্রবিশ্য স্থিতত্বাৎ অপসারণযত্নে দলভঙ্গঃ স্যাৎ। মণিনাপীয়ং মালা যন্ন দূরীক্রিয়তে দাসধৃতবস্ত্রসম্পুটস্থা নবীনাপি অন্যা যন্ন পরিধীয়তে তস্মাদিয়ং মালা যয়া প্রিয়য়া স্বহস্তেন সংগ্রথ্য সখীদ্বারা দত্তা তাং প্রিয়ামেব স্বকণ্ঠধৃতামেনাং দর্শয়িতুং কৃষ্ণস্য যত্ন ইতি। দেবকী শ্রীযশোদা তস্যা জঠরমেব ক্ষীরসমুদ্রস্তস্মিন্ ভবতীতি সঃ। দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চেতি গণোদ্দেশদীপিকাধৃতাদিপুরাণবাক্যাৎ। উড়ুরাজশ্চন্দ্রঃ ॥ ১২ ॥

তোমার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণ আমাদের হৃদয়ে তাদৃশ আনন্দ প্রদান করিবার অভিপ্রায়েই এরূপ গোখুরোত্থিত ধূলায় ধূসরিত পুষ্পমালা গলে ধারণ করত দিনাত্যয়ে, ঐ আগমন করিতেছেন! ॥ ১২ ॥

আভাস।

বলিলেন, অরে ব্রজবালিকাগণ! তোমরা সত্বর অট্টালিকার উপর আরোহণ পূর্ব্বক দেখ, আমার শ্যামসুন্দর কতদূরে আগমন করিয়াছেন! তখন ব্রজবনিতাগণ সত্বর হর্ম্ম্যোপরি আরোহণ পূর্ব্বক দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, যশোদে! ঐ তোমার পুত্র বন্ধুগণকে প্রেমসিন্ধুতে নিমগ্ন করিবার জন্য আগমন করিতেছেন। আহা দেখ, দেখ! বেণুরবে গাভীসমূহকে একত্রিত করিবার জন্য কতই পরিশ্রম করিতেছেন। মুখমণ্ডলে স্বেদবিন্দু গাভীখুরোত্থিত ধূলির সহিত মিলিত হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভারই পরিচয় দিতেছে! অন্যা সখী যশোদার অলক্ষ্যে অপরাকে সম্বোধন পূর্ব্বক ইঙ্গিত দ্বারা বলিলেন, অহো বিকশিত বনমালায় কতই ধূলি নিপতিত হইয়াছে! কিন্তু যদিও ঐ বয়স্য আসিয়া মালা হইতে ধূলি অপসারণের যত্ন করিতেছে বটে, কিন্তু সে প্রয়াস বৃথা; ধূলি মালার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে; তাহার অপসারণের প্রয়াস নিরর্থক! কিন্তু এই মলিন মালাও শ্রীকৃষ্ণ মণিমালার অপেক্ষা বিশেষ যত্ন করিতেছেন; অন্যে যে নূতন কুসুম মালা করে লইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাও স্বীকার করিতেছেন না; জানি না! আজ কোন্ ভাগ্যবতীর অদৃষ্টে কতদূর সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে! ধন্যা সেই, যে এই মালা গ্রথিত

মদবিঘূর্ণিতলোচন ঈষন্মানদঃ সুহৃদাং বনমালী।
বদরপাণ্ডুবদনো মৃদুগণ্ডং মণ্ডয়ন্ কনককুণ্ডললক্ষ্ম্যা ॥

অন্বয়ঃ।

ঈষৎ মদবিঘূর্ণিতলোচনঃ (মদেন ঘূর্ণিতে লোচনে যস্য সঃ) বদরপাণ্ডুবদনঃ (বদরবৎ ঈষৎপক্কবদরবৎ পাণ্ডুরং বদনং যস্য সঃ) মৃদুগণ্ডং (মৃদু গণ্ডৌ যস্মিন্ তৎ বদনং) কনককুণ্ডললক্ষ্ম্যা কান্ত্যা মণ্ডয়ন্ শোভয়ন্, বনমালী সুহৃদাং ভক্তানাং, মানদঃ সম্মানকর্ত্তা ॥

শ্রীধরস্বামী।

অভিসম্ভ্রমেণ কাশ্চিৎ সমীপমায়ান্তঃ কথয়ন্তি মদবিঘূর্ণিত ইতি। ঈষন্মদেন বিঘূর্ণিতে বিহ্বলিতে লোচনে যস্য সঃ বদরপাণ্ডুবদনঃ ঈষৎপক্কবদরবৎ পাণ্ডুরং বদনং যস্য সঃ। অত্র হেতুঃ কনককুণ্ডলয়োর্লক্ষ্ম্যা কান্ত্যা মৃদুগণ্ডৌ যস্মিন্ তদ্বদনং মণ্ডয়ন্নিতি। যদ্বা। মৃদু

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইদানীন্তু নগরপ্রান্তপর্য্যন্তমাগতস্তত্রাপি কিঞ্চিদ্বিলম্বস্য কারণং শৃণ্বিত্যাহুঃ। মদেন পিত্রাদিদর্শনোত্থানন্দেন প্রেয়সীজনদর্শনোত্থকামমত্ততয়া চ বিঘূর্ণতে বিহ্বলে লোচনে যস্য সঃ। প্রথমোঽর্থো বাৎসল্যরসপরিকরৈর্দ্বিতীয়োঽর্থো মধুররসপরিকরৈস্তত্রত্যৈর্বুধ্যতে ইত্যেবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ং। সুহৃদাং পুরোহিতাদি-মাতুলাদি-ভ্রাত্রাদি-দাসাদি-ভাগুলিকাদীনাং যথোচিতমাশীর্ব্বাদাদিকৃতাং ঈষন্মানদঃ রাজপুত্রত্বাদল্পবয়স্ত্বেনানধিগতনীতিশাস্ত্রত্বাচ্চ ঈষন্মাত্রং যথোচিতং শিরোনমনাদিকং মানং দদাতি সঃ। ইত্যায়মপি

এই যে? অভিমানের মদে লোচনদ্বয় যেন ঈষৎ বিঘূর্ণিত হইতেছে; পক্ক বদরীফলের ন্যায় বদন-মণ্ডল কিছু পাণ্ডুরবর্ণ রূপ ধারণ করিয়াছে; কনক-কুণ্ডলের অপূর্ব্ব কান্তিতে কপোলদ্বয়ে কি মনোহর রূপেরই বিকাশ হইতেছে! অহো! বনমালী কেবল স্বীয় ভক্তগণের সম্মানার্থই ঈদৃশবেশে আগমন করিতেছেন ॥

অনুবাদ।

করিয়া কৃষ্ণগলে স্বয়ং বা সখী দ্বারা প্রদান করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ এই মালাধারণের ছলে, সেই রমণীকেই গলে ধারণ করিতেছেন, সন্দেহ নাই। দেখ! সুধাংশু ক্ষীরসমুদ্র হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া জগৎকে অমৃতরসেই নিরন্তর পুষ্ট করেন; আমাদের দেবকীর জঠরও ক্ষীর সমুদ্র; নতুবা শ্রীকৃষ্ণ কি দর্শকমাত্রকেই এত প্রেম ও আনন্দ বিলাইতে পারিতেন? যশোদার অপরা নাম দেবকী; সুতরাং ব্রজবনিতার মুখে "দেবকীজঠরভূঃ" কথাটী অসঙ্গত নহে। ১২

যশোদা বলিলেন কুমারিকাগণ! কৃষ্ণ আসিতেছে বলিয়া যে, তোমরা এত হর্ষ প্রকাশ করিলে, কৈ! আমিত তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না! তোমাদিগকে দেখা দিয়াই কি

যদুপতি র্দ্বিরদরাজবিহারো যামিনীপতিরিবৈষ দিনান্তে।
মুদিতবক্ত্র উপযাতি দুরন্তং মোচয়ন্ ব্রজগবাং দিনতাপং ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ

দ্বিরদরাজবিহারঃ (দ্বিরদরাজঃ গজশ্রেষ্ঠঃ তদ্বৎ বিহারঃ গতিঃ যস্য সঃ) মুদিতবক্ত্রঃ প্রসন্নবদনঃ, দিনান্তে সায়ংকালে যামিনীপতিঃ চন্দ্রঃ, ইব যথা দিনতাপং মোচয়ন্ আয়াতি তথা) দুরন্তং দুর্নিবারং, ব্রজগবাং দিনতাপং দিনবিরহজং তাপং মোচয়ন্ এষঃ যদুপতিঃ উপযাতি সমীপং আয়াতি ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কোমলং গণ্ডস্থলং শোভয়ন্নিতি। যদুপতিরিতি দেবকীজঠরভূরিতি চ প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাত স্তবাত্মজ ইত্যাদি গর্গবাক্যপ্রসিদ্ধ্যোক্তং। যদ্বা। সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুল ইতিবৎ জ্ঞাত্বা কাশ্চিদ্বদন্তীতি। গজেন্দ্রগতিঃ চন্দ্র ইব প্রসন্নবক্ত্রঃ। ব্রজগবামস্মাকং দুরন্তং দিনতাপং শময়ন্ উপযাতি এষ সমীপমায়াতীতি ॥ ১৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিলম্বহেতুরিতি ভাবঃ। পক্ষে স্বসুহৃদাং প্রেয়সীনাং চন্দ্রশালিকাদ্যারুহ্য হসিতাপাঙ্গ-নীলোৎপলৈঃ পূজয়ন্তীনাং ঈষদন্যজনালক্ষিতং মানমভীষ্টদানব্যঞ্জকৈঃ কটাক্ষৈর্দদাতীতি সঃ। বনপথপর্য্যটনশ্রমেণ ক্ষুৎপিপাসাভ্যাঞ্চ ঈষৎপক্বদরবৎ পাণ্ডুবদনং যস্য সঃ। পক্ষে স্বাভীষ্টপ্রেয়সীবিরহানুভাবোঽয়ং। বদনে পাণ্ডিমা মৃদুগণ্ডং মৃদুগণ্ডৌ কনককুণ্ডলয়োঃ শ্চকলয়োঃ কান্ত্যা মণ্ডয়ন্। যদুপতিরিতি গোপানাং যাদবত্বস্য প্রতিপাদিতপূর্ব্বত্বাৎ দ্বিরদরাজবিহারো গজেন্দ্রতুল্যমন্দগমনঃ। মুদিতবক্ত্রঃ প্রফুল্লিতমুখঃ। উপযাতি নিকট-মায়াতি। ব্রজগবাং ব্রজস্থজননেত্রাণাং ॥ ১৩ ॥

সায়ংকালের শুভাগমে নিশানাথ যেমন দারুণ দিবাতাপ দূর করত উদিত হন, অদ্য যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ যেন ব্রজবাসিগণের দিবাভাগের বিরহ-তাপ উপশমন করিবার নিমিত্তই সেইরূপ গজেন্দ্রগমনে আগমন করিতেছেন ॥ ১৩ ॥

আভাস।

পুনরায় তিনি চলিয়া গেলেন! অরে! আমার ধনে আমিই বঞ্চিত রহিলাম। তখন গোপিকারা বলিলেন, মাতঃ! তোমার কৃষ্ণ নগরপ্রান্তে আসিয়াই আবদ্ধ হইয়াছেন। তথায় পিত্রাদি দর্শনের আনন্দে ও প্রিয় ব্যক্তিগনের প্রেমালাপনে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। সুহৃদ্বর্গ, পুরোহিতগণ, ভাতৃগণ, দাসগণ এবং তাম্বুলিকাগণ সকলেই যথোচিত আশীর্ব্বাদাদি করিয়া অল্প বয়স্ক হইলেও রাজপুত্রবোধে তাঁহারা সকলেই ঈষন্মাত্র মস্তকাবনতি প্রভৃতির দ্বারা তোমার কৃষ্ণকে সম্মান প্রদর্শন করাইতেছেন; সুতরাং গৃহে আসিতে তাঁহার এত বিলম্ব হইতেছে। সখীগণ যশোদার অজ্ঞাতসারে পরস্পরে বলিতে লাগিলেন; অহো! বিলম্ব হইবে না! অট্টালিকাদির উপরে আরোহণ পূর্ব্বক যে সকল

শ্রীশুক উবাচ ॥

এবং ব্রজস্ত্রিয়ো রাজন্ কৃষ্ণলীলানুগায়তীঃ।
রেমিরেঽহঃসু তচ্চিত্তা তন্মনস্কা মহোদয়াঃ ॥ ১৪ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে বৃন্দাবনক্রীড়ায়াং গোপিকাগীতিনাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥*॥৩৫॥*॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীশুকঃ উবাচ। হে রাজন্! তচ্চিত্তাঃ (তস্মিন্ কৃষ্ণে এব চিত্তং যাসাং তাঃ) তন্মনস্কাঃ (তস্মিন্ এব মনঃ সংকল্পং যাসাং তাঃ) মহোদয়াঃ (মহান্ উদয়ঃ উৎসবঃ যাসাং তাঃ) ব্রজস্ত্রিয়ঃ এবং অহঃসু কৃষ্ণলীলানুগায়তীঃ লীলাঃ অনুগায়ন্ত্যঃ রেমিরে ॥ ১৪ ॥

ইতি দশমে শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃতান্বয়ে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

এবং বিরহদুঃখেনাপি হু অহো কৃষ্ণলীলা এব গায়ন্ত্যঃ তস্মিন্ চিত্তং চেতনা জীবিতং যাসাং তাঃ। তস্মিন্নেব মনঃ সংকল্পরূপং যাসাং তাঃ। অতএব মহানুদয় উৎসবো যাসাং তাঃ অহঃস্বপি রেমিরে ॥ ১৪ ॥

॥ * ॥ ইতি দশমে পঞ্চত্রিংশঃ ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হু ভো রাজন্! গায়তীঃ গায়ন্ত্যঃ। তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণ এব চিত্তং চেতো যাসাং তাঃ। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যাপি মনো যাসু তা ইত্যতঃ কৃষ্ণস্তৎপ্রিয়াণাং পরস্পরবিষয়াশ্রয়ত্বাৎ পরস্পর-মনোগ্রহণমতঃ প্রতিক্ষণমনিশরমণাৎ রেমিরে ইতি বিপ্রলম্ভপ্রেম্নো দুঃখময়ত্বেন তদাবিষ্ট-জনপ্রতীতেঽপি পরমসুখময়ত্বং প্রেক্ষাবৎপ্রতীতমস্যতঃ প্রেম্নঃ পুরুষার্থচূড়ামণিত্বং ব্যঞ্জিতং ॥ ১৪ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
পঞ্চত্রিংশোঽপি দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

শুকদেব তখন রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! কৃষ্ণচিত্তা ও কৃষ্ণাত্মপ্রাণা মহামতী ব্রজবনিতাগণ দিবাভাগে এই প্রকার কৃষ্ণ-লীলা গান করতই বিহার করিতেন ॥ ১৪ ॥

ইতি দশমে শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃত অনুবাদের পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

আভাস।

প্রেয়সী অপাঙ্গবীক্ষণে তাঁহার পূজা করিতেছে, তাহাদের সকলের প্রতি ত অন্তত এক একবার অন্যের অজ্ঞাতসারে শ্রীকৃষ্ণকে কটাক্ষপাত করিয়াও অভীষ্ট প্রদানের পরিচয়ে সম্মান দেখাইতেও হইবে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের বিলম্ব অপরিহার্য্য। আহা সমস্ত দিবা

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ॥
অথ তর্হ্যাগতো গোষ্ঠমরিষ্টো বৃষভাসুরঃ।

অন্বয়ঃ।

শ্রীবাদরায়ণিঃ শুকঃ উবাচ। অথ তর্হি মহাককুৎকায়ঃ (মহান্তৌ ককুৎকায়ৌ যস্য সঃ) বৃষভাসুরঃ বৃষভাকৃতিঃ (নাম্না) অরিষ্টঃ ইতি, খুরবিক্ষতাং (খুরৈঃ বিক্ষতাং বিদারিতাং

শ্রীধরস্বামী।

ষট্ত্রিংশে তু হতেঽরিষ্টে নারদোক্ত্যা বলাচ্যুতৌ।
বসুদেবসুতৌ জ্ঞাত্বা কংসোঽক্রূরং সমাদিশৎ ॥
গোপীরাসান্তরায়াতঃ শঙ্খচূড়ং নিহত্য সঃ।
অহন্ গোপী মহানন্দাসহং দুষ্টমরিষ্টকং ॥ * ॥

এবং দেবগন্ধর্ব্বাদিগীতনৃত্যবাদ্যকুসুমবর্ষাদিভিঃ শ্রীকৃষ্ণং প্রাপ্তং দৃষ্ট্বা ব্রজস্য পরমোৎ-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ষট্ত্রিংশে নিহতেঽরিষ্টে পিতরৌ রামকৃষ্ণয়োঃ।
জ্ঞাত্বা কংসো নারদাত্তৌ বদ্ধাক্রূরং সমাদিশৎ ॥ * ॥

তর্হীত্যস্য যৎপদসাপেক্ষত্বাৎ প্রদোষে যদা কৃষ্ণো রাসার্থমুদ্যতোঽভূদিতি বিষ্ণুপুরাণ-

---

শুকদেব বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ যখন এই প্রকারে গোষ্ঠে আগমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে একদিন অরিষ্টনামে একটা ভয়ঙ্কর অসুর বৃষভের আভাস।

বনে বনে পর্য্যটন করার পরিশ্রমে এবং ক্ষুধা ও পিপাসায় বদন মলিন হইয়া গিয়াছে! অন্য সখী বলিলেন যে, উহা কেবল ক্ষুধাদিজনিত নহে; যাহার মুখ দেখিতে ইচ্ছা, বোধ হয়, আসিয়াই তাদৃশ প্রেয়সীকে বুঝি দেখিতে পান নাই; সেই নিমিত্তই ওরূপ বিমর্ষ ভাবের পরিচয় বদন-মণ্ডলে সুস্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। কিন্তু সখীরে! প্রফুল্লকমল সদৃশ বদনমণ্ডলে কনককুণ্ডলের কান্তিতে কি অপূর্ব্ব শোভারই আবির্ভাব হইয়াছে! নিশানাথ যেমন উদিত হইয়াই নিদাঘ-সন্তপ্ত জীবের জীবনকে শীতল করেন, অদ্য শ্রীকৃষ্ণ গজেন্দ্রগমনে আগমন করাতেই গোকুলবাসীর বিরহ-সন্তাপ দূরে গেল ॥ ১৩ ॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! কৃষ্ণান্তঃপ্রাণা গোপিকাগণ কৃষ্ণবিরহে যত দুঃখই অনুভব করুক না, কৃষ্ণলীলা গান করাতে শ্রীকৃষ্ণ কখন তাহাদের চিত্তের অন্তরালে থাকিতেন না। তবে সায়ংকালে পরস্পরের মিলনে এমন একটী অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইত, যাহাতে তাঁহারা আত্মহারা হইয়া প্রাণরমণে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক প্রেমের পরম বিহারে নিমগ্ন হইতেন ॥ ১৪ ॥

ইতি দশমে শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃত পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের আভাস সমাপ্ত ॥

মহীং মহাককুৎকায়ঃ কম্পয়ন্ খুরবিক্ষতাং ॥ ১ ॥
রম্ভমাণঃ খরতরং পদা চ বিলিখন্মহীং।
উদ্যম্য পুচ্ছং বপ্রাণি বিষাণাগ্রেণ চোদ্ধরন্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।

মহীং কম্পয়ন্ গোষ্ঠং আগতঃ ॥ ১ ॥

খরতরং কর্কশং, যথা ভবতি তথা রম্ভমাণঃ (বৃষভজাতিশব্দং কুর্ব্বন্) পদা মহীং চ বিলিখন্ বিদারয়ন্, পুচ্ছং উদ্যম্য (ঊর্দ্ধং কৃত্বা) বিষাণাগ্রেণ বপ্রাণি উন্নতস্থানানি চ উদ্ধরন্ উৎক্ষিপন্ ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সবে বর্ত্তমানে তদ্বিরুদ্ধার্থান্তরাধিকারার্থমথশব্দঃ। তর্হি তদা বৃষভাকৃতিরসুরঃ। তং বর্ণয়তি সার্দ্ধত্রয়েণ। মহান্তৌ ককুৎকায়ৌ যস্য সঃ খুরৈর্বিদারিতাং মহীং কম্পয়ন্ ॥ ১ ॥

রম্ভমাণঃ বৃষভজাতিশব্দং কুর্ব্বন্ বিলিখন্ বিদারয়ন্ উদ্যম্য ঊর্দ্ধং কৃত্বা বপ্রাণি তটানি উৎক্ষিপন্ ॥ ২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বাক্যদৃষ্ট্যা শেষো জ্ঞেয়ঃ। তচ্চ বাক্যং যথা: প্রদোষার্দ্ধে কদাচিত্তু রাসাসক্তে জনার্দ্দনে। ত্রাসয়ন্ সমদো গোষ্ঠমরিষ্টঃ সমুপাগত ইতি। অতএব রাসবিরুদ্ধার্থান্তরাধিকারার্থমথ

আকারে একটী বৃহৎ কলেবর ধারণে ও খুরাঘাতে বিদীর্ণা পৃথিবীকে কম্পিত করত গোষ্ঠাভিমুখে আগমন করিল ॥ ১ ॥

এবং বৃষের ন্যায় অতি কর্কশ-ভাবে খরতর শব্দ করিতে লাগিল; সে পদাঘাতে ধরণীকে বিদারণ করত পুচ্ছ ঊর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক শৃঙ্গের অগ্রভাগ দ্বারা উন্নত ভূমিভাগ খনন করিয়া ঊর্দ্ধদেশে নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ২ ॥

আভাস।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অরিষ্ট-বধ এবং রামকৃষ্ণকে বসুদেবপুত্র বলিয়া অবধারণ করত কংস কর্ত্তৃক তাঁহাদের বধার্থ মন্ত্রণা ও তাঁহাদের আনয়নার্থ অক্রূরকে আদেশ করেন, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে।

দেবগন্ধর্ব্বাদির নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং কুসুমবর্ষণ দ্বারা প্রপূজিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া ব্রজবাসিদিগের আনন্দের কথাই পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু পর অধ্যায়ে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের পরিচয় দিতে হইবে, এই নিমিত্তই বিরুদ্ধার্থাবদ্যোতক অথশব্দের দ্বারা অধ্যায়ের প্রারম্ভ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রায় প্রদোষকালেই গোষ্ঠে প্রত্যাগমন করিতেন। তাঁহার রাসক্রীড়ার শেষ দিবসেই তিনি অরিষ্টাসুরকে নিহত করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ আছে যে, প্রদোষের অর্দ্ধ কাল অতীত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ

কিঞ্চিৎ কিঞ্চিচ্ছকৃন্মুঞ্চন্ মূত্রয়ন্ স্তব্ধলোচনঃ ॥ ৩ ॥
যস্য নির্হ্রাদিতেনাঙ্গ নির্হ্রাদেন গবাং নৃণাং।

অন্বয়ঃ।

তথা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ঈষদীষৎ পুরীষং মুঞ্চন্ তথা মূত্রয়ন্ স্তব্ধলোচনঃ (স্তব্ধে লোচনে যস্য সঃ) আগত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ৩ ॥

হে অঙ্গ রাজন্! যস্য নির্হ্রাদেন নির্হ্রাদিতেন শব্দেন, গবাং নৃণাং নারীণাং চ গর্ভাঃ

শ্রীধরস্বামী।

কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শকৃৎ মধ্যে মধ্যে ঈষদীষৎ পুরীষং মুঞ্চন্ তথা মূত্রমুৎসৃজন্ স্তব্ধলোচনঃ অনিমীলিতলোচনঃ ॥ ৩ ॥

যস্য ধ্বনিনা গবাং নারীণাঞ্চ গর্ভাঃ স্রবন্তি পতন্তি চ তত্র স্রবণপাতয়োঃ। আ চতুর্থা-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শব্দঃ। মহদত্যুচ্চং ককুৎ পৃষ্ঠাগ্রশিখা যত্র তথাভূতঃ কায়ো যস্য সঃ। খুরৈর্বিদারিতাং মহীং কম্পয়ন্ খরতরং যথাস্যাত্তথা বিলিখংশ্চ। রম্ভমাণঃ বৃষভজাতিশব্দং কুর্ব্বন্। বপ্রাণি প্রাচীরতটানি। শকৃৎ পুরীষং ॥ ১—৩ ॥

নিরন্তর অল্প পরিমাণে পুরীষ ও মূত্র বিসর্জ্জন করত স্তম্ভিতলোচনে সে গোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক এই প্রকার আচরণ করিতে লাগিল ॥ ৩ ॥

আভাস।

যখন রাসক্রীড়ায় আসক্ত ছিলেন, এমন সময়ে বলমত্ত অরিষ্ট গোষ্ঠে প্রবেশ করে এবং কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হয়। হরিবংশেও এইরূপই বর্ণিত আছে, কিন্তু এই গ্রন্থে রাসলীলার পর অরিষ্ট-বধের কথা উল্লেখ থাকায়, রাসলীলার সহিত যে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, এরূপ প্রকাশ করা হয় নাই। তবে রাস-রসিকগণের লীলাগান-সম্বন্ধা দিবসের অব্যবহিত পর দিবসেই এই ঘটনা হয়। অর্থাৎ তখনও কাহার হৃদয় হইতে রাসভাবের অভাব হয় নাই; এবং তাঁহারা সকলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় ভোজনাদি ব্যাপার সমাপন করিয়া, শয্যাগৃহ হইতে রাসার্থ গোষ্ঠে নির্গত হইলেই এই ঘটনা হয়, ইহাই ভাগবতের তাৎপর্য্য। যমাদি অষ্টাঙ্গ সাধনের অনুষ্ঠান এবং স্বাধ্যায়ের অনুশীলনে যোগী ভগবানের কৃপায় সমাধি বা অষ্টসিদ্ধিতে অধিকারী হইলেও, একটী জ্ঞানাভিমানের উদয় হইতে পারে। অর্থাৎ আমি এই অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি, বা এইটী আমার বাকী আছে; তাহা করিতে হইবে, বলিয়া একটী অভিমানের উদয় হয়, যাহার প্রভাবে তাঁহাকে পুনরায় পতিত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। অর্থাৎ যতদূরই যোগী উন্নত হউন না, যদি ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, তাহা হইলেই রাসান্তে অরিষ্টের নিধনের ন্যায়, ভগবান্‌ও ভক্ত যোগীর কোন ব্যাঘাতই আর থাকিতে দেন না; আপনিই তাহার নিবারণ করিয়া দেন ॥ ১ ৩ ॥

পতন্ত্যকালতো গর্ভাঃ স্রবন্তি স্ম ভয়েন বৈ ॥ ৪ ॥
নির্বিশন্তি ঘনা যস্য ককুদ্যচলশঙ্কয়া।
তং তীক্ষ্ণশৃঙ্গমুদ্বীক্ষ্য গোপ্যো গোপাশ্চ তত্রসুঃ ॥
পশবো দুদ্রুবুর্ভীতা রাজন্ সংত্যজ্য গোকুলং ॥ ৫ ॥
কৃষ্ণকৃষ্ণেতি তে সর্ব্বে গোবিন্দং শরণং যযুঃ।
ভগবানথ তদ্বীক্ষ্য গোকুলং ভয়বিহ্বলং ॥

অন্বয়ঃ।

ভয়েন বৈ অকালতঃ প্রসূতিসময়ং বিনৈব স্রবন্তি পতন্তি স্ম বৈ ॥ ৪ ॥

যস্য ককুদি গলপৃষ্ঠমাংসপিণ্ডে, অচলশঙ্কয়া ঘনাঃ নির্ব্বিশন্তি, তীক্ষ্ণশৃঙ্গং তং উদ্বীক্ষ্য গোপ্যঃ গোপাঃ চ তত্রসুঃ। তথা হে রাজন্! পশবঃ চ তং বীক্ষ্য ভীতাঃ সন্তঃ গোকুলং সংত্যজ্য দুদ্রুবুঃ পলায়িতাঃ ॥ ৫ ॥

হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ! ইতি বদন্তঃ তে সর্ব্বে গোপাদয়ঃ গোবিন্দং শরণং যযুঃ। অথ ভগবান্ ভয়বিহ্বলং (ভয়েন বিহ্বলং ব্যাকুলং) তৎ গোকুলং, বীক্ষ্য "মা ভৈষ্ট, ভয়ং মা কার্ষ্ট" ইতি গিরা আশ্বাস্য বৃষাসুরং উপাহ্বয়ৎ স্বসমীপং আকারিতবান্ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ভবেৎ স্রাবঃ পাতঃ পঞ্চমষষ্ঠয়োঃ। অত ঊর্দ্ধং প্রসূতিঃ স্যান্নবমে দশমেঽপি বা ইতি বিভাগঃ ॥ ৪ ॥

ককুদি গলপৃষ্ঠে শৃঙ্গে ॥ ৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নির্হ্রাদিতেন শব্দেন। স্রবন্তি পতন্তীতি আচতুর্থাৎ ভবেৎ স্রাবঃ পাতঃ পঞ্চমষষ্ঠয়োরিতি স্মৃতিঃ ॥ ৪ ॥

হে নরনাথ! সেই ভীষণ অসুরের প্রচণ্ড ধ্বনিতে গাভী ও নারীগণের অকালেই গর্ভপাত হইতে লাগিল ॥ ৪ ॥

তাহার তাদৃশ ভীষণ কলেবর এতই বৃহৎ বলিয়া তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যে, তাহার গলপৃষ্ঠস্থ মাংসপিণ্ডকে ধরাধর বোধে যেন জলধর তথায় পদধারণ করিয়াছিল। তাহার শৃঙ্গের তীক্ষ্ণতা সন্দর্শন করিয়া গোপগোপীগণ ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। পশুকুল তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া আকুল প্রাণে গোকুল পরিত্যাগ করত অন্যত্র পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৫ ॥

গোপগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহারই শরণাগত হইল; তখন গোবিন্দ গোকুলবাসিগণকে ভয়ে কাতর দেখিয়া, "ভয় নাই, ভয় নাই"! বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং উক্ত শব্দের দ্বারাই বৃষা-

মা ভৈষ্টেতি গিরাশ্বাস্য বৃষাসুরমুপাহ্বয়ৎ।
সপালৈঃ পশুভির্মন্দ ত্রাসিতৈঃ কিমসত্তম।
ময়ি শাস্তরি দুষ্টানাং ত্বদ্বিধানাং দুরাত্মনাং ॥ ৬ ॥
ইত্যাস্ফোট্যাচ্যুতোঽরিষ্টং তলশব্দেন কোপয়ন্।
সখ্যুরংসে ভুজাভোগং প্রসার্য্যাবস্থিতো হরিঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।

হে মন্দ মন্দবুদ্ধে! অসত্তম! দুরাত্মনাং দুর্বুদ্ধীনাং, তদ্বিধানাং, দুষ্টানাং পরোদ্বেজকানাং শাস্তরি দণ্ডয়িতরি, ময়ি বিদ্যমানে সতি (ত্বয়া) ত্রাসিতৈঃ সপালৈঃ গোপালৈঃ পশুভিঃ চ তব কিং ফলং ॥ ৬ ॥

হরিঃ দুঃখহর্ত্তা ভগবান্ অচ্যুতঃ ইতি এবং বদন্ আস্ফোট্য (করতলেন বাহুং আহত্য), তলশব্দেন তং অরিষ্টং কোপয়ন্ ভুজাভোগং সর্পদেহাকারং ভুজং সখ্যুঃ অংসে স্কন্ধে প্রসার্য্য সংস্থাপ্য, স্থিতঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষেতি বদন্তঃ ॥ ৬ ॥

আস্ফোট্য করতলেন বাহুমাহত্য তেন তলশব্দেন কোপয়ন্ ভুজাভোগং ভুজা ভুজস্যৈব ভোগঃ সর্পদেহস্তং সর্পদেহাকারং ভুজমিত্যর্থঃ। স্বয়মচ্যুতঃ অন্যান্ হরন্তীতি হরিঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পশুভির্গোভিশ্চ। অসত্তমেতি বৃষরূপস্য তব বধে গোবধপাপং ন স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

আস্ফোট্য করতলেন বামবাহুমাহত্য তেন তলশব্দেন স্বশৌর্য্যদ্যোতকেনেত্যর্থঃ সখ্যুঃ সুবলস্য স্কন্ধে ভুজা ভুজ এব ভোগঃ সর্পদেহস্তং প্রসার্য্যেতি সাবজ্ঞত্বং দর্শিতং ॥ ৭ ॥

সুরের দৃষ্টিকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিলেন ॥

এবং তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, রে মন্দমতি দুষ্টচেতা! তোদের ন্যায় খলপ্রকৃতি অসজ্জনের দণ্ডকর্ত্তা স্বয়ং আমি তোর সম্মুখে উপস্থিত থাকাতেও অতি ভীরু পশু ও পশুপালগণকে ভয় দেখাইয়া তোর কি বিশেষ ফললাভ হইতেছে? ॥ ৬ ॥

ভক্তজনের দুঃখহারী ভগবান্ অচ্যুত এই প্রকার বলিয়া বাহ্বাস্ফোটন পূর্ব্বক তলশব্দের দ্বারা অরিষ্টকে উত্তেজিত ও কোপিত করাইলেন এবং ভুজঙ্গভোগের ন্যায় সুঠাম বাহুযুগল সখার স্কন্ধদেশে বিন্যস্ত করত দণ্ডায়মান রহিলেন ॥ ৭ ॥

সোঽপ্যেবং কোপিতোঽরিষ্টঃ খুরেণাবনিমুল্লিখন্।
উদ্যৎপুচ্ছভ্রমন্মেঘঃ ক্রুদ্ধঃ কৃষ্ণমুপাদ্রবৎ ॥ ৮ ॥
অগ্রণ্যস্তবিষাণাগ্রঃ স্তব্ধাসৃগ্লোচনোঽচ্যুতং।
কটাক্ষিপ্যাদ্রবত্তূর্ণমিন্দ্রমুক্তোঽশনির্যথা ॥ ৯ ॥
গৃহীত্বা শৃঙ্গয়োস্তং বা অষ্টাদশপদানি সঃ।

অন্বয়ঃ।

এবং আক্ষেপবচনেন কোপিতঃ অতএব ক্রুদ্ধঃ সঃ অরিষ্ট অপি খুরেণ অবনিং উল্লিখন্ বিদারয়ন্ উদ্যৎপুচ্ছভ্রমন্মেঘঃ (উদ্যতা ঊর্দ্ধং গচ্ছতা পুচ্ছেন ভ্রমন্তো মেঘাঃ যস্মিন্ সঃ তথাবিধঃ সন্) কৃষ্ণং হন্তুং উপাদ্রবৎ আজগাম ॥ ৮ ॥

অগ্রণ্যস্তবিষাণাগ্রঃ (অগ্রে ন্যস্তে বিষাণাগ্রে যেন সঃ) স্তব্ধাসৃগ্লোচনঃ (স্তব্ধে অসৃক্‌বৎ লোচনে যস্য সঃ) অরিষ্টঃ কটাক্ষিপ্য (কটাক্ষেণ তির্য্যঙ্ নিরীক্ষ্য, ইন্দ্রমুক্তঃ অশনিঃ যথা তথা অচ্যুতং কৃষ্ণং তূর্ণং শীঘ্রং আদ্রবৎ ॥ ৯ ॥

সঃ ভগবান্ কৃষ্ণঃ শৃঙ্গয়োঃ তং গৃহীত্বা গজঃ শ্রেষ্ঠো গজঃ গজং প্রতি যথা নুদেৎ তথা

শ্রীধরস্বামী।

উদ্যতা ঊর্দ্ধং গচ্ছতা পুচ্ছেন ভ্রমন্তো মেঘা যস্মাৎ সঃ ॥ ৮ ॥

অগ্রে ন্যস্তে বিষাণাগ্রে যেন সঃ স্তব্ধে অসৃগ্লোচনে রক্তলোচনে যস্য সঃ কটাক্ষিপ্য কটাক্ষেণ তির্য্যক্ নিরীক্ষ্য ॥ ৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

উদ্যতা ঊর্দ্ধং গচ্ছতা পুচ্ছেন ভ্রমন্তো মেঘা যস্মাৎ সঃ ॥ ৮ ॥

স্তব্ধে অসৃগ্লোচনে রক্তনেত্রে যস্য সঃ। কটা কটাক্ষস্থয়া আক্ষিপ্য তির্য্যগ্‌দৃষ্ট্যা সন্তর্জ্যেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

তখন নিতান্ত উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবল অরিষ্ট খুরাঘাতে মহীতল বিদীর্ণ করত শ্রীকৃষ্ণকে নিহত করিবার মানসে তদভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। হে নরপাল! তৎকালে তাহার আকৃতি এতই ভীষণ হইয়াছিল যে, সে যখন তাহার পুচ্ছ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিল, তখন তাহার আঘাতে ঘনাবলি ইতস্তত চালিত হইয়া গেল ॥ ৮ ॥

পুরন্দরপ্রেরিত বজ্র যেমন তীব্রবেগে ধরাতলে নিপতিত হয়, সেইরূপ আরক্তলোচন অরিষ্ট বিষাণের অগ্রভাগ সম্মুখে পাতিয়া বক্র দৃষ্টির বিস্ফারণে অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইল ॥ ৯ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহার শৃঙ্গদ্বয় হস্তের দ্বারা ধারণ করিয়া, গজরাজ যেমন অন্য গজকে পশ্চাতে ঠেলিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ সেই অসুরকে অষ্টাদশ

প্রত্যপোবাহ ভগবান্ গজঃ প্রতিগজং যথা ॥ ১০ ॥
সোঽপবিদ্ধো ভগবতা পুনরুত্থায় সত্বরং।
আপতৎ স্বিন্নসর্ব্বাঙ্গো নিঃশ্বসন্ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ১১ ॥
তমাপতন্তং স নিগৃহ্য শৃঙ্গয়োঃ পদা সমাক্রম্য নিপাত্য ভূতলে।
নিষ্পীড়য়ামাস যথার্দ্রমম্বরং কৃত্বা বিষাণেন জঘান সোঽপতৎ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ।

অষ্টাদশপদানি প্রত্যপোবাহ প্রতিলোমং ব্যনুদৎ ॥ ১০ ॥

ততশ্চ সঃ অরিষ্টঃ ভগবতা অপবিদ্ধঃ অপক্ষিপ্তঃ, পুনঃ সত্বরং উত্থায় স্বিন্নসর্ব্বাঙ্গঃ (স্বিন্নানি স্বেদযুক্তানি সর্ব্বাঙ্গানি যস্য সঃ) ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ (ক্রোধেন মূর্চ্ছিতঃ ব্যাপ্তঃ) নিঃশ্বসন্ শ্বাসান্ উচ্চৈঃ মুঞ্চন্ আপতৎ কৃষ্ণাভিমুখং আজগাম ॥ ১১ ॥

সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ আপতন্তং তং অরিষ্টং শৃঙ্গয়োঃ নিগৃহ্য ভূতলে নিপাত্য পদা সমাক্রম্য আর্দ্রং অম্বরং যথা তথা নিষ্পীড়য়ামাস। ততশ্চ বিষাণেন কৃত্বা বিষাণং উৎপাট্য তেন বিষাণেন তং জঘান সঃ চ তেন হননেন অপতৎ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রত্যপোবাহ প্রতিলোমং ব্যনুদৎ ॥ ১০ ॥

অপবিদ্ধঃ অপক্ষিপ্তঃ আপতৎ প্রাদ্রবৎ স্বিন্নানি স্বেদযুক্তানি সর্ব্বাঙ্গানি যস্য সঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ক্রোধেন ব্যাপ্তঃ ॥ ১১ ॥

কৃত্বা বিষাণমুৎপাট্য তেনৈব জঘান সচ অপতৎ ॥ ১২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রত্যপোবাহ প্রতিলোমং ব্যনুদৎ ॥ ১০ ॥

অপবিদ্ধঃ অপক্ষিপ্তঃ ॥ ১১ ॥

শৃঙ্গয়োর্নিগৃহ্য নিতরাং গৃহীত্বা। আর্দ্রমম্বরং কৃত্বা যথা কশ্চিন্নিষ্পীড়য়ামাস। ততশ্চ বিষাণেন উৎপাটিতেন তং জঘান ॥ ১২ ॥

পদ পশ্চাৎদিকে ঠেলিয়া দিলেন ॥ ১০ ॥

এই পরাভবে অসুরের সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মে প্লাবিত হইয়া গেল; সে ক্রোধে অধীর হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বর গাত্রোত্থান করত পুনরায় কৃষ্ণাভিমুখে ধাবিত হইল ॥ ১১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে নিকটে আগমন করিতে দেখিয়া, শৃঙ্গদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক ধরণীপৃষ্ঠে নিপাতিত করিলেন এবং চরণের দ্বারা আক্রমণ করিয়া বস্ত্র নিপীড়নের ন্যায় তাহার দেহস্থ শোণিত সমস্ত নিপীড়িত করিলেন; এবং তাহারই বিষাণ উৎপাটন পূর্ব্বক তাহাকে প্রহার করত শমনসদনে প্রেরণ

অসৃগ্বমন্মূত্রশকৃৎসমুৎসৃজন্ ক্ষিপংশ্চপাদাননবস্থিতেক্ষণঃ।
জগাম কৃচ্ছ্রং নির্ঋতেরথক্ষয়ং পুষ্পৈঃ কিরন্তো হরিমীড়িরে সুরাঃ॥ ১৩॥

অন্বয়ঃ।

তত্শ্চ সঃ অসৃক্ বমন্ মূত্রশকৃৎ উভয়ং সমুৎসৃজন্ বিমুঞ্চন্ পাদান্ চ ক্ষিপন্ ইতস্ততঃ চালয়ন্, অনবস্থিতেক্ষণঃ (অনবস্থিতে চলিতে ঈক্ষণে নেত্রে যস্য সঃ) কৃচ্ছ্রং কষ্টং যথাস্যাৎ তথা নির্ঋতেঃ মৃত্যোঃ, ক্ষয়ং জগাম মমার; অথ সুরাঃ দেবাঃ, পুষ্পৈঃ হরিং কিরন্তঃ আচ্ছাদয়ন্তঃ ঈড়িরে তুষ্টুবুঃ॥ ১৩॥

শ্রীধরস্বামী।

মূত্রশকৃৎ মূত্রঞ্চ শকৃচ্চ ইত্যেকবদ্ভাবঃ তদুভয়ং সমুৎসৃজন্নিত্যর্থঃ। পাদাংশ্চ ক্ষিপন্ ইতস্ততশ্চালয়ন্। অনবস্থিতেক্ষণঃ প্রচলিতনেত্রঃ কৃচ্ছ্রং কষ্টং জগাম। অথ নির্ঋতে মৃত্যোঃ ক্ষয়ং নিবাসং জগাম। কৃচ্ছ্রং যথা ভবতি তথা মৃত ইতি বা॥ ১৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কৃচ্ছ্রং কষ্টং জগাম প্রাপ। অথ নির্ঋতে মৃত্যোঃ সকাশাৎ ক্ষয়ং বধং জগাম। নির্ঋতিরেবাগত্য তং জঘান নতু কৃষ্ণ ইত্যুৎপ্রেক্ষা। সতু সদ্যো মুক্তিং প্রাপ। পুষ্পৈঃ পুষ্পাণি কিরন্তঃ বর্ষন্তঃ॥ ১৩॥

করিলেন; অরিষ্ট সেই আঘাতে পঞ্চত্ব লাভ করিল॥ ১২॥

মহাসুর অরিষ্ট রক্ত বমন করিয়া ও মল মূত্র বিসর্জ্জনে পতিত হইল; চরণদ্বয় ইতস্ততঃ চালন করত বিহ্বলনেত্রে অতি কষ্টের সহিত যমসদনে গমন করিল। এই মহাদৈত্যের নিধনে দেবতাগণ কৃষ্ণের উপরে পুষ্প-বর্ষণ পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন॥ ১৩॥

আভাস।

অরিষ্টবধের পর রাধাকৃষ্ণের পরস্পরে উপহাস-ব্যঞ্জক কথাপ্রসঙ্গে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের উৎপত্তির কথা পুরাণাদিতে যেরূপ বর্ণিত আছে, এখানে তোষণীকার ও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহাদের টীকায় তাহা উল্লেখ করত পাঠকবর্গকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার কোন উল্লেখ না থাকাতে, এস্থানে অতি সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব মাত্র; বিশেষ বর্ণনে গ্রন্থকে আর বিস্তৃত করিব না। শ্রীরাধিকা রাসপ্রাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে গোবিন্দ! অদ্য এই বৃষকে হত্যা করিয়া তোমার গোবিন্দ নামে কলঙ্ক প্রদান করিয়াছ; গোবধের পাপে প্রলিপ্ত হইয়াছ; আর আমাদিগকে স্পর্শ করিও না। বৃত্রাসুর ব্রাহ্মণকুমার; সুতরাং তাহাকে বধ করায়, ইন্দ্রকে যেমন ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল, সেইরূপ বৃষরূপী অরিষ্টের নিধন করায়, তোমাকেও কেন গোহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না? এ কথায় শ্রীকৃষ্ণ পাপ স্বীকার করিলেন এবং পাপবিমোচনার্থ তীর্থ-

এবং ককুদ্মিনং হত্বা স্তূয়মানঃ স্বজাতিভিঃ।

অন্বয়ঃ।

এবং বৃষভাসুরং ককুদ্মিনং হত্বা, স্বজাতিভিঃ গোপৈঃ, স্তূয়মানঃ গোপীনাং নয়নোৎসবঃ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অরিষ্টবধান্তে রাধাকৃষ্ণয়োর্নর্ম্মসংলাপময়ী তৎকুণ্ডদ্বয়োৎপত্তিকথা পৌরাণিকী বিংশত্যা শ্লোকৈ র্নিবধ্যতে। যথা। মাম্মান্ স্পৃশাশু বৃষভার্দ্দন! হন্ত মুগ্ধা ঘোরোঽসুরোঽয়মম্বি কৃষ্ণ তদপ্যয়ং গৌঃ। বৃত্রো যথা দ্বিজ ইহাস্ত্যয়ি নিষ্কৃতিঃ কিং শুদ্ধোত্তবাং স্ত্রিভুবনস্থিত তীর্থকৃচ্চেৎ॥ ১॥ কিং পর্য্যটামি ভুবনাদ্যধুনৈব সর্ব্বা আনীয় তীর্থবিততীঃ করবাণি তাসু। স্নানং বিলোকয়ত তাবদিদং মুকুন্দঃ প্রোচ্যৈব তত্র কৃতবান্ বত পার্ষ্ণিঘাতং॥ ২॥ পাতালতো জলমিদং কিল ভোগবত্যা আয়াতমত্র নিখিলা অপি তীর্থসঙ্ঘাঃ। আগচ্ছেতি ভগবদ্বচসা ত এত্য তত্রৈব রেজুরথ কৃষ্ণ উবাচ গোপী॥ ৩॥ তীর্থানি পশ্যত হরের্ব্বচসা তবৈবং নৈব প্রতীম ইতি তা অথ তীর্থবর্য্যাঃ। প্রোচুঃ কৃতাঞ্জলিপুটা লবণাব্ধিরস্মি ক্ষীরাব্ধিরাস্মি শৃণুতামরদীর্ঘিকাস্মি॥ ৪॥ শোণোঽসি সিন্ধুরহমস্মি ভবাম্মি তাম্রপর্ণী চ পুষ্করমহঞ্চ সরস্বতী চ। গোদাবরী রবিসুতা সরযূঃ প্রয়াগো রেবাস্মি পশ্যত জলং কুরুত প্রতীতিং॥ ৫॥ স্নাত্বা ততো হরিং রতিপ্রজগল্‌ভ এব শুদ্ধঃ সরোঽপ্যকরবং স্থিতসর্ব্বতীর্থং। যুষ্মাভিরাত্মজনুষীহ কৃতো ন ধর্ম্মঃ কোঽপি ক্ষিতাবথ সখী নিজগাদ রাধা॥ ৬॥ কার্য্যং ময়াপ্যতি-মনোহরকুণ্ডমেকং তস্মাদ্‌যতধ্বমিতি তদ্বচনেন তাভিঃ। শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডতটপশ্চিমদিগ্‌ভমন্দো গর্ত্তঃ কৃতো বৃষভদৈত্যখুরৈর্ব্যালোকি॥ ৭॥ তত্রার্দ্রমৃণ্মৃদুলগোলততীঃ প্রভি স্বহস্তোদ্ধৃতা অনতি-দূরগতা বিধায়। দিব্যং সরঃ প্রকটিতং ঘটিকাদ্বয়েন তাভির্বিলোক্য সরসং স্মরতে স্ম কৃষ্ণঃ॥ ৮॥ প্রেচে চ তীর্থসলিলৈঃ পরিপূরয়ৈতৎ মৎকুণ্ডতঃ সরসিজাক্ষি সহালিভিস্ত্বং। রাধা তদা ননননেতি জগাদ যস্মাত্ত্বংকুণ্ডনীরমুরুগোবধপাতকাক্তং॥ ৯॥ আহৃত্য পুণ্য-সলিলং শতকোটিকুম্ভৈঃ সখার্ব্বুদেন সহ মানসজাহ্নবীতঃ। এতৎ সরঃ স্বমধুনা পরি-পূরয়ামি তেনৈব কীর্ত্তিমকুলাং ভুবনানি লোকে॥ ১০॥ কৃষ্ণেঙ্গিতেন সহসৈত্য সমস্ততীর্থ-সঙ্ঘস্তদীয় সরসোদ্ধৃতদিব্যমূর্ত্তিঃ। তুষ্টাব তত্র বৃষভানুসুতাং প্রণম্য ভক্ত্যা কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্রবদশ্রুধারঃ॥ ১১॥ দেবি ত্বদীয়মহিমানমবৈতি সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিন্ন চ বিধি র্ন হরো ন লক্ষ্মীঃ। কিন্ত্বেক এব পুরুষার্থশিরোমণিস্ত্বৎপ্রস্বেদমার্জ্জনপরঃ স্বয়মেব কৃষ্ণঃ॥ ১২॥

এই প্রকারে বৃষভাসুরের নিধন করিলে, গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা

আভাস।

সেবার বিধান করিলেন। তিনি যুগপৎ সকল তীর্থসেবার সুগম উপায়ার্থ পার্ষ্ণীপ্রহারে একটী খাদ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সকল তীর্থকে তথায় আহ্বান করত তথায় নিজে স্নান করিলেন। শ্রীরাধিকা তখন নিজে একটী কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া সখীসমূহের দ্বারা মানসগঙ্গা হইতে জল আনয়ন করাইয়া তাহা পূরণ করাইলেন এবং কৃষ্ণ সন্নিধানে শ্যামকুণ্ডবৎ সেই কুণ্ডের

বিবেশ গোষ্ঠং সবলো গোপীনাং নয়নোৎসবঃ ॥ ১৪ ॥
অরিষ্টে নিহতে গোষ্ঠে কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্ম্মণা।

অন্বয়ঃ।

সবলঃ কৃষ্ণঃ গোষ্ঠং বিবেশ ॥ ১৪ ॥

অদ্ভুতকর্ম্মণা কৃষ্ণেন গোষ্ঠে অরিষ্টে নিহতে সতি দেবদর্শনঃ (দেবেষু দর্শনং সাদৃশ্যং শ্রীধরস্বামী।

নয়নোৎসবো নয়নানাং মূর্ত্তিমানুৎসবঃ ॥ ১৪ ॥

কামং ব্রজে বসন্তং তং কংসস্যান্তং গতস্মৃতিং। নারদঃ স্মারয়ামাস কংসং দূতগিরৈব শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যশ্চারুযাবক রসেন ভবৎ পদাব্জমারব্জ্য নূপুরমহো নিদধাতি নিত্যং। প্রাপ্য ত্বদীয় নয়নাব্জতটপ্রসাদং স্বং মন্যতে পরমধন্যতমং প্রহৃষ্যন্ ॥ ১৩ ॥ তস্যাব্জয়ৈব সহসা বয়মাব্জগাম তৎপাঙ্ক্তিঘাতকৃতকুণ্ডবরে বসামঃ। ত্বক্কেৎ প্রসীদসি করোষি কৃপাকটাক্ষং তর্হ্যেব তর্ষবিটপী ফলিতো ভবেন্নঃ ॥ ১৪ ॥ শ্রুত্বা স্তুতিং নিখিলতীর্থগণস্য তুষ্টা প্রাহ স্ম তর্ষময়ি বেদয়তেতি রাধা। যাম ত্বদীয় সরসীং সফলা ভবাম ইত্যেব নো বর ইতি প্রকটং তদোচুঃ ॥ ১৫ ॥ আগচ্ছতেতি বৃষভানুসুতা স্মিতাস্যা প্রোবাচ কান্তবদনাব্জধৃতাক্ষিকোণা। সখ্যোঽপি তত্র কৃত সম্ভৃতয়ঃ সুধাব্ধৌ ময়া বিরেজুরখিলা স্থিরজঙ্গমাশ্চ ॥ ১৬ ॥ প্রাপ্য প্রসাদমথ তে বৃষভানুজায়াঃ শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডগততীর্থবরাঃ প্রসহ্য। ভিত্ত্বৈব ভিত্তিমভিবেগত এব রাধাকুণ্ডং ব্যধুঃ স্বসলিলৈঃ পরিপূর্ণমেব ॥ ১৭ ॥ প্রোচে হরিঃ প্রিয়তমে তব কুণ্ডমেতৎ মৎকুণ্ডতোঽপি মহিমাধিকমস্তু লোকে। অত্রৈব মে সলিলকেলিরিহৈব নিত্যং স্নানং যথা ত্বমসি তদ্বদিদং সরো মে ॥ ১৮ ॥ রাধাব্রবীদহমপি স্বসখীভিরেত্য স্নাস্যাম্যরিষ্টশত-মর্দ্দনমস্তু তস্য। যোঽরিষ্টমর্দ্দনসরস্যুরুভক্তিরত্র স্নায়াদসেন্নম স এব মহাপ্রিয়োঽস্তু ॥ ১৯ ॥ রাসোৎসবং প্রকুরুতে স্ম চ তত্র রাত্রৌ কৃষ্ণস্তুদঃ কৃতমহারসহর্ষবর্ষঃ। শ্রীরাধিকাপ্রবর-বিদ্যাদলং কৃত শ্রীস্ত্রৈলোক্যমধ্য বিততী কৃতদিব্যকীর্ত্তিরিতি ॥ ৩০ ॥ ককুদ্মিনং বৃষাসুরং ॥ ১৪ ॥

দেবঃ পরমেশ্বর ইব পশ্যতি কৃষ্ণলীলাতত্ত্বং জানাতীতি সঃ। ব্রজলীলাসমাপ্তিমবধার্য্য

করিতে লাগিল। তিনি গোপিকাগণের নয়নানন্দ বর্দ্ধন পূর্ব্বক বলরাম সমভিব্যাহারে গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৪ ॥

অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠমধ্যে অরিষ্টকে নিহত করিলে পর, এক দিবস

আভাস।

পবিত্রতা প্রার্থনা করিলে, ভগবান্ তাহা সিদ্ধ করিলেন। যে ব্যক্তি রাধাকুণ্ডে স্নান করিবেন, তিনি গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই; এমন কি! অশ্বমেধ যজ্ঞ ও রাজসূয় যজ্ঞের ফল এই কুণ্ডে স্নান করিলে পাইবেন, এইরূপ পুরাণান্তরে ব্যাখ্যা আছে ॥ ১৪ ॥

কংসায়াথাহ ভগবান্নারদো দেবদর্শনঃ ॥ ১৫ ॥
যশোদায়াঃ সুতাং কন্যাং দেবক্যাঃ কৃষ্ণমেবচ।
রামঞ্চ রোহিণীপুত্রং বসুদেবেন বিভ্যতা।

অন্বয়ঃ

যস্ত সঃ) ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞঃ নারদঃ কংসায় অথ আহ ॥ ১৫ ॥

দেবক্যাঃ অষ্টমগর্ভতয়া প্রসিদ্ধাং কন্যাং যশোদায়াঃ সুতাং আহ; যশোদায়াঃ সুতত্বেন প্রসিদ্ধং কৃষ্ণং দেবক্যাঃ সুতমাহ। রোহিণীপুত্রং রামঞ্চ দেবক্যাঃ সপ্তমসুতঃ আহ। ত্বতঃ বিভ্যতা বসুদেবেন স্বমিত্রে নন্দে, তৌ ন্যস্তৌ গুপ্ততয়া স্থাপিতৌ; যাভ্যাং রামকৃষ্ণাভ্যাং তে তব পুরুষাঃ পূতনাদয়ঃ দৈত্যাঃ হতাঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তু। তদাহ অরিষ্ট ইতি। দেবদর্শনো দেবর্ষিঃ। যদ্বা। এবং কথিতে এবং ভবিষ্যতীতি সাক্ষাৎ দেববদ্দর্শনং যস্ত সঃ ॥ ১৫ ॥

আপ্তেনেব নারদেনোক্তমাহ যশোদায়া ইতি। দেবক্যা অষ্টমগর্ভত্বেন প্রসিদ্ধাং কন্যাং যশোদায়াঃ সুতামাহ। যশোদায়াঃ সুতত্বেন প্রসিদ্ধং কৃষ্ণঞ্চ দেবক্যাঃ সুতমাহ। রোহিণী-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মাথুরীং লীলামাবির্ভাবয়িতুং কংসদ্বারৈব কৃষ্ণং মথুরামানেতুং যুক্ত্যুত্থাপনবিচক্ষণ ইত্যর্থঃ। কিমাহেত্যত্ত আহ দেবক্যাঃ অষ্টমগর্ভত্বেন প্রসিদ্ধাং কন্যাং যশোদায়াঃ সুতামাহ। যশোদায়াঃ সুতত্বেন প্রসিদ্ধং কৃষ্ণঞ্চ দেবক্যাঃ সুতমাহ। নন্দসুতত্বেন প্রসিদ্ধং রামঞ্চ রোহিণ্যাঃ পুত্রমাহ। নন্থ তৌ বসুদেবসুতৌ চেৎ কেন ব্রজং প্রাপিতৌ তত্রাহ বসুদেবেনেত্যাদি ॥ ১৫ ॥

দেবতাগণের হিতাকাঙ্ক্ষী দেবর্ষি নারদ কংস সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন—॥ ১৫ ॥

দেবকীর অষ্টম গর্ভ বলিয়া যে কন্যাকে তুমি দেখিয়াছ, তিনি বস্তুত যশোদার গর্ভজাত; এবং যশোদার গর্ভজাত সন্তান, যিনি কৃষ্ণনামে অভিহিত, তিনিই প্রকৃত দেবকীর গর্ভসম্ভূত অষ্টম সন্তান এবং রোহিণীর

আভাস।

এই শ্লোকে দেবর্ষি নারদকে "দেবদর্শন" শব্দে বিভূষিত করায় প্রকাশ করা হইয়াছে যে দেবতাদের হিতার্থই তাঁহার দৃষ্টি বিশেষ প্রখর; তিনি দেবহিতৈষী। দ্বিতীয় কথা দেব পরমেশ্বরের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের লীলাতত্ত্ব সমস্তই অবগত ছিলেন। প্রতি কল্পে যাদব ও পাণ্ডবাদি ভক্তগণের রক্ষানুরোধে ভগবান্ গোকুলে যে সকল লীলা প্রকটন করেন, তাহা সকলই সমাপ্ত হইয়াছে, আর বাকী নাই, ইহা নারদ অবগত ছিলেন; এইরূপ তোষণীকার ব্যাখ্যা করেন ॥ ১৫ ॥

স্তস্তৌ স্বমিত্রে নন্দে বৈ যাভ্যাং তে পুরুষা হতাঃ॥
নিশম্য তদ্ভোজপতিঃ কোপাৎ প্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ।
নিশাতমসিমাদত্ত বসুদেব-জিঘাংসয়া॥ ১৬॥

অন্বয়ঃ।

তৎ নারদ-বর্ণিতং, নিশম্য শ্রুত্বা, কোপাৎ প্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ (প্রচলিতানি ব্যাকুলানি ইন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ) ভোজপতিঃ কংসঃ বসুদেব-জিঘাংসয়া নিশাতং অসিং খড়্গং, আদত্ত গৃহীতবান্॥ ১৬॥

শ্রীধরস্বামী।

পুত্রং রামঞ্চ দেবক্যাঃ সপ্তমং সুতমাহ। যদ্বা। নন্দসুতত্বেন প্রসিদ্ধং রামঞ্চ বসুদেব-ভার্য্যায়া রোহিণ্যাঃ পুত্রমাহ। বসুদেবসুতৌ চেৎ কথং ব্রজগতৌ তত্রাহ বসুদেবেনেতি॥ ১৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অসিমাদত্তেতি বসুদেবস্য পরোক্ষমেব॥ ১৬॥

পুত্র বলিয়া লোকে যাঁহাকে বলরাম নামে সম্বোধন করে, তিনি দেবকীর সপ্তম গর্ভ। কেবল তোমার ভয়ে বসুদেব উক্ত রামকৃষ্ণকে নিজ বন্ধু নন্দের নিকট প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া আসিয়াছেন। এই রামকৃষ্ণের দ্বারাই তোমার প্রেরিত পূতনাদি পুরুষসমূহ বিনষ্ট হইয়াছে॥

নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া, কংস কোপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ক্রোধে তাহার ইন্দ্রিয়বর্গ অস্থির হইয়া গেল; সে তৎক্ষণাৎ শানিত খড়্গ লইয়া বসুদেবকে বধ করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলে—॥ ১৬॥

দেবর্ষি তাঁহাকে হেতু প্রদর্শন পূর্ব্বক নিবারণ করিলেন। কিন্তু কংস

আভাস।

কংস ক্রুদ্ধ হইয়া বসুদেবের বধার্থ নিশাত খড়্গ ধারণ করিলে, নারদ তাঁহাকে নিবারণ করিলেন; তিনি বলিলেন যে, যদি তুমি আপাতত বসুদেবকে বধ কর! এই বার্ত্তা প্রচার হইলে, রামকৃষ্ণ ভয়ে অন্যত্র পলায়ন করিবে; সুতরাং তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবার বিশেষ প্রতিবন্ধক হইল। আমার বিবেচনায় রামকৃষ্ণকে যে তুমি বধ করিবে, এ সংবাদ বসুদেবও যেন জানিতে না পারেন; তাহা হইলে তিনি স্বীয় বন্ধু নন্দকে এ সংবাদ পাঠাইবেন এবং নন্দ পুত্রদ্বয়কে লইয়া অন্যত্র পলায়ন করিবে। অতএব যাহাতে বসুদেব এ বিষয় জানিলেও প্রচার করিতে না পারেন, তজ্জন্য তাঁহাকে বধ না করিয়া শৃঙ্খলে বদ্ধ করত কারাগৃহে নিক্ষেপ কর! এবং কৌশলক্রমে রামকৃষ্ণকে এই মথুরায় আনয়ন কর! নারদ এই উপদেশ প্রদান করায়, বসুদেবও দেবকীর পক্ষে যে বিশেষ অনিষ্ট করা

নিবারিতো নারদেন তৎসুতৌ মৃত্যুমাত্মনঃ।
জ্ঞাত্বা লৌহময়ৈঃ পাশৈর্বব্ধ সহ ভার্য্যয়া॥
প্রতিযাতেতু দেবর্ষৌ কংস আভাষ্য কেশিনং।
প্রেষয়ামাস হন্যেতাং ভবতা রামকেশবৌ॥
ততো মুষ্টিক-চানুর-শলতোষলকাদিকান্।
অমাত্যান্ হস্তিপাংশ্চৈব সমাহূয়াহ ভোজরাট্॥

অন্বয়ঃ।

তদা চ নারদেন নিবারিতঃ সঃ কংসঃ তৎসুতৌ (তস্য বসুদেবস্য সুতৌ) আত্মনঃ দেহস্য, মৃত্যুং মৃত্যুরূপৌ জ্ঞাত্বা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ ভার্য্যয়া দেবকা,ঃ সহ বসুদেবং ববন্ধ॥

দেবর্ষৌ নারদে, প্রতিযাতে তু কংসঃ কেশিনং আভাষ্য (হে কেশিন্ গোকুলং গত্বা) রামকেশবৌ ভবতা হন্যেতাং (ইতি আজ্ঞাপ্য) তং তত্র প্রেষয়ামাস॥

ততঃ ভোজরাট্ কংসঃ, মুষ্টিকচানূরশলতোষলকাদিকান্ অমাত্যান্ হস্তিপান্ এব চ

শ্রীধরস্বামী।

নিবারিত ইতি হতে বসুদেবে তৌ পলায়েতাং অতো ন বধ্য ইতি মন্ত্রং বদতা নারদেন

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নিবারিত ইতি হতে বসুদেবে তৌ পলায়েতাং কিঞ্চাধুনাতনীং তজ্জিঘাংসামপি বসুদেবো ন জ্ঞাপনীয়ঃ। তথা সতি স্বমিত্রং নন্দং প্রতি তেনোক্তে তদ্বৃত্তান্তে নন্দঃ সপুত্র এব পলায়িষ্যত ইত্যতো বসুদেবদেবকৌ বন্ধনমেবাধুনা কৃত্বা কেনাপি মিষেণ রামকৃষ্ণৌ মথুরামানীয়েতামিতি মন্ত্রং দদতেতি জ্ঞেয়ং। নচ বসুদেবদেবকৌ বন্ধয়তা নারদেন তয়োর্বিপ্রিয়ং কৃতমিতি বাচ্যং প্রত্যুত প্রিয়মেব কৃতং পরমসোৎকণ্ঠাভ্যাং তাভ্যামায়ত্যাং সুপুত্রমুখদর্শনানন্দলাভেন স মুনি রাশীঃশতপ্রদানপাত্রী করিষ্যত এবেতি মুনে স্তদ্বিষয়-কোঽপরাধো নাভূদিতি জ্ঞেয়ম্।

বসুদেবের তনয়দ্বয়কেই নিজের মৃত্যুর কারণ অবধারিত করিয়া লৌহময় শৃঙ্খল দ্বারা ভার্য্যাসহ বসুদেবকে আবদ্ধ করিলেন॥

অনন্তর দেবর্ষি নারদ তথা হইতে প্রস্থান করিলে, রাজা কংস কেশিকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন যে, রাম কৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য তুমি সত্বর তথায় গমন কর! এই বলিয়া তাহাকে গোকুলে প্রেরণ করিলেন॥

অনন্তর ভোজপতি কংস মুষ্টিক, চানূর, শল এবং তোষলকাদি অমাত্যবর্গ

আভাস।

হইয়াছিল তাহা নহে; বরং পুত্রমুখ দর্শনার্থ তাঁহাদের একটী উৎকট আকাঙ্ক্ষা ও দর্শনে তাদৃশ আনন্দ লাভেরই সহায়তা করিয়াছিলেন মাত্র॥ ১৬॥ ৪৭॥

ভো ভো নিশম্যতামেতদ্বীর চানুরমুষ্টিক ॥ ১৭ ॥
নন্দব্রজে কিলাসাতে সুতাবানকদুন্দুভেঃ।
রামকৃষ্ণৌ ততো মহ্যং মৃত্যুঃ কিল নিদর্শিতঃ ॥ ১৮ ॥
ভবদ্ভ্যামিহ সংপ্রাপ্তৌ হন্যেতাং মল্ললীলয়া।
মঞ্চাঃ ক্রিয়ন্তাং বিবিধা মল্লরঙ্গপরিশ্রিতাঃ।
পৌরজানপদাঃ সর্ব্বে পশ্যন্তু স্বৈরসংযুগং ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ।

সমাহূয় আহ ॥ ১৭ ॥

ভো ভো বীর চানুর মুষ্টিক! এতৎ মদাজ্ঞাপনং নিশম্যতাং শ্রূয়তাং, নন্দব্রজে কিল আনকদুন্দুভেঃ বসুদেবস্য, সুতৌ রামকৃষ্ণৌ আসাতে; ততঃ তাভ্যাং মহ্যং মম মৃত্যুঃ কিল নারদেন নিদর্শিতঃ ॥ ১৮ ॥

ইহ সংপ্রাপ্তৌ তৌ ভবদ্ভ্যাং চানুরমুষ্টিকাভ্যাং মল্ললীলয়া হন্যেতাং। মল্লরঙ্গপরিশ্রিতাঃ (মল্লযুদ্ধভূমিং সর্ব্বতঃ সংলগ্নাঃ) বিবিধাঃ মঞ্চাঃ (উত্তুঙ্গাঃ স্তম্ভাদিরচিতস্থানানি) ক্রিয়ন্তাং বিরচ্যন্তাং; যতঃ পৌরাজনপদাঃ (পৌরাঃ পুরবাসিনঃ, জানপদাঃ বহির্দ্দেশবাসিনঃ চ) সর্ব্বে (তত্র উপবিশ্য) স্বৈরসংযুগং (স্বৈরেণ স্বচ্ছন্দতয়া নতু বলাৎ প্রবর্ত্তিততয়া সংযুগং মল্লযুদ্ধং) পশ্যন্তু ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নিবারিতঃ ॥ ১৭ ॥

মহ্যং মম নিদর্শিতঃ বিধাত্রা নারদেন বা ॥ ১৮ ॥

ব্রজং গন্তুমুদ্যতৌ তাবাহ ভবদ্ভ্যামিতি। মঞ্চাঃ উত্তুঙ্গস্তম্ভাদিরচিতস্থানানি ॥ ১৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বাগ্দেবীমন্তে হন্যেতাং প্রাপ্যেতাং তত্র নীয়তামিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

মহ্যং মম নিদর্শিতো নারদেন ॥ ১৮ ॥

কিঞ্চ তয়োর্বঞ্চনার্থমুৎসাহবর্দ্ধনার্থঞ্চ। মহোৎসবপ্রসিদ্ধিঃ ক্রিয়তামন্যথা তৌ পলায়িষ্যেতে ইত্যাহ মঞ্চা ইতি ॥ ১৯ ॥

ও হস্তিপদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন —॥ ১৭ ॥

ওহে বীরাগ্রগণ্য চানুর ও মুষ্টিকগণ! আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সাবধানে শ্রবণ কর! রামকৃষ্ণ নামে বসুদেবের পুত্রদ্বয় নন্দরাজের ব্রজ মধ্যে বাস করিতেছে; তাহাদের হস্তেই আমার মৃত্যু নিশ্চয়ই হইবে, এই কথা আমি নারদমুখে শ্রবণ করিলাম ॥ ১৮ ॥

অতএব তাহাদের দুইজনকে আমি এখানে আনয়ন করিলে, তোমাদের দুইজনে তাহাদিগকে নিহত করিতে হইবে। সুতরাং মল্লযুদ্ধের স্থান নিরূ-

মহামাত্র ত্বয়া ভদ্র রঙ্গদ্বার্য্যুপনীয়তাং।
দ্বিপঃ কুবলয়াপীড়ো জহি তেন মমাহিতৌ ॥ ২০ ॥
আরভ্যতাং ধনুর্যাগঃ চতুর্দ্দশ্যাং যথাবিধি।
বিশসন্তু পশূন্মেধ্যান্ ভূতরাজায় মীঢুষে ॥ ২১ ॥
ইত্যাজ্ঞাপ্যার্থতন্ত্রজ্ঞ আহূয় যদুপুঙ্গবং।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং তত্রাক্রূরমুবাচ হ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ।

হে মহামাত্র ভদ্র! ত্বয়া কুবলয়াপীড়ঃ হস্তী রঙ্গদ্বারি উপনীয়তাং; তেন হস্তিনা মম অহিতৌ শত্রুভূতৌ ইহ আগতৌ রামকৃষ্ণৌ জহি ॥ ২০ ॥

চতুর্দ্দশ্যাং যথাবিধি ধনুর্যাগঃ আরভ্যতাং। মীঢুষে বরদায়, ভূতরাজায় শিবায় মেধ্যান্ শুদ্ধান্ পশূন্ বিশসন্তু মারয়ন্তু ॥ ২১ ॥

ইতি আজ্ঞাপ্য অর্থতন্ত্রজ্ঞঃ রহস্যজ্ঞঃ কংসঃ যদুপুঙ্গবং (যাদবেষু শ্রেষ্ঠং) অক্রূরং তত্র আহূয় পাণিনা (তস্য) পাণিং গৃহীত্বা হ হর্ষেণ উবাচ ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অহিতৌ শত্রূ ॥ ২০ ॥

মীঢুষে বরদায় ॥ ২১ ॥

অর্থতন্ত্রজ্ঞঃ অর্থসিদ্ধান্তমেব জানাতি ॥ ২২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মহামাত্র হে হস্তিনিয়ন্তঃ অহিতৌ শত্রূ ॥ ২০ ॥

মমাভ্যুদয়ার্থং বিশসন্তু ছিত্বা যচ্ছন্তু। ভূতরাজায় ভূতেশ্বরায় মীঢুষে বরদায় ॥ ২১ ॥

অর্থতন্ত্রং দ্বিতীয়পুরুষার্থস্যৈব সিদ্ধান্তং নতু ধর্ম্মমোক্ষয়ো জানাতীতি সঃ ॥ ২২ ॥

পণ করিয়া, তথায় বিবিধ মঞ্চ নির্ম্মাণ কর; যাহাতে উপবেশন পূর্ব্বক পুরবাসী ও ভিন্নদেশীয় লোকেরা এই স্বতপ্রবৃত্ত যুদ্ধব্যাপার অনায়াসে দর্শন করিয়া তৃপ্তিলাভে সমর্থ হয় ॥ ১৯ ॥

ওহে মহামাত্র ভদ্র! তুমি কুবলয়াপীড় হস্তীকে রঙ্গদ্বারে লইয়া যাও! এবং আমার সেই অহিতকারী রিপুদ্বয় যখন এই রঙ্গদ্বারে প্রবেশ করিবে, তখনই এই হস্তীর দ্বারা উভয় ভ্রাতাকে যমালয়ে প্রেরণ করিবে ॥ ২০ ॥

আগামী চতুর্দ্দশী তিথিতে ধনুর্যাগের আয়োজন কর! এবং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ ভূতনাথ ভবানীপতির উদ্দেশে প্রশস্ত পশুগণকে বলি প্রদান কর! ॥ ২১ ॥

সকলকে এই প্রকারে অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক নীতিজ্ঞ কংস যাদবশ্রেষ্ঠ অক্রূরকে নিজ সমীপে আহ্বান করিলেন এবং স্বয়ং তাঁহার হস্ত ধারণ

ভো ভো দানপতে মহ্যং ক্রিয়তাং মৈত্রমাদৃতঃ।
নান্যস্ত্বত্তো হিততমো বিদ্যতে ভোজবৃষ্ণিষু॥
অতস্ত্বামাশ্রিতঃ সৌম্য কার্য্যগৌরবসাধনং।
যথেন্দ্রো বিষ্ণুমাশ্রিত্য স্বার্থমভ্যগমদ্বিভুঃ॥
গচ্ছ নন্দব্রজং তত্র সুতাবানকদুন্দুভেঃ।
আসাতে তাবিহানেন রথেনানয় মাচিরং॥ ২৩॥

অন্বয়ঃ।

—ভো ভো দানপতে! মহ্যং মম, মৈত্রং মিত্রকৃত্যং, ত্বয়া ক্রিয়তাং; যস্মাৎ ত্বত্তঃ অন্যঃ ভোজবৃষ্ণিষু মধ্যে আদৃতঃ আদরযুক্তঃ হিততমঃ চ ন বিদ্যতে॥

অতঃ হে সৌম্য প্রিয়! বিভুঃ ইন্দ্রঃ যথা বিষ্ণুং আশ্রিত্য স্বার্থং অভ্যগমৎ তথা কার্য্যগৌরবসাধনং (কার্য্যগৌরবস্য গুরুতরকার্য্যস্য সাধনে নিমিত্তে অহং) ত্বাং আশ্রিতঃ॥

—নন্দব্রজং (নন্দস্য ব্রজং) ত্বং গচ্ছ! তত্র আনকদুন্দুভেঃ বসুদেবস্য, সুতৌ রামকৃষ্ণৌ, আসাতে, তৌ অনেন মদীয়েন রথেন ইহ আনয় মাচিরং বিলম্বো ন কার্য্যঃ॥ ২৩॥

শ্রীধরস্বামী।

দানপতে অক্রূর। মৈত্রং মিত্রকৃত্যং ত্বয়া ক্রিয়তাং ত্বত্তোঽন্য আদৃতঃ সাদরো হিততমশ্চ ন বিদ্যত ইত্যর্থঃ॥ ২৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মহ্যং মাং প্রসাদয়িতুং মৈত্রং মিত্রকৃত্যং॥

কার্য্যং গৌরবেণ গুরুতয়া সাধয়তীতি তৎ। মমাত্র বন্ধুষু মধ্যে তত্তোঽন্যো নৈপুণ্যেন কার্য্যসাধকঃ কোঽপি নাস্তীত্যর্থঃ॥

অনেনেতি তর্জ্জন্যা কমপি নবীনং বিচিত্রং রথং দর্শয়ন্তি বালকত্বান্নবীনং চিত্রমালোক্য তাত্যামত্রায়াতুং শীঘ্রময়ং রথ আরোক্ষ্যতে ইতি ভাবঃ। কংসোপভুক্তো রথো ভগবদারোহণানর্হ ইত্যন্যো রথো তত্র গন্ত ইতি জ্ঞেয়ং॥ ২৩॥

পূর্ব্বক সস্নেহ-বচনে তাঁহাকে সম্বোধন করত বলিলেন—॥ ২২॥

ওহে দানপতে! এইবার আপনাকে আমার প্রকৃত মিত্রের কর্ম্ম করিতে হইবে! কারণ ভোজ ও বৃষ্ণিকুলের মধ্যে আপনার ন্যায় আমার আদরের পাত্র ও হিতকারী আর কাহাকেও অনুমান করিতে পারি না॥

অতএব হে প্রিয়! পাকশাসন যেমন বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়া নিজের স্বার্থ উদ্ধার করিয়াছিলেন, অদ্য আমিও নিজের গুরুতর কার্য্যসাধনার্থ আপনার শরণাগত হইলাম॥

রামকৃষ্ণ নামে বসুদেবের পুত্রদ্বয় নন্দরাজের গোকুলে বসতি করিতেছে;

নিসৃষ্টঃ কিল মে মৃত্যু র্দেবৈর্বৈকুণ্ঠসংশ্রয়ৈঃ।
তাবানয় সমং গোপৈ র্নন্দাদ্যৈঃ সাভ্যুপায়নৈঃ ॥ ২৪ ॥
ঘাতয়িষ্য ইহানীতৌ কালকল্পেন হস্তিনা।
যদি মুক্তৌ ততো মল্লৈ র্ঘাতয়ে বৈদ্যুতোপমৈঃ ॥
তয়ো নিহতয়ো স্তপ্তান্ বসুদেবপুরোগমান্।
তদ্বন্ধূন্নিহনিষ্যামি বৃষ্ণিভোজদশার্হজান্ ॥

অন্বয়ঃ।

বৈকুণ্ঠসংশ্রয়ৈঃ (বৈকুণ্ঠঃ বিষ্ণুঃ সংশ্রয়ঃ আশ্রয়ো যেষাং তৈঃ) দেবৈঃ তাভ্যাং মে মম মৃত্যুঃ কিল নিসৃষ্টঃ প্রকল্পিতঃ, অতো (ধনুর্মখ-নিরীক্ষণ-মিষেণ) সাভ্যুপায়নৈঃ উপায়নসহিতৈঃ, নন্দাদ্যৈঃ গোপৈঃ, সমং তৌ আনয় ॥ ২৪ ॥

ইহ আনীতৌ তৌ কালকল্পেন মৃত্যুতুল্যেন, হস্তিনা ঘাতয়িষ্যে; যদি কথঞ্চিৎ ততঃ হস্তিতঃ, মুক্তৌ ভবিষ্যতঃ ততঃ বৈদ্যুতোপমৈঃ অশনিতুল্যৈঃ, মল্লৈঃ ঘাতয়ে ঘাতয়িষ্যে॥

তয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ নিহতয়োঃ সতোঃ বসুদেবপুরোগমান্ বৃষ্ণিভোজদশার্হজান্ তপ্তান্ তদ্বন্ধূন্ নিহনিষ্যামি ॥

শ্রীধরস্বামী।

তৌ মে মৃত্যু র্নিতরাং সৃষ্টঃ বৈকুণ্ঠসংশ্রয়ৈ র্বিষ্ণুসংশ্রয়ৈর্দেবৈঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তৌ মে মৃত্যুর্নিতরাং সৃষ্টঃ। বৈকুণ্ঠো বিষ্ণুস্তদাশ্রিতৈঃ ॥ ২৪ ॥

আপনি তথায় সত্বর গমন করুন এবং অবিলম্বে তাহাদের দুইজনকেই এই রথে আরোহণ করাইয়া এখানে আনয়ন করুন ! ॥ ২৩ ॥

হে মিত্র ! বিষ্ণুর আশ্রিত দেববৃন্দ এই বালকদ্বয়কেই আমার মৃত্যুরূপে সৃজন করিয়াছেন ; সুতরাং আমি বলি যে, ধনুর্যজ্ঞ দর্শনার্থ তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করুন, এবং তদুপলক্ষে উপহার সহ নন্দাদি গোপজনকেও সঙ্গে লইয়া ঐ ভ্রাতাদ্বয়কে এখানে আনয়ন করুন ॥ ২৪ ॥

এখানে তাহাদিগকে আনয়ন করিলে, সাক্ষাৎ কৃতান্ত-সদৃশ এই হস্তীর দ্বারা উভয় ভ্রাতারই নিধন সাধন করিব, সন্দেহ নাই। যদি নিতান্তই এই হস্তীর হস্ত হইতে তাহারা নিষ্কৃতি লাভ করে, তাহা হইলে আমার বজ্রসার অতুলবিক্রম এই মল্লগণের দ্বারা তাহাদের উভয়েরই প্রাণবধ করিতে যে পারিব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥

আর দেখ ! যদি রামকৃষ্ণকে নিহত করিতে পারি, তাহা হইলে বসুদেব

উগ্রসেনং মৎপিতরং স্থবিরং রাজ্যকামুকং।
তদ্‌ভ্রাতরং দেবকঞ্চ যে চান্যে বিদ্বিষো মম ॥ ২৫ ॥
ততশ্চৈষা মহী মিত্র ভবিত্রী নষ্টকণ্টকা।
জরাসন্ধো মম গুরু র্দ্বিবিদো দয়িতঃ সখা ॥
শম্বরো নরকো বাণো ময্যেব কৃতসৌহৃদাঃ।
তৈরহং সুরপক্ষীয়ান্ হত্বা ভোক্ষ্যে মহীং নৃপান্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ।

স্থবিরং বৃদ্ধমপি রাজ্যকামুকং মৎপিতরং উগ্রসেনং, তদ্‌ভ্রাতরং দেবকং চ যে চ অন্যে মম বিদ্বিষঃ তান্ চ সর্ব্বান্ হনিষ্যামি ॥ ২৫ ॥

ততশ্চ হে মিত্র! এষা মহী নষ্টকণ্টকা শত্রুরহিতা ভবিত্রী ভবিষ্যতি। জরাসন্ধঃ মম গুরুঃ পূজ্যঃ দ্বিবিদঃ তদাখ্যঃ বানরঃ মম দয়িতঃ সখা ॥

শম্বরঃ নরকঃ বাণঃ সর্ব্বে ময়ি এব কৃতসৌহৃদাঃ (কৃতং সৌহৃদং যৈঃ তে) অতঃ তৈঃ অহং সুরপক্ষীয়ান্ নৃপান্ হত্বা সর্ব্বাং মহীং ভোক্ষ্যে ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কিন্তুতস্তদাহ ঘাতয়িষ্য ইতি কালরূপেন মৃত্যুতুল্যেন। বৈদ্যুতোপমৈঃ অশনিতুল্যৈঃ ॥ ২৫ ॥

নষ্টকণ্টকা নষ্টশত্রুঃ। নন্বু কতিপয়াসুদ্বন্ধে নষ্টকণ্টকা কথং স্যাদিত্যত্রাহ জরাসন্ধ ইতি ॥ ২৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বৈদ্যুতোপমৈরশনিতুল্যৈঃ। তয়োর্নিহন্তয়োঃ সতোঃ। যে চান্যে তাংশ্চ ॥ ২৫ ॥
নন্বু কথং নষ্টকণ্টকা স্যাজ্জরাসন্ধাদীনাং বিদ্যমানত্বাদেব তত্রাহ। জরেতি। গুরুঃ শ্বশুরঃ ॥ ২৬ ॥

প্রভৃতি বৃষ্ণি, ভোজ ও দাশার্হগণ এবং তাহাদের বন্ধুবর্গ রামকৃষ্ণের শোকেই মৃততুল্য হইবে; তখন আর তাহাদিগের সকলকে বিনাশ করিতে আমাকে কোন ক্লেশ পাইতে হইবে না ॥

আমার পিতা উগ্রসেন প্রাচীন হইলে কি হইবে? এখনও তাঁহার রাজ্যভোগ কামনা যায় নাই; অতএব তাঁহাকে, তাঁহার ভ্রাতা দেবককে এবং অন্যান্য যে কেহ আমার বিপক্ষ আছে, তাহাদিগের সকলকেই বিনাশ করিব ॥ ২৫ ॥

এরূপ হইলে, হে মিত্র! আমার রাজত্বে আর কোন কণ্টক থাকিবে না। জরাসন্ধ আমার গুরু ও পূজনীয়; মহাবল দ্বিবিধ বানর আমার পরম সখা ॥

শম্বর, নরক ও বাণাদি সকলের সহিতই আমার বিশেষ সৌহার্দ আছে;

এতজ্ জ্ঞাত্বানয় ক্ষিপ্রং রামকৃষ্ণাবিহার্ভকৌ।
ধনুর্মখনিরীক্ষার্থং দ্রষ্টুং যদুপুরঃ শ্রিয়ং ॥ ২৭ ॥
অক্রূর উবাচ ॥
রাজন্ মনীষিতং সধ্র্যক্ তব স্বাবদ্যমার্জনং।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমং কুর্য্যাদ্দৈবং হি ফলসাধনং ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ।

এতৎ মম চিকীর্ষিতং জ্ঞাত্বা ধনুর্মখনিরীক্ষার্থং তথা যদুপুরঃশ্রিয়ং শোভাং, চ দ্রষ্টুং অর্ভকৌ রামকৃষ্ণৌ ইহ ক্ষিপ্রং শীঘ্রং, আনয় ॥ ২৭ ॥

অক্রূরঃ উবাচ। হে রাজন্! তব স্বাবদ্যমার্জনং (স্বাবদ্যস্য স্বমরণস্য মার্জনং পরিহারঃ সধ্র্যক্ সম্যক্ মনীষিতং বিচারিতং (তথাপি অত্র) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ (ফলসিদ্ধৌ তদসিদ্ধৌ বা জনঃ) সমং সমচিত্তং কুর্য্যাৎ হি যতঃ দৈবং ফলসাধনং ফলভাবনং, পরমেশ্বরাধীনং এব ফলং ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

দ্রষ্টুমেতি ॥ ২৭ ॥

তত্র স্বস্তি মনীষিতং বিচারিতং সধ্র্যক্ সম্যক্ স্বাবদ্যং মরণং তন্মার্জনং তথাপ্যেতাবান্ অভিনিবেশো ন কার্য্য ইতি ভাবং সূচয়ন্নাহ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোরিতি ॥ ২৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইদং রহস্যভক্তং ন বাচ্যং বাচাস্ত্বেতদিত্যাহ ধনুরিতি ॥ ২৭ ॥

মনীষিতং বিচারিতং সধ্র্যক্ সম্যক্ স্বাবদ্যং মরণং তন্মার্জ্জনং। তদপ্যত্র নীতিশাস্ত্রবিধিং শৃণ্বিত্যাহ। সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোরিতি মনীষিতস্য সিদ্ধাবসিদ্ধৌ পুমান্ সমং ভাবমিতি শেষঃ। হি যতো দৈবমদৃষ্টমেব ফলং ভদ্রমভদ্রং বা ভাবয়তি করোতীতি তৎ ॥ ২৮ ॥

এই সমস্ত স্বপক্ষ বীরপুরুষের সাহায্যে দেবপক্ষীয় রাজেন্দ্রবর্গকে নিহত করিয়া, আমি সমগ্র পৃথিবীকেই ভোগ করিতে পারিব, সন্দেহ নাই ॥ ২৬ ॥

আমার সমস্ত অভিপ্রায় আপনাকে অবগত করাইলাম; এক্ষণে যাহাতে উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় ধনুর্যজ্ঞ ও যদুপুরের শোভা দর্শনার্থ এখানে আগমন করে, এরূপ ব্যবস্থা করিয়া, সেই রামকৃষ্ণ বালকদ্বয়কে সত্বর এখানে আনয়ন করুন! ॥ ২৭ ॥

কংসের বাক্যাবসানে অক্রূর তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে নরনাথ! মৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা অতি যুক্তিযুক্তই হইয়াছে; তথাপি তজ্জন্য আপনার উৎকণ্ঠিত হইবার প্রয়োজন নাই; কারণ পরমেশ্বরের অধীনেই ফল লাভ

মনোরথান্ করোত্যুচ্চৈর্জনো দৈবহতানপি।
যুজ্যতে হর্ষশোকাভ্যাং তথাপ্যাজ্ঞাং করোমি তে॥
শ্রীশুক উবাচ॥
এবমাদিশ্য চাক্রূরং মন্ত্রিণশ্চ বিসৃজ্য সঃ।

অন্বয়ঃ।

জনঃ প্রাণী, দৈবহতান্ (দৈবেন প্রারব্ধফলদাত্রা ঈশ্বরেণ, হতান্ নিষ্পিতান্) অপি মনোরথান্ উচ্চৈঃ করোতি তথা হর্ষশোকাভ্যাং (লাভে হর্ষেণ, অলাভে বৃথা সাধনক্লেশাৎ শোকেন চ) যুজ্যতে তথাপি তে তব আজ্ঞাং অহং করোমি॥

শ্রীশুকঃ উবাচ। এবং অক্রূরং চকারাৎ কেশ্যাদীন্ অন্যান্ চ আদিশ্য মন্ত্রিণঃ চ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

জন্তু নিকৃষ্টলোকো নতু ভবানিতি প্রকটোঽর্থঃ। বস্তুতস্তু ত্বং জন্তুরেব পশুনির্ব্বিশেষ ইত্যর্থঃ। দৈবহতান্ অপিকারাদ্দৈবপালিতান্ মনোরথান্ করোতি তত্র দৈবপালিতেষু মনোরথেষু হর্ষঃ দৈবহতেষু শোকঃ তাভ্যাং জন্তুর্যুজ্যতে যুক্তো ভবতি। তথাপি এবমপি তবাজ্ঞাং করোমি যতো ভবাংস্তু ভাগ্যবান্ হর্ষমেব প্রাপ্স্যতীতি প্রকটো ভাবঃ। বস্তুতস্তু অথাপি যদ্যপি জন্তোর্মুর্খোস্তবাজ্ঞাং কর্ত্তুং ন যুজ্যতে তদপি করোমি তব রাজত্বান্নম তু ত্বৎপ্রজাত্বাদিতি ভাবঃ। যদ্বা। অথাপি তব মনোরথাসিদ্ধাবপি মম তু মনোরথঃ

হইয়া থাকে॥ ২৮॥

লোকে কামনার বশবর্ত্তী হইয়া উচ্চ আকাঙ্ক্ষা করে বটে, কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাক বশত তাহাদিগকে আশার অনুকূলে কখন হর্ষ এবং প্রতিকূলে কখন দুঃখ নিয়তই সহ্য করিতে হয়। তথাপি আশার অনুসরণ করিতে কেহই ক্ষান্ত থাকেন না। অতএব প্রতিকার নিরর্থক হইলেও, আমি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব; সন্দেহ নাই॥

শুকদেব বলিলেন ভোজপতি কংস অক্রূর এবং অন্যান্য সকলকে এই

আভাস।

ভক্তশ্রেষ্ঠ অক্রূর লীলাতত্ত্ব অবগত ছিলেন না যে, তাহা নহে। তিনি কংসের ক্রিয়াতে সন্তুষ্ট হন নাই; বরং মনে মনে তাঁহাকে উপহাস করতই বাহিরে সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন, নরনাথ! আপনার বুদ্ধি ও বিবেচনা অতি সুন্দর; ইহাতে আর ভ্রমের লেশমাত্র নাই। নিকৃষ্ট লোকেরই উদ্দেশ্যে ব্যাঘাত ঘটে; আপনার আর ব্যাঘাতের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মনে মনে বলিলেন যে, যখন স্বীয় কার্য্যদক্ষতার প্রতি এত অভিমান রহিয়াছে, তখন যদি পশু বলিতে হয়, তাহা হইলে তুমিই তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বটে। প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃতির ফলে দৈব প্রসন্ন হইয়া ফল প্রদান করেন; জীব কেবল ভ্রমে

বিবেশ স্বগৃহং কংস স্তথাক্রূরঃ স্বমালয়ং ॥ ২৯ ॥

॥ ॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কংসমন্ত্রঃ ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ৩৬ ॥ * ॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ॥

কেশী তু কংসপ্রহিতঃ খুরৈর্মহীং মহাহয়ো নির্জ্জরয়ন্ মনোজবঃ।

অন্বয়ঃ

বিসৃজ্য গৃহং প্রস্থাপ্য সঃ কংসঃ স্বগৃহং প্রবিবেশ তথা অক্রূরোঽপি স্বং আলয়ং গৃহং গতঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি দশমে শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃতান্বয়ে ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ। কংসপ্রহিতঃ (কংসেন প্রহিতঃ প্রেষিতঃ) কেশী তু মহাহয়ঃ

শ্রীধরস্বামী।

পুরুষকারস্তু ব্যভিচারতামাহ মনোরথানিতি ॥ ২৯ ॥

॥ * ॥ ইতি দশমে ষট্‌ত্রিংশঃ ॥ * ॥

সপ্তত্রিংশে হতে কেশীন্যচ্যুতো ভাবি কর্ম্মভিঃ।
নারদেন স্তুতঃ ক্রীড়ন্ ব্যোমাসুরমথাবধীৎ ॥
বৃষবেশাসুরং যদ্বৎ কেশিনং হয়বেশিনং।
কংসপ্রাণসখং হত্বা কংসং ব্যসুমিবাকরোৎ ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সেৎস্তুতোবেত্যাজ্ঞাং করোমীতি ॥ ২৯ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
ষট্‌ত্রিংশো দশমেঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥
সপ্তত্রিংশে কেশিবধো ভাবিলীলোক্তিভিঃ স্তুতিঃ।
নারদেন হরেশ্চৌর্য্যাক্রীড়াব্যোমবধোঽপ্যভূৎ ॥ * ॥

প্রকার আদেশ করিয়া এবং মন্ত্রিগণকে বিদায় দিয়া নিজগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং অক্রূরও স্বীয় ভবনে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৯ ॥

ইতি দশমে শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃত ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! মনের তুল্য বেগবান্ কেশীদানব কংশ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, অশ্বের ন্যায় রূপ ধারণে খুরক্ষেপে ধরাতল বিদীর্ণ করত

আভাস।

নিজ পরিশ্রমের ফল বলিয়া তাহাতে হৃষ্ট হয় এবং দৈবপ্রতিবন্ধকে ফলের ব্যাঘাত ঘটিলে অকৃতার্থ জ্ঞানে জীব বৃথায় ক্ষুণ্ণ হয় ॥ ৩৯ ॥

ইতি দশমে শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রি কৃত ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের আভাস সমাপ্ত ॥

সটাবধূতাব্ভ্রবিমানসঙ্কুলং কুর্ব্বন্নভো হেষিতভীষিতাখিলঃ ॥ ১ ॥
বিশালনেত্রো বিকটাস্যকোটরো বৃহদ্গলো নীলমহাম্বুদোপমঃ।
দুরাশয়ঃ কংসহিতং চিকীর্ষুর্ব্রজং স নন্দস্য জগাম কম্পয়ন্ ॥

অন্বয়ঃ।

সন্ মনোজবঃ (মনসঃ জবঃ ইব বেগো যস্য সঃ) হেষিতভীষিতাখিলঃ (হেষিতৈঃ অশ্বজাতিশব্দৈঃ ভীষিতং অখিলং বিশ্বং যেন সঃ) সঃ সটাবধূতাব্ভ্রবিমানসঙ্কুলং (সটাভিঃ স্কন্ধকেশৈঃ অবধূতানি ইতস্ততঃ ক্ষিপ্তানি যানি অব্ভ্রাণি বিমানানি চ তৈঃ সঙ্কুলং সঙ্কীর্ণং) নভঃ কুর্ব্বন্ তথা খুরৈঃ মহীং নির্জ্জরয়ন্ বিদারয়ন্ নন্দস্য ব্রজং জগাম ইতি পরেণান্বয়ঃ) ॥ ১ ॥

বিশালনেত্রঃ (বিশালে নেত্রে যস্য সঃ) বিকটাস্যকোটরঃ (বিকটং আস্যকোটরং মুখছিদ্রং যস্য সঃ) বৃহদ্গলঃ (বৃহৎ পীনঃ দীর্ঘঃ গলো যস্য সঃ) নীলমহাম্বুদোপমঃ (নীলো মহাংশ্চ অম্বুদো মেঘঃ উপমা যস্য সঃ (দুরাশয়ঃ দুষ্টচিত্তঃ সঃ কংসহিতং (কৃষ্ণরামবধং) চিকির্ষুঃ কর্ত্তুমিচ্ছুঃ মহীং) কম্পয়ন্ নন্দস্য ব্রজং জগাম ॥

শ্রীধরস্বামী।

কেশী ত্বিতি। প্রথমশ্লোকেন য এবস্তূতঃ কেশীত্যনুদ্য তং ভগবানুপাহ্বয়ৎ ইতি দ্বিতীয়েনান্বয়ঃ। মহাহয়ঃ সন্ মহীং নির্জ্জরয়ন্ শ্লথয়ন্ বিদারয়ন্নিত্যর্থঃ সটাভিঃ কেশরৈরবধূতানি ইতস্ততঃ ক্ষিপ্তানি অব্ভ্রাণি বিমানানি চ তৈঃ সঙ্কীর্ণং নভঃ কুর্ব্বন্ হেষিতৈ রশ্বজাতিশব্দৈ ভীষিতং অখিলং বিশ্বং যেন সঃ ॥ ১ ॥

তদ্ধেষিতৈ স্তৈরতিনিষ্ঠুরৈ র্হেষিতৈ র্বালৈঃ পুচ্ছরোমভি র্বিঘূর্ণিতাঃ পরিভ্রামিতা অম্বুদা

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কেশী তু যঃ কংসপ্রহিতস্তং ভগবানুপাহ্বয়দিতি দ্বিতীয়েনান্বয়ঃ। যদ্বা। নন্দব্রজং জগামেতি শেষো দেয়ঃ। নির্জ্জরয়ন্ খুরাঘাতৈ র্মহীং নিঃশেষেণ জীর্ণাং কুর্ব্বন্ সটাভিঃ কেশরৈরবধূতানি কম্পিতানি অব্ভ্রাণি বিমানানি চ তৈঃ সঙ্কুলং ব্যাপ্তং নভঃ কুর্ব্বন্। হেষিতমশ্বজাতিশব্দঃ ॥ ১ ॥

এবং হ্রেষারবে তত্রত্য জীবগণের চিত্তকে ব্যাকুল করিয়া, নন্দব্রজে উপস্থিত হইল। তাহার কেশর-চালনে নভো-মণ্ডলের জলদজাল ও বিমান সমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল ॥ ১ ॥

তাহার বিশাল নেত্র, বিকট মুখবিবর, উন্নত ও স্থূল গ্রীবাদেশ এবং

আভাস।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কেশির বধ এবং ভবিষ্যৎকর্ম্মের দ্বারা নারদবচনে সংস্তুত হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ব্যোমাসুরের সংহার বর্ণিত হইয়াছে ॥

তং ত্রাসয়ন্তং ভগবান্ স্বগোকুলং তদ্ধেষিতৈর্বালবিধূর্ণিতাম্বুদং।
আত্মানমাজৌ মৃগয়ন্তমগ্রণীরুপাহ্বয়ৎ স ব্যনদৎ মৃগেন্দ্রবৎ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।

তদ্ধেষিতৈঃ (তৈঃ অভিনিকৃষ্টৈঃ হেষিতৈঃ) স্বগোকুলং ত্রাসয়ন্তং বালবিধূর্ণিতাম্বুদং (বালৈঃ পুচ্ছরোমভিঃ বিধূর্ণিতাঃ পরিভ্রামিতাঃ অম্বুদাঃ মেঘাঃ যেন তং) আজৌ সংগ্রামার্থং আত্মানং কৃষ্ণং, মৃগয়ন্তং অন্বেষয়ন্তং কেশিনং অগ্রণীঃ পুরতো নির্গতঃ সন্ ভগবান্ কৃষ্ণঃ উপাহ্বয়ৎ স্বসমীপং আজুহাব। সঃ চ কেশী তং নিশম্য দৃষ্ট্বা, মৃগেন্দ্রবৎ ব্যনদৎ নাদং অকরোৎ ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যেন তং আজৌ সংগ্রামার্থং। আত্মানং শ্রীকৃষ্ণং অগ্রণীঃ পুরতো নির্গতঃ সন্ উপাহ্বয়ৎ স্বসমীপমাজুহাব। সচ কেশী তন্নিশম্য মৃগেন্দ্র ইব নাদমকরোৎ ॥ ২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বালাঃ পুচ্ছলোমানি। কেশী চ ব্যনদৎ ॥ ২ ॥

নীলবর্ণ ও বিপুল জলদোপম আকৃতি দর্শনে জীবমাত্রেরই ভয় উপস্থিত হইয়াছিল। সে কংসের মঙ্গল-কামনায় রামকৃষ্ণকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে পৃথিবীকে কম্পিত করত অগ্রসর হইল ॥

তাদৃশ ভীষ্ণ হ্রেষারবে স্বীয় গোকুলবাসীগণকে ত্রাসিত করিয়া এবং পুচ্ছ উত্তোলনে জলদজালকে বিকীরণ করত শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অন্বেষণ করিতে অবলোকন করিয়া, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুর হইতে নির্গত হইলেন এবং যুদ্ধার্থ তাহাকে আহ্বান করিলেন; তৎশ্রবণে কেশী সিংহের ন্যায় নিনাদ করিতে লাগিল ॥ ২ ॥

আভাস।

কংস প্রেরিত কেশীদৈত্য কৃষ্ণের নিধনবাসনায় এক দিবস অশ্বরূপ ধারণ করত গোকুলে প্রবেশ করিল এবং নিদারুণ ক্রোধ প্রদর্শন পূর্ব্বক মনুষ্যশব্দের অনুসরণে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার তাদৃশ অশ্বতুল্য শব্দ শ্রবণে ও ভীষণ মূর্ত্তি দর্শনে গোকুলবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে যে, তৎকালে গোপগণ আত্মরক্ষার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার আহ্বান করিয়াছিল। ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহাদিগকে অভয় প্রদানে বলিয়াছিলেন যে, তোমাদের ন্যায় বীর্য্যবান গোপ জাতির পক্ষে একটা সামান্য অশ্বদর্শনে এত ভীত হওয়া, নিতান্ত কাপুরুষের কর্ম্ম সন্দেহ নাই; ইহাতে তোমাদের বীরনামে কলঙ্ক হইবে। ইহার কোন বিশেষ বল আছে বলিয়া বোধ হয় না; এই দুষ্ট অশ্বকে সামান্য বলের দ্বারাই বধ করা যাইবে। শ্রীহরিবংশে উক্ত আছে যে শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলে, কেশীদৈত্য তাঁহারই অভিমুখে ধাবিত হইল; কিন্তু

স তং নিশম্যাভিমুখো মুখেন খং পিবন্নিবাভ্যদ্রবদত্যমর্ষিতঃ।
জঘান পদ্ভ্যামরবিন্দলোচনং দুরাসদশ্চণ্ডজবো দুরত্যয়ঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।

দুরত্যয়ঃ (অন্যৈরত্যেতুমশক্যঃ) দুরাসদঃ (তৎসমীপগমনমপ্যশক্যঃ) চণ্ডজবঃ মহাবেগঃ, সঃ কেশী তং শ্রীকৃষ্ণং নিশম্য দৃষ্ট্বা, অত্যমর্ষিতঃ (অতুৎকর্ষঃ অত্যন্তমসহমানঃ) অভিমুখঃ সন্ মুখেন খং আকাশং পিবন্ ইব (মুখং ব্যাদায়) অভ্যদ্রবৎ আজগাম; ততঃ পদ্ভ্যাং (প্রত্যক্ পদ্ভ্যাং) অরবিন্দলোচনং জঘান তাড়য়ামাস ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ততঃ স কেশী তং শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা মুখেন খং পিবন্নিব ব্যাদায় মুখং বিবৃত্য অভিমুখঃ সন্নভিজগাম। কিঞ্চ অত্যমর্ষিতঃ অতিকুপিতঃ অত্যন্তমসহমানো বা প্রত্যক্পদ্ভ্যাং জঘান। দুরাসদঃ অন্যৈরভিভবিতুমশক্যঃ। দুরত্যয়ঃ উদ্যতঃ সন্ দুরতিক্রমঃ। অত্র হেতুশ্চণ্ডজবঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স কেশী তং শ্রীকৃষ্ণং নিশম্য দৃষ্ট্বা দুরাসদঃ অন্যৈর্নিকটমপি গন্তুমশক্যঃ। দুরত্যয়ঃ কুতঃ পুনরভিক্রমিতুং শক্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

সেই প্রচণ্ড বেগবান্ অসুরের বলবীর্য্য এতই অসামান্য যে, কেহই তাহার সমীপে ভয়ে অগ্রসর হইতে পারিত না; অনন্তর কেশীদৈত্য কৃষ্ণকে অবলোকন করিবামাত্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, এবং নভোমণ্ডলকে গ্রাস করিবার ন্যায় মুখব্যাদান করত কৃষ্ণাভিমুখে অগ্রসর হইল এবং পশ্চাৎ পদদ্বয় দ্বারা পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করিবার উদ্যোগ করিল ॥৩॥

আভাস।

ভগবান্ গোবিন্দ, পূর্ণশশধরকে আবরণ করিবার জন্য জলধরের উদ্যোগের ন্যায়, নবীন নীরদতুল্য শ্যামসুন্দর বেশে কেশীকে করতলস্থ করিবার উদ্দেশে অগ্রসর হইলেন। প্রবীণ গোপগণ কেশী সন্নিধানে কৃষ্ণকে আগমন করিতে দেখিয়া আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কৃষ্ণ! ক্ষান্ত হও, তুমি বালক হইয়া সহসা ঈদৃশ দৈত্য সন্নিধানে অগ্রসর হইও না। এ সামান্য অশ্ব নহে; এ কংসের সহজাত প্রাণস্বরূপ। জীবের ইন্দ্রিয়বর্গকে বল প্রদানে সর্ব্বদেহে পূর্ণরূপে যেমন এক প্রাণবায়ু সঞ্চারণ করে; প্রাণের বলই বল, ইন্দ্রিয়াদি দেহ-বর্গ কেবল তাহারই অধীন মাত্র, সেইরূপ এই অসুর হয়েন্দ্রগণের শ্রেষ্ঠ এবং যুদ্ধে দানব-প্রতিম। এ ব্যক্তি দেবতাবর্গ ও তুরঙ্গমগণের ভীতিপ্রদ, সকল ভূতের অবধ্য এবং সকল পাপ কর্ম্মের প্রথম নেতা; তুমি অকস্মাৎ ইহার সমীপে অগ্রসর হইও না।" শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই কথায় কর্ণপাত না করিয়া এবং তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, যমুনার কূলে উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে কেশীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। যে স্থানে কেশীকে

তদ্বঞ্চয়িত্বা তমধোক্ষজো রুষা প্রগৃহ্য দোর্ভ্যাং পরিবিধ্য পাদয়োঃ।
সাবজ্ঞমুৎসৃজ্য ধনুঃশতান্তরে যথোরগং তার্ক্ষ্যসুতো ব্যবস্থিতঃ ॥৪॥

অন্বয়ঃ।

অধোক্ষজঃ ইন্দ্রিয়াগোচরঃ কৃষ্ণঃ, তং হননং বঞ্চয়িত্বা কৃত্বা তং কেশিনং পাদয়োঃ দোর্ভ্যাং হস্তাভ্যাং প্রগৃহ্য পরিবিধ্য ভ্রাময়িত্বা, ধনুঃশতান্তরে ধনুঃশতপরিমিতদেশে সাবজ্ঞং (অবজ্ঞয়া সহ অনায়াসেন) উৎসৃজ্য প্রক্ষিপ্য, তার্ক্ষ্যসুতঃ গরুড়ঃ যথা উরগং ক্ষিপতি অনায়াসেন তথা) ব্যবস্থিতঃ যথাসুখং স্থিতঃ বভূব ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তং হননং বঞ্চয়িত্বা তস্য হননায় প্রসারিতয়োঃ পাদয়োঃ হস্তাভ্যাং গৃহীত্বা পরিবিধ্য ভ্রাময়িত্বা ব্যবস্থিতঃ তত্রৈবাবস্থিতো বভূব ॥ ৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তং হননং বঞ্চয়িত্বা তং দোর্ভ্যাং স্বহস্তাভ্যাং হন্তুং প্রসারিতয়োঃ পাদয়োঃ প্রগৃহ্য পরিবিধ্য ভ্রাময়িত্বা বিশেষেণ স্বস্থান এবাবস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

অধোক্ষজ গোবিন্দ তাহার পদাঘাতকে বঞ্চনা করিয়া ক্রোধ করত কেশীর সেই পাদদ্বয়কে দুই হস্তে ধারণ করিলেন এবং গরুড় যেমন ভুজঙ্গ ধরিয়া অনায়াসে দূরে নিক্ষেপ করে, সেইরূপ কেশীকে ঘুরাইয়াই অবলীলাক্রমে শতধনু পরিমিত দূরে নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং সেইস্থানেই অবস্থিত রহিলেন ॥৪॥

আভাস।

নিধন করিয়াছিলেন অদ্যাপি তাহা কেশীঘাট নামে বিখ্যাত আছে। বরাহপুরাণে উক্ত আছে, "গঙ্গাশতগুণং পুণ্যং যত্র কেশী নিপাতিতঃ"; কেশীঘাট নামক তীর্থে অবগাহন করিলে গঙ্গাস্নানের শতগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। কেশীকে চন্দ্রের সহিত তুলনা করায় তাহার বর্ণ যে, শ্বেত ইহারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। প্রাণায়ামের দ্বারা বায়ুকে নিরোধ করিতে না পারিলে, ইন্দ্রিয়বর্গকে জন্মজন্মান্তরের উদ্দীপক কাম্য কর্ম্ম হইতে কিছুতেই নিবৃত্ত করা যায় না। অতএব যোগীর প্রাণনিরোধ বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু বয়সের আধিক্য ও শারীরিক অবসাদ বশত প্রাণায়ামে অসমর্থ হইলে, একান্ত হৃদয়ে ভগবানে আত্মসমর্পণ করাই বিধেয়; তাহা হইলে কেশীর সংহারের ন্যায়, ভগবদর্পিত চিত্ত আপনা হইতেই প্রাণনিরোধে সমর্থ হয়। ভগবান প্রসন্নবদন ও কমলপত্রোপম আকর্ণায়ত করুণাব্যঞ্জক নেত্রযুগলের মনোহর বীক্ষণ সহকারেই সেই অসুরকে অবলীলাক্রমে নিপাতিত করিলেন। তিনি পশ্চাৎ পদেই তাহাকে আকর্ষণ করিলেন। কিন্তু প্রাণবায়ুর বাহ্যবৃত্তি পরিহারে অন্তর্বৃত্তি অবলম্বনের ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণকে কেশী যেমন বিনাশের প্রয়াস করিল, অমনি শ্রীকৃষ্ণ তাহার মুখমধ্যে স্বীয় হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিলেন। প্রাণ বায়ুর বাহ্যাভ্যন্তর ভেদে দ্বিবিধ কার্য্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। বায়ু যখন রেচক দ্বারা বাহ্য দেশে নির্গত হয়, তখন

স লব্ধসংজ্ঞঃ পুনরুত্থিতো রুষা ব্যাদায় কেশী তরসাপতদ্ধরিং।
সোঽপ্যস্য বক্ত্রে ভুজমুত্তরং স্ময়ন্ প্রবেশয়ামাস যথোরগং বিলে ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।

ততঃ লব্ধসঙ্গঃ (লব্ধা সঙ্গা স্মৃতিঃ যেন সঃ) সঃ কেশী পুনরুত্থিতঃ সন্ রুষা ক্রোধেন (মুখং) ব্যাদায় তরসা বেগেন, হরিং (গ্রসিতুং) আপতৎ আজগাম। সঃ হরিঃ অপি স্ময়ন্ হসন্, এব অস্য বক্ত্রে উত্তরং ভুজং বামবাহুং, বিলে উরগং সর্পং যথা তথা প্রবেশয়ামাস ॥ ৫ ॥

শ্রীবরস্বামী।

ব্যাদায় মুখং প্রসার্য্য বেগেন হরিং প্রত্যাদ্রবৎ সোঽপি হরি র্হসন্ সব্যং ভুজং। নির্ভয়ত্বে দৃষ্টান্তমাহ যথোরগং বিল ইতি ॥ ৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সংজ্ঞা চেতনা। ব্যাদায় মুখং প্রসার্য্য। হরিং প্রত্যাপ তদাদ্রবৎ। স হরিরপি স্ময়মান ইতি কিমরে গ্রসিতুমায়াসি গ্রসেতি বামাঙ্গুষ্ঠং দর্শয়িত্বা উত্তরং বামং ভুজং যথেতি মুষকং ঘাতয়িতুং মুষকবিলে যথা কশ্চিদুরগং প্রবেশয়তি তথৈব কেশিপ্রাণঘাতার্থং তস্য বক্ত্রে ইতি। উরগশ্চ সস্পৃহমকষ্টমেব যথা তত্র প্রবিশতি তথৈব ভুজোঽপি প্রবিবেশ ॥ ৫ ॥

কিছুকাল পরে কেশী সঙ্গালাভ করিয়া উত্থিত হইল এবং ক্রোধ করত মুখব্যাদানপূর্ব্বক ভগবানকে গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইল। ভগবান্ শ্রীহরি কিন্তু ঈষৎ হাস্য করিয়া সর্পের বিবরপ্রবেশের ন্যায়, কেশীর মুখবিবরে নিজের বাম বাহু প্রবেশ করাইয়া দিলেন ॥ ৫ ॥

আভাস।

চিত্ত বাহ্য বস্তু গ্রহণে বিষয় ভোগে রত হইয়া থাকে; আবার যখন অন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক পুরকের কার্য্য করে, তখন চিত্ত আন্তরিক সংস্কারাদি গ্রহণে আনন্দ ভোগের চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু এতদুভয়ের অন্তরে যে কুম্ভকাবস্থা, তখনই জীবের আত্মস্বরূপ বা ভগবদ্ভাবের প্রতীতি ঘটে। এই প্রতীতির অভ্যাসে উভয় রেচক ও পূরক বিনিবৃত্ত হইয়া যায় এবং জীব যে মুক্ত হইতে পারে, তাহাই কেশীনিধনের দ্বারা গ্রন্থকার প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ কেবল কুম্ভকে কোন ফল হয় না; কুম্ভক কালে যে কোন বিষয় অবলম্বন করা হয়, তাহাতেই চিত্তের প্রতিষ্ঠা ঘটে। কিন্তু তাহাতেও সংসার হইতে অতিক্রম করা হইল না। ওরূপ সুযোগ লাভে কেশীর মুখ বিবরে শ্রীকৃষ্ণের হস্তপ্রদানের ন্যায়, ভগবদ্ভাব আপনা হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে। ভগবান্ কেশীর মুখে হস্ত প্রদান করিয়াছিলেন বলায়, কুম্ভক কালে ভগবদ্ভাবের আবির্ভাব হওয়া যে ভগবানের ইচ্ছা ও কার্য্য ইহাও প্রকাশ করা হইয়াছে ॥ ২—৪ ॥

কেশী দৈত্য কৃষ্ণ কর্ত্তৃক দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া সঙ্গাশূন্য হয়; ক্ষণকাল পরে চেতনা

দন্তা নিপেতুর্ভগবদ্ভুজস্পৃশস্তে কেশিনস্তপ্তময়স্পৃশো যথা।
বাহুশ্চ তদ্দেহগতো মহাত্মনো যথাময়ঃ সংববৃধে হ্যুপেক্ষিতঃ ॥৬॥
সমেধমানেন স কৃষ্ণবাহুনা নিরুদ্ধবায়ুশ্চরণাংশ্চ নিক্ষিপন্।

অন্বয়ঃ।

ততঃ কেশিনঃ তপ্তময়স্পৃশঃ লোহাদিস্পৃশঃ যথা তথা ভগবদ্ভুজস্পৃশঃ তে দন্তাঃ নিপেতুঃ তথা তদ্দেহগতঃ (তস্য কেশিনঃ দেহগতঃ) মহাত্মনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য, বাহু চ উপেক্ষিতঃ অচিকিৎসিতঃ, আময়ঃ রোগঃ যথা তথা সংববৃধে অবর্ধত ॥ ৬ ॥

সমেধমানেন (সম্যক্ এধমানেন) কৃষ্ণবাহুনা নিরুদ্ধবায়ুঃ (নিরুদ্ধঃ প্রাণবায়ুঃ যস্য সঃ)

শ্রীধরস্বামী।

ততঃ কিং তদাহ দন্তা ইতি। চর্ব্বণায় ভগবদ্ভুজং স্পৃশন্তীতি তথা তে ব্যাদানেন যে বিবৃতাঃ অয়ঃ লোহংস্পৃশন্তিতি স্পৃশঃ যদ্বা। তপ্তময়ং অতিতপ্তং লৌহাদিস্পৃশন্তো যথেতি আময়ো জলোদরং ॥ ৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হন্ত হন্ত দংষ্ট্রাকরালে তস্য বক্ত্রবিবরে নীলোৎপলমৃণালসুকুমারস্যস্য ভুজঃ কথং প্রবিবেশতি শঙ্কাকুলং রাজানং তত্ত্বমাহ। দন্তা ইতি চর্ব্বণায় ভগবদ্ভুজং স্পৃশন্তীতি তথা তে দন্তা নিপেতুঃ নির্মূলতয়া পেতুঃ তপ্তময়ঃ লোহং স্পৃশতীতি স্পৃশঃ পদার্থা যথা অয়ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠ্যভাবো ধায়িরামোদমুত্তমমিতিবত্তদর্হমিতি নির্দ্দেশাৎ। নীলোৎপল-সুকুমার-শীতলমপি তদ্ভুজমতিসন্তপ্তবজ্রনির্ম্মিতমিব কেশী স্বদন্তৈঃ স্পৃষ্ট্বা অমন্যতেতি ভাবঃ। পিত্তেন দূনে রসনে সিতাপি তিক্তায়তে ইতি ন্যায়াৎ ববৃধে ইতি বৃদ্ধিরঘাসুরবধ ইব ব্যাখ্যেয়া। আময়ো জলোদরং ॥ ৬ ॥

সুতপ্ত লৌহস্পর্শে যেমন ক্লেশ হয়, সেইরূপ ভগবদ্ভুজের স্পর্শমাত্রে কেশীর দন্তপংক্তি পতিত হইয়া গেল, এবং অচিকিৎসিত ও উপেক্ষিত ব্যাধির পরিবর্দ্ধনের ন্যায়, কেশীর মুখমধ্যগত কৃষ্ণবাহু নির্ব্বাধে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৬॥

ক্রমশ শ্রীকৃষ্ণের সেই বামহস্ত এত বর্দ্ধিত হইল যে, তাহাতে কেশীর

আভাস।

লাভ করিয়া যখন সে শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করিতে পুনরায় অগ্রসর হইল, তখন তিনি বলিলেন, রে মূর্খ! আমাকে গ্রাস করিতে বাসনা করিতেছ! তবে এস! এই বলিয়া সর্প যেমন মূষিককে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তদীয় বিলমধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ তাহার জীবন গ্রহণ করিবার জন্যই স্বীয় বাম বাহু তাহার মুখমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। সর্প যেমন আগ্রহের সহিত বিলে প্রবেশ করে, কৃষ্ণের বাহুও সেইরূপ অনায়াসে প্রবিষ্ট হইল। ৫॥

প্রস্বিন্নগাত্রঃ পরিবৃত্তলোচনঃ পপাত লণ্ডং বিসৃজন্ ক্ষিতৌ ব্যসুঃ ॥ ৭ ॥
তদ্দেহতঃ কর্কটিকাফলোপমাদ্ব্যসোরপাকৃষ্য ভুজং মহাভুজঃ।
অবিস্মিতোঽযত্নহতারিকঃ সুরৈঃ প্রসূনবর্ষৈর্ববৃষ্ডিরীড়িতঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ।

কেশী চরণান্ বিক্ষিপন্ ইতস্ততঃ চালয়ন্ প্রস্বিন্নগাত্রঃ (প্রস্বিন্নং প্রস্বেদযুক্তং গাত্রং যস্য সঃ) পরিবৃত্তলোচনঃ (পরিবৃত্তে পরিভ্রমমাণে লোচনে যস্য সঃ) লণ্ডং পুরীষং, বিসৃজন্ ব্যসুঃ প্রাণরহিতঃ সন্ ক্ষিতৌ পপাত ॥ ৭ ॥

ব্যসোঃ বিগতপ্রাণস্য, কর্কটিকাফলোপমাৎ (কর্কটিকাফলং হি পক্কং বিদীর্ণং ভবতি তদ্বদ্বিদীর্ণাৎ) তদ্দেহতঃ (তস্য দেহাৎ) মহাভুজঃ (মহান্তৌ ভুজৌ যস্য সঃ কৃষ্ণঃ) ভুজং অপাকৃষ্য নিঃসার্য্য, অবিস্মিতঃ গর্ব্বরহিতঃ, এব অবস্থিতঃ। তদা প্রসূনবর্ষৈঃ পুষ্পবৃষ্টিভিঃ, বর্ষদ্ভিঃ উৎসুকৈঃ (তাদৃশদৈত্যস্য অনায়াসেনৈব বধাদাশ্চর্য্যযুক্তৈঃ) সুরৈঃ দিবিজৈঃ, অযত্নহারিকঃ (অযত্নেনৈব হতোঽরিঃ যেন সঃ) শ্রীকৃষ্ণঃ ঈড়িতঃ অভিষ্টুতঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

লণ্ডং পুরীষমুৎসৃজন্ ॥ ৭ ॥

কর্কটিকাফলং হি পক্কং সদ্যস্তদ্বিদীর্ণং ভবতি তদ্বদ্বিদীর্ণাৎ তস্য দেহাৎ বিগতপ্রাণাৎ অবিস্মিতঃ গর্ব্বরহিতঃ অযত্নেন হতোঽরির্যেন সঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

লণ্ডঃ পুরীষং ॥ ৭ ॥

কর্কটিকাফলং হি পক্কমভিবিদীর্ণং স্যাত্তত্তুল্যাৎ। অবিস্মিতং তাদৃশ মহাসুরহননেনাপি বিশিষ্টগর্ব্বরহিতঃ। যতোঽযত্নেন প্রয়াসাভাবেনৈব হতোঽরির্যেন সঃ। প্রসূনানি বর্ষদ্ভিঃ শ্রমাপনোদনার্থং জলকণাপি বর্ষদ্ভিঃ ॥ ৮ ॥

শ্বাস রুদ্ধ হইয়া গেল; সে হস্তপদাদি ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত করিয়া ঘর্ম্মাক্তকলেবরে ভূমিতে নিপতিত হইল; লোচনদ্বয় ঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং পুরীষ বিসর্জ্জনে প্রাণ পরিত্যাগ করিল ॥ ৭ ॥

কর্কটিকা ফল পাকিলেই যেমন আপনা হইতেই বিদীর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ হতপ্রাণ কেশীর দেহ বিদীর্ণ হইয়া গেল; তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহার দেহ হইতে নিজ হস্ত বাহির করিয়া লইলেন এবং নির্ভিমানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে স্বর্গস্থ দেবতাগণ গোবিন্দের অনায়াস সাধ্য তাদৃশ অলৌকিক কার্য্য দর্শনে বিস্মিত হইলেন এবং আনন্দ সহকারে শ্রীকৃষ্ণের মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

ইত্যবসরে ভক্তপ্রবর দেবর্ষি নারদ একান্তে শ্রীকৃষ্ণ সন্নিকটে উপস্থিত

দেবর্ষিরুপসংগম্য ভাগবত প্রবরো মুনিঃ ।
কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্ম্মাণং রহস্যেতদভাষত ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ ।

ততঃ ভাগবতপ্রবরঃ ভক্তশ্রেষ্ঠঃ, মুনিঃ দেবর্ষিঃ নারদঃ, রহসি একান্তে, অক্লিষ্টকর্ম্মাণং কৃষ্ণং উপসঙ্গম্য এতৎ অভাষত ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

কংসায় কৃষ্ণমাদিশ্য তদ্রহস্যাদিপৈশুনৈঃ । কংসঘাতাদি কৃষ্ণস্য কার্য্যমাবেদয়ন্ মুনিঃ । তদাহ দেবর্ষিরিত্যাদিনা নচায়ং সূচকঃ কিন্তু সর্ব্বসুহৃদিত্যাহ ভাগবত প্রবর ইতি ॥ ৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

ব্রজলীলাং সমাপ্য স্বাং লীলাং দর্শয়িতুং মাথুরীং । ইত্যাবেদয়িতুং তত্র দেবর্ষি স্তুষ্টুবে প্রভুঃ । ভাগবতপ্রবর ইতি মথুরাস্থানামপি ভাগবতানাং প্রকৃষ্টো বরো মনোরথসিদ্ধির্যস্মাৎ সঃ । অক্লিষ্টেন অক্লেশেনৈব কর্ম্ম কেশিবধাদিকং যস্য তং ॥ ৯ ॥

হইয়া এই প্রকার বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৯ ॥

আভাষ ।

এতচ্ছ্রবণে রাজা পরীক্ষিৎ যেন কিছু শঙ্কিত হইয়া পাছে বলেন যে, নীলোৎপল বিনিন্দিত সুকুমার শ্যামবাহু তাদৃশ ভীষণ দংষ্ট্রাকরাল কেশীবদনে কিরূপে প্রবেশ-করিবে? এতদুত্তরে শুকদেব বলিলেন যে, হস্ত প্রাপ্ত হইয়াই কেশী তাহা চর্ব্বণ করিবার উদ্যোগ করিল বটে, কিন্তু তাহার দন্ত যেমন কৃষ্ণাঙ্গে স্পৃষ্ট হইল, অমনি সমূলে উন্মূলিত হইয়া বাহিরে নিপতিত হইয়া গেল। যেমন পিত্তদূষিত রসনায় সুমিষ্ট মধুও তিক্ত বলিয়া অনুভূত হয়, সেইরূপ নীলোৎপলের ন্যায় সুকুমার তাদৃশ শীতল বাহুও কেশীর বদনে বজ্রসার সদৃশ ও অঙ্গারবৎ উত্তপ্ত লৌহখণ্ডের ন্যায়, প্রতীত হইতে লাগিল। সে তাহা স্পর্শ করিয়াই চকিত হইল এবং আর না স্পৃষ্ট হয়, এইরূপ চেষ্টায় অবশভাবে অবস্থান করিতে লাগিল; সুতরাং হস্ত প্রবেশের আর কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। রোগ যেমন অবসর পাইলে নির্ব্বাধে পরিবর্দ্ধিত হয়, কৃষ্ণবাহুও বিনা বাধায় কেবল প্রবেশ কেন? এরূপ পরিবর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইয়া উঠিল যে, তাহাতে কেশীর শ্বাস বায়ু নিরুদ্ধ হইয়া গেল ॥ ৬-৯ ॥

দেবর্ষি নারদ বাসুদেব সন্নিধানে উপনীত হইয়া বলিলেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি আপনার সেই নামসংকীর্ত্তনকারী চিরভৃত্য নারদ আসিয়াছি। আমি গত দিবস আপনার পরম বৈরী কংসের সমীপে যে রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছি, তজ্জন্য আমার উপর দোষারোপ করিবেন না: কারণ এক্ষণে আপনার উক্ত লীলা প্রকটনের অবসরই উপস্থিত হইয়াছে; আর বিলম্ব করিলে ভাল দেখায় না। ভক্ত হৃদয় আর কত-কাল তাড়না সহ্য করিবে?

কৃষ্ণ কৃষ্ণাপ্রমেয়াত্মন্ যোগেশ জগদীশ্বর।
বাসুদেবাখিলাবাস সাত্বতাং প্রবর প্রভো ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ।

হে অপ্রমেয়াত্মন্ (ন প্রমেয়ঃ আত্মা স্বরূপং যস্য তৎসম্বোধনে এবং সর্ব্বত্র বোধ্যং) যোগেশ যোগপ্রদ, জগদীশ্বর, অখিলাবাস সর্ব্বাশ্রয়, সাত্বতাং ভক্তানাং, প্রবর শ্রেষ্ঠ পালক প্রভো অচিন্ত্যমায়াস্বামিন্, বাসুদেব! ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অস্মদ্রহস্যং বৈরিণি কংসে সূচিতবানিতি মাশঙ্কীত্যাহ কৃষ্ণকৃষ্ণেত্যাদিনা অয়ং ভাবঃ ত্বমীশ্বরো ভূভারদৈত্যসংহারায়াবতীর্ণোঽসি অতস্তদনুরূপাচরণেন বিশ্বং প্রতিপালয়েতি। তত্র ত্বয়ি তাবত্ত্বয়শঙ্কৈব নাস্তীত্যাহ অপ্রমেয়াত্মন্ অপরিচ্ছিন্নস্বরূপ। যোগেশাচিন্ত্য-প্রভাব জগদীশ্বর বিশ্বনিয়ন্তঃ। বাসুদেব সর্ব্বভূতেষু বর্ত্তমান। অখিলাবাস সর্ব্বাশ্রয়। সংপ্রতি সাত্বতাং প্রবর শ্রেষ্ঠ। প্রভো সর্ব্বশক্তে ॥ ১০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রথমং কৃষ্ণ কৃষ্ণেত্যানন্দেন ভগবংস্তব নামসঙ্কীর্ত্তনকৃতকৃতার্থাভাসো নারদোঽস্মীত্যাত্মানং স্মারয়তি। অপ্রমেয়ঃ প্রমাতুমশক্য আত্মা মনো যস্যেত্যতঃ পরং ব্রজে এব বিরাজমানো ব্রহ্মস্থান্ পিত্রাদীনানন্দয়িষ্যসি মথুরাং যাস্যংস্তত্রত্যানবেতি কস্তন্মনো বেদয়িতুং ক্ষমত ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ যোগেশ যোগমায়াধীশ্বরত্বাদুভয়ত্রাপি বিরাজস্বেবেতি ভাবঃ। জগদীশ্বর ইতি জগৎকার্য্যং ভারাবতরণমপি কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ। বাসুদেবেতি নন্দস্য পুত্রত্বেন স্বস্য প্রসিদ্ধিমকার্ষীরেব। ইদানীং বসুদেবস্যাপি তত্ত্বাগাং প্রকটয়েতি ভাবঃ। অত এবাখিলাবাসঃ অখিলাংস্তদ্ভক্তান্ কংসভয়াদ্বিচ্যুতানানীয় মথুরায়াং বাসয়েত্যর্থঃ। যদ্বা সাত্বতাং যাদবানাং প্রবরঃ। যদ্বা প্রকৃষ্টো বরো মনোরথো যস্য সিদ্ধিস্বরূপোঽসি। প্রভো

হে অপ্রমেয়াত্মন্ যোগেশ সর্ব্বাধার ভক্তজনপ্রতিপালক সর্ব্বান্তর্যামিন্ প্রভো বাসুদেব! ॥ ১০ ॥

আভাস।

এতকালত নন্দালয়ে নন্দযশোদার মনোবাঞ্ছা পূরণ করিলেন, এক্ষণে আবার বসুদেবের পুত্র হইয়া সেই দম্পতির দুঃখ নিবারণ করুন। হে মাধব! আপনি যখন সাত্বত যাদব-গণের পতিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন কংসকে নিধন করত তাহাদিগকে বিপদ্‌সাগর হইতে উদ্ধার করাই আপনার এখনকার প্রথম কার্য্য। কি জানি! আপনি অপ্রমেয়াত্মা, অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ। আপনার কোন অভিসন্ধি নাই, স্বমনুরূপ কর্ম্মের দ্বারা আপনার স্বরূপকে অবগত হইতে পারি। নিজের নিষ্প্রয়োজনতা বশত পাছে উদাসীনের ন্যায়ই অবস্থান করেন, সেই নিমিত্তই কংসকে রহস্য কথা বলিয়াছি। কংস নিজ স্বভাব অনুসারে অবশ্যই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে, আপনি জগদীশ্বর তৎক্ষণাৎ তাহার কার্য্যফল

ত্বমাত্মা সর্ব্বভূতানামেকো জ্যোতিরিবৈধসাং।
গূঢ়ো গুহাশয়ঃ সাক্ষী মহাপুরুষ ঈশ্বরঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ।

ত্বং একঃ এব সর্ব্বভূতানাং আত্মা এধসাং কাষ্ঠানাং (অন্তঃ) জ্যোতিঃ ইব গূঢ়ঃ গুহাশয়ঃ (গুহায়াং অন্তঃকরণে শেষে) অন্তঃ সাক্ষী মহাপুরুষঃ ঈশ্বরঃ এব ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কথমেবং রূপোঽহমিতি চেদত আহ ত্বমাত্মেতি। নহি ত্বং জীববৎ পরিচ্ছিন্নঃ কিন্তু সর্ব্বভূতানামন্তরেকোঽনুস্যূতত্বেন আত্মা অন্তরনুস্যূতত্বে দৃষ্টান্তঃ। এধসাং কাষ্ঠানাং অন্তর্জ্যোতিরিবেতি ভূতেষু স্থিতোঽপি তৈ র্ন দৃশ্যসে ইত্যাহ গূঢ় ইতি অত্র হেতবঃ গুহাশয়ঃ বুদ্ধেরপ্যান্তরঃ কিঞ্চ সাক্ষী নহি সাক্ষী দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। অপিচ মহাপুরুষঃ অতঃ পরিচ্ছিন্নমতিভিঃ ন জ্ঞায়স ইত্যর্থঃ। তর্হি সর্ব্বান্তরত্বে কিং প্রমাণং অত আহ ঈশ্বর ইতি। নহীশ্বরং বিনা পরতন্ত্রাণাং জীবানাং প্রবৃত্তি র্ঘটত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ত্বং সর্ব্বং কর্ত্তুং শক্নোষি। নন্থ মে যথেচ্ছা তথা করোমি করিষ্যামি চ। তত্র ত্বং কিমেবং বিশেষং নিবেদয়সি তত্রাহ ত্বমাত্মা মমান্তর্য্যামী ত্বমেব মাং নিবেদয়িতুং প্রেরয়সি তত্রাহং কিং করোমীতি ভাবঃ। ন কেবলং মমৈব অপি তু সর্ব্বভূতানাং অন্তশ্চিত্তে তিষ্ঠসি। এধসাং কাষ্ঠানামন্তর্জ্যোতিরিব গূঢ়ঃ। কিঞ্চ গুহাশয়ঃ যথা ত্বং নন্দপুত্ররূপেণ গোবর্দ্ধনগুহায়াং শেষে তথৈবান্তঃকরণগুহায়ামন্তর্য্যামিরূপেণ শেষে সাক্ষী তত্র শয়ানোঽপি সর্ব্বং সাক্ষাৎ পশ্যসি। তত্র হেতুঃ মহাপুরুষঃ। অপ্রতিহতযোগবল ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ মহাপুরুষ, ঈশিতব্যা অপি ভবন্তি ত্বমীশ্বরঃ সর্ব্বনিয়ন্তা ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

জীবমাত্রেরই অন্তরাত্মা এক আপনি মাত্র। কাষ্ঠান্তরে নিহিত হুতাশনের ন্যায়, প্রাণিবর্গের হৃদয়মন্দিরে প্রচ্ছন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, শুভাশুভ সকল কর্ম্ম ও সংস্কারকে প্রত্যক্ষ করেন; আপনিই মহাপুরুষ জগদীশ্বর! ॥ ১১ ॥

আভাস

প্রদান না করিয়া কখন বিরত থাকিবেন না; সুতরাং আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া গেল। কিন্তু হে দীনবন্ধো! এতদ্দ্বারা আমাদের কৌশলে ও জগতের অনুরোধে, আপনি যে চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহাও বলিতে পারি না; কারণ জগতের আশ্রয়, স্বরূপ, ভোক্তা জীবত্ব এবং ভোগের প্রযোজক এক আপনি মাত্র। আপনিই অন্তর্য্যামিরূপে আমার হৃদয়ে ওরূপ ভাবের উদয় করিয়াছেন, প্রবৃত্তি দিয়াছেন, দেহাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে সামর্থ্য দিয়াছেন; তবেই আমি কংসকে বলিয়াছি। আপনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত করিতে সমর্থ তথাপি যে, করুন! বলিয়া আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, সে অনুরোধ করাও আপনার।

আত্মনাত্মাশ্রয়ঃ পূর্ব্বং মায়য়া সসৃজে গুণান্।
তৈরিদং সত্যসঙ্কল্পঃ সৃজস্যত্স্যবসীশ্বরঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ।

আত্মাশ্রয়ঃ স্বতন্ত্রঃ, এব ভবান্ আত্মনা আত্মরূপয়া, মায়য়া গুণান্ পূর্ব্বং সসৃজে সৃষ্টবান্ ততঃ তৈঃ স্বসৃষ্টৈঃ গুণৈঃ সত্যসঙ্কল্পঃ ঈশ্বরঃ ত্বং ইদং বিশ্বং সৃজসি, অবসি পালয়সি, অৎসি সংহরসি ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অহমীশ্বরঃ অন্যৎ সর্ব্বমীশিতব্যমিত্যেতদেব কুত ইত্যত আহ আত্মনেতি। সাধনান্তর নিরপেক্ষ এব। আত্মাশ্রয়ঃ স্বতন্ত্রো মায়য়া শক্ত্যা ভবান্ গুণান্ সসৃজে সৃষ্টবান্ তৈঃ স্বসৃষ্টৈর্গুণৈরিদং বিশ্বং সৃজসি অবসি পালয়সি অৎসি সংহরসি। নন্ু সৃষ্ট্যাদিক্রিয়া ষট্কারকসাধ্যেব্ দৃষ্টা ইত্যত আহ সত্যসঙ্কল্প ইতি নহি সঙ্কল্পৈকসাধ্যে বহিঃ সাধনাপেক্ষা ইতি ভাবঃ। অতস্ত্বমীশ্বর ইত্যুপসংহারঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কিঞ্চ ত্বং যদাত্মানমন্যদ্ব্রহ্মাদিকং সর্ব্বমিদং জগচ্চ নাস্রক্ষ্যস্তদা অহমপ্যেবং ন জ্ঞাবেদয়িষ্যমিত্যাহ আত্মনেতি আত্মাশ্রয়ঃ স্বতন্ত্রঃ আত্মনা আত্মরূপয়া শক্ত্যা ভবান্ গুণান্ মহদাদীন্ সসৃজে। তেনেদং ত্বং যদি সৃষ্টবানেব তদান্তে জগজ্জনাস্ত্বৎপ্রেরিতাঃ স্বকৃত্যার্থং চেষ্টন্তে তথৈবাহমপ্যস্য ত্বামেতন্নিবেদয়িতুমেবং চেষ্টে ইতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

আপনার আর পৃথক্ আশ্রয়স্থল নাই; আপনি নিজ অচিন্ত্য মায়াশক্তি প্রভাবে প্রথমত গুণত্রয়কে সৃজন করিয়াছেন এবং পরে সেই গুণত্রয়ের বিভাগ অনুসারে নিজ সংকল্প দ্বারাই এই বিশ্ব সংসারের রচনা, পালন ও সংহার কার্য্য সাধিত করিতেছেন ॥ ১২ ॥

আভাস।

কাষ্ঠমধ্যে হুতাশন যেমন সকলের অজ্ঞাতসারে ও অব্যক্তভাবে সকল অবস্থাতেই অবস্থান করে, আপনিও সেইরূপ জ্ঞাত অজ্ঞাত, অভিভূত অনভিভূত, উদাসীন বা কার্য্যকারী ভেদে সকল অবস্থাতেই জীবের অন্তরাকাশে যোগারূঢ়ের ন্যায়, চির বিদ্যমান রহিয়াছেন। অথচ এই শ্যামসুন্দর মদনমোহন মূর্ত্তিতে পর্ব্বতগুহা ও গোপিকা গৃহেও বিরাজ করিতেছেন; কোথায়ও আপনার পরিচ্ছেদ ঘটে না এবং কোথায়ও আপনর জ্ঞান কুণ্ঠিত হয় না; আপনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বগুহাচারী সর্ব্বেশ্বর জনার্দ্দন। আপনি সকলের গুরু; কাল আপনার উপর আধিপত্য করিতে পারে না ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

কারণ আপনার ইচ্ছার নামই কাল। আপনি যদি আমাদের বুদ্ধি প্রভৃতি যাবতীয় পরিদৃশ্যমান জগৎকে প্রত্যক্ষের ন্যায় পরিদর্শন না করিতেন, তাহা হইলে আমিও আপনাকে এরূপ বলিতে অগ্রসর হইতাম না। আপনি নিজ ইচ্ছায় স্বকীয় শক্তিস্বরূপে

স ত্বং ভূধরভূতানাং দৈত্যপ্রমথরক্ষসাং।
অবতীর্ণোঽসি নাশায় সাধূনাং রক্ষণায় চ॥
দিষ্ট্যা তে নিহতো দৈত্যো লীলয়াঽয়ং হয়াকৃতিঃ।
যস্য হেষিতসন্ত্রস্তা ত্যজন্ত্যনিমিষা দিবং॥ ১৩॥

অন্বয়ঃ।

সঃ পরমেশ্বরঃ এব ত্বং ভূধরভূতানাং (ভুবং ধরন্তীতি ভূধরাঃ রাজানঃ তদ্রূপাণাং) দৈত্যপ্রমথরক্ষসাং নাশায় সাধূনাং রক্ষণায় চ অবতীর্ণঃ অসি॥

যস্য কেশিনঃ হেষিতসন্ত্রস্তাঃ (হেষিতেন শব্দেন সন্ত্রস্তাঃ ভীতাঃ) অনিমিষাঃ দেবাঃ, দিবং স্বর্গং, ত্যজন্তি সঃ অয়ং হয়াকৃতিঃ অশ্বরূপধরঃ, দৈত্যঃ দিষ্ট্যা সর্ব্বেষাং সৌভাগ্যাদেব তে ত্বয়া লীলয়া অনায়াসেন, এব নিহতঃ॥ ১৩॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রস্তুতমাহ স ত্বমিতি। ভূধরভূতানাং ভুবং ধরন্তীতি ভূধরা রাজানঃ তদ্রূপাণাং॥ ১৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অতএব নিবেদনরূপং স্বকৃত্যং করোম্যেবেত্যাহ স জগৎস্রষ্টা ত্বং ভূধরা রাজানস্তদ্রূপাণাং॥

দিষ্ট্যা লোকানাং ভাগ্যেন॥ ১৩॥

আপনি পরমেশ্বর হইয়াও কেবল নরপালের বেশধারী দৈত্য, প্রমথ ও রাক্ষসাংশে সমুৎপন্ন নৃপতিবৃন্দের বিনাশার্থ ও সাধুগণের রক্ষার দ্বারা ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

যে কেশীদৈত্যের হ্রেষারবে অমরবৃন্দও ত্রিদিব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ে অন্যত্র পলায়ন করেন, অদ্য জগতের নিতান্ত শুভাদৃষ্ট যে, আপনার দ্বারা তাদৃশ বিপুল পরাক্রম অশ্বরূপধারী মহাসুর অবলীলাক্রমে নিহত হইয়াছে॥ ১৩॥

হে প্রভো! অদ্য অক্রূর এখানে আগমন করিবেন, কল্য আপনি মথুরায়

আভাস।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সৃষ্টি করিয়া, অবান্তর বিভাগ দ্বারা ইহার সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনক্রিয়া সাধিত করিতেছেন। জগৎ আপনার সৃষ্ট এবং আপনারই নিতান্ত অধীন; আপনার প্রেরণাতেই জগজ্জন স্ব স্ব কার্য্য বলিয়া ধারণা করিতেছে ও তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেছে; এবং আমিও আপনাকে নিবেদন করিতে অগ্রসর হইয়াছি। যাহারা আপনার কর্তৃত্বকে লক্ষ্য করে, তাহারাই মুক্ত এবং যাহারা আপনাকে লক্ষ্য না করিয়া স্বীয় কর্তৃত্বের উপর নির্ভর করে, তাহারাই বদ্ধ॥ ১২॥

চানূরং মুষ্টীকঞ্চৈব মল্লানন্যাংশ্চ হস্তিনং।
কংসঞ্চ নিহতং দ্রক্ষ্যে পরশ্বোঽহনি তে প্রভো ॥ ১৪ ॥
তস্যানু শঙ্খযবনমুরাণাং নরকস্য চ।
পারিজাতাপহরণমিন্দ্রস্য চ পরাজয়ং ॥
উদ্বাহং বীরকন্যানাং বীর্য্যশুল্কাদিলক্ষণং।
নৃগস্য মোক্ষণং পাপাৎ দ্বারকায়াং জগৎপতে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।

ইদানীং হে প্রভো! চানূরং মুষ্টিকং চৈব অন্যান্ মল্লান্ চ হস্তিনং কংসং চ পরশ্বোঽহনি তে ত্বয়া নিহতং দ্রক্ষ্যে দ্রক্ষ্যসি ॥ ১৪ ॥

তস্য অনু তদনন্তরং শঙ্খযবনমুরাণাং নরকস্য তথা ইন্দ্রস্য পারিজাতাপহরণং পরাজয়ং চ দ্রক্ষ্যামি ॥

হে জগৎপতে! দ্বারকায়াং বীরকন্যানাং বীর্য্যশুল্কাদিলক্ষণং (বীর্য্যং স্বভাবপ্রদর্শনমেব শুল্কাদিলক্ষণং প্রদেয়দ্রব্যাদিরূপং যস্মিন্ তথাভূতং) উদ্বাহং, পাপাৎ (ব্রাহ্মণগোহরণজনিতাৎ কৃকলাসযোনিনিমিত্তাৎ) নৃগস্য মোক্ষণং ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

পরশ্বোঽহনীতি [অদ্যৈবাক্রূর এষ্যতি শ্বো মথুরাং গন্তাসি পরশ্বশ্চনূরাদীন্ ত্বয়া নিহতান্ দ্রক্ষ্যামীতি সিদ্ধবন্নির্দ্দেশো বিজ্ঞাপনপ্রকারবিশেষঃ ॥ ১৪ ॥

তস্যানু অনন্তরং শঙ্খাদীনাং শঙ্খঃ পঞ্চজনঃ। বধং দ্রক্ষ্যামীতি শেষঃ। ভাবিনির্দ্দেশমাত্রমেতৎ নত্বানন্তর্য্যং বিবক্ষিতং ॥ ১৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পূর্ব্বপূর্ব্বদৃষ্টস্বদবতারলীলাক্রমমহমেবং জানামীত্যাহ চানূরমিতি ॥ ১৪ ॥
শঙ্খঃ পঞ্চজনঃ। ভাবিনির্দ্দেশমাত্রমেতৎ নত্বানন্তর্য্যমাত্রং বিবক্ষিতং ॥ ১৫ ॥

যাত্রা করিবেন এবং পরশ্ব চানূর, মুষ্টিক, অন্যান্য মল্লগণ, কুবলয়াপীড় হস্তী এবং স্বয়ং কংসকেও আপনা কর্ত্তৃক নিহত যেন দেখিতে পাই! ॥ ১৪ ॥

ইহার পর, হে জগৎপতে! শঙ্খাসুর, কালযবন, মুর এবং নরকাসুরের নিধন ও পারিজাত হরণ উপলক্ষে দেবরাজ ইন্দ্রেরও পরাজয় আপনাকর্ত্তৃক প্রত্যক্ষ করিয়া, যেন নয়ন সফল করিতে পারি। তদনন্তর কেবল বীর্য্যরূপ শুল্ক প্রদানেই বীরকন্যাগণের পাণিগ্রহণ ও দ্বারকায় নৃপরাজের পাপবিনষ্টে কৃকলাস মূর্ত্তি পরিত্যাগরূপ বিমোচন নয়নগোচর করিব ॥ ১৫ ॥

পরে জাম্ববতী সহ স্যমন্তক মণির সংগ্রহ, ও যমসদন হইতে মৃত

স্যামন্তকস্য চ মণেরাদানং সহ ভার্য্যয়া।
মৃতপুত্রপ্রদানঞ্চ ব্রাহ্মণস্য স্বধামতঃ॥
পৌণ্ড্রকস্য বধং পশ্চাৎ কাশীপুর্য্যাশ্চ দীপনং।
দন্তবক্রস্য নিধনং চৈদ্যস্য চ মহাক্রতৌ॥ ১৬॥
যানি চান্যানি বীর্য্যাণি দ্বারকামাবসন্ ভবান্।
কর্ত্তা দ্রক্ষ্যাম্যহং তানি গেয়ানি কবিভি র্ভুবি॥ ১৭॥
অথ তে কালরূপস্য ক্ষয়য়িষ্ণোরমুষ্য চ।
অক্ষৌহিণীনাং নিধনং দ্রক্ষ্যাম্যর্জ্জুনসারথেঃ॥ ১৮॥

অন্বয়ঃ।

ভার্য্যয়া জাম্ববত্যা, সহ স্যমন্তকস্য মণেঃ আদানং চ তথা স্বধামতঃ মহাকালপুরাৎ আনীয় ব্রাহ্মণস্য মৃতপুত্রপ্রদানং চ।

পৌণ্ড্রকস্য বধং পশ্চাৎ কাশীপুর্য্যাঃ চ দীপনং, দন্তবক্রস্য নিধনং তথা মহাক্রতৌ যুধিষ্ঠিররাজসূয়ে চৈদ্যস্য শিশুপালস্য, চ নিধনং বধং॥ ১৬॥

দ্বারকাং আবসন্ সন্ ভবান্ যানি চ অন্যানি বীর্য্যাণি, কর্ত্তা করিষ্যতি, ভুবি কবিভিঃ গেয়ানি তানি অহং দ্রক্ষ্যামি॥ ১৭॥

অথ অনন্তরং অমুষ্য বিশ্বস্য ভারং অপচিকীর্ষোঃ কালরূপস্য অতএব অর্জ্জুনসারথেঃ তব অক্ষৌহিণীনাং নিধনং দ্রক্ষ্যামি॥ ১৮॥

শ্রীধরস্বামী।

ভার্য্যয়া জাম্ববত্যা সহ। স্বধামতঃ মহাকালপুরাৎ॥ ১৬॥
দ্বারকামাবসন্ দ্বারকায়াং বসন্। কর্ত্তা করিষ্যতীতি॥ ১৭॥
অমুষ্য বিশ্বস্য ভূতভারস্য বা॥ ১৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভার্য্যয়া জাম্ববত্যা সহ। স্বধামতো মহাকালপুরাৎ॥ ১৬॥ ১৭॥
অমুষ্য বিশ্বস্য। ষষ্ঠী আর্ষী। নিধনং নিধনরূপং তে চরিতমিতি শেষঃ॥ ১৮॥

পুত্র আনয়নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে প্রত্যর্পণ, পৌণ্ড্রকবধ, কাশীপুরের দাহ, দন্তবক্ত্রের নিপাত এবং অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে আপনার দ্বারা শিশুপালের বধ প্রত্যক্ষ করিব॥ ১৬॥

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য যে সকল অলৌকিক কর্ম্ম আপনি দ্বারকাতে অবস্থানকালে করিবেন, অবনীতলে কবিপরিগীত সেই সকল অত্যাশ্চর্য্য কর্ম্মসমুদায় আমি কবে প্রত্যক্ষে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব!॥ ১৭॥

আপনিই সর্ব্বধ্বংসকারী কাল; অবনীর ভারহরণার্থ অবতীর্ণ হইয়া

বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং স্বসংস্থয়া সমাপ্তসর্ব্বার্থমমোঘবাঞ্ছিতং।
স্বতেজসা নিত্যনিবৃত্তমায়াগুণপ্রবাহং ভগবন্তমীমহি ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ।

বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং কেবলজ্ঞানৈকমূর্ত্তিং (অতঃ) স্বসংস্থয়া সম্যক্ স্থিত্যৈব সমাপ্তসর্ব্বার্থং (সম্যক্ আপ্তাঃ প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে অর্থাঃ যস্য তৎ) অমোঘবাঞ্ছিতং (অমোঘং বাঞ্ছিতং যস্য তৎ) স্বতেজসা চিচ্ছক্ত্যা, নিত্যনিবৃত্তমায়াগুণপ্রবাহং (নিত্যনিবৃত্তঃ মায়ায়াঃ গুণপ্রবাহঃ সংসারঃ যস্যাং তৎ) ভগবন্তং নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যপূর্ণং ত্বাং বয়ং ঈমহি শরণং ব্রজাম ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

এবং বিজ্ঞাপ্য কৃতাভিনন্দনং ভগবন্তং নমস্যতি দ্বয়েন বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনমিতি। কেবলজ্ঞানৈকমূর্ত্তিং অতএব স্বসংস্থয়া স্বরূপসম্যক্স্থিত্যৈব পরমানন্দরূপয়া সম্যক্ আপ্তাঃ প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে অর্থা যেন তৎ। আপ্তকামতোক্তা সত্যসংকল্পতামাহ অমোঘবাঞ্ছিতমিতি। নন্থ বাঞ্ছা চেদস্তি তর্হি দুর্নিবারা সংসৃতিরস্তু অহ স্বতেজসেতি। চিচ্ছক্ত্যা নিত্যনিবৃত্তা মায়া কার্য্যরূপা গুণপ্রবাহা যস্মাৎ তং অতো ভগবন্তং নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যং ঈমহি শরণং ব্রজেমেতি ॥ ১৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

এবং কার্য্যং নিবেদ্য ভগবন্তং প্রণমতি দ্বাভ্যাং। বিশুদ্ধং বিজ্ঞানমনুভবস্বরূপং যদ্ব্রহ্ম তদেব ঘনং সান্দ্রীভূতং ত্বামীশ্বরং ঈমহি শরণং ব্রজেম প্রণমামেস্তি বা। স্বীয়য়া সংস্থয়া সম্যক্প্রকারেণ লীলাপরিকরাদিবিশিষ্টয়া স্থিত্যা সার্ব্বকালিক্যা সম্যগাপ্তা ভবন্তি সর্ব্বার্থাঃ সর্ব্ববিধভক্তমনোরথা যস্মাত্তং। অতএবামোঘমব্যর্থং বাঞ্ছিতং স্বভক্তমনোরথনিষ্পাদনলক্ষণং যস্য তং। স্বস্য স্বীয়ানাং বা তেজসা নিত্যং প্রতিদিনমেব নিবৃত্তো গুণপ্রবাহো যস্মাত্তং ॥ ১৯ ॥

অর্জ্জুনের সারথিরূপে কবে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার নিধন করিবেন? ১৮॥

হে বিশ্বপতে! আপনি বিশুদ্ধজ্ঞানৈকবিগ্রহ ও পূর্ণকাম; আপনার অভিপ্রায়ের কখন কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে না; কারণ আপনার অপেক্ষা আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই; আপনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও স্বয়ংই আপনার আশ্রয়। স্বীয় চৈতন্যশক্তির দ্বারা অপূর্ব্ব রচনাশক্তিসম্পন্ন গুণময়ী সংসারপ্রসবিনী মায়াকে নিত্য নিজ অধীনেই চিরকাল রাখিয়াছেন। হে ভগবন্! আমি আপনার শরণ লইলাম ॥ ১৯ ॥

আপনি সকলকে স্বীয় বশে রাখিতেছেন, অথচ নিজে কখন কাহারও বশীভূত নহেন। ভবদীয় মায়া প্রভাবেই এই বিচিত্র সংসার কার্য্যরূপে

ত্বামীশ্বরং স্বাশ্রয়মাত্মমায়াবিনির্ম্মিতাশেষবিশেষকল্পনং।
ক্রীড়ার্থমদ্যাত্তমনুষ্যবিগ্রহং নতোঽস্মি ধুর্য্যং যদুবৃষ্ণিসাত্বতাং॥

শ্রীশুক উবাচ॥

এবং যদুপতিং কৃষ্ণং ভাগবতপ্রবরো মুনিঃ।
প্রণিপত্যাভ্যনুজ্ঞাতো যযৌ তদ্দর্শনোৎসবঃ॥

অন্বয়ঃ।

আত্মমায়াবিনির্ম্মিতাশেষবিশেষকল্পনং (আত্মনঃ মায়য়া স্বেচ্ছয়ৈব বিনির্ম্মিতাঃ যে অশেষাঃ সর্ব্বে বিশেষাঃ মহদাদয়ঃ কল্পনা যস্য তং) অদ্য ক্রীড়ার্থং আত্তমনুষ্যবিগ্রহং (আত্তঃ গৃহীতঃ মনুষ্যবিগ্রহঃ যেন তং) যদুবৃষ্ণিসাত্বতাং ধুর্য্যং শ্রেষ্ঠং, স্বাশ্রয়ং ঈশ্বরং তাং নতঃ অস্মি।

শ্রীশুকঃ উবাচ। এবং তদ্দর্শনোৎসবঃ (তস্য কৃষ্ণস্য দর্শনেন উৎসবঃ আনন্দঃ যস্য সঃ) ভাগবতপ্রবরঃ মুনিঃ নারদঃ, যদুপতিং কৃষ্ণং প্রণিপত্য (তথা তেন) অভ্যনুজ্ঞাতঃ যযৌ।

শ্রীধরস্বামী।

নন্থ ত্রিকালজ্ঞত্বং কথং মৎপ্রপঞ্চং ন জানাসি চেৎ কথং গুণপ্রবাহং ব্রবীষি তত্রাহ ত্বামিতি। ঈশ্বরং অন্যস্য বশয়িতারং স্বাশ্রয়ং অন্যস্তাবশ্যং অত আত্মাধীনয়া মায়য়া

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

এবম্বিধোঽন্যঃ কোঽপি নাস্তীত্যাহ ত্বামিতি। ঈশ্বরং অন্যস্য বশয়িতারং স্বাশ্রয়ং ন কস্যাপ্যাশ্রিতমতোঽন্যস্যাবশ্যং এতদেবাজ্ঞানধীনমৈশ্বর্য্যমাহ আত্মাধীনয়া মায়য়া বিনির্ম্মিতঃ অশেষবিশেষকল্পনঃ বিশ্বং যেন তং। কিঞ্চ ক্রীড়ৈব অর্থঃ স্বপ্রয়োজনং যস্য তং। অদ্য তু আত্তো গৃহীতো মনুষ্যৈঃ কংসাদিভিঃ সহ বিগ্রহঃ কংসপ্রাণতুল্যকেশিবধ-

---

পরিণত রহিয়াছে। কেবল ক্রীড়ার্থ মাত্র অদ্য মনুষ্যবিগ্রহ পরিগ্রহে ভক্ত চূড়ামণি যাদব ও বৃষ্ণিকুলের ধুরন্ধররূপে প্রতীত হইতেছেন; আপনাকে প্রণাম করি॥

শুকদেব বলিলেন, কৃষ্ণদর্শনে পুলকিত-চিত্ত ভক্তশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদ যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রকার বলিয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন॥

আভাস।

মহর্ষি নারদ ভগবৎকার্য্যের উল্লেখ করিয়া শ্লোকদ্বয়ে তাঁহার অভিনন্দন করিয়াছেন। হে দেবদেব! আমরা আপনার বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-ঘন মূর্ত্তি আনন্দরসময় পূর্ণব্রহ্মস্বরূপের শরণাগত হইলাম। আপনার নিজের কোন প্রয়োজন নাই; কেবল ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ

ভগবানপি গোবিন্দো হত্বা কেশিনমাহবে।
পশূনপালয়ৎ পালৈঃ প্রীতৈব্রজসুখাবহঃ ॥ ২০ ॥
একদা তে পশূন্ পালাশ্চারয়ন্তোঽদ্রিসানুষু।
চক্রুর্নিলায়নক্রীড়াং চৌরপালাপদেশতঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ।

ব্রজসুখাবহঃ (ব্রজস্য ব্রজজনস্য সুখং আবহতীতি) ভগবান্ গোবিন্দঃ অপি আহবে যুদ্ধে, কেশিনং হত্বা প্রীতৈঃ পালৈঃ বালৈঃ সহ পশূন্ গাঃ অপালয়ৎ ॥ ২০ ॥

একদা অদ্রিসানুষু (অদ্রেঃ গোবর্দ্ধনস্য সানুষু তটপ্রদেশেষু) পশূন্ চারয়ন্তঃ তে রামকৃষ্ণাদয়ঃ, পালাঃ গোপালাঃ, চৌরপালাপদেশতঃ চৌরপালব্যাজেন, নিলায়নক্রীড়াং (নিলীয় চোরয়িত্বা স্থাপনং যস্যাং তাং নিলায়নাখ্যাং ক্রীড়াং তাং) চক্রুঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বিনির্ম্মিতা অশেষবিশেষা মহদাদ্যা যাদবাদিরূপা বা কল্পনা তেন তং ধুর্য্যং শ্রেষ্ঠং নতোঽস্মীতি ॥ ২০ ॥

প্রাতরেব কেশিবধানন্তরং নারদেনোক্তমঙ্গীকৃত্য পুনস্তথৈব পশূন্ পালয়ন্তা ব্যোমো হতঃ। যদ্বা। ব্যোমবধঃ কেশিবধপূর্ব্বমেব বৃত্তোঽপি বেশধারিবধপ্রসঙ্গাদত্রোচ্যতে ইতি দ্রষ্টব্যং। কেচিৎ পুনঃ শঙ্খচূড়বধাৎ পূর্ব্বমেব পঠন্তি চ তমাহ একদেতি ॥ ২১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হেতুকং শাত্রবং যেন তং অভ্যাত্তেতি চ পাঠঃ। এষাপি তবৈকা ক্রীড়েতি ভাবঃ। যতো যদুবৃষ্ণিবাত্বতাং সবন্ধূনাং ধুরং রক্ষণপোষণাদিভারং বহসীতি তং ॥ ২০ ॥

নিলায়নং চোরিতবস্তুতিরোধাপনং। অপদেশোঽভিনয়ঃ ॥ ২১ ॥

ভগবান্ গোবিন্দচন্দ্রও কেশীদৈত্যকে যুদ্ধে নিহত করিয়া, ব্রজবাসিগণের আনন্দবর্দ্ধন পূর্ব্বক প্রীতপ্রসন্নচিত্তে রাখাল-বালকদের সহিত পশুচারণ করাইতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

কেশীবধের পর একদিন গিরিতটে গোচারণ করাইতে করাইতে চোর, অপহৃত ধন ও তৎপালকরূপে আপনাদিগকে কল্পনা করত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

তন্মধ্যে কেহ চোর সাজিলেন, কেহ তাহার রক্ষক ও পালক কেহ বা

আভাস।

করাই আপনার একমাত্র কার্য্য। মায়াকার্য্য আপনার নিয়োগ অনুসারে সম্পাদিত হইতেছে; সুতরাং আপনি ত্রিকালজ্ঞ। আমরা আপনার গুণময়ী মায়ার অধীন; সুতরাং ভ্রান্ত হইয়াই ভ্রমণ করিতেছি। আমাদিগকে রক্ষা করুন! ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

তত্রাসন্ কতিচিচ্চৌরাঃ পালাশ্চ কতিচিন্নৃপ ।
মেষায়িতাশ্চ তত্রৈকে বিজহ্রুরকুতোভয়াঃ ॥ ২২ ॥
ময়পুত্রো মহামায়ো ব্যোমো গোপালবেশধৃক্ ।
মেষায়িতানপোবাহ প্রায়শ্চৌরায়িতো বহূন্ ॥ ২৩ ॥
গিরিদর্য্যাং বিনিক্ষিপ্য নীতংনীতং মহাসুরঃ ।
শিলয়া পিদধে দ্বারং চতুঃপঞ্চাবশেষিতাঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ ।

হে নৃপ ! তত্র গোপেষু মধ্যে কতিচিৎ চৌরাঃ আসন্ কতিচিৎ পালাঃ স্বামিনঃ চ আসন্ ; তত্র একে দুর্ব্বলাঃ (মেষায়িতান্ চোরয়ন্তি পালাশ্চ তান্ বিচিন্বন্তে) এবং অকুতোভয়াঃ নির্ভয়াঃ সন্ত সর্ব্বে বিজহ্রুঃ ॥ ২২ ॥

তদা চ গোপালবেশধৃক্ গোপালবেশধরঃ মহামায়াঃ, মহামায়াবী, ময়পুত্রঃ ব্যোমঃ অসুরঃ, স্বয়ং প্রায়শঃ চৌরায়িতঃ সন্ মেষায়িতান্ বহূন্ গোপান্ অপোবাহ অপকৃষ্য নিনায় ॥ ২৩ ॥

এবং সঃ মহাসুরঃ নীতং নীতং গোপং গিরিদর্য্যাঃ পর্ব্বতগুহায়াং, বিনিক্ষিপ্য তস্যাঃ দ্বারং শিলয়া পিদধে আচ্ছাদিতবান্, ততঃ চ মেষায়িতাঃ গোপাঃ চতুঃ পঞ্চ বা অবশেষিতাঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

মেষায়িতাঃ মেষবদাচরিতাঃ ॥ ২২ ॥

স্বয়ং চৌরবদাচরিতঃ সন্ অপোবাহ অপকৃষ্য নিনায় ॥ ২৩ ॥

পিদধে ছাদিতবান্ ॥ ২৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

অকুতোভয়া ইতি চোরয়িতব্যাশ্চোরয়িতারশ্চ পালকাশ্চৈতে ত্রয়ো বয়ং সখায় এবেতি বিশ্বাসাৎ ॥ ২২ ॥

অপোবাহ চোরয়ামাস ॥ ২৩ ॥　　চতুঃপঞ্চ মেষায়িতাঃ সখায়ঃ ॥ ২৪ ॥

অপহৃত বস্তুর অপদেশে সেই বনমধ্যে অকুতোভয়ে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

ইতিমধ্যে ময়পুত্র মহামায়াবী ব্যোমাসুর গোপালবালকের ন্যায় রূপ ধারণ করত, তাঁহাদের মধ্যে ক্রীড়ায় প্রবিষ্ট হইল এবং বারংবার নিজে কৌশলক্রমে চৌর হইয়া অপহৃত বস্তুস্থানীয় অনেক গোপবালককে ক্রীড়ার পণ অনুসারে বহন করত অন্যত্র রাখিয়া আসিল ॥ ২৩ ॥

সে একে একে সমস্ত গোপালগণকে লইয়া পর্ব্বতগুহায় নিক্ষেপ পূর্ব্বক

তস্য তৎ কর্ম্ম বিজ্ঞায় কৃষ্ণঃ শরণদঃ সতাং।
গোপান্নয়ন্তং জগ্রাহ বৃকং হরিরিবৌজসা ॥
স নিজং রূপমাস্থায় গিরীন্দ্রসদৃশং বলী।
ইচ্ছন্ বিমোক্তুমাত্মানং নাশক্নোদ্গ্রহণাতুরঃ ॥ ২৫ ॥
তং নিগৃহ্যাচ্যুতো দোর্ভ্যাং পাতয়িত্বা মহীতলে।

অন্বয়ঃ।

সতাং ভক্তানাং, শরণদঃ আশ্রয়প্রদঃ, কৃষ্ণঃ তস্য ব্যোমাসুরস্য, তৎ গোপপিধানরূপং কর্ম্ম, বিজ্ঞায় হরিঃ সিংহঃ, বৃকং ইব ওজসা বলেন, কৃষ্ণঃ গোপান্ নয়ন্তং তং অসুরং জগ্রাহ ॥

তদা গিরীন্দ্রসদৃশং নিজং রূপং আস্থায় স্বীকৃত্য সঃ বলী ব্যোমঃ, আত্মানং বিমোক্তুং বিমোচয়িতুং ইচ্ছন্ অপি গ্রহণাতুরঃ (গ্রহণেন আতুরঃ ব্যাকুলঃ সন্) ন অশক্নোৎ ॥ ২৫ ॥

অচ্যুতঃ কৃষ্ণঃ, তং ব্যোমং, দোর্ভ্যাং, হস্তাভ্যাং, নিগৃহ্য মহীতলে ভূতলে, পাতয়িত্বা দিবি অন্তরীক্ষে, স্থিতানাং দেবানাং পশ্যতাং পশুমারং (যথা ভবতি তথা যজ্ঞীয়পশুমিব মুষ্টীভিঃ)

শ্রীধরস্বামী।

শরণদঃ আশ্রয়দঃ হরিঃ সিংহ ইব ॥ ২৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হরিঃ সিংহঃ ॥ ২৫ ॥
পশুমারং যাজ্ঞিয়ং পশুমিব শ্বাসরোধেনামারয়ৎ। তেনাপি গুহাদ্বারনিরোধাদিতি

প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা গহ্বরদ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিল। এই প্রকারে যখন প্রায় সকল বালককেই নিরুদ্ধ করিয়াছিল; কেবল চারি পাঁচটী বালক মাত্র তথায় শ্রীকৃষ্ণ সহ উপস্থিত ছিল ॥ ২৪ ॥

তখন সর্ব্বাশ্রয়প্রদ ভগবন্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার তাদৃশ নিষ্ঠুরাচরণের প্রতি লক্ষ্য করিলেন; এবং পুনরায় সে যখন আর একটী বালক লইয়া ঐরূপ গমন করিতেছিল; তখন সিংহ যেমন ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করে, তিনিও সেই-রূপ প্রবলবিক্রমে উক্ত ব্যোমাসুরকে আক্রমণ করিলেন ॥

অসুর তখন পরিগৃহীত গোপবেশ পরিত্যাগে স্বকীয় অসুরমূর্ত্তি ধারণ করিল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে এতই বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়াছিলেন যে, সে বিলক্ষণ চেষ্টা করিয়াও তাঁহার হস্ত হইতে আপনাকে বিমোচনে সমর্থ হইল না ॥ ২৫ ॥

গোবিন্দ তখন তাহাকে দুই হস্তের দ্বারা আকর্ষণ পূর্ব্বক পৃথিবীতে নিপাতিত করিলেন এবং অন্তরীক্ষে অবস্থিত অমরগণের সমক্ষেই যাজ্ঞিক

পশ্যতাং দিবি দেবানাং পশুমারমমারয়ৎ ॥ ২৬ ॥
গুহাপিধানং নির্ভিদ্য গোপান্নিঃসার্য্য কৃচ্ছ্রতঃ।
স্তূয়মানোঽনুগৈর্দেবৈঃ প্রবিবেশ স্বগোকুলং ॥ ২৭ ॥
॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কেশিব্যোমবধো নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৭॥ *

শ্রীশুক উবাচ ॥
অক্রূরোঽপি চ তাং রাত্রিং মধুপুর্য্যাং মহামতিঃ।

অন্বয়ঃ।

অমারয়ৎ ॥ ২৬ ॥

ভগবাংশ্চ গুহাপিধানং (গুহায়াঃ পিধানং আচ্ছাদনং) নির্ভিদ্য, কৃচ্ছ্রতঃ নিরোধক্লেশাৎ, গোপান্ নিঃসার্য্য অনুগৈঃ তৈঃ দেবৈঃ চ স্তূয়মানঃ গোকুলং প্রবিবেশ ॥ ২৭ ॥

ইতি দশমে শ্রীখগেন্দ্রনাথশাস্ত্রিকৃতান্বয়ে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীশুক উবাচ। মহামতিঃ অক্রূরঃ অপি তাং রাত্রিং মধুপুর্য্যাং মথুরায়াং উষিত্বা প্রাতরেব রথং আস্থায় আরুহ্য, নন্দগোকুলং প্রযযৌ ॥

শ্রীধরস্বামী।

পশুমারঃ পশুমারো যথা ভবতি তথা অনিশ্বাসমিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥
ভুবি গোপৈঃ স্তূয়মানঃ। উপরি বৈমানিকৈ র্দেবৈরিতি ॥ ২৭ ॥
॥ * ॥ ইতি দশমে সপ্তত্রিংশঃ ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভাবঃ। উপমানে কর্ম্মণি চেতি ণমুল ণ্যন্তস্য ক্রিয়াতেরনুপ্রয়োগঃ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥
॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
সপ্তত্রিংশোঽত্র দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

পশুর ন্যায় তাহাকে বধ করিলেন ॥ ২৬ ॥

এবং পর্ব্বত-গুহার দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক তথায় আবদ্ধ গোপাল-বালকগণকে তাদৃশ নিরোধ-যাতনা হইতে উদ্ধার করিলেন। দেবগণ ও বয়স্য বালকগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। এইভাবে তিনি বালকগণে পরিবৃত হইয়া পুনঃ স্বীয় গোকুলে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৭ ॥

ইতি দশমে শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃতানুবাদের সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

শুকদেব বলিলেন, হে নরনাথ! কৃষ্ণকে আনয়নার্থ কংসের আদেশ শ্রবণ করিয়া মহামতি অক্রূর সে রাত্রি মথুরাতেই অতিবাহিত করিলেন; এবং

উষিত্বা রথমাস্থায় প্রযযৌ নন্দগোকুলং ॥

অন্বয়ঃ।

পথি গচ্ছন্ অম্বুজেক্ষণে (অম্বুজবৎ শোভমানে দৃষ্ট্যৈব সন্তাপহারকে ঈক্ষণে যস্য

শ্রীধরস্বামী।

অষ্টত্রিংশে যথা ধ্যায়ন্নক্রূরো গোকুলং গতঃ।
তথৈব রামকৃষ্ণাভ্যাং গৃহং নীত্বা তু সৎকৃতঃ ॥
প্রাতঃ কেশিবধে বৃত্তে দ্বাদশ্যাং নির্গতে মুনৌ।
ততো ব্যোমে হতেঽক্রূরঃ সায়ং গোকুলমাগতঃ ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অষ্টত্রিংশে ব্যধাৎ কৃষ্ণো যথাক্রূরো মনোরথান্।
তথা তান্ পূরয়ামাস তদাতিথ্যঞ্চ সোঽকরোৎ ॥
কংসঃ ফাল্গুনকৃষ্ণৈকাদশ্যাং কৃত্বৈব মন্ত্রণাং।
প্রেষ্য কেশিনমক্রূরমাদিশ্য প্রাহিণোদ্ব্রজং ॥
প্রাতঃ কেশিবধোঽক্রূরপ্রস্থানং নারদস্তুতিঃ।
অপরাহ্নে ব্যোমবধো হক্রূরঃ সায়ং ব্রজেঽবিশৎ ॥ * ॥

পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া রথারোহণে নন্দগোকুলের অভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥

আভাস।

অষ্টত্রিংশাধ্যায়ে অক্রূর গোকুলে গমনকালে পথে মনে মনে যেরূপ প্রার্থনা করেন, গোবিন্দ তাঁহার সেইরূপই সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন ॥

ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা একাদশীর দিন রাত্রিতে কংস মন্ত্রণাপূর্ব্বক কৃষ্ণবধার্থ কেশীদৈত্যকে গোকুলে প্রেরণ করত কৃষ্ণকে আনয়নার্থ অক্রূরকেও তথায় প্রেরণ করেন। তথায় প্রাতঃকালে কেশীর বধ, অক্রূরের প্রস্থান ও নারদের স্তব এবং অপরাহ্নে ব্যোমাসুরের নিধন হইলে, সায়ংকালে অক্রূর ব্রজে উপস্থিত হন ॥

একাদশী রাত্রিতে মহামতি অক্রূর ভগবদ্বিষয়িণী কথার প্রসঙ্গে যামিনী জাগরণেই অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে পারণ না করিয়াই কৃষ্ণদর্শনার্থ মথুরা হইতে যাত্রা করেন ॥ ১ ॥

পূর্ণ পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপসন্দর্শন জীবের অল্প সৌভাগ্যে ঘটে না। জন্মান্তরে লক্ষ্য বিশেষ সাধনের প্রয়োজন। অক্রূর এক জন জ্ঞানী ও ভক্ত। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণতম মনুষ্যভাবের প্রতিই লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হন নাই; তিনি তাঁহার পূর্ণব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ নিগমের প্রতিই লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন: সুতরাং তাঁহার পক্ষে কৃষ্ণদর্শন তদ্রূপ অসম্ভব ও দুর্ল্লভ বলিয়া বোধ হইতেছিল। কারণ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণের কোথায়ও

গচ্ছন্ পথি মহাভাগো ভগবত্যম্বু জেক্ষণে।
ভক্তিং পরামুপগত এবমেতদচিন্তয়ৎ ॥ ১ ॥
কিং ময়াচরিতং ভদ্রং কিং তপ্তং পরমং তপঃ।

অন্বয়ঃ।

তস্মিন্ ভগবতি পরাং ভক্তিং উপগতঃ মহাভাগঃ অক্রূরঃ এবং বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ এতৎ অচিন্তয়ৎ ॥ ১ ॥

অহো ময়া কিং ভদ্রং যজ্ঞাদি আচরিতং কিংবা পরমং তপঃ ব্রতোপবাসাদি তপ্তং

শ্রীধরস্বামী।

যদেবং নারদেন কংসবধাদিকার্য্যে বিজ্ঞাপিতে শ্রীকৃষ্ণো মথুরাং গন্তুমুদ্যতো বভূবে তদাক্রূরোঽপি গোকুলমগাদিত্যাহ অক্রূরোঽপীতি ॥ ১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তামেকাদশ্যা রাত্রিং মহামতিরিতি ভগবৎকথার্চ্চনাদিভির্জাগরণেনৈবোষিত্বা পারণমকৃত্বৈব যযৌ ॥ ১ ॥

কিন্তু পথে গমন কালে, পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে চিন্তা করত পরমা ভক্তি সহকারে মহাভাগ অক্রূর এইরূপ হৃদয়ে আন্দোলন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

অহো! আমি এমন কি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি এবং এমনই বা কি

আভাস।

অভাব নাই। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আকাশ ও অনিলে সর্ব্বত্রই ও সর্ব্বভাবে এবং সকল অবস্থাতে এক তিনি মাত্র বিরাজ করিতেছেন। তিনি ব্যতীত দৃশ্য বা দ্রষ্টা কিছুই নাই। জগতে যে যে ভাবে যে কোন বস্তুর প্রতিই লক্ষ্য করা যাউক্ না, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিবাক্য অনুসারে এক ব্রহ্মমাত্রই পরিলক্ষিত হইতেছেন; তিনি ব্যতীত জগতের আর পৃথক্ অস্তিত্ব ও নাম বা রূপ কিছুই নাই। তিনিই সর্ব্বভাবে ও সর্ব্বরূপে প্রতীত হন। কিন্তু এক বাসনার বৈচিত্রতা অনুসারে এক ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিলেও কোন জীব বদ্ধ এবং কোন জীব মুক্ত এইরূপ শাস্ত্র এবং যুক্তি অনুসারে পরিলক্ষিত হইতেছে। অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্মের জগদ্ভাব রূপকে মাত্র অনুভব করিয়া যাহারা তাঁহার সচ্চিদানন্দভাবকে বিস্মৃত হয়, তাহারাই সংসারে বদ্ধ এবং যাঁহারা তাঁহার সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভাবের ভাবুক হইয়া জগদ্ভাবকে বিস্মৃত হয়; তাহারাই মুক্ত। অতএব জীবতত্ত্ব জগতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্বের উল্লেখ না করিয়া, "মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ" এই বাক্যই যুক্তিমূলক বলিয়া যে, শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে, তাহা এক কৃষ্ণাবতারেই বিশেষ প্রতিপন্ন। জগদ্যোনি জনার্দ্দন মানববিগ্রহ পরিগ্রহে যখন বৃন্দাবনে অবতীর্ণ

কিম্বাথাপ্যর্হতে দত্তং যদ্রুক্ষ্যাম্যদ্য কেশবং ॥ ২ ॥
মমৈতদ্দুর্ল্লভং মন্যে উত্তমশ্লোকদর্শনং।
বিষয়াত্মনো যথা ব্রহ্মকীর্ত্তনং শূদ্রজন্মনঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।

অথবা অর্হতে পূজ্যায় পাত্রায়, কিং দত্তং যৎ যস্মাৎ অদ্য কেশবং দ্রক্ষ্যামি ॥ ২ ॥

এতৎ উত্তমশ্লোকদর্শনং (উৎ উদ্গতং তমোঽজ্ঞানং যেভ্যা তে উত্তমাঃ তৈঃ শ্লোক্যতে কীর্ত্ত্যতে যঃ তস্য দর্শনং) বিষয়াত্মনঃ বিষয়াবিষ্টচিত্তস্য মম শূদ্রজন্মনঃ (শূদ্রাৎ জন্ম যস্য তস্য) ব্রহ্মকীর্ত্তনং বেদোচ্চারণং ইব দুর্ল্লভং মন্যে ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অপি সম্ভাবনায়াং অর্হতে যোগ্যায় কিম্বা দত্তং যৎকারণেন কেশবং দ্রক্ষ্যামি ॥ ২ ॥

স্বস্য শ্রীকৃষ্ণদর্শনে অসম্ভাবনামাশঙ্ক্য পুনঃ সম্ভাবয়তি দ্বয়েন। বিষয়াত্মনো বিষয়াবিষ্টচিত্তস্য। শূদ্রাজ্জন্ম যস্য তস্য ব্রহ্মকীর্ত্তনং বেদোচ্চারণং যথেতি ॥ ৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইতি দ্বিতর্কমাহকিমিতি। অপিঃ সম্ভাবনায়াং। অর্হতে যোগ্যায় ॥ ২ ॥

দৈন্যাদ্বুধো নিপতন্নাহ। মম কীদৃশস্য। বিষয়াত্মনঃ বিষয়াবিষ্টস্য শূদ্রজাতের্বেদকীর্ত্তনমিব। উভয়ত্রৈবানর্হত্বং ধ্বনিতং ॥ ৩ ॥

সর্ব্বোৎকৃষ্ট তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছি, বা এমন কি মহাপুরুষসদৃশ উপযুক্ত পাত্রে দান দান করিয়াছি, যাহার ফলে অদ্য আমার কেশবের সন্দর্শন লাভ ঘটিবে! ॥ ২ ॥

আমার ন্যায় বিষয়াবিষ্টচিত্ত মানবের পক্ষে উত্তমশ্লোক ভগবানের দর্শনলাভ নিতান্তই অসম্ভব; নিকৃষ্ট শূদ্রযোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, বেদে অধিকার লাভের আশার ন্যায়, আমার কৃষ্ণদর্শনের লালসা কোন অংশে তদপেক্ষা ন্যূন নহে ॥ ৩ ॥

আভাস।

হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে যাহারা দর্শন করিয়াছিল, তাহারা সকলেই যে মুক্ত হইয়াছিল, তাহা নহে; তাঁহার স্বরূপ ও বিরূপভাবে আসক্তি, বিরক্তি ও উপেক্ষার তারতম্যে সকলেই বিচিত্র ফল লাভ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কংস ও শিশুপাল প্রভৃতি প্রচ্ছন্নভক্ত অসুরগণ "যে প্রাণহরো হরিগুর্হাং ক্রবং শ্রিতঃ" ইত্যাদি বচনপ্রমাণে পরিশ্রমের সহিত মুক্তি এবং অক্রূর যুধিষ্ঠিরাদি প্রকাশ্য ভক্তগণ আনন্দভোগে মুক্তি এবং কেশী প্রভৃতি অজ্ঞানী ভক্ত বিদ্বেষিগণ কেবল ধ্বংসকেই লাভ করিয়াছেন। অতএব কৃষ্ণাবতারে সকলেই যে কৃষ্ণদর্শন করিয়াছিলেন, এমত নহে। স্ব স্ব মনোগত ভাব অনুসারে কৃষ্ণরূপে যাহারা

নৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনং।
ম্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ক্বচিত্তরতি কশ্চন ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।

অহো! এবং মা ভবতু! অধমস্যাপি অনধিকারিণঃ, অপি মম অচ্যুতদর্শনং স্যাদেব যতঃ কালনদ্যা ম্রিয়মাণঃ কশ্চন জনঃ ক্বচিৎ তরতি এব। (অতঃ মমাপি সংসারসাগরস্তরণং সম্ভবতি এব) ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যদ্বা নৈবং কিন্ত্বধমস্য নীচস্যাপি মম স্যাদেব কুত ইত্যত আহ ম্রিয়মাণ ইতি। অয়ং ভাবঃ। যথা নদ্যা ম্রিয়মাণানাং তৃণাদীনাং মধ্যে কিঞ্চিৎ ক্বচিৎ কদাচিত্তরতি তথা কর্ম্মবশেন কালেন ম্রিয়মাণানাং জীবানামপি মধ্যে কশ্চিত্তরেদিতি সংভাবয়তীতি ॥ ৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নৈবমিতি। মতিধৃতিভ্যাং দৈন্যং সম্মর্দ্দাহ মমেতি। স্যাদেব স্যাদপীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

অহো! আমার অদৃষ্টে অদ্য যেন সত্য সত্যই সেরূপ অসম্ভব না হয়! আমি প্রকৃত প্রস্তাবে অনধিকারী হইলেও যেমন স্রোতের বেগে ভ্রমমান তৃণ কাষ্ঠাদিও কখন কোন গতিকে তীরে সংলগ্ন হইয়া থাকে, প্রচণ্ড কালস্রোতের তীব্র বেগে প্রবাহিত হইলেও আমার ভাগ্যে সেইরূপ কোন অভাবনীয় ভাবের উদয়ে অদ্য কৃষ্ণ সন্দর্শন-জনিত যেন ভবমোক্ষ ঘটে! ॥ ৪ ॥

আভাস।

তাঁহারাই অন্বেষণ করিয়াছেন, তাঁহারা মধ্যম; যাহারা অভিমানে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন, তাহারা নিকৃষ্ট এবং যাঁহারা স্বীয় ভাব পরিত্যাগে কৃষ্ণভাবেই চিত্ত নিবিষ্ট করিয়াছিলেন, তাঁহারাই উৎকৃষ্ট; এবং তাদৃশ জনকে ভগবান্ পতিত জনের উদ্ধারার্থ ধৃত চিত্তাকর্ষক মূর্ত্তিও উপসংহার করিয়া, স্বকীয় পূর্ণস্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। অক্রূর সেই উৎকৃষ্ট পর্য্যায়ের পাত্র। তিনি কামনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপদর্শনার্থই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি সাকার নিরাকার, ব্যবহারিক বা পারমার্থিক যে কোন ভাবের উল্লেখ করিয়া একবিংশতি শ্লোকে মনোগত ভাবের ও প্রার্থনার উল্লেখ করিয়াছেন, সকলই তাঁহার অমানুষিক পরম ভাবের অনুগতিতেই লক্ষ্য করিয়াছেন, জানিতে হইবে। প্রথম অসম্ভবের সম্ভাবনা; দ্বিতীয়ত ভক্তিপূর্ব্বক ভগবদনুগ্রহের প্রার্থনা; তৃতীয় ভগবানের অনুগ্রহ হইলে, বিনা পরিশ্রমে অসম্ভবের সম্ভাবনা যে নিতান্তই সুগম, তাহাই তৃণস্রোত তুলনায় প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ তৃণের যেমন নিজের তীরে উঠিবার সাধ না থাকিলেও, নির্ভরস্থল স্রোত কখন তাহাকে তীরেও তুলিয়া দেয়, সেইরূপ ভক্তের সাধ বা কর্ম্ম না থাকিলেও ভগবান্ তাঁহাকে সংসরস্রোত হইতে অব্যাহতি প্রদান করেন; সন্দেহ

মমাদ্যামঙ্গলং নষ্টং ফলবাংশ্চৈব মে ভবঃ।
যন্নমস্যে ভগবতো যোগিধ্যেয়াঙ্ঘ্রিপঙ্কজং ॥ ৫ ॥
কংসো বতাদ্যাকৃত মেঽত্যনুগ্রহং দ্রক্ষ্যেঽঙ্ঘ্রিপদ্মং প্রহিতোঽমুনা হরেঃ ॥

অন্বয়ঃ।

অদ্য মম অমঙ্গলং পাপং নষ্টং মে মম, ভবঃ জন্ম, চ ফলবান্ পরমফলমোক্ষবান্ জাতঃ যৎ যস্মাৎ, ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য, যোগিধ্যেয়াঙ্ঘ্রিপঙ্কজং (যোগিভিঃ কেবলং ধ্যেয়মেব নতু সাক্ষাদ্দৃষ্টং অঙ্ঘ্রিপঙ্কজং পাদপদ্মং অহং নমস্যে ॥ ৫ ॥

বত আশ্চর্য্যে, কংসঃ অদ্য মে মম অত্যনুগ্রহং অকৃত কৃতবান্, যতঃ পূর্ব্বে অম্বরীষাদয়ঃ ধ্যাতারঃ যন্নখমণ্ডলত্বিষা (যস্য চরণকমলস্য নখমণ্ডলত্বিষা নখসমূহকান্ত্যা হৃদি ধ্যায়মানয়া

শ্রীধরস্বামী।

ততোঽনন্যা প্রবৃত্ত্যৈব মমামঙ্গলং নষ্টমেবেতি জ্ঞায়তে ভবো জন্ম চ সফলং জাতমিতি যদুযতো নমস্করিষ্যামি ॥ ৫ ॥

অমঙ্গলনাশে সূচকান্তরমাহ কংসইতি। বতেত্যাশ্চর্য্যে। অতিখলঃ কংসোঽপি মমাত্যন্ত-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

এবং নিশ্চিত্য সগর্ব্বমাহ মমাদ্যেতি ॥ ৫ ॥

কিঞ্চ কংসেন ভগবৎপ্রাতিকূল্যনির্দ্দিষ্টস্যাপি মমাত্যন্তমানুকূল্যং ফলতোঽভূদিত্যাহ কংস ইতি। বতেত্যাশ্চর্য্যে। খলোঽপি কংসঃ অদ্যাত্যনুগ্রহং অকৃত। যতোঽমুনা

নিশ্চয়ই অদ্য আমার সকল পাপ নষ্ট হইয়াছে; এতকালের পর অদ্য আমার জন্ম সার্থক হইল! যে শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ যোগিগণ ধ্যানযোগেও অনুভব করিতে পারেন না, অদ্য আমি তাহা সাক্ষাতে প্রত্যক্ষ করিব! ॥ ৫ ॥

কি আশ্চর্য্য! সাক্ষাৎ খলমূর্ত্তি কংস কর্ত্তৃকও আমার বিশেষ উপকার লাভ হইল! কারণ সেই কংসেরই প্রেরণায় অদ্য আমি জগন্মঙ্গল মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ শ্রীহরির যে পাদপদ্ম নিরীক্ষণ করিব, সেই চরণকমলের নখজ্যোতি কেবল হৃদয়ে ধারণা করিয়াই অম্বরীষাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভক্তগণ এই দুস্তর

আভাস।

নাই ॥ ২। ৩। ৪ ॥

অক্রূরের মনে একটী দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে, জনার্দ্দনের দর্শনমাত্রেই তাঁহার জন্ম সার্থক হইবে এবং মুক্তির প্রতিবন্ধক যাবতীয় অনর্থ বিনিবৃত্ত হইবে। কারণ এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লাভ আর নাই এবং এই দর্শন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যোগও আর নাই ॥ ৫ ॥

ভক্তের কেহ প্রতিকূল থাকিতে পারে না; স্বভাবত প্রতিকূল পদার্থ বা ব্যক্তি যে কোন ভাবেই হউক, ভক্তের আনুকূল্যই করিয়া থাকে। দারুণ কৃষ্ণদ্বেষী কংসও কৃষ্ণদর্শনার্থ

কৃতাবতারস্য দুরত্যয়ং তমঃ পূর্ব্বেঽতরন্ যন্নখমণ্ডলত্বিষা ॥ ৬ ॥
যদর্চ্চিতং ব্রহ্মভবাদিভিঃ সুরৈঃ শ্রিয়া চ দেব্যা মুনিভিঃ সসাত্বতৈঃ।
গোচারণায়ানুচরৈশ্চরদ্বনে যদ্গোপিকানাং কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতং ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।

দুরত্যয়ং তমঃ দুস্তরং সংসারং, অতরন্, কৃতাবতারস্য তস্য হরেঃ অঙ্ঘ্রিপদ্মং অহং অস্য অমুনা কংসেন প্রহিতঃ প্রেরিতঃ, এব দ্রক্ষ্যে দ্রক্ষ্যামি ॥ ৬ ॥

যৎ চরণকমলং ব্রহ্মভবাদিভিঃ সুরৈঃ, শ্রিয়া কমলয়া, দেব্যা চ সসাত্বতৈঃ ভক্তসহিতৈঃ মুনিভিঃ চ অর্চ্চিতং ইদানীং গোচারণায় বনে চরৎ তথা গোপিকানাং কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতং যৎ তৎ অহং দ্রক্ষ্যে ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অনুগ্রহং কৃতবান্ যতোঽমুনা প্রহিতো হরেরঙ্ঘ্রিপদ্মং দ্রক্ষ্যামীতি। পূর্ব্বে অন্বরীষাদয়ঃ তমঃ সংসারমতরন্ তীর্ণাঃ ॥ ৬ ॥

অঙ্ঘ্রিপদ্মং বিভাবয়তি যদিতি। ব্রহ্মাদিভিরর্চ্চিতমিতি পরমৈশ্বর্য্যমাহ শ্রিয়া চেতি সৌভাগ্যাতিশয়ং। মুনিভির্ভক্তসহিতৈরিতি পরমপুরুষার্থত্বং। গোচারণায়েতি কৃপালুত্বং। যদ্গোপিকানামিতি প্রেমমাত্রসুলভত্বং ॥ ৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রহিতঃ প্রেষিতঃ। পূর্ব্বেঽম্বরীষাদয়ঃ তমঃ সংসারং অতরন্ তীর্ণাঃ ॥ ৬ ॥

যদঙ্ঘ্রিপদ্মং ব্রহ্মাদিভিরনুপহৈর্গন্ধমাল্যাদিভিরর্চ্চিতং পূজ্যত ইত্যর্থঃ। মতিবুদ্ধি-পূজার্থেভ্যশ্চেতি বর্ত্তমানে ক্তঃ। ষষ্ঠ্যভাব আর্ষঃ। গোচারণায় অনুচরৈঃ সহ চরৎ গবাং পশ্চাচ্চরদিত্যর্থঃ। যস্যানুচরা ব্রহ্মাদয়স্তদঙ্ঘ্রিপদ্মং গবামনুচরং যস্যার্চ্চকা ব্রহ্মভবাদয় স্তল্লোপিকানান্তু কুচোচ্ছিষ্টকুঙ্কুমাস্বাদকমিত্যুৎকর্ষপরমাবধিঃ। কুঙ্কুমাচ্চিতং কুঙ্কুমার্চ্চিত-মিতি পাঠদ্বয়ং। নচ অত্রাক্রূরেণ দানেন স্বপ্রভোরুজ্জ্বলরসাস্বাদনং রসাভাসত্বাদনুচিত-মিতি বাচ্যং। বাক্যস্যাস্য স্বগতত্বাৎ। স্বগতোক্ত্যাহি পিত্রাদয়োঽপি হর্ষাৎ পুত্রাদীনাং শৃঙ্গাররসমনুমোদয়ন্তো দৃষ্টাঃ ॥ ৭ ॥

সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৬ ॥

কমলাসন ও ত্রিপুরারি প্রভৃতি দেববৃন্দ যে চরণের অভিলাষে নিরন্তর সাধনা করেন, সাক্ষাৎ কমলা যে পাদকমল সতত সেবা করিয়া থাকেন,

ভাবভাস।

অক্রূরকে তৎসন্নিধানে গমনের অনুমতি করিয়াছিল ॥ ৬ ॥

ভক্তির ভাব অনুপম; তিনি ভাবিলেন, ভক্ত ব্যতীত ভগবান্ থাকেন না এবং ভগবান্ ব্যতীত ভক্তের অস্তিত্বই থাকে না। ভক্তের সাধপূরণ ও উন্নতির বাসনায় ভগবান্ তাঁহাদের বাধা বিপত্তিপত্তিও স্বয়ং স্বীকার করিয়া থাকেন। নতুবা যে চরণের প্রাপ্তিকামনায়

দ্রক্ষ্যামি নূনং সুকপোলনাসিকং স্মিতাবলোকারুণকঞ্জলোচনং।
মুখং মুকুন্দস্য গুড়ালকাবৃতং প্রদক্ষিণং মে প্রচরন্তি বৈ মৃগাঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ।

মুকুন্দস্য (মুকং মুক্তিং দদাতীতি তস্য) সুকপোলনাসিকং (শোভনৌ কপোলৌ তথা নাসিকা চ যস্মিন্ তৎ) স্মিতাবলোকারুণকঞ্জলোচনং (স্মিতসহিতঃ অবলোকঃ তথা অরুণে কঞ্জবৎ পদ্মবৎ লোচনে চ যস্মিন্ তৎ) গুড়ালকাবৃতং (গুড়ালকৈঃ বক্রকেশৈঃ বৃতং) মুখং নূনং নিশ্চিতং অহং দ্রক্ষ্যামি। যতঃ মৃগাঃ বৈ মে মম প্রদক্ষিণং যথা ভবতি তথা প্রচরন্তি গচ্ছন্তি ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

মনোরথান্তরং করোতি দ্রক্ষ্যামীতি। শোভনৌ কপোলৌ নাসিকে চ যস্মিন্ তৎ। স্মিতসহিতঃ অবলোকো যস্মিন্ অরুণকঞ্জবৎ লোচনে যস্মিন্ তচ্চ তচ্চ মুখং গুড়ালকাবৃতং বক্রকেশাবৃতং তদানীমেব শুভসূচকং দৃষ্ট্বাতিহৃষ্যন্নাহ প্রদক্ষিণমিতি ॥ ৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শুভশকুনং পশ্যন্মনোরথসিদ্ধিং নিশ্চিনোতি দ্রক্ষ্যামীতি। নূনং নিশ্চিতমেব গুড়ালকাবৃতং কুটিলকুন্তলাবৃতং যতঃ প্রদক্ষিণমিতি। ৮ ॥

ভক্তগণ সহ মুনিগণ সর্ব্বদা যাঁহার চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন, অধুনা গোচারণ উপলক্ষে বনে বনে বিচরণকারি গোপিকার কুচকুঙ্কুম-রঞ্জিত সেই চরণারবিন্দ অদ্য দর্শন করিয়া আমি কৃতার্থ হইব ! ॥ ৭ ॥

সুন্দর গণ্ডস্থল, সুঠাম নাসিকা, মোহন হাস্য, রক্তকমল সদৃশ অরুণাভ লোচন এবং কুটিল অলকাজালমণ্ডিত মুকুন্দের মুখারবিন্দ আমি যে অদ্য দর্শন করিব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কারণ মৃগগণ-বিচরণ ছলে আমাকেই প্রদক্ষিণ করিতেছে ॥ ৮ ॥

আভাস।

ভব ও বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেববৃন্দ নিরন্তর অন্বেষণ করিতেছেন, সেই চরণ অদ্য ভক্তগণের উদ্ধারার্থ বনে বনে গোধনের কখন অনুসরণ করে? বা কামিনীর কুচকুঙ্কুম কখন স্পর্শ করে? এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, হে দীনবন্ধো! যেমন বৃন্দারণ্যে গোসমূহের অনুসরণ করত তাহাদিগকে অনুগত ভাবে চারণ করাইয়া এবং নিত্য গোষ্ঠে আনয়ন পূর্ব্বক রক্ষা করিয়া থাকেন, আমার হৃদয়-বৃন্দাবনে জাগরূক হইয়া, সেইরূপ ইন্দ্রিয়বর্গকে আপনার অনুকূলে নিরন্তর রাখুন! এবং কামিনীকুঙ্কুমরাগ স্বয়ং চরণে প্রলিপ্ত করিয়া যেমন তাহাদের আশা পূরণ করিয়াছিলেন, আমার হৃদয়ের কামনাভাবেও একবার আপনি উদিত হইয়া তদ্রূপ সকল কামনার পরিসমাপ্তি প্রদর্শন করান! এতদ্দ্বারা প্রভুভাব ও উজ্জ্বল রস এতদ্বারা অনুভব করিবেন, এইরূপ অক্রূর প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

অপ্যদ্য বিষ্ণোর্মনুজত্বমীয়ুষো ভারাবতারায় ভুবো নিজেচ্ছয়া ।
লাবণ্যধাম্নো ভবিতোপলম্ভনং মহ্যং ন নঃ স্যাৎ ফলমঞ্জসা দৃশঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ ।

ভুবঃ ভারাবতারায় নিজেচ্ছয়া মনুজত্বং ঈয়ুষোঃ স্বীকৃতবতঃ, লাবণ্যধাম্নঃ (লাবণ্যস্য সৌন্দর্য্যাতিশয়স্য ধাম্নঃ আশ্রয়স্য) বিষ্ণোঃ অপি যদি অদ্য উপলম্ভনং দর্শনং, ভবিতা ভবিষ্যতি, তর্হি মহ্যং মম, দৃশঃ লোচনস্য, ফলং ন অঞ্জসা অনায়াসেন স্যাৎ ইতি ন, অপিতু স্যাদেব ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

পুনরপানাচ্চিন্তয়তি অপ্যদ্যেতি। ঈয়ুষঃ প্রাপ্তবতঃ লাবণ্যস্য ধাম আশ্রয়ঃ তস্য বিষ্ণোঃ। যদ্বা বিষ্ণোর্লাবণ্যযুক্তং যদ্ধাম বপুস্তস্য। উপলম্ভনং দর্শনং ভবিতা ভবিষ্যতি। অপি যদ্যেবং স্যাত্তর্হি মহ্যং মম দৃশো লোচনস্য ফলং ন স্যাদিতি ন অপি তু স্যাদেবেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

নন্বু তদ্দর্শনমসুরা অপি লভন্ত এব তত্র তবৈব কা ভাগ্যশ্লাঘেত্যত আহ অপাদ্যেতি। অদ্য নিজেচ্ছয়ৈব মনুজত্বং অস্মদ্দৈবস্বতমনুবংশপ্রাদুর্ভূতত্বং গতবতো বিষ্ণোর্লাবণ্যধাম্নঃ কিমুপলম্ভনং যথার্থানুভবো ভবিতেত্যসুরাণাং দর্শনমাত্রং নতু লাবণ্যোপলম্ভ ইতি ভাবঃ। তদ্ভক্তস্য মম দৃশঃ ফলং ন ন স্যাদপি স্যাদেবেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

ধরণীর ভার হরণার্থ নিজে ইচ্ছা করিয়া লাবণ্যের আকরস্বরূপ অনুপম নরবিগ্রহ ধারণে অবতীর্ণ হইয়া, যদি আমাকে ভগবান্ দর্শন দেন, তাহা হইলে কি আমার নয়নের প্রকৃত সার্থকতা সাধিত হইল না ? ॥ ৯ ॥

আভাস

শ্রীকৃষ্ণকে যে অক্রূর দর্শন করিতে পাইবেন, তাহার শুভলক্ষণ যে সকল প্রতীত হইয়াছিল তাহাই তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। শকুনশাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, গমনকালে যদি গাভী বা হরিণ পথ পরিক্রম পূর্ব্বক দক্ষিণাবর্ত্তে পরিভ্রমণ করে, তাহা হইলে নিশ্চয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় ॥ ৮ ॥

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, ভগবান্ যখন মনুষ্যবিগ্রহ পরিগ্রহে জন্ম ধারণ করিয়াছেন, তখন অক্রূর কেন ! অসুরকুল পর্য্যন্ত তাঁহাকে অবলোকন করিতে পাইবে। তদীয় দর্শন অক্রূরের পক্ষে আর বিচিত্র কি ? তদুত্তরে প্রকাশ করিলেন যে, অসুরাদি অন্যান্য লোক তাঁহাকে নয়নগোচর করিবে মাত্র, কিন্তু তিনি যে লাবণ্যের সাগর ও আনন্দের আকর, এ ভাবে তাহারা কখন উপলব্ধি করিতে পারিবে না। কিন্তু অক্রূর তাঁহার সেইরূপের প্রার্থনায় উক্ত প্রকারে প্রার্থনা করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

অক্রূরের অভিপ্রায় এই যে, হে ভগবন্ ! সম্প্রতি অনুমান দ্বারা যাঁহার রূপরাশি আমরা

য ঈক্ষিতাহং রহিতোঽপ্যসৎসতোঃ স্বতেজসাপাস্ততমোভিদাভ্রমঃ।

অন্বয়ঃ।

যঃ অসৎসতোঃ কার্য্যকারণয়োঃ, ঈক্ষিতা ঈক্ষণমাত্রেণ কর্ত্তা, অপি অহংরহিতঃ অহং-মমাভিমানরহিতঃ, যতঃ স্বতেজসা সচ্চিদানন্দস্বরূপপ্রকাশেন অপাস্ততমোভিদাভ্রমঃ (অপাস্তাঃ অপাকৃতাঃ তমোভিদাঃ ভেদভ্রমশ্চ যেন সঃ) সদনেষু গোপিগৃহবৃন্দাবনাদিষু

শ্রীধরস্বামী।

য ঈক্ষিতেত্যাদি চতুর্ভিঃ কুলকং। তত্রৈবং শঙ্কা। ননু অস্মদাদিবদেব কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিধর্ম্মৈস্তত্র তত্র প্রতীয়মানস্য কথং বিষ্ণুত্বমিতীমাং শঙ্কাং শ্লোকত্রয়েণ অপাকুর্ব্বন্ চতুর্থেন তমহং দ্রক্ষ্যামীতি মনোরথং করোতি। তথাহি। য ঈক্ষিতেতি ঈক্ষণমাত্রকর্ত্তা অসৎসতোঃ কার্য্যকারণয়োরীক্ষণমাত্রকর্ত্তাপ্যহংরহিতঃ অহঙ্কারহীনঃ। তথাপাস্ততমো-ভিদাভ্রমঃ তমঃ স্বাজ্ঞানং ততো ভিদা ভেদঃ ততো ভ্রমঃ অভিনিবেশাদিঃ। অপাস্ত

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মনুষ্যাকৃতেস্তস্য লাবণ্যোপলম্ভো নয়নাভ্যামেব সচ সাম্প্রতং নন্দগ্রাম এব অন্তর্যামিণঃ পরমেশ্বরস্য তত্র ত্বনুমানেনৈবোপলম্ভোঽস্মদাদীনাং সদা সর্ব্বত্র বর্ত্তত এবেত্যাহ য ইতি। অসৎসতোঃ জীবস্যাশুভশুভকর্ম্মণোরীক্ষিতা অহংরহিতোঽপ্যহং পশ্যামীত্যহঙ্কারহীনো-ঽপীত্যপিকারেণ জীবো দেহাহঙ্কারসহিত এব ঈক্ষিতা পরমাত্মা তু তদ্দেহাহঙ্কাররহিত এব ঈক্ষিতা দ্রষ্টা উদাসীনঃ সন্ সাক্ষীত্যর্থঃ। নন্বহঙ্কাররাহিত্যসাহিত্যাভ্যাং কো বিচারঃ। দেহস্থিতশ্চেত্তদ্ধর্ম্মিশোকমোহাদিভির্যুজ্যত এব নহি গৃহে স্থিত আসক্তোঽনাসক্তো বা

যিনি কেবল ঈক্ষণমাত্রেই এই কার্য্যকারণরূপে বিদ্যমান স্থূলসূক্ষ্মাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও অভিমানশূন্য, তমোগুণ নিবন্ধন বিচিত্র ভেদ ও ভ্রমের দ্বারা যাঁহার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের কোন ব্যাঘাত ঘটে না,

আভাস।

অন্তরে উপলব্ধি করিতেছি; যেন নন্দগ্রামে উপস্থিত হইয়াও সেই রূপসাগরকে এইরূপেই নিরীক্ষণ করিতে পাই; তখন যেন আপনার মানবভাব আমার হৃদয়ানন্দকে তিরোহিত না করে। তখন আপনার মানবলীলা প্রত্যক্ষ করিয়াও যেন বুঝিতে পারি যে, আমাদের ন্যায় কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্মে আপনি প্রতীত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে আপনি সে সকল ভাবের অতীত; নিত্যনিরঞ্জন ও শান্তস্বরূপ। সদসদ্রূপ কার্য্যকারণাত্মক জগৎও জীবের যাবতীয় শুভাশুভ কর্ম্মের ঈক্ষণমাত্রে কর্ত্তা হইয়াও জীবের ন্যায়, অহঙ্কারবিশিষ্ট নহেন। কারণ আপনি "অপাস্ততমোভিদাভ্রমঃ"। নিজে নিত্য স্বরূপসাক্ষাৎকাররূপ চৈতন্যশক্তির প্রভাবে সূর্য্যসন্নিধানে অন্ধকারের ন্যায়, মায়ার আবরণ আপনার নিকট প্রবল হইতে পারে না; সুতরাং অজ্ঞান ও তৎকৃত বাধা বিপ্রতিপত্তির অদর্শন হইলে, জীবের ন্যায় বিচিত্র কর্ম্মমার্গে আপনাকে নিয়োজিত হইতে হয় না। আপনি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত;

স্বমায়য়াত্মন্ রচিতৈস্তদীক্ষয়া প্রাণাক্ষধীভিঃ সদনেষ্বভীয়তে ॥ ১০ ॥
যস্যাখিলামীবহভিঃ সুমঙ্গলৈ র্বাচো বিমিশ্রা গুণকর্ম্মজন্মভিঃ।

অন্বয়ঃ।

বিহরন্ তদীক্ষয়া (তেষাং জীবানাং ঈক্ষয়া দৃষ্ট্যা) স্বমায়য়া স্বেচ্ছয়া, আত্মন্ আত্মনি স্বস্মিন্ রচিতৈঃ প্রকাশিতৈঃ প্রাণাক্ষধীভিঃ (যুক্তঃ অস্মদাদিবৎ) অভীয়তে প্রতীয়তে ॥ ১০ ॥

যস্য ভগবতঃ অখিলামীবহভিঃ (অখিলানি অমীবানি পাপানি ঘ্নন্তি ইতি তৈঃ) সুমঙ্গলৈঃ (শোভনানি মঙ্গলানি যেভ্যঃ তৈঃ) গুণকর্ম্মজন্মভিঃ (গুণাঃ কৃপালুত্বাদয়ঃ, কর্ম্মাণি গোবর্দ্ধনো-

শ্রীধরস্বামী।

অপাকৃতান্তম আদয়ো যস্মিন্ সঃ। কুত এতত্তত্রাহ স্বতেজসা চিচ্ছক্ত্যা নিত্যস্বরূপসাক্ষাৎকারেণ তথাপি স্বমায়য়া স্বাধীনয়া মায়য়া তদীক্ষয়া তস্যৈবেক্ষয়া প্রাণাক্ষধীভিঃ সহিতৈঃ আত্মন্ আত্মনি স্বস্মিন্নেব রচিতৈ র্জীবৈ সদনেষু বৃন্দাবনতরুষু গোপীগৃহেষু চ লীলয়া কর্ম্মকুদনাসক্তবদভীয়তে আভিমুখ্যেন প্রতীয়তে ॥ ১০ ॥

নন্থ সর্ব্বথা অহঙ্কাররহিতস্যাত্মারামস্য লীলাপি কুত ইত্যাশঙ্ক্য পরানুগ্রহার্থেত্যাশয়েনাহ যস্যেতি। অখিলানি অখিলস্য বা অমীবানি পাপানি ঘ্নন্তীতি তথা তৈঃ। তথা

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

গৃহবর্ত্তিধ্বান্তমৌক্ষ্যং শৈত্যং বা নানুভবেত্তত্রাহ স্বতেজসা চিচ্ছক্ত্যা অপাস্তং তমোঽজ্ঞানং তৎকৃতা ভিদা ভ্রমশ্চ যেন সঃ। যো হ্যন্তর্যামী স্বীয়য়া মায়য়া আত্মনি জীবেঽধিকরণে রচিতাঃ সৃষ্টা যাঃ প্রাণেন্দ্রিয়বিয়ন্তাভিস্তাসাং স্রষ্টা স ঈয়তে অনুমীয়তে। তথা তদীক্ষয়া তাসাং প্রাণাদীনাং ঈক্ষয়া প্রকাশেন চ তাসাং প্রকাশকঃ স সদনেষু সমষ্টিব্যষ্টিদেহেষু অনুমীয়তে যদুক্তং গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবানিতি। তদ্রূপলাবণ্যানুভবো হি পরম-

---

অথচ গোপিগৃহ ও বৃন্দাবনের বিভিন্ন স্থানে বিচরণার্থ জীবের ন্যায় স্ব স্বরূপে রচিত ইন্দ্রিয়াদি বিশেষবিশিষ্ট হইয়া প্রতীত হইতেছেন, সেই ভূত-ভাবনের সন্দর্শন লাভে অদ্য আমি কৃতার্থ হইব! ॥ ১০ ॥

যে ভগবানের সর্ব্বপাপবিনাশন জগন্মঙ্গল ও কৃপালুত্বাদি গুণ, গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদি কর্ম্ম এবং রামকৃষ্ণাদিরূপে জন্মের বিষয় আলোচনা করায়, শব্দমাত্র বাক্ বক্তা ও শ্রোতা উভয়কে পবিত্র করে, জগতের শোভা বর্দ্ধন করে

আভাস।

ভাবে যেমন আত্মস্বরূপে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহেই বিরাজ করেন, সেইরূপ আত্মস্বরূপে সৃষ্ট জীবদেহের অন্তরে অন্তর্য্যামিভাবে বিরাজ করিলেও পূর্ব্বস্বরূপের কোন ব্যাঘাত ঘটে না, অথবা জীবের ন্যায় প্রাণেন্দ্রিয়াদি তত্ত্বগ্রামে পরিবেষ্টিত হইয়াও, সাধারণ জীবের সহিত জীবসদনে, গোপিগৃহে ও পর্ব্বতগুহাদিতে বিচরণ করিলেও এবং গার্হস্থ্য কর্ম্মে গৃহস্থের ন্যায়

প্রাণন্তি শুম্ভন্তি পুনন্তি বৈ জগৎ যাস্তদ্বিরক্তাঃ শবশোভনা মতাঃ॥ ১১ ॥
স চাবতীর্ণঃ কিল সাত্বতান্বয়ে স্বসেতুপালামরবর্য্যশর্ম্মকৃৎ।

অন্বয়ঃ।

স্মরণাদীনি, জন্মানি রামকৃষ্ণাদীনি তৈঃ) বিমিশ্রাঃ যুক্তাঃ বাচঃ বৈ জগৎ বক্তৃশ্রোত্রাদি-প্রাণিমাত্রং প্রাণন্তি জীবয়ন্তি সফলজীবনং কুর্ব্বন্তি, শুম্ভন্তি শোভয়ন্তি, পুনন্তি পবিত্রয়ন্তি, যাঃ বাচঃ তদ্বিরক্তাঃ তৎপ্রতিপাদনরহিতাঃ তাঃ তু শবশোভনাঃ শববৎ শোভনাঃ মতাঃ॥ ১১ ॥

স্বসেতুপালামরবর্য্যশর্ম্মকৃৎ (স্বেন রচিতান্ সেতূন্ বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্ পালয়তাং অমরব-

শ্রীধরস্বামী।

সুমঙ্গলৈঃ শোভনানি মঙ্গলানি যেভ্য তৈঃ গুণাঃ করুণাদয়ঃ কর্ম্মাণি জন্মানি চ তৈ র্বিমিশ্রাঃ যুক্তা বাচঃ জগৎ প্রাণন্তি জীবয়ন্তি শুম্ভন্তি শোভয়ন্তি পুনন্তি পবিত্রয়ন্তি। ব্যতিরেকমাহ যা ইতি তৈর্বিরক্তা রহিতাঃ যাস্তাস্তু স্বলঙ্কৃতা অপি বস্ত্রাদ্যলঙ্কৃতশববচ্ছোভনাঃ মতা সতাং সম্মতাঃ॥ ১১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভাগ্যফলমেব যস্য সঙ্কীর্ত্তনাদপি যদুদ্ধারকাণীত্যাহ যস্যেতি। অখিলানি অখিলস্য বা অমীষানি পাপানি ঘ্নন্তীত্যখিলাঘীবহানি তৈঃ। শোভনানি মঙ্গলানি যেভ্যস্তৈ যস্য গুণকর্ম্মজন্মভি র্বিমিশ্রা যুক্তা বাচো বাক্যানি জগত্তবক্তৃশ্রোত্রাত্মকং প্রাণন্তি জীবয়ন্তি জীবয়িত্বা শুম্ভন্তি কৃপালুত্বনির্ম্মৎসরত্বাদিভিরলঙ্কারৈঃ শোভয়ন্তি শোভয়িত্বা চ পুনন্তি

এবং জীবন দান করে, তদপেক্ষা সংসারে প্রার্থনীয় আর কি হইতে পারে? অহো! যে জীবের বাগিন্দ্রিয় এরূপ জন্মকর্ম্মাদি বর্ণনে বঞ্চিত, তাহার শোভা, পরিচ্ছদে পরিবৃত মৃতকের অপেক্ষা কোন অংশে অধিক নহে॥ ১১ ॥

স্বপ্রচারিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিপালক অমরবৃন্দের শান্তি-সংস্থাপনার্থ সাত্বতবংশে অবতীর্ণ হইয়া, যে পরম পুরুষ ভগবান্ স্বীয় যশোরাশি বিকীরণ

আভাস।

আসক্ত পরিদৃষ্ট হইলেও আপনার পূর্ব্বের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। আপনি জগৎ ও জীবভাবে ব্যবহারস্থ অনুভূত হইলেও, পরমার্থত আপনি পরমাত্মভাবেই সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। মায়ার মোহন ভাব আপনাতে প্রকাশ হওয়া দূরে থাকুক্, হে শরণাগতজন-প্রতিপালক! জগতে যাহাদের বাণী ভবদীয় পতিতপাবন গুণ, গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদি কর্ম্ম এবং রামকৃষ্ণাদি জন্মবৃত্তান্তের বার্ত্তা আলোচনা করে, তাঁহারা কেবল নিজে পবিত্র হন এমন নহে, বক্তা শ্রোতা ও দ্রষ্টা এই তিন জনকেই পবিত্র করে। যে স্থানে আপনার গুণগাথা কীর্ত্তিত হয়, সে স্থলে আপনিই সন্নিহিত হন। কহো! যাহাদের বাণী কেবল জগৎসম্বন্ধ লইয়াই কালাতিপাত করে, তাহাদের জন্ম কেবল বৃথায়ই অতিবাহিত হয়, সন্দেহ নাই।

যশো বিতন্বন্ ব্রজ আস্ত ঈশ্বরো গায়ন্তি দেবা যদশেষমঙ্গলং ॥ ১২ ॥
তং ত্বদ্য নূনং মহতাং গতিং গুরুং ত্রৈলোক্যকান্তং দৃশিমন্মহোৎসবং।

অন্বয়ঃ।

র্য্যাণাং শর্ম্মকৃৎ) সঃ ঈশ্বরঃ কৃষ্ণঃ সাত্বতান্বয়ে যাদবকুলে কিল অবতীর্ণঃ সন্ যশঃ বিতন্বন্ বিস্তারয়ন্ ব্রজে আস্তে ; যদ্ যস্য অশেষমঙ্গলং যশঃ দেবাঃ গায়ন্তি ॥ ১২ ॥

দৃশিমন্মহোৎসবং (দৃশিমতাং চক্ষুষ্মতাং মহান্ উৎসবঃ হর্ষঃ যস্মাৎ তং) শ্রিয়ঃ লক্ষ্ম্যাঃ ঈপ্সিতাস্পদং আশ্রয়ভূতং, ত্রৈলোক্যকান্তং (ত্রৈলোক্যে একং এব কান্তং কমনীয়ং সুন্দরং)

শ্রীধরস্বামী।

স্বয়ং রচিতান্ সেতূন্ বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্ পালয়তামমরবর্য্যাণাং সুখকর্ত্তা সন্নবতীর্ণঃ। যদ্যশঃ ॥ ১২ ॥

ত্রৈলোক্যে একমেব কান্তং দৃশিদৃষ্টিস্তদ্বতাং মহানুৎসবো যস্মাৎ। যদ্বা। মহানুৎসব এব অতএব শ্রিয় ঈপ্সিতাস্পদং অভিলষিতস্থানং এবম্ভূতং রূপং শ্রীমূর্ত্তিং দধানং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

আবিষ্কৃতদোষাৎ। পবিত্রয়ন্তি ব্যভিরেকমাহ যা ইতি গুণকর্ম্মজন্মভির্বিরক্তা রহিতা বাচঃ গুণালঙ্কারাদিমত্যোঽপি শবশোভনাঃ শবান্ শোভয়ন্তীতি তাঃ। প্রথমং জীবতোঽপি তদ্বক্তৃশ্রোত্রাত্মকান্ জনান্ শবান্ কুর্ব্বন্তি। তত উপমাদ্যলঙ্কারৈরলঙ্কারৈরিব শোভয়ন্তীতি শবশোভনাঃ। সতাং সম্মতাঃ যদ্যশঃ ॥ ১০—১২ ॥

দৃশিমতাং চক্ষুষ্মতাং মহোৎসবস্বরূপং শ্রিয়ো বিষ্ণুবক্ষঃস্থলস্থিতায়া অপি লক্ষ্ম্যা ঈপ্সিতানাং রতিরাসবিলাসাদীনাং আস্পদং রূপং দধানং তমীশ্বরং দ্রক্ষ্যামি। অত্র

করত ব্রজমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, অহো ! দেবতাগণ ও যাঁহার বিবিধ যশ সর্ব্বত্র গান করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

সেই মহাজনের একমাত্র গতি ও গুরু, চক্ষুষ্মান্‌গণের পরম দ্রষ্টব্য, ত্রিভুবনের একমাত্র কান্তিস্থানীয় এবং লক্ষ্মীর চিরবাঞ্ছিত মনোহর মূর্ত্তি

আভাস।

আপনার কথায় জীবের উৎসাহহীন চিত্তে আশার সঞ্চার হয় ; পাপীর হৃদয় পবিত্রভাবে পরিণত এবং বিবিধ সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত হয়, সন্দেহ নাই। যে কথায় ভবদীয় আলাপন হয় না, তাহা বস্ত্রালঙ্কারাদি বেশভূষায় সুসজ্জিত শবদেহ অপেক্ষা কোন মতে অধিক বলিয়া জ্ঞান হয় না ॥ ১০—১২ ॥

হে নারায়ণ! যখন চক্ষু দিয়াছেন, তখন তাহার দ্রষ্টব্য বিষয় প্রদর্শন করান ! ভবদীয় বক্ষস্থলস্থিতা স্বয়ং কমলাও যে রূপ দর্শনার্থ নিয়ত আকাঙ্ক্ষা করেন, আমাকে অদ্য সেই রতিরাসবিলাসাদির এক মাত্র আশ্রয় মোহন রূপ প্রদর্শনে, আমি যে চক্ষুষ্মান্, তাহার

রূপং দধানং শ্রিয় ঈপ্সিতাস্পদং দ্রক্ষ্যে ময়াসন্নুষসঃ সুদর্শনাঃ ॥ ১৩ ॥
অথাবরূঢ়ঃ সপদীশ্বরেরিতাৎ প্রধানপুংসোশ্চরণং স্বলব্ধয়ে ।

অন্বয়ঃ ।

মহদ্ভাং সাধুনাং, গতিং প্রাপ্যং, গুরুং উপদেষ্টারং, রূপং দধানং বিগ্রহধারণেন অবতীর্ণং তং শ্রীকৃষ্ণং তু অদ্য নূনং নিশ্চিতং, দ্রক্ষ্যে দ্রক্ষ্যামি, যতঃ উষসঃ প্রভাতসময়াঃ মম সুদর্শনাঃ আসন্ শুভসূচকাঃ বভূবুঃ ॥ ১৩ ॥

অথ দর্শনানন্তরং সপদি ঝটিতি, রথাৎ অবরূঢ়ঃ অবতীর্ণঃ, অহং যোগিভিঃ অপি ধিয়া ধৃতং চিন্তিতং, নতু সাক্ষাৎ দৃষ্টং প্রধানপুংসোঃ পুরুষোত্তময়োঃ ঈশয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ চরণং

শ্রীধরস্বামী ।

দধতমীশ্বরং দ্রক্ষ্যামীতি। অত্র লিঙ্গং ঊষসঃ প্রভাতসময়াঃ শুভদর্শনাঃ প্রভাতা রজন্যঃ শুভবেদিন্যো বভূবুরিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ। অথ দর্শনানন্তরং সপদি তৎক্ষণমেব রথাদবতীর্ণঃ সন্ প্রধানয়োঃ পুরুষয়োঃ রামকৃষ্ণয়োশ্চরণং যোগিভিরপি আত্মলাভায় কেবলং ধিয়ৈব ধৃতং সাক্ষাদহং নমস্যামি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

লিঙ্গং । ঊষসঃ প্রভাতসময়াঃ সুদর্শনাঃ শুভসূচকা বভূবুরিত্যর্থঃ । বহুবচনেন তে বহ্বীনাং রাত্রীণাং জ্ঞেয়াঃ । অন্যথেদৃশং ফলং ন স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

অথ দর্শনানন্তরমেব রথাৎ অবরূঢ়ঃ । সপদি অবরোহণসময় এব প্রধানয়োঃ শ্রেষ্ঠয়োঃ পুংসো রামকৃষ্ণয়োশ্চরণং যোগিভিরপি আত্মলাভায় কেবলং ধিয়ৈব ধৃতং সাক্ষাদহং

ধারণে অবতীর্ণ গোবিন্দকে অদ্য আমি নিশ্চয়ই নয়নগোচর করিয়া কৃতার্থ হইব ! অদ্যই আমার রজনী যে প্রকৃত সুপ্রভাতা হইল, তাহার বিশেষ পরিচয় পাইতেছি ॥ ১৩ ॥

তাঁহাকে দর্শন করিবা মাত্র অমি রথ হইতে অবরোহণ করিব এবং যোগিগণ আত্মলাভার্থ যে চরণ নিরন্তর অন্তরে ধারণ করেন, অদ্য আমি

আভাস ।

পরিচয় প্রদান করুন ! আর বৃথা অনিত্য মায়াময় ঘোর সংসার প্রদর্শনে ভ্রমণ করাইবেন না ! এত দিন জন্মধারণে যে, দিনযামিনী অতিবাহিত করিয়াছি, সে সকলই আমার পক্ষে রাত্রির ন্যায় অতিবাহিত হইয়াছে ; অদ্যই যেন প্রকৃত প্রভাত বলিয়া আমার জ্ঞান হইতেছে। এই প্রভাতেই যেন আমার সকল প্রভাত প্রকৃত তিমিরাবসানে প্রভাতরূপেই পরিণত হয় ; নতুবা সমস্তই রাত্রিরূপেই রহিয়া গেল ॥ ১৩ ॥

অক্রূর ভক্তির স্রোতে প্রবাহিত হইতে হইতে কতই কল্পনা করিতে লাগিলেন ; কেবল দর্শন করিলেই যে তাঁহার সাধ পূর্ণ হইবে, এরূপ বিবেচনা তিনি করিলেন না ;

ধিয়া ধৃতং যোগিভিরপ্যহং ধ্রুবং নমস্য আভ্যাঞ্চ সখীন্ বনৌকসঃ ॥১৪॥
অপ্যঙ্ঘ্রিমূলে পতিতস্য মে বিভুঃ শিরস্যধাস্যন্নিজহস্তপঙ্কজং।

অন্বয়ঃ।

স্বলব্ধয়ে অনাদ্যবিদ্যয়াচ্ছাদিতস্বপরমার্থরূপপ্রকাশায়, তথা আভ্যাং অনয়োঃ, সখীন্ বনৌকসঃ তদ্বনবাসিনঃ চ ধ্রুবং নিশ্চিতং (অহং) নমস্যে নমস্যামি ॥ ১৪ ॥

অহো! অঙ্ঘ্রিমূলে পতিতস্য মে মম, শিরসি বিভুঃ কৃষ্ণঃ, কালভুজঙ্গরংহসা (কালঃ এব ভুজঙ্গঃ তস্য রংহসা বেগেন) প্রোদ্বেজিতানাং অত্যন্তভীতানাং, অতএব শরণৈষিণাং

শ্রীধরস্বামী।

অপরঞ্চ আভ্যাং সহ অনয়োঃ সখীন্ গোপাংশ্চ নমস্যামীতি। ইতি এতাবদেব মম কৃত্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

আভ্যাং সহিতান্ সখীংশ্চ নমস্যামি। বর্ত্তমানসামীপ্যে লট্। ততো বনৌকসঃ সর্ব্বান্ ব্রজবাসিনোঽপি ॥ ১৪ ॥

ততশ্চ অপীতি। অধাস্যৎ ধাস্যতি। হস্তপঙ্কজং বিশিনষ্টি দত্তাভয়ং। নৃণামিতি

সেই প্রধান পুরুষ-যুগলের চরণকমলে ও তাঁহাদের বনচারী সখাসমূহের চরণে প্রণাম করিব ॥ ১৪ ॥

অহো! আমি যখন তাঁহার চরণে নিপতিত থাকিব, তিনি যেন তখন স্বয়ং আমার মস্তকে করপদ্ম অর্পণ করিয়া আমার ভবভয় ভঞ্জন করেন!

আভাস।

দর্শনের পরও প্রণামের প্রার্থনা করিলেন। কারণ যোগিগণ ধ্যান, ধারণা ও সমাধি দ্বারা যে চরণকমল নিরন্তর হৃদয়ে রাখিবার চেষ্টা করেন, সেই চরণ প্রত্যক্ষে প্রতীত করিয়াও যদি প্রণাম করা না হয়, তাহা হইলে কৃতার্থতার নিমিত্ত কিছুই করা হইল না! সেই নিমিত্ত অক্রূর প্রার্থনা করিয়া ভাবিলেন যে, হে দীননাথ! আমি তথায় উপস্থিত হইয়া আপনাকে দর্শন করিবা মাত্র যেন, আপনাদের ভ্রাতৃদ্বয়ের পদকমলে প্রণিপাত করিতে পারি! এবং আপনাদের বয়স্যগণ যদিও সম্পর্কে আমার অপেক্ষা অনেক নিম্নপর্য্যায়ের লোক, তথাপি এরূপ করিবেন যেন, নীয় সম্ভ্রম রক্ষার জন্য তাঁহাদের পদে প্রণাম করিতে আমার মন কুণ্ঠিত না হয়! যেমন মধুর সংসর্গে তদিতর পদার্থও মধুময় হইয়া যায়, সেইরূপ ভগবৎস্বরূপের সংসর্গে মদীয় যাদবগণও কৃষ্ণময় হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাঁহাদিগকে আমি যে প্রণাম করিব, তাহাতে আর বিচিত্র কি! আপনার বৃন্দাবনের প্রাণিমাত্রই আমার প্রণম্য ॥ ১৪ ॥

কিন্তু দেখো দীনবন্ধো! বয়োজ্যেষ্ঠ আমাকে তোমার পাদপদ্মে নিপতিত দেখিলে, নিশ্চয়ই অন্যান্য গোপবৃন্দ সম্ভ্রমে আমাকে ধরিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু তোমার

দত্তাভয়ং কালভুজঙ্গরংহসা প্রোদ্বেজিতানাং শরণৈষিণাং নৃণাং ॥ ১৫ ॥
সমর্হণং যত্র নিধায় কৌশিক স্তথাবলিশ্চাপ জগত্রয়েশ্বরতাং।

অন্বয়ঃ।

স্বরক্ষকত্বেন অঙ্গীকৃতানাং, নৃণাং দত্তাভয়ং (দত্তং অভয়ং যেন তৎ) নিজহস্তপঙ্কজং অধাস্যৎ আধাস্যতি, অপি (স্বিৎ তেনাহং কৃতার্থো ভবামি)॥ ১৫ ॥

কৌশিকঃ (কৌশিকগোত্রোৎপন্নঃ ইন্দ্রঃ কশ্চিৎ পূর্ব্বজন্মনি) তথা বলিঃ (বৈরোচনিঃ পদত্রয়পরিমিতভূতলদানসময়ে) যত্র যস্মিন্ হস্তকমলে, অর্হণং জলমাত্রং, নিধায় সমর্প্য,

শ্রীধরস্বামী।

কিঞ্চ। অপীতি অধাস্যৎ ধাস্যতি। তদ্বিস্তারয়ন্তি দত্তাভয়মিতি সার্দ্ধেন ॥ ১৫ ॥

বলিনা তাবৎ পদত্রয়পরিমিতভূমিদানসময়ে তস্য হস্তে উদকং নিহিতং। কৌশিক ইন্দ্রঃ তেনাপি কদাচিৎ নিহিতমিতি। জ্ঞাতব্যং মুমুক্ষূণাং সংসারভয়নিবর্ত্তকং সকামা-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী ॥ ১৫ ॥

যত্র হস্তপঙ্কজে সম্যক্ অর্হ্যতে পূজ্যতে যেন তৎ সমর্হণং দানসঙ্কল্পোদকং নিধায় কৌশিকঃ পুরন্দরঃ বলিশ্চ জগত্রয়স্যেশ্বরত্বং অবাপ। তচ্চ সার্ব্বভৌমাবতারে পুরন্দরেণ বামনাবতারে বলিনা তস্য হস্তে উদকং দত্তং। তস্য পুরন্দর ইন্দ্রত্বমাপ। বলিরাপ্যতীতি

কারণ ভুজঙ্গসদৃশ প্রখর কালের তাড়নায় সতত বিতাড়িত জনগণ তাঁহার শরণ লইলে, তিনি ঐ করকমলের প্রদর্শনে তাহাদিগকে অপার সংসার-ভয় হইতে নিস্তার করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

কৌশিকগোত্রোৎপন্ন ইন্দ্র একবার পূর্ব্ব জন্মে এবং বিরোচন-তনয় বলি ত্রিপাদভূমি প্রদানকালে যে করকমলে কেবল আচমনার্থ বারিমাত্র

আভাস।

নিকট আমার এই প্রার্থনা যে, সেই সময়ে তোমার কর-কমলই যেন আমার মস্তকে অর্পিত হয়। কালভুজঙ্গের তীব্র তাড়নায় উৎপীড়িত জনগণ যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, অভয় প্রাপ্ত হয়, হে হরে! অদ্য আমাকে যেন সেই করকমল লাভে বঞ্চিত করিবেন না! ॥ ১৫ ॥

ভগবানের যে করকমলে কৌশিক পুরন্দর দানার্থ সংকল্পোদক মাত্র প্রদান করিয়াই জগত্রয়ের ইন্দ্রত্ব-পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং বলিরাজ ত্রিপাদ ভূমি দান প্রসঙ্গে পূর্ব্বের ন্যায় যাঁহার হস্তে সংকল্প পূর্ব্বক বারিমাত্র প্রদানে পরে ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন, অদ্য সেই হস্তের স্পর্শে যে, অক্রূর অভ্যুদয়ের চরম সীমায় উপনীত হইবেন, তাহারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন মাত্র। আবার রাসক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত গোপিকাকুলের শ্রমবিনোদনার্থ তাঁহাদের বদনের স্বেদবিন্দু হস্তের দ্বারা ভগবান্ পরিমার্জ্জিত করিয়াছেন বলায়, প্রকাশ

যদ্বা বিহারে ব্রজযোষিতাং শ্রমং স্পর্শেন সৌগন্ধিকগন্ধ্যপানুদৎ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ।

জগদ্ভরেন্দ্রতাং অবাপ; বা অহো! বিহারে রাসক্রীড়ায়াং ব্রজযোষিতাং (বিহারজং) সৌগন্ধিকং (সৌগন্ধিকস্য কমলবিশেষস্য গন্ধ ইব গন্ধো যস্য তথাভূতং) যৎশ্রমং স্পর্শেন অপানুদৎ দূরীচকার ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নামভূদয়প্রদঞ্চেত্যুক্তং। অনুরক্তানাং পরমসুখদঞ্চেত্যাহ। যদ্বা। বাশব্দো বিতর্কে বিহারে রাসক্রীড়ায়াং সৌগন্ধিকস্য গন্ধ ইব গন্ধো যস্য তৎ সৌগন্ধিকগন্ধি ॥ ১৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বোদ্ধব্যং। যৎ হস্তপঙ্কজং বাশব্দো বিতর্কে। বিহারে রাসক্রীড়ানন্তরসংপ্রয়োগে; শ্রমং বিহারশ্রমোত্থপ্রস্বেদাম্বু অপানুদৎ মার্জ্জয়ামাস। যদুক্তং। তাসাং রতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্না সম্ভ্রমেনাঙ্গপাণিনেতি তেন তস্যা পাদপঙ্কজং ব্রজাঙ্গার্চ্চিতমপি যথা তাসাং কুচোচ্ছিষ্টকুঙ্কুমধারকমুক্তং তথা হস্তপঙ্কজমপীন্দ্রাদার্হিতং তাসাং শ্রমাম্বুমার্জ্জকমিত্যাহ তাসাং পরমোৎকর্ষমাধুরীতি ধ্বনিঃ। হস্তপঙ্কজমপি কীদৃশং। স্পর্শেন তাসাং মুখস্পর্শেন সৌগন্ধিকগন্ধি। মানসসরোবরকমলং সৌগন্ধিকমিতি পুরাণপ্রসিদ্ধং। স্বগতোক্তত্বাৎ পূর্ব্ববদত্রাপি ন রসাভাসঃ ॥ ১৬ ॥

সমর্পণ করিয়া ত্রিজগতের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; অহো! রাসক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত ব্রজযোষিদ্‌গণের প্রফুল্ল কমলের গন্ধব্যঞ্জক শ্রমবিন্দু বদনকমল হইতে যে করকমলের দ্বারা অপনোদন করিয়াছিলেন, অদ্য যেন আমি সেই হস্তের অপূর্ব্ব স্পর্শ লাভ করিতে পাই! ॥ ১৬ ॥

আভাস।

করা হইয়াছে যে, সংসার-দুঃখ বিমোচন পূর্ব্বক মুক্তিদানের সামর্থ্য একমাত্র ভগবানের করকমলেই বিন্যস্ত আছে। অহৈতুকী ভক্তিপূর্ব্বকারে ভগবানে চিত্ত সমর্পিত করিতে পারিলে, ভোগ ও মুক্তি উভয় ফলই অবলীলাক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সন্দেহ নাই। এখানে শ্রমবিন্দুর বিশেষণার্থ "সৌগন্ধিকগন্ধি" শব্দটী প্রয়োগ করায়, দেখান হইয়াছে যে, সংসার মনোনিষ্ঠ মাত্র। অর্থাৎ মানস-সরোবরের কমলকেই সৌগন্ধিক নামে অভিহিত করা হয়। সুতরাং জীবের মনোমধ্যে স্ফুরিত বিষয়রসের প্রাপ্তির প্রার্থনারূপ ক্লেশ ভগবৎসন্নিকর্ষে সূর্য্যসন্নিধানে শিশিরবিন্দুর ন্যায়, আপনা হইতেই বিলুপ্ত হইয়া যায়॥

কিন্তু এইরূপ পরম অনুগ্রহের সম্ভাবনা সত্ত্বেও অসম্ভাবনার আশঙ্কায় অক্রূর বলিলেন যে, মঙ্গলের সম্পূর্ণ আশা থাকিতেও হে গোবিন্দ! আমার কর্ম্মদোষে যেন নিরাশার অকূল পাথারে ভাসিতেছি। কারণ আমি যখন কংসের অনুচর, তখন তাদৃশ কৃপালাভের

ন ময্যুপৈষ্যত্যরিবুদ্ধিমচ্যুতঃ কংসস্য দূতঃ প্রহিতোঽপি বিশ্বদৃক্।
যোঽন্তর্বহিশ্চেতস এতদীহিতং ক্ষেত্রজ্ঞ ঈক্ষত্যমলেন চক্ষুষা ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।

যদ্যপ্যহং কংসেন প্রহিতঃ, প্রেষিতঃ, তথাপি বিশ্বদৃক্ সর্ব্বসাক্ষী অচ্যুতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, কংসস্য দূতঃ অহং ইতি ময়ি অরিবুদ্ধিং ন উপৈষ্যতি ন করিষ্যতি। যঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ সাক্ষী অমলেন যথার্থগ্রহণে সমর্থেন, চক্ষুষা চিচ্ছক্ত্যা, চেতসঃ অন্তর্বহিঃ (স্থিতস্য প্রাণিজাতস্য) ঈহিতং চেষ্টিতং ঈক্ষতে ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

এবং পরমানুগ্রহং সম্ভাব্য পুনরপ্যস্তবমাশঙ্ক্য পরিহরতি স ময়ীতি। যদ্যপ্যহং কংসেন প্রহিতঃ অতস্তস্য দূতঃ তথাপি অরেরয়মিতি বুদ্ধিং ন উপৈষ্যতি ন করিষ্যতীত্যর্থঃ। যতঃ স বিশ্বদৃক্ সর্ব্বজ্ঞঃ অতো মম চেতসোঽন্তর্ব্বহিশ্চ যদীহিতং চেষ্টিতং এতদ্ যঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ অন্তর্যামী অমলেন চক্ষুষা নিত্যজ্ঞানেনেক্ষতে। অয়ং ভাবঃ। চেতসো বাহিরেব কংসমনুবর্ত্তে অন্তস্তু শ্রীকৃষ্ণমেব তদেতদনৌ হৃদিস্থো জানাতীতি। যদ্বা। এতস্তু জগত ঈহিতমিতি ॥ ১৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তদপি স্বস্মিন্ননুগ্রহাসম্ভবমাশঙ্ক্য পরিহরতি নেতি। যদ্যপ্যহং কংসস্য দূতঃ প্রহিতস্তেন প্রেষিতোঽপি ভবামি তদপি অরিবুদ্ধিং অরেরয়মিতি ভাবনাং ন উপৈষ্যতি ন করিষ্যতীত্যর্থঃ। যতো বিশ্বদৃক্ চেতসোঽন্তর্বহির্বর্ত্তমান এতদীহিতং এতস্য সর্ব্বজগতোঽপীহিতং ঈক্ষতে ॥ ১৭ ॥

যদিও কংস কর্ত্তৃকই এখানে প্রেরিত হইয়াছি বটে, কিন্তু সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বসাক্ষী অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ যেন কংসের দূত বলিয়া আমাকে শত্রুজ্ঞান না করেন। কারণ তিনি জীবমাত্রেরই হৃদয়ক্ষেত্রে অবস্থিতি পূর্ব্বক বিমল চৈতন্যজ্যোতিতে সদসৎ বস্তুবর্গের অন্তর্বাহ্য সকল ভাবই বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছেন; কাহারও মনোগত অভিপ্রায় তাঁহার অপরিজ্ঞাত নহে ॥ ১৭ ॥

আভাস।

সম্পূর্ণ অনধিকারী। কারণ আমি নির্ম্মল প্রেমহ্রদের উৎস না হইয়া, তদ্বিপরীত কংস নামক অরিসমুদ্রের প্রস্রবণরূপে তোমার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। তখন যদি আপনি আমাকেও সেই অরির পদে অভিষিক্ত করিয়া, সেই দৃষ্টিতেই আমার প্রতি অবলোকন করেন, তাহা হইলে হে ভাবগ্রাহি জনার্দ্দন! তোমার পতিতপাবন নামে ও জীবোদ্ধার কার্য্যে কলঙ্ক রটিবে। আমি যেখান হইতেই আগমন করি না, যখন তোমার উদ্দেশে তোমার নিকটেই আগমন করিয়াছি, তখন গঙ্গাগর্ভে মিলিত সামান্যোদকের গঙ্গোদক ভাবের ন্যায়, আমার কংসানুচরভাবও অন্ত কৃষ্ণানুচররূপে কেন পরিণত হইবে না? হে

অপ্যঙ্ঘ্রিমূলে পতিতং কৃতাঞ্জলিং মামীক্ষিতা সস্মিতমার্দ্রয়া দৃশা।
সপদ্যপধ্বস্তসমস্তকিল্বিষো বোঢ়া মুদং বীতবিশঙ্ক উজ্জিতাং ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।

অপি অঙ্ঘ্রিমূলে চরণোপান্তে অবহিতং সংযতং পতিতং, কৃতাঞ্জলিং মাং সস্মিতং যথা ভবতি তথা কৃপামৃতেন আর্দ্রয়া দৃশা দৃষ্ট্বা, ঈক্ষিতা দ্রক্ষ্যতি, তর্হি সপদি তৎক্ষণ এব অপধ্বস্তসমস্তকিল্বিষঃ (অপধ্বস্তঃ বিনষ্টঃ সমস্তঃ কিল্বিষঃ দুরিতং যস্য সঃ) বীতবিশঙ্কঃ (বীতা নিবৃত্তা পুনর্জ্জন্মাদিশঙ্কা যস্য তথাভূতঃ সন্ অহং উজ্জিতাং প্রবৃদ্ধাং, মুদং বোঢ়া প্রাপ্স্যামি। ১৮।

শ্রীধরস্বামী।

অতোঽপি যদি অঙ্ঘ্রিমূলে চরণোপান্তে পতিতং সন্তং কৃপামৃতেনার্দ্রয়া দৃশা মামীক্ষিতা দ্রক্ষ্যতি তর্হি সপদ্যেব বিনষ্টাখিলকল্মষঃ পরাং মুদং বোঢ়া প্রাপ্স্যামীতি ॥ ১৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অপি কিং অঙ্ঘ্রিমূলে অবহিতং প্রণম্য সংবভূতমুং মাং কৃপামৃতেনার্দ্রয়া দৃশা ঈক্ষিতা ঈক্ষিষ্যতে সপদি তৎক্ষণাদেব উজ্জিতাং মুদং বোঢ়া প্রাপ্স্যামি তদৈব বীতবিশঙ্কশ্চ। যদন্তঃকরণং প্রভুর্জানাতি স্মেতি নিশ্চেষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

অবহিতচিত্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া যখন আমি তাঁহার চরণোপান্তে নিপতিত হইব, তখন যদি তিনি সহাস্যবদনে আমার প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া জন্মান্তরের ভয় হইতে অব্যাহতি পাইব এবং প্রকৃত পরমানন্দ-সাগরে নিবৃত্ত হইব, সন্দেহ নাই ॥ ১৮ ॥

আভাস।

সর্ব্বদর্শিন্! আমার সম্বন্ধের প্রতি উপেক্ষা করিয়া, আমার ভাবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন! দেহাদি ইন্দ্রিয়বর্গ ক্ষুৎপিপাসাদির উপশমনার্থ যেমন নিয়ত বাহ্যবিষয়ে বিক্ষিপ্ত থাকিলেও, কেবল ঈশ্বরাভিমুখে চিত্তের প্রবণতা বশতঃ জীব ঈশ্বরস্বরূপকেই অনায়াসে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ হে সর্ব্বভাবদর্শিন্! বাহ্যদৃষ্টিতে আমি কংসের অনুচর হইলেও অন্তরে আমি তোমারই দাস; হে সর্ব্বান্তর্যামিন্! তুমি অন্তরে অবস্থিতি পূর্ব্বক তাহা সম্যক্‌রূপেই পরিজ্ঞাত আছ, সন্দেহ নাই। অতএব একবার কৃপাবারির বিতরণে আমার প্রতি প্রেমদৃষ্টি সমর্পণ করুন! আমি চির জন্মের মত এই ভবরোগ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হই এবং পরমানন্দের অপরিমেয় স্রোতে নিবৃত্তি লাভ করি! ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

অক্রূর বলিলেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! কেবল দর্শনদানে কৃতার্থ করিলে, চলিবে না; একবার ঐ বিশাল বাহুযুগলের দ্বারা আমাকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। কারণ আমি তোমার সুহৃদ্। কংসের দুরভিসন্ধির প্রকাশ দ্বারা তোমার লীলার ব্যবস্থার জন্যই আমি

সুহৃত্তমং জ্ঞাতিমনন্যদৈবতং দোর্ভ্যাং বৃহদ্ভ্যাং পরিরপ্স্যতেঽথ মাং।
আত্মা হি তীর্থী ক্রিয়তে তদৈব মে বন্ধশ্চ কর্ম্মাত্মক উচ্ছ্বসিত্যতঃ ॥১৯॥

অন্বয়ঃ।

অত্র দর্শনানন্তরং, স যদি সুহৃত্তমং জ্ঞাতিং পিতৃব্যং, অনন্যদৈবতং (ন বিদ্যতে যস্মাৎ অন্যং দৈবতং যস্য তং মাং বৃহদ্ভ্যাং দোর্ভ্যাং, হস্তাভ্যাং, পরিরপ্স্যতে আলিঙ্গিষ্যতি, তদৈব মে আত্মা অন্তঃকরণবিশিষ্টো জীবঃ, হি তীর্থীক্রিয়তে পবিত্রীকরিষ্যতে অতঃ অস্মাৎ আলিঙ্গনাৎ মে কর্ম্মাত্মকঃ বন্ধঃ চ উচ্ছ্বসিতি শিথিলীভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অথ মাং পরিরপ্স্যতে আলিঙ্গিষ্যতি যদা তদৈব মে আত্মা দেহ স্তীর্থীক্রিয়তে অতি-পবিত্রী করিষ্যতে। আশ্লেষাৎ কর্ম্মাত্মকঃ কর্ম্মময়ো বন্ধ উচ্ছ্বসিতি শ্লথো ভবিষ্যতি অতো দেহাৎ ॥ ১৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পরিরপ্স্যতে আলিঙ্গিষ্যতি। তত্র হেতুঃ। সুহৃত্তমং। ন কেবলং সৌহার্দাতিশয় এব কিন্তু জ্ঞাতিং জ্ঞাতিত্বেঽপি সত্যনন্যং দৈবতং ঐকান্তিকদাস্যবন্তং। ততশ্চ তেন মে আত্মা অয়ং দেহঃ তীর্থীক্রিয়তে তীর্থং করিষ্যতে দেহঃ পূতো ভূত্বাঽন্যেষামপি পাবনো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। অতস্তৎপরিরম্ভাদেব হেতোর্বন্ধশ্চ উচ্ছ্বসিতি উদ্গ্রথিতো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ১৯ ॥

তাদৃশ দৃষ্টিনিক্ষেপের পর, যদি সুহৃদ্, জ্ঞাতি ও তদীয় পরম ভক্তজ্ঞানে আমাকে সেই ভগবান্ তাঁহার বিশাল বাহুযুগলে একবার আলিঙ্গন করেন, তবেই আমার দেহ প্রকৃত পবিত্র হইবে এবং আমাকে এই ভীষণ কর্ম্মবন্ধন হইতে তিনি নির্ম্মুক্ত করিবেন! ॥১৯॥

আভাস।

আসিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আমি তোমার জ্ঞাতি; অথচ তুমি ব্যতীত আর আমার অন্য উপাস্য দৈবতাও কেহ নাই। তোমার শ্যাম কলেবরে একবার এই নরবপু মিলিত করিতে পারিলে, কেবল যে ইহাই পবিত্র হইবে, এমত নহে; ইহা অন্যান্য সকল জীবেরই পবিত্রকারক তীর্থস্থানীয় হইবে, সন্দেহ নাই। তখন এই জীবের পুনঃ সংসারবন্ধন কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ॥ ১৯ ॥

সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ করিয়া কেবল ভোগে সমর্থ হইলেই যে জীবন সার্থক হয়, এমত নহে; ভোগের প্রয়োজন যাহার জন্য হইয়াছিল, সেই উদ্দেশ্য লাভই যথার্থ পুরুষার্থসিদ্ধি। পথিকের পক্ষে কেবল পথভ্রমণই যেমন মুখ্য উদ্দেশ্য নহে; কোন একটী অভিপ্রেত স্থানে উপস্থিত হওয়াই, পথিকের উদ্দেশ্য এবং তদনুসারে পথে

লব্ধাঙ্গসঙ্গং প্রণতং কৃতাঞ্জলিং মাং বক্ষ্যতেঽক্রূর ততেত্যুরুশ্রবাঃ।
তদা বয়ং জন্মভৃতো মহীয়সা নৈবাদৃতো যো ধিগমুষ্য জন্ম তৎ ॥ ২০ ॥
ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ সুহৃত্তমো নচাপ্রিয়ো দ্বেষ্য উপেক্ষ্য এব বা।

অন্বয়ঃ।

তথা যদা উরুশ্রবাঃ মহাযশাঃ, শ্রীকৃষ্ণঃ লব্ধাঙ্গসঙ্গং (লব্ধঃ অঙ্গসঙ্গঃ পরিরম্ভঃ যেন তং) প্রণতং কৃতাঞ্জলিং মাং হে অক্রূর! তে তাত! ইতি চ বক্ষ্যতে সম্বোধয়িষ্যতি, তদা বয়ং জন্মভৃতঃ সফলজন্মানঃ ভবিষ্যামঃ; যঃ তু পুমান্ মহীয়সা সর্ব্বপূজ্যেন, ভগবতা নৈব আদৃতঃ স্বকীয়ত্বেন গৃহীতঃ, অমুষ্য পুংসঃ, তজ্জন্ম ধিক্ নিন্দামেব ॥ ২০ ॥

তস্য এবম্ভূতস্য হরেঃ, কশ্চিৎ দয়িতঃ প্রিয়ঃ, অপ্রিয়ঃ, সুহৃত্তমঃ হিতকারী, দ্বেষ্যঃ বা

শ্রীধরস্বামী।

তত্ত ভো তাতেতি তদা জন্মভৃতঃ সফলজন্মানঃ। অন্যথা তজ্জন্মৈব ন ভবতীত্যাহ মহীয়সেতি। অমুষ্য জন্তোঃ মহীয়সা ন য আদৃতঃ ন সম্মানিতঃ তস্য জন্মৈব ধিগস্ত্বর্থঃ ॥ ২০ ॥

নন্থ সুহৃদাদিষু পরিষঙ্গসংপ্রশ্নাদয়ো জীবধর্ম্মাঃ কথমীশ্বরে সঙ্গচ্ছন্তে অত আহ ন অস্যেতি। দয়িতঃ প্রিয়ঃ তদ্বিপরীতোঽপ্রিয়ঃ সুহৃত্তমো হিতঃ তদ্বিপরীতো দ্বেষ্যঃ এতৎ-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তদেতি। হে তাত ইতি তদা জন্মভৃতঃ সফলজন্মানঃ। অন্যথা জন্মনো বৈয়র্থ্যমিত্যাহ। মহীয়সা মহত্তরলোকেন ॥ ২০ ॥

নন্থ তস্য পরমেশ্বরত্বাৎ সর্ব্বত্র সামানেব সম্ভবেৎ। এবঞ্চ ত্বং স্বস্মিন্ তৎসুহৃত্তমত্বাদিকং কিং সম্ভাবয়সীতি তত্রাহ ন তস্যেতি। তথাপি ভক্তান্ ভজত ইতি সমোঽহং

সেই মহাযশা শ্রীকৃষ্ণ আমাকে আলিঙ্গন করিলেও কৃতাঞ্জলিপুটে আমি যখন তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিব, তখন যদি তিনি আমাকে "হে তাত অক্রূর!" বলিয়া সম্বোধন করেন, তবেই আমার জন্মসার্থক জ্ঞানিতে হইবে। অহো! জগজ্জীবন পরমপূজ্য মহামনা বাসুদেব কর্ত্তৃক যে ব্যক্তি আত্মীয়রূপে পরিগৃহীত না হয়, তাহার জন্মই নিরর্থক ॥ ২০ ॥

তাদৃশ শ্রীহরির প্রিয় বা অপ্রিয়, হিতকারী বা দ্বেষী অথবা উপেক্ষ্য বলিয়া জগতে কেহ নাই; কল্পতরু যেমন আশ্রিত ব্যক্তিকেই আশানুরূপ

আভাস।

গমন করাতেই তিনি পথিকনামে অভিহিত হইয়াছেন, সেইরূপ জীবকে অজ্ঞান রাজত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভে জ্ঞানজ্যোতির পূর্ণ বিকাশরূপ বিপুল রাজত্বে গমন করিবার জন্য এই ভ্রান্তিমূলক অসার বিষয়পথ অবলম্বনে গমনপ্রসঙ্গে জীবনধারণ করিতে হয় মাত্র।

তথাপি ভক্তান্ ভজতে যথা তথা সুরদ্রুমো যদ্বদুপাশ্রিতোঽর্থদঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ।

উপেক্ষাঃ এব ন, তথাপি সুরদ্রুমঃ কল্পতরুঃ, যদ্বৎ উপাশ্রিতঃ (উপাশ্রিতানাং ভজতামেব) অর্থদঃ ফলপ্রদো ভবতি তথা ভক্তান্ অপি যথা যথাযথা ভগবান্ ভজতে॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সর্ব্বব্যতিরিক্তঃ উপেক্ষ্য ইতি সত্যং তথাপি ভক্তান্ ভজতে তত্র চ যথা যে ভক্তা স্তাংস্তথা ভজতে। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহমিতি। শ্রীভগবদ্বচনাৎ। অবিষমত্বেঽপি ভক্তেভ্য এব ফলং দদাতীতি। অত্র দৃষ্টান্তঃ যদ্বৎ সুরদ্রুম ইতি ॥ ২১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহমিতি তদুক্তেঃ। তত্রাপি যথা তথেতি। যে যথা ভক্তাস্তাংস্তথা ভজতে। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহমিতি তদ্বচনাৎ। যদ্বৎ সুরদ্রুম ইতি আশ্রয়ণতারতম্যেন ফলদানতারতম্যং। অনাশ্রিতেভ্যঃ ফলাপ্রদানঞ্চ তদপি সুরদ্রুমস্য যথা ন বৈষম্যং তথা তস্য ভগবতোঽপি। কিঞ্চ। সুরদ্রুমস্যাশ্রিতাধীনত্বং তথা নাস্তি যথা ভগবতো ভক্তাধীনত্বং, অতো ভক্তিসম্বন্ধেন তস্য সৌহার্দ্দদ্বেষোপেক্ষা অপি দৃষ্টা এব যথাম্বরীষদৌ সৌহার্দ্দং তদ্দ্বেষ্টৃ দুর্ব্বাসাপ্রভৃতৌ দ্বেষোপেক্ষে চ দৃষ্টে এবেতি ॥ ২১ ॥

ফল প্রদান করিয়া থাকেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও ভক্তানুসারে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিয়া থাকেন; তাহাতে তাঁহার নিজের কোন স্বার্থগন্ধও নাই ॥ ২১ ॥

আভাস।

সুতরাং পথিকের পথ প্রশস্ত, সঙ্কীর্ণ বা সকণ্টক যাহাই হউক না, তাহাতে পথিকের পথিকত্ব সম্বন্ধের কোন চরিতার্থতা সাধিত হয় না; তবে ইহাতে স্বার্থসিদ্ধির আনুকূল্য বা প্রাতিকূল্য ঘটে মাত্র। পথিকের পক্ষে স্বগৃহে উপস্থিতি ও বিশ্রাম লাভের ন্যায়, অন্য পুরুষার্থ যেমন আর নাই, সেইরূপ জীবের পক্ষে ভ্রান্তিমূলক বিবিধ যোনিতে চিরকাল পরিভ্রমণ করিলেও ভগবানের সন্দর্শনলাভ ও তৎকর্ত্তৃক ভক্তরূপে পরিগৃহীত হইতে না পারিলে আর কৃতার্থতা বা জন্মসাফল্যের কোন পরিচয় হয় না। অবশ্য পরমেশ্বর সর্ব্বজীবের প্রতি সমভাবেই দৃষ্টি করিয়া থাকেন; সামান্য জীবের ন্যায়, তাঁহার পক্ষে কেহ প্রিয়, অপ্রিয় বা উপেক্ষ্য বলিয়া গণ্য নহে, তথাপি জীবের প্রিয়, অপ্রিয় ও উপেক্ষ্যভাব তাঁহাতে উপচরিত হইয়া থাকে। কল্পতরু সকল জীবের প্রতি সমানভাবে ফল বিতরণার্থ দণ্ডায়মান থাকিলেও, সকল জীব সমান ভাবে ফল পায় না; যে যেমন আগ্রহ সহকারে তরুর নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রার্থনা করে, সে তদনুসারেই ফল লাভ করে, সেইরূপ ভগবানও ভক্তের সাধন ও আগ্রহ অনুসারে তাঁহার মনের সাধ পূরণ করিয়া থাকেন। গীতাতে উক্ত আছে, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" অর্থাৎ যে যে ভাবে ভগবানকে

কিং বাগ্রজো মাবনতং যদূত্তমঃ স্ময়ন্ পরিষ্বজ্য গৃহীতমঞ্জলৌ।
গৃহং প্রবেশ্যাপ্তসমস্তসৎকৃতং সংপ্রক্ষ্যতে কংসকৃতং স্ববন্ধুষু ॥ ২২ ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

ইতি সংচিন্তয়ন্ কৃষ্ণং শ্বফল্কতনয়োঽধ্বনি।

অন্বয়ঃ।

কিঞ্চ যদূত্তমঃ অগ্রজঃ বলরামঃ, স্ময়ন্ হসন্, অবনতং কৃতপ্রণামং, মাং পরিষ্বজ্য অঞ্জলৌ গৃহীতং মাং গৃহং প্রবেশ্য তত্র আপ্তসমস্তসৎকৃতং (আপ্তানি প্রাপ্তানি সমস্তসৎকৃতানি অর্ঘ্যাদীনি যেন তং) মাং প্রতি স্ববন্ধুষু কংসকৃতং (অপকারাদিকং) সংপ্রক্ষ্যতে ॥ ২২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ। ইতি এবং শ্বফল্কতনয়ঃ অক্রূরঃ, অধ্বনি মার্গে কৃষ্ণং এব সঞ্চিন্তয়ন্

শ্রীধরস্বামী।

যো ময়াঞ্জলিঃ করিষ্যতে তস্মিন্নের গৃহীতং মাং আপ্তানি সমস্তানি অর্ঘ্যাদিসৎকৃতানি যেন তং মাং ॥ ২২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তস্যাগ্রজো বলদেবঃ। মা মাং অঞ্জলৌ মৎকৃতাঞ্জলৌ স্বদক্ষিণহস্তেন গৃহীতং মামাকৃষ্য

আমি যখন কৃতাঞ্জলি হইয়া অবনতমস্তকে প্রণাম করিব, তখন অগ্রজ বলরামও যেন আলিঙ্গন পূর্ব্বক আমার অঞ্জলি ধারণে গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইবেন এবং উপযুক্ত অর্হণ প্রদানে আমার অভ্যর্থনা করিয়া, তদীয় বন্ধুগণের প্রতি কংসকৃত অপকারাদির বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবেন ॥ ২২ ॥

শুকদেব বলিলেন, শ্বফল্কনন্দন অক্রূর গমনকালে পথে শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ

আভাস।

ভজনা করেন, ভগবান্ সেই ভাবেই তাহার সাধ পূরণ করেন। এস্থলে ভগবান্ যেমন ভক্তের অধীনতা স্বীকার করেন, সুরদ্রুম উপেক্ষা করেন বটে, কিন্তু তাদৃশ অধীনতা কখন স্বীকার করেন না; কারণ অম্বরীষের প্রতি অনুগ্রহ এবং তদুপলক্ষে অম্বরীষদ্বেষী দুর্ব্বাসার প্রতি ভগবানের দ্বেষ ও উপেক্ষাই তাহার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

ভগবানের প্রিয় হইতে হইলে, তৎপরিচর্য্যার্থ তদীয় ভক্তগণের, বলরাম ও নন্দাদিরও স্নেহভাজন হইবেন, এই প্রত্যাশায় অক্রূর তাঁহাদের সন্নিধানেও সৎকারের প্রার্থনা করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

অক্রূর কৃষ্ণচিন্তায় এতই নিমগ্ন ছিলেন যে তাঁহার ইন্দ্রিয়াদির বাহ্যচেষ্টার কোন পরিচয়ই প্রতীত হয় নাই; তবে রথে আরূঢ় ছিলেন; রথের গতিতে তাঁহার গমন সিদ্ধ হইয়াছিল। সেইরূপ অন্য পুরুষকারে উদ্যোগী না হইয়া, চিত্ত ভগবদ্ভাবে নিযুক্ত রাখিতে পারিলে, দেহরথ আপনা হইতেই ভগবৎসন্নিধানে অগ্রসর হইয়া ভক্তস্থ জীবাত্মাকে

রথেন গোকুলং প্রাপ্তঃ সূর্য্যশ্চাস্তগিরিং নৃপ ॥ ২৩ ॥
পদানি তস্যাখিললোকপালকিরীটজুষ্টামলপাদরেণোঃ।
দদর্শ গোষ্ঠে ক্ষিতিকৌতুকানি বিলক্ষিতান্যব্জযবাঙ্কুশাদ্যৈঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ।

রথেন গোকুলং প্রাপ্তঃ। হে নৃপ! তদা সূর্য্যশ্চ অস্তগিরিং অস্তং, প্রাপ্তঃ ॥ ২৩ ॥

তত্র চ ক্ষিতিকৌতুকানি (ক্ষিতেঃ কৌতুকানি অলঙ্কাররূপাণি) অব্জযবাঙ্কুশাদ্যৈঃ রেখাভিঃ, বিলক্ষিতানি অঙ্কিতানি, অখিললোকপালকিরীটজুষ্টামলপাদরেণোঃ (অখিলৈঃ লোকপালৈঃ কিরীটেষু জুষ্টাঃ সেবিতাঃ অমলাঃ অবিদ্যাদিসকলমলনিবর্ত্তিকাঃ পাদরেণবঃ যস্য) তস্য ভগবতঃ, পদানি দদর্শ ॥২৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সতু মার্গমপি ন বেদ তথাপি রথেন প্রাপ্ত ইতি ॥ ২৩ ॥

অখিলৈর্লোকপালৈঃ কিরীটেষু জুষ্টা অমলাঃ পাদরেণবো যস্য। ক্ষিতিকৌতুকানি ক্ষিতেরলঙ্কাররূপাণি ॥ ২৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

গৃহমেকান্তসংলাপার্থং প্রবেশ্য সৎকৃতং সৎকারঃ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

পদানি পদচিহ্নানি। ক্ষিতেঃ কৌতুকং সবিস্ময়সৌভাগ্যং যতঃ ॥ ২৪ ॥

চিন্তা করত রথারোহণে যখন গোকুলে উপনীত হইলেন, তখন দিবাকরও অস্তাচল-চূড়ায় গমন করিলেন ॥ ২৩ ॥

তথায় উপস্থিত হইবা মাত্র, ধ্বজবজ্রাদি রেখায় অঙ্কিত যাঁহার চরণ-কমলের রেণু প্রার্থনায় সমস্ত লোকপালগণ সকিরীটমস্তকে নিরন্তর প্রণাম

আভাস।

পরম পুরুষের সন্দর্শন ঘটায়। অক্রূর যখন গোকুলে উপস্থিত হইলেন, তখন দিবাকর অস্তাচলে গমন করিয়াছিলেন বলায়, প্রকাশ করা হইল যে, গমনকালে পথে তপন তাপ সহ্য করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু কৃষ্ণদর্শনের অব্যবহিত পূর্ব্বে মার্ত্তণ্ডের সে প্রতাপ আর রহিল না; অতএব সাধনপথে অনেক বিড়ম্বনা ও বিভীষিকা দেখিলেও সিদ্ধিতে কোন দুঃখ থাকে না। অথবা অস্তাচলে উপনীত হইলে প্রচণ্ড প্রভাকরেরও যেমন ঔজ্জ্বল্য থাকে না, সেইরূপ কংসদূত অক্রূরও গোকুলের নিকটবর্ত্তী হইবা মাত্র গোকুলের প্রভায় তাঁহার কংসসম্বন্ধীয় উগ্র ভাব তিরোহিত হইয়া গেল। অথবা হে ব্রজবাসিগণ! এতকাল শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্য গোকুলে উদিত থাকিয়া তোমাদের যাবতীয় দুঃখ নিবারণ করিতেছিলেন বটে, কিন্তু তোমাদের ভাগ্যগুণে অদ্য অস্তাচলরূপ অক্রূর অগ্রসর হইয়া তোমাদের গোকুলসূর্য্যকে অস্তমিত করিতে উদ্‌যোগ করিয়াছে ॥ ২৩ ॥

তদ্দর্শনাহ্লাদবিবৃদ্ধসংভ্রমঃ প্রেম্নোর্দ্ধলোমাশ্রুকলাকুলেক্ষণঃ ।
রথাদবস্কন্দ্য স তেষ্বচেষ্টত প্রভোরমুন্যঙ্ঘ্রিরজাংস্যহো ইতি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ ।

তদ্দর্শনাহ্লাদবিবৃদ্ধসম্ভ্রমঃ (তেষাং পদানাং দর্শনেন যঃ আহ্লাদঃ তেন বিবৃদ্ধঃ সম্ভ্রমঃ ব্যাকুলত্বং যস্য সঃ) প্রেম্না উর্দ্ধলোমাশ্রুকলাকুলেক্ষণঃ । (উর্দ্ধানি উদঞ্চিতানি রোমাণি যস্য সঃ তথা অশ্রুণাং হর্ষজানাং কলাভিঃ লেশৈঃ আকুলে ঈক্ষণে যস্য সঃ) সঃ অক্রূরঃ অহো ! অমুনি প্রভোঃ কৃষ্ণস্য অঙ্ঘ্রিরজাংসি ইতি (বিভাবয়ন্) রথাৎ অবস্কন্দ্য অবপ্লুত্য তেষু পাদরজঃসু অচেষ্টত বালুঠৎ ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

তদ্দর্শনেন যঃ আহ্লাদস্তেন বিবৃদ্ধঃ সম্ভ্রমো যস্য সঃ । প্রেম্না উর্দ্ধানি রোমাণি যস্য সঃ । অশ্রুণাং কলাভিলেশৈরাকুলে ঈক্ষণে যস্য সঃ অবস্কন্দ্য অবপ্লুত্য । তেষু পদেষু অচেষ্টত বালুঠৎ । অহো ইতি দুর্লভতাং ভাবয়ন্ ॥ ২৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

অশ্রুণাং কলা কলনং অতিক্ষরণং । কলিতলী কামধেনূ অবস্কন্দ্য সহসৈবাবপ্লুত্য স অক্রূরঃ তেষু পদেষু অচেষ্টত সরোদনমলুঠৎ । অহো ভাগ্যং দুর্লভমভূতো মমায়মিতি সগদ্গদং ব্রুবন্ ॥ ২৫ ॥

করিয়া থাকেন, যাঁহার চরণরেণু স্পর্শে অবিদ্যাদি সংসারবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, ধরণীর অলঙ্কাররূপে অঙ্কিত বাসুদেবের সেই চরণচিহ্ন অক্রূরের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল ॥ ২৪ ॥

চরণচিহ্ন দর্শনে অক্রূরের আর আনন্দের সীমা রহিল না ; আনন্দের উৎকণ্ঠায় তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুলকিত হইল, অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল ; নয়নে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল ; এবং "অহো । এই আমার প্রভুর চরণ-রজঃ" এই বলিয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভগবানের পাদরেণুতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

আভাস ।

প্রকৃতির প্রত্যেক স্তরে যখন ভগবানের কার্য্যরূপ চরণচিহ্ন প্রত্যক্ষে উপলব্ধ হয়, তখন আর জীবের কোন অভিমান থাকে না ; তখন তত্তৎ কার্য্যে মন নিবিষ্ট করিয়া জীব আত্মহারা হয়। বিষয় রস পরিহারে জীব যখন ইন্দ্রিয়ের স্বরূপে অবস্থান করে, তখনই তাহার গোকুল অর্থাৎ গবাং ইন্দ্রিয়াণাং কুলং সমূহং বা স্বরূপ পরিদৃষ্ট হয় ; তৎপরেই ভগবানের কার্য্যরূপ চরণচিহ্ন তৎপরেই ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ হয়। অক্রূর প্রথমতঃ গোকুলে উপনীত হইলেন, পরে চরণচিহ্ন দর্শন করিয়া ভাবী ভগবদ্দর্শনের আশায় পাদচিহ্নে নিরভিমানে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

দেহং ভৃতামিয়ানর্থো হিত্বা দম্ভং ভিয়ং শুচং।

অন্বয়ঃ।

সন্দেশাৎ গুরূপদেশাৎ দম্ভং ভিয়ং ভয়ং, শুচং শোকং, চ হিত্বা হরেঃ লিঙ্গদর্শন-শ্রবণাদিভিঃ (লিঙ্গানাং মূর্ত্তীনাং দর্শনং শ্রবণং আদি যেষাং তৈঃ) যঃ সঃ দেহং ভৃতাং

শ্রীধরস্বামী।

নন্থ কিমর্থমেবং ব্যলুঠৎ নাস্তি প্রেমসংভ্রমে ফলোদ্দেশ ইত্যাহ দেহং ভৃতামিতি। দেহভাজামেতাবানেব পুরুষার্থঃ কংসস্য সন্দেশমারভ্য হরের্লিঙ্গদর্শনশ্রবণাদিভির্যো হয়-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মথুরাতো যাত্রামারভ্য নন্দব্রজপ্রবেশপর্য্যন্তমক্রূরস্য মনো-বাক্-কায়চেষ্টিতং বর্ণয়িত্বা তদেব দৃষ্টান্তীকৃত্য সিদ্ধান্তসারমাহ দেহং ভৃতামিতি দ্বিতীয়া আর্ষী। দেহধারিণাং ইয়ান্ এতাবানেব পুরুষার্থঃ। কংসস্য সন্দেশাদারভ্য হরের্লিঙ্গদর্শনং শ্রবণাদিভি র্যোহয়-মক্রূরস্য বর্ণিতঃ। যথা হরের্লিঙ্গং পদচিহ্নং দৃষ্ট্বা অক্রূরস্তত্রৈব ধূলৌ লুলোঠ। তত্রাহ-মক্রূরো রাজমন্ত্রী রাজ্ঞোঽত্যাদরণীয়ঃ কথং গোচারকস্য পদধূলৌ লুঠামীতি দম্ভং হিত্বৈব মদ্দূতোঽপি ভূত্বা মচ্ছত্রোঃ কৃষ্ণস্য পদধূলৌ লুঠতীত্যুপজাপকুপিতাৎ কংসাৎ ভয়ং হিত্বা কুপিতকংসবিনাশেষু গৃহকলত্রাদিষু শুচং শোকং হিত্বৈব লুলোঠ। যথা তথৈব বয়ং

যাঁহারা গুরুর উপদেশ অনুসারে বিষ্ণুমূর্ত্তির দর্শন, ভগবানের গুণগাথা

আভাস।

মথুরা হইতে যাত্রা করিয়া নন্দব্রজে প্রবেশ করা পর্য্যন্ত অক্রূরের কায়িক মানসিক ও বাচনিক চেষ্টার বিষয় বর্ণন পূর্ব্বক মুমুক্ষু জীবের ক্রিয়াকে দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ এইরূপ ব্যবহারে জীব বিবিধ যোনি পরিভ্রমণের পর অপূর্ব্ব মানব দেহ লাভ করিয়া পুনঃ সংসারিশ্রেণীতে ভাসমান হয় না; ধ্যানধারণাদিযোগে দুর্ল্লভ মানবযোনি পরিগ্রহেই যাবতীয় জন্ম ধারণের সার্থসিদ্ধি কে ঘটিতে পারে, তাহাই এক অক্রূরের ভাবে ও আচরণে প্রদর্শিত হইয়াছে। কংসের আদেশ শ্রবণাবধি বিষ্ণুর বিগ্রহ দর্শন পর্য্যন্ত অক্রূরের আচরণগুলি মুমুক্ষু জীবকে স্বহৃদয়ে আলোচনা করিতে হইবে। অক্রূর ভগবানের চরণচিহ্ন দর্শন করিয়াই তথায় ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। আমি রাজমন্ত্রী, রাজার আদরের বস্তু; সামান্য গোচারক রাখালের পাদ-ধূলিতে কি প্রকারে লুণ্ঠিত হইব! এ অভিমান অক্রূরের হৃদয় হইতে তিরোহিত হইয়া গেল। কংসের শত্রু কৃষ্ণ; এবং আমি কংসের দূত হইয়া যদি সেই প্রভুশত্রু কৃষ্ণের পদধূলিতে লুণ্ঠিত হই এবং এই বার্ত্তা যদি কংস অনুসন্ধানে অবগত হয়, তাহা হইলে আমার গৃহ, ক্ষেত্র, পুত্র, কলত্র ও ধন জনাদির কোনমতে রক্ষার উপায় নাই; এ ভয়ও অক্রূরের হৃদয়ে একবারও উদিত হইল না। আবার আমি পণ্ডিত, বয়োবৃদ্ধ, ধনবান্ এবং সম্পর্কেও কৃষ্ণাপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ; লোকলজ্জা উপেক্ষা করিয়া আপাততঃ দৃষ্টিতে আমি

সন্দেশাদ্‌যো হরের্লিঙ্গদর্শনশ্রবণাদিভিঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ।

প্রাণিনাং, ইয়ান্ এতাবান্, এব অর্থঃ পরমপুরুষার্থঃ। ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অক্রূরস্য বর্ণিত ইতি সন্দেশ আদ্যো যস্যার্থস্য স যাবানক্রূরস্য জাত ইতি বা ॥ ২৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পণ্ডিতত্বাদভিজাতত্বাদৈশ্বর্য্যবত্ত্বাচ্চ শ্রেষ্ঠাঃ কথং সর্ব্বলোকানাদৃত্যকুচেত্যাকিঞ্চননিকৃষ্টবৈষ্ণবচরণধূলৌ পতাম ইতি দম্ভং স্বজননিন্দনাদ্ভয়ং তত্তত্ত্যাগাচ্ছোকঞ্চ হিত্বা হরের্লিঙ্গং বৈষ্ণবং দৃষ্ট্বা তচ্চরণধূলৌ পতেম্মুঃ। যদ্বা। হিত্বেত্যাদিকং দেহভৃৎস্বের যোগ্যং নক্রূরে প্রেমবিহ্বলে ইতি। যথা হরের্নারদাদিমুখাদ্ যশঃ শ্রবণেন স্মরণেন চাক্রূরো যথা দাস্যরসানুকূলস্মনোরথাংশ্চকার তথৈব কদা হরিং পরিচরিষ্যামঃ অপি কিং তং দ্রক্ষ্যাম ইত্যাদিস্মনোরথান্ কুর্য্যারিতি ॥ ২৬ ॥

শ্রবণ ও তদীয় নাম কীর্ত্তনাদির দ্বারা নিরর্থক দম্ভ, ভয় ও শোক পরিহারে সমর্থ হয়, তাদৃশ দেহধারীরই প্রকৃত পরমার্থ লাভ হয়, সন্দেহ নাই ॥ ২৬ ॥

অনন্তর অক্রূর ব্রজে প্রবেশ পূর্ব্বক শরৎকালীন বিকচনলিন তুল্য আয়তলোচন পীতাম্বরধারী শ্রীকৃষ্ণ ও নীলবসনধারী বলরামকে গোদোহনস্থলে আভাস।

কি প্রকারে তাদৃশ বালকের চরণধূলিতে লুণ্ঠিত হইব? এরূপ আভিজাত্যের অভিমান যেমন অক্রূরের হৃদয়ে স্থান পায় নাই, সেইরূপ মোক্ষমার্গের পথিকের পক্ষে এই জাতীয় অভিমান সমূহ ক্রমশ অন্তর করিতে না পারিলে, পরম পদ মোক্ষপদবীতে কোন মতে আরোহণ করা হয় না। ভগবদ্ভাবের কণামাত্র বিকাশ যে স্থানে বা পাত্রে পরিলক্ষিত হইবে, দম্ভ, গৌরব, শোক বা ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া কায়মনোবাক্যে তাহারই শরণাগত হইতে হয়; তবেই ভগবদ্ভাবের লাভে জীবের অধিকার জন্মে। দম্ভ, ভয়, শোক ও আভিজাত্যাদির অনুরোধে কখন ঈশ্বরপথে বিমুখ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। অবশ্য এই সকল বৃত্তিবলে জীব নিকৃষ্ট পাপবাহি কর্ম্ম হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে বটে; আভিজাত্যাদির অনুরোধে অকস্মাৎ দুষ্কর্ম্মে চিত্ত অগ্রসর হইতে পারে না বটে, কিন্তু ভগবন্মার্গে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ অনিত্য সাংসারিক বৃত্তিবলে অনিত্য সংসারই রক্ষিত হয়; কিন্তু নিত্যধনকে পাইতে হইলে, অনিত্যের সেবা নিষ্প্রয়োজন। যেমন নারদাদির মুখে শ্রীহরির যশোরাশি শ্রবণে ও স্মরণে অক্রূরের হৃদয়ে দাস্য রসানুকূল ভাবের অনুরূপ বাসনার উদয় হইয়াছিল, সেইরূপ বেদবচনে ও গুরুমুখে শ্রবণ করত জীবের হৃদয়ে যখন ঐ জাতীয় ভাবের উদয় হয়, তখনই তাঁহার মুক্তিপথ প্রশস্ত জানিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

দদর্শ কৃষ্ণং রামঞ্চ ব্রজে গোদোহনং গতৌ।
পীতনীলাম্বরধরৌ শরদম্বুরুহেক্ষণৌ ॥
কিশোরৌ শ্যামলশ্বেতৌ শ্রীনিকেতৌ বৃহদ্ভুজৌ।
সুমুখৌ সুন্দরবরৌ বালদ্বিরদবিক্রমৌ ॥ ২৭ ॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাম্ভোজৈশ্চিহ্নিতৈরঙ্ঘ্রিভির্ব্রজং।
শোভয়ন্তৌ মহাত্মানৌ সানুক্রোশস্মিতেক্ষণৌ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ।

ততশ্চ সঃ ব্রজে কৃষ্ণং রামঞ্চ দদর্শ। তৌ বর্ণয়তি। গোদোহনং (গাবো দুহ্যন্তে যস্মিন্ তৎ গোদোহনস্থানং) গতৌ, পীতনীলাম্বরধরৌ (পীতাম্বরধরঃ কৃষ্ণঃ নীলাম্বরধরঃ রামঃ) শরদম্বুরুহেক্ষণৌ (শরৎকালীনাম্বুরুহবৎ ঈক্ষণে যয়োঃ তৌ)॥

কিশোরৌ নূত্নবয়স্কৌ, শ্যামলশ্বেতৌ (শ্যামলঃ কৃষ্ণঃ শ্বেতঃ রামঃ) শ্রীনিকেতৌ (শ্রিয়াঃ লক্ষ্ম্যাঃ, শোভায়াঃ নিকেতৌ আশ্রয়ভূতৌ) বৃহদ্ভুজৌ, সুমুখৌ, সুন্দরবরৌ; বালদ্বিরদবিক্রমৌ (বালঃ দ্বিরদঃ গজঃ তদ্বৎ বিক্রমো গতির্যয়োঃ তৌ)॥ ২৭ ॥

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাম্ভোজৈঃ চিহ্নিতৈঃ অঙ্ঘ্রিভিঃ ব্রজং শোভয়ন্তৌ, মহাত্মানৌ সানুক্রোশস্মিতেক্ষণৌ (অনুক্রোশঃ অনুকম্পা তদ্বিলসিতস্মিতযুক্তং ঈক্ষণং যয়োঃ তৌ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ততঃ কৃষ্ণং রামঞ্চ দদর্শ। গাবো দুহ্যন্তেঽস্মিন্ ইতি গোদোহনং তৎ স্থানং গতৌ প্রাপ্তৌ॥ ২৭ ॥

অনুক্রোশো অনুকম্পা তদ্বিলসিতস্মিতযুক্তমীক্ষণং যয়োঃ॥ ২৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

গাবো দুহ্যন্তেঽস্মিন্নিতি গোদোহনং তৎ স্থানং গতৌ প্রাপ্তৌ। যদ্বা। গবাং দোহনং কর্ম্মপ্রাপ্তৌ গা দুহন্তাবিত্যর্থঃ। সানুক্রোশে সানুকম্পে সস্মিতে চ ঈক্ষণে যয়োস্তৌ প্রধানভূতৌ পুরুষৌ জগতি অবতীর্ণৌ। অর্থেষু ভারাবতরণরূপেষু প্রয়োজনেষু মধ্যে

অবলোকন করিলেন॥

বালগজ-তুল্য বিপুল-বিক্রমশালী কিশোর-বয়স্ক উভয় ভ্রাতাই আজানুলম্বিত বাহু, অপূর্ব্ব মুখশ্রী এবং অঙ্গসৌষ্ঠবে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর নিকেতনরূপে প্রতীত হইয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণের শ্যামল বর্ণ এবং বলরামের বর্ণ শ্বেত॥ ২৭ ॥

ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্মাদি চিহ্নে অঙ্কিত চরণের লাঞ্ছনে ব্রজভূমের শোভা বর্দ্ধন করত, সেই মহাত্মাদ্বয় জগতের মঙ্গল বিধানার্থই যে উপস্থিত, তাহা তাঁহাদের রুচির হাস্যপূর্ণ নিরীক্ষণেই বিশেষ সুস্পষ্ট হইয়াছিল॥ ২৮ ॥

কেবল অন্যের উপকারার্থ মধুর ক্রীড়ার প্রচারে মহার্হ রত্নধারী বনমালা-

উদাররুচিরক্রীড়ৌ স্রগ্বিনৌ বনমালিনৌ ।
পুণ্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গৌ স্নাতৌ বিরজবাসসৌ ॥ ২৯ ॥
প্রধানপুরুষাবাদ্যৌ জগদ্ধেতু জগৎপতী ।
অবতীর্ণৌ জগত্যর্থে স্বাংশেন বলকেশবৌ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ ।

উদাররুচিরক্রীড়ৌ (উদারাঃ ফলপ্রদাঃ রুচিরাঃ মনোহরাঃ ক্রীড়াঃ যয়োঃ তৌ) স্রগ্বিনৌ রত্নমালাধরৌ, বনমালিনৌ পুষ্পমালাধরৌ, পুণ্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গৌ (পুণ্যঃ সুষ্ঠু গন্ধো যস্ত তেন চন্দনাদিনা অনুলিপ্তানি অঙ্গানি যয়োঃ তৌ) স্নাতৌ, বিরজবাসসৌ (বিরজে নির্ম্মলে বাসসী যয়োঃ তৌ) ॥ ২৯ ॥

প্রধানপুরুষৌ পুরুষোত্তমৌ জগদ্ধেতু জগৎকারণভূতৌ, আদ্যৌ (সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমপি বিদ্যমানৌ) জগৎপতী পালকৌ, জগত্যর্থে জগৎপালনার্থং স্বাংশেন মূর্ত্তিভেদেন অবতীর্ণৌ বলকেশবৌ (বলাধিক্যাৎ বলঃ কেশৌ ব্রহ্মরুদ্রৌ যাভ্যাং উৎপাদয়তীতি কেশবঃ) ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

উদারা রুচিরা ক্রীড়া যয়োঃ তৌ । স্রগ্বিনৌ রত্নস্রগ্ভিরলঙ্কৃতৌ ॥ ২৯ ॥

প্রধানভূতৌ পুরুষৌ প্রকৃতিপুরুষাত্মকৌ বা । কুত আদ্যৌ । তদপি কুতঃ জগদ্ধেতু অতএব জগৎপতী । বিপরীতৌ বা চতুর্ণাং পদানাং হেতুহেতুমদ্ভাবঃ । জগত্যর্থে পৃথিব্যা ভারাপনয়নায় স্বাংশেন মূর্ত্তিভেদেন বলকেশবৌ সন্তৌ ॥ ৩০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

স্বাংশঃ স্বঃ স্বো যো ভাগস্তেন হেতুনা । যথা অঘবকাদীন্ কৃষ্ণো জঘান । ধেনুক-প্রলম্বাদীন্ রামো জঘান । যথাচ চাণূরকংসাদীন্ কৃষ্ণঃ । মুষ্টিকদ্বিবিদাদীন্ রামো

বিভূষিত রামকেশব স্নানান্তে পবিত্র ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করত মনোহর সুগন্ধ চন্দনাদিতে নিজেদের অঙ্গ প্রলিপ্ত করিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

অহো ! সেই উভয় পুরুষোত্তমই জগতের আদিভূত কারণ ও পালক ; কেবল জগতের মঙ্গলের নিমিত্তই বলরাম ও কেশব এই বিভিন্ন মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৩০ ॥

আভাস ।

ভগবানে কোন বিষয়ের অসামঞ্জস্য থাকে না ; একাধারে ও এক সময়ে যে সর্ব্বভাবের স্ফূর্ত্তি থাকে, তাহা এক কৃষ্ণাবতারেই বিলক্ষণ বিবৃত ও স্পষ্ট ছিল। তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে প্রকৃতির অতীত, জগতের অনাদি কারণ, ও সর্ব্বপ্রতিপালক। যে কার্য্যের অনুরোধে জন্ম পরিগ্রহে স্বীয় ইচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যুগপৎ সেই সকল ভাবই তাঁহার অঙ্গে প্রতিবিম্বিত ছিল। তিনি ভক্তের মনোগত সাধ পূরণার্থ, যেমন শিশুরূপে গোদোহনাদি

দিশো বিতিমিরা রাজন্ কুর্ব্বাণৌ প্রভয়া স্বয়া।
যথা মারকতঃ শৈলো রৌপ্যশ্চ কনকাচিতৌ ॥
রথাত্তূর্ণমবপ্লুত্য সোঽক্রূরঃ স্নেহবিহ্বলঃ।
পপাত চরণোপান্তে দণ্ডবদ্রামকৃষ্ণয়োঃ ॥ ৩১ ॥
ভগবদ্দর্শনাহ্লাদবাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ।

অন্বয়ঃ।

হে রাজন্! স্বয়া প্রভয়া, দিশঃ বিতিমিরাঃ কুর্ব্বাণৌ যথা কনকাচিতৌ (কনকেন আচিতৌ ব্যাপ্তৌ) মারকতঃ (ইন্দ্রনীলপর্ব্বতঃ কৃষ্ণঃ, তথা রৌপ্যঃ চ পর্ব্বতঃ রামঃ)॥

স্নেহবিহ্বলঃ (স্নেহেন বিহ্বলঃ) সঃ অক্রূরঃ তূর্ণং শীঘ্রমেব, রথাৎ অবপ্লুত্য রামকৃষ্ণয়োঃ চরণোপান্তে দণ্ডবৎ পপাত ॥ ৩১ ॥

ভগবদ্দর্শনাহ্লাদবাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ (ভগবতো দর্শনেন যঃ আহ্লাদঃ তেন যৎ বাষ্পং তেন পর্য্যাকুলে ঈক্ষণে যস্য সঃ) পুলকাচিতাঙ্গঃ (পুলকৈঃ উত্থিতরোমভিঃ আচিতং ব্যাপ্তং অঙ্গং যস্য সঃ) অক্রূরঃ ঔৎকণ্ঠাৎ স্বাখ্যানে (অক্রূরোঽহং নমস্করোমি ইতি কথনে) অপি

শ্রীধরস্বামী।

স্বয়া প্রভয়া বিগততিমিরা দিশঃ কুর্ব্বন্তৌ। কনকাচিতৌ সুবর্ণব্যাপ্তাবিতি সালঙ্কারয়োঃ শৈলশাদৃশ্যার্থমুক্তং ॥ ৩১ ॥

ভগবদ্দর্শনাহ্লাদেন যদ্বাষ্পং তেন পর্য্যাকুলে ঈক্ষণে যস্য সঃ পুলকৈরাচিতং ব্যাপ্তমঙ্গং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হনিষ্যতীতি ॥ ২৭—৩১ ॥

হে নরনাথ! উভয়ের অঙ্গকান্তিতে দিক্ দিগন্ত আলোকিত বোধ হইতে লাগিল; যেন একজন মারকত শৈল এবং অপরজন রৌপ্যের পর্ব্বত; উভয়েই পীতাম্বররূপ সুবর্ণে বেষ্টিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিলেন॥

অক্রূর তাঁহাদিগের উভয়কে নয়নগোচর করিবামাত্র প্রেমে বিহ্বল হইয়া তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং রামকৃষ্ণের চরণসমীপে দণ্ডের ন্যায় পতিত হইলেন ॥ ৩১ ॥

ভগবৎসন্দর্শনের আনন্দে অক্রূরের নয়নযুগল আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ

আভাস।

স্থলে প্রেম ও বাৎসল্য রস বিকীরণ করত লীলা করিয়াছিলেন, আবার বিপদ্ভঞ্জন দয়াময়রূপে তাঁহাদিগকে অঘাসুর, বকাসুর ও ধেনুকাদি অসুর সাগর হইতে উদ্ধার করিবার সামর্থ্যের পরিচয়ও প্রচুর পরিমাণে প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব ধর্ম্মের রক্ষা ও সংসারের ভারহরণ এই উভয় কার্য্যই তাঁহার জন্ম হইতেই লক্ষিত হইয়াছিল ॥ ২৭—৩১ ॥

পুলকাচিতাঙ্গ ঔৎকণ্ঠ্যাৎ স্বাখ্যানেঽপি হি নাশকৎ ॥ ৩২ ॥
ভগবাংস্তমভিপ্রেত্য রথাঙ্গাঙ্কিতপাণিনা।
পরিরেভেঽভ্যুপাকৃষ্য প্রীতঃ প্রণতবৎসলঃ ॥ ৩৩ ॥
সঙ্কর্ষণশ্চ প্রণতমুপগুহ্য মহামনাঃ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণী আনয়ৎ সানুজো গৃহং ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ।

হি ন অশকৎ পারয়ামাস ॥ ৩২ ॥

প্রণতবৎসলঃ ভগবান্ কৃষ্ণঃ তং (অক্রূরোঽয়মানয়নার্থং আগত ইতি) অভিপ্রেত্য জ্ঞাত্বা, প্রীতঃ সন্ রথাঙ্গাঙ্কিতপাণিনা (রথাঙ্গেন চক্রেণ অঙ্কিতঃ যুক্তঃ পাণিঃ তেন) তং অভ্যুপাকৃষ্য সম্মুখং আকৃষ্য, পরিরেভে আলিঙ্গিতবান্ ॥ ৩৩ ॥

মহামনাঃ হৃষ্টমনাঃ সঙ্কর্ষণশ্চ প্রণতং অক্রূরং উপগুহ্য আশ্লিষ্য, পাণিনা তস্য পাণী (অঞ্জলিরূপেণ সংহতৌ হস্তৌ) গৃহীত্বা সানুজঃ কৃষ্ণেন সহ গৃহং অনয়ৎ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যস্য সঃ। স্বাখ্যানেঽক্রূরোঽহং নমস্করোমীতি কথনে নাশক্নোৎ ॥ ৩২ ॥

অভিপ্রেত্য অক্রূরোঽয়মেতদর্থমাগত ইতি জ্ঞাত্বা কংসহননসামর্থ্যং দ্যোতয়ন্নিব রথাঙ্গেন চক্রেণাঙ্কিতো যঃ পাণিস্তেনাভ্যুপাকৃষ্য স্বমালিঙ্গিতবান্ ॥ ৩৩ ॥

পাণী অঞ্জলিরূপেণ সংহতাবেব গৃহীত্বা ॥ ৩৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্বাখ্যানে স্বক্রূরোঽহং নমস্করোমীতি স্বকথনেঽপি ন শশাক ॥ ৩২ ॥

অভিপ্রেত্য অক্রূরোঽয়মেতদর্থমাগত ইতি জ্ঞাত্বা রথাঙ্গাঙ্কিতেন চক্রচিহ্নাঙ্কিতেন পাণিনা তং অভ্যুপাকৃষ্য স্বনিকটমাকৃষ্য আকর্ষণেন কংসহননসামর্থ্যং জ্ঞাপয়ন্নিবেতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

পাণিনা স্বদক্ষিণেন পাণী অঞ্জলিভূতৌ গৃহীত্বেতি গৃহীতমঞ্জলাবিতি তথৈব তন্মনোরথাৎ ॥ ৩৪ ॥

হইয়া গেল; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিল এবং এমন কি! ঔৎসুক্যে এরূপ কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল যে, তাঁহাদের সমক্ষে আপনার পরিচয় প্রদানেও সমর্থ হইলেন না ॥ ৩২ ॥

প্রণতবৎসল ভগবান্ গোবিন্দ অক্রূরের তাদৃশ অবস্থা দর্শনে মনে মনে সমস্তই অবগত হইলেন; এবং প্রীত প্রসন্নচিত্তে তাঁহার প্রতি নেত্রপাত করিয়া চক্রাঙ্কিত করকমলের প্রসারণে অক্রূরকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৩৩ ॥

মহামনা সঙ্কর্ষণও প্রণত অক্রূরকে হস্ত ধারণে উত্তোলন করিলেন এবং

স্পৃষ্ট্বাথ স্বাগতং তস্মৈ নিবেদ্য চ বরাসনং।
প্রক্ষাল্য বিধিবৎ পাদৌ মধুপর্কার্হণমাহরৎ ॥
নিবেদ্য গাঞ্চাতিথয়ে সংবাহ্য শ্রান্তমাদৃতঃ।
অন্নং বহুগুণং মেধ্যং শ্রদ্ধয়োপাহরদ্বিভুঃ ॥
তস্মৈ ভুক্তবতে প্রীত্যা রামঃ পরমধর্ম্মবিৎ।
মুখবাসৈ র্গন্ধমাল্যৈঃ পরাং প্রীতিং ব্যধাৎ পুনঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ।

অথ ততঃ স্বাগতং পৃষ্ট্বা তস্মৈ অক্রূরায় বরাসনং শ্রেষ্ঠাসনং, নিবেদ্য সমর্প্য, বিধিবৎ যথাবিধি, পাদৌ প্রক্ষাল্য মধুপর্কার্হণং প্রাহরৎ আনীয় সমর্পিতবান্ ॥

ততশ্চ আদৃতঃ আদরযুক্তঃ, বিভুঃ রামঃ, অতিথয়ে অক্রূরায়, গাং নিবেদ্য সমর্প্য, শ্রান্তং তং সংবাহ্য (পাদসম্বাহনাদিভিঃ) মেধ্যং বিশুদ্ধং, বহুগুণং ষড়্রসযুক্তং, অন্নং শ্রদ্ধয়া উপাহরৎ সমর্পয়ামাস ॥

ভুক্তবতে তস্মৈ অক্রূরায়, পরমধর্ম্মবিৎ (অতিথিপূজনস্য পরমধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞঃ) রামঃ প্রীত্যা মুখবাসৈঃ কর্পূরতাম্বূলাদিভিঃ, গন্ধমাল্যৈশ্চ পুনঃ পরাং প্রীতিং ব্যধাৎ উদপাদয়ৎ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

মধুপর্ক এবার্হণং তস্মিন্ বা যদুচিতমর্হণং আহরৎ আনীয় সমর্পিতবান্ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নিবেদ্য গামিতি পাদ্যাদ্যুপচারেষু গৌরিয়ং দৃশ্যতাং তবেতি নয়নেন্দ্রিয়সুখদানার্থং সুন্দরগবোপস্থানমপ্যেকো মঙ্গলোপচারঃ। মেধ্যমিতি দ্বাদশীপারণবিহিতমিত্যর্থঃ। অস্য দিনস্য দ্বাদশীত্বং পরশ্চশ্চতুর্দ্দশ্যাং ভুক্তরাজপূজায়াঃ কংসমারণাৎ। ন রাত্রৌ পারণং কুর্য্যাদিতি নিয়মাতিক্রমঃ কৃষ্ণগৃহান্নপ্রাপ্তিলোভাৎ ॥ ৩৫ ॥

তাঁহার অঞ্জলিবদ্ধ করদ্বয়কে নিজ হস্তে ধারণ করিয়া অনুজ শ্রীকৃষ্ণের সহিত গৃহমধ্যে আনয়ন করিলেন ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া উপবেশনার্থ উৎকৃষ্ট আসন প্রদান করিলেন এবং যথাবিধি পাদপ্রক্ষালন করিয়া মধুপর্কাদি উত্তম উত্তম অভ্যর্থনার দ্রব্য সম্মুখে আনয়ন করিয়াদিলেন ॥

পরে গাভী প্রদান পূর্ব্বক শ্রমাপনোদনার্থ অতি আদর সহকারে অতিথির পাদসম্বাহনাদি করিলেন, ও উৎকৃষ্ট নানাবিধ সুমিষ্ট ষড়্রসযুক্ত অন্ন ব্যঞ্জনাদি অক্রূরের সমক্ষে অতি আদরপূর্ব্বক আনয়ন করিলেন ॥

অক্রূরের ভোজন সমাপন হইলে, পরমধার্ম্মিক বলরাম বিশেষ প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক মুখবাসার্থ কর্পূর ও তাম্বূলাদি প্রদান করিয়া পুনরায় গন্ধ ও

পপ্রচ্ছ সৎকৃতং নন্দঃ কথং স্থ নিরনুগ্রহে।
কংসে জীবতি দাশার্হ সৌনপালা ইবাবয়ঃ ॥ ৩৬ ॥
যোঽবধীৎ স্বসুস্তোকান্ ক্রোশন্ত্যা অসুতৃপ্ খলঃ।
কিন্নু স্বিৎ তৎপ্রজানাং বঃ কুশলং বিমৃশামহে ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ।

ততঃ চ সৎকৃতং অক্রূরং নন্দঃ হে দাশার্হ! নিরনুগ্রহে অতিনিষ্ঠুরে, কংসে জীবতি সতি যূয়ং সৌনপালাঃ (সুনা হিংসা তৎপরঃ সৌনঃ পশুঘাতী মাংসবিক্রয়ী স এব পালকঃ যেষাং তে) আবয়ঃ মেষাঃ ইব কথং কেন প্রকারেণ স্থ জীবথ ইতি পপ্রচ্ছ ॥ ৩৬ ॥

অসুতৃপ্ (অসূন্ প্রাণান্ এব তর্পয়তীতি তথা) যঃ খলঃ পরোদ্বেজকঃ কংসঃ ক্রোশন্ত্যাঃ রুদন্ত্যাঃ স্বস্তুঃ ভগিন্যাঃ তোকান্ অপত্যানি অবধীৎ তৎপ্রজানাং (তস্য প্রজানাং) বঃ যুষ্মাকং কুশলং সুখং তু কিং নু স্বিৎ বিমৃশামহে বিচারয়াম ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সৎকৃতং সম্মানিতং নিরনুগ্রহে ক্রূরে, কথং কেন প্রকারেণ স্থ জীবথ। সৌনঃ পশুঘাতী স পালো যেষাং অবীনাং মেষাণাং তে ইব তত্তুল্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

নিরনুগ্রহত্বমাহ যোঽবধীদিতি। তোকান্ তোকানি। অসুতৃপ্ অসূনেব তর্পয়তি যঃ। অতঃ খলঃ। তস্য কংসস্য প্রজানাং। হে অক্রূর! যেষাং জীবনমাত্রমপি দুর্লভং তেষাং বঃ কিং কুশলং নু বিচারয়াম ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কথংস্থ জীবথেত্যর্থঃ। সৌনঃ পশুঘাতী স এব পালকো যেষাং তে অবয়ঃ মেষা ইবেতি ন জানে কস্মিংশ্চন দিনে যুষ্মান্ হনিষ্যতীত্যেবেতি ভয়মিতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

তোকান্ তোকান্যপত্যানি। কিং কুশলমিতি কুশলাভাবে নিশ্চিতেঽপি কথং কুশলং পৃচ্ছাম ইতি ভাবঃ। হে ইতি সম্বোধনে ॥ ৩৭ ॥

মাল্যাদি প্রদানে অক্রূরের নিতান্তই প্রীতিবর্দ্ধন করিয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

অক্রূরের যথোচিত সম্মান করা হইলে, নন্দ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন; এবং অক্রূরকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন যে, হে দাশার্হ? কংসের ন্যায় তাদৃশ নিষ্ঠুরাচারী ব্যক্তি এখনও জীবিত থাকিতে, পশুঘাতীর প্রতিপালিত মেষপালের ন্যায়, তোমরা কোন্ উপায়ে এখনও জীবন ধারণ করিতেছ! ॥ ৩৬ ॥

অহো! যে জীবনহারী খল শোককাতরা এবং উচ্চকণ্ঠে রোরুদ্যমানা স্বীয় ভগিনীর সদ্যোজাত শিশুসন্তানগুলিকে স্বহস্তে বধ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই, তাদৃশ পাষাণ-হৃদয়ের যখন তোমরা প্রজা, তখন তোমাদের

ইত্থং সুনৃতয়া বাচা নন্দেন সুসভাজিতঃ।
অক্রূরঃ পরিপৃষ্টেন জহাবধ্বপরিশ্রমং ॥ ৩৮ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অক্রূরাগমনং নামাষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ॥৩৮ ॥ ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥
সুখোপবিষ্টঃ পর্য্যঙ্কে রামকৃষ্ণোরুমানিতঃ।
লেভে মনোরথান্ সর্ব্বান্ পথি যান্ স চকার হ ॥

অন্বয়ঃ।

(কুশলং) পরিপৃষ্টেন নন্দেন ইত্থং সুনৃতয়া মধুরয়া, বাচা (পৃষ্টঃ) সুসভাজিতঃ সৎকৃতশ্চ, অক্রূরঃ অধ্বপরিশ্রমং জহৌ ॥ ৩৮ ॥

ইতি দশমে শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃতান্বয়ে অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ। রামকৃষ্ণোরুমানিতঃ (রামকৃষ্ণাভ্যাং উরু অধিকং মানিতঃ) পর্য্যঙ্কে সুখোপবিষ্টঃ সঃ অক্রূরঃ পথি যান্ মনোরথান্ চকার তান্ সর্ব্বান্ লেভে ॥

শ্রীধরস্বামী।

মধুরয়া বাচা ইত্থং সৎকৃতঃ। তেনৈব বাচা পরিপৃষ্টেন প্রশ্নেন অধ্বপরিশ্রমং সংসারপরিশ্রমং জহাবিতি ॥ ৩৮ ॥

॥ * ॥ ইতি দশমে অষ্টত্রিংশঃ ॥ * ॥

নবত্রিংশে পুরীং গচ্ছত্যুচ্যতে গোপিকোক্তয়ঃ।
অক্রূরেণাথ কালিন্দ্যাং বিষ্ণুলোকস্য দর্শনং ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সুনৃতয়া মধুরয়া বাচা যৎ পরিপৃষ্টং প্রশ্নস্তেন সভাজিতঃ সৎকৃতঃ। জহৌ ততাজ ॥ ৩৮

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
অষ্টত্রিংশোঽত্র দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥
নবত্রিংশে পুরীং যাতি প্রিয়ে গোপ্যোঽতিবিহ্বলাঃ।
বিলেপুর্যমুনামগ্নোঽক্রূরো বৈকুণ্ঠমৈক্ষত ॥ * ॥

আর কুশল সম্বন্ধের আলোচনা আমাদের সম্পূর্ণ নিরর্থক ॥ ৩৭ ॥

তাঁহাদের সকলের কর্ত্তৃক অক্রূর এই প্রকারে সমাদৃত হইয়া, নন্দ-পৃষ্ট বিবিধ সুমিষ্ট কথোপকথনে পথের পরিশ্রম পরিহার করিলেন ॥ ৩৮ ॥

ইতি দশমে শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃত অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শুকদেব তখন রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! ভক্তচূড়ামণি অক্রূর এই প্রকারে বলরাম কর্ত্তৃক যথেষ্ট সম্মানিত হইয়া

কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে।
তথাপি তৎপরা রাজান্নাভিবাঞ্ছন্তি কিঞ্চন ॥
সায়ন্তনাশনং কৃত্বা ভগবান্ দেবকী সুতঃ।
সুহৃৎসু বৃত্তং কংসস্য পপ্রচ্ছান্যচ্চিকীর্ষিতং ॥ ১ ॥
শ্রীভগবানুবাচ ॥
তাত সৌম্যাগতঃ কচ্চিৎ স্বাগতং ভদ্রমস্তু বঃ।

অন্বয়ঃ।

শ্রীনিকেতনে লক্ষ্মীপতৌ, ভগবতি প্রসন্নে সতি কিং অলভ্যং (ভবেৎ ন কিমপি ইতি) তথাপি হে রাজন্! তৎপরাঃ জনাঃ কিঞ্চন ন অভিবাঞ্ছন্তি ॥

ততঃ দেবকীসুতঃ ভগবান্ কৃষ্ণঃ, সায়ন্তনং সায়ংকালোচিতং ভোজনং, কৃত্বা সুহৃৎসু বসুদেবাদিষু কংসস্য বৃত্তং বর্ত্তনপ্রকারং, অন্যচ্চ যৎ চিকীর্ষিতং তৎ পপ্রচ্ছ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে তাত সৌম্য! কচ্চিৎ স্বাগতং নির্ব্বিঘ্নং যথা স্যাৎ তথা ত্বং

শ্রীধরস্বামী।

ভক্তানাং মনোরথাঃ সত্যা ভবন্তীতি ভোক্তব্যমাহ সুখোপবিষ্ট ইতি। রামকৃষ্ণাভ্যাং উরু অধিকং মানিতঃ ॥ ১ ॥

হে তাত সৌম্য স্বাগতং যথা তথা আগতঃ। স্বজ্ঞাতিবন্ধূনাং যে সুহৃদঃ জ্ঞাতয়ঃ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্থ কথমক্রূরেণ কেবলং কৃষ্ণদর্শনস্পর্শনাদাবেব মনোরথাঃ কৃতাঃ নতু পারমেষ্ঠ্য-

---

পর্য্যঙ্কোপরি সুখে উপবেশন করিলেন। গমন কালে পথিমধ্যে তিনি মনে মনে যেরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, গোকুলে উপনীত হইয়া তাঁহার সেই সকল সাধই পূরণ হইয়াছিল ॥

অহো! সাক্ষাৎ কমলাপতি ভগবান্ যদি সুপ্রসন্ন হন, তাহা হইলে কিছুই অলভ্য থাকে না; তথাপি ভগবদ্ভক্তগণ কিছুই প্রার্থনা রাখেন না ॥

অনন্তর দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সায়ংকালীন ভোজনাদি সমাপন করিয়া অক্রূরের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং বসুদেবাদি স্বকীয় সুহৃৎ-বর্গের প্রতি কংসের আচরণ ও তাহার অন্যান্য উদ্‌যোগ সম্বন্ধে অক্রূরকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে প্রিয় পিতৃব্য! আপনি ত নিরাপদে আগমন

আভাস।

উনচত্বারিংশ অধ্যায়ে অক্রূরের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রা, গোপীগণের খেদোক্তি এবং যমুনায় অক্রূরের বিষ্ণুলোকদর্শন বর্ণিত হইয়াছে ॥

অপি স্বজ্ঞাতিবন্ধূনামনমীবমনাময়ং ॥ ২ ॥
কিং নু নঃ কুশলং পৃচ্ছে এধমানে কুলাময়ে।
কংসে মাতুলনাম্ন্যঙ্গ স্বানাং বস্তুৎপ্রজাসু চ ॥ ৩ ॥
অহো অস্মদভূদ্ভূরি পিত্রোর্বৃজিনমার্য্যয়োঃ।

অন্বয়ঃ।

আগতঃ, বঃ যুষ্মাকং ভদ্রং অস্তু, স্বজ্ঞাতিবন্ধূনাং অপি কিং অনমীবং পাপাভাবঃ, বা অনাময়ং আরোগ্যং অস্তি ॥ ২ ॥

হে অঙ্গ! মাতুলনাম্নি (নামমাত্রেণ মাতুলে বস্তুতস্তু) নঃ অস্মাকং কুলাময়ে (কুলস্য আময়ে রোগতুল্যে) কংসে এধমানে বর্দ্ধমানে, সতি নঃ অস্মাকং, স্বানাং জ্ঞাতীনাং, তৎ প্রজাসু চ (বঃ যুষ্মাকং ইতিচ পাঠঃ) কিং নু কুশলং পৃচ্ছে ॥ ৩ ॥

অহো! অস্মৎ অস্মত্তঃ, নিমিত্তাৎ, আর্য্যয়োঃ পূজ্যয়োঃ, পিত্রোঃ মাতাপিত্রোঃ ভূরি বৃজিনং দুঃখং, অভূৎ; যৎ যস্মাৎ অস্মত্তঃ তয়োঃ পুত্রমরণং জাতং যদ্ধেতোঃ চ তয়োঃ

শ্রীধরস্বামী।

সপিণ্ডাঃ বন্ধবঃ অসপিণ্ডাঃ সম্বন্ধিনঃ তেষাং অপি কিং অনমীবং অপাপমদুঃখং সুখমিতি যাবৎ। অনাময়মারোগ্যং ॥ ২ ॥

এবং প্রাশ্নোঽপি মম নাতিসঙ্গচ্ছত ইত্যাহ কিং নু ইতি। অঙ্গ হে অক্রূর। পৃচ্ছে পৃচ্ছামি নোঽস্মাকং কুলস্যাময়ে রোগে বর্দ্ধমানে মাতুলনাম্নি মাতুল ইতি নাম যস্য তস্মিন্ বঃ স্বানাং জ্ঞাতীনাং তস্য প্রজাসু চ ॥ ৩ ॥

অস্মৎ অস্মন্নিমিত্তং বৃজিনং দুঃখং। আর্য্যয়ো নিরপরাধয়োঃ। যদ্ধেতো র্যো

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সাযুজ্যাদৌ ভক্তাহ কিমলভ্যমিতি ॥ ১ ॥ ২ ॥

যে সুহৃদঃ জ্ঞাতয়ঃ সপিণ্ডাঃ বন্ধবোঽসপিণ্ডাস্তেষাং কিমনমীবং পাপাভাবঃ। অনাময়মারোগ্যঞ্চ ॥ ৩ ॥

কুশলপ্রশ্নোঽপি নাতিসঙ্গচ্ছত ইত্যাহ কিন্বিতি। অঙ্গ হে অক্রূর পৃচ্ছে পৃচ্ছামি।

করিয়াছেন! আপনাদের সমস্ত মঙ্গল ত! তথাকার আত্মীয় জ্ঞাতি, বন্ধু ও বান্ধবগণ সকলে ভাল আছেন ত! কংসের অত্যাচারে তাঁহাদিগকে কোন অসৎপথ অবলম্বন করিতে হয় নাই ত! ॥ ২ ॥

হে শোভন! মাতুল নামধারী তাদৃশ কুলাঙ্গার যাবৎ স্বপরাক্রমে উন্নত থাকিতে, আমাদের সুহৃদ্‌বর্গ ও আপনাদের সন্তান সন্ততির সম্বন্ধে আর কি কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিব? ॥ ৩ ॥

অহো! আমরাই এই সকল অনর্থের মূল! আমাদের জন্যই সেই

যদ্ধেতোঃ পুত্রমরণং যদ্ধেতো বন্ধনং তয়োঃ ॥ ৪ ॥
দিষ্ট্যাদ্য দর্শনং স্বানাং মহ্যং বঃ সৌম্য কাঙ্ক্ষিতং।
সংজাতং বর্ণ্যতাং তাত তবাগমনকারণং ॥ ৫ ॥
শ্রীশুক উবাচ ॥
পৃষ্টো ভগবতা সর্ব্বং বর্ণয়ামাস মাধবঃ।
বৈরানুবন্ধং যদুষু বসুদেববধোদ্যমং ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।

বন্ধনং প্রাপ্তঃ ॥ ৪ ॥

কিঞ্চ হে সৌম্য! প্রিয়! মহ্যং মম, স্বানাং স্বকীয়ানাং, বঃ যুষ্মাকং, কাঙ্ক্ষিতং দর্শনং অস্তু ইদানীং দিষ্ট্যা সৌভাগ্যেনৈব, সংজাতং অতঃ হে তাত! তব আগমনকারণং (আগমনস্য কারণং) বর্ণ্যতাং ॥ ৫ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ। এবং ভগবতা পৃষ্টঃ মাধবঃ মধুবংশপ্রভবঃ, অক্রূরঃ (কংসস্য) যদুষু বৈরানুবন্ধং তথা বসুদেববধোদ্যমং ইতি সর্ব্বং বর্ণয়ামাস ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ইতমেব হেতুস্তস্মাৎ ॥ ৪ ॥

হে সৌম্য স্বানাং বো দর্শনং অস্তু মম সংজাতং। এতদ্দিষ্ট্যা ভদ্রং ॥ ৫ ॥

মাধবঃ মধুবংশজঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নঃ কুলাময়ে অস্মৎকুলস্য রোগরূপে কংসে নঃ স্বানাং অস্মজ্জাতীনাং ॥ ৪ ॥

অস্মৎ অস্মত্তঃ মত্তঃ পুত্রাণাং বৃজিনং দুঃখং তদেব কিং তত্রাহ। যোঽহমেব হেতুস্তস্মাৎ ॥ ৫ ॥

কাঙ্ক্ষিতমিতি যদেব কারণীকৃত্য তত্র গত্বা কংসং হনিষ্যামীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

পূজ্যতম জনক জননীর এই দারুণ যাতনা; আমাদের নিমিত্তই তাঁহাদের তাদৃশ সদ্যোজাত পুত্রসমূহের নিধন এবং তাঁহাদের এই বিষম বন্ধনক্লেশ সহ্য করিতে হইতেছে ॥ ৪ ॥

কিন্তু হে প্রিয়দর্শন! আপনাকে দেখিবার জন্য বহুকাল হইতে আমাদের মনে বাসনা জন্মিয়াছিল! অদ্য নিতান্ত সৌভাগ্যবলেই আপনার দর্শন লাভ করিলাম! এক্ষণে হে তাত! এখানে আপনার আগমনের কারণ বর্ণন করুন! ॥ ৫ ॥

শুকদেব বলিলেন, মধুবংশাবতংস ভাগবতশ্রেষ্ঠ অক্রূর শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এই প্রকারে অভিহিত হইয়া, যদুগণের প্রতি কংসের বৈরতা এবং বসুদেবকে

যৎসন্দেশো যদর্থং বা দূতঃ সংপ্রেষিতঃ স্বয়ং।
যদুক্তং নারদেনাস্য স্বজন্মানকদুন্দুভেঃ ॥ ৭ ॥
শ্রুত্বাক্রূরবচঃ কৃষ্ণো রামশ্চ পরবীরহা।
প্রহস্য নন্দং পিতরং রাজ্ঞাদিষ্টং বিজজ্ঞতুঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ।

যৎসন্দেশঃ (যঃ ধনুর্মখঃ তস্য সন্দেশঃ) যদর্থং চানূরাদিভি র্ঘাতনার্থং সোপায়নানয়নার্থং স্বয়ং দূতঃ দূতীকৃতঃ (কংসেন) সংপ্রেষিতঃ যং চ আনকদুন্দুভেঃ সকাশাৎ স্বস্য কৃষ্ণস্য জন্ম নারদেন উক্তং (তৎ সর্ব্বং বর্ণয়ামাস) ॥ ৭ ॥

পরবীরহা (পরান্ শত্রুভূতান্ বীরান্ হন্তীতি) কৃষ্ণঃ রামশ্চ ইতি অক্রূরবচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য রাজ্ঞা কংসেন আদিষ্টং (ধনুর্যাগনিরীক্ষণার্থং বয়ং আহূতাঃ ইতি) নন্দং বিজজ্ঞতুঃ বিশেষেণ জ্ঞাপয়ামাসতুঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যো ধনুর্মখঃ ছদ্মসন্দেশো যস্য। যদর্থং চানূরমুষ্টিকাদিভির্ঘাতনার্থং। অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য স্বজন্ম শ্রীকৃষ্ণজন্ম আনকদুন্দুভেঃ সকাশাৎ ॥ ৭ ॥

বিজজ্ঞতুঃ বিশেষেণ জ্ঞাপয়ামাসতুঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মাধবঃ মধুবংশভবঃ। যঃ ধনুর্মখছদ্মা সন্দেশো যস্য চাণূরাদিভির্ঘাতনার্থং ॥ ৭ ॥

প্রহস্যেতি স্বমৃত্যুমপি নিমন্ত্র্য স্বাস্তিকমানেতুমুপক্রমতে যুষ্মাকং রাজেত্যর্থস্য ভোজকোঽয়ং প্রহাসঃ রাজ্ঞাদিষ্টং ধনুর্মখোৎসবনিমন্ত্রণং বিজ্ঞাপয়ামাসতু র্ন তু রহস্যং ॥ ৮ ॥

নিহত করিবার জন্য তাহার চেষ্টা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন ॥ ৬ ॥

ধনুর্যাগের ছলনায় যে অভিপ্রায় সাধনার্থ কংস বিবিধ অহণ সামগ্রী সহ শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইবার জন্য অক্রূরকে গোকুলে প্রেরণ করিয়াছে এবং বসুদেবের গৃহে শ্রীকৃষ্ণের অবতার সে যে নারদমুখে অবগত হইয়াছে ও তাহার প্রতিকারার্থই কংসের এত উদ্‌যোগ, এই সকল বৃত্তান্ত শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধানে অক্রূর আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন ॥ ৭ ॥

দৈত্যদলনকারী শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অক্রূরমুখে এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং ধনুর্যজ্ঞ দর্শনার্থ তাঁহারা যে সকলে কংস কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, এই কথাই নন্দগোপকে বিশেষরূপে অবধারণ করাইলেন ॥ ৮ ॥

গোপপতি নন্দও সমস্ত গোপগণকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন যে,

গোপান্ সমাদিশৎ সোঽপি গৃহ্যতাং সর্ব্বগোরসঃ।
উপায়নানি গৃহ্লীধ্বং যুজ্যন্তাং শকটানি চ ॥ ৯ ॥
যাস্যামঃ শ্বো মধুপরীং দাস্যামো নৃপতে রসান্।
দ্রক্ষ্যামঃ সুমহৎ পর্ব্ব যান্তি জানপদাঃ কিল ॥ ১০ ॥
এবমাঘোষয়ৎ ক্ষত্রা নন্দগোপশ্চ গোকুলে ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ।

সঃ নন্দঃ অপি সর্ব্বগোরসঃ ক্ষীরাদিঃ গৃহ্যতাং, উপায়নানি রাজ্ঞে দাতুং যোগ্যানি গৃহ্লীধ্বং, শকটানি চ যুজ্যন্তাং ইতি গোপান্ সমাদিশৎ ॥ ৯ ॥

শ্বঃ সমনন্তরদিনে, মধুপুরীং প্রতি যাস্যামঃ, নৃপতেঃ কংসস্য, রসান্ ক্ষীরঘৃতাদীন্ করান্, দাস্যামঃ সুমহৎ পর্ব্ব ধনুর্যাগমহোৎসবং, দ্রক্ষ্যামঃ, জানপদাঃ সর্ব্বদেশনিবাসিনঃ (নিমন্ত্রিতাঃ) যান্তি গচ্ছন্তি ॥ ১০ ॥

এবং নন্দগোপঃ ক্ষত্রা ব্রজরক্ষাধিকৃতেন, গোকুলে আ সম্যক্ অঘোষয়ৎ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সোঽপি নন্দোঽপি গোপান্ সমাদিশৎ। তদেব দর্শয়তি গৃহ্যতামিত্যাদিনা। গোরসঃ ক্ষীরাদিঃ উপায়নানি উত্তমবস্তূনি ॥ ৯ ॥

রসান্ ঘৃতাদীন্ শব্দচ্ছলেনেদং সূচয়তি অচিকিৎস্যস্য রোগস্য চিকিৎসার্থং রসান্ দাস্যাম ইতি। ১০।

ক্ষত্রা ব্রজরক্ষাধিকৃতেন আঘোষয়ৎ সর্ব্বতো বোধিতবান্ ॥ ১১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সোঽপি নন্দঃ ॥ ৯ ॥

রসান্ ঘৃতাদীন্ নৃপতেঃ করান্। জানপদা ইতি সর্ব্বজনপদবাসিনশ্চ যান্তীত্যতো-ঽস্মাকমত্র কা রিপ্রতিপত্তিরিতি ভাবঃ। ক্ষত্রা ব্রজনগররক্ষাধিকারিণা ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

রাজাকে প্রদান করিতে পারা যায়, এরূপ উত্তম দ্রব্য সামগ্রী এবং দধি, দুগ্ধ ও ঘৃতাদি তোমরা সত্বর সংগ্রহ কর! এবং মথুরায় গমনার্থ শকট সমস্ত প্রস্তুত কর! ॥ ৯ ॥

মহারাজ কংস সুমহৎ ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন; যজ্ঞ দর্শনার্থ আমরা কল্যই প্রাতে মথুপুরে যাত্রা করিব; এবং তথায় মহারাজকে দধিদুগ্ধাদি বিবিধ গোরস প্রদান করিব। ঐ দেখ! ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী লোকসমূহ নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করিতেছে ॥ ১০ ॥

এই প্রকারে নন্দগোপ ব্রজরক্ষক প্রহরিগণের দ্বারা সমস্ত গোকুলে এই সংবাদ ঘোষণা করিলেন ॥ ১১ ॥

গোপ্যস্তাস্তদুপশ্রুত্য বভূবুর্ব্যথিতা ভৃশং।
রামকৃষ্ণৌ পুরীং নেতুমক্রূরং ব্রজমাগতং ॥ ১২ ॥
কাশ্চিত্তং কৃতহৃত্তাপশ্বাসম্লানমুখশ্রিয়ঃ।
স্রংসদ্দুকূলবলয়কেশগ্রন্থ্যশ্চ কাশ্চন ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ।

তৎ তদা, তাঃ কৃষ্ণৈকজীবনাঃ গোপ্যঃ রামকৃষ্ণৌ পুরীঃ প্রতি নেতুং অক্রূরং ব্রজং আগতং উপশ্রুত্য ভৃশং অত্যন্তং, ব্যথিতাঃ বভূবুঃ ॥ ১২ ॥

কাশ্চিৎ গোপ্যঃ তৎকৃতহৃত্তাপশ্বাসম্লানমুখশ্রিয়ঃ (তেন শ্রবণেন কৃতঃ যো হৃত্তাপঃ তেন যঃ শ্বাসঃ তেন ম্লানা মুখশ্রীঃ যাসাং তাঃ তথা বভূবুঃ) কাশ্চনঃ স্রংসদ্দুকূলবলয়কেশ-গ্রন্থ্যঃ (স্রংসন্তঃ দুকূলানি বলয়ানি কেশগ্রন্থয়শ্চ যাসাং তাঃ তথাভূতাঃ বভূবুঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তাঃ কৃষ্ণৈকজীবনা গোপ্যস্তদা অক্রূরমাগতমুপশ্রুত্য ইতি ॥ ১২ ॥

ব্যথালিঙ্গান্যাহ পঞ্চভিঃ কাশ্চিদিতি। তেন শ্রবণেন কৃতো হৃত্তাপস্তেন শ্বাসস্তেন ম্লানা মুখশ্রীর্যাসাং তাঃ বভূবুঃ দুকূলানি চ বলয়ানি চ কেশগ্রন্থয়শ্চ স্রংসন্তো দুকূলাদয়ো যাসাং তথাভূতাঃ কাশ্চন বভূবুরিতি ॥ ১৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তদা তাঃ প্রসিদ্ধাঃ কৃষ্ণৈকজীবনা গোপাঃ অক্রূরমাগতমুপশ্রুত্য ॥ ১২ ॥

ব্যথালিঙ্গানি পঞ্চভির্বর্ণয়ংস্তাসু ভদ্রাদীনাং শ্বাসবৈবর্ণ্যে আহ কাশ্চিদিতি। তেন শ্রবণেন কৃতো যঃ সন্তাপস্তস্মাচ্চ যঃ শ্বাসস্তেন ম্লানা মুখশ্রীর্যাসাং তাং শ্যামলাদীনাং সহসা কার্শ্যমপ্যাহ স্রংসদিতি ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণৈকপ্রাণা গোপললনাগণ যখন শ্রবণ করিলেন যে, রামকৃষ্ণকে মধুপুরে লইয়া যাইবার নিমিত্ত অক্রূর আগমন করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের আর দুঃখের পরিসীমা রহিল না ॥ ১২ ॥

ভাবী কৃষ্ণবিরহের সন্তাপ এত তীব্রভাবে তাঁহাদের হৃদয়কে ব্যথিত করিতে লাগিল যে, দীর্ঘশ্বাসে মুখশ্রীঃ মলিন হইয়া গেল, অধিক কি! অনেক গোপিকার অঙ্গ হইতে বস্ত্র, ভূষণ ও কেশবন্ধন শিথিল হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইতে লাগিল ॥ ১৩ ॥

আভাস।

মথুরাপতি কংসের ধনুর্যজ্ঞ দর্শনার্থ নিমন্ত্রিত ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণ সহ তথায় গমনের নিমিত্ত সকলেই উৎসুক হইলেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণপ্রাণা গোপবধূগণের আর দুঃখের পরিসীমা রহিল না। শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা প্রকৃত আপনার বলিয়া জানিতেন; তাঁহার প্রেমে আকুল হইয়া সমগ্র সংসার বিস্মিত হইতেন; কৃষ্ণব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুই তাঁহাদের

অন্যাশ্চ তদনুধ্যাননিবৃত্তাশেষবৃত্তয়ঃ।
নাভ্যজানন্নিমং লোকমাত্মলোকং গতা ইব ॥ ১৪ ॥
স্মরন্ত্যশ্চাপরাঃ শৌরেরনুরাগস্মিতেরিতাঃ।
হৃদিস্পৃশশ্চিত্রপদা গিরঃ সংমুমুহুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥

অন্বয়ঃ।

অন্যাস্তু গোপ্যঃ তদনুধ্যাননিবৃত্তাশেষবৃত্তয়ঃ (তস্য ভগবতঃ অনুধ্যানেন নিবৃত্তাঃ অশেষাঃ বৃত্তয়ঃ যাসাং তাঃ) আত্মলোকং গতাঃ ইব (সমাহিতাঃ সত্যঃ) ইমং লোকং স্বদেহমপি ন অভ্যজানন্ ॥ ১৪ ॥

অপরাঃ স্ত্রিয়ঃ অনুরাগস্মিতেরিতাঃ (অনুরাগেণ যৎস্মিতং তেন ঈরিতাঃ) হৃদিস্পৃশঃ (হৃদি স্পৃশন্তীতি মনোজ্ঞাঃ) চিত্রপদাঃ (চিত্রাণি পদানি যাসু তাঃ) শৌরেঃ কৃষ্ণস্য, গিরঃ স্মরন্ত্যঃ সংমুমুহুঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যানুধ্যানেন নিবৃত্তা অশেষাশ্চক্ষুরাদিবৃত্তয়ো যাসাং তাঃ। ইমং লোকং দেহমপি ন জানন্তিস্ম মৃতা ইবেতি ॥ ১৪ ॥

অপরাঃ স্ত্রিয়ঃ শৌরের্গিরঃ স্মরন্ত্যঃ সংমুমুহুঃ। কপভূতা গিরঃ। অনুরাগেণ যৎ স্মিতং

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

চন্দ্রাবল্যাদীনাং প্রণয়মপ্যাহ। তস্যানুধ্যানেন ধ্যানধারণয়া নিবৃত্তা অশেষাশ্চক্ষুরাদিবৃত্তয়ো যাসাং তাঃ। ইমং লোকং দেহদৈহিকপদার্থং সর্ব্বমেব আত্মলোকং পরমাত্মস্বরূপং প্রাপ্তা ইবেতি দেহাদ্যজ্ঞানমাত্রেণ দৃষ্টান্তঃ। নত্বাস্বাদাংশেঽপি। কাচকাঞ্চনয়োরিব ব্রহ্মাস্বাদপ্রেমাস্বাদয়োস্তুল্যত্বানৌচিত্যাৎ ॥ ১৪ ॥

রাধাদীনান্তু প্রণয়াতিশয়মাহ স্মরন্ত্য ইতি শৌরেরিতি। সম্প্রতি শূরাপত্যত্বমভিমন্যমানা যো গন্তুকামস্তস্তেতি তাসাং পক্ষপাতিনঃ শ্রীশুকস্য প্রণয়েরেবোক্তিঃ। অনুরাগব্যঞ্জকং যৎ স্মিতং তেন ঈরিতাঃ চিত্রাণি বিস্ময়জনকানি পদানি যাসু তা গিরঃ। ন পারয়েঽহং

কেহ বা কৃষ্ণ চিন্তায় এতই নিমগ্নমনা হইলেন যে, তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞান আর কিছুই রহিল না; সমাহিতচিত্তে আত্মচিন্তায় নিরত হইবার ন্যায়, তাঁহারা স্বীয় দেহতত্ত্বও বিস্মৃত হইয়া গেলেন ॥ ১৪ ॥

অপর নারীগণ শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগব্যঞ্জক ঈষৎ হাস্য ও হৃদয়স্পর্শী

আভাস।

হৃদয়ে স্থান পাইত না; অধিক কি! তাঁহারা নিজেদের অস্তিত্বও এক কৃষ্ণসম্বন্ধেই স্থির জ্ঞান করিতেন; অতএব সময়ে সময়ে নিজের স্বরূপও তাঁহারা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া কৃষ্ণময় ভাবে অবস্থান করিতেন। তাদৃশ প্রেমিকাগণ যখন শুনিলেন যে, তাঁহাদের প্রাণহরিকে মথুরায় লইয়া যাইবার জন্য অক্রূর আগমন করিয়াছেন, তখনই যেন তাঁহাদের প্রাণ

গতিং সুললিতাং চেষ্টাং স্নিগ্ধহাসাবলোকনং।
শোকাপহানি নর্ম্মাণি প্রোদ্দামচরিতানি চ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।

মুকুন্দস্য সুললিতাং সুন্দরত্বরাং গতিং চেষ্টাং (রাসক্রীড়াদ্যাত্মিকাং) স্নিগ্ধহাসাবলোকনং (স্নিগ্ধঃ যঃ হাসঃ তদ্যুক্তং অবলোকনং) চ শোকাপহানি (শোকং অপহন্তীতি) নর্ম্মাণি পরিহাসবাক্যানি, প্রোদ্দামচরিতানি চ (প্রোদ্দামানি অত্যুন্নতানি) [গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদীনি চ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তেন ঈরিতাঃ হৃদি স্পৃশন্তীতি হৃদিস্পৃশঃ মনোজ্ঞাশ্চিত্রাণি পদানি যাসু তাঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নিরবদ্যসংযুজামিত্যাদি বাক্যানি স্মরন্ত্যঃ সম্যগেব মুমুহুঃ। পূর্ব্বাস্তদ্রূপস্যৈব ধ্যানধারয়ৈব মুমুহুঃ। এতাস্তু তদ্বাচোঽপি স্মরণেনাপি সম্যগেব মুমুহুরিতি পূর্ব্বতঃ প্রেমবৈশিষ্ট্যবত্ত্যো জ্ঞেয়াঃ ॥ ১৫ ॥

মনোজ্ঞ ভাববোধক বিচিত্র বাক্যসমূহ স্মরণ করত বিমোহিতার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥

মুকুন্দের সুললিত গতি, রাসক্রীড়াদি বিবিধ চেষ্টা, মৃদু মধুর প্রেমব্যঞ্জক অবলোকন, শোকাপহারক পরিহাস বাক্য এবং গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদি উচ্চাঙ্গের ক্রিয়াকলাপ ॥ ১৫ ॥

আভাস।

পুত্তলিকাকে কেহ বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছে, এরূপ বোধ করিতে লাগিলেন। আগ্নেয়গিরির অন্তরস্থ গালিত ধাতুদ্রব্য প্রচণ্ড অগ্ন্যুত্তাপে শীর্ষদেশ দিয়া অবিরলধারে বাহিরে নির্গত হইয়াই ক্ষান্ত হয়, পর্ব্বতকে আর ধ্বংস করে না, কিন্তু গোপীহৃদয়স্থ শ্রীকৃষ্ণের বিরহসন্তাপ অবিরলধারে নয়নাশ্রু ও দীর্ঘশ্বাসরূপে নির্গত হইয়াও ক্ষান্ত হয় নাই; গোপীদেহকেও জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিল। জীবনহীন দেহের ন্যায়, তাঁহাদের কলেবর এতই দুর্ব্বল ও মলিন হইল যে, তাঁহাদের বস্ত্রাভরণাদি শিথিল হইয়া ভূপতিত হইতে লাগিল, ও কবরীবন্ধন আলুলায়িত হইল। সমাধিস্থ যোগেন্দ্রগণ ধ্যান ধারণাদির দ্বারা পরমাত্মচিন্তনে নিবিষ্ট হইলে, স্বীয় দেহ বা গেহাদির উপর যেমন তাঁহাদের কোন চিন্তা থাকে না, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিষয় চিন্তা করত সেই রাত্রিতে তাঁহাদের আর অন্য কোন বিষয়ই হৃদয়ে স্থান পায় নাই ॥ ১২—১৫ ॥

পরদিন প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণের ভাবী বিরহানল যেন নূতন শঙ্কারূপ ধারণে তাঁহাদিগকে ব্যথিত করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহারা আর কেহ গৃহে স্থির থাকিতে পারিলেন না; তখন যেন সেই তাঁহাদের জীবনের শেষ দিবস, এইরূপ ভাবিয়া লজ্জা ও ভয়ে জলাঞ্জলি

চিন্তয়ন্ত্যো মুকুন্দস্য ভীতা বিরহকাতরাঃ।
সমেতাঃ সঙ্ঘশঃ প্রোচুরশ্রুমুখ্যোঽচ্যুতাশয়াঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ।

চিন্তয়ন্ত্যঃ মুকুন্দস্য বিরহকাতরাঃ (ভাবিনা বিরহেণ কাতরাঃ বিহ্বলাঃ) অচ্যুতাশয়াঃ (অচ্যুতে শ্রীকৃষ্ণে এব আশয়ঃ যাসাং তাঃ) ভীতাঃ অশ্রুমুখ্যঃ অশ্রূণি মুখেষু যাসাং তাঃ) গোপ্যঃ সঙ্ঘশঃ যূথশঃ সমেতাঃ মিলিতাঃ সত্যঃ প্রোচুঃ (ইতি দ্বয়োরন্বয়ঃ) ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বিরহেণ কাতরা বিহ্বলাঃ। অচ্যুতে আশয়ো যাসাং তাঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

এবং মূর্চ্ছাদিসঞ্চারিগ্রস্তা এব রাত্রিং গময়িত্বা পুনশ্চ কিং জাতমিতি শঙ্কাসঞ্চারি-সংস্কারপ্রাবল্যেন লব্ধবাহ্যানুসন্ধানাঃ পরমোৎকণ্ঠয়া প্রাত র্ব্রজরাজপুরদ্বার এব আগতাঃ। ভাবিবিরহবত্ত্বেন সাম্যাৎ সর্ব্বাঃ সংহত্য বিলেপুরিত্যাহ গতিমিতি। নিমেষবিরহতোঽপি ভীতাঃ সম্প্রতি তু ভাবিনা মহাবিরহেণ বিহ্বলাঃ সঙ্ঘশঃ সমেতাঃ যূথৈর্যূথৈঃ সংগত্য মিলিতাঃ ॥ ১৬ ॥

চিন্তা করত; কৃষ্ণপ্রাণা গোপিকাকুল ভাবী কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন; ভয়ে নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল; তাঁহারা আকুলপ্রাণে সকলে দলে দলে এক স্থানে সমবেত হইয়া বিধাতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক মর্ম্মবেদনা প্রকাশে বলিলেন ॥ ১৬ ॥

হে বিশ্ববিধাতঃ! তোমার দয়ার লেশমাত্র কোথাও দেখিতে পাই না! পরস্পরের হিতানুষ্ঠানে ও প্রণয়ের বন্ধনে তুমি জনগণকে পরস্পরে

আভাষ।

প্রদান পূর্ব্বক উন্মাদিনীর ন্যায়, নিতান্ত উৎকণ্ঠা সহকারে দলে দলে ব্রজরাজের পুরদ্বারে উপনীত হইতে লাগিলেন। অহো! নিমেষমাত্রের বিরহ যাঁহাদের নিকট প্রলয় বলিয়া বোধ হইত, অদ্য তাঁহারা ভাবী মহাবিরহে যে কিরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, বিরহীজন ব্যতীত কখনই তাহা কথঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারেন না। কৃষ্ণমিলনের হেতু যেমন তাঁহারা নিরূপণ করিতে পারেন নাই, তদ্রূপ বিরহের কারণও নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হইয়া সর্ব্ববিধানকর্ত্তা বিধাতারই শরণাপন্ন হইলেন। নিষ্ঠুরের শরণাগত হইলে, পাছে অধিকতর নির্দ্দয়তারই পরিচয় হয়, এই ভাবিয়া তাঁহার কর্ত্তব্যতার বিচার পূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া বলিলেন; হে বিশ্ববিধাতর! তোমার কার্য্যেও লেশমাত্র দয়ার পরিচয় কুত্রাপি নয়নগোচর হয় না। তুমি জীবকে পরস্পরে প্রণয়বন্ধনে যেরূপ দৃঢ়ভাবে বন্ধন কর, তাহাতে যে তাহাদের বিচ্ছেদ কখন কোন সময়ে ঘটিবে, তাহার গন্ধমাত্র উপলব্ধ হয় না! কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তোমার বন্ধনের উদ্দেশ্য কোনরূপ চরিতার্থ না হইতেই যে, তাহা

গোপ্য ঊচুঃ ॥

অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনক্ষ্যপার্থকং বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।

গোপ্যঃ ঊচুঃ। হে বিধাতঃ! তব ক্বচিৎ কাপ্যংশে দয়া ন অস্তি যতঃ মৈত্র্যা হিতাচরণেন, প্রণয়েন স্নেহেন, দেহিনঃ জনান্, সংযোজ্য অকৃতার্থান্ অপূর্ণমনোরথান্ এব তান্ বিযুনক্ষি বিয়োজয়সি; অহো! অর্ভকবিচেষ্টিতং (অর্ভকস্য বালকস্য সংকল্প-বিহীনস্য চেষ্টিতং) যথা তথা তে তব বিচেষ্টিতং অপার্থকং প্রয়োজনশূন্যং এব ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্গভিং বিধায় বিঘটয়তীতি বিধাতারং প্রত্যেবমাক্রোশন্ত্য আহুরহো ইতি। মৈত্র্যা হিতাচরণেন প্রণয়েন স্নেহেন চ। অকৃতার্থান্ অপ্রাপ্তভোগানপি তান্ বিযুনক্ষি বিয়োজয়সি। তস্মান্ন তাবদয়া। বালিশোঽপি ত্বমিত্যাহুরপার্থকমিতি ॥ ১৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কৃষ্ণস্য সঙ্গতাবিব বিচ্ছেদেঽপি কমপ্যন্তং হেতুমালোচয়ন্ত্যো বিধাতারমেব বিদূষয়ন্তি অহো ইতি। হে বিধাতরহো আশ্চর্য্যং তবাপ্যেবমন্যায় ইতি ভাবঃ। কোঽসৌ তব ক্বচিদপি ন দয়েত্যেষ এব। নন্থ কথমেবং নিশ্চিনুষে তত্রাহুঃ। মৈত্র্যা সখ্যেন যঃ প্রকৃষ্টো নয়ঃ মনঃপ্রাণবুদ্ধ্যাদীনাং পরস্পরপ্রাপণং তেন দেহিনঃ সংযোজ্য তাংশ্চ অকৃতার্থান্ অপ্রাপ্ততদ্ভোগানেব বিযুনক্ষি বিযোজয়সি এবার্থে চকারঃ। নচ ত্বদ্বিযোজনাত্তব কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমস্তীত্যাহুঃ। অপগতোঽর্থঃ ফলং যস্মাত্তৎ। অতস্তব চেষ্টিতমর্ভকচেষ্টিতং যথেতি ত্বমতিবালিশ এবেতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

মিলিত করিয়া মনোরথ পূরণ হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে বিযোজিত করিতেছ। কি আশ্চর্য্য! সংকল্পবিহীন বালক যেমন নিষ্প্রয়োজনে ও নিরুদ্দেশেই সকল কার্য্য করে, তোমার কার্য্যও বালকের চেষ্টার ন্যায় সর্ব্বাংশে নিরর্থক বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ১৭ ॥

সুনীল অলকাজালমণ্ডিত সর্ব্বসন্তাপহারী হাস্যবিশিষ্ট সুন্দর নাসিকা ও গণ্ডস্থলযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের বদনকমল আমাদিগকে একবার প্রদর্শন করাইয়া,

আভাস।

দিগকে কি কারণে বিশ্লিষ্ট কর, তাহা কিছুই নিরূপিত হয় না। ইহাতে যে তোমার কোন স্বার্থসিদ্ধি হয়, তাহাও আমরা অনুমান করিতে পারি না। বয়সে তুমি সর্ব্বপ্রাচীন ও সুবোধ হইলেও কি হইবে? আচরণে নিতান্ত নির্ব্বোধ ও অর্ব্বাচীন বালক অপেক্ষা তোমাকে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয় না ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

যস্ত্বং প্রদর্শ্যাসিতকুন্তলাবৃতং মুকুন্দবক্ত্রং সকপোলমুন্নসং।
শোকাপনোদস্মিতলেশসুন্দরং করোষি পারোক্ষ্যমসাধু তে কৃতং ॥১৮॥

অন্বয়ঃ।

যঃ ত্বং অসিতকুন্তলাবৃতং (অসিতৈঃ নীলৈঃ কুন্তলৈঃ আবৃতং) সুকপোলং (শোভনৌ কপোলৌ যস্মিন্ তৎ) উন্নসং (উন্নতা নাসিকা যস্মিন্ তৎ) শোকাপনোদস্মিতলেশসুন্দরং (শোকং অপনুদতীতি শোকাপনোদঃ স্মিতলেশঃ গূঢ়হাসঃ তেন সুন্দরং) মুকুন্দবক্ত্রং প্রদর্শ্য পুনঃ তস্য পারোক্ষ্যং অদৃশ্যতাং, করোষি তস্য তে তব, কৃতং কর্ম্ম অসাধু নিন্দামেব ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বিগর্হিতক তদেবং কর্ম্ম ইত্যাহুর্যত্বমিতি। শোকমপনুদতীতি শোকাপনোদঃ স চাঁসৌ স্মিতলেশশ্চ গূঢ়হাসস্তেন সুন্দরং মুকুন্দস্য বক্ত্রং সকৃৎ প্রদর্শ্য পুনস্তস্য পারোক্ষ্যমদৃশ্যত্বং করোষি। অতস্তব কৃতং কর্ম্ম অসাধু নিন্দ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সর্ব্বপিতামহস্য মম নার্ভকতুল্যত্বমিতি চেত্তর্হি ত্বং লোকানামভদ্রকারীত্যাহুঃ। যো বিধাতাপি ভূত্বা ত্বং মুকুন্দবক্ত্রং শোকস্যাপনোদো যস্মাত্তেন স্মিতলেশেন সুন্দরং প্রদর্শ্য তস্য পারোক্ষ্যং অদৃশ্যত্বং করোষি তস্তব কৃতং কর্ম্ম অসাধু অভদ্রং নিন্দ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

যখন তুমি পুনরায় তাহা আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত করিতেছ, তখন তোমার এ কার্য্য কখনই সাধুগণের অনুমোদিত নহে; এতদ্দ্বারা তোমাকে নিন্দারই ভাজন হইতে হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ১৮ ॥

আভাস।

গোপিকাগণ বলিলেন, হে বিধাতঃ! যদি সর্ব্বলোকপিতামহ এবং জনগণের হিতকারী বলিয়া মনে মনে তোমার অভিমান থাকে, তাহা সম্পূর্ণ নিরর্থক; কারণ বিধাতা হইয়াও যখন তুমি সর্ব্বশোকাপহারি কৃষ্ণবদনারবিন্দ একবার আমাদিগকে প্রদান করিয়া, পুনরায় তাহা লুকাইবার চেষ্টা করিতেছ, তখন তোমার কর্ম্ম জনসমাজে নিতান্ত গর্হিত বলিয়া অবশ্যই প্রতিপন্ন হইবে ॥ ১৮ ॥

যদি বল যে, অক্রূরের কর্ম্ম লইয়া তোমার উপর বৃথা দোষারোপ করা হইতেছে, তাহা নহে; আপনি সমগ্র জগতের বিধানকর্ত্তা বিদ্যমান থাকিতে, কাহার সাধ্য আপনার ইচ্ছায় বিরুদ্ধে আচরণ করিতে পারে? অতএব কেবল অক্রূরের নাম লইয়া তুমি নিজেই এই ক্রূরতার পরিচয় দিতেছ! সে যাহাই হউক, তোমার কি দয়াপহারী বলিয়া বিষম অধর্ম্মের ভয়ও হৃদয়ে স্থান পায় নাই। পুণ্যপাপে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বালক যেমন কার্য্য করে, তুমিও সেইরূপ নিজ প্রদত্ত আমাদের চক্ষুকে স্বয়ং অপহরণ করিতেছ তুমি যে মনে করিবে, কেবল শ্রীকৃষ্ণকেই মাত্র হরণ করিতেছ, আমাদের চক্ষুকে স্পর্শ কর নাই,

ক্রূরস্ত্বমক্রূরসমাখ্যয়া স্ম নশ্চক্ষুর্হি দত্তং হরসে বতাজ্ঞবৎ।
যেনৈকদেশেঽখিলসর্গসৌষ্ঠবং ত্বদীয়মদ্রাক্ষ্ম বয়ং মধুদ্বিষঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ।

কিঞ্চ হে ব্রহ্মন্! অক্রূরসমাখ্যয়া (অক্রূরঃ ইতি সমাখ্যয়া নাম্না) ত্বং ক্রূরঃ এব অসি যতঃ যেন চক্ষুষা মধুদ্বিষঃ শ্রীকৃষ্ণস্য, একদেশে নেত্রবক্ত্রাদৌ ত্বদীয়ং অখিলসর্গ-সৌষ্ঠবং সর্ব্বসৃষ্টিনৈপুণ্যং বয়ং অদ্রাক্ষ্ম বত খেদে, অজ্ঞবৎ পরদুঃখানভিজ্ঞঃ ত্বয়া দত্তং নঃ অস্মাকং তৎ চক্ষুঃ হি পুনঃ ত্বমেব হরসে ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কিঞ্চ দত্তাপহারিত্বেনাতিক্রূরস্ত্বমিত্যাহুঃ ক্রূরস্ত্বমিতি। ননু অক্রূরো হরতি নাহমিতি চেদত্রাহুঃ অক্রূরসমাখ্যয়েতি। ন হ্যেবং কর্ত্তুমন্যঃ প্রভবতি অতো নামান্তরেণ ধ্রুবং ত্বমেবাগতোঽসি। শ্রীকৃষ্ণং হরামি ন যুষ্মচ্চক্ষুরিতিচেন্ন যেন ত্বদ্দত্তেন চক্ষুষা মধুদ্বিষঃ একদেশে নেত্রবক্ত্রাদৌ ত্বদীয়ং সমগ্রসৃষ্টিনৈপুণ্যং অদ্রাক্ষ্ম দৃষ্টবত্যো বয়ং। তচ্চক্ষুঃ। অয়ং ভাবঃ। মম সর্ব্বং রহস্যং আভির্জ্ঞাতমিতামর্ষেণৈব শ্রীকৃষ্ণং বিযোজয়ন্ অন্ধীকরোষীতি ॥ ১৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নন্বক্রূরঃ কৃষ্ণং পুরীং নয়তি নাহমিতি চেত্তত্রাহুঃ। ক্রূরস্ত্বং বিপরীতলক্ষণয়া অক্রূরস্য সমাখ্যয়া নাম্না নহ্যেবং কর্ত্তুমন্যঃ শক্নোতীতি ভাবঃ। তথা দত্তাপহারিত্বেনাপি ক্রূরোঽসীত্যাহুঃ। ত্বয়ৈব দত্তং চক্ষুস্ত্বমেব হরসে। যথাঽজ্ঞঃ পুণ্যপাপে অজানন্ দত্তমপি হরতি তদ্বৎ। কৃষ্ণং হরামি ন যুষ্মচ্চক্ষুরিতি চেত্তত্র কৃষ্ণহরণাদেবাস্মাকমন্ধ্যাচ্চক্ষুর্হরণমিত্যাহুঃ। যেন চক্ষুষামধুদ্বিষঃ কৃষ্ণস্যৈকদেশে বক্ত্রনেত্রাদৌ ত্বদীয়ং অখিলসৃষ্টেঃ সৌষ্ঠবং অদ্রাক্ষ্ম তেন কিমন্যৎ পশ্যামঃ অতোঽন্ধা এব ভবিষ্যামঃ ॥ ১৯ ॥

হে বিধাতর্! কেবল অক্রূরের নাম ধরিয়া সম্পূর্ণ ক্রূরহৃদয় একাকী তুমিই আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছ! কারণ যে নয়ন প্রসারণে আমরা মধুকৈটভারি শ্রীকৃষ্ণের যে কোন অঙ্গেই তোমার যাবতীয় সৃষ্টিনৈপুণ্য নয়ন-গোচর করিতে পারিতাম, অদ্য তোমারই দত্ত আমাদের সেই চক্ষুকে তুমি নিতান্ত অনভিজ্ঞের ন্যায়, নিজেই হরণ করিতে উদ্‌যোগী হইয়াছ! ॥ ১৯ ॥

হায়! কি দুঃখের বিষয়! নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণও নিতান্ত ভঙ্গপ্রেমিক;

আভাস।

তাহা নহে; তোমার নিখিল সৃষ্টিসৌন্দর্য্য এক কৃষ্ণকলেবরেই আমরা নিরীক্ষণ করিতাম; সেই শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিলে, আমরা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ; কারণ আমাদের চক্ষুর চক্ষু অপহৃত হইল ॥ ১৯ ॥

ন নন্দসূনুঃ ক্ষণভঙ্গসৌহৃদঃ সমীক্ষতে নঃ স্বকৃতাতুরা বত।
বিহায় গেহান্ স্বজনান্ সুতান্ পতীংস্তদ্দাস্যমদ্ধোপগতা নবপ্রিয়ঃ ॥২০

অন্বয়ঃ।

বত খেদে, অয়ং নন্দসূনুঃ, শ্রীকৃষ্ণঃ, অপি ক্ষণভঙ্গসৌহৃদঃ (ক্ষণভঙ্গং অস্থিরং সৌহৃদং প্রেম যস্য সঃ) যতঃ নবপ্রিয়ঃ (নবো নবঃ স্ত্রীজনঃ প্রিয়ো যস্য সঃ) যঃ গেহান্ স্বজনান্ সুতান্ পতীন্ চ বিহায় অদ্ধা সাক্ষাৎ, তদ্দাস্যং (তস্যৈব দাস্যং) উপগতাঃ অধুনা স্বকৃতাতুরাঃ স্ববিয়োগেনৈব ব্যাকুলাঃ, নঃ অস্মান্, ন সমীক্ষতে পশ্যতি ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বিধাতারং বিহায় পরস্পরমূচুর্নন্দসূনুরিতি। বত খেদে। ক্ষণভঙ্গং অস্থিরং সৌহৃদং যস্য সঃ গৃহাদীন্ বিহায় অদ্ধা সাক্ষাৎ তস্যৈব দাস্যমুপগতাঃ। স্বকৃতাতুরা স্বৎকৃতেন স্মিতাদিনা পরবশা অপি নঃ অস্মান্ ন সমীক্ষিষ্যতে। নবং নবং প্রিয়ং যস্য সঃ। অত এনং নিবারয়াম ইতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হন্ত হন্তাস্মৎপ্রেমাস্পদত্বাদস্মজ্জীবনৈকহেতুঃ। কৃষ্ণ এবাস্মানুপেক্ষতে বিধাতারং কিমিতি দূষয়াম ইত্যাহুর্নেতি। অতিপ্রবলঃ প্রেমা কথমনেন ছিন্ন ইত্যত আহুঃ। ক্ষণমাত্রেণৈব ভঙ্গো যস্য তথাভূতং সৌহৃদং যস্য সঃ। সৌহৃদং নৈবমন্যঃ কর্ত্তুং শক্নোতীতি ভাবঃ। হন্ত হন্ত স্বস্য কৃতে আতুরাঃ প্রাণান্তিমদশাপন্না অপ্যস্মান্ ন সম্যগীক্ষতেঽপি এতা রুদিত্বা রুদিত্বা ম্রিয়ন্তাং নাম অহন্তু মথুরাং গত্বা সুখং লভে ইত্যস্য নিশ্চয় ইতি ভাবঃ। বয়ন্তু বিহায়েত্যাদি যদ্দাস্যার্থং পত্যাদীনপ্যত্যজাম সোঽস্মাংস্ত্যজতি। অত্র হেতুঃ। নবা এব প্রিয়া যস্য সঃ। বয়মধুনা পুরাতন্যোঽভূম যতস্তস্মাদিতি ভাবঃ। তস্মাদ্বয়মনেনোভয়লোকভ্রষ্টা এব ভ্রংশিতা ইতি ধ্বনিঃ ॥ ২০ ॥

নিত্য নূতনেই তাঁহার বাসনা দেখিতেছি; নতুবা তাঁহার জন্য গৃহ, স্বজন বন্ধু বান্ধব ও পতি পুত্রকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক, যাহারা কেবল তাঁহারই অনুসরণে চিরদাসী হইয়া এক্ষণে বিরহভয়ে এত কাতর হইতেছে, একবার কি তাহাদের প্রতি তিনি নেত্রপাতও করিতেন না! ॥ ২০ ॥

আভাস।

কোন গোপিকা বলিলেন, সখি রে! বিধাতাকে কেন বৃথা দোষী করিতেছ! পর কি কখন পরের বেদনা বুঝিতে পারে! আমরাত বিধাতাকে মন বিলাইয়া আপনার করি নাই; যাঁহাকে প্রাণ সমর্পণে আপনার করিয়াছি, চল! তাঁহার নিকট ইহার স্পষ্ট উত্তর জিজ্ঞাসা করি! সেই শ্রীকৃষ্ণ কোন্ প্রাণে অকস্মাৎ আমাদিগকে এই বিচ্ছেদ-সাগরে নিপাতিত করিয়া, স্বয়ং নিশ্চিন্ত হইতে বাসনা করিতেছেন? তদুত্তরে সখী বলিলেন; সখিরে! এরূপ বলিও না। সেই নির্দ্দয় নিষ্ঠুরের কথা আর উত্থাপন করিও না! আমরাই তাঁহাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ

সুখং প্রভাতা রজনীয়মাশিষঃ সত্যা বভূবুঃ পুরযোষিতাং ধ্রুবং

অন্বয়ঃ।

পুরযোষিতাং মধুরাপুরস্ত্রীণাং, ইয়ং রজনী রাত্রিঃ, সুখং প্রভাতা তথা তাসাং আশিষঃ মনোরথাঃ ধ্রুবং সত্যাঃ বভূবুঃ। যাঃ পুরযোষিতঃ (পুর্য্যাঃ) সংপ্রবিষ্টস্য ব্রজস্পতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য অপাঙ্গোৎকলিতস্মিতাসবং (অপাঙ্গেন নেত্রপ্রান্তেন উৎকলিতং উজ্জৃম্ভিতং

শ্রীধরস্বামী।

সের্ষ্যমূচুঃ সুখং প্রভাতেতি ব্রজস্পতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মুখং পাস্যন্তি আদরেণ দ্রক্ষ্যন্তি। কথম্ভূতং। অপাঙ্গেন নেত্রান্তেন উৎকলিতং উজ্জৃম্ভিতং স্মিতমেব আসবো রসো যস্মিন্ তৎ।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

হন্ত হন্ত কিমদ্ভুতমিদং অস্মাকং দুরদৃষ্টং মথুরাঙ্গনানাং শুভাদৃষ্টং যুগপদেব ফলতি শ্রেয়াংসি সুখমিতি। ইয়ং রজনী পুরযোষিতাং সুপ্রভাতা। ব্রজযোষিতান্তু দুষ্প্রভাতা। তাসামাশিষো বিপ্রাদিদত্তা দীর্ঘতরমনোরথা বা সত্যাঃ সফলা অস্মাকন্তু নষ্টা বভূবুঃ। ব্রজস্পতেঃ কৃষ্ণস্য। সুতরাং। অপাঙ্গে নেত্রান্তে উৎকলিতস্মিতং উৎকৃষ্টা রসব্যঞ্জিকাঃ কলাঃ সংজাতা যত্র তদ্বৎ-কলিতং স্মিতমেব রহস্যেঙ্গিতং আসবো মাদকো রসো যত্র তন্মুখং পাস্যন্তি। স্বাপাদরসনাভি-

---

অদ্য মধুরাবাসিনীদের রজনী যথার্থ সুপ্রভাতা; তাহাদের মনের সকল সাধ একত্র পূর্ণ হইল। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাহাদের নগরীমধ্যে প্রবেশ

আভাস।

করিয়াছি, তিনিও আর আমাদিগকে কিছু প্রদান করেন নাই, যে পুনরায় তাহার সংগ্রহার্থ তাঁহার বাসনা থাকিবে! যে যতক্ষণ তাঁহাকে প্রেম করিতে পারে, তিনি ততক্ষণ তাহার হইয়া থাকেন; একটু ত্রুটি পড়িলে, আর তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া দুর্লভ। তোমরা কবে প্রেম করিয়াছিলে, তজ্জন্য তিনি চিরকাল ঋণী থাকিতে ত পারেন না। এখন তোমরা তাঁহার বিরহে ক্রন্দন করিতে করিতে মরিয়াই যাও, বা জীবিতই থাক, তাহাতে তাঁহার কণামাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই; এখন মথুরাবাসিনীর নবীন প্রেমের আশায় তথায় রাজা হইতে গমন করিতেছেন! তোমরা প্রাগাভিম দশায় অবস্থানের ন্যায়, নিজ কর্ম্মফল ভোগ কর। যদি বল! সম্ভুক্তা প্রেমিকাকে উপেক্ষা করত নবীন প্রেমের আশায় তাঁহার অন্যত্র গমন করা ভাল হয় নাই, সেটী তোমাদের ভ্রম! নবীনের রুচিতে পুরাতনে অপ্রবৃত্তি ঘটায়; আমরা পুরাতনী; কোন্ সাহসে সেই নবীন যুবকের প্রেম প্রত্যাশা করিব।। ২০।

পরবর্ত্তী পাঁচটী শ্লোকের দ্বারা গোপিকাগণ ঈর্ষ্যাভাবের প্রকাশে বলিয়াছিলেন, হায়! হায়! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! মথুরাবাসিনীগণের শুভাদৃষ্ট ও আমাদের দুরদৃষ্ট একত্রই উদয় হইয়াছে! পুরবাসিনীগণের অদ্যকার রজনী সুপ্রভাতা হইল; আমাদের রজনী অদ্য ভীষণ মূর্ত্তি ধারণে কুপ্রভাতেরই আনয়ন করিতেছে। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ অদ্য তাহাদের অদৃষ্টেই

যাঃ প্রবিষ্টস্য মুখং ব্রজস্পতেঃ পাস্যন্ত্যপাঙ্গোৎকলিতস্মিতাসবং ॥ ২১ ॥
তাসাং মুকুন্দো মৃদুমঞ্জুভাষিতৈর্গৃহীতচিত্তঃ পরবান্ মনস্ব্যপি।

অন্বয়ঃ।

স্মিতং এব আসবঃ রসবিশেষঃ যস্মিন্ তৎ) মুখং পাস্যন্তি ॥ ২১ ॥

কিঞ্চ তাসাং মৃদুমঞ্জুভাষিতৈঃ মধুরমনোহরৈঃ গৃহীতচিত্তঃ বশীকৃতান্তঃকরণঃ তথা সলজ্জস্মিতবিভ্রমৈঃ ভ্রমন্ মুকুন্দঃ পরবান্ (পিত্রাদিপরতন্ত্রঃ) মনস্বী ধীরঃ অপি হে অবলা!

শ্রীধরস্বামী।

যদ্বা। অপাঙ্গোৎকলিতস্মিতেন আসবরূপং যন্মুখং। মত্তশ্চ পানং মুখ্যমেব সম্ভাবয়ন্তি ॥ ২১ ॥

নন্থ দ্বিত্রাণি দিনানি তথা তথা ভবতু নাম তথাপ্যস্মৎস্নেহাকৃষ্টঃ পিত্রাদিভিঃ পরাবর্ত্তিতঃ প্রত্যাগমিষ্যতীতি আশঙ্ক্যাহুঃ। হে অবলাঃ তাসাং মৃদুমঞ্জুভাষিতৈর্বশীকৃতচিত্তঃ। তথা তাসাং সলজ্জস্মিতৈ র্বিভ্রমৈ ভ্রমন্ পরবান্ পিত্রাদিপরতন্ত্রোঽপি যদ্বা। ব্রজে পরেঽন্যেঽপি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ক্ষ্মাদয়িষ্যন্তি কুলধর্ম্মলজ্জাভয়াদিকং সহসৈব ত্যক্ত্বা অন্তেঙ্গিতমঙ্গীকরিষ্যন্তীত্যর্থঃ। ততশ্চ সমুচিতসময়ে সম্যক্ প্রকারেণান্যজনালক্ষিততয়া প্রবিষ্টস্য মুখমপি সাক্ষাৎ পাস্যন্তি ॥ ২১ ॥

নন্থ দ্বিত্রাণি দিনানি তথা ভবতু নাম তথাপ্যস্মৎস্নেহাকৃষ্টঃ পিত্রাদিভিশ্চ পরাবর্ত্তিত আগমিষ্যতীতি চেন্মুগ্ধা ন জানীথ তত্রং শৃণুতেত্যাহুঃ। তাসাং মধুভোঽপি মঞ্জুভিরতি-মধুরৈর্ভাষিতৈর্গৃহীতচিত্ত আকৃষ্টমনাঃ। অত এব পরবাংস্তদধীনঃ সন্ মনস্ব্যপি ধীরোঽপি হে অবলাঃ তাদৃশকলালাবণ্যবলহীনাঃ। কথং গ্রাম্যা অস্মান্ প্রত্যায়াস্যন্তি নন্থ তদপি পিত্রাদীন্ লোকদ্বয়োরপি বর্ত্মানুমুক্তা বিবেকবলাদায়াস্যত্যেবেত্যতো বিশিনষ্টি। তাসাং সলজ্জস্মিতৈ-

---

করিবেন, তখন তাহারা তাঁহার প্রেমবীক্ষণে বিকসিত মধুর হাস্যসংযুক্ত বদনকমল অবশ্যই নিরীক্ষণ করিবে ॥ ২১ ॥

মথুরাবাসিনীগণের মনোমুগ্ধকর মধুর আলাপনে এবং লজ্জা ও ঈষৎ হাস্যবিলসিত অপূর্ব্ব বিলাসবিভ্রমে শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত যখন আকৃষ্ট হইবে, তখন তাঁহার পিতৃবৎসলতাদি ধীরভাব সমস্তই দূরে চলিয়া যাইবে; আমাদের ন্যায় রসতত্ত্বানভিজ্ঞা এই সামান্য গ্রামবাসিনী অবলাকুলের কথা কি

আভাস।

যথার্থ ফলপ্রদ হইল! আজ কৃষ্ণসূর্য্য গোকুলে সমুদিত হইয়া, মথুরার সুদীপ্ত আকাশে সমুজ্জ্বল কিরণ প্রদানে উদিত হইবেন; তাহাদের হিমকণারূপ দুঃখরাশি সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইবে! ॥২১॥

সখি রে! তোমরা যে মনে করিতেছ, দুই তিন দিন পরে তিনি আমাদের স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া পিত্রাদি সহ পুনরায় ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, সে কেবল আমাদের পক্ষে আকাশকুসুমবৎ কল্পনা মাত্র; কারণ তত্রত্য রমণীগণের চাতুর্য্যে নিপতিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের কি আর

কথং পুনর্ন প্রতিযাস্যতেঽবলা গ্রাম্যাঃ সলজ্জ-স্মিত-বিভ্রমৈর্ভ্রমন্ ॥২২॥
অদ্য ধ্রুবং তত্র দৃশো ভবিষ্যতে দাশার্হভোজান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাং।
মহোৎসবঃ শ্রীরমণং গুণাস্পদং দ্রক্ষ্যন্তি যে চাধ্বনি দেবকীসুতং ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ।

গ্রাম্যাঃ অবিদগ্ধাঃ নঃ অস্মান্ প্রতি পুনঃ কথং যাস্যতে ॥ ২২ ॥

কিঞ্চ অদ্য তত্র পুরে দাশার্হভোজান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাং, দৃশঃ মহোৎসবঃ ধ্রুবং ভবিষ্যন্তে (ইতি আত্মনেপদমার্ষং) যত যে শ্রীরমণং লক্ষ্মীকান্তং, গুণাস্পদং সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদিগুণানাং আস্পদং আশ্রয়ভূতং, দেবকীসুতং অধ্বনি মার্গে, গচ্ছন্তঃ দ্রক্ষ্যন্তি ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বন্ধবঃ সন্তি যস্য সঃ তথা মনস্ব্যপি ধীরোঽপি গ্রাম্যা অবিদগ্ধা নঃ কথং প্রতিযাস্যতে। প্রত্যেষ্যন্তি ন কথঞ্চিদিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

কিঞ্চাস্মদুৎসবভাজোঽস্য এবান্ত ভবিষ্যন্তীত্যাহুঃ। অদ্যেতি। অত্র পুরে দাশার্হাদীনাং দৃশঃ দৃষ্টে র্মহানুৎসবো ভবিষ্যতে ভবিষ্যন্তি যে দেবকীসুতং দ্রক্ষ্যন্তি তথা যে চান্যেঽধ্বনি গচ্ছন্তঃ তং দ্রক্ষ্যন্তি তেষামপি দৃশো ভবিষ্যতীতি। যদ্বা। দৃশ ইতি দ্বিতীয়া। তেষাং দৃশো নেত্রাণি মহৎসবো ভবিষ্যতে প্রাপ্স্যন্তি। প্রাপ্ত্যর্থস্য ভবন্তেরাত্মনেপদিত্বাৎ ॥ ২৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিভ্রমৈর্মদনাবেশসূচকচেষ্টিতৈশ্চ ভ্রমন্ ভ্রান্তিং প্রাপ্নুবন্ অয়মহো সর্ব্বং বিস্মরিষ্যত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

কিঞ্চ ব্রজস্থানামানন্দং পুরস্থাঃ প্রাপ্স্যন্তীত্যাহুরদ্যেতি। দৃশ ইতি জাত্যৈকত্বং। দাশার্হাদীনাং দৃশাং মহোৎসবো ভবিষ্যতি যে চাধ্বনি দ্রক্ষ্যন্তি তেষামপি দৃশাং। আত্মনেপদমার্ষং। যদ্বা। দৃশ ইতি দ্বিতীয়া। তেষাং দৃশো দৃষ্টির্মহোৎসবো ভবিষ্যতে প্রাপ্স্যতি। প্রাপ্ত্যর্থকোঽয়ং ভবতিরাত্মনেপদী ॥ ২৩ ॥

আর তাঁহার স্মরণ থাকিবে? বা, তাহাদের অনুরোধে আর তথা হইতে এই গোকুলে ফিরিতে পারিবেন! ॥ ২২ ॥

অদ্য মথুরাপুরে দাশার্হ ভোজ অন্ধক বৃষ্ণি ও সাত্বত (যাদব) গণের আভাস।

আত্মজ্ঞান থাকিবে? যে নাগরীগণের প্রেমকুহক অপেক্ষা, এই বনচারিণীর প্রেম পুনরায় স্মরণ করিবেন, বা উৎকণ্ঠিত হইবেন? অহো! আমাদের কথা দূরে থাকুক! তাহাদের প্রেম রহস্য ও সলজ্জ মৃদুমন্দ স্মিতবিশিষ্ট সুরতচেষ্টায় বিস্মিত হইয়া, লোকলজ্জা ও ধর্ম্মভয়েও জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক নন্দযশোদার কথাও আর মনে করেন কি না, সন্দেহ! ॥ ২২ ॥

সন্ধি রে! শ্রীকৃষ্ণের ত কোন ক্লেশের কারণ নাই; তাঁহার যাবতীয় উৎকৃষ্ট লাভেরই সম্ভাবনা হইতেছে। কারণ যেমন এই ব্যবহারানভিজ্ঞা বনচারিণী গোপনারী পরিবর্ত্তে সর্ব্ব

মৈতদ্বিধস্যাকরুণস্য নাম ভূদক্রূর ইত্যেতদতীব দারুণঃ।
যোঽসাবনাশ্বাস্য সুদুঃখিতং জনং প্রিয়াৎ প্রিয়ং নেষ্যতি পারমধ্বনঃ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ।

এতদ্বিধস্য (এষা দুষ্টা বিধা বিধানং কর্ম্ম যস্য তস্য) অকরুণস্য কৃপারহিতস্য অক্রূরঃ ইতি এতৎ নাম মা ন অভূৎ যতঃ অতীব দারুণঃ যঃ অসৌ অক্রূরঃ সুদুঃখিতং জনং অস্মৎ-সমুদায়াত্মকং, অনাশ্বাস্য অশাস্ত্বয়িত্বা, প্রিয়াৎ প্রাণাদপি প্রিয়ং কৃষ্ণং অধ্বনঃ পারং (অস্মদ্দৃগ্-গোচরং অতিদূরদেশং) নেষ্যতি ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অক্রূরং শপন্ত্যা আহুর্মৈতদ্বিধস্যেতি। এষা বিধা বিধানং যস্য। অতএব নিরূপস্য অক্রূর ইতি শোভনং নাম মাভূৎ অত্র হেতুঃ অতীবদারুণ ইত্যাদি। প্রিয়াৎ প্রাণাদপি প্রিয়ং শ্রীকৃষ্ণমধ্বনঃ পারমস্মদ্দৃগ্গোচরত্বাদতিদূরদেশং নেষ্যতীতি ॥ ২৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অক্রূরং পশ্যন্ত্যা আহুঃ। এতদ্বিধস্য এতাদৃশস্য। যদ্বা। এষা বিধা বিধানং কর্ম্ম যস্য। অতএব নিষ্করুণস্য অক্রূর ইত্যেতন্নাম মাভূৎ ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুরতীবেতি তস্মাদতঃ পরমযং ক্রূর ইতি নাম্না অভিধেয় ইতি ভাবঃ। পুনরেষ ময়া সমানীয় যুষ্মাসু সমর্পণীয় ইতি বচসাপি জনং ব্রজস্থমেকমপি জনমনাশ্বাস্য। সুদুঃখিতমিতি সুশব্দেন মরিষ্যন্ত্যঃ ব্রজ-জনানাং বধপাতকময়মেব প্রাপ্স্যতীতি দ্যোতিতং। প্রিয়াৎ প্রাণাদপি প্রিয়ং কৃষ্ণং অধ্বনোঽস্মদগম্যস্য পারং দূরদেশমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

অপূর্ব্ব নয়নোৎসব ঘটিবে! অদ্য তাঁহারা সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যাদি যাবতীয় গুণের আধার শ্রীপতি দেবকীসুতকে তাঁহাদের পথে যাইতে অবলোকন করিবেন ॥ ২৩ ॥

অহো! যাঁহার মনোমধ্যে এরূপ দুরভিসন্ধি তাদৃশ করুণাবিহীন ক্রূর-হৃদয়ের অক্রূর নাম কোনমতে সঙ্গত হয় নাই! কি দারুণহৃদয়! আমরা যে শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম জ্ঞান করি, তাঁহাকে তিনি আমা-

আভাস।

কুশলী নাগরী নারী লাভ হইবে, তেমনি নন্দযশোদার পরিবর্ত্তে বসুদেব ও দেবকীকে জনক-জননী রূপে প্রাপ্ত হইবেন। এখন হইতে তাঁহার যশোদানন্দন নামের পরিবর্ত্তে দেবকী-নন্দন নাম প্রথিত হইবে; কেবল আমরাই প্রাণ সমর্পণ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইলাম মাত্র। অহো! যে সৌন্দর্য্য নয়নগোচর করিয়া এতদিন আমরা কৃতার্থ হইয়া আসিয়াছি, অদ্য হইতে মথুরাবাসিনীগণ সেই সৌন্দর্য্য দর্শনে অধিকারিণী হইল! আমাদিগকে ধিক্! ॥ ২৩ ॥

সে যাহাই হউক্, এই কঠিনহৃদয় নিদারুণ ব্যক্তির নাম অক্রূর হওয়া কোন মতে সঙ্গত হয় নাই। ইহার নাম ক্রূর হওয়াই উপযুক্ত ছিল। ইনি নিজের কার্য্যোদ্ধারার্থ এতই ব্যস্ত

অনার্দ্রধীরেষ সমাশ্রিতো রথং তমন্বমী চ ত্বরয়ন্তি দুর্ম্মদাঃ।
গোপা অনোভিঃ স্থবিরৈরুপেক্ষিতং দৈবঞ্চ নোঽদ্য প্রতিকূলমীহতে ॥২॥

অন্বয়ঃ।

অনার্দ্রধীঃ (অনার্দ্রা স্নেহরহিতা ধীঃ যস্য সঃ) এষঃ শ্রীকৃষ্ণঃ রথং সমাশ্রিতঃ গন্তুং অধিরূঢ়ঃ, দুর্ম্মদাঃ উৎসাহিতচিত্তাঃ, অমী গোপাঃ চ অনোভিঃ শকটৈঃ ত্বরয়ন্তি (শীঘ্রং গন্তব্যমিতি বদন্তি) স্থবিরৈঃ উপনন্দাদিভিঃ, চ উপেক্ষিতং (গমননিবারণং ন কৃতং) দৈবং চ অদ্য নঃ অস্মাকং, প্রতিকূলং বিপরীতং, ঈহতে চেষ্টতে, (অন্যথা গমনে বিঘ্নঃ স্যাৎ) ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অহো ধিগস্মজ্জীবিতমিত্যাহুরনার্দ্রধীরিতি। অনার্দ্রা কঠিনা ধীর্যস্য সঃ। তাবদেষ শ্রীকৃষ্ণঃ রথমারূঢ়ঃ অস্যাবিনয়মালক্ষ্য স্থবিরৈশ্চোপেক্ষিতং তে ন নিবারিতবন্ত ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ দৈবঞ্চেতি। অয়ং ভাবঃ। যদি দৈবমস্মাকমনুকূলং ভবেৎ তদা বিঘ্নৈঃ কশ্চিদেষাং মধ্যে প্রতিহন্যেত অকস্মাৎ বজ্রপাতো বা ভবেৎ অন্যথা কিঞ্চিদরিষ্টং নতু তৎ কিঞ্চিদস্তীতি ॥ ২৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অহো অসাগত্যাক্রূরেণ স্বক্রূরতা সর্ব্বত্রৈব সঞ্চারিতেত্যাহুঃ। অনার্দ্রধীরস্মান্ রুদতীর্দৃষ্ট্বাপি এষ কৃষ্ণঃ অনোভিঃ সহিতো গোপা দুর্ম্মদা ইত্যেষামহো দুষ্টা মত্তৈবাজনিষ্ট। অত্রানাগমিষ্যন্তঃ কৃষ্ণস্য বিরহেণ স্বয়ং যন্মরিষ্যন্তি তদপি নানুসন্দধতে ইতি ভাবঃ। স্থবিরৈর্বৃদ্ধৈরপি নিষেধমকুর্ব্বদ্ভিরুপেক্ষিতং স্বজীবিতমিতি শেষঃ। কিঞ্চ দৈবঞ্চেতি। অয়ং ভাবঃ। যদি দৈবমস্মাকমনুকূলমভবিষ্যত্তদা বিঘ্নৈঃ কশ্চিদেষামুপদ্রব উদপাদয়িষ্যতেতি তস্মাদায়ুষৈব ব্রজস্থানামতঃ পরং নাস্তীতি নিশ্চিনুম ইতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

দের দৃষ্টির অগোচরে দূরদেশে লইয়া যাইতেছেন; কিন্তু আমরা যে বিরহচিন্তায় এত কাতর, তাহা তিনি একবারও মনে ভাবিলেন না এবং সামান্য বাগ্‌বিন্যাসেও একটু সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করিতেছেন না ॥ ২৪ ॥

অহো! কৃষ্ণের হৃদয়ও বা কি কঠিন! ইনি অনায়াসে গমনার্থ রথে আরোহণ করিয়াছেন! দেখ সখি! গোপগণও গমনের উৎসাহে শকটারোহণ

আভাস।

যে, আমরা কৃষ্ণবিরহে মরিয়া যাইব, তাহাতেও তাঁহার কোন ক্ষতি নাই; একবার মৌখিক আশ্বাস বাক্য যে, "তোমাদের কৃষ্ণকে আবার আনিয়া দিব," এই কথাটী মাত্র বলিয়াও এই ব্রজস্থ জনগণের এক জনকেও প্রবোধিত করিয়া গেলেন না! দেখ! প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণকে আর আমরা দেখিতে পাইব না, এরূপ স্থানে যখন তিনি লইয়া যাইতেছেন, তখন এই স্ত্রীহত্যার পাপে যে তাঁহাকে কলঙ্কিত হইতে হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই ॥ ২৪ ॥

অহো! কি ভয়ঙ্কর অক্রূরের ক্রূরতা! তিনি একাকী ক্রূরতার পরিচয় প্রদানে ক্ষান্ত হন নাই; সমগ্র জগতে তাঁহার ক্রূরতাশক্তির অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক আমাদের বিষম অনিষ্টের উৎপাদন

নিবারয়ামঃ সমুপেত্য মাধবং কিন্নোঽকরিষ্যন্ কুলবৃদ্ধবান্ধবাঃ।

অন্বয়ঃ।

(হে স্ত্রিয়ঃ! বয়ং) সমুপেত্য মিলিত্বা, মাধবং শ্রীকৃষ্ণং, নিবারয়ামঃ। নিমিষার্দ্ধদুস্ত্যজাৎ মুকুন্দসঙ্গাৎ দৈবেন বিধ্বংসিতদীনচেতসাং (বিধ্বংসিতানি বিযোজিতানি অতএব দীনানি

শ্রীধরস্বামী।

পরস্পরং সংমন্ত্র্য সাহসমধিকৃত্যাহুঃ নিবারয়াম ইতি। অকরিষ্যন্ করিষ্যন্তি। নিমিষার্দ্ধদুস্ত্যজাৎ মুকুন্দসঙ্গাৎ বিধ্বংসিতানি বিযোজিতানি অতএব দীনানি চেতাংসি যাসাং এবম্ভূতা-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পরস্পরং সংমন্ত্র্য সাহসমধিকৃত্যাহুঃ। নিবারয়ামঃ সম্যগুপেত্য বস্ত্রহস্তাকর্ষণাদিনা তোঃ প্রাণৈকবল্লভ রথাদবতরাবতর ত্বং স্ত্রীবধকোটীর্মা গৃহাণেতি বাগ্‌ভিরপি নিবর্ত্তয়ামঃ। নন্থ কুলবধূনামস্মাকমেতাবদতিধার্ষ্ট্যং দৃষ্ট্বা লোকা হসিষ্যন্তি রহস্যমুদ্ঘাটিতমালক্ষ্য বন্ধবোঽপি ত্যক্ষ্যন্তি তত্রাহুঃ। কিং নোঽকরিষ্যন্ করিষ্যন্তি। কীদৃশানাং নিমিষার্দ্ধমপি ব্যাপ্য ত্যক্তু-

---

পূর্ব্বক সত্বরগমনেই যত্ন করিতেছেন; একবার প্রাচীনবর্গকে এতৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসাও করিতেছেন না; সুতরাং উপনন্দাদি প্রবীণ গোপগণ কেহ গমনে নিবারণও করিতেছেন না। অদ্য নিশ্চয় দৈবও আমাদের প্রতিকূল; নতুবা অবশ্যই কোন প্রতিবন্ধক ঘটিত! ॥ ২৫ ॥

অরে অবলাগণ! আর নিস্তব্ধ থাকিও না! চল! আমরা সকলে একত্র হইয়া গোবিন্দকে নিবারণ করি! দেখ! নিমেষার্দ্ধ কালও যে মুকুন্দের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না, আজ দৈব আমাদের

আভাস।

করিতেছেন। ঐ দেখ! শান্তস্বভাব গোপবৃদ্ধও পাছে আমরা আর কিছুক্ষণ কৃষ্ণদর্শনে পরিতৃপ্ত হই, এই নিমিত্ত ক্রূরতার পরিচয়ে রথারোহণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে সত্বরই নয়নের অন্তরাল করিবার উদ্‌যোগ করিতেছে; কি আশ্চর্য্য! প্রবীণ উপানন্দাদি গোপগণও কি এই কার্য্যের পরিণামের প্রতি লক্ষ্য করিতেছেন না। হায়! তাঁহারা কি করিবেন! তাঁহাদের হৃদয়ও ক্রূরতায় পরিপূর্ণ হইয়াছে! সুতরাং দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছেন না। বিশেষত তাঁহাদের সে লক্ষ্য করাতেই বা ফল কি? কারণ ধনুর্যাগ দর্শনার্থ উৎসুকচিত্ত গোপবৃন্দের হৃদয়ে তাঁহাদের নিষেধ বাক্য ত স্থান পাইবে না; সুতরাং তাঁহারা নিস্তব্ধই আছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অক্রূরের কুহকে দৈবও কি বিড়ম্বনা প্রদানে অসমর্থ হইয়াছেন? অন্য সময়ে কত অশনিপাতাদি বিষম দুর্দ্দৈব শত শত ঘটিয়া থাকে; কিন্তু এক্ষণে কণামাত্র কৃপা বিতরণ পূর্ব্বক এই অক্রূরের মস্তকে কি একবারও বজ্রপতন হইতে নাই? এক্ষণে বুঝিলাম! দৈবও আমাদের প্রতিকূল! ব্রজবাসীর আর রক্ষা নাই! ইঁহাদের কাল আগতপ্রায়! ॥ ২৫ ॥

মুকুন্দসঙ্গান্নিমিষার্দ্ধদুস্ত্যজাদ্দৈবেন বিধ্বংসিতদীনচেতসাং ॥ ২৬ ॥
যস্যানুরাগললিতস্মিতবল্গুমন্ত্রলীলাবলোকপরিরম্ভণরাসগোষ্ঠ্যাং।

অন্বয়ঃ।

চেতাংসি যাসাং তাসাং) নঃ অস্মাকং কুলবৃদ্ধবান্ধবাঃ কিং অকরিষ্যন্ কিং অনিষ্টং করিষ্যন্তি ॥২৬

হে গোপ্যঃ! যস্য অনুরাগললিতস্মিতবল্গুমন্ত্রলীলাবলোকপরিরম্ভণরাসগোষ্ঠ্যাং (অনুরাগেণৈব ললিতং সুন্দরং স্মিতং বল্গু মন্ত্রঃ মনোহররহঃ সংলাপঃ, লীলাবলোকঃ কটাক্ষনিরীক্ষণং

শ্রীধরস্বামী।

নামস্মাকং ন মৃত্যোরপি ভয়মিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

ইতোঽপি কারণাদবশ্যমেব সাহসমবলম্বনীয়মিত্যাহুঃ। হে গোপ্যঃ যস্য ললিতস্মিতঞ্চ বল্গুমন্ত্রশ্চ লীলাবলোকশ্চ পরিরম্ভণঞ্চ অনুরাগেণ তানি যস্যাং তস্যাং রাসগোষ্ঠ্যাং রাসক্রীড়া-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মশক্যত্বাৎ মুকুন্দস্য সঙ্গাদ্দৈবেন বিধ্বংসিতা বিযোজিতা অত এব দীনচেতসশ্চ যাস্তাসামস্মাকং। অয়ং ভাবঃ। যদ্যসৌ নিবৃত্তঃ স্যাত্তদা যদি বন্ধুভিস্ত্যাজ্যোমহি তদা বনদেব্যা ইব বৃন্দাবনে স্থাস্যাম ইত্যভীষ্টসিদ্ধিরেব যদি বা দণ্ড্যোমহি রুদ্ধ্যোমহি বা তদাপ্যেকগ্রামস্থিতিজ্ঞানেন সখীজনচাতুর্য্যপ্রাপিতৈতন্নির্মাল্যচর্ব্বিতাদিনা চ সুখমেব জীবামঃ যদি চাসৌ নৈব নিবৃত্তঃ স্যাত্তদোৎসর্গসিদ্ধ্যা মরণমস্মাকমস্তোবেতি ॥ ২৬ ॥

ইতোঽপি কারণান্নিবারয়াম এবেত্যাহুঃ। যস্যানুরাগেণৈব ললিতস্মিতাদীনি যস্যাং তএব বল্গুমন্ত্রঃ রহসাসঙ্কেতবার্ত্তা। রাসগোষ্ঠ্যাং রাসোপলক্ষিতক্রীড়ামাত্রসভায়াং নোঽস্মাভিঃ ক্ষণদা

সেই শ্রীকৃষ্ণের বিরহ আনয়ন করিতেছে; আমাদের হৃদয়ে কি আর চিত্ত আছে! আমাদের ন্যায় দীনহীন ভ্রষ্টচিত্ত অবলার দণ্ড আর কুলবৃদ্ধ বান্ধবগণ কি করিতে পারেন! ॥ ২৬ ॥

অহো! রাজসভায় যাঁহার অনুরাগব্যঞ্জিত মৃদুমন্দ হাস্য-বিকসিত মনোহর মন্ত্রণা-বাক্য, লীলাবলোকন ও প্রেমালিঙ্গনে আমরা ব্রহ্মরাত্রি

আভাস।

সখি রে! আর দুঃখবিমোচনার্থ কাহারও মুখাপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই; চল! আমরা নিজেরাই যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ও বস্ত্রধারণে তাঁহাকে নিবারণ করি! চল! তাঁহাকে যাইয়া বলি, হে প্রণৈকবল্লভ! রথ হইতে অবতরণ কর! বৃথা মথুরায় গমন করত এই কোটী কোটী নারীবধের পাপ গ্রহণ করিও না! সখিরে! যদি বল যে, এতদাচরণে রহস্যভেদ হইবে; আমাদের ন্যায় কুলবধূর পক্ষে এতাদৃশ ধার্ষ্টতা জনসমাজে অতীব নিন্দার কথা হইবে, সন্দেহ নাই; তদুত্তরে বলি! যে, সে নিন্দাবার্ত্তাও আমাদিগকে আর শুনিতে হইবে না। কারণ আমাদের কথায় কৃষ্ণ যদি নামিয়া না আইসেন; তাহা হইলে কি আর বিরহদুঃখে আমাদিগকে

নীতাঃ স্ম নঃ ক্ষণমিব ক্ষণদা বিনা তং ।
গোপ্যঃ কথং ন্বতিতরেম তমো দুরন্তং ॥ ২৭ ॥
যোঽহ্নঃক্ষয়ে ব্রজমনন্তসখঃ পরীতো ।
গোপৈ র্বিশন্ খুররজশ্ছুরিতালকস্রক্ ॥

অন্বয়ঃ ।

চ পরিরম্ভণং চ এতানি যস্যাং তস্যাং রাসগোষ্ঠ্যাং রাসক্রীড়াসভায়াং, নঃ অস্মাভিঃ ক্ষণদাঃ বহ্বঃ রাত্রয়ঃ, ক্ষণং ইব নীতাঃ তং অমুং কৃষ্ণং, বিনা দুরন্তং তমঃ দুঃসহং বিরহদুঃখং, কথং নু অতিতরেম ॥ ২৭ ॥

অনন্তসখঃ (অনন্তঃ শেষাবতারো বলঃ সখা সহচরঃ যস্য সঃ) গোপৈঃ চ পরিতঃ পরিবৃতঃ, খুররজশ্ছুরিতালকস্রক্ (গবাং খুররজোভিঃ ছুরিতাঃ ধূসরাঃ অলকাঃ স্রজশ্চ যস্য সঃ) যঃ

শ্রীধরস্বামী ।

সভায়াং নোঽস্মাভিঃ ক্ষণদা রাত্রয়ঃ ক্ষণমিব নীতাঃ । তমমুং শ্রীকৃষ্ণং বিনা দুরন্তং তমঃ বিরহদুঃখং কথং নু অতিতরেম ন কথঞ্চিদিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

কিঞ্চ আস্তাং তাবত্তমোঽতিতরণং জীবনমেব কথং স্যাদিত্যাহুর্য ইতি । অহ্নঃক্ষয়ে

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

রাত্রয়ঃ ক্ষণমিব নীতাঃ তং কৃষ্ণং বিনা দুরন্তং অদৃষ্টপারং তমঃ বিরহাখ্যকারদুঃখসমুদ্রং নু নিশ্চিতং কথং অতিতরেম । যথাঙ্গ সঙ্গসুখেন বহ্ব্যোঽপি রাত্রয়ঃ ক্ষণ ইবাভূবংস্তথৈব বিরহদুঃখেন ক্ষণোঽপ্যস্মাকং যুগসহস্রং সদা ভবত্যেব কিন্তু বহ্বী রাত্রীরাগামিনীর্গময়িতুং কথং প্রভবিষ্যাম ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

কিঞ্চাদ্যৈব সারং মরিষ্যাম ইত্যাহুর্য ইতি । অহ্নঃক্ষয়ে দিনাবসানে অনন্তস্য রামস্য সখা ব্রজং বিশন্ ক্বণন্ ক্বণয়ন্ নিরীক্ষণং বক্ষোজাদিনিভালনং তেন চিত্তং ক্ষিণোতি সম্মোহয়তি ।

পরিমিত বহুকালব্যাপী রাত্রিসমূহও ক্ষণকালের ন্যায় অতিবাহিত করিয়াছি ; অহো অরে গোপিকাগণ ! এক্ষণে সেই হৃদয়-বল্লভের অদর্শনে এই দুরন্ত বিরহ-দুঃখ কি প্রকারে অতিক্রম করিব ! ॥ ২৭ ॥

গাভীগণের খুরোত্থিত ধূলায় ধূসরিত-কেশ বল-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ সায়ংকালে গোপগণে পরিবৃত হইয়া বেণুবাদন পূর্ব্বক যখন ব্রজপুরে প্রবেশ করিতেন,

আভাস ।

জীবিত থাকিতে হইবে, যে নিন্দা যা ভাড়না সহ্য করিব । আর যদি শ্রীকৃষ্ণ ফিরিয়া আইসেন, তখন তাঁহার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণে আমরা সকলই সহ্য করিতে পারিব । অধিক কি ! গৃহে রুদ্ধা থাকিলেও তাঁহার বার্ত্তা শ্রবণে, এমন কি ! এক প্রাণে রমতি করি, এই রাত্রি যাপনায় আমাদের তাড়নাদির দুঃখ সুখে পরিণত হইবে ; সন্দেহ নাই । কারণ যাঁহাদের সঙ্গলাভে তাদৃশ দীর্ঘ

বেণুং ক্বণন্ স্মিতকটাক্ষনিরীক্ষণেন।
চিত্তং ক্ষিণোত্যমুমৃতে নু কথং ভবেম ॥ ২৮ ॥
এবং ব্রুবাণা বিরহাতুরা ভৃশং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণবিষক্তমানসাঃ।

অন্বয়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণঃ অহ্নঃক্ষয়ে দিনাবসানে ব্রজং বিশন্ বেণুং ক্বণন্ বাদয়ন্ সন্ স্মিতকটাক্ষনিরীক্ষণেন যঃ চিত্তং ক্ষিণোতি অপহরতি তং অমুং কৃষ্ণং ঋতে বিনা, কথং নু ভবেম জীবেম ॥ ২৮ ॥

এবং পরস্পরং ব্রুবাণাঃ ভৃশং অত্যন্তং কৃষ্ণবিষক্তমানসাঃ (কৃষ্ণে বিষক্তানি মানসানি যাসাং

শ্রীধরস্বামী।

দিনাবসানে খুররজোভিশ্চূরিতা ধূসরিতা অলকাঃ ব্রজশ্চ যস্য সঃ ব্রজং বিশন্ স্মিতেন যৎ কটাক্ষনিরীক্ষণং তেন নশ্চিত্তং ক্ষিণোতি হরতি তমমুং শ্রীকৃষ্ণং বিনা কথং ভবেম জীবেমেতি ॥৮

কৃষ্ণে বিষক্তানি মানসানি যাসাং তাঃ। সুস্বরমুচ্চৈঃ। ক্রূরমক্রূরতঃ শ্রুত্বা কংসং কংস-

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অমুং কৃষ্ণং ঋতে কথং ভবেম জীবেমেতি। অদ্য সায়ং তত্তদ্যদি ন ভবিষ্যতি তদা কা খলু জীবিতং ধারয়িতুং পারয়িষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

এবং বিলপ্য কৃষ্ণং রথাদবতারয়িতুং সংহতা এব যদা গন্তুং প্রবৃত্তা তদোরুস্তম্ভাদিবিঘ্নবশাদ-সামর্থ্যে সতি কেবলং রুরুদুরেবেত্যাহ এবমিতি। বিরহপীড়য়া আতুরাঃ একমপি পদং গন্তুং

তখন তাঁহার সহাস্য কটাক্ষবাণে আমাদের চিত্ত জর্জ্জরিত হইত ; এখন বল দেখি ! সেই বংশীবদনের অদর্শনে আমরা কিরূপে জীবন ধারণ করিব ? ॥২৮॥

কৃষ্ণাসক্তচিত্তা ব্রজবধূগণ বিরহভয়ে নিতান্ত কাতর হইয়া এইরূপ বলিতে

আভাস।

কালব্যাপী রাস-রজনীও পলকের ন্যায় অতিবাহিত হইয়াছে, তাঁহার সহিত একত্র বাসে দুঃখ-সমুদ্র গোষ্পদতুল্য যে হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ? আমাদের এই আচরণে যদি স্বামী প্রভৃতি আমাদিগকে নিতান্তই পরিত্যাগ করেন, তাহাতেও ক্ষতি নাই ; আমরা কৃষ্ণানুচারিণী হইয়া বনদেবতার ন্যায়, এই বনে বনেই বিচরণ করিয়া বেড়াইব ; সেও আমাদের পরম লাভ। আমরা কৃষ্ণবিরহ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না। আমরা নিশ্চয় বুঝিতেছি যে, শ্রীকৃষ্ণের বিরহানল অদ্যই আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিবে। সায়ংকালে গোচারণ হইতে ব্রজে আসিবার সময়ই যখন আমরা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইব না, তখনই কোন্ প্রবোধ বাক্যে জীবনকে দেহে থাকিতে অনুরোধ করিব ? কৃষ্ণই আমাদের জীবন, মন ও সর্ব্বস্ব ॥ ২৬—২৮ ॥

প্রেমোন্মথিত-হৃদয়া গোপকামিনীগণ এই প্রকারে বিবিধ বিলাপ করত শ্রীকৃষ্ণকে নিবারণ করিবার জন্য সকলেই একত্রে মিলিতা হইলেন বটে, কিন্তু নিতম্বভারই যেন তাঁহা-দিগকে গমনে প্রতিবন্ধক করিল। তখন বিরহব্যথায় নিতান্ত কাতর হইয়া একপদও অগ্রসর হইতে বা স্পষ্টাক্ষরে একটীও হৃদয়ের কথা প্রকাশ করিতে আর সমর্থ হইলেন না ; কেবল

বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃ স্ম সুস্বরং গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি চ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ।

তাঃ) অতঃ বিরহাতুরাঃ (ভাবিবিরহভয়েন আতুরাঃ বিবশাঃ) ব্রজস্ত্রিয়ঃ লজ্জাং বিসৃজ্য ত্যক্ত্বা, সুস্বরং উচ্চৈঃ, হে গোবিন্দ হে দামোদর, হে মাধব ইতি (সম্বোধয়ন্ত্যঃ) রুরুদুঃ স্ম ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নিসূদনঃ। গোপীমনোরথারামঃ সরামঃ স্বপুরং যযৌ ॥ ২৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্পষ্টাক্ষরতয়া বক্তুমসমর্থাঃ। হে গোবিন্দ ইত্যনেনাস্মাকং গা মনশ্চক্ষুরাদীন্দ্রিয়বৃত্তিগবীঃ পরসহস্রা বিন্দ লভস্ব ত্বৎসঙ্গ এব গচ্ছন্তীরেতাঃ কৃপয়া গৃহাণ স্বীয়মনোবৃষভেন্দ্রেণ সহ সঙ্গময্য রক্ষ নতূপেক্ষস্ব দেহাস্ত্বস্মাকং ত্বৎসঙ্গাযোগ্যত্বাদ্দুর্ভগা অত্রৈব পঞ্চত্বং প্রাপ্স্যন্তি যদি ত্বং নাগমিষ্যসীতি বিজ্ঞাপনা। কিঞ্চ। স্ত্রীবধান্ জিঘৃক্ষসি চেদ্গৃহাণ। যস্যাঃ প্রেম্না দামবন্ধনমপি স্বীকৃতবানতু স্তাং মাতরং শ্রীব্রজেশ্বরীং মা জহি যদি পরশ্বন্তং নায়াস্যসি তদা না সর্ব্বথা মরিষ্যতীতি মাতৃহত্যাস্তু মা গৃহাণেতি হে দামোদরেতি পদেন বিজ্ঞাপনা। হে মাধবেতি ত্বমস্মাকং মা খলু ধবঃ কিন্তু সখা ভবসি যদি ধবোঽভবিষ্যস্তদা অস্মাসু তব সত্ত্বসম্ভবাৎ স্বয়ম্ভূনাং পালনে জ্বালনে বা নৈবাভিদোষং প্রাপ্স্যঃ। কিন্তু বয়ং পরদ্রব্যাণি ভবামোঽতোঽস্মন্নাশনিবন্ধনং দোষং মাঙ্গীকৃথা ইতি বিজ্ঞাপনা দ্যোতিতা ॥ ২৯ ॥

বলিতে আর নিস্তব্ধ থাকিতে পারিলেন না; তাঁহারা লজ্জায় জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক তখন হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! এই নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক উচ্চকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

আভাস।

উচ্চকণ্ঠে হে গোবিন্দ! হে দামোদর! এবং হে মাধব! এই নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে গোবিন্দ নাম উচ্চারণ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমিত মথুরায় চলিলে, কিন্তু তোমার চিরাভ্যস্ত গোচারণ বৃত্তি সে স্থলে কিরূপে চলিবে? সেখানেত এরূপ গাভী পাইবে না! অতএব তোমার বৃত্তিরক্ষার্থ আমাদের মনশ্চক্ষুরাদি গোনামক ইন্দ্রিয়কুলকে তোমার সঙ্গে প্রেরণ করিতেছি; অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিজের মনোরূপ বৃষভেন্দ্রের দ্বারা ইহাদিগকে নিকটে রাখিয়া প্রতিপালন করুন! দেখিবেন! যেন, উপেক্ষা করিবেন না! আমাদের দেহ তোমার সহিত মিলিত হইতে পারে, এরূপ পুণ্য কখন সংগ্রহ করে নাই; সুতরাং তুমি যদি আর প্রত্যাগমন না কর, তাহা হইলে অবশ্যই এ দেহ পঞ্চত্ব লাভ করিবে, তাহাতে তোমার ক্ষতি নাই; কিন্তু আমাদের প্রাপ্ত ইন্দ্রিয়বর্গকে যেন প্রত্যাখ্যান করিবেন না! কিন্তু নিজেই যখন স্ত্রীবধ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, তখন অন্যে কে তোমাকে নিষেধ করিবে? তবে একটী কথা; তুমি যশ্যেদার রজ্জুবন্ধনে নাকি দামোদর নাম স্বীকার করিয়াছ, তবে বল দেখি! তুমি কোন্ প্রাণে সেই স্নেহময়ী জননীকে বিসর্জ্জন

স্ত্রীণামেবং রুদন্তীনামুদিতে সবিতর্য্যথ।
অক্রূরশ্চোদয়ামাস কৃতমৈত্রাদিকো রথং ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ।

এবং স্ত্রীণাং রুদন্তীনাং সতীনাং (তাঃ অনাদৃত্য) কৃতমৈত্রাদিকঃ (কৃতং মৈত্রং মিত্রদেবতাকং সন্ধ্যোপাসনাদিকং কর্ম্ম যেন সঃ) অক্রূরঃ সবিতরি সূর্য্যে, উদিতে সতি অথ অনন্তরং রথং চোদয়ামাস চালিতবান্ ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

স্ত্রীণামিতি। তা অনাদৃত্য। কৃতমৈত্রাদিকঃ মৈত্রং মিত্রদৈবত্যং সন্ধ্যোপাসনং তদাদি কর্ম্ম কৃতং যেন সঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্ত্রীণামিত্যনাদরে ষষ্ঠী। ভো মাতরঃ ক্ষমধ্বং পরাধীনস্য রাজসেবকস্য মমাপরাধমেষোঽহমেব কৃষ্ণমানীয় সমর্পয়িষ্যামীত্যাশ্বাসনাকরণমেবানাদরঃ। অত এতদনাদরলক্ষণাপরাধফলমক্রূরস্য সমন্তকপ্রসঙ্গে কৃষ্ণবিচ্ছেদদুঃখং দ্বারকাত্যাগং দুর্যশো বারাণসীবাসঞ্চ ভাবুকভক্তবিশেষাঃ কেচিন্মন্যন্তে। কৃতং মৈত্রং মিত্রদৈবত্যং দৈহিকং তদাদিকং স্নানসন্ধ্যোপাসনাদিকং কর্ম্ম যেন সঃ। অত্র গোপীবিলাপাক্ষিনিমগ্নসম্পূর্ণচেতস্ত্বাদেব মুনিনা তাৎকালিকব্রজেশ্বরীবিলাপাবর্ণন-

---

নারীগণের কাতর-ধ্বনিতে অক্রূর কিছুমাত্র কর্ণপাত করিলেন না; তিনি প্রাতঃকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া সূর্য্যোদয় হইবা মাত্র কৃষ্ণকে লইয়া রথচালনে মথুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ ৩০ ॥

আভাস।

করন্ত মথুরায় গমন করিতেছ! তুমি নিশ্চয় জানিও যে, পরন্তু যদি কোন গতিকে তোমার এখানে আগমন করা না হয়, ব্রজেশ্বরী ত আর জীবন রাখিবেন না। অতএব হে দামোদর! মাতার কথা যেন মনে থাকে। মাতৃহত্যার পাপে দূষিত হইয়া দামোদর নামে যেন কলঙ্ক রটিও না। হে শ্রীকান্ত! লক্ষ্মী তোমার চিরপ্রণয়িনী ভার্য্যা; সেই আপনার সামগ্রীর উপর তুমি অত্যাচার বা সদাচার যাহাই কর না, তাহাতে লোকে তোমাকে দোষী করিবে না। আমরাত আর তোমার পরিণীতা ভার্য্যা নহি; আমরা পরের সম্পত্তি; অতএব বল দেখি! হে মাধব! স্বীয় পত্নীর ন্যায়, পর স্ত্রীর প্রতি এরূপ নৃশংস আচরণে কি তোমাকে জনসমাজে ও ধর্ম্মের নিকট কলঙ্কিত হইতে হইবে না? এই ত্রিবিধ ভাবই গোপিকার উক্ত তিনটী শব্দে অভিব্যক্ত হইয়াছিল ॥ ২৯ ॥

এই শ্লোকে স্ত্রীণাং এই পদে ষষ্ঠী বিভক্তি কেবল অনাদরেই প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ প্রাণগোবিন্দকে মথুরায় লইয়া যাইবার সময় উৎকণ্ঠিতা ও রোরুদ্যমানা গোপিকাকুলকে অক্রূর কিছুমাত্র সান্ত্বনা করেন নাই। তৎকালে তাঁহার বলা উচিত ছিল যে, "মাতৃগণ! তোমরা আমাকে ক্ষমা কর! আমি পরাধীন, রাজার সেবক। তাঁহার আজ্ঞানুসারে শ্রীকৃষ্ণকে

গোপাস্তমন্বযজ্জন্ত নন্দাদ্যাঃ শকটৈস্ততঃ।
আদায়োপায়নং ভূরি কুম্ভান্ গোরসসম্ভৃতান্॥ ৩১॥
গোপ্যশ্চ দয়িতং কৃষ্ণমনুব্রজ্যানুরঞ্জিতাঃ।
প্রত্যাদেশং ভগবতঃ কাঙ্ক্ষন্ত্য শ্চাবতস্থিরে॥ ৩২॥

অন্বয়ঃ।

ততঃ অনন্তরং ভূরি উপায়নং দেয়ং উত্তমং বস্তু তথা গোরসসম্ভৃতান্ কুম্ভান্ চ আদায় নন্দ্যাদ্যাঃ গোপাঃ শকটৈঃ তং কৃষ্ণং অনুঅসজ্জন্ত পৃষ্ঠতঃ যযুঃ॥ ৩১॥

তদা গোপ্যঃ চ দয়িতং কৃষ্ণং অনুব্রজ্য তেন অনু রঞ্জিতাঃ আনন্দিতাঃ ভগবতঃ প্রত্যাদেশং গমনপ্রত্যাখ্যানং কাঙ্ক্ষন্ত্যঃ এব অবতস্থিরে স্থিতাঃ॥ ৩২॥

শ্রীধরস্বামী।

অন্বসজ্জন্ত অন্বগচ্ছন্॥ ৩১॥

অনুরঞ্জিতাঃ পরাবৃত্য নিরীক্ষণাদিভিঃ কিঞ্চিদানন্দিতাঃ। প্রত্যাদেশং প্রত্যাখ্যানং॥ ৩২॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মিতি কেচিৎ। ধনুর্মহোৎসবদর্শনসোৎকণ্ঠমনা বালকোঽয়ং স্বপিত্রা সহৈব যাতি যথাসময়ং পিত্রৈব ভোজয়িষ্যমাণঃ পিতুরঙ্ক এব সুখং শয়িষ্যমাণ একদিনং তত্র স্থিত্বা পরশ্বঃ পুনঃ স্বপিত্রা সহৈবায়াস্যতি কাত্র চিন্তেতি পুরন্ধ্রীভির্গোপৈশ্চ নন্দাদিভিশ্চ মুহুরাশ্বাসিতায়াস্তস্যাস্তদা নাতি-শোক ইত্যন্যে প্রাহুঃ॥ ৩০॥ ৩১॥

অনুরঞ্জিতাঃ কৃষ্ণেন রথস্থেনৈব পশ্চিমাভিমুখীভূয় স্বপ্রেয়সীনাং নির্গচ্ছতঃ প্রাণানালক্ষ্য ভোঃ প্রাণৈকবল্লভা মা খিদ্যত এষোঽহমেতান্ বঞ্চয়িত্বা যুষ্মৎসন্নিধিমেষ্যামীত্যর্থ-দ্যোতকেন নিরীক্ষণেন কিঞ্চিদানন্দিতাঃ। ততশ্চোর্বাদিজাড্যে কিঞ্চিন্নিবৃত্তে সতি গোপ্যশ্চেতি যথা গোপা আনন্দেন রথমনুব্রজন্তি স্ম। তথা গোপ্যশ্চ দয়িতং অনুব্রজ্য প্রত্যাদেশঞ্চ কাঙ্ক্ষন্ত্যঃ অবতস্থিরে নয়নকৃতমাশ্বাসং যথা প্রাপুস্তথা বচনকৃতমপি তমভি-লষন্ত্য ইত্যর্থঃ॥ ৩২॥

নন্দাদি গোপবৃন্দ বিবিধ উত্তম উত্তম উপহার সামগ্রী এবং দধি দুগ্ধ ও ঘৃতাদি-পূর্ণ কলস-সমূহ সঙ্গে লইয়া শকটারোহণে তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন॥ ৩১॥

গোপিকাগণ প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের পশ্চান্নিরীক্ষণাদি ভাবভঙ্গি দর্শনে কিঞ্চিৎ আশ্বস্তের ন্যায় কথঞ্চিৎ অনুগমন করিলেন; অবশেষে প্রত্যাগমনের আশ্বসবাক্যের প্রত্যাশায় সেই স্থলেই দণ্ডায়মানা রহিলেন॥ ৩২॥

আভাস।

একবার তথায় লইয়া যাইতেছি; কার্য্যাবসানে আমি স্বয়ং তাঁহাকে এখানে রাখিয়া যাইব"। এরূপ বাক্যে অক্রূর তাঁহাদিগকে একবারও বিনোদিত করেন নাই॥ ৩০॥ ৩১॥

তাস্তথা তপ্যতীর্বীক্ষ্য স্বপ্রস্থানে যদূত্তমঃ।
সান্ত্বয়ামাস সপ্রেমৈরায়াস্য ইতি দৌত্যকৈঃ ॥ ৩৩ ॥
যাবদালক্ষ্যতে কেতুর্যাবদ্রেণু রথস্য চ।
অনুপ্রস্থাপিতাত্মানো লেখ্যানীবোপলক্ষিতাঃ ॥

অন্বয়ঃ।

তদা যদূত্তমঃ কৃষ্ণঃ স্বপ্রস্থানে নিমিত্তে, তাঃ গোপীঃ তথা তপ্যতীঃ তপ্যমানাঃ, বীক্ষ্য সপ্রেমৈঃ প্রেমসহিতৈঃ, শীঘ্রং আয়াস্যে ইতি দৌত্যকৈঃ দূতবাক্যৈঃ, সান্ত্বয়ামাস ॥ ৩৩ ॥

অনুপ্রস্থাপিতাত্মানঃ (শ্রীকৃষ্ণমনু প্রস্থাপিতাঃ আত্মনঃ চিত্তানি যাসাং তাঃ) গোপ্যঃ যাবৎ রথস্য কেতুঃ আলক্ষ্যতে যাবচ্চ রেণুঃ আলক্ষ্যতে তাবৎ কালং লেখ্যানীব চিত্রলিখিত-প্রতিমাঃ ইব উপলক্ষিতাঃ তত্রৈব উপতস্থিরে ॥

শ্রীধরস্বামী।

তপ্যতীঃ সংতপ্যমানাঃ। আয়াস্যে শীঘ্রমাগমিষ্যামীতি দূতবাক্যৈঃ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তপ্যতীঃ সন্তপ্যমানাঃ। যদূনাং পালনে প্রবৃত্তমতিত্বাৎ যদূত্তমঃ। দৌত্যকৈর্দূত-বাক্যৈঃ। কর্ম্মণি ষ্যঞ্। বহুবচনেন যথা তাসাং প্রবোধো ভবতি তথা বহুপ্রকারৈ-স্তদ্বিশ্বাসোৎপাদকশপথশতসহিতৈরিত্যর্থঃ। কপ্রত্যয়েনানুকম্পাব্যঞ্জকৈঃ। সপ্রেমভি-রিতি। যথা যূয়ং মাং বিনা বিভিন্নধৈর্য্যাস্তথৈবাহমপি বিদীর্ণহৃদয় এব পরাধীন এব ভবতীনাং স্মিতমধুরকটাক্ষমাধ্বীকং ত্রিজগদতিদুর্ল্লভং স্বধীরসনয়া লিহন্নেব জীবন্ পুরীং যামি যত্তহং পরশ্বো নাগমিষ্যামি তদা যূয়মহঞ্চ যুগপদেব প্রাণান্ ধর্ত্তুং ন প্রভবিষ্যামঃ। যদিবা পরমায়ুঃ প্রাবল্যাদাশাবন্ধাচ্চ জীবিষ্যামস্তদপি তজ্জীবনং মরণকোটিতোঽপ্যতিকষ্ট-মিত্যাদি প্রেমামৃতম্রক্ষিতৈরিত্যর্থঃ। আয়াস্যে আয়াস্যামি। পরশ্ব আগমনপ্রকারস্তূপ-রিষ্টাদ্ব্যাখ্যাস্যতে। ৩৩ ॥

যদুপতি গোবিন্দ নিজের গমনোপলক্ষে গোপিকাগণকে তাদৃশ সন্তপ্ত নিরীক্ষণ করিয়া, দূতবাক্যের দ্বারা "আমি সত্বর প্রত্যাগমন করিব" এই বার্ত্তা প্রদানে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিলেন ॥ ৩৩ ॥

প্রস্থানকালে কৃষ্ণ-রথের চূড়া যে পর্য্যন্ত পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল এবং রথোত্থিত ধূলিপটল যদবধি নভোভাগে পরিলক্ষিত হইতে লাগিল, তদবধি

আভাস।

গোপিকাগণ যদিও অক্রূরের দ্বারা কোন প্রকারে আশ্বাসিত হন নাই বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মনে সে খেদ রাখেন নাই; তিনি ভাবভঙ্গির দ্বারা নিজ-প্রত্যাগমনের বার্ত্তা তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

তা নিরাশা নিববৃতু র্গোবিন্দনিবর্ত্তনে ।
বিশোকা অহনী নিন্যু র্গায়ন্ত্যঃ প্রিয়চেষ্টিতং ॥
ভগবানপি সংপ্রাপ্তো রামাক্রূরযুতো নৃপ ।
রথেন বায়ুবেগেন কালিন্দীমঘনাশিনীং ॥ ৩৪ ॥
তত্রোপস্পৃশ্য সলিলং পীত্বা মৃষ্টমণিপ্রভং ।
বৃক্ষষণ্ডমুপব্রজ্য সরামো রথমাবিশৎ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ ।

ততঃ গোবিন্দবিনিবর্ত্তনে নিরাশাঃ সত্যঃ তাঃ গোপ্যঃ নিববৃতুঃ ন্যবর্ত্তন্ত প্রিয়চেষ্টিতং (প্রিয়স্য কৃষ্ণস্য চেষ্টিতং) গায়ন্ত্যঃ বিশোকাঃ বিগতশোকাঃ সত্যঃ অহনী রাত্রিদিনানি নিন্যুঃ অতিক্রমিতবত্যঃ ॥

হে নৃপ! রামাক্রূরযুতঃ রামাক্রূরাভ্যাং যুতো ভগবান্ কৃষ্ণঃ অপি বায়ুবেগেন (বায়োরিব বেগো যস্য তেন রথেন) অঘনাশিনীং কালিন্দীং সংপ্রাপ্তঃ ॥ ৩৪ ॥

তত্র কালিন্দ্যাং মৃষ্টমণিপ্রভং (মৃষ্টং নির্ম্মলং মণিপ্রভং ইন্দ্রনীলমণিবৎ স্বচ্ছং সলিলং উপস্পৃশ্য বৃক্ষষণ্ডং (বৃক্ষাণাং ষণ্ডং সমূহং উপব্রজ্য সরামঃ কৃষ্ণঃ রথং আবিশৎ আরুরোহ ॥৩৫॥

শ্রীধরস্বামী ।

শ্রীকৃষ্ণমনু প্রস্থাপিতা আত্মানশ্চিত্তাদয়ো যাভিস্তাঃ। লেখ্যময়পুত্রিকা ইব নিশ্চলাঃ ॥৩৪॥ বৃক্ষাণাং ষণ্ডং সমূহং উপব্রজ্য ॥ ৩৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ।

আলক্ষ্যতে কিঞ্চিল্লক্ষণেনেষদ্দৃশ্যতে ইত্যর্থঃ। গচ্ছন্তং কান্তমনু প্রস্থাপিতা আত্মনো মনাংসি যাভিস্তাঃ। অতএব লেখ্যানি চিত্রাণীব উপ সমীপেঽপি লক্ষিতা লোকৈর্দৃষ্টাঃ ॥

গোবিন্দস্য বিনিবর্ত্তনে নিরাশাস্তাস্ততঃ স্থানান্নিববৃতুঃ স্বয়মেবাসৌ সর্ব্বান্ বঞ্চয়িত্বা নিবর্ত্তিষ্যত ইতি যা আশা আসীৎ সা নষ্টেত্যর্থঃ। বিশিষ্টশোকবত্য এব অহনী যে নিন্যুঃ। অহনী ইত্যার্ষং। অহানীত্যর্থঃ ইত্যেকে ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণকান্তা কামিনীগণ পথপানে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণে প্রাণ সমর্পণ করত সেই স্থানেই দণ্ডায়মানা রহিলেন ॥

পরে গোবিন্দের প্রত্যাগমনের প্রত্যাশায় নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং কথঞ্চিৎ শোকসম্বরণে কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন করত দিনযামিনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন ॥

এদিকে ভগবান্ বাসুদেব অক্রূর ও বলরামের সহ বায়ুর ন্যায় বেগবান্ রথে গমন করত অতি সত্বর পাপনাশিনী কালিন্দীর কূলে উপনীত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

তথায় মুখ-প্রক্ষালনাদিপূর্ব্বক স্বচ্ছ মণির ন্যায় যমুনায় পরিষ্কৃত বারি পান

অক্রূরস্তাবুপামন্ত্র্য নিবেশ্য চ রথোপরি।
কালিন্দ্যা হ্রদমাগত্য স্নানং বিধিবদাচরৎ ॥ ৩৬ ॥
নিমজ্য তস্মিন্ সলিলে জপন্ ব্রহ্ম সনাতনং।
তাবেব দদৃশেঽক্রূরো রামকৃষ্ণৌ সমন্বিতৌ ॥
তৌ রথস্থৌ কথমিহ সুতাবানকদুন্দুভেঃ।
তর্হি স্বিৎ স্যন্দনে ন স্ত ইত্যুন্মজ্য ব্যচষ্ট সঃ ॥

অন্বয়ঃ।

তদা অক্রূরঃ তৌ রামকৃষ্ণৌ, আমন্ত্র্য আহূয়, রথোপরি নিবেশ্য চ মাধ্যাহ্নিকার্থং কালিন্দ্যাঃ হ্রদং আগত্য তত্র বিধিবদ্ যথাবিধি স্নানং আচরৎ ॥ ৩৬ ॥

তস্মিন্ সলিলে নিমজ্য সনাতনং ব্রহ্ম জপন্ অক্রূরঃ তৌ এব সমন্বিতৌ মিলিতৌ, রামকৃষ্ণৌ, এব তত্র সলিলমধ্যে দদৃশে ॥

এবং দৃষ্ট্বা চ অক্রূরঃ তৌ রথস্থৌ আনকদুন্দুভেঃ বসুদেবস্য সুতৌ ইহ কথং স্তঃ (যদি রথাৎ অবরুহ্য অত্রাগতৌ) তর্হি স্যন্দনে ন স্তঃ (ইতি বিতর্ক্য) সঃ উন্মজ্য তৌ ব্যচষ্ট দদর্শ।

শ্রীধরস্বামী।

শক্রভ্যঃ শঙ্কিতঃ সন্ রথোপরি নিবেশ্য ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্ম বেদং জপন্। কেনৌ বালৌ ক তৌ মন্নাবিভি শঙ্কিতচেতসে অক্রূরায় জলে

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

রথোপরি নিবেশ্যেতি সুখোপবেশার্থং শক্রভ্যঃ শঙ্কয়া বা ॥ ৩৬ ॥

স্বমন্ত্রধ্যেয়রূপাদপাদ্ভুতং রূপমীক্ষিতং। ব্রজেঽক্রূরেণ তত্রৈব নিষ্ঠামপ্যাপ চেতসঃ।

করিলেন এবং পুনরায় পাদপদ্মশ্রেণীর সমীপে আগমন পূর্ব্বক রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৩৫ ॥

পথে পাছে কোন অনিষ্ট ঘটে, এই আশঙ্কায় অক্রূর ব্যস্ত হইয়া রামকৃষ্ণ উভয় ভ্রাতাকেই আহ্বান পূর্ব্বক রথে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং যথাবিধি স্নানার্থ কালিন্দী হ্রদে অবগাহন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

তথায় সলিলমধ্যে মস্তক নিমজ্জিত পূর্ব্বক তিনি যখন সনাতন পরম ব্রহ্মকে আরাধনা করিলেন, অমনি রামকৃষ্ণ উভয় ভ্রাতাকেই তথায় একত্র উপবিষ্ট অবলোকন করিলেন ॥

তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, বসুদেব-নন্দন রামকৃষ্ণ উভয় ভ্রাতাইত রথে সমাসীন আছেন; অতএব এই জলমধ্যে উভয়কে আবার কিরূপে নিরীক্ষণ করিতেছি? দেখা যাউক, তবে কি তাঁহারা রথে উপবিষ্ট নাই! এই বলিয়া তিনি যেমন জল হইতে মস্তক উত্তোলন করিলেন, অমনি

তত্রাপি চ যথাপূর্ব্বমাসীনৌ পুনরেব সঃ।
ন্যমজ্জদ্দর্শনং যস্মে মৃষা কিং সলিলে তয়োঃ॥ ৩৭ ॥
ভূয়স্তত্রাপি সোঽদ্রাক্ষীৎ স্তূয়মানমহীশ্বরং।
সিদ্ধৈ র্ভুজঙ্গপতিভিরসুরৈ র্নতকন্ধরৈঃ॥ ৩৮ ॥
সহস্রশিরসং দেবং সহস্রফণমৌলিনং।
নীলাম্বরং বিসশ্বেতং শৃঙ্গৈঃ শ্বেতমিব স্থিতং॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ।

তত্রাপি রথে যথাপূর্ব্বং আসীনৌ দদর্শ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। অন্তঃ সলিলে মে ময়া তয়োঃ দর্শনং কিং মৃষা দৃষ্টং ইতি বিচিন্ত্য সঃ অক্রূরঃ ভূয়ঃ পুনরপি নতকন্ধরৈঃ (নতাঃ কন্ধরাঃ গ্রীবাঃ যেষাং তৈঃ) সিদ্ধৈঃ ভুজঙ্গপতিভিঃ অসুরৈঃ প্রহ্লাদাদিভিঃ চ স্তূয়মানং অহীশ্বরং শেষং অদ্রাক্ষীৎ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

সহস্রশিরসং (সহস্রং শিরাংসি ফণা. যস্য তং) সহস্রফণমৌলিনং (সহস্রেষু ফণা-মৌলয়ঃ যস্য তং নীলাম্বরং (নীলং অম্বরং যস্য তং) শৃঙ্গৈঃ হিরণ্ময়ৈঃ শিখরৈঃ বিসশ্বেতং (বিসবৎ পদ্মকন্দবৎ শ্বেতং) ইব স্থিতং ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরস্বামী।

রূপং অত্যাশ্চর্য্যমদর্শয়ৎ ॥ ৩৭ ॥ সিদ্ধাদিভিস্তূয়মানং ॥ ৩৮ ॥

সহস্রং শিরাংসি যস্য তং সহস্রং ফণেষু মৌলয়ো যস্য সন্তি তথা তং নীলেঽম্বরে যস্য তং বিসবৎ কমলকন্দবৎ শ্বেতং। শৃঙ্গৈঃ শিখরৈঃ শ্বেতং কৈলাসমিব স্থিতং ॥ ৩৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তাং চাবয়ন্ ব্রজবধূমন্ত্রহেতোঃ পুরাতনীং। নিষ্ঠামেবাপয়ন্ কৃষ্ণো বৈকুণ্ঠং তমদর্শয়ৎ ॥৩৭॥

দ্বিতীয়ে নিমজ্জনে তু তং স্বাংশং শ্রীবিষ্ণুং তন্মন্ত্রোপাস্যদৈবতং দর্শয়ংস্তত্রৈব তন্মনো-নিষ্ঠাং ধারয়িতুং তৎপরিকরানানথশিখং শুদ্ধরূপমপি সাক্ষাদনুভাবয়ামাস। মদীষ্টদেবো বৈকুণ্ঠনাথ এব বসুদেবগৃহেঽবতীর্ণ ইতি জ্ঞাপয়ামাস চ। ভূয় ইতি ত্রয়োদশভিঃ॥

অত্র দ্বাভ্যাং বলদেবাংশং শেষং বর্ণয়তি। সহস্রং ফণা মৌলয়ঃ কিরীটানি চ বিদ্যন্তে যস্য তং। ব্রীহ্যাদিত্বাদিনিঃ। শৃঙ্গৈঃ শিখরৈঃ শ্বেতং কৈলাসমিব। যদ্যপি ব্রহ্মণো লোকং যত্রাক্রূরোঽধ্যগাৎ পুরেত্যত্র ব্রহ্মণো লোকং বৈকুণ্ঠমিতি স্বামিব্যাখ্যানাৎ। বৈকুণ্ঠেঽপি যথা শেষ ইতি ভাগবতামৃতবাক্যাচ্চ জলেঽক্রূরো বৈকুণ্ঠমেবাপশ্যদিতি প্রাহুঃ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

তাঁহাদিগকে পূর্ব্ববৎ রথেই অধিরূঢ় অবলোকন করিলেন। তখন জলমধ্যে তাঁহাদের সন্দর্শনটী মিথ্যা বিবেচনায় অক্রূর যেমন পুনরায় জলমধ্যে নিমগ্ন হইলেন ॥ ৩৭ ॥

অমনি নতকন্ধর সিদ্ধ, উরগ ও অসুরগণ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক ভগবান্ অনন্তদেবকে স্তব করিতেছেন, এইরূপ তথায় অবলোকন করিলেন ॥ ৩৮ ॥

তস্যোৎসঙ্গে ঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসং।
পুরুষং চতুর্ভুজং শান্তং পদ্মপত্রারুণেক্ষণং ॥ ৪০ ॥
চারুপ্রসন্নবদনং চারুহাসনিরীক্ষণং।
সুভ্রূন্নসং চারুকর্ণং সুকপোলারুণাধরং ॥ ৪১ ॥
প্রলম্বপীবরভুজং তুঙ্গাংসোরঃস্থলশ্রিয়ং।

অন্বয়ঃ।

তস্য অহীশ্বরস্য উৎসঙ্গে কুণ্ডলীকৃতদেহার্দ্ধে, পুরুষং বিলোক্য ইতি পরেণান্বয়ঃ। তং বর্ণয়তি) ঘনশ্যামং নীলমেঘবৎ শ্যামং, পীতকৌশেয়বাসসং (পীতে কৌশেয়ে কীটরচিত-কোশগ্রনিতন্তুনির্ম্মিতে বাসসী যস্য তং) চতুর্ভুজং (চত্বারো ভুজাঃ যস্য তং) শান্তং প্রসন্নং, পদ্মপত্রারুণেক্ষণং (পদ্মপত্রে ইব অরুণে ঈক্ষণে যস্য তং) ॥ ৪০ ॥

চারুপ্রসন্নবদনং (চারু সুন্দরং প্রসন্নং চ বদনং যস্য তং) চারুহাসনিরীক্ষণং (চারু-হাসেন যুক্তং নিরীক্ষণং যস্য) তং) সুভ্রূ (শোভনে ভ্রুবৌ যস্য ইতি) উন্নসং (উন্নতা নাসিকা যস্য তং) চারুকর্ণং (চারুকর্ণৌ যস্য তং) সুকপোলারুণাধরং (শোভনৌ কপোলৌ তথা অরুণঃ অধরঃ যস্য তং) ॥ ৪১ ॥

প্রলম্বপীবরভুজং (প্রলম্বাঃ আজানুলম্বিনঃ পীবরাঃ চ ভুজাঃ যস্য তং) তুঙ্গাংসোরঃ-

শ্রীধরস্বামী।

তস্যোৎসঙ্গে কুণ্ডলীকৃতদেহার্দ্ধে বিলোক্য ইত্যেকাদশশ্লোকেনান্বয়ঃ ॥ ৪০ ॥

শোভনে ভ্রুবৌ যস্য উন্নতা নাসিকা যস্য তৎ। শোভনৌ কপোলৌ যস্য অরুণৌ অধরৌ যস্য তৎ তৎ ॥ ৪১ ॥

তুঙ্গাবংসৌ যস্য উরঃস্থলে শ্রীর্যস্য তৎ তৎ বলিমৎপল্লবোদরং বলয়স্তির্য্যঞ্চ নিম্না রেখা

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কৃষ্ণস্যাংশং নারায়ণং বর্ণয়তি। তস্য উৎসঙ্গে কুণ্ডলীকৃতদেহার্দ্ধে বিলোক্যেত্যেকাদশেন শ্লোকেনান্বয়ঃ ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥

তুঙ্গাংসং উরঃস্থলশ্রিয়মেতি দ্বয়োঃ কর্ম্মধারয়যৈকপদং। বলয়স্তির্য্যঞ্চি নিম্না রেখাঃ সন্তি

অনন্তদেবের অনন্ত মস্তকে অনন্তফণা বিরাজিত ছিল; নীলবসন পরিহিত; বর্ণ মৃণালবৎ বিশদ; যেন বিপুল শৃঙ্গবিশিষ্ট কৈলাস পর্ব্বত তাঁহার সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ৩৯ ॥

উক্ত অনন্তদেবের উৎসঙ্গমধ্যে পীতকৌশেয়-বসনধারী পদ্মপলাশলোচন শান্ত নিবিড় শ্যামবর্ণ, চতুর্ভুজ এক অপূর্ব্ব পুরুষ উপবিষ্ট অবলোকন করিলেন ॥ ৪০ ॥

তাঁহার সুপ্রসন্ন বদনকমলে মনোহর বিশদ হাস্য, সুঠাম নাসিকা, শোভন ভ্রূযুগল, সুচারু কর্ণ, সুন্দর গণ্ডস্থল এবং অরুণবর্ণ অধরে কি অপূর্ব্ব শোভাই পরিদৃষ্ট হইতেছিল! ॥ ৪১ ॥

কম্বুকণ্ঠং নিম্ননাভিং বলিমৎ পল্লবোদরং ॥ ৪২ ॥
বৃহৎকটিতটশ্রোণিকরভোরুদ্বয়ান্বিতং।
চারুজানুযুগং চারুজঙ্ঘাযুগলসংযুতং ॥ ৪৩ ॥
তুঙ্গগুল্ফারুণনখব্রাতদীধিতিভি র্যুতং (নৃপ) ।
নবাঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠদলৈ র্বিলসৎপাদপঙ্কজং ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ।

স্থূলশ্রিয়ং (তুঙ্গৌ উন্নতৌ অংসৌ স্কন্ধৌ যস্য তথা উরসি শ্রীঃ যস্য তং) বলিমৎপল্লবোদরং (বলয়ঃ ভির্য্যঙ্নিম্নাঃ রেখাঃ যস্য সন্তি তৎ বলিমৎ তৎ চ পল্লববৎ অশ্বত্থদলসদৃশং চ উদরং যস্য তং) ॥ ৪২ ॥

বৃহৎকটিতটশ্রোণিকরভোরুদ্বয়ান্বিতং (বৃহদ্ভ্যাং কটিতটশ্রোণিভ্যাং করভসদৃশেন হস্তিশুণ্ডসদৃশেন চারুণা উরুদ্বয়েন চ অন্বিতং) চারুজানুযুগং চারুজঙ্ঘাযুগলসংযুতং ॥ ৪৩ ॥

তুঙ্গগুল্ফারুণনখব্রাতদীধিতিভিঃ (তুঙ্গৌ ঈষৎ উন্নতৌ গুল্ফৌ চ অরুণনখানাং ব্রাতঃ সমূহঃ তেষাং দীধিতিভিঃ বৃতং নবাঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠদলৈঃ (নবাঃ অঙ্গুল্যঃ অঙ্গুষ্ঠৌ চ তানেব দলানি তৈঃ বিলসন্তী শোভমানে পাদপঙ্কজে যস্য তং) বিলসৎপাদপঙ্কজং ॥ ৪৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যস্য সন্তি তৎ বলিমৎ তচ্চ পল্লববৎ অশ্বত্থদলসদৃশং উদরং যস্য তং ॥ ৪২ ॥

কটিতটঞ্চ শ্রোণিশ্চ করভসদৃশমুরুদ্বয়ঞ্চ বৃহচ্চ তৎ কটিতটশ্রোণি করভোরুদ্বয়ঞ্চ তেনান্বিতং। যদ্বা। বৃহদ্ভ্যাং কটিতটশ্রোণিভ্যাং করভোরুদ্বয়েন চান্বিতং ॥ ৪৩ ॥

তুঙ্গৌ ঈষদুন্নতৌ গুল্ফৌ অরুণনখব্রাতশ্চ তেষাং দীধিতিভিঃ তথা নবা অঙ্গুল্যঃ অঙ্গুষ্ঠৌ চ তানেব দলানি তৈশ্চ বিলসৎ শোভমানং পাদপঙ্কজং যস্য তং ॥ ৪৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যস্য তৎ বলিমৎ তচ্চ পল্লববৎ অশ্বত্থদলসদৃশং উদরং যস্য তং ॥ ৪২ ॥

বৃহদ্ভ্যাং কটিতটশ্রোণিভ্যাং করভসদৃশোরুদ্বয়েনচ অন্বিতং। কটিতটং নিতম্বঃ। শ্রোণিঃ কটিঃ। কটিঃ শ্রোণিঃ ককুদ্বতী ॥ ৪৩ ॥

নখিবন্দ্রাংকনিষ্ঠা করস্য করভো বহিরিত্যমরঃ। তুঙ্গগুল্ফেতি গুল্ফস্য তুঙ্গতা ঈষন্মাত্রেব ব্যাখ্যেয়া অতিসৌকুমার্য্যাৎ নবা অঙ্গুল্যঃ অঙ্গুষ্ঠৌ চ তে এব দলানি তৈঃ

আজানুলম্বিত বাহু, উচ্চ স্কন্ধ, কম্বুবৎ গ্রীবাদেশ, নিম্ননাভি, ত্রিবলি-বিশিষ্ট অশ্বত্থ পত্রসদৃশ উদর এবং বক্ষস্থলে শ্রীঃ শোভা পাইতেছিলেন ॥৪২॥

সুবৃহৎ কটিদেশ ও নিতম্ব, করী করতুল্য সুচারু উরুদ্বয়, মনোহর জানু-যুগল, সুন্দর ও সুঠাম জঙ্ঘাদ্বয়—॥ ৪৩ ॥

গুল্ফদ্বয় কিঞ্চিৎ উন্নত; অরুণবর্ণ নখর সমূহের জ্যোতিতে কি অপূর্ব্ব শোভারই উদয় হইয়াছিল! নবীন অঙ্গুলীসমূহের সমাবেশে ও পদ্মবিনিন্দিত

সুমহার্হমণিব্রাতকিরীটকটকাঙ্গদৈঃ।
কটিসূত্রব্রহ্মসূত্রহারনূপুরকুণ্ডলৈঃ ॥
ভ্রাজমানং পদ্মকরং শঙ্খচক্রগদাধরং।
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভং বনমালিনং ॥ ৪৫ ॥
সুনন্দ-নন্দপ্রমুখৈঃ পার্ষদৈঃ সনকাদিভিঃ।
সুরেশৈব্রহ্মরুদ্রাদ্যৈ র্নবভিশ্চ দ্বিজোত্তমৈঃ ॥
প্রহ্লাদ-নারদ-বসু-প্রমুখৈর্ভাগবতোত্তমৈঃ।
স্তূয়মানং পৃথগ্‌ভাবৈ র্বচোভিরমলাত্মভিঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ।

সুমহার্হমণিব্রাতকিরীটকটকাঙ্গদৈঃ (সুমহার্হাঃ বহুমূল্যাঃ মণিব্রাতাঃ যেষু তৈঃ কিরীটাদিভিঃ) তথা কটিসূত্রব্রহ্মসূত্রহারনূপুরকুণ্ডলৈঃ (ব্রহ্মসূত্রং যজ্ঞোপবীতং) ভ্রাজমানং ॥

পদ্মকরং (পদ্মং করে দক্ষিণকরে যস্য তং) শঙ্খচক্রগদাধরং শ্রীবৎসবক্ষসং (শ্রীবৎসো দক্ষিণাবর্ত্তরোমরেখাবিশেষো বক্ষসি যস্য তং) ভ্রাজৎকৌস্তুভং বনমালিনং ॥ ৪৫ ॥

সুনন্দনন্দপ্রমুখৈঃ পার্ষদৈঃ সনকাদিভিঃ ব্রহ্মর্ষিভিঃ ব্রহ্মরুদ্রাদ্যৈঃ সুরেশৈঃ মরীচ্যাদিভিঃ নবভিঃ দ্বিজোত্তমৈঃ, প্রহ্লাদনারদবসুপ্রমুখৈঃ ভাগবতোত্তমৈঃ পৃথগ্‌ভাবৈঃ অমলাত্মভিঃ বচোভিঃ স্তূয়মানং ॥ ৪৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সুমহার্হা মণিব্রাতা যেষু তৈঃ কিরীটাদিভিঃ ॥ ৪৫ ॥

পৃথক্ পৃথগ্ ভাবোঽভিপ্রায়ো যেষাং তৈঃ। তত্র পার্ষদৈশ্চ স্বামীতি স্তূয়মানং সনকাদিভির্ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মাদ্যৈ র্মহেশ্বর ইতি। মরীচ্যাদিভি র্দ্বিজোত্তমৈঃ পরঃ প্রজাপতিরিতি। বসুরুপরিচরঃ। প্রহ্লাদনারদবসবঃ প্রমুখা যেষাং তৈঃ পরদৈবতমিতি চ। শ্রেষ্ঠৈর্বচোভিরিতি বা ॥ ৪৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শোভমানে পাদপঙ্কজে যস্য তং। পৃথগ্‌ভাবৈরিতি পার্ষদৈঃ স্বামিত্বেন সনকাদ্যৈর্ব্রহ্মত্বেন ব্রহ্মাদ্যৈঃ পরমেশ্বরত্বেন মরীচ্যাদ্যৈঃ প্রজাপতিত্বেন প্রহ্লাদাদ্যৈরিষ্টদেবত্বেন তত্র বসুরুপরিচরঃ। অত্র পার্ষদাঃ পূর্ব্বাদ্যষ্টস্বপি দিক্ষু। সনকাদ্যাঃ পশ্চাৎ। ব্রহ্মাদ্যা দক্ষিণে

চরণপদ্মের মনোহর সৌন্দর্য্যে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়াছিল ॥ ৪৪ ॥

মহামূল্য মণিসমূহের কিরীট, বলয় ও আভরণসমূহ খচিত ছিল; তাঁহার কটিতে কটিসূত্র, গলদেশে যজ্ঞোপবীত ও মণিময় হার, চরণে নূপুর এবং কর্ণে কুণ্ডল শোভিত ছিল ॥

সুনন্দ নন্দ প্রভৃতি পার্ষদগণ, সনকাদি ব্রহ্মর্ষিবর্গ, ব্রহ্মরুদ্রাদি অমরেশ্বরগণ এবং মরীচ্যাদি নয়জন ব্রাহ্মণ, প্রহ্লাদ, নারদ ও বসুপ্রভৃতি ভক্তশ্রেষ্ঠগণ

শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্ত্যা তুষ্ট্যেলয়োর্জয়া।
বিদ্যয়াবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতং ॥ ৪৭ ॥
বিলোক্য সুভৃশং প্রীতো ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ।
হৃষ্যত্তনুরুহো ভাবপরিক্লিন্নাত্মলোচনঃ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্ত্যা তুষ্ট্যা বৈরাগ্যেণ, ইলয়া ভূশক্ত্যা, ঊর্জ্জয়া সর্ব্বসামর্থ্য রূপয়া, বিদ্যয়া অবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতং ॥ ৪৭ ॥

পুরুষং বিলোক্য সুভৃশং অত্যন্তং, প্রীতঃ পরময়া ভক্ত্যা যুতঃ হৃষ্যত্তনুরুহঃ (হৃষ্যন্তঃ উদঞ্চিতাঃ তনুরুহাঃ লোমানি যস্য সঃ) ভাবপরিক্লিন্নাত্মলোচনঃ (ভাবেন পরিক্লিন্নঃ আর্দ্রঃ আত্মা চিত্তং লোচনে চ যস্য সঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বিদ্যাবিদ্যে জীবানাং মুক্তিসংস্থিতিহেতু মায়া তয়োঃ কারণং শক্তিঃ হ্লাদিনী সম্বিৎ জ্ঞানং আভিরন্যাভিশ্চ নিষেবিতং ॥ ৪৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভাগে। মরীচ্যাদ্যা বামে। প্রহ্লাদাদ্যাঃ সম্মুখে। নারদঃ সম্মুখোর্দ্ধে। এতে চ সর্ব্ব এব নিত্যাঃ। প্রাপঞ্চিকব্রহ্মাদ্যা এতদ্ব্রহ্মাদিবিভূতয়ো জ্ঞেয়াঃ। যদুক্তং পাদ্মোত্তরখণ্ডে। নিত্যাঃ সর্ব্বে পরে ধাম্নি যে চান্যে চ দিবৌকসঃ। তে বৈ প্রাকৃতনাকেঽস্মিন্নিত্যাস্ত্রিদিবেশ্বরা ইতি। শ্রিয়েতি শ্রীআদয়ঃ স্বরূপভূতাঃ। তত্র শ্রীরৈশ্বর্য্যং। পুষ্টির্বলং। গীর্জ্ঞানং।

বিচিত্র ভাবের প্রকাশে ও অমৃতপূর্ণ বাক্যের প্রয়োগে সেই ভগবানকে স্তব করিতেছিলেন ॥ ৪৬ ॥

সম্পদ্রূপা শ্রীঃ পুষ্টি, বাণী, কান্তি, কীর্ত্তি, বৈরাগ্য, সর্ব্বাকর্ষণী ইলাশক্তি ঊর্জ্জা এবং বিদ্যা, অবিদ্যা ও মায়াশক্তি ভগবানকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তাঁহারই সেবা করিতেছিলেন ॥ ৪৭ ॥

ভক্তশ্রেষ্ঠ অক্রূর ভগবানের তাদৃশ রূপ ও ঐশ্বর্য্য অবলোকন করিয়া নিতান্তই পরিতৃপ্ত হইলেন। তাঁহার অঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিল; ভাবে চিত্ত আর্দ্র হইল এবং লোচনদ্বয় বিস্ফারিত হইল ॥

আভাস।

অক্রূর ভগবানের পরম ভক্ত হইলেও তিনি যখন কংসের অভিপ্রায় স্মরণ করিতেন, তখন শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবদ্ভাব সময়ে সময়ে বিস্মৃত হইতেন। কংস ধনুর্যাগ উপলক্ষে রামকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া মল্লাদির প্রয়োগে বিনষ্ট করিবেন, এই ভাব যখন অক্রূরের স্মৃতিপথে আরোহণ করিত, তখন রামকৃষ্ণের সুকুমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও কিশোর ভাব চিন্তা করিয়া অভিভূত হইয়া পড়িতেন। তৎকালে তিনি রামকৃষ্ণকে স্বীয় ভ্রাতা

গিরা গদ্গদয়াস্তৌষীৎ সত্ত্বমালম্ব্য সাত্বতঃ (ভারত)।
প্রণম্য মূর্দ্ধ্নাবহিতঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ শনৈঃ ॥ ৪৮ ॥

॥ ॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অক্রূরপ্রতিযানে নবত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ৩৯ ॥ * ॥

অন্বয়ঃ।

সাত্বতঃ অক্রূরঃ, শনৈঃ সত্ত্বং ধৈর্য্যং, আলম্ব্য মূর্দ্ধ্না ভগবন্তং প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ অবহিতঃ সাবধানঃ, সন্ গদ্গদয়া গিরা স্খলিতাক্ষরয়া, অস্তৌষীৎ ইতি দ্বয়োরন্বয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি দশমে শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃতান্বয়ে নবত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বিলোক্য সুভৃশং প্রীতঃ অস্মচ্ছ্রীকৃষ্ণোঽসাবেবভূতঃ পরমেশ্বর ইতি জ্ঞাত্বেতি ॥ ৪৮ ॥

॥ * ॥ ইতি দশমে উনচত্বারিংশঃ ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কান্তিঃ শ্রীঃ। কীর্ত্তির্যশঃ। তুষ্টির্বৈরাগ্যং। ইতি ষড়্ভগশব্দবাচ্যাঃ শক্তয়ঃ। ইলা ভূশক্তিঃ সন্ধিন্যাখ্যা। অন্তরঙ্গা যস্যা বিভূতিঃ পৃথী। উর্জ্জা লীলাশক্তিরন্তরঙ্গা যস্যা বিভূতির্লোকস্থা তুলসী। বিদ্যাবিদ্যে জীবানাং মুক্তিসংসৃতিহেতু বহিরঙ্গে। শক্তির্মহামায়া হ্লাদিন্যরূপা যয়া বিদ্যাবিদ্যয়োর্মুক্তা বহিরঙ্গা। চকারাত্তদধীনা জীবশক্তিস্তটস্থা। এতাভির্নিতরাং সেবিতং ॥ ৪৪—৪৮ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
একোনচত্বারিংশোঽয়ং দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥ * ॥

তিনি ক্রমশঃ ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ভগবানকে অবনত মস্তকে প্রণাম করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অতি সাবধানের সহিত গদ্গদস্বরে জনার্দ্দনকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪৮ ॥

ইতি দশমে শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃত নবত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

আভাস।

বসুদেবের পুত্র অপেক্ষা অধিক বলিয়া ধারণা করিতে পারিতেন না। বাৎসল্যরসে তাঁহার চিত্ত আচ্ছন্ন থাকায়, তাঁহার মনে সর্ব্বদাই একটী ভীতিভাবের উদয় হইত; সুতরাং ভগবান্ ভক্তের ভয়-নিবারণার্থ লীলাতিরিক্ত স্বকীয় পরমার্থ রূপ জলের মধ্যে অক্রূরকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন ॥ ৩৪—৪৮ ॥

ইতি দশমে শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃত উনচত্বারিংশ অধ্যায়ের আভাস সমাপ্ত ॥

দশমে পূর্ব্বার্দ্ধ সমাপ্ত ॥